

হাঙ্গিল্যাম্বা

# পাতঞ্জল যোগদর্শন

শ্রীমদ হরিশ্চন্দ্রানন্দ আরণ্যক

এবং

শ্রীমদ বসুদেব আরণ্যক

www.meru.com  
bengali ebook

আরো বাংলা বইয়ের

পিডিএফ ফাইল

ডাউনলোডের জন্য

নিচের লিংকে ক্লিক করুন



[www.worldmets.com](http://www.worldmets.com)





কাপিতাশমী  
পাতঞ্জল যোগদর্শন





কাপিলাশ্রমীয়  
পাতঞ্জল যোগদর্শন

( সূত্র, ব্যাসভাষ্য, ভাষ্যানুবাদ, ভাষাটীকা, যোগভাষ্যটীকা ভাস্করী  
ও সাংখ্যতত্ত্বালোক আদি সাংখ্যীয় প্রকরণমালা সমন্বিত )

● পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত বর্ধ সংস্করণ ●

“ন হি কিঞ্চিদপূর্বমজ বাচ্যং ন চ সংগ্রহনকৌশলং সমাप्ति ।  
অতএব ন মে পবার্থচিন্তা স্বমনো বাসযিতুং কৃতং মযেদম্ ।  
অথ মৎসমযাতুবেব পশ্চেদপবোধেণ্যনমতোহপি লার্থকৌহবম্ ॥”

সাংখ্যযোগাচার্য

শ্রীমদ্ হরিহরানন্দ আরণ্য প্রণীত

এবং

শ্রীমদ্ ধর্মমেষ আরণ্য

ও

রাম যতেন্দ্রশ্রম ঘোষ বাহাদুর, এম. এ., পি-এইচ. ডি.

সম্পাদিত

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রস্তুত পর্বত

PĀTANJAL YOGADARŚAN

By Sāṅkhya-yogācārya Śrīmad Hariharānanda Āraṇya

© কাপিল মঠ

© Kāpil Math

ধর্ম সংস্করণ

“কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গমভিত্তিকমে মুদ্রিত”

প্রকাশকাল :

এপ্রিল, ১৯৮৮

প্রকাশক :

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

( পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা )

চার্জ মাদেন্দু, নবম তল

৬-এ, রাজা হুসেইন মুসলিম কোয়ার্টার

কলিকাতা ৭০০ ০১৩

মুদ্রক :

সিদ্ধার্থ বিদ্য

বোম্বি প্রেস

৬বি, শঙ্কর বোম্বি সেন

কলিকাতা ৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদ : প্রদীপ নাথ

মূল্য : আশি টাকা

---

Published by Shri Shibnath Chattopadhyay, Chief Executive Officer, West Bengal State Book Board, under the centrally sponsored scheme of production of books & literature in regional languages at the University level launched by the Government of India in the Ministry of Human Resource Development (Department of Education), New Delhi.

## পর্ষদের ভূমিকা

পাতঞ্জল যোগদর্শন গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশের লগ্ন থেকেই বিদ্বৎ-সমাজে সমাদৃত। পববর্তী সংস্করণগুলোব নতুন তথ্য এবং ভাবনাচিন্তার আলোকে যে সমস্ত প্রাসঙ্গিক সংযোজন ঘটেছে তা একদিকে যেমন গ্রন্থটিকে মূল্যবান করেছে তেমনি এ-ব কলেবরও বাড়িয়েছে। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রকাশিত শেষ পঞ্চম সংস্করণটি দীর্ঘদিন নিঃশেষিত। বইটির চাহিদার কথা ভেবে ইংরাজী ও হিন্দীতে সমগ্র গ্রন্থটির অংশ বিশেষ অনূদিত হয়েছে কয়েকটি সংস্করণে। অবশ্য মূল গ্রন্থটি দীর্ঘদিন ধরেই দুঃপ্রাপ্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও কাপিল মঠ কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতায় গ্রন্থটির বর্তমান সংস্করণ প্রকাশ করতে পেরে স্বভাবতই আমরা গৌরবান্বিত। এই সুযোগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং কাপিলমঠ কর্তৃপক্ষকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকলের কাছেও আমরা ঋণী।

কলিকাতা

বৈশাখ, ১৩৯৫

শিবনাথ চট্টোপাধ্যায়

মুখ্য প্রাশাসন আধিকারিক

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ





## সম্পাদকের নিবেদন

পূজ্যপাদ গ্রন্থকাষেব স্বযোগ্য শিষ্য ও উত্তর-সাধক স্বামী ধর্মমেষ আবণ্য গ্রন্থটি আত্মোপাস্ত সংশোধন কবেছেন। অনেক দুর্বোধ্য জটিল অংশ বিশদ কবে দিবে সাধাবণেব পক্ষে 'সহজবোধ্য কবা ছাড়া প্রয়োজনবোধে নতুন কিছু কিছু অংশ যোগও কবেছেন। দুর্বোধ্যেব বিবব গ্রন্থটিব প্রকাশ তিনি দেখে যেতে পাবলেন না—বইটি ছাপাকালীন ১৩৯২ সালেব এই কাৰ্তিক মহানবমীর দিন তাঁব দেহান্ত ঘটে।

ব্যক্তিগত জীবনে স্বামী ধর্মমেষ আরণ্য ছিলেন সাংখ্য-যোগেব মূর্ত প্রতীক। লোকচক্ষুে সম্পূর্ণ অগোচরে নিভূতে আধ্যাত্মিক সাধনেই তিনি ব্যাপৃত থাকতেন। মুমুকু জিজ্ঞাসুদেব সাধনপথে অগ্রসব হতে সাহায্য কবা ছাড়া তাঁব বাহ্যকর্ম বলতে ছিল আচার্য স্বামী হবিহবানন্দ আবণ্যেব লেখা গ্রন্থাবলীব সংরক্ষণ। আচার্যেব কোনও বই নিঃশেষ হয়ে যাবাব আগে যাতে তাব নতুন সংশোধিত বা প্রয়োজনবোধে, পবিবর্তিত ও পবিবর্ধিত, সংস্করণ নিভূলভাবে ছেপে বাব হয় সেদিকে ছিল তাঁর সদা সতর্ক দৃষ্টি। বিশেষতঃ এই যোগদর্শন গ্রন্থটিই ছিল তাঁব প্রাণ। এব প্রতিটি সংস্করণ তিনি গভীর নিষ্ঠাব সঙ্গে দেখে সংশোধন কবে নিজে প্রেস-কপি তৈরী কবে দিতেন, এবাবেও তাই কবেছেন। যোগদর্শনেব ইংবাঙ্গি ও হিন্দী অল্পবাদ (যথাক্রমে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও দিল্লীব মোতীলাল বানারসীদাস কর্তৃক প্রকাশিত) যে দেশে ও বিদেশে সমাদৃত হযেছে, তাব মূলেও ছিল তাঁব শুভ প্রচেষ্টা ও পবিত্র অহুপ্রেরণা।

এব আগেব (পঞ্চম) সংস্করণে স্বামী ধর্মমেষ আবণ্য তাঁব নিজেব লেখা 'ত্রিগুণ ত্রৈজ্ঞানিক' নিবন্ধটি সম্পাদকীয় প্রকরণ হিসাবে যোগ করেছিলেন। এবাবে তাঁব ভাবণ অবলম্বনে লেখা 'সংসাব-চক্র ও মোক্ষধর্ম' ও 'বাহুযল' নামে দুটি ছোট নিবন্ধ যুক্ত হযেছে। শ্রদ্ধালু পাঠক গ্রন্থটিতে কর্মতত্ত্বেব একটি গুঢ় প্রহেলিকাব সমাধান পাবন। দ্বিতীয়টিতে পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞানেব মতবাদেব সঙ্গে সাংখ্যীয তত্ত্বেব সামঞ্জস্য অতি সংক্ষেপে বলা আছে।

আগেব কয়েকটি সংস্করণই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ কবেছিলেন। নানা কাষে তাঁদেব পক্ষে বর্তমান সংস্করণেব কাজ হাতে নেওয়া সম্ভব হছিল না। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, বিশেষতঃ পর্ষদেব তৎকালীন কর্মধার শ্রীদিব্যান্দু হোতা স্বতঃপ্রবৃত্ত হযে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েব সম্মতি লিখে এই মহৎ কাজের দাবিছ গ্রহণ করায় এবং তাঁব দুই উত্তরস্বামী, শ্রীলাডলীমোহন রায়চৌধুরী ও শ্রীশিবনাথ চট্টোপাধ্যায় সেই কাজ ছুটুভাবে সম্পন্ন করায় তাঁরা বাংলাভাষাভাবী আধ্যাত্মিক জ্ঞানপিপাসু পাঠক যাজ্ঞের ধন্যবাদার্থ হয়েছেন।





## পঞ্চম সংস্করণের সম্পাদকীয় নিবেদন

স্বর্গত পৃথিবীয়া গ্রন্থকাবের কবেকখানি পড়ে এবং সাক্ষাতে ভাবিত উপদেশে যেসব হুম্ম দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বেব সন্ধান পবে পাওবা গিবাছে তদনুযায়ী অতীত যত্নপূৰ্বক এবং সাবধানতাসহকারে এই সংস্করণের বহু স্থল মার্জিত ও বিশদীকৃত হইবাছে এবং নূতন কবেকটি বিষয়ও বিস্তৃত ভাবে সন্নিবেশিত কবা হইবাছে, তদ্ব্যতীত অনেক স্থলে কাঠিন এবং অপ্ৰচলিত শব্দের অৰ্থও দেওবা হইবাছে।

চতুৰ্থ সংস্কৰণ প্ৰকাশিত হওবাব পবে ভাৰতীয় দৰ্শনবাস্তো এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা নূতন আবিষ্কৃত পুঁথিদুটে মাদ্ৰাজ হইতে (Madras Government Oriental Series) ইংৰাজী ১৯৫২ সালে 'শ্ৰীগোবিন্দভগবৎ পুৰাণাদ শিখ্য পবিত্ৰাজকাচাৰ্যশঙ্কৰ'-প্ৰণীত 'ভাষ্যবিবৰণ' নামক পাতঞ্জল ব্যাসভাষ্যেব টীকাব প্ৰকাশন। এই টীকাকে উহাব সম্পাদক পণ্ডিতবৰ এক সুদীৰ্ঘ ভূমিকায শাৰীৰক-ভাষ্যকাব শঙ্কবাচাৰ্যেব বচিত বলিষা প্ৰমাণিত কবিষাছেন। কিন্তু যিনি অদ্বৈতবাদেব প্ৰবৰ্তক তিনি যে যোগভাষ্যেব টীকা বচনা কবিবেন এবং তাহাব কবেক স্থলে পুৰুষবহুত্ব বাহু সম্বৰ্ণন কবিবেন (পুৰুষাণং নানাংগং সিদ্ধম্ ২।২২) তাহা মনে হয় না। উহাব ভাষাও শাৰীৰকেব তুলনায় যেন কিছু লঘু বলিষা প্ৰতীত হয়। আবার বেদান্তভাষ্যে ব্যবহৃত শব্দেব কবেকটি প্ৰিয় বাক্যও এই টীকাতে উদ্ধৃত পাওবা যায়। যেমন, 'যদৈ কিছু মহুববদং তদ্বৈবজ্ঞ' 'প্ৰধান-মহ্ননিৰ্বহণন্তায়' ইত্যাদি। অনেক স্থলে বাচস্পতি মিশ্ৰ এবং বিজ্ঞানভিক্ষুব ব্যাখ্যাব সহিত বিশেষ অমিলও দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয় পাদেব ৪৭ শ্লোকেব অনন্ত সমাপত্তিৰ অৰ্থে মিশ্ৰ ও ভিক্ষু উভয়েই, সহস্ৰকণী অনন্তনাগ বুঝাইযাছেন, ইহা অসঙ্গত। কিন্তু ইনি যে ব্যাখ্যা কবিষাছেন তাহা তদগোচা মুক্তিযুক্ত এবং ইহাব টীকা মুদ্রিত হওবাব বহুপূৰ্বে প্ৰকাশিত এই গ্ৰন্থৰ আচাৰ্য স্বামীজিৰ ব্যাখ্যাব সহিত সামঞ্জস্যযুক্ত।

শঙ্কবাচাৰ্য ছিলেন সাংখ্যকাবিকাব ভাষ্যবচয়িতা সৌভগাদাচাৰ্যেব প্ৰশিষ্য। যদি এই 'বিবৰণ' টীকা যথার্থই তাঁহাব বচিত হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে যে তিনি প্ৰথম বয়সে পাতঞ্জলেবই অধ্যবস্ত ছিলেন পবে মতেব কিছু পৰিবৰ্তন ঘটয়াছিল। অথবা, আত্মসাক্ষাৎকাৰেচ্ছ-গণেব পক্ষে যোগসাধন অপৰিভাষ্য্য বলিষা আত্মবিদ্ বৈদ্যাত্মিক তিনি সাধনপ্ৰণয়নপে পাতঞ্জলকেও স্বীকাৰপূৰ্বক সমাদৰ কবিষাছেন। তত্ত্বেব দৃষ্টিতে পুৰুষেব একত্ব কিংবা বহুত্ব সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও পৰমার্থ সাধনে উভয় পক্ষেবই আদৰ্শ উপনিষদ্বুক্ত একান্তপ্ৰত্যক্ষাব ব্ৰহ্ম। বস্তুতঃ বেদান্তভাষ্যে তিনি অন্ত্যাত্ম মত স্বৰূপ তীৰ্ণ ভাষাব খণ্ডিত কবিষাছেন পাতঞ্জল-মত সম্বন্ধে সেরূপ ভাষা কোথাও ব্যবহাৰ কবেন নাই। বেদান্তশ্লোকেব ২।১।৩ ভাষ্যে উহাব বহু সমালোচনা কবিলেও নানা প্ৰতি উদ্ধৃত কবিষা যোগমত যে প্ৰতিসঙ্গত তাহা খ্যাপিত কবিষাছেন এবং যোগেব সাধনাপণ যে অতীত সমীচীন তাহা প্ৰগাঢ় প্ৰশংসা সহিতই স্বীকাৰ কবিষাছেন, যথা, বেদান্তভাষ্য, ১।৩।৩৩।

এই সংস্কৰণে প্ৰাকবৰণমালাব সৰ্বশেষে 'জিগ্ৰণ ও দ্বৈগ্ৰণিক' নামক একাটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ

সংযুক্ত হইয়াছে, আশা করা যায় এ বিষয় বুঝিতে উহা পাঠকদের সহায়ক হইবে। গ্রন্থে উদ্ধৃত পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদের অল্প কয়েকটি উক্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত তাঁহাদের প্রবন্ধ হইতে গৃহীত বলিয়া আকব গ্রন্থের উল্লেখ নাই।

উপসংহাৰে, গ্রন্থকার পুণ্ড্রপাদ আচার্য স্বামীজির পৰিচয়স্বরূপ এক সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখাৰ জন্ম বহু অন্ববোধ আসিলেও তদ্বিষয়ে তাঁহার যে নিবেদন আছে তাহা স্বৰ্ণ কবিতা বিবত হইতে হইল। তাঁহাৰ এক গ্রন্থে আছে, ‘মহাপুৰুষদেব ভক্তগণেৰ জন্মই আমবা তাঁহাদেব কথাষাৰ বিবৰণ পাই না... ...যাহা নিজেবা সত্য ও উপযুক্ত মনে করেন তাহাই বলেন এবং মহাপুৰুষদেব মুখ দিবা বলান’। তাঁহার নিজেৰ জীবনচৰিত লেখা সন্দেহে শুধু কথাৰ নহে, লিখিত পত্ৰেও তিনি নিবেদন কৰিযাছেন— ‘জীবনচৰিতেৰ দিক দিয়াও বেও না, কেবল কতকগুলি অতিৰঞ্জিত কথা থাকে’। কিন্তু তাঁহাৰ তাপস জীবন তিনি নিজেই এক্স প্রভাৱ যন্তিত কবিতা গিৰাছেন যে তাহাকে আৰ অতিবৰ্জন কৰাৰ অবকাশ তত ছিল না, তথাপি জীবনীৰ স্বৰ্ণে উপাদান হাতে থাকা সত্ত্বেও তাঁহাৰ ঐ স্পষ্ট নিৰ্দেশ অবনত মন্তকে স্বীকাৰ কৰিতা লইতে হইয়াছে।

স্বমহান অন্তৰেৰ প্ৰতিচ্ছবিবৰ্ণন স্বৰচিত পাৰমাৰ্থিক গ্ৰন্থমালাই তাঁহাৰ অপূৰ্ণ আধ্যাত্মিক জীবনেৰ পৰিচায়ক হইবা চিৰমাহাত্ম্য স্থাপিত কৰিতে থাকিব।

কাপিল হঠ

১৩৭৩ সাল

ইংৰাজী ১৯৫৬

ধৰ্মমেষ আৰণ্য

## সমগ্র সূচী

ভূমিকা	...	...	...	১- ১৬
পাতঞ্জল যোগদর্শন	...	...	...	১৭-৩৪৪
সমাধিপাদ			...	১৯
সাধনপাদ			...	১১৬
বিহৃতিপাদ			...	২১৪
কৈবল্যপাদ			...	২২৮
ভাস্করী	...	...	...	৩৪৫-৫৪৬
প্রথম: পাদ:			...	৩৪৭
দ্বিতীয়: পাদ:			...	৪১১
তৃতীয়: পাদ:			...	৪৭৪
চতুর্থ: পাদ:			...	৫১৯
সাংখ্যীয় প্রাকরণমালা	...	...	...	৫৪৭-৮৪২
সাংখ্যতত্ত্বালোক:			...	৫৪৯
[ বিব-সূচী—উপক্রমিকা—সাংখ্যতত্ত্বালোক: ]				
বববভুমালা			...	৬০৪
তত্ত্বসাক্ষাৎকাব			...	৬১০
তত্ত্বসাধনেব বিশ্লেষ ও সমবায়			...	৬২৪
তত্ত্বপ্রাকবণ			...	৬৩৭
পঞ্চভূত প্রকৃত কি			...	৬৫১
মত্তিক ও স্বতন্ত্র জীব			...	৬৫৬
পুরুষ বা জাত্মা			...	৬৬৪
পুরুষেব বহুত্ব ও প্রকৃতিব একত্ব			...	৬৮০
শান্তি-সম্ভব			...	৬৮৬
সাংখ্যেব দীপ্তব			...	৬৯১
[ সমুপ ও নির্ভণ ইত্যের লক্ষণ—তৎপ্রাধিকার—লোকসংস্থান ]				
যোগ কি ও কি নহে			...	৭০৪
পাশ্চর্য দর্শন ও সাংখ্য			...	৭০৭
সাংখ্যীয় প্রাণতত্ত্ব			...	৭৪২
[ প্রাণতত্ত্ব—পাকাত্য প্রাণবিচার সন্ধিগত বিবরণ—প্রাণীর উৎপত্তি ]				



মত্ৰ ও তাহার অবধাবণ	...	৭৬৯
[ লক্ষ্যাদি—আংশিক মত্ৰ—অবাংশিক মত্ৰ—মত্ৰের অবধাবণ— আংশিক ও পানবার্ষিক মত্ৰ—মত্ৰের উদাহরণ ]		
জ্ঞানযোগ	...	৭৭৭
[ সাধনমতে—‘আমি আমাকে জানছি’—এই আমি কে ?—য্যানেব বিষয়—অসীমভিন্নত্বের উপলব্ধি—সাধনের কৃত্ত পুণ্যভবন অতিকল্পনা— সমন্বিত বা সমঞ্জস সাধন ]		
শঙ্কা-নিবাস	...	৭৮৯
[ (১) মুক্তি কাহার ? (২) মুক্তপুণ্যভবন নির্মাণচিত্ত (৩) পুণ্য কি যাপ্যাবস্থা ? (৪) অনির্গতনীয়, অজ্ঞেয় ও অব্যক্ত (৫) ত্রৈলোক্য অংশভেদ নাই (৬) হির ও নির্বিকার (৭) উপবৈষয় (৮) মূলে এক কি বহু ? (৯) সাধনেই সিদ্ধি (১০) চরম বিজ্ঞেয় কাহাকে বলে ? (১১) ভাল ও মন্দ (১২) পুণ্যকার কি আছে ? (১৩) প্রশ্ন অনুগ্রহ কিরণ ? ]		
কর্মপ্রকরণ	...	৭৯৯
[ অনুগ্রহমণিকা (১) লক্ষ্য (২) কর্মদেবতা (৩) বর্ষাশন (৪) বাসনা (৫) কর্মফল (৬) জাতি বা শরীর (৭) আত্ম (৮) ভোগফল (৯) বর্ষাবর্ষ- কর্ম (১০) বাতাবিক ও নৈমিত্তিক কর্মফল (১১) কর্মফলে দিবসের প্রয়োগ ]		
কাল ও দিক্ বা অবকাশ	...	৮২০
সম্পাদকীয় প্রকল্পণ	...	...
দ্বিগুণ ও ত্রৈগুণিক	...	৮৪৩-৮৫৮
সংসার-চক্র ও মোক্ষধর্ম	...	৮৪৫
বাহুযুগ	...	৮৫৪
পরিমিষ্ট	...	৮৫৭
ভবেদিত	...	৮৫৯-৯০২
পারিভাষিক শব্দার্থ	...	৮৬১
যোগদর্শনের বিষয়সূচী	...	৮৬৩
প্রকরণমালায় বিষয়সূচী	...	৮৬৪
যোগদর্শনের বর্ণাঙ্কনিক সূত্রসূচী	...	৮৭৮
যোগভাষ্যোক্ত বচনমালা	...	৮৮৬
জ্ঞাপিত	...	৮৯১
গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত গ্রন্থ	...	৮৯৫
কাপিলাত্মীয় পাতঞ্জল যোগদর্শন সম্বন্ধে পণ্ডিতমণ্ডলীর অভিমত	...	৮৯৭
	...	৮৯৯

### মঙ্গলাচরণ

ওঁ নমোহবিভাবিহীনায় হৃদ্যিতাবহিতায় চ ।  
 বাগদেব-প্রহীণায় নির্ভয়ায় নমো নমঃ ॥ ১ ॥  
 সমাহিতায় শান্তায় নিঃসঙ্গায় নিবাশিষে ।  
 আত্মানং জ্ঞানতে সম্যক্ স্বস্থায় চ নমো নমঃ ॥ ২ ॥  
 সংস্থিতস্তয়ি বাহ্যাদ্ভ্যামন্তবাস্ত্বানি স্থিতঃ ।  
 বিতর্কবিহীনে হার্ধে আকাশে মে মহীয়তাম্ ॥ ৩ ॥  
 স্বয়ি মে সর্বম্ ওম্ ওম্ ওম্ আত্মনি মে ভূম্ ওম্ ওম্ ওম্ ।  
 আবয় আবয় ওম্ ওম্ ওম্ চিন্ত্য শাময় শাময় ওম্ ॥ ৪ ॥  
 অবাণি সৌহৃদম্ ওম্ ওম্ ওম্ শাস্ত্য চিন্তয় ওম্ মাম্ ওম্ ।  
 স্বংস্থং কেবলম্ ওম্ ওম্ ওম্ অবাণি শুদ্ধম্ ওম্ মাম্ ওম্ ॥ ৫ ॥

— ০ —

অবিভা অস্মিতা ভয় রাগ হেব যাব  
 অন্তবে বিহীন সদা তাঁরে নমস্কাব । ১ ।  
 নিরাশী নির্লিপ্ত দেব শান্ত সমাহিত  
 নমো নম সদা যিনি স্বরূপেই স্থিত । ২ ।  
 তোমাতে সংস্থিত দেহ, অন্তরেও প্রতিষ্ঠিত  
 চিন্তাহীন হৃদ্যাকাশে থাক তুমি বিরাজিত । ৩ ।  
 তোমাতে আমার সব ওম্ ওম্ ওম্  
 মমাস্তরে তুমি দেব ওম্ ওম্ ওম্ ।  
 অরিয়া অরিয়া সদা ওম্ ওম্ ওম্  
 হোক শান্ত মম চিন্ত ওম্ ওম্ ওম্ । ৪ ।  
 শান্ত শুদ্ধ চিত্তরূপ ওম্ ওম্ ওম্  
 আপন স্বরূপ অরি ওম্ ওম্ ওম্ ।  
 তোমাতে স্থস্থিত শুদ্ধ ওম্ ওম্ ওম্  
 অরি মোর আত্মরূপ ওম্ ওম্ ওম্ । ৫ ।

## যোগদর্শন-সম্বন্ধীয় প্রচলিত গ্রন্থ

যোগদর্শনের যেসব প্রাচীন ও এই গ্রন্থকাববিবচিত সংস্কৃত ব্যাখ্যান গ্রন্থ আছে তাহাব তালিকা দেওয়া হইল, উহাব অধিকাংশই প্রকাশিত হইয়াছে । গ্রন্থসকল বখা—

- ( ১ ) ব্যাসকৃত সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য
- ( ২ ) বাচস্পতি মিশ্র-কৃত তত্ত্ববৈশাখী নামী ভাষ্যটীকা
- ( ৩ ) বিজ্ঞানভিদ্ধ-কৃত যোগবাস্তব নামক ভাষ্যটীকা
- ( ৪ ) গ্রন্থকাব-কৃত ভাষ্যতী নামী ভাষ্যটীকা
- ( ৫ ) বাঘবানন্দ-কৃত পাতঞ্জলরহস্য
- ( ৬ ) গ্রন্থকাব-কৃত সটীকা যোগকাবিকা
- ( ৭ ) নাগেশভট্ট-রচিত হৃদভাষ্যবৃত্তিব্যাখ্যা
- ( ৮ ) অনন্ত-রচিত যোগহৃদার্থ চম্ভিকা বা যোগচম্ভিকা
- ( ৯ ) আনন্দশিষ্য-রচিত যোগসুখাকব ( বৃত্তি )
- ( ১০ ) উদয়শঙ্কর-বচিত যোগবৃত্তিসংগ্রহ
- ( ১১ ) উদ্যাপতি দ্বিপাঠী-কৃত যোগহৃদ-বৃত্তি
- ( ১২ ) গণেশ দ্বীক্ষিত-কৃত পাতঞ্জলবৃত্তি
- ( ১৩ ) জ্ঞানানন্দ-কৃত যোগহৃদবিবৃত্তি
- ( ১৪ ) নারায়ণ ভিদ্ধ বা নারায়ণেন্দ্র লবনতী-কৃত যোগহৃদগূঢ়ার্থভৌতিকাব
- ( ১৫ ) ভবদেব-কৃত পাতঞ্জলীষাভিনবভাষ্য
- ( ১৬ ) ভবদেব-কৃত যোগহৃদবৃত্তিটোল্লন
- ( ১৭ ) ভোদ্ধবাঙ্গ-কৃত রাজমার্গগুণ্যবিবৃত্তি বা ভোদ্ধবৃত্তি
- ( ১৮ ) মহাদেব-প্রণীত যোগহৃদবৃত্তি
- ( ১৯ ) বামানন্দ লবনতী-কৃত যোগমণিপ্রভা
- ( ২০ ) বাবাহুঙ্গ-কৃত যোগহৃদ-ভাষ্য
- ( ২১ ) বৃন্দাবন ঙ্গর-বচিত যোগহৃদবৃত্তি
- ( ২২ ) শিবশঙ্কর-কৃত যোগবৃত্তি
- ( ২৩ ) সদাশিব-বচিত পাতঞ্জলহৃদবৃত্তি
- ( ২৪ ) ত্রীধবানন্দ যতি-কৃত পাতঞ্জলবহস্যপ্রকাশ
- ( ২৫ ) পাতঞ্জল আখ্যা
- ( ২৬ ) নারায়ণ তীর্থ-বিবচিত যোগসিদ্ধান্তচম্ভিকা ও হৃদার্থবোধিনী
- ( ২৭ ) শঙ্করভগবৎপাদ-প্রণীত পাতঞ্জল-যোগহৃদ-ভাষ্য-বিববণ ( নবপ্রকাশিত প্রাচীন ভাষ্য )

କାପିଳାଶ୍ରମୀୟ  
ମାତଙ୍ଗେନ ଷୋମଦର୍ଶନ



ভূমিকা



# ভূমিকা

## ভারতীয় মোক্ষদর্শন

পৃথিবীতে মহুস্ত্রের বাস যে বহুকাল হইতে আছে এই সত্য ভাবভীর্ণ শাস্ত্রকারেবা লম্বাক্ অবগত ছিলেন। কিন্তু তাঁহাবা ঐ সত্য জানিলেও উহাব সহিত কল্পনা যোগ কবিযা উহাব অনেক অপব্যবহাব কবিযা গিযাছেন। আব, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাঁহাদেব সংকীর্ণ সংস্কাববশে খৃষ্ট-পূর্ব দুই ভিন হাজ্জাব বংসবেব মধ্যেই সংস্কৃত সাহিত্যেব জন্ম এইরূপ কল্পনা কবাব পক্ষপাতী হইযাছেন। ফলে, কালগণন্যে পৌৰাণিকদেব অসম্ভব ভূবি কল্পনাও বেমন দৃষ্ট, পাশ্চাত্যদেব সংকীর্ণ কল্পনাও সেইরূপ দৃষ্ট। সত্যাহুসঙ্কিৎহদেব সংস্কৃত সাহিত্যেব কালগণন্যে সিদ্ধান্ত কতকটা অনির্দেয (open question) বাখাই যুক্তিযুক্ত।\* যথাযথ কালনির্দেশ না হইলেও বৈদিক ও স্বাবনিক সংস্কৃত সাহিত্যেব ভাষা দেখিযা পৌৰাণৰ্ণ নির্দেশ কবা যাইতে পাবে। তবে সৰ্ব্বস্থলে ইহাও খাটে না, কাবণ প্রাচীন ভাষাব অল্পকবণে অনেক আধুনিক গ্রন্থ বচিত হইযাছে এবং প্রাচীন গ্রন্থেব মধ্যেও অনেক স্থলে প্রসিষ্ট অংশ দেখা যায়।

মন্ত্র ও ব্রাহ্মণধৰূপ বেদেব মধ্যে ভিন চাবি প্রকাব ভাষা দেখা যায়। তন্মধ্যে ধক্ বা মন্ত্রলকল যজুস্ অপেক্ষা প্রাযশঃ প্রাচীন। মন্ত্রেব মধ্যেও প্রাচীন, অপ্ৰাচীন এবং মধ্যম অংশলকল আছে, বাহুল্যভবে এ বিষয উদাহৃত হইল না। দার্শনিক মতেরও পৌৰাণৰ্ণ ঐক্ৰণে নির্ণীত হইতে পাবে।

যুধিষ্ঠিৰ, কৃষ্ণ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ মহাভাবতেব পূৰ্বে বৰ্তমান ছিলেন। বেদ তাঁহাদেব বহু পূৰ্বে হইতে আছে, বিশেষতঃ বেদেব মন্ত্রভাগ যে তাঁহাদেব বহু পূৰ্বেকাব তষিষয়ে লংঘ কবিবাব কোনও হেতু নাই, কিন্তু ব্রাহ্মণ ও উপনিষদেব মধ্যে ঐ সব ব্যক্তিব আখ্যান থাকাতে ঐ ঐ বেদাংশ পবে বচিত, এইরূপ সিদ্ধান্ত কবা যুক্তিযুক্ত বোধ হইতে পাবে। ঐতবেব ব্রাহ্মণে আছে, “এতেন হ বা ঐত্রেণ মহাভিষেকেন ত্ববঃ কাবষেযঃ জনমেজযঃ পাবীক্ষিতমভিষিবেচ” ইত্যাদি। (৮পঃ২১) অৰ্থাৎ কবমপুত্রে ত্বব এই ঐত্রে মহাভিষেক অহুষ্ঠানেব দ্বাবা পবীক্ষিতপুত্রে জনমেজযেব অভিষেক কবেন। শতপথ ব্রাহ্মণে যথা, “এতেন হেত্বোতো দৈবাপঃ শৌনকঃ জনমেজযঃ পাবীক্ষিতঃ যাজ্বাঙ্ককাব” ইত্যাদি। (১৩ঃ১৪১) অৰ্থাৎ ইজ্ঞাতো দৈবাপ শৌনক পবীক্ষিতপুত্রে জনমেজযেব (অবমেধ) যজ্ঞে যাজ্ঞন কবেন। ছান্দোগ্য উপনিষদেও দেবকীনন্দন কৃষ্ণেব বিষয আছে দেখা যায়।

\* মোক্ষমূলব বলেন, “All this is very discouraging to students accustomed to chronological accuracy, but it has always seemed to me far better to acknowledge our poverty and the utter absence of historical dates in the literary history of India, than to build up systems after systems which collapse at the first breath of criticism or scepticism.” *The Six Systems of Indian Philosophy*, p. 120. -



কিন্তু ঐ সকল বেদান্তের সমস্তাংশ যুধিষ্টিবান্দিব পবে রচিত বিবেচনা কবা অপেক্ষা ঐ ঐ অংশ পবে প্রকৃষ্ট এইরূপ মনে কবাও সম্ভব। “চতুর্বিংশতি-সাহস্রীঃ চক্রে ভাবতসংহিতাম্। উপাখ্যা-নৈবিনা তাবদ ভাবতমুচ্যতে বৃহৎঃ।” মহাভাবতোক্ত (আদিপর্ব) এই বচন হইতে ভানা বাব যে, পূর্বে ব্যাস চব্বিশ হাজাৰ ব্রাহ্ম ঞ্জেকমৰ ভাবত বচনা কবেন। কিন্তু ক্রমে বেমন তাহাতে লক্ষাধিক ঞ্জোক জমিযাছে, সেইরূপ বহুসহস্ৰ বংসব কঠে কঠে থাকিযা ও নানা প্রতিভাশালী আচার্যেব দ্বাবা অধ্যাপিত হইযা বেদাংশলকল যে প্রকৃষ্ট ভাগেব দ্বাবা বৰ্ণিত হইযাছে, তাহা বিবেচনা কবা সমধিক জ্ঞায (মহাভাবতেব প্রথম রচনাৰ নাম জয, পবে ভাবত ও তাহাব পবে মহাভাবত হইযাছে এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে—আদিপর্ব ৩২।২০)। বিশেষতঃ ব্যাস, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি নামেব ব্যক্তিবা যে একাধিক ছিলেন, তাহাও নিশ্চয। ঞ্জতিব আখ্যাযিকাব যাজ্ঞবল্ক্য এবং শতপথ ব্রাহ্মণেব সংগ্রাহক যাজ্ঞবল্ক্য যে বিভিন্ন ব্যক্তি, এইরূপ অসুমান কবা বাইতে পাবে। যাজ্ঞবল্ক্য শতপথ ব্রাহ্মণেব সংগ্রাহক কিন্তু শতপথ ব্রাহ্মণেই অনেক স্থলে যাজ্ঞবল্ক্য ও অন্যান্য ব্যক্তিব সংবাদ দেখা যায়। পতঞ্জলি নামেব শাস্ত্রকাবও একাধিকসংখ্যক ছিলেন। বস্তুতঃ পতঞ্জলি বা পতঞ্জল একটি বংগ-নাম, ইহা বৃহদাব্যাক্যে প্রাপ্ত হওযা যায়। একজন পতঞ্জলি ইলারুতবৰ্বেব বা ভাবতেব উত্তৰয হিমবং-প্রদেশেব অধিবাসী ছিলেন, আব মহাভাষ্যকাব পতঞ্জলি যে ভাবতেব মধ্যদেশবাসী ছিলেন তাহা মহাভাষ্য-পাঠে অস্বনিত হইতে পাবে। লোহশাস্ত্রকাব একজন পতঞ্জলিও ছিলেন।

এইরূপে নানাকালে নানা অংশ প্রসিষ্ট হওযাতে এবং এক নামেব নানা ব্যক্তিব দ্বাবা ভিন্ন ভিন্ন কালে শাস্ত্র প্রণীত হওযাতে কোন গ্রন্থেব পৌৰ্ব্বাপৰ্য নিঃসংশযৰূপে নির্ণীত হইতে পাবে না। তাহা বিচাব কবা আমাদেব এ প্রস্তাবেব উদ্দেশ্যও নহে। আমবা ইহাতে কেবল ধৰ্মমতেব বিশেষতঃ মোক্ষধৰ্মমতেব উদ্ভব, বিকাশ ও পৰিণামেৰ বিষয বিচাব কবিব।

হিন্দুধৰ্মেব প্রকৃত নাম আৰ্যধৰ্ম। মন্ত্ৰ বলিযাছেন, “আৰ্য ধৰ্মোপদেশক বেদশাস্ত্রাবিবোধিনা। যতর্কেশাংসম্বন্ধে স ধৰ্ম বেদ নেতবঃ।” বৌদ্ধেবাও মনাতন ধৰ্মকে ইসিমত বা ঋযিমত বলিতেন এবং জ্ঞটী ও সন্ন্যাসীদেব ঋষি-প্রব্রাজ্যাব প্রব্রজিত বলিতেন। হিন্দুধৰ্মেব যুল যে বেদ তাহা সব ঋষিবাক্য। ঐহাবা বেদমন্ত্ৰেব ব্রহ্ম বা বচযিতা তাঁহাবাই ঋষি। ঋষিবা সাধাবণ মন্ত্ৰজ্ঞ বলিযা পৰিগণিত হন না। ঐহাদেব অলৌকিক শক্তি থাকিত, তাঁহারাঐ ঋষিযুগে ঋষি হইতেন। ঋষি শব্দ প্রাচীনকালে অভিপূজ্যার্থে ব্যবহৃত হইত, তাহাতে বৌদ্ধেবাও বুদ্ধকে ‘মহেসি’ বা মহাঐ বলেন। ষ্লে সেই যুগে অলৌকিক জ্ঞান ও শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিবা ঋষি হইতেন, জী-শূত্ৰেবাও ঋষি হইযা গিযাছেন।

ঋষিপ্রণীত বা ঋষিযুট শাস্ত্ৰই বেদ। কেহ কেহ বলেন, বেদ ঈশ্বৰ-প্রণীত, বেদে কিন্তু ইহাব কিছু প্রমাণ নাই। অন্ত্বেবা বলেন, “ঈশ্বৰ-প্রণীত হইলে বেদ পৌৰুষেয হয, অতএব বেদ ঈশ্বৰ-প্রণীত নহে।” আধুনিক বৈদান্তিকেবা বলেন, বেদ ঈশ্বৰ হইতে ‘নিঃসৃতব’ উৎপন্ন হইয়াছে, স্ততবাং উহা ঈশ্বৰজাত হইলেও পৌৰুষেয নহে, কাবণ, নিখাস পৌৰুষেয ক্ৰিযা বলিযা ধৰ্তব্য নহে। “অস্ত মহতো. সূতস্ত নিঃসিতমেতদ্ বদুৰ্বেদো বজুৰ্বেদঃ সামবেদোঐশ্বৰ্য্যবিস ইতিহাসঃ গুবাণঃ বিজ্ঞা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ স্তোত্রাণ্যম্ব্যাক্যানানি ব্যাখ্যানান্তত্বেতানি সৰ্বাণি নিঃস্রুতানি।” (বৃহদাব্যাক্য ২।৪।১০) এই ঞ্জতি হইতে বৈদান্তিকেবা উক্ত কাল্পনিক ব্যাখ্যা স্থাপিত কবেন। বস্তুতঃ ঐ ঞ্জতি রূপক অৰ্থেই সম্ভব হয। যাহা কিছু আত্মজ্ঞান লোকে পাইযাছে, তাহা যেন

সেই অন্তর্ধানীৰ নিখাসেৰ মত। এইকণ অৰ্থই এহলে লক্ষ্য, নচেৎ ঈশ্বৰ নিশ্বাস ফেলিলেন, আৰু সব বেদাদি শাস্ত্ৰ হইয়া গেল, এইকণ কল্পনা নিতান্ত অসুস্থ ও বালোচিত।

বেদকে ঋষিদৃষ্ট বলাব আৰু এক ব্যাখ্যা আছে। ভগ্নতে বেদ নিত্য-কাল হইতে আছে, ঋষিরা তাহা দেখিবা অনাদিকাল হইতে প্রচলিত সেই পন্থ ও গম্ভসকল প্রকাশ কৰিষাছেন। এই সব মতেৰ অবশ্য শ্রোত প্রমাণ নাই। “অগ্নি: পূৰ্বেভি: ঋষিভিবীড়্যো নৃতনৈকত” ইত্যাদি বৈদিক শব্দাবলী যে অনাদিকাল হইতে আছে, ইহা অবশ্য নিতান্ত অসুস্থ কল্পনা। ঋষিবা অলৌকিক দৃষ্টিবলে সত্যসকল আবিষ্কাৰ কৰিবা প্রচলিত ভাষাৰ শ্লোকাদি বচনা কৰিবা ব্যক্ত কৰিবা গিষাছেন এই মতই এ বিবয়ে সমীচীন মত।

এক শ্রেণীৰ লোক আছেন ঐহাবা বলেন বেদ অসত্য মন্থত্বেৰ গীত। ইহাও অসুস্থ কল্পনাব। বস্ত্ত: সমগ্র বেদে যে সব ধর্মচিন্তা আছে, এখনকাৰ হুপতা মন্থত্বেবা তদপেকা কিছুই উন্নত চিন্তা কৰে না। আৰু পরমার্থ সম্বন্ধে বেদে যে উন্নত চিন্তা ও সত্যসকল আছে, পাকাত্য সভ্য মন্থত্বেৰ তাহাৰ নিকটবর্তী হইতে এখনও অনেক দেখি। ঈশ্বৰ, পবলোক, নির্বাণ-মুক্তি প্রভৃতিব বিবয়ে বেদে যে সব কথা আছে, তদপেকা উন্নত চিন্তা মন্থত্বেবা এ অবধি কবিত্তে পাবে নাই। মাৰ্শাৰ্গ, লজ (F. W. H. Myers, Sir Oliver Lodge) প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক বর্তমান কালে পবলোক-সম্বন্ধে যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে বলেন, তাহাও বেদোক্ত মতেৰ অন্তর্গত।

উপনিষদে আছে, “ইতি শুক্ৰশ্চ ধীবাণাং যে নজঘিচচক্ষিৰে” (ঈশ ১০)—যিনি ইহা বলিষাছেন, তিনি অন্য কোন ধীৰ ঋষিৰ নিকট ভনিষা তৰে ঐ শ্লোক বচনা কৰিষাছেন। অতএব শ্রুতিবই প্রমাণে শ্রুতি মন্থত্বেৰ দ্বাৰা বচিত। ঐহাদেব দ্বাৰা শ্রুতি বচিত ঐহাবাই ঋষি। ঋষিসকল দ্বিবিধ—প্রবৃত্তিধৰ্মেব ঋষি ও নিবৃত্তিধৰ্মেব ঋষি। কৰ্মকাণ্ডেব ঐহাবা প্রবর্তিতা এবং কৰ্মকাণ্ড-সম্বন্ধীয় মন্ত্ৰেব ঐহাবা ব্রহ্ম বা বচযিতা, ঐহাবা প্রবৃত্তিধৰ্মেব ঋষি। “ইং নম: ঋষিভ্য: পূৰ্বেভ্য: পথিব্ৰহ্মত: পূৰ্বেভ্য:” ইত্যাদি বেদমন্ত্ৰেব ঋষিবাই প্রবৃত্তিধৰ্মেব পথিব্ৰহ্ম ঋষি। (বেদেব কৰ্মকাণ্ড সম্বন্ধে গীতাৰ ঐক্লপ অভিমত ২।৪২-৪৬ শ্লোকে ব্রহ্মব্য)।

আৰু ঐহাবা মোক্ষপথ লক্ষ্যকাৰ কৰিষা তাহাৰ প্রবর্তনা কৰিষা গিষাছেন, ঐহাবা নিবৃত্তিধৰ্মেব ঋষি। সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদেৰ মধ্যে যে মোক্ষধৰ্মবিষয়ক অংশ আছে, তাহাৰ ব্রহ্ম বাজর্ষিগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ নিবৃত্তিধৰ্মেব ঋষি। যেমন বাগ্-আত্ম-গী, জনক, অজাতশত্ৰু, যাজ্ঞবল্ক্য ইত্যাদি। পবমর্ষি কপিল মোক্ষধৰ্মেব প্রধান ঋষি ইহা প্রাচীন ভাবতেব ধর্মযুগে প্রখ্যাত ছিল। যথা মহাভাবতে, “ঋষীণামাহবেকং যং কামান্ধবসিতং ব্রহ্ম” বমাহ: কপিলং সাংখ্যা: পবমর্ষিঃ প্রজাপতিম্”।

যোগধৰ্মে সিদ্ধ ঋষিগণ, ঐহাদেব প্রবর্তিত ধৰ্মেৰ দ্বাৰা অজ্ঞাবধি জগতেব অধিকাংশ মানব ধৰ্মাচৰণ কৰিষা সুখশান্তি লাভ কবিত্তেছে, ঐহাবা যে বিশ্বসম্বন্ধীয় সন্ধ্যাগূৰ্ধনকণ জ্ঞান-সুপ সৃষ্টি কৰিষা গিষাছেন, আধুনিক বহিদৃষ্টি, সভ্যসম্মত, পণ্ডিতগণ পিপীলকেব জ্ঞান তাহাৰ ভলদেশে বিচৰণ কবিত্তেছেন।

ধর্ম দ্বিবিধ—প্রবৃত্তিধর্ম ও নিবৃত্তিধর্ম বা মোক্ষধর্ম। যে ধৰ্মেব দ্বাৰা ইহলোকে ও পবলোকে অধিকতৰ সুখলাভ হয় তাহাই প্রবৃত্তিধর্ম, আৰু যাহাৰ দ্বাৰা নির্বাণ বা শান্তিলাভ হয় তাহা নিবৃত্তি-ধর্ম। নিবৃত্তিধর্ম ভাবতেই আবিষ্কৃত হইয়াছে, প্রবৃত্তিধর্ম পৃথীৰ সৰ্বজই আছে।

প্রতিধর্মের মূল এই দুইটি আচরণ—(১) ঈশ্বর বা মহাপুরুষের অর্চনা ও (২) দান, পোষকতা, মৈত্রী আদি পুণ্যকর্মাচরণ। ইহার মধ্যে অর্চনার প্রণালী আবার মূলতঃ এই—স্তুতি এবং সজ্জা, ধূপ, দীপ ও আহার্যকরণ বলি বা উপহাৰ। বৈদিক যুগ হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত সমস্ত প্রতিধর্মের মধ্যেই এই সকল মূল আচরণ দেখা যায়। কর্মকাণ্ডের (ritual-এব) প্রণালী নানাক্রমে হইতে পারে কিন্তু ঐ সকল মূল আচরণ সর্বধর্মে সমান। বৈদিককালে অগ্নিতে বলি আহুতি দিয়া দেবতার অর্চনা করা হইত এবং ভৎসহ দানাদি করা হইত এবং সোমাদি আহার্য নিবেদিত হইত। যিহুদীরাও পঞ্চমাংস অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া দেবতার অর্চনা করিত। খৃষ্টানদের sacrament এবং আহার্যের উপর grace পাঠ ও আহার্যবলি, মুসলমানদের কোবলান এবং নেব্রাজ ও আহার্যবলি।

ঐ প্রকার প্রতিধর্মের দ্বারা স্বর্গে গমন হব, ইহা বেদে দেখা যায়, “যজ্ঞ ছ্যোতিষতন্ত্রঃ... ত্রিনাকে ত্রিদিবে দিবঃ” ইত্যাদি বেদমন্ত্রে উহা উক্ত হইয়াছে। বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান আদিরাও ঐরূপ কর্মের ঐরূপ মতে বিশ্বাস করিয়া থাকেন।

পৰ্বকাল বা স্বর্গ ও নবক-সম্বন্ধীয় সত্য জানিতে হইলে অলৌকিক দৃষ্টি চাই। আমাদের ঋষিরা এবং খৃষ্টানাদির ধর্মোপদেশদাতা (prophet-রা) অলৌকিক-দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি। ধর্মোচরণ কবিত্তে গেলে মানবকে এক-প্রকার-না-এক-প্রকার কর্মকাণ্ডপদ্ধতি অবলম্বন কবিত্তে হয়। ঋষিরা বাগযজ্ঞরূপ এবং খৃষ্টান-মুসলমানাদিরাও এক-একরূপ পূজা পদ্ধতি (litual) অবলম্বন করিয়া ধর্মোচরণ করিয়াছেন ও করেন। কিন্তু সর্বত্র অলৌকিক-দৃষ্টিসম্পন্ন ধর্মের প্রবর্তনিতা মহাপুরুষের অর্চনা এবং দানাদিকর্ম এইগুলি সাধারণরূপে পাওয়া যায়। আর্য প্রতিধর্ম যে কত বৎসর হইতে আবিষ্কৃত হইয়া চলিয়া আসিতেছে তাহাৰ ইয়ত্তা নাই। পাশ্চাত্যরা আশাভকালের মোহে মুগ্ধবুদ্ধিতে যত্নমান করিয়া বাহা আশঙ্ক্য করেন তাহা সংকীর্ণ কল্পনা ব্যতীত আর কিছু নহে।

নিবৃত্তিধর্মের দুই প্রধান সস্ত্রাদ্য—আর্য ও অনার্য। আর্য সস্ত্রাদ্য সাংখ্য, বেদান্ত প্রভৃতি, অনার্য সস্ত্রাদ্য বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি। যদিও আর্য সস্ত্রাদ্য সর্বমূল তথাপি বৌদ্ধাদিরা স্ব স্ব সস্ত্রাদ্যের প্রবর্তককে মূল মনে কবাত্তে তাহাদের অনার্য বলা যায়।

নিবৃত্তিধর্মের মূল মত ও চর্চা এই—গুণের দ্বারা স্বর্গলাভ হইলেও স্বর্গলাভ অচিরস্থায়ী, কাৰণ তাহাতেও জন্মপৰম্পরার নিবৃত্তি হয় না। সম্যক্ দর্শন জন্মপৰম্পরার বা সংসারের নিবৃত্তিৰ হেতু। যোগ অর্থাৎ চিত্তৈর্হর্যকরণ সমাধি এবং বৈরাগ্য সম্যক্ দর্শনের বা প্রজ্ঞার হেতু, তাহাৰ দ্বাৰা দুঃখমূল অবিদ্যার নাশ হয়, স্তব্ধতাঃ দুঃখময় সংসারের নিবৃত্তি হয়।

সাংখ্য, বেদান্ত, চাৰ্য, বৈশেষিক, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি সমস্ত নিবৃত্তিধর্মাবাদীৰ এই মত। অথচ প্রতিধর্মাবাদীদের যেকোন কর্মপদ্ধতিৰ ভেদ আছে, সেইরূপ নিবৃত্তিবাদীদের সম্যক্ দর্শন এবং সম্যক্ বোগও ভেদ আছে। আর্য সস্ত্রাদ্যের নিবৃত্তিবাদীদের মধ্যে, আত্মজ্ঞান এবং অনাত্মবিষয়ে বৈরাগ্য এই দুই ধর্ম সাধারণ। বৌদ্ধেরা কেবল বৈরাগ্যবাদী, জৈনেরা এবং বৈষ্ণবাদিরা বৈরাগ্য এবং এক-এক প্রকার আত্মজ্ঞানবাদী।

নিষ্ঠা ও সন্তোষ ভেদে আত্মজ্ঞান দ্বিবিধ। সাংখ্যেরা নিষ্ঠা পুরুষবাদী, বৈদান্তিকদের আত্মা নিষ্ঠা ও সন্তোষ (ঈর্ষ্যসম্পন্ন) দুই-ই, তাত্ত্বিকদের আত্মা সন্তোষ। কিন্তু সর্বমতেই যোগ অর্থাৎ অত্যানবৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তব্রতিবোধ, আত্মসাক্ষ্যকাৰের ও শাস্তী শাস্তিৰ উপায়।

বৌদ্ধমতে আত্মজ্ঞানের পরিবর্তে অনাত্মজ্ঞান অর্থাৎ পঞ্চকন্ডরূপ আত্মা শূন্য এইরূপ জ্ঞানই

সম্যক্ দর্শন। তৎপূর্বক তৃষ্ণাশূন্যতা বা বৈবাগ্যই নির্বাণ। জৈনেবাও বলেন বৈবাগ্যপূর্বক সমাধিবিশেষ তাঁহাদের মোক্ষ। বৈষ্ণবদেব মধ্যে বিশিষ্টাষ্টৈকতাবাদীবাও বৈবাগ্য এবং সমাধিকে মোক্ষোপায় বিবেচনা করেন।

শ্রুতিতে আত্মা পবন গতি বলিয়া কথিত হব। বস্তুতঃ প্রাচীন ঋষিবা পবন পদার্থকে বহুশঃ 'আত্মা' নামে ব্যবহার কবিতেন। ঋষিবা ইন্দ্রাদি দেবতাদের এবং প্রজাপতি হিব্যগর্ভ নামক সপ্তম ঈশ্বরের উপাসনা কবিতেন। হিব্যগর্ভদেবই কালক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিন নামে ত্রিধা বিভক্ত হইয়াছেন। ব্রহ্মাণ্ডাধীশ প্রজাপতি হিব্যগর্ভের অপব নাম অক্ষব আত্মা, তিনি ঐশ্বর্যসম্পন্ন, স্তব্ধাং সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্ ও সর্বব্যাপী। "হিব্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে তৃতন্ত জাতঃ পতিবেক আসীৎ" ইত্যাদি ঋকে তিনি স্তব্ধ হইয়াছেন।

প্রজাপতি হিব্যগর্ভ বা অক্ষব আত্মা ব্যতীত নিষ্ঠুর্গ পুরুষও শ্রুতিতে আছেন, তিনি "অক্ষবাং পবতঃ পবঃ" ইত্যাদি কপে কথিত হইয়াছেন। তিনি ঐশ্বর্যনিষ্ঠ স্তব্ধাং তাঁহাকে সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত কবা যায় না।

আত্মাকে অক্ষব পুরুষস্বরূপ জ্ঞান এবং নিষ্ঠুর্গ পুরুষস্বরূপ জ্ঞান এই উভয় প্রকার জ্ঞানই আত্মজ্ঞান। তন্মধ্যে নিষ্ঠুর্গ পুরুষরূপ আত্মা সাংখ্যসম্মত। বৈদান্তিকেবা আত্মাকে ঈশ্বরও বলেন, আত্মক নিষ্ঠুর্গও বলেন। সাংখ্যমতে (এবং জ্ঞান-বৈশেষিক-বৈষ্ণবদ্বিমতে) পুরুষ বহু। সাংখ্যমতে পুরুষ স্বরূপতঃ নিষ্ঠুর্গ, স্ব স্ব অন্তঃকরণের বিভক্তি অহুসাবে পুরুষগণ ঈশ্বর বা অনীশ্বর হন। বেদান্তমতে পুরুষ এক, মাধব দ্বাবা তিনি ঈশ্বর ও জীব হন। নিষ্ঠুর্গ পুরুষের মধ্যে মাধা কিরূপে আসে বৈদান্তিকেবা তাহা বুঝান নাই।

সপ্তগুণ (অর্থাৎ ঈশ্বরতায়ুক্ত বা সমুপগুণপ্রধান) এবং নিষ্ঠুর্গ আত্মজ্ঞানের আবির্ভাবকাল পর্যালোচনা কবিলে দেখা যায় যে প্রথমে সপ্তগুণ আত্মজ্ঞান ঋষি-সমাজে আবির্ভূত হইয়াছিল। যোগযজ্ঞাদি প্রবৃত্তিধর্মের আচরণ সর্বপ্রথম। তৎপরে সপ্তগুণ আত্মজ্ঞানের দ্রষ্টা কোন কোন ঋষি প্রাদুর্ভূত হন, বাগ্গাঙ্গী ঋষি ইহাব উদাহরণ। "অহং কল্পেভির্বহুভিচ্চবাম্যহাদিতৌকত বিশ্বদেবৈঃ" ইত্যাদি ঋকে উক্ত ঋষি সার্বজ্ঞ্য-সর্বব্যাপিগ্ৰাহী ঐশ্বর্যবৃত্ত সপ্তগুণ আত্মজ্ঞানের প্রকাশ কবিয়াছেন। বেদের সংহিতা-ভাগে আবও অনেক স্থলে ঐরূপ আত্মজ্ঞান দেখা যায়।

পরে পবনধি কপিল 'নিষ্ঠুর্গ আত্মজ্ঞান আবিষ্কার করেন। তাহা ক্রমশঃ ঋষি-যুগের মনীষী ঋষিগণের মধ্যে প্রচাৰিত হইবা শ্রুতিতে প্রবিষ্ট হইয়াছে। সংহিতা অপেক্ষা উপনিষদেই উহা স্পষ্টতঃ দেখা যায়। মহাভাবত তৎসম্বন্ধে বলেন, "জ্ঞানঃ মহৎ বন্ধি মহৎস্থ বাজন্ম বেদেষু সাংখ্যেয়ু তথৈব যোগে। যচ্চাপি দৃষ্টং বিবিধং পুৰাণে সাংখ্যাগতং তন্নিখিলং নবেদ্র" (পাণ্ডিপর্ব)। অর্থাৎ হে নবেদ্র। যে মহৎ জ্ঞান মহৎ ব্যক্তিদেব মধ্যে, বেদসকলে, সাংখ্যসম্প্রদায়ে ও যোগসম্প্রদায়ে দেখা যায় এবং পুৰাণেও যে বিবিধ জ্ঞান দেখা যায় তাহা সমস্তই সাংখ্য হইতে আসিয়াছে।

অতএব পবনধি আদিবিদ্বান্ কপিলের আবিষ্কৃত নিষ্ঠুর্গ পুরুষ উপনিষদেও দেখা যায়। "ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পবা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পবঃ মনঃ। মনসস্ত পবা বুদ্ধির্ভেবায়া মহান্ পবঃ। মহতঃ পবমব্যক্তম্ অব্যক্তাং পুরুষঃ পবঃ।" (কঠ) ইত্যাদি শ্রুতিতে সাংখ্যীর স্বরহং নিষ্ঠুর্গ আত্মজ্ঞান উপদ্রষ্ট হইয়াছে। বর্তমান শ্রুতিসকল বৈদান্তিকদেব অনেকাংশে অহুস্কল হওয়াতে লুপ্ত হন নাই, কাবণ প্রাণ হাজাব দেহ হাজাব বৎসব ব্যাপিবা বৈদান্তিকদেবই প্রসাব। কিন্তু তাহাতে অনেক

সাংখ্যাত্মকূল শ্রুতি লুপ্ত হইয়াছে। যোগভাষ্যকাব এমন শ্রুতি উদ্ধৃত কবিয়াছেন যাহা বর্তমান গ্রন্থে পাওয়া যায় না যেমন, “প্রধানত্বাচ্ছায়াপনার্থা প্রবৃত্তিবিতি শ্রুতেঃ”। এই শ্রুতি কাললুপ্ত সাধাহিত। ভাবত বলেন, “অমূর্তেত্ত্বস্ত কৌন্তেয সাংখ্যঃ স্মৃতিবিতি শ্রুতিঃ” (শাস্তিপর্ব)। প্রচলিত বহুধকথানি শ্রুতিগ্রন্থে সপ্তম এবং নিষ্ঠম আত্মজ্ঞান উভয়ই নির্বিশেষে উক্ত থাৰাতে তাহাদের ভেদ কবিতে না পাবিবা অনেক অবিশেষদর্শী ব্যক্তি বিলাস্ত হন।

অতএব জানা গেল যে প্রথমে কর্মকাণ্ডের উদ্ভব, তৎপবে সপ্তম আত্মজ্ঞান, তৎপবে সাংখ্যীয় নিষ্ঠম পুরুষজ্ঞান, এইরূপ ক্রমে সম্পূর্ণ আত্মজ্ঞান প্রকাশিত হইয়াছে। মহর্ষি পঞ্চশিখ যে সাংখ্য-দর্শন প্রণয়ন কবেন, যাহা অধুনা লুপ্ত হইয়াছে এবং যাহাব কিয়দংশমাত্র যোগভাষ্যে উদ্ধৃত হওঁতে অশুণ্ড আছে, তাহাতে আছে, “আদিবিদ্বান্ নির্মাণচিন্তামৃষ্টিভাব কাকণ্যাম্ ভগবান্ পবমর্ষিবাহুবযে চিন্তাসমানায তত্য়ঃ প্রোবাচ”। ইহাট নিষ্ঠমব্রহ্মবিজ্ঞাব উৎপত্তিবিষয়ক সমীচীন ব্যাক্য। ইহা পৌৰাণিকের কাব্যময় কাল্পনিক আধ্যাত্মিক। নহে কিন্তু দার্শনিকের ঐতিহাসিক ব্যাক্য।

পবমর্ষি কপিলের আবির্ভাবের পব ভাবতে ধর্মযুগ প্রবর্তিত হইয়াছিল। মোক্ষধর্মের স্থলভা-জনক-সংবাদে আছে, “অথ ধর্মযুগে তস্মিন্ যোগধর্মমহচ্ছতিতা। মহীমহুচ্চাতৈবকা তুলভা নাম তিহুকী ॥” (শাস্তিপর্ব)। এট ধর্মযুগের অশ্রুতি হইতে শেষে পৌৰাণিক সত্যযুগ কল্পিত হইয়াছে। সেট ধর্মযুগে মিথিলায ব্রহ্মবিজ্ঞাব অতিশয় চর্চা ছিল। জনকবংশীয় জনদেব, ধর্মযজ্ঞ-নবাল ‘প্ৰভৃতি নৃপতিগণ সকলেই আত্মজ্ঞ ছিলেন। তৎকালে মহর্ষি পঞ্চশিখ সন্ন্যাস লইবা বিদ্যেভাদি দ্বেশে বিচরণ কবিতেন। মহাবাজ জনদেব জনক তাঁহাব নিকট ব্রহ্মবিজ্ঞাব শিক্ষা লাভ কবিয়াছিলেন। এমিকে কানীষাক অজ্ঞাতশত্রুও আত্মজ্ঞানী ছিলেন। কিন্তু মিথিলাব এইরূপ খ্যাতি ছিল যে বিবিদিয়ু ও বিদ্বান্ ব্যক্তিবা প্রায়ট বিদ্যেহবাজ্যে বাইতেন। বৃহদ্রথব্যাক উপনিষদে (২:১) অজ্ঞাতশত্রু বলিতেছেন, “জনকো জনক ইতি বৈ জনা ধাবস্তুতি”। অর্থাৎ আত্মবিজ্ঞাব ব্রহ্ম ‘জনক জনক’ বলিবা লোকে মিথিলায দৌড়ায়।

ঐ ধর্মযুগ মহর্ষি পঞ্চশিখ পবমর্ষি কপিলের উপদেশ অবলম্বন কবিবা সাংখ্যাত্মক প্রণয়ন কবেন। মোক্ষধর্মের মনন বা যুক্তিপূর্বক নিষ্কব কবাব চক্রট মোক্ষদর্শন। ‘ভাবভীষ সজ্ঞাতাব ঐতিহাস’ গ্রন্থে শ্রীযুক্ত বমেশচন্দ্র দত্ত বলিয়াছেন, “পৃথিবীয মধ্যে সাংখ্যদর্শনট সর্বাপেক্ষা প্রাচীন দর্শন।”<sup>১</sup> ইহা সর্বথা সত্য। মহর্ষি পঞ্চশিখের সেট গ্রন্থ অধুনা সম্পূর্ণ না পাটিলেও তাতান যাহা অবশিষ্ট আছে তদ্বারা সমগ্র সাংখ্যের জ্ঞান হয়। বিশেষতঃ সাংখ্যাবিকারে সাংখ্যেব প্রাণ সমস্তট সংগৃহীত চটনাচে। সাংখ্য যুক্তিপূর্ব দর্শন বলিবা উচা আদিবক্তাব কথাব উপব তত নির্ভব কবে না তজ্জন্ম সাংখ্যেব মূলগ্রন্থ না থাকিলেও শ্রুতি নাট। প্রচলিত যজ্ঞব্যাব সাংখ্যদর্শন প্রাচীন অট্টালিকায স্মায় †। তাহা যেমন সময়ে সময়ে সংস্কৃত ও পবিবর্তিত হইবা ভিন্ন আকাব ধাবণ কবে,

† The Samkhya philosophy—the first closely reasoned system of mental philosophy known in the world —A History of Civilization in Ancient India (স্বামী বিবেকানন্দও বলিয়াছেন, “There is no philosophy in the world that is not indebted to Kapila.” A Study of the Samkhya Philosophy. —সম্পাদক)।

† “নবজগতস্যো নামাবস্থা প্রকৃতিঃ” সাংখ্যদর্শনেব এই সূত্রটি বৌদ্ধধর্মাবতাব-পণ্ডিতাব উক্ত বোধ যায়। ঐ পুস্তক দ্বিতীয় দশম শতাব্দীর পূর্বে (বোধ হয় অনেক পূর্বে) রচিত। ভারত দেশোজ প্রান্ত যে পুথি দৃষ্টে ইহা স্মৃতিত হইয়াছে তাহা নেপালী মাসের ১৯৭ অবেদ বা ১০৭৭ খ্রীষ্টাব্দের পুরাতন পুথি।

কিন্তু ভিত্তি আদি অনেক অংশ তাহাব ঠিক থাকে, যজ্ঞাধ্যায় সাংখ্যদর্শনও সেইরূপ। কাবিকা ও সাংখ্যদর্শন ব্যতীত তত্ত্বসমাস বা কাশিলসুত্র নামে যে গ্রন্থ আছে তাহাকে অনেকে প্রাচীন মনে করেন। যোক্ষ্মূলব তাহারে কয়েকটা অপ্রচলিত পাবিভাষিক শব্দ দেখিবা তাহাকে প্রাচীন মনে কবিবা গিয়াছেন। উহা কিছু প্রাচীন হইলেও অধিক প্রাচীন নহে। উহাব চীকা অতি আধুনিক। অপ্রচলিত পাবিভাষিক শব্দ উহাব প্রাচীনত্ব প্রমাণ কবে না, কিন্তু আধুনিকত্বই প্রমাণ কবে। অর্থাৎ পাবিভাষিক শব্দ প্রাচীন হুতবাং প্রসিদ্ধ হইলে প্রচলিত থাকিত, তাহা যখন নাই তখন নূতন পাবিভাষিক শব্দ অপ্রাচীনতাব পবিচায়ক।

প্রাচীন ভাবতে মুমুক্সুসম্প্রদায়ের মধ্যে সাংখ্য ও যোগ এই দুই সম্প্রদায় বহুকাল প্রচলিত ছিল। মণ্ডল আত্মজ্ঞান আবিষ্কৃত হইলে অবশ্য তৎসহ যোগও আবিষ্কৃত হইয়াছিল, কাবণ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন বা সমাধি ব্যতীত কোন প্রকাব আত্মজ্ঞান লাভ্য নহে। নিম্ভর্ণ জ্ঞান আবিষ্কৃত হইলে যোগও তদনুসারে সংস্কৃত হইয়াছিল। পবমার্থ কপিল হইতে যেমন নিম্ভর্ণ আত্মজ্ঞান প্রবর্তিত হইয়াছে সেইরূপ নিম্ভর্ণ পুরুষ-প্রাপক যোগও প্রবর্তিত হইয়াছে। উদ্ব ও পৃষ্ঠ যেমন অবিনাশাবী, সাংখ্য এবং যোগও সেইরূপ। তাই প্রাচীন শাস্ত্রে সাংখ্য ও যোগকে একই দেখিবা বস্তু হুবি হুবি উপদেশ আছে। বাহাব কেবল তত্ত্বনিদিধ্যাসন কবিবা এবং বৈবাগ্যাত্ম্যাস কবিবা আত্মসাক্ষাৎকাব কবিতেন তাঁহাবা সাংখ্য। এবং বাহাবা তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্ববপ্রসিধানরূপ ক্রিয়াযোগক্রমে আত্মসাক্ষাৎকাব কবিতেন তাঁহাবা যোগসম্প্রদায়ী। মহাত্মবভেব সাংখ্যযোগ-সম্বন্ধীয় কয়েকটি সংবাদেব ইহাই সাব মর্ম। বস্তুতঃ সাংখ্য যোক্ষ্মর্মেব তত্ত্বকাণ্ড এবং যোগ সাধনকাণ্ড।

“হিবণ্যগর্ভে যোগস্ত বক্তা নান্যঃ পুবাভনঃ” ইত্যাদি বাক্য হইতে জানা বাব, যোগেব আদিম বক্তা হিবণ্যগর্ভদেব। হিবণ্যগর্ভদেব কোন স্বাধ্যায়শীল ঋষিব নিকট যোগবিস্তা প্রকাশ কবিযাছিলেন, তাহা হইতে জগতে যোগবিস্তাব প্রচাব হব। অথবা হিবণ্যগর্ভ কপিলমিকেও লক্ষ্য কবিতে পাবে। “যমাহঃ কপিলং সাংখ্যাঃ পবমার্থিঃ প্রজাপতিম্”, “হিবণ্যগর্ভে ভগবানেবচ্ছন্দসি স্মৃত্ততঃ” (শান্তিপর্ব) ইত্যাদি ভাবতবাক্য হইতে জানা বাব যে, কপিলমি প্রজাপতি এবং হিবণ্যগর্ভ নামে দ্বিত হইতেন।

কিঞ্চ কপিলমিব উৎকর্ষবিষয়ে দ্বিবিধ মত আছে। এক মতে (সাংখ্যমতে) তিনি পূর্বজন্মেব উত্তমসংস্কাববলে জ্ঞান-বৈবাগ্যাদিসম্পন্ন হইবা জগিয়াছিলেন এবং স্বীয় প্রতিভাবলে পরমগদ লাভ কবিযা জগতে প্রচাব করেন। অন্য মতে (যোগমতে) তিনি ঈশ্ববেব (মণ্ডল ঈশ্ববেব বা হিরণ্য-গর্ভেব) নিকট জ্ঞানলাভ করেন। “ঋষিঃ প্রমুতঃ কপিলং বস্তুমগ্রে জ্ঞানৈবিতভি” ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতব উপনিষদেব বাক্যে এই মত প্রকটিত আছে। শ্বেতাশ্বতব উপনিষদ প্রাচীন যোগ-সম্প্রদায়েব গ্রন্থ।

ফলে কপিলেব পূর্বে যেকূপ মণ্ডল আত্মজ্ঞান প্রচলিত ছিল সেইরূপ যোগও প্রচলিত ছিল। কপিলেব দ্বাবা নিম্ভর্ণপুরুষবিস্তা ও কৈবল্যপ্রাপক যোগ প্রবর্তিত হব। তিনি স্বীয় পূর্বসংস্কাববলে জ্ঞানবৈবাগ্যসম্পন্ন হইবা জগ্নগ্রহণ কবিযা সাধনবলে ঈশ্ববপ্রসাধেই হউক বা স্বতই হউক পবমগদ-লাভ কবিযা প্রকাশ করেন। তাহা হইতেই প্রচলিত সাংখ্যযোগ প্রবর্তিত হইয়াছে।

যোগসুত্র প্রচলিত যজ্ঞদর্শনেব মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। তাহাতে অস্তু কোন দর্শনেব মতেব উল্লেখ বা প্রণয়ন নাই। কেবল অশ্বত্থের চ্যাসকলকে প্রশ্রাণ কবিবার জন্ত শঙ্কাসকলেব নিদাশ করা

আছে। যেমন, “ন তং স্বাভাসং দৃশ্যং” এই শ্লোকে স্বাভাবিক শব্দা বাহা আসিতে পাবে তাহাই নিবাস করা আছে। ঐ শব্দা অন্ত কোন সম্প্রদায়ের মত না হইতে পারে। ভাস্কর্য্যের শ্লোকে তাৎপৰ্য্যে দ্বাৰা অনেক স্থলে বৌদ্ধমত নিবাস কবিবাছেন বটে, কিন্তু শ্লোকের কেবল স্বাভাবিক জ্ঞানদোষেই নিবাস কবিবাছেন মাত্র, কুজাপি তিনি বৌদ্ধমত নিবাস করেন নাই। কেবল, “ন চৈকচিত্তস্তং বস্তু তদপ্রমাণকং তদ্ব্যবস্থাং” এই শ্লোকে বৌদ্ধমতের (উহা বৌদ্ধদেব উদ্ভাবিত মত নাও হইতে পারে) আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ শ্লোকেই অদ ছিল বলিয়া বোধ হয়। ভোজবাজ উহা শ্লোকপে ধরেন নাই। অতএব বৌদ্ধমত প্রচাৰিত হইবারও পূর্বে পাণ্ডুল বোপদর্শন বচিত তাহা অসম্ভব হইতে পারে। অনন্তদেব ‘চক্রিকা’ টীকাতেও ঐ শ্লোকের ব্যাখ্যা করেন নাই।

বোপদর্শন প্রচলিত সমস্ত দর্শনের ভাষা অপেক্ষা প্রাচীন। কিন্তু উহা বৌদ্ধমত প্রচাৰিত হইবার পূর্বে বচিত। উহাৰ সৰল প্রাচীন ভাষা, প্রাচীনতম বৌদ্ধগ্রন্থের ভাষার জ্ঞান, এবং জ্ঞানাদি অন্ত দর্শনের মতের অল্পমাত্র উহাৰ প্রাচীনত্ব প্রমাণ করে। উহা ব্যাসের ভাষা বচিত। অবশ্য ঐ ব্যাস মহাভারতের কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ ব্যাস নহেন। একজন চিবজীবী ব্যাস কল্পনা করা অপেক্ষা বহু ব্যাস স্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত। কল্পে কল্পে ব্যাস হন বলিয়া যে প্রবাদ আছে তাহা ব্যাসের বহুত্বকে উপলক্ষ কবিয়া উৎপন্ন হইয়াছে। উনত্রিশ জন ব্যাস হইয়াছেন ইহাও পুৰাণশাস্ত্রে পাওয়া যায়। জ্ঞানের প্রাচীন ব্যাখ্যায় ভাষা বোপদর্শন উদ্ধৃত আছে। বগিন্দেব সময়ে ভদ্রক, ধর্মজ্ঞাত প্রভৃতিও ব্যাসভাষ্যের কথা বলিয়াছেন (শান্তবন্ধিতের তত্ত্বসংগ্রহে ব্রহ্ম)।

বোপদর্শন ও বোপদর্শনের জ্ঞান বিস্তৃত, জ্ঞান, গভীর ও অনবদ্য দার্শনিক গ্রন্থ জগতে নাই। শ্লোকবোপের জ্ঞানদোষাবী লক্ষণ, যুক্তিযুক্ত শৃঙ্খলা ও প্রাঞ্জলতা জগতে অতুলনীয়। তাহাৰ গভীরতা ও নির্মলা ধীশক্তি ইত্যাদি পাওয়া যায় না। বোপদর্শনের জ্ঞান সাবলম্ব, বিস্তৃত জ্ঞানপূর্ণ, গভীর দার্শনিক পুস্তকও আর নাই। ইহা ভাবতের প্রাচীন দার্শনিক সৌবদেব অবশিষ্ট সর্বশ্রেষ্ঠ নির্দর্শন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, সাংখ্যবোপের প্রচলিত গ্রন্থ অপেক্ষাকৃত আধুনিক হইলেও সাংখ্য-বোপবিজ্ঞা বহু প্রাচীন। তাহাৰ জ্ঞান বেকপ উচ্চতম, তাহাৰ জ্ঞান বেকপ বিস্তৃততম ও মূল পর্যন্ত অদ্ব-বিশ্বাসের বলবৎ, তাহাৰ শীলও সেইরূপ বিস্তৃততম। অহিংসা-সত্যাদি শীল ও মৈত্রীকৰণাদি ভাবনা অপেক্ষা বিস্তৃত শীল ও পবিত্র ভাবনা হইতে পারে না। বৌদ্ধদেব এই সাংখ্যবোপের শীল লম্বা লইয়াছেন, এবং তাহা সাধারণ প্রচাৰবোপ (popular) গল্পাধিতে নিবন্ধ কবিয়া প্রচাৰ কৰাতে জগন্ময় পুজিত হইতেছেন।

বুদ্ধ কালাম গোত্রের অবাধ মূনিব নিকট প্রথমে শিক্ষা করেন। বুদ্ধচরিতকাব অধ্যায়, যিনি পূর্বেপ্রচলিত শ্লোকসকল হইতে ঐ মহাকাব্য বচনা করেন, তিনি জানিতেন যে অবাধ সাংখ্যমতাবলম্বী আচার্য ছিলেন। মগধে তিনিই তখন প্রসিদ্ধ সাংখ্যচার্য ছিলেন। অবাধ বলিয়াছিলেন, “প্রকৃতিস্থ বিবাক্ষ জয় যুজুর্জবে চ। ...তজ্জ চ প্রকৃতির্নাম বিদ্বি প্রকৃতি-কোবিদঃ। পঞ্চভূতাত্ত্বহংকাব বুদ্ধিব্যক্তমেব চ।” ইত্যাদি। অতঃ, “ততো বাগদ ভবং দৃষ্টা বৈবাগ্যাক্ষ পবং শিবম্। নিগূহুরিগ্রিগ্রামং যততে মনসঃ শ্রমে।” অতঃ, “জৈগীষ্যোহপি জনকো বৃহশ্চৈব পবশরঃ। ইমং পদ্বানমাসাত্ত যুক্তা হ্যন্তে চ মোদিনঃ।” অবশ্য অধ্যায় সাংখ্যদ্বন্দ্ব বেকপ জানিতেন তাহাই অরাজের মূখ দিয়া বলাইয়াছেন এবং বুদ্ধের মূখ দিয়া পরবর্তী চাচাছোলা

বৌদ্ধমত বলাইয়াছেন। প্রাচীন (খৃষ্টাব্দেব পূর্বে) বৌদ্ধেবা পবমভেব খুব কমই বুঝিতেন বা বুঝিতে চেষ্টা কবিতেন। পালিতে আত্মীবিবাদি বুদ্ধেব সমসাময়িক সম্ভ্রদায়েব মত কয়েকটি বাঁধা বাক্যমায়ে নিবদ্ধ আছে, তাহাই সব গ্রহে উদ্ধৃত দেখা যায় এবং উহা অতি অস্পষ্ট। অতএব অবাদ ও গৌতমেব ঐ কথোপকথন যে কবির কাব্য তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু উহা হইতে এই মাত্র তথ্য জানা যায় যে অশ্বঘোষেব এবং তাঁহার বহুপূর্ব হইতেও এই প্রখ্যাতি ছিল যে অবাদ সাংখ্য। কাওয়েল (Cowell) মনে কবেন যে অবাদ একরূপ সাংখ্যমতেব আচার্য ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে অশ্বঘোষই ঐকুপ কিছু বিকৃতভাবে সাংখ্যমত বুঝিতেন। উহা অশ্বঘোষেবই কথা, অবাদেব নহে। অশ্বঘোষেব কাব্যে অবাদেব নিকট বুদ্ধেব শিক্কা এক বেলাতেই শেষ হয়। কিন্তু বুদ্ধেব জীবনী হইতে (পালিগ্রন্থে) জানা যায় যে তিনি ছয় বৎসব শিক্ষা কবিয়া পবে সাধনেব জন্ত উল্লবিত্তে যান। অবাদেব নিকট শিক্কা কবিয়া ‘বিনেধ’ শিক্ষাব জন্ত তিনি কল্পক-বাসপুত্রেব নিকট যান এবং তথায় শিক্ষা সমাপ্ত কবিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হন।

সাংখ্যেব সাধন যোগ বা সমাধি, এবং বুদ্ধও আসন-প্রাণায়াসাদি-পূর্বক সমাধিসাধন কবিয়া-ছিলেন, স্তব্ধতাং কল্পক যোগাচার্য ছিলেন। সাংখ্যযোগেব সাধন কাম, ক্রোধ, ভয়, নিদ্রা ও স্বাস দমন কবিয়া ধ্যানমগ্ন হওয়া। বুদ্ধও ঠিক তাহাই কবিয়াছিলেন। মাংবিজ্ঞব অর্থে কাম, ক্রোধ ও ভয়কে জব। মাং লোভ, ভয় ও তাদনা দেখাইয়া তাঁহাকে চালিত কবিতো পাবে নাই। আবু সাতদিন নিবাহাবে নিবোধ সমাপত্তিতে থাক। অর্থে স্বাস ও নিদ্রাকে জব। বৌদ্ধেবা এবং আধুনিক কেহ কেহ বলেন, বুদ্ধ যোগেব কঠোব আচরণ কবিয়া তাহাতে কিছু হয় না দেখিয়া মধ্যমার্গ ধরেন। ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তি। সাংখ্যযোগে ব্যর্থ কঠোবতা নিষিদ্ধ আছে। (“জ্ঞানেনৈব বিমুক্তান্তে সাংখ্যাঃ সন্তানকোবিদাঃ। শাবীৰ তু তপো যোবঃ সাংখ্যাঃ প্রাহ্নিবৰ্ধকম্।” মহাভাবত, কুন্তকোণ নঃস্বৰণ)। ঐতিও বলেন, “বিভ্যা তদাবোহন্তি স্বজ কায়াঃ পবা গতাঃ। ন তত্র দক্ষিণা যন্তি নাবিহাংলন্তপশ্বিনঃ।” (শতপথ ব্রাহ্মণ) অর্থাৎ অবিহান্ বা ব্রহ্মবিভাবজিত, শুধু কাযিক তপস্তা-কাবীবা তথায় বাইতে পাবেন না। যোগতাত্ত্বেও আছে, “চিত্তপ্রসাধনমবাসমানমেনে আসেবামিতি” (২১ ব্রহ্মব্য)। পবন্ত বৌদ্ধমত পধান স্তব্ধ আছে, “লোহিতে স্তব্ধমানম্ হি পিত্তং সেমহং চ স্তব্ধমতি। মংসেহু বীযমানম্ ভীষ্যো চিত্তং পসীদতি। ভীষ্যো গতি চ পঞ্ঞা চ সমাধি চুপতিট্টতি।” অর্থাৎ বস্ত্ৰ শুষ্ক (সাধনশ্রমে) হইলে পিত্ত ও স্নেহ শুষ্ক হয়, তাহাতে মাংস কীণ হইলে তবে চিত্ত সম্যক্ প্রসন্ন হয়, আব উত্তমরূপে স্থিতি, প্রজ্ঞা এবং সমাধি উপস্থিত হয়। ইহাতে কঠোব তপস্তাবই কথা আছে। নির্বীৰ্য, ভোজনলোভী পববর্তী বৌদ্ধেবাই স্তব্ধেব পথ ধবিতো তৎপব ছিল।

জৈনেব সর্বপ্রামাণ্য কল্পসূত্র গ্রন্থে এবং অন্তান্ত প্রাচীন সূত্রেও যষ্টিতন্ত্রেব উল্লেখ আছে। বুদ্ধেব সমসাময়িক মহাবীৰ (পালিব নিগ্গমহ নটিপুস্ত) এই এই বিভায ব্যুৎপন্ন ছিলেন, যথা, “বিউক্কেয জজ্জক্কেয সামক্কেয অহরুণক্কেয ইতিহাস পঞ্চমাণং নিবট্টুচ্ছট্টাণং মঠ্ঠিত্তভবিনাংএ সাংখ্যে লিক্খা কপ্পে বাগবণে ছংঘে নিক্কে জোইসামবণে...” অর্থাৎ মহাবীৰ স্বৰ্বেদ, যজ্জুর্বেদ, সাম ও অথর্ববেদ, ইতিহাস, নিবট্টু, যষ্টিতন্ত্র, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকবণ, ছন্দ, নিক্কজ, জ্যোতিব এই সব বিভায ব্যুৎপন্ন হইবেন। ইহাতে দেখা যায় যডঙ্গ বেদ ও সাংখ্যশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হওয়া (পাঠক লক্ষ্য করিবেন ঋষ-বেদান্তাদি অন্য শাস্ত্রেব উল্লেখ নাই) জৈনেব ম্যেও প্রখ্যাত ছিল। জৈনেব



যোগেব ও প্রধান সাধন পাঁচটি হয়। চাণক্যের সময়েও সাংখ্য, যোগ ও লোকাবৃত্ত এই তিনই ‘আত্মীশিকী’ (আত্মীশিকী) বা ত্র্যায়োপজীবী দর্শন (philosophy) ছিল, ত্র্যায়-বৈশেষিক আদি ছিল না যথা, কোটিল্য অর্থশাস্ত্রে (১১২) “সাংখ্যঃ যোগো লোকাবৃত্তঃ চেত্যাশীশিকী”। সাংখ্যের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে এইরূপ চিহ্নিতন প্রত্যাতি থাকিলেও কোন কোন আধুনিক গ্রন্থব্যবসায়ী সাংখ্যের প্রাচীনত্ব-বিষয়ে সংশয় উত্থাপন করেন। ইহা সর্বত্রই নিঃসার। “সাংখ্যঃ বিপালং পবনং পুরাণম্” (মহাভারত) এ বিষয়ে সংশয় কবিবার কোন কারণই থাকিতে পারে না।

বুদ্ধের সময়ে অবশ্যই অবাড ও কল্পকের সম্প্রদায়ের প্রমণ ছিলেন, তাঁহারা বিরুদ্ধ হইলে নিশ্চয়ই তাঁহাদের কথা থাকিত কিন্তু প্রাচীন সূত্রে নির্গৃহ, আত্মীশিক, পুৰাণ-কান্ত্রপ প্রভৃতি ছব সম্প্রদায়ের কথাই আছে। তবে ব্রহ্মজ্ঞান হয়। বাহ্য বুদ্ধের অন্তত শত বৎসর পবে বচিত (কাবণ উহাতে ‘লৌকিকাত্ম কল্পন’ প্রভৃতি কাল্পনিক কথা আছে) তাহাতে যে শাস্তবাদের কথা আছে তাহাও একটি সাংখ্যকে লক্ষ্য কবিতোছে যথা, ‘সাঁহাৰা তৰ্কযুক্তিৰ দ্বাৰা আত্মা শাস্ত বলেন’ ইত্যাদি বাদ সাংখ্য হওয়া খুব সম্ভব। এই সময়েব বৌদ্ধেরা বুদ্ধের মৌলিকত্বস্থাপনে সচেষ্ট ছিলেন।

কলে মহাবি কপিলের প্রযুক্তি জ্ঞান ও শীলের দ্বাৰা এ পৰ্বত পৃথিবীর যত নোক আলোকিত ও সাধুশীল হইবাছে, সেটুকু আব কোন ধর্মপ্রবর্তিতার ধর্মের দ্বাৰা হয় নাই। সাংখ্যেব লক্ষ্য, বজ্র ও তম হইতে বৈজ্ঞানিকাত্ম ও ভারতবর্ষে উদ্ভূত হইবাছে। মহাভারতে আছে, “শীতোকে চৈব বায়ুশ্চ গুণা বাজন্ম পবীরজাঃ। তেবাঃ গুণানাং সাখ্যং চেতদাহঃ স্বস্থ-লক্ষণম্”। উকেন বাধ্যতে শীতং শীতেনোক্তং বাধ্যতে। স্বস্থং বজ্রতমশ্চেতি জ্ঞর আত্মগুণাঃ স্তুতাঃ”। স্বস্থ, বজ্র ও তম এই তিন গুণ হইতে পবীরেব বাত, শিত্ত ও কক আবিকৃত হইবা বৈজ্ঞানিক-বিত্তা প্রযুক্তি হইবাছে এবং প্রোচ্য ও পাশ্চাত্য দেশে ব্যাপ্ত হইবাছে। স্ততএব সাংখ্য হইতে জ্ঞপং বেকপ ধর্মবিষয়ে কণী, সেইরূপ বাহ্যবিষয়েও কণী (৩২২ যোগসূত্রেব চীকা লষ্টব্য)।

সাংখ্যযোগ হইতে অজ্ঞাত মোক্ষদর্শন উদ্ভূত হইবাছে। তন্মধ্যে অনাৰ্হদর্শনের মধ্যে বৌদ্ধদর্শন প্রধান ও প্রাচীন এবং আৰ্হদর্শনের মধ্যে আত্মীশিকী বা ত্র্যায় প্রাচীন, কিন্তু বেদান্ত প্রধান। বৌদ্ধ দর্শনের বিষয় গ্রন্থমধ্যে অনেকস্থলে বিবৃত হইবাছে। বেদান্তের বিষয়ও বতন্ত্র প্রকরণে দেখান হইয়াছে। তর্কদর্শন (অর্থাৎ ত্র্যায় ও বৈশেষিক) মোক্ষদর্শন হইলেও কখনও বে তাহা মুমুক্ত-সম্প্রদায়ের দ্বাৰা অবলম্বিত হইবাছিল, তাহা বোধ হয় না। ঐ দুই দর্শনের মতে যোগই মোক্ষের সাধন, আব সাধনলভ্য তত্ত্বজ্ঞান মোক্ষের উপায়। তন্মতে তত্ত্বের লক্ষণ এই, “সত্যঃ সন্তাঃ অন্ততশ্চ অসন্তাঃ” (বাংত্য়ান-ভাস্ত)। ত্র্যায়মতে বোডপ পদার্থের দ্বাৰা অভর্বাছ সমস্ত বুঝাই তত্ত্বজ্ঞান। কিন্তু স্বস্থ তত্ত্বজ্ঞানে যোগেব অপেক্ষা আছে। বৈশেষিকেরা ছব পদার্থের দ্বাৰা তত্ত্ব বুঝেন। ত্র্যায় অপেক্ষা বৈশেষিকের যুক্তি-প্রণালী অধিকতর বিস্তৃত।

অতঃপব আমবা সর্বশিতাসহ সাংখ্যের সহিত অজ্ঞাত দর্শনের সম্বন্ধ দেখাইবা এই সংক্ষিপ্ত বিবরণেব উপসংহাৰ কবি। সাংখ্যেব মূল মত এই কবতি :

(১) ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তিই মোক্ষ ; (২) মোক্ষাবস্থার, আমাদের মধ্যে যে নিওণ অবিকাবী পুরুষ নামক তত্ত্ব আছে, তাহাতে স্থিত হয়, (৩) মোক্ষে চিত্ত নিরুদ্ধ হয়, (৪) চিত্তনিবোধের উপায় সমাধি প্রজ্ঞা ও বৈবাগ্য, (৫) সমাধির উপায় বনাদি শীল ও ধ্যানাদি সাধন ; (৬) মোক্ষ হইলে জ্ঞাপবল্লবাব নিবৃত্তি হয়, (৭) জ্ঞাপবল্লব অনাদি, তাহা অনাদি কর্ন হইতে

হয়, (৮) প্রকৃতি এবং বহু পুরুষ মূল উপাদান ও হেতু, (৯) পুরুষ ও প্রকৃতি নিত্য বা অস্থায়ী পদার্থ; (১০) ঈশ্বর অনাদিমুক্ত পুরুষ-বিশেষ, (১১) তিনি জগৎ বা আমাদের সৃষ্টিকৰ্ত্তা নন; (১২) প্রজাপতি হিবথ্যগর্ভ বা জন্ম-ঈশ্বর ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর। তিনি অক্ষর, তাঁহার প্রশাসনে ব্রহ্মাণ্ড বিদ্যুত বহিষ্কাছে (‘সাংখ্যেব ঈশ্বর’ প্রকরণে ব্রহ্মব্য)।

উহাৰ মধ্যে বৌদ্ধেবা (১), (৩), (৪), (৫), (৬), (৭) ও (১১) এই কয় মত সম্পূর্ণ নইয়াছেন। (২) মত তাঁহাৰা কতক নইয়াছেন, তাঁহাৰা পুরুষেব পৰিবৰ্ত্তে কতকাংশে পুরুষেব লক্ষণসম্পন্ন ‘শূন্য’ নামক অবিকাৰী, গুণশূন্য পদাৰ্থ নইয়াছেন।

মহাবান বৌদ্ধেবা আদি-বুদ্ধ নামক যে ঈশ্বর স্বীকাৰ কৰেন, তাহা সাংখ্যেব অনাদিমুক্ত ঈশ্বৰেব তুল্য পদাৰ্থ। মহাবান ও হীনবান উভয় বৌদ্ধেবা প্রজাপতি ব্রহ্মা স্বীকাৰ কৰেন। কিন্তু তাঁহাৰ অধীশ্বৰতা তত স্বীকাৰ কৰেন না।

বৈদান্তিকেবা উহাৰ সমস্তই প্রায় গ্রহণ কৰিযাছেন, কেবল পুরুষ ও ঈশ্বর সম্বন্ধে ভিন্ন মত নইয়াছেন। তন্মতে পুরুষ ও ঈশ্বর বস্তুতঃ একই পদাৰ্থ। আৰ পুরুষ বহু নহে, এবং ঈশ্বর সৃষ্টি কৰেন (হিবথ্যগর্ভাদিকপে)। প্রকৃতিকে তাঁহাৰা ঈশ্বৰেব মায়া বা ইচ্ছা বলেন, তাহা অনিৰ্বচনীয-ভাবে ঈশ্বৰে থাকে। ঈশ্বৰই অনিৰ্বচনীয অবিজ্ঞাৰ দ্বাৰা নিজেকে অনাদি কাল হইতে জীব কৰিযাছেন, ইত্যাদি বিষয়ে সাংখ্য হইতে বৈদান্তিক পৃথক্ হইযাছেন।

তাত্ত্বিকেবাও ঐ সকল মত প্রায় সমস্তই গ্রহণ কৰিযাছেন। তবে তাঁহাৰা নিজেদেব যোল বা দ্বাদশ পদাৰ্থেব মধ্যে কেলিয়া উহা বুঝিতে চান। নিগুণ পুরুষ তাঁহাৰা তত বুঝেন না, আত্মাকে সগুণ কৰেন। তৰ্কদাৰ্শনিকেবা সাংখ্যেব ভাষা মূল পৰ্ব্বত বুদ্ধিবাদী। বৌদ্ধবৈদান্তিকাদিবা মূলতঃ অদ্বৈতবাদী।

বৈষ্ণব দাৰ্শনিকেবাও, বিশেষতঃ বিশিষ্টাৰ্হৈতবাদীবা, ঐ সমস্ত প্রায় গ্রহণ কৰেন। সাংখ্যেব ভাষা তন্মতেও জীব ও ঈশ্বর পৃথক্ পৃথক্ পুরুষ, অধিকন্তু উভয়েব মধ্যে নিত্য প্রভু-ভূত্য সম্বন্ধ। জীব ও ঈশ্বর নিত্য, স্তব্ধবাং জীব তন্মতেও অস্থায়ী, তবে ঈশ্বর বিশেষ বচৰিতা সাংখ্যমতেব জন্ম-ঈশ্বৰেব ভাষ। সাংখ্যেব ভাষ তন্মতেও যোগেব দ্বাৰা ঈশ্বৰবৎ হওয়া যায় (কেবল সম্পূর্ণ ঐশ্বৰ্য হয় না)। মুক্ত ঈশ্বর স্বীয় প্রকৃতি বা মায়াৰ দ্বাৰা সৃষ্টি কৰেন, ইত্যাদি বিষয়ে এই মত বেদান্তেব পক্ষীয় ও সাংখ্যেব প্রতিপক্ষীয়।

সৰ্বমূল সাংখ্যযোগকে আশ্রয় কৰিযা কালক্ৰমে এইকপে ভিন্ন ভিন্ন মোক্ষদৰ্শন উৎপন্ন হইয়াছে। মৌলিক বিষয়ে তাঁহাৰা সব সাংখ্যমতকে আশ্রয় কৰিযা থাকিলেও অবাস্তব বিষয়ে তাঁহাৰা অনেক ভিন্ন দৃষ্টি অবলম্বন কৰিযাছেন।

ভাবতে যখন ঋষিযুগে ধৰ্মযুগ ছিল, তখন সনাতী ঋষিবা সাংখ্যযোগ মতেব দ্বাৰা তত্ত্বদৰ্শন কৰিতেন। তখন মোক্ষবিষয়ে কুসংস্কাৰকণ আবৰ্জনা জন্মে নাই। তখনকাৰ মুমুকু ঋষিবা বিসুদ্ধ ত্ৰায়সদ্বৃত্ত জ্ঞান ও বিসুদ্ধ শীল অবলম্বন কৰিতেন। কালক্ৰমে সাংখ্যযোগ ও ভাবতীয় লোকসমাজ বিপৰিণত হইলে বুদ্ধদেব উৎপন্ন হইযা মোক্ষধৰ্ম্মে পুনৰ্ভ বলসংকাৰ কৰিলেন। বুদ্ধেব মহামুভাবতাব দ্বাৰা সাংখ্যযোগ বা মোক্ষধৰ্ম্ম অনেক পৰিমাণে সাধাৰণ্যে প্রচাৰযোগ্য হইযাছিল। বৌদ্ধ-ধৰ্মাবলম্বীবাও কালক্ৰমে বিকৃত হইলে আচার্যবব শঙ্কৰ আসিযা মোক্ষধৰ্ম্মেব ক্ষীণ দেহে পুনঃ বল প্রদান কৰেন।

শব্দবোব পব হইতে ভাবত অধঃপতনের চূড়ান্ত সীমার ক্রমশঃ গিবাছে। অধঃপতিত অজ্ঞানাজ্ঞন ও হীনবীৰ্য ভাবতে অন্ধবিশ্বাসমূলক যুক্তিহীন মোক্ষার্থ-বিরুদ্ধ মতসকলই উপযোগী বলিবা প্রসাৰলাভ কৰিবাছে। স্বপক্ষ-সমর্থনে তাঁহাবা বলেন যে, কলিতে ঐক্লপ ধৰ্মই জীবকে উদ্ধাব কৰে।

সাংখ্যযোগ বা প্রকৃত মোক্ষার্থ মানবসমাজেব অতি অল্পসাংখ্যক লোকই গ্রহণ কৰিতে পারে। বুদ্ধদেবও বলিবাছেন, “অল্পকাস্তে মল্লত্বেষু যে জনাঃ পাবগামিনাঃ। ইতবাস্ত প্রজ্ঞাসাধ তীব্রমেবাহুমন্তি হি।” সাংখ্যযোগী হইতে হইলে পবমার্থ-বিষয়িণী ধী চাই, সত্যক্ ভাবপ্রবণ সোধা চাই ও বিস্তৃত চৰিত্ৰ চাই। এই সকল একাধাবে দুৰ্লভ।

যেমন সমুদ্র হৃদব হইলেও তাহাব বাষ্প মহাদেবেব অভ্যন্তব শিদ্ধ কবিবা প্রজাদেব সঙ্গীবিত রাখিতেছে, সেইক্লপ সাংখ্যযোগ সাধাবণ মানবেব অগম্য হইলেও তাহাব শিদ্ধ ছায়া মানবেব ধৰ্মজীবনকে সঙ্গীবিত বাধিবাছে। সাধাবণ মানব সত্যেব ও ভ্রাত্বেব সহিত অতি অল্পই সম্পৰ্ক বাধে। সত্যেব অতি অল্পষ্ট ছাৰাতে প্রকৃত মিথ্যাকল্পনা মিশ্ৰিত থাকিলে তাহাদেব ক্ষয় কিছু আক্ৰষ্ট হয়। যদি বল, ‘সত্যং ক্ৰবাং’ তাহা হইলে কাহাবও ক্ষয়ে বসিবে না, কিন্তু যদি কল্পনা নিশাইবা বল, “অশ্বমেধ-সহস্রক্ সত্যক্ তুলবা ধৃতম্। অশ্বমেধসহস্রাঙ্কি সত্যমেকং বিশিষ্টতে।” তাহা হইলে অনেকেব ক্ষয় আক্ৰষ্ট হইবে। বস্তুতঃ সাধাবণ মানবেব মধ্যে যে ধৰ্মজ্ঞান আছে (তাহাবা যে সস্ত্রাদেবেই হউক না কেন) তাহা পনেব-আনা মিথ্যাকল্পনামিশ্ৰিত সত্য। হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমানাদিবা ধৰ্মসম্বন্ধে বাহা কল্পনা কবেন, তাহাব যদি একভব মত সত্য হয়, তবে অস্ত সব মিথ্যা হইবে, তাহাতেই বুঝা বাইবে পৃথিবীৰ কত লোক ভ্রান্ত। কলে ঈশ্বব ও পবলোক আছে এবং সত্যাদি সং কৰ্মেব ভাল ফল হয়’ এই দুইটি সত্যেব ভিত্তিতে প্রকৃত মিথ্যাকল্পনাব প্রোলাদ নিৰ্মাণ কবিবা জনতা ভুপ্ত আছে।

‘ঈশ্বব আমাদেব স্বজন কবিবাছেন’ ইত্যাদি ঈশ্ববসম্বন্ধে বহু বহু প্রমাণশূন্য অন্ধবিশ্বাসমূলক কল্পনাবিলাসে জনতা মূঢ়। ইহাব উদাহবণস্বরূপ বৌদ্ধধৰ্মেব ইতিহাস্ ব্ৰষ্টব্য। বুদ্ধ যে নিৰ্বাণধৰ্ম বলিবা গিবাছেন, তাহা সাধাবণেব মধ্যে যখন প্রচাবিত হইবাছিল, তখন কেবল ছুবি ছুবি কাল্পনিক গল্পই (এক-আনা সত্য পনেব-আনা মিথ্যা) বৌদ্ধ-সাধাবণেব সাব ধৰ্মজ্ঞান ছিল। আমাদেব অপ্রাচীন পৌৰাণিক মহাশয়গণও তক্লপ ধৰ্ম প্রচাব কবিবাছেন। তবে বুদ্ধেব বলে বৌদ্ধ-সাধাবণ নিৰ্বাণধৰ্মেব শ্ৰেষ্ঠতা একবাক্যে স্বীকাব কৰে কিন্তু হিন্দু-সাধাবণ তাহাও কৰে না। পবলোকসম্বন্ধেও নানা সস্ত্রাদেবেব নানা কল্পনা।

ফলতঃ বুদ্ধ, খৃষ্ট আদি মহাপুরুষগণ যদি কিবিবা আসেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁহাদেব ধৰ্মমত জগতে খুঁজিয়া পাইবেন না, পাইলেও শাস্ত্ৰে দেখিবেন তাঁহাদেব গৌড়া ভক্তেবা তাঁহাদেব নামেব ক্লরূপ অপব্যবহাব কবিবাছেন।

বাহা হউক সাংখ্যযোগ যেক্লপ বিস্তৃত, ভ্রাত্ৰ এবং মিথ্যাকল্পনামূল্য অন্ধবিশ্বাসহীন আদীক্ষিকীব প্রণালীতে আছে তাহা সাধাবণ্যে বহুল-প্রচাবযোগ্য হইবার নহে। বুদ্ধেব বা বৌদ্ধেব এবং পৌৰাণিকদেব দাবা তাহা সাধাবণ্যে প্রচাবিত হইবাছিল, কিন্তু কি ফল হইবাছিল তাহা উপবে দেখান হইবাছে। মল্লত্বেব চিত্ত স্বভাবতঃ এইক্লপ কল্পনাবিলাসী যে বিস্তৃত ভ্রাত্ৰ অপেক্ষা অবিশুদ্ধ, কল্পনামিশ্ৰিত ভ্রাত্ৰই তাহাদেব কৰ্মে (সং বা অসং কৰ্মে) অধিকতব উৎসাহিত কৰে। যদি নিছক

সত্য ধর্ম বল তবে প্রাণ কেহ অগ্রসব হইবে না, কিন্তু যদি সত্যের সহিত প্রভূত কল্পনা ও বুদ্ধকলি  
মিশ্রিত তবে দলে লোক ধবিবে না।

উপসংহাৰে বক্তব্য ষাঁহাদেৱ এইৰূপ ধী আছে যে মোক্ষধৰ্মেৰ আত্মলাভ বুদ্ধিতে কুত্ৰাপি অন্ধ-  
বিশ্বাসেৰ সাহায্য লইতে হয় না, ষাঁহাদেৱে যেথা এইৰূপ গ্ৰাথপ্ৰবণ যে জ্ঞানানুসাৰে যাহা সিদ্ধ হইবে  
তাঁহাতেই নিশ্চয়মতি হইয়া কৰ্তব্যপথে যাইতে উজ্জত হন, কৰ্তব্যপথে চলিতে ষাঁহাদেৱ ভয়, লোভ  
বা অন্ধবিশ্বাসেৰ প্ৰযোজন হয় না, ষাঁহাদেৱে ক্ৰম স্বভাৱতঃ অহিংসাসত্যাদি বিস্তৃত শীলেৰ পক্ষপাতী  
তাঁহাবাই সাংখ্যযোগেৰ অধিকাৰী।

---



পার্বত্য যোগদর্শন









সাংখ্যযোগাচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী হরিহরানন্দ আরণ্য

জ্ঞানং মহোদধিলমং খলু ধৌবিশালা ভা যন্ত ভাতি চ বিমুক্তিহ-সাংখ্যযোগে ।  
 কৃষ্ণা শবীবয়মপি দশিতমোক্ষহেতুর্বন্দে তদার্য্যচরণং পবণং শ্রিতানাম ॥

ওঁ নমঃ পরম্বরে

## অথ পাতঞ্জল যোগাদর্শনম্

### ১। সমাধিপাদ

অথ যোগানুশাসনম্ ॥ ১ ॥

ভাষ্যম্। অথেত্যয়মধিকাবার্থঃ। যোগানুশাসনং শাস্ত্রমধিকৃতং বেদিতব্যম্। যোগঃ সমাধিঃ। স চ সার্বভৌমশ্চিহ্নস্তত্র ধর্মঃ। ক্ষিপ্তং যুচ্চং বিক্ষিপ্তম্ একাগ্রং নিকল্পমিতি চিত্তভূময়ঃ। তত্র বিক্ষিপ্তে চেতসি বিক্ষেপোপসর্জনীভূতঃ সমাধির্ন যোগপক্ষে বর্ততে। যন্ত্বেকাগ্রে চেতসি সঙ্কৃতমর্থং প্রত্যোতয়তি, ক্ষিপ্যেতি চ ক্লেশান্, কর্মবন্ধনানি লুপ্তয়তি, নিবোধমভিমুখং কবোতি, স সম্প্রজ্ঞাতো যোগ ইত্যাখ্যায়তে। স চ বিতর্কানুগতো বিচারানুগত আনন্দানুগতোহস্মিতানুগত ইত্যুপবিষ্টাৎ প্রবেদয়িত্বাঃ। সর্ববৃত্তিনিবোধে হ্যসম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধিঃ ॥ ১ ॥\*

১। অথ যোগ অহুশিষ্ট হইতেছে ॥ হুত্ব

ভাষ্যানুবাদ—(১) ‘অথ’ শব্দ অধিকাবার্থ। যোগানুশাসনকপ শাস্ত্র (২) অধিকৃত হইয়াছে ইহা জ্ঞাতব্য (৩)। যোগ অর্থে সমাধি (৪), তাহা চিত্তেব সার্বভৌম ধর্ম, (অর্থাৎ চিত্তেব সর্ব-ভূমিতেই সমাধি উৎপন্ন হইতে পারে)। ক্ষিপ্ত, যুচ্চ, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিকল্প এই পাঁচ প্রকার চিত্ত-ভূমিকা (৫)। তাহাব মধ্যে (৬) বিক্ষিপ্ত চিত্তে উৎপন্ন যে সমাধি তাহাতে বিক্ষেপসংস্কারসকল (উপসর্গরূপে) থাকায় সেই সমাধি উপসর্জনীভূত বা অপ্রধানীভূত (৭) হুতবাং তাহা যোগপক্ষে বর্তাব না (৮), কিন্তু যে সমাধি একাগ্রভূমিক চিত্তে সমুদ্ভূত হইয়া সংস্করণ অর্থে (৯) প্রকৃষ্টরূপে খ্যাণিত কবে, অবিচ্ছাদি ক্লেশসকলকে ক্ষীণ কবে (১০), কর্মবন্ধনকে বা পূর্বসংস্কার-পাশকে লুপ্ত কবে (১১) এবং নিবোধাবস্থাকে অভিমুখ কবে, তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত যোগ (১২) বলা যায়। এই সম্প্রজ্ঞাত যোগ বিতর্কানুগত, বিচারানুগত, আনন্দানুগত ও অস্মিতানুগত। ইহাদেব বিষয় অগ্রে আয়বা লম্যকরূপে প্রবেদন কবিব বা বলিব। সর্ববৃত্তি নিকল্প হইলে যে সমাধি উৎপন্ন হয় তাহা অসম্প্রজ্ঞাত।

টীকা। ১ম শ্লোক (১)। যন্ত্যুক্ত। কপশাস্ত্রং প্রভবতি জগতোহনেকযানুগ্রহাৎ

প্রক্ষীণ-ক্লেশ-বান্ধব-বিষয়বোহনেকবন্ধুঃ হুভোগী।

সর্বজ্ঞান-প্রস্তুতিভূজ্ঞপ-পবিকবঃ শ্রীত্যেব যন্ত নিত্যম্

দেবোহহীশঃ স বোহ্যাত্মা সিতবিমল-তত্ত্বধোংদো যোগযুক্তঃ ॥

\* সংস্কৃত আশে বহুস্থলে সক্তি না কবিবা পদসকল পৃথক্ লিখা হইয়াছে।

জগতের প্রতি অল্পগ্রহ কবিবার জন্ত যিনি নিজেব আত্মকপ ত্যাগ কবিয়া বহুধা অবতীর্ণ হন, বাহ্যাব অবিচ্ছাদি ক্লেশবাশি প্রকৃষ্টরূপে ক্ষীণ, যিনি বিষয় বিষয়ব, বহুবক্ত, সুভোগী ও সর্বজ্ঞানেব প্রস্তুতিস্বরূপ, ভুক্তকর্ম-সম্পর্ক বাহ্যকে নিত্য শ্রীতি প্রদান কবিয়া থাকে, সেই শ্বেতবিমলতত্ত্ব, যোগদ্বাতা ও যোগযুক্ত অহীশ (নাগপতি) দেব তোমাদিগকে পালন করুন।

এই শ্লোক ভাষ্যেব কোন কোন পাঠে দৃষ্ট হয়, কিন্তু ইহা প্রক্ষিপ্ত। বাচস্পতি মিশ্র ইহাব কোন উল্লেখ করেন নাই। বিজ্ঞানভিক্স ইহাব ব্যাখ্যা কবিয়াছেন। অতএব ইহা বাচস্পতিব পব প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। ঈদৃশ ছন্দেব শ্লোক ভাষ্যেব দ্বায় প্রাচীন কোন গ্রন্থে পাওবা যায় না।

১।(২) শিষ্টেব শাসন = অহুশাসন। এই সকল হুত্রে প্রতিপাদিত যোগশাস্ত্র হিব্যগর্ত ও প্রাচীন মহাবিগর্ধেব শাসন অবলম্বন কবিয়া রচিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা হুত্রেকাবেব নবোদ্ভাবিত শাস্ত্র নহে।

যোগশাস্ত্র যে কেবল দার্শনিক মুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রমাত্র নহে, কিন্তু যুলে যে ইহা প্রত্যক্ষকারী পুরুষ-গণের দ্বাৰা উপদ্রষ্ট হইয়াছে, তাহাব মুক্তিপ্রণালী এইরূপ : চিং, অসম্প্রজাত সমাধি প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় পদার্থেব জ্ঞান-অধুনা আমাদেব নিকট অহুমানেব দ্বাৰা লিঙ্ক হইলেও তাদৃশ অহুমানেব জ্ঞাত প্রথমতঃ সেই বিষয়ক প্রতিজ্ঞাব বা প্রমোদবিষয়েব নির্দেশেব আবশ্যক। কাবণ অতীন্দ্রিয় বস্তুব প্রথমে কোন পৰিচয় না থাকিলে তাহাতে অহুমানেব প্রবৃত্তি হইতে পাবে না। চিত্তিশক্তি প্রভৃতিব নিশ্চয়জ্ঞান অসম্বাদ্যিব পৰম্পরাগত শিক্ষাপ্রণালী হইতে উৎপন্ন হইতে পাবে, কিন্তু যিনি আদি শিক্ষক, বাহ্যাব আর অন্ত শিক্ষক ছিল না, তাহাব দ্বাৰা কিরূপে ঐ অতীন্দ্রিয় বিষয়সকল প্রতিজ্ঞাত হইতে পাবে? অতএব স্বীকাব কবিতে হইবে যে সেই আদি শিক্ষক অবশ্যই সেই অতীন্দ্রিয় বিষয়সকলেব উপলব্ধিকারী ছিলেন। এই বিষয়ে সাংখ্যীয দৃষ্টান্ত বধা, “ইতবধা অঙ্ক-পবম্পদা” (৩৮-১ সাংখ্য হু.) অর্থাৎ যদি মুক্তিশাস্ত্র জীবমুক্ত বা চবম তত্ত্বেব সাক্ষাৎকারী পুরুষেব দ্বাৰা প্রথমে উপদ্রষ্ট না হইবে, তাহা হইলে অঙ্কপবম্পবাব দ্বায় হইবে। অঙ্কপবম্পবাগত উপদেশে যেমন কপবিষয়ক কিছু থাকিতে পাবে না, সেইরূপ অসাক্ষাৎকারীদেব উপদেশে কিছু প্রত্যক্ষজ্ঞানসাধ্য উপদেশ থাকিতে পাবে না। পূর্বে বলা হইয়াছে যে চিং, মুক্তি প্রভৃতি বিষয়ক জ্ঞান অতীন্দ্রিয়-হেতু হব শিক্ষণীয়, নব সাক্ষাৎকবণীয়। আদি শিক্ষকেব তাহা শিক্ষণীয় হইতে পাবে না, হুতরাং আদি উপদেষ্টাব তাহা সাক্ষাৎকৃত জ্ঞান।

ঐ সকল বিষয় যে কাল্পনিক বা প্রবঞ্চনা নহে, তাহা অহুমানপ্রমাণদ্বাৰা নিশ্চিত হয়। আদিম প্রবক্তৃগণেব প্রতিজ্ঞাত বিষয়সকল অহুমানেব দ্বাৰা প্রমাণিত কবিবাব জন্তই দর্শনশাস্ত্র প্রবর্তিত হইয়াছে। শাস্ত্রে আছে, “শ্রোতব্যঃ ক্ৰতিবাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ। যদ্বা তু সততঃ ধ্যেয এতে দর্শনহেতবঃ”। ক্ৰতিবাক্য হইতে শ্রোতব্য, উপপত্তিব দ্বাৰা মন্তব্য, মননানন্তর সতত ধ্যান কবা কর্তব্য, ইহাবা (শ্রবণ, মনন, ধ্যান) দর্শন বা সাক্ষাৎকাবেব হেতু, এতদ্ব্যয়ে ক্ৰত্যর্থেব মননেব জন্তই সাংখ্যশাস্ত্র প্রবর্তিত হইয়াছে। সাংখ্য-প্রবচন-ভাস্করাব বিজ্ঞানভিক্সও এই কথা বলিয়াছেন, বধা, “তত্ত্ব ক্ৰন্তস্ত মননার্থমধ্যোপদেষ্টুং” ইত্যাদি। মহাভাবতও বলেন, “সাংখ্যং বৈ মোক্ষদর্শনম্”।

১।(৩) ‘অথ’ শব্দেব দ্বাৰা ইহা বুঝাইতেছে যে যোগাভ্যাসনই এই হুত্রেব দ্বাৰা অধিকৃত বা আবিস্কৃত কবা হইয়াছে। -

১।(৪) জীবাত্মা ও পবমাত্মাব একতা, ‘প্রাণাপান-সবাবোগ’ প্রভৃতি যোগ-শব্দেব অনেক

পাবিত্যিক, যৌগিক ও কচ অর্থ আছে। কিন্তু এই শাস্ত্রে যোগ অর্থে সমাধি। তাহাব অর্থ ২য় শ্লোকোক্ত লক্ষণেব দ্বাৰা স্মৃত হইবে।

১। (৫) চিত্তেব ভূমিকা অর্থে চিত্তেব সহজ বা স্বাভাবিকেব মত অবস্থা। চিত্তভূমি পঞ্চ প্রকাৰ—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। তন্মধ্যে যে-চিত্ত স্বভাবতঃ অত্যন্ত অস্থির, অতীন্দ্রিয় বিষয়েব চিন্তাব জন্ত যে-পৰিমাণ হৈর্ষেব ও বীণজিব প্রবোজন তাহা যে-চিত্তেব নাই, স্তব্ধতা যে-চিত্তেব নিকট তত্ত্বসকলেব সত্তা অচিন্ত্য বোধ হয়, সেই চিত্ত ক্ষিপ্তভূমিক। প্রবল হিংসাদি প্রবৃত্তিৰ বশে কখনও কখনও ইহাতে সমাধি হইতে পাবে। মহাত্ম্যভেব আত্মাধিকার জয়ত্ৰাণ ইহাব দৃষ্টান্ত। পাণ্ডবেব নিকট পৰাভূত হইয়া প্রবল ঘেৰবণতঃ সে শিবে সমাহিতচিত্ত হইয়াছিল বলিষা বর্ণিত আছে।

মূঢ়ভূমি দ্বিতীয়। যে-চিত্ত কোন ইন্দ্রিয়বিষয়ে মুগ্ধ হওয়া-হেতু তত্ত্বচিন্তাব অযোগ্য তাহা মূঢ়ভূমিক চিত্ত। ক্ষিপ্ত অপেক্ষা ইহা মোহকব বিষয়ে সহজে সমাহিত হব বলিষা ইহা দ্বিতীয়। দ্বাৰা-ত্ৰিবিধাদিৰ অল্পবাগে লোকে তত্ত্ব বিষয়ে ধ্যানশীল হয়, এইরূপ উদাহরণ পাণ্ডবা যায়। ইহা মূঢ়চিত্তে সমাহিততাব দৃষ্টান্ত।

তৃতীয় ভূমি, বিক্ষিপ্ত। বিক্ষিপ্ত অর্থে ক্ষিপ্ত হইতে বিশিষ্ট। অধিকাংশ সাধকেবই চিত্ত বিক্ষিপ্তভূমিক। যে অবস্থাপ্রাপ্ত চিত্ত সময়ে সময়ে স্থিৰ হয় ও সময়ে সময়ে চঞ্চল হয় তাহা বিক্ষিপ্ত। সাময়িক হৈর্ষহেতু বিক্ষিপ্তভূমিক চিত্ত তত্ত্বসকলেব শ্রবণমনাদি-পূর্বক স্বপ্নাবধাবণ কৰিতে সমর্থ হয়। মেধা ও সন্দেহভিন্দকলেব ন্যায্যিক্যপ্রযুক্ত বিক্ষিপ্তচিত্ত মনঃপ্রবণেব অসংখ্য ভেদ আছে। বিক্ষিপ্ত চিত্তেও সমাধি হইতে পাবে কিন্তু উহা সর্বকালস্থায়ী হয় না। কাৰণ ঐ ভূমিৰ প্রকৃতি সাময়িক হৈর্ষ ও সাময়িক অহৈর্ষ।

একাগ্র ভূমিকা চতুর্থ। এক অগ্র বা অবলম্বন যে-চিত্তেব তাহা একাগ্র চিত্ত। শূদ্রকাব বলিষাছেন, “শাস্তোদিতৌ তুল্যপ্রত্যমৌ চিত্তশ্চৈকাগ্রতাপবিণামঃ” (৩।১২ শ্লোক) অর্থাৎ একবৃত্তি নিবৃত্ত হইলে যদি তাহাব পবে ঠিক তদনুরূপ বৃত্তি উঠে এবং তাদৃশ অনুরূপ বৃত্তিৰ প্রবাহ চলিতে থাকে, তবে তাদৃশ চিত্তকে একাগ্রচিত্ত বলে। এইরূপ একাগ্রতা যখন চিত্তেব স্বভাব হইয়া দাঁড়ায, যখন অহোবাত্তেব অধিকাংশ সময়ে চিত্ত একাগ্র থাকে, এমনকি স্বপ্নাবস্থাতেও একাগ্র স্বপ্ন হয়, তখন তাদৃশ চিত্তকে একাগ্রভূমিক বলা যায়। একাগ্র ভূমিকা আশ্রিত হইলে সম্প্রজাত সমাধি সিদ্ধ হয়। সেই সমাধিই প্রকৃত যোগ বা কেবল্যেব সাধক হয়। শ্রুতি বলেন, “যো হৈনং পাণ্ডু মাযযাৎসবতি ন হৈনং সোহভিভবতি” (শতপথ ব্রাহ্মণ) অর্থাৎ অজ্ঞাতে বা অবশভাবে যে পাণ্ড মনে আসে সেইরূপ পাণ্ডও এতাদৃশ জ্ঞানবান্কে অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞানবান্কে অভিভূত কৰিতে পাবে না।

পঞ্চম চিত্তভূমিৰ নাম নিরুদ্ধভূমি। ইহা শেষ অবস্থা। নিবোধ সমাধি (১।১৮ শ্লোক) অভ্যাসদ্বাৰা যখন চিত্তেব অধিককালস্থায়ী নিবোধ আশ্রিত হয়, তখন সেই চিন্তাবহাকে নিবোধভূমি বলে। নিবোধভূমিৰ দ্বাৰা চিত্ত বিলীন হইলে কৈবল্য হয়।

৫

জাগ্রতেব সন্ধ্যাব ইহাতে সঙ্গ হয়। জাগ্রৎ কালে যদি অভাবিক কাল সহজতঃ চিত্ত একাগ্র থাকে তবে সন্ধ্যাও সেইরূপ হইবে। একাগ্রতাব লক্ষণ ত্ৰৈব স্মৃতি, অথবা সর্বদাই আশ্রয়তি। তাহাব সন্ধ্যাবে সন্ধ্যাও আশ্রয়িতব্য হয় না, কেবল শাবীক স্বভাবে ইন্দ্রিয়গণ জড় থাকে।

যত প্রকার জীব আছে তাহাদের সকলের চিত্তই স্থলভ: এই পঞ্চ অবস্থায় অবস্থিত। ইহাদের মধ্যে কোন্ ভূমিব সমাধি মুক্তিপক্ষে উপাদেশ এবং কোন্ ভূমিব সমাধি অল্পপাদেশ তাহা ভাষ্যকাব বিবৃত কবিতেছেন।

১। (৬) তাহাব মধ্যে = ভূমিকাসকলের মধ্যে। ক্ষিপ্তভূমিক ও মূঢ়ভূমিক চিত্তে যে ক্রোধ, লোভ ও মোহ আদি হইতে কোন কোন স্থলে সমাধি হইতে পাবে সেই সমাধি কৈবল্যেব সাধক হয় না। বিক্ষিপ্তভূমিক চিত্তেও ঐকান্ত্য কৈবল্য হয় না।

১। (৭) যে অস্থি চিত্তকে সময়ে সময়ে সমাহিত কবিতে পাৰা যায়, তাহাকে বিক্ষিপ্ত চিত্ত বলা হইয়াছে। যে সময়ে হৈর্ষেব প্রাচুর্ভাব হয় সেই সময়ে অহৈর্ষ বা বিক্ষেপ অভিভূত ভাবে থাকে তাই বিক্ষিপ্ত ভূমিজ সমাধি মোক্ষসাধনে উপসর্জনীভূত বা অপ্রধানীভূত। পূর্বাণামিতে যে অনেকানেক সমাহিতচিত্ত ঋষিৰ অঙ্গবাদি-কর্তৃক ভ্রংশ বর্ণিত আছে, তাহা এই প্রকাব অভিভূত বিক্ষেপেব দ্বাৰা সংঘটিত হয়।

১। (৮) যোগপক্ষে = কৈবল্যপক্ষে। সমাধিভঙ্গে পুনৰায় বিক্ষেপসকল উঠে বলিয়া সমাধিলব্ধ প্রজ্ঞা চিত্তে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পাবে না। স্মৃতবাং যতদিন না সেই সকল বিক্ষেপ দূৰীভূত হইবা চিত্তে সৰ্বকালীন একাগ্র্য জ্ঞান, ততদিন তাহা কৈবল্যেব সাধক হইতে পাবে না।

১। (৯-১২) যে যোগেব দ্বাৰা বুদ্ধি হইতে ভূত পৰ্যন্ত তৎসকলের সৰ্বতোমুখী ও প্রকৃষ্ট বা স্ফুৰ্ত্তিত্বস্বরূপে জ্ঞান হয়, যে জ্ঞানেব পূৰ্ব আৰ সেই বিষয়েব কিছু অজ্ঞাত থাকে না, তাহা সম্প্রজ্ঞাত যোগ। একাগ্রভূমিতে সমাধি হইলে তবেই সম্প্রজ্ঞাত যোগ হয়। একাগ্রভূমিতে চিত্তকে অনায়াসে অতীষ্ট বস্তুতে অতীষ্ট কাল পৰ্যন্ত সংলগ্ন বাধিতে পাৰা যায়। পদার্থেব বাহা সত্যজ্ঞান তাহা সৰ্বদা চিত্তে বাধাই মানবমাজেব অতীষ্ট হইবে। কাৰণ, সত্য-জ্ঞান চিত্তে স্থিৰ বাধিতে পারিলে কেহ মিথ্যা-জ্ঞান চাব না। বিক্ষিপ্ত ভূমিতে সংস্রবদ্বাৰা স্ফুৰ্ত্ত জ্ঞান লাভ কবিলেও বিক্ষেপাবির্ভাবে তাহা থাকে না, স্মৃতবাং একাগ্রভূমিক চিত্তেই সাত্তিক সমাধি-প্রজ্ঞা হইতে পাবে। যে জ্ঞান সদাহারী (অর্থাৎ যাবদবুদ্ধি হারী) এবং বাহা অপেক্ষা আব স্ফুৰ্ত্তজ্ঞান হয় না, ও বাহা বিপর্যস্ত হয় না তাহাই চবয় সত্য-জ্ঞান। সেই সত্য-জ্ঞানেব জ্ঞেয় বিষয় সঙ্কুত বিষয়। এই জ্ঞত ভাষ্যকাব বলিষাছেন একাগ্রভূমিজ সমাধি হইতে সংস্রবপ অর্থ প্রকাশিত হয়। ঐ কাৰণে তখন যে ক্লেশবৃত্তিকে এবং কর্মকে জ্ঞান-বৈবাগ্যেব দ্বাৰা ত্যাগ কৰা যায়, তাহাব ত্যাগ সৰ্বকালীন হয়। স্মৃতবাং এই অবস্থায় ক্লেশসকল শীর্ণ হয় এবং কর্মবন্ধনসকল শ্লথ হয়। সমস্ত ক্লেশ বস্তব চবয় জ্ঞান হইলে পৰবৈবাগ্য-পূৰ্বক যখন জ্ঞানবৃত্তিকেও নিবাবলয় কবিযা লীন কৰা যায়, তখন তাহাকে নিবোধ সমাধি বলে। সম্প্রজ্ঞাত যোগে পদার্থেব চবয় জ্ঞান বা সম্প্রজ্ঞান হইতে থাকে বলিষা এই যোগ নিবোধ অবস্থাকে অভিমুখীন কবে।

সঙ্কুত অর্থকে (বাস্তব বিষয়কে) প্রকাশ কৰা, ক্লেশগণকে শীর্ণ কৰা, কর্মবন্ধনকে শ্লথ কৰা এবং নিবোধাবস্থাকে অভিমুখীন কৰা একাগ্রভূমিজ সমাধিৰ এই কাৰ্যচতুষ্টয় কিরূপে হয়, তাহাব উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। সমাধিৰ দ্বাৰা ভূত্বেব স্বরূপ বা তন্মাজেব জ্ঞান হয় (১।৪৪ সূত্র দ্রষ্টব্য)। তন্মাজ্জ স্বঃ, দুঃ ও মোহশূন্য অর্থাৎ যে যোগী তন্মাজ্জ সাক্ষাৎ করেন তিনি তন্মাজ্জ (বাহ্য জগৎ) হইতে স্থঃ, দুঃশী অথবা যুচ হন না। বিক্ষিপ্তভূমিক চিত্তে সমাধিকালে ঐকপ জ্ঞান হয় বটে, কিন্তু যখন অভিভূতবিক্ষেপ পুনরুদিত হয়, তখন সেই চিত্ত পুনরায় স্থঃ, দুঃশী ও যুচ হইবা থাকে। কিন্তু

একাগ্রভূমিক চিত্তে সেইরূপ হয় না, তাহাতে সেই সমাধিপ্রজ্ঞা স্প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। অতএব বিক্ষিপ্ত ভূমিতে সমাধিব ছাড়া পদার্থের প্রজ্ঞান হইতে পারে বটে কিন্তু একাগ্রভূমিতে সম্প্রজ্ঞান বা সর্বতোভাবে প্রজ্ঞান সাত্তিক হয়। ক্লেশাদি সম্বন্ধেও সেইরূপ। মনে কব ধনবিষয়ে বাগ আছে, তদ্বিবক্ষ্য বিবাগভাবে সমাহিত হইলে সেই কালে হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে যেন সেই বাগ দ্বীভূত হয়, একাগ্রভূমিক চিত্ত হইলে সেই বৈবাগ্য চিত্তে স্প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। বাগাদিব ক্ষয়ে তন্মূলক কর্মও একে একে সর্বকালের জন্ত নিবৃত্ত হইয়া যায়, এইরূপে নিবোধাবস্থা অভিমুখ হয়।

সম্প্রজ্ঞাত যোগকে শুধু সমাধি বলিয়া যেন কেহ না বুঝেন। সমাধিপ্রজ্ঞা চিত্তে স্প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত যোগ কহে।

ভাষ্যম্। তস্ম লক্ষণাভিধিংসয়েদং সূত্রেন্দ্রববৃত্তে—

যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিবোধঃ ॥ ২ ॥

সর্বশব্দাগ্রহণাৎ সম্প্রজ্ঞাতোহপি যোগ ইত্যখ্যায়তে। চিত্তং হি প্রখ্যাপ্রবৃত্তিস্থিতি-  
লীলদ্বাং ত্রিগুণম্। প্রখ্যাকরণং হি চিত্তসত্ত্বং বজ্রস্তমোভ্যাং সংসৃষ্টম্ ঐশ্বর্যবিষয়প্রিয়াং  
ভবতি। তদেব তমসানুবিদ্ধমধর্মাজ্ঞানাবৈবাগ্যানৈশ্বর্যোপগং ভবতি। তদেব প্রক্ষীণ-  
মোহাবরণং সর্বতঃ প্রোক্তোতমানমুবিদ্ধং বজ্রোমাত্রয়া ধর্মজ্ঞানবৈবাগ্যানৈশ্বর্যোপগং ভবতি।  
তদেব বজ্রোলেশমলাপেতং স্বরূপপ্রতিষ্ঠং সত্ত্বপুরুষাত্তাখ্যাতিমাত্রং ধর্মমেষধ্যানোপগং  
ভবতি। তৎ পরং প্রসংখ্যানমিত্যাচক্ষতে ধ্যায়িনঃ। চিতিশক্তিবিপণিগামিত্তপ্রতি-  
সংক্রমা দর্শিতবিষয়া শুদ্ধা চানন্তা চ, সত্ত্বগুণাঙ্গিকা চেয়ম্ অতো বিপবীতা বিবেক-  
খ্যাতিবিত্তি। অতন্তস্তাং বিবক্তং চিত্তং তামপি খ্যাতিং নিকর্ণজি, তদবস্থং সংস্কারোপগং  
ভবতি, স নির্বীজঃ সমাধিঃ, ন তত্র কিঞ্চিৎ সম্প্রজ্ঞাত ইত্যসম্প্রজ্ঞাতঃ। দ্বিবিধঃ স  
যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিবোধ ইতি ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—উক্ত দ্বিবিধ যোগেব লক্ষণ বলিবার ইচ্ছায় এই সূত্র প্রবর্তিত হইতেছে—

২। চিত্তবৃত্তিব নিবোধেব নাম যোগ (১) ॥ হু

সূত্রে ‘সর্ব’ শব্দ গ্রহণ না কবাতো (অর্থাৎ ‘সর্ব চিত্তবৃত্তিব নিবোধ যোগ’ এইরূপ না বলিয়া কেবল ‘চিত্তবৃত্তিব নিবোধ যোগ’ এইরূপ বলাতে) সম্প্রজ্ঞাতকেও যোগ বলা হইয়াছে। প্রখ্যা বা প্রকাশশীলত্ব, প্রবৃত্তিশীলত্ব ও স্থিতিশীলত্ব এই ত্রিবিধ স্বভাবহেতু চিত্ত সত্ত্ব, বজ্রঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ায়ক (২)। প্রখ্যাকরণ চিত্তসত্ত্ব (৩) বজ্রঃ ও তমোগুণেব ছাড়া সংসৃষ্ট হইলে তাদৃশ চিত্তেব ঐশ্বর্য ও বিষয়কল প্রিয়া হয়। সেই চিত্ত তমোগুণেব ছাড়া অনুবিদ্ধ হইলে অধর্ম, অজ্ঞান, অবৈবাগ্য ও অনৈশ্বর্য এই সকল তামসগুণে উপগত হয় (৪)। প্রক্ষীণ-মোহাবরণযুক্ত সূতবাং (গ্রহীতা, গ্রহণ ও গ্রাহ্য এই ত্রিবিধ বিষয়ের) সর্বতোরূপে প্রজ্ঞাসম্পন্ন হইলে, বজ্রোমাত্রা বা অহংবিদ্ব (৫) সেই চিত্তসত্ত্ব ধর্ম, জ্ঞান, বৈবাগ্য ও ঐশ্বর্য বিষয়ে উপগত হয়। যখন লেশমাত্র বজ্রোমাত্রের অশ্বৈর্ধ-

কণ মূলও অপগত হব তখন চিত্ত স্বরূপপ্রতিষ্ঠ (৬), কেবলমাত্র বুদ্ধি ও পুরুষেব ভিন্নতা-খ্যাতি-যুক্ত, ধর্মস্বৈক্যানোপগত হব। ইহাকে ধ্যায়ীবা পবম প্রসংখ্যান বলিয়া থাকেন। চিতিশক্তি অপরিণামিনী, অপ্রতিসংক্রমা, দৃশিত-বিষয়া, শুদ্ধা এবং অনন্তা (৭); আব এই বিবেকখ্যাতি সত্ত্বগুণাত্মিকা (৮) সেইহেতু চিতিশক্তির বিপরীত। এইজন্ত বিবেকখ্যাতিরও সমলস্বহেতু বিবেক-খ্যাতিতেও বিবাগযুক্ত চিত্ত সেই খ্যাতিকে নিকঙ্ক কবিয়া কেলো। সেই অবস্থায় চিত্ত সংস্কারোপগত থাকে। তাহাই নির্বীজ সমাধি, তাহাতে কোন প্রকাব সত্ত্বজ্ঞান হব না বলিয়া তাহাব নাম অসম্প্রজাত (৯)। অতএব চিত্তবৃত্তি-নিবোধরূপ যোগ বিবিধ হইল।

টীকা। ২।(১) চিত্তবৃত্তিব নিবোধ বা যোগ সর্বশ্রেষ্ঠ মানসিক বল। যোগধর্মে আছে, “নাস্তি সাংখ্যসং জ্ঞানঃ নাস্তি যোগসং বলম্”—সাংখ্যেব ভুল্য জ্ঞান নাই, যোগেব ভুল্য বল নাই। বৃত্তিব নিবোধ বিরূপে মানসিক বল হইতে পারে তাহা বুঝান যাইতেছে। বৃত্তিনিবোধ অর্থে এক অতীষ্ট বিষয়ে চিত্তকে স্থির রাখা অর্থাৎ অভ্যাস দ্বাৰা যথেষ্ট যে-কোন বিষয়ে চিত্তকে নিশ্চল রাখিতে পারাৰ নাম যোগ। হৈর্ষেব ও ধোষ বিবয়ের ভেদাচ্ছন্দে যোগের অনেক অঙ্গভেদ আছে। বিষয় শুধু ঘটপটাদি বাহ্য দ্রব্য নহে, কিন্তু মানসিক ভাবও ধোষ বিষয় হইতে পারে। যখন চিত্তে হৈর্ষশক্তি জন্মায়, তখন যে-কোন একটি মনোবৃত্তি চিত্তে স্থিৰ রাখা যায়। এখন বিবেচনা কব, আমাদেব যে দুর্বলতা তাহা কেবল মনে নদিক্সা স্থিৰ রাখিতে না পারা মাত্র, কিন্তু বৃত্তিহৈর্ষ হইলে নদিক্সানবল মনে স্থিৰ রাখা যাইবে, স্বভাবঃ সেই পুরুষ মানসিক বল-সম্পন্ন হইবেন। সেই হৈর্ষেব বত বুদ্ধি হইবে মানসিক বলেরও তত বুদ্ধি হইবে। হৈর্ষেব চবম সীমাব নাম সমাধি বা আত্মহাবাৰ ত্রায় অতীষ্ট বিষয়ে চিত্ত স্থিৰ রাখা। ঋতি ও দার্শনিক বৃত্তিব দ্বাৰা দুঃখের কারণ ও শাস্ত্রী শাস্ত্রিব উপায় বুঝিলেও আমবা কেবল মানসিক দুর্বলতাহেতু দুঃখ হইতে মুক্ত হইতে পারি না। তৈত্তিরীয ঋতিব উপদেশ আছে, “আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন” অর্থাৎ ব্রহ্মেব আনন্দ জ্ঞানিলে ব্রহ্মবিৎ কিছু হইতে ভীত হন না। ইহা জানিবা এবং মৰণজ্ঞানেব অজ্ঞানতা জ্ঞানিবাও কেবল মানসিক দুর্বলতাবশতঃ আমবা তদ্ব্যবহারী ভীতিশূন্য হইতে পারি না। কিন্তু বাহাব সমাধিবল লাভ হব সেই বলী ও বক্ষী পুরুষ সর্বাঙ্গীণ শুদ্ধিলাভ করিবা জিতাপমুক্ত হইতে পারেন। এইজন্ত শাস্ত্র বলেন, “বিনিপ্পসমসামিষ্ত মুক্তিং তত্রৈব ক্রম্যনি। প্রাপ্তোতি যোগী যোগায়িত্বদ্বন্দ্বর্ষচোহচিরাৎ ॥” (বিশ্বপুবাণ, ৭ম অংশ)। সমাধিসিদ্ধি হইলে সেই জগ্নেই মুক্তি হইতে পারে। শ্রুতিতেও তত্ত্বজ্ঞ জ্ঞাপণ ও মননেব পব নিদিধ্যান (ধ্যান বা সমাধি) অভ্যাস কবিতো উপদেশ আছে। প্রাণত্ব হইতে সহজেই বুঝা যাইবে যে, সমাধি অতিক্রম করিবা কেহ মুক্ত হইতে পারে না। মুক্তি সমাধিবল-লভ্য পবম ধর্ম। ঋতিতে আছে, “নাবিবত্তো দুশ্চবিতামাশাস্তো নাসমাহিতঃ। নশাস্ত-মানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুযাৎ ॥” (কঠ)। শাস্ত্রে আছে, “অবন্ত পবমো ধর্মো যত্তোগেনাস্ত-দর্শনম্” অর্থাৎ যোগের দ্বাৰা যে আত্মদর্শন তাহাই পবম (সর্বশ্রেষ্ঠ) ধর্ম। (মহাভা.)। ধর্মেব বল স্বঃ, আত্মদর্শন বা মুক্তাবস্থায় দুঃখনিবৃত্তিব বা ইষ্টতার পরাকাষ্ঠারূপ শান্তিলাভ হব বলিবা আত্মদর্শন পবমধর্ম।

পৃথিবীতে বাহাবা যোক্ষধর্মাবচণ কবিতোছেন তাহাবা সকলেই সেই পবমধর্মের কোন-না-কোন অঙ্গ অভ্যাস কবিতোছেন। ঈশ্বরোপাসনার প্রধান বল চিত্তহৈর্ষ, দানাদিৰ ও সংযমযুক্ত কর্ম সমুদায়ের যলও পবম্পবা সত্ত্বজ্ঞে চিত্তহৈর্ষ। অতএব পৃথিবীৰ সমস্ত সাধক জ্ঞানিবা ইউক, বা

না জানিয়া হউক, উক্ত সার্বজনীন চিত্তবৃত্তিব নিবোধক পৰমধৰ্মে কোন-না-কোন অঙ্গ অভ্যাস কৰিতেছেন।

২।(২) প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি এই তিন ধৰ্মেৰ বিশেষ বিবৰণ ২।১৮ সূত্ৰেৰ টিপ্পনীতে দ্ৰষ্টব্য। ভাষ্যকাৰ ক্ৰিপ্তাঙ্গি চিত্তে কি কি গুণেৰ প্ৰাবল্য এবং তত্ত্ব চিত্তেৰ কি কি বিষয় প্ৰিয় হয়, তাহা দেখাইতেছেন।

২।(৩-৪) চিত্তকণ্ঠে পৰিণত যে সত্ত্বগুণ তাহাই চিত্তসত্ত্ব অৰ্থাৎ বিস্তৃত জ্ঞানবৃত্তি। সেই চিত্তসত্ত্ব যখন বজ্জ: ও তমোগুণেৰ দ্বাৰা অল্পবিস্তৃত হয় অৰ্থাৎ যে চিত্ত চাক্ষল্য ও আবৰণহেতু প্ৰত্যগাত্মাৰ ধ্যানপ্ৰবণ না হয়, সেই চিত্ত ঐশ্বৰ্য ও শব্দাদি বিষয়ে অল্পবক্ত থাকে। তাদৃশ দ্বিপ্ত-ভূমিক চিত্ত আত্মধ্যানে ও বিষয়-বৈবাগ্যে স্থবী হয় না, পবিত্ৰ তাহা বাহ্যল্যক্ৰে ঐশ্বৰ্য বা ইচ্ছাৰ অনভিঘাতে (অৰ্থাৎ কামনাসিদ্ধিতে) এবং শব্দাদি বিষয় গ্ৰহণ হইতে স্থবী হয়। এতাদৃশ ব্যক্তিদেৰ (তাহাৰা নাথক হইলে) অপিমাদি, অথবা (অসাধকেৰ) লৌকিক ঐশ্বৰ্যেৰ কামন। মনে প্ৰবল-ভাবে উঠে এবং তাহাৰা পাবমাধিক ও লৌকিক বিবৰলকলেৰ উপদেশ, শিক্ষা ও আলোচনাদি কৰিয়া স্তব্ধ পায়। উত্তৰোত্তৰ বত তাহাদেৰ সত্ত্বেৰ প্ৰাচুৰ্য্যৰ ও ইতৰ গুণেৰ অভিব্যক্ত হইতে থাকে, ততই তাহাৰা বাহ্য বিষয় ছাডিয়া আভ্যন্তৰ ভাবে স্থিতিলাভ কৰিয়া স্থবী হয়। বিন্দিপ্ত-ভূমিকেৰা প্ৰকৃত নিবৃত্তি বা শান্তি চাহে না কিন্তু শক্তিৰ উৎকৰ্ষমাজ চাহে।

যে চিত্তে প্ৰবল তমোগুণেৰ দ্বাৰা চিত্তসত্ত্ব অভিবৃত্ত, তাদৃশ চিত্তসম্পন্ন ব্যক্তিদেৰা (মুত্ৰভূমিক) 'বাহ্যল্যক্ৰে অধৰ্মেৰ অৰ্থাৎ যে কৰ্মেৰ বজ্জ অধিক পৰিমাণে ভূগ (‘কৰ্মপ্ৰকৰণ’ দ্ৰষ্টব্য) তাহাৰ আচৰণশীল হয়, এবং তাহাৰা অজ্ঞানী বা বিপৰীত (পৰমাৰ্থেৰ বিবোধী)-জ্ঞানযুক্ত হয়। আব তাহাৰা বাহ্য বিষয়েৰ প্ৰবল অল্পবক্ত হয় এবং প্ৰধানতঃ মোহবশে এইকণ আচৰণ কৰে বাহাৰ বল নৈনধৰ্ম বা ইচ্ছাৰ প্ৰপাতি।

২।(৫) বজ্জোগুণেৰ কাৰ্যচাক্ষল্য অৰ্থাৎ একতাৰ হইতে ভাবান্তৰপ্ৰাপ্তি। প্ৰকীৰ্ণমোহ চিত্তে এইতা, গ্ৰহণ ও গ্ৰাহকণ বিবৰলকলেৰ প্ৰজ্ঞা হইতে থাকে বলিয়া সেই চিত্তেও কতক পৰিমাণ চাক্ষল্য থাকে অৰ্থাৎ অভ্যাস এবং বৈবাগ্যকণ সাধনে অভিব্যক্ত থাকাকণ চাক্ষল্য থাকে।

২।(৬) বজ্জোগুণেৰ লেশমাজ মলও অপগত হইলে অৰ্থাৎ সত্ত্বগুণেৰ চবম বিকাশ (যদপেক্ষা আব অধিকতৰ বিকাশ হইতে পাবে না) হইলে, চিত্তসত্ত্ব স্বকণপ্ৰতিষ্ঠ হয় অৰ্থাৎ পূৰ্ণকণে সাত্বিক-প্ৰসাদগুণবিশিষ্ট হয়, যেমন মল্লমল বিস্তৃত কাঞ্চন, মলজনিত বৈকল্য ভ্যাগ কৰিয়া স্বকণ ধাৰণ কৰে, তত্ব। কিঞ্চ তাহা পুৰুষস্বকণে বা পুৰুষ-বিষয়ক প্ৰজ্ঞাতে প্ৰতিষ্ঠিত হয়। ইহাকে বিবেকখ্যাতি-বিষয়ক সমাপত্তি বলে। তাদৃশ চিত্ত বিবেকখ্যাতিতে বা বুদ্ধি ও পুৰুষেৰ অত্ৰবেৰ উপলক্ষিয়াত্ৰে বত হয়। যখন সেই বিবেকখ্যাতি 'সৰ্বধা' হয় অৰ্থাৎ যখন বিবেকখ্যাতিৰ বাহ্যকল যে সৰ্বজ্ঞতা ও সৰ্বাধিষ্ঠাতৃত্ব, তাহাতে বিবাগ্যুক্ত হইবা অবিল্পবা হয়, তখন তাহাকে ধৰ্মমেধ সমাধি বলা হয়। (৪।২২ সূত্ৰ দ্ৰষ্টব্য)।

পৰম প্ৰসংখ্যান অৰ্থে পুৰুষতত্ত্ব-সাক্ষাৎকাৰ বা বিবেকখ্যাতি। তাহাই ব্যুত্থানেৰ সম্যক্ নিবোধোপায়। ধৰ্মমেধেৰ দ্বাৰা ক্লেণেৰ সম্যক্ নিবৃত্তি হয় বলিয়া, আব তদবস্থায় সার্বজ্ঞাদি বিবেকজলিদ্ধিতেও বৈবাগ্য হয় বলিয়া তাহাকে ধ্যায়ীৰা পৰম প্ৰসংখ্যান বলেন।

২।(৭) চিত্তিশক্তিত্ব পাটটি বিশেষণ যথা: শুদ্ধা, অনন্তা, অপরিণামিমী, অপ্রতিসংজ্ঞা



ও দর্শিত-বিষয়। দর্শিত-বিষয়—বিষয়সকল বাহ্যিক নিকট বুদ্ধির দ্বারা দর্শিত হয়। অর্থাৎ বাহ্যিক সত্তার বুদ্ধি চেতনাবতী হইলে বুদ্ধিই বিষয়সকলের প্রতিসংবেদন হয়। বিষয়সকল প্রকাশিত হয় বলিয়া সেই স্বপ্রকাশ শক্তি (‘পারিভাসিক শব্দার্থ’ দ্রষ্টব্য) যে কিছু জ্বিবাশালিনী বা বিরূতা হন তাহা নহে, এই হেতু বলিয়াছেন ‘অপ্রতিসংক্রম’ অর্থাৎ প্রতিসংক্রম- (=সঞ্চার। কার্বে বা বিষয়ে সংক্রান্ত হওয়া) শূন্য অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়া ও নিলিপ্ত। অপরিণামিনী অর্থে বিকাবশূন্য। শুদ্ধ অর্থে সাদৃশ্য প্রকাশেব দ্বাৰা আববণশীল ও চলনশীল নহে, কিঞ্চি সেই চিত্তশক্তি পূর্ণ স্বপ্রকাশ। অনন্ত অর্থে পবিত্রিত অসংখ্য অবববেব সমষ্টিৰূপে আনন্ত্য তাহা চিত্তিতে কল্পনীয় নহে, কিন্তু ‘অন্ত’ পদার্থ তাঁহাব সহিত সংযোজ্যই নহে, এইরূপ বুঝিতে হইবে।

২।(৮) বিবেকবুদ্ধি সঙ্কল্প-প্রধান। প্রকাশকেব বোগে যে প্রকাশ হয় এবং বাহ্য নিত্য-সহচর বস্তুভোগেব দ্বাৰা অল্লাঘিক আববিত ও চকল, তাহাই সাদৃশ্য প্রকাশ বা বুদ্ধিব প্রকাশ। এই হেতু বুদ্ধিব প্রকাশ্য বিষয় ( একাদি ও বিবেক ) পরিচ্ছিন্ন ও নশ্বব। স্তব্ধবা স্বপ্রকাশ চিত্তিগতি হইতে বুদ্ধি বিপৰীত। সমাবিধাব বুদ্ধিকে সাক্ষাৎ করিবা পরে নিবোধ সমাধির দ্বাৰা চৈতন্য-মাত্রাধিগম হইলে সেই বুদ্ধি ও চৈতন্তেব যে পৃথক্‌বিষয়ক প্রজ্ঞা হয়, তাহাকে বিবেকখ্যাতি বা বুদ্ধি ও পুরুষেব অত্যাখ্যাতি বলে ( ২।২৬ সূত্র দ্রষ্টব্য )। সেই বিবেকখ্যাতিব দ্বাৰা পৰবৈবাগ্য-পূৰ্ব্ব চিত্তিনিবোধ শাস্ত হইলে তাহাকে কৈবল্যাবস্থা বলা যায়।

২।(৯) সমস্ত জ্ঞেয় বিষয়ের সম্প্রজ্ঞান হইবা পৰবৈবাগ্যবশতঃ তাহাও ( সম্প্রজ্ঞানও ) নিরুদ্ধ হয় বলিয়া ঐ সমাধিব নাম অসম্প্রজ্ঞাত। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি না হইলে অসম্প্রজ্ঞাত হইতে পাবে না।

ভাষ্যম্। তদবশ্বে চেতসি বিষয়াভাবাঙ্কুজিবোধাস্মা পুরুষঃ কিংবদ্যাব ইতি—

তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেহবস্থানম্ ॥ ৩ ॥

স্বরূপপ্রতিষ্ঠা তদানীং চিত্তিশক্তিরূপা কৈবল্যে, ব্যাখ্যানচিত্তে তু সতি তথাপি ভবন্তী ন তথা ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ—চিত্ত তাদৃশ নিবোধাবস্থাপর হইলে, তখন বিষয়াভাবগ্রন্থক বুদ্ধিবোধাস্মক (১) পুরুষ কি অভাব হন ?—

৩। সেই অবস্থায় দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান হয় ॥ স্ব

সেই সময়ে চিত্তশক্তি স্বরূপপ্রতিষ্ঠা থাকেন। মেরূপ কৈবল্যাবস্থায় থাকেন ইহাতেও সেইরূপ থাকেন (২)। চিত্তেব ব্যাখ্যানাবস্থায় চিত্তিশক্তি (পরমার্থভ) তাদৃশ (স্বরূপপ্রতিষ্ঠা) হইলেও (ব্যবহাবতঃ) তাদৃশ হন না। (কেন? তাহা নিম্নসূত্রে উক্ত হইবাছে)।

টীকা। ৩।(১) বুদ্ধিবোধাস্মক—বিষয়াকায়ে পবিত্রিত বুদ্ধিব বোদ্ধা বা সাদৃশ্যরূপ। প্রধান বুদ্ধি—অহংপ্রত্যয়।

৩।(২) এই অবস্থাব মত বৃত্তিব নিরুদ্ভাবহাই কৈবল্য। নিবোধ সমাধি চিত্তেব সাময়িক লয়, আব কৈবল্য প্রলয়। দ্রষ্টাব 'স্বকপস্থিতি' ও বৃত্তি-সাক্ষ্যরূপ 'অস্বকপস্থিতি' বহির্দিক হইতেই বলা হয়, উহা কথাব কথা বা প্রতীতিমাত্র। (নিবোধ সম্বন্ধে ১।১৮ টীকা দ্রষ্টব্য)।

ভাষ্যম্। কথং তর্হি ? দর্শিতবিষয়ত্বাৎ।

বৃত্তিসাক্ষ্যপ্যমিতরত্র ॥ ৪ ॥

ব্যুত্থানে যান্ত্রিকত্ববৃত্তবস্তদবিশিষ্টবৃত্তিঃ পুরুষঃ ; তথা চ সূত্রম্ “একমেব দর্শনম্, খ্যাতিরেব দর্শনম্” ইতি। চিত্তময়সাক্ষ্যমণিকল্পঃ সন্নিধিসাম্রোপকাবি দৃশ্যত্বেন স্ব ভবতি পুরুষস্ত স্বাধিনিঃ। তস্মাচ্চিত্তবৃত্তিবোধে পুরুষস্তানাদিঃ সম্বন্ধো হেতুঃ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ—কেন ?—দর্শিতবিষয়ত্বই ইহাব কাবণ (১)।

৪। অগব (বিক্ষেপ) অবস্থাব বৃত্তিব সহিত (পুরুষেব) সাক্ষ্য (প্রতীতি) হব ॥ স্ব ব্যুত্থানাবস্থাব যে-সকল চিত্তবৃত্তি উদ্ভিত হব, তাহাদেব সহিত পুরুষেব অবিশিষ্টরূপে বৃত্তি বা জ্ঞান হব। এ বিষয়ে (পক্ষশিখাচার্যেব) সূত্রে প্রমাণ, যথা, “একই দর্শন, খ্যাতিই দর্শন” (২) অর্থাৎ লৌকিক ভ্রান্তিদৃষ্টিতে ‘খ্যাতি বা বুদ্ধিবৃত্তিই দর্শন’। এইরূপে বুদ্ধিবৃত্তিব সহিত দর্শন (= বুদ্ধিব অতিবিস্তৃত পৌকষেব চৈতন্য) একাকাব বলিয়া প্রতীত হব। চিত্ত অবস্থাস্ত মণিব ত্রায় সন্নিধি-সাম্রোপকাবী (৩), দৃষ্টত্ব জ্ঞেব ঘারা ইহা স্বামী পুরুষেব ‘স’-স্বকপ হব (৪)। সেইহেতু পুরুষেব সহিত অনাদি-সংযোগই চিত্তবৃত্তিব উপদর্শনবিষয়ে কাবণ (৫)।

টীকা। ৪।(১) দর্শিতবিষয়ত্ব পূর্বে (১।২) উক্ত হইয়াছে। বুদ্ধি ও পুরুষেব এক-প্রত্যয়গতঅহেতু অভ্যন্ত সন্নিকর্ষ হইতে চিৎস্বভাব পুরুষেব ঘাবা বুদ্ধ্যাক্ত (বুদ্ধিতে আবোপিত) বিষয়সকল প্রকাশিত হব। তদ্রূপে বৌদ্ধ বিবরণ-প্রকাশের হেতুস্বকপ হওয়াতে, পুরুষ যেন বুদ্ধিবৃত্তি হইতে অভিন্নরূপে প্রতীত হন।

৪।(২) পক্ষশিখাচার্য একজন অতি প্রাচীন সাংখ্যাচার্য। কপিলেব শিষ্য আত্মবি এবং আত্মবিব শিষ্য পক্ষশিখ, এইরূপ পৌরাণিকী প্রসিদ্ধি আছে। পক্ষশিখাচার্যই সাংখ্যশাস্ত্র প্রথমে সৃজিত কবিয়া যান। তাহাব যে কবেকটি প্রবচন ভাস্ক্যকাব উদ্ধৃত কবিয়া স্বকীয় উক্তিবে পোষকতা কবিয়াছেন, তাহাবা এক একটি অমূল্য বস্তুস্বরূপ। যে গ্রন্থ হইতে ভাস্ক্যকাব এই সকল বচন উদ্ধৃত কবিয়াছেন তাহা অধুনা লুপ্ত হইয়াছে। পক্ষশিখ সম্বন্ধে মহাভাবতে এইরূপ আছে, “সর্বসন্ন্যাস-ধর্মাণাং তত্ত্বজ্ঞানবিনিশ্চয়ে। স্বপর্ষবসিতার্থচ নির্দ্বন্দ্বো নষ্টনঃশবঃ ॥ স্ববীণাসাহবেকঃ যঃ কামাদ-বসিতঃ নৃশু। পাণ্ডবঃ স্বধর্মতাত্ত্বমবিচ্ছন্তঃ স্বহর্লভম্ ॥ যমাহঃ কপিলঃ সাংখ্যাঃ পবমণিঃ প্রজ্ঞা-পতিম্। স মন্ত্রে ভেন রূপেণ বিশ্বাপবতি হি স্ববম্ ॥” ইত্যাদি (বৌদ্ধধর্ম)। পক্ষশিখবাক্যহ ‘দর্শন’ শব্দেব অর্থ চৈতন্য, এবং ‘খ্যাতি’ শব্দেব অর্থ বুদ্ধিবৃত্তি বা বৌদ্ধ প্রকাশ।

৪।(৩) বিজ্ঞানভিক্ষু এই দৃষ্টান্তেব এইরূপ ব্যাখ্যা কবেন. “যেমন অমরাস্ত মণি নিজেব নিকটবর্তী করিয়া (আকর্ষণ করিয়া) লৌহশল্য নিষ্কর্ষণরূপ উপকাব কবে এবং তদ্বারা ভোগ-

সাধনস্বহেতু নিম্ন স্বামীব 'স'-স্বরূপ হয়, সেইরূপ চিত্তও বিষয়রূপ লৌহসকলকে নিজেব নিকটবর্তী কবিয়া, দৃষ্টস্বরূপ উপকাব কবণপূর্বক স্বীয় স্বামী পুরুষেব ভোগসাধকস্বহেতু 'স'-স্বরূপ হয়।"

৪।(৪) 'আমি দেখিব', 'আমি ভাবিব', 'আমি সংকল্প কবি', 'আমি বিকল্প কবি' ইত্যাদি যাবতীয় বৃত্তিব সমূহে 'আমি' এই ভাব সাধাবণ। এই আমিস্বেব বাহ্য জ্ঞ-স্বরূপ মৌলিক লক্ষ্য তাহাই ঐষ্ট-পুরুষ। ঐষ্ট-পুরুষ চৈতন্য-স্বরূপ। ঐষ্ট-চৈতন্তেব দ্বাবা চেতনায়ুক্তেব জ্ঞায হইয়া বুদ্ধি বিষয় প্রকাশ কবে। বাহ্য প্রকাশ হয় বা আর্মবা জ্ঞাত হই তাহা দৃষ্ট। রূপ-বসাদিবা বাহ্য দৃষ্ট। চিত্তেব দ্বাবা উহাদেব জ্ঞান হয়। বিষয়জ্ঞানে 'আমি' জ্ঞাত বা প্রহীতা, চিত্ত (ইন্দ্রিয়যুক্ত) জ্ঞানকবণ বা দর্শন-শক্তি এবং বিষয়সকল দৃষ্ট বা জ্ঞেয়। সাধাবণতঃ অল্পব্যবসায়দ্বাবা আত্মাসেব চিত্ত-বিষয়ক জ্ঞান হয়। তজ্জন্ত আমবা চিত্তেব জ্ঞানবৃত্তিকে উদয়কালে অল্পভবপূর্বক পবে স্বেপেব দ্বাবা তাহাব পুনবহুভব কবিয়া বিচাবাদি কবি। চিত্ত বিষয়-জ্ঞান লক্ষ্যে বহিও ঐষ্টাব কবণস্বরূপ হয়, তথাপি অবস্থাত্তে তাহা আবাব দৃষ্টস্বরূপ হয়। চিত্তেব বা স্নেবে উপাদান অস্তিতাখ্য অভিমান। চিত্তগত বিষয়-জ্ঞান সেই অভিমানেব বিশেষ বিশেষ প্রকার বিকৃতিমাত্র। যখন চিত্তকে স্থি কবিয়াব সামর্থ্য হয়, তখন অহংকাব বা অভিমানকে সাক্ষাৎ কবা যায়। শুদ্ধ পবিণম্যমান অহংকাবভাবে অবস্থান কবিলে তাহাব বিকৃতি-স্বরূপ চৈতন্যক বিষয়-জ্ঞান বে পৃথক্ তাহা বুঝা যায়। তখন বিষয়-প্রত্যক্ষকাবী চিত্ত (বিষয়াকাব চিত্তবৃত্তিসকল) দৃষ্ট হইল, এবং অহংকাব বা শুদ্ধ অভিমান দর্শনশক্তি বা কবণ-স্বরূপ হইল। পুনশ্চ অভিমানকে সাক্ষত কবিয়া যখন শুদ্ধ 'অস্মি'-ভাবে অবস্থান (সাম্প্রিত ধ্যান) কবা যায়, তখন অভিমানাত্মক অহংকাব বে পৃথক্ বা ত্যাগ্য তাহা বুঝা যায়। শুদ্ধ 'অহং'-ভাব বা বুদ্ধি, তখন জ্ঞানকবণ-স্বরূপ হয়। সেই বুদ্ধি বিকাবশীলা, জ্ঞাতা ইত্যাদি তাহার বিশেষত্ব বুঝিয়া সমাধিপ্রজ্ঞাব দ্বাবা যখন বুদ্ধিবে প্রতিলবেদী পুরুষেব সত্তা-নিশ্চয় হয়, তখন সেই বিবেক-জ্ঞান পুরুষেব সত্তাকেই খ্যাপিত কবিত্তে থাকে। সেই বিবেক-জ্ঞানও যখন সমাপ্ত হইয়া পর্ববেবাগ্যেব দ্বাবা বিষয়ভাবে লীন হয় অর্থাৎ জ্ঞাতৃত্বাবেব অস্তিতাক্রপ পবিচ্ছেদও যখন না থাকে, তখন ঐষ্টা পুরুষকে কেবল বা স্বরূপ বলা যায়। বুদ্ধি সে অবস্থায় পৃথগ্ভূতা হয় বলিয়া তাহাও দৃষ্ট তবে তখন তাহাব লীন অবস্থা। এইরূপে আবুদ্ধি সমাপ্ত হই দৃষ্ট। বাহ্যাব প্রকাশেব জন্ম অন্ত প্রকাশকেব অপেক্ষা থাকে তাহা দৃষ্ট। আব বাহ্যাব বোধেব জন্ম অন্ত বোধরিতাব অপেক্ষা নাই, তাহা স্ব-প্রকাশ চিৎ। ঐষ্ট-পুরুষ স্বয়ংপ্রকাশ এবং বুধ্যাদি দৃষ্ট বা প্রাক্ষত। তাহাবা পৌরুষেব চৈতন্তেব দ্বাবা চেতনায়ুক্তেব জ্ঞায হয়। ইহাই ঐষ্ট-স্ব ও দৃষ্ট-স্ব, ঐষ্টা স্বামি-স্বরূপ এবং দৃষ্ট 'স'-স্বরূপ। বুধ্যাদিবা সাক্ষাৎকাব যথাহানে বিবৃত হইবে।

৪।(৫) শান্ত-বোধ-মুচাবস সমস্ত চিত্তবৃত্তিবে দর্শনেব বা পুরুষেব দ্বাবা প্রতিলবেদনেব হেতু অবিকারিত অনাদি-সংযোগ (২।২০ সূত্র ঐষ্টব্য)।

ভাস্কর্যম্। তাঃ পুনর্নিবোধব্য বহুশ্চে সতি চিত্তস্ত—

বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয়াঃ ক্লিষ্টাঃক্লিষ্টাঃ ॥ ৫ ॥

ক্লেশহেতুকাঃ কর্মশয়প্রচয়ক্ষেত্রীভূতাঃ ক্লিষ্টাঃ, খ্যাতিবিষয়া গুণাধিকাবিবোধিত্যা-  
হক্লিষ্টাঃ। ক্লিষ্টপ্রবাহপতিতা অপ্যক্লিষ্টাঃ। ক্লিষ্টচ্ছিত্তেদ্ব্যপ্যক্লিষ্টা ভবন্তি, অক্লিষ্টচ্ছিত্তেদ্ব্য-  
ক্লিষ্টা ইতি। তথ্যাজাতীয়কাঃ সংস্কারা বৃত্তিভিরেব ক্রিয়ন্তে, সংস্কারবৈশ্চ বৃত্তয় ইতি।  
এবং বৃত্তিসংস্কারচক্রমনিশ্চয়াবর্ততে। তদেবভূতং চিত্তমবসিতাধিকাবমাত্রকল্পেন  
ব্যবর্তিত্তে প্রলয়ং বা গচ্ছতীতি ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সেই নিবোধব্য বৃত্তিসকল বহু হইলেও চিত্তেব—

৫। ক্লিষ্ট এবং অক্লিষ্ট বৃত্তিসকল পঞ্চ প্রকাষ ॥ ৫

(ক্লিষ্টাক্লিষ্টরূপ নিবোধব্য চিত্তেব বৃত্তিসকল বহু হইলেও পঞ্চভাগে বিভাজ্য)। অবিজ্ঞাদিক্লেশ-  
মূলিকা (১), কর্মসংস্কারসমূহেব ক্ষেত্রীভূতা (২) বৃত্তিসকল ক্লিষ্টা বৃত্তি। বিবেক-জ্ঞানবিষয়া,  
গুণাধিকাব-বিবোধিনী (৩) বৃত্তিসকল অক্লিষ্টা বৃত্তি। ক্লিষ্টা বৃত্তিবে প্রবাহপতিতা (৪) বৃত্তিসকলও  
অক্লিষ্টা। ক্লিষ্ট ছিত্তেও (৫) অক্লিষ্টা বৃত্তি এবং অক্লিষ্ট ছিত্তেও ক্লিষ্টা বৃত্তি উৎপন্ন হয়। (ক্লিষ্টা বা  
অক্লিষ্টা)-বৃত্তিবে দ্বাবা সেই সেই জাতীয় সংস্কার (ক্লিষ্ট বা অক্লিষ্ট) উৎপন্ন (৬) হয়। সেই সংস্কার  
হইতে পুনরায় বৃত্তি উৎপন্ন হয়। এই প্রকাষে (নিবোধ সমাধি পর্বন্ত) বৃত্তিসংস্কার-চক্র প্রতিনিয়ত  
ঘূর্ণিতহে। এবভূত চিত্ত গুণাধিকাবাসান হইলে অর্থাৎ বিবেক-বীজশূন্য হইলে ‘ব’-স্বরূপে বা বিজ্ঞান  
সম্বন্ধ-স্বরূপে অবস্থান কবে অথবা (পন্থামার্গসিদ্ধিতে) প্রলব প্রাপ্ত হয় (৭)।

টীকা। ৫।(১) অবিজ্ঞাদি পঞ্চ ক্লেশ (২৩-২ হ্রস্ব দ্রষ্টব্য) যে সকল বৃত্তিবে যুলে  
থাকে তাহাবা ক্লেশমূলিকা। অবিজ্ঞা, অজ্ঞিতা, বাগ, দেব ও অভিনিবেশ ইহাদেব কোন ক্লেশপূর্বক  
কোন এক বৃত্তি উঠিলেই তাহাকে ক্লিষ্টা বৃত্তি বলা যায়, যেহেতু তাদৃশ বৃত্তি হইতে যে সংস্কার সঞ্চিত  
হয়, তাহা বিপাক প্রাপ্ত হইয়া পুনশ্চ ক্লেশময় বৃত্তি উৎপাদন কবে। তাহাবা দুঃখদ বলিয়া  
তাহাদেব নাম ক্লেশ।

৫।(২) উপবি উক্ত কাবণেই ক্লিষ্টা বৃত্তিকে কর্মসংস্কারসমূহেব ক্ষেত্রীভূতা বলা হইয়াছে।  
“বাহাব দ্বাবা যাহা জীবিত থাকে তাহাই তাহাব বৃত্তি, যেমন ব্রাহ্মণেব রাজনাদি” (বিজ্ঞানভিহু)।  
চিত্তবৃত্তি অর্থে জ্ঞানরূপ অবস্থাসকল। তদভাবে চিত্ত লীন হয় তাই তাহাবা চিত্তেব বৃত্তি।

৫।(৩) অবিজ্ঞাবশে দেহ, মন প্রভৃতি পুরুষেব উপাধিবে প্রতিনিয়ত বিকাবশীলভাবে  
অথবা লীনভাবে বর্তমান থাকা বা সংস্কারপ্রবাহই গুণবিকাব। জ্ঞানেব দ্বাবা অবিজ্ঞাদিবে নাশ  
হওয়া-হেতু, জ্ঞান-বিষয়ক বৃত্তিসকল গুণাধিকাব-বিবোধিনী অক্লিষ্টা বৃত্তি যথা, দেহাভিমান বা  
‘আমিই দেহ’ এইরূপ ভ্রান্তি ও তদনুগত কর্ম হইতে জাত চিত্তবৃত্তিসকল অবিজ্ঞামূলিকা ক্লেশবৃত্তি।  
‘আমি. দেহ নহি’ এইরূপ জ্ঞানময় ধ্যানাদি বা উক্ত ভাবানুযায়ী আচরণজনিত চিত্তবৃত্তিসকল  
অক্লিষ্টা বৃত্তি। তাদৃশ বৃত্তিপব্ধাবা হইতে পবিশেষে দেহাদি ধাবণ (স্বভাবঃ অবিজ্ঞা) নাশ হইতে  
পাবে বলিয়া তাহাদিগকে গুণাধিকাব-বিবোধিনী অক্লিষ্টা বৃত্তি বলা যায়। বিবেকেব দ্বাবা অবিজ্ঞা

নষ্ট হইলে যে বিবেকখ্যাতিৰূপা বৃত্তি উঠে তাহাই মুখ্যা অস্তিত্বা বৃত্তি। বিবেকেব নান্দ্যাকাব না হইলে শ্রবণ-মন-পূৰ্বক বিবেকেব অস্তিত্ব গৌণা অস্তিত্বা বৃত্তি।

৫। (৪-৫) শব্দা হইতে পারে ঋষ্টিবৃত্তিবল্লন জীবগণেব অস্তিত্ববৃত্তি হইবাব সন্তাবনা কোণাধ, এবং বহু ঋষ্টিবৃত্তিবে মথ্যে উৎপন্ন ও বিলীন হইবাই বা অস্তিত্ববৃত্তি কিন্মে কাৰ্ণকাবিণী হইবে? উত্তবে ভাষ্কাকাব বলিতেছেন যে, ঋষ্টি প্রবাহেব মথ্যে পতিত থাকিলেও অৰ্থাৎ উৎপন্ন হইলেও, অন্ধাকাব গৃহে গবান্ধাগত আলোকেব ছায়া অস্তিত্বা বৃত্তি বিবিজ্ঞান্মে থাকে। অভ্যাস-বৈবাগ্যৰূপ যে ঋষ্টিবৃত্তিবে ছিদ্ৰ তাহাতেও অস্তিত্ববৃত্তি প্রভাত হইতে পারে। নেইরূপ অস্তিত্ববৃত্তি-ছিদ্ৰেও ঋষ্টিবৃত্তি উৎপন্ন হয়। বৃত্তিনকলেব সংস্কাৰভাবে আহিত থাকাতে ঋষ্টিপ্রবাহ-পতিত অস্তিত্ববৃত্তিও ক্রমশঃ বলবতী হইবা ক্লেণপ্রবাহ বৃদ্ধ কবিতে পারে।

৫। (৬) ঋষ্টি বা অস্তিত্ববৃত্তি হইতে সেই সেই জাতীয় সংস্কাৰ উৎপন্ন হয়। অহুহৃত বিবর চিত্তে আহিত থাকাব নাম সংস্কাৰ। অতএব ঋষ্টিবৃত্তি হইতে ঋষ্টি সংস্কাৰ এবং অস্তিত্ব হইতে দৃষ্টি সংস্কাৰ হয়। বদ্যমাণ প্রমাণাদি বৃত্তিৰ মথ্যে কিরূপ বৃত্তি ঋষ্টি ও কিরূপ বৃত্তি অস্তিত্ব তাহা দেখান হাইতেছে। বিবেক এবং বিবেকেব অল্পকূল প্রমাণ-জ্ঞানসকল অস্তিত্ব প্রমাণ ও তদ্বিপৰীত প্রমাণ ঋষ্টি প্রমাণ। বিবেককালে অথবা নিৰ্মাণ-চিত্তগ্রহণে যে অগ্নিতাদি থাকে ও বিবেকেব বাহা নাযক এইরূপ অগ্নিতাবাগাদি অস্তিত্ব বিপর্যয়, বাহা তদ্বিপৰীত তাহা ঋষ্টি। যে নমন্ত বাক্যেব ছাবা বিবেক নিহু হব সেই বাক্যজাত বিবক্লই অস্তিত্ব, তদ্বিপৰীত ঋষ্টি বিক্ল।

বিবেকেব এবং বিবেকেব নাযক জ্ঞানমব আত্মভাবাদিৰ স্বতি অস্তিত্বা স্বতি, তদ্বা ঋষ্টি স্বতি। বিবেকোভ্যাল এবং তদ্বকূল জ্ঞানমব আত্মভাবাদিৰ অভ্যাসেব বা সন্তননেবনেৰ বায়া কায়মাণ নিজ্ঞা অৰ্থাৎ যে নিজ্ঞাৰ পূৰ্বে ও পবে আত্মস্বতি থাকে এবং বাহা আত্মস্বতিৰ ছাবা স্বীণ হইতেছে বা বাহা নাধনাবছাব স্বাস্থ্যেব স্তম্ভ আবশ্যক তাহাই অস্তিত্বা নিজ্ঞা, এবং নাধাবণ নিজ্ঞা ঋষ্টিা নিজ্ঞা।

৫। (৭) 'নং' এবং বিনাশ নাই বলিবা ধৰ্মননদন্ত লৌকিক দৃষ্টিতে বাহা আনাদের নিকট নং বলিবা প্রতীযমান হয়, তাহা বতদিন লৌকিক দৃষ্টি থাকিবে ততদিন নং-রূপে প্রতীত হইবে। প্রাকৃত পদার্থ মাজ্জই বিকারশীল, তাহাবা সৰ্বদা একরূপে 'নং' বা বিজ্ঞমান থাকে না। তাহামেব সন্তা ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধাবণ কবে, যেমন 'মাটি আছে', 'মাটি ঘট হইল'। ঘটাবছাব মাটি ধ্বংস হইল না, তবে মাটি পূৰ্বেব পিণ্ডরূপ ভাগ কবিবা ঘটরূপে 'বিজ্ঞমান' রহিল। এইরূপে লৌকিক দৃষ্টিতে প্রতীযমান নমন্ত দ্রব্যই রূপান্তব গ্রহণ কবিবা বিজ্ঞমান থাকিতেছে, তাহাদের অভাব আমরা একেবাবে চিন্তা কবিত্তেই পারি না। এই বে বস্তব রূপান্তবগরিণাম—তাহার মথ্যে বাহা পূৰ্বরূপে দ্বিত বস্ত, তাহাকেউত্তব-রূপ-প্রাপ্ত বস্তব অম্বী কাবণ বলা যায়, যেমন ঘটের অম্বী কাবণ মাটি। দ্রব্য ধখন স্বীণ কারণল্মে প্রত্যাবৰ্ত্তন কবে তাহাকে নাশ বলা যায়, স্ততরাং নাশ অৰ্থে কারণে লীন থাকা। এই হেতু লৌকিক দৃষ্টিতে মুক্ত চিত্তকে নিম্নেৰ বুল উপাদান অব্যক্তে লীন বলিবা অল্পমিতি হইবে। দ্বঃপ্রহাণের দৃষ্টিতে অৰ্থাৎ পবমার্থ নিহু হইলে ধখন জিবিব দ্বঃধের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়, তখন তাহার পুনবাব ছাব ব্যক্তভাবে হওবাব সন্তাবনা থাকে না বলিবা চিত্ত প্রলীন বা অভাব-প্রাপ্তেব ছাব হন। চিত্ত তখন জিওণশাখারূপে থাকে, কেবল দ্বঃধকাবণ দ্রষ্ট-দৃষ্ট সংযোগেরই অভাব হব। [ ৪১৪ (২) ]।

ধৰ্মমেধ-খ্যানে চিত্তনর নিম্নেব প্রকৃত-ধরূপে অৰ্থাৎ রজতমোহনহীন বিস্তৃত সৰ-ধরূপে থাকে,

আব কৈবল্যে স্বকাবে লীন হইয়া থাকে। বজ্রমোহনহীন অর্থে বজ্রমোহীন নহে, কিন্তু বিবেক-বিবোধী অন্য মালিন্যহীন।

ভাষ্যম্। তাঃ ক্লিষ্টাশ্চাক্লিষ্টাশ্চ পঞ্চমা বৃত্তয়ঃ—

প্রমাণবিপর্যয়বিকল্পনিব্রাশ্চতয়ঃ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সেই ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট বৃত্তিসকল পঞ্চ প্রকাব, যথা—

৬। প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিব্রা ও শ্রুতি (১)। ২

টীকা। ৬।(১) এখানে শব্দা হইতে পাবে যে, যখন নিব্রা বৃত্তি বলিয়া গণিত হইল

তখন জাগ্রৎ ও স্বপ্নই বা কেন গণিত হইল না? আব সংকল্পাদি বৃত্তিই বা কেন উক্ত হইল না? তদন্তবে বক্তব্য—জাগ্রদবস্থা প্রমাণপ্রধান এবং তাহাতে বিকল্পাদিও থাকে, স্বপ্নাবস্থা তেমনি বিপর্যয়প্রধান, বিকল্প, শ্রুতি এবং প্রমাণও তাহাতে থাকে স্বতবাং প্রমাণাদি বৃত্তিচতুষ্টয়েব উল্লেখ উহা বা উক্ত হইয়াছে বলিয়া এবং উহা যের নিবোধে জাগ্রদাদিবও নিবোধে হইবে বলিয়া ইহা বা স্বতন্ত্র উক্ত হয় নাই। সেইরূপ সংকল্প (কর্মের মানস) জ্ঞানবৃত্তিপূর্বক উদিত ও তন্নিবোধে নিরুদ্ধ হয় বলিয়া উহাও উক্ত হয় নাই। কিঞ্চ পঞ্চ বিপর্যয়ের দ্বাৰা সংকল্পও স্থিতি হইয়াছে, কাবণ, বাগ্বেবাদি-পূর্বকই সংকল্পাদি হয়। ফলতঃ এখানে হুজ্জাকাব মূল নিবোধব্য বৃত্তিসকলের উল্লেখ কবিয়াছেন, সেইজন্য স্বখদুঃখাদিকূপ বেদনা বা অবস্থাবৃত্তিসকলও এখানে সংগৃহীত হয় নাই। স্বখদুঃখাদি পৃথগ্-রূপে নিবোধব্য নহে, প্রমাণাদিব নিবোধেব দ্বাৰাই তাহা যের নিবোধ কবিতো হয়। বিজ্ঞানভিক্ষুও যোগসামন্ত্র্যেব বলিবাছেন, “ইচ্ছাকৃত্যাদিকূপবৃত্তীনাম্ চৈতন্নিবোধেনৈব নিবোধো ভবতি।”

যোগশাস্ত্রেব পবিভাষ্যব প্রত্যয় অর্থায় পবিদৃষ্ট চিন্তভাব বা বোধসকলকেই বৃত্তি বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রমাণ যথাভূত বোধ, বিপর্যয় অবস্থাভূত বোধ, বিকল্প প্রমাণবিপর্যয়ব্যতিবিক্ত অবস্ত-বিষয়ক বোধ, নিব্রা কদ্ধাবস্থাব অশ্রুতবোধ ও শ্রুতি বুদ্ধতাবলম্ব্যেব পুনর্বোধ। বোধপূর্বক প্রবৃত্তি ও স্থিতি ‘বৃত্তি’-সকল হয় বলিবা এবং বোধ সকল প্রকাব বৃত্তিব অগ্র বলিবা বোধবৃত্তিসকলের নিবোধে সমগ্র চিত্ত নিরুদ্ধ হয়। তজ্জন্ত যোগেব নিবোধব্য বৃত্তিসকল জ্ঞানবৃত্তি বা প্রত্যয়। যোগীবা চিত্ত-নিবোধেব জন্ত জ্ঞানবৃত্তিসকলেব নিবোধ কবিবা কৃতকার্ষ হন। জ্ঞানবৃত্তি ধবিবা চিত্ত-নিবোধ কবাই প্রকৃত বৈজ্ঞানিক উপায়। যোগেব বৃত্তি চিত্তসংকেব বা প্রত্যয় ভেদ। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়েব দ্বাৰা গৃহীত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, বল ও গন্ধ এই পঞ্চ বিষয়বিজ্ঞান, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়েব দ্বাৰা গ্রাহ্যেব চালন বা দেশান্তরগতি ও চাল্যতাবোধ, পঞ্চ প্রাণেব দ্বাৰা গ্রাহ্যেব জডতা-ধর্মের বোধ এবং স্বখাদি কবণগত ভাবসকলেব অনুভব, এই সকল নইবা যে আন্তর শক্তি মিলাইবা মিলাইবা বোধ কবে, চেষ্টা কবে ও ধাবণ কবে তাহাই চিত্ত। এ বিষয়ে কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া বাইতেছে। মনে কব, একটি হস্তী দর্শন কবিলে, সেই দর্শনে চক্ষুেব দ্বাৰা কেবল বিশেষ কৃষ্ণবর্ণ আকাবমাত্র জানা যায়, কিন্তু হস্তীব যে অন্ত্রাত্ত গুণ আছে তাহা চক্ষুমাত্রেব দ্বাৰা জানা যায় না। হস্তীব ভাববহন-শক্তি, গমন-শক্তি, ভোজন-শক্তি, তাহার শরীরেব দৃঢ়তা, তাহা য়ব প্রভৃতি গুণসকল পূর্বে অন্ত্রাত্ত যথাযোগ্য ইন্দ্রিয়ে

দ্বাৰা গৃহীত হইয়া অন্তৰে ধৃত ছিল। হৃদয়দর্শন-কালে সেই সমস্ত মিলাইবা নিশাইবা যে আস্তব শক্তি 'এই হৃদয়' এইরূপ জ্ঞান উৎপাদন কবিল, তাহাই চিত্ত বা সমগ্র অন্তঃকৰণ। আব হৃদয়দর্শনেব আকাজ্জাব পূৰ্ণ হওয়াতে যদি আনন্দ হয় তাহাও চিত্তক্ৰিয়া। সেই আনন্দানুভবেব স্বৰূপ অন্তঃকৰণগত অল্পবুল হৃদয়-দর্শনাবস্থাৰ বোধমাজ। (নাং তত্বা. ২৮ প্রঃ পাদটীকা)।

বৃত্তিৰ দ্বাৰা চিত্তেব বর্তমানতা অল্পদূত হয় এবং তাহা না থাকিলে চিত্ত লীন হয়। সেই বৃত্তি-সকল জিহ্বাপাত্ৰসাৰে কথেক প্রকাৰ মূলভাগে বিভক্ত হইতে পাৰে। তন্মধ্যে যোগার্থ মূল নিবোধব্য বৃত্তিসকল হৃদয়কাৰ পঞ্চ শ্ৰেণীতে বিভাগ কৰিবা উল্লেখ কৰিষাছেন। এই শাস্ত্রপাঠীদেব চিত্ত সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ স্বৰূপ বাখা উচিত। প্রথ্যা, প্রবৃত্তি ও চিত্তিধৰ্মবিশিষ্ট অন্তঃকৰণ চিত্ত। প্রথ্যা ও প্রবৃত্তি = জ্ঞান ও চেষ্টা-ভাব। চিত্তি অৰ্থে সংস্কাৰ। প্রত্যক্ষাদিৰ বোধ, সংস্কাৰেব বোধ (বৃত্তিকপ), প্রবৃত্তিৰ বোধ, স্থখাদি অনুভবেব বিশেষ বোধ,\* এই সব বিজ্ঞানমাজ চিত্তবৃত্তি বা প্রত্যয়। ইচ্ছাদি চেষ্টা ও দৃষ্ট ধৰ্ম বলিবা প্রত্যয়-কপ। সংস্কাৰ অপরিদৃষ্ট ধৰ্ম। অন্তৰেব চিত্ত প্রত্যয় ও সংস্কাৰ এই ধৰ্মদ্বয়মূল বস্তু। তন্মধ্যে প্রত্যয়সকলেব নাম চিত্তবৃত্তি। সাধাবণতঃ বৃত্তিসকলই এই শাস্ত্রে চিত্ত বলিবা অভিহিত হয়। বৃত্তিসকল জ্ঞানস্বৰূপা বলিবা স্বপ্ন-পৰিণাম যে বুদ্ধি তাহাৰ অল্পগত পৰিণাম। তাই চিত্ত ও বুদ্ধি এক বহুতলে অভেদে ব্যবহৃত হয়। সেই বুদ্ধি বুদ্ধিতত্ত্ব নহে। চিত্তবৃত্তিও সেইরূপ বুদ্ধিবৃত্তি বলিবা অভিহিত হয়। চিত্ত ও মন শব্দ অনেক তলে একাৰ্থে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু বস্তুতঃ মন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। অর্থাৎ আভ্যন্তরিক চেষ্টা, বাহ্যেজিহ্ব-প্রবর্তন ও চিত্তবৃত্তিৰ অর্থাৎ মানস-ভাবেব চৈতন্য বিজ্ঞান হইবাৰ জন্ত যে আলোচনেব প্রয়োজন সেই আলোচন মনেব কাৰ্য। বাহ্য-কৰণেব দ্বাৰা অন্তঃকৰণেও প্রথমে আলোচন-জ্ঞান হয়, পবে তাহাৰ বিজ্ঞান হয়। মানস প্রত্যক্ষ ঐ আলোচন-পূৰ্বক হয়, যেমন চক্ষুৰ দ্বাৰা চান্দৰ জ্ঞান হয়। অন্তৰেব প্রবৃত্তিকপ স্বল্পক ইন্দ্রিয় বা মন জানেন্দ্ৰিয়েব ও কর্মেন্দ্ৰিয়েব লাভ্যন্তরিক কেন্দ্র, আব চিত্তবৃত্তি কেবল বিজ্ঞান। মনেৰ দ্বাৰা গৃহীত বা বৃত্ত বা ধৃত বিষয়েব বিশেষ প্রকাৰ জ্ঞানই বিজ্ঞান বা চিত্তবৃত্তি। প্রাচীন বিভাগ এইরূপ তাহা স্বৰূপ বাখিতে হইবে।

ভাগ্যম্। তত্ব—

প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি ॥ ৭ ॥

ইন্দ্রিয়প্রণালিকয়া চিত্তস্ত বাহ্যবস্তুরবাগাং তদ্বিষয়া সামান্ত্রবিশেষবান্বনোহর্থস্ত বিশেষাবধাবণপ্রধানা বৃত্তিঃ প্রত্যক্ষং প্রমাণম্। কলমবিশিষ্টঃ পৌকষেয়শ্চিত্তবৃত্তিবোধঃ। বুদ্ধেঃ প্রতিসংবেদী পুরুষ ইত্থাপবিষ্টাছপপাদয়িত্বামঃ।

অনুমেষস্ত তুল্যজাতীয়েদধুবৃত্তো ভিন্নজাতীয়েভ্যো ব্যাবৃন্তঃ সম্বন্ধো যন্তদ্বিষয়া

\* কেবল স্থপ বলিবা বোধ বোধ হয় না, যে বিষয় হইতে তথ হয় তাহা সম্যক হইয়াই স্থপ হয় (discrimination-দূত জ্ঞান)। তিনি থাইবা যে স্থপ হয় তাহাৰ সম্বন্ধ রূপেব জ্ঞান হইবে না।

সামান্যাবধাবণপ্রধানা বৃত্তিবহুমানম্। যথা দেশান্তবপ্রাপ্তিগতিমচ্ছতাবকং চৈত্রবৎ,  
বিন্ধ্যশ্চাপ্রাপ্তিবগতিঃ।

আপ্তেন দৃষ্টোহুমিতো বার্থঃ পবত্র স্ববোধসংক্রান্তয়ে শব্দেনোপদিষ্টতে, শব্দান্তদর্থ-  
বিষয়া বৃত্তিঃ শ্রোতুরাগমঃ। যস্তাহশ্চদ্বৈয়ার্থো বক্তা ন দৃষ্টোহুমিতার্থঃ স আগমঃ প্লবতে,  
মূলবক্তবি তু দৃষ্টোহুমিতার্থে নির্বিপ্লবঃ স্তাৎ ॥ ৭ ॥

ভাস্ক্যানুবাদ—তাহাব মধ্যে—

৭। প্রত্যক্ষ, অহুমান ও আগম (এই তিন প্রকাষে সায়িত যথার্থ জ্ঞানেব নাম)  
প্রমাণ (১) ॥ সূ

ইন্দ্রিয়প্রণালীৰ দ্বাৰা চিত্তেব বাহু বস্তু হইতে উপবাগহেতু (২) বাহু-বিষয়া এবং সামান্য ও  
বিশেষ-আত্মক বিষয়েব মধ্যে বিশেষাবধাবণ-প্রধানা (৩) বৃত্তি প্রত্যক্ষ প্রমাণ। বুদ্ধিব সহিত  
অবিশিষ্ট, পৌৰুষেয চিত্তবৃত্তিবোধই (বিজ্ঞানত্বত বৃত্তিব) কল (৪)। পুরুষ বুদ্ধিব প্রতিসংবেদী  
(৫) ইহা অগ্রে প্রতিপাদন কবিব (২।২০ সূত্র)।

অহুমেবেব সহিত তুল্যজাতীয বস্তুতে অহুযুক্ত এবং তাহাব ভিন্ন জাতীয বস্তু হইতে ব্যাবৃত্ত  
(ধর্মই) সঙ্ক (৬)। সেই সঙ্ক-বিষয়া (সঙ্ক-পূর্বিকা) সামান্যাবধাবণ-প্রধানা বৃত্তি অহুমান,  
যথা—দেশান্তবপ্রাপ্তিহেতু চক্ৰ, তাবকা ও গ্রহসকল গতিমান, যেমন চৈত্র প্রভৃতি; বিদ্যেব  
দেশান্তবপ্রাপ্তি হয় না, স্তববা তাহা অগতিমান।

আপ্ত পুরুষেব দ্বাৰা দৃষ্ট অথবা অহুমিত যে অর্থ বা বিষয়, তাহা অপব ব্যক্তিতে নিজেব বোধ-  
লংকাঙ্কিতে তি নি শব্দেব দ্বাৰা উপদেশ কবিলে, সেই শব্দেব অর্থ-বিষয়া যে বৃত্তি উৎপন্ন হয়, তাহা  
শ্রোতা পুরুষেব আগম প্রমাণ (৭)। যে আগমেব বক্তা অস্তদ্বৈয়ার্থ বা বক্তকগুরুষ, আব বাহাব  
অর্থ (বক্তাব দ্বাৰা) দৃষ্ট বা অহুমিত হয় নাই, সেই আগম বিধা হয় বা সেই স্থলে আগম প্রমাণ  
হয় না। যে বিষয় মূলবক্তাব বা আপ্তেব দৃষ্ট বা অহুমিত, তথিবক আগম প্রমাণ নির্বিপ্লব অর্থাৎ  
সত্য হয় (৮)।

টীকা। ৭।(১) প্রমা—বিপর্ষয়েব দ্বাৰা অবাদিত অর্থাবগাহী বোধ। প্রমাণ কবণ =  
প্রমাণ। অনধিগত সৎ বা যথাকৃত বিষয়েব সত্তা-নিশ্চয়েব নাম প্রমাণ। অস্ত কথায় অজ্ঞাত বিষয়েব  
প্রমাণ প্রক্ৰিয়াব নাম প্রমাণ হইল। এই প্রমাণ-লক্ষণে এইরূপ সংগ্ৰহ হইতে পাবে যে, অহুমানেব  
দ্বাৰা ‘অগ্নি নাই’ এইরূপ যখন ‘অসত্তা-নিশ্চয়’ হয়, তখন প্রমাণ-লক্ষণ অহুমানে অব্যাপ্ত। এতদ্ব্যতীবে  
বক্তব্য ‘অসত্তা-বোধ’ প্রকৃতপক্ষে বাহাব অসত্তা তদতিবিক্ত অস্ত গদার্থেব বোধগূর্বক বিকল্পমাত্র।  
“ভাবান্তবমভাবো হি কযাচিৎ তু ব্যাপেক্ষয়া।” (পাতঞ্জল বহুত) অর্থাৎ অভাব প্রকৃতপক্ষে অস্ত একটা  
ভাবপদার্থ, কোনও এক বিষয়েব সত্তাব অপেক্ষাতেই অস্ত বস্তব অভাব বলা হয়। বস্তব নাস্তিতা-  
জ্ঞান-সম্বন্ধে শ্লোকবার্তিকে আছে, “গৃহীত্বা বস্ত্তসত্তাবং শ্বতা চ প্রতিযোগিনম্। মানসং নাস্তিতা-  
জ্ঞানং জাযতেহ্জ্ঞানপেক্ষয়া।” অর্থাৎ সদন্ত গ্রহণ ববিয়া এবং প্রতিযোগী বা বাহাব অভাব তাহা  
স্বপ্ন কবিয়া মনে মনে (বৈকল্পিক) নাস্তিতা-জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যেমন, কোন স্থানে ঘট না দেখিলে  
সেই স্থানেব এবং আলোকিত অবকাশেব কপজ্ঞান চক্ষুৰ দ্বাৰা হয়, পবে মনে ‘ঘটাতাব’ পক্ষেব দ্বাৰা  
বিকল্পবৃত্তি হয় (১।২ সূত্র)। সলতঃ নির্বিপ্লব জ্ঞান হইতে পারে না। আব জ্ঞান হওযা অর্থে সত্তাব



নিশ্চয় হওয়া। শাস্ত্র বলেন, “যদি চাত্ত্বভবকশা মিথিঃ সন্তেতি কথ্যতে। সত্তা সর্বপদার্থানাং নাত্মা সংবেদনাদৃতে।” অর্থাৎ অহুভবসিদ্ধিই যদি সত্তা হয়, তবে সর্বপদার্থের সত্তা সংবেদন ব্যতীত আব কিছু হইতে পারে না। (ব্রহ্মসুত্রভাষ্য)।

যত প্রকার লক্ষ্যবশক বোধ আছে তাহাবা মূলতঃ দ্বিবিধ, প্রমাণ ও অহুভব। তন্মধ্যে প্রমাণ কবণবাহু পদার্থ-বিষয়ক অথবা কবণবাহুরূপে ব্যবহৃত পদার্থ-বিষয়ক। যেমন, আমাব ইচ্ছা আছে কিনা ইহা জানিতে হইলে ইচ্ছা প্রকৃতপক্ষে কবণাত্মক হইলেও তাহা কবণবাহুরূপে ব্যবহৃত বিষয় হইল। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম এই তিন প্রমাণেই এই লক্ষণ সাধাবণ। আব অহুভব কবণগত ভাববিষয়ক, যেমন, স্বতাহুভব, স্বখাহুভব ইত্যাদি। অনধিগত তত্ত্ববোধ প্রমা, ইহা প্রমাণ আব এক অর্থ, তাহাব কবণ-প্রমাণ। প্রমাণের এই লক্ষণের দ্বাৰা স্মৃতি হইতে তাহাব জ্ঞে স্মৃতিত হয়।

এই শাস্ত্রে কতক অহুভবকে মানস প্রত্যক্ষ-রূপে গ্রহণ কবিয়া প্রমাণেব অন্তর্গত কবা হইয়াছে। স্বতাহুভব কিন্তু মানস প্রত্যক্ষ নহে কাবণ তাহা অধিগত বিষয়েব পুনবহুভব। অতএব প্রমাণ হইতে স্মৃতি পৃথক।

৭।(২) বাহু বস্তব ভিন্নতাব চিত্ত ভিন্নতাব ধারণ কবে, তজ্জন্ম চিত্তেব বাহু বস্ত্তনিত উপবগ্গন হয়। ইন্দ্রিয়প্রণালীৰ দ্বাৰা বিষয়েব সম্পর্ক ঘটিবা চিত্ত উপবদ্বিত বা বিকৃত হয়। চিত্ত-সত্ত্বেব এক এক পবিণায়ই এক এক জ্ঞান। ছয় প্রকাব ইন্দ্রিয়প্রণালীৰ দ্বাৰা চিত্তেব সহিত বিষয়েব সম্পর্ক হয়। পঞ্চ বাহ্যেন্দ্রিয় এবং মন নামক অন্তবিন্দ্রিয় এই ছয় ইন্দ্রিয় এই শাস্ত্রে গৃহীত হয়। ইন্দ্রিয়েব দ্বাৰা আলোচনজ্ঞানমাত্র হয় অর্থাৎ গ্রহণমাত্র হয়। কেবল কণ্যাদিৰ দ্বাৰা বাহা জ্ঞানা ধাব তাহাই আলোচনজ্ঞান। যেমন কাক ডাকিলে যে ‘কা’ ‘কা’ মাত্র ধ্বনি বোধ হয়, তাহা আলোচন-জ্ঞান। তৎপবে অন্তঃকবণৰ অল্প বৃত্তিৰ সহায়ে ইহা কাকের ‘কা কা’ বব ইত্যাকাব যে বিজ্ঞান হয়, তাহাই চৈতনিক প্রত্যক্ষ।

মানস বিষয়েব প্রত্যক্ষে অহুভবেব বিজ্ঞান হয়, বা করণে স্থিত ভাব গ্রহণ-পূর্বক তাহাব বিজ্ঞান হয়। স্বখাদিবেদনাব অহুভূতিমাত্র মানস আলোচন; পবে তাহাবও যে বিজ্ঞান হয় তাহাই মানস বিষয়েব প্রত্যক্ষ। বাহু ইন্দ্রিয়েব দ্বাৰা মনেব দ্বাৰা সেই বিষয় প্রথমে গৃহীত হয়; পবে তদ্বাৰা চিত্ত উপবদ্বিত হইবা তাহাব চৈতনিক প্রত্যক্ষ হয়। বাহু ইন্দ্রিয়ে যেমন প্রথমে আলোচন জ্ঞান, তাহাব পব নামরূপ আদি যোগ কবিয়া সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় (প্রথমটি lower centre, শেষেবটি higher centre) মনেও তজ্জপ। প্রথমে স্বখাদিৰ প্রাথমিক অহুভূতিমাত্র মানস আলোচন, পবে তাহাবও যে বিজ্ঞান হয়, কোন্ বিষয় হইতে কিবকমেব ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য যুক্ত, তাহাই মানস প্রত্যক্ষ। অতএব সমস্ত চৈতনিক প্রত্যক্ষে প্রথমে গ্রহণ, পবে তাহাব প্রত্যক্ষ প্রমাণ হয়। সুতবাং ‘কবণবাহু ভাবেব নিশ্চয়-প্রমাণ’ এই লক্ষণ সমস্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণে যুক্ত হইল।

৭।(৩) স্মৃতি ও ব্যবসিৰ (বাহুবিষয়েব) নাম বিশেষ। প্রত্যেক জীবের যে স্বকীয়, বিশেষ বা ইতব-ব্যবজিন্ন শব্দস্পর্শাদি জ্ঞপ, তাহাই তাহাব স্মৃতি, আর ব্যবসি অর্থে আকাব। মনে কর এক খণ্ড ইষ্টক, তাহাব ঠিক বাহা বর্ণ এবং আকাব তাহা শত সহস্র শব্দেব দ্বারাও যথাং প্রকাশ করা যায় না, কিন্তু দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহাব জ্ঞান হয়। তজ্জন্ম প্রত্যক্ষ প্রধানতঃ বিশেষ-বিষয়ক। ‘প্রধানতঃ’ বলিবার কারণ এই যে, প্রত্যক্ষে সামান্তের জ্ঞানও থাকে, কিন্তু বিশেষেব জ্ঞানেরই

প্রাধান্য। বহু মধ্য যাহা সাধাৰণ পদার্থ (পদের বা common term-এর অর্থ) তাহাই সামান্য। অগ্নি, জল প্রভৃতি প্রায় সমস্ত শব্দ সামান্য অর্থেই সংকেত কবা হইয়াছে। আকাব-প্রকাবভেদে অগ্নি অসংখ্য প্রকাব হইতে পারে, কিন্তু তাহাদের সামান্য নাম অগ্নি। সভা-পদার্থ সর্ব-বস্তু-সাধাৰণ সামান্য। প্রত্যকে তাদৃশ সামান্য-জ্ঞানও অপ্রধানভাবে থাকে। কিন্তু বক্ষ্যমাণ অহুমান ও আগম প্রমাণেব বিষয় সামান্যমাত্র, কাবণ, তাহাবা শব্দের বা অন্ত আকাবাদি সংকেতেব দ্বাৰা সিদ্ধ হয়। যদি বল 'চৈত্র আছে' এইকণ জ্ঞান যদি অহুমান বা আগমেব দ্বাৰা সিদ্ধ হয়, তবে ত চৈত্র নামে বিশেষপদার্থেব জ্ঞান হইল—তাহা নহে, কাবণ, চৈত্র যদি পূর্বদৃষ্ট হয়, তবে 'চৈত্র' শব্দেব দ্বাৰা স্মরণ-জ্ঞানমাত্র হইবে। আব 'অমুকজ আছে' এইটুকুমাত্রই প্রমাণ হইবে। চৈত্র অদৃষ্ট হইলে ত কথাই নাই, তাহা হইলে চৈত্র শব্দকে বিশেষ কিছু জ্ঞান হইবে না, কেবল সামান্য এক এক অংশেব জ্ঞান-অহুমান বা আগমেব দ্বাৰা হইতে পাবিবে।

৭।(৪) ফল=প্রত্যক ব্যাপাবেব ফল। বিজ্ঞানভিক্ক বলেন, "বৃত্তিরূপ কবণেব ফল।" 'পৌৰুষেব চিত্তবৃত্তি-বোধ' ইহাব উদাহৰণে বিজ্ঞানভিক্ক বলেন, 'আমি ঘট জানিতেছি' এইকণ বোধ। কিন্তু এককণ বোধ দুই প্রকাব হইতে পারে। প্রত্যক প্রমাণে 'এই ঘট' বা 'ঘট আছে' এইকণ বোধ হয়। কিন্তু তাহাতেও জ্ঞাতৃত্ব থাকে বলিবা তাহা 'আমি ঘট দেখিতেছি' এইকণ বাক্যেব দ্বাৰা বিশ্লেষ কবিবা ব্যক্ত কবা যাইতে পারে। আব ঘট দেখিতে দেখিতে মনে মনে চিন্তা হয় 'আমি ঘট দেখিতেছি'। প্রথমটি (ঘট আছে) ব্যবসায়-প্রধান, দ্বিতীয়াটি ('আমি ঘট জানিতেছি') অল্পব্যবসায়-প্রধান। প্রথমটি অর্থাৎ 'এই ঘট' অথবা 'ঘট আছে' ইহাই প্রত্যক প্রমাণ।

ঐ প্রত্যকে 'আমি' 'ঘট' 'দেখিতেছি' এইকণ ভাবদ্রব্য আছে। কিন্তু ঘট-প্রত্যককালে কেবল 'ঘট আছে' বলিবা বোধ হয় অর্থাৎ দ্রষ্টা, দর্শন ও দৃষ্টেব পৃথক্ উপলব্ধি হয় না। 'আমি দ্রষ্টা' এ জ্ঞান না থাকাতে এবং কেবল 'ঘট আছে' এইকণ বোধ হওয়াতে, আমিত্তেব অন্তর্গত দ্রষ্টা পুরুষ এবং গ্রাহ ঘট অবিশিষ্ট বা অবিভাগ্যমেব গ্রাহ অর্থাৎ অভিন্নেব হয়। চতুর্থ সূত্রে ইহা উক্ত হইয়াছে। কোন একটি প্রত্যকবৃত্তি স্ফুৰ্মাত্র উদ্ভিত হয়, পাবে হয় ত তাহাব প্রবাহ চলিতে থাকে। কিন্তু যে-ক্ক্ষেণ একটি 'ঘট-প্রত্যক'-বৃত্তি উদ্ভিত হয়, তাহাতে 'আমি ঘট দেখিতেছি' এইকণ দ্বিবিভাগ্যপন্ন ভাব হয় না, কেবল 'ঘট' এইকণ ভাব হয়। আব ঘটবোধে সেই বোধেব দ্রষ্টা যুলে আছে, স্মৃতবাং সেই দ্রষ্টা ঘটেব বোধে অবিশিষ্টভাবে (পৃথক্ হইলেও অপৃথক্-রূপে) থাকে বলিতে হইবে।

এ বিষয় অন্তরূপেও বুঝা যাইতে পারে। সমস্ত জ্ঞানই কবণাত্মক অভিমানেব বিকাবমাত্র। তন্মধ্যে প্রত্যক-জ্ঞান বাহ্যক্রিয়া-জনিত অভিমান-বিকাব, স্মৃতবাং ঘটবোধ বস্তুতঃ অভিমান বা আমিত্তেব বিকাববিশেষ মাত্র। কিন্তু আমিব মধ্যে দ্রষ্টাও অন্তর্গত, স্মৃতবাং ঘটপ্রত্যক্ষে ঘটজ্ঞানরূপ আমিত্তেব বিকাব ও দ্রষ্টা অভিন্নেব হয়। অবশ্য অল্পব্যবসাবেব দ্বাৰা বিচাব-পূর্বক দ্রষ্টা ও ঘটেব পৃথক্-বোধ হইতে পারে, কিন্তু ঘটপ্রত্যকরূপ ব্যবসায়প্রধান বৃত্তিতে তাহা হইতে পারে না।

'পৌৰুষেব চিত্তবৃত্তিবোধ' অর্থে পুরুষাসক্তিক বা পুরুষোপদৃষ্ট চিত্তবৃত্তিব বা জ্ঞানেব প্রকাশ। শব্দা হইতে পারে, যদি পুরুষ নানাবৃত্তিব প্রকাশক তবে তিনিও নানাবৃত্তিব পাবিণামী। তাহা নহে, ঐ নানাবৃত্তি যদি পুরুষে যাইত তবে ইহা বৃত্ত হইত। কিন্তু নানাবৃত্তি ইঞ্জিয়ে ও অন্তঃকৰণে থাকে। বিষয়সকলকে বিশ্লেষ কবিলে ক্ষণে ক্ষণে উদীয়মান ও লীযমান হস্ত ক্রিয়ামাত্র পাওয়া যায়, তদ্দ্বাৰা

আমিষকপ বুদ্ধিৰ ভাদৃশ স্তম্ভ কণিক পৰিণাম হব। সেই এককপ কণিক বিকাৰশীল আমিষেৰ প্ৰকাশবিভা পুৰুষ। সেই বিকাৰ উপশান্ত হইলে বাহা থাকে তাহা পুৰুষ, আৰু সেই বিকাৰ ব্যক্ত হইলে বাহা হব তাহা বুদ্ধি; স্তম্ভবাং সেই বিকাৰ পুৰুষে বাহিতে পাবে না। ষোণী প্ৰকৃত প্ৰত্যয়ে এইৰূপেই পুৰুষতত্বে উপনীত হন। প্ৰথমে তিনি নমস্ত নীল, পীত, অন্ন, মধুৰ আদি নানাত্বেৰ মনো কপমাজ, বনমাজ ইত্যাদিষকপ ভগ্নাজিত্ত্ব সাক্ষাৎ কৰেন। পৰে ভগ্নাজিত্ত্ব অস্মিতায় (ক্ৰমশঃ স্তম্ভতব ধ্যানেৰ দ্বাৰা) বিনীল হংসা সাক্ষাৎ কৰেন। সেই স্তম্ভ ভগ্নাজিত্ত্ব কিকপে অস্মিতাব বিকাৰ তাহা উপলব্ধি কৰিবা অস্মিতামাজে উপনীত হন এবং পৰে বিবেকখ্যাতিৰ দ্বাৰা পুৰুষতত্বে প্ৰতিষ্ঠিত হন। এককপে ক্ৰমশঃ স্তম্ভ হইতে স্তম্ভতব বিকাৰকে নিবোধ কৰিবা পুৰুষতত্বে স্থিতি হয়।

৭।(৫) ‘পুৰুষ বুদ্ধিৰ প্ৰতিসংবেদী’ পুৰুষেৰ এই লক্ষণটি অতি গভীৰাৰ্থক। বেদন প্ৰতিকলন অৰ্থে কোন দৰ্পণাদি বলকে লাগিবা অস্ত দিকে গমন কৰা, প্ৰতিনয়বেদন অৰ্থে সেইৰূপ বোন নংবেদকে বাহিবা অস্ত নংবেদন উৎপাদন কৰা বা অস্ত নংবেদনৰূপে প্ৰতিভাত হওবাই প্ৰতিসংবেদন। কপাদি প্ৰতিকলনেৰ বেদন দৰ্পণাদি প্ৰতিকলক থাকে, তেনি বুদ্ধিৰ বা ব্যাবহাৰিক আমিষেৰ বৰ্তমান কপে বে নংবেদন হব সেই নংবেদন পুনৰ্ভ উত্তৰ কপে আমিষকপে প্ৰতিসংবেদিত হব। এই প্ৰতিসংবেদনেৰ বাহা কেন্দ্ৰ, তাহাই বুদ্ধিৰ প্ৰতিসংবেদী। ‘আমি আছি’ এইৰূপ চিন্তা কৰিতে পাৰাও প্ৰতিসংবেদনেৰ কল। (‘পুৰুষ বা আত্মা’ § ১২ প্ৰস্তাব)।

লম্বত নিৰ শাবীৰ্যবোধেৰ বা বৈষয়িকবোধেৰ প্ৰতিসংবেদনেৰ কেন্দ্ৰ বুদ্ধি বা তন্নিৰ্গত কণশক্তি-নকল। কিন্তু বুদ্ধিকপ সৰ্বোচ্চ ব্যাবহাৰিক যাত্ৰাভাবেৰ বাহা প্ৰতিসংবেদী তাহা বুদ্ধিৰ অতীত; তাহাই নিৰ্বিকাব চিত্ৰপ পুৰুষ। এই প্ৰতিসংবেদন-ভাবেৰ বাবাই পুৰুষতত্বে উপনীত হইতে হয়। সমাধিৰলে বুদ্ধিত্ত্ব সাক্ষাৎ কৰিয়া বিচাৰাহুগত ধ্যানেৰ দ্বাৰা প্ৰতিসংবেদন-ভাবেৰ অবলম্বন কৰিবা প্ৰতিসংবেদী পুৰুষেৰ উপলব্ধি হব। ইহাই বস্তভঃ বিবেকখ্যাতি।

৭।(৬) সহভাব ও অসহভাব এই দ্বিবিধ নম্বন্ধ। সহভাব = তৎসঙ্গে নম্ব এবং তদসঙ্গে অসম, অসহভাব = তৎসঙ্গে অসম্ব এবং তদসঙ্গে নম্ব (সহভাব নম্বন্ধ কথা, অগ্নি আছে অতএব তাপ আছে, অগ্নি নাই স্তম্ভতাপ নাই। অসহভাব নম্বন্ধ—অগ্নি আছে অতএব শৈত্য নাই, অগ্নি নাই স্তম্ভতাপ শৈত্য আছে)। স্তম্ভতঃ এই বস্তু প্ৰকাৰ নম্বন্ধ জ্ঞাত হইয়া সম্বন্ধমান বস্তব একভাগ প্ৰাপ্ত হইয়া অত্ৰাভাগেৰ জ্ঞানেৰ নাম অহুমান। অহুমেৰ বস্তব বে যে হলে অসম্ব-নিশ্চয় হয়, তাহাৰ অৰ্থ তদতিবিস্তৃত অত্ৰাভাবেৰ নিশ্চয়। ইহা পূৰ্বেই উক্ত হইবাছে। নিবিষমক বা অভাব-বিষমক প্ৰমাণ-জ্ঞান এইশাস্ত্ৰে নিবিধ।

৭।(৭) স্তম্ভ শব্দ অৰ্থাৎ শব্দময় ক্ৰিয়াকাৰকবুদ্ধিৰ ব্যাক্য হইতে স্বপৰ্য্যৰ্থেৰ জ্ঞান হয়, কিন্তু সেই অৰ্থেৰ অব্যাহিত বৰ্ণাৰ্থ নিশ্চয় নকল হলে হয় না। কোন হলে তদ্বিষয়ে সংশয় হব, কোথাও বা অহুমানেৰ দ্বাৰা সংশয় নিৰাকৃত হইয়া নিশ্চয় হয়। বৰ্ণা, ‘অম্বক ব্যক্তি বিধাত্ত; সে বলিতেছে, তবে নভা’ এইৰূপ। পাঠ হইতেও এইৰূপে নিশ্চয় হব। উঠা অহুমান প্ৰমাণ হইল। ইহাতে অনেক মনে কৰেন, আগম একটী স্বতন্ত্ৰ প্ৰমাণ বস্তুৰ প্ৰমাণ নহে। তাহা বৰ্ণাৰ্থ নহে, আগম নামে এক প্ৰকাৰ স্বতন্ত্ৰ প্ৰমাণ আছে। কতকগুলি লোকেৰ ভ্ৰান্তবস্তঃ এইৰূপ ভ্ৰমতা দেখা যায় যে, তাহাৰা পৰেৰ মনেৰ কথা জ্ঞানিতে পাবে ও পৰেৰ মনে নিজেৰ চিন্তা দিতে পাবে। তাহাদিগকে

পবচিন্তজ্ঞ (thought-reader) বলে। তাহাদের চিন্তাক্ষেপ (thought-transference) শক্তিও থাকে। Telepathyও এই জাতীয়। তুমি তাহাদের নিকট মনে কব 'অমুকস্থানে পুস্তক আছে' অমনি তাহাব মনে উহা উঠিবে অর্থাৎ তাহাব সেই স্থানে পুস্তকেব সজ্ঞান বা প্রমাণ হইবে। তাদৃশ পরচিন্তজ্ঞ ব্যক্তিব প্রমাণ কিরূপে হয়?—সাধারণ প্রত্যক্ষের দ্বাৰা নহে। একজনের মনে মনে উচ্চাৰিত শব্দ এবং তাহার অর্থভূত নিশ্চয়-জ্ঞান আব একজনের মনে সংক্রান্ত হইল, তাহাতে সেই ব্যক্তিবও নিশ্চয়-জ্ঞান হইল। ইহা প্রত্যক্ষানুমান ছাড়া অন্য প্রকাৰ প্রমাণ বলিতে হইবে। সাধারণ মনুষ্যেব পবচিন্তজ্ঞতা অন্য থাকাতে ফুটকুপে শব্দ উচ্চাৰিত না হইলে তাহাদের সেই নিশ্চয়-জ্ঞান হয় না। অমিবা মনোভাবসকল প্রাথমিক শব্দেব দ্বাৰাই প্রকাশ কবি, স্বভাবাৎ একজনের মনোভাব আব একজনে সংক্রান্ত কবিতে হইলে শব্দ বা বাক্য দ্বাৰাই কবিতে হয়। এমন অনেক লোক আছে, বাহাবা স্বকীয় কোন প্রত্যক্ষীকৃত অথবা অল্পমিত নিশ্চয়-জ্ঞান তোমাকে বলিলে তোমাব প্রত্যয় বা তৎসদৃশ নিশ্চয় হয় না, আবাব এমন অনেক লোক আছে, বাহাবা তোমাব নিশ্চয়েব জন্ম কোন কথা বলিলে তৎক্ষণাৎ তোমাব নিশ্চয় হয়। তাহাদের এমন শক্তি আছে যে, বাক্য-বাহিত হইয়া তোমাব মনে তাহাদের মনোভাব একেবারে বসিবা যায়। প্রসিদ্ধ বক্তাবা এই প্রকাৰ। বাহাদের কথার্য একরূপ অবিচাবলিক নিশ্চয় হয়, তাহাবাই তোমাব আশ্রয়। আশ্রয়ে বাক্য শুনিবা যে তাহাব নিশ্চয়-জ্ঞান একেবারে বাইবা তোমাব মনেও স্ব-সদৃশ নিশ্চয়-জ্ঞান উপাদান কবে, তাহাই আগম প্রমাণ। শাস্ত্রসকল আদিত্তে তৎসাক্ষাৎকাৰী আশ্রয় পুঙ্খবশেব দ্বাৰা উপদিষ্ট হইবাছিল বলিবা আগম নামে কথিত হয়। কিন্তু উহা প্রকৃত আগম প্রমাণ নহে। আগম প্রমাণে বক্তা ও শ্রোতাৰ আবশ্যক। অল্পমান ও প্রত্যক্ষ যেমন কখন কখন সন্দেহ হয়, সেইরূপ আশ্রয়ে দোষ থাকিলে সেই আগম দুষ্ট হয়। শুধু শব্দার্থ জ্ঞান আগম নহে, আশ্রোক্ত শব্দার্থ-সহায়ে কোন অনিশ্চিত বিষয় নিশ্চিত কবাি আগম প্রমাণ। অভিনব গুপ্ত ইহাকে পৌজিকী (মন্ত্ৰেহ) শক্তিপাত বলিয়াছেন। (Plato-ব মতেও No Philosophical truth could be communicated in writing at all, it was only by some sort of immediate contact that one soul could kindle the flame in another.—Burnet)।

৭।(৮) যেমন সঙ্ঘ-জ্ঞানাদি দোষ ঘটিলে অল্পমান দুষ্ট হয় এবং যেমন ইঞ্জিয়বৈকল্যাদি থাকিলে প্রত্যক্ষের দোষ হয়, সেইরূপ তাহাদের সজাতীয় আগম প্রমাণেবও দোষ হয়।

বিপর্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানমতদ্রুপপ্রতিষ্ঠম্ ॥ ৮ ॥

ভাস্কর। স কস্মিন্ন প্রমাণম্? যতঃ প্রমাণেন বাধ্যতে ত্বার্থবিষয়ত্বাৎ প্রমাণম্। তত্র প্রমাণেন বাধনমপ্রমাণস্ত দৃষ্টং তদ্বথা বিচক্ষণদর্শনং সদিষয়েণৈকচন্দ্রদর্শনেন বাধ্যত ইতি। সেযং পঞ্চপর্বা ভবত্যাবিজ্ঞা, অবিজ্ঞাহস্মিতাবাগদ্বোভিনিবেশাঃ ক্রেশা ইতি। এত এব স্বসংজ্ঞাভিত্তমো মোহো মহামোহস্তামিশ্রোহঙ্কতামিশ্র ইতি, এতে চিত্তমলপ্রসঙ্গে নাভিধাত্তন্তে ॥ ৮ ॥

৮। বিপর্যয়, অতক্রপপ্রতিষ্ঠ (১) মিথ্যাজ্ঞান ॥ হু

ভাষ্যানুবাদ—বিপর্যয় কেন প্রমাণ নহে ?—যেহেতু তাহা প্রমাণের দ্বাৰা বাধিত ( নিবাকৃত ) হয়। কেননা, প্রমাণ ভূতার্থ-বিষয়ক ( প্রমাণের বিষয় যথাক্রমে, কিন্তু বিপর্যয়ের বিষয় তাহা বিপরীত )। প্রমাণের দ্বাৰা অপ্রমাণের বাধা-প্রাপ্তি দেখা যায়, যেমন দ্বিচ্ছদ্রদর্শন ( -রূপ বিপর্যয় ) সন্ধিষ্য একচন্দ্রদর্শন ( -রূপ প্রমাণের ) দ্বাৰা বাধিত হয়, ইত্যাদি। এই বিপর্যয়াখ্যা অবিজ্ঞা পঞ্চপৰ্বা, তাহা যথা—অবিজ্ঞা, অস্মিতা, বাগ, বেদ ও অভিনিবেশ এই পঞ্চ ক্লেশ। ইহা বা তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র এই সংজ্ঞার দ্বাৰাও অভিহিত হয়। চিত্তমলগ্রসঙ্গে ইহা বা ব্যাখ্যাত হইবে।

টীকা। ৮। (১) অতক্রপপ্রতিষ্ঠ অর্থাৎ বাস্তব জ্ঞেয় হইতে ভিন্ন অন্য এক জ্ঞেয়-বিষয়ক। প্রমাণ যথাক্রপ-বিষয়প্রতিষ্ঠ, বিপর্যয় অবযাক্রপ-বিষয়প্রতিষ্ঠ, বিকল্প অবাস্তব-বিষয়বাচী শব্দপ্রতিষ্ঠ, নিজ্রা তম বা অজ্ঞতা-প্রতিষ্ঠ, স্মৃতি অতুভূত-বিষয়মাত্রপ্রতিষ্ঠ। প্রতিষ্ঠা অল্পমানে বৃত্তির এইরূপে ভেদ হয়। প্রমাণ=জ্ঞেয় বিষয়ের যথার্থ জ্ঞান। সমাধিজ্ঞা প্রজ্ঞাই প্রমাব চবমোৎকর্ষ। প্রমাব দ্বাৰা যে অজ্ঞান ( বা এক বস্তুকে অজ্ঞকপে জ্ঞান )-সমূহ নিরুদ্ধ হয়, তাহাদের সাধাবণ নাম বিপর্যয়। অবিজ্ঞাদ্বিবা পঞ্চ বিপর্যয় ( ২।৩-২ হুত্র ), তাহাদের সকলেবই সাধাবণ লক্ষণ—অযথাক্রমে জ্ঞান এবং তাহা বা সকলেই যথার্থ জ্ঞানের দ্বাৰা নিবোধ্য। বিপর্যয় ভ্রান্তি-জ্ঞানমাত্রেবই নাম। অবিজ্ঞাদি ক্লেশসকল বিপর্যয় হইলেও কেবল পবমার্থ ( দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি-সাধন ) সম্বন্ধে গনিভাষিত বিপর্যয়জ্ঞান। যে-কোন ভ্রান্তি-জ্ঞানকে বিপর্যয়বৃত্তি বলা যায়, আব যোগীরা যে-সমস্ত বিপর্যয়কে দুঃখের মূল স্থিৰ কবিয়া নিবোধ্য বলিয়া গ্রহণ কবিয়াছেন, তাহাদের নাম ক্লেশরূপ বিপর্যয়।

শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যম্। স ন প্রমাণোপাবোহী ন বিপর্যয়োপাবোহী চ। বস্তুশূন্যেহপি শব্দ-জ্ঞানমাহাশ্রয়নিবন্ধনো ব্যবহাবো দৃষ্টান্তে, তত্ত্বা চৈতন্ত্য পুরুষস্ত স্বরূপমিতি। যদা চিত্তিবেব পুরুষস্তদা কিমত্র কেন ব্যপদিশ্রান্তে, ভবতি চ ব্যপদেশে বৃত্তির্থা চৈতন্ত্য গোবিতি। তথা প্রতিবিদ্ববস্তুধর্মো নিষ্ক্রিয়ঃ পুরুষঃ। তিষ্ঠতি বাগঃ স্থান্ততি স্থিত ইতি গতিনিবৃত্তৌ ধাত্বধর্মাত্র গম্যতে। তথাহিহুৎপত্তিধর্মো পুরুষ ইতুৎপত্তিধর্মস্তাভাব-মাত্রমবগম্যতে ন পুরুষাষয়ী ধর্মঃ। তস্মাদ্বিকল্পিতঃ স ধর্মস্তেন চান্তি ব্যবহাব ইতি ॥ ৯ ॥

২। বিকল্পবৃত্তি শব্দজ্ঞানানুপাতী ও বস্তুশূন্য অর্থাৎ অবাস্তব পদার্থ- ( পদ্যের অর্থমাত্র ) বিষয়ক অথচ ব্যবহার্য এক প্রকার জ্ঞান ( ১ ) ॥ হু

ভাষ্যানুবাদ—বিকল্প প্রমাণান্তর্গত নহে এবং বিপর্যয়ান্তর্গতও নহে, কাবণ, বস্তুশূন্য হইলেও শব্দ-জ্ঞান-মাহাশ্রয়-নিবন্ধন ব্যবহার্য বিকল্প হইতে হয়। বিকল্প যথা—‘‘চৈতন্ত্য পুরুষের স্বরূপ’’, যখন চিত্তিশক্তিই পুরুষ তখন এখানে কোন্ বিশেষত্ব কিসেব দ্বাৰা ব্যপদ্বিষ্ট বা বিশেষিত হইতেছে ?

ব্যপদেশ যা বিশেষ্য-বিশেষণতাব থাকিলে বাক্যবৃত্তি হয়, যথা—‘চৈত্রেব গো’ (২)। সেইরূপ পুরুষ প্রতিবিদ্ধ (পুথিব্যাধি-) বস্তু-ধর্ম, নিষ্ক্রিয়। (লৌকিক উদাহরণ, যথা—) ‘বাণ বাইভেছে না, বাইবে না, যায নাই’। গতিনিবৃত্তি হইতে ‘হা’ ধাতুব্যবহারের জ্ঞান হয়। (অপব দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে, যথা—) ‘অমৃতপ্তিধর্ম্য পুরুষ’ এখানে পুরুষবাচী কোন ধর্মের জ্ঞান হয় না কেবল উৎপত্তিধর্মের অভাবমাত্র জ্ঞান। বাব, সেইহেতু সেই ধর্ম বিকল্পিত। তাহাব (বিকল্পেব) দ্বাবা (উক্ত বাক্যেব) ব্যবহাব হয়।

টীকা। ২।(১) অনেক এইরূপ পদ ও বাক্য আছে যাহাদের বাস্তব অর্থ নাই। তাদৃশ পদ ও বাক্য শ্রবণ কবিয়া তদ্রূপাভী এক প্রকার অদ্ভুত জ্ঞানবৃত্তি আমাদের চিত্তে উদ্ভিত হয়, তাহাই বিকল্পবৃত্তি। যে সমস্ত জীব ভাবাব মনোভাব ব্যস্ত কবে, তাহাদের বহু পরিমাণে বিকল্প-বৃত্তিব সহায়তা-গ্রহণ কবিতে হয়। ‘অনন্ত’ একটি বৈকল্পিক পদ, ইহা আমবা বহুশঃ ব্যবহাব করি এবং অর্থের দ্বাবাও একরূপ বুঝি। ‘অনন্ত’ পদের স্বার্থার্থ অর্থ আমাদের মনে ধারণা হইবাব নহে। ‘অন্ত’ পদের অর্থ ধাবণা কবিতে পাযি, তাহা লইবা ‘অনন্ত’ পদের অর্থ বিষয়ে এক প্রকার অলীক অদ্ভুত ধাবণা আমাদের চিত্তে জন্মে। তবে ‘অনন্ত’, ‘অসংখ্য’ আদি এক অন্ত অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যেমন, ‘যাহাব পরিমাণ অথবা সংখ্যা কবিতে কবিতে শেষে বাইতে পাযি না তাহাই ‘অনন্ত’ ও ‘অসংখ্য’। এইরূপ অর্থে ‘অনন্ত’ আদি এক বিকল্প নহে। কিন্তু ‘অনন্ত’কে একটা সমগ্র ধবিয়া ব্যবহাব কবিতে গেলে উহা বিকল্প হইবে, কাবণ, ‘সমগ্র’ বুঝিলেই তাহা সান্ত হইবে। যোগিগণ যখন সমাধিসাধন-পূর্বক প্রজ্ঞাব দ্বাবা বাহ ও অভ্যাস্তব পদার্থের স্বার্থাত্ম জ্ঞানলাভ কবিতে যান, তখন তাহাদের বিকল্পবৃত্তি ত্যাগ কবিতে হয়, কাবণ, বিকল্প এক প্রকার অব্যবহিত। ঋতন্তরা নামক প্রজ্ঞা (১৪৮ সূত্র) সর্ব বিকল্পেব বিকল্প। বস্তুতঃ চিন্তা হইতে বিকল্প অপগত না হইলে প্রকৃত ঋতেব (সাক্ষ্য অধিগত সত্যেব) চিন্তা হয় না। বিকল্পকে তিন ভাগে বিভক্ত কবা বাইতে পাযে—বস্তু-বিকল্প, ক্রিয়া-বিকল্প ও অভাব-বিকল্প। আছেব উদাহরণ যথা, ‘চৈতন্ত পুরুষেব স্বরূপ’, ‘বাহব শিব’। এই সকল স্থলে বস্তুস্বয়ং একতা থাকিলেও ব্যবহাবনিষ্ক্রিয় জন্ত তাহাদের ভেদবচন বৈকল্পিক। অকর্তা যেখানে ব্যবহাবসিদ্ধিব জন্ত কর্তাব চাব ব্যবহৃত হয়, তাহা ক্রিয়া-বিকল্প, যেমন ‘বাণস্তিষ্ঠতি’, ‘হা-ধাতুব্যবহার গতিনিবৃত্তি, সেই গতিনিবৃত্তি-ক্রিয়াব কর্তৃরূপে বাণ ব্যবহৃত হয়, বস্তুতঃ কিন্তু বাণে কোন গতিনিবৃত্তিব অল্পকূল কর্তব্য নাই। অভাবার্থ যে সব পদ ও বাক্য, তদাশ্রিত চিন্তাবৃত্তি অভাব-বিকল্প, যেমন, ‘পুরুষ উৎপত্তিধর্মশূন্ত’। শূন্ততা অবাস্তব পদার্থ, তাহাব দ্বাবা কোন ভাব-পদার্থের স্বরূপে উপলব্ধি হয় না, তজ্জন্ত ঐ বাক্যাশ্রিত চিন্তাবৃত্তির বাস্তব বিষয়তা নাই। বাবং ভাবাব দ্বাবা চিন্তা কবা যাব ভাবং বিকল্পবৃত্তিব সহায়তাব প্রয়োজন হয়।

বিকল্পের অনেক বকম অর্থ হয়, যথা : (ক) উপরে লিখিত বিকল্পবৃত্তি, (খ) ‘বা’-অর্থে, (alternative) যেমন, ঈশ্বরপ্রতিষ্ঠানাদা, (গ) প্রাপঞ্চ, যেমন, বৈদান্তিক নির্বিকল্প সমাধি, (ঘ) কাল্পনিক আবোগিত হওয়া, যেমন, অস্বিতাব বৈকল্পিক রূপ।

২।(২) ‘চৈত্রেব গো’ এই অবিকল্পিত উদাহরণে বিশেষ্য-বিশেষণ-ভাব-যুক্ত বাক্যেব যেরূপ বৃত্তি হয়, ‘চৈতন্ত পুরুষেব স্বরূপ’-এই বিকল্পের উদাহরণেব বাস্তব অর্থ না থাকিলেও শব্দ-জ্ঞান-মাহাত্ম্যান্বিত একপ বাক্যবৃত্তি বা বাক্যজনিত চিত্তেব এক প্রকার বুদ্ধ-ভাব হয়। এই বিকল্পবৃত্তি বুঝা কিছু দুর্বল বলিয়া ভাষ্যকার অনেক উদাহরণ দিযাছেন। বস্তুতঃ ইহা না বুঝিলে

নির্বিভর্ক ও নির্বিচাব সমাধি বুঝা সম্ভব নহে। বিপর্যয়ের ব্যবহার্যতা নাই, কিন্তু বিকল্পের দ্বারা সর্বদা ব্যবহার্য সিদ্ধ হয়।\* (অ১৪ (১) দ্রষ্টব্য)।

## অভাবপ্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তিনিজা ॥ ১০ ॥

ভাষ্যম্। সা চ সম্প্রবোধে প্রত্যাবমর্শ্যাং প্রত্যয়বিশেষঃ। কথং, মুখমহমস্বাপ্নাং প্রসন্নং মে মনঃ প্রজ্ঞাং মে বিশাবদীকবোতি। মুখমহমস্বাপ্নাং স্ত্যানং মে মনো ভ্রমত্য-নবস্থিতম্। গাঢ়ং মুঢ়োহমস্বাপ্নাং শুক্লং মে গাত্ৰাণি ক্লান্তং মে চিত্তমলসং (অলমিতি পাঠান্তরম্) সুবিত্তমিব তিষ্ঠতীতি। স খলুয়ং প্রবুদ্ধস্ত প্রত্যাবমর্শ্যো ন স্তাদসতি প্রত্যয়ানুভবে, তদাশ্রিতাঃ স্মৃতয়শ্চ তদ্বিষয়া ন স্মৃতাঃ। তস্মাৎ প্রত্যয়বিশেষো নিজা, সা চ সমাধাবিতবপ্রত্যয়বর্নিবোধ্যোতি ॥ ১০ ॥

১০। (জাগ্রৎ ও স্বপ্নেব) অভাবেন প্রত্যয় বা হেতুভূত যে তম (অভাববিশেষ), তদলম্বনা বৃত্তি নিজা ॥ ২

ভাষ্যানুবাদ—জাগ্রিত হইলে তাহাব স্বপণ হয় বলিয়া নিজা প্রত্যয় বা বৃত্তিবিশেষ। কিরূপ?—যথা, ‘আমি স্নপ্তে নিদ্রিত ছিলাম, আমার মন প্রসন্ন হইতেছে, আমার প্রজ্ঞাকে বৃদ্ধ করিতেছে।’ অথবা, ‘আমি কষ্টে নিদ্রিত ছিলাম, আমার মন চাক্ষু্যাহেতু অকর্মণ্য হইয়াছে এবং অনবস্থিত হইয়া ভ্রমণ করিতেছে।’ অথবা, ‘গাঢ়রূপে ও মুঢ়ভাবে আমি নিদ্রিত ছিলাম, আমার শরীর শুষ্ক হইয়াছে, আমার চিত্ত ক্লান্ত ও অলস, যেন পবেব দাবা অপকৃত হইয়া তরুভাবে অবস্থান করিতেছে।’ যদি নিদ্রাকালে প্রত্যয়ানুভব (তামসভাবেরও অলম্ব) না থাকিত, তবে নিশ্চয়ই জাগ্রিত ব্যক্তির সেইরূপ প্রত্যাবমর্শ বা অলম্বন হয়ত না। আব চিত্তাশ্রিত স্মৃতিসকলও সেই প্রত্যয়-বিষয়ক (নিজা-বিষয়ক) হইত না। সেই কাৰণে নিজা প্রত্যয়বিশেষ এবং তাহাকে সমাধিকালে ইতবপ্রত্যয়বৎ নিবোধ কবা উচিত (১)।

টীকা। ১০।(১) জাগ্রৎকালে জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও চিন্তাধিষ্ঠান (মস্তিষ্কেব অংশ-বিশেষ) অজ্ঞতভাবে চোটা কবে, স্বপ্নকালে কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় জড়ীভূত হয়, কেবল চিন্তাধিষ্ঠান চোটা কবে। কিন্তু স্মৃতিতে জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও চিন্তাধিষ্ঠান সমস্তই জড়তাপ্রাপ্ত হয়। নিদ্রার

\* ‘শশশূদ্র’, ‘আকাশবুহন’ প্রভৃতি গদ্য বিকল্প কি না, তাহাযে শঙ্কা হইতে পারে। তদন্তবে বক্তব্য যে, বিকল্পের বিষয় অবশ্য। তাহা বক্তব্যে ধাবণা বা মানসিক কলা কবাব যোগ্য নহে। যেমন ‘বাহুর শিব’। যখন, যে বাহু সেই শিব, তখন দুইটি পৃথক্ কথিা মানস অথবা বাহু প্রত্যেক কবাব সম্ভাবনা নাই। আব, সম্বন্ধও ওখানে অলীক। তেমনি ‘বাণ যটিতেছে না’ এই বাক্যে ‘বাণ’ এক ‘বাহুতেছে না’ নামক তাহাব ক্রিয়া পৃথক্ নাই, অতএব কাবকের ক্রিয়া বিকল্প। কিন্তু ‘শশশূদ্র’ সেইরূপ নহে, শশক ও তাহাব মজক শূদ্র বোঝা কথিা আমবা’মানস প্রত্যেক বা কল্পনা কবিতে পারি, হতবাহু উহা বজনা। আব, ওজন স্থলে যে ‘শশকের শূদ্র’ এই সম্বন্ধ বলি, তাহা দুইটা সম্বন্ধ সম্বন্ধ হতবাহু বিকল্প নহে। আব, ঐ সম্বন্ধটি অলীক হইলেও আমবা সেই অলীকযেব বিকলাব ঐরূপ বলি, ব্যবহার্যসিদ্ধি কল্প বলিতে বাধ্য হই না। অলীককে অলীক বলা বিবর্ত নহে। বলে ‘শশশূদ্র’ বা ‘আকাশবুহন’ অর্থে কিছু অসম্ভব। (ভাষ্যী, ৪২০ পাদটীকা দ্রষ্টব্য)

পূর্বে শরীরের যে আচ্ছন্নতা বোধ হয় তাহাই জড়তা বা তম। উৎকণ্ঠ (nightmare)-নামক অস্বাভাবিক নিদ্রা কখন কখন জ্ঞানেন্দ্রিয় জাগ্রিত হয়, কিন্তু কর্মেন্দ্রিয় জড় থাকে। সেই ব্যক্তি তখন কতক কতক স্তনিত ও ঘেমিতে পায়, কিন্তু হস্তপদাদি নাড়িতে পাবে না, বোধ করে যে, উহার জমি গিষাছে। সেই জমি যাওয়া বা জড়তাই তম। সেই তম যে-বৃত্তির বিপরীত তাহাই স্বদ্রোক্ত নিদ্রা। নিদ্রা সমোহিতত্ব হইবা ক্রিয়ামূলতা বোধ হয় বলিষা উহাও একরূপ হৈর্ষ বটে, কিন্তু উহা সমাধি-হৈর্ষের ঠিক বিপরীত। নিদ্রা অবশ ও অস্বচ্ছ হৈর্ষ, সমাধি স্ববশ ও স্বচ্ছ হৈর্ষ। হিব কিন্তু সুপঙ্কিল জল নিদ্রা এবং হিব সুনির্মল জল সমাধি।

ভাষ্যকাব যথাক্রমে সাম্বিক, বাজল ও তামস নিদ্রার উদাহরণ দিয়া নিদ্রার ত্রিগুণ ও বৃত্তি প্রমাণ কবিয়াছেন। নিদ্রাও এক প্রকার অসুখ অল্পভব হয় তাহাতে নিদ্রাও স্মরণজ্ঞান হয়। বস্তুতঃ নিদ্রা আনয়ন কবিরূপ সময়ে আমবা পূর্বে অল্পত্ব নিদ্রাভাবকে স্ববশ কবি মাত্র। জাগ্রৎ ও স্বপ্নে তুলনায় নিদ্রা তামসবৃত্তি, যথা—“সম্বাক্ষাগবণ বিভ্রাজসা স্বপ্নমাদিশেৎ। প্রাণপনং তু তমসা তুবীরং ত্রিষু সত্তমঃ ॥” (যোগবাস্তিক) ইত্যাদি শাস্ত্র হইতে নিদ্রার তামসজ্ঞান যায়। পূর্বেই বলা হইয়াছে চিত্তবৃত্তি অর্থে জ্ঞানবিশেষ। স্বপ্নকালে যে জড়, আচ্ছন্ন-করণভাব হয়, নিদ্রাবৃত্তি তাহারই বিজ্ঞান। জাগ্রৎ ও স্বপ্নে প্রমাণাদি বৃত্তি হয়, স্বপ্নস্থিতে তাহা হয় না। নিদ্রা ধর্মগত অবস্থাবৃত্তি (‘সাংখ্যভাষ্যলোক’ দ্রষ্টব্য) অর্থাৎ স্বপ্নস্থিতে শরীরে যে আচ্ছন্নভাব হয়, তাহাতে ইন্দ্রিয়গত ও যে আচ্ছন্নভাব হয় তাহাই নিদ্রা এবং সেই আচ্ছন্নভাবের বোধই নিদ্রানামক চিত্তবৃত্তি।

নিদ্রাবৃত্তি নিবোধ করিতে হইলে সর্বদা শরীরে হিবতা প্রথমে অভ্যস্ত। তাহাতে শরীরে ক্ষয়জনিত প্রতিক্রিয়া যে নিদ্রা, তাহাও আবশ্যক হয় না। শরীর হিব থাকিলেও স্তম্ভিকের শাস্তি জন্ম একাগ্রভূমি বা জ্ঞান স্মৃতি চাই। তাহাই নিদ্রাবোধের প্রধান সাধন, উহা নাম ‘সমসংসেবন’, (‘সমসংসেবনান্নিদ্রাম্’—মহাভা.)। নিবস্তব জিজ্ঞাসা বা জ্ঞানেক্ষা বা ‘নিজেকে ভুলিবা না’ এইরূপ সম্প্রজ্ঞতরূপ জ্ঞানাত্ম্যও ঐ সাধন (‘জ্ঞানাত্ম্যাসাম্বাক্ষাগবণ জিজ্ঞানার্থমনস্তবম্’—মহাভা.)। অহোবাজ ঐ সাধনে স্থিতি কবিত্তে পাবিলে তবেই নিদ্রাজব হয় এবং ঐরূপ একাগ্রভূমি হইলে সম্প্রজ্ঞাত বোগ হয়। সম্প্রজ্ঞাতের পব তবেই সম্প্রজ্ঞান ত্যাগ কবিয়া অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়।

সাধাবশ অবস্থায় যেমন কোন কোন অসাধাবশ শক্তির বিকাশ হয়, সেইরূপ নিদ্রাহীনতাও (অনিদ্রারূপ বোগ নহে) আসিতে পাবে। অল্প অবস্থাতেও ঐরূপ হইতে পাবে, কিন্তু অল্প বৃত্তি নিরোধ না হওয়াতে উহা যোগ নহে। স্বতীসাধন কবিত্তে কবিত্তে প্রতিক্রিয়াবশে কাহাবও চিত্ত শুদ্ধ বা সুযুক্ত হয়, ইহাব অনেক উদাহরণ আমবা জানি। ঐ সময়ে কাহাবও মাথা হুঁকিয়া পড়ে, কাহাবও শরীর ও মাথা ঠিক সোজা থাকে কিন্তু নিজের মত শাস-প্রশাস চলে, প্রায়ই নিবাস-জনিত অসুখ আনন্দবোধ থাকে এবং অল্প কিছু স্ববশ থাকে না। ইহাও পূর্বোক্ত সমসংসেবনের দ্বাৰা তাড়াইতে হয়।



## অনুভূতবিষয়সম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যম্ । কিং প্রত্যয়স্ত চিত্তং স্মরতি আহোষিদ্ বিষয়স্তেতি । গ্রাহোপবক্তঃ প্রত্যযো গ্রাহগ্রহণোভয়াকাবনির্ভাসস্তথাভ্রাতীয়কং সংস্কাবসাবভতে । স সংস্কাবঃ স্বযজ্ঞকাজনস্তদাকাবামেব গ্রাহগ্রহণোভয়াদ্বিকারঃ স্মৃতিং জনয়তি । তত্র গ্রহণাকাব-পূৰ্বা বুদ্ধিগ্রাহাকাবপূৰ্বা স্মৃতিঃ । সা চ দ্বয়ী ভাবিতশ্রুতব্যা চাহভাবিতশ্রুতব্যা চ । স্বপ্নে ভাবিতশ্রুতব্যা, জাগ্রৎসময়ে ভাবিতশ্রুতব্যেতি । সৰ্বাঃ স্মৃতয়ঃ প্রমাণবিপর্যয়-বিকল্পনিজাস্মৃতীনামানুভবাৎ প্রভবন্তি । সৰ্বাশ্চৈত্যা বৃত্তয়ঃ স্মৃৎস্মৃৎমোহাদ্বিকারঃ, স্মৃৎস্মৃৎ-মোহাশ্চ ক্লেশেষু ব্যাখ্যেয়াঃ । স্মৃৎস্মৃৎশরী বাগঃ, স্মৃৎস্মৃৎশরী ধেবঃ, মোহঃ পুনৰ্বিত্তেতি, এতাসাং সৰ্বা বৃত্তয়ো নিবোধব্যাঃ । আসাং নিবোধে সম্প্রজ্ঞাতো বা সমাধিভবতি অসম্প্রজ্ঞাতো বেতি ॥ ১১ ॥

১১ । অনুভূত বিষয়েব অসম্প্রমোষ ( ১ ) অর্থাৎ তাহাব অনুভব আকাববৃত্ত বে বৃত্তি তাহাই স্মৃতি ॥ ১১

ভাষ্যানুবাদ—চিত্ত কি পূর্বানুভবক প্রত্যয়কে স্মরণ কবে অথবা বিষয়কে স্মরণ কবে ( ২ ) ? প্রত্যয় গ্রাহোপবক্ত হইলেও, গ্রাহ ও গ্রহণ এতদুভয়েব স্বরূপ নির্ভালিত বা প্রকাশিত কবে এবং সেই ভ্রাতীয় সংস্কাব উৎপাদন কবে । সেই সংস্কাব নিজেব ব্যক্তবেব দ্বাবা ( উৎপাদক আদিব দ্বাবা ) উৎপাদন হয় ( ৩ ) এবং তাহা স্বকাবণাকাব ( নিজেব অনুভব ) গ্রাহ ও গ্রহণাত্মক স্মৃতিই উৎপাদন কবে । ( এখানে স্মৃতি অর্থে মানস শক্তিব বিকাশ, তন্মধ্যে অধিগত বিষয়েব বিকাশই স্মৃতি এবং গ্রহণশক্তিব দ্বাবা বিকাশ তাহা প্রমাণরূপ বুদ্ধি ) । তাহাব মধ্যে বুদ্ধি গ্রহণাকাবপূৰ্বা এবং স্মৃতি গ্রাহাকাবপূৰ্বা । সেই স্মৃতি দুই প্রকাব—ভাবিত-শ্রুতব্যা ও অভাবিত-শ্রুতব্যা । স্বপ্নে ভাবিত-শ্রুতব্যা ( ৪ ) ও জাগ্রৎসময়ে অভাবিত-শ্রুতব্যা । সমস্ত স্মৃতিই প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিজা ও স্মৃতিব অনুভব হইতে হয় । ( প্রাপ্তক ) বৃত্তিসকল স্মৃৎ, স্মৃৎ ও মোহ-আদ্বিকার । স্মৃৎ, স্মৃৎ ও মোহ ( ৫ ) ক্লেশেব ভিত্তব ব্যাখ্যাত হইবে । স্মৃৎস্মৃৎশরী বাগ, স্মৃৎস্মৃৎশরী ধেব এবং মোহ অবিত্তা । এই সমস্ত বৃত্তি নিবোধব্যা । ইহাসেব নিবোধ হইলে সম্প্রজ্ঞাত অথবা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি উৎপন্ন হয় ।

টীকা । ১১ । ( ১ ) অসম্প্রমোষ—অন্তেষ বা নিজস্বমাত্র-গ্রহণ, পবনেষ অগ্রহণ । অর্থাৎ স্মৃতিতে পূর্বানুভূত বিষয়মাত্রই পুনৰানুভূত হয়, অধিক আব কিছু অননুভূতভাব গ্রহণপূর্বক স্মৃতি হয় না ।

১১ । ( ২ ) ঘটরূপ গ্রাহমাত্রেব কি স্মরণ হয় ? অথবা কেবল প্রত্যয়েব ( অনুভবমাত্রেব বা ঘট জানাব ) স্মরণ হয় ? এতদুভয়ে ভাস্কাব সিদ্ধান্ত কবিয়াছেন যে, তদুভয়েব স্মরণ হয় । যদিও প্রত্যয় গ্রাহোপবক্ত স্মৃতবাঃ গ্রাহাকাব, তথাপি তাহাতে গ্রহণভাব অনুভূত থাকে । অর্থাৎ শুদ্ধ ঘটবে জান হয় না, কিন্তু 'ঘট আমি জানিলাম' এইরূপ গ্রহণভাবেব দ্বাবা অনুভবিত ঘটাকাব প্রত্যয় হয় । অনুভূত বিষয়েব অসম্প্রমোষই স্মৃতি অর্থাৎ পূর্বানুভূত গ্রাহ বিষয়মাত্রেব অনুভব । কিন্তু ঐরূপ গ্রাহ-স্মৃতিতে গ্রহণ বা 'জানি' বা 'জানিলাম' এইরূপ এক নূতন জ্ঞানও থাকে । 'নূতন' অর্থে দ্বিতীয় পূর্বানুভূত বিষয় নহে, কিন্তু স্মৃতিরূপে যে ঘটনা মনেব ভিত্তব নূতন করিবা ঘটিল তাহাই নূতন ।

স্বৰ্ণ-জ্ঞানেতে তাদৃশ জ্ঞানও যখন থাকে তখন স্বৰ্ণ-জ্ঞানে ছই-ই আছে বলিতে হইবে—  
(ক) পূৰ্বানুভূত বিষয়ের জ্ঞান, আব (খ) ঐ 'জানিলাম'রূপ নূতন মানসিক ঘটনা। উহাব মধ্যে  
প্রথমটি অধিগত বিষয়ের জ্ঞান ও দ্বিতীয়টি অনধিগত বিষয়ের জ্ঞান। স্মৃতবাং প্রথমটি স্মৃতিব লক্ষণে  
পড়িবে। দ্বিতীয়টি প্রমাণেব ভিত্তব পড়িবে—ইহাই প্রমাণরূপ 'বুদ্ধি'।

সমস্ত অল্পভবের ভিত্তবে গ্রাহ্যও থাকে গ্রহণও থাকে এবং ঐ ছইষেবই সংস্কার হয়। স্মৃতবাং  
ঐ ছই হইতেই প্রত্যয় উঠিবে। তন্মধ্যে গ্রাহ্য-সংস্কারজনিত যে প্রত্যয় তাহাই স্মৃতি। গ্রহণ-সংস্কার  
হইতে যে প্রত্যয় উঠে তাহা ক্রিয়া অর্থাৎ মানস ক্রিয়া বা জানিবাব শক্তি, স্মৃতবাং সেই সংস্কারই  
জানাব শক্তি। জানাব শক্তি হইতে যে মানস ক্রিয়া হয়, তাহা সম্পূর্ণ পূর্ববৎ নহে, তাহা নূতন  
জানারূপ একটি প্রত্যয়—সেইটিই প্রমাণ।

বাচস্পতি মিশ্র বলেন, গ্রহণাকাবপূৰ্ব্বা অর্থে প্রধানতঃ অনধিগত বিষয়ের গ্রহণ বা আদান  
কবাই বুদ্ধি (বস্তুতঃ বুদ্ধি'ও গ্রহণ একাধিক, এছলে বিকল্পিত ভেদ কবিয়া বুদ্ধিব কার্য বুঝান  
হইয়াছে)। স্মৃতি প্রধানতঃ গ্রাহ্যাকাবা অর্থাৎ অন্তরুদ্ভিব গোচরীকৃত বিষয়াবলম্বিনী, অতএব  
অধিগত-বিষয়াকাবা।

১১।(৩) স্বব্যঞ্জকাজ্ঞান—স্বব্যঞ্জক = স্বকাবণ, অজ্ঞান = আকাব বাহার, অথবা 'ব্যঞ্জক =  
উদ্যোদক, অজ্ঞান = ফলাভিমুখীকরণ বাহাব (বাচস্পতি মিশ্র)।

১১।(৪) ভাবিত-শর্তব্য অর্থাৎ উদ্ভাবিত বা কল্পিত ও বিপর্যস্ত প্রত্যয়ের অল্পগত যে বিষয়  
তাহাব স্ববণকাবিতী। যেমন 'আমি রাজা হইয়াছি' এই কল্পিত প্রত্যয়েব সহজাবী প্রাসাদ,  
সিংহাসনাদি স্বপ্নগত স্মৃতিব শর্তব্য। জাগ্রৎকালে তদ্বিপবীত, অর্থাৎ প্রধানতঃ অল্পজ্ঞাবিত প্রত্যয়  
এবং গ্রাহ্য এই বি-জ্ঞাব বিষয় তখন শর্তব্য হয়।

১১।(৫) বস্তুতঃ যে-বোধে স্থখ ও দুঃখেব স্মৃতি-জ্ঞানেব সামর্থ্য থাকে না তাহাই মোহ,  
যেমন অত্যন্ত পীড়াবোধেব পব দুঃখ-জ্ঞানশূন্য মোহ হয়। ('ভাস্বতী'তে ত্রিবিধ মোহেব লক্ষণ দ্রষ্টব্য)।  
মোহ তমঃপ্রধান বলিয়া অবিজ্ঞাব অতি নিকট। চিত্তেব সমস্ত বোধই স্থখ, দুঃখ বা মোহেব সহিত  
হয়; স্মৃতবাং ইহাদ্বিগকে চিত্তেব বোধগত অবস্থাবুত্তি বলা যাইতে পাবে। আব বাগ, যেব বা  
অভিনিবেশ সহ চিত্তেব সমস্ত চেষ্টা হয়। তন্মত্ৰ তাহাধেব নাম চেষ্টাগত অবস্থাবুত্তি। জাগ্রৎ,  
স্বপ্ন ও স্মৃতি ধার্মগত অবস্থাবুত্তি। ('ভাস্বতী' এবং 'সাংখ্যতত্ত্বালোক', ৩৮-৩৯ প্রকরণ দ্রষ্টব্য)।

ভাস্বতম্। অখাসাং নিবোধে ক উপায় ইতি—

অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ॥ ১২ ॥

চিত্তমদী নাম উভয়ভোবাহিনী, বহতি কল্যাণায়, বহতি পাপায় চ। যা তু  
কৈবল্যপ্রাগ্ভাবা বিবেকবিষয়িনী সা কল্যাণবহা। সংসারপ্রাগ্ভারা অবিবেকবিষয়-  
নিী পাপবহা। তত্র বৈরাগ্যেণ বিষয়শ্রোতঃ খিলীক্ৰিয়তে, বিবেকদর্শনাভ্যাসেন  
বিবেকশ্রোত উদ্ঘাট্যতে। ইত্যুভয়াধীনশিচত্ববুত্তিনিবোধঃ॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—ইহাদেব নিবোধেব কি উপাধি ?—

১২। অভ্যাস ও বৈবাণ্যেব দ্বাৰা তাহাদেব নিবোধ হব ॥ হু

চিন্তনামক নদী উভয়দিক্ বাহিনী। তাহা কল্যাণেব দিকে প্রবাহিত হব এবং পাণের দিকেও প্রবাহিত হব। বাহা কৈবল্যরূপ উচ্চতমি পৰ্ব্বত প্রবাহিণী ও বিবেক-বিষয়রূপ নিম্নমার্গগামিনী তাহা কল্যাণবহা; আব বাহা সংসারপ্রাশুভাব পৰ্ব্বত বাহিনী ও অবিবেক-বিষয়রূপ নিম্নমার্গগামিনী তাহা পাপবহা; তাহাব মध्ये বৈবাণ্যেব দ্বারা বিব্রমোত মন্দ বা স্বামীভূত হব এবং বিবেকদর্শনাভ্যাসেব দ্বাৰা বিবেকমোত উদ্ভাটিত হব। এই প্রকাৰে চিন্তবৃত্তিনিবোধ উভবাদীন (১)।

টীকা। ১২। (১) অভ্যাস ও বৈবাণ্য মোক্ষসাধনেব সাধাবণতম উপাধি। অস্ত্য নব উপাধি ইহাদেব অন্তর্গত। যোগেব এই তত্ত্বদ্বয় গীতাতেও উল্লিখিত হইয়াছে। যথা, “অভ্যাসেন তু কৌন্তেয বৈবাণ্যেন চ গৃহ্যতে” (৬৩৫)। মুখ্য বলিবা ভাস্কর্য্যাব বিবেকদর্শনেব অভ্যাসকেই উল্লেখ কবিয়াছেন। পবন্ত সলাধন সমাধিই অভ্যাসেব বিষয়। যতটুকু অভ্যাস কবিবে ততটুকু ফল পাইবে, মার্গেব দুর্গমতা দেখিয়া হাল ছাড়িয়া দিও না, বখালাধ্য যত্ন কবিবা বাও। অনেকে সাধনকে দুর্ব্ব দেখিয়া এবং দুর্গম প্রকৃতিকে আশঙ্কিত কবিতে না পাবিবা ঈশবেব দ্বাৰা নিয়োজিত হইবা প্রবৃত্তিমার্গে চলিতেছি’ এইরূপ তত্ত্ব হিব কবিবা মনকে প্রবোধ দিবাব চেষ্টা কবেন। কিন্তু ঈশবেব দ্বাৰাই হউক বা যেকুণেই হউক, পাশাভ্যাস কবিলে তাহাব কষ্টম্ব ফলভোগ কবিতেই হইবে এবং কল্যাণ করিলে স্বধর্ম্য ফলভোগ হইবে, ইহা জানা উচিত। প্রতুত ঈশবেব দ্বাৰা নিয়োজিত হইয়া লম্বত কবিতেছি’ এইরূপ ভাবও অভ্যাসেব বিষয়। প্রত্যেক কর্মে এইরূপ ভাব থাকিলে ঐ উক্তি যথার্থ হয় ও কল্যাণকব হয়। কিন্তু উদ্যম প্রবৃত্তিমার্গে বিচরণ কবিবাব জন্য উহাকে স্বাস্ত্বস্বরূপ কবিলে মহৎ দুঃখ ব্যতীত আব কি লাভ হইবে? যত্ন ব্যতীত যদি মোক্ষ লভ্য হইত তবে এতদিনে সকলেবই মোক্ষলাভ হইত।

তত্র স্থিতৌ যত্নোহভ্যাসঃ ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যম্। চিন্তস্ত অবৃত্তিকস্ত প্রশান্তবাহিতা স্থিতিঃ, তদর্থঃ প্রযত্নঃ বীৰ্যম্ উৎসাহঃ তৎসম্পাদয়িষ্যন্ত ভৎসাধনানুষ্ঠানমভ্যাসঃ ॥ ১৩ ॥

১৩। তাহাব (অভ্যাসেব ও বৈবাণ্যেব) মধ্যে স্থিতি বিষয়ে যত্নেব নাম অভ্যাস ॥ হু

ভাষ্যানুবাদ—অবৃত্তিক (বৃত্তিশূন্য) চিন্তেব যে প্রশান্তবাহিতা (১) অর্থাৎ নিবোধেব যে প্রবাহ তাহাব নাম স্থিতি। (‘বাহিত হওয়া’ রূপ ক্রিয়া এখানে বিবক্ষা নহে, প্রশান্তভাবেব অবস্থান বা থাকামাত্রই বিবক্ষা)। সেই স্থিতিব জন্য যে প্রযত্ন বা বীৰ্য বা উৎসাহ অর্থাৎ সেই স্থিতিব সম্পাদনেচ্ছাব তাহাব সাধনেব যে পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান তাহাব নাম অভ্যাস।

টীকা। ১৩। (১) নিরুদ্ধ অবস্থার বা সর্ববৃত্তিনিবোধেব প্রবাহেব নাম প্রশান্তবাহিতা। তাহাই চিন্তেব চরম স্থিতি, অস্ত্য হৈষ গৌণ স্থিতি। সাধনেব উৎকর্ষ হইতে অবশ্য স্থিতিবও উৎকর্ষ হয়। প্রশান্তবাহিতাকে লক্ষ্য বাখিবা যে-সাধক যেকুণ স্থিতিলাভ কবিয়াছেন তাহাকেই উদ্ভিত

রাখিবার যত্ন করায় নাম অভ্যাস। যত উৎসাহ ও বীৰ্য সহকাৰে সেই যত্ন কবিবে, ততই শীঘ্র অভ্যাসেব দৃঢ়তা লাভ করিবে। ক্রতিও বলেন, “নামস্মাৎ বলহীনেন লভ্যো ন চ প্রমাদান্তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ। এতৈরুপাধৈর্ধততে যন্ত বিদ্বাংস্তত্ৰৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম।” (মুক্তক)।

### স তু দীৰ্ঘকালনৈরন্তর্যসংকারাসেবিভো দৃঢ়ভূমিঃ ॥ ১৪ ॥

ভাষ্যম্। দীৰ্ঘকালাসেবিতঃ নিবস্তবাসেবিতঃ তপসা ব্রহ্মচর্যেণ বিদ্যা প্রজ্ঞা চ সম্পাদিতঃ সংকারবান্ দৃঢ়ভূমিৰ্ভবতি, বুধ্যানসংস্কাৰেণ জাগ্ৰ ইত্যেব অনভিভূতবিষয় ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

১৪। সেই অভ্যাস দীৰ্ঘকাল নিরন্তর ও অভ্যস্ত আদৰ্শেব সহিত আসেবিত হইলে দৃঢ়ভূমি হব। হ

ভাষ্যানুবাদ—দীৰ্ঘকালাসেবিত, নিবস্তবাসেবিত ও (সংকাববৃত্ত অর্থাৎ) তপস্তা, ব্রহ্মচর্য, বিজ্ঞা ও প্রজ্ঞাপূর্বক সম্পাদিত হইলে তাহাকে সংকারবান্ বলা যায় ও সেই অভ্যাস দৃঢ়ভূমি হয়, অর্থাৎ হৈর্ধরূপ অভ্যাসেব বিষয় বুধ্যান-সংস্কাৰেণ দ্বাৰা শীঘ্র অভিভূত হব না (১)।

টীকা। ১৪।(১) নিবস্তব অর্থাৎ প্রাত্যহিক, অথবা সাধ্য হইলে প্রতিক্রমিক, যে হৈর্ধাভ্যাস, যাহা তদ্বিপৰীত অহৈর্ধাভ্যাসেব দ্বাৰা অন্তৰিত বা ভগ্ন হয় না, তাহাই নিবস্তব অভ্যাস।

তপস্তা=বিষয়-স্বপ্ন ত্যাগ। শাস্ত্র যথা—“স্বপ্নত্যাগে তপোযোগঃ সৰ্বত্যাগে সন্ন্যাসনম্” (মহাভা.) অর্থাৎ স্বপ্নত্যাগ তপঃ এবং সৰ্বত্যাগরূপ নিশ্চেষত্যাগে যোগ সন্ন্যাস হব। বিজ্ঞা=তত্ত্বজ্ঞান। তপস্তা প্রভৃতি পূর্বক অভ্যাস কৰিতে থাকিলে সেই অভ্যাস বে প্রকৃত সংকাবপূর্বক কৃত হইতেছে তাহা নিশ্চয়। এইরূপে অভ্যাস কৃত হইলে তাহা দৃঢ় ও অনভিভাব্য হয়।

ক্রতিতে আছে, “যদেব বিদ্যা কৰোতি প্রজ্ঞাযোগনিষদা তদেব বীৰ্যবত্ত্বং ভবতি” (ছান্দোগ্য)। অর্থাৎ যাহা যুক্তিসূক্ত জ্ঞানপূর্বক, প্রজ্ঞাপূর্বক ও সাবশাস্ত্রজ্ঞানপূর্বক হুতবাং প্রকৃত প্রণালীতে কবা যায় তাহাই অধিকতর বীৰ্যবান্ হব।

### দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্ত বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্ ॥ ১৫ ॥

ভাষ্যম্। দ্বিযঃ অন্তপানম্ ঐশ্বর্যম্ ইতি দৃষ্টবিষয়বিতৃষ্ণস্ত, স্বর্গবৈদেহ্যপ্রকৃতি-লয়স্ত প্রাপ্তবানুশ্রবিকবিষয়ে বিতৃষ্ণস্ত দিব্যাদিব্যবিষয়সম্প্রযোগেইপি চিন্তস্ত বিষয়-দোষদাশনঃ প্রসংখ্যানবলাদ্ অনাভোগান্নিকা হেরোপাদেয়শৃঙ্গা বশীকাবসংজ্ঞা বৈবাগ্যম্ ॥ ১৫ ॥

১৫। দৃষ্ট এবং আত্মশ্রবিক বিষয়ে বিতৃষ্ণ চিত্তেব যে স্বাভাবিক বশীকাব-সংজ্ঞা হয় তাহাব নাম বৈবাগ্য । হ

ভাষ্যানুবাদ—দ্রী, অন্ন, পান, ঐশ্বর্য এই সকল দৃষ্ট বিষয়; ইহাতে বিতৃষ্ণ এবং স্বর্গবিদেহহ (১) ও প্রকৃতিস্বরূপ এই সকলের প্রাপ্তিরূপ আত্মশ্রবিক বিষয়ে বিতৃষ্ণ এবং উক্ত প্রকার দিব্যাদিবা বিষয় উপস্থিত হইলেও তাহাতে বিষয়দোষদর্শী যে চিত্ত, তাহাব যে প্রসংখ্যানবলে অনাভোগাত্মক (২) হেতুপাদেশশূদ্ধা বৃত্তি, বা নির্বিকল্পক বৃত্তি বিশেষ হয় সেই বশীকাবভাবের নামই বৈবাগ্য (৩) ।

টীকা। ১৫।(১) বিদেহ ও প্রকৃতিস্বরূপ বিষয় আগামী ১৯ শ্লোকের টিপ্পনীতে উল্লিখিত ।

১৫।(২) প্রসংখ্যান = বিবেক-সাক্ষ্যাকাব । অনাভোগ = চিত্তেব পূর্ণভাবে বিষয়ে বর্তমান থাকাব নাম আভোগ, সনাত্তির সময়ে যেরূপ বিষয়ে চিত্ত যে-ভাবে থাকে তাহা আভোগেব উদাহরণ, অনাভোগ উহাব বিপরীত । বিবেককালে চিত্তেব সাধাবণ ক্লেশজনক বিষয়ে আভোগ থাকে । যে-বিষয়ে বাগ অধিক বা ইচ্ছাপূর্বক যে-বিষয়ে চিত্ত ব্যাপৃত করা যায়, তাহাতেই আভোগ হয় । বাগ অপগত হইলে চিত্তেব অনাভোগ হয়, অর্থাৎ ভবিষ্যৎ হইতে চিত্তের ব্যাপাব নিবসিত হয় । তখন ভবিষ্যৎস্বরূপ হয় না বা তাহাতে প্রবৃত্তি হয় না ।

১৫।(৩) যখন বিষয়েব জিতাশঙ্কনভা-দোষ প্রসংখ্যানবলে প্রজ্ঞাত হওয়া যায়, তখন অগ্নিতে দহমান গায়েব দাহ রূপেব সাক্ষ্য অহত্বৃত হয়, তাহাও সেইরূপ হয় । ‘অগ্নি দাহ উৎপাদন কবে’ ইহা জানা ও দাহ অহত্ব কবা এই দুইয়ে যে ভেদ, ভ্রবণ-মনেব দ্বাবা বিষয়দোষ জানা এবং প্রসংখ্যানবলে জানাব সেইরূপ ভেদ । প্রসংখ্যানবলে সন্নত বিষয়েব দোষ সাক্ষ্য করিলে বিষয়ে চিত্তেব যে নম্যক অনাভোগ হয়, চিত্তেব সেই বশীকাব-সংজ্ঞাই অর্থাৎ বাহ্য বিষয়ে বশীকৃতভারূপ সংজ্ঞা বা মনোভাবই বৈবাগ্য ।

বশীকাবরূপ চিত্তাবস্থা একেবাবেই সিদ্ধ হয় না । তাহার পূর্বে বৈরাগ্যের জিবিধ অবস্থা আছে : (ক) বর্তমান, (খ) ব্যতিবেক, (গ) একেজ্জিব, এই তিন অবস্থাব পর (ঘ) বশীকাব সিদ্ধ হয় । ‘বিষয়ে ইজ্জিবগণকে প্রবৃত্ত কবিব না’ এই চেষ্টা কবিত্তে থাকা বর্তমান-বৈরাগ্য । তাহা কিঞ্চিত্ত হইলে যখন কোন কোন বিষয় হইতে বাগ অপগত হয় ও কোন কোন বিষয়ে ক্ষীয়মান হইতে থাকে তখন ব্যতিবেকপূর্বক বা পৃথক কবিবা কচিৎ কচিৎ বৈবাগ্যাবস্থা অবধাবণ কবিবার সার্থক্য ভঙ্গিলে তাহাকে ব্যতিবেক-বৈবাগ্য বলে ; অভ্যাসেব দ্বাবা তাহা আশ্রিত হইলে যখন ইজ্জিবগণ বাহ্য বিষয় হইতে নম্যক নিবৃত্ত হয়, কিন্তু কেবল বাগ ঐচ্ছিকরূপে মনে থাকে, তখন তাহাকে একেজ্জিব বলা যায় । একেজ্জিব অর্থে বাহ্য কেবল মনোরূপ এক ইজ্জিবে থাকে । পরে বশী বোগীব যখন ইচ্ছাপূর্বক ও আর স্বাগকে নিবৃত্ত কবিত্তে হয় না, যখন স্বভাবতঃ চিত্ত এবং ইজ্জিবগণ ইন্দ্রিয়লৌকিক ও পানলৌকিক সন্নত বিষয় হইতে নিবৃত্ত থাকে, তখন তাহাকে অপব বৈবাগ্যের পূর্ণভারূপ হেতুপাদেশ বা ত্যাগ-গ্রহণ শূন্য বশীকাব-বৈবাগ্য বলে । তাহা বিষয়েব পবন উপেক্ষা । ;

## তৎ পরং পুরুষখ্যাতেতুর্গবৈতুক্ষ্যম্ ॥ ১৬ ॥

ভাষ্যম্ । দৃষ্টানুপ্রবিকবিষয়দোষদর্শী বিবক্তঃ পুরুষদর্শনাভ্যাসাৎ তচ্ছুদ্ধিপ্র-  
বিবেকাপ্যায়িতবুদ্ধিঃ গুণেভ্যঃ ব্যক্তাব্যক্তধর্মকৈভ্যঃ বিবক্তঃ, ইতি । তদ্ ভয়ং বৈবাগ্যং  
ভয়ং যদ্ উত্তরং তজ্জ্ঞানপ্রসাদমাত্রম্ । যন্তোদয়ে প্রত্নাদিতখ্যাতিবেবং মন্ততে 'প্রাপ্তং  
প্রাপণীয়ং, ক্রীণাঃ ক্ষেতব্যাঃ ক্রেশাঃ, ছিন্নঃ স্লিষ্টপর্বা ভবসংক্রমঃ, যন্ত অবিচ্ছেদাৎ জনিত্বা  
ম্রিয়তে মুখা চ জায়তে', ইতি । জ্ঞানশ্চৈব পবা কাষ্ঠা বৈবাগ্যম্ এতশ্চৈব হি নাস্তবীয়কং  
কৈবল্যমিতি ॥ ১৬ ॥

১৬ । পুরুষখ্যাতি হইলে গুণবৈতুক্ষ্যরূপ যে বৈবাগ্য তাহাই পর্ববৈবাগ্য ॥

ভাষ্যানুবাদ—দৃষ্টানুপ্রবিকবিষয়দোষদর্শী, বিবক্তচিত্ত যোগী, পুরুষের দর্শনাভ্যাস কবিত্তে কবিত্তে  
তাহাব (দর্শনের) তত্ত্ব বা সর্বেকতানতা জন্মে । এই তত্ত্ব-দর্শনজাত প্রকৃষ্ট বিবেকের (১) দ্বাৰা  
আপ্যায়িত বা উৎকর্ষপ্রাপ্ত বুদ্ধি বা তুণ্ডবুদ্ধি যোগী, ব্যক্তাব্যক্তধর্মক গুণসকলে (২) বিবক্ত (৩)  
হন । অতএব সেই বৈবাগ্য চুই প্রকাব হইল । তাহাব মধ্যে বাহা শেষেব (অর্থাৎ পর্ববৈবাগ্য),  
তাহা জ্ঞানপ্রসাদমাত্র (৪) । জ্ঞানপ্রসাদরূপ পর্ববৈবাগ্যেব উদয়ে প্রত্নাদিতখ্যাতি (নিপ্লাসজ্ঞান)  
যোগী এইরূপ মনে কবেন—প্রাপণীয় প্রাপ্ত হইবাহি, ক্ষেতব্য (কথ কবা উচিত) ক্রেশসকল ক্রীণ  
হইবাহি, স্লিষ্টপর্ব বা অবিল ভবসংক্রম (জন্মমরণপ্রবাহ) ছিন্নভিন্ন হইবাহি, যে ভবসংক্রম বিচ্ছিন্ন  
না হইলে জীব জন্মিবা'মবে এক মবিবা জন্মাইতে থাকে । জ্ঞানেবই পবাকাষ্ঠা বৈবাগ্য আব কৈবল্য  
বৈবাগ্যেব অবিনাভাবী ।

টীকা । ১৬।(১)(২) প্রবিবেক অর্থে জ্ঞানের পবাকাষ্ঠা । শুধু চিত্ত নিরুদ্ধ হইলেই  
কৈবল্য সিদ্ধ হয় না । পাববস্ত বা যেচ্ছাব অনধীনতাতেই নিবোধেব (প্রাকৃতিক নিষমে বা  
সংস্কারবশে) যে ভক্ত তাহা যখন আব না হয়, তখন তাহাকে কৈবল্য বলে । অতদধীন নিবোধেব  
জন্য বৈবাগ্য আবশ্যক । বৈবাগ্যেব জ্ঞাত তজ্জ্ঞান (পুরুষও একটি তত্ত্ব) আবিষ্টক । বশীকাব-  
বৈবাগ্যেব দ্বাৰা চিত্তকে-বিষয়নিবৃত্ত কবিয়া পুরুষখ্যাতিব দ্বাৰা নিবোধ সমাধি অভ্যাস কবিত্তে হয় ।  
পুরুষখ্যাতিকালে চিত্ত বাহুবিষয়শূন্য কেবল বিবেক-বিষয়ক হয় । বাহাবা বশীকাব-বৈবাগ্যপূর্বক  
বাহু বিষয় হইতে চিত্ত নিবোধ কবিয়া বুদ্ধি ও পুরুষের ভেদখ্যাতি (বিবেকখ্যাতি) সাধন না কবেন,  
কেবল অব্যক্ত অথবা শূন্যকে চবমতত্ত্ব দ্বিব কবিয়া তদভিমুখে সমাহিত হন (যেমন কোন কোন  
বৌদ্ধ সম্প্রদায়), তাঁহাদেব বৈবাগ্য পূর্ণ হয় না, স্তববাঃ চিত্ত নিবোধও পার্থক্যিক হয় না । কাবণ,  
তাঁহাদেব বৈবাগ্য ব্যক্ত বিষয়ে (ইহাসূত্র বিষয়ে) সিদ্ধ হয় বটে কিন্তু অব্যক্ত বিষয়ে সিদ্ধ হয় না,  
তজ্জ্ঞাত তাঁহারা প্রকৃতিলীন থাকিবা পুনরুৎপিত হন । কিন্তু অব্যক্ত ও পুরুষের ভেদখ্যাতি না  
হওয়াতে তাঁহাদেব সম্যগ্ দর্শনও সিদ্ধ হয় না । সেই সূত্র অজ্ঞানবীজ হইতেই তাঁহাদেব পুনরুৎপাদন  
হয় । তজ্জ্ঞাত যোগিগণ বশীকাব-বৈবাগ্যসম্পন্ন হইবা পুরুষদর্শনেব অভ্যাসপূর্বক চেতনবৎ বুদ্ধি হইতে  
চিহ্নপ পুরুষেব পৃথকত্ব সাধ্য কবিয়া সর্ববিকাবেব মূলধরূপ অব্যক্তেও বিভক্ত হন অর্থাৎ গুণত্রয়েব  
ব্যক্ত বা অব্যক্ত (শূন্যবৎ) সর্ব অবস্থায় বিবক্ত হন ।

১৬।(৩) বাগ বুদ্ধিব (অন্তঃকরণেব) ধর্ম । স্তববাঃ বৈবাগ্যও তাহাব ধর্ম । বাগে  
প্রবৃত্তি, বৈরাগ্যে নিবৃত্তি । যে বুদ্ধির দ্বাৰা পুরুষভয়েব সাধ্যকারণ হয়, তাহাকে অগ্ন্যা বুদ্ধি বলে,

শ্রুতি যথা—“দুশ্রুতে ত্র্যযা বা বুধ্যা হুশ্রবা হুশ্রবশিভিঃ” (কঠ)। পুরুষখ্যাতি হইলে তদ্বা বা আপ্যায়িত বুদ্ধি আব অব্যক্তে বা শূন্যে সমাহিত হইবার জন্য অল্পবল হয় না, কিন্তু ত্র্যটাব স্বরূপে সম্যক স্থিতির জন্য প্রবৃত্ত হইবা শাস্ত্রী পাঞ্জিলাভ কবে বা প্রলীন হয়। গুণ ও গুণবিরূপ হইতে পুরুষের তখন সম্যক বিয়োগ ঘটে। পর্ববৈবাগ্য এবং নির্বিপ্লবা পুরুষখ্যাতি অবিনাশাবী, তদ্বাবাই চিত্তপ্রলয়রূপ কৈবল্য সিদ্ধ হয়।

১৬। (৪) জ্ঞানের প্রসাধ অর্থে জ্ঞানের চরম ভূমি। মানবেব সমস্ত জ্ঞানই দুঃখনিবৃত্তির সাক্ষ্য অথবা গোণ হেতু। যে জ্ঞানের দ্বাবা দুঃখের একান্ত ও অন্ত্যস্ত নিবৃত্তি হয় তাহাই চরম জ্ঞান, তদধিক আব জ্ঞাতব্য থাকিতে পাবে না। পরবৈবাগ্যেব দ্বাবা দুঃখের একান্ত ও অন্ত্যস্ত নিবৃত্তি হয়, হৃতবাঃ পর্ববৈবাগ্যই জ্ঞানের চরম অবস্থা বা চরম ভূমি। কিন্তু তাহা জ্ঞানস্বরূপ, কাবণ, তাহাতে কোন প্রবৃত্তি থাকে না; প্রবৃত্তি না থাকিলে চিত্ত সমাহিত থাকিবে এবং কেবল পুরুষখ্যাতিমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, হৃতবাঃ তাহা প্রবৃত্তিশূন্য জ্ঞানপ্রসাধমাত্র। প্রবৃত্তিহীন এবং জ্ঞাত্যহীন চিত্তাবস্থা হইলে তাহাই প্রকাশ বা জ্ঞান। ‘প্রাপগীর প্রাপ্ত হইবাছি’ ইত্যাদি দ্বারা ভাষ্যকাব প্রবৃত্তিশূন্যতা ও জ্ঞানপ্রসাধমাত্রতা দেখাইয়াছেন। পর্ববৈবাগ্য বিষয়ে শ্রুতি বলেন, “অথ দীবা অমৃতত্বং বিদিত্বা এবমব্রহ্মবৈদিত্বং ন প্রার্থয়ন্তে” (কঠ)।

ভাষ্যম্। অথ উপায়দ্বয়েন নিকল্পচিত্তবৃত্তেঃ কথমুচ্যতে সম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধিবিতি ?—

বিতর্কবিচারানন্দাপ্নিতারূপানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ ॥ ১৭ ॥

বিতর্কঃ চিত্তস্ত আলম্বনে স্থূল আভোগঃ, সূক্ষ্মো বিচাবঃ, আনন্দঃ হ্লাদঃ, একান্তিক্য সবিদ্ অশ্লিতা। তত্র প্রথমঃ চতুষ্টিয়াহুগতঃ সমাধিঃ সবিতর্কঃ। দ্বিতীয়ো বিতর্ক-বিকলঃ সবিচাবঃ। তৃতীয়ো বিচাববিকলঃ সানন্দঃ। চতুর্থস্তদ্বিকলঃ অশ্লিতামাত্র ইতি। সর্ব এতে সালম্বনাঃ সমাধয়ঃ ॥ ১৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ—উপায়দ্বয়েব (অভ্যাস ও বৈবাগ্যেব) দ্বাবা নিকল্প চিত্তেব সম্প্রজ্ঞাত সমাধি (১) কথ প্রকাবে হয় ?

১৭। বিতর্ক, বিচাব, আনন্দ ও অশ্লিতা এই ভাব-চতুষ্টিয়াহুগত ( অর্থাৎ এই চারি পদার্থ গ্রহণপূর্বক অথবা অতিক্রমপূর্বক হওয়াই অহুগত ভাবে হওয়া ) সমাধি সম্প্রজ্ঞাত ॥ সূ

প্রথম, বিতর্ক=আলম্বনে সমাহিত (২) চিত্তেব সেই আলম্বনেব স্থূলরূপবিষয়ক আভোগ অর্থাৎ স্থূলস্বরূপেব সাক্ষাৎকাববতী প্রজ্ঞা। ( তেমনি ) দ্বিতীয়, বিচাব=সূক্ষ্ম আভোগ (৩)। তৃতীয়, আনন্দ=হ্লাদমুক্ত আভোগ (৪)। চতুর্থ, অশ্লিতা=একান্তিক্য সবিৎ (৫)। তাহাব মধ্যে প্রথম সবিতর্ক সমাধি চতুষ্টিয়াহুগত। দ্বিতীয় সবিচাব সমাধি বিতর্ক-বিকল অর্থাৎ বিতর্করূপ বলা বা অংশ হীন (৬)। তৃতীয় সানন্দ সমাধি বিচাব-বিকল (৭)। চতুর্থ আনন্দ-বিকল অশ্লিতামাত্র (৮)। এই সকল সমাধি সালম্বন (৯)।

টীকা। ১৭।(১) ১ম সূত্রেব ভাস্ত্রে ও টিপ্পনীতে সম্প্রজাত যোগেব যে বিবরণ আছে পাঠক তাহা অবগণ কবিনেন। একাগ্রভূমিক চিত্তেব সমাধিসিদ্ধি হইলে যে ক্লেশেব মূলযাতিনী প্রজ্ঞা হইতে থাকে তাহাই সম্প্রজাত যোগ। যে সকল সমাধি হইতে সেই সাক্ষাৎকাববতী প্রজ্ঞা হয় তাহাব বিতৰ্কাদি চাবি প্রকাব ভেদ আছে। বিবৰভেদে বিতৰ্কাদিভেদ হয়। আব সবিতৰ্ক ও নিৰ্বিতৰ্ক বা সবিচাব ও নিৰ্বিচাৰূপ যে সমাপত্তিভেদ তাহা সমাধিব বিবৰ ও সমাধিব প্রকৃতি এই উভয়ভেদে হয়। ( ১৪১-৪৪ সূত্র দ্রষ্টব্য )।

১৭।(২) শব্দ, অর্থ, জ্ঞান ও বিকল্পমুক্ত চিত্তবৃত্তি যদি স্থলবিষয়া হয়, তবে তাহাকে বিতৰ্কীয়বী বৃত্তি বলে। সাধাবণ ইন্দ্ৰিয়েব দ্বাবা যে গো, বট, নীল, পীতাদি বিষয় গৃহীত হয়, তাহাই স্থল বিষয়। তদ্ব্যতীত বসিতে গেলে সাধাবণ স্থলগ্রাহী ইন্দ্ৰিয়েব দ্বাবা যখন শব্দকপাদি নানা ইন্দ্ৰিয়গ্রাহ্য ধর্ম সংকীর্ণভাবে গৃহীত হইবা ‘এক’ অব্যাকপে জ্ঞাত হয়, তাহাই স্থলতাব সাধাবণ লক্ষণ, যেমন গো। গো, নানা ইন্দ্ৰিয়গ্রাহ্য বস্তুসমষ্টিব সংকীর্ণ একভাবে গৃহীত হওয়া মাত্র। এতাদৃশ স্থল বিষয় যখন শব্দাদিपूर्ক, অর্থাৎ শব্দাব্যাকপে, সমাধি-প্রজ্ঞাব বিষয় হয়, তখন তাহাকে সবিতৰ্ক বলে আব বিতৰ্কহীন সমাধিকে নিৰ্বিতৰ্ক বলে, এই উভয়ই বিতৰ্কামুক্ত সম্প্রজাত ( ১৪২ সূত্র )।

১৭।(৩) স্থল-বিষয়ক সমাধি আৰম্ভ হইলে সেই সমাধিকালীন অল্পভবপূর্বক বিচাব-বিশেষেব দ্বাবা হৃদয়ভবে সম্প্রজ্ঞান হয়। ইহাই সবিচাব সম্প্রজাত। শব্দ ব্যতীত বিচাব হয় না, অতএব ইহাও শব্দার্থ-জ্ঞানবিকল্পামুক্ত, কিন্তু হৃদয়-বিষয়ক। চৈতন্যিক অর্থাৎ ধ্যানকালীন বিচার-বিশেষ ইহাব বিশেষ লক্ষণ, অতএব ইহা বিতৰ্ক-বিকল বা বিতৰ্করূপ অজহীন। হৃদয় গ্রাহ্য ও গ্রহণ এই সমাধিব বিষয়। আব, ইহাতে বিচাবপূর্বক হৃদয় যোগ উপলব্ধ হয় বলিয়া ইহাব নাম সবিচাব। ইহা এবং নিৰ্বিচাব উভয়ই ‘বিচাব’-পদার্থ গ্রহণপূর্বক সিদ্ধ হয় বলিয়া দুই-ই বিচাবামুক্ত সমাধি। বিকৃতি হইতে প্রকৃতিতে যে বিচাবেব দ্বাবা বাওবা যাব তাহাই এই বিচাব, এবং হেয়, হেয়হেতু, হান ও হানোপাধ এই কয় বিষয়ক জ্ঞান বাহা সমাধিব দ্বাবা হৃদয়তব বা স্মৃতিতব হইতে থাকে তাহাও বিচাব। তদ্ব্যতীত যোগ-বিষয়ক হৃদয়তাব এইরূপ বিচাবেব দ্বাবা উপলব্ধ হয় বলিয়া হৃদয়-বিষয়ক সমাধিব নাম বিচাবামুক্ত সমাধি।

১৭।(৪) আনন্দামুক্ত সমাধি বিতৰ্ক ও বিচাবহীন, তাহা স্থল ও হৃদয় ভূত-বিষয়ক নহে। হৈৰ্যবিশেষ হইতে চিত্তাঙ্গিকবর্ণব্যাপী সাত্ত্বিক সূক্ষ্মৰ ভাববিশেষ এই সমাধিব আলম্বন। শব্দবিহীন চিত্ত, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও প্রাণের অধিষ্ঠানস্বরূপ। সূতবাং এ আনন্দ সর্ব শব্দবেব সাত্ত্বিক হৈৰ্য বা হৈৰ্যেব সাহজিক বোধস্বরূপ। অতএব সানন্দ সমাধি বস্তুতঃ কবণ বা গ্রহণ-বিষয়ক। কবণ-সকলেব বিষয়ব্যাপার অপেক্ষা তাহাদেব শান্তিই যে পবমানন্দকব এইরূপ সম্প্রজ্ঞান আনন্দামুক্ত সমাধিব ফল। এই সম্প্রজ্ঞানেব দ্বাবা আনন্দপ্রাপ্ত যোগী কবণসকলকে সর্বকালেব জ্ঞাত শান্ত কবিত্তে আবরুণীৰ্ণ হন।

প্রাণায়াম-বিশেষেব দ্বাবা বা নাভীচক্ররূপ শব্দবেব স্মরণ-ধ্যানেব দ্বাবা শব্দবিহীন হইলে, শব্দবিহীন যোগী যে সূক্ষ্মৰ বোধ হয়, তন্মাত্র অবলম্বন কবিয়া ধ্যান কবিত্তে কবিত্তে কেবল আনন্দময় কবণপ্রসাদস্বরূপ ভাবেব অধিগম হয়। ইহাই সানন্দ সমাধিব সাধন। বাচস্পতি মিশ্র বলেন, সাত্ত্বিক সমাধিব তুলনায় সানন্দ সাত্ত্বিক স্থলতাব, কারণ চিত্তাদি কবণসকল সাত্ত্বিক বিকার বা



বিতর্কে যেমন বাচক শব্দ সহকাৰে চিত্তে প্রজ্ঞা হয়, ইহাতে সেইরূপ বাচক শব্দের তত অপেক্ষা নাই, কাৰণ ইহা অল্পত্বমান আনন্দ-বিষয়ক। কোন শব্দের অপেক্ষা থাকিলে কেবল আনন্দ-শব্দের অপেক্ষা থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা নিশ্চয়বোজন। আব তত হইতে ভগ্নাত্তত্বে উপনীত হইতে হইলে যেকপ বিচাৰপূৰ্বক ধ্যানের আবশ্যক ইহাতে তাহাবও অপেক্ষা নাই, এবং বিচাৰাহুগত সম্প্রজ্ঞাতের বিষয় যে স্বাক্ষতৃত তাহাবও অপেক্ষা নাই, এইজন্য ইহা বিতর্ক-বিচাৰ-বিকল। সমাপত্তিব দৃষ্টিতে বলিলে ইহা নিৰ্বিচাৰা সমাপত্তিব বিষয়।

এ বিষয়ে মহাভাবতে এইরূপ আছে—“ইন্দ্রিযাণি মনশ্চৈব যথা পিণ্ডীকবোত্যধম্। এষ ধ্যানপথঃ পূৰ্বে স্ময়া সমুৎপত্তিঃ ॥ এবমেবেজ্জিহ্বায়াং শনৈঃ সম্পবিভাবয়েৎ। সংহবেৎ ক্রমশশ্চৈব স সম্যক্ প্রশমিত্তি ॥ স্বয়মেব মনশ্চৈব পঞ্চবর্গক ভাবত। পূৰ্বং ধ্যানপথে স্থাপ্য নিত্যযোগেন শাম্যতি ॥ ন তৎ পুরুষকাৰেণ ন চ যৈবেন কেনচিৎ। স্থখমেত্ততি তত্তস্ত যদেব সংযতান্মনঃ ॥ তুথেন তেন সংযুক্তো ব্যস্ততঃ ধ্যানকর্মণি।” (সোক্তধর্ম)। অর্থাৎ অভ্যাসেব দ্বাৰা ইন্দ্রিয়সকলকে বিষয়হীন কৰিয়া মনে পিণ্ডীভূত কবিলে (গ্রহণতত্ত্ব মাত্র অবলম্বন কবিলে) যে উত্তম স্থখলাভ হয় তাহা মৈব অথবা ইহলৌকিক অস্ত কোন পুরুষকাবলভ্য বিষয়লাভে হইতে পারে না। সেই স্থখ-সংযুক্ত হইয়া যোগীবা ধ্যান-কর্মে ব্রতন কবেন।

১৭। (৫-৮) বাহ্যাবলম্বী বিতর্কাহুগত ও বিচাৰাহুগত সমাধি গ্রাহ্য-বিষয়ক, আনন্দাহুগত সমাধি গ্রহণ-বিষয়ক, অশ্মিতাহুগত সমাধি গ্রহীতৃ-বিষয়ক। গ্রহীতৃ-বিষয়ক বলিয়া অর্থাৎ কেবল ‘আমি আনন্দেবও গ্রহীতা’ এইরূপ ‘আমি মাত্র’-বিষয়ক বলিয়া ইহা আনন্দ-বিকল। আনন্দ-বিকল অর্থে আনন্দের অতীত, কিন্তু নিবানন্দ নহে, ইহা আনন্দ অপেক্ষা অতীত শাস্তিস্বরূপ। আনন্দ ধ্যানে সমস্ত কবণগত আনন্দ তাহাব বিষয় হয়। আনন্দ-বিকল শাস্তিত ধ্যানে সে আনন্দ বিষয় হয় না, কিন্তু আনন্দের গ্রহীতাই বিষয় হয়। ইহাই আনন্দ ও শাস্তিতেব ভেদ। পুরুষ স্বরূপতঃ এই সমাধিব বিষয় নহেন। অশ্মিতামাত্র বা ‘আমি’ এইরূপ বোধনামাত্রই এই সমাধিব বিষয়। এই আত্মভাবের নাম গ্রহীতৃপুরুষ। পুরুষকে আশ্রয় কৰিয়া ইহা ব্যক্ত হয়। গ্রহীতৃপুরুষ এই সমাধিব বিষয় বলিয়া শাস্তিত সমাধিকে গ্রহীতৃ-বিষয়ক বলা হয়। শাস্তিত সমাধিব আলম্বন স্বরূপপ্রাপ্ত নহেন, কিন্তু বিদ্যপ্রাপ্ত বা ব্যাবহাৰিক গ্রহীতা বা মহান্ আত্মাই তাহাব আলম্বন। সাংখ্যাশাস্ত্রে ইহাকে মহত্ত্ব বলে। ইহা পুরুষাকাবা বুদ্ধি বা ‘আমি আত্মাব জ্ঞাতা’ এইরূপ পুরুষেব সহিত একাত্মিকা সংবিৎ। সংবিৎ অর্থে চিত্তভাবের বা বুদ্ধিব বোধ।

অশ্মিতা সম্বন্ধে ব্যাখ্যাকাবদের মতভেদ আছে। বিজ্ঞানভিত্তিক মত সাবান্ নহে। ভোজবাজ বলেন, “যে অবস্থান অন্তর্মুখবৃত্তে প্রতিলোম পৰিণামেব দ্বাৰা চিত্ত প্রকৃতিলীন হইলে সত্তামাত্র অবলম্বিত হয়, তাহাই শুদ্ধ অশ্মিতা।” এই কথা গভীৰ হইলেও লক্ষ্যপ্রাপ্তি, কাৰণ প্রকৃতিলীন চিত্তেব বিষয় থাকিতে পারে না, ব্যক্ত চিত্তেবই বিষয় থাকিবে। শাস্তিত সমাধি আলম্বন হতবাং অব্যক্ততা-প্রাপ্ত চিত্তেব তাহা ধর্ম হইতে পারে না। শাস্তিত-সমাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি অন্তর্মুখ হইবা যখন বিষয়-গ্রহণ না কবেন তখন তাহাব চিত্ত প্রকৃতিলীন হয়, কিন্তু তখন আব শাস্তিত সমাধি থাকে না, তখন ভবপ্রত্যয় নির্মূহ সমাধি হইবা বোগী কেবল্যপদের স্রাব পদ অহুভব কবেন। অব্যক্তা প্রকৃতি ব্যতীত অন্য গ্রহণিত্তে লীন থাকিলে চিত্তের আলম্বন থাকিতে পারে, তদর্থে ভোজবাজেব উক্তি যথার্থ।

বাচস্পতি মিশ্র প্রকৃত ব্যাখ্যা কবিষাছেন। “তমবুদ্ধ্যাজ্ঞানান্নসহজবিশ্বাসীতি এবং তাৎসম্যপ্রজ্ঞানীতে” (১।৩৬) ভাষ্যোক্ত এই পঞ্চশিখাচার্যের বচন হইতে সান্বিত সমাধিব ও বুদ্ধিতত্ত্বের স্বরূপ প্রস্ফুটরূপে জানা যায়। বস্তুতঃ ‘আমি’ এইরূপ প্রত্যয়মাত্র বা অন্তর্ভাবই বুদ্ধিতত্ত্ব। ‘আমি জ্ঞাতা’ ‘আমি কর্তা’ ইত্যাদি প্রত্যয়েব দ্বাৰা সিদ্ধ হয় যে, আমিহ্ম সমস্ত কৰণ-ব্যাপারের মূল বা শীর্ষস্থান। বুদ্ধিতত্ত্বও ব্যক্তের মধ্যে প্রথম। জ্ঞান বতই হৃদয় হউক না, জ্ঞান থাকিলেই জ্ঞাতা থাকিবে। জ্ঞানের সম্যক্ নিবোধ হইলে তবে জ্ঞেয়-জ্ঞাত্ত্বের বা ব্যাবহারিক আমিহ্মের নিবোধ হইবে, তৎপরে দ্রষ্টাব স্বরূপে স্থিতি হয়। ঐতি বলেন, “জ্ঞানমাত্মনি সহতি নিবোদেং তদ্বচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি” (কঠ)। অতএব এই মহান্ আত্মা বা মহত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্ব এবং আমিহ্মমাত্র বোধ একই হইল। বুদ্ধিব বিকাব অহংকাব, অতএব অহম্-প্রত্যয়েব বে ‘আমি অহম্কেব জ্ঞাতা বা কর্তা’ ইত্যাদি অলম্ব্যভাব হয়, তাহাই অহংকাব। শাস্ত্রও বলেন, “অভিনানোহহংকাবঃ”। ভোক্তব্য বসিষাছেন, “অহমিত্যুল্লেখেন বিববান্ বেদযতে সোহহংকাবঃ”। এই অহং অস্তিত্বমাত্র নহে কিন্তু অভিমানরূপ। হৃদয়কাব দৃকশক্তি ও দর্শনশক্তি একতাকে অস্তিত্ব বসিষাছেন। বুদ্ধিব সহিতই পুরুষের হৃদয়তম একতা আছে, বিবেকখ্যাতিব দ্বাৰা তাহাব অপগম হইলে বুদ্ধি লীন হয়। অতএব সান্বিত সমাধি চবম অস্তিত্বস্বরূপ বুদ্ধিতত্ত্বের সাক্ষ্যকাব, তাহাই অস্তি-প্রত্যয়রূপ ব্যাবহারিক গ্রহীতা।

১৭। (২) সম্প্রজ্ঞাত সমাধিসকলে চিত্ত ব্যক্তধর্মক (অর্থাৎ অসম্যক্ নিবদ্ধ) থাকে। হৃতবাং তাহাব আলম্বন অবিনাতাবী, এইজন্ত ইহাবা সালম্বন সমাধি। বস্ম্যাপ অসম্প্রজ্ঞাত নিবালম্ব। সালম্বন সমাধি উত্তমরূপে না বুঝিলে নিবালম্ব সমাধি বুঝা অসাধ্য ইহা পাঠক স্বরণ রাখিবেন।

ভাষ্যম্। অখাসম্প্রজ্ঞাতসমাধিঃ কিমূপায়ঃ কিংস্বভাবো বেতি ?—

বিরামপ্রত্যয়ান্ভ্যাসপূর্বঃ সংস্কারশেষোহন্যঃ ॥ ১৮ ॥

সর্ববুদ্ধিপ্রত্যন্তময়ে সংস্কারশেষো নিবোধঃ চিত্তস্ত সমাধিঃ অসম্প্রজ্ঞাতঃ, তন্ত পবং বৈবাগ্যম্ উপায়ঃ, সালম্বনো হি অভ্যাসঃ তৎসাধনায় ন কল্পত ইতি। বিবামপ্রত্যয়ো নির্বন্ধক আলম্বনীক্রিয়তে, স চ অর্থশূন্যঃ, তদভ্যাসপূর্ব হি চিত্তং নিরালম্বনম্ অভাব-প্রাপ্তম্ ইব ভবতীতি এষ নির্বীজঃ সমাধিঃ অসম্প্রজ্ঞাতঃ ॥ ১৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ—অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি কি উপায়ে সাধ্য এবং তাহার স্বরূপ কি ?—

১৮। বিবাসেব (সর্বপ্রকাব সালম্বন বৃত্তিব নিবোধেব) কাৰণ যে পববৈবাগ্য তাহার অভ্যাসসাধ্য সংস্কারশেষস্বরূপ সমাধি অসম্প্রজ্ঞাত ॥ হু

সর্ববুদ্ধি প্রত্যন্তমিত হইলে সংস্কারশেষস্বরূপ (১) চিত্ত-নিবোধ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। পববৈবাগ্য তাহাব উপায়, যেহেতু সালম্বন অভ্যাস তাহা সাধন কবিতে সমর্থ হয় না। বিবাসেব কারণ (২) পববৈবাগ্য নির্বন্ধক আলম্বনে প্রবর্তিত হয়, অর্থাৎ তাহাতে চিত্তনীয় কিছু থাকে না।

তাহা অর্থশূন্য। তাহাব অভ্যাসযুক্ত চিত্ত নিবালয়, অভাব-প্রাপ্তেব জ্ঞান হয়। এবংবিধ নির্বাক্ত সমাধি (৩) অসম্প্রজ্ঞাত।

টীকা। ১৮।(১) সংস্কারশেষ = সংস্কারমাত্র বাহ্যাব স্বরূপ। নিবোধ প্রত্যয়ান্তক নহে অর্থাৎ নীল-পীতাদিবি জ্ঞানজন্মিত নহে, কিন্তু তাহা প্রত্যয়ের বিচ্ছেদের সংস্কারমাত্র, অতএব তাহা সংস্কারশেষ। চিত্তেব দুই ধর্ম—প্রত্যয় ও সংস্কার। নিবোধকালে প্রত্যয় থাকে না, কিন্তু প্রত্যয় পুনশ্চ উঠিতে পাবে বলিয়া প্রত্যয় উঠার বা ব্যুৎপাদেব সংস্কার যে তখন চিত্তে থাকে ইহা স্বীকার। অতএব সংস্কারশেষ অর্থে ব্যুৎপাদ ও নিবোধ এতদ্ব্যতীত সংস্কারশেষ। নিবোধ-সংস্কার ব্যুৎপাদ-সংস্কারেব বিচ্ছেদ, সুতরাং ‘বিচ্ছিন্ন-ব্যুৎপাদ-সংস্কারশেষ’ এইরূপ অর্থও ‘সংস্কারশেষ’ শব্দের হইতে পাবে। কেহ এক বস্তু নিবোধ করিতে পাবিলে বস্তুতঃ তাহাব ব্যুৎপাদ-সংস্কার (প্রত্যয় সহ) এক বস্তুাব দ্রব্য অভিভূত থাকে। অতএব নিবোধ বিচ্ছিন্নব্যুৎপাদ। নিবোধকে অব্যক্ত অবস্থা ধরিয়া বলিলে বলিতে হইবে সংস্কারশেষ = বিচ্ছিন্নব্যুৎপাদ-সংস্কারশেষ। আব নিবোধকে ব্যক্ত অবস্থাস্বরূপ ধরিয়া বলিলে বলিতে হইবে, ‘নিবোধ-সংস্কারশেষ ও ব্যুৎপাদ-সংস্কারশেষ’ = সংস্কারশেষ, অর্থাৎ যে অবস্থায় নিবোধ-সংস্কারেব দ্বারা ব্যুৎপাদ-সংস্কার প্রত্যয়প্রাপ্ত না হয় তাহাই সংস্কারশেষ বা সংস্কার-মাত্র থাকি।

১৮।(২) তাহাব উপাধি ‘বিবাম-প্রত্যয়ভ্যাস’। বিবামেব প্রত্যয়\* বা কাবণ যে পর্ববৈবাগ্য তাহাব অভ্যাস বা পুনঃ পুনঃ ভাবনা। পর্ববৈবাগ্যের দ্বারা বেক্ষণে বিবাম হয় তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। সম্প্রজ্ঞাত যোগে মূলতত্ত্ব প্রজ্ঞাত হইয়া ক্রমশঃ মহত্ত্বস্বরূপ অস্মিতাবে দ্বিবা হিতি হয়। সেই অস্মিতাবে মূল ইন্দ্রিয়জনিত জ্ঞান থাকে না বটে, কিন্তু তাহা সুস্থজ্ঞ বিজ্ঞানের বেদমিতা, বৌদ্ধদেব ভাবায় ইহা ‘নৈব সংজ্ঞা নাসংজ্ঞাযতনম্’। তাহা লক্ষণময় সর্বশীর্ষ ভাব। ‘তাদৃশ অস্মিতাবও চাহি না’ মনে কবিয়া নিবোধবেগ আনয়ন করিলে পক্ষপে আব অল্প চিত্তবৃত্তি উঠিতে পাবে না। তখন চিত্ত নীল বা অভাবপ্রাপ্তেব জ্ঞান হয়, বা অব্যক্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়, ইহাকে নিবোধ-কণও বলে। এই অবস্থাই ঐষ্টাব স্বরূপে হিতি। তখন জ্ঞ-মাত্রেব নিবোধ হয় না, অনাস্মেব জ্ঞান নিরুদ্ধ হয়। সুতরাং অনাস্মিতাবেব বেদমিতা অস্মিতাবও রুদ্ধ হয়; কিন্তু তাহাতেও পর্ববৈবাগ্যেব কর্তা বা নিবোধেব কর্তা নিশ্চয়কৃত্য বেদমিতামাত্র হইয়া থাকিবে। বিষয়বিশিষ্ট কবিয়া আমবা বিজ্ঞানকে রুদ্ধ কবিত্তে পাবি, কিন্তু তাহাতে বিজ্ঞাতাব অভাব হইতে পারে না। বিষয়সংযোগই জ্ঞানেব কাবণ; সংযোগ হইলে দুই পদার্থ চাই, একটি বিষয়, অন্যটি কি? বৌদ্ধেবা বলিবেন তাহা বিজ্ঞানধাতু। কিন্তু বিজ্ঞানধাতু যে কি, বৌদ্ধেবা তাহাব লক্ষণ দিতে পাবেন না। ধাতু অর্থে তাঁহাবা বলেন নিঃসং-নির্জীব। নিঃসং-নির্জীব অর্থে যদি চেতনিতাশূন্য বা impersonal হয় তবে ‘চেতনিতাশূন্য বিজ্ঞানাবস্থা’ অর্থাৎ অল্প বিজ্ঞাতুহীন বিজ্ঞান অবস্থা বা যে বিজ্ঞান তাহাই বিজ্ঞাতা—বিজ্ঞানধাতু এইরূপ হইবে। তাহা অস্মদর্শনেব চিত্তিশক্তিব নিকটবর্তী পদার্থ। আব নিঃসং-নির্জীব অর্থে যদি ‘শূন্য’ হয়, এবং শূন্য অর্থে যদি অসত্তা হয়, তবে বৌদ্ধদেব বিজ্ঞানধাতু প্রলাপ ব্যতীত আব কি হইবে?

\* তাহাব “বিবামচাস্য প্রত্যয়শ্চাস্য” এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। তাহাতেও প্রত্যয় অর্থ কারণ ধরিতে হইবে। প্রত্যয় অর্থ সাধাবগতঃ জ্ঞানবৃত্তি। কিন্তু ভাটকায় সর্ববৃত্তি অতীতকে বিবাম বলিয়াছেন, অতএব এখানে প্রত্যয় অর্থ সাধাব বার। এইরূপ অর্থই শুদ্ধ।

১৮।(৩) নির্বাক সমাদি হইলেই তাহা অসম্প্রজাত হয় না। যেমন সালদ্বন্দ্ব-সমাদিশাধই সম্প্রজাত নহে, কিন্তু একাগ্রভূমিক চিত্তেব সমাদিশপ্রজ্ঞা সাততিক হইলে তাহাকে সম্প্রজাত বলে, সেইরূপ সম্প্রজ্ঞানপূর্বক নিবোধভূমিক চিত্তেব সমাদিকে অসম্প্রজাত বলে। তখন নিবোধই চিত্তেব স্বভাব হইবা ঠাউরা। এই ভেদ বিশেষরূপে অবধারি। অসম্প্রজাত কৈবল্যেব সাধক, কিন্তু নির্বাক কৈবল্যের সাধক না-ও হইতে পারে। ইহা প্ৰবন্ধে উক্ত হইয়াছে। বিজ্ঞানভিক্ষু অসম্প্রজাত ও নির্বাকের ভেদ না বুঝিয়া কিছু গোল কবিয়াছেন।

নিবোধেব স্বরূপ উত্তমরূপে বুঝিতে হইবে। প্রত্যয়হীনতাই নিবোধ। প্রথমতঃ, নিবোধ যিবিধ, সজ্ঞ বা সংস্কারবেশ এবং শাশ্বত বা সংস্কারহীনতায বাহা হয়। সজ্ঞ নিরোধ আবার যিবিধ স্বা, (ক) এক প্রত্যয়েব ভজ হইবা নিরুদ্ধ হওয়া বা সংস্কারে যাওয়া। ইহা নিয়ত কণে কণে ঘটিতেছে এবং ব্যুৎপাদন অবস্থার ইহাই স্বরূপ, এই নিবোধ লক্ষ্য হয় না। (খ) সমাদির দ্বারা যে কতককালের জন্ত সম্যক প্রত্যয়হীনতা হয় তাহা। ইহাই নিবোধ সমাদি নামে খ্যাত।

সজ্ঞ নিরোধ কেবল প্রত্যয়েব নিবোধ, তাহাতে প্রত্যয় সংস্কারকণে স্বা ও থাকে। আর শাশ্বত নিবোধ বা কৈবল্য সংস্কারকণে সম্যক প্রত্যয়নিবোধ এবং সমগ্র চিত্তেব (প্রত্যয় ও সংস্কারেব) স্বকাষণ জিহ্মে প্রলম্ব বা প্রতিপ্রলম্ব। ব্যুৎপাদন অবস্থার নিষত সংস্কার হইতে প্রত্যয় উঠিতেছে, তাহাতে প্রত্যয়হীনতা অলক্ষ্য হয় এবং মনে হয় যেন অবিলম্ব প্রত্যয়প্রবাহ চলিতেছে। সমাদিয কৌশলে যখন সংস্কারেব এই উদ্বিগ্নস্বভাব ক্ষয় হয় এবং প্রত্যয়েব সৌর্যমানতায প্রবাহ চলে তখন তাহাকেই নিবোধ সমাদি বলা যায়। এ অবস্থার ব্যুৎপাদনেব বিশবীত ভাব হয় অর্থাৎ ব্যুৎপাদে প্রত্যয়েব অবিলম্বতা প্রতীত হয়, আব নিরোধে সংস্কারেব অবিলম্বতা থাকে। প্রত্যয়েব অবিলম্বতায প্রতীতি থাকিলে সংস্কারেব অবিলম্বতায প্রতীতি হওয়ায সম্ভাবনা স্বাভাবিক। সংস্কারলক্ষণ স্মরণ মানস জিহ্মাধরূপ হইলেও তখন তাহায বিরামপ্রত্যয়েব অভয়ালবলে অভিজুত বা বলহীন হইবা কিছুকাল প্রত্যয়তাপ্রাপ্ত হইতে পারে না। সজ্ঞ নিবোধে প্রত্যয়েব অভিজুত হইলেও সংস্কার সম্যক বলহীন না হওয়াতে পুনরুৎপাদনেব সম্ভাবনা যায় না, তাই তাহা সংস্কারবেশ। আব, সংস্কার প্রাপ্তভূমি প্রজ্ঞাব দ্বারা বিনষ্ট হইলে প্রত্যয় ও সংস্কার-আত্মক সমগ্র চিত্তই অব্যক্ততা বা গুণসাম্য প্রাপ্ত হয়। যখন প্রত্যয় ও সংস্কার এই উভয়বিধ ধর্মই ভজলীল তখন সমগ্র চিত্তও ভজ। সমগ্র চিত্তেব ভজ অবস্থা কাজে কাজেই গুণসাম্য-প্রাপ্তি। প্রথমে সজ্ঞ বৃত্তিয নিবোধ কবিয়া এক বৃত্তিতে স্থিতি, তাহা সম্পূর্ণ হইলে সর্ববৃত্তিয নিরোধ। প্রথমতঃ সর্ববৃত্তিয নিবোধ ভজ-হইবায কথা, কাষণ ব্যুৎপাদন-সংস্কার লহসা নষ্ট হয় না। নিবোধাভ্যাসেব বা নিবোধ-সংস্কারেব দ্বারা ক্রমশঃ তাহা নষ্ট হইলে আব প্রত্যয় উঠাব সামর্থ্য থাকে না। স্মৃতবা তখন সংস্কার-প্রত্যয়হীন শাশ্বত নিবোধ বা প্রতিপ্রসব হয়। চিত্তজুত সেই গুণবৈষম্যেব সাম্য হয় স্বা, কিছুব অত্যন্ত নাশ হয় না।

সংস্কারকণে থাকা অপবিবৃষ্ট অবস্থা, তাহা গুণসাম্যকণে অব্যক্তাবস্থা নহে। তবদেব উপমা দিলে সমতল জল গুণসাম্য। সেই সমতল বেধাব উপবেব ভাগ প্রত্যয় ও নিম্নভাগ সংস্কার। প্রত্যয় হইতে সংস্কারে ও সংস্কার হইতে প্রত্যয়ে যাইতে হইলে সেই 'সমতল বেধা' পাব হইতে হইবে। তাহাই সমগ্র চিত্তেব ভজ বা গুণসাম্য। যেমন এক দোলক এদিক-ওদিক ছলিলে এমন এক স্থানে থাকিবে যাহা এদিক বা ওদিকে গমন নহে স্মৃতবা স্থিতি, চিত্তেবও সেইরূপ ধর্মাস্তবতায সম্যকল সম্যক ভজ। বৃত্তিয ব্যক্তিকাল কণমাত্র ও পবে ভজ, স্মৃতবা তদ্বক্ষণ সংস্কারেবও কণে কণে ভজ

হইবে। অতএব নস্পিণ্ডিত সংস্কারসমূহেব ও তৎকালভূত প্রত্যয়েব ( উপবে দৃশিত প্রকাৰে )  
প্রতিফলন ভঙ্গ হইতেছে। বাহাতে তবদ্দ হব্ তাদৃশ ক্ৰিয়া ঘন ঘন কবিলে যেমন তবদ্দ-প্রবাহ  
অবিরলেনব মত বোধ হয় কিন্তু ভঙ্গ থাকিলেও তাহা তত লক্ষ্য হব না, চিত্তেব ব্যুত্থানকালে সেইরূপ  
প্রত্যয় অতদ্ভবং প্রতীত হয়। সেইরূপ নিবোধজনক ক্ৰিয়া ঘন ঘন কবিলে নিবোধতবদ্দেব প্রবাহ  
( প্রশান্তবাহিতা ) এতদানেব মত প্রতীত হব, তাহাই নিবোধক্ষণ। ( এখানে সংস্কারবাহক  
নিবোধকে সমতল জলেব নিম্নদিকেব খালকণে এবং প্রত্যয়বাহক ব্যুত্থানকে সমতলেব উপবহু তবদ্দ-  
কণে উপমিত কৰা হইয়াছে এইরূপ বুঝিতে হইবে )। তবদ্দজনক ক্ৰিয়া না কবিলে যেমন জল  
সমতল থাকে সেইরূপ ব্যুত্থানজনক ক্ৰিয়া না কবিলে অৰ্থাৎ সেই ক্ৰিয়াহীনতাৰ দ্বাৰা ব্যুত্থান-  
সংস্কারেব নাশ হইলে চিত্তে আব তবদ্দ-থাকে না, শুণ্যসাম্যরূপ সমতলতাই থাকে, তাহাই কৈবল্য।

ব্যাপী কালজ্ঞান প্রত্যয়েব সংখ্যা মাত্র। অনেক বৃত্তি উঠিলে দীৰ্ঘকাল বলিয়া মনে হব।  
সুতৰাং নিরুদ্ধ চিত্তেব স্থিতিকাল তাহাব পক্ষে একক্ষণমাত্র অৰ্থাৎ সাধাবণ প্রত্যয়েব অথবা ভগ্নেব  
মত উহা একক্ষণব্যাপী মাত্র, যদিচ সেই সময় বহু বৃত্তিৰ অল্পভবকাৰীব নিকট দীৰ্ঘকাল বলিয়া বোধ  
হইতে পাৰে। অতএব প্রতিকল্পিক ভঙ্গ যেমন ক্ষণমাত্রব্যাপী, দীৰ্ঘকাল নিবোধও সেইরূপ নিরুদ্ধ-  
চিত্তেব পক্ষে ক্ষণমাত্র অৰ্থাৎ কালজ্ঞানহীন। কেবল সংস্কারেব উদিস্থতায়ই ক্ষব হয় অথবা প্রণাণ  
হব মাত্র।

সংস্কার শক্তিরূপ হইলেও ব্যক্ত শক্তি, কাৰণ তাহা হেতুমান্ ও অব্যাপী, শুণ্যত্ব অহেতুমান্  
ও সৰ্বব্যাপী শক্তি বলিয়া অব্যক্ত শক্তি। বৰ্তমান কাল ক্ষণমাত্র বলিয়া বাহা বৰ্তমান তাহা ক্ষণমাত্র-  
ব্যাপী এবং তাহা ভঙ্গ হইলে ক্ষণ-ভঙ্গুৰ।

ক্ষণভববাদী বৌদ্ধদেব মতে প্রতিক্ষণে সমগ্র চিত্ত ( প্রত্যয় ও সংস্কার ) নিরুদ্ধ হইতেছে। ইহা  
নাথ্যেব অসম্ভব। কিন্তু তাঁহাবা যে বলেন নিরুদ্ধ হইবা 'শূন্য' হব এবং 'শূন্য' হইতে পুনশ্চ 'ভাব'  
উঠে তাহাই অস্বত, যেহেতু চিত্তেব কাৰণ শূন্য নহে, কিন্তু জিগ্ৰণ ও পূৰ্ণবই চিত্তেব কাৰণ।

সভঙ্গ নিবোধে সংস্কার থাকে সুতৰাং তাদৃশ নিবোধেব ভঙ্গুৰতাৰ অল্পভূতিপূৰ্বক নিবোধ হব  
এবং নিবোধভঙ্গুৰও অল্পভূতি হব। ইহাতেই 'আমাব চিত্ত নিরুদ্ধ ছিল' এইরূপ অল্পভূতি হব।  
'আমি নিবোধ-প্রবয়েব দ্বাৰা প্রত্যয় রুদ্ধ কবিযাছিলাম, পবে পুনঃ উঠিয়াছে' এইরূপ স্মরণই নিবোধেব  
অতদ্ভূতি। প্রত্যেক ক্ৰিয়াই ( সুতৰাং মানস ক্ৰিয়াও ) সভঙ্গ, তাহাব ভঙ্গ অবস্থাৰ তাহা দৰ্শাবণে  
লীন হইগা ব্যক্তিক দাব্য। ব্যক্তিক দাব্যাব অৰ্থে তুল্যবল ভক্ততাৰ দাবা ক্ৰিয়াৰ অভিজব অৰ্থাৎ  
প্রকাশিত বা জ্ঞানগোচর না হওবা। অতএব তাহা সেই বস্তুগত প্রকাশ, ক্ৰিয়া ও স্থিতিব  
সাম্য। সমগ্র যন্তঃকৰণ যখন এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হব তখন তাহাব মূল কাৰণ যে জিগ্ৰণ তাহাব  
সাম্যাবস্থা হব।

প্রত্যয় প্রখ্যা ও প্রহস্তিকৰণ সুতৰাং প্রত্যয়েব সংস্কার অৰ্থে জ্ঞান ও চেষ্টাব সংস্কার।  
ব্যুত্থান অৰ্থে সুতৰাং নোন জ্ঞান এবং তাহা উঠা-রূপ চেষ্টা। যেমন প্রত্যয় থাকিলে চিত্ত প্রত্যয়  
বা পবিত্ৰ দৰ্শককণে থাকে তেমনি প্রত্যয়-নিবোধে সংস্কারোপগম হইবা তখন চিত্ত থাকে। প্রত্যয়  
ও সংস্কার উভয়ই জৈৱনিক চিত্তভাব। ভগ্নদেব বাহা পবিত্ৰ তাহাকেই প্রত্যয় বলা যায়, আব বাহা  
অপবিত্ৰ তাহাকে সংস্কার বলা যায়।

প্রত্যয় ছাড়া কি সংস্কার থাকিতে পাৰে—এইরূপ প্রশ্নেব প্রকৃত অৰ্থ, পবিত্ৰ ভাব ছাড়া শু

অপবিদৃষ্ট ভাবে কি চিত্ত থাকিতে পারে? ইহাব উত্তরে বলিতে হইবে—হাঁ, নিবোধেব কৌশলে তাহা পারে। ‘আমি কিছু জানিব না’—সমাধি-বলে এইরূপ নিবোধ-প্রবন্ধেব দ্বাৰা যদি বিষয় না জানি তখন বিষয়েব গ্রহীতৃত্বও (আমি বিষয়েব গ্রহীতা এইরূপ ভাবও) রুদ্ধ হইবে। সেইরূপ নিবোধ যদি ভাঙ্গিয়া যায় তবে প্রত্যয় উঠাব চেষ্টাকপ সংস্কার ছিল ও তাহাতে ভাঙ্গিল বলিতে হয়, তাই তখন চিত্ত সংস্কারোপগ ধাকে বলা হয়। প্রত্যয় এবং সংস্কার এপিঠ এবং ওপিঠেব ভাষ। এপিঠ দেখিলে ওপিঠ অপবিদৃষ্ট, চোখ বুজিলে অর্থাৎ নিবোধাবস্থায় দুই পিঠই অপবিদৃষ্ট ( শুধু সংস্কার বা সংস্কারশেষ ), তখন পবিদৃষ্ট ( প্রত্যয় ) কিছু থাকে না।

নিবোধেব সময়ে সম্যক্ চিত্তকার্য-বোধ হইলে শবীবেব, মনেব এবং ইন্দ্রিয়েব কার্যও সম্যক্ রুদ্ধ হইবে। শবীবেব রুদ্ধ হইলেও অনেক সময়ে ইন্দ্রিয়-কার্য ( অলৌকিক দৃষ্টি আদি ) থাকিতে পারে। আবার মন রুদ্ধ হইলেও শবীবেব কার্য স্থান-প্রস্থান, বস্তুচলাচল ও পবিপাকাদি চলিতে পারে। নিবোধে ইহাব কিছুই থাকিবে না। প্রকৃতিবিশেষেব লোকেব মন রুদ্ধ হইলে তখন কোনই জ্ঞান থাকে না, তাহাতে সেই ব্যক্তিবে অল্পভূতিব ভাষা নিবোধ-লক্ষণেব সূদৃশ হইতে পারে, কিন্তু উহা প্রবল তামস ভাব, কাৰণ শবীবে চলিলে তাহা চিত্তেব দ্বাৰাই চালিত হয়, নিরুদ্ধ চিত্তেব দ্বাৰা শবীবে চালিত হইতে পারে না। নিবোধকালে সমস্ত যান্ত্রিক ক্রিয়া যথা জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও হৃৎপিণ্ডাদি প্রাণেন্দ্রিয়েব ক্রিয়া সমস্ত রুদ্ধ হইবে, কাৰণ আমিত্বই ঐ যন্ত্রসকলেব সংহতাকাৰিত্বেব মূল কেন্দ্র ও প্রযোজনা। অতএব নিবোধেব বাহ্য লক্ষণ দেখিতে গেলে প্রথমে শবীবে ক্রিয়ালকলেব বোধ। স্বেচ্ছাপূর্বক ঐরূপ শবীবে নিবোধ না কবিত্তে পাবিলে কেহ যোগেব নিবোধ অবস্থায় বাইতে পারিবেন না। দ্বিতীয়, আভ্যন্তর লক্ষণ শব্দাদি ইন্দ্রিয়-বিষয়েব বোধ। গ্রহণ ও গ্রহীতাৰ উপলব্ধি না কবিত্তে পাবিলে ইহাব সম্যক্ বোধ হয় না। শবীবে ক্রিয়া ও ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া বোধপূর্বক গ্রহীতৃত্বাবে স্থিতি কবিত্তে পাবিলে এবং তাহাতে সমাহিত হইতে পাবিলে তবেই নিবোধ-বেগ বা সর্বক্রিয়া-শূন্যতাৰ বেগেব দ্বাৰা চিত্তকে নিরুদ্ধ বা অব্যক্ততাপ্রাপ্ত কৰা যাইবে। অতএব সমাধিসিদ্ধি ব্যতীত নিবোধ হইতে পারে না। আৰ সমাধিসিদ্ধি হইলে যোগী যে-কোন বিষয়ে সমাহিত হইতে পাবেন কাৰণ সমাধি মনেব স্বেচ্ছাযন্ত বলবিশেষ, এক বিষয়ে সমাধি কবিত্তে পাবা যাইবে অন্তৰ্গতে পাবা যাইবে না—এইরূপ হইতে পারে না। রূপে সমাহিত হইলে বসেও সমাহিত হওবা যাইবে।

প্রকৃত নিবোধকালে মনেব সহিত শবীবেব সমস্ত যন্ত ক্রিয়াহীন হইবেই হইবে। তাহা না হইবা শুধু মনেব শুদ্ধীভাব হইলে স্তম্ভুপ্তি বা মোহবিশেষ হইবে। শবীবেব যন্ত্রসকলেব ক্রিয়া যখন অস্তিত্বমূলক তখন নিবোধে সেই সকলেব ক্রিয়াব বোধ আবশ্যক। নিবোধকালে যে-সংস্কার থাকে সেই সংস্কারেব আধাবভূত শবীবে ধাতুসকল যান্ত্রিক ক্রিয়াব অভাবে স্তম্ভিতপ্রাণ (suspended animation) অবস্থায় থাকে। সাস্থিক ভাবপূর্বক বা সর্ব শবীবে আনন্দপূর্বক নিবোধাসত্তা বা নিষ্ক্রিয়তা (restfulness)-পূর্বক রুদ্ধ হওবাতে ধাতুসকল দীর্ঘকাল অবিকৃতভাবে থাকে। হঠযোগীবা ইহাব উদাহরণ। নিবোধভঙ্গে আবার শবীবে যান্ত্রিক ক্রিয়া বিবিধা আসিলে ধাতু-সকলও পূর্ববৎ হয়।

এইরূপে স্বেচ্ছায় সমাধিবলে শবীবে, ইন্দ্রিয় ও মনেব (আমিত্ব পরিত্যক্ত) বোধই নিবোধ সমাধি। এই নির্বাক সমাধিবে অসম্প্রজ্ঞাত ও ভবপ্রত্যয়-রূপ যে ভেদ আছে তাহা পরবর্ত্তে ব্রতব্য।

কোন কোন প্রকৃতির লোকেব চিত্ত সহজেই শুদ্ধীভাব প্রাপ্ত হয়। তখন তাহাদেব কোনও

পবিত্র জ্ঞান থাকে না। কিন্তু শ্বাস-প্রশ্বাস আদি শাবীর ক্রিয়া চলিতে থাকে স্বত্বাৎ নিদ্রাসদৃশ জ্ঞান প্রত্যয় থাকে। ইহা বা যোগশাস্ত্রে হৃদিশিত না হইলে ভ্রান্তিবশতঃ মনে করে যে 'নির্বিকল্প' নিবোধ আদি সমাধি হইবা সিদ্ধাছে। ১।৩০ (১) দ্রষ্টব্য।

ভাস্কর্যম্। স খণ্ডযঃ দ্বিবিধঃ, উপায়প্রত্যয়ঃ ভবপ্রত্যয়শ্চ, তত্র উপায়প্রত্যয়ো যোগিনাং ভবতি—

ভবপ্রত্যয়ো বিদেহপ্রকৃতিলয়নাম্ ॥ ১১ ॥

বিদেহানাং দেবানাং ভবপ্রত্যয়ঃ, তে হি অসংস্কারমাত্রোপযোগেন ( -মাত্রোপ-  
যোগেন ইতি পাঠান্তবদ্যম্ ) চিন্তেন কৈবল্যপদমিবাভ্যুভবন্তঃ অসংস্কারবিপাকং তথা-  
জাতীয়কম্ অতিবাহয়ন্তি। তথা প্রকৃতিলয়াঃ সাধিকাবে চেতসি প্রকৃতিলীনে কৈবল্য-  
পদমিবাভ্যুভবন্তি, যাবন্ন পুনবার্ভতে অধিকারবশাৎ চিন্তমিতি ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—ঐ নির্বীজ সমাধি দ্বিবিধ—উপায়প্রত্যয় ও ভবপ্রত্যয় (১)। তাহাব মধ্যে  
যোগীন্দেব উপায়প্রত্যয়, আব—

১২। বিদেহদেব ও প্রকৃতিলীনদেব ভবপ্রত্যয় ॥ ২

বিদেহ (২) দেবতাদেব (পদ) ভবপ্রত্যয়; তাহা বা স্বকীয় জ্ঞাত্তির (বিদেহরূপ জ্ঞানের)  
ধর্মভূত (নির্দুন্দ্ব বা অস্বভাবিক) সংস্কারোপগত চিন্তেব দ্বাবা কৈবল্যেব জ্ঞান অবস্থা অল্পভবপূর্বক সেই  
জাতীয় নিম্ন সংস্কারেব বিপাক বা কল অতিবাহন করেন। সেইরূপ, প্রকৃতিলীনোরা (৩) তাহাদেব  
সাধিকাবচিত্ত (৪) প্রকৃতিতে লীন হইলে কৈবল্যেব জ্ঞান পদ অল্পভব করেন, বতদিন না অধিকার-  
বশতঃ তাহাদেব চিত্ত পুনর্বার্য আবর্তন করে।

টীকা। ১২।(১) উপায়প্রত্যয়—বক্ষ্যমাণ (১।২০ '২') বিবেকের সাধক প্রকৃতি উপায়  
যাহাব প্রত্যয় বা কাবণ। ভবপ্রত্যয় শব্দের ভব শব্দ নানা অর্থে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। মিল্ল বলেন,  
ভব অবিজ্ঞা; দ্রোজবাক বলেন, ভব সংস্কার; ভিন্দু বলেন, ভব জন্ম। প্রাচীন বৌদ্ধ শাস্ত্রে আছে  
'ভব পক্ষ্য ভাতি' অর্থাৎ জন্মেব নির্বর্তক কাবণ ভব। বস্তুতঃ এই সকল অর্থ আংশিক সত্য।  
অবিজ্ঞাব পবিত্রতে ভব শব্দ ব্যবহাবেব অবশ্য কাবণ আছে, অতএব ভব কৈবল্যমাত্র অবিজ্ঞা নহে।  
সম্পূর্ণরূপে যাহা নষ্ট হব নাই তাদৃশ বা হৃদয় অবিজ্ঞামূলক সংস্কার—যাহা হইতে বিদেহাদির জন্ম বা  
অভিব্যক্তি লিপ্ত হয়—তাহাই ভব। পূর্বসংস্কারবশে যে আশ্রয়াবেব উৎপত্তি, অবচ্ছিন্ন কাল যাবৎ  
হিতি ও পবে নাশ হব তাহাই জন্ম। বিদেহদেব ও প্রকৃতিলীনদেব পদও তজ্জন্ম জন্ম। ভাস্কর্য  
বলিয়াছেন—অসংস্কারোপযোগে তাহাদেব ঐ ঐ পদপ্রাপ্তি হব। সাংখ্যহুদে আছে প্রকৃতিলীনদেব  
নামেব উদ্ভাবনে তান পুনর্বার্যতি হয়। অতএব জন্মেব হেতুভূত অবিজ্ঞামূলক সংস্কারই ভব।  
সেই বিদেহাদি জন্মেব কাবণ কি। প্রকৃতি ও বিজ্ঞতি হইতে আত্মাকে পৃথক উপলব্ধি না করা অর্থাৎ  
অবিজ্ঞা তাহাব কাবণ। সমাধি-সংস্কারবলে তাহা বা ঐ ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হন। অতএব হৃদয়

অবিভাযূলক, জন্মহেতু সংস্কার বিদেহাদিহি ভব হইল। স্মৃতি অবিভা অর্থে বাহা অসমাহিতদেব অবিভাব স্মৃতি স্থল নহে এবং বাহা বিবেকসাক্ষ্যকাবেব বাবা সম্যক্ নষ্ট নহে। সাধাবণ জীবাব ভব স্মিষ্ট কৰ্মাশয়কপ অকীৰ্ত্তিত অবিভাযূলক সংস্কার।

১৯। (২) বিদেহ দেব। এ বিষয়েও ব্যাখ্যাকাবেব মতভেদ দেখা যায়। ভোজবাজ বলেন, “সানন্দ সমাধিতে ( গ্রহণ-সমাপতিতে ) বাহাবা বদ্ধবৃতি হইবা প্রধান ও পুরুষতত্ত্ব সাক্ষ্যকাবে কবেন না তাঁহাবা দেহাহংকাবশূন্যহেতু বিদেহ-শব্দ-বাচ্য হন”। মিশ্র বলেন, “ভূত ও ইন্দ্রিয়েব অন্ততমকে আত্মস্বরূপ জ্ঞান কবিবা তদুপাসনাব সংস্কার বাবা দেহান্তে বাহাবা উপান্তে লীন হন তাঁহারা বিদেহ”। ইহা স্পষ্ট নহে। কারণ ভূতকে আত্মভাবে উপাসনা কবিবা ভূতে লীন হইলে নির্বীজ সমাধি কিরূপে হইবে?

বিজ্ঞানভিক্স বিদ্বৃতিপাদেব ৪৩ হুদ্রাচসারে বলেন, “শরীরনিবপেক্ষ যে বুদ্ধিবৃতি তদ্যুক্ত মহদাদি দেবতা বিদেহ”। ইহা কল্পিত অর্থ।

ফলতঃ ব্যাখ্যাকারগণ এক বিষয় সম্যক্ লক্ষ্য কবেন নাই, হুদ্রকাব ও ভাস্করকাব বলেন বিদেহদেব নির্বীজ সমাধি হয। সানন্দ সমাধিবাজ নির্বীজ নহে, সানন্দসিদ্ধেবা দেহপাতে লোক-বিশেষে উৎপন্ন হইবা ধ্যানস্থ ভোগ কবিতে পারেন। বিদেহ ও প্রকৃতিলীনেবা কোন লোকান্তর্গত নহেন। ( ৩২৬ হুদ্রেব ভাস্কর ভট্টব্য )।

আব ভূতগণে সমাপন-চিন্তাও কখন নির্বীজ হইতে পাবে না। এ বিষয়েব প্রকৃত সিদ্ধান্ত এই—স্থলগ্রহণে, সমাপন বোগী বিষয়ভ্যাগে আনন্দলাভ কবতঃ যদি বিষয়ভ্যাগই পৰমপদ জ্ঞান কবেন\* এবং শব্দাদি গ্রাহ বিষয়ে বিরাগযুক্ত হইবা তাহাদেব ( শব্দাদি-জ্ঞানেব ) নিবোধ কবেন, তখন বিষয়লংঘ্যোগেব অভাবে কণণবর্গ লীন হইবে। কাবণ বিষয় ব্যতীত কণণগণ যুক্তর্ভমাজও ব্যক্ত থাকিতে পাবে না। তাঁহাবা তাদৃশ বিষয়গ্রহণবোধ বা অনাশ্রব ( অস্মিষ্ট )-সংস্কার সঞ্চয় কবিবা দেহান্তে বিলীনকণ হইবা নির্বীজ সমাধি লাভপূর্বক সংস্কারেব বলাচুসাবে অবচ্ছিন্নকাল কৈবল্যবৎ অবস্থা অচ্ছভব কবেন। ইহাবাই বিদেহ দেব। আব, যে বোগিগণ সম্যক্ বিষয়বোধেব প্রবৃত্ত না কবিবা আনন্দময় সালয়ন গ্রহণতত্ত্বধ্যানেই তৃপ্ত থাকেন, তাঁহাবা দেহান্তে যথাযোগ্য লোকে অভি-নির্বর্তিত হইবা দিব্য আবুতাল পর্বত এই ধ্যানস্থ ভোগ কবেন। ( ৩২৬ ‘সত্যাত’ ভট্টব্য )।

\* হুদ্রবোগ-প্রণালীতে যে অবস্থা লাভ হয় তাহাও বিদেহেব তুল্যা। হুদ্রবোগ-প্রণালী উদ্ভাব, জালকর ও মূল এই তিন বস্তু ও খেচরীমুদ্রার দ্বারা প্রাণ বোধ কবিত হয। দীর্ঘকাল ( ২৩ মাস ) বোধ কবিত হইলে মৌতি, মৌতি, কপাল-ভাতি আদিব দ্বারা শবীৰ-শেখনপূর্বক ‘হল চল’ দ্বারা অন্ত পবিস্তাব কবিত হয়। প্রচুব তলপান কবিবা অহেব মধ্যে চালিত কবতঃ অন্ত মৌতি কবাব নাম ‘হল চল’। পাবে ভাবনাবিশেষপূর্বক কুজলীকে দশম দাবে বা মজিচেন উপবে উপাশিত কবিবা বস্তু কবিত হয়। তাহাতে শবীৰ কাঠবৎ হয় এবং চিন্তার বস্তু মজিচ প্রকাববিশেষে বস্তু হওযাতে চিন্তা বা চিন্তবৃতি বস্তু হইবা নিবাবেব মত বিদেহ ( শবীৰ সম্যক্ বোধহেতু ) অবস্থা প্রাপ্ত হয়। চিন্তাবোধ হওযাতে ক্রমে সে সরবে থাকে না বলিবা ইহা নোকেব মত অবস্থা। কিন্তু স্মৃতিজ্ঞানপূর্বক সংস্কারকব ও তৎসাক্ষ্য না হওযাতে ইহা প্রকৃত কৈবল্য নহে। দেখাও যায় সমাধিসিদ্ধিজনিত যে জ্ঞান-শক্তিও নিবৃতিব উৎকর্ষ তাহা ইহাদেব হয় না। হবিদাস বোগী তিন মাস ঐকপ ‘সমাধিব’ ( ইহা প্রকৃত সমাধি নহে ) পৰ সাধাব গবস কটিব সৈকে বাহু সজ্জা লাভ কবিবা প্রথমই বশতিব সিংহকে বলেন, “আপনি এখন আমাকে বিশ্বাস কবেন?” অবশ্য খেচরী আদি সিদ্ধি কবিবা পবে স্মৃতিব দ্বারা একাগ্রভূমিব সাধনেব উপদেশ আছে, যথা যোগতাবাবলীতে, “পশ্চাদ্, দ্বাসীনদণা প্রাণক সবেদমুন্মদ সাবধানঃ” ( পবেব সূত্র ভট্টব্য )। তাহাই স্মৃতিসান এবং তাহাই সমাধি, একাগ্রভূমি, সংস্কারকব ও সজ্জানেব উপায—বহাবা প্রকৃত বোগীদেবটিপাব-প্রত্যয়-নিবোধ হয়।



পবনপুরুষত্ব সাংখ্যাকাব না হওয়াতে বিদেহ দেবতাদের 'অদর্শন' বীজ থাকিয়া যাহ, তৎসেতু তাঁহাবা পুনরাবর্তিত হন, শাস্ত্রী শাস্তি লাভ কবিত্তে পাবেন না।

১০।(৩) প্রকৃতিতলঃ। 'বৈবাগ্য্যং প্রকৃতিতলঃ' ইত্যাদি সাংখ্যাকাবিকাৰ (৪৫ সংখ্যক) ভাষ্যে আচার্য্য গৌড়পাদ বলেন, "বাহ্যদেব বৈবাগ্য্য আছে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান নাই, অজ্ঞানহেতু তাঁহাবা নৃত্যাব পব প্রদান, বুদ্ধি অহংকাব ও পঞ্চতন্মাত্র এই অষ্টপ্রকৃতিব অজ্ঞাতমে লীন হন।" ইহাব মধ্যে এই 'হ্রদ্রোক্ত প্রকৃতিতলঃ, প্রদান ও মূল প্রকৃতিতে লব বুদ্ধিতে হইবে, কারণ তাহাতেই চিত্ত লবপ্রাপ্ত হয় বা নির্বাক্ত সমাধি হয়। অজ্ঞ প্রকৃতিতে লীন হইলে তাদৃশ চিত্তলয় হইবার সম্ভাবনা নাই। কাবণেব লহিত অবিভাগাপন্ন হওয়াব নাম লব, কার্বেই কাবণে লব হয়; কারণ কার্বে লয় হয় না। তন্মাত্রভবে কোন যোগী লব হইলেন বলিলে কি বুঝাইবে? বুঝাইবে যোগীর চিত্ত তন্মাত্রে লীন হইল। কিন্তু যোগীর চিত্তের কাবণ তন্মাত্রভব নহে, অতএব যোগীব চিত্ত কখনও তন্মাত্রে লীন হইতে পাবে না। হৃতবাং যোগী তন্মাত্রে লীন হন একথা বখার্ব নহে, কিন্তু তাহাতে তন্মব হন, ইহাই ঠিক কথা। 'বদ্যন্ বদন্তিদ্ধাবতে তত্ত্বজ্ঞেব প্রলীষতে' (মহাভাবত)।

পবন্ত ভূততবে বৈবাগ্য্য হইলে ভূততত্ত্বজ্ঞান তন্মাত্রতত্ত্বজ্ঞানে পবিপত্ত হইবে ইহাই উহাব অর্থ। তখন যোগীব ধরুপশূচের স্তাব বা 'আত্মহারা' হইয়া তন্মাত্রতত্ত্বই ধ্যানগোচব থাকে, হৃতবাং তাহা লালযন সমাধি হইল। অতএব কেবলমাত্র প্রদানে লবই হ্রদ্র ও ভাষ্যে উক্ত প্রকৃতিতল বুদ্ধিতে হইবে। যখন তত্ত্বজ্ঞানহীন শূচবং সমাধি অধিগত হয়, কিন্তু পরমপুরুষতত্ত্ব সাংখ্য না করিয়া তাহাকেই চবয় গতি মনে কবিয়া অস্তমূখ হইবা বন্ধীকার বৈবাগ্যেব দাবা বিবববিযোগহেতু অহংকবণ লব হয়, তখনই এতাদৃশ প্রকৃতিতল হয়।

এই প্রকৃতিতলবাধি-পদলবন্ধে বাবুপবাণে এইকপ উক্তি আছে, "দশ সম্বত্তবাগীহ তিষ্ঠন্তীশ্রিব-চিত্তবাঃ। ভৌতিকাত্ম গত্ত পূর্ণং সহস্রস্বাভিমানিকাঃ ॥ বৌদ্ধা বশ সহস্রাণি তিষ্ঠন্তি বিগতজবাঃ। পূর্ণং শতসহস্রং তিষ্ঠন্ত্যব্যক্তচিত্তবাঃ। পুরুষং নিস্তং প্রাপ্য কালসংখ্যা না বিজ্ঞতে ॥"

১০।(৪) বিবেকখ্যাতি হইলে চিত্তেব অধিকাব সমাপ্ত হয়, অর্থাৎ তাহাতেই চিত্তেব যে বিববপ্রবৃত্তি বা ব্যক্তাবস্থা তাহার বীজ সম্যক্ দৃষ্ট হয়। অধিকাবসমাপ্তিব অপব নাম চবিতার্থতা, ভোগ ও অপর্য্যকপ পুরুষার্থ তাহাতে চবিত বা নির্বর্তিত বা সমাপ্ত হয়। বিবেকখ্যাতি না হইলে অধিকাব সমাপ্ত হয় না, হৃতবাং চিত্ত প্রাকৃতিক নিয়মে আবর্তিত হয়।

শ্রদ্ধাবীৰ্য্যস্মৃতিসমাধিপ্রজ্ঞাপূর্বক ইতরেবাম্ ॥ ২০ ॥

ভাষ্যম্। উপায়প্রত্যয়ো যোগিনাং ভবতি। শ্রদ্ধা চেতসঃ সম্প্রসাদঃ, সা হি জননীব কল্যাণী যোগিনং পাতি। তন্ত্ৰ হি শ্রদ্ধধানস্ত বিবেকার্থিনঃ বীৰ্যম্ উপজায়তে, সমুপজাতবীৰ্য্যস্ত স্মৃতিঃ উপতিষ্ঠতে, স্মৃত্বাপস্থানে চ চিন্তম্ অনাকুলং সমাধীয়তে, সমাহিতচিন্তস্ত প্রজ্ঞাবিবেক উপাবর্ততে। যেন যথাবদ বস্ত্ত জ্ঞানান্তি, তদভ্যাসাং তদ্বিবাক্ত বৈবাগ্যাদ্ অসম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধিৰ্ভবতি ॥ ২০ ॥

২০। (বাহাদেব উপাখ্যাত্যর ভাহাদেব) প্রজ্ঞা, বীৰ্য, শ্রুতি, সম্মিমাণ ও প্রজ্ঞা এই সকল উপায়েব দ্বাৰা অসম্প্রজ্ঞাত যোগ সিদ্ধ হয়। হু।

ভাষ্যানুবাদ—যোগীদেব উপাখ্যাত্যর (অসম্প্রজ্ঞাত সম্মিমাণ) হয়। প্রজ্ঞা চিত্তেব সম্প্রসাদ (১), তাহা যোগীকে কল্যাণী জননীৰ আৰ পালন কৰে। এইৰূপ প্রজ্ঞাযুক্ত বিবেকার্থীৰ বীৰ্য (২) হয়। বীৰ্যবানেব শ্রুতি উপস্থিত হয় (৩)। শ্রুতি উপস্থিত হইলে চিত্ত অনাকুল হইয়া সমাহিত হয় (৪)। সমাহিত চিত্তেব প্রজ্ঞাব বিবেক বা বিশিষ্টতা সমুদ্ভূত হয়। বিবেকেব দ্বাৰা (যোগী) বস্ত্ত যথাবৎ জানেন। সেই বিবেকেব অভ্যাস হইতে এবং তাহার (সেই চিত্তেব) বিষয়েতেও বৈবাণ্য হইতে অসম্প্রজ্ঞাত সম্মিমাণ (৫) উৎপন্ন হয়।

টীকা। ২০।(১) প্রজ্ঞা=চিত্তেব সম্প্রসাদ বা অভিকচিমতী নিশ্চয়বৃত্তি। “প্রং সত্যং তদ্ অন্ত্যম্ ধীযতে ইতি প্রজ্ঞা” অর্থাৎ কোন বস্ত্ত প্রং বা সত্যরূপে অবস্থাবিত হয় যে নিশ্চয় বৃত্তিতে সেই সত্যাত্মিকা নিশ্চয় বৃত্তিৰ নাম প্রজ্ঞা। (যাঙ্ক-নিশ্চয়, দুর্গ টীকা)। গীতা বলেন, “প্রজ্ঞাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপথঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।” প্রতিও বলেন, “তৎপ্রজ্ঞে যে হ্যাপবলন্ত্যায়ণ্যে” (মুণ্ডক)। ইত্যাদি। অনেকব শাস্ত্র ও গুরুব নিকট লভ্জ-জ্ঞান ঔৎসুক্য-নিবৃত্তি কৰে মাত্ৰ। তাদৃশ ঔৎসুক্যবশতঃ, জানা প্রজ্ঞা নহে। যে জানাব সহিত চিত্তেব সম্প্রসাদ থাকে তাহাই প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞাভাব থাকিলে উত্তৰোত্তৰ প্রজ্ঞেব বিষয়েব জ্ঞাবিকাবপূৰ্বক প্রীতি ও আসক্তি বহিত হইতে থাকে।

২০।(২) উৎসাহ বা বলেব নাম বীৰ্য। চিত্ত ক্লান্ত হইলে অথবা বিষয়ান্তৰে ধাবিত হইতে চাহিলে, যে বলেব দ্বাৰা পুনঃ সাধনে বিনিবেশিত কৰা যায় তাহাই বীৰ্য। প্রজ্ঞা থাকিলেই বীৰ্য হয়। যেমন কষ্টপূৰ্বক গুরুভাব উত্তোলন কৰিতে কৰিতে ব্যাবায়ীৰ তাহাতে ক্লেশলতা হয়, সেইৰূপ প্রাণপণে আনন্ত্যভাগ ও দম্ অভ্যাস কৰিতে কৰিতে বীৰ্য উমুক্ত হয়। ‘বিবেকার্থীৰ’ এই শব্দেব দ্বাৰা বিবেকবিষয়ে প্রজ্ঞাবীৰ্য্যই কৈবল্যেব উপাধি বলিয়া কথিত হইয়াছে। অতবিষয়ে প্রজ্ঞাদি থাকিতে পাবে কিন্তু তাহা থাকিলেও যোগ বা কৈবল্যাসিদ্ধি হয় না।

২০।(৩) শ্রুতি। ইহাই প্রধান সাধন। অল্পভূত ধ্যেবভাবেব পুনঃ পুনঃ যথাবৎ অল্পভব কৰিতে থাকি এবং তাহা যে অল্পভব কৰিতেছি ও কবিব তাহাও অল্পভব কৰিতে থাকিব নাম শ্রুতিসাধন। শ্রুতি সাধিত হইলে শ্রুত্যাগ্ৰহান হয়। শ্রুতি একাগ্ৰভূমিব একমাত্ৰ সাধন, সাত্তিক শ্রুতি উপস্থিত হইলেই একাগ্ৰভূমি সিদ্ধ হয়।

ঈশ্বৰ ও তত্ত্বসকল ধ্যেব বিষয়, শ্রুতিও তত্ত্ববলন কৰিবা সাধ্য। ঈশ্বৰবিষয়ক শ্রুতিসাধন এইৰূপ:—প্রণব এবং ঈশ্বৰেব বাচক ও বাচ্য-সম্বন্ধ প্রথমে শ্রবণ অভ্যাস কৰিবা যখন প্রণব উচ্চাবিত (মনে মনে বা ব্যক্ত ভাবে) হইলে ক্ৰেশাদিশ্ৰুত ঈশ্বৰভাব মনে আসিবে, তখন বাচ্য-বাচক-শ্রুতি স্থিতি হইবে। তাহা সিদ্ধ হইলে তাদৃশ ঈশ্বৰকে ক্লেশবাক্যে অথবা আত্মমধ্যে স্থিত জানিয়া বাচকশব্দ জপপূৰ্বক শ্রবণ কৰিতে থাকিবে এবং তাহা যে শ্রবণ কৰিতেছে ও কৰিতে থাকিবে তাহাও শ্রবণাকট বাধিবে। প্রথমতঃ এক পদেব দ্বাৰা শ্রবণ অভ্যাস না কৰিবা বাক্যময় মন্ত্ৰেব দ্বাৰা শ্রবণ অভ্যাস কৰা বিধেব।

সেইৰূপ ভূততত্ত্ব, ভগ্নাতত্ত্ব, ইন্দ্রিয়তত্ত্ব, অহংকাবতত্ত্ব ও বুদ্ধিতত্ত্ব এই তত্ত্বসকলেব স্বরূপলক্ষণ অল্পসাবে তত্ত্বভাব চিত্তে উদ্ভিত কৰিবা শ্রুতিসাধন কৰিতে হয়। বিবেকশ্রুতিই মুখ্য সাধন।

চিত্তকে সর্বদা যেন সম্মুখে রাখিয়া দর্শন কবিতে কবিতে তাহাতে কোন প্রকার সংকল্প আসিতে দিব না এবং কেবল গৃহমাণ বিষয়ে ঐচ্ছিকরূপে হইবা থাকিব এই প্রকার শ্বত্টিসাধন আত্মব্যাবসায়িক। ইহা চিত্তপ্রসাদ বা সঙ্কটকিলাভের মূখ্য উপায়। যোগতাবাবলীতে আছে, “পশ্চন্নদাসীনদৃশ্য প্রপঞ্চং সংকল্পমুন্মূল্য সাবধানঃ”। ইহা উত্তম শ্বত্টিসাধন।

শ্বত্টিসাধন ব্যতীত বোধপদার্থের উপলব্ধি হইতে পাবে না। শ্বতি সর্বদা সর্বচেষ্টাতেই সাধ্য। গমন, উপবেশন, শয্য, সকল অবস্থায় শ্বত্টিসাধন হইতে পাবে। কোন কার্য কবিতে হইলে পাব্যায়িক ধ্যেয় বিষয় উত্তমরূপে মনে উদ্ভিত কবিয়া, তাহা মন হইতে অল্পশব্দিত না থাকে, এইরূপ সাবধান হইবা কর্ম কবিলে, তাহাকে ‘বোগবৃত্ত কর্ম’ বলা যায়। তৈলপূর্ণ পাত্র নহিবা লোপানে আবোহণের দ্বায এই বোগবৃত্ত কর্ম।

এক শ্রেণীর লোক আছে বাহ্যাব মনের চিন্তায় এইরূপ ব্যাপৃত থাকে যে বাহ্য বিষয়কে তত লক্ষ্য করে না। ইহাদের সম্মুখে কোনও ঘটনা ঘটিলে হবত ইহাবা আপন চিন্তায় এইরূপ বিভোব থাকে যে তাহা লক্ষ্য করে না, উদাহরণ ও নেশাধোব লোকও প্রায় এইরূপ ‘একাগ্র’ হয়। ইহা প্রকৃত একাগ্রতা নহে এবং সমাধিবও সম্যক্ বিবোধী অবস্থা। ইহাদের সমাধিসাধক শ্বতি কদাপি হব না। ইহাবা মৃত হইবা বা আত্মবিস্মৃত হইবা চিন্তাব প্রবাহে চলিতে থাকে, নিজেব বিশ্লেষণ বুঝিতে পাবে না।

শ্বত্টিসাধনে চিত্তে যে ভাব উঠিতেছে তাহা সর্বদা অল্পভূত হওয়া চাই এবং বিক্ষিপ্ত ভাব ত্যাগ কবিয়া অবিক্ষিপ্ত বা সংকল্পহীন ভাব শ্বতিগোচর রাখিতে হব। ইহাই প্রকৃত সঙ্কটকিবা জ্ঞান-প্রসাদের উপায়, এই শ্বতি প্রবল হইলে অর্থাৎ আত্মবিশ্বতি যখন একেবাবেই না হব, তখন সেই আত্মবিশ্বতিমাত্রে নিমগ্ন হইবা যে সমাধি হয় তাহাই প্রকৃত সম্প্রজ্ঞাত বোগ।

শ্বতি-বক্ষ্যব স্তম্ভ সম্প্রজ্ঞাতের আবশ্যক। সম্প্রজ্ঞাত সাধন কবিতে কবিতে যখন সতর্কতা সহজ হব তখনই শ্বতি উপস্থিত থাকে। ‘বোগকাবিকা’হ শ্বতিলক্ষণে “বর্তা অহং অবিস্তান্” শ্বতি—

‘বর্তা অহং অবিস্তান্’ = সম্প্রজ্ঞাত ; এবং ‘অবিস্তান্’ = শ্বতি।

বোধ শাস্ত্রেও এই শ্বতিব প্রাধান্য গৃহীত হইবাছে। তাঁহাবাও বলেন যে, শ্বতি ও সম্প্রজ্ঞাত (বোগশাস্ত্রেব সম্প্রজ্ঞাতেন সহিত নাদৃশ্য আছে) —ব্যতীত চিত্তেব জ্ঞানপূর্বক বোধ হব না। সম্প্রজ্ঞাতের লক্ষণ এইরূপ উক্ত হইবাছে :

“এতদেব সমালেন সম্প্রজ্ঞাত লক্ষণম্। বংকাষচিত্তাবহাযাঃ প্রত্যবেক্ষা মুহূর্ভুঃ ॥”

( বোধচিত্তাবহতাঃ ৫।১০৮ )

অর্থাৎ প্রবীবেষ ও চিত্তেব যখন যে অবস্থা তাহাব অল্পক্ষণ প্রত্যবেক্ষার নামই সম্প্রজ্ঞাত। ইহাতে আত্মবিস্মৃতি নষ্ট হব, এবং চিত্তেব স্মৃতিমত বিশ্লেষণও দৃষ্ট হব ও তাহা বোধ কবার ক্ষমতা হয়। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানে বিশেষতঃ আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞানে সমাপ্ত হইবাব সামর্থ্য হব। শব্দা হইতে পাবে যে চিত্তেজ্ঞানে উপস্থিত বিষয় দেখিবা যাওয়া একাগ্রতা নহে, কিন্তু অনেকাগ্রতা—গ্রাহ্য-বিষয়ে উহা মনেকাগ্র হইলেও গ্রহণ-বিষয়ে উহা একাগ্র। কারণ ‘আমি আত্মবিশ্বতিমান্ থাকিব ও থাকিতেছি’—এইরূপ গ্রহণকাবা বুদ্ধি উহাতে একই থাকে। এই একাগ্রতাই মূখ্য একাগ্রতা, উহা সিদ্ধ হইলে গ্রাহ্যেব একাগ্রতা সহজ হব। শুধু গ্রাহ্যেব একাগ্রতায় প্রতিসংবেদনস্বকীয় একাগ্রতা না আসিতে পাবে।

যাহারা আপন মনে হাসে, কঁাদে, বকে, অজ্ঞানী করে, তাদৃশ 'একাত্ম' বা বাহ্যেগোলহীন মূঢ় ব্যক্তিরেব পক্ষে স্মৃতি ও সম্ভ্রজ্ঞানসাধন যে দুসাহ্য ইহা উত্তমরূপে শ্রবণ বাঞ্ছিতে হইবে। সর্বদা সপ্রতিভ থাকাই স্মৃতিব সাধন বলিয়া উপদিষ্ট হয়।

এইরূপ সাধনকালে যোগীবা বাহ্যজ্ঞানহীন হন না, কিন্তু সংকল্পহীন চিত্তে উপস্থিত বিষয়কে দেখিয়া যান। চিত্তাদিতে তাহা আলিভেছে তাহা তাঁহাদের কদাপি অলক্ষ্য হয় না ( কারণ উহা অলক্ষ্য হওয়া এবং মোহবশতঃ আত্মবিশ্বত হওয়া একই কথা ) এবং এইরূপ সাধনের সময়ে বাহ্য শব্দাদি অনন্তকূল হয় না। ইন্দ্রিয়াদিব দ্বাৰা যে সমস্ত ছাপ আত্মভাবেব উপব পড়িতেছে তাহা সব তাঁহাবা গোচর কবিয়া যান, উহা ( আত্মগত ছাপ ) গোচর না কবা স্মৃত্যে আত্মবিশ্বত বা মোহ।

এইরূপে চিত্তসংস্কৃত হইলে ইন্দ্রিয়াদি তখন স্থির হয় বা শিথীভূত হয়, তখন বাহ্য বিষয় আত্মভাবে ছাপ দিতে পারে না। সেই অবস্থায় যে বিষয় লক্ষ্য না হওয়া, তাহা স্মৃত্যে আত্মবিশ্বত নহে, কিন্তু বিষয়হীন আত্মস্মৃতি বা প্রকৃত সম্ভ্রজ্ঞাত যোগ ও প্রকৃত সমাধি। সেই আত্মস্মৃতি যত শুদ্ধ ও শুদ্ধ হইবে ততই স্মৃতিতত্ত্ববোধিগম্য হইবে। বিবেকই সেই আত্মজ্ঞানের সীমা।

এবল বিকল্প চিন্তাৰ পড়িয়া বাহ্যবিষয়েব খেবাল না কবা, আব, ঐকপে ইন্দ্রিয়গণকে শিথীভূত কবিয়া জ্ঞান ও ইচ্ছাপূর্বক বিষয়গ্রহণ বোধ কবা এই দুই অবস্থার ভেদ সাধকসেব উত্তমরূপে বুঝা আবশ্যক। ( স্মৃতিসাধনের বিষয় 'জ্ঞানযোগ' প্রকরণে দ্রষ্টব্য )।

আবাব ইচ্ছাপূর্বক বাহ্যেগোলহীন রুদ্ধ কবিয়া বিষয়গ্রহণ বোধ কবিলেই যে চিন্তাবোধ হয়, তাহাও নহে। চিত্ত তখনও বিষয়স্রোতে ভাসিতে পাবে। আত্মস্মৃতিব দ্বাৰা তখনও চিত্তেব প্রত্যক্ষক কবিয়া চিত্তকে নির্মল ও নিঃসংকল্প কবিত্তে হয়। পবে চিত্তকেও শিথীভূত কবিয়া বোধ করিলে তবেই সম্পূর্ণ চিত্তরোধ হয়।

পবন্ত এইরূপে চিত্তরোধ বা নিবোধ সমাধি কবিলেও কৃতকৃত্যতা না হইতে পাবে। পূর্বে কথিত ভবপ্রত্যয়-নিবোধ তাদৃশ নিবোধ। চিত্তেব বা আত্মভাবেবও প্রতিলব্ধতা যে ঐষ্টপুরুষ তথিবয়ক স্মৃতি ( অর্থাৎ বিবেকজ্ঞান ) লাভ কবিয়া যে সম্যক নিবোধ হয় তাহাই কৈবল্যমোক্ষেব নিবোধ।

২০। ( ৪ ) প্রজ্ঞা হইতে বীৰ্য হয়। যাহাদের যে-বিষয়ে উত্তম প্রজ্ঞা নাই, তাহাবা তথিবষে বীৰ্য কবিত্তে পাবে না। বীৰ্য বা পুনঃ পুনঃ কষ্টলহনপূর্বক চিত্ত নিবেশন কবিত্তে কবিত্তে চিত্তে স্মৃতি উপস্থিত হয়। স্মৃতি প্রবী বা অচলা হইলে সমাধি হয়। সমাধির দ্বাৰা প্রজ্ঞালাভ হয়। প্রজ্ঞাব দ্বাৰা হেয় পদার্থেব স্বার্থব্য জ্ঞান ( অর্থাৎ বিযোগ ) হইবা নির্বিকার ঐষ্টপুরুষে স্থিতি বা কৈবল্যানিচ্ছা হয়। ইহাবা মোক্ষেব উপায়। যিনি যে মার্গে যান এই সাধাবণ উপায়সকলকে অতিক্রম কবিবাব কাহাবও সামর্থ্য নাই। ঋতিও বলেন, "নায়মাস্তা বলহীনেন লভো। ন চ প্রমাদান্তপসো বাপ্যলিদ্ধা। এতৈরুপাধৈর্ভবতে যন্ত বিদ্বাঃস্তৈস্তেষু আত্মা বিপ্রেত ব্রহ্মায়াম্।" অর্থাৎ বল ( বীৰ্য ), অপ্রমাদ ( স্মৃতি ) ও সন্ন্যাসযুক্তজ্ঞান ( বৈবাগ্যযুক্ত প্রজ্ঞা ) এই সকল উপায়েব দ্বাৰা যিনি প্রযত্ন বা অভ্যাস কবেন তাঁহাব আত্মা ব্রহ্মধামে প্রবিষ্ট হয় ( মুক্তক )। বুদ্ধসেবও বলিযাছেন—( ধর্মপদে ) জীল, প্রজ্ঞা, বীৰ্য, স্মৃতি, সমাধি ও ধর্মবিনিশ্চয় ( প্রজ্ঞা ) এই সকল উপায়েব দ্বাৰা সমস্ত দুঃখেব উপশম হয়।

২০। ( ৫ ) অনাস্মবিশয়ের কর্তা, জ্ঞাতা এবং বর্তা এই তিন ভাব অর্থাৎ জ্ঞাতা, কর্তা বা বর্তা

বলিলে সাধাবণতঃ অন্তবে বাহ্য উপলব্ধি হয় তাহাই মহান্ আত্মা। সেই বুদ্ধিরূপ আত্মভাবও পুরুষ নহেন ইহা অতিশিব, সমাধি-নির্মান চিত্তের দ্বারা বুঝিয়া অল্প জ্ঞান বোধ কবিত্তা পৌরুষ প্রত্যয়ে দ্বিবি হইবার সামর্থ্যই বিবেক বা বিবেকশ্রুতি। বিবেকেব দ্বারা বুদ্ধি নিরুদ্ধ হয় বা নিবোধ সমাধি হয়, আব বিবেকজ্ঞ জ্ঞান নামক সার্বজ্ঞাও হয়। সেই বিবেকজ্ঞ ঐশ্বর্যেও বিভাগপূর্বক উক্ত বিবেক-মূলক নিবোধেব অভ্যাস কবিত্তে কবিত্তে যখন সেই নিবোধ, সংস্কার-বলে চিত্তের স্বভাব হইয়া দাঁড়ায তখন তাহাকে অসংশ্রজ্ঞাত বলা হয়। তাহাতে বিবেকরূপ এবং অন্তান্ত সম্প্রজ্ঞানও নিরুদ্ধ হয় বলিয়া তাহাব নাম অসংশ্রজ্ঞাত।

ভাস্কর্যম্। তে খলু নব যোগিনো মুহুমধ্যাধিমাত্রোপায়ান্না ভবন্তি, তদ্ যথা মৃদুপায়ঃ, মধ্যোপায়ঃ, অধিমাত্রোপায় ইতি। তত্র মুহুপায়োহপি ত্রিবিধঃ মুহুসংবেগঃ, মধ্যসংবেগঃ, তীব্রসংবেগ ইতি। তথা ম্রম্যোপায়ঃ, তথাধিমাত্রোপায় ইতি। তত্রাধিমাত্রোপায়ান্না নাম—

তীব্রসংবেগানামাসন্নঃ ॥ ২১ ॥

সমাধিলাভঃ সমাধিকলঃ ভবন্তীতি ॥ ২১ ॥

ভাস্কর্যম্—মুহু, মধ্য ও অধিমাত্র-ভেদে সেই (প্রজ্ঞাবীর্ষাদি-সাধনশীল) যোগীবা নব প্রকার, যথা . মৃদুপায়, মধ্যোপায় ও অধিমাত্রোপায়। তাহাব মধ্যে মৃদুপায়ও ত্রিবিধ—মুহু-সংবেগ, মধ্যসংবেগ ও অধিমাত্রসংবেগ (১)। মধ্যোপায় এবং অধিমাত্রোপায়ও এইরূপ। তাহাব মধ্যে অধিমাত্রোপায়—

২১। তীব্রসংবেগশালী যোগীদের সমাধি ও সমাধিব কল আসন্ন ॥ ২

অর্থাৎ সমাধিলাভ ও সমাধিকল (কৈবল্য) লাভ আসন্ন হয়।

টীকা। ২১। (১) ব্যাখ্যাকাবগণ সংবেগ শব্দের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে ব্যাখ্যা কবিরাছেন। শিখ বলেন, সংবেগ = বৈরাগ্য। ভিক্স বলেন, উপায়াহুষ্ঠানে শৈথল্য। ভোজসেব বলেন, ক্রিয়াব হেতুহৃত দৃঢ়তাব সংস্কার। বৌদ্ধ শাস্ত্রেও সংবেগ শব্দের প্রয়োগ (প্রজ্ঞাদি উপায়ের সহিত) আছে যথা, “যেমন ভদ্র অথ কশ্যপুট হইলে হয়, সেইরূপ তোমরা আত্মাঙ্গী (বীর্ষবান) ও সংবেগী হও, যাব প্রজ্ঞাদিব দ্বারা ভূমি দুঃখ নাশ কর” (বর্ষপদ ১০।১৩)। বস্তুতঃ সংবেগ যোগবিভাব একটি প্রাচীন পারিভাষিক শব্দ। ইহাব অর্থ শুধু বৈরাগ্য নহে, কিন্তু বৈরাগ্যমূলক সাধনকার্যে কুশলতা ও তজ্জনিত অগ্রসবভাব। ভোজসেবই ইহাব বার্থ লক্ষণ দিয়াছেন। গতিসংস্কারও (momentum) সংবেগ। বলবান্ ও কিপ্রগতি অথ বেকপ ধাবনকালে গতিসংস্কারবৃত্ত হইয়া শীঘ্র অতীষ্ট দেশে যাব সেইরূপ বৈরাগ্যাদিব সংস্কারবৃত্ত উন্মুক্তবীর্ষ সাধক সাধনকার্যে নিবস্তুর ব্যাপৃত হইয়া উন্নতিব দিকে সংবেগে অগ্রসব হইলে তাঁহাদিগকে তীব্রসংবেগী বলা যায়। বিষয়ে বিভাগযুক্ত হইয়া ‘আমি সীদ্ধ সাধন কবিরা রুতরুতা হইব’, এইরূপ ভাবেব সহিত সাধনে অগ্রসব হওয়াই সংবেগ।

শাপদসংকুল বনে চলিতে চলিতে সন্ধ্যা হইয়া গেলে, বন পাব হওয়াব জন্য পথিকেষ যেরূপ ভয়যুক্ত স্বরাভাব হয়, সংসাৰাবণ্য হইতে উদ্ধাব পাওয়াব জন্য সেইরূপ স্বরাই বোঙ্গীদেব সংবেগ।

### মুদুমধ্যাধিমাত্রত্বাৎ ততোহপি বিশেষঃ ॥ ২২ ॥

ভাষ্যম্। মুহুতীত্রঃ, মধ্যতীত্রঃ, অধিমাত্রতীত্র ইতি, ততোহপি বিশেষঃ, তদ্বিশেষাৎ-মুহুতীত্রসংবেগস্তাসন্নঃ, ততো মধ্যতীত্রসংবেগস্তাসন্নতবঃ, তন্মাদধিমাত্র-তীত্রসংবেগস্তাধিমাত্রোপাযস্ত আসন্নতমঃ সমাধিলাভঃ সমাধিফলভেতি ॥ ২২ ॥

২২। মুহুত্ব, মধ্যত্ব ও অধিমাত্রত্ব হেতু ( তীত্র-সংবেগ-সম্পন্নহিগেব মধ্যোঃ ) বিশেষ আছে ॥ পু  
ভাষ্যানুবাদ—তাহাব মধ্যে মুহুতীত্র, মধ্যতীত্র ও অধিমাত্রতীত্র এই বিশেষ। সেই বিশেষ-  
হেতু মুহুতীত্র-সংবেগশালীৰ সমাধি এবং তাহাব ফললাভ আসন্ন, মধ্যতীত্র-সংবেগশালীৰ আসন্নতব  
ও অধিমাত্র-উপাযাবলম্বনকাৰীৰ ( ১ ) আসন্নতম হ'ব।

টীকা। ২২।(১) অধিমাত্রোপায—অধিকপ্রমাণক উপায, ইহা বিজ্ঞানভিক্তি বলেন।  
অর্থাৎ সাদ্বিকী শ্রদ্ধা বা যে শ্রদ্ধা কেবল সমাধি-সাধনেব মুখ্য উপাযে প্রতিষ্ঠিত, তাহা সমাধি-সাধনেব  
অধিমাত্রোপায। বীৰ্যও সেইরূপ, অস্তবিসব ভ্যাগ কবিতা বাহা কেবল চিত্তদৈর্ঘ্য-সম্পাদনে আবদ্ধ  
তাহা অধিমাত্রোপাযরূপ বীৰ্য। তত্ত্ব ও দৈব-স্মৃতি অধিমাত্রস্মৃতি। নবীজ্বেব মধ্যে সন্ত্রজ্ঞাত ও  
নিবীজ্জের মধ্যে অসন্ত্রজ্ঞাত অধিমাত্র। সমাধিব মধ্যকল কেবল্যালাভেব ইহারা অধিমাত্রোপায।

ভাষ্যম্। কিমেতন্মাদেবাসন্নতমঃ সমাধিৰ্ভবতি, অথাস্ত লাভে ভবতি অত্রোহপি  
কশ্চিৎপারো ন বেতি—

### ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্ বা ॥ ২৩ ॥

প্রণিধানাদ্ ভক্তিবিশেবাদ্ আবর্জিত ঈশ্বরস্তুমন্তুগৃহীতি অভিধানমাত্রোণ, তদভি-  
ধানাদপি যোগিন আসন্নতমঃ সমাধিলাভঃ কলং চ ভবতীতি ॥ ২৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ—ইহা হইতেই ( গ্রহীত-গ্রহণাদি বিষয়ে সমাপন্ন হইবাব জন্য তীত্র সংবেগ-  
সম্পন্ন হইলেই ) কি সমাধি আসন্ন হয় ? ইহাব লাভেব অন্য কোনও উপায আছে কিংবা নাই ?—

২৩। ঈশ্বর-প্রণিধান হইতেও সমাধি আসন্ন হয় ॥ হু

প্রণিধানহাবা অর্থাৎ ভক্তিবিশেষেব হাবা ( ১ ) আবর্জিত বা অভিমুখীকৃত হইয়া ঈশ্বর  
অভিধানের হাবা সেই যোগীৰ প্রতি অঙ্গগ্রহ কবেন। তাঁহার অভিধান ( ২ ) হইতেও যোগীৰ  
সমাধি ও তাহাব ফল কেবল্যালাভ আসন্ন হয়।

টিকা। ২০।(১) পূর্বে তদ্বীত, গ্রহণ ও গ্রাহ এই ত্রিবিধ পরার্থের দ্ব্যনে চিত্ততে একত্র কথিত। একত্রস্থিত নশ্বজাত যোগদাননের উপদেশ করা হইয়াছে। তদ্ব্যতীত চিত্ততে একত্রস্থিত বা ত্রিভিঃপ্রাপ্ত করবে অর্থাৎ উপর আছে তাহা তত্ত্বপূর্বক বাইতেছে। প্রথিয়ান = ভক্তিবিষয়। অতঃপর অর্থ্য হলুবে অন্তরতম প্রদেশে, বসান্য-নন্দনত ঈশ্বরের দত্তা অতঃপরত ঈশ্বরেই আত্মনিবেশনপূর্বক নির্ভিত্ত পাকা এত ভক্তির স্বরূপ। দশ্য কার্য সেই অতঃপর ঈশ্বরের দত্তা, যেন (নশ্বজাত) প্রেরিত চেষ্টা করিতেছি, এইরূপ অতঃপর নরকণ, অতঃপর তদ্ব্য নাম ঈশ্বর সর্বস্বার্থ, তাহার দত্তা এই ভক্তি লভিত হয়। স্বায় বসেন, "বানভোক্তবানভো বাপি যং কবচি শুভাশুভম্। তং নরং ভক্তি লভ্যং অপ্রবৃত্ত্য কঠোরানুভবম্।" (যোগবাস্তব) অর্থ্য ঈচ্ছা বা অনিচ্ছাপূর্বক যে দ্ব্য কর করিতেছি তাহার কণ ভূৎ-ভূৎ তোমারই দত্ত করিলাম, তৎ-ভূৎ চাতি না বা তাহারে বিচলিত হইবে না। আর, দশ্য কর যেন তোমার দত্তাই লভিত হইতেছে। এইরূপ নিজেতে নির্ভিত্ত করি। ঈশ্বরে দত্ত করিতে করিতে কর্য করাষ্ট এই শব্দ। ঈশ্বর দত্তা কর্যদাননশ্বত ও ঈশ্বরদত্তা দিক্ দিক্।

২০।(১) অভিযান, ভক্তি দ্ব্য অভিযুক্ত চেষ্টা, ঈশ্বর দত্তাশ্রয়ণত ভক্তের প্রতি যে ঈচ্ছা করেন 'ঈশ্বর ভক্তি বিবর্ত দ্ব্যত' তাহাই অভিযান। ঈশ্বর অতঃপর ভীষের পরদ-কল্যাণ যোগের জন্তই অভিযান করিবেন নরং দত্তার দত্তাশ্রিত ভূৎ নির্ভিবিবর্ত ঈশ্বর অভিযান তত্ত্ব, দত্তার দত্তা এবং ঈশ্বর নির্ভি তাহা প্রার্থনা করা ঈশ্বর স্বরূপ ও পরমার্থ বিবর্ত অতঃপর। বিশেষতঃ দত্তাশ্রিত ভূৎ প্রার্থিত কিছু না কিছু পরদত্তা হইতে উৎপন্ন হয়। দত্তাশ্রিত ভূৎ-ভূৎ কর হইতে উৎপন্ন হয়, ঈশ্বর-প্রথিয়ান কর হইতে ঈশ্বরের অভিযুক্ত দত্তা হইতে অতঃপর পরদত্তা বিশেষতঃ দত্তা হয়, ঈশ্বর তাহাভবের অভিযান। কিছু দত্তাপূর্বকদ্ব্যনের দ্ব্য ঈশ্বরদত্তা করি। স্বাভাবিক নিবর্তে চিত্ত দত্তাশ্রিত করিতে পারে। দত্তাই হইতে প্রার্থনা দত্তাপূর্বক তাহা যোগের পরদত্তা দিক্ হয়, ঈশ্বরে ঈশ্বরের অভিযানের অতঃপর নষ্ট। আর যে যোগ বা ঈশ্বরে সর্বস্বার্থ করি। ঈশ্বর হইতে প্রার্থনা দত্তা করিতে পরদত্তা-দ্ব্য ঈশ্বরাই ঈশ্বরের অভিযানের উপদত্ত হয়। ঈশ্বর দত্তা। (দত্তানির্ভান-১৩ তত্ত্ব)।

অভিযান অর্থ অভিযুক্ত দ্ব্যন এতৎ কর্য হয়। তাহা দ্ব্যনের দ্ব্য অভিযুক্ত হইতে ঈশ্বর অতঃপর দত্তা এবং ঈশ্বর দত্তা হইতেও (অভিযান) দত্তাশ্রিত হয়। উপনিষদে এই অর্থ অভিযান এক প্রবৃত্তি দ্ব্য।

ভাষ্য। অর্থ প্রধানপুরুষব্যতিরিক্ত কোহনদ্ব্যতা নরদত্তি :-

ক্লেশকর্মবিপাকাস্বৈরপরানুষ্ঠঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ ॥ ২৪ ॥

অবিদ্বানঃ ক্লেশঃ, ক্লেশলাক্লেশানি কর্মণি, তৎকলং বিপাকঃ, তন্তুগুণা বাননা দত্তাঃ। তে চ ননসি বর্তনানঃ পুরুষে ব্যাপ্তিস্থিত্যে সহি তৎকলন্ত ভোক্তেতি, যদা ভবঃ পবাত্তো বা যোগে বর্তনানঃ স্বানি ব্যাপ্তিস্থিত্যে। যো হুনে ভোগেন অপর্য-

মুঠে স পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ। কৈবল্য প্রাপ্তান্তর্হি সন্তি চ বহবঃ কেবলিনঃ, তে হি ত্রীণি বন্ধনানি ছিষ্টা কৈবল্যং প্রাপ্তাঃ, ঈশ্বরস্ত চ তৎসম্বন্ধো ন ভূতো ন ভাবী। যথা মুক্তস্ত পূর্বা বন্ধকোটিঃ প্রজ্ঞায়তে নৈবমীশ্বরস্ত, যথা বা প্রকৃতিলীনস্ত উত্তরা বন্ধকোটিঃ সম্ভাব্যতে নৈবমীশ্বরস্ত, স তু সর্দৈব মুক্তঃ সর্দৈবেশ্বর ইতি। যোহসৌ প্রকৃষ্টসম্বো-  
পদাদানাদীশ্বরস্ত শাস্তিক উৎকর্ষঃ স কিং সনিমিত্তঃ? আহোশ্বিন্নিনিমিত্ত ইতি? তস্ত শাস্ত্রং নিমিত্তম্। শাস্ত্রং পুনঃ কিম্নিমিত্তম্? প্রকৃষ্টসম্বনিমিত্তম্। এতযোঃ শাস্ত্রোৎ-  
কর্ষয়োবীশ্বরসম্বো বর্তমানমোবনাদিঃ সম্বন্ধঃ। এতস্মাদ্ এতন্তবতি সর্দৈবেশ্বরঃ সর্দৈব মুক্ত ইতি।

তচ্চ তন্তৈশ্বর্যং সাম্যাতিশয়বিনিমুক্তং, ন তাবদ্ ঐশ্বর্যাস্তবেণ তদতিশয্যতে, যদেবাতিশয়ি স্তাৎ তদেব তৎ স্তাৎ, তস্মাদ্ যত্র কাষ্ঠাপ্রাপ্তিবৈশ্বর্যস্ত স ঈশ্বরঃ। ন চ তৎসমানমৈশ্বর্যমস্তি, কস্মাদ্, স্বয়োস্কল্যায়োরেকস্মিন্ যুগপৎ কামিতেহেতুর্থে নবমিদমস্ত পুরাণমিদমস্ত ইত্যেকস্ত সিদ্ধৌ ইতরস্ত প্রাকাম্যবিঘাতাদুনৎ প্রসক্তং, স্বয়োস্ক তুল্যায়োযুগপৎ কামিতার্থপ্রাপ্তিনাস্ত্যর্থস্ত বিকল্পস্তাৎ। তস্মাদ্ যস্ত সাম্যাতিশয়-  
বিনিমুক্তমৈশ্বর্যং স ঈশ্বরঃ, স চ পুরুষবিশেষ ইতি ॥ ২৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ—প্রধান ও পুরুষ হইতে ব্যতিবিজ্ঞ সেই ঈশ্বর কে (১)।—

২৪। ক্লেশ, কর্ম, বিপাক ও আশয়েব দ্বাবা অপবাস্যুট পুরুষবিশেষই ঈশ্বর ॥ ২৪

ক্লেশ=অবিজ্ঞা, পুণ্য ও পাপ=কর্ম অর্থাৎ কর্মেব লঙ্ঘন; কর্মেব কলই বিপাক, আব সেই বিপাকেব অল্পরূপ (কোন এক বিপাক অল্পভূত হইলে সেই অল্পভূতি-জাত স্তবৎ সেই বিপাকেব অল্পরূপ) বাসনাসকল আশয়। ইহাবা মনে বর্তমান থাকিবা পুরুষে ব্যপদ্বিষ্ট হয় বা আবোপিত বলিবা বোধ হয়, (তাহাতে) পুরুষ সেই কলেব ভোক্তৃরূপ হন। যেমন জ্ব বা পবাজ্ব যোক্তৃসৈনিকসকলে বর্তমান থাকিবা, সৈন্তসামীতে ব্যপদ্বিষ্ট হয়, সেইরূপ। যিনি এই ভোগেব (ভোক্তৃভাবেব) ব্যপদেশেব দ্বাবাও (অনাদিমুক্তহেতু) অপবাস্যুট (অস্পৃষ্ট বা অসংযুক্ত) সেই পুরুষবিশেষই ঈশ্বর। কৈবল্য প্রাপ্ত হইবাছেন এইরূপ অনেক কেবলী পুরুষ আছেন, তাহাবা জিবিধ বন্ধন (২) ছেদ কবিবা কৈবল্য প্রাপ্ত হইবাছেন। ঈশ্ববেব সেই সম্বন্ধ ভূতকালে ছিল না, ভবিষ্যৎকালেও হইবে না। যেমন মুক্তপুরুষেব পূর্ববন্ধকোটি (৩) জানা যাব, ঈশ্ববেব সেইরূপ নহে। প্রকৃতিলীনেব উত্তরবন্ধকোটিব সম্ভাবনা আছে, ঈশ্ববেব সেইরূপ নাই, তিনি সদাই মুক্ত, সদাই ঈশ্বর। ঈশ্ববেব যে এই প্রকৃষ্ট-বুদ্ধি-সম্বোধাদান-হেতু (৪) শাস্ত্রিক উৎকর্ষ, তাহা কি সনিমিত্ত (সপ্রমাণক) অথবা নিনিমিত্তক (নিস্ত্রমাণক)? তাহাব শাস্ত্রই নিমিত্ত বা প্রমাণ। শাস্ত্র আবাব কি প্রমাণক? প্রকৃষ্ট সম্বপ্রমাণক। ঈশ্বরসম্বো (চিন্তে) বর্তমান এই শাস্ত্র বা মোক্ষবিজ্ঞা এবং উৎকর্ষেব বা ঐশ্ববিজ্ঞানেব অনাদি সম্বন্ধ (৫)। ইহা হইতে (উপবে উক্ত বুদ্ধিসকল হইতে) সিদ্ধ হইতেছে—তিনি সদাই ঈশ্বর ও সদাই মুক্ত।

তাহাব ঐশ্বর্য সাম্য ও অতিশয় শূন্য। (কিরূপে? তাহা স্পষ্ট কবিবা বলিতেছেন) যাহা অস্ত্র কাহাবও ঐশ্ববেব দ্বাবা অতিক্রান্ত হইবা নহে, যাহা সর্বাপেক্ষা মহৎ ঐশ্বর্য এবং যে-ঐশ্বর্য নিবতিশয় তাহাই ঈশ্বরেব। সেই কাণ্ড যে-পুরুষে ঐশ্ববেব কাষ্ঠাপ্রাপ্তি হইয়াছে, তিনিই ঈশ্বর। তাহার



ঐশ্বৰ্য্যে তুল্য আৰু ঐশ্বৰ্য্য নাই, কেননা (সমান ঐশ্বৰ্য্যশালী দুই পুৰুষ থাকিলে) হুইজনে একই বস্তুতে, একই সময়ে যদি 'ইহা নুতন হটক' ও 'ইহা পুৰণ হটক' এইদৰে বিপৰীত কামনা কৰেন, তাহা হইলে এদেৰ কামনা নিষ্ফল হইলে, অপৰেৰ প্ৰাকাম্যাহানি-প্ৰযুক্ত ন্যূনতা হইবে; এবং উভয়ে তুল্যঐশ্বৰ্য্যশালী হইলে বিৰুদ্ধতাহে কাহাবও কামিত অৰ্থেৰ প্ৰাপ্তি হইবে না। সেই কাৰণ (৬) যাহাব ঐশ্বৰ্য্য সাম্যাতিশয়শূন্য, তিনিই ঐশ্বৰ, কিঞ্চ তিনি পুৰুষবিশেষ।

টীকা। ২৪।(১) ঐশ্বৰ যে প্ৰধানতঃ ও পুৰুষতঃ নহেন, তাহা বিশেষৰূপে জানা উচিত। ঐশ্বৰও প্ৰধান-পুৰুষ-নিৰ্মিত। তিনি পুৰুষবিশেষ এবং তাহাব ঐশ্বৰিক উপাধি প্ৰাকৃত। বস্তুতঃ পুৰুষোপদৃষ্ট যে প্ৰাকৃত উপাধি অনাদিকাল হইতে নিবতিশৰ উৎকৰ্ষসম্পন্ন (সৰ্বজ্ঞতা ও সৰ্বশক্তি-যুক্ত), তাহাই ঐশ্বৰিক উপাধি। পৰমার্থ সাধনেচ্ছা বোণীবা কেবল তাদৃশ নিৰ্মল জ্ঞান ঐশ্বৰিক আদৰ্শে স্থিতী হইবা তৎপ্ৰাধান-পৰাবণ হন। (২৪ হুয়ে ঐশ্বৰেৰ জ্ঞান্য লক্ষণ, ২৫ হুয়ে প্ৰমাণ ও ২৬ হুয়ে বিনবণ প্ৰধান কৰা হইবাছে)।

২৪।(২) প্ৰাকৃতিক, বৈকাৰিক ও দাক্ষিণ এই ত্ৰিবিধ বন্ধন। প্ৰকৃতিজনীন্দেৰ প্ৰাকৃতিক বন্ধন। বিদেহদেব বৈকাৰিক বন্ধন, কাৰণ তাহাৰা মূল্য প্ৰকৃতি পৰ্বত যাইতে পাবেন না; তাহাদেব চিত্ত উদ্ভিত হইলে প্ৰকৃতি-বিকাবেই পৰ্ববসিত থাকে। দক্ষিণাদিনিপাত্ত বজ্জাদিৰ দ্বাৰা ইহামুক্ত-বিষয়ভোগীন্দেৰ দাক্ষিণ বন্ধন।

২৪।(৩) যেমন কপিলাদি ঋষি পূৰ্বে বদ্ধ ছিলেন পৰে মুক্ত হইলেন জানা বাৰ অথবা কোনও প্ৰকৃতিজনীন্দ অধুনা মুক্তং আছেন, কিন্তু পৰে ব্যক্ত উপাধি লইবা ঐশ্বৰলংঘণে বদ্ধ হইবেন জানা বাৰ, ঐশ্বৰেৰ সেইদৰে বন্ধন নাই ও হইবে না। ভূত ও ভাবী বতকাল আৰম্ভা চিন্তা কৰিতে পাবি তাহাতে যে-পুৰুষেৰ ভূত ও ভাবী বন্ধন জানিতে পাবি না তিনিই ঐশ্বৰ।

২৪।(৪) প্ৰকৃষ্ট বা সৰ্বাপেক্ষা উত্তম বা নিবতিশৰ-উৎকৰ্ষযুক্ত, যথা অনাদি বিবেক-খ্যাতিহেতু অনাদি সৰ্বজ্ঞতা ও সৰ্বভাবাধিষ্ঠাতৃশূন্য সম্বোধনাদান বা উপাধিবোধ। অল্পমান দ্বাৰা ঐশ্বৰেৰ সত্তায়াজ নিষেহ হয়, কিন্তু কল্পেৰ আদিত জ্ঞানধৰ্ম-প্ৰকাশাদি তৎসবন্ধীৰ বিশেষ জ্ঞান শাস্ত্ৰ হইতে হয়। কপিলাদি ঋষিগণ সৌক্ষ্মৰেৰ আদিৰ উপদেষ্টা, ঋতি আছে "কৰ্মি প্ৰস্তুতঃ কপিলঃ বস্তুমগ্ৰে জ্ঞানৈবিততি" ইত্যাদি, অৰ্থাৎ কপিলবিও ঐশ্বৰেৰ নিকট জ্ঞান লাভ কৰেন। ঋষিগণ হইতেই শাস্ত্ৰ (অবস্ত সৌক্ষ্মশাস্ত্ৰ ইথানে মুখ্যতঃ প্ৰাৰ) স্তুতবাং শাস্ত্ৰও মূলতঃ ঐশ্বৰ হইতে। এই সৰ্গ-পৰম্পৰা অনাদি বলিৰা 'ঐশ্বৰ হইতে শাস্ত্ৰ (সৌক্ষ্মবিজ্ঞা) ও শাস্ত্ৰ হইতে ঐশ্বৰজ্ঞান' এই নিমিত্ত-পৰম্পৰাও অনাদি।

আৰু বৃষ্টিতে হইবে যে সার্বজ্ঞ্য অৰ্থে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বৰ্তমান সমস্ত অক্ৰমে যুগপৎ জানা। সাক্ষাৎ জানাতে তাহাব নিকট অতীতানাগত থাকিবে না, সবই বৰ্তমান বা কৰ্মমাজ, (কাৰণ সাক্ষাৎ জানাই বৰ্তমান)। অন্তৰ্ঘৰ তাহাব নিকট কাল কেবল অণুমাজ, পূৰ্বোক্তকাল থাকিবে না, স্তুতবাং সমস্ত জানাব মূল অন্তৰ্হিত হইবা তাহাব জ্ঞান জিন্সা বা চিত্তবৃত্তি স্বভাৱে বদ্ধ থাকিবে এবং তিনি ঐষ্টব্যকৰূপে অবস্থান কৰিবেন। এই কাৰণে সৰ্বজ্ঞ পুৰুষকে শাস্ত্ৰ, সমাহিত ও স্বহ বলিৰা বৃষ্টিতে হইবে।

২৪।(৫) ঐশ্বৰসম্মে (চিত্তে) বৰ্তমান যে উৎকৰ্ষ বা অনাদি-যুক্ততা সার্বজ্ঞ্য প্ৰভৃতি এবং সেই উৎকৰ্ষযুক্ত যে সৌক্ষ্মশাস্ত্ৰ, তাহাদেব নিমিত্ত-নৈমিত্তিক সম্বন্ধ অনাদি। অৰ্থাৎ অনাদি-

মুক্ত ঈশ্বরও যেমন আছেন, অনাদি মোক্ষশাস্ত্রও সেইরূপ আছে। আশক্তি হইতে পাবে এইরূপ অনেক 'শাস্ত্র' আছে যাহা সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের প্রভাবে রূঢ় হওয়া দূর্বের কথা, পবিত্র তাহারেব কর্তা বুদ্ধিমান ও সচরিত্র ব্যক্তিও নহেন। তাহা মত্যা, তজ্জ্ঞ কেবল মোক্ষবিজ্ঞাই শাস্ত্র-শব্দবাচ্য করা সম্ভব। প্রচলিত শাস্ত্রসকল সেই মোক্ষবিজ্ঞা অবলম্বনে বচিতি। (বস্তুতঃ এহলে শাস্ত্র অর্থে ঐশ্ববিজ্ঞান বাহা মোক্ষবিজ্ঞাব মূল, সুতবাং শাস্ত্র শব্দের অর্থ গ্রহবিশেষ নহে কিন্তু বিজ্ঞাবিশেষ—লিঙ্গপূৰ্ণা উত্তবাব্ধ)।

২৪।(৬) অনেক ঐশ্বৰ্যলপ্পর পুরুষ আছেন; ঈশ্বরও তাদৃশ, কিন্তু ঈশ্বরের তুল্যা বা তদধিক ঐশ্বৰ্যশালী পুরুষ থাকিলে ঈশ্বরই সিদ্ধ হয় না, সেই কাবণ বাহার ঐশ্বৰ্য নিবতিশযবহেতু সাম্যাতিশযবশ্ত তিনিই ঈশ্বরপদবাচ্য।

ভাস্ত্রম্। কিঞ্চ—

তত্র নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞবীজম্ ॥ ২৫ ॥

যদিদম্ অতীতানাগতপ্রত্যুৎপন্নপ্রত্যেকসমুচ্চয়াতীন্দ্রিয়গ্রহণময়ং বহু ইতি সর্বজ্ঞ-বীজম্, এতচ্চি বৰ্ধমানং যত্র নিবতিশয়ং স সর্বজ্ঞঃ। অস্তি কাষ্ঠাপ্রাপ্তিঃ সর্বজ্ঞবীজস্ত, সাতিশয়ত্বাৎ, পৰিমাণবদিত্তি। যত্র কাষ্ঠাপ্রাপ্তিঃ জ্ঞানশ্চ স সর্বজ্ঞঃ স চ পুরুষবিশেষ ইতি। সামান্তমাত্রোপসংহারে কৃতোপক্ষরমমুমানং ন বিশেষ-প্রতিপত্তৌ সমর্থম্ ইতি তস্ত সংজ্ঞাদিবিশেষপ্রতিপত্তিরাগমতঃ পর্যবেক্ষা। তন্মাত্ৰানুগ্রহাভাবেহপি ভূতানুগ্রহঃ প্রযোজনম্, জ্ঞানধর্মোপদেশেন কল্পপ্রলয়মহাপ্রলয়েম্ সংসাবিধঃ পুরুষান্ উদ্ভবিত্ত্বামীতি। তথা চোক্তম্ “আদিবিদ্বান্ নির্মাণচিত্তমধিষ্ঠান্ন কারুণ্যাদ্ ভগবান্ পরমর্ষিরাত্মরয়ে জিজ্ঞাসমানান্ন তজ্জং প্রোবাচ” ইতি ॥ ২৫ ॥

ভাস্ত্রানুবাদ—কিঞ্চ (আবও)—

২৫। তাঁহাতে সর্বজ্ঞবীজ নিবতিশযব প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ২

অতীত, অনাগত ও বর্তমান ইহাদের প্রত্যেক ও সমষ্টিকরূপে বর্তমান (অর্থাৎ অতীতাদি কোন একটি বিষয় বা একজ বহু বিষয়ের) যে (কোন জীব) অন্ন, (কোন জীব বা) অধিক, অতীন্দ্রিয়জ্ঞান দেখা যায়, তাহাই (১), সর্বজ্ঞবীজ বা সার্বজ্ঞেয় অল্পমাপক। এই (অন্ন, বহু, বহুতব ইত্যেবস্ত্রকাব) জ্ঞান বৰ্ধমান হইবা যে-পুরুষ নিবতিশযব প্রাপ্ত হইবাছে, তিনিই সর্বজ্ঞ। (এ বিষয়ের স্তাষ এইরূপ)।

সর্বজ্ঞ বীজ কাষ্ঠা প্রাপ্ত (বা নিবতিশয) হইবাছে।

সাতিশযব হেতু, (অর্থাৎ ক্রমশঃ বৰ্ধমানব হেতু)।

পরিমাণেব স্তাষ; (পরিমাণ যেমন ক্রমশঃ বৰ্ধমান হওয়াতে নিবতিশয, তদ্বৎ)

যে-পুরুষ তাহার কাষ্ঠাপ্রাপ্তি হইবাছে তিনিই সর্বজ্ঞ, আর তিনি পুরুষবিশেষ।

( সর্বজ্ঞ পুরুষ আছেন, এইরূপ ) সামান্যেব নিশ্চয়মাত্র কবিবাহি অল্পমানেব কার্য পর্যবসিত হয়, তাহা বিশেষ-জ্ঞান-জননে সমর্থ নহে। অতএব ঈশ্ববেব সংজ্ঞাদ্বি বিশেষ-জ্ঞান আগম হইতে জ্ঞাতব্য। তাঁহাব যোগকাৰেব প্রযোজন না থাকিলেও ‘কল্পপ্রলয়-মহাপ্রলয়সকলে জ্ঞান-ধর্মের উপদেশদ্বাবা সংসারী পুরুষসকলকে উদ্ধাব করিব’ এইরূপ জীবাত্মগ্রহ তাঁহাব প্রবৃত্তিৰ প্রযোজন (২)। (এ বিষয়ে পঞ্চশিখাচার্যেব দ্বাবা) ইহা কথিত হইবাছে, “আদিবিদ্বান্ ভগবান্ পবময়ি কপিল কল্পণাপূর্বক নির্মাণ-চিন্তাধিষ্ঠানপূর্বক জিজ্ঞাসমান আত্মবিকে ভক্ত বা সাংখ্যশাস্ত্র বলিবাছিলেন।”

টীকা। ২৫।(১) ইহাতে ঈশ্ব-সিদ্ধিৰ অল্পমানপ্রণালী কথিত হইবাছে, তাহা বিশদ কবিবা উক্ত হইতেছে—

(ক) যদি কোন অমেঘ পদার্থকে অংগভঃ বা ঋগুপেণ গ্রহণ কবা যায়, তবে সেই অংশসকল অসংখ্য হইবে। অর্থাৎ অমেঘ = মেঘ = অসংখ্য।

যেমন অমেঘ কালকে যদি মেঘ বর্চাব ভাগ কবা যায় তবে অসংখ্য বর্চা পাওবা যাইবে।

(খ) যদি কোন অমেঘ পদার্থেব ভাগসকল সাতিশষী বা ক্রমশঃ বিবর্মানরূপে গ্রহণ কবা যায় তবে শেষে তাহা এক নিবতিশষ বৃহৎ পদার্থ হইবে, অর্থাৎ তাহা অপেক্ষা বৃহত্তব পদার্থ আব ধাবণাব যোগ্য হইবে না। তাহাই নিবতিশষ মহত্ব। অতএব—

মেঘ ভাগ  $\times$  অসংখ্য = নিবতিশষ, অর্থাৎ অসংখ্য সাত্ত পদার্থ = নিবতিশষ বৃহৎ।

যেমন পবিমাণেব অংশ-সকলকে একহাত, এককোশ, ৮,০০০ কোশ ইত্যাদিরূপ বর্মান কবিবা যদি গ্রহণ কবা যায়, তবে শেষে এইরূপ বৃহৎ পবিমাণে উপনীত হইতে হইবে যে, বাহা অপেক্ষা বৃহত্তব পবিমাণ ধাবণাব্যোগ্য নহে; তাহাই নিবতিশষ বৃহৎ পবিমাণ।

(গ) আমাদের জ্ঞানশক্তিৰ মূল উপাদান যে প্রকৃতি তাহা অমেঘ পদার্থ। নান্য জীবে অল্প, অধিক, অত্যধিক ইত্যাদিরূপে যে জ্ঞানশক্তি দেখা যায় তাহাবা সেই অমেঘ প্রমানেব ঋগুপ।

(ক)-অল্পসাবে অমেঘ পদার্থেব ঋগুপসকল অসংখ্য হইবে। স্ততবাং জ্ঞানশক্তিসকল অর্থাৎ জীবসকল অসংখ্য।

(ঘ) কিম্বি হইতে মানব পর্বন্ত যে জ্ঞানশক্তি, তাহা ক্রমশঃ উৎকর্ষ প্রাপ্ত\* স্ততবাং তাহা সাতিশষ। কিন্তু (খ)-অল্পসাবে যে সকল সাতিশষ পদার্থেব উপাদান অমেঘ তাহাবা শেষে নিবতিশষ হয়।

সাতিশষ জ্ঞানশক্তিসকলেব কাবণ অমেঘ ( বাহা অপেক্ষা বড় আছে তাহা সাতিশষ )।

অতএব তাহাবা শেষে নিবতিশষ প্রাপ্ত হইবে ( বাহা অপেক্ষা বড় নাই তাহা নিবতিশষ )।

(ঙ) সেই নিবতিশষ জ্ঞানশক্তি বাহাব তিনিই ঈশ্বব।

সূত্র ও ভাষ্যকাৰেব সম্মত এই অল্পমানেব দ্বাবা ঈশ্ববসম্বন্ধে সামান্য জ্ঞান অর্থাৎ তাদৃশ পুরুষ যে আছেন ইহা মাত্র নিশ্চয় হয়। আগম হইতে অর্থাৎ যে ব্যক্তিব তাঁহাব প্রণিধান হইতে তাঁহাব বিষয় বিশেষরূপে উপলব্ধি কবিবাছেন তাঁহাদেব বাক্য হইতে, ঈশ্ববেব সংজ্ঞাদ্বি বিশেষ জ্ঞাতব্য।

২৫।(২) সাধাবণ মহত্তেব চিন্ত পূর্ব-সংস্কাববশে অবশীভূতভাবে নিবস্তব প্রবর্তিত হইবা থাকে, তাহাকে নিবৃত্ত কবিবাব ইচ্ছা কবিলে তাহা নিবৃত্ত হয় না। বিবেকসিদ্ধ যোগী যখন সর্ব-

\* জ্ঞানশক্তিসকল ত্রিগুণমুক্ত, সম্বের আধিক্য তাহাদেব উৎকর্ষেব কারণ। গুণসম্বোধেব অসংখ্য ভেদ হইতে পারে। সম্বের ত্রিবি আধিক্যই জ্ঞানশক্তিসমূহেব ত্রিবি উৎকর্ষরূপ সাতিশষেব মূল কারণ।

সংস্কারকে নাশ কবিতা চিত্তকে সম্যক্ নিরুদ্ধ কবিত্তে পাবেন, তখন তিনি যদি কোন প্রয়োজনে 'এতকাল নিরুদ্ধ থাকিব' এইরূপ সংকল্পপূর্বক চিত্তনিবোধ কবেন, তবে ঠিক ততকাল পবে তাঁহাব নিবোধক্ষয় হইয়া চিত্ত ব্যস্ত হইবে।\* তখন যে চিত্ত উঠিবে তাহাব প্রবৃত্তিবে হেতুত্ব আব অবিচ্ছিন্নক সংস্কার না থাকিতে সাধাবশেষে তায় অবশভাবে উঠিবে না, পবন্ত তাহা যোগীব ইষ্টভাবে বিচ্ছিন্নক হইয়া উঠিবে। যোগী সেই চিত্তেব কার্যের দ্বাৰা বদ্ধ হন না, কাবণ তাহা যেমন ইচ্ছামাত্রে উঠে তেমনই ইচ্ছামাত্রে যোগী তাহা বিলীন কবিত্তে পাবেন, যেমন নট বায় সাজিলে তাহাব 'আমি বায়' এইরূপ ভ্রান্তি হয় না, সেইরূপ। ঈদৃশ চিত্তকে নির্মাণচিত্ত বলে। অবশ্য যে কৃতকার্য যোগী 'আমি অনন্ত কালেব জ্ঞান প্রাপ্ত হইব' এইরূপ সংকল্পপূর্বক নিরুদ্ধ হন, তাঁহাব আব নির্মাণচিত্ত হইবাব সম্ভাবনা নাই।

মুক্তপুরুষগণও এতাদৃশ নির্মাণচিত্তেব দ্বাৰা কার্য কবিত্তে পাবেন, ইহা সাংখ্যশাস্ত্রেব সিদ্ধান্ত। ভাষ্যকাব পঞ্চশিখ ধ্ববিব বচন উদ্ধৃত কবিয়া ইহা প্রমাণ কবিয়াছেন। ঈশবও তাদৃশ নির্মাণচিত্তেব দ্বাৰা জীবাত্মগ্রহ কবেন। 'ঈশব মুক্ত পুরুষ হইলেও কিরূপে ভূতাত্মগ্রহ কবেন' এই প্রশ্ন ইহার দ্বাৰা নিবাক্ত হইল। নির্মাণচিত্ত কোন প্রয়োজনে যোগীব বিকাশ কবেন। 'সংসারী জীবকে সংসার-বন্ধন হইতে জ্ঞানধর্মোপদেশেব দ্বাৰা মুক্ত কবিব' এইরূপ জীবাত্মগ্রহই ঐশবিক নির্মাণচিত্ত বিকাশেব প্রয়োজক। কল্পপ্রলয়ে ও মহাপ্রলয়ে যে ভগবান্ ঐক্লব নির্মাণচিত্ত কবেন, ইহা ভাষ্যকাবাব মত। জ্ঞতবাং ধীহাবা কেবলমাত্র ঈশব হইতে জ্ঞানধর্মলাভে পর্ববসিতবুদ্ধি, তাঁহাবা প্রলয়কালে তাহা লাভ কবিবেন। কিন্তু ঈশব-প্রাণিধানাদি উপায়ে চিত্তকে সমাহিত কবিয়া প্রচলিত মোক্ষবিচ্ছাব দ্বারা ধীহাবা পাবদর্শী হইতে ইচ্ছুক, তাঁহাৰেব কালনিয়ম নাই। অজ্ঞগ্রহ অর্থে অনিষ্ট নিবাবণপূর্বক ইষ্ট সাধনেচ্ছা, ধীহাব নিজেব অনিষ্ট নাই তাঁহাব আত্মাত্মগ্রহও নাই।

সাংখ্যসূত্রে "ঈশবাসিক্তে" এবং যোগে ঈশববিবয়ক সূত্রে পাঠ কবিয়া একটি ভ্রান্ত ধাবণা এদেশে চলিয়া আসিতেছে, কেহ কেহ মনে কবেন যোগ সেশব সাংখ্য। ইহা সাংখ্যেব প্রতিপক্ষদেব আবিষ্কাব।

বস্তুতঃ ভগবতাব উপাদানভূত ও (ঐষ্টরূপ) নিমিত্তভূত তত্ত্বসকলেব মধ্যে যে ঈশব নাই, ইহা সাংখ্য প্রতিপাদন কবেন, যোগেবও অবিকল তাহা মত। উপনিষদও তাহাই বলেন যথা, "ইজ্জিষেভ্যঃ পবা হ্যর্থা অর্থেভ্যঃ পবঃ মনঃ। মনসন্ত পবা বুদ্ধিবুদ্ধেবাস্ত্বা মহান্ পবঃ ॥ মহতঃ পবমব্যক্তন্ অব্যক্তাং পুরুষঃ পবঃ। পুরুষায় পবং কিঞ্চিৎ সা কাঠা সা পবা পতিঃ ॥" (কঠ)। ইহাতে কোথাও ঈশবেব উল্লেখ নাই। মহাত্মবতও ভদ্র বুঝাইতে শিষ্য-ঐ শ্রুতিবই প্রতিদ্বন্দ্বি কবিয়াছেন, যথা, "ইজ্জিষেভ্যঃ পবা হ্যর্থা অর্থেভ্যঃ পবমঃ মনঃ। মনসন্ত পবা বুদ্ধিবুদ্ধেবাস্ত্বা পবো মহতঃ ॥" (শান্তিপর্ব)। এখানেও ঈশবেব উল্লেখ নাই। প্রধান ও পুরুষ হইতে সমস্ত জগৎ হইয়াছে ইহা মৌলিক দৃষ্টিতে সত্য হইলেও এক বিশেষ সৃষ্টিকৃৎ বচনাব জন্ম কোন মহাপুরুষেব সংকল্প আবশ্যক (সংকল্প অর্থে এখানে বিশ্বব্রহ্মবীৰ্য্যভিমান, অভিমান থাকিলেই সংকল্প-কল্পনাদি থাকিবে) কিন্তু নিঃশৃং মুক্তপুরুষের সংকল্প ইচ্ছা আদি থাকিতে পাবে না এ বিষয়ে সাংখ্য ও যোগ

\* যেমন 'কাল অতি প্রাতে উঠিব' এইরূপ দৃঢ় সংকল্পপূর্বক বাজে ঘুাইলে তখন অতি প্রত্যয়ে নিদ্রাভঙ্গ হয়, তখন (নিদ্রা)।

একমত। যোগদ্বয়ে ও ভাষ্যে কুজাপি এইরূপ নাই যে, 'মুক্ত ঈশবেব ইচ্ছার এই জগৎ' হইয়াছে, পূর্বসিদ্ধেব (৩৪৫) বা হিবধ্যগর্ভেব অধীশ্বেব কথাই আছে। ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি হিবধ্যগর্ভ বা প্রজাপতি বা জন্তুঈশব সাংখ্যশব্দে বটে, কিন্তু তিনি প্রকৃতসমুত্ত ইচ্ছার দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডেব রচয়িতা, মূল উপাদানের স্রষ্টা নহেন। এই বিশ্বপ্রকৃতিও পুরুষ-সমুত্ত, ইহা সাংখ্য, যোগ ও উপনিষদেব লিঙ্কান্ত। সাংখ্য যে-সমস্ত বৃত্তি দিয়া জগৎকর্তা মুক্তপুরুষ ঈশব নিবাস করেন, যোগেব ঈশব তদ্বারা নিবৃত্ত হন না। বৎ সাংখ্যেব দ্বিকৃ হইতেও যোগেব ঈশব সিদ্ধ হয়, তাহা বধা :

প্রধান ও পুরুষ অনাদি।

মুতবাং প্রধান ও পুরুষ হইতে যে যে প্রকাব বস্তু হইতে পাবে তাহারাও অনাদি।

অতএব যেমন বস্তুপুরুষ অনাদি কাল হইতে আছে মুক্তপুরুষও সেইরূপ অনাদি কাল হইতে আছেন।

সর্বকালেই যে-মুক্তপুরুষ নিরতিশয় উৎকর্ষ-সম্পন্ন এবং বিনি নির্মাণচিত্তকণ-বিভ্রামুক্ত হইয়া ভূতাল্লগ্রহ করেন তিনিই ঈশব।

অতএব নিবতিশয় উৎকর্ষ-সম্পন্ন অনাদি-মুক্ত পুরুষ থাকি সাংখ্য-দৃষ্টিতে স্রাব্য, এবং মুক্ত পুরুষেবাও যে নির্মাণচিত্তেব দাবা ভূতাল্লগ্রহ করেন, তাহা ভাষ্যকাব সাংখ্যেব বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন। অতএব, "সাংখ্যযোগো পৃথগ্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ। একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ 'যঃ পশ্চতি ন পশ্চতি ॥' (গীতা)।

অনাদিমুক্ত পুরুষ নিত্যকাল-যাবৎ প্রলয়কালে জ্ঞানবর্ষ উপদেশ কবিত্তে থাকিবেন—যোগ-লক্ষ্যদ্বায়ে এই যে মত প্রচলিত ছিল তাহাতে অনেকের সংশয় হয়। বহিচ ইহা যোগের অতি অনাবশ্যক বিষয়ে সংশয় তথাপি ইহা বিচার্য। এই সংশয় বস্তু সহজ বলিয়া মনে হয় প্রকৃতপক্ষে উহা তত সহজ নহে, সংশয়কর্তার প্রব্রী লদোষ। বাহ্যকে কেহ অনাদি-অনন্তকাল মনে করে তাহা কার্যতঃ তাহাব নিকট সাধি-সান্ত এবং সর্বদাই তাহা সেইরূপই থাকিবে। অতএব শব্দকেব প্রকৃত প্রব্র, 'এতাবৎ অবচ্ছিন্ন কালে কোন মুক্ত পুরুষ জ্ঞানবর্ষ প্রকাশ কবিয়া জীবাত্মগ্রহ করেন কিনা'—এইরূপই হইবে। অবচ্ছিন্ন কাল ধাবণা কবিত্তে না পারিলেও তাহা ধাবণাযোগ্য মনে কবিয়া শব্দক একরূপ প্রব্র বা শব্দা কবিয়া থাকেন। মূতবাং তাদৃশ অনন্তবকে সন্তব ধবিয়া লইয়া প্রব্র কবিলে প্রব্রবই দোষ বলিয়া উক্ত মিতে হইবে।

অবচ্ছিন্নকালে কোন মুক্ত পুরুষ জীবাত্মগ্রহ যে কবিত্তে পাবেন ইহাতে কাহাবও আপত্তি হইতে পাবে না, কিঞ্চ ইহা আগমের বিষয়, দর্শনের বিষয় নহে। আবও এক বিষয় ব্রষ্টব্য। কাহাবা ত্রিকালবিং, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্ তাহাবা ভবিষ্যৎকে বর্তমানই দেখেন এবং সেই বর্তমান তাহায়েব ব্যবহার্যও হয়। তাহাতে তিনি এইরূপ কাবণ যেচ্ছাব সংযোগ কবিত্তে পাবেন অথবা সেই ভবিষ্যৎ কাবণ-কার্য-স্রোত এইরূপ নিষমিত কবিয়া দিতে পাবেন যে, পবে তাহাব ঈশিত্ব না থাকিলেও তখন সেই ভবিষ্যৎ কাহাবও নিকট বর্তমান হইবে তখন সেই নিষমিত কাবণ-কার্যের ফলই সে দেখিবে। যেমন কেহ এক গৃহ নির্মাণ কবিয়া বৃত্ত হইলেও পবেব লোকেবা সেই গৃহে বাসাদি কবিত্তে পাবে, সেইরূপ সর্বশক্তি ত্রিকালবিং, তাহাব নিকট বর্তমানবৎ যে কোনও ভবিষ্যৎ কালের ঘটনাব অর্থাৎ 'ঈদৃশ জীবের বিবেকজ্ঞান অস্তবে প্রফুট হউক'—এইরূপভাবে কাবণকার্যস্রোতকে নিষমিত কবিয়া দিতে পাবেন যদ্বা তাদৃশ জীবের সেই কালে কাবণকার্যের নিষমনে মূতই বিবেক প্রফুট

হইবে। ইহা সম্ভব হইলে তুমি যে অবচ্ছিন্ন কালকে অনাদি-অনন্ত মনে কব ও বল তাহাতে সর্ব-কালেই ইহা সম্ভব বলিতে হইবে। যোগসম্প্রদায়েব আগমে ইহাব উল্লেখ থাকাতে এইরূপে ইহার সম্ভাব্যতা বুঝিতে হইবে। কার্যকালে ঐহাব উহাতে আশা করিবে তিনি ঐ উপায়ে এবং অন্তে প্রকৃত দার্শনিক উপায়ে বিবেকলাভ কবিবেন। ঈশব-প্রশিধানে স্বাভাবিক নিয়মে সমাদি ও বিবেকলাভ যে কার্যকব উপায তাহাই দর্শনেব প্রতিপাত্ত ও তাহাই হুত্ৰকাব প্রতিপাদিত কৰিষাছেন।

এবিষয়ে এই সব কথা স্মৰ্তব্য, যথা . ১। (সমুদ্র বা নিগুণ) ঈশব হইতে বিবেকজ্ঞানই লভ্য, অল্প কিছু নহে। ২। ঐহাবা ঈশবেব নিকট হইতেই বা প্রাপ্তস্ত এশ নিয়মানেব দাবাই উহা লাভ কৰিতে ইচ্ছু তাঁহাবাই উহা লাভ কৰিবেন এবং কেবল তাঁহাদেব জ্ঞানই ঐক্লপ এশ নিয়মন ব্যবহাপিত হইতে পাবে। ৩। লোকেব দৃষ্টভূত হইবা ঈশবেক বিবেক প্রকাশ কৰিতে হয় না, কিন্তু যোগীব হৃদয়ে উহা তাঁহাব উপযুক্ত অলৌকিক নিয়মেই প্রকটিত হয়। ৪। যেমন সর্বকালে মুক্ত পুংস্ব আছেন বলিষা অনাদিমুক্ত ঈশব স্বীকাব কবা হয়, সেইক্লপ সর্বকালেই এইক্লপ কোনও এশ নিয়মন থাকিতে পাবে যদ্বাবা পুংস্বাস্তব হইতে বিবেকলাভেচ্ছু সাধকেব হৃদয়ে বিবেকজ্ঞান প্রস্তুতি হইবে। ৫। অবশ্য, বিবেকেব প্রাপ্তিতে সাধকেব উপযোগিতা চাই নচেৎ সকলেব পক্ষেই উহা প্রাপ্য হইত ও সকলেবই সংস্খতিব উচ্ছন্ন হইত, তাহা যখন হয় নাই তখন কেবল উপযোগী সাধকেবই উহা হইবে। সেই উপযোগিতা ঈশব-সমাপন্নতা ব্যতীত আব কিছু হইতে পাবে না। অবশ্য তাহাব জ্ঞান সমাদি সাধন আবশ্যক এবং সমাদিও আবশ্যক, কেবল অপেক্ষিত বিবেকেই ঐক্লপ এশ নিয়মণে লাভ হইবে—যদি সাধক তাবগ্যাজেই পৰ্ববসিতবুদ্ভি থাকেন। (‘সাংখ্যেব ঈশব’ এবং ‘শঙ্কানিবাল’ ১০ দ্রষ্টব্য)

ঈশব সম্বন্ধে আবও বিবরণ ‘সাংখ্যেব ঈশব’ প্রকরণে বিবৃত হইষাছে।

ভাষ্যম্। স এষঃ—

পূৰ্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ ॥ ২৬ ॥

পূৰ্বে হি গুৰবঃ কালেন অবচ্ছেদান্তে, যত্রাবচ্ছেদার্থেন কালো নোপাবৰ্ততে স এষ পূৰ্বেষামপি গুরুঃ। যথা অন্ত সৰ্গস্তাদৌ প্রকৰ্ষগত্যা সিদ্ধস্তথা অতিক্রান্তসৰ্গাদিষপি প্রত্যোভব্যঃ ॥ ২৬ ॥

২৬। ভাষ্যানুবাদ—তিনি,

(কপিলাদি) পূৰ্ব পূৰ্ব গুরুগণেবও গুরু, কাবণ তাঁহাব ঐশ্বৰ্য-প্রাপ্তি কালাবচ্ছিন্ন নহে ॥ ২

পূৰ্বেকাব (জ্ঞানধৰ্মোপদেষ্টা, মুক্ত, হৃতবাং ঐশ্বৰ্যপ্রাপ্ত কপিলাদি) গুরুগণ কালেব দ্বাবা অবচ্ছিন্ন (১), ঐহাব ঈশবতাব অবচ্ছেদকাবী কাল প্রাপ্ত হওয়া যায না, তিনি পূৰ্ব-গুরুগণেবও

গুরু (২)। যেমন বর্তমান সর্গের আদিতে তিনি উৎকর্ষপ্রাপ্ত হইয়া অবস্থিত, তেমন অভিজ্ঞান্ত সর্গসকলের আদিতেও তিনি সেইরূপ, ইহা জ্ঞাতব্য (৩)।

টীকা। ২৬। (১), (২), (৩) : ২৪ সূত্রের (৩), (৪), (৫) টীকা দ্রষ্টব্য।

### তত্ত্ব বাচকঃ প্রণবঃ ॥ ২৭ ॥

ভাস্কর্যম্। বাচ্য ঈশ্বরঃ প্রণবস্ত। কিমন্ত সংকেতকৃত্ত্বং বাচ্যবাচকত্বম্, অথ প্রদীপপ্রকাশবদবস্থিতমিতি। স্থিতোহস্ত বাচ্যস্ত বাচকেন সহ সম্বন্ধঃ। সংকেতস্ত ঈশ্বরস্ত স্থিতমেবার্থমভিনয়তি, যথা অবস্থিতঃ পিতাপুত্রয়োঃ সম্বন্ধঃ সংকেতেনাবতোত্যতে অয়মন্ত পিতা অয়মন্ত পুত্র ইতি। সর্গান্তরেয়পি বাচ্যবাচকশব্দ্যপেক্ষান্তর্ধেব সংকেতঃ ক্রিয়তে। সম্প্রতিপত্তিনিত্যতরা নিত্যঃ শব্দার্থ সম্বন্ধ ইত্যাগমিনঃ প্রতিজ্ঞানতে ॥ ২৭ ॥

২৭। তাঁহাব বাচক প্রণব বা ওম্ শব্দ ॥ ২৭

ভাস্কর্যমুবাচ—প্রণবের বাচ্য ঈশ্বর। এই বাচ্য-বাচককে কি সংকেতকৃত্ত্ব, অথবা প্রদীপ-প্রকাশের দ্বাৰা অবস্থিত—এই বাচ্যবাচক সম্বন্ধ অবস্থিত আছে। পরন্তু ঈশ্বরের সংকেত সেই অবস্থিত বিষয়কেই অভিনয় বা প্রকাশ করে। যেমন পিতাপুত্রের সম্বন্ধ অবস্থিত আছে, আব তাহা সংকেতের দ্বাৰা প্রকাশিত কবা যায় যে 'ইনি ঐ পিতা, ইনি ঐ পুত্র', সেইরূপ। অস্তান্ত সর্গ সকলেও সেইরূপ (এই সর্গের প্রণবের সম্বন্ধ কোন শব্দের দ্বাৰা অথবা প্রণবের দ্বাৰা) বাচ্যবাচক-শব্দি-সাপেক্ষ সংকেত কৃত্ত্ব হয় (১)। সম্প্রতিপত্তির নিত্যত্বহেতু শব্দার্থের সম্বন্ধও নিত্য (২) ইহা আগমবেদ্বাৰা বলেন।

টীকা। ২৭। (১) অনেক পদার্থ এইরূপ আছে বাহাদেব নাম কোন এক পদ অথবা শব্দের দ্বাৰা সংকেত করা হয় কিন্তু সেই নাম না থাকিলে সেই পদার্থ-জ্ঞানের কোন দ্রুতি হয় না। আব অস্ত কতক পদার্থ এইরূপ আছে, বাহাদা কেবল শব্দময় চিন্তার দ্বারা বুদ্ধ হয়। তাহাদেরও নাম সংকেত কবা হয়, কিন্তু সেই নামের অর্থ—তদ্বিবক সমস্ত শব্দময় চিন্তা। প্রথমজাতীয় উদাহরণ—চৈত্র, মৈত্র ইত্যাদি। চৈত্রাদি নাম না থাকিলেও তত্ত্ব ব্রহ্মবোধের কিছু দ্রুতি হয় না। দ্বিতীয় প্রকার পদার্থের উদাহরণ—পিতা, পুত্র ইত্যাদি। 'পুত্র বাহা হইতে উৎপন্ন হয়' ইত্যাদি কতকগুলি শব্দময় চিন্তা 'পিতা' শব্দের অর্থ। 'চৈত্রের পিতা মৈত্র' এখানে চৈত্র বলিলে মাত্র চৈত্রনামা ব্রহ্মত্বের জ্ঞান হইবে। 'চৈত্র' এই নাম না জানিবা, তাহাকে দেখিলেও ঐ জ্ঞান হইবে। কিন্তু পূর্বেই চৈত্রকে 'চৈত্র' এই নামের দ্বারা স্বর্ণজ্ঞানাক্রম কবা যায়, অথবা তাহাব নাম ভুলিয়া গেলেও তাহাকে স্মরণ কবা যায় ও স্বর্ণাক্রম বাধা যায়। কিন্তু চৈত্র ও মৈত্রের দ্বাৰা সমস্ত অর্থাৎ পিতা-শব্দের বাহা অর্থ, তাহা কোন শব্দব্যতীত ভাবনা করা যায় না। কারণ শব্দ-স্পর্শাদি-ব্যবসায়কে বাচক-শব্দ-ব্যতিরেকেও ভাবনা কবা যায়। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে চিন্তারূপ অস্বব্যবসায় শব্দব্যতীত (বা অস্ত সংকেতব্যতীত) ভাবনা কবা নায্য নহে। পিতা-শব্দার্থ সেইরূপ চিন্তাব ফল বলিয়া তাহাও শব্দব্যতিরেকে ভাবনা কবা নায্য নহে। বস্তুতঃ পিতা ও পিতৃশব্দার্থ,

প্রদীপ ও প্রকাশের দ্বাৰ। প্রদীপ থাকিলেই যেমন প্রকাশ, পিতা বলিলেই সেইরূপ (জ্ঞাত-সংকেত ব্যক্তির নিকট) পিতৃ-শব্দার্থ মনে প্রকাশ হয়। শব্দময় চিন্তা বা তাহাব এক শাবিক সংকেতব্যক্তিবকে ওরূপ অর্থ মনে প্রকাশ পাব না।

ঈশ্বৰপদার্থও সেইরূপ শব্দময় চিন্তা। কতকগুলি শব্দবাচ্য পদার্থ কল্পনা না কবিলে ঈশ্বৰেব বোধ হয় না। ঈশ্বৰসম্বন্ধীয় সেই যে সমস্ত শব্দময় চিন্তা (বাচক শব্দের সহিত যে চিন্তা অবিনা-ভাবী), তাহা ওম্ শব্দের দ্বারা সংকেত কবা হইয়াছে। উক্তরূপ শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ অবিনাভাবী হইলেও একই শব্দের সহিত একই অর্থের সম্বন্ধ নিত্য হইতে পাবে না, কাৰণ মানবেবা ইচ্ছানুসাবে সংকেত কবিতা থাকে। অনেক নূতন ধাতুপ্রত্যয়-যোগে নিৰ্মিত অথবা অল্পরূপ শব্দের দ্বারা নূতন সংকেত কবিতো দেখা যায়। তবে টীকাকাবের মতে ওম্ শব্দ যে কেবল এই সর্গেই ঈশ্বৰবাচক-রূপে সংকেত কবা হইয়াছে, তাহা নহে, পূৰ্ব সর্গেও ঐরূপ সংকেতে ওম্ শব্দ ব্যবহৃত ছিল। ইহা সর্গে সৰ্বজ্ঞ অথবা জ্ঞাতীয় পুরুষের দ্বারা পুনশ্চ ঐ সংকেত প্রবর্তিত হইয়াছে। ভাস্কর্য্যাবাবও ইহা সম্মত হইতে পাবে। আৰ্শ শাস্ত্রে ওম্ শব্দের এইরূপ আদ্য থাকিবাব বিশিষ্ট কাৰণ এই যে, প্রাণেব দ্বারা যেকপ চিন্তাই হইবে সেইরূপ আব কোন শব্দের দ্বারা হয় না।

ব্যঞ্জনবর্ণসকল একতান ভাবে উচ্চাৰণ কবা যায় না, স্ববর্ণসকলই একতান ভাবে উচ্চাৰণ কবা যায়, কিন্তু তাহাতে অনেক বাক্যশক্তিৰ ব্যয় হয়। কেবল ওঙ্কার অপেক্ষাকৃত সহজে উচ্চাৰিত হয়। আব অহুনালিক ম্-কাৰ একতান ভাবে ও অতি অল্প প্রযত্নে উচ্চাৰিত হয়। ইহা প্রাশালেব সহিত একতান ভাবে ব্রহ্মবজ্জের (নাগ-ছিন্নেব মূল-বা nasopharynx) সাযায় প্রযত্নে উচ্চাৰিত হয়, এইজন্য চিন্তকে একতান কবাবাব পক্ষে ওম্ শব্দের অতি উপযোগিতা আছে। বস্তুতঃ এই শব্দ মনে মনে উচ্চাৰিত হইলে কঠ হইতে মস্তিষ্কেব দিকে এক প্রবল বায় (বাহাকে কোশলে যোগীবা ধ্যানের দিকে লগান) কিন্তু মুখেব কোন প্রবল হয় না। একতান শব্দের উচ্চাৰণ ব্যতীত প্রথমে চিন্তেব একতানতা বা ধ্যান আৰম্ভ হয় না, প্রাণেব ভবিষ্যে সৰ্বথা উপকাৰী। সোহিহম শব্দও বস্তুতঃ ও-কাৰ এবং ম্-কাৰ ভাবে প্রাধানতঃ উচ্চাৰিত হয়, তজ্জন্য উহাও উত্তম ও পৰমার্থব্যঞ্জক মন্ত্ৰ।

ভাস্কর্য্যাব ঈশ্বৰসম্বন্ধে বাচ্য-বাচক সংকেত আবশ্যক বলাতে স্বীকাৰ কবা হইল যে ঈশ্বৰ লাক্ষ্যভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন। পাঞ্চভৌতিক জন্ম-মরণশীল শবীৰযুক্ত জীবই প্রত্যক্ষযোগ্য স্মৃতবাঃ তাহাদের জ্ঞানাব জন্ম বাচক সংকেত অনাবশ্যক।

যোগিযাজ্ঞবল্ক্যে আছে, “অদৃষ্টবিগ্রহো দেবো ভাবগ্রাহো মনোময়ঃ। তন্ত্ৰোঙ্কারঃ স্মৃতো নাম তেনাহুতঃ প্রসীদতি।” শ্রীতিও ওঙ্কারসম্বন্ধে বলেন, “এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পবম্” (কঠ) অর্থাৎ পৰমার্থসাধনের আলম্বনের মধ্যে প্রণবই শ্রেষ্ঠ ও পবম আলম্বন।

২৭।(২) সম্প্রতিপত্তি = সদ্গুণ-ব্যবহাব-পৰম্পরা, তাহাব নিত্যসহিত শব্দার্থের সম্বন্ধও নিত্য। ইহাব অর্থ এইরূপ নহে যে ‘ঘট’ শব্দ ও তাহাব অর্থ (বিষয়) এতজন্মের সম্বন্ধ নিত্য। কাৰণ পূর্বেই বলা হইয়াছে যে একই অর্থ লোকেব ইচ্ছানুসাবে ভিন্ন ভিন্ন শব্দের দ্বারা সংকেতীকৃত হইতে পাবে। ৩১৭ হ্ (২) (জ) টীকা দ্রষ্টব্য।

কিন্তু যে সব অর্থ শব্দময় চিন্তাব দ্বারা বোধগম্য হয়, তাহাদের সহিত কোন-না-কোন বাচক শব্দের সম্বন্ধ থাকা অবশ্যজ্ঞাবী। ভাস্করে ‘শব্দ’ এই শব্দের অর্থ ‘কোন এক শব্দ’। গো-ঘটাদি কোন বিশেষ নামের সহিত যে ভাষার শব্দ নিত্য এই মত বুলি নহে। ‘কবা’ ও ‘do’ এই



ক্রিয়াবাচক শব্দের বাচকেব ভেদ আছে ও কালক্রমে ভেদ হইয়া বাইতে পারে কিন্তু 'কবা' ও 'do' পদের যাহা অর্থ তাহা কু ধাতুব সমার্থক কোন শব্দ বা সংকেত ব্যতীত বুঝ হইবার উপায় নাই। এইরূপেই সংকেতভূত শব্দের এবং অর্থের সম্বন্ধ অবিনাশ্যবী। আর সম্প্রতিপত্তির নিত্যস্বহেতু অর্থাৎ 'মতদিন মন ছিল ও থাকিবে ততদিন তাহা' শব্দের দ্বারা বাচ্য পদার্থের বোধ কথিযাছে ও 'কবিরে' মনের এই একইরূপে ব্যবহার কবা স্বভাবটি, পবম্পবাক্রমে নিত্য বলিবা, শব্দার্থের সম্বন্ধ নিত্য। অবশ্য ইহা কুটস্থ নিত্যের উদাহরণ নহে, ইহাকে প্রবাহ নিত্য বলা যায়।

যাহাবা বলেন অনাদি-পবম্পবাক্রমে যটাদি শব্দ স্ব স্ব অর্থে সিদ্ধবৎ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে বলিবা শব্দার্থের সম্বন্ধ নিত্য এবং 'সম্প্রতিপত্তি' শব্দের দ্বারা একপ অর্থ প্রতিপাদন কবেন, তাঁহাদের পক্ষ দ্বাষসঙ্গত নহে।

ভাষ্যম্। বিজ্ঞাতবাচ্যবাচকত্বস্ত যোগিনঃ—

'তত্ত্বপ্তপ্তদর্থভাবনম্ ॥ ২৮ ॥

প্রণবস্ত জপঃ প্রণবাভিধেয়স্ত চ ঈশ্ববস্ত ভাবনা। তদস্ত যোগিনঃ প্রণবং জপতঃ প্রণবার্থক্য ভাববতশ্চিন্তম্ একাগ্রং সম্পজতে ; তথা চোক্তম্ “স্বাধ্যায়াদ্ যোগমাসীত যোগাৎ স্বাধ্যায়ম্মামনেৎ (স্বাধ্যায়ম্মাসতে)। সাধ্যায়বোগসম্পত্ত্যা পরমাত্মা প্রকাশতে” ইতি ॥ ২৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ—বাচ্য-বাচকত্ব বিজ্ঞাত হইয়া যোগী—

২৮। তাহাব জপ ও তাহাব অর্থ ভাবনা কবিবেন ॥ ২৮

প্রণবের জপ আব তাহাব অভিধেয় ঈশ্ববের ভাবনা, এইরূপ প্রণবজপনশীল ও প্রণবার্থ-ভাবনশীল যোগীব চিন্ত একাগ্র হয় (১)। এ বিষয়ে ইহা উক্ত হইযাছে, “স্বাধ্যায় হইতে যোগাক্রম হইবে এবং যোগ হইতে আবার স্বাধ্যায়ের উৎকর্ষ সাধন কবিবে, স্বাধ্যায় ও যোগ-সম্পত্তিব দ্বারা পবমাত্মা প্রকাশিত হন” (২)।

টীকা। ২৮। (১) ঈশ্ববদ্বের অর্থ ধাবণা কবিবাব জ্ঞত যে সব গুণময় চিন্তা কবিতে হয়, তাহা সব গুণ-শব্দের দ্বারা সংকেত কবা হইযাছে, স্মৃতবাং গুণ-শব্দের প্রকৃত সংকেত মনে থাকিলে ঈশ্বববিষয়ক ভাব মনে প্রকাশিত হয়। যখন গুণ-শব্দ উচ্চাবণমাত্র মনে ঈশ্বব-শব্দার্থ সম্যক প্রকাশিত হয়, তখন প্রকৃত সংকেত বা বাচ্য-বাচক-সম্বন্ধের জ্ঞান হইযাছে বুঝিতে হইবে। সাধকদের সাধবানে প্রথমে এই বাচ্য-বাচক-ভাব মনে উঠান অভ্যাস কবিতে হয়। গুণ-শব্দ জপ ও তাহাব অর্থ ভাবনা কবিতে কবিতে উহা অভ্যস্ত হয়। পবে স্বতঃই প্রণবের এবং তদর্থের প্রতিপত্তি (সিদ্ধবৎ জ্ঞান) চিন্তে উঠিতে থাকিলে প্রকৃত প্রণিধান হয়।

এপ্রথম ও গ্রহীতৃত্ব আমাদের আত্মভাবের অঙ্গভূত, স্মৃতবাং তাহাবা অঙ্গভূত বা সাক্ষাত্ত হইতে পারে। . তত্ত্ব প্রথমতঃ শাস্তিক চিন্তা তাহাদের উপলব্ধি হেতু হইলেও, শব্দশূন্যভাবেও

তাহাদেব ভাবনা হইতে পাবে, নির্বিভৰ্ণ ও নির্বিচাৰ ধ্যান সেইৰূপ। কিন্তু আত্মভাবেন বহিৰ্ভূত ঈশ্বৰেব ভাবনা শব্দব্যতীত হইতে পাবে না। আব সেই ভাবনাও কেবল কতকগুলি গুণবাচী বাক্যেব চিন্তামাত্র অৰ্থাৎ যিনি ক্ৰেশশূন্য, যিনি কৰ্মশূন্য ইত্যাদি। কিন্তু সেই 'যিনি'কে ধাবণা কৰিতে হইলে, তাঁহাতে চিন্তা হিব কৰিতে হইলে, গুৰুপ নানাশ্বেব চিন্তা কৰা সেই ধ্যানেন অসম্ভব নহে।

কিন্তু যাহা আমরা ধাবণা কৰিতে পাবি, যাহা এক সত্তাকপে অসম্ভব কৰিতে পাবি, তাহা ঐহীতা, ঐহণ ও ঐহা এই তিন দ্বাতীৰ তদ্ব্যব অন্তৰ্গত হইবেই হইবে। অৰ্থাৎ তাহা রূপবসাদি-রূপে বা বুদ্ধি-অহংকাৰাদিকপে (বুদ্ধি আদি ঐহণতদ্ব্যব ধাবণা কৰিতে হইলে অবশ্য অতি হিব ধ্যানবিশেষ চাই) ধাবণা কৰিতে হইবেই হইবে। তন্মধ্যে বাহ্যভাবে ধাবণা কৰিতে গেলে 'রূপাদিযুক্তভাবে এবং আত্মভাবেব অকৰূপে অৰ্থাৎ অন্তৰ্ভাবিকপে ধাবণা কৰিতে গেলে বুদ্ধ্যাদিরূপে ধাবণা কৰা ব্যতীত পতাংস্তব নাই।

অতএব ঈশ্বৰকে বাহ্যভাবে ধাবণা কৰিতে হইলে রূপাদিযুক্তরূপে ধাবণা কৰা যুক্ত। যোগেন প্রথমাদিকারীবা সেইরূপই কবিতা থাকেন। শাস্ত্রও বলেন, "যোগাৰন্তে মূৰ্ত্তহবিমমূৰ্ত্তমথ চিন্তয়েৎ" (পঞ্চদ পূৰ্বাং)।

আব, বুদ্ধি আদি আত্মভাবরূপেই অসম্ভব হয়, অৰ্থাৎ নিজের বুদ্ধ্যাদি ব্যতীত অন্তেব বুদ্ধি আমবা লাকাত অসম্ভব কৰিতে পাবি না। অতএব আত্মভাবে ঈশ্বৰকে ধাবণা কৰিতে হইলে 'সোহম্' এইভাবে ধাবণা কৰিতে হইবে। শাস্ত্রও বলেন, "যঃ সৰ্বভূতচিন্তজ্ঞো যশ্চ সৰ্বহৃদিস্থিতঃ। যশ্চ সৰ্বাত্মবে জ্ঞেয়ঃ সোহমস্মীতি চিন্তয়েৎ।" লিঙ্গপূৰ্বাণেও বোগদৰ্শনোক্ত ঈশ্বৰভাবনা-বিষয়ে এইরূপ আছে, "যন্তোঃ প্রণববাচ্যস্ত ভাবনা তচ্চপাদপি। আন্ত শিদ্ধিঃ পৰা প্রাপ্যা ভবত্যেব ন সংশয়ঃ॥ একং ব্রহ্মমথ ধ্যায়েৎ সৰ্বং বিপ্র চবাচরম্। চবাচববিভাগঞ্চ ত্যজেদহমিতি শ্ববন্।" শ্রুতিও বলেন, "তস্মাদ্ভ্যং যেষামুপশান্তি ধীবাশ্চেষাং শান্তিঃ শান্তী নৈভবোম্" (কঠ)।

কাৰ্যতঃ ঈশ্বৰ-প্রাপিধান কৰিতে হইলে ক্লদয়েব\* মধ্য কৰিতে হয়। প্রথমাদিকাবী বাহাবা মূৰ্ত্ত-ঈশ্বৰ-প্রাপিধান সহজ বোধ কবেন, তাঁহাদিককে ক্লদয়ে জ্যোতিৰ্ময ঐশ্বৰিক রূপ কল্পনা কৰিতে হয়। যুক্ত পূৰ্বক বেকুপ হিবচিন্ত ও পবমপদে স্থিতিহেতু প্রসন্নবদন, সেইরূপ স্বীয় ম্যেব মূৰ্ত্তিকে চিন্তা কবিতা তন্মধ্যে নিজেকে ওতপ্রোতভাবে স্থিত ধ্যান কৰিতে হয়। 'প্রণবজপেব দাবা নিজেকে ঈশ্বৰপ্রতীক, হিব, নিশ্চিন্ত, প্রসন্ন, এইরূপ শ্ববণ কৰিতে হয়।

\* বকের অভ্যন্তরে বে প্রদেশে ভালবাসা বা সৌমনস্ত হইলে শ্ববণ বোধ হয়, এবং ক্লদ্যাদি হইলে বিবাদময় বোধ হয় সেই প্রদেশই ক্লদ। বস্তুর অন্তৰ অন্তৰণ কবিতা ক্লদপ্রদেশ হিব কৰিতে হয়। শ্বব-মস্ত-মধ্যাদি বিচার কবিতা ক্লদপুণ্ডরীক হিব কৰিতে গেলে তত কল লাভ হয় না। ক্লদে বাগাদি শ্ববণ ভাবেব প্রতিকলন (reflex action) হয়। সেই প্রতিফলিত ভাব আমবা ক্লদস্থানে অন্তৰণ কৰিতে পাবি, কিন্তু চিন্তাবৃত্তি কোন্ হানে হয় তাহা অন্তৰণ কৰিতে পাৰি না। এজন্য ক্লদপ্রদেশে ধ্যান কবিতা বোধবিভাব বাগ্ণা সুকব।

পবস্ত ক্লদপ্রদেশেই মৌহিক অস্তিতাব কেন্দ্র। মৌহিক চৈতনিক কেন্দ্র বাটে, কিন্তু কিছুকণ চিন্তাবৃত্তি বোধ কবিলে বোধ হয় যেন আশ্ৰিত ক্লদে নাশিতা আগিতহে। ক্লদপ্রদেশে ধ্যানেন দাবা শ্ববণ অস্তিতাব উপলব্ধি কবিতা, শ্ববণারাক্ষে মৌহিকের অন্তৰতম প্রদেশে দাইতে পাবিলে অস্তিতাব শ্ববণতম কেন্দ্র পাগ্ণা বাব। তখন ক্লদ ও মৌহিক এক হইবা বাব।

ইহাব অভ্যাসেব বাবা বধন চিত্ত কথঞ্চিৎ স্থির, নিশ্চিন্ত এবং ঐশ্বরিকভাবে স্থিতি কবিত্তে সমর্থ হইবে তখন ক্রমে স্বচ্ছ, শুভ্র, অসীমবৎ আকাশ ধারণা করিতে হয়। সেই আকাশমধ্যে সর্বব্যাপী ঈশ্বরের সত্তা আছে জানিয়া তাঁহাতে আশ্রিতকৈ স্থিত (আমিই সেই হার্দীকাশস্থ ঈশ্বরে স্থিত) ধ্যান কবিত্তে হইবে। হার্দীকাশস্থ ঈশ্বৰ-চিত্তে নিজেব চিত্তকে মিলিত কবিয়া নিশ্চিন্ত, সংকল্পশূন্য, তৃপ্ত ভাবে অবস্থান অভ্যাস করিতে হয়। একটি শ্রুতিতে এই প্রণালী স্তম্ভরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা যথা, “প্রণবো বহুঃ শবো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে। অপ্রমত্তেন বেদন্যঃ শবৎ তন্নয়ো ভবেৎ ॥” (মুণ্ডক)। অর্থাৎ ব্রহ্ম ঈশ্বৰ লক্ষ্যরূপ; প্রণব বহুঃশবকপ; আৰ আত্মা বা অহংভাব শব্দরূপ। অপ্রমত্ত বা সধা স্তম্ভযুক্ত হইবা, সেই ব্রহ্ম-লক্ষ্যে আত্মশবকে প্রবিষ্ট কবিয়া তন্নয় করিতে হয়। অর্থাৎ ওম্ পদেব বাবা ‘আমিই ক্রমবধ ঈশ্বরে স্থিত’ এইকপ ভাব স্রবণ কবিয়া ধ্যান কবিত্তে হয়।

এই ধ্যান অভ্যাস হইলে সাধক ধ্যানকালে ক্রমে আনন্দ অল্পভব করেন। তখন ঈশ্বরে স্থিতিজ্ঞাত সেই আনন্দময় বোধই ‘আমি’ এইকপ স্রবণ কবিয়া গ্রহণভবে বাহিতে হয়। কিঞ্চ অতি স্থিৰ ও প্রসন্ন চিত্তে স্বচিত্তকে ক্রেশমিশূন্য, স্থস্থিৰ ও ব্রহ্মস্থ ভাবে অর্থাৎ ঐশ্বরিক ভাবে ভাবিত কবিত্তে হয়। ইহা সাবধানতাপূর্বক দীর্ঘকাল, নিবন্তব ও সমংকাৰে অভ্যাস কবিলে ঈশ্বৰ-প্রণিধানের প্রকৃত ফল যে প্রত্যক্চৈতন্যমিগ্ন তাহাব লাভ হয় (পবন্থজ্ঞ ঐষ্টব্য)।

ঈশ্বৰ-বাচক প্রণব (প্রণবেব অস্ত্র অর্থও আছে) জপ কবিত্তে হইলে ‘ও’-কাবকে অল্পকাল-ব্যাপী-ভাবে এবং ‘ম্’-কাবকে দ্রুত বা দীর্ঘ ও একতান-ভাবে উচ্চারণ কবিত্তে হয়। অবশ্য দ্রুত স্বরে উচ্চারণ অপেক্ষা সম্পূর্ণ মনে মনে উচ্চারণ করাই উত্তম। বে অঙ্গে বাগিগ্রন্থি কিছুযাত্র ও কম্পিত না হয় তাহাই উত্তম জপ (অবাগ্জ্ঞ প্রণবস্ত্রাণ্ড বস্ত্র বেদ ন বেদবিৎ—ধ্যানবিনু উপ.)। আর এক প্রকাব উত্তম জপ আছে যাহা অনাহত নাদেব সহিত করিতে হয়। মনে হয় যেন অনাহত নাইই মন্ত্ররূপে শ্রুত হইতেছে। তন্ত্রশাস্ত্রে ইহাকে মন্ত্রচৈতন্ত্য বলে। তন্ত্র বলেন, “মন্ত্রাণঃ মন্ত্রচৈতন্ত্যং যোনিমুদ্রাং ন বেত্তি যঃ। শতকোটিজপেনাপি নৈব সিদ্ধিঃ প্রেচ্ছায়তে ॥” সোহিহং ভাবই সর্বোত্তম যোনিমুদ্রা বা মূল অবলম্ব্য এবং তাহাই যোগীদেব প্রোহ।

ঈশ্বৰ-প্রণিধান কবিত্তে হইলে অবশ্য ভক্তিপূর্বক কবিত্তে হয়। (ভক্তিব তত্ত্ব ‘পবভক্তিহুদ্রে’ ঐষ্টব্য)। ঈশ্বৰ-স্রবণে স্রববোধ হইলে সেই স্রববোধময় ও মন্ত্রবোধযুক্ত যে অল্পবাগ তাহাই ভক্তি। প্রিয়জনকে স্রবণ কবিলে যেমন ক্রমে স্রবময় বোধ হয় ও পুনঃ পুনঃ স্রবণ কবিত্তে ইচ্ছা হয়, ঈশ্বৰ-স্রবণেও যখন সেইরূপ হইবে তখনই ভক্তিভাব ব্যক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

প্রিয়জনকে স্রবণ কবিয়া ক্রমে স্রববোধ উদ্ভিত হইলে সেই স্রববোধকে স্থির বাঞ্ছিতা, প্রিয়জন-ত্যাগপূর্বক তৎস্থানে ঈশ্বৰকে সেই স্রববোধসহকাৰে চিন্তা করিতে থাকিলে ভক্তিভাব গীত্র ব্যক্ত ও বর্ধিত হয়। প্রণব-জপেব অস্ত্র সংকেত এই :—‘ও’-কাবেব উচ্চারণকালে ধ্যেযভাবকে স্রবণ কবিত্তে হয়, আৰ দীর্ঘ একতান ‘ম্’-কাবেব উচ্চারণকালে সেই ধ্যেয ভাবে স্থিতি কবিত্তে হয়। ইহা অভ্যাস কবিয়া শ্বাসপ্রশ্বাস সহ প্রণব জপ কবিলে অধিকতর ফল পাওবা বাব। শ্বাস সহজ্ঞঃ গ্রহণ করিতে কবিত্তে ‘ও’-কাবপূর্বক ধ্যেয স্রবণ কবিবে ও পবে দীর্ঘ প্রশ্বাস সহকাৰে ‘ম্’-কাব মনে মনে একতানভাবে উচ্চারণপূর্বক ধ্যেযভাবে স্থিতি কবিবে। ইহাব বাবা দুই প্রকাব প্রবর্তে চিত্ত একই ধ্যানে স্তম্ভ থাকে।

এইরূপ ভাবনা-সহিত জপ হইতে চিত্র একাগ্রভূমিকা লাভ কবে। একাগ্রভূমিকা হইতে সম্প্রজ্ঞাত যোগ ও তৎপূর্বক অসম্প্রজ্ঞাত যোগ সিদ্ধ হয়।

২৮। (২) গাথাটিব অর্থ এইরূপ—স্বাধ্যায়েব বা অর্থেব ভাবনাপূর্বক জপেব দ্বাৰা যোগাকৃত বা চিত্তকে একতান কবিবে। চিত্র একাগ্র হইলে জপ্য মন্ত্ৰেব হৃদয়তব অর্থেব অধিগম হয়। সেই হৃদয়তবভাবনাপূর্বক পুনঃ জপ কবিত্তে থাকিবে। তৎপরে অধিকতব হৃদয় ও নির্মল ভাবাধিগম হইলে তাহা লক্ষ্য কবিয়া পুনঃ জপ। এইরূপে স্বাধ্যায় হইতে যোগ ও যোগ হইতে স্বাধ্যায় বিবৰ্ধিত হইয়া প্রকৃষ্ট যোগকে নিষ্পাদিত কবে।

ভাস্কর্য। কিঞ্চানন্ত ভবতি—

ততঃ প্রত্যক্চেতনামিগমৌহপ্যন্তরায়্যভাবশ্চ ॥ ২৯ ॥

যে তাবদন্তবায়্য ব্যাধিপ্রভৃতয়ঃ তে তাবদীশ্ববপ্রণিধানাং ন ভবন্তি, স্বরূপদর্শন-মপ্যন্ত ভবতি, যদৈবেশ্ববঃ পুরুষঃ শুদ্ধঃ প্রসন্নঃ কেবলঃ অন্বপসর্গঃ তথায়মপি বুদ্ধেঃ প্রতিলংবেদী যঃ পুরুষ ইত্যেবমিগচ্ছতি ॥ ২৯ ॥

২৯। ভাস্কর্য্যবাদ—তাঁহাব আব কি হয় ?—

তাহা হইতে প্রত্যক্চেতনেব (১) সাক্ষাৎকাব হয় এবং অন্তবাসনকল বিলীন হয় ॥ হ

ব্যাধি প্রভৃতি বেসকল অন্তবায় তাহাবা ঈশ্বব-প্রণিধান কবিত্তে কবিত্তে নষ্ট হয় এবং সেই যোগীব স্বরূপ-দর্শনও হয়। যেমন ঈশ্বব শুদ্ধ (ধর্ম্মাধর্ম্মবহিত), প্রসন্ন (অবিজ্ঞাদিক্লেশশূন্য), কেবল (বুদ্ধাদিহীন), অতএব অন্বপসর্গ (জাতি, আয়ু ও ভোগ-শূন্য) পুরুষ, এই (সাধকেব নিজেব) বুদ্ধি প্রতিলংবেদী যে পুরুষ তিনিও তেমনি (২), এইরূপে প্রত্যগাত্মাব সাক্ষাৎকাব হয়।

টীকা। ২৯। (১) প্রত্যক্ শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রতি বস্তুতে যাহা অন্ব্যাত অর্থাৎ ঈশ্বব প্রত্যক্। জীব, প্রত্যক্ অর্থে পশ্চিম বা পূর্বাণ, অতএব ‘পূর্বাণ পুরুষ’ বা ঈশ্বব প্রত্যক্। এখানে এইরূপ অর্থ নহে। এখানে প্রত্যক্ অর্থে বিপবীত ভাবেব জ্ঞাতা। “প্রতীপঃ বিপবীতম্ অঙ্কতি বিজ্ঞানতি ইতি প্রত্যক্” (বাচস্পতি), অর্থাৎ আত্মবিপবীত অনাত্ম-ভাবেব বোদ্ধা। তাদৃশ চেতনা বা চিত্তিশক্তিই প্রত্যক্চেতন বা পুরুষ। শুধু পুরুষ বলিলে মূর্ত, বদ্ধ, ঈশ্বব এই সর্বপ্রকাব পুরুষকে বুঝায়। কিন্তু প্রত্যক্চেতন অর্থে অবিজ্ঞাবান্ পুরুষেব (মূর্তবান্ বিজ্ঞাবান্ পুরুষেবও) স্বরূপ চিত্তপাবহা বুঝায়, এই বিশেষ দ্রষ্টব্য। বিষয়েব প্রতিকূল বা আত্মাভিমুখ যে চৈতন্য বা দৃক্-শক্তি তাহাই প্রত্যক্চেতন, প্রত্যক্ শব্দেব এইরূপ অর্থও হয়। কিন্তু ফলতঃ যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে তাহাই হয়। বুদ্ধিমূক্ত পুরুষ বা ভোক্তা প্রত্যেক পুরুষই প্রত্যক্চেতন, ‘নিজেব’ আত্মাই প্রত্যক্চেতন।

২৯। (২) ইহা ২৮ শ্লোকে (১) সংখ্যক চিহ্ননীতে বুঝান হইয়াছে। ঈশ্বব স্বরূপতঃ

চিন্নাভাবে প্রতিষ্ঠিত, সূতবাং স্বরূপ-ঈশ্বরে বৈতভাবে ( গ্রাহ্য ভাবে ) স্থিত হইবার যোগ্যতা মনেব নাই। কারণ চিং স্ববোধ, তাহা আত্মবহির্ভূতভাবে বা অনাত্মভাবে গ্রহণেব যোগ্য নহে। যাহা আত্মবহির্ভূতভাবে গৃহীত হয়, তাহাই গ্রাহ্য, অতএব চৈতন্যকে তাদৃশভাবে গ্রহণ কবিতে গেলে তাহা চৈতন্ত হইবে না, তাহা রূপবাদিযুক্ত ব্যাপী পদার্থ হইবে। বস্তুতঃ ঈশ্বরকে পূর্বোক্ত প্রশালী-মতে ভাবনা কবিতে কবিতে যে স্বরূপ চিন্নাভে স্থিত হয়, তাহাবই নাম ঈশ্বরকে নিজেব আত্মাতে অবলোকন কবা। 'আত্মাকে আত্মাতে অবলোকন' কবাব অর্থও কার্যতঃ ঠিক ঐক্য। ঈশ্বর 'অবিজ্ঞাদিশূন্য স্বরূপস্থ, চিংপ্রতিষ্ঠ' এইরূপ ভাবনা কবিতে কবিতে এই সব বাক্যার্থেব প্রকৃত বোঝ হয। স্বসংবেদ পদার্থেব প্রকৃত বোঝ হওয়া অর্থে নিজেই সেইরূপ হওয়া। এইরূপে ঈশ্বর-প্রণিধান হইতে স্বরূপাধিগম হয়।

নিগূর্ণ মুক্ত ঈশ্ববেব প্রণিধানেব বাবা কল্পণে মোক্ষলাভ হয় তাহা সূত্রকাব দেখাইয়াছেন কাবণ উহাই কর্মযোগেব প্রধান সাধন ( ২।১ সূত্র ) এবং উহাতে সগুণ ঈশ্ববেব প্রণিধানও অন্তর্গত আছে। সগুণ ঈশ্ববেব বা বিবর্ণ্যগুর্ভেব প্রণিধানও সাংখ্যযোগ-সম্প্রদায়ে প্রচলিত ছিল। সগুণ ঈশ্ববেব মধ্য দিয়া নিগূর্ণে যাওয়া এবং একেবারে নিগূর্ণ আদর্শ ধরা কার্যতঃ ও ফলতঃ একই কথা কাবণ সাংখ্যযোগীদের সগুণ ঈশ্বর সমাহিত, শাস্ত, সান্নিধ্যানস্থ মহাপুরুষ। সূতবাং তাঁহাব প্রণিধানও সমাধিসিকি ও বিবেকলাভ অবশ্যসাহী এবং কোন কোন অধিকারীবি ইহাই অল্পকুল। ফলে দুই প্রথাই প্রায় এক এবং জ্ঞানযোগেব ঐ উভয় প্রথা বস্তুতঃ তুল্য। উহা নইবা প্রাচীন কালে সাধক-সম্প্রদায়েব ভেদ হইয়াছিল কিন্তু মতভেদ ছিল না ( গীতা ব্রহ্ম )। স্বয়ং মধ্য শাস্ত, জ্ঞানময়, সমাহিত পুরুষ চিন্তা কবিতে কবিতে কি ফল হইবে?—সাধকও আত্মাতে তাদৃশ ভাব অল্পভব কবিনে। জ্ঞানময় আত্মস্থতিব প্রবাহ চলিলে সাধক শব্দরূপাদি গ্রাহ্য আলম্বন অতিক্রম করিয়া গ্রহণ-তত্ত্বে উপনীত হইবেন। কিরূপে তাহা হয় ও তৎপথে কিরূপে বিবেকজ্ঞান হয় তাহা মহাভাবত এইরূপে দেখাইয়াছেন ( শান্তিপর্ব। ৩০১ )।

সগুণ ব্রহ্মেব প্রণিধানশব কর্মযোগীবা এবং সগুণালম্বনধ্যায়ী জ্ঞানযোগীবা সাধনবিশেষেব বাবা রূপ, বস, স্পর্শ আদি বিবর অতিক্রম করিয়া আকাশেব পবনরূপ বা ভূতাদিবি তামল অভিমানে উপনীত হইতেন, যথা, "স তান্ বহতি কোত্তেব নভসঃ পবমাং গতিম্" অর্থাৎ হে কোত্তেব, সেই বায়ু আকাশেব পবমা গতিতে বা ঐক্যতম্মাজে বা ভূতাদিরূপ তামল অভিমানেব শ্রেষ্ঠ অবস্থার বাহিত কবিয়া নইয়া যাব। এই তম পুনশ্চ ব্রহ্মোক্তেব শ্রেষ্ঠা গতি অহংকাব-তত্ত্বে নইবা যাব, যথা, "নভো বহতি লোকেশ বজ্রসঃ পবমাং গতিম্" অর্থাৎ হে লোকেশ, নভ বা উক্ত তম, যোগীকে বজ্রোক্তেব পবম গতি অহংকাব-তত্ত্বে নইবা যাব, কারণ তম্মাজ-তত্ত্বে হইতেই অহংকাব-তত্ত্বে উপনীত হওয়া যোগপাত্রেব অন্ততম প্রশালী। তৎপরে "বজো বহতি বাজেস্ত সস্ত পবমাং গতিম্" অর্থাৎ হে বাজেস্ত, বজ্রোক্তেব পবিধাম যে অহংকাব-তত্ত্বে তাহা সস্তেব পবমা গতি বে অন্তীতিমাজে বুদ্ধিসত্ত্ব বা মহত্ত্ব তাহাতে বাহিত কবিয়া নইবা যাব অর্থাৎ যোগীব অন্তীতিমাজেব উপলব্ধি হয়। পুবাণও বলেন, ঈশ্ব-ধ্যানে নিজেকে ঈশ্বরস্থ চিন্তা কবিয়া "চবাচববিভাগস্ত ত্যজেদহমিতি শ্ববন"।

সেই অন্তীতিমাজেব উপলব্ধি হইলে যোগীব "সর্বভূতহ্মাস্তানঃ সর্বভূতানি চাস্মিন" ( গীতা ) এই সগুণ ব্রহ্মভাবেব স্ফুৰণ হয়। তাহা সগুণ ব্রহ্ম নাবায়ণেবই স্বরূপ, তাই পবে বলিয়াছেন, "সন্তঃ বহতি শুকাস্মিন পবং নাবায়ণং প্রভূম্" অর্থাৎ হে শুকাস্মিন ( অথবা শুকাস্মবরূপ ), সন্তঃপণেব যে শ্রেষ্ঠ

পবিত্রা মহত্ত্ব (অসীমত্ব) তাহা নাবাষণে বাহিত কবিতা নহৈবা যাব বা সগুণ ব্রহ্ম নাবাষণে সহিত যোগীবা তাদ্ব্য হয।

তৎপবে “প্রতুর্ভহতি শুদ্ধাত্মা পবমাত্মানমাত্মনা” অর্থাৎ শুদ্ধাত্মা প্রতু নাবাষণ আত্মাব দ্বাবাই পবমাত্মাকে বাহিত কবেন অর্থাৎ তিনি বিবেকজ্ঞানযুক্তরূপে অবস্থিত থাকেন। এইরূপে যোগীও নাবাষণ-সদৃশ হইয়া তাঁহাব বিবেকজ্ঞান লাভ কবেন। যোগভাষ্যকাবও তাই বলিযাছেন, “যথৈবেশবঃ পুরুষঃ শুদ্ধঃ প্রসন্নঃ কেবলঃ অনুল্পসর্গঃ তথাযমপি বুদ্ধেঃ প্রতিনিবেদী যঃ পুরুষ ইত্যেবমধিগচ্ছতি”।

বিবেকের পব “পবমাত্মানমাত্মানন্ত তদ্ব্যত্যতনামনাঃ। অন্তত্বাব কল্পন্তে ন নিবর্তন্তি বা বিভো ॥ পবমা স্য গতিঃ পার্থ নিরঞ্জনানা মহাবানাম্। সত্যার্জববতানাং বৈ সর্বভূতদ্বাবাতাম্” ॥ এই নাবাষণেব সহিত তাদ্ব্যাত্মানান বে প্রাচীন সাংখ্যদেব অন্ততম সাধন ছিল তাহা আমি-সাংখ্য-হৃদ্রবচযিতা মহর্ষি পঞ্চশিখেব “পঞ্চবাত্রবিশাবদঃ” এই মহাব্যবতোক্ত বিশেষণ হইতেও জানা যায়। পঞ্চবাত্র অর্থে বিষ্ণুপ্রাপক ক্রতু বা যজ্ঞ। “পুরুষো হ বৈ নাবাষণেহিকারযত অত্যন্তেষ্টেষ সর্বাণি ভূতানি অহমেবেদং সর্বং ভ্রাম্ ইতি। স এতং পঞ্চবাত্রং পুরুষমেবং যজ্ঞক্রতুং অপত্ন্যৎ” অর্থাৎ পুরুষ নাবাষণ কামনা কবিলেন আমি যেন যাবতীয বস্ত্র অতিক্রম কবি এবং আমিই যেন সর্ব বস্ত্র হই—শতপথ-ব্রাহ্মণোক্ত এই সর্বব্যাপী নাবাষণপ্রাপক অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মপ্রাপক যজ্ঞে তিনি বিশাবদ ছিলেন। কিন্তু সাংখ্যদেব লক্ষণ “সমঃ সর্বেষু ভূতেষু ব্রহ্মাধমভিবর্ততে” তাঁহাবা সর্বভূতে সমদর্শী হইয়া ব্রহ্মাব বা সগুণ ব্রহ্মেব বা হিবণ্যগর্ভেব অভিমুখে হিত, অতএব পবপুরুষ লক্ষণীয় বিবেকযুক্ত নাবাষণই সাংখ্যদেব আদর্শ। এইজন্য সাংখ্যদেব অন্ত নাম হৈবণ্যগর্ভ।

সাংখ্যযোগীদেব মধ্যে ঐহাবা বিবেককে আদর্শ কবিতা কেবল জ্ঞানযোগেব সাধন কবিতেন তাঁহাদেব সেই সাধন-সম্বন্ধে সৌকর্ম্যে এইরূপ আছে, যথা—ক্রোধ, ভয, কাম আদি দমন কবাব পব “যচ্ছেদ্ বাঙমনসী বুদ্ধ্যা তাং যচ্ছেজ্ জ্ঞানচক্ৰবা। জ্ঞানমাত্মাববোধেন যচ্ছেদাত্মানমাত্মনা ॥” উপনিষদুক্ত জ্ঞানযোগেব ইহা ঠিক অরূপ, যথা, “যচ্ছেদ্ বাঙমনসী প্রাজ্ঞন্তদ্ যচ্ছেজ্ জ্ঞান আত্মনি। জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেৎ তদ্ যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি ॥” (ইহাব অর্থ ‘জ্ঞানযোগ’ প্রকবণে ক্রষ্টব্য)।

কাহাবও কাহাবও সংশয হয বে ব্রহ্মাণ্ডাধীণ হিবণ্যগর্ভদেব যদি সৃষ্টি না কবেন তবে জীবাব ঐবীযাবণ ও দুঃখ হয না। ইহাও অলীক শঙ্কা। মুক্ত পুরুষেবাই উপাধিকে সম্যক্ বিলাপিত কবিতে পাবেন, সগুণ ঈশব তাহা পাবেন না, স্তববা তাঁহাব ব্যক্ত উপাধি থাকিবেই ও তাঁহাকে আশ্রয় কবিতা অন্ত প্রাণী ব্যক্ত ঐবীয বাবণ কবিবেই (অবশ্য ঐহাব যাদৃশ সংস্কাব আছে তদ্রূপ)। হিবণ্যগর্ভ-ব্রহ্মেব আযুক্তান মহন্তেব এক মহাকল্প বলিবা কথিত হয তাহাও স্ববণ বাখিতে হইবে। তাঁহাব মহামনেব এক জ্ঞণ যে আবাদেব বহু কোটি বৎসব এইরূপ কল্পনা সম্যক্ ন্যায্য।

ভাষ্যম্ । অথ কেহন্তরায়াঃ যে চিত্তস্ত বিক্ষেপকাঃ, কে পুনস্তে কিস্তো বেতি ?—

ব্যাখিষ্ট্যানসংশয়প্রমাদানন্ত্যাবিরতিভ্রান্তিদর্শনালঙ্কৃতমিকত্বানবস্থিতত্বানি  
চিত্তবিক্ষেপান্তেহন্তরায়াঃ ॥ ৩০ ॥

নব অন্তরায়াশ্চিত্তস্ত বিক্ষেপাঃ সহ এতে চিত্তবৃত্তিভির্ভবন্তি, এতেষামভাবে ন  
ভবন্তি পূর্বোক্তাশ্চিত্তবৃত্তয়ঃ । ব্যাখিঃ খাতুবসকবণবৈষম্যং, স্ত্যানম্ অকর্মণ্যতা চিত্তস্ত,  
সংশয় উভয়কোটিস্পৃগিজ্ঞানং স্তাদিদম্ এবং নৈবং স্তাদিতি, প্রমাদঃ সমাধিসাধনানাম-  
ভাবনম্, আলস্ত্যং কায়স্ত্য চিত্তস্ত চ শুকছাদপ্রবৃত্তিঃ, অবিরতিঃ চিত্তস্ত বিষয়সম্প্রায়োগাত্মা  
গর্ভঃ, ভ্রান্তিদর্শনং বিপর্যয়জ্ঞানম্, অলঙ্কৃতমিকত্বং সমাধিত্বমেরলাভঃ অনবস্থিতত্বং  
যল্লঙ্কায়াং ভ্রমো চিত্তস্ত অপ্রতিষ্ঠা, সমাধিপ্রতিলম্বে হি তদবস্থিতং স্ত্যাং । ইত্যেতে  
চিত্তবিক্ষেপা নব যোগমলা যোগপ্রতিপক্ষা যোগান্তরায়া ইত্যভিধীয়ন্তে ॥ ৩০ ॥

ভাষ্যানুবাদ—চিত্তবিক্ষেপকাবী অন্তরায কি ? তাহাদেব নাম কি ? তাহারা কবটি ?—

৩০ । ব্যাখি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলস্ত্য, অবিরতি, ভ্রান্তিদর্শন, অলঙ্কৃতমিকত্ব ও অনবস্থিতত্ব  
এই চিত্তবিক্ষেপকল অন্তরায ॥ ২

এট নব অন্তরায চিত্তেব বিক্ষেপ, চিত্তবৃত্তিকলেব সহিত ইহা বা উদ্ভূত হয়, ইহাদেব  
অভাবে পূর্বোক্ত চিত্তবৃত্তিকল উদ্ভূত হয় না । ব্যাখি—খাতু, বস ও ইন্দ্রিয়ের বৈষম্য । স্ত্যান—  
চিত্তেব অকর্মণ্যতা । সংশয়—উভয়দিক্‌স্পর্শী বিজ্ঞান, যথা “ইহা কি এইরূপ হইবে, অথবা এইরূপ  
হইবে না” । প্রমাদ—সমাধির সাধনসকলেব ভাবনা না কবা । আলস্ত্য—শরীরের এবং চিত্তেব  
শুক্লত্বশতঃ অপ্রবৃত্তি । অবিরতি—বিষয়-সম্মিলনের ক্ষণ ( অথবা বিষয়ভোগরূপ ) তৃষ্ণা । ভ্রান্তি-  
দর্শন—বিপর্যয়-জ্ঞান । অলঙ্কৃতমিকত্ব—সমাধিত্বমিব অলাভ । অনবস্থিতত্ব—লঙ্কৃতমিতে চিত্তেব  
অপ্রতিষ্ঠা । সমাধিব প্রতিলম্ব ( নিষ্পত্তি ) হইলে চিত্র অবস্থিত হয় । এই নব প্রকার চিত্তবিক্ষেপকে  
যোগমল, যোগপ্রতিপক্ষ বা যোগান্তরায বলা যায় ( ১ ) ।

টীকা । ৩০ । ( ১ ) অন্তরায নাশ হওয়া ও চিত্ত সম্যক্ সমাহিত হওয়া একট কথা ।  
শরীর ব্যাধিত হইলে যোগেব প্রযত্ন সম্যক্ হইতে পারে না । “উপদ্রবাংস্তথা রোগান্ হিতজীর্ণমিতা-  
শনাং” ( মৃত্যু ) অর্থাৎ কাবিক উপদ্রবকে এবং যোগকলকে হিত, পরিমিত এবং জীর্ণ হইলে  
পব হুত এইরূপ আচারেব দ্বাৰা দূব কবিবে । ব্যাধিনাশের ইহাট প্রকৃষ্ট উপায় । ইন্দ্রিয়ের দিকে  
প্রাণিধান কবিলে নাস্তিকতা ও শুভবুদ্ধি আসিবে তাহাতে যোগী চিত্ত, জীর্ণ ও গিডাশন কবিলে  
ও যথাযথ উপায় অবলম্বন কবিলে তাহাব বুদ্ধিব্রংশ হইবে না । কর্তব্যজ্ঞান উত্তমরূপে থাকিলেও  
যে অন্তর্দ্বিভতার জন্য চিত্তকে ধ্যানাদিৰ মাধনে প্রবৃত্ত করিতে বা বাধিতে ঈচ্ছা হয় না তাহাট স্ত্যান,  
অস্ত্রীতিকব হইলেও বীৰ্য কবিতে কবিতে স্ত্যান অসম্ভব হয় । সংশয় থাকিলে যথোপযুক্ত বীৰ্য  
কবা যায় না । অতিমাত্র দৃঢ়তা ও বীৰ্য ব্যতীত যোগে সিদ্ধিলাভ কবা সম্ভব হয় না, তজ্জন্য  
নিঃসংশয় হওয়া প্রয়োজন । শ্রবণ ও মননেব দ্বারা এবং স্থির নিঃসংশয়-চিত্ত উপদেষ্টাব সঙ্গ হইতে  
সংশয় দূব হয় । সমাধিব সাধনসমূহ ভাবনা না কবিয়া ও আত্মবিদ্যুত হইয়া বিষয়ে নিপুণ থাকাই  
প্রমাদ, ত্রুতি ইহাব প্রতিপক্ষ । “নাবমাস্তা বলহীনেন লভ্যো ন চ প্রমাদাৎ তপসো বাপালিঙ্গাৎ”  
( হৃৎ ৩২।৬ ), বুদ্ধিদেবও ধর্মপথে বলিয়াছেন, “অপ্রমাদঃ সত্তপঃ আৰ প্রমাদঃ মৃত্যুপদ” ।

আলস্ত্র—কার্যিক ও মানসিক গুরুত্বান্বিত আলমখ্যানাদিতে অগ্রবৃত্তি। জ্ঞানে চিত্ত অবশ্য হইয়া ভ্রমণ কবে তজ্জন্ত সাধনকার্যে প্রয়োগ কবা যায় না। আব চৈতন্য আলস্ত্রে চিত্ত তমো-স্তরের প্রাবল্যে গুরুত্ব থাকে এই বিশেষ। মিতাহাব, জাগরণ ও উত্তমের দ্বারা আলস্ত্র জন্ম হয়। বিষয় হইতে দূরে থাকিয়া বৈষয়িক সংকল্প ত্যাগ কবিত্তে অভ্যাস কবিলে অবিবর্তি দূর হয়, “কাম সংকল্পবর্জনাৎ” (মহাভা.) এ বিষয়ে এই শাস্ত্রবাক্য সাবত্বত।

প্রকৃত হান ও হানোপায় না জানিয়া অবরপদকে উচ্চপদ বা উচ্চপদকে নিম্নপদ মনে কবা ভ্রান্তিদর্শন। কেহ বা সাধন কবিত্তে কবিত্তে জ্যোতির্ময় পদার্থ দর্শন করিয়া মনে কবিল আমার ব্রহ্মদর্শন হইয়াছে। কেহ বা কিছু আনন্দ অহঙ্কর কবিয়া মনে কবিল আমার ব্রহ্ম-সাক্ষ্যকার হইয়াছে, কারণ ব্রহ্ম আনন্দময়। কেহ বা কিছু ঔপনিষদ জ্ঞান লাভ কবিয়া মনে কবিল আমার আত্মজ্ঞান হইয়াছে, এখন যথেষ্টাচার করিলে ক্ষতি নাই, ইত্যাদি ভ্রান্তিদর্শন। ঈশ্বর ও গুরুত্ব প্রতি ভক্তি এবং ব্রহ্মা সহকায়ে যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন ও তদুপাসনা অঙ্গদৃষ্টি হইতে ভ্রান্তিদর্শন নিবৃত্ত হয়। শ্রুতি বলেন, “যত্ন মেবে পদা ভক্তিবধা মেবে তথা গুবো। তন্ত্রৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহান্মনঃ।” (শ্বেতাশ্বতর)।

ভ্রান্তিদর্শন অনেক বকর আছে। কাহাবও দূর-দর্শন ও দূর-প্রবণ, ভবিষ্যৎ-কথন ইত্যাদি কিছু লিখি আসিলে তাহাকেই প্রকৃত যোগ মনে কবে। আর একশ্রেণীর বায়ু-প্রকৃতির লোক আছে (hypnotic প্রকৃতি) তাহাবা কিছু সাধন কবিয়া (কেহ বা প্রথম হইতেই এবং অর্থোপার্জন ও গৃহহানীতে লিপ্ত থাকিয়াও) কিছু কালেব অল্প শুভিত অবস্থা প্রাপ্ত হয় (উহা এক প্রকাব জড়তা)। এই প্রকৃতিব লোকের পরিন্দ্রুট চিত্তক্ৰিয়া (supraliminal consciousness) এবং অপরিদ্রুট চিত্তক্ৰিয়া (subliminal consciousness) সহজে পৃথক হইবা যায়। ইহাতে প্রথমেই চিত্তক্ৰিয়া জড় হইয়া কোনও-বিষয়ক স্মৃতি জ্ঞান থাকে না কিন্তু শ্বেবোক্ত চিত্তক্ৰিয়া যথাবৎ চলিতে থাকে এবং শরীরেব কার্যও চলিতে থাকে, বস্তুকেব শব্দেও তাহাদেব ঐ গুরু অবস্থা ভাদে না এইকপও দেখা গিয়াছে।

এই প্রকৃতিব ভ্রান্ত সাধকেরা মনে কবে যে তাহাদেব ‘নিবিকল্প’ বা নিবোধ সমাধি আদি হইবা থাকে এবং তাহাবা ‘দেশকালাতীত’ প্রকৃতি পার্শ্বীয় কথাব উহা ব্যক্ত কবিলে অল্প লোকেও ভ্রান্ত হয়।

অন্তেবা বলে শাস্ত্রে যে সব অলৌকিক লিঙ্গিব কথা আছে তাহা সব ভুল বা প্রদ্বিষ্ট। কিন্তু ইহাবা ভাবে না যে ইহাতে অপবে তখনই বলিবে যে শাস্ত্রেব অত বড় অংশই যদি মিথ্যা তাহা হইলে ‘নিবিকল্প’ সমাধি, মোক্ষ ইত্যাদিও মিথ্যা। বস্তুতঃ বৃহৎ হীবক খণ্ডের অস্তিত্ব যদি সম্ভব হয় তাহা হইলে হীবক-চূর্ণেব অস্তিত্বস্বত্ব লক্ষিহান হওয়া যেমন অযুক্ত তেমনি শাশ্বতকালেব জন্ম সর্বদুঃখেব নিবৃত্তিকপ মোক্ষসিদ্ধি যদি সম্ভব হয় তবে তন্নিস্ব অস্ত্রান্ত লিঙ্গিক অসম্ভব বলা মোক্ষশাস্ত্রে অজ্ঞাতাবই পরিচায়ক। কাষণ পঞ্চভূতকে বশীভূত কবাব ক্ষমতা হইবে না অথচ অনন্তকালেব জন্ম পঞ্চভূতাব অতীত অবস্থা লাভ হইবে ইহা নিতান্ত অযুক্ত কথা। তবে যোগজ সিদ্ধিলাভ কবা এবং মূখ্য উদ্দেশ্য ত্যাগ কবিয়া তাহাব ব্যবহাবে নিবৃত্ত থাকা—এক কথা নহে। (৩৩৭ স্তঃ ব্রহ্ম্য)।

কথিত বায়ু-প্রকৃতি (hypnotic) লোকের বাহ্যজ্ঞান সহজে উন্নীত যায়, কিন্তু তখন উহাদেব মন যে স্থিৎ হয় তাহা নহে। তাদৃশ লোকের অনেক অসাধাবণ ক্ষমতা ও ভাব আগিতে পারে



(আমাদের নিকট এইরূপ অনেক সাধকের অল্পভূতিব লিপিও বিবরণ আছে), কিন্তু উহা প্রকৃত চিত্তৈর্ঘ্যও নহে বা তত্ত্বদৃষ্টিও নহে। তবে যাহারা প্রকৃত তত্ত্বদর্শনের পথে চালিত হই তাহারা ঐ বাহ্যবোধরূপ স্বভাবের দ্বারা কিছু ক্ষুণ্ণভাবে যাবণা কবিত্তে পাবে দেখা যায়। কিন্তু ইহা কিছু মানসিক উত্তম করিলে প্রতিক্রিয়া (reaction)-বশে ইহাদের শুদ্ধভাব আসে ও ভ্রান্তিবশত তাহাকেই ‘নিরীকল্প’, ‘নিরোধ’ আদি মনে কবে। যাহারা প্রকৃত সাধনেচ্ছু তাহাদের এই যোগ কষ্টে অপনোদন করিতে হয়। অনেকে যোগের নিয়মকে কিছু হস্ত সাংক্ৰান্ত্য কবিত্তা থাকে এবং যাহা বলে তাহা হস্ত ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা কথা নহে, কিন্তু যোগের সম্যক জ্ঞান না থাকতে এককো অজ্ঞ মনে কবিত্তা ভ্রান্ত হয়, স্বতরাং ইহারা জানিবা মিথ্যা না বলিলেও ‘ভ্রান্ত মত্যা কথা’ বলে।

মধুমতী আদি যোগভূমিব অলাভই অলঙ্ঘনিকত্ব। যোগভূমিব বিবরণ ৩১১ শ্লোকে ভাষ্যে প্রদত্ত। ভূমি লাভ কবিত্তা তাহাতে হিত না হওয়া অনবহিতত্ব। লঙ্ঘনমিতে হিত হইতে হইলে তত্ত্ব-সাংক্ৰান্ত্যরূপ সমাধিব নিশ্চিন্তি চাই নচেৎ তাহা হইতে ভ্রংশ হইতে পাবে।

ঈশ্বর-প্রণিধানের দ্বারা এই সমস্ত অন্তর্ভাব বিদূষিত হয়। কাবণ, যে অন্তর্ভাবের দ্বারা প্রতিপক্ষ ঈশ্বর-প্রণিধান হইতে তাহা আবদ্ধ হইয়া সেই সেই অন্তর্ভাবকে দূর কবে, ঈশ্বর-প্রণিধান হইতে সাধিক নির্মল বুদ্ধি উৎপন্ন হয় এবং যোগীব মধ্যে ইচ্ছাব অনভিভাবরূপ ঈশ্বরের ক্রমিক লক্ষণ হইতে থাকে, তাহাতে সাধকের অভীষ্ট যে অন্তরাধ-অভাব এবং অন্তরাধ-নাশের যে উপায়লাভ তাহা সিদ্ধ হয়।

দুঃখদৌর্দৈন্যাদিমেষজয়ত্বাংসপ্রাশাসা বিক্ষেপসহভূবঃ ॥ ৩১ ॥

ভাষ্যম্। দুঃখমাধ্যাক্ষিকম্ আধিভৌতিকম্ আধিদৈবিকঞ্চ। যেনাভিহতাঃ প্রাণিনঃ তদুপযাতায় প্রযতন্তে তদুঃখম্। দৌর্দৈন্যম্ ইচ্ছাভিঘাতাৎ চেতসঃ ক্ষোভঃ। যদদ্বা-  
শ্চেজয়তি কল্পয়তি তদু অঙ্গমেজয়ত্বম্। প্রাণো যদ্বাংস বায়ুস্ আচামতি স শ্বাসঃ, যৎ  
কৌষ্ঠ্যং বায়ুঃ নিঃসারয়তি স প্রশ্বাসঃ। এতে বিক্ষেপসহভূবঃ বিন্মিগুচিন্তিত্তেভে ভবন্তি,  
সমাহিতচিন্তিত্তেভে ন ভবন্তি ॥ ৩১ ॥

৩১। দুঃখ, দৌর্দৈন্য, অঙ্গমেজয়ত্ব, শ্বাস ও প্রশ্বাস ইহা বিক্ষেপের সহভূ ॥ ৩১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—দুঃখ আধ্যাক্ষিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। যাহাব দ্বারা উঘেজিত হইয়া প্রাণীবা তাহাব নিবৃত্তিব চেষ্টা ববে তাহাই দুঃখ। দৌর্দৈন্য—ইচ্ছাব অভিঘাত হইলে চিন্তেব ক্ষোভ। অঙ্গমকল যে কল্পিত হয়, তাহা অঙ্গমেজয়ত্ব। প্রাণ যে বাহ্য বায়ু গ্রহণ কবে তাহা শ্বাস, আর যে অভ্যন্তরবাব বায়ু ত্যাগ কবে তাহা প্রশ্বাস (১)। ইহাবা বিক্ষেপেব সহভূয়া। বিদিশু চিন্তেই ইহাবা আসে, সমাহিত চিন্তে আসে না। -

টীকা। ৩১।(১) শ্বাস ও প্রশ্বাস—স্বাভাবিক শ্বাস ও প্রশ্বাস বৃত্তিতে হইবে। লোকে যে অনিচ্ছাপূর্বক অর্থাৎ অজ্ঞাতসাবে শ্বাস-প্রশ্বাস কবে তাহা সমাধিব অন্তর্ভাব। কিন্তু সমাধিব অঙ্গীকৃত যে বৃত্তিরোধকারী প্রাণায়ামিক প্রবৃত্তিপূর্বক শ্বাস ও প্রশ্বাস অর্থাৎ রেচন ও পূরণ তাহা

বিক্ষেপসহু না-ও হইতে পারে। অবশ্য গ্রাম সমাধিতে বেচন-পূর্ণাধিবও বোধ হইয়া যায়। কিন্তু বেচন-পূর্ণা-জনিত আধ্যাত্মিক বোধ ও তৎবৃত্তিপ্রবাহে সম্যক্ অবহিত হইলেও সেই বিষয়ে সালক্ষন সমাধি হইতে পারে।

ভাষ্যম্। অথ এতে বিক্ষেপাঃ সমাধিপ্রতিপক্ষাঃ ভাত্যামেব অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং নিবোধব্যঃ। তত্রাভ্যাসস্ত বিষয়মুপসংহবন্নিদমাহ—

তৎপ্রতিষেধার্থমেকতত্ত্বাভ্যাসঃ ॥ ৩২ ॥

বিক্ষেপপ্রতিষেধার্থমেকতত্ত্বাবলম্বনং চিন্তমভ্যাসেৎ। যস্য তু প্রত্যর্থনিয়তং প্রত্যয়-  
মাত্রং ক্ষণিকঞ্চ চিন্ত্য তস্য সর্বমেব চিন্ত্যমেকাগ্রং নাশ্ত্যেব বিক্ষিপ্তম্। যদি পুনরিত্যং  
সর্বতঃ প্রত্যাহত্যা একস্মিন্ অর্থে সমাধীয়তে তদা ভবত্যেকাগ্রমিতি, অতো ন প্রত্যর্থ-  
নিয়তম্। যোহপি সদৃশপ্রত্যয়প্রবাহেণ চিন্ত্যমেকাগ্রং মগ্নতে তস্য যত্ত্বেকাগ্রতা প্রবাহ-  
চিন্ত্য ধর্মসুদৈকং নাস্তি প্রবাহচিন্ত্য ক্ষণিকত্বাৎ। অথ প্রবাহাংশস্তৈব প্রত্যয়স্ত ধর্মঃ স  
সর্বঃ সদৃশপ্রত্যয়প্রবাহী বা বিসদৃশপ্রত্যয়প্রবাহী বা প্রত্যর্থনিয়তত্বাদেকাগ্র এবেতি  
বিক্ষিপ্তচিত্তানুপপত্তিঃ। তস্মাদেকমনেকার্থমবস্থিতং চিন্ত্যমিতি। যদি চ চিন্তেনৈকে-  
নান্বিধিতাঃ স্বভাবভিন্নাঃ প্রত্যয়া জায়েবন্ অথ কথমগ্নপ্রত্যয়দৃষ্টান্তঃ স্মৃতা ভবেৎ,  
অগ্নপ্রত্যয়োপচিতস্ত চ কর্মশয়স্তান্তঃ প্রত্যয় উপভোক্তা ভবেৎ? কথঞ্চিৎ সমাধীয়-  
মানমপ্যেতদ্ গোমবপাঘসীয়ে জায়মানক্ষিপতি।

কিঞ্চ স্বাক্ষানুভবাপহুবশ্চিত্তস্তান্ত্রায়ে প্রাপ্নোতি, কথং যদহমজ্ঞাং তৎ স্পৃশামি  
বচন অস্পৃশাং তৎ পশ্যামিতি অহমিতি প্রত্যয়ঃ সর্বস্ত প্রত্যয়স্ত ভেদে সতি প্রত্যয়িত্ব-  
ভেদেনোপস্থিতঃ। একপ্রত্যয়বিষয়োহয়মভেদাত্মা অহমিতি প্রত্যয়ঃ কথমত্যন্তভিন্নেষু  
চিন্তেষু বর্তমানঃ সামান্যমেকং প্রত্যয়িনমাশ্রয়েৎ? স্বানুভবপ্রোক্তশ্চাযমভেদাত্মাহমিতি  
প্রত্যয়ঃ, ন চ প্রত্যক্ষস্ত মাহাত্ম্যং প্রমাণান্তবেণাভিভূয়তে, প্রমাণান্তরঞ্চ প্রত্যক্ষবলেনৈব  
ব্যবহারং লভতে। তস্মাদেকমনেকার্থমবস্থিতঞ্চ চিন্ত্যম্ ॥ ৩২ ॥

ভাস্ত্রানুবাদ—সমাধিব প্রতিপক্ষ এই বিক্ষেপসকল উক্ত অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা  
নিবোধব্য। তাহাব মধ্যে অভ্যাসের বিষয়কে উপসংহাবপূর্বক এই শব্দ বলিতেছেন—

৩২। তাহাব (বিক্ষেপের) নিবৃত্তির জন্ত একতত্ত্বাভ্যাস কবিবে ॥ ৩২ ॥

বিক্ষেপ-নাশের জন্ত চিন্তকে একতত্ত্বাবলম্বন (১) কবিয়া অভ্যাস কবিবে। বাহাদেব মতে  
চিন্ত (২) প্রত্যর্থনিয়ত (ক) অতএব প্রত্যয়মাত্র অর্থাৎ আধাবশূন্য, কেবল বৃত্তিরূপ এবং ক্ষণিক,  
তাহাদেব মতে (স্বভাবঃ) সমস্তচিন্তই একাগ্র হইবে, বিক্ষিপ্ত চিত্র আব থাকে না। কিন্তু যদি  
সমস্ত বিষয় হইতে প্রত্যাহরণ কবিয়া চিন্তকে একই অর্থে সমাহিত করা যায়, তাহা হইলে তাহা

একাগ্র হয ; এই হেতু চিত্ত প্রত্যর্শনিষত নহে (খ)। আব ঈহারা সমানাকার প্রত্যয়ের প্রবাহ-  
দ্বারা চিত্ত একাগ্র হয় এইরূপ মনে কবেন, তাঁহাদেবও বাহা একাগ্রতা তাহাকে যদি প্রবাহচিত্তেব  
ধর্ম বলা যায়, তবে তাহাও সম্ভব হইতে পারে না, কারণ (তাঁহাদেব নতাহুসারে) চিত্তেব ক্ষণিকত্ব-  
হেতু এক প্রবাহচিত্তেব সম্ভাবনা নাই। আব (একাগ্রতাকে) প্রবাহেব অংশস্বরূপ এক-একটি  
প্রত্যয়ের ধর্ম বলিলে সেই প্রত্যয়প্রবাহ সমানাকার প্রত্যয়ের প্রবাহই হউক, বা বিসদৃশ প্রত্যয়েব  
প্রবাহই হউক, প্রত্যয়সকল প্রত্যর্শনিষত বলিয়া সকলই একাগ্র হইবে, অতএব ঐক্য হইলে  
বিক্ষিপ্তচিত্তেব অহুপপত্তি হয়। এই হেতু চিত্ত এক এবং তাহা অনেক-বিষয়গ্রাহী ও অবস্থিত  
(অর্থাৎ অস্থিতরূপ ধর্মরূপে অবস্থিত)। আর যদি (আশ্রয়ত্ব) এক চিত্তেব সহিত অসংখ্য,  
স্বতন্ত্র, পবনপবনিত প্রত্যয়সকল জন্মায়, (গ) তাহা হইলে এক প্রত্যয়েব দুই বিষয়েব স্মৃতি অন্ত-  
প্রত্যয় কিরূপে হইবে এবং এক প্রত্যয়েব দ্বারা সঙ্কিতলংকাবেব স্ববর্ণকর্তা এবং কর্মায়ের  
উপভোক্তাই বা অন্ত-প্রত্যয় কিরূপে হইতে পারে ? বাহা হউক কোন একারে সমাধীয়মান হইলেও  
ইহা 'গোময়-পায়সী'র স্তাব (৩) অপেক্ষাও অধিক অযুক্ত হইতেছে।

কিঞ্চ চিত্তেব এক-একটি প্রত্যয় যদি সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক বল তাহা হইলে স্বাহুভবেব অগলাপ  
হয (ঘ)। কিরূপে ?—‘যে আমি দেখিবাছিলাম সেই আমি স্পর্শ কবিতেছি’, আব ‘যে আমি স্পর্শ  
কবিবাছিলাম সেই আমি দেখিতেছি’ এইরূপ অহুভবে প্রত্যয়সকলেব ভেদ থাকিলেও ‘আমি’ এই  
প্রত্যয়াংশ প্রত্যয়ীব নিকট অভেদরূপে উপস্থিত হয। এক প্রত্যয়েব বিষয়, অভেদাকার অহু-  
প্রত্যয়, অত্যন্ত ভিন্ন চিন্তাংশলকলে বর্তমান থাকিয়া কিরূপে একপ্রত্যয়ীকে আশ্রয় কবিতে পারে ?  
অভেদাকার এই অহুরূপ প্রত্যয় স্বাহুভবগ্রাহ। প্রত্যয়েব সাহায্য প্রমাণান্তবেব দ্বারা অভিত্বৃত  
হয না, অন্তান্ত প্রমাণ প্রত্যক্ষবলেই ব্যবহাব লাভ কবে। এইহেতু চিত্ত এক এবং অনেক-বিষয়গ্রাহী  
ও অবস্থিত অর্থাৎ শূন্য নহে কিন্তু এক অভদ্র সত্তা।

টীকা। ৩২। (১) একতত্ত্ব অর্থে মিল্ল বলেন ঈশ্বব, ভিক্স বলেন কুলোদি কোন তত্ত্ব,  
ভোজবাজ বলেন কোন এক অভিমত তত্ত্ব। বস্তুতঃ এখানে দ্যেবপদার্থেব কোন নির্দেশ-বিষয়ে  
বিবক্ষা নাই (দ্যেয়েব প্রকাবসম্বন্ধেই বিবক্ষা), কিন্তু ঈশ্ববাди বাহাই দ্যেয হউক তাহা একতত্ত্ব-  
রূপে আলম্বন কবিতে হইবে। ঈশ্ববাди ধ্যান নানাভাবে ক্রমশঃ কবা যাইতে পারে, যেমন ভোজ  
আবৃত্তিপূর্বক তদর্থ চিন্তা করিলে চিত্ত ঈশ্বব-বিষয়ক নানা আলম্বনে বিচরণ করিতে থাকে।  
একতত্ত্বালম্বন সেইরূপ নহে। ঈশ্ববসম্বন্ধে বখন কোন একইরূপ আধ্যাত্মিক ভাবে বা দাবণার  
চিত্তেব স্থিতি হইবে তখন তাদৃশ একরূপ আলম্বনে অবধান করাব অভ্যাসই একতত্ত্বাভ্যাস, তাহা  
বিক্ষেপেব বিবোধী স্তবরাং তদ্বারা বিক্ষেপ বিদূরিত হয। অন্তান্ত দ্যেয সম্বন্ধেও ঐ নিয়ম।

একতত্ত্বাভ্যাসেব আলম্বনেব মধ্যে ঈশ্বব এবং অহুভাব উত্তম। প্রতিকর্ষে উদীয়মান চিত্তবৃত্তি-  
সকলেব ‘আমি ব্রহ্ম’ এই প্রকাব অহুরূপ একালম্বনকে স্বরণ কবা অতীব চিত্তপ্রসাদকর। ইহাই  
শ্রতিব জ্ঞান-আত্মাব ধাবণা।

তদু ঈশ্বব বলা উদ্দেশ্য থাকিলে স্তব্রকাব একতত্ত্ব শব্দ ব্যবহাব কবিতেন না। আবাব ঈশ্বব-  
প্রণিধানেব দ্বারা অন্তবায় দূব হয বলা হইযাছে, স্তব্রকাং একতত্ত্বাভ্যাস তদসঙ্গত উপায়বিশেষ।  
যাহাতে শ্বাসপ্রশ্বাসাদি সমস্ত শাবীব ক্রিয়া হইতে একস্বরূপ চিন্তভাবেব স্বরণ হয় তাহাই একতত্ত্ব,  
সেই ভাব ঈশ্বব অথবা অহুভাব-বিষয়ক হওয়াই উত্তম, অন্ত-বিষয়কও হইতে পারে। বস্তুতঃ যে

আলম্বন সমষ্টিভূত এক চিত্তভাবধরূপ তাহাই একতত্ত্বালম্বন, তাহাব অভ্যাসে চিত্ত সহজে উত্তমরূপে স্থিত হয়। শাস্ত্রপ্রশাসন সহ সেই ভাব অভ্যাস হইলে স্বাভাবিক শাস্ত্রপ্রশাসন বাইরা যোগাঙ্গভূত শাস্ত্রপ্রশাসন হয়, এবং উহা অভ্যাস হইলে দুঃখের দ্বাৰা সহসা অভিভব হয় না। তাহাই সহজ ও সুখকর আলম্বন হয় বলিয়া দৌর্ভাগ্যবান তাড়ান যায়। আৰ, এক অবস্থা হিব বাধিতে প্রবৃত্ত থাকে বলিয়া অঙ্গমৈজ্জবৎও কবিত্তে থাকে, এইরূপে ক্রমশঃ স্থিতি লাভ কবিত্তে করিতে বিক্ষেপ ও বিক্ষেপসহজসকল অগণত হয়।

৩২।(২) বিক্ষিপ্ত চিত্তকে একাগ্র কবিত্তে হইবে ইহা উপদিষ্ট হইল, কিন্তু কণিকবিজ্ঞান-বাদীদের মতে ইহাব কোন সার্থক হয় না। কণিকবিজ্ঞানবাদীরাও একাগ্র ও বিক্ষিপ্ত চিত্তের কথা বলেন, কিন্তু তাঁহাদের মতানুসারে একাগ্র ও বিক্ষিপ্ত শব্দের তাৎপৰ্য্যগ্রহণ ও সঙ্গতি যে হয় না, তাহা ভাষ্যকাব দেখাইতেছেন।

(ক) ইহা বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ কণিকবাদ বুঝা উচিত। তন্মতে চিত্ত বা বিজ্ঞান প্রত্যর্থনিয়ত অর্থাৎ প্রতিবিষয়ে উপপন্ন ও সমাপ্ত হয়। আৰ তাহা প্রত্যক্ষমাত্র\* বা জ্ঞাতবৃত্তিমাত্র, নিবাধাব, কণিক বা কণস্বায়ী, যেমন—দণ্ডকশ-ব্যাপী ঘটবিজ্ঞান হইলে তাহাতে দশটি ভিন্ন ভিন্ন ঘটবিজ্ঞান উঠিবে এবং অভ্যাসনাশ প্রাপ্ত হইবে। তাহাদের মধ্যে পূর্ববিজ্ঞানটি পর্ববিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ বা হেতু। তাহাদের মূল শূন্য অর্থাৎ তাহাদের উভয়ে এমন কোন এক ভাবপদার্থ অস্থিত থাকে না, যে ভাবপদার্থে তাহাবা বিকাব বা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা। বৌদ্ধদের গাথা আছে, “সক্সে সন্ধাবা অনিচ্ছা উল্লাদবায়রধম্মিনো। উল্লাজ্জিহ্বা নিরুজ্জ্বলন্তি তেনং বৃণসমো সুখো।” অর্থাৎ সমস্ত সংকাব (বিজ্ঞান ব্যতীত সমস্ত সঙ্কিত আধ্যাত্মিক ভাব) অনিত্য, তাহাবা উপপাদ ও লবধর্মী। তাহাবা উপপন্ন হইবা নিরুদ্ধ বা বিলীন হয়, তাহাদের যে উপপন্ন অর্থাৎ উঠা ও নাশ হওয়ার বিবায়, তাহাই স্বপ্ন বা নির্বাণ। শুদ্ধ সংকাব নহে, ভ্রমসহজ বিজ্ঞানও ঐরূপ। সাংখ্যশাস্ত্র-মতেও চিত্তবৃত্তিসকল পরিণামী বা অনিত্য এবং তাহাদের সম্যক নিবোধই কৈবল্য, স্বতবাং প্রধানতঃ উভয়বাদের মাদুস্ত আছে। কিন্তু উভয়বাদের দর্শনে ভেদ আছে। সাংখ্য বলেন, চিত্তের বৃত্তিসকল উপপত্তিলব্ধীল বা সংকোচবিকাপী বটে, কিন্তু বৃত্তিসকল চিত্ত নামক একই পদার্থে বিকাব বা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা। যেমন এক সেব মাটির তালকে তুমি প্রতিক্ষেপে নানা আকাবে পবিণত কবিত্তে পাব কিন্তু তাহাদের লব আকাবেই এক সেব মাটি অস্থিত থাকিলে, অতএব সেই এক সেব মাটিবই উহা বিকাব, এইরূপ বলা জায়। ইহাই সংকারবাদের অন্তর্গত পরিণামবাদ। ৩।১৩(৬)।

বৌদ্ধ বলিবেন তাহা নহে। যেমন প্রদীপে প্রতিক্ষেপে নূতন নূতন তৈল দৃষ্ট হইবা বাইতেছে, কিন্তু তথাপি উহা একই প্রদীপ বলিয়া প্রতীত হয়, আলয় বিজ্ঞান বা আদিশ্বও সেইরূপ বিভিন্ন বিভিন্ন কণিকবিজ্ঞানের সম্ভান হইলেও এক বলিয়া প্রতীত হয়।

বৌদ্ধদের এই উদাহরণে স্তাযদোষ আছে। বস্তুতঃ, যাহা আলোক-প্রদান কবে ইত্যাদি অর্থে লোকে দীপশিখা শব্দ ব্যবহাব কবে। একইরূপ আলোক-প্রদান শুণ দেখিবা লোকে বলে এক দীপশিখা। আলোক-প্রদান শুণ বহু নহে কিন্তু এক। ‘প্রতি মুহূর্তে বাহাতে নূতন নূতন তৈল

\* বৌদ্ধ শাস্ত্রে প্রত্যক্ষ শব্দের অর্থ হেতু। প্রত্যক্ষমাত্র=পর্বকণিক বিজ্ঞানের হেতুমাত্র, এইরূপ অর্থও বৌদ্ধের দিক হইতে সঙ্গত হইতে পারে। কিন্তু এ স্থলে প্রত্যক্ষ অর্থে জ্ঞানবৃত্তি।

হৃদ হয তাহা দীপশিখা' এ অৰ্থে কেহ দীপশিখা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰে না। যদি কেহ কবে তবে সে পূৰ্ব ও পৰেব দীপশিখা এক এইৰূপ মনে কৰে না।

গন্ধাজল অৰ্থে যেমন গন্ধাব খাতে যে জল থাকে তাহা, কোম নিৰ্দিষ্ট এক জলকে কেহ গন্ধাজল বলে না, দীপশিখাও তদ্রূপ। বলিতে পাব নিবাতস্থিত হ্রাসবৃদ্ধিশূন্য দীপশিখাকে এক বলিমায়ে প্রতীতি বা ভ্রান্তি হয়। হইতে পাবে; কিন্তু তাহা কেন হয়?—প্রতি বহুতে শিখায় যে তেল আসে তাহা পূৰ্ব তৈলেব সমধৰ্মক বলিমা।

ইহা হইতে এই নিয়ম সিদ্ধ হয় যে, একাকাব বহুব্রব্য অলঙ্কিতভাবে একে একে আমাদেব গোচৰ হইলে তাহা এক বলিমা ভ্রান্তি হইতে পাবে। কিন্তু ইহাব আৰা পৰিণামবাদ নিবৃত্ত হয় না। একাকাব অনেক ব্ৰব্য থাকিলে এবং একাববিশেষে বোধগম্য হইলে তবে ঐকণ প্রতীতি হইবে, কিন্তু সেই একাকাব বহুব্রব্য হয় কেমন কবিয়া, তাহা সংকাৰবাদ দেখায়। দীপশিখাব উদাহৰণ পূৰ্বোক্ত মৃৎপিণ্ডেব উদাহৰণেব বিৰুদ্ধ নয়, কিন্তু পৃথক কথা; তাই একেৰ ঘাৰা অজ্ঞেব বাধ হয় না।

কণিকবিজ্ঞানবাদীৰা স্তাধ্য প্রথায দেখাইতে পাবেন না কেমন কবিয়া বহু আ-লম বিজ্ঞান হয়। পূৰ্ব প্রত্যয় বা হেতুভূত বিজ্ঞান হইতে উত্তৰ কাৰ্ণভূত বিজ্ঞান কিরূপে হয়, তাহাতে কণিক-বিজ্ঞানবাদীরা অতি অস্তাধ্য উত্তৰ দেন। প্রত্যয়ভূত বিজ্ঞান সম্পূৰ্ণ শূন্য বা নাশ হইবা গেল, আৰ অস্তাব হইতে এক বিজ্ঞানৰূপ ভাবপদার্থ উৎপন্ন হইল—কণিকবাদীদেব এই মত নিতান্ত অস্তাধ্য। অসং হইতে সং হওয়া অথবা সত্তেব অসং হইবা বাওবা স্তাধ্য মানবচিত্তাৰ বিবৰ নহে। পোশ্চাত্তা দার্শনিকেরাও বলেন *ex nihilo nihil fit* অৰ্থাৎ অসং হইতে সং হইতে পাবে না। (বৈজ্ঞানিকদেব Conservation of energy-বাদও সংকাৰবাদেব ছাৰা।)

আৰ, অসং হইতে সং হওয়া অথবা সত্তেব অসং হওয়াব উদাহৰণ জগতে নাই। সমস্ত কাৰ্যেবই উপাদান ও হেতু বা নিমিত্ত (বৌদ্ধেব 'প্ৰচয়') এই দুই কাৰণ থাকা চাই। পূৰ্ববিজ্ঞান উত্তৰবিজ্ঞানেব নিমিত্ত হইতে পাবে, কিন্তু উত্তৰবিজ্ঞানেব উপাদান কি? আৰ পূৰ্ববিজ্ঞানেব উপাদানই বা কোথায় যায়? এতদুত্তৰে বৌদ্ধ বলেন, পূৰ্ববিজ্ঞান 'শূন্য' হইয়া যায়; আৰ উত্তৰ-বিজ্ঞান 'শূন্য' হইতে হয়। শূন্য-অৰ্থে যদি সাক্ষাৎ অজ্ঞেব কোন সত্তা হয়, তেবে উহা স্তাধ্য এবং সাংখ্যেবই অল্পগত।

সাংখ্য বলেন, সমস্ত ব্যক্ত ভাবেৰ মূল উপাদান অব্যক্ত অৰ্থাৎ ব্যক্তৰূপে ধাবণাব অযোগ্য এক সত্তা। সাংখ্যেবা বাহ ও অধ্যাত্মভূত পদাৰ্থেব মধ্যে কাৰ্য ও কাৰণেব পৰস্পৰাজ্ঞেব বুদ্ধিতত্ত্ব বা অহংজ্ঞে-বোধ নামক সৰ্বোচ্চ ব্যক্ত কাৰণ স্থিৰ কবেন, তাহাব উপাদান অব্যক্ত।

বৌদ্ধেব বিজ্ঞানেব ভিত্তৰ সাংখ্যেব বুদ্ধাদি তত্ত্বও আছে স্বতবাং সেই বিজ্ঞানেব কাৰণ 'শূন্য' নামক সত্তা বলিলে সাংখ্যেবই অল্পগত কথা বলা হয়। 'দ্যিবি কাৰণ হৃদ, হৃদেব কাৰণ গো' এইৰূপ বলা এবং 'গোবসেব কাৰণ গো' এইৰূপ বলা যেমন অবিৰুদ্ধ, সেইৰূপ। তবে বিজ্ঞানেব মধ্যে বিজ্ঞাতাকে ধৰিবা সেই বিজ্ঞানেবই অব্যক্ততা প্রতীপাদন কবা সৰ্বথা স্তাধ্য।

সাংখ্যযোগীৰ শিশু বুদ্ধদেব সম্ভবতঃ 'শূন্য' শব্দ সত্তা-বিশেষ অৰ্থে প্রয়োগ কৰিবাছিলেন, তাহাতে উহাব ধৰ্ম দার্শনিক বিচাৰ হইতে কতক পৰিমাণে মুক্ত, স্বতবাং জনসাধাৰণে বহল প্রচাৰযোগ্য হইবাছিল। এখনও এইৰূপ বৌদ্ধ সম্ভাৰ আছেন বাহাবা শূন্যকে অভাবমাত্র মনে কবেন না কিন্তু সত্তাবিশেষ বলেন। শিকাগোব ধৰ্মসভাৰ জাপানী বৌদ্ধগণ সমতোল্লেকখালে

বলিযাছিলেন যে বিজ্ঞানের এক 'essence' বা মূল আছে। বাহ্য বৌদ্ধদেহও অনেকে 'শূন্য'কে নির্বাণ-ধাতু নামক এক সত্তা বলেন। বস্তুতঃ 'শূন্য' শব্দ অস্পষ্টার্থ।

কিন্তু ভাবতে প্রাচীনকালে\* এইরূপ বৌদ্ধসম্প্রদায় প্রসাবলাভ কবিযাছিল যাহাবা 'শূন্য'কে অভাবমাত্র বলিত; তাহাদের মত যে সম্পূর্ণ অযুক্ত তাহা ভাস্কর্য্যক নিম্নলিখিত প্রকাৰে যুক্তিৰ দ্বাৰা দেখাইযাছেন—

(খ) চিত্তকে ক্ষণস্থায়ী পদার্থমাত্র বলিলে ক্ষণিকবাদীবা যে বিক্ষিপ্ত, একাগ্র আদি চিত্তাবস্থাব বিষয় বলেন, তাহাব কোন প্রকৃত অর্থসম্বন্ধিত হয় না। কাৰণ প্রত্যেক চিত্ত যদি বিভিন্ন ও ক্ষণস্থায়ীমাত্র হয়, তবে তাহা সবই একাগ্র, যেহেতু ক্ষণস্থায়ী এক-একটি চিত্তে ত এক-একটি কবিযাই আলম্বন থাকে।

যদি বল সমানাকাব বিজ্ঞানের প্রবাহকেই একাগ্র-চিত্ত বলি, তাহাও নিবৰ্ধক। কাৰণ সেই একাগ্রতা কোন্ চিত্তের ধর্ম? প্রত্যেক চিত্তেবই যখন পৃথক সত্তা, তখন প্রবাহ-চিত্ত নামে এক সত্তা হইতে পারে না, অতএব একাগ্রতা 'প্রবাহ-চিত্তের ধর্ম' এইরূপ বলা সম্ভব নহে। আব, প্রত্যেক চিত্ত যখন পৃথক পৃথক তখন চিত্তের সদৃশ আলম্বনই হউক, আব বিসদৃশ আলম্বনই হউক, সমস্ত চিত্তই একাগ্র হইবে, বিক্ষিপ্ত চিত্ত বলিয়া কিছু থাকিবে না।

(গ) আব, প্রত্যক্ষসকল পৃথক ও অসম্বন্ধ হইলে এক প্রত্যয়েব দৃষ্ট বিষয়ের বা কৃত কর্মের অপব প্রত্যয় স্মৃতি বা ফলভোক্তা হইতে পারে না। এ বিষয়ে ক্ষণিকবাদীবা উত্তর দিবেন যে বিজ্ঞান সংস্কার-সংজ্ঞাদি-সম্প্রযুক্ত হইবা উদ্ভিত হয়, আব, পূর্বক্ষণিক বিজ্ঞান উত্তরক্ষণিক বিজ্ঞানের হেতু বলিয়া উত্তরবিজ্ঞান পূর্ববিজ্ঞানের কতক সদৃশ সংস্কারাদি-সম্প্রযুক্ত হইবা উদ্ভিত হয়। স্মৃতি ও কর্ম (চেতনা-বিশেষ) বৌদ্ধমতে সংস্কার। তজ্জন্ত উত্তরবিজ্ঞানে পূর্ববিজ্ঞান-সম্প্রযুক্ত স্বত্বাদি অল্পদূত হয়। কিন্তু ইহাতে পূর্ববিজ্ঞান হইতে উত্তরবিজ্ঞানে কোন সত্তা যাব, এইরূপ স্বীকাৰ করা অপবিহাৰ্য্য হয়, কিন্তু ক্ষণিকবাদে পূর্ববিজ্ঞানের সমস্তই নাশ বা অভাব হয়। অতএব প্রত্যক্ষসকল একই মৌলিক চিত্তপদার্থের ভিন্ন ভিন্ন পৰিণাম এই সাংখ্যীয় দর্শনই যুক্তিযুক্ত হইতেছে।

(ঘ) দৈর্ঘ্য দর্শনের অল্পকাল আব এক যুক্তি এই—'যে আমি দেখিযাছিলাম সেই আমি স্পর্শ কবিতেছি', 'যে আমি স্পর্শ কবিযাছিলাম সেই আমি দেখিতেছি' এইরূপ প্রত্যয়ে বা প্রত্যভিজ্ঞায় 'আমি' এই প্রত্যয়াংশ আমাদের এক বলিয়া অল্পভব হয় (৩১৪)।

ক্ষণিকবাদীবা বলিবেন, উহা 'একই দীপশিখা' এইরূপ জ্ঞানের দ্বায় ভ্রান্ত একজ্ঞান। কিন্তু উহা যে দীপশিখার দ্বায় এইরূপ কল্পনা কবিবাব হেতু কি? ক্ষণিকবাদীবা কেবল উপমা দেন কিন্তু কোন যুক্তি দেন না। প্রভূত 'শূন্য' অর্থে অভাব ইহা প্রতিপন্ন কবিবাব জন্ত এইরূপ কল্পনা কবেন। অথবা 'যাহা সং তাহা ক্ষণিক' এই অগ্রমাণিত প্রতিজ্ঞাকে ভিত্তি বা হেতু কবিযা—'আমি সং' অতএব তাহা ক্ষণিক, এইরূপ অযুক্ত উপনয় ও বিনিগমন কবেন। কিন্তু এইরূপ

\* কথাবৎ নামক পালি গ্রন্থ, যাহা অশোকের সময়ে রচিত, তাহাতে আছে যে, সে সময়ে বৌদ্ধদের মধ্যে বহু প্রকাৰ বিভিন্নবাদী ছিল। মৌল্লী-পুত্র তিস্ৰ পাল্লীপুত্র (পাটনাৰ) অশোকের সভায় গু: পু: ৩০০ শতাব্দীর মধ্যভাগে কথাবৎ রচনা কবেন। তাহাতে তিস্ৰ ২৫০টি বিভিন্ন ভ্রান্ত বৌদ্ধকত নিবনন কবিযাছেন (vide Dialogues of the Buddha, by T. W. Rhys Davids, Preface X-XI)।

কল্পনা' প্রত্যক একদ্বন্দ্ববোধ বাধিত হয় না, কাবণ প্রত্যক প্রমাণ সর্বাঙ্গপেক্ষা বলবৎ। আধুনিক কোন কোন বোধোক্তবাদীও নতের অভাব হয়, এইরূপ স্বীকার করিয়া সার্ববাদ বুঝাইবার চেষ্টা করেন। তাঁহারা বলেন, 'যে ঘটটা ভাবিয়া গেল তাহা ত একেবারেই নাশ-প্রাপ্ত হইল' অতএব এইরূপ হলে নতের নাশ স্বীকার্য। ইহা কেবল বাক্যময় যুক্ত্যভানমাত্র। বস্তুতঃ যে ঘট-নাম জানে না, সে যদি এক ঘট দেখিতে থাকে, এবং তৎকালে যদি ঘট কেহ ভাবিয়া দেয় তবে সে কি দেখিবে? সে দেখিবে যে খাপরানকল (ঘটাবব) পূর্বে এক স্থানে ছিল পবে দত্ত স্থানে রহিল। পবন্ত কোন নত পদার্থের অভাব তাহার দৃষ্টগোচর হইবে না।

৩২। (৩) 'গোমর-পাকলী' চার। ইহা এক প্রকার ছাড়াভাস বা ছুট ছায়া। তাহা যথা—গোদবই পাকল (বা পুর); কারণ গোমর গব্য (গোষ্ঠাত), এবং পাকলও গব্য; অতএব উভয়ে একই ভাব। এইরূপ 'চাবে'-ই শেষে কবিকবিজ্ঞানবাদের নদতি হইতে পাবে।

ভাষ্যম্। যন্তোদয় শাস্ত্রেণ পবিকর্ম নির্দিষ্টতে তৎ কথম্?—

মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং সূখদুঃখপুণ্যাপুণ্যবিষয়াণাং ভাবনাত-  
শিত্তপ্রসাদনম্ ॥ ৩৩ ॥

তত্র সর্বপ্রাণিষু সূখসঙ্কোচাগাপনেষু মৈত্রীং ভাবয়েৎ, দুঃখিতেষু করুণাং, পুণ্যাত্মকেষু  
মুদিতাম্, অপুণ্যাত্মকেষু উপেক্ষাম্। এষমন্ত ভাবয়ন্তঃ শুক্লো ধর্ম উপজায়তে, ততশ্চ  
চিন্ত্য প্রসাদতি, প্রসন্নমেকাগ্রাং স্থিতিপদং লভতে ॥ ৩৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ—যাহে চিত্তে যৎ পবিকার-প্রণালী (নির্মল করিবার উপায়) কথিত আছে,  
তাহা কিরূপ?—

৩৩। সুখী, দুঃখী, পুণ্যবান ও অপুণ্যবান প্রাণীতে যথাক্রমে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা  
ভাবনা করিলে চিত্ত প্রশান্ত হয়। হ

তাঁহার মধ্যে সূখসঙ্কোচগুণে নম্র প্রাণীতে মৈত্রীভাবনা করিলে, দুঃখিত প্রাণীতে করুণা,  
পুণ্যবাস্তে মুদিতা এবং অপুণ্যবাস্তে উপেক্ষা করিলে। এইরূপ ভাবনা করিতে করিতে সর্বদা  
উৎপন্ন হয়, তাহাতে চিত্ত প্রশান্ত (নির্মল) হয়; প্রশান্তচিত্ত একাগ্র হইয়া স্থিতিপদ লাভ করে (১)।

টীকা। ৩৩। (১) বাহ্যে যৎ আনন্দের স্বাদ নাই বা স্বার্থের ব্যাঘাত হয়, তাহাও  
সুখ বোধিল বা ভাবিলে নাচার্য নাহবে চিত্ত প্রশান্তি উপস্থিত হয়। সেইরূপ শত্রু-মিত্র  
দেখিলে নির্ভর হই হয়। যে স্বদভাবনয়ী নহে অতঃপুণ্যকারী, তদ্বৎ ব্যক্তির প্রতিপত্তি প্রভৃতি  
দেখিলে বা চিন্তা করিলে অহতা ও অমুদিত ভাব হয়। আর, অপুণ্যকারীদের প্রতি (স্বার্থ না  
থাকিলে) অমর বা তুচ্ছ ও পৈতৃকত্ব ভাব হয়। এই প্রকার উপেক্ষা, নির্ভর হই, অমুদিতা ও তুচ্ছ-  
পিতৃ-ভাব নহবে চিত্তকে আলোচিত্ত কবিয়া সমাহিত হইতে দেখে না। ততশ্চ মৈত্র্যাদি ভাবনায়  
যাচ্য চিত্তকে প্রশান্ত বা রাজস-বৃত্ত ও সুখী করিলে তাহা একাগ্র হইয়া স্থিতি লাভ করে।  
আবশ্যক হইলে নাশ হইবার ভাবনা কবিলে।

মিহ্ৰেব স্তম্ভ হইলে তোমাব মনে যেকণ স্তম্ভ হয়, তাহা প্রথমে স্তম্ভাঙ্কট কবিবে। পবে যে যে লোকেব (শত্রু অপকাবক আদিব) স্তম্ভে তোমাব ঈর্ষা, ঘেয হয়, তাহাদেব স্তম্ভে ‘আমি মিহ্ৰেব স্তম্ভেব মত স্তম্ভ’ এইকণ ভাবনা কবিবে। “স্তম্ভং মিহ্ৰাণি চোত্মাস্ত্ৰবিবৰ্ভু স্তম্ভক বঃ” (হে মিহ্ৰগণ। তোমাব স্তম্ভে থাক, তোমাদেব স্তম্ভ বৰ্ধিত হউক) এই বাক্যেব দ্বাবা উক্তকণ ভাবনা কবা স্তম্ভক। শত্রু আদি বাহাদেব দুঃখে তোমাব নিষ্টুব হৰ্ষ হয়, তাহাদেব দুঃখ চিন্তা কবিবা শ্ৰিৰঞ্জনেব দুঃখে যেকণ কৰুণা-ভাব হয়, তাহা দুঃখীদেব প্রতি প্রয়োগ কবিবা কৰুণা ভাবনা কবিত্তে অভ্যাস কবিবে।

সধর্মী-বিধর্মী যেকোন ব্যক্তি পুণ্যবান্ হউক না, তাহাদেব পুণ্যাচরণ চিন্তাপূর্বক মিহ্ৰেব বা সধর্মীদেব পুণ্যাচরণে মনে যেকণ মুহিত ভাব হয়, তাহা তাহাদেব প্রতিও চিন্তা কবিবে। পবেব দোষ (অপুণ্য) গ্রাহ্য না কবাই উপেক্ষা। ইহা ভাবনা নহে, কিন্তু অমর্যাদি ভাব মনে না আনা (৩২৩ দ্রষ্টব্য)। এই চাবি সাধনকে বোকেবা ব্রহ্মবিহাব বলেন এবং বলেন যে ইহাব দ্বাবা ব্রহ্মলোকে গমন হয় ও বুদ্ধেব পূর্ব হইতেই ইহাবা ছিল।

### প্রচ্ছদনবিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্ত ॥ ৩৪ ॥

ভাষ্কম্। কোষ্ঠ্যন্ত বায়োনাসিকাপুট্যভ্যাং প্রযত্নবিশেষাদ্ বমনং প্রচ্ছদনম্, বিধাবণং প্রাণায়ামঃ। তাভ্যাং বা মনসঃ স্থিতিং সম্পাদয়েৎ ॥ ৩৪ ॥

৩৪। প্রাণেব প্রচ্ছদন এবং বিধাবণেব দ্বাবাও চিত্ত স্থিতি লাভ কবে ॥ হু

ভাষ্কানুবাদ—অভ্যন্তরেব বায়ুকে নাসিকাপুটবদ্বাবা প্রযত্নবিশেষেব সহিত বমন কবা প্রচ্ছদন (১)। বিধাবণ—প্রাণায়াম বা প্রাণকে সংযত কবিয়া রাখা। ইহাদেব দ্বাবাও মনেব স্থিতি সম্পাদন কবা হাইতে পাবে।

টীকা। ৩৪।(১) চিত্তেব স্থিতিব জন্য চিত্তেব বন্ধন আবশ্যক, স্তম্ভবাং চিত্তবন্ধনেব চেষ্টা না কবিবা শুধু শ্বাস-প্রশ্বাস লইয়া অভ্যাস কবিলে কখনও চিত্ত স্থিতিলাভ কবিবে না। ভজ্ঞজ্ঞ ধ্যান-সহকাৰে প্রাণায়াম না কবিলে চিত্ত স্থিৰ না হইয়া অধিকতব চঞ্চল হয়। মহাভাবতে আছে, “যত্নদৃশ্চিৎ মুক্তং বৈ প্রাণায়ামৈখিলসত্তম। বাতাসিক্যং ভবত্যেব তস্মাত্তং ন সমাচবেৎ” (যোক্ধর্ম্য) অর্থাৎ না দেখিবা বা ধ্যানশূন্য প্রাণায়াম কবিলে বাতাসিক্য বা চিত্তচাঞ্চল্য হয়, অতএব হে মৈখিল-সত্তম। তাহাব অল্পষ্ঠান করা উচিত নহে। স্তম্ভবাং প্রত্যেক প্রাণায়ামে শ্বাসেব সঙ্গে চিত্তকেও ভাববিশেষে একাগ্র কবিত্তে হয়। পান্থ বলেন, “শূন্যভাবেন শূন্যীবাং”—প্রাণকে শূন্যভাবে যুক্ত কবিবে, অর্থাৎ বেচন-আদিকালে যেন মন শূন্যবাং বা নিঃসংকল্প থাকে এইকণ ভাবনা কবিবে, তাদৃশ ভাবনাসহ বেচনাঙ্গি কবিলেই চিত্ত স্থিতিলাভ কবে, নচেৎ নহে।

যে প্রযত্নবিশেষেব দ্বাবা বেচন হয়, তাহা ত্রিবিধ। প্রথমতঃ—প্রাণস দীর্ঘকাল ব্যাপিনা কবিবাব বা ধীবে ধীবে কবিবাব প্রযত্ন। দ্বিতীয়তঃ—ভৎকালে শবীবকে স্থিৰ ও শিথিল বাগ্ধিবাব প্রযত্ন। তৃতীয়তঃ—ভৎসহ মনকে শূন্যবাং বা নিঃসংকল্প বাগ্ধিবাব প্রযত্ন। এইরূপ প্রযত্নবিশেষ-সহ বেচন বা প্রচ্ছদন করিত্তে হয়।



পৰে বেচি হইলে বায়ু গ্ৰহণ না কৰিষা স্বাস্থ্য সাধ্য সেইকপ হিব শূন্যবৎ মনোভাবে অবস্থান কৰাই বিধাৰণ। এই প্ৰণালীতে পূৰণেব কোন বিশেষ প্ৰযত্ন নাই, সহজ ভাবেই পূৰণ কৰিতে হয়, কিন্তু সে সময়েও যেন মন শূন্যবৎ হিব থাকে তাহা দেখিতে হয়।

শৰীৰ হইতে আত্মবোধ উঠিষা মিষা স্তম্ভবৎ আত্মাহুতব সেই নিঃসংকল্প বাক্যহীন বা একতান প্ৰণবাগ্ৰ অবস্থায় যাইষা স্থিত হইতেছে—এইকপ ভাবনা বেচন-কালেই হয়, পূৰ্ণে হয় না, তাই পূৰ্ণেব কথা বলা হয় নাই। প্ৰচ্ছৰ্গনে ও বিধাৰণে শৰীৰেব স্নৰ্গ শিথিল হইষা নিঃসংকল্প ও নিজিয় মনে স্থিতি কৰাব ভাব লামিত হয়, পূৰ্ণে তাহা হয় না।

এই প্ৰণালী অভ্যাস কৰিতে হইলে, প্ৰথমে দীৰ্ঘ প্ৰশ্বাস ( উপৰি উক্ত প্ৰযত্নসহকাৰে ) কৰিতে হয়। সমস্ত শৰীৰ ও বক্ষ হিব বাঁধিষা কেবল উৰব চালনা কৰিষা শ্বাস-প্ৰশ্বাস কৰিবে। কিছুকাল উত্তমকপে ইহা অভ্যাস কৰিলে, সৰ্বশৰীৰব্যাপী স্নৰ্গময়বোধ বা লঘুতাবোধ হয়, সেই বোধসহকাৰেই ইহা অভ্যাস্ত। ইহা অভ্যাস্ত হইলে, পৰে প্ৰত্যেক প্ৰশ্বাসেব বা বেচনেব পৰ বিধাৰণ না কৰিষা মধ্য মধ্য কৰা যাইতে পাবে, তাহাতে অধিক স্নৰ্গবোধ হয় না। ক্ৰমশঃ অভ্যাসেব দ্বাৰা প্ৰত্যেক বেচনেব পৰ বিধাৰণ কৰা সহজ হয়।

যাহাতে বেচনে ও বিধাৰণে স্বতন্ত্ৰ প্ৰযত্ন না হয়, যাহাতে উভয়ে একত্ৰ মিলাইষা যায়, তাহাই এই অভ্যাসেব কৌশল। প্ৰচ্ছৰ্গনকালে কোঠৰ সমস্ত বায়ু বেচন না কৰিলেও হয়, কিছু বায়ু থাকিতে থাকিতে বেচন স্তম্ভ কৰিষা বিধাৰণে মিলাইষা দিতে হয়। সাবধানে তাহা আশত কৰিষা, যাহাতে প্ৰচ্ছৰ্গন ও বিধাৰণ এই উভয় প্ৰযত্নে ( এবং সহজতঃ বা অনতিবেগে পূৰণ-কালে ) শৰীৰ ও মনেব হিব-শূন্যবৎ ভাব থাকে, তাহা সাবধানে লক্ষ্য কৰিতে হয়। অভ্যাসেব দ্বাৰা যখন ইহা দীৰ্ঘকাল অবিচ্ছেদে কৰিতে পাৰা যায় এবং যখন ইচ্ছা তখনই কৰিতে পাৰা যায়, তখন চিত্ত স্থিতিলাভ কৰে, অৰ্থাৎ তাহাই এক প্ৰকাৰ স্থিতি এবং তৎপূৰ্বক সমাধিস্থিত হইতে পাবে। শ্বাসেব সহিত এক-প্ৰযত্নে বিদগ্ধ চিত্তও সহজে আধ্যাত্মিক প্ৰদেশে বদ্ধ হয়, তজ্জন্ত ইহা অন্ততম প্ৰকৃষ্ট হিত্যুপায়। এইকপ প্ৰাণায়াম নিবন্তব অভ্যাস কৰা যায় বলিষা ইহা স্থিতিব স্তম্ভ উপযোগী।

### বিষয়বতী বা প্ৰবৃত্তিকংপন্ন। মনসঃ স্থিতিনিবন্ধনী ॥ ৩৫ ॥

ভাষ্কম্। নাসিকাগ্ৰে ধাবয়তোহস্ত য়া দিব্যগন্ধসংবিৎ সা গন্ধপ্ৰবৃত্তিঃ, জিহ্বাগ্ৰে দিব্যবসসংবিৎ, তালুনি কপসংবিৎ, জিহ্বামধ্যে স্পৰ্শসংবিৎ, জিহ্বামূলে শব্দ-সংবিদিতোচ্চাঃ প্ৰবৃত্তয় উৎপন্নাস্তি স্থিতৌ নিবন্ধন্তি, সংশয়ং বিধমন্তি, সমাধিপ্ৰজ্ঞাযাঞ্চ দাবীভবন্তীতি। এতেন চন্দ্ৰাদিত্যগ্ৰহমণিপ্ৰদীপবজ্জাদিষু প্ৰবৃত্তিকংপন্ন। বিষয়বতোব বেদিতব্য। যতাপি হি তত্তচ্ছাত্তানুমানাচার্যোপদেশৈববগতমর্থভঙ্গং সমুত্তমেষ ভবতি এতেষাং যথাত্তার্থ প্ৰতিপাদনসামৰ্থ্যাৎ তথাপি যাবদেকদেশোহপি কশ্চিন্ন স্বকণ-সংবেত্তো ভবতি তাবৎ সৰ্বং পৰোক্ষমিব অপবৰ্গাদিষু সূক্ষ্মপ্ৰযত্নে ন দৃঢ়াং বুদ্ধিষ্-

পাদয়তি। তস্মাচ্ছাস্ত্রানুমানাচার্যোপদেশোপোদ্ধগন্যমৈবাবশ্যং কশ্চিদ্ভিশেষঃ প্রত্যক্ষী-  
কর্তব্যঃ। তত্র তদুপদিষ্টার্থৈকদেশস্ত প্রত্যক্ষেষে সতি সর্বং সুসূক্ষ্মবিষয়মপি আ অপবর্গাৎ  
সুশ্রদ্ধীয়তে, এতদর্থমেব ইদং চিত্তপবিকর্ম নির্দিশ্যতে। অনিষতাস্থ বৃত্তিষু তদ্বিষয়ায়াং  
বলীকাবসংজ্ঞায়ামুপজাতায়াং চিত্তং সমর্থং স্তাৎ তস্ত তস্তার্থস্ত প্রত্যক্ষীকবণায়ৈতি, তথা  
চ সতি শ্রদ্ধাবীৰ্যস্বভিসমাধয়োহস্ত্রাপ্রতিবন্ধেন ভবিষ্যন্তীতি ॥ ৩৫ ॥

৩৫। বিষয়বতী (১) প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইলেও মনোব হিঁতিনিবন্ধনী হয় ॥ সু

ভাস্ক্যানুবাদ—নাসিকাগ্রে চিত্তধাবণা কবিলে যে দিব্যগন্ধসংবিদ্ব (স্বাদয়ুক্ত জ্ঞান) হয়, তাহা  
গন্ধপ্রবৃত্তি। (সেইকপ) জিহ্বাগ্রে ধাবণা কবিলে দিব্যবসংবিদ্ব, তালুতে রূপসংবিদ্ব, জিহ্বাব ভিতবে  
স্পর্শসংবিদ্ব ও জিহ্বামূলে শব্দসংবিদ্ব হয়। এই প্রবৃত্তি- (প্রকৃষ্টা বৃত্তি) সকল উৎপন্ন হইয়া হিঁতিতে  
চিত্তকে দৃঢ়বদ্ধ কবে, সংশয় অপসারিত কবে, আব ইহার সমাধিপ্রজ্ঞাব দাব্যরূপ হয়। ইহার  
দাবা চক্ষু, হৃদয়, গ্রন্থি, নাসি, প্রদীপ, বস্ত্র প্রভৃতিতে উৎপন্ন প্রবৃত্তিকেও বিষয়বতী বলিয়া জানা যায়।  
শাশ্বেত, অল্পমানের ও আচার্যোপদেশের যথাস্থত-বিষয়ক জ্ঞানোৎপাদনের সামর্থ্য থাকা হেতু যদিও  
তাহাদের দাবা পানমাধিক অর্থভবের অবগতি হয়, তথাপি যতদিন পর্যন্ত উক্ত উপায়ে অবগত কোন  
একটি বিষয় নিজের ইন্দ্রিয়গোচর না হয়, ততদিন সমস্ত পবোধের স্তার্থ (অদৃষ্ট, কালনিকের মত)  
বোধ হয়, (কিঞ্চ) মোক্ষাবস্থা প্রভৃতি হুস্ত বিষয়ে দৃঢ় বুদ্ধি উৎপন্ন হয় না। সে-কাবণ, শাস্ত্র,  
অল্পমান ও আচার্য হইতে প্রাপ্ত উপদেশেব সংশয়-নিবাকবণেব জন্ত কোন বিশেষ বিষয় প্রত্যক্ষ  
করা অবশ্যকর্তব্য। শাস্ত্রানুপদিষ্ট বিষয়েব একাংশ প্রত্যক্ষ হইলে তখন কৈবল্য পর্যন্ত সমস্ত হুস্ত  
বিষয়ে শ্রদ্ধাতিশয় হয়, এইজন্য এই প্রকাব চিত্তপবিকর্ম নির্দিষ্ট হইয়াছে। অব্যবহিত বৃত্তিসকলেব  
মধ্যে দিব্যগন্ধাদি প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইলে (ও সাধাবণ গন্ধাদি দোষাবধাবণ হইলে) গন্ধাদি বিষয়ে  
যৌগীব বনীকাবরূপ সজ্ঞা বা বৈবাগ্য উৎপন্ন হইয়া সেই সেই (গন্ধাদি) বিষয়েব সম্যক প্রত্যক্ষী-  
করণে (সম্প্রজ্ঞানে) চিত্ত সমর্থ (উপযোগী) হয়। তাহা হইলে শ্রদ্ধা, বীৰ্য, স্বতি ও সমাধি—ইহাবা  
সাধকের চিত্তে প্রতিবন্ধশূন্যভাবে উৎপন্ন হয়।

টীকা। ৩৫।(১) বিষয়বতী—একস্পর্শাদি বিষয়বতী। প্রবৃত্তি—প্রকৃষ্টা বৃত্তি, অর্থাৎ  
(দিব্য) শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়েব প্রত্যক্ষস্বরূপা হুস্তা বৃত্তি। নাসাগ্রে ধাবণা কবিলে ঝালবায়ুব মধ্যেই  
যে অনল্পভূতপূর্ব এক প্রকাব হুগন্ধ বোধ হয় তাহা সহজেই অল্পভূত হইতে পাবে।

তালুব উপবেই আক্ষিক স্নায়ু (optic nerve)। জিহ্বাতে স্পর্শজ্ঞানের অতি প্রক্ষুণ্ণতাব।  
আর জিহ্বামূল বাক্যোচ্চারণ লক্ষ্যে কর্ণেব সহিত লব্ধ। অন্তএব এই এই হানে ধাবণা কবিলে  
জ্ঞানেন্দ্রিয়েব হুস্ত শক্তি প্রকটিত হয়।

চন্দ্রাদিকে স্থিব নেত্রে নিবীক্ষণপূর্বক চক্ষু মুদ্রিত কবিলেও যথাবৎ তত্ত্বং রূপেব জ্ঞান হইতে  
থাকে, তাহা ধ্যান কবিতে কবিতে তত্ত্বং-রূপা প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়। তাহাবাও বিষয়বতী, কাবণ,  
তাহাবা রূপাদিব অন্তর্গত। বোধেবা এইকপ প্রবৃত্তিকে কসিণ বলেন। জল, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি  
ভেদে তাহাবা দশ কসিণেব উল্লেখ কবেন; কিন্তু সমস্তই বস্ত্তঃ ঐবাধি পঞ্চ বিষয়েব অন্তর্গত।

দুই-এক দিন অনববত ধ্যান না কবিলে ইহাতে ফললাভ হয় না। কিছুদিন অগ্নে অগ্নে  
অভ্যাস কবিয়া পবে কিছু দিনেব জন্ত কোন চিন্তা বা উপসর্গ না ঘটে এইরূপ অবস্থায় অবস্থিত

হইয়া দুই-তিন দিবস অল্লাহাবে বা উপবাস কবিয়া উক্ত নাসাগ্রাদি-প্রদেশে ধ্যান কবিলে বিষবতী প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয় ।

এইরূপ সাক্ষাৎকাব হইলে যে যোগে দৃঢ় শ্রদ্ধা হয় ও পার্থিব শব্দাদিতে বৈবাগ্য হয়, তাহা ভায়াব সম্পষ্ট কবিয়া বুঝাইয়াছেন । এ বিষয়ে ষেতাশত্ব স্রুতিতে আছে, “পুথ্যপুতেজোহনিলধে সমুখিতে পঞ্চাশকে যোগপুণে প্রবৃত্তে ।” উহাব ভাষ্যে আছে, “জ্যোতিষতী স্পর্শবতী তথা বসবতী পূবা । গন্ধবত্যাণবা প্রোক্তা চতুস্তম প্রবৃত্তবঃ ॥ আসাং যোগপ্রবৃত্তীনাং যজ্ঞেকাপি প্রবর্ততে । প্রবৃত্ত-যোগং তং প্রাহর্যোগিনো যোগচিন্তকাঃ ॥” ইহাব অর্থ ( ‘ভাষতী’ ১৩৫ শ্লোকে ব্যাখ্যায় স্রষ্টব্য ) ।

### বিশোকা বা জ্যোতিষতী ॥ ৩৬ ॥

ভাষ্যম্ । প্রবৃত্তিকংপন্নান মনসঃ স্থিতিনিবন্ধনীভানুবর্ততে । হৃদয়পুণ্ডরীকে ধারয়তো যা বুদ্ধিসংবিৎ । বুদ্ধিসত্ত্বং হি ভাস্ববমাকাশকল্পং, তত্র স্থিতিবৈশাখ্যত্বাৎ প্রবৃত্তিঃ সূর্যেন্দুগ্রহমণিপ্রভাকপাকাবোণ বিকল্পতে । তথাহস্মিতায়াং সমাপন্নং চিন্তং নিস্তবদ-মহোদধিকল্পং শাস্তমনস্তমস্মিতামাত্রং ভবতি, যজ্ঞেদমুক্তম্, “তমগুণমাত্রমাত্মানমনুবিজ্ঞা-হস্মীত্যেবং ভাবং সম্প্রজানীতে” ইতি । এবা হরী বিশোকা, বিষয়বতী অস্মিতামাত্রা চ প্রবৃত্তিজ্যোতিষতীত্যাচ্যতে, যযা যোগিনশ্চিন্তং স্থিতিপদং লভত ইতি ॥ ৩৬ ॥

৩৬ । বিশোকা জ্যোতিষতী প্রবৃত্তিও (১) চিন্তেব স্থিতি সাধন কবে ॥ হৃ

ভাষ্যানুবাদ—পূর্ব শ্লোকে “প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইবা মনেব স্থিতিনিবন্ধনী হয়” ইহা এই শ্লোকে প্রযোজ্য । হৃদয়-পুণ্ডরীকে ধাবণা কবিলে বুদ্ধিসংবিৎ হয় । বুদ্ধিসত্ত্ব জ্যোতির্ষ আকাশকল্প, তাহাতে বিশাবদী স্থিতিব নাম প্রবৃত্তি, তাহা সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ ও মণিব প্রভাকপেব লাভুস্তে বহুবিধ হইতে পাবে । সেইরূপ অস্মিতাতে (২) সমাপন্ন চিন্ত নিস্তবদ মহাসাগবেব জাব শাস্ত, অনস্ত, অস্মিতামাত্র হয় । এ বিষয়ে ইহা উক্ত হইবাছে, “সেই অণুমাঞ্জ আত্মাকে অহবেদনপূর্বক লাধক ‘আস্মি’ এই মাত্র ভাবেব লম্যক উপলব্ধি কবে ।” এই বিশোকা প্রবৃত্তি যিবিধা—বিষয়বতী ও অস্মিতামাত্রা । ইহাদিগকে জ্যোতিষতী বলা যায়, ইহাদেব যাবা যোগিব চিন্ত স্থিতিপদ লাভ কবে ।

টীকা । ৩৬ । (১) বিশোকা জ্যোতিষতী প্রবৃত্তি । প্রবৃত্তিব অর্থ পূর্ব শ্লোকে উক্ত হইবাছে । পবম সূত্রেব সাধিকভাবে অভ্যস্ত হইবা তাহাব যাবা চিন্ত অবলিন্ত থাকে বলিবা ইহাব নাম বিশোকা । আব সাধিক প্রকাশেব বা জ্ঞানালোকেব আভিযা হেতু ইহাব নাম জ্যোতিষতী । জ্যোতি এখানে তেজ নহে, বিন্ত সূত্র, ব্যবহিত ও বিপ্রকষ্ট বিষয়েব প্রকাশকাবী জ্ঞানালোক । শ্লোকাব অন্ত্র ( ৩২৫ শ্লোকে ) ঈদৃশা প্রবৃত্তিকে প্রবৃত্ত্যালোক বলিবাছেন । তবে জ্যোতিঃপদার্থেব সহিত এই ধ্যানেব কিছু সত্ব আছে তাহা নিম্নে স্রষ্টব্য ।

৩৬ । (২) হৃদয়-পুণ্ডরীক [ ১২৮ (১) স্রষ্টব্য ] বা ব্রহ্মবেশেব ময়ে স্তব আকাশকল্প ( বাধাহীন ) জ্যোতি ভাবনাপূর্বক বুদ্ধিসত্ত্বে ক্রমশঃ উপনীত হইতে হব । বুদ্ধিসত্ত্ব গ্রাহপদার্থ নহে, বিন্ত গ্রহপদার্থ, তজ্জাত অবশ্য স্তব আকাশকল্প জ্যোতি ভাবিলে বুদ্ধিসত্ত্বে ভাবনা হয় না । গ্রহণ-

তত্ত্ব ধাবণা কবিত্তে গেলৈ গ্রাহ্যেব এক অস্পষ্ট ছায়া প্রথম প্রথম তৎসহ ধাবণা হয়। আভ্যন্তরিক স্বেত হার্দজ্যোতির্ই সাধাবণতঃ অস্মিতাব ধ্যানেব সহিত গ্রাহ্যকোটিতে উদ্ভিত থাকে। গ্রহণে চিত্ত সম্যক্ স্থিৎ না হইলে তাহা একবাব সেই জ্যোতিতে ও একবাব আত্মস্থতিতে বিচরণ কবে। এই জ্যোতি তাই অস্মিতাব কাল্লনিক স্বরূপ বলিষা ব্যবহৃত হয়। সূর্য-চন্দ্রাদি বরূপে ঐরূপে অস্মিতাব কাল্লনিক স্বরূপ হয়। শ্রুতি বলেন, “অবুদ্ব্যজ্ঞো ববিতুল্যবরূপঃ।” (শ্বেতাশ্বতব)। “নীহাবধূমার্কা-নিলানলানাং খজ্ঞোতবিদ্র্যৎক্ষটিকশিনাম্। এতানি কপাণি পূবঃসবাণি ব্রহ্মণ্যভিব্যক্তিকরাণি যোগে ॥” (শ্বেতাশ্বতব)।

কপ-জ্ঞানেব জ্ঞায় স্পর্শ-সাদাদি-জ্ঞানও অস্মিতাধ্যানেব বিকল্পক হইতে পাবে। ধ্যানবিশেষে মর্মস্থানে (প্রধানতঃ হৃদয়ে) যে স্পর্শময় স্পর্শবোধ হয়, তাহাই আলম্বন কবিষা সেই স্পর্শেব বোদ্ধা অস্মিতাব বাণ্ডা হইতে পাবে।

এই ধ্যানেব স্বরূপ যথা, ‘হৃদয়ে অনন্তবৎ, আকাশকর বা অচ্ছ জ্যোতি ভাবনাপূর্বক তাহাতে আত্মভাবনা কবিবে।’ অর্থাৎ তাহাতে ওতপ্রোতভাবে ‘আমি’ ব্যাপিষা আছি এইরূপ ভাবনা কবিবে। এইরূপ ভাবনায অনির্বচনীয় স্বখলাভ হয়।

অচ্ছ, আলোকময়, হৃদয় হইতে বেন অনন্ত প্রসাবিত, এই আদিত্ম-ভাবেব নাম বিষয়বতী জ্যোতির্মতী। ইহা স্বরূপ-বুদ্ধি বা অস্মিতামাত্র নহে, কিন্তু ইহা বৈকাবিক-বুদ্ধি, কাবণ, স্বরূপ-বুদ্ধি গ্রহণ, ইহা কিন্তু সম্পূর্ণ গ্রহণ নহে। ইহাব দাবা স্পন্দ বিষয় প্রকাশিত হয়। যে-বিষয় জ্ঞানিতে হইবে তাহাতে যোগীবা এই হৃদয়ত সাত্ত্বিক আলোক ন্যস্ত কবিষা প্রজ্ঞা লাভ কবেন। অতএব এই প্রকাব ধ্যানে বিস্তৃত গ্রহণ মুখ্য নহে, কিন্তু বিষয়বিশেষই মুখ্য। অস্মিতামাত্র-বিষয়ক যে বিশোকা প্রস্তুতি তাহাতেই গ্রহণ মুখ্য অর্থাৎ তাহা স্বরূপ-বুদ্ধি-ভবেব সমাপত্তি।

উপবি উক্ত হৃদয়কেষ্যব্যাপী আদিত্মরূপ বিষয়বতী ধ্যান আবস্ত হইলে, ব্যাপী বিষয়ভাবকে লক্ষ্য না কবিষা আদিত্মমাত্রকে লক্ষ্য কবিষা ধ্যান কবিলে অস্মিতামাত্রেব উপলব্ধি হয়। তাহাতে ব্যাপিষ্ঠভাব অভিব্যক্ত বা অলক্ষ্য হইষা সেই ব্যাপিষ্ঠেব বোধরূপ ভাব বা সমগ্রপ্রধান জ্ঞাননশীলতা কালিক-ধাবাক্রমে অবভাত হইতে থাকে। ক্রিষাধিক্যবুদ্ধ চক্ৰবাধি নিয় কবণলকলেব ধ্যানকালে যেরূপ ক্ষুট কালিক-ধাবা অল্পভূত হয়, অস্মিতামাত্র ধ্যানে সেইরূপ ক্ষুট কালিক-ধাবা অল্পভূত হয় না ; কাবণ, তাহাতে ক্রিষাশীলতা অতি অল্প, কিন্তু প্রকাশভাব অত্যধিক। তজ্জন্ম তাহা স্থিৎ সত্তাব মত বোধ হয়, কিন্তু তাহাবও স্পন্দ বিকাবভাব সাক্ষাৎ কবিষা পৌরুষসত্তানিষ্ঠর কয়ই বিবেকখ্যাতি।

অল্প উপায়েও অস্মিতামাত্র উপনীত হওষা যায়। সমস্ত কবণ বা শবীবব্যাপী অভিমানেব কেন্দ্রে হৃদয়। হৃদয়দেশে লক্ষ্যপূর্বক সর্ব শবীরকে স্থিৎ কবিষা সর্ব শবীবব্যাপী সেই স্থৈর্থেব বোধকে বা প্রকাশভাবকে ভাবনা কবিত্তে হয়। সেই ভাবনা আবস্ত হইলে সেই বোধ-অভীব স্পন্দময়বণে ব্যক্ত হয়। . তখন সমস্ত কবণেব বিশেষ বিশেষ কার্য স্থৈর্থেব দাবা বুদ্ধ হইষা সেই স্পন্দময় অবিশেষ বোধভাবে পর্ববসিত হয়। এই অবিশেষ বোধভাবই ষষ্ঠ অবিশেষ অস্মিতা বা অহংকাব। সেই অস্মিতা হইতে আদিত্মাত্র ভাবকে লক্ষ্য কবিষা ভাবনা কবিলেই অনীতিমাত্রে বা বুদ্ধিতত্ত্বে উপনীত হওষা যায়। আত্ম-বিষয়ক বুদ্ধিমাত্রেব নামও অস্মিতা তাহাও সর্বত্যা।

এই উভয়বিধ উপায়ে বস্ত্ততঃ একই পদার্থে স্থিতি হয়। স্বরূপতঃ অস্মিতামাত্র বা বুদ্ধিতত্ত্ব কি, তাহা মহর্ষি পঞ্চশিখেব বচন উক্ত কবিষা ভাস্কর্যাব বলিষাছেন। তাহা অণু অর্থাৎ দেশব্যাপিষ্ঠ

ও সর্বাপেক্ষা ( সর্বকরণাপেক্ষা ) হৃদয়, আর তাহার অল্পবেদন- ( বা আধ্যাত্মিক হৃদয় বেদনাকে অল্পবেদন ) পূর্বক কেবল 'অশ্বি' বা 'আমি' এইরূপে বিজ্ঞাত হওয়া যায় ।

অশ্বিতামাত্র স্বরূপতঃ অণু হইলেও তাহাকে অল্প দিক্ দিগ্বা অনন্ত বলা যায় । তাহা গ্রহণ-সম্বন্ধীয় প্রকাশশীলতার চরম অবস্থা বলিয়া সর্ব বা অনন্ত বিষয়ের প্রকাশক, তৎকাল তাহা অনন্ত বা বিহু । বস্তুতঃ প্রথমোক্ত উপায়ে এই অনন্ততাব ভাবনা কবিতা পথে তাহাব প্রকাশক, অণুবোধরূপ অশ্বিতার বাইতে হয় । দ্বিতীয় উপায়ে স্থলবোধ হইতে অণুবোধে বাইতে হয়, এই প্রভেদ ।

অশ্বিতাধ্যানেব স্বরূপ না বুঝিলে কৈবল্যাপন্ন বুঝা নায্য নহে বলিয়া ইহা কিছু বিতৃড়তায়ে বলা হইল । অধিকার অল্পতাবে এই প্রকার ধ্যান অভ্যাস করিয়া হিত্তিলাভ হয় । তাহাতে একাগ্রভূমিকা নিদ্র হইয়া ক্রমে সস্ত্রজাত ও অসস্ত্রজাত যোগ নিদ্র হয় ।

পূর্বে ( ১১৭ ) সূত্রে 'অশ্বি'-রূপ ভয়েব ধ্যানের কথা বলা হইয়াছে । এখানে জ্যোতি বা অনন্ত আকাশস্বরূপ অশ্বিতাব বৈকল্পিক রূপ গ্রহণ কবিতা হিত্তি-সাধনেব কথা বলা হইয়াছে ।

## বীতরাগবিষয়ং বা চিত্তম্ ॥ ৩৭ ॥

ভাস্কর্যম্ । বীতরাগচিত্তালঙ্ঘনোপরক্তং বা যোগিনশ্চিস্তং স্থিতিপদং লভত ইতি ॥ ৩৭ ॥

৩৭ । বীতরাগচিত্ত ধারণা করিলেও স্থিতিলাভ হয় ॥ ৩৭

ভাস্কর্যম্—বীতরাগ পুরুষেব চিত্তরূপ আলম্বনে উপরক্ত যোগিচিত্ত স্থিতিপদ লাভ কবে ( ১ ) ।

টীকা । ৩৭ । ( ১ ) সবাগ চিত্তের পক্ষে বিবরণ লইয়া চিন্তা ( সংকল্প-কল্পনাদি ) সহজ হয়, কিন্তু নিশ্চিন্ত স্বভাব বড়ই দুকর হয়, আর বীতরাগ চিত্তের পক্ষে নিবৃত্ত নিশ্চিন্ত থাকাই সহজ । তাদৃশ বীতরাগভাবে সম্যক্ অবধাবণ করিয়া সেই ভাব অবলম্বনপূর্বক চিত্তকে ভাবিত করিলে অভ্যাস-ক্রমে চিত্ত স্থিতিলাভ কবে ।

বীতরাগ-বহাগুরুষেব সদ যতিলে তাঁহার নিশ্চিন্ত, নিরিচ্ছভাব লক্ষ্য করিয়া সহজে বীতরাগ-ভাব স্বভবদয় হয় । আর কল্পনাপূর্বক হিংস্যাগর্ভাদির বীতরাগ চিত্তে যতিল স্থাপনরূপ ধ্যান কবিলেও ইহা নিরু হইতে পারে ।

যচিত্তকে বাগহীন স্তবরাং সংকল্পহীন কবিতো পারিলে সেইরূপ চিত্তভাবকে অভ্যাসের দ্বারা আবৃত্ত কবিলেও চিত্ত বীতরাগ-বিবরণ হয় । ইহা বস্তুতঃ বৈরাগ্যাত্যাস ।

## স্বপ্ননিদ্রাজ্ঞানালম্বনং বা ॥ ৩৮ ॥

ভাষ্যম্। স্বপ্নজ্ঞানালম্বনং নিদ্রাজ্ঞানালম্বনং বা তদাকারং যোগিনশ্চিন্ত্যং স্থিতিপদং  
লভত ইতি ॥ ৩৮ ॥

৩৮। স্বপ্ন-জ্ঞানকে ও নিদ্রা-জ্ঞানকে আলম্বন কবিয়া ভাবনা কবিলে চিত্ত স্থিতিলাভ কবে ॥ স্ব  
ভাষ্যানুবাদ—স্বপ্নজ্ঞানালম্বন ও নিদ্রাজ্ঞানালম্বন এতদ্বাক্যে যোগিচিন্ত্যং স্থিতিপদ লভ  
কবে (১)।

টীকা। ৩৮।(১) স্বপ্নবৎ বা স্বপ্ন-সম্বন্ধীয় জ্ঞান=স্বপ্ন-জ্ঞান, নিদ্রা-জ্ঞানও তদ্রূপ।  
স্বপ্নকালে বাহ্যজ্ঞান রুদ্ধ হয় এবং মানস ভাবসকল প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হয়। অতএব তাদৃশ জ্ঞান  
আলম্বন কবিয়া ধ্যান কবাই স্বপ্নজ্ঞানালম্বন। অধিকাবিশেষেব পক্ষে উহা অতি উপযোগী, আমবা  
যথাযোগ্য অধিকাবীকে এইকপ ধ্যান অবলম্বন কবাইবা উত্তম বল দেখিযাছি। অল্প দিনেই উক্ত  
সাধকের বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া ধ্যান কবিবার সামর্থ্য জন্মিযাছে। কল্পনাপ্রবণ বালক এবং hypnotic  
প্রকৃতিব\* লোকেরা ইহাও যোগ্য অধিকাবী। ইহা তিন প্রকার উপায়ে সাধিত হয়। ১ম—মধ্য  
বিষয়েব মানস-প্রতিরূপ গঠনপূর্বক তাহাকে প্রত্যক্ষবৎ দেখিবার অভ্যাস কবা। ২য়—দ্রবণ অভ্যাস  
করিলে স্বপ্নকালেও ‘আমি স্বপ্ন দেখিতেছি’ এইকপ স্বপ্ন হয়। তখন অভীষ্ট বিষয় যথাভাবে ধ্যান  
কবিতে হয় এবং জাগ্রতি হইয়া ও অল্প সময়ে তাদৃশভাবে বাসিবার চেষ্টা কবিতে হয়। ৩য়—স্বপ্নে  
কোন উত্তমভাবে লভ কবিলে জাগরণ-মাত্র ও পবে সেই ভাব ধ্যান কবিতে হয়—সবগুলিতেই  
স্বপ্নবৎ বাহ্যরুদ্ধভাবে অবলম্বন কবিবার চেষ্টা কবিতে হয়।

স্বপ্নে বাহ্যজ্ঞান রুদ্ধ হয় কিন্তু মানস ভাবসকল জায়মান হইতে থাকে। নিদ্রাবস্থায় বাহ্য ও  
মানস উভয় প্রকার বিষয় তমোহিভূত হইয়া কেবল জড়ভাবে অক্ষুট অস্পষ্ট থাকে। বাহ্য ও মানস  
রুদ্ধভাবে আলম্বন কবিয়া তাহাও ধ্যান কবা নিদ্রাজ্ঞানালম্বন। পূর্বোক্ত hypnotic এবং অল্প  
প্রকৃতিবিশেষেব এইকপ লোক আছে, তাহাদের মন সময়ে সময়ে শূন্যবৎ হইয়া যায়, তাহাদিগকে  
জিজ্ঞাসা কবিলে বলে সেই সময়ে তাহাদের মনের কিছু ক্রিয়া ছিল না। তাদৃশ প্রকৃতিব লোক  
যোগেচ্ছু হইয়া স্বেচ্ছাপূর্বক এইকপ শূন্যবৎ অন্তর্বাহ্যবোধ-ভাবে আশ্রিত কবিয়া স্থিতিমান হইয়া ধ্যান-  
ভ্যাস কবিলে তাহাদের এই উপায়ে সহজে স্থিতিলাভ হয়। [ ১১০ (১) ও ১১০ (১) দ্রষ্টব্য ]।

\* প্রকৃতিবিশেষেব লোকের নামাশ্রয়ি কোন লক্ষ্যে স্থির ভাবে চাহিয়া থাকিলে বাহ্যজ্ঞান রুদ্ধ হয় ও অস্ত্রান্ত লক্ষ্য  
প্রকাশ পায়, তাহাবাই হিগ্নমতিক প্রকৃতিব। বালক-বালিকারা ফটিক, দর্পণ, কাগি, তৈল বা কোন কুরুবর্ণ চক্কে প্রবেশ  
দিকে চাহিয়া থাকিলে স্বপ্নবৎ নানা পদার্থ দেখিতে ও শুনিতে পারে, সে সময়ে যের-যেবী প্রতীতি বাহা কিছু তাহাদের দেখান  
যাইতে পারে।

যথাভিমতধ্যানাদ্ বা ॥ ৩৯ ॥

ভাষ্যম্। যদেবাভিমতং তদেব ধ্যায়েৎ, তত্র লব্ধস্থিতিকমস্তত্রাপি স্থিতিপদং  
লভত ইতি ॥ ৩৯ ॥

৩৯। যথাভিমত ধ্যান হইতেও চিত্ত স্থিতিপদ লাভ কবে। হ

ভাষ্যানুবাদ—যাহা অভিমত (অবস্তা যোগেব উদ্দেশ্যে), তাহা ধ্যান কবিলে। তাহাতে  
স্থিতিলাভ কবিলে অগ্ন্যত্রও স্থিতিপদ লাভ কবা যায় (১)।

টীকা। ৩৯।(১) চিত্তেব এইরূপ স্বভাব যে তাহা কোন এক বিষয়ে যদি হৈর্ষলাভ কবে,  
তবে অত্র বিষয়েও কবিতো পাবে। স্বেচ্ছাপূর্বক ঘটে এক ঘটী চিত্ত স্থিতি কবিতো পাবিলে পর্ত্তেও  
এক ঘটী স্থিতি কবা যায়। অতএব যথাভিমত ধ্যানের দ্বারা চিত্ত স্থিতি কবিলে পাবে তৎসকলে  
সমাধিত হইয়া তত্ত্ব-জ্ঞানক্রমে কৈবল্যসিদ্ধি হইতে পাবে।

পরমাণুপরমমহত্ত্বাত্তোহস্ত বশীকারঃ ॥ ৪০ ॥

ভাষ্যম্। সূক্ষ্মে নিবিশমানস্ত পবমাণস্তং স্থিতিপদং লভত ইতি। সূক্ষ্মে নিবিশ-  
মানস্ত পবমমহত্ত্বাত্তং স্থিতিপদং চিত্তস্ত। এবং তাম্ উভয়ীং কোটিমহত্ত্বাবতো বোহস্তাহ-  
প্রতিবাতঃ স পবো বশীকাবঃ, তদ্বশীকাবাং পবিপূর্ণং যোগিনশ্চিত্তং ন পুনরভ্যাসকৃতং  
পবিকর্মাপেক্ষত ইতি ॥ ৪০ ॥

৪০। পবমাণু পর্যন্ত ও পবমমহত্ত্ব পর্যন্ত (বস্তুতে যিতি সম্পাদন কবিলে) চিত্তেব বশীকাব  
হয়। হ

ভাষ্যানুবাদ—সূক্ষ্ম বস্তুতে নিবিশমান হইয়া পবমাণু পর্যন্ততে স্থিতিপদ লাভ কবে। সেইরূপ  
সূক্ষ্মে নিবিশমান হইয়া পবম-মহত্ত্ব পর্যন্ত বস্তুতে স্থিতিপদ লাভ কবে। এই উভয় পক্ষ অল্পধাবন  
কবিতো কবিতো চিত্তেব যে অপ্রতিবদ্ধতা (বাহ্যতে ইচ্ছা তাহাতে লাগাইবাব ক্ষমতা) হয়, তাহা  
পবম বশীকাব। সেই বশীকাব হইতে চিত্ত পবিপূর্ণ (স্থিতিসাধনাকাজ্য সমাপ্ত) হয়, তখন আর  
অভ্যাসান্তব-সাধ্য পবিকর্মেব বা পবিকৃতিব অপেক্ষা থাকে না (১)।

টীকা। ৪০।(১) এতাদৃশি সূক্ষ্মেব পবমাণু তন্মাত্র। তন্মাত্র শব্দাদি সূক্ষ্মেব সূক্ষ্মতম  
অবস্থা। তন্মাত্রের গ্রাহক যে কবণ-শক্তি এবং তন্মাত্রের যে গ্রাহীতা, ইহাবা সমস্তই পরমাণুভাব।

অস্মিতাধ্যানে যে অনন্তবৎ ভাব হয় তাহা (তাঁহাব কবণরূপ বৃত্তি) এবং মহান্ আত্মা  
(গ্রাহীতরূপ) ইহাবা পবম-মহান্ ভাব। মহাত্মতসকলও পবম-মহান্ স্থলভাব। (‘ভাবতী’ গ্রন্থে)।

কোন এক বিষয়ে স্থিতি অভ্যাস কবিলে স্থিতিপ্রাপ্ত চিত্তকে যোগেব প্রণালী-ক্রমে পবমাণু ও  
পবম-মহান্ বিষয়ে বিদ্যত কবিতো পাবিলে সেই অবস্থাকে বশীকাব বলে। চিত্ত বশীকৃত হইলে তখন  
সবীচধ্যানাত্ত্যাস সমাপ্ত হয় এবং তখন বিবামাভ্যাসপূর্বক অসমাপ্ত্যাত্ত্যাস সমাপ্তিলাভ্যাজ্ঞ অবশিষ্ট থাকে।

কিরূপে বশীকাব কবিত্তে হইবে তাহা বক্ষ্যমাণ সমাপত্তিব দ্বাৰা বিবৃত কবিত্তেছেন। এইত্-গ্রহণ-  
গ্রাহেব মহান্ ভাব ও অশু ভাব উপলক্ষিপূৰ্বক সমাপন্ন হইবা বশীকাব কবিত্তে হইবে। সেইজন্য  
সমাপত্তিব লক্ষণ বলিত্তেছেন।

ভাষ্যম্। অথ লক্ষ্যস্থিতিকস্ত চেতসঃ কিংস্বকপা কিংবিষয়া বা সমাপত্তিরিতি ?

তত্ত্বচ্যতে—

ক্লীণবৃত্তেরভিজাতস্তেব মণেগ্রহীত্গ্রহণগ্রাহেবু তৎস্বতদঙ্গনতা  
সমাপত্তিঃ ॥ ৪১ ॥

ক্লীণবৃত্তেবিত্তি প্রত্যন্তমিতপ্রত্যন্তেত্বার্থঃ। অভিজাতস্তেব মণেরিতি দৃষ্টান্তোপা-  
দানম্। যথা ঋটিক উপাশ্রয়ভেদাৎ তত্ত্বঙ্গপোপবক্ত উপাশ্রয়কপাকাবেণ নির্ভাসতে,  
তথা গ্রাহালখনোপবক্তং চিত্তং গ্রাহসমাপন্নং গ্রাহস্বকপাকাবেণ নির্ভাসতে, ভূতশুদ্ধো-  
পবক্তং ভূতশুদ্ধসমাপন্নং ভূতশুদ্ধস্বকপাভাসং ভবতি, তথা স্থলালখনোপবক্তং স্থলকপ-  
সমাপন্নং স্থলকপাভাসং ভবতি, তথা বিশ্বভেদোপবক্তং বিশ্বভেদসমাপন্নং বিশ্বকপাভাসং  
ভবতি। তথা গ্রহণেয়পি ইন্দ্রিয়েয়পি দ্রষ্টব্যম্। গ্রহণালখনোপবক্তং গ্রহণসমাপন্নং  
গ্রহণস্বকপাকাবেণ নির্ভাসতে। তথা গ্রহীতৃপুৰুষালখনোপবক্তং গ্রহীতৃপুৰুষসমাপন্নং  
গ্রহীতৃপুৰুষস্বকপাকাবেণ নির্ভাসতে। তথা মূৰ্ত্তপুৰুষালখনোপবক্তং মূৰ্ত্তপুৰুষসমাপন্নং  
মূৰ্ত্তপুৰুষস্বকপাকাবেণ নির্ভাসতে। তদেবম্ অভিজাতমনিকল্পস্ত চেতসো গ্রহীত্গ্রহণ-  
গ্রাহেবু পুৰুষেয়ভূতেশ্ব বা তৎস্বতদঙ্গনতা তেষু স্থিতস্ত তদাকাপত্তিঃ সা সমাপত্তি-  
রিত্ত্যচ্যতে ॥ ৪১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—স্থিতিপ্রাপ্ত (১) চিত্তেব কিরূপ ও কি-বিষয়া সমাপত্তি হয়, তাহা কথিত  
হইতেছে :—

৪১। ক্লীণবৃত্তিক চিত্তেব অভিজাত ( স্থনির্মল ) মণিব স্তাব যে গ্রহীতা, গ্রহণ ও গ্রাহেতে তৎ-  
স্থিততা ও তদঙ্গনতা তাহা সমাপত্তি (২) ॥ হ

ক্লীণবৃত্তিব অর্থ্যং ( এক ব্যতীত অন্য ) প্রত্যক্ষকল প্রত্যন্তমিত হইয়াছে এইরূপ চিত্তেব।  
'অভিজাত মণি', এই দৃষ্টান্ত গৃহীত হইয়াছে। যেমন ঋটিকমণি উপাধিভেদে উপাধিব রূপে দ্বাৰা  
উপবজ্জিত হইবা উপাধিব আকাৰে ভাসমান হয়, সেইরূপ গ্রাহালখনে উপবক্ত চিত্ত গ্রাহসমাপন্ন হইবা  
গ্রাহ-স্বকপাকাৰে প্রভাসিত হয় (৩)। স্বশুদ্ধভোগবক্ত চিত্ত তাহাতে ( স্বশুদ্ধভূতে ) সমাপন্ন হইবা  
স্বশুদ্ধভবে স্বরূপ-ভাসক হয়। সেটরূপ স্থলালখনোপবক্ত চিত্ত স্থলাকাৰে সমাপন্ন হইবা স্থলস্বকপ-  
ভাসক হয়। তেমনি বিশ্বভেদোপবক্ত চিত্ত বিশ্বভেদসমাপন্ন হইবা বিশ্বভেদভাসক হয়। সেইরূপ  
গ্রহণেতেও অর্থ্যং ইন্দ্রিয়েতেও দ্রষ্টব্য—গ্রহণালখনোপবক্ত চিত্ত গ্রহণসমাপন্ন হইবা গ্রহণ-স্বকপাকাৰে



নিৰ্ভাসিত হয়। সেইকণ এইতপুষ্কবালনোপবত্ত চিত্ত, এইতপুষ্কবালনোপবত্ত হইয়া এইতপুষ্ক-  
বদপাকাবে নিৰ্ভাসিত হয়। তেমনি মূৰ্ত্তপুষ্কবালনোপবত্ত চিত্ত মূৰ্ত্তপুষ্কবালনোপবত্ত হইয়া মূৰ্ত্ত-  
পুষ্কবাকাবে নিৰ্ভাসিত হয়। এইকণ অভিজাতমণিকল্প-চিত্তের এইতপুষ্ক-গ্রহণ-গ্রাহ্যে অৰ্থাৎ পুষ্কবে  
(পুষ্কবাকাবা বৃদ্ধিতে), ইন্দ্ৰিয়ে ও ভূতে যে তৎসং-তদন্তৰ্জনতা অৰ্থাৎ তাহাতে অবস্থিত হইয়া  
তদাকাবতাপ্রাপ্তি তাহাকে সমাপত্তি বলা যায়।

টীকা। ৪১।(১) হিত্তিপ্রাপ্ত = একাগ্রভূমিপ্রাপ্ত। পূৰ্বোক্ত ঈশ্বর-প্রণিধানাদি সাধন  
অভ্যাস কৰিয়া চিত্তকে বধন সহজে বৰ্ণন। অতীষ্ট বিষয়ে নিশ্চল রাখা যায়, তখন তাহাকে হিত্তি-  
প্রাপ্ত চিত্ত বলা যায়। হিত্তিপ্রাপ্ত চিত্তের সমাপত্তি নাম সমাপত্তি, শুধু সমাপ্তি হইতে সমাপত্তি  
ইহাই ভেদ। সমাপত্তিরূপ প্রজ্ঞাই সমস্তজ্ঞান বা সমস্তজ্ঞাত বোগ। বৌদ্ধেবাও সমাপত্তি শব্দ ব্যৱহাৰ  
কৰেন, কিন্তু তাহাৰ অৰ্থ ঠিক এইকণ নহে।

৪১।(২) সমাপত্তিপ্রাপ্ত চিত্তের বত প্রকার ভেদ আছে বা হইতে পাবে তাহা ভগবান্  
হত্ৰকাৰ এই কয়েকটি হুজে বিবৃত কৰিয়াছেন।

বিষয়ভেদে সমাপত্তি ত্ৰিবিধ : এইতপুষ্ক, গ্রহণ বিষয় ও গ্রাহ্য বিষয়। আব সমাপত্তিৰ  
প্রকৃতিভেদেও সবিচাৰা আদি ভেদ হয়। বোঙ্গীবা বিভাগেৰ বাহুল্য ত্যাগ কৰিয়া একজ প্রকৃতি ও  
বিষয় অতুলাবে সমাপত্তিৰ বিভাগ কৰেন, তাহা ৰখা : সবিতৰ্ক, নিবিতৰ্ক, সবিচাৰ, নিবিচাৰ।  
ইহাদের ভেদ কোঠক কৰিয়া দেখান বাইতেছে—

প্রকৃতি	বিষয়	সমাপত্তি
(১) শব্দার্থ-জ্ঞান-বিকল্প-সংকীর্ণ	স্থূল (গ্রাহ্য, গ্রহণ)	সবিতৰ্কী (বিতৰ্কীভূগত)
(২) ঐ ঐ	সূক্ষ্ম (গ্রাহ্য, গ্রহণ, এহীতা)	সবিচাৰা (বিচাৰাভূগত)
(৩) স্মৃতি-পবিতৰ্কি হইলে, স্বরূপ- গুণেৰ দ্বাৰা অৰ্থমাত্রনিৰ্ভাৰা	স্থূল (গ্রাহ্য, গ্রহণ)	নিবিতৰ্কী (বিতৰ্কীভূগত)
(৪) ঐ ঐ	সূক্ষ্ম (গ্রাহ্য, গ্রহণ, এহীতা)	নিবিচাৰা (বিচাৰাভূগত) = সূক্ষ্ম, সানন্দ, সান্বিত

বিতৰ্ক-বিচাৰেৰ বিষয় পূৰ্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। নিবিতৰ্কীবিষয় অগ্রে বিবৃত হইবে।

যাহা সম্যক নিৰুদ্ধ হয় নাই তাদুশ চিত্তেৰ দ্বাৰা বত প্রকাৰ ধ্যান হইতে পাবে, তাহা সমস্তই  
এই সমাপত্তিসকলেৰ মধ্যে পড়িবে, কাৰণ, গ্রাহ্য, গ্রহণ ও এইতপুষ্ক ছাড়া আর কিছু ব্যক্তভাব-পদার্থ  
নাই যাহাৰ ধ্যান হইবে। আব, বিতৰ্ক ও বিচাৰ-পদার্থেৰ আভূগতা ব্যতীতও ধ্যান সম্ভব নহে  
(যেহেতু নিবিতৰ্কী-নিবিচাৰাতে বাইতে হইলেও প্রথমে বিতৰ্ক-বিচাৰ লইবাই বাইতে হইবে)।

প্রাচীনকাল হইতে অনেক বাদী নূতন নূতন ধ্যান উদ্ভাবিত কৰিতে প্রবাদ পাইয়াছেন, কিন্তু  
তাহাতে কাহাৰও রুতকার্য হইবার সম্ভাবনা নাই, সকলকেই পৰমাবিকথিত এই ধ্যানেৰ মধ্যে  
পড়িতে হইবেই হইবে।

বৌদ্ধেবা স্তষ্ট প্রকাৰ সমাপত্তি গণনা কৰেন, তাহা এইরূপ ভাৱাভূগত বিভাগ নহে। তাহাৰা

নিজেদেব নির্বাণকে উক্ত সমাপত্তিব উপরে স্থাপন কবেন। কিন্তু সম্যগ্ দর্শনেব অভাবে বৈনাশিক বোধেবা প্রকৃতিলীনতা পর্যন্তই লাভ কবিতে পারিবেন।

৪১।(৩) সমাপত্তি (অর্থাৎ অভ্যাস হইতে ঘোষ বিবষে সাহজিকৈব মত তন্নয় ভাব) কি, তাহা সূত্রকাব ও ভাষ্যকাব বিশদ কবিষা বলিয়াছেন। ভাস্করকাব সমাপত্তিসকলেব উদাহরণ দিয়াছেন। গ্রাহ-বিষয়ক সমাপত্তি ত্রিবিধ। ১ম—বিশভেদ অর্থাৎ ভৌতিক বা গোঘটাদি অসংখ্য ভৌতিক পদার্থ-বিষয়ক। ২য়—মূল ভূত বা কিত্যাদি পঞ্চ ভূততত্ত্ব-বিষয়ক। ৩য়—স্বল্পভূত বা শব্দাদি পঞ্চ তন্মাত্র-বিষয়ক।

গ্রহণ-বিষয়ক সমাপত্তি বাহ ও আভ্যন্তর ইন্দ্রিয়-বিষয়ক। তন্মধ্যে বাহেন্দ্রিয় ত্রিবিধ; জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও প্রাণ। অন্তরীন্দ্রিয়—বাহেন্দ্রিয়েব নেতা (সংকল্পক) মন। ইহাবা সকলেই মূল অন্তঃকবণজন্মের বিকাবস্বরূপ। বুদ্ধি, অহংকাব ও (স্বপ্নাখ্য) মনই মূল অন্তঃকবণজন্ম।

গ্রহীতৃ-বিষয়ক সমাপত্তি—প্রাপ্তক সান্নিহিত ধ্যান, পূর্বেই কথিত হইয়াছে, সর্বাঙ্গ সমাধিব বিষয় যে গ্রহীতা তাহা স্বরূপগ্রহীতা বা পুরুষতত্ত্ব নহে, তাহা বুদ্ধিতত্ত্ব। সেই বুদ্ধি, পুরুষেব সহিত একত্ববুদ্ধি (দৃগ্ দর্শনশক্ত্যাবেকাশক্ত্যেবাস্মিতা ২৬ হ), তন্মুক্ত তাহা ব্যাবহারিক দ্রষ্টা বা গ্রহীতা। চিত্তেন্দ্রিয়ে সম্পূর্ণ লীন না হইলে পুরুষে স্থিতি হয় না, হৃতরাগ স্বধন বৃত্তিসান্নিপাত থাকে, তখনকাব অবিশুদ্ধ দ্রষ্টাভাবই এই ব্যাবহারিক দ্রষ্টা। ‘জ্ঞানেব জ্ঞাতা আমি’ এই প্রকাব ভাবই তাহাব স্বরূপ। জ্ঞান সমাক্ নিরুদ্ধ হইলে যে শান্ত বৃত্তিব জ্ঞাতা ‘স্ব’-স্বরূপে থাকেন তিনিই পুরুষ বা স্বরূপদ্রষ্টা।

এতদ্ব্যতীত ঈশ্বর-সমাপত্তি, মূলপুরুষ-সমাপত্তি প্রভৃতি যে সব সমাপত্তি হইতে পাবে, তাহাবা গ্রাহ, গ্রহণ ও গ্রহীতা এই ত্রি-বিষয়ক সমাপত্তিব অন্তর্গত। ঈশ্ববাহিব সৃষ্টি বা মন বা আমিহ যাহা আলম্বন কবিষা সমাপন্ন হওয়া যায়, তাহা হইতে সেই সমাপত্তিও যথামোগ্য বিভাগে পড়িবে। ১২৮ (১) দ্রষ্টব্য।

ভাস্করম্। তত্র—

শকার্থজ্ঞানবিকল্পৈঃ সংকীর্ণা সবিতর্কা সমাপত্তিঃ ॥ ৪২ ॥

তদ্ব্যথা গোঁবিতি শব্দো গৌরিত্যর্থো গোঁবিতি জ্ঞানম্ ইত্যবিভাগেন বিভক্তা-  
নামপি গ্রহণং দৃষ্টম্। বিভজ্যমানাশ্চাত্তে শব্দধর্মী অন্ত্রে অর্থধর্মী অন্ত্রে বিজ্ঞানধর্মী  
ইত্যেতেষাং বিভক্তঃ পন্থাঃ। তত্র সমাপন্নস্ত যোগিনো যো গবাত্তর্থঃ সমাধিপ্রেজ্ঞায়াং  
সমাক্রান্তঃ স চেৎ শকার্থজ্ঞানবিকল্পান্নবিদ্ধ উপাবর্ততে সা সংকীর্ণা সমাপত্তিঃ সবিতর্কেত্ব-  
চ্যতে ॥ ৪২ ॥

ভাস্করানুবাদ—তাহাদেব মধ্যে—

৪২। শকার্থজ্ঞানেব বিকল্পেব দ্বাবা সংকীর্ণা বা মিশ্রা যে সমাপত্তি তাহা সবিতর্কা (১) ॥ স্ব  
তাহা যথা—‘গো’ এই শব্দ, ‘গো’ এই অর্থ, ‘গো’ এই জ্ঞান, ইহাদেব (শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানেব)

বিভাগ থাকিলেও (সাধাবণতঃ) ইহাবা অবিভিন্নরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। বিভজ্যমান হইলে 'ভিন্ন শব্দধর্ম', 'ভিন্ন অর্থধর্ম' ও 'ভিন্ন বিজ্ঞানধর্ম' এইরূপে ইহাদেব বিভিন্নমার্গ দেখা যায়। তাহাতে (বিকল্পিত গবাদি অর্থে) সমাপ্তি যোগ্য সমাধি-প্রজ্ঞাতে যে গবাদি অর্থ সমাক্ট হই তাহা যদি শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানের বিকল্পেব দ্বাৰা অল্পবিকল্পে উপস্থিত হয়, তবে সেই সংকীর্ণ সমাপত্তিকে সন্নিভৰ্কা বলা যায়।

টীকা। ৪২।(১) সমাপত্তি ও প্রজ্ঞা অবিভাবী। অতএব সমাধিপ্রজ্ঞা-বিশেষকে সন্নিভৰ্কা সমাপত্তি বলা যায়। 'ভৰ্কা' শব্দের প্রাচীন অর্থ শব্দময় চিন্তা। বিভৰ্ক = বিশেষ ভৰ্ক। যে সমাধিপ্রজ্ঞাতে বিভৰ্ক থাকে, তাহাই সন্নিভৰ্কা সমাপত্তি।

ভৰ্ক বা বাক্যময় চিন্তা, তাহা বিশ্লেষ কবিয়া দেখিলে তাহাতে শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানের সংকীর্ণ বা মিশ্র অবস্থা পাওয়া যায়। মনে কব 'গো' এই শব্দ বা নাম, তাহাব অর্থ চতুষ্পদ জন্তুবিশেষ। গো-পদার্থেব যাহা জ্ঞান, তাহা আমাদেব অভ্যন্তরে চব। গকব সহিত তাহাব একত্ব নাই এবং গো এই নামেব সহিতও গো-জ্ঞান এবং গো-জন্তব একত্ব নাই, কাবণ, যে-কোন নামই গো-বাচক হইতে পারে। অতএব নাম গৃথক্, অর্থ গৃথক্ এবং জ্ঞান (বিজ্ঞানধর্ম) গৃথক্। কিন্তু সাধাবণ অবস্থায়, যে নাম সে-ই নামী এবং তাহাই নাম-নামীব জ্ঞান এইরূপ প্রতিভাতি হব। বাস্তবিক একত্ব না থাকিলেও, 'গো' এই শব্দেব জ্ঞানাত্মপাতী যে একত্ব-জ্ঞান (গো-শব্দ, গো-অর্থ ও গো-জ্ঞান একই—এইরূপ গো-শব্দেব বাক্যবৃত্তিবে যে জ্ঞান, যাহা অলীক হইলেও ব্যবহার্য) তাহা বিকল্প (১২তম ব্রহ্ম)। অতএব আমাদেব সাধাবণ চিন্তা শব্দার্থ-জ্ঞান-বিকল্প-সংকীর্ণ চিন্তা। ইহাতে বিকল্পকণ ব্যবহার্য ভাতি অল্পহৃত থাকে বলিয়া এইরূপ চিন্তা অবিভক্ত চিন্তা এবং ইহা উন্নত ধাত্তব্য বা যোগজপ্রজ্ঞাব উপযোগী নহে।

তবে প্রথমে এইরূপেই যোগজপ্রজ্ঞা উপস্থিত হব। বসন্তঃ সাধাবণ শব্দময় চিন্তাব ভাণ চিন্তা-সহকাৰে যে যোগজপ্রজ্ঞা হব, তাহাই সন্নিভৰ্কা সমাপত্তি।

ব্যক্যমাণ নিবিতৰ্কাদি সমাপত্তিৰ সহিত প্রভেদ দেখাইবাব জন্তু সূত্রকাব (সাধাবণ চিন্তাব সদৃশ) এই সমাপত্তিকে বিশ্লেষপূৰ্বক দেখাইবাছেন। গো-বিষয়ে সন্নিভৰ্কা সমাপত্তি হইলে গো-সদ্বীৰ্য প্রজ্ঞা উৎপন্ন হইবে। সেই প্রজ্ঞাসকল বাক্য-সাধ্যরূপে আসিবে, যথা—'ইহা অমূকেব গো', 'ইহাব গাত্রে এতগুলি লোম আছে' ইত্যাদি। অবশ্য সমাপত্তিবে দ্বাৰা যোগীরা গবাদি স্থল বিষয়েব প্রজ্ঞাযাত্র লাভ কবেন না, তত্ত্ব-বিষয়ক প্রজ্ঞানাভাই সমাপত্তিৰ মুখ্য বল, তদ্ধাৰা বৈবাগ্য সিদ্ধ হয় ও ক্রমশঃ বৈবল্যলাভ হয়।

ভাষ্যম্। যদা পুনঃ শব্দসংকেতশ্চুভিপৰিণুদৌ ঞ্জতানুমানজ্ঞানবিকল্পশূন্যায়ঃ সমাধিপ্রজ্ঞায়ঃ স্বরূপমাত্রেণাবস্থিতঃ অর্থঃ তৎস্বরূপাকাবমাত্রতয়ৈব অবচ্ছিত্ততে সা চ নিবিতৰ্কী সমাপত্তিঃ। তৎ পৰং প্রত্যক্ষং ভক্ত ঞ্জতানুমানয়োৰ্বীজং, ভক্তঃ ঞ্জতানুমানে প্রভবতঃ। ন চ ঞ্জতানুমানজ্ঞানসহভূতং তদর্শনং, তদ্বাদসংকীর্ণং প্রমাণাস্তবেণ যোগিনো নিবিতৰ্কসমাধিঃ দর্শনমিতি। নিবিতৰ্কীয়াঃ সমাপত্তেবস্থাঃ সূত্রেণ লক্ষণং ত্রোত্যতে—

স্মৃতিপরিভুক্তো স্বরূপশৃংগোবর্ধমাননির্ভাসা নির্বিতর্কা ॥ ৪৩ ॥

যা শব্দসংকেতশ্রুতানুমানজ্ঞানবিকল্পস্মৃতিপরিভুক্তো গ্রাহ্যস্বরূপোপরক্তা প্রজ্ঞা স্বমিব প্রজ্ঞাকপং গ্রহণাত্মকং ত্যক্ত্বা। পদার্থমাত্রস্বরূপা গ্রাহ্যস্বরূপাপন্নৈব ভবতি সা নির্বিতর্কা সমাপত্তিঃ। তথা চ ব্যাখ্যাত। তস্তা একবুদ্ধ্যুপক্রমো হি অর্থাত্মা অণুপ্রচয়-বিশেষাত্মা গবাদির্ঘটাদির্বা লোকঃ। স চ সংস্থানবিশেষো ভূতশৃংগাণ্য সাধারণো ধর্ম আত্মভূতঃ, কলেন ব্যক্তেনানুমানিতঃ, স্বব্যঞ্জকান্বনঃ প্রাহুর্ভবতি, ধর্মাস্তবোধয়ে চ তিবোধবতি। স এব ধর্মোহব্যববীভূত্যাতে। বোধ্যমাবেক্ষ্য মহাংশানীয়াংশে স্পর্শ-বাংশে ক্রিয়াধর্মকশ্চানিত্যশ্চ, তেনাবয়বিনা ব্যবহাব্যঃ ক্রিয়ন্তে।

যন্ত পুনববস্তকঃ স প্রচয়বিশেষঃ, শৃংগঃ চ কারণমল্পপলভ্যমবিকল্পন্ত, তস্তাবয়ব-ভাবাদ্ অতঃপ্রতিষ্ঠা মিথ্যাজ্ঞানমিতি প্রায়শঃ সর্বমেব প্রাপ্তং মিথ্যাজ্ঞানমিতি। তদা চ সম্যগ্ জ্ঞানমপি কিং স্মাদ্ বিষয়াভাবাদ্, বদ্ বহুপলভ্যাতে তন্তদবয়বিত্বেনাজাতম্ (আল্লাতম্)। তস্মাদভ্যবয়বী যো মহাদ্যদ্যব্যবহারাপন্নঃ সমাপত্তেনির্বিতর্কীয়া বিষয়ো ভবতি ॥ ৪৩ ॥

ভাস্তানুবাদ—আব, ষষ্ঠ-সংকেতব স্মৃতি (১) অগনীত হইলে, শ্রুতানুমানজ্ঞানকালীন যে বিকল্প, তদ্বিতীয়া যে সমাধিপ্রজ্ঞা তাহারে স্বরূপমাত্রে অবস্থিত যে বিবব, তাহা স্বরূপাকাব্যমাত্রোভেই (যখন) পবিচ্ছিন্ন হইয়া তালিত হব, (তখন) নির্বিতর্কা সমাপত্তি বলা যায়। তাহা পবম প্রত্যক্ষ এবং তাহা শ্রুতানুমানব বীজ, তাহা হইতে শ্রুতানুমান প্রবর্তিত হব (২)। সেই পবম প্রত্যক্ষ শ্রুতানুমানব সহজুত নহে। জুতবাং বোম্মদেব নির্বিতর্ক সমাধিজাত দর্শন (প্রত্যক্ষ ব্যতীত) অপব প্রমাণেব দ্বাবা অসংকীর্ণ। এই নির্বিতর্কা সমাপত্তিব লক্ষণ স্তম্ভেব দ্বাবা প্রকাশিত হইতেছে—

৪৩। স্মৃতিপরিভুক্ত হইলে স্বরূপশৃংগেব স্তায় অর্থমাত্রনির্ভাসা (৩) সমাপত্তি নির্বিতর্কা ॥

ষষ্ঠ-সংকেতব ও শ্রুতানুমান-জ্ঞানেব বিকল্পস্মৃতি অপগত হইলে গ্রাহ্যস্বরূপোপবন্ত যে প্রজ্ঞা নিজেব গ্রহণাত্মক প্রজ্ঞাস্বরূপকে বেন ত্যাগ কবিয়া পদার্থমাত্রাকাবা হইয়া গ্রাহ্যস্বরূপাপন্নৈব স্তায় হইবা দ্যাব, তাহা নির্বিতর্কা সমাপত্তি। (স্বজ-পাতনিকায়) সেইরূপই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাহাব (নির্বিতর্কা সমাপত্তিব) গবাদি বা ঘটাদি বিষয়—এক-বুদ্ধ্যাবস্তক, অর্থাত্মক (দৃশ্যস্বরূপ) আব অণুপ্রচয়বিশেষাত্মক (৪)। এই সংস্থানবিশেষ (৫) শৃংগভূতসকলেব সাধারণ ধর্ম, আত্মভূত অর্থাত্ সর্বদাই শৃংগভূতরূপ স্বকাবানুগত, তাহাব (বিবয়েব) অল্পভবব্যবহাবাদিকপ ব্যক্ত কার্বেব দ্বাবা অনুমিত এবং নিজেব অভিব্যক্তিব হেতু যে দ্রব্য তাহাব দ্বাবা অভিব্যক্ত্যমান হইয়া প্রাহুর্ভূত হব, আব, ধর্মাস্তবোধয়ে তাহাব (সংস্থানবিশেষেব) তিবোধাব হব। এই ধর্মকে অববনী বলা যায়। বাহা এক, বৃহৎ বা ক্ষুদ্র, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, ক্রিয়াধর্মক ও অনিত্য এইরূপ যে অববনী তদ্বাবা (ঘটপটাদি) ব্যবহাব সিদ্ধ হব।

যাহাদেব মতে সেই প্রচয়বিশেষ অবস্তক এবং সেই প্রচয়েব স্তম্ভ (তমাত্ররূপ) কাবণও বিকল্পহীন (নির্বিচাব্য) সমাধি প্রভাক্ষেব অগোচব (অবস্তকস্বহেতু) তাহাদেব মতে এইরূপ আনিলে যে, অবববী অভাবে জ্ঞান মিথ্যা, যেহেতু তাহা অতঃপ্রতিষ্ঠা (নিবুদ্ধ্যব বা শৃংগনির্ভাসা)।

এইরূপে (৬) প্রায় সমস্ত জ্ঞানই মিথ্যা-জ্ঞান হইয়া বায়। এই প্রকাব হইলে বিষয়াভাবহেতু সম্যক্ জ্ঞান কি হইবে? কাবণ, বাহ্য বাহ্য ইঞ্জিয়েব দ্বাৰা জানা যায় তাহাই অবধাবিক-ধৰ্মেব দ্বাৰা আভ্যাত (বিজ্ঞাত)। সেই কাবণে বাহ্য মহাদ্বাদি (বড় ছোট) ব্যবহাৰাপন্ন নিৰ্বিতৰ্কী সমাপত্তিব বিষয়, তাদৃশ অবববী (ধৰ্মী) আছে।

টীকা। ৪৩।(১) প্রথমে সৰ্বিতৰ্ক জ্ঞান হইতে-নিৰ্বিতৰ্ক জ্ঞানেব ভেদ বুঝিলে এই ভাঙ বুঝা স্বপ্নম হইবে।

সাধাবণতঃ শব্দ- (নাম) জ্ঞানেব সহিত অৰ্থেব স্বপ্ন হয় এবং অৰ্থেব জ্ঞানেব সহিত নাম (জ্ঞাপিত বা ব্যক্তিগত) স্বপ্ন হয়, অৰ্থাৎ শব্দ ও অৰ্থেব পৰস্পৰ অবিনাভাবিতাবে চিন্তা হয়। কিন্তু শব্দ পৃথক্ সত্তা ও অর্থ পৃথক্ সত্তা, কেবল সংকেতপূৰ্বক ব্যবহাৰজনিত সংস্কারবশেট উভয়েব স্মৃতিসংকৰ্ণ উপস্থিত হয়। শব্দ ত্যাগ কৰিয়া কেবল অর্থমাত্ৰ চিন্তা করা অভ্যাস কৰিতে কৰিতে সেই স্মৃতিসংকৰ্ণ নষ্ট হয়। তখন এক ব্যতীতও অর্থ চিন্তা কৰা বায়। ইহাৰ নাম এক-সংকেত-স্মৃতি-পৰিভুক্তি। ইহা অম্লভব করা চুকব নহে।

এইরূপে শব্দেব সহায় ব্যতীত যে জ্ঞান তাহাই বৰ্ণাৰ্থ (বর্ণা-অর্থ) জ্ঞান; কাবণ, শব্দেব দ্বাৰা বস্তুতঃ অনেক অসম্বন্ধেব সৰ্বদা আসৰা সত্তা বলিয়া ব্যবহাৰ কৰিয়া থাকি। মনে কব আমবা বলি 'কাল অনাদি অনন্ত'। ইহা সত্যরূপে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু অনাদি ও অনন্ত অভাব পদার্থ। তাহাদেব কখনও সাক্ষাৎ-জ্ঞান হইবার সম্ভাবনা নাই। আব কালও কেবল অধিকবণধৰূপ। অনাদি, অনন্ত, কাল ইত্যাদি এক হইতে এক প্রকাব জ্ঞান (অৰ্থাৎ বিকল্প) হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে জ্ঞানগোচৰ কৰিবাব কোন বস্তু তাহাব মূলে নাই। অতএব শব্দ-সহাযক জ্ঞান বহু মূলে অলীক বিকল্পমাত্ৰ। স্বতৰাং তাদৃশ জ্ঞান ঋত বা সাক্ষাৎ অধিগত সত্য নহে, কিন্তু সত্যেব আভাস-মাত্ৰ\*। আগম ও অহুমান প্রমাণ শব্দ-সহাযক জ্ঞান, স্বতৰাং আগম ও অহুমানেব দ্বাৰা প্রমিত সত্যসকল ঋত নহে। মনে কৰ আগম ও অহুমানেব দ্বাৰা প্রমাণ হইল "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"। সত্য অৰ্থে যথার্থ। 'বৰ্ণাৰ্থ' 'অনন্ত' ইত্যাদি শব্দেব অর্থ ধাবণাৰ (ধাবণা=ঐন্দ্রিয়িক ও মানস প্রত্যক্ষ) যোগ্য নহে; স্বতৰাং ঐ ঐ শব্দ ছাড়া 'অন্ত না থাক' 'বখাত্ত হওনা' ইত্যাদি রূপ কোন অর্থ (যোয় বিষয়) থাকে না বাহাৰ সাক্ষাৎকাব হইবে। বস্তুতঃ ঐ শব্দসকলেব সহিত বাচক ব্রহ্মেব কিছু সম্পর্ক নাই। ঐ শব্দসকল তুলিলে তবে ব্রহ্মপদার্থেব উপলব্ধি হয়।

অতএব ঐতাদৃশানুজ্ঞানিত জ্ঞান ও সাধাৰণ শব্দ-সহায প্রত্যক্ষ-জ্ঞান বিকল্পহীন বিশুদ্ধ ঋত নহে, কিন্তু শব্দ-সহায-স্মৃতি কেবল অর্থমাত্ৰ-নিৰ্ভাসক যে নিৰ্বিতৰ্ক-জ্ঞান, তাহাই প্রকৃত ঋত-জ্ঞান।

৪৩।(২) নিৰ্বিতৰ্ক ও নিৰ্বিচাৰ উভয়ই একজাতীৰ দর্শন। পৰমার্থ সাক্ষাৎকাৰী ঋতিবা তাদৃশ নিৰ্বিতৰ্ক ও নিৰ্বিচাৰ-জ্ঞানলাভ কৰিয়া শব্দেব দ্বাৰা (সৰ্বিতৰ্কভাবে) উপদেশ কৰাতে প্রচলিত পৰমার্থ এবং তত্ত্ব-বিষয়ক প্রতিজ্ঞা ও সূক্তিবরূপ মোক্ষশাস্ত্র প্রোদ্বৃত্ত হইয়াছে।

৪৩।(৩) স্বরূপসূত্রেব ত্রায = 'আসি জানিতেছি' এইরূপ ভাব-সূত্রেব ত্রায অৰ্থাৎ এইরূপ

\* ঋত ও সত্যের ভেদ বুঝিতে হইবে। ঋত অৰ্থে গত বা সাক্ষাৎ অধিগত, তাহা একমুখ-সত্য বটে, কিন্তু তাহা ছাড়া অন্ত সত্য আছে বাহা বাক্যের দ্বারা ব্যক্ত হয় যেমন, 'মুসের নীচে অগ্নি আছে' ইত্যাদি প্রকাব সত্য। আব, অগ্নি সাক্ষাৎ কৰিলে গবে যে জ্ঞান হয় তাহা ঋত। ঋত=perceptual fact, সত্য=conceptual fact।

ভাব বিস্তৃত হইয়া। স্ব+কপ=স্বকপ, স্ব=গ্রহণাত্মক প্রজ্ঞা, সেই প্রজ্ঞাকপ=স্বকপ। অর্থাৎ প্রজ্ঞেশ্ব বিষয়ে অতিমাত্র স্থিতিবশতঃ যখন 'আমি প্রজ্ঞাতা' বা 'আমি জানিতেছি' এইরূপ ভাবেবও যেন বিস্তৃতি হয়, তখনই অর্থমাত্র-নির্ভীসা স্বকপশূন্যের চ্যাব প্রজ্ঞা হয়। এখাদিপূর্বক বিষয় প্রজ্ঞাত হইতে থাকিলে নানা কবণেব ক্রিয়া বা ক্রিয়াসংস্কার থাকে বলিয়া তখন সম্যক্ আত্মবিস্তৃতি বা স্বকপশূন্যেব চ্যাব ভাব ঘটে না।

প্রজ্ঞা হইতে পাবে, সমাধি যখন "তদেবার্থমাত্রনির্ভাস স্বকপশূন্যমিব" তখন সবিভর্তক। সমাপত্তি কি সমাধি নয়? না, সবিভর্তক। সমাপত্তি সমাধিমাত্র নহে, কিন্তু তাহা সমাধিজ্ঞা প্রজ্ঞাব স্থিতিরূপ অবস্থা। সমাধি স্বকপশূন্যেব চ্যাব হইলেও তৎপূর্বক যে প্রজ্ঞা হয় সেই প্রজ্ঞা সাধাবণ জ্ঞানেব চ্যাব শব্দসহাবা হইতে পারে। ফলতঃ সেই শব্দসহাবা সমাধিপ্রজ্ঞাব দ্বারা যখন চিত্ত সঙ্গ পূর্ণ থাকে, তখন সেই অবস্থাকে সবিভর্তক। সমাপত্তি বলা যায়। আব, যখন শব্দাদি-নির্মুক্ত-সমাধিব অল্পকপ, স্বকপশূন্যেব চ্যাব যে জ্ঞানাবস্থা তাহাব সংস্কারসকল প্রচিত হইবা চিত্তকে পূর্ণ কবে, তখন তাহাকে নির্বিভর্তক। সমাপত্তি বলা যায়। অতএব সমাধিব ঐকপ যথাযথ ছাপনঃগ্রহকপ অবস্থাই নির্বিভর্তক, আব সমাধিজন জ্ঞানকে পুনঃ ভাবাব দ্বাবা জানিবা বাখা সবিভর্তক।

শব্দ উচ্চাবিত হইলেও বিকল্পহীন নির্বিভর্তক ও নির্বিচাব ধ্যান হইতে পাবে, যেমন, যখন শব্দার্থেব জ্ঞান না থাকে শব্দ কেবল ধনিমাত্ররূপে জ্ঞাত হয়, তখন। অথবা শব্দোচ্চাবণজনিত অভ্যন্তবে যে প্রবৃত্ত হয় তাবদ্বারা ইখন লক্ষ্য হয় তখন তাহাতে বিকল্পহীন গ্রাহ্য ধ্যান হইতে পাবে। আব, যদি লক্ষ্য কেবল ঐ প্রবৃত্তেব জ্ঞানেব গ্রহণে অথবা গ্রহীতাৰ থাকে, তবে তাদৃশ শব্দোচ্চাবণ-কালেও বিকল্পহীন ধ্যান হয়।

৪৩। (৪) নির্বিভর্তক। সমাপত্তিব দ্বারা বিষয় অর্থাৎ নির্বিভর্তকীতে স্থূল বিষয়েব যেকপ ভাবে জ্ঞান হয়, তাহাই স্থূলেব চবম সত্য-জ্ঞান। স্থূল বিষয় আর ভূশেপা উত্তমরূপে জানা যায় না, কাৰণ, চিত্তেন্দ্ৰিয় সম্যক্ স্থিব কবিবা ও বিকল্পশূন্য কবিবা নির্বিভর্তক জ্ঞান হয়, স্মৃতবাঃ তাহা স্থূল-বিষয়ক চবম সত্য-জ্ঞান। সাংখ্যমতে সমস্ত দৃশ্য পদার্থ সং কিন্তু বিকাবশীল। বিকাবশীল বলিবা তাহাবা ভিন্ন ভিন্ন রূপে সং বলিবা জ্ঞাত হইতে থাকে। তাহাবা কখনও অসং হয় না এবং অসং ছিল না। তজ্জন্ত তাহাবা আছে—ইহা সর্বদাই সত্য বলা বাইতে পাবে। অবশ্য দ্বাবা যে অবস্থাব সঙ্গপে জ্ঞাত হয়, তাহা সেই অবস্থাব সত্য অর্থাৎ 'তাহাবা সেই অবস্থাব সং' এই বাক্য সত্য। আব, এক পদার্থকে অস্ত জ্ঞান কবা বিপৰ্য্য বা মিথ্যা। মিথ্যা অর্থে অসং নহে। স্থূল পদার্থ সাধাবণতঃ যে অবস্থাব সঙ্গপে জ্ঞাত হয়, তাহা (জ্ঞানশক্তিৰ) অতি চঞ্চল ও স্মল অবস্থা, স্মৃতবাঃ সাধাবণ অবস্থাব প্রায়ই এক পদার্থকে অন্তরূপে জ্ঞান বা মিথ্যা-জ্ঞান হয়। কিন্তু নির্বিভর্তক সমাধি স্থূলবিষয়িণী জ্ঞানশক্তিৰ অতিমাত্র স্থিব ও স্বচ্ছ অবস্থা, অতএব তাহাতে যে জ্ঞান হয় তাহা তদ্বিষয়ক চবম সত্য-জ্ঞান (সত্য সঙ্গদ্বৈ 'ভাবতী' দ্রষ্টব্য)।

অপেক্ষাকৃত হৃদয়জ্ঞানেব দ্বাবা মিথ্যা-জ্ঞান নিবাকৃত হইলে, তখনই তাহা সত্য বলিবা ও পূৰ্বজ্ঞান মিথ্যা বলিবা নিশ্চয় হয়। কিন্তু নির্বিভর্তক সমাধি-জ্ঞান যখন (স্থূল বিষয় সঙ্গদ্বৈ) হৃদয়তম জ্ঞান, তখন আব তাহা নিবাকৃত হইবাৰ যোগ্য নহে, স্মৃতবাঃ তাহা তদ্বিষয়ক চবম সত্য-জ্ঞান।

যে বৈনাশিক বৌদ্ধেবা বাছ পদার্থকে স্থূলতঃ শূন্য বা অসং বলেন, তাঁহাদেব অযুক্ততা ভাঙ্গাকাব দেখাইতেছেন। পাঠকেব বোধলৌকিকার্থ প্রথমে পদসকলেব অর্থ ব্যাখ্যাত হইতেছে। এক-

বুদ্ধ্যুপক্রম বা একবুদ্ধ্যাবস্কর—‘ইহা এক’ এইরূপ বুদ্ধির আরম্ভক বা জনক, অর্থাৎ যদিও বিবয়সকল বহু-অবয়বসমষ্টি তথাপি তাহা বা ‘ইহা এক অবয়বী’ এইরূপে বোধগম্য হয়।

অর্থাত্মা = দৃশ্যস্বরূপ, অর্থাৎ বিষয়েব পৃথক্ সত্তা আছে। তাহা বৈশাখিকদেব মতের বিজ্ঞান-ধর্মমাত্র নহে অথবা শূন্যাত্মা নহে। অণুপ্রচেষ্টাবিশেষাত্মা = প্রত্যেক বিষয় অন্য বিষয় হইতে ভিন্ন বা বিশিষ্ট এক একটি অণুসমষ্টি।

নির্বিভর্তকী সমাপত্তিবিষয় যে গবাদি (চেতন) অথবা ঘটাদি (অচেতন) তাহা উক্ত তিন লক্ষণাক্রান্ত নয় পদার্থ। অর্থাৎ অণুব সমষ্টিভূত এক একটি বিষয় বাহ্য নির্বিভর্তকী দ্বারা প্রজ্ঞাত হওয়া বায়, তাহা বা (বৌদ্ধ মতের) মলীক পদার্থ নহে, কিন্তু সত্য পদার্থ।

৪৩। (৫) কৃত্তবুদ্ধেব সংস্থানবিশেষ, আত্মভূত ইত্যাদি বিশেষণেব দ্বারা প্রাপ্তকৃত্ত অবয়বী বিষয় ভাস্কর্য্যক বা বিশদ কবিবাছেন। এই নয় হেতুগত বিশেষণেব দ্বারা এতৎ-সম্বন্ধীয় ভ্রান্ত মতও নিবসিত হইয়াছে।

যটের উদাহরণ গ্রহণপূর্বক ইহা ব্যাখ্যাত হইতেছে। একটি ঘট শব্দাদি-পবনাণুব সংস্থান-বিশেষস্বরূপ। আব, তাহা শব্দাদি-পরমাণুব লাখাণ ধর্ম, অর্থাৎ শব্দস্পর্শাদি প্রত্যেক ভগ্নাত্মেরই ঘটাকাব ধর্ম। যটের যে ঘট-রূপ, ঘট-বস, ঘট-স্পর্শ ইত্যাদি ধর্ম, তাহা ইতদনিবপেক এক একটি ভগ্নাত্মের ধর্ম। রূপধর্ম স্পর্শাদিনাশেদ নহে, স্পর্শধর্মও সেইরূপ শব্দাদিতত্ত্বাত্মসাপেক নহে, ইত্যাদি। ইহা বা দ্বারা স্চিত হইতেছে যে, বস্তুতঃ ঘট এককপাদিপবমাণু হইতে উৎপন্ন এক সম্পূর্ণ অতিবিস্তৃত দ্রব্য নহে কিন্তু তাহা সেই পবনাণুসকলের ‘আত্মভূত’ বা অল্পগত দ্রব্য, অর্থাৎ শব্দাদি গুণ যেমন পবমাণুতে আছে, তক্রূপ ঘটও আছে। ২।১২ (৩) উক্তব্য। অতএব ঘটধর্ম বস্তুতঃ পবমাণুধর্মের অল্পগত। পাণ্যপমর পর্বত ও পাণ্যে বেক্রপ সন্ধ্য, যটে ও পরমাণুতেও সেইরূপ সন্ধ্য। আব, যদিও ঘট শব্দাদিপবমাণু-আত্মক, তথাপি তাহা যে ঠিক পবমাণু নহে, কিন্তু পরমাণুব সংস্থানবিশেষ, তাহা ‘ব্যক্ত কলেব দ্বারা অল্পমিত হ’ব’ অর্থাৎ ঘট ইত্যাকার অল্পভব ও ঘটের ব্যবহাবেব দ্বারা ঘট যে পবমাণুমাত্র নহে, তাহা অল্পমান করাইবা দ্বের।

আব ঘট অব্যাক্ত নিমিত্তসকলের দ্বারা (যেমন কুলানজ্ঞে, কৃষ্ণকারাদি) অঙ্কিত বা ব্যক্তকপে প্রাপ্তভূত হ’ব এবং বখাবোগ্য নিমিত্তেব (যেমন চূর্ণীকরণ) দ্বারা অল্প চূর্ণকপ ধর্ম উদয় হইলে ঘট আব ব্যক্ত থাকে না।

অতএব ঘট নামক অবয়বীকে (এবং তজ্জাতীয় সমস্ত স্থূল পদার্থকে, হৃতবাং স্থূল শব্দাদি গুণকে) নিরলিখিত লক্ষণে লক্ষিত কবা বিষয়ঃ এক, মহান্ অথবা অকীর্ণান্ (অর্থাৎ বড় বা অপেক্ষাকৃত ছোট), স্পর্শবান্ বা চকুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ার বিষয়, ক্রিয়াধর্মক বা অবস্থাস্তর-প্রাপক-ক্রিয়াশীলতায়ুক্ত (ইহা কর্মেন্দ্রিয়ার সহায়ক অহম্ভবেব বিষয়), অতএব অনিত্য বা আবির্ভাব ও তিরোভাব-লক্ষণক।

এই সকল লক্ষণে লক্ষিত পদার্থই স্থূল অবয়বিরূপে সর্বদাই আমাদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়। ইহাই নির্বিভর্তকী সমাপত্তিবিষয়। নির্বিভর্তকী সমাপ্তির দ্বারা অবয়বী বেকপ ভাবে বিজ্ঞাত হয়, তাহাই তবিষয়ক সম্যক্ জ্ঞান।

৪৩। (৬) বৈশাখিক বৌদ্ধমতে ঘটাদি পদার্থ রূপধর্মমাত্র, আর রূপধর্ম মূলতঃ শূন্য; হৃতভাং ঘটাদিবা মূলতঃ অবস্থ। এইরূপ মত সত্য হইলে ‘সম্যক্ জ্ঞান’ কিছুই থাকে না। বৌদ্ধেরা

হলেন, “কপী কপাশি পশুতি শূন্তম্” অর্থাৎ সমাপত্তিতে কপী কপকে শূন্ত দেখেন, এই শূন্ত অর্থে যদি অবস্থ হয়, তবে কপ না দেখা (অর্থাৎ জ্ঞানাতাবহ) সম্যক্ জ্ঞান হয়, কিন্তু তাহা সর্বথা অন্ত্যায়। আব, শূন্ত যদি জ্ঞেয় পদার্থবিশেষ হয়, তবে তাহা অব্যবহিবেশ্য ইহবে। অতএব সাংখ্যীয় দর্শনেই সর্বথা ত্রায়।

## এতয়ের সবিচারি নির্বিচারি চ সূক্ষ্মবিষয়া ব্যাখ্যাতা ॥ ৪৪ ॥

ভাস্করম্। তত্র ভূতসূক্ষ্মেব অভিব্যক্তধর্মকেষু দেশকালনিমিত্তানুভবাবচ্ছিন্নেষু যা সমাপত্তিঃ সা সবিচারেত্যাচ্যতে। তত্রাপ্যেকবুদ্ধিনির্গ্রাহ্যমোদিতধর্মবিশিষ্টং ভূতসূক্ষ্ম-মালম্বনীভূতং সমাধিপ্রেজ্ঞায়ামুপতিষ্ঠতে। যা পুনঃ সর্বথা সর্বতঃ শাস্তোদিত্যাব্যপদেশ-ধর্মানবচ্ছিন্নেষু সর্বধর্মামুপাত্তিষু সর্বধর্মাত্মকেষু সমাপত্তিঃ সা নির্বিচারেত্যাচ্যতে। এবং স্বরূপং হি তত্ত্বভূতসূক্ষ্মম্, এতেনৈব স্বরূপশালম্বনীভূতমেব সমাধিপ্রেজ্ঞাস্বরূপমুপবঞ্জয়তি। প্রজ্ঞা চ স্বরূপশূন্তেবার্থমাত্রা বদা ভবতি তদা নির্বিচাবেত্যাচ্যতে। তত্র মহত্ত্ববিষয়া সবিতর্কী নির্বিতর্কী চ, সূক্ষ্মবিষয়া সবিচাবা নির্বিচাবা চ। এবমুভয়োবেতয়ের নির্বি-তর্কয়া বিকল্পহানির্ব্যাখ্যাতা ইতি ॥ ৪৪ ॥

৪৪। ইহাব দ্বাবা হৃদ-বিষয়া সবিচাবা ও নির্বিচাবা নামক সমাপত্তিও ব্যাখ্যাত হইল ॥

ভাস্করানুবাদ—তাহাব মধ্যে (১) অভিব্যক্তধর্মক হৃদভূতে যে দেশ, কাল ও নিমিত্তেব অহুভবেব দ্বাবা অবচ্ছিন্না সমাপত্তি হয় তাহা সবিচাবা। এই সমাপত্তিতেও একবুদ্ধিনির্গ্রাহ্য উদিত-ধর্ম-বিশিষ্ট হৃদভূত আলম্বনীভূত হইবা সমাধিপ্রেজ্ঞাতে আকট হয়। আব শাস্ত, উদিত ও অব্যপদেশ এই ধর্মজ্ঞেবেব দ্বাবা অনবচ্ছিন্ন (২) সর্বধর্মামুপাত্তী, সর্বধর্মাত্মক (হৃদভূতে) এবং সর্বতঃ—এইরূপে যে সর্বথা (বা সর্ব প্রকাবে) সমাপত্তি হয়, তাহা নির্বিচাবা। ‘হৃদভূত এইরূপ’, ‘এইরূপে তাহা আলম্বনীভূত হইবাছে’—এই প্রকাব প্রথম বিচাব সবিচাবা সমাধিপ্রেজ্ঞাস্বরূপকে উপবঞ্জিত কবে। আর যখন সেই প্রজ্ঞা স্বরূপশূন্তেব জ্ঞাব অর্থমাত্রনির্ভা সা হব, তখন তাহাকে নির্বিচাবা সমাপত্তি বলা যায়। উক্ত সমাপত্তিসকলেব মধ্যে মহত্ত্ব-বিষয়া সমাপত্তি (৩) সবিতর্কী ও নির্বিতর্কী এবং সূক্ষ্মবিষয়া সবিচাবা ও নির্বিচাবা। এইরূপ এই নির্বিতর্কী বা দ্বাবা তাহাব নিজেব ও নির্বিচাবাব বিকল্পশূন্যতা ব্যাখ্যাত হইবাছে।

টীকা। ৪৪। (১) সবিচাব কি, তাহা পূর্বে উক্ত হইবাছে (১৪১), এখানে বিশেষ যাহা ভাস্কর্যাব বলিবাছেন, তাহা ব্যাখ্যাত হইতেছে। অভিব্যক্তধর্মক = বাহা ঘটাদিকপে অভিব্যক্ত, যাহা শাস্ত বা অতীতরূপে অনভিব্যক্ত, তাদৃশ নহে। অতএব হৃদভূতে সমাহিত হইতে হইলে ঘটাদি অভিব্যক্তধর্মকে উপগ্রহণ কবিয়া হইতে হয়।

দেশ, কাল ও নিমিত্ত : ঘটাদি ধর্ম উপগ্রহণপূর্বক তৎকাবণ হৃদভূত উপলব্ধি কবিতে গেলে ঘটাদি-লব্ধিত দেশও গ্রাহ্য হইবে এবং তজ্জাত্য তন্মাত্রের উপলব্ধি সেই দেশবিশেষেব অহুভবাবচ্ছিন্ন হইবা হইবে। আব, তাহা কেবল বর্তমানকালমাত্র উদিতধর্মের অহুভবাবচ্ছিন্ন হইবা হইবে।



হুতবাং অতীত ও অনাগত অর্থাৎ তন্মাত্র হইতে বাহ্য হইয়াছে ও হইতে পারে, তদ্বিষয়ক জ্ঞানহীন হইবে।

নিমিত্ত = যে ধর্মকে উপগ্রহণ করিয়া যে তন্মাত্র উপলব্ধ হয়, তাহাই নিমিত্ত। অথবা ধর্ম-বিশেষকে ধরিয়া তন্মাত্রবিশেষে উপনীত হওয়া-রূপ ভাবই নিমিত্ত। নিমিত্তের দ্বাৰা অবচ্ছিন্ন অর্থে কোন এক বিশেষ নিমিত্ত হইতে উপলব্ধ। প্রজ্ঞা সর্বধর্মাত্মপাতিতী হইলে নিমিত্তের দ্বাৰা অবচ্ছিন্ন হয় না।\*

সবিচার সমাধিতে সবিভক্তের স্তায় বিষয় একবুদ্ধির দ্বাৰা ব্যপদ্বিষ্ট হয়, অর্থাৎ 'ইহা ইত্য-ভিন্ন এক বা একজাতীয় অণু' ইত্যাদিরূপ জ্ঞান হয়। সবিচারা সমাপত্তির প্রজ্ঞা শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পসংকীর্ণ হইয়া হয়, কাৰণ তাহা একময়বিচারহুতা। সেই বিচারের দ্বাৰা 'এক এক প্রকারের অথচ বর্তমান' যে হৃদয়ভূত, তদ্বিষয়ক প্রজ্ঞা হয়।

৪৪।(২) প্রথমে নিবিচারা সমাপত্তির বিষয় বলিয়া পাবে ভাষ্যকার তাহার স্বরূপ বলিয়াছেন, একাদিক বিকল্পশূন্য, অকল্পশূন্যের স্তায়, হৃদয়ভূতমাত্র-নির্ভাঙ্গ, এইরূপ সমাধির যে সংস্কার, যদি হৃদয়ভূত-বিবক্ষিত প্রজ্ঞা স্বেদন সংস্কারময়ী অর্থাৎ স্থিতিময়ী হয়, তবে তাহাকে নিবিচারা সমাপত্তি বলা যায়।

সবিচারে যেমন দ্বৈতবিশেষ্যাবচ্ছিন্ন বিষয়ের প্রজ্ঞা হয় ইহাতে সেইরূপ হয় না, সর্বদৈশিকরূপে প্রজ্ঞা হয়। আর, সেইরূপ কেবল বর্তমানকালমাত্রের উদ্ভিত জ্ঞানের দ্বাৰা অবচ্ছিন্ন না হইয়া ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই ত্রিবিধ অবস্থার অক্রমে প্রজ্ঞা হয়, এবং কোন এক ধর্মরূপ নিমিত্তবিশেষের দ্বাৰা অবচ্ছিন্ন প্রজ্ঞা না হইয়া সর্বধর্মিক প্রজ্ঞা হয়। নিবিভক্ত সমাপত্তি সেইরূপ শব্দার্থজ্ঞানবিকল্প-হীন, বিচারের অভাবে নিবিচারও তরুণ। সর্বধর্মাত্মপাতী = হৃদয় বিষয়ের বৃত্ত প্রকার পরিণাম হইতে পাবে তত্তৎ সমস্ত ধর্মে অব্যাহা উপলব্ধ হইবার সামর্থ্যহুতা প্রজ্ঞা।

৪৪।(৩) সমাপত্তিসকলের উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে—

(১) সবিভক্ত সমাপত্তি কথা — হৃদয় একটি স্থূল আলম্বন। তাহাতে সমাধি করিলে হৃদয়মাত্র-নির্ভাঙ্গা চিত্তবৃত্তি হইবে এবং হৃদয়লব্ধীয় বাবতীয় জ্ঞান ( তাহা-ব আকার, দৃশ্য, উপাধান ইত্যাদির সম্যক জ্ঞান ) হইবে। সেই জ্ঞান একাদিক-সংকীর্ণ হইবে, কথা—'হৃদয় গোল, তাহা-ব দৃশ্য এত' ইত্যাদি। এইরূপ একাদিক-জ্ঞান-বিকল্প-সংকীর্ণ স্থূলবিবক্ষিত প্রজ্ঞা-ব দ্বাৰা যখন চিত্ত পূর্ণ হয়— তাদৃশ জ্ঞানে চিত্ত যখন সদ্ধা উপবসিত থাকে—তখন তাহাকে সবিভক্ত সমাপত্তি বলা যায়।

(২) নিবিভক্ত সমাপত্তি কথা :— হৃদয় সমাহিত হইলে হৃদয়ের রূপমাত্র নির্ভাঙ্গিত হইবে। কেবল সেই রূপমাত্র জ্ঞানগোচর থাকিলে হৃদয়লব্ধীয় অল্প বিষয়ের ( নানাদির ) বিস্তৃতি ঘটবে। তাদৃশ, অন্তবিষয়শূন্য ( হুতবাং শব্দ-অর্থ-জ্ঞান-বিকল্পের সংকীর্ণতাশূন্য ) হৃদয়রূপমাত্রকে, স্বরূপশূন্যের

\* বিজ্ঞানভিনু বলেন, নিমিত্ত = পরিণামপ্রয়োগক পুরুষার্থবিশেষ। এইরূপ নিমিত্তের সহিত এ বিষয়ের কিছু সম্পর্ক নাই। মিত্র বলেন, নিমিত্ত = পার্থক্য পরস্পর গুণভেদমাত্র হইতে প্রযোজ্য এবং সমাধিসংহারে বোধজ উপপত্তি, ইত্যাদি। ইহা আংশিক ব্যাখ্যান।

ভাষ্যকার নির্বিচারের লক্ষণে মেশ, কাল ও নিমিত্তের অনবচ্ছিন্নতা দেখাইয়াছেন, তাহাতে উক্ত তিন গুণার্থ শূন্য হইয়াছে। মৈশিক অনবচ্ছিন্নতা = সর্বজ্ঞ। কালিক অনবচ্ছিন্নতা = পাত্যোদিতাব্যাপ্তেন্দ্রিয়ানবচ্ছিন্ন। নিমিত্তের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন = সর্বধর্মাত্মপাতী সর্বধর্মাত্মক। অতএব এ প্রজ্ঞা সর্বধর্ম। আশানী উদাহরণ ইহা বিশদ হইবে।

মত হইবা। ধ্যান কবিলে ঠিক বাদৃশ ভাব হয়, সেই ভাবমাত্রই নিবিড়তর প্রজ্ঞান। যাবতীয় স্থূল পদার্থকে তাদৃশভাবে দেখিলে যোগী বাহু দ্রব্যকে কেবল কণ, বস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই কয়টি গুণযুক্ত মাত্র দেখিবেন। বাক্যমবচিষ্টাভিনিত যে ব্যাবহারিক-গুণসকল বাহু পদার্থে আবোপ কবিয়া লৌকিক ব্যবহাৰ সিদ্ধ হয়, তাহাব সাস্তি তখন যোগীৰ জ্ঞানকৰ্ম হইবে। স্থূল দ্রব্যসকলের মধ্যে কেবল শব্দাদি পঞ্চগুণ বিকল্পশূন্যভাবে তখন প্রজ্ঞারূঢ় থাকিবে। তাদৃশ প্রজ্ঞাময় চিত্ত অর্থাৎ বাহা কেবল তাদৃশ প্রজ্ঞাব ভাবে সমাপন্ন, তাহাকে নিবিড়তর সমাপত্তি বলা যায়। ইহাই স্থূল ভূতের চরম-সাক্ষাৎকাব। ইহাব দ্বাবা স্ত্রী, পুত্র, কাঞ্চন আদি সঞ্চদ্বীৰ লৌকিক মোহকৰ দৃষ্টি সম্যক্ বিগত হয়। কাবণ, তখন স্ত্রী-পুত্রাদি কেবল কতকগুলি কণ বস আদির সমাবেশ বলিয়া সাক্ষাৎ হয় ও সৰ্বদা উপলব্ধ হয়। স্থূল বিষয়সঞ্চদ্বীৰ বাক্যহীন চিন্তা নিবিড়তর ধ্যান, তাদৃশ ধ্যানে যখন চিত্ত পূৰ্ণ থাকে তখন তাহাকে নিবিড়তর সমাপত্তি বলে।

(৩৬) সবিচাৰা সমাপত্তি:—নিবিড়তর বিকল্পশূন্য ধ্যানের দ্বাবা স্বরূপ সাক্ষাৎ কবিয়া তাহাব স্ফুৰ্ণাবস্থাকে উপলব্ধি কবাব ইচ্ছাব যোগী প্রজ্ঞাবিশেষেব দ্বাবা চিত্তেন্দ্রিয়কে স্থিৰভব হইতে স্থিৰতম কবিলে স্বরূপের পৰম স্ফুৰ্ণাবস্থাব উপলব্ধি হইবে। তাহাই কণভিন্না-সাক্ষাৎকাব। প্রথমতঃ শ্রুতাত্মমানপূর্বক ‘ভূতের কাবণ তন্মাত্র’ ইহা জানিবা তৎপূর্বক ( বিচাবপূর্বক ) চিত্তকে স্থিৰ কবিবা তাহাকে স্ফুৰ্ণ ভূতের উপলব্ধি দিকে প্রবর্তিত কবিতে হয় বলিবা সবিচাৰা সমাপত্তি শব্দার্থ-জ্ঞান-বিকল্পের দ্বাবা সংকীর্ণ। ইহা দেশ, কাল ও নিমিত্তের দ্বাবা অবচ্ছিন্ন হইবা হয়। অর্থাৎ স্বর্বেব স্থিতিব দেশে ( সৰ্বত্র নহে ), স্বর্বেব বর্তমান বা ব্যস্তকণের দ্বাবা ( অতীতানাগত রূপেব দ্বাবা নহে ) এবং স্বর্বেব চক্ষুগ্রাহি জ্যোতির্মরূপ নিমিত্তের দ্বাবাই ঐ প্রজ্ঞা হয়।

কণভিন্না-সাক্ষাৎ হইলে নীল গীত আদি অসংখ্য রূপেব মধ্যে কেবল একাকাব কণ-পৰমাণু যোগী প্রত্যক্ষ কবেন। শব্দাদি সঙ্কেত ও ভঙ্গি। বাহু বিষয় হইতে আমাধেব যে স্বথ, দুঃখ ও মোহ হয়, তাহা স্থূল বিষয় অবলম্বন কবিবা হয়। কাবণ, স্থূল বিষয়ের নানা ভেদ আছে এবং সেই ভেদ হইতেই স্বথদুঃখকবদ্বাদি সংঘটিত হয়, সুতরাং একাকাব স্ফুৰ্ণ বিষয়ের উপলব্ধি হইলে বৈষয়িক স্বথ, দুঃখ ও মোহ সম্যক্ বিগত হইবে।

‘ইহা স্ফুৰ্ণাশ্রিত তন্মাত্র’, ‘ইহা এবম্প্রকাৰে উপলব্ধি কবিতে হয়’ ইত্যাদি শব্দাদি-বিকল্প-সংকীর্ণ প্রজ্ঞাব দ্বারা যখন চিত্ত পূৰ্ণ থাকে, তখন তাহাকে স্ফুৰ্ণভূত-বিষয়ক সবিচাৰা সমাপত্তি বলা যায়।

কেবল তন্মাত্র সবিচাৰা সমাপত্তিব বিষয় নহে। তন্মাত্র, অহংকাব, বুদ্ধি ও অব্যক্ত এই সমস্ত স্ফুৰ্ণ পদার্থই সবিচাৰাব বিষয়।

(৪র্থ) নিবিচাৰা সমাপত্তি:—সবিচাৰাব কুশলতা হইলে যখন শব্দাদিব সংকীর্ণ স্তুতি অপগত হইবা কেবল স্ফুৰ্ণ বিষয়মাত্রের নির্ভাসক সমাধি হয়, তাদৃশ বিকল্পহীন ধ্যাম ভাবসকলে চিত্ত যখন পূৰ্ণ থাকে, তখন তাহাকে নিবিচাৰা সমাপত্তি বলা যায়।

নিবিচাৰা দেশ, কাল ও নিমিত্তের দ্বাবা অনবচ্ছিন্ন হইবা নিম্পন্ন হয় অর্থাৎ তাহা সৰ্বদেশস্থ বিষয়ের, সৰ্বকালব্যাপী বিষয়ের এবং যুগপৎ সৰ্বধর্মের নির্ভাসক। সবিচাৰাব ধর্মবিশেষকে নিমিত্ত কবিবা তাহাব নৈমিত্তিক স্বরূপ এক বিষয়ের প্রজ্ঞা হয়। নিবিচাৰাব সৰ্বধর্মের যুগপৎ জ্ঞান হওয়াতে পূৰ্বাপব বা নিমিত্ত-নৈমিত্তিক ভাব থাকে না। ইহাই নিমিত্তের দ্বাবা অনবচ্ছিন্ন হওয়াব অর্থ।

স্বল্পভূতমাত্র-নির্ভাশা নির্বিচাৰা সমাপত্তি গ্রাহ্য-বিষয়ক। ইন্দ্ৰিয়গত (মনকেও ইন্দ্ৰিয় ধৰিতে হইবে) প্রকাশশীল অভিমান (অহংকাৰ) বা আনন্দমাত্র-বিষয়ক সমাপত্তি গ্রহণ-বিষয়ক। ইহা ইন্দ্ৰিয়েৰ কাৰণভূত অশ্লিতাৰ্থ অভিমান-বিষয়ক হইল। আব, অস্মীতিমাত্র বা অশ্লিতামাত্র যে ভাব তদ্বিবক সমাপত্তি এইহু-বিষয়ক নির্বিচাৰা।

অলিদ বা অব্যক্ত প্রকৃতিকে ঘেষ বিষয় কবিয়া নির্বিচাৰা সমাপত্তি হয় না কাৰণ, অব্যক্ত ঘেষ আলম্বন নহে, কিন্তু তাহা লীনাবস্থা। মহাত্মাবত বলেন, “অব্যক্তং ক্ষেত্ৰলিঙ্গং গুণানাং প্রভ-বাপ্যবন্। সর্বা পশ্চাদ্ভ্যহং লীনং বিজ্ঞানানি শৃণোমি চ ॥” অৰ্থাৎ যাহা অব্যক্ত তাহা সর্দাই লীন।

‘অব্যক্তমাত্র-নির্ভাশা’ এইরূপ সমাপত্তি হইতে পাবে না, হৃতবাৎ তাদৃশ প্রজ্ঞাও নাই। তবে প্রকৃতিলম্বকে ‘অব্যক্ততাপত্তি’ বলা যাইতে পাবে। কিন্তু তাহা সমাপত্তিব স্তাব মস্ত্রজ্ঞাত যোগ নহে, তবে অব্যক্ত-বিষয়ক সবিচাৰা সমাপত্তি হইতে পাবে। চিন্তেৰ লীনাবস্থাব সস্ত্রাপ্তি ঘটিলে তদহ-নুতিপূৰ্বক অব্যক্ত-বিষয়ক যে সবিচাৰা প্রজ্ঞা হয়, তাহাই অব্যক্ত-বিষয়ক সবিচাৰা সমাপত্তি। (‘তদ্ব-সাক্ষ্যংকাব’ জ্ঞেয়)।

### স্বল্পবিষয়ত্বং চালিদপৰ্ববসানন্ ॥ ৪৫ ॥

ভাষ্যম্। পার্শ্ববস্তাণোৰ্গতমাত্রাং সূক্ষ্মো বিষয়ঃ, আপ্যস্ত বসতমাত্রাং, তৈজসস্ত কপতমাত্রাং, বাববীবস্ত স্পর্শতমাত্রাং, আকাশস্ত শব্দতমাত্রমিতি। তেষামহংকাবঃ, অস্তাপি লিঙ্গমাত্রাং সূক্ষ্মো বিষয়ঃ, লিঙ্গমাত্রস্তাপ্যলিঙ্গং সূক্ষ্মো বিষয়ঃ, ন চ অলিঙ্গাং পরং সূক্ষ্মমিতি। নশ্চিৎ পুরুষঃ সূক্ষ্ম ইতি ? সত্যং, যথা লিঙ্গাং পৰমলিঙ্গস্ত সৌন্দর্য্যং ন চৈবং পুরুষস্ত, কিন্তু লিঙ্গস্তাধিকারণং পুরুষো ন ভবতি হেতুস্ত ভবতীতি। অতঃ প্রধানে সৌন্দর্য্যং নিবতিশয়ং ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৪৫ ॥

৪৫। স্বল্পবিষয়ত্বং অলিদে (১) বা অব্যক্তে পৰ্ববসিত হয় ॥ হু

ভাষ্যানুবাদ—পাৰ্শ্ব অর্থাৎ (২) গতমাত্রা (কপ অবস্থা) স্বল্প বিষয়। জলীয় অর্থাৎ রসতমাত্রা, তৈজসেব কপতমাত্রা, বাববীবেব স্পর্শতমাত্রা এবং আকাশেব শব্দতমাত্রা স্বল্প বিষয়। তমাত্রাব অহংকাব, আব অহংকাবেব লিঙ্গমাত্রা (বা মহত্ত্ব) স্বল্প বিষয়। লিঙ্গমাত্রাব অলিদ স্বল্প বিষয়। অলিদ হইতে আব অধিক স্বল্প নাই। যদি বল তাহা হইতে পুরুষ স্বল্প ? সত্য, কিন্তু যেমন লিঙ্গ হইতে অলিদ স্বল্প, পুরুষেব স্বল্পতা সেইরূপ নহে, কেননা, পুরুষ লিঙ্গমাত্রাব অধবী কারণ (উপাদান) নহেন, কিন্তু তাহাব হেতু বা নিমিত্ত কাবণ (৩)। অতএব প্রধানই স্বল্পতা নিবতিশয় প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

টীকা। ৪৫। (১) অলিদ—যাহা কিছুতে লব হয় তাহা লিঙ্গ, যাহাব লব নাই তাহা অলিদ। অথবা যাহাব কোন কাবণ নাই বলিয়া যাহা কাহারও (স্বকারণেব) অধুসাপক নহে তাহাই অলিদ, “ন বা কিঞ্চিৎ লিঙ্গমতি গমবতীতি অলিদম্” (ভোক্তবৃত্তি)। প্রধানই অলিদ।

৪৫।(২) পাণ্ডব অথবা দ্বিবিধ অবস্থা। এক প্রচলিত অবস্থা, যাহা নানাবিধ গন্ধকাপে অবভাত হয়, আব, অজ স্তম্ভ, নানাস্থপ্ত, গন্ধমাজ্জ অবস্থা। অতএব গন্ধভরাজাই পাণ্ডব অথবা স্তম্ভ বিষয়। জলাদি অথবা তাদৃশ নিয়ম।

তন্মাজ্জসকল ইন্দ্রিয়গৃহীত জ্ঞানস্বরূপ। তাদৃশ জ্ঞানের বাহ্য হেতু ভূতাদি নামক বিরাট পুরুষের অভিমান, কিন্তু শব্দাদি বা বস্তুতঃ অন্তঃকরণেব বিকাবিশেষ। তন্মাজ্জ-জ্ঞান কালিক-প্রবাহরূপ কাবণ, পবমানুভূতৈশিক বিস্তার স্ফুটভাবে নাই। কালিকপ্রবাহস্বরূপ জ্ঞান হইলে, তাহাতে স্ফুট চিত্তক্রিয়া থাকে। স্তবৎ তন্মাজ্জ-জ্ঞান ক্রিয়াশীল অন্তঃকরণমূলক বা অহংকাবমূলক, অতএব তন্মাজ্জের স্তম্ভ বিষয় অহংকাব। জ্ঞানের বিকাব বা অবস্থান্তরের প্রবাহ অথবা মনের বিকাবপ্রবাহেব জ্ঞান অবলম্বন কবিয়া ('আমি জানছি জানছি'—এইরূপে) অহংকাব উপলব্ধি কবিত হই। অহংকাবের স্তম্ভ বিষয় মহত্ত্ব বা অনিত্যতামাজ্জ। মহত্ত্বের স্তম্ভ বিষয় প্রকৃতি।

৪৫।(৩) প্রকৃতি স্ফেদ্রণ বিকাব প্রাপ্ত হইয়া মহাদ্বাররূপে পবিণত হয়, পুরুষ সেইরূপ হন না। তবে পুরুষের দ্বারা উপদৃষ্ট না হইলে প্রকৃতির ব্যক্ত পবিণাম হয় না, স্তবৎ পুরুষ মহাদ্বার নিমিত্ত-কাবণ।

## তা এব সবীজঃ সমাধিঃ ॥ ৪৬ ॥

ভাস্করম্। তাস্চতস্রঃ সমাপত্তয়ো বহির্বস্তবীজা ইতি সমাধিবপি সবীজঃ। তত্র স্থলেহর্থে সবিতর্কো নির্বিতর্কঃ, স্তম্ভেহর্থে সবিতারো নির্বিচাব ইতি চতুর্থা উপসংখ্যাতঃ সমাধিবিত্তি ॥ ৪৬ ॥

৪৬। তাহাবাই সবীজ সমাধি ॥ স্ত

ভাস্করম্। তাহাবাই সমাধি—সেই চাবি প্রকাব সমাপত্তি বহির্বস্তবীজা (১), সেই হেতু তাহাবা সমাধি হইলেও সবীজ সমাধি। তাহাব মধ্যে স্থল বিষয়ে সবিতর্ক ও নির্বিতর্ক, আব স্তম্ভ বিষয়ে সবিতারো ও নির্বিচাব। এইরূপে সমাধি চাবি প্রকাবে উপসংখ্যাত হইবাছে।

টীকা। ৪৬।(১) বহির্বস্ত—বাবতীষ দৃশ্য বস্ত (এহীত, প্রহণ ও প্রাহ) বা প্রাকৃত বস্ত। সমাপত্তিসকল দৃশ্য পদার্থকে অবলম্বন কবিয়া উপলব্ধ হয় বলিয়া তাহাবা বহির্বস্তবীজ।

## নির্বিচারবৈশারদ্যেহধ্যাত্তপ্রসাদঃ ॥ ৪৭ ॥

ভাস্করম্। অন্তঃস্থাববর্ণমলাপেতস্ত প্রকাশাত্মনো বুদ্ধিসত্ত্বস্ত বজস্তমোভ্যামনভিত্তঃ স্বচ্ছঃ স্থিতিপ্রবাহো বৈশাবজম্। যদা নির্বিচারস্ত সমাধের্বৈশাবজমিদং জায়তে, তদা

যোগিনো ভবভ্যাস্থাপ্রসাদঃ ভূতার্থবিষয়ঃ ক্রমানুসারোষী স্কটপ্রজ্ঞালোকঃ, তথা চোক্তং  
“প্রজ্ঞাপ্রাসাদমাক্রহ্যাহশোচ্যঃ শোচতো জনান্। ভূমিষ্ঠানি বশৈলস্তঃ সর্দান্  
প্রাজ্ঞোহনুপশ্যতি” ॥ ৪৭ ॥

৪৭। নির্বিচাবে বৈশাখ হইলে অধ্যাস্থপ্রসাদ (১) হয় ॥ হু

ভাষ্যানুবাদ—অভক্তি ( বজ্রমোহনভা )-রূপ আববকমলমুক্ত, প্রকাশবভাব বুদ্ধিগণেব 'যে  
বজ্রমোহাবা অনভিহৃত, বজ্র, স্থিতিপ্রবাহ, তাহাই বৈশাখ। যখন নির্বিচাব সমাধি এইরূপ  
বৈশাখ জন্মাব, তখন যোগী অধ্যাস্থপ্রসাদ হয় অর্থাৎ যথাকৃতবস্ত-বিষয়ক, ক্রমহীন বা যুগপৎ  
সর্বভাসক স্কটপ্রজ্ঞালোক বা সাক্ষাৎকাব-জনিত বিজ্ঞানালোক হয় (২)। এ বিষয়ে ইহা উক্ত  
হইয়াছে, “পর্বতঃ পুরুষ যেন ত্বনিহিত ব্যক্তিগণকে দেখেন, তেমনি প্রজ্ঞারূপ প্রাসাদে আবোহণ  
কবিবা যঃ অশোচ্য, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সমস্ত শোকশীল জনকে দেখেন”।

টীকা। ৪৭।(১)(২) অধ্যাস্থপ্রসাদ। অধ্যাস্থ—গ্রহণ বা কবণ-শক্তি, তাহাব প্রসাদ  
বা নৈর্মল্য। বজ্রমোহনপুত্র হইলে যে বুদ্ধিতে প্রকাশগুণেব উৎকর্ষ হয়, তাহাই অধ্যাস্থপ্রসাদ।  
বুড়িই প্রধান আধ্যাত্মিক ভাব স্তববাং তাহাব প্রসাদ হইলেই বাবতীয় কবণ প্রসন্ন হয়। জ্ঞান-  
শক্তি বচমোৎকর্ষ হওয়ারে তৎকালে বাহা প্রজ্ঞাত হওয়া বাব, তাহা সম্পূর্ণ নত্যা। আব, সেই জ্ঞান  
সাধাবণ অবস্থাব জ্ঞানেব ভাব ক্রমঃ স্তোকে স্তোকে উৎপন্ন হয় না, কিন্তু তাহাতে জ্ঞেয় বিষয়েব  
সমস্ত ধর্ম যুগপৎ প্রভাসিত হয়। আব, সেই প্রজ্ঞা ঐশ্বর্যমানিক প্রজ্ঞা নহে, কিন্তু সাক্ষাৎকাব-  
জনিত প্রজ্ঞা। অস্থান ও আগমেব জ্ঞান সামান্তবিষয়ক, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। প্রত্যক্ষ  
বিশেষ-বিষয়ক, তাহা এই সমাধি-প্রত্যক্ষেব চবম উৎকর্ষ, স্তববাং ইহাব দ্বাবা চবম বিশেষকলের  
জ্ঞান হয়। মহাবিশ্ব এইরূপ প্রজ্ঞালাভ কবিবা বাহা উপদেশ কবিবাছেন তাহাই শ্রুতি। প্রথমে  
সেট অলৌকিক বিষয় প্রজ্ঞাত হইবা, লৌকিকী দৃষ্টি হইতে অস্থানেব দ্বাবা ক্রিপে অলৌকিক  
বিষয়েব সামান্ত-জ্ঞান হয়, ঋষিবা তাহাও প্রদর্শন কবিবা গিয়াছেন। তাহাই যোগদর্শন।

ফলতঃ নির্বিচাবা সমাপত্তি বস্তস্তবা প্রজ্ঞা এবং ঐশ্বর্যমান-জনিত সাধাবণ প্রজ্ঞা অত্যন্ত  
পৃথক পদার্থ। পশ্চিম ঘোলা জল ও ভূবাবগলা জলে বেক্রপ প্রভেদ উহাদেবও তক্রপ প্রভেদ।

ঋতন্তুরা তত্র প্রজ্ঞা ॥ ৪৮ ॥

ভাস্কর্যম্। তস্মিন্ সমাহিতচিত্তস্ত বা প্রজ্ঞা জায়তে তস্তা ঋতন্তুবেতি সংজ্ঞা  
ভবতি, অর্থ্যা চ সা, সত্যমেব বিভর্তি ন তত্র বিপর্যাসগন্ধোহপ্যন্তীতি, তথা চোক্তম্  
“আগমেনানুমানেন ধ্যানাভ্যাসরসেন চ। ত্রিবা প্রকল্পস্বন্ প্রজ্ঞাং লভতে যোগ-  
নুত্তমম্” ইতি ॥ ৪৮ ॥

৪৮। সেই অবস্থায় যে প্রজ্ঞা হয় তাহাব নাম ঋতন্তব। ॥ হু

ভাষ্যানুবাদ—অধ্যাপকপ্রসাদ হইলে সমাহিতচেতাৰ যে প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়, তাহাৰ নাম স্বতন্ত্ৰতা বা সত্যপূৰ্ণা। তাহা (সেই প্রজ্ঞা) অৰ্ঘ্য (নামানুমানী অৰ্ঘ্যবতী)। তাহা সত্যকেই ধারণ কৰে। তাহাতে বিপৰ্য্যাসেৰ গন্ধমাজ্ঞও নাই। এ বিষয়ে ইহা উক্ত হইয়াছে, “আগম, অল্পমান ও আদমৰ্পূৰ্বক ধ্যানাভ্যাস এই ত্ৰিপ্রকাৰে প্রজ্ঞা প্রকটকৰূপে উৎপাদন কৰিয়া, উত্তম যোগ বা নিৰ্বীজ সমাধিলাভ হয়” (১)।

টীকা। ৪৮। (১) ঐতিও বলেন, শ্রবণ, মনন ও নিমিধ্যাসন বা ধ্যানের দ্বারা সাক্ষাৎ-কাৰ বা দর্শন হয়। বস্তুতঃ শ্রবণ কবিয়া কেহ যদি জানে, ‘আত্মা বুদ্ধি হইতে পৃথক্, অথবা তত্ত্ব-সকল এই এই রূপ, অথবা এই প্রকাৰ অবস্থার নাম মোক (দুঃখ-নিবৃত্তি)’ তাহা হইলে তাহাৰ বিশেষ কিছু হয় না। সেইরূপ অল্পমানের দ্বারা পৃথক্ ও অন্তান্ত তত্ত্বের সত্তা-নিশ্চয় হইলে কেবল তাহাতেই দুঃখনিবৃত্তি ঘটিবাব কিছুমাত্র আশা নাই।

কিন্তু, ‘আমি শরীবাদি নহি’, ‘বাহু বিষয় দুঃখময় ও ভ্রান্ত্য’, ‘বৈষয়িক সংকল্প কবিব না’ ইত্যাদি বিষয় পুনঃ পুনঃ ভাবনা বা ধ্যান কবিলে যখন উহাদের সম্যক্ উপলব্ধি হইবে, তখনই মোক্ষের প্রকৃত সাধন হইবে। ‘আমি শরীব নহি’ ইহা যদি পত পত বৃত্তির দ্বারা কেহ জানে, কিন্তু সামান্য দুঃখে ও স্নেহে সে যদি বিচলিত হয়, তবে তাহাৰ জানে এবং অজ্ঞ অন্ত লোকের জানে প্রভেদ কি? উভয়ই ভুল্যকৰূপে বদ্ধ।

নিৰ্দিষ্টাব সমাধিৰ দ্বারা বিষয়ের বাহ্য জ্ঞান হয়, তদপেক্ষা উত্তম জ্ঞান আর কিছুতে হইতে পারে না, তজ্জন্ত তাহা সম্পূর্ণ সত্য জ্ঞান। স্বত অর্থে সাক্ষাৎ অল্পকৃত সত্য (১৪৩ ব্রটব্য)।

ভাষ্যম্। সা পুনঃ—

ঐতানুমানপ্রজ্ঞাভ্যামন্যবিষয়া বিশেষার্থত্বাৎ ॥ ৪৯ ॥

ঐতমাগমবিজ্ঞানং তৎ সামান্যবিষয়ং, ন হ্যাগমেন শক্যো বিশেষবোধভিত্ত্যত্, কস্মাৎ? ন হি বিশেষেণ কৃতসঙ্কেতঃ শব্দ ইতি। তথানুমানং সামান্যবিষয়মেব, যত্র প্রাপ্তিস্তত্র গতিঃ, যত্রাপ্রাপ্তিস্তত্র ন ভবতি গতিবিত্যুক্তম্। অল্পমানেন চ সামান্তেনো-পসংহারঃ, তস্মাৎ ঐতানুমানবিষয়ো ন বিশেষঃ কশ্চিদস্বীতি। ন চাস্ত শূন্যব্যবহিত-বিপ্রকৃষ্টন্ত বস্তুনঃ লোকপ্রত্যক্ষেন গ্রহণং, ন চাস্ত বিশেষজ্ঞাপ্রামাণিকস্তাভাবোহস্বীতি সমাধিপ্রজ্ঞানিপ্রীচ্ছ এব স বিশেষো ভবতি ভূতশূন্যগতো বা পুরুষগতো বা। তস্মাৎ ঐতানুমানপ্রজ্ঞাভ্যামন্যবিষয়া সা প্রজ্ঞা বিশেষার্থত্বাৎ ইতি ॥ ৪৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ—আর সেই প্রজ্ঞা—

৪৯। ঐতানুমানজাত প্রজ্ঞা হইতে ভিন্নবিষয়া, যেহেতু তাহা বিশেষ-বিষয়ক ॥ স্ব

ঐত = আগমবিজ্ঞান (১৭ সূত্র ব্রটব্য), তাহা সামান্য-বিষয়ক। আগমের দ্বারা কোন বিষয় বিশেষরূপে অভিহিত হইতে পারে না, কেননা শব্দ বিশেষ অর্থে সঙ্কেতীকৃত হয় না। সেইরূপ

অহ্মানও সামান্ত বিষয়, যেখানে (দেশান্তর) প্রাপ্তিকণ হেতু পাওবা বাব সেখানেই গতি অহ্মিত হব, আব তাহাব অপ্রাপ্তিতে গতিব অহ্মানজ্ঞান হব না, ইহা পূর্বে (১।৭ ভাষ্যে) উক্ত হইবাছে (১)। অতএব অহ্মানেব দ্বাবা সামান্তরাত্রোপসংহাব হব। সেই কাবণে ঐতাহ্মানেব কোন বিষয়ই বিশেষ নহে। আব এই হৃদয়, ব্যবহিত ও বিপ্রকৃষ্ট বস্তুব লোক-প্রত্যক্ষেব দ্বাবা গ্রহণ হব না। কিন্তু অপ্রামাণিক (আগম, অহ্মান ও লোক-প্রত্যক্ষ এই ত্রিবিধ প্রামাণ্যত্ব) এই বিশেষার্থেব যে সত্তা নাই, এইকণও নহে। যেহেতু সেই হৃদয়তত্ত্ব বা পুরুষতত্ত্ব (ঐহীতত্ত্ব) বিশেষ সমাধিপ্ৰজ্ঞানিষ্ঠা। অতএব বিশেষার্থকহেতু (সামান্ত-বিষয়) ঐতাহ্মানপ্ৰজ্ঞা হইতে তাহা ভিন্ন-বিষয়।

টীকা। ৪০। (১) যাবদ্ব্যাজেব হেতু পাওবা বাব, তাবদ্ব্যাজেব জ্ঞান হব, অজ্ঞানশেব হব না। ধুম দেখিবা 'অগ্নি আছে' এতাবদ্ব্যাজেব জ্ঞান হব, কিন্তু অগ্নিব আকাব-প্রকাব আদি যে যে বিশেষ আছে, তাহাব আহ্মানিক জ্ঞানেব অন্ত অনাং হেতু জানা আবশ্যক, কিন্তু তাহা জানাব সম্ভাবনা নাট, হুতবাং অহ্মানেব দ্বাবা রাজ অজ্ঞানশেবই জ্ঞান হব।

প্রজ্ঞা-জ্ঞান এবং আহ্মানিক-জ্ঞান এক-সহাবে উৎপন্ন হব। কিন্তু একসকল, বিশেষতঃ গুণবাচী একসকল, জাতিব বা সামান্তেব নাম, হুতবাং এক-জ্ঞান সামান্ত-জ্ঞান।

ভাষ্যম্। সমাধিপ্ৰজ্ঞাপ্রতিপত্তে বোগিনঃ প্রজ্ঞাকৃতঃ সংস্কারো নবো নবো জায়তে—

তজ্জঃ সংস্কারোহন্যসংস্কারপ্রতিবন্ধী ॥ ৫০ ॥

সমাধিপ্ৰজ্ঞাপ্রভবঃ সংস্কারো ব্যুৎপাদ্যসংস্কারাশয়ঃ বাধতে। ব্যুৎপাদ্যসংস্কারাভিভাব্য তৎপ্রভবাঃ প্রত্যয়া ন ভবন্তি, প্রত্যয়নিবোধে সমাধিরূপতিষ্ঠতে, ততঃ সমাধিপ্ৰজ্ঞা ততঃ প্রজ্ঞাকৃতঃ সংস্কার ইতি নবো নবঃ সংস্কারাশয়ো জায়তে, ততঃ প্রজ্ঞা ততঃ সংস্কারা ইতি। কথমসৌ সংস্কারাতিশয়শ্চিস্তং সাধিকাং ন কবিশ্চতীতি, ন তে প্রজ্ঞাকৃতঃ সংস্কারাঃ ক্লেশকর্যহেতুঃ চিস্তমধিকাংবিশিষ্টঃ কুর্বাতি, চিস্তং হি তে স্বকাঁদবসাদয়ন্তি। খ্যাতিপর্ববসানং হি চিস্তচেষ্টিতমিতি ॥ ৫০ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সমাধিপ্ৰজ্ঞাব লাভ হইলে বোগিব নূতন নূতন প্রজ্ঞাকৃত সংস্কার উৎপন্ন হয়—

৫০। তজ্জাত সংস্কার (১) অন্ত সংস্কারেব প্রতিবন্ধী ॥ ৫০

সমাধিপ্ৰজ্ঞা-প্রভব সংস্কার ব্যুৎপাদ্য-সংস্কারাশয়কে নিবাবিত কবে। ব্যুৎপাদ্য-সংস্কারসকল অভিজুত হইলে তজ্জাত প্রত্যয়সকল আব হব না। প্রত্যয় নিরুদ্ধ হইলে সমাধি উপস্থিত হব। তাহা হইতে পুনশ্চ সমাধিপ্ৰজ্ঞা, আব সমাধিপ্ৰজ্ঞা হইতে প্রজ্ঞাকৃত সংস্কার। এইকণে নূতন নূতন সংস্কারাশয় উৎপন্ন হয়। সমাধি হইতে প্রজ্ঞা, পুনশ্চ প্রজ্ঞা হইতে প্রজ্ঞা-সংস্কার উৎপন্ন হব। এই

সংস্কারাধিক্য কেন চিত্তকে অধিকারবিশিষ্ট (২) কবে না?—সেই প্রজ্ঞাকৃত সংস্কার ক্লেশক্ষয়কারী বলিয়া চিত্তকে অধিকারবিশিষ্ট কবে না। চিত্তকে তাহা বা স্বকার্য হইতে নিবৃত্ত কৰায়। চিত্তচেষ্টা (বিবেক-) ত্যাগি পর্যন্তই থাকে (৩)।

টীকা। ৫০।(১) চিত্তেব কোন জ্ঞান বা চেষ্টা হইলে তাহা বা হ্রাস বা বৃত্তভাব থাকে তাহাকে সংস্কার বলে। জ্ঞান-সংস্কারেব অল্পভবেব নাম স্বতি, আব ক্রিয়া-সংস্কারেব উত্থানেব নাম স্বাবসিক চেষ্টা (automatic action)। প্রত্যেক জ্ঞানমান-জ্ঞান ও ক্রিয়মাণ কর্ম, সংস্কার-সহাবে উৎপন্ন হয়। সাধাবণ দেহীৰ পক্ষে পূর্ব সংস্কার সম্পূর্ণ ত্যাগ কৰিয়া কোন বিষয় জ্ঞানিবাব বা কৰিবাব সম্ভাবনা নাই।

সংস্কারসকল দুই ভাগে বিভাজ্য—ক্রিষ্ট ও অক্রিষ্ট অর্থাৎ অবিভায়ুলক ও বিভায়ুলক। বিভা অবিভাব পৰিপন্থী বলিবা বিভা-সংস্কার অবিভা-সংস্কারসমূহকে নাশ কবে। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিজাত প্রজ্ঞাসমূহ বিভাব উৎকর্ষ, আব বিবেকত্যাগি বিভাব চবন অবস্থা। অতএব সমাধিজ প্রজ্ঞাব সংস্কার অবিভায়ুলক সংস্কারকে সমূলে নাশ কবিত্তে সক্ষম। অবিভায়ুলক সংস্কারসমূহ ক্রীণ হইলে চিত্তেব চেষ্টাসমূহও ক্রীণ হয়, কাৰণ, বাগদেব আদি অবিভাগণই সাধাবণ চিত্তচেষ্টাব হেতু।

‘জ্ঞানেব পবাকার্তা বৈবাগ্য’ ইহা ভাস্কর্যাব অন্তর্জ (১১৬ হ্র) বলিবাছেন। অতএব সম্প্রজ্ঞাত যোগেব প্রজ্ঞা (তত্ত্ব-জ্ঞান) ও বিবেকত্যাগি হইতে বিবব-বৈবাগ্যই সম্যক্ নিবৃত্ত হয়, তাদৃশ পববৈবাগ্য-সংস্কার ব্যুৎপাদন-সংস্কারেব প্রতিবন্ধী।

৫০।(২) অধিকার=বিষয়েব উপভোগ বা ব্যবসায। সংস্কার হইতে সাধাবণতঃ চিত্ত বিববাভিমুখ হয়, অতএব সংস্কার হইতে পাবে যে, সম্প্রজ্ঞাত-সংস্কারও চিত্তকে অধিকারবিশিষ্ট কৰিবে। কিন্তু তাহা নহে। সম্প্রজ্ঞাত-সংস্কার অর্থে বাহাতে চিত্তেব বিববগ্রহণ বোধ হয় এইকপ ক্লেশবিবোধী সত্য-জ্ঞানেব সংস্কার। তাদৃশ সংস্কার যত প্রবল হইবে ততই চিত্তেব কার্য ক্ষয় হইবে।

৫০।(৩) সম্প্রজ্ঞানেব চবন অবস্থা যে বিবেকত্যাগি, তাহা উৎপন্ন হইলে চিত্তেব ব্যবসায সম্যক্ নিবৃত্ত হয়। তাহাব দ্বাবা সর্বভূষণেব আধাবস্বরূপ বিকাবশীল বুদ্ধিব এবং পুরুষেব বা শাস্ত আত্মাব পৃথক্ উপলব্ধ হওযাতে পববৈবাগ্যেব দ্বাবা চিত্ত প্রলীন হইবা প্রটাব কৈবল্য হয়।

ভাস্কর্যম্। কিঞ্চাস্ত ভবতি—

তস্মাপি নিরোধে সর্বনিরোধান্নির্বীজঃ সমাধিঃ ॥ ৫১ ॥

স ন কেবলং সমাধিপ্রজ্ঞাবিবোধী, প্রজ্ঞাকৃতানং সংস্কারাণামপি প্রতিবন্ধী ভবতি। কস্মাৎ, নিরোধজঃ সংস্কারঃ সমাধিজ্ঞান সংস্কারান বাহত ইতি। নিবোধস্থিতিকাল-ক্রমানুভবেন নিবোধচিত্তকৃতসংস্কারাস্তিত্বমহুমেষম্। ব্যুৎপাদননিবোধসমাধিপ্রভবেঃ সহ কৈবল্যভাগীভেঃ সংস্কারবৈশিষ্ট্যং স্বস্ত্যাপ্তকৃতাববস্থিতায়াং প্রবিলীয়তে। তস্মাৎ তে



সম্ভারাদিশ্চত্বাধিকারবিবোধিনঃ ন স্তিভিহেতবঃ, যশ্চাদ্ অবসিতাধিকারঃ নহু (কৈবল্য-  
ভাগীয়েঃ সম্ভারবৈশিষ্ট্যং বিনিবৰ্ত্ততে। ভবিত্বিরূপে পুরুষঃ স্বরূপপ্রতিষ্ঠাঃ অত্র উদ্বুদ্ধ  
ইত্যুচ্যতে ॥৫১॥

ইতি শ্রীপাত্তনলে সাংখ্যপ্রবচনে বৈশানিকে সনাত্তিপাদঃ প্রথমঃ।

ভাষ্যানুবাদ—চার অংশে বিভক্ত হইবে—

৫১। 'হ্যচাবও (সম্ভারভাবও সম্ভারবৈশিষ্ট্য) নিবোধ চষ্টলে সর্বনিবোধ চষ্টতে নির্বোধ  
সনাত্তি উৎপন্ন হয়' (১) ২

এহা (নির্বোধ সনাত্তি) যে কেবল সম্ভারভাবও সনাত্তির বিরোধী তাহা নহে, অর্থাৎ, তাহা  
প্রত্যক্ষত সম্ভারবৈশিষ্ট্য প্রতিকর্ষী। কেননা—নিবোধভাবও বা পরবৈশিষ্ট্যভাবও সম্ভার সম্ভারভাবও  
সনাত্তি সম্ভারবৈশিষ্ট্যও নাস্তি নহে। নিবোধ-ভবিত্বিরূপে যে শালক্য, তাহার সম্ভারভাবও চষ্টতে নিবোধ-  
ভবিত্বিরূপ-সম্ভারভাবও অস্তিত্ব চষ্টবে। সুতরাং নিবোধসম্পদে সম্ভারভাবও সনাত্তি, তাহার সম্ভার-  
সম্ভারভাবও চষ্টতে ও কৈবল্যভাগীয়ে (২) সম্ভারবৈশিষ্ট্যও সনাত্তি, চিত্ত নিবোধে অবস্থিত বা নিবোধ  
প্রত্যক্ষত নির্বোধ চষ্টবে। সে-সময় সেই প্রজ্ঞা-সম্ভারভাবও চিত্তের অধিকারনিরোধী হয় কিন্তু  
ভবিত্বিরূপে চষ্ট না যেহেতু অধিকার শেষ চষ্টলে কৈবল্যভাগীয়ে সম্ভারভাবও সনাত্তি চিত্ত বিনিবর্ত্তিত  
চষ্টবে। চিত্ত নিবোধ চষ্টলে পুরুষ স্বরূপপ্রতিষ্ঠা চষ্টবে। সেইহেতু তাহাকে উদ্বুদ্ধ বলা যায়।

ইতি হ্যপাত্তনল-যোগশাস্ত্রী বৈশানিক সাংখ্যপ্রবচনে সনাত্তিপাদে তৃত্বাধঃ সনাত্তি।

টীকা। ৫১।(১) সম্ভারভাবও সনাত্তি বা সম্ভারভাবও সম্ভার বৈশিষ্ট্যবৈশিষ্ট্য। উদ্বুদ্ধভাবও  
সনাত্তি প্রজ্ঞা চষ্টলে পুরুষ চষ্টতে পুরুষের জ্ঞানপ্রাপ্তি চষ্টলে এবং সূত্রের চেতনার চবৎপ্রজ্ঞা  
চষ্টলে, পরবৈশিষ্ট্যভাবও সূত্রের প্রজ্ঞা এবং তাহার সম্ভারভাবও সূত্র-পুরুষে স্থাপিত চষ্টবে। উদ্বুদ্ধ নিবোধ  
সনাত্তি সম্ভারভাবও ও তাহার সম্ভারভাবও বিরোধী বা নিবোধিত্বাধী।

নিবোধ প্রত্যক্ষতবৎ নহে অতএব তাহার সম্ভারভাবও চিত্তসম্পদে—একসম্পদে চষ্টতে পারে।  
উদ্বুদ্ধ বৎ—নিবোধ বস্তুতঃ চিত্তসম্পদ, তাহারই সম্ভারভাবও চষ্টবে। কেননা একে চিত্ত চিত্ত বৈশিষ্ট্য  
সনাত্তি একে বৈশিষ্ট্য চিত্ত বস্তুতঃ বলা যায় তাহাতে পুরুষ অথবা অ-বৈশিষ্ট্য চিত্তভাবও সনাত্তি চষ্টতে পারে।  
সিদ্ধ পরবৈশিষ্ট্যভাবও সম্ভারভাবও চষ্টতে পারে, তাহার কারণ কেবল নিবোধে আনয়ন করা। তাহা চিত্তে  
উৎপত্তি চষ্টতে দেয় না। চিত্তের সূত্রের ও উদ্বুদ্ধ বস্তুতঃ যে অধিক নিবোধে সনাত্তি চষ্টতে চষ্টবে, নিবোধে  
সনাত্তিতে তাহা সেইসম্পদে সনাত্তি নহে। অতএব প্রজ্ঞা, চিত্ত ও ভবিত্বিরূপে নাস্তি হয় না কিন্তু  
পুরুষোপদেশসম্পদে চষ্টতে তাহা যে বৈশিষ্ট্য চিত্তে চষ্টবে তাহা। এই হেতু অর্থব্যয় বস্তুতঃ  
সনাত্তি) মাস থাকে না। ১১৮ (৩) প্রত্যক্ষ।

এতদ্বাৎ সম্ভারভাবও নিবোধে চষ্টলেই তাহা সনাত্তিভাবও হয় না কিন্তু তাহা অজ্ঞানের সনাত্তি  
নিবোধিত চষ্টবে, সূত্রের তাহারও সম্ভারভাবও চষ্টবে। সেই সম্ভারভাবও চিত্তভাবও নিবোধসম্পদ বলা যায়,  
এহা চিত্তের পরবৈশিষ্ট্যভাবও সনাত্তি নহে। তাহা চিত্তের পরবৈশিষ্ট্যভাবও সনাত্তি চষ্টতে এবং সনাত্তি নিবোধে  
সনাত্তিভাবও নিবোধে সনাত্তি চিত্তে তাহা পুনঃসনাত্তি চষ্টবে না। এইসম্পদে নিবোধে সনাত্তিভাবও চষ্টতে  
সনাত্তি নিবোধ-চিত্তের সনাত্তি চিত্তে তাহা চিত্তের সনাত্তি চিত্তে তাহা চিত্তের সনাত্তি চিত্তে তাহা চিত্তের  
সনাত্তি চিত্তে সেই সনাত্তি পুরুষের পরবৈশিষ্ট্যভাবও চিত্তে চষ্টবে। সেই এইসম্পদে সনাত্তি নিবোধে সনাত্তি

কল্পান্তকালে অভিধানপূর্বক ভক্ত সংসারী পুরুষের উদ্ধাব কবেন, ইহা বোপসম্প্রদায়ের মত।  
(‘শঙ্কানিরাস’—১৩ ব্রহ্মব্য)।

৫১।(২) বুখানেন বা বিক্লিপ্ত অবস্থাব নিবোধরূপ যে সমাদি তাহা সম্প্রজ্ঞাত সমাদি,  
তাহাব সংস্কাব। কৈবল্যাভ্যাগ্নীয সংস্কাব—নিবোধজ সংস্কাব। সাধিকাব—ভোগ ও অপবর্গের  
জনক চিত্ত সাধিকাৱ। অপবর্গ হইলে অধিকারসমাপ্তি হয়।

সম্প্রজ্ঞাতজ সংস্কাব বুখানকে নাশ করে। বিক্লিপ্ত বুখান সম্যক্ বিগত হইলেও চিত্তে সম্প্র-  
জ্ঞান বা বিবেকখ্যাতি থাকে। প্রোক্তভূমিতা (২।২৭ পূজ) প্রাপ্ত হইবা বিবহাভাবে সম্প্রজ্ঞান  
(ও তৎসংস্কাব) বিনিবৃত্ত হয়। সম্প্রজ্ঞানেন বিনিবৃত্তিই নির্বীজ অসম্প্রজ্ঞাত। এইরূপে নিবোধ  
সম্পূর্ণ হইয়া চিত্তলীন হইলেই তাহাকে কৈবল্য বলা যায়। অভএব প্রজ্ঞা ও নিবোধ-সংস্কাব চিত্তেব  
অধিকাৱ বা বিবহব্যাপারেব বিবোধী। তৎক্রমে অর্থাৎ সেই প্রজ্ঞাব ও নিবোধ-সংস্কাবেব দ্বাবা  
চিত্ত নিরুদ্ধ হয়, সম্যক্ নিবোধ এবং চিত্তেব স্বকাৱেব পাশতকালেব অন্ত প্রণয় হওয়া (বিনিবৃত্তি)  
একই কথা।

যদিও ব্রহ্ম ও চুঃস্বেব অতীত অধিকারী পরার্থ, তথাপি চিত্ত নিরুদ্ধ হইলে ব্রহ্মকে, শুদ্ধ  
বলা যায়। আব ভগ্নিরোধজনিত চুঃস্বনিবৃত্তি-হেতু ব্রহ্মকে মুক্ত বলা যায়। বস্তুতঃ এই শুদ্ধমুক্ত-পদ  
কেবল চিত্তেব ভেদ ধবিবা পুরুষেব আখ্যায়। ব্রহ্মা ব্রহ্মাই আছেন ও থাকেন, চিত্ত ব্যাখিত হইবা  
উপদৃষ্ট হয়, আব শাস্ত হইয়া উপদৃষ্ট হয় না, এই চিত্তভেদ ধবিবা লৌকিক দৃষ্টি হইতে পুরুষকে বদ্ধ ও  
মুক্ত বলা যায়।

প্রথম পাদ সমাপ্ত

## ২। সাধনপাদ

ভাস্কর্য। উদ্ধৃষ্টঃ সমাহিতচিত্তঃ যোগঃ, কথং ব্যুখিতচিত্তোহপি যোগযুক্তঃ শ্রাদ্  
ইত্যেতদারভ্যতে—

তপঃস্বাধ্যায়ৈশ্বর্যপ্রাধিকানানি ক্রিয়াযোগঃ ॥ ১ ॥

নাতপশ্বিনো যোগঃ সিধ্যতি। অনাদিকর্মক্লেশবাসনানিহিতা প্রত্যুপস্থিতবিষয়জালা  
চাতুর্জিনাস্তরৈণ তপঃ সম্ভেদয়াপত্তত ইতি তপস উপাদানম্, তচ্চ চিত্তপ্রসাদনমবাস-  
মানমনেনাসেবাসিদ্ধি মন্ত্রতে। স্বাধ্যায়ঃ প্রণবাদিপিবিজ্ঞাপাং জপঃ, মোক্ষশাস্ত্রাধ্যয়নং  
বা। ঈশ্বরপ্রাধিকানং সর্বক্রিয়াণাং পরমত্তরাবর্পণং, তৎকলসন্ন্যাসো বা ॥ ১ ॥

ভাস্কর্যমুবাচ—সমাহিতচিত্ত যোগী যোগ ( প্রথম পাশ্বে ) উদ্ধৃষ্ট হইবাছে, কিরূপে ব্যুখিতচিত্ত  
নাথকও যোগযুক্ত হইতে পাবেন, তাহা বলিবাব জন্ম এই শ্রুত আবস্ত কবিত্তেছেন—

১। তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রাধিকানের নাম ক্রিয়া-যোগ ॥ (১) হু

অতপস্বী যোগ সিদ্ধ হব না, অনাদিকালীন কর্ম ও ক্লেশব বাসনাব দ্বাৰা বিচিত্র ( সাহজিক )  
আব, বিষয়জাল-সমাবৃত্ত অজ্ঞি বা যোগান্তরাব যে চিত্তবল, তাহা তপস্তা ব্যতীত সংভিন্ন অর্থাৎ  
বিবল বা ছিন্ন হব না। এইহেতু তপঃ সাধনীব। চিত্তপ্রসাদকব নির্বিঘ্ন তপস্তাই ( যোগীদেব )  
সেবা বলিয়া ( আচার্যেবা ) বিবেচনা কবেন। স্বাধ্যায়—প্রণবাদি পবিত্র মন্ত্র জপ, অথবা যোক-  
শাস্ত্রাধ্যয়ন। ঈশ্বর-প্রাধিকান—পবন স্তব ঈশ্ববে সমস্ত কার্বেব অর্পণ অথবা কর্মবলানুজ্ঞাত্যাগ।

টীকা। ১।(১) যোগকে বা চিত্তবৈধিক উদ্দেশ্য করিয়া যে সব ক্রিয়া অঙ্কিত হয়,  
অথবা যে সমস্ত ক্রিয়া বা কর্ম যোগের পৌণভাবে নাথক, তাহাবাই ক্রিয়া-যোগ। তাহাবা ( সেই  
কর্ম ) তিন ভাগে প্রধানতঃ বিভক্ত, যথা—তপঃ, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর-প্রাধিকান।

তপঃ—বিষয়ত্ব ভ্যাগ অর্থাৎ যে যে কর্মে কেবল আশাতত্তঃ মুখ হয় কষ্টসহনপূর্বক সেই সেই  
কর্মেব নিবোধেব চেষ্টা কবা। সেই তপস্তাই যোগের অঙ্গুল বাহাব দ্বারা বাত্বেবব্যয় না ধটে, এবং  
বাহাব কলে রাগদেবামিহুলক সহস্র কর্মসবল নিরুদ্ধ হব। তপঃ প্রভৃতিব বিবরণ ২।৩২ শ্লোকে  
প্রদত্ত।

ক্রিয়াকপ যোগ—ক্রিয়া-যোগ। অর্থাৎ যোগেব বা চিত্ত-নিবোধেব উদ্দেশ্যে ক্রিয়া কবা—ক্রিয়া-  
যোগ। বস্ত্ততঃ তপ আদি ( মৌন, প্রাণায়াম, ঈশ্ববে কর্মফলার্ণ প্রভৃতি ) সহজ ঋষ্ট কর্মেব নিবোধেব  
প্রযত্নবরণ। তপঃ—শাবীর ক্রিয়া-যোগ, স্বাধ্যায় বাচিক, ও ঈশ্বর-প্রাধিকান মানসক্রিয়া-যোগ।  
অহিংসাদি ঠিক ক্রিয়া নহে কিন্তু ক্রিয়াব অকরণ বা ক্রিয়া না কবা, তাহাতে যে কষ্টসহন হয় তাহা  
তপস্তাব অন্তর্গত।

ভাষ্যম্। স হি ক্রিয়া-যোগঃ—

সমাধিভাবনার্থঃ ক্লেশতনুকরণার্থশ্চ ॥ ২ ॥

স হি আসেব্যমানঃ সমাধিঃ ভাবয়তি ক্লেশাংস্ত প্রভৃৎকবোতি। প্রভৃৎকবোতি ক্লেশান্  
প্রসংখ্যানান্নিহা দৃষ্টবীজকল্পান্ অপ্রসবধর্মিণঃ কবিত্ততীতি, তেবাং তনুকবণাং পুনঃ ক্লেশবপবাসুষ্ঠা  
দৃষ্টপুরুষাত্তাখ্যাতিঃ হুঙ্কা প্রজ্ঞা সমাপ্তাধিকা বা প্রতিপ্রসবায় কল্পিত্ত ইতি ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সেই ক্রিয়া-যোগ—

২। সমাধিকে ভাবনের বা আনয়নের জন্ত ও ক্লেশকে ক্ষীণ কবিবার নিমিত্ত (কর্তব্য) ॥ হু  
ক্রিয়া-যোগ সম্যগ্‌রূপে (১) সেব্যমান হইলে তাহা সমাধি অবস্থাকে ভাবিত কবে এবং  
ক্লেশসকলকে প্রকটরূপে ক্ষীণ কবে। প্রাকীর্ণীকৃত ক্লেশসকলকে প্রসংখ্যানান্নিহা দৃষ্টবীজের ত্যায়  
অপ্রসবধর্মী কবে। তাহা বা প্রাকীর্ণ হইলে ক্লেশেব দ্বা বা অশবাসুষ্ঠা (অনভিভূতা), বুদ্ধি-পুরুষেব  
জ্ঞিতাখ্যাতিরূপা হুঙ্কা যে যোগজপ্রজ্ঞা তাহা গুণচেষ্টাশূন্যহেতু প্রবিলম্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

টীকা। ২।(১) ক্রিয়া-যোগেব দ্বা বা অন্তর্দ্বি কব হব। অন্তর্দ্বি অর্থাৎ করণসকলেব  
ব্যঙ্গ চাক্ষুশ ও তামস জডতা, হৃতরাং অন্তর্দ্বি কবে চিত্ত সমাধি ব অভিযুক্ত হব। আব অন্তর্দ্বি  
ক্লেশেব প্রবল অবস্থা, হৃতবাং অন্তর্দ্বি কয়ে ক্লেশ ক্ষীণ বা তহুত্ব হব।

ক্লেশসকল ক্ষীণ হইলে তবে নাশেব যোগ্য হব। প্রভৃৎকৃত ক্লেশ প্রসংখ্যানেব বা সমপ্রজ্ঞানেব  
বা বিবেকেব দ্বা বা অপ্রসবধর্মী হব। দৃষ্টবীজ হইতে যেকণ অজুব হব না, সেইকণ সমপ্রজ্ঞানেব দ্বা বা  
দৃষ্টবীজ-কল্প ক্লেশেব আব বৃত্তি উপপন্ন হব না। উদাহরণ যথা—‘আমি শবীব’ ইহা এক অবিভা-  
মূলক স্মৃতি বৃত্তি। সমাধি-বলে মহত্ত্ব-সাক্ষাৎকার হইলে ‘আমি’ যে ‘শবীব নহি’ তাহাব সম্যক্  
উপলব্ধি হব। তাহাতে ‘বস্তু ন হিহো ন চুৎথেন গুরুশাপি বিচাল্যতে’ (ঐতা) এই অবস্থা হব।  
সমাপ্তি-অবস্থায় সেই প্রজ্ঞাব চিত্ত সর্বক্ষণ সমাপন্ন থাকে, তখন ‘আমি শবীব’ এই ক্লেশ-বৃত্তি দৃষ্ট-  
বীজেব মত হয়, কাবণ তখন ‘আমি শবীব’ এইরূপ বৃত্তি ব সঙ্কাব হইতে আব তৎসদৃশ বৃত্তি  
উঠে না। তখন ‘আমি শবীব’ এই অভিমানমূলক স্মৃতি ভাব সর্বকালেব জন্ত নিবৃত্ত হব।

‘আমি শবীব’ ইহাব সঙ্কাব স্মৃতি সঙ্কার, আর ‘আমি শবীব নহি’ ইহাব সঙ্কাব অস্মৃতি বা  
বিভ্যমূলক সঙ্কাব, ইহাবই অপব নাম প্রজ্ঞা-সঙ্কাব। বুদ্ধি ও পুরুষেব পুণ্ড্রখ্যাতি- (বিবেক-  
খ্যাতি-) পূর্বক পবর্বৈবাগ্যেব দ্বা বা চিত্ত বিলীন হইলে ঐ প্রজ্ঞাসংকাবসকল বা ক্লেশেব দৃষ্টবীজভাবও  
বিলীন হব (১৫০ ও ২১০ সূত্রে দ্রষ্টব্য)। ‘দৃষ্টবীজ অবস্থাই ক্লেশেব হুঙ্কা অবস্থা, তাহা সমপ্রজ্ঞাব  
দ্বা বা নিষ্পন্ন হয়, আব, ক্লেশেব তহু বা ক্ষীণ অবস্থা ক্রিয়া-যোগেব দ্বা বা নিষ্পন্ন হব।

উপবি উক্ত উদাহরণে ‘আমি শবীব নহি’ এইরূপ জ্ঞানেব হেতু সমাধি এবং তাহাব মহাবৃত্ত  
ক্লেশেব-ক্ষীণতা। সমাধি ও ক্লেশসকলেব হেতু ক্রিয়া-যোগ। তপস্তাব দ্বা বা শবীবেব্রিয়েব হৈর্ধ,  
ষাধ্যায়েব (প্রবণ ও মনন-জাত জ্ঞানেব অভ্যাসেব) দ্বা বা সাক্ষাৎকাব্যোদ্বৃত্তা এবং ঈশব-প্রগিধানেব  
দ্বা বা চিত্তহৈর্ধ সাধিত হইয়া সমাধি ভাবিত (উদ্ভূত) হব ও প্রবল ক্লেশসকল ক্ষীণ হব।

ভাষ্যম্। অথ কে তে ক্লেশাঃ কিয়ন্তো বেতি ?—

অবিজ্ঞানস্থিতারাগদ্বेषাভিনিবেশাঃ পঞ্চ ক্লেশাঃ ॥ ৩ ॥

ক্লেশা ইতি পঞ্চ বিপর্ষয়া ইত্যর্থঃ, তে স্তন্দমানা গুণাধিকার্য জটয়ন্তি পরিণাম-  
সবস্থাপয়ন্তি কার্যকারণশ্রোত উন্নয়ন্তি পরস্পরানুগ্রহভক্তা ভূত্বা ( ভগ্নীভূত্বা ইতি  
পাঠান্তরম্ ) কর্মবিপাকং চ অভিনির্হবন্তি ইতি ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সেই ক্লেশের নাম কি ও তাহা বা কথটি ?—

৩। অবিজ্ঞা, অস্থিতা, বাগ, ধেষ ও অভিনিবেশ এই পঞ্চ ক্লেশ ॥ ২

ক্লেশ অর্থাৎ পঞ্চ বিপর্ষয় ( ১ )। তাহা বা স্তন্দমান অর্থাৎ নমুনাচাববৃত্ত বা লক্ষ্যবৃত্তিক হইয়া  
গুণাধিকারকে দৃঢ় কবে, পবিণাম অবস্থাপিত কবে, কার্যকারণ-শ্রোত উন্নয়িত বা উদ্ভাবিত কবে,  
পরস্পর মিলিত বা সহাব হইবা কর্মবিপাক নিশাদন কবে।

টীকা। ৩।(১) সর্ব ক্লেশেব সাধাবণ লক্ষণ কষ্টদায়ক বিপর্ষত্ত জান। ক্লেশেব স্তন্দন  
হইলে অর্থাৎ ক্লিষ্ট বৃত্তিসকল উৎপন্ন হইতে থাকিলে আত্মবরূপেব অদর্শনভক্ত গুণব্যাপাব বন্ধমূল  
থাকে, স্তবতঃ পবিণামক্রমে অব্যক্ত-মহাবৎকারাদি কাবৎ-কার্য-ভাবকে প্রবর্তিত করে, অর্থাৎ  
প্রতিক্রমে গুণসকল মহাবাদিক্রমে পবিত্র হইতে থাকে, আব মহাবাদিব ক্রিবারূপ কর্মেব মূলে  
মিলিত ক্লেশসকল থাকিয়া কর্ম-বিপাক নিশাদন কবে।

অবিজ্ঞা ক্ষেত্রযুক্তরেবাৎ প্রমুগুতনুবিচ্ছিন্নোদারাগাম্ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যম্। অজ্ঞাবিজ্ঞা ক্ষেত্রঃ প্রসবভূমিঃ, উক্তবেবাম্ অগ্নিতাদীনাং চতুর্বিধ-  
কল্পিতানাং প্রমুগুতনুবিচ্ছিন্নোদারাগাম্। ভজ্ঞ কা প্রমুগুতিঃ ? চেতসি শক্তিমাত্রপ্রতিষ্ঠানাং  
বীজভাবোপগমঃ, তস্ত প্রবোধ আলম্বনে সম্মুখীভাবঃ। প্রসংখ্যানবতো দক্ষক্লেশবীজস্ত  
সম্মুখীভূতঃপ্যালম্বনে নানো পুনরস্তি, দক্ষবীজস্ত কুতঃ প্রবোধ ইতি, অতঃ কীপক্লেশঃ  
কুশলশ্রমদেহ ইত্যুচ্যতে। তত্রৈব সা দক্ষবীজভাবা পঞ্চমী ক্লেশাবস্থা নাস্ত্যত্রোতি,  
সতাং ক্লেশানাং তদা বীজসামর্থ্যং দক্ষমিতি বিবরস্ত সম্মুখীভাবোহপি সতি ন ভবত্যেবাং  
প্রবোধ ইত্যুক্তা প্রমুগুতিঃ দক্ষবীজানামপ্রবোধক্। তদ্বৎচ্যুচ্যতে প্রতিপক্ষভাবনোপহতাঃ  
ক্লেশাস্তনবো ভবন্তি। তথা বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন তেন তেনান্ননা পুনঃ সমুদাচরন্তীতি  
বিচ্ছিনাঃ, কথং ? রাগকালে ক্রোধস্তাদর্শনাৎ, ন হি রাগকালে ক্রোধঃ সমুদাচরতি।  
রাগশ্চ কচিদ্ দৃষ্টমানঃ ন বিবরাস্তরে নাস্তি, নৈকস্তাং জিয়্যং চৈত্রো রক্ত ইত্যন্যানু জীযু  
বিরক্ত ইতি, কিন্তু ভজ্ঞ বাগো লক্ষ্যবৃত্তিঃ অন্যত্র ভবিত্ত্বভূতিরিতি, স হি তদা প্রমুগুতনু-  
বিচ্ছিন্নো ভবতি। বিবরে বো লক্ষ্যবৃত্তিঃ স উদারঃ।

সৰ্ব 'এইবতে ক্ৰেশবিষয়ং নাতিক্রাসন্তি। কন্তর্হি বিচ্ছিন্নঃ প্রসুপ্তমুকদারো বা ক্ৰেশ ইতি? উচ্যতে, সত্যমেবৈতৎ, কিন্তু বিশিষ্টানামেবৈতৎবাং বিচ্ছিন্নাদিষ্ম। যথৈব প্রতিপক্ষভাবনাতো নিবৃত্তস্তথৈব স্বব্যঞ্জকান্ধনোভিযুক্ত ইতি। সৰ্ব এবামী ক্ৰেশা অবিজ্ঞাতোদাঃ কস্মাৎ? সৰ্বেষু অবিজ্ঞেবাভিপ্লবতে। যদবিজ্ঞয়া বস্তাকার্যতে তদেবানুশেষেতে ক্ৰেশাঃ, বিপর্যাসপ্রত্যয়কালে উপলভ্যন্তে, কীয়মাণাং চাবিজ্ঞামনু কীয়ন্ত ইতি ॥ ৪ ॥

৪। প্রসুপ্ত, তন্ন, বিচ্ছিন্ন ও উদার এই চাবি রূপে অবস্থিত অশ্মিতাদি পবেব চাবিটি ক্ৰেশেব প্রসবতুমি অবিজ্ঞা। ॥ ২

ভাষ্যানুবাদ—এখানে অবিজ্ঞাই শেবলকলেব অর্থাৎ প্রসুপ্ত, তন্ন, বিচ্ছিন্ন ও উদার এই চতুর্ধাকল্পিত অশ্মিতাদি (১) কেন্দ্র বা প্রসবতুমি। তন্মধ্যে প্রসুপ্তি কি?—চিন্তে শক্তিমান্রূপে অবস্থিত ক্ৰেশেব যে বীজভাবপ্রাপ্তি তাহা প্রসুপ্তি। প্রসুপ্ত ক্ৰেশেব আলম্বনে (স্ববিষয়ে) সমুদীভাব বা অভিব্যক্তিই প্রবোধ। প্রসংখ্যানশালীব ক্ৰেশবীজ দৃষ্ট হইলে তাহা সমুদীভূত আলম্বনে অর্থাৎ বিব-সমিক্তই হইলেও আব অল্পবিত বা প্রবৃদ্ধ হব না। কাৰণ দৃষ্টবীজের আব কোথায় প্রবোধ (অল্প) হইয়া থাকে? এই হেতু কীপক্ৰেশ বোগীকে কুশল, চবমদেহ বলা বাব (২)। তাদৃশ বোগীমেবই দৃষ্টবীজ-ভাব-রূপ পক্ষমী ক্ৰেশাবস্থা, অন্তেব (বিদ্যেহাদি) নহে। বিজ্ঞমান ক্ৰেশলকলেব কার্য-জনন-সামর্থ্য দৃষ্ট হইয়া বাব সেইহেতু বিববেব সন্নির্কর্ষেও তাহাদেব আব প্রবোধ হব না। এই-প্রকাব যে প্রসুপ্তি এবং ক্ৰেশেব দৃষ্টবীজহেতু প্রবোধাভাব তাহা ব্যাখ্যাত হইল। তন্ন কথিত হইতেছে—প্রতিপক্ষভাবনাং দ্বাবা উপহত ক্ৰেশলকল তন্ন হব। আব, বাহাবা নমনে নমনে বিচ্ছিন্ন হইয়া সেই সেই রূপে পুনৰাব বৃত্তি লাভ কবে, তাহাবা বিচ্ছিন্ন। কিরূপ? যথা—বাগকালে ক্ৰোধেব অদর্শন হেতু, ক্ৰোধ বাগকালে লক্ষ-বৃত্তি হব না। আব, বাগ কোন এক বিষয়ে দেখা বাব বলিয়া যে তাহা বিবযান্তবে নাই এইরূপও নহে। যেমন একটি জ্বীতে চৈত্র অল্পবস্ত বলিয়া সে যেমন অন্তেতে বিবক্ত বা বিচ্ছিন্ন নহে, সেইরূপ। কিন্তু তাহাতে (বাহাতে অল্পবস্ত) বাগ লক্ষবৃত্তি, আব অন্তেতে ভবিষ্য-বৃত্তি। ঐ সময়ে তাহা প্রসুপ্ত বা তন্ন বা বিচ্ছিন্ন থাকে। বাহা বিবয়ে লক্ষ-বৃত্তি তাহা উদার।

ইহাবা, সকলেই ক্ৰেশজননত্ব অতিক্রমণ কবে না। (ইহাবা সকলেই যদি একমাত্র ক্ৰেশ-জাতিব অঙ্গগত হইল) তবে ক্ৰেশ প্রসুপ্ত, তন্ন, বিচ্ছিন্ন ও উদার (এইরূপ বিভাগ) কেন? তাহা বলা বাইতেছে—উহা সত্য বটে, কিন্তু অবস্থা-বৈশিষ্ট্য হইতেই বিচ্ছিন্নাদি বিভাগ কবা হয়রাছে। ইহাবা যেমন প্রতিপক্ষ-ভাবনাং দ্বাবা নিবৃত্ত হব, তেমন স্বকীয় অভিব্যক্তিতেহুদ্বাবা অভিব্যক্ত হব। (অশ্মিতাদি) সমস্ত ক্ৰেশই অবিজ্ঞা-ভেদ। কাৰণ ঐ সমস্ততেই অবিজ্ঞা ব্যাপকরূপে অবস্থিত। যে বস্ত অবিজ্ঞাব দ্বাবা আকাবিত বা সমাবোপিত হব, তাহাকেই অন্ত ক্ৰেশেবা অঙ্গগমন কবে (৩)। ক্ৰেশলকল বিপর্যন্ত প্রত্যয়কালে উপলব্ধ হব, আব অবিজ্ঞা কীয়মাণ হইলে কীপ হব।

টীকা। ৪।(১) বস্ততঃ অশ্মিতাদি চতুর্ধি ক্ৰেশ অবিজ্ঞাব প্রকাবভেদ। অশ্মিতাদি ক্ৰেশলকলেব চাবি অবস্থাভেদ আছে, যথা. প্রসুপ্ত, তন্ন, বিচ্ছিন্ন ও উদার। প্রসুপ্তি—বীজ বা শক্তিরূপে স্থিতি। প্রসুপ্ত ক্ৰেশ আলম্বন পাইলে পুনরুজ্জ্বলিত হয়। তন্ন—ক্রিয়াবোগেব দ্বাবা কীপী-

ভূত ক্লেশ। বিচ্ছিন্ন = ক্লেশান্তবেব যাবা বিচ্ছিন্ন ভাব। উদাব = ব্যাপাবমুক্ত—যথা ক্রোধকালে দেব উদাব, রাগ বিচ্ছিন্ন। বৈবাগ্য অভ্যাস কবিষা বাগ্গ দমিত হইলে বাগ্গকে তহু বলা যায়। সংস্কারাবহাই প্রতুপ্তি। যে সব নিচ্ছিক বা অলক্য সংস্কার বর্তমানে ফলবান্ নহে, কিন্তু ভবিষ্যতে ফলবান্ হইবে, তাহা বা প্রতুপ্ত ক্লেশ। ক্লেশাবহা অর্থে এক একটি স্নিষ্ট বৃত্তি অবহা।

প্রতুপ্ত ক্লেশ ও দম্ববীজকল্প ক্লেশ কতক সাদৃশ্যযুক্ত, কাবণ, উভয়ই অলক্য। কিন্তু প্রতুপ্ত ক্লেশ আলম্বন পাইলেই উদাব হইবে, আর, দম্ববীজকল্প ক্লেশ আলম্বন পাইলেও কখনও উঠিবে না। ভাঙ্গকাব তজ্জাত দম্ববীজ-ভাবকে পক্ষী ক্লেশাবহা বলিবাছেন। উহা ঐ চাবি অবহা হইতে বস্তুতঃ সম্পূর্ণ পৃথক্ অবহা। এ বিষয়ে ণার বখা, “বীজান্তরূপদম্বানি ন বোহন্তি যথা পুনঃ। জ্ঞান-দম্বৈস্তথা ক্লেশৈর্নান্না সম্পদ্যতে পুনঃ।” অর্থাৎ অগ্নিদম্ব বীজ যেমন পুনঃ অজ্বলিত হয় না সেইরূপ ক্লেশসকল জ্ঞানাবি যাবা দম্ব হইলে আত্মা তাহাদেব যাবা পুনঃ স্নিষ্ট হন না ( ণান্তি পর্ব )।

৪।(২) ক্লেশ দম্ববীজবৎ হইলেই তাদৃশ বোপী জীবমুক্ত হন। তজ্জন্মেই চিত্তকে লীন কবিবা তাঁহা বা কেবলী হন, হুতবাঃ তাঁহাদেব ( পুনর্জন্মভাবে ) সেই দেহই চবন দেহ।

৪।(৩) বাগাদি যে বিরূপে অবিস্ফাযূলক বা মিথ্যা-জ্ঞানমূলক তাহা অগ্রে প্রদর্শিত হইবে।

ভাঙ্গম্। তত্রাবিস্ফাযকপমুচ্যতে—

অনিত্যাস্তচিত্তঃখানান্নম্নু নিত্যাস্তচিত্তসুখান্নখ্যাতিরবিজ্ঞা ॥ ৫ ॥

অনিত্যে কার্বে নিত্যখ্যাতিঃ, তদ্বখা, ঐবা পৃথিবী, ঐবা সচস্রভাবকী ভৌঃ, অমৃত্য দিবৌকস ইতি। তথাহুস্তৌ পরমবীভৎসে কায়ে স্তুচিখ্যাতিঃ, ‘উত্তক “স্থানাদীজাতপট্টস্তান্নিত্যস্তান্নিখনাদপি। কান্নমাংসেয়শৌচত্বাং পশ্চিভা হুস্তচিং বিহুঃ” ইত্যস্তৌ স্তুচিখ্যাতিদৃশ্যতে। নবেব শশাহলেখা কমনীয়েষং কজ্জা মধবমৃত্যাবয়বনির্মিত্তেব চস্রং ভিহা নিঃস্রুতেব জাযতে, নীলোৎপলপত্রায়তাকী হাবগর্ভাভ্যাং লোচনাভ্যাং জীবলোকমাংসায়স্টীবেতি, কস্ত কেনাভিসম্বন্ধঃ ভবতি চৈবমস্তৌ স্তুচিবিপর্যয- ( রাস- ) প্রত্যয় ইতি। এতেনাপুণ্যে পুণ্যপ্রত্যয়স্তথৈবানর্থে চার্ণপ্রত্যয়ো ব্যাখ্যাভঃ।

তথা হুস্তে সুখখ্যাতিঃ বক্ষ্যতি “পরিণামতাপসংস্কারজুর্থেকুর্ণবৃত্তিবিবোধাক্ হুস্তমেব সর্গ বিবেকিনঃ” ইতি, তত্র সুখখ্যাতিরবিজ্ঞা। তথাহান্নান্নখ্যান্নখ্যাতিঃ বাহো-পকবণেশ্ চেন্তনোচেন্তনেষু, ভোগার্থিষ্ঠানে বা শরীরে, পুরুষোপকবণে বা মনসি, অনান্ন-ন্যান্নখ্যাতিবিতি। তর্ভতদব্রোক্তং “ব্যক্তমব্যক্তং বা সত্ত্বমাত্ত্বেন্নোভিপ্রতীত্য তস্ত সম্পদম্নু নন্দতি আত্মসম্পদং মহানঃ, তস্য ব্যাপদম্নু শৌচতি আত্মব্যাপদং গন্ত্যমানঃ স সর্বৌহপ্রতিবুদ্ধ” ইতি। এবা চতুপ্পদা ভবত্যবিজ্ঞা মূলমস্ত ক্লেশসন্তানস্ত কর্গাশয়স্ত চ সবিপাকস্ত ইতি। তস্তান্ধামিত্রাগোপদবদ্ বস্তুসতত্বং বিজ্ঞেয়ং, যথা

নামিত্রো মিত্রাভাবো ন মিত্রমাত্রঃ কিন্তু তদ্বিকল্পঃ সপক্ষঃ, তথাহিগোপ্পদং ন গোপ্পদা-  
ভাবো ন গোপ্পদমাত্রঃ কিন্তু দেশ এব তাত্ম্যামন্যদ্ বস্তুস্তরম্, এবমবিজ্ঞান প্রমাণং ন  
প্রমাণাভাবঃ কিন্তু বিজ্ঞাবিপৰীতঃ জ্ঞানাস্তবমবিভেতি ॥ ৫ ॥

ভাষ্কানুবাদ—তাহাব মধ্যে (এই হুজে) অবিজ্ঞাব স্বরূপ কথিত হইতেছে—

৫। অনিত্য, অন্তি, দুঃখকব ও অনাস্ববিষয়ে বখাক্রমে যে নিত্য, ত্তি, স্বখকব ও আশ্ব-  
স্বরূপতাত্ম্যতি হব তাহাই অবিজ্ঞা ॥ হু

অনিত্য কার্বে নিত্য-খ্যাতি, তাহা যথা—পৃথিবী ঞ্জা, চক্রেতাবকাস্ত আকাশ ঞ্জব, স্বৰ্গবাসীবা  
অমব ইত্যাদি। “হান, বীজ (১), উপষ্টভ, নিস্তম্ভ, নিধন ও আশ্ব-শৌচত্বহেতু পণ্ডিতেবা  
এবীকে অন্তি বলেন” (এবীৰ এবংপ্রকাৰে অন্তি বলিবা কথিত হইবাছে), তাদৃশ পবমবীভৎস  
অন্তি এবীবে ত্তি-খ্যাতি দেখা যায়, (যথা) নব পশিকলাব জ্ঞাব কমনীবা এই কত্তাব অববব  
যেন মধু বা অমৃতব দাবা নিমিত্ত, বোধ হব যেন চক্রে ভেদ কবিবা নিঃসৃত হইবাছে, চক্রে যেন  
নীলোপলপঞ্জব জ্ঞাব আশত। হাবপৰ্ত্ত লোচনেব (কটাক্ষেব) দাবা যেন জীবলোককে আশানিত  
কবিতোছে। এইরূপে কাহাব কিলেব সহিত লব্ধ (উপমা)। এই প্রকাৰে অন্তিচেত ত্তি-  
বিপৰীল-জ্ঞান হব। ইহাদাবা অপুণ্যে পুণ্য-প্রত্যব ও অনৰ্খে (বাহা হইতে আমাদেব অৰ্হনিক্তি  
হইবাব লজ্জাবনা নাই) অৰ্হ-প্রত্যবও ব্যাখ্যাত হইল।

দুঃখে স্বখখ্যাতিও বলিবেন (২।১৫ হুজে) “পৰিণাম, তাপ ও সংস্কারদুঃখেতু এবং গুণবৃত্তি-  
লকলেব বিবোধেব জ্ঞাত বিবেকী পুরুষেব নিকট সমস্তই দুঃখকব।” এই দুঃখে স্বখখ্যাতি অবিজ্ঞা।  
সেইরূপ অনাস্ব বস্তুতে আশ্বখ্যাতি, যথা—চেতনাচেতন বাহ উপকবণে (পুজ-পত্ত-শয্যাদিতে),  
বা ভোগাধিষ্ঠান শবীবে, বা পুরুষোপকবণরূপ মনে, এই সকল অনাস্ববিষয়ে আশ্বখ্যাতি। এ বিষয়ে  
ইহা উক্ত হইবাছে (পঞ্চশিখ আচার্ষেব দাবা) “বাহাবা ব্যক্ত বা অব্যক্ত লব্ধকে (চেতন ও অচেতন  
লব্ধকে) আশ্বরূপ জ্ঞান কবিবা তাহাদেব সম্পদকে আশ্বসম্পদ মনে কবিবা আনন্দিত হব, আব,  
তাহাদেব ব্যাপদকে আশ্বব্যাপদ মনে কবিবা অহুশোচনা কবে, তাহাবা লকলেই নৃত”। এই অবিজ্ঞা  
চতুসাদ। ইহা ক্লেশ-প্রবাহেব ও লবিসাক্ কর্মাশয়েব মূল। ‘অমিত্র’ বা ‘অগোপ্পদেব’ জ্ঞাব  
অবিজ্ঞাবও লব্ধ আছে, ইহা জ্ঞাতব্য। যেমন ‘অমিত্র’ মিত্রাভাব নহে, বা ‘মিত্রমাত্র নহে’—  
এইরূপ অজ্ঞ বস্তুও নহে, কিন্তু মিত্রবিরুদ্ধ শব্দ। আবও যেমন ‘অগোপ্পদ’ ‘গোপ্পদাভাব’ নহে,  
অথবা ‘গোপ্পদমাত্র নহে’—এইরূপ অজ্ঞ বস্তুও নহে, কিন্তু কোন বৃত্ত হান বাহা তদুভয় হইতে পৃথক্  
লব্ধব। সেইরূপ অবিজ্ঞা প্রমাণ বা স্বার্থ জ্ঞানও নহে প্রমাণাভাবও নহে কিন্তু বিজ্ঞাবিপৰীত  
জ্ঞানাস্তবই অবিজ্ঞা (২)।

টীকা। ৫।(১) শবীবেব হান—অন্তি জবায়ু, বীজ—জ্ঞাহি, ত্তভ পদার্থেব সংবাত  
—উপষ্টভ, নিস্তম্ভ—প্রাশ্বহাদি কবিত ত্রব্য, নিধন—শূত্ৰ, বৃত্ত্য হইলে সকল দেহই অন্তি হব।  
আশ্ব-শৌচত্ব—লদা ত্তি বা পবিকার কবিতে হব বলিবা। এই সকল কাবেব শবীব অন্তি।  
তাদৃশ কোন এবীকে ত্তি, বৃত্তগীত, প্রাধনীৰ ও লব্ধবোধ্য মনে কবা বিপৰীত জ্ঞান।

৫।(২) অবিজ্ঞাব চাবিটি লক্ণেব মধ্যে অনিত্যে নিত্যজ্ঞান অভিনিবেশ ক্লেশে প্রধান,  
অন্তিচেত ত্তিজনান বাণে প্রধান; দুঃখে স্বখজ্ঞান ধমে প্রধান, কাবণ ধেব দুঃখবিশেষ হইলেও  
দেহকালে তাতা লুপ্তকর বোশ হয়; আর সনাত্বে আশ্বজ্ঞান অশিতাক্লেশে প্রধান।



জিন্ন জিন্ন বাধীবা অবিজ্ঞাব নানাকপ লক্ষণ দ্বিবা থাকেন। তাঁহাদের অধিকাংশ লক্ষণই ত্যাব ও দর্শন-বিরুদ্ধ। বোগোক্ত এই লক্ষণ যে অনপল্যাপ্য সত্য, তাহা পাঠকমাজ্জেবই বোধগম্য হইবে। বজ্জুতে সৰ্প-জ্ঞানের কারণ বাহাই হউক, তাহা যে এক দ্রব্যকে অন্তঃস্ব-জ্ঞান (অন্তঃস্বপ্রতিষ্ঠিত জ্ঞান) তাহাতে কাহাবও 'না' বলিবাব উপাব নাই। সেই জ্ঞান স্বার্থ জ্ঞানের বিপরীত, স্বতবাং অস্বার্থ জ্ঞান। অতএব 'স্বার্থ' ও 'অস্বার্থ'—এই বৈপরীত্যই বিজ্ঞা ও অবিজ্ঞাব বা জ্ঞান ও অজ্ঞানের বৈপরীত্য। বিষয়ের বৈপরীত্য তাহাতে হয় না, অর্থাৎ সৰ্প ও বজ্জু ভিন্ন বিষয়, কিন্তু বিপরীত বিষয় নহে। এইরূপ অস্বার্থ জ্ঞানের বা অবিজ্ঞানলব বৃত্তিব কাবণ—তাদৃশ জ্ঞানের সংজ্ঞাব। অতএব বিপর্য-জ্ঞান ও বিপর্য-সংজ্ঞাব-সমূহেব সাধাবণ নাম অবিজ্ঞা। বিপর্যাসরূপা অবিজ্ঞা অনাদি, সেইরূপ বিজ্ঞাও অনাদি। কারণ, যেমন প্রাণিসকলেব অস্বার্থ জ্ঞান আছে, সেইরূপ স্বার্থ জ্ঞানও আছে। সাধাবণ অস্বার্থ অবিজ্ঞাব প্রাবল্য ও বিজ্ঞাব দৌৰল্য, বিবেকখ্যাতিতে বিজ্ঞাব সন্মাক্ প্রাবল্য ও অবিজ্ঞাব অতি দৌৰল্য। চিন্তবৃত্তি হইতে অতিবিক্ত অবিজ্ঞা নামে কোন এক দ্রব্য নাই, বস্তুতঃ চিন্তবৃত্তিসকলই দ্রব্য। অবিজ্ঞা একজাতীয় চিন্তবৃত্তি (বিপর্য) মাজ্জ, স্বতবাং 'অবিজ্ঞা অনাদি' অর্থে চিন্তবৃত্তিব প্রবাহ অনাদি।

যেমন আলোক ও অন্ধকার আপেক্ষিক—আলোকে অন্ধকারেব ভাগ কম ও অন্ধকারে আলোকেব ভাগ কম এইরূপ বজ্জ্য হব, সেইরূপ প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক বৃত্তিই বিজ্ঞা ও অবিজ্ঞার সমষ্টি। তন্মধ্যে বিজ্ঞাব অবিজ্ঞাব ভাগ অতি অল্প, আব, অবিজ্ঞাব বিজ্ঞাব ভাগ অল্প ইহাই দুইষেব প্রভেদ। বিজ্ঞাব পবাকাতা বিবেকখ্যাতি, তাহাতেও সূক্ষ্ম অবিজ্ঞা থাকে আব সাধাবণ অবিজ্ঞাব 'আমি আছি, জানছি' ইত্যাদি ঐষ্ট-সম্বন্ধী অস্বভাবও থাকে। প্রকৃতপক্ষে সব জ্ঞানই কতক স্বার্থ কতক অস্বার্থ। স্বার্থার্থ্যেব আধিক্য দেখিলে বিজ্ঞা বলা হয়, অস্বার্থার্থ্যেব আধিক্যেব বিবক্ষাব অবিজ্ঞা বলা হয়।

চুক্তিকাতে বজ্জতম্ব ইত্যাদি ব্রাহ্মিনকল অবিজ্ঞাব লক্ষণে পড়ে না। তাহাবা বিপর্যেব লক্ষণেব অন্তর্গত। ব্রাহ্মিনাজ্জই বিপর্য, আব অবিজ্ঞা পাবস্বাধিক বা বোগসাধনলবজ্জীব নাষ্ট্র ব্রাহ্মি। এই ভেদ বিবেচ্য।

### দৃশদর্শনশক্ত্যোরেকাক্সতেবাহস্মিতা ॥ ৬ ॥

ভাস্মম্। পূকসো দৃকশক্তিঃ বৃদ্ধির্দর্শনশক্তিঃ ইত্যোত্তরোবেকস্বরূপাপত্তিরিবাহস্মিতাক্লেপ উচ্যতে। ভোক্তৃভোগ্যশক্ত্যোবাত্ম্যবিভক্ত্যোরোবত্যাংসংকীর্ণয়োববিভাগ-

\* বৈশাংকেরা নিজেসেব অনির্বচনীয়বাণী বলেন। তাঁহাবা বলেন নিখ্যাজ্ঞান প্রত্যক (অর্থাৎ প্রমাণ) নহে এক স্মৃতিও নহে, অতএব উহা অনির্বচনীয়। বস্তুতঃ অবিজ্ঞা প্রমাণ এবং স্মৃতি নহে বলিয়াই তাহাকে বিপর্য নামক পূর্বক বৃত্তি বলা হয়। আর, সনত বৃত্তি বেকপ পক্ষসেবর সহ্যে উৎপন্ন হয়, বিপর্যও সেইরূপ প্রমাণ ও স্মৃতি আদির সহ্যে উৎপন্ন হয়। উহা অনির্বচনীয় নহে, কিন্তু 'অন্তঃস্বপ্রতিষ্ঠিত মিত্যাজ্ঞান' এই নির্বচনে নির্বচনীয়। এই লক্ষণ অনপল্যাপ্য। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে অবিজ্ঞাদিরা বিপর্যেব প্রকাশ-ভেদ। যে সনত মিত্যাজ্ঞান আবাদিপকে দ্রষ্ট বা জ্ঞপ্তবুৎ করে, তাহাবাই অবিজ্ঞাদি ব্রেশ, তাহাদের নাশই শব্দার্থ-দ্রষ্ট হব।

প্রাপ্তাবিব সত্যং ভোগঃ কল্পতে, স্বকণপ্রতিগন্তে তু ভয়োঃ কৈবল্যমেব ভবতি কুতো ভোগ ইতি । তথা চোক্তং “বুদ্ধিতঃ পরং পুরুষমাকারশীলবিশ্বাদিভিবিভক্তমপশ্যন্ কুর্বাণ্ডজ্ঞানবুদ্ধিং মোহেন” ইতি ॥ ৬ ॥

৬। দৃষ্-শক্তি ও দর্শন-শক্তিব একাত্মতাকণ জানই অস্মিতা ॥ ২

ভাস্ক্যানুবাদ—পুরুষ দৃষ্-শক্তি, বুদ্ধি দর্শন-শক্তি, এই উভয়েব একত্বকণতাত্ধ্যাতিকেই ‘অস্মিতা’ ক্লেপ বলা যায়। অত্যন্ত বিভক্ত বা ভিন্ন (অন্তএব) অত্যন্ত অসংকীর্ণ ভোক্তৃ-শক্তি ও ভোগ্য-শক্তি অবিভাগপ্রাপ্তেব জ্ঞান হইলে (১) তাহাকে ভোগ বলা যায়। আব তদুভয়েব স্বরূপত্যাতি হইলে কৈবল্যই হয়, ভোগ আব কোথায় থাকে? সেইরূপ উক্ত হইবাছে (পঞ্চশিখ আচার্যেব দ্বাৰা), “বুদ্ধি হইতে-পৰ যে পুরুষ তাঁহাকে স্বীয় আকাব, শীল, বিজ্ঞা প্রভৃতিব দ্বাৰা বিভক্ত বা ভিন্ন না দেখিবা (লোকে) মোহেব দ্বাৰা তাহাতে (বুদ্ধিতে) আত্মবুদ্ধি কবে” (২)।

টীকা ৬। (১) ‘ভোগ্য-শক্তি জ্ঞানরূপ ও ভোক্তৃ-শক্তি চিত্তরূপ, অন্তএব তাহাদেব অবিভাগ = বোধ-সম্বন্ধীয় অবিভাগ। জল ও লবণেব (অর্থাৎ বাহ্য বিষয়েব) বৈকল্য অবিভাগ বা সংকীর্ণতা বা মিশ্রণ, ঝট্টা ও দর্শনেব সংযোগ সেইরূপ কল্প্য নহে। অপৃথকরূপে পুরুষ-সম্বন্ধীয় বোধ ও দর্শন-সম্বন্ধীয় বোধেব উদ্ববই ঐ অবিভাগ। “সদ্ব ও পুরুষেব অবিশেষ প্রত্যবই ভোগ” এইরূপ বাক্যেব প্রয়োগ কবিবা স্তম্ভকাব বুদ্ধি ও পুরুষেব সংযোগ বলিবাছেন (৩৩৫)। স্বঃ ও হৃঃ ভোগ্য, তাহাবা অন্তঃকবণেই থাকে তাই অন্তঃকবণ ভোগ্য-শক্তি।

কবলে আত্মতাত্ধ্যাতিই অস্মিতা। বুদ্ধি প্রধান করণ, স্তববাং তাহা স্বরূপতঃ অস্মিতামাত্র। তাহাব পবিত্রায়মরূপ ইন্দ্রিয়সকলেব সমষ্টিতে বে আত্মতাত্ধ্যাতি তাহাও অস্মিতা। ‘আমি চক্ষুরাদি-পঞ্জিমান’ এইরূপ অনাত্মে আত্মপ্রত্যয় অস্মিতাব উদাহরণ।

অনাত্মে আত্মতাত্ধ্যাতি অনেক প্রকাব হইতে পাবে, যথা . (ক) অব্যক্তে আত্মতাত্ধ্যাতি, যেমন, কোন কোন বোধেব ‘আমি শূন্য’ এইরূপ জ্ঞান। প্রকৃতিলীনহেবও ঐরূপ। (খ) মহতে আত্মতাত্ধ্যাতি, যেমন, আত্মা সর্বব্যাপী, আনন্দময় ইত্যাদি, বাহা কোন কোন বেদান্তবাদী বলেন। (গ) অহংকাবে আত্মতাত্ধ্যাতি বা পবিত্রিয় আমিত্বেব উপলব্ধি, যেমন, জৈনমতে শবীবেব মধ্যস্থ নির্মল জ্ঞানরূপ আত্মা। এতদ্ব্যতীত ভগ্নাত্মভিমানী ও দুলভুতাত্মভিমানী দেবতাহেবও ঐ অনাত্মবিবয়ে একরূপ আত্মতাত্ধ্যাতি হয়।

৬। (২) পঞ্চশিখ আচার্যেব এই বাক্যেব ‘আকাব’-আদি শব্দেব অর্থ অন্তরূপ। দার্শনিক পবিভাবা স্তষ্ট হইবাৰ পূর্বেকাব ঘটন বলিবা ইহাতে ‘আকাব’-আদি শব্দ ব্যবহাব কবিবা তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক পদার্থ বুঝান হইবাছে। আকাব = নদা বিস্তৃতি। বিজ্ঞা = চৈতন্য বা চিত্তরূপতা। শীল = উদাসীন বা সান্ধিধরূপতা। পুরুষেব এই সব লক্ষণেব বিজ্ঞানপূর্বক বুদ্ধি হইতে তাহাব পৃথক্ না জানিবা মোহেব বা অবিভাব বশে লোকে বুদ্ধিতেই আত্মবুদ্ধি কবে। অর্থাৎ বুদ্ধি বা অভিজানযুক্ত আমিত্ববুদ্ধি এবং শুদ্ধ জ্ঞাতা পুরুষ—এই দুই এক এইরূপ বিপর্দাস কবে।



অনভিব্যক্ত ক্রোধ। ঘেঘেব বশে যে পৰাপকাবৰূপ আচৰণ কৰা হ'ব তাহাই হিংসা। ঘেঘ হইতে দুঃখ হ'ব কিন্তু তাহা না বুজিবা ঘেঘযুক্ত হইবা থাকাই বিপৰ্য্যয়-জ্ঞান এবং তাহা অন্ততম ক্ৰেশ।

কেহ যদি দুঃখৰে অল্পস্থিতিতে প্রাণিপীড়নাদি না কৰিবা কেবল আমোদেৰে অন্ত কৰে এবং উহা যে অন্তৰ সে বোধ যদি তাহাৰ না থাকে তবে সেইরূপ কৰ্ম যোহেব অন্তৰ্গত হইবে। আৰ, যদি উহা অন্তৰ এইরূপ জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে আমোদ-বুজিটাকে ধমন কৰাব যে দুঃখ সেই দুঃখে অসহিষ্ণু হইবা আমোদ কৰিলে তাহা দুঃখান্বেষিতপূৰ্বক বা ঘেঘপূৰ্বক হিংসা হইবে, তবে এই সব মনে মোহই প্রবল। মোহ আৰও প্রবল হইলে শুভ-শুভই প্রাণাতিপাত আদি কৰিতে পাবে, সে ক্ষেত্রে জিহাংসা অধিকতৰ পৰিপুষ্ট হইতে থাকে এবং তাহাৰ কুফলও অব্যক্তভাবী। মলীলিষ্ট বস্ত্ৰে পূৰ্ণমলী স্বেপন কৰিলে তাহা অধিকতৰ মলিন দেখাৰ না বটে কিন্তু তাহাতে সেই মলিনতা যেমন পৰিপুষ্ট ও ছবপনেৰে হ'ব ইহাও তদ্রূপ।

### স্বৰসবাহী বিহুঘোষপি তথাক্কটোহভিনিবেশঃ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যম্। সৰ্বস্ত প্রাণিন ইয়মাশ্মানীৰ্মিত্যা ভবতি 'মা ন ভুং কুয়াসমিতি।' ন চানুভূতমবগধৰ্মকাস্তৈবা ভবত্যাশ্মানীঃ, এতবা চ পূৰ্বজশ্মানুভবঃ প্রতীয়তে। স চায়মভিনিবেশঃ ক্ৰেশঃ স্বৰসবাহী, কুমেৰপি জাতমাত্রস্ত। প্রত্যক্ষানুমানাগমৈরসম্ভাবিতো 'মৰণজ্ঞান উচ্ছেদদৃষ্ট্যান্মকঃ পূৰ্বজশ্মানুভূতং মৰণদুঃখমহুমাণতি। যথা চায়মত্যন্তমুঢ়েৰু দৃষ্টতে ক্ৰেশস্তথা বিহুঘোষপি বিজ্ঞাতপূৰ্বাপবাস্তস্ত কটঃ কমাং, সমানা হি তযোঃ কুশলাকুশলয়োঃ মৰণদুঃখানুভবাদিয়ং বাসনেতি ॥ ৯ ॥

৯। অবিধানের দ্বায় বিধানেরও যে সহজাত, প্রসিদ্ধ ক্ৰেশ তাহা অভিনিবেশ (১) ॥ হ

ভাষ্যানুবাদ—সমস্ত প্রাণীৰ এই নিত্য আশ্মপ্রাৰ্থনা হ'ব যে, 'আমাব অতাব না হ'ব, আমি বেন জীবিত থাকি।' পূৰ্বে যে মৰণজ্ঞান অল্পভব কৰে নাই, তাহাৰ এইরূপ আশ্মানী হইতে পাবে না, ইহাৰ দ্বাৰা পূৰ্বজন্মীৰ অনুভব প্রতিপন্ন হ'ব। এই অভিনিবেশ-ক্ৰেশ স্বৰসবাহী, ইহা জাতমাত্র কৃমিবও দেখা যায়। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগমের দ্বাৰা অসম্পাদিত, উচ্ছেদজ্ঞানস্বৰূপ মৰণজ্ঞান হইতে পূৰ্বজশ্মানুভূত মৰণদুঃখৰ অনুমান হয় (২)। যেমন অত্যন্তমুঢ়েতে এই ক্ৰেশ দেখা যায়, তেমনি বিধানের অৰ্থাৎ পূৰ্বাপবকোটিৰ ('কোথা হইতে আসিবাছি ও কোথায যাইব' ইহাৰ) জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিৰও ইহা দেখা যায়, কেননা, (সম্প্রজ্ঞানহীন) কুশল ও অকুশল এই উভয়েই মৰণদুঃখানুভব হইতে এই বাসনা সমান ভাবে আছে।

টীকা। ৯।(১) স্বৰসবাহী—সহজ বা স্বাভাবিকের মত বাহা গঠিত সংস্কার হইতে উৎপন্ন হয় ও স্বাভাবিকের মত ব্যাপ্যবাক্ত থাকে। তথাকট অকুশল বা অবিধানের এবং কুশল বা কেবল স্ফটাহমান-জ্ঞানবান্ বিধানেরও বাহা আছে, সেই প্রসিদ্ধ (কট) ক্ৰেশ।

বাগ স্বপ্নাশ্রয়ী, হেব জ্ঞপ্ৰাশ্রয়ী, অভিনিবেশ- সেইকপ স্বপ্ন-জ্ঞপ্ৰাশ্রয়-বিবেক-হীন বা যুত ভাবেব অত্মশ্রয়ী। শব্দবৈজ্ঞানিকের নহুত্ব ক্রিয়াতে তাদৃশ যুত ভাব হয়, তাহাতে শব্দবৈজ্ঞানিকের অহমত্ববৃত্ত (আমিই শব্দবৈজ্ঞানিক এইরূপ ভাব) সদা উদ্ভিত থাকে। সেই অভিনিবেশিত ভাবেব হানি ঘটিলে বা ঘটবার উপক্রম হইলে যে ভাব হয়, তাহাই অভিনিবেশ-বৃত্ত, ভবরূপে তাহা স্ফিট করে।

‘আমি’ প্রকৃত প্রস্তাবে অমব হইলেও তাহাব মবণ বা নাশ হইবে এই অজ্ঞানমূলক মবণভবত্ব প্রদান অভিনিবেশ-ক্লেদ। তাহা হইতে কিরূপে পূর্বজন্মেব অত্মমান হয়, তাহা ভাষ্যকাব দেখাটাইয়াছেন। অন্ত্যন্ত ভবও অভিনিবেশ-ক্লেদ। এত অভিনিবেশ একটি ক্লেদ বা পৰ্য্যায় নাশন-সম্বন্ধীয় ক্ষেত্ৰভাব ভাববিশেষ। ‘অন্ত প্রকাব অভিনিবেশ-পৰ্য্যায়’ আছে। -

২।(২) কোন বিষয় পূর্বে অল্পভূত হইলেই পবে তাহাব স্মৃতি হইতে পারে। অল্পভব হইলে সেই বিষয় চিত্তে আস্থিত থাকে ; তাহাব পুনঃ বোধই স্মৃতি। মবণভবাধিব স্মৃতি দেখা যায়। ঠহ-জন্মে মবণভব অল্পভূত হয় নাই, স্মৃতবাং তাহা পূর্বজন্মে অল্পভূত হইয়াছে বলিতে হইবে। এইরূপে অভিনিবেশ হইতে পূর্বজন্ম সিদ্ধ হয়।

শব্দা কথিতে পাব, ‘মবণভব স্বাভাবিক, অতএব তাহাতে পূর্বাচরভবেব প্রযোজন নাই।’ মবণস্মৃতি স্বাভাবিক হইলে, সর্ব স্মৃতিকেই স্বাভাবিক বলিতে হইবে। কিন্তু স্মৃতি স্বাভাবিক নহে, তাহা নিমিত্ত হইতে উৎপন্ন হয়, পূর্বাচরভবই সেই নিমিত্ত। যখন বহুশঃ স্মৃতিকে নিমিত্তভাভ দেখা যায়, তখন তাহাব একাংগকে (মবণভবাধিকে) স্বাভাবিক বলা সম্ভব নহে। স্বাভাবিক বহু কখনও নিমিত্ত হইতে উৎপন্ন হয় না। আব স্বাভাবিক ধর্ম বহুশঃ বস্তুকে ভাগ কবে না। মবণভব জ্ঞানাত্ম্যালেব স্বাভাবিক নিমিত্ত হইতে দেখা যায়। অতএব অজ্ঞানাত্ম্যান (পুনঃ পুনঃ অজ্ঞানপূর্বক মবণভবপ্রাচরভব) তাহাব হেতু। এইরূপে মবণভবাধি হইতে পূর্বাচরভব ; স্মৃতবাং পূর্বজন্ম সিদ্ধ হয়।

পুনঃ শব্দা হইতে পাবে, ‘মবণভব যে এন প্রকাব স্মৃতি, তাহাব প্রমাণ কি?’ তদুত্তরে বস্তুত্ব এই : সাগন্ধ্য-বিবেক নহিত সংযোগ না হইলে যে আভ্যন্তরিক বিবেক বোধ হয়, তাহাই স্মৃতি। স্মৃতি উপলক্ষ্যাদিব দাবা উদ্ভিত ভব। মবণভবও উপলক্ষ্যণেব স্বাভাবিক অত্মস্বত্ব হইতে উদ্ভিত হয়, তাই তাহা এক প্রকাব স্মৃতি।

বস্তুতঃ মন কোন কাল হইতে হইয়াছে, তাহা বৃত্তিপূর্বক বিচাব কবিলে তাহার আদি পাওয়া যায় না। যেমন অসভেব উত্তর-দোব চন্দ্র বলিয়া লোকে বাহু মূলকে (‘ম্যাটী’কে) অনাদি বলে। মনও ঠিক সেই কাবণে অনাদি। ‘ম্যাটী’বেব বেক্রম অনাদি ধর্ম-পরিণাম স্বীকার হয়, অনাদি মনও তক্রম অনাদি ধর্ম-পরিণাম স্বীকার হয়।

জন্মেব নহিত মন উদ্ভূত হইয়াছে, ইহা বলিবার কোন হেতু কেহ দেখাইতে পারেন না। বস্তুতঃ এইকপ বলা সম্পূর্ণ অজ্ঞান। বাহাবা বলেন, মবণভবাদি সহজপ্রবৃত্তি বা অশিক্ষিত ক্রিয়াধর্মতা (instinct) তাহাব কেবল ঠহজীবনেব কথাই বলেন কিন্তু উজা (instinct) হন কেন তাহাব উত্তর দিতে পারেন না।

ঐ সহজ প্রবৃত্তি কিরূপে হইল, তাহাব দুইটি উত্তর আছে। প্রথম উত্তর ‘উহা ঠহববৃত্ত’, দ্বিতীয় উত্তর (বা নিরূপিত) ‘উহা অজ্ঞেব’। মন যে ঠহববৃত্ত তাহাব বিস্ময়াজ্ঞও প্রমাণ নাই। উহা কোন কোন লক্ষ্যদ্বায়েব অঙ্গ-বিশ্বাসমাজ। যার্ব দর্শনসকলেব মতে মন ঠহববৃত্ত নহে কিন্তু মন অনাদি।

‘যাহাবা মনের কাবণকে অজ্ঞেয় বলেন, তাঁহাবা যদি বলেন, ‘আমবা উহা জানি না’ তবে কোন কথা নাই। আব যদি বলেন, ‘মহন্তেব উহা জানিবাব উপায নাই’ তবে মন সাধি অথবা অনাদি উভবেব কোন একটি হইবে, এইরূপ বলিতে হইবে।

মনেব কাবণ সম্পূর্ণ অজ্ঞেয় বলিলে মনকে প্রকাবাস্তবে নিষ্কাষণ বলা হয়। যেহেতু যাহা আমাদের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞেয়, তাহা আমাদের নিকট নাই। মনেব কাবণকে সম্পূর্ণ অজ্ঞেয় বলিলেই বলা হইল ‘মনেব কাবণ নাই’। যাহাব কাবণ নাই সেই পদার্থ অনাদি। পূর্ববর্তী কাবণ হইতে কোন বস্তু উৎপন্ন হইলে সাধাবণতঃ তাহাকে সাধি বলা যায়, নিষ্কাষণ বস্তু স্তবৎ অনাদি। শুধু অজ্ঞেয় বলিলে প্রকৃতপক্ষে বলা হয় যে, তাহা আছে কিন্তু বিশেষরূপে জ্ঞেয় নহে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে চিন্তা বৃত্তিধর্মক। বৃত্তিসকল উদ্ভিত ও লীন হইবা যাইতেছে। বৃত্তি-সকলেব মূল উপাদান জিগ্মশ। সংহত জিগ্মশেব এক এক প্রকাব পবিণামই বৃত্তি। জিগ্মশ নিষ্কাষণস্বহেতু অনাদি, স্তবৎ তাহাদেব পবিণামস্বতঃ বৃত্তিপ্ৰবাহও অনাদি। মন কবে ও কোথা হইতে হইয়াছে, এই প্রশ্নেব এই উত্তরই সর্বাপেক্ষা চ্যাব্য। ৪।১০ (১) ব্ৰহ্ম্য।

### তে প্রতিপ্রসবহেয়াঃ সূক্ষ্মাঃ ॥ ১০ ॥

ভাস্কর্য। তে পক্ষ ক্লেশা দৃষ্টবীজকল্পা যোগিনশ্চরিতাধিকাবে চেতসি প্রালীনে সহ ভেনৈবাস্তং গচ্ছন্তি ॥ ১০ ॥

১০। ক্লেশসকল হ্রাস হইলে তাহা প্রতিপ্রসবেব (১) বা চিন্তাসবেব দ্বাবা হেব বা ত্যাব্য ॥ হ্র

ভাস্ক্যানুবাদ—সেই পক্ষ ক্লেশ দৃষ্টবীজকল্প হইবা যোগীব চবিতাধিকাব চিত্ত-প্রালীন হইলে তাহাব সহিত বিলীন হয় (১)।

টীকা। ১০। (১) প্রতিপ্রসব=প্রসবেব বিকল্প, অর্থাৎ প্রতিভোস পবিণাম বা প্রলব। হ্রাস-ক্লেশ অর্থে যাহা প্রসংখ্যান নামক প্রজ্ঞাব দ্বাবা দৃষ্টবীজকল্প হইয়াছে, তাদৃশ। ঐবীবেশ্রিষে যে অহঙ্কা আছে, তাহা ঐবীবেশ্রিষেব অতীত পদার্থকে সাক্ষাৎকাব কবিলে প্রকৃষ্টরূপে অপগত হইতে পাবে। তাদৃশ সাক্ষাৎকাব হইতে ‘আমি ঐবীবেশ্রিষ নহি’ এইরূপ প্রজ্ঞা হয়। তাহাতে ঐবীবেশ্রিষেব বিকাবে যোগীব চিন্তা বিকৃত হয় না। সেই প্রজ্ঞাসংস্কাব যখন একাগ্ৰভূমিক চিত্তে সদা উদ্ভিত থাকে, তখন তাহাকে অস্মিতাব বিবোদী প্রসংখ্যান বলা যায়। তাহা সদা উদ্ভিত থাকতে অস্মিতাব কোন বৃত্তি উঠিতে পাবে না, স্তবৎ তখন অস্মিতা-ক্লেশ দৃষ্টবীজকল্প বা অক্লব-জননে অসমর্থ হয়, স্বতঃ আব তখন ঐবীবেশ্রিষে অস্মিতাব ও তচ্ছনিত চিত্তবিকাব হইতে পাবে না। এইরূপ দৃষ্টবীজকল্প অবস্থাই অস্মিতা-ক্লেশেব হ্রাসবস্থা।

বৈবাগ্য-ভাবনাব প্রতিষ্ঠা হইতে চিত্তে বিবাস্তপ্রজ্ঞা হয় এক তদ্বাবা বাগ দৃষ্টবীজকল্প হ্রাস হয়। সেইরূপ অহেবভাবনাব প্রতিষ্ঠামূলক প্রজ্ঞা হইতে হেব এবং দেহাস্ত্রভাবের নিবৃত্তি হইতে অভিনিবেশ হ্রাসীভূত হয়।

এইরূপে সপ্তজ্ঞাত সংস্কারেব দ্বাবা (১।৫০ হ্রস্ব ভ্রষ্টব্য) ক্লেশসকল হ্রাস হইয়া থাকে। হ্রাস হইলেও তাহাবা ব্যক্ত থাকে, কাৰণ, 'আমি শবীৰ' এইরূপ প্রত্যয় যেমন চিন্তেব ব্যক্তাবস্থা, 'আমি শবীৰ নহি' (অৰ্থাৎ 'পুঙ্খ—আমিৰ ভ্রষ্টা' এইরূপ পৌঙ্খ-প্রত্যয়) এইরূপ প্রত্যয়ও সেইরূপ ব্যক্তাবস্থাবিশেষ। দৃষ্টবীজ্জবে সহিত আৰণ্য সাদৃশ্য আছে। দৃষ্ট (ভাজা) বীজ যেকপ বীজ্জবে মতই থাকে কিন্তু তাহাব প্রবোধ হব না, ক্লেশও সেইরূপ হ্রাসাবস্থাব বৰ্তমান থাকে, কিন্তু আৰণ্য-বৃত্তি বা ক্লেশসন্ধান উৎপাদন কবে না। অৰ্থাৎ ক্লেশমূলক প্রত্যয় তখন উঠে না, বিভ্ৰাণ্ণপ্রত্যয়ই উঠে। বিভ্ৰাণ্ণপ্রত্যয়েবও মূলে হ্রাস অস্থিতা থাকে, তাই তাহা ক্লেশেব হ্রাসাবস্থা।

এইরূপে হ্রাসীভূত ক্লেশ চিন্তলয়েব সহিত বিলীন হয়। পৰ্ববেবাগ্যপূৰ্বক চিন্তা স্বকাৰণে প্রলীন হটলে হ্রাস ক্লেশও তৎসহ অব্যক্ততা প্রাপ্ত হয়। প্রলয় বা বিলয় অৰ্থে পুনৰুৎপত্তিহীন লয়।

নাশাবণ অবস্থাব ক্লিষ্টবৃত্তিসকল উদ্ভিত হইতে থাকে এবং তদ্বাবা দ্ৰাতি, আয়ু ও ভোগ (শবীৰাদি) ঘটিতে থাকে। ক্ৰিয়া-যোগেব দ্বাবা তাহাবা (ক্লেশগণ) ক্ষীণ হয়। সপ্তজ্ঞাত যোগে শবীৰাদিৰ সহিত সযুক্ত থাকে বটে, কিন্তু তাহা 'আমি শবীৰাদি নহি' ইত্যাদি প্রকাৰ প্রকৃষ্টপ্রজ্ঞা-মূলক সযুক্ত। এই সযুক্তই ক্লেশেব হ্রাসাবস্থা (ইহাতে জাত্যানুভোগে নিবৃত্ত হয়, তাহা বলা বাহুল্য)। অসপ্তজ্ঞাত যোগে শবীৰাদিৰ সহিত সেই হ্রাস সযুক্তও নিবৃত্ত হয় অৰ্থাৎ প্রকৃতিসকলে বিকৃতিসকলেব লবকপ প্রতিপ্রসবে ক্লেশসকলেব সম্যক্ প্রহাণ হয়।

ভাৱ্যম্। স্থিতানাস্ত বীজভাবোপগতানাম্—

ধ্যানহেয়াস্তদ্বৃত্তয়ঃ ॥ ১১ ॥

ক্লেশানাং বা বৃত্তয়ঃ স্থলানাস্তাঃ ক্ৰিয়াযোগেন তনুকৃতাঃ সত্যঃ প্রসংখ্যানেন ধ্যানেন হাতব্যঃ, যাবৎ তনুকৃতা যাবদ্ দৃষ্টবীজকল্প ইতি। যথা চ বস্ত্রাণাং স্থলো মলঃ পূৰ্ব্বে নিৰ্ভৃযতে পশ্চাৎ সূক্ষ্মো যন্তেনোপায়েন চাপনীয়তে তথা স্বল্পপ্রতিপক্ষাঃ স্থলা বৃত্তয়ঃ ক্লেশানাং, সূক্ষ্মাস্ত মহাপ্রতিপক্ষা ইতি ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—কিঞ্চ বীজভাবে অবস্থিত ক্লেশসকলেব—

১১। বৃত্তি বা স্থলাবস্থা ধ্যানেব দ্বাবা হেষ ॥ হ

ক্লেশসকলেব (১) যে স্থল বৃত্তি তাহা ক্ৰিয়া-যোগেব দ্বাবা ক্ষীণীকৃত হইলে, প্রসংখ্যান ধ্যানেব দ্বাবা হাতব্য, যতদিন না হ্রাস এবং দৃষ্টবীজকল্প হয়। যেমন বস্ত্রসকলেব স্থল মল প্রথমেই নিৰ্ভৃত হয় এবং হ্রাস মল যত্ন ও উপায়েব দ্বাবা পবে অপনীত হয়, তেমনি স্থল ক্লেশবৃত্তিসকল স্বল্পপ্রতিপক্ষ ও হ্রাস ক্লেশসকল মহাপ্রতিপক্ষ।

টীকা। ১১। (১) ক্লেশেব স্থলা বৃত্তি—ক্লিষ্টা প্রমাণাদি বৃত্তি।

ধ্যানহেয়—প্রসংখ্যান বা বিবেকরূপ ধ্যান হইতে জাত যে প্রজ্ঞা তাহাব দ্বারা ত্যাজ্য। ক্লেশ-প্ৰজ্ঞান, স্তব্ধতা তাহা জানেব দ্বারা হেষ বা ত্যাজ্য। প্রসংখ্যানই জানেব উৎকর্ষ, স্তব্ধএব প্রসংখ্যানঃ

রূপ ধ্যানের দ্বাবাই ক্লিষ্টা বৃত্তি ত্যাগ্য। কিরূপে প্রসংখ্যানধ্যানেৰ দ্বাবা ক্লিষ্টবৃত্তি দৃষ্টবীজকল্প হয় তাহা উপরে বলা হইয়াছে। ক্লিষ্টা-যোগেৰ দ্বাবা তনুভাব, প্রসংখ্যানের দ্বাবা দৃষ্টবীজভাব এবং চিত্তপ্রলম্বেৰ দ্বাবা সম্যক্ প্রকাশ, ক্লেশ-হান্বেৰ এই ক্রমক্ৰমে ব্রহ্মত্ব।

### ক্লেশমূলঃ কৰ্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ ॥ ১২ ॥

ভাষ্যম্। তত্র পুণ্যাপুণ্যকৰ্মাশয়ঃ কামলোভমোহক্ৰোধপ্রসবঃ। স দৃষ্টজন্ম-বেদনীয়শ্চাদৃষ্টজন্মবেদনীয়শ্চ। তত্র তীব্রসংবেগেন মদ্রতপঃসমাধিভিনির্বর্তিত ঈশ্ব-দেবতামহর্ষিমহাত্মভাবানামাবাধনাদ্বা যঃ পরিনিম্পন্নঃ স সত্ত্বঃ পরিপচ্যাতে পুণ্যকৰ্মাশয় ইতি। তথা তীব্রক্লেশেন ভীতব্যাধিতকুপণেযু বিশ্বাসোপগতেযু বা মহাহুতাবেযু বা তপস্বিযু কৃতঃ পুনঃ পুনৰপকাবঃ স চাপি পাপকৰ্মাশয়ঃ সত্ত্ব এব পরিপচ্যাতে। যথা নন্দীশ্বৰঃ কুমারো মনুজপবিধামং হিহা দেবত্বেন পবিণতঃ, তথা নহুবোহপি দেবানামিস্ত্রঃ স্বকং পরিধামং হিহা তিৰ্যক্তে ন পবিণত ইতি। তত্র নারকাণাং নাস্তি দৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ কৰ্মাশয়ঃ ক্লীণক্লেশানামপি নাস্তি অদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ কৰ্মাশয় ইতি ॥ ১২ ॥

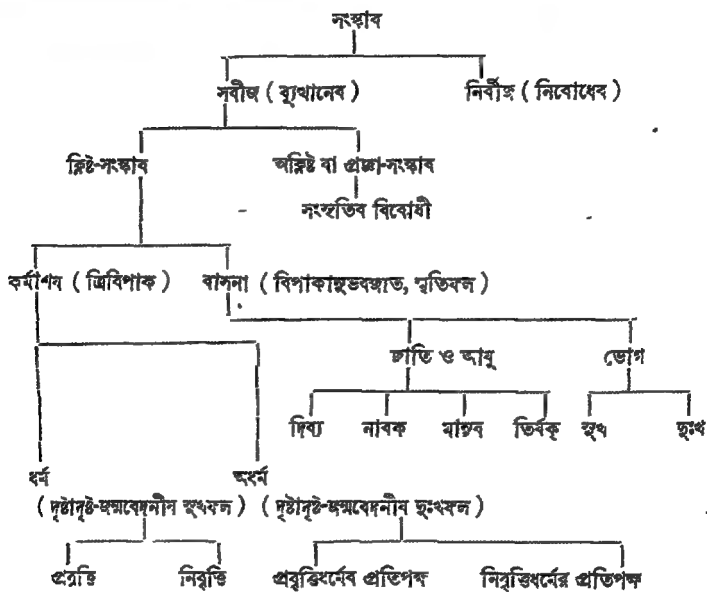
১২। ক্লেশমূলক কৰ্মাশয় বা কর্মসংস্কার ( দুই প্রকার ), দৃষ্টজন্মবেদনীয় ও অদৃষ্টজন্মবেদনীয় ( ১ )। ২

ভাষ্যানুবাদ—তাহাব মধ্যে, পুণ্য ও অপুণ্যস্বরূপ কৰ্মাশয় কাম, লোভ, মোহ ও ক্রোধ হইতে প্রসূত হয়। সেই বিবিধ কৰ্মাশয় ( পুনৰায় ) দৃষ্টজন্মবেদনীয় ও অদৃষ্টজন্মবেদনীয়। তাহাব মধ্যে তীব্রবিবাগেৰ সহিত আচবিত মদ্র, তপ ও সমাধি এই সকলেৰ দ্বাবা নিৰ্বর্তিত অথবা ঈশ্বৰ, দেবতা, মহর্ষি ও মহাত্মভাব ইহাদেব আবাবনা হইতে পবিনিম্পন্ন যে পুণ্য কৰ্মাশয়, তাহা সত্ত্বই বিপাকপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ফল প্রসব কবে। সেইরূপ, তীব্র অবিস্কাষিক্লেশপূর্বক ভীত, ব্যাধিত, কুপার্হ ( দীন ), শবণাগত অথবা মহাহুতাব অথবা তপস্বী ব্যক্তিসকলেব প্রতি পুনঃপুনঃ অপকাব কবিলে যে পাপ কৰ্মাশয় হয়, তাহা সত্ত্বই বিপাকপ্রাপ্ত হয়। যেমন বালক নন্দীশ্বৰ মনুজপবিধাম ত্যাগ কবিয়া দেবত্বে পবিণত হইয়াছিলেন, এবং যেমন ইন্দ্রপদপ্রাপ্ত নহুব, নিজেব দৈবপবিধাম ত্যাগ কবিয়া তিৰ্যক্তে পবিণত হইয়াছিলেন। তাহাব মধ্যে নাবকগণেব দৃষ্টজন্মবেদনীয় কৰ্মাশয় নাই ও ক্লীণক্লেশ পূর্বেব ( জীবমুক্তেব ) অদৃষ্টজন্মবেদনীয় কৰ্মাশয় নাই ( ২ )।

টীকা। ১২।(১) কৰ্মাশয়—কর্মসংস্কার। ধর্ম ও অধর্ম রূপ কর্মসংস্কারই কৰ্মাশয়। চিত্তেব কোন ভাব হইলে তাহাব যে স্বরূপ স্থিতিভাব ( ছাপ ববা থাক ) হয়, তাহাব নাম সংস্কার। সংস্কার সর্বাঙ্গ ও নিৰ্বাঙ্গ উভববিধ হইতে পাবে। সর্বাঙ্গ সংস্কার বিবিধ, ক্লিষ্টবৃত্তিজ ও অক্লিষ্টবৃত্তিজ, অর্থাৎ অজ্ঞানমূলক সংস্কার ও প্রজ্ঞামূলক সংস্কার। ক্লেশমূলক সর্বাঙ্গ সংস্কারসকলেব নাম কৰ্মাশয়। শুক্ল, কৃষ্ণ এবং শুক্লকৃষ্ণ ভেদে কৰ্মাশয় ত্রিবিধ। অথবা ধর্ম ও অধর্ম, বা শুক্ল ও কৃষ্ণ ভেদে বিবিধ। প্রজ্ঞামূলক সংস্কারেব নাম অসংস্কার।



কর্মাধেব জাতি, আনু ও ভোগকণ দ্বিবিধ বিপাক বা বল হয়, অর্থাৎ বে সংস্কারের ঐক্য বিপাক হয়, তাহাই কর্মাধ। বিপাক ইহলে তাহাব অল্পভবমূলক বে সংস্কার হয়, তাহাব নাম বাসনা। বাসনার বিপাক হব না, কিন্তু কোন কর্মাধেব বিপাকের জন্ত স্বাযোগ্য বাসনা চাই। কর্মাধেব বীজরূপ বাসনা দ্বৈতরূপ, দ্বাতি বৃন্দরূপ, স্থৎ-জুং স্বলরূপ। পাঠকেব স্থববোধেব জন্ত সংস্কার বংশলতা-ক্রমে দেখান বাইতেছে।



### সংস্কার-নাশ

- ১। নিবৃত্তিধর্মের দ্বাৰা প্রবৃত্তিধর্ম ধ্বংস হয়।
- ২। তাহাতে কর্মাধ ধ্বংস হয়, স্থতরাং বাসনা নিশ্চয়োজন হয়।
- ৩। তাহাতে ক্লিষ্ট-সংস্কার ধ্বংস হয়, ইহাই তদ্বৎ।
- ৪। প্রজ্ঞা-সংস্কারদ্বাৰা ক্লিষ্ট-সংস্কার হস্তীভূত (দম্ববীজবৎ হয়)।
- ৫। স্থল ক্লিষ্ট-সংস্কার (সবীজ), নির্বীজ বা নিবোধ-সংস্কারেব দ্বাৰা নষ্ট হয়।

১২। (২) অবিজ্ঞানি ক্লেমপূর্বক আচবিত বে কর্ম, তাহাদেব সংস্কার অর্থাৎ ক্লিষ্ট কর্মাধেব, দৃষ্টজ্ঞানবেদনীয় হব বা ইহজ্ঞানে বনবান্ হব, অথবা অদৃষ্টজ্ঞানবেদনীয় স্থৎ বা কোন ভাবী জ্ঞানে বিপক হয়। সংস্কারেব ভীততাহুনায়ে কলেব কাল আনয় হব। ভাঙ্গকাবে উদাহরণ দিয়া ইহা বুঝাইয়া দিয়াছেন।

নাবকপণ হকৃত কর্মের ফলভোগ কবে। নাবক জ্ঞানে ভোগকরে তাহাদেব ভিন্ন পবিধান হয়। সেই জ্ঞানে তাহাবা মনঃপ্রধান এবং প্রবল স্থৎ ক্লিষ্ট থাকে বলিয়া তাহাদেব স্বাধীন কর্ম করিবার

সামর্থ্য থাকে না, সুতরাং তাহাদের দৃষ্টজ্ঞানবেদনীর পুরুষকাব অসম্ভব। পবিত্র তাহাবা ঋদ্ধেজ্জিষ এবং মনোব আঙুনেই পুড়িতে থাকে বলিবা এইরূপ অস্ত্র অদৃষ্টাধীন সেজ্জিষ কর্ম কবিত্তে পাবে না। যাহাব ফল সেই নাবক জন্মে বিপাক হইবে, তাহাদের নাবক-পবীষকে তাই ভোগশবীর বলা যায়। মনো-প্রধান, স্থাতিভূত দেবগণেবও দৃষ্টজ্ঞানবেদনীর পুরুষকাব প্রায়ই নাই। তবে দেবগণেব ইঞ্জিষশক্তি সান্ধিকভাবে বিকসিত, তদ্বাবা তাহাদের এইরূপ অদৃষ্টাধীন সেজ্জিষ কর্ম হইতে পাবে, যাহাব স্থখাদি বিপাক সেই দৃষ্টজ্ঞানেই হয়। তবে সমাধিসিদ্ধ দেবগণেব স্বাধস্তচিত্ততা-হেতু দৃষ্টজ্ঞানবেদনীর কর্ম আছে, তদ্বাবা তাহাবা উন্নত হন। যে যোগীবা সান্ধিকাদি সমাধি আধস্ত কবিবা উপবত হন, তাহাবা ব্রহ্মলোকে অবস্থান কবিবা পবে সেই দৈব শবীরে নিশ্চর জ্ঞানেব দ্বাবা কৈবল্য প্রাপ্ত হন। অতএব তাহাদের দৃষ্টজ্ঞানবেদনীর কর্মশয হইতে পাবে। দৈব শবীরে এইরূপ ভেদ আছে বলিবা ভাস্কর্য্যকাব উহাকে নাবকেব সহিত দৃষ্টজ্ঞানবেদনীরদ্বহীন বলিবা উল্লেখ কবেন নাই।

মিষ্ট অর্থ কবেন—নাবক বা নবকভোগেব উপযুক্ত কর্মশয মহন্তজীবনে ভোগ হয় না। দৈবেও ত সেইরূপ হয় না, অতএব ভাস্কর্য্যকাবেব উহা বস্তু্য নহে। ভিক্স সন্যাসীন ব্যাখ্যাই কবিযাছেন।

### সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ ॥ ১৩ ॥

ভাস্কর্য্যম্। সৎসু ক্লেশেষু কর্মশযো বিপাকাবস্তী ভবতি, নোচ্ছিন্নক্লেশমূলঃ। যথা তুৰ্ণাবনদ্ধাঃ শালিতল্লা অদন্ধবীজভাবাঃ প্রবোহসমর্থ্য ভবন্তি নাপনীততুবা দন্ধবীজভাবা বা, তথা ক্লেশাবনদ্ধাঃ কর্মশযো বিপাকপ্রবোহী ভবতি, নাপনীতক্লেশো ন প্রসংখ্যান-দন্ধক্লেশবীজভাবো বেতি। স চ বিপাকস্মিবিধো জাতিবায়ুর্ভোগ ইতি।

তদ্রোদং বিচার্যতে কিমেকং কর্মেকস্ত জন্মনঃ কাবণম্, অধিকং কর্মানেকং জন্মা-ক্ষিপতীতি। দ্বিতীয়া বিচাবণা কিমনেকং কর্মানেকং জন্ম নির্বর্তয়তি, অথানেকং কর্মেকং জন্ম নির্বর্তয়তীতি। ন তাবদ্ একং কর্মেকস্ত জন্মনঃ কাবণং, কস্মাৎ, অনাদিকাল-প্রচিভস্তাসাংযস্যাবশিষ্টকর্মণঃ সাম্প্রতিকস্ত চ কলক্রমানিয়মাদনাধাসো লোকস্ত প্রসক্তঃ স চানিষ্ট ইতি। ন চৈকং কর্মানেকস্ত জন্মনঃ কাবণম্, কস্মাৎ, অনেকেবু কর্ম-ষ্টেকেকমেব কর্মানেকস্ত জন্মনঃ কাবণমিত্যবশিষ্টস্ত বিপাককালভাবঃ প্রসক্তঃ, স চাপ্যনিষ্ট ইতি। ন চানেকং কর্মানেকস্ত জন্মনঃ কাবণম্, কস্মাৎ, তদনেকং জন্ম যুগপন্ন সম্ভবতীতি, ক্রমেণ বাচ্যম্। তথা চ পূর্বদোষানুযজঃ। তস্মাক্ষয়প্রায়ণান্তবে কৃতঃ পুণ্যাপুণ্যকর্মশযপ্রচয়ো বিচিত্রঃ প্রথানোপসর্জনভাবেনাবস্থিতঃ প্রায়ণাভিব্যক্ত এক-প্রযট্টকেন মিলিত্বা মবণং প্রসাধ্য সংযুচ্ছিত একমেব জন্ম কবোতি। তচ্চ জন্ম তেনৈব কর্মণা লভ্যযুক্তং ভবতি, তস্মিন্নায়ুষি তেনৈব কর্মণা ভোগঃ সম্পভত ইতি। অসৌ কর্মশযো জন্মায়ুর্ভোগহেতুবাৎ ত্রিবিপাকোহতিবীয়ত ইতি। অত একভবিকঃ কর্মশয উক্ত ইতি।

দৃষ্টজন্মবেদনীয়স্বৈকবিপাকাবস্তী ভোগহেতুত্বাৎ, দ্বিবিপাকাবস্তী বা আয়ুর্ভোগহেতু-  
ত্বাৎ, নন্দীস্ববৎ নহ্যবস্থা ইতি । - ক্লেশকর্মবিপাকানুভবনিমিত্তাভিস্ত বাসনাভিবনাদি-  
কালসমুচ্ছিতমিদং চিন্ত্য চিত্রীকৃতমিব সর্বতো মন্ত্রজালং প্রস্থিতিবিবাততমিত্যেতা  
অনেকভবপূর্বিকা বাসনাঃ । যন্তুষং কর্মাশয় এব এবেকভবিক উক্ত ইতি । যে সংকাবাঃ  
স্মৃতিহেতবস্তা বাসনাস্তাশ্চানাদিকালীনা ইতি ।

যন্তুসাবেকভবিকঃ কর্মাশয়ঃ স নিয়তবিপাকস্ত অনিয়তবিপাকস্ত । তত্র দৃষ্টজন্ম-  
বেদনীয়স্ত নিয়তবিপাকস্তৈবায়ং নিয়মঃ, ন তদৃষ্টজন্মবেদনীয়স্তানিয়তবিপাকস্ত, কস্মাদ্  
যো হ্যদৃষ্টজন্মবেদনীয়োহনিয়তবিপাকস্তত্ব এয়ী গতিঃ কৃতস্তাবিপকস্ত নাশঃ, প্রধান-  
কর্মণ্যাবাপগমনং বা, নিয়তবিপাকপ্রধানকর্মণাভিভূতস্ত বা চিবমবস্থানম্ ইতি । তত্র  
কৃতস্তাবিপকস্ত নাশো যথা গুরুকর্মোদয়াদিহৈব নাশঃ কৃকস্ত, যত্রেদমুক্তম্, “যে দে হ  
বৈ কর্মণী বেদিতব্যে পাণকস্তৈকো রাশিঃ পুণ্যকৃতোহপহন্তি । তদ্বিস্ময় কর্মাশি  
স্মৃকৃতানি কতুর্মিহৈব তে কর্ম কবন্তো বেদয়ন্তে ।”

প্রধানকর্মণ্যাবাপগমনং, যত্রেদমুক্তং, “স্তাৎ স্বল্পঃ স্করঃ সপরিহারঃ সপ্রত্যাবমর্ষঃ,  
কুশলস্য নাপকর্ষায়াং কস্মাৎ, কুশলং হি মে বহুব্রহ্মদন্তি যত্রায়মাংসপং গতাঃ  
স্বর্গেহপি অপকর্মমল্লং করিস্মতি” ইতি ।

নিয়তবিপাকপ্রধানকর্মণাভিভূতস্ত বা চিবমবস্থানম্, কথমিতি । অদৃষ্টজন্ম-  
বেদনীয়স্তৈব নিয়তবিপাকস্ত কর্মণঃ সমানং মবণমভিব্যক্তিকাবণমুক্তম্, ন তদৃষ্টজন্ম-  
বেদনীয়স্তানিয়তবিপাকস্ত । যদৃষ্টজন্মবেদনীয়ং কর্মানিয়তবিপাকং তন্নশ্রেদ, আবাং  
বা গচ্ছেৎ, অভিভূতং বা চিবমপ্যুপাসীত যাবৎ সমানং কর্মাভিব্যক্তকং নিমিত্তমস্ত ন  
বিপাকাভিমুখং কবোতীতি । তদ্বিপাকস্তৈব দেশকালনিমিত্তানবধাবণাদিযং কর্মগতি-  
বিচিত্রা হুবিজ্ঞানা চেতি । ন চোৎসর্গস্তাপবাদান্নিবৃত্তিবিতি একভবিকঃ কর্মাশয়োহহু-  
জ্যাত ইতি ॥ ১৩ ॥

১৩। ক্লেশ মূলে থাকিলে কর্মাশয়ের জাতি, আয়ু ও ভোগ—এই তিন প্রকার বিপাক বা  
ফল হয় (১) ॥ ২

ভাস্ত্রানুবাদ—ক্লেশসকল মূলে থাকিলে কর্মাশয় ক্রমাবস্তী হয়, ক্লেশমূল উচ্ছিন্ন হইলে তাহা  
হয় না। যেমন তুষাক, অদৃষ্টবীজতাব, গালিতুল অল্প-জননক্ষম হয়, অপনীততুষ বা দৃষ্টবীজতাব  
তুল্য তাহা হয় না, সেইরূপ ক্লেশমুক্ত কর্মাশয় বিপাকপ্রবোধবান্ হয়, অপগতক্লেশ বা প্রসংখ্যানেব  
দাবা দৃষ্টবীজতাব হইলে হয় না। সেই কর্মাশয়ের বিপাক জিবিষ : জাতি, আয়ু ও ভোগ।

এ বিষয়ে (২) ইহা বিচার্য :—একটি কর্ম কি একটিমাত্র জন্মের কাবণ অথবা একটি কর্ম  
অনেক জন্ম সম্পাদন করে? এ বিষয়ে দ্বিতীয় বিচার—অনেক কর্ম কি যুগপৎ অনেক জন্ম নির্বর্তিত  
করে, অথবা অনেক কর্ম একটি জন্ম নির্বর্তিত করে? এক কর্ম কখনই একটি জন্মের কাবণ হইতে  
পাবে না, কেননা, অনাদি-কাল-সঞ্চিত অসংখ্যম্, অবশিষ্ট কর্মের এবং বর্তমান কর্মের যে ফল,

তাহাব ক্রমেব অনিষন্ন হওযায লোকেব কৰ্মাচৰণে কিছুই আশাস থাকে না, অতএব ইহা অসম্মত। আৰ, এক কৰ্ম অনেক জন্ম নিষ্পন্ন কৰিতেও পাবে না, কেননা, অনেক কৰ্মেব মধ্যে এক একটিই যদি অনেক জন্ম নিষ্পন্ন কৰে, তাহা হইলে অবশিষ্ট কৰ্মেব আৰ কলকাল ঘটে না, অতএব ইহাও সম্মত নহে। আৰ, অনেক কৰ্ম অনেক জন্মেবও কাৰণ নহে, কেননা, সেই অনেকজন্ম ত একবাবে ঘটে না। যদি বল ক্রমে ক্রমে হয়, তাহা হইলেও পূৰ্বোক্ত দোষ আলে। এইহেতু জন্ম ও মৃত্যুব ব্যবহিত কালে কৃত, বিচিত্র, প্ৰধান ও উপসৰ্জন বা অপ্ৰধান-ভাবে স্থিত, পুণ্যাপুণ্য-কৰ্মাশয়সমূহ মৃত্যুব দ্বাৰা অভিব্যক্ত হয় এবং যুগপৎ, এক প্ৰবন্ধে মিলিত হইয়া, মৰণ-সাধনপূৰ্বক সংযুক্তিত হইয়া (অৰ্থাৎ একালৌকীভাবাপন্ন হইয়া) একটিমাত্ৰ জন্ম নিষ্পন্ন কৰে। সেই জন্ম সেই প্ৰতিষ্ঠিত কৰ্মাশয়দ্বাৰা আয়ু লাভ কৰে, আৰ, সেই আয়ুতে কৰ্মাশয়দ্বাৰা ভোগ সম্পন্ন হয়। ঐ কৰ্মাশয় জন্ম, আয়ু ও ভোগেব হেতু হওযায ত্ৰিবিপাক বলিবা অভিহিত হয়। পূৰ্বোক্ত হেতুবশতঃ কৰ্মাশয় (পূৰ্বাচাৰ্যদেব দ্বাৰা) 'একভবিক' বলিবা উক্ত হইয়াছে।

দৃষ্টজন্মবেদনীয় কৰ্মাশয় শুণু ভোগেব হেতু হইলে এক-বিপাকবন্তী, আৰ, আয়ু ও ভোগহেতু হইলে ত্ৰিবিপাকবন্তী হয়—নন্দীশ্ববেব মত অথবা নহুষেব মত (ত্ৰিবিপাক ও একবিপাক)। ক্লেশেব ও কৰ্মবিপাকেব অমৃতভবাংগপন্ন বাসনাৰ দ্বাৰা অনাদি কাল হইতে পৰিপূৰ্ণ এই চিত্ত, চিজীকৃত পটেব ত্ৰাণ বা সৰ্বস্থানে প্ৰস্থিত হুস্তম্ভজালেব দ্বাৰা। এইহেতু বাসনা অনেকভবপূৰ্বিকা, কিন্তু উক্ত কৰ্মাশয় একভবিক। বে সংস্কাৰসমূহ স্থিতি উৎপাদনেব কাৰণ তাহাবাই বাসনা ও তাহাবা অনাদিকালীনা।

একভবিক এই কৰ্মাশয় নিষত-বিপাক ও অনিষত-বিপাক। তাহাব মধ্যে দৃষ্টজন্মবেদনীয় নিষত-বিপাক কৰ্মাশয়েবই একভবিকত্ব নিষয় (সম্পূৰ্ণৰূপে থাকে) কিন্তু অনিষত-বিপাক অদৃষ্ট-জন্মবেদনীয় কৰ্মাশয়েব একভবিকত্ব (সম্পূৰ্ণৰূপে) সংঘটিত হয় না। কেননা, অদৃষ্টজন্মবেদনীয় অনিষত-বিপাক কৰ্মাশয়েব তিন গতি :—১ম, কৃত অবিপাক কৰ্মাশয়েব (প্ৰাশস্তিতাদিৰ দ্বাৰা) নাশ, ২য়, (অনিষত-বিপাক) প্ৰধান কৰ্মাশয়েব সহিত বিপাক প্ৰাপ্ত হইবা প্ৰবল তৎকলেব দ্বাৰা ক্ষীণতা প্ৰাপ্ত হওবা, ৩য়, নিষত-বিপাক প্ৰধান কৰ্মাশয়েব দ্বাৰা অভিভূত হইবা দীৰ্ঘকাল স্থপ্ত থাক। তাহাব মধ্যে অবিপাক-কৃত কৰ্মাশয়েব নাশ এইৰূপ —যেমন শুক কৰ্মেব উদয়ে ইহজন্মেই কৃষ্ণ কৰ্মেব নাশ দেখা যায়। এ বিষয়ে ইহা উক্ত হইয়াছে, "কৰ্ম দুই প্ৰকাৰ জানিবে, তন্মধ্যে পুণ্যকাৰীৰ পুণ্য কৰ্ম পাণেব এক বাশিকে নাশ কৰে, এইহেতু সংকৰ্ম কৰিতে ইচ্ছা কৰ। সেই সংকৰ্ম ইহলোকেই আচৰিত হয়, ইহা তোমাৰেব নিকট কৰিবা (প্ৰাজ্ঞেবা) প্ৰতিপাদন কৰিবাছেন।"<sup>\*</sup>

(অনিষত-বিপাক) প্ৰধান কৰ্মাশয়েব সহিত (সহকাৰিভাবে অপ্ৰধান কৰ্মাশয়েব) আৰাণগমন (বা মলীকৃত হওন) তদ্বিষয়ে (পক্ষশিখাচাৰ্য কৰ্তৃক) ইহা উক্ত হইয়াছে, "(মজ্জাদি হইতে প্ৰধান পুণ্য-কৰ্মাশয় জন্মায়, কিন্তু তৎসঙ্গে পাপ-কৰ্মাশয়ও জন্মায়। প্ৰধান পুণ্যেব ভিত্তব সেই পাপ) স্বল্প, সঙ্কৰ (পুণ্যেব সহিত মিশ্ৰিত), সপৰিহাৰ (প্ৰাশস্তিতাদিৰ দ্বাৰা পৰিহাৰযোগ্য), সপ্ৰত্যবসৰ্গ

\* ইহা ভিন্নমতত ব্যাখ্যা। শ্ৰিহৰেব মত ইহান অৰ্থ এইৰূপ —পাপি ব্যক্তিৰ দুই প্ৰকাৰ কৰ্মবানি—কৃষ্ণ ও কৃষ্ণশুক, ঐ দুই কৰ্মবানিকে পুণ্যকাৰীৰ পুণ্যকৰ্মবানি নাশ কৰে। সেই পুণ্য কৰ্ম ইহলোকেই আচৰিত হয়, ইহা বলিবা তোমাৰেব মত নিৰ্দেশিত কৰিবাছেন।

(প্রায়শ্চিত্তাদি না কবিলে বহু স্তূৰ্ণেৰ ভিতৰেও সেই কৰ্মজনিত দুঃখ স্পৰ্শ কৰে, যেমন বহু স্তূৰ্ণেৰ ভিতৰে শ্ৰাণী নিবাহাব কবিলে তদুপৰে স্পৃষ্ট হয়, সেইৰূপ), কুশল বা গুণ্য-কৰ্মাশয়কে তাহা ক্ষয় কৰিতে অসমৰ্থ, কেননা, আমাৰ অনেক অস্ত কুশল কৰ্ম আছে, বাহাতে ইহা (পাপ-কৰ্মাশয়) আবাণ প্ৰাপ্ত হইবা যোগেতে অল্পই দুঃখযুক্ত কৰিব।”

নিষত-বিপাক প্ৰধান কৰ্মাশয়েৰ সহিত অভিহৃত হইবা দীৰ্ঘকাল অবস্থান (তৃতীয় গতি) কিৰূপ, তাহা বলা হইতেছে। অদৃষ্টজন্মবেদনীয় নিষত-বিপাক কৰ্মাশয়েৰ স্বৰ্ণই সন্ধান (সাধাবণ, অৰ্থাৎ বহু ঐ প্ৰকাৰ কৰ্মেৰ একমাত্ৰ অভিযুক্তি-কাৰণ বৃত্ত্য, বৃত্ত্যৰ দ্বাৰা সব কৰ্মাশয় ব্যক্ত হয়) অভিযুক্তি-কাৰণ বলিবা উক্ত হইয়াছে। কিন্তু বৃত্ত্য অদৃষ্টজন্মবেদনীয় অনিষত-বিপাক (যাহা জন্মান্তৰে অগ্ৰ কৰ্মেৰ দ্বাৰা নিষ্পত্তি হইবা কলপ্য এইৰূপ) কৰ্মেৰ সম্যক্ অভিযুক্তিৰ কাৰণ নহে। যাহা অদৃষ্টজন্মবেদনীয় অনিষত-বিপাক কৰ্ম তাহা নাশ প্ৰাপ্ত হয়, আবাণ প্ৰাপ্ত হয়, অথবা দীৰ্ঘকাল যুগ্ত হইবা বীজভাবে অবস্থান কৰে, যত দিন না তত্ত্বল্য তাহাব অভিযুক্তনহেতু কৰ্ম তাহাকে বিপাকভিক্ষ কৰে। সেই বিপাকেৰ দেশ, কাল ও গতিৰ অবধাবণ হয় না বলিবা কৰ্মগতি বিচিত্ৰ ও দুৰ্ভিক্ষে। (উক্ত স্থলে) অপবাদ হয় বলিবা (একভবিক) উৎসৰ্গেৰ নিবৃত্তি হয় না। অতএব ‘কৰ্মাশয় একভবিক’ ইহা অল্পজ্ঞাত হইয়াছে।

টীকা। ১৩।(১) অজ্ঞানেৰ অবিজ্ঞাদি বৃত্তিসকলই সাধাবণ ব্যাখ্যান-অবস্থা। জ্ঞানেৰ দ্বাৰা ঐ সমস্ত অজ্ঞানেৰ নাশ হইলে দেহেন্দ্ৰিয়াদি হইতে অভিমান অপগত হয়, স্তূৰ্ণবাং চিত্তও নিরুদ্ধ হয়। চিত্তনিবোধ থাকিলে জ্ঞান, আত্ম ও স্তূৰ্ণ-কুণ্ডলভোগ হইতে পাবে না, কাৰণ, উহাবা বিক্ষেপেৰ অবিদ্যাতাবী। অতএব ক্ৰেশ স্থলে থাকিলে, অৰ্থাৎ কৰ্ম ক্ৰেশপূৰ্বক কৃত হইলে ও তদনুকূপ স্পষ্ট কৰ্মেৰ সংস্কাৰ সঞ্চিত থাকিলে, আব, সেই সংস্কাৰ তৰিণবীত বিস্তাৰ দ্বাৰা নষ্ট না হইলে—জন্ম, আত্ম ও ভোগরূপ কৰ্মকল প্ৰাদুৰ্ভূত হয়। জাতি=মহত্ব, গো প্ৰভৃতি দেহ। আত্ম=সেই দেহেৰ ইতিকাল। ভোগ=সেই জন্মে যে স্তূৰ্ণ-কুণ্ডল লাভ হয়, তাহা। এই তিনেবই কাৰণ কৰ্মাশয়। কোন ঘটনা নিকাৰণে ঘটে না, আত্মক বা তৰিণবীত কৰ্ম কবিলে ইহজীবনেই আত্মকাল বৰ্ধিত বা হ্রাস হইতে দেখা যায়। ইহজন্মেৰ কৰ্মেৰ বলে স্তূৰ্ণ-কুণ্ডলভোগ হইতেও দেখা যায়। অনেক মহত্ব-শিত্ত বস্ত্ৰ জন্মব দ্বাৰা অপকৃত ও প্ৰতিপালিত হইবা প্ৰায় পক্ষৰূপে পৰিণত হইয়াছে এইৰূপ অনেক উদাহৰণ আছে অৰ্থাৎ দুট কৰ্মেৰ বলে, যেমন বৃক্ষেৰ ত্ব খাণ্ডা, অল্পকৰণ কৰ্ম ইত্যাদিৰ বলে মহত্ব হইতে কতকটা পঙ্খ পৰিণাম দেখা যায়।

এইৰূপে দেখা যায় যে, ইহজন্মেৰ কৰ্মসকলেৰ সংস্কাৰসকল সঞ্চিত হইবা পাবীৰ প্ৰকৃতিৰ দৃষ্ট-জন্মবেদনীয় পৰিবৰ্তন কৰে এবং আত্ম ও ভোগরূপ ফল প্ৰদান কৰে। অতএব কৰ্মই জাতি, আত্ম ও ভোগেৰ কাৰণ। ইহজন্মে আচৰিত কৰ্মেৰ ফল নহে—এইৰূপ জাতি, আত্ম ও ভোগ যাহা হয়, তাহাব কাৰণ প্ৰাপ্তবীৰ অদৃষ্টজন্মবেদনীয় কৰ্ম হইবে।

জাতি, আত্ম ও ভোগেৰ কাৰণ কি? তাহাব তিন প্ৰকাৰ উত্তৰ এ পৰ্বত মানব আবিষ্কাৰ কৰিয়াছে। (১ম), ঈশবেৰ কৰ্ম উহাব কাৰণ। (২ম), উহাব কাৰণ অজ্ঞেৰ অৰ্থাৎ মানবেৰ তাহা জানিবাব উপায় নাই। (৩ম), কৰ্ম উহাব কাৰণ।

‘ঈশব উহাব কাৰণ’ ইহাব কোন প্ৰমাণ নাই। তাদৃশ ঈশববাদীবা উহাকে বিশ্বাসেৰ বিষয় বলেন, যুক্তিৰ বিষয় বলেন না। তাহাদেৰ মতে ঈশব অজ্ঞেৰ স্তূৰ্ণবাং ফলতঃ জন্মাদিৰ কাৰণ

অজ্ঞেয় হইল। দ্বিতীয়তঃ, অজ্ঞেয়বাদীরা এই বিষয়কে যদি 'আমাদের নিকট অজ্ঞাত' এইরূপ বলেন তবেই যুক্তিযুক্ত কথা বলা হয়, কিন্তু তাহারা যে 'মানবমাত্রের নিকট অজ্ঞেয়' এইরূপ বলেন তাহাব প্রকৃষ্ট কাৰণ দর্শাইতে পাবেন না। কর্মবাদই এই দুই বাদ অপেক্ষা যুক্ততম।

১৩। (২) কর্মের তত্ত্ব-বিষয়ক কতকগুলি সাধাবণ নিয়ম ভাষ্যকাব ব্যাখ্যা কবিয়াছেন। সেই নিয়মগুলি বুঝিলে ভাষ্য স্বগম হইবে। তাহারা যথা :

ক। একটি কর্মাশয় অনেক জন্মের কাৰণ নহে, কাৰণ, তাহা হইলে কর্মফলের অবকাশ থাকে না। প্রতিজ্ঞায়ে বহু বহু কর্মাশয় সঞ্চিত হয়, তাহাদের ফলের কাল পাওয়া ভ্রাতা হইলে দুর্ঘট হইবে। অতএব, এক পশু বধ কবিলে সহস্র সহস্র জন্ম তাহাব ফল ভোগ কবিত্তে হইবে—ইত্যাদি নিয়ম যথার্থ নহে।

খ। সেইরূপ হেতুতে 'এক কর্ম এক জন্মকে নির্বাচিত করে' এ নিয়মও যথার্থ নহে।

গ। অনেক কর্মও যুগপৎ অনেক জন্ম নিশ্চায়ন করে না, যেহেতু যুগপৎ অনেক জন্ম অসম্ভব।

ঘ। অনেক কর্মাশয় একটি জন্ম সংঘটন কবায়, এই নিয়ম যথার্থ। বস্তুতঃ দেখা যায়, এক জন্মে অনেক কর্মের নানাবিধ ফলভোগ হয়; সুতরাং অনেক কর্ম এক জন্মের কাৰণ।

ঙ। যে কর্মাশয়সমূহ হইতে একটি জন্ম হয়, সেই জন্ম তাহা হইতে আয়ু লাভ করে। আব, আয়ুফালে তাহা হইতেই সুখ-দুঃখভোগ হয়।

চ। কর্মাশয় একভবিক, অর্থাৎ প্রধানতঃ এক জন্মে সঞ্চিত হয়। মনে কব, ক = পূর্বজন্ম, খ = তৎপর্ববর্তী জন্ম। খ-জন্মের কাৰণ যে-সব কর্মাশয়, তাহারা প্রধানতঃ ক-জন্মে সঞ্চিত হয়, অতএব কর্মাশয় 'একভবিক'। এক ভব বা জন্ম = একভব, একভবে নিপ্পন্ন = একভবিক, ইহা সাধাবণ নিয়ম। ইহাব অপবাদ পাবে উক্ত হইবে। একজন্মাবচ্ছিন্ন সমস্ত কর্মাশয় ক্রিপাশে পবজন্ম সাধন কবে, তাহা ভাষ্যে ঋতব্য।

ছ। অদৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্মাশয়ের ফল জিবিধ—জাতি, আয়ু ও ভোগ। অতএব তাহা জিবিপাক। কিন্তু দৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্মের ফলে আব জাতি হয় না বলিবা অর্থাৎ সেই জন্মেই সেই জন্ম-সঞ্চিত কর্মের ফলভোগ হইলে, হয় কেবল ভোগ, নব আয়ু ও ভোগরূপ ফলকল্প সিদ্ধ হয়। অতএব দৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্মাশয় একবিপাক অথবা বিবিপাকমাত্র হইতে পাবে।

জ। কর্মাশয় প্রধানতঃ একভবিক, কিন্তু বাসনা [২।১২ (১) টীকা ঋতব্য] অনেকভবিক। অনাদি কাল হইতে যে জন্মপ্রবাহ চলিবা আসিতেছে, তাহাতে যে যে বিপাক অল্পভূত হইয়াছে, তজ্জনিত সংস্কারস্বরূপ বাসনাও সুতরাং অনাদি বা অনেকভববিপাক।

ঝ। কর্মাশয় নিবৃত্ত-বিপাক এবং অনিবৃত্ত-বিপাক। বাহা স্বকীয় ফল সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত কবে তাহা নিবৃত্ত-বিপাক, আব, বাহা অজ্ঞেব বাবা নিয়মিত হইবা সম্পূর্ণরূপে ফলবান হইতে পাবে না তাহা অনিবৃত্ত-বিপাক।

ঞ। একভবিকত্ব নিয়ম প্রধান নিয়ম, কবেক স্থলে উহাব অপবাদ আছে।

ট। নিবৃত্ত-বিপাক দৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্মাশয়ের গুণে একভবিকত্ব নিয়ম সম্পূর্ণরূপে থাকে। অর্থাৎ দৃষ্টজন্মবেদনীয় যে নিবৃত্ত-বিপাক কর্মাশয়, তাহা সম্পূর্ণরূপে তজ্জন্মেই (সেই এক জন্মেই) সঞ্চিত হয়, অতএব তাহা সম্পূর্ণ একভবিক।

৪। অনিবৃত্ত-বিপাক অষ্টভঙ্গ্যবৎসন্য কর্মাশয়েব পক্ষে ঐ নিম্ন সম্পূর্ণরূপে থাকে না, কাবৎ, তাহা কর্মের তিন প্রকার গতি হইতে পারে। যথা :

( ১৮ ) অবিপাক কর্মের ন্যায়। যথা :—

পাপেণ ভাৱ, পুণ্য নষ্ট হয়। পাপ ও পুণ্যের দ্বাবা নষ্ট হয়। যেমন জ্যোতিষদ্বারা পাপ-কর্মাণ অক্রোশ-অভ্যাদিক পুণ্যের ভাবা নষ্ট হয়। অতএব কর্ম কবিলেই যে তাহাব বন্যভোগ কবিতে হইবে, এতদ্ব্যতিরিক্ত নিম্ন নিরপবাদ নহে। যদি ভাৱা বিরুদ্ধ কর্মের ভাব, অংশ জ্ঞানের দ্বাবা নষ্ট না হয় তবুই কর্মের সঙ্গ অবস্থানার্থী।

সে এক ভুলে কর্মাশয় সংকিত হয়। ( একভঙ্গ্যবৎসন্য কর্মাশয় ) তাহা সেই ভুলে কতক পরিমাণে নষ্ট হইতে পারে বলিয়া অষ্টভঙ্গ্যবৎসন্য কর্মাশয়ের একভবিষ্যত নিয়ম ( এক ভুলের শাস্তীর কর্মের সঙ্গাদান-সঙ্গপদ ) সম্পূর্ণরূপে থাকে না।

( ২০ ) প্রথম কর্মাশয়ে সন্নিহিত একই পিণ্ড হইলে অপ্রধান কর্মাশয়ের সঙ্গ ক্ষীণভাবে অভিযুক্ত হইয়া বাকিয়া সে ভুলেও একভবিষ্যত নিয়ম বন্যক থাকে না।

প্রধান কর্মাশয় = গাঢ় দৃশ্য বা স্বতন্ত্রভাবে ফলপ্রসূত।

অপ্রধান কর্মাশয় = বাহ্য জোপ বা সতকারিভাবে স্তিত।

সে কর্ম হইত কান, হ্রোশ, ফলা, দ্ব্যাদিপূর্বক আচরিত বা পুনঃ পুনঃ আচরিত হয়, তাহাব অংশ শা সঙ্গাট প্রথম কর্মাশয়। তাহা সঙ্গাদানের ভুলে 'দুর্ধিনে' থাকে। আর, উক্তিপূর্ণিত কর্মাশয় অপ্রধান, তাহাব সঙ্গ অসীমভাবে হয় না ; কিন্তু প্রধানের সতকারিভাবে হয়। ভবিষ্যৎকালে হেতু-হৃত কর্মাশয় এতদ্ব্যতিরিক্ত প্রধান ও অপ্রধান কর্মাশয়ের সঙ্গীত। অপ্রধান কর্মাশয়ের সম্পূর্ণ ফল হয় না, অতএব ঐহিকজন্মের সঙ্গ কর্মের সঙ্গীত পবজন্মে সঙ্গীত। এতদ্ব্যতিরিক্ত নিয়ম অপ্রধান-কর্মসম্বন্ধে বন্যক থাকে না।

( ২১ ) হৃত প্রথম বা প্রথম কোন কর্মাশয় বিপাকপ্রাপ্ত হইলে তাহার অষ্টরূপ অপ্রধান কর্মাশয় অতিহৃত হইয়া থাকে। তাহাব সঙ্গ তখন হয় না, কিন্তু ভবিষ্যতে নিজেব অষ্টরূপ কর্মের দ্বাবা অভিযুক্ত হইলে তাহাব সঙ্গ হইতে পারে। ইহাতেও এক ভুলের কোন কোন অপ্রধান কর্ম অতিহৃত হইয়া গিয়া একভবিষ্যত নিয়ম তৎকালে থাকে না।

এই নিয়মের উপাত্তঃ যথা : এক ব্যক্তি বাল্যকালে কিছু ধর্মোচ্চারণ করিল, পরে বিবাহলোভে বৌদনালিতে অনেক পুণ্যকিত পাপকর্ম করিল, নরপকালে নিম্ন-বিপাক সেই পাপকর্মদ্বারা হইতে তদুদ্যতী কর্মাশয় হইল। তৎকালে সে পাপব ভুল হইল, তাহাতে সেই অপ্রধান ধর্মকর্মের সঙ্গ বন্যক প্রদানিত হইল না। কিন্তু তাহার সেই ধর্মকর্মের দ্বারা বাহ্য কেবল মানবজন্মেই জোপ, তাহা সঙ্কিত থাকিয়া পরে সে মানব হইলে তাহাতে প্রকাশ পাইবে ; এবং সে ধর্মকর্ম করিলে তখন তাহা তাহাব সঙ্গ হইতে পারে। এই উপাত্তের সঙ্গ ও পাপকর্ম অবিবর্ত্ত বুদ্ধিতে হইবে। বিরুদ্ধ হইলে অবস্থাপাপের দ্বাবা সেই পুণ্য নষ্ট হইয়া বাইত। মনে কব, ফলা একটি ধর্ম, জৌব একটি অর্ধ, জৌবের দ্বাবা ফলা নষ্ট হয় না, হ্রোশ বা অমনাব সঙ্গাট অমনাব নষ্ট হয়।

৫। এই নিয়মকল অবদাবর্ণপূর্বক ভাষ্য পাঠ করিলে তাহাব অর্থবোধ স্বকর হইবে।

তে হ্রাদপরিভাপকলাঃ পুণ্যাপুণ্যহেতুত্বাৎ ॥ ১৪ ॥

ভাষ্যম্। তে জ্ঞানার্থভোগাঃ পুণ্যহেতুকাঃ সুখকলাঃ, অপুণ্যহেতুকাঃ দুঃখকলা ইতি। যথা চৈদং দুঃখং প্রতিকূলান্বকম্ এবং বিষয়সুখকালেহপি দুঃখমন্ত্যেব প্রতিকূলান্বকং যোগিনঃ ॥ ১৪ ॥

১৪। তাহাৰা (জ্ঞাতি, আৰু ও ভোগ) পুণ্য ও অপুণ্য-হেতুতে সুখকৰ ও দুঃখকৰ কলপেদ ॥ হু

ভাষ্যানুবাদ—তাহাৰা অৰ্থাৎ জ্ঞান, আৰু ও ভোগ, পুণ্যহেতু হইলে সুখকল এবং অপুণ্যহেতু হইলে দুঃখকল হয় (১)। যেমন এই (লৌকিক) দুঃখ প্রতিকূলান্বক, তেমন বিষয়-সুখকালেও যোগীদেব তাহাতে প্রতিকূলান্বক দুঃখ হয়।

টীকা। ১৪।(১) দুঃখেব হেতু অবিজ্ঞা, অন্তিতা, বাগ, য়েব ও অভিনিবেশ, হুতবাং যে কৰ্ম অবিজ্ঞাদিৰ বিকল বা যদ্বাৰা তাহাৰা অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হয়, তাহাৰা পুণ্যকৰ্ম। আব অবিজ্ঞাদিৰ পোষক কৰ্ম অপুণ্য বা অধৰ্মকৰ্ম।

ধৃতি (সন্তোষ), ক্ষমা, দম, অস্তেব, শৌচ, ইন্দিয়নিগ্রহ, বী, বিভা, সত্য ও অক্লোষ এই দশটি ধৰ্মকৰ্মৰূপে গণিত হয়। মৈত্ৰী ও কৰুণা এবং তমূলক পৰোপকাৰ, দান প্রভৃতিও অবিজ্ঞাব কতক বিকলম-হেতু পুণ্যকৰ্ম। ক্লোষ, মোহ ও মোহমূলক হিংসা, অসত্য, ইন্দিৰেব মৌল্য প্রভৃতি পুণ্যবিপৰীত কৰ্মসমূহ পাপকৰ্ম। গৌড়পাদ বলেন—যম, নিবম, দয়া ও দান এই কয়টি ধৰ্ম বা পুণ্যকৰ্ম।

ভাষ্যম্। কথং তত্তপপত্ততে ?—

পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈশ্চ গ্নরতিবিরোধাত দুঃখমেব সৰ্বং বিবেকিনঃ ॥ ১৫ ॥

সৰ্বভায়াং রাগান্নবিদ্বেশ্চতনাতেনসাধনাধীনঃ সুখানুভব ইতি তত্রাস্তি বাগজঃ কৰ্মশয়ঃ। তথা চ স্বেষ্টি দুঃখসাধনানি মুহুতি চেতি দ্বেষমোহকৃতোহপ্যস্তি কৰ্মশয়ঃ। তথা চোক্তম্। নান্নুপহত্যা হুতানি উপভোগঃ সম্ভবতীতি হিংসাকৃতোহপ্যস্তি শাবীৰঃ কৰ্মশয় ইতি, বিষয়সুখং চ অবিদ্বৈতভূক্তম্। যা ভোগেহিন্দিবাণাং তৃপ্তেকপশান্তিস্তং সুখং, যা লৌল্যাদনুপশান্তিস্তদুঃখম্। ন চেন্দিয়াণাং ভোগাভ্যাসেন বৈভূত্যাং কৰ্ত্তব্যং শক্যাং, কস্মাৎ ? যতো ভোগাভ্যাসমহু বিবৰ্ধন্তে বাগাঃ কৌশলানি চেন্দিয়াণামিতি, তস্মাদনুপায়ঃ সুখন্ত ভোগাভ্যাস ইতি। স খবয় বৃশ্চিকবিষভীত ইবাশীবিষেণ দষ্টৌ বঃ সুখার্থী বিষয়ান্নবাসিতৌ মহতি দুঃখপক্ষে নিমগ্ন ইতি। এষা পরিণামদুঃখতা নাম প্রতিকূলা সুখাবস্থায়ামপি যোগিনমেব ক্লিষ্টাতি।



অথ বা তাপহুঃখতা ? সর্বত্র ছেদানুবিদ্ধশ্চৈতন্যচৈতন্যসাধনাধীনস্তাপানুভব ইতি তত্রাস্তি হেবজ্জঃ কৰ্মাশয়ঃ । সুখসাধনানি চ প্রার্থয়মানঃ কায়েন বাচা মনসা চ পরি-  
স্পন্দতে ততঃ পবনহুঃখতাপহস্তি চ, ইতি পবানুগ্রহগীড়াভ্যাং ধৰ্মাধৰ্মাবুপচিনোতি, স  
কৰ্মাশয়ো লোভাৎ মোহাচ্চ ভবতি । ইত্যেবা তাপহুঃখতোচ্যতে ।

ক। পুনঃ সংস্কারহুঃখতা ? সুখানুভবাৎ সুখসংস্কারাশয়ঃ, হুঃখানুভবাদপি হুঃখ-  
সংস্কারাশয় ইতি, এবং কৰ্মভ্যো বিপাকহুঃখরূপমানে সুখে হুঃখে বা পুনঃ কৰ্মাশয়প্রচয়  
ইতি । এবমিদমনাদি হুঃখপ্রোতো বিপ্রসৃত্য বোগিনমেব প্রতিকূলান্নকহুঃখেজয়তি,  
কস্মাৎ ? অন্ধিপাত্রকল্পো হি বিধানিতি । যথোপাত্তস্তরপিপাত্রে স্তম্ভঃ স্পর্শেন হুঃখরতি  
নাশ্বেষু গাত্রাবযবেষু, এবমেতানি হুঃখানি অন্ধিপাত্রকল্পং বোগিনমেব স্পিন্ধন্তি নেতবং  
প্রতিপত্তাবম্ । ইতবং তু স্বকর্মোপস্কৃতং হুঃখমুপাত্তমুপাত্তং ত্যজন্তং, ত্যক্তং ত্যক্তমুপাদ-  
দানমনাদিবাসনাবিচিত্রয়া চিস্তবৃত্ত্যা সমস্ততোহুঃখবিদ্ধিমিবাবিদ্ধয়া হান্তব্য এবাহংকাব-  
মমকাবানুপাত্তিনং জাতং জাতং বাহ্যাদ্যাক্রিকোভয়নিমিত্তাঙ্গিপর্যাপ্তাপা অল্পবসন্তে ।  
তদেবমনাদিহুঃখপ্রোতসা ব্যাহমানমাত্মনং ভূতগ্রামঞ্চ দৃষ্ট্বা যোগী সর্বহুঃখক্ষয়কাবণং  
সম্যগদর্শনং শরণং প্রপত্তত ইতি ।

গুণবৃত্তিবিবোধাত্ত হুঃখমেব সর্বং বিবেকিনঃ । প্রখ্যাপ্রবৃত্তিস্থিতিরূপা বুদ্ধিগুণাঃ  
পরস্পরানুগ্রহতস্ত্রী ভূতা শাস্তং ঘোবং সূচং বা প্রত্যয়ং ত্রিগুণমেবারণভন্তে । চলঞ্চ গুণ-  
বৃত্তমিতি কিপ্রপবিণামি চিস্তমুক্তম্ । “কপাতিশয়্য বৃত্ত্যতিশয়্যাস্ত পরস্পরেণ  
বিরুদ্ধ্যন্তে সামান্যানি ভূতিশয়ৈঃ সহ প্রবর্তন্তে ।” এবমেতে গুণা ইত্যেতবাস্ত্রয়েণো-  
পার্জিতসুখচ্ছঃখমোহপ্রত্যয়া ইতি সর্বে সর্বকপা ভবন্তি, গুণপ্রধানভাবকৃত্তেবাব বিশেষ  
ইতি । তস্মাদ্ হুঃখমেব সর্বং বিবেকিন ইতি ।

তদস্ত নহতো হুঃখসমুদায়স্ত প্রভববীজমবিষ্টা, তস্মাস্ত সম্যগদর্শনমভাবহেতুঃ ।  
যথা চিকিৎসাশাস্ত্রং চতুর্ব্যুহং রোগঃ রোগহেতুঃ আবোগ্যং ভৈষজ্যমিতি, এবমিদমপি  
শাস্ত্রং চতুর্ব্যুহমেব, তদ্ যথা সংসারঃ সংসারহেতুঃ বোকঃ মোক্ষোপায় ইতি । তত্র হুঃখ-  
বহুলঃ সংসারো হেবঃ, প্রধানপুঙ্খয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ, সংযোগস্তাত্ত্বিকী  
নিবৃত্তির্হানং, হানোপায়ঃ সম্যগদর্শনম্ । তত্র হাতুঃ স্বকপম্ উপাদেয়ং হেয়ং বা ন  
ভবিহুমর্হতি ইতি, হানে তস্তোচ্ছেদবাদপ্রসঙ্গঃ, উপাদানে চ হেতুবাদঃ, উভয়প্রত্যখ্যানে  
চ শাস্ত্রতবাদ ইত্যেভং সম্যগদর্শনম্ ॥ ১৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ—( বিদগ্ন-সুখকালেও যে ভাষাতে বোগিদেব হুঃখ-প্রতীতি হয় ) তাহা কিরূপে  
জানি যায় ?—

১৫। পরিণাম, তাপ ও সংস্কার এই ত্রিবিধ হুঃখের জন্ম এবং গুণবৃত্তিব পরস্পর-  
বিবোধি- ( বা অভিজ্ঞাব্য-অভিভাবক ) স্বভাবহেতু বিবেকি-পুরুষেব নিকট সমস্তই ( বিদগ্ন-সুখও )  
হুঃখবৎ ( ১ ) । ৭

স্বখানুভব সকলেবই বাগানুভব (অহুবাগমুক্ত) চেতন (দ্বাখানুভব) ও অচেতন (গৃহাদি) সাধনের অধীন। এইরূপে স্বখানুভবে বাগদ কৰ্মাশব হয়। সেইরূপ সকলেই দুঃখসাধনবিষয়সকলকে ঘেব কবে আব তাহাতে মূঢ় হয়, এইরূপে ঘেবজ ও মোহজ কৰ্মাশবও হয়। এ বিষয়ে আমাদেব দ্বাবা পূৰ্বে উক্ত হইয়াছে (২১৪ স্তত্বে বিচ্ছিন্ন ক্ৰেশেব ব্যাখ্যানে)। প্রাণীদেব উপপাত না কবিয়া কখনও উপভোগ সম্ভব হয় না, অতএব (বিষয়-স্বখে) হিংসাকৃত শাবীর কৰ্মাশবও উৎপন্ন হয়। এই বিষয়-স্বখ অবিত্তা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। (অৰ্থাৎ) তুষ্কাব ক্ষয় হইলে ভোগ্য বিষয়ে ইন্দ্ৰিয়গণেব যে উপশান্তি বা অপ্রবৰ্তন, তাহাই স্বখ। আব লৌল্য বা ভোগতুষ্কাব হেতু যে অল্পপশান্তি, তাহা দুঃখ (২)। কিন্তু ভোগাভাসেব দ্বাবা ইন্দ্ৰিয়গণেব বৈতুকা (পাবমাণিক স্বখেব হেতুত্ব) কবিত্তে পাবা যায় না, কেননা, ভোগাভাসেব কলে বাগ ও ইন্দ্ৰিয়গণেব কোণল (পটুতা) পবিবাহিত হয়। সেই হেতু ভোগাভাস পাবমাণিক স্বখেব উপাব নহে। যেমন কোন বুদ্ধিক-বিব-ভীত ব্যক্তি আশীমিষেব (সর্পেব) দ্বাবা দৃষ্ট হইলে হয়, তেমনি বিষয়-বাসনা-সম্বলিত স্বখার্থী মহং দুঃখপক্ষে নিমগ্ন হয়। এই প্রতিকূলানুক, পবিণামদুঃখসমূহ স্বখাবস্থাতেও কেবল বোগীদিগকে দুঃখ প্রদান কবে (অৰ্থাৎ অবোগীদেব দ্বাবা উপস্থিত হইবা পবিণামে দুঃখ প্রদান কবে, বিবেচক বোগীদেব নিকট তাহা স্বখকালেও দুঃখ বলিয়া প্রখ্যাত হয়)।

তাপদুঃখতা কি? সকলেবই তাপানুভব, ঘেবযুক্ত চেতন ও অচেতন সাধনেব অধীন। এইরূপে তাহাতে ঘেবজ কৰ্মাশব হয়। আব, লোকে স্বখসাধনসকল প্রার্থনা কবিয়া পবীব, মন ও বাক্যেব দ্বাবা চেষ্টা কবে, তাহাতে অপবকে অল্পগ্রহ কবে বা পীড়িত কবে, এইরূপে পবানুগ্রহেব ও পবপীড়াব দ্বাবা ধর্ম ও অধর্ম লক্ষ্য কবে। সেই কৰ্মাশব লোভ ও মোহ হইতে উৎপন্ন হয়। ইহাকে তাপ-দুঃখতা বলা যায়।

সংস্কারদুঃখতা কি? স্বখানুভব হইতে স্বখসংস্কারাশব, দুঃখানুভব হইতে তেমনি দুঃখ-সংস্কারাশব। এইরূপে কৰ্ম হইতে স্বখকব বা দুঃখকব বিপাক অল্পত্বমান হইলে (সেই বাসনা হইতে) পুনশ্চ কৰ্মাশবেব লক্ষ্য হয় (৩)। এবস্ত্রকাবে এই অনাদি-বিস্তৃত দুঃখস্রোত বোগীকেই প্রতিকূলানুকরণে উষেজিত কবে। কেননা, বিদ্বান্ (জ্ঞানী) চিত্ত নেজগোলকেব ন্যাব (কোমল)। যেমন, উর্গাতত্ত নেজগোলকে স্তম্ভ হইলে স্পর্শ দ্বাবা দুঃখ প্রদান কবে, অত কোন গাভাবযবে কবে না, সেইরূপ এই সকল (পবিণামাদি) দুঃখ নেজগোলকেব স্তাব (কোমল) বোগীকেই দুঃখ প্রদান কবে, অপব প্রতিপত্তাকে কবে না। অনাদি বাসনাব দ্বাবা বিচিভ্রা, চিত্তস্থিতা যে অবিত্তা, তাহাব দ্বাবা চতুর্দিকে অহুবিজ, আব, অহংকাব ও মমকাব ত্যাজ্য (হাতব্য) হইলেও তত্ত্বজ্ঞেব অল্পগত, অত সাধাবণ ব্যক্তিব। নিজ নিজ কৰ্মোপাধিত দুঃখ পুনঃ পুনঃ প্রাপ্ত হইবা ত্যাগ ও ত্যাগ কবিবা প্রাপ্ত হইবাব পব পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ কবিত্তে কবিত্তে বাহ ও আধ্যাত্মিক-কাবণ-সম্ভব জিবিধ দুঃখেব দ্বাবা অল্পদ্বাবিত হয়। যোগী নিজেকে ও জীবগণকে এই অনাদি দুঃখস্রোতেব দ্বাবা উদ্ধমান (বাহিত) দেখিবা সমস্ত দুঃখেব কবকাবণ সম্যগদর্শনেব পবণ লন।

“গুণবৃত্তিবিবোধহেতুও বিবেকীব সমস্ত দুঃখময়।” প্রখ্যা, প্রবৃত্তি ও স্থিতিকণ বুদ্ধিগুণসকল পবস্পব উপকাব-পবতত্ত্ব হইবা জিগ্ণাষাক পাশ্চ, যোব অথবা যুচ প্রত্যয়সকল উৎপাদন কবে। গুণবৃত্ত চল অর্থাৎ নিমিত্ত বিকাবশীল, লেকাবণ চিত্ত ক্ষিপ্ৰপবিণামী বলিয়া উক্ত হইয়াছে। “বুদ্ধিব

চপ্পর ( বর্ম অর্থে, জ্ঞান অজ্ঞান, বৈরাগ্য অবিরাগ, ঐশ্বর্য অশৈশ্বর্য এই চতুর্বিধ রূপ, এবং চরিত্র ( শাস্ত্র, বেদ ও মূল ইহারা দুইবিধ বৃত্তি ) অতিশয় বা উৎকর্ষ হইলে পরম্পর ( নিজের বিপরীত রূপের বা বৃত্তির সহিত ) বিরুদ্ধাচার্য্য কর; আর স্যামান্য ( অপ্রসঙ্গ রূপ বা বৃত্তি ) অতিশয় বা প্রবল হইতে প্রবর্তিত হয় ।' এইরূপ গুলনকর পরম্পরের আচার্য্যের ( নিজঃ ) মত স্বঃ, দ্বঃ ও মোহঃ প্রভৃতি নিশ্চয়িত করে। সুতরাং সকল প্রত্যয়েই দ্বন্দ্বরূপ ( স্বঃ, দ্বঃ ও মোহঃ ), তবে তাহাদের যে ( কাহিক, কাকদিক বা তামসিক এই প্রকার ) বিশেষ তাহা ( কোন একটি ) প্রকার প্রাবৃত্ত হইতে হয়। সেইহেতু ( কোনটী কেবল দ্বঃ বা স্বঃব্যবস্থ হইতে পারে না বলিয়া ) বিপরীত নিষ্ঠেই ( বৈবর্তিক স্বঃ ) স্থাপন ।

এই বিপুল কুৎসারিত প্রভবহেতু অবিতা; আর স্যামান্য অবিতার অর্থাৎহেতু। কোন চিকিৎসার চতুর্বিধ—ক্রোং, বোধহেতু, অজ্ঞোং ও ভৈদ্যঃ সেইরূপ এই ( মোহ ) শব্দ ও চতুর্বিধ—সংসার, সংসারহেতু, মোহ ও মোহোপাত্ত। তাহার মধ্যে কুৎসারিত সংসার হেতু, প্রশ্ন-পুলকের সংসার হেতুহেতু, সংসারের আত্মস্থিতী নিবৃত্তি জান, আর স্যামান্য ভ্রান্তোপাত্ত। ইহার মধ্যে হাতার স্বরূপ হেতু বা উপাত্ত হইতে পারে না; কারণ, হেতু হইলে তাহার উচ্চদর্শন, আর উপাত্তের হইলে হেতুবাদ ( এই চতুর্বিধ মোহ সঙ্গীত হয় )। কিন্তু ই উভয় প্রত্যাখ্যান করিত শাস্ত্রবাদ, ইহাই স্যামান্য ( ৫ )।

টীকা। ১১। ( ১ ) সংসার কুৎসারিত। ভ্রান্তোপাত্ত, স্বরূপিত, মোহীতা বিপরীত সংসারক অস্বাভাব্য কারণ কুৎসারিত হইয়া তাহার নিবৃত্তিপাত্তে ব্যর্থ হইল; তাহ হইতে পরিশ্রম-স্বঃ। কেবল হইতে তাৎ-স্বঃ এবং স্বঃ ও তদন্ত সংসার হইতে সংসার-স্বঃ হয়, বলিও তাৎ-স্বঃস্বঃনী এম্ ভ্রান্তোপাত্তে স্বঃ হয়, কিন্তু পরিশ্রমে যে তাহা হইতে অস্তের স্বঃ হয়, তাহ তাহকার স্বঃই স্পষ্টীকৃত।

স্বঃস্বঃ বিবর্ত কেবল হয়। সুতরাং কেবল থাকিলে কুৎসারিত অবস্থাস্থানী। স্বঃ ও স্বঃ অস্বঃ করিলে তৎকালিত বানানস্বঃ সংসার হয়। বানানস্বঃ স্যামান্যের স্পষ্টরূপ হইয়াতে শাস্ত্রস্বঃ স্যামান্য কর্মস্বঃস্বঃ হেতু হইল। অস্তের তদন্ত কারণ হয়।

কেবল অস্বঃ অজ্ঞান স্পষ্টীকৃত কেবল হইতে স্বঃ হয়। স্বঃ হইতে পারে—পাপে কেবল করিত স্বঃ হয়, তদন্ত হয় না? ইহা নত্যা। পাপে কেবল অর্থে স্বঃ কেবল। তদন্ত, স্বঃস্বঃ প্রতীকার করিলে স্বঃই হইল, প্রতীকার-স্বঃস্বঃ স্যামান্য কিন্তু স্বঃ হয়, অতএব উপাত্তেও স্বঃ হয়, কিন্তু তাহ অস্বঃ। পরন্তু পরিশ্রমে স্বঃই করিত। তাৎস্বঃ করিতাই পাপে কেবল হয়, সুতরাং স্পষ্টীকৃত স্বঃ এবং তৎকালিত কেবল—বেদে এই স্বঃ অনবদ্য।

স্যামান্য যে পরিশ্রম-স্বঃ তাহা ভাবী, স্পষ্টীকৃত তাৎ-স্বঃ বর্তমান, আর সংসার-স্বঃ অতীত, ইহা বর্ণিত। স্যামান্যের মত। ইহা তাহকারের উক্তির স্পষ্টীকৃত। বর্তমান তাহকারের উক্তির তাৎপর্ষ্য এইরূপ : স্যামান্যে স্বঃ, কিন্তু পরিশ্রমে বা ভবিষ্যতে স্বঃ। স্যামান্য বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয়েই স্বঃ। অতীত স্বঃ-স্বঃস্বঃ সংসার হইতেও ভবিষ্যৎ স্বঃ। এইরূপ তিন স্বঃ হইয়াই ( হেতু ) স্যামান্য স্বঃ বা অবস্থাস্থানী স্বঃ আছে।

কার্য-পরিণামের মত বিচার করিত। এইরূপ স্যামান্যের স্বঃস্বঃস্বঃ অস্বঃস্বঃ হয়। স্বঃ কারণ-পরিণাম বিচার করিলে সেখিলেও জানা যায় যে, স্যামান্যের মধ্যে বিজ্ঞ এবং নিরবজ্ঞ রূপের মত।

অসম্ভব। সঙ্ক, বঙ্ক এবং ভন্ন এই তিন গুণ চিত্তের মূল, তাহা বা স্বভাবতঃ একযোগে কার্য উপাদান কবে। ভন্নধ্যে কোন কার্যে কোন গুণের প্রাধান্য থাকিলে তাহাকে প্রধানগুণানুসারে শাস্তিক বা বাস্তব বা ভাস্কর বলা যায়। শাস্তিকের ভিত্তব বাস্তব ও ভাস্কর ভাবও নিহিত থাকে। স্বং, দুঃখ ও মোহ এই তিনটি বস্তুজন্মে শাস্তিক, বাস্তব ও ভাস্কর বৃত্তি। প্রত্যেক বৃত্তিতে জিগুণ থাকে বলিয়া বস্তুজন্মোন্নয়ন নিববচ্ছিন্ন স্বং হইতে পাবে না, আব গুণসকলের অভিত্য-অভিভাবক-স্বভাবের জন্ত গুণের বৃত্তিসকল গুবস্পবকে অভিভব কবে, সেইজন্য স্বং পব দুঃখ ও মোহ অবশ্যজ্ঞাবী। অতএব সংসাবে নিববচ্ছিন্ন স্বংলাভ কবা অসম্ভব।

১৫।(২) বাচস্পতি মিশ্র এই অংশের এইরূপ ব্যাখ্যা কবিরাজেন—“আমবা যে বিবব-স্বংকেই স্বং বলি তাহা নহে, কিন্তু ভোগে ভৃষ্টি বা বৈতৃক্য-হেতু যে উপশান্তি বা অপ্রবর্তনা তাহাকেও পাবমার্শিক স্বং বলি, আব লৌল্য-হেতু অল্পশান্তিকে দুঃখ বলি। তাহাতে শ্রুতা হইতে পাবে যে, বৈতৃক্যজনিত স্বং ত বাগাশ্রবিত্ত নহে, অতএব তাহাতে পবিণায়-দুঃখ হইবে কিরণে? ইহা সত্য বটে, কিন্তু ভোগাভ্যাস সেই বৈতৃক্যজনিত স্বং পবে হেতু নহে, কাবণ, তাহা যেমন স্বং দেব তেমন তৃক্যকেও বাড়াই।”

বিজ্ঞানভিত্তিক ঠিক এইরূপ ব্যাখ্যা কবেন নাই। ঐকপ জটিলভাবে না বাইয়া সাধারণ স্বং বা দুঃখগুণে ব্যাখ্যা কবিলেও ইহা সঙ্গত ও বিশদ হয়, বস্তু, ভোগে বা ভোগ কবিয়া যে ইচ্ছিবের ভৃষ্টি-হেতু উপশান্তি বা অপ্রবর্তনা তাহাই স্বং পবে লক্ষণ (কাবণ, সমস্ত স্বংই কতকটা ভৃষ্টি ও উপশান্তি থাকে), আব, লৌল্য-হেতু অল্পশান্তিই দুঃখ। কিন্তু ভোগাভ্যাস কবিয়া স্বং পাইতে গেলে বাগ ও ইচ্ছিবের পটুতা বাড়িয়া পবিণামে অধিকতর দুঃখ হয়।

১৫।(৩) সংস্কার অর্থে বাসনারূপ সংস্কার, ধর্মার্থ-সংস্কার নহে। ধর্মার্থ-সংস্কার পবিণাম ও তাপদুঃখে উক্ত হইয়াছে। বাসনা হইতে স্তুতিমাত্র হয়, সেই স্তুতি জাতি, আনু ও ভোগেব স্তুতি। জাত্যাদি সেই বাসনা স্বং দুঃখ দান কবে না, কিন্তু তাহা ধর্মার্থ কর্মণ্যেব আশ্রয়স্থল হওয়াতেই দুঃখহেতু হয়। যেমন একটি চুল্লী সাক্ষাৎ দহনেব হেতু নহে, কিন্তু ভগ্ন অদ্যাব-সংস্কারেব হেতু, আব সেই অদ্যাবই দাহেব হেতু, বাসনা তজ্জপ। বাসনারূপ চুল্লীতে কর্মণ্যবরূপ অদ্যাব সঞ্চিত হয়, তদ্যাব দুঃখদাহ হয়।

১৫।(৪) হাতাব (যে দুঃখ দান কবে, তাহাব) স্বরূপ উপাদেয় নহে, অর্থাৎ হাতা পুরুষ কার্যকারণরূপে পবিণত হন না। উপাদেয় অর্থে চিত্তেন্দ্রিয়েব উপাদানভূত, তাহা হইলে পুরুষেব পবিণামিত্ত দোষ হয় ও কুটিল অবস্থা যে কৈবল্য, তাহাব সজ্ঞাবনা থাকে না। তখাচ হাতাব স্বরূপ অপলাপ্যও নহে, অর্থাৎ চিত্তেব অতিবিক্ত পুরুষ নাই এইরূপ বাণও স্কৃত নহে। তাহা হইলে দুঃখ-নিবৃত্তিবে জন্ত প্রবৃত্তি হইতে পাবে না। দুঃখনিবৃত্তি ও চিত্তনিবৃত্তি একই কথা। চিত্তেব অতিবিক্ত পদার্থ মূলধরূপ না থাকিলে চিত্তেব নিবৃত্তিবে চেষ্টা হইতে পাবে না। বস্তুতঃ ‘আমি চিত্তনিবৃত্তি কবিয়া দুঃখশূন্য হইব’ এইরূপ নিশ্চয় কবিয়াই আমবা সোক্ষসাধন কবি। চিত্তনিবৃত্তি হইলে ‘আমি দুঃখশূন্য হইব’ অর্থাৎ ‘দুঃখাদিবে বেদনাশ্রুত আমি থাকিব’ এইরূপ চিন্তা সম্যক জ্ঞায়। চিন্তাতিবিক্ত সেই আত্মসত্তাই হাতাব স্বরূপ বা প্রকৃভরূপ। সেই সত্তা স্বীকাব না কবিলে, অর্থাৎ তাহাকে শূন্য বলিলে, ‘সোক্ষ কাহাব অর্থে’ এ প্রশ্নেব উত্তব হয় না, এইরূপে উচ্ছেদবাদরূপ দোষ হয়।

অতএব হাতৃস্বরূপেব উপাদানভূততা এবং অসত্তা এই উভয় দৃষ্টই হেব, পবন্ত স্বরূপ-হাতা

শাস্ত্র বা অবিকারী সংপদার্থ—এইরূপ শাস্ত্রত্বাই সম্যদর্শন। বৌদ্ধদেব ব্রহ্মজালহজে যে শাস্ত্রত্বাৎ ও উচ্ছেদবাদের উল্লেখ আছে তাহাব সহিত ইহাব কিছু সম্বন্ধ নাই।

ভাষ্যম্। তদেতচ্ছাঃ চতুর্বাঃমিত্যভিধীয়তে।

হেয়ং দুঃখমনাগতম্ ॥ ১৬ ॥

দুঃখমতীতমুপভোগেনাতিবাহিতং ন হেবপক্ষে বর্ততে, বর্তমানঞ্চ স্বক্ষেণ ভোগাকট-  
মিতি ন তৎ ক্ষণান্তবে হেয়তামাপজতে। তস্মাদ্ যদেবানাগতং দুঃখং তদেবাক্ষিপাত্রকল্পা  
যোগিনিং ক্লিষ্টাতি, নেতরং প্রতিপত্তাব, তদেব হেয়তামাপজতে ॥ ১৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ—অতএব এই শাস্ত্রে চতুর্বাঃ বলা যায়, তন্মধ্যে—

১৬। অনাগত দুঃখই হেব বা ত্যাগ্য (১) ॥ ২

অতীত দুঃখ উপভোগেব দ্বারা অতিবাহিত হওয়া-হেতু হেব বিষয় হইতে পাবে না, আব,  
বর্তমান দুঃখ বর্তমান কালে ভোগাকট, তাহাও ক্ষণান্তবে হেব বা ত্যাগ্য হইতে পাবে না। সেইহেতু  
যাহা অনাগত দুঃখ, তাহাই অধি-পোলক-কল্প (কোমল-চেতা) যোগীর নিকটে দুঃখ বলিবা প্রতীত  
হয়, অপর প্রতিপত্তাব নিকট হয় না। অতএব সেই অনাগত দুঃখই হেব।

টীকা। ১৬।(১) হেব বা ত্যাগ্য কি, তাহাব সর্বাংগে স্মাৎ ও স্পষ্ট উক্তব—অনাগত  
দুঃখ হেব।

ভাষ্যম্। তস্মাদ্ যদেব হেবমিত্যাচ্যতে তস্মৈব কাবণং প্রতিনির্দিশ্যতে—

দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ ॥ ১৭ ॥

অষ্টা বৃক্কে প্রতিসংবেদী পুরুষঃ, দৃশ্ভাঃ বুদ্ধিসংপাকচাঃ সর্বে ধর্ম্মাঃ। তদেতদ্  
দৃশ্যময়স্কান্তমণিকল্পং সন্নিবিমাত্রোপকাবি দৃশ্যস্বেন ভবতি পুরুষস্ত স্বং দৃশিকপস্ত স্বামিনঃ।  
অনুভবকর্মবিষয়তামাপন্নমস্তস্বকাপেণ প্রতিক্রিয়াকং স্বভঙ্গমপি পবার্থদ্বাৎ পরতত্ত্বম্।  
তয়োদৃগ্দর্শনশক্ত্যাবনাদিবর্কতঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ দুঃখস্ত কাবণমিত্যর্থঃ। তথা  
চোক্তং “তৎসংযোগহেতুবিবর্জনাৎ স্তাদয়মাত্যন্তিকো দুঃখপ্রতীকারঃ,” কস্মাৎ?  
দুঃখহেতোঃ পবিহারস্ত প্রতিকারদর্শনাৎ, তদ্ব্যখা, পাদতলস্ত ভেদতা, কটকস্ত ভেদত্বং,  
পবিহারঃ কটকস্ত পাদানধিষ্ঠানং, পাদত্রাণব্যবহিতেন বাহিষ্ঠানম্। এতৎ ত্রয়ং যো বেদ  
লোকে স তত্র প্রতীকাবমারভমাণো ভেদজং দুঃখং নান্নোতি, কস্মাৎ ত্রিহোপলকি-

সামর্থ্যাদিতি। অত্রাপি তাপকস্ত বজ্রসঃ সম্বমেব তপ্য কস্মাৎ, তপিক্রিয়ায়াঃ কর্মস্বত্বাৎ, সম্বে কর্মণি তপিক্রিয়া নাপরিণামিনি নিক্রিয়ৈ ক্ষেত্রে। দর্শিতবিষয়ত্বাৎ সম্বে তু তপ্যমানে তদাকাবান্নবোধী পূক্বোহ্নতপ্যত ইতি দৃশ্তভে ॥ ১৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ—যাহা হেয় বলিবা উক্ত হইল, তাহাব কাবণ নির্দিষ্ট হইতেছে—

১৭। দ্রষ্টাব ও দৃষ্টেব সংযোগই হেব বে দুঃখ তাহাব হেতু ॥ ৫

দ্রষ্টা বুদ্ধিব প্রতিলংঘনীয় পুরুষ, আব দৃষ্ট বুদ্ধিসম্বোধাপেক্ষ সমস্ত ধর্ম (গুণ)। এই দৃষ্ট অবদ্বন্দ্ব মণিব জ্ঞায় সমিধিমাত্রোপকাব্যী (১)। দৃষ্টত্ব-ধর্মের দ্বাবা ইহা স্বামী দৃষ্টকণ পুরুষেব স্ব-স্বকণ হয়। (কেননা, দৃষ্ট বা বুদ্ধি) অল্পভব এবং কর্মের বিষয় হইবা অল্পস্বকণে স্বভাবতঃ প্রতিলক্ষ (২) হওয়াব, স্বতন্ত্র হইলেও পবর্ষক্সহেতু পবতন্ত্র (৩)। সেই দৃশ্যকর্তি এবং দর্শনশক্তিব অনাদি পূক্বার্থলক্ষ যে সংযোগ, তাহা হেয়হেতু অর্থাৎ দুঃখেব কাবণ। তথা উক্ত হইবাছে (পঞ্চশিখাচার্যেব দ্বাবা) “বুদ্ধিব সহিত সংযোগেব হেতুকে বিবর্জন কবিলে এই আত্যন্তিক দুঃখ-প্রতীকাব হব”, কেননা, পবিতর্ষ দুঃখহেতু প্রতীকাব দেখা যায়। তাহা যথা, পদতলেব ভেদভতা, কটকেব ভেদত্ব, আব পবিত্বাব—কটকেব পাধে অনধিষ্ঠান বা পানজ্ঞাপ-ব্যবধানে অধিষ্ঠান। এই তিন বিষয় যিনি জানেন তিনি তাহাব প্রতীকাব আচরণ কবিতা কটক-ভেদজনিত দুঃখ প্রাপ্ত হন না। কেন? তিনেব (ভেদ, ভেদক ও ব্যবগণক) ধর্মকে উপলব্ধি কবাব সামর্থ্য থাকাতে। পবমার্ধ বিষয়ে, তাপক বজ্রোক্তগেব দ্বাবা সম্ব তপ্য, কেননা, তপিক্রিয়া কর্মাক্রম, তাহা সম্বকণ কর্মই (বিক্রিয়মাণতাবে) হইতে পাবে। অপরিণামী নিক্রিয় ক্ষেত্রে হইতে পাবে না। দর্শিত-বিষয়ক্সহেতু সম্ব তপ্যমান হইলে তৎস্বকশালবোধী পুরুষও অল্পতপ্তেব জ্ঞায় দৃষ্ট হন (৪)।

টীকা। (১) অবদ্বন্দ্ব মণিব উপমাব অর্থ এই—পুরুষ পবিত্র না হইলেও এবং দৃষ্টেব সহিত মিশ্রিত না হইলেও পুরুষেব সান্নিধ্যবশতঃ দৃষ্ট উপকবণকম্ব হয়। সান্নিধ্য এখানে দৈশিক সান্নিধ্য নহে, কিন্তু স্ব-স্বামী-ভাবকণ প্রত্যয়গত সান্নিকর্ষ। অর্থাৎ ‘আমি ইহাব জ্ঞাতা’ এইকণ ভাব। তন্মধ্যে ‘ইহা’ বা দৃষ্ট অল্পভবেব এবং কর্মের বিষয়স্বকণে দৃষ্ট বা জ্ঞেব হয়। অল্পভবেব ও কর্মের বিষয় ত্রিবিধ—প্রাকান্ত, কার্ধ বা আহাৰ্ধ (আহবণীয়) ও ধাৰ্ধ। কার্ধ বিষয় কর্মেজ্ঞিবেব বিষয়, ইহাবা স্মৃট কর্ম। ধাৰ্ধ বিষয় প্রাণকার্ধ ও সংস্কার, ইহাবা অস্মৃট কর্ম ও অস্মৃট বোধ। কার্ধ ও ধাৰ্ধ বিষয়ও অল্পভূত হব, প্রাকান্ত বিষয় সাক্ষাৎ তাবই অল্পভূত হয়। সেই বিষয়সকলেব অল্পভাবযিতা ‘আমি’ এইকণ প্রত্যয় হয়, সেই প্রত্যয়ই বুদ্ধি। ‘আমি বিষয়েব অল্পভাবযিতা’ এইকণ ভাবও ‘আমি’ জ্ঞানি—এই শেবোক্ত ‘জ্ঞাতা আমি’ব লক্ষ্য শুদ্ধ দ্রষ্টা, তাহা বুদ্ধিব (এখানে বুদ্ধি অল্পভাবযিতা ও অল্পভবেব একতা প্রত্যয়) অর্থাৎ সাধাবণ আমিহেব প্রতিলংঘনীয়। ১৭ (৫) টীকা এবং ‘পুরুষ বা আত্মা’ § ১২ দ্রষ্টব্য।

এখানে সংযোগের স্বকণ বিশদ কবিতা বলা হইতেছে। দ্রষ্টা ও দৃষ্টেব বে সংযোগ আছে তাহা একটি তথা, কাবণ, ‘আমি শব্দীবাধি জ্ঞেব’ ও ‘আমি জ্ঞাতা’ এইকণ প্রত্যয় দেখা যায়, অতএব ‘আমিহই’ জ্ঞাতা ও জ্ঞেবেব সংযোগহল।

এখন বোধ্য এই সংযোগের স্বকণ কি। একান্ত প্রথমে সংযোগেব লক্ষণ-ভেদাদি জানা আবশ্যক। একাধিক পৃথক দ্রষ্টা অপৃথক জ্ঞেবা অবিরল বলিয়া বুদ্ধ হইলে তাহারা সংযুক্ত এইকণ

বলা যায়। সংযোগ দৈশিক, কালিক এবং এই দুই ভেদ লক্ষিত না হওয়া রূপ অদেশকালিক, এই ত্রিপ্রকার হইতে পারে।

অব্যবহিত ভাবে অবস্থিত বাহ্য বস্তুব দৈশিক সংযোগ, ইহাব উদাহরণ দেওয়া অনাবশ্যক। যাহা কেবল কালিক সত্তা অর্থাৎ বাহ্য কালক্রমে উদয়-লব্ধশীল, যেমন মন, অথবা বাহ্য দেশকালব্যাপী, তদগত ভাবসকলের সংযোগই কালিক সংযোগ, যেমন বিজ্ঞানের সহিত সুবাদি বেদনাব সংযোগ। (পরেও উদাহরণ দ্রষ্টব্য)। বিজ্ঞান চিন্তধর্ম, সুখও চিন্তধর্ম। বিজ্ঞান ও সুখ এই দুই চিন্তধর্মের একই কালে বোধ হওয়া বা উদ্ভিত হওয়া সম্ভব নহে বলিয়া প্রকৃতগণকে পূর্বে ও পরে তাহাদের বোধ হয় (অবশ্য বাঞ্ছিতে হইবে যে, বাহ্য সাপ্যায় বুদ্ধ হয় তাহাই উদ্ভিত বা বর্তমান), অথচ উহাদের সেই ব্যবধান লক্ষ্য বা বুদ্ধ হয় না, সুতরাং উহা বা উদ্ভিত ধর্ম বলিবারি অবিবল ভাবে বুদ্ধ হয়। আব, যাহা বা দেশকালাতীত সত্তা তাহাদের সংযোগ অদেশকালিক। উহাব একমাত্র উদাহরণ মূল দ্রষ্টাকে ও মূল দৃষ্টকে যে এক বা সংযুক্ত বলিয়া মনে হয়, তাহা।

সব জ্ঞানের ত্রায় সংযোগজ্ঞানও যথার্থ এবং বিপর্যত হইতে পারে। যখন কোন যথার্থ অবস্থাকে লক্ষ্য কবিয়া সংযোগ প্রকৃত ব্যবহার কবি, তখন সেই 'সংযোগ' পদ বখাচুত অর্থ প্রকাশ কবে। যেমন বুদ্ধ ও পক্ষীর সংযোগ যথার্থ বিষয়ের ত্র্যাক্তক। কিন্তু দৃষ্টিব দোষে ত্র্যাসের সংযুক্ত মনে কবিলে তাহা বিপর্যত সংযোগজ্ঞান। কিন্তু যথার্থট হউক বা বিপর্যতট হউক উভয় ক্ষেত্রেই সংযোগের বোদ্ধাব নিকট ত্র্যাসের সংযুক্ত জ্ঞান যে হইতেছে ও তাহাব যথাযথ বল যে হইতেছে তাহা সত্য। সংযোগ বা সন্নিবেশবিধের কেবল পদের অর্থমাত্র, সংযুক্ত পদার্থসকলই বস্তু। (পদের অর্থ সত্য হইতে পারে, কিন্তু তাহা বস্তু না-ও হইতে পারে)। দুই বস্তুকে 'সংযুক্ত' মনে কবা ও দুই বস্তুকে 'এক' মনে কবা সমান কথা নহে, শোভোক্তটাই অবিজ্ঞা (বিপর্যব)।

অন্যযুক্ত ত্র্যাস সংযুক্ত হইলে কিবা চাই। সেই কিবা একেব, অজ্ঞাত্তেব (পদ্যপাবের) ও সংযোগের বোদ্ধাব হইতে পারে। ইহাও উদাহৃত কবা অনাবশ্যক। তবে ইহা দ্রষ্টব্য যে, সংযোগের বোদ্ধাব কিবা যদি অন্যযুক্ত ত্র্যাসের সংযুক্ত মনে কবা যায় তবে তাহা বিপর্যব মাত্র।

দ্রষ্টা ও মূল দৃষ্ট দেশকালব্যাপী সত্তা নহে। দেশ ও কাল এক প্রকার জ্ঞান, তাদৃশ জ্ঞানের জ্ঞাতা সুতরাং দেশকালাতীত পদার্থ এবং জ্ঞানের উপাদানও (জিগ্মশও) স্বরূপতঃ দেশকালাতীত পদার্থ হইবে। উক্ত কাবণে দ্রষ্টা ও দৃষ্টেব সংযোগ পাশাপাশি অথবা এককালে অবস্থান নহে। বিশেষতঃ তাহা বা চৈতনিক ধর্ম ও ধর্মী নহে বলিয়া ও তাহাদের সংযোগ কালিক হইতে পারে না। মূল দ্রষ্টা ও মূল দৃষ্ট কাহাবও ধর্ম নহে এবং বাস্তবধর্মের সমাহারক ধর্মী নহে, সুতরাং তাহা বা কালিক সংযোগে সংযুক্ত পদার্থ নহে। পুরুষের মধ্যে অতীতানাগত কোনও ধর্ম নাই, কাবণ, তাদৃশ বস্তুসকল বিকারী। মূল প্রকৃতিবও অতীতানাগত ধর্ম নাই। প্রকাশ, জিহা ও স্থিতি ধর্ম নহে কিন্তু মৌলিক স্বভাব। এম্মা হইতে পারে কিবা ও 'বিকারী', অতএব তাহা ধর্ম হইবে না কেন?—মূল কিবা 'বিকারী' নহে, কিন্তু 'বিকার' মাত্র। নিতাই বিকার আছে। (তত প্রঃ § ৩৩)। তাহা যদি কখনও বিকারহীন হইত তবেই বস্তু 'বিকারী' হইত। এইরূপে ধর্ম-ধর্মী-দৃষ্টের অতীত বলিয়া দ্রষ্টা ও দৃষ্ট কালাতীত সত্তা। অতএব দেশকালাতীত বলিয়া তাহাদের সংযোগ ভেদলক্ষ্য না হওয়ায় অদেশকালিক। দ্রষ্টা ও দৃষ্ট পৃথক সত্তা বলিয়া তাহাদিগকে অপৃথক মনে কবা বিপর্যব-জ্ঞান, সুতরাং অবিজ্ঞাই এই সংযোগেব মূল, হজ্জব্বা—'ভস্তু হেতুবজ্ঞা'।

এই সংযোগের বোঝা কে?—আমিই উহার বোঝা। কারণ, আমি মনে কবি ‘আমি শবীবাধি’ ও ‘আমি জ্ঞাতা’। আমি ত ঐ সংযোগের ফল অতএব আমি কিরূপে সংযোগের বোঝা হইব?—কেন হইব না, সংযোগ হইবা গেলে তবেই ‘আমি’ হই বা আমি উহা বুঝিতে পারি। প্রত্যেক জ্ঞানের সময়ে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় অবিবিক্ত থাকে, পবে আমবা বিশ্লেষ কবিবা জানি যে তাহাতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় নামক পৃথক্ পদার্থ আছে, তাই তখন বলি যাহা জ্ঞান তাহা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের সংযোগ বা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়রূপ পৃথক্ ভাবেব একই প্রত্যয়ে বা জ্ঞানে অন্তর্গতঃ। ‘আমি আমাকে জানি’—এইরূপ আমাদের মনে হয়, আমাদের হেতু এক স্বপ্রকাশ বস্তু বলিযাই ওরূপ স্তম্ভ আমিষে আছে। তাহাতেই ‘আমি’ সংযোগজাত হইলেও আমি বুঝি যে, আমি জ্ঞা ও দৃষ্ট।

এই সংযোগ কাহাব জিয়া হইতে হয়?—দৃষ্টত্ব বজোক্তগের জিয়া হইতে হয়। বজব স্বাবা প্রকাশ উদ্ঘাটিত হওযাই, বা জ্ঞাতাব মত প্রকাশ হওযাই, আমিষ বা জ্ঞে-দৃষ্টের সংযোগ। ঐ দুই পদার্থেব এইরূপ যোগ্যতা আছে যাহাতে ‘স্বামী’ ও ‘স্ব’ এইরূপ ভাব হয় (১৪ দ্রষ্টব্য)। আমিষ সেই ভাবেব মিলনরূপ এক জ্ঞান বা প্রকাশবিশেষ।

সংযোগ কিসেব স্বাবা লভানিত হয়?—সংযুক্ত ভাবেব সংযোগের স্বাবাই হয়। ঐরূপ বিপর্যন্ত-জ্ঞানের বিপর্যাস-সংস্কার হইতে পুনঃ আমিষরূপ বিপর্যন্ত প্রত্যয় হইবা আমিষেব সন্তান চলিতেছে। প্রত্যেক জ্ঞান উদয় হয় ও লয় হয়, পবে আব এক জ্ঞান হয়, স্তবত্ব সংযোগ লভক্, তাহা একতান নহে। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় অনাদিবিভক্তন বলিবা উহাধেব ঐক্য লভক্ (আমিষ-জ্ঞানরূপ) সংযোগ অনাদিপ্রবাহস্বরূপ অর্থাৎ কণিক সংযোগ ও বিবোণ অনাদিকাল হইতে চলিতেছে (অনাদি হইলেও তাহা অনন্ত না হইতে পারে—ইহা দ্রষ্টব্য)। ঐ অবিবেক-প্রবাহেব আদি নাই বলিবা উহা কবে আবস্ত হইল এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে না। অতএব অনেকে যে মনে কবে যে, প্রথমে প্রকৃতি ও পুরুষ অসংযুক্ত ছিল পবে হঠাৎ সংযোগ ঘটিল, তাহা অতীব আদর্শনিক ও অবুদ্ধ চিন্তা। এই সংযোগরূপ অবিবেকেব বিরুদ্ধ ভাব জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়েব বিবেক বা পৃথক্-বোধ, উহাতে অস্ত জ্ঞান নিক্ক হয়। অস্ত লম্ভ জ্ঞান নিক্ক হইলে তৈলাভাবে প্রদীপেব নির্বাণেব দ্বায় বিবেকও নিক্ক হয়, তাহাই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়েব বিবোণ। তবে ইহা লক্ষ্য বাধিতে হইবে যে, পুরুষ সংযোগ ও বিবোণ এই উভয়েবই লবান লাকী।

জ্ঞা ও দৃষ্টেব এই যে অদেশকালিক সংযোগ ইহা ঐ উভয় পদার্থেব স্বাভাবিক যোগ্যতাব পবিচয়। স্বভাবতঃ আমবা সেই যোগ্যতাব অবগম কবিবা জানার্থক ‘জা’, ‘দৃষ্ট’, ‘কাশ’, ‘বুধ’, প্রভৃতি ধাতু দিবা বিরুদ্ধ কোটিব জাপক ‘জাতা-জ্ঞেয়’, ‘জ্ঞা-দৃষ্ট’, ইত্যাদি পদ বুঝিতে ও তাদৃশ পদ ব্যবহাব কবিতে বাধ্য হই। ঐ পরলকল বিরুদ্ধ (polar) হইলেও (আমিষে) সংযুক্ত বটে।

জ্ঞে-দৃষ্টেব সংযোগ এক প্রকাব সন্নিবেশ-বাচক পদেব অর্থসাত্র, তাহা মিথ্যা-জ্ঞানমূলক। মিথ্যা-জ্ঞান একাত্মিক সংপদার্থ লইবা হয়, অতএব সংপদার্থ উপাদান ও বিষয় হওযাতে এক এক প্রকাব জ্ঞান বলিবা সংযুক্ত বস্তু যে আমিষ এবং আমিষজাত ইচ্ছাদি ও স্তম্ভ-স্থানাদি তাহাবা সব সংপদার্থ, আব সং বিবেকরূপ লতা-জ্ঞানেব স্বাবা দ্বন্দ্বমুক্তিও সংপদার্থ। মনে বাধিতে হইবে যে, জ্ঞানের বিষয় লতাই হউক বা মিথ্যাই হউক জ্ঞান সংপদার্থ, তাহা অসং বা ‘নাই’ নহে।

কাছাকাছি থাকাকে (দৈশিক) সংযোগ বলা যাব এবং কাছে দাঁড়াবাকে ‘সংযোগ হওয়া’ বলা যায়। ‘কাছে থাকা’ কিছু ভাব্য নহে, কিন্তু সন্নিবেশ বা সংস্থান বিশেষ। সেইরূপ ‘কাছে



নাওনা' একটা ক্রিয়া, তাহাঁত বল সংযোগ থাকেব অর্থ। সংযুক্ত থাকিলে বা সংযুক্ত মনে হইলে বস্তুদেব প্রণেব অনেক পরিবর্তন লক্ষিত হইতে পারে, যেমন, দত্তা ও তামা সংযুক্ত হইলে পীতবর্ণ হয়। কিন্তু স্বহৃদেবে দেখিলে দত্তা ও তামা স্বরূপেই থাকে। - সেটুকু দ্রষ্টা ও দৃষ্টকে সংযুক্ত মনে কবিলে দ্রষ্টা দৃষ্টেব মত ও দৃষ্ট দ্রষ্টাব মত লক্ষিত হয়, তাহাঁই আশ্চর্য ও আশ্চর্যজাত প্রপঞ্চ।

সংক্ষেপে সংযোগেব যুক্তিসকলেব বিশ্লেষণ এইরূপ :

দৈনিক সংযোগ—পাশাপাশি দেখে অবস্থান, টহা স্পষ্ট। কালিক সংযোগ কি ?—কাল = ক্ষণপ্রবাহ। একজু দুই ক্ষণ থাকে না, সুতরাং অবিলম্ব নগ্নে একজু অবস্থিতরূপ কালিক সংযোগ হইতে পারে না। কালিক সংযোগেব আবে এক উদাহরণ ব্যস্ত, উদ্ভিত ও অনাগত এই তিন প্রকাব ধর্মেব এক সময়ে অবস্থান বাহা আনাদিগকে চিন্তা কবিতেই হয়। অর্থাৎ আরবা বলি, অতীত ও অনাগত 'অস্তি', সুতরাং বর্তমান, অতীত ও অনাগত অবিলম্বভাবে আছে এটুকু চিন্তা কবিতে হয়। অতএব জিবিধ ধর্মসকলেব সমাহাররূপ ধর্মীতেট কালিক সংযোগ লভ্য।

দ্রষ্টা ও দৃষ্টেব সংযোগ অংশকালিক অর্থাৎ পাশাপাশি অবস্থানও নহে অথবা ধর্মেব সমাহারও নহে, কাবণ, দ্রষ্টাব ধর্ম দৃষ্ট নহে, দৃষ্টেব ধর্মও দ্রষ্টা নহে। উহাবা পৃথক্ অনাকর্ষী সত্তা। আশ্চর্যেব মধ্যে উহাদেব সংযোগ দেখা যায়, কাবণ, 'আমি'ব কতক অংশ দ্রষ্টা, আর তাহার কতকটা ক্ষেত্র বা দৃষ্ট এইরূপ বলহুঁতে চম। অবশ্য তাহা আশ্চর্যজ্ঞানেব সময়েই হয় না—পবে আরবা অবধারণ কবিতে পাবি। যোগ্যতাবিশেষ অর্থাৎ একেব দ্রষ্টৃৎ ও ক্ষেত্র দৃষ্টত এত স্বভাব হইতেট ঐক্লপ সংযোগ সম্ভব চম।

অত্যন্ত পৃথক্ পদার্থদ্বয়কে এক মনে কবা ওখানে বিপর্যব বা অবিজ্ঞা। সুতরাং তাহাঁই সংযোগেব চেতু। ঐক্লপ বিপর্যব-জ্ঞান সংস্কার-প্রত্যয়ক্রমে অনাদি বলিবা এই সংযোগকেও অনাদি বলিতে হয়। দ্রষ্টা বলিলেট দৃষ্ট আসিবে, আবে দৃষ্ট বলিলেই দ্রষ্টা আসিবে, উভয়েব এইরূপ যোগ্যতা চিন্তা কবা অপরিহার্য। সেই যোগ্যতাবিশেষই এই সংযোগ।

১৭।(১) 'অন্তরূপেব দৃষ্ট প্রতিসন্ধাস্থক' এই অংশেব বিনিব ব্যাখ্যা হইতে পারে। নিজ ও ভিন্ন প্রত্যেকে তাহাঁত এক এক প্রকাব ব্যাখ্যা গ্রহণ কবিযাছেন। ভিন্নমধ্যে প্রথম ব্যাখ্যা, বধা—অন্তরূপে অর্থাৎ চৈতন্য হইতে ভিন্নরূপে বা ভেদরূপে প্রতি-সন্ধ (অভ্যব্যবসিত) হওয়াই দৃষ্টেব আত্মা বা স্বরূপ। চিং ও ভেদ এত উভয়েব যে প্রতিসন্ধি হয়, তাহা সত্য। চিং প্রকাশ ও দৃষ্ট ভেদ, এইরূপ নিম্নে বোধ হয়। অতএব সন্ধ নহে, প্রকাশ নহে, চিরূপবোধমাত্র নহে; কিন্তু চিং হইতে ভিন্ন, এইরূপ 'ভেদ আছে' এইরূপ বোধও হয়। এত দৃষ্টি হইতে এই ব্যাখ্যা সত্য।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা, বধা—দৃষ্ট অন্তরূপেব অর্থাৎ নিজ হইতে ভিন্ন চৈতন্য-স্বরূপেব দ্বারা প্রতিসন্ধ হয়। বস্তুতঃ দৃষ্ট প্রকাশিত-স্বরূপ। চিংসংযোগে তাহা প্রকাশিত হয়। সেই প্রকাশ চৈতন্ত্রের উপমাবিশেষমাত্র, অতএব দৃষ্ট চৈতন্য-স্বরূপেব দ্বারা প্রতিসন্ধাস্থক।

টহা উত্তমরূপে বুঝা আবশ্যক। স্বর্মেব উপব কোন অস্বচ্ছ দ্রব্য সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত না কবিবা থাকিলে তাহা কৃষ্ণবর্ণ আকাবিশেষ বলিবা দৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ উহাতে স্বর্মেব কতকাংশ দৃষ্ট হয় না মাত্র। মনে কব সেই আচ্ছাদক দ্রব্যটি চতুর্দোণ, তাহাতে বলিতে হইবে, স্বর্মেব মধ্যে একটি চতুর্দোণ অংশ দেখিতে পাই না। বস্তুতঃ সেই চতুর্দোণ দ্রব্যটি স্বর্মেব উপরবা বা স্বর্মেবশেব দাবাই স্নানিতে পাবি। দ্রষ্টা ও দৃষ্ট সম্বন্ধেও ঐক্লপ, দৃষ্টকে জানা অর্থে দ্রষ্টাকে ঠিক না জানা। মনে

কব, 'আমি নীল জানিলাম', ইহা একটি দৃষ্টেব প্রতিলিপি। নীল = তৈজস পবমাণুব প্রচয়বিশেষ, পবমাণুতে নীলব নাই, নীলব সেই প্রচয় হইতে প্রতীত হয়। বিক্ষেপ-সংস্কারবশে বহু পবমাণুকে প্রচিভভাবে গ্রহণ করাই নীলবেব স্বরূপ। রূপ-পবমাণু নীলাধিবিশেষশূন্য রূপমাত্র, তাহাব জ্ঞান ইঙ্গিতপত অভিমানের বিকার বা ক্রিয়াবিশেষমাত্র। অভিমানের ক্রিয়া অর্থে বস্তুত: 'আমি পবিণাম-নীল' এই প্রকাব ভাব। পবিণাম অর্থে পূর্ব অবস্থাব লব ও পব অবস্থাব উদয়, এবস্ত্রাকাব ভাবেব ধাব। পবিণামেব 'স্বল্পতম অধিকরণ স্বপ, অতএব স্বরূপত: নীলজ্ঞান স্বপপ্রবাহে উদীয়মান ও নীলমান আমিত্বমাত্র (অবস্ত্র সাধারণ অবস্থায় সেই লব লক্ষ্য হয় না)। আমিত্বেব লবকালে (অর্থাৎ চিন্তলবে) ঐষ্টাব স্বরূপস্থিতি হয়, আন, উদয়ে ঐষ্টাব দৃষ্টসাক্ষ্য হয়। স্ততবাঃ দুইটি চিন্ত-লবেব (ঐষ্টাব স্বরূপস্থিতি) মধ্যস্থ বে ঐষ্টাব স্বরূপে অস্থিতিব বোধ বা স্বরূপেব অবোধ অর্থাৎ বিকৃত বোধ, তাহাই ক্ষণাবচ্ছিন্ন বিষয়জ্ঞান হইল। তাহাবই প্রচয়ভাব নীলাধি জ্ঞান। এইরূপে জ্ঞান যায়, নীলাধি বিষয়জ্ঞান বা দৃষ্টবোধ ঐষ্টাকে প্রকাববিশেষে নী জানা মাত্র। ঐষ্টাব ধাবা আমিত্বই মূলত: প্রকাশিত হয়। নীলজ্ঞান প্রভৃতি সেই আমিত্বেব উপাধিভূত, তজ্জগে তাহাবাও ঐষ্টাব স্ববোধেব ধাবা প্রকাশিত হয়।

ইহা আবও বিশদ কবিতা বলা হইতেছে। 'আমি নীল জানিতেছি' এইরূপ বিষয়জ্ঞানে ঐষ্টাও অন্তর্গত থাকে ('আমি জানিতেছি তাহাও আমি জানি' এইরূপ ভাবই ঐষ্ট-বিষয়ক বুদ্ধি)। নীলজ্ঞান বহু স্বল্প চিন্তক্রিযাব সমষ্টি। সেই প্রত্যেক ক্রিয়া লব ও উদয়বর্ধক। বস্তুত: বহু ক্রিয়া অর্থে উদীয়মান ও নীলমান ক্রিয়াব প্রবাহমাত্র। সেই প্রবাহেব মধ্যে প্রত্যেক লব ঐষ্টাব স্বরূপে স্থিতি (১৩ স্বল্প ঐষ্টব্য), আন উদয় তাহা নহে। স্ততবাঃ দুইটি লবেব মধ্যস্থভাব স্ব-স্বরূপেব অবোধ বা স্বরূপে অস্থিতিব বোধ মাত্র। তাহাই দৃষ্টস্বরূপ। পূর্বেক্ত স্বর্বেব উপমাতে যেমন সৌব প্রকাশেব ধাবা আচ্ছাদক অব্যেব অবধি প্রকাশ হয়, ক্ষণাবচ্ছিন্ন প্রত্যয়সকলও সেইরূপ স্ববোধেব উপমায় প্রকাশিত হয়। এইজন্ত দৃষ্ট অন্তস্বরূপেব বা পুরুষস্বরূপেব ধাবা প্রতিলিপি ভাবস্বরূপ হইল।

এই উভববিধ ব্যাখ্যাই ভিন্ন দিক হইতে সত্য। ঐষ্টাব লক্ষণ-ব্যাখ্যায় ইহা আবও স্পষ্ট হইবে।

১৭।(৩) দৃষ্ট স্বতন্ত্র হইলেও পবার্থত্বতু পবতন্ত্র। দৃষ্টেব মূলরূপ অব্যক্ত। ঐষ্টাব ধাবা উপদৃষ্ট না হইলে দৃষ্ট অব্যক্তরূপে থাকে। পবন্ত দৃষ্ট স্বনিষ্ট পবিণাম-স্বর্বেব ধাবা পবিণত হইবা যাইতেছে, স্ততবাঃ তাহা স্বতন্ত্র ভাবপদার্থ। কিন্তু তাহা ঐষ্টাব বিষব বলিযা পবার্থ বা ঐষ্টাব অর্থ ('বিষয়)। বস্তুত: যুক্ত দৃষ্টভাবসকল হয় ভোগ বা ইষ্টানিষ্টরূপ অন্তভাব্য বিষব, না হয় অপবর্গ বা বিবেকরূপ বিষব। তদ্ব্যতীত (পুরুষেব বিষব ব্যতীত) দৃষ্টেব দৃষ্টস্বভাবেব অন্ত কোন অর্থ নাই, সেই হিসাবে দৃষ্ট পবতন্ত্র। যেমন পবাহি স্বতন্ত্র হইলেও, মস্তস্তেব ভোগ্য বা অবীল বলিযা পবতন্ত্র, সেইরূপ।

১৭।(৪) প্রকাশনীয় ভাব সম্ব। যে ভাবে প্রকাশ-স্তেব আধিক্য এবং ক্রিয়া ও স্থিতিরূপ বহু ও তমোস্তেব অন্ততা, তাহাই সাত্তিক ভাব। সাত্তিক ভাব মাজই স্বধকব বা ইষ্ট। কারণ, ক্রিয়াব আপেক্ষিক অন্ততা ও প্রকাশেব অধিকতাই স্বধকব ভাবেব স্বরূপ। অতিক্রিয়াব বিবামে বা সাহজিক ক্রিয়া অভিক্রম না কবিলে, বে তৎসহজ-বোধ হয় তাহাই স্বধকব, ইহা সকলেবই

অল্পভূত। সহজ কিবা অর্ধে যতখানি কিয়া কবিত্তে করণসকল অভ্যস্ত, তত কিয়া। তাদৃশ কিয়াব দ্বাৰা জডতা অপগত হইলে যে বোধ হয় তাহাই স্বথের স্বরূপ। ক্ষুৰ্ত্তবোধ এবং অপেক্ষাকৃত অল্প কিয়া না হইলে স্বথকর বোধ হয় না। স্বথ-হুংখাদি বা সান্ধিকাদি ভাব আপেক্ষিক, স্বতবাং পূর্বের বা পৰ্বের বোধ ও কিয়া হইতে ক্ষুৰ্ত্তব বোধ এবং অল্পতব কিয়া হইলেই পূর্ব বা পৰ অবস্থাব অপেক্ষা সেই অবস্থা স্বথকর বোধ হয়। কাৰিক ও মানসিক উভয়বিধ স্বথেরই এই নিয়ম। গায়ে হাত বুলাইলে যতক্ষণ সহজ কিবা অতিক্রান্ত না হয়, ততক্ষণ স্বথ বোধ হয়, পৰে পীড়া বোধ হয়। শবীবের আচ্ছন্দ্য-বোধ অর্ধে সহজকিয়া-জনিত বোধ, আর আশঙ্ক্য কাৰণে অত্যধিক কিয়া (overstimulation) হইলেই পীড়া বোধ হয়। আকাজ্জকরূপ মানস-কিয়া সহজ হইলে স্বথ হয়, কিন্তু অত্যধিক হইলে হুংখ হয়। আবার ইষ্টপ্রাপ্তি হইলে আকাজ্জ্য নিবৃত্তি (মনেব অতিকিয়াব হ্রাস) হইলেও স্বথ। মোহ বা স্বথ-হুংখ-বিবেকহীন অবস্থায় কিবা ক্ষুৰ্ত্ত বা অল্প হয় বটে, কিন্তু ক্ষুৰ্ত্তবোধ থাকে না, তত্ত্বজ্ঞান স্বথ বোধ ক্ষুৰ্ত্ততব। অতএব হিবতর প্রকাশশীল ভাব (বা লব্ধ) স্বথের অবিনাশ্যবী। আর কিয়াশীল ভাব বা বজ হুংখের (কাৰিক বা মানস) অবিনাশ্যবী। লব্ধ বজের দ্বাৰা বিলুপ্ত হইলেই হুংখ বোধ হয়। সেইহেতু ভাষ্যকাৰ লব্ধকে তপ্য এবং বজকে তাপক বলিয়াছেন। গুণাতীত পুরুষ তপ্য নহেন, তিনি তাপ ও অতাপের নিবিকার সাক্ষী বা দ্রষ্টা মাত্র। লব্ধ তপ্ত বা কিয়ামিক্যেব দ্বাৰা বিলুপ্ত হইলে তৎসাক্ষী পুরুষও অল্পতপ্তেব দ্বাৰা প্রতীত হন। সেইরূপ লব্ধের প্রাবল্যে আনন্দলব্ধের দ্বাৰা প্রতীত হন, কিন্তু ঐরূপ বিকৃতবৎ হওয়া বাস্তব নহে, উহা আবোপিত ধর্ম। ঐকৃতপক্ষে তাপকিয়াব (তাপহান) দ্বাৰা লব্ধই বিকৃত বা অবস্থান্তবিত হয়। বৃত্তিব সাক্ষিই পুরুষের ঐরূপ দর্শিত-বিষয়ম্।

ভাষ্যম্। দৃশ্যস্বরূপমুচ্যতে—

প্রকাশকিয়াস্থিতিশীলং ভূতেশ্রিয়ান্নকং ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যম্ ॥ ১৮ ॥

প্রকাশশীলং সত্ত্বং, ক্রিয়াশীলং বজঃ, স্থিতিশীলং তম ইতি। এতে গুণাঃ পরস্পরোপ-  
পন্নপ্রতিবিভাগাঃ সংযোগবিভাগধর্মাণ ইতরেতরোপাশ্রয়েণোপার্জিতমূর্তয়ঃ পরস্পর-  
দালিহেপ্যসম্ভিন্নশক্তিপ্রতিবিভাগাঃ তুল্যজাতীয়াতুল্যজাতীয়শক্তিতেদান্নপাতিনঃ প্রধান-  
বেলাযাম্পদর্শিতসম্মিধানাঃ, গুণক্ষেপি চ ব্যাপারমাত্রেন প্রধানান্তর্গতান্নমিতান্তিতাঃ,  
পুরুষার্থকর্তব্যতয়া প্রযুক্তসামর্থ্যাঃ সম্মিধিমাত্রোপকারিণঃ অল্পস্বাস্তমণিকল্পাঃ, প্রত্যয়-  
মন্তবেগৈকতমস্য বৃত্তিমন্ত বর্তমানাঃ প্রধানশব্দবাচ্যা ভবন্তি, এতদ্ব্যমিত্যুচ্যতে।  
তদেতদ্ব্যমিত্যু ভূতেশ্রিয়ান্নকং ভূতভাবেন পৃথিব্যাদিনা সূক্ষ্মস্থলেন পরিণমতে, তথেষ্রিয়-  
ভাবেন শ্রোত্রাদিনা সূক্ষ্মস্থলেন পবিশমত ইতি। তন্ম নাশ্রয়োজনম্, অপি তু  
প্রয়োজনমুরবীকৃত্য এববর্তত ইতি ভোগাপবর্গার্থং হি তদ্ব্যমিত্যু পুরুষস্যোতি। তদ্রেষ্টানিষ্ট-  
গুণস্বরূপাবধারণম্ অবিভাগাপন্নং ভোগং, ভোক্তৃঃ, স্বরূপাবধারণম্ অপবর্গ ইতি,

দ্ব্যোবতিরিক্তমস্তদর্শনং নাস্তি । তথা চোক্তম্ “অয়ন্ত খলু ত্রিষু গুণেষু কর্তৃষু অকর্তরি চ পুরুষে তুল্যাভূত্বাভীয়ে চতুর্থে তৎক্রিয়াসাক্ষিণি উপনীতমানান্ সর্বভাবানু-পপন্নাননুপশ্চন্ন দর্শনমন্ত্যচ্ছত” ইতি ।

তাবেতৌ ভোগাপবর্গৌ বুদ্ধিকৃতৌ বুদ্ধাবেব বর্তমানৌ কথং পুরুষে ব্যপদিষ্টোহে ইতি, যথা বিজ্ঞয়ঃ পবাক্ষযো বা বোদ্ধবু বর্তমানঃ স্বামিনি ব্যপদিষ্টোহে, স হি তন্ত ফলন্ত ভোক্তেতি । এবং বন্ধমোকৌ বুদ্ধাবেব বর্তমানৌ পুরুষে ব্যপদিষ্টোহে স হি তৎফলন্ত ভোক্তেতি । বুদ্ধেরেব পুরুষার্থীহপবিসমাপ্তিবন্ধ, তদর্থাবসায়ো-মোক ইতি । এতেন গ্রহণধারণোহাপোহতত্ত্বজ্ঞানানিবেশ্য বুদ্ধৌ বর্তমানাঃ পুরুষেহধ্যারোপিত-সঙ্ঘাভাঃ স হি তৎফলন্ত ভোক্তেতি ॥ ১৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ—দৃষ্টবস্তুরূপ কথিত হইতেছে—

১৮। দৃষ্ট বা জ্ঞেয় বিষয় প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতিশীল, তাহা ভূতৈজিয়াত্মক বা ভূত ও ইন্দ্রিয় এই প্রকারদ্বয়ে অবস্থিত এবং পুরুষেব ভোগাপবর্গ সাধক বিষয়বস্তু (১) ॥ হ

প্রকাশশীল সত্ত্ব, ক্রিয়াশীল বজ ও স্থিতিশীল তম । এই গুণসকল পবস্বাপোগবস্ত্তপ্রবিভাগ, সংযোগবিভাগধর্মী, ইতবেতবাস্তবের দ্বাৰা পৃথিব্যাদি সৃষ্টি উপাদান কবে, পবস্বাবেব অকালিদ্ব্যভাব থাকিলেও তাহাদেব শক্তিপ্রবিভাগ অসংশিত, তুল্যাভূত্বাভীয শক্তিভেদাহুপাতী, স্ব স্ব প্রাধান্ত-কালে কার্যজননে উদ্ভূতবৃত্তি (২), গুণত্বেও (অপ্রাধান্তকালেও) ব্যাপাবমাত্রেব দ্বাৰা প্রধানান্তর্গত-ভাবে তাহাদেব অস্তিত্ব অল্পমিত হয় (৩), পুরুষার্থ-কর্তব্যভাব দ্বাৰা তাহাবা (কার্যজনন-) সামর্থ্য-যুক্তত্বহেতু অয়ন্তান্ত মণিব জ্ঞাব সন্নিহিতারোপকাৰী (৪) । আব তাহাবা প্রত্যয় (হেতু) ব্যক্তিকে (ধর্মার্থাদি প্রয়োজক বিনা) একতমের (প্রদানেব) বৃত্তিব অল্পবর্তনশীল (৫) । এই প্রকাব গুণসকল প্রধান-শব্দবাচ্য, এবং ইহাকেই দৃষ্ট বলা যায় । এই দৃষ্ট ভূতৈজিয়াত্মক তাহাবা ভূতভাবে বা পৃথিব্যাদি স্তম্ভস্থলরূপে পবিণত হয়, সেইরূপ ইন্দ্রিয়ভাবে বা শ্রোত্রাদি স্তম্ভস্থল ইন্দ্রিয়-রূপে পবিণত হয় (৬) । তাহা (দৃষ্ট) অপ্রয়োজনে প্রবর্তিত হয় না । অণিতু প্রয়োজন (পুরুষার্থ)-বশেই প্রবর্তিত হয়, অতএব সেই দৃষ্ট পদার্থ পুরুষেব ভোগাপবর্গেব অর্থেই প্রবর্তিত । তাহাব মধ্যে (দ্রষ্টৃদৃষ্টেব), একতাপন্নভাবে ইষ্ট ও অনিষ্ট গুণেব স্বরূপাবধাবণ ভোগ, আব ভোক্তাব স্বরূপাবধাবণ অপবর্গ । এই দুইযেব অতিবিস্তৃত আব অন্ত দর্শন নাই । তথা উক্ত হইযাছে, “তিন গুণ কর্তা হইলেও (অবিবেকী ব্যক্তিব) অকর্তা, তুল্যাভূত্বাভীয, গুণক্রিয়াসাক্ষী, চতুর্থে য়ে পুরুষ তাঁহাতে উপনীতমান (বুদ্ধিব দ্বাৰা সমপ্যমাণ) সমস্ত ধর্মকে উপন্ন (সাংসিদ্ধিক) জানিবা আব অন্ত দর্শন (চৈতন্য) আছে বলিবা শকা কবে না” (পঞ্চনিখাচার্য) ।

এই ভোগাপবর্গ বুদ্ধিকৃত, বুদ্ধিতেই বর্তমান, অতএব তাহাবা কিরূপে পুরুষে ব্যপদিষ্ট হয় ? যেমন জয় ও পরাক্রম যোদ্ধগণে বর্তমান হইলেও স্বামীতে ব্যপদিষ্ট হয়, আব তিনিই তৎফলেব ভোক্তা হন, তেমনি বন্ধ ও মোক্ষ বুদ্ধিতেই বর্তমান থাকিবা পুরুষে ব্যপদিষ্ট হয়, আব পুরুষই তৎফলেব ভোক্তা হন । পুরুষার্থের (১) অপবিসমাপ্তিই বুদ্ধিব বন্ধ, আব তদর্থসমাপ্তি মোক্ষ । এইরূপে গ্রহণ (জ্ঞান), ধাবণ (বৃত্তি), উহ (মনে উঠান অর্থাৎ স্মৃতিগত বিষয়েব উহন), অপোহ (চিন্তা কবিবা কতকগুলিব নিবাকবণ), তত্ত্বজ্ঞান (অপোহপূর্বক কতক বিষয়েব অবধাবণ) ও অভিনিবেশ,

এই দলক ৩৯ ইচ্ছিত বর্তমান হইলেও পুৰুষ অধ্যাপিত হই, পুৰুষ সৈন্য বহুত হই।  
[২:৪ (১) উচ্চত]।

টীকা। ১০। (১) প্রকাশনীন=জাননীন বা বোধ্য হইবার বোধ্য। জ্ঞাতানীন=পরিবর্তনীন। স্থিতিনীন=প্রকাশ ও ফিলার বোধানীন। সর্বপ্রকার জ্ঞান ও জ্ঞেয়, প্রকাশের উদাহরণ। সর্বপ্রকার ক্রিয়া ও কার্য, ক্রিয়ার উদাহরণ। সর্বপ্রকার কঙ্কাল ও ধার্য্যমাত্র, স্থিতির উদাহরণ। নবান্নের পরিধান যিকি। হৃত ও ইচ্ছিত অর্থ্য ব্যবসেত ও ব্যবদাত্তপ। ব্যবদার=জানন, করণ ও ধাবণ। ব্যবসেত=হেতু, কার্য ও বার্য। জ্ঞানকার্য্যি দ্ব্যন্তঃ দৃষ্ট, রূপ ও তদের মিলিত হ্রিত, তৎকছু উহাদের প্রত্য্যকই প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি পাণ্ডা বার। বেদন একটি বৃক্ষ-জ্ঞান, উহার জ্ঞান ও বোধানই প্রকাশ, যে ক্রিয়াধিগমেব দ্বারা বৃক্ষ-জ্ঞান উপর হ্রু তাহা সেই জ্ঞানগত ক্রি, দাব জ্ঞানের যে শক্তি-দবদ্বা, তাহা উক্তিক হইয়া জ্ঞানযতপ হ্রু, তাহাই উহার অন্তর্গত স্থিতি বা স্থিতি। বসে অন্তঃকরণ, জ্ঞানোচ্চ, কর্মোচ্চ ও প্রাণ—এই সদন্ত করণের দ্বারা যে বোধ্য পাণ্ডা বার, তাহাই প্রকাশ; যে অবস্থাস্বভা পাণ্ডা বার, তাহাই ক্রিয়া। এবং ক্রিয়ার যে শক্তিরূপ, পূর্ব ও পর জ্ঞাবদ্বা পাণ্ডা বার (stored energy), তাহাই স্থিতি। ইহাই ব্যবদাত্ত-রূপ বসেব প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি। ব্যবসেতরূপ বিদ্যেত প্রকাভ (কণরদ্বাি). কার্য বা প্রচালন-বোধ্যতা এবং দ্বাত্ত বা প্রকাশের ও কার্যের লভাবদ্বা এই ত্রিবিধ ব্যবসেতরূপ, প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি ও পাণ্ডা বার।

বস্তুতঃ প্রকাশ, জিজ্ঞা ও স্থিতি ব্যতীত গ্রাহ্য ও গ্রহণের অর্থান্য বাদে জগৎয়ের ও মনুষ্যজগৎয়ের  
কিছু তদে জ্ঞান গড় না বা মানিশ্য কিছু নাই। ইহদৃষ্টিতে দেখিলে নব্বইই প্রকাশ, জিজ্ঞা  
ও স্থিতি এই ত্রিগুণের দেখিতে পাইবে। বাদে জগৎ শব্দটি গুণগুণের দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়।  
একটিতে যেন বা প্রকাশ আছে, বোলের হেতুহৃত জিজ্ঞা আছে এবং সেই জিজ্ঞার হেতুহৃত শক্তি  
আছে। ব্যাবহারিক ঘটাবিবাৎ বিশেষ বিশেষ শব্দবিশিষ্ট প্রকাশ ওৎ এবং বিশেষ বিশেষ কতকগুলি  
জিজ্ঞাবাদ ও বিশেষ বিশেষ প্রকার কাঠিঠাটি ভাজবর্নের নদ্রিব্যভীত আব কিছুই নহে। চিত্তও  
নেতুগ প্রখ্যা, প্রবৃত্ত ও চিত্ততরুণ প্রকাশ জিজ্ঞা ও স্থিতি এই তিন ঐ দেখা যায়।

এইরূপে, জানা যেন যে, বাহু ও আঙ্গুর ভগ্নঃ মূলভঃ প্রকাশ. ক্রিয়া ও স্থিতি এই তিন মৌলিক  
 গুণবলঃ। প্রকাশনাত্মক বাহুর নীল বা অমাব ত্যাহার নাম নহ। নহ অর্থে তথ্য বা 'অস্তি ইতি'  
 রূপে অজ্ঞান ভাব। প্রকাশিত বা বহু ইহাঙ্গ সেই বিস্তৃত বা বলিষ্ঠ ব্যবহার্য হই, তজ্জাত প্রকাশনীন  
 ভাবেব নাম নহ। ক্রিয়ানীন ভাব হই; হই বা হূলি যেনন মলিন কবে, সেইরূপে নহকে মলিন বা  
 বিলুপ্ত করে বলিষ্ঠ। ক্রিয়ানীন ভাবেব নাম হই। ক্রিয়ার বারঃ অবস্থাপ্ত হই বলিষ্ঠ। নহ (বা স্থির  
 নহা) অবস্থেব মত বা অবস্থাপ্তবিত্ত বা নানান্যনীন হই, তাই ক্রিয়া নহের বিদ্বৎকারী। স্থিতিনীন  
 ভাব তদ, উহা তঃ বা মনঃস্বরের দ্বারা স্বতঃস্ফূর্ত, অনক্ষ্যবৎ আবৃত তস্ব্যস্ত দ্বাভে মলিনঃ উহার  
 নাম তদ।

ଏହାଏ ପ୍ରକାଶନୀୟ ନବ ସ୍ଥିତିର ରସ ଓ ସ୍ଥିତିର ଭବ, ଏହି ଆବରଣ ବାହ୍ୟ ଓ ବାହ୍ୟର ଛନ୍ଦାଭର  
 ହୁଏ ତଥା। ଅଦୃଶ୍ୟର ଆହ ବୋଧ ହୁଏ ଜାଣିବା ନାହିଁ ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ନେହିଁ ବାହ୍ୟ ବଳର, କନ୍ଦୁହିଁ ଏ  
 ଦ୍ଵିତୀୟ ନବ ପରିଭାବ। ନିଜ ଓ ବଳର, ନିଜ ଅଦୃଶ୍ୟ ପୃଥିବୀର ବା ନିଜ ନେହୁରୁ ବା ପୁନଃ। ନବ  
 ପ୍ରକାଶନୀୟ ନବ ସ୍ଥିତିର ରସ ଓ ସ୍ଥିତିର ଭବ।

দৃশ্য অৰ্থে দ্ৰষ্ট-প্ৰকাশ্য বা পুৰুষ-প্ৰকাশ্য অৰ্থাৎ পুৰুষেৰ যোগে বাহা ব্যক্ত হওবাব যোগ্য তাহাই দৃশ্য, ফলতঃ জ্ঞাতাব বা দ্ৰষ্টাব সংযোগে বাহা ব্যক্ত হব, নচেৎ বাহা অব্যক্ত, তাহাই দৃশ্য। ভূত এবং ইন্দ্ৰিয় অৰ্থাৎ গ্ৰাহ এবং গ্ৰহণ এই দ্বিবিধ পদাৰ্থই দৃশ্যেৰ ব্যবস্থিত, তদ্ব্যতীত আৰু কিছু ব্যক্ত দৃশ্য নাই। ভূত ও ইন্দ্ৰিয় জিগ্ৰ্ণাস্বক, স্বভাবাং জিগ্ৰ্ণাই মূল দৃশ্য। দৃশ্য ও গ্ৰাহেৰ ভেদ, যথা—দৃশ্য অৰ্থে বাহা পুৰুষ-প্ৰকাশ্য, গ্ৰাহ অৰ্থে বাহা ঠিক্ৰিয়গ্ৰাহ।

দ্ৰষ্টাব দ্বিবিধ অৰ্থ, অৰ্থাৎ সমস্ত দৃশ্য দ্বিবিধ অৰ্থস্বৰূপ বা বিষয়স্বৰূপ হব। ভোগ ও অপবৰ্গ সেই অৰ্থ। দৃশ্য ভোগ্যস্বৰূপ হব, অথবা অ-ভোগ্য অৰ্থাৎ অপবৰ্গস্বৰূপ হব। ভোগ অৰ্থে ইষ্ট বা অনিষ্টৰূপে দৃশ্যেৰ উপলব্ধি। দৃশ্যেৰ উপলব্ধি অৰ্থে দ্ৰষ্টাব ও দৃশ্যেৰ অবিশেষ প্ৰত্যয় বা অবিবেক। অপবৰ্গ অৰ্থে দ্ৰষ্টাব স্বৰূপোপলব্ধি অৰ্থাৎ প্ৰকৃত ‘আমি’ দৃশ্য নহি বা দ্ৰষ্টা দৃশ্য হইতে পৃথক এইৰূপ বিবেকজ্ঞান। তাদৃশ জ্ঞানেৰ পৰ আৰ অৰ্থতা থাকে না বলিবা তাহাব নাম অপবৰ্গ বা চৰম ফল-প্ৰাপ্তি। অপবৰ্গ হটলে দৃশ্য নিবৃত্ত হব।

অতএব সূত্ৰকাৰ দৃশ্যেৰ যে লক্ষণ কথিয়াছেন, তাহা গভীৰ, অনবদ্য ও সম্যক সত্যদৰ্শনপ্ৰতিষ্ঠ।

১৮। (২) পৰম্পৰোপবক্ত-প্ৰবিভাগ = গুণসকলেৰ প্ৰবিভাগ বা নিজ নিজ স্বৰূপ পৰম্পৰেৰ দ্বাৰা উপবক্ত বা অল্পবক্তিত। গুণসকল নিজাই বিকাবব্যক্তিভাবে (যেমন বস, বস, ঘট, পট ইত্যাদিকে) জ্ঞায়মান হব। প্ৰত্যেক ব্যক্তিতেই জিগ্ৰ্ণা মিলিত, তাহাকে বিশ্লেষ কৰিবা দেখিলে একদিক্ সত্ত্ব, একদিক্ তম ও সম্যকল বজ। সত্ত্ব বলিলে বজ ও তম থাকিবেই থাকিবে, বজ ও তম সৰ্বদেও তদ্ৰূপ। অতএব গুণসকল পৰম্পৰেৰ দ্বাৰা উপবক্ত। প্ৰকাশ সদাই ক্ৰিয়া ও স্থিতিৰ দ্বাৰা উপবক্ত। ক্ৰিয়া এবং স্থিতিও সেইৰূপ। উদাহৰণ যথা—পৰজ্ঞান, তাহাতে যে পৰ-বোধ আছে, তাহা কাম্পন ও জড়তাৰ দ্বাৰা উপবক্তিত থাকে। অতএব সত্ত্ব, বজ ও তম—এইৰূপ প্ৰবিভাগ কৰিলে প্ৰত্যেক গুণ অপর দুইটিৰ দ্বাৰা উপবক্তিত থাকে।

সংযোগবিভাগ-ধৰ্ম—পুৰুষেৰ সহিত সংযোগ এবং বিযোগ-স্বভাব। ইহা মিশ্ৰেৰ মত। ভিক্ষু বলেন, “পৰম্পৰ সংযোগ-বিভাগ-স্বভাব”। গুণসকল সংযুক্ত থাকিলেও তাহাদেৰ বিভাগ বা প্ৰভেদ আছে এইৰূপ অৰ্থ কৰিলে ভিক্ষুৰ ব্যাখ্যা সঙ্গত হব; নচেৎ গুণসকলেৰ পৰম্পৰ বিযোগ কৰাশি কল্পনীয় নহে।

ইতবেতবাস্তবেৰ দ্বাৰা উৎপাদিত যুতি—যুতি = জিগ্ৰ্ণাস্বক স্ৰব্য। সমস্ত স্ৰব্যই সন্ধানিবা পৰম্পৰ সহকাৰিভাবে উৎপাদন কৰে, অৰ্থাৎ সাক্ষিকভাবে বাহুস এবং তামস ভাবও সহকাৰী থাকে। কেবল সন্ধান বা বজোময় বা তমোময়, এইৰূপ কোনও ভাব নাই। সৰ্বজই একেৰ প্ৰাধান্য ও অপর দ্বয়েৰ সহকাৰিত্ব।

যেমন বক্ত, কৃষ্ণ ও বেত সূত্ৰদ্বয়েৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত বজুতে ঐ তিন সূত্ৰ অঙ্গাঙ্গিভাবে এবং পৰম্পৰেৰ সহকাৰিভাবে থাকিলেও পৰম্পৰ অসংকীৰ্ণ থাকে, বেত বেতই থাকে, কৃষ্ণ কৃষ্ণই থাকে এবং বক্ত বক্তই থাকে, জিগ্ৰ্ণাও সেইৰূপ অসংমিশ্ৰ-শক্তি-প্ৰবিভাগ। অৰ্থাৎ প্ৰকাশ-শক্তি, ক্ৰিয়া-শক্তি এবং স্থিতি-শক্তি সন্না স্বকপস্থই থাকে, পৰম্পৰেৰ দ্বাৰা কঁদাশি স্বকপচ্যুত হব না। প্ৰত্যেকেৰ শক্তি অসম্ভিন্ন, অন্তেৰ দ্বাৰা সম্ভিন্ন বা মিশ্ৰিত নহে।

প্ৰকাশাদি গুণসকল পৰম্পৰ অসংমিশ্ৰ হইলেও তাহাবা পৰম্পৰেৰ সহকাৰী হব। তজ্জন্ত বলিয়াছেন, “গুণসকল ভূল্যাভূল্যজাতীয়-শক্তি-ভেদাভূতপাতী”। ভূল্যা জাতীয় শক্তি = যেমন সাক্ষিক

দ্রব্যের উপাদান সত্ত্ব-শক্তি। সত্ত্ব-শক্তি নানা ভেদে নানা প্রকারে সাত্বিক ভাবে হয়। সত্ত্বের বহু ও ভিন্ন শক্তি অতুল্যজাতীয় শক্তি, বহু ও ভিন্নবৎ তত্ত্বপ। অসংখ্য সাত্বিক শক্তি, বাহুল্য শক্তির এবং তামস শক্তির ভেদ হইতে অসংখ্য ভাবে উৎপন্ন হয়। যে ভাবে যে শক্তি প্রধান উপাদান, তাহা (অর্থাৎ তুল্যজাতীয় শক্তি) সেইভাবে স্ফুটকপে সমন্বিত বা অল্পপাতী হইবে। পরন্তু অল্প অতুল্যজাতীয় শক্তিও সেই ভাবে সহকারী শক্তিকপে অল্পপাতী বা উপাদানভূত হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিতে যে স্তম্ভ প্রধান হউক না কেন, অল্প স্তম্ভস্ব সেই প্রধান স্তম্ভের সহকারিতাবে থাকে; যেমন দ্বিবা শব্দীয়, ইহা সাত্বিক শক্তির কার্য, কিন্তু ইহাতে রাজস ও তামস-শক্তি সহকারিকপে অল্পপাতী থাকে।

প্রধানবেলায় উপদর্শিত-সমিধান—য য প্রাধান্যকালে কার্যজননে উদ্ভূতগুণ্ডি। প্রধানবেলায় = নিজে প্রাধান্যের বেলায় (কালে)। উপদর্শিত-সমিধান = সান্নিধ্য উপদর্শিত কবে অর্থাৎ যদিও গুণেরা দ্বলবিশেষে সহকারী থাকে, তথাপি যখন তাহাদের প্রাধান্যের সময় হয়, তৎক্ষণাৎ তাহারা স্বকর্ষ জনন কবে। বাস্তব মৃত্যুর পূর্বে যেমন সান্নিহিত রাজপুত্র তৎক্ষণাৎ বাজা হয়, তত্ত্বপ। উদাহরণ বধা—জাগ্রৎ সাত্বিক অবস্থানিশেষ, বহু ও ভিন্ন তাহাতে সহকারী থাকে। কিন্তু তাহারা সান্নিহিত বা মুখিবে থাকে, যেমনি সত্ত্বের প্রাধান্য কবে, অমনি তাহারা প্রধান হইয়া স্বপ্ন অথবা নিদ্রারূপ অবস্থা উদ্ভাবিত কবে। ইহাকেই বলিবাছেন, প্রাধান্যের বেলায় প্রধান হইয়া নিজেদের সান্নিধানত দেখান।

১৮।(৩) আব অপ্রাধান্যকালেও (অর্থাৎ গুণত্বও) তাহারা যে প্রধানের অন্তর্গতভাবে আছে, তাহা ব্যাপারমাজ্জের দ্বারা বা সহকারিত্বের দ্বারা অহুমিত হয়, যেমন শব্দজ্ঞান, যদিও ইহা প্রকাশপ্রধান বা সাত্বিক, তথাপি ইহাতে রাজ ও তম যে অন্তর্গত আছে, তাহা অহুমিত হয়। শব্দে প্রত্যক্ষ ক্রিয়া দেখা যায় না, কিন্তু আয়বা জানি যে, কল্পনব্যতীত শব্দজ্ঞান হয় না, অতএব শব্দ-জ্ঞানের সহকারী কল্পন বা ক্রিয়া। এইরূপ বজ্রোত্তপ সত্ত্বপ্রধান শব্দজ্ঞানে অহুমিত হয়।

১৮।(৪) পুরুষার্থ-কর্তব্যতা ইত্যাদি। ভোগ ও অপবর্গ পুরুষসাত্বিক ভাবে। পুরুষের সান্নিহিতা না থাকিলে ওণ অব্যক্ত হয়, তাহাদের বৃত্তি ও কার্য থাকে না। স্মৃত্যবৎ ওণের কার্য-জনন-সামর্থ্য পুরুষসান্নিহিত বা পুরুষার্থতা হইতেই হয়। যেহেতু পুরুষের সান্নিহিতানাজ্জের দ্বারা সান্নিহিত ওণসকল ভোগ ও অপবর্গ সাধন কবে, তত্ত্বস্ত ওণসকল সান্নিহিতানাজ্জোপকারী। পুরুষের ও গুণের সান্নিধান ঘট ও পটেব সান্নিধানের মত দৈনিক সান্নিধান নহে, কিন্তু একই প্রত্যয়েব অন্তর্গততাই সেই সান্নিধান। ‘আমি চেতন’ এই প্রত্যয়ে চেতন্য ও অচেতন করণবর্গ অন্তর্গত থাকে, তাহাই গুণ ও পুরুষের সান্নিধ্য। [ ২।১৭ (১) ব্রহ্ম্য ]।

অব্যক্ত মণি যেমন সান্নিহিত হইলেই লৌহ-কর্ষণ-কার্য কবে, লৌহে তাহা যেমন প্রত্যক্ষ অহুপ্রবিত্ত হয় না, ওণসকলও সেইরূপ পুরুষে অহুপ্রবিত্ত না হইয়া সান্নিধ্যবশতই পুরুষের উপকরণ-স্বরূপ হইয়া উপকার কবে। সন্নীপ হইতে কার্য করায় নাম উপকার। [ ১।৪ (৩) ]।

১৮।(৫) প্রত্যয়ব্যতিরেকে ইত্যাদি। প্রত্যয় = কাবণ, এখানে যে-কারণে কোন গুণের প্রাধান্য হয় সেই কাবণই প্রত্যয়। যেমন ধর্ম সাত্বিক পবিত্রামের প্রত্যয় বা নিমিত্ত। তিন গুণের মধ্যে অপ্রধান দুই গুণের প্রধানরূপে প্রাধিকার্যেব কোনও বাহ প্রত্যয় বা নিমিত্ত না থাকিলেও তাহারা স্বভাবতই তৃতীয় প্রধানভূত গুণের বৃত্তির অহুবর্তন কবে। যেমন ধর্মের দ্বারা সাত্বিক

দেবদ্ব-পরিণাম প্রাপ্ত হইলে বজ্র ও তম সেই সাত্ত্বিক দেবদ্ব-পরিণামে উপযোগী যে বাজস ও তামস ভাব (যেমন স্বর্ণস্থলবে চেষ্টা ও তাহাতে মুক্ত থাকা), তাহা শাশনপূর্বক সম্বন্ধে প্রধানেব দেবদ্বরূপ বৃত্তিব অল্পবর্তন কবে।

এই গুণসকলের নাম প্রধান বা প্রকৃতি। যাহা কোন বিকায়েব উপাদান-কাবণ, তাহাব নাম প্রকৃতি। মূলা প্রকৃতিই প্রধান। গুণত্রয়বরূপ প্রকৃতি আস্তব ও বাহ্য সমস্ত জগতের উপাদান-কাবণ।

এই সত্ত্বাদি গুণত্রয় উত্তমরূপে না বুঝিলে সাংখ্যযোগ বা যোগবিভা বুঝা যায় না, তজ্জন ইহা জানও স্পষ্ট কবিয়া বলা যাইতেছে। সমস্ত অনায়াসদ্বারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে, যথা—গ্রহণ ও প্রাঙ্ক। তন্মধ্যে গ্রাহ্যসকল বিষয়, আব গ্রহণসকল ইন্দ্রিয় বা কবণ। গ্রহণের দ্বারা বিষয়ের জ্ঞান হয়, অথবা চালন হয়, অথবা ধাবণ হয়। শব্দাদিবা জ্ঞেয় বিষয়, বাক্যাদিবা কার্য বিষয়, আব শব্দবিবৃতিদি ধার্য বিষয়। শব্দ-বিষয় বিশ্লেষ কবিলে শব্দজ্ঞানবরূপ প্রকাশভাব, কল্পনবরূপ ক্রিয়া-ভাব, আব কল্পনের শক্তি (potential energy)-রূপ স্থিতিভাব লক্ষ হয়। শব্দ-রূপাদি পক্ষেও সেই প্রকায়ে তিন ভাব লক্ষ হয়।

বাগাদি কর্মজ্ঞেয়েব বিষয়েও তিন ভাব পাওয়া যায়। বাগিজ্ঞেয়েব দ্বারা শব্দ যে উচ্চাবিত বর্ণাদিরূপ প্রকাববিধেবে পরিণত হয়, তাহাই বাক্যরূপ কার্য-বিষয়, তাহাতেও প্রকাশাদি তিন ভাব বর্তমান আছে। তমঃপ্রধান বিষয়ে বা ধার্য বিষয়েও সেইরূপ।

কবণসকল বিশ্লেষ কবিলেও ঐ তিন ভাব দেখা যায়। যেমন শ্রবণেন্দ্রিয়, তাহাব গুণ শব্দকে জ্ঞান। তন্মধ্যে শব্দরূপ জ্ঞান প্রকাশভাব। কর্ণের জিহ্বা (nervous impulse) যাহা বাহ্য কল্পন হইতে উদ্ভিক্ত হয়, তাহা এবং কর্ণের অন্তান্ত ক্রিয়া কর্ণস্থিত ক্রিয়াভাব। আব শ্রাবু ও পেশী আদিতে যে শক্তিভাব (energy) থাকে, যাহা সক্রিয় হইয়া পবে জানে পরিণত হয়, তাহাই কর্ণগত স্থিতিভাব। সেইরূপ পানি নামক কর্মজ্ঞেয়েব পেশী-অঙ্গাদিতে যে বোধ (tactile sense, muscular sense প্রভৃতি) তাহা তদুগত প্রকাশভাব, হস্তের সঞ্চালন তদুগত ক্রিয়াভাব, আব শ্রাবু-পেশীগত শক্তি হস্তের স্থিতিভাব।

ইহাবা বাহ্য কবণ। অন্তঃকবণ বিশ্লেষ কবিলেও ঐ প্রকাশপ্রধান প্রাখ্যা, ক্রিয়াপ্রধান প্রবৃত্তি ও স্থিতিপ্রধান ধাবণভাব এই ভাবসকল লক্ষ হয়। প্রত্যেক বৃত্তিবও এক অংশ প্রকাশ, এক অংশ স্থিতি ও এক অংশ ক্রিয়া।

এইরূপে জানা যায় যে, আস্তব ও বাহ্য সমস্ত পদার্থই প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি এই ভাবত্রয়-বরূপ, তদন্ত বাহ্যের ও আস্তবের আর কিছু জ্ঞেয়ভূত মূল উপাদান নাই এবং হইতে পারে না। অতএব শব্দ, রজ ও তম জগতের মূল উপাদান।

শক্তিব্যতীত ক্রিয়া হয় না, ক্রিয়াব্যতীত কোন বোধ হয় না; সেইরূপ বোধ হইলেই তাহাব পূর্বে ক্রিয়া অবশ্যভূত ও ক্রিয়ার পূর্বে শক্তি অবশ্যভূত। সূতরাং প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি পবস্পব অবিভাব্যসম্বন্ধে সম্বন্ধ। একটি থাকিলে অন্য দুইটিও থাকিবে। তন্মধ্যে কোন এক ভাবেব প্রাধান্য থাকিলে সেই পদার্থকে সেই সেই গুণানুসাবে আখ্যা দেওয়া হয়। সেই আখ্যা আপেক্ষিকতা হুচনা কবে। যেমন জ্ঞানে প্রকাশগুণ অধিক বলিবা জ্ঞানকে সাত্ত্বিক আখ্যা দেওয়া হয়, তাহা কর্ম অপেক্ষা সাত্ত্বিক। আবার জ্ঞানের মধ্যে কোন জ্ঞান অন্য জ্ঞানের তুলনাব প্রকাশাত্মক হইলে,



তাহাকে জ্ঞানের মধ্যে সাত্ত্বিক বলা যায়। কিছুকে সাত্ত্বিক বলিলে ভবগীৰ বাজস ও তামস আছে, তাহা বুঝিতে হইবে। সাত্ত্বিক দ্রব্য অল্প বাজস ও তামস দ্রব্যেব তুলনায় সাত্ত্বিক। 'কেবলই সাত্ত্বিক' এইরূপ কোন দ্রব্য হইতে পাবে না, বাজস ও তামস সৰ্বক্ষেপে সেই নিবন। অতএব সত্ত্বাদি গুণ, জাতি ও ব্যক্তি প্রত্যেক পদার্থেই বর্তমান। কেবল এক বা দুই জাতি অথবা ব্যক্তি থাকিলে তুলনাব অভাবে অবশ্য তাহা সাত্ত্বিকাদি পদার্থ এইরূপ বক্তব্য হইবে না। অথবা তুলনাব অযোগ্য বহু পদার্থ থাকিলেও তাহাবা সাত্ত্বিকাদিরূপে বিবেচ্য হইবে না।

জগৎ বা সমস্ত বিকাবশীল ভাবপদার্থ তজ্জন্ম সাত্ত্বিক, বাজস বা তামসরূপে বিবেচ্য হইতে পাবে। বৈকল্পিক যে অবাত্তব জাতিপদার্থ আছে, যাহাবা এক বা দুই রাজ, তাহাবা সাত্ত্বিকাদি হইতে পাবে না। যেমন সত্তা—সত্তেব ভাব, যাহাই সৎ তাহাই ভাব, স্তবৎ সত্তা 'বাহব শিবে'ব স্তাব বৈকল্পিক পদার্থ হইল। সেইরূপ ভাব, অভাব প্রভৃতি পদার্থও বৈকল্পিক। ঘট, পট আদি পদার্থ বাস্তব, কিন্তু 'ভাব' এই নামটি ঘটাদিৰ সাধাবণ নাম রাজ। সেই নামেব দ্বাবা কথকিং অর্থবোধই 'ভাব'-পদার্থেব জ্ঞান, কিঞ্চ চকুবাদিৰ দ্বাবা 'ভাব' জ্ঞাত হয় না, ঘটপটাদিই জ্ঞাত হয়। অতএব ভাব সাত্ত্বিক কি বাজস, তাহা বক্তব্য না হইতে পাবে। যে স্থলে ভাব কোন দ্রব্যবাচক হয়, সে স্থলে অবশ্য তাহা গুণমব হইবে।

কলে কাল্পনিক অবাত্তব পদার্থেব কাবণ সত্ত্বাদি না হইলেও কতি নাই, কিন্তু সত্ত্বাদি গুণ যাবতীৰ বিকাবশীল বাস্তব পদার্থেব মূল কাবণ। এই সমস্ত বিষব বুঝিলে ভাস্কর্য্যবেব গুণসম্বন্ধীয় বিশেষণ-বর্গেব অর্থ সুবোধ্য হইবে।

১৮।(৬) গুণসকল দৃশ্বেব মূল রূপ। সূত ও ইন্দ্ৰিয় বা ববৎবর্গ দৃশ্বেব বৈকাবিক রূপ। দৃশ্বেব যে প্রবৃত্তি, যাহাব কলে দৃশ্বেব উপলব্ধি হয়, তাহা দ্বিবিধ, অর্থাৎ দৃশ্বেব বিষয়ভাব ( অর্থতা ) দ্বিবিধ, যথা—ভোগ ও অপবর্গ। গুণসকল দৃশ্বেব স্বরূপ, সূতেন্দ্রিয় দৃশ্বেব বিরূপ ( বা বিকাবরূপ ) এবং অর্থ বা দৃশ্বেব ক্রিয়া—ঐষ্টাব ও দৃশ্বেব সম্বন্ধভাব।

দৃশ্বেব প্রবৃত্তি দ্বিবিধ—এক, প্রবৃত্তিৰ জন্ম প্রবৃত্তি, আব এক, নিবৃত্তিৰ জন্ম প্রবৃত্তি। যেমন বিষবাহুবাগ ও ঈশবাহুবাগ। প্রথমেব ফল, ভোগ বা লংসার, দ্বিতীয়েব ফল, অপবর্গ বা লংসা-ব-নিবৃত্তি।

অর্থ—ঐষ্টা ও দৃশ্বেব সম্বন্ধভাব। যখন অবিজ্ঞাবশে ঐষ্টা ও দৃশ্য একবৎ সম্বন্ধ হয়, তখনই তাহাব নাম ভোগ বলা যায়। ভোগ দ্বিবিধ, ইষ্টাবিবরাবধাবণ এবং অনিষ্টাবিবরাবধাবণ, অর্থাৎ আমি স্থগী এবং আমি স্থগী এইরূপ দুই প্রকাৰে ঐষ্টা ও দৃশ্বেব অভেদ-প্রত্যাব, 'আমি স্থং-স্থং-পশুত্ব' এইরূপে বিষব ও ঐষ্টাব ভেদ-প্রত্যাবই অপবর্গ।

ভোগ একরূপ উপলব্ধি বা জ্ঞান এবং অপবর্গও একরূপ জ্ঞান হইল। পুরুষ ভোগ ও অপবর্গ উভয়েব ভোক্তা। ভোগ ও অপবর্গ যখন জ্ঞানবিশেষ, তখন ভোক্তা অর্থে জ্ঞাতা। বস্তুতঃ যেমন দৃশ্বেব সহিত ঐষ্টাব সম্বন্ধভাব লক্ষ্য কবিবা দৃষ্টকে অর্থ বলা যায়, সেইরূপ সেই সম্বন্ধভাবই লক্ষ্য কবিবা ঐষ্টাকে ভোক্তা বলা যায়। বিজ্ঞাতা ও বিজ্ঞেয় পৃথক্ ভাব বলিবা বিজ্ঞেয় পদার্থেব বিকাবে বিজ্ঞাতা বিকৃত হন না। তজ্জন্ম ঐষ্টা পুরুষ, দৃষ্টদর্শনেব অবিকারী ও অবিনাভাবী হেতু, দৃষ্ট তদর্শনেব বিকারী হেতু। "পুরুষঃ স্থংস্থং-খানঃ ভোক্তৃত্বে হেতুৰ্ভূততে" ( গীতা )। ভাস্কর্য্যাব রূপরাজ্যমেব উপমা দিবা ভোক্তার অবিকারিত্ব ও অকর্তৃত্ব বুঝাইয়াছেন।

স্বপ্ন-স্বপ্ন স্বপ্ন অচেতন ও বুদ্ধিহীন। কবণবর্ণে অল্পকাল জিয়াবিশেষ হইলে তাহাব প্রকাশ-ভাবই স্বপ্নে বর্ণন, স্বভাব স্বপ্ন অচেতন প্রকাশিত জিয়াবিশেষ হইল। ‘আমি স্বপ্ন’ এইরূপে চিত্রণ আত্মার সহিত সম্বন্ধভাব হইলেই স্বপ্ন সচেতন বা চেতনাব্যবহাৰ হয়। তাহাকেই ভাস্কর্য্য পূর্বে ‘পৌরুষে চিত্তবৃত্তিবোধ’ বলিয়াছেন (১৭)। চিত্রণ পুরুষের সম্বন্ধ ব্যতীত স্বপ্ন অচেতন, অদৃশ্য ও অব্যক্তবর্ণন হয় অতএব স্বপ্নে ব্যক্তি চেতনপুরুষসাপেক্ষ, তাই স্বপ্ন-স্বপ্নাদি পুরুষভোগ্য। স্বপ্ন-স্বপ্নাদি পৌরুষ প্রতিসংবেদন থাকাতাই স্বপ্ন ত্যাগ কবিতা স্বপ্নে দিকে প্রবৃত্তি হয় এবং স্বপ্ন-স্বপ্ন উভয় ত্যাগ কবিতা কৈবল্যের ক্ষম প্রবৃত্তি হয়।

পল্লবার্চ আত্মাকে ভোক্তা বলেন না। বস্তুতঃ তিনি ভোক্তা শব্দের প্রকৃত অর্থ জ্ঞানবান না কবিতা সাংখ্যপন্থকে দোষ দিয়াছেন। সাংখ্যের ভোক্তা অর্থে বিজ্ঞাত-বিশেষ। শব্দবোধ আত্মা ‘ভোক্তার আত্মা’, স্বভাব পল্লবের আত্মা ‘বিজ্ঞাতার বিজ্ঞাতা’ এইরূপ অলীক পদার্থ হয়। অতএব পুরুষ ভোগ ও অপবর্ণের ভোক্তা এইরূপ সাংখ্যের দর্শনই ভ্রান্ত, গভীর ও অনবদ্য হইল। গীতাও উহাই বলেন (১৩২০)।

১৮। (৭) পুরুষার্থে অপবিলম্বিত অর্থে ভোগের অনবদান এবং অপবর্ণের অলাভ। আর তাহাব পবিলম্বিত অর্থে ভোগের অবদান ও অপবর্ণের লাভ। ভোগের দর্শনের নাম বস্তু ও অপবর্ণের দর্শনের নাম মোক্ষ। স্বভাব বস্তু ও মোক্ষ পুরুষে নাই, কিন্তু বুদ্ধিতেই আছে, পুরুষে কেবল ব্রহ্মই আছে।

বুদ্ধি বা অন্তঃকরণের সমস্ত মৌলিক কার্য ভাস্কর্য্যাব সংগ্রহ কবিতা বলিয়াছেন। গ্রহণ, ধারণ, উৎ, অপোহ, তত্ত্বজ্ঞান ও অভিনিবেশ এই ছবিটি চিত্তের মৌলিক মিলিত কার্য।

গ্রহণ—জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও প্রাণের দ্বারা কোন বিষয়ের বোধ। চিত্তভাবের সাংখ্য বোধও (অহুভব) গ্রহণ। জ্ঞানেন্দ্রিয়ার দ্বারা নীল-সীতাদিবোধ, কর্মেন্দ্রিয়ার দ্বারা বাস্তবভাবাদি বোধ, প্রাণের দ্বারা গীতাদি দেহগত বোধ এবং মনের দ্বারা স্থানাদি যে মনোভাবের বোধ হয়, তাহা (অর্থাৎ স্বপ্নজ্ঞানাদি বোধসকলও) গ্রহণ।

ধারণের দ্বারা সমস্ত অহুভব বিষয় চিত্তে স্থিত হয়, সমস্ত সংস্কারই ধারণ। ধৃত বিষয়ের গ্রহণের নাম স্থিতি। স্থিতি জ্ঞানবৃত্তি-বিশেষ, তাহা ধারণ নহে। মিল ধারণ অর্থে স্থিতি কবিতাছেন, কিন্তু সে স্থিতি অহুভব-বিশেষ নহে, কিন্তু ধারণমাত্র। স্থিতি হই প্রকাশ অর্থই হয়।

উৎ—ধৃত বিষয়ের উত্তোলন অর্থাৎ স্বপ্নহেতু চেষ্টা। গৃহীত বিষয় স্থিত হয়, বিদ্রুত বিষয়কে মনে উঠানই উৎ।

অপোহ—উদ্বৃত্ত বিষয়ের মধ্যে কতকগুলি ত্যাগ এবং প্রয়োজনীয় বিষয়ের গ্রহণ।

তত্ত্বজ্ঞান—অপোহিত বিষয়ের একভাবাবিকবণ্যই (এক ভাবেতে বহুভাব অন্তর্গত এইরূপ বৃত্তা) তত্ত্ব। তাহাব জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞান লৌকিক ও পাবসার্থিক উভয়বিধই হয়। গোচর, দাতৃত্ব প্রভৃতি লৌকিক এবং তৃতত্ব, ভগ্নাত্ব প্রভৃতি পাবসার্থিক।

অভিনিবেশ—তত্ত্বজ্ঞানান্তর যে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি। জ্ঞানান্তর জ্ঞেয় পদার্থের হেতু বা উপাদেয়ত্ব-সম্বন্ধে যে কর্তব্য-নিষেধ, তাহাই অভিনিবেশ।

অন্তঃকরণের চিন্তনপ্রক্রিয়া এই ছবি ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। যেমন—নীল, গীত, সপ্তম, অম্ল আদি বহু বিষয় চিত্ত গ্রহণ করে, পরে তাহাব চিত্তে স্থিত হয়। পরে অহুভবসময়কালে সেই

নীলাদি উহিত হয়, পবে নীল, মধুৰ আদি বিষয় অপোহিত হইবা রূপবস ইত্যাদি বহব মধ্যে সাধাবণ এক একটি ভাবপদার্থেব অপোহ হয়। রূপ=নীল, পীত আদি পদার্থেব একভাবাধিকবণ্য অর্থাৎ নীল, পীতাদি সমস্ত অপোহ রূপনামক একপদার্থান্তর্গত। রূপ একটি তত্ত্ব, তাহাব জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান। এইরূপ প্রক্রিয়াষ তত্ত্বজ্ঞানে উপনীত হইবা পবে রূপ-পদার্থকে হেয বা উপাদেযভাবে ব্যবহাব কবা অভিনিবেশ। ইহা তুততত্ত্বজ্ঞান-সম্বন্ধীষ উদাহবণ, সাধাবণ তত্ত্বজ্ঞানে বা বটপটাদি-বিজ্ঞানেও এইরূপ বুদ্ধিতে হইবে। [ ১।৬ (১) দ্রষ্টব্য ]।

একাগ্রাদি সমস্ত ব্যুখিত চিত্তে ইহাবা থাকে এবং নিরুদ্ধ চিত্তে ইহাবা নিরুদ্ধ হয়। লৌকিক ও পাবমার্থিক সর্ব বিষয়েই গ্রহণ-ধাবণাদি থাকে। গ্রহণ ব্যবসায, ধাবণ কল্পব্যবসায, আব উহ, অপোহ, তত্ত্বজ্ঞান ও অভিনিবেশ অল্পব্যবসায। তত্ত্বসাক্ষাৎকাৰে যেখানে বিচাব থাকে না সেখানে তাহা ব্যবসায। (‘সাংখ্যতত্ত্বালোক’ ৪১)।

এই ব্যবসাযসকল বুদ্ধিব বা অন্তঃকবণেব ধর্ম। মলিন বুদ্ধিতে দ্রষ্টাব ও দৃষ্টেব অভেদ-নিশ্চয হইবা ব্যবসায চলিতে থাকা অবিত্তা, আব প্রসন্ন বুদ্ধিতে দ্রষ্টাব ও দৃষ্টেব ভেদখ্যাতি হইবা ব্যবসায চলিতে থাকা বিত্তা। অতএব ব্যবসায দ্রষ্টাতে আবোপিত হয় মাদ্র, তাহা বস্তুতঃ বুদ্ধিতেই থাকে, পুরুষ কেবল ব্যবসাযেব কলভোক্তা বা চিত্তব্যাপাবেব বিজ্ঞাতা।

ভাস্করম্। দৃষ্টানান্ত গুণানাং স্বরূপভেদাবধাবণার্থমিদমাবভ্যতে—

বিশেষাবিশেষলিঙ্গমাত্রালিঙ্গানি গুণপর্বাণি ॥ ১৯ ॥

তত্রাক্ষবাহুগুণ্যকভূময়ো ভূতানি শব্দস্পর্শরূপবসগন্ধতন্মাত্রাণামবিশেষাণাং বিশেষাঃ। তথা শ্রোত্রহৃৎকক্ষুর্জিহ্বাজ্ঞানানি বুদ্ধীন্দ্রিয়ানি, বাক্পানি পাদপায়ুপস্থানি কর্মেন্দ্রিয়ানি, একাদশং মনঃ সর্বার্থম্, ইত্যেতান্নস্বিতালক্ষণত্ৰাবিশেষস্ত বিশেষাঃ। গুণানামেব বোডশকো বিশেষপরিণামঃ। বড্ অবিশেষাঃ, তদযথা শব্দতন্মাত্রং স্পর্শ-তন্মাত্রং রূপতন্মাত্রং বসতন্মাত্রং গন্ধতন্মাত্রঞ্চ ইত্যেকদ্বিত্রিচতুস্পঞ্চলক্ষণাঃ শব্দাদয়ঃ পঞ্চ-বিশেষাঃ, বটশ্চাবিশেষোহস্মিতামাত্র ইতি। এতে সত্ত্বামাত্রস্তান্নো মহতঃ বড্ বিশেষ-পরিণামাঃ। যৎ তৎপবমবিশেষেভ্যো লিঙ্গমাত্রং মহত্ত্বং তস্মিন্নেতে সত্ত্বামাত্রো মহত্যাগ্নবস্থায বিবুদ্ধিকার্ত্তামন্তবন্তি, প্রতিসংস্ফুটমানাশ্চ তস্মিন্নেব সত্ত্বামাত্রো মহত্যাগ্নবস্থায যন্তঃসম্ভাসন্ত নিঃসদসং নিরসদ্ অবস্ত্যমলিঙ্গং প্রধানং তৎ প্রতিযন্তীতি। এষ তেবাং লিঙ্গমাত্রঃ পরিণামঃ, নিঃসত্ত্বাসত্ত্বালিঙ্গপরিণাম ইতি। অলিঙ্গাবস্থায়ানং ন পুরুষার্থো হেতুঃ, নালিঙ্গাবস্থায়ামান্দো পুরুষার্থতা কাবণং ভবতীতি ন তস্তাঃ পুরুষার্থতা কাবণং ভবতীতি, নাসৌ পুরুষার্থ কৃতেতি নিত্যাত্মাযতে। ত্র্যাণাস্তবস্থাবিশেষাণামান্দো পুরুষার্থতা কাবণং ভবতি স চার্খো হেতুর্নিমিত্তং কাবণং ভবতীত্যানিত্যাখ্যাযতে।

গুণাস্ত সৰ্বধৰ্মানুপাতিনো ন প্রত্যন্তময়ন্তে নোপজায়ন্তে। ব্যক্তিভিবেবাভীতানা-  
গতব্যাপ্যগমবতীভিশ্চ গাৱয়িন্নীভিকপজনাপায়ধৰ্মকা ইব প্রত্যবভাসন্তে, যথা দেবদত্তো  
দৰিদ্ৰাভি, কস্মাৎ ? যতোহস্ত ত্রিয়ন্তে গাব ইতি গবামেব মবণান্তস্ত দরিদ্ৰাণং, ন স্বকপ-  
হানাদিতি সমঃ সমাধিঃ। লিঙ্গমাত্রম্ অলিঙ্গম্ প্রত্যাশয়ঃ, তত্র তৎ সংসৃষ্টং বিবিচ্যতে  
ক্রমানতিবৃত্তেঃ। তথা বড়বিশেষা লিঙ্গমাত্রে সংসৃষ্টা বিবিচ্যন্তে। পৰিণামক্রমনিয়মাৎ  
তথা তেষবিশেষেষু ভূতজিয়ানি সংসৃষ্টানি বিবিচ্যন্তে। তথা চোক্তং পুরস্তাৎ ন  
বিশেষেভাঃ পরং তদ্বাস্তবমস্তি, ইতি বিশেষাণাং নাস্তি তদ্বাস্তবপৰিণামঃ, তেষান্ত ধৰ্ম  
লক্ষণাবস্থাপৰিণামা ব্যাখ্যায়িত্ত্বন্তে ॥ ১৯ ॥

ভাষ্যানুবাদ—দৃঢ়রূপ গুণসকলের স্বরূপেব ও ভেদেব অবধাবার্থ এই স্বরূপ আবস্ত হইতেছে—

১৯। বিশেষ, অবিশেষ, লিঙ্গমাত্র এবং অলিঙ্গ ইহাবা গুণপৰ্ব বা দ্বিগুণেব অবহাভেদ  
(১)। স্ব

তাহাব মধ্যে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, উষ্ণ ও ভূমি ইহাবা ভূত, ইহাবা শব্দমাত্র, স্পর্শমাত্র,  
রূপমাত্র, বস্তুমাত্র ও গন্ধমাত্র এই সকল অবিশেষেব বিশেষ (২)। সেইরূপ শ্রোত্র, শ্রবক,  
চক্ষু, জিহ্বা ও জ্ঞান এই পাঁচটি বুদ্ধীক্রিয়, বাক, পানি, পাদ, গায় ও উপর এই পাঁচটি কর্মেক্রিয়  
এবং সর্বার্থ (উভয়েগ্রিবার্থ) একাদশসংখ্যক হন, এই সকল অশিতালক্ষণ অবিশেষেব বিশেষ।  
গুণসকলেব এই বোডন বিশেষ-পৰিণাম। অবিশেষ- (৩) পৰিণাম ছব প্রকাব, তাহা যথা—  
শব্দমাত্র, স্পর্শমাত্র, রূপমাত্র, বস্তুমাত্র ও গন্ধমাত্র, এই পঞ্চবিধ তমাত্র পঞ্চ অবিশেষ;  
তাহাবা যথাক্রমে এক, দুই, তিন, চারি ও পঞ্চলক্ষণ। বর্ষ অবিশেষ অনিত্য (৪)। ইহাবা  
সত্ত্বমাত্র-আত্মা মহতেব ছয় অবিশেষপৰিণাম (৫)। এই অবিশেষসকলেব পৰ লিঙ্গমাত্র মহন্তত্ব,  
সেই সত্ত্বমাত্র মহত্বাত্মাতে উহাবা (অবিশেষণ) অবস্থান কবন্ত: বিবৃদ্ধিব চবরসীমা প্রাপ্ত হব,  
আব লীলমান হইয়া সেই-সত্ত্বমাত্র মহত্বাত্মাতে অবস্থান কবিয়া (অর্থাৎ তদ্বাস্তবক প্রাপ্ত হইয়া)  
নিঃসত্ত্বাসত্ত, নিঃসদস্য, নিবদ্য, অব্যক্ত ও অলিঙ্গ যে প্রধান (প্রকৃতি) তাহাতে প্রলীন হব (৬)।  
অবিশেষসকলেব পূর্বোক্ত পৰিণাম লিঙ্গমাত্র-পৰিণাম, আব নিঃসত্ত্বাসত্ত অলিঙ্গ-পৰিণাম। অলিঙ্গ-  
বহাতে পূর্ববর্ত হেতু নহে, (কেননা) পূর্ববর্ততা অলিঙ্গাবহাব আদি কাবণ হব না, অতএব  
পূর্ববর্ততা তাহাব হেতু নহে (বা) তাহা পূর্ববর্তকৃত নহে। (অপিচ) তাহা নিত্য। বলিবা  
অভিহিত হয় (৭)। দ্বিবিধ বিশেষ অবস্থাব (বিশেষ, অবিশেষ ও লিঙ্গমাত্রেব) আদিতে  
পূর্ববর্ততা কাবণ। এই হেতুভূত পূর্ববর্ত নিমিত্ত-কাবণ, অতএব (ঐ অবস্থাজবকে) অনিত্য বলা  
যাব।

আয়, গুণসকল সৰ্বধৰ্মানুপাতী, তাহাবা প্রত্যন্তমিত অথবা উপজাত হব না (৮)। গুণাধবী,  
আগমাপাবী এবং অতীত ও অনাগত ব্যক্তিব (এক একটি কার্বেব) দ্বাবা গুণত্রয় যেন উপপত্তি-  
বিনাশীলেব ভাব প্রত্যবভাসিত হব। যথা—যেদন্ত দুর্গত হইতেছে; কেননা, তাহাব গোসকল  
মৃত হইতেছে, গোসকলেব মৃত্যুই যেন দেবদত্তেব দবিত্তাব কাবণ, কিন্তু বরূপহানি তাহাব কাবণ  
নহে, গুণত্রয় মৃত্যুও সেইরূপ সমাধান কর্তব্য। লিঙ্গমাত্র (মহৎ) অলিঙ্গেব প্রত্যাশয় (অব্যবহিত

কাঁধ)। অনিদ্ধাবস্থায় তাহা (লিঙ্গমাত্র) সংস্কৃষ্ট (অবিভক্ত অর্থাৎ অনাগতরূপে স্থিত) থাকিয়া (ব্যক্তাবস্থায়) ক্রমান্তিক্রমহেতু (১) বিবিক্ত বা ভিন্ন হয়। সেইরূপ ছয় অবিশেষ লিঙ্গমাত্রের সংস্কৃষ্ট থাকিয়া বিবিক্ত হয়। ঐ প্রকারে পৰিণাম-ক্রম-নিবন্ধ হইতে সেই অবিশেষকালে তৃত্ত্বেন্দ্রিয়সকল সংস্কৃষ্ট থাকিয়া বিভক্ত বা ব্যক্ত হয়। পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে, বিশেষের পব আৰ তত্ত্বান্তব নাই, যেহেতু বিশেষের তত্ত্বান্তব পৰিণাম নাই, তাহাদেব ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থা এই তিন পৰিণাম অগ্রে ব্যাখ্যাত হইবে (৩।১৩)।

টীকা। ১০।(১) বিশেষ=যাহা বহুতে সাধারণ নহে। অবিশেষ=যাহা বহুকারের সাধারণ উপাদান। বিশেষ=তৃত্ত্বেন্দ্রিয়াদি বোদ্ধশ সংখ্যক বিকার। অবিশেষ=তন্মাত্রনামক তৃত্ত্ব-কাবণ এবং অস্তিত্বাক্ষ ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্রের কাবণ। বিশেষ ষাড বা স্পন্দকব, ঘোব বা দুঃখকব ও মূঢ় বা মোহকব। অবিশেষ ষাড, ঘোব ও মূঢ় ভাবশূন্য। নীল, পীত, সধুব, অন্ন আদি নানাভেদ-যুক্ত ব্রহ্মই বিশেষ, তাহাশু ভেদবহিত ব্রহ্ম অবিশেষ। বোদ্ধশ বিকারের পাণ্ডিত্যিক সংজ্ঞা বিশেষ ও তাহাদেব ছয় প্রকৃতিব সংজ্ঞা অবিশেষ।

লিঙ্গমাত্র—মহত্ত্ব। যদিও প্রকৃতি হিসাবে তাহা অবিশেষ, তথাপি লিঙ্গ-শব্দই তাহাব বিশেষ সংজ্ঞা। লিঙ্গ অর্থে গমক বা জাপক, বাহা যাহাব গমক বা অহুমাগক, তাহা তাহাব লিঙ্গ। মহত্ত্ব আত্মাব ও অব্যক্তের গমক, তাই তাহা তাহাদেব লিঙ্গ। লিঙ্গমাত্র অর্থে স্বরূপ বা মূখ্য লিঙ্গ। ইন্দ্রিয়াদিও পুরুষ এবং প্রকৃতিব লিঙ্গ হইতে পাবে। বিস্তৃত তাহাবা য স্ব সাক্ষ্য কাবণেবই প্রধান লিঙ্গ। মহান পুণ্ড্রকৃতিব লিঙ্গমাত্র।

লিঙ্গ অখিল বস্তব ব্যঙ্গক, তন্মাত্র (সেই ব্যক্তকমাত্র) = লিঙ্গমাত্র, ইহা বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাখ্যা। অখিল বস্তব ব্যঙ্গক হিসাবে উহা লিঙ্গ নহে, কিন্তু উহা পুণ্ড্রকৃতিব লিঙ্গ।

অনিদ্র=প্রকৃতি। তাহা কাহাবও লিঙ্গ নহে, বেহেতু তাহাব আৰ কাবণ নাই। “ন বা কিঞ্চিৎ লিঙ্গযতি গম্যতীতি অনিদ্রম্” (ভোক্তব্যাজ)।

লিঙ্গ-পদেব অস্ত অর্থও কেহ কেহ কবেন, বধা—“লবং গচ্ছতীতি লিঙ্গম্” (অনিকন্ত বৃত্তি ৬।৭০)। তাহা হইলে অনিদ্র অর্থে বাহা আৰ লীন হব না।

বিশিষ্ট-লিঙ্গ, অবিশিষ্ট-লিঙ্গ, লিঙ্গমাত্র ও অলিঙ্গ এই চারি প্রকার পদার্থ গুণরূপ-বংশের পর্ব-স্বরূপ, তাই ইহাদেব গুণপর্ব বলা যায়।

১০।(২) সাধারণ যে জল, মাটি আদি তাহাবা তৃত্ত্বতত্ত্ব নহে। যাহা শব্দলক্ষণসত্তা, তাহাই আকাশ। সেইরূপ স্পর্শলক্ষণ, কণলক্ষণ, কললক্ষণ ও গন্ধলক্ষণ-সত্তা যথাক্রমে বায়ু, তেজ, অগ্নি ও ক্ষিতি নামক তত্ত্ব। শাস্ত্র বধা—“শব্দলক্ষণায়াশ্চ বায়ুস্ত স্পর্শলক্ষণাঃ। জ্যোতিষাঃ লক্ষণং কণাশ্চ অগ্নিস্ত কললক্ষণাঃ। বাসী সর্বভূতানাং পৃথিবী গন্ধলক্ষণাঃ” (অখমেধ পর্ব)। অতএব তত্ত্বদৃষ্টিতে ক্ষিত্যাদি তৃত্ত্বসকল গন্ধালিঙ্গ-সত্তামাত্র। মাটি, পেয় জল আদি পৃথীকৃত তৃত্ত্ব, অর্থাৎ তাহাবা সকলেই পঞ্চভূতের সমষ্টিবিশেষ।

অত্যাধিক কাবণদৃষ্টিতে দেখিলে দেখা যায় যে, আকাশ বায়ুব কাবণ, বায়ু তেজের, তেজ জলের এবং জলভূত ক্ষিতিভূতের নিম্নস্ত-কাবণ। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তথ্যাহুসন্ধান কবিলে দেখা যায় যে, শব্দতত্ত্ব ক্রম হইলে তাপ উৎপন্ন হয়, তাপ হইতে কণ, কণ (স্বর্বাণ্যক) হইতে সমস্ত রাসায়নিক ব্রব্য (উদ্ভিজ্জাদি) উৎপন্ন হয়, রাসায়নিক ব্রব্যেব হুম্ব চূর্ণই গন্ধজ্ঞানোৎপাদক। শাস্ত্রও

বলেন, (মহাভা., মোক্ষধর্ম, ভূতন্তব্যাজ-সংবাদ) ভূতসর্গের প্রথমে সর্বব্যাপী শব্দ হইয়াছিল, পবে বায়ু, পবে উষ্ণ তেজ, পবে ভবল জল, পবে কঠিন ক্রিতি হইয়াছিল। অতএব নিমিত্তদৃষ্টিতে দেখিলে বাহ্য ংশগুণক তাহা হইতে স্পর্শ, স্পর্শগুণক ব্রব্য হইতে রূপ ইত্যাদি প্রকাব ক্রম দেখা যাব। এইরূপে গন্ধাধাব ব্রব্য ংশাদি পঞ্চ লক্ষণের আধার হয়। বসাদাধাব পঞ্চব্যতীত চাবি লক্ষণের আধাব, রূপাধাব রূপাদি তিনের আধাব। স্পর্শাধাব দুইয়ের এবং ংশাধাব শব্দের বাদ্ আধাব। প্রলয়কালেও সেইরূপ ক্রিতি অপে, অপ্ তেজে ইত্যাদিরূপে লব হয়। বহিচ এইরূপে ব্যাবহাবিক ভূতভাব আকাশাদিক্রমে উৎপন্ন হয়, তাত্ত্বিক বা উপাদানদৃষ্টিতে সেইরূপ নহে। তাহাতে ংশতন্মাজ্জ স্থল ংশের কাষণ, স্পর্শতন্মাজ্জ স্থল স্পর্শের কাষণ ইত্যাদি ক্রম গ্রাহ।

ইন্দ্রিয়জ্ঞানের বা প্রহণের দৃষ্টিতে দেখিলে দেখা যায়, গন্ধজ্ঞান স্বল্প চূর্ণের সম্পর্ক হইতে হয়। বসজ্ঞান তবলিত-ব্রব্যজনিত বাসায়নিক ক্রিযাব দাবা হয়। উষ্ণতা হইতেই রূপজ্ঞান হয়, অর্থাৎ উষ্ণতাবিশেষ ও রূপ সঙ্গা সহজাবী\*। স্পর্শজ্ঞান বাববাব ব্রব্যবোগেই প্রধানতঃ হয়। আমাদেব স্বক বায়ুতে নিমজ্জিত, শীতোকরূপ স্পর্শজ্ঞান সেই বায়ুগত তাপ হইতেই প্রধানতঃ হয়। আব, শব্দজ্ঞানের সহিত অনাববগত বা কাক-এব জ্ঞান হয়। এইরূপে কাঠিন্ত-তাবল্য প্রভৃতি অবহাব সহিত ভূতজ্ঞানের সঙ্গ আছে। কাঠিন্ত-তাবল্যাদি কিন্তু তাপের তাবতম্য বাদ্ হইতে হয়, তাহাবা তাত্ত্বিক গুণ নহে। অতএব তত্ত্বদৃষ্টিতে সাক্ষাৎকাব কবিলে ভূতসকল কেবল ংশময় সঙ্গা, স্পর্শময় সঙ্গা ইত্যাদি হয়। ব্যবহাবতঃ সেই শব্দাদি সহিত সহজাবী কাঠিন্তাদিও গ্রাহ। লংমের দাবা ভূতজব কবিতে হইলে, কাঠিন্তাদি তাবও তন্মজ্জ গ্রহণ কবিতে হয়।

ক্রিযাদি ভূতাব বিশেষ। তাহাবা পঞ্চাদি তন্মাজ্জের বিশেষ। বিশেষ-পঞ্চ এছলে তিন অর্থে প্রযোজিত হইযাছে। (১) বজ্জ-রবড, শীত-উষ্ণ, নীল-শীত, মধু-অন্ন, স্বপ্ন-হর্গত্গ আদি ংশাদি য়ে ভেদ আছে, তাহাদেব নাম বিশেষ। ভূতসকল তাদৃশ বিশেষ, তন্মাজ্জ তাদৃশ বিশেষ-শুভ। (২) শান্ত, ঘোর ও মৃত এই তাবজবও বিশেষ, ংশাদি-বিশেষের শান্তাদিবিশেষ সহজাবী। বজ্জাদি-বিশেষের জ্ঞান না থাকিলে বৈবযিক স্বপ্ন, দুঃখ ও বোহ উৎপন্ন হয় না। (৩) ভূতসকল চবয় বিকাব বলিয়া (তাহাবা অন্ত বিকাবের প্রকৃতি নহে বলিয়া) বিশেষ। অতএব ভূতসকলের লক্ষণ এইরূপ—বাহা নানাবিধ ংশের গুণী এবং স্বখাদিকব, তাহাই আকাশ, সেইরূপ স্বখাদিকব নানা স্পর্শের গুণী বায়ু, তেজ আদিও সেইরূপ।

ইহাবা পঞ্চভূতস্বরূপ, গ্রাহ, এবং বিশেষ। ইন্দ্রিয়রূপ বিশেষ একাদৃশ লংখ্যক বলিয়া সাধাবণতঃ গণিত হয়, তাহাবা বিবিধ—বাহ ইন্দ্রিয় ও অন্তবিন্দ্রিয়। বাহোন্দ্রিয়গণ বাহু বিবযকে ব্যবহাব কবে। অন্তবিন্দ্রিয় মন বাহুকাবণাপিত ংশাদি ও অন্তবের অহুভবজাত স্বখাদি ও চেষ্টাদি বিবয লইযা ব্যবহাব কবে।

বাহোন্দ্রিয় সাধাবণতঃ বিবিধ বলিয়া গণিত হয়, বখা—জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মোন্দ্রিয়। প্রাণ উহাদেব অন্তর্গত বলিয়া পৃথক গণিত হয় না বটে, কিন্তু প্রাণও বাহোন্দ্রিয়। জ্ঞানেন্দ্রিয় সাত্ত্বিক, কর্মোন্দ্রিয় বাত্স এবং প্রাণ তাম্স। উহাবা প্রত্যেকে পঞ্চ পঞ্চ। জ্ঞানেন্দ্রিয় বখা—পঞ্চপ্রাণী কর্ণ, শীত ও

\* ব্রব্যবিশেষে এই উৎপত্ত তাবতম্য হয়। কলহাস অতার উৎপত্ত আলোকবান্ হয়, কিন্তু তাহাতেও oxidation-জনিত উৎপত্ত আছে। সূর্যের উৎপত্তজনিত আলোকেই বিবাতার্ণে আমাদেব সন্ত রূপজ্ঞান হয়।

তাপকপ স্পর্শগ্রাহী হৃৎ, রূপগ্রাহী চক্ৰ, বসগ্রাহী বসনা ও গন্ধগ্রাহী নাসা। কৰ্মেদ্রিয় বথা—  
বাক্য-বিষয়া বাক্, শিল্প-বিষয় পাণি, গমন-বিষয় পাদ, সলজ্জ-বিসর্গ-বিষয় পায়ু, প্রজনন-বিষয়  
উপহৃৎ\*। শ্রোণ, উদান, ব্যান, অপান ও সমান ইহাৰা পঞ্চ শ্রোণ। শ্রোণেৰ কাৰ্য শৰীৰেৰ বাহোন্তৰ  
বোধ্যাং ধাবণ, উদান-কাৰ্য ধাতুগত বোধ্যাং ধাবণ, ব্যানেৰ কাৰ্য চালনাং ধাবণ, অপান-কাৰ্য  
সমস্ত শাবীৰ মূলেৰ অপনমনকাৰী অংশেৰ ধাবণ, সমান-কাৰ্য সমনমনকাৰী অংশেৰ ধাবণ।  
( বিশেষ বিবৰণ 'সাংখ্যতন্ত্ৰালোকে' ও 'সাংখ্যীৰ শ্রোণতন্ত্ৰে' দ্ৰষ্টব্য )।

অন্তবিল্লিয মন। "মনঃ সংকল্পকমিচ্ছিয়ম্" (সাংখ্যাকাবিকা) অৰ্থাৎ মন বিষয়েৰ সংকল্পকাৰী।  
ইচ্ছাপূৰ্বক জ্ঞেয়াদি বিষয় ব্যবহাৰই সংকল্প। ( 'সাংখ্যতন্ত্ৰালোকে', ৩৫ শ্লোক )।

পঞ্চ ভূত, পঞ্চ বাহ্যেদ্রিয় ও মন, এই বোডন বিকাৰই বিশেষ। ইহাৰা অন্ত বিকাৰেৰ উপাদান  
নহে, ইহাৰা শেষ বিকাৰ।

১২। ( ৩ ) অবিশেষ বট্‌সংখ্যক। পঞ্চ ভূতেৰ কাৰণ পঞ্চতন্মাত্র এবং তন্মাত্র এ ইন্দ্ৰিয়েৰ  
কাৰণ অস্মিতা।

১ তন্মাত্র অৰ্থে 'সেই মাত্র' অৰ্থাৎ শব্দমাত্র, স্পর্শমাত্র ইত্যাদি। বজ্জ-ঋষভাদি বিশেষ-শৃঙ্গ হস্ত  
শব্দমাত্রট শব্দতন্মাত্র। স্পর্শাদিতন্মাত্রোবাও সেইরূপ। তন্মাত্রেৰ অপৰ সজ্জা পৰমাণু। পৰমাণু  
অৰ্থে 'কুত্ৰ কুত্ৰ মানা' নহে, কিন্তু এক-স্পর্শাদিৰ হস্ত অবস্থা। যে হস্ত অবস্থায় শব্দ-স্পর্শাদিৰ 'বিশেষ'  
নামক ভেদ অন্তৰ্গত হয়, তাহাৰ নাম তন্মাত্র। পৰমাণু অৰ্থে শব্দাদি গুণেৰ এইরূপ হস্তাবস্থা যে,  
তাহাৰ অবয়ববিত্তাৰেৰ 'ফুট জ্ঞান' হয় না। বস্তুতঃ তাহা কালেৰ ধাবাক্ৰমে জ্ঞাত হয়। যেমন,  
এক যখন চতুর্দিক ব্যাপিবা হয়, তখন তাহা মহাবয়বশালী বলিবা বোধ হয়, কিন্তু শব্দকে যখন  
কৰ্ণগত জ্ঞানরূপে কিছু হস্তভাবে ধ্যান করা বায়, তখন তাহা কালিক ধাবাক্ৰমে জ্ঞাত হয়, সেইরূপ।  
পৰমাণু-সাক্ষাৎকৰ্মেৰে কপাদি সমস্ত বিষয়ই সেই একাৰ ইন্দ্ৰিয়েৰ ক্রিয়াৰ হস্তভাবেৰূপে বোধ  
কৰিতে হয় বলিবা ক্রিয়াৰ জ্ঞায় কালিক-ধাবা-ক্ৰমে পৰমাণু জ্ঞানগোচৰ হয়। কিঞ্চ তাহা মহাবয়ব-  
রূপে অৰ্থাৎ খণ্ড্য অবয়ববিশেষ (বাহাৰ অবয়ব বিভাগযোগ্য, তৎখণ্ডকৰূপে) জ্ঞানগোচৰ হয় না। যে  
অবয়ব খণ্ড্য নহে, তাহাৰ নাম অণু-অবয়ব। তন্মাত্র সেইরূপ অণু-অবয়বশালী পদার্থ। অণু-অবয়ব  
অপেক্ষা কুত্ৰ অবয়ব জ্ঞানগোচৰ হয় না। সমাহিত চিত্তেৰ দ্বাৰা তাহা সাক্ষাৎ কৰিতে হয়। তদপেক্ষা  
হস্ত বাহ্য বিষয় সমাহিত চিত্তেৰও গোচৰ নহে ( কাৰণ চিত্ত তখন বাক্-বিষয় হইতে বিচ্ছিন্ন হয় )।  
সাংখ্যেৰ পৰমাণু অল্পমেৰ পদার্থমাত্র নহে, কিন্তু তাহা সাক্ষাৎকাৰযোগ্য বাহ্যপদার্থ।

একগুণক পদার্থ হইতে স্পর্শ, স্পর্শগুণক পদার্থ হইতে রূপ, রূপগুণক পদার্থ হইতে বস,  
বসগুণক দ্রব্য হইতে পঞ্চ, পূৰ্বোক্ত এই নিয়ম তন্মাত্রপক্ষে প্রযোজ্য নহে। তন্মাত্রসকল অহংকাৰ

\* সাধারণতঃ পাণিৰ কাৰ্য শ্রোণ বলিয়া উক্ত হয়। উহা সম্পূর্ণ পাণিৰ্ণ নহে। তাহাতে ভাগকেও পাণিৰ্ণ বলা  
যিয়ে। বস্তুতঃ পাণিৰ কাৰ্য শিল্প, শাস্ত্র বথা—“বিন্দু শিল্পকৃত্তিঃ বর্ষ তেবাং চ কথ্যতে” ( বিষ্ণুস্মৃতি )।

সেইকপ সাধারণতঃ উপায়েৰ কাৰ্য আনন্দমাত্র বলিবা কথিত হয়। উহাও সত্য। আনন্দ কাৰ্য নহে, কিন্তু বোধবিশেষ।  
উপহৃৎ-কাৰ্যেৰ সহিত সাধারণতঃ আনন্দ সমুচ্চ থাকে বলিয়া এইরূপ কথিত হয়। পবিত্র উপহৃৎ কাৰ্য প্রজনন, শাস্ত্র বথা—  
“প্রজনানন্দমোঃ শেখো নিদর্শে পাণ্ডুরিচ্ছিয়ম্” ( সৌদামণ্য, ২১০ অধ্যায় )। বীজসেক ও প্রসন্নরূপ কাৰ্য উপহৃৎ। উহা  
আনন্দ ও গীড়া উত্তমভাব-বৃত্তিই হইতে পাবে। মৌলিপাদ্যচাৰ্যও বলেন, আনন্দ অৰ্থে প্রজনন, কাৰণ, পুত্ৰ ভগ্নিলে আনন্দ হয়।

হইতে হইয়াছে। গন্ধজ্ঞান কথা-যোগে উৎপন্ন হয়, তজ্জাত গন্ধতন্মাত্রাজ্ঞান বাহ্য হইতে হয়, তাহাতে বস, রূপ, স্পর্শ এবং শব্দজ্ঞানও হইতে পারে। এইরূপে গন্ধতন্মাত্রা একলক্ষণ, স্পর্শ দ্বিলক্ষণ, রূপ ত্রিলক্ষণ, বস চতুর্লক্ষণ ও গন্ধতন্মাত্রা পঞ্চলক্ষণ বলা যাইতে পারে। স্বরূপতঃ সাক্ষ্যকালকালে কিন্তু এক এক তন্মাত্রা অকীয় লক্ষণেব জাবাই সাক্ষ্যকৃত হয়।

১২। (৪) অস্মিতা = অস্মিব (আস্মিব) ভাব অর্থাৎ অভিমান। অস্মিতা অর্থে আমিধ্ব বুদ্ধিও হয়। এখানে অস্মিতা অর্থে অভিমান। কবণ-শক্তিসমূহেব সহিত চেতন্যেব একাত্মকতাই অস্মিতা, ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। সেই হিসাবে বুদ্ধি অস্মিতামাত্র বা চব্বয় অস্মিতাশব্দক। অস্মিতা-মাত্র সর্বদলে মহৎ নহে, এখানে উহা ষড়্বিধেব সাধাবণ উপাদানরূপে সাধাবণ অস্মিতামাত্র। সর্বেশ্বিয়ে সাধাবণ উপাদানরূপ অভিমান এবং বুদ্ধি উভয়েকেই অস্মিতামাত্র বলা যায়। অস্মীতিমাত্র বলিলে মহৎকেই বুঝায়।

অগব কবণেব সহিত আত্মাব সঙ্কটভাবও অস্মিতা। তাহাতে প্রত্যয় হয় যে, ‘আমি জবণ-শক্তিমান’ ইত্যাদি। অতএব কবণশক্তিব সহিত আস্মিব যোগই অর্থ্য অভিমানই অস্মিতা হইল। বস্তুতঃ ইন্দ্রিয়সকল অস্মিতাব এক একপ্রকার অবস্থামাত্র। বাহ্য হইতে ইন্দ্রিয়গণকে ভূতের হৃদয়-বিশেষরূপে দেখা যায়। যে আধ্যাত্মিক শক্তিব দ্বারা ভূতগণ ব্যুহিত হয়, তাহাই প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়। অধ্যাত্মশক্তি বস্তুতঃ আমিত্বেব ভাববিশেষ বা অভিমান। অভিমান থাকাতাই সমস্ত পবীৰকে ‘আমি’ বলিয়া প্রত্যয় হয়। জানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয়, প্রাণ ও চিত্ত সেই অভিমানেব এক একপ্রকার অবস্থা বা বিকাশ। যেমন চক্ষু-চক্ষুর্গত বা চক্ষুঃশব্দক অভিমান। তাহা রূপ নামক ক্রিয়াব দ্বারা সক্রিয় হইলে রূপজ্ঞান হয়। রূপজ্ঞান অর্থে রূপেব সহিত জ্ঞাতাব অবিভক্ত প্রত্যয় বা একাত্ম্যেব প্রত্যয়। বাহ্য ক্রিয়া হইতে চক্ষু-রূপ আমিত্বেব যে বিকাশ, তাহা জ্ঞাতাতে আবোপিত হওয়াই অজ্ঞ কথায় রূপজ্ঞান। এই জ্ঞাতাব এবং জ্ঞেয়েব সঙ্কটভাব অর্থ্য ‘আমি রূপজ্ঞানবান’ এইরূপ ভাবই অস্মিতা নামক অভিমান। ইন্দ্রিয়েব প্রকৃতি বা সাধাবণ উপাদান এই অস্মিতামাত্র নামক বস্তু অবিশেষ।

১২। (৫) সত্তামাত্রা-আত্মা = ‘আমি আছি’ বা আমি-মাত্র এইরূপ ভাব। বুদ্ধিত্বেব বা মহত্ত্বেব গুণ = নিশ্চয়। নিশ্চয় ও সত্তা অবিভাবী। বিষয়নিশ্চয় ও আত্মনিশ্চয় উভয়েই বুদ্ধিব গুণ, তন্মধ্যে আত্মনিশ্চয়েই নিশ্চয়েব শেষ, তজ্জাত তাহা বুদ্ধিব স্বরূপ। বিষয়নিশ্চয় বুদ্ধিব বিকাশ বা বিরূপ। অতএব আমি আছি বা অস্মীতি প্রত্যয় বা সত্তামাত্রাআত্মাই মহত্ত্ব। এখানে অস্মি শব্দ অব্যয় পদ, তাহাব অর্থ ‘আমি’।

প্রথমে ‘আমি’ এইরূপ ভাবমাত্র থাকিলে, তবে ‘আমি দর্শক (কণ্ঠ্য), শ্রোতা, জ্ঞাতা, গতা’ ইত্যাদি আমিত্বেব বিকাশভাব হইতে পারে। এই বিকাশভাবই অভিমান বা অহংকাব। অতএব অস্মীতিমাত্রস্বরূপ মহত্ত্ব হইতে অহংকাব উৎপন্ন হয় বা মহত্ত্ব অহংকাবেব কাবণ।

এইরূপে আত্মভাবকে বিজ্ঞেয় কবিলে দেখা যায় যে, মহৎ সর্ব প্রথম ব্যক্তভাব, তাহাব বিকাশ অহংকাব বা অস্মিতা, অস্মিতাব বিকাশ ইন্দ্রিয়গণ। একাদি তন্মাত্রাও অস্মিতাব বিকাশ। একাদিব জ্ঞানরূপ অংশ আমাতেব অস্মিতাব বিকাশ। আদ্য, যে বাহ্য ক্রিয়া হইতে একাদি উৎপন্ন হয়, তাহা বিবাহী ব্রহ্মাব অস্মিতাব বিকাশ, স্তব্ধবা একাদি উভয়েকেই অস্মিতাবিকাচ হইল।

ভাস্কর্য্যাব বলিয়াছেন, ‘মহত্তেব তন্মাত্রা ও অস্মিতারূপ ছব অবিশেষ-পরিণাম।’ সাংখ্য বলেন,



মহং হইতে অহংকাব, অহংকাব হইতে পঞ্চতন্মাত্র। কেহ কেহ বলেন, ইহা নাংখ্য ও যোগেব মতভেদ। উহা যথার্থ নহে। বস্তুতঃ ভাস্ক্যকাবেব বস্তুখ্য এই—লিঙ্গমাত্র ছব অবিগিষ্ট লিঙ্গেব কাবণ। অধিশেষসকলকে একজাতি কবিয়া লিঙ্গমাত্রকে তাহাঙ্গেব কাবণ বলিবাছেন। অধিশেষসকলেব মধ্যেও বে কাবণকাৰ্ধক্রম আছে, তাহা তদ্বৃষ্টিতে ভাস্ক্যকাব গ্রহণ কবেন নাই। গন্ধতন্মাত্রের কাবণ একেবাৰেই মহং নহে, কিন্তু পৰম্পৰাক্রমে মহং তাহাৰ কাবণ। এইৰূপে ভাস্ক্যকাব গুণসকলকে একেবাৰেই বোডশ বিকাবেব কাবণ বলিবাছেন। গুণসকল কিন্তু মূল কাবণ। ১।৪৫ সূত্রেব ভাস্ক্যে ভাস্ক্যকাব তন্মাত্রের কাবণ অহংকাব, অহংকাবেব কাবণ মহত্ত্ব, এইৰূপ ক্রম বলিবাছেন, ৩।৪৭ সূত্রেভাস্ক্যেও এইৰূপ বলিবাছেন।

১২।(৬) মহত্ত্বের কাৰ্ধ ছব অধিশেষ। মহং হইতে অহংকাব বা অগ্নিতা, অগ্নিতা হইতে ষষ্ঠতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, কণ্ঠতন্মাত্র ইত্যাদি ক্রমেই মহং হইতে অধিশেষসকল বিকসিত হয়।

অতএব মহং হইতে একেবাৰেই ছব অধিশেষ হইবাছে এ মত যথার্থ নহে, ভাস্ক্যকাবেবও তাহা বস্তুক্য নহে। মহান্ আত্মা হইতে অহংকাব, অহংকাব হইতে পঞ্চতন্মাত্র এবং প্রত্যেক তন্মাত্র হইতে প্রত্যেক ভূত, এট ক্রমই যথার্থ। আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজ ইত্যাদি ক্রম বেবল গন্ধাদি জ্ঞানেব সহভাবী কাঠিন্যাদি (৩।৪৪) নব্বন্ধেই থাকে। উহা নৈমিত্তিক দৃষ্টি, কিন্তু তাত্ত্বিক বা ঔপাদানিক দৃষ্টি নহে। ষষ্ঠজ্ঞান কখনও স্পর্শজ্ঞানেব উপাদান হইতে পাৰে না, তবে ষষ্ঠজ্ঞানকণ নিমিত্তেব দ্বাৰা অগ্নিতাকণ উপাদান পৰিবাৰিত হইবা স্পর্শজ্ঞানকণ ব্যক্ত হইতে পাৰে (২।১২ [২] ব্রহ্মব্য)। অতএব হৃদ-শব্দই স্কুল-শব্দেব উপাদান হইতে পাৰে। তাহাৰ ব্রহ্ম লিঙ্গ হয় বে, শব্দতন্মাত্র হইতে আকাশভূত, স্পর্শতন্মাত্র হইতে বায়ুভূত ইত্যাদি। অতএব অগ্নিতা হইতে প্রত্যেক তন্মাত্র হইবাছে এবং প্রত্যেক তন্মাত্র হইতে তাহাঙ্গেব অল্পকণ প্রত্যেক ভূত হইবাছে।

প্রথম ব্যক্তি বে মহং তাহা হইতে ক্রমশঃ ছব অধিশেষ উৎপন্ন হয়। তাহাৰা বোডশ বিকাবকণ চৰম বিকাশ বা বিবৃদ্ধিকাঠা প্রাপ্ত হয়। বিলম্বকালে বিলোমক্রমে মহত্ত্বের উপনীত হইবা অবস্ক্যতা প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ ব্যাপাবেব ন্যাকৃ অভাবে যখন মহং লীন হয়, তখন তাহাতে লীন বিশেষ এবং অধিশেষও মহত্তের গতি প্রাপ্ত হয়। মহং লীন হইলে সেই অবস্থাব কোন ব্যাপাবকণ ব্যস্ক্যতা থাকে না, তাই তাহাৰ নাম অব্যক্ত। সেট অলিঙ্গ প্রধানেব আবও ববেকটি বিশেষণ ভাস্ক্যকাব দিবাছেন, তাহাৰা ব্যাখ্যা হইতেছে।

নিস্তাসত্ত্ব—সত্তা ও অসত্তা-হীন। সত্তা অর্থে সত্তেব ভাব। সমস্ত সৎ বা ব্যক্ত পদার্থ পুরুষার্থ-সাধক, অতএব সত্তা—পুরুষার্থক্রিয়া-সাধকতা। আমাদেব নিকট সাধাবণ অবস্থাব সত্তা ও পুরুষার্থক্রিয়া অবিনাভাবী। অলিঙ্গাবস্থাব পুরুষার্থক্রিয়া থাকে না বলিবা প্রধান নিস্তত্ত্ব। আব তাহা অভাব পদার্থ নহে বলিবা (যেহেতু তাহা পুরুষার্থক্রিয়ার শক্তিকণ কাবণ) অসত্তও নহে। অতএব তাহা নিস্তাসত্ত্ব।

নিসদস্যং—সৎ বা বিজ্ঞান, অসৎ বা অবিজ্ঞান, বাহা মহাদ্বিবি মতস্য অর্থাৎ অর্থ-ক্রিয়াকাৰী বা নাক্ষ্য জ্ঞেব নহে এবং মহাদ্বিবি কাবণ বলিবা অবিজ্ঞানও নহে, তাহা নিসদস্যং। সৎ—অর্থক্রিয়া-কাৰী। সত্তা—অর্থক্রিাব ভাব। নিস্তাসত্ত্ব এবং নিসদস্যং ঐ দুই দিক হইতে প্রযুক্ত হইবাছে।

নিবসৎ—প্রধানকে বেহ নিভাস্ত তুচ্ছ বা অবিজ্ঞান পদার্থ মনে না-কবে তজ্জ্ঞ ভাস্ক্যকাব পুনশ্চ নিবসৎ পদ পৃথক উল্লেখ করিবাছেন। অব্যক্ত প্রধান জ্ঞেব বটে, কিন্তু ব্যক্ত মহাদ্বিবি মত

শাক্যং জ্ঞেয় নহে। মহাদ্বাদি ক্রিয়মাণভাবে জ্ঞেয়, আব প্রধান সর্বক্রিয়াব শক্তিকপে জ্ঞেয়। তাহা অল্পমানেন বা জ্ঞেয়।

অতএব প্রধান নিবসৎ বা ভাবপদার্থবিশেষ। অব্যক্ত—বাহ্য ব্যক্ত বা শাক্যংকাবযোগ্য নহে। সমস্ত ব্যক্তি যে অবস্থায় নীল হয়, সেই অবস্থাব নাম অব্যক্তাবস্থা। “অব্যক্তং ক্ষেত্রলিঙ্গং গুণানাং প্রভবাপ্যয়ম্। সদ্ধা পশ্চাদ্যহং নীলং বিজ্ঞানাসি শৃণোমি চ ॥” (মহাভা।)।

১০।(৭) প্রকৃতি উপাদান হইলেও মহাদ্বাদি ব্যক্তিসকল পুরুষার্থতাব দ্বাবা (পুরুষোপ-দর্শনের দ্বাবা) অভিব্যক্ত হয়। অতএব পুরুষার্থ মহাদ্বাদি ব্যক্তাবস্থাব হেতু বা নিমিত্ত-কাবণ। কিন্তু পুরুষার্থ অব্যক্তাবস্থাব হেতু নহে। নিত্য প্রধান আছে বলিবা ই তাহা পুরুষার্থেব দ্বাবা পবিণাম প্রাপ্ত হইবা মহাদ্বাদিকপে অভিব্যক্ত হয়। মহাদ্বাদিবা পবিণামক্রমে অনাদি বটে, কিন্তু পুরুষার্থেব সমাপ্তি হইলে প্রত্যক্ষমিত হয় বলিবা তাহাবা অনিত্য। উদীয়মান ও নীলমান সত্তা বলিবাও তাহাবা অনিত্য।

১০।(৮) যত প্রকাব ব্যক্ত পদার্থ আছে, তাহাবা সব গুণাশ্রয়ক, অতএব গুণজন্মেব লয় কুজাপি নাই। অব্যক্ত অবস্থাও গুণজন্মেব সাধ্যাবস্থা, তাহা ব্যক্ত পদার্থেব লয় বটে, কিন্তু গুণজন্মেব লয় নহে। ব্যক্তিব উদয়ে ও লয়ে গুণজন্মও যেন উদ্ভিতব্য ও নীলব্য প্রতীত হয়, কিন্তু বাস্তবিক-পক্ষে গুণজন্মেব তাহাতে ক্ষয়-বৃদ্ধি হয় না ও হইবা সত্তাবনা নাই। ব্যক্ত না থাকিলে গুণজন্ম অব্যক্তভাবে থাকে। এ বিষয়ে ভাস্কর্য্যকাবের দৃষ্টান্তেব অর্থ এই—গো না থাকিলে দেবদত্ত দুর্গত হয়, থাকিলে হয় না। যেমন গোবৃদ্ধ বাহু পদার্থ থাকে ও না থাকে ই দেবদত্তেব অদুর্গততাব ও দুঃস্থতাব কাবণ, কিন্তু দেবদত্তেব শাবাবিক বোণাদি যেমন তাহাব কাবণ নহে, সেইরূপ ব্যক্তিসকলেব ইদম-ব্যব গুণজন্মকে উদ্ভিত ও ব্যমিত হইবা সত কবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মূল কাবণ ত্রিগুণ উদ্ভিত ও নীল হয় না। তাহাদেব আব অল্প কাবণ নাই বলিবা তাহাদেব উদয় (কাবণ হইতে উদ্ভব) ও নাশ (স্বকাবণে লয়) নাই।

১০।(৯) ক্রমানতিক্রমহেতু—সর্গক্রম অতিক্রম কবা সম্ভব নহে বলিবা। অব্যক্ত হইতে মহান্, মহান্ হইতে অহংকাব, অহংকাব হইতে তন্মাত্র ও ইন্দ্ৰিব, তন্মাত্র হইতে সূত, এইরূপ সর্গক্রম পূর্বে উক্ত হইয়াছে তাদৃশ ক্রমেই সর্গ হয়, তাহা বৃদ্ধিতে হইবে। পূর্বে ভাস্কর্য্যকাব ক্রমেব কথা স্পষ্ট না বলিবা এখানে তাহা বলিলেন।

বিশেষলকলেব তত্ত্বাস্তব-পবিণাম নাই। শব্দগুণক আকাশ-সূত অল্প কোনও তত্ত্বে পবিণত হয় না। তত্ত্ব অর্থে সাধাবণ উপাদান, যেমন বাহু ভৌতিক জগতেব সাধাবণ উপাদান আকাশ, বায়ু ইত্যাদি। তাহাবা এক এক জাতীয প্রমাণেব দ্বাবা প্রমিত হয়। স্থূল তত্ত্ব বিতর্কীভূগত সমাবিরূপ প্রমাণেব দ্বাবা সম্যক প্রমিত হয়। সেই প্রমাণেব দ্বাবা আকাশাদি স্থূল সূত ও স্রোজাদি স্থূল ইন্দ্ৰিবগণকে আব বিশ্লেষ কবা যায় না। শব্দেব বা রূপেব নানা ভেদ আছে বটে, কিন্তু সমস্তই শব্দ ও রূপ-লক্ষণেব অন্তর্গত, সূতবা তাহাদেব তত্ত্বাস্তব পবিণাম নাই। সেইরূপ অনেক প্রাণীতে অনেক প্রকাব ভেদনিশিষ্ট চক্ষু হইতে পাবে, কিন্তু সমস্তই চক্ষু-তত্ত্ব, তাহাদেব মধ্যে চক্ষু-তত্ত্বেব অল্প তত্ত্বে পবিণাম নাই। এইরূপ বলা হইবাছে, বিশেষেব তত্ত্বাস্তব পবিণাম নাই। স্বয়মতব প্রমাণবলে (বিচারাত্মগতসমাধিবলে) বিশেষকে স্বকাবণ অবিশেষকপে প্রমিত কবা যায়।

ভাষ্যম্ । ব্যাখ্যাতং দৃশ্যম্, অথ ব্রহ্মঃ স্বরূপাবধারণার্থমিদমাবভ্যতে—

দৃষ্টা দৃশ্যমাত্রঃ শুদ্ধোহপি প্রত্যয়ানুপপত্ত্যঃ ॥ ২০ ॥

দৃশ্যমাত্র ইতি দৃকশক্তিরেব বিশেষণাপবায়ুষ্ঠেত্যর্থঃ । স পুরুষো বুদ্ধেঃ প্রতিসংবেদৌ । স বুদ্ধেঃ ন সৰূপো নাত্যন্তং বিরূপ ইতি । ন তাবৎ সৰূপঃ, কস্মাৎ ? জ্ঞাতাজ্ঞাতবিষয়ভাৎ পৰিণামিনী হি বুদ্ধিঃ, তত্শাস্ত্র বিধয়ো গবাদির্ঘটাদির্বা জ্ঞাতশ্চা-জ্ঞাতশ্চেতি পৰিণামিক দর্শয়তি । সদাজ্ঞাতবিষয়ত্ব পুরুষস্ত অপরিণামিত্বং পরি-দীপয়তি, কস্মাৎ ? ন হি বুদ্ধিঞ্চ নাম পুরুষবিষয়ন্ত তদা গৃহীতাহংগৃহীতা চ, ইতি সিদ্ধং পুরুষস্ত সদাজ্ঞাতবিষয়ত্ব, ততশ্চাপৰিণামিত্বমিতি ।

কিঞ্চ পৰার্থা বুদ্ধিঃ সহত্যকারিভাৎ, স্বার্থঃ পুরুষ ইতি । তথা সৰ্বার্থাধ্যবসায়কভাৎ ত্রিগুণা বুদ্ধিঃ, ত্রিগুণবাদচেতনেতি, গুণানাং তূণত্রয়া পুরুষ ইতি, অতো ন সৰূপঃ । অস্ত তর্হি বিরূপ ইতি ? নাত্যন্তং বিরূপঃ, কস্মাৎ ? শুদ্ধোহিপ্যসৌ প্রত্যয়ানুপপত্ত্যো, যতঃ প্রত্যয়ং বৌদ্ধমহুপপত্ততি তদাহুপপত্ত্যং তদাঙ্গাপি তদাঙ্গক ইব প্রত্যবভাসতে । তথা চোক্তম্ “অপরিণামিনী হি ভোক্তৃশক্তিরপ্রতিসংক্রমা চ পরিণামিভূত্বার্থে প্রতিসংক্রান্তেব তদ্ব্যস্তিমহুপপত্ততি তদ্যাশ্চ প্রাপ্তচৈতন্যোপগ্ৰহরূপায়া বুদ্ধিরন্তেরনুকারণমাত্রতয়া বুদ্ধিরভ্যবিশিষ্টা হি জ্ঞানবৃত্তিরিত্যধ্যায়তে” ॥ ২০ ॥

ভাষ্যানুবাদ—দৃশ্য ব্যাখ্যাত হইল, অনন্তব ব্রহ্মের স্বরূপাবধারণার্থ এই ব্রহ্ম আবস্ত হইতেছে—

২০। ব্রহ্মা দৃশ্যমাত্র বা চিন্মাত্র, শুদ্ধ ( গুণরূপেব অসঙ্গী ) হইলেও তিনি প্রত্যয়ানুপপত্ত ( বুদ্ধি-বৃত্তির উপদর্শনকাবক ) । সু

‘দৃশ্যমাত্র’ ইহার অর্থ ‘বিশেষণেব ঘা বা অপবায়ুষ্ঠে দৃকশক্তি’ (১) । সেই পুরুষ বুদ্ধির প্রতিসংবেদী । তিনি বুদ্ধির সৰূপও নহেন আব অত্যন্ত বিরূপও নহেন । সৰূপ নহেন—কেননা, বুদ্ধি জ্ঞাতাজ্ঞাতবিষয় বলিয়া পৰিণামী । বুদ্ধিব গবাদি (চেতন) বা ঘটাদি (অচেতন) বিষয়, (পৃথক বর্তমান থাকিয়া বুদ্ধিকে উপরক্ত কবতঃ) জ্ঞাত হব এবং (উপবক্ত না কবিলে) অজ্ঞাত হব । জ্ঞাতাজ্ঞাতবিষয়তা বুদ্ধিব পৰিণামিত্ব প্রমাণ কবে । আব সদা-জ্ঞাতবিষয় পুরুষেব অপৰিণামিত্ব পৰিণীপিত কবে, যেহেতু পুরুষবিষয়া বুদ্ধি কখন গৃহীতা ও অগৃহীতা হব না (অর্থাৎ সদাই গৃহীতা হয়) । এইরূপ পুরুষেব সদাজ্ঞাতবিষয়ত্ব সিদ্ধ হব (২) । অতএব (পুরুষেব সদাজ্ঞাতবিষয়ত্ব সিদ্ধ হইলে) তাহা হইতে পুরুষেব অপৰিণামিত্ব সিদ্ধ হব ।

কিঞ্চ বুদ্ধি সহত্যকারিভূত পৰার্থ, আব পুরুষ স্বার্থ (৩) । পবঞ্চ বুদ্ধি সৰ্বার্থনিশ্চয়কাবিকা বলিয়া ত্রিগুণা এবং ত্রিগুণকহেতু অচেতন । পুরুষ গুণসকলেব উপব্রহ্ম (৪) । এই সকল কাবণে পুরুষ বুদ্ধিব সৰূপ (সমজাতীয়) নহেন । তবে কি বিরূপ ? না, অত্যন্ত বিরূপও নহেন (৫) । কেননা, শুদ্ধ হইলেও পুরুষ প্রত্যয়ানুপপত্ত, যেহেতু পুরুষ বুদ্ধিসম্ভব প্রত্যবসকলকে অহুদর্শন কবেন । তাহা অহুদর্শন কবিয়া তদাঙ্গক না হইবাও তদাঙ্গকেব ভাব প্রত্যবভাসিত হন । তথা (পুরুষবিষেব

দ্বাৰা) উক্ত হইয়াছে, “ভোক্তৃশক্তি (পুংলিঙ্গ) অপবিণামিনী এবং অপ্রতিসংক্রমা (প্রতিসংক্রমা-শূন্য), তাহা পবিণামী অর্থে (বুদ্ধিতে) প্রতিসংক্রান্তেব ত্বাম হইয়া তাহাব (বুদ্ধিব) বৃত্তিসকলেব অহুপাতী হব। আব চৈতন্ত্যোপবাগপ্রাপ্ত বুদ্ধিবৃত্তিব অহুকারবান্বেব দ্বাৰা সেই ভোক্তৃশক্তিব জ্ঞান-স্বৰূপা বৃত্তি বুদ্ধিবৃত্তি হইতে অবিশিষ্টা বলিবা আখ্যাত হব অথবা চিতিব সহিত অবিশিষ্টা বুদ্ধিবৃত্তি জ্ঞানবৃত্তি বলিবা কথিত হব (৬)।”

টীকা। ২০।(১) ঞ্ঠা=অবিকারী জ্ঞাতা, গ্রহীতা=বিকারী জ্ঞাতা, ঞ্ঠা ও গ্রহীতা সদৃশ, কিন্তু এক নহে। ঞ্ঠা সদাই স্ব-ঞা, গ্রহীতা, জ্ঞানকালে গ্রহীতা, জ্ঞাননিবোধে নহে। ‘আমি ঞ্ঠা’ এইরূপ বুদ্ধিই গ্রহীতা।

দৃশিমাং—দৃশি অর্থে জ্ঞ বা চিং বা স্ববোধ। যে বোধেব জ্ঞত্ব কবণেব অপেক্ষা নাই, তাহাই দৃশি। ‘আমি আছি’ এইরূপ বোধ আমবা অহুভব কবিবা পবে বলি। উহাতে কবণেব অপেক্ষা আছে, যেহেতু উহা বুদ্ধিবিশেষ। কিন্তু ‘আমি’ এইরূপ ভাবেবও বাহা হুল বাহা এই ভাবেবও পূর্বে থাকে এবং দ্বাহাকে বাক্যেব দ্বাৰা প্রকাশ কবিবাব চ্ঠা কবি, তাহা কবণ-সাপেক্ষ নহে। শ্রুতিও বলেন, “বিজ্ঞাতাবসময়ে কেন বিজ্ঞানীবাং”, “ন হি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতেবিশবিলোশো বিভক্তে” (বৃহ. উপ.)। কবণেব বিষয় দৃশ্য, কবণও দৃশ্য। অভএব দ্বাহা ঞ্ঠা, তাহা কবণেব বিষয় নহে। ঞ্ঠাব অন্তর্গত অর্থাৎ ঞ্ঠাব স্বরূপ যে বোধ, তাহা হুতবাং স্ববোধ। ঞ্ঠা=স্ব-ঞা অর্থাৎ ‘আমি জ্ঞাতা’ এইরূপ স্ব-বিষয়ক বুদ্ধিব ঞ্ঠা।

বক্তব্য দৃশ্য আছে ততক্ষণ পুংলিঙ্গে ভাবাতে ঞ্ঠা বলা বাব, কিন্তু দৃশ্য লব্ব হইলে তখনও তাহাকে কিকপে ঞ্ঠা বলা বাব—এই পক্ষা হইতে পাবে। তদ্বস্তবে বক্তব্য, ‘ঞা’ এই ভাবা ব্যবহাব না কবিলেও কোন ক্ষতি নাই, তখন ‘চিতিশক্তি’, ‘চৈতন্ত্য’ এইরূপ শব্দ ব্যবহার্য। আব, ঞ্ঠা-পদ ব্যবহাব কবিলে তখন চিন্তাশক্তিব ঞ্ঠা বলিতে হইবে। এইরূপ ভাবা ব্যবহাবেব জ্ঞত্ব প্রকৃত পদার্থেব কোন অন্তথা হব না ইহা স্ববণ বাখিতে হইবে। চিং ঞ্ঠাব ধর্ম নহে, কাবণ, ধর্ম ও ধর্মী=দৃশ্য, জ্ঞাতাজ্ঞাত-ভাববিশেষ। চিংও বাহা ঞ্ঠাও তাহা, তন্মন্ত ঞ্ঠাকে চিত্রণ বলা হব।

দৃশিমাং এই পদেব ‘দ্বাং’ পদেব দ্বাৰা সমস্ত বিশেষণ-শূন্য বা ধর্ম-শূন্য বুঝায়। অর্থাৎ সর্ব-বিশেষণ-শূন্য যে বোধ তাহাই ঞ্ঠা (সাংখ্যসূত্র—নিগুপ্ণদ্বার চিত্তর্মা)। পক্ষা হইতে পাবে, তবে চিতিশক্তিকে ‘অনন্তা, অপ্রতিসংক্রমা’ প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত কবা হব কেন?

বস্ত্ত: ‘অনন্ত’ বিশেষণ বা ধর্ম নহে, কিন্তু ধর্ম-বিশেষেব অভাব। ‘অপ্রতিসংক্রমা’ও সেইরূপ। সান্ত্তাদি ব্যাপী ও প্রধান প্রধান যে বিশেষণ, তাহাদেব সকলেব অভাব উল্লেখ কবিবা ‘সর্বধর্মাতাব’ যে কি, তাহা প্রস্ফুট কবা হব। অন্তবস্ত্তা, বিকাবশীলতা প্রভৃতি দৃশ্যেব সাধাবণ ধর্মসকল নিবেদ কবিবা ঞ্ঠাকে লক্ষিত কবা হব।

পুংলিঙ্গ বুদ্ধিব প্রতিসংবোধী। এত বাক্যেব অর্থ পূর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। (১৭ সূত্রেব এ টীকা ঞ্ঠব্য)।

২০।(২) বুদ্ধি হইতে পুংলিঙ্গে ভেদ যে যে ভেদক লক্ষণে বিজ্ঞাত হওয়া বাব, তাহা ভাষ্যকাব বলিবাছেন, তাহাবা ধ্বা—(ক) বুদ্ধি পবিণামী, পুংলিঙ্গ অপবিণামী, (খ) বুদ্ধি পবার্ধ, পুংলিঙ্গ বার্ধ, (গ) বুদ্ধি অচেতন, পুংলিঙ্গ চেতন বা চিত্রণ।

এইরূপে পুংলিঙ্গে ও বুদ্ধিব ভিন্নতা জানা বাব। তাহাবা ভিন্ন হইলেও তাহাদেব কিছু সাদৃশ্য

আছে। অবिवেকবশতঃ বুদ্ধি ও পুরুষের একত্ব-খ্যাতিই সেই সাদৃশ্য, অর্থাৎ অবिवেকবশতঃ পুরুষ বুদ্ধির মত ও বুদ্ধি পুরুষের মত প্রতীত হয়।

যে যে বুদ্ধির দ্বারা বুদ্ধি ও পুরুষের সাদৃশ্য ও ভেদ আবিষ্কৃত হয়, ভাষ্যোক্ত সেই বুদ্ধিসকল বিশদ কৰা যাইতেছে। বুদ্ধির বিষয় জ্ঞাতাজ্ঞাত, তাই বুদ্ধি পৰিণামী, আব পুরুষের বিষয় সদাজ্ঞাত, তাই পুরুষ অপৰিণামী। ইহা প্রথম বুদ্ধি।

বুদ্ধির বিষয় গোষ্ঠটাদি\* জ্ঞাত হয় এবং অজ্ঞাত হয়। গো বধন বুদ্ধিতে প্রকাশিত হইয়া স্থিত হয়, তখন গো-বিষয়াকারী হয়, তাহাই পবে বটাদি-আকারী হয়।

ফলে, পুরুষকে বিষয় কৰিষা যে পুরুষের মত বুদ্ধিবৃত্তি হয়, তাহাব লক্ষণ সদাজ্ঞাতত্ব। পুরুষ-বিষয়া = পুরুষ বিষয় বাহ্যাব। অথবা ‘পুরুষ-বিষিত্য উৎপন্ন’ এইকণ অর্থও হয়। পুরুষ-বিষয়া বুদ্ধি বা গ্রহীতা সদাই ‘জ্ঞাতা’ বলিষা বোধ হয়, আব শব্দাদি-বিষয়া বুদ্ধি তাহা হয় না, কিন্তু জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বলিষা বোধ হয়। পুরুষ বুদ্ধিকে বিষয় কৰিলে বা প্রকাশ কৰিলে বুদ্ধিও পুরুষকে বিষয় কৰে অর্থাৎ নিজের প্রকাশের মূলীভূত স্রষ্টাকে ‘স্রষ্টাহম্’ বলিষা জানে। অতএব পুরুষের বিষয় বুদ্ধি ও বুদ্ধির বিষয় পুরুষ এই দুই কথা প্রায় এক।

সংক্ষেপতঃ বুদ্ধির বিষয় বা বুদ্ধিপ্রকাশ শব্দাদি একবার জ্ঞাত ও পবে অজ্ঞাত হওয়াতে ঐ-বুদ্ধি পবে অ-পুরুষ-বুদ্ধি অর্থাৎ অল্প বুদ্ধি হইয়া যাওয়াতে বুদ্ধির পৰিণাম হুচিত কৰে। আব পুরুষ-বিষয় বা পুরুষ-প্রকাশ যে বুদ্ধি (জ্ঞাতাহম্ বুদ্ধি) তাহা একবার ‘জ্ঞাতাহম্’ ও পবে ‘অজ্ঞাতাহম্’ এইরূপ হয় না; বুদ্ধি থাকিলেই তাহা ‘জ্ঞাতাহম্’ হইবেই হইবে। ‘অজ্ঞাতাহম্’ বুদ্ধি অলীক অকল্পনীয় পদার্থ। অতএব পুরুষের প্রকাশ সদাই প্রকাশ, কদাপি অপ্ৰকাশ (বা অজ্ঞাতা) নহে বলিষা তাহা অপৰিণামী প্রকাশ। বুদ্ধি না থাকিলে বা মীন হইলে তাহা প্রকাশিত হইবে না তাহাও বুদ্ধিরই পৰিণাম, প্রকাশকের তাহাতে কিছু আসে যায় না। স্বকীয় জিহ্বা-শক্তিৰ দ্বারা বুদ্ধি প্রকাশকের নিকট প্রকাশিত হয়। তাহা না হইলে প্রকাশকের কিছু হয় না, বুদ্ধিই অপ্ৰকাশিত হয় মাত্র।

বিষয়াকারী বুদ্ধি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়কণ হয়, কিন্তু পুরুষাকারী বুদ্ধি কেবল ‘জ্ঞাতাহম্’ এইকণই হয়, কখনও অজ্ঞাতা হয় না, তাই তল্লক্ষিত প্রকৃত জ্ঞাতা নিবিকার। ‘আমি জ্ঞাতা’ এই ভাবই পুরুষ-বিষয়া বুদ্ধি। উহাকে যদি অজ্ঞাতা দেখাইতে (এমন কি কল্পনাও কৰিতে) পাবিতে, তবে ঐ বুদ্ধির বিষয় যে পুরুষ তাহা জ্ঞাতা ও অজ্ঞাতা বা পৰিণামী হইত।

‘আমি’ এইকণ ভাব ব্যাবসায়িক গ্রহীতা, আমি জিহ্বা ও থাকিব ইহা আত্মব্যবসায়িক গ্রহীতা। শুভি-ইচ্ছাদি অত্মব্যবসায়িক ভাব। অত্মব্যবসায় (বা reflection) এক প্রতিফলক (বা reflector) ব্যতীত হইতে পাবে না, জানেব অল্প যে স্ত-স্বরূপ প্রতিফলক পাই তাহাব নাম প্রতিসংসদী। প্রতিসংসদী ব্যতীত কোন জ্ঞানই কল্পনীয় নহে, কাবৎ, সব জ্ঞানই প্রতিসংসদেহ। অতএব বুদ্ধির প্রতিসংসদী যে পুরুষ তদ্বিষয় যে গ্রহীতা, সেই গ্রহীতাব দ্বারা অগৃহীত অথচ কোন জ্ঞান বর্ষ বাহু ইন্দ্রিযের অর্থেব অপেক্ষাও অকল্পনীয়। গ্রহীতা সদাজ্ঞাত বলিষা গ্রহীতাব বাহা স্রষ্টা, তাহা অপৰিণামী স্ত-স্বরূপ, নচৎ অজ্ঞাত গ্রহীতা বা অজ্ঞাত ‘আমি বোধ’ এইকণ অকল্পনীয় কল্পনা

\* “গদ্যবিবটাদিকা” এই ভাষ্যেব ‘গো’ শব্দকে বিজ্ঞানভিহ্ম শব্দবাচী বক্ষিষাছেন। অর্থাৎ গো শব্দেব অর্থ যাহা নহে থাকে, তাহাট বখিত হইবে, বাহ এক গৰু মরিত হইবে না।

আসে। অর্থাৎ ‘জ্ঞানের গ্রহীতা আমি’ এইরূপ প্রত্যয় যখন অজ্ঞাত হওয়া সম্ভব নহে, তখন তাহা সন্দেহাত। সন্দেহাত বিষয়ে বাহা জ্ঞাতা, তাহাও সন্দেহাত। সন্দেহই যদি জ্ঞাতা হয়, কখনও যদি অজ্ঞাতা না হয়, তবে সে পদার্থ অপরিণামী স্ত-স্বরূপ।

উদাহরণঃ ‘আমিকে আমি জানি’ ইহাতে ‘আমি’ই দ্রষ্টা এবং ‘আমিকে’ অর্থাৎ ‘আমি’ব সমস্ত অচেতন অংশ বুদ্ধি। নীলাদি বিষয়জ্ঞান ‘আমিকে আমি জানি’ এইরূপ ভাবে অবকাশ পায়। নীলকে যদি সমাধিবলে স্ফুটরূপে দেখা যায়, তবে তাহা নীল থাকে না, কিন্তু রূপমাত্র পৰ্য্যাপ্তরূপ হয়, তাহাও স্ফুটরূপে দেখিতে দেখিতে অব্যক্তে পৰ্য্যবসিত হয়। (১৪৪ সূত্র [ ৩ টীকা ] দ্রষ্টব্য)। অতএব বিষয়জ্ঞান আপেক্ষিক সত্যজ্ঞান। তাহাকে অব্যক্ত বা সন্মান তিন গুণরূপে জানাই সত্যক্ জ্ঞান, আব তখন যে দ্রষ্টাও স্বরূপে অবস্থান হয়, তাহা জানিয়া, দ্রষ্টা যে স্বরূপ-দ্রষ্টা তাহা জানাই দ্রষ্ট-বিষয়ে সত্যক্ জ্ঞান।

শাস্ত্রোক্ত, ‘পশ্চেন্দ্রান্নান্নান্নান্নি’ এই বাক্যেব এক আত্মা বুদ্ধি, এক আত্মা পুরুষ। অনাদিসিদ্ধ পুরুষ ও প্রকৃতি থাকতেই এই স্বতঃসিদ্ধ দ্রষ্ট-দৃষ্টভাব আছে। শুধু চিৎ বা শুধু অচিৎ হইতে দ্রষ্ট-দৃষ্টভাবের ব্যাখ্যা সম্ভব হইবার নহে।

এই স্থলেব ভাস্কর্য্য অতীত দ্রষ্ট, তাই এত কথা বলিতে হইল। টীকাকারের সকলের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ গৃহীত হয় নাট। (৪১৮ [ ১ ] দ্রষ্টব্য)।

২০।(৩) বুদ্ধি ও পুরুষের বৈকল্যেব দ্বিতীয় হেতু বহা—বুদ্ধি সংহতকাবিক্ত-হেতু পদার্থ, আব পুরুষ স্বার্থ। যে ক্রিয়া অনেক প্রকার শক্তির মিলনের ফল, তাহা ভিন্নব্যয় কোন শক্তির বা তাহাদের সমবাবের অর্থে হয় না। বাহা দ্বাবা বহু শক্তি সমবেত হইবা একই ক্রিয়াক্রম ফল উৎপাদন করে, সেই ক্রিয়াক্রম ফল তাহাব প্রযোজকের অর্থভূত। বুদ্ধি-ইক্রিয়াবি নানাপ্রকার সমাবে স্ফুট-ফল উৎপাদন করে, অতএব সে ফলের ভোক্তা বা চরম জ্ঞাতা বুদ্ধ্যাদি নহে, কিন্তু তদভিবিক্ত পুরুষ। হুতবাস বুদ্ধি পদার্থ বা পদার্থের বিষয় এবং পুরুষ স্বার্থ বা বিষয়ী। এই যুক্তি চতুর্থ পাঠে ব্যাখ্যাত হইবে।

২০।(৪) এ বিষয়ের তৃতীয় যুক্তি—বুদ্ধি অচেতন, পুরুষ চেতন বা চিত্তরূপ। বুদ্ধি পৰিণামী, বাহা পৰিণামী, তাহাতে ক্রিয়া, প্রকাশ ও অপকাশ (অর্থাৎ জিগ্ণা) থাকে। জিগ্ণা দৃষ্টেব উপাদান, আব দৃষ্ট অচেতনের সমার্থক, অতএব বুদ্ধি জিগ্ণা, হুতবাস অচেতন। পুরুষ জিগ্ণাতীত দ্রষ্টা, হুতবাস চেতন। দ্রষ্টা ও দৃষ্ট বা চেতন ও অচেতন ছাড়া আব কিছু পদার্থ নাই। অতএব বাহা দৃষ্ট নহে, তাহা চেতন (এখানে চেতন অর্থে চৈতন্যবৃত্ত নহে, কিন্তু চিত্তরূপ), আব বাহা দ্রষ্টা নহে, তাহা অচেতন। প্রকাশশীল এবং অধ্যবসায়-স্বর্ষক বা নিম্নস্বর্ষক বলিয়া বুদ্ধি জিগ্ণা, কাবণ, প্রকাশশীলতা সত্ত্বে স্বর্ষ, আব যেখানে সত্ত, সেখানেই স্বর্ষ ও তম। জিগ্ণাশাস্ত্র বলিয়া বুদ্ধি অচেতন।

২০।(৫) পুরুষ বুদ্ধির সাদৃশ্য নহেন, তাহা সিদ্ধ হইল। কিন্তু তিনি বুদ্ধির সম্পূর্ণ বিকল্পও নহেন, কাবণ, তিনি শুদ্ধ হইলেও অর্থাৎ বুদ্ধির অতিবিক্ত হইলেও বোধ প্রত্যয় বা বুদ্ধিবৃত্তিকে উপদর্শন করেন। উপদৃষ্ট বুদ্ধিবৃত্তির নাম জ্ঞান বা আত্মানন্দবোধ। জ্ঞানের পৰিণামী অংশ বা উপাদান এবং পুরুষোপদৃষ্টরূপ হেতু জ্ঞানকালে অভিন্নরূপে অবতীত হয়। নিম্নতই জ্ঞানের প্রবাহ চলিতেছে, তাই পুরুষ ও জ্ঞানরূপ বুদ্ধির অভিন্ন-প্রত্যয়রূপ স্রাস্তিও নিরন্তর চলিতেছে।

প্রশ্ন হইবে, বুদ্ধি ও পুরুষের অভিন্ন কাহাৰ প্রতীতি হয় ? উত্তর—‘আমি’র বা অহংবুদ্ধির বা প্রতীতি। কোন্ বৃত্তির দ্বাৰা তাহা অবভাত হয় ? উত্তর—ব্রাহ্মজ্ঞান ও তজ্জনিত ব্রাহ্মসংস্কার-মূলিকা বৃত্তির দ্বাৰা। অৰ্থাৎ নাধাবণ সমস্ত জ্ঞানই ব্রাহ্মি, যখন তাদৃশ বুদ্ধিপুরুষের অভিন্নরূপ ব্রাহ্মজ্ঞান থাকে, তখনই বোধ হয় ‘আমি জানিলাম’। অতএব ‘আমি জানিলাম’ এই ভাবই বুদ্ধি-পুরুষের একত্বব্রাহ্মি। আৰ, সেই ব্রাহ্মিব অনুরূপ সংস্কার হইতে ব্রাহ্মবৃত্তির প্রবাহ চলিতে থাকে বলিয়া সাধাবণ অবস্থায় বুদ্ধি-পুরুষের পৃথকত্ব বোধ হয় না। বিবেকখ্যাতি হইলে হৃতবাং ‘আমি জানিলাম’ এই বোধ ক্রমশঃ নিবৃত্ত হয় এবং খ্যাতিসংস্কারের দ্বাৰা নিবৃত্তি উপলব্ধমান হইবা বিজ্ঞানের বা চিত্তবৃত্তির সম্যক্ নিবোধ হয় ( ২।২৪ )।

‘আমি নীল জানিলাম’ ইহা এক বিজ্ঞান। তন্মধ্যে নীল এই দৃষ্টভাব অচেতন, আৰ চৈতন্য ‘আমি’-লক্ষিত বিজ্ঞাতাব মধ্যে আছে, তাহাতেই অচেতন ‘নীল’ পদার্থ বিজ্ঞাত হয়। দ্রষ্টাৰ দ্বাৰা এইরূপে নীল-প্রত্যয়েব প্রকাশভাবই প্রত্যবাহুপত্ততা। নীলজ্ঞান এবং পুরুষের প্রত্যবাহুপত্ততা অবিভাভাবী। জ্ঞানে বা বুদ্ধিবৃত্তিতে এই প্রত্যবাহুপত্ততারূপ সহভাবী হেতু থাকে বলিয়া তাহা পুরুষের কথঞ্চিৎ সৰূপ বা সদৃশ। অৰ্থাৎ অচেতন নীলাদি জ্ঞান নচেতন (চৈতন্যবৃত্ত) হয় বলিয়াই তাহাৰা চিত্তরূপ পুরুষের কতক সদৃশ।

২০।(৬) প্রতিসংক্রম—প্রতিসংস্কার। অপবিণামী হইলেই তাহা প্রতিসংস্কারশূন্য হইবে। অপবিণামিষেব দ্বাৰা অবস্থানবশততা এবং অপ্রতিসংক্রমণেব দ্বাৰা গতিশূন্যতা ( কাৰ্বেষ মধ্যে না আসা ) স্থিতি হইবাছে। প্রত্যবাহুপত্ততা হইতে অৰ্থাৎ পবিণামী বৃত্তিসমূহকে প্রকাশ কবাতে, চিতিশক্তি পবিণামীৰ মত ও প্রতিসংক্রান্তবৎ বোধ হয়। চৈতন্যোগপৰাপ্রাপ্ত অৰ্থাৎ চিত্তপ্রকাশিত বুদ্ধিবৃত্তিৰ অহকাৰ বা অহুপত্ততাৰ দ্বাৰা জ-স্বরূপ চিত্তবৃত্তি ও জ্ঞান-স্বরূপ বুদ্ধিবৃত্তি অবিধিষ্ট বা অভিন্নবৎ প্রতীতি হয়। ( ৪।২২ [ ১ ] দ্রষ্টব্য )।

তদর্থ এব দৃশ্যস্তান্মা ॥ ২১ ॥

ভাষ্যম্। দৃশিকপত্ত পুরুষস্ত কৰ্মরূপতামাপন্নং দৃশ্যমিতি তদর্থ এব দৃশ্যস্তান্মা স্বরূপং ভবতীত্যর্থঃ। তৎস্বরূপং তু পবরূপেণ প্রতিলক্ষ্যম্। ভোগাপবগীৰ্থতায়ান্ কৃতায়ান্ পুরুষেণ ন দৃশ্যত ইতি। স্বরূপহানাদস্ত নাশঃ প্রাপ্তঃ ন তু বিনশতি ॥ ২১ ॥

২১। পুরুষের (ভোগাপবগীৰ্ণক) অর্থই দৃশ্যেব আত্মা বা স্বরূপ ॥ স্ব

ভাষ্যানুবাদ—দৃশ্য দৃশিকপ পুরুষের কৰ্মরূপতাপন্ন (১) তজ্জাত তাহাৰ (পুরুষের) অর্থই দৃশ্যেব আত্মা অৰ্থাৎ স্বরূপ। সেই দৃশ্যস্বরূপ পবরূপের দ্বাৰা প্রতিলক্ষ্যতাব (২)। ভোগাপবগীৰ্ণ নিশ্চয় হইলে পুরুষ আৰ তাহা দর্শন কবেন না, হৃতবাং তখন স্বরূপ- (পুরুষার্থ) হানি-হেতু তাহা নাশপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু বিনাশ (অভ্যন্তোচ্ছেদ)-প্রাপ্ত হয় না।

টীকা। ২১।(১) কৰ্মরূপতা=ভোগ্যতা। দৃশ্য আৰ পুরুষভোগ্যত্ব মূলতঃ একার্থক।

ভোগ্য—অর্থ। হৃতবাং পুরুষদুস্ত—পুরুষার্থ। অতএব পুরুষেব অর্থই দৃষ্টেব স্বরূপ। নীলাদি জ্ঞান, স্থখাদি বেদনা, ইচ্ছাদি ক্রিয়া সমস্তই পুরুষার্থ। দৃশ্য এবং পুরুষার্থ অবিকল এক ভাব।

২১। (২) জ্ঞানরূপ দৃশ্য জ্ঞাতরূপ দ্রষ্টাব অপেক্ষাতেই সংবিদিত। যেহেতু সংবিদিত ভাবই দৃশ্যতাবরূপ, তখন ব্যক্তি দৃশ্য পব বা পুরুষেব স্বরূপেব স্বাবাই প্রতিলব্ধ হয়। অত্ৰ কথায় পুরুষেব ভোগ্যতাই যখন দৃশ্য-স্বরূপ, তখন পুরুষেব অপেক্ষাতেই দৃশ্য ব্যক্তরূপে লব্ধসত্যাক। ভোগ্যতা না থাকিলে দৃশ্য নাশ হয়, কিন্তু অভাব প্রাপ্ত হয় না। তাহা তখন অব্যক্ততা প্রাপ্ত হইবা থাকে। দৃষ্টেব এক ব্যক্তি অব্যক্ততা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু অভ্যন্ত ব্যক্তি অত্ৰ পুরুষেব দৃশ্য থাকে বলিয়াও দৃষ্টেব অভাব নাই। দৃশ্য ক্রিপে পব রূপেব স্বাবা প্রতিলব্ধ হয়, তদ্বিষয়ে পাঠক পূর্বোক্ত সূত্র ও তদুপবিহ্ব অশুদ্ধ ভ্রম্যেব দৃষ্টান্ত অবগত কৰিবেন। (২১১৭ [২] টীকা)।

পুরুষেব বা দ্রষ্টাব অর্থই দৃষ্টেব স্বরূপ। ‘অর্থ’ মানে ‘প্রয়োজন’ বুঝিবা, সাধাবণতঃ লোকে পুরুষকে এক প্রয়োজনবান্ বা প্রয়োজনসিদ্ধিবে ইচ্ছু সত্ত্ব মনে কবে ও সাংখ্যীৰ দৰ্শনকে বিপরিত কবে। সাংখ্যকাবিকাতে কবেকটি উপমা দেওয়া আছে, তাহাব ভাষ্যপৰ ও উপমামাজ্জ্ব না বুঝিবা ও সৰ্বাংগগ্রহণরূপ মোৰ কবিবা ঐকপ ভ্রান্তসাধাবণা প্রচলিত হইবাছে।

‘অর্থ’ মানে ‘বিষয়’, কিন্তু ‘প্রয়োজন’ নহে। পুরুষ বিষয়ী, আব বুদ্ধি তাহাব-বিষয় বা প্রকাশ। সাধাবণতঃ প্রকাশক অর্থে ‘যে প্রকাশ কবে’ এইরূপ বুঝিবা। ‘প্রকাশ কবা’-রূপ ক্রিয়াব কর্তা প্রকাশক—এইরূপ কথা সত্য বটে, কিন্তু ঐকপ ক্রিয়া আনবা অনেক হলে ভাবাব স্বাবা কল্পনা কবি মাজ। ‘প্রকাশ, প্রকাশকেব স্বাবা প্রকাশিত হয়’—এইরূপ বলিলে বুঝিবা প্রকাশকেব ক্রিয়া নাই, অতএব সর্বস্থলে প্রকাশক যে ক্রিয়াবান্ তাহা নহে। নিষ্ক্রিয় জ্ব্যকে ভাবাব স্বাবা (ব্যাকবণেব প্রত্যয়বিশেষেব স্বাবা) আনবা সক্রিয় কবি। নিষ্ক্রিয় পুরুষকেও সেইরূপ কবি। আশিষ্টেব পশ্চাতে স্বপ্রকাশ পুরুষ আছে বলিবা ‘আমি স্ব-প্রকাশবিভা’ বা ‘নিজেব জ্ঞাতা’ ইত্যাকব প্রকাশনরূপ ক্রিয়া ‘আমি’ কবিবা থাকে। তাহাতে পুরুষকে সেই ক্রিয়াব কর্তা মনে কবিয়া তাহাকে প্রকাশক বা প্রকাশকর্তা বলি। বস্তুতঃ ‘প্রকাশ হওয়া’-রূপ ক্রিয়া আশিষ্টেই থাকে। পুরুষেব সান্নিধ্যহেতু তাহা ঘটে বলিযাই পুরুষকে প্রকাশকর্তা বলা বাহ।

ভোগ ও অপবৰ্গ বা বিবেক এই দুই প্রকাব অর্থই বুদ্ধি মাজ। বুদ্ধি শুধু জিগ্মশেব স্বাবা হয় না, কিন্তু এক-স্বরূপ সাকী-দ্রষ্টার যোগে জিগ্মশেব পবিণামই বুদ্ধি। বুদ্ধি বিষয় বলিবা বুদ্ধি বাহাব সত্য প্রকাশিত হয়, তাহাকে বিষয়ী বা বিষয়েব প্রকাশক বলা হয়। ‘বিষয়েব প্রকাশক’ এই বাক্যে ‘বিষয়েব’ এই সম্বন্ধ-কারকবৃন্ত পব যে ‘প্রকাশক’ এই কর্তৃকাবকবৃন্ত পহেব সহিত যোগ কবি, তাহা আমাদেব ভাবাব জন্ত মাজ। প্রকৃত পদার্থেব সক্রিয়তা উহাব স্বাবা হয় না। ‘পুরুষেব’ অর্থ এইরূপ সম্বন্ধবাচক বাক্যেও তস্বজ্ব কিছু ক্রিয়া বুঝিবা না।

ভোগ ও অপবৰ্গ যদি বিষয় বা প্রকাশ হয়, তবে তাহা কাহাব প্রকাশ বিষয় হইবে বা বিষয়ী কাহাকে বলিতে হইবে? ইহাব উত্তবে বলিতে হইবে—দ্রষ্টা পুরুষকে। এই প্রকাবে ভোগ ও অপবৰ্গরূপে বিষয়ত্ব বা অর্থত্ব হওয়াই দৃষ্টেব স্বরূপ।



ভাষ্যম্ । কস্মাৎ ?—

কৃতার্থং প্রতি নষ্টমপ্যনষ্টং তদন্ত্যসাধারণত্বাৎ ॥ ২২ ॥

কৃতার্থকং পুরুষং প্রতি দৃশ্যং নষ্টমপি নাশং প্রাপ্তমপি অনষ্টং তদ্ অন্তপুরুষ-  
সাধারণত্বাৎ । কুশলং পুরুষং প্রতি নাশং প্রাপ্তমপ্যকুশলান্ পুরুষান্ প্রত্যকৃতার্থমিতি ।  
তেষাং দৃশ্যে কর্মবিষয়তামাপন্নং লভতে এব পবন্ধপেণাশ্রয়মিতি । অতশ্চ দৃশ্যদর্শন-  
শক্ত্যানিভ্যাহাদনাদিঃ সংযোগো ব্যাখ্যাত ইতি, তথা চোক্তং “ধর্মিণামনাদিসং-  
যোগাঙ্কর্মমাত্রাণামপ্যনাদিঃ সংযোগ” ইতি ॥ ২২ ॥

২২। ভাষ্যানুবাদ—কেন, ( বিনষ্ট হব না ) ?—

কৃতার্থেব ( পুরুষেব ) নিকট তাহা ( দৃশ্য ) নষ্ট হইলেও অন্তসাধারণত্বহেতু ( অকৃতার্থেব  
নিকট দৃষ্ট হব বলিবা ) তাহা অনষ্ট থাকে । হ

কৃতার্থ এক পুরুষেব প্রতি দৃশ্য নষ্ট বা নাশপ্রাপ্ত হইলেও তাহা অন্তসাধারণত্বহেতু অনষ্ট ।  
কুশল পুরুষেব প্রতি নাশ প্রাপ্ত হইলেও অকুশল পুরুষেব নিকট দৃশ্য অকৃতার্থ । তাহাদেব নিকট  
দৃশ্য দৃশি-শক্তি-কর্মবিষয়তা ( ভোগ্যতা ) প্রাপ্ত হইয়া পবন্ধপেব স্বাভা নিজরূপে প্রতিফল হব ।  
অতএব দৃক ও দর্শন-শক্তি-বিত্যহেতু সংযোগ অনাদি বলিবা ব্যাখ্যাত হইয়াছে । তথা ( পঞ্চ-  
শিখেব স্বাভা ) উক্ত হইয়াছে, “ধর্মী সকলেব সংযোগ অনাদি বলিবা ধর্মীজ্ঞা সকলেবও সংযোগ  
অনাদি” ( ১ ) ।

টীকা । ২২।(১) বিবেকখ্যাতিব স্বাভা কৃতার্থ পুরুষেব দৃশ্য নষ্ট হইলেও অন্ত পুরুষেব  
দৃশ্য থাকে বলিবা দৃশ্য অনষ্ট । আজও যেমন দৃশ্য অনষ্ট, সর্বকালেই সেইরূপ দৃশ্য অনষ্ট ছিল ও  
থাকিবে, সাংখ্যসূত্র বধা, “ইদানীমিব সর্বত্র নাত্যন্তোচ্ছেদঃ ।” যদি বল, ক্রমশঃ সব পুরুষেব  
বিবেকখ্যাতি হইলে ত দৃশ্য বিনষ্ট হইবে । না, তাহার সম্ভাবনা নাই ; কাবশ, পুরুষসংখ্যা অনন্ত ।  
অসংখ্যেব কখনও শেষ হব না । অসংখ্য = অসংখ্য = অসংখ্য । ইহাই অসংখ্যেব তত্ত্ব । ( ৪।৩৩  
[ ৪ ] ) । ঋতিও বলেন, “পূর্ণশ্চ পূর্ণমাদ্যাব পূর্ণমেবাবশিষ্টতে ।” এই হেতু দৃশ্য সবকালেই ছিল ও  
থাকিবে । যে পুরুষ অকুশল, তিনি ঐ কাবশে অনাদি দৃশ্যেব সহিত অনাদি-সদ্বন্ধ-বৃদ্ধ । এইরূপ  
হইতে পাবে না যে, পূর্বে দৃশ্যসংযোগ ছিল না, কিন্তু কোনও বিশেষ কালে তাহা ঘটয়াছে, কারণ,  
তাহা হইলে দৃশ্যসংযোগ হইবাব হেতু কোথা হইতে আনিবে ? অগ্রে ব্যাখ্যাত হইবে যে, সংযোগেব  
হেতু অবিজ্ঞা বা মিথ্যা-জ্ঞান । মিথ্যা-জ্ঞানই মিথ্যা-জ্ঞানকে প্রসব কবে, সূত্ররাজ মিথ্যা-জ্ঞানেব পবন্দবা  
অনাদি । এ বিষব উক্ত পঞ্চশিখাচার্যেব সূত্রে অভি বৃক্তভাষ্যেব বিবৃত হইয়াছে । ধর্মী সকল তিন  
গুণ । তাহাদেব পুরুষেব সহিত অনাদিকাল হইতে সংযোগ আছে বলিবা গুণ-ধর্ম যে ব্যাধি কবণ  
ও ঐকাদি বিষয়, তাহাদেব সহিতও পুরুষেব অনাদি-সংযোগ ।

পুরুষেব বহুত্ব ও প্রধানেব একত্ব এই সূত্রে উক্ত হইয়াছে । ( ২।২৩, ৪।১৬ হঃ দ্রষ্টব্য ) ।  
তদ্বিষয়ে বাচস্পতি মিশ্র বলেন, “প্রধানেব যত পুরুষ এক নহেন । পুরুষেব নানাত, জন্মবধ, স্থ-  
চর্যোপভোগ, মুক্তি, সংসার এইসব ব্যবস্থা হইতে ( যুগপৎ ঐ সকল বহুজ্ঞানেব জ্ঞাতা বহুজ্ঞাতা  
হইবে এইরূপ কল্পনা যুক্তিবৃত্ত হওয়াতে ) পুরুষেব বহুত্ব সিদ্ধ হব । যেসব একত্বজ্ঞাপক ঋতি আছে

তাহা বা প্রমাণান্তর বিবৃতি। ব্রহ্মপুণ্যে দেশকাল-বিভাগেব অভাবহেতু অর্থাৎ ব্রহ্ম বা দেশকালাতীত বা 'অমুক্ত এই ব্রহ্ম, অমুক্ত এই ব্রহ্ম আছেন' এইরূপ কল্পনা করা, বিশেষ নহে বলিয়া তাহাদেব এক বলা চলে। এইরূপে শব্দেব সৌম্য বৃত্তি বা এই সব ক্ষতিব সম্বন্ধিত হয়।" (প্রকৃতপক্ষে ক্ষতিতে ব্রহ্মস্বভাব একত্ব উক্ত হয় নাই, কিন্তু 'জগদন্তবান্ধা' ঘটা, পাতা ও সংহতাক্ষণ সপ্তম দিবসেই একত্ব উক্ত হইয়াছে। মহাভাবতও বলেন, "ন সর্গকালে চ কবোতি সর্গং সংহাবকালে চ ভাবতি ভুবঃ। সংহত্য সর্বং নিজমহৎসংহং কৃদ্বাহু শেতে জগদন্তবান্ধা।" ক্ষতিও এই সর্ব-ভূতান্তবান্ধাকেই এক বলেন। তিনি ব্রহ্মরূপ আত্মা নহেন)। প্রকৃতিব একত্ব ও পুরুষেব নানাত্ব ক্ষতিব দ্বাৰা সাক্ষ্যই প্রতীপাদিত হইয়াছে। ক্ষতিতে (বৈতান্দব) আছে, "এক ব্রহ্ম-সম্বতমোময়ী, অজা (অনাধি), বহুপ্রজাসৃষ্টিকাবিনী প্রকৃতিকে কোন এক অজ (অনাধি) পুরুষ অল্পশব্দ বা উপদর্শন কবেন এবং অজ এক অজ পুরুষ ভূতভোগী (চবিত-ভোগাশবগী) সেই প্রকৃতিকে ভাগ কবেন।" এই ক্ষতিব অর্থই এই যজ্ঞেব দ্বাৰা অনুদিত হইয়াছে।

ভাষ্যম্। সংযোগস্বকপাহিভিৎসমেদং সূত্রং প্রববুভে—

স্বস্বামিশক্তেয়াঃ স্বরূপোপলব্ধিহেতুঃ সংযোগঃ ॥ ২৩ ॥

পুরুষঃ স্বামী, দৃষ্টো যেন দর্শনার্থং সংযুক্তঃ। তন্মাত্রাং সংযোগাদৃষ্টোপলব্ধির্বা স ভোগঃ, যা তু ব্রহ্মঃ স্বরূপোপলব্ধিঃ সোহপবর্গঃ। দর্শনকার্যবসানঃ সংযোগ ইতি দর্শনং বিযোগস্ত কারণমুক্তম্। দর্শনমদর্শনস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীতি অদর্শনং সংযোগনিমিত্তমুক্তম্। নাত্র দর্শনং মোক্ষকারণম্, অদর্শনাভাবাদেব বন্ধাভাবঃ স মোক্ষ ইতি। দর্শনস্ত ভাবে বন্ধকাষণস্তাদর্শনস্ত নাশ ইত্যতো দর্শনজ্ঞানং কৈবল্যকাষণমুক্তম্।

কিঞ্চিদমদর্শনং নাম ? কিং গুণানামধিকারঃ—১। আহোঁষদ্ দৃশিকপস্ত আমিনো দশিতবিবয়স্ত প্রধানচিন্তাস্ত্রাপাদঃ, স্বম্বিন্ দৃষ্টো বিদ্যমানে দর্শনাভাবঃ—২। কিমর্থবতা গুণানাম্—৩। অথাবিদ্যা স্বচিন্তেন সহ নিরুদ্ধা স্বচিন্তস্তোৎপত্তিবীজম্—৪। কিং স্থিতিসংস্কারক্ষয়ে গতিসংস্কাবাভিব্যক্তিঃ, যজ্ঞেদমুক্তং "প্রধানং স্থিত্যেব বর্তমানং বিকারাকরণাদপ্রধানং স্ত্রাৎ, তথা গঠ্যেব বর্তমানং বিকারনিভ্যত্বাদপ্রধানং স্ত্রাদ উভয়থা চাস্য প্রবৃত্তিঃ প্রধানব্যবহারং লভতে নান্ধা, কারণান্তরেণপি কল্পিতেষেব সমানশ্রুতঃ"—৫। দর্শনশক্তিবাদদর্শনমিত্যেক "প্রধানস্যাস্বখাপনার্থা প্রবৃত্তিঃ" ইতি শ্রুতঃ। সর্ববোধ্যবোধসমর্থঃ প্রাক্ প্রবৃত্তেঃ পুরুষো ন পশতি, সর্বকার্যকরণসমর্থং দৃষ্ট্য তদা ন দৃশ্যত ইতি—৬। উভয়স্ত্রাপ্যদর্শনং ধর্ম ইত্যেক। তদ্রেদং দৃষ্ট্য স্বাস্বভূতমপি পুরুষপ্রত্যয়্যাপেক্ষং দর্শনং দৃষ্টধর্মস্বেন ভবতি, তথা পুরুষস্ত্রান্যভূতমপি দৃষ্টপ্রত্যয়্যাপেক্ষং পুরুষধর্মস্বেনেব দর্শনমবভাসতে—৭। দর্শনজ্ঞানমোদর্শনমিতি

কেচিদিভিন্নধতি—৮। ইত্যোতে শাস্ত্রগতা বিকল্পাঃ, তত্র বিকল্পবহুত্বমেতৎ সর্বপুরুষাণাং  
গুণসংযোগে সাধারণবিষয়ম্ ॥ ২৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ—সংযোগস্বরূপ-নির্ণয়েচ্ছায এই শব্দে প্রবর্তিত হইয়াছে—

২৩। সংযোগ স্বশক্তি ও স্বামিশক্তির স্বরূপ-উপলব্ধি হেতু অর্থাৎ বাদ্য সংযোগ হইতে  
জটাব ও দৃশ্বে উপলব্ধি হয়, সেই সংযোগবিশেষই এই সংযোগ (১) ॥ স্ব

পুরুষ স্বামী—‘স্ব’-ভূত দৃশ্বে সহিত দর্শনার্থ সংযুক্ত আছেন। সেই সংযোগ হইতে যে দৃশ্বে  
উপলব্ধি, তাহা ভোগ, আর যে জটাব স্বরূপোপলব্ধি, তাহা অপবর্গ। সংযোগ দর্শন-কার্যবানান,  
তজ্জন্ম সেই দর্শন (বিবেক) বিযোগেব কাবণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। দর্শন অদর্শনেব প্রতিদ্বন্দ্বী।  
অদর্শন সংযোগেব নিমিত্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কিন্তু এখানে দর্শন মোক্ষের (সাক্ষাৎ) কাবণ  
নহে। অদর্শনাভাব হইতেই বন্ধাভাব, তাহাই মোক্ষ। দর্শন হইতে বন্ধকাবণ অদর্শনেব নাশ  
হয়, এইহেতু দর্শনজ্ঞান কেবল্য-কাবণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে (২)।

এই অদর্শন কি (৩) ? ইহা কি গুণসকলের অবিচার (কার্য-জনন-সামর্থ্য) ?—১। অথবা  
দৃশ্যরূপ স্বামীব নিকট স্বাধীনরূপ ও বিবেকরূপ বিষয় বন্ধাবা দর্শিত হয়, এইরূপ যে প্রধান চিত্ত,  
তাহাব অল্পংপাদ অর্থাৎ নিজেতে দৃষ্ট (স্বাদি ও বিবেক) বর্তমান থাকিলেও দর্শনাভাব ?—২।  
অথবা তাহা কি গুণসকলের অর্থবত্তা ?—৩। অথবা স্বচিন্তেব সহিত (প্রলম্বকালে) নিরুদ্ধা  
অবিচ্ছাদি পুনশ্চ স্বচিন্তেব উপপত্তি-বীজ ?—৪। অথবা স্থিতি-সংস্কারকমে গতি-সংস্কারেব অভিযুক্তি ?  
এ বিষয়ে ইহা উক্ত হইয়াছে, “প্রধান স্থিতিতেই বর্তমান থাকিলে বিচার না কবাতে অপ্রধান হইবে,  
সেইরূপ গতিতেই বর্তমান থাকিলে বিচার-নিত্যত্ব-হেতু অপ্রধান হইবে। স্থিতি এবং গতি এই  
উভয় প্রকায়ে ইহাব প্রবৃত্তি থাকিলেই প্রধানরূপে ব্যবহাব লাভ করে, অন্য প্রকায়ে করে না।  
অপবর্গব যে কাবণ কল্পিত হয়, তাহাতেও এইরূপ বিচার (প্রযোজ্য)” —৫। কেহ কেহ বলেন,  
দর্শন-শক্তিই অদর্শন; “প্রধানের আত্মধ্যাপনার্থ প্রবৃত্তি” এই শক্তিই তাহাদেব প্রমাণ। সর্বব্যোধ্য-  
বোধ-সমর্থ পুরুষ প্রবৃত্তিব পূর্বে দর্শন করেন না, সর্ব কার্যকবণ-সমর্থ-দৃষ্টকে তখন দেখেন না—৬।  
উভয়েবই ধর্ম অদর্শন, ইহা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, ইহাতে (এই মতে) দৃশ্বে স্বাভাব্য হইলেও  
পুরুষপ্রত্যয়্যাপেক্ষ দর্শন দৃষ্ট-ধর্ম হয়, সেইরূপ পুরুষেব অনাত্মভূত হইলেও দৃষ্ট-প্রত্যয়্যাপেক্ষ দর্শন  
পুরুষধর্মরূপে অবতাসিত হয়—৭। কেহ কেহ দর্শন-জ্ঞানকেই অদর্শন বলিয়া অভিহিত করেন—৮।  
এই সকল শাস্ত্রগত মতভেদ। অদর্শন বিষয়ে, এইরূপ বহু বিকল্প থাকিলেও ইহা সর্বসম্মত যে, “সর্ব  
পুরুষেব সহিত গুণেব যে পুরুষার্থ-হেতু-সংযোগ, তাহাই সামান্ততঃ অদর্শন” (৪)।

টীকা। ২৩। (১) সংযোগ হেতু-স্বরূপ, তাহাব কল স্ব-স্বরূপ দৃশ্বে এবং স্বামি-স্বরূপ পুরুষেব  
উপলব্ধি। পুস্তকটিব সংযোগই জ্ঞান, সেই জ্ঞান বিবিধ—স্রাস্তি-জ্ঞান বা ভোগ এবং সম্যক জ্ঞান  
বা অপবর্গ। অতএব সংযোগ হইতে ভোগ ও অপবর্গ হয়, অর্থাৎ ভোগ ও অপবর্গরূপ জ্ঞানদ্বয়ই  
পুস্তকটিব সংযুক্তাবস্থা। অপবর্গ সিদ্ধ হইলে পুস্তকটিব বিযোগ হয়।

২৩। (২) বুদ্ধিতত্ত্বকে সাক্ষাৎকাবপূর্বক তৎপবহ পুরুষতত্ত্বে স্থিতি কবিবাব জন্ত একবাব  
যুক্তি নিবোধ কবিতে পাবিলে পবে স্বধন সংস্কারবশে বুদ্ধি পুনরুৎপত্তি হয়, তখন ‘পুরুষ বুদ্ধি পব বা  
পৃথক তত্ত্ব’ এইরূপ যে ব্যাতি বা প্রকৃষ্ট জ্ঞান হয়, তাহাই দর্শন বা প্রকৃত বিবেকধ্যাতি। তাহা

নিরুদ্ভবুজিব (বাহাতে পুরুষ-স্থিতি হয়) সংস্কারবিশেষেব বৃত্তিমূলক খ্যাতি, অভএব তাদৃশ খ্যাতিব একমাত্র ফল বৃত্তিনিবোধ বা পুস্তককৃতিব বিয়োগ। বৃত্তিব ভোগকণ ব্যুত্থানই অধর্শন, হুতবাং বিবেক-ধর্শনেব দ্বাৰা ভোগ নিবৃত্ত হইলে অধর্শন বা বিপরীত ধর্শনও (বুদ্ধি ও পুরুষ পৃথক হইলেও তাহাদেব একত্বধর্শন) নিবৃত্ত হয়। তাহাই দৃষ্ট-নিবৃত্তি বা পুরুষেব কৈবল্যা। অভএব বিবেকজ্ঞান পৰম্পৰাক্ৰমে কৈবল্যেব কাৰণ।

২৩। (৩) অধর্শন সম্বন্ধে অষ্ট প্রকাৰ বিভিন্ন মত শাস্ত্রকাৰ্যদেব দ্বাৰা উক্ত হয়। ভাস্ক্যকাৰ তাহা সংগ্রহ কৰিবা দেখাইবাছেন। ঐ লক্ষণসকল ভিন্ন ভিন্ন দিক্ হইতে গৃহীত হইয়াছে। তাহাদেব মধ্যে চতুৰ্থ বিকল্পই সম্যক্ গ্রাহ্য। সেই অষ্ট প্রকাৰ মত ব্যাখ্যাত হইতেছে।

১ম। শুণেব অধিকারই অধর্শন। অধিকার অৰ্থে কার্যাবস্তা-সামর্থ্য বা ব্যক্ত পৰিণাম-যোগ্যতা। শুণসকল সক্রিয় থাকিলেই তখন অধর্শন থাকে, এই লক্ষণে এতাবম্বাভ নত্য আছে। 'দেহেব তাপ থাকাই জ্বব' এইরূপ লক্ষণেব ভ্রাম ইহা সদ্যেব।

২য়। প্রধান চিত্তেব অজ্ঞাপাৰ্হই অধর্শন। দৃশিকণ স্বামীব নিকট যে চিত্ত ভোগ্য বিষয় ও বিবেক বিষয় ধর্শন কৰাইয়া নিবৃত্ত হয়, তাহাই প্রধান চিত্ত। ভোগ্য বিষয়েব পাৰ-ধর্শন (বৈবাগ্যেব দ্বাৰা) ও বিবেক-ধর্শন হইলেই চিত্ত নিবৃত্ত হয়, সেই ধর্শনযুক্ত চিত্তই প্রধান চিত্ত। চিত্তেই ভোগ্য-ধর্শন ও বিবেক-ধর্শন এই উভয়েবই বীজ আছে, সেই বীজ সম্যক্ প্রকাশ না হওয়াই এই মতে অধর্শন। এই লক্ষণও সম্পূর্ণ নহে। 'হুহ না থাকাই যোগ' ইহাৰ ভ্রাম এই লক্ষণ কতক নত্য।

৩য়। শুণেব অৰ্থবস্তাই অধর্শন। অৰ্থবস্তা অৰ্থাৎ শুণেব অব্যাপদেশ্য কার্যজননশীলতা। সংস্কারবান্দে কার্য ও কাৰণ সং, দ্বাৰা হইবে, তাহা বর্তমানে অব্যাপদেশ্যরূপে আছে। ভোগ ও অপব্যয়রূপ অৰ্থ সেইরূপ অব্যাপদেশ্যভাবে থাকাই শুণেব অৰ্থবস্তা। সেই অৰ্থবস্তাই অধর্শন। ইহাও কতক নত্য লক্ষণ। অৰ্থবস্তা ও অধর্শন অবিনাভাবী বটে, কিন্তু অবিনাভাবিয়েব উল্লেখমাত্রই সম্পূর্ণ লক্ষণ নহে। রূপ কি ?—বাহা বিদ্যুত। বিদ্যাব এবং রূপজ্ঞান অবিনাভাবী হইলেও যেমন উদাহ উল্লেখমাত্র রূপেব লক্ষণ নহে, তজ্ঞপ।

৪র্থ। অবিভাসংস্কারই সংযোগহেতু অধর্শন। অবিভাসমূলক কোন বৃত্তি হইলে তৎপবেব বৃত্তিও অবিভাসমূলক হইবে, ইহা অজ্ঞত হইয়া, অভএব অবিভাসমূলক সংস্কার বে বুদ্ধি ও পুরুষেব সংযোগ ঘটায়, তাহা সিদ্ধ হইল। পূৰ্বাস্থক্ৰমে দেখিলে প্রলয়কালে যে চিত্ত অবিভাসানিত হইয়া লীন হয়, তাহাই সৰ্গকালে সান্বিত হইবা উত্তিত হয় এবং বুদ্ধিপুরুষেব সংযোগ ঘটায়। এই মত অগ্রে ব্যাখ্যাত হইবে। ইহাই বুদ্ধি-পুরুষেব সংযোগকে (হুতবাং সংযোগেব সহভাবী অধর্শনকেও) বুঝাইতে লক্ষ্য।

৫ম। প্রধানেব গতি বা বৈষম্য-পৰিণাম এবং স্থিতি বা সাম্য-পৰিণাম আছে। কাৰণ, গতি একমাত্র স্বভাব হইলে বিকাৰনিভাত্য হয় এবং স্থিতিমাত্র-স্বভাব হইলে বিকাৰ ঘটে না, প্রধানেব এই দুই স্বভাবেব মধ্যে স্থিতি-সংস্কার ক্ষয়ে গতি-সংস্কারেব অভিব্যক্তিই (অৰ্থাৎ তৎসহত্ব বিষয়জ্ঞানই) অধর্শন, ইহা পঞ্চম কল্প। ইহাতে মূল কাৰণেব স্বভাবমাত্র বলা হইল। সনিমিত্ত কার্যরূপ সংযোগেব নিমিত্তভূত পদার্থ ব্যাখ্যাত হইল না। ঘট কি ? পৰিণামশীল বৃত্তিকাব পৰিণামবিশেষই ঘট—মাত্র এইরূপ বলিলে যেমন ঘট সম্যক্ লক্ষিত হয় না, তজ্ঞপ।

৬ষ্ঠ। ধর্শন-শক্তিই অধর্শন। প্রধানেব প্রবৃত্তি হইলে সমস্ত বিষয় দৃষ্ট হয়, অভএব প্রধান-

প্রকৃতিব যে শক্তিরূপ অবস্থা, তাহাই অদর্শন। অদর্শন এক প্রকাব দর্শন, সেই দর্শন প্রধানাসিত ও প্রধান-প্রকৃতিব হেতুভূত শক্তি। অদর্শন কার্য বা চিন্তাধর্ম, তাহাব লক্ষণে মূল্য শক্তিব উল্লেখ কবিলে তাহা তত বোধগম্য হয় না। যেমন 'স্বর্ধালোক-দ্বাত শত তগুল' বলিলেই তগুল সম্যক্ লক্ষিত হয় না, তদ্রূপ।

১৭। দৃশ্য ও পুরুষ উভয়েবই ধর্ম অদর্শন। অদর্শন জ্ঞান-শক্তিবিশেষ। জ্ঞান দৃশ্যগত হইলেও পুরুষ-সাপেক্ষ, হতবায় তাহা পুরুষগত না হইলেও পুরুষধর্মের সত অবভাসিত হয়। পুরুষেব অপেক্ষা আছে বলিবা জ্ঞান (পঞ্চাদি ও বিবেক-জ্ঞান) দৃশ্য এবং পুরুষ ইহাদেব উভয়েব ধর্ম। 'স্বর্ধনাপেক্ষ জ্ঞানই দৃষ্টি' ইহা-যেমন দৃষ্টিব বার্থ লক্ষণ নহে, সেইরূপ অপেক্ষকত্ববাজ বলিলে এব্য লক্ষিত হয় না।

১৮। বিবেকজ্ঞান ছাড়া যে পঞ্চাদি বিষয়জ্ঞান তাহাই অদর্শন। আব, তাহাই পুস্ত্রকৃতিব সংযোগাবস্থা।

সাংখ্যশাস্ত্রে এই অষ্ট প্রকাব সত অদর্শন সম্বন্ধে দেখা যায়। অদর্শন = নঞ + দর্শন। নঞ শব্দের ছয় প্রকাব অর্থ আছে, যথা : ১) অভাব বা নিষেধমাত্র, যেমন অপাশ, ২) সাদৃশ্য, যেমন অত্রাঙ্গণ অর্থাৎ ত্রাঙ্গণসদৃশ; ৩) অজ্ঞত্ব, যেমন অবিজ্ঞ বা মিত্রভিন্ন শত্রু; ৪) অস্মতা, যেমন অহুদবী কন্ডা অর্থাৎ অক্লোদবী, ৫) অপ্রাশস্ত্য, যেমন অকেশী অর্থাৎ অপ্রশস্তকেশী; ৬) বিবোধ, যেমন অহুদ্ব বা হুদ্ব-বিরোধী।

ইহাব মধ্যে অভাব অর্থ ছাড়া অন্ত সব অর্থ আব এক ভাবপদার্থের স্পষ্ট জ্ঞাতক, যেমন অবিজ্ঞ অর্থে শত্রু। নিষেধমাত্র বুঝাইলে তাহাকে প্রশস্ত্য-প্রতিষেধ বলে, আব ভাবাস্তব বুঝাইলে তাহাকে পশুদাস বলে। উক্ত অষ্ট প্রকাব সতের মধ্যে কেবল তিনটির সতটি প্রশস্ত্যপ্রতিষেধ, কাবণ, তাহাতে উৎপত্তিব অভাবমাত্র বুঝাব। অন্ত সব সত পশুদাসপক্ষে গৃহীত হইবাছে অর্থাৎ অদর্শন-শব্দের নঞ ভাবার্থে গৃহীত হইবাছে।

২৩। (৪) উক্ত সতসমূহ (চতুর্থ ব্যতীত) প্রকৃতি ও পুরুষেব সংযোগমাত্রকে বুঝায়। সেই সংযোগ স্বাভাবিক নহে। তাহা হইলে কখনও বিরোধ হইত না, কিন্তু তাহা নৈমিত্তিক। অভাব সেই নিমিত্তেব উল্লেখই সংযোগেব সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা। অবিচ্ছাই সেই নিমিত্ত, বাহা হইতে সংযোগ হয়।

বস্তুতঃ 'শব্দের সহিত পুরুষেব সংযোগ' ইহা সামান্ত অর্থাৎ সব লক্ষণেই ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। যখনই সংযোগ হয়, তখনই গুণবিকাৰ দেখা যায়। সর্গকালে ব্যক্তরূপ ও প্রলম্বকালে সংস্কাররূপ গুণবিকাৰেব সহিত পুরুষেব সংযোগ সিদ্ধ হয়। অভাব সংযোগ প্রকৃতশব্দে স্ব-বরূপ বৃদ্ধি ও প্রত্যক্ চেতনেব (প্রতিপুরুষেব) সংযোগ, সেই সংযোগ অবিচ্ছা হইতে হয়। অভাব চতুর্থ বিকল্পে যে অবিচ্ছাকে সংযোগেব কাবণভূত অদর্শন বলা হইয়াছে, তাহা সম্যক্ লক্ষণ। হৃদ্যকাব তাহাই বলিবাছেন।

ভাষ্যম্। যন্ত প্রত্যক্চেতনস্ত স্ববুদ্ধিসংযোগঃ,—

### তন্তু হেতুরবিজ্ঞা ॥ ২৪ ॥

বিপর্যয়জ্ঞানবাসনেত্যর্থঃ। বিপর্যয়জ্ঞানবাসনাবাসিতা ন কার্শনিষ্ঠাঃ পুরুষখ্যাতিঃ  
বুদ্ধিঃ প্রাপ্নোতি সাধিকা বা পুনরাবর্ততে। সা তু পুরুষখ্যাতিপৰ্যবসানা কার্শনিষ্ঠাঃ  
প্রাপ্নোতি চরিতাধিকা বা নিবৃত্তাদর্শনা বন্ধকাবণাভাবান্ন পুনরাবর্ততে। অত্র কশ্চিৎ  
বণ্ডকোপাখ্যানেনোদ্ঘাটয়তি। মুচুয়া ভাষিয়া অভিধীয়তে বণ্ডকঃ, “আৰ্যপুত্র! অপত্যবতী  
মে ভগিনী কিমর্থং নাহমিতি”। স তামাহ “বৃত্তস্তেহমপত্যমুৎপাদয়িত্বামীতি”, তথেষদং  
বিজ্ঞমানং জ্ঞানং চিত্তনিবৃত্তিং ন কবোতি বিনষ্টং কবিত্ত্বমীতি কা প্রত্যাশা। তত্রাচার্য-  
দেবীয়ো বক্তি নম্ বুদ্ধিনিবৃত্তিবেব মোক্ষঃ, অদর্শনকাবণাভাবাদ্ বুদ্ধিনিবৃত্তিঃ, তচ্চাদর্শনং  
বন্ধকাবণং দর্শনান্নিবর্ততে। তত্র চিত্তনিবৃত্তিরেব মোক্ষঃ কিমর্থমস্থান এবাস্তু মতি-  
বিভ্রমঃ ॥ ২৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ—প্রত্যক্চেতনের সহিত যে স্ব-বন্ধপ বুদ্ধির সংযোগ—

২৪। তাহাব হেতু অবিজ্ঞা (১) ॥ হ

অর্থাৎ বিপর্যয়জ্ঞান-বাসনা। বিপর্যয়জ্ঞান-বাসিতা বুদ্ধি পুরুষখ্যাতিরূপ কার্শনিষ্ঠাব  
অর্থাৎ কর্তব্যতাব (চেতাঁ) শেষ প্রাপ্ত হব না, অতএব সাধিকাবহেতু পুনরাবর্তন কবে। আব  
পুরুষখ্যাতি পর্যবসিত হইলে সেই বুদ্ধি কার্শন্যাপ্তি প্রাপ্ত হব। তখন চরিতাধিকা বা, অদর্শনশূভা  
বুদ্ধি, বন্ধকাবণাভাবহেতু আব পুনরাব আবর্তন কবে না (২)। এ বিষয়ে কেহ (বিপক্ষবাদী  
নিদ্রোক্ত) বণ্ডকোপাখ্যানেব বাবা উপহাস করেন। এক ক্লীবের মুখা ভাৰী তাহাকে বলিতেছে,  
“আৰ্যপুত্র! আমার ভগিনী অপত্যবতী, কি জন্ত আমি নহি?” ক্লীব ভাৰীকে বলিল, “বৃত্ত হইবা  
(আমি) আমি তোমাব পুত্র উৎপাদন কবিব।” সেইরূপ, এই বিজ্ঞমান জ্ঞানই যখন চিত্তনিবৃত্তি  
কবে না, তখন যে তাহা বিনষ্ট হইবা কবিরে, তাহাতে কি প্রত্যাশা আছে? ইহাব উত্তরে কোন  
আচার্যকল্প ব্যক্তি বলেন, “বুদ্ধিনিবৃত্তিই মোক্ষ, অদর্শনরূপ কাবণ অপরূপ হইলে বুদ্ধিনিবৃত্তি হয়।  
সেই বন্ধকাবণ অদর্শন, দর্শন হইতে নিবর্তিত হব।” কলতঃ চিত্তনিবৃত্তিই মোক্ষ, অতএব উক্ত  
বিপক্ষবাদীর অনবসব মতিবিভ্রম ব্যর্থ।

টীকা। ২৪।(১) প্রত্যক্চেতন শব্দের বিস্তৃত অর্থ ১২২ শ্লোকের টিঙ্গনীতে উক্তব্য, প্রতি-  
পুরুষরূপ এক একটা চিৎই প্রত্যক্চেতন।

অবিজ্ঞা অর্থে বিপর্যয়জ্ঞান-বাসনা। বিপর্যব অর্থে মিথ্যা-জ্ঞান। অনাঙ্কে আত্মজ্ঞান আদি  
অবিজ্ঞানরূপে কথিত বিপর্যয়জ্ঞান সর্বব্য। সামান্ততঃ বুদ্ধি ও পুরুষের অভেদজ্ঞানই বন্ধকাবণ  
বিপর্যয়জ্ঞান, সেই জ্ঞানের বাসনাই মূলতঃ সংযোগের কাবণ। সংযোগ অনাদি, স্বভাবঃ এমন কাল  
ছিল না যখন সংযোগ ছিল না। অতএব সংযোগের আদি প্রবৃত্তি দেখিবা তাহাব কাবণ নির্ণেব নহে।  
কিঞ্চ বিবেক দেখিবা সংযোগের কাবণ নির্ণেব। একই খলিজ মনঃশিলা পাইলাম, তাহাব উৎপত্তি  
দেখি নাই, কিন্তু তাহাকে বিজ্ঞেব কবিবা জানিলাম যে তাহা পঙ্কজ ও শম্বখাতু (আর্সেনিক)।  
সংযোগসম্বন্ধেও সেইরূপ। বিবেকজ্ঞান হইলে বুদ্ধি নিরুদ্ধ হব বা বুদ্ধি-পুরুষের বিযোগ হব, অতএব

বিবেকজ্ঞানের বিরোধী যে অবিবেক বা অবিজ্ঞা, তাহাই সংযোগের কারণ। ভাষ্যকার এতদ্ব্যতীত দেখাইয়াছেন।

বিপর্যয়জ্ঞান-বাননা দৃষ্টদর্শন থাকে, ততদিন বিয়োগ হয় না। অন্যত্ব পূর্ববখ্যাত হইলেই চিত্তের কার্য শেষ হইবে বা বিয়োগ হয়। অতএব পূর্ববখ্যাত্তির বিপর্যয়ত যে বিপর্যয়জ্ঞান, তাহাই সংযোগের কারণ। পূর্বসংজ্ঞাবকে তেজ করিয়াই বর্তমান বিপর্যয়জ্ঞান উদ্ভূত হয়। পূর্ব পূর্ব জনে সংজ্ঞাব অনাদি। অতএব অনাদি-বিপর্যয়সংসার বা অনাদি-বিপর্যয়জ্ঞানবাসনাই সংযোগের হেতু।

১৫। (২) কৈবল্যাবস্থান দর্শন ও অদর্শন সমস্তই নিবৃত্ত হয়। দর্শন ও অদর্শন পদসম্বন্ধ-সাপেক্ষ। নিখ্যা-জ্ঞান থাকিলে তবে চিত্তে সত্যজ্ঞানরূপ পরিণাম হয়। 'বুদ্ধি ও পুরুষ পৃথক্' সমাধিত চিত্তের একরূপ সাক্ষাৎকাব ( বিবেকজ্ঞান )-কালে 'বুদ্ধি' পরার্থের জ্ঞান থাকা চাই। সেই জ্ঞান ( আমার বুদ্ধি আছে বা ছিল একরূপ ) বিপর্যয়জনক। বুদ্ধিপদার্থের তালু জ্ঞান থাকিলে চিত্তবৃত্তির সত্যক নিবেদনরূপ কৈবল্য হয় না। অতএব কৈবল্যে বিবেক-অবিবেক কিছুই থাকে না। অবিবেক দিব্যেকের বাবা নষ্ট হয়। তাহা হইলেই চিত্তনিরোধ বা বুদ্ধিনিবৃত্তি হয়।

অবিজ্ঞা, অনিত্য বাগ্ আদি ক্রেন্দকল বিবেকের ও তত্ত্বজনক পূর্ববৈরাগ্যের দ্বারা নষ্ট হয়। 'শব্দবাদি সমস্তই আমি নতি এবং শব্দবাদি চেষ্টাতে কিছু চাই না' এইরূপ সমাপত্তি হইলে আত্মিক সমস্ত দৃষ্ট যে স্পন্দনশূন্য বা নিরুপ হইবে তাহা স্পষ্ট। অতএব বিবেকের দ্বারা অবিবেক নষ্ট হয়, অবিবেক নষ্ট হইলে চিত্তনিবৃত্তি হয়। বিবেক অগ্নির দ্বারা দ্বাণ্ডের ন্যায়।

ভাষ্যম্। হেয়ং চুৎখং হেয়কারণকং সংযোগাখ্যং সানিনিবৃত্তমুক্তম্ অতঃপরং হানং বক্তব্যম্—

তদভাবাৎ সংযোগাভাবো হানং তদ্বশেঃ কৈবল্যম্ ॥ ২৫ ॥

তদ্বাদর্শনভাবাবান্ বুদ্ধিপুরুষসংযোগাভাবঃ আত্মান্তিকো বহুনোপরম ইত্যর্থঃ এতদ্ হানম্। তদ্বশেঃ কৈবল্যম্ পুরুষস্থানিত্তীভাবঃ, পুনরসংযোগো গুণৈরিত্যর্থঃ। চুৎখকারণনিবৃত্তৌ চুৎখোপবমো হানং তদা স্বরূপপ্রতিষ্ঠা পুরুষ ইত্যুক্তম্ ॥ ২৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ—হেয়-চুৎখ এবং সংযোগাখ্য হেয়-কারণ এবং সংযোগের কারণও উক্ত হইয়াছে। অতঃপর হান বক্তব্য—

২৫। তাহাব ( অবিজ্ঞাব ) অভাব হইতে যে সংযোগাভাব হয় তাহাই হান, আর তাহাই তদ্বশেঃ কৈবল্য ॥ ২৫

তাহাব অর্থাৎ অদর্শনের অভাব হইলে বুদ্ধিপুরুষের সংযোগাভাব বা বহুনের আত্মান্তিকী নিবৃত্তি হয়, ইহা হান; ইহাই দৃষ্ট কৈবল্য অর্থাৎ পুরুষের অনিত্তীভাব ও স্তম্ভের সহিত পুনরায় অব্যবস্থা। চুৎখকারণ-নিবৃত্তি হইলে যে চুৎখনিবৃত্তি তাহাই হান। সে অবস্থার পুরুষ স্বরূপপ্রতিষ্ঠা থাকেন, ইহা বর্ণিত চইল ( ১ )।

টীকা। ২৫।(১) ঋষ্টাব কৈবল্য অর্থে কেবল ঋষ্টা থাকেন। ঋষ্টা ও দৃষ্টেব সংযোগ থাকিলে কেবল ঋষ্টা আছেন বলা যায় না। সংশয় হইতে পারে, কৈবল্য ও অকৈবল্য কি ঋষ্টগত ভেদভাব?—না, তাহা নহে। বুদ্ধিবই নিবোধকণ পৰিণাম হব বা অদৃষ্টপথপ্রাপ্তি হব, ঋষ্টাব তাহাতে কিছুই হব না বা হইতে পারে না। এ বিষয় এই পাত্রেব ২০ শ্লোকের ২৪ টিগ্ননীতে বিবৃত হইয়াছে। পুরুষেব কৈবল্য—ইহা স্বার্থ কথ্য, কিন্তু পুরুষেব মুক্তি—ইহা ঔপচারিক কথ্য।

ভাষ্যম্। অথ হানস্ত কঃ প্রাপ্ত্যপায় ইতি—

বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ ॥ ২৬ ॥

সম্পূর্ণবাস্তবপ্রত্যয়ে বিবেকখ্যাতিঃ, সা অনিবৃত্তমিথ্যাজ্ঞানো প্রবভে। যদা মিথ্যা-  
জ্ঞানং দৃষ্টবীজভাবং বক্ষ্যাপ্রসবং সম্পত্ততে তদা বিমুক্তক্লেশজসঃ সত্ত্বস্ত পরে বৈশারন্তে  
পরন্তায় বশীকাবসংজ্ঞায় বর্তমানস্ত বিবেকপ্রত্যয়প্রবাহো নির্মলো ভবতি। সা বিবেক-  
খ্যাতিরবিপ্লবা হানস্তোপায়ঃ, ততো মিথ্যাজ্ঞানস্ত দৃষ্টবীজভাবোপগমঃ পুনশ্চাপ্রসবঃ।  
ইত্যেব মোক্ষস্ত মার্গো হানস্তোপায় ইতি ॥ ২৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ—হান-প্রাপ্তির উপায় কি?—

২৬। অবিপ্লবা বা অভয়া যে বিবেকখ্যাতি তাহাই হানেব উপায় ॥ হ

বুদ্ধি ও পুরুষেব অন্তত (ভেদ)-প্রত্যয়েই বিবেকখ্যাতি, তাহা অনিবৃত্ত মিথ্যা-জ্ঞানেব ঘাণা  
ভা হর (১)। যখন মিথ্যা-জ্ঞান দৃষ্টবীজভাব ও প্রসবন্ত অবস্থা প্রাপ্ত হব, তখন বিমুক্তক্লেশ-মল  
বুদ্ধিস্বেব বিলক্ষণতা বা সম্যক্ নির্মলতা হইলে বশীকাব-সংজ্ঞাকণ পৰাবস্থাব বর্তমান বোগীব  
বিবেকপ্রত্যয়প্রবাহ নির্মল হব। সেই অবিপ্লবা বিবেকখ্যাতি হানেব উপায়। তাহা হইতে  
(বিবেকখ্যাতি হইতে) মিথ্যা-জ্ঞানেব দৃষ্টবীজভাবগমন ও পুনঃ প্রসবন্ততা হব। ইহা মোক্ষেব  
মার্গ বা হানেব উপায়।

টীকা। ২৬।(১) বিবেক পূর্বে বহুহলে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বিবেক অর্থে বুদ্ধি ও  
পুরুষেব ভেদ। ভবিষ্যক যে খ্যাতি বা প্রবল জ্ঞান বা প্রধান জ্ঞান অর্থাৎ মনেব প্রখ্যাত্তভাব,  
তাহাই বিবেকখ্যাতি।

প্রথমে বিবেকজ্ঞান শাস্ত্র হইতে প্রবণ কবিয়া হয়, তৎপরে বুদ্ধিেব ঘাণা মনন কবিয়া দৃঢ়তব ও  
মুত্তব হয়। যোগাভ্যাসস্থান কবিতো কবিতো তাহা ক্রমশঃ প্রসূত হইতে থাকে। সম্প্রজাত যোগ  
বা সমাপত্তি ছারা দৃষ্ট-বিষয়ক মিথ্যা-জ্ঞান উৎপন্ন হইবাব সম্ভাবনা যখন নিবৃত্ত হব, তখন তাহাকে  
মিথ্যা-জ্ঞানেব দৃষ্টবীজাবস্থা বলে, তাহা হইলে এবং দৃষ্টাদৃষ্ট-বিষয়ক বাগ সম্যক্ নিবৃত্ত হইলে, সমাধি-  
নির্মল বিবেকজ্ঞানেব খ্যাতি হব। সেই বিবেকখ্যাতি অবিপ্লবা বা মিথ্যা-জ্ঞানেব ঘাণা অভয়া হইলেই  
তদ্বা হান বা দৃষ্টেব সম্যক্ ত্যাগ নিব্ব হব। বিবেকখ্যাতিকালে মিথ্যা-জ্ঞান দৃষ্টবীজবৎ হয়।



হান সিদ্ধ হইলে সেই দৃষ্টবীজকল্প বিপর্যয় ও বিবেকজ্ঞান উভয়ই বিলীন হয়, তাহাই কৈবল্য।  
বিবেকখ্যাতিব দ্বাৰা কিরূপে বুদ্ধি-নিবৃত্তি হয়, তাহা আগামী অঙ্কে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

### তত্ত্ব সপ্তম প্রাপ্তভূমিঃ প্রজ্ঞা ॥ ২৭ ॥

ভাষ্যম্। তত্ত্বেন্টি প্রত্যাদিতখ্যাতে: প্রত্যায়ারঃ, সপ্তমেন্টি। অশুদ্ধ্যাবরণ-  
মলাপগমাজিত্ত্বস্ত প্রত্যায়ান্তরানুৎপাদে সতি সপ্তপ্রকারৈব প্রজ্ঞা বিবেকিনো ভবতি,  
তদ্ যথা—পরিজ্ঞাতং হেযং নাস্ত পুনঃ পরিজ্ঞেয়মস্তি—১। ক্লীণা হেয়হেতবো ন  
পুনরেতেবাং ক্ষেতব্যমস্তি—২। সাক্ষাৎকৃত্য নিবোধসমাধিনা হানম্—৩। ভাবিতো  
বিবেকখ্যাতিবাপো হানোপায়ঃ—৪। ইত্যেবা চতুষ্টিয়া কার্খা বিমুক্তিঃ প্রজ্ঞায়াঃ।  
চিন্তবিমুক্তিস্ত জয়ী—চরিতাধিকার্য বুদ্ধিঃ—৫। গুণা গিবিশিখবকুটচ্যুতা ইব প্রাৰাণো  
নিববস্থানাঃ স্বকারণে প্রলয়াতিমুখাঃ সহ তেনাস্তং গচ্ছন্তি, ন চৈবাং বিপ্রলীনানাং  
পুনরন্ত্যুৎপাদঃ প্রয়োজনাতাবাদিত্তি—৬। এতস্তামবস্থায়ঃ গুণসম্বন্ধাতীতঃ স্বকপ-  
মাজ্জ্যোতির্মলঃ কেবলী পুরুষ ইতি—৭। এতঃ সপ্তবিধাং প্রাপ্তভূমি-প্রজ্ঞামনুপপন্ন  
পুরুষঃ কুশল ইত্যখ্যাযতে, প্রতিপ্রসবেহপি চিন্তস্ত মুক্তঃ কুশল ইত্যেব ভবতি  
গুণাতীত্বাদিত্তি ॥ ২৭ ॥

২৭। তাহাব (বিবেকখ্যাতিমান বোধীব) সপ্ত প্রকাব প্রাপ্তভূমি প্রজ্ঞা হয় (১) ॥ হ

ভাষ্যানুবাদ—‘তত্ত্ব’ শব্দের দ্বাৰা বুঝিতে হইবে যে বিবেকখ্যাতিমুক্ত বোধীব সম্বন্ধে ইহা  
কথিত হইয়াছে। অশুদ্ধিরূপ চিত্তেব আবরণ-মল অপগত হওবাব পব প্রত্যয়ান্তর উৎপন্ন না হইলে  
বিবেকীব সপ্ত প্রকাব প্রজ্ঞা হয়। তাহা যথা—হেয়কল পরিজ্ঞাত হইবাছে, আব এ বিষয়ে অস্ত  
পবিজ্ঞেয় নাই—১। হেয়হেতুকল ক্লীণ হইবাছে, আব তাহাদেব ক্লীণকর্তব্যতা নাই—২।  
নিরোধ সমাধিব দ্বাৰা হান সাক্ষাৎকৃত হইবাছে—৩। বিবেকখ্যাতিরূপ হানোপায় ভাবিত  
হইবাছে—৪। প্রজ্ঞাব এই চতুষ্টি কার্খবিমুক্তি, আব তাহাব চিন্তবিমুক্তি তিন প্রকাব। তাহাবা  
যথা—বুদ্ধি চবিতাধিকাব হইবাছে—৫। গুণকল গিবিশিখবকুটচ্যুত উপলব্ধেব ভায় নিববস্থান  
হইবা স্বকাৰণে প্রলয়াতিমুখ হইবাছে এবং সেই কাৰণেব সহিত বিলীন হইতেছে, এই বিপ্রলীন  
গুণকলেব পুনবায় প্রয়োজনাতাবে আব উৎপত্তি হইবে না—৬। এই অবস্থায় (সপ্তম ভূমিতে)  
পুরুষ গুণসম্বন্ধাতীত, স্বরূপমাজ্জ্যোতি, অমল ও কেবলী (প্রজ্ঞাতে এইরূপ মাত্র অবভাসিত  
হন)—৭। এই সপ্ত প্রাপ্তভূমি প্রজ্ঞা অহমর্শন করিলে পুরুষকে কুশল বলা যায়। চিন্ত প্রলীন  
হইলেও মুক্ত কুশল বলা যায়, কেননা তখন পুরুষ গুণাতীত হন।

টীকা। ২৭।(১) প্রাপ্তভূমি প্রজ্ঞা = প্রজ্ঞাব চরম অবস্থা। তাহাব পর আব তদ্বিবয়ক

প্রজ্ঞা হইতে পাবে না, যাহা হইলে তদ্বিষয়ক প্রজ্ঞাব সমাপ্তি বা নিবৃত্তি হয়, তাহাই প্রান্তভূমি প্রজ্ঞা। 'যাহা জানিবার তাহা জানিয়াছি, আমার আব জ্ঞাতব্য নাই' এইরূপ খ্যাতি হইলে যে জ্ঞাননিবৃত্তি হইবে, তাহা স্পষ্ট।

প্রথম প্রজ্ঞাতে বিষয়ের দুঃখময়ত্বের সম্যক্ জ্ঞান হইয়া বিষয়ান্তিমুখ হইতে চিত্ত নিবৃত্ত হয়।

দ্বিতীয় প্রজ্ঞাতে ক্লেশ ক্ষয় (লব্ধ নহে) কবাব চেষ্টা সম্যক্ সফল হওয়ায় এইরূপ খ্যাতি হয় যে—আমাব আব তদ্বিষয়ে কর্তব্যতা নাই। এইরূপে লব্ধ-চেষ্টাব নিবৃত্তি হয়।

তৃতীয় প্রজ্ঞাব দ্বাৰা চরমগতি-বিষয়ক জিজ্ঞাসা নিবৃত্ত হয়, কাৰণ, তখন তাহা লক্ষ্যাকৃত হয়। ইহাতে আধ্যাত্মিক গতিৰ বিষয়ে জিজ্ঞাসা নিবৃত্ত হয়। একবাব নিবোধ সমাধি করিয়া হান উপলব্ধ হইলে পবে বোগীৰ তদন্তৰূপিতপূৰ্বক এইরূপ সন্তোজ্ঞান হয়।

চতুর্থ প্রজ্ঞা—হানোপায় লাভ হওয়াতে চিত্তে আব বোগধৰ্মের কোন ভাবনীয়তা থাকে না। ইহাতে কুশল-ধৰ্মোৎপাদনেৰ চেষ্টা নিবৃত্ত হয়। এই চাবি প্রকাব প্রজ্ঞাব নাম কাৰ্ধবিমুক্তি। চেষ্টাব দ্বাৰা এই বিমুক্তি হব বলিযা, অৰ্থাৎ অজ্ঞ কথাব সাধনকাৰ্ধ ইহাব দ্বাৰা পবিসমাপ্ত হয় বলিযা, ইহাব নাম কাৰ্ধবিমুক্তি। অবশিষ্ট তিন প্রকাব প্রান্তভূমিৰ নাম চিত্তবিমুক্তি (চিত্ত হইতে বিমুক্তি)। কাৰ্ধবিমুক্তি হইলে এই তিন প্রকাব প্রজ্ঞা স্বভাই উদ্বিত হইয়া চিত্তকে নিবৃত্ত কবে। তাহাই পদ-বৈরাগ্যরূপ জ্ঞানেৰ পৰাকাষ্ঠা। তাহাই অগ্ৰা বুদ্ধি। বুদ্ধি-ব্যাপাবেৰ তাহা প্রান্ত বা সীমান্ত-রেখা, তৎপবে কৈবল্য। সেই তিন প্রান্ত-প্রজ্ঞা যথা—

পঞ্চম—বুদ্ধি চবিতামিকারা হইযাছে অৰ্থাৎ ভোগ ও অপবৰ্গ নিস্পাদিত হইযাছে। অপবৰ্গ লভ হইলে ভোগ নিবৃত্ত হয়। ভোগ শেষ কবাব নামই অপবৰ্গ। 'বুদ্ধিৰ দ্বাৰা আব কিছু অৰ্থ নাই' এইরূপ প্রজ্ঞা হইয়া বুদ্ধিৰ ব্যাপাবেতে বিবতি হয়।

ষষ্ঠ—বুদ্ধিৰ স্পন্দন নিবৃত্ত হইবে এবং তাহা যে আব উঠিবে না এইরূপ জ্ঞান ষষ্ঠ প্রজ্ঞাব স্বৰূপ। তাহাতে সৰ্ব ঈষ্টাঙ্কিত সংস্কাৰেৰ অপগমে চিত্তেৰ যে শাৰতিক নিবোধ হইবে, তাহাব স্মৃষ্ট প্রজ্ঞা হয়। পৰ্বতমতক হইতে বৃহৎ উপলব্ধিও নিম্নে পতিত হইলে, তাহা যেমন আব স্বস্থানে প্রত্যাবৰ্তন কবে না, সেইরূপ গুণসকলও পুঙ্খ হইতে বিচ্যুত হইয়া প্রয়োজনভাবে আব সংযুক্ত হইবে না। এখানে গুণ অৰ্থে হৃৎ-দুঃখ-মোহরূপ বুদ্ধিৰ গুণ, মৌলিক জিগ্ৰণ নহে, কাৰণ, তাহাবাই ত মূল, তাহাবা আবদ কিলে লীন হইবে ?

সপ্তম—এই প্রজ্ঞাবদ্বায় পুঙ্খ যে গুণ-সম্বন্ধশূন্য, স্বপ্রকাশ, অমল ও কেবলী তাহা প্রখ্যাত হয়। এখানে গুণ অৰ্থে জিগ্ৰণ। (ইহা কৈবল্য নহে, কিন্তু কৈবল্যবিষয়ক সর্বোত্তম প্রজ্ঞা। কৈবল্যে চিত্তেৰ প্রতিপ্রসব বা লব্ধ হয়; স্বতবাং তখন প্রজ্ঞানও লব্ধ হয়)।

এই সপ্ত প্রান্তভূমি-প্রজ্ঞাব পব চিত্ত নিরুদ্ধ হইলে তখন শান্তোপায়িক পুঙ্খকে মুক্ত কুশল বলা যায়। ঐ প্রজ্ঞা-ভাবনাকালে পুঙ্খকে কুশল বলা যায়, তাহাই জীবমুক্তি অবস্থা। জীবনকালেও যখন দুঃখ-সংস্পর্শ ঘটে না, তখনই তাদৃশ যোগীকে জীবমুক্ত বলা যায়। বিবেকখ্যাতিৰ পব যখন লেশমাত্র সংস্কাৰ থাকে এবং যোগী প্রান্তভূমি-প্রজ্ঞাব ভাবনা কবেন, তখনই তিনি জীবমুক্ত। কাৰণ, তখন দুঃখকব বিষয় উপস্থিত হইলেও তিনি তদুপবি বাইরা বিবেক-ধৰ্মে সমাপন হইতে পাবেন বলিযা তাঁহাব দুঃখ-সংস্পর্শ ঘটিতে পাবে না; স্বতবাং তিনি জীবমুক্ত। নিৰ্ধাৰিতভাবলখন কবিযা জীবিত থাকিলেও যোগী জীবমুক্ত। ফলতঃ মুক্ত বা দুঃখ-সংস্পর্শেৰ অতীত হইয়াও জীবিত থাকিলে

অর্থাৎ সামর্থ্য থাকিলেও শাশ্বতিক চিন্তনিবোধ কবিষা বিদেহ কৈবল্য আশ্রয় না কবিলেই তাদৃশ যোগীকে জীবমুক্ত বলা যায়, “জীবন্তেব বিদ্যানু বিমুক্তো ভবতি” ( ৪।৩০ ) ।

আধুনিক কোনও মতে যাহা জীবনমুক্তি, যোগমতে তাহা ঐশ্বর্যমানজ প্রজ্ঞামাজ। বিবেক-খ্যাতি সিদ্ধ হইলে তাদৃশ যোগী ‘ভবে সন্নত’ হন না বা ‘দুঃখে বিলাপ’ কবেন না। আধুনিক জীবনমুক্তের ভীত, সন্নত, শোকাক্ত বা অন্ত কিছু হইতে বা কবিতে হোষ নাই; কেবল “অহং ব্রহ্মস্মি” এইরূপ বুলিলেই হইল। যোগনিষ্ঠ-জীবনমুক্তের সহিত তাদৃশ ‘জীবনমুক্তের’ যে স্বর্গ-মর্ত্য প্রভেদ, তাহা বলা বাহুল্য।

ভাস্কর্যম্। সিদ্ধা ভবতি বিবেকখ্যাতির্হানোপায়ঃ, ন চ সিদ্ধিরন্তরেণ সাধনমিত্যে-  
তদারভ্যতে—

যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্রমে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ ॥ ২৮ ॥

যোগাঙ্গানি অষ্টাবভিধায়িত্রমাণানি, তেভ্যামনুষ্ঠানং পঞ্চপর্বণো বিপর্যয়শ্চাশুদ্ধি-  
রূপস্ত ক্রয়ঃ নাশঃ। তৎক্রমে সম্যগ্জ্ঞানশ্চাভিব্যক্তিঃ। যথা যথা চ সাধনানুশ্লিষ্টয়ন্তে  
তথা তথা তদুৎকৃষ্টকিরাপন্নতে। যথা যথা চ ক্লীয়তে তথা তথা ক্রয়ক্রমানুবোধিনী  
জ্ঞানশ্চাপি দীপ্তির্বিবৰ্ধতে, সা যথেষা বিবৃদ্ধিঃ প্রকর্ষমনুভবতি আ বিবেকখ্যাতেঃ—আ  
গুণপুরুষস্বরূপবিজ্ঞানাদিত্যর্থঃ। যোগাঙ্গানুষ্ঠানমশুদ্ধেবিরোগকাবণং যথা পরশুশ্লেষস্ত,  
বিবেকখ্যাতেস্ত প্রাপ্তিকারণং যথা ধর্মঃ সূক্ষ্মস্ত, নান্যথা কাবণম্।

কতি চৈতানি কাবণানি শাস্ত্রে ভবন্তি, নবৈবেত্যাহ, তদ্ যথা—“উৎপত্তিস্থিত্যভি-  
ব্যক্তিবিকারপ্রত্যয়ানুগুণঃ। বিরোগাঙ্গতত্ত্বতত্ত্বঃ কারণং নবধা স্মৃতম্” ইতি। তত্রো-  
ৎপত্তিকারণং—মনো ভবতি বিজ্ঞানশ্চ। স্থিতিকারণং—মনসঃ পুরুষার্থতা শরীরস্তেবাহার  
ইতি। অভিব্যক্তিকারণং যথা রূপস্তালোকস্তথা রূপজ্ঞানম্। বিকারকারণং—মনসো  
বিষয়ান্তরং যথাইয়িঃ পাক্যস্ত। প্রত্যয়কারণং—ধূমজ্ঞানমগ্নিজ্ঞানস্ত। প্রাপ্তিকারণং—  
যোগাঙ্গানুষ্ঠানং বিবেকখ্যাতেঃ। বিরোগকারণং—তদেবাশুদ্ধিঃ। অন্তঃকাবণং যথা  
সুবর্ণস্ত সুবর্ণকারঃ। এবমেতস্তু জ্ঞীপ্রত্যয়স্ত অবিজ্ঞা মূঢ়ত্বে, স্বেষা হুৎত্বে, রাগঃ সূত্বে,  
তদ্বজ্ঞানং মাধ্যস্ত্যে। স্থিতিকারণং—শরীরমিল্লিষণাং তানি চ তস্তু, মহাত্তানি  
শরীরীণাং তানি চ পবম্পবং সর্বেষাং, তৈর্ধগুণ্যোন-মানুষ্যদৈবতানি চ পবম্পপার্থস্বাং।  
ইত্যেবং নব কাবণানি। তানি চ যথাসম্ভবং পদার্থান্তরেষপি বোজ্যানি। যোগাঙ্গানুষ্ঠানস্ত  
দ্বিধৈব কারণজ্ঞ লভত ইতি ॥ ২৮ ॥

ভাস্ক্যানুবাদ—বিবেকখ্যাতিরূপ হানোপায় সিদ্ধ হইল অর্থাৎ উহা এক প্রকাব সিদ্ধি, কিন্তু  
সাধনব্যক্তিবকে সিদ্ধি হয় না, সেইহেতু ইহা ( যোগসাধনের বিষয় ) আরম্ভ কবিতেছেন—

২৮। যোগাঙ্গীকরণ হইতে অন্তর্বিব কথ্য হইলে বিবেকখ্যাতি পৰ্বত জ্ঞানদীপ্তি হইতে থাকে (১) ॥ ২

যোগাঙ্গ = অভিধ্যাষিত্ত্বাঙ্গ (যাহা অভিহিত হইবে) অন্তঃস্থক। তাহাদেব অঙ্গীকরণ হইতে পঞ্চপৰ্ব-বিপৰ্যয়রূপ অন্তর্বিব কথ্য বা নাশ হয়। তাহাব ক্ষবে সম্যগ্জ্ঞানের অভিব্যক্তি হয়। যেমন যেমন সাধনশকলের অঙ্গীকরণ কবা যায়, তেমন তেমন অন্তর্বিব তরুণ (কীর্ণতা) প্রাপ্ত হয়। আব যেমন যেমন অন্তর্বিব কথ্য হয়, তেমন তেমন ক্ষয়ক্রমাত্মসাবিত্রী ('ভাবতী' ঋত্ব) জ্ঞানদীপ্তি বিবৰ্ধিতা হইতে থাকে। যতদিন না বিবেকখ্যাতি বা গুণেব ও পুরুষেব স্বরূপ-বিজ্ঞান হয়, ততদিন জ্ঞান বৃত্তিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। যোগাঙ্গীকরণ অন্তর্বিব বিয়োগ-কারণ (২), যেমন পবন ছেদ বস্ত্র বিয়োগ-কারণ। আব তাহা বিবেকখ্যাতিব প্রাপ্তি-কাৰণ; যেমন বর্ষ বৃক্ষেব। তাহা (যোগাঙ্গীকরণ) অন্ত কোন প্রকাৰে কাৰণ নহে।

কথ্য প্রকাৰ কাৰণ শাস্ত্রে নিৰ্দিষ্ট আছে? নথ প্রকাৰ কাৰণ কথিত হইয়াছে, তাহাবা যথা—উৎপত্তি, হিতি, অভিব্যক্তি, বিকাব, প্রত্যয়, আশ্ৰিত, বিয়োগ, অন্তর ও বৃত্তি এই নথ প্রকাৰ কাৰণ বৃত্ত হইয়া থাকে। তাহাব মন্তে, মন বিজ্ঞানেব উৎপত্তি-কাৰণ। হিতি-কারণ, যথা—মনেব পুরুষার্থতা অথবা যেমন শবীবেব আহাব। অভিব্যক্তি-কাৰণ, যথা—আলোক রূপেব, তথা রূপজ্ঞান (অর্থাৎ রূপজ্ঞানও রূপেব প্রতিসংবেদনেব কাৰণ, তাহাতে 'আমি রূপ জানিলাম' এই প্রকাৰ রূপ-বৃত্তিবে প্রতিসংবেদন হয়)। বিকাব-কাৰণ, যথা—মনেব বিবৰ্ধন, অথবা যেমন পাক্যবস্ত্র অগ্নি। প্রত্যয়-কাৰণ, যথা—ধুম-জ্ঞান অগ্নি-জ্ঞানেব। প্রাপ্তি-কাৰণ, যথা—যোগাঙ্গীকরণ বিবেকখ্যাতিব, আব তাহাই অন্তর্বিব বিয়োগ-কাৰণ। অন্তর-কাৰণ, যথা—স্বৰ্বকাৰ স্ববর্ণেব। তেমন একই জী-জ্ঞানেব দুঃখ, দুঃখ, সুখ ও মাধ্যম্যরূপ অন্তর্বিব কাৰণ যথাক্রমে অবিদ্যা, মেঘ, বাপ ও তত্ত্বজ্ঞান। শবীব ইন্দ্রিয়েব ও ইন্দ্রিয় শবীবেব বৃত্তি-কাৰণ, তেমন মহাত্ম শবীবসকলেব, আব, তাহাবা (মহাত্মত্বেবা) পবম্পব পবম্পবেব বৃত্তি-কাৰণ। আব পশু, মহত্ত্ব এবং দেবতাৰাও পবম্পব পবম্পবেব অর্থ বলিমা বৃত্তি-কাৰণ। এই নথ কাৰণ। ইহাবা যথাসম্ভব পদার্থান্তবেও যোগ্য। যোগাঙ্গীকরণ হই প্রকাৰে কাৰণতা লাভ করে (বিয়োগ ও প্রাপ্তি)।

টীকা। ২৮।(১) ক্লেশসকল বা অবিজ্ঞানি পঞ্চ প্রকাৰ অজ্ঞান প্রবল থাকিলেও ক্রতাহমানজনিত বিবেকজ্ঞান হয়। কিন্তু সেই সব অজ্ঞানসংস্কার সাধনেব দ্বাৰা বত কীর্ণ হইতে থাকে, তত বিবেকজ্ঞানেব প্রক্ষুণ্ণতা হয়। পবে সমাধিলাভপূর্বক সম্প্রজাত সমাপত্তিতে লিঙ্গ হইলে বিবেকেব পূর্ণ খ্যাতি হয়। এইরূপে বিবেকজ্ঞানেব ক্ষুণ্ণতা হওয়াব নামই জ্ঞানদীপ্তি। 'বিষয়ে বাপ আনয়ন কবা দুঃখেব হেতু' ইহা জানিমাও যাহাবা তদ্বর্জনে ও তত্ত্বকণে বস্ত্রবান, তাহাদেব এক বকম জ্ঞান। যাহাবা উহা জানিয়া বিষয়েব সম্পর্কত্যাগে বস্ত্রবান, তাহাদেব তত্ত্ববাক জ্ঞানেব দীপ্তি বা ক্ষুণ্ণতা হইতেছে। আব, যাহাবা বিষয় ত্যাগ কবিতা পুনর্গ্রহণে সম্পূর্ণ বিবত হইয়াছেন, তাহাদেবই 'বিষয় দুঃখময়' এই জ্ঞানেব খ্যাতি বা প্রক্ষুণ্ণতা হইয়াছে বলিতে হইবে। বিবেকজ্ঞানসম্বন্ধেও তত্ত্বপ।

২৮।(২) যম-নিয়ম আদি যোগাঙ্গ জ্ঞানরূপ বিবেকেব ক্রিয়ণে কাৰণ হইতে পাবে ভাঙকাব সেই শব্দাব উদ্ভবে দেখাইয়াছেন যে, যোগাঙ্গ অন্তর্বিব বিয়োগ-কাৰণ।

অবিজ্ঞানি সমস্তই অজ্ঞান। যোগাঙ্গীকরণ অর্থে অবিজ্ঞানি বশে কাৰ্য না কবা। তাহাতে (অবিজ্ঞানিবশে কাৰ্য না কৰাতে) অবিজ্ঞানি কীর্ণ হয় ও বিবেকজ্ঞানেব দীপ্তি হয়। যেমন যে

এক অজ্ঞানমূলক বৃত্তি, হিংসাই প্রধান ঘেব। অহিংসা কবিলে সেই ঘেবকপ অজ্ঞানেব কাৰ্য কৰ হব, তাহাতেই ক্ৰমশঃ তদ্ধাবা বিবেকজ্ঞানেব খ্যাতি হইতে পাবে। সত্যেব দাবা সেইকপ লোভাদি নানা অজ্ঞান নষ্ট হব। আসন-প্ৰাণাশ্বাসেব দাবা পবীৰ হিব, নিশ্চল, বেদনাশৃঙ্খবং হইলে ‘আমি শবীবী’ এই অবিদ্যাব খ্যাতি হ্লাস পাইবা ‘আমি অশবীবী’ এই বিজ্ঞানাবনাব আনুকূল্য হব। এইৰূপে যোগাঙ্কান বিজ্ঞাব কাবণ। সাক্ষাৎসবদে তদ্ধাবা অন্তৰিকপ বিপৰ্যবসংক্কাব বিযুক্ত হব, তাহা হইলেই বিজ্ঞাব খ্যাতি হব।

অন্তৰ্কি অৰ্থে শুধু অজ্ঞান নহে কিন্তু অজ্ঞানমূলক কৰ্ম এবং তাহাব সক্ষিত সংস্কাৰ। যোগাঙ্কান অৰ্থে জ্ঞানমূলক কৰ্মেব আচবণ। জ্ঞানমূলক কৰ্মেব দাবা অজ্ঞানমূলক কৰ্ম নষ্ট হব, তাহাতে জ্ঞানেব প্ৰখ্যাতি হয়। জ্ঞানেব খ্যাতি হইলে অজ্ঞান-নাশ হয়। অজ্ঞান সম্পূৰ্ণ নষ্ট হইলে বুদ্ধিনিবৃত্তি বা কৈবল্য হয়। এইৰূপেই যোগাঙ্কান কৈবল্যেব হেতু।

অনেক মূলদৰ্শী লোক যোগেব দাবা জ্ঞান হব—ইহা শুনিবা ক্ষেপিবা উঠে। তাহাবা বলে, অঙ্কান জ্ঞানেব কাবণ নহে, প্ৰত্যক্ষ, অম্মমান ও আগমই জ্ঞানেব কাবণ। বস্তুতঃ একথা যোগীবাও অস্বীকাৰ কবেন না। যোগাঙ্কান কৰূপে জ্ঞানেব কাবণ তাহা উপবে দৃশিত হইল। ফলতঃ সমাধি পবম প্ৰত্যক্ষ, তৎপূৰ্বক বে বিচাব হব তাহাই বিবেকজ্ঞানে পৰ্ববলিত হয়। আব, সাক্ষাৎকাবী পূৰ্ণবেব দাবা উপৰ্হিত জ্ঞান মোক-বিববক বিমুক্ত আগম।

যোগাঙ্কান বিজ্ঞাব কাবণ। কাবণ বলিলেই বে উপাদান-কাবণমাত্ৰ বুঝায় না, তাহা ভাস্ককাব ছুপটকূপে বুঝাইয়াছেন। বস্তুতঃ মোক্ষেব কিছু উপাদান-কাবণ নাই। বস্তু অৰ্থে শুণ ও পূৰ্ণবেব সংযোগ। বাহু ত্ৰয়েব সংযোগ যেমন একক্ষেপাবহান, অবাহ পুশ্চকৃতিব সংযোগ সেইকূপ নহে, তাহাদেব সংযোগ ‘অবিবিক্ত-প্ৰত্যক্ষ’ মাত্ৰ। সেই অবিবেক-প্ৰত্যক্ষ বিবেকেব দাবা নষ্ট হয়। যোগ অন্তৰ্কিব বিবোগ-কাবণ ও বিবেকেব প্ৰাপ্তি-কাবণ। বিবেকেব দাবা অবিবেকেব নাশ হব, এইৰূপেই যোগ মোক্ষেব কাবণ। পবন্ত সংযোগেব বেকূপ উপাদান-কাবণ হইতে পাবে না, বিযোগেবও (ছঃখবিযোগেব বা মোক্ষেব) সেইকূপ উপাদান নাই।

ভাস্ক্যম্। তত্র যোগাঙ্কান্ধবাব্যন্তে—

যমনিয়মাসনপ্ৰাণায়ামপ্ৰত্যাহারম্মাৰণাধ্যানসমাধয়োইষ্টাবজ্ঞানি ॥ ২৯ ॥

যথাক্ৰমমেতেষামঙ্কানং স্বৰূপক বক্ষ্যামঃ ॥ ২৯ ॥

ভাস্ক্যানুবাদ—এছলে যোগাঙ্ক অববাবিত (১) হইতেছে—

২৯। যম, নিয়ম, আসন, প্ৰাণাবাম, প্ৰত্যাহাব, দাবণা, ধ্যান ও সমাধি এই অষ্ট যোগাঙ্ক ॥ ২ যথাক্ৰমে ইহাদেব অঙ্কান ও স্বৰূপ (অপ্ৰে) বলিব।

টীকা। ২৯।(১) শাস্ত্ৰান্তবে যোগেব বডল কথিত হইবাছে বলিয়া বুখা কেহ কেহ আপত্তি কবেন। ভাক্দিবা চুবিদা বাহাই যোগাঙ্ক কৰা ষাউক না, এই অষ্টাদেব অন্তৰ্গত সাধন

কাহাবও অতিক্রম কবিবাব সম্ভাবনা নাই। মহাভাবতেও আছে, “বেদেয় চাষ্টগুণিনং যোগ-  
মাহর্যনীষিণঃ” অর্থাৎ বেদে যোগ অষ্টাঙ্গ বলিবা মনীষিগণেব দ্বাৰা কথিত হয়।

ভাষ্যম্। তত্র—

অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্যাপরিগ্রহা যমাঃ ॥ ৩০ ॥

তত্রাহিংসা সর্বথা সর্বদা সর্বভূতানামনভিহ্রোহঃ। উত্তরে চ যমনিয়মাস্তম্ভাস্তে-  
সিদ্ধিপবতবা তৎপ্রতিপাদনায় প্রতিপাদ্যন্তে, তদবদাতকপকরণাযৈবোপাদীয়ন্তে। তথা  
চোক্তং “স ঋত্বয়ং ব্রাহ্মণো যথা যথা ব্রতানি বহুনি সমাদিত্বসতে তথা তথা প্রমাদ-  
কৃত্তেত্যো হিংসানিদানেত্যো নিবর্তমানস্তামেবাবদাতকপামহিংসাং করোতীতি।”  
সত্যং যথার্থে বাধ্যনসে, যথা দৃষ্টং যথাস্থমিতং যথা শ্রুতং তথা বাধ্যনশেচিতি। পবত্র  
স্ববোধসংক্রান্তয়ে বাগ্ধস্তা সা যদি ন বঞ্চিতা ভ্রান্তা বা প্রতিপত্তিবদ্যা বা ভবেদিত্তি,  
এবা সর্বভূতোপকাবার্হ প্রবৃত্তা ন ভূতোপঘাতায়, যদি চৈবমপ্যভিধীয়মানা ভূতোপ-  
ঘাতপর্বৈব স্ত্যাং ন সত্যং ভবেৎ, পাপমেব ভবেৎ। তেন পুণ্যাভাসেন পুণ্যপ্রতিপাদকেণ  
কষ্টং তমঃ (কষ্টতমমিত্তি পাঠান্তবম্) প্রাপ্নুযাৎ, তস্মাৎ পবীক্য সর্বভূতহিতং সত্যং  
জ্ঞাযাৎ। স্তেয়ম্ অশান্ত্রপূর্বকং দ্রব্যাপাণং পবতঃ স্বীকবণম্, তৎপ্রতিষেধঃ পুনরনুপ্ৰহাকপ-  
মন্তেযমিত্তি। ব্রহ্মচর্যং গুপ্তেন্দ্রিয়স্তোপহৃত্ত সংযমঃ। বিষবাণামর্জনবক্ষণকয়সজ-  
হিংসাদোষদর্শনাদস্বীকবণমপরিগ্রহঃ। ইত্যেতে যমাঃ ॥ ৩০ ॥

৩০। ভাষ্যানুবাদ—ভাহাব মধ্যে—

অহিংসা, সত্য, অর্দেয, ব্রহ্মচর্য ও অপবিগ্রহ (এই পাঁচটি) যম ॥ ২

ইহার তিতব অহিংসা (১) সর্বথা (সর্ব প্রকাৰে), সর্বদা, সর্ব ভূতব অনভিহ্রোহ। সত্যাদি  
অস্ত্র যম-নিয়মসকল অহিংসামূলক। তাহাবা অহিংসা-সিদ্ধিব হেতু বলিবা অহিংসাপ্রতিপাদনেব  
নিমিত্তই শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইবাছে। আব, অহিংসাকে নিৰ্মল কবিবাব জ্ঞাই তাহাবা (সত্যাদি)  
উপাদেব। তথা (শাস্ত্রে) উক্ত হইবাছে, “সেই ব্রহ্মবিৎ যে বে কপে ব্রতসকলেব অচুষ্ঠান কবেন, সেই  
সেই কপেই (ঐ ব্রতব দ্বাবা) প্রমাদকৃত হিংসামূলক কর্ম হইজে নিবর্তমান হইয়া সেই অহিংসাকেই  
নিৰ্মল করেন অর্থাৎ ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিব লক্ষ্য বর্ষাচবণ অহিংসাকে নিৰ্মল কবে।” সত্য (২) যথাতুত  
অর্থযুক্ত বাক্য ও মন। যেকপ দৃষ্ট, অহরিত অথবা ক্রত হইবাছে, সেইকপ বাক্য ও মন, অর্থাৎ কখন  
এবং চিন্তা। নিজজ্ঞান-সংক্রান্তিহেতু অপবকে বাক্য বলিলে সেই বাক্য যদি বঞ্চক বা ভ্রান্ত অথবা  
শ্রোতাব নিকট অর্থশূন্য না হয় (তাহা হইলে সেই বাক্য সত্য)। কিন্তু সেই বাক্য সর্বভূতব  
উপঘাতক না হইয়া উপকাবার্হ প্রযুক্ত হওয়া আবশ্যক; কাবণ, বাক্য অভিধীয়মান হইলে যদি  
ভূতোপঘাতক হয়, তাহা হইলে তাহা সত্যকপ পুণ্য হয় না, পাপই হয়। তাদৃশ পুণ্যবৎ-প্রতীয়মান,

পুণ্যসদৃশ বাক্যের দ্বারা দুঃখময় তমঃ বা নিবব লাভ হয়, সেইহেতু বিচাৰপূৰ্বক সৰ্বভূতহিতজনক সত্য বাক্য বলিবে। তেষ (৩) অৰ্থে অশাস্ত্রপূৰ্বক (অবৈধৰূপে) অপনোব দ্রব্য গ্রহণ, অত্যেব—অস্পৃহা-রূপ তেষ-প্রতিবেদ। ব্রহ্মচৰ্য—ব্রহ্মেজিয় হইয়া উপহেব সংবৰ (৪)। অৰ্জন, বশণ, স্বয়, সঙ্গ ও হিংসা, বিবনেব এই পঞ্চবিধ দোষ দৰ্শন কৰিবা তাহা গ্রহণ না কৰা (৫) অপবিগ্রহ। ইহাবা ঘম।

টীকা। ৩০।(১) ভাস্কৰাব অহিংসাব স্পষ্ট বিবৰণ দিয়াছেন। “না হিংস্তাং সৰ্বভূতানি” এই প্রাচীন প্রবাদ বাক্য প্রসিদ্ধ। অহিংসা শুধু প্রাণিপীড়নবর্জন কৰা মাত্ৰ নহে, কিন্তু প্রাণিগণেব প্রতি মৈত্ৰ্য্যাদি সন্তাব পোষণ কৰা। সৰ্বথা বাহি-বিবৰক স্বার্থপৰতা ত্যাগ না কৰিলে অহিংসা-আচৰণ সম্ভবপৰ হয় না। পৰেব মাংসে নিজেব শবীৰেব ভুষ্টি-পুষ্টিকৰণেচ্চা হিংসাব প্রধান নিদান, আৰ বাহ্যবৃত্তি বৃদ্ধিতে গেলে নিচ্চবট পৰকে পীড়া দেওবা অবশ্যভাবী হয়। পৰকে ভয়-প্রদৰ্শন, পক্ষ্য বাক্যে মৰ্চ্ছদমন প্রভৃতি সমস্তই হিংসা। সত্যামিব দ্বাবা মোহভেদাদি-স্বার্থপৰতামূলক বৃত্তি ক্ষীণ হঠতে থাকে বলিবা অপৰ সমস্ত ঘম ও নিগমসাধন অহিংসাকেট নিৰ্গল কৰে।

অনেকে মনে কৰেন, জীবনধাৰণ কৰিলে প্রাণীদেব মাৰা বধন অবশ্যভাবী, তখন অহিংসাসাধন কিৰূপে সম্ভব হয়? অহিংসাসাধনেব মূলতত্ত্ব না বুঝাতেই এই প্ৰশ্ন হয়। যোগভাস্কৰাব বলিয়াছেন, “নাশ্পহত্য ভূতাহ্যপভোগঃ সম্ভবতি” (২।১৫)। অতএব দেহধাৰণ কৰিলে প্রাণিপীড়া অবশ্যভাবী তাহা জানিবা (ক) দেহধাৰণ না হয় এই উদ্দেশ্যে যোগীবা যোগাচৰণ কৰেন। ইহা প্রথম অহিংসাসাধন। (খ) যথাশক্তি অনাবশ্যক দ্বাব ও দ্ৰৱ্যৰ প্রাণীদেব হিংসা হইতে বিবৰ্তি দ্বিতীয় সাধন। (গ) প্রাণীদেব মধ্যে যথাশক্তি উচ্চ প্রাণীদেব দুঃখধান না কৰা তৃতীয় অহিংসাসাধন।

যলন্তঃ হিংসা বা প্রাণিপীড়ন যে ক্রুবতা, জিহাংসা, বেব আমি দূষিত মনোভাব হইতে হয়, তাহা ত্যাগ কৰিতে থাকাই অহিংসা। কাহাবও ক্রুবতাদি দূষিত ভাব না থাকিলে যদি তাহাব কোন কৰ্মে তাহাব পিতামাতাও নিহত হয় তবে সেই কৰ্মকে কি ব্যবহাৰতঃ, কি পৰমার্থতঃ, হিংসা বলা যায় না। হিংসাবও ভাবভন্ন আছে। পিতামাতা বা সন্তানকে হিংসা কৰা আৰ আততাবীকে বধ কৰা একরূপ অপকৰ্ম নহে। কাৰণ, সত অধিক ক্রুবতাদি ছই প্রবৃত্তি থাকিলে তবে পিতাদিকে লোকে হিংসা কৰিতে পাবে? ক্ষম্যেব দূষিত প্রবৃত্তিৰ ভাবভন্ন্যে হিংসাদি অপকৰ্মেবও ভাবভন্ন্য চয়। এটক্স মাত্স মাৰা ও বাস হেঁড়া সন্ধান হিংসা নহে। আৰাব পক্ষ্য কথা বলিবা পীড়া দেওবা ও প্রাণপাত কৰাও সন্ধান হিংসা নহে। প্রাণ প্রাণীদেব সৰ্বাপেক্ষা প্ৰিয়, স্তুতবাং প্রাণনাশ সৰ্বাপেক্ষা প্রবল হিংসা। তন্মধ্যে আৰাব প্রধান পিতামাতাদিহ হিংসা, তৎপৰে বন্ধুবান্ধবাদি, ক্ৰমে—সাধাবণ মন্ত্ৰ, আততাবী, উপকাৰী পশু, সাধাবণ পশু, অপকাৰী পশু, সাধাবণ বৃক্ষাদি, অপকাৰী বৃক্ষাদি, ভক্ষ্য বৃক্ষাদি, ভক্ষ্য পত্ৰাদি ও পৰিশেবে অদৃশ্য প্রাণীদেব হিংসা ক্ৰমশঃ বৃদ্ধতব। এমন কি আততাবি-বধ ও বৃক্ষাদি-নাশ সাধাবণ লোকেব পক্ষে দোষাবহ হিংসা বলিবা গণ্য হয় না। কাৰণ, সাধাবণ লোকে যে অবস্থাব আছে, তাহাতে তাহাবা ঐকপ কৰ্মেব দ্বাবা অধিকতব দূষিত হয় না। জিমি বেদ-ভোজন কৰিলে আৰ কি দূষিত হইবে? এইক্স মন্ত্ৰ বলিয়াছেন, মাংসাদি ভক্ষণে দোষ নাই; কাৰণ, উচ্চ প্রাণীদেব প্রবৃত্তি, কিন্তু উচ্চ হইতে বে নিবৃত্তি তাহা মহাকল। প্রবৃত্তি-পক্ষলিপ্ত মন্ত্ৰেব মাংসাদি ভোজনে বা ক্ষেত্ৰাদি কৰ্মে আৰ অধিক কি অপুণ্য হইবে? তবে সাধাবণ বাবৰতাদি ধৰ্মকৰ্মেব দ্বাবা উচ্চ হইতে নিবৃত্ত হইলে মহাবল হয়।

এই গেল সাধাবণ লোকেব কথা। যোগীদেব পক্ষে অহিংসামিব সার্বভৌম মহাব্ৰত আচৰণীয়,

তাই তাঁহারা অহিংসাদ্বিধ যতদূর সম্ভব আচরণেব চেষ্টা করেন। প্রথমতঃ, তাঁহারা মনুষ্যজাতিব, এমন কি আন্তর্জাতীয় প্রতিও হিংসা করেন না এবং পশুদেব প্রতিও বশাসম্ভব অহিংসা বা অতি মৃদু হিংসা ( যেমন সর্পাদিকে ভয় দেখাইবা তাড়াইবা দেওয়া মাত্র ) কবেন। দ্বিতীয়তঃ, অকাবশে হাবব প্রাণীদেবও উৎপীড়িত কবেন না। দেহধাবণেব জন্ত কেহ কেহ শীর্ণপর্ণাদি ভোজন কবেন অথবা ভিক্ষায়ে দেহধাবণ কবেন। পুরাকালে নিবস ছিল ( এখনও আধাবর্তেব স্থানে স্থানে আছে ) যে, গৃহে কিছু বেশী অন্ন পাক করিবে এবং তাহাব কিয়ৎংশ সমাগত সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদেব দিবে। “যতিস্ত ব্রহ্মচারী চ পাকান্নমিনানুবৃত্তৌ”। ( পৰাশর স্ম. )। সন্ন্যাসী বহুচ্ছা বিচরণ কবিত্তে কবিত্তে কোন গৃহদেব বাড়ী মাধুকরী লইলে তাঁহাব তাহাতে অন্নঘটিত হিংসাদোষ হয় না। মধু বলেন, পাদম্পেকপাদিত্তে যে অবশ্রম্ভাবী হিংসা হয় সন্ন্যাসী তাহা কালনেব জন্ত অন্ততঃ ছব বাব প্রাণাবাম কবিনেব। এইরূপে যোগীবা মৃদুতম অবশ্রম্ভাবী হিংসা ‘কবিবাও অহিংসাধর্মকে প্রবণিত্ত কবিবা শেষে যোগসিদ্ধিবা হাবা দেহধাবণ হইতে শাবভকালেব জন্ত বিমুক্ত হইবা সর্বপ্রাণীব অহিংসক হন। দেশ, কাল ও আচাবভেদে প্রাচীনকালেব স্ত্রবোগ না পাইলেও অহিংসাব এই তত্ত্বসকল লক্ষ্য কবিবা ‘বশাসক্তি অহিংসাব আচরণ কবিবা গেলে স্ত্রব হিংসাদোষমুক্ত হয় ও তাহাতে যোগ অল্পকাল হয়। অবশ্রম্ভাবী কিছু হিংসা অভ্যাভ্য হইলেও ‘আমি যোগেব হাবা অনন্তকালেব জন্ত সর্বপ্রাণীব অহিংসক হইতে পাবিব’ এই বিমুক্ত অহিংসা-সংকল্পেব হাবা সেই যোগ বাবিত্ত হয়, কাবণ, স্ত্রবযত্নকিই যোগালেব উদ্দেশ্য।

৩০।(২) সত্য। যে বিবব প্রমিত্ত হইবাছে, চিত্ত ও বাক্যকে তদ্ব্যবস্থাপ কবিবাব চেষ্টাই সত্যসাধন। বাহাতে পবপীড়া হয়, এইরূপ সত্য বাচ্যা বা চিন্তা নহে, যেমন—পবেব বার্থ্য্য দোষ কীর্ত্তন কবিবা পবেক পীড়িত্ত কবা অথবা ‘অনভ্যাসভাবলঘীবা নাশপ্রাপ্ত হউক’ ইত্যাকাব চিন্তা।

সত্য লক্ষ্যে স্ত্রিত্তি যথা—“সত্যমেব জযতে নানৃত্তম্ সত্যেন পদা বিত্ততো দেবযানঃ” ( মুণ্ডক ) ইত্যাদি। সত্যসাধন কবিত্তে হইলে প্রথমে মৌন বা অল্পভাবিত্তা অভ্যাস কবিত্তে হয়। অধিক কথা বলিলে অনেক অনভ্য কথা প্রায়ই বলিত্তে হয়। মনকে সত্যপ্রবণ কবিত্তে হইলে কাব্য, গল্প, উপভাস আদি কাল্পনিক বিবব হইতে বিবত কবিত্তে হয়। পবে অশাবমাধিক সত্যলবল ত্যাগ করিবা কেবল পাঁচমাধিক সত্য বা তত্ত্বসকল চিত্ত কবিত্তে হয়।

সাধাবণ মনুষ্যেব চিত্ত অলীক চিন্তাব নিযত ব্যস্ত বলিবা তাত্তিক সত্যেব চিন্তা মনে প্রতিষ্ঠা-লাভ কবে না। তজ্জন্ত সাধাবণে গল্প, উপমা প্রভৃতি মিথ্যাপ্রপঞ্চেব হাবা সন্নিবয কথঞ্চিৎ গ্রহণ কবে। বালককে শির্ডা বলে, ‘সত্যকথা বল নচেৎ তোব মস্তক চূর্ণ কবিব’, ‘অবযেধনহস্তক সত্যক তুলবা ধৃত্তম্’ ইত্যাদি অলীক উপমাব হাবা সত্যেব উপদেশ সাধাবণ মানবেব পক্ষে কার্যকরী হয়।

লম্বাক সত্যচরণশীল যোগীব তাদৃশ উপদেশ বা চিন্তা কার্যকর হয় না। তাঁহাবা সমস্ত কাল্পনিকতা ও অলীকতা ছাড়িয়া বাক্য ও মনকে কেবল তত্ত্ব-বিবষক ও প্রমিত্তপদার্থ-বিবদ্বক করেন। কল্পনাবিলাস না ছাড়িলে প্রকৃত সত্যসাধন দুর্ঘট। সত্য বলিলে যে স্থলে পবেব অনিষ্ট হয়, সে স্থলে মৌন বিযেয়। লহুদেহেও ‘অনভ্য অকর্থনীয়। অর্ধ সত্য, ‘হত গজ্জেন ভায়, অধিকতব হেব। ভ্রান্ত ও প্রতিপত্তিবদ্ধ্য বাক্যেব হাবাই অর্ধ সত্য কথিত্ত হয়।

৩০।(৩) বাচ্য অস্তব বা ধর্মতঃ অপ্রাপ্য তাদৃশ জ্ব্যগ্রহণ স্ত্রেয়। তাহা ত্যাগ কবিবা মনে তাদৃশ স্মৃতা না-উঠা-রূপ নিশ্চয় ভাব-বিশেবই অস্ত্রেয়। কুড়াইয়া পাইলে স্ত্রববা নিধি পাইলেও



তাহা গ্রাহ্য নহে, কাষণ তাহা শব্দ। এক বোঙ্গী পর্বতে থাকেন, তথায এক মণি পাইলেন, তাহাও তাঁহাব গ্রাহ্য নহে, কাষণ পর্বত বাজাব স্তবরাং তজ্জাত্য সমস্তই রাজ্যাব। কলন্তঃ যাহা নিজস্ব নহে, তাদৃশ দ্রব্য গ্রহণ না কবা এবং তাদৃশ দ্রব্যে স্পৃহা ত্যাগ করায চেষ্টাই অন্তঃস্বাধীন, এ বিষয়ে শ্রুতি (ঐশ) যথা—“রা গৃহ্যঃ কস্তবিন্দনম্।”

৩০। (৪) ব্রহ্মচর্য। গুপ্তেশ্বরিব—গুপ্ত বা বঞ্চিত ইন্দ্রিয়সমূহ বাহ্যাব সে গুপ্তেশ্বর্য অর্থাৎ সংযতেশ্বর্য। চতুর্বাধি সমস্ত ইন্দ্রিয়কে বন্ধা কবিয়া অর্থাৎ অব্রহ্মচর্যেব বিবস্ব হইতে সর্বেশ্বর্যকে সংযত করিয়া, উপহস্যংবর কবাই ব্রহ্মচর্য। শুধু উপহস্যংযমমাত্র ব্রহ্মচর্য নহে। “সন্নয়ন কীর্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্। সংকল্পোহধ্যবলাবচ্চ কিস্তানিশিভিবৈব চ। এতন্নৈখুন্নমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ। বিপবীড়্য ব্রহ্মচর্যমহুষ্ঠেব মুমুক্ষুভিঃ।” (দক্ষ স্মৃ.)। এইরূপ অষ্ট অব্রহ্মচর্যবর্ণনই ব্রহ্মচর্য। অব্রহ্মচর্যেব চিন্তা মনে উঠিলেই তাহা দূর করিয়া দিতে হয়, কখনও তাহাকে প্রব্রজ্য দিতে নাই। তাহা হইলে ব্রহ্মচর্য কহাশি সিদ্ধ হয় না। ব্রহ্মচর্যেব জন্ম বিতাহাব প্রযোজন। প্রচুব দৃঢ়, দৃঢ় আশি ভোগীব পক্ষে সাধিক আত্মাব, বোগীব নহে। বিতাহাব ও মিতনিত্রাব দ্বারা শরীবেকে কিছু দ্রিষ্ট বাখা ব্রহ্মচারীব পক্ষে আবশ্যক। তৎপূর্বক সম্যক অব্রহ্মচর্যেব আচরণ ত্যাগ করিয়া এবং মনকে কাম্য-বিষয়ক সংকল্পশূন্য কবিয়া উপহেশ্বর্যকে সর্বহীন কবিলে, তবে ব্রহ্মচর্য সিদ্ধ হয়। অব্রহ্মচারীব আত্মসাক্ষ্যাকাংক্ষাব লাভ হয় না, তদ্বিষয়ে শ্রুতি যথা—“সত্যেন লভ্যন্তপসা হেব আত্মা সম্যগ্ জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্যেন নিত্যম্” (মুণ্ডক)। “জীবনে কখনও অব্রহ্মচর্য কবিব না” এইরূপ সংকল্প কবিয়া ও তাদৃশ সংকল্পপূর্বক ‘জননেশ্বর্য শুদ্ধ হইয়া বাউক’ এইরূপে জননেশ্বর্যেব সর্বস্থানে নিষ্ক্রিয়তা ভাবনা কবিলে ব্রহ্মচর্যেব সাহায্য হয়।

৩০। (৫) বিষয়েব অর্জনে দুঃখ, বক্ষণে দুঃখ, ক্ষয় হইলে দুঃখ, সঙ্কে সংক্ৰান্তজনিত দুঃখ এবং বিষয়গ্রহণে অবশ্রুতাবী হিংসা ও তজ্জনিত দুঃখ, এই সকল দুঃখ বৃদ্ধি। দুঃখমুগ্ধ প্রথমতঃ বিষয় ত্যাগ কবেন ও পবে অগ্রহণ কবেন। কেবল প্রাপ্যধাষণেব উপবৃত্ত দ্রব্যমাত্রই স্বীকার্য। শ্রুতি বলেন, “ত্যাগেনৈকেনাস্ততদ্বানন্তঃ।” বহু দ্রব্যেব স্বামী হইবা তাহা পবার্থে ত্যাগ না কবা স্বার্থপরতা ও পবদুঃখে অসহ্যহুতি। বোগীবা নিঃস্বার্থপরতাব চরম সীমাব বাইতে চান বলিবা তাঁহাদেব পক্ষে সম্যগ্-রূপে ভোগ্য বিনয় ত্যাগ কবা অবশ্রুতাবী। মনে কব, তোমাব প্রযোজনাত্তিবিদ্ধ সম্পত্তি আছে, কোন দুঃখী আসিবা তোমাব নিকট তাহা প্রার্থনা কবিল, তুমি যদি তাহা না দাও, তবে তুমি স্বার্থপর, স্বার্থহীন। তজ্জন্য বোগীবা প্রথমতঃই নিজস্ব পবার্থে ত্যাগ কবেন ও পবে আব প্রাপ্যধাষণেব অতিবিদ্ধ দ্রব্য পক্ষিগ্রহণ কবেন না। প্রাপ্যধাষণ না কবিলে যোগসিদ্ধি এবং দোষেব সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হইবে না বলিবা প্রাপ্যধাষণেব উপযোগী রাজাই ভোগ্য পবিগ্রহ কবেন। অধিক ভোগ্যবজব স্বামী হইবা থাকিলে যোগসিদ্ধি দূর হয়। -

ভাষ্যম্ । তে তু—

জাতিদেশকালসময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্বভৌমা মহাব্রতম্ ॥ ৩১ ॥

তত্রাহিংসা জাত্যবচ্ছিন্না—মৎস্তবন্ধকস্ত মৎস্তেষেব নাত্তত্র হিংসা । সৈব দেশা-  
বচ্ছিন্না—ন তীর্থে হনিষ্টামীতি । সৈব কালাবচ্ছিন্না—ন চতুর্দশাং ন পুণ্যেহহনি হনিষ্টা-  
মীতি । সৈব ত্রিভিরূপরতস্ত সময়াবচ্ছিন্না—দেবব্রাহ্মণার্থে নাত্তথা হনিষ্টামীতি, যথা  
চ ক্ষত্রিয়ানাং যুদ্ধ এব হিংসা নাত্তত্রোতি । এভির্জাতিদেশকালসময়ৈবনবচ্ছিন্না  
অহিংসাদয়ঃ সর্বথৈব পবিপালনীয়াঃ, সর্বভূমিষু সর্ববিষয়েষু সর্বধৈবাবিদিভব্যভিচারঃ  
সার্বভৌমা মহাব্রতমিত্যুচ্যতে ॥ ৩১ ॥

৩১ । ভাষ্যানুবাদ—তাহাবা (যমসকল)—জাতি, দেশ, কাল ও সময়ের বাবা অনবচ্ছিন্ন  
হইয়া সার্বভৌম হইলে মহাব্রত হয় (১) ॥

তাহাব মধ্যে জাত্যবচ্ছিন্না অহিংসা যথা—মৎস্তবন্ধকেব মৎস্তজাত্যবচ্ছিন্না হিংসা, অন্তজাত্য-  
বচ্ছিন্না অহিংসা । দেশাবচ্ছিন্না অহিংসা যথা—তীর্থে হনন কবিব না ইত্যাদিরূপ । কালাবচ্ছিন্না  
অহিংসা যথা—চতুর্দশিতে বা পুণ্যদিনে হনন কবিব না ইত্যাদিরূপ । সেই অহিংসা জাত্যাগি ত্রিবিধ  
বিষয়ে অবচ্ছিন্ন না হইলেও সময়াবচ্ছিন্ন হইতে পারে । সময়াবচ্ছিন্না অহিংসা যথা—দেবব্রাহ্মণেব  
জন্ত হনন কবিব, আব কিছুব জন্ত নহে । অথবা ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধেতেই হিংসা (কর্তব্য), অন্তজ  
হিংসা না কবা (অহিংসা) । এইরূপ জাতি, দেশ, কাল ও সময়ের বাবা অনবচ্ছিন্ন অহিংসা, সত্য  
প্রকৃতি সর্বথা পবিপালন কবা উচিত । সর্ব ভূমিতে, সর্ব বিষয়েতে, সর্বথা ব্যভিচারশূন্য বা সার্বভৌম  
হইলে যমসকলকে মহাব্রত বলা যায় ।

টীকা । ৩১ । (১) . সকল প্রকার ধর্মাচরণকারী ব্যক্তি অহিংসাদি কিছু কিছু আচরণ  
কবেন বটে, কিন্তু বোগীবা তাহাদের পবিপূর্ণরূপে আচরণ কবেন । তাহ্মসরূপে আচরিত যমসকল  
সার্বভৌম হয় ও মহাব্রত নামে আখ্যাত হয় ।

সময় অর্থে কর্তব্যের নিয়ম । যেমন অর্জুন ক্ষত্রিয়ের কার্য বলিবা যুদ্ধ কবিয়াছিলেন । ইহা  
সময়বশে হিংসা । বোগীবা সর্বথা ও সর্বজ হিংসাদি বর্জন কবেন । তান্ত্র স্বর্ণম ।

শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়ৈশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ ॥ ৩২ ॥

ভাষ্যম্ । তত্র শৌচ বৃদ্ধলাদিজনিতং মেঘাত্যবহবগাদি চ বাহম্ । আভ্যাস্তবং  
চিত্তমলানামাকালনম্ । সন্তোষঃ সন্নিহিতসাধনাদধিকস্তানুপাদিৎসা । তপঃ হৃদয়সহনম্ ।  
দ্বন্দ্বচ্ছ জিহৎসাপিপাসে, শীতোষ্ণে, স্থানাসনে কাঠমৌনাকাবমৌনে চ । ব্রতানি চৈব  
যথাযোগং বৃদ্ধচাত্তার্যগসান্তপনাদীনি । স্বাধ্যায়ঃ মোক্ষশাস্ত্রাণামধ্যয়নং প্রণবজপো  
বা । ঈশ্বরপ্রণিধানং তস্মিন্ পরমন্তরৌ সর্বকর্মার্পণং, “শম্যাসনস্নোহুৎ পশি ব্রজন্ বা

স্বল্পঃ পরিকীর্ণবিতর্কজালঃ । সংসারবীজকল্পমীক্ষমাণঃ স্ত্র্যগ্নিত্যমুক্তোহমৃতভোগ-  
ভাগী” । যত্রেদমুক্তং “ততঃ প্রত্যক্চেতনাবিগমোহপ্যন্তরায়রাভাবশ্চ” ইতি ॥ ৩২ ॥

৩২ । শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বৰ-প্রাণিধান, ইহারা নিবন্ধ । হু

ভাস্ক্যানুবাদ—তাহাব মধ্যে, স্বল্প-জলাদিজনিত ও মেধ্যাহার প্রভৃতি যে শৌচ, তাহা বাহ ।  
আভ্যন্তর শৌচ—চিন্ত-মল-কালন (১) । সন্তোষ (২)—সমিহিত সাধনেব (লক্ষপ্রাণযাত্ৰিকমাজ-  
নাধনেব) অধিক যে সাধন, তাহাব গ্রহণেচ্ছাপ্রভৃতা । তপঃ (৩)—ক্লেশনহন । ক্লেশ কথা—ক্লেশ ও  
পিপাসা, শীত ও উষ্ণ, স্থান (স্থিাবস্থান) ও আসন, কাঠিমান ও আকাবমান । কল্প, চাহারণ,  
সান্তপন প্রভৃতি ব্রতসকলও তপঃ । স্বাধ্যায় (৪)—মোক্ষশাস্ত্রাধ্যয়ন অথবা প্রণব জপ । ঈশ্বৰ-  
প্রাণিধান (৫)—সেই পবনগুরু ঈশ্ববে সর্বকর্মাৰ্পণ (যথা, উক্ত হইয়াছে), “যথ্যাতে বা আসনে  
স্থিত হইবা অথবা পথে-গমন কবিতে কবিতে আশ্রয়, পরিকীর্ণবিতর্কজাল বোগী সংসারবীজকে  
ক্ষীরমাণ নিবীক্ষণ কবতঃ নিত্য মুক্ত অর্থাৎ নিত্য মুক্ত ও অমৃতভোগভাগী হন।” এ বিষয়ে  
সুত্রকাব বলিয়াছেন, “তাহা (ঈশ্বৰ-প্রাণিধান) হইতে প্রত্যক্চেতনাবিগম এবং অন্তবায়নকালেব  
অভাব হয়।” (১২৩ হ) ।

টীকা । ৩২।(১) শৌচাচরণের দ্বারা ব্রহ্মচর্যাদির সহায়তা হয় । পৃতিমুক্ত জাতব  
পদার্থেব আশ্রাণ হইতে অক্ষুভিজনক (sedative) গুণভাব হয় । তাহাতে লোকে উত্তেজনা চায়  
ও তদ্বশে উত্তেজক মতাদি পান ও ইঞ্জিরের উত্তেজনা কবে । এইজন্য অন্তচিৎ চিন্তা মলিন ও শবীর  
যোগোপযোগী কর্মণ্যতাপ্রভৃতা হয় । অতএব শবীর ও আবাস নির্মল রাখা এবং মেধ্য (পবিত্র)  
আহাব কবা যোগ্যব বিধেব । অমেধ্য আহাবে শরীরাত্মভাবে অন্তচিৎ পদার্থ প্রবেশ কবিবা উপবে  
উক্ত মলিনভাব আনয়ন কবে । পচা, দুর্গন্ধ, মাদক, অবাভাবিকরূপে কোন শরীরবস্ত্রেব উত্তেজক,  
এইরূপ ত্র্যসকল অমেধ্য, তাহাব সংসর্গ বা আহাব অবিধেব । মাদক সেবনে কখনও চিত্তেইব হয়  
না । যোগে চিত্তকে স্বপ্নে আনিতে হয়, মাদকে উহা স্বপ্নে থাকে না বলিয়া উহা যোগেব বিপক ।  
চবকও ঠিক এই কথা বলিয়াছেন, “প্রোত্য চেহ চ যজ্জৈয়ন্তথা মোকে চ বৎ পবম্ । মনঃসমায়ৌ  
তৎসর্বমায়ত্তং সর্বদেহিনাম্ । মন্তেন মনসচ্চাং সংকোভঃ ক্রিয়তে মহান্ । শ্রেয়োভিবিপ্রযুক্তো  
মহাদা মতলালাঃ ॥” (২৪ অঃ) । অর্থাৎ পবলোকে ও ইহলোকে বাহা ভাল এবং পবম শ্রেয়ঃ  
তাহা সমস্তই দেহীব পক্ষে মনেব সমাধির দ্বাবাই লাভ কবা যায় । কিন্তু মন্তের দ্বারা মনেব অভ্যন্ত  
সংকোভ হইবা যায় । মন্তের দ্বারা বাহাবা অন্ধ ও মন্তে বাহায়েব লালসা, তাহাবা শ্রেয়ঃ হইতে  
বিস্তৃত হয় ।

মদ, মান, অহরাদি চিন্তামলের কালন করা আভ্যন্তরিক শৌচ ।

৩২।(২) সন্তোষ । কোন ইষ্ট পদার্থ প্রাপ্ত হইলে যে ভূষ্ট নিশ্চিন্তভাব আসে, তাহা ভাবনা  
কবিবা সন্তোষকে আনত কবিতে হয় । পবে, ‘বাহা পাইয়াছি তাহাই বঞ্চে’—এইরূপ ভাবনা  
সহকায়ে উক্ত ভূষ্ট ও নিশ্চিন্তভাব ধ্যান কবিতে হয় । ইহাই সন্তোষেব সাধন । সন্তোষ সঙ্কটে শাস্ত্রে  
আছে যে, যেমন কষ্টকজ্ঞাণেব জন্ত সমস্ত নিতিভল চর্যাবৃত না কবিবা কেবল পাত্ৰকা পরিলেই কষ্টক  
হইতে বন্ধা হয়, সেইরূপ সমস্ত কামবিষয় পাইবা স্থখী হইব এইরূপ আকাঙ্ক্ষায় স্থখ হয় না, কিন্তু  
সন্তোষেব দ্বাবাই হয় । স্বাতি বলিয়াছিলেন, “ন ভাতু কামঃ কামানামপভোগেন শাস্যতি । হবিষা

কল্পবল্লভেব ত্বং এবাভিবৰ্ণিতে ॥” অতঃ—“সৰ্বত্র সম্পদন্তস্ত সন্ততঃ বস্ত মানসম্। উপানন্যুতপানন্ত  
নহ চৰ্মাভুতৈব ত্বঃ ॥”

৩২।(৩) তপঃ। ২।১ হুত্বেব দীকা ব্ৰটব্য। কেবল কাৰ্য্য বিষয়েব জন্ত তপস্তা কৰা  
যোগ্য নহে। ঋতি আছে, “ন তত্র হক্ষিণা বস্তি নাবিবাংসন্তপস্বিনঃ।” বাহ্যাবা অল্পমাত্র দুঃখে  
ব্যস্ত হয়, তাহাদেব বোগ হইবাব আশা নাই, তাই দুঃখসহিতাকল্প তপস্তাব বাবা ভিত্তিকাসাধন  
কাৰ্য্য। শবীৰ কষ্টসহিষ্ণু হইলে এবং শাবীৰিক স্থখাভাবে মন তত বিকৃত না হইলেই যোগসাধনে  
উত্তম অধিকাব হয়।

কান্তমৌন = বাক্য, আকাব ও ইচ্ছিত আহিব বাবাও কিছু বিজ্ঞপ্তি না কৰা। আকাবমৌন =  
আকাবাহিব দ্বাৰা বিজ্ঞাপন কৰা, কিন্তু বাক্য না বলা। মৌনেব দ্বাৰা বুখা বাক্য, পক্ষববাক্য আহি  
না বলাব সামৰ্থ্য আছে, সত্যেবও সহায়তা হয়, পালিলহন, অধিতাসংকোচ প্রভৃতিও সিদ্ধ হয়।

কুপিপালা সহন কবিলে ক্ষুধামিহ বাবা সহলা ধ্যানেব ব্যাঘাত হয় না। আননেব বাবা  
শবীবেব নিশ্চলতা হয়। কল্লাহি ব্ৰতসকল পাশকবেব জন্ত প্রযোজন হইলেই পালনীয়, নচেৎ নহে।

৩২।(৪) আধ্যাত্মেব বাবা বাক্য একতান হয়। তাহাতে একতানভাবে অৰ্থশ্রবণেব  
আহুকৃত্য হয়। যোগশাস্ত্রাধ্যয়ন হইতে বিবৰ্চিত্তা ক্লীণ এবং পূবমার্গে ক্ৰটি ও জ্ঞান বৰ্ধিত হয়।

৩২।(৫) প্রশান্ত ঈশবচিন্তে নিজেব চিন্তকে স্থাপন কৰিবা অৰ্থাৎ আত্মাকে বা নিজেকে  
ঈশবে ও ঈশবকে নিজেতে ভাবিয়া—সৰ্ব অপবিহার্য চেষ্টা তাঁহাব বাবাই বেন হইতেছে, প্রত্যেক  
কৰ্মে এইরূপ ভাবনা কৰা অৰ্থাৎ কৰ্মেব ফলাকাজ্ঞা ত্যাগ কৰা ঈশবে সৰ্বকৰ্মপৰ্ণ। তাদৃশ নিশ্চিন্ত  
সাধক শরনাসনাদি সৰ্বকাৰ্যে আপনাকে ঈশবহ বা শান্তস্বৰূপ জানিবা কৰণবৰ্গেব নিবৃত্তিব অপেক্ষায়  
শরীৰযাজ্ঞা নির্বাহ কৰিয়া যান। চিত্তপে হিত ঈশবকে আত্মমধ্যে চিন্তা কৰিতে কৰিতে যোগীব  
প্রত্যাক্চেতনাদিগম হয়। (১।২২ হুত্বেব ব্ৰটব্য)। ঈশবকে বিশ্বত হইবা কোন কৰ্ম কবিলে তখন  
ঈশবে কৰ্ম সমৰ্পণ হয় না, সম্পূৰ্ণ অভিমানপূৰ্বকই তাহা হয়। ‘আমি অকৰ্তা’ এইরূপ ভাবিয়া ও  
জ্ঞানে বা অন্তৰ্ভাছে ঈশবকে স্বৰণ কৰিয়া কোন কৰ্ম কবিলে এবং সেই কৰ্মেব ফল বোগ বা নিবৃত্তি  
দিকে ঘাউক এইরূপ চিন্তাসহ কৰ্ম কবিলে তবে সেই কৰ্ম ঈশবে সমৰ্পণ কৰা হয়।

ভাস্কৰম্। এতেষাং যমনিয়মানাম্—

বিতৰ্কবাধনে প্রতিপক্ষভাবনম্ ॥ ৩৩ ॥

যদাস্ত ব্ৰাহ্মণস্ত হিংসাদয়ো বিতৰ্কী জায়েন হনিয়াম্যহমপকারিণম্, অনূতমপি  
বক্ষ্যামি, জব্যমপ্যস্ত স্বীকরিত্ত্বামি, দারেম্ চাস্ত ব্যবায়ী ভবিত্ত্বামি, পরিগ্রহেশ্চ চাস্ত স্বামী  
ভবিত্ত্বামীত্যেবমুস্মার্গপ্রবণবিতৰ্কজরোণাতিদীপ্তেন বাধ্যমানস্তৎপ্রতিপক্ষান্ ভাবেৎ,  
যোরেম্ সংসারজারেম্ পচ্যমানেন ময়া শরণমুপাগতঃ সৰ্বভূতাত্ত্বপ্রদানেন যোগধৰ্মঃ, স  
স্বহং ত্যক্ত্বা বিতৰ্কান্ পুনস্তানাদদানস্তল্যঃ স্ববস্তেন ইতি ভাবেৎ। যথা স্বা  
বাস্তাবলেহী তথা ত্যক্তস্ত পুনরাদদান ইত্যেবমাদি স্মৃজাস্তবেষপি বোধ্যম্ ॥ ৩৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ—এই ধর্ম-নিবন্ধসকলেব—

৩৩। ( হিংসাদি ) বিভর্কেব দ্বাৰা বাধিত হইলে, প্রতিপক্ষ ভাবনা কবিবে ( ১ ) ॥ ২

এই ব্রহ্মবিধেব যখন হিংসাদি বিভর্কসকল জন্মায় যে—আমি অপকাৰীকে হনন কবিব, অসত্য বাক্য বলিব, ইহাব ব্রহ্ম গ্রহণ কবিব, ইহাব দ্বাৰাব সহিত ব্যভিচার কবিব, এই সকল পৰিগ্রহেব স্বামী হইব, তখন এইরূপ অভীষ্ট ও উন্নয়নপ্রবণ বিভর্ক-জবেব দ্বাৰা বাধ্যমান হইলে তাহাব প্রতিপক্ষ ভাবনা কবিবে—“বোব সংসাবাদ্যেব দৃষ্টমান আমি সর্বভূতে অভয় প্রদান কবিযা যোগ-ধর্মেব শবণ লইয়াছি। সেই আমি বিভর্কসকল ভ্যাগ কবত: পুনবায় গ্রহণ কবিয়া কুত্বরেব ভায় আচরণ কবিতেছি” ইহা চিন্তা কবিবে। যেমন কুত্বব বাস্তবলেহী অর্থাৎ, বসিতারেব ডঙ্কক, সেইরূপ ত্যক্তদ্বাৰেব গ্রহণ। ইত্যাদি প্রকাৰ ( প্রতিপক্ষভাবন:) হৃদ্যান্তবোক্ত সাধনেও প্রয়োজ্য।

টীকা। ৩৩। ( ১ ) বিভর্ক = অহিংসাদি দ্বন্দ্ববিষয় ধর্ম ও নিবন্ধেব বিরুদ্ধ কর্ম। তাহাবা যথা—হিংসা, অনৃত, শ্বেদ, অরক্ষণ, পৰিগ্রহ এবং অপৌচ, অসন্তোষ, অতিভিক্ষা, ব্রথা বাক্য, হীন পুরুষেব চবিত্তভাবনা বা অনীশবশ্তভাবনা।

বিতর্ক। হিংসাদয়ঃ কৃতকারিতানুমোদিতা লোভক্ৰোধমোহপূর্বক।  
মুহুমধ্যাধিমাত্রা দুঃখাজ্ঞানানন্তকলা ইতি প্রতিপক্ষভাবনম্ ॥ ৩৪ ॥

ভাষ্যম্। তত্র হিংসা তবৎ কৃত্য কারিতাহুমোদিতেনি ত্রিধা। একৈকা পুনর্জিহা, লোভেন—মাংসচর্মার্ধেন, ক্রোধেন—অপকৃতমনেনেনি, মোহেন—ধর্মো মে ভবিষ্যতীতি। লোভক্ৰোধমোহাঃ পুনর্জিবিধাঃ মুহুমধ্যাধিমাত্রা ইতি। এবং সপ্তবিংশতি-ভেদা ভবন্তি হিংসায়াঃ। মুহুমধ্যাধিমাত্রাঃ পুনর্জিহা, মুহুমুহুঃ, মধ্যমুহুঃ, তীত্রমুহুভিতি, তথা মুহুমধ্যাঃ, মধ্যমধ্যাঃ, তীত্রমধ্য ইতি, তথা মুহুতীত্রাঃ, মধ্যতীত্রাঃ, অধিমাত্রতীত্র ইতি, এবং মেকাশীতিভেদা হিংসা ভবতি। সা পুনর্নিয়মবিকল্পসমুচ্চয়ভেদাদসংখ্যেয়া প্রাণ-ভৃৎসদস্তাপবিসংখ্যেয়াদিতি। এবং মনুতাদিষপি যোজ্যম্।

তে খবমী বিভর্ক। দুঃখাজ্ঞানানন্তকলা ইতি প্রতিপক্ষভাবনঃ দুঃখমজ্ঞানকানন্তকলা যেমামিতি প্রতিপক্ষভাবনম্। তথা চ হিংসকঃ প্রথমঃ তাবদ্ বধ্যস্ত বীর্যমাক্ষিপতি, ততঃ শত্রাদিনিপাতেন দুঃখয়তি, ততো জীবিতাদপি মোচয়তি। ততো বীর্যাক্ষেপাদস্ত চেতনচেতনমুপকরণং ক্ষীণবীর্যং ভবতি, দুঃখোৎপাদান্নরকতির্বিব্রুপ্রোতাদিষু দুঃখমহু-ভবতি, জীবিতব্যাপরোপণাং প্রতিক্ষণক জীবিতাত্যয়ে বর্তমানো মরণমিচ্ছনপি দুঃখ-বিপাকস্ত নিযতবিপাকবেদনীয়দ্বাং কথঞ্চিদবোদ্ধুসিতি। যদি চ কথঞ্চিৎ পুণ্যদাপগতা (পুণ্যদাপগতা ইতি পাঠান্তবম্) হিংসা ভবেৎ তত্র শূন্যপ্রাপ্তৌ ভবেদল্লাঘুভিতি। এবং মনুতাদিষপি যোজ্যং যথাসম্ভবম্। এবং বিভর্কণাং চানুম্বেবান্নগতং বিপাকমনিষ্টং ভাবয়ম্ বিভর্কেষু মনঃ প্রদিশীত। প্রতিপক্ষভাবনাদ্ হেতোহেয়া বিভর্কঃ ॥ ৩৪ ॥

৩৪। হিংসা, অনৃত, স্তেব প্রভৃতি বিতর্কসকল কৃত, কাবিত ও অহুমোহিত ; ক্রোধ, লোভ ও মোহপূর্বক আচবিত এবং বৃদ্ধ, মধ্য ও অধিমাঙ্গ হইতে পাবে। তাহাবা অনন্ত দুঃখ এবং অনন্ত অজ্ঞানেব কাবণ, ইহাই প্রতিপক্ষভাবন (১)। হ

ভাষ্কানুবাদ—তাহাব ময্যে হিংসা কৃত, কাবিত ও অহুমোহিত এই ত্রিবিধ। এই তিনেব ময্যে এক একটি আবাব ত্রিবিধ। লোভপূর্বক, যেমন—‘মাংসচর্চ-নিষিদ্ধ’, ক্রোধপূর্বক, যেমন—‘এ আমাব অপকাব কবিষাছে, অতএব হিংস্র’, এবং মোহপূর্বক, যেমন—‘হিংসা (পণ্ডবলি) হইতে আমাব ধর্ম হইবে’। লোভ, ক্রোধ ও মোহ আবাব ত্রিবিধ—বৃদ্ধ, মধ্য ও অধিমাঙ্গ। এইরূপে হিংসা সপ্তবিংশতি প্রকাব হয়। বৃদ্ধ, মধ্য ও অধিমাঙ্গ পুনবাব ত্রিবিধ—বৃদ্ধ-বৃদ্ধ, মধ্য-বৃদ্ধ ও তীব্র-বৃদ্ধ, সেইরূপ বৃদ্ধমধ্য, মধ্যমধ্য ও তীব্রমধ্য, সেইরূপ বৃদ্ধতীব্র, মধ্যতীব্র ও অধিমাঙ্গতীব্র, এইরূপে হিংসা একাশীতি প্রকাব। সেই হিংসা আবাব নিবন, বিকল্প ও সমুচ্চব স্তেবে অসংখ্য প্রকাব, যেহেতু প্রাণিগণ অপবিসংখ্যে। এইরূপ (বিভাগপ্রণালী) অনৃত, স্তেব প্রভৃতিতেও যোজ্য।

‘এই বিতর্কসকল অনন্ত দুঃখাজান-ফল’ এই প্রকাব ভাবনা প্রতিপক্ষভাবন অর্থাৎ ‘বিতর্কেব ফল অনন্ত দুঃখ এবং অনন্ত অজ্ঞান’ এইরূপ (ভাবনাই) প্রতিপক্ষভাবনা। কিঞ্চ হিংসক প্রথমে বম্যেব বীর্ষ (বল) বিনষ্ট কবে (বন্ধনাধিপূর্বক), পবে শত্রাধিব আঘাতে দুঃখ প্রদান কবে, পবে প্রাণ হইতে বিযুক্ত কবে। তাহাব ময্যে বম্যেব বীর্ষাক্ষেপ কবাব জন্ত হিংসকেব চেতনাচেতন (কবণ ও পবীবাদি) উপকবণসকল কীর্ণবীর্ষ (কার্ষাক্ষর) হয়, দুঃখপ্রদানহেতু হিংসক নবক-তির্ষক-প্রোতাধি যোনিতে দুঃখানুভব কবে, আব প্রাণবিনাশ কবাব জন্ত হিংসক প্রতিক্ষণ জীবন-নাশকব (মোহময় রূপ) অবস্থাব বর্তমান থাকিবা মবণ ইচ্ছা কবিবাও সেই দুঃখবিশাকবে নিযত-বিশাক-বেদনীয়কহেতু (২) কোনরূপে কেবল জীবিত থাকে মাত্র। আব যদি কোনরূপ পুণ্যেব ঘাবা হিংসা অপগত (৩) হয়, তাহা হইলে দুঃখপ্রাপ্তি হইলে অন্নায়ু হয়। (এই বুদ্ধিপ্রণালী) অনৃত-তেষাধিতেও যথাসম্ভব যোজ্য। এইরূপে বিতর্কসকলেব ঐ প্রকাব অবস্তান্তাবী-অসিদ্ধ ফল চিন্তা কবিয়া মনকে আব বিতর্কে নিবিত্ত কবিবে না। প্রতিপক্ষ-ভাবনারূপ হেতুঘ ঘাবা বিতর্কসকল হয় (ত্যাগ্য)।

টীকা। ৩৪।(১) কৃত—স্বয়ং কৃত। কাবিত—কাহাবও ঘাব কবান। অহুমোহিত—হিংসাদিব অহুমোহন কবা। স্বয়ং প্রাণীকে শীভা দেওয়া কৃত হিংসা। মাংসাদি ক্রম কবা কাবিত হিংসা। শত্রু, অপকাবী বা ভবকব কোন প্রাণীব শীভাতে অহুমোহন কবা অহুমোহিত হিংসা, যেমন ‘সাপ মাবিষাছ, উত্তম কবিষাছ’ ইত্যাকাব অহুমোহন। এবম্পকাব হিংসাদি আবাব ক্রোধ-পূর্বক, লোভপূর্বক বা মোহপূর্বক (যেমন—ভগবান্ পশুদিগকে মাবিষা খাইবাব জন্ত হতন কবিষাছেন, ইত্যাদি মোহযুক্ত লিকান্তপূর্বক) আচবিত হয়।

কৃত, কাবিত, অহুমোহিত এবং ক্রোধ, লোভ ও মোহপূর্বক আচবিত হিংসাদি বিতর্কসকল আবাব বৃদ্ধ, মধ্য ও অধিমাঙ্গ (প্রবল) হয়। এইরূপে হিংসাদি বিতর্ক প্রত্যেকে একাশীতি প্রকাব হয়। ফলতঃ সর্বথা অধুমাঙ্গও হিংসাদি দোষ বাহাতে না বটে তাহা যোগিগণেব কর্তব্য, তবেই বিতর্ক যোগধর্ম প্রাচুর্ভূত হয়।

৩৪।(২) নিযত-বিশাককহেতু অর্থাৎ সেই দুঃখ-হিংসাকর্মেব ফল সেই কর্ম সম্পূর্ণরূপে কলযৎ হইবে বা হইয়াছে বলিয়া, সেই দুঃখকব কর্মেব ফল বাবৎ শেষ না হয়, তাবৎ জীবন শেষ হয় না।

৩৫। (৩) ‘পুণ্যাপগতা’ এবং ‘পুণ্যাবাপগতা’ এই বিবিধ পাঠ আছে। পুণ্যাবাপগতা অর্থে প্রবল পুণ্যের সহিত আবাপগত বা কলীভূত। তাহাতে হিংসাব বল সম্যক বিকসিত হয় না, কিন্তু প্রাণী তদ্বা বা অন্নায়ু হব। অপগত অর্থে এখানে নাশ নহে, কিন্তু সম্পূর্ণ কলীভূত না হওয়া।

ভাষ্যম্। যদাস্য শ্রব্যপ্রসববর্মাণস্তদা তৎকৃতমৈশ্বর্যং যোগিনঃ সিদ্ধিশূচকং ভবতি, তদুৎথা—

অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ ॥ ৩৫ ॥

সর্বপ্রাণিনাং ভবতি ॥ ৩৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ—যখন (প্রতিপক্ষভাবনার দ্বারা) যোগীর হিংসাদি বিতর্কসকল অপ্রসবধর্ম (১) অর্থাৎ দৃষ্টবীভবন হয়, তখন উচ্চনিত ঐশ্বর্য যোগীর সিদ্ধিশূচক হয়, তাহা যথা—

৩৫। অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হইলে তৎসন্নিধিতে সর্ব প্রাণী নির্ভয় হব। ২

টীকা। ৩৫।(১) যম ও নিয়মসকল সমাধি বা তদ্বিকটবর্তী ধ্যানের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়। ঈশ্বর-প্রাণিদানের প্রতিষ্ঠা ও সমাধি সহজসাধ্য। হিংসাদি বিতর্কও সূক্ষ্মসূক্ষ্মরূপে ধ্যানবলেই লক্ষ্য হয় এবং ধ্যানবলেই চিত্ত হইতে তাহার বিদূরিত হয়। উচ্চ ধ্যানই যম-নিয়মের প্রতিষ্ঠার হেতু।

অনেকে মনে করেন আগে যম, পরে নিয়ম, ইত্যাদিরূপে যোগ সাধন করিতে হয়। তাহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তি। যম, নিয়ম, আসন প্রাণায়াম ও প্রত্যাহারাবাহুজল ধাবণা প্রথমেই অভ্যাস করিতে হয়, ধাবণা পুষ্ট হইবা ধ্যান হয় ও পরে ধ্যানই পুষ্ট হইয়া সমাধি হয়। সেই সঙ্গে যম-নিবন আদি প্রতিষ্ঠিত ও আসন আদি সিদ্ধ হইতে থাকে।

যম-নিয়মেব প্রতিষ্ঠা অর্থে বিতর্কসকলের অপ্রসবধর্মত্ব। যখন হিংসাদি বিতর্ক চিত্তে বর্তে অথবা কোন উদ্বোধক হেতুতে আব উঠে না, তখনই অহিংসাদিরা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলা যায়।

মেগমেবিত্ত্ব বিচার ইচ্ছাশক্তির নামাত উৎকর্ষ কবিত্বা মহত্ত্বপন্থাদিকে বন্ধিত করা যায়। যে যোগী ইচ্ছাশক্তি এত উৎকর্ষপ্রাপ্ত হইয়াছে, যে তদ্বা বা প্রকৃতি হইতে একেবারে হিংসাকে বিদূরিত কবিবাহেন, তাহার সন্নিধিতে যে প্রাণীবা তাহাব ননোভাবের দ্বারা ভাবিত হইয়া হিংসা ত্যাগ কবিলে তাহাতে সংশয় হইতে পারে না।

সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ত্রিমাফলাশ্রয়ত্বম্ ॥ ৩৬ ॥

ভাষ্যম্। ধার্মিকো ভূয়া ইতি ভবতি ধার্মিকঃ, স্বর্গং প্রাপ্ত্ব ইতি স্বর্গং প্রাপ্নোতি, অমোঘাঙ্গস্য বাগ্ভবতি ॥ ৩৬ ॥

৩৬। নৃত্য প্রতীতি হইলে (১) বাক্য ক্রিয়াকলাপবৎপ্রযুক্ত হয়। হ

ভাষ্যানুবাদ—‘ধার্মিক হও’ বলিলে ধার্মিক হয়, ‘স্বর্গপ্রাপ্ত হও’ বলিলে স্বর্গপ্রাপ্ত হয়।  
নৃত্যপ্রতিষ্ঠে বাক্য অসৌম্য হয়।

টীকা। ৩৬।(১) নৃত্যপ্রতিষ্ঠান্নিত কলও ইচ্ছা-শক্তি বাক্য হয়। বাহ্যিক বাক্য ও মন সহাই স্বার্থ-বিষয়ক—প্রাপ্তকারণেও বাহ্যিক অবস্থার বলিবার চিন্তা আসে না—তাঁহার বাক্যবাহিত ইচ্ছা-শক্তি যে অসৌম্য হইবে, তাহা নিশ্চয়। সংবেদন প্রক্রিয়ার (hypnotic suggestion) দ্বারা রোগ, নিদ্রাবাদি, ভয়শীলতা প্রভৃতি দূর হয়। আমবাও ইহা পৰীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। তৎকালে যেমন বস্ত্র ব্যস্তির মনে অচল বিশ্বাস উপস্থিত হইয়া তাঁহার বোঁগাদি দূর হয়, সেইরূপ পবনোৎকর্ষ-প্রাপ্ত ইচ্ছা-শক্তি বোগীর মনে উপস্থিত হইয়া, সবল অক্ষম মনে ‘জল-প্রবাহেব’ ভাব, সবল নৃত্য বাক্যেব দ্বারা বাহিত হইয়া প্রোঁতাব ক্ষমণে আদিশত্য করে। তাহাতে প্রোঁতাব সেই বাক্যাত্মক ভাব প্রবল হয় ও তদ্বিকল্প ভাব অপ্রবল হয়। এইরূপে ‘ধার্মিক হও’ বলিলে ধার্মিক প্রকৃতির আপুণ্য হইয়া প্রোঁতা ধার্মিক হয়। ‘জল মাটি হউক’ এইরূপ বাক্য নৃত্যপ্রতিষ্ঠার দ্বারা সিদ্ধ হয় না সুতরাং নৃত্যপ্রতিষ্ঠ বোগীর ক্ষমতার বহির্ভূত ব্যর্থ সংকল্প কবেন না। বাহ্যিক বাক্যার্থ বুঝে তাদৃশ প্রাণী উপবই নৃত্যপ্রতিষ্ঠান্নিত শক্তি কার্য করে।

অন্তেষ্প্রতিষ্ঠায়াং সর্বরত্নোপস্থানম্ ॥ ৩৭ ॥

ভাষ্যম্। সর্বদিক্‌ব্রাহ্মণ্যোপতিষ্ঠন্তে রত্নানি ॥ ৩৭ ॥

৩৭। অন্তেষ্প্রতিষ্ঠা হইলে সর্ব বস্ত্র উপস্থিত হয়। হ

ভাষ্যানুবাদ—সর্বদিক্‌ব্রাহ্মণ্য উপস্থিত হয় (১)।

টীকা। ৩৭।(১) অন্তেষ্প্রতিষ্ঠার দ্বারা সাধকেব এইরূপ নিশ্চয় ভাব সুখাদি হইতে বিকীরণ হয় যে, তাঁহাকে দেখিলেই প্রাণীরা তাঁহাকে অভিমান বিবাহ মনে করে ও তৎকাল তাঁহাকে দাতাবা স্ব স্ব উত্তমোত্তম বস্ত্র উপহার দিতে পাবিয়া নিজে কৃতার্থ মনে করে। এইরূপে বোগীর নিকট (বোগী নানা দিকে অরণ্য করিলে) নানাদিক্‌ব্রাহ্মণ্য (উত্তম উত্তম ব্রহ্ম) উপস্থিত হয়। বোগীর প্রভাবে দূর হইয়া তাঁহাকে পবন আবাদমল জানে চেতন বস্ত্রকল খণ্ড তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু অচেতন বস্ত্রকল দাতাদের দ্বারা উপস্থাপিত হয়। যে জাতিব মধ্যে বাহা উৎকৃষ্ট, তাহাই রত্ন। (বস্ত্রাদির উপস্থান হইলেও বোগী অপবিগ্রহই পালন করিবেন)।



ব্রহ্মচর্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীৰ্যলাভঃ ॥ ৩৮ ॥

ভাষ্যম্। বস্যা লাতাদপ্রতিবান্ গুণানুৎকর্ষয়তি, সিন্ধুচ্চ বিনয়েযু জ্ঞানমাধাতুং সমর্থো ভবতীতি ॥ ৩৮ ॥

৩৮। ব্রহ্মচর্যপ্রতিষ্ঠা হইলে বীৰ্যলাভ হয়। হু

ভাষ্যানুবাদ—বাহাব লাভে অপ্রতিব গুণসকল (১) অর্থাৎ অগ্নিাদি, উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়, আব সিদ্ধ (উহাদি-সিদ্ধিসম্পন্ন হইয়া) শিষ্ট-রূপে জ্ঞান আহিত কবিত্তে সমর্থ হন।

টীকা। ৩৮। (১) অপ্রতিব গুণ—প্রতিবাতশূন্য বা ব্যাহতিশূন্য (অবাব) জ্ঞান, ক্রিয়া ও শক্তি অর্থাৎ অগ্নিাদি। ব্রহ্মচর্যের দ্বারা শরীরের আয়ু আদি সমস্তের সাবধানি হয়, বুদ্ধাদিবাও ফলিত হইবাব পূর্ব নিস্তেজ হয় দেখা যায়। ব্রহ্মচর্যের দ্বারা সাবধানি রুদ্ধ হওয়াতে বীৰ্যলাভ হয়। তদ্বারা ক্রমশঃ অপ্রতিব গুণের উপচয় হয় আব, জ্ঞানাদিলাভে সিদ্ধ হইবা সেই জ্ঞান শিল্পের রূপে আহিত কবিবাব সামর্থ্য হয়। ব্রহ্মচর্যবীর জ্ঞানোপদেশ শিল্পের রূপে আহিত হয় না, দুর্বল ধাতুকেব শবের দ্বারা চর্মমাত্র বিদ্ধ করে।

মাত্র ইঞ্জিয়কার্য হইতে বিবত থাকিয়া আহাব-নিদ্রাদি-পরাধন হইবা জীবন যাপন কবিলে ব্রহ্মচর্যের প্রতিষ্ঠা হয় না। স্বাভাবিক নিয়মে যে দেহীসেব দেহবীজ উৎপন্ন হয়, তাহাব দ্রুতিসংকল্প কবিত্তা আহাব-নিদ্রাদির সংযম কবিলে এক কাম্য-বিষয়ক সংকল্প ত্যাগের দ্বারা তাহা রুদ্ধ করিলে তবে ব্রহ্মচর্য সাধিত ও সিদ্ধ হয়।

অপরিগ্রহস্টেইশ্বৰ্যে ভগ্নকথস্তাসম্বোধঃ ॥ ৩৯ ॥

ভাষ্যম্। অস্য ভবতি। কোহহমাসং, কথমহমাসং, কিংঞ্ছিদিদং, কথংঞ্ছিদিদং, কে বা ভবিষ্যামঃ, কথং বা ভবিষ্যাম ইতি, এবমস্যা পূর্বাস্তপবাস্তমম্বোদ্বাস্তাবজিজ্ঞাসা স্বকাপেণোপাবর্ততে। এতা বসম্ভেইশ্বৰ্যে সিদ্ধয়ঃ ॥ ৩৯ ॥

৩৯। অপরিগ্রহস্টেইশ্বৰ্যে ভগ্নকথস্তাব জ্ঞান হয়। হু

ভাষ্যানুবাদ—যোগী প্রাহুত্ব হন (১)। আমি কে ছিলাম ও কিরূপে ছিলাম? এই শরীর কি? কি রূপেই বা ইহা হইল? ভবিষ্যতে কি কি হইব? কি রূপেই বা হইব? (ইহার নাম ভগ্নকথস্তা)। যোগী এইরূপ অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান আত্মভাবজিজ্ঞাসা যথা-স্বরূপে জ্ঞানগোচর হন। পূর্বলিখিত সিদ্ধিসকল বসম্ভেইশ্বৰ্যে প্রাহুত্ব হন।

টীকা। ৩৯। (১) শরীরের ভোগ্যবিষয়ে অপরিগ্রহের দ্বারা তুচ্ছতা-জ্ঞান হইলে, শরীরও পরিগ্রহ-স্বরূপ বলিয়া মনে হয়। তাহাতে বিষয় এক শরীর হইতে মনের আলগাভাব হয়, সেই ভাবালম্বনপূর্বক ধ্যান হইতে ভগ্নকথস্তাসম্বোধ হয়। বর্তমানে শরীরের ও বিষয়ের সহিত ঘনিষ্ঠতা-হীনত মোহে পূর্বাগ্ন-জ্ঞানের প্রতিবন্ধক। শরীরকে সম্যক্ হির ও নিশ্চেই করিলে যেমন শরীর-

নিবপেক্ষ দূৰদৰ্শনাদি-জ্ঞান হয়, ভোগ্য বিষয়েব সহিত শরীরও সেইরূপ 'পরিগ্রহ্যমান' এইরূপ খ্যাতি হইলে নিজেব পৃথক্-বোধ হওয়াতে এবং শরীর মোহেব উপবে উঠাতে জ্ঞানকণ্ঠ্য জ্ঞান হয়।

ভাষ্যম্ । নিয়মেষু বক্ষ্যামঃ—

শৌচাৎ স্বাদ্ভুত্পলা পটৈরসংসর্গঃ ॥ ৪০ ॥

বাক্যে ভুত্পলায়াং শৌচমারভমাণঃ কায়াবলম্বনশী কায়ানভিমুখী যতির্ভবতি । কিঞ্চ পটৈরসংসর্গঃ কায়বলম্বনাবলোকী অমপি কায়ং জিহ্বাস্থ জ্বলাদিভিরাকালয়ন্নপি কায়-  
শুদ্ধিমপশ্যন্ কথং পরকায়ৈবত্যন্তমেবপ্রিয়তৈঃ সংসৃজ্যেত ॥ ৪০ ॥

ভাষ্যানুবাদ—নিয়মেব সিদ্ধিসকল বলিব—

৪০। (বাহু) শৌচ হইতে নিজ শরীরে ভুত্পলা বা যুগা এবং পবেব সহিত অসংসর্গ (বৃত্তি সিদ্ধ হয়) ॥ ৪ ॥

নিজ শরীরে ভুত্পলা বা যুগা হইলে শৌচাচরণশীল যতি কাযদোষদর্শী এবং শরীরে ত্রীভিমুখ হন। কিঞ্চ পবেব সহিত সংসর্গে অনিচ্ছা হয়, (যেহেতু) কাযবলম্বনাবলোকী, অ-শরীরে হেবতা-বুদ্ধিমুক্ত ব্যক্তি নিজ কায়কে স্থ-জ্বলাদিব দ্বাৰা কালন কবিশাও যখন কাযতত্ত্বি দেখিতে পান না, তখন অভ্যন্ত মলিন পরকায়েব সহিত কিরূপে সংসর্গ কবিয়েন (১) ?

টীকা। ৪০।(১) অ-শরীর শোষণ কবিত্তে কবিত্তে তাহাতে ভুত্পলা ও পবেব শরীরেব সহিত সংসর্গে অকটি হয়। পশুগণ খাইতে যাজ্ঞব অভিনব কবিশা ও চাট্টিয়া ভালবাসা প্রকাশ করে। শৌচেব দ্বাৰা তাদৃশ পাশব ভালবাসা হব হয়। মৈত্রীকরুণাদি যোগীব ভালবাসা, তাহা ইন্দ্রিয়স্বা-শূন্য (sensuousness) স্বী-প্ৰভাদিব আশঙ্ক-লিপ্সা শৌচপ্রতিষ্ঠাব দ্বাৰা লম্বাক্ বিহবিত হয়।

ভাষ্যম্ । কিঞ্চ—

সত্বশুদ্ধিসৌম্যনৈশ্চৈকাগ্ৰ্যেন্দ্রিয়জয়ান্নদর্শনযোগ্যত্বানি চ ॥ ৪১ ॥

ভবন্তীতি বাক্যশেষঃ । শুচৈঃ সত্বশুদ্ধিঃ, ততঃ সৌম্যনশ্চ, তত ঐকাগ্ৰ্যং, তত ইন্দ্রিয়জয়ঃ, ততশ্চান্নদর্শনযোগ্যক বুদ্ধিসম্বন্ত ভবতি । ইত্যেতচ্ছৌচশ্চৈর্ধাদখিগম্যত ইতি ॥ ৪১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—কিঞ্চ—

৪১। ( আভ্যবশৌচং হইতে ) সম্বৃত্তি, সৌমনস্ত, ঐকাগ্র্য, ইন্দ্রিয়জয় এবং আত্মদর্শনযোগ্যত্ব ( হয ) ॥ স্ব

ভূচিব সম্বৃত্তি অর্থাৎ অন্তঃকরণের নির্মলতা হয়, তাহা ( সম্বৃত্তি ) হইতে সৌমনস্ত বা মানসিক প্রীতি বা স্বভঃ আনন্দ লাভ হয়। সৌমনস্ত হইতে ঐকাগ্র্য হয়, ঐকাগ্র্য হইতে ইন্দ্রিয়জয় হয়, ইন্দ্রিয়জয় হইতে বুদ্ধিসত্ত্বের আত্মদর্শন-ক্ষমতা হয় ( ১ )। এই সকল, শৌচত্বৈৰ্য হইতে লাভ হয়।

টীকা। ৪১। ( ১ ) মন-মান আসক্তিসিদ্ধিাদি বোধ মন হইতে বিদ্রবিত হইলে মনে ভূচিতা হইয়া স্ব ও পবনবীবে জুড়িয়াবশতঃ শবীৰ হইতে বিবিজ্ঞতা বোধ হয়, শাবীৰভাবের দ্বাৰা অকলুষিত সেই অবস্থাই আভ্যন্তর শৌচ। আভ্যন্তরিক শৌচ হইতে চিত্তে তত্ত্বি বা মন-মানাদি দ্রবিত বিকল্পমূলের অন্তর হয়। তাহা হইতে চিত্তের সৌমনস্ত বা আনন্দভাব হয় ( শবীবেও সাত্বিক স্বাক্ষর্য হয )। সৌমনস্ত ব্যতীত একাগ্রতা সম্ভব নহে। একাগ্রতা ব্যতীত ইন্দ্রিয়াতীত আত্মাব দর্শনও সম্ভব নহে।

সন্তোষাদনুত্তমসুখলাভঃ ॥ ৪২ ॥

ভাষ্যম্। তথা চোক্তং “যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্। তৃষ্ণাকল্পসুখেন্যেতে নারীভ্যঃ বোড়শীং কলাম্” ইতি ॥ ৪২ ॥

৪২। সন্তোষ হইতে অল্পতম সুখের লাভ হয় ॥ স্ব

ভাষ্যানুবাদ—এ বিষয়ে উক্ত হইয়াছে, “ইহ লোকে যে কাম্য বস্তুর উপভোগজনিত সুখ, অথবা স্বর্গীয় যে মহৎ সুখ—তৃষ্ণাকল্পজনিত সুখের তাহা বোড়শাংশের একাংশও নহে” ( বিষ্ণু পু. )।

কায়েন্দ্রিয়সিদ্ধিরশুদ্ধিক্রিয়াং তপসঃ ॥ ৪৩ ॥

ভাষ্যম্। নির্বর্তমানমেব তপো হিনন্ত্যন্তুদ্যাববণমলাং, তদাববণমলাপগমাং কাযসিদ্ধিঃ অগিমাত্তা, তথেন্দ্রিয়সিদ্ধিঃ দূরাচ্ছ-বশদর্শনাভেতি ॥ ৪৩ ॥

৪৩। তপস্তা হইতে অভ্যাস ক্রম হওয়াতে কায়েন্দ্রিয়-সিদ্ধি হয় ॥ স্ব

ভাষ্যানুবাদ—তপ সম্পন্নমান হইলে অন্তঃকরণবণ মল নাশ করে। সেই আবরণ মল অপগত হইলে কাযসিদ্ধি অগিমাদি, তথা ইন্দ্রিয়সিদ্ধি যেমন দূর হইতে প্রবণদর্শনাদি, উপগম হয় ( ১ )।

টীকা। ৪৩। ( ১ ) প্রাণায়ামাদি তপস্তাব দ্বাৰা শবীবেব বশাপর হওয়া-রূপ অভ্যাস

প্রধানতঃ দুই হয়। শরীরের বশীভাব দুই হওয়াতে (কুম্পিগামা, হানাসন, শাস-প্রধানাদি কাম্মধর্মের দ্বারা অনভিজ্ঞত হওয়াতে) তন্মুদ্রিত আবরণমণ্ড দুই হয়। তখন শরীর-নিবপেক্ষ চিত্র অব্যাহত ইচ্ছা-শক্তির প্রভাবে কাষসিদ্ধি ও ইন্দ্ৰিয়সিদ্ধি লাভ কবিতে পারে। যোগাঙ্গ তপত্বাকে মুদ্রিত যোগীরা লিঙ্গের দিকে প্রয়োগ করেন না, কিন্তু পবমার্গের দিকেই প্রয়োগ করেন।

বিনিম্রতা, নিশ্চলহিতি, নিবাহাব, প্রাপ্যবোধ প্রভৃতি তপত্বা মাছুষপ্রকৃতির বিরুদ্ধ ও সেই সিদ্ধ-প্রকৃতির অল্পকূল হুতবাং উহাতে কাষেজ্জিয়-সিদ্ধি আনয়ন করে। আব তন্মুদ্রিত ঐক্য তপত্বাহীন, কেবল বিবেক-বৈবাগ্যের অভ্যাসশীল জ্ঞানযোগীসেব সিদ্ধি না-ও আসিতে পারে। অবশ্য বিবেকসিদ্ধ হইলে সমাধিও সিদ্ধ হয়, তখন ইচ্ছা কবিলে তাদৃশ যোগীর বিবেকজ্ঞ জ্ঞান (৩৫২ ঋষ্য) নামক সিদ্ধি আসিতে পারে, কিন্তু বিবেকী যোগীর তাদৃশ ইচ্ছা হওয়াব তত সম্ভাবনা নাই। এইজন্য তাদৃশ জ্ঞানযোগীসেব কাষেজ্জিয়-সিদ্ধি না হইয়াও কৈবল্য সিদ্ধ হয় (৩৫৫ [ ১ ] ঋষ্য)।

### স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতাসম্প্রায়োগঃ ॥ ৪৪ ॥

ভাস্কর্যম্। দেবা ঋবরঃ সিদ্ধান্ত স্বাধ্যায়শীলস্ত দর্শনং গচ্ছন্তি, কার্বে চাস্ত বর্তন্ত ইতি ॥ ৪৪ ॥

৪৪। স্বাধ্যায় হইতে ইষ্টদেবতাব সহিত মিলন হয়। হ

ভাস্কর্যবাদ—দেব, ঋষি ও সিদ্ধগণ স্বাধ্যায়শীল যোগীর দৃষ্টিগোচর হন এবং তাঁহাদের দ্বারা যোগীর কার্যও সিদ্ধ হয়। (সিদ্ধ এক প্রকার দেবযোনি, কৈবল্যসিদ্ধি নহে)।

টীকা। ৪৪।(১) সাধাবন অবস্থায় জপ কবিতে গেলে অর্ধভাবনা ঠিক থাকে না। জাপক হয়ত নিবর্ধক বাক্য উচ্চারণ করে, আব মন বিবরাস্তবে বিচরণ করে। স্বাধ্যায়র্ষেই হইলে দীর্ঘকাল মন্ত্রও মন্ত্রার্থ-ভাবনা অবচ্ছিন্নে উদিত থাকে। তাদৃশ প্রবল ইচ্ছা সহকারে দেবাদিকে ডাকিলে যে তাঁহারা দর্শন দিবেন তাহা নিশ্চয়। এককক্ষ হয় ত খুব কাত্তবভাবে ইষ্টদেবতাকে ডাকিলে, কিন্তু পবকক্ষ হয় ত তাঁহাব নাম মুখে বহিল, কিন্তু মন আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল, এইরূপ ডাকায় স্রোতাস্ত ফল হয় না।

### সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রাধিকানঃ ॥ ৪৫ ॥

ভাস্কর্যম্। ঈশ্বরার্ণিতসর্বভাবস্ত সমাধিসিদ্ধিঃ, যরা সর্বমীলিতম্ অবিতথং জানাতি, দেশান্তরে দেহান্তরে কালাস্তরে চ, ততোহস্ত-প্রজ্ঞা বখাভূতং প্রজ্ঞানাতীতি ॥ ৪৫ ॥

৪৫। ঈশ্বর-প্রাধিকান হইতে সমাধি সিদ্ধ হয়। হ

ভাষ্ক্যানুবাদ—ঈশ্বরে সর্বভাবার্ণিত যোগীব সমাধিসিদ্ধি হয় (১)। যে সমাধিসিদ্ধির দ্বারা সমস্ত অভীজিত বিষয়, যাহা দেশান্তরে, দেশান্তরে অথবা কালান্তরে ঘটিয়াছে বা ঘটিতেছে তাহা যোগী যথাযথরূপে জানিতে পাবেন। সেইহেতু তাঁহার প্রজ্ঞা যথাক্রমে বিষয় বিজ্ঞাত হয়।

টীকা। ৪৫।(১) ঈশ্বর-প্রতিধান নিয়মরূপে আচরিত হইলে তদ্বারা সুখে সমাধিসিদ্ধি হয়। অন্ত্যাত্ম যম-নিয়ম অস্ত্র প্রকায়ে সমাধিব সহায় হয়, কিন্তু ঈশ্বর-প্রতিধান সাক্ষাৎ সমাধিব সহায় হয়, কারণ তাহা সমাধিব অনুরূপ ভাবনা-স্বরূপ। সেই ভাবনা প্রসূত হইয়া শবীবকে নিশ্চল (আসন) ও ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়বিবর্ত (প্রত্যাহৃত) কবিয়া দাবণা ও ধ্যানরূপে পবিত্রক হইয়া শেষে সমাধিতে পরিণত হয়। ঈশ্বরে সর্বভাবার্ণিত অর্থে ভাবনাব দ্বারা ঈশ্বরে নিজেই ডুবাইয়া রাখা (২১৩২ [ ৫ ] )।

অজ্ঞ লোকে শঙ্কা কবে, যদি ঈশ্বর-প্রতিধানই সমাধিসিদ্ধির হেতু, তবে অজ্ঞ বোগাদ বৃথা। ইহা নিসার। অলংঘ্য-অনিবর্ত হইয়া ঘোড়িয়া বেড়াইলে বা বিষয়জ্ঞানজনিত বিবেচনাকালে সমাধি হয় না। সমাধি অর্থেই ধ্যানের প্রসূত অবস্থা, ধ্যানও পুনশ্চ দাবণাব একতানতা। সমাধিসিদ্ধি বলাতেই সমস্ত বোগাদ বলা হইল। তবে অজ্ঞ ঘোষ গ্রহণ না কবিয়া প্রথম হইতেই লাম্বক যদি ঈশ্বর-প্রতিধানপদাধি হয়, তবে সহজে সমাধিসিদ্ধি হয়, ইহাই তাৎপৰ্য। সমাধিসিদ্ধি হইলে সমস্তজ্ঞাত ও অসমস্তজ্ঞাত বোগক্রমে কৈবল্যাভ হয়, তাহা ভাস্কর্য্যক উল্লেখ কবিয়াছেন।

যম-নিয়মের একটিও নষ্ট হইলে ব্রতস্বরূপ নিয়মের ভঙ্গ হয়। পাশ্চ যথা—“ব্রতচৰ্ম্মমহিলা চ কমা শৌচং তপো ধমঃ। সন্তোষঃ সত্যমাত্তিক্যং ব্রতাদানি বিশেষতঃ। একেনাপ্যথ হীনেন ব্রতমন্তু তু লুপ্যতে।” (চৰ্ম্ম পু)।

ভাষ্ক্যম্। উক্তাঃ সহ সিদ্ধিভির্বমনিরমা আসনাদীনি বক্ষ্যামঃ। তত্র—

স্থিরস্থখানসিন্ধু-॥ ৪৬ ॥

তদ্ব্যথা পদ্মাসনং, বীরাশনং, ভজাসনং, স্বস্তিক্যং, দণ্ডাসনং, সোপাশ্রয়ং, পর্যঙ্কং, ক্রৌঞ্চনিবদনং, হস্তিনিবদনং, উষ্ট্রনিবদনং, সমসংস্থানং, স্থিরস্থখং যথাস্থখং ইত্যেব-মাদীতি ॥ ৪৬ ॥

ভাষ্ক্যানুবাদ—সিদ্ধির সহিত যম-নিয়ম উক্ত হইল (অতঃপর) আসনাদি বলিব। তন্মধ্যে—  
৪৬। নিশ্চল ও সুখাবহ (উপবেশনই) আসন ॥ সু

তাহা যথা, পদ্মাসন, বীরাশন, ভজাসন, স্বস্তিক্যাসন, দণ্ডাসন, সোপাশ্রয়, পর্যঙ্ক, ক্রৌঞ্চনিবদন, হস্তিনিবদন, উষ্ট্রনিবদন ও সমসংস্থান ইহাবা দ্বিব-স্থ অর্থাৎ যথাস্থ হইলে আসন বলা হয় (১)।

টীকা। ৪৬।(১) পদ্মাসন প্রসিদ্ধ। তাহা বাম উরুর উপর দক্ষিণ চরণ ও দক্ষিণ উরুর উপর বাম চরণ বাধিয়া পৃষ্ঠবৎগে সৰলভাবে বাধিয়া উপবেশন। বীরাশন অর্বেক পদ্মাসন, অর্থাৎ তাহাতে এক চরণ উরুর উপর থাকে, আব এক চরণ অজ্ঞ উরুর নীচে থাকে। ভজাসনে পাদতলদ্বয়

ব্রহ্মণেব সন্নীপে বোড কবিষা বাখিষা তাহাব উপব ছুই কবতল সম্পুটিত কবিষা বাখিতে হয়। স্বত্বিক আসনে এক এক পাষেব পাঁতা অন্তদিকেব উক ও জাহুব মধ্যে আবদ্ধ বাখিষা সবলভাবে উপবেশন কবিতে হয়। দণ্ডাসনে পা মেলিষা বলিষা পাষেব গোড়ালি ও অন্তলি বুড়িষা বাখিতে হয়। সোপাশ্রয় বোগপট্টক সহযোগে উপবেশন। বোগপট্টক = পুষ্ঠ ও জাহুবেষ্টনকাৰী বলবাৰুতি দৃঢ় বস্ত্ৰ। পৰ্বক আসনে জাহু ও বাহু প্রসাৰণ কবিষা এখন কবিতে হয়, ইহাকে শবাসনও বলে। ক্রৌঞ্চ-নিবদন আদি সেই সেই জন্তব নিবস্ত্ৰভাব দেখিষা অবগম্য। ছুই পাষেব পাঞ্চি (গোড়ালি) ও পাঁহাওকে আকুৰন কবিষা পবম্পাব সম্পীড়নপূৰ্বক উপবেশনকে সমগংস্থান বলে।

সৰ্বপ্রকাৰ আসনেই পুষ্ঠবংগকে সবল বাখিতে হয়। শ্রুতিও বলেন, “জিহ্মভং হ্যাপ্য সমং শবীৰম্” (বেতাশ্রতব) অৰ্থাৎ বক, শ্রীবা ও শিব উন্নত বাখিতে হয়। কিছু আসন শিব ও ব্রুধাবহ হওবা চাই। যাহাতে কোন প্রকাৰ পীড়া বোধ হইতে থাকে বা শবীৰে অশ্বৈৰেব সম্ভাবনা থাকে তাহা যোগাঙ্গ আসন নহে।

### প্রযত্নশৈথিল্যানন্তসমাপত্তিভ্যাম্ ॥ ৪৭ ॥

ভাষ্যম্। ভবতীতি বাক্যশেষঃ। প্রযত্নোপবস্যাং সিধ্যতাসিনম্, যেন নান্নমেজযো ভবতি। অনন্তে বা সমাপন্নং চিন্তাসানং নিবর্ত্তযতীতি ॥ ৪৭ ॥

৪৭। প্রযত্নশৈথিল্য এবং অনন্ত-সমাপত্তিব দাবা ( আসন সিদ্ধ হয় ) ॥ হ

ভাস্ক্যানুবাদ—প্রযত্নোপবস হইতে আসনসিদ্ধি হয়, তাহাতে অন্নমেজয (অন্নকম্পনরূপ সমাধিব অন্তব্য) হয় না, অথবা অনন্তে সমাপন্ন চিত্ত, আসনসিদ্ধিকে নিবর্তিত করে (১)।

টীকা। ৪৭।(১) আসনের সিদ্ধি অর্থাৎ শবীবেব সম্যক স্থিৰতা ও ব্রুধাবহতা প্রযত্ন-শৈথিল্য ও অনন্ত-সমাপত্তিব দাবা হয়। প্রযত্নশৈথিল্য অর্থে মড়াব ভাব গা ছাড়া ভাব। আসন কবিষা গা (হাত পা) ছাড়িষা দিবে অথচ যেন শবীব কিছু বক্ৰ না হয়। এইরূপ কবিলে হৈৰ্ষ হয় এবং পীড়াবোধ হ্রাস পাইষা আসনজয় হয়। চিত্তকেও অনন্তে বা চতুর্দিগব্যাপী শূন্তবদভাবে সমাপন্ন কবিলে আসন সিদ্ধ হয়। প্রথম প্রথম কিছু কষ্ট না কবিলে আসন সিদ্ধ হয় না। ‘কিছুকাল আসন কবিলে শবীবেব নানান্থানে পীড়াবোধ হইবে, তাহা প্রযত্নশৈথিল্য ও অনন্ত শূন্তবং ধ্যান (শবীবকেও শূন্তবং ভাবনা) কবিলে তবে আসন জয় হয়। সর্বদাই শবীবকে স্থিৰ প্রযত্নশূন্ত বাখিতে অভ্যাঙ্গ কবিলে আসনের সহায়তা হয়। স্থিৰ হইষা আসন কবিতে কবিতে বোধ হইবে যেন শবীব ভূমিব সহিত ভ্রমিষা এক হইষা সিঁচছে, আরও হৈৰ্ষ হইলে শবীব আছে বলিষা বোধ হয় না। ‘আমাব শবীব শূন্তবং হইয়া অনন্ত-আকাশে মিলাইযাছে, আমি ব্যাপী-আকাশবৎ’ ইত্যাকার ভাবনা অনন্ত-সমাপত্তি।

ততো দ্বন্দ্বানভিধাতঃ ॥ ৪৮ ॥

ভাষ্যম্ । শীতোষ্ণাদিভির্দ্বৈশ্চরাসনজরান্নাভিভূয়তে ॥ ৪৮ ॥

৪৮। তাহা হইতে দ্বন্দ্বানভিধাত হব ॥ হু

ভাস্ক্যানুবাদ—আসন জয় হইলে শীত-উষ্ণাদি যদ্বৈব ধাবা ( সাধক ) অভিভূত হন না ( ১ ) ।

টীকা। ৪৮। ( ১ ) শীত-উষ্ণ, কৃষ্ণা ও পিণ্ডাসাব দ্বারা আসনজবী যোগী অভিভূত হন না ।

আসনইহৈবহেতু এবীৰ শূন্তবৎ হইলে বোধশূন্ততা ( anaesthesia ) হয়, তাহাতে শীতোষ্ণ লক্ষ্য হয় না । কৃষ্ণা ও পিণ্ডাসাব স্থানেও ঐক্য হৈব ভাবনা প্রবেশ করিলে তাহাও বোধশূন্ত হয় । বস্তুতঃ শীত প্রকাব চাক্ষু্য, হৈবের ধাবা চাক্ষু্য অভিভূত হব ।

তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ ॥ ৪৯ ॥

ভাষ্যম্ । সত্যাসনজয়ে বাহুস্ত বায়োবাচমনঃ শ্বাসঃ, কোষ্ঠ্যস্ত বায়োঃ নিঃসারণঃ প্রশ্বাসঃ তয়োর্গতিবিচ্ছেদ উভয়ান্নাবঃ প্রাণায়ামঃ ॥ ৪৯ ॥

৪৯। তাহা ( আসনজয় ) হইলে ( যথাবিধানে ) শ্বাস-প্রশ্বাসেব গতিবিচ্ছেদ প্রাণায়াম ॥ হু

ভাস্ক্যানুবাদ—আসনজয় হইলে শ্বাস বা বাহু বায়ু বাচমন এবং প্রশ্বাস বা কোষ্ঠ্য বায়ু নিঃসারণ, এতদ্ব্যতীত যে গতিবিচ্ছেদ অর্থাৎ উভয়ান্নাব তাহা ( একটি ) প্রাণায়াম ( ১ ) ।

টীকা। ৪৯। ( ১ ) হঠযোগ আদিত্যে যে রোচক, পূবক ও কুস্তক উক্ত হয়, যোগেব এই প্রাণায়াম ঠিক তাহা নহে । ব্যাখ্যাকাবগণ সেই অপ্রাচীন রোচকাদিব সহিত মিলাইতে গিয়াছেন, কিন্তু তাহা সন্যাসীন নহে ।

শ্বাস লইয়া পবে প্রশ্বাস না কেলিবা থাকিলে যে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদ হব, তাহা একটি প্রাণায়াম । সেইরূপ প্রশ্বাস কেলিবা ( বায়ু বেচন কবিবা ) শ্বাস-প্রশ্বাসেব গতিবিচ্ছেদ করিলে তাহাও একটি প্রাণায়াম হয় ; পূবকান্ত অথবা রোচকান্ত যে প্রকারেব হউক, গতিবিচ্ছেদ কবাই একটি প্রাণায়াম । পৰম্পরাক্রমে এইরূপ এক একটি প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে হব । ‘প্রচ্ছদন-বিবারণাভ্যাম্’ ইত্যাদি হজে বেচকান্ত প্রাণায়ামেব বিবরণ দেওয়া হইয়াছে ।

আসন সিদ্ধ হইলে তবে প্রাণায়াম হয় । সম্যক আসন জয় না হইলেও আসনকালীন শাবীৰিক হৈব এবং মানসিক শূন্তবৎ ভাবনা অথবা অন্য কোন সমাপন ভাব অল্পভূত হইলে, তৎপূর্বক প্রাণায়াম অভ্যাস কবা বাইতে পাবে । অস্থির চিত্তে প্রাণায়াম কবিলে তাহা যোগাঙ্গ হয় না । প্রত্যেক প্রাণায়ামে শ্বাস-প্রশ্বাসেব বেরূপ গতিবিচ্ছেদ হব, সেইরূপ শবীবের স্পন্দনহীনতা ও মনেব একবিষয়তা বন্ধিত না হইলে তাহা সম্যগিব অল্পভূত প্রাণায়াম হয় না । তজ্জন্ম প্রথমে আসনের সহিত একাগ্রতা অভ্যাস কবা আবশ্যক । ঈশবভাব, পরীব ও মনেব শূন্তবৎ ভাব, আধ্যাত্মিক বর্ষস্থানে চ্যোতির্ময় ভাব প্রভৃতি কোন এক ভাবে একাগ্রতা অভ্যাস করিয়া, পবে শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত সেই একাগ্রতার মিলন অভ্যাস কবিতে হয় । অর্থাৎ প্রতি শ্বাসে ও প্রশ্বাসে সেই একাগ্র-

ভাব যেন উদ্ভিত থাকে, শ্বাস-প্রশ্বাসই যেন সেই একাগ্রভাবকে উদ্ভিত কবাব কাবণ, এইরূপে শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত হৈর্ষের মিলন অভ্যাস কবিতে হয়। তাহা অভ্যস্ত হইলে তবে গতিবিচ্ছেদ অভ্যাস কবিতে হয়। গতিবিচ্ছেদকালেও সেই একাগ্রভাবকে অচল বাধিতে হয়। যে প্রযত্নে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদ কবিয়া থাকি, সেই প্রযত্নেই 'চিন্তেব সেই স্থিৎ একাগ্রভাব যেন ধবিয়া বাধিতেছি' এইরূপ ভাবনায় তাহা (চিন্তাহৈর্ষ) অচল বাধিতে হয়। অথবা যেন আভ্যন্তরিক দৃঢ় আলিঙ্গনে শ্বাসবোধপ্রযত্নেব দ্বাবাই ধোয় বিষয়কে ধবিয়া বাধিয়াছি, এইরূপ ভাবনা কবিতে হয়। যাবৎ শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদ থাকে, তাবৎকাল এইরূপ চিন্তেবও গতিবিচ্ছেদ থাকিলে, তবেই তাহা স্বার্থ একটি প্রাণাধাম হইল, পৰম্পরাক্রমে তাহাবই সাধন কবিয়া ধাবণাদিৰ অভ্যাস কবিতে হয়। তবে সমাধিতে শ্বাস-প্রশ্বাস সূক্ষীভূত হইবা অলক্ষ্য হয় অথবা সন্মত্ কল্প হয়।

স্বত্রেব অৰ্থ এই—বায়ুৰ শ্বাসরূপ যে আভ্যন্তরিক গতি এবং প্রশ্বাসরূপ যে বহির্গতি, তাহাব বিচ্ছেদই প্রাণায়াম। অর্থাৎ শ্বাসগতি ও প্রশ্বাসগতি বোধ কবাই প্রাণায়াম। সেই গতিবোধ যে-যে প্রকার, তাহা আগামী স্বত্রে দেখান হইয়াছে।

ভাস্কর্যম্। স তু—

বাহ্যাত্মন্তরন্তত্ত্ববৃত্তির্দেশকালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টৌ দীর্ঘসূক্ষ্মঃ ॥ ৫০ ॥

যত্র প্রশ্বাসপূর্বকো গত্যভাবঃ স বাহ্যঃ, যত্র শ্বাসপূর্বকো গত্যভাবঃ স আভ্যন্তরঃ।  
তৃতীয়ঃ স্তন্তবৃত্তির্ভ্রোভাবাভাবঃ সক্রৎ প্রযত্নাদ্ ভবতি, যথা তপ্তে স্তন্তমূপলে জলং  
সর্বতঃ সঙ্কোচমাপ্তোত্ত তথা স্মরোয়ুগপদ্ ভবত্যভাব ইতি। ত্রয়োহপ্যেতে দেশেন  
পরিদৃষ্টাঃ—ইযানন্ত বিষয়ো দেশ ইতি। কালেন পরিদৃষ্টাঃ—ঋণানামিষন্তাবধারণেনা-  
বচ্ছিন্না ইত্যর্থঃ। সংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টাঃ—এতাবচ্ছিন্নাঃ শ্বাসপ্রশ্বাসৈঃ প্রথম উদ্ঘাতঃ,  
তদ্ব্যগ্নগৃহীতশ্চৈতাব্যবৃদ্ধিতীয় উদ্ঘাতঃ, এবং তৃতীয়ঃ, এবং মুচ্ছঃ, এবং মধ্যঃ, এবং তীব্রঃ,  
ইতি সংখ্যাপরিদৃষ্টাঃ। স ঋষমেষমভ্যন্তো দীর্ঘসূক্ষ্মঃ ॥ ৫০ ॥

ভাস্কর্যমুবাচ—সেই (প্রাণায়াম)—

৫০। বাহ্যবৃত্তি, আভ্যন্তবৃত্তি ও স্তন্তবৃত্তি। (তাহাবা আবার) দেশ, কাল ও সংখ্যাব দ্বাবা  
পরিদৃষ্ট হইবা দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম হয়। (১) তু

বাহাতে প্রশ্বাসপূর্বক গত্যভাব হয় তাহা বাহ্যবৃত্তিক (প্রাণায়াম)। বাহাতে শ্বাসপূর্বক  
গত্যভাব হয় তাহা আভ্যন্তবৃত্তিক। তৃতীয় স্তন্তবৃত্তি, তাহাতে উভাবাভাব (অর্থাৎ বাহ ও  
আভ্যন্তবৃত্তিৰ অভাব), তাহা সক্রৎ (এককালীন) প্রযত্নেব দ্বাবা হয়। যেমন তপ্ত প্রযত্নেব জল  
স্তন্ত হইলে তাহা সর্বদিকে সঙ্কোচ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ (তৃতীরেতে বা স্তন্তবৃত্তিতে) অপৰ দুই  
বৃত্তিৰ যুগপৎ অভাব হয়। এই তিন বৃত্তিও পুনন্ত দেশপরিদৃষ্ট—দেশ অর্থাৎ এতন্মানি ইত্যাদি বিষয়।



কালেব দ্বাৰা পৰিদৃষ্ট অৰ্থাৎ স্বপ্নসকলেৰ পৰিমাণেৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত। সংখ্যাৰ দ্বাৰা পৰিদৃষ্ট, যথা—  
এতন্ত্ৰিণী ধান-প্ৰধানেন দ্বাৰা প্ৰথম উদ্ভাৱিত। সেইৰূপ নিগৃহীত হৈলে এত সংখ্যাৰ দ্বাৰা দ্বিতীয়  
উদ্ভাৱিত। সেইৰূপ তৃতীয় উদ্ভাৱিত; এতৰূপ চতুৰ্থ, পঞ্চম ও তীৰ্থ। ইহা সংখ্যাপৰিদৃষ্ট প্ৰাণায়াম।  
প্ৰাণায়াম এইৰূপে অভ্যস্ত হইলে দীৰ্ঘ ও স্বল্প হয়।

টীকা। ৫০।(১) বেচক, পূৰ্বক ও কুন্তক এই তিনি পদ তাহাদেৰ বৰ্তমান পাবিত্ৰাত্মিক  
অৰ্থে প্ৰাচীনকালে ব্যবহৃত হইত না। তাহা হৈলে স্বত্বকাৰ অবশ্যই তাহাদেৰ উল্লেখ কৰিতেন,  
উহা পৰবৰ্ত্তীকালেৰ উদ্ভাৱন।

বাহ্যবৃত্তি, আভ্যন্তৰবৃত্তি ও তন্ত্ৰবৃত্তি এই তিনিটি বেচক, পূৰ্বক ও কুন্তক নহে। ভাস্কৰ্য্যক  
বাহ্যবৃত্তিকে 'প্ৰাশাসপূৰ্বক গত্যভাব' বলিবাছেন। তাহা বেচক নহে। বেচক প্ৰাশাসবিশেষ নাজ।  
বহুতঃ অপ্ৰাচীন ব্যাখ্যাকাৰেবা অপ্ৰাচীন প্ৰণালীৰ সহিত উহা মিলাইতে চেষ্টা কৰিবাচেন নাজ,  
কেহই কিছু স্পষ্টত কৰিতে পাবেন নাই।

গত্যভাব শব্দেৰ অৰ্থ 'স্বাভাবিক গত্যভাব' কবিলে বেচক-পূৰ্বকাদিৰ সহিত বাহ্যবৃত্তি আদিৰ  
কণ্ঠস্থ মিল হয়। বেচনপূৰ্বক বায়ুৰে বহিঃস্থাপন বা শ্বাসগ্ৰহণ না কৰা বাহ্যবৃত্তি, তাহা বেচক ও  
কুন্তক দুই-ই হইল। আভ্যন্তৰবৃত্তিও সেইৰূপ পূৰ্বক ও কুন্তক। বেচকান্ত কুন্তক তাত্ত্বিক ও  
পূৰ্বকান্ত কুন্তক বৈদিক প্ৰাণায়াম বলিবা কোন কোন স্থলে কথিত হয়। "পূৰ্ববাদি-বেচনাস্তঃ  
প্ৰাণায়ামস্ত বৈদিকঃ। বেচনাদি-পূৰ্বকান্তঃ প্ৰাণায়ামস্ত তাত্ত্বিকঃ।" বসে, 'বাহ্যবৃত্তি' আদি শুধু  
আধুনিক বেচক, পূৰ্বক বা কুন্তক নহে।

বেচকাদিৰ প্ৰাচীন লক্ষণ এই যোগদৰ্শনোক্ত প্ৰণালীৰ অল্পৰূপ, যথা—"নিজ্জাম্য নাসা-  
ধিব্যাসশেষঃ প্ৰাণঃ বহিঃ শূন্যমিমানিলেন। নিৰুধ্য সন্তিষ্ঠতি কঙ্কবায়ুঃ ন বেচকো নান মহানিৰোধঃ।  
বাছে দ্বিতঃ ত্ৰাণপুটেন বায়ুমাক্তন্ত তে নৈব শনৈঃ সমস্তাং। নাভীচ্চ নৰ্বাঃ পৰিপূৰয়েন্ যঃ ন পূৰকো  
নাম মহানিৰোধঃ। ন বেচকো সৈব চ পূৰকোহন্ত নাসাপুটে সংস্থিতমেব বায়ুং। স্থানিচ্চন্য ধাবেনত  
ক্ৰমেণ কুন্তাশ্বমেভৎ প্ৰবদন্তি তন্ত্ৰজ্ঞাঃ।" (হঠযোগ প্ৰদীপিকা)। ইহাই বাহ্যবৃত্তি, আভ্যন্তৰবৃত্তি  
এবং তন্ত্ৰবৃত্তি।

যে প্ৰথমবিশেষেৰ দ্বাৰা তন্ত্ৰবৃত্তি সাধিত হয়, তাহা নৰ্বাসেৰ আভ্যন্তৰিক সংকোচনজনিত  
প্ৰথম। সেই প্ৰথম যত্নত দৃঢ় হৈলে তদ্বাবাই বহুক্ষণ কক্ষস্থান হইবা থাকিতে পাবা বাব, নচেৎ  
শুধু শ্বাসবো- অভ্যাস কবিলে দুই-তিনি মিনিটেৰ অধিক (অগ্নিজেন বায়ুতে শ্বাস-প্ৰশ্বাস কৰিয়া  
লটলে আট-নগ্ন মিনিট পৰ্যন্তও কক্ষস্থান—কক্ষপ্ৰাণ নহে—হইবা থাকা যায়) কক্ষস্থান হইবা থাকিতে  
পাবা যায় না, তাহা উত্তমৰূপে জ্ঞাতব্য।

হঠযোগে এই প্ৰথমকৈ বুলবদ্ধ (স্বল্প-সংকোচন), উচ্চীৰ্ণানবদ্ধ (উদ্বৰ্ণ-সংকোচন) ও তালদ্ব-  
বদ্ধ (কৰ্ণদেশ-সংকোচন) বলা বাব। খেচবীমূত্ৰাও এইৰূপ, তাহাতে জিহ্বাকে টানিয়া টানিয়া  
ক্ৰমশঃ বধিত কৰিতে হয়। সেই বধিত জিহ্বাকে ব্ৰহ্মভানুব (nasopharynx-এৰ) মধ্য ঠালিবা  
তথাকার স্বাবুৰ উপৰ চাপ বা টান দিলে কক্ষপ্ৰাণ হইবা কতকক্ষণ থাকি বাহিৰে পাবে। দলে, এট  
নব প্ৰক্ৰিয়াৰ সংকোচনাদি প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা স্বাবুৰওল নিৰ্বোৰাভিমুখে উত্তীৰ্ণ হওঁতে কক্ষপ্ৰাণ ও  
কক্ষপ্ৰাণ হওঁয়া বাব। আহাৰবিশেষেৰ দ্বাৰা এবং নম্যক স্বাস্থ্যলহ অভ্যাসেৰ দ্বাৰা স্বাবু ও পেদী  
সকলেৰ নাসিক স্ফুৰ্তি (বোদ্ধেবা উঠাকে শ্ববীবেৰ বুদ্ধতা ও কৰ্ম্যভাৱ ধৰ্ম বলেন) চম এবং তদ্বাবাট

ঐ দৃঢ়ত্ব প্রযুক্ত কৰা যায়। মেঘসী ও স্নদূচপেশীহীন শরীৰেব দ্বাৰা ইহা সাধ্য হয় না, তাই নানাবিধ মুক্তাঙ্গি প্রক্ৰিয়াব দ্বাৰা প্রথমে শরীৰকে দৃঢ় ও বৰোপযোগী হুহ কৰাব বিধি আছে।

ইহাই হঠপূৰ্বক বা বলপূৰ্বক প্রাণবোধেব উপায়। ইহাতে অবশ্য চিন্তাবোধ হয় না, কিন্তু তাহাব সহায়তা হয়। ইহা সিদ্ধ হইলে পৰ ইহাব সহাবে যদি কেহ ধাৰণাদি সাধন কৰিয়া চিন্তকে স্থিৰ কৰাব অভিলাষ কৰেন, তবেই তিনি যোগমার্গে অগ্রসৰ হইতে পাবিবেন, নচেৎ কতককাল যতবৎ ধাকা ব্যতীত অজ্ঞ কোনও ফললাভ হইবে না।

তদ্ব্যতীত অজ্ঞ উপায়েও প্রাণবোধ হয়। বাঁহাবা ঈশব-প্রতিধান, জ্ঞানময় ধাৰণা প্রভৃতিব সাধন কৰিবা চিন্তকে একাগ্র কৰেন, তাহাদেব সেই একাগ্রতা মহানন্দকৰ হইলে তাহাতেও সাত্ত্বিক নিবোধপ্রযত্ন আনিলে উদ্ধাবা তাঁহারা কল্পপ্রাণ হইতে পাবেন। পৰন্তু ঐ একাগ্রতা সৰ্বকালীন হইলে তাহাতে বিভোব হইবা অক্লেশে অল্লাহাব বা নিবাহাব কৰিবা কল্পপ্রাণ হইয়া সমাহিত হওবা যায়। “হিমান্তি পঞ্চমঃ স্বাসং অল্লাহাবতবা নৃপ” (শান্তিপৰ্ব) ইত্যাদি শাস্ত্ৰবিধি এইৰূপ সাধকদেব অজ্ঞ। বিত্তম্ ঈশবভক্তি, সাত্ত্বিক ধাৰণা প্রভৃতিতে যে অভবতম দেশে আনন্দাবেগ হয়, তাহাতে হৃদয়েব দ্বাৰা হৃদয়ৰ সেই আনন্দভাবকে যেন চূচালিঙ্গন কৰিবা ধাকাব আবেগ হয়, তাহা হইতে স্নায়ুমাংসে সাত্ত্বিক সংকোচনবেগ উদ্ভূত হইয়া প্রাণবোধ হইতে পাবে। হঠপ্রাণালীতে যেমন বাহু হইতে সংকোচনবেগ উদ্ভূত হয়, ইহাতে সেইৰূপ সংকোচনবেগ অভ্যন্তৰেই উদ্ভূত হয়।

দীৰ্ঘকাল কল্পপ্রাণ হইবা থাকিতে হইলে (হঠপ্রাণালীতে) অজ্ঞ হইতে মল বহিকৃত কবিতো হয়, নচেৎ উহাব পুতিভাবেব সস্ত ব্যাঘাত বটে এবং উদ্ভব-সংকোচনও বৰাযত্ন হয় না। নিবাহাব বা অল্লাহাব প্রাণালীতে, যাহাতে কেবল জল বা অজ্ঞ হৃদয়মিঞ্জ জল পান কৰিবা থাকিতে হয় (“অপঃ পীত্বা পয়োমিজ্জাঃ”) তাহাব আবশ্যক হয় না (১।১০ [২] জঠব্য)।

কাহাবও কাহাবও প্রাণবোধেব এই প্রযত্ন সহজাত থাকে, তাহাবা এইৰূপ প্রযত্নেব দ্বাৰা অল্লাহিক কাল কল্পপ্রাণ হইবা থাকিতে পাবে। আমবা এক ব্যক্তিৰ বিবৰ জানি, যে প্রোথিত অবস্থায় দশ-বাৰো দিন যাবৎ থাকিতে পাবিত, সেই সময়ে সে সম্পূৰ্ণ বাহু-সংজ্ঞাহীনও হইত না, কিন্তু জড়বৎ থাকিত। অজ্ঞ এক ব্যক্তি ইচ্ছামত এক অজ্ঞকে জড়বৎ কবিতো পাবিত। বলা বাহুল্য ইহাব সহিত যোগেব কোনও সংশয় নাই, অজ্ঞ লোকে উহাকে সমাধি মনে কবে। কিন্তু সমাধিত দুবেব কথা, কেহ তিন মাস বৃত্তিকাব প্রোথিত অবস্থাব থাকিতে পাবিলেও হয় ত সে যোগাঙ্গ ধাৰণাবই নিকটবৰ্তী নহে। যোগ যে প্রধানতঃ চিন্তাবোধ, কিন্তু শরীৰবাজ্জেব বোধ নহে, তাহা সৰ্বদা উত্তমরূপে শ্রবণ বাধা কর্তব্য। সন্ধ্যক চিন্তাবোধ হইলে অবশ্য শরীৰবোধও হইবে, কিন্তু শুধু শরীৰবোধ হইলে চিন্তাবোধ না হইতে পাবে।

প্রাশাসপূৰ্বক গতিবিচ্ছেদ কবিলে তাহা একটি বাহুবৃত্তিক প্রাণাধায়। শ্বাসপূৰ্বক কবিলে তাহা একটি অভ্যন্তৰ প্রাণাধায়। শ্বাস-প্রশ্বাসেব প্রযত্ন না কৰিবা কতক পুথিত বা কতক বেচিত অবস্থায় এক-প্রযত্নে শ্বাসযত্ন কল্প কৰার নাম তৃতীয স্তম্ভবৃত্তি। তাহাতে ফুসফুসেব বায়ু ক্রমশঃ শোষিত হইবা কমিয়া যায়, তন্মত্ন বোধ হয় যেন সৰ্ব শরীৰেব বায়ু শোষিত হইবা বাহিতেছে।

উত্তম উপলে স্তম্ভ জলবিন্দু যেমন চতুর্দিক হইতে একেবাবে শুক হয়, স্তম্ভবৃত্তিৰ দ্বাৰাও শ্বাস-প্রশ্বাস সেইৰূপ একেবাবে কল্প হয়। অর্থাৎ প্রযত্নপূৰ্বক বাহু বায়ু নিশ্বাসন কৰিবা ধাৰণপূৰ্বক

গতিবিচ্ছেদ কবিত্তে হয় না, অথবা সেইরূপ অভ্যন্তবে প্রবেশ কবাইয়া ধারণপূর্বক গতিবিচ্ছেদ কবিত্তে হয় না।

প্রথমতঃ বাহ্যবৃত্তিব অথবা আভ্যন্তবৃত্তিব কোন এক প্রকারকে অভ্যাস কবিত্তে হয়। সুত্রকাব বাহ্যবৃত্তিব অভ্যাসেব প্রাধান্য “প্রচ্ছন্নবিহারণাভ্যাং বা” এই সুত্রে দেখাইয়াছেন। মধ্যে মধ্যে তন্তবৃত্তি অভ্যাস কবিয়া প্রাপকে নিঃসৃত কবিত্তে হয়।

বাহ্য অথবা আভ্যন্তবৃত্তিব কিছুকাল অভ্যাস হইলে তবে তন্তবৃত্তি কবিবাব প্রযত্বেব সূচ্য হয়। কিছুকাল বাহ্য অথবা আভ্যন্তবৃত্তি অভ্যাস কবিয়া কবেকবার বাভাবিক শাস-প্রশাস কবিলে তন্তবৃত্তির প্রযত্ন বৃত্ত সূচিত হয়। সেই প্রযত্নবলে শাসনয়ন্ত্র দৃঢ়কণে বৃত্ত কবিয়া তন্তবৃত্তিব অভ্যাস করা কর্তব্য। প্রথম প্রথম দীর্ঘকাল অন্তব তন্তবৃত্তিব প্রযত্নের সূচি হয়। পরে ঘন ঘন হয়। ক্রমক্রম সম্পূর্ণ ক্ষীত বা সম্পূর্ণ সংকুচিত থাকিলে তন্তবৃত্তি প্রায়ই হয় না, তাহা হইলে বাহ্যভ্যন্তব-বৃত্তি হয়।

বাহ্য, আভ্যন্তব ও তন্ত এই তিন প্রাণায়ামবৃত্তি দেশ, কাল ও সংখ্যাব দ্বারা পবিত্র হইয়া অভ্যাস হইলে ক্রমশঃ দীর্ঘ ও হ্রস্ব হয়। তন্মধ্যে দেশপবিত্রণ প্রথম। দেশ—বাহ্য ও আধ্যাত্মিক—দ্বিবিধ। নাসাগ্র হইতে বতখানি শ্বাসেব গতি হয়, তাহা বাহ্য দেশ। অভ্যন্তবে হ্রদয পর্বত শ্বাসেব যে গতি হয়, তাহাই প্রধানতঃ আধ্যাত্মিক দেশ। হ্রদয হইতে আগ্নেয়তলমস্তকও আধ্যাত্মিক দেশ।

নাসাগ্র হইতে প্রশ্বাস বত অন্নদূর দূর অর্থাৎ বাহ্যে অন্নদূর দূর, এইরূপ পবিত্রণপূর্বক প্রাণায়াম কবাই বাহ্য দেশ-পবিত্রীকৃত। তাহাতে প্রশ্বাস ক্রমশঃ কণী হয়। অর্থাৎ ক্রমশঃ হ্রদয ভাবে বাহ্যে প্রশ্বাসেব গতি হয়, তাহা লক্ষ্য কবিয়া প্রাণায়াম কবাব নার বাহ্য দেশ-পবিত্রীকৃত প্রাণায়াম। আধ্যাত্মিক দেশকে অন্নভবেব দ্বারা পবিত্রণ করিত্তে হয়, শ্বাসে বায়ু বখন বক্ষে প্রবেশ কবে, তখন সেই স্তম্ভপ্রদেশ অন্নভব কবিত্তে হয়। তাহাই আধ্যাত্মিক দেশের পবিত্রণপূর্বক প্রাণায়াম।

হ্রদযকে মূল করিয়া সর্বশরীরে শ্বাসকালে যেন বায়ুর জ্বাব আভ্যন্তরিক স্পর্শাত্মক বিসর্গিত হইয়া গেল, প্রশ্বাসকালে আবাব তাহা উপসংস্কৃত হইয়া হ্রদযে আসিল—এইরূপ সর্বশরীরব্যাপী ( বিশেষতঃ পাদতল ও কবতল পর্বত ) দেশও প্রথমতঃ পবিত্রণ করা আবশ্যিক। ইহাতে নাভীভিত্তি হয় অর্থাৎ সর্বশরীরেব বোধযোগ্যতা অব্যাহত হয় বা সাত্ত্বিক প্রকাশশীলতা হয়, আব সাত্ত্বিকতা-জনিত সর্বশরীরেব সুখবোধ হয়। সেই সুখবোধপূর্বক প্রাণায়াম কবিলেই প্রাণায়ামে সুফল লাভ হয়, নচেৎ হয় না, বরং শরীর ক্লান্ত হইতে পারে।

এই সুখবোধ হইলে তৎসহকারে তন্তাদি বৃত্তি অভ্যাস কবিলে তাহাতে সাত্ত্বিকতা আবও বর্ধিত হয় এবং নিবাসে বহুক্ষণ প্রাণবোধ করা যায়। বোধ কবিবাব বলও অল্পভাভেহু অতি দৃঢ় হয়।

হ্রদয হইতে মস্তিষ্কে যে বক্তবহা ধমনী ( carotid artery ) গিয়াছে তাহাও আধ্যাত্মিক দেশ। জ্যোতির্ঘ-প্রবাহরূপে তাহা পবিত্রণ কবিত্তে হয়। তদ্ব্যতীত সূর্য জ্যোতিও আধ্যাত্মিক দেশ। প্রাণায়ামবিধেবে ইহাদেবও পবিত্রণ কবিত্তে হয়।

এই সমস্ত আধ্যাত্মিক দেশে চিত্ত বাধিয়া আভ্যন্তরিক স্পর্শাত্মক বা বা প্রাণায়াম কবিয়া হয়। তন্মধ্যে প্রচ্ছন্নকালে সর্বশরীর হইতে হ্রদযদেশে বোধ উপসংস্কৃত হইয়া আসি।



বাধিবাব আবশ্যকতা নাই। একটি রাজ দীর্ঘ প্রণব (প্রধানতঃ অর্থ রাজা য় কার), ইহাতে একতানভাবে মনে মনে উচ্চাষিত হইতে পাবে এবং সহজেই পূর্বোক্ত কালানুভব হইতে পারে। এইরূপে ক্ষণপরস্পরাবচ্ছিন্ন কালেব পবিদর্শনপূর্বক প্রাণায়াম সাধিত হয়।

উদ্ঘাতক্রমে যে প্রাণায়ামেব কালানুভব হয়, তাহাকে সংখ্যা-পবিদৃষ্টি বলে। কাবণ, তাহাতে শ্বাস-প্রশ্বাসেব সংখ্যাব ছাবা কাল নির্ণীত হয়। স্বয়ং মনুস্ত্রের স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসের কালেব নাম রাজা। যদি মিনিটে পনেবো বাব শ্বাস-প্রশ্বাস হয় এইরূপ ধরা যায়, তবে এক রাজা চাব সেকেণ্ড কাল হইল। এইরূপ স্বাধশ রাজার নাম একটি উদ্ঘাত (৪৮ সেকেণ্ড)। চব্বিশ রাজা দ্বিকুদ্ঘাত বা দ্বিতীয় উদ্ঘাত। ছত্রিশ রাজাব (২৪ মিনিটেব) নাম তৃতীয় উদ্ঘাত। “নীচো স্বাধশমাজ্ঞন্ত সক্রুদ্ঘাত ইবিতঃ। মধ্যমস্ত দ্বিকুদ্ঘাতচতুর্বিংশতিমাজ্ঞকঃ। মুখ্যস্ত যত্রিকুদ্ঘাতঃ বটত্রিংশমাজ্ঞ উচ্যতে ॥” (নিদ্র পূণ্য)।

মতান্তরে রাজাব কাল ১৪ সেকেণ্ড অর্থাৎ পূর্বোক্তেব ৪ অংশ। তাহাতে উক্ত প্রথম উদ্ঘাত ৩৬ মাজ্ঞক, দ্বিতীয় ৭২ মাজ্ঞক ও তৃতীয় ১০৮ মাজ্ঞক। উদ্ঘাতেব আব এক অর্থ আছে, যথা—“প্রাণেনোৎসর্গ্যমাণেন অপানঃ পীড়্যতে যথা। গম্বা চৌর্ধ্ব নিবর্তেত চৈতদুদ্ঘাত-সক্ষণম্ ॥” এতদ্বয়সাবে ভোজবাল বলিযাছেন, “উদ্ঘাতো নাভিমূল্যং প্রেরিতস্ত বারোঃ শিবস্তভিহননম্”। অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ কবিযা বাখিলে তাহা গ্রহণেব জন্ত অথবা ছাড়িযাব জন্ত যে উদ্বেষ হয়, তাহাই উদ্ঘাত। বিজ্ঞানভিক্স উদ্ঘাত অর্থে শ্বাস-প্রশ্বাস-য়োম রাজ বুঝিযাছেন।

বস্তুতঃ ঐ তিন অর্থই লব্ধবযোগ্য। উদ্ঘাতের অর্থ এইরূপ—স্বাবংকাল শ্বাস বা প্রশ্বাস বোধ কবিলে বায়ুব ত্যাগ অথবা গ্রহণের জন্ত উদ্বেষ হয়, তাবংকালিক বোধই উদ্ঘাত। ঐ কাল প্রথমতঃ ১২ রাজা বা ৪৮ সেকেণ্ড, অভএব স্বাধশ রাজাবচ্ছিন্ন কালই প্রথম উদ্ঘাত।

এতগুলি শ্বাস-প্রশ্বাসেব কালে এই এই উদ্ঘাত হয়, এইরূপ শ্বাস-প্রশ্বাসেব সংখ্যাব পবিদর্শন-পূর্বক উহা নিশ্চিত হয় বলিয়া ইহাকে সংখ্যা-পবিদর্শন বলে। কনতঃ ইহা পূর্ব হইতেই নিশ্চিত থাকে, প্রাণায়ামকালে ইহাব পবিদর্শন কবা আবশ্যক হয় না। তবে কত সংখ্যক প্রাণায়াম কাঁধ, কিরূপ সংখ্যায় তাহা বৃদ্ধি কবিতে হয় ইত্যাদিক্রমেও সংখ্যা-পরিদর্শন আবশ্যক হইতে পাবে। হঠযোগেব মতে দ্বিষলে চতুর্বাং আশ্বি-সংখ্যক প্রাণায়াম কাঁধ। ক্রমশঃ বাড়াইয়া আশ্বি-সংখ্যাব উপনীত হইতে হয়, লহসা নহে। “শনৈরশ্বিতিপর্বন্ত চতুর্বাং লমভ্যসেৎ ॥” (হঠযোগ প্র.)। সাবধানে অল্পে অল্পে প্রাণায়ামেব সংখ্যা বাড়াইতে হয়। প্রথম উদ্ঘাতেব নাম মূহু, দ্বিতীয় উদ্ঘাতেব নাম মধ্য, তৃতীয় উদ্ঘাতেব নাম উত্তম প্রাণায়াম।

এইরূপে অভ্যস্ত হইলে প্রাণায়াম দীর্ঘ ও সুস্থ হয়। দীর্ঘ অর্থে দীর্ঘকালব্যাপী বেচন অথবা বিধাবণ। সুস্থ অর্থে শ্বাস-প্রশ্বাসেব ক্ষীণতা এবং বিধাবণের নিরাসিততা। নাসাগ্রে ধৃত তুলা যাহাতে স্পন্দিত না হয় এইরূপ প্রশ্বাস সুস্থতাব সূচক।

## বাহ্যভ্যন্তরবিষয়াক্ষেপী চতুর্থঃ ॥ ৫১ ॥

ভাষ্যম্ । দেশকালসংখ্যাভির্বাছবিষয়ঃ পরিদৃষ্ট আক্ষিপ্তঃ, তথাভ্যন্তববিষয়ঃ পরিদৃষ্ট আক্ষিপ্তঃ, উভয়থা দীর্ঘসূক্ষ্মঃ । তৎপূর্বকো ভূমিজয়াং ক্রমেণোভয়োর্গত্যভাবশ্চতুর্থঃ প্রাণায়ামঃ । তৃতীয়স্ত বিবয়ানাংলোচিতো গত্যভাবঃ সন্ধাবন্ধ এব, দেশকালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো দীর্ঘসূক্ষ্মঃ । চতুর্থস্ত স্বাসপ্রশ্বাসযোবিষয়াবধাবণাং ক্রমেণ ভূমিজয়াৎ উভয়াক্ষেপপূর্বকো গত্যভাবশ্চতুর্থঃ প্রাণায়াম ইত্যয়ং বিশেষঃ ॥ ৫১ ॥

৫১। চতুর্থ প্রাণায়াম বাহ ও আভ্যন্তর বিবয়াক্ষেপী (১) ॥ হু

ভাষ্যানুবাদ—দেশ, কাল ও সংখ্যার দ্বারা বাহ বিবয় (বাহবৃত্তি) পরিদৃষ্ট হইলে (অভ্যাস-পটুতা-নিবন্ধন) তাহাকে আক্ষিপ্ত বা অতিক্রমিত করা যায়। সেইরূপ আভ্যন্তর বিবয় অর্থাৎ আভ্যন্তরবৃত্তি (প্রথমে পরিদৃষ্ট হইয়া অভ্যন্ত হইলে পরে) আক্ষিপ্ত হয়। উভয় প্রকারে এই দুই বৃত্তি অভ্যন্ত হইলে দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম হয়। তৎপূর্বক অর্থাৎ উল্লিখিতরূপে অভ্যন্ত বাহ্যভ্যন্তরবৃত্তিপূর্বক, ভূমিজয়ক্রমে তদুভয়ের গত্যভাব চতুর্থ প্রাণায়াম। দেশ আদি বিবয় আলোচনা না করিয়া যে লক্ষ্যপ্রযত্ন-নিবন্ধন গত্যভাব তাহাই তৃতীয় প্রাণায়াম এবং তাহা দেশ, কাল ও সংখ্যার দ্বারা পরিদৃষ্ট হইয়া দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম হয়। স্বাস ও প্রশ্বাসের বিবয় (যেশাদি) আলোচনপূর্বক অভ্যাসক্রমে ভূমিজয় হইলে যে তদুভয়াক্ষেপপূর্বক অর্থাৎ তদতিক্রমপূর্বক গত্যভাব হয়, তাহাই চতুর্থ প্রাণায়াম, ইহাই বিশেষ।

টীকা। ৫১।(১) বাহবৃত্তি, আভ্যন্তরবৃত্তি ও তদুভয় হাড়া চতুর্থ এক প্রাণায়াম আছে, তাহাও এক প্রকার তদুভয়বৃত্তি। তৃতীয় তদুভয়বৃত্তি হইতে তাহাও ভেদ আছে। তৃতীয় প্রাণায়াম লক্ষ্যপ্রযত্নের দ্বারা অর্থাৎ একেবারেই সাধিত হয়। কিন্তু বাহবৃত্তিকে ও আভ্যন্তরবৃত্তিকে যেশাদি-পরিদর্শনপূর্বক অভ্যাস করিয়া তদতিক্রমপূর্বক চতুর্থ প্রাণায়াম সাধিত হয়। চিবকাল অভ্যন্ত হইয়া যখন বাহ ও আভ্যন্তরবৃত্তি অতি সূক্ষ্ম হয়, তখন তাহাদ্বিগুণকে আক্ষেপ বা অতিক্রমপূর্বক যে তদুভয়বৃত্তি হয়, তাহাই চতুর্থ সূ-সূক্ষ্ম তদুভয়বৃত্তি। এতদ্বারা ভাস্ত্র ব্রহ্মা ইত্যাদি হইবে।

এখানে প্রাণায়াম অভ্যাসের অন্ততম প্রণালী বিশদ করিয়া দেখান বাইতেছে। প্রথমে আসনে স্থিতি হইয়া বসিবে। পরে বক্ষ স্থিতি রাখিয়া উদর সঞ্চালনপূর্বক স্বাস-প্রশ্বাস করিবে। প্রাণাল বা বেচক অতি ধীরে (স্বাশক্তি) সম্পূর্ণরূপে করিবে। তাহাতে পূর্ণ কিছু বেগে হইবে কিন্তু উদর-মাত্র স্ক্রীত করিয়াই যেন পূর্ণ হয়, তাহা লক্ষ্য রাখিবে।

এইরূপ যেচন-পূর্ণকালে হৃৎপ্রদেশে বসেব মধ্যস্থলে স্বচ্ছ, আলোকিত বা শুভ্র, ব্যাপী, অনন্তব্যব অকাল ভাবনা করিবে। পূর্বে কিছুদিন যেচন-পূর্ণ না করিয়া কেবল এই ধ্যান অভ্যাস করা আবশ্যিক, তাহা আবশ্যিক হইলে তৎসহযোগে যেচন-পূর্ণ করা বিশেষ, যেন সেই শরীরব্যাপী অবকাশেই বেচক করিতেছে ও তাহাতেই যেন পূর্ণ করিতেছে। শাস্ত্রে আছে, “কচিবং বেচকৈব বাযোবাকর্ষণস্তথা।” (অনুতনাদ উপ.)। মনকে সেই মতে শূন্য করিবে। শাস্ত্রেও আছে, “শূন্যভাবেন যুক্তিবাৎ”। (অনুতনাদ উপ.)। অর্থাৎ শূন্যমনে শূন্যব্যব শরীরব্যাপী স্পর্শবোধ অহুভব করিতে থাকিবে। ক্ষয়ক সেই শূন্যবোধের কেন্দ্ররূপে লক্ষ্য রাখিবে। পূর্ণকালে তথা হইতে সর্বশরীর যেন বোধব্যাপ্ত হইতেছে এইরূপ ভাবনা করিবে।

প্রথমে ধীরে ধীরে বেচন ও স্বাভাবিক পূর্ণমাত্রা ধ্যানসহকাৰে অভ্যাস কৰিবে। তাহা আৰম্ভ হইলে মধ্য মধ্য বাহুত্বৰ অভ্যাস কৰিবে। অৰ্থাৎ প্রথমে কবিৰা আৰু শাস প্রহণ কৰিবে না। সেইৰূপ আভ্যন্তৰীণ অভ্যাস কৰিবে। তাহাতে পুৰিত বায়ু যেন সৰ্বশৰীৰে ব্যাপ্ত হইবা নিশ্চল পূৰ্ণকৃত্তের মত হইবা। শৰীৰেব নমস্ত চাক্ষুৰ্য্যে কল্প কবিল, এইৰূপ বোধ কৰিবে। বলা বাহুল্য যে, শাসবায়ু ফুসফুস ছাড়া শৰীৰেব অন্ত স্থানে বায়ু না। কিন্তু পূৰ্ণ কবিৰা ফুসফুস পূৰ্ণ হইলে সৰ্বশৰীৰেও সেই পূৰ্ণভাবোৰ যেন ব্যাপ্ত হইল, এইৰূপ বোধ হয়, সেই বোধই ভাব্য। প্রাণাধাৰেব পক্ষে শৰীৰময় বোধ-ভাবনাই সিদ্ধিৰ হেতু, এই সংকেত মনে বাখিতে হইবে। 'বায়ুৰ দ্বাৰা শৰীৰ পূৰ্ণ কৰিবে' ইহাৰ গুঢ় অৰ্থ একপ জানিতে হইবে।

প্রথম প্রথম মধ্য মধ্য বাহু ও আভ্যন্তৰীণ অভ্যাস, পৰে আৰম্ভ হইলে অবিবলে অভ্যাস কৰা বাইতে পাৰে। তন্তুবৃত্তি ইহাৰ মধ্য মধ্য প্রথমতঃ অভ্যাস কৰিবে। প্রথমে কয়েক বার স্বাভাবিক বেচন পূৰ্ণ কৰিবা। একবাৰ বাতাশৰে অল্প বায়ু থাকি কালে আভ্যন্তৰীণ প্রযত্নেব দ্বাৰা ফুসফুসকে সংকোচন কৰিবা। শাস-প্রশাস বোধ কৰিবে। পূৰ্বোক্ত অভ্যাসজনিত ফুসফুসে ও সৰ্বশৰীৰে সাত্বিক বুদ্ধিমত্তা অৰ্থাৎ লঘু, স্থম্ভৰ বোধ থাকিলে তৎপূৰ্বক তন্তুবৃত্তি অভ্যাস, তাহাতে অভিশব দৃঢ়ভাবে শাসবদ্ধ কৰিবা। স্থম্ভে বহুক্ষণ থাকি বায়ু। স্থম্ভস্পৰ্শসহকাৰে কল্প কৰাতে অৰ্থাৎ সেই স্থম্ভৰ বোধ ভাবনাপূৰ্বক বোধ কৰাতে, তন্তুবৃত্তিৰ মধ্য স্থম্ভস্পৰ্শযুক্ত শাসবোধপ্রবৃত্তি অধিকতৰ স্থকল্প হয়। পৰে অসহ্য হইলে প্রবৃত্তি লগ কৰিবা শাস প্রহণ অথবা ত্যাগ কৰিবে। ফুসফুসে অল্প বায়ু থাকিতে এবং তাহাৰ অধিকাংশ শোষিত হইবা বাওবাতে, তন্তুবৃত্তিৰ পৰ পূৰ্ণই কৰিতে হয়, বেচন কৰিতে হয় না। কিন্তু তখন পূৰ্ণ কৰাও আবশ্যক, কাৰণ, তাহাতে ক্ষুণ্ণিওব স্পন্দন হয় না। অতএব একপ অল্প বায়ু ফুসফুসে বাখিবা তন্তুবৃত্তি অভ্যাস কৰিবে, যাহাতে পৰে পূৰ্ণ কৰিতে হয়।

প্রথমে একবাৰ তন্তুবৃত্তিৰ পৰ কয়েক বাৰ স্বাভাবিক বেচন পূৰ্ণ কৰিবে। অভ্যাস দৃঢ় হইলে অবিবলে অনেক বাৰ তন্তুবৃত্তি কৰা বাইতে পাৰে। বলা বাহুল্য, তন্তুবৃত্তিতেও পূৰ্বোক্তৰূপে মনকে কোন আধ্যাত্মিক দেশে (হাৰ্দিকাশেই ভাল) শূন্যবৎ রাখিতে হইবে, নচেৎ অভ্যাস পণ্ড হইবে (লম্বাধিৰ পক্ষে)।

বাহু বা আভ্যন্তৰীণ অভ্যাস কৰিলেই কল লাভ হইতে পাৰে। উদ্বোধন উৎকৰ্ষেব দ্বিত্ব তন্তুবৃত্তি অভ্যাস। তন্তুবৃত্তিই শেষে চতুৰ্থ প্রাণাধাৰমূৰ্ণ প্রাণাধাৰমূৰ্ণিত পৰিণত হয়। বাহু ও আভ্যন্তৰীণ অভ্যাসেব বেচন ও বিধাৰণ এবং পূৰ্ণ ও বিধাৰণ যাহাতে একতান অভ্যাসপ্রবৃত্তি হয়, তাহা লক্ষ্য কৰিবা সাধন কৰিতে হইবে অৰ্থাৎ পূৰ্ণেব ও রেচনেব প্রবৃত্তি যেন স্থম্ভ হইবা বিধাৰণে মিলিহিবা দ্বাৰ।

নিম্নলিখিত বিষয় প্রাণাধাৰমীৰ স্বৰূপ বাখা কৰ্তব্য :—

(১ম) শাস-প্রশাসেব সহিত আভ্যন্তৰীণ স্পৰ্শবোধ অল্পভব কৰিবা সাত্বিকতা বা স্থম্ভ ও লঘুতা প্রকটিত কৰিতে চৰ্চবে, তৎপূৰ্বক প্রাণাধাৰ কৰিলেই প্রাণাধাৰেব উৎকৰ্ষ হয়, নচেৎ হয় না। সৰ্বগুণ প্রকাশশীল, অতএব যে প্রযত্নে ক্রিয়া সহজ বা স্বাভাবিক তাহাৰ বোধ উদ্ভিত রাখিবা ভাবনা কৰিলেই সাত্বিকতা বা স্থম্ভ প্রকাশ পায়। যেমন শাস-প্রশাসে ফুসফুস-গত বোধ ভাবনা কৰিলে তথায় লঘুতা ও স্থম্ভ বোধ হয়, সৰ্বশৰীৰেও সেইৰূপ।

(২৮) অল্পে অল্পে স্বাভাৱিক বাহ্যিক লক্ষ্য বাখিষা প্রাণবায়ম অভ্যস্ত।

(৩৯) ধ্যান ব্যতীত প্রাণবায়ম অভ্যাস কবিলে চিত্ত অধিকতর চঞ্চল হয়। এইজন্য কেহ কেহ উন্নাদ হয়। প্রথমে ধ্যানাত্যাস কবিষা আধ্যাত্মিক দেশে চিত্তকে শূন্যত্ব কবিতো না পাবিলে প্রাণবায়ম অভ্যাস না কবাই ভাল। আধ্যাত্মিক দেশে কোন যুক্তিতে চিত্ত স্থিৰ কবিতো পাবিলেও প্রাণবায়ম হইতে পাবে। যোগেব ব্রহ্ম শূন্যত্ববাহই অধিক উপযোগী।

(৪০) আহাবাদিৰ উপৰ লক্ষ্য বাখিতো হয়। অধিক আহাব, ব্যায়াম, মানসিক শ্রম আদি কবিলে প্রাণবায়মে অধিক উন্নতিৰ আশা অল্প। উন্নত কিছু খালি বাখিষা লঘু দ্রব্য আহাব কবাই মিভাহাব। হঠযোগেব গ্ৰেহে মিভাহাবেব বিশেষ বিবৰণ ব্রহ্মত্ব। শেতলাবব্রহ্ম দ্রব্য সেব্য। স্নেহ বা দ্ব্যত-ভৈল্যাদি অধিক সেব্য নহে।

শেষে যোগীকে একেবাবেই স্নেহ বৰ্জন কবিতো হয়, তাহা স্বৰণ বাধা কর্তব্য। দীৰ্ঘকাল প্রাণবোধ কবিষা থাকিতে হইলে উপবাসও কবিতো হয় (‘যাহাতে খাদ্য-প্রাণসেব প্রয়োজন না হয়’)। এইজন্য মহাত্মাবতে আছে :—“আহাবান্ কীদৃশান্ কৃথা কানি জিহ্বা চ ভাবত। যোগী বলমবাপ্নোতি তন্তবান্ বন্তুন্নহিতি ॥ ভীষ উবাচ। কণানান্ ভক্ষণে যুক্তঃ পিণ্যাকস্ত চ ভাবত। স্নেহানান্ বৰ্জনে যুক্তো যোগী বলমবাপ্নুয়াৎ ॥ ভুক্তানো বাবকং ক্লমং দীৰ্ঘকালমবিনশ্নম। একাহাবো বিদ্বদ্ভাষ্য। যোগী বলমবাপ্নুয়াৎ ॥ পক্ষায়াসানুভূতশ্চতান্ সংবৎসবানবশ্বথা। অগ্নঃ পীষা পমোমিভ্রা যোগী বলমবাপ্নুয়াৎ ॥ অৰ্ধশুশুপি বা দ্বাসং সততঃ মল্লজেধব। উপোস্ত সন্ধ্যাং শুদ্ধায়া যোগী বলমবাপ্নুয়াৎ ॥” (মোক্ষধর্ম। ৩০০ অ) অর্থাৎ তত্ত্বলকণা, তিলকক (তিলেব খলি) ও দীৰ্ঘকাল ক্লম মবাগু আহাব কবিষা ও স্নেহ পদার্থ বৰ্জন কবিষা যোগী বললাভ কবেন। পক্ষ, মান, খড়্ বা সংবৎসব যাবৎ তুচ্ছমিষ্ট জল পান কবিষা অথবা এক দ্বাস একেবাবে উপবাস কবিষা যোগী বলপ্রাপ্ত হন। প্রথম প্রথম অবস্তা মিত পবিত্রাণে স্নেহাদি সেব্য। আহাব কমাইতে হইলে অল্পে অল্পে ক্রমশঃ কমানব বিধি আছে।

প্রাণবোধ কবিষা থাকা মাত্র যোগাঙ্গভূত প্রাণবায়ম বা সমাধি নহে। কোন কোন লোক স্বভাবতে প্রাণবোধ কবিতো পাবে। তাহাবাই ব্রহ্মিকাষ প্রোথিত থাকিষা লোককে বাজী দেখাইষা পদলা উপার্জন কবে। তাহা যোগও নহে, সমাধিও নহে, তৎকাল যোগেব ফল ঐ সকল ব্যক্তিতে দেখা যায় না।

যে প্রাণবোধেব সহিত চিত্তও ক্লম বা একাত্র কবা যায়, তাহাই যোগাঙ্গ প্রাণবায়ম। এক-একটি প্রাণবায়মগত চিত্তৈর্হৰ ধাবাবাহিকক্রমে বৰ্ধিত হইবাই শেষে সমাধি হয়। এইজন্য বলা হয় দ্বাদশ প্রাণবায়মে এক প্রত্যাহাব, দ্বাদশ প্রত্যাহাবে এক ধাবণ ইত্যাদি। ফলতঃ চিত্তেব হৈৰ্ধ ও নিবিষয়তাৰ উৎকর্ষ না হইলে তাহা যোগাঙ্গভূত প্রাণবায়ম হয় না, কিন্তু বাজী-বিশেষ মাত্র হয়। প্রাণবোধ মাত্র কবিষা থাকা সমাধিৰ বাহ লক্ষণ, কিন্তু আভ্যন্তরিক লক্ষণ নহে।



ততঃ ক্রীয়তে প্রকাশাবরণম্ ॥ ৫২ ॥

ভাষ্যম্। প্রাণায়ামানন্ততোহস্ত যোগিনঃ ক্রীয়তে বিবেকজ্ঞানাববগীযং কর্ম, যন্তদাচক্রে, “মহাসোহময়েনেন্দ্রজ্ঞানেন প্রকাশশীলং সত্ত্বমাবৃত্য তদেবাকার্ষে নিযুক্তো” ইতি। তদন্ত প্রকাশাবরণং কর্ম সংসাবনিবন্ধনং প্রাণায়ামাভ্যাসাদ্ দুর্বলং ভবতি, প্রতিক্ষণঞ্চ ক্রীয়তে। তথা চোক্তং “তপো ন পরং প্রাণায়ামাৎ ভতো বিমুক্তির্মলানাম্ দীপ্তিশ্চ জ্ঞানন্ত” ইতি ॥ ৫২ ॥

৫২। তাহা হইতে প্রকাশাবরণ (অজ্ঞানরূপ আবরণ) কীর্ণ হয় ॥ ৫২

ভাষ্যানুবাদ—প্রাণায়াম-অভ্যাসকারী যোগীবিবেকজ্ঞানাবরণভূত কর্ম লবপ্রাপ্ত হয় (১)। উহা বেরূপ তাহা নিম্ন বাক্যে কথিত হইয়াছে—“মহাসোহময় ইন্দ্রজ্ঞানেন দ্বারা প্রকাশশীল সত্ত্বকে আবরণ করিয়া তাহাকে অকার্ষে নিযুক্ত কবে।” যোগীবিবেক সেই প্রকাশাবরণভূত সংসাবহেতু কর্ম প্রাণায়ামাভ্যাস হইতে দুর্বল হয়, আত্ম, প্রতিক্ষণ লবপ্রাপ্ত হয়। তথা উক্ত হইয়াছে—“প্রাণায়াম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তপস্বী আব নাই, তাহা হইতে মলসকলের বিমুক্তি এবং জ্ঞানের দীপ্তি হয়।”

টীকা। ৫২।(১) প্রাণায়ামের দ্বারা যে প্রকাশাবরণ (বিবেকখ্যাতির আবরণ) ক্ষয় হয়, তাহা অজ্ঞান-রূপ আবরণ নহে, কিন্তু অজ্ঞানমূলক কর্মরূপ আবরণ। কর্মই অজ্ঞানের জীবনবৃত্তি। অতএব কর্মরূপে অজ্ঞানও কীর্ণ হয়। প্রাণায়াম শব্দীবেদ্রিবেব নৈকর্য্য। তাহাব সংস্রবেব দ্বারা সাধাবরণ ঝিষ্ট কর্মেব সংস্রাব কীর্ণ হয়, বেদন, ক্রোধেব সংস্রাব অক্রোধেব সংস্রাবেব দ্বারা কীর্ণ হয়, ভক্রপ। ‘আমি শব্দীবি’, ‘আমি ইন্দ্রিবেবান্’ ইত্যাদি অবিচারিকরূপ অজ্ঞান ও তৎপ্রেরিত কর্ম ও কর্মেব সংস্রাব যে প্রাণায়ামেব দ্বারা দুর্বল হইয়া লব পাইতে থাকে, তাহা স্পষ্ট। কেহ কেহ শব্দী কবেন, অজ্ঞান জ্ঞানেব দ্বাবাই নষ্ট হয়, প্রাণায়ামরূপ কর্মের দ্বারা বিক্রপে তাহার নাশ হইবে? তাহাতে বক্তব্য যে, এখানেও জ্ঞানেব দ্বাবাই অজ্ঞানের নাশ হয়। প্রাণায়াম কিবা বটে, কিন্তু সেই কিবাব যে জ্ঞান হয়, তাহাই অজ্ঞানকে নষ্ট কবে। প্রাণায়াম-ক্রিযা শব্দীবেদ্রিয হইতে আমিন্দ্রকে বিযুক্ত কবিবাব ক্রিযা। অতএব সেই ক্রিযাব জ্ঞান (সব ক্রিযাবই জ্ঞান হয়) ‘আমি শব্দীবেদ্রিয নহি’ এইরূপ বিজ্ঞা।

ভাষ্যম্। কিঞ্চ—

ধারণাস্তু চ যোগ্যতা মনসঃ ॥ ৫৩ ॥

প্রাণায়ামাভ্যাসাদেব। “প্রচ্ছর্দনবিধাবণাভ্যাস বা প্রাণস্ত” ইতি বচনাৎ ॥ ৫৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ—কিঞ্চ—

৫৩। ধারণাসকলেও মনের যোগ্যতা হয় ॥ (১) ৫৩

প্রাণায়ামেব অভ্যাস হইতে হয়। “অথবা প্রাণেব প্রচ্ছর্দন-বিধাবণ-দ্বারা স্থিতি সাধিত হয়” এই হ্রদ্ব হইতে (ইহা জানা বাস)।

টীকা। ৫৩।(১) ধাবণা আধ্যাত্মিক দেশে চিত্তের বন্ধন। প্রাণাধামে নিবস্তব আধ্যাত্মিক দেশ ভাবনা (অল্পভব) কবিত্তে হয়। তাহা কবিত্তে কবিত্তে যে চিত্তকে তথায় বদ্ধ করিবার যোগ্যতা হইবে তাহা বলা বাহুল্য। “প্রচ্ছন্নবিধাবণাভ্যাং বা প্রাপ্ত” এই শ্লোকে (১।৩৪) প্রাণাধামেব ধাবা চিত্তের স্থিতি হয় বলা হইয়াছে। স্থিতি অর্থেই ধাবণা অর্থাৎ অতীত বিষয়ে চিত্তকে স্থাপন করা।

ভাষ্যম্। - অথ কঃ প্রত্যাহারঃ—

স্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্তস্ত স্বরূপানুকর ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ ॥ ৫৪ ॥

স্ববিষয়াসম্প্রয়োগাভাবে চিত্তস্বরূপানুকর ইবেতি, চিত্তনিবোধে চিত্তবদ্ নিরুদ্ধা-  
নীন্দ্রিয়াণি নেতবেন্দ্রিয়জয়বহুপায়াস্তরমপেক্ষন্তে। যথা যথুকববাজং মক্ষিকা উৎপত্ত-  
মনুৎপত্তস্তি নিবিশমানমহু নিবিশন্তে, তথেন্দ্রিয়াণি চিত্তনিবোধে নিরুদ্ধানীতি, এষ  
প্রত্যাহারঃ ॥ ৫৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ—প্রত্যাহার কি ?—

৫৪। স্ব স্ব বিষয়ে অসংযুক্ত হইলে ইন্দ্রিয়গণের যে চিত্তের স্বরূপানুকাবেব জ্ঞাব অবস্থা হয় তাহাই প্রত্যাহার ॥ ৫৪

স্ববিষয়ের সহিত সম্প্রয়োগাভাবে (সমযোগাভাবে) চিত্তস্বরূপানুকাবেব জ্ঞাব অর্থাৎ চিত্ত-  
নিবোধে চিত্তের জ্ঞাব (সেই সঙ্গে) ইন্দ্রিয়গণেরও নিরুদ্ধ হওয়া, তাহাতে অপর প্রকার ইন্দ্রিয়জয়ের  
জ্ঞাব আব উপায়াস্তবের অপেক্ষা করে না (১)। যেমন উড্ডীয়মান যথুকববাজের পশ্চাতে  
মক্ষিকাবা উড্ডীন হয়, আব নিবিশমানের পশ্চাতে নিবিশ্ত হয়, সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণ চিত্তনিবোধে  
নিরুদ্ধ হয়। ইহাই প্রত্যাহার।

টীকা। ৫৪।(১) অপর প্রকার ইন্দ্রিয়জয়ে বিষয় হইতে দূরে থাকিতে হয় অথবা মনকে  
প্রবোধ দিতে হয় বা অন্য কোনও উপায় অবলম্বন কবিত্তে হয়, কিন্তু প্রত্যাহারে তাহা কবিত্তে হয়  
না। কাবণ, তাহাতে চিত্তের ইচ্ছাই প্রধান হয়। ইচ্ছাপূর্বক চিত্তকে যে দিকে বাখা যায়,  
ইন্দ্রিয়গণও সেই দিকে যায়। চিত্তকে আধ্যাত্মিক দেশে নিরুদ্ধ কবিলে ইন্দ্রিয়গণ তখন বাহু বিষয়  
গ্রহণ করে না। সেইরূপ বাহু শব্দাদি কোন বিষয়ে চিত্তকে স্থাপন কবিলে সেই বিষয়ের মাত্র  
ব্যাপার হয়, অন্য বিষয়ের ব্যাপার হইতে ইন্দ্রিয়গণ বিবর্ত থাকে।

প্রত্যাহার-সাধনের দ্বিতীয় প্রধান উপায় (ক) বাহু বিষয় লক্ষ্য না করা ও (খ) মানস ভাব  
নাইবা থাকা। অবহিত হইয়া ‘চক্ষুর্দৃশিব ধাবা বিষয় গ্রহণ কবাব অভ্যাস না ছাড়িলে প্রত্যাহার  
হয় না। যাহাবা বাহু বিষয়ে সম্যক লক্ষ্য কবিত্তে স্বভাবজ্ঞা পাবে না, তাহাদের প্রত্যাহার স্বক  
হয়। উন্মাদেরও এক প্রকার প্রত্যাহার আছে। ‘হিপনটিক (hypnotic)-দ্রব্যও এক প্রকার

প্রত্যাহার হয়। যাহা আবিষ্ট অহুজ্জাব (hypnotic suggestion) বশ, তাহাদেব উত্তমরূপে প্রত্যাহার হয়, লবণকে চিনি বলিয়া খাইতে দিলে তাহা চিনিবই স্বাদ পায়।

এই সব প্রত্যাহার হইতে যোগাঙ্গ প্রত্যাহারের বিশেষ আছে। যোগাঙ্গ প্রত্যাহার সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন। যোগী যখন ইচ্ছা করেন আমি উহা জানিব না, তখন অমনি সেই জ্ঞানেন্দ্রিয়-শক্তি রুদ্ধ হয়। প্রাণায়াম এইরূপ বোধেব সহায়। অধিকক্ষণ প্রাণায়াম করিলে ইন্দ্রিয়সকলে নিবোধেব ভাব পাচতব হইতে থাকে, তৎপূর্বক প্রত্যাহার স্বকর হয়। তবে অস্ত্র উপায়ে (ভাবনাব) দ্বাবাও উহা হয়। যম-নিয়মাদি অভ্যাসপূর্বক প্রত্যাহার হইলেই তাহা জ্ঞেয়ত্ব হয় নচেৎ দৃষ্টচেতা ব্যক্তির দ্বাবা দুশপথে চালিত প্রত্যাহার অধিকতর দোষের হেতু হয়।

চিত্তনিরোধে ইন্দ্রিয়ের নিবোধসাধনরূপ প্রত্যাহারই যোগীদের উপায়েব। যখন মধুমক্ষিকাদেব এক বাক নূতন এক চক্রনির্মাণেব স্তম্ভ পূর্ব চক্র ভাঙ্গ কবে, তখন তাহাদের এক বাজী (মধু-মক্ষিকা) প্রায় স্তব, তাহাদের চক্রে একটি বা কক্ষাচিৎ ছুইটি স্ত্রী থাকে। তাহাবা আকাষে বৃহৎ, সমস্ত মক্ষিকা তাহাব সেবাতে তৎপব) অগ্রে যাব। সেই বৃহৎ মক্ষিকা যথাব বলে, অপবেবাও তথাব বলে, সে উড়িলে অপবেবাও উড়ে। ভাস্কর্য্য এই দৃষ্টান্ত দিবাছেন। হিমবান্ প্রদেশে মক্ষিকা-পালন আছে।

ততঃ পরমা বশ্যতেন্দ্রিয়গাম্ ॥ ৫৫ ॥

ভাস্কর্য্য। শব্দাদিষ্যাসনম্ ইন্দ্রিয়জয় ইতি কেচিৎ, সক্তির্ব্যাসনং ব্যস্ততোনং শ্রোয়স ইতি। অবিকল্পা প্রতিপত্তির্ন্যায্য। শব্দাদিসম্প্রয়োগঃ স্বেচ্ছয়েত্যভ্যে। বাগ্ধেবাভাবে স্বখদুঃখশূন্য শব্দাদিজ্ঞানমিন্দ্রিয়জয় ইতি কেচিৎ। “চিষ্টৈকাগ্রাদ-প্রতিপত্তিরেব” ইতি জৈগীষব্যঃ। ততশ্চ পরমা দ্বিয়ং বশ্যতা যচ্চিত্তনিবোধে নিকটানীন্দ্রিয়াণি, নেতবেন্দ্রিয়জয়বৎ প্রযত্নকৃতম্ উপায়ান্তবমপেক্ষন্তে যোগিন ইতি ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীপাতঞ্জলে সাংখ্যপ্রবচনে বৈয়াসিকে সাধনপাদো দ্বিতীয়ঃ।

৫৫। তাহা (প্রত্যাহার) হইতে ইন্দ্রিয়গণেব পরমা বশ্যতা হয়। হ

ভাস্কর্য্যবাদ—কেহ কেহ বলেন, ‘শব্দাদিতে অব্যাসনই ইন্দ্রিয়জয়’। ব্যাসন অর্থে আনক্তি বা বাগ, যাহা পুরুষকে শ্রেয় হইতে ব্যস্ত কবে অর্থাৎ দুবে কেনে (তাহাই ব্যাসন)। অপব কেহ কেহ বলেন, ‘পাশ্বেব অবিকল্প শব্দাদি (বিষয়)-সেবনই ভ্রাম্য অর্থাৎ তাহাই ইন্দ্রিয়জয়’। অন্ত্রোবা বলেন, ‘স্বেচ্ছাপূর্বক অর্থাৎ পবস্ত্র না হইবা যে শব্দাদিতে ইন্দ্রিয়সম্প্রয়োগ তাহাই ইন্দ্রিয়জয়’; অর্থাৎ ভোগ্যপবস্ত্র না হইবা যে ভোগ, তাহাই ইন্দ্রিয়জয়। ‘বাগ্ধেবাভাবে স্বখদুঃখশূন্য যে শব্দাদি-জ্ঞান তাহাই ইন্দ্রিয়জয়’ ইহাও কেহ কেহ বলেন। জৈগীষব্য বলেন, “চিষ্টৈকাগ্রা হইলে যে (ইন্দ্রিয়গণেব বিষয়ে) অপ্রবৃত্তি অর্থাৎ যে বিষয়সম্বোধিবাহিত্য তাহাই ইন্দ্রিয়জয়’। সেইহেতু ইহাই (জৈগীষ-ব্যোক্ত) যোগীর পবমা ইন্দ্রিয়বশ্যতা, যাহাতে চিত্তনিবোধ হইলে ইন্দ্রিয়গণও নিকন্ত হয়। কিঞ্চ

ইহাতে যোগিগণকে অপৰ প্রকাৰ ইন্দ্রিয়জন্মের মত প্রবন্ধকৃত উপাধান্তবের অপেক্ষা কবিতে হয় না (১)।

ইতি শ্রীপাতঞ্জল-যোগশাস্ত্রীৰ বৈমানিক সাংখ্যপ্রবচনের সাধনপাদেব অন্তবাদ সমাপ্ত।

টিকা। ৫৫।(১) ভাষ্যকাৰ যে সমস্ত ইন্দ্রিয়জন্মের উল্লেখ কৰিযাছেন, তাহাদেব মধ্যে ণেবাট ছাড়া সমস্তই প্রচ্ছন্ন ইন্দ্রিয়-লৌল্য এবং পৰমার্থেব অন্তবাদ। ‘অনাসক্তভাবে’ পাপবিষয় ভোগ কৰিলে অনাসক্তভাবেই নিবৰে বাইতে হইবে। অগ্নিহাৰ যে বুঝিযাছে সে আৰ কোন কাৰণেই অগ্নিতে হাত দিতে ইচ্ছা কৰে না, অনাসক্তভাবেও কৰে না, আসক্তভাবেও কৰে না, স্বতন্ত্রভাবেও না, পবতন্ত্রভাবেও না। অতএব পৰমার্থ-বিষয়ের অজ্ঞানই বিষয়ের সহিত বেচ্ছাপূৰ্বক সন্ত্রাবোপেব কাৰণ, সেইজন্য ঐ সমস্ত ইন্দ্রিয়জন্মই ন-দোষ।

মহামোক্ষী জৈগীষব্য বাহা বলিযাছেন, তাহাই যোগীদেব উপাদেব। ইচ্ছামাজ্জেই চিন্তাবোধনহ যদি ইন্দ্রিয়বোধ হয়, তবে তদপেক্ষা উত্তম ইন্দ্রিয়জন্ম আৰ হইতে পাবে না। অতএব প্রত্যাহাবজনিত যে ইন্দ্রিয়জন্ম তাহাই সর্বোত্তম।

দ্বিতীয় পাদ সমাপ্ত

## ৩। বিভূতিপাদ

ভাষ্যম্। উক্তানি পঞ্চ বহিবঙ্গানি সাধনানি, ধাবণা বক্তব্য।

দেশবদ্ধশ্চিহ্নস্ত ধারণা ॥ ১ ॥

নাভিচক্রে, স্তন্যপুণ্ডরীকে, মূর্ধ্নি জ্যোতিষি, নাসিকাগ্রে, জিহ্বাগ্রে, ইত্যেবমাদিষু দেশেষু, বাহ্যে বা বিষয়ে চিত্তস্ত বৃত্তিমাশ্রয় বদ্ধ ইতি ধারণা ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—পঞ্চ বহিবঙ্গ-সাধনসকল উক্ত হইয়াছে, (অথুনা) ধাবণা বক্তব্য—

১। চিত্তকে কোনও দেশে বদ্ধ বা সংস্থিত রাখাই ধাবণা ॥

নাভিচক্র, স্তন্যপুণ্ডরীক, মূৰ্ধ্যোতি, নাসিকাগ্র, জিহ্বাগ্র ইত্যাদি যোগেতে (বদ্ধ হওয়া), অথবা বাহ্য বিষয়ে চিত্তের যে বৃত্তিমাশ্রয়ের দ্বারা বদ্ধ, তাহাই ধাবণা (১)।

টীকা। ১।(১) আধ্যাত্মিক দেশে অল্পভবের দ্বারা চিত্ত বদ্ধ হয়। বাহ্য দেশে ইন্দ্রিয়-বৃত্তির দ্বারা চিত্ত বদ্ধ হয়। বহিঃ শব্দাদি বা মূর্ত্যাদি বাহ্য দেশ। যে চিত্তবদ্ধ কেবল সেই দেশেই (যাহাতে চিত্ত বদ্ধ করা হইয়াছে তাহাই) জ্ঞান হইতে থাকে, আর যখন প্রত্যাহত ইন্দ্রিয়েরা স্ববিধ গ্রহণ করে না, তখন প্রত্যাহাবস্থার তদৃশ ধাবণাই সমাধির অঙ্কুর ধাবণা।

প্রাণায়ামাধিতেও ধাবণা অভ্যাস কবিত্তে হয়, কিন্তু তাহা মূখ্য ধাবণা নহে, ইহা বিবেচ্য। প্রাণায়ামাধিতে বাহ্য অভ্যাস কবিত্তে হয়, তাহাকে সাধাবণতঃ ‘ধ্যান-ধাবণা’ বলিলেও, বস্ত্ততঃ তাহাকে ভাবনা বলা উচিত, সেই ভাবনার উন্নতি হইয়া ধাবণা ও ধ্যান হয়।

প্রাচীনকালে স্তন্যপুণ্ডরীকই ধাবণার প্রধান স্থান ছিল। তথা হইতে উৎপত্তি যে সৌম্য জ্যোতি আছে তাহাও ধাবণার বিষয় ছিল। পবে বহুচক্র বা দ্বাদশচক্র ধারণার প্রচলন হইয়াছিল। বহুচক্র প্রসিদ্ধ আছে। শিবযোগমার্গে দ্বাদশ প্রকার ধাবণার বিবরণ কবিত্ত হয়। তাহা যথা—

১। মূলধাব, ২। স্বর্ষিষ্ঠান, ৩। নাভিচক্র; ৪। হৃৎচক্র, ৫। কণ্ঠচক্র, ৬। বাজরক্ত বা আলজিবের স্থল (এখানে শূভ্রকপ দশম দ্বার ধোয়), ৭। অচক্র (এখানে দিব্যশিখারূপ জ্ঞানালোক ধোয়), ৮। নির্বাণচক্র (ইহা ব্রহ্মবজ্রস্থিত), ৯। ব্রহ্মবজ্রের উপরে অষ্টদল পদ্ম (এখানে জিহ্বা নামক তিসিবেব মধ্যে আকাশবীজ সহ শূভস্থিত উৎপত্তি ধোয়), ১০। সমষ্টিকার (অহংকার), ১১। কাবণ (মহত্ত্ব বা অক্ষর), ১২। নিফল (প্রহীতপুরুষ)।

ইহার মধ্যে ১—৫ গ্রাহ্য, ৬—১১ গ্রহণ, এবং ১২ গ্রহীতা। কালক্রমে সাংখ্যযোগ পবিত্র হইয়া ঐক্য দাঁড়াইয়াছিল। ঐ সকল ধাবণার অভ্যাস কবিত্তে কবিত্তে চিত্ত সমাহিত হইলে তবে অস্পষ্টজাত বোগ হইতে পাবে। অবশ্য তাহা সম্যক তত্ত্বদৃষ্টি-সাপেক্ষ। নিফলপুরুষ (প্রহীতপুরুষ) অধিগত হইলে পব তদ্বিত্ত প্রজ্ঞার নিবোধ হইলে তবে কৈবল্য, অবশ্য পববৈবাগ্যপূর্বক নিবোধ চাই।

ধাবণা প্রধানতঃ বিবিধ—তত্ত্বজ্ঞানময় ধাবণা ও বৈষয়িক ধাবণা। জ্ঞানযোগী সাংখ্যদেয়ই তত্ত্বজ্ঞানময় ধাবণা। তাহাতে প্রথমে বিষয়সকল ইন্দ্রিজে অভিহননকারী এইরূপ ধাবণা কবিবা ইন্দ্রিয়সকল অভিমানাত্মক, অভিমান আমিত্বে প্রতিষ্ঠিত, আশিষ বা বুদ্ধি পুরুষের দ্বারা প্রতিসংবিদিত এইরূপ ধাবণা কবিবা জ্ঞ-স্বরূপ আত্মাতে স্থিতিলাভ কবাব চেষ্টা কবিতে হয়। ইহাতেও অত্যান্ত ধাবণার দ্বাৰা ইন্দ্রিয়াদিৰ অভ্যন্তরস্থ আধ্যাত্মিক দেশের সাহায্য লইতে হয়, তবে তত্ত্বজ্ঞানই ইহাৰ মুখ্য আলম্বন। (এ বিষয় ‘জ্ঞানযোগ’ ও ‘তত্ত্বজ্ঞানগ্রন্থ’ তত্ত্ব-নিদিষ্টাঙ্গান-পাঠ্যে দ্রষ্টব্য)।

বৈষয়িক ধাবণার মধ্যে শব্দেব ধাবণা ও জ্যোতির্ধাবণা প্রধান। ইহাদেব মধ্যে হার্দ্যজ্যোতির্কে আলম্বন কবিবা বুদ্ধিতত্ত্বেব ধাবণা (জ্যোতির্মতী প্রবৃত্তি) প্রধান। শব্দধাবণার মধ্যে অনাহত নামেব ধাবণা প্রধান, উহা নিঃশব্দ স্থানে (শিবি-স্তহাদিতে) সাধন কবিতে হয়। নিঃশব্দ স্থানে চিত্ত স্থিৰ কবিলে, বিশেষতঃ কিছু প্রাণাবাস কবিলে, নানা প্রকাৰ অভ্যন্তরস্থ নাদ (প্রাণশব্দঃ প্রথমে দক্ষিণ কর্ণে) শ্রুত হয়। চিৎ-নাদ, পঞ্চ-নাদ, ষট্টা-নাদ, কবতাল-নাদ, মেঘ-নাদ প্রভৃতিই অনাহত নাদ। অভ্যন্তর হইলে উহাবা সর্বশব্দীয়ে, ক্ষুদ্রে, সূক্ষ্মাব ভিত্তবে ও মৃতকে শ্রুত হয়। এইরূপ আধ্যাত্মিক দেশে উহা শ্রবণ কবিতে কবিতে ক্রমশঃ বিন্দুতে উপনীত হইতে হয়। শব্দ বস্তুতঃ ক্রিয়াব ধাবা স্তববা পক্ষে চিত্ত স্থিৰ হইলে দৈনিক বিভাবজ্ঞান লোপ হয় তাহাই বিন্দু। শব্দেব বিভাবহীন মানসিক ভাবমাজাই বিন্দু স্তববা তত্ত্ববা মনে উপনীত হইতে হয়। এইরূপে এই মার্গেব ধাবা উচ্চ তত্ত্বে উপনীত হইতে হয়। শাস্ত্রে আছে—“নাদেব মধ্যে বিন্দু, বিন্দুৰ মধ্যে মন, সেই মন যখন বলীম হর তাহাই বিকুব পবন পদ” (বেবগু সংহিতা)।

মার্গ-ধাবণাও অত্যান্ত জ্যোতির্ধাবণা, কাবণ, জ্যোতিব দাবাই ব্রহ্মমার্গ চিন্তা কবিতে হয় এবং উহাব শাস্ত্রোক্ত নামও অচিবাধি-মার্গ। উহা বিবিধ—একটি পিওব্রহ্মাও-মার্গ ও অত্যাট উপরি উক্ত শিবযোগমার্গ। প্রাণিদেব আধ্যাত্মিক অবস্থা অল্পসাবে এক এক লোকে গতি হয়। আধ্যাত্মিক উন্নতিতে দেহাভিমানাদিৰ ত্যাগ হয়। যে যে পৰিমাণে দেহাদিৰ অভিমান-ত্যাগ হয় তত্ত্বদ্বসাবে উচ্চ উচ্চ লোকে গতি হয়, স্তববা নিবর্তমানতাব এক একটি অবস্থাব সহিত এক একটি লোক লব্ধ।

পিওব্রহ্মাও-মার্গই ষট্চক্রমার্গ। সূলাখাৰ, ঝাখিষ্ঠান, মণিধূব, অনাহত, বিড়ক ও আজ্ঞা (জুমধ্য) মেরদণ্ডেব মধ্য ও তদুপৰ সূক্ষ্মাৰ প্রথিত এই ছব চক্ৰই উক্ত মার্গ। ইহাতে সুগুলিনীনায়ী উৰ্গামিনী জ্যোতির্মবী ধাবা ধাবণা কবিবা এক এক চক্রে উঠিতে হয়। নিম্নস্থ পঞ্চচক্রে পাখিব, আপ্য প্রভৃতি অভিমান বা দেহেন্দ্রিয়াদিৰ অভিমান ত্যাগ কবিবা ষিঙ্গল আজ্ঞাচক্রে বা মনঃস্থানে উপনীত হইতে হয়। এই এক একটি চক্রেব সহিত সূঃ, ভূবঃ আদি এক একটি লোকেব লব্ধ। লক্ষ্যাবে বা মৃতকস্থ লগ্নৰ চক্রে লভ্যালোক বা ব্রহ্মলোক। তথাব উপনীত হইবা পবে জ্ঞানেব প্রসাধ লাভপূৰ্বক ও পবদেববাগ্যপূৰ্বক পুরুষতত্ত্ব অধিগত হইলে তবেই লোকাভীত পবমপদলাভ হয় (‘প্রাণতত্ত্ব’ ১০ দ্রষ্টব্য)।

দেহস্থ নাভীচক্রে ধাবণাব বিশেষ বিবরণ দেওয়া যাইতেছে। প্রথমে দ্রষ্টব্য, সূক্ষ্মা নাভী কি ? এ বিষয়ে চারি প্রকাৰ মতভেদ আছে। ঐতিহ্যে আছে—ক্ষুদ্র হইতে উৰ্গগত নাভীবিশেষই সূক্ষ্মা। তত্ত্বশাস্ত্রে ‘ষট্চক্রনিকপণ’ গ্রন্থে তিন প্রকাৰ মত আছে। কোন মতে মেরদণ্ড বা পৃষ্ঠ-বংশেব মধ্যে সূক্ষ্মা ও বাহ্য ছই পার্বে ইড়া ও সিঙ্গলা। “সেরোবাধপ্রদেশে শশিমিহিবশিরে

সবদক্ষে নিম্নে, মধ্যে নাড়ী স্মৃতা।" আবার অল্প তন্ময়ে আছে—“সেবোৰ্ব্বাণে হিতা নাড়ী ইড়া চন্দ্রান্বতা শিবে। ইক্ষিণে স্বৰ্ণসংযুক্তা পিঙ্গলা নাম নামতঃ। তদাঙ্কে তু তথোৰ্ব্বাণে স্মৃতা বহিঃসংযুক্তা।” ইহাতে তিন নাড়ীকেই মেরুব বাহিবে বলা হইল। আবার, মতান্তরে মেরুব মধ্যেই ঐ তিন নাড়ী আছে বলা হয়। “সেবোৰ্ব্বাণ্যপৃষ্ঠগতান্ত্রিস্রো নাডাঃ প্রকীর্তিতাঃ।” (নিগমতত্ত্বসার)। স্তবতঃ শবীর ছেদ কৰিয়া ঐ ঐ নাড়ী দেখিতে গেলে পাইবার সম্ভাবনা নাই। বস্তুতঃ মস্তিষ্ক বা সঙ্ক্ৰান্ত হইতে যে সব স্নায়ু মেরু-মধ্য দিয়া ও বাহু দিয়া গুহ্যদেশ পৰ্যন্ত বিস্তৃত আছে, যদ্বাৰা বোধ ও চেষ্টা হয়, তাহাৰা সব স্মৃতা, ইড়া ও পিঙ্গলা। কুণ্ডলিনী শক্তি বিচাৰ কবিলে ইহা স্পষ্ট হইবে। কুণ্ডলী, কুণ্ডলিনী, কুলকুণ্ডলিনী, নাগিনী, ভূজগাধনা, বালবিষবা, তপস্বিনী ইত্যাদি আদ্য কবিয়া ও ছন্দেব অল্পবোধে কুণ্ডলিনী অনেক নামে আখ্যাত হয়।

প্রথমে কুণ্ডলী সম্বন্ধে ‘বহুচক্র-নিরূপণ’ আদি গ্রন্থ হইতে কতকগুলি বচন উদ্ধৃত কৰা হইতেছে, তাহাতে উহাৰ স্বরূপ বুঝা যাইবে। “চিঞ্জিগীশ্ৰুতবিবৰে...ভূজকী বিহবন্তি (তি) চ।” চিঞ্জিগী বা স্মৃতাৰ অঙ্গভূত নাড়ীৰ ছিঁজে কুণ্ডলী বিহাব কৰে। “ভূজকী কুলকুণ্ডলী চ মধুবঃ খাসোচ্ছাস-বিভজনেন অগতাং জীবো যবা ধার্ষতে, তা স্নায়ুজগৎস্বৰে বিলসতি।” কুণ্ডলী মধুবভাবে শব্দ কৰে (নাদরূপে, বাক্যেৰ মূলরূপে), আৰ তাহা শাস-প্রশাস প্রবৰ্ত্তিত কৰিবা জগতেৰ জীবকে (প্রাণকে) ধাবণ কৰায় ও তাহা স্নায়ুধাব পক্ষেব কুহবে প্রকাশিত হয়। “ধ্যামেং কুণ্ডলিনীং দেবীং বিম্বাভীতাং জ্ঞানরূপাং চিন্ত্যেদ্বক্ষ বাহিনীম্।” বিম্বাভীত বা অবাঙ্ক জ্ঞানরূপ উদ্বাহিনী কুণ্ডলী দেবীকে ধ্যান কৰিবে। “কলা কুণ্ডলিনী লৈব নাদশক্তিঃ শিবেদিতি।” সেই কুণ্ডলিনীৰূপ কলাকে নাদশক্তি বলিয়া জানিবে। “শূন্তরূপং শিবঃ সাক্ষাৎ বিন্দুঃ পবনকুণ্ডলী।” সাক্ষাৎ শূন্তরূপ যে শিব তাহা পবন কুণ্ডলী। “বৃত্তঃ কুণ্ডলিনীশক্তিগুণজগৎসম্বিতঃ। শূন্তভাগং মহেশানি শিবশক্ত্যাশ্রকং প্রিবে।” জিগৎসম্বিত কুণ্ডলীশক্তিরূপ যে বৃত্ত বা বিন্দু আছে তাহা শূন্ত ও শিবশক্ত্যাশ্রক। এই শেষেব দুই বাক্যে পবনকুণ্ডলীৰ কথা বলা হইয়াছে। কুণ্ডলীশক্তি নাম হইয়াছে—উহা স্তম্ভা থাকিলে সৰ্গেৰ মত কুণ্ডলী পাকাইবা থাকে বলিয়া। স্তম্ভা কুণ্ডলী স্নায়ুধাবে লাড়ে তিন পাক (‘সার্বজ্জিবলধেনাবেষ্ট’) কুণ্ডলী পাকাইবা আছে। তাহাকে জাগৰিত কৰিবা লহ্মাবে লইয়া বিন্দুরূপ শিবে যোগ কৰাই কুণ্ডলী-যোগ।

অতএব স্মৃতাৰ নাড়ী যেমন মেরুদেশেৰ মধ্যস্থ ও বাহুস্থ স্নায়ুশ্রোত (বাহা মস্তিষ্ক হইতে গুহ্য পৰ্যন্ত বিস্তৃত) হইল, কুণ্ডলী সেইরূপ ভ্রম্যস্থ বোধ ও চেষ্টাকাৰী শক্তি হইল। স্নায়ুধাব অবস্থায় উহা স্তম্ভা বা দেহকাক্ষিকৰূপে ব্যাপ্ত আছে। এই যোগেৰ উদ্দেশ্য—উহাকে মস্তিষ্কে লইয়া ষাওয়া, তাহা ধাবণা ও প্রাণাধামেৰ দ্বাৰা সান্বিত হয়। উহা সান্বন কৰাৰ দুই প্রধান উপায় আছে—এক, হঠযোগেৰ দ্বাৰা ও অল্প, লম্ব-যোগেৰ দ্বাৰা। ধাবণা নানাবিধ রূপেৰ দ্বাৰা (দেব, দেবী, বিদ্যা আদি বর্ণ প্রভৃতিৰ দ্বাৰা) এবং নামেৰ দ্বাৰা কৰিতে হয়। হঠ-প্রণালীতে মূলবন্ধ, উজ্জীযানবন্ধ প্রভৃতিৰ দ্বাৰা পেশী ও স্নায়ু সংকোচন কৰিয়া কুণ্ডলীকে প্রবৃত্ত কৰিতে হয়।

লম্ব-যোগে প্রধানতঃ নাদধাবণা কৰিবা উহা কৰিতে হয়। নাদ বিবিধ—আহত ও অনাহত। এই দুই নাদই কুণ্ডলী-শক্তিৰ দ্বাৰা হয়। বাক্যরূপ আহত নাদ চাবি প্রকাৰ—পূৰ্বা, পশ্চতী, মধ্যমা ও বৈশ্বা। বাক্যোচ্চাৰণে প্রথমে স্নায়ুধাবে বা গুহ্যপ্রদেশে পৰ্বানামক স্বন্দ চেষ্টা হয়—(শাস ও প্রশালে গুহ্যদেশ স্বভাবতঃ কুঞ্চিত হয়, স্তবতঃ এই পূৰ্বা অবস্থা বাহা পৰোচ্চাৰণেৰ মূল ক্রিয়া, তাহা

কাল্পনিক নহে)। তৎপরে স্বাধিষ্ঠানে (উৎস-সংকোচনরূপ) পশুস্তীকরূপে ক্রিয়া হয়। পরে অনাহতে বা বন্ধস্থলে (হ্রস্বসংকোচনরূপ) যে ক্রিয়া হয়, তাহা মধ্যমা। পবে কণ্ঠতালু-আদিতে যে ক্রিয়া হয়, তাহাব কল বৈখরী বা শ্রাব্য বাক্য। ইহা সবই কুণ্ডলীক কার্য। “স্বাশ্বেচ্ছা-শক্তিযাভেন প্রাণবাস্থকরূপতঃ। ফ্লাধাবে সমুৎপন্নঃ পবাত্যো নাহ উত্তরঃ ॥ স এব চোষ্যতাং নীতঃ স্বাধিষ্ঠান-বিত্তৃজ্জিতঃ। পশুস্ত্যাস্থ্যামবাপ্রোতি তথৈবোষ্যঃ শর্নৈঃ শর্নৈঃ ॥ অনাহতে বুদ্ধিতত্ত্বসমেতো মধ্যমোহিভিঃ। তথা ভবোক্ষরূপগতো বিত্তছৌ কর্তৃদেহতঃ ॥ বৈখরীযান্ততঃ কণ্ঠনীৰ্বতাৰোষ্ঠদন্তগঃ ॥” এইরূপে বাক্যের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকাতে ‘হৃন্’ শব্দের দ্বারা প্রথমে কুণ্ডলীকে প্রবৃত্ত কবিত্তে হয়। “হৃদ্ধাবৈর্গৈব দেবীং যমনিয়মসমভ্যাসনীলঃ স্ত্রীলঃ ॥” অনাহত নাহ উঠিলে তদ্বাৰা উহা সার্বজন কবিত্তে হয়। ইহাব সাধনলক্ষ্যেত এইরূপ—পৃষ্ঠদেশেব ভিত্তবে নিম্ন হইতে উপরে এক দ্বারা উঠিতেছে—প্রবৃত্তবিশেষেব দ্বারা এইরূপ অল্পভূতি কবিত্তে হয়। তাহা ‘হৃন্ হৃন্’ বা অল্পরূপ নামের সহিত অল্পভূত হয়।

অনাহত নাহ বিবিধ—এক, কর্ণে (বিশেষতঃ দক্ষিণ কর্ণে) বাহা স্তনা যাব এবং অন্ত, বাহা সর্বশরীরে উৎস-গ-ধারাকপে অল্পভূত হয়। এই প্ৰযোক্ত অনাহতেব দ্বাবাই কুণ্ডলীকে ক্রমশঃ দীর্ঘকাল অভ্যাসেব দ্বারা মস্তকে তুলিতে হয় এবং উহা তথাব বিন্দুরূপে পবিত্ত হয়। “নাহ এব ঘনীভূতঃ কচিমভ্যোতি বিন্দুতাম্” অর্থাৎ নাহই ঘনীভূত (নামমধ্যে সন্ম্যক সন্নিহিত) হইবা বিন্দুতা প্রাপ্ত হয় (হৃদরূপে হৃদ্র হইবা)। বিন্দু—“কেশাগ্রকোটিভাগৈকভাগরূপ-হৃদ্রভেজোহংশঃ” অর্থাৎ কেশাগ্রেব কোটিভাগেব একভাগরূপ হৃদ্র ভেজ বা জ্ঞানরূপ অংশই বিন্দু। ফলতঃ ইহাই শব্দভ্রমাজ (বাহা স্বেপব্যাস্তিহীন)। “যত্র কুজাপি বা নাহে লগতি প্রথমঃ মনঃ। তত্র তত্র স্থিবীভূত্বা ভেন সার্বং বিলীযতে ॥ বিবৃত্য লকলং বাহুং নাহে দৃষ্টাব্যবয়নঃ। একীভূত্বাৎ লহনং চিগাকাশে বিলীযতে ॥” নাহকে শক্তি এবং বিন্দুকে শিব বলিবা তান্ত্রিকেবা নাহেব বিন্দুপ্রাপ্তিকে শিবশক্তিব যোগ বলেন।

শিবেব উপব আবাব পবশিবও তত্ত্বমতে স্বীকৃত আছে। তাহা সাংখ্যেব পুরুষভবেব তুল্য। কিন্তু সন্ম্যক তত্ত্বদৃষ্টিব অভাবে এই সব বিষব এইরূপ গুলাইবা গিবাছে যে, এখন আব তত্ত্বোক্ত প্রণালীতে মোক্ষলাভ সম্ভব নহে। তত্ত্বজ্ঞানভাবে অনেকটা অন্ধেব হৃদ্রিশর্নবেব রত হইবা গিবাছে। যিনি বেকূপ অল্পভব কবিবাছেন, তিনি সেইরূপই বলিবা গিবাছেন। অবশ্য, সিন্ধেব নিকট তদ্রূপে মার্গেব বিষব শিক্ষা কবিলে কার্যকর হইত, নচেৎ এইরূপ গোলামেলে কথা তত্ত্বশাস্ত্রে আছে যে, তাহা পড়িবা কাহাবও কিছু প্রকৃত কার্য হইবাব সম্ভাবনা নাই, বলাও হয় যে, গুরুমুখেই শিক্ষা কবিত্তে হয়, কোটি প্রশ পাঠ কবিবাও কিছু হয় না।

শিবযোগমার্গে দেহস্থ চক্ৰলককে একেবাবে অভিক্রমপূর্বক পূর্বেব লিখিত দেহবাহে কল্পিত চক্রে ও অবস্থাসকল অভিক্রম কবিবা সত্যলোকে উপনীত হওবাব ধাবণা কবিত্তে হয়। শ্রুতিতে যে সূর্যবগ্নি নাভীতে ব্যাপ্ত-বলিবা উপদেশ আছে সেই জ্যোতির্মবী দ্বারা অবলম্বন কবিবা, ইহাব দ্বাবাও উৎসে উঠাব ধাবণা কবিত্তে হয়। কবীরপন্নীদেব কোন কোন সম্ভ্রমাবে ইহাব বিশেষ চর্চা আছে।

ইহা ছাড়া বৌদ্ধদেব দশ কসিণ ধাবণা, মূর্তি ধাবণা প্রভৃতি অনেক প্রকাব ধাবণা আছে। কসিণ বা ধ্যানসাধক উপায় দশ প্রকাব (মতান্তরে আট প্রকাব) যথা—পৃথিবী, আপো, তেজো, বাবো, নীল, পীত, লোহিত, অবঘাত (খেত), আকাশ ও আলোক। অল্প একদেখদর্শী লোক



ইহাব অন্ততম মার্গকে একমাত্র মোক্ষমার্গ মনে কবিয়া বিবাদ-বিসংবাদ কৰে। অবশ্য শুধু ধাবণাব দ্বাৰা সম্যক ফললাভ হয় না, অভ্যাস-বৈবাগ্যেব দ্বাৰা ধাবণাব স্থিতিলাভ কৰিবা পৰে ধ্যান ও সমাধি কৰিতে পাবিলেই তবে যে-কোন মার্গেৰ সম্যক ফললাভ হয়।

## ২. তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্ ॥ ২ ॥

ভাষ্যম্। তস্মিন্ দেশে যোয়ালঙ্ঘনস্ত প্রত্যয়ৈকতানতা সদৃশঃ প্রবাহঃ প্রত্যয়ান্তবেণাপরায়ন্তো ধ্যানম্ ॥ ২ ॥

২। তাহাতে (ধাবণাতে) প্রত্যয়েব (জানবৃত্তিৰ) যে একতানতা তাহা ধ্যান ॥ হ

ভাষ্যানুবাদ—সেই (পূৰ্ব্বজন্মেৰ ভাস্কোক্ত) দেশে, যোযবিষয়ক প্রত্যয়েব যে একতানতা অৰ্থাৎ প্রত্যয়ান্তবেব দ্বাৰা অপৰায়ন্ত যে একরূপ প্রবাহ, তাহাই ধ্যান (১)।

টীকা। ২।(১) ধাবণাতে প্রত্যয় বা জানবৃত্তি কেবল অতীত দেশে আবদ্ধ থাকে। কিন্তু সেই দেশমধ্যেই প্রত্যয় বা জানবৃত্তি (সেই যোযদেশ-বিষয়কজান) ঋণ্ডণ্ডকপে ধাবণাবিক্রমে চলিতে থাকে। অভ্যাসবলে যখন তাহা একতান বা অখণ্ডধাবণাত মত হয়, তখন তাহাকে ধ্যান বলা যায়। ইহা যোগেৰ পাৰিভাষিক ধ্যান। যোয বিষয়েৰ সহিত এই ধ্যানলক্ষণেৰ সম্বন্ধ নাই, ইহা চিত্তবৈষ্ণেব অবস্থা-বিশেষ। যে-কোন যোয বিষয়ে এই ধ্যান প্রযুক্ত হইতে পাৰে। ধ্যান-শক্তি জন্মাইলে লোক যে-কোন বিষয় লইয়া ধ্যান কৰিতে পাবেন। ধাবণাব প্রত্যয় যেন বিন্দু বিন্দু জলেৰ ধাবণা তায় এবং ধ্যানেৰ প্রত্যয় যেন তৈলেৰ বা মধুৰ ধাবণা মত একতান। একতানতাব তাহাই অৰ্থ। একতান প্রত্যয়ে যেন একই বৃত্তি উদ্ভিত বহিরাছে বোধ হয়।

## তদেবোৰ্দ্ধমান্তনিৰ্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যম্। ধ্যানমেব যোয়াকারনিৰ্ভাসং প্রত্যয়ান্তকেন স্বরূপেণ শূন্যমিব যদা ভবতি ধ্যেয়স্বভাবাবেশাৎ তদা সমাধিরিত্যুচ্যতে ॥ ৩ ॥

৩। যোযবিষয়মাত্র-নিৰ্ভাস, স্বরূপশূন্যেৰ তায় ধ্যানই সমাধি ॥ হ

ভাষ্যানুবাদ—যোযাকার-নিৰ্ভাস ধ্যানই যখন যোযস্বভাবাবেশ হইতে নিজেৰ জ্ঞানাত্মক-স্বভাবশূন্যেৰ তায় হয়, তখন (তাহাকে) সমাধি বলা যায় (১)।

টীকা। ৩।(১) ধ্যানেৰ চৰম উৎকর্ষেৰ নাম সমাধি। সমাধি চিত্তবৈষ্ণেব সর্বোত্তম অবস্থা, তদপেক্ষা অধিক আব চিত্তবৈষ্ণেব হইতে পাৰে না। ইহা অবশ্য সমস্ত নবীজ সমাধিকে লক্ষিত কৰিবে, অৰ্থশূন্য নিৰ্বীজ সমাধি ইহাব দ্বাৰা লক্ষিত হয় নাই।

ধ্যান যখন অর্থব্রাজ-নির্ভাস হয়, অর্থাৎ ধ্যান যখন এইরূপ প্রগাঢ় হয় যে, তাহাতে কেবল ধ্যেয় বিষয়মাত্রের খ্যাতি হইতে থাকে, তখন সেই ধ্যানকে সন্মিতি বলা যায়। তখন ধ্যেয় বিষয়ে বস্তুভাবে চিত্ত আবিষ্ট হয় বলিয়া প্রত্যয়-স্বরূপে খ্যাতি থাকে না। অর্থাৎ আমি ধ্যান করিতেছি, ইত্যাকার ধ্যানক্রিয়ার স্বরূপ প্রত্যয়-স্বরূপে অভিব্যক্ত হইয়া যায়। আত্মহাবাব স্তায় ধ্যানই সন্মিতি। সাদা কথায় ধ্যান কবিত্তে কবিত্তে যখন আত্মহাবা হইয়া যাওয়া যায়, যখন কেবল ধ্যেয় বিষয়ের সত্তাবই উপলব্ধি হইতে থাকে এবং আত্মসত্তাকে তুলিয়া যাওয়া যায়, যখন ধ্যেয় হইতে নিজেব পার্থক্য আনগোচর হয় না, ধ্যেয় বিষয়ে তাদৃশ চিত্তবৈধিক্যই সন্মিতি বলা যায়।

সন্মিতির লক্ষণ উক্তমুদ্রায় বর্ণিত। যখন বাধা আবশ্যক, নচেৎ যোগেব কিছুই জড়বস্তু হইবে না। সন্মিতি সম্বন্ধে শ্রুতি বর্ণা—“শান্তো দ্ব্যস্ত উপবত্তিত্তিকুঃ সন্মিত্তো হুত্বা, আত্মন্তেবান্নানং পশুতি।” (বৃহদারণ্যক)। “নাবিবত্তো হুত্বিত্তান্নাশান্তো নাসন্মিত্তিঃ। শান্তান্নানলো বাপি প্রজ্ঞানেনৈ-নমাস্তু যাত্।” (কঠ)। সন্মিতির দ্বাবাই যে আত্মসাক্ষ্যকাব হয় এবং সন্মিতি ব্যতীত যে তাহা হয় না, এই শ্রুতির দ্বাবা তাহা উক্ত হইয়াছে। সন্মিতিব্যতীত যে আত্মসাক্ষ্যকাব বা পবমার্থ-সিদ্ধি হয় না, তাহা পূর্বেও উল্লিখিত হইয়াছে।

এখানে এইরূপ শঙ্কা হইতে পারে যে, সন্মিতি আত্মহাবা হইয়া বা নিজেকে তুলিয়া ধ্যান, অতএব আমিষ বা আমিষ ধ্যানেতে সন্মিতি হইতে পারে কিরূপে? এতদ্বত্তবে বক্তব্য, ‘আমি জানছি’, ‘আমি জানছি’ এইরূপ বৃত্তি যখন থাকে তখন একতান প্রত্যয় বা সন্মিতি হয় না, কিন্তু সদৃশ বৃত্তিরূপ দাবণা হয়। একতানতা হইলে, ‘জানছি—’ এইরূপ জানাব দাবামাজ থাকে। দ্বত্তব্য এইরূপ জানাব একতানতাতে (বাহাতে আমিষ অন্তর্গত) সন্মিতি হইতে পারে। উহাতে জানা-মাজ নির্ভাস হয়, পবে ভাবায় বলিলে, ‘আমি আমাকে জানছিলাম’ এইরূপ বাক্যে উহা বলিতে হইবে। নিজেকে বক্তব্য স্বরূপ কবিত্তা আনিতে হয়, তত্তলক্ষ স্বরূপশূন্তেব বত্ত একতান প্রত্যয় হয় না। স্তবিত্ত উপস্থান সিদ্ধ (সহজ) হইলে একতান আত্মবৃত্তিরূপ ধ্যান স্বরূপশূন্তের মত (সম্পূর্ণ স্বরূপশূন্ত নহে) হয়।

ভাস্ত্রম্। তদেত্তদ্ব ধারণা-ধ্যান-সন্মিতিত্রয়মেকত্র সংযমঃ—

ত্রয়মেকত্র সংযমঃ ॥ ৪ ॥

একবিষয়াণি ত্রীণি সাধনানি সংযম ইত্যুচ্যতে, তদস্ত ত্রয়স্ত তাস্মিন্ধ পবিত্তাবা সংযম ইতি ॥ ৪ ॥

ভাস্ত্রানুবাদ—এই দাবণা, ধ্যান ও সন্মিতি তিনটি একত্র সংযম—

৪। (এই) তিনটি এক বিষয়ে প্রযুক্ত হইলে তাহাকে সংযম বলে ॥ ৪

একবিষয়ক তিন সাধনকে সংযম বলা যায়। এই তিনেব শাস্ত্রীয় পবিত্তাবা সংযম (১)।

টীকা। ৪।(১) সমাধি বলিলেই ধাবণা ও ধ্যান উহা থাকে, হৃৎকায় সমাধিকে সংযম বলিলেই হয়, ধাবণা ও ধ্যানের উল্লেখ নিশ্চয়োজন এইরূপ শঙ্কা হইতে পারে, তদ্বিষয়ে বক্তব্য এই— সংযম ধ্যেয় বিষয়ের জ্ঞানের ও বশেব উপায়রূপে কথিত হয়। তাহাতে একমাত্র বিষয় অথবা ধ্যেয় বিষয়েব একমুখী মাত্র লইয়া সমাহিত হইলে কার্শনিকি হয় না, কিন্তু নানা দিকে ধ্যেয় বিষয়ের নানা ভাব ধাবণা কথিতে হয় ও তৎপবে সমাহিত হইতে হয়। এক সংযমে অনেকবাব ধাবণা-ধ্যান-সমাধি ঘটতে পারে বলিয়া ঐ তিন সাধনই সংযম নামে পবিভাবিত হইয়াছে। এইজন্য ভাস্কর্য্যাব ৩।১৬ স্ত্রেব ভাস্ত্রে বলিয়াছেন, “তেন (সংযমেন) পরিশ্রামজ্ঞান সাক্ষাৎক্রিয়মাণম্” ইত্যাদি। সাক্ষাৎক্রিয়মাণ অর্থে পুনঃ পুনঃ ধাবণা-ধ্যান-সমাধি প্রয়োগ কবিয়া সাক্ষাৎ কবা।

### তত্ত্বজ্ঞানং প্রজ্ঞালোকঃ ॥ ৫ ॥

ভাস্কর্য্যম্। তত্ত্ব সংযমস্ত জ্ঞানং সমাধিপ্রজ্ঞান্য ভবত্যালোকঃ, যথা যথা সংযমঃ স্থিরপদো ভবতি তথা তথা সমাধিপ্রজ্ঞা বিশাবদী ভবতি ॥ ৫ ॥

৫। সংযমজ্ঞেব প্রজ্ঞালোক হয় ॥ ৫

ভাস্কর্য্যবাদ—সেই সংযমেব জ্ঞেব সমাধিপ্রজ্ঞাব আলোক (১) হয়। যেমন যেমন সংযম স্থিরপ্রতিষ্ঠ হয়, তেমন তেমন সমাধিপ্রজ্ঞা বিশাবদী (নির্মল) হয়।

টীকা। ৫।(১) নিম্নোক্ত-ভূমিক্রমে সংযম প্রয়োগ কবিলে সমাধিপ্রজ্ঞাব উৎকর্ষ হয়। অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে যেমন যেমন হৃৎকায় বিষয়ে সংযম করা যায়, তেমন তেমন প্রজ্ঞা নির্মলা হইতে থাকে। তত্ত্ব-বিষয়ক সমাধিপ্রজ্ঞাব কথা পূর্বে (প্রথম পাদে) উক্ত হইয়াছে। এই পাদে সংযম-প্রয়োগ দ্বাৰা অত্যন্ত বিষয়েব বেকশে জ্ঞান হয় এবং বেকশে অব্যাহত শক্তিলাত হয়, তাহা প্রধানতঃ কথিত হইবে।

সমাধির দ্বাৰা অলৌকিক জ্ঞান এবং শক্তিলাত হয়। জ্ঞান-শক্তিকে যদি কেবলমাত্র একই বিষয়ে নিবেশিত কবা যায়, অন্য বিষয়ের জ্ঞান যদি তখন না থাকে, তবে সেই বিষয়েব যে সম্যক্ জ্ঞান হইবে, তাহা নিশ্চয়। ক্ষণে ক্ষণে নানা বিষয়ে বিচরণপূর্বক জ্ঞান-শক্তি স্পন্দিত হয় বলিয়াই কোন বিষয়েব সম্যক্ জ্ঞান হয় না। বিশেষতঃ সমাধিতে জ্ঞান-শক্তি সহিত বিষয়েব অত্যন্ত সঙ্গিকর্ষ হয়। কাবণ, সমাধিতে জ্ঞান-শক্তি জ্ঞেব হইতে পৃথক্ৰূপে প্রতীত হয় না (সমাধি-লক্ষণ দ্রষ্টব্য)। জ্ঞান ও জ্ঞেব অপৃথক্ প্রতীত হওয়াই অত্যন্ত সঙ্গিকর্ষ। সমাধিব দ্বাৰা কিরূপে অলৌকিক জ্ঞান ও শক্তি হয়, তাহা ‘তত্ত্বসাক্ষাৎকাবে’ দ্রষ্টব্য।

প্রজ্ঞালোক অর্থে সপ্তজ্ঞাতরূপ প্রজ্ঞাব আলোক, ভূবন-জ্ঞানাদি নহে। এইভূ-গ্রহণ-প্রাণ-বিষয়ক যে তাত্ত্বিক প্রজ্ঞা বা সমাপত্তি, বাহ্য কৈবল্যেব সোপান, প্রজ্ঞালোক নামে মুখ্যতঃ তাহাই উক্ত হইয়াছে। কৈবল্যেব অন্তর্বাণ-স্বরূপ অন্য হৃৎকায়বহিতাদি জ্ঞান প্রজ্ঞা নামে সংজ্ঞিত হয় না।

### তত্ত্ব ভূমিষু বিনিয়োগঃ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যম্। তত্ত্ব-সংযমস্ত জিতভূমের্ধানস্তরা ভূমিস্তত্র বিনিয়োগঃ, ন হুক্তিতাহধর-  
ভূমিবনস্তব-ভূমিং বিলজ্য্য প্রান্তভূমিষু সংযমঃ লভতে, তদভাবাচ্ কুতস্তত্ত্ব প্রজ্ঞালোকঃ।  
ঈশ্ববপ্রসাদাৎ (ঈশ্ববপ্রশিধানাৎ) জিতোত্তরভূমিকস্ত চ নাথবভূমিষু পরচিত্তজ্ঞানাদিষু  
সংযমো যুক্তঃ, কস্মাৎ, তদর্ধস্তাত্তত এবাবগতত্বাৎ। ভূমেরস্তা ইয়মনস্তবা ভূমিবিভ্যত্র  
যোগ এবোপাধ্যায়ঃ, কথম্, এবমুক্তম্ “যোগেন যোগো জাতব্যো যোগো যোগাৎ  
প্রবর্ততে। যোগপ্রমত্তস্ত যোগেন স যোগে রমতে চিরম্” ইতি ॥ ৬ ॥

৬। (উত্তবোত্তব) ভূমিকলে তাহাব (সংযমেব) বিনিয়োগ (কার্য) ॥ ৭

ভাষ্যানুবাদ—তাহাব—সংযমেব। জিত-ভূমিব যে পবভূমি তাহাতে বিনিয়োগ কার্য  
(১)। যিনি নিয় ভূমি জয় কবেন নাই তিনি পববর্তী ভূমিকল লখন কবিযা (একেবাবে)  
প্রান্ত ভূমিকলে সংযমলাভ কবিতে পাবেন না। তদভাবে তাঁহাব প্রজ্ঞালোক কিক্বে হইতে  
পাবে? ঈশ্বব-প্রসাদে বা প্রশিধান হইতে (২) যিনি উপবেব ভূমি জয় কবিয়াছেন তাঁহাব পক্ষে  
পবচিত্তাদিব জ্ঞানরূপ নিয় ভূমিকলে সংযম কবা যুক্ত নহে, কেননা, (নিয় ভূমিজবেব দাবা নাধ্য)  
যে উত্তব-ভূমিজব, অস্তেব (ঈশ্ববেব) নিকট হইতে (বা অন্তরূপে) তাহাব প্রাপ্তি হয়। ‘ইহা এই  
ভূমিব পবেব ভূমি’ এ বিববেব জ্ঞান যোগেব দাবাই হয়, কিক্বে হয়, তাহা এই বাক্যে উক্ত হইয়াছে,  
“যোগেব দাবা যোগ জাতব্য, যোগ হইতেই যোগ প্রবর্তিত হয়, যিনি যোগে অগ্রমত্ত, তিনিই যোগে  
চিবকাল বয়ণ কবেন”।

টীকা। ৬।(১) সত্ত্বজাত যোগেব অগ্রম ভূমি গ্রাহ্য-সমাপত্তি, দ্বিতীয় ভূমি গ্রহণ-  
সমাপত্তি, তৃতীয় ভূমি গ্রহীত্ব-সমাপত্তি, আব প্রান্ত ভূমি বিবেকখ্যাতি। পব পব নিয় ভূমি জয়  
কবিযা প্রান্ত ভূমিতে উপনীত হইতে হয়, একেবাবেই প্রান্ত ভূমিতে যাওয়া যায় না। ঈশ্বব-প্রসাদে  
(বা প্রশিধান হইতে) প্রান্ত ভূমিব প্রজ্ঞা হইলে অথব ভূমিব প্রজ্ঞা অনাথালে উৎপন্ন হইতে পাবে।

৬।(২) ‘ঈশ্ববপ্রসাদাৎ’ এবং ‘ঈশ্ববপ্রশিধানাৎ’ এই দুই বকম পাঠ আছে, উভয়ের অর্থই  
এক। ঈশ্বব-প্রশিধান হইতে ঈশ্বব-প্রসাদ হয়, তাহা হইতে উত্তবধবভূমি-নিবপেক সিদ্ধি হইতে  
পাবে। শব্দা হইতে পাবে, ঈশ্বব ত নহাই প্রসন্ন, তাঁহাব আবাব প্রসাদ কিক্বে হইবে?—উত্তবে  
বক্তব্য এই যে, ঈশ্ববে প্রশিধান কবিতে হইলে আত্মরম্যে ঈশ্ববেব ভাবনা কবিতে হয়, তাহাতে প্রতি  
দেহীতে যে অনাগত ঈশ্ববতা আছে, তাহা প্রসন্ন বা অভিযুক্ত হইতে থাকে, তাহাব সম্যক  
অভিযুক্তিই কেবল্য। অতএব এইরূপ ঈশ্ববতাব প্রসাদে ভূমিজবরূপ ক্রমনিবপেক সিদ্ধি হইতে  
পাবে। প্রত্যবে যেরূপ সর্বপ্রকাব যুক্তি নিহিত থাকে, আমাদেব চিন্তেও ভেমনি এইরূপ অনাগত  
ঈশ্ববতা আছে বাহা ঈশ্ববচিন্তেব ভুল্য, তাহা ভাবনা কবাই ঈশ্বব-ভাবনা। তাহা আত্মগত হইলেও  
বর্তমান অবস্থায় তাহা আমাব মধ্যে স্থিত অস্ত্র এক পুরুষ বলিবা দাবণা হয়, তাদৃশ ভাবেব প্রসন্নতাই  
ঈশ্বব-প্রসাদ।

ত্রয়মন্তরঙ্গং পূর্বেভ্যঃ ॥ ৭ ॥

ভাস্করম্ । তদেতদ্ ধারণা-ধ্যান-সমাধিত্রয়ম্ অন্তবঙ্গং সম্প্রজ্ঞাতস্তু সমাধেঃ পূর্বেভ্যো  
যমাদিসাধনেভ্য ইতি ॥ ৭ ॥

৭। ( ধারণাদি ) তিনটি পূর্ব সাধন হইতে অন্তরঙ্গ । হ্র

ভাস্কানুবাদ—ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটি পূর্বোক্ত যমাদি সাধনাপেক্ষা সম্প্রজ্ঞাত  
যোগেব অন্তবঙ্গ ( ১ ) ।

টীকা । ৭।(১) সম্প্রজ্ঞাত যোগেবই ধারণা, ধ্যান ও সমাধি অন্তবঙ্গ । কাবশ, সমাধিব  
ধাবা তত্বসকলের স্মৃতি জ্ঞান হইয়া একাগ্র-অভাব চিন্তেব ধাবা সেই জ্ঞান বস্তুত থাকিলেই তাহাকে  
সম্প্রজ্ঞান বলা যায় ।

তদপি বহিরঙ্গং নির্বীজস্য ॥ ৮ ॥

ভাস্করম্ । তদপি অন্তবঙ্গং সাধনত্রয়ং নির্বীজস্য যোগস্য বহিবঙ্গং, কস্মাৎ,  
তদভাবে ভাবাদিতি ॥ ৮ ॥

৮। কিন্তু তাহাও নির্বীজেব বহিরঙ্গ । হ্র

ভাস্কানুবাদ—তাহাও অর্থাৎ অন্তবঙ্গ সাধনত্রয়ও, নির্বীজ যোগেব বহিবঙ্গ ; কেননা, তাহাবও  
( সাধনত্রয়েবও ) অভাবে নির্বীজ ( এই কাবশে ) সিদ্ধ হয় ( ১ ) ।

টীকা । ৮।(১) ধারণাদিবা অসম্প্রজ্ঞাত যোগেব বহিবঙ্গ, তাহাব অন্তরঙ্গ কেবল  
পর্যবেশ্য । পূর্বে বলা হইয়াছে সমাধির লক্ষণ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে প্রযোজ্য নহে, কাবশ,  
অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি = অ ( নঞ ) + সম্প্রজ্ঞাত সমাধি, অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাতেরও অভাব বা নিবোধ ।  
বুদ্ভিনিবোধ হিঙ্গাবে সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত উভয়েই যোগ বা সমাধি, কিন্তু সর্বীজ সমাধিব  
হিঙ্গাবে—অসম্প্রজ্ঞাত = অ-বহিবঙ্গ সমাধি বা যোগার্থব্রাজ-নির্ভালেবও নিবোধ ।

ভাস্করম্ । অথ নিরোধচিত্তক্ষেপে চলং গুণবৃত্তমিতি কীদৃশস্তদা চিত্তপরিণামঃ—

বুখাননিরোধসংস্কারয়োরভিভবপ্রাচ্ছর্ভাবৌ নিরোধক্ষণচিত্তাধ্বয়ো  
নিরোধপরিণামঃ ॥ ৯ ॥

বুখানসংস্কারাভিভবম্ ন তে প্রত্যয়ান্বকা ইতি প্রত্যয়নিবোধে ন নিকটঃ,  
নিরোধসংস্কারা অপি চিত্তধর্মীঃ । তয়োরভিভব-প্রাচ্ছর্ভাবৌ বুখানসংস্কারা হীয়ন্তে,

নিরোধসংস্কারা আধীয়েন্তে, নিরোধক্ষণং চিত্তম্বেতি। তদেকস্য চিত্তস্য প্রতিক্ষণমিদং সংস্কারান্তথাং নিরোধপরিণামঃ। তদা সংস্কারশেষং চিত্তমিতি নিবোধসম্বোধো ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৯ ॥

ভাস্ক্যানুবাদ—গুণবৃত্ত চল বা পৰিণামী, (চিত্তও গুণবৃত্ত) অতএব নিবোধক্ষণসকলে চিত্তেব কিরূপ পৰিণাম হয়—

৯। ব্যুত্থান-সংস্কারেব অভিভব ও নিবোধ-সংস্কারেব প্রাচুর্ভাব হইবা প্রত্যেক নিবোধক্ষণে এক অভিন্ন চিত্তে অধিত (যে পৰিণাম তাহাই) চিত্তেব নিবোধ-পৰিণাম (১) ॥ ২

ব্যুত্থান-সংস্কারসকল চিত্তধর্ম, তাহাবা প্রত্যাবোধোপাদানক নহে, প্রত্যাবনিবোধে তাহাবা নিরুদ্ধ (লীন) হয় না। নিবোধ-সংস্কারসকলও চিত্তধর্ম, তাহাদেব অভিভব ও প্রাচুর্ভাব অর্থাৎ ব্যুত্থান-সংস্কারসকলেব ক্ষীণ হওয়া ও নিবোধ-সংস্কারসকলেব সঞ্চার হওয়া। তাহা নিবোধাবসব-স্বরূপ চিত্তে অধিত হয়। একই চিত্তেব প্রতিক্ষণ এইরূপ সংস্কারেব অন্তথাং নিবোধ-পৰিণাম। সেই সময়ে 'চিত্ত সংস্কারশেষ হয়' ইহা নিবোধ সম্বোধিতে ব্যাখ্যাত হইবাছে (১)১৮ সূত্রে)।

টীকা। ৯।(১) পৰিণাম অর্থে অবস্থান্তর হওয়া বা অন্তথাং। ব্যুত্থান হইতে নিবোধ হওয়া এক প্রকাব অন্তথাং বা পৰিণাম। নিবোধ এক প্রকাব চিত্তধর্ম। চিত্ত ত্রিগুণাত্মক, ত্রিগুণবৃত্তি সদাই পৰিণামশীল, অতএব নিবোধও পৰিণামশীল হইবে। কিন্তু নিবোধেব স্মৃতি পৰিণাম অন্তত্বত হয় না, তাহাব সেই পৰিণাম কিরূপ তাহা সূত্রকাব বলিতেছেন।

এক ধর্মীব এক ধর্মেব উৎপত্তি ও অন্ত ধর্মেব লয়ই ধর্ম-পৰিণাম। নিবোধ-পৰিণামে নিবোধ-ক্ষণবৃত্ত চিত্তই ধর্মী। আব তাহাতে ব্যুত্থানেব বা সত্ত্বজ্ঞাত্বেব সংস্কাররূপ চিত্তধর্মেব ক্ষয় ও নিবোধ-সংস্কাররূপ চিত্তধর্মেব বৃদ্ধি হইতে থাকে। এই দুই ধর্ম সেই নিবোধক্ষণ-কৃত চিত্তরূপ ধর্মীতে অধিত থাকে, যেমন শিঙাধর্ম ও বটধর্ম এক বৃত্তিকায়র্মাতে অধিত থাকে, তৎসং।

নিবোধক্ষণ অর্থে নিবোধাবসব অর্থাৎ বচক্ষণ চিত্ত নিরুদ্ধ থাকে সেই কালে যে কাকের মত চিন্তাবস্থা হয়, তাহা। সেই চিন্তাবস্থাব কোন পৰিণাম লক্ষিত না হইলেও তাহাতে পৰিণাম থাকে, কাবণ, নিবোধ-সংস্কারকে বধিত হইতে দেখা যায়, আব, তাহাব ভঙ্গও হয়।

নিবোধ অভ্যাস কবিলেই যখন নিবোধেব সংস্কার বধিত হয়, তখন তাহা অবস্থাই ব্যুত্থানকে অভিভূত কবিবা বধিত হইতেছে। বস্তুতঃ তাহাতে অভিভব-প্রাচুর্ভাবেব যুদ্ধ চলে বলিবা তাহাও (অপরিবৃষ্ট) পৰিণাম। ব্যুত্থান উঠে ব্যুত্থান-সংস্কারেব দ্বাবা, স্তম্ভাব্য ব্যুত্থান না উঠিতে পাবা অর্থে ব্যুত্থান-সংস্কারেব অভিভব। আব, নিবোধ সংস্কারশেষ বা সংস্কারমাত্র কিন্তু প্রত্যাবমাত্র নহে, স্তম্ভাব্য সেই যুদ্ধ সংস্কারে সংস্কারে হয়, তাই সূত্রকাব দুই প্রকাব সংস্কারেব অভিভব-প্রাচুর্ভাব বলিবাছেন। সংস্কারে সংস্কারে যুদ্ধ হয় বলিবা তাহা অলক্ষ্য বা প্রত্যাব-স্বরূপ নহে অর্থাৎ বিবামেব চেষ্টাব সংস্কার ব্যুত্থানেব সংস্কারকে সে-সময়ে অভিভূত কবিবা বাধে। প্রত্যাব-স্বরূপ না হইলেও অর্থাৎ স্মৃতি জ্ঞানসোচন না হইলেও তাহা পৰিণাম। যেমন এক স্ত্রীংএব উপব এক গুরুভাব চাপাইবা বাথিলে স্ত্রীং উঠিতে পাবে না বটে, কিন্তু তাহাব অভিভব এবং ভাবেব প্রাচুর্ভাবরূপ যুদ্ধ চলে তাহা জানা যায়, সেইরূপ।

সেই দ্বিবিধ সংস্কারেব অভিন্ন-প্রাদুর্ভাবরূপ পবিণাম কাহাব হয় ? উত্তর—সেইকালীন চিত্তেব হয়। সেই কালেব চিত্ত কিরূপ ? উত্তর—নিবোধকণ-রূপ। বিবৰ্হমান স্মৃতবাং পবিণম্যমান নিবোধেব পবিণাম এইরূপ। শঙ্কা হইতে পাবে, যদি নিবোধ সমাধি পবিণামী ভবে কৈবল্যও পবিণামী হইবে—না, তাহা নহে। বিবৰ্হমান নিরোধে চিত্তেব পবিণাম থাকে, কৈবল্যে চিত্ত স্বকাবণে লীন হয়, স্মৃতবাং তাহাতে চৈতিক পবিণাম থাকে না। নিবোধ যখন ব্যাধিবা সম্পূর্ণ হয়, ব্যুত্থান-সংস্কার যখন নিঃশেষ হয়, তখন নিবোধেব বিবুদ্ধিরূপ পবিণাম ( অথবা ব্যুত্থানেব দ্বাবা ভঙ্গ হওবারূপ পবিণাম ) শেষ হইলে চিত্ত বিলীন হয়। তচ্ছব্দ হৃদ্যকাব অগ্রে কৈবল্যকে "পবিণাম-ক্রমসমাপ্তিস্তপানাম্" ( ৩।৩২ ) বলিযাছেন। যতক্ষণ চিত্ত ততক্ষণ স্তব্ধবৃত্তি বা গুণবিকাৰ। পবিণাম শেষ হইলে বা কৃতার্থতা হইলে স্তব্ধবৃত্তি থাকে না, চিত্ত তখন গুণ-রূপে থাকে অর্থাৎ অব্যাক্তরূপে বিলীন হয়। নিবোধ শেষ হইলে নিবোধ-সংস্কারও লীন হয়। ভোক্তবান্ধ দৃষ্টান্ত দিয়াছেন যে—যেমন সীসকসিঞ্চিত স্বর্ণকে পোড়াইলে সেই সীসক আপনিও পুড়িবা যাব এবং স্বর্ণ মলকেও পোড়াইবা কেল, নিবোধও তরূপ। কবিত স্ত্রীং ও ভাবেব দৃষ্টান্তে যদি স্ত্রীটাকে তপ্ত কবিয়া তাহাব হিতিস্থাপকতা-সংস্কার নষ্ট কবা যাব, তাহা হইলে যেমন অভিন্ন-প্রাদুর্ভাব-স্বক্ষেব সমাপ্তি হয়, কৈবল্যেও তরূপ হয়।

ভাব্য পদেব ব্যাখ্যা—ব্যুত্থান-সংস্কার এহলে সপ্তজাতক সংস্কার। সংস্কার প্রত্যয়-রূপ নহে কিন্তু তাহা প্রত্যয়েব হুম্ব হিতিশীল অবস্থা। সংস্কার যে জাতীয়, সেই জাতীয় প্রত্যয় নিরুদ্ধ থাকিলেই যে সংস্কার নিরুদ্ধ হয়, তাহা নহে। বাল্য অবস্থাব অনেক প্রত্যয় নিরুদ্ধ থাকে কিন্তু সংস্কার যাব না, সেই সংস্কার হইতে যৌবনে তাদৃশ প্রত্যয় হইতে দেখা যায়। বাগকালে ক্রোধ-প্রত্যয় নিরুদ্ধ থাকে বলিয়া যে ক্রোধ-সংস্কার গিয়াছে এইরূপ হয় না। বহুভক্ত সংস্কার সংস্কারেব দ্বাবাই নিরুদ্ধ হয় অর্থাৎ ব্যুত্থানেব সংস্কার নিবোধেব সংস্কারেব দ্বাবাই নিরুদ্ধ হয়। ক্রোধেব সংস্কার ( ক্রোধপ্রত্যয়-উত্থানেব সংস্কার ) অক্রোধ-সংস্কারেব ( ক্রোধনিবোধেব সংস্কারেব ) দ্বারাই নিরুদ্ধ হয়।

ব্যুত্থান-সংস্কারেব নাশ ও নিবোধ-সংস্কারেব উপচয়—প্রতিপক্ষে চিত্তরূপ ধর্মীব এই প্রকাব ধর্মেব ভিন্নতাই নিবোধ-পবিণাম।

### তত্ত্ব প্রশান্তবাহিতা সংস্কারাৎ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যম্। নিবোধসংস্কারাৎ নিরোধসংস্কারাভ্যাসপাটবাচপেক্ষা প্রশান্তবাহিতা চিত্তস্য ভবতি, তৎসংস্কারমাল্যে ব্যুত্থানধর্মিণা সংস্কারেণ নিবোধধর্মসংস্কারবোহভিভূয়ত ইতি ॥ ১০ ॥

১০। সেই নিবোধাবস্থাবিগত চিত্তেব তৎসংস্কার হইতে প্রশান্তবাহিতা ( ১ ) সিদ্ধ হয় ॥ ২

ভাষ্যানুবাদ—নিবোধ-সংস্কার হইতে ( অর্থাৎ ) নিবোধ-সংস্কারাভ্যাসেব পটুতা হইতে চিত্তেব প্রশান্তবাহিতা হয়। আৰ সেই নিবোধ-সংস্কারেব মাল্যে ব্যুত্থান-সংস্কারেব দ্বাবা তাহা অভিভূত হয়।

টীকা। ১০।(১) প্রশান্তবাহিতা—প্রশান্তভাবে বহনশীলতা। প্রশান্তভাবে অর্থে প্রত্যয়-  
হীনতা বা যে ভাবে পরিশ্রাম লক্ষিত হয় না, নিবোধকালীন অবস্থাই চিত্তেব প্রশান্ত ভাব, সংস্কারবলে  
তাহাব প্রবাহই প্রশান্তবাহিতা। একটি পার্বত্য নদী যদি এক প্রপাতের (cascade-এব) পব  
কিছু দূৰ সম্পূর্ণ সমতল ভূমি দিবা বহিবা পুনঃ প্রপতিত হয়, তবে সেই সমতলবাহী অংশ যেমন  
বেগশূন্য প্রশান্ত বোধ হয়, নিবোধপ্রবাহও সেইরূপে প্রশান্তবাহী হয়। প্রশান্তি=বৃত্তিব সম্যক  
নিবোধ।

সর্বার্থতৈকাগ্রতয়োঃ ক্ষয়োদয়ো চিত্তস্য সমাধিপরিণামঃ ॥ ১১ ॥

ভাস্কর্যম্। সর্বার্থতা চিত্তধর্মঃ, একাগ্রতা চিত্তধর্মঃ। সর্বার্থতায়ঃ ক্ষয়ঃ তিবোভাব  
ইত্যর্থঃ, একাগ্রতায়ঃ উদয়ঃ আবির্ভাব ইত্যর্থঃ, তয়োর্থমিচ্ছেনাভুগতং চিত্তম্। তদিদং  
চিত্তমপায়োপজননযোঃ স্বাভূততয়োর্থমবোভুগতং সমাধীযতে, স চিত্তস্য সমাধি-  
পরিণামঃ ॥ ১১ ॥

১১। (চিত্তেব) সর্বার্থতাব ক্ষয় ও একাগ্রতাব উদয় (রূপ বে অবস্থান্তর তাহা) চিত্তেব  
সমাধি-পরিণাম ॥ ১১

ভাস্কর্যমুবাদ—সর্বার্থতা (১) চিত্তধর্ম, একাগ্রতাও চিত্তধর্ম। সর্বার্থতাব ক্ষয় অর্থাৎ  
তিবোভাব, একাগ্রতাব উদয় অর্থাৎ আবির্ভাব। চিত্ত তদুভয়েব ধর্মরূপে অভুগত। সর্বার্থতা ও  
একাগ্রতাকপ স্বাভূত ( স্বকর্ষ-স্বরূপ ) ধর্মের স্বাক্ষরে ক্ষয়কালে ও উদয়কালে অভুগত হইয়াই  
চিত্ত সমাহিত হয়। তাহাকে চিত্তেব সমাধি-পরিণাম বলা যায়।

টীকা। ১১।(১) সর্বার্থতা—অভূতকপ সর্ববিষয়গ্রাহিতা বা বিকল্পিত। চিত্ত যে সদাই  
শব্দ, স্পর্শ, রূপ, বল ও গন্ধ গ্রহণ কবিবা থাকে এবং অতীতানাগত চিন্তাব ব্যাপৃত থাকে তাহাই  
সর্বার্থতা বা সর্ববিষয়ভিক্ষুতা। 'তা' (তলু + আপ) প্রত্যয়েব দ্বাবা ভাব বা স্বভাব বুঝাইতেছে।  
সহজতঃ সর্ববিষয় গ্রহণ কবিত্তে প্রস্তুত থাকাকপ ধর্মই সর্বার্থতা।

একাগ্রতা সেইরূপ একবিষয়ে স্থিতিশীলতা বা সহজতঃ এক বিষয়ে লাগিয়া থাকা। সর্বার্থতা-  
ধর্মের ক্ষয় বা অভিলম্ব এবং একাগ্রতাধর্মের উদয় বা প্রাদুর্ভাব অর্থাৎ বিবর্তমান হওবারূপ পরিণামই  
চিত্তধর্মের সমাধি-পরিণাম। সমাধি-অভ্যাসে চিত্ত ঐরূপে পবিণত হয়।

নিবোধ-পরিণাম কেবল সংস্কারের ক্ষয়োদয়, সমাধি-পরিণাম সংস্কার ও প্রত্যয় উভয়েব  
ক্ষয়োদয়। সর্বার্থতাব সংস্কার ও উচ্ছিন্নিত প্রত্যয়েব ক্ষয় এবং একাগ্রতাব সংস্কার ও তদ্যুলক  
একপ্রত্যয়তাব উপচয়, এই ভাবই সমাধি-পরিণাম।



ততঃ পুনঃ শাস্তোদিতৌ তুল্যপ্রত্যয়ৌ চিত্তসৈক্যাগ্রতাপরিণামঃ ॥ ১২ ॥

ভাষ্যম্ । সমাহিতচিত্তস্য পূর্বপ্রত্যয়ঃ শাস্তঃ, উত্তবস্তৎসদৃশ উদিতঃ । সমাধিচিত্ত-  
মূভয়োরনুগত্যং পুনস্তথৈব জা সমাধিভ্রেষাদিতি । স ঋণঃ ধর্মিশ্চিৎতসৈক্যাগ্রতা-  
পরিণামঃ ॥ ১২ ॥

১২ । সমাধিকালে যে একাকার অতীতপ্রত্যয় ও বর্তমানপ্রত্যয় হইতে থাকে তাহা চিত্তেব  
একাগ্রতা-পরিণাম ॥ হু

ভাষ্যানুবাদ—সমাহিত চিত্তেব পূর্ব প্রত্যয় শাস্ত (অতীত), আর তৎসদৃশ উত্তব প্রত্যয়  
উদিত (বর্তমান) (১) । সমাধিচিত্ত তদ্বৎ ভাবেব অনুগত, আব সমাধিভল পর্বন্ত সেইকপই  
( শাস্তোদিত-তুল্য প্রত্যয় অর্থাৎ ধাবাবাহিকরূপে একাগ্র ) থাকে । ইহাই চিত্তরূপ ধর্মীব একাগ্রতা-  
পরিণাম ।

টীকা । ১২।(১) সমাধিকালে শাস্ত প্রত্যয় ও উদিত প্রত্যয় সদৃশ হয় । সেইকপ সদৃশ-  
প্রবাহিতাই সমাধি । সমাধিকালেব অভ্যন্তবে যে সমানাকার পূর্ব ও পব বৃত্তিৰ লবোধ্য হইতে  
থাকে তাহাই একাগ্রতা-পরিণাম । হুজ্জ্ব 'ততঃ' শব্দেব অর্থ 'সমাধিতে' ।

একাগ্রতা-পরিণাম কেবল প্রত্যয়েব লবোধ্য । মনে কব, কোন যোগী ছব বণ্টা সমাহিত  
হইতে পাবেন, সেই ছব বণ্টাব মধ্যে তাঁহাব একই প্রকার প্রত্যয় বা বৃত্তি ছিল, সেই কালে  
পূর্ববৃত্তিও যজ্ঞপ পবেব বৃত্তিও তজ্ঞপ ছিল । এইকপ সদৃশপ্রবাহিতাব নাম একাগ্রতা-পরিণাম ।  
সেই যোগী তৎপবে সস্ত্রজ্ঞাতভূমিতে আক্য হইলেন, তখন তাঁহাব একাগ্রত্বমিক চিত্ত হইবে ।  
সেইজন্ত তিনি সর্দাই চিত্তকে সমাগর কবাব সাধন কবিত্তে লাগিলেন । তখন তাঁহার চিত্ত সর্ববিবষ  
গ্রহণকবারূপ ধর্ম ত্যাগ কবিষা সর্দাই এক বিবধে আলীনভাব ধারণ কবিত্তে থাকিল (সমাপ্তির  
তাহাই অর্থ), তাহাই চিত্তেব সমাধি-পরিণাম ।

আব, সেই যোগী সস্ত্রজ্ঞাত যোগক্রমে বিবেকখ্যাতি লাভ কবিষা পর্ববৈবাগ্যেব দ্বাবা চিত্তকে  
কিছু কাল সম্যক্ নিরুজ কবিত্তে যখন পাবিলেন, তৎপবে সেই নিবোধকে অভ্যাসক্রমে যখন  
বাড়াইতে লাগিলেন, তখনই তাঁহাব চিত্তেব নিরোধ-পরিণাম হয় ।

একাগ্রতা-পরিণাম সমাধিমাঙ্গে হয়, সমাধি-পরিণাম সস্ত্রজ্ঞাত যোগে হয়, আব নিবোধ-  
পরিণাম অসস্ত্রজ্ঞাত যোগে হয় । একাগ্রতা-পরিণাম প্রত্যয়কপ চিত্তধর্মেব, সমাধি-পরিণাম প্রত্যয় ও  
সংস্কারকপ চিত্তধর্মেব ( 'তচ্চ: সংস্কারোহস্ত-সংস্কার-প্রতিবন্ধী' ১৫০ হুজ্জ্ব ব্রহ্ম ), আর, নিবোধ-  
পরিণাম কেবল সংস্কারেব । সমাধি হইলেই ( বিশ্লিষ্টাদি ভূমিতেও ) একাগ্রতা-পরিণাম হয়,  
সমাধি-পরিণাম একাগ্রত্বমিতে হয় ও নিবোধ-পরিণাম নিবোধ-ভূমিতে হয় ।

পরিণামজন্মেব এই ভেদ বিবেচ্য । কৈবল্য-যোগেব সম্বন্ধীব পরিণামই প্রধান হইল । বিবেক-  
প্রকৃতিলাঘাদিতেও নিবোধাদি পরিণাম হয় কিন্তু তাহা পরিণামক্রম-সমাধিৰ হেতু হয় না ।

এতেন ভূতেন্দ্রিয়েষু ধর্মলক্ষণাবস্থাপরিণামা ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যম্। এতেন পূর্বোক্তেন চিত্তপরিণামেন ধর্মলক্ষণাবস্থাকপেণ, ভূতেন্দ্রিয়েষু ধর্মপরিণামো লক্ষণপরিণামোহবস্থাপরিণামশ্চোল্লো বেদিতব্যঃ। তত্র ব্যুৎখাননিবোধো-  
ধর্মযোবন্তিভব-প্রাহৃত্যবৌ ধর্মিণি ধর্মপরিণামঃ।

লক্ষণপরিণামশ্চ নিরোধত্রিলক্ষণত্রিভিবৎকর্তৃভূক্তঃ, স ত্বৎনাগতলক্ষণমধ্বানং প্রথমং  
হিহা ধর্মধ্বনতিক্রান্তো বর্তমানং লক্ষণং প্রতিপন্নো যত্রাস্ত স্বরূপোভিব্যক্তিঃ, এবোহস্ত  
দ্বিতীয়োহিহা, ন চাতীতানাগতাভ্যাং লক্ষণাভ্যাং বিযুক্তঃ। তথা ব্যুৎখানং ত্রিলক্ষণং  
ত্রিভিবৎকর্তৃভূক্তং, বর্তমানং লক্ষণং হিহা ধর্মধ্বনতিক্রান্তমতীতলক্ষণং প্রতিপন্নম্,  
এবোহস্ত তৃতীয়োহিহা, ন চানাগতবর্তমানাভ্যাং লক্ষণাভ্যাং বিযুক্তম্। এবং পুন-  
ব্যুৎখানমূপসম্পত্তমানমনাগতং লক্ষণং হিহা ধর্মধ্বনতিক্রান্তং বর্তমানং লক্ষণং প্রতিপন্নম্,  
যত্রাস্ত স্বরূপোভিব্যক্তৌ সত্যাং ব্যাপাবঃ, এবোহস্ত দ্বিতীয়োহিহা, ন চাতীতানাগতাভ্যাং  
লক্ষণাভ্যাং বিযুক্তমিতি। এবং পুনর্নিবোধ এবং পুনর্ব্যুৎখানমিতি।

তথাহবস্থাপরিণামঃ—তত্র নিবোধলক্ষণেষু নিরোধসংস্কারা বজবন্তো ভবন্তি দুর্বলা  
ব্যুৎখানসংস্কারা ইতি, এষ ধর্মাপ্যবস্থাপরিণামঃ। তত্র ধর্মিণো ধর্মৈঃ পরিণামঃ, ধর্মীণাং  
লক্ষণৈঃ পবিণামঃ, লক্ষণানামপ্যবস্থাভিঃ পবিণাম ইতি। এবং ধর্মলক্ষণাবস্থাপরিণামৈঃ  
শূন্তং ন লক্ষণমপি গুণবৃত্তমবতিষ্ঠতে। চলক গুণবৃত্তং, গুণস্বাভাব্যন্ত প্রযুক্তিকারণযুক্তং  
গুণানামিতি। এতেন ভূতেন্দ্রিয়েষু ধর্মধর্মভেদাৎ ত্রিবিধঃ পরিণামো বেদিতব্যঃ, পরমার্থ-  
তত্ত্বক এব পরিণামঃ। ধর্মিস্বরূপমাত্রো হি ধর্মঃ, ধর্মবিক্রিষ্টেবৈবা ধর্মত্বা বা প্রপঞ্চ্যত  
ইতি। তত্র ধর্মস্ত ধর্মিণি বর্তমানস্তৈবাপ্যতীতানাগতবর্তমানেষু ভাবান্তথাৎ ভবতি ন  
প্রব্যাগ্ধথাৎ, যথা সুবর্ণভাজনস্ত ভিহাছথাৎক্রিয়মাণস্ত ভাবান্তথাৎ ভবতি ন সুবর্ণা-  
ন্তথাৎমিতি। অপব আহ—ধর্মানভ্যাধিকো ধর্মী পূর্বতদ্বানতিক্রমাৎ, পূর্বাপরাবস্থান্তেদ-  
মমুপতিষ্ঠতঃ কোটস্থেন বিপবিবর্তেত যুগ্মযৌ স্মাদ ইতি। অয়মদোষঃ, কস্মাৎ,  
একান্তানভ্যুপগমাৎ। তদেতৎ ত্রৈলোক্যং ব্যক্তেবপৈতি, কস্মাৎ, নিত্যপ্রতিবেদাৎ।  
অপেতমপ্যন্তি বিনাশপ্রতিবেদাৎ। সংসর্গাচ্চ সৌন্দর্য্য সৌন্দর্য্যচ্ছপলকিরিতি।

লক্ষণপরিণামো ধর্মোহিহান্ন বর্তমানোহতীতোহতীতলক্ষণযুক্তোহনাগতবর্তমানাভ্যাং  
লক্ষণাভ্যামবিযুক্তঃ, তথাহনাগতঃ অনাগতলক্ষণযুক্তো বর্তমানাতীতাভ্যাং লক্ষণাভ্যাম-  
বিযুক্তঃ। তথা বর্তমানো বর্তমানলক্ষণযুক্তোহতীতানাগতাভ্যাং লক্ষণাভ্যামবিযুক্ত ইতি।  
যথা পুঙ্খ একস্তাং জিহ্বাং বক্তো ন শেখাস্ত বিবক্তো ভবতীতি।

অত্র লক্ষণপরিণামে সর্বস্ত সর্বলক্ষণযোগাদধ্বসম্ববঃ প্রাপ্তোভীতি পর্বোদ্যোশ্চাভত  
ইতি, তস্ত পবিহাবঃ—ধর্মীণাং ধর্মধ্বমপ্রসাধ্যং, সতি চ ধর্মহে লক্ষণভেদোহপি বাচ্যঃ,  
ন বর্তমানসময় এবাস্ত ধর্মধ্বম, এবং হি ন চিত্তং বাগধর্মকং স্মাৎ, ক্রোধকালে রাগস্তা-  
সমুদাচাবাদিতি। কিঞ্চ, ত্রয়াণাং লক্ষণানাং যুগপদেকস্তাং ব্যক্তৌ নাস্তি সম্ভবঃ ক্রমেণ

তু অব্যঞ্জকাজনস্ত ভাবো ভবেদিতি । উক্তঞ্চ “রূপাতিশয়া বৃত্ত্যতিশয়াশ্চ পরম্পরেন  
বিরুদ্ধান্তে সামান্যানি ত্রুতিশয়ৈঃ সহ প্রবর্তন্তে” তস্মাদিসঙ্করঃ । যথা রাগশ্চৈব কচিং  
সমুদাচার ইতি ন তদানীমন্তজ্ঞাভাবঃ, কিন্তু কেবলং সামান্যেন সমধাগত ইত্যন্তি তদা  
তত্র তন্তু ভাবঃ, তথা লক্ষণস্তেতি । ন ধর্মী ত্র্যধা ধর্মাস্ত ত্র্যধ্বানঃ, তে লক্ষিতা  
অলক্ষিতাশ্চ তাস্তামবস্থাপ্রাপ্ত্ব বন্তোহন্তুশ্চেন প্রতিনির্দিষ্টান্তে অবস্থান্তরতো ন দ্রব্যান্তরতঃ,  
যথৈকা রেখা শতস্থানে শতং দশস্থানে দশ একং চৈকস্থানে, যথা চৈকস্থেপি জ্বী মাতা  
চোচ্যতে হুহিতা চ স্বসা চেতি ।

অবস্থাপরিণামে কোটীস্থ্যপ্রসঙ্গদোষঃ কৈশ্চিৎকৃতঃ, কথম্, অথনো ব্যাপারেন  
ব্যবহিতবাদ্ যদা ধর্মঃ অব্যাপারং ন কবোতি তদানাগতো, যদা কবোতি তদা বর্তমানো,  
যদা কৃষা নিবৃত্তস্তদাতীত ইত্যেব ধর্ম-ধর্মিণোগলক্ষণানামবস্থানাঞ্চ কোটীস্থ্য প্রাপ্নোতীতি  
পরৈর্দোষ উচ্যতে । নাসৌ দোষঃ, কস্মাৎ, শুণিনিত্যেহপি গুণানাং বিমর্দবৈচিত্র্যাৎ ।  
যথা সংস্থানমাদিমজ্জমাজ্জ শকাদীনং বিনাস্তবিনাশিনাম্ এবং লিঙ্গমাদিমদ্ ধর্মমাজ্জ  
সম্বাদীনং গুণানাং বিনাস্তবিনাশিনাং, তস্মিন্ বিকারসংস্কেতি ।

তত্রৈদমুদাহরণং যদধর্মী পিণ্ডাকাবাদ্ ধর্মাদ্ ধর্মাস্তবমুপসম্পত্তমানো ধর্মতঃ  
পরিণমতে ঘটাকাব ইতি । ঘটাকারোহনাগতঃ লক্ষণং হিবা বর্তমানলক্ষণং প্রতিপত্ততে,  
ইতি লক্ষণতঃ পরিণমতে । ঘটো নবপুবাগতাং প্রতিক্ষণমন্তুব্রববস্থাপরিণামং প্রতিপত্তত  
ইতি । ধর্মিণোহপি ধর্মাস্তবমবস্থা, ধর্মস্তাপি লক্ষণান্তরমবস্থা ইত্যেক এব দ্রব্যপরিণামো  
ভেদেনোপদর্শিত ইতি । এবং পদার্থান্তরেহপি যোজ্যমিতি । এতে ধর্মলক্ষণাবস্থা-  
পরিণামা ধর্মিস্বকপন্নতিক্রান্তাঃ, ইত্যেক এব পরিণামঃ সর্বানয়ন্ বিশেষানভিল্লবতে ।  
অথ কোহয়ং পরিণামঃ?—অবস্থিতস্ত দ্রব্যস্ত পূর্বধর্মনিবৃত্তৌ ধর্মাস্তরোৎপত্তি  
পরিণামঃ ॥ ১৩ ॥

১৩। ইহাব দ্বাবা কৃত ও ইন্দ্রিয়ের ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থা নামক পরিণাম ব্যাখ্যাত হইল ॥ ৭

ভাষ্যানুবাদ—ইহার দ্বাবা অর্থাৎ পূর্বোক্ত ( ১ ) ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থা নামক চিত্ত-পরিণামের  
দ্বাবা, কৃতজিবে ধর্ম-পরিণাম, লক্ষণ-পরিণাম ও অবস্থা-পরিণাম উক্ত হইল জানিতে হইবে ( ২ ) ।  
তাহার মধ্যে বুখানধর্মের অভিজ্ঞ ও নিবোধধর্মের প্রাচুর্য ( চিত্তরূপ ) ধর্মী বর্ম-পরিণাম ।

আব লক্ষণ-পরিণাম যথা.—নিবোধ জিলক্ষণ অর্থাৎ তিন অক্ষর ( কালব ) দ্বাবা যুক্ত ।  
তাহা ( নিবোধ ) অনাগত লক্ষণ প্রথম অক্ষাকে ত্যাগ কবিসা, ধর্মকে অনতিক্রমণপূর্বক ( নিবোধ  
নামক ধর্ম থাকিসাই ) যে বর্তমান লক্ষণসম্পন্ন হয়—বাহাতে তাহাব স্বরূপে অভিব্যক্তি হয়—তাহাই  
নিবোধের দ্বিতীয় অক্ষা । তখন সেই বর্তমান লক্ষণযুক্ত নিবোধ ( সামান্তরূপে স্থিত যে ) অতীত ও  
অনাগত লক্ষণ তাহা হইতেও বিযুক্ত হয় না । সেইরূপ বুখানও জিলক্ষণ বা তিন অক্ষরযুক্ত । তাহা  
বর্তমান অক্ষা ত্যাগ কবিসা, ধর্মকে অনতিক্রমণপূর্বক অতীতলক্ষণসম্পন্ন হয়, ইহাই ইহাব ( বুখানেব )  
তৃতীয় অক্ষা । তখন ইহা ( সামান্তরূপে স্থিত যে ) অনাগত ও বর্তমান

হয় না। এইরূপে জামান ব্যাখ্যানও অনাগত লক্ষণ ভাগ কবি। ধর্মকে অনতিক্রমণপূর্বক বর্তমানলক্ষণপন্ন হয়, এই অবস্থায় ইহাও স্বরূপাভিব্যক্তি হওয়াতে ব্যাপাব ( কার্য ) দৃষ্ট হয়। ইহাই তাহাব ( ব্যাখ্যানেব ) দ্বিতীয় অঙ্গ। আব ইহা অতীত ও অনাগত লক্ষণ হইতেও বিযুক্ত নহে। নিবোধও পুনবায় এইরূপ, আব ব্যাখ্যানও পুনবায় এইরূপ।

অবস্থা-পরিণাম যথা :—নিবোধক্ষেণে নিবোধ-সংস্কারগণ বলবান্ হয়, ব্যাখ্যান-সংস্কারসকল দুর্বল হয়, ইহা ধর্মসকলের অবস্থা-পরিণাম। ইহাব মধ্যে ধর্মসকলের দ্বাবা ধর্মী পবিণাম হয়, লক্ষণ-জয়দ্বাবা ধর্মের পবিণাম হয়। অবস্থাসকলের দ্বাবা লক্ষণের পবিণাম হয় ( ৩ )। এইরূপে ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থা এই তিন পবিণামবৃত্ত হইবা গুণবৃত্ত কণকালও অবস্থান কবে না। 'গুণবৃত্ত বা গুণ-কার্যলকল চল বা নিয়ত পবিবর্তনশীল। আব গুণের স্বভাবই ( ৪ ) গুণের প্রবৃত্তি ( কার্যরূপে পবিণাম্যমানতাব ) কাণ বলিবা উক্ত হইয়াছে। ইহাব দ্বাবা ভূতেজিবে ধর্ম-ধর্মি-ভেদ আশ্রয় কবিবা জিবিষ পবিণাম জানা যায়, কিন্তু পবমার্থতঃ ( ধর্ম-ধর্মী অভেদ আশ্রয় কবিবা ) একই পবিণাম। ( কাণ, ) ধর্ম ধর্মী স্বরূপমাজ, আব ধর্মী এই পবিণাম ধর্মের ( এবং লক্ষণ ও অবস্থাব ) দ্বাবা প্রপঞ্চিত হয় ( ৫ )। ধর্মীতে বর্তমান যে ধর্ম, যাহা অতীত, অনাগত বা বর্তমানরূপে অবস্থিত থাকে, তাহাব ভাবেব অন্তথা ( অর্থাৎ সংস্থান-ভেদাবি অন্ত ধর্মোন্ম ) হয় মাজ, কিন্তু জ্যেবোব অন্তথা হয় না। যেমন স্বর্ণ পাঁজকে ভাঙ্গিয়া অন্তরূপ কবিলে কেবল ভাবান্তথা ( ভিন্ন আকাররূপ ধর্মোন্ম ) হয়, কিন্তু স্বর্ণের অন্তথা হয় না, সেইরূপ। অপব কেহ বলেন, 'পূর্ব তদ্বেব ( ধর্মী ) অনতিক্রম-হেতু অর্থাৎ স্বভাব অতিক্রম কবে না বলিবা ধর্মী ধর্ম হইতে অতিবিক্ত নহে ( অর্থাৎ ধর্ম ও ধর্মী একান্ত অভিন্ন )'—যদি ধর্মী ধর্মীস্বী ( সর্ব ধর্মে এক ভাবে অবস্থিত ) হয়, তাহা হইলে তাহা ( ধর্মী ) পূর্ব ও পব অবস্থাব ভেদালপাতী হইবা অর্থাৎ সমস্ত ভেদে একরূপে থাকতে, কৃত্তভাবে ( নিত্য অবিকারভাবে ) অবস্থিত থাকিবে ( ৬ )। ( এইরূপে ধর্মী কোট্যপ্রসঙ্গ হয় বলিবা আমাদেব মত সন্দোহ—এইরূপ তাহাব আপত্তি কবেন )। ( কিন্তু তাহা নহে ) আমাদেব মত সন্দোহ, কেননা, জ্যেবোব একান্ত নিত্যতা বা কৃত্ততা অন্তরূপে উপস্থিষ্ট হয় নাই। ( অন্তরূপে ) এই জৈলোক্য ( কার্য-কাণবাস্তব ব্যাখ্যানি পদার্থ ) ব্যক্তাবস্থা ( বর্তমান বা অর্থক্রিয়াকারী অবস্থা ) হইতে অপগত হয় ( অতীত বা লগ্নাবস্থা প্রাপ্ত হয় ) কেননা, তাহাব অবিকার-নিত্য ( অন্তরূপে ), প্রতিবিক্ত আছে। আব অপগত বা লীন হইয়াও তাহা থাকে, যেহেতু তাহাব ( জৈলোক্যেব ) একান্ত বিনাশ প্রতিবিক্ত আছে। সংসর্গ ( স্বকাণে লব ) হইতে তাহাব স্ফুটতা এবং স্ফুটাহেতু তাহাব উপলব্ধি হয় না।

লক্ষণ-পরিণামযুক্ত যে ধর্ম, তাহা অক্ষয়সকলে ( কালজয়ে ) অবস্থিত থাকে। ( যেহেতু যাহা ) অতীত বা অতীতলক্ষণযুক্ত, তাহা অনাগত ও বর্তমান লক্ষণ হইতে অবিক্ত। সেইরূপ যাহা অনাগত বা অনাগতলক্ষণযুক্ত তাহা বর্তমান ও অতীত লক্ষণ হইতে অবিক্ত। সেইরূপ যাহা বর্তমান তাহা বর্তমানলক্ষণযুক্ত কিন্তু অতীতানাগত লক্ষণ হইতে অবিক্ত। বেকপ, কোন পুরুষ কোন এক স্ত্রীতে অল্পবক্ত হইলে অপব সব স্ত্রীতে বিবক্ত বা বিক্টি হয় না, সেইরূপ।

'সকলের সকল লক্ষণেব যোগহেতু অক্ষয়স্বপ্রাপ্তি হইবে' লক্ষণ-পরিণাম সন্ধে এই দোষ অপব দ্বাবা উত্থাপন কবেন ( ৭ )। তাহাব পবিহাব যথা—ধর্মসকলের ধর্ম ( ধর্মী ব্যতিবিক্ততা, অর্থাৎ বিকাবশীল গুণত্ব এবং অতিভব-প্রাদুর্ভাব, পূর্ব সাধিত হওয়াহেতু এ হল ) অসামানী। আর,

ধর্মই সিদ্ধ হইলে লক্ষণভেদে বাচ্য, যেহেতু বর্তমান সময়ে অভিব্যক্ত থাকায়াজিই ইহাব ধর্মই নহে। এইরূপ হইলে (বর্তমানাভিব্যক্তিই ধর্মই হইলে) চিত্ত ক্রোধকালে বাগধর্মক হইবে না, কাবণ, সে সময়ে বাগ অভিব্যক্ত থাকে না। কিন্তু ত্রিবিধ লক্ষণেব যুগপৎ এক ব্যক্তিতে সম্ভব হব না, তবে ক্রমাস্রমাবে স্বব্যঞ্জকাস্রমাবে (নিজ অভিব্যক্তিব কাবণেব দ্বাবা অভিব্যক্তেব) তাব হয়। এ বিষয়ে উক্ত হইযাছে, “বুদ্ধিব রূপ (ধর্মজ্ঞানাদি অষ্ট) এবং বৃত্তিব (শাস্তাদিব) অতিশয় বা উৎকর্ষ হইলে পবম্পব (বিপবীত অস্ত রূপেব বা বৃত্তিব সহিত) বিরুদ্ধাচরণ কবে, আর সামান্ত (রূপ বা বৃত্তি) অতিশয়েব সহিত প্রবর্তিত হব” (২।১৫ শ্লোক উক্তব্য)। এই হেতু অসম্ভব সম্ভব হব না। যেমন, কোন বিষয়ে বাগেব সমুদাচাব, অর্থাৎ সম্যক্ অভিব্যক্তি থাকিলে, সেই সময়ে অস্ত বিষয়ে বাগাচাব হয় না, কিন্তু কেবল সামান্তরূপে তখন তাহাতে বাগ থাকে। এই হেতু সেই স্থলে (যেখানে বাগ অভিব্যক্ত তথ্যাতীত অস্ত হলে) বাগেব ভাব আছে। লক্ষণেবও ঐরূপ। ধর্মী জ্যেষ্ঠা নহে, ধর্মসকলই জ্যেষ্ঠা। লক্ষিত (ব্যক্ত, বর্তমান) বা অলক্ষিত (অব্যক্ত, অতীত ও অনাগত) সেই ধর্মসকল সেই সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইবা ভিন্ন বলিবা নির্দিষ্ট হব, কেবল অবস্থাভেদেই তাহা হব, ত্রব্যভেদে হয় না। যেমন এক বেধা শত স্থানে শত, দশ স্থানে দশ, এক স্থানে এক (এইরূপে ব্যবহৃত হব) সেইরূপ। (বিজ্ঞানভিক্স, বলেন, যেমন এক রেধা বা অল্প ছুই বিন্দুব পূর্বে বলিলে শত বুধা, এক বিন্দুব পূর্বে বলিলে দশ বুধা, একক বলিলে এক বুধা, তরূপ)। আব, যেমন একটি স্ত্রী এক হইলেও তাহাকে লক্ষ্যাস্রমাবে মাতা, হুহিতা ও ভগিনী বলা যাব, সেইরূপ।

অবস্থা-পরিণামে (৮) বেহ কেহ কোটহ্য-প্রসঙ্গদোষ আবেশ কবেন। কিরূপে?—‘অসম্ভাব ব্যাপাবেব দ্বাবা ব্যবহিত বা অন্তর্হিত থাকা হেতু যখন ধর্ম নিজেব ব্যাপাব না কবে, তখন তাহা অনাগত, যখন ব্যাপাব বা ক্রিয়া কবে, তখন বর্তমান, আব যখন ব্যাপাব কবিতা নিবৃত্ত হব, তখন অতীত; এইরূপে (জিকালেই সত্তা থাকে বলিবা) ধর্ম ও ধর্মী এবং লক্ষণ ও অবস্থা-সকলেব কোটহ্য সিদ্ধ হব’ এই দোষ শরণক বলেন। ইহা দোষ নহে, কেননা, শুণীব নিত্যত্ব থাকিলেও গুণসকলেব বিমর্জজনিত (= পবম্পবেব অভিভাব্যাবিভাবকস্বজনিত), (কুটস্থতা হইতে) বৈলক্ষণ্য হেতু (কোটহ্য সিদ্ধ হব না)। যথা—অবিনাশী (ভূতাপেকা) লক্ষাদি তন্মাজ্জেব, বিনাশী, আদিমং, ধর্মমাত্র (পঞ্চভূতরূপ) লংহান, সেইরূপ অবিনাশী সম্বাদিগুণেব, লিহ (মহত্ত্ব) আদিমং, বিনাশী ধর্মমাত্র। তাহাতেই (ধর্মেই) বিকাবলজ্ঞা।

পরিণাম-বিষয়ে এই (লৌকিক) উদাহরণ :—যুক্তিকা ধর্মী, তাহা শিঙাকাব ধর্ম হইতে অস্ত ধর্ম প্রাপ্ত হইবা ‘ঘটাকাব’ এই ধর্মেতে পরিণত হব (অর্থাৎ ঘটরূপ হওয়াই তাহাব ধর্ম-পরিণাম)। আব, ঘটাকাব অনাগত লক্ষণ ত্যাগ কবিতা বর্তমান লক্ষণ প্রাপ্ত হব, ইহা লক্ষণ-পরিণাম। আব, ঘট প্রতিগুণ নবত্ব ও পূবাবস্ত অস্তব কবিতা অবস্থা-পরিণাম প্রাপ্ত হব। ধর্মীব ধর্মাস্তবও অবস্থাভেদে, আব ধর্মেব লক্ষ্যাস্তবও অবস্থাভেদে, অতএব এই একই অবস্থাস্তবতারূপ ত্রব্য-পরিণাম তিন ভাগ কবিতা উপদিশিত হইযাছে। এইরূপে (পরিণাম বিচাব) পদার্থাস্তবেও বোঝা। এই ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থা-পরিণাম (ত্রিবিধ হইলেও) ধর্মীব স্বরূপ অতিক্রমণ কবে না (পরিণত হইলেও ধর্মীব স্বরূপ হইতে ভিন্ন এক ত্রব্য হব না, কিন্তু সতত ধর্মীব স্বরূপেব অলুগত থাকে), এই হেতু (পবমার্থতঃ) ধর্মরূপ একই পরিণাম আছে, আব, তাহা অপব বিশেষ সকলকে (ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থাকে) ব্যাপ্ত কবে অর্থাৎ উক্ত তিন প্রকাব পরিণাম এক

ধর্ম-পৰিণামেৰ অন্তৰ্গত হয়। এই পৰিণাম কি?—অবস্থিত ত্ৰয়োব পূৰ্ব ধৰ্মেৰ নিবৃত্তি হইবা ধৰ্মান্তৰোৎপত্তিই পৰিণাম (২)।

টীকা। ১৩।(১) পূৰ্বে যে বোগিচিহ্নেৰ নিবোধাদি তিন পৰিণাম কথিত হইবাছে তাহাবাই ধৰ্ম, লক্ষণ ও অবস্থা-পৰিণাম নহে, কিন্তু তাহাবা যেমন পৰিণাম, তুতেন্দ্ৰিয়েও সেইকণ পৰিণাম আছে, ইহাই 'এতেন' শব্দেৰ দ্বাৰা উক্ত হইবাছে।

নিবোধাদি প্ৰত্যেক পৰিণামেই ধৰ্ম, লক্ষণ ও অবস্থা-পৰিণাম আছে, তাহা ভাস্কৰ্য্যকৰ বিবৃত কৰিভেছেন।

১৩।(২) পৰিণাম বা অন্তৰ্ভাৰ্য্য জিবিধ—ধৰ্ম, লক্ষণ ও অবস্থা-সম্বন্ধীয় অৰ্থাৎ ঐ তিন প্ৰকাৰে আমবা কোন ত্ৰয়োব ভিন্নত্ব বুঝি ও বলি। এক ধৰ্মেৰ ক্ষয় ও অন্ত ধৰ্মেৰ উদয় হইলে যে ভেদ হয়, তাহাই ধৰ্ম-পৰিণাম, যেমন ব্যুৎপাদেৰ লব ও নিবোধেৰ উদয় হইলে বলিবা থাকি চিত্তেৰ ধৰ্ম-পৰিণাম হইল।

তিন কালেৰ নাম লক্ষণ। কালভেদে যে ভিন্নতা বুঝি তাহাব নাম লক্ষণ-পৰিণাম। যেমন বলি ব্যুৎপাদ, অথবা নিবোধ, ছিল, এখন আছে, ভবিষ্যতেও থাকিবে, এইকণে অতীত, অনাগত ও বৰ্তমান এই তিন লক্ষণে লক্ষিত কৰিবা ত্ৰয়োব যে ভেদ বুঝা যায় তাহাই লক্ষণ-পৰিণাম।

আবাব লক্ষণ-পৰিণামকেও আমবা অবস্থা-পৰিণামকণ ভেদ কৰিবা থাকি, তথায ধৰ্মভেদে অথবা লক্ষণভেদেৰ বিবৰ্ণা থাকে না, যেমন, একই হীৰকক নূতন ও কিংকাল অন্তে পুৰাতন বলা হয়। এহলে একই বৰ্তমান লক্ষণকে পুৰাতন ও নূতন-ভাবে ভেদ কৰা হইল, হীৰকেৰ ধৰ্মভেদেৰ তথায বিবৰ্ণা নাই (৩।১৫ [১] দ্ৰষ্টব্য)। অন্ত উদাহৰণ বধা—নিবোধকালে নিবোধ-সংস্কাৰ বলবান হয়, আব তৎকালে ব্যুৎপাদ-সংস্কাৰ দুৰ্বল থাকে। বৰ্তমানলক্ষণক নিবোধ ও ব্যুৎপাদ-ধৰ্মকে ইহাতে 'দুৰ্বল এবং বলবান' এই পদাৰ্থেৰ দ্বাৰা ভেদ কৰা হইল। বলবান ও দুৰ্বল পদেৰ দ্বাৰা অজ-ধৰ্মভেদেৰ বিবৰ্ণা নাই বুঝিতে হইবে। ইহাব মধ্য ধৰ্ম-পৰিণামই বাস্তব, অপৰ দুই পৰিণাম বৈকল্পিক। ব্যবহাৰতঃ তাহাব প্ৰয়োজনীয়তা আছে বলিবা এহলে গৃহীত হইবাছে, কাৰণ, সজ্ঞকৰ ইহা অতীতানাগত জ্ঞানেৰ সূচিকা কৰিভেছেন, তাহাতে এইকণ জিজ্ঞাসা হইতে পাৰে যে, ইহা (সংযমেৰ দ্বাৰা সাক্ষাৎক্ৰিয়মাণ বস্তু) নূতন কি পুৰাতন, ইত্যাদি।

১৩।(৩) ধৰ্মীৰ পৰিণাম ধৰ্মেৰ অন্তৰ্ভাৰ্য্য দ্বাৰা অল্পভূত হয়। ধৰ্মলক্ণেৰ পৰিণাম লক্ষণেৰ অন্তৰ্ভাৰ্য্য দ্বাৰা কল্পিত হয়, তাই ভাস্কৰ্য্যকৰ লক্ষণ-পৰিণামেৰ ব্যাখ্যাৰ বলিবাছেন, 'ধৰ্মেৰ অনতিক্ৰমণ-পূৰ্বক' অৰ্থাৎ উহাবা একট ধৰ্মেৰই কালাবস্থিতিৰ অন্তৰ্ভাৰ্য্য বলিবা উহাতে ধৰ্মেৰ অন্তৰ্ভাৰ্য্য হয় না, যেমন একই নীলত্ব ধৰ্ম ছিল, আছে ও থাকিবে, এই জিহেদে একই নীলত্ব ভিন্নৰূপে কল্পিত হয় মাত্ৰ।

আব, লক্ষণেৰ পৰিণাম অবস্থাভেদেৰ দ্বাৰা কল্পিত হয়। তাহাতে লক্ষণেৰ অন্তৰ্ভাৰ্য্য হয় না, অতীত, অনাগত ও বৰ্তমান ইহাব একই লক্ষণ অবস্থাভেদে ভিন্নভিন্নৰূপে কল্পিত হয়। যেমন নিবোধকণে নিবোধ-সংস্কাৰও আছে, ব্যুৎপাদ-সংস্কাৰও আছে, তবে ব্যুৎপাদেৰ তুলনাৰ নিবোধকে বলবান বলিবা ভেদ কল্পনা কৰা যায়।

বৰ্তমানলক্ষণক ভাব পদাৰ্থ অনাগত ও অতীত হইতে বিযুক্ত নহে, কাৰণ, তাহাই অনাগত ছিল ও তাহাই অতীত হইবে এইকণ ব্যবহাৰ হয়। বস্তুতঃ অতীত ও অনাগত ভাব সামান্যকণে থাকামাত্ৰ, তাহাতে পদাৰ্থেৰ স্বকণ অনভিযুক্ত থাকে। বৰ্তমানলক্ষণক পদাৰ্থেৰই স্বকণাভিযুক্তি

হয়, অর্থাৎ অর্থ বা বিবকরণে ক্রিয়াকারী অবস্থার অভিব্যক্তি হয়। স্বরূপ = বিষয়ীভূত ও ক্রিয়াকারী রূপ।

১০।(৪) গুণের স্বভাবই পৰিণামশীলতা। রজঃ অর্থেই ক্রিয়াশীল ভাব, ক্রিয়াশীল অর্থেই পৰিণামশীল। স্বভাবতঃ সর্ব দৃষ্ট পদার্থে যে ক্রিয়াশীলতা দেখা যায়, সর্বসাধারণ সেই ক্রিয়াশীলতাব নাম বস্তঃ। ক্রিয়াশীলতাব হেতু নাই ; তাহাই দৃষ্টের অন্ততম মূলস্বভাব। (জগৎএব কাবগরূপ) জিগ্মণ-নির্দেশ অর্থে তাদৃশ স্বভাবের নির্দেশ। শব্দা হইতে পাবে, যদি স্বভাবতঃই গুণ প্রবর্তনশীল তবে চিত্তের নিবৃত্তি অসম্ভব। তাহা নহে। গুণের স্বভাব হইতে পরিণাম হয় বটে, কিন্তু বুদ্ধি আদি সংঘাত বা গুণবৃত্তির সংঘাত-কাবির গুণস্বভাবমাত্র হইতে হয় না, তাহা পুরুষের উপদর্শনসাধক। উপদর্শনের হেতু সংযোগ, সংযোগের হেতু অবিত্যা। অবিত্যা নিবৃত্ত হইলে উপদর্শন নিবৃত্ত হয়। ব্যাখ্যারূপ সংঘাতও তৎফলে লীন হয়, দৃষ্ট তখন আব পুরুষের দ্বারা দৃষ্ট হয় না।

১০।(৫) মূলতঃ ধর্মসমষ্টিই ধর্মী স্বরূপ। আগামী হুজে স্বরূপকাব ধর্মীর লক্ষণ দিয়াছেন। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান-ধর্মের অল্পপাতী পদার্থকে তিনি ধর্মী বলিয়াছেন। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ধর্ম ও ধর্মী ভিন্নব্য ব্যবহার্য হয়। কিন্তু মৌলিক দৃষ্টিতে (গুণস্ব-অবস্থার) যথাম অতীতানাগত নাই, তথায ধর্ম ও ধর্মী একই রূপ নির্ণীত হয়, অর্থাৎ তখন জিগ্মণভাবে ধর্ম ও ধর্মী একই। মূলতঃ বিক্রিয়ামাত্র আছে, ব্যবহার্যতঃ সেই বিক্রিয়ায় কতকাংগকে (বাহ্য আয়ামের গোচর হয় তাহাকে) বর্তমান ধর্ম বলি, অন্তঃশকে অতীতানাগত বলি। সেই অতীতানাগত ও বর্তমান-ধর্মসমূহাবের সাধারণ আশ্রয়রূপে অতিকল্পিত পদার্থকে ধর্মী বলি। ব্যবহার্যদৃষ্টি ছাড়াই যদি সমস্ত দৃষ্টকে প্রকাশশীল, ক্রিয়াশীল ও স্থিতিশীলরূপে দেখা যায়, তাহা হইলে অতীতানাগত কিছু থাকে না, কিন্তু তাহা অব্যক্তব্য। অব্যক্তই মূল ধর্মী বা ধর্ম। (৩।১৫ [২] ব্রটব্য)। ব্যক্তিতে প্রকাশ-শীলতাদি গুণের তাবতমাত্র থাকে। সেই অসংখ্য তাবতমাত্রই অসংখ্য ধর্ম। অতএব ভাষ্যকার বলিয়াছেন, ধর্ম ধর্মী স্বরূপমাত্র। আব ধর্মীর বিক্রিয়া ধর্মের দ্বারা প্রাপ্ত বা বিস্তৃত হয় অর্থাৎ ধর্মী বিক্রিয়াই অতীতানাগত-বর্তমান ধর্মপ্রাপ্ত বলিবা প্রতীত হয়। প্রকৃত প্রভাবে ধর্মী বিক্রিয়াই আছে, তাহাই ধর্ম, লক্ষণ এবং অবস্থা-পৰিণামরূপে ব্যবহৃত হয়।

১০।(৬) ধর্ম ও ধর্মী মূলতঃ এক কিন্তু ব্যবহার্যতঃ ভিন্ন, কাবণ, ব্যবহার্যদৃষ্টি ও তৎদৃষ্টি ভিন্ন। সেই ভিন্নতাকে আশ্রয় কবিবাই ধর্ম ও ধর্মী এই ভিন্ন পদার্থ স্থাপিত হইয়াছে। ব্যবহার্যতঃ ধর্ম ও ধর্মী অঙ্গির বলিলে ধর্মসকল মূলশূন্য বা মূলতঃ অভাব হয়। সংপদার্থ যে মূলতঃ অনং ইহা সর্বথা অসম্ভব। যদি বলা যায় ঘটরূপ ধর্মসমষ্টিই আছে তদতিরিক্ত ধর্মী নাই, তবে ঘট চূর্ণ হইলে বলিতে হইবে ঘটধর্ম ধর্মসকলের অভাব হইবা গেল আব অভাব হইতে চূর্ণ ধর্ম উদ্ভিত হইল। ইহা অনসংকারণবাদ। যৌক্তেবা এই বাধ লইবা সাংখ্য হইতে আপনাদেব পৃথক করিয়াছেন। সংকার্য-বাদে ঘট স্বভিকারূপ ধর্মী ধর্ম, চূর্ণস্বও স্বভিকার ধর্ম। ঘটের নাশ অর্থে ঘটস্ব-ধর্মের অভিতব ও চূর্ণস্বের প্রাপ্ততাব। এক স্বভিকারই তাহা বিভিন্ন ধর্ম, কাবণ, ঘটের স্বভিকা থাকে, চূর্ণের থাকে, স্তবৎ ব্যবহার্যতঃ স্বভিকাকে ধর্মী ও ঘটতাদিকে ধর্মরূপে ভেদ কবা ব্যতীত গতাস্তব নাই। তব, দৃষ্টিকমে সামান্য ধর্ম হইতে ক্রমশঃ চবনসামান্যধর্মে উপনীত হইলে কেবল সম, বস্ত ও তম এই তিন গুণ থাকে। তথায ধর্ম-ধর্মী প্রোক্ত কবা উপায নাই, তাহাবা অভাব নহে এবং স্বরূপতঃ ব্যক্তও

নহে, স্মৃতিবাং সং ও অব্যক্ত। পৰমার্থে হাইবা এইরূপে ধর্ম ও ধর্মী এক হয়। (অতএব গুণগ্রন্থ phenomenaও নহে noumenaও নহে, কিঞ্চিৎ ঐ পদেব দ্বাৰা উহা বুঝিবাব যোগ্য নহে।)

ব্যবহাবদৃষ্টিতে অতীত ও অনাগত ধর্ম থাকিবেই থাকিবে, স্মৃতিবাং সমস্ত ব্যবহাবিক ভাবেকে একেবারে বর্তমান বা গোচর বলিলে বিকল্প কথা বলা হয়। ধর্ম ব্যবহাবিক ভাব, স্মৃতিবাং তাহাকে অতীত, অনাগত ও বর্তমান এই তিন প্রকাৰ বলিতে হইবে। তন্মধ্যে বর্তমানধর্ম জ্ঞানগোচর হয়, অতীত ও অনাগত গোচর না হইলেও থাকে, তাহা যেভাবে থাকে তাহাই ধর্মী। অতীত ও অনাগত সমস্ত মৌলিক ধর্মও আছে, বা বর্তমান এইরূপ বলিলে তাহা বা স্মৃতিরূপে বা মৌলিকরূপে বা অব্যক্ত জিগ্মশুরূপে আছে এইরূপ বলিতে হইবে। সাংখ্য ঠিক তাহাই বলেন। ব্যবহাবিকতঃ ধর্মসকল অতীত, অনাগত ও বর্তমান এইরূপ ভেদে ভিন্ন এবং ধর্মীতে সমাহৃত, আব তত্ত্বতঃ তাহা বা, অর্থাৎ গুণ ও গুণী, অভিন্ন এবং অব্যক্ত-স্বরূপ, ইহাই সাংখ্যমত।

প্রাগুক্ত মতানুসারে বোধেবা আপত্তি কবিবেন ধর্ম ও ধর্মী যদি ভিন্ন হয়, তবে ধর্মসকলই পৰিণামী (কাবণ, সেইরূপেই তাহা বা দৃষ্ট হয়) হইবে, ধর্মী কূটস্থ হইবে। অর্থাৎ, পৰিণাম ধর্মের্তেই বর্তমান থাকিবে, স্মৃতিবাং ধর্মী অপৰিণামী হইবে। সাংখ্য একান্তপক্ষে (সম্পূর্ণরূপে) ধর্ম ও ধর্মী ব ভেদ স্বীকাৰ কবেন না বলিবা ঐ আপত্তি নিস্কাষ। বস্তুতঃ ব্যবহাবিকতঃ এক ধর্মই অত্বেব ধর্মী হয় (আগামী ১৫ সূত্ৰেব ভাষ্য দ্রষ্টব্য)। যেমন, স্তবর্ণং ধর্ম বলবৎ-হাবদ্বাদি ধর্মের ধর্মী, যেহেতু তাহা বলবৎবাদি বহুধর্মের এক স্তবর্ণরূপে অঙ্গগত। এইরূপে ভূতের ধর্মী তন্মাত্র, তন্মাত্রের অহংকাৰ, অহংকাৰেব বুদ্ধি ও বুদ্ধির ধর্মী প্রধান সিদ্ধ হয়। তন্মাত্রের ধর্ম স্মৃতিত্ব ধর্মের ধর্মী ইত্যাদি ক্রমে এক ধর্মেরই অস্ত্র ধর্মের আশেপাশে ধর্মিস্থ সিদ্ধ হয়।

ধর্মসকল যে ধর্মী হইতে ভিন্ন তাহা বোধেবাও স্বীকাৰ কবেন। অতএব, ভূতের ধর্ম-স্বরূপ তন্মাত্রের ধর্ম স্মৃতিত্ব হইতে বিভিন্ন হইবে। এইরূপে ব্যবহাবিকতঃ ধর্ম ও ধর্মী ব ভেদ আছে। আব, এক পৰিণামী ধর্মসকলই যখন অস্ত্র ধর্মের ধর্মী, তখন ধর্মীও পৰিণামী হইবে, তাহাব কোট্যেব সম্ভাবনা নাই।

অতএব বোধেব আপত্তি টিকিল না। পূর্বেই বলা হইবাছে ব্যবহাবিকতঃ ধর্ম-ধর্মী ব ভেদ, কিন্তু মূলতঃ অভেদ। স্মৃতিবাং সাংখ্য একান্ত ভেদবাদী অথবা একান্ত অভেদবাদী নহেন। বৌদ্ধ ব্যবহাবেই ধর্ম-ধর্মী ব অভেদ ধবিবা অন্ত্যায় শূন্তবাদ স্থাপন কবিবাব চেষ্টা কবেন। উপাদানকাবণ বৌদ্ধমতে স্পষ্টতঃ স্বীকৃত হয় না, তাহাদেব সমস্ত কাবণই প্রত্যয় বা নিমিত্ত। তাহা বা একেবারেই সমস্ত জগৎকে রূপধর্ম, বেদনাদর্ম, সংজ্ঞাদর্ম, সংস্কারধর্ম ও বিজ্ঞানধর্ম এই ধর্মসকলে (সমূহে) বিভাগ কবেন, সমস্তই যখন ধর্ম, তখন আব ধর্মী কি হইবে? অতএব ধর্মের মূল শূন্ত বা অভাব। রূপেব মূল শূন্ত, বেদনাদি প্রত্যেকের মূলই শূন্ত, ইহা বৌদ্ধ মর্শে 'শূন্ততাবাব' বলিবা ব্যাখ্যাত হয়। তাহাদেব (ধর্মদেব) মধ্যে কোনটা কাহাবও প্রত্যয়, কোনটা প্রভীতা।

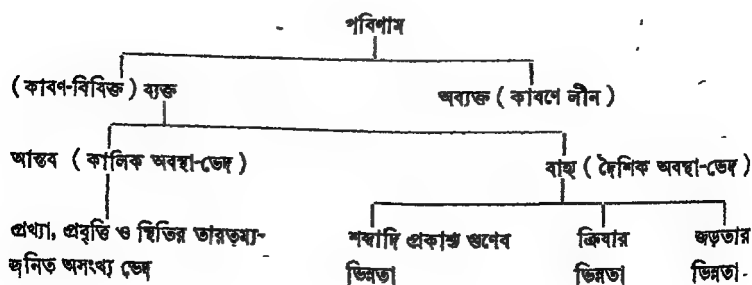
বস্তুতঃ ঐ দৃষ্টি ঠিক নহে। শুধু হেতু হইতে কিছু হয় না, উপাদানও চাই। যে ধর্ম বহু কার্শেব মধ্যে এক, তাহাই উপাদান। এইরূপে দেখা যায় রূপধর্মসকলেব উপাদান ভূতাদি নামক অস্মিতা। বেদনাদিও উপাদান তৈজস অস্মিতা, অস্মিতাব উপাদান বুদ্ধিসত্ত্ব, বুদ্ধিব উপাদান প্রধান। প্রধান অমূল ভাব পরার্থ। ভাব-উপাদান হইতেই ভাব হয়, তাই মূল ভাব প্রধান হইতেই সমস্ত ভাব হইতে পারে।



বোধেব এই ধর্মবৃত্তি হইতে ধর্মের নিরোধ বা নির্বাণ যুক্তিভূত সিদ্ধ হইবে না। প্রথমতঃই আপত্তি হইবে, যদি ধর্মসম্ভাবন স্বভাবতঃ চলিতেছে, তবে তাহাব নিরোধ হইবে কিরূপে? তদুত্তরে বোধ বলিবেন, ধর্মসম্ভাবনাব তিতব প্রত্যয় ও প্রতীত্য দেখা যায়, অহেতুতে কিছু হইবে না। হেতুকে নিবোধ করিলে প্রতীত্যও (হেতুপন্ন পদার্থও) নিরুদ্ধ হয়। প্রতীত্য-সমুৎপাদে চক্রাকায়ে সেই হেতু-প্রতীত্য-শৃঙ্খল দেখান হয়। তাহা বধা . অবিজ্ঞা হইতে সংস্কার, সংস্কার হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে নামরূপ, নামরূপ হইতে বভাষতন (নামরূপ—নাম অর্থে শব্দ দ্বিবা মানস জ্ঞান, রূপ অর্থে বাহ্যজ্ঞান। বভাষতন = ৫ ইন্দ্রিয় ও মন), তাহা হইতে স্পর্শ (বাহিবেব ইন্দ্রিযেব জ্ঞান), তাহা হইতে বেদনা, তাহা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে উপাধান, তাহা হইতে ভব, ভব হইতে জাতি, জাতি হইতে ছুখাদি। অবিজ্ঞা নিরুদ্ধ হইলে অল্পলোমকমে সংস্কারনিবোধে বিজ্ঞান নিরুদ্ধ হয়, ইত্যাদি। বোধ বলেন, যখন দেখা যায় এইরূপে সমস্ত নিরুদ্ধ হয়, তখন মূল শূন্য। ইহাতে কিছুই যুক্তি নাই। যদি অবিজ্ঞা অমনি অমনি নিশ্চিন্তায়ে নিরুদ্ধ হইত, তবে উহা সত্য হইত। কিন্তু অবিজ্ঞানিবোধেব প্রত্যয় চাই। বিজ্ঞাই সেই প্রত্যয়। অতএব অবিজ্ঞাব সম্ভাবন নিরুদ্ধ হইলে বিজ্ঞাসম্ভাবন থাকিবে, ইহাই যুক্তিযুক্ত মত। এক প্রকার বোধ (তত্ত্বসম্ভাবনাবাদী) আছেন, তাহারা ভাব-স্বরূপ নির্বাণ স্বীকার করেন। শূন্যবাদী বর্ণক সর্বথা অমুক্ত।

জল হইতে বাষ্প হয়, বাষ্প হইতে মেঘ হয়, মেঘ হইতে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি হইতে পুনঃ জল ইত্যাদি কার্যকারণ-পৰস্পরা দেখিবা যদি বলা যায় যে, জল না থাকিলে বাষ্প থাকিবে না, বাষ্প না থাকিলে মেঘ থাকিবে না, মেঘ না থাকিলে বৃষ্টি হইবে না, বৃষ্টি না হইলে জল হইবে না, অতএব জলের মূল শূন্য, ইহাও যেমন অসম্ভব, উপবি উক্ত শূন্যবাদও সেইরূপ। আবার বোধবা নির্বাণকেও ধর্ম বলেন, অতএব ‘শূন্য’ ধর্মবিশেষ, অভাব নহে। সূত্রবাং পবিত্রমান ধর্মকর্ত্তেব মূলও ‘অভাব’ নহে। অথবা ধর্মমূলকে অমূল বলিলে ‘তাহাদেব অভাব হইবে’ এইরূপ মত স্বীকার নহে।

সেই অমূল ‘ধর্ম’ বা মূল ‘ধর্মী’কে সাংখ্য জিগ্মশ বলেন, তাহা বিকাবলীল কিছু নিত্য। ব্যক্তাবস্থায় তাহাব উপলব্ধি হয়। তাহা সদাই নং, তাহাকে অভাব বলিলে নিতান্ত অযুক্ত চিন্তা করা হয়। ভাস্কর্য্যক যুক্তি ও উদাহরণেব দ্বাৰা তাহা দেখাইয়াছেন। ত্রৈলোক্য বা ব্যক্ত বিশ্ব বিজয়মাণ হইবা (যথাযথরূপে বিলোমকমে) অব্যক্ততা প্রাপ্ত হয়। অব্যক্ততা বা কাবণে লীনভাব একরূপ বিকাবাব অবস্থা, ব্যক্ততাও একরূপ বিকাবাব অবস্থা। ব্যক্ততা ও অব্যক্ততারূপ বিকাবাব মৌলিক বিভাগ বধা—



ফলে, অব্যক্ত ভাবেও বিশ্ব থাকে, তাই মাংসে অত্যন্তনাশ স্বীকৃত হয় না। অব্যক্তভাবে সৌন্দর্য্যেহু কিছুব উপলব্ধি হয় না। সৌন্দর্য্য অর্থে সংসর্গ বা কাবশেব সহিত অবিবিক্ত (হৃৎরাং হর্শনের অযোগ্য) হইবা থাক। যেমন, ঘটেব অবশব পিণ্ডে সম্প্রস্কিত হইবা থাকে তাই লক্ষ্য হয় না, কিন্তু বিশেষ হেতুব দ্বাৰা সেই অবশব যথা স্থানে স্থাপিত হইলেই বট ব্যক্ত হয়, সেইরূপ। অথবা যেমন এক ঋণ মাংস মুক্তিকাদিতে পবিণত হইলে অলক্ষ্য হয়, ব্যুদ্ভাদিও সেইরূপ ত্রিগুণে নীন হয়। মুক্তিকায় পবিণত হইলে মাংসেব যেমন প্রাতিষিক পবিণাম থাকে না, কিন্তু মুক্তিকাব পবিণাম থাকে, ব্যুদ্ভাদিব লবে সেইরূপ বুদ্ধি-পবিণাম আদি থাকে না, কিন্তু গুণ-পবিণাম বা শক্তিকৃত পবিণাম মাজ থাকে (৪।৩০ [৩] উভ্য)।

বৌদ্ধদেব ধর্ম্মবাহ-ব্যতীর্থে আর্দ্রদর্শনে কার্যকাবগভাবেব তত্ত্ব বুঝাইবাব দ্বন্দ্ব তিনটি প্রধান বাদ আছে, যথা : (ক) আবজ্ঞবাহ (খ) বিবর্তবাহ ও (গ) লংকারবাহ বা পবিণামবাহ। তাকিকেবা আবজ্ঞবাহী, মায়াবাহীবা বিবর্তবাহী এবং মাংখ্যাদি অপব সমস্ত দার্শনিকেবা পবিণামবাহী। একতাল মুক্তিকা হইতে এক ইটক হইল, তাহাতে আবজ্ঞবাহীবা বলিবেন—ইটক পূর্বে অসং ছিল, বর্তমানে সং হইল, পবেও (নাশে) অসং হইবে। কেবল শব্দময় বাগদত্বব দ্বাৰা ইহাবা এই বাদ স্থাপন কবাব চেষ্টা কবেন। পবিণামবাহীবা বলিবেন—মুক্তিকাই পবিণত হইবা বা ভিন্ন আকাব ধাবণ কবিয়া ইটক হইল, পিত্তাকাব মুক্তিকাও সং, ইটও সং। আবজ্ঞবাহীবা বলিবেন—পূর্বে যখন ইট দেখিতেছিলাম না, পবে দেখিব না, তখন ঐ পূর্ব ও পব অবস্থা অসং। পবিণাবাহীবা তদুত্তবে বলিবেন—যখন পূর্বেও মাটি দেখিতেছিলাম, এখনও দেখিতেছি, পবেও দেখিব তখন ভেদ কেবল আকাবেব কিন্তু মাটিব গুণন, আকাবধাবণযোগ্যতা প্রভৃতি ববাববই সং। এই কথা যে সত্য তদ্বিবয়ে অস্বীকাব কবাব উপাব নাই। আবজ্ঞবাহীবা বলিতে পাবেন—আমাদেব কথাও সত্য। উভয় কথাই যদি সত্য হয় তবে ভেদ কোথাব ? ভেদ কেবল ‘সং’ শব্দেব অর্থেব মাজ।

তাকিকেবা না-দেখাকেই বা কাল্পনিক গুণাভাবকেই ‘অসং’ বলিতেছেন, যথা—“দর্শনা-দর্শনাধীনে সদগণে হি বন্ধনঃ। দৃষ্টতাদর্শনাগন্তেন চক্রে বৃহত্ত নাতিতা।” অর্থাৎ বন্ধব সত্তা ও অগন্তা ইহাবা দেখা ও না-দেখা এই দুইয়েব অধীন। দৃষ্ট বৃহত্ত না-দেখাতে কুলাল চক্রে বৃহত্তেব নাতিতা-জ্ঞান হয় (ভায়মজবীতে জয়ন্ত ভট্ট। আঃ ৮)। কিন্তু তাহা অসং শব্দেব অর্থ নহে। এক ব্যক্তি একস্থানে দৃষ্ট ছিল, স্থানান্তবে যাওয়াতে কি তাহাকে অসং বা নাই বলিবে ? কখনই না। তেমনি মাটিব অবশববেব স্থানান্তবতাই ইট, কিছুব অভাব ইট নহে। এ বিববে সন্ম্যক্ সত্য বলিলে বলিতে হইবে মাটিব পূর্বরূপ হস্ততাহেতু অগোচব হইবাছে, অসং হয় নাই। পবিণামবাহীবা তাহাই বলেন।

বিবর্তবাহীবা (এক মাধ্যমিক বৌদ্ধেবা) অনির্বাচ্যবাহী। তাহাবা বলেন, মাটিটাই সত্য, আব ইট-বটাদি সৃৎবিকাব অসত্য। এ স্থলে অসত্য শব্দেব অর্থেব উপব এই বাদ নির্ভব কবিতোছে। ইহাবা অসত্য বা মিথ্যাব এইরূপ নির্ভচন কবেন—যাহাকে আছেও বলিতে পাবি না এবং নাইও বলিতে পাবি না, তাহাই মিথ্যা (ভায়তী)। যেমন, বজ্জুতে সর্পভ্রান্তি হইলে তখন সর্পজ্ঞান হইতেছে বলিয়া তাহাকে একেবাবে অসং বলিতে পাবি না, আবাব সংও বলিতে পাবি না, এইরূপে ‘সদসম্ভ্যামনির্বাচ্য’ পদার্থকেই মিথ্যা বলি।

এইরূপ মিথ্যাব লক্ষণে তাহাবা বলেন, যাহা বিকাব তাহা মিথ্যা, আব যাহাব বিকাব তাহা

সত্য। সত্য অর্থে অগত্যা মিথ্যাবিশিষ্ট বা যাহাকে একান্তপক্ষে ‘আছে’ বলিতে পারি তাহাই হইবে। যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, ‘বিকার যে হয়, তাহা সত্য কি মিথ্যা?’ অবশ্য, বলিতে হইবে উহা সত্য, নচেৎ মিথ্যাবলম্বই মিথ্যা হইবে। অতএব বলিতে হইবে মাটি ইট হইলে বিকার নামক এক সত্য ঘটনা ঘটে।

এক্ষণে এই বাঁধীবা বলিতে পারেন, ‘মাটিই সত্য ইট মিথ্যা’ এই কথাও কতক সত্য। অস্ত্রবাঁধীবা বলিবেন যে, মাটির তালের বিকার ঘটিয়া যে ইটের পরিণাম হইয়াছে, তাহাও সত্য সত্য। অতএব সম্যক সত্য বলিতে হইলে বলিতে হইবে যে, ইট—বিকৃত মাটি। বিকার অর্থে বিকৃত দ্রব্যও হয় এবং বিকাররূপ ঘটনাও হয়। বিকৃত দ্রব্যকে মাটি বলিতে পারি কিন্তু বিকাররূপ ঘটনা যে হয় না তাহা বলিতে পারি না এবং তাদৃশ বস্তু বা ঘটনার ফল যে বস্তু নহে তাহাও বলিতে পারি না। পরিণামবাঁধীবা তাহাই বলেন। সং অর্থে ‘আছে’, অসং অর্থে ‘নাই’। ‘ইহা আছে কি নাই’ এইরূপ প্রশ্ন হইলে যদি তাহা অনিবার্য বলা যায় তবে তাহাব অর্থ হইবে যে, ‘আছে কি না তাহা জানি না’। এইরূপ বিবর্তবাঁধীদের অজ্ঞেয়বাদী বলা হয়। উহাব দ্বারা সিদ্ধান্তও সেইরূপ দর্শন নহে কিন্তু অদর্শন। ইহাও সং শব্দের অর্থ সত্য, বর্তমান ও নিবিকার এই তিন প্রকার করেন এবং নির্বিশেষে উহা ব্যবহার কবাস্তে স্তাবদ্বায়ে পতিত হন।

আবর্তবাদী ও বিবর্তবাদীদের দ্ব্যর্থক শব্দ ব্যবহার, বৈকল্পিক শব্দকে বাস্তবব্যবহার, সংকীর্ণ লক্ষণ প্রভৃতি স্তাবদ্বায়ে কবিত হইয়া উহা অধিকাংশ দার্শনিকের দ্বারা গৃহীত হয় না কিন্তু পরিণামবাদী গৃহীত হয়। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানজগতেও পরিণামবাদীই সম্যক গৃহীত হয়।

সং ও অসং শব্দের প্রকৃত অর্থ ‘আছে’ ও ‘নাই’। সাংখ্য তাহাই গ্রহণ করেন। বৌদ্ধেরা বলেন, “সং সৎ তৎসর্বমনিত্যং যথা ঘটাদিঃ” (দ্ব্যর্থকীতি)। রসকীতি বলেন, “সং সৎ তৎ সর্গিকং যথা ঘটাদিঃ”—ইহাতে সত্যের উচ্চ (implied) অর্থ ‘অনিত্য’ বা বিকারশীল, আব অসত্যের অর্থ তাহার বিশিষ্ট।

মায়াবাদীরা সত্যের অর্থ ‘নিবিকার’ ও ‘সত্য’ করেন, অসং তাহাব বিশিষ্ট। তাত্ত্বিকদের সং কেবল গোচরমাত্র, অসং অর্থে অগোচর। ‘সং’ শব্দের এই সত্য অর্থভেদেই ভিন্ন ভিন্ন বাদ সৃষ্ট হইয়াছে। সাংখ্যমতে—“নাহিসত্যো বিজ্ঞতে ভাবো নাহিভাবো বিজ্ঞতে সত্যঃ” (গীতা)।

বৌদ্ধেরা সং শব্দের অর্থ অনিত্য, বিকারী বা কথিত করেন এবং তাহাতে নিত্য নিবিকার নির্বাণকে তাঁহারা অসং, অভাব ও শূন্য বলেন। এইরূপ, অর্থাৎ সং যদি অনিত্য হয় তবে অসং নিত্য হইবে ইত্যাকার বিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞাকে সত্য মনে করা সঙ্গত নহে। সাংখ্যেরা বলেন, সং পদার্থ দ্বিবিধ—নিত্য ও অনিত্য, কারণ, সং শব্দের প্রকৃত অর্থ ‘আছে’। নিত্য ও অনিত্য দ্বিবিধ পদার্থই ‘আছে’ সেইজন্য তাহারা সং। মায়াবাদীরা নিবিকার সত্যকেই সং বলেন, বিকারীকে ‘সং কি অসং তাহা জানি না’ বা অনিবার্য বলেন। এইরূপ অর্থভেদেই ঐসব দৃষ্টিভেদের মূল এবং উহাবই দ্বারা সাংখ্যীয় সহজপ্রজ্ঞামূলক স্তাব্য দৃষ্টি হইতে বৌদ্ধদিগের আপনাদের পৃথক কথিত থাকেন। কিন্তু তাহা সব শব্দসম বাগাভব মাত্র। উদাহরণ যথা : পরিণামবাদীরা বলেন, ‘কেনাঅন্য যথাইভেদঃ কুণ্ডলাস্ত্রাঅন্য ভিদ্দা’ অর্থাৎ কুণ্ডল-বলয়াদি দ্রব্য স্বরূপ কাশে অভিন্ন, আব কার্যরূপে ভিন্ন। ইহাতে (মাধ্যমিক বোধ ও) বিবর্তবাদী আপত্তি করেন যে, ভেদ ও অভেদ বিরুদ্ধ পদার্থ, উহা একই কুণ্ডল আদিতে কিরূপে মহাবহান কবিবে, ইত্যাদি। ভেদ ও অভেদ ‘পদার্থ’ হইতে

পাবে কিন্তু 'দ্রব্য' নহে। বস্তুতঃ কুণ্ডলাদিব স্ববর্ণে একই কিন্তু আকাৰে ভিন্ন। গোল ও চতুষ্কোণ দুই আকাৰ যে একই ভাবে এককণে ব্যক্ত থাকে তাহা পৰিণামবাদীরা বলেন না। আকাৰ কেবল অবস্থাবৎ অবস্থানভেদমাত্র, উহা কিছু নূতন দ্রব্যেব উৎপত্তি নহে। ফলতঃ এখানে পৰিণামবাদীম্বৰ 'আকাৰভেদ' শব্দকে ভাঙ্গিয়া শুধু ভেদ ও অভেদ শব্দ স্থাপনপূৰ্বক ভেদ ও অভেদেব মহাবস্থান নাই এইরূপ ভাষাভাষন সৃষ্টি কৰা হয় মাত্র।

১৩। (৭) লক্ষণ-পৰিণাম নহে এই আপত্তি হয়, বলা : যদি বৰ্তমান লক্ষণ অতীতানাগত হইতে বিযুক্ত নহে বল, তবে তিন লক্ষণই একই আছে। তাহা হইলে বৰ্তমান, অতীত ও অনাগত পৰস্পৰ সংকীৰ্ণ হইবে অৰ্থাৎ অসমসকল-মোহ হইবে। এ আপত্তি নিস্কাৰ। বস্তুতঃ অতীত ও অনাগত কাল অবৰ্তমান পৰ্য্যন্ত স্তব্ধতা কালনিক পৰ্য্যন্ত। সেই কালনিক কালেব সহিত কল্পনা-পূৰ্বক সম্বন্ধস্থাপন কৰাই অতীত ও অনাগত অম্বা। বৰ্তমানতাব ঘাৰাই সেই সম্বন্ধেব অবগম হয়, যেমন, এই ঘট ছিল ও থাকিবে। বৰ্তমান বা অল্পভাষণ শব্দ হইতে ঐ কালিক সম্বন্ধ স্থাপন কৰিবাঃ পৰ্য্যন্তেব কথঞ্চিৎ ভেদ আমবা বুঝি। তাই বলা হয় অম্বাসকল পৰস্পৰ বিযুক্ত, নচেৎ একই ব্যক্তিতে (সাক্ষাৎ অল্পভূষমান দ্রব্যে) তিন অম্বা আছে এইরূপ বলা ভ্রান্তি। বাহা অবৰ্তমান তাহাই অতীত ও অনাগত কাল, তাহায়েবও বৰ্তমান বৰিবা ঐ আপত্তি উপাশিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে সেই কালনিক কালেব সহিত 'সম্বন্ধ-স্থাপনই' (মনোভূতিমাত্র) আছে। অতীতানাগতেব সত্তা অস্তম্বেয়, তাহাব সহিত বৰ্তমান প্রত্যক্ষ সত্তাব সাক্ষৰ হইতে পাবে না। 'অতীত ও অনাগত দ্রব্য আছে', এইরূপ বলিলে বুঝা বাহাকে আমবা কালনিক অতীত ও অনাগত কালেব সহিত সম্বন্ধ কৰিবা 'নাই' এইরূপ মনে কৰি, তাহাও বস্তুতঃ সম্বন্ধেব বৰ্তমান দ্রব্য।

বাহা গোচৰীভূত অবস্থা তাহাই ব্যক্ততা, তাহাকেই আমবা বৰ্তমানলক্ষণে লক্ষিত কৰি। বাহা অব্যক্ত বা হ্রস্ব বা সাক্ষাৎ জ্ঞানেব অযোগ্য তাহাকেই অতীতানাগত (ছিল বা হইবে) লক্ষণে ব্যবহার কৰি। অতএব একই ব্যক্তিতে তিন লক্ষণেব আবেশ কৰাব সম্ভাবনা নাই। এমন আবেশ কে আছে যে, বলা 'ছিল, আছে ও থাকিবে' এই তিন ভেদ কৰিবা পুনঃ তাহায়েব এক বলিবে। ধৰ্ম ব্যক্ত না হইলেও যে তাহা থাকে, ভাস্কৰ্য্য তাহা দেখাইয়াছেন। ক্ৰোধকালে চিত্ত ক্ৰোধ-ধৰ্মক হইলেও তাহাতে তখন যে বাগ নাই, এইরূপ কেহ বলিতে পাবে না, কণকাল পবেই আৰাব তাহাতে বাগধৰ্ম আবির্ভূত হইতে পাবে।

পঞ্চশিখাচার্যেব বচনেব অৰ্থ, বলা : ধৰ্ম, জ্ঞান, বৈবাগ্য, ঐশ্বৰ্য, অধৰ্ম, অজ্ঞান, অৰ্ধব্যাগ্য ও অনৈশ্বৰ্য (যে ইচ্ছাব সৰ্বতঃ ব্যাঘাত হয়, এইরূপ ইচ্ছাশক্তি) এই ষট পদার্থ বুঝিব রূপ; আৰ স্বৰ্ঘ, দুঃখ ও মোহ বুঝিব বৃত্তি বা অবস্থা। (এই বাক্য ২।১৫ সূত্রেব ব্যাখ্যান বিবৃত হইয়াছে)।

১৩। (৮) ভাস্কৰ্য্য এখানে অবস্থা-পৰিণাম ব্যাখ্যা কৰিয়া, তাহাতে অপবে যে মোহ দেন তাহা নিবাকরণ কৰিতেছেন। দুখক বলেন, 'যখন ধৰ্ম-ধৰ্মী জিকালেই থাকে, তখন ধৰ্ম, ধৰ্মী, লক্ষণ ও অবস্থা সবই তোমায়েব চিহ্নিতক্ৰিয় সত কূটস্থ'। অৰ্থাৎ বাহাকে পুৰাভিন অবস্থা বল তাহা সম্বন্ধেব আছে ও থাকিবে, আৰ নূতনও সেইরূপে ছিল ও থাকিবে। বাহা জিকালহাবী তাহাই কূটস্থ নিত্য অতএব অবস্থাও কূটস্থ নিত্য।

\* 'আমাৰ (মৃত) পিতা ছিলেন' এখানে অবৰ্তমান পৰ্য্যন্তেব সহিত অতীত অবস্থাব সম্বোধন হইল, এইরূপ শব্দ হইতে পাবে। তাহা ঠিক নহে, কারণ, সেখানেও অল্পভূষমান (বৰ্তমান) স্মৃতিব সহিত অতীত অম্বাব যোগ হয়।

ইহাব উত্তর যথা . নিত্য হইলেই তাহা কূটস্থ হব না, বাহ্য অপবিণামী নিত্য তাহাই কূটস্থ। বিকাবশীল জগৎকে উপাদান-কাবণ অবশ্য বিকাবশীল হইবে, তাই স্বভাবতঃ বিকাবশীল এক প্রধান নামক কাবণ প্রদর্শিত হব। প্রধান নিত্য হইলেও বিকাবশীল, সেই বিকাব-অবস্থাই ধর্ম বা বুদ্ধ্যাদি ব্যক্তি। সেই ধর্মসকলের বিমর্দ বা নমোদধরূপ অকোটস্থ্য দেখিষাই মূল কাবণকে পবিণামিনিত্য বলা যায়।

বিমর্দ-বৈচিত্র্য শব্দের অর্থ দুই প্রকাব হইতে পারে। ভিক্ষুব মতে বিমর্দ বা বিনাশরূপ বৈচিত্র্য বা কোটস্থ্য হইতে বিলক্ষণতা। অস্ত্র অর্থ—বিমর্দ বা পবম্পবেব অভিভাব্য-অভিভাবকত্বজনিত বৈচিত্র্য বা নানাং। স্তম্ভি-নিত্যত্ব ও স্তম্ভ-বিকাবকে ভাস্কর্যকাব ভাস্কিক ও লৌকিক উদাহরণেব দ্বাৰা দেখাইয়াছেন। মূল প্রকৃতিই নিত্য, অস্ত্র প্রকৃতিগণ বিকৃতি অপেক্ষা নিত্য, যেমন, ঘটস্থ-পিণ্ডস্থ আদি অপেক্ষা মৃত্তিকাত্ব নিত্য, সেইরূপ।

১০।(২) পবিণামেব লক্ষণকে স্পষ্ট কবিষা ভাস্কর্যকাব উপসংহাৰ কবিষাছেন, ধর্মীৰ অবস্থানভেদই পবিণাম। অর্থাৎ অবস্থিত ত্র্যেব পূর্ব ধর্ম না দেখিলে কিন্তু অস্ত্র ধর্ম দেখিলে তাহাকে পবিণাম বলি। (ত্র্য শব্দের বিবৰণ ৩৪৪ সূত্রেব ভাস্ক্রে দ্রষ্টব্য)।

অবস্থানভেদই পবিণাম। এখানে অবস্থানভেদ অর্থে প্রাণ্ডক্ত অবস্থা-পবিণাম নহে বুঝিতে হইবে। বাহ্য ত্র্যেব অবয়বসকলের যদি দৈনিক অবস্থানভেদ হব, তবেই তাহাকে পবিণাম বলি। শব্দাদি স্তম্ভ অবয়বেব কল্পন, কল্পন অর্থে দেশান্তর-পতিবিশেষ। কল্পনেব ভেদে শব্দাদিব ভেদ, স্তম্ভবাং শব্দরূপাদি ধর্মেব অস্ত্রত্বাৎ দেশান্তরিক অবস্থানভেদ হইল। বাহ্য ত্র্যেব ক্রিষা-পবিণাম স্পষ্ট দেশান্তরিক অবস্থানভেদ। কঠিনতা-কোমলতাাদি জডতাব পবিণামও অবয়বেব দেশান্তরিক অবস্থানভেদ। কঠিন লৌহ তাপযোগে কোমল হব, ইহার অর্থ—তাপ নামক ক্রিষাব দ্বাৰা তাহাব অবয়বেব অবস্থানভেদ হব।

প্রাণ্ডক্তবিক ত্র্যেব পবিণামও সেইরূপ কালিক অবস্থানভেদ। মনোবৃত্তিসকল দৈনিক-সজাহীন, কালব্যাপী পদার্থ। তাহায়েব পবিণাম কেবল কালিক নমোদধরূপ অর্থাৎ এককালে এক বৃত্তি, অতকালে আৰ এক বৃত্তি এইরূপ অস্ত্রধাভাব-স্বরূপ। অতএব দৈনিক বা কালিক অবস্থানভেদই পবিণাম।

ভাষ্যম্। তত্র—

শাস্তোদিভাব্যপদেশ্যধর্মাত্মপাতী ধর্মী ॥ ১৪ ॥

যোগ্যতাবচ্ছিন্না ধর্মিণঃ শক্তিবৈব ধর্মঃ। স চ ফলপ্রসবভেদানুমিতসম্ভাব একস্তা-  
ইত্যোহন্যস্ত পবিদৃষ্টে। তত্র বর্তমানঃ স্বব্যাপাবমমুভবনু ধর্মো ধর্মাস্তবেভ্যঃ শাস্তোভ্যশ্চা-  
ব্যাপদেশেভ্যশ্চ ভিজ্ঞতে, যদা তু সামাঞ্জেন সমধাপতো ভবতি তদা ধর্মিস্বকপমাত্রহাৎ  
কোহসৌ কেন ভিজ্ঞত। তত্র ত্রয়ঃ খলু ধর্মিণো ধর্মীঃ শাস্তা উদিতা অব্যাপদেশ্যশ্চেতি,

তত্র শাস্তা যে কৃষা ব্যাপারানুপরতাঃ, সব্যাপারা উদিতাঃ, তে চানাগতস্ত লক্ষণস্ত  
সমনস্তরাঃ, বর্তমানস্থানস্তবা অতীতাঃ। কিমর্থমতীতস্থানস্তরা ন ভবন্তি বর্তমানাঃ,  
পূর্ব পশ্চিমতয়া অতীবাৎ। যথাইনাগতবর্তমানয়োঃ পূর্ব-পশ্চিমতা নৈবমতীতস্ত,  
তস্মান্নাতীতস্তান্তি সমনস্তরাঃ, তদনাগত এব সমনস্তরো ভবতি বর্তমানস্তেতি।

অথাব্যপদেশ্যাঃ কে ? সর্বং সর্বাশ্রকমিতি। যত্রোক্তং “জলভূম্যোঃ পারিণামিকং  
ব্রসাদিবৈশ্বরূপ্যং স্বাবরেষু দৃষ্টং তথা স্বাবরাণাং জলমেযু জলমানাং স্বাবরেষু” ইতি,  
এবং জাত্যভুচ্ছেদেন সর্বং সর্বাশ্রকমিতি। দেশকালাকারনিমিত্তাইপবদ্ধান্ বসু সমান-  
কালমাখ্যনামভিব্যক্তিবিত্তি। য এতেষ্যভিব্যক্তানভিব্যক্তেযু ধর্মেষুপাতী সামান্ত-  
বিশেষায়া সৌধরী ধর্মী।

যস্ত তু ধর্মমাত্রমেবেদং নিববৎ তস্ত ভোগাভাবঃ, কস্মাৎ, অস্তেন বিজ্ঞানেন  
কৃতস্ত কর্মণেইজ্ঞং কথং ভোক্তৃশ্চেনাধিক্রিয়েত ; তৎস্বত্যাভাবশ্চ, নাস্তদৃষ্টস্ত স্মরণমশ্র-  
তাস্তীতি। বস্তুপ্রত্যভিজ্ঞানান্ন স্থিতোইধর্মী ধর্মী যো ধর্মাত্মধর্মভূপগতঃ প্রত্যভি-  
জ্ঞায়েত। তস্মান্নেদং ধর্মমাত্রং নিববন্ম ইতি ॥ ১৪ ॥

#### ভাস্তানুবাদ—তন্মধ্যে—

১৪। শাস্ত বা অতীত, উদিত ও অব্যপদেশ (শক্তিরূপে হিত) এই ত্রিবিধ ধর্মসকলের  
অল্পপাতী প্রত্যেক ধর্মী বলে ॥ ২

ধর্মীং যোগ্যতাবিশিষ্টে (যোগ্যতার দ্বাৰা বিশেষিত) শক্তিই ধর্ম (১)। এই ধর্মের সত্তা কল-  
প্রসবভেদে হইতে (ভিন্ন ভিন্ন কার্যজনন হইতে) অহ্মিত হব। কিন্তু এক ধর্মী অনেক ধর্ম দেখা  
যাব। তাহাব মধ্যে (ধর্মের মধ্যে) ব্যাপারাক্ষত্বহেতু বর্তমান ধর্ম, অতীত ও অব্যপদেশ এই  
ধর্মাস্তব হইতে ভিন্ন। কিন্তু যখন ধর্ম (শাস্ত ও অব্যপদেশ) অবিশিষ্টভাবে ধর্মীতে অন্তর্হিত থাকে,  
তখন ধর্মস্বরূপমাত্র হইতে সেই ধর্ম কিরূপে ভিন্নভাবে উপলব্ধ হইবে? ধর্মীং ধর্ম ত্রিবিধ—শাস্ত,  
উদিত ও অব্যপদেশ। তাহাব মধ্যে বাহাবা ব্যাপাব কবিয়া উপবত হইবাছে, তাহাবা শাস্ত ধর্ম।  
ব্যাপাবযুক্ত ধর্ম উদিত, তাহাবা অনাগত লক্ষণেব সমনস্তবত্বত (অব্যবহিত পরবর্তী)। অতীত  
ধর্মসকল বর্তমানের সমনস্তবত্বত। কি কাৰণে বর্তমান ধর্মসকল অতীতেব পরবর্তী হয় না?  
তাহাদেব (অতীতেব ও বর্তমানের) পূর্বপবতাব অভাবহেতু। যেমন, অনাগত ও বর্তমানের  
পূর্বপবতা আছে, অতীত ও বর্তমানের সেইরূপ নাই (অর্থাৎ অনাগতই আগামী এবং বর্তমান  
তাহাব পশ্চাদ্বর্তী, কিন্তু অতীতেব পশ্চাদ্বর্তী বর্তমান—এইরূপ সম্বন্ধ নাই)। সেই কাৰণে  
অতীতেব (পশ্চাতে) অনন্তর আর কিছু নাই। (আব) অনাগতই বর্তমানের পূর্ব।

অব্যপদেশ ধর্ম কি?—সর্ববস্ত সর্বাশ্রক। এ বিষয়ে উক্ত হইবাছে, “জল ও ভূমি পবিণামরূপ  
বসাদি-বৈশ্বরূপ্য (অসংখ্য প্রকাব ভেদ) ব্রহ্মদি উদ্ভিদে দৃষ্ট হব। সেইরূপ ব্রহ্মদিব অসংখ্য প্রকাব  
পাবিণামিক ভেদ উদ্ভিদভোত্রী জন্তুসকলে দৃষ্ট হয়। জন্তুসকলেবও স্বাববপবিণাম দৃষ্ট হব” (২)।  
এইরূপে জাতির অহচ্ছেদহেতু (অর্থাৎ জল-ভূমি-ব্রহ্ম-জাতিব সর্বত্র প্রত্যভিজ্ঞান হব বলিয়া) সর্ব  
বস্ত সর্বাশ্রক। দেশ, কাল, আকাব ও নিমিত্তেব অপবদ্ব বা অভাব হইলে (এই চারির দ্বারা

নিয়মিত) ভাব বা বস্তুসকলের সমান কালে অভিব্যক্তি হয় না। বাহ্য এই সকল অভিব্যক্তি ও অনভিব্যক্তি ধর্মের অল্পপাতী সামান্তবিশেষাব্যক্ত (শান্ত ও অব্যাপদেশ = সামান্ত, উদিত = বিশেষ) সেই অহরী দ্রব্যই ধর্মী (৩)।

বাহ্যদের মতে এই চিত্ত কেবল ধর্মমাত্র ও নিবন্ধ (অর্থাৎ বহু ধর্মের মধ্যে এক চিত্তরূপ দ্রব্য সামান্তরূপে অহরী নহে) তাহাদের মতে ভোগ সিদ্ধ হয় না; কেননা, অল্প এক বিজ্ঞানের দ্বারা কৃত কর্মকে অল্প এক বিজ্ঞান কিরূপে ভোক্তাভাবে অধিকার করিবে? আত্ম, সেই কর্মের স্বভাবও অভাব হয়; যেহেতু এদের দৃষ্ট বিষয় অল্পের স্বরূপ হইতে পারে না এবং প্রত্যভিজ্ঞানহেতু (‘এই সেই’ বা ‘দ্বিত্বিকাপিণ্ডই যট হইবাছে’, এইরূপ অল্পভব হয় বলিয়া) অহরী ধর্মী বিদ্যমান আছে, আত্ম তাহা ধর্মীত্বাধি প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যভিজ্ঞাত হয় (‘এই সেই বস্তু’ বলিয়া অল্পভূত হয়)। সেই কাবশে ইহা (জগৎ) ধর্মমাত্র ও নিবন্ধ (ধর্মিশূন্য) নহে।

টীকা। ১৪।(১) যোগ্যতা অর্থাৎ ক্রিয়াদি বা কোন এক প্রকারে বোধ্য হইবার যে যোগ্যতা। অগ্নি বাহ্যযোগ্যতা আছে, বাহ্য জানিবা অগ্নি বাহ্যিক শক্তির জ্ঞান হয়। বাহ্যিক শক্তিকে অগ্নি ধর্ম বলা বাব। এই শক্তি বাহ্যক্রিয়ায় হেতু। বাহ্যিক শক্তি বাহ্যক্রিয়ায় বাহ্য অবস্থি বা বিশেষিত হয়। দহন হইল যোগ্যতা, আত্ম দহনকারিণী (দহনের দ্বারা বিশেষিত) শক্তিই অগ্নি এক ধর্ম।

ফলতঃ পদার্থের বৃত্ত ভাবই ধর্ম অর্থাৎ আমবা বাহ্য বাহ্য জানি, তাহাই- তাহা ধর্ম। ধর্ম বাস্তব এবং বৈকল্পিক বা বাস্তবমাত্র, এই দ্বিবিধ হয়। বাহ্য বাস্তব সাহায্য না হইলেও বোধগম্য হয়, তাহা বাস্তব। বাস্তব ধর্ম আবার স্বার্থ ও আবোপিত, স্বার্থে স্বতন্ত্রতা স্বার্থ ধর্ম, মূলতঃ জলন্ত আবোপিত ধর্ম।

বাক্য বা পদের দ্বারা বাহ্য বোধগম্য হয়, তদভাবে বাহ্য বোধগম্য হয় না, তাহা বৈকল্পিক ধর্ম; যেমন অনন্তত্ব, ঘটন ‘জলাহবণত্ব’ ইত্যাদি। জল-আহবণত্ব আনানের ব্যবহার অল্পসারে কল্পিত হয়। প্রকৃতপক্ষে ঘটাবয়ব ও জলাবয়ব এই উভয়ের সংযোগবিশেষ আছে, আত্ম তদুভয়ের এক স্থান হইতে অল্প স্থানে গতি-রূপ বাস্তব ধর্ম আছে, তাহাকেই ‘জলাহবণত্ব’ নাম দিয়া এবং এক ধর্মরূপে কল্পনা কবিয়া ব্যবহার কবি। ঘট নষ্ট হইলে জলাহবণত্বের নাশ হয় কিন্তু তাহাতে কোন সত্তার বিনাশ হয় না, কাবশ, জলাহবণত্ব কথামাত্র, অবাস্তব পদার্থ। প্রকৃতপক্ষে ঘটের অববয়ব ও জলাবয়বের অবস্থানভেদরূপ পরিণাম হয়, কিছুই অভাব হয় না। জল এবং ঘটাবয়ব-সকলের পূর্ববৎ নীচমানতাও থাকে। এতাদৃশ অবাস্তব উদাহরণবলে অপন বাদী বা সংস্কারবাদকে নিবৃত্ত কবিবার চেষ্টা করেন। অবাস্তব সামান্ত পদার্থ (mere abstractions) প্রভৃতি সমস্তই এরূপ বৈকল্পিক ধর্ম।

বাস্তব ধর্মসকল বাহ্য ও আভ্যন্তর। বাহ্য ধর্ম মূলতঃ দ্বিবিধ—প্রকাশ, কার্য ও জ্ঞাত্য। শব্দাদি শুণ্ড প্রকাশ, সর্ব প্রকার ক্রিয়া কার্য এবং কাটিকাদি ধর্ম জ্ঞাত্য। আভ্যন্তর শুণ্ড ও মূলতঃ দ্বিবিধ—প্রথ্যা, প্রবৃত্তি ও স্থিতি, বা বোধ, চেষ্টা ও বৃত্তি। এই সমস্ত বাস্তব ধর্মের অবস্থান্তর হয়, কিন্তু বিনাশ হয় না। পাস্চাত্য বিজ্ঞানের শক্তির নিত্যতা বা Conservation of energy প্রকরণ বুঝিলে ইহা সত্যক জ্ঞানগম্য হইবে। প্রাচীনকালের সবল উদাহরণ আজকাল তত উপযোগী নহে।

অতএব সিদ্ধ হইল যে, বাহ্য কোন প্রকারে বোধগম্য হয়, তাহা দৃশ্য ভাবেই আমবা ধর্ম বলি।

বোধগম্য ভাবেব ময়ো বাহা জ্ঞাযমান তাহাই উদ্ভিত ধর্ম, বাহা জ্ঞাযমান ছিল তাহা অতীত ধর্ম, আব বাহা ভবিষ্যতে জ্ঞাযমান হইবাব যোগ্য বলিবা বোধগম্য হয তাহা অব্যপদেশ্ত ধর্ম।

বর্তমান হইবা বাহা নিবৃত্ত হইবাছে, তাহা শাস্ত ধর্ম। বাহা ব্যাপাবান্ধ বা অহুভূযমান ধর্ম তাহা উদ্ভিত ধর্ম। আব, বাহা হইতে পাবে এবং বাহা কখনও বর্তমানতা প্রাপ্ত হয নাই বলিবা ব্যপদেশেব বা বিশেষিত কবাব অব্যোগ্য, তাহাই অব্যপদেশ্ত ধর্ম।

বর্তমান ধর্ম ধর্মীতে বিশিষ্টরূপে প্রতীত হয কিন্তু শাস্ত ও অব্যপদেশ্ত ধর্ম ধর্মীতে অবিশিষ্টভাবে অন্তর্নিহিত থাকে বলিবা পৃথক্ অহুভূত হয না। তাহাদেব লভা অহুমানেব দাবা নিশ্চিত হয।

অতীত ও অব্যপদেশ্ত ধর্ম (কোন এক ধর্মী) অসংখ্য হইতে পাবে, কাবণ সমস্ত জ্ব্যোব মূলগত একত্ব আছে, ভজ্ঞস্ত সমস্ত জ্ব্যই পবিণত হইবা সমস্ত প্রকাব হইতে পাবে।

এইরূপ ধর্ম-ধর্মি-দৃষ্টি সাংখ্যধর্মনেব মৌলিক প্রাণী। বৌদ্ধাধিবা এই ধর্মনেব প্রতিযোগী অজ্ঞাত্ত যেসব দৃষ্টি উদ্ভাবিত করিবাছেন, তাহাদেব অযুক্ততা এহলে প্রদর্শিত হইতেছে। সাংখ্য পবিণামবাদী বা সৎকার্যবাদী, বৌদ্ধ অসৎকাবণবাদী, আব মাযাবাদীবা অসৎকার্যবাদী। আবজ্ঞবাদী তাকিকদিগকেও অসৎকার্যবাদী বলা হয। তাঁহাদেব মতে কার্য পূর্বে অসৎ, ময়ো নৎ, পবে অসৎ। মাযাবাদীদের অনেক নিজেদেব অনির্বাচ্য অসৎবাদী বা বিবর্তবাদী বলেন। কিন্তু কেহ কেহ (যেমন প্রকাশানন্দ) বিকাবেব একেবাবেই অসৎবাদ প্রদ্ব কবাত্তে তাঁহাবা প্রকৃত অসৎকার্যবাদী। অনির্বাচ্যবাদীবা বলেন, বিকাবসমূহ নৎ কি অসৎ অর্থাৎ ‘আছে কি না’—তাহা ঠিক বলিতে পারি না, অর্থাৎ অনির্বাচ্য বলেন (৩১০ [৬] জটব্য)।

সাংখ্যমতে কাবণ দুই : নিমিত্ত ও উপাদান। নিমিত্তবশতঃ উপাদানেব পবিবর্তিত অবস্থাই কার্য। বৌদ্ধমতে নিমিত্ত বা প্রত্যয়ই কাবণ। কতকগুলি ধর্মরূপ প্রত্যয় হইতে অন্ত কতকগুলি ধর্ম উৎপন্ন হয, তাহাই কার্য। কাবণ কার্যরূপে পবিবর্তিত হইবা থাকে না, কিন্তু প্রত্যয়রূপ ধর্ম নিরুদ্ধ বা শূন্ত হইবা যাব, তৎপবে কার্য বা প্রতীত্যরূপ ধর্ম উদ্ভিত হয। কার্য ও কাবণে বস্তুগত কোন লব্ধ নাই, তাহাবা নিবষয। এক ভবি জ্ববর্ণ-পিণ্ড পবিণত হইবা জ্বণ্ড হইল, পবে হাব হইল। বৌদ্ধ এ ক্ষেত্রে বলিয়েন, জ্ববর্ণ-পিণ্ড = একভবিষ্য ধর্ম + জ্ববর্ণধর্ম ধর্ম + পিণ্ডধর্ম ধর্ম। জ্বণ্ড-পবিণামে ঐ সমস্ত ধর্ম বিনষ্ট হইবা পুনশ্চ একভবিষ্য ধর্ম ও জ্ববর্ণধর্ম উদ্ভিত হইল, কেবল পিণ্ড-ধর্মেব পবিবর্তে জ্বণ্ডলব্ধধর্ম উদ্ভিত হইল ইত্যাদি। সাংখ্যবা বাহাকে ধর্মী জ্ববর্ণ বলেন, বৌদ্ধ তাহাকেও ধর্ম বলেন, এবং পবিণাম হইলে তাহাবা পুনরুদ্ভিত হয এইরূপ বলেন, কাবণ, তন্মতে সব প্রত্যয়ভূত ধর্ম একদা ভিন্নভাবে পরিণত বা অজ্ঞাত্ত না হইতে পাবে। কতক ধর্ম বাহা নিরুদ্ধ হয তাহাব প্রতীত্য ধর্ম ঠিক তৎসদৃশ হয, ইহাই বৌদ্ধমতেব লভতি।

কোন এক ধর্মলভান যে কেন একেবাবে নিরুদ্ধ হইবা বাইবে, তাহাব কাবণ যে কি, তাহা বৌদ্ধ দেখান না, তাহা ভগবান্ বুদ্ধ বলিবাছেন, বৌদ্ধবা এই বিশ্বাস কবেন মাজ। ‘যে ধর্মী হেতুপ্রভবাঃ তেবাং হেতুঃ তথাগত আহ। তেবাঞ্চ বো নিবোধ এবংবাদী মহাশ্রমণঃ।’ এই শাস্ত্রবাক্যই ভবিষ্যে বৌদ্ধেব প্রমাণ। অভএব বৌদ্ধ যে বলেন পূর্ব প্রত্যয়ভূত ধর্ম শূন্ত হইবা যাব, তৎপবে অন্ত ধর্ম উঠে, তাহা যুক্তিশূন্য প্রতিজ্ঞামাজ। শুকসন্তানবাদী বৌদ্ধেবা সম্পূর্ণ নিবোধ স্বীকাব কবেন না, শূন্যবাদীবাই তাহা স্বীকাব কবেন। কিন্তু ইহাদেব মত যে অজ্ঞাত্ত, তাহা পূর্বে (৩১৩ [৬]) ঠিকাত্তে প্রদর্শিত হইবাছে।



বৌদ্ধকে বলিতে হব যে, কতকগুলি ধর্ম অপেক্ষাকৃত স্থিৰ থাকে (যেমন কুণ্ডল পবিণামে স্তব্ধত্ব) আৰু কতকগুলি বদলাইবা যায়। নাথ্য সেই স্থিৰ ধর্মগুলিকে ধর্মী বলেন, আৰু বিশ্লেষ কবিবা দেখান যে, এমন কতকগুলি স্তব্ধ আছে, বাহ্যৰ কখনও অভাব বা নিরোধ হব না। অস্তব্ধেব ও বাহিৰেব সন্ত স্তব্ধেই পবিণামধর্ম নিত্য, আৰু, সন্তা\* বা স্তব্ধধর্ম নিত্য (কাৰণ কিছু থাকিলে তব্ধেই তাহা পবিণত হইবে), এবং নিবোধ-ধর্ম নিত্য। নিবোধ অৰ্থে অত্যন্তাভাব নহে, কিন্তু অলক্ষ্যভাবে স্থিতি। ভাস্কৰাব ইহা অনেক উদাহৰণ দিয়া দেখাইয়াছেন। বস্তুতঃ অভাব অৰ্থে 'আব এক ভাব', অভাব শব্দ এই অৰ্থেই আমবা ব্যবহাৰ কৰি (১৭ [১])। অত্যন্তাভাব বা সম্পূৰ্ণ ধ্বংস বিকল্পমাত্ৰ, তাহা কোন ভাব পদাৰ্থে প্রবেশ কৰা নিতান্ত অযুক্ত চিন্তা। শূন্যবাদীবাও বলেন, 'শূন্য আছে', 'নিৰ্ণাণ আছে' ইত্যাদি। বাহা থাকে তাহাই ভাব, বাহা থাকে না, ছিল না, থাকিবে না তাহাই সম্পূৰ্ণ অভাব, সেক্ষণ শব্দ ব্যবহাৰ কৰা নিত্ৰ্যবোধন। এই তিন নিত্য ধর্মই (পবিণাম, সন্ত ও নিবোধ) নাথ্যেব বস্তু, সন্ত ও ভস্তু। উহাবা বাবতীৰ নিয়মধৰ্মেব ধর্মি-ধৰ্মপ।

পাশ্চাত্য ধর্মবাদীবা হিবিধ—এক অজ্ঞাতবাদী ও অস্ত অজ্ঞেববাদী, তাঁহাবা কেহ শূন্যবাদী নহেন। কাৰণ, বৌদ্ধেব বেক্ষণ নিৰ্ণাণকে শূন্য প্রমাণ (তাহাই বুদ্ধেব অভিমত, এইৰূপ ভাবিয়া) কবিবাব আবশ্যক হইবাছিল, পাশ্চাত্যেব সেক্ষণ আবশ্যক হব নাই, তাই তাঁহাদেব এইৰূপ অযুক্ততাব আশ্রয় লইতে হয় নাই।

Hume প্রথমোক্ত অজ্ঞাতবাদেব উদ্ভাবিত। তিনি সন্ত পদাৰ্থকে ধর্ম বা phenomena বলিবা সেই phenomena-সমূহেব মূল অধ্বিতাব বা substratum কি, তাহা 'জানি না' বলিবাছেন। বস্তুতঃ তিনি ঠিক জানি না বলেন নাই, তিনি বলিবাছেন, "As to those impressions which arise immediately from the senses, their ultimate cause is, in my opinion, perfectly inexplicable by human reason, and it will always be impossible to decide with certainty, whether they arise from the object or are produced by the creative power of the mind, or are derived from the Author of our being" বখন তিনি তিন বক্স কাৰণ হইতে পাবে, ইহা নির্দেশ কবিয়াছেন, তখন তাঁহাকে অজ্ঞাতবাদী বলাই সঙ্গত।

Herbert Spencer প্রধানতঃ অজ্ঞেববাদেব সূত্রক। তিনি মূল কাৰণকে unknowable বা অজ্ঞেব বলেন। কিন্তু এক unknowable মূল বে আছে, তাহা অগত্যা তাঁহাকে স্বীকাৰ কৰিতে হইবাছে। যথা—Thus it turns out that the objective agency, the noumenal power, the absolute force, declared as unknowable, is known after all, to exist, persist,

\* সন্তা বৈকল্পিক ধর্ম বটে, কিন্তু সন্তা বলিজেই জ্ঞান বুঝাব। পাশ্চাত্যেব বলেন, 'Knowing is being' অৰ্থাৎ জানাই শাবা বা সন্তা, অস্তব্ধত্বপ সিদ্ধিই সন্তা। জানা বা জ্ঞান অৰ্থে (১) মাননিক প্রতিক্রিয়া হব, অথবা (২) জ্ঞেব বিবয় হয়। জ্ঞান আবার (ক) শাব্যবিশ্রান বা অভিকল্পনা (conceptual), এবং (গ) প্রত্যক্ষবিশ্রান (perceptual) হয়। উভয়ে প্রত্যক্ষই (percept) সন্তা। আৰু দেখানে 'আছে' বলিবা—অভিকল্পনা (conceive) কৰা দ্যাব তাহাই (concept-রূপ) সন্তা। নিবেবদ্যাপক অভিকল্পনা (negative concept) বা দিবদ্যাবি সন্তা নহে। এই চাই প্রকাৰ জানা আবার জ্ঞান এবং অজ্ঞান হইতে পাবে। অস্তএব সন্তা প্রকাশশীল্য নামক শব্দেব বহিত এক ভিন্ন দৃষ্টি।

resist and cause our subjective affections and phenomena, yet not to think or to will.

সাংখ্যেরা কিরূপ বিশ্লেষের দ্বারা মূল কাৰণ নির্ণয় করেন, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। Hume বাহ্যকে inexplicable বলেন, সাংখ্য তাহা explain কবিয়া নির্ণয় কবিয়াছেন। আব Spencer বাহ্যকে unknowable বলেন, তাহা যখন অসম্ভবনবলে 'আছে' বলিয়া নিশ্চয় হয়, তখন তাহা সম্পূর্ণ অজ্ঞেয় নহে। কিন্তু phenomena-র বা ধর্মপরিণাম-সত্ত্বানব বাহ্য কাৰণরূপে স্বীকার্য, তাহাতে যে সেই কার্যের উৎপাদিকা শক্তি আছে, তাহাও স্বীকার্য। সব জ্ঞাত ভাব, সব ক্রিয়াশীল ভাব, সব লবণীল ভাবই ধর্ম, অতএব, বাহ্য 'ধর্মের' মূল কাৰণ, অজ্ঞেয়বাহীর সত্তে বাহ্য অজ্ঞেয়, তাহাতে যে প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি আছে, তাহা স্বীকার্য হইবে। আপত্তি হইবে, তাহা ধারণার অব্যোধ্য বলিয়াই 'অজ্ঞেয়' বলা হইয়াছে, অতএব তাহাতে প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি কিরূপে স্বীকার্য হইতে পারে? সত্য। কিন্তু প্রকাশাদি আছে বলিয়া যখন প্রসিদ্ধ হইল, তখন অগত্যা বলিতে হইবে, তাহাতে প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি 'অলঙ্ঘ্যভাবে' আছে বা শক্তিরূপে আছে। শক্তিরূপে থাকার অর্থে ক্রিয়ার অনতিব্যক্তি। ক্রিয়া তুল্যবলা বিপরীত ক্রিয়ার দ্বারা অনতিব্যক্ত হয়, অর্থাৎ সমান বিপরীত ক্রিয়ার দ্বারা ক্রিয়ার পাতি হয়। সুতরাং সেই 'অজ্ঞেয়' মূল কাৰণে প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি বা সত্ত্ব, বস্তু ও তত্ত্ব সমতাভাব দ্বারা অভিভূত হইয়া আছে, এইরূপে ধারণা (conception) কবিতো হইবে। তাই মূল কাৰণ প্রকৃতিকে সাংখ্য 'সম্বলজতমস্যা সাম্যাবস্থা' বলেন ও তাহা সাম্যাবস্থা বস্তুব জ্ঞান ধারণার অব্যোধ্য বলিয়া অব্যক্ত বলেন। ধর্ম ও ধর্মী উভয়ই দৃষ্ট পদার্থ, স্রষ্টা ধর্মও নহেন, ধর্মীও নহেন, তাহাদের সন্ধিভূতও নহেন। বোদ্ধ ও পাস্তাত্য পণ্ডিতেরা তদ্বিষয়ে সামান্যই জানেন।

ধর্মী বস্তুতরূপ বোদ্ধমতের বিকছে ভাস্কর্য্য ভিনটি বৃত্তি দ্বিধাছেন, যথা—স্বভাবভাব, ভোগ্যভাব ও প্রত্যভিজ্ঞ। স্বভাবভাব ও ভোগ্যভাব ব্যক্তিবৈক্যমুখ বৃত্তি, ইহা ১৩২ (২) টিগুনীতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রত্যভিজ্ঞা অধ্যমুখ বৃত্তি। সেই বাটটিই পবিত্র হইয়া বট হইল, ইহা যখন অল্পবসিক, তখন অনর্থক শূন্যতা প্রমাণের জন্য কষ্টকল্পনা কবিয়া ধর্মিস্বলোপের চেষ্টা সমীচীন নহে।

(২) মূল উপাদান কাৰণ একই প্রকৃতি বলিয়া সব বস্তু হইতেই সব উৎপন্ন হইতে পারে। জল ভূমি আদি পঞ্চভূত হইতে উদ্ভিদ স্রষ্ট হইয়া তাহা হইতে উদ্ভিদোদ্ভী জন্ম প্রাপ্তিগ্ৰহ উৎপন্ন হয়, সেই প্রাপ্তিগ্ৰহও পঞ্চভূতে পবিত্র হয়। অতএব প্রাকৃত বস্তুব মধ্যে একান্ত ভেদ নাই।

১৪।(৩) দেশ, কাল, আকার ও নিমিত্ত ইহাদের অপেক্ষাপূর্বকই কোন এক জব্য অভিব্যক্ত হয়। সর্ব জব্য হইতে সর্ব জব্য হইতে পারে, তাই বলিয়া যে তাহা নিবপেক্ষভাবে হয়, তাহা নহে। দেশের অপেক্ষা, যথা—চন্দ্রের অতি নিকট দেশে উত্তম দৃষ্টি হয় না, তদপেক্ষা দূর দেশে হয়, দেশব্যাপ্তির অসমানে বস্তু ক্ষুদ্র-বৃহৎরূপে অভিব্যক্ত হয়। কাল, যথা—বালক একেবারেই বুদ্ধ হয় না, কালক্রমে হয়, দুই বৃত্তি এককালে হয় না, পূর্বোক্তব কালে হয়। আকার, যেমন—চতুষ্কোণ হাঁচে গোল মুদ্রা হয় না, চতুষ্কোণই হয়, স্থলী বর্গে যুগাকার জন্ত হয়, মহাযুগাকার হয় না, ইত্যাদি। নিমিত্ত—নিমিত্তই বাস্তব হেতু। দেশাদিবা নিমিত্তের ব্যবহারিক ভেদ রাজ। উপাদান ব্যতীত সমস্ত কাৰণই নিমিত্ত। যথায়োধ্য নিমিত্ত পাইলেই অব্যাপ্তধর্ম অতিব্যক্ত হয়।

বিশেষ বা প্রত্যক্ষ বা উদ্ভিত ধর্ম এবং অল্পসেব সামান্য বা অতীতানাগত ধর্ম, এই সকলের

সমাহাব-স্বৰূপ বলিবা বাহাকে ব্যবহাব কবি তাহাই ধৰ্মী, ইহা ভাস্ক্যকাবেব লক্ষণ। অল্পপাতী অৰ্থাৎ পশ্চাতে স্থিত, কোন ধৰ্ম দেখিলে তাহাব পশ্চাতে তাহাব আশ্রয়-স্বৰূপ ঐ ধৰ্ম-সমাহাবৰূপ ধৰ্মী থাকিবে। ধৰ্মী স্বীকাৰ না কবিলে তদ্বচিন্তা হয় না।

সব দ্রব্যেবই বহু অভিযুক্ত গুণ থাকে, তাহাই জ্ঞাবমান ধৰ্ম। আব যে অনভিযুক্ত অসংখ্য গুণ থাকে, তাহাই বা তাহাব সমাহাবই ধৰ্মী বলিবা ব্যবহাব কবি। অভিযুক্ত অবহাকেই দ্রব্যেব সমস্ত বলা অজ্ঞায।

### ক্রমাশ্রয়ং পরিণামাশ্রয়ে হেতুঃ ॥ ১৫ ॥

ভাস্ক্যম্। একস্ত ধৰ্মিণ এক এব পৰিণাম ইতি প্রসক্তে ক্রমাশ্রয়ং পরিণামাশ্রয়ে হেতুৰ্ভবতীতি, তদ্ যথা চূৰ্ণম্ পিণ্ডম্ বটম্ কপালম্ কণম্ ইতি চ ক্রমঃ। যো যস্ত ধৰ্মস্ত সমনস্তবো ধৰ্মঃ স তস্ত ক্রমঃ, পিণ্ডঃ প্রত্যবতে বট উপজায়ত ইতি ধৰ্মপৰিণাম-ক্রমঃ। লক্ষণপৰিণামক্রমঃ—বটস্তানাগতভাবান্তৰ্ভবান-ভাবক্রমঃ, তথা পিণ্ডস্ত বৰ্তমান-ভাবাদতীতভাবক্রমঃ। নাতীতস্তান্তি ক্রমঃ, কস্মাৎ, পূৰ্বপবতায়্য সত্যং সমনস্তবৎ, সা তু নাস্ত্যতীতস্ত, তস্মাদ্ভয়োবেব লক্ষণয়োঃ ক্রমঃ। তথাবস্থাংপৰিণামক্রমোইপি বটস্তাভিনবস্ত প্রাপ্তে পূৰ্বাপত্তা দৃশ্যতে সা চ ক্ষণপরম্পবাহুপাতিনা ক্রমোণাভিব্যজ্যমানা পবাব ব্যক্তিমাগত ইতি, ধৰ্মলক্ষণাভ্যাং চ বিশিষ্টোহয়ং তৃতীয়ঃ পরিণাম ইতি।

ত এতে ক্রমাঃ, ধৰ্মধৰ্মিভেদে সতি প্রতিলক্ষ্যরূপাঃ। ধৰ্মোইপি ধৰ্মী ভবত্যন্তধৰ্ম-স্বরূপাপেক্ষেতি। যদা তু পবমার্থতো ধৰ্মিণ্যভেদোপচাবস্তদ্বায়েণ স এবাভিধীয়তে ধৰ্মঃ, তদাহযমেক্ষেণৈব ক্রমঃ প্রত্যবভাসতে। চিত্তস্ত দ্বয়ে ধৰ্মাঃ পরিদৃষ্টাশ্চাপরিদৃষ্টাশ্চ, তত্র প্রত্যয়ান্তকাঃ পবিদৃষ্টাঃ, বস্তুমাত্মান্তকা অপবিদৃষ্টাঃ। তে চ সপ্তৈব ভবন্তি অজ্ঞমানেন প্রাপিতবস্তুমাত্রসদৃশাবাঃ, “নিরোধ-ধৰ্ম-সংস্কারাঃ পরিণামোহর্থ জীবনম্। চেষ্টা শক্তিশ্চ চিত্তস্ত ধৰ্মা দর্শনবর্জিতাঃ” ইতি ॥ ১৫ ॥

১৫। ক্রমেব অশ্রয় বা ভিন্নতাই পৰিণামান্তৰেব কাবণ ॥ হু

ভাস্ক্যানুবাদ—‘একটি ধৰ্মেব একটিই ( ধৰ্ম, লক্ষণ অথবা অবস্থা ) পৰিণাম হইবে’ এইকপ শোধ উপস্থিত হয় বলিবা তাহাব সমাধানেব জন্ত এই সূত্রে বলা হইযাছে, পৰিণামান্তৰেব কাবণ ক্রমাশ্রয় ( ১ )। তাহা যথা—চূৰ্ণম্, পিণ্ডম্, বটম্, কপালম্, কণম্ এই সকল ক্রম। যে ধৰ্মেব বাহা পববর্তী ধৰ্ম, তাহাই তাহাব ক্রম। ‘পিণ্ড অন্তৰ্হিত হয়, বট উৎপন্ন হয়’—ইহা ধৰ্ম-পৰিণামক্রম। লক্ষণ-পৰিণামক্রম—ঘটেব অনাগত ভাব হইতে বৰ্তমান ভাবক্রম। তেমনি পিণ্ডেব বৰ্তমান ভাব হইতে অতীত ভাবক্রম। অতীতেব আব ক্রম নাই, কেননা পূৰ্বপবতা থাকিলেই সমনস্তবৎ থাকে, অতীতেব তাহা নাই ( অৰ্থাৎ অতীত কিছুব পূৰ্ব নয়, স্তববাং তাহাব পবণ কিছু নাই ) সেইহেতু অনাগত ও বৰ্তমান এই দ্বিবিধ লক্ষণেবই ক্রম আছে। অবস্থা-পৰিণামক্রমও সেইকপ, যথা—অভিনব

ঘটবে শেষে পূৰ্ণাংগতা দেখা যাব, সেই পূৰ্ণাংগতা ক্ষণপৰম্পৰাবাসী ক্রমশঃ হইবে বাবা অভিব্যক্তমান হইয়া তৎকালে জ্ঞানমান পূৰ্ণাংগতরূপে চৰম অবস্থা প্রাপ্ত হয়। [ পূৰ্ণাংগতা অৰ্থে এখানে জীৰ্ণতা দি ধৰ্মভেদ নহে। ৩১৩ (২) দ্রষ্টব্য ]। ধৰ্ম ও লক্ষণ হইতে ভিন্ন, ইহা তৃতীয় পৰিণাম।

এই সকল ক্রম ধৰ্ম ও ধৰ্মীর ভেদ থাকিলে তবে উপলব্ধ হয়। এক ধৰ্মেব তুলনায় অন্য এক ধৰ্মও ধৰ্মী হয় (২)। যখন পৰমার্থতঃ ধৰ্মীতে (ধৰ্মেব) অভ্যেদোপচাব হয়, তখন তদ্বাবা (অভ্যেদোপচাব-বাবা) সেই ধৰ্মীই ধৰ্ম বলিবা অভিহিত হয়, আব তখন এই (পৰিণাম-) ক্রম একরূপেই প্রত্যবভাসিত হয়। চিত্তেব দ্বিবিধ ধৰ্ম—পৰিদৃষ্ট ও অপৰিদৃষ্ট। তাহাব মধ্যে প্রত্যয়াক্ষক-ধৰ্ম (প্রমাণাদি ও বাণাদি) পৰিদৃষ্ট (জ্ঞাত-স্বরূপ), আব, বস্তু- (সংস্কাব) মাজস্বরূপ-ধৰ্ম অপৰিদৃষ্ট (অবচেতন)। তাহাবা (অপৰিদৃষ্ট-ধৰ্ম) সপ্তসংখ্যক, এবং তাহাদিগকে অল্পমানেব বাবা বস্তুমাজ-স্বরূপ বলিবা প্রাপ্ত হওয়া বাব। নিবোধ, ধৰ্ম, সংস্কাব, পৰিণাম, জীবন, চেষ্টা ও শক্তি, এই সকল চিত্তেব দর্শনবজিত বা অপৰিদৃষ্ট (subconscious) ধৰ্ম (৩)।

টীকা। ১৫।(১) এক ধৰ্মীর (একক্কে) পূৰ্ব ধৰ্মেব নিবৃত্তি ও উদিত ধৰ্মেব অভিব্যক্তি, এইরূপ একটি পৰিণাম হয়। সেই পৰিণামভেদেব কাবণ সেই এক একটি পৰিণামেব ক্রম, অর্থাৎ ক্রমানুসাবে পৰিণাম ভিন্ন হইবা বাব। পৰিণামেব প্রকৃত ক্রম আসবা দেখিতে পাই না, কাবণ, তাহা ক্ষণাবচ্ছিন্ন হুন্দ পৰিবর্তন। পৰিণামেব প্রাপ্তই আসবা অল্পভব কবিতে পাবি। ক্ষণ অৰ্থে হুন্দতম কাল, যে কালে পৰমানুসব অবস্থাব অন্তথা লক্ষিত হয়, ইহা ভাস্কাকাব অগ্রে (৩৫২) ব্যাখ্যাত কবিবাছেন। অতএব প্রকৃত ক্রম পৰমানুসব অংশঃ পৰিণাম। ভাস্কাজিক স্পন্দনধাবাই বাহু-পৰিণামেব ধাবাবাহিক হুন্দ ক্রম। অণুমাঙ্ক আশ্চাব বা বুদ্ধিব যে পৰিণাম তাহা আন্তব-পৰিণামেব হুন্দ এক ক্রম।

এক পৰিণামেব পৰবর্তী পৰিণামকে তাহাব ক্রম বলা বাব। যুগপিও ঘট হইলে সেহুে পিওন ধৰ্মেব ক্রম ঘটক ধৰ্ম, ইহা ধৰ্ম-পৰিণামেব ক্রম। সেইরূপ লক্ষণ ও অবস্থা-পৰিণামেবও ক্রম হয়, ভাস্কাকাব তাহা উদাহৃত কবিবাছেন।

অনাগতেব ক্রম উদিত, উদিতেব ক্রম অতীত, ইহাই লক্ষণ-পৰিণামেব ক্রম। নূতন ঘট পূৰ্ণাংগ হইল, এহুে বর্তমানতরূপে একই লক্ষণ থাকে, কিন্তু ধৰ্মেব ভেদ বহি প্রতীত না হয়, তবেই যে নূতন-পূৰ্ণাতনাদি ভেদজ্ঞান হয়, তাহাই অবস্থা-পৰিণাম। দেখানুবে হিতিও অবস্থা-পৰিণাম। ধৰ্ম-পৰিণামকে লক্ষ্য না কবিয়া ভিন্নতাজ্ঞান কবাই অবস্থা-পৰিণাম, কিন্তু তাহাতেও ধৰ্ম-পৰিণাম হয়। ধৰ্মভেদ লক্ষ্য না কবিলেও বা তাহা লক্ষ্য কবিবাব শক্তি না থাকিলেও (যেমন, একাকাব স্তবর্ণপোলকের কোনটা পূৰ্ণাতন, কোনটা নূতন, এহুে) সর্ববস্তবই ধৰ্ম-পৰিণাম লক্ষ্যক্রমে হইতেছে। অতএব অবস্থা-পৰিণাম যে ধৰ্ম ও লক্ষণ হইতে পৃথক, তাহাই ভাস্কাকাব বলিবাছেন। 'ধৰ্ম হইতে ভিন্ন ধৰ্মী আছে' এইরূপ দৃষ্টিতে দেখিবা ধৰ্মেব পৰিণামক্রম উপলব্ধি কবিতে হয়।

১৫।(২) এক ধৰ্ম যে অন্য ধৰ্মেব ধৰ্মী হইতে পাবে, তাহা এই পাদেব ১৩ হুদেব ঘট টিপনীতে দর্শিত হইবাছে। পৰমার্থ-দৃষ্টিতে অলিঙ্গ প্রদানে যাইবা ধৰ্ম-ধৰ্মীর অভ্যেদেব উপচাব হয়, তাহাও দেখান হইবাছে। তখন ধৰ্ম-ধৰ্মী ভেদ কবা ব্যর্থ হয়। তখন কেবল অতিভাব্য-অভিভাবকরূপ বিক্রিয়া শক্তিরূপে আছে বলা যাইতে পাবে, কিন্তু কাহাব বিক্রিয়া-শক্তি তাহা বস্তব্য হইবে না। বিক্রিয়া-শক্তিই সমতাপ্রাপ্ত বজোত্তপ।

প্রধানের বিবরণ-পরিণামকে বিবরণভাবে উপদর্শন করাই (পুরুষের দ্বারা) ব্যাখ্যা দিবার। সংযোগভাবে উপদর্শনাত্মক হইলে ব্যাখ্যাদিগ্ন বিবরণ জ্ঞানের নানান্তি বা অল্পদৃষ্টি হয়। তখন বুদ্ধি অজ্ঞাবহে পদার্থ-দৃষ্টিও শেষ হয়; ভক্ত্যন্ত শূন্যের এবং ভাষ্যের বিহীনাবস্থায় এখন পুরুষের গাশ দৃষ্ট হয় না।

ঐগবিক্রমকে বিবরণভাবে সর্শন অর্থে প্রার্থ্যকভাবে আধিক্যদর্শন; অর্থাৎ কয়েক আধিক্যদর্শনটী জ্ঞান, রক্তক আধিক্যদর্শন প্রবৃত্তি, আব. তদেব আধিক্যদর্শন স্থিতি। এতরূপে পুরুষোপদৃষ্টা প্রকৃতিব দ্বারা ব্যাখ্যাদি বর্ণ বা স্থিতি হয়।

১৫। (৩) প্রসঙ্গতঃ ভাষ্যকার চিত্তের ধর্ম উল্লেখ করিয়াছেন। পবিত্র-ধর্ম প্রত্যয়রূপ বা জ্ঞানরূপ প্রথা এবং প্রবৃত্তি, অপবিত্র-ধর্ম স্থিতি। প্রবৃত্তিপূর্ণের কতক পরিদৃষ্ট এবং কতক অপরিদৃষ্ট। অপবিত্র-ধর্ম সন্তোষে বিভাগ কবিতা ভাষ্যকার উল্লেখ করিয়াছেন। অপবিত্র-ধর্ম-নকল বহুদ্রব্য-স্বরূপ অর্থাৎ হাছের 'হাছে' এতরূপে অছনিত হই, কিন্তু কিসে 'হাছে' ভাষ্যকার বিশেষ দাবণা হয় না। বাহ্যব বাস 'হাছে' হাতাই বস্তু।

নিষেধ=নিষেধ নমাবি। ধর্ম=গুণ্যাপুণ্যরূপ ত্রিবিধাক সংস্কার। সংস্কার=বাসনারূপ দৃষ্টবল-সংস্কার। পরিণাম=যে অনন্ত্যক্রে চিত্ত পরিণত হইয়া বাইতেছে। জীবন=প্রাণবৃত্তি; তাহা তামস বর্ণ (জ্ঞানেন্দ্রিয়-কর্মেন্দ্রিয়রূপে তামস) ও তাতার ক্রিয়া অনন্তভাবে হয়। চেষ্টা=ইন্দ্রিয়-চালিকা চিত্তচেষ্টা, ইচ্ছাক্রম চিত্তচেষ্টা পরিদৃষ্টা, কিন্তু এই চেষ্টা (অবশ্যনরূপ) অপরিদৃষ্টা, কারণ ইচ্ছাব পূর্ব সেই শক্তি কিসে কর্মেন্দ্রিয়াদিতে আসে তাহা সাক্ষ্য অল্পবুদ্ধমান নহে, অর্থাৎ সর্শনবর্তিত সেই অবশ্যনরূপা চেষ্টা তামস। শক্তি=চেষ্টার বা ব্যক্ত ক্রিয়ার সূক্ষ্মবস্থা।

ভাষ্যম্। অতো যোগিন উপাস্তসর্বসাধনন্ত বুদ্ধ্যন্তিতার্থপ্রতিপত্তয়ে সংযমন্ত বিবরণ উপদিপ্যতে—

পরিণামতত্ত্বসংযমান্তীতানাগতজ্ঞানম্ ॥ ১৬ ॥

ধর্মলক্ষণাবস্থাপরিণামেব সংযমান্ত যোগিনাং ভবত্যন্তীতানাগতজ্ঞানম্। ধারণা-ধ্যান-সমাধি-ত্রয়মেকত্র সংযম উক্তঃ, তেন পরিণামতত্ত্বং সাক্ষ্যবক্রিয়নাগতজ্ঞানম্। তীতানাগত-জ্ঞানং তেব সম্পাদয়তি ॥ ১৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ—ইহাব পূর্ব সর্বসাধনসম্পন্ন যোগীর বুদ্ধ্যন্বিত (জিজ্ঞাসিত) বিবরণের প্রতিপত্তির (সাক্ষ্যকাবে) নিমিত্ত সংযমে বিবরণ অবতারণিত হইতেছে—

১৬। পরিণামতত্ত্বং সংযম কবিলে অতীত ও অনাগত বিবরণের জ্ঞান হয়। য

ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থা এই তিন পরিণামে সংযম করিলে যোগীদের অতীত ও অনাগত জ্ঞান হয়। ধারণা, ধ্যান ও সমাধি একত্র এই তিনটি (এক সিন্ধু এই তিন সাধন) সংযম বলিয়া উক্ত

হইয়াছে। তাহাব (সংস্বেব) দ্বাবা পবিণামজ্ঞান সাক্ষাৎ কবিত্তে থাকিলে, সেই পবিণামজ্ঞানগত বিবসেব অতীত ও অনাগত জ্ঞান সাধিত হয় (১)।

টীকা। ১৬।(১) সমাধি-নিৰ্ঘল জ্ঞান-শক্তিৰ অপ্রকাশিত কিছু থাকিতে পাবে না। তাহাব কাৰণ পূৰ্বে প্রদৰ্শিত হইয়াছে। সেই শক্তি ত্ৰিকালজ্ঞানেব জন্ত পবিণামজ্ঞানেব বিনিৰ্বোগ কৰিতে হয়।

সাধাবণ প্রজ্ঞাব দ্বাবা আমবা কতক কতক অতীত ও অনাগত বিসব জানিতে পাবি, হেতু দেখিবা তাহা অল্পমান কবিবা জানি। সংস্বেবলে হেতুৰ সন্ত বিশেষেব সাক্ষাৎকাব হয়, স্ততবাং হেতুৰ গম্যবিসেবও বিশেষ জ্ঞান বা সাক্ষাৎকাব হয়। তাহা আবাব যাহাব হেতু, তাহাবও ঐক্শে সাক্ষাৎকাব হয়। ঐঐক্শক্রমে অতীত ও অনাগত বিসেব জ্ঞান হয়।

মূল চক্ৰ-কৰ্ণাদি যে আমাদেব জ্ঞানেব একমাজ দ্বাব নহে, তাহা দূবদৃষ্টি, বিপ্রকৃষ্টবোধ (clair-voyance, telepathy) প্রভৃতি সাধাবণ ঘটনাৰ দ্বাবা প্রমাণিত হইয়াছে। আব, ভবিষ্যৎ জ্ঞানও যে হইতে পাবে তাহা সূবি সূবি স্বার্থ অপ্রেব দ্বাবা প্রমাণিত হইয়াছে। স্বখন চিন্তেব ভবিষ্যৎ জ্ঞানেব শক্তি আছে ও স্বপ্নাদিতে কখন কখন তাহা প্রকাশ পাব, তখন যে তাহা সাখনবলে আশ্রিত হইতে পাবিবে, তাহা স্বস্বীকাব কবাব উপাব নাই। স্বখন, নিউটন একটি সেব বা আপেল কলেব পতন দেখিবা স্বাধ্যাকৰ্ষণেব নিয়ম আবিষ্কাব কবিযাছিলেন, তেমনি কেহ যদি তাহাব জীবনেব কোন সফল স্বপ্নেব তত্ত্বানুমান কবেন, তবেই যোগশাস্ত্ৰেব ঐঐ সব নিয়ম ও যুক্তি স্বদ্বয়ক কবিত্তে পাবিয়েন। অতীতানাগত জ্ঞান স্বাভাবিক প্রণালীতেই হয়। উহাতে কিছু 'অতিপ্রাকৃতিকত্ব' (mysticism) নাই। চিন্তেব ভবিষ্যৎ জ্ঞান যে হইতে পাবে তাহা সত্য (fact), কিক্শে হইতে পাবে তাহাব অবজ্ঞ কাৰণ আছে। ভগবান্ স্বজ্ঞকাব সেই প্রণালী যুক্তিসহ দেখাইয়াছেন ('তত্ত্বসাক্ষাৎকাব' দ্রষ্টব্য)।

ঐ মূলে যোগসিদ্ধি সযচ্ছ কবেকটি কথা দলা আবশ্যক। সমাধিসিদ্ধ যোগী অতি বিবল। পৃথিবীৰ সন্ত ধৰ্ম-সম্প্রদায়েব প্রবৰ্ত্তকদেব অলৌকিক শক্তিৰ বিসব বর্ণিত হয়, কিন্তু বিচাব কবিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, প্রায়ই তাহাব বিববণসকল অলৌক বা লোকসংগ্ৰেহেব জন্ত কল্পিত বা নশকেব অবিচক্ষণতাবনিত ভ্রান্ত ধাবণায়ুক। কিন্তু অলৌকিক শক্তিৰ যে কিছু কিছু ঐ সকল ব্যক্তিতে ছিল, তাহা তদ্বাবা অনুমিত হইতে পাবে।

শকার্থপ্রত্যয়ানামিতরেতরাধ্যাসাৎ সঙ্করস্তৎ-প্রবিভাগসংযমাৎ সর্ব-  
ভূতরূতত্ত্বানম্ ॥ ১৭ ॥

ভাষ্যম্। তত্র বাগ্ বর্ষেষেবার্থবতী, শ্রোত্রঞ্চ জনিপবিণামমাত্রবিষয়ং, পদং পুন-  
নাদানুসংহারবুদ্ধিনির্গ্রাহ্যম্ ইতি। বর্ণা একসময়াহসম্ভবিদ্বাৎ পরস্পাবনিবহুগ্রহাস্থানঃ,  
তে পদমসংস্পৃশ্যানুপস্থাপ্যাবিভূতান্তিবোভূতাশ্চেতি প্রত্যেকমপদস্বরূপা উচ্যন্তে। বর্ণাঃ

পুনর্বৈককঃ পদাত্মা সৰ্বাহিভিধানশক্তিপ্রচিভঃ সহকাবিবর্ণীস্তর-প্রতিযোগিহ্মাদ্ বৈশ্বকপ্য-  
মিবাপন্নঃ । পূৰ্বশ্চোক্তবোধোত্তরশ্চ পূৰ্বেণ বিশেষেহবস্থাপিভ ইত্যেবং বহবো বর্ণাঃ ক্রমানু-  
বোধিনোহৰ্থ-সঙ্কেতেনাবচ্ছিন্না ইযন্ত এতে সৰ্বাহিভিধানশক্তিপরিবৃত্তা গক্যাবৌকাব-  
বিসৰ্জনীয়াঃ সান্নাদিমন্তমর্থং দ্ব্যোতয়ন্তীতি ।

তদেভেদমর্থসংকেতেনাবচ্ছিন্নানাম্পসংহৃতধ্বনি-ক্রমাণাং য একো বুদ্ধিনির্ভাসন্তং  
পদং বাচকং বাচ্যন্ত সংকেত্যতে । তদেকং পদমেকবুদ্ধিবিষয়ম্ এক-প্রযত্নাক্ষিপ্তম্  
অভাগমক্রমমবর্ণং বৌদ্ধমন্ত্যবর্ণ-প্রত্যয়-ব্যাপ্যাবোপস্থাপিতং, পবত্র প্রতিপিপাদয়িষয়া  
বৰ্ণৈরেবাভিধীয়মানৈনঃ জ্ঞানমাপৈশ্চ শ্রোতৃভিবনাদিবাগ্-ব্যবহার-বাসনানুবিদ্যয়া লোক-  
বুদ্ধ্যা সিদ্ধবৎ সম্প্রতিপত্তা প্রতীযতে । তন্ত সংকেতবুদ্ধিতঃ প্রবিভাগ এতাবতামেবং-  
জাতীয়কোহনুসংহাব একস্মার্কস্য বাচক ইতি ।

সংকেতস্ত পদপদার্থ্যেবোবিতবেতবাধ্যাসকপঃ স্মৃত্যাত্মকঃ । যোহযং শব্দঃ  
সোহযমর্থঃ, যোহর্থঃ স শব্দ ইত্যেবমিভবেতবাবিভাগকপঃ ( মিতবেতবাধ্যাসকপঃ )  
সংকেতো ভবতি । ইত্যেবমেতে শব্দার্থপ্রত্যয়া ইতবেতবাধ্যাসাং সংকীর্ত্তিঃ, গৌরিত্তি  
শব্দো গৌরিত্তার্থে গৌরিত্তি জ্ঞানম্ । য এবাং প্রবিভাগজ্ঞঃ স সৰ্ববিৎ ।

সৰ্বপদেষু চান্তি বাক্যশক্তিঃ, বুদ্ধ ইত্যুক্তে অস্মীতি গম্যতে, ন সন্তাং পদার্থো  
ব্যভিচবতীতি । তথা ন হুসাধনা ক্রিয়াহস্মীতি, তথা চ পচতীত্যুক্তে সৰ্বকাবকাণামা-  
ক্ষেপো নিয়মার্থোহনুবাদঃ কর্তৃকর্মকরণানাং চৈত্রাণ্ডিততুলানামিতি । দৃষ্টঞ্চ বাক্যার্থে  
পদবচনং, শ্রোত্রিয়শ্চন্দ্রোহদীতে, জীবতি প্রাণান্ ধাববতি । তত্র বাক্যে পদার্থ্যভি-  
ব্যক্তিঃ, ততঃ পদং প্রবিভজ্য ব্যাকবণীয়ং ক্রিয়াবাচকং কাবকবাচকং বা । অন্তথা ভবতি,  
অখঃ, অজাপয ইত্যেবমাদিষু নামাখ্যাত-সাকপ্যাদনির্জাতং কথং ক্রিয়ান্নাং কারকে বা  
ব্যাক্রিয়েভেতি ।

তেষাং শব্দার্থ-প্রত্যয়ানাং প্রবিভাগঃ, তদ্ যথা ষ্ঠেততে প্রাসাদ ইতি ক্রিয়ার্থঃ,  
ষ্ঠেতঃ প্রাসাদ ইতি কাবকার্থঃ শব্দঃ । ক্রিয়াকাবকাত্মা তদর্থঃ প্রত্যয়শ্চ, কন্ম্যাং সোহযমি-  
ত্যভিসম্বন্ধাদেকাকাব এব প্রত্যয়ঃ সংকেতে, ইতি । যন্ত ষ্ঠেতোহর্থঃ স শব্দপ্রত্যয়যো-  
বালহনীভূতঃ, স হি স্বাভিরবস্থান্ভির্বিক্রিয়মাণো ন শব্দসহগতো ন বুদ্ধিসহগতঃ ।  
এবং শব্দঃ, এবং প্রত্যয়ো নেতবেতবসহগত ইতি । অন্তথা শব্দোহনুসংহার্থোহনুত্থা  
প্রত্যয় ইতি বিভাগঃ, এবং তৎপ্রবিভাগসংযমাদ্ যোগিনঃ সৰ্বভূতকভক্তানাং সম্পত্তত  
ইতি ॥ ১৭ ॥

১৭। শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়েব পবম্পব অধ্যাপবশতঃ উহাদেব সঙ্কব ( অভিন্ন জ্ঞান ) হব,  
তাহাদেব প্রবিভাগে সংযম কবিলে সৰ্ব প্রাণীব উচ্চাবিত শব্দেব অৰ্থজ্ঞান হব ( ১ ) ॥ হ

ভাষ্যানুবাদ—তদ্বিষয়ে ( ২ ) ( শব্দার্থজ্ঞানেব বিচাবে ) বাগিঙ্গিয়েব বিষব বৰ্ণসকল ( ক ) ।  
আব শ্রোত্রেব বিষব কেবল ( বাগিঙ্গিয়ে-জাত বৰ্ণরূপ ) ধ্বনি-পবিধাস ( খ ) । আর, নাহ ( অ, আ,

প্রভৃতি শব্দ) গ্রহণপূর্বক পশ্চাৎ তাহাদেব একবুদ্ধিনির্ভীক, মানস বাচকশব্দই পদ (গ)। (পদান্তর্গত) বর্ণনকল (পব পব উচ্চাষিত হওয়াব জন্ত) এক সময়ে আবির্ভূত না-থাকা-হেতু পবম্পব অসম্বন্ধবভাব, সেকাষণ তাহাব পদম্ব প্রাপ্ত না হইবা (সুতবাং অর্থ স্থাপন না কবিবা) আবির্ভূত ও ভিবোভূত হয়, (অতএব পদান্তর্গত বর্ণনকলেব) প্রত্যেককে অপদ-স্বরূপ বলা যায় (ঘ)। প্রত্যেক বর্ণ পদেব উপাধান, সর্বাভিধানযোগ্যতালম্পন্ন (ঙ), সহকাবী অন্ত বর্ণেব সহিত সম্বন্ধতাবশতঃ যেন অসংখ্যকশম্পন্ন হয়। পূর্ব বর্ণ উত্তর বর্ণের সহিত ও উত্তর বর্ণ পূর্ব বর্ণের সহিত বিধেযে (বাচক পদরূপে) অবস্থাপিত হয়। এইরূপে ক্রমানুবোধী (চ) অনেক বর্ণ অর্থলংকেতেব দ্বাবা নিবন্ধিত হইবা দুই, তিন, চাবি বা যেকোন সংখ্যক একত্র মিলিত হইবা সর্বাভিধানযোগ্যতা যুক্ত হয়। (তাদৃশ যোগ্যতা যুক্তগোঃ এই পদে) গকাব, ঙকাব ও বিলগ, নান্না (গোজাতিব গলকয়ল) প্রভৃতি যুক্ত (গোকপ) অর্থে প্রভিভাত কবে।

অর্থলংকেতেব দ্বাবা নিবন্ধিত এই বর্ণসকলেব (পব পব উচ্চাষিত হওয়াবজনিত) ধর্মিক্রম-সকল একীকৃত হইবা যে একরূপ বুদ্ধিগোচর হয়, তাহাই বাচক পদ, (আব বাচক পদেব দ্বাবাই) বাচ্যেব সংকেত কবা হয়। সেই পদ একবুদ্ধিবিষয়হেতু একস্বরূপ, একপ্রযোজ্যপাদিত, অভাগ, অক্রম, অতএব অবর্ণ-স্বরূপ, বোধ অর্থাৎ একীকৃত বুদ্ধি-বিমিত, পূর্ববর্ণ-জ্ঞানেব সংজ্ঞাবেব সহিত অন্ত্যবর্ণ-জ্ঞানেব সংজ্ঞাব দ্বাবা অথবা সেই জ্ঞানরূপ উদ্বোধকেব দ্বাবা, বিষয়ীকৃত বা অভিব্যক্ত হয় (ছ)। সেই পদ, অপবকে জ্ঞাপন কবিবাব ইচ্ছাব (বক্তা-কর্তৃক) বর্ণেব দ্বাবা অভিধীয়মান হইয়া, আব, প্রোতাষ দ্বাবা ক্রম্যাব হইবা, অনাদি বাগ্-ব্যবহাব-বাগনাবানিত লোকবুদ্ধি-কর্তৃক বুদ্ধ-সংবাদেব দ্বাবা সিদ্ধবৎ (বর্ণসমষ্টি, অর্থ ও অর্থজ্ঞান যেন বাস্তবিক অভিন্নরূপ) প্রতীয়মান হব (জ)। এতাদৃশ পদেব প্রবিভাগ (ঝ) (অর্থাৎ গো-পদেব এই অর্থ, বৃগ-পদেব এই অর্থ, এইরূপ অর্থভেদ-ব্যবহা) সংকেতবুদ্ধিব দ্বাবা সিদ্ধ হয়, যথা—এই সকল (গ, ঙ, ঃ) বর্ণেব এইরূপ (গোঃ) অল্পসংহাব (একীকৃত বুদ্ধি) এই একরূপ (নান্নাদিবৃক্ত গোকপ) অর্থেব বাচক।

আব, পদ এবং পদার্থেব ইতবেতবাধ্যাসরূপ (ঞ) স্মৃতিই সংকেত-স্বরূপ। 'এই যে শব্দ ইহাই অর্থ, বাহা অর্থ তাহাই শব্দ' এই প্রকাব ইতবেতবাধ্যাসরূপ স্মৃতিই সংকেত। এইরূপে শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়েব ইতবেতবাধ্যাসহেতু তাহাবা সংকীর্ণ, যেমন গো এই শব্দ, গো পদার্থ এবং গো-জ্ঞান। যিনি ইহাদেব প্রবিভাগজ্ঞ, তিনিই সর্ববিং (উচ্চাষিত সমস্ত পদেব অর্থেব জ্ঞাত)।

সমস্ত পদেই (ট) বাক্য-শক্তি আছে। শুধু 'বুদ্ধ' বলিলে 'আছে' ইহা বুঝাব, (কেননা) পদার্থে কখনও সত্তাব ব্যতিচাব (অজ্ঞতা) হয় না (অর্থাৎ অসতেব বিদ্যমানতা থাকে না)। সেইরূপ সাধনহীন (কাবক বুঝাব না এইরূপ) ক্রিয়াও নাই, যেমন 'পঠতি' বলিলে কাবকসকল সামান্যতঃ অহুমিত হইলেও অন্ত-ব্যাবৃত্ত কবিয়া বলিতে হইলে কাবকসকলেব অল্পবাদ বা পুনঃকথন আবশ্যক হয় অর্থাৎ অন্ত-কাবকব্যাবৃত্ত, তদ্বদ্বী 'কর্তা চৈব, কবণ অগ্নি, কর্ম ভুল'—এই বিশেষ কাবকসকল বক্তব্য হয়। আব, বাক্যেব অর্থেও পদবচনা দেখা যায়, যথা—'যে ছন্দ অধ্যয়ন কবে' এই বাক্যেব অর্থে 'প্রোজিয' পদ, 'প্রাণ ধাবন কবে' এই বাক্যেব অর্থে 'জীবতি' পদ। যেহেতু পদেব অর্থেব দ্বাবাও বাক্যার্থে অভিব্যক্ত হয়, সেকাষণ পদ ক্রিয়াবাচক কি কাবকবাচক তাহা প্রবিভাগ কবিয়া ব্যাখ্যেয (অপব উপযুক্ত পদেব সহিত যোগ কবিবা বাক্যরূপে বিশদ কবিবা বলা আবশ্যক)। তাহা না কবিলে 'ভবতি' (= আছে, গৃহ্যে), 'অধঃ' (= ঘোটক, গিষাছিলে), 'অজাগমঃ' (= ছাগী-ছন্দ,



জয় কবাইয়াছিলে), এই সকল স্থলে বহু অর্থযুক্ত পদ একাকী প্রযুক্ত হইলে ভিন্নার্থবাচক পদে নামনাদৃষ্ট্যহেতু সেই শব্দসকল নিশ্চয়রূপে জ্ঞাত না হওয়াতে তাহাবা ক্রিয়া অথবা কাবর, ইহাব মধ্যে কি ভাবে ব্যাখ্যাত হইবে ?

সেই শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়ের প্রবিভাগ যথা—(১) 'প্রানাদ শ্বেত দেখাইতেছে' (শ্বেততে প্রানাদ:) ইহা ক্রিয়ার্থ শব্দ, আব 'শ্বেত প্রানাদ' ইহা কাবকার্থ শব্দ। অর্থ ক্রিয়ার্থকাবকার্যক, প্রত্যয়ও সেইরূপ, কেননা, 'নে-ই এই' এইরূপ অভিনয়দৃষ্ট্যহেতু নংকেতবে দ্বাবা একাকাব প্রত্যয় সিদ্ধ হয়। যাহা শ্বেত অর্থ তাহাই পদ ও প্রত্যয়ের অনিঙ্গনীয়। আর, তাহা (অর্থ) নিজেব অবস্থাব দ্বাবা বিক্রিয়মাণ হওয়াহেতু শব্দেব নহগত (সমানাধাব) অথবা প্রত্যয়েব সহগত নহে। এইরূপে শব্দ এবং প্রত্যয়ও পদপদেব সহগত নহে। শব্দ ভিন্ন, অর্থ ভিন্ন ও প্রত্যয় ভিন্ন, এইরূপ বিভাগ। তাহাদেব এই প্রবিভাগে সংঘব কবিলে বোপদর্শনেব সর্বভূতবে উচ্চাবিত শব্দেব অর্থজ্ঞান সিদ্ধ হয়।

টীকা। ১৭।(১) শব্দ=উচ্চাবিত শব্দ। অর্থ=সেই শব্দেব বিষব। প্রত্যয়=অর্থবে মনোগত স্বরূপ বা বক্তাব মনোভাব এবং শব্দ ভনিয়া শ্রোতাব অর্থ-জ্ঞানরূপ মনোভাব। তাহাদেব (শব্দার্থ-প্রত্যয়েব) পদসম্ব অধ্যায় বা একেব উপব অন্তবে আবোপ অর্থ্য এককে অন্ত মনে কবা। সেই অধ্যায় হইতে তাহাদেব সাক্ষর্ হব, অর্থ্য বাহা শব্দ তাহাই বেন অর্থ ও তাহাই বেন জ্ঞান, এইরূপ এককবুদ্ধি হয়, কিন্তু বস্তুত: তাহাবা অতিশব ভিন্ন পদার্থ। গো-শব্দ বক্তাব বাগিদ্ৰিবে থাকে, গো-অর্থ গোশালাব বা গো-চবে থাকে, আব গো-জ্ঞান শ্রোতাব মনে থাকে। এইরূপ বিভাগ জানিয়া বোপী কেবল শব্দ, কেবল অর্থ ও কেবল প্রত্যয়েকে পৃথগ্ৰূপে ভাবনা কবিতে শিখেন। তখন শব্দে মন দিলে শব্দবাজ নির্ভাসিত হইবে; অর্থ্য অথবা প্রত্যয়বাজে মন দিলে তাহাই নির্ভাসিত হইবে। এইরূপ ভাবনায কুশল বোপী কুবান অজ্ঞাতার্থক শব্দ ভনিলে সেই শব্দবাজে সংঘব কবিয়া তদ্রূপাবেব বাগ্ৰবাজে উপনীত হন। তথাব উপনীত জ্ঞান-শক্তি বাগ্ৰবাজেব প্রযোজক যে উচ্চাবকেব মন, তাহাতে উপনীত হন। অনন্তবে যে অর্থে সেই মন, সেই বাক্য উচ্চাবণ কবিবাছে, বোপীব সেই অর্থবে জ্ঞান হয়।

১৭।(২) এই প্রসঙ্গে ভাস্কর্য সাংখ্যসম্বদ শব্দার্থতত্ত্ব বিবৃভ কবিবাছেন। ইহা অতীব সাববং ও যুক্তিবৃত্ত। ইহা বিভাগ কবিয়া কুবান বাইতেছে।

(ক) বাগিদ্ৰিবেব দ্বাবা কেবল ক, ঙ, ইত্যাদি বর্ণেব উচ্চাবণ হয়। বর্ণ অর্থে উচ্চাব শব্দেব মৌলিক বিভাগ। মন্ত্রস্তেব বাহা সাধারণ ভাষা তাহা ক, ঙ আদি বর্ণেব এক একটিব দ্বাবা অথবা একাধিকেব সংযোগেব দ্বাবা নিপন্ন হয়। তদ্ব্যভীত ক্রমনাতিব শব্দেবও উপবৃত্ত বর্ণবিভাগ হইতে পারে। মনে কব, শাকটিকেরা অস্বাদি থামাইবাব লমবে যে চুখনবং শব্দ কবে, তাহাব বর্ণেব এক প্রকাব অক্ষব কবা পেন, সেই লিখিত অক্ষব দেখিয়া জ্ঞাত-সংকেত ব্যক্তি উপবৃত্ত সংকেত অগ্রসাযে দীর্ঘ বা হ্রস্ব কবিয়া ঐ শব্দ উচ্চাবণ কবিতে পাৰিবে। সাধারণ 'ক'-আদি বর্ণেব দ্বাবা উহা উচ্চাবিত হব না। সর্বপ্রাণীব শব্দেবই ঐরূপ বর্ণ আছে। রূপেব নষ্ট প্রকাব মৌলিক বর্ণেব বোপে যেনব সমস্ত বং হব, সেইরূপ কয়েকটি বর্ণেব দ্বারা সমস্ত প্রকাব বাক্য উচ্চাবিত হইতে পারে।

(খ) কর্ণ কেবল ধনি (sound) গ্রহণ কবে, তাহা অর্থ গ্রহণ কবিতে পারে না। বর্ণেব

ধ্বনি কর্ণ গ্রহণ করে। বর্ষ যেমন ক্রমে ক্রমে উচ্চাবিত হব (এক সঙ্গে দুই বর্ষ উচ্চাবিত হইতে পাবে না) কর্ণও সেইরূপ ক্রমশঃ এক এক বর্ষেব ধ্বনি শুনিবা থাকে।

(গ) পদ বর্ষসমষ্টি। বর্ষসকল একদা উচ্চাবিত হইতে পাবে না বলিবা পদ একদা থাকে না। পদোচ্চাবণে পদেব বর্ষসকল উঠিতে ও লব পাইতে থাকে, স্তব্ধতা পদেব একস্থ কর্ণেব দ্বাৰা হয় না, কিন্তু মনেব দ্বাৰা হয়। পূৰ্বাপব সমস্ত বর্ষেব সংস্কার হইতে স্ববর্ণপূৰ্বক একত্ববুদ্ধি কবাই পদ-স্বরূপ হইল। একবচিক পদে ইহাব অবশ্য প্রযোজন নাই।

(ঘ) বর্ষসকল পদেব উপাধান কিন্তু প্রত্যেকে অপদ। বর্ষসকলেব বহু বহু একাব সংযোগ হইতে পাবে বলিবা পদ যেন অসংখ্য।

(ঙ) বর্ষসকল পদরূপে অথবা একক সর্বাভিধান-সমর্থ, অর্থাৎ তাহাবা সমস্ত পদার্থেব বাচক হইতে পাবে। সংকেতেব দ্বাৰা যে-কোন পদকে যে-কোন অর্থেব বাচক কবা হাইতে পাবে। কতকগুলি বর্গকে কোন বিশেষ ক্রমে স্থাপিত কবিবা এবং কোন বিশেষ অর্থে সংকেত কবিবা পদ নিমিত্ত হয়। যেমন, গোঃ এক পদ, ইহাতে গ, ঔ এবং ঃ, এই তিন বর্ষ, 'গ'ব পব 'ঔ' এবং ঔকারেব পব বিলগ্ন, এইরূপ ক্রমে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, এবং 'গোক প্রাণী' এইরূপ অর্থে সংকেতীকৃত হইয়াছে। তাহাতে গো-পদ জাতসংকেত ব্যক্তিব নিকট প্রাণিবিশেষরূপ অর্থে প্রত্যোত্তিত করে।

(চ) বসিচ, পদ প্রাথমিকঃ অনেক বর্ষেব দ্বাৰা নিমিত্ত, তথাপি সেই অনেক বর্ষ একদা বর্তমান থাকে না, কিন্তু পব পব উচ্চাবিত হব। লীন ও উদ্ভিত দ্রব্যেব বাস্তব সমাহার হব না স্তব্ধতা পদ প্রকৃত প্রত্যাবে মনোভাবমাত্র। মনে মনে সেই ধ্বনিক্রমসকলকে উপসংস্কৃত বা এক কবা যায়, আব, পদ সেই একীভূত-বুদ্ধি-নির্ভীক পদার্থ বা মনোভাবমাত্র হইল। মনে মনে বর্ষসকলকে এক কবিবা একপদরূপে স্থাপন কবাব নাম অহুসংহাব বা উপসংহাববুদ্ধি। তাহা, বুদ্ধিনিমিত্ত পদেব দ্বাৰাই অর্থেব সংকেত কবা হয়।

(ছ) উচ্চাৰ্হমাণ পদসকল লীঘমান ও উদীঘমান বর্ধকণ অববব-স্বরূপ বটে, কিন্তু একবুদ্ধি-নিগ্রাহ যে মানস পদসকল তাহাবা সেইরূপ নহে, কাবণ, তাহাবা একবুদ্ধিব বিষয়। বুদ্ধিব অহুত্বমান বিষয় বর্তমানই হব, লীন হব না। বাহা জায়মান না হব, কিন্তু অব্যক্তভাবে থাকে তাহাই লীন দ্রব্য, অতএব মানস পদ একভাব-স্বরূপ। অহুত্বকও হব যে, মনে মনে পদকে আমবা একপ্রযয়ে উদ্ভিত কবি। আব তাহা এক, বর্তমান ভাব-স্বরূপ বলিবা তাহাব উদীঘমান ও লীঘমান অবয়ব নাই, স্তব্ধতা তাহা অভাগ ও অক্রম। বর্ষসমাহাবকণ উচ্চাবিত পদ সভাগ ও সক্রম বলিয়া বুদ্ধি-নিমিত্ত পদ অবর্ণ-স্বরূপ। বুদ্ধিব দ্বাৰা তাহা কিরূপে নিমিত্ত হব?—বর্ধকণ-প্রবণকালে এক একাট বর্ষেব জ্ঞান হয়, জ্ঞান হইলে সংস্কার হয়, সংস্কার হইতে স্মৃতি হয়। ক্রমশঃ ক্রমমাণ বর্ষসকলেব এইরূপে পব পব জ্ঞান ও তজ্জনিত সংস্কার হব। শেষ বর্ষেব সংস্কার হইলে, সেই সমস্ত সংস্কার স্মৃতিব দ্বাৰা একপ্রযয়ে উপস্থাপিত কবিবা একাট বৌদ্ধপদ নিমিত্ত হব।

(জ) বসি ও বুদ্ধি পদ অবর্ণ, তথাপি তাহা ব্যক্ত কবিতে হইলে উক্ত প্রবণজ্ঞানেব সংস্কার-পূৰ্বক তাহা বর্ষেব দ্বাৰা ভাষণ কবিতে হয়। মানবপ্রকৃতি স্বকীয় বাগ্-ব্যবহাবেব বাসনাযুক্ত। মহত্ত্বজ্ঞাতিতে বাক্যেব উৎকর্ষ এক বিশেষত্ব। বাসনা অনাদি বলিবা বাগ্-ব্যবহাবেব বাসনাও অনাদি। মানব-শিত উপযোগী সংস্কারহেতু সহজতঃ বাগ্-ব্যবহাব শিক্ষা কবে। প্রবণপূৰ্বকই মূলতঃ শিক্ষা হয়। শিশু যেমন পদ জানিতে থাকে, তেমনি পদেব অর্থসংকেতও জানিতে থাকে।

যদিও পদ, অর্থ ও প্রত্যয় পৃথক্, তথাপি তাহা ইতবেতবাধ্যাসেব দ্বাৰা অভিন্নবদ্বাবে আমবা ব্যবহাব কবি। আব, সেইরূপ ব্যবহাবেব বাসনা আছে বলিবা শিক্ষাকালে সহজতঃ সেইরূপ শব্দার্থ-প্রত্যয়কে অভিন্নবৎ মনে কবিবাই শিক্ষা কবি। শিক্ষা কবি—সম্প্রতিপত্তিৰ দ্বাৰা। সম্প্রতিপত্তি অৰ্থে বৃত্তসংবাদ; অৰ্থাৎ, বয়োবৃত্তদেব নিকটেই প্রথমতঃ ঐক্য সংকীর্ণ বাচ্ শিক্ষা কবি ও পবে শব্দার্থ-প্রত্যয়কে সংকীর্ণৰূপে ব্যবহাব কবি।

(৬) পদসকলেব প্রবিভাগ বা অৰ্ধভেদ-ব্যবহা অবশ্য সংকেতবে দ্বাৰা সিদ্ধ হয়। ‘এতত্ত্বজি বৰ্ণবে দ্বাবা এই পদ কবিলাম এবং এই অৰ্ধ-সংকেত কবিলাম’ এইৰূপে কোন ব্যক্তিৰ দ্বাৰা পদ ও অৰ্ধবে সংকেত কৃত হয়। চন্দ্র, মহতাব, moon প্রভৃতি শব্দ কে বচনা কবিবাছে ও তাহাদেব অৰ্ধ-সংকেত কে কবিবাছে তাহা না জানিলেও কোন এক ব্যক্তি তাহাৰে কবিবাছে, তাহা নিশ্চয়।

(৭) পদ ও অৰ্ধবে অব্যান-স্বতিই সংকেত। ‘এই প্রাপ্তিটা গো’ ‘গো ঐ প্রাপ্তিটা’ এইরূপ ইতবেতব অধ্যাসেব স্বতিই সংকেত। অতএব পদ, পদার্থ ও স্বতি বা প্রত্যয় ইতবেতবে অধ্যস্ত হওয়াতে সংকীর্ণ বা অবিকল্প্য হয়। যোগী তাহাদেব প্রবিভাগজ হইলে বা সমাধিব দ্বাৰা অসংকীর্ণ এক একটিকে সাক্ষাৎ জানিলে নিবিতৰ্কা প্রজ্ঞাব দ্বাৰা সৰ্ব পদেব অৰ্ধ জানিতে পাবেন।

(ট) বাক্য অৰ্থে জিৰাপদযুক্ত বিশেষ পদ। বাক্য-শক্তি অৰ্থে বাক্যেব দ্বাৰা যে অৰ্ধ বুঝাব তাহা বুঝাইবাব শক্তি। ‘ঘট’ একটি পদ; ‘ঘট আছে’ ইহা একটি বাক্য, ‘ঘট নাল’ (অৰ্থাৎ ঘট হব নাল) ইহাও বাক্য। বাক্য = proposition; পদ = term।

সমস্ত পদেই বাক্য-শক্তি আছে; অৰ্থাৎ একটি পদ বলিলে তাহাতে কিছু না কিছু, অন্ততঃ ‘নভা’ বা ‘আছে’ এইরূপ জিৰাপদ, বাক্য-বৃত্তি থাকে। বৃদ্ধ বলিলে বৃদ্ধ ‘আছে’ ‘ছিল’ বা ‘ধাকিবে’ এইরূপ সন্ধিক্রিয়া উছ ধাকিবে। কাবণ, সন্ধ সৰ্ব পদার্থে অব্যভিচারী। ‘নাই’ অৰ্থে অন্তজ বা অন্তৰূপে আছে। তবে ‘বপুশ্’ বলিলেও কি আছে বুঝাইবে? হা, তাহা বুঝাইবে। এখানে ‘ধ’ও আছে, ‘পুশ্’ও আছে এবং ‘বপুশ্’ পদেব একটি অৰ্ধ আছে, তাহা বাহিৰে না ধাকিতে পাবে, কিন্তু মনে আছে। এইরূপে ভাবার্থ বা অভাবার্থ সমস্ত বিশেষ পদেব সন্ধ-ক্রিয়া-যোগস্রপ বাক্য-বৃত্তি আছে।

জিৰাপদেবও বাক্য-বৃত্তি থাকে, তদ্বিববে ‘পচতি’ পদেব উদাহৰণ দিয়া ভাস্ক্যকাব বুঝাইয়াছেন। ‘পচতি’ বলিতে ‘পাক করিতেছে’ এই বাক্যার্থ বুঝাব। অতএব ক্রিয়াতেও বাক্যার্থ বুঝাইবাব শক্তি থাকে। আব, যে সব পদ বাক্যার্থ বুঝাইবাব জন্ত বচিতি হয়, তাহাতেও বাক্য-শক্তি থাকিবেই, যেমন ‘শ্রোজিষ’ আদি।

অনেকার্থ-বাচক যে সব শব্দ আছে (যেমন ‘ভবতি’), তাহাবা একক প্রযুক্ত হইলে সাধাবণ প্রজ্ঞাব তাহাব অর্থজ্ঞান হয় না, কিন্তু যোগজ প্রজ্ঞাব হয়।

(ঠ) শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়েব ভেদ উদাহৰণ দিয়া বুঝাইতেছেন। ‘খেভতে প্রাসাদঃ’ ও ‘খেভতঃ প্রাসাদঃ’ এই এই স্থলে খেভতে শব্দ ক্রিয়ার্থ অৰ্থাৎ সাধ্যরূপ অর্থযুক্ত; আব ‘খেভতঃ’ এই শব্দ কাববার্থ বা সিদ্ধরূপ অর্থযুক্ত। কিন্তু ঐ দুই শব্দেব বাহা অর্থ, তাহা ক্রিয়ার্থ এবং কাববার্থ। কাবণ, একই খেভতাকে (সাধা বচক) ক্রিয়া ও কাবক উভয়ই কবা যাইতে পাবে। প্রত্যয়ও ক্রিয়া-কাববার্থ, কাবণ, ‘এই গরু’ এইরূপ জ্ঞান এবং গো-প্রাণিক্রিপ বিবদ্র, সংকেতবে দ্বারা অভিন্নবদ হওয়াহেতু একাকাব হয়। এইরূপে ক্রিয়ার্থ অথবা কাববার্থ ‘শব্দ’ হইতে, ক্রিয়াকারকার্থ অর্থ ও

তাদৃশ প্রত্যয়েব ভেদ সিদ্ধ হইল। অর্থাৎ, শব্দ কেবল জিহ্বাৰ্থ বা কাবকার্থ হয়; কিন্তু অর্থ (পদার্থ) ও জ্ঞান জিহ্বা এবং কাবক একদা উভয়ার্থক হয়। পদার্থ অর্থ, শব্দেব এবং জ্ঞানেব আলম্বন-স্বরূপ, তাহা আপনাব অবস্থাব বিকাবে বিকাবপ্রাপ্ত হয়, সুতরাং তাহা শব্দ বা জ্ঞান ইহাদেব কাহাবও অন্তর্গত নহে। অতএব শব্দ ও প্রত্যয় হইতে অর্থ ভিন্ন। ফলে গো-শব্দ থাকে কর্তে, গো-প্রাণী এই অর্থ থাকে গোমাল আধিতে, আবি গো-প্রত্যয় থাকে মনে, অতএব তাহাবা পৃথক্।

এইরূপে ভাষ্যকাব শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়েব স্বরূপ, শব্দক ও ভেদ বুদ্ধিবে দ্বাবা স্থাপন কবিত্তা সংযমকল বলিয়াছেন। বৌদ্ধ অর্থাৎ বুদ্ধিনির্মিত পদকে ফোট বলে। কেহ কেহ ফোটেব নস্তা স্বীকাব কবেন না। ভাষ্যমতে উচ্চাৰ্ণমাণ বর্ণনকলেব (পদার্থেব) সংস্কাব হইতে অর্থজ্ঞান হয়। ভাষ্যকাবও সংস্কাব হইতে বর্ণনকলেব সমষ্টিভূত পদ বা ফোট হয় বলিয়াছেন। চিহ্নে বর্ণ-সংস্কাব ক্রমশঃ উঠিতে পাবে, কিন্তু সেই ক্রমেব অলক্ষ্যতাহেতু তাহা এক-স্বরূপে আয়বা ব্যবহাব কবি; সুতরাং বৌদ্ধ পদ এক-স্বরূপ প্রত্যয়, অতএব তাহা ক্রমিক বর্ণদ্বাবা (উচ্চাৰ্ণমাণ পদ) হইতে পৃথক্ হইল।

ভাষ্যকাবেব অভিপ্রায় শব্দ ও অর্থবে সংকেত কোন এক সরমে কবা হইবাছে। তদ্বাস্তবে (সীমালক্যমতে) কতকগুলি শব্দকে আত্মানিক (অনাদি-অর্থ-সম্বন্ধযুক্ত) স্বীকাব কবা হয়, কিন্তু তাহাব প্রমাণ নাই। যখন এই পৃথিবী সান্দি, মহন্তেব বাস-বাল ও সান্দি, তখন মহন্তেব তাবা বে অনান্দি, তাহা বলা হুক্ত নহে। তবে জ্ঞানিব পুরুষদেব দ্বাবা পূর্ব সর্গেব কোন কোন এক এই সর্গে প্রচাবিত হইবাছে তাহা অসম্বন্ধে অস্বীকৃত নহে।

### সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্বজাতিজ্ঞানম্ ॥ ১৮ ॥

ভাষ্যম্। দ্বয়ে ঋষমী সংস্কাবা: স্মৃতিক্রমহেতবো বাসনাক্রপা:, বিপাকহেতবো ধর্মাধর্মক্রপা:। তে পূর্বভবাস্তিসংস্কাভা: পবিণাম-চেষ্টা-নিরোধ-শক্তি-জীবন-ধর্মবদপরি-দুষ্টাশ্চিত্তধর্মা:। তেহু সংযম: সংস্কারসাক্ষাৎক্রিয়ায়ৈ সমর্থ:, ন চ দেশকাল-নিমিত্তাহু-ভবৈবিনা তেবামস্তি সাক্ষাৎকবণম্, তদিত্থং সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্বজাতি-জ্ঞানমুৎপত্ততে যোগিন:। পরত্ৰাপ্যেবমেব সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পরজাতিসংবেদনম্। অত্রেদমাধ্যানং জায়তে, ভগবতো জৈগীষব্যস্ত সংস্কাবসাক্ষাৎকবণাদ্ দশম্ মহাসর্গেহু জ্ঞানপরিণামক্রমমহু-পশ্চতো বিবেকজং জ্ঞানং প্রাহুরভবৎ। অথ ভগবানাবট্যস্তম্ভবন্তমূবাচ, 'দশম্ মহাসর্গেহু ভব্যাধ্যাদনভিত্ততবুদ্ধিসংঘেন কবা নরকভির্বিগুগুর্ভসম্ভবং হুংখং সংপশ্চতা দেব-মহুশ্রেহু পুন: পুনকংপশ্চমানেন সুখহুংখবো: কিমখিকমূলক্রমিতি। ভগবন্তমাবট্যং জৈগীষব্য উবাচ, দশম্ মহাসর্গেহু ভব্যাধ্যাদনভিত্ততবুদ্ধিসংঘেন ময়া নবকভির্বিগুভবং হুংখং সংপশ্চতা দেবমহুশ্রেহু পুন: পুনকংপশ্চমানেন যৎ কিঞ্চিদম্ভুতং তৎ সর্বং হুংখমেব প্রত্যবৈসি। ভগবানাবট্য উবাচ, যদিদমাম্ভুত: প্রদানবশিষ্মম্ভুতমং, চ সম্ভোষম্ভুং



কবিবা তাহাতে সমাহিত হইলে (তাহা বিশদতম উপলক্ষ-স্বরূপ হইবা সেই সংস্কারেব যে স্ববর্ণজ্ঞান হয়, তাহাই সংস্কার-সাক্ষাৎকাব বা পূৰ্ব জাতিব স্ববর্ণজ্ঞান) সংস্কারেব সাক্ষাৎকাব হয়। মানবেব পক্ষে মানবেব জাতিগত বিশেষ গুণসকলই স্বাভাবিক বাসনাকৰূপ সংস্কাব। মানবীষ আকাব, ইন্দ্ৰিয়, মন প্রভৃতিব বিশেষত্ব ধাবণা কবিবা সমাহিত হইলে সেই বাসনাকৰূপ হাঁচ, কি হেতুবশতঃ স্ববর্ণাকট হইবা বৰ্তমান মানবজন্মেব ধৰ্মাধৰ্ম ধাবণ কবিবাছে, তাহাব জ্ঞান হয়। বাসনা পূৰ্বে ব্যাখ্যাত হইবাছে। বাসনা হাঁচসকৰূপ, আব ধৰ্মাধৰ্ম ব্রবীকৃত-বাত্ত-সকৰূপ [২১২ (১) ও ২১৫ (১)(৩)]।

১৮।(৩) ভাস্কৰাব মহাবৌদ্ধি জৈগীষব্য ও আবচ্যেব সংবাদ উদ্ধৃত কবিবা এ বিষয়েব ব্যাখ্যা কবিবাছেন। মহাভাবতে ভগবান্ জৈগীষব্যেব বোগসিদ্ধিবিসমক আখ্যান কৰেক হলে আছে, কিন্তু আবচ্য-জৈগীষব্য-সংবাদ কোন প্রচলিত গ্রন্থে নাই। 'প্ৰবতে' পক্ষ থাকাতে উহা কোন কালনুগুণ প্ৰতিব প্ৰাখ্য ছিল বলিবা বোধ হয়। ঐ আখ্যানেব বচনাপ্রণালী অতি প্রাচীন। প্রাচীনতম বৌদ্ধগ্রন্থে এক্ষণ বচনাপ্রণালী অঙ্কিত হইবাছে।

প্রশ্ন—বেষবিক ছুখেব ছাৰা অশুভ। অবাধ—কোন বাৰাৰ ছাৰা যাহা ভয় হয় না। ভিক্ষু বলেন, 'যাবদ্ব নুদ্বিহাবী অক্ষব'। সৰ্বাচকুল—সকলেবই প্ৰিয় বা সৰ্ববছাব অনকুলৰূপে দ্বিত।

## প্রত্যয়ন্ত পবচিহ্নজ্ঞানম্ ॥ ১৯ ॥

ভাস্কম্। প্রত্যয়ে সংঘাত প্রত্যয়ন্ত সাক্ষাৎকবণাং ততঃ পবচিহ্নজ্ঞানম্ ॥ ১৯ ॥

১৯। প্রত্যয়মাজ্ঞে সংঘ অভ্যাস কবিলে পবচিহ্নেব জ্ঞান হয়। হ

ভাস্কানুবাদ—প্রত্যয়ে সংঘ কবিবা প্রত্যয় সাক্ষাৎ কবিলে তাহা হইতে পবচিহ্নজ্ঞান হয় (১)।

টীকা। ১৯।(১) এহলে প্রত্যয় শব্দেব অৰ্থ বিজ্ঞানভিক্ষুব মতে স্বচিহ্ন, অন্ত সকলেব মতে পবচিহ্ন। পবচিহ্ন কিরূপে সাক্ষাৎ কবিতে হইবে, তাহিবে ভোজবাজ বলেন, 'মুখবাগাদিনা'। বস্তুতঃ প্রত্যয় এহলে স্ব-পব উভয় প্রকাব প্রত্যয়। নিজেব কোন এক প্রত্যয় বিবিক্ত কবিবা সাক্ষাৎকাব কবিতে না পাবিলে পবেব প্রত্যয় কিরূপে সাক্ষাৎ কবা বাইবে? প্ৰশ্নে নিজেব প্রত্যয় জানিয়া পবপ্রত্যয় গ্রহণ কবাব জন্ত স্বচিহ্নকে শূন্যবৎ কবিবা পবপ্রত্যয়েব গ্রহণোপযোগী কবতঃ পবেব প্রত্যয় জ্ঞেব।

পবচিহ্নজ ব্যক্তি অনেক দেখা যায়, তাহাবা বোধেব ছাৰা সিদ্ধ নহে, কিন্তু জ্ঞানসিদ্ধ। যাহাব চিত্ত জানিতে হইবে তাহাব দ্বিকে লক্ষ্য বাখিবা নিজেব চিত্তকে শূন্যবৎ কবিলে তাহাতে যে ভাব উঠে, তাহাই পবচিহ্নেব ভাব, এইরূপে সাধাবণ পবচিহ্নজ ব্যক্তিব পবেব মনোভাব জানিবা থাকে, কিন্তু তাহাবা বলিতে পাৰে না কিরূপে তাহাদেব মনে পবেব মনোভাব আসে, ভবে বুঝিতে পাৰে যে, ইহা পবেব মনোভাব। বিনা আঘাসেই কাহাবও কাহাবও পবচিহ্নেব জ্ঞান হয়। মনে মনে কোন কথা ভাবিলে, কোন রূপবসাদি চিন্তা কবিলে অথবা কোন পূৰ্বাহুত এবং বিস্তৃত ভাবও পবচিহ্নজ ব্যক্তি যেন সহজতঃ সময়ে সময়ে জানিতে পাৰে।

ন চ তৎ সালম্বনং তস্যাবিবয়ীভূতত্বাৎ ॥ ২০ ॥

ভাস্কর্যম্ । বস্তুং প্রত্যয়ং জানাতি, অমুগ্নিগ্নালম্বনে রক্তমিতি ন জানাতি । পব-  
প্রত্যয়স্ত যদালম্বনং তদ্ যোগিচিন্তেন ন আলম্বনীকৃতং, পবপ্রত্যয়মাত্রস্ত যোগিচিন্তস্ত  
আলম্বনীভূতমিতি ॥ ২০ ॥

২০। তাহা ( পবচিন্তাজ্ঞান ) আলম্বনেব সহিত হব না, যেহেতু ঐ আলম্বন ( যোগিচিন্তেব )  
অবিবয়ীভূত ॥ হু

ভাষ্যানুবাদ—( পূর্বস্বত্রোক্ত সংঘমে যোগী ) বাগযুক্ত প্রত্যয় জানিতে পাবেন, কিন্তু অমুক  
বিষয়ে বাগযুক্ত ইহা জানিতে পাবেন না । ( যেহেতু ) পবচিন্তেব বাহা আলম্বন ( বিষয় ) তাহা  
যোগিচিন্তেব দ্বাবা আলম্বনীকৃত হব নাই, কেবল পবপ্রত্যয়মাত্রই যোগিচিন্তেব আলম্বনীভূত  
হব ( ১ ) ।

টীকা । ২০।(১) প্রত্যয়লোকাৎকায়েব দ্বাবা বাগ, যেষ ও অভিনিবেশরূপ অবস্থাবৃত্তিব  
আলম্বনেব জ্ঞান হব না, কাবণ, উহাবা অনেকটা আলম্বননিবশেষে চিত্তাবহা । বাঘ দেখিয়া ভয় হইলে  
ভয়ভাবে বাঘ থাকে না, রূপজ্ঞানেই বাঘ থাকে । অতএব অবস্থাবৃত্তিব আলম্বন জানিতে হইলে  
পুনশ্চ প্রণিধান কবিয়া জানিতে হব । যেসব প্রত্যয় আলম্বনেব সহকারী ( অর্থাৎ শব্দাদি প্রত্যয় ),  
তাহাদেব জ্ঞান হইলে অবশ্য আলম্বনেবও জ্ঞান হব । একজন নীল আকাশ ভাবিতেছে সে-কেন্দ্রে  
যোগী অবশ্য একেবারেই 'নীল আকাশ' জানিতে পাবিবেন, কাবণ, নীল আকাশেব প্রত্যয় মনেতে  
'নীল আকাশ'-রূপেই হব ।

( বিজ্ঞানভিক্ষুব সতে বিংশ হ্রদ ভাস্তেব অঙ্গ, পৃথক্ হ্রদ নহে ) ।

কায়রূপসংঘমাৎ তদগ্রাহশক্তিগুণ্ডে চক্ষুঃপ্রকাশাসম্প্রয়োগেহন্তর্ধানম্  
॥ ২১ ॥

ভাস্কর্যম্ । কায়রূপে সংঘমাদ্ রূপস্ত যা গ্রাহা শক্তিগুণ্ডা প্রতিবদ্বাতি, গ্রাহশক্তি-  
গুণ্ডে সতি চক্ষুঃপ্রকাশাসম্প্রয়োগেহন্তর্ধানমুৎপত্ততে যোগিনঃ । এতেন শব্দান্তর্ধানমুক্তং  
বেদিতব্যম্ ॥ ২১ ॥

২১। ঐবীবেব রূপে সংঘম হইতে, সেই রূপেব গ্রাহশক্তি গুণ্ডিত বা বদ্ধ হইলে ঐবীবেব  
চক্ষুঃজ্ঞানেব অবিবয়ীভূত হওয়াতে অন্তর্ধান সিদ্ধ হব ॥ হু

ভাষ্যানুবাদ—ঐবীবেব রূপে সংঘম হইতে রূপেব যে গ্রাহশক্তি তাহা গুণ্ডিত হব, গ্রাহশক্তি  
গুণ্ড হইলে চক্ষুঃপ্রকাশেব অবিবয়ীভূত হওয়াতে, যোগীব অন্তর্ধান উৎপন্ন হব । ইহাব দ্বাবা ঐবীবেব  
শব্দাদিবও অন্তর্ধান উক্ত হইবাছে জানিতে হইবে ( ১ ) ।

টীকা । ২১।(১) ভাষ্যমতীৰ বাজীকবেবা যে ইন্দ্রবাজাব যুদ্ধ দেখাব, তাহাতে সেই  
বাজীকব কেবল সংকল্প কবে যে, ধর্শকবা ঐ ঐ রূপ দেখুক, তাহাতে ধর্শকবা ঐরূপ দেখে । একজন  
ইংবাজ লিখিবাছেন যে, তিনি ঐ বাজীর হান হইতে কিছু দূরে ছিলেন, তিনি দেখিতেছিলেন যে,

বাজীকব চূপ কবিয়া পাঁড়াইয়া বহিয়াছে, কিন্তু তাহাব নিকটবর্তী দর্শকগণ সকলেই উপবে দেখিতেছে এবং উত্তেজিত হইয়া উপব হইতে পতিত কাটা হাত পা সব দেখিতেছে। এমন কি, একজন পণ্টনের ডাক্তার এক কাল্পনিক হাত কুড়াইয়া লইয়া বলিল, 'যে ইহা কাটিয়াছে তাহাব দেখেইসহানোব বেশ জ্ঞান আছে'। ইত্যাদি প্রকাৰে দর্শকেবা উত্তেজিতভাবে নিবীক্ষণ কৰিতেছিল কিন্তু প্রকৃতপ্ৰস্তাবে বাজীকবেব সংকল্প ব্যতীত আব কিছু ছিল না।

যাহা হউক, ইহা হইতে জানা যায় যে, সংকল্পেব ঘাৰা কিঞ্চপ অসাধাৰণ ব্যাপাৰ সিদ্ধ হইতে পাৰে। যোগীবা অব্যাহত সংকল্পসহকাৰে যদি মনে কৰেন যে, আমাৰ শৰীৰেব কণশৰাদি কেহ গোচৰ কৰিতে যেন না পাৱে, তাহা হইলে যে তাহা সিদ্ধ হইবে তাহা বলা বাহুল্য।

এই সব কথা লিখিবাৰ আবও এক প্ৰবোধন আছে। অনেক লোক প্ৰচলিতজ্ঞতা বা ঐ সব বাজী দেখিবা মনে কৰেন এইবাৰ সিদ্ধপুৰুষ পাইবাছি। অজ্ঞ লোকেবা স্বীয় ধাৰণা অনুসাৰে ভূতনিক, শিশাচনিক, যোগনিক ইত্যাদি কিছু বিশ্বাস কৰিবা হবত কোন হীনচৰিত্ৰ অধাৰ্মিক বঞ্চকেব কবলে পতিত হইবা ইহলোক-পৰলোক হাৰাৰ। এইকপ সিদ্ধেব কবলে পতিবা যে কোন কোন লোক সৰ্বদ্ব্যস্ত হইবাছে, তাহা আমবা জানি। উহা সব ক্ষুদ্ৰ জ্ঞানৰ লিঙ্গি, যোগজ লিঙ্গি নহে। আব ঐকপ কোন অসাধাৰণ শক্তি দেখিবা কাহাকেও যোগী হিব কৰিতে হব না, কিন্তু অহিংসা, সত্য আদি স্ব ও নিয়ম প্ৰভৃতিব সাধন দেখিবা যোগী হিব কৰিতে হব। ক্ষুদ্ৰলিঙ্গিবূক্ত অনেক লোক সাধুসন্ন্যাসীৰ বেশ ধৰিবা অৰ্ধ উপাৰ্জন কৰে। তাদৃশ লোকে যোগী হিব কৰিবা বহুলোক ভ্ৰান্ত হয় এবং প্ৰকৃত যোগীৰ আদৰ্শও তদ্বাৰা বিপৰ্য্যত হইবা গিবাছে।

সোপাক্ৰমং নিৰূপাক্ৰমঞ্চ কৰ্ম তৎসংযমাদ্ অপৰাস্তজ্ঞানম্ অৱিষ্টেভ্যো বা ॥ ২২ ॥

ভাষ্যম্। আত্মবীপাকং কৰ্ম দ্বিবিধং সোপাক্ৰমং নিৰূপাক্ৰমঞ্চ। তত্র যথা আৰ্জ-  
বজ্জং বিতানিতং লঘীয়াস কালেন শুশ্ৰৱং তথা সোপাক্ৰমং, যথা চ তদেব সম্পিণ্ডিতং  
চিবেণ সংশ্লিষ্টম্ এবং নিৰূপাক্ৰমম্। যথা চাশ্লিঃ শুক্রে কক্ষে যুক্তো বাভেন সমস্ততো  
যুক্তঃ ক্ষেপীয়াস কালেন দহেং তথা সোপাক্ৰমং, যথা বা স এবাশ্লিষ্টপুৰাশৌ ক্ৰমশোহি-  
বয়বেষু শাস্তশ্চিৱেণ দহেত্তথা নিৰূপাক্ৰমম্। তদৈকভবিকমামুজবং কৰ্ম দ্বিবিধং  
সোপাক্ৰমং নিৰূপাক্ৰমঞ্চ, তৎসংযমাদ্ অপৰাস্তজ্ঞানম্। অৱিষ্টেভ্যো বেতি।  
দ্বিবিধমৱিষ্টম্ আধ্যাত্মিকমাধিভৌতিকমাধিদৈবিকক্ষেতি। তত্রাধ্যাত্মিকং, ঘোৰং  
অদেহে শিহিতকর্ণো ন শৃণোতি, জ্যোতিৰ্বা নেত্রেহবষ্টক্ৰে ন পশ্চতি। তথাধিভৌতিকং,  
যমপুৰুষান্ পশ্চতি, পিতৃনভীতানকস্মাং পশ্চতি। আধিদৈবিকং, স্বৰ্গমকস্মাং সিদ্ধান্  
বা পশ্চতি, বিপৰীতং বা সৰ্বমিতি। অনেন বা জানাত্যপবাস্তুপুপস্থিতমিতি ॥ ২২ ॥

২২। কৰ্ম সোপাক্ৰম ও নিৰূপাক্ৰম, তাহাতে সংযম হইতে, অথবা অৱিষ্টকল হইতে,  
অপৰাস্তেব (বৃত্ত্যৱ) জ্ঞান হয় ॥ ২২



ভাষ্কানুবাদ—আয়ু যাহাব কল এইরূপ কর্ম বিবিধ—সোপক্রম ও নিরূপক্রম (১)। তাহাব মধ্যে, যেমন আর্জ বস্ত্র বিস্তারিত কবিয়া দিলে অল্পকালে শুধায, সেইরূপ সোপক্রম কর্ম ; আব যেমন সেই বস্ত্র সম্পিণ্ডিত কবিয়া বাখিলে দীর্ঘকালে শুধায, সেইরূপ নিরূপক্রম কর্ম, (অথবা) যেমন অগ্নি ত্বক তুণে পতিত হইয়া চাষিদিগকে বায়ুযুক্ত হইলে অল্পকালে দহ কবে সেইরূপ সোপক্রম, আব তাহা যেমন বহু তুণে ক্রমশঃ এক এক অংশে জ্ঞাত হইলে দীর্ঘকালে দহ কবে, সেইরূপ নিরূপক্রম। সেই ঐকভবিক আয়ুদ্বব কর্ম বিবিধ—সোপক্রম ও নিরূপক্রম। তাহাতে সংযম কবিলে অপবাস্তেব অর্থাৎ প্রাণেব জ্ঞান হয়, অথবা অবিষ্টকল হইতেও তাহা হয়।

অবিষ্ট ত্রিবিধ: আধ্যাত্মিক, আদিতৌতিক ও আধির্দৈবিক। তাহাব মধ্যে আধ্যাত্মিক যথা—কর্ম বন্ধ কবিয়া স্বদেহেব শয্য না শুনিতে পাওয়া, অথবা চক্ষু (অঙ্গুলি আদিব দ্বাৰা টিপিবা) কদ্ধ কবিলে জ্যোতি না দেখা। আদিতৌতিক যথা—যমপুরুষ দেখা, অতীত পিতৃপুরুষগণকে অকস্মাৎ দেখা। আধির্দৈবিক যথা—অকস্মাৎ স্বর্ণ বা সিদ্ধ সকলকে দেখা, অথবা লম্বত বিপবীত দেখা। এইরূপ অবিষ্টেব দ্বাৰা মৃত্যু উপস্থিত জানিতে পাৰা যায়।

টীকা। ২২।(১) পূর্বে ত্রিবিপাক কর্মেব কথা বলা হইযাছে। কোন এক কর্মাশয বিপক হইয়া জন্ম হইলে আয়ুৰূপ কল চলিতে থাকে। ভোগ আয়ুফাল ব্যাপিযা হয়। আয়ু কোন এক জাতিব স্থিতিকাল। আয়ুফালে লম্বত কর্ম একবাবে কল দান কবে না, প্রকৃতি অল্পস্বাবে ক্রমশঃ ফলানুগ হয়। যাহা ব্যাপাধাক্ত হইতে আবন্ত হইযাছে, তাহা সোপক্রম বা উপক্রমযুক্ত। আব যাহা এখন অভিকৃত আছে, কিন্তু জীবনেব কোন কালে সম্পূর্ণ ব্যক্ত হইবে, তাহা নিরূপক্রম। মনে কব, এক জনেব ৪০ বৎসব বয়সে প্রাক্তনকর্মবশতঃ এইরূপ পাবীবিক স্বাস্থ্যহানি হইবে যে, তাহাতে তাহাব আয়ু তিন বৎসবে শেষ হইবে, ৪০ বৎসবেব পূর্বে সেই কর্ম নিরূপক্রম থাকে।

ত্রিবিপাক-সংস্কার সাক্ষাৎ কবিযা তাহাব মধ্যস্থ সোপক্রম ও নিরূপক্রম আয়ুদ্বব কর্ম সাক্ষাৎ কবিলে তাহাদেব কলগত বিশেষও সাক্ষাৎকৃত হইবে। তদ্বাৰা বোগী অপবাস্ত বা আয়ুফালেব শেষ জানিতে পাবেন। অভিব্যক্তিব অন্তবাসেব দ্বাৰা যাহা সংকুচিত তাহা নিরূপক্রম, আব যাহা তাহা নহে, তাহাই সোপক্রম। ভাস্ক্যাব ইহা দৃষ্টান্তেব দ্বাৰা স্পষ্ট কবিযাছেন। অবিষ্ট হইতেও আলম মৃত্যু জানা যায়, তদ্বিবক ভাস্ক্যও স্পষ্ট।

মৈত্রেয়াদিশু বলানি ॥ ২৩ ॥

ভাষ্কম্। মৈত্রেীকক্ষামুদিভেতি ভিশ্রো ভাবনাঃ। তত্র ভূতেষু স্থথিতেষু মৈত্রেীং ভাবযিহা মৈত্রেীবলং লভতে, জ্জ্বথিতেষু কক্শাং ভাবযিহা কক্শাবলং লভতে, পুণাশীলেষু মুদিতাং ভাবযিহা মুদিতাবলং লভতে। ভাবনাতঃ সমাধিৰ্বিঃ স সংযমঃ ততো বলান্তবজ্জ্য-বীৰ্য্যগি জায়ন্তে। পাপাশীলেষু উপেক্ষা ন তু ভাবনা, তত্তচ্চ তন্ত্যং নাস্তি সমাধিবিভিঃ, অতো ন বলমুপেক্ষাতস্তত্র সংযমভাবাদিভিঃ ॥ ২৩ ॥

২৩। মৈত্ৰী প্রভৃতিতে সংঘ কবিলে (তদ্বস্থাবী মানসিক) বলসকলেব লাভ হয়। ২

ভাষ্যানুবাদ—মৈত্ৰী, কৰুণা ও মুহুৰ্ত্তা এই ত্ৰিবিধ ভাবনা। (তাঁহাব মধ্যে) হুশী জীবে মৈত্ৰীভাবনা কৰিবা মৈত্ৰীবল লাভ হয়। হুশী জীবে কৰুণাভাবনা কৰিবা কৰুণাবল লাভ হয়। পুণ্যশীলে মুহুৰ্ত্তাভাবনা কৰিবা মুহুৰ্ত্তাবল লাভ হয়। ভাবনা হইতে যে সমাধি তাহাই সংঘ। তাহা হইতে অব্যবহীৰ্ণ (অব্যর্থ বল) জন্মাব। পাশ্চিমপে উপেক্ষা কৰা (ঔদাসীন্দ্ৰ) ভাবনা নহে, সেইহেতু তাহাতে সমাধি হয় না, অতএব সংঘাভাবহেতু উপেক্ষা হইতে বল হয় না (১)।

টীকা। ২৩। (১) মৈত্ৰীবলেব দ্বাৰা বোগীৰ দীৰ্ঘাঘেব সম্যক বিনষ্ট হয় এবং তাঁহাব ইচ্ছাবলে হিংস্রক অন্ত ব্যক্তিবাদ তাঁহাকে নিজেব জ্ঞান অহঙ্কল মনে কৰে। কৰুণাবলে হুশীবা তাঁহাকে পৰম আশাস্বল বলিবা নিশ্চয় কৰে, এবং যোগীৰ চিত্তেব অকাঙ্ক্ষা সমূলে নষ্ট হয়। মুহুৰ্ত্তাবলে অহমাদি বিনষ্ট হয় ও বোগী সমস্ত পুণ্যকাৰীয়েব প্ৰিয় হন (১৩৩ ব্ৰহ্ম)।

এই সকল বল-লাভ হইলে পবেব প্ৰতি সম্পূৰ্ণ সন্তোষে ব্যবহাৰ কৰিবাব অব্যর্থ শক্তি হয়। কোন প্ৰকাৰ অপকাৰাবিৰ শক্ত। তখন বোগীৰ দ্বৰে মলিনভাব জন্মাইতে পাৰে না।

### বলেষু হস্তিবলাদীনি ॥ ২৪ ॥

ভাষ্যম্। হস্তিবলে সংঘমাদ্ হস্তিবলো ভবতি, বৈনভেয়বলে সংঘমাদ্ বৈনভেয়-  
বলো ভবতি, বায়ুবলে সংঘমাদ্ বায়ুবল ইত্যেবমাদি ॥ ২৪ ॥

২৪। (দৈহিক) বলে সংঘ কবিলে হস্তিবলাদি হয়। ২

ভাষ্যানুবাদ—হস্তিবলে সংঘ কৰিলে হস্তিসদৃশ বল হয়, পৰুড়বলে সংঘ কৰিলে তাদৃশ বল হয়, বায়ুবলে সংঘ কৰিলে তাদৃশ বল হয় ইত্যাদি (১)।

টীকা। ২৪। (১) বলবত্তা দাবণা কৰিবা তাহাতে সমাহিত হইলে যে বহাবল লাভ হইবে তাহা স্পষ্ট। সমানে পেশীসকলে ইচ্ছা-প্ৰক্তি প্ৰয়োগ কৰা অভ্যাস কৰিলে যে বলবৃদ্ধি হয় তাহা ব্যাখ্যাকাবীবা জানেন, বলে সংঘ কৰা তাহাবই পৰাকাঠা।

### প্ৰবৃত্ত্যালোকগ্ৰাসাৎ সুদ্ব্যবহিতবিপ্ৰকৃষ্টজ্ঞানম্ ॥ ২৫ ॥

ভাষ্যম্। জ্যোতিষতী প্ৰবৃত্তিকল্পা মনসঃ, তস্তা য আলোকস্ত যোগী শূণ্ণে বা  
ব্যবহিতে বা বিপ্ৰকৃষ্টে বা অৰ্থে বিস্তৃত্ত তমৰ্থমধিগচ্ছতি ॥ ২৫ ॥

২৫। জ্যোতিষতী প্ৰবৃত্তিৰ আলোক গ্ৰাস (প্ৰয়োগ) কৰিলে স্বচ্ছ, ব্যবহিত ও বিপ্ৰকৃষ্ট (বা দূৰত) বস্তুৰ জ্ঞান হয়। ২

ভাষ্যানুবাদ—চিন্তেব জ্যোতিষতী প্রবৃত্তি উক্ত হইয়াছে, তাহার যে আলোক অর্থাৎ নাস্তিক প্রকাশ, যোগী তাহা স্বপ্ন, ব্যবহিত ও বিপ্রকৃষ্ট বিষয়ে প্রযোগ কবিত্তা সেই বিষয় জানিতে পাবেন (১)।

টীকা। ২৫।(১) জ্যোতিষতী প্রবৃত্তি (১)৩৬ স্বপ্নে। জ্যোতিষতী ভাবনায় স্বপ্ন হইতে বেন বিশ্বব্যাপী প্রকাশভাব প্রভূত হয়। তাহা জ্ঞাতব্য বিষয়ের দিকে গুপ্ত কবিলে তাহাব জ্ঞান হয়। সেই বিষয় স্বপ্ন হউক বা পর্বতাদি ব্যবধানের দ্বারা ব্যবহিত হউক, বা বিপ্রকৃষ্ট অর্থাৎ যতদূর ইচ্ছা ততদূরে হউক, তাহাব জ্ঞান হইবে। দূরদৃষ্টি বা clairvoyance নামক কৃত্ত সন্ধিব ইহা পবাকারী। বিপ্রকৃষ্ট—দূরত্ব।

বিত্ত বুদ্ধিস্বের সহিত জ্ঞেয় বস্তুব সংযোগ হইয়া ইহাতে জ্ঞান হয়। সাধারণ ইন্দ্রিয়প্রাপ্তী দ্বিত্বা জ্ঞানের জ্ঞান ইহা সংকীর্ণ জ্ঞান নহে।

### ভুবনজ্ঞানং সূর্যে সংযমাৎ ॥২৬॥

ভাস্কর্যম্। তৎপ্রস্তাবঃ সপ্তলোকঃ। তত্রাবীচ্যে প্রভৃতি মেকপৃষ্ঠং যাবদিভ্যেব ভূলোকঃ, মেকপৃষ্ঠাদাবভ্য আশ্রবাদ্ গ্রহনক্ষত্রতাবাবিচিহ্নোহস্তবিকলোকঃ। তৎপদঃ স্বর্লোকঃ পঞ্চবিধঃ, মাহেন্দ্রজ্যোতীয়ো লোকঃ, চতুর্থঃ প্রাজাপত্যো মহর্লোকঃ। ত্রিবিধো ব্রাহ্মা, তদ্যথা জনলোকস্তপোলোকঃ সত্যলোক ইতি। “ব্রাহ্মজিভুমিকো লোকঃ প্রাজাপত্যস্ততো মহান্। মাহেন্দ্রশ্চ স্বরিত্যুক্তো দিবি ভান্না ভুবি প্রজা ॥” ইতি সংগ্রহলোকঃ। তত্রাবীচ্যেকপৃষ্ঠং পবি নিবিষ্টাঃ বগ্নহানরকভূময়ো ঘনসলিলানলানিলা-কাশতমঃ-প্রতিষ্ঠাঃ মহাকালাস্ববীরোরব-মহারোরব-কালনৃজাক্তমিত্রাঃ। বত্র স্বকর্মো-পার্জিতদুঃখবেদনাঃ প্রাণিনঃ কষ্টমায়ুঃ দীর্ঘমাক্ষিপ্য জায়ন্তে। তন্তো মহাতল-রসাতলা-তল-মুতল-বিতল-ভলাতল-পাতালাখ্যানি সপ্ত পাতালানি। ভূমিবিন্নমষ্টমী সপ্তদ্বীপা বনুমতী, যন্তাঃ স্রমেকর্মধ্যে পর্বতবাজঃ কাঞ্চনঃ, তন্ত বাজতবৈদূর্ঘ্যটিক-হেম-মণিময়ানি শৃঙ্গানি, তত্র বৈদূর্ঘ্যপ্রতাপবান্নাগ্নীলোৎপলপত্রশ্রামো নভসো দক্ষিণো ভাগঃ। যেতঃ পূর্বঃ, স্বচ্ছঃ পশ্চিমঃ, কুরুগুপ্ত উত্তরঃ। দক্ষিণপার্শ্বে চান্দ্র জম্বু, যতোহয়ং জম্বুদ্বীপঃ, তন্ত সূর্যপ্রচাবাদ্ রাত্রিন্দিবং লগ্নমিব বিবর্ততে। তন্ত নীলখেতশৃঙ্গবস্ত্র উদীচীনাক্ষয়ঃ পর্বতা দ্বিসহস্রায়ামাঃ, তদন্তরেষু ত্রীণি বর্ষাণি নব নব যোজনসাহস্রাণি রমণকং হিরণ্ময়-মুস্তরাঃ কুবব ইতি। নিবধ-হেমকুট-হিমশৈলা দক্ষিণতো দ্বিসহস্রায়ামাঃ, তদন্তরেষু ত্রীণি বর্ষাণি নব নব যোজন-সাহস্রাণি হরিবর্ষং কিম্পুকমং ভারতমিতি।

স্রমেবোঃ প্রাচীনা ভজ্ঞাখা মাল্যবৎসীমানঃ প্রতীচীনাঃ কেতুমালা গন্ধমাদন-সীমানঃ, মধ্যে বর্ষমিলাবৃত্তম্। তদেতদ্ যোজন-শতসহস্রং স্রমোরোদ্গিশি দিশি তদর্ধেন

ব্যুৎ। স খল্লয়ং শতসহস্রাবামো জহুদ্বীপস্ততো দ্বিগুণেন লবণোদধিনা বলয়াকৃতিনা  
বেষ্টিতঃ। ততশ্চ দ্বিগুণা দ্বিগুণাঃ শাক-কুশ-ক্রৌঞ্চ-শালগ্রাম গোমেদ (গোমেধ)-পুষ্কর-  
দ্বীপাঃ। সপ্তসমুদ্রাশ্চ সৰ্বপৰাশিকল্পাঃ সবিচিত্রশৈলাবতঃসা ইক্ষুবস-সুবা-সপি-দধি-  
মণ্ড-ক্ষীৰ-স্বাদূদকাঃ। সপ্তসমুদ্রবেষ্টিতা বলয়াকৃতয়ো লোকালোক-পৰ্বতপৰীবাঃ  
পঞ্চাশদ্-যোজন-কোটি-পবিসংখ্যাতাঃ। তদেতৎ সৰ্বং সুপ্রতিষ্ঠিত-সংস্থানমণ্ডমধ্যে ব্যুৎম,  
অণ্ডঞ্চ প্রধানস্তাণুববয়বো বধাকাশে খণ্ডোভঃ। তত্র পাতালে জলমৌ পৰ্বতেষেভেবু  
দেবনিকায়। অমুর-গন্ধৰ্ব-কিন্নব-কিন্দ্রক-যক্ষ-বাকস-ভূত-প্রোত-পিশাচাপান্নরকাস্রবো-  
ব্রহ্মরাক্ষস-কুম্ভাণ্ড-বিনায়কঃ প্রতিবসন্তি। সৰ্বেষু দ্বীপেষু পুণ্যস্থানো দেবমহুস্তাঃ।

স্বমেরুজিগদশানামুত্তানভূমিঃ, তত্র মিশ্রবনং নন্দনং চৈত্রবধং সুমানসমিত্যুত্তানানি,  
সুৰ্য্য দেবসভা, সুদর্শনং পুরং, বৈজয়ন্তঃ প্রাসাদঃ। গ্রহনক্ষত্রতাবকাস্ত্র এবৈ নিবদ্ধা  
বায়ুবিষ্কম্পনয়মেনোপলক্ষিতপ্রচারঃ স্বমেরোকপমুপরি সন্নিবিষ্টা বিপবিবর্তন্তে।  
মাহেষুনিবাসিনঃ বড়দেবনিকায়ঃ—ত্রিংশা অগ্নিহোতা যাম্যঃ তুৰ্বিতা অপবিনির্মিত-  
বশবর্তিনঃ পরিনির্মিতবশবর্তিনশ্চেতি। সৰ্বে সংকল্পসিদ্ধা অবিমাত্তৈবধোপপন্নাঃ  
কল্পাবুবো বৃন্দারকাঃ কামভোগিন গুপপাদিকদেহা উত্তমাম্বকুলাভিবঙ্গরোডিঃ কৃত-  
পরিবারাঃ। মহতি লোকে প্রাজাপত্যে পঞ্চবিধো দেবনিকায়ঃ—কুমুদাঃ ঋভবঃ প্রতর্দনা  
অঞ্জনাভাঃ প্রচিভাভা ইতি, এতে মহাভূতবশিনো ধ্যানাহাৰাঃ কল্পসহস্রাবুঃ। প্রথমে  
ব্রহ্মণো জনলোকে চতুৰ্বিধো দেবনিকাযো—ব্রহ্ম-পুরোহিতা ব্রহ্মকায়িকা ব্রহ্মমহা-  
কায়িকা (অজবা) অমবা ইতি, এতে ভূতেল্লিয়বশিনো দ্বিগুণ-দ্বিগুণোত্তরারবুঃ।  
দ্বিতীয়ে উপসি লোকে ত্রিবিধো দেবনিকাযঃ—আভাষবা মহাভাষবাঃ সত্যমহাভাষরা  
ইতি। এতে ভূতেল্লিয়প্রকৃতিবশিনো দ্বিগুণদ্বিগুণোত্তরারবুঃ, সৰ্বে ধ্যানাহারা  
উর্ধ্ববেতসঃ উর্ধ্বমপ্রতিহতজ্ঞানা অধবভূমিধনাবৃতজ্ঞানবিষয়াঃ। তৃতীয়ে ব্রহ্মণঃ  
সত্যলোকে চত্বারো দেবনিকায়ঃ—অচ্যুতাঃ শুদ্ধনিবাসাঃ সত্যভাভাঃ সংজ্ঞাসংজ্ঞিন-  
শ্চেতি। অকৃতভবনজ্ঞাসাঃ অপ্ৰতিষ্ঠা উপমুপরিস্থিতাঃ প্রধানবশিনো বাবৎসর্গারবুঃ।  
তত্রাচ্যুতাঃ সবিতর্কধ্যানমুখাঃ, শুদ্ধনিবাসাঃ সবিচারধ্যানমুখাঃ, সত্যভা আনন্দমাত্র-  
ধ্যানমুখাঃ, সংজ্ঞাসংজ্ঞিনশ্চান্ধিতামাত্রধ্যানমুখাঃ, তেহপি ত্রৈলোক্যমধ্যে প্রতিতিষ্ঠন্তি।  
ত এতে সপ্ত লোকাঃ সৰ্ব এব ব্রহ্মলোকাঃ। বিদেহপ্রকৃতিলয়ান্ত্রো মরুপদে বর্তন্তে,  
ন লোকমধ্যে জ্ঞাতা ইতি। এতদুযোগিনা সাক্ষাৎকর্তব্যং সুৰ্য্যদেবে সংযমং কৃষা  
ততোহস্ত্রাপি, এবস্তাবদভ্যসেদ্ যাবদিদং সৰ্বং দৃষ্টমিতি ॥ ২৬ ॥

২৬। সূৰ্যে বা সূৰ্য্যদেবে সংযম কৰিলে ভুবনজ্ঞান হয় (১) ॥ হ

ভাট্টানুবাদ—ভুবনেব প্রভাব (বিত্তাস) সপ্তলোকসকল। তাহাব মধ্যে অবাচি হইতে  
মেরুপৃষ্ঠ পৰ্বত ভূলোক। মেরুপৃষ্ঠ হইতে এব পৰ্বন্ত গ্রহ, নক্ষত্র ও তাবাব দ্বাৰা বিচিত্র অন্তবিক-  
লোক। তাহাব পব পঞ্চবিধ অলোক। (পঞ্চবিধ অলোকেব প্রথম ও ভূলোক হইতে) তৃতীয

মাহেন্দ্রলোক, চতুর্থ প্রাঙ্গণত মহালোক। পবে ত্রিবিধ ব্রহ্মলোক, তাহা যথা : জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক। এ বিধে সংগ্রহশ্রীক যথা, “ত্রিভূমিক ব্রহ্মলোক, তাহাব নিয়ে প্রাঙ্গণত মহালোক মাহেন্দ্র বর্লোক বলিয়া উক্ত হয়, ( তাহাব নিয়ে ) তাবায়ুক্ত দ্ব্যলোক ও তন্নিয় প্রাঙ্গণত ভূলোক”। তাহাব মধ্যে অরীচিব উপরূপিব ছব মহা নবকছুমি সন্নিবেশিত আছে, তাহাবা ঘন, শলিল, অনল, অনিল, আকাশ ও তন্মতে প্রতিষ্ঠিত, ( তাহাদেব নাম যথাক্রমে ) মহাকাল, অম্ববীষ, বোবব, মহাবোবব, কালসুহ্ম ও অঙ্কতামিস। যেখানে নিজকর্ষোপাঙ্গিত-চুঃবভোগী জীবগণ কষ্টকব দীর্ঘ আবু গ্রহণ কবিয়া জাত হয়। তাহাব পব মহাতল, বসাতল, অতল, সুতল, বিতল, তলাতল ও পাতাল নামক সপ্ত পাতাল। এই সপ্তদ্বীপা বহুযতী পৃথিবী অষ্টম। কাকন পর্বতবাজ হুয়েহ ইহাব মধ্যে। তাহাব বাজত, বৈদূর্ব ক্ষতিক ও হেম-মণিযুক্ত শৃঙ্গকল ( ২ )। তন্মধ্যে বৈদূর্ব প্রভাব দাবা অম্ববজিত হওবাতে আকাশেব দক্ষিণ ভাগ নীলোৎপলপদ্মেব জায় শ্রাম। পূর্বভাগ বেত, পশ্চিম বজ্র, কুবজকপ্রভ ( সর্ববর্ষ পুষ্পবিশেষেব জায় ) উত্তব ভাগ। ইহাব দক্ষিণ পার্শ্বে জম্বু আছে, তাহা হইতে জম্বু দ্বীপ নাম। হুমেকব চতুর্দিকে নিবন্তব সূর্যপ্রচাব- ( ভ্রমণ ) হেতু তথাকাব দিন ও বাজি সলয়েব মত বোধ হয় অর্থাৎ সূর্যেব দিকে দিন ও অজ দিকে বাজি ইহাবা লগ্নভাবে সুবিতেছে। হুমেকব উত্তব দিকে ষিহলযোজনবিত্তাব নীল, বেত ও শৃঙ্গব নামক তিনটি পর্বত আছে। ইহাদেব ভিতব বমণক, হিবগম ও উত্তবকুক নামক তিনটি বর্ষ আছে, তাহাদেব বিত্তাব নম-নম-সহয যোজন। দক্ষিণে ষিহলযোজনবিত্তাব, নিবধ, হেমকুট ও হিবশৈল, তাহাদেব ভিতব নম-নম-সহয-যোজন-বিত্তাব হবিবর্ষ, কিস্পুকবর্ষ ও ভাবতবর্ষ নামক তিন বর্ষ আছে।

হুমেকব পূর্বে মাণ্যবৎ পর্বত ভদ্রাষ এবং পশ্চিমে গন্ধমাদন পর্বত কেতুমাল। তাহাব মধ্যে ইলাবৃত্ত বর্ষ। জম্বুদ্বীপেব পবিমাণ ( ব্যাস ) শতসহস্র যোজন, তাহা হুমেকব চতুর্দিকে পঞ্চাশ সহস্র যোজন কবিয়া দ্যুত। এই সকল পত-সহস্র যোজন বিদ্বত জম্বুদ্বীপ এবং ইহা তাহাব দ্বিগুণ বলসাকৃতি লবণোদধিব দাবা বেষ্টিত। তাহাব পব ক্রমশঃ শাক, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাল্লল, গোসেহ ( গোসেহ ) ও পুরুবদ্বীপ। ইহাদেব প্রত্যেকে পূর্বাপেক্ষা দ্বিগুণ আবত। ( দ্বীপবেষ্টক ) সপ্ত সমুদ্র সর্বপবাশিকল, বিচিষ্টশৈলমণ্ডিত। তাহাবা ( প্রথম লবণসমুদ্র ব্যতীত ) যথাক্রমে ইকুবল, হবা, দ্যুত, দদি, মণ্ড ও চুকেব জায় স্বাহুজলযুক্ত ( ৩ )। পঞ্চাশকোটি যোজন বিদ্বত, বলায়কৃতি ( সপ্ত-দ্বীপ ), লোকালোক পর্বতপবিত্রত ও সপ্তসমুদ্রবেষ্টিত। এই সমস্ত স্প্রতিষ্ঠকপে ( অসংকীর্তাবে ) অণুমধ্যে দ্যুত আছে। এই অণুও আবাব প্রধানেব অণু-অববব, যেমন আকাশে খড়োত। পাতালে, জলযিতে ও ঐসকল পর্বতে অম্বব, গন্ধর্ব, কিন্নব, কিস্পুকব, বন্ধ, বাক্ষস, ভূত, প্রোভ, শিশাচ, অপস্মাব, অপস্বা, ব্রহ্মবাঞ্চস, কুস্মাণ্ড ও বিনাষকরূপ দেবযোনিসকল নিবাস কবে, আব দ্বীপসকলে পুণ্যাত্মা দেবতা ও মনুজেবা বাস কবেন।

হুমেক ত্রিদশদ্বিগেব উত্তানচুমি, সেখানে মিশ্রবণ, নন্দন, চৈত্রবধ ও স্ত্রমানস এই চাবি-উত্তান, স্বর্ধমা নামক দেবসভা, স্বদর্শন গুব এবং বৈজয়ন্ত নামক প্রাণাদ আছে। গ্রহ-নক্ষত্র-তাবকাসকল কবে নিবন্ধ হইবা বায়ুবিক্ষেপেব দাবা সংযত হইবা ভ্রমণ কবতঃ হুমেকব উপরূপিব সন্নিবিষ্ট থাকিয়া পবিবর্তন কবিতেছে। মাহেন্দ্রনিবাসী দেবসমূহ যজুবিধ, যথা : ত্রিধন, অগ্নিযাত, যাম্য, তুবিড, অপবিনিমিত-বশবর্তী এবং পবিনিমিত-বশবর্তী। ইহাবা সকলে সংকল্পসিদ্ধ অগ্নিমাণি ঐশ্বৰ্য্যলপ্ত, কল্মায, বৃন্দাবক ( গুহা ), কামভোগী, ঔপপাদিকদেহ ( যে দেহ পিতামাতাব সংযোগব্যতীত অকল্মায

উৎপন্ন হয়) এবং উত্তম ও অল্পকল অঙ্গবাদিগণেৰা বাবা বেষ্টিত। প্রাচীনতম মহালোকে দেবনিকাষ পঞ্চবিধ : কুম্ভ, ঋতু, প্রতর্দন, অঙ্গনাভ ও প্রচিভাভ। ইহাৰা মহাত্মত্ববশী ধ্যানাহাৰ ( ধ্যানমায়ে তৃপ্ত বা পুষ্ট) ও সম্ভবকল্পাৰ। জননামক ব্রহ্মাব প্রথম লোকেৰ দেবনিকাষ চতুৰ্বিধ, যথা—ব্রহ্ম-পূৰ্বোহিত, ব্রহ্মকাষিক, ব্রহ্মমহাকাষিক ও অমৰ। ইহাৰা ভূতেন্দ্ৰিয়বশী এবং পূৰ্ব পূৰ্ব অপেক্ষা দুই গুণ আয়ুৰ্ভুক্ত। ব্রহ্মাব দ্বিতীয় তপোলোকে দেবনিকাষ ত্ৰিবিধ, যথা : আভাষব, মহাভাষব ও সত্যমহাভাষব। ইহাৰা ভূতেন্দ্ৰিয় ও তন্মাজ-বশী। পূৰ্ব পূৰ্ব অপেক্ষা দুই গুণ আয়ুৰ্ভুক্ত ধ্যানাহাৰ, উৰ্দ্ধবেতা ও উৰ্দ্ধহ সত্যলোকেৰ জ্ঞানেৰ সামৰ্থ্যবৃদ্ধ এবং নিম্নলোকসমূহেৰ অনাবৃত ( হৃদয়, ব্যবহিত ও বিপ্রকৃষ্ট বিষয়েৰ) জ্ঞানসম্পন্ন। ব্রহ্মাব তৃতীয় সত্যলোকে দেবনিকাষ চতুৰ্বিধ, যথা—অচ্যুত, শুদ্ধনিবাস, সত্যাত ও সংজ্ঞাসংজ্ঞী। ইহাৰা ( বাহ ) ভবনশূন্য, ঋপ্রতিষ্ঠ, পূৰ্বপূৰ্বোপেক্ষা উপবিহিত, প্রধানবশী এবং মহাকল্পাৰ। তন্মধ্যে অচ্যুতেৰা সৰ্বিতৰ্ক-ধ্যানবৃদ্ধ, শুদ্ধনিবাসেৰা সৰ্বিচাৰ-ধ্যান-বৃদ্ধ, সত্যাতেৰা আনন্দমাত্র-ধ্যানবৃদ্ধ আৰ সংজ্ঞাসংজ্ঞীৰা অস্তিত্বমাত্র-ধ্যানবৃদ্ধ। ইহাৰা ও ত্ৰৈলোক্যমধ্যে প্রতিষ্ঠিত। এই সপ্তলোক সমুদয় ব্রহ্মলোক। বিদেহদেবতা ও প্রকৃতিভগ্নেৰা মোক্ষপথে অবস্থিত। তাহাৰা লোক-মধ্যে জ্ঞাত নহেন। হৰ্ষদাৰে সংঘৰ্ষ কৰিবা যোগীৰ এই সমস্ত সাক্ষাৎ কৰা কৰ্তব্য। অথবা ( হৰ্ষদাব্যতীত ) অতঃপৰ এইৰূপ অভ্যাস কৰিবে বত দিন না এই সমস্ত প্রত্যক্ষ হয়।

টীকা। ২৬।(১) হৰ্ষ অৰ্থে হৰ্ষদাব। এ বিষয়ে সকলেই একমত। চন্দ্র এবং ধ্রু (পৰেৰ দুই সূক্ষ্মোক্ত) দেখিবা হৰ্ষকে সাধাৰণ হৰ্ষ মনে হইতে পাৰে, কিন্তু তাহা নহে। পবন চন্দ্রও চন্দ্রদাব হইবে। ধ্রুবেৰ ব্যাখ্যা ভাস্কৰকাৰ স্পষ্ট লিখিযাছেন।

হৰ্ষদাব হিব কৰিতে হইলে প্রথমে হুয়ুৰা হিব কৰিতে হইবে। শ্রুতি বলেন, “তজ্জ শ্বেতঃ হুয়ুৰা ব্রহ্মবানঃ”। অৰ্থাৎ হৃদয় হইতে উৰ্দ্ধগত শ্বেত ( স্ফোতিৰ্ঘ ) হুয়ুৰা নাড়ী। অজ্ঞ শ্রুতি, যথা, “হৰ্ষদাৰেণ তে বিবজ্জাঃ প্রবাস্তি যজ্ঞাসুতঃ স পুরুষো হব্যবাস্তা” ( মুণ্ডক ) অৰ্থাৎ হৰ্ষদাৰেৰ বাবা অব্যয় আত্মাতে উপনীত হয়। আত্মা—“প্রতিষ্ঠিতোহস্মৈ হৃদয়ঃ সন্নিধাৰ।” অতএব হৃদয় আত্মা ও শবীৰেৰ সন্ধিহল অৰ্থাৎ শবীৰেৰ সৰ্বোপেক্ষা প্রকাশশীল অংশই হৃদয়। বক্ষঃস্থলই সাধাৰণতঃ আমায়েৰ আমিহেৰ কেন্দ্ৰ, হৃদবাং বক্ষঃস্থল অতিপ্রকাশশীল বা হৃদয়তম বোধময় অংশই হৃদয়। হৃদয় হইতে সেইৰূপ হৃদয়, মস্তকাভিমুখী বোধদাবাই হুয়ুৰা। স্থল শবীৰে হুয়ুৰা অবেগ নহে, কিন্তু ধ্যানেৰ দাবা অবেগ। আধুনিক শাস্ত্ৰেৰ মতে মেকনগেষ্টেৰ মধ্য হুয়ুৰা, কিন্তু প্রাচীন শ্রুতিশাস্ত্ৰমতে হৃদয় হইতে উৰ্দ্ধগ নাড়ীবিশেষ হুয়ুৰা। বস্তুতঃ কশেৰুকা স্জ্জা, pneumogastric nerve ও carotid artery এই তিনিৰ মধ্যস্থ হৃদয়তম বোধবহ অংশই হুয়ুৰা। বস্তুব্যতীত কণ-মায়েই স্তম্ভিক নিষ্ক্ৰিয় হয়, কশেৰুকা স্জ্জা ( spinal cord ) ও pneumogastric nerve ব্যতীতও বহুগতি এবং শবীৰেৰ বোধাদি কল্প হয়, অতএব ঐ তিন শ্ৰোতই প্রাণদাৰণেৰ অৰ্থাৎ ঐত্ৰ্যুক্ত আত্মাৰ সহিত অগ্নেৰ বা শবীৰেৰ সম্বন্ধেৰ মূল হেতু। হৃদবাং তন্মধ্যস্থ হৃদয়তম প্রকাশশীল অংশই হুয়ুৰা। যোগী সজ্ঞানে শবীৰিক অভ্যাস সন্মুখ্য ত্যাগ কৰিবা ( শবীৰেৰ জিন্মা বোধ কৰিবা ) অবশিষ্ট এই হৃদয়তম প্রকাশশীল অংশ সৰ্বশেষে ত্যাগ কৰিবা বিদেহ হন। এই হুয়ুৰাকপ দাবই হৰ্ষদাব। হৰ্ষেৰ সহিত ইহাৰ কিছু সম্বন্ধ আছে বলিবা ইহাকে হৰ্ষদাব বলা যায়। শাস্ত্ৰে আছে, “অনন্তা বস্ময়ন্তস্ত দ্বীপবদ্ যঃ স্থিতো হৃদি”। “উৰ্দ্ধমেকঃ হিতন্তেযাং যো ভিদ্ধা হৰ্ষমণ্ডলম্।

ব্রহ্মলোকমতিক্রম্য তেন বাতি পরাং গতিম্” (মৈত্রাবণী উপ.) অর্থাৎ জন্মে দীপবৎ হিত ত্রয়োব  
যে অনন্ত বশিষ্টকল আছে তাহাদেব একটি উল্লেখ অবস্থিত, বাহা স্বর্ষমণ্ডল ভেদ করিয়া গিয়াছে।  
ব্রহ্মলোক অতিক্রম করিয়া তাহাব দ্বাবাই পবনা গতিব প্রাপ্তি হয়।

অতএব পূর্বোক্ত জ্যোতিষতী প্রবৃত্তিব এক দ্বাবাই সূর্য্যদ্বার বা স্বর্ষদ্বার। বাহাবা ব্রহ্মবান-  
পথে গমন কবেন, তাহাবা কোন কাৰণে স্বর্ষমণ্ডলে বাইবা তথা হইতে ব্রহ্মলোকে যান। ঋতিতে  
আছে, “স আদিত্যমাপগচ্ছতি তস্মৈ স তজ্জ বিজিহীতে। যথা লঘবন্ত ঋং তেন উদয় আক্রমতে”।  
অর্থাৎ তিনি (ব্রহ্মবানগামী) আদিত্যে আপগমন কবেন, আদিত্য আপনাব অঙ্গ বিবল করিয়া ছিন্ন  
কবেন (যেমন লঘব নামক বাত্মশব্দের মধ্যস্থ ফাঁক, সেইরূপ) সেই ছিন্ন দ্বিবা তিনি উল্লে গমন  
কবেন (বৃহ. উপ.) তজ্জন্মই সূর্য্যাকে স্বর্ষদ্বার বলা হয়।

জ্যোতিষতী প্রবৃত্তিব এই বিশেষ দ্বাবাব সংঘম কবিলে ভুবনজ্ঞান হয়। ভুবন স্থল ও হুন্দ  
এবং তদন্তর্গত অবাচি আদি জ্যোতির্হীন, সূর্য্যং তাহাদেব দর্শন স্থল ভৌতিক আলোকে হইবাব  
নহে। সাধাবণ স্বর্ষালোক তাহার দর্শনের হেতু নহে, কিন্তু যে ঐন্দ্রিষিক প্রকাশে জ্যোতক  
আলোকের অপেক্ষা নাই, বাহা নিজের আলোকেই নিজে দেখে, তাদৃশ ইন্দ্রিষ-শক্তিব দ্বারাই ভুবনজ্ঞান  
হয়।\* স্বর্ষদ্বার অর্থে যে স্বর্ষ নহে তাহাব এক কাৰণ এই—স্বর্ষে সংঘম কবিলে স্বর্ষেবই জ্ঞান হইবে,  
ব্রহ্মাদি লোকের জ্ঞান কিরূপে হইবে ?

পিণ্ডেব ও ব্রহ্মাণ্ডেব (microcosm and macrocosm) সাম্যবস্ত অল্পসাবেই সূর্য্য নাড়ী ও  
লোকসকলের একত্ব উক্ত হইয়াছে। লোকান্তীত আত্মা সর্ব প্রাণীই আছে। আব বুদ্ধিব বিদ্ব,  
কেবল ইন্দ্রিয়াদিকূপ বৃত্তিব দ্বাবা সংকুচিতবৎ হইবা বহিবাছে, তাহাব যেমন যেমন আবরণ কাটিবা  
যাব তেমনি তেমনি বিদ্বৎ প্রকটিত হয়, আব প্রাণীও উচ্চতর লোকে গতি হয়। সূতবাং বুদ্ধি  
প্রকাশাবরণসবেব এক এক অবস্থাব সহিত এক এক লোক সম্বন্ধ। বুদ্ধি বিচ্ছিন্ন হইতে দূব নিবট  
নাই, সূতবাং প্রত্যেক প্রাণীই বুদ্ধি এবং ব্রহ্মাদি লোক একত্র রহিবাছে, কেবল বুদ্ধিব বৃত্তিব ভিত্তি  
কবিলেই তাহাতে গমনের ক্ষমতা হয়।

২৬। (২) সূর্য্যলোক এই পৃথিবী নহে, কিন্তু এই পৃথিবীর সহিত সংশ্লিষ্ট সূর্য্য হুন্দ লোকবাই  
সূর্য্যলোক। (‘লোকসংস্থানে’ লবিশেষ শ্রুতব্য)। দেবাবাস জন্মের পূর্বত হুন্দ লোক, তাহা স্থল  
চক্ষু অগ্রাহ্য। এইরূপ লোকসংস্থান প্রাচীন বোগবিজ্ঞান গৃহীত হইবা চলিবা আসিতেছে।  
বৌদ্ধবাও ইহা লইবাছেন, কিন্তু বর্তমান বিবরণ বিস্তৃত নহে। যুলে কোন বোগী ইহা সাক্ষ্য করিবা  
প্রকাশ করিবা গিয়াছিলেন, কিন্তু তাৎকালিক মানবসমাজের ধর্ম্মগোলের ও ভূগোলের সন্মত জ্ঞান না  
ধাকাতে ইহা বিস্তৃত হইবা গিয়াছে। অবশ্য ইহা বহুকাল কঠে কঠে চলিবা আসিবা পবে লিপিবদ্ধ  
হইবাছে।

হুন্দদৃষ্টিতে অন্তর্বিদ্য হুন্দ লোকমব দেখাইবে। কিন্তু স্থলদৃষ্টিতে পৃথিবীমালক স্বর্ষেব চতুর্দিকে  
আবর্তন কবিতোছে দেখা বাইবে। পূর্বকাল লোকের্থেব ভূগোলের বিষয়ে প্রস্তুত জ্ঞান ছিল না,

\* এ বিষয়ে *Nightside of Nature* গ্রন্থে উল্লেখ, যথা—“The seeing of a clear-seeing”, says Dr. Passavant,  
“may be called a Solar seeing, for he lights and interpenetrates his object with his own organic  
light.” Chapter XIV.

সুতবাং তাঁহাৰা সাক্ষাৎকাৰী যোগীৰ বিবৰণ স্বাধৰণ স্বাধৰণ। কবিতা নৱ পাবিহা ক্ৰমশঃ প্ৰকৃত বিবৰণক অনেক বিকৃত কবিয়া ফেলিযাছেন। ভাষ্কৰ্য্যক প্ৰচলিত বিবৰণই নিপিবদ্ধ কবিয়াছেন।

গাঁহাৰা যোগসিদ্ধ হন তাঁহাৰা তখন প্ৰবচনা কৰেন না, তাঁহাৰা পৃষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসুদেব উপদেশ কৰেন, আৰ, শিষ্ট-প্ৰশিষ্টেবাই শাস্ত্ৰ বচনা কৰেন। যোগশাস্ত্ৰেৰ আদিম বক্তা কণিধি আহুবি ঋষিকে সাক্ষাৎযোগ-বিজ্ঞা বলিযাছিলেন, পৰে পঞ্চশিখ ঋষি শাস্ত্ৰ বচনা কৰেন। যোগসিদ্ধ হইলে যোগীৰা পাৰ্থিৱ ভাবেৰ সম্যক্ অতীত হইয়া বান, তাঁহাদেব নিকট হইতে জিজ্ঞাসুবা প্ৰধানতঃ আগম প্ৰমাণ হইতেই জ্ঞানলাভ কৰেন। সেইকপ অশাৰ্ধিৰ ভাবে সৰ্ব ধাৰীদেব নিকট প্ৰবণ কবিয়াই যোগবিজ্ঞা উদ্ধৃত হইযাছে। ঈতিও বলেন, “ইতি স্তম্ভৰ ধীৰাণাং যে নতথিচচক্ষিবে” (ঈশ) অতএব যিনি এই বাক্য বলিযাছেন, তিনি ধীৰদেব নিকট প্ৰবণ কবিয়া বলিযাছেন।

সিদ্ধদেব জীৱদশাৰ্ণ তাঁহাদেব বাক্যে অমোঘ আগম প্ৰমাণ হইতে পাৰে। কিন্তু তাঁহাদেব অবৰ্ত্তমানে সেই সত্যনিৰ্দেশকপ তাঁহাদেব উপদেশ সাধাবণেৰ মনে সেইকপ প্ৰজ্ঞা ও অমোঘ জ্ঞান উপাদান কবিতা পাৰে না, তাই দৰ্শনশাস্ত্ৰেৰ উদ্ভব। অতএব সিদ্ধ বক্তাব নিপিবদ্ধ উক্তি অপেক্ষা দৰ্শনকাৰেবাই সাধাবণ মানবেৰ পক্ষে অধিকতৰ উপকাৰক। কলে বেমন, মহামূল্য হীৰকথও বুজুছ দৰিদ্ৰেৰ আশু উপকাৰে লাগে না, সেইকপ প্ৰকৃত যোগসিদ্ধও সাক্ষাৎভাবে সাধাবণেৰ উপকাৰে আসেন না। বুদ্ধি উন্নত পুৰুষদেব অধুনা গাঁহাৰা ভক্ত তাহাৰা বুদ্ধিৰ প্ৰকৃত সহস্বেৰ তত ধাব ধাবে না, কেবল কতকগুলি কাল্পনিক গল্পেৰ নায়ককশেই তাঁহাদেব চিনে।

২৬। (৩) দধি ও মণ্ড পৃথক্ না কবিয়া ‘দধিমণ্ড’ ধৰিবা বাহুজল নামক এক পৃথক্ সমুদ্ৰ আছে এইকপ অৰ্ঘও হয়। কিন্তু দধ্যাৰিৱ স্তাৰ বাহুজলবিশিষ্ট সমুদ্ৰ, এইকপ অৰ্থই সম্ভবপৰ। ধীপসকলে পুণ্যাত্মা দেব বা দেবযোনি, এক মনুষ্য বা পৰলোকগত মনুষ্য বাস কৰেন, অতএব ধীপসকল হুস্মলোক হইবে। পৃথিবীৰ অল্প লোকই পুণ্যাত্মা, বাকি অপুণ্যাত্মাৰা কোথাৰ বাস কৰে? তাহাৰা যদি ঐ ধীপে বাস না কৰে, তবে পৃথিবী ঐ ধীপ হইতে বহিৰ্ভূত বলিতে হইবে।

কলে ধীপসকল হুস্মলোক। পাঁতালসকলও ভুলোকেব (পৃথিবীৰ নহে) অভ্যন্তৰস্থ হুস্মলোক, আৰ সপ্ত নিবৰণ হুস্মলোকেত স্থল পৃথিবীৰ বাহ্যভ্যন্তৰ বেৰুপ বেখাৰ সেইকপ লোক। অৰীচি (তবদহীন বা জড়, ইহা অগ্নিময় বলিবা বণিত হয়), ঘন (সংহত পৃথিবী), সলিল (জল বা ঘন অপেক্ষা অসংহত পাৰ্থিৱ অংশ), অনল, অনিল (পাৰ্থিৱ বায়ুকোষ), আকাশ (বায়ুৰ বিৱলাবস্থা) ও তম (অন্ধকাৰময় শূন্য) এই সকল অবস্থা স্থল পৃথিবীসদৃশী। সেই অবস্থাসকল হুস্মলবণযুক্ত, অথচ ব্ৰহ্মশক্তিহেতু কষ্টমৰচিত্তযুক্ত নাবকীদেব নিকট বেৰুপ বোধ হয়, তাহাই অৰীচি আদি নিবৰ। দুঃশপ্নবোগে (nightmare) যেমন ইন্দ্ৰিয়-শক্তি জড়ীভূত বোধ হওৱাতে কাৰ্যেৰ সামৰ্থ্য থাকে না, কিন্তু মন জাগ্ৰত হইবা পাৰ্শবদ্বং কষ্ট পাব, নাবকীবাও সেইকপ চিন্তাবস্থা প্ৰাপ্ত হয়। লোভ ও হুদ্বা অত্যধিক থাকিলে, কিন্তু তাহাৰ পূৰ্ণেৰ পক্তি না থাকিলে বেৰুপ হয়, নাবকীদেব দশাও সেইকপ। গাঁহাৰা পৃথিবী ও পাৰ্থিৱ ভোগকে একমাত্ৰ সাব জ্ঞান কবিবা সম্পূৰ্ণৰূপে তদ্ব্যৰচিত্তে ক্ৰোধ-লোভ-মোহপূৰ্বক পাপাচৰণ কৰে, কখনও নিজেৰ হুস্মতাৰ এবং পৰলোকেব ও পৰমাৰ্থ বিষয়েৰ চিন্তা কৰে না, তাহাৰাই অৰীচিতে বাৰ। পৃথিবীৰ মধ্যস্থ মহাগ্নি তাহাদেব দহ কবিতা পাৰে না (হুস্মতাহেতু), কিন্তু তাহাৰা নিজেৰ হুস্মতা না জানিবা এবং স্থল পদাৰ্থ ব্যতীত অন্ত



স্বপ্নপদার্থ-বিষয়ক সংস্কার না থাকে, কেবল সেই স্থল অগ্নিতে গৰ্ভবলিতবুদ্ধি হইয়া দগ্ধবৎ হইতে থাকে, এইরূপ হইতে পারে। অত্যাশ্চর্য্য নিবোধেও ঐক্য অপেক্ষাকৃত অল্প দুষ্কৃতিব ভোগ হয়।

পৃথিবীতে যেকণ তিৰ্যকৃজ্জাতি, স্বপ্নশব্দবীৰ্য্যেব মধ্যে সেইকণ সন্ত পাতালবাসিনীবা তিৰ্যকৃজ্জাতি-স্বরূপ। স্থল, স্বপ্ন বা মিশ্র দৃষ্টি অল্পসামে একই স্থানেব ভিন্নভিন্নরূপ প্রতীতি হয়। মহন্তেবা যাহাকে মাটি-জল-অগ্নি-আদি দেখে, নিববীবা তাহাকে নবক দেখে, পাতালবাসিনীবা তাহাকে স্বাবাসভূমি পাতাল বলিয়া ব্যবহাৰ কৰে। ভূলোকেব পৃষ্ঠ হইতে দেবলোক আবন্ত হইয়াছে। ভূপৃষ্ঠ অৰ্থে পৃথিবীৰ পৃষ্ঠ নহে, কিন্তু পৃথিবীৰ বায়ুস্তবেব কোষ অপেক্ষাও অনেক উপবে ভূপৃষ্ঠ বা মেকপৃষ্ঠ।

পাতালবাসিনীবা এবং ঔপপাদিক দেবেবা পৃথক্ যোনি বলিয়া কথিত হয়। নাবকীবা মহন্তেব পৰিণাম, সেইকণ স্বৰ্গবাসী মহন্তও আছে, তাহাদেব মহন্তজন্ম স্বৰণ থাকে। শ্রুতিতে এইজন্ত দেবগন্ধৰ্ব ও মহন্তগন্ধৰ্ব এইকণ ভেদ আছে।

এই লোকসংস্থান এবং লোকবাসীদেব বিষয় না বুঝিলে কৈবল্যেব সাহায্য স্বদ্বন্দ্বম হয় না। পুণ্যফলে নিম্ন দেবলোকে গতি হয়। আব, যোগেব অবস্থা লাভ কবিলে তাহাব তাবতম্যাহুসাবে উচ্চোচ্চ লোকে গতি হয়। নপ্তজ্ঞান লইয়া ব্রহ্মলোকে বাইলে আব পুনবাবুত্তি হয় না, তথায বাইলে, "ব্রহ্মণা নহ তে নর্বে সন্ত্যাস্তে প্রতিলম্ববে। পবস্তাস্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পবম্পদম্॥" (নীলকণ্ঠ। শান্তিপৰ্ব ২৭৯।৪২, কুৰ্মপুৰাণ) এইরূপ গতি হয়। সমাধিবলে শাবীৰ সংস্কারেব অতীত হওযাতেই তাঁহাদেব শবীৰধাবণ হয় না। বিবেকজ্ঞান-অলম্পূৰ্ণ বা বিদ্রুত থাকে বলিয়াই তাঁহাবা লোকমধ্যে অভিনিৰ্ব্বৰ্তিত হইবা পবে প্রলয়েব সাহায্যে কৈবল্যালাভ কবেন।

বিদেহ ও প্রকৃতিবল নিম্নদেব নম্যক্ অৰ্থাৎ প্রকৃতিপুরুষেব প্রকৃত বিবেকজ্ঞান হয় না, কিন্তু বৈবাগ্যেব দ্বাবা কবণলয হয় বলিয়া, তাঁহাবা লোকমধ্যে থাকেন না, কিন্তু মোক্ষপথে থাকেন। পুনঃ সৰ্গে তাঁহাবা উচ্চলোকে অভিনিৰ্ব্বৰ্তিত হন। কৈবল্যপদ সৰ্বলোকাভীত ও পুনবাবৰ্তনশূন্য।

চন্দ্রে তারাব্যুহজ্ঞানম্ ॥ ২৭ ॥

ভাষ্যম্। চন্দ্রে সংযমঃ কৃষ্ণা তাবাব্যুহং বিজ্ঞানীয়াৎ ॥ ২৭ ॥

২৭। চন্দ্রে বা চন্দ্রেভাবে সংযম কবিলে তাবাদেব ব্যুহজ্ঞান হয় ॥ স্ব

ভাষ্যানুবাদ—চন্দ্রে সংযম কবিয়া তাবাব্যুহ বিজ্ঞাত হইবে (১)।

টীকা। ২৭। (১) পূৰ্বেই বলা হইয়াছে স্বৰ্ঘ যেমন স্বৰ্ঘদ্বার, চন্দ্রেও সেইরূপ চন্দ্রদ্বাৰ। চন্দ্র ঠিক দ্বাৰ নহে, কাৰণ, স্বৰ্ঘদ্বাৰা কোন শক্তিবলে ব্রহ্মধানেবা অভিবাহিত হইবা ব্রহ্মলোকে যান, চন্দ্রেব দ্বাৰা সেইরূপ হয় না। চন্দ্রশব্দীয় লোক প্রাপ্ত হওযাব পব পুনঃ পৃথিবীতে আবৰ্তন হয়। "তজ্জ চান্দ্রমণঃ জ্যোতিৰ্যোগী প্রাপ্য নিবৰ্ততে" (গীতা)। স্বৰ্ঘ বৈষ্ণব স্বপ্রকাশ, স্বৰ্ঘদ্বারেব প্রজ্ঞাও সেইরূপ নিজেব আলোকে দেখা, সমস্ত লোকসংস্থান জানিতে হইলে তাদৃশ জ্ঞানেব আলোকেব প্রয়োজন। চন্দ্রেব আলোক প্রতিকলিত। জ্যেয হইতে গৃহীত আলোকে কোন ব্রয দেখিতে হইলে বৈষ্ণব প্রজ্ঞাব প্রয়োজন তাবাব্যুহ-জ্ঞানেব জন্ত সেইরূপ জ্ঞানশক্তিৰ আবশ্যক। সৌম্য প্রজ্ঞাৰ

এস্থলে প্রযোজন নাই। অর্থাৎ সাধারণ ইন্দ্রিয়সাম্য জ্ঞান বেরূপ তাহাবই অভ্যুৎকর্ষ হইলে বা পুল বিষয়ের জ্ঞানের উৎকর্ষ হইলে তাবাব্যুৎকর্ষ হয়।

অত্যন্ত যোগ্যপ্রায়েও নাসাগ্রাণিতে চক্ষের স্থান বলিবা উক্ত আছে, যথা—(যোগিষাঙ্কব্য) “নাসাগ্রে শশধুং বিষম্।” “তালুয়ুলে চ চক্ষবাঃ” (বেবঙ সংহিতা) ইহা চক্ষুস্বকীয় চক্ষমা। ফলে বিষয়বতী প্রবৃত্তিই চক্ষুসংযমক প্রজ্ঞা। সুস্থ দৃশ্য উৎক্রান্তি ঘটিলে বেরূপ সূর্যের সহিত সম্পর্ক থাকে বলিবা তাহাব নাম সূর্যদাব, সেইরূপ চক্ষুবাণি ইন্দ্রিয় দ্বারা উৎক্রান্তি হইলে চক্ষুস্বকীয় লোকপ্রাপ্তি হয় বলিবা ইহাব নাম চক্ষ বা চক্ষদাব। সূর্য ও চক্ষ বা প্রাণ ও রসি নামক প্রাচীন ঐক্যজ্ঞ আধ্যাত্মিক পদার্থও আছে।

এবে তদগতিজ্ঞানম্ ॥ ২৮ ॥

ভাস্কম্। ততো এবে সংযমং কৃৎস তাবাপাং গতিং জানীরাৎ, উৎকর্ষবিমানেষু কৃত-  
সংযমজ্ঞানি বিজানীরাৎ ॥ ২৮ ॥

২৮। এবে সংযম কবিলে তাবাপতিব জ্ঞান হয়। হু

ভাস্কানুবাদ—তাহার পর এবে ( নিশ্চল তাবাব ) সংযম কবিবা তাবাপণের গতি জ্ঞাতব্য। উৎকর্ষবিমানে অর্থাৎ জ্যোতিষ আদিব বাহনে ( শূন্যে ) সংযম কবিবা তাহাষের গতি জানিবে ( ১ )।

টীকা। ২৮। ( ১ ) তাবাব জ্ঞান হইলে তাহাষের গতিজ্ঞান বাহ উপায়েই হয়। অতএব এবে সাধারণ এবে। ভাস্কাবও একক উৎকর্ষবিমানের সহিত বলিবা স্পষ্ট ব্যাখ্যা কবিবাহেন। এবে জ্ঞান কবিবা সমগ্র আকাশে স্থিতিশীলভাবে লবাহিত হইবা থাকিলে জ্যোতিষকষের গতি যে বোধগম্য হইবে, তাহা স্পষ্ট। সূর্যের উপমার তারাহেব গতিব জ্ঞান হয়।

নাভিচক্রে কায়ব্যুৎকর্ষজ্ঞানম্ ॥ ২৯ ॥

ভাস্কম্। নাভিচক্রে সংযমং কৃৎস কায়ব্যুৎকর্ষজ্ঞানীরাৎ। বাভগিত্তল্লেন্দ্ৰিয়গুণয়ো  
দোষাঃ সন্তি। ধাতবঃ সপ্ত ভঙ্গ-লোহিত-মাস-স্নায়ু-স্থিমজ্জা-গুক্রাদি, পূর্ব পূর্বমেযাং  
বাহ্মিত্যেব বিস্তাসঃ ॥ ২৯ ॥

২৯। নাভিচক্রে সংযম কবিলে কায়ব্যুৎকর্ষ ( দেহসংস্থানের ) জ্ঞান হয়। হু

ভাস্কানুবাদ—নাভিচক্রে সংযম কবিবা কায়ব্যুৎকর্ষজ্ঞানভব্য। বাত, পিত্ত ও ককরূপ ত্রিবিধ  
দোষ আছে ( ১ )। আব ধাতু সপ্ত—বহু, বজ্র, মাস, স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা ও গুক্র। ইহাবা পব পব  
অপেক্ষা বাহুরূপে বিস্তৃত।

টীকা। ২২।(১) যেমন সূর্যদাবকে প্রধান কবিয়া অস্ত্রাত্ত যথাযোগ্য বিষয়ে সংঘ কবিলে ভুবনজ্ঞান হয়, সেইরূপ নাভিঃ চক্ৰ বা যন্ত্রসমূহকে প্রধান কবিলে শবীবেব যন্ত্রসমূহেব জ্ঞান হয়।

বাত, পিত্ত ও কক এই তিনটিব বৈষম্যকে দোষ বা বোগেব মূল বলিয়া আয়ুর্বেদে কথিত হয়। ইহারা সম্ব, বজ ও তম এই গুণমূলক বিভাগ এইরূপ সূত্রত বলিয়াছেন। তাহা হইলে বায়ু, বোধাধিষ্ঠানসমূহেব বিকাব, পিত্ত সঞ্চাবক অংশেব বিকাব ও কক স্থিতিশীল অংশেব বিকাব হইবে। বস্তুতঃ উহাদেব লক্ষণ পর্যালোচনা কবিলে উহাই প্রতিপন্ন হয়। চিত্তবিকাব, বাতগীড়া প্রভৃতি জ্বাবিক বিকাবসকল বায়ুবিকাব বলিয়া কথিত হয়। স্নায়বিক মূল ও আক্ষেপ তাহাৰ প্রধান লক্ষণ। পিত্তবতিত বক্তসঞ্চালনেব বিকাবই পিত্তদোষ বলিয়া কথিত হয়। তাহাতে অনিদ্রা, দাহ প্রভৃতি চাক্ষু্যপ্রধান গীড়া হয়। শবীবেব বে সন্মত স্রোত বা নালীব মূখ বাহিবে খোলা তাহাদেব ক্ষেব নাম ঐন্দ্রিক বিল্লী। মুখ হইতে গুহ পৰ্যন্ত যে স্রোত আছে তাহাতে, স্থাননালীতে, মূত্রনালীতে, চক্ৰতে ও কর্ণে ঐন্দ্রিক বিল্লী আছে। ঐন্দ্রিক বিল্লীমুক্ত স্রোতঃসমূহ প্রধানতঃ শবীবধাবণ-কার্যে ব্যাপৃত। অন্ন, জল ও বায়ুরূপ আহাব এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়েব বিষয়াহাব, সন্মতই ঐন্দ্রিক বিল্লীমুক্ত যন্ত্রেব দ্বাৰা সাধিত হয়। মূত্রনালী এবং গুহ, জল ও অন্নরূপ আহাবলব্ধকীয় নিৰ্গমদ্বাৰ। এই সন্মত যন্ত্রেব বিকাব কক-বিকাব বলিয়া কথিত হয়।

সঞ্চবণশীল বায়ু, পিত্তেব এবং ককেব সহিত ঐ ঐ লক্ষণেব এইরূপ কিছু সম্পর্ক থাকতে উহাবা বাত, পিত্ত ও কক নামে অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু শেবে লোকে মূলতঃ ভুলিয়া সাধাবণ বাতান, পিত্তবল ও ক্ষেদ্রাকে তিন দোষ মনে কবিতা অনেক ভ্রান্তিৰ সঞ্জন কবিয়া দিয়াছেন। প্রাপ্তক দোষবিভাগ সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক, কিন্তু সাধাবণতঃ বাহা বাত, পিত্ত ও কক বলিয়া সর্বশবীবে ধোঁজা হয়, তাহা অপ্রকৃত পদার্থ। কেবল ঐ মূল সত্যেব সহিত সন্মত থাকতেই উহা টিকিয়া বহিয়াছে। গুণত্রয় যেরূপ আশেক্ষিক ও প্রতি ব্যক্তিতে লভ্য, বাতাদি দোষও সেইরূপ। উদ্ভক্ত বাত-পৈত্তিক, বাত-ঐন্দ্রিক ইত্যাদি বিভাগ সর্ব শবীবেব বোগেই প্রযুক্ত হয়। ঔষধও সেইরূপ বাতনাশক, পিত্তনাশক ও ককনাশক, এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। বাতনাশক অর্থে বাতবৈষম্যেব বাহাতে সাধ্য হয়। বাতবে প্রাবল্যজনিত বৈষম্য ও যুত্ৰতাজনিত বৈষম্য এই উভয় প্রকাব বৈষম্য হইতে পাবে। প্রাবল্য, উপশমকাৰী ঔষধেব দ্বারা এবং যুত্ৰতা উত্তেজক ঔষধেব দ্বাৰা শান্ত হয়। এইরূপে প্রত্যেক বস্ত্ৰেব প্রত্যেক গীড়াব হিতকর ও অহিতকর ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐ প্রথাটি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক। কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে উহা অল্প লোকেব দ্বাৰা সহজেই বিকৃত হইবাব কথা। বিশেষ বিজ্ঞতা না থাকিলে, বিশেষতঃ গুণত্রয়েব জ্ঞান না থাকিলে ইহাতে পাবদর্শিতা হইবাব আশা নাই।

সাংখ্য হইতে যেরূপ অহিংসা, সত্য আদি উচ্চতম শীল ও যোগধর্ম লাভ কবিয়া সর্ব জগৎ উপকৃত হইয়াছে, সেইরূপ চিকিৎসাবিজ্ঞাব মূলতঃ লাভ কবিতাও সর্ব জগৎ উপকৃত হইয়াছে।

সমস্ত ধাতুতে ( tissueতে ) শবীবেব বিভাগ বে মূল বিভাগ, তাহা বলা বাহুল্য।

কণ্ঠকূপে ক্ষুৎপিপাসানিবৃত্তিঃ ॥ ৩০ ॥

ভাষ্যম্ । জিহ্বায়া অধস্তাং তন্তঃ, ততোহধস্তাং কণ্ঠঃ, ততোহধস্তাং কূপঃ, তত্র সংযমাং ক্ষুৎপিপাসে ন বাধেতে ॥ ৩০ ॥

৩০। কণ্ঠকূপে সংযম কবিলে ক্ষুৎপিপাসাব নিবৃত্তি হব্ । হ

ভাষ্যানুবাদ—জিহ্বাব অধোদেশে তন্ত, তাহাব অধোদেশে কণ্ঠ, তাহাব অধোভাগে কূপ । তাহাতে সংযম কবিলে ক্ষুৎপিপাসা লাগে না (১) ।

টীকা । ৩০।(১) তন্ত বাগ্‌শব্দেব অংশবিশেষ, ইহাকে vocal cords বলে । উহা শব্দশব্দেব (larynx) অগ্রে স্থিত । শব্দশব্দ কণ্ঠ, আব খালনালী বা trachea কণ্ঠকূপ । তথাব সংযমের দাবা হিব প্রসারিতাব লাভ করিলে ক্ষুৎপিপাসাব লীড়া-বোধেব উপব আধিপত্য হব । অবশ্য ক্ষুৎপিপাসা অননালীতে (alimentary canal-এ) অবস্থিত, হুতাবাং oesophagus নালীতে ধ্যান বিধেয় হইবে এইরূপ লহনা সনে হইতে পাবে । কিন্তু জারবিক জিহ্বা অনেক লমবে পার্শ্ব বা দূব হইতে অধিকতব আশক্ত কবা যায় তাহা শব্দ বাধা উচিত ।

কূর্ণনাড্যাং হৈর্ধ্বম্ ॥ ৩১ ॥

ভাষ্যম্ । কূপাদধ উরসি কূর্ণাকাবা নাডী, তন্তাং কৃতসংযমঃ স্থিরপদং লভতে, যথা সর্পো গোধা বেতি ॥ ৩১ ॥

৩১। কূর্ণনাডীতে সংযম কবিলে (চিত্তেব) হৈর্ধ্ব হব্ । হ

ভাষ্যানুবাদ—কূপেব নীচে বকে কূর্ণাকাব নাডী আছে, তাহাতে সংযম কবিলে স্থিরপদ লাভ কবা যায়, যেমন সর্প বা গোধা (১) ।

টীকা । ৩১।(১) কূপেব নীচে কূর্ণনাডী, হুতবাং bronchial tube-ই কূর্ণনাডী । তাহাতে সংযম কবিলে শবীব হিব হব । শাসনশব্দেব হৈর্ধ্ব হইলে বে শবীবেব হৈর্ধ্ব হব, তাহা লহজেই অসম্ভব কবা যাইতে পাবে । সর্প ও গোধা বেদ্রপ অতি স্থিরভাবে প্রাণবায়ুতিব মত নিশ্বাস থাকিতে পাবে, ইহাব দাবা যোগীও সেইরূপ পাবেন । সর্পেবা সর্বাংহায শবীবকে কাঠবং নিশ্বাস বাধিতে পাবে । শবীব হিব হইলে তৎসহ চিত্তও স্থির কবা যাইতে পাবে । হুতব হৈর্ধ্ব চিত্তহৈর্ধ্বকে লক্ষ্য কবিত্তেছে, কাবণ, ইহাবা সব জ্ঞানরূপা সিদ্ধি ।

### মূৰ্খজ্যোতিষি সিদ্ধদর্শনম্ ॥ ৩২ ॥

ভাষ্যম্। শিবঃকপালেহস্তশিচ্ছত্রং প্রভাস্বরং জ্যোতিঃ, তত্র সংযমাৎ সিদ্ধানাং  
ছাবাপৃথিব্যোরন্তরালচারিণাং দর্শনম্ ॥ ৩২ ॥

৩২। মূৰ্খজ্যোতিষে সংযম করিলে সিদ্ধদর্শন হয়। হু

ভাষ্যানুবাদ—শিবঃকপালের (মাথাব খুলির) দখত ছিড়ে প্রভাস্বর জ্যোতি আছে, তাহাতে  
সংযম করিলে, ছালোক ও পৃথিবীর অন্তরালচারী সিদ্ধগণের দর্শন হয় (১)।

টীকা। ৩২।(১) মস্তকেব অভ্যন্তরে বিশেষতঃ পশ্চাৎদিকে জ্যোতি চিত্তনীর। পূর্বোক্ত  
প্রত্য্যালোক আরও না থাকিলে ইহাব ব্যাধি সিদ্ধদর্শন নটিতে পাবে। নিম্ন এক প্রকার সন্দেহোনি।

### প্রাতিভাদ্ বা সর্বম্ ॥ ৩৩ ॥

ভাষ্যম্। প্রাতিভা নাম তারকং, ভবিষ্যৎকালজ্ঞানস্ত পূর্বরূপং যথোদয়ে প্রভা  
ভাস্বরস্ত। তেন বা সর্বমেব জ্ঞানাতি বোগী প্রাতিভস্ত জ্ঞানন্তোৎপত্তাবিতি ॥ ৩৩ ॥

৩৩। প্রাতিভ জ্ঞান হইতে উক্ত সমস্তই জ্ঞান ব্যাপ্ত। হু

ভাষ্যানুবাদ—প্রাতিভ তাবক নামক জ্ঞান, তাহা বিবেকজ্ঞানের পূর্বরূপ। যেন,  
সর্বোদয়ের পূর্বকালীন প্রভা। তাহাব ব্যাধি অর্থাৎ প্রাতিভজ্ঞানের উৎপত্তি হইলেও বোগী সমস্ত  
জানিতে পাবেন (১)।

টীকা। ৩৩।(১) বিবেকজ্ঞান ৩৫২-৫৪ সূত্রে বৈদ্য। তাহার পূর্বে যে জ্ঞান-সত্ত্ব  
প্রদান হয়, (যেন, সর্বোদয়ের পূর্বকাল হালোক) তদ্বারা পূর্বোক্ত সমস্ত জ্ঞান সিদ্ধ হয়।

### হৃদয়ে চিত্তসংবিৎ ॥ ৩৪ ॥

ভাষ্যম্। যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুত্রে দহরং পুণ্ডরীকং বেষ্মা তত্র বিজ্ঞানং, তস্মিন্  
সংযমাৎ চিত্তসংবিৎ ॥ ৩৪ ॥

৩৪। হৃদয়ে সংযম করিলে চিত্তবিজ্ঞান হয়। হু

ভাষ্যানুবাদ—এই ব্রহ্মপুত্রে (হৃদয়ে) যে দহর অর্থাৎ ব্রহ্ম গর্তব্রহ্ম পুণ্ডরীকাতার গৃহ আছে  
তাহাতে বিজ্ঞান থাকে। তাহাতে সংযম হইতে চিত্তসংবিৎ হয় (১)।

টীকা। ৩৪।(১) সংযম অর্থে আভ্যন্তর জ্ঞান অর্থাৎ চিত্তেরই জ্ঞান। হৃদয়ে সংযম  
করিলে বুদ্ধি-পরিণাম চিত্তব্রহ্মজ্ঞানেরও তাহাতে বধ্যবদভাবে সাধার্যকার হয়। ১২৮ ও ৩২৬  
সূত্রের টিপ্পনীতে অল্প অল্প তাহাব স্থানের বিবরণ দ্রষ্টব্য। মস্তিষ্ক বিজ্ঞানের বহু বটে, কিন্তু আনিছে

উপনীত হইতে হইলে কব-ব্যানই প্রথম উপায়। কব-ব্যান হইতে মতিদেব ক্রিয়া লক্ষ্য কবিবা এক এক প্রকাব বৃত্তি সাক্ষাৎকৃত হয়। বৃত্তিসকল রূপাদিব জায দেশব্যাপী আলম্বন নহে। রূপাদিজনানে যে কালিক ক্রিয়াপ্রবাহ থাকে তাহাব উপলব্ধিই চিত্তবৃত্তিব সাক্ষাৎকাব। বিজ্ঞানেন মূল কেন্দ্র আমিস্থপ্রত্যয়কপ বুদ্ধি, তাহা কব-ব্যানেন দ্বাবা সাক্ষাৎকৃত হয়, তাহা বক্ষ্যমান পুরুষ-জ্ঞানেন সোপান-স্বরূপ।

সত্ত্বপুরুষয়োৱাত্যস্তাসংকীৰ্ণয়োঃ প্রত্যয়াবিশেষো ভোগঃ পরার্থজ্ঞাৎ  
স্বার্থসংযমাৎ পুরুষজ্ঞানম্ ॥ ৩৫ ॥

ভাস্কর্যম্। বুদ্ধিসত্ত্ব প্রাখ্যাশীলং সমানসম্বোধনবিবন্ধনে বজ্রন্তমসী বশীকৃত্য সত্ত্ব-  
পুরুষাত্তাত্ত্বপ্রত্যয়েন পরিণতং, তন্মাত্র সত্ত্বং পরিণামিনোহত্যন্তবিধর্মী ত্ত্বোহন্তশ্চিতি-  
মাত্রকপঃ পুরুষঃ। তয়োৱাত্যস্তাসংকীৰ্ণয়োঃ প্রত্যয়াবিশেষো ভোগঃ পুরুষন্ত, দর্শিত-  
বিষয়জ্ঞাৎ। স ভোগপ্রত্যয়ঃ সত্ত্বন্ত পরার্থজ্ঞাৎ দৃষ্টঃ। বজ্র তন্মাত্রাবিশিষ্টশ্চিতিমাত্র-  
কপোহন্তঃ পৌকষেয়ঃ প্রত্যয়ন্তত্র সংযমাৎ পুরুষবিষয়া প্রজ্ঞা জাবতে। ন চ পুরুষ-  
প্রত্যয়েন বুদ্ধিসম্বাদনা পুরুষো দৃষ্টতে, পুরুষ এব প্রত্যয়ং স্বাস্বাবলম্বনং পশ্চতি,  
তথাহ্যন্তং “বিজ্ঞাতাত্মমন্ত্রে কেন বিজ্ঞানীস্নাদ্” ইতি ॥ ৩৫ ॥

৩৫। অত্যন্ত ভিন্ন যে (বুদ্ধি) সত্ত্ব ও পুরুষ তাহাদেব অবিশেষ-প্রত্যয়ই ভোগ, তাহা পরার্থ,  
স্বতবা স্বার্থসংযম কবিলে পুরুষবিষয়ক জ্ঞান হয় ॥ ৩৫

ভাস্কর্যম্—বুদ্ধিসত্ত্ব প্রাখ্যাশীল, সেই সত্ত্বের সহিত সমানরূপে অবিনাভাবসম্বন্ধযুক্ত বজ্র ও  
তমকে বশীকৃত বা অভিভব কবিবা বুদ্ধি ও পুরুষেব ভিন্নতাপ্রত্যয়ে (১) বুদ্ধিসত্ত্ব পরিণত হয়।  
পুরুষ সেই পরিণামী বুদ্ধিসত্ত্ব হইতে অত্যন্তবিধর্মী, ত্ত্ব, বিভিন্ন, চিতিমাত্র-স্বরূপ, অত্যন্তভিন্ন  
তাহাদেব (বুদ্ধিসত্ত্বের ও পুরুষেব) অবিশেষ-প্রত্যয়ই পুরুষেব ভোগ, কেননা, তাহা (পুরুষেব)  
দর্শিতবিষয়। সেই ভোগ-প্রত্যয় বুদ্ধিসত্ত্বের, অতএব তাহা পরার্থজ্ঞহেতু (জ্ঞাত) দৃষ্ট। বাহা ভোগ  
হইতে বিশিষ্ট চিতিমাত্রকপ, অত্র যে পুরুষ তৎসম্বন্ধীয় প্রত্যয়, তাহাতে সংযম কবিলে পুরুষবিষয়া  
প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়। বুদ্ধিসম্বাদক পুরুষপ্রত্যয়েব দ্বাবা পুরুষ দৃষ্ট হন না। কিন্তু পুরুষ স্বাস্বাবলম্বন  
প্রত্যয়েকেই জানেন, যথা উক্ত হইবাছে (শ্লোকে)—“বিজ্ঞাতাকে জাবাব কিসেব দ্বাবা বিজ্ঞাত  
হইবে”?

টীকা। ৩৫। (১) পূর্বেই ব্যাখ্যাত হইবাছে যে, বিবেকখ্যাতি বুদ্ধিব ধর্ম অর্থাৎ প্রত্যয়-  
বিশেষ, তাহা বুদ্ধিব চব্ব নাটিক পরিণাম। বুদ্ধিব বাহুলিক ও তামসিক মূল অভিভূত হইলেই  
বিবেক-প্রত্যয় উদ্ভিত হয়। সেই বিবেক-প্রত্যয়কপ অভিপ্রকাশশীল বুদ্ধি হইতেও পুরুষ পৃথক।  
কারণ, বুদ্ধি পরিণামী ইত্যাদি (২১২° শ্লোকা)।

তাদৃশ যে বুদ্ধি ও পুরুষ, তাহাদের যে অবিশেষ-প্রত্যয় বা অভেদ জ্ঞান, অর্থাৎ একই জ্ঞান-বৃত্তিতে যে উভয়ের অন্তর্ভাব, তাহাই ভোগ। প্রত্যয় বলিয়া ভোগ বুদ্ধির বৃত্তি, আব বুদ্ধির বৃত্তি বলিয়া তাহা দৃষ্ট। দৃষ্ট বলিয়া ভোগ পদার্থ, অর্থাৎ পদ যে দ্রষ্টা, তাহাব অর্থ বা বিষয় বা প্রেকাশ্ত। দৃষ্ট পদার্থ, আব, পুরুষ স্বার্থ, ইহা পূর্বেও ( ২২০ ) ব্যাখ্যাত হইয়াছে। স্বার্থ অর্থে যাহাব স্বভূত অর্থ আছে তাদৃশ, অর্থাৎ অর্থবান্। সেই স্বার্থ পুরুষ বিবক্ষাহুসাবে স্বরূপাবস্থিত পুরুষও হয় এবং তদ্বিষয়া বুদ্ধি বা পৌরুষ-প্রত্যয়ও হয়, এখানে স্বার্থ পৌরুষ-প্রত্যয়ই সংশ্লেষে বিষয়। এতদ্বিষয়ে ভাষ্যকাব বলিয়াছেন, “যন্ত...পৌরুষেযঃ প্রত্যয়ঃ” অর্থাৎ বুদ্ধির দ্বাৰা গৃহীত পুরুষেব মত ভাব, যাহা কেবল অস্মীতিমাত্র ব্যাবহাবিক গ্রহীতা, তাহাই সংশ্লেষে বিষয় এই স্বার্থ পুরুষ। অর্থাৎ ব্যাবহাব-দশায় পুরুষার্থেব যাহা মূল বলিয়া বোধ হয়, তাহা স্বরূপ পুরুষ নহে, কিন্তু তাহা পৌরুষ-প্রত্যয় বা আত্মাকাবা বুদ্ধি। বৈদ্যন্তিকেরাও বলেন, “আত্মানাত্মাকারং স্বভাবতোহিবহিতং লভা চিত্তম্”। সেই স্বার্থ, পৌরুষ-প্রত্যয়ে সংশ্ল কবিলে পুরুষেব জ্ঞান হয়।

ইহাতে শঙ্কা হইবে তবে কি পুরুষ বুদ্ধির জ্ঞেয় বিষয়? না, তাহা নহে। তজ্জন্ত ভাষ্যকাব বলিয়াছেন, ‘পুরুষবিষয়া প্রজ্ঞা’ হয় অর্থাৎ বুদ্ধির দ্বাৰা পুরুষ প্রেকাশিত হন না। পুরুষ স্বপ্রকাশ, বুদ্ধি বা ‘আমি’ তাহাতে বুদ্ধি কবে ‘আমি স্বরূপতঃ স্বপ্রকাশ’, ইহাই পৌরুষ-প্রত্যয়। শ্রুতাহুমান-জনিত ঐক্য প্রজ্ঞা অবিতৃষ্ণ, কিন্তু লমাধিব দ্বাৰা চিত্ত-লক্ষ্যাকাব কবিয়া পবে চিত্ত হইতে পৃথগ-ভূত পুরুষকে বুঝাই বিতৃষ্ণ পৌরুষ-প্রত্যয়। তাহাব অগব পাবে চিত্ত্রপ অর্থাভীত পুরুষ এবং এ পাবে পদার্থা ভোগবুদ্ধি, স্তবং যাহা মধ্যস্থিত তাহাই স্বার্থ ও সংশ্লেষে বিষয়। অতএব এই সংশ্ল কবিয়া যে প্রজ্ঞা হয়, তাহাই পুরুষবিষয়ক চবম প্রজ্ঞা, অনন্তব তত্ত্বাবা বুদ্ধিব লয় হইলে স্বরূপস্থিতিকপ কৈবল্য হয়।

দৃষ্ট বুদ্ধিব দ্বাৰা পুরুষ দৃষ্ট হইবাব নহেন, অতএব এই পুরুষ-প্রত্যয় কি? তদুত্তবে ভাষ্যকাব বলিয়াছেন, পুরুষাকাবা যে বুদ্ধি সেই বুদ্ধিকে পুরুষেব উপদর্শনই পুরুষ-প্রত্যয়। পুরুষাকাবা বুদ্ধি উপবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ‘আমি দ্রষ্টা’ এইরূপ জ্ঞানই পুরুষাকাবা বুদ্ধিব উদাহবণ। স্বরূপ পুরুষ সংশ্লেষে বিষয় হইতে পাবে না, ঐ ‘আমি দ্রষ্টা’ বা ‘অস্মীতিমাত্র’ বা বিকপ পুরুষই সংশ্লেষে বিষয় হইতে পাবে।

ততঃ প্রাতিভশ্রাবণবেদনাহৃদর্শাহৃদ্বাদবর্তী জায়ন্তে ॥ ৩৬ ॥

ভাষ্যম্। প্রাতিভাৎ স্মৃৎস্বব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টাভীতানাগতজ্ঞানং, শ্রাবণাদ্ দিব্যশব্দ-শ্রবণং, বেদনাদ্ দিব্যস্পর্শাধিগমঃ, আদর্শাদ্ দিব্যকপসংবিৎ, আত্মাদাদ্ দিব্যবসসংবিৎ, বর্তীতো দিব্যগন্ধবিজ্ঞানম্ ইত্যেতানি নিত্যং জায়ন্তে ॥ ৩৬ ॥

৩৬। তাহা ( পুরুষজ্ঞান ) হইতে প্রাতিভ, শ্রাবণ, বেদন, আদর্শ, আত্মাদ এবং বর্তী উপর হয় ॥ ৩৬

ভাস্ক্যানুবাদ—প্রাতিভ হইতে স্বপ্ন, ব্যবহিত, বিপ্রকষ্ট, অতীত ও অনাগত জ্ঞান, শ্রাবণ হইতে দিব্য-শব্দসংবিৎ, বেদন হইতে দিব্য-স্পর্শাধিগম, আদর্শ হইতে দিব্য-রূপসংবিৎ, আশ্বাদ হইতে দিব্য-বসনংবিৎ, বার্তা হইতে দিব্য-গন্ধবিজ্ঞান-হব। এই সকল (পুরুষজ্ঞান হইলে) নিত্যই (অবস্তম্ভাবিকশে) উদ্ভূত হব (১)।

টীকা। ৩৬।(১) ভাস্কর্যম। পুরুষজ্ঞান হইলে স্বভূতই, বিনা সংসমপ্রযোগে ইহাবা উৎপন্ন হব। এই পঞ্চম স্বরূপাব জ্ঞানরূপ সিদ্ধি বলিলেন, অভ্যুৎপন্ন জিহ্বা ও শক্তি-বিষয়ক সিদ্ধি বলিতেছেন।

তে সমাধাবুপসর্গা ব্যুৎখানে সিদ্ধয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

ভাস্কর্যম। তে প্রাতিভাদয়ঃ সমাহিতচিত্তস্তোৎপত্তমানা উপসর্গাঃ তদদর্শনপ্রত্যয়ানীক-  
হাদ্, ব্যুৎখিতচিত্তস্তোৎপত্তমানাঃ সিদ্ধয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

৩৭। তাহাবা সমাধিতে উপসর্গ, ব্যুৎখানেই সিদ্ধি। স্ব

ভাস্ক্যানুবাদ—সেই প্রাতিভাদিবা উৎপন্ন হইলে সমাহিত চিত্তেব বিষয়রূপ হব, যেহেতু তাহাবা সমাহিত চিত্তেব (চবম) দ্রষ্টব্য বিষয়েব প্রতিবন্ধক। ব্যুৎখিত চিত্তেব তাহাবা সিদ্ধি (১)।

টীকা। ৩৭।(১) সমাধি একালম্বন-চিত্ততা, স্বভাবাঃ ঐ সিদ্ধিকল তাহাব উপসর্গ। একাগ্রহৃদ্রি তাহা তত্ত্ব সমাপন্ন হইয়া বৈরাগ্য করিলে এবং চিত্তকে সম্যক্ নিবোধ কবিলে তবেই কৈবল্য হব। সিদ্ধি তাহার বিবৃদ্ধ (১৩০ [১] দ্রষ্টব্য)।

বন্ধকারগণৈশ্বিল্যাং প্রচারসংবেদনাচ্ চিত্তস্ত পরশরীরাবেশঃ ॥ ৩৮ ॥

ভাস্কর্যম। লোলীভূতস্ত মনসোহপ্রতিষ্ঠস্ত শরীবে কর্মশরয়বশাদ্ধকঃ প্রাতিষ্ঠেত্যার্থঃ, তস্ত কর্মণো বন্ধকারগণস্ত শৈশ্বিল্যাং সমাধিবলাদ্ ভবতি। প্রচাষসংবেদনঞ্চ চিত্তস্ত সমাধিজমেব, কর্মবন্ধক্ষ্যাং স্বচিত্তস্ত প্রচাষসংবেদনাচ্ বোণী চিত্তং স্বশরীরান্নিকৃষ্ট শরীবাস্তবেষু নিক্ষিপতি। নিক্ষিপ্তং চিত্তং চেষ্ট্রিয়াণাম্ পতন্তি যথা মধুকবরাজানং মক্ষিকা উপপত্তস্তম্নূপতন্তি নিবিশমানমহু নিবিশন্তে তথেষ্ট্রিয়াণি পরশরীরাবেশে চিত্তমহুবিধীয়ন্ত ইতি ॥ ৩৮ ॥

৩৮। (দেহেব সহিত চিত্তেব) বন্ধকাবশেব শৈশ্বিল্য হইলে এবং (নাভীমার্গে চিত্তেব) প্রচাষসংবেদন হইলে চিত্তেব পবনরীরাবেশ সিদ্ধ হব। স্ব



**ভাষ্যানুবাদ**—নোনীত্বত্বহেতু অর্থাৎ চকনত্বভাবহেতু অপ্রতিষ্ঠিত মন, কর্মশব্দবশতঃ শব্দাবে বন্ধ হইয়া প্রতিষ্ঠিত হয় (১)। সমাধিবলে সেই বন্ধকারগতত্ব কর্ণেব শৈথিল্য হয়, আব চিত্তেব প্রচাবসংবেদনও সমাধিভাভ। কর্মবন্ধনরে এবং নাভীমার্গে স্বচিভেব সঞ্চাবজ্ঞান হইলে, যোগী চিত্তকে স্বশরীর হইতে নিষ্কাশন কবিবা শবীবাভবে নিষ্কেপ কবিতে পাবেন। চিত্ত নিষিষ্ট হইলে ইন্দ্রিয়সকলও তাহাব অল্পগমন কবে। যেমন নথুববাস্ত্র উভটীন হইলে বক্ষিকারাও উভটীন হয়, আব নিষিষ্ট হইলে বক্ষিকাভাও তৎপচাৎ নিষিষ্ট হয়, সেইকপ পরশরীবাষিষ্ট হইলে ইন্দ্রিয়গণ চিত্তেব অল্পগমন কবে। -

**টীকা।** ৩৮। (১) 'আমি শবীব' এইরূপ ভাব অবলম্বন কবিবা চিত্ত স্বপ্নে স্বপ্নে বিক্ষিপ্ত হইয়া বিষয়ে ধাবিত হয়। 'আমি শবীব নহি' এইরূপ ভাব নিষিষ্ট চিত্তে স্থির থাকে না, তাহাই শবীবেব সহিত বন্ধন। কিন্তু, শবীব কর্ম-সংস্কাবেব দ্বারা রচিত, কর্ম করিতে থাকিলে সেই সংস্কাব (অর্থাৎ চিত্ত) শবীবেব সহিত মিলিত থাকিবেই থাকিবে। সমাধিব দ্বাৰা 'আমি শবীব নহি' এইরূপ প্রত্যয় স্থিৰ থাকাতে এবং শরীবেব ক্রিাসকল বন্ধ হওরাতে, চিত্ত শবীবমুক্ত হয়। আব সমাধিভাভ হস্ত অস্তদৃষ্টিবে নাভীমার্গে চিত্তেব প্রচাবেব বা সঞ্চাবেব জ্ঞান হয়। ইহাব দ্বাৰা পলশবীবে চিত্তকে আষিষ্ট করা বাব।

### উদানজয়াজ্জলপঙ্ককণ্টকাদিদসঙ্গ উৎক্ৰান্তিঃ ॥ ৩৯ ॥

**ভাষ্যম্।** সমস্তেন্দ্রিয়বৃত্তিঃ প্রাণাদিলক্ষণা জীবনম্। ভক্ত ক্রিয়া পঞ্চভরী, প্রাণো মুখনাসিকাগতিবাহ্যদ্যবৃত্তিঃ, সমং নয়নাং সমানশ্চানাভিবৃত্তিঃ, অপনয়নাদপান আগাদ-ভলবৃত্তিঃ, উন্নয়নাদুদান আশিবোবৃত্তিঃ, ব্যাপী ব্যান ইতি। তেবার প্রধানঃ প্রাণঃ। উদানজয়াজ্জলপঙ্ককণ্টকাদিদসঙ্গ উৎক্ৰান্তিঃ প্রায়ণকালে ভবতি, তাং বশিষ্টেন প্রুতি-পত্ততে ॥ ৩৯ ॥

৩৯। উদানত্ব হইতে জল, পঙ্ক ও কণ্টকাদিতে সঞ্জন বা লগ্নীভাব হয় না আব স্বপ্নে উৎক্ৰান্তিও নিকি হয় ॥ ২

**ভাষ্যানুবাদ**—প্রাণাদিলক্ষণ সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তিই জীবন। তাহাব ক্রিবা পঞ্চবিধ। প্রাণ—মুখনাসিকা-গতি, হৃদয় পর্যন্ত তাহাব রুতি। • নদনয়নহেতু সমান; তাহার নাভি পর্যন্ত রুতি। অপনয়নহেতু অপান, তাহা আগাদভলবৃত্তি। উন্নয়নহেতু উদান, তাহা আশিবোবৃত্তি। ব্যান ব্যাপী। তাহাদেব মধ্যে প্রধান প্রাণ। উদানত্ব হইতে জলপঙ্ককণ্টকাদিতে সঞ্জন হয় এবং প্রায়ণকালে (অচিবাভি মার্গে) উৎক্ৰান্তি হয়। উদানবশিত্বহেতু তাহা অর্থাৎ উৎক্ৰান্তি স্বপ্নে নিকি হয় (১)।

**টীকা।** ৩৯। (১) শবীবেব বাতৃগত বোবেব বাহা অধিষ্ঠানরূপ স্বাধু, তাহাব দাব্দ উদাননামক প্রাণশক্তি। বোধসকল ইন্দ্রিয়বাব হইতে উৎক্ৰান্তি বহনশীল, সেই উৎক্ৰান্তি দ্রব্যে করিলে, এবং শবীবেব সর্ব বাতৃতে প্রকাশশীল সত্ত্ব দ্যান কবিলে, শবীব লম্ব হয়। প্রবল চিত্তভাব

যে ভৌতিক জ্বায়েব প্রকৃতি পৰিবৰ্তন কৰিতে সক্ষম, তাহাব ব্যাখ্যা 'প্রকবণমালাৰ' দ্ৰষ্টব্য। উদানাদি প্ৰাণেব বিবৰণ 'সাংখ্যীষ প্ৰাণতত্ত্ব' ও 'সাংখ্যতত্ত্বালোকে' দ্ৰষ্টব্য। হুয়ুয়াগত উদানে চিত্ত হিব হইলে অচিবাৰি মাৰ্গে স্বেচ্ছাপূৰ্বক উৎক্ৰান্তি হয়।

### সমানজয়াজ্জ্বলনম্ ॥ ৪০ ॥

ভাস্কৰ্যম্। জিতসমানস্তেজস উপধানং কৃৎস্না জলতি ॥ ৪০ ॥

৪০। সমানেব জ্ব হইতে জ্বলন (দেহ জ্যোতিৰ্মৰ) হয়। হ

ভাস্কৰ্য্যবাদ—জিতসমান যোগী তেজেব উত্তেজন কৰিবা প্রজলিত হন (১)।

টীকা। ৪০। (১) সমান নামক প্ৰাণেৰ ঘাবা সৰ্বশৰীৰে স্বাৰ্যোগ্য পোষণ হয়। অৰ্থাৎ জ্বৰসেব লননবন হয়। তাহা জ্ব কৰিলে যোগীৰ শৰীৰেও ছটা বা জ্যোতি (odyle or aura) প্রকটিত হয়। শৰীৰেব স্বাত্মতে পোষণৰূপ বাসাবনিক জিয়াতে ছটা বৰ্ণিত হয়। সমানজবে পোষণেব উৎকৰ্ষ হয় বলিয়া ছটা সম্যক্ অভিব্যক্ত হয়। Baron Von Reichenbach ঐ ছটা সম্বন্ধে গবেষণা কৰিয়া হিব কৰিয়া গিয়াছেন যে, বাহাৰা ঐ জ্যোতি দেখিতে পায়, তাহাৰা যেখানে বাসাবনিক জিয়া হয়, সেইখানে এবং সমস্ত কোন কোন স্থানে বিশেষরূপে দেখিতে পায়। শৰীৰে স্বভাবতই ছটা আছে, শৰীৰে অগুতে অগুতে এই সংঘৰ্ষেব ঘাবা লাম্বিক পুষ্টিভাব জন্মিলে এই ছটা এত বৰ্ণিত হয় যে, সকলেবই উহা দৃষ্টিগোচৰ হয়। অধুনা এই জ্যোতিৰ কোটো পৰ্বত গৃহীত হইয়াছে এবং উহাব ঘাবা বাস্তবনিৰ্ণয় কৰাবও ব্যবহা হইতেছে। (১৯১২ সালেব Whitaker's Almanack ১৯৬ পৃষ্ঠা দ্ৰষ্টব্য)।

### শ্ৰোত্ৰাকাশয়োঃ সম্বন্ধসংঘমাদ্ দিব্যং শ্ৰোত্ৰম্ ॥ ৪১ ॥

ভাস্কৰ্যম্। সৰ্বশ্ৰোত্ৰাণামাকাশং প্ৰতিষ্ঠা সৰ্বশব্দানাঞ্চ, যথোক্তং "তুল্যদেশ-জ্ঞবণানামেকদেশপ্ৰকৃতিত্বং সৰ্বেষাং ভবতি" ইতি। তচৈতদাকাশস্ত লিঙ্গম্ অনাবরণং চোক্তম্। তথাযুৰ্ত্তস্তানাবরণদৰ্শনাদিতুহমপি প্ৰখ্যাতমাকাশস্ত। শব্দপ্ৰহণানুগমিতং শ্ৰোত্ৰং, বৰ্ণিবাবধিবয়োৰেকঃ শব্দং গৃহীত্যাগবো ন গৃহীতীতি, তন্মাং শ্ৰোত্ৰমেব শব্দবিষয়ম্। শ্ৰোত্ৰাকাশযোঃ সম্বন্ধে কৃতসংঘমস্ত যোগিনো দিব্যং শ্ৰোত্ৰং প্ৰবৰ্ততে ॥ ৪১ ॥

৪১। শ্ৰোত্ৰ (কৰ্ণেজিৰ) এবং আকাশেব সম্বন্ধে সংঘম হইতে দিব্য শ্ৰোত্ৰ লাভ হয়। হ

ভাস্কৰ্য্যবাদ—সমস্ত শ্ৰোত্ৰেব এবং সৰ্ব শব্দেব প্ৰতিষ্ঠা আকাশ। যথা উক্ত হইবাছে, "সমান দেশ (আকাশ) বৰ্তী জ্বৰজ্ঞানযুক্ত ব্যক্তিসকলেব এক-দেশাবচ্ছিন্ন-শক্তিয আছে" (১)। তাহা

( একদেশশ্রুতি ) আকাশের লিঙ্গ ( অল্পমাপক ) এবং অনাবরণশ্রুতি ( অবকাশ ) লিঙ্গ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। আব অর্ন্ত বা অন্তঃস্থ বস্তু অনাবরণ ( সর্বজীবদানবোগ্যতা ) দেখা যায় বলিয়া আকাশের বিভূত্বও ( সর্বগতত্বও ) প্রখ্যাত হইয়াছে। একগ্রহণের দ্বারা শ্রোত্রোদ্বিগ্ন মনুহিত হয়, বধির ও অবসিবেব মধ্যে অবসির শব্দ গ্রহণ কবে, আব একজন কবে না; সেইহেতু শ্রোত্রই শব্দবিবর। শ্রোত্র এবং আকাশের সম্বন্ধবিববে সংবন্ধকারী বোগিব দ্বিবা শ্রোত্র প্রবর্তিত হয়। ( \* 'মূর্ত্ত্ত' এইরূপ মূলেব পাঠান্তব সমীচীন নহে )।

টীকা। ৪১।(১) আকাশ একত্বক ত্রব্য। একত্বগ্ন সর্বাণেশা অনাবরণজন্য, কাব, তাহা সর্বত্রব্যকে ( রূপাদি অপেক্ষা ) ভেদ কবিতে পারে। বলিতে পাব কঠিন, তরল ও বায়বীয় ত্রব্যের কণ্ঠনই শব্দ, অতএব শব্দ তাহাদেব গুণ। তাহাদেব গুণ ইহা এক হিসাবে সত্য বটে, কিন্তু কণ্ঠন কেবল তাহাদিগকে আশ্রয় কবিতা প্রকটিত হয়। কণ্ঠনের শক্তি কোথাব থাকে তাহা খুঁজিলে বাহ্যে মূলতঃ তাপতড়িৎ আদিব আশ্রয়ত্রব্যেই পাওয়া যায়, আর অতঃপরে মনে পাওয়া যায়। বস্তু প্রকাব বাহ্য শাবলিন কণ্ঠন হয়, তাহাবা মূলতঃ তাপাদি হইতে উদ্ভূত, আব ইচ্ছাব দ্বাবাও বাগিজিয়াদি কণ্ঠিত হইয়া শব্দ হয়। বাগ্জচারনে বহিঃ বায়ুবেগে কণ্ঠতত্ত্ব কণ্ঠিত হইয়া শব্দ হয়, তথাপি প্রকৃত পক্ষে তাহা পৈশিক জিয়ার পবিণায়-স্বরূপ ( অর্থাৎ বাত্ম এক প্রকাব transference of muscular energy মাত্র )।

শব্দ, তাপ বা আলোকরূপ জিাব যে শক্তি, তাহা কি? তত্ত্বসবে বলিতে হইবে, তাহা শব্দাদিশূন্ত। শব্দ, স্পর্শ ও রূপাদিশূন্ত পদার্থকেই অবকাশ বলা যায়; বিকল্প কবিতা তাহাকে শুষ্ক শূন্ত বা দ্বিক বলাও হয়, কিন্তু তাহা অসত্যব পদার্থ। শব্দাদির ক্রিয়া-শক্তি বাস্তব বা তাহা আছে। 'শব্দাদিশূন্ত' অথচ 'আছে' এইরূপ পদার্থ কল্পনা কবিলে তাহাকে আকাশ বা অবকাশরূপ কল্পনা কবিতে হইবে। সেই অবকাশের ধাবণা ( বৈকল্পিক বা সন্যাক্ত অবকাশেব ধাবণা হইতেই পাবে না, কিন্তু ধারণাবোগ্য অবকাশেব ধাবণা ) শবেব দ্বারাই বিভক্তনভাবে হয়। কেবল শব্দমাত্র গুণিলে বাহ্যজ্ঞান হইতে থাকে বটে, কিন্তু কোন সূতির জ্ঞান হয় না, অতএব শব্দমব, অবকাশরূপ, বাহ্য নভাই আকাশ। কিন্তু মনস্ত কণ্ঠনই অবকাশকে সূচিত কবে, অনবকাশে কণ্ঠন কল্পিত হইতে পাবে না। অবকাশের জ্ঞানই কঠিন, তরল ও বায়বীয় পদার্থ কণ্ঠিত হইয়া এক উৎপাদন কবিতে পাবে। অবকাশ আপেক্ষিক হইতে পাবে, বেদন কঠিনেব নিকট বায়বীয় ত্রব্য আপেক্ষিক অবকাশ। শুদ্ধ অবকাশ বৈকল্পিক পদার্থ কিন্তু আপেক্ষিক অবকাশ বদার্থ ভাব।

মূল কর্ণবহ কণ্ঠনপ্রাণী বলিয়া অবকাশরূপ। অবকাশাভিমানই অতএব শ্রোত্র হইল ( কাব ইন্দ্রিয়গণ অভিমানাত্মক )। অর্থাৎ কর্ণবহেব কঠিনপদার্থ ( পট, ossicles আদি ) অপেক্ষাকৃত অবকাশ-স্বরূপ বায়বীয় ত্রব্যে কণ্ঠিত হয় বলিয়া কর্ণ অবকাশাভিমাত্মিক।

অবকাশেব সহিত অভিমানসম্বন্ধই শ্রোত্রাকাশেব সম্বন্ধ, তাহাতে সংঘন কবিলে ইন্দ্রিয়েব দ্বিঃ হইতে অভিমানেব সাত্ত্বিকভাবনিত উৎকর্ষ হয়, এবং অবকাশেব দ্বিক হইতে অনাবরণতা বা অব্যাহততা হয়। তাহাই দ্বিবা শ্রোত্র।

পঞ্চশিখাচার্যেব বচনেব অর্থ বধা—তুল্যমেশজীবণান্য অর্থাৎ তুল্যমেশ বা একমাত্র আকাশ, নামাতভাবে তাহাব কাবা নিমিত্ত হইয়াছে শ্রোত্র বাহাদেব—ভাদ্গ ব্যক্তিদেব। তাহাদেব শ্রুতি

(কর্ণ) একদেশ বা আকাশেব একদেশবর্তী অর্থাৎ এক আকাশময়হেতু সমস্ত কর্ণেজিব আকাশ-বর্তী। ইহা ইন্দ্রিযেব ভৌতিক দিক্। শক্তিব দিকে ইন্দ্রিয আভিমানিক।

কায়াকাশয়োঃ সম্বন্ধস্যংযমাৎ লঘুতুলসমাপত্তেচাকাশগমনম্ ॥ ৪২ ॥

ভাষ্যম্। যত্র কায়স্তত্রাকাশং তস্যাবকাশদানাং কায়স্য, তেন সম্বন্ধঃ প্রাপ্তিঃ (সম্বন্ধাপ্রাপ্তিবিতি পাঠান্তরম্)। তত্র কৃতসংযমো জিত্বা তৎসম্বন্ধং লঘুতুলাদিষা-পবমাণুভ্যাঃ সমাপত্তিঃ লক্ষ্য। জিতসম্বন্ধো লঘুঃ, লঘুত্বাচ্চ জলে পাদাভ্যাং বিহবতি, ততত্বর্ণান্নাভিতস্তমাত্রো বিহন্ত্য রশ্মিষু বিহবতি, ততো যথেষ্টমাকাশগতিরস্য ভবতীতি ॥ ৪২ ॥

৪২। কায় ও আকাশেব সম্বন্ধে সংযম হইতে এবং তুলাদি লঘু বস্তুতে সমাপত্তি হইতে আকাশগমন সিদ্ধ হয় ॥ ৭

ভাষ্যানুবাদ—যেখানে কায সেখানে আকাশ, কায, আকাশ শবীবকে অবকাশ দান করে। তাহাতে আকাশ ও শবীবের প্রাপ্তি বা ব্যাপনরূপ সম্বন্ধ। সেই সম্বন্ধে সংযমকাবী সেই সম্বন্ধ জ্ঞয় কবিয়া (আকাশগতি লাভ কবেন)। (অথবা) লঘুতুলাদি পবমায় পর্বন্ত জ্যে সন্মাপত্তি লাভ কবিয়া সম্বন্ধজয়ী যোগী লঘু হন। লঘু হওয়াতে জলের উপর পদেব ঘাবা বিচরণ কবেন, পবে উর্গনাভি-ভক্তমায়ে বিচরণপূর্বক বন্নি অবলম্বন কবিয়া বিচরণ কবেন। তখনন্তব তাঁহাব যথেষ্ট আকাশগতি লাভ হয় (১)।

টীকা। ৪২।(১) কায ও আকাশেব সম্বন্ধভাবে অর্থাৎ আকাশকে অবলম্বন কবিয়া শরীবের বে অবস্থান আছে, তভাবে সংযম কবিলে অব্যাহতভাবে সঞ্চরণযোগ্যতা হয়।

আকাশ শব্দগুণক। শব্দ আকাবহীন ক্রিয়াপ্রবাহমাত্র। সর্বশবীব সেইরূপ ক্রিয়াগুণমাত্র ও আকাশেব চ্যায় কাক এইরূপ ভাবনাই কাযাকাশেব সম্বন্ধভাবনা। শবীবব্যাপী অনাহত নাদ-ভাবনাব ঘাবাই উহা সিদ্ধ হয়। শাস্ত্রান্তবে তাই অনাহত-নাদবিশেষেব ভাবনাব দ্বারা আকাশগতি সিদ্ধ হয় বলিয়া কথিত আছে।

আব, তুলা প্রভৃতিব লঘুযে সমাপন্ন হইলে শবীবের অণুসকল গুরুতা ত্যাগ কবিয়া লঘু হয়। শবীবের বস্ত্তাসাদি ভৌতিক পদার্থ বস্ত্ততঃ অভিমানেব পবিণাম। গুরুতা বেক্ত পবিমান-পবিণাম সমাবিবঙ্গে তাদৃশ অভিমানেব বিপবীত অভিমান ভাবনা কবিলে শবীবের উপাদানেব লঘুত্ব-পবিণাম হয়। লঘু শবীব হইতে এবং কাযাকাশেব সম্বন্ধজয়হেতু অব্যাহত সঞ্চরণযোগ্যতা হইতে আকাশগমন হয়।

আধুনিক প্রেতবাদীদেব (spiritist) শাস্ত্রে সেন্সাল (scance)-কালে মিডিয়ম শূণ্ডে উঠিয়াছে এইরূপ ঘটনা বিবৃত আছে। D. D. Home নামক প্রসিদ্ধ মিডিয়ম এইরূপে শূণ্ডে উঠিতেন। প্রাণায়ামকালে শবীবকে অনববত বায়ুবে ভাবনা কবিত্তে হয় বলিয়াও কখন কখন শবীব লঘু হয়, এইরূপ কথা হঠযোগে পাওয়া যায়। সকলেবই মূল মানসিক ভাবনা।

ভাবনাব ঘাণা শবীৰ লব্ধ হব—ইহাব মূলে এক গভীৰ সত্য নিহিত আছে। ভাব অৰ্থে পৃথিবীৰ দিকে গতি। জড় দ্ৰব্যেৰ প্ৰকৃতি-অনুসাৰে সেই গতি বা গতিৰ শক্তি কোন দ্ৰব্যে বৈশী, কোন দ্ৰব্যে কম। শবীৰ বা জড় দ্ৰব্য কি? প্ৰাচীনেবা বলেন, শবীৰ পৰমাণুসমষ্টি, আৰ বৌদ্ধেবা বলেন, পৰমাণু নিৰংগ, অতএব শবীৰ শূন্য। এইৰূপ কথা আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতেও আনিবা পড়ে। বিজ্ঞানদৃষ্টিতে পৰমাণু প্ৰোটন ও ইলেক্ট্ৰনেৰ আৱৰ্ত ৰাজ। ঐ হুম্ব দ্ৰব্যদ্বয়েৰ মধ্য প্ৰভুত কাক থাকে (হৰ্ষ ও গ্ৰহগণেৰ স্তাৰ)। ইলেক্ট্ৰন প্ৰোটনেৰ চতুৰ্দ্দিকে এক সেকেণ্ডে বহলক্ষবাৰ ঘূৰিতেছে। অলান্তক্ৰেৰ স্তাৰ একল্পে প্ৰতীত সেই সাৰকাশ ইলেক্ট্ৰন ও প্ৰোটন এক একটি অণু। স্তৰবাং অণুৰ মধ্য কাকই প্ৰাৰ সমস্ত। বৈজ্ঞানিকেবা হিসাব কৰেন যে, শবীৰে যত অণু আছে তাহাদেৰ প্ৰোটন ও ইলেক্ট্ৰন (ইহাবাও বিদ্যাদ্বিন্দুৰাজ) সকলকে একত্ৰ কৰিলে (অৰ্থাৎ মধ্যেৰ কাক বাদ দিলে) শবীৰেৰ ঐ উপাধানেৰ পৰিমাণ এত ক্ষুদ্ৰ হইবে যে, তাহা আগুবীক্ষণিক দ্ৰব্য হইবে। কিঞ্চ সেই দ্ৰব্যও বিদ্যাদ্বিন্দু হইবে। আগুবীক্ষণিক বিদ্যাদ্বিন্দুৰ ভাব আছে যদি ধৰা ধাৰ, তবে তাহাই শবীৰেৰ প্ৰকৃত ভাব এবং তাহাতেই শবীৰ মহাভাব বলিবা প্ৰতীত হব। অবশ্ত আমাদেৰ অভিমান হইতেই যে শবীৰেৰ ভাব হইয়াছে তাহা নহে। আমাদেৰ অভিমান শবীৰেৰ উপৰ কাৰ্য কৰিবা তাহাদিগকে শবীৰৰূপে পৰিণামিত কৰে। শবীৰোপাধানেৰ প্ৰকৃতৰূপ এক বিদ্যাদ্বিন্দু বা আকাশবৎ ভাব। প্ৰকাৰবিশেষে অভিমানকে সেই দিকে অৰ্থাৎ কাৰ ও আকাশেৰ সন্ধে সমাহিতভাবে প্ৰয়োগ কৰিলে শবীৰোপাধানও সেইৰূপ হইতে পাৰিবে। অৰ্থাৎ শবীৰেৰ অণুসকলেৰ যে গতি-বিশেষ 'ভাব' নামক ধৰ্ম, তাহাৰ পৰিবৰ্তনই শবীৰেৰ লঘুতা ও তাহা ঐক্ৰপে সিদ্ধ হইতে পাৰে। অতএব কাক অবকাশকে ব্যাপিবা নিৰ্বেট ভাববান্-এব যত এক অভিমান-বিশেষই শবীৰ। সমাহিত হিব চিত্তেৰ দাবা সেই অভিমান অন্তৰূপ কবা কিছু অসম্ভব কথা নহে। এইৰূপে ইহা বুজিতে হইবে।

কথিত হব, ব্ৰহ্মীনেৰ ৪০ জন সেন্ট (saint) এই লঘুতা বা শূন্য উত্থানেৰ জন্ত সেন্ট হইয়াছেন। উহাদেৰ দংজা Aethreobot। বৌদ্ধেবা ইহাকে উৎপাদনাক ক্ৰীতি বলেন।

**বহিৰকল্পিতা বৃত্তিৰ্মহাবিদেহা ততঃ প্ৰকাশাবরণক্ষয়ঃ ॥ ৪৩ ॥**

ভাষ্যম্। শবীৰাৰ্হিৰ্মনসো বৃত্তিলাভো বিদেহা নাম ধাৰণা। সা যদি শবীৰ-প্ৰতিষ্ঠন্ত মনসো বহিবৃত্তিমাৰ্ণেণ ভবতি সা কল্পিতেতুচ্যতে, যা তু শবীৰনিৰপেক্ষা বহির্ভূতশ্চৈব মনসো বহিবৃত্তিঃ সা ঋকল্পিতা। তত্র কল্পিতয়া সাধ্যতাকল্পিতাং মহাবিদেহামিতি, যযা পৰশরীবাণ্যাবিশন্তি যোগিনঃ। ততশ্চ ধাৰণাতঃ প্ৰকাশাস্তনো বুদ্ধিস্তন্ত যদ্ আববণং ক্লেশকৰ্মবিপাকত্ৰয়ং বজ্জন্তমোমূলং তন্ত চ দ্ৰব্যো ভবতি ॥ ৪৩ ॥

৪৩। শবীৰেৰ বাহিৰে অকল্পিতা বৃত্তিৰ নাম মহাবিদেহা, তাহা হইতে (বুদ্ধিস্তেব) প্ৰকাশাবরণ ক্ষয় হব ॥ ২

ভাষ্যানুবাদ—এবীবাব বাহিবে মনেব বে বুদ্ধিলাভ, তাহা বিদেহনামক ধাবণা (১)। সেই ধাবণা যদি শরীবে অবস্থিত মনেব বহিবু'ভিমাংগেব ঘাবা হয়, তবে তাহাকে কল্পিতা বলা যায়। আর, যে ধাবণা এবীবনিবশেক বহিবু'ত মনেবই বহিবু'ভিকপা তাহা অকল্পিতা। তন্মধ্যে কল্পিতাব ঘাবা অকল্পিতা মহাবিদেহধাবণা-বৃত্তি সাধন কবিতে হয়। তাহাব (অকল্পিতাব) ঘাবা যোগীবা পবশবীবে আবিষ্ট হইতে পাবেন। সেই ধাবণা হইতে প্রকাশাস্তক বুদ্ধিসংকেব যে আববণ—বজ্রমো-মূলক ক্লেশ, কর্ম ও জিবিধ বিশাক—এই তিনেব ক্ষয় হয়।

টীকা। ৪৩।(১) বাহিবেব কোন বস্তু (ব্যাপী আকাশই প্রথম) ধাবণা কবিয়া তথায় 'আমি আছি' এইরূপ ধ্যান কবিতে কবিতে যখন তাহাতে চিন্তেব বৃত্তি বা স্থিতি লাভ হয় অর্থাৎ তাহাতেই 'আমি আছি' এইরূপ বাস্তব জ্ঞান হয়, তখন তাহাকে বিদেহধাবণা বলে। শবীবে এবং বাহিবে যখন উভয় ক্ষেত্রেই চিন্তা থাকে, তখন তাহাকে কল্পিতা বিদেহধাবণা বলে। আব, যখন শবীবনিবশেক হইবা বাহিবেই চিন্তা বুদ্ধিলাভ কবে, তখন তাহাকে মহাবিদেহধাবণা বলে, তাহা হইতে ভাত্ত্যাক্ত আববণক্ষয় হয়। শবীবাভিয়ানই মূলতম আববণ, এই সময়ে তাহাব ক্ষয় বা ক্ষীণভাব হয়।

মূলস্বরূপসুক্ষ্মায়াৰ্ধবজ্রসংযমাদ্ ভূতজয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

ভাষ্যম্। তত্র পার্শ্বাভাঃ শব্দাদযো বিশেষাঃ সহাকাবাদিভিধর্মৈঃ স্কুলশঙ্কেন পরিভাষিতাঃ, এতদ্ ভূতানাং প্রথমং কপম্। দ্বিতীয়ং কপং স্বনামাংগং, মূর্তিভূমিঃ, স্নেহো জলং, বহ্নিকক্ষতা, বায়ুঃ প্রণামী, সর্বভোগতিরিকাশ ইতি, এতৎ স্বরূপ-শব্দেনোচ্যতে, অন্ত সামান্যস্ত শব্দাদযো বিশেষাঃ। তথা চোক্তম্ “একজ্ঞাতিসমঘিতানাং মেঘাং ধর্ম-মাত্রব্যাবৃত্তি” বিতি। সামান্যবিশেষ-সমুদায়োহত্র জবাম্। দ্বিষ্ঠো হি সমূহঃ। প্রত্যন্ত-মিতভেদাবয়বানুগতঃ—শরীবাং বৃক্ষা যুগং বনমিতি। শব্দেনোপাস্তভেদাবয়বানুগতঃ সমূহঃ—উভয়ে দেবমমুগ্ধাঃ, সমূহস্ত দেবা একো ভাগো, মমুগ্ধা দ্বিতীযো ভাগঃ, তাত্যামেবাভিধীয়তে সমূহঃ। স চ ভেদাভেদবিবক্ষিতঃ, আত্মাণাং বনং ব্রাহ্মণানাং সজবাং, আত্মবণং ব্রাহ্মণসজবা ইতি। স পুনর্দ্বিবিধো যুতসিদ্ধাবয়বোহযুতসিদ্ধাবয়বশ্চ, যুতসিদ্ধাবয়বঃ সমূহো বনং সজবা ইতি, অযুতসিদ্ধাবয়বঃ সজবাতঃ শবীবাং বৃক্ষঃ পবমাণু-বিতি। “অযুতসিদ্ধাবয়বভেদানুগতঃ সমূহো জব্যমিতি” পতঞ্জলিঃ, এতৎ স্বরূপ-মিত্যুক্তম্।

অথ কিমেবাং স্কুলকপং—তন্মাত্রং ভূতকাবণম্। তন্মাত্রকোহিবয়বঃ পবমাণুঃ সামান্য-বিশেবায়াহযুতসিদ্ধাবয়বভেদানুগতঃ সমুদায় ইতি, এবং সর্বতন্মাত্রাণি, এতৎ তৃতীয়ম্। অথ ভূতানাং চতুর্থং কপং স্বাতি-ক্রিয়া-স্থিতিশীলা গুণাঃ কার্যস্বভাবানুপাতিনোহিবয়-

শব্দেনোক্তাঃ। অথৈযাং পঞ্চমং রূপমর্থবজ্জ, ভোগাপবর্গার্ঘতা গুণেশ্বর্যম্বিনী গুণান্তমাত্র-  
ভূতভৌতিকক্ৰিতি সর্বমর্থবৎ। তেহিদানীভূতেষু পঞ্চসু পঞ্চকপেযু সংযমাস্ত্য তস্ত  
কপস্ত স্বরূপদর্শনং জয়ন্ত প্রাচুর্ভবতি, তত্র পঞ্চ ভূতস্বরূপাণি জিহ্বা ভূতজয়ী ভবতি,  
তজ্জয়াদ্ বৎসানুসারিণ্য ইব গাবোহস্ত সংকল্লানুবিধায়িত্তো ভূতপ্রকৃতয়ো ভবন্তি ॥ ৪৪ ॥

৪৪। হূল, স্বরূপ, স্বরূ, অরূপ ও অর্থবজ্জ—ভূতের এই পঞ্চবিধ রূপে সংযম কবিলে ভূতজয়  
হয় ॥ হ

ভাষ্যানুবাদ—তন্মধ্যে (পঞ্চরূপের মধ্যে) পৃথিব্যাদিব যে পঞ্চাদি বিশেষ গুণ এবং আকাবাধি  
ধর্ম, তাহাই হূলশব্দের দ্বারা পবিত্রাভিত হয। ইহা ভূতসকলের প্রথম রূপ (১)। দ্বিতীয় রূপ স্ব-  
রূপানামাত্র, যথা—ভূমিব যুতি (সাংলিঙ্গিক কাঠিক), জলের স্বেদ, বহির্ উষ্ণতা, বায়ুর প্রণামিতা  
(নিয়ত সঞ্চরণ-শীলতা), আকাশের সর্বগামিতা। স্বরূপ শব্দের দ্বারা এই সকল বলা হয়। এই  
নামাত্র (রূপের) পঞ্চাদি বিশেষ। যথা উক্ত হইয়াছে, “একজাতিসম্বিত পৃথিব্যাদিব বহুজাতি  
ধর্মমাত্রের দ্বারা (স্বভাবী অজ বস্তু হইতে) ব্যাবৃন্তি বা ভেদ হয়।” এখানে (সাধ্যমতে) নামাত্র  
ও বিশেষের সমুদায়ই জ্ঞ্য। (সেই) সমূহ—বিবিধ (১ম) অবশ্যবোধে প্রত্যন্তমিত হইয়াছে এইরূপ  
সমূহ, যথা—শরীর, বুদ্ধ, যুক্ত, বন ইত্যাদি। (২ম) শব্দের দ্বারা বাহ্য অবশ্যবোধে গৃহীত হয়  
তজ্জয় সমূহ, যথা—“উভয় দেব-মহুগ” (এখানে) সমূহের দেবগণ এক ভাগ ও মহুগ বিত্তীয় ভাগ,  
সেই দুইটি (ভাগের) দ্বারা সমূহ অভিহিত হয়। সমূহ ভেদবিবক্ষিত ও অভেদবিবক্ষিত। (প্রথম)  
যথা—“আত্মেব বন”, “ব্রাহ্মণেব সত্ত্ব”। (দ্বিতীয়) যথা—“আত্মবৎ”, “ব্রাহ্মণসত্ত্ব”। পুনশ্চ সমূহ  
বিবিধ—যুতসিদ্ধাবয়ব ও অযুতসিদ্ধাবয়ব। যুতসিদ্ধাবয়ব সমূহ যথা—“বন”, “সত্ত্ব” ইত্যাদি, আব  
অযুতসিদ্ধাবয়ব সত্ত্বাত যথা—“শরীর”, “বুদ্ধ”, “পবমানু” ইত্যাদি। “অযুতসিদ্ধাবয়ব-ভেদানুগত সমূহই  
জ্ঞ্য” ইহা পতঞ্জলি বলেন। ইহা (পূর্বকথিত বৃত্তাধি) ভূতের স্বরূপ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

ভূতগণের স্বরূপ কি? তাহা ভূতকারণ তন্মাত্র (২)। তাহা এক (অর্থাৎ চব্বম) অবয়ব  
পবমানু। তাহা নামাত্রবিশেষাভ্যক, অযুতসিদ্ধাবয়ব-ভেদানুগত সমূহ। সমস্ত তন্মাত্রই এইরূপ  
এবং ইহাই ভূতের তৃতীয় রূপ। অনন্তর ভূতের চতুর্থ রূপ প্রকাশ, জিহ্বা ও স্থিতি, এই তিনটি  
ত্রিগুণকার্যের স্বভাবানুপাতী বলিয়া অরূপ-শব্দের দ্বারা উক্ত হইয়াছে। ভূতের পঞ্চম রূপ অর্থবজ্জ।  
ভোগাপবর্গার্ঘতা গুণসকলে অবস্থিত, (আব) গুণসকল তন্মাত্র, ভূত ও ভৌতিক পদার্থে অবস্থিত।  
এই হেতু সমস্তই (তন্মাত্রাদি) অর্থবৎ। ইদানীভূত (শেখোৎপন্ন—ভূতসকল) (৩) এই পঞ্চরূপ-  
যুক্ত পঞ্চ পদার্থে সংযম কবিলে সেই সেই রূপের স্বরূপদর্শন এবং জয় প্রাচুর্ভূত হয়। পঞ্চভূত-স্বরূপকে  
জয় কবিয়া যোগী ভূতজয়ী হন। তজ্জয় হইতে বৎসানুসারিণী গাভীর স্তায় ভূত ও ভূতপ্রকৃতি  
(তন্মাত্র)-সকল যোগী বৎসকল্পের অনুগমন করে অর্থাৎ অনুরূপ কার্য করে।

টীকা। ৪৪। (১) হূল রূপ—যাহা সর্বপ্রথমে প্রকাশ হয়। আকাববুদ্ধ ও বিশেষ বিশেষ  
শব্দ-স্পর্শ-রূপাধি-যুক্ত, ভৌতিকভাবে ব্যবহৃত ব্রহ্মই হূল রূপ, যথা—ঘট, পট ইত্যাদি।

স্বরূপ—হূল অপেক্ষা বিশিষ্টরূপ। যে যে ভাবে অবস্থিত ত্রব্যকে আত্মব জ্ঞবিয়া শব্দাদি গৃহীত  
হয়, তাহাই ভূতের স্বরূপ। পতঞ্জলি স্বরূপ কথার সংযোগে উৎপন্ন হয়, অতএব কাঠিকই পতঞ্জলি  
কৃতিব স্বরূপ। হূল রূপ অপেক্ষা নিম্নরূপে ভাবই স্বরূপ।

বসজ্ঞান তবল ত্র্যেব্যে যোগে হয়, অতএব রূপগুণক অংশভূতের স্বরূপ—স্নেহ। রূপ নিত্যই উষ্ণতা-বিশেষে থাকে, সর্ব রূপের আকর যে স্বর্ষ তাহা উষ্ণ। অতএব রূপগুণক বহিঃভূতের স্বরূপ উষ্ণতা। শীতোষ্ণরূপ স্পর্শ স্বকসংযুক্ত বায়বীয় ত্র্যেব্যের দ্বাবাই প্রদানতঃ হয়। বায়ু প্রণামী বা অস্থি, অতএব স্পর্শগুণক বায়ুভূতের স্বরূপ প্রণামিষ।

শব্দজ্ঞান, অনাববগজ্ঞানের সহভাবী, অতএব শব্দগুণক আকাশের স্বরূপ অনাববগহ। বিশেষ বিশেষ শব্দস্পর্শাদিজ্ঞানে এই ‘স্বরূপ’ সকল সামান্য। সাংখ্যাচার্যেরা এ বিষয়ে বলিয়াছেন, এক-জাতিসম্বিত অর্থাৎ কঠিন পৃথিবী, স্নেহ-স্বরূপ অংশ ইত্যাদি সামান্য পৃথিব্যাদি। তাহাদেব ধর্ম-ব্যবৃষ্টি বা ধর্মভেদ হইতে ভেদ হয়, বা বিশেষ বিশেষ শব্দাদিসংযুক্ত আকাশাদি-ভেদ হয়, অর্থাৎ সামান্য-স্বরূপ পঞ্চভূতের বিশেষ বিশেষ ধর্মভেদ হইতে ঘটপটাদি-ভেদ হয়।

অতঃপব প্রসঙ্গতঃ ভাস্কর্য্যক ত্র্যেব্যে লক্ষণ দিতেছেন, উদাহরণে উহা স্পষ্ট হইয়াছে। ভূতের ঐ স্বরূপ বা সামান্যরূপ, যাহা বিশেষ রূপেতে অল্পগত, তাহাই স্বরূপনামক ত্র্য।

যাহাকে আমরা সমূহ বলিবা ব্যবহার কবি, তাহাব তৎ এইরূপ—শবীৰ, বৃক্ষ প্রভৃতি এক বকম সমূহ। এহলে সমূহেব অবয়ব থাকিলেও তাহাবা লক্ষ্য নহে। আব, ‘উভয় দেব-মহুত’ এইকণ সমূহ, দেব ও মহুতরূপ অবয়বভেদকে লক্ষ্য কবাইবা দেব। শম্বেব দাবা বধন সমূহ বলা যায়, তখন দুই প্রকাৰে বলা যায়, যেমন ব্রাহ্মণদেব লক্ষ্য ও ব্রাহ্মণসম্ম। প্রথমেতে ভেদ বিবক্ষিত থাকে, দ্বিতীয়ে তাহা থাকে না। শবীৰ, বৃক্ষ প্রভৃতি সমূহেব নাম অন্তলিঙ্গাবয়ব সমূহ, আব বন, লক্ষ্য প্রভৃতি সমূহেব নাম যুতলিঙ্গাবয়ব সমূহ। প্রথমেতে অবয়বলকল অবিচ্ছেদে মিলিত, দ্বিতীয়ে অবয়বলকল পৃথক পৃথক। প্রথম প্রকাৰেব সমূহ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত, আব দ্বিতীয়টি ব্যবহারের জ্বিধাব জ্ঞাত কল্পিত একতামাঙ্গ। অন্তলিঙ্গাবয়ব সমূহকেই ত্র্য বলা যায়।

৪৪।(২) ভূতের স্বরূপ তন্মাত্র। তন্মাত্র পূর্বে (২১২০ হুত্রে) ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তন্মাত্র একাবয়ব, কাবণ, তন্মাত্র পবমাত্ম, পবমাত্ম অপকর্ষেব কাঠা, তাহাব অবয়বভেদ জ্ঞেয় হইবাব নহে। সমাবিবলে শব্দাদিসংগেব যতদূর সম্ভবতাব সাক্ষাৎকৃত হয়—যাহাব পব আব হয় না—তাহাই তন্মাত্র বা শব্দাদি স্বম্ভাবহা, অতএব তাহা একাবয়ব। পবমাত্মেব জ্ঞান কালক্রমে হইতে থাকে, দেশক্রমে হয় না, কাবণ, বাহ্যাবয়ব থাকিলেই দেশক্রম লক্ষ্য হয়। অণুজ্ঞানেব দ্বাবাই তাহাদেব পবিণাম-ভেদেব দ্বাবা। পবমাত্ম নিজেই সামান্য এবং তাহা বিশেষেব উপাধান বলিবা সামান্যবিশেষাভ্য। এবং তাহাব স্বকাবণ অস্তিতাব বিশেষ পরিণাম বলিয়াও বিশেষাঙ্গক। পবমাত্ম—যাহাব স্বগত অবয়বভেদ জ্ঞাতব্য নহে, স্তুতবা বক্তব্যও নহে।

ভূতের চতুর্থ রূপ—প্রকাশ, ক্রিয়া ও হিতি। তন্মাত্রের কাবণ অস্তিতা, আব অস্তিতা প্রকাশ, ক্রিয়া ও হিতিশীল। ভূতের কাৰ্ণেও এই ত্রিবিধ ভাব অস্থিত থাকে বলিয়া ইহাব নাম অম্বয়রূপ। অর্থাৎ ভূতনির্মিত শবীবাধি ত্র্যবাসকল সান্বিক, বাজস ও তামস হয়।

ব্যবসেয প্রকাশ, ক্রিয়া ও হিতিই চতুর্থ রূপ। তাহাতে ভূতসকল প্রকাশ, কার্য ও ধার্ম-স্বরূপ হয়। ভূতের পঞ্চম রূপ অর্থবহ বা ভোগ ও অপবর্গেব বিষয় হওয়া। ভূতের গ্রহণ-দ্বাবা স্বপদ্ব-ধ-ভোগ হয় এবং ভোগানন্তন শবীৰ হয়, আব তাহাতে বৈবাগ্যেব দ্বাবা অপবর্গ হয়।

৪৪।(৩) ইদানীন্তন অর্থাৎ সর্বশেষে উৎপন্ন যে পঞ্চ ভূতসকল, যাহাতে এই পঞ্চরূপই আছে (তন্মাত্রে তাহা নাই), তাহাতে সংযম করিয়া ক্রমশঃ ঐ পঞ্চরূপের সাক্ষাৎকার এবং জ্ঞান



( তদুপবি কার্ধক্ষমতা ) হব । স্থূল বা ঘটপটাদি ভৌতিক রূপের জন্য তাহাদের সন্নিবেশের জ্ঞান ও ইচ্ছাহীনাবে পৰিবৰ্তন কৰিবাব ক্ষমতা হব । স্বৰূপের জন্য কাঠিগ্ৰাহি অবস্থাব তত্তজ্ঞান এবং বেচ্ছাপূৰ্বক তাহাদের পৰিবৰ্তন কৰিবাব ক্ষমতা হব ।

হুস্তরূপ তন্মাত্রের জন্য শব্দাদি জ্ঞানের বরূপ জ্ঞান ও তাহাদিগকে বেচ্ছাপূৰ্বক পৰিবৰ্তন কৰিবাব ক্ষমতা হব । অৰ্থাৎ হুস্তরূপে শব্দাদিৰ প্রকৃতিকে পৰিবৰ্তন করার সামৰ্থ্য হব । অহৰিচ্ছবে ভূতনির্মিত ইচ্ছিবাদিব্যাহেব ( ভোগাধিষ্ঠানেব ) উপব আধিপত্য হব । অৰ্থবস্তৃ-সাপাংকাৰে পৰমার্থ-সম্বন্ধীয় ভূতবৈবাগ্যেব সামৰ্থ্য হব । ভূতের হুং, ছুং ও মোহজননতার অতীত ভাব আবস্ত কৰিমা যোগী ইচ্ছা কৰিলে বাহ্যে সম্যক্ বিবাসবান্ হইতে পাবেন । এইরূপে ভূতের ও ভূতপ্রকৃতিব ( হুস্তেব ও অহৰিচ্ছবে ছাবা ) জ্ঞ হব । অৰ্থবতাবে বা ‘অৰ্থবান্কেও’ প্রকৃতি বলা বাইতে পাবে । পূৰ্বোক্ত ( ৩৩৫ হুস্তে ) বার্ষ, ঐহীতৃপুরুষই ঐ প্রকৃতি । সীতাৰ উহাকে জীবিত্বতা প্রকৃতি বলা হইয়াছে, কিন্তু উহা ভাস্কিক প্রকৃতি নহে, বেহেতু উহা বুদ্ধিতত্ত্বেব অন্তৰ্গত ।

### ততোহগ্নিমানিপ্রাচ্ছৰ্ভাবঃ কায়সম্পৎ তদ্ধৰ্মানভিঘাতশ্চ ॥ ৪৫ ॥

ভাস্কম্ । তদ্রাগিমা ভবভ্যগুঃ, লঘিমা লঘুৰ্ভবতি, মহিমা মহান্ ভবতি, প্রাপ্তিঃ অজুল্যাগ্ৰেণাপি স্পৃশতি চন্দ্রমসং, প্রাকাম্যম্ ইচ্ছানভিঘাতো ভূমাবুগ্ৰজ্জতি নিমজ্জতি যথোদকে, বশিষ্ণম্ ভূতভৌতিকেষু বশী ভবতি অবশ্যচাত্তেবাম্, ঈশিতৃহং তেবাং প্রভবাপ্যব্যাহানামীষ্টে । যত্রকামাবসায়িত্বং সত্যসংকল্পতা যথা সংকল্পস্তথা ভূতপ্রকৃতী-নামবস্থানং, ন চ শক্তোহপি পদার্থবিপর্যাসং কবোতি, কস্মাদ্, অজ্ঞস্ত যত্রকামাবসায়িনঃ পূৰ্বসিদ্ধস্ত তথাভূতেষু সংকল্পাদিতি । এতান্শষ্টাবৈবৰ্ধবাণি । কায়সম্পদ্ব বন্ধ্যমাণা । তদ্ধৰ্মানভিঘাতশ্চ, পৃথী মূর্ত্যা ন নিকলজি যোগিনঃ শরীরাদিক্রিয়াং, শিলামপ্যহু-প্রবিশতীতি, নাপঃ স্নিদ্ধাঃ ক্লেদয়ন্তি, নাগ্নিকফো দগতি, ন বায়ুঃ প্রণাসী বহতি, অনাবরণান্নকেহপ্যাকাশে ভবভ্যাবৃতকারঃ সিদ্ধানামপ্যদৃশ্যো ভবতি ॥ ৪৫ ॥

৪৫ । তাহা হইতে ( ভূতজ্ঞ হইতে ) অগ্নিমানিৰ প্রাচ্ছৰ্ভাব হব এবং কায়সম্পৎ ও ( ভূতের ছাবা ) কাযধৰ্মের অনভিঘাতও ( বাধাপূৰ্ব্বতাও ) সিদ্ধ হব । হু

ভাষ্যানুবাদ—ভগ্নাঘ্যে অগ্নিমা—অগ্নি হওয়া । লঘিমা—লঘু হওয়া । মহিমা—মহান্ হওয়া । প্রাপ্তি—অজুলিৰ অগ্রভাগের ছাবা ( ইচ্ছা কৰিলে ) চন্দ্রমাকে স্পর্শ কৰিতে পাবা । প্রাকাম্য—ইচ্ছাব অনভিঘাত ; যেমন ভূমি ভেদ কৰিবা উঠা বা জলের ত্রাণ ভূমিতে নিমগ্ন হওয়া । বশিষ্ণ—ভূতভৌতিক পদার্থের বশকারী হওয়া এবং অন্তের অবশ হওয়া । ঈশিতৃহং—তাহাদের ( ভূত-ভৌতিকের ) প্রভব, অগ্ন্য ও বায়ুর উপর ঈশিত্ব কৰিতে পাবা । যত্রকামাবসায়িত্বং—সত্য-সংকল্পতা ; যেৰূপ সংকল্প, ভূত ও প্রকৃতিব সেইরূপে অবস্থান । ( যত্রকামাবসায়ী যোগী ) সমর্থ হইলেও ( ভাগতিক ) পদার্থের বিপ্লব কবেন না, কেননা, অজ্ঞ যত্রকামাবসায়ী পূৰ্বসিদ্ধের সেইরূপ

ভাবে (যেক্ষণে জগৎ আছে তদ্বাবে) সংকল্প আছে। এই অষ্ট ব্রহ্মৰ্ষ। কাবসম্পৎ পূৰ্বে বলা হইবে। শবীৰধৰ্মেব অনভিঘাত যথা পৃথী কাঠিলেব ছাবা বোগীব শবীবাধিব ক্রিয়া নিরুদ্ধ কবিতে পাবে না। বোগীব শবীৰ শিলাব ভিতবেও অল্পপ্রবেশ কবিতে পাবে, স্নেহ-গুণবৃত্ত জল শবীৰকে স্নিগ্ধ কবিতে পাবে না, উষ্ণ অগ্নি বহন কবিতে পাবে না, প্রণামী বায়ু বহন কবিতে পাবে না, অনাববণাশ্বক আকাশেও আবৃতকায় হওয়া যায় অর্থাৎ নিরুদ্ধেবও অদ্রুত হওয়া যায় (১)।

টীকা। ৪৫।(১) প্রাণি-দূৰ্ব্ব জব্যও সন্নিহিত হওয়া, যেমন, ইচ্ছামাত্রে চক্ষ্মাকে অঙ্গুলিব ছাবা স্পর্শ কবিতে পাবা।

ঈশিত্ব-সংকল্প কবিতা বাধিলে তুততোতিক জব্যেব উৎপত্তি, লব ও স্থিতি বধ্যভিলষিতভাবে হইতে থাকে। বজ্রকামাবসায়িত্ব-সংকল্প কবিতা বাধিলে তুত ও তুতপ্রকৃতিকালের যথাসংকল্পিত অবস্থায় থাকে। ইহাব মধ্যে পূর্বের সমস্ত সিদ্ধিই আছে। পূর্বপূর্বাপেক্ষা শেষগুলি উত্তম।

যোগসিদ্ধগণেব এই বক্স কমতা হইলেও তাঁহাবা পদার্থেব বিপর্যয় কবেন না বা কবিতে পাবেন না। চক্ষ্ৰেব গতি স্তব্ধ কবা ইত্যাদি পদার্থবিপর্যাস। পদার্থবিপর্যাস কবিতে না পাবাব কারণ এই—ব্রহ্মাণ্ডেব পূর্বসিদ্ধ হিবণ্যগৰ্ভ-ঈশবেব এইরূপেই ব্রহ্মাণ্ডেব অবস্থিতিবিববে বজ্রকামাবসায়িত্ব আছে। অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড বর্তমানের জ্যাব থাকুক, যেন ইহাতে প্রভাগণ কর্ম কবিতে ও কর্মফল ভোগ কবিতে পাবে, ইত্যাকাব পূর্বসিদ্ধেব সংকল্প থাকাতে বোগিগণেব শক্তি থাকিলেও তাঁহাবা পদার্থবিপর্যাস কবিতে পাবেন না। বোগিগণ ঈশব-সংকল্পমুক্ত পদার্থে স্থখোচিত শক্তি প্রয়োগ কবিতে পাবেন।

ভাষ্যে ‘পূর্বসিদ্ধ’ শব্দেব ছাবা জগত্বেব স্রষ্টা, পাতা ও সংহর্তা সগুণ ঈশব কথিত হইল। সাংখ্যেও ‘স হি সর্ববিং সর্বকর্তা’ এইরূপ ঈশব সিদ্ধ থাকাতে সাংখ্য ও যোগ একমত—“একং সাংখ্যক যোগক যঃ পত্ততি স পত্ততি” (পীতা)।

রূপলাবণ্যবলবজ্রসংহননদ্বানি কায়সম্পৎ ॥ ৪৬ ॥

ভাষ্যম্। দর্শনীয়াঃ কান্তিমান, অতিশয়বলো বজ্রসংহননশ্চেতি ॥ ৪৬ ॥

৪৬। রূপ, লাবণ্য, বল ও বজ্রসংহননশ (দৃঢ়) এই সকল কাবসম্পৎ ॥ হু

ভাস্কানুবাদ—দর্শনীয়, কান্তিমান, অতিশয়বলযুক্ত ও বজ্রেব বা হীৰকেব জ্যাব কাঠিন অবয়ব-বাহুযুক্ত হওয়াই কাবসম্পৎ।

গ্রহণস্বরূপাহিস্তিতাহয়নার্থবজ্রসংযমাদিল্লিঙ্গজয়ঃ ॥ ৪৭ ॥

ভাষ্যম্। সামান্তবিশেষাচ্চা শব্দাদিগ্রহণ, তেষ্টিল্লিঙ্গাণাং বৃত্তিগ্রহণং, ন চ তৎ সামান্তমাত্রগ্রহণাকারং, কথমনালোচিতঃ স বিষয়বিশেষ ইল্লিঙ্গের মনসাহু

ব্যবসীয়েতেতি । স্বরূপং পুনঃ প্রকাশাত্মনো বুদ্ধিসত্ত্বস্য সামান্ত্যবিশেষায়োরযুতসিদ্ধা-  
হবযবভেদানুগতঃ সমূহো জ্যৈষ্মিদ্ভিন্নম্ । তেষাং তৃতীয়ং রূপমস্মিত্তালক্ষণোহংকারঃ,  
তস্ম সামান্ত্যেন্দ্রিয়ানি বিশেষাঃ । চতুর্থং রূপং ব্যবসায়াত্মকাঃ প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীল-  
গুণাঃ, যেষামিদ্ভিন্নানি সাহংকাবাণি পরিণামাঃ । পঞ্চমং রূপং গুণেষু যদনুগতং পুরুষার্থ-  
বদ্ধমিতি । পঞ্চম্ভেদেষু ইন্দ্রিয়কাপেষু যথাক্রমং সংযমঃ, তত্র তত্র জয়ং কৃৎস্না পঞ্চরূপ-  
জয়াদিদ্ভিন্নজয়ঃ প্রোক্তুর্ভবতি যোগিনঃ ॥ ৪৭ ॥

৪৭। গ্রহণ, স্বরূপ, অস্মিতা, অমর ও অর্থবস্ব এই (পঞ্চ ইন্দ্রিয়রূপে) সংযম কবিলে ইন্দ্রিয়জয়  
হয় ॥ ২

ভাষ্যানুবাদ—সামান্ত ও বিশেষরূপ শব্দাদি বিষয় গ্রাহ্য । গ্রাহ্যেতে ইন্দ্রিয়গণের বৃত্তিই গ্রহণ  
(১) । ইন্দ্রিয়সকল কেবল সামান্তমাত্রের গ্রহণস্বভাব নহে, কেননা, তাহা হইলে ইন্দ্রিযেব দ্বাৰা  
অনালোচিত যে বিশেষ বিষয়, (অর্থাৎ বিশেষ বিষয় যদি ইন্দ্রিয়ের দ্বাৰা আলোচিত বা আলোচন-  
ভাবে জ্ঞাত না হইত, তাহা হইলে) কিরূপে মনেব দ্বাৰা তাহাব অল্পচিন্তন কৰা সম্ভব হয় ? আব,  
স্বরূপ—প্রকাশাত্মক বুদ্ধিসত্ত্বের সামান্ত্যবিশেষরূপ অযুতসিদ্ধভেদানুগত সমূহ-স্বরূপ জ্যৈষ্মে যে ইন্দ্রিয়  
(অতএব ঐরূপ সমূহজ্যৈষ্মেই ইন্দ্রিযেব স্বরূপ) । তাহাদেব (ইন্দ্রিযেব) তৃতীয় রূপ অস্মিত্তালক্ষণ  
অহংকাব, সামান্ত্য-স্বরূপ তাহার (অস্মিতার) ইন্দ্রিয়গণ বিশেষ । ইন্দ্রিযেব চতুর্থ রূপ ব্যবসায়াত্মক  
প্রকাশ-ক্রিয়া-স্থিতিশীল গুণসকল; অহংকাবের সহিত ইন্দ্রিয়সকল তাহাদেব (গুণেব) পরিণাম ।  
গুণসকলে অনুগত যে পুরুষার্থবস্ব, তাহাই ইন্দ্রিযেব পঞ্চম রূপ । যথাক্রমে এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়রূপে  
সংযম কবতঃ সেই সেই রূপ জয় কবিয়া পঞ্চরূপজয় হইতে যোগীব ইন্দ্রিয়জয় প্রোক্তুর্ভূত হয় ।

টীকা । ৪৭। (১) ইন্দ্রিযেব (এখানে জানেন্দ্রিযেব) প্রথম রূপ গ্রহণ, অর্থাৎ শব্দাদি  
যে প্রণালীতে গৃহীত হয় সেই ভাব । শব্দাদি ক্রিয়া ইন্দ্রিয়কে সক্রিয় কবিলেই তদাত্মক অভিমানের  
যে সক্রিয় হওয়া তাহাই বিষয়জ্ঞান । ইন্দ্রিযেব সেই সক্রিয় ভাবই গ্রহণ । শব্দাদি বিষয় (বিষয়  
অর্থে শব্দাদিমূলক-ক্রিয়া হইতে যে চৈতন্যিক ভাব হয়, সেই ভাব) সামান্ত ও বিশেষ-আত্মক, [ ১।৭  
(৩) টীকা দ্রষ্টব্য ] । অতএব সামান্ত ও বিশেষভাবে শব্দাদিগ্রহণই গ্রহণ । বিশেষেব অল্পব্যবসায়  
হয় বলিবা ইন্দ্রিযেব দ্বাৰা বিশেষও গৃহীত হয় । অর্থাৎ প্রথমে ব্যবসায়ের দ্বাৰা বিশেষ গৃহীত  
হওয়াতেই পরে তাহা লইয়া অল্পব্যবসায় হইতে পাবে ।

ইন্দ্রিযেব জ্ঞানসাধক অংশসকল প্রকাশশীল বুদ্ধিসত্ত্বের বিশেষ বিশেষ ব্যুহ; সেই ব্যুহেব  
বিশেষব বা ভেদসকলই ইন্দ্রিযেব স্বরূপ, যেমন, চক্ষু এক প্রকাব প্রকাশের দ্বাৰ, কর্ণ এক প্রকাব,  
ইত্যাদি ।

ইন্দ্রিযেব তৃতীয় রূপ অস্মিতা বা অহংকাব, তাহাই ইন্দ্রিয়ের উপাদান । জ্ঞান ইন্দ্রিয়গত  
অস্মিতাব সক্রিয় অবস্থাবিশেষ । সেই ‘সর্বেন্দ্রিয়সাধাবণ অস্মিতাব ক্রিয়া’ ইন্দ্রিযেব তৃতীয় রূপ ।

ইন্দ্রিযেব চতুর্থ রূপ—ব্যবসায়াত্মক, প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি অর্থাৎ বিজ্ঞান, প্রবর্তন ও ধাবণ  
(ইন্দ্রিযেব শক্তিরূপ সংস্কার) । ইহার নাম পূর্বোক্ত কাবণে (৩৪৪ স্তম্ভে ভূতের অবস্থারূপেব বিবরণ  
দ্রষ্টব্য) অস্মিত্ব । অহংকাবেরও কাবণ এই ব্যবসায়াত্মক জিগ্ঞাষ ।

ভোগাপবর্গের কবণ হওয়াতে, ইন্দ্ৰিয়গণ বার্ষ পুরুষের অর্থ-স্বকণ। তাহা ইন্দ্ৰিষের পঞ্চম রূপ অর্থবস্তা।

কৰ্মেন্দ্ৰিয় এবং প্রাণও উক্ত কাৰণে পঞ্চরূপযুক্ত। সংস্রমেব দ্বাবা ইন্দ্ৰিষের রূপসকলকে সাক্ষাৎকাব ও জ্ঞয কবিলে আব বাহা বাহা হয়, তাহা পবশ্বত্রে উক্ত হইবাছে।

ইন্দ্ৰিষকণেব জ্ঞয হইলে ইন্দ্ৰিষ ও ইন্দ্ৰিষেব কাবণেব উপব সম্পূর্ণ আধিপত্য হয়। ইচ্ছামাত্রে উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট বেকণ ইন্দ্ৰিষ অভিপ্রেত, তাহা সৃষ্টি কবিবাব সামর্থ্যই ইন্দ্ৰিষেব রূপজয।

### ততো মনোজবিহ্বং বিকরণভাবঃ প্রধানজয়শ্চ ॥ ৪৮ ॥

ভাষ্যম্। কায়স্তানুভূতমো গতিলাভো মনোজবিহ্বং, বিদেহানামিন্দ্ৰিয়াণাম-  
ভিপ্রেতদেশকালবিষয়াপেক্ষো বৃত্তিলাভো বিকরণভাবঃ, সর্বপ্রকৃতিবিকাববশিষ্টং প্রধান-  
জয় ইতি। এতান্ত্রিস্তঃ সিদ্ধয়ো মধুপ্রতীক উচ্যন্তে, এতান্চ করণপঞ্চকরূপজয়াদধি-  
গম্যন্তে ॥ ৪৮ ॥

৪৮। তাহা (ইন্দ্ৰিষজয) হইতে-মনোজবিহ্ব, বিকরণভাব ও প্রধানজয হয় ॥ হ

ভাষ্যানুবাদ—শবীবেব অল্পতম গতিলাভ মনোজবিহ্ব। বিদেহ (স্থল দেহেব সম্পর্ক-বহিত) ইন্দ্ৰিষগণেব অভিপ্রেত দেশে, কালে ও বিষয়ে যে বৃত্তিলাভ তাহা বিকরণভাব। সমস্ত প্রকৃতিব ও বিকৃতিব বশিষ্টই প্রধানজয। এই জিবিষ সিদ্ধিকে মধুপ্রতীক বলা যায়। গ্রহশাধি পঞ্চকবণকণেব জয় হইতে ইহাবা প্রাহুত্ব হয় (১)।

টীকা। ৪৮।(১) ইন্দ্ৰিষজযেব অন্ত আত্মবদিক কল মনোজবিহ্ব বা মনেব মত গতি-  
শালিয। বিহ্ব অন্তঃকবণকে পবিণত কবিবা যন্ত্র তন্ত্র এক ক্ষণেই ইন্দ্ৰিষনির্মাণ কবিবাব সামর্থ্য  
হওয়াতে মনোগতি হয় এবং বিকরণ বা কবণ-নিবপেক ভাবও হয়। প্রধানজয জিবিষ-শক্তিয  
চযম লীমা।

### সত্ত্বপুরুষাণ্যতাত্ম্যাতিমাত্রস্ত সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃষ্ণং সর্বজ্ঞাতৃষ্ণং চ ॥ ৪৯ ॥

ভাষ্যম্। নির্ধূতরজস্তমোমলস্ত বুদ্ধিসম্বৃত্ত পরে বৈশারভে পরস্তাং বশীকার-  
সংজ্ঞায়াং বর্তমানস্ত সত্ত্ব-পুরুষাত্মতাত্ম্যাতিমাত্রকপ-প্রতিষ্ঠস্ত সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃষ্ণং, সর্বাঙ্গানো  
গুণা ব্যবসায়ব্যবসেরাঙ্গকাঃ স্বামিনং ক্ষেত্রজ্ঞং প্রত্যশেষদৃশ্যাস্থেনোপতিষ্ঠস্ত ইত্যর্থঃ।  
সর্বজ্ঞাতৃষ্ণং সর্বাঙ্গনাং গুণানাং শাস্তোদিতাব্যাপদেশ্ত্বধর্মধেন ব্যবস্থিতানামক্রমোপাক্রম-  
বিবেকজ্ঞং জ্ঞানমিত্যর্থঃ। ইত্যোবা বিশোকা নাম সিদ্ধিঃ, যাং প্রাপ্য যোগী সর্বজ্ঞঃ  
ক্ষীণক্লেশবন্ধনো বশী বিহরতি ॥ ৪৯ ॥

৪২। বুদ্ধি ও পুরুষের ভিন্নত্যাখ্যাতিমাঝে প্রতিষ্ঠিত যোগীৰ সৰ্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব ও সৰ্বজ্ঞাতৃত্ব সিদ্ধ হয় ॥ হু

ভাস্ক্যানুবাদ—বজ্জন্তমোমলম্বন্ত বুদ্ধিসম্বন্ধে পৰম বৈশাৰদ্য বা স্বচ্ছতা হইলে, পৰম বশীকাৰ-সংগ্ৰা অবস্থায় বৰ্তমান, সমস্ত ও পুরুষের ভিন্নত্যাখ্যাতিমাঝে প্রতিষ্ঠিত (যোগিচিন্তেৰ) সৰ্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব হয় (১) অৰ্থাৎ ব্যবসায় ও ব্যবসেব-আত্মক (গ্রহণ-প্রাছান্নক), সৰ্বস্বকণ, গুণসকল ক্ষেত্ৰে স্বামীৰ নিকট অশেষদৃশ্যৰূপে উপস্থিত হয়। সৰ্বজ্ঞাতৃত্ব—শাস্ত, উদ্ভিত ও অব্যাপদেশ-ধৰ্মভাবে ব্যবস্থিত সৰ্বাত্মক গুণসকলেৰ অক্ৰম বিবেকজ্ঞ জ্ঞান। ইহা বিশোকানামক সিদ্ধি, ইহা প্রাপ্ত হইয়া সৰ্বজ্ঞ, কীৰ্ত্তনশৰদ্বান, বশী যোগী বিহাৰ কৰেন।

টীকা। ৪২। (১) প্রথমে জ্ঞানরূপা সিদ্ধি ও পৰে জিৱাক্সপা সিদ্ধি বলিবা পৰে বাহাৰ দ্বাৰা ঐ দুই প্রকাৰ সিদ্ধিই পূৰ্ণৰূপে প্রাপ্ত হুত হয়, তাহা বলিভেছেন।

যে যোগিচিন্তা বিবেকত্যাতিমাঝে প্রতিষ্ঠিত, তাহাৰ সৰ্বজ্ঞাতৃত্ব ও সৰ্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব হয়। সৰ্বজ্ঞাতৃত্ব—সমস্ত জ্ঞেয়ৰ শাস্তোদিতাব্যাপদেশ বৰ্মেৰ সূৰ্যপতেৰ মত জ্ঞান। সৰ্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব—সমস্ত ভাবেৰ সহিত দৃশ্যৰূপে সূৰ্যপতেৰ জ্ঞাৰ জ্ঞাতাব সংযোগ। যেমন, স্ববুদ্ধিৰ সহিত জ্ঞাতাব দৃশ্যভাবে সংযোগ হইবা তাহাৰ উপৰ অধিষ্ঠাতৃত্ব হয়, সেইৰূপ সৰ্ব ভাবেৰ সূৰ্য-স্বৰূপ সংযোগ হইবা অধিষ্ঠান। ঐতি এ বিষয়ে বলেন, “আত্মনো বা অবে দৰ্শনেনেদং সৰ্বং বিদিতম্” অৰ্থাৎ পুরুষদৰ্শন হইলে সৰ্বজ্ঞ হয়। “স যদি পিতৃলোককানো ভবতি সংকল্পাদেবান্ত পিতব্যঃ সন্ততিষ্ঠতি” (ছান্দোগ্য) ইত্যাদি ঐতিহ্যেও সংকল্পনিস্থিৰ কথা উক্ত হইবাছে।

### তদৈৱাগ্যাদপি দোষবীজক্ষয়ে কৈবল্যম্ ॥ ৫০ ॥

ভাস্ক্যম্। যদ্যস্তৈবং ভবতি ক্ৰেশকৰ্মক্ষয়ে সঙ্কস্তায়ং বিবেকপ্রত্যয়ো ধৰ্মঃ, সম্বন্ধে হেয়পক্ষে জ্ঞস্তং পুরুষশ্চাপরিণামী শুদ্ধোহস্তঃ সদ্ধাদিতি। এবম্ অস্ত ততো বিরজ্যমানস্ত যানি ক্ৰেশবীজানি দক্ষশালিবীজকল্পান্তপ্রসবসমর্থানি তানি সহ মনসা প্রত্যস্তং গচ্ছন্তি। তেৰু প্রলীনেৰু পুরুষঃ পুনরিদং তাপজয়ং ন ভুঙক্তে। তদৈতেবাং গুণানাং মনসি কৰ্মক্ৰেশবিপাকস্বৰূপেণাভিব্যক্তানাং চরিতার্থানাং প্রতিপ্রসবে পুরুষস্তাত্যস্তিকো গুণ-বিয়োগঃ কৈবল্যং, তদা স্বৰূপপ্রতিষ্ঠা চিত্তিশক্তিবেব পুরুষ ইতি ॥ ৫০ ॥

৫০। তাহাতেও (বিশোক বা বিবেকজ সিদ্ধিতেও) বৈবাগ্য হইলে দোষবীজ (সম্যক্) ক্ষয় হওয়াতে কৈবল্য হয় ॥ হু

ভাস্ক্যানুবাদ—ক্ৰেশকৰ্মক্ষয়ে যখন এতাদৃশ যোগীৰ এইৰূপ প্রজ্ঞা হয় যে, এই বিবেক-প্রত্যয়ৰূপ ধৰ্ম বুদ্ধিসম্বন্ধে, আব বুদ্ধিসম্বন্ধে হেয়পক্ষে জ্ঞাত হইবাছে; কিঞ্চ পুরুষ অপৰিণামী, শুদ্ধ এবং সমস্ত হইতে ভিন্ন। সেই প্রজ্ঞা হইলে তাহা (বুদ্ধিধৰ্ম) হইতে বিবজ্যমান, (বৈবাগ্যশীল) যোগীৰ দক্ষ শালিবীজেৰ জ্ঞাৰ প্রসবাক্ষৰে ক্ৰেশবীজ তাহা চিন্তেৰ সহিত প্রলীন হয়। তাহাৰা প্রলীন হইলে পুরুষ পুনৰাব এই তাপজয় ভোগ কৰেন না। তখন মনোমধ্য ক্ৰেশকৰ্মবিপাক-স্বৰূপে

পরিণত যে গুণসকল তাহাদেব চৰিতার্থতাহেতু গ্ৰন্থ হইলে পুৰুষেব যে আত্যন্তিক গুণ-বিবোধ, তাহাই কৈবল্য। তদ্ব্যবহাৰ পুৰুষ স্বৰূপপ্রতিষ্ঠা-চিতিশক্তিরূপ (১)।

টীকা। ৫০।(১) এ বিষয় পূৰ্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বিবেকখ্যাতিব দ্বাবা ক্লেশকৰ্ম সম্যক্ কীৰ্ত্তন হইবা দৃষ্টবীজিব ভাব অগ্ৰসবধৰ্মী হব। পবে বিবেক যে বুদ্ধিধৰ্ম অতএব হেয, এবং বুদ্ধি যে নিজেই হেয, এই প্রকাৰ পৰবৈবাগ্যৰূপ প্রজ্ঞা এবং হানেচ্ছা হব। তাহাতে বিবেক, বিবেকজ্ঞ ঐশ্বর্য এবং উহাদেব অধিষ্ঠানরূপ বুদ্ধি, এই সমস্তেবই হান বা ভাগ হব। তখন বুদ্ধি অদৃশ বা প্রলীন হব, জ্ঞতবাং গুণ এবং পুৰুষেব সংযোগেব অত্যন্ত বিচ্ছেদ হব, তাহাই পুৰুষেব কৈবল্য।

পূৰ্বোক্ত সৰ্বভাবাধিষ্ঠাতৃষ এবং সৰ্বজ্ঞাতৃষ হইলে যোগী ঈশ্ববসদৃশ হন। উহা বুদ্ধিব সৰ্বোৎকৃষ্ট অবস্থা। তাদৃশ উপাধিবৃত্ত পুৰুষই (অৰ্থাৎ এই উপাধি ও তদ্বৃষ্টা পুৰুষ—মিলিত এতদ্ব্যজ্ঞেব নাম) মহান্ আত্মা। ঐ উপাধিমানজ্ঞকেও মহন্তষ বলা হব। এই অবস্থায় থাকিলে লোকমধ্যেই থাকি হব, কাৰণ, ব্যক্ত উপাধি ব্যক্ত জগতেই থাকিবে। এ নমস্কে এই শ্রুতি আছে, “স বা এষ মহান্জ আত্মা বোহবঃ বিজ্ঞানমবঃ প্রাণেশু ব এবোহন্তজ্ঞঃ স্বৰ্গ আকাশত্মিন্ শেতে সৰ্বত্ৰ রশী সৰ্বত্ৰেশানঃ সৰ্বত্ৰাধিপতিঃ। স ন সাধুনা কৰ্মণা ভূষাশ্চো এবাসাধুনা কনীযানেষ সৰ্বেশ্বব এষ ভূতাদিপতিবেষ ভূতপাল এষ লেতুৰিষবণঃ।” (বৃহ ৪।৪।২২) ইত্যাদি। তথাচ “এবংবিচ্ছান্তো দ্বাস্ত উপবতন্তিতিক্ৰুঃ সমাহিতো ভূত্বাশ্চন্তেবাস্তানং পশ্চতি সৰ্বমাত্মানং পশ্চতি, নৈনং পাণ্ৰা তবতি সৰ্বং পাণ্ৰমানং তবতি, নৈনং পাণ্ৰা তপতি সৰ্বং পাণ্ৰমানং তপতি। বিপাপো বিবজোহবিচিকিৎসা ব্রাহ্মণো ভবত্যেব ব্রহ্মলোকঃ সত্ৰাট্।” অৰ্থাৎ হে সত্ৰাট্ জনক! সমাধিব দ্বাবা পাপ-পুণ্যেব অতীত, আশ্রয়, বিজ্ঞানমব (বিজ্ঞাতা নহেন), সৰ্বেশান, সৰ্বাধিপতি, ব্রহ্মলোক-ব্রহ্মণ হন। (অবিচিকিৎসা = নিসংশয়)। ইহাই বিবেকজ্ঞ-সিদ্ধিবৃত্ত বোঙ্গীব লক্ষণ। আত্মাতে আত্মাকে অবলোকন পৌৰুষ-প্রত্যয়। বিবেককালে ইহা হব, চিত্তলবে তাহাও থাকে না।

ইহাব উপবেব অবস্থা কৈবল্য, তাহাতে চিত্ত বা বিজ্ঞান (সৰ্বজ্ঞাতৃষ আদি) প্রলীন হব। তাহা লোকাতীত, অদৃষ্ট, অব্যবহার্য, অচিন্ত্য, অব্যপদেশ ইত্যাদি লক্ষণে তাহা শ্রুতিব দ্বাবা লক্ষিত। ঐশ্বর্য ও সার্বভৌম্যেব অতীত যে ভুবীব আশ্রয়তম, তাহাতে স্থিতিই কৈবল্য। ঈদৃশ আত্মাব নাম ‘শান্ত আত্মা’ বা ‘শান্ত ব্রহ্ম,’ অৰ্থাৎ শান্তোপাধিক আত্মা। শান্ত্যেবা শান্তব্রহ্মবাদী। আধুনিক বৈদ্যান্তিকেবা চিত্তপ আত্মাকে ঈশ্বব বলিয়া পৰমার্থ তত্ত্বে সংকীৰ্ণ কবেন তজ্জ্ঞতা হাদেব সংকীৰ্ণ-ব্রহ্মবাদী বলা বাইতে পাবে। শ্রুতিতে আছে, ‘তদ্ব্যচ্ছেৎ শান্ত আত্মনি’ ইহাই শান্ত্যেব চৰম গতি।

স্থান্যুপনিষদ্রণে সজ্ঞস্মায়াকরণং পুনরনিষ্টপ্রসঙ্গাৎ ॥ ৫১ ॥

ভাষ্যম্। চত্বারঃ স্বৰমী যোগিনঃ—প্রথমকল্লিকঃ, মধুভূমিকঃ, প্রজ্ঞাজ্যোতিঃ, অভিক্রান্তভাবনীয়শ্চেতি। তত্রাত্মাসী প্রবৃত্তমাত্রজ্যোতিঃ প্রথমঃ। স্বতন্তবপ্রজ্ঞো

দ্বিতীয়ঃ। ভূতেন্দ্রিয়জয়ী তৃতীয়ঃ সর্বেষু ভাবিতেষু ভাবনীরেষু কৃতরক্ষাবন্ধঃ কৃতকর্তব্য-  
সাধনাদিমান্। চতুর্থো যন্তুভিজ্ঞান্তভাবনীরন্তু চিত্তপ্রতিসর্গ একোহর্থঃ, সপ্তবিধান্ত  
প্রান্তভূমিপ্রজ্ঞা। তত্র মধুমতী ভূমিং সাক্ষাৎ-কুব্বতো ব্রাহ্মণস্ত স্থানিনো দেবাঃ সঙ্ক-  
স্কৃদ্ধিমন্তুপশ্যন্তঃ স্থানৈকগণনিমন্ত্রয়ন্তে, ভোরিহ আশ্রতামিহ রম্যতাং, কমনীয়োহয়ং ভোগঃ,  
কমনীরেয়ং কন্তা, রসায়নমিদং জরায়ুত্ব্যং বাধতে, বৈহায়সমিদং যানম্, অমী কল্পক্রমাঃ,  
পুণ্যা মন্দাকিনী, সিদ্ধা মহর্ষয়ঃ, উত্তমা অনুকূলা অঙ্গবসঃ, দিব্যে জ্যোত্ৰচক্ষুর্বা, বজ্রোপমঃ  
কায়ঃ, অশ্বগৈঃ সর্বমিদম্ উপাঞ্জিতম্ আয়ুস্বতা, প্রতিপত্ততামিদম্ অক্ষয়মজরমরমহানং  
দেবানাং প্রিয়ম্, ইতি।

এবম্ অভিধীয়মানঃ সঙ্গদোষান্ ভাবয়েৎ। যোবেষু সংসারাদ্বারেষু পচ্যমানেন  
ময়া জননমবগাঢ়কাবে বিপরিবর্তমানেন কথঞ্চিদাসাদিতঃ ক্লেশতিমিরবিনাশো যোগ-  
প্রদীপঃ, তন্তু চৈতে তৃণাবানয়ো বিবরবায়বঃ প্রতিপক্ষাঃ, স খবহং লঙ্কালোকঃ  
কথমনয়া বিবরয়ুগতৃণয়া বকিতন্তুশ্চৈব পুনঃ প্রদীপ্তস্ত সংসারায়োরাজানিমিজনীকুর্ধামিতি।  
অন্তি বঃ স্বল্পোপমেভ্যঃ কৃণজজনপ্রার্থনীরেভ্যো বিবরেভ্য ইতোবলিশ্চিতমতিঃ সমাধিং  
ভাবয়েৎ। সঙ্গমকুহ্মা স্মরমপি ন কুর্ধাদ্ এবমহং দেবানামপি প্রার্থনীয় ইতি। স্মরাদয়ং  
সুস্থিতস্মরতয়া মৃত্যুনা কেশেষু গৃহীতমিবাঙ্গানং ন ভাবয়িত্ততি, তথা চান্ত দ্বিজাস্তর-  
প্রেক্ষী নিত্যং যন্তোপচর্যঃ প্রমাদো লব্ধবিবরঃ ক্লেশাতুলুস্তময়িত্ততি, ততঃ পুনরনিষ্টপ্রসঙ্গঃ।  
এবমন্তু সঙ্গস্মর্যাবকুব্বতো ভাবিতোহর্থো দৃঢ়ীভবিত্ততি, ভাবনীরশ্চার্থোহভিমুখী-  
ভবিত্ততীতি ॥ ৫১ ॥

৫১। হানীদেব (উচ্চহানপ্রাপ্ত দেবগণেব) যাবা নিম্নস্থিত হইলে পুনশ্চ অনিষ্টসম্ভবহেতু  
তাহাতে সঙ্গ অথবা স্মর (গর্ভ) কবা অকর্তব্য ॥ ৫১

ভাস্ত্রানুবাদ—যোগীবা চাবি প্রকাব যথা—প্রথমকল্লিক, মধুভূমিক, প্রজ্ঞাজ্যোতি এবং  
অভিজ্ঞান্তভাবনীর। তন্মধ্যে বাহাব অতীজিব জ্ঞান কেবলমাত্র প্রবর্তিত হইতেছে, তাদৃশ  
অভ্যালী যোগী প্রথম। ঋতন্তবপ্রজ্ঞ দ্বিতীয়। ভূতেন্দ্রিয়জয়ী তৃতীয়, (এতদবহু যোগী) সপ্তম  
সাধিত (ভূতেন্দ্রিয়জবাধি) বিষয়ে কৃতবন্ধাবন্ধ (সম্যক্ আবত্তীকৃত) এবং সাধনীয় (বিশোকাদি  
অনপ্রজ্ঞাত পর্যন্ত) বিষয়ে বিহিতসাধনযুক্ত। চতুর্থ যে অভিজ্ঞান্তভাবনীর, তাহাব চিত্তবিলম্বই  
একমাত্র (অবশিষ্ট) পুরুষার্থ। ইহাবই সপ্তবিধ প্রান্তভূমি প্রজ্ঞা। এতন্মধ্যে মধুমতীভূমিব  
সাক্ষাৎকাবী (মধুভূমিক) ব্রহ্মবিদেব সত্ত্বত্বি দর্শন কবিবা হানিগণ বা দেবগণ তৎস্থানীয় মনোবম  
ভোগ দেখাইবা (নিম্নোক্ত প্রকাবে) উপনিমন্ত্রণ কবেন—হে (মহাজ্ঞান), এখানে উপবেশন করুন,  
এখানে বসণ করুন, এই ভোগ কমনীয়, এই কন্তা কমনীবা, এই বসায়ন জ্বায়ুত্ব্য নাশ কবে, এই  
যান আকাশগামী, কল্পক্রম, পুণ্যা মন্দাকিনী ও সিদ্ধ মহাবিশ্ব ঐ। (এখানে) উত্তমা অনুকূলা  
অঙ্গবা-গণ, দিব্য চক্ষুর্ক, বজ্রোপম শরীর। আয়ুস্বন, আপনাব যাবা ইহা নিজগুণে উপাঞ্জিত  
হইয়াছে, (অতএব) গ্রহণ করুন। ইহা অক্ষয়, অজর, অমর ও দেবগণের প্রিয়।

এইরূপে আকৃত হইয়া (যৌগী নিম্নলিখিতরূপে) লক্ষ্যদোষ ভাবনা কবিবেন—যোব সংসারাবাহে দহমান হইয়া আমি জন্মবধাঙ্কাবে হুবিতে হুবিতে ক্লেষভিনিবিনাশক যোগপ্রদীপ কোন গতিকে প্রাপ্ত হইবাছি, এই ভূকালম্ভব বিষয়বাহু তাহাব (যোগপ্রদীপেব) বিবোধী। আলোক পাইয়াও আমি কিহেতু এই বিষয়মুগ্ধকাবে দ্বাবা বস্কিত হইয়া পুনশ্চ আপনাকে সেই প্রদীপ্ত সংসারায়িব ইন্দন কবিব? অশ্রোপম, কৃপণ (কৃপার্ব বা দীন)-জন-প্রার্থনীয় বিষয়গণ। তোমবা হুখে থাক—এইরূপে নিশ্চিতমতি হইয়া সমাধি ভাবনা কবিবে। লক্ষ না কবিয়া (এইরূপ) শ্বযও (আত্মপ্রশংসাভাব) কবিবে না (বে) এইরূপে আমি দেবগণেবও প্রার্থনীয় হইবাছি। শ্বয হইতে মন হুস্থিত হওযাতে লোক 'মৃত্যু আমাব কেশ ধাবণ কবিয়াছে', এইরূপ ভাবনা কবে না। তাহা হইলে, নিযতবত্পূর্বক দ্বাহাব প্রতিকাব কবিতে হয় এইরূপ ছিত্রাঘেবী প্রদ্যাদ প্রবেশলাভ কবিয়া ক্লেষসকলকে প্রবল কবিবে, তাহা হইতে পুনবার অনিষ্টসম্ভব হইবে। উক্তরূপে লক্ষ ও শ্বয না কবিলে যৌগী ভাবিত বিষয় দৃঢ় হইবে এবং ভাবনীয় বিষয় অভিমুখীন হইবে।

### ক্ষণতৎক্রময়োঃ সংযমাদ্বিবেকজং জ্ঞানম্ ॥ ৫২ ॥

ভাষ্যম্। যথাপকর্ষপর্বস্তং জব্যং পবমাণুবেবং পরমাপকর্ষপর্বস্তং কালঃ ক্ষণঃ। যাবতা বা সমবেন চলিতঃ পবমাণুঃ পূর্বদেশং জহ্যাত্তত্ত্বদেশমুপসংপ্তেভ স কালঃ ক্ষণঃ, তৎপ্রবাহাবিচ্ছেদস্ত ক্রমঃ। ক্ষণতৎক্রময়োনাস্তি বস্ত্তসমাহাব ইতি বুদ্ধিসমাহারো মুহূর্ত্তাহোবাত্তদয়ঃ। স ঋক্ষয়ং কালো বস্ত্তশুস্ত্রো বুদ্ধিনির্মাণঃ শব্দজ্ঞানাত্তপাতী লৌকিকানাং ব্যুখিতদর্শনানাং বস্ত্তস্বরূপ ইব অবভাসতে। ক্ষণস্ত বস্ত্তগতিতঃ ক্রমা-বলদ্বী, ক্রমশ্চ ক্ষণানন্তর্যাত্তা, তং কালবিদঃ কাল ইত্যচক্কে যোগিনঃ। ন চ দ্বৌ ক্ষণৌ সহ ভবতঃ, ক্রমশ্চ ন দ্বযোঃ সহজুবোবসন্তবাৎ, পূর্বস্মাত্তত্ত্বভাবিনো যদানন্তর্যং ক্ষণস্ত স ক্রমঃ।

তস্মাদ্ বর্ত্তমান এইবৈকঃ ক্ষণো ন গূর্বোন্তবক্ষণাঃ সন্ত্যতি, তস্মান্নাস্তি তৎসমাহাবঃ। যে তু ভূতভাবিনঃ ক্ষণান্তে পরিণামাদ্বিতা ব্যাখ্যোয়াঃ। তেনৈকেন ক্ষণেন কৃৎনো লোকঃ পবিণামমন্ত্তবতি, তৎক্ষণোপাকট্যঃ ঋক্ষমী ধর্মাঃ। তযোঃ ক্ষণতৎক্রমযোঃ সংযমাৎ তযোঃ সাক্ষাৎকবণম্। ততশ্চ বিবেকজং জ্ঞানং প্রাদুর্ভবতি ॥ ৫২ ॥

৫২। ক্ষণ ও তাহাব ক্রমে সংযম ববিলেও বিবেকজ জ্ঞান (৩।৫১ হু) হয় ॥ পূ-

ভাষ্যানুবাদ—যেমন অপকর্ষকাষ্ঠাপ্রাপ্তজব্য পরমাণু (১) সেইরূপ অপকর্ষকাষ্ঠাপ্রাপ্ত কাল ক্ষণ। অথবা যে সময়ে চলিত পবমাণু পূর্ব দেশ ত্যাগ কবিয়া পববর্তী দেশ প্রাপ্ত হয় সেই সময় ক্ষণ। তাহাব প্রবাহেব অবিচ্ছেদই ক্রম। ক্ষণ ও তাহাব ক্রমেব বাস্তব মিলিতভাব নাই। মুহূর্ত্ত-অহোবাত্তাদ্বিতা বুদ্ধিসমাহাব মাত্র (কালনিক সংগৃহীত ভাব)। এই কাল (২) বস্ত্তশূন্য,

‘মুহূর্ত্ত অহোবাত্তেব ত্রিণ ভাসেব এক ভাগ, আটদ্বিগুণ মিনিট।



বুদ্ধিনির্মাণ, শব্দজ্ঞানাহুপাতী এবং তাহা ব্যুৎপত্তিযুক্ত নৈতিকব্যক্তির নিকট বস্তু-স্বরূপ বলিয়া অবভাসিত হয়। আর কণ বস্তুশক্তি (বস্তুসম্বন্ধীয়) ও ক্রমাবলম্বী, (যেহেতু) ক্রম স্বপ্নানন্তর-স্বরূপ। তাহাকে কালবিদ্ বোণীবা কাল বলেন (৩)। দুইটি কণ একত্র বর্তমান হয় না। অসম্ভাবিত্ত্বহেতু সহত্বত দুই কণের সমাহাবক্রম নাই। পূর্ব হইতে উত্তর-ভাবী কণেব যে আনন্তর্য তাহাই ক্রম।

তৎ হেতু একটিমাত্র কণই বর্তমান কাল, পূর্ব বা উত্তর কণ বর্তমান নাই, আর সেই কাণে তাহাদেব (অতীত, বর্তমান ও অনাগত কণেব) সমাহাবও নাই। ত্বত ও ভবিষ্যৎ যে কণ তাহাবা পবিণামাধিত বলিয়া ব্যাখ্যেব, (অর্থাৎ ত্বত ও ভাবী কণ কেবল সামান্য—পাত্ত ও অব্যাপদেশ—পবিণামাধিত পদার্থমাত্র বলিবা ব্যাখ্যেব। কলে অগোচব পবিণামকেই আমবা ত্বত ও ভাবী কণযুক্ত মনে কবি)। সেই এক (বর্তমান) কণে সমস্ত বিব পবিণাম অল্পভব কবিত্ত্বে, (পূর্বোক্ত) ধর্মসকল কণোপারুত। কণ ও তাহার ক্রমে সংঘব হইতে তাহাদেব (তদুভয়োপারুত ধর্মেব) লাক্যংকার হব, আব তাহা হইতে (৩।৫৪ হুজোক্ত) বিবেকজ্ঞান প্রাচুর্ভূত হব।

টীকা। ৫২।(১) পূর্বেই বলা হইবাছে তন্মাত্র-স্বরূপ পবমান শব্দাদি-গুণেব হৃদয়তম অবস্থা। যদশেকা হৃদয়তব হইলে শব্দাদি জ্ঞান লোপ পাব, অর্থাৎ হৃদয় হইবা যেখানে বিশেষ জ্ঞান লোপ পাওরায নিবিশেষ শব্দাদি জ্ঞান থাকে তাদৃশ হৃদয় শব্দাদি-গুণই পবমান। অতএব পবমানুব অবযব বোধগম্য হইবার উপায় নাই। পবমানু বেনন হৃদয়তম-শব্দাদিগুণবং দ্রব্য বা দেশ, সেইরূপ কণ হৃদয়তম কাল। কালেব পবমানু কণ; বে কালে একটি হৃদয়তম পবিণাম বোণীদেব গোচব হব তাহাই কণ। ভাব্যকার উদাহবপাস্বক লক্ষণ দিবাছেন বে, বে নরয়ে পবমানুব দেশান্তর গতি লক্ষিত হব তাহাই কণ। পবমানুব অংশ বিবেচ্য নহে, স্তবং স্বধন পবমানু নিজেব স্বাবা ব্যাপ্ত দেশেব সমতটু ক্র ত্যাপ কবিবা পার্শ্ব দেশে রাইবে, তখনই তাহাব গতিকূপ পবিণাম লক্ষিত হইবে (সেই কালই কণ)। পবমানুতে বেনন অক্ষুট দেশজ্ঞান থাকে তেরনি তাহাব বিক্রিয়াতেও অক্ষুট দেশজ্ঞান থাকিবে।

পবমানু বেগেই যাক, বা ধীবেই যাক, স্বধন তাহাব দেশান্তব-পবিণামেব জ্ঞান হইবে, সেই একটি জ্ঞানব্যাপ্ত কালই কণ। স্বতকণ-মা পবমানু স্বপবিমাণ দেশ অতিক্রম কবিবে ততকণ তাহাতে কোন পবিণাম লক্ষিত হইবে না (কারণ, তাহাব পবিণামেব অংশত্বত দেশ বিবেচ্য নহে)। অতএব পবমানু বেগে চলিলে কণসকল নিবন্ধবভাবে স্থচিত হইবে, আব ধীবে চলিলে থামিবা থামিবা এক একবার এক এক কণ স্থচিত হইবে। কণাবচ্ছিন্ন কাল কিন্তু একপবিণামই থাকিবে।

কলে তন্মাত্রজ্ঞান এক একটি কণব্যাপ্তি জ্ঞানেব স্বাবা-স্বরূপ অথবা তান্নাত্রিক জ্ঞানস্বাবার চরম-অবযবরূপ যে এক একটি পবিণাম তাহাব ব্যাপ্তিকালই কণ। কণেব যে আনন্তর্য অর্থাৎ পবপব অবচ্ছেদে প্রবাহ তাহাব নাম কণেব ক্রম।

জ্যামিতিব বিন্দুব লক্ষণেব ত্রাব পবমানুব এই লক্ষণও বে বিকল্পিত (শব্দজ্ঞানাহুপাতী) তাহা মনে বাধিতে হইবে।

৫২।(২) ভাস্কর্য্যব এলে কালসম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কবিবাছেন। আমবা বলি কালে সব ভাব আছে বা থাকিবে। কিন্তু কাল আছে এইরূপ বলা সঙ্গত নহে, কাণ, তাহাতে প্রশ্ন হইবে কাল কিসে আছে? পবস্ত বাহা অবর্তমান তাহাব নাম অতীত বা অনাগত। অবর্তমান

অর্থে নাই, হুতবাৎ অতীত ও অনাগত কাল নাই। তবে আরবা বলি যে, 'জিকাল আছে' তাহাতে বিকল্প কবিবা অবস্থকে শব্দমাত্রের দ্বাৰা সিদ্ধবৎ মনে কবিবা বলি 'জিকাল আছে'। অবাস্তব পদার্থকে পদেব দ্বাৰা বাস্তবেব মত ব্যবহাৰ কৰাই বিকল্প। কালও সেইরূপ পদার্থ। দুইক্ষণ বর্তমান হয় না, অতএব কণপ্রবাহকে এক সমাহত কাল কৰা কল্পনামাত্র অর্থাৎ বুদ্ধিনির্মাণ মাত্র। 'কাল আছে' বলিলে 'কাল কালে আছে' এইরূপ বিরুদ্ধ, বাস্তব-অর্থশূন্য পদার্থ প্রকৃতপক্ষে বুঝায়। 'বাম আছে' বলিলে 'বাম বর্তমান কালে আছে' বুঝায়। কিন্তু 'কাল আছে' বলিলে কি বুঝাইবে? তাহাতে শব্দার্থ ব্যতীত কোন বস্তুব সত্তা বুঝাইবে না, কাবণ, কালের আব অধিকবণ নাই।

যেমন, যেখানে কিছু নাই তাহাকে 'অবকাশ' বা 'দিক্' বা space বলা যায়, কিন্তু কিছু ছাড়া যখন 'খানেক' বা দেশেব জ্ঞান সম্ভব নহে তখন 'খান' অর্থে কিছু না। এই অবাস্তব শব্দমাত্র 'কালও সেইরূপ অধিকবণবাচক শব্দমাত্র। শব্দব্যতীত কাল-পদার্থ নাই। শব্দ না থাকিলে কাল-জ্ঞান থাকে না। যে পুণ্যজ্ঞানহীন সে কেবল পবিণামমাত্র জানিবে, কাল-শব্দেব অর্থ তাহাব নিকট অজ্ঞাত হইবে। অতএব সাধাবণ মানবেব নিকট কাল 'বস্তু' বলিয়া প্রতীত হয়। শব্দার্থবিকল্পেব সংকীর্ণতাৰ অতীত যে ধ্যান, তৎসম্পন্ন যোগীৰ নিকট 'কাল'-পদার্থ থাকে না।

৫২। ( ৩ ) যোগীবা কালকে বস্তু বলেন না, কেবল কণেব ক্রম বলেন। আব, কণ বাস্তব পদার্থেব পবিণামক্রম অবলম্বন কবিয়া অহুভূত অধিকবণ-বস্তুপ। 'ক্রমাবলম্বী' পাঠি ভিক্তেব সম্মত। তাহাতেও ঐ অর্থ, অর্থাৎ কণ বস্তুব পবিণামক্রমেব দ্বাৰা লক্ষিত পদার্থ। মিশ্র 'বস্তুপতিত' অর্থে 'বাস্তব' বলিয়াছেন। এই 'বাস্তব' শব্দেব অর্থ বস্তুসম্বন্ধীয়, কাবণ, কণ বস্তু নহে, কিন্তু বস্তুব অধিকবণমাত্র।

অধিকবণ অর্থে কোন বস্তু নহে কিন্তু সংযোগবিশেষ, বখা—বট ও হাতেব সংযোগ-বিশেষ দেখিয়া বলা যাইতে পাৰে যে, বটে হাত আছে বা হাতে বট আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বট বটেই আছে, হাত হাতেই আছে। অবকাশ ও কাল বা অবলব কালনিক অধিকবণ, অবকাশ অর্থে শূন্য, অবলবও তাহাই।

বস্তু অর্থে বাহ্য আছে। আছে=বর্তমান কাল। হুতবাৎ বর্তমান কালই বস্তুব অধিকবণ, অতীত ও অনাগত পদার্থকে ছিল ও থাকিবে বলি তাই অতীত ও অনাগত কাল 'বস্তু'ব অধিকবণ নহে। অতীত ও অনাগত বস্তু হুত্বরূপে আছে বলিলে বর্তমান কণকেই তাহাদেব অধিকবণ বলা হয়, এই কল্প ভাব্যকাব বলিয়াছেন 'কণস্ত বস্তুপতিতঃ'। এবিবেব ব্যাকবণেব বিস্তৃতিবই ভেদ অহুবাযী বিকল্পমাত্র। তন্মধ্যে একটি ভাবপদার্থেব অধিকবণরূপ বিকল্প ও অন্যটি অভাবেব অধিকবণরূপ 'বিকল্পেব বিকল্প', তাই ইহা কিছু জটিল।\*

অতীত ও অনাগত কণ অবর্তমান বস্তুব বা অবস্তুব অধিকবণ অর্থাৎ অলীক পদার্থ, আব, বর্তমান কণ বস্তুব অধিকবণ, এই প্রভেদ। শব্দা হইতে পাৰে, অতীতানাগত বস্তু যখন আছে, তখন তাহাদেব অধিকবণ অবস্তুব অধিকবণ হইবে কেন?—'আছে' বলিলে বর্তমান বলা হয়, তাহা

\* 'বিত্তিলিই ভেদ' বখা, 'কণ বস্তুপতিত' ইহা প্রথমা, এক 'কণ বস্তু আছে' ইহা সপ্তমী। বস্তু বর্তমানকালে আছে বা তাহা বর্তমান—ইহা ভাবপদার্থেব এক অধিকবণ-কল্পনাকল্প বিকল্প, কারণ অধিকবণ বস্তু নহে। 'অতীত ও অনাগত পদার্থকে ছিল ও থাকিবে বলি'—ইহা বিকল্পেব বিকল্প।—সম্পাদক

হইলে তাহা বর্তমান স্বর্ণই আছে। হুতরায় একমাত্র বর্তমান স্বর্ণই স্বস্তর অধিকরণ বা শাস্তর অধিকরণ, তাহাতেই সন্ত পদার্থ পরিণাম অতুত্ব করিতেছে। পরিণাম অনন্ত বলিয়া স্বর্ণের অনন্ত কালনিক ভেদ করিবা, অর্থাৎ অনন্ত স্বর্ণ আছে এইরূপ বন্ধনা করিব; এবং তাহাদের কালনিক বস্তুদাহ্য্য করিবা, যাহারা বলি অন্যদি অন্য কাল আছে। আদ্যন্তের সংকুচিত জ্ঞান-শক্তির দ্বারা বাহ্য জ্ঞানগোচর না হই তাহাকেই অতীত ও অনাগত বলি। অতীত ও অনাগত ধর্ম অর্থে বর্তমানরূপে জ্ঞানব বিবর্তীভূত না হইবা। বাহার জ্ঞান-শক্তি অন্যত্ব আবরণশূন্য, তাহার নিকট অতীত ও অনাগত নাই, সবই বর্তমান। অতএব বর্তমান একমুখই বাস্তব বা স্বস্তর অধিকরণ। সেই ধর্ম বা স্বর্ণব্যাপী বস্তুধর্ম ও তাহার ক্রমেতে অর্থাৎ স্বর্ণাবচ্ছিন্নকালে তবের লে পরিণাম হই তাহার দ্বারাতে সংবাদ কবিলেও বিবেকজ্ঞ জ্ঞান হয়। তবের সূক্ষ্মতম পরিণাম ও তাহার পদ্য জ্ঞানিলে হৃদয়তম ভেদজ্ঞান হয়। পূর্ব-হুত্রে বাহ্য উক্ত হইয়াছে তাহাট বিবেকজ্ঞ জ্ঞান বা ৫১২ হুত্রে সর্বজ্ঞাত্ব।

কালনয়কে অত নত ও আছে স্বর্ণ। চার্বৈশেষিক-মতে (ভারদ্বজ্য), “বদি মেলা বিহুনিহা: কালো দ্ব্যন্যাকো নতঃ”, অর্থাৎ কাল এক বিহু নিহা তব্য। তাহারও নত কাল ইঞ্জিরদ্ব্য, তাহার বলেন, “ন চান্দ্রশ্যটিভ্যন্ত দ্বিপ্রাদিপ্রত্যয়োরঃ। তদ্ব্যবহুবিধানেন তদ্য কালস্ত চান্দ্রঃ। তদ্য বহুভাবেন বিশেষণতয়াপি বা। চান্দ্রবজ্ঞানধর্ম্যং ন তন্ত প্রত্যক্ষপুণ্ডরান্দ্রঃ। অপ্রত্যক্ষমাদ্যে ন চ কালস্ত নাতিত।। হুত্ব পৃথিব্যযোভাগচন্দ্রনপবভাগবৎ।” অর্থাৎ চান্দ্র নুতিত থাকিলে দ্বিপ্রাদি প্রত্যয় হয় না। চান্দ্র উল্লীলিত থাকিলেই তাহা; হুত্রেতে কাল চান্দ্র তব্য, বাহ্য বহুভাব্য বা বিশেষণভাবে অর্থাৎ গুণরূপে চান্দ্রবজ্ঞানধর্ম্য তাহাকেই প্রত্যক্ষ বলা হয়। আর, অপ্রত্যক্ষ হুত্রেও যে সে বস্তু নাই এইরূপ নহে; পৃথিবীর অশোভা, চন্দ্রাব প্ৰত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ হইলেও অসং পদার্থ নহে।

উহা উত্তর বলা হয়, “ন ভাবত্ব গুণতে কালঃ প্রত্যক্ষেন বটাসিবঃ। চিরক্ষিপ্ৰাদিযোপাধি কার্ভানাদ্রাবলম্বনঃ। ন চান্দ্রনৈব লিঙ্গেন কালস্ত পরিকল্পনা। প্রতিবছো দ্বি স্ট্রোহম্ ন ধুংজননাদিবঃ। প্রতিজানাহতিবেকস্ত কথিৎ উপপত্ত্বতে। প্রতিজা কার্ভিশক্তিঃ জিহ্বাক্ষণবল্পরান্দ্রঃ ন তৈ এছনক্ষত্র-পরিপাল-ব্জাবকঃ। কালঃ কল্পহিৎ হুত্ব জিহ্বাতো নাইপুণো ছনো। দুর্ভবানাদ্রো-রাদ্রমালব্ধনবধর্ম্যঃ। লোকে কালনিকের ব্যবহারো ভবিষ্টিঃ। বদি মেলা বিহুনিহা: কালো দ্ব্যন্যাকো নতঃ। অতীত-বর্তমানাহিহেদ্যবজ্ঞতি: হুতঃ।” অর্থাৎ কাল বটাসির দ্ব্য প্রত্যক্ষতঃ গৃহীত হয় না। চিরক্ষিপ্ৰাদি যোপ ( বাহ্য দেখিবা কালকে চান্দ্র বল, তাহাও ) কার্ভ-মাত্রকে অবলম্বন কবিবা হয় বা তাহার ক্রত ও অক্রত জিহ্বার নামান্তর। বদি বল ধূমের দ্ব্য বেরূপ নং অধিব কল্পনা হয়, সেইরূপ ঐ জিহ্বার দ্ব্য নং কালের পরিকল্পনা হয়। কিন্তু তাহাও ঠিক নহে। কার্ভ, ধূম ও অধি উভয়ই সন্ত হুতরায় তাহাদের দ্ব্য এখানে খাটে না অর্থাৎ ধূম ও অধির বেরূপ প্রতিবন্ধ বা ব্যাপ্তি আছে এখানে সেইরূপ নাই। অর্থাৎ কাল যে নং তাহাই প্রত্যক্ষ কিন্তু ধূম ও অধিব দ্ব্যতে অধিব দ্ব্য প্রত্যক্ষ নহে, কিন্তু ধূমের নীচে নং অধিব জিহ্বাই প্রত্যক্ষ। অতএব জিহ্বা হইতে অতিবিক্ত কাল আছে ইহা প্রতিজ্ঞান বা নিখ্য কল্পনাদ্র, উহা প্রতিজ্ঞ জিহ্বা-পবল্পরা লইবা কোনোরূপে করা হই নাই। জ্যোতিব শাস্ত্রের মতে কাল ওহনক্ষত্রের পরিপাল-ব্জাবক, এইরূপ স্বত্ব কালও কল্পনা করা সূত্র নহে; তাবৎ, তাহা জিহ্বা ছাড়া আর কিছু নহে।

মুহূর্ত, যাম, অহোবাহু, মাস, ঋতু, অষন, বৎসব ইহা সব ব্যবহার্যার্থ লোকে কল্পনা করে। যদি এক বিভূ নিত্যব্যাপ্ত কাল থাকিত, তবে অতীত, বর্তমান, অনাগত ভেদেব ব্যবহার্য কল্পে হইতে পাবে, কাবণ, “তৎকালে সন্নিধির্নাস্তি ক্షণমৌহুতভাবিনোঃ। বর্তমানক্షণৈকো ন দীর্ঘক্షণ প্রপচ্ছতে। ন হসন্নিহিতগ্রাহিত্র্যাক্ষমিতি বণিতম্।” অর্থাৎ ছুত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কাল একই নয়বে থাকে না বা তাহাদেব সন্নিধি নাই। আব, একটি বর্তমান ক্షণ দীর্ঘত্ব প্রাপ্ত হয় না। অসন্নিহিত বস্তুব প্রত্যক্ষ হয় না, অতএব অসন্নিহিত বা অবর্তমান যে অতীত ও অনাগত ক্షণ তাহা প্রত্যক্ষ হয় না। “বর্তমানঃ কিসান্ কাল এক এব ক্షণন্ততঃ।” “ন হস্তি কালাবধী নানাক্షণগণ্যস্বকঃ। বর্তমানক্షণো দীর্ঘ ইতি বালিশভাবিতম্।” অর্থাৎ কত কালকে বর্তমান বল ?—বলিতে হইবে এক ক্షণমাত্রকে। অতএব নানাক্షণ্যস্বক অবধী কাল অবর্তমান পদার্থ, কাবণ, অজ্ঞেবাই বলিতে পাবে বর্তমান এক ক্షণ দীর্ঘতা প্রাপ্ত হয়। ক্షণ অণুকাল, তাহা দীর্ঘ হয় ইহা নিতান্ত অস্বস্ত উক্তি। “সর্বথেষ্মিষজ্ঞ জ্ঞানং বর্তমানৈকগোচরম্। পূর্বাপবদণাঙ্গলকৌশলং নাবলম্বতে।” অর্থাৎ ইন্দ্রিবজ্ঞ জ্ঞান লম্ব্যক-রূপে কেবল বর্তমানগোচর, তাহাবা কখনও পূর্ব ও পব এইরূপ লম্বা স্পর্শ করে না। ছুতবাং পূর্ব ও পব কাল বর্তমান বা লম্ব্যক অবিকরণ হইতে পাবে না। যদি অতীত বস্তু আছে বলা যায়, তাহা হইলে অতীত আব অতীত থাকে না কিন্তু বর্তমান হইবা যাব, অথচ একমাত্র ক্షণই বর্তমান কাল। যদি বল কাল-বিষয়ক হিব বুদ্ধিব বা কালজ্ঞানেব ঘাবা এক বিভূ কাল সিদ্ধ হয়, তাহাও ঠিক নহে। “তেন বুদ্ধিহিবয়েহপি হৈর্বনর্থত চুবচম্”—কাবণ বুদ্ধিব হিবত্ব থাকিলেও বিষয়েব হিবত্ব আছে বলা যায় না। কিঞ্চ একবুদ্ধিবও দীর্ঘকাল স্থিতি নাই, অতএব তাহাব বিষয় যে কাল তাহাবও অতীতানাগতরূপ বাস্তব ও ব্যাপী এক স্থিতি নাই।

এইরূপে কালকে বাহাবা বস্তু বলেন, তাহাদেব মত নিবন্ত হয় এবং উহা যে বিকল্প-জ্ঞানমাত্র এই সাংখ্যমত স্থাপিত হয়।

ভাষ্যম্। তস্মা বিষয়বিশেষ উপক্ষিপ্যতে—

জাতিলক্ষণদৈশৈরগত্যনবচ্ছেদাত্মল্যায়োন্ততঃ প্রতিপত্তিঃ ॥ ৫৩ ॥

তুল্যায়োঃ দেশলক্ষণসাক্ষ্যে জাতিভেদোহস্ততাযা হেতুঃ, গোবিয়ং বড়বেয়-মিতি। তুল্যদেশজাতীয়েষে লক্ষণমস্ত্যকবং—কালাক্ষী গোঃ স্বস্তিমতী গোবিতি। দ্ব্যোবামলকযোজ্যজাতিলক্ষণ-সাক্ষ্যাদ্ দেশভেদোহস্তত্বকরঃ—ইদং পূর্বমিদমুত্তরমিতি। যদা তু পূর্বমামলকমস্তব্যগ্রস্ত জাতুকস্তবদেশ উপাবর্ত্যতে তদা তুল্যদেশেষে পূর্বমেতদুত্তর-মেতদিতি প্রবিভাগানুপপত্তিঃ অসন্নিহেন চ তত্ত্বজ্ঞানেন ভবিষ্যৎ, ইত্যত ইদমুক্তং ততঃ প্রতিপত্তিঃ বিবেকজ্ঞানাদিতি। কথং, পূর্বামলকসহক্ষণো দেশ উত্তরামলকসহ-ক্ষণদেশাদ্ ভিন্নঃ। তে চামলকে স্বদেশক্ষণানুভবভিন্নে, অন্তদেশক্ষণানুভবস্ত তযোরগ্ৰাহে হেতুবিতি। এতেন দৃষ্টান্তেন পরমাণোন্তল্যজাতিলক্ষণদেশস্ত পূর্বপবমাণুদেশসহক্ষণ-সাক্ষাৎকরণানুভবস্ত পরমাণোঃ তদেশানুপপত্তাবুত্তবস্ত তদেশানুভবো ভিন্নঃ সহক্ষণ-

ভেদাৎ তব্যাবীশ্ববস্ত্র যোগিনোহস্ত্রপ্রত্যয়ো ভবতীতি । অপরে তু বর্ণযন্তি, যেহস্ত্যা বিশেষাস্তেহস্ত্যপ্রত্যয়ং বুৰ্ব্বন্তীতি । তত্রাপি দেশলক্ষণভেদো মূর্তিব্যবধিজাতিভেদ-  
শ্চাত্ত্বহেতুঃ । লক্ষণভেদস্ত যোগিবুদ্ধিগম্য এবোতি, অত উক্তং “মূর্তিব্যবধিজাতিভেদা-  
ভাবান্নাস্তি মূলপৃথক্ত্বম্” ইতি বার্ষগণ্যঃ ॥ ৫৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ—বিবেকজ্ঞানের বিশেষ বিষয় প্রদর্শিত হইতেছে—

৫৩। ( দুই বস্ত্রব ) জাতিগত, লক্ষণগত ও দেশগত ভেদের অবধাষণ না হওয়াহেতু যে পদার্থব্য তুল্যরূপে প্রতীয়মান হয়, তাদৃশ পদার্থেবও তাহা হইতে ভিন্নতাব প্রতিপত্তি ( উপলব্ধি ) হয় ( ১ ) ॥ ২

দেশেব ও লক্ষণেব সমানত্বহেতু তুল্য বস্ত্রবসেব জাতিভেদ ভিন্নতবে কাষণ, যথা—ইহা গো, ইহা বডবা ( ঘোঁটকী ) । দেশ ও জাতি তুল্য হইলে লক্ষণ হইতে ভেদ হয়, যথা—কালাকী গাভী ও স্বতিমতী গাভী । জাতিব ও লক্ষণেব সাক্ষ্যহেতু তুল্য দুটি আমলকেব দেশভেদই ভিন্নতাব কাষণ, যেমন, ইহা পূর্বে আছে ও ইহা পবে আছে । ( পূর্ববর্তী ও পশ্চাদ্বর্তী দুটি আমলকেব মধ্যে ) যখন পূর্ব আমলকে, জাতা ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত হইলে ( জাতাব অজ্ঞাতসাবে ), উত্তব আমলকেব দেশে ( উত্তব আমলক বোঝানে ছিল সেখানে ) উপস্থাপিত করা যায়, তাহা হইলে ‘ইহা পূর্ব, ইহা উত্তব’ এইরূপ যে ভেদজ্ঞান, তাহা তুল্যদেশত্বহেতু সাধাবশেব হয় না, কিন্তু অসন্দ্বিগ্ন তত্ত্বজ্ঞানেব দ্বারাই হইয়া থাকে । এইজন্য ( সূত্রে ) উক্ত হইয়াছে, “তাহা হইতে প্রতিপত্তি হয়” অর্থাৎ বিবেকজ্ঞান হইতে । কিরূপে ?—পূর্বামলকেব সহিত লব্ধ কণিক-পরিণামবিশিষ্ট যে দেশ, তাহা উত্তবামলকেব সহ লব্ধ লক্ষণ-পরিণামবিশিষ্ট দেশ হইতে ভিন্ন । ( অতএব ) সেই আমলকত্ব য য দেশেব সহিত কণিক-পরিণামাহতবেব দাবা ভিন্ন । পূর্বেকাব ভিন্নদেশ-পরিণামবিশিষ্ট লক্ষণেব অন্তত্বই ( জাতাব অজ্ঞাতে দেশজ্ঞাব-প্রাপ্ত ) আমলকত্ব ভিন্নতা-বিবেকেব কাষণ । এই ( স্থূল ) দৃষ্টান্তেব দ্বাৰা ইহা বুঝা যায় যে, পবমামুখ্যেব জাতি, লক্ষণ ও দেশ তুল্য হইলে ( তাহাদেব মধ্যে ) পূর্ব পবমাণুব দেশসহগত কণিক-পরিণামেব সাক্ষ্যকাব হইতে এবং উত্তব পবমাণুতে সেই পূর্ব পবমাণুব দেশসহগত কণিক-পরিণাম না পাওয়াতে ( অতএব তদুভয়েব দেশসহগত লক্ষণভেদহেতু ), উত্তব পবমাণুব লক্ষণযুক্ত দেশ-পরিণাম ভিন্ন । স্তত্বাং যোগীশ্ববেব ( তদুভয় পবমাণুবও ) ভিন্নতাবিবেক হয় । অপবেবা ( বৈশেষিক ) বলেন, অন্ত্য যে বিশেষকল তাহাই ভিন্নতাপ্রত্যয় কবায় । তাঁহাদেব মতেও দেশ এবং লক্ষণেব ভেদ এবং মূর্তি, ব্যবধি ( ২ ) ও জাতিভেদ অন্তত্বেব হেতু । লক্ষণভেদই ( চবন ভেদ, তাহা ) কেবল যোগীব বুদ্ধিগম্য । এইজন্য বার্ষগণ্য আচার্যেব দ্বারা উক্ত হইয়াছে, “মূর্তিভেদ, ব্যবধিভেদ ও জাতিভেদ-শূন্যতা-হেতু মূলজ্ঞানোব পৃথক্ত্বম্ নাই ।”

টীকা । ৫৩। ( ১ ) স্থূল দৃষ্টিতে অনেক জব্য সমানাকাব দেখাব, তাহাদেব ভেদ আমবা বুঝিতে পাবি না । যেমন, দুইটি নুতন পকসা, তাহাদেব বদলাইয়া দিলে কোনটা প্রথম, কোনটা দ্বিতীয় তাহা বুঝিতে পাবা যায় না । কিন্তু দুইটাকে অণুবীক্ষণ দ্বিবা দেখিলে তাহাদেব এইরূপ প্রভেদ দেখা যাইবে যে, তখন বুঝা যাইবে কোনটা প্রথম কোনটা দ্বিতীয় ।

বিবেকজ্ঞানও সেইরূপ, তাহাদ্বাৰা সূক্ষ্মতমভেদ লক্ষিত হয় । লক্ষণে যে পরিণাম হয়, তাহাই সূক্ষ্মতমভেদ, তদপেক্ষা সূক্ষ্মতব ভেদ আব নাই । বিবেকজ্ঞান তাহারই জ্ঞান ।

ভেদজ্ঞান তিন প্রকারে হয়—জাতিভেদের দ্বাৰা, লক্ষণভেদের দ্বাৰা ও দেশভেদের দ্বাৰা। যদি এমন দুইটি বস্তু থাকে যাহাদের একপ জাত্যাদিভেদ গোচর নহে, তবে সাধাবশ দৃষ্টিতে তাহাদের ভেদ জ্ঞাতব্য হয় না। বিবেকজ্ঞানে তাহা হয়।

মনে কব দুইটি সম্পূর্ণ ভুল্য স্ববর্ণ-গোলক, একটি পূর্বে প্রস্তুত, একটি পবে প্রস্তুত। যে স্থানে পূর্বটি ছিল সে স্থানে পবটি রাখা গেল। সাধাবশ প্রজ্ঞাব এমন সামর্থ্য নাই যে, তাহা পূর্ব কি পব তাহা বলিয়া দেয়, কাবশ, উহাদের জাতিভেদ, লক্ষণভেদ ও দেশভেদ নাই। উক্তবটি পূর্বব সহিত একজাতীয়, একলক্ষণযুক্ত এবং একদেশস্থিত। বিবেকজ্ঞানের দ্বাৰা সেই ভেদ লক্ষিত হয়, পবটি অপেক্ষা পূর্বটি অনেকলক্ষণবহিঃ পৰিণাম অল্পতর কবিযাছে। যোগী ইহা লক্ষ্য কবিযা জানিতে পাবেন যে, ইহা পূর্ব, ইহা উত্তর। এই বিষয় ভাষ্যকাব উদাহরণ দিয়া বুঝাইযাছেন। দেশসংগত কণিক-পৰিণাম অৰ্থে কোন দ্রব্য যে স্থানে বতকণ আছে, ততকণ সেই স্থানে তাহাব যে পৰিণাম হইযাছে।

অবশ্য যোগী ইহাব দ্বাৰা আমলক বা স্ববর্ণ-গোলকের ভেদ বুঝিতে যান না, কিন্তু তৎ-বিষয়ক হৃদভেদ বা পবমাণুগতভেদ বুঝিযা তৎজ্ঞান অথবা ত্রিকালাদিজন লাভ কবেন। পবদ্বয়ে ইহা উক্ত হইযাছে।

৫৩।(২) মতান্তরে চবন বিশেষকল বা ভেদক ধর্মসকল হইতে ভেদজ্ঞান হয়। তাহাতেও হৃদোক্ত ত্রিপ্রকার ভেদক হেতু আসে, কাবশ, উক্তবাদীবাও ভেদক অন্ত্য বিশেষকে দেশভেদ, যুতিভেদ, ব্যবধিভেদ ও জাতিভেদ বলেন। যুতি অৰ্থে টীকাকাবম্বেব মতে সংহান অথবা শবীৰ। তদপেক্ষা যুতি অৰ্থে শব্দ-স্পর্শাদিধর্মের এবং অজ ধর্মের (যেবন অন্তরকবণ) বিশেষ অবস্থা হইলে ঠিক হয়। ব্যবধি—আকাব। ইষ্টকব যে চক্ষুগ্রাহ্য বিশেষ বর্ণ, বাহা কথাব সম্যক প্রকাশ কবা যায় না, তাহাই তাহাব যুতি এবং তাহাব ইঞ্জিয়গ্রাহ্য আকাব ব্যবধি।

যুত্যাদি ভেদ লোকবুদ্ধিগম্য, কিন্তু কণভেদ যোগীব বুদ্ধিগম্য। কণেব উপবে আব অন্ত্য বিশেষ নাই, কণগত ভেদই চবনভেদ। বার্ষগণ্য আচার্য বলিয়াছেন, “যুত্যাদি ভেদ না থাকাতে যুলে পৃথক্ক নাই”, অর্থাৎ প্রধানেতে কিছু স্বগত ভেদ নাই। অব্যক্তাবস্থা অথবা গুণেব স্বরূপাবস্থা সমস্ত ভেদ অন্তর্মিত হয় অর্থাৎ কণাবহিঃ যে পৰিণাম হয়, তাহাই “হৃদতম ভেদ। তাদৃশ কণিক ভেদজ্ঞান (প্রত্যয়) বুদ্ধিব হৃদতম অবস্থা। তদুপবিহ হৃদ পদার্থেব উপলব্ধি হয় না, হৃদবাং তাহা অব্যক্ত। অব্যক্ত যখন গোচর হয় না, তখন তাহাতে ভেদজ্ঞান হইবাব সম্ভাবনা নাই। অতএব অব্যক্তকণ যুলে আব বস্তব পৃথক্ক করণীয় নহে।

তারকং সর্ববিষয়ং সর্বথাবিষয়মক্রমং চেতি বিবেকজ্ঞং জ্ঞানম্ ॥ ৫৪ ॥

ভাষ্যম্। তাবকমিতি স্বপ্রতিভোক্তমনৌপদেশিকমিত্যর্থঃ, সর্ববিষয়ং নান্দ্র কিঞ্চিৎ-বিষয়ীভূতমিত্যর্থঃ। সর্বথাবিষয়ম্ অতীতানাগতপ্রত্যুৎপন্নং সর্বং পর্দাযৈঃ সর্বথা জানাতীতি অর্থঃ, অক্রমমিতি একক্ষণোপাক্রমং সর্বং সর্বথা গৃহাতীত্যর্থঃ। এতদ্বিবেকজ্ঞং

জ্ঞানং পৰিপূৰ্ণম্ অশ্বেবাংশো যোগপ্রদীপঃ, মধুমতীং ভূমিস্পাদায় যাবদন্ত পবিসমাপ্তি-  
বিতি ॥ ৫৪ ॥

৫৪। বিবেকজ্ঞান তাবক, সৰ্ববিষয়, সৰ্বধাবিষয় এবং অক্ৰম ॥ হু

ভাষ্যানুবাদ—তাবক অর্থাৎ স্বপ্রতিভাশালী, অনৌপদেশিক। সৰ্ববিষয় অর্থাৎ তাহা  
কিছুমাত্র অবিষয়ীভূত নাই। সৰ্বধাবিষয় অর্থাৎ অতীত, অনাগত ও বর্তমান, সমস্ত বিষয়ের  
অবাস্তব-বিশেষের সহিত সৰ্বধা জ্ঞান হইবে। অক্ৰম অর্থাৎ একই ক্রমে (বুদ্ধিতে) উপাধি বা সমুপস্থিত  
সৰ্ববিষয়ের সৰ্বধা গ্রহণ হয়। এই বিবেকজ্ঞান পৰিপূর্ণ। যোগপ্রদীপও (প্রজ্ঞালোক) (১) এট  
বিবেকজ্ঞানের অংশ-স্বরূপ, ইহা মধুমতী বা ক্ষতভবা-প্রজ্ঞাবহা হইতে আবৃত্ত কবিতা পবিসমাপ্তি,  
বা লগ্ন প্রাক্তভূমি প্রজ্ঞা, পৰ্বত স্থিত।

টীকা। ৫৪।(১) যোগপ্রদীপ—প্রজ্ঞালোকবৃত্ত যোগ বা অপব-প্রসংখ্যানরূপ সম্প্রজ্ঞাত।  
বিবেকখ্যাতিও সম্প্রজ্ঞাত যোগ, তাহাকে পবম প্রসংখ্যান বলা যায় (১)২ স্তব্ধে ভাষ্য দ্রষ্টব্য)।  
প্রসংখ্যানেব দ্বারা ক্লেম দৃষ্টবীজকল্প হয়, আৰ পবম প্রসংখ্যানেব দ্বারা চিত্ত শ্রীলীন হয়। বিবেকজ  
জ্ঞান প্রজ্ঞাব পৰিপূর্ণতা। যোগপ্রদীপ তাহাৰ প্রথমাংশভূত। ক্ষতভবা প্রজ্ঞাই অপব প্রসংখ্যান,  
তাহাৰ পব হইতে অর্থাৎ মধুমতী ভূমিৰ পব হইতে চিত্তেব প্রলম্ব পৰ্বত বিবেকেব দ্বারা চিত্ত অবিকৃত  
থাকে। অনৌপদেশিক—অন্তেব উপদেশ-ব্যতীত স্বভঃস্বৰ্গ জ্ঞান। এই জ্ঞান সংসারসাগৰ হইতে  
প্রাপ কবে বলিবা ইহাৰ নাম তাবক—বাচস্পতি মিশ্র।

ভাষ্যম্। প্রাপ্তবিবেকজ্ঞানস্তাপ্রাপ্তবিবেকজ্ঞানস্ত বা—

সত্ত্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যমিতি ॥ ৫৫ ॥

যদা নিধৃতবজস্তমোমলং বুদ্ধিসম্বৎ পুরুষস্তাত্তাত্ত্যন্নমাত্রাধিকাং দৃষ্টক্লেশবীজং  
ভবতি তদা পুরুষস্ত শুদ্ধিসাক্ষ্যমিবাগম্য ভবতি। তদা পুরুষস্তোপচরিত-ভোগাভাবঃ  
শুদ্ধিঃ, এতন্ত্যামবস্থায় কৈবল্যং ভবতীশ্ববস্তানীশ্ববস্ত বা বিবেকজ্ঞানভাগিন ইতবস্ত  
বা। ন হি দৃষ্টক্লেশবীজস্ত জ্ঞানে পুনবপেক্ষা কাচিদস্তি, সত্ত্বশুদ্ধির্দ্বাবেণৈতৎসমাধিজ-  
মৈশ্বৰ্য্যজ্ঞানযোগপ্রাপ্তম্। পবমার্গতন্ত জ্ঞানাদদর্শনং নিবর্ততে, তস্মিন্মিববৃত্তে ন  
সন্ত্যন্তরে ক্লেশাঃ। ক্লেশাভাবং কর্মবিপাকভাবঃ, চবিতাধিকাৰাশ্চৈতন্ত্যামবস্থায় গুণা  
ন পুরুষস্ত পুনর্দৃষ্ট্যদ্যেনোপতিষ্ঠন্তে, তৎ পুরুষস্ত কৈবল্যং, তদা পুরুষঃ স্বরূপমাত্র-  
জ্যোতিবমলঃ কেবলী ভবতি ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীপাণ্ডুলে সাংখ্যপ্রবচনে বৈয়াসিকে বিহুতিপাদস্তৃতীয়ঃ ॥

ভাষ্যানুবাদ—বিবেকজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ তাহা প্রাপ্ত না হইলেও—

৫৫। বুদ্ধিসম্বৎ ও পুরুষেব শুদ্ধিৰ দ্বারা সাম্য হইলে (শুদ্ধা সাম্যং—শুদ্ধিসাম্যম্) কৈবল্য  
হয় (১) ॥ হু

যখন বুদ্ধিসত্ত্ব বজ্রমোমায়নশূন্য, পুরুষেব পৃথক্-খ্যাতিমাজ্জ-ক্ৰিয়া-যুক্ত, দৃষ্টক্ৰেশবীজ হয়, তখন তাহা (বুদ্ধিসত্ত্ব) শুদ্ধতাহেতু পুরুষেব সদৃশ হয়। আৰ, তখনকাৰ ঔপচাৰিক ভোগাভাবই পুরুষেব শুদ্ধি। এই অবস্থায় ক্ৰেশব অথবা অনীশব, বিবেকজ্ঞ-জ্ঞান-ভাঙ্গী অথবা অভ্যঙ্গী সকলেবই কৈবল্য হয়। ক্ৰেশবীজ দৃষ্ট হইলে আৰ জ্ঞানেব উৎপত্তি-বিষয়ে কোন অপেক্ষা থাকে না। নব্বুশুদ্ধিৰ দ্বাৰা এই সকল সমাধিজ ঐশ্বৰ্য্য এবং জ্ঞান হওবা প্রোক্ত হইয়াছে। পৰমার্থতঃ (২) জ্ঞানেব (বিবেক-খ্যাতিব) দ্বাৰা অদৰ্শন নিবৃত্ত হয়, তাহা নিবৃত্ত হইলে আৰ উত্তৰকালে ক্ৰেশ আসে না। ক্ৰেশাভাবে কর্মবিপাকভাব হয়, এবং ঐ অবস্থায় শুণ্ণসকল চৰিত্তকৰ্ত্তব্য হইবা পুনৰাব আৰ পুরুষেব দৃশকপে উপস্থিত হয় না। তাহাই পুরুষেব কৈবল্য, সেই অবস্থায় পুরুষ স্বৰূপমাজ্জল্যোত্তি, অমল ও কেবলী হন।

ইতি শ্ৰীশাততল্লল-যোগশাস্ত্ৰীৰ বৈমালিক সাংখ্যপ্রবচনেব বিভূতিপাদেব অল্পবাদ সমাপ্ত।

টীকা। ৫৫।(১) বিবেকখ্যাতি কৈবল্যেব সাধক, কিন্তু বিবেকজ্ঞসিদ্ধিৰূপ তাবক-জ্ঞান কৈবল্যেব সাধক নহে, বৰং বিবৃদ্ধ। অভ্যেব বিবেকজ্ঞ জ্ঞান সাধন না কবিলেও কৈবল্য হয়। [২।৪৩ (১) ঐষ্টব্য]। বিবেকজ্ঞ জ্ঞান বলিতে ৩।৫৪ হুজোক্ত সিদ্ধিও বুঝা, আৰাব বিবেকখ্যাতিও বুঝা, বর্ণা—৪।২৬।

বুদ্ধিসত্ত্ব এবং পুরুষেব শুদ্ধি ও সাম্য বা সাদৃশ্য হইলে তবে কৈবল্যসিদ্ধি হয়। এই বুদ্ধি ও পুরুষেব শুদ্ধি এবং সাম্য কৈবল্য নহে, কিন্তু তাহা কৈবল্যেব হেতু। বুদ্ধিসত্ত্বেব শুদ্ধি-সাম্য অৰ্থে শুদ্ধ পুরুষেব সহিত সাদৃশ্য। পূর্বোক্ত পৌৰুষ প্রত্যয় বা ‘আমি পুরুষ’ এইরূপ জ্ঞানমাজ্জে চিত্ত প্রতিষ্ঠ হইলে বুদ্ধি বা ‘আমি’ পুরুষেব সমানবৎ হয়, স্ততবাং পুরুষ যেমন শুদ্ধ বা নিঃসঙ্গ, বুদ্ধিও তাহাব মত হয়। ইহাই বুদ্ধিসত্ত্বেব শুদ্ধি ও পুরুষেব সহিত সাম্য। সেই অবস্থায় বজ্রমোমায়ন হইতেও বুদ্ধিসত্ত্বেব সম্যক্ শুদ্ধি হয়, তাহাই বিবৃদ্ধ নহ। পুরুষ স্বভাবতঃ শুদ্ধ ও স্বকণ্ঠ, অভ্যেব তাহাব শুদ্ধি ও সাম্য ঔপচাৰিক, প্রকৃত নহে। মেঘযুক্ত ববিকে যেমন শুদ্ধ বলা যায়, সেইরূপ পুরুষেব শুদ্ধি। পুরুষেব অশুদ্ধি অৰ্থে ভোগেব সহিত লগ্, উপচৰিত ভোগ না হইলেই পুরুষ শুদ্ধ হইলেন ইহা বলা যায়। আৰ, পুরুষেব অসাম্য অৰ্থে বুদ্ধিব বা বৃত্তিবেব সহিত সাদৃশ্য। বৃত্তি প্রলীন হইলে পুরুষকে স্বকণ্ঠ বলা হয়। পুরুষেব সাম্য অৰ্থে নিজেব সহিত সাম্য বা সাদৃশ্য।

বুদ্ধি যখন পুরুষেব মত হয়, তখন তাহাব নিবৃত্তি হয়, তাহা হইলে ব্যাবহাৰিক দৃষ্টিতে বলিতে হয় যে, বুদ্ধিবেব মত প্রতীয়মান পুরুষ তখন নিজেব মত প্রতীত হন, তাহাই কৈবল্য। কৈবল্য অৰ্থে ‘কেবল’ পুরুষ থাক। এবং বুদ্ধিবে নিবৃত্তি হওবা। অভ্যেব কৈবল্যে পুরুষেব কিছু অবস্থান্তব হয় না, বুদ্ধিবেই প্রলয় হয়।

৫৫।(২) পৰমার্থ অৰ্থে দুঃখেব অত্যন্ত-নিবৃত্তি। পৰমার্থ-সাধনবিষয়ে বিবেকজ্ঞ জ্ঞান এবং তজ্জাত অলৌকিক গুণ্ঠিব অৰ্থাৎ ঐশ্বৰ্যেব অপেক্ষা নাই, কাৰণ, অলৌকিক জ্ঞান ও ঐশ্বৰ্যেব দ্বাৰা দুঃখেব অত্যন্ত-নিবৃত্তি হয় না। অবিদ্যা বা অজ্ঞান দুঃখেব মূল, তাহাব নাশ জ্ঞানেব বা বিবেকখ্যাতিবে দ্বাৰা হয়, তাহা হইলেই চিত্ত প্রলীন হয়, স্ততবাং দুঃখেব আত্যন্তিক বিয়োগ হয়, তাহাই পৰমার্থসিদ্ধি।

তৃতীয় পাদ সমাপ্ত



## ৪। কৈবল্যপাদ

জন্মোষধিমন্ত্রতপঃসমাধিজ্ঞাঃ সিদ্ধয়ঃ ॥ ১ ॥

ভাষ্যম্। দেহাস্তবিত্তা জন্মনা সিদ্ধিঃ, ওষধিভিঃ—অম্ৰবভবনেষু রসায়নেনেত্যেব-  
মাদি, মন্ত্রৈঃ—আকাশগমনাহনিমাদিলাভঃ, তপসা—সংকল্পসিদ্ধিঃ কামকাপী যত্র তত্র  
কামগ ইত্যেবমাদি। সমাধিজ্ঞাঃ সিদ্ধয়ো ব্যাখ্যাভাঃ ॥ ১ ॥

১। সিদ্ধিসকল জন্ম, ওষধি, মন্ত্র, তপ ও সমাধি এই পঞ্চ প্রকারে উপগম্য হয়।

ভাষ্যানুবাদ—দেহাস্তবগ্রহণকালে উপগম্য সিদ্ধি জন্মেব দ্বাবা হয়। ওষধিসকলেব দ্বাবা—  
যেমন, অম্ৰবভবনে বসায়নাদিবি দ্বাবা ঔষধজসিদ্ধি হয়। মন্ত্রেব দ্বাবা আকাশগমন ও অনিমাগি-লাভ  
হয়। তপশ্চাব দ্বাবা সংকল্পসিদ্ধি কামকাপী হইবা যত্র তত্র কামমাত্র গমনকম হন ইত্যাদি। সমাধিজ্ঞাত  
সিদ্ধিসকল ব্যাখ্যাত হইবাছে (১)।

টীকা। ১।(১) পূর্বোক্ত সিদ্ধিসকলেব এক বা অনেক কখন কখন যোগব্যতীত অন্য  
রূপেও প্রাপ্তহুঁত হয়। কাহাবও জন্ম অর্থাৎ বিশেষ প্রকাব শবীবেব ধাবণেব সহিত সিদ্ধি প্রাপ্তহুঁত  
হয়, যেমন, ইহলোকে ক্লেবাবভয়াল বা অলৌকিক দৃষ্টি, পবচিন্তজ্ঞতা প্রভৃতি প্রকৃতিবিশেবেব দ্বাবা  
প্রাপ্তহুঁত হয়। যোগেব সহিত তাহাব কিছু সম্পর্ক নাই। সেইরূপ পুণ্যকর্মফলে দৈবশরীর গ্রহণ  
কবিলে তৎ শবীবীয় সিদ্ধিও প্রাপ্তহুঁত হয়। “বনৌষধিক্রিযাকাল-মন্ত্রশ্চেজ্ঞাদি-সাধনাৎ। \* \* \*  
অনিত্যা অন্নবীৰ্য্যভাঃ সিদ্ধবোহসাধনোস্তবাঃ। সাধনেব বিনাপ্যেবং জ্যৈস্তে স্বত এব হি।”  
(যোগবীজ)।

ওষধিবি দ্বাবাও সিদ্ধি প্রাপ্তহুঁত হয়। ক্লোবোক্রমাদি আশ্রাণকালে কাহাবও কাহাবও  
শবীবেব জড়ীভাব হওবাতে শবীব হইতে বহির্গমনেব ক্ষমতা হয়। সর্বাঙ্গে হেমলক (hemlock)  
আদি ঔষধ লেপন কবিবা শবীবেব বাহিবে বাইবাব ক্ষমতা হয়, এইরূপও স্তনা বাব। যুবোপেব  
ভাকিনীবা এইরূপে শবীবেব বাহিবে বাইত বলিবা বণিত হয়। ভাষ্যকাব অম্ৰবভবনেব উদাহরণ  
দিযাছেন, তাহা কোথাব তদ্বিষয়ে অমুনা লোকেব অভিজ্ঞতা নাই। ফলে, ঔষধেব দ্বাবা শবীব  
কোনরূপে পবিবর্তিত হইবা কোন কোন ক্ষুদ্র সিদ্ধি প্রাপ্তহুঁত হইতে পাবে তাহা নিশ্চিত। পূর্ব-  
জন্মেব জপাদিজনিত উপযুক্ত সিদ্ধপ্রকৃতিব কর্মাশয় সঞ্চিত থাকিলে, মন্ত্র-জপেব দ্বাবা ইচ্ছা-শক্তি  
প্রবল হইবা বশীকরণ (মেসমেরিজম্) আদি ক্ষুদ্র সিদ্ধি ইহজন্মে প্রাপ্তহুঁত হইতে পাবে।

উৎকট তপশ্চাব দ্বাবাও এক্ষেপে উত্তম সিদ্ধি প্রাপ্তহুঁত হইতে পাবে। কাবণ, তাহাতে ইচ্ছা-  
শক্তিবি প্রাবল্যজনিত শরীবেব পবিবর্তন হইতে পাবে এবং তদ্বাবা পূর্বসঞ্চিত স্তব কর্মাশয় বলোদগ্ধ  
হয়।

যোগব্যতীত এই সব উপায়েও সিদ্ধি হইতে পাবে। জন্মজন্মি সিদ্ধিসকল জন্ম, মন্ত্র, ওষধি  
আদি নিমিত্তেব দ্বারা উদঘাটিত কর্মাশয় হইতে প্রজাত হয়।

ভাষ্যম্। উক্ত কায়ৈল্লিখ্যামন্ত্রজাতীয়পরিণতানাম্

জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ ॥ ২ ॥

পূর্বপরিণামাণ্য উত্তরপরিণামোপজনন্তেবামপূর্বাবয়বানুপ্রবেশাদ্ ভবতি।  
কায়ৈল্লিখ্যপ্রকৃতয়শ্চ স্বঃ স্বঃ বিকাবমহুগ্ধকৃত্যাপূরণে ধর্মাদিনিমিত্তমপেক্ষমাণা ইতি ॥ ২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—ভগ্ন্যে ভিন্ন জাতিতে পরিণত কায়ৈল্লিখ্যাহি—

২। প্রকৃতির আপূরণ হইতে জাত্যন্তর-পরিণাম হয় ॥ ২

তাহাদেব যে পূর্ব-পরিণামেব নাম ও উত্তর-পরিণামেব আবির্ভাব, তাহা অপূর্ব (পূর্বেব মত নহে অর্থাৎ উত্তরেব অল্পত্ব) যে অবয়ব, তাহাব অল্পপ্রবেশ হইতে হয়। কায়ৈল্লিখ্যেব প্রকৃতিসকল আপূরণেব বা অল্পপ্রবেশেব দ্বাৰা স্ব স্ব বিকাবকে অল্পগ্রহণ কবে (১)। (অল্পপ্রবেশে প্রকৃতিবা) ধর্মাদি নিমিত্তেব অপেক্ষা কবে।

টীকা। ২।(১) মহত্রে বেকপ শক্তিসম্পন্ন ইন্দ্রিযচিহ্নাদি দেখা যায় তাহাব মানব-প্রকৃতিক। সেইরূপ দেবপ্রকৃতিক, নিম্বপ্রকৃতিক, তিরিক্প্রকৃতিক প্রভৃতি কবণশক্তি আছে। সর্ব জীবেব কবণশক্তিতে সেই কবণেব স্বত প্রকাব পরিণাম হইতে গাবে তাহাব প্রকৃতি অন্তর্নিহিত আছে। যখন এক জাতি হইতে অন্য জাতিতে পরিণাম হয়, তখন সেই অন্তর্নিহিত প্রকৃতিব মধ্যে যেটি উপযুক্ত নিমিত্তেব দ্বাৰা অবসর পায়, সেটিই আপূরিত বা অল্পপ্রবিষ্ট হইবা নিজেব অল্পরূপ-ভাবে সেই কবণকে পরিণত কবাব। প্রকৃতিব অল্পপ্রবেশ কিরূপে হয়, তাহা পবন্থত্রে উক্ত হইযাছে।

নিমিত্তমপ্রয়োজকং প্রকৃতীনাং বরণভেদন্ত ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যম্। ন হি ধর্মাদিনিমিত্তং প্রয়োজকং প্রকৃতীনাং ভবতি, ন কার্যেণ কাবণং প্রবর্ত্যতে ইতি। কথন্তুর্হি, বরণভেদন্ত ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ, যথা ক্ষেত্রিকঃ কেদারাদ-পাম্পূরণং কেদারান্তরং পিপ্লাবয়িযুঃ সমঃ নিম্নঃ নিম্নতরং বা নাগঃ পাণিনাপকর্ষতি, আবরণং তু আসাং ভিনন্তি, তস্মিন্ ভিন্নে স্বয়মেবাগঃ কেদারান্তরম্ আপ্লাবয়ন্তি, তথা ধর্মঃ প্রকৃতীনাংাবরণমধর্মঃ ভিনন্তি, তস্মিন্ ভিন্নে স্বয়মেব প্রকৃত্যঃ স্বঃ স্বঃ বিকাবমাপ্লাবয়ন্তি। যথা বা স এব ক্ষেত্রিকস্তস্মিন্বেব কেদাবে ন প্রভবতোদকান্ ভৌমান্ বা বসান্ ধাতুম্লাগ্নানুপ্রবেশযিতুং কিস্তুর্হি যুদ্ধগবযেযুকশ্চামাকাদীন ততোহপকর্ষতি, অপকৃষ্টেষু তেষু স্বয়মেব বস। ধাতুম্লাগ্নানুপ্রবেশন্তি, তথা ধর্মো নিবৃত্তিমাত্রো কারণমধর্মশ্চ, শুদ্ধাশুদ্ধোৱত্যন্তবিবোধঃ। ন তু প্রকৃতিপ্রবৃত্তৌ ধর্মো হেতুর্ভবতীতি। অত্র নন্দীশ্বরাদয় উদাহার্বাঃ। বিপর্যয়েণাপ্যধর্মো ধর্মং বাধতে, ততশ্চাস্তদ্বিপরিণাম ইতি, তদ্রূপি নহবাজগদয় উদাহার্বাঃ ॥ ৩ ॥

৩। নিমিত্ত, প্রকৃতিসকলের প্রযোজক নহে, তাহা হইতে আবরণভেদ (বাহ্যাব অঙ্গসাবণ) হয় মাত্র, ক্ষেত্রিকের আলিভেদ কবিতা জল প্রবাহিত কবাব স্তাব (নিমিত্তসকল আববক অনিমিত্ত-সকলকে ভেদ কবিলে প্রকৃতি স্বয়ং অল্পপ্রবেশ কবে) ॥ ২

ভাষ্যানুবাদ—ধর্মাদি নিমিত্ত প্রকৃতিব প্রযোজক নহে, (যেহেতু) কার্যের দ্বাৰা কখনও কাবণ প্রবর্তিত হয় না। তবে তাহা কিরূপে হয়?—‘ক্ষেত্রিকের বরণভেদমাজের মত।’ যেমন, ক্ষেত্রিক জলপূরণের জন্য ক্ষেত্র হইতে অন্য এক সম, নিয় বা নিয়তব ক্ষেত্রকে জলে প্রাবিত কবিতো ইচ্ছা কবিলে হস্তের দ্বাৰা জল সেচন কবে না, কিন্তু সেই জলের আবরণ বা আলি ভেদ কবিতা দেখ, আব তাহা ভেদ কবিলে জল স্বতঃই সেই ক্ষেত্র প্রাবিত কবে, ধর্ম সেইরূপ প্রকৃতিসকলের আবরণভূত অধর্মকে বা বিরুদ্ধ ধর্মকে ভেদ কবে, তাহাব ভেদ হইলে প্রকৃতিসকল স্বতঃই নিজ নিজ বিকাবকে আশ্রয়িত কবে। অথবা যেমন, সেই ক্ষেত্রিক সেই ক্ষেত্রের জলীয় বা তৌম বস ধাতুগূলে অল্পপ্রবেশ করাইতে পাবে না, কিন্তু সে যুগ্ম, গবেধুক, স্তামাক প্রভৃতি ক্ষেত্রমল বা আগাহানকলকে তাহা হইতে উঠাইয়া ফেলে, আব তাহা উঠাইলে বসকল যেমন স্বয়ং ধাতুগূলে অল্পপ্রবিষ্ট হয়, তেমনি ধর্ম কেবল অধর্মের নিরুত্তি বা অভিভব কবে, কেননা, তুচ্ছ ও অতুচ্ছ অত্যন্ত বিরুদ্ধ। পবন্ত ধর্ম প্রকৃতিব প্রবর্তনের হেতু নহে (১)। এ বিষয়ে নন্দীশ্বর প্রভৃতি উদাহরণ। এইরূপে বিপবীতক্রমে অধর্মও ধর্মকে অভিভূত কবে, তাহাই অতুচ্ছ-পরিণাম। এ বিষয়েও নহব-অঙ্গব প্রভৃতি উদাহরণ।

টীকা। ৩।(১) যেমন, একখণ্ড প্রস্তবের মধ্যে অসংখ্য প্রকাবের মূর্তি আছে বলা যাইতে পাবে, সেইরূপ প্রত্যেক কবণশক্তিতে অসংখ্য প্রকৃতি আছে। যেমন, কেবল বাহুল্যাংগ কতন কবিলে একখণ্ড প্রস্তব হইতে যে-কোন মূর্তি প্রকটিত হয়, তাহাতে কিছু যোগ কবিতো হয় না, কবণপ্রকৃতিও সেইরূপ। বাহুল্যকর্তনই ঐ দৃষ্টান্তে নিমিত্ত, সেই নিমিত্তের দ্বাৰা অতীষ্ট মূর্তি প্রকাশিত হয়। কবণপ্রকৃতিও সেইরূপ নিমিত্তের দ্বাৰা প্রকাশিত হয়। প্রকৃতিব জিবাৰ নামই ধর্ম, যেমন, দিব্য-শ্রুতিনামক প্রকৃতিব ধর্ম দ্বন্দ্ববণ। যে প্রকৃতি প্রকাশিত হইবে তাহার বিপবীত ধর্মের নাশ হইলেই, তাহা অল্পপ্রবিষ্ট হইয়া সেই কবণকে পরিণামিত কবে। যেমন দ্বন্দ্ব-শ্রুতি একটি দিব্যব্রণেশ্রিষের প্রকৃতি, ঐ প্রকৃতিব ধর্ম দ্বন্দ্ববণ। তাহা মানব-শ্রুতিব কর্মাত্ম্যাস কবিলে হয় না, অর্থাৎ যতই যত্নশ্রোচিত দ্বন্দ্ববণ অভ্যাস কব না কেন, দিব্য-শ্রুতি কখনও লাভ কবিতো পারিবে না। তবে মানব-শ্রুতিব কর্ম বোধ কবিলে (অবস্ত্র দিব্য-শ্রুতিব অল্পকুলভাবে, যেমন শ্রোত্রাক্রাশের লবঙ্গসংযমে) দিব্য ব্রণ স্বয়ং প্রকাশিত হয়। দিব্য ব্রণশক্তি তদ্বারা নিমিত্ত হয় না, কাবণ, শ্রোত্রাক্রাশের লবঙ্গসংযমে দিব্য-শ্রুতিব উপাদান-কাবণ নহে। ধর্ম=প্রকৃতিব নিম্নের ধর্ম (শুণ)। অধর্ম=বিরুদ্ধ প্রকৃতিব ধর্ম।

ভাষ্যধর্ম ও অধর্ম শব্দ গুণ্য ও অগুণ্য অর্থে প্রযুক্ত উদাহরণ মাত্র। সাধাবণ নিয়ম বৃথিতে গেলে—ধর্ম=স্বধর্ম, অধর্ম=বিধর্ম।

প্রবণশক্তি কাবণ, প্রবণক্রিয়া তাহাব কার্য। কার্যের দ্বাৰা কাবণ প্রযোজিত হয় না, অর্থাৎ তদ্রূপে অন্য কার্যোপাদানের জন্য প্রবর্তিত হয় না, স্বতবাং মাত্র প্রবণ কবা অভ্যাস কবিলে তাহাব দ্বাৰা অন্য কোন প্রকৃতিব প্রবণশক্তি জন্মাব না। প্রবণ কবা প্রবণশক্তি উপাদান নহে।

প্রবণশক্তি আছে ও তাহা দ্রিগ্ভবাসাবে নানা প্রকৃতিব হইতে পাবে, তন্মধ্যে এক প্রকৃতিব ধর্মকে নিবোধ কবিলে অন্য প্রকৃতি তাহাতে অল্পপ্রবিষ্ট হইয়া প্রকাশিত হয়। মানবপ্রকৃতিব ধর্ম

দৈবপ্রকৃতিব বিরুদ্ধ, হুতবাং বিরুদ্ধ মানবধর্মের নিবোধকণ নিমিত্ত হইতে দ্বিবা প্রকৃতি স্বয়ং অভিযুক্ত হয়। হুতকাব এ বিষয়ে ক্ষেত্রিকের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন এবং ভাস্করাব ক্ষেত্রমল বা আগাছাব দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। নিমিত্ত প্রকৃতিব প্রযোজক নহে, কিন্তু বিষর্ষেবঃঅভিভবকাবী, তাহাতে প্রকৃতি স্বয়ং অল্পপ্রবিষ্ট হইয়া অভিযুক্ত হয়।

কুমাৰ নন্দীশ্বৰ ধর্ম ও কর্মবিশেষের দ্বাৰা অর্থকে নিরুদ্ধ কৰাতে, তাঁহাব দৈবপ্রকৃতি ইহ জীবনেই গ্রাহভূত হয়, তাহাতে তাঁহাব দেবত্ব-পৰিণাম হয়। সেইরূপ নহ্ম বাজাব পাণের দ্বাৰা দ্বিবা ধর্ম নিরুদ্ধ হইয়া অজগব-পৰিণাম হইয়াছিল, এইরূপ পৌৰাণিক আখ্যানিকা আছে।

ভাস্কর্য। যদা তু যোগী বহুন্ কায়ান্ নির্মিসীতে তদা কিসেকমনস্কান্তে ভবন্ত্য-  
থানেকমনস্কা ইতি—

নিৰ্মাণচিন্তান্ত্রাসিতামাত্রাং ॥ ৪ ॥

অস্মিতামাত্রাং চিন্তকারণমুপাদায় নিৰ্মাণচিন্তানি কবোতি, ততঃ সচিন্তানি  
ভবন্তি ॥ ৪ ॥

ভাস্ক্যানুবাদ—যখন যোগী অনেক শবীৰ নিৰ্মাণ কবেন, তখন কি তাহাবা একমনস্ত অথবা  
অনেকমনস্ত হয়? (এই হেতু বলিতেছেন)—

৪। (যোগী) অস্মিতামাত্রের দ্বাৰা নিৰ্মাণচিন্তনকল কবেন ॥ হু

চিন্তেব কাবণ অস্মিতামাত্রকে (১) গ্রহণ কৰিয়া নিৰ্মাণচিন্তনকল কবেন, তাহা হইতে  
(নিৰ্মাণশবীৰনকল) সচিন্ত হয়।

টীকা। ৪।(১) প্রলংখ্যানেব দ্বাৰা বৃদ্ধবীজকল্প চিন্তেব সংস্কাৰাভাবে সাধাবণ স্বাবসিক  
কাৰ্য থাকে না। তাদৃশ যোগীবাও ভূতানুগ্রহ আদিব জ্ঞানধর্মের উপদেশ কৰিয়া থাকেন।  
তাহা কিরূপে সম্ভব হইতে পাবে, তদুত্তবে বলিতেছেন—অস্মিতামাত্রের দ্বাৰা অর্থাৎ তখনকাব  
বিক্ষেপসংস্কাৰহীন বুদ্ধিতত্ত্ব-স্বরূপ অস্মিতাব দ্বাৰা, যোগী চিন্ত নিৰ্মাণ কবেন ও তদ্বাৰা কাৰ্য কবেন।  
নিৰ্মাণচিন্ত ইচ্ছামাত্রের দ্বাৰা বৃদ্ধ হয় বলিয়া তাহাতে অবিচ্ছালংস্কাব জন্মিতে পাব না ও তজ্জন্ত তাহা  
বন্ধেব কাবণ হয় না।

যদি চিন্তকে নিত্যকালের জন্ত প্রলীন কৰাব সংকল্প কৰিয়া যোগী চিন্তকে প্রলীন কবেন,  
তবে অবশ্য নিৰ্মাণচিন্ত আব হয় না। কিন্তু যোগী যদি কোন অবচ্ছিন্ন কালের জন্ত চিন্তকে নিবোধ  
কবেন, তবে সেই কালের পৰ চিন্ত উদ্ভিত হয় ও যোগী নিৰ্মাণচিন্ত কৰিতে পাবেন।

ঈশব এইরূপে কল্পান্তে নিৰ্মাণচিন্তেব দ্বাৰা মুমুক্শুদেব কিরূপে অনুগ্রহ কৰিতে পাবেন তাহা  
১।২৪ (৪) টীকা ও ‘শঙ্কানিবাস’—১৩ প্রকরণ দ্রষ্টব্য। যেমন, হানুত্ব অল্প-দূৰে বাণক্ষেপ্ কৰিতে  
হইলে তদুপযুক্ত শক্তিমাত্র প্রযোজিত কবে, যোগীবাও সেইরূপ উপযুক্ত শক্তি প্রদোদ কৰিয়া অবচ্ছিন্ন

কালেব জন্ত চিত্তকে নিরুদ্ধ কবেন। অর্থাৎ যোগীবা অবচ্ছিন্ন কালেব জন্ত চিত্তনিবোধ কবিত্তে পাবেন, অথবা প্রলীন ( পুনরুত্থানপূৰ্ণ লব ) কবিত্তেও পাবেন।

### প্রবৃত্তিভেদে প্রয়োজকং চিত্তমেকমনেকেষাম্ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যম্। বহুনাং, চিত্তানাং কথমেকচিত্তাভিপ্রায়-পূৰ্বঃসবা প্রবৃত্তিবিতি সৰ্বচিত্তানাং প্রয়োজকং চিত্তমেকং নির্মিতীতে ততঃ প্রবৃত্তিভেদঃ ॥ ৫ ॥

৫। এক ( প্রধান ) চিত্ত বহু নির্মাণচিত্তেব প্রবৃত্তিভেদবিষয়ে প্রয়োজক ॥ ২

ভাষ্যানুবাদ—বহু চিত্তেব কল্পে একচিত্তাভিপ্রায়পূৰ্বক প্রবৃত্তি হব—যোগী সমস্ত নির্মাণ-চিত্তেব প্রয়োজক কবিয়া এক চিত্ত নির্মাণ কবেন, তাহা হইতে প্রবৃত্তিভেদ হব ( ১ )।

টীকা। ৫।(১) যোগীবা যুগপৎ বহু নির্মাণচিত্তও নির্মিত কবিত্তে পাবেন। তাহাতে শব্দ হইবে কল্পে এক ভাবে বহু চিত্ত প্রযোজিত হইবে। তদন্তবে বলিতেছেন যে, মূলীভূত এক উৎকর্ষযুক্ত চিত্ত বহুচিত্তেব প্রয়োজক হইতে পাবে, একই অন্তঃকরণ যেমন নানা প্রাণ ও নানা ইন্দ্রিয়েব কার্যেব প্রয়োজক হয়, সেইরূপ। অবশ্য যুগপৎ সমস্ত চিত্তেব দর্শন সম্ভব নহে, কিন্তু যুগপতেব জ্ঞায ( যেমন অলাভচক্রেব বা শতগুণভেদেব জ্ঞায ) সমস্তেব দর্শন হব। অল্পম তাবক-জ্ঞান আবিস্ত হইলে যুগপতেব জ্ঞায সৰ্ব বিষয়েব দর্শন হয়, অর্থাৎ প্রয়োজক চিত্ত ও প্রযোজিত বহু চিত্ত এবং তাহাদেব বিষয় যুগপতেব জ্ঞায প্রবৃত্ত হব। বহু চিত্তেব বিভিন্ন প্রবৃত্তি থাকিলেও ঐক্লপে তাহা সিদ্ধ হব এবং পবম্পবেব সহিত সাধ্বর্ষ হব না।

এক চিত্ত অন্ত শবীবহু চিত্তেব উপবেও কল্পে কার্য কবে তাহা বুঝিতে হইলে জানিতে হইবে যে, চিত্ত স্বরূপতঃ বিতু ( ৪।১০ ) বা সৰ্বভাবেব সহিত সম্বন্ধ হইবাই বহিরাছে, এইজন্য চিত্তেব পক্ষে দৈশিক দূব-নিকট বা যাবধান নাই। ঐন্দ্রজালিকেব প্রধান চিত্ত বহু দর্শকেব সনেব উপব কার্য কবে ( mass-hypnotism ঐক্লপ ), নির্মাণকাব-সম্বন্ধেও বখাবোগ্য প্রধান চিত্ত অন্ত অনেক অপ্রধান চিত্তেব উপব কার্য কবিয়া থাকে।

বিবেকজ্ঞান লাভ না কবিয়াও তুতেশ্রিষবশিচ্ছেব দ্বাবা এবং অন্ত প্রকাবেও নির্মাণচিত্ত কবাব সার্থ্যরূপ সিদ্ধি হইতে পাবে, তাহাতে যে নির্মাণচিত্ত হব তাহা শাশব বা ক্লেশযূলক। অতএব দেখা বাইতেছে যে, নির্মাণচিত্তেব সয্যে উচ্চ-নীচ ভেদ আছে। জয়জ্ঞ এবং ওবধিজ সিদ্ধি অনেক নিয় সবেব এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাহা বোগেব সয্যেই পণনীয। তপত্যা এবং মল্লভপ আদি বাহা কেবল সিদ্ধিলাভেব জন্তই আচবিত, তাহাব ফলে বাহা হয়, তাহা তদপেক্ষা উন্নততর হইলেও তাহা সবই শাশব। তবে এই জাতীয় সাধক ঐ উন্নততব সিদ্ধিব দ্বাবা যে সব কর্ম কবিবেন, তাহা প্রথমোক্তেব অপেক্ষা অধিকতব সাধ্বিক হইবাব সম্ভাবনা।

আব, বিবেকজ্ঞ অনাশয যে নির্মাণচিত্ত তাহা সর্বোৎকর্ষযুক্ত এবং তদ্বাবা কেবল জ্ঞান-ধর্মোপদেশ-রূপ সর্বশ্রেষ্ঠ কর্মই সম্ভব অর্থাৎ বিভিন্ন শবীবে বিভিন্ন প্রকাব, স্ততবাং অবিবেকীব জ্ঞায কর্ম কবা সম্ভব

নহে। বাহ্য ভোগাপৰ্গ চৰিত হইয়াছে তাদৃশ চৰিতাৰ্থ গুৰুৰেব পক্ষে ভোগেব জ্ঞাত অথবা কৰ্মফলৰেব জ্ঞাত নিৰ্মাণচিত্ত গ্ৰহণ কৰা কোন ক্ৰমেই সম্ভব নহে।

বোগেব দ্বাৰা নিৰ্মাণচিত্তৰূপ সিদ্ধি হয় এই তথ্য গ্ৰহণ কৰিবা কোন কোন বাদী ইহাৰ অপব্যবহাৰ করেন, যথা, নব্য বৈদ্যাস্তিকদেব একজীববাদীরা। তাঁহাদেব মতে হিবণ্যগৰ্ভই একমাজ জীব, তিনিই বহু জীব হইবা বহিষাছেন এবং সৃষ্টিৰ প্ৰাবল্য হইতে কাহাবও মুক্তি হয় নাই, হিবণ্যগৰ্ভেব সন্দে সকলে এক কালে মুক্ত হইবে, এইসব কাল্পনিক উপপত্তি বা theory তাঁহাদেব নিজেদেব বাদ-সমর্থনেব জ্ঞাত গ্ৰহণ কৰিতে হয়। বলা বাহুল্য, ইহা সনাত বেদাদি শাস্ত্ৰেব এবং প্ৰাচীন বেদান্ত-মতেবও বিবোধী, সূতবাং ইহা পৰীক্ষা কৰাও নিশ্চয়োজন।

লক্ষ্য কৰিতে হইবে যে, একই অশ্বিতামাজ হইতে বহু শব্দীবেব পৰিচালক বহু নিৰ্মাণচিত্তেব কথাই এখানে বলা হইবাছে। ব্যাবহাৰিক আশ্ৰয়ভাবেব মূল অশ্বিতামাজ, তাহা সৰ্বদাই এক। যেমন এক শব্দীবেব পৃথক্ পৃথক্ কাৰিকাবী অজপ্ৰত্যক্ষ থাকিলেও তাহাবা বিচৰণশীল (অজাতচক্ৰেব মত) একই চিত্তেব দ্বাৰা পৰিচালিত হয়, তেমনি বহু শব্দীবেব এক প্ৰধান চিত্তেব অধীনে বহু অগ্ৰধান চিত্তেব দ্বাৰা পৰিচালিত হওৱাতে ইহা সম্ভব হয়। কিন্তু বহু অশ্বিতামাজ বা বহু জীব (বেদান্তেব জীবাখ্যা বুদ্ধি) সৃষ্টি হইতে পাৰে না। অতএব বোগসিদ্ধেব বহু নিৰ্মাণচিত্ত হইলেও তাঁহাব অশ্বিতামাজ একই থাকিলে বলিবা তাঁহাকে একই জীব বলিতে হইবে। পৃথক্ পৃথক্ জীবেব প্ৰত্যেকেবই যে স্বতন্ত্ৰ অশ্বিতা বা আনিষ বোধ হয় তাহা প্ৰত্যক্ষ অস্বীকৃত তথ্য, অতএব কোনও এক জীব বহু জীব হয় অথবা বহু জীব কোনও এক জীবে লীন হয় ইত্যাদি অস্বীকৃত কল্পনাব কোনই অবকাশ এখানে নাই।

### তত্ত্ব ধ্যানজ্ঞানশয়ম্ ॥ ৬ ॥

ভাস্ক্যম্। পঞ্চবিধং নিৰ্মাণচিত্তং জগদ্বৈবধি-মন্ততপঃসমাধিজ্ঞাঃ সিদ্ধয় ইতি। তত্র যদেব ধ্যানজ্ঞং চিত্তং তদেবানশয়ং তত্শিব নাস্ত্যাশয়ো বাগাদিপ্ৰবৃ্ত্তিৰ্নাতঃ পুণ্যপাপাভি-সম্বন্ধঃ, ক্লীপক্ৰেশছাদ্ বোগিন ইতি। ইতিবেবাং তু বিদ্যতে কৰ্মাশয়ঃ ॥ ৬ ॥

৬। (পঞ্চ প্ৰকাৰ) সিদ্ধ চিত্তেব মধ্যে ধ্যানজ্ঞ চিত্ত অনাশয় ॥ ২

ভাস্ক্যানুবাদ—নিৰ্মাণচিত্ত বা সিদ্ধচিত্ত (১) পঞ্চবিধ, যথা, জ্ঞান, ওষধি, মন্ত, তপ ও সমাধি-জ্ঞাত। তন্মধ্যে বাহা ধ্যানজ্ঞ চিত্ত তাহা অনাশয় অৰ্থাৎ তাহাব আশয় বা বাগাদি-প্ৰবৃ্ত্তি নাই এবং সেজন্ত পুণ্যপাপেব গহিত সম্বন্ধ নাই, কেননা, বোগীবা ক্লীপক্ৰেশ। ইতিব সিদ্ধদেব কৰ্মাশয় বৰ্তমান থাকে।

টীকা। ৬।(১) এখানে নিৰ্মাণচিত্ত অৰ্থে সিদ্ধচিত্ত, বাহা সমাধিৰ দ্বাৰা নিষ্পন্ন হইবাছে। ধ্যানজ্ঞ অৰ্থে বোগসাধনজ্ঞাত। বোগ বা সমাধিৰ আশয় পূৰ্বে থাকে না, কাৰণ, পূৰ্বে যে সমাধি নিষ্পন্ন হয় নাই তাহা এই জ্ঞান-গ্ৰহণেব দ্বাৰা জানা যায়। অতএব বোগজ্ঞ সিদ্ধচিত্ত আশয়েব বা বাসনাসূত প্ৰকৃতিব অঙ্গপ্ৰবেশ হইতে হয় না, তাহা পূৰ্বে অনস্বীকৃত এক প্ৰকৃতিব অঙ্গপ্ৰবেশ হইতে

হয়। অত্র নিন্দিত কর্মশব্দভাত। কর্মশব্দনাশক সমাধি কখনও পূর্ব মহত্ত্বজ্ঞে আচবিত কর্ণেব মলে হয় না, কারণ নেকপ সমাধিসিদ্ধি হইলে আব মানব-জন্ম গ্রহণ কবিতে হব না। শাস্ত্রে আছে, “বিনিশ্পন্নমাদিস্তি মুক্তিঃ তজ্জৈব জন্মনি,” ইত্যাদি, অর্থাৎ সমাধিসিদ্ধি হইলে সেই জন্মেই মুক্তিনাভ কবা বাব অধবা পুনশ্চ আব স্থল দেহবাবণ ভব না। স্ততবাঃ সমাধিজ নিন্দিত আশবজ্ঞ নহে। জন্মজাদি সিদ্ধিতে বেকপ সিদ্ধিকে অবশ হইবা, তাহা ব্যবহাব করিতে হয়, ধ্যানজ সিদ্ধিতে নেকপ নহে, কাবণ তাহা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন। তাহা বাগাদিনাশেব হেতু, কাবণ, তাহা আশয়ের দ্বয়কাবীও হইতে পাযে। অনাশয অর্থে বাসনাভাতও নহে এবং বাসনায নংগ্রাহকও নহে। ভাস্ত্রকাব শেযোক কাবই বিবৃত কবিন্নাছেন।

ভাস্ত্রম্। যতঃ—

কর্মাশুক্রাকৃষ্ণং যোগিনস্ত্রিবিধমিতরেবাম্ ॥ ৭ ॥

চতুপ্পাং ঋষিয়ং কর্মজাতিঃ—কৃষ্ণা শুক্রকৃষ্ণা শুক্রা অশুক্রাকৃষ্ণা চেতি। তত্র কৃষ্ণা ছরাস্তানাং, শুক্রকৃষ্ণা বহিঃসাধনসাধ্যা তত্র পবপীড়ানুগ্রহদ্বারেণ কর্মশয়প্রচয়ঃ, শুক্রা তপঃ-  
স্বাধ্যায়ধ্যানবতাং, সা হি কেবলে মনস্তায়তনাদবহিঃসাধনাধীন। ন পবান্ পীড়য়িত্বা ভবতি, অশুক্রাকৃষ্ণা সন্ন্যাসিনাং কীণক্লেশানাং চরমদেহানামিতি। উত্রাশুক্রং যোগিন এব কলসন্ন্যাসাদ্, অকৃষ্ণং চাত্মপাদানাং। ইতবেবাং তু ভূতানাং পূর্বমেব ত্রিবিধমিতি ॥ ৭ ॥

ভাস্ত্রানুবাদ—যেহেতু ( অর্থাৎ যোগিচিত্ত অনাশয ও অত্বেব চিত্ত শাশব বলিবা )—

৭। যোগীদেব কর্ম অশুক্রাকৃষ্ণ কিন্তু অপবের কর্ম ত্রিবিধ ॥ ৭

এই কর্মজাতি চতুবিধ—কৃষ্ণ, শুক্রকৃষ্ণ, শুক্র এবং অশুক্রাকৃষ্ণ। তন্মধ্যে চরাস্তাদেব কৃষ্ণ কর্ম। কৃষ্ণকৃষ্ণ কর্ম বাহ্যব্যাপাবনাধ্য, তাহাতে পবপীড়া ও পবাত্মগ্রহেব দ্বাবা কর্মশয নিন্দিত হয়। শুক্র কর্ম তপঃ, স্বাধ্যায় ও ধ্যান-শীলদেব, তাহা কেবল মনোবাজেব অধীন বলিবা বাহ্যসাধনশূভ, স্ততবাঃ পবপীড়াদি কবিবা উৎপন্ন হব না। অশুক্রাকৃষ্ণ কর্ম কীণক্লেশ চবমদেহ সন্ন্যাসীদেব। এতন্মধ্যে যোগীদেব কর্ম কলসন্ন্যাসহেতু অশুক্র (১), আব নিবিন্দ-কর্মবিবর্জনহেতু তাহা অকৃষ্ণ। ইতব প্রাগীদেব পূর্বোক্ত ত্রিবিধ।

টীকা। ৭।(১) পাপীদেব কর্ম কৃষ্ণ। সাধাবণ লোকের কর্ম শুক্রকৃষ্ণ, কাবণ, তাহাবা ভালও কবে মন্দও কবে। ভাল ও মন্দ কর্ম ব্যভীত গৃহস্থালী চলে না। চাব কবিলে জীবহত্যা হয়, গবাদিকে পীড়ন কবা হব, স্ববিত্তবক্ষাব ভগ্ন পবকে ছঃখ দিতে হব ইত্যাদি বহু প্রকাযে পবপীড়ন না কবিলে গার্হস্থ্য চলে না, তৎসহ পুণ্য কর্মও কবা বাব। যত্বেব সাধাবণ গৃহস্থলোকদেব কর্ম শুক্রকৃষ্ণ। গৃহাবা কেবল তপোধ্যানাদি বাহ্যোপকবণ-নিরপেক্ষ পুণ্য কর্ম কবিভেছেন, গৃহাদেব কর্ম বিত্তক শুক্র বা পুণ্যময় ; কাবণ, তাহাতে পবপীড়াদি অবশস্তাবী নহে।

যোগী যেকণ কর্ম কবেন তাহাতে চিত্ত নিবৃত্ত হয়, স্তব্ধাং চিত্তস্থ পুণ্য এবং পাপও নিবৃত্ত হয়। অর্থাৎ পুণ্যের ও পাপের সংস্কার ও আচরণ নিবৃত্ত হয় বলিয়া তাঁহাদের কর্ম অন্তরীকৃত্য। কার্যতঃ, তাঁহারা পাপ কর্ম ত কবেনই না, আব ধ্যানাদি বাহ্য পুণ্য কবেন তাহা বাহ্য ফলসম্মান-পূর্বক কবেন, অর্থাৎ বাহ্য পুণ্যকলভোগের জন্ত নহে, কিন্তু ভোগকেও নিবৃত্ত কবিবাব জন্ত কবেন। যোগীদের ভগ্ন-স্বাধ্যায়াদি কর্ম ক্রমশঃ ক্ষীণ কবিবাব জন্ত, আব তাঁহাদের বৈবাগ্যাদি কর্ম সুখভোগের জন্ত নহে, কিন্তু সুখ-দুঃখভোগের জন্ত বা চিত্তনিবোধের জন্ত। কিছু বিবেকখ্যাতি অধিগত হইলে তৎপূর্বক যে শাবীবাধি কর্ম হয় তাহা বন্ধহেতু না হওয়াতে এবং চিত্তনিবৃত্তির হেতু হওয়াতে সেই কর্ম অন্তরীকৃত্য।

### তত্তত্ত্বিপাকানুগুণানামেবাভিব্যক্তিবাসনানাম্ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যম্। তত ইতি ত্রিবিধাং কর্মণঃ। তত্ত্বিপাকানুগুণানামেবেতি যজ্ঞাতীত্যন্ত কর্মণো যো বিপাকস্তানুগুণা যা বাসনাঃ কর্মবিপাকমন্তুশেরতে তাসামেবাভিব্যক্তিঃ। ন হি দৈবং কর্ম বিপচ্যমানং নারকতির্ধর্মমন্তুগুণবাসনাভিব্যক্তিনিমিত্তং ভবতি, কিন্তু দৈবানুগুণা এবান্ত বাসনা ব্যজ্যন্তে। নারকতির্ধর্মমন্তুগুণে চৈব সমানশ্চর্যঃ ॥ ৮ ॥

৮। তাহা (কৃষ্ণাদি ত্রিবিধ কর্ম) হইতে তাহাদের বিপাকানুগুণ বাসনাব অভিব্যক্তি হয় ॥ ৮

ভাষ্যানুবাদ—তাহা হইতে—ত্রিবিধ কর্ম হইতে। তত্ত্বিপাকানুগুণ—যৎ জাতীয় কর্মের যে বিপাক তাহাব অনুগুণ যে বাসনা কর্মবিপাককে অনুশয়ন কবে (অর্থাৎ বিপাকের অনুভব হইতে উৎপন্ন হইবা আহিত হয়) তাহাদেরই অভিব্যক্তি হয়। দৈব কর্ম বিপাক প্রাপ্ত হইবা কখনও নারক, তৈর্যক বা মাহুৎ-বাসনাব অভিব্যক্তির কারণ হয় না, কিন্তু দৈবের অনুগুণ বাসনাকেই অভিব্যক্ত কবে। নারক, তৈর্যক ও মাহুৎ-বাসনাব লক্ষণে এইরূপ নিয়ম (১)।

টীকা। ৮।(১) কর্মের সংস্কার—স্বাভাব ফল হইবে—তাহাব নাম কর্মশয। আর, ত্রিবিধ ফলের ভোগ হইলে, তাহার অনুভবের যে সংস্কার তাহা বাসনা [ ২।১২ (১) জটয় ]। মনে কব, কোন কর্মের ফলে একজন মানব-জন্ম পাইল, তাহাতে নানা সুখ-দুঃখ আনুভবাল বাহ্য ভোগ কবিল। সেই মানব-জন্মের অর্থাৎ মাহুৎ-শবীরের ও কবণের যে আকৃতি-প্রকৃতি তাহাব, মাহুৎ-আনুভব এবং সুখ-দুঃখের সংস্কারই মাহুৎ-বাসনা। তজ্জন্মে বাহ্য কিছু কর্ম কবিল, তাহাব সংস্কার কর্মশয। মনে কব, সে পাশব কর্ম কবিল, তাহাতে পশু হইবা জন্মাইল, কিন্তু সেই মানব-বাসনা তাহাব বহিষা গেল। এইরূপে অসংখ্য বাসনা আছে। সেই ব্যক্তির পূর্বের কোন পশুজন্মের পাশব বাসনাও ছিল, উক্ত মানব-জন্মে কৃত পশুচিত্ত কর্ম সেই পাশব বাসনাকে অভিব্যক্ত কবিলে। অতএব বলিযাছেন, কর্ম (কর্মশয) অনুগুণ বা অনুগুণ বাসনাকে অভিব্যক্ত কবে, সেই বাসনাই জাতিব বা কবণের প্রকৃতিবরূপ হয়। সেই প্রকৃতি অনুসারে কর্মশযজনিত জন্ম এবং যবায়োধ্য সুখ-দুঃখ-ভোগ হয়, অতএব জন্মের দুঃখ ও সুখ-ভোগের প্রণালী বাসনাতে থাকে। যেমন কুক্কবেব চাটীয়া সুখ হয়,



মাহুবেব অল্পকণে হয, মানবজীবনের কোন পুণ্যকর্মবলে যদি কুকুর্জীবনে স্থগ হয, তবে কুকুর্জ তাহা কুকুর্জপ্রণালীতেই ভোগ কবিবে।

বাসনা স্মৃতিকলা। স্মৃতি অর্থে এখানে জ্ঞাতি, আয়ু ও স্থখ-দুঃখ-ভোগেব স্মৃতি—জ্ঞাতিব অর্থাৎ শবীবেব ও কবণ-প্রকৃতিব স্মৃতি, আয়ুব বা জ্ঞাতিবিশেষে শবীব বতদিন থাকে, তাহাব স্মৃতি এবং ভোগেব বা স্থখ-দুঃখ অল্পভবেব স্মৃতি। স্মৃতি একরূপ প্রত্যয় বা চিত্তবৃত্তি। প্রত্যেক চিত্তবৃত্তিব সঙ্গে স্থখাদিও সম্প্রযুক্ত হইয়া উঠে, অতএব স্থখস্মৃতি হইতে হইলে সেই স্মৃতিটা চিত্তর যে সংস্কাবেব দ্বাবা আকাবিত হইয়া স্থখস্মৃতি অথবা দুঃখস্মৃতি হয, তাহাই ভোগবাসনা। সেইরূপ, জ্ঞাতিহেতু কর্মশয্য বিপক্ষ হইতে গেলে যে মাহুবাদি জ্ঞাতিব সংস্কাবেব দ্বাবা আকাবিত হইয়া মাহুবাদি স্মৃতি হয তাহা জ্ঞাতিব বাসনা। আয়ুব বাসনাও সেইরূপ। (বিশেষ 'কর্মভব্বে' ও 'কর্মপ্রকবণে' দ্রষ্টব্য)।

জ্ঞাতিদেশকালব্যবহিতানামপ্যানন্তর্যং স্মৃতিসংস্কারয়োরেকরূপত্বাৎ ॥৯॥

ভাষ্যম্। বৃষদংশবিপাকোদয়ঃ স্বব্যঞ্জকাজ্ঞানাভিব্যক্তঃ স যদি জ্ঞাতিশতেন বা দূবদেশতয়া বা কল্পশতেন বা ব্যবহিতঃ পুনশ্চ স্বব্যঞ্জকাজ্ঞান এবোদিয়াদ্ আগন্ত্যেব পূর্বাঙ্কভূতবৃষদংশবিপাকাভিসংস্কৃতা বাসনা উপাদায় ব্যজ্যেত। কস্মাৎ, যতো ব্যবহিতা-নামপ্যানাসং সদৃশং কর্মাভিব্যঞ্জকং নিমিত্তীভূতমিত্যানন্তর্যমেব, কুতশ্চ, স্মৃতিসংস্কারয়ো-বেকরূপত্বাদ্, যথানুভবাস্তথা সংস্কাবাঃ, তে চ কর্মবাসনানুকৃপাঃ। যথা চ বাসনাস্তথা স্মৃতিঃ, ইতি জ্ঞাতিদেশকালব্যবহিতেভ্যাঃ সংস্কাবেভ্যাঃ স্মৃতিঃ, স্মৃতেশ্চ পুনঃ সংস্কারা ইতে'তে স্মৃতিসংস্কাবাঃ কর্মশয্যবৃত্তিলাভবশাদ্ ব্যজ্যন্তে। অতশ্চ ব্যবহিতানামপি নিমিত্তনৈমিত্তিকভাবানুচ্ছেদাদানন্তর্যমেব সিদ্ধমিতি ॥ ৯ ॥

৯। স্মৃতি ও সংস্কাবেব একরূপত্বহেতু জ্ঞাতিব, দেশেব ও কালেব দ্বাবা ব্যবহিত হইলেও বাসনাসকল অব্যবহিতেব জ্ঞাব উদিত হয (১) ॥ হু

ভাষ্যানুবাদ—নিজ প্রকাশেব কারণেব দ্বাবা অভিব্যক্ত যে বিভালজ্ঞাতিপ্রাপক কর্ম, তাহাব যে বিপাকোদয়, তাহা যদি শত (মধ্যকালবর্তী) জ্ঞাতিব বা দূবদেশেব বা শত বদ্বৈব দ্বাবা ব্যবহিত হয, তাহা হইলেও পুনরাব (উদয়েব সময়ে) তাহা নিজ বিকাশেব কারণেব দ্বারা ঝটিটি উঠিবে (অর্থাৎ) পূর্বাঙ্কভূত বিভালবোনিরূপ বিপাকেব অনুভবজ্ঞাত বাসনাকে গ্রহণ কবিবা তাহা অভিব্যক্ত হইবে, যেহেতু ব্যবহিত হইলেও ইহাব (ঐ বিভাল-বাসনাব) সমানজাতীয, অভিব্যঞ্জক কর্ম নিমিত্তীভূত হয। এইরূপেই তাহাদেব আনন্তর্য (অব্যবহিতেব জ্ঞাব স্বপ্নমাছে উদিত হওয়া) হয। কেন?—স্মৃতি ও সংস্কাবেব একরূপত্বহেতু, যেমন অনুভব হয, তেমনি সংস্কারসকল হয। তাহাব আবার কর্মবাসনান্ন অন্তরূপ, যেমন বাসনা হয, তেমনি স্মৃতি হয। এইরূপে জ্ঞাতি, দেশ ও কালেব দ্বাবা ব্যবহিত সংস্কাব হইতেও স্মৃতি হয় এবং স্মৃতি হইতে পুনশ্চ সংস্কাবসকল হয। এইহেতু

কর্মাশ্রমেণ দ্বাৰা বৃত্তিলাভ কৰিষা (উদ্বোধিত হইয়া) স্মৃতি ও সংস্কাৰ ব্যক্ত হয়। অতএব ব্যবহিত হইলেও বাসনাৰ এবং স্মৃতিৰ নিমিত্ত-নৈমিত্তিক ভাব বধাৰ্থ থাকে বলিষা তাহাদেব আনন্তৰ্য সিদ্ধ হয়।

টীকা। ২।(১) বহু কাল পূৰ্বে, কোন দূৰ দেশে, কোন অল্পভব হইলে তাহাৰ সংস্কাৰ কাল ও দেশেৰ দ্বাৰা ব্যবহিত হইলেও যেমন উপলক্ষ পাইলে বা স্মৰণ কৰিলে তৎক্ষণাৎ মনে উঠে, বাসনাও সেইরূপ। সংস্কাৰসকলৰ পৰ বহু কাল গত হইলেও, স্মৃতি উঠিতে পুনৰাব ততকাল লাগে না, কিন্তু অনন্তবেৰ জ্ঞান বা ক্ষমাজেই উঠে। স্মৃতি উঠাইবাব চেষ্টা অনেকক্ষণ ধৰিষা কৰিতে হইতে পাবে, কিন্তু তাহা উঠে ক্ষমাজেই। তন্মধ্যে, ব্যবধানভূত যে অল্প সংস্কাৰ আছে, তাহা স্মৰণেৰ ব্যবধান হয় না, ভাষ্যকাৰ ইহা উদাহৰণ দিয়া বুঝাইয়াছেন। জ্ঞাতি বা জ্ঞেয়ৰ ব্যবধান, যথা—একজন মহুজ্ঞ পাইয়াছে, তৎপৰে পশুচিৎ কৰ্মবশতঃ সে শত জন্ম গত হইয়া, পৰে পুনশ্চ মহুজ্ঞ হইল। শত পত্ৰজ্ঞ ব্যবধান থাকিলেও পুনশ্চ সাক্ষৰ-বাসনা অব্যবহিভেব জ্ঞান উদ্বিত হয়। সেইরূপ কাল ও দেশরূপ ব্যবধানও বুঝিতে হইবে।

ইহাৰ কাৰণ, স্মৃতি ও সংস্কাৰেৰ একরূপত্ব, যেক্ষণ সংস্কাৰ সেইরূপ স্মৃতি হয়। সংস্কাৰেৰ বোধই স্মৃতি। সংস্কাৰেৰ বোধাতাপৰিণামই যখন স্মৃতি, তখন সংস্কাৰ ও স্মৃতি অব্যবহিত বা নিবন্ধব। স্মৃতিৰ হেতু উপলক্ষাদি থাকিলেই স্মৃতি হয়, আৰ স্মৃতি হইলে সংস্কাৰেবই (তাহা যখন, যথাৰ, যে জ্ঞেয়েই লক্ষিত হউক না কেন) স্মৃতি হয়।

বাসনাৰ অভিযুক্তিৰ নিমিত্ত কর্মাশ্রম, তাহাৰ দ্বাৰা প্রস্তুত স্মৃতি হয়। তাহা (কর্মাশ্রম) স্মৃতিৰ অব্যর্থ হেতু। যেমন সংস্কাৰ হইতে স্মৃতি হয়, আৰাব তেমনি স্মৃতি হইতে সংস্কাৰ হয়, কাৰণ, স্মৃতি অল্পভবরূপ বা প্রত্যবরূপ, প্রত্যবেৰ আহিত ভাবই সংস্কাৰ। অতএব সংস্কাৰ হইতে স্মৃতি ও স্মৃতি হইতে পুনঃ সংস্কাৰ হয়, এইরূপে তাহাদেব একরূপত্ব সিদ্ধ হয়।

## তাসামনাদিক্তং চাশিষো নিত্যত্বাৎ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যম্। তাসাং বাসনানামাশিষো নিত্যত্বাদনাদিত্বম্। যেমনস্মান্মাশীৰ্মা ন ভূবৎ ভূয়াসমিতি সৰ্বস্ব দৃশ্যতে সা ন স্বাভাবিকী, কস্মাৎ? জ্ঞাতমাত্রস্ত জ্ঞস্তোরননুভূতমরণ-ধর্মকত্বং ত্বেতদ্বঃখানুস্মৃতিনিমিত্তো মরণত্রাসঃ কথং ভবেৎ? ন চ স্বাভাবিকং বস্তু নিমিত্ত-মুপাদত্তে তস্মাদনাদি-বাসনানুবিদ্ধমিদং চিন্তং নিমিত্তবশাৎ কাল্শিদ্বেব বাসনাঃ প্রতিলভ্য পুরুষস্ত ভোগায়োপাবর্তত ইতি।

ষটপ্রাসাদপ্রদীপকল্পং সংকোচবিকাশি চিন্তং শবীরপরিমাণাকাবমাত্রমিত্যপবে প্রতিপন্নঃ, তথা চান্তবাতাবঃ সংসারন্ত যুক্ত ইতি। বৃত্তিবেবাস্ত বিভূনঃ সংকোচ-বিকাশিনী ইত্যচাৰ্যঃ। তচ্চ ধর্মাदिनिमित্তাপেক্ষম্। নিমিত্তং চ দ্বিবিধং বাহ্যমাধ্যাত্মিকং চ, শবীরাদিসাধনাপেক্ষং বাহ্যং স্মৃতিদানান্তিবাদনাদি, চিন্তমাত্রাধীনং শ্রদ্ধাত্মাধ্যাত্মিকম্।

তথা চোক্তং, “যে চৈতে মৈত্র্যাদন্নো ধ্যান্মিনাং বিহারান্তে বাহুসাধননিরনুগ্রহাঙ্গানঃ প্রকৃষ্টং ধর্মমভিনির্ভরন্তি ।” তন্নোমানসং বলীয়ঃ, কথং, জ্ঞানবৈবাগ্যে কেনাতিশয্যোতে, দণ্ডকারণ্যং চিত্তবলব্যতিরেকেণ বঃ শাবীবেণ কর্মণা শূন্তং কর্তুংসহেত, সমুদ্রমগন্ত্যবস্থা পিবেৎ ॥ ১০ ॥

১০। আশীং নিত্যকহতু তাহাৎ ( বাগনাসকলেব ) অনাশিত্ব সিদ্ধ হয় । শূ

ভাঙ্গানুবাদ—তাহাৎ—বাগনাসকলেব—আশীং নিত্যকহতু অনাশিত্ব ( সিদ্ধ হয় ), সকল প্রাণীতে যে, ‘আমাব অভাব না হউক, আমি যেন থাকি,’ এইরূপ আশাশি দেখা যায়, তাহা স্বাভাবিক নহে। কেননা, সত্যোক্ত প্রাণী—যে পূর্বে কখনও মরণজ্ঞাস অহুত্ব করে নাই—তাহাব যেবদুঃখস্থিতিহেতুক মরণজ্ঞাস ক্রিপে হইতে পাবে? স্বাভাবিক বস্তু কখনও নিমিত্ত হইতে হয় না (১)। অতএব এই চিত্ত অনাশিবাসনাছবিদ্ব; (ইহা) নিমিত্তবশতঃ কোন বাগনাকে অবলম্বন কবিয়া পুরুষেব ভোগেব নিমিত্ত উপস্থিত হয়।

যটের বা প্রাসাদেব মধ্যে স্থিত এদীপের জ্বাব সংকোচবিকাসি চিত্ত শরীর-পরিমাণাকাবমাত্র, ইহা অন্তর্বাদীবা (২) প্রতিপাদন করেন। (ভ্রমতে) তাহাতেই ইহাব অন্তর্বাভাব হয় (অর্থাৎ পূর্বদেহ ত্যাগ করিয়া দেহান্তব-প্রাপ্তিরূপ অন্তর্বাভাব বা মধ্যবস্থাব, চিত্তেব এক শবীব হইতে আব এক শবীবে যাওযাব অবস্থা যুক্তিসঙ্গত হয়) এবং সংসারও (জন্ম-পুরুষাব-প্রাপ্তি) সঙ্গত হয়। (কিন্তু) আচার্য বলেন, বিদু বা দর্শব্যাপী চিত্তের বৃত্তিই সংকোচবিকাসিনী, সেই সংকোচ ও বিকাশের নিমিত্ত ধর্মাসি। এই নিমিত্ত দ্বিবিধ—বাহ ও আধ্যাত্মিক। বাহ নিমিত্ত শবীরাসিাধন-লাপেক, যেমন স্তম্ভিদানান্তিবাধনাহি। আধ্যাত্মিক নিমিত্ত চিত্তমাত্রাবীন, যেমন শ্রদ্ধাদি। এ বিষয়ে উক্ত হইয়াছে, “এই যে ধ্যাবীদেব মৈত্রী প্রভৃতি বিহাবসকল (মুখ-নাথ সাধনসকল) তাহাবা বাহুসাধননিবপেক্ষস্বভাব, আব, তাহাবা উৎকৃষ্ট ধর্মকে নিশ্চাদিত কবে। উক্ত নিমিত্তক্বেব মধ্যে মানস নিমিত্তই (৩) বলবত্তব, কেননা, জ্ঞানবৈবাগ্য অপেক্ষা আর কি বড় আছে? চিত্তবল-ব্যতিরেকে কেবল শাবীব কর্মেব দাবা কে দণ্ডকারণ্যকে শূন্ত কবিতে পাবে? অথবা অগন্ত্যেব মত সমুদ্র পান কবিতে পাবে?

টীকা। ১০।(১) স্বাভাবিক বস্তু নিমিত্তের দ্বারা উৎপন্ন হয় না। দুঃখস্বরূপ নিমিত্ত হইতে জন্ম হয়, ইহা দেখা যায়। মরণজ্ঞাসও ভয়, হুতবাং তাহাও নিমিত্ত হইতে হইয়াছে, অতএব তাহা স্বাভাবিক নহে। দুঃখস্ববণই ভবেব নিমিত্ত; অতএব মরণভয়েব সঙ্গতির জন্ম পূর্বাঙ্গত মরণদুঃখ স্বীকার, আব, তন্মাত্র পূর্ব পূর্ব জন্মও স্বীকার। এইতা, গ্রহণ ও প্রাঙ্ক-পদার্থ জীবের স্বাভাবিক বস্তু, তাহাবা দেহিত্বকালে কোন নিমিত্তে উৎপন্ন হয় না। অথবা, রূপাদি ধর্ম মানবশবীবে স্বাভাবিক বলা যাইতে পাবে।

আশী—‘আমি থাকি, আমাব অভাব না হয়’ এইরূপ ভাব। ইহা নিত্য ও সর্বপ্রাণিগত। যত প্রাণী দেখা যায় তাহাৎব সকলেরই আশী দেখা যায়। তাহা হইতে সিদ্ধ হয়, আশী নিত্য অর্থাৎ সূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সর্বপ্রাণিগত। ইহা সামান্যতোদৃষ্ট (induced) নিয়ম (যেমন man is mortal এই নিয়ম সিদ্ধ হয়, তদ্বৎ)। আশী নিত্য বলিবা, কোন কালে তাহাব ব্যতিচাব নাই বলিবা, বাসনা অনাদি। অতীত সর্বকালে আশী ছিল হুতবাং তাহাব হেতুত্ব জন্মও স্বীকার হয়,

এইরূপে অনাদি জন্মপর্বম্পর্ক স্বীকার্য হয়, স্তব্ধতাং জন্মের হেতুভূত বাসনাও অনাদি বলিয়া স্বীকার্য হয়।

পাশ্চাত্যেরা মনঃপ্রবৃত্তিকে সহজপ্রবৃত্তি বা অশিক্ষিত কর্মকুশলতা (instinct) বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। উহা বর্ষ untaught ability বা বাহ্য জন্ম হইতে দেখা যায়, এইরূপ বৃত্তি। ইহাতে ঐ সহজপ্রবৃত্তি বা instinct কোথা হইতে হইল তাহা নিশ্চয় নহে। অভিব্যক্তিবাদীরা বলিবেন উহা শৈতুিক, তদ্ব্যবহারে আদি পিতামহ (amoeba-নামক) এককোষিক (unicellular) জীব। তাহাবও অনেক instinct আছে। তাহা কোথা হইতে হইল তাহা তাঁহারা বলিতে পারেন না। কিন্তু উহা (instinct বা untaught ability) যে আছে, তাহা স্বীকার্য নহে। তাহা কোথা হইতে আসে তাহাই কর্মবাহীরা বুঝেন। সহজপ্রবৃত্তি বা instinct বলিলেই কর্মবাহ্য নিবৃত্ত হইয়া গেল, তাহা মনে কবা অযুক্ত। এবিষয় পূর্বে বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে [২৩ (২) দ্রষ্টব্য]।

১০।(২) প্রসঙ্গতঃ চিত্তের পরিমাণ বলিতেছেন। মতান্তরে চিত্ত বটবিত্ত বা প্রাণাদহিত প্রাণীপেব জ্ঞান। তাহা বেশবীরে থাকে তদাকার-সম্পন্ন হয়। বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন, ইহা সাংখ্যীয় মতভেদ। যোগাচার্য বলেন, চিত্ত বিহু বা দেশব্যাপ্তি-শূন্যহেতু সর্বগত। বিবেকজ্ঞ নিম্নচিত্তের দ্বারা সর্বদ্রব্যের রূপং গ্রহণ হয় বলিয়া চিত্ত বিহু। চিত্ত আকাশের মত বিহু নহে, কাষণ, আকাশ বাহুদেশমাত্র। চিত্ত বাহ্যব্যাপ্তিহীন জ্ঞানশক্তিমাত্র। অনন্ত বাহু বিষয়েব লিখিত লব্ধক বহির্বাছে ও ক্ষুদ্র জ্ঞেয়রূপে লব্ধক দ্বাটিতে পাবে বলিয়াই বিহু অর্থাৎ জ্ঞানশক্তি সীমাসূত্র। চিত্তের বৃত্তিসকলই সংকুচিত বা প্রসারিত ভাবে হয়, তাহাতে চিত্ত সংকুচিত যোগ হয়। জ্ঞানবৃত্তি লৌকিকদেব পরিচ্ছিন্নভাবে হয়, আব বিবেকজ্ঞ সিদ্ধিসম্পন্ন যোগীদেব সর্বভাগকভাবে হয়। অতএব চিত্তদ্রব্য বিহু (শ্রুতিও বলেন, “অনন্তং বৈ মনঃ” বৃহদারণ্যক ৩।১২) তাহাব বৃত্তিই লক্ষ্যচাচিকালী হইল।

১০।(৩) মেলকল নিমিত্তে বাসনাব অভিব্যক্তি হয়, তাহা ভাষ্যকার বিভাগ কবিয়া দেখাইয়াছেন। নিমিত্ত এখানে কর্মের সংজ্ঞাব। জানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও শবীর-রূপ বাহুবর্ণণেব চেষ্টানিষ্পাদ যে কর্ম, তাহা ও তাহাব সংজ্ঞাব বাহু নিমিত্ত, আব, অন্তঃকরণেব চেষ্টানিষ্পাদ কর্ম ও সেই কর্মেব সংজ্ঞাব আধ্যাত্মিক নিমিত্ত বা মানস কর্ম। মানস কর্মই যে বলীয় তাহা ভাষ্যকার স্পষ্ট বুঝাইয়াছেন।

\* Darwin বলেন, “I may here premise that I have nothing to do with the origin of the mental powers, any more than I have with that of life itself. We are concerned only with the diversities of instinct and of the other mental faculties in animals of the same class.” The Origin of Species.

হেতুফলাশ্রয়ালম্বনৈঃ সংগৃহীতত্বাদেশামভাবে তদভাবঃ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যম্ । হেতুঃ ধর্মাত্ম স্বথমধর্মাদ্ভুং স্বখাদ্ বাগো হুংখাদ্ ধেবঃ, ততশ্চ প্রবৃত্ত্য, তেন মনসা বাচা কায়েন বা পরিস্পন্দমানঃ পরমহুগুহ্যত্বাপহস্তি বা, ততঃ পুনঃ ধর্মাদ্ধর্মো স্বখহুংখো বাগদেবো, ইতি প্রবৃত্তিসিদ্ধং যড়বং সংসাবচক্রম্ । অস্ত ৮ প্রতিব্রূপনাবর্তমানস্ত্রাবিত্তা নেত্রী মূলং সর্বক্লেশানাং ইত্যেব হেতুঃ । ফলন্তু সমাশ্রিত্য যন্ত প্রত্যাং-পন্নতা ধর্মাদেঃ, ন হুপূর্বোপজ্ঞনঃ । মনস্তু সাধিকাবমাত্রয়ো বাসনানাং, ন হ্যবসিতাধিকাবে মনসি নিরাশ্রয়া বাসনাঃ জ্ঞাতুমুৎসহন্তে । বদভিমুখীভূতং বস্ত্ব বাং বাসনাং ব্যনস্তি তন্ত্রাস্তদালম্বনম্ । এবং হেতুফলাশ্রয়ালম্বনৈরেষ্টেঃ সংগৃহীতাঃ সর্বা বাসনাঃ, এষামভাবে তৎসংশ্রয়ালমপি বাসনানামভাবেঃ ॥ ১১ ॥

১১। হেতু, ফল, আশ্রয় ও আলম্বন—এই সকলের দ্বারা সংগৃহীত থাকিতে, উহাদের অভাবে বাসনাবও অভাব হয় ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ—হেতু, বস্তু, ধর্ম হইতে স্বখ, অধর্ম হইতে হুংখ, স্বখ হইতে রাগ, আব হুংখ হইতে ধেব, তাহা (বাগ্ধেব) হইতে প্রবৃত্ত, প্রবৃত্ত হইতে মনোব, বাক্যেব বা শরীরেব পরিস্পন্দন-পূর্বক জীব অশবকে অহুগৃহীত কবে অথবা পীড়িত করে; তাহা হইতে পুনশ্চ ধর্মাদধর্ম, হুংখহুংখ এবং বাগ্ধেব । এইরূপে (ধর্মাদি) ছব অববৃত্ত সংসাবচক্র প্রবর্তিত হইতেছে । এই অল্পকণ আবর্তমান সংসাবচক্রেব নেত্রী অবিত্তা, তাহাই লব ক্লেশের মূল, অতএব এইরূপ ভাবই হেতু । ফল—বাহ্যকে আশ্রয় বা উদ্দেশ্য কবিত্তা যে ধর্মাদিব বর্তমানতা হব । (কার্যকণ ফলেব দ্বারা কিল্লপে কাবশরূপ বাসনার সংগৃহীত থাকি সম্ভব, তদন্তবে বলিতেছেন) অসং উৎপন্ন হয় না (অর্থাৎ ফল স্বতন্ত্রপে বাসনায় স্থিত থাকে, হুত্বাং তাহা বাসনাব সংগ্রাহক হইতে পাবে) । সাধিকার মনই বাসনাব আশ্রয়, যেহেতু চবিত্তাধিকাব মনে নিব্রাশ্রয় হইবা বাসনা থাকিতে পাবে না । যে অভিমুখীভূত বস্ত্র যে বাসনাকে ব্যস্ত কবে তাহাই তাহাব আলম্বন । এইরূপে এই হেতু, ফল, আশ্রয় ও আলম্বনেব দ্বারা সমস্ত বাসনা সংগৃহীত, তাহাদের অভাবে তৎসংস্কৃত বাসনাগণেবও অভাব হয় (১) ।

টীকা । ১১।(১) হেতু, ফল, আশ্রয় ও আলম্বনেব দ্বারা বাসনাসকল সংগৃহীত বা সঙ্কিত রহিয়াছে । অবিত্তামূলক বৃত্তি বা প্রত্যয়সকল বাসনার হেতু; তাহা ভাস্ত্রকাব সম্যক্ দেখাইবাছেন । জাতি, আবু ও ভোগজনিত যে অহুভব হয় তাহাব সংস্কারই বাসনা । জাত্যাদিব হেতু ধর্মাদধর্ম কর্ম, কর্মেব হেতু রাগ-ধেব-কণ অবিত্তা, অতএব অবিত্তাই মূল হেতু । এইরূপে অবিত্তাকণ মূলহেতু বাসনাকে সংগৃহীত বাধিয়াছে ।

বাসনাব ফল স্মৃতি । বাসনাব ফল অর্থে বাসনারূপ হাঁচতে কোন চিত্তবৃত্তি আকাবিত হইয়া হুংখহুংখ হয়, তাহা হইতেই ধর্মাদি কর্ম আচবণেব প্রবৃত্ত হয় । পূর্বে ভাস্ত্রকাব স্মৃতিফল-সংস্কারকে বাসনা বলিবাছেন । বাসনাজনিত জাত্যাদ্যুর্ভোগরূপে আকাবিত স্মৃত্তিকে আশ্রয় করিত্তা ধর্মাদধর্ম অভিব্যক্ত হয়, এবং স্মৃতি হইতে পুনঃ বাসনা হওবাতে স্মৃতিব দ্বারা বাসনা সংগৃহীত হয়, যেমন স্বখ-বাসনা স্বখেব স্মৃতি হইতে সংগৃহীত হয় বা জমিতে থাকে ।

ভিন্ন ফল অর্থে পুরুষার্থ, ভোজ্যবাস্ত্র শবীবাদি ও স্মৃত্যাদি এবং হৃদ্যপ্রভাকাব 'দেহাদ্যুর্ভোগাঃ' বলেন । পুরুষার্থ অর্থে ভোগাপবর্গকণ পুরুষেব বিষয়, তাহা শুদু বাসনাব ফল নহে, কিন্তু দৃশ্য-দর্শনেব

ফল। দেহ, আত্ম ও ভোগ কর্মাশয়ের ফল, বাসনাৰ নহে। ভোগবাজেব ব্যাখ্যাই স্বার্থ, তবে শব্দীবাধি গৌণ ফল। অতএব স্মৃতিই বাসনাৰ ফল।

বাসনাৰ আশ্রয় সাধিকাৰ চিত্ত। বিবেকখ্যাতিৰ দ্বাৰা অধিকাৰ সমাপ্ত হইলে সেই চিত্তে বিবেকপ্রত্যয়মাত্র থাকে, স্মৃতিবাং অজ্ঞানবাসনা থাকিতে পাবে না। অর্থাৎ যখন কেবল ‘পুরুষ চিত্তরূপ’ এইরূপ পুরুষাকাৰ প্রত্যয় হয়, তখন ‘আমি মনুষ্য’, ‘আমি গৌণ’, এইরূপ স্মৃতিৰ অসম্ভবত্বহেতু সেই সব বাসনা নষ্ট হয়, অর্থাৎ তাহাবা আর সেই সেই অজ্ঞানমূলক স্মৃতিকে জন্মাইতে পাবে না। সমাপ্তাধিকাৰ চিত্ত এইরূপে বাসনাৰ আশ্রয় হইতে পাবে না। তজ্জন্ত সাধিকাৰ বা বিবেকখ্যাতিহীন চিত্তই বাসনাৰ আশ্রয়।

কর্মশয বাসনাৰ ব্যঞ্জক হইলেও তাহা শব্দীবাধি বিষয়সহ জাতীয়ূর্তোপকর্মে ব্যক্ত হয়, অতএব শব্দীবাধি বিষয়সকল বাসনাৰ আলম্বন। শব্দ শব্দ-শ্রবণ-বাসনাকে অভিযুক্ত করে, অতএব শব্দই শব্দ-শ্রবণ-বাসনাৰ আলম্বন। এই সকলের দ্বাৰা অর্থাৎ অবিজ্ঞা, স্মৃতি, সাধিকাৰ চিত্ত ও বিষয়ের দ্বাৰা বাসনা সংগৃহীত আছে।

উদাহরণে অভাবে বাসনাৰ অভাব হয়, অবিদ্যাবা বিবেকখ্যাতিই উদাহরণে (অবিজ্ঞানিৰ) অভাবের কারণ। বিবেকপ্রত্যয় চিত্তে উদ্ভিত থাকিলে বিষয়জ্ঞান, চিত্তের গুণাধিকাৰ, বাসনাৰ স্মৃতি এবং অবিজ্ঞা এই সমস্তই নষ্ট হয়, স্মৃতিবাং বাসনাও নষ্ট হয়। মনে হইতে পারে, এক অবিজ্ঞাব নাশেই যখন সমস্ত নষ্ট হয়, তখন অজ্ঞ সবেব উল্লেখ করা নিশ্চয়বোজন। তদুত্তরে বক্তব্য—অবিজ্ঞা একেবারেই নষ্ট হয় না, বিষয়াদিকে নিবোধ কবিত্তে কবিত্তে শেষে মূলহেতু অবিবেকরূপ অবিজ্ঞাব উপনীত হইয়া তাহাকে নষ্ট কবিত্তে হয়। অতএব বাসনাৰ সমস্ত সংগ্রাহক পদার্থকে জানা ও প্রথম হইতেই তাহাদের ক্ষীণ কবিত্তে চেষ্টা করা উচিত, তদুদ্দেশ্যেই ইহা উপস্থিষ্ট হইয়াছে।



“বড়রং সংসারচক্র”

( ছয় অবস্থার সংসার বা জন্মমৃত্যুর পৰ্যায়বৃত্ত চক্র )

বাগ ও ঘেষ হইতে প্রাণী পুণ্য ও অপুণ্য কবে। রাগ হইতে স্নেহের জন্ত পুণ্যও কবে, আবার প্রাণিপীড়ন আদি অপুণ্যও কবে। ঘেষ হইতেও সেইরূপ দুঃখনিবৃত্তির জন্ত পুণ্য ও অপুণ্য কবে। পুণ্য হইতে অধিকতর স্নেহ পাষ ও অল্প দুঃখ পাষ, অপুণ্য হইতে অধিকতর দুঃখ ও অল্প স্নেহ পাষ। স্নেহ হইতে স্নেহকর বিষয়ে বাগ এবং স্নেহের পবিপন্নী বিষয়ে ঘেষ হয়। দুঃখ হইতে দুঃখকর বিষয়ে ঘেষ এবং দুঃখের বিবোধী বিষয়ে বাগ হয়। সকলের মূলেই অবিজ্ঞা বা অজ্ঞানরূপ মোহ থাকে। এইরূপে সংসৃতি চক্রাকায়ে আবর্তিত হইতেছে।

ভাষ্যম্। নাস্ত্যসত্যঃ সম্ভবো ন চান্তি সত্যো বিনাশঃ, ইতি দ্রব্যত্বেন সম্ভবন্ত্যঃ কথং নিবর্তিত্যন্তে বাসনা ইতি—

অতীতানাগতং স্বরূপতোহন্ত্যধ্বভেদাদ্ ধর্মীণাম্ ॥ ১২ ॥

ভবিষ্যদ্ব্যক্তিকমনাগতম্ অল্পভূতব্যক্তিকমতীতং স্বব্যাপারোপাকটং বর্তমানম্। ত্রয়ং চৈতদ্বস্ত জ্ঞানস্ত জ্ঞেয়ং, যদি চৈতৎস্বরূপতো নাভবিষ্যদেদং নির্বিষয়ং জ্ঞানমুদপৎস্তত, তন্মাদতীতানাগতং স্বরূপতঃ অন্তীতি। কিঞ্চ ভোগভাগীয়াস্ত বাগবর্গভাগীয়াস্ত বা কর্মণঃ ফলমুৎপাদিত্ব যদি নিকপাখ্যমিতি তদ্বদ্বেশেন তেন নিমিত্তেন কুশলানুষ্ঠানং ন যুজ্যেত। সতশ্চ কলস্ত নিমিত্তং বর্তমানীকরণে সমর্থং নাপূর্বোপজ্ঞানে, সিদ্ধং নিমিত্তং নৈমিত্তিকস্ত বিশেষানুগ্রহণং কুরুতে, নাপূর্বমুৎপাদয়তি। ধর্মী চানেকধর্মস্বাভাবঃ, তন্ত চাধ্বভেদেন ধর্মী প্রত্যবস্থিতাঃ। ন চ যথা বর্তমানং ব্যক্তিবিশেষাপন্নং দ্রব্যতোহন্ত্যধ্ব-মতীতমনাগতং বা। কথং তর্হি, যেনৈব ব্যাক্যোন স্বরূপেণ অনাগতমস্তি, যেন চানুভূত-ব্যক্তিকেন স্বরূপেণাহতীতম্ ইতি বর্তমানস্তৈবাবধনঃ স্বরূপব্যক্তিরিতি, ন সা ভবতি অতীতানাগতয়োবধনোঃ। একস্ত চাধ্বনঃ সময়ে দ্বাবধনানৌ ধর্মিসমম্মাগতো ভবত এবৈতি, নানুভূতা ভাবস্বরাণামধ্বনামিতি ॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদ—অসত্যের সম্ভব নাই, আর সত্যেরও অন্ত্যনাশ নাই, অতএব এই দ্রব্যরূপে বা সত্ত্বপে সত্ত্বমান বাসনাব উচ্ছেদ কিরূপে সম্ভব ?—

১২। অতীত ও অনাগত দ্রব্য স্ববিশেষরূপে বাস্তবিকরূপে বিদ্যমান আছে, ধর্মসকলের অঙ্গ বা কালভেদেই অতীতাদি ব্যবহাবেব হেতু (১) ॥ হু

ভবিষ্যদ্ব্যক্তিক (ভবিষ্যতে বাহ্য ব্যক্ত হইবে এইরূপ) দ্রব্য অনাগত, অল্পভূতাব্যক্তিক (বাহ্য অল্পভূত হইয়াছে এইরূপ) দ্রব্য অতীত, স্বব্যাপারোপাকট (বাহ্য বর্তমানে অভিব্যক্ত এইরূপ) দ্রব্য বর্তমান। এই ত্রিবিধ বস্তুই জ্ঞানের জ্ঞেয়, যদি তাহা বা (অতীতাদি বস্তু) স্ববিশেষরূপে না থাকিত তবে ঐ জ্ঞান (অতীতানাগত জ্ঞান) নির্বিষয় হইত; কিন্তু নির্বিষয় জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না। অতএব অতীত ও অনাগত দ্রব্য স্বরূপতঃ (স্বকারণে স্বরূপে স্ববাস্থ্য) বিদ্যমান আছে। কিঞ্চ ভোগভাগীয়া বা অপবর্গভাগীয়া কর্মের উৎপাদনীয় ফল যদি অসৎ হয়, তবে কেহ তদ্বদ্বেশে বা

সেই নিমিত্তে কোন কৃশ্ণলব্ধ অল্পজ্ঞান কবিতেন না। সৎ বা বিজ্ঞান ফলকেই নিমিত্ত বর্তমানীকরণে সমর্থ হয় যাত্র, কিন্তু অসৎপাথনে তাহা সমর্থ নহে। বর্তমান নিমিত্তই নৈমিত্তিককে (নিমিত্ত হইতে উৎপন্ন দ্রব্যকে) বিশেষাবস্থা বা বর্তমানাবস্থা প্রাপ্ত কৰা; কিন্তু অসৎকে উৎপাদন কৰে না। ধৰ্ম্ম অনেকধৰ্ম্মাত্মক, তাহাব ধৰ্মসকল অক্ষভেদে অবস্থিত। বর্তমান ধৰ্ম যেমন বিশেষব্যক্তিসম্পন্ন (২) হইয়া দ্রব্যে (ধৰ্ম্মীতে) আছে, অতীত ও অনাগত সেইরূপ নহে। তবে কিরূপ?—অনাগত নিজেব ভবিষ্যৎ-স্বরূপে আছে, আব অতীতও নিজেব অতীতভব্যক্তিক-স্বরূপে বিজ্ঞান আছে। বর্তমান অধাবই স্বরূপাভিব্যক্তি হয়, অতীত ও অনাগত অধাব তাহা হয় না। এক অধাব সময়ে অপব অধাব ধৰ্ম্মীতে অল্পগত থাকে। এইরূপে অস্থিতি না থাকাত্বেই দ্বিবিধ অধাব ভাব লিঙ্ক হয়, অর্থাৎ না থাকিলেও হয় এইরূপ নহে, কিন্তু থাকে বলিয়াই হয়।

টীকা। ১২।(১) অতীত ও অনাগত পদার্থ ভাব-স্বরূপে আছে, ইহা যে মত তাহাব প্রধান কারণ অতীতানাগত জ্ঞান। যোগীক কথা ছাডিয়াও ভবিষ্যৎ জ্ঞানের অনেক উদাহরণ দেখা যায়। জ্ঞানের বিষয় থাকা চাই, নির্বিষয় জ্ঞানের উদাহরণ নাই, সূতবাং তাহা অচিন্তনীয় বা অসম্ভব পদার্থ। অতএব জ্ঞান থাকিলেই তাহাব বিষয় থাকা চাই, ভবিষ্যৎ জ্ঞানেরও তজ্জন্ম বিষয় আছে। অতএব বলিতে হইবে যে, অনাগত বিষয় আছে। এইরূপে অতীত বিষয়ও আছে।

এক্ষণে বুঝিতে হইবে অতীত ও অনাগত বিষয় কিরূপে থাকে। ভাব পদার্থ তিন প্রকাৰ—দ্রব্য, ক্রিয়া ও শক্তি। তন্মধ্যে ক্রিয়ার দ্বারা দ্রব্য পবিণত হয়, অতএব ক্রিয়া পবিণামেব নিমিত্ত। যাহাকে আমবা সত্ত্ব বা দ্রব্য বলি তাহা ক্রিয়ামূলক হইলেও ‘বাহাব’ ক্রিয়া এইরূপ এক সত্ত্ব বা প্রকাশ আছে ইহা স্বীকার, তাহাই মূল দ্রব্য বা সত্ত্ব।

কাঠিষ্ঠাদিবা অলক্ষ্য ক্রিয়া। আব, পবিণাম বা অবস্থান্তর-প্রাপক ক্রিয়া লক্ষ্য বা স্পষ্ট ক্রিয়া। স্পষ্ট ক্রিয়াই নিমিত্ত, আব অলক্ষ্য ক্রিয়াজনিত প্রকাশ বা স্থিৰ সত্ত্বরূপে প্রতীয়মান দ্রব্য নৈমিত্তিক। নিমিত্ত ক্রিয়ার দ্বারা নৈমিত্তিকের পবিণতি হওয়াই দ্রব্যের পবিণামেব স্বরূপ। শক্তি-অবস্থা হইতে পুনঃ শক্তি-অবস্থা বাওবা নিমিত্ত-ক্রিয়ার স্বরূপ। দৃষ্ট স্থূল-ক্রিয়ালব্ধ স্বপ্নাবচ্ছিন্ন স্বপ্ন ক্রিয়ার সমাহারজ্ঞান, রূপবসাদিও সেইরূপ। অতএব ঘটপটাদি বস্তু অলাতচক্ষেব জ্ঞায় বহুসংখ্যক কণিকক্রিয়া-জনিত সমাহার-জ্ঞান যাত্র হইল। শাস্ত্রও বলেন, “নিত্যম্ হৃদ ভূতানি ভবন্তি ন ভবন্তি চ। কালেনালক্ষ্যযোগেন হৃদ্ব্যাক্তম্ দৃশ্যতে।” (ভাগবত ১১।২২।৪২)।

শক্তি হইতে ক্রিয়ারূপ নিমিত্ত এবং ক্রিয়ারূপ নিমিত্ত হইতে জ্ঞান বা প্রকাশভাব, প্রকাশভাবের পুনঃ শক্তিতে প্রত্যগমন—এই পবিণামপ্রবাহই বাহু জগতের মূল অবস্থা হইল। ইহাই সত্ত্ব, বস্তু ও তমোরূপ ভূতেন্দ্রিয়ের স্বহৃদাবস্থা (আগামী স্বপ্ন দ্রব্য)।

পবিণাম-জ্ঞান তাহা হইলে ক্রিয়ার জ্ঞান বা ক্রিয়ার প্রকাশিত ভাব। পবিণাম যেমন আমাদেব আধ্যাত্মিক কবে আছে সেইরূপ বাহ্যেও আছে। সাংখ্যীয় দর্শনে বাহু দ্রব্যও পুরুষবিশেষেব অভিমান বা মূলতঃ অধ্যাক্ষভূত পদার্থ। আমাদেব মনে মেরূপ শক্তিভাবে স্থিত সত্ত্বাবেব সহিত প্রকাশ যোগ হইলে বা বুদ্ধি যোগ হইলে তাহা স্বত্বরূপ ভাব (অর্থাৎ দ্রব্য বা সত্ত্ব) হয়, এবং সেই ‘ইওয়া’কেই পবিণাম বলি, বাহ্যেব পবিণামও মূলতঃ সেইরূপ।

বাহু ক্রিয়া ও অধ্যাক্ষভূত ক্রিয়ার সংযোগজাত পবিণামই বিষয়জ্ঞান। সাধাবণ অবস্থায় আমাদেব অন্তঃকরণের স্থূলসংস্কার-জনিত সংস্কৃতি বুদ্ধি স্বপ্নাবচ্ছিন্ন স্বপ্ন পবিণামকে গ্রহণ করিতে



পাবে না অথবা অসংখ্য পবিণামও গ্রহণ করিতে পাবে না। বাহিরে যে কণিক পবিণাম বহিষাছে, তাহা স্তোকে স্তোকে গ্রহণ করাই লৌকিক কবনের স্বভাব। সেই স্তোকে স্তোকে গ্রহণই বোধ বা দ্রব্যজ্ঞান। লৌকিক নিমিত্তজাত পবিণামে নিমিত্তেবও স্তোকে স্তোকে গ্রহণ হয় আর নৈমিত্তিকেবও স্তোকে স্তোকে গ্রহণ হয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে শক্তিব ক্রিয়াক্রমে প্রকাশ হওয়াই পবিণাম। সেই পবিণামেব ইচ্ছা হইতে পাবে না বলিয়া তাহা অসংখ্য। তাহা অসংখ্য হইলেও আমবা নিমিত্ত-নৈমিত্তিকরূপ (কবণশক্তি ও বিষয়, জ্ঞানেব এই উভয় প্রকাব সাধনই নিমিত্ত-নৈমিত্তিক) সংকীর্ণ উপায়ে তাহা স্তোকে স্তোকে গ্রহণ কবি। তাহাতেই মনে কবি বাহা গ্রহণ কবিবাহি তাহা অতীত, বাহা কবিতেছি তাহা বর্তমান ও বাহা কবা সম্ভব তাহা অনাগত। জ্ঞানশক্তিব সেই সংকীর্ণতা সংযমেব 'দ্বারা' অপগত হইলে সেই কণিক পবিণামেব যত প্রকাব সমাহার-ভাব আছে, তাহাব সকলেব সহিত যুগপতেব মত জ্ঞানশক্তিব সংযোগ হয়। তাহাতে সমস্ত নিমিত্ত-নৈমিত্তিকেব জ্ঞান হয়, অর্থাৎ অতীতানাগত সর্ব পদার্থেব জ্ঞান হয় বা সবই বর্তমান বোধ হয়।

ইহা বাহু দ্রব্য লক্ষ্য কবিয়া উক্ত হইল, অধ্যাত্মভাবলব্ধেও ঐ নিয়ম। এই জন্মই হ্রস্বকাব বলিষাছেন অতীত ও অনাগত ভাব বস্তুতঃ হ্রস্বরূপে আছে, কেবল কালভেদকে আশ্রয় কবিয়া মনে কবি যে তাহা নাই ( অর্থাৎ ছিল অথবা থাকিবে )।

কাল বৈকল্পিক পদার্থ, তদ্বারা লক্ষিত কবিয়া পদার্থকে অসং মনে কবি। সংকীর্ণ জ্ঞানশক্তিব দ্বাৰা সংকীর্ণভাবে গ্রহণই কালভেদ কবিবার কাৰণ। সর্বজ্ঞেব নিকট অতীতানাগত নাই, সবই বর্তমান। অবর্তমানতা অৰ্থে কেবল বর্তমান দ্রব্যকে না দেখিতে পাওবা মাত্র। বাহা আছে কিন্তু হ্রস্বভাৱেতু আমবা জানিতে পাৰি না তাহাই অতীতানাগত।

পূর্ব হুদ্রে বাসনাৰ অভাব হয় বলা হইয়াছে, তাহাব অর্থ স্বকাৰণে প্রলীনভাব। প্রলীন হইলে তাহাবা আৰ কদাপি জ্ঞানপথে আসে না বা পুরুষেব দ্বাৰা উপদ্রুত হয় না। সত্তের অভাব নাই ও অসত্তেব যে উপপাদ্য নাই তাহা বুঝাইবাব জন্ম এই হুদ্র অবতাবিত হইয়াছে। ভাবাসম্ববই যে অভাব, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে [ ১৭ (১) ঋষ্ট্য ]। বাসনাৰ অভাব অৰ্থেই সেইরূপ সর্বকালেব জন্ম অব্যক্তভাবে স্থিতি।

১২।(২) উপবে মূলধর্মী জিগুগকে লক্ষ্য কবিয়া অতীতানাগত ধর্মের সম্ভা ব্যাখ্যাতি হইয়াছে। সাধাবণ ধর্মধর্মী গ্রহণ কবিয়াও উহা স্বেখান যাইতে পাবে। একতাল মাটি ঘট, সবা প্রভৃতি হইতে পাবে। ঘট, সবা আদি ঐ মাটিরূপ ধর্মীতে অনাগত বা হ্রস্বরূপে আছে। ঘটখনামক ধর্মকে বর্তমান বা অভিব্যক্ত কবিত্তে হইলে কুস্তকাবকপ নিমিত্তেব প্রয়োজন। কুস্তকাৱেব ইচ্ছা, কৃতি, অর্থলিপ্সা, কর্মেক্সিব, জ্ঞানেক্সিব, সমস্তই নিমিত্ত। তৈজস্ক ভাস্করকাব বলিষাছেন যে, ধর্মীতে অনভিব্যক্তরূপে স্থিত কলকে বা কার্ধকে নিমিত্ত বর্তমানীকবণে সমর্থ।

শব্দ্য হইবে, ঘটের অভিব্যক্তিতে পিণ্ডেব অবযব স্থানপবিবর্তন কবে সত্য, আৰ অসত্তের ভাব হয় না ইহাও সত্য, কিন্তু স্থানপবিবর্তন ত হয়, তাহা ত ( স্থানপবিবর্তন ) পূর্বে থাকে না কিন্তু পবে হয় অতএব তাহা অনাগত জ্ঞানেব বিষয় হইতে পাবে কিরূপে? পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ক্রিয়া বা পবিণাম কেবল শক্তিলব্ধতা বা শক্তিব সহিত প্রকাশসংযোগ মাত্র। হুলাভিমানী বুদ্ধিবৃত্তি অতি মন্দ গতিতে শক্তিদক প্রকাশ করিতে থাকে তাই কুস্তকান্ন জরুশঃ স্বকীয় ইচ্ছা আদি শক্তিকে ব্যক্ত

বা ক্রিয়াশীল কবি। ঘটনাময় যোগ্যতাবচ্ছিন্ন শক্তিবিবেশকে প্রকাশিত কবে। তাহাতে বোধ হয় যেন পাঁচ মিনিটে এক ঘট ব্যক্ত হইল। তখন কুন্তকাবৎ ভাষ আমবাও ঘট ব্যক্ত হইল ইহা মনে কবি। ফলে কুন্তকাবৎ নিমিত্তশক্তি এবং মৃৎপিণ্ডেব শক্তিবিবেশেব সংযোগ-বিশেষেব জ্ঞানই ঘটেব অভিব্যক্তি বা ঘটেব বর্তমানতাব জ্ঞান। স্থানপরিবর্তনও ক্রিয়াশক্তিৰ জ্ঞান।

যদি এইরূপ জ্ঞানশক্তি হয় যে, যদ্বা বা কুন্তকাবৎ নিমিত্তেব সমস্ত শক্তিকে জানিতে পাৰা যায় এবং মৃৎপিণ্ডরূপ উপাদানেরও সমস্ত শক্তি জানিতে পাৰা যায়, তবে তাহাদেব যে অসংখ্য সংযোগ তাহাও জানিতে পাৰা যাইবে। কিন্তু লৌকিক মনবৃত্তিতে যেকোন ক্রম দৃষ্ট হয় তাহাও জানিতে পাৰা যাইবে, অর্থাৎ তাদৃশ যোগজ বুদ্ধিৰ দ্বাৰা জানা যাইবে যে, এককাল পৰে কুন্তকাব ঘট প্রস্তুত কৰিবে। আৰও এক কথা—পূৰ্বেই দেখান হইয়াছে যে, অন্তঃকৰণ বিহু, স্মৃতিৰূপ তাহাব সহিত সৰ্বদৃষ্টেব সংযোগ বহিরাছে। কিন্তু তাহাব বৃত্তি শবীৰাদিৰ অভিমানেব দ্বাৰা সংকীর্ণ বলিয়া কেবল সংকীর্ণ পথেই জ্ঞান হয়, যেমন বাত্রে গগনেব দিকে চাহিলে অনেক অদৃষ্ট নক্ষত্রেব বস্তু চকুতে প্রবিষ্ট হয়, কিন্তু তাহা দেখিতে পাই না, কেবল উজ্জলদেব দেখিতে পাই, সেইরূপ। অদৃষ্ট তাহাদেব বস্তু হইতেও হৃদয় ক্রিয়া চকুতে হয়, উপযুক্ত পদ্ধতি থাকিলেই তাহা গোচৰ হইতে পাৰে। সেইরূপ, বুদ্ধিৰ দ্বারাভিমান অপগত হইবা শাস্তিকতাৰ উৎকর্ষ হইলে সমস্ত দৃষ্টই (ভূত, ভবিষ্য ও বর্তমান) মৃগপং দৃষ্ট বা বর্তমান-মাত্র হয়। যথেষ্ট এইরূপে কদাচিত্ সত্যত্ব হইলে ভবিষ্য বিবৰ্ণেব জ্ঞান হয়।

যখন সত্যেব নাশ ও অসত্যেব উৎপাদ অচিন্তনীয় তখন লৌকিক দৃষ্টিতেও বলিতে হইবে অতীত ও অনাগত ধর্ম অনভিব্যক্তভাবে ধর্মীতে থাকে ও উপযুক্ত নিমিত্তেব দ্বাৰা অনাগত ধর্ম অভিব্যক্ত হয়, তদ্ব্যক্ত তাহা দেখাইযাছেন।

## তে ব্যক্তসুখা গুণান্নানঃ ॥ ১৩ ॥

ভাস্করম্। তে খণ্ডমী ত্র্যক্ষানো ধর্মী বর্তমানা ব্যক্তান্নানোহতীতানাগতাঃ সুখান্নানঃ  
ষড়বিশেষকপাঃ। সর্বমিদং গুণানাং সন্নিবেশবিশেষমাত্রমিতি পৰমার্থতো গুণান্নানঃ,  
তথা চ শাস্ত্রানুশাসনং “গুণান্নানং পরমং রূপং ন দৃষ্টিপথমুচ্ছতি। যন্তু দৃষ্টিপথং  
প্রাপ্তং তদ্ব্যয়েব স্তুত্বচ্ছকম্” ইতি ॥ ১৩ ॥

১৩। সেই ত্র্যক্ষা বা ত্রিকালে স্থিত ধর্মগণ ব্যক্ত, হৃদয় এবং ত্রিগুণাত্মক ॥ ২

ভাস্করানুবাদ—সেই ত্র্যক্ষা ধর্মসকল বর্তমান (অবস্থার) ব্যক্ত-রূপ, অতীত ও অনাগত (অবস্থার) ছয় অবিশেষরূপ (১) হৃদয়াত্মক। এই (দৃষ্টমান ধর্ম ও ধর্মী) সমস্তই গুণসকলেব বিশেষ বিশেষ সন্নিবেশমাত্র (২), পৰমার্থতঃ তাহাবা গুণাত্মক। তথা শাস্ত্রানুশাসন, “গুণসকলেব পৰম রূপ জ্ঞানগোচৰ হয় না, বাহ্য গোচৰ হয়, তাহা শাস্ত্রাব ভাষ্য অতিশয় বিনাশী।”

টীকা। ১৩।(১) বর্তমান অবস্থার স্থিত ধর্মসকলেব নাম ব্যক্ত। বর্তমানরূপে জ্ঞাত প্রবৃত্তি বোডশ বিকার, যথা—পঞ্চ ভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও মন। উহাবা পূর্বে বাহ্য

ছিল ও পবে যাহা হইবে অর্থাৎ উহাদেব অতীত ও অনাগত অবস্থাই হুস্ম। অতএব হুস্ম অবস্থা পঞ্চতন্মাত্র ও অস্মিতা। ইহা অবশ্য তাত্ত্বিক দৃষ্টি। অতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে ব্রুংপিণ্ডেব পিণ্ডস্বর্গ ব্যক্ত এবং ঘটাদি অতীতানাগত ধর্ম হুস্ম।

১৩। (২) পাবমার্থিক দৃষ্টিতে সমস্তই সত্ত্ব, রজ ও তম এই ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ প্রকাশ, ক্রিয়া, ও শক্তি-স্বরূপ। তাদৃশরূপে ধর্মসকলকে দর্শন কবিত্তা পবমার্থ বা দুঃখত্রয়েব অত্যন্ত-নিবৃত্তি সাধন কবিতে হয়।

গুণত্রয়েব সাম্যাবস্থা অব্যক্ত, তাহাদেব বৈষম্যাবস্থাই ব্যক্ত ও হুস্ম ধর্ম। ব্যক্তবাসাক্যাকাংক্ষাব্যোগ্য কিন্তু দুঃখকবক্ষহেতু হেব, মায়াব জ্ঞায হুতুচ্ছ বা ভুতু। এ বিঘ্নে ভাস্তকাব ঘটিতত্ব শাস্ত্রে (বার্গগণ্য-আচার্য-কৃত) অহুশানন উক্ত কবিয়াছেন।

ভাস্তম্। যদা তু সর্বে গুণাঃ কথমেকঃ শব্দ একমিঙ্গ্রিয়মিতি—

পরিণামৈকত্বাদ্ বস্তুতত্ত্বম্ ॥ ১৪ ॥

প্রাখ্যা-ক্রিয়া-স্থিতিশীলানাং গুণানাং গ্রহণাত্মকানাং কবণভাবেনৈকঃ পবিণামঃ প্রোক্তমিঙ্গ্রিয়ং, গ্রাহ্যাত্মকানাং শব্দভাবেনৈকঃ পবিণামঃ শব্দো বিষয় ইতি। শব্দাদীনাং মূর্তিসমানজাতীয়ানামেকঃ পবিণামঃ পৃথিবীপবমাণুস্তন্মাত্রাবয়বঃ, তেবাত্মেকঃ পরিণামঃ পৃথিবী গোবৃক্ষঃ পর্বত ইত্যেবমাদিঃ। ত্তান্তরেহপি স্নেহৌষধ্যপ্রণামিদ্ভাবকাশদানাত্ম্য-পাদায় সামান্যমেকবিকাবারম্ভঃ সমাধেয়ঃ।

নাস্ত্যর্থো বিজ্ঞানবিসহচবোহস্তি তু জ্ঞানমর্থবিসহচবং স্বপ্নাদৌ কল্পিতমিত্যান্না দিশা যে বস্তুস্বকপমপহুবতে জ্ঞান-পবিকল্পনা-মাত্রং বস্তু স্বপ্নবিবয়োগমং ন পবমার্থভো-হস্তীতি যে আত্মঃ তে তথেষতি প্রত্যুপস্থিতমিদং স্বমাহাশ্চেন বস্তু কথমপ্রমাণাত্মকেন বিকল্পজ্ঞানবলেন বস্তুস্বকপমুৎসৃজ্য তদেবাপলপন্তঃ প্রোক্তেবচনাঃ শ্রুত্যাঃ ॥ ১৪ ॥

ভাস্তানুবাদ—যখন নমত বস্তু ত্রিগুণাত্মক তখন ‘এক শব্দতন্মাত্র’ ‘এক ইঙ্গ্রিয (কর্ণ বা চহু বা কিছু)’ এইরূপ একত্বধী কল্পে হয় ?—

১৪। (মূলকাবণ গুণসকলেব) একরূপে (একযোগে) পবিণামহেতু বস্তুতত্ত্বেব একত্ব জ্ঞান হয় ॥ ১৪

প্রাখ্যা, ক্রিয়া ও স্থিতিশীল গ্রহণাত্মক গুণত্রয়েব কবণরূপ এক পবিণাম হয়—(যেমন) প্রোক্ত-ইঙ্গ্রিয। (সেইরূপ) গ্রাহ্যাত্মক গুণেব শব্দভাবে এক শব্দ-বিবয়-রূপ একটি পবিণাম হয়। শব্দাদি তন্মাত্রের কাঠিত্বাত্মকপজাতীয এক পবিণামই তন্মাত্রাবয়ব পৃথিবী-পবমাণু বা ক্রিতিভূত (১)। সেইরূপ তাহাদেব (স্মৃতিভূতবে অণুদেব) এক পরিণাম (ভৌতিক সংহত) পৃথিবী, গো, বৃক্ষ, পর্বত ইত্যাদি। ত্তান্তবেও (সেইরূপ) স্নেহ, ঔষ্য, ‘প্রণামিদ্ভ’ ও অবকাশ-দানত্ব গ্রহণ কবিয়া সামান্য বা একত্ব এক একবিকাবারম্ভ সমাধান কর্তব্য অর্থাৎ পূর্ববৎ সমাধেয়।

‘বিজ্ঞানের অসহজাবী—এইরূপ কোনও বিষয় নাই, কিন্তু স্বপ্নাদিতে কল্পিত জ্ঞান বিষয়া-  
ভাবকালেও থাকে’ এই প্রকারে বাঁহাবা বস্তু-স্বরূপ অপলাপিত করেন, বাঁহাবা বলেন যে, বস্তু (কেবল)  
জ্ঞানের পবিকল্পন মাত্র, স্বপ্নবিষয়েব জ্ঞান পবমার্থতঃ নাই, তাঁহাবা স্বমাহাশ্বেত্ব ঘাবা এইরূপে  
অর্থাৎ জ্ঞেয় বিষয়রূপে, প্রতাপস্থিত (২) বস্তুকে, অপ্রমাণাত্মক বিকল্প-জ্ঞানবলে বস্তু-স্বরূপ ত্যাগ-  
পূর্বক (অর্থাৎ অসৎ বলিয়া) অপলাপ কবিয়া, কিরূপে স্বেচ্ছাবচন হইতে পাবেন ?

টীকা। ১৪।(১) সমস্ত দ্রব্যেব মূল ক্রিসংখ্যক গুণ। তাহাতে কোন বস্তু এক বলিয়া  
কিরূপে প্রতিভাত হইতে পাবে ? তদুত্তবে এই সূত্র অবতাবিত হইয়াছে। গুণ তিন হইলেও  
তাঁহাবা অব্যোক্ত, সত্ত্ব ও তম ব্যতীত সত্ত্ব-গুণ জ্ঞেয় হব না, বস্তু এবং তমও সেইরূপ। পূর্বেই বলা  
হইয়াছে যে, পবিশান = শক্তিব (তম) ক্রিযাবহাশ্রাণ্ডি-জনিত (বস্তু) বোধ (সত্ত্ব)। অতএব সত্ত্ব,  
বস্তু ও তম এই তিন গুণই প্রত্যেক পবিশানে থাকিবেই থাকিবে, অর্থাৎ গুণ তিন হইলেও  
মিলিতভাবে পবিশান হওয়াই তাঁহােব স্বভাব, তজ্জন্ত পবিশত বস্তু এক বলিয়া বোধ হব। যেমন  
শব্দ—শব্দে ক্রিযা, শক্তি ও প্রকাশ-ভাব আছে, তদ্ব্যতীত শব্দজ্ঞান হওয়া অসম্ভব, কিন্তু ঐ তিন  
বলিযা বোধ হব না, এক শব্দ বলিয়াই বোধ হব। এইরূপে পবিশানেব একস্বেব জন্ত বস্তুস্বরূপ  
একতত্ত্ব বলিয়া বোধ হয়। তন্মাত্রাব্যবহ = তন্মাত্র অব্যব বাহাব, তাদৃশ ক্রিতিকৃত।

১৪।(২) সূত্রকাব বস্তুতত্ত্বেব সত্তা স্বীকাব কবিযাছেন। তাহাতে বিজ্ঞানবাদী  
বৈনাশিকদের মত আশ্চর্য হব না, ইহা ভাব্যকাব প্রসঙ্গতঃ দেখাইযাছেন। সূত্রেব অবগত তথিযে  
তাৎপৰ্য নাই।

বিজ্ঞানবাদীৰ যুক্তি এই—যখন বিজ্ঞান না থাকে তখন কোন বাহু বস্তুব সত্তাব উপলব্ধি হব  
না, কিন্তু যখন বাহু বস্তু না থাকে তখনও বাহু বস্তুব জ্ঞান হইতে পাবে, যেমন স্বপ্নে রূপবসাদিব  
জ্ঞান হব। অতএব বিজ্ঞান ব্যতীত আব বাহু কিছু নাই, বাহু পদার্থ বিজ্ঞানেব দ্বারা কল্পিত পদার্থ-  
মাত্র। (যে ইন্দ্রিয়বাহু দ্রব্যেব ক্রিযা হইতে জ্ঞান হব তাঁহাই ‘বস্তু’)।

এই যুক্তিৰ মোব এইরূপ—বিজ্ঞান ব্যতীত বাহু সত্তাব জ্ঞান হয় না, ইহা সত্য। কাবণ,  
জ্ঞানশক্তি ব্যতীত কিরূপে জ্ঞান হইবে ? কিন্তু বাহু বস্তু ব্যতীত যে বাহুজ্ঞান হব, ইহা সত্য নহে।  
স্বপ্নে বাহুজ্ঞান হব না, কিন্তু বাহু বস্তুব সংকাবেব জ্ঞান হব। বহির্ভূত ক্রিযাব সহিত ইন্দ্রিয়েব  
সংযোগ না হইলেও যে রূপাদি বাহুজ্ঞান আদৌ উৎপন্ন হইতে পাবে, তাঁহাব উদাহরণ নাই, অদ্বাদ  
কখনও রূপেব স্বপ্ন দেখে না।

বিকল্পমাত্রই বিজ্ঞানবাদীৰ প্রমাণ, কাবণ, সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী আদি বাহু বস্তু যে আছে, তাঁহা  
তাঁহাবা স্বমাহাশ্বেত্ব সকলেব বোধগম্য কবিয়া দেব। তথাপি বস্তুগুণ বাহু মাত্র কতকগুলি বাক্যেব  
দ্বাবা বিজ্ঞানবাদীৰা উহাব অপলাপ কবিতে চেষ্টা কবেন। আধুনিক মাণাবাদীদেব সহিত বিজ্ঞান-  
বাদীৰ এ বিষয়ে ঐকমত্য দেখা যায়। তাঁহাবা বলেন যে, মাণা অবস্তু। যদি শব্দা কবা যায় তবে  
এই প্রশ্নক হইল কিরূপে ? তদুত্তবে তাঁহাবা ‘প্রপঞ্চ নাই, কাবণও অসৎ, তাঁহি কার্ণও অসৎ’  
ইত্যাদি বৈকল্পিক প্রলাপমাত্র বলেন।

পবমার্থ-দৃষ্টিতে ছই পদার্থ স্বীকাব কবা অবশ্যজ্ঞাবী, এক হেয ও অত্র উপাদেয। হেয দুখ ও  
দুঃখহেতু বিকাবী পদার্থ, আর উপাদেয নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, যুক্ত পদার্থ। যতদিন পবমার্থ সাধন  
কবিতে হয, ততদিন হান ও হেয পদার্থ গ্রহণ কবা অবশ্যজ্ঞাবী। পবমার্থ সিদ্ধ হইলে পবমার্থ-দৃষ্টি

থাকে না, হৃদবাং তখন আব্বেষ ও হান থাকে না। অভ্যব তাত্কাব বনিষাছেন, অনাত্ম হেথ পদার্থ পবমার্থতঃ আছেন। পবমার্থ নিহু হইলে বাহা থাকে তাহাব নাম স্বরূপ-ঐষ্টা, তাহা মনেব অগোচব। ‘পুরুষেব বহুঃ এবঃ প্রকৃতিব একঃ’ § ৬ দ্রষ্টব্য।

ভাষ্যম্। কুতশ্চৈতদত্যায্যম্—

বস্তুসাম্যে চিত্তভেদাত্তয়োর্বিত্তক্তঃ পস্থাঃ ॥ ১৫ ॥

বহুচিত্তাবলম্বনীভূতমেকং বস্তু সাধারণং, তৎ খলু নৈকচিত্তপরিকল্পিতং নাপ্যনেক-  
চিত্তপরিকল্পিতং কিন্তু অপ্ৰতিষ্ঠম্। কথম্? বস্তুসাম্যে চিত্তভেদাদ্, ধর্মাপেক্ষং চিত্তস্ত  
বস্তুসাম্যেহপি সূক্ষ্মজ্ঞানং ভবতি, অধর্মাপেক্ষং তত এব তুঃখজ্ঞানম্, অবিজ্ঞাপেক্ষং তত  
এব মুচ্ছজ্ঞানং, সম্যগ্ধর্মানাপেক্ষং তত এব মাধ্যস্ত্যজ্ঞানমিতি। কস্ত তচ্চিন্তেন  
পরিকল্পিতং—ন চান্তচিত্তপরিকল্পিতেনার্থেনান্তস্ত চিত্তোপারাগো যুক্তঃ, তন্মাদ্ বস্তু-  
জ্ঞানয়োঃপ্রাঃপ্রাঃপ্রাঃভেদভিন্নয়োর্বিত্তক্তঃ পস্থাঃ। নানয়োঃ সন্ধবগন্ধোহপ্যস্তি ইতি।  
সাংখ্যপক্ষে পূনর্বস্তু জিগুণং, চলক গুণবস্তুমিতি, ধর্মাদি-নিমিত্তাপেক্ষং চিত্তৈত্তরভি-  
সংবধ্যতে, নিমিত্তানুকূপস্ত চ প্রত্যয়স্তোৎপত্তমানস্ত তেন তেনাশ্বনা হেতুর্ভবতি ॥ ১৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ—কি হেতু উহা (‘বস্তু বাহুল্যশূন্য কিন্তু কল্পনামাত্র’ এই মতের পোষক পূর্বোক্ত  
যুক্তি) অত্যায্য—

১৫। বস্তুসাম্যে (বস্তু এক হইলেও) চিত্তভেদহেতু তাহাদেব (জ্ঞানেব ও বস্তুব) বিতক্ত পস্থা  
অর্থাৎ তাহাবা সম্পূর্ণ বিভিন্ন (১) ॥ হ

বহুচিত্তের আলম্বনীভূত এক সাধারণ বস্তু থাকে, তাহা একচিত্ত-পরিকল্পিতও নহে, অথবা  
বহুচিত্ত-পরিকল্পিতও নহে, কিন্তু অপ্ৰতিষ্ঠ। কিরূপে?—বস্তু এক হইলেও চিত্তভেদহেতু (বস্তুন)  
বস্তুসাম্যেও ধর্মাপেক্ষ চিত্তেব সূক্ষ্মজ্ঞান হয়, অধর্মাপেক্ষ চিত্তেব তাহা হইতে তুঃখজ্ঞান হয়, অবিজ্ঞাপেক্ষ  
চিত্তেব তাহা হইতেই মুচ্ছজ্ঞান হয়, সম্যগ্ধর্মানাপেক্ষ চিত্তেব তাহা হইতেই মাধ্যস্ত্য জ্ঞান হয়। (যদি  
বস্তুকে চিত্তকল্পিত বল, তবে) সেই বস্তু কোন চিত্তেব কল্পিত হইবে? আর, এক চিত্তেব পরিকল্পিত  
বিষয়েব অন্ত চিত্তকে উপবজ্জিত কবাও যুক্তিযুক্ত নহে। সেই কাবণে গ্রাহ ও প্রগ্রহরূপ ভেদেব দাবা  
ভিন্ন বস্তুব ও জ্ঞানেব বিতক্ত পস্থা, (অর্থাৎ) তাহাদেব সাক্ষর্বেব লেশমাত্র পদ্ধও নাই। সাংখ্যমতে  
বস্তু জিগুণ, গুণবতাব নিয়ত বিকাবশীল, আর তাহা (বাহুবস্তু) ধর্মাদিনিমিত্তাপেক্ষ হইবা চিত্ত-  
সকলেব সহিত সন্ধ হয়, এবঃ তাহা নিমিত্তেব অনুরূপ প্রত্যয় উৎপাদন করাতে সেই সেই রূপে  
(ধর্মরূপ নিমিত্তেব অনুরূপ স্ব-প্রত্যয় উৎপাদন কবাতে স্বকব ইত্যাদিরূপে) প্রত্যয়-উৎপাদনেব  
কাবণ হয়।

টীকা। ১৫।(১) পূর্ব শ্লোকে সমস্ত প্রাকৃত বস্তুব কথা বলা হইয়াছে। এই শ্লোকে তদ্ব্যব  
চিত্তেব ও বস্তুব ভেদ স্থাপিত হইতেছে। একটি বাহু বস্তু হইতে ভিন্ন ভিন্ন চিত্তে যখন ভিন্ন

ভিন্ন প্রকারে ভাব হয়, তখন সেই বস্তু এবং চিত্ত বিভিন্ন। তাহারা বিভিন্ন পথে পবিণত হইয়া চলিয়াছে।

স্বপ্নস্থিতিাদি বোধনাব (feeling) দিক্ হইতে উদ্ভাবন দিয়া খেবকম চিত্তেব ও বিষয়েব ভিন্নতা প্রমাণিত হইল, শব্দাদি বিষয়বিজ্ঞানের (perception) দিক্ হইতেও সেইরূপ সর্বচিত্ত-সামান্য, স্তব্ধবা পৃথক্, বাহ্য নভা প্রমাণিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন চিত্তেব যখন এক বস্তু সর্বদা এক ভাবে উৎপাদন কবে, যেমন স্বপ্ন ও আলোকজ্ঞান, তখন চিত্ত এবং বিষয় ভিন্ন। বিষয় যদি চিত্ত-পবিকল্পিত হইত, তাহা হইলে বিভিন্ন চিত্তেব পবিকল্পনা অবশ্যই বিভিন্ন হইত, সর্বচিত্ত-সামান্য বিষয় কিছু থাকিত না।

এইরূপে বিষয় ও চিত্তেব ভেদ স্থাপিত হইলে, পূর্বোক্ত বিজ্ঞানবাদ যে টিকে না, তাহা ভাঙ্গাকাব বিশদভাবে দেখাইয়াছেন। স্বপ্নেব তাত্পর্য স্বতন্ত্রস্থাপনপক্ষে, কিন্তু পবমতখনওনপক্ষে নহে। নীলামদি বিষয়জ্ঞান চিত্তেব পবিণাম বটে, কিন্তু কোন বাহ্য, বিষয়-মূল, জব্য থাকাতেই চিত্ত পবিণত হয়, স্বতঃ পবিণত হইয়া নীলামদি-জ্ঞান উৎপন্ন হয় না।

ভাস্কর্যম্। কেচিদাহঃ জ্ঞানসহজুবেবার্থো ভোগ্যত্বাৎ স্বখাদিবদিতি, ত এতবা ছারা সাধাবণঞ্চ বাধ্যমানাঃ পূর্বোক্তরেমু ক্ষণেযু বস্তুরূপমেবাগ্হবত।

ন চৈকচিত্ততত্ত্বং বস্তু তদপ্রমাণকং তদা কিং জ্ঞাৎ ॥ ১৬ ॥

একচিত্ততত্ত্বং চৈব বস্তু জ্ঞাৎ তদা চিত্তে ব্যগ্রো নিরুদ্ধে বা অকণমেব তেনাপরাহুট্ট-মস্ত্রাণ্যবিববীভূতমপ্রমাণকমগৃহীতবস্তাবকং কেনচিৎ তদানীং কিস্তং জ্ঞাৎ, সবেধ্যমানং চ পুনশ্চিৎতেন কৃত উৎপজ্জত। যে চাস্ত্রাস্তুপস্থিতা ভাগান্তে চাত্ত ন স্ত্যঃ, এবং নাস্তি পৃষ্ঠমিত্যাদয়মপি ন গৃহ্যত। তস্মাৎ স্বতন্ত্রোহর্থঃ সর্বপুরুষসাধাবণঃ, স্বতন্ত্রাণি চ চিত্তানি প্রতিপুরুষং প্রবর্তন্তে, তয়োঃ সম্বন্ধাঙ্গুলিকঃ পুরুষস্ত ভোগ ইতি ॥ ১৬ ॥

ভাস্কর্যমুবাদ—কেহ কেহ বলিয়াছেন, বিষয় জ্ঞানসহজাত, কাবৎ, তাহারা ভোগ্য, যেমন স্বখাদি অর্থাৎ স্বখাদিবা ভোগ্য মানস ভাবমাত্র, শব্দাদিবাও ভোগ্য স্তব্ধবা তাহারও মানস ভাবমাত্র। তাহারা এই প্রকারে বস্তুব জ্ঞাতৃসাধাবণঞ্চ বাধিত কবিবা পূর্ব ও উক্তব ক্ষণে বস্তু-স্বরূপেব লভা অপলাপিত কবেন (তন্মাত এই স্বপ্নেব ছাবা আশেষ হয় না)।

১৬। বস্তু এক চিত্তেব তত্ত্ব বা অধীন নহে, (কেননা) তাহা হইলে যখন সেইটি অপ্রমাণক অর্থাৎ জ্ঞানেব অগোচর হইবে, তখন তাহা কি হইবে? (১) হ

যদি বস্তু একচিত্ততত্ত্ব হয়, তবে চিত্ত ব্যগ্র (অজ্ঞানস্ব) হইলে বা নিরুদ্ধ হইলে, সেই চিত্ত-কর্তৃক বস্তুব স্বরূপ অপরাহুট্ট হওয়াব অন্তেব অবিববীভূত, অপ্রমাণক বা সকলেব ছাবা অগৃহীত-অভাব (২) হইবা তখন তাহা কি হইবে? আব, তাহা চিত্তেব সহিত পুনবাব সম্বধ্যমান হইবা কোথা হইতেই বা উৎপন্ন হইবে? আব, বস্তুব যে সজ্জাত অংশসকল তাহাবাও থাকিতে পাবে না। এইরূপে যেমন ‘পৃষ্ঠ নাই’ বলিলে ‘উদর নাই’ বুঝায (সেইরূপ অজ্ঞাত ভাগ না থাকিলে জ্ঞাত ভাগ বা জ্ঞানও অসং হইরা পড়ে)। সেইকারণ অর্থ সর্বপুরুষসাধাবণ ও স্বতন্ত্র; আর, চিত্তসকলও

দত্ব এবং প্রতিপুরুষেব ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রত্যবস্থিত আছে। তদ্বৎসেব ( চিত্তেব ও অর্পণে ) নহদ্ব হইতে যে উপলব্ধি তাহাই পুরুষেব বিবয়ভোগ।

টীকা। ১৬।(১) এই বৃত্তটি বৃত্তিকার ভোজসেব গ্রহণ কবেন নাই। সম্ভবতঃ ইহা ভাস্ত্রেবই অংশ। ইহাব দ্বাৰা সিদ্ধ কৰা হইয়াছে যে, বস্ত্ত সৰ্বপুরুষশাৰাবণ ; যার, চিত্ত প্রতিপুরুষেব ভিন্ন ভিন্ন। কারণ, বাহু বস্ত্ত বহু জ্ঞাতাব সাধারণ বিবয়, তাহা একচিত্ততত্ত্ব বা একচিত্তেব দ্বাৰা কল্পিত নহে। কিন্তু তাহা বহু চিত্তেব দ্বাৰাও কল্পিত নহে। কিন্তু বস্ত্ত ও চিত্ত বপ্রতিষ্ঠ ও দত্বভাবে পৰিণাম অল্পভব কবিধা বাইতেছে।

১৬।(২) বিষয়কে একচিত্ততত্ত্ব বলিলে তাহা যখন জ্ঞানমান না হয়, তখন তাহা কি হয় ? বস্ত্ত যদি চিত্তেব কল্পনামাত্র হয়, তবে চিত্তেব সেই কল্পনা না থাকিলে বস্ত্তও থাকে না। কিন্তু তাহা হয় না। শূন্যবাদী যখন শূন্যকল্পনা করিতে কবিত্তে চলেন তখন তাঁহার মন্তক যদি কোন কঠিন দ্রব্যে আবৃত হয়, তখন তিনি কি বলিবেন তাঁহাব কল্পনা হইতেই ঐ কঠিন পদার্থ উদ্ভূত হইয়াছে ? আব, তদীয় ভ্রাতৃগণেরও সেই স্থানে সাধাব সাধাব লাগিলে তাঁহারাও কি সেই স্থানে আলিনা অল্পকণ কল্পনাব দ্বাৰা সেই কঠিন বিবয় স্রজন কবিবেন ? বিশেষতঃ দ্রব্যেব উপস্থিত বা জ্ঞাবমান ভাগ এবং অল্পপস্থিত বা অজ্ঞাত ভাগ আছে। যদি বিবয় জ্ঞান-সহজ হয়, তবে সেই অজ্ঞাত ভাগ কিরূপে থাকিতে পারে ?

পবস্ত্ত বহু চিত্তেব দ্বাৰা এক বস্ত্ত কল্পিত, এইরূপ সিদ্ধান্তও সমীচীন নহে। বহু চিত্ত কেন একরূপ বিষয়েব কল্পনা কবিবে তাহার হেতু নাই, এবং পূৰ্বোক্ত দোষও তাহাতে আলে। সাধাবণ সৌবেব নিষ্কট এইরূপ মত ( বিবয়েব চিত্তকল্পিতত্ব ) হান্ত্রাশঙ্ক হইবে, কারণ, স্বভাবতঃ প্রাণীবা বিবয়কে ও নিজেকে পৃথক্ নিশ্চয় কবিয়া রাখিয়াছে। বিজ্ঞানবাদী ও সাধাবাদী তাহা ভ্রান্তি বলিনা ঐ ঐ দৃষ্টিব দ্বাৰা ভগ্নভব বুঝাইতে যান। উহা কেন ভ্রান্তি ? তদ্বৎসেব ঐ দুই বাদীবাই বলিবেন যে, উহা আগামেব আগমে আছে।

বিজ্ঞানবাদী মনে কবেন, যখন বৃত্ত রূপকল্পকে অনংকারণক বা মূলতঃ শূন্য বলিয়া গিয়াছেন, আব বিজ্ঞানেব নিবোধে সন্ত নিবোধ বা শূন্য হয় বলিবাছেন, তখন যেকোন প্রকারে হউক বাহেব শূন্য দেখাইতেই হইবে। সাধাব বিজ্ঞাননিবোধ হইলেও যদি বাহু পদার্থ থাকে, তবে তাহা শূন্য হইবে কিরূপে ? তাহা ববাববই থাকিবে ; ইত্যাদি প্রয়োজনই বিজ্ঞানবাদ আদিব কাৰা তাঁহাবা ঐ বিবয় বুঝাইতে যান।

আৰ সাধাবাদীবা ( বৌদ্ধ সাধাবাদীও আছেন ) মনে কবেন ভগৎ সংকারণক। সেই সং পদার্থ অবিকাবি-ব্রহ্ম। তাঁহা হইতেই বিকাবশীল ভগৎ। ব্রহ্ম বিকারী নহেন, অতএব ভগৎ নাই। কিন্তু একেবাবে নাই বলিলে হান্ত্রাশঙ্ক হইতে হয়, স্বভাবতঃ কল্পনামাত্র বলিয়া সন্দতি কবিবাব চেষ্টা কবেন।

নাথথ্যেব সেইরূপ প্রয়োজন নাই, তাঁহারা দৃশ্য ও শ্রুত পদার্থকে সং বলেন। তন্মধ্যে দৃশ্য বা প্রাপ্ত পদার্থ বিকাবশীল সং এবং শ্রুত অবিকারী সং। শ্রুত ও দৃশ্বেব বিভ্রামূলক বিয়োগট পদার্থ-সিদ্ধি। দৃশ্বেবও দুই ভাগ ব্যবসায় ও ব্যবসেব। তন্মধ্যে ব্যবসাব বা গ্রহণ প্রতিপুরুষে ভিন্ন ভিন্ন, আব ব্যবসেব বা শব্দাদি বহু জ্ঞাতাব সাধাবণ বিবয়। গ্রহণ এবং গ্রাহ্যেব নহিত নহদ্ব হইলেই বিবয়জ্ঞানরূপ ভোগ সিদ্ধ হয়।

তদুপরাগাপেক্ষিত্বে বস্তু জ্ঞাতাজ্ঞাতম্ ॥ ১৭ ॥

ভাষ্যম্ । অয়ং স্তম্ভমণিকল্পা বিষয়া অয়ং স্তম্ভমণিকল্পং চিত্তমভিসম্ব্যাপ্যবশ্যম্ভিত্তি, যেন চ বিষয়েণোপবস্তুং চিত্তং স বিষয়ে জ্ঞাতস্ততোহিত্তঃ পুনঃজ্ঞাতঃ । বস্তুনো জ্ঞাতাজ্ঞাত-  
স্বরূপত্বাৎ পৰিণামি চিত্তম্ ॥ ১৭ ॥

১৭। (বাস্তবজ্ঞানেব জ্ঞাত) বস্তুব দ্বাৰা উপবাস্তবে অথেনা আকাষ বাহু বস্তু চিত্তেব জ্ঞাত ও  
অজ্ঞাত হয় ॥ ২

জ্ঞানানুবাদ—বিষয়সকল অবস্থান্ত মণিব স্তম্ভ, তাহাৰা লৌহেব সদৃশ চিত্তকে আকৃষ্ট কৰিবা  
উপবস্তুত কৰে । চিত্ত যে-বিষয়ে উপবস্তু হয় সেই বিষয় জ্ঞাত, আৰু তদ্বিষয় বিষয় অজ্ঞাত । বস্তু  
জ্ঞাতাজ্ঞাত-স্বরূপত্ব-হেতু চিত্ত পৰিণামী (১) ।

টীকা । ১৭।(১) বিষয় চিত্তকে আকৃষ্ট কৰে বা পৰিণামিত কৰে, অবস্থান্ত যেকণ  
লৌহকে আকৃষ্ট কৰে, সেইৰূপ । বিষয়েব মূল শব্দাদি জিহা, তাহাৰা ইন্দ্রিয়প্রাণী দ্বিধা প্রবিষ্ট  
হইবা চিত্তস্থানে থাইবা চিত্তকে পৰিণামিত কৰে । বিষয় চিত্তকে বস্তুতঃ শব্দীয়েব বাহিৰে আনে  
না, তৰে বৃত্তি হইলে তাহা বাহু-বিষয়ক বৃত্তি হয়, ততৰাং বিষয় চিত্তকে বহির্মুখ কৰে (বৃত্তি  
দ্বাৰা) এইৰূপ বলা সঙ্গত । সত্যতবে চিত্ত ইন্দ্রিয়-দ্বাৰ দ্বিধা বাহিৰে থাইবা বিষয়ে বৃত্তিলাভ কৰে,  
ইহা সত্য নহে । অধ্যাত্মত চিত্ত অনধ্যাত্ম দ্ব্যেব অবস্থান কৰিতে পাৰে না, ততৰাং চিত্ত ত্ৰিপ্রাশ্রয়  
হইবা বাহিৰে থাকিতে পাৰে না । অধ্যাত্মপ্রদেশেই চিত্তেব ও বিষয়েব মিলন হয়, এবং তথা  
চিত্তেব পৰিণাম হয় । চিত্তস্থানকে কল বলা বাহু, তথাং বিষয় উদ্ধৃত ও লীন হয় । “যতো নিৰ্গতি  
বিষয়ে যস্মিন্শ্চৈব বিলীষতে । ক্লমং তদ্বিভানীযান্ননসঃ স্থিতিকাবশম্ ॥” (সৰ্বাধিষ্ঠাতৃত্ব ভাব  
হইলে তখন বিশ্বক্লমে অধিষ্ঠান হয়) । উপবাস্তবে অৰ্থাৎ বৈষয়িক জিহাৰ দ্বাৰা চিত্তেব সক্রিয়  
হওয়াব অপেক্ষা আছে বলিবা কোন বিষয় জ্ঞাত ও কোন বিষয় (বাহু অল্পবস্তুত) অজ্ঞাত হয়,  
অৰ্থাৎ চিত্তেব জ্ঞানান্তব হয় ।

চিত্তেব বিষয় হইবাৰ বস্তু পৃথক্ভাবে আছে । তাহাৰা কখন কখন যথায়োগ্য কাৰণে  
সম্বন্ধ হইবা চিত্তকে উপবস্তুত বা আকাষিত কৰে । তাহাতে চিত্তে সেই বিষয়েব জ্ঞান হয়,  
নচেৎ বস্তু থাকিলেও চিত্তে তাহাৰ জ্ঞান হয় না । অতএব সৎ রূপ স্বতন্ত্ৰ চৈতন্য বিষয় কখন জ্ঞাত  
এবং কখন অজ্ঞাত হয় । ইহাৰ দ্বাৰা চিত্তেব জ্ঞানান্তস্বরূপ পৰিণামিত্ব সিদ্ধ হয় অৰ্থাৎ অল্প স্বতন্ত্ৰ  
সম্বন্ধ জিহাৰ দ্বাৰা চিত্তেব বিকাষ হয় (২।২০ সূত্ৰেব টীকা দ্রষ্টব্য) । ইহা অল্পভবন্য বিষয় ।

ভাষ্যম্ । যন্ত তু তদেব চিত্তং বিষয়স্তন্ত—

সদা জ্ঞাতাশ্চিদ্ভবন্ততঃপ্রভোঃ পুরুষস্তাহপরিণামিত্বাৎ ॥ ১৮ ॥

যদি চিত্তবৎ প্রভুবাপি পুরুষঃ পৰিণমেত ততস্তদ্বিষয়াশ্চিদ্ভবন্ততঃ শব্দাদিবিষয়বজ্  
জ্ঞাতাজ্ঞাতাঃ স্যুঃ, সদাজ্ঞাতত্বং তু মনসঃ তৎপ্রভোঃ পুরুষস্তাহপরিণামিত্বম্ভাৱপন্নতি ॥ ১৮ ॥



ভাষ্যানুবাদ—বাহাব আবাব সেই চিত্ত বিষয় সেই—

১৮। চিত্তেব প্রভু পুরুষের অপবিণামিহহেতু চিত্তবৃত্তিগণ সর্বদাই জ্ঞাত বা প্রকাশ্য ॥ নৃ

যদি চিত্তেব জ্ঞাব তৎপ্রভু পুরুষও পবিণাম প্রাপ্ত হইতেন, তবে তাঁহাব প্রকাশ্য যে চিত্তবৃত্তিগণ তাহাবাও শব্দাদি-বিষয়েব জ্ঞাব জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত হইত। কিন্তু মনেব সদ্ব্যপ্রকাশ্য তাহাব প্রভু পুরুষেব অপবিণামিত্তকে অহুমাণিত কবে (১)।

টীকা। ১৮।(১) চিত্তেব বিষয় জ্ঞাতাজ্ঞাত কিন্তু পুরুষ-বিষয় যে চিত্ত, তাহা সদাজ্ঞাত। চিত্তেব বৃত্তি আছে অথচ তাহা জ্ঞাত হয় না, এইরূপ হওয়া সম্ভব নহে। ২।২০(২) টীকায় ইহা লম্বাক্ দর্শিত হইয়াছে। প্রমাণাদি যেকোন বৃত্তি হউক না, তাহা 'আমি জানিতেছি' এইরূপে অহুভূত হয়, সেই 'আমি' গ্রহীতা বা শৌর্য-প্রত্যয়, তাহা সদাই পুরুষেব দ্বাবা দৃষ্ট। পুরুষেব দ্বাবা অদৃষ্ট কোন প্রত্যয় হইতে পারে না। প্রত্যয় হইলেই তাহা দৃষ্ট হইবে। প্রত্যয় আছে অথচ তাহা জ্ঞাত নহে, এইরূপ হওয়া সম্ভব নহে বলিয়া পুরুষ-বিষয় যে চিত্ত তাহা সদাজ্ঞাত। (চিত্ত এখানে প্রত্যয়মাত্র)।

পুরুষকপ জ্ঞানশক্তিয যদি কিছু বিকাব থাকিত, তবে এই সদাজ্ঞাতষেব ব্যতিচাব হইত। জ্ঞানশক্তিয বিকাব অর্থে জ্ঞ ও অজ্ঞ ভাব। সুতরাং তাহা হইলে চিত্তেব সদাজ্ঞাতত্ব থাকিত না—কোনটা জ্ঞাতচিত্ত, কোনটা বা অজ্ঞাতচিত্ত হইত। কিন্তু চিত্তেব সেকপ অবস্থা কল্পনীয়ও নহে। এইকপে চিত্তেব পবিণামিহ ও পুরুষেব অপবিণামিহহেতু উভয়েব ভেদ সিদ্ধ হয়।

শব্দাদিকপে পবিণত হওয়াই চিত্তেব বিষয়। শব্দাদি-জিবা ইন্দ্রিয়কে জিবাশীল কবে, তদ্বাবা চিত্ত লক্ষ্য হয়, তাহাই বিষয়-জ্ঞান। বৃত্তি আছে অথচ তাহা দৃষ্ট বা জ্ঞাতপ্রকাশিত নহে এইকপ হইতে পারে না। জ্ঞাতপ্রকাশ্য বৃত্তি যদি অজ্ঞাত হইত, তবে জ্ঞা কখন জ্ঞা কখন অ-জ্ঞা বা পবিণামী হইতেন। অর্থাৎ পুরুষেব যোগে বৃত্তি জ্ঞাত হয় দেখা যায়, পুরুষেব যোগও আছে অথচ বৃত্তি জ্ঞাত হইতেছে না এইকপ যদি দেখা যাইত তবে পুরুষ জ্ঞা ও অ-জ্ঞা বা পবিণামী হইতেন।

ভাষ্যম্। শ্রাদাশব্দা চিত্তমেব স্বাভাসং বিষয়াভাসং চ ভবিষ্যতি, অগ্নিবৎ—

ন তৎ স্বাভাসং দৃশ্যত্বাৎ ॥ ১৯ ॥

যথেষ্টবাণীন্দ্রিয়াণি শব্দাদয়শ্চ দৃশ্যত্বান্ন স্বাভাসানি তথা মনোহপি প্রত্যেতব্যম্। ন চাগ্নিরত্র দৃষ্টান্তঃ, ন হ্যগ্নিবাস্বকপমপ্রকাশং প্রকাশযতি, প্রকাশশ্চায়ং প্রকাশপ্রকাশক-সংযোগে দৃষ্টঃ, ন চ স্বকপমাত্রেহস্তি সংযোগঃ। কিঞ্চ স্বাভাসং চিত্তমিত্যপ্রোহ্যমেব কশ্চিদিতি শব্দার্থঃ, তদ্ব্যথা স্বান্নপ্রতিষ্ঠমাকাশং ন পবপ্রতিষ্ঠমিত্যর্থঃ। স্ববুদ্ধিপ্রচাব-প্রতিসংবেদনাৎ সত্ত্বানাং প্রবৃত্তিদৃশ্যতে ক্রুদ্ধোহহং ভীতোহম্, অমূহ মে রাগোহমূহ মে ক্রোধ ইতি, এতৎ স্ববুদ্ধেরপ্রথণে ন যুক্তমিতি ॥ ১৯ ॥

ভাষ্কানুবাদ—আশঙ্কা হইতে পাবে, চিত্ত স্বপ্রকাশ এবং বিষয়প্রকাশ, যেমন, অগ্নি (কিন্তু)—

১০। তাহা (চিত্ত) দৃষ্টমহেতু স্বপ্রকাশ নহে । হ

যেমন অন্তঃস্থ ইন্দ্রিয়গণ এবং শব্দাদি বা দৃষ্টমহেতু স্বাভাস নহে, সেইরূপ মনকেও জানিতে হইবে। এখানে অগ্নি দৃষ্টান্ত হইতে পাবে না, ( কেননা ) অগ্নি অপ্রকাশ আত্ম-স্বরূপকে প্রকাশ কবে না। অগ্নি যে প্রকাশ তাহা প্রকাশ ও প্রকাশকেব সংযোগ হইতে হয় দেখা যায়, অগ্নি স্বরূপমাত্রে এই সংযোগ নাই। কিন্তু 'চিত্ত স্বাভাস' বলিলে তাহা 'অপব কাহাবৎ প্রাক নহে' ইহাই শব্দার্থ হইবে। যেমন স্বাত্মপ্রতিষ্ঠা আকাশ অর্থে পবপ্রতিষ্ঠা নহে, সেইরূপ। পবন্ত চিত্ত গ্রাহ্য-স্বরূপ, যেহেতু স্বচিত্তব্যাপ্যবৈ প্রতিভাবৈদ্যন ( অহুভব ) হইতে প্রাপ্তিদেব প্রবৃত্তি দেখা যায়, ( যেমন ) 'আমি ক্রুদ্ধ', 'আমি ভীত', 'ঐ বিষয়ে আমার বাগ আছে', 'উহাব উপব আমার কোষ আছে' ইত্যাদি। স্ববুদ্ধি যদি অগ্রাহ ( অহলক্ষ্য গ্রাহীতাব ) হইত তবে ঐরূপ ভাব লভ্যবণ হইত না ( ১ )।

টীকা। ১০। (১) চিত্ত বা বিজ্ঞান স্বাভাস নহে, যেহেতু তাহা দৃষ্ট। বাহ্য দৃষ্ট তাহা দৃষ্ট হইতে অত্যন্ত পৃথক্। দৃষ্টাব আবার দৃষ্ট হইতে পাবে না বলিয়া দৃষ্ট স্বাভাস, কিন্তু দৃষ্ট সেরূপ নহে, দৃষ্ট অচেতন। 'আমি' চেতন বলিয়া জ্ঞান হয়, কিন্তু আমার দৃষ্ট শব্দাদি জ্ঞান ও ইচ্ছাদি ভাব অচেতন বলিয়া অহুভূত হয়। বাহ্য স্ববোধ, তাহা আমিষেব প্রত্যক্ষরূপ চেতন অংগ। যে সব পদার্থ 'আমাব' বলিয়া অহুভূত হয় তাহাতে বোধ নাই, তাহাবা বোধ্য। চিত্ত সেইরূপ বোধ্য বলিয়া স্বাভাস বা স্ববোধ-স্বরূপ নহে। চিত্ত কেন বোধ্য ? যেহেতু এইরূপ অহুভব হয় যে—'আমাব বাগ আছে', 'আমি ভীত', 'আমি ক্রুদ্ধ' ইত্যাদি। বাগ, ভব, কোষ আদি চিত্তপ্রত্যয় এইরূপে বোধ্য বা দৃষ্ট হয়, সূতবাং তাহা দৃষ্ট নহে। দৃষ্ট নহে বলিয়া স্বাভাস নহে।

শঙ্কা হইতে পাবে, বাগাদি বৃত্তিকে চিত্তই জানে, অতএব চিত্তও স্বাভাস। তদন্তবে বক্তব্য, আগাদেব অহুভব হয় যে 'আমি জানি'। অতএব যদি বল যে বাগাদিকে চিত্তই জানে, তবে সেই চিত্ত হইবে 'আমি'। আমি 'জাতা' সূতবাং চিত্তেব একাংগ জাতা ও অন্তাংগ বাগাদি জ্ঞেয় হইবে। 'আমি জাতা' ইহা আবার কে জানে ?—অতঃপব এই প্রশ্ন হইবে। তদন্তবে বলিতে হইবে, 'আমিই জানি আমি জাতা।' অতএব আগাদেব মধ্যে এইরূপ অংগ স্বীকার কবিত্তে হইবে বাহ্য নিজেকেই নিজে জানে। তাহা বাগাদি অচেতন চিত্তাংগ হইতে বিলক্ষণতাহেতু সম্পূর্ণ পৃথক্ হইবে, অতএব স্বাভাস বিজ্ঞাতা অবশ্য স্বীকার্য হইবে। কিন্তু তাহা সিদ্ধবোধ হইবে, আব, বিজ্ঞান জায়মানতা বা লভ্য বোধ। 'জানা'-রূপ ক্রিয়াই বিজ্ঞান, আব বিজ্ঞাতা জ্ঞ-মাত্র। এইরূপে দৃষ্ট হইতে দৃষ্টাব পৃথক্ সিদ্ধ হয়।

স্ববুদ্ধি লোকেরা চিত্তকেই স্বাভাস ও বিষয়াভাস বলে। যদি জিজ্ঞাসা করা যায় তাহাব ( উভয়াভাসেব ) উদাহরণ কোথায় ? তখন বলে, অগ্নি তাহাব উদাহরণ, যেমন অগ্নি নিজেকে প্রকাশ কবে, এবং অন্ত্র দ্ব্যয়কেও প্রকাশ কবে, চিত্তও সেইরূপ। ইহা কিন্তু কাল্পনিক উদাহরণ। অগ্নি নিজেকে প্রকাশ কবে ইহাব অর্থ কি ? তাহাব অর্থ—অন্ত্র এক চেতন জাতাব আলোকজ্ঞান হয়। অগ্নি অপবকে প্রকাশ কবে তাহাব অর্থ—অপব দ্ব্যয়ে পতিত আলোককেব জ্ঞান হয়। ফলতঃ এখানে প্রকাশক চেতন গ্রাহীতা আব প্রকাশ্য আলোক বা তেজোভূত। সব জ্ঞান যেরূপ এই দৃষ্টযোগে হয়, উহাও তরূপ। উহা স্বাভাস ও বিষয়াভাসেব উদাহরণ নহে। অগ্নি যদি 'আমি

অগ্নি' এইরূপ ভাবে স্বরূপে প্রকাশ কবিত, এবং জ্ঞেয় বস্তু বিষয়েও প্রকাশ কবিত বা জ্ঞানিত, তবে তাহা উদাহার্য হইত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে অগ্নিব স্বরূপের সহিত কিছু সন্দেহ নাই, কেবল কল্পনায় অগ্নিকে চেতনব্যক্তিব্যবস্থার উদাহরণ কল্পিত হইয়াছে। (ইহা বৈশাখিক মত)।

### একসময়ে চোভয়ানবধারণম্ ॥ ২০ ॥

ভাষ্যম্। ন চৈকগ্নিন্ অগ্নে স্ব-পবকপাবধাবণং যুক্তম্। কণিকবাদিনো যদ্ ভবনং সৈব জিহ্বা তদেব চ কাবকমিত্যভ্যুপগমঃ ॥ ২০ ॥

২০। কিঞ্চ (চিত্ত স্বাভাস নহে বলিয়া) এক সময়ে উভয়েব (জ্ঞাতৃত্ব চিত্তেব ও বিষয়েব) অবধাবণ হয় না ॥ হ

ভাষ্যানুবাদ—একক্ষেপে স্বরূপ ও পবরূপ (১) (উভয়ের) অবধাবণ হওয়া যুক্ত নহে। কণিকবাদীদেব মতে তাহা উৎপত্তি তাহাই জিহ্বা আর তাহাই কাবক (স্বত্বাং তদ্ব্যক্তে কাবক জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বা উৎপন্ন ভাব এই উভয়ের জ্ঞান বা জিহ্বা এক সময়ে হওয়া উচিত, তাহা না হওয়াতে চিত্ত স্বাভাস নহে)।

টীকা। ২০।(১) চিত্ত যে বিষয়ভাস তাহা শিদ্ধ নত্যা, তাহাকে স্বাভাস বলিলে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় দুই-ই বলা হয়। উভয়ভাস হইলে একক্ষেপে নিরূপণ বা জ্ঞাতরূপ ('আমি জ্ঞাতা' এইরূপ) এবং বিষয়রূপ এই উভয়েব অবধাবণ হইবে, কিন্তু তাহা হয় না; অবধাবণ একক্ষেপে উভয়ের দ্ব্যে এক পদার্থেবই হয়। যে চিত্তব্যাপ্যবেব দ্বারা বিষয়েব জ্ঞান হয় তদ্বারা জ্ঞাতৃত্ব চিত্তেব ও জ্ঞান হয় না। জ্ঞাতৃত্ব চিত্তজ্ঞানেব এবং বিষয়জ্ঞানেব ব্যাপ্যাব পৃথক্। ঐ দুই জ্ঞান একক্ষেপে হয় না বলিয়া চিত্ত স্বাভাস নহে। চিত্তকে স্বাভাস বলিলে জ্ঞাতা বলা হয়, অতএব চিত্তেব স্বরূপ অর্থে 'আমি জ্ঞাতা' এইরূপ ভাব, পবরূপ অর্থে 'জ্ঞেয়রূপ' ভাব।

অতদ্বারা কণিকবিজ্ঞানবাদীদের পৃথক্ নিবৃত্ত হয় তাহা ভাষ্যকার দেখাইয়াছেন। তাঁহাদেব মতে জিহ্বা, কাবক ও কাঁচ তিনই এক, কাবক, চিত্তবৃত্তি কণস্থায়ী ও মূলশূন্য বা নিরূপণ দর্শ্য জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় তিনই তদ্ব্যক্ত এক। তাঁহারা বলেন, "ত্বত্ত্বির্বেবাং জিহ্বা সৈব কাবকঃ" সৈব চোচ্যতে।"

আত্মজ্ঞান-ক্ষেপে বিষয়জ্ঞান এবং বিষয়জ্ঞান-ক্ষেপে আত্মজ্ঞান হওয়া যুক্ত নহে। কিন্তু বিজ্ঞানবাণে চিত্ত বস্তু এককণিক, আব জ্ঞাতা, জ্ঞানজিহ্বা ও জ্ঞেয় (ত্বত্ত্বি) বস্তু তদ্ব্যক্ত, তখন নিভরূপে ('আমি জ্ঞাতা' এই রূপে) এবং জ্ঞেয়কে বা পররূপকে (বিষয়রূপকে) ভানার অবদন হওয়া দস্তাবনা নাই।

অতএব চিত্ত বৃগুণ জ্ঞাত-প্রকাশক ও বিষয়ভাসক নহে বলিয়া স্বাভাস নহে; পরন্তু তাহা দৃষ্ট। তাহাই বিষয়কাব পবিণত হন ও বিষয়রূপে দৃষ্ট হয়। জ্ঞাতরূপকে অমব্যবস্থানের দ্বারা জানা যাব বলিয়া তাহা (জ্ঞাতরূপ) ব্যাপ্যাব-বিশেষ, তাহা নির্ব্যাপ্য 'ভানামাত্র' বা স্বাভাস নহে।

ব্যাপ্যবহীন স্বাভাস পদার্থ স্বীকাৰ কৰিলে অপৰিণামী চিত্তশক্তিকে স্বীকাৰ কৰা হয়। যাহা ব্যাপ্যবৈৰ ফল, তাহা স্বভাসিদ্ধ বোধ নহে।

এখানকাৰ বুদ্ধি এইৰূপ—চিত্ত স্বাভাস না হইলেও তাহাকে স্বাভাস বলিলে তাহাকে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় দুই-ই বলা হইবে এবং একক্ষণে দুই ভাবেৰ অবধাৰণ হওবা উচিত হইবে। কিন্তু তাহা হয় না বলিষা চিত্ত স্বাভাস নহে।

ভাস্ত্ৰম্। স্ত্ৰাস্ত্ৰিঃ স্ববসনিকঙ্ক চিত্তং চিত্তান্তবেণ সমনন্তবেণ গৃহ্যত ইতি—

চিত্তান্তরদৃশ্যে বুদ্ধিবুদ্ধিরতিপ্রসঙ্গঃ স্মৃতিসঙ্করশ্চ ॥ ২১ ॥

অথ চিত্তং চেচ্চিত্তান্তবেণ গৃহ্যত বুদ্ধিবুদ্ধিঃ কেন গৃহ্যতে, সাপ্যন্তরা সাপ্যন্তয়ে-  
ত্যতিপ্রসঙ্গঃ। স্মৃতিসঙ্করশ্চ যাবন্তো বুদ্ধিবুদ্ধীনামন্তুভবান্তাবত্যঃ স্মৃতয়ঃ প্রাপ্তবন্তি,  
তৎসঙ্করান্চৈকস্মৃত্তানবধাৰণং চ স্ত্ৰাং।

ইত্যেবং বুদ্ধিপ্রতিসংবেদিনং পুরুষমপলপন্তি বৈনাশিকৈঃ সৰ্বমেবাকুলীকৃতং, তে তু  
ভোক্তৃস্বরূপং যত্র কচন কল্পযন্তো ন স্ত্র্যবেন সঙ্গচ্ছন্তে। কেচিৎ সত্বমাত্রমপি পবিকল্প্য  
অস্তি স সত্বো য-এতান্ পঞ্চসঙ্করান্ নিঃক্ষিপ্যাত্মাংশ্চ প্রতিসন্দর্শাতীত্যুক্তা। তত এব  
পুনঃস্মৃতি। তথা সঙ্করানং মহানির্বেদায় বিবাগবান্নংগাদায় প্রশান্তয়ে গুবোবন্তিকে  
ব্রহ্মচর্যং চবিদ্যামীত্বাত্মা। সত্বস্ত পুনঃ সত্বমেবাংগুভবতে। সাংখ্য-যোগাদয়স্ত প্রবাদাঃ  
অশব্দেন পুরুষমেব স্মিনিং চিত্তস্ত ভোক্তাবমুপবন্তি, ইতি ॥ ২১ ॥

ভাস্ত্ৰানুবাদ—( চিত্ত স্বাভাস না হইলেও ) এই স্তত ( স্বার্থ )-হইতে পাবে যে—বিনাশস্বভাব  
চিত্ত পৰোপন্ন অত্র এক চিত্তেব ( ১ ) প্রকাশ। কিন্তু—

২১। চিত্ত চিত্তান্তবেব প্রকাশ হইলে, চিত্তপ্রকাশক চিত্তেব অনবস্থা হব, আৰ স্মৃতিসঙ্করও  
হয় ॥ ২

চিত্ত যদি চিত্তান্তবেব দ্বারা প্রকাশিত হয় ( তবে সেই ) চিত্তেব প্রকাশক চিত্ত আবার কিসেব  
দ্বারা প্রকাশ হইবে ? ( অত্র এক চিত্ত তৎপ্রকাশক এইরূপ বলিলে ) তাহাও আবার অত্র চিত্তেব  
প্রকাশ হইবে, আবার ইহাও অত্র চিত্তেব প্রকাশ হইবে, এইরূপে অনবস্থা বা অতিপ্রসঙ্গদোষ  
উপস্থিত হইবে। স্মৃতিসঙ্করও হইবে—যতগুলি চিত্তপ্রকাশক চিত্তেব অন্তৰ্ভব হইবে, ততগুলি স্মৃতি  
হইবে, তাহাদেব সাক্ষর্যহেতু কোন একটি স্মৃতিব বিভক্তরূপে অবধাৰণ হইবে না।

এইরূপে বুদ্ধিব প্রতিসংবেদী পুরুষেব অপলাপ কৰিষা বৈনাশিকোৱা সমস্ত আত্মলীকৃত বা  
বিপর্যস্ত কৰিষাছেন। তাঁহাবা যে-কোন বস্তুকে ভোক্তৃ-স্বরূপ বঙ্গনা বৰাতে স্ত্র্যমার্গে গমন কৰেন  
না। কেহবা ( শুকসন্তানবাদী ) সত্বমাত্র কল্পনা কৰিষা বলেন যে, 'এক সত্ব আছে, যাহা এই  
( সাংসাৰিক ) পঞ্চসঙ্কর ভাগ কৰিষা ( মুক্তাবস্থায় ) অত্র সঙ্করসকল অন্তৰ্ভব কৰে' এইরূপ বলিষা তাহা  
হইতেও পুনশ্চ ভীত হন। সেইরূপ ( অপৰ কেহ অৰ্থাৎ স্ত্র্যবাদী ) সঙ্করসকলে মহানির্বেদেব জন্ত,

বিবাহেব জন্ম, অহংপত্তিব জন্ম ও প্রশান্তিব জন্ম গুরুব সমীপে ব্রহ্মচর্যাচরণ কৰিব বলিবা পুনশ্চ সম্ভেব সন্তাও অপলাপিত কৰেন। সাংখ্যযোগাদি এবাদ (প্রকৃষ্ট উক্তি)-সকল স্ব-শব্দেব দ্বাৰা চিত্তেব ভোক্তা স্বামী পুরুষকে প্রতিপন্ন কৰেন (২)।

টীকা। ২১।(১) বুদ্ধি ও পুরুষেব বিবেক বা পৃথক্-জ্ঞানই হানোপাৰ। তাহা আপমেব দ্বাৰা ও অহমান্বেব দ্বাৰা জানিয়া, পৰে সমাধিবলে সাক্ষাৎ কৰিলে তৰেই সম্যক্ বিবেকখ্যাতি হয়। তৎকাল সূত্ৰকাব চিত্ত ও পুরুষেব ভেদ যুক্তিদ্বাৰা এইসকল সূত্ৰে প্রদৰ্শন কৰিযাছেন। চিত্তেব স্বাভাসম্ব অনিচ্ছ ইহল বটে, কিন্তু যদি বলা যায় যে, এক চিত্তেব ব্রহ্মা, আৰ এক চিত্তবুদ্ধি, তাহাও সন্দত হইতে পাবে এবং তাহাতে পুরুষস্বীকাৰেব প্রয়োজন হয় না, দেখাও যায় যে, পূৰ্ব চিত্তকে পৰবৰ্তী চিত্তেব দ্বাৰা জানি—যেমন, ‘আমাৰ বাগ হইযাছিল’ ইহাতে পূৰ্বকাব বাগচিত্তকে বৰ্তমান চিত্তেব দ্বাৰা জানিতেছি।

এই মত যে সমীচীন নহে, তাহা সূত্ৰকাব দেখাইযাছেন। যদি পূৰ্বক্ষণিক ও পরক্ষণিক চিত্তকে একই চিত্তেব বিভিন্ন ধৰ্ম বলা যায়, তাহা হইলে এক চিত্ত আৰ এক চিত্তেব ব্রহ্মা এইরূপ বলা সন্দত হয় না। কাৰণ, চিত্ত একই হইলে এবং তাহা স্বাভাস না হইলে, তাহা সন্দাই দৃষ্ট হইবে, কদাপি ব্রহ্মা হইবে না।

তবে যদি প্রতিক্ষণেব চিত্তকে পৃথক্ ধৰা যায়, তৰেই উপৰি উক্ত আশঙ্কা উপহাসিত কৰা যাইতে পাবে। কিন্তু তাহাতে গুরু-মোৰ হয়, এক চিত্তকে পূৰ্ববৰ্তী পৃথক্ চিত্তেব ব্রহ্মা বলিলে বুদ্ধি-বুদ্ধিব অতিপ্রসঙ্গ হয়। কাৰণ, বৰ্তমান চিত্ত বৰ্তমান অস্ত চিত্তেব দ্বাৰা দৃষ্ট হইলেই তাহা (বৰ্তমান) চিত্ত হইবে। ভবিষ্যৎ চিত্তেব দ্বাৰা তাহা বৰ্তমানে কিরূপে দৃষ্ট হইবে? অতএব অসংখ্য বৰ্তমান ব্রহ্ম-চিত্ত কল্পনা কৰিতে হইবে। অৰ্থাৎ ক চিত্তেব ব্রহ্মা খ চিত্ত, ক-খ-ব ব্রহ্মা গ, ক-খ-গ-ব ব্রহ্মা ঘ ইত্যাদি প্রকাৰ হইবে এবং তাহাতে বিবৰ্ধমান দৃষ্টচিত্তেব ব্রহ্ম-স্বরূপ অসংখ্য চিত্ত কল্পনা কৰিতে হয়।

বুদ্ধি-বুদ্ধি বা বুদ্ধিব (চিত্তেব) ব্রহ্মা অস্ত বুদ্ধি। অসংখ্য বুদ্ধি-বুদ্ধি কল্পনা কৰা-রূপ অনবস্থা-মোৰ উক্ত মতে আপত্তিত হয়। পৰন্তু উহাতে স্বভিসম্বৎ হইবে। অৰ্থাৎ কোন এক অল্পভবেব বিস্তৃত স্মৃতি হওয়া সম্ভব হইবে না। কাৰণ, একপ ব্যবস্থা হইলে প্রত্যেক অল্পভব অসংখ্য পূৰ্ববৰ্তী অল্পভবেব প্রকাশক হইবে, তাহাতে যুগপৎ অসংখ্য স্মৃতি (স্মৃতি-অল্পভূত বিষয়েব পুনৰল্ভব) হইবে; তাহাতে কোন এক বিশেষ স্মৃতিব অল্পভব অসম্ভব হইবে। অৰ্থাৎ তন্মতে পূৰ্বক্ষণিক প্রত্যাব বা হেতু হইতে পৰক্ষণিক প্রতীত্য বা কাৰ্য উৎপন্ন হয় স্মৃতবাং প্রত্যেক প্রত্যয়ে অসংখ্য পূৰ্বস্মৃতি থাকিবে নচেৎ পূৰ্বেব স্মরণৰূপ প্রতীত্যচিত্ত উৎপন্ন হইতে পারে না। এইরূপে প্রত্যেক বৰ্তমান চিত্তে পূৰ্বেব অসংখ্য অল্পভূতিকপ স্মরণজ্ঞান থাকা আবশ্যক হইবে, তাহা হইলে কাজেকাজেই স্মৃতিসম্বৎ হইবে।

অতএব যখন দেখা যায় যে, একদা এক স্মৃতিব স্পষ্ট অল্পভব হয়, তখন সাংখ্যীয় ব্যবস্থাই সন্দত। তাহাতে বাহ্য ও আভাসব বস্ত স্বীকৃত হয়। যে বস্তব সহিত পুরুষোপদৃষ্ট জ্ঞানশক্তিৰ সংযোগ হয়, তাহাই অল্পভূত হয়। জ্ঞানশক্তি বা জ্ঞান-ব্যাপাৰ মূলতঃ জড়, কাৰণ, তাহাৰ সমস্ত উপাদান (ত্রিগুণ) দৃষ্ট। তাহা প্রতিসংবেদী পুরুষেব সন্তাব চেতনবৎ হয়, অৰ্থাৎ জ্ঞানবৃত্তি বা বিষয়োপবজ্জিত জ্ঞানপত্তি প্রতিসংবিদিত হয়।

২১।(২) চিত্ত-স্বরূপ পুরুষ সাংখ্যেব ভোক্তা, তাহাতে (অৰ্থাৎ এইকপ দৰ্শনে) মোক্ষেব জন্ম প্রবৃত্তি স্ফুৰ্দ্দত হয়। বৈনাশিকেব মতে বিজ্ঞানেব উপবে কিছুই নাই বা শূন্য, স্মৃতবাং বিজ্ঞান-

নিবোধেব প্রবৃত্তি সঙ্গত হব না। নিজেই নিজেকে শূন্য বা অসং কবিত্তে পাবে এইরূপ কোন বস্তুব উদাহরণ নাই, হুতবাং চেষ্টাব ঘাৰা বিজ্ঞান নিজেই শূন্য কবিবে, এইরূপ হওয়া সম্ভব নহে। সাংখ্যমতে কোন বস্তুব অভাব হয় না, কেবল সংযোগ বা তাদৃশ অবাস্তব পদার্থেব অভাব হইতে পাবে। সংযোগ বস্তু নহে, কিন্তু সম্বন্ধবিশেষ, হুতবাং তাহার অভাব বলিলে বস্তুব অভাব বলা হয় না।

• শুদ্ধসত্তানবাহীবা বলেন যে, সম্বন্ধকল (সম্ব অর্থে জীব এবং বস্তু) সাংসারিক পঞ্চকল্প ত্যাগ কবিয়া নির্বাণ-অবস্থায় আর্হতিক, শুদ্ধ পঞ্চকল্প (বিজ্ঞান, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও কপ এই পঞ্চকল্প বা সমূহ) গ্রহণ কবে। কিন্তু তাঁহাৰা চিত্তেব নিবোধ-অবস্থাব সঙ্গতি কবিত্তে পাবেন না, কাৰণ, চিত্ত নিরুদ্ধ হইলে তন্মতে শূন্য হব, শূন্য হইতে পুনঃ চিত্তেব উত্থানকপ অসম্ভব কল্পনাকে স্তায়নসঙ্গত কবিত্তে তাঁহাৰা পাবেন না। অথবা চিত্তসত্তানেব নিবোধও (তন্মতে নিবোধ ভাব-পদার্থেব অভাব) তাঁহাদেব দৃষ্টি-অচুসাবে দেখিলে স্তায় হইতে পাবে না।

আর শূন্যবাহীবা পঞ্চকল্পেব মহানির্বেদেব অন্ত বা ক্ষেত্রে বিবাসেব অন্ত, অল্পংপাদ বা প্রণাতিব (নয়াকৃ নিবোধেব) অন্ত, শুদ্ধব সকাশে ব্রহ্মচর্যেব মহাসংকল্প কবিয়া, বাহ্যব অন্ত এতাদৃশ মহাপ্রযত্নেব উত্তম কবেন, তাহাকেই (আত্মাকে বা সত্তাকে) শূন্য স্থি কবিয়া অপলাপিত কবেন।

অনুত্তরাবশ্যতঃ স্ব-সত্তাকে অপলাপিত কবিলেও—‘আমি মুক্ত হইব’, ‘আমি শূন্য হইব’ ইত্যাদি আত্মভাব অতিক্রমণীয় নহে। ‘আমি শূন্য হইব’ এইরূপ বলা ‘স্ব মাতা বক্ষ্যা’ এইরূপ বলাব স্তায় প্রলাপমাত্র। বস্তুতঃ মোক্ষ বা নির্বাণ অর্থে হুত্বেব বিরোগ। বিরোগ বলিলেই হুই বস্তু বৃত্তাব, এক হুত্ব ও অন্ত তত্ত্বোক্ত। অভাবব মোক্ষ হইলে হুত্ব (অর্থাৎ হুত্বাবাব চিত্ত) এবং তত্ত্বোক্তাব বিরোগ হয়, এইরূপ বলাই স্তায়। এই ভোক্তাই সাংখ্যযোগেব স্ব-স্বরূপ পুরুষ। চৈতন্যিক অভিমানশূন্য চবম আনিবেব তাহাই লক্ষ্যভূত বস্তু।

ভাষ্কম্। কথম্ ?—

চিত্তেরপ্রতিসংক্রমায়ান্তদাকারাপত্তৌ স্ববুদ্ধিসংবেদনম্ ॥ ২২ ॥

“অপরিণামিনী হি ভৌতশক্তিরপ্রতিসংক্রমা চ, পরিণামিভূতর্থে প্রতি-  
লংক্রান্তেব তদ্ব্তিমমুপভতি, তস্যাশ্চ প্রাপ্তচৈতন্ত্যোপগ্রহস্বকপায়। বুদ্ধিবন্তেরনুকার-  
মাজ্ঞতয়া বুদ্ধিরন্ত্যবিশিষ্টা হি জ্ঞানবৃত্তিরাত্ম্যায়তে।” তথা চোক্তম্ “ন পাতালং ন  
চ বিবরং গিরীগাং নৈবাকারং কুরুয়ো নোদধীনাম্। শুহা যন্তাং নিহিতং ব্রহ্ম  
শাস্ততং বুদ্ধিরন্ত্যবিশিষ্টাং কবয়ো বেদয়ন্তে” ইতি ॥ ২২ ॥

ভাষ্কানুবাদ—কিরূপে (সাংখ্যেবা স্ব-স্বলক্ষ্য পুরুষ প্রতিপাদন কবেন) ?—

২২। অপ্রতিসংক্রমা চিত্তিশক্তিব বুদ্ধি-সদৃশতা প্রাপ্ত হওয়াতে স্ব-স্বরূপ বুদ্ধিব সংবেদন  
হব ॥ ২২

“অপবিণামিনী এবং অপ্রতিসংক্রমা (১) ভোক্তা-শক্তি পৰিণামী বিষয়ে (বুদ্ধিতে) প্রতি-  
সংক্রান্তেব জ্ঞান ইহা তাহাব (বুদ্ধিব) বৃত্তিকে চেতনেন জ্ঞায় কবে। চেতন্ত্বেব প্রতিচেতনাপ্রাপ্ত  
বুদ্ধিবৃত্তিব অত্ৰকাব-সাক্ষাত্ৰাব জ্ঞান অবিশিষ্টা বুদ্ধিবৃত্তিকে সেই চিত্তিশক্তিব জ্ঞানবৃত্তি বলা হব (অথবা  
চিত্তিব সহিত অবিশিষ্টা বুদ্ধিবৃত্তিকে জ্ঞানবৃত্তি বা চিত্তবৃত্তি মনে হব)। এ বিষয়ে ইহা কথিত  
হইয়াছে, “যে জ্ঞাত্তে শাস্তত ব্রহ্ম নিহিত আছেন, তাহা পাতাল বা গিবিবিবব বা অন্ধকাব বা  
সমুদ্রগৰ্ভ নহে, কবিবা (জানীবা) তাহাকে অবিশিষ্টা বুদ্ধিবৃত্তি বলিবা খ্যাপন করেন”।

টীকা। ২২।(১) অপ্রতিসংক্রমা বা অন্তঃসংক্রান্ত। চিত্তিশক্তি বুদ্ধিতে বাস্তবপক্ষে  
সংক্রান্ত হব না, কিন্তু জ্ঞানবিশেষতঃ সংক্রান্তেব জ্ঞাব বোধ হব, উদাহবণ যথা—‘আমি চেতন’ এই  
জ্ঞাব। এ স্থলে ব্যাবহাৰিক আমিত্বেব জ্ঞত অংগকেও চিত্তভিমানবশতঃ ‘চেতন’ বলিবা প্রতিষ্ঠা  
হব। ইহাই অপ্রতিসংক্রমা চিত্তিশক্তিব বুদ্ধিতে প্রতিসংক্রান্তেব জ্ঞাব বোধ হওবা অৰ্থাৎ বুদ্ধিব  
সদৃশতা প্রাপ্ত হওবা জ্ঞাব হওবা। অপ্রতিসংক্রমা হইলে তাহা অপবিণামীও হইবে। বুদ্ধি  
প্রকাশশীল বা সঙ্গাই জ্ঞাত। নীলবুদ্ধি, লালবুদ্ধি প্রভৃতি বুদ্ধি যেমন প্রকাশিত জ্ঞাব, আমিত্ববুদ্ধিও  
সেইরূপ, তাহা প্রকাশশীলতাব চৰম অবস্থা। স্বভাবতঃ প্রকাশশীল কিন্তু পৰিণামী এই আমিত্ব-বুদ্ধি,  
অপরিণামী জ্ঞাতাব সত্তাব প্রকাশিত। কাবণ, ‘আমিত্বকে বিশ্লেষ কবিলে শুদ্ধ জ্ঞাতা এ পৰিণামী  
জ্ঞেব—এই দুই প্রকাব জ্ঞাব লভ হব। জ্ঞাতাব দ্বাবা আমিত্ব প্রকাশিত হওবাত্বে, ‘আমি জ্ঞাতা’ বা  
‘ভোক্তা’ বা ‘চিৎ’ এইরূপ অভিমানজ্ঞাব হব। তাহাই চেতন্ত্বেব বুদ্ধিসাদৃশ্য-প্রাপ্তি বা ‘তদাকাবা-  
পত্তি’। ২২০ (৬) দ্রষ্টব্য। এইরূপ তদাকাবাপত্তিই স্ববুদ্ধিববেদন অৰ্থাৎ স্বভূতবুদ্ধিব প্রকাশ বা  
বোধ। স্বভূত বুদ্ধি = ‘আমি ভোক্তা’ এইরূপ অস্বভূত বুদ্ধি তাহাব সংবেদন বা খ্যাতি বা প্রকাশ-  
জ্ঞাবই স্ববুদ্ধিসংবেদন।

আমি ‘অমূকেব জ্ঞাতা’, ‘অমূকেব ভোক্তা’ ইত্যাদি বুদ্ধিগত পৰিণামজ্ঞাব হইতে নিৰ্ধিকাব  
জ্ঞাতা অজ্ঞেব নিকট পৰিণামী বলিবা অবধাবিত হন। ইহা পূৰ্বে বহুশঃ ব্যাখ্যা হইয়াছে।

প্রাপ্তচেতন্তোপগম্ অৰ্থে ‘আমি চেতন’ এইরূপ জ্ঞাবপ্রাপ্তি। বুদ্ধিবৃত্তিব অত্ৰকাব অৰ্থে ‘আমি  
অমূক অমূক বিষয়েব জ্ঞাতা’ ইত্যাদিকৰ্মে চেতন্ত্বেব যেন পৰিণামী বুদ্ধিব মত হওবা। অবিশিষ্টা  
বুদ্ধিবৃত্তি অৰ্থে চেতন্ত্বেব সহিত একীভূতাব মত বুদ্ধিবৃত্তি।

ভাস্কর্যম্। অতঃশ্চৈতদভ্যাপগম্যতে—

দ্রষ্টৃদৃষ্টোপরক্তং চিত্তং সৰ্বার্থম্ ॥ ২৩ ॥

মনো হি মন্তব্যোনার্থেনোপবক্তং তৎ স্বরূপং বিষয়দ্বাদ্ বিষয়িণা পুরুষেণাস্মীয়হা  
বৃত্ত্যাহভিসম্বন্ধং তদেতচ্চিত্তমেব দ্রষ্টৃদৃষ্টোপবক্তং বিষয়বিষয়িনির্ভাসং চেতনচেতন-  
স্বরূপাপন্নং বিষয়স্বরূপবিষয়স্বরূপমিবাচেতনং চেতনমিব ক্ষটিকমণিকল্পং সৰ্বার্থ-  
গিত্যচ্যতে। তদনেন চিত্তসাক্ষ্যোপাভাস্তাঃ কেচিত্তদেব চেতনমিত্যাহঃ। অপরে  
চিত্তমাত্রমেবেদং সৰ্বং নাস্তি খল্লয়ং গবাদির্ঘটাদিশ্চ সকারণো লোক ইতি। অমূকপ্প-

নীয়ান্তে। কস্মাদ্ অস্তি হি তেবাং ত্র্যস্তিবীজং সৰ্বরূপাকারনির্ভাসং চিত্তমিতি, সমাধিপ্রজ্ঞায়াং প্রজ্ঞেয়োহর্থঃ প্রতিবিশ্বীভূতস্তন্মালয়নীভূতদ্বাদশঃ, স চেদংশ্চিন্তমাত্রাং স্ত্রাং কথং প্রজ্ঞৈব প্রজ্ঞাকপসবধার্থেত, তস্মাৎ প্রতিবিশ্বীভূতোহর্থঃ প্রজ্ঞায়াং যেনাবধার্যতে স পুরুষ ইতি। এবং গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যস্বরূপচিত্তভেদাৎ ত্রয়মপ্যেতৎ জ্ঞাতিতঃ প্রবিভজ্যন্তে তে সমাগদর্শিনঃ, তৈবধিগতঃ পুরুষ ইতি ॥ ২৩ ॥

ভাস্বানুবাদ—পূর্বহৃত্যর্থ হইতে ইহা সিদ্ধ হয় যে—

২৩। ঐষ্টায় ও দৃষ্টে উপবক্ত হইতে পাবে বলিয়া চিত্ত সর্বার্থ (১)। হ

মন মন্তব্য অর্থের দ্বারা উপবন্ধিত হয়, আব তাহা স্বয়ংও বিষয় বলিয়া, বিষয়ী পুরুষের নিজভূত বৃত্তির দ্বারা অভিসম্বদ্ধ, এই হেতু চিত্ত ঐষ্টদৃষ্টোপবক্ত—বিষয় ও বিষয়ীর গ্রাহক, চেতন ও অচেতন-স্বরূপাশ্রয়, বিষয়াদ্বক হইলেও অবিস্বাদ্বকেব মত, অচেতন হইলেও চেতনের মত, ফাটক-মণির জ্ঞান এবং সর্বার্থ বলিয়া কথিত হয়। (চিতির সহিত) চিত্তের এই সারূপ্য দেখিয়া ভাস্ব-বুদ্ধিবা (বৈনাশিকের) তাহাকেই (চিত্তকেই) চেতন বলেন। অপবেবা (বিজ্ঞানবাদীরা) বলেন এই সমস্ত ত্রয় কেবল চিত্তমাত্র, গবাদি ও ঘটাদি-রূপ কাবণোৎপন্ন বস্তু নাই। ইহাবা কুপারী, কেননা তাহাদের মতে সর্বকপাকাবেব গ্রাহক, ত্র্যস্তিবীজ চিত্তই বিস্তমান আছে। সমাধিপ্রজ্ঞাতে চিত্তের আলম্বনীভূত হওয়ায়, প্রতিবিশ্বরূপ প্রজ্ঞেয় যে অর্থ, তাহা জিন্ন। তাহা (জিন্ন না হইলে) চিত্তমাত্র হইলে কিরূপে প্রজ্ঞার দ্বাবাই প্রজ্ঞা-স্বরূপের অবধাবণ হইবে (২)। তজ্জন্ত সেই প্রজ্ঞাতে প্রতি-বিশ্বীভূত অর্থ ইহাবা দ্বাবা অবধাবিত হয়, তিনিই পুরুষ। এইরূপে গ্রহীতা, গ্রহণ ও গ্রাহ্যের স্বরূপ-বিষয়ক জ্ঞানভেদের জন্ত এই তিনটিকে ইহাবা বিজাতীয়স্বহেতু বিভিন্নরূপে জানেন, তাহাবাই লম্যগদর্শী, আব তাহাদের দ্বাবাই (প্রবণ-মননপূর্বক) পুরুষ অধিগত হইবাহেন (এবং সমাধির দ্বাবা সাক্ষ্যকায় কথিতে তাহাবাই অধিকারী)।

টীকা। ২৩।(১) স্ববুদ্ধিসংঘটন কি তাহা ব্যাখ্যাত হইল। চিতিশক্তি অপ্রতিসংক্রমা দ্বতবাং চৈতন্তের দ্ব্যাকাবভাভান বুদ্ধিবই এক প্রকায় পবিণায়। অভএব বুদ্ধি যেমন বিষয়ের দ্বাবা উপবন্ধিত হয়, সেইরূপ চৈতন্তের দ্বাবাও উপবন্ধিত হয়। তাহাই স্বজ্ঞকায় এই স্বজ্ঞে প্রদর্শন কবিবাহেন। চিত্ত বা বুদ্ধি সর্বার্থ অর্থাৎ ত্রষ্টা ও দৃষ্ট উভয় বস্তুকে অবধাবণ কথিতে লমর্থ। আদি জ্ঞাতা এইরূপ বুদ্ধিও হয়, আব, আদি পবীৰ এইরূপ বুদ্ধিও হয়। পুরুষ আছে এইরূপ বুদ্ধিও (আভ্যন্তরিক অল্পভববিশেষ হইতে) হয়, আব, শব্দাদি আছে এইরূপ বুদ্ধিও হয়। এই দুই প্রকায় বোধের উদাহরণ পাওয়া যায় বলিয়াই বুদ্ধিকে সর্বার্থ বলা হয়।

২৩।(২) বিজ্ঞানমাত্রই আছে, বিজ্ঞানাত্তিবিজ্ঞ পুরুষ নাই, এইরূপ বাদীদের মত ভাস্বকায় প্রসঙ্গতঃ নিবৃত্ত কথিতেছেন। তন্মতে “নাত্তোহহুভাব্যো দ্ব্যাস্তি তস্তা নাস্তভবোহপবঃ। গ্রাহ-গ্রাহকবৈধূর্য্যং স্বয়মেব প্রকাশতে। অবিত্তাগোহপি দ্ব্যাস্তা বিপর্দাসিত্তদর্শনৈঃ। গ্রাহগ্রাহক-সংবিত্তিভেদবানিব লক্ষ্যতে। ইত্যর্থরূপবহিতঃ সংবিদ্যাজঃ কিলেদমিতি পশ্চন্। পবিস্ত্যত্ব দুঃখ-সংস্ফতিমভবঃ নির্বাণমাপ্নোতি।” অর্থাৎ বিজ্ঞানবাদীদের মতে বুদ্ধির দ্বাবা অন্ত কিছুই অল্পভব হয় না, বুদ্ধিরও অন্ত অল্পভব (বুদ্ধি-বোধ) নাই। বুদ্ধিই গ্রাহ ও গ্রাহক রূপে বিধুব বা বিমৃত হইবানিজেই প্রকাশিত হয়। বুদ্ধির সহিত আত্মা (দ্ব্যাত্মা আত্মা) অভিন্ন হইলেও বিপর্দস্ত-দৃষ্টি ব্যক্তির দ্বাবা



গ্রাহ, গ্রাহক ও সংবিৎ বা গ্রহণ এই তিন ভেদযুক্তের সত্তা আত্মা লক্ষিত হয়। এই হেতু বিষয়রূপ-বহিত সংবিদ্যা—এইরূপে অগতঃ দেখিবা হ্রস্বসত্ত্বতি ত্যাগ কবন্তঃ অভব নির্বাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কতক সত্য হইলেও এই সত্তা সম্যক্ সত্য নহে, কাবণ, সমাধিব দ্বাৰা যখন পৌরুষ-প্রত্যয় সাঙ্গাংকৃত হয়, তখন সেই প্রজ্ঞাব আলম্বন কি হইবে? প্রজ্ঞাই প্রজ্ঞাব আলম্বন হইতে পাবে না। অতএব সমাধিপ্রজ্ঞাব বিষয়ীভূত পৌরুষ-প্রত্যয় বা বুদ্ধি-প্রতিবিম্বিত পৌরুষ চৈতন্তের জ্ঞান পুরুষ থাকা চাই। পুরুষ থাকিলে তবেই পুরুষের প্রতিবিম্ব হইবে।

পৌরুষ-প্রত্যয় পূর্বে ( ৩৩৫ শ্লোকে ) ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পুরুষ গো-বটাদিব ত্রায় বুদ্ধিব আলম্বন নহেন কিন্তু বুদ্ধি যে অপ্রকাশ চৈতন্তের দ্বাৰা প্রকাশিত, তাহা বোধ কবাই পৌরুষ-প্রত্যয়, তাবদ্ব্যজ্ঞেব ক্রবা স্তুতি সমাধিতে থাকে। সেই পুরুষ-বিষয়ক স্তুতিই সমাধিপ্রজ্ঞাব বিষয় ও তাহাই উপমা অনুসারে প্রতিবিম্ব-চৈতন্ত বলিবা কথিত হয়, এবং তদ্বাৰা স্থূলভাবে ঐ বিষয় লোকের বোধগম্য হয়।

প্রবণ ও মনন-জ্ঞাত সম্যগ্-দর্শন কি, তাহা ভাস্কর্য্য বলিবা উপসংহাৰ কবিয়াছেন। ধাঁহা বা এহীতা, গ্রহণ ও গ্রাহ পদার্থকে ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যয়েব আলম্বনহেতু ভিন্নজাতীৰ ত্রয় বলিবা দর্শন কবেন, তাঁহাদের দর্শনই সম্যগ্-দর্শন। সেই দর্শনেব দ্বাৰাই পুরুষেব সত্তা সামান্যতঃ নিশ্চিত হয় এবং তৎপূৰ্বক সমাধিসাধন কবিবা বিবেকখ্যাতি লাভ কবিলে, পুরুষেব জ্ঞান হয়। আব তৎপরে পৰিবৈবাগ্যেব দ্বাৰা চিত্তেব প্রতিপ্রসব করিলে কৈবল্য হয়।

ভাষ্যম্। কুতশ্চৈতৎ ?—

তদসংখ্যেয়বাসনাভিশ্চিদ্রমপি পরার্থং সংহত্যাকারিত্বাৎ ॥ ২৪ ॥

তদেতৎ চিত্তমসংখ্যেয়বাসনাভিরেব চিত্তীকৃতমপি পরার্থং পরন্তু ভোগাপবগার্হং ন স্বার্থং সংহত্যাকারিত্বাদ্ গ্রহবৎ। সংহত্যাকাৰিণা চিত্তেন ন স্বার্থেন ভবিতব্যম্, ন স্মৃতিস্তঃ স্মৃথার্থং, ন জ্ঞানং জ্ঞানার্থম্, উভয়মপ্যেতৎ পরার্থং, যন্ত ভোগেনাপবর্গেণ চার্ধেনার্থবান্ পুরুষঃ স এব পরঃ। ন পবঃ সামান্যমাত্রং, যন্তু কিঞ্চিৎ পবং সামান্যমাত্রং স্বৰূপেণোদাহবেবৈধনানশিকন্তুসর্বং সংহত্যাকাৰিত্বাৎ পরার্থমেব জ্ঞাৎ। যন্তুসৌ পর বিশেষঃ স ন সংহত্যাকাৰী পুরুষ ইতি ॥ ২৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ—আব কি হেতু হইতে ইহা বা পুরুষেব স্বতন্ত্রতা সিদ্ধ হয় ?—

২৪। তাহা ( চিত্ত ) অসংখ্য বাসনাৰ দ্বাৰা বিচিহ্ন হইলেও সংহত্যাকাৰিত্বহেতু পরার্থ ( পর যে জ্ঞেয়, তাহাব বিষয় ) ॥ হ

সেই চিত্ত অসংখ্য বাসনাৰ দ্বাৰা চিত্তীকৃত হইলেও পরার্থ, অর্থাৎ পবেব ভোগাপবর্গার্থ, স্বার্থ নহে। কাবণ, তাহা সংহত্যাকাৰী, গৃহেব জ্ঞাব ( ১ )। সংহত্যাকাৰিচিহ্ন স্বার্থ হইতে পারে না। যেহেতু স্বচিহ্ন ( ভোগচিহ্ন ) স্বার্থ ( চিত্তের ভোগার্থ ) নহে; জ্ঞান ( অপবর্গচিহ্ন ) জ্ঞানার্থ

(চিত্তেব অপবর্গার্থ) নহে। এতদুভয়ই পদার্থ, যিনি ভোগ এবং অপবর্গকণ অর্থের দ্বাৰা অর্থবান্ তিনিই পব বা পুরুষ। (সেই) পব সামান্তমাত্র (বিজ্ঞানসম্বাদী কল্প একটা) নহে। বৈনাশিকেরা (বিজ্ঞানভেদরূপ) দ্বারা কিছু সামান্তমাত্র পব পদার্থকে ভোক্ত-রূপ উল্লেখ করেন, তাহা সমস্তই সংহতাকাবিক্তহেতু পদার্থ। সেই যে পব বিশেষ বা বিজ্ঞানাত্যিক্ত এবং দ্বারা নামমাত্র পদার্থ ও সংহতাকাবী নহে তাহাই পুরুষ।

টীকা। ২৪।(১) সেই সর্বার্থ চিত্ত অসংখ্য বাসনাব দ্বাৰা চিত্তীকৃত। অসংখ্য জন্মেব বিপাকের অহুভবজনিত সংস্কারই সেই অসংখ্য বাসনা, চিত্তে তৎসমস্তই আহিত আছে।

সেই চিত্ত পদার্থ, কাবণ, তাহা সংহতাকাবী। দ্বারা সংহতাকাবী হব, বা বহু শক্তি বাহা মিলনজনিত সাধাবণ ক্রিয়া, তাহা সেই সব শক্তি কোনটিব অর্থহূত হব না। কিন্তু সেই সব শক্তি বাহাব দ্বাৰা প্রয়োজিত হইয়া ও একত্র মিলিত হইয়া কার্য কবে, সেই উপবিহিত প্রয়োজকেবই অর্থহূত হব। চিত্ত একরূপ প্রাণা, প্রবৃত্তি ও স্থিতি বা লব্ধ, বহু ও ভগ্নে-ভগ্নেব বৃত্তিব মিলিত কার্য, হুতবাং তাহা সংহতাকাবী, অতএব তাহা পদার্থ। সেই যে পব, বাহাব ভোগ ও অপবর্গেব অর্থ চিত্তক্রিয়া হব, তিনিই পুরুষ।

সংহতাকাবিক্তেব বিশেষ বিবরণ পবিশিষ্টে—‘পুরুষ বা আত্মা’ ১১ প্রকরণে ব্রষ্টব্য। সংহতাকাবিক্তেব উদাহরণ ভাষ্যকাব দ্বিযাছেন। গৃহ নানা অবববেব মিলন-কল। গৃহ বাসার্থ, গৃহে বাস গৃহ কবে না, কিন্তু অস্ত্রে কবে। সেইরূপ হুখচিত্ত নানাকবণেব বা চিত্তাবসবেব মিলন-কল। অতএব হুখেব দ্বাৰা চিত্তেব কোন অববব হুখী হব না, কিন্তু ‘আমি’ হুখী হই। আমিকেব হুই ভাবেব মিলন—এক ব্রষ্টা ও অস্ত্র দৃষ্ট। দৃষ্ট আমিকেব চিত্ত এবং চিত্তেব অববাব-বিশেষ হুখাদি। আমিকেব সেই হুখাদিরূপ অংশ অস্ত্র ব্রষ্ট-রূপ অংশেব দ্বাৰা প্রকাশিত হব। তাহাতেই ‘আমি হুখী’ এইরূপ অববাবণ হব। এইরূপে হুখচিত্তাত্যিক্ত অস্ত্র এক পদার্থই হুখবৃত্ত হব। অতএব হুখ, দুঃখ ও শান্তি (অপবর্গ) চিত্তেব এই ক্রিয়াসকল পদার্থ বা পবপ্রকাশ, চিত্তেব প্রতিসংঘর্ষী পুরুষই সেই পব। এই যুক্তিবলেও প্রসঙ্গতঃ বৈনাশিকবাদ ভাষ্যকাব নিবন্ত কবিযাছেন। বিজ্ঞানবাদীবা বিজ্ঞানেব কোন অংশকে নাম মাত্র দ্বিযা ভোক্তা বা আত্মা বলেন। তাঁহাদের সেই ভোক্তা বিজ্ঞানেব অভগত। সাংখ্যেব ভোক্তা বিজ্ঞানেব অতিবিক্ত চিত্তরূপ পদার্থ-বিশেষ। বিজ্ঞাতা বিজ্ঞানেব দ্বাৰা সংহতাকাবী নহে, কাবণ, তাহা এক ও নিববয়ব। হুতবাং আবাদেব আত্মভাবেব মধ্যে তাহাই স্বার্থ, অস্ত্র নব পদার্থ।

### বিশেষদর্শিন আত্মভাবভাবনাবিনিবৃত্তিঃ ॥ ২৫ ॥

ভাষ্যম্। যথা প্রাবৃষি তৃণাস্থবস্তোহস্তেদেন তবীজসত্তাহুমীযতে, তথা মোক্ষসার্গ-প্রবণেন যস্ত বোমহর্ষাশ্রপাতো দৃশ্যতে, তত্রাপ্যস্তি বিশেষদর্শনবীজমপবর্গ-ভাগীযং কর্মাতিনির্বাতিতমিত্যহুমীযতে। তস্তাত্মভাবভাবনা স্বাভাবিকী প্রবর্ততে, যস্তাহভাবাদি-দমুক্তং “অস্তাবং মুক্তা দোষাদ্ যেযাং পূর্বপক্ষে ক্রটিভবতি অরুচিচ্চ নির্গণ্যে ভবতি”।

তত্ত্বাত্মভাবভাবনা কোহমহাসং, কথমহাসং, কিংস্বিদু ইদং, কথংস্বিদিদং, কে ভবিষ্যাম্, কথং বা ভবিষ্যাম ইতি। সা তু বিশেষদর্শিনো নিবর্ততে, কুতঃ? চিত্তশ্রেয়ঃ বিচিত্রঃ পৰিণাম, পুরুষস্বতন্ত্ৰ্যামবিজ্ঞায়াং শুদ্ধচিত্তত্বধৰ্মৈবপৰামৃষ্ট ইতি ততোহস্তাত্মভাবভাবনা কুশলস্ত নিবর্ততে ইতি ॥ ২৫ ॥

২৫। বিশেষদর্শীৰ আত্মভাবভাবনা নিবৃত্ত হয (১) ॥ হু

তাত্মানুবাদ—যেমন প্রায়ট কালে তৃণাক্ষবেব উদ্ভেদদর্শনে তদ্বীজেষ সত্তা অহুমিত হয, সেইরূপ মোক্ষমার্গে প্রবেশে বাহাদেব বোমহর্ষ ও অক্লপাত দেখা যায়, সেই ব্যক্তিতে পূর্বকর্মনিপাদিত, মোক্ষভাগীষ বিশেষদর্শনবীজ নিহিত আছে বলিয়া অহুমিত হয। তাঁহাব আত্মভাবভাবনা স্বভাবতঃ প্রবর্তিত হয। বাহাব (স্বাভাবিক আত্মভাবভাবনা) অভাববিষয়ে (অর্থাৎ তদভাব-প্রদর্শনার্থ) ইহা উক্ত হইযাছে, “আত্মভাব ত্যাগ কবিযা দোষবশতঃ বাহাদেব পূর্বপক্ষে (পবলোকাদিব নাস্তিযে) ক্রটি হয, এবং (পুরুষবিংগতিতদ্বাদিব) নির্ণয়ে অকটি হয” (২)। আত্মভাবভাবনা, যথা—আমি কে ছিলাম, আমি কিরূপে ছিলাম, ইহা (শবীবাধি) কি, ইহা কিরূপেই বা হইল, কি কি হইব, কিরূপে বা হইব। বিশেষদর্শনবীজ এই ভাবনাব নিবৃত্তি হয। কিরূপ (জ্ঞান) হইতে নিবৃত্তি হয়?—ইহা চিত্তবই বিচিত্র পৰিণাম, অবিজ্ঞা না থাকিলে পুরুষ শুদ্ধ এবং চিত্তত্বধৰ্মে দ্বাবা অপৰামৃষ্ট হন, এইরূপে সেই কুশল পুরুষেব আত্মভাবভাবনা নিবৃত্ত হয।

টীকা। ২৫।(১) পূর্বে চিত্তেব ও পুরুষেব ভেদ সম্যক্ প্রতিপাদন কবিযা অতঃপৰ কৈবল্যপ্রতিপাদনার্থ এই শ্লোকে কৈবল্যভাগীষ চিত্ত নির্দেশ কৰিতেছেন।

পূর্বশ্লোকে পৰ, বিশেষ-স্বরূপ পুরুষকে বাহাবা দর্শন কবেন, তাঁহাদেব আত্মভাবভাবনা নিবৃত্ত হয। আত্মবিষয়ক ভাবনাই আত্মভাবভাবনা। বাহাবা চিত্তেব পৰাস্থিত পুরুষেব বিষয়ে অজ্ঞ, তাহাদেব আত্মভাবভাবনা নিবৃত্ত হইবাব সম্ভাবনা নাই। বাহাবা পুরুষ-সাক্ষাৎকাব কবিতে পাবেন, তাঁহাদেবই উহা নিবৃত্ত হয। শাস্ত্র বলেন, “ভিত্তিতে ক্লমবগ্রহিহিহিত্তন্তে সর্বসংশয়াঃ। ক্বীদন্তে চাস্ত্র কৰ্মাপি তস্মিন্ দৃষ্টে পৰাববে ॥” (মুক্ত)।

২৫।(২) পূর্বপূর্ব বহুজন্মে সাধিত, বিশেষদর্শনেব বীজ থাকিলে তবে বিশেষদর্শন হয। মোক্ষশাস্ত্রবিষয়ে ক্রটি দর্শন কৰিযা তাহা অহুমিত হয। সেই ক্রটি বা ভ্রমাপূর্বক বীৰ্য ও স্মৃতিব দ্বাবা সমাধিসাধন কবিযা প্রজ্ঞালাভ হয। পুরুষদর্শন হইলে, বিবেকরূপ প্রজ্ঞাব দ্বাবা তখন সাধাবণ আত্মভাবকে চিত্ত-কার্য বলিযা স্মৃতি প্রজ্ঞা হয, আবও জ্ঞান হয যে, অবিজ্ঞাবশতঃই পুরুষেব সহিত চিত্ত সংযুক্ত হয। অতএব তাহাতে আত্ম-বিষয়ক সমস্ত জিজ্ঞাসা সম্যক্ নিবৃত্ত হয। আত্মভাবেব মধ্যে অজ্ঞাত কিছু থাকে না, আমি প্রকৃত কি এবং কি নহে তাহাব সম্যক্ প্রজ্ঞা হয। প্রথমে অবশ্ত্র শ্রীভাস্ময়াম প্রজ্ঞাব দ্বাবা আত্মভাবভাবনা সাধাবণরূপে নিবৃত্ত হয, পবে সাক্ষাৎকাবেব দ্বাবা সম্যক্ৰূপে হয।

তদা বিবেকনিঃ কৈবল্যপ্রাপ্তভাবঃ চিন্তম্ ॥ ২৬ ॥

ভাস্কম্ । তদানীং যদন্ত চিন্ত্য বিষয়প্রাপ্তভাবম্ অজ্ঞাননিয়মাসীত্তদন্তাত্মনা ভবতি, কৈবল্যপ্রাপ্তভাবঃ বিবেকজ্ঞাননিয়মিতি ॥ ২৬ ॥

২৬। সেই সময়ে চিত্ত বিবেকনিঃ-বিষয়ক ও কৈবল্য-প্রাপ্তভাব হইবে (১) ॥ হু

ভাস্কানুবাদ—সেই সময়ে ( বিশেষবর্ণনাব্যবহাৰ ), পুরুষের ( সাৰকেব ) যে চিত্ত বিষয়াভিমুখ, অজ্ঞানমার্গসংকাৰী ছিল, তাহা অন্তরূপ হইবে। ( তখন তাহা ) কৈবল্যাভিমুখ, বিবেকজ্ঞানমার্গ-সংকাৰী হইবে। ( 'ভাস্কতী' দ্রষ্টব্য )।

টীকা। ২৬।(১) বিবেকেব বাবা আত্মভাবভাবনা নিবৃত্ত হইলে সেই অবস্থায় চিত্ত বিবেকমার্গে প্রবহণশীল হইবে। কৈবল্যই সেই প্রবাহেব শেষ সীমা। যেমন কোন ধাতু ক্রমশঃ নিম্ন হইয়া বা চান্দ হইয়া পবে এক প্রাপ্তভাব বা উচ্চস্থানে শেষ হইলে, জল সেই খাত দিয়া নিম্নমার্গে প্রবাহিত হইয়া প্রাপ্তভাবে বাইয়া শোবিত হইয়া বিলীন হয়, সেইরূপ, চিত্তবৃত্তি সেই কালে বিবেক-রূপ নিম্নমার্গে প্রবাহিত হইয়া কৈবল্য-প্রাপ্তভাবে বাইয়া বিলীন হয়।

তচ্ছিত্ত্রেষু প্রত্যয়ান্তরাণি সংস্কারেভ্যঃ ॥ ২৭ ॥

ভাস্কম্ । প্রত্যয়বিবেকনিয়ন্ত সত্ত্বগুরুবাস্ততাখ্যাতিমাত্রপ্রবাহিণিচিন্তস্ত তচ্ছিত্ত্রেষু প্রত্যয়ান্তরাণি অস্মীতি বা মমেতি বা জ্ঞানাসীতি বা ন জ্ঞানাসীতি বা। কৃতঃ? ক্রীয়মাণবীজ্যেভ্যঃ পূর্বসংস্কারেভ্য ইতি ॥ ২৭ ॥

২৭। তাহাব ( বিবেকেব ) অন্তর্ভালে সংস্কারসকল হইতে অন্ত ব্যুৎপাদপ্রত্যয়সকল উঠে ॥ হু

ভাস্কানুবাদ—বিবেকনিঃ প্রত্যয়েব বা বুদ্ধিসম্বন্ধেব অর্থাৎ সত্ত্বগুরুবেব জিন্নতাখ্যাতিমাত্রপ্রবাহী চিত্তেব বিবেক-ছিত্ত্রে বা বিবেকান্তর্ভালে অন্ত প্রত্যয় উঠে। যথা—আসি বা আমাব, জানিতেছি বা জানিতেছি না ইত্যাদি। কোথা হইতে ( উঠে )?—ক্রীয়মাণবীজ পূর্ব সংস্কার হইতে ( ১ )।

টীকা। ২৭।(১) বিবেকখ্যাতিতে বহিঃ চিত্ত প্রদানতঃ বিবেকমার্গসংকাৰী হয়, তথাপি সংস্কারেব বাবৎ সন্মাক্ কব ( প্রোক্তভূমি প্রজ্ঞাব নিশ্চিন্তি বাবা ) না হয়, তাবৎ মাঝে মাঝে অন্ত প্রত্যয় বা অবিবেক-প্রত্যয় উঠে। বিবেকজ্ঞান হইলে তৎসংস্কার সর্বসংস্কার নষ্ট হয় না, কিন্তু বিবেক-সংস্কারেব সঞ্চয় হইতে অবিবেক-সংস্কার ক্রমশঃ ক্রীয়মাণ হইতে থাকে। তখনও কিছু অবশিষ্ট অবিবেকেব সংস্কার হইতে অবিবেক-প্রত্যয় মধ্যে মধ্যে উঠে।

### হানমেষাং ক্লেশবদ্ধম্ ॥ ২৮ ॥

ভাষ্যম্ । যথা ক্লেশা দৃষ্টবীজভাবে ন প্রবোহসমর্থ্য ভবন্তি, তথা জ্ঞানান্নিনা দৃষ্ট-  
বীজভাবঃ পূর্বসংস্কারো ন প্রত্যয়প্রসূর্ভবতি । জ্ঞানসংস্কারাস্তে চিত্তাধিকাবসমাপ্ত-  
মল্লশেবতে ইতি ন চিন্ত্যন্তে ॥ ২৮ ॥

২৮। ইহাদেব (প্রত্যয়ান্তবেব) হান ক্লেশহানেন ত্যাব বলিয়া উক্ত হইবাছে । ২

ভাষ্যানুবাদ—যেমন দৃষ্টবীজভাব ক্লেশ প্রবোহজননে অসমর্থ হব অর্থাৎ পুনশ্চ ক্লেশোৎপাদনে  
সমর্থ হব না, সেইরূপ জ্ঞানান্নিব দ্বাবা দৃষ্টবীজভাবপ্রাপ্ত পূর্বসংস্কার প্রত্যয় প্রসব কবে না। জ্ঞান-  
সংস্কারসকল চিত্তেব অধিকাবসমাপ্তি পর্যন্ত অপেক্ষা কবে, এজন্য (অর্থাৎ অধিকাবসমাপ্তিতে তাহাবা  
আপনাবাই নষ্ট হব বলিবা) তাহাদেব জন্ত আব চিত্তাব আবশ্যক নাই (১) ।

টীকা। ২৮। (১) অবিবেক-প্রত্যয় ও অবিবেক-সংস্কার, এই উভয় পদার্থ বিনষ্ট হইলে,  
তবেই ব্যুৎপাদনপ্রত্যয় সম্পূর্ণ নিবৃত্ত হব। চিত্ত বিবেকনিয় হইলে বিবেকেব দ্বাবা অবিত্তাদি দৃষ্টবীজবৎ  
হব। তখন আব অবিবেক-সংস্কার সঞ্চিত হইতে পাবে না, কাবণ, অবিবেকেব অজ্ঞত্ব হইলেই তাহা  
বিবেকেব দ্বাবা অভিজ্ঞত্ব হইবা যাব (২।২৬ ব্রটব্য)। কিন্তু তখনও অনট পূর্বসংস্কার হইতে  
অবিবেক-প্রত্যয় উঠে (আমি, আমাব ইত্যাদি)। তাহাকেও নিবোধ কবিতে হইলে সেই  
প্রত্যয়হেতু পূর্ব-সংস্কারকে দৃষ্টবীজবৎ কবিতে হইবে। জ্ঞানেব সংস্কারদ্বাবা সেই অবিবেক-সংস্কার  
দৃষ্টবীজবৎ হব। প্রান্তভূমি প্রজ্ঞাই সেই জ্ঞান-সংস্কার।

উদাহরণ যথা :—মনে কব কোন বোগীব বিবেকজ্ঞান হইল। তিনি সেই জ্ঞানাবলম্বন কবিয়া  
সমাহিত থাকিতে পাবেন। কিন্তু সংস্কারবশে তাঁহাব প্রত্যয় হইল, ‘আমি অমুকজ ঘাইব’, তিনি  
তাহা কবিলেন। তাহাতে আবও অনেক প্রত্যয় হইল। পবে তিনি সমাধানেচ্ছু হইবা মনে  
কবিলেন, ‘এই যাওঘ্যাকপ বে অবিবেক-প্রত্যয়, তাহা আব শ্রবণ কবিব না’, তাহাতে অবিবেকেব  
নূতন সংস্কার সঞ্চিত হইতে পাবিল না। অথবা গমন-কালে যদি তিনি ঋণশ্রুতিবলে প্রতিপদক্ষেপে  
বিবেকজ্ঞান স্মরণ কবেন, তাহা হইলে সেই জিহ্বাতেও বিবেক-সংস্কারই (সম্যক্ নহে) হইবে,  
অবিবেক-সংস্কার হইবে না (বস্ত্তঃ বোগীবা এইরূপেই কার্য কবেন)।

কিন্তু ইহাতে পূর্ব সংস্কার (যাহা হইতে গমন কবাব প্রত্যয় উঠিল) নষ্ট হইবে না। তিনি  
যদি মনে কবেন গমন কবা বুদ্ধিয, তাহা আমি চাই না এবং ঐ জ্ঞানেব দ্বাবা গমনে বিমগবান্ হন,  
তবেই আব তাঁহাব (ঋণশ্রুতিবলে) গমনসংকল্প উঠিবে না। অতএব সেই জ্ঞান-সংস্কারেব দ্বারা  
তাঁহাব গমনহেতু-সংস্কার দৃষ্টবীজবৎ হইবে অর্থাৎ, আব কদাপি ‘গমন কবিব’ এইরূপভাবে সংস্কার  
সত্তা প্রত্যয়প্রসূ হইবে না।

‘জ্ঞেয় জানিবাছি আব জ্ঞাতব্য নাই’ ইত্যাদি প্রকার প্রান্তভূমি প্রজ্ঞাব সংস্কারেব দ্বাবা  
অবিবেক-সংস্কার দৃষ্টবীজবৎভাবে প্রাপ্ত হব। যখন কর্মবশতঃ নূতন অবিবেক-প্রত্যয় হব না, এবং  
পূর্ব-সংস্কারবশতঃও নূতন অবিবেক-প্রত্যয় হব না, তখনই প্রত্যয়-উৎপাদনেব সমস্ত কাবণ বিনষ্ট  
হইবাছে বলিতে হইবে। ব্যুৎপাদনেব কাবণ বিনষ্ট হইলে ব্যুৎপাদনেব প্রত্যয়ও উঠিবে না। প্রত্যয়  
চিত্তেব বৃত্তি বা ব্যক্ততা। প্রত্যয় সম্যক্ নিবৃত্ত হইলে—পুনরুজ্জাননেব সম্ভাবনা আব না থাকিলে—  
তখন চিত্ত প্রলীন বা বিনষ্ট হব। তাহাই জ্ঞপেব অধিকাবসমাপ্তি। অতএব জ্ঞান-সংস্কার চিত্তের

অধিকার সমাপ্ত কৰাৰ। হৃদবাং, চিত্তেৰ প্ৰলম্বেৰ লক্ষ জ্ঞান-সংস্কাৰেৰ সঞ্চয়ব্যাভীত অন্ত উপায় চিন্তা কৰিতে হয় না। সৰ্বপ্ৰকাৰ চিন্তকাৰ্যে যদি বিবক্ত হইবা তাহা নিবোধ কৰা যায়, তবে চিত্ত নিষ্ক্ৰিয় বা প্ৰলীন হইবে। সাংখ্যদৃষ্টিতে চিত্ত তখন অভাবপ্ৰাপ্ত হয় না, কিন্তু স্বকাৰণে অব্যক্তভাবে থাকে। অতএব কোন ভাব-পদাৰ্থ নিজেই নিজৰ অভাবেৰ কাৰণ হইতে পাবে, এইৰূপ অযুক্ত কল্পনা সাংখ্যীয় দৰ্শনে কবিবাব আবশ্যক নাই। সৰ্ব পদাৰ্থই নিমিত্তবশে অবস্থান্তৰ প্ৰাপ্ত হয়, বিভাকৰ নিমিত্ত অবিভাকে নাশ কৰে। চিত্তও সেইৰূপ ব্যক্ত অবস্থা হইতে অব্যক্তাবস্থায় যায়, কিন্তু অভাব হয় না।

প্ৰসংখ্যানেহপ্যকুসীদন্ত সৰ্বথা বিবেকখ্যাতেধৰ্মমেষঃ সমাধিঃ ॥ ২৯ ॥

ভাস্কৰম্। যদায়ং ব্ৰাহ্মণঃ প্ৰসংখ্যানেহপ্যকুসীদঃ—ততোহপি ন কিঞ্চিৎ প্ৰাৰ্থয়তে, তত্রাপি বিৰক্তন্ত সৰ্বথা বিবেকখ্যাতিৰেব ভবতীতি সংস্কাৰবীজক্ষয়ান্নান্ত প্ৰত্যয়ান্তবাগুৎ-পত্তন্তে। তদাস্ত ধৰ্মমেষো নাম সমাধিৰ্ভবতি ॥ ২৯ ॥

২৯। প্ৰসংখ্যানেও বা বিবেকজ-জ্ঞানেও বিবাগযুক্ত হইলে (যৌগীৰ) সৰ্বথা বিবেকখ্যাতি হইতে ধৰ্মমেষ-সমাধি হয় ॥ ২৯

ভাস্কৰানুবাদ—যখন এই (বিবেকখ্যাতিযুক্ত) ব্ৰাহ্মণ প্ৰসংখ্যানেও (১) অকুসীদ হন অৰ্থাৎ তাহা হইতেও কিছু প্ৰাৰ্থনা কৰেন না, (তখন) তাহাতেও বিবক্ত যৌগীৰ সৰ্বথা বিবেকখ্যাতি হয়। এইৰূপে সংস্কাৰবীজক্ষয়হেতু তাহাব আৰ প্ৰত্যয়ান্তৰ উপন্ন হয় না। তখন তাহাব ধৰ্মমেষ-নামক সমাধি হয়।

টীকা। ২৯।(১) বিবেকখ্যাতিজনিত সাৰ্বজ্ঞাসিদ্ধি (৩৫৪) এখানে প্ৰসংখ্যান। প্ৰসংখ্যানেতেও যখন ব্ৰহ্মবিৎ অকুসীদ বা বাগ্ৰশূন্ত হন, অৰ্থাৎ বিবেকজ-সিদ্ধিতেও যখন বিবক্ত হন, তখন যে সৰ্বথা বিবেকখ্যাতি হয়, তাদৃশ সমাধিকে ধৰ্মমেষ বা পবন প্ৰসংখ্যান বলা যায় (১২)। তাহা আত্মদৰ্শনৰূপ পবন ধৰ্মকে সেচন কৰে, অৰ্থাৎ, তদ্বাবে চিন্তকে অবসিক্ত কৰে বলিয়া তাহাব নাম ধৰ্মমেষ (‘ভাস্কৰী’ ঋষ্টব্য)। মেষ যেমন বাবিবৰ্ষণ কৰে, সেই সমাধি সেইৰূপ পবন ধৰ্মকে বৰ্ষণ কৰে অৰ্থাৎ বিনা প্ৰযত্বে তখন কৃতকৃত্যতা হয়। তাহাই সাধনেৰ চৰম লীলা, তাহাই অবিদ্বা বিবেকখ্যাতি এবং তাহা হইলেই সম্যক্ নিবৃত্তি বা নিবোধ সিদ্ধ হয়। ধৰ্মমেষ-শব্দেৰ অন্ত অৰ্থও হয়, ধৰ্মসকলকে বা জ্ঞেয় পদাৰ্থসকলকে সেহন অৰ্থাৎ যুগপৎ জ্ঞানাক্ত কৰিবা যেন সেচন কৰে বলিয়া ইহাব নাম ধৰ্মমেষ। এই অৰ্থ ধৰ্মমেষেৰ সিদ্ধিসম্বন্ধীয়।

ততঃ ক্লেশকৰ্মনিবৃত্তিঃ ॥ ৩০ ॥

ভাষ্যম্ । তল্লাভাদবিভাদয়ঃ ক্লেশাঃ সমূলকাং কথিতা ভবন্তি, কুশলাকুশলাশ্চ কৰ্মাশয়াঃ সমূলধাতুং হতা ভবন্তি । ক্লেশকৰ্মনিবৃত্তৌ জীবন্থেব বিদ্বান্ বিমুক্তো ভবতি । কস্মাৎ, যস্মাদ্ বিপৰ্বযো ভবন্তু কাৰণং, ন হি জ্ঞানবিপৰ্বয়ঃ কশ্চিৎ কেনচিৎ কচিচ্ছাত্তো দৃশ্যত ইতি ॥ ৩০ ॥

৩০। তাহা হইতে ক্লেশেব ও কৰ্মেব নিবৃত্তি হব । ২

ভাষ্যানুবাদ—তাহাব লাভ হইতে অবিভাদি ক্লেশসকল মূলেব ( সংস্কাৰেব ) সহিত নষ্ট হয়, পুণ্য ও অপুণ্য কৰ্মাশয়সকল সমূলে হত হয় । ক্লেশকৰ্মেব নিবৃত্তি হইলে বিদ্বান্ জীবিত থাকিয়াও বিমুক্ত হন । কেননা, বিপৰ্বই জন্মেব কাৰণ, জ্ঞানবিপৰ্ব কোন ব্যক্তিকে কেহ কোথাও জন্মাইতে দেখে নাই (১) ।

টীকা । ৩০।(১) ধৰ্ম্মমেবেব দ্বাৰা ক্লেশকৰ্মনিবৃত্তি হইলে তাদৃশ পুরুষকে জীবমুক্ত বলা যায় । তাদৃশ কুশল যোগী পূৰ্ব সংস্কাৰবশে কোন কাৰ্য কবেন না, এমনকি পূৰ্ব সংস্কাৰবশে শবীৰ-ধাবণও কবেন না । তিনি কোন কাৰ্য করিলে নিৰ্মাণচিন্তেব দ্বাৰা কবেন । নিৰ্মাণচিন্তেব কাৰ্য যে বন্ধেব কাৰণ নহে, তাহা পূৰ্বে বলা হইয়াছে । জীবমুক্ত যোগী শবীৰ বাখিলে ইচ্ছাপূৰ্বক অৰ্থাৎ নিৰ্মাণচিন্তেব দ্বাবাই রাখেন ।

বিবেকখ্যাতি হইয়াছে, কিন্তু সত্যক্ নিবোধেব নিপত্তি হব নাই, এইরূপ সাধকদেৱও জীবমুক্ত বলা যায় । তাহাবা সংস্কাৰেশ হইতে শবীৰ ধাবণ কবেন । তাহারা নুতন কৰ্ম ত্যাগ কৰিয়া কেবল সংস্কাৰেব শেষ প্রতীক্ষা কবেন । তখন তৈলহীন দীপেব জ্বায় তাহাদেব সংস্কাৰেব নিবৃত্তি হইবা কৈবল্য হব ।

মুক্তি অৰ্থে দুঃখ-মুক্তি । যিনি ইচ্ছামায়েই বুদ্ধি হইতে বিমুক্ত হইতে পাবেন, তাহাকে যে বুদ্ধিহ দুঃখ স্পৰ্শ কবিতে পাবে না তাহা বলা বাহুল্য । আব দুঃখাধাব সংসাৰও তাহা হইতে নিবৃত্ত হয় ; কাৰণ, অবিবেকই সংসাৰেব কাৰণ । বিবেকখ্যাতিমুক্ত পুরুষেব জন্ম অসম্ভব । যত প্রাণী জন্মাইয়াছে, সবই বিপৰ্বত । বিপৰ্বযশ্ৰুত প্রাণীকে কেহ কখনও জন্মাইতে দেখে নাই ।

শ্রুতিও বলেন, “আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতস্তন” ( তৈত্তিৰীয ), “আত্মানং চেদিতানীবাধবমস্মাতি পুরুষঃ । কিমিচ্ছন্ কস্ত কাম্যাব শবীৰমহুসত্ত্বং ॥” ( বৃহদাৰণ্যক ) । যিনি শুক্লতম পীডার দ্বাৰাও অগ্ন্যাজ বিচলিত হন না, তিনিই দুঃখমুক্ত । ( গীতা ) । জীবিত অবস্থায় কোন পুরুষ সেইরূপ হইলে তাহাকেই জীবমুক্ত বলা যায়, ইহাই সাংখ্যযোগেব মত ।





ততঃ কৃতার্থানাং পরিণামক্রমসমাপ্তিগুণানাম্ ॥ ৩২ ॥

ভাষ্যম্ । তস্মৈ ধর্মমেষেবোদয়াৎ কৃতার্থানাং গুণানাং পরিণামক্রমঃ পবিসমাপ্যতে, ন হি কৃতভোগাপবর্গাঃ পবিসমাপ্তক্রমাঃ ক্ষণমপ্যবস্থাতুমুৎসহন্তে ॥ ৩২ ॥

৩২ । তাহা ( ধর্মমেষ ) হইতে কৃতার্থ গুণসকলের পরিণামেব ক্রম সমাপ্ত হব ॥ ২

ভাষ্যানুবাদ—সেই ধর্মমেষেব উদয়ে কৃতার্থ গুণসকলের পরিণামক্রম পবিসমাপ্ত হব । চরিত-ভোগাপবর্গ ও পবিসমাপ্তক্রম হইলে ( গুণবৃত্তিসকল ) ক্ষণকালও অবস্থান কবিতে পাবে না ( অর্থাৎ প্রলীন হয় ) ( ১ ) ।

টীকা । ৩২ । ( ১ ) ধর্মমেষ সমাধিব ফল—ক্লেশকর্মনিবৃত্তি, তাহা জানেব চরম উৎকর্ষ এবং গুণেব অধিকাবেব বা পরিণামক্রমেব সমাপ্তি । তাহাতে গুণসকল কৃতার্থ ( কৃত বা নিষ্পাদিত ভোগাপবর্গরূপ অর্থ যাহাদেব দ্বাৰা, এইরূপ ) হব । জাতি, আয়ু ও সুখদুঃখরূপ কর্মফলভোগে সম্যক বিবাগ হওয়াতে ভোগ নিষ্পাদিত হব । আব, পবনগতি পুরুষতদেব অবধাবণ হওয়াতে অপবর্গও নিষ্পাদিত হব । চিত্তেব দ্বাৰা বাহ্য প্রাপ্তব্য তাহা পাইলে সম্পূর্ণ ফলপ্রাপ্তি বা অপবর্গ হব । অতএব সেই কৃতার্থ পুরুষেব বুদ্ধাদিকশে পবিণত গুণসকল কৃতার্থ হব, কৃতার্থ হইলে তাহাদেব পরিণামক্রম শেষ হব, যেহেতু পরিণামক্রমই ভোগ ও অপবর্গেব অস্তিত্তেব কাৰণ । ভোগাপবর্গ না থাকিলে গুণবিকার বুদ্ধাদিও তৎক্ষণাৎ বিলীন হব । সুত্বে 'গুণাণাং' শব্দেব অর্থ বিবেকীয গুণবিকারসকলের বা বুদ্ধাদিব । পরিণামমাত্রেব সমাপ্তি হব না, কাৰণ, তাহা নিত্য । কাৰ্য ও কাৰণাত্মক গুণ, অর্থাৎ মূলপ্রকৃতি ব্যতীত অন্য সব প্রকৃতি ও বিকৃতিই এখানে গুণ ।

ভাষ্যম্ । অথ কোহং ক্রমো নামেতি,—

ক্ষণপ্রতিযোগী পরিণামাপরাস্তনির্গ্রাহ্যঃ ক্রমঃ ॥ ৩৩ ॥

ক্ষণানন্তর্যাস্তা পরিণামস্তাপরাস্তেন অবসানেন গৃহ্যতে ক্রমঃ । ন হ্যানন্তুভূতক্রমক্ষণা নবস্ত পুৰাণতা বস্তুস্তাস্তে ভবতি । নিত্যেষু চ ক্রমো দৃষ্টঃ, দ্বয়ী চেয়ং নিত্যতা কূটস্থ-নিত্যতা পরিণামিনিত্যতা চ । তত্র কূটস্থনিত্যতা পুরুষস্ত, পরিণামিনিত্যতা গুণানাম্ । যস্মিন্ পরিণাম্যমানে তৎস্ব ন বিহন্ততে তন্নিত্যম্ । উভবস্ত চ তত্ত্বানভিঘাতান্নিত্যত্বম্ । তত্র গুণধর্মেষু বুদ্ধাদিষু পরিণামাপরাস্তনির্গ্রাহ্যঃ ক্রমো লক্ষণপর্বসানঃ, নিত্যেষু ধর্মিষু গুণেষু অলক্ষণপর্বসানঃ । কূটস্থনিত্যেষু স্বকপমাত্রপ্রতিষ্ঠেষু মুক্তপুরুষেষু স্বকপাস্তিতা ক্রমেণৈবানুভূয়ত ইতি তত্রাপালক্ষণপর্বসানঃ, শব্দগুণেনাস্তি-ক্রিয়ামুপাদায় কল্পিত ইতি ।

অথাস্ত সংসাবস্ত স্থিত্যা গত্যা চ গুণেষু বর্তমানস্তাস্তি ক্রমসমাপ্তির্ন বেতি, অবচনীয়মেতৎ । কথম্, অস্তি প্রপঞ্চ একান্তবচনীয়ঃ, সর্বো জাতো মরিষ্যতি ওং ভো ইতি । অথ সর্বো যুগ্মা জনিষ্যত ইতি, বিভজ্যবচনীয়মেতৎ; প্রত্যাদিতথ্যাতিঃ কীণতৃষ্ণঃ

কুশলো ন জনিত্তো ইতবন্ত জনিত্তো । তথা মল্লম্ভজাতিঃ শ্ৰেয়সী ন বা শ্ৰেয়সীত্যেবং  
পরিপুষ্টে বিভজ্যবচনীয়ঃ প্রশ্নঃ, পশুহৃদিশ্চ শ্ৰেয়সী, দেবানুবীক্ষাধিকৃত্য নেতি । অয়ন্ত-  
বচনীয়ঃ প্রশ্নঃ—সংসারোহমন্তবান্ অখানন্ত ইতি । কুশলস্তান্তি সংসারক্রমসমাপ্তি-  
নেতবন্তেতি । অস্তত্তরাবধাবণেহদোষস্তন্মাদ্ ব্যাকবনীয় এবাশ্ব প্রশ্ন ইতি ॥ ৩৩ ॥

ভাস্যানুবাদ—এই পৰিণামক্ৰম কি ?—

৩৩। বাহা কণেব প্রতিযোগী (১) ও পৰিণামবসানেব দাবা গ্রাহ্য তাহাই ক্ৰম । হ

ক্ৰম অবিলম্ব কণপ্রবাহ-স্বৰূপ, তাহা পৰিণামেব অপবাস্তবে দাবা অৰ্থাৎ অবসানেব দাবা  
গৃহীত (অল্পমিত বা conceived) হয় । নব বস্ত্ৰেব অন্তে বে পূৰ্ণাংগতা হয়, তাহা অনন্তত্বত্বকণক্ৰম  
(২) হইলে হয় না । নিত্য পরার্থেবও এই পৰিণামক্ৰম দেখা যায় । এই নিত্যতা বিবিধা—  
কূটস্থ-নিত্যতা ও পৰিণামি-নিত্যতা । তন্মধ্যে পুরুষেব কূটস্থ-নিত্যতা, গুণসকলেব পৰিণামি-  
নিত্যতা । পৰিণাম্যমান হইলে দাবাব তন্ত্ৰেব বা স্বৰূপেব বিনাশ হয় না, তাহাই নিত্য (৩) । (গুণ  
ও পুরুষ) উভয়েবই তত্ত্ব বিপৰ্য্যত হয় না বলিয়া উক্তবে নিত্য । কিন্তু গুণেব ধর্ম বে বুদ্ধাদি  
তাহাতে পৰিণাম-অবসাননিগ্রাহ্য ক্ৰম পৰ্য্যবসান লাভ কবে । নিত্যধর্মিকণ গুণসকলে ক্ৰম পৰ্য্যবসান  
লাভ কবে না । কূটস্থ নিত্য স্বরূপমাত্রপ্রতিষ্ঠ, মুক্তপুরুষসকলেব স্বরূপান্তিতাও ক্ৰমেব দাবাই  
অন্তত্বত্ব হয়, এই হেতু সেখানেও তাহা অলক্ষপৰ্য্যবসান । সেই ক্ৰম তাহাতে পৰিপুষ্ট বা শব্দাহুসাবী  
বিকল্পেব দাবা ‘অন্তি’ কিংবা (‘আছে, ছিল, থাকিবে,’ এইরূপ) গ্রহণ কবিয়া বিকল্পিত হয় ।

হৃদিত্তি ও প্রলয়েব প্রবাহকণে গুণসকলে বর্তমান বে এই সংসার, তাহাব পৰিণামক্ৰমসমাপ্তি  
হয় কি না ?—এই প্রশ্ন অবচনীয় । কেন ?—(একরূপ) প্রশ্ন আছে বাহা একান্তবচনীয় (বেমন)  
সমস্ত জাত প্রাপ্তি কি মনিয়ে ?—‘হী’ (ইহা উক্ত প্রশ্নেব উত্তর হইতে পাবে) । (কিন্তু) সমস্ত মৃত  
ব্যক্তি কি জন্মাইবে ? (এইরূপ প্রশ্ন) বিভাগ কবিয়া বচনীয়, (যথা) প্রত্যুমিতথ্যাত্তি, কীর্ণকৃষ্ণ,  
কুশল পুরুষ জন্মাইবেন না, অপবে জন্মাইবে । সেইরূপ, মল্লম্ভজাতি কি শ্ৰেয়সী ? এইরূপ প্রশ্ন  
কবিলে তাহা বিভজ্য-বচনীয়, (যথা) পশুহৃদেব অপেক্ষা শ্ৰেয়, কিন্তু দেবতা ও ঋষি অপেক্ষা নহে ।  
এই সংস্থতি (সর্বপুরুষেব সংসার) অন্তবতী কি অনন্তা ? ইহা অবচনীয় প্রশ্ন, হৃতবাঃ ইহা বিভাগ  
কবিয়া বচনীয়, যথা—কুশলেব এই সংসারক্রমসমাপ্তি হয়, কিন্তু অপবেব হয় না । অতএব এখানে  
দুইটি উক্তবেব একটিব অবধাবণে দোষ হয় না বলিয়া (‘অন্তত্বাবধাবণে দোষঃ’ এই পাঠেও ফলে  
একপ অর্থ) এইরূপ প্রশ্ন ব্যাকবনীয় (৪) ।

টীকা। ৩৩।(১) কণেব প্রতিযোগী অৰ্থাৎ স্বরূপাবস্পর্শরূপ আধাবকে বা আশ্রয়কে  
আলম্বন কবিয়া আবেদরূপে বাহা অবস্থান কবে, অতএব স্বরূপাশ্রয়ী বে ধর্ম উদ্ভিত হয় তাহাই কণ-  
প্রতিযোগী । কণপ্রতিযোগী বস্তব আনন্তর্ভবী বা অবিলম্বতাই ক্ৰম । সেই ক্ৰমসকল পৰিণামেব  
অবসানেব বা শেষেব দাবা গৃহীত হয় । ধর্মপৰিণামক্ৰমেব প্রবৃত্তিবি আদিত্তি নাই । কিন্তু যোগেব  
দাবা বুদ্ধিবিলম্ব হইলে সেই বুদ্ধিধর্মেব পৰিণামক্ৰম সমাপ্ত হয়, কিন্তু বজ্রোমাজ্জেব কিংবা-স্বভাবেব হয়  
না । উপদর্শনরূপ হেতু শেষ হইলে বুদ্ধাদি থাকে না ।

৩৩।(২) এই ক্ৰম স্বরূপাবচ্ছিন্ন বলিয়া অলক্ষ্য হইলেও হ্রদ পৰিণাম দেখিবা পবে তাহা  
লৌকিক দৃষ্টিতে অল্পমিত হয় এবং যোগজপ্রজ্ঞাব তাহা সাক্ষাৎকৃত হয় । শুদ্ধ কালানশকণেব ক্ৰম

নাই, কাবশ তাহা অবস্ত এবং একাধিক বলিয়া কল্পনীয় নহে। ধর্মের অন্তঃ বা পবিণাম দেখিয়াই পূর্বকণ ও পরকণ এইরূপ ভেদ নিরূপণ করা হয়। স্তবরাং ক্রম পবিণামেবই হয়, কালাংশ ক্ষণেব নহে। ক্ষণেব ক্রম বলিলে স্বপ্নব্যাপী পবিণামেব ক্রমই বুঝায়, তাহাই সূক্ষ্মতম পবিণামক্রম।

অনন্তত্বক্রমক্ষণা পূবাণতা = অনন্তত্ব বা অপ্ৰাপ্ত, যে ক্ষণসকল পবিণামক্রম অমৃতত্ব কবে নাই তাদৃশ স্বপ্নযুক্তা পূবাণতা কখনও হয় না। পূবাণতা সর্বদাই অনন্তত্বক্রমক্ষণাই হয়, অর্থাৎ ক্ষণিক পবিণামক্রম অমৃতসাবেই অন্তিম পূবাণতা হয়।

৩৩।(৩) পবিণম্যমান হইলেও যাহাব তত্ত্বেব নাশ হয় না তাহাব নাম নিত্যপদার্থ। - গুণ ও পুরুষেব তত্ত্বেব নাশ হয় না বলিবা উভয়েই নিত্য। কিন্তু গুণজয় পবিণামিনিত্য, আব পুরুষ কৃষ্ণহনিত্য। পবিণম্যমান হইলেও গুণ গুণই থাকে, গুণস্বরূপ তাহাব তত্ত্ব কখনও নষ্ট হয় না, অতএব গুণজয় পবিণামিনিত্য। আব পুরুষ অবিকারী বলিবা কৃষ্ণহনিত্য। স্বরূপতঃ পুরুষ অবিকারী, কিন্তু আমবা বলি স্তম্ভপুরুষ অনন্তকাল থাকিবেন, ইহাতে কালাতীত পদার্থে কাল আবোপ কবিবা চিন্তা করা হয় অর্থাৎ আমবা পবিণাম আবোপ করা ব্যতীত চিন্তা কবিতে পারি না। স্তবরাং আমবা যে বলি স্তম্ভ, স্বরূপপ্রতিষ্ঠ পুরুষ অনন্তকাল থাকিবেন, তাহা বস্তুতঃ 'ক্ষেপে ক্ষণে তাঁহাব অস্তিত্ব থাকিবে' এইরূপ পবিণাম কল্পনা কবিবা বলি। যাহাব পবিণাম এইরূপ কেবল সম্ভাবিব্যবক ('ছিল', 'আছে', 'থাকিবে' এইরূপ বিকল্পমাত্র, কিন্তু প্রকৃত বিজ্ঞানাহীন) তাহাই কৃষ্ণহনিত্য। ('প্রকৃতিঃ পুরুষাধৈব বিজ্ঞানাহী উভাবপি' অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েক অনাদি বলিবা জানিবে। গীতা)।

গুণজয় পবিণামিনিত্য, স্তবরাং তাহাদেব পবিণম্যমানতাব অবসান হয় না। কিন্তু গুণধর্ম-স্বরূপ বুদ্ধাদিতে পবিণামক্রমেব সমাপ্তি হয়। বুদ্ধাধিবা পুরুষাধিকার নিমিত্তে উৎপত্তমান হইবা স্বকাবেণ (গুণেব) পবিণাম-স্বভাবেব জন্ম পবিণম্যমান হইতে থাকে। পুরুষোপদৃষ্ট কিংবদন্তিমাণ সংকীর্ণতাব দ্বাবা সান্ত অথবা অসংকীর্ণতাব দ্বাবা অনন্ত বা বাহ্যাহীন (কাবশ, বুদ্ধাদি সান্তও হয় অনন্তও হয়) গুণবিজ্ঞানই বুদ্ধি স্বরূপ। পুরুষেব দ্বাবা দৃষ্ট না হইলে বুদ্ধাধিবা স্বরূপ হাবাইয়া স্বকাবেণে বিলীন হয়। গুণজয়েব স্বাভাবিক পবিণাম তখন অন্ত সব পুরুষেব নিকটে ব্যবসায় ও ব্যবসেবরূপে থাকে, তাহা ব্যবসায়য়েব অভাবে কৃতার্থ পুরুষেব ভোগ্যতাপন্ন হয় না, অকৃতার্থ অন্ত পুরুষের নিকট তাহা দৃষ্ট হয়।

জ্ঞাতাব পবিণাম কেবল সম্ভাবিব্যবক পবিণাম-কল্পনা, অন্ত-বিষয়ক পবিণাম তাহাতে কল্পিত করা নিষিদ্ধ হয়। কৃষ্ণ পদার্থে সমস্ত বিকাব নিষেধ কবিতে হয় কিন্তু তাহাকে 'আছে' বলিতে হয়। "অতীতি ত্ববতোহস্তজ্ঞ কথন্তদুপলভ্যতে" (কঠ)। অতএব 'ইদানীং আছেন, পবে থাকিবেন' এইরূপ পবিণাম-কল্পনাব্যতীত আমবা শব্দেব দ্বাবা তদ্বিষয়ে কিছু প্রকাশ কবিতে পারি না। এই বৈকল্পিক পবিণাম অমৃতসাবে পুরুষসমক্ষে বাক্যপ্রয়োগ কবিতে-হয় বলিবা পুরুষ প্রাপ্তক নিত্যবস্তু লক্ষণে পড়েন।

৩৩।(৪) প্রক্সসকল বিবিধ, একান্ত-বচনীয় ও অবচনীয়, যে বিষয় একনিষ্ঠ, তদ্বিষয়ক প্রশ্ন একান্ত-বচনীয় হইতে পারে, কাবশ, তাহাব একান্ত-পক্ষেব উত্তর দেওয়া বাইতে পারে। ভাস্ত্রে উহা উদাহৃত হইয়াছে। আব যে বিষয় একনিষ্ঠ নহে (একাধিক প্রকাব হয়), তদ্বিষয়ক প্রশ্ন একান্ত-বচনীয় হইতে পারে না। আব, একজন ভাত খায় নাই, তাহাকে যদি প্রশ্ন করা যায়, 'তুমি কোন্

চালেব ভাত খাইযাছ', তবে তাহা ব্যাকবণীয় প্রশ্ন হইবে। তদুত্তবে বলিতে হইবে, 'আমি ভাতই খাই নাই, স্বতবাং কোন্‌ চালেব ভাত খাইযাছি, তাহা প্রশ্ন হইতে পাবে না'।

ব্যাকবণীয় প্রশ্ন অর্থাৎ যে প্রশ্ন ব্যাখ্যা কবিবা স্পষ্ট কবিতে হয়, তাদৃশ প্রশ্নেব একাধিক উত্তব থাকিলে তাহা বিভজ্য-বচনীয হয়। যেমন, 'যাহাবা নবিয়াছে তাহাবা জমাইবে কি না' ? ইহাব দুই উত্তব হয়, অভএব ইহা বিভজ্য-বচনীয অর্থাৎ, এই প্রশ্নকে বিভাগ কবিবা উত্তব দিতে হয়। এই সংসাব বা প্রাণীদেব জন্মমৃত্যুপ্রবাহ শেষ হইবে কি না, ইহা বিভজ্য-বচনীয প্রশ্ন, কাবণ, ইহাব দুই উত্তব—কুশলদেব সংসাব সমাপ্ত হইবে, অকুশলদেব হইবে না। যদি প্রশ্ন হয়, সমস্ত জীব কুশল হইবে কি না, তবে ইহাবও ঐক্য উত্তব—বিনি বিববে বিবক্ত হইবেন এবং বিবেকজ্ঞান সাধন কবিবেন তিনিই কুশল হইবেন, অন্তে নহে। 'পৃথিবীয সমস্ত লোক সৌবৰ্ণ হইবে কি না' ইহাব উত্তব যেমন অনিশ্চিত এবং কেবলমাত্র ইহাই বক্তব্য যে, 'সৌবৰ্ণেব কাবণ ঘটিলে তবে হইবে', উপৰ্বে উক্ত প্রশ্নেব উত্তবও তদ্রূপ। যে সমস্ত লোক অসংখ্য পদার্থ নম্যক ধাবণা কবিতে না পাবিয়া মনে কবে মকজেই মুক্ত হইয়া গেলে বিব জীবশূন্ত হইয়া যাইবে, এবং সেই আশঙ্কায় নানাপ্রকাৰ কাল্পনিক মতে বিশ্বাস কবাকে শ্রেয় মনে কবে তাহাদেব ইহা ব্রূষ্য।

জ্ঞানসাধন ও বৈবাগ্য পুঙ্খমেচ্ছাব উপব নির্ভব কবে ; সমস্ত জীব সেইরূপ ইচ্ছা কবিবে কি না, তাহা অনিশ্চিত। ছই চাবিজন লোককে ক্লীব দেখিবা যদি কেহ আশঙ্কা কবে যে, ইহাবা যে কাবণে ক্লীব হইযাছে সেই কাবণে পৃথিবীয সমস্ত প্রজা ক্লীব হইতে পাবে ও তাহাতে পৃথিবী প্রজাপুন্ত হইবে, তাহাব শঙ্কা বেক্সপ, বিব সংসাবিপুঙ্খবশূন্ত হইবে এইরূপ শঙ্কাও তদ্রূপ। শাস্ত্র বলিয়াছেন, "অভএব হি বিব্ধং মূঢ়্যমানেষু সৰ্ব্বা। ব্রহ্মাণ্ডজীবলোকানামনন্তখ্যাবশূন্ততা।" (অনিরুদ্ধ ভট্ট বিবচিত্ত বৃত্তি নারী টীকায উদ্ধৃত)। প্রতি মুহূর্তে অসংখ্য পুঙ্খ মুক্ত হইলেও কখনও বন্ধ পুঙ্খবেব অভাব হইবে না। বস্ততঃও অনন্ত জীবনিবাস লোকসমূহে অসংখ্য পুঙ্খ প্রতিমুহূর্তে মুক্ত হইতেছেন।

অসংখ্য পদার্থেব অঙ্কতত্ত্ব এইরূপ—অসংখ্য + অসংখ্য = অসংখ্য। অসংখ্য - অসংখ্য = অসংখ্য। অসংখ্য × অসংখ্য = অসংখ্য। অসংখ্য ÷ অসংখ্য = অসংখ্য।

কাবণ, অসংখ্যেব অধিক বা কম নাই। অভএব বিব সংসাবিপুঙ্খবশূন্ত হইবাব শঙ্কায় যাহাবা পুনবাস্তুভিত্তিম যোক স্বীকাব কবিতে লাহী হন না, তাহাবা আশস্ত হউন। "পূৰ্ব্বত পূৰ্ণমানায় পূৰ্ণমেবাবশিষ্টতে।"

ভাষ্যম্ । গুণাধিকাবক্রমসমাপ্তৌ কৈবল্যমুক্তং তৎস্বরূপমবধার্ষতে—

পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতি-  
শক্তিরিতি ॥ ৩৪ ॥

কৃতভোগাপবর্গাণাং পুরুষার্থশূন্যানাং যঃ প্রতিপ্রসবঃ কার্যকাবণাজানাং গুণানাং তৎ  
কৈবল্যম্ । স্বরূপপ্রতিষ্ঠা পুনর্বুদ্ধিসম্বাহনভিসম্বন্ধাৎ পুরুষস্ত চিতিশক্তিবৈব কেবলা,  
তস্মাৎ সদা তথৈবাবস্থানং কৈবল্যমিতি ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীপাতঞ্জলে যোগশাস্ত্রে সাংখ্যপ্রবচনে বৈয়াসিকে কৈবল্যপাদশততুর্থঃ ।

ভাষ্যানুবাদ—গুণসকলেব অধিকাবসমাপ্তিতে কৈবল্য হ'ব বলা হইয়াছে, তাহাব ( কৈবল্যেব )  
স্বরূপ অবধারিত হইতেছে—

৩৪ । কৈবল্য পুরুষার্থশূন্য গুণসকলেব প্রলয়, অথবা তাহা স্বরূপপ্রতিষ্ঠা-চিতিশক্তি ॥ ২

আচবিত-ভোগাপবর্গ, পুরুষার্থশূন্য, কার্যকাবণাজক ( ১ ) গুণসকলেব যে প্রতিপ্রসব বা প্রলয়  
তাহাই কৈবল্য । অথবা স্বরূপপ্রতিষ্ঠা চিতিশক্তি অর্থাৎ পুনবাব পুরুষেব বুদ্ধিসম্বাহনভিসম্বন্ধাৎ  
চিতিশক্তি কেবলা হইলে তাহাব সর্বকাল সেইরূপে অবস্থানই কৈবল্য ।

ইতি শ্রীপাতঞ্জল-যোগশাস্ত্রীয বৈয়াসিক সাংখ্যপ্রবচনেব কৈবল্যপাদেব অন্তবাদ সমাপ্ত ।

যোগভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ।

টীকা । ৩৪ । ( ১ ) কার্যকাবণাজক গুণ—লিঙ্গশবীবরূপ পবিপদ যে মহাদি প্রকৃতি ও  
বিকৃতি । যোগেব দ্বাবা বকীয গ্রহণেবই প্রতিপ্রসব হ'ব, গ্রাহ বস্তব হ'ব না । গুণাজক গ্রহণেব  
পবিণামক্রমেব সমাপ্তিরূপ প্রতিপ্রসব বা প্রলয়ই পুরুষেব কৈবল্য । চিতিশক্তিব দিক্ হইতে বলিলে—  
কৈবল্য, স্বরূপপ্রতিষ্ঠা-চিতিশক্তিব নিঃসঙ্গতা অর্থাৎ কেবল চিতিশক্তি থাকা বা বুদ্ধিব সহিত সম্বন্ধশূন্য  
হওয়া । প্রতিপ্রসব বা প্রলয় অর্থে পুনরুৎপত্তিহীন লয় । বুদ্ধি প্রলীন হইলে সদাই পুরুষ কেবলী  
থাকেন, তাহাই কৈবল্য ।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ ও অন্তঃপ্রাহ বিষয়সকল আমবা সাক্ষ্য আনিবা ভাবাব দ্বাবা চিন্তা কবি । কিন্তু  
এমন বিবব আছে যাহাব ভাবা আছে কিন্তু বস্তু অথবা বখার্ষ বিবব নাই, যেমন—দিক্, কাল, অভাব,  
অনন্তত্ব ইত্যাদি । 'ব্যাপিব', 'সত্তা', 'সংখ্যা' ইত্যাদিপ্রকাব পদেব অর্থও বাস্তব বিষয়যূলক নহে,  
কিন্তু ভাবায়াত্রয়ূলক মনোভাব-বিশেষ । এইরূপ শব্দযূল অচিন্ত্য পদ বা পদযূলক ব্যবহার্য অবস্ত-  
বিষয়ক বৈকল্পিক জ্ঞানকে অভিকল্পনা বলে । ব্যবহার্য অভিকল্পনা যুক্তিবৃক্তও হ'ব, অযুক্তও হ'ব অর্থাৎ  
বস্তু-বিষয়কও হ'ব, অবস্ত-বিষয়কও হ'ব । যুক্তিসিদ্ধ অচিন্ত্য বস্তু-বিষয়ক অভিকল্পনাব দ্বাবা পুরুষ-  
প্রকৃতি ব্রূিতে হ'ব । ঐতিও বলেন, 'ক্লদা মনীষা মনসাভিকম্পঃ' ( কঠ ), "অস্তীতি ক্রবতোহজ্ঞদ  
কথন্তদুপলভ্যতে" ( কঠ ) । 'অবাদ্ মনসগোচব' অর্থে মনেব সাক্ষ্য বিষয় না হওয়াতে সাধাবণ বাব্যেব  
দ্বাবা যাহাকে অভিহিত করা যায় না । 'অদৃশ্', 'অব্যবহার্য', 'অচিন্ত্য' ইত্যাদি নিবেদার্থক পদেব  
দ্বাবাই আমবা প্রধানতঃ পুরুষতত্ত্বকে ব্রূি । তাহাকে 'আছে' বলিতে হ'ব এবং তাহা অনাস্ত্যভাবশূন্য  
ও সাধাবণ আনিস্বেব যূল 'একান্তপ্রত্যয়সাব' ( ঐতি ) এইরূপ বলিতে হ'ব । ভ্রাত্য ভাবাব দ্বাবা

এইরূপ বুঝাই অভিকল্পনা। প্রথমে পুরুষতত্ত্বের এইরূপ অভিকল্পনা বা অভিমুখে কল্পনা কবিরা পবে তাহাও ত্যাগ কবতঃ অর্থাৎ ক্রমশঃ চিত্তবৃত্তিনিবোধ কবিরা, যাহা থাকে তাহাই নিষ্ঠা পুরুষতত্ত্ব এবং তাহাই তাহাব উপলব্ধি।

পুরুষেব ও প্রকৃতিব অভিকল্পনা কবিতে হইলে এইরূপে কবিতে হইবে—পুরুষ আমিহেব চৈতন হুল-স্বরূপ, তিনি বড় বা ছোট নহেন, অণু হইতে অণু বা পৰিমাণহীন, নিজবোধরূপ বা যাহা নিজস্বেব সম্পূর্ণতা স্তূতবাং সম্পূর্ণরূপে অবিভাজ্য, পৃথক্ বা অসংকীর্ণ ও এক-স্বরূপ। তিনি কোথায আছেন তাহা কল্পনা কবিতে গেলে বাহু জেবদ্ব আশিবা পড়িবে ও পুরুষেব অভিকল্পনা হইবে না। প্রকৃতিও পরিমাণবিষয়ে পুরুষেব স্তূত অণু হইতে অণু এবং তাহা সম্পূর্ণ দৃষ্ট। হান (অমুকজ্জ হিতি) এবং মান-হীন হইলেও প্রকৃতি জি অঙ্গ বলিবা অসংখ্য পৰিমাণে পৰিণত হওমাব বোণ্য। প্রত্যেক পুরুষেব উপদর্শন-সাপেক্ষ প্রকৃতি-পৰিণাম প্রত্যেক পুরুষেব কাছে অসংখ্য। প্রকৃতিব প্রকাশ-স্বভাবেব প্রাধাত্তে ‘আমি-মাত্র’-লক্ষণক মহং হয় এবং তাহা দেশাতীত হইলেও কালাতীত নহে, কাৰণ, তাহা অহংকাবাদিতে পৰিণত হইতেছে। ‘আমি’ জ্ঞান হইলেই তাহাব হিতি-স্তম্বেব স্বাবা তাহা সংস্কাররূপে স্থিত হয়। অসংখ্য সংস্কার থাকাতে আমিহেব অনাদিকালিক পৰিমাণ জ্ঞান হয় এবং প্রাণেব অভিসানে দৃষ্ট বা বিবাহি পৰিমাণেব ‘আমি’—এইরূপ দৈশিক পৰিমাণ-জ্ঞান হয়। বাহাবা এই দর্শন বুঝিতে চান, তাহাবা ‘পুরুষ প্রকৃতি কোথায় আছে’, ‘সর্বদেহ বা অল্পদেহ ব্যাপিবা আছে’, অথবা তাহাদেব ‘ধানিক অংগ’ ইত্যাদি চিন্তা যে সর্ববা ত্যাজ্য তাহা স্বৰণ বাখিলে তবে বুঝিতে ও ধাবণা কবিতে পাবিবেন। (‘জ্ঞানযোগ’ প্রকরণে ‘পুরুষতত্ত্বের অভিকল্পনা’ দ্রষ্টব্য)।

ইতি শ্রীমদ্-হরিহরানন্দ-আবণ্যকৃত যোগভাস্ত্রের ভাবা-চীকা সমাপ্ত।

চতুর্থ পাদ সমাপ্ত



ଭାବନା





ওঁ নমঃ পরমৰ্ষয়ে

## ভাস্বতী

(বৈবাসিক-পাতঞ্জল-যোগভাষ্য-টীকা)

মৈত্ৰীভাষ্যন্তঃকরণাচ্ছরণ্যং কৃপা-প্রতিষ্ঠাকৃতসৌম্যমূর্তিম্ ।

তথা প্রশান্তং মুদিতাপ্রতিষ্ঠং তং ভাস্বতৃদ্ব্যাসমূনিং নমামি ।

অযোগিনাং দুৰ্লভং যদ্ যোগিনামিষ্টকামধৃক্ ।

মহোজ্জ্বলমণিভূপো যচ্ছ্লেষঃ সত্যসংবিদাম্ ॥

বস্কাবঃ প্রবাদানাং ভাস্বাং ব্যাসবিনির্মিতম্ ।

শিষ্টাণাং সুখবোধার্থং টীকেয়ং তত্র ভাস্বতী ॥

উপোদ্ভাতপ্রধানেয়ং সংক্ষিপ্তা পদবোধিনী ।

শঙ্কাবিকল্পহীনাস্ত মুদারৈ বোগিনাং সত্যম্ ॥

প্রথমঃ পাদঃ

১। \*ইহ খলু ভগবান্ হিরণ্যগৰ্ভো যোগস্তাদিমো বক্তা । ‘স্বৰ্ষতেহত্র ‘হিরণ্যগৰ্ভো যোগস্ত বক্তা নাস্তঃ পুৰাতনঃ’ ইতি । হিরণ্যগৰ্ভোহত্র পরমৰ্ষে: কপিলস্ত সংজ্ঞাতেনঃ,

মৈত্ৰীভাষ্যেব স্মাৰা অবসিদ্ধ-অন্তঃকরণহেতু যিনি সকলেব প্রণয়, কল্পণাতে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া যিনি সৌম্যমূৰ্তি এবং মুদিতা-প্রতিষ্ঠ বলিয়া বাহ্যে চিত্ত প্রশান্ত, সেই যোগভাস্বত্ৰকাব ব্যাসমূনিৰ্কে প্রণাম করি ।

অযোগীদেব নিকট বাহা দুৰ্লভ কিন্তু যোগীদের নিকট বাহা ইষ্ট বস্তুব কামধেয়-স্বরূপ, বাহা ভ্ৰেং: বা মোক্ষ-বিষয়ক লভ্যজ্ঞানেব মহোজ্জ্বল মণিভূপসদৃশ এবং উৎকৃষ্ট বাহনকলেব বা যুক্তিপূৰ্ণ বিচাবেব স্নহাকব-স্বরূপ—সেই যোগভাস্ব ব্যাসেব বাবা বিবচিত্ত, শিক্ষাৰ্থীদেব সহজে বোধগম্য হইবাব জ্ঞাতাহাব উপব এই ভাস্বতী নামী টীকা বচিত্ত হইল । ইহা প্রধানতঃ শাস্ত্ৰার্থেব পৰিবোধকাৰিণী ব্যাখ্যায়ুক্ত, সংক্ষিপ্ত, পদসকলেব অৰ্থ-বোধক এবং শঙ্কা ও বিকল্প (নানাক্রম ব্যাখ্যা) বঞ্চিত । ইহা সজ্জন যোগীদের মুদিতাপ্রদ হউক ।

১। এই স্থলিতে ভগবান্ হিবণ্যগৰ্ভ যোগবিভাব আদি উপদেষ্টা । এ বিষয়ে স্মৃতি (যোগ-যাজ্ঞবল্ক্য) যথা—“হিবণ্যগৰ্ভই যোগেব আদি বক্তা, তদপেক্ষা পুৰাতন উপদেষ্টা আব কেহ নাই” ।

\* পাঠকের সুখবোধার্থ ‘ভাস্বতী’ব পদসকল বহুদানে পৃথক পৃথক বাধা হইয়াছে ।

যথোক্তং “বিজ্ঞানসহায়বস্তুং মাম্ আদিত্যস্বং সমাহিতম্ । কপিলং প্রাহবাচার্য্যঃ সাংখ্য-  
নিশ্চিতনিশ্চিতাঃ । হিবণ্যগর্ভো ভগবান্ এষ চ্ছন্দসি স্তুতঃ” ইতি । হিবণ্যম্ অত্যাঙ্কলং  
প্রকাশশীলং জ্ঞানং, তদেব গর্ভঃ অন্তঃসারো যন্ত স হিবণ্যগর্ভঃ পূর্বসিদ্ধো বিশ্বাধীশঃ ।  
ভগবতঃ কপিলস্তাপি ধর্মজ্ঞানাদীনাং সহজাতত্বাৎ স প্রজ্ঞাবন্তি ঋষিভিঃ হিরণ্যগর্ভাখ্যায়া  
পূজিত ইতি তস্তাপি হিরণ্যগর্ভসংজ্ঞা । ভগবতা কপিলেনৈব প্রবর্তিতৌ সাংখ্যযোগৌ ।  
তত্র সাংখ্যে জ্ঞানযোগঃ পঞ্চবিংশতিস্তম্বানি চ সম্যগ্ বিবুতানি, যোগে চ তদ্ব্যানু-  
পলক্ষ্যপায়ঃ ক্রিয়াযোগশ্চ বিবৃতঃ । অত উক্তং “সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ভালাঃ প্রবদন্তি ন  
পণ্ডিতাঃ” ইতি । কালক্রমেণ বহুসংবাদাদিষু বর্তমানা যোগবিজ্ঞা দ্ববধিগমা বভূব ।  
ততঃ পৰমকারণিকো ভগবান্ পতঞ্জলিযোগবিজ্ঞান সূত্রোপনিবন্ধাৎ কৃৎস্না স্মরণ্য চকার ।  
সূত্রলক্ষণং যথা “স্বল্পাকবমসল্লিক্স সাববদ্ বিষতোমুখম্ । অন্তোভমনবজ্ঞঃ সূত্রং  
সূত্রবিদো বিজুঃ” ইতি । এবমলক্ষণানি পাতঞ্জলযোগসূত্রানি ভগবান্ ব্যাসো গভীর্বো-  
দারেন সাবপ্রদাদময়েন সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যেণ ব্যাচক্ষে । উক্তঞ্চ “গঙ্গাত্তাঃ সবিতৌ যষদ্  
অক্কেবংশেষু সংস্থিতাঃ । সাংখ্যাদি-দর্শনান্তেবমন্তেবাংশেষু কুংসশঃ” ইতি ।

এখানে হিবণ্যগর্ভ পৰমধি কপিলেবই অস্ত নান, যথা উক্ত হইয়াছে—( মহাভারতে নাবাধণ  
বলিতেছেন ) “সাংখ্যশাস্ত্রে নিশ্চিতমতি আচার্য্যে । আমাকে বিজ্ঞানসহায়বান্ অর্থাৎ আত্মজ্ঞানযুক্ত,  
আদিত্য হ বা হৃদয়স্থ জ্ঞানময় স্রোতিতে নিবিষ্টচিত্ত ও সমাহিত কপিল বলিয়াছেন এবং তিনিই  
ভগবান্ হিবণ্যগর্ভ বলিয়া বেদে লম্বাক্ স্তুত হইয়াছেন ।” হিবণ্য বা স্বর্বেব স্রাব অত্যাঙ্কল অর্থাৎ  
প্রকাশশীল যে জ্ঞান, তাহা বাহ্যব গর্ভ বা অন্তঃসার তিনিই হিবণ্যগর্ভ । তিনি পূর্বস্রষ্টে  
( সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃরূপ ) সিদ্ধিলাভ কৰা ইহ স্রষ্ট্রেতে বিশ্বের অধীশ হইবা উপন্ন হইয়াছেন ।  
ভগবান্ কপিলেবও ধর্মজ্ঞানাদি পূর্বাধিতত্ত্বহেতু ইহ জন্মেব লক্ষ্যে সন্মুখ হইয়াছিল বলিয়া  
( পূর্বজন্মের সিদ্ধি সাদৃশ্য থাকায় ) প্রজ্ঞাবান্ ঋষিদের দ্বাৰা তিনিও হিবণ্যগর্ভ নামে পূজিত  
হইয়াছেন, তাই পৰমধি কপিলেবও এক নাম হিবণ্যগর্ভ । ভগবান্ কপিলেব দ্বাবাই সাংখ্য-যোগ  
প্রবর্তিত হইয়াছে । তন্মধ্যে সাংখ্যে জ্ঞানযোগেব ও পঞ্চবিংশতিস্তম্বেব লম্বাক্ বিবরণ আছে এবং  
যোগশাস্ত্রে ঐ তদ্বসকলেব উপলক্ষিণ উপায় ও ক্রিয়া-যোগ বিবৃত হইয়াছে । এইজন্য কথিত হয়  
“সাংখ্য ও যোগ পৃথক্—ইহা মুখ্যবাই বলে, পণ্ডিতেরা নহে” ( গীতা ) । কালক্রমে বহুব্যক্তিব দ্বাবা  
উপদিষ্ট ও নানা আখ্যায়িকায় নিবদ্ধ হওয়াব যোগবিজ্ঞা ( সাবাবশেষ-নিকট ) দুর্জয় হইয়াছিল ।  
তজ্জন্য পৰম কারুণিক ভগবান্ পতঞ্জলি যোগবিজ্ঞাকে সূত্রে নিবদ্ধ কবিবা স্মরণ কবিয়াছেন । সূত্রেব  
লক্ষণ যথা—“যাহা অস্নানবযুক্ত, সন্দেহবাক্তিত, সাবকথায়ুক্ত, সর্বদিক্ হইতে বুঝাইতে সমর্থ, নিবর্তক-  
শব্দহীন এবং নির্দোষ—তাহাকে সূত্রবিদেবা সূত্র বলেন” । এইরূপ লক্ষণযুক্ত পাতঞ্জল যোগসূত্রসকল  
ভগবান্ ব্যাস গভীব বা তলস্পর্শিব্যাখ্যায়ুক্ত, উদার, সাব ও প্রকৃষ্ট যুক্তির সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যে ব্যাখ্যা  
কবিয়াছেন । উক্ত হইয়াছে যথা—“গঙ্গাদি নদীসকল যেমন সমুদ্রেবই অংশরূপে সংস্থিত তদ্ব  
সাংখ্যাদি সমস্ত দর্শন ইহাবই অংশে সংস্থিত অর্থাৎ এই ব্যাসভাষ্যকে আশ্রয় কবিবাই তাহাদেব  
প্রতিষ্ঠা” । ( যোগব্যাসিক ) ।

তত্র প্রাবিক্তিস্ত যোগশাস্ত্রস্ত প্রথমং সূত্রম্ “অথ যোগানুশাসনম্” ইতি । শিষ্টেন্ শাসনম্ অনুশাসনম্ । অথেতি শব্দঃ অধিকারার্থঃ—আরম্ভণার্থঃ । যোগানুশাসনং নাম যোগশাস্ত্রং তদ্ভাবা যোগোহগীতার্থঃ অধিকৃতম্ আবৰ্দ্ধমিতি বেদিতব্যম্ । যোগঃ সমাধিঃ । ন চ সংযোগাত্ত্বকোহয়ং যোগঃ । যুক্ত-সমারো ইতি শাস্ত্রিকাঃ । তেযাঞ্চ সমাধিঃ চিন্ত্যসমাধানার্থকঃ, ন চ তদেবার্থমাত্রাদিশূত্রলক্ষিতঃ পারিভাষিকঃ সমাধিঃ । সম্যগ্ আধানমেব শাস্ত্রিকানাং সমাধানম্ । এতদযুক্ত-ধাতুনিপ্পন্নোহয়ং যোগ-শব্দকঃ । স চ যোগঃ—সমাধানম্, সার্বভৌমঃ—ব্যক্যমাণক্ষিপ্তাদিসর্বভূমিসাধারণক্ষিত্ত্বমর্থঃ ।

ক্ষিপ্তমিতি । চিন্ত্যভূময়ঃ—চিন্ত্য সহজা অবস্থাঃ । সংস্কারবশাদ্ যন্ত্যসবস্থায়াম্ চিন্ত্যং প্রাথম্যঃ সন্নিষ্ঠতে সা এব চিন্ত্যভূমিঃ । পৰ্যাবধান্চিন্ত্যভূময়ঃ ক্ষিপ্তা যুচা বিক্ষিপ্তা একাগ্রা নিকজ্জা চেতি । ক্ষিপ্তং চিন্ত্য ক্ষিপ্তা ভূমিঃ, তথা যুচাদয়ঃ । তত্র যদা সংস্কার-প্রত্যয়ধর্মকং চিন্ত্যং তদ্ব্যসমাধানচিকীর্ষাহীনং সর্দৈবান্ধ্রিবং ভ্রমতি তদাস্ত ক্ষিপ্তা ভূমিঃ । তাদৃশস্ত অপিচ প্রবলরাগাদিমোহবশস্ত চিন্ত্যস্ত যা যুচাবস্থা সা যুচা ভূমিঃ । ক্ষিপ্তাদ্বিশিষ্টং বিক্ষিপ্তভূমিকং চিন্ত্যম্ । তত্র কাদাচিত্তকং চিন্ত্যসমাধানং সমাধানচিকীর্ষা চ তদ্বজ্ঞান-সমাধানকং দৃশ্যতে । অভীষ্টবিষয়ে সর্দৈব স্থিতিশীলা চিন্ত্যাবস্থা একাগ্রভূমিঃ । সর্ববৃত্তি-নিরোধপ্রায়া চিন্ত্যাবস্থা নিরুদ্ধভূমিঃ । চিন্ত্যসমাধানমেব যোগঃ, তস্ত সার্বভৌমত্বাৎ

আবদ্ধ বা প্রাবর্তীকৃত সেই যোগশাস্ত্রের প্রথম সূত্র—“অথ যোগানুশাসনম্” । উপদিষ্ট বিষয়েব পুনর্বাচ শাসন বা উপদেশ কবাব নাম অনুশাসন । ‘অথ’ এই শব্দ অধিকারার্থ বা আবর্ত্তার্থ । যোগানুশাসন নামক যোগশাস্ত্র, সূত্রবাং যোগও ইহাব দ্বাবা অধিকৃত বা আবদ্ধ হইল, ইহা বুঝিতে হইবে । যোগশাস্ত্রের অর্থ সমাধি, ইহা লক্ষ্যযোগাধি-অর্থক নহে । ‘যুক্ত’ ধাতুব অর্থ সমাধি ইহা ব্যাকরণবিদেবা বলেন । ভগ্নতে সমাধি অর্থে যে-কোন বিষয়ে চিন্তেব সমাধান বা স্থিতি, তাহা “তদেবার্থ মাজ্জ ” ( ৩য় পাদ, ৩য় সূত্র ) এই যোগসূত্রে লক্ষিত পারিভাষিক সমাধি নহে । ব্যাকরণবিদেব মতে সম্যক্ আধান বা স্থিতিমাজ্জই চিন্তেব সমাধান । এইরূপ অর্থযুক্ত যুক্ত-ধাতুব দ্বাবা এই ‘যোগ’ শব্দ নিশ্চয় হইয়াছে । সেই যোগ বা চিন্ত্যসমাধান সার্বভৌম, অর্থাৎ পবে কথিত ক্ষিপ্তাদি সর্ব চিন্ত্যভূমিতেই সম্ভব, এইরূপ চিন্ত্যমর্থ ।

চিন্ত্যভূমি অর্থে চিন্তেব সহজ বা স্বাভাবিকেব মত অবস্থা । পূর্বলক্ষিত সংস্কারবশে ( সহজতঃ ) যে অবস্থাব চিন্ত্য অধিকাংশ সময় অবস্থিতি কবে তাহাই চিন্ত্যভূমি । চিন্তেব ভূমি পক্ষবিধ, যথা—ক্ষিপ্ত, যুচ, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ । যে-চিন্ত্য ক্ষিপ্ত বা স্বভাবতঃ অন্ত্যস্ত অস্থিবা তাহাই ক্ষিপ্তভূমি, যুচ আদি চিন্ত্যভূমিসকলও তদ্রূপ অর্থাৎ যে-চিন্ত্য বাহু বিষয়ে স্বভাবতঃ অন্ত্যস্ত যুক্ত তাহা যুচভূমি, ইত্যাদি । ভগ্নম্যে যখন সংস্কার-প্রত্যয়-ধর্মক চিন্ত্য, তদ্ব-বিষয়ক ধ্যান কবিবাব চেষ্টাবজিত হইয়া সর্বদা অস্থিবা হইয়া বিচলণ কবে, তখন তাহাব চিন্ত্য ক্ষিপ্তভূমিক । তাদৃশ এবং প্রবল বাগাদি মোহেব বশীভূত চিন্তেব যে যুক্ত অবস্থা তাহা যুচভূমি । ক্ষিপ্ত হইতে বিশিষ্ট বা সামান্য উৎকর্ষযুক্ত চিন্ত্য বিক্ষিপ্তভূমিক । তাহাতে কখন কখন চিন্তেব হৈর্ষ, চিন্তকে স্থিবা কবিবাব দ্রুত চেষ্টা এবং

পঞ্চাশপি ভূমিষু যোগসম্ভবঃ স্তাৎ । তত্র প্রবললোভমোহাদিবশাৎ কদাচিৎ ক্ষিপ্ত-  
মুঢ়োভূম্যোঃ কিয়চ্চিত্তসমাধানং ভবতি ন চ তৎ কৈবল্যায় ভবতি, যথা জয়জ্ঞপ্ত  
প্রবলদ্বेषাধীনস্ত । যন্ত বিক্ষিপ্তে—বিক্ষিপ্তভূমিষ্ঠে চেতসি জাতঃ সমাধিবপি বিক্ষেপেণ  
উপসর্জনীভূতঃ পবমার্থসিদ্ধয়ে অপ্রাধানীভূতঃ যতঃ গোপভাবেন উদ্বিগ্নবসংস্কাররূপেণ তত্র  
অনষ্টো বিক্ষেপসংস্কারঃ স্থিতঃ অতস্তাদৃশস্ত চিত্তস্ত বিক্ষিপ্তভূমিকস্ত সমাধি ন সম্যগ্  
যোগপক্ষে—কৈবল্যপক্ষে বর্ততে । বিক্ষিপ্তভূমিকস্ত সমাধানং সবিল্লবং ততশ্চ তাদৃশঃ  
সাধকো যদা বিক্ষেপাভিভূতো ভবতি তদা প্রমত্তস্তত্ত্বজ্ঞানহীনঃ পৃথগ্জন ইবাচরতি ।

বহিতি । একাগ্রভূমিকে চেতসি জাতঃ সমাধিঃ সমুত্তমর্থঃ—পারমার্থিকং তত্ত্বং  
প্রত্যোতয়তি—প্রাখ্যাপয়তি, যৎপ্রজ্ঞয়া পারমার্থিকহানোপাদানবিষয়ে অব্যর্থার্থ্যবসায়ো  
জায়ত ইত্যর্থঃ । তথা চ ক্রিপোতি ক্লেশান্—তত্ত্বজ্ঞানস্ত চেতসি উপস্থানাদবিজ্ঞানী  
ক্লেশান্ স যোগঃ ক্রমশো বধ্যপ্রসবান্ করোতি ; ক্লেশমূলানং চ কর্মণাং নিবর্ত্যমানদ্বাং

তত্ত্ব-বিষয়ক জ্ঞানে চিত্তসমাধানও দেখা যায় । অভীষ্ট বিষয়ে ( বৈচ্ছায় ) লব্ধি দৃষ্টিশীল যে চিত্তাবস্থা  
তাহাই একাগ্রভূমি । যে চিত্তাবস্থায় সর্ববৃত্তি নিবোধেব প্রাধান্য অর্থাৎ যে অবস্থায় অভীষ্টমত  
সর্ববৃত্তি বোধ করা যায় তাহাকে নিকটভূমি বলা যায় । চিত্তকে সমাধিত কবাই যোগ, তাহা  
সর্বভূমিতে ( নাত্তিক না হইলেও সাময়িক ) সম্ভব বলিয়া উক্ত পঞ্চভূমিতেই যোগ হইতে পারে ।  
তদ্বাধ্যে, প্রবল লোভ বা মোহ-বশতঃ কদাচিৎ ক্ষিপ্ত এবং মুঢ় ভূমিতেও কিছুকালের জন্য চিত্ত স্থির  
হইতে পারে, যেমন প্রবল ঘেবাধীন হইবা জয়জ্ঞেয় হইয়াছিল, কিন্তু তাহা কৈবল্যপ্রাপক নহে ।  
যাহা বিক্ষিপ্তে অর্থাৎ বিক্ষিপ্তভূমিক চিত্তে জাত যে সমাধি তাহা বিক্ষেপেব দ্বাৰা উপসর্জনীভূত বা  
পবমার্থলাধনে অপ্রাধানীভূত যেহেতু তথ্য গৌণভাবে বা উদ্বিগ্নরূপে বিক্ষেপসংস্কারসকল অবস্থিত  
হুতবা তাদৃশ বিক্ষিপ্তভূমিক চিত্তেব যে সমাধি তাহাও স্বার্থ বোধ্যপক্ষে অর্থাৎ কৈবল্যপক্ষে বর্তায়  
না বা মুখ্যতঃ কৈবল্য সাধিত কবে না । কাবণ, বিক্ষিপ্তভূমিতে চিত্তেব যে হিবতা হয় তাহাও  
সবিল্লব বা ভঙ্গশীল ( কারণ, স্পষ্টভাবে স্থিত বিক্ষেপসংস্কারসকল পুনঃ ব্যক্ত হয় ), তজ্জন্ম তাদৃশ সাধক  
যখন পুনঃ বিক্ষেপেব দ্বাৰা অভিভূত হন তখন প্রমত্তবৃত্ত, তত্ত্বজ্ঞানহীন সাধাবণ ব্যক্তিহীন আচরণ  
কবেন ।

একাগ্রভূমিক চিত্তে জাত সমাধি সমুত্তমবিষয়কে অর্থাৎ পারমার্থিক তত্ত্বকে ( পবমার্থ-বিষয়ক ও  
সং-স্বরূপ অল্পভবযোগ্য পঞ্চবিংগতি তত্ত্বকে ) প্রত্যোতীত বা খ্যাপিত করে, যে প্রজ্ঞাব কলে পবমার্থ-  
দৃষ্টিতে যাহা হেয় এবং উপায়েব বলিয়া গণিত হয় তাহাতে অব্যর্থ অধ্যবসায় বা হানোপাদানটো  
উৎপাদিত হয় ( তখন যাহা হেয় বলিয়া জাত হয় তাহা আব গৃহীত হয় না এবং যাহা উপায়েবরূপে  
বিজ্ঞাত হয় তাহাও পুনঃ পবিত্যক্ত হয় না ) । কিন্তু তাহা ক্লেশসকলকে ক্ষীণ কবে, কাবণ,  
তত্ত্ব-বিষয়ক জ্ঞান সর্বদা চিত্তে উপস্থিত থাকিব ( একাগ্রভূমিক বলিয়া ) সেই যোগ অবস্থায় ক্লেশ  
( সংস্কার )-সকলকে তদ্ব্যবস্থায় বৃত্তি-উৎপাদনে গতিহীন কবে । পুনশ্চ ক্লেশমূলক কর্মসকল নিবৃত্ত  
হওয়াতে তাহা কর্মবন্ধনকে শিথিল কবে, উচ্যতীত নিবোধকে, অর্থাৎ চিত্তেব সর্ববৃত্তিহীন যে অবস্থা

কর্মবুদ্ধনং ল্লেখ্যতি, কিঞ্চ নিবোধঃ—সর্ববৃত্তিহীনতামভিযুগং কবোতি। এষ সম্প্রজ্ঞাতো যোগঃ। একাগ্ৰভূমিকস্ত চেতসত্ত্ববিষয়িণী প্রজ্ঞা সম্প্রজ্ঞানম্। তদা প্রহীত্‌প্রহণ-প্রোহেবু তৎস্বতদগ্জনতা ভবতি, তাদৃশসম্প্রজ্ঞানবান্ যোগঃ সম্প্রজ্ঞাত ইত্যর্থঃ। স ইতি। বক্ষ্যমাণলক্ষণকো বিতর্কাদিপদার্থানুগতঃ সম্প্রজ্ঞাত ইতু্যপবিত্তাৎ প্রবেদযিত্যামঃ—বক্ষ্যামঃ। সর্বেতি। সম্প্রজ্ঞাতসিদ্ধৌ সম্প্রজ্ঞানস্তাপি নিবোধে যঃ সর্ববৃত্তিনিবোধঃ স হ্যসম্প্রজ্ঞাতো যোগ ইতি।

২। তস্তুতি। অভিধিংসয়া—অভিধানেচ্ছয়া। যোগশ্চিস্তবৃত্তিনিবোধ ইতি যোগলক্ষণম্ অব্যাপ্ত্যভিয্যাপ্তিদোষহীনং স্ত্রায়ামনবজ্ঞং প্রস্তুটক। সর্বেতি। সর্বশকা-প্রহণাৎ—সর্বচিস্তবৃত্তিনিবোধৌ যোগ ইত্যক্ধনাৎ সম্প্রজ্ঞাতোহপি উক্তযোগলক্ষণান্তর্গতো ভবতি। সম্প্রজ্ঞাতে যোগে তত্ত্বজ্ঞানরূপা বৃত্তির্ন নিকৃদ্ধা ভবেৎ তদস্তাশ্চ নিকৃদ্ধা ভবন্তীতি। চিস্তমিতি। প্রখ্যা—প্রকাশনভাবাঃ প্রকাশাধিকাঃ সর্বে বোধাঃ, সা চ সম্বলগন্ত লিঙ্গম্। প্রবৃত্তিঃ—ইচ্ছাদযঃ সর্বাশ্চেষ্টাঃ, সা চ ক্রিয়ালীলস্ত বজ্জসো লিঙ্গম্। স্থিতিঃ—আবৃত্তস্বরূপাঃ সর্বে সংস্কারাঃ, সা হি স্থিতিলীলস্ত তমসঃ স্থালক্ষণম্। চিস্ত এতেবাং ত্রিবিধগুণধর্মণাং লাতাচিস্তং ত্রিগুণম্।

প্রখ্যোতি। প্রখ্যাকরণং চিস্তসম্বৎ—চিস্তবাপেণ পরিণতং সম্বৎ, যদা রজস্তমোভ্যাং সংশ্লেষ্টং—সম্প্রযুক্তং বিক্ষেপমোহবহুলমিত্যর্থঃ ভবতি, তদা তচ্চিস্তমৈশ্বর্যবিষয়প্রিয়ম্—

তাহাকেও, অভিযুগ করবে। ইহাই সম্প্রজ্ঞাত যোগ বা একাগ্ৰভূমিক চিত্তেব তত্ত্ববিষয়িণী প্রজ্ঞাকরণ সম্প্রজ্ঞান। তখন, প্রহীত্‌প্রহণ-প্রোহেব তত্ত্ববিষয়ে চিত্তেব তৎস্ব-তদগ্জনতা অর্থাৎ ঐ ঐ বিষয়ে অবস্থিতিপূর্বক তদাকারভাপ্রাপ্তি বা ধ্যেয় বিষয়ের দ্বারা চিত্তেব পবিপূর্ণতা হব (১।৪১ উষ্টব্য)। তাদৃশ প্রকৃষ্ট প্রজ্ঞানযুক্ত যোগই সম্প্রজ্ঞাত যোগ। বক্ষ্যমাণ লক্ষণযুক্ত বিতর্কাদিপদার্থেব অজুগত যোগই সম্প্রজ্ঞাত। এ বিষয় পাবে প্রবেদন কবিব বা বলিব (১।১৭)। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি সিদ্ধ হইলে তৎপরে সেই সম্প্রজ্ঞানেবও নিবোধপূর্বক যে সর্ববৃত্তিব নিবোধ হব তাহাই অসম্প্রজ্ঞাত যোগ।

২। অভিধিংসাং লজ্জ বা বুঝাইবার ইচ্ছা। চিস্তবৃত্তিব নিবোধই যোগ—যোগেব এই লক্ষণ অব্যাপ্তি বা অসম্পূর্ণতা ও অভিয্যাপ্তি বা বার্থ লক্ষণকে অতিক্রম করা—এই উভয় প্রকাষ দোষবজ্জিত, স্ত্রায়ালগত, অদোষ এবং প্রস্তুট। ‘সর্ব’ শব্দ ব্যবহার না কবাব অর্থাৎ ‘যোগ সর্বচিস্ত-বৃত্তিব নিবোধ’ ইহা না বলায়, সম্প্রজ্ঞাতও উক্ত যোগ-লক্ষণেব অন্তর্ভুক্ত হইবাছে (সর্ববৃত্তিব নিবোধ বলিলে কেবল অসম্প্রজ্ঞাতই বুঝাইত)। সম্প্রজ্ঞাত যোগে তত্ত্বজ্ঞানরূপ (কোনও এক অভীষ্ট) বৃত্তি নিরুদ্ধ হয় না, তদ্যতিবিক্ত অন্ত বৃত্তিসকল নিকৃদ্ধ হব। প্রখ্যা অর্থে প্রকাশ-নভাবক বা প্রকাশাধিকারযুক্ত সমস্ত বোধ, তাহা সম্বলগ্ণেব চিহ্ন। প্রবৃত্তি অর্থে ইচ্ছাদি সমস্ত চেষ্টা, তাহা ক্রিয়া-নভাব বজ্জলগ্ণেব চিহ্ন। স্থিতি অর্থে প্রকাশেব বিশবীত আববণ-স্বরূপ সমস্ত সংস্কার, তাহা স্থিতিলীল তমোগ্ণেব নিদ্রব লক্ষণ। চিত্তে এই ত্রিবিধ গুণবভাব পাণ্ডবা দ্বায বলিয়া চিত্ত ত্রিগুণাশ্রক।

ঐশ্বৰ্য—লৌকিকী প্রভুতা উচ্চ শব্দাদিবিষয়স্থ প্রিয়ো বস্তু তাদৃশ্য ভবতি । ‘তদ্বিত্তি’ । চিত্তসংগং বদা ভমসামুবিদ্ধং—ভামসকর্মসংস্কারাভিভূত ভবতি তদা অধর্মাদীনাম্ উপগম্—উপগতম্ অধর্মাদীনাম্ সংস্কারবিপাকবদিত্যর্থঃ ভবতি । তদেব চিত্তসংগং বদা একদ্বৈতমোহাবরণং সর্বতঃ প্রোক্তোক্তমানং—সম্প্রোক্তোক্তবদিত্যর্থঃ, তথা চ বজ্রোক্তায়—রজসো মাত্রা কার্যকরং পরিমাণং তন্মাত্রবিদ্ধং চিত্তসংগং ধর্মজ্ঞানবৈবাক্যৈগোপ্যধোপগম্য ভবতি । ধর্মঃ—অহিংসাদিঃ, জ্ঞানং—যোগজ্ঞা প্রজ্ঞা, বৈবাগ্যং—বশীকারাখ্যম্, ঐশ্বৰ্যং—বিভূতিঃ, এতচ্ছর্যকং ভবতি চিত্তম্ । তদেব চিত্তসংগং রজোলেশমলাপেতং—বজ্রোলেশ-কৃতান্ মলাদ্—বিদেপকপাদ্ অপেতং—নিমূক্তম্ । ন হি ত্রিগুণং চিত্তং কদাপি রজো-গুণহীনং ভবতি, তন্মাত্রলৈত্বেবাপগমনং বিবক্ষিতং ন রজস ইতি । রজস্ব তদা সদৃশ-প্রবাহকপং বিবেকখ্যাতিগতবিকারং জনয়তি ন চ তদন্তায় বিবরখ্যাতিমূপাত্ত সত্ত্বস্ত বিকারং মালিন্তকং সংঘটয়তীতি বিবেচ্যম্ ।

স্বরূপপ্রতিষ্ঠা—সম্ব্যমাত্রপ্রতিষ্ঠম্ । সম্বস্ত উৎকর্ষ কাঠৈব বিবেকখ্যাতিঃ, তন্মাত্র-প্রতিষ্ঠাহ্ বজ্রোমালিন্তহীনম্বাচ সত্ত্বং স্বরূপপ্রতিষ্ঠনিত্যর্থঃ । এবং বুদ্ধিসম্বন্ধকবাস্ত্রতা-

প্রত্যেকশ চিত্তসংগং বা চিত্তকণে পবিত্রত সত্ত্বগুণ ( চিত্তের সাক্ষিকাগুণ ) যখন বস্তুত্বমব নহিত নস্তুত্ব বা সংযুক্ত থাকে অর্থাৎ বহু বিশেষ ( বহু ) ও মোহ ( তম )-যুক্ত হয়, তখন সেই চিত্ত ঐশ্বৰ্য অর্থাৎ লৌকিক প্রভুত্ব এবং পশাদি বিষয় বাহ্যার গ্রিৎ, তাদৃশ্য বস্তুবস্তুত্ব হয় । চিত্তসংগং যখন তমোগুণেব দ্বাবা অল্পবিধ অর্থাৎ তাক্স কর্বেব নস্কারেব দ্বাবা অভিজুত থাকে তখন অধর্ম্যমিতে উপগত বা তদুপলব্ধীল হয় অর্থাৎ অধর্ম্যমি সংস্কারবাক্সেব বিশাক বা বলযুক্ত হয় । সেই চিত্তসংগেব যখন মোহকপ আবরণ প্রকটকপে কীণ হয় তখন তাহা সর্বতঃ বা সর্বপ্রকারে, প্রোক্তোক্তমান অর্থাৎ ( আদি ) সন্তোজ্ঞানযুক্ত এইকপ খ্যাতিমান্ হয়, আব বজ্রোক্তোক্তমান দ্বাবা অর্থাৎ বজ্রোক্তগুণেব বে মাত্রা বা কার্যকর পবিসাণ ( ধর্মজ্ঞানাদি খ্যাতিপিত কবাব সত্ত্ব বাবদ্ব্যজ বজ্রোক্তগুণেব আবস্তক তাবদ্ব্যজ ) তদ্বাবা অল্পবিধ চিত্তসংগং ধর্ম, জ্ঞান, বৈবাগ্য এবং ঐশ্বৰ্যকপ বিববে উপগত হয় । ধর্ম অর্থে অহিংসাদি বা বদ-নিয়ম-মধ্য-দান এই দ্বাদশ, জ্ঞান অর্থে যোগজ্ঞ প্রজ্ঞা, বৈবাগ্য অর্থে বশীকবাব বৈবাগ্য ( ১।১৫ সূত্রে ), ঐশ্বৰ্য অর্থে যোগজ বিভূতি—চিত্ত তখন এই সকল গুণসম্পন্ন হয় । সেই চিত্তসংগং যখন রজোগুণেব লেশমাত্র মলমূত হয়, অর্থাৎ লেশমাত্র অবশিষ্ট বজ্রোক্তগুণেব বে মল বা বিশেষরূপ চাক্ষুশ্য তাহা হইতে অপেত বা নিমূক্ত হই, যদিও ত্রিগুণাত্মক চিত্ত কখনও সম্পূর্ণ রজোগুণহীন হইতে পাবে না, তন্মাত্র বজ্রোক্তগুণেব মলেব অপগমেব কথাই বলা হইবাছে, বজ্রোক্তগুণেব নহে—তখন চিত্তসংগং স্যাদ-বুদ্ধির প্রবাহকপ বিবেকখ্যাতিগত বিকাবমাত্র ( একাকবাব বিবেকপ্রত্যয়েব দ্বাবা ) উপগম্য কবে, তদ্ব্যতীত অত্ কোন বিববেব খ্যাতি উপগম্য করিয়া সত্ত্বের বিকার এক মালিন্ত ঘটায় না ইহা বিবেচ্য ।

স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা অর্থে সত্ত্বমাত্র প্রোক্ত, বুদ্ধিসংগেব উৎকর্ষেব কাঠা বা নীমা বিবেকখ্যাতি, তন্মাত্রমাত্র প্রোক্তিত্যেব এবং বজ্রোক্তগুণেব মালিন্তবর্তিত হয় বলিবা বুদ্ধির সত্ত্বকে তদবদ্ব্যব স্বরূপ-প্রতিষ্ঠ বলা

খ্যাতিমাত্র চিত্তসংকল্প বর্মমেষখ্যানোপগম্য ভবতি। তৎ পরং প্রসংখ্যানমিত্যাখ্যায়তে যোগিভিঃ। বিবেকজসিদ্ধিঞ্চ অপন্নং প্রসংখ্যানম্। বুদ্ধিপূৰ্ণকথ্যোবিবেকস্ত স্বরূপমাহ চিত্তীতি। চিতিশক্তিঃ—পৌৰুষচৈতন্তম্, অপবিণামিনী—সর্ববিকারহীনী, অপ্ৰতি-সংক্রমা—কার্ঘজনান্ন প্রতিসংকারহীনী, দর্শিতবিষয়া—দর্শিতঃ সদা জ্ঞাতো বুদ্ধিরূপঃ প্রকাশ্যবিষয়ো যস্মা সা, শুদ্ধা—শুদ্ধ-মলরহিতা, অনন্তা—অন্তস্বারোপণাযোগ্যা চ। ইয়ং বিবেকখ্যাতিঃ সঙ্কণ্ঠাশ্রিতিকা—সঙ্কণ্ঠ প্রকাশশীলং তচ্চ চিত্তঃ অবভাসোপগ্রহণ-যোগ্যং ন তু স্বপ্রকাশং, তজ্জনা বিবেকখ্যাতিঃ পরিণামিনী জ্ঞাতা চেতি অন্তর্লিখিতো বিপরীতা হেয়া ইতি। পরেণ বৈরাগ্যেণ ভামপি খ্যাতিং নিকণ্ঠজি চিত্তম্। তদবস্থং হি চিত্তং সংস্কারোপগম্য—সংস্কারমাত্রশেষং প্রত্যয়হীনং ভবতি। সোপগমে তু নিবোধে ব্যুত্থানসংস্কারান্তিষ্ঠতি তত এব নিরোধভঙ্গঃ। তস্মাদ্ নিরোধাবস্থায়াং প্রত্যয়হীনম্বেপি চেতঃ সংস্কারমাত্রোপবিত্তিতে। কৈবল্যে তু সর্বসংস্কারাণাং প্রবিলম্বঃ। তদা চিত্তং স্বকাবণে প্রধানে বিলীয়তে ন চ পুনর্বাবর্ততে। সম্প্রজ্ঞানং লক্ষ্যং তদপি নিকণ্ঠ্য যদা প্রত্যয়হীনী নিকণ্ঠাবস্থা অধিগম্যতে তদা সোহসম্প্রজ্ঞাতবোধো গ ইতি। ধ্যেয়বিষয়রূপস্ত বীজভাবান্নিরোধঃ সমাধিনির্বীজ ইত্যুচ্যতে।

হব। এইরূপে বুদ্ধিস্বৈব এবং পুরুষেব ভিন্নতা-খ্যাতি-মাত্রায়ে প্রীতি চিত্তসংকল্প বর্মমেষখ্যানে উপগত বা পবিত্র হব, তাহাকে যোগীরা পবম প্রসংখ্যান বলেন, বিবেকজ সিন্ধিকে অপন্ন প্রসংখ্যান বলেন। বুদ্ধি ও পুরুষেব ভিন্নতাব স্বরূপ বলিতেছেন। চিতিশক্তি অর্থে পৌৰুষচৈতন্ত, তাহা অপবিণামিনী বা সর্বপ্রকাশ বিকাবশুদ্ধ, অপ্ৰতিসংক্রমা বা কার্ঘজননেব জন্ত অন্তজ প্রতিসংকারহীনী, দর্শিত-বিষয়া অর্থাৎ বুদ্ধিরূপ প্রকাশ্য বিবব তাঁহাব দ্বাবা দর্শিত বা লক্ষ্যজ্ঞাত হয়, শুদ্ধা বা জিগুগ-মল-বহিত এবং অনন্তা অর্থাৎ অন্তত্ব-বর্ম তাঁহাতে আবোপন করা যায় না। আব এই বিবেকখ্যাতি সঙ্কণ্ঠাশ্রিতিকা। সঙ্কণ্ঠ অর্থে প্রকাশশীলতাব, তাহা চিৎশক্তিাব অবভাসগ্রহণেব অর্থাৎ তদ্বাবা চেতনেব মত হইবাব উপযোগী কিন্তু স্বপ্রকাশ নহে, এতজ্জনা যে বিবেকখ্যাতি তাহাও পবিণামী এবং জ্ঞত বা দৃষ্ট, তজ্জনা তাহা চিতিব বিপবীত এবং হেয়। পববৈবাগ্যেব দ্বাবা চিত্ত সেই বিবেকখ্যাতিকেও নিকণ্ঠ কবে। তদবস্থ অর্থাৎ নিকণ্ঠাবস্থা, চিত্ত সংস্কারোপগম অর্থাৎ যাহাতে সংস্কারমাত্র অবশিষ্ট আছে ও প্রত্যয়হীন হব। সবিদ্যব বা ভজ্ঞশীল যে নিবোধ লমাদি তাহাতে প্রত্যয়েব উত্থানরূপ ব্যুত্থান-সংস্কারসকল বর্তমান থাকে, তাহা হইতেই নিবোধেব ভঙ্গ হব। তজ্জনা নিবোধাবস্থা প্রত্যয়হীন হইলেও চিত্ত সংস্কারমাত্ররূপে অবহিত থাকে। কৈবল্যাবস্থা সন্ত সংস্কারেবও সর্বকালীন লব হব। (লয় অর্থে স্বকাবণে লীন হইবা থাকা, অত্যন্ত নাশ নহে। কোনও ভাবপদার্থেব সম্পূর্ণ নাশ সম্ভব নহে)। তখন চিত্ত স্বকাবণ প্রধানে বা প্রকৃতিতে লীন হব, আব পুনর্বাবর্তন কবে না। সম্প্রজ্ঞান লাভ কবিয়া তাহাও বোধ কবিলে যে প্রত্যয়হীন নিকণ্ঠ অবস্থা অধিগত হব তাহাই অসম্প্রজ্ঞাত বোধ। ধ্যেয় আলম্বনরূপ বীজেব তথাব অভাব হয় বলিবা নিবোধ লমাদিকে নির্বীজ বলে।



৩। তদিতি সূত্রমবতাবিভূং পৃচ্ছতি। তদবশে—সর্ববৃত্তিনিকল্প ইত্যর্থঃ চেতসি সতি বিষয়াভাবাৎ—পুরুষবিষয়কপান্সবুদ্ধেবপ্যভাবাদ্ বুদ্ধিবোধাত্মা—আত্মবুদ্ধে-বোধেত্যর্থঃ, পুরুষঃ কিংস্বভাবঃ? উত্তরং তদেতি সূত্রম্। তদা নির্বাক্সসমাদৌ চিতিশক্তিঃ স্বরূপপ্রতিষ্ঠা—ঔপচাৰিকবৈকল্যহীন ভবতি যথা কৈবল্যে—চিন্তস্ত পুনরুত্থানহীনলয়ে। নির্বিকাবায়াশ্চিতিশক্তেঃ কথং পুনঃ স্বরূপপ্রতিষ্ঠেত্যাহ। ব্যুথিতে চিত্তে সতি স্বরূপ-প্রতিষ্ঠাপি চিতির্ন তথেষতি প্রতীয়তে।

৪। কথং চিতিশক্তিঃ স্বরূপপ্রতিষ্ঠেব প্রতিভাসতে, দর্শিতবিষয়ত্বাদ্ বৃত্তিসাক্ষ্য-মিতবজ্জ। পুরুষবিষয়া বুদ্ধিবৃত্তয়ঃ পৌরুষপ্রকাশেন প্রকাশিতা ভবন্তি। এবং দর্শিতবিষয়ত্বাৎ পুরুষো বৃত্তিসক্লপ ইব প্রতীয়তে। ব্যুত্থান ইতি। ব্যুত্থানে—অনিকল্প-চিন্ততায়্যাং বা বৃত্তয়ন্তদবিশিষ্টবৃত্তিঃ—ভাবিবৃত্তিভিঃ সহ অবিশিষ্টা—একবৎ প্রতীয়মানা বৃত্তিঃ—সজ্জা যন্ত তাদৃশো ভবতি পুরুষঃ। অত্রোদয় পঞ্চশিখাচার্যসূত্রম্। একমেবদর্শনং—চৈতন্যম্, খ্যাতিঃ বুদ্ধিরেব দর্শনমিতি। চিত্ত্রপং পুরুষোপদর্শনং তথা বুদ্ধিক্রপা খ্যাতিশ্চ একমবিভাগাপন্নং বস্তুইব প্রতীয়ত ইত্যর্থঃ।

৩। সূত্রেব অবতাবণা কবিবাব জন্ত ঐশ্ব তুলিতেছেন। তদবহাব অর্থাৎ চিত্তেব সর্ববৃত্তি নিকল্প হইলে, বিষয়েব অভাবহেতু অর্থাৎ পুরুষ-বিষয়া আমিত্ব-বুদ্ধিবও অভাবে, বুদ্ধিবোধাত্মা বা আমিত্ব-বুদ্ধিব নিজাতা যে পুরুষ, তাঁহাব স্বভাব কিরূপ অর্থাৎ তিনি কি অবহাব থাকেন? ইহাব উত্তর এই সূত্রে বলা হইতেছে। তখন অর্থাৎ সেই নির্বাক্স-সমাধিতে চিতিশক্তি স্বরূপ-প্রতিষ্ঠ হন—সুতরাং ব্যুথিত অবহাব তাঁহাতে যে বৈকল্য বা বিকাব আবোপিত হয় তদ্ব্যজিত হন—যেমন কৈবল্যাবহাব বা চিত্তেব পুনরুত্থানহীন (শাখতিক) লব হইলে হব। (সদা) নির্বিকাব চিতিশক্তিব আবাব পুনঃ স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা কিরূপে বস্তব্য হব? তাই বলিতেছেন যে, চিত্তেব ব্যুথিত অবহাব চিতি স্বরূপ-প্রতিষ্ঠ থাকিলেও (চিত্তবৃত্তিব সহিত তাঁহাব লাক্ষ্য মনে হব বলিয়া) তিনি ভজ্রপ নহেন—এইরূপই প্রতীতি হব (কিন্তু চিত্ত লব হইলে আব ভজ্রপ প্রতীতিব অবকাশ থাকে না তাই তখন চিত্তিকে স্বরূপ-প্রতিষ্ঠ বলা হব)।

৪। চিতিশক্তি কেন স্বরূপ অপ্রতিষ্ঠেব জাব প্রতিভাসিত হন? তাহাব উত্তর যথা—দর্শিত-বিষয়ত্বহেতু (ব্যুথিত অবহাব) চিত্তবৃত্তিব সহিত স্রষ্টাব একরূপতা-প্রতীতি হব। পুরুষবিষয়া—অর্থাৎ পুরুষাকারী ‘আমি জাতা’ ইত্যাস্বক (স্রষ্টাব জাত্বৎ এবং বুদ্ধিব আমিত্ব, পুরুষাকারী বুদ্ধিতে তদুভয়েব একাকারিতা হওয়া তাহাব লক্ষণ ‘আমি জাতা’) বুদ্ধিবৃত্তিসকল পুরুষেব প্রকাশেব দ্বাবা প্রকাশিত হওয়াই দর্শিত-বিষয়ত্ব, তাহাব ফলে ব্যুত্থানকালে স্রষ্টা বুদ্ধিবৃত্তিব সদৃশ বলিয়া প্রতীত হন। ব্যুত্থানে অর্থাৎ চিত্ত যখন অনিকল্প বা ব্যক্ত থাকে তদবহাব যে চিত্তবৃত্তি, তাহা হইতে পুরুষ অবিশিষ্ট-বৃত্তি বা অভিন্ন একইরূপ সমানাকারি সত্তারূপে প্রতীত হন। এ বিষয়ে পঞ্চশিখাচার্যেব সূত্র যথা—“একই দর্শন বা চৈতন্য, খ্যাতি বা বুদ্ধিই দর্শন”, অর্থাৎ চিত্ত্রপ পুরুষেব উপদর্শন এবং বুদ্ধিরূপ খ্যাতি ইহার বিভিন্ন হইলেও এক অভিন্ন বস্তুরূপে প্রতীত হব।

চিত্তমিতি। অন্নস্বাস্তমপির্ধা সান্নিধ্যাদ্ অসংস্পৃশ্যাপি উপকরোতি তথা চিত্তং সান্নিধ্যাদেব পুংসস্ত ভোগাপবর্গীবাচবতি। সান্নিধ্যমত্র একপ্রত্যয়গতঃ ন চ দৈনিকং সান্নিধ্যং, দেশকালাতীতত্বাৎ পুংসস্ত প্রধানস্ত চ। তচ্চ চিত্তং দৃষ্টত্বেন স্বভাবেন পুংসস্ত স্বামিনঃ স্বং ভবতি। মম বুদ্ধিবিত্যববোধ এব তৎ-স্বভাবাববোধে প্রামাণ্যম্। অষ্টেৎদৃষ্টত্বেন এব মৌলিকস্বভাবো ততো ন তরোহেতু-স্তি, তৎস্বভাবান্ অষ্টী সহ দৃষ্টা বুদ্ধিঃ সংযুক্তীভ। পুস্ত্রধানয়োর্নিত্যত্বাৎ সংযোগেহিনাদিঃ। স চ সংযোগঃ প্রবাহকপদাদ্ হেতুমানিত্যুপবিষ্টাদ্ বক্ষ্যতি।

৫। তা ইতি। বৃত্তবঃ পঞ্চতব্যঃ—পঞ্চবিধাঃ, তথা চ তাঃ ক্লিষ্টাঃ অক্লিষ্টা ইতি দ্বিধা। ক্লেশেতি। ক্লেশহেতুকাঃ—ক্লেশাঃ, অবিভাদয়ঃ যে বিপৰ্য্যস্তপ্রত্যয়ঃ ক্লিষ্টান্তি তে ক্লেশাঃ, উন্নয়ান্তম্, লাঞ্চ বৃত্তবঃ ক্লিষ্টাঃ তান্চ কর্মসংকারসংকল্পস্ত কেন্দ্রীভূতাঃ। তদ্বিপরীতা

অবস্থান্ত মপি (চুষক) যেমন নৌহকে সংস্পর্শ না করিয়া সরিহিত হইবা (পুংক থাকিয়াও) উপকার অর্থাৎ কার্য কবে, তদ্রূপ চিত্ত সরিহিত হইবাই পুরুষের ভোগ এবং অপবর্গকণ অর্থ সম্পাদন কবে। এখানে সান্নিধ্য অর্থে এক-প্রত্যয়গতত্ব বা একই প্রত্যয়ে অষ্টাব এবং বুদ্ধির অভিন্ন জ্ঞান; ইহা দৈনিক সান্নিধ্য নহে, কাবণ, পুংস ও প্রধান বা প্রকৃতি উভয়েই দেশকালাতীত। সেই চিত্ত দৃষ্টত্বস্বভাবেব বাবা অর্থাৎ তাহা প্রকান্ত বলিয়া বাবী পুরুষের 'ব'-বন্ধন বা নিজেব সম্পদ-বন্ধন হয় (অষ্টাব দৃষ্ট—এই লক্ষণেব বাবা। ভাস্তে 'বম্' অর্থে সম্পদ)। 'আবাব বুদ্ধি' এই প্রকাব অববোধ বা নিজেব ভিতবে ভিতবে অল্পবুদ্ধি, ঐ প্রকাব স্ব-ভাবেব অববোধ-বিষয়ে প্রবাপ অর্থাৎ তদ্বাবাই আনিষ-লক্ষ্য (আনিষ-বুদ্ধি নহে) অষ্টাব সহিত বুদ্ধি ঐ প্রকাব লক্ষ্য প্রমাণিত হয়। অষ্টেৎ এবং দৃষ্টত্ব ইহাবা মৌলিক স্বভাব (অর্থাৎ ঐ দুই পদার্থ ঐরূপ বিরুদ্ধবর্ষবাচী শব্দব্যতীত বুঝা সম্ভবপব নহে) হুতবাং তাহাদেব হেতু বা কাবণ নাই, তৎস্বভাবেব কলেই অষ্টাব সহিত দৃষ্ট-বুদ্ধিব সংযোগ হইবাই আছে (অষ্টেৎ বলিলেই দৃষ্টত্ব এবং দৃষ্টত্ব বলিলেই অষ্টেৎ আনিষা পড়ে বলিয়া উভয়েব ঐ অষ্টা-দৃষ্টকণ লক্ষ্য বা সংযোগ ববাববই আছে বুঝিতে হইবে)। পুরুষ এবং প্রধান নিত্য বলিয়া তাহাদেব ঐ সংযোগ অনাদি। কিন্তু সেই সংযোগ প্রবাহরূপে অর্থাৎ বীজাক্রববং, লবোধবন্ধন ধাবাক্রমে অনাদি বলিয়া তাহা হেতুযুক্ত অর্থাৎ তাহা কোনও কাবণ হইতেই উৎপন্ন হয়। অবিবেকরূপ সেই কাবণেব বিষয়ে পবে বলিবেন। (বাহা অনাদি কাল হইতে আছে এবং অনন্ত কাল পর্যন্ত থাকিবে ঐরূপ বন্ধ বা ভাবপদার্থ নিত্য। বাহা কেবল অনাদি কাল হইতে আছে তাহা নিত্য না-ও হইতে পারে, যেমন কথিত সংযোগ পদার্থ। সংযোগ কোন এক ভাব পদার্থও নহে এবং তাহা হেতুব দাবা ধটিতে থাকে বলিয়া সেই হেতুব অভাবে তাহাব অভাবও হইতে পারে। সংযুক্ত পদার্থদ্বয়ই বন্ধ বা ভাব)।

৫। চিত্তেব বৃত্তিসকল পঞ্চতবী বা পঞ্চবিধ। তাহারা পুনঃ ক্লিষ্ট এবং অক্লিষ্টভেদে দ্বিধা বিভক্ত। ক্লেশহেতুক অর্থাৎ ক্লেশমূলক, অবিভাদিবাই (২৩ হুজ) ক্লেশ। যে বিপৰ্য্যব-বৃত্তিসকল দুঃখ প্রদান করে তাহাবাই ক্লেশ। সেই ক্লেশমব এবং ক্লেশমূলক অর্থাৎ ক্লেশ বাহাব মূল আছে ঐকণ,

অক্লিষ্টা বৃত্তয়ঃ বিবেকখ্যাতিবিষয়াঃ। বিবেকেন চিন্ত্য নিবৃত্তিস্তত্তাদৃশো বৃত্তয়ো  
 গুণাধিকারবিরোধিত্বঃ—গুণপ্রবৃত্তেরেব ক্লেশাঃ, অতো গুণনিবর্তিকাঃ খ্যাতিবিষয়া  
 বৃত্তয়োহক্লিষ্টাঃ। বিবেকবিষয়া মুখ্যা অক্লিষ্টা বৃত্তয়ঃ। বিবেকস্ত নির্বর্তিকা অন্তা অপি  
 বৃত্তয়ঃ অক্লিষ্টাঃ, তাম্ চ ক্লিষ্টপ্রবাহপতিভাঃ—অভ্যাসবৈবাগ্যাভ্যাস বিচ্ছিন্নে ক্লেশপ্রবাহে,  
 পরমার্থবিষয়া বৃত্তয়ো জায়ন্ত ইত্যর্থঃ। তথাহক্লিষ্টছিন্নেহপি ক্লিষ্টা বৃত্তয় উৎপত্তন্তে,  
 যথোক্তং “তচ্ছিন্নেহু প্রত্যবাস্তুরাশি সংস্কারেভ্য” ইতি।

তথেন্তি। তথাজাতীয়কাঃ—ক্লিষ্টজাতীয়া অক্লিষ্টজাতীয়া বা সংস্কারা বৃত্তিভিবেক  
 ক্রিয়ন্তে। বৃত্তীনাম্ অপরিদৃষ্টাবস্থা সংস্কারাঃ। সংস্কারস্ত চ বুদ্ধভাবঃ স্মৃতিবৃত্তিঃ, তথা চ  
 প্রমাণাদিবৃত্তীনামপি নিষাদকাঃ সংস্কারাঃ। এবমিতি। বৃত্তিভিঃ সংস্কারাঃ সংস্কারেভ্যাম্  
 বৃত্তয় ইত্যেবং বৃত্তিসংস্কারচক্র নিরন্তরবমাবর্ততে। তদ্বিতি। অবসিতাধিকারং—নিষ্পন্ন-  
 কৃত্যং চিন্তনত্বম্। শেষং দলদ্বয়ং প্রাধ্যাত্ম্যাত্ম। ধর্মমেষধ্যানে সম্মান্যকলেন  
 ব্যবতিষ্ঠতে কৈবল্যে চ প্রলয়ং পচ্ছতীতি।

বৃত্তিসকল ক্লিষ্ট এবং তাহাবা কর্মসংস্কারসংস্কারেব ক্ষেত্র-স্বরূপ-অর্থাৎ তাহা হইতেই কর্মসংস্কারসকলেব  
 উদ্ভব হয় এবং তাহাই তাহায়েব আধাব-স্বরূপ। তদ্বিশ্রবীত অক্লিষ্টা বৃত্তিসকল বিবেকখ্যাতি-বিষয়ক।  
 বিবেকেব দ্বাবা চিত্তেব নিবৃত্তি হয়, তচ্ছিন্ন তাদৃশ বৃত্তিসকল গুণাধিকার-বিবাহী। ত্রিগুণেব বিকাব  
 হইতেই ক্লেশেব সৃষ্টি হয়, তচ্ছিন্ন গুণ-কার্যকে নিবর্তিত বা নিবৃত্ত কবে বলিয়া বিবেকখ্যাতি-বিষয়ক  
 বৃত্তিসকল অক্লিষ্টা। বিবেক-বিষয়ক বৃত্তিসকলই মুখ্যতঃ অক্লিষ্টা। বিবেকেব সাধক অর্থাৎ দ্বাহাব  
 দ্বাবা বিবেক সাধিত হয় তাদৃশ অন্ত বৃত্তিসকলও গৌণতঃ অক্লিষ্টা বৃত্তি, তাহারা ক্লিষ্ট-প্রবাহ-পতিত  
 অর্থাৎ অভ্যাস-বৈবাগ্যেব দ্বাবা বিচ্ছিন্ন বে ক্লেশপ্রবাহ তন্মধ্যে উদ্ভূত, পবমার্থ-বিষয়ক বৃত্তি। সেইরূপ  
 অক্লিষ্টপ্রবাহেব ছিন্নেও অর্থাৎ যখন ঐ প্রবাহ ভাঙ্গিয়া যায় সেই অন্তবালে, ক্লিষ্ট বৃত্তিসকল উৎপন্ন  
 হয়। যথা উক্ত হইয়াছে—তচ্ছিন্নেও অর্থাৎ বিবেকপ্রবাহেব ছিন্নেও, পূর্বসংস্কার হইতে অন্ত ( ক্লিষ্ট )  
 প্রত্যয়সকল উৎপন্ন হয় ( ১২৭ সূত্র )।

তথাজাতীয অর্থাৎ ক্লিষ্ট বা অক্লিষ্ট জাতীয সংস্কারসকল তচ্ছিন্নজাতীয বৃত্তিবি দ্বাবাই সম্ভাভ হয়।  
 বৃত্তিসকলেব অপরিদৃষ্ট বা অপ্রত্যক্ষ অবস্থাই সংস্কার ( কোনও বৃত্তিবি অন্তর্যব হইলে অন্তরে বিরূত  
 তাহাব আহিত ভাব ), সংস্কারেব জাতভাব অর্থাৎ পূর্বাভূতিবি স্ববর্ণই স্বত্ববৃত্তি। সংস্কার পুনন্ত  
 প্রমাণাদি বৃত্তিসকলেবও নিষাদক \*। এইরূপে বৃত্তি হইতে সংস্কার, পুনঃ সংস্কার হইতে বৃত্তি উৎপন্ন  
 হয় বলিয়া বৃত্তিসংস্কারচক্র বর্ণনাই আবর্তিত হইতেছে বা স্থিতিতেছে। অবসিতাধিকার অর্থাৎ  
 নিষাদিত হইয়াছে ভোগ্যপর্বকপ চিত্তচেষ্টা বদ্ধাবা—তচ্ছিন্ন চিন্তনত্ব। শেষ দুই দল বা পদদ্বয় অংশ  
 পূর্বে ( ১২ সূত্র ) ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহাবা যথা—ধর্মমেষধ্যানে চিত্তনস্ত নিষ্পন্নরূপে ( সমুদ্রপ্রতিষ্ঠ

\* যদিও সংস্কার প্রমাণাদি সম্পূর্ণ নিষাদক নহে, কারণ, প্রমাণ অর্থে অবশিষ্ট বিবরণ বর্ণনাই জান। তবে বৃত্তি  
 তাহার সহায়ক। যেমন ‘ঐ বৃক্ আচ্চে’—ইহা বৃক্‌সম্বন্ধে প্রমাণবৃত্তি হইলেও ‘বৃক্’, ‘আচ্চে’ ইত্যাকার জ্ঞান পূর্বব সম্ভারসম্ভাভ  
 অর্থাৎ বৃত্তি। পূর্ববৃত্তি বৃক্‌সং জ্ঞানও ইহার সহায়ক।

৬। প্রমাণবিপর্যয়বিকল্পনিজান্বিত্য ইতি পঞ্চ বৃত্তয়ঃ ক্লিষ্টা ভবন্তি অক্লিষ্টা বা ভবন্তি, চিত্তস্ত প্রবর্তক-নিবর্তকত্বভাবাং । যথা রক্তং দ্বিষ্টং বা প্রমাণং ক্লিষ্টং, বাগদেব-নিবর্তকং প্রমাণমক্লিষ্টম্ ।

৭। ইন্দ্রিয়েতি । চিত্তস্ত বাহ্যবস্তুরাগাৎ—ইন্দ্রিয়বাহ্যবস্তুভিঃ কৃতাদ্ৰূপবাগাৎ, তদ্বিবচ্য—বাহ্যবস্তুবিষয়া বাহ্যজ্ঞানাকাবা ইত্যর্থঃ, ইন্দ্রিয়প্রণালিকল্পা—ইন্দ্রিয়ব্যবহিত-জ্ঞাপি ইন্দ্রিয়প্রণালীক এব উপবাগ ইত্যর্থঃ, যা বৃত্তিকল্পপদ্ধতে তৎ প্রত্যক্ষং প্রমাণম্ । সা হি প্রত্যক্ষবৃত্তিঃ সামান্তবিশেষবান্নোহর্থস্ত বিশেষাবধারণপ্রধানা । সামান্তং—শব্দাদিভিঃ কৃতসংকেতঃ জাত্যাতি-বহুব্যক্তিসমবেতভূতো যানসো গুণবাচিপদার্থঃ । বিশেষঃ—প্রতিব্যক্তিগতো বাস্তবো গুণঃ । সামান্তপদার্থঃ শব্দাদিসংকেতমাত্রগম্যঃ, বিশেষস্ত শব্দাদিসংকেতং বিনাশি গম্যতে । অর্থস্ত সামান্তবিশেষবান্না—তাদৃশগুণ-সমবেতভূতং বাহ্যং বস্তু এব । তথাভূতস্তার্থস্ত যা বিশেষাবধারণপ্রধানা বৃত্তিস্তৎ প্রত্যক্ষং প্রমাণম্ । প্রত্যক্ষেণ বাস্তবগুণা এব প্রদানতো গৃহ্যন্তে, জাতিসম্বাদিসামান্ত-গুণপ্রতিপত্তীনাং তদ্রূপাধাত্মমিত্যর্থঃ ।

ফলমিতি । প্রমাণব্যাপারস্ত কল্পম্, জট্টা সহ অবিশিষ্টাঃ—অবিবিক্তাঃ ‘অহং বোদ্ধা’ ইত্যাত্মক ইত্যর্থঃ পৌকষেষঃ—পুৰুষপ্রকাশশ্চিদ্ভববৃত্তিৰ্যোঃ । বতঃ পুৰুষো বুদ্ধে:

হইবা) থাকে, কাবণ, তখন বজ্রতমব দ্বাৰা সাদৃশ্যতা বিপৰ্য্যত হয় না, এবং কৈবল্যাবস্থায় চিত্তস্বয়ং প্রসন্ন হয় ।

৬। প্রমাণ, বিপৰ্য্যয়, বিকল্প, নিজা ও স্বতি চিত্তেব এই পঞ্চপ্রকার বৃত্তি ক্লিষ্টাও হইতে পারে, অক্লিষ্টাও হইতে পারে—চিত্তেব ভোগেব দিকে প্রবৃত্তি অথবা নিবৃত্তি এই স্বভাব অল্পবায়ী । যেমন রাগযুক্ত অথবা বেদযুক্ত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণবৃত্তি ক্লিষ্ট, এবং বাহ্য রাগবেদেব নিবৃত্তিকাবক প্রমাণবৃত্তি তাহা অক্লিষ্ট অর্থাৎ প্রমাণাদি বৃত্তি যে-বিষয়ক হইবে ও যে-দিকে প্রযুক্ত হইবে তদল্পবায়ী তাহা ক্লিষ্ট বা ক্লেশবৰ্ধক এবং অক্লিষ্ট বা ক্লেশ-নিবৃত্তিকাবক বলিয়া গণিত হইবে ।

৭। চিত্তেব বাহ্যবস্তুরূপ উপবাগ হইতে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-বাহ্য বস্তুব দ্বাৰা উপবক্ষিত হইলে, তদ্বিবচ্য অর্থাৎ বাহ্যবস্তু-বিষয়া বা বাহ্যজ্ঞানাকাবা যে বৃত্তি তাহা ইন্দ্রিয়প্রণালীক দ্বাৰা ( অর্থাৎ বিষয় ইন্দ্রিয় হইতে বাহ্য হইলেও ইন্দ্রিয়রূপ প্রণালীক দ্বাৰা আগত বিষয়েব দ্বাৰা ) উপবক্ত হইবা চিত্তে যে বৃত্তি উৎপন্ন হয় তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ । সেই প্রত্যক্ষ বৃত্তিতে সামান্ত এবং বিশেষ এই দুই প্রকাৰ বিষয়জ্ঞানেব মध्ये বিশেষ-বিষয়ক জ্ঞানেবই প্রাধান্য । সামান্ত অর্থে শব্দাদিব দ্বাৰা সংকেতীকৃত বহু ব্যক্তিব ( পৃথক ব্যক্ত পদার্থেব ) সাধাবণ বাচক জাতি আদিব জ্ঞান গুণবাচী যানস পদার্থ ( জাতি বলিয়া বাহ্যে কোনও ভাব পদার্থ নাই, উহা কেবল সমানধর্মক বহু পদার্থকে বনে বনে সমবেত কবিয়া জানা ) । বিশেষ অর্থে প্রতিব্যক্তিগত বাস্তব গুণ, যদ্বা বা এক বস্তুকে অন্ত হইতে পৃথক বিশেষিত কবিয়া জানা যায় । ‘সামান্ত’ পদেব বাহ্য অর্থ তাহা কেবল শব্দাদিসংকেতমাত্রেব দ্বাৰা অধিগত হইবাব যোগ্য, কিন্তু বিশেষ জ্ঞান শব্দাদিসংকেত-ব্যতীতও হইতে পাৰে ( যেমন প্রত্যেক বস্তুত

প্রতিসংবেদী প্রতিসংবেদনহেতুতত্ত এবাসংকীর্ণেনাপি পুরুষেণ বুদ্ধিবোধঃ। পুরুষস্ত  
প্রতিসংবেদিত্বমুপবিষ্টাৎ—দ্বিতীয়ে পাদে প্রতিপাদয়িত্বামঃ।

অনুমেষ্যস্যতি। জিজ্ঞাসিতোহুগৃহ্যমাণো হেতুগম্যো বিষয়োহনুমেষঃ। তস্ত তুল্য-  
জাতীয়েষমুপবৃত্তঃ—সপক্ষেষু সমানঃ, ভিন্নজাতীয়েভ্যো ব্যাবৃত্তঃ—অসপক্ষেষু অলব্ধ  
ইত্যর্থঃ, ঈদৃশানাং ধর্মাণাং জ্ঞানমিতি বাবৎ, সম্বন্ধঃ—হেতুঃ, স যঃ সম্বন্ধস্তদ্বিব্যথা—হেতু-  
নিবন্ধনা বা বৃত্তিস্তদনুমানঃ প্রমাণম্। সা চ অনুমানবৃত্তিঃ সামান্ত্যাবধারণপ্রধানা—  
সামান্ত্যধর্মজ্ঞোতকশবাদিসংকেতসাধ্যত্বাৎ। উদাহরণমাহ যথেন্তি। চন্দ্রতাবকং গতিমদ্  
দেশান্তবপ্রাপ্তেষ্টেচবৎ। অগতিমান্ বিদ্যাম্, ততস্তস্ত অপ্রাপ্তির্দেশান্তবস্তেতি শেষঃ।

আগমং লক্ষ্যতি। স্বাক্ষ্যং জ্যোতুববিচাবসিদ্ধো নিশ্চয়ো জ্ঞায়তে স তস্ত  
জ্যোত্বাণ্ডঃ। তাদৃশেনাণ্ডেন দৃষ্টোহনুমিতো বার্থঃ—প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং জ্ঞাতো বিষয়ঃ,  
পরত্র স্ববোধসংক্রান্তয়ে আপ্তস্ত পবত্র স্ববোধসংক্রান্তিকাম্যতা আগমাদমিতি দ্রষ্টব্যম্।  
শব্দেন—বাক্যেন অন্তেনাকাবাদিনা সংকেতেনাপীত্যর্থঃ উপদিশ্রুতে, শব্দাৎ—সাক্ষাৎ

বিশেষ রূপ, বিশেষ শব্দ ইত্যাদি বাহ্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ হয়)। বিষয়সকল সামান্য এবং  
বিশেষ-রূপ অর্থাৎ তাৎপৰ্য (সামান্য এবং বিশেষরূপে জ্ঞাত হইবার যোগ্য) গুণের সমষ্টিভূত বাহ্য  
বস্তু। তদ্রূপ লক্ষণবৃত্তি বিষয়ের যে বিশেষ জ্ঞানের প্রাধান্যবৃত্তি বৃত্তি তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। প্রত্যক্ষের  
দ্বারা বাস্তব গুণসকলই প্রধানতঃ গৃহীত হয় এবং জাতি-সত্তাদি সামান্য বা সাধারণ গুণের যে জ্ঞান—  
উহাতে তাহাব অপ্রাধান্য।

ফল অর্থে প্রমাণব্যাপ্যাবেষ বল, তাহা দ্রষ্টাব সহিত অবিশিষ্ট বা অবিভিন্ন—‘আমি জ্ঞাতা’ এই  
প্রকার পৌরুষের বা পুরুষের দ্বারা প্রত্যক্ষ, চিত্তবৃত্তির বোধ। পুরুষ বৃত্তির প্রতিসংবেদী অর্থাৎ  
প্রতিসংবেদনের হেতু বলিয়া বৃত্তি হইতে পুরুষ পৃথক হইলেও তদ্বারা বৃত্তির বোধ হয়। পুরুষের  
প্রতিসংবেদিত্ব পবে দ্বিতীয় পাদে (২।২০) প্রতিপাদিত কবিত্ব\*।

জিজ্ঞাসিত (যাহা জানা অভিপ্রেত) কিন্তু প্রত্যক্ষতঃ অগৃহ্যমাণ (জ্ঞাত হইতেছে না এইরূপ)  
এবং হেতুগম্য (হেতু বা কারণ দেখিয়া বাহ্য বিজ্ঞেয়) যে বিষয় তাহাই অনুমেষ। তাহাব অর্থাৎ  
সেই অনুমেষ জ্ঞেয় বিষয়ের যে তুল্যজাতীয় বস্তুতে অনুবৃত্ত অর্থাৎ সপকীয় বা সমজাতীয় বিষয়ে

\* প্রত্যেক বৃত্তির মূলে ‘আমি জ্ঞাতা’ এই বোধ অনুভূত থাকতেই বৃত্তির জ্ঞাতৃত্ব। ‘আমি জ্ঞাতা’-রূপ মূল বৃত্তির  
বিভেদে কবিলে ‘আমির’-রূপ বৃত্তিবৃত্তি এবং তাহাব জ্ঞাতৃত্বরূপ দ্রষ্টাব লক্ষণ পাওয়া যায়। বৃত্তির যে ‘আমির’ তাহা ‘জ্ঞ’-মাত্র  
দ্রষ্টাব অবতাসে সচেতনবৎ হইবা পুরুষ বৃত্তিতে কিরিবা ‘আমি জ্ঞাতা’-রূপ বৃত্তিবৃত্তিতে পবিণত হয়—এই পদ্ধতি সর্বদাই  
চলিতেছে, ইহাই দ্রষ্টাব দ্বারা বৃত্তির প্রতিসংবেদন। ব্রহ্মাদি বাহ্য বিষয় ইন্দ্রিয়দ্বারা এই ‘আমি-জ্ঞাতা’-রূপ পুরুষাকার বৃত্তির  
নিকট উপস্থাপিত হইলে ‘আমি ব্রহ্মের জ্ঞাতা’-রূপ বৃত্তিতে পবিণত হয়। এইরূপ প্রতিসংবেদন সর্ববৃত্তির অর্থাৎ বৃত্তিসহ সর্ব  
জ্ঞাতভাবে মূল। ‘আমি জ্ঞাতা’-রূপ পুরুষাকার বৃত্তি বৃত্তির চব উৎকর্ষ এবং ‘আমি হুঁ’, ‘আমি দেহী’, ‘আমি ব্রহ্মের  
জ্ঞাতা’—ইত্যাদিরূপ স্বধাকার, মেধাকার এবং ব্রহ্মাকার বৃত্তিই বৃত্তির অবকর্ষ। পুরুষাকার বৃত্তি সর্বকালেই আছে কিন্তু  
অবিদ্যাবিনোধ্যাত্মিক ধর্মসম্বন্ধে তাহাতে প্রতিচ্ছা হয়, অজ্ঞানসময়ে অস্ত্র নানা বিষয়েই বৃত্তির প্রতিচ্ছা।

শব্দশ্রবণাৎ শব্দার্থবিষয়া—শব্দার্থজ্ঞাননিবন্ধনা ন তু ধ্বনিজ্ঞাননিবন্ধনা, শ্রোতৃশ্চেতসি  
 বা বৃত্তিকংপত্ততে স আগমঃ। বক্তা শ্রোতা চাস্ত আগমপ্রমাণস্ত বে সাধনে ইতি  
 বিবেচ্যাম্। তস্মাৎ পাঠজনিশ্চয়ো নাগমপ্রমাণম্। যথা প্রত্যক্ষমিত্রিয়দোষাদিনা  
 দৃশ্যতে, অল্পমানঞ্চ হেত্বাভাসাদিনা দৃশ্যতে তথা তৎ-সজাতীয় আগমোহপি প্লবতে।  
 কথন্তদাহ যন্তেতি। মূলবক্তবীতি। দৃষ্টঃ অল্পমিত্শার্খো যেন তাদৃশে মূলবক্তবি আশ্বে  
 সতি তজ্জাত আগমো নির্বিপ্লবঃ স্তাৎ। আগমপ্রমাণমূলা গ্রহা অপি আগমশব্দেন  
 লক্ষ্যন্তে। ন চ তদাগমপ্রমাণম্। অনধিগতযথার্থজ্ঞানং প্রমা, প্রমাণাঃ করণং প্রমাণমিতি  
 সর্বপ্রমাণানাং সাধাবণং লক্ষণম্।

সমানতা বা সাক্ষ্য (যেমন তুবাং ও শীতলতা), এবং ভিন্ন জাতীয় বিষয় হইতে যে ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ  
 বাহ্য সপক্ষীয় নহে কিন্তু ভিন্ন জাতীয়, তাদৃশ বিষয়ের সহিত যে ভিন্নধর্ম (যেমন তুবাং ও উষ্ণতা)—  
 পবনস্ববেব দ্রুদশ্ব ধর্মের যে জ্ঞান তাহাই উহাদের পবনস্ববেব সন্থ এবং তাহাই হেতু (যেমন অগ্নি  
 অল্পমেব বা অমুক স্থানে আছে কি না তাহা জানিতে চাই। তজ্জাত হেতু বা উপযুক্ত সন্থকেব বা  
 ব্যাপ্তিবে জ্ঞান থাকে চাই, তাহা যথা—ধূম অগ্নি হইতে হয়। ইহাই ধূম ও অগ্নিবে সন্থজ্ঞান)। সেই  
 'যে সন্থক তদ্বিবক অর্থাৎ হেতুপূর্ব যে বৃত্তি বা যথার্থ জ্ঞান হয় তাহাই অল্পমানপ্রমাণ। সেই অল্পমান-  
 বৃত্তিতে সামান্য জ্ঞানবই প্রাধান্য, কাবণ, তাহা সামান্য ধর্মের আপক যে পক্ষ বা অন্ত কোনওরূপ  
 সংকেত, তদ্বাং সাধিত বা নিশ্চায়িত হয় (সামান্য অর্থে পূর্বক বহু বস্তব সাধাবণ নামবাচী শব্দেব  
 বাহ্য অর্থ, যেমন তাশ সর্বপ্রকাব অগ্নিবে সামান্য বা সাধাবণ ধর্ম)। উদাহরণ বলিতেছেন।  
 চন্দ্রতাবকা গতিশীল, কাবণ, তাহাদের দেশান্তরপ্রাপ্তি হয়, যেমন চন্দ্রে আধিবে হয়। বিদ্য পর্বত  
 অগতিমান, কাবণ, তাহাব দেশান্তরপ্রাপ্তি নাই। (বাহাব দেশান্তরপ্রাপ্তি ঘটে তাহা গতিশীল।  
 গতিশীলতাব সহিত চন্দ্রতাবকাব দেশান্তরপ্রাপ্তিরূপ অল্পবৃত্ত সন্থকযুক্ত হেতু পাওবা যাব অন্তএব  
 তাহাবা গতিশীল। বিদ্যোব তাহা পাওবা যাব না অর্থাৎ গতিবে সহিত ব্যাবৃত্ত সন্থকযুক্ত, তাই তাহা  
 অগতিমান)।

আগমেব লক্ষণ দিতেছেন। যে ব্যক্তির বাক্য হইতে শ্রোতাব মনে কোনরূপ বিচাবব্যতীত  
 নিশ্চয়জ্ঞান উৎপন্ন হয় অর্থাৎ ইনি সত্য বলিতেছেন কি মিথ্যা বলিতেছেন এইরূপ অল্পমানের অবকাশ  
 যেখানে নাই, সে ব্যক্তি সেই শ্রোতাব নিকট আস্ত। তাদৃশ আশ্বেব দ্বাবা দৃষ্ট অথবা অল্পমিত বিষয়,  
 অর্থাৎ বাহ্য তিনি প্রত্যক্ষ অথবা অল্পমানের দ্বাবা জাত হইবাছেন, তাহা পবেব মনে প্রতিসংকাবিত  
 কবিবাব জন্ত যখন বলেন তখন হইতে শ্রোতাব যে প্রমাণজ্ঞান হয় তাহা আগমপ্রমাণ। পবেব মনে  
 নিজ মনোভাব প্রতিসংকাবিত কবিবাব জন্ত আস্ত ব্যক্তিব ইচ্ছা আগমেব এক অর্থ ইহা দ্রষ্টব্য অর্থাৎ  
 ভাব্যকাবেব লক্ষণে ইহা পাওবা যাব। শব্দেব বা বাক্যেব দ্বাবা এবং অন্ত আকাবাবি সংকেতবে  
 দ্বাবাও, উপদ্রষ্ট হইলে, সেই পক্ষ হইতে অর্থাৎ আস্ত পুরুষেব নিকট হইতে সাক্ষাৎ পক্ষ (কথা)  
 শুনিবা যে শব্দার্থ-বিষয়ক অর্থাৎ শব্দেব যে বিষয় (বদার্থে তাহা সংকেতীকৃত) তাহাব জ্ঞানসদ্বক্ষী,  
 ধ্বনিয়াত্রেব জ্ঞানসদ্বক্ষী নহে, যে বৃত্তি বা জ্ঞান শ্রোতাব চিত্তে উৎপন্ন হয় তাহাই আগম। বক্তা এবং

৮। প্রমাণং যথার্থমনসিগতপূর্বং জ্ঞানম্। অস্তি চ অযথার্থজ্ঞানং চিত্তদোষকপম্। তদ্ধি বিপর্যয়জ্ঞানম্। তদ্রূপম্—অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠং—জ্ঞেয়স্ত যদ্ যথার্থং কপং ন তদ্রূপ-প্রতিষ্ঠং, মিথ্যাজ্ঞানমিতি। সুগমং ভাস্তম্।

৯। ক্রমপ্রাপ্তবিকল্পস্ত লক্ষণমাহ। শব্দজ্ঞানানুপাতী—অবস্তবচকশব্দজ্ঞান-স্রানুজাতঃ তজ্জ্ঞাননিবন্ধনো বস্তুশূন্যো—বাস্তবার্থশূন্যো বিকল্পঃ। স ইতি। স ন প্রমাণোপাবোহী—প্রমাণান্তত্বং, ন চ বিপর্যয়োপাবোহী। বস্তুশূন্যদ্বার প্রমাণং তথা শব্দজ্ঞানমাহাশ্রয়নিবন্ধনাদ্ ব্যবহারান্ ন বিপর্যয়ঃ। প্রমাণস্ত বিবয়ো বাস্তবঃ। বিপর্যয়স্ত নাস্তি ব্যবহারো যতো মিথ্যেদমিতি জ্ঞানো ন তদ্ ব্যবহরিত্তে।

জ্ঞোতা উভয়ই আগমপ্রমাণেব নাথক ইহা বিবেচ্য। তন্মত্রে এতদ্বাদিগাঠ হইতে জাত জ্ঞান আগমপ্রমাণ নহে।

যেমন প্রত্যক্ষ জ্ঞান ইন্দ্রিয়বিকলতাব দ্বাৰা বিচুট হইতে পারে, হেতু বা বৃত্তিব দ্বোম থাকিলে অহুমানও বিপর্যয় হইতে পারে; তদ্রূপ তজ্জাতীয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষাবিজাতীয় আগমপ্রমাণেরও বিপর্যয় ঘটিতে পারে। কিরূপে? তাহা বলিতেছেন। যে বস্তাব দ্বাৰা (জ্ঞাপনিতব্য) বিবয় দৃষ্ট অথবা অহুমিত হইয়াছে তাহাশ্রয় লবস্তা যদি আশ্রয় হন তবে তজ্জাত আগম যথার্থ হয়। আগমপ্রমাণমূলক গ্রন্থসকলকেও আগমসম্মেব দ্বাৰা লমিত কবা হয়, তাহা কিন্তু আগমপ্রমাণ নহে। পূর্বে বাহা অজাত ছিল তদ্বিবয়ক যথার্থ জানেব নাম প্রমা, প্রমাণ বাহা কবণ অর্থাৎ যদ্বাৰা তাহা লমিত হয়, তাহাই প্রমাণ। ইহা সর্বপ্রমাণেব—প্রত্যক্ষ, অহুমান ও আগমেব—সাধাবণ লক্ষণ। (আগমও অন্য বৃত্তিব দ্বাৰা স্পষ্ট ও অস্পষ্ট হইতে পারে। আশ্রয় বলিলেই যে মহাপুরুষ ব্ৰাহ্মাইবে তাহা নহে, হীন ব্যক্তিও একজনবেব নিকট বুদ্ধিমোহে আশ্রয় বা বিশ্বাস্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারে এবং তৎকথিত আগমও বিচুট হইতে পারে; তাহা আগমরূপ প্রমাণ হইবে না, বিপর্যয় আগম হইবে)।

৮। প্রমাণ অর্থে পূর্বে অনসিগত যথার্থ-বিবয়ক জ্ঞান (নূতন ও যথা-বিবয়ক জ্ঞান, বাহা নূতন নহে তাহা স্মৃতি)। চিত্তেব (এবং তাহাব কবণ ইন্দ্রিয়েবও) দ্বোমেব কলে অযথার্থ জ্ঞানও হয়, তাহাই বিপর্যয়জ্ঞান। তাহাব লক্ষণ অতদ্রূপ-প্রতিষ্ঠ অর্থাৎ জ্ঞেব বিষয়েব বাহা যথাবণ রূপ, যে জ্ঞান তদ্রূপ-প্রতিষ্ঠ বা তদাকাব নহে, অতএব মিথ্যা জ্ঞান।

৯। যথাক্রমে (প্রমাণ-বিপর্যয়েব পবে) প্রাপ্ত বিকল্পবৃত্তিব লক্ষণ বলিতেছেন। শব্দজ্ঞানেব অহুমানী অর্থাৎ যে বিবয়েব বাস্তব সত্তা নাই এইরূপ পদার্থেব বাচক যে শব্দ তাহাব অহুমানী অর্থাৎ সেই (শব্দেব) জ্ঞান-সহযোগে উৎপন্ন যে বস্তু-শূন্য বা বাস্তব-বিসম-শূন্য বৃত্তি তাহাই বিকল্প। তাহা প্রমাণোপাবোহী বা প্রমাণেব অন্তর্গত নহে, অথবা বিপর্যয়েবও অন্তর্গত নহে। তাহাব বাস্তব অর্থ নাই বলিবা তাহা প্রমাণ নহে এবং শব্দজ্ঞানেব মাহাত্ম্য বা প্রভাবপূর্বক উহাব ব্যবহাব হয় বলিবা বিপর্যয় নহে। প্রমাণেব বিবব বাস্তব, আব বিপর্যয়েব ব্যবহাব নাই, যেহেতু ‘ইহা মিথ্যা’ এটরূপ জ্ঞানিলে আব তাহা ব্যবহৃত হয় না (বিপর্যয়রূপ মিথ্যা জ্ঞান প্রমাণরূপ সত্যজ্ঞানেব দ্বাৰা নষ্ট হইবাব যোগ্য, কিন্তু বিকল্প তাহা নহে। যদিও ইহা এক প্রকাব বিপর্যয় কিন্তু প্রমাণেব দ্বাৰা ইহাব ব্যবহাব নষ্ট হইবাব নহে। বতকাল শব্দাশ্রিত জ্ঞান থাকিলে ততকাল ‘অভাব’, ‘অনন্ত’

বিকল্পস্ত বিষয়াণাং চাস্তি ব্যবহারঃ, যথা বৈকল্পিকং কালাদিকম্ অবস্ত ইতি জ্ঞাত্বাপি তদ্ ব্যবহৃত্যেত। উদাহরণমাহ তদ্ যথেষতি। যদা—যতঃ চিতির্যেব পুরুষস্তর্হি চৈতন্তম্ পুরুষস্ত স্বরূপম্ ইত্যত্র ভেদবচনম্ অবাস্তবত্বাদ্ বৈকল্পিকম্। তদ্বচননিবন্ধনং যজ্ঞজ্ঞানং স এব বিকল্পঃ। কিং—বিশেষ্যঃ কেন—বিশেষণেন ব্যাপদিশ্রুতে—বিশিষ্ট্রুতে। ন হি চিতিশব্দঃ পুরুষং বিশিনষ্টি, অভিন্নত্বাৎ, তস্মাদিবং ব্যাক্যার্থোহবাস্তবো বৈকল্পিকঃ, অবাস্তবত্বেহপি অন্ত্যস্ত ব্যবহারঃ। চৈতন্ত গৌরিত্যত্রাস্তি বাস্তবোহর্থঃ। তস্মাস্তত্র ভবতি চ ব্যপদেশে—বিশেষ্যবিশেষণভাবে, বৃত্তিঃ—ব্যাক্যবৃত্তিঃ, ব্যাক্যস্ত বাস্তবোহর্থঃ। তথেষতি। প্রতিবিদ্ধবস্ত্বর্থঃ—প্রতিবিদ্ধা ন সন্তীত্যর্থঃ দৃশ্যবস্ত্বর্থম্ যস্মিন্ স ক্রিয়াহীনঃ পুরুষ ইতি পুরুষলক্ষণে ধর্মাপামভাবমাত্রমেব বিবক্ষিতং ন কশ্চিদ্ বাস্তবো ধর্মঃ, তস্মাদেতদ্ব্যাক্যস্ত অর্থো বৈকল্পিকঃ। তথা তিষ্ঠতি বাণঃ স্থাস্তিতি স্থিত ইত্যত্রাপি বিকল্পবৃত্তিজ্যায়তে, যতঃ “ষ্ঠা গতিনিবৃত্তো” ইতি ধাত্বর্থঃ, তস্মাৎ তিষ্ঠত্যাগিপদেন গত্যভাব-মাত্রমবগম্যাতে ন কাচিদ্ বাস্তবী ক্রিয়া। অন্তঃপত্তিরম্য পুরুষ ইত্যত্রাপি তথৈব ভবতি,

ইত্যাদি বিকল্পমূলক শব্দ ও তাহাব জ্ঞানেব ব্যবহার্যতা থাকিবে। ইহাই বিপর্ষ্য হইতে বিকল্পেব পার্থক্য)।

বৈকল্পিক বিষয়েব ব্যবহার আছে, যথা বৈকল্পিক ‘কাল’ আদিব বাস্তব নহা নাই জানিয়াও তাহা ব্যবহৃত হয়। বিকল্পেব উদাহরণ বলিতেছেন। যখন অর্থাৎ যেহেতু চিতিই পুরুষ তখন ‘চৈতন্ত পুরুষেব স্বরূপ’—এইরূপে চৈতন্ত ও পুরুষেব ভেদ কবিয়া কখন (যেন পুরুষ হইতে পৃথক্ চৈতন্ত বলিয়া এক পদার্থ আছে) অবাস্তব বলিয়া উহা বৈকল্পিক। সেই ঘটনমাত্র আশ্রয় কবিয়া যে জ্ঞান হয় তাহাই বিকল্প। এহলে কি অর্থাৎ কোন্ বিশেষ্য, কাহাব অর্থাৎ কোন্ বিশেষণেব দ্বাৰা ব্যপদিশ্রুতি বা বিশেষিত হইতেছে? চিতিশব্দ পুরুষকে বিশেষিত কবে না, কাবণ, তাহা পুরুষ হইতে অভিন্ন (যিনি চিতি তিনিই পুরুষ)। তজ্জন্ত এই ব্যাক্যেব বাহা বক্তব্য বা বিষয় তাহা অবাস্তব ও বৈকল্পিক। কিন্তু অবাস্তব হইলেও ইহাব ব্যবহার আছে। ‘চৈত্রেব গো’ এই ব্যাক্যেব বাস্তব অর্থ আছে (চৈত্র হইতে পৃথক্ তাহাব গো-রূপ বস্ত আছে), তজ্জন্ত তাহাব ব্যপদেশে অর্থাৎ বিশেষ্য-বিশেষণ-রূপে ব্যবহাবে, বৃত্তি বা ব্যাক্যবৃত্তি বা ব্যাক্যেব বাস্তব অর্থ আছে (অতএব ‘চৈত্রেব গো’ এইরূপে বলাব পার্থক্যতা আছে, ইহা বিকল্প নহে)। প্রতিবিদ্ধ-বস্ত্বর্থম্ অর্থাৎ প্রতিবিদ্ধ বা নাই, দৃশ্য বস্তব ধর্ম বাহাতে, তিনিই নিজের পুরুষ। পুরুষেব এই লক্ষণে ধর্মসকলেব অভাবমাত্রই কথিত হইল, পুরুষাধীন কোন বাস্তব ধর্ম কথিত হইল না, তজ্জন্ত এই ব্যাক্যেব বাহা বিষয় তাহা বৈকল্পিক। তজ্জপ ‘বাণ গচল নহে, গচল হইবে না, গচল ছিল না’ ইত্যাদি স্থলেও বিকল্পবৃত্তি উৎপন্ন হয়, যেহেতু ‘হা’ ধাতুেব অর্থ ‘না বাওবা’, বা গতি-ক্রিয়াহীনতা, তজ্জন্ত ‘তিষ্ঠতি’ আদি পদেব দ্বাৰা গতিব অভাব মাত্র বুঝায়, কোন বাস্তব ক্রিয়া বুঝায় না। ‘পুরুষ উৎপত্তি-বর্ষশূন্য’—এহলেও তাহাই অর্থাৎ বৈকল্পিক জ্ঞান হইতেছে, পুরুষাধীন বা পুরুষাল্পিত কোনও ধর্ম বুঝাইতেছে না, তজ্জন্ত তাহা অর্থাৎ ‘অন্তঃপত্তি’-পদের দ্বাৰা পুরুষেব যে ধর্ম লক্ষিত হইতেছে তাহা বিকল্পিত। তদ্বারা অর্থাৎ বিকল্পেব ধার্মাট



ন চ পুরুষায়তী—পুরুষগতঃ কচ্চিদ ধর্মঃ অবগম্যতে তস্মাৎ সং—অনুৎপত্তিপদবাচ্যঃ ধর্মো বিকল্পিতঃ, তেন—বিকল্পেন চ এতাদৃশবাক্যাস্ত্য ব্যবহাবোহস্তু আ নির্বিচারধান-সিদ্ধে:। যাবদ্ ভাবানুগা চিন্তা তাবদ্ বিকল্পস্ত্য ব্যবহাবো বিভজতে।

১০। অভাবপ্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তির্নিজ্জৈতি। অভাবঃ—জাগ্রৎস্বপ্নয়োস্তিবোভাবঃ, তস্ত্য প্রত্যয়ঃ—কাবণ্য তামসজড়তাবিশেষরূপং, তদালম্বনা—তত্তমোবিষয়া বৃত্তিঃ—অভ্য-স্মৃটং জ্ঞানং, নিজ্জা—স্বপ্নহীনী স্মৃতিপ্তিরিতি স্মৃত্যর্থঃ। সেতি। সা নিজ্জা প্রত্যয়বিশেষঃ—বৃত্তিরেব। সম্ভ্রবোষে—জাগ্রৎকালে তস্ত্যঃ প্রত্যয়বর্ণনা—স্মরণাৎ। ন হি স্মরণং সংজ্ঞাবস্তুতে সম্ভবেৎ, সংজ্ঞাবচ্চ অন্তত্বমস্তুবেৎ ন সম্ভবেৎ, তস্মান্ন নিজ্জা অন্তত্বত্ববিশেষঃ। যথাক্রকারঃ অস্মৃটকপবিশেষঃ সর্বরূপাণাঞ্চ তত্র একীভাবস্তথৈব জ্ঞাদ্যামাপনেষু শবীবেল্লিখ্যচিন্তেষু যঃ সামান্তো জড়তাবোষো বিদ্যতে সা নিজ্জাবৃত্তিঃ। ইতরবৃত্তিবদ নিজ্জায়াক্ষিপ্তগণঞ্চ বিবৃণোতি। উক্তঞ্চ “জাগ্রৎস্বপ্নস্বপ্তগুণে গুণতো বুদ্ধিবৃত্তয়ঃ” ইতি। স্মৃতিমিতি। সাংখ্যিক্যাজ্ঞানায় স্মৃতিমহমস্মাপমিত্যাदिঃ প্রত্যয়ঃ। বিশারদীকরোতি—অস্মৃটীকরোতি। তুঃখমিতি বাজসনিজ্জালম্বণম্। স্ত্যানম্—অকর্মণ্য ভ্রমণরূপাদর্শেহাৎ। গাঢ়মিতি তামসী নিজ্জা। মূঢ়ঃ—সুপ্তস্ত্য সম্ভ্রবোষেহপি ন জ্যাক্ কুজ্জাহমিত্যবধারণ-সামর্থ্যং মূঢ়কম্। চিন্তং মে অলসং—জড়ং সুবিতম্—অপল্লভমিহ। ব্যতিরেকছারেন

এতাদৃশ বাক্যেব্য ব্যবহাব হব এবং বতদিন পর্বন্ত (বিকল্পহীন) নির্বিচার লম্বাধি সিদ্ধ না হইবে ততকাল উহা থাকিবে, যে পর্বন্ত ভাবা-সহাযা চিন্তা থাকিবে সে পর্বন্ত বিকল্পের ব্যবহাব থাকিবে। (৪।২০ পাদটীকা ষট্ঠ্য)।

১০। অভাবেষ যে প্রত্যয় তদলম্বনা বৃত্তি নিজ্জা। অভাব অর্থে জাগ্রৎ এবং স্বপ্নেব অভাব, তাহাব যে প্রত্যয় বা কাবণ বাহা তামস জড়তা-বিশেষ-রূপ, তদালম্বনা অর্থাৎ সেই ভনোয়লক যে চিন্তাবৃত্তি, বাহা অতি অস্মৃট জ্ঞান-রূপ, তাহাই নিজ্জা বা স্বপ্নহীন স্মৃতি—ইহাই স্মৃতি অর্থ। সেই নিজ্জা প্রত্যয়-বিশেষ বা চিন্তেব এক প্রকার বৃত্তি, যেহেতু সম্ভ্রবোষে অর্থাৎ আগবিত হইলে, তাহাব প্রত্যয়বর্ণ বা স্মরণ হব (অবমর্ষ অর্থে নাশ, প্রত্যয়বর্ণ অর্থে নষ্ট না হইয়া বিবৃত থাক)। সংজ্ঞাব-ব্যতীত স্মরণ হব না, সংজ্ঞাবও পূর্বানুভব-ব্যতীত হব না তজ্জন্ত, পরে নিজ্জাব স্মরণ হব বলিবা তাহা অন্তত্ব-বিশেষ। অস্মৃটকপ বৈশেষ—সর্বকপেব তথাব একীভাব, তজ্জন্ত জড়তাপ্রাপ্ত শবীব, ইন্দ্রিয় ও চিন্তে এই যে সর্বসাধারণ জড়তাবোষ থাকে তাহাই নিজ্জাবৃত্তি। অন্ত্যাত্ত বৃত্তিব ত্রাব নিজ্জাবও ত্রিগুণঞ্চ বিবৃত কবিত্তেছেন। যথা উক্ত হইয়াছে—“জাগ্রৎ-স্বপ্ন ও স্মৃতি ইহাবা গুণতঃ বা ত্রিগুণানুসারী বুদ্ধিব বা চিন্তেব বৃত্তি” (যোগবাস্তিক)। সাংখ্যিক নিজ্জাব ‘আমি স্মৃতি নিজ্জা গিবাছিলাম’ ইত্যাদি প্রকাব প্রত্যয় হব। বিশাবহ কবে অর্থাৎ প্রজ্ঞাকে স্বচ্ছ বা নির্মল কবে। তুঃখকবৎ ও স্ত্যানজনকত্ব বাজস নিজ্জার লম্বণ। স্ত্যান অর্থে অবশ হইবা ইতন্ততঃ বিচবণ কবা রূপ অষ্টমেরেব জন্ত চিন্তেব অকর্মণ্যতা (অকর্মণ্যতা অর্থে ইচ্ছানুসাবে চিন্তে নিবৃতি কবাব অযোগ্যতা)। গাঢ় ও মোহজনকত্ব তামস নিজ্জাব লম্বণ। মূঢ় বা তামস নিজ্জার স্মৃতিব্যক্তি আগবিত হইয়াও

সাধা সাধয়তি, স ইতি । যদি প্রত্যয়ানুভবা ন স্যাস্তদা তজ্জসংস্কাবা অপি ন স্যঃ তথা চ সংস্কারবোধকপাঃ স্মৃতযোহপি ন স্যঃ । এবং নিজায়া বৃত্তিক্ সিন্ধুঃ সমাধৌ চ সা নিবোধব্য। সমাধিন বাহ্যজ্ঞানহীনা মোহবশাদ্বেহ-ক্রিয়াকাৰিণী স্মৃতিহীনা চিত্তাবস্থা কিন্তু ধ্যেয়শ্রুতৌ সম্যগবধানাদ্ কল্পেজ্জিহাদিক্রিয়াকপা অবস্থেতি জ্ঞাতব্যম্ ।

১১। অনুভূতবিষয়াণাম্ অসম্প্রমোহঃ—ভাবগ্ন্যাদ্গ্ৰহণং নাধিকমিত্যর্থঃ, স্মৃতিঃ । অসম্প্রমোহঃ—পবস্বানপহবণম্ । চিত্তেন যদিযযীকৃত্য তস্ত চিত্তস্বপ্তৈব, ন পবস্বস্ত, গ্ৰহণাভিক্রা বৃত্তিঃ স্মৃতিবিত্যর্থঃ । কিমিতি । কিং প্রত্যয়স্ত—প্রত্যয়মাত্রমিত্যর্থঃ, ঘটং জানামীত্যাত্মকস্ত জ্ঞানস্তেত্যর্থঃ, আহোষিদ্ বিষয়স্ত—কপাদেঃ চিত্তং স্মরতি ? উত্তবম্ উভয়স্তেতি । গ্রাহোপবক্তঃ—শব্দাদিগ্রাহ্যবিবৈকপবক্তোহপি প্রত্যয়ঃ, গ্রাহ্যগ্রহণো-ভয়াকাবনির্ভাসঃ প্রত্যয়স্তাপি অনুভবাৎ । তথাভাতীরকং—গ্রাহ্যগ্রহণোভয়াকারং সংস্কারমারভতে—জনয়তি । স সংস্কারঃ অব্যক্তকাজনঃ—স্বস্ত ব্যক্তকেন উদ্বোধকেন অজ্ঞানং ব্যক্তীভবনং যস্ত তাদৃশঃ, গ্রাহ্যগ্রহণাকারামেব স্মৃতিং জনয়তি । তত্র গ্রহণাকাব-পূৰ্বা—গ্রহণম্ অনধিগতবিষয়স্ত উপাদানং তদাকারপ্রধানা ব্যবসায়প্রধানা ইত্যর্থঃ,

‘আমি কোথায় আছি’ তাহা শীঘ্র অবধারণ করিতে পাবে না বলিয়া তাহা স্মৃতি । ইহাতে ‘আমার চিত্ত অলস বা জড় এবং স্থিতি বা অপস্থতবৎ ( যেন হাবাহায়া গিয়াছে )’ এইরূপ বোধ হয় ।

ব্যতীবেক বা নিবেশমুখ বৃত্তিব দ্বাৰা প্রতিপাদ্য বিষয় ( নিজাব বৃত্তিঃ ) লাবিত বা প্রমাণিত কবিত্তেহন । যদি নিজাকালে নিজাকপ প্রত্যয়েব অনুভব না থাকিত তাহা হইলে তজ্জাত সংস্কারও থাকিত না এবং সংস্কারেব বোধকপ স্মৃতিও হইত না । এইরূপে নিজাবও বৃত্তিঃ অর্থাৎ তাহাও যে এক প্রকাব অনুভববৃত্তি চিত্তবৃত্তি, তাহা নিস্ক হইল । সমাধিকালে তাহাও নিবোধব্য, কাবণ, মোহবশে ( অলক্ষিতভাবে ) দৈহিক ক্রিয়াকাৰিণী, বাহ্যজ্ঞানশূন্য স্মৃতিহীনা চিত্তাবস্থাকে সমাধি বলা হয় না, কিন্তু ধ্যেয়বিবৰিণী স্মৃতিতে সম্পূর্ণ অবহিত হওয়াব কলে ইজ্জিযাধিব ক্রিয়াবোধকপ যে অবস্থা হয় তাহাই সমাধি, ইহা জ্ঞাতব্য ।

১১। অনুভূত বিষয়েব যে অসম্প্রমোহ অর্থাৎ যে-বিষয়েব যে-পবিমাণ অনুভূতি হইবাছে তাবগ্ন্যাদ্বে গ্ৰহণ বা জ্ঞান—তমপেক্ষা অধিকেব নহে, তাহা স্মৃতি । অসম্প্রমোহ অর্থে পবস্বেব অপহবণ না কবা । চিত্তেব দ্বাৰা পূর্বে বাহা বিষয়ীকৃত হইবাছে—চিত্তেব সেই নিজস্বেব মাজ, পবস্বেব নহে অর্থাৎ বাহা অগৃহীত বা অননুভূত তাহাব নহে—এইরূপ বিষয়েব যে গ্ৰহণ তদাভিক্রা বৃত্তিই স্মৃতি ( নূতন বাহা গৃহীত হয় তাহা প্রমাণাধিব অন্তর্গত ) ।

চিত্ত কি প্রত্যয়কে অর্থাৎ প্রত্যয়মাত্রকে—যেমন, ভিত্তেব যে ঘটকপ এক জ্ঞান হইবা গেল সেই ‘ঘট জানিলাম’ এইরূপ জ্ঞানকে—স্মরণ কবে, অথবা রূপাধি বা ঘটাদি বিষয়কে স্মরণ কবে ? উত্তব যথা, চিত্ত উভয়কেই স্মরণ কবে । গ্রাহোপবক্ত অর্থাৎ শব্দাদি গ্রাহ্য বিষয়েব দ্বাৰা উপবক্ত হইলেও প্রত্যয়, গ্রাহ ও গ্ৰহণ এই উভয়াকাবেই নির্ভাসিত কবে, কাবণ, প্রত্যয়েবও পৃথক্ অনুভব হয় ( আলম্বনবজিত শুধু প্রত্যয় বা জ্ঞান-ব্যাপাবেবও পৃথক্ অনুভব হয় ) । সেই স্মৃতি তথাভাতীর,

বুদ্ধিঃ—গ্রহণকৰ্মা জ্ঞানশক্তিঃ প্রমাণম্ ইতি যাবৎ, গ্রাহ্যাকাবপূৰ্বা—ব্যবসেয়বিষয়প্রধানা  
 স্মৃতিঃ। ঘটং জানামীত্যত্র ঘটো বিষয়ঃ, জানামীতি চ প্রত্যয়ঃ, ঘটগ্রহণপ্রধানা বুদ্ধিঃ,  
 ঘটোহয়মিতি ঘটাকাবা স্মৃতিঃ। সোহয়ং ঘট ইতি চ প্রত্যয়ভিত্তিকা। এতদুক্তং ভবতি।  
 সৰ্বাসাং বৃত্তীনাং বুদ্ধিবৃত্তিভেদপি অনধিগতবিষয়ঃ প্রমাণমেবেযং বুদ্ধিঃ। বুদ্ধিগ্রহণকৰ্মা,  
 গ্রহণকৰ্মা প্রাধাত্যাদ্ অগৃহীতস্ত উপাদদানতা। তস্তা উপাদদানতায়া অপ্যস্তি অনুলভবঃ  
 সংস্কারশ্চ। তাদৃশসংস্কারাণাং স্মৃতির্গৌণভাবেন উপাদদানতাক্রমে অনধিগতবিষয়ে  
 প্রমাণে বুদ্ধৌ বা তিষ্ঠতি। প্রধানতশ্চ তত্র উপাদদানতাক্রমে গ্রহণব্যাপারো বিদ্যতে।  
 স্মৃতো পুনর্গ্রাহ্যকৰ্মস্য ঘটান্ধিগতবিষয়স্ত প্রাধাত্যং গ্রহণব্যাপারস্তাপ্রাধাত্যমিতি দিক্।

অৰ্থাৎ গ্রাহ ও গ্রহণ উভয়াকাব, সংস্কারকে আবৃত্ত বা উপাদান কৰে। সেই সংস্কার ব্যবস্ফকাজন  
 অৰ্থাৎ বাহ্য নিজেব ব্যক্তকেব বা উষোধক উপলক্ষণ আদি নিমিত্তেব বাবা অন্তৰিত হয় বা ব্যক্ত হয়  
 তাদৃশ, এবং তাহা গ্রাহ ও গ্রহণ উভয় একাবেব স্মৃতি উপাদান কৰে। তন্মধ্যে বাহ্য গ্রহণাকাব-  
 পূৰ্বা অৰ্থাৎ গ্রহণ বা অনধিগত বিষয়েব উপাদান (গ্রহণ কৰা) বাহাতে প্রাধাত্য তাদৃশ ব্যবসায়-  
 প্রধান বা জ্ঞান-প্রধান লক্ষণযুক্ত, তাহা বুদ্ধি বা গ্রহণকৰ্মা জ্ঞান-শক্তি অৰ্থাৎ প্রমাণবৃত্তি। এবং বাহ্য  
 গ্রাহাকাব-পূৰ্বা অৰ্থাৎ ব্যবসেব বা জ্ঞেয়বিষয়-প্রধানা তাহা স্মৃতি। ‘ঘটকে আদি জানিতেছি’—  
 ইহাতে ঘট—বিষয়, ‘জানিতেছি’—প্রত্যয়, ইহাতে ঘটগ্রহণেব প্রাধাত্য (কিছ ঘটবেব অপ্রাধাত্য);  
 তাহা বুদ্ধি (বুদ্ধিব এহলে পানিভাবিক অৰ্থ জ্ঞানকৰ্মা মাত্র), আব ইহা ঘট—এইকৰ্ম ঘটবেব  
 প্রাধাত্যযুক্ত যে বৃত্তি তাহা ঘটাকাবা স্মৃতি। পূৰ্বদৃষ্ট ‘সেই ঘটই এই’—এইকৰ্ম জ্ঞানকে প্রত্যভিজ্ঞা  
 বলে। ইহাব দ্বাৰা এই বলা হইল যে, সমস্ত চিত্তবৃত্তিতে বুদ্ধিবৃত্তি বা জ্ঞানকৰ্মা থাকিলেও  
 এহলে অনধিগত বিষয়ের প্রমাণজ্ঞানকেই বুদ্ধি বলা হইতেছে। বুদ্ধি গ্রহণকৰ্মা, গ্রহণ অৰ্থে প্রধানতঃ  
 অগৃহীত বা অনলভূতপূৰ্ব বিষয়েবই উপাদদানতা বা জানিতে থাকা, এই গ্রহণশীলতাবও অৰ্থাৎ  
 জ্ঞান-ব্যাপাবেবও অনুলভব এবং সংস্কার হয়। তাদৃশ সংস্কারকলেব স্মৃতি উপাদদানতাকৰ্ম  
 (গ্রহণমাত্র-বভাব) অনধিগত বিষয়ের জ্ঞানকৰ্মা প্রমাণে বা (এহলে পরিভাবিত) বুদ্ধিতে গৌণ-  
 ভাবে থাকে। সেই প্রমাণে বা বুদ্ধিতে বিষয়েব উপাদদানতাকৰ্ম গ্রহণ-ব্যাপাবেবই প্রাধাত্য এবং  
 স্মৃতিতে গ্রাহ ঘটাদিকৰ্ম অনধিগত বিষয়ের প্রাধাত্য, ইহাতে গ্রহণ ব্যাপাবেব অপ্রাধাত্য। এইকৰ্মে  
 বৃত্তিতে হইবে\*।

সেই স্মৃতি দুই একাব—ভাবিত-স্মৰ্তব্য অৰ্থাৎ ভাবিত বা কল্পিত স্মৰ্তব্য বিষয়সকল বাহাতে,  
 তাহা, (উদাহরণ স্বৰূপ—) স্বপ্নে কল্পনাব দ্বাৰা স্মৰ্তব্য বিষয়সকল উদ্ভাবিত কৰা হয়, জাগ্রৎ অবস্থায়

\*এখানে গ্রহণ অৰ্থে গ্রহণকৰ্মা ক্রিয়া বা জ্ঞানকৰ্মা ব্যাপার চিত্তেন্দ্ৰিয়, প্রধানতঃ মনঃ, এইকৰ্ম ক্রিয়া। সেই ব্যাপাবেবও  
 সংস্কার হয়, সেই সংস্কার হইতেও স্মৃতি উঠে। এই গ্রহণেব স্মৃতি বুদ্ধিতে অপ্রধানভাবে থাকে, আব অনুভবনান গ্রহণ-ক্রিয়া  
 প্রবাহকৰ্ম ব্যাপাবেই অৰ্থাৎ জ্ঞান-ক্রিয়াই জ্ঞান-ব্যাপাবে প্রধানকৰ্ম থাকে। ‘ঘট জানিলাম’ এই প্রমাণজ্ঞানে বিষয়-ই ঘট,  
 এবং ‘জানিলাম’ ইহা প্রত্যয়। ঘটের ব্রহ্মজ্ঞানেও ‘ঘট জানিলাম’ এইকৰ্ম ভাব হয়, কিন্তু এই ব্রহ্মজ্ঞানে ঘটকৰ্ম বিষয়  
 অনধিগত নহে, উহা পূৰ্বাধিগত, অতএব উহাই মাত্র স্মৃতি। এহলেও যে ‘জানিলাম’ বোধ হয় তাহা ঠিক পূৰ্ব সংস্কারেব ফল  
 নহে কিন্তু নুতন এই ঘট-সম্বন্ধকৰ্ম সনোভানেব নুতন বা অনধিগত জ্ঞান অতএব ইহা প্রমাণকৰ্ম বুদ্ধি।

সা চ স্মৃতিদ্বয়ী ভাবতত্ত্বব্যা—ভাবিতানি কল্পিতানি স্মৃত্যানি যস্তাং সা । অগ্নে  
হি কল্পনয়া স্মৃত্যবিষয়া উক্তব্যান্তে, জাগবে ন তথা । সৰ্বাসামেব বৃত্তীনাংমুভবাং  
সংস্কারঃ সংস্কারাক্ত তদোধকপা স্মৃতিবিত্তি ক্রমঃ । সৰ্বাস্মেতি । স্মৃৎস্বংমোহাশ্রিতাঃ—  
স্মৃতিভিত্তিবলবিদ্ধাঃ । স্মৃৎস্বংমোহে প্রসিদ্ধে । মোহজিবিষো বিচাবমোহশ্চেষ্টামোহো বেদনা-  
মোহশ্চেষ্টি । তত্র বিপর্যস্তবিচাবো বিচাবমোহঃ । অভিনিবিষ্টশ্চেষ্টা চেষ্টামোহঃ কায়ৈল্লিয়-  
চেতনাম্ । প্রমাদাদিরূপেণানেন ব্যস্ততে যুচ্য বুদ্ধিঃ সম্যগ্ জ্ঞানাং । স্মৃৎস্বংমোহভবো  
যত্র ন স্মৃটঃ স বেদনা মোহঃ । স্বৰ্য্যতেহত্র “তত্র বিজ্ঞানসংযুক্তা ত্রিবিধা চেতনা এষা ।  
স্মৃৎস্বংমোহেতি যামাহবহুঃখামস্মৃতেতি চ ॥” ইতি । যামস্মৃৎস্বংমোহঃ অস্মৃতেতি চাহুরিত্যর্থঃ ।  
হিতাহিতজ্ঞানবিপর্যস্তভাবাদ্ অবিত্তাস্তর্গত এব মোহঃ । শেষং সুগমম্ ।

১২ । অথেনি । আগাং চিত্তবৃত্তীনাং অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং নিবোধঃ স্তাং ।  
চিত্তনদীতি । চিত্তং নদীৰ, সা চ চিত্তনদী কল্যাণবহা পাপবহা বা ভবতি । যেতি । যা  
চিত্তনদী কৈবল্যপ্রাপ্তভারা—কৈবল্যকপস্ত প্রাপ্তভাবস্ত উচ্চপ্রদেশকপশ্চোতঃপ্রবন্ধকস্ত  
তলদেশপৰ্বন্তবাহিনী, বিবেকবিষয়নিয়া—বিবেকবিষয়রূপনিয়মার্গবাহিনী সা কল্যাণবহা ।  
তথা সংসারপ্রাপ্তভারা অবিবেকনিয়মার্গবাহিনী পাপবহা । তত্র—অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং  
বৈরাগ্যেণ বিষয়শ্চোতঃ দ্বিতীকিয়তে—অন্নীকিয়তে নিকথ্যতে, বিবেকদর্শনাভ্যাসেন  
বিবেকশ্চোত উদ্ভাট্যতে—সম্প্রবর্তিতং ক্রিয়তে । চিত্তস্ত নিবোধঃ—নিবৃত্তিকতা

তাহা নহে ( তাহা অভাবিত-স্মৃত্য ) । সৰ্বজাতীৰ বৃত্তিৰ ( স্মৃতিবও ) অল্পতব হইলে তাহা হইতে  
সংস্কার হয়, সংস্কার হইতে পুনঃ তাহাব বোধকপ স্মৃতি হয়, এইরূপ ক্রম । স্মৃৎস্বংমোহ-আত্মক  
অর্থাৎ স্মৃতিবিষয় বাবা অল্পবিদ্ধ । স্মৃৎস্বংমোহে অর্থ প্রসিদ্ধ । মোহ ত্রিবিধ—বিচাব-মোহ, চেষ্টা-মোহ  
এবং বেদনা-মোহ । যে বিচাবেব বিপর্যাস বটে অর্থাৎ বুদ্ধি মোহাভিত্তিত হওয়াব যে বিচাবেব ফল  
অভীষ্টানুরূপ হয় না তাহা বিচাব-মোহ । কোনও বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিনিবিষ্ট হইবা অর্থাৎ  
হিতাহিতজ্ঞানশূন্ত হইবা প্রমাদপূর্বক যে কাৰ, ইন্দ্ৰিয় ও চিত্তেব চেষ্টা হয় তাহাই চেষ্টা-মোহ । এই  
প্রমাদাদিরূপ চেষ্টা-মোহেব বাবা বৃত্ত বুদ্ধি স্বার্থ জ্ঞান হইতে বিক্ষিপ্ত হয় । যে ফলে স্মৃৎস্বংমোহেব  
অল্পতব স্মৃট নহে তাহা বেদনা-মোহ । এ বিষয়ে স্মৃতি স্বার্থ—“তন্মধ্যে বিজ্ঞানসংযুক্তা ত্রিবিধ এষা  
চেতনা বা চিত্তাবহা (এষা অর্থে ভ্রাবস্থিতা), বাহাকে স্মৃৎ, স্মৃৎ এবং অস্মৃৎ বলা হয় আবার তাহাকে  
অ-স্মৃৎও বলা হয় ॥” (স্বভাৱঃ) । হিতাহিত জ্ঞানেব বিপর্যাসত্বভাবযুক্ত বলিবা অবিত্তাও মোহ ।

১২ । অভ্যাস-বৈরাগ্যেব বাবা প্রাপ্তস্ত চিত্তবৃত্তিসকলেব নিবোধঃ হয় । চিত্ত নদীৰ ভাষ্য, তাহা  
কল্যাণেব (অপবর্গেব) দিকে অথবা পাপেব (ভোগেব) দিকে বহনশীল । যে চিত্তনদী কৈবল্য-  
প্রাপ্তভাবা অর্থাৎ কৈবল্যকপ প্রাপ্তভাবেব বা উচ্চভূমিকপ শ্চোতঃপ্রতিবন্ধকেব (শ্চোতঃ বেখানে  
বাধা পাইবা শেষ হয় তাহাব) তলদেশ পৰ্বন্ত বাহিনী এবং বিবেকবিষয়-নিয়া বা বিবেকবিষয়রূপ  
নিয়মার্গগামিনী অর্থাৎ বিবেকপথে কৈবল্যাভিসংগে বাহা স্বভঃ বহনশীল, তাহাই কল্যাণবহা । আৰ

এবম্ অভ্যাসবৈবাগ্যাধীন। বিবেক এব মুখ্যোপায়ো নিবোধস্ত অভ্যস্ত্যভ্যাস এব উক্তঃ। বিবেকস্ত সাধনানামপি পুনঃ পুনবহুষ্ঠানমভ্যাসঃ।

১৩। তত্র স্থিতৌ—স্থিতার্থে বো যত্নঃ সোহভ্যাসঃ। চিন্ত্যন্তেতি। অবৃত্তিকস্ত—নিরুদ্ধবৃত্তিকস্ত চিন্ত্যস্ত যা প্রশান্তবাহিতা—নিরুদ্ধাবস্থায়াঃ প্রবাহঃ সা হি মুখ্যা স্থিতিঃ। তদমুকুলা একাগ্রাবস্থাপি স্থিতিঃ। স্থিতিনিমিত্তঃ প্রযত্নঃ, তস্ত পর্যায়ো বীৰ্যম্ উৎসাহ-শ্চেতি। তৎসম্পাদাদযিবয়া—স্থিতিসম্পাদনেচ্ছয়া তৎসাধনস্তাহুষ্ঠানমভ্যাসঃ।

১৪। দীর্ঘেতি। দীর্ঘকালং যাবদ্ আসেবিতঃ—অমুষ্টিতঃ, নিবস্তবম্—প্রত্যহং প্রতিক্রমম্ আসেবিতঃ, তপসা ব্রহ্মচর্যেণ শ্রদ্ধয়া বিভয়া চ সম্পাদিতঃ সংকাববান্ অভ্যাসঃ—সংকাবাসেবিতঃ। জ্ঞায়েতে চ “যদেব বিভয়া কবোতি শ্রদ্ধাষোপনিষদা তদেব বীৰ্যবস্তবং ভবতী” ইতি। তথাকৃতোহভ্যাসো দৃঢ়ভূমির্ভবতি ব্যুত্থানসংস্কাবেণ ন ভ্রাক্—সহসা অভিস্কৃত ইতি।

বাহা সংসাবপ্রাপ্তাবা ও অবিবেকরূপ নিরমার্গগামিনী অর্থাৎ অবিবেক-পথে সহজতঃ বহনশীল এবং সংসাবরূপ প্রাপ্তভাবে পবিসমাপ্তিপ্রাপ্ত তাহাই পাপবহা\*।

তন্মধ্যে অর্থাৎ অভ্যাস-বৈবাগ্যেব মध्ये, বৈবাগ্যেব ঘাবা বিবধ্যমোক্ত খিলীকৃত বা মলীকৃত অথবা নিরুদ্ধ হব এবং বিবেকদর্শনেব অভ্যাস হইতে বিবেকমোক্ত উল্লোটিত বা প্রবর্তিত হব। চিন্তেব নিবোধ বা বৃত্তিশূন্যতা এইরূপে অভ্যাস-বৈবাগ্য-সাপেক্ষ। বিবেকই নিবোধেব মুখ্য উপায়, তন্মত্ব তাহাব অভ্যাসই উক্ত হইয়াছে। বিবেকেব সাধনসকলেবও যে পুনঃ পুনঃ অহুষ্ঠান তাহাও অভ্যাস।

১৩। তন্মধ্যে স্থিতিবিবধে অর্থাৎ চিন্তকে স্থিৰ কবিবাব জন্ত, যে যত্ন তাহাই অভ্যাস। অবৃত্তিক অর্থাৎ সর্ববৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়াছে এইরূপ চিন্তেব যে প্রশান্তবাহিতা অর্থাৎ ঐক্য নিরুদ্ধ অবস্থাব যে প্রবাহ বা অবিশ্রুতি, তাহাই মুখ্যস্থিতি। তদমুকুল যে চিন্তেব একাগ্রতা (বাহাতে অভীষ্ট একমাত্র বৃত্তি উদ্ভিত থাকে) তাহাও স্থিতি। স্থিতিসম্পাদনেব জন্ত যে প্রযত্ন তাহাব প্রতিশব্দ যথা—বীৰ্য, উৎসাহ ইত্যাদি। তাহাব সম্পাদনার্থ অর্থাৎ চিন্তেব স্থিতি সম্পাদিত কবিবাব জন্ত যে সাধনসকলের (পুনঃ পুনঃ) অহুষ্ঠান তাহাকে অভ্যাস বলে।

১৪। দীর্ঘকাল যাবৎ আসেবিত বা অমুষ্টিত, নিবস্তব বা প্রত্যহ প্রতিক্রমিক আচবিত। তপস্তা, ব্রহ্মচর্য, শ্রদ্ধা ও বিভয়া ঘাবা যে অভ্যাস সম্পাদিত হব তাহাই সংকাবপূর্বক আচবিত অভ্যাস এবং তাহাকে সংকাবাসেবিত বলা যায়। ক্রতি যথা—“বাহা বৃত্তিশূন্যজ্ঞানপূর্বক, শ্রদ্ধাপূর্বক ও লাবশাজ্ঞানপূর্বক কবা যায়, তাহাই অধিকতব বীৰ্যবান্ বা প্রবল হব” (ছাষোগ্য)। তন্মত্বপে আচবিত অভ্যাস দৃঢ়ভূমিক হয় অর্থাৎ তাহা ব্যুত্থানসংস্কাবেব ঘাবা ভ্রাক্ বা সহসা অভিস্কৃত হব না।

\* প্রোত যেন এক টালু পথে প্রবাহিত হইবা পথেব পথে এক উচ্চ ভূমিতে নামিয়া পবিসমাপ্ত হইয়াছে—ইহাই উপমা। যথাক্রমে টালুপথই বিবেক অথবা অবিবেক এবং প্রাপ্ত্যব কৈবল্য অথবা সহসা।

১৫। বৈরাগ্যমাহ দৃষ্টেতি। দৃষ্টে—ইহতাবিষয়ে, আত্মশ্রবিক—শাস্ত্রশ্রুতে পাবলৌকিকে বিষয়ে, যদ্ বৈতৃষ্ণ্য—চিন্তস্ত বিতৃষ্ণতাবেনাবস্থিতিস্তদ্ বশীকারসংজ্ঞেব বৈরাগ্যম্। বশীকারস্ত তিস্ত: পূর্বাবস্থা: তদবস্থা যতমান ব্যক্তিরেকম্ একেন্দ্রিয়মিতি। বাগোৎপাটনায় চেষ্টমানতা যতমানম্, কেবুচ্চি বিষয়েষু বিরাগ: সিদ্ধ: কেবুচ্চি সাধ্য ইতি যত্র ব্যক্তিবৈক্যাবধারণং তদ্ ব্যক্তিবৈক্যসংজ্ঞম্, তত: পবং যদা একেন্দ্রিয়ে মনসি ঔৎসুক্যমাত্রেণ কীণো রাগস্তিষ্ঠতি তদা একেন্দ্রিয়ং তাদৃশস্তাপি রাগস্ত নাশাদ্ বশীকার: সিধ্যতীতি।

দ্বিয় ইতি। ঐশ্বর্যম্—প্রভুত্বম্, স্বর্গ:—ইন্দ্রাদিঃ, বৈদেহম্—দুর্লভসুখদেহে বিবাগাদ্ বিদেহস্ত চিন্তস্ত লীলাবস্থা ভবেৎ তদবস্থাপ্রাপ্তানাং দেবানাং পদম্। প্রকৃতিলয়:—আত্মবুদ্ধিরপি হেষেতি তদ্রূপি বিরাগমাত্রাৎ পুরুষখ্যাতিহীনস্তাচবিতার্হস্ত চিন্তস্ত প্রকৃতৌ লয়ো ভবেৎ, তৎ পদম্। দিব্যাদিব্যবিস্বয়ৈ: সহ সংযোগেহপি—ভোগ-লাভেহপীত্যর্থ:। বিষয়দোষ:—ত্রিতাপ:। প্রসংখ্যানবলাৎ—প্রসংখ্যানং—সম্প্রজ্ঞা, যয়া

১৫। বৈরাগ্যেব বিষয় বলিতেছেন—দৃষ্ট বা ইহলৌকিক বিষয়ে এবং আত্মশ্রবিক বা শাস্ত্রে শ্রুত পাবলৌকিক বিষয়ে যে বিতৃষ্ণা বা নিস্পৃহভাবে চিন্তেব অবস্থান, চিন্তেব সেই বশীকৃতভাঙ্গন সংজ্ঞা বা তাহাই বৈরাগ্য (সংজ্ঞা অর্থে নির্ধিকল্পক বুদ্ধিবিশেষ)। বশীকায়েব তিনপ্রকাব পূর্বাবস্থা, তাহা বা যথা—যতমান, ব্যক্তিবৈক্য ও একেন্দ্রিয়। বাগকে উৎপাটিত কবিবাব ভক্ত যে যত্নলীলা, তাহা যতমান অবস্থা। (যতমান বৈরাগ্যেব ফলে) কোন্ কোন্ বিষয়ে বিবাগ সিদ্ধ হইয়াছে এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে তাহা সাদৃশ্য কবিত্তে হইবে—এইরূপে যে স্থলে ব্যক্তিবৈক্য বা পৃথক কবিবা অর্থাৎ কোন্গুলিতে আসক্তি নাই, কোন্গুলিতে আছে, তাহা নির্বাণ কবিবা যে বৈরাগ্য অবস্থাবণ কবা যায়, তাহাই ব্যক্তিবৈক্য-নামক বৈরাগ্য। তাহাব পব যখন মনোরূপ এক ইন্দ্রিয়ে বাগ কেবল ঔৎসুক্যমাত্ররূপে অর্থাৎ (দৈহিক) কার্যে পবিত্র হইবাব শক্তিহীন হইবা, কীণভাবে অবস্থান কবে, তাহা একেন্দ্রিয় বৈরাগ্য। তাদৃশ কীণরূপে হিত বাগেবও নাশ হইলে পবে বশীকাব বৈরাগ্য সিদ্ধ হয়।

ঐশ্বর্য অর্থে প্রভুত্ব। স্বর্গ অর্থে ইন্দ্রাদি পদ। বৈদেহ বা বিদেহপদ, দুর্ল ও সুখ দেহে বিবাগেব ফলে বিদেহ-সাধকের চিন্ত নীম অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তদবস্থা-প্রাপ্ত দেবতাদেব পদই বৈদেহ। প্রকৃতিলয় অর্থাৎ (দৃষ্টাশ্রবিক বাহ্য বিষয়েব উপবিহ) আশ্রিতবুদ্ধিও হেব এই অভ্যাসপূর্বক তাহাতেই মাত্র বৈরাগ্য কবিবা (পুরুষেব উপলব্ধি না কবিবা) পুরুষখ্যাতিহীন অচবিতার্হ (অপবর্গ রূপ অর্থ বাহাব নিশাদৃশ হব নাই) চিন্তেব যে তৎকাবণ প্রকৃতিতে লব তাদৃশ অবস্থাই প্রকৃতিলয়। দিব্যাদিব্য বিষয়েব সহিত সংযোগ হইলেও অর্থাৎ ঐ ঐ ভাতী (স্বর্গীয় ও পার্থিব) ভোগ্য বস্তব লাভ হইলেও। বিষয়েব (ভোগেব) দোষ ত্রিতাপ—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক রূপ। প্রসংখ্যান-বলেব দাবা অর্থাৎ প্রসংখ্যান বা সম্প্রজ্ঞান, যদ্বাব বিববহানেব ভক্ত অভয়প্রত্যবেক্ষা হয় বা বিষবভ্যাগেব প্রশস্তবিষয়ে ঐবা স্থতি উপপন্ন হয়, তাহাব বল বা প্রতিষ্ঠ সংদ্বাব হইতে

বিষয়হানায় অবিচ্ছিন্না প্রত্যবেক্ষা জায়তে, তদ্বলাৎ । অনাতোগাঙ্গিকা—তুচ্ছতা-  
খ্যাতিমতী হেয়োপাদেশশৃংখলার্থঃ, বৈতৃক্যাবস্থা বশীকাবসংজ্ঞা । তচ্চাপরং বৈবাগ্যম্ ।

১৬ । ভদ্—বৈবাগ্যম্, পবং—পবসংজ্ঞকম্, যদা পুরুষখ্যাতে—পুরুষতত্ত্বোপলক্ষে  
গুণবৈতৃক্যং—সার্বজ্ঞাদিশপি নিখিলগুণকার্যেবু বৈতৃক্যম্ ইতি সূত্রার্থঃ । দৃষ্টেতি ।  
দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়দোষদর্শী বিবক্তঃ—বশীকাববৈবাগ্যবান্, পুরুষদর্শনাভ্যাসাদ্—বাবেকা-  
ভ্যাসাৎ তচ্ছুদ্ধিপ্রাবেকোপ্যায়িতবুদ্ধিঃ—তস্ত দর্শনস্ত যা শুদ্ধিঃ, তস্তাঃ প্রবিবেকঃ—  
প্রকৃষ্টং বৈশিষ্ট্যং বিশদতা অবিবেকবিবিক্তা পবা কাঠেত্বার্থঃ, ভেনোপ্যায়িতা—কৃতকৃত্য  
বুদ্ধিৰ্যন্ত স যোগী, ব্যক্তাব্যক্তধর্মকেভ্যো—লৌকিকালৌকিকজ্ঞানক্রিয়াকাপেভ্যো ব্যক্ত-  
ধর্মকেভ্যস্তথা বিদেহপ্রকৃতিলয়কপাব্যক্তধর্মকেভ্যো গুণেভ্যো বিবক্তো ভবতি—ইতি  
তদ্ব্যং বৈবাগ্যম্ । তত্রোতি । তত্র যদ্ব্যভবং পববৈবাগ্যং তজ্জ্ঞানপ্রসাদমাত্রম্—  
জ্ঞানস্ত যঃ প্রসাদশ্রমোৎকর্ষো বজ্রোলেশমলহীনতা অতএব সৰ্বপুরুষাত্মতাত্পাতি-  
মাত্রতা, তদ্রূপম্ । যন্তোক্তি । প্রত্যুদিতখ্যাতিঃ—অবিপ্লুতবিবেকঃ । হিন্ন ইতি ।

অনাতোগাঙ্গিকা অর্থাৎ তুচ্ছতা-খ্যাতিযুক্ত, হেয এবং উপাদেশ উভয় প্রকাব বুদ্ধিশ্রুত ( নিলিষ্ট )  
বিষয়ে বৈতৃক্যরূপ যে চিন্তাবস্থা হয়, তাহাই বশীকাব এবং তাহাবই নাম অপর বৈবাগ্য ।

( ভাষ্যে চিত্তেব এই পবম বশীকাব অবস্থাকে হেযোপাদেশবৃত্ত বলিষাছেন অর্থাৎ বৈবাগ্যেব  
অভ্যাসকালে যেমন বাগকে হেযবোধে নিবৃত্ত কবিতে হয়, তখন আব সেইরূপ কবিতে হয় না ।  
পবমার্শবিবোধী বিষয়ে যেব বা হেযতা এবং তাহাব অল্পকূল বিষয়ে বাগ বা উপাদেশবতা পোষণ কবা  
প্রথমে পবম অভীষ্ট এবং কর্তব্য হইলেও সাধকেব শেষ অবস্থা চিত্তেব মাধ্যম বা নিবপেক্ষ বৃত্তি, বাহা  
বৃত্তিরোধেবই নামান্তব । বিষয়ে কৃতকৃত্য হওবায় চিত্তেব কোন ব্যক্ত বৃত্তি বা উপজীব্য না থাকায়  
তখন তাহা স্বভঃই পববৈবাগ্যপূর্বক সংস্কারশেষ নিবোধেব অভিযুগ হইবে ) ।

১৬ । তাহা অর্থাৎ সেই বৈবাগ্য পব বা পবনামক । যখন পুরুষখ্যাতি হইলে অর্থাৎ পুরুষ-  
স্বকীয় তত্ত্বজ্ঞানেব উপলব্ধি হইলে, গুণবৈতৃক্য অর্থাৎ সার্বজ্ঞ্য আদি সমগ্র গুণকার্যে বিতৃষ্ণা হয়, ইহাই  
সূত্রেব অর্থ । দৃষ্ট এবং আনুশ্রবিক বিষয়ে দোষদর্শী, বিবাগযুক্ত বা বশীকাব-বৈবাগ্যবান্ সাধক যখন  
পুরুষদর্শনাভ্যাস হইতে বা বিবেকেব অভ্যাস হইতে, তাহাব শুদ্ধিরূপ প্রবিবেকেব, বাবা আপ্যায়িত-  
বুদ্ধি হন অর্থাৎ পুরুষখ্যাতিরূপ যে জ্ঞানেব শুদ্ধি তাহার যে প্রবিবেক বা প্রকৃষ্ট বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ  
অবিবেক হইতে পৃথক্ হওযায় জ্ঞানেব পবাকাঠা, তদ্বাবা আপ্যায়িত বা কৃতকৃত্য বুদ্ধি সেই যোগী  
ব্যক্ত এবং অব্যক্ত ধর্ম হইতে অর্থাৎ লৌকিক এবং অলৌকিক ( স্থূল ইন্দ্ৰিয়েব অপোচরীভূত )  
জ্ঞানক্রিয়াকপ ব্যক্ত ধর্ম হইতে এবং বিদেহ-প্রকৃতিলয় আদি অব্যক্তধর্মক গুণে ( ত্রিগুণকার্যে )  
বিবাগযুক্ত হন । এইরূপে বৈবাগ্য দুই প্রকাব । তন্মধ্যে বাহা উভব ( শেষেব ) পববৈবাগ্য তাহা  
জ্ঞানেব প্রসাদমাত্র অর্থাৎ জ্ঞানেব চবমোৎকর্ষ বাহা বজ্রোজ্জপেব লেশমাত্র মলহীনতারূপ অবস্থা ।  
অতএব উহা বুদ্ধি ও পুরুষেব ভিন্নতারূপ বিবেকখ্যাতিমাঝে যে স্থিতি ( কারণ বজ্রোজ্জপেব আধিক্যের  
ফলেই বিবেকে স্থিতি হয় না ), তদ্রূপ অবস্থা ।

শ্লিষ্টপৰ্বা—সন্ধিহীনঃ, ভবসংক্রমঃ—জন্মসংক্রমঃ, জন্মাবস্তুকঃ কৰ্মাশয় ইত্যর্থঃ হিন্নঃ সঞ্জাতঃ। যন্তাবিচ্ছেদাৎ—অবিচ্ছিন্নাৎ কৰ্মাশয়াদিত্যর্থঃ। এবং জ্ঞানস্ত পরা কাৰ্ত্তা বৈরাগ্যম্। নাস্তবীৰ্যকম্—অবিনাভাবি।

১৭। অথেন্তি। প্রাপ্তপূর্বকং সূত্রমবতাবয়তি। অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং নিরুদ্ধ-  
চিন্তবুদ্ধৌগিনঃ কঃ সম্প্রজাতযোগঃ? বিতর্কবিচাবানন্দান্ধিতাপদার্থানং স্বপ্নৈশ্বর-  
গতাঃ সাক্ষাৎকাবভেদাঃ সম্প্রজাতস্ত লক্ষণম্। বিতর্ক ইতি ব্যাচষ্টে। চিন্তস্ত আলম্বনে—  
যেয়বিষয়ে যঃ স্থূলঃ—স্থূলভূতেন্দ্রিয়কপথোরবিষয় ইত্যর্থঃ, আভোগঃ—সাক্ষাৎপ্রজ্ঞা  
পরিপূর্ণতা স সবিতর্কঃ। একাগ্রভূমিকস্ত চেতসঃ সমাধিভা প্রজ্ঞেব সম্প্রজাত ইতি  
প্রাপ্তঃ। নিবৃত্তবাভ্যাসাৎ স্থিতিপ্রাপ্তে একাগ্রভূমিকে চিন্তে বাঃ প্রজ্ঞা জায়েবন্ তাঃ  
প্রতিতিষ্ঠেয়ঃ, তান্ধিত চিন্ত্য পবিপূর্ণ তিষ্ঠেৎ, স এব সম্প্রজাতযোগো ন চ স সমাধি-  
মাত্রম্। তন্ম বোডশস্থলবিকাববিষয়া সমাধিভা প্রজ্ঞা বদা চেতসি সদৈব প্রতিতিষ্ঠতি  
তদা বিতর্কানুগতঃ সম্প্রজাতঃ।

প্রত্যুদিত-খ্যাতি বোদ্ধি অর্থ্যাং বাহাব বিবেকজ্ঞান অবিপ্লুত বা সর্থাই উদিত থাকে। শ্লিষ্টপর্ব বা  
সন্ধিহীন (একটানা) ভবসংক্রম অর্থ্যাং জন্মসংক্রম (সংক্রম—সঞ্চরণ, সংসরণ) বা জন্মসংঘটক  
কৰ্মাশয় বাহাব বিচ্ছিন্ন হইবাছে, বাহাব অবিচ্ছেদেব কলে অর্থ্যাং অবিচ্ছিন্ন কৰ্মাশয় হইতে ভবসংক্রম  
চলিতে থাকে। এইরূপে জ্ঞানেব পবাকার্ত্তাই বৈবাগ্য (হৃদেব নিবৃত্তিই জ্ঞানেব উদ্দেশ্য এবং তাহাই  
জ্ঞানেব পবিমাশক। অতএব হৃদেব নিবৃত্তিকপ বৈবাগ্য, বাহাব কলে ভবসংক্রম বন্ধ হয়,  
তাহা জ্ঞানেবও পবাকার্ত্তা)। নাস্তবীৰ্যক অর্থ্যে অবিনাভাবী।

১৭। এখানে প্রাপ্তপূর্বক সূত্রেব অবতাবণা কবিতেন্তেন। অভ্যাস-বৈবাগ্যেব দ্বাবা চিন্তবৃত্তি  
নিরুদ্ধ হইবাছে এইরূপ বোদ্ধি বৈ সম্প্রজাত যোগ তাহা কি প্রকাব? (উত্তব)—বিতর্ক, বিচাব,  
আনন্দ ও অমিত্তা এই পদার্থনকলেব স্বরূপেব অল্পগত বৈ কবেক প্রকাব সাক্ষাৎকাব (তন্ত্য বিববে  
অভীষ্ট কাববাৎ চিন্তেব সমাহিততা) তাহাই সম্প্রজাতেন লক্ষণ। বিতর্ক কি তাহা ব্যাখ্যা  
কবিতেন্তেন। চিন্তেব আলম্বনে বা যোব বিববে বৈ স্থূল আভোগ অর্থ্যাং কিত্তি আদি পঞ্চ স্থূল ভূত  
ও ইন্দ্রিয়রূপ যোব বিববে সাক্ষাৎ প্রজ্ঞাব-দ্বাবা চিন্তেব বৈ পবিপূর্ণতা তাহাই বিতর্কনামক সম্প্রজাত।  
একাগ্রভূমিক চিন্তে বৈ সমাধিভাত প্রজ্ঞা হয় তাহাই সম্প্রজাত, ইহা পূর্বে উক্ত হইবাছে (১১)।  
নিবৃত্তব অভ্যাসেব দ্বাবা-স্থিতিপ্রাপ্ত একাগ্রভূমিক চিন্তে বৈ প্রজ্ঞাসকল উপর হয় তাহা প্রতিষ্ঠিত  
হইবা বাব এবং তাহাদেব দ্বাবা চিন্ত পবিপূর্ণ থাকে, তাহাই সম্প্রজাত যোগ। তাহা সমাধিমাত্র  
নহে (কেবল চিন্ত সমাহিত হইলেই তাহাকে সম্প্রজাত যোগ বলে না, কথিত ঐক্লপ লক্ষণযুক্ত  
হওয়া চাই)। তন্ময়ে বোডশ স্থূল বিকাব-বিষয়ক (পঞ্চ স্থূল ভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়  
ও মন—ইহাবা বোডশ বিকাব) সমাধিভাত প্রজ্ঞা যখন চিন্তে সর্থাই প্রতিষ্ঠিত থাকে তখন তাহাকে  
বিতর্কানুগত সম্প্রজাত বলে।



“বিচারো ধ্যায়িনাং যুক্তিঃ সূক্ষ্মার্থাধিগমো যত” ইতি, এবংলক্ষণেন বিচারেণাধি-  
গতয়া সূক্ষ্মবিষয়া প্রজ্ঞয়া চেতসঃ পরিপূর্ণতা বিচারানুগতঃ সম্প্রজ্ঞাতঃ। সূক্ষ্মবিষয়াঃ—  
তন্মাত্রাণি অহংকারস্তথা অস্মীতিমাত্রঃ মহত্ত্বম্। এতদ্ব্যপ্তং ভবতি। আলম্বনবিষয়ভেদাৎ  
সম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধিশ্চতুর্বিধো বিতর্কানুগতো বিচারানুগত আনন্দানুগতোহস্মিতানুগত-  
শ্চেতি। বিষয়প্রকৃতিভেদাচ্চাপি চতুর্বিধঃ সবিভকো নির্বিভকঃ সবিচারো নির্বিচার-  
শ্চেতি। আলম্বনঞ্চ স্থূলসূক্ষ্মভেদাদ্বিধা, গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যভেদাৎ ত্রিধা। এতঞ্চ সমাপত্তৌ  
বক্ষ্যতি। তত্রৈতি। প্রথমঃ বিতর্কানুগতঃ সমাধিঃ চতুষ্টয়ানুগতঃ—তত্র বিতর্ক-বিচার-  
ধ্যানানন্দাশ্চিদ্ভাবা ইত্যেতে সৰ্বে বর্তন্ত ইত্যর্থঃ। দ্বিতীয়ো বিচারানুগতো যোগঃ  
স্থূলালম্বনহীনত্বাদ্ বিতর্কবিকলঃ—বিতর্ককলাহীনঃ। তৃতীয়ো বাচ্যাচকহীন-করণ-  
গতজ্ঞানযুক্তপ্রকাশালম্বী, এবংক স্থূল-সূক্ষ্মগ্রাহহীনত্বাদ্ বিতর্কবিচারবিকলঃ। অত্র  
স্থূলেন্দ্রিয়াণাং স্বৈৰ্হসংগতসাত্ত্বিকপ্রকাশজাত আনন্দঃ প্রথমম্ আলম্বনীক্রিয়তে, তত্ত-  
শ্চাত্ত্বকরণস্বৈৰ্হজাতস্ত জ্ঞানভাবাধিগমো ভবতি। সর্বভেদেহ ইন্দ্রিয়াণি মনশ্চৈব যথা  
পিণ্ডীকরোত্যাহম্। স্বয়মেব মনশ্চৈব পঞ্চবর্গঞ্চ ভারত। পূৰ্বং ধ্যানপথে স্থাপ্য নিত্য-  
যোগেন শাস্যতি। ন তৎ পূৰ্ব্বকারণেন ন চ দৈবেন কেনচিৎ। সুখমেবমতি তৎ তত্ত্ব

“বিচাৰ অৰ্থে ধ্যায়ীৱেৰ যুক্তি, বাহা হইতে সূক্ষ্মবিষয়েৰ অধিগম হয়” (যোগকাবিকা) এই  
লক্ষণাধিত বিচাৰযুক্ত প্রজ্ঞাব বাবা অধিগত যে সূক্ষ্মবিষয় তদ্বাবা চিত্তেব যে পৰিপূৰ্ণতা তাহাই  
বিচাৰানুগত সম্প্রজ্ঞাতেব লক্ষণ। সূক্ষ্মবিষয় যথা—পঞ্চ ভগ্নাত্মা, অহংকাব এবং অস্মীতিমাত্র-লক্ষণক  
মহত্ত্বম্।

ইহাতে বলা হইল যে আলম্বনরূপ বিষয়েব ভেদে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি চতুর্বিধ, যথা—বিতর্কানুগত,  
বিচাৰানুগত, আনন্দানুগত এবং অস্মিতানুগত। বিষয়েব এবং প্রকৃতিৰ বা স্বপ্নত লক্ষণেব ভেদ  
অনুসাবে আবাব সম্প্রজ্ঞান চতুর্বিধ যথা, সবিভক, নির্বিভক, সবিচার ও নির্বিচাৰ। আলম্বনও স্থূল  
ও সূক্ষ্মভেদে দ্বিবিধ এবং গ্রহীতৃ-গ্রহণ-গ্রাহ্য ভেদে ত্রিবিধ। ইহা সব সমাপত্তিৰ ব্যাখ্যাৰ বলিবেন।

প্রথম বিতর্কানুগত সমাধি চতুষ্টয়ানুগত, তাহাতে বিতর্ক, বিচাৰ, ধ্যানম্ আনন্দ এবং অস্মিতাব  
ইহাবা সবই থাকে। দ্বিতীয় যে বিচাৰানুগত সম্প্রজ্ঞাত যোগ তাহা স্থূল আলম্বনহীন বলিয়া বিতর্ক-  
বিকল অর্থাৎ বিতর্করূপ কলা বা অংশহীন (বিতর্ক অবস্থা তখন অতিক্রান্ত হওয়ায়)। তৃতীয়  
বাচ্যাচকহীন বা ভাবাহীন এবং করণগত আনন্দযুক্ত বোধ আলম্বন কবিয়া হয় এবং তাহা স্থূল ও  
সূক্ষ্ম গ্রাহকপ আলম্বনবিহীন বলিয়া বিতর্ক-বিচাৰ-রূপ কলাহীন। ইহাতে অর্থাৎ আনন্দানুগত  
সম্প্রজ্ঞাতে স্থূল ইন্দ্রিয়কলেব স্বৈৰ্হজাত সাত্ত্বিক প্রকাশজাত আনন্দবোধ প্রথমে আলম্বনীকৃত হয়,  
তাহাব পৰ অন্তঃকরণে স্বৈৰ্হজাত আনন্দ অধিগত হয়। এ বিষয়ে স্মৃতি যথা—“ইন্দ্রিয় সকলকে  
এবং মনকে যে পিণ্ডীকৃত কৰা তাহাই ধ্যান। হে ভাবত! স্বয়ং মনকে এবং পঞ্চ প্রকাব ইন্দ্রিয়কে  
পূৰ্বে বা প্রথমে, ধ্যানপথে স্থাপন কবিয়া অনুক্ষণ অভ্যাসেব দ্বাবা শাস্ত কবিবে। (অন্ত) কোনরূপ  
পূৰ্ব্বকাব অথবা দৈবেব দ্বাবা সেইরূপ স্বপ্ন হয় না, বেকপ স্বপ্ন সেই সংভাবাত্ম্যাবীৰ হয়। সেই

যথৈবং সংযতাস্থনঃ ॥ সুখেন তেন সংযুক্তো রসস্ত্যক্ত ধ্যানকর্মণীতি ।” - চতুর্থে ধ্যানে আনন্দস্তাপি জ্ঞাতাহমিতি আশ্রিতামাত্রসংবিদেবালম্বনং ততস্তদ্ আনন্দাদিবিবিকলম্ ।

১৮। বিরামস্ত—সর্বপ্রত্যবহীনভায়াঃ, প্রত্যয়ঃ—কাবণং পরং বৈবাগ্যং, তস্তাত্যাসঃ পূর্বঃ—প্রথমঃ যস্ত সঃ। অস্মীতিপ্রত্যয়মাত্রায়া বুদ্ধেরপি হানাত্যাসপূর্বকো নিষ্পন্ন ইত্যর্থঃ, সংস্কারশেষঃ—সংস্কারা ন চ প্রত্যয়া যত্রাব্যক্তরূপেণাবশিষ্টাঃ প্রত্যয়জননসামর্থ্য-যুক্তা ইত্যর্থঃ, তদবস্থঃ সমাধিরসস্ত্যজ্ঞাত ইতি সূত্রার্থঃ। সর্বেতি। সর্ববৃত্তিপ্রত্যন্তমেষে—প্রত্যবহীনেষে প্রাপ্তে সতি, যাবদ্বা সোহসস্ত্যজ্ঞাতো নির্বীজঃ সমাধিঃ, তস্তোপায়ঃ পরং বৈবাগ্যম্। সালম্বনোহভ্যাসঃ—সম্প্রজ্ঞাতাত্যাসঃ ন তস্ত মুখ্যং সাধনম্। বিরাম-প্রত্যয়ঃ—পরবৈবাগ্যরূপো নির্বন্ধকঃ—যোরবিবরহীনঃ, প্রেহীতবি মহাদ্বান্নি অপি অলং-বুদ্ধিরূপঃ অব্যক্তাভিমুখো বোধ ইতি যাবদ্ আলম্বনীকৃত্যে—আজীব্যতে অসম্প্র-জ্ঞাতেচ্ছনা বোগিনেতি শেষঃ। তদ্বিতি। তদভ্যাসপূর্বং—তদভ্যাসেন হেতুনেত্যাঃ চিত্তম্ অভাবপ্রাপ্তমিব—ক্রিয়াহীনত্বাদ্ বিনষ্টমিব ন তু বস্তুতঃ অভাবপ্রাপ্তং ‘নাভাবো

স্বপ্নে সংযুক্ত হইয়া ধ্যায়ী ধ্যানকর্মে বরণ করেন অর্থাৎ আনন্দের সহিত ধ্যান কবিত্তে থাকেন”। (মহাভাবত)। চতুর্থে ধ্যানে ‘আনন্দেরও আমি জ্ঞাতা’ এইরূপ উপলব্ধি কবিয়া অস্মীতিমাত্রসংবিৎ বা প্রেহীতকে আলম্বন করা হয়, তৎকর্ত্ত তাহা আনন্দাদি (নিরুদ্ভিহ) তিন অংশবদ্ধিত।

১৮। বিবাসেব অর্থাৎ চিত্তেব সর্ববৃত্তিশূন্যতাব প্রত্যব বা কাবণ বে পর্ববৈবাগ্য তাহাব অভ্যাস যাহাব পূর্বে বা প্রথমে তাহাই অসম্প্রজ্ঞাত অর্থাৎ বিবাসেব কারণ পর্ববৈবাগ্যেব অভ্যাসের দ্বারাই তাহা সাধিত হয়। অস্মি বা ‘আমি’-মাত্র লক্ষ্যাত্মক বুদ্ধিবও নিবোধেব অভ্যাসপূর্বক নিষ্পন্ন বে সংস্কার-শেষ অর্থাৎ বে অবস্থার চিত্তেব প্রত্যয় থাকে না কেবল সংস্কারমাত্র অব্যাপ্তিষ্টরূপে অবশিষ্ট থাকে কিন্তু প্রত্যয় উপাধন করার বোগ্যতা থাকে, সেই অবস্থায় বে সমাধি হব তাহাই অসম্প্রজ্ঞাত, ইহাই সূত্রেব অর্থ।

সর্ববৃত্তি প্রত্যন্তমিত হইলে অর্থাৎ চিত্ত প্রত্যবহীনতা প্রাপ্ত হইলে বে অবস্থা হয় তাহাই অসম্প্রজ্ঞাতরূপ নির্বীজ সমাধি, তাহাব লিঙ্গিব উপািব পর্ববৈবাগ্য। সালম্বন অভ্যাস অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত সমাধিব অভ্যাস তাহাব মুখ্য সাধন নহে। বিরামপ্রত্যয় বা বিবাসেব কাবণ বে পর্ববৈবাগ্য তাহা নির্বন্ধক অর্থাৎ কোনও যোর আলম্বনহীন। ‘প্রেহীতা মহাদ্বান্নকেও চাই না’ এইরূপ অব্যক্তাভিমুখ বে বোধ, তদ্রূপ প্রত্যয় সেই অবস্থাব অসম্প্রজ্ঞাত-সাধনেচ্ছা যোগীব দ্বাবা আলম্বনীকৃত বা বিবরীকৃত হয়। (‘আমি-বোধরূপ অবশিষ্ট এক মাত্র প্রত্যয়ও চাই না—এইরূপ সর্ববোধ হইবা চিত্ত নিরুদ্ধ হউক’—এই প্রকাব নিবোধাভিমুখ প্রত্যয়ই তখনকাব আলম্বন, যাহাব ফলে সালম্বন চিত্ত প্রলীন হওয়ার কৈবল্যাত হব। আলম্বনে হেতুপ্রত্যয়ই ঐ অবস্থাব আলম্বন)।

তদভ্যাসপূর্বক অর্থাৎ সেই প্রকাব অভ্যাসরূপ উপায়েব দ্বাবা চিত্ত অভাবপ্রাপ্তেব জ্ঞািব হয় বা ক্রিয়াহীন হওয়ার্তে বিনষ্টেব হব, যদিও তাহা বস্তুতঃ অভাব প্রাপ্ত হব না, সত্বেব অভাব নাই—এই নিয়মে। বাহা নং বা ভাব পর্য্য তাহাব অবস্থান্তবতা হইলেও সম্পূর্ণ নাশ হইতে পারে না।

বিজ্ঞতে সত' ইতি নিয়মাৎ । নিরালম্বনং—এহীতুগ্রহণগ্রাহবিষয়-হীনমেব অসম্প্র-  
জ্ঞাতাত্মো নির্বীজঃ—নাস্তি বীজম্ আলম্বনং যন্ত স নিবোধঃ সমাধিঃ ।

১৯। অস্তোহপি নির্বীজঃ সমাধিরস্তি, ন স কৈবল্যায় ভবতি, তদ্বিবরণমাহ ।  
স ঋষিতি । দ্বিবিধো নির্বীজ উপায়প্রত্যয়ঃ—শ্রদ্ধাভ্যুপায়হেতুকো বিবেকপূর্ব ইত্যর্থো  
ভবপ্রত্যয়শ্চ । তত্র কৈবল্যভাজা যোগিনাম্ উপায়প্রত্যয়ঃ, বিদেহপ্রকৃতিলয়ানাঞ্চ  
ভবপ্রত্যয়ো নির্বীজঃ স্তাৎ । বিদেহানামিতি । দেহঃ—স্থূলশূক্ষ্মশরীরং তদ্বীনা বিদেহাঃ,  
যে তু পুরুষখ্যাতিহীনাঃ কিন্তু দোষদর্শনাদ্ দেহধাবণে বিরাগবস্তন্তে তদ্বৈবাগ্যেণ  
তদ্বিবরণে চ সমাধিনা সর্বকরণকার্য নিরুদ্ধন্তি, কার্যাতাবাৎ করণশক্তয়ো ন স্তাত্মুৎ-  
সহস্তে তস্মাৎ তাঃ প্রকৃতৌ লীয়ন্তে, অস্বাধিষ্ঠানভূতেন স্থূলশূক্ষ্মদেহেন সহ ন সংযুক্তন্তি ।  
উক্তঞ্চ “বৈরাগ্যাৎ প্রকৃতিলয়” ইতি । এবমেবামপি নির্বীজঃ সমাধিঃ স্তাৎ কিন্তু বৈরাগ্য-  
সংস্কারজাতত্বাৎ তৎসংস্কারবলক্ষণে স সমাধিঃ প্রবর্তে । ন হি পুরুষখ্যাতিং বিনা সংস্কারজ  
সম্যাগ্ নাশঃ স্তাৎ, চিন্তাতিবিস্তৃত্য অব্যস্তানধিগতত্বাৎ । ততস্তদা যো বৈরাগ্যসংস্কার-  
স্তিষ্ঠতি তদ্বলক্ষ্যাক পুনরুৎখানাদ্, উক্তঞ্চ ‘মল্লবহুৎখানাদ্’ ইতি ।

যথা বিদেহানং দেবানং তথা প্রকৃতিলয়ানামপি বেদিভব্যম্ । যে তু পুরুষ-  
খ্যাতিহীনাঃ সংজ্ঞামাত্ররূপে এহীতবি অপি বিরাগবস্তো ন দেহমাত্রো, তদ্বিরাগাৎ তদম্ল-

নিবালম্বন অর্থে এহীতু-গ্রহণ-গ্রাহ-বিষয়হীন, তাহাই অসম্প্রজ্ঞাত নামক নির্বীজ, অর্থাৎ বীজ বা  
আলম্বন বাহাব নাই উক্ত স নিবোধঃ সমাধিঃ ।

১৯। অল্প প্রকাব নির্বীজ সমাধিও আছে কিন্তু তাহা কৈবল্যেব লাভক নহে, তাহা'ব বিবরণ  
বলিতেছেন । নির্বীজ নামটি দ্বিবিধ—উপায়-প্রত্যয় বা শ্রদ্ধাদি উপায়পূর্বক অর্থাৎ বিবেকপূর্বক  
নামিত, এবং ভবমূলক । তন্মধ্যে কৈবল্যানিম্ যোগীদেব উপায়প্রত্যয় এবং বিদেহ-প্রকৃতিলীনদেব  
ভবপ্রত্যয় নির্বীজ হ'ব । দেহ অর্থে স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর, তাহাবা সেই শরীরবিহীন তাহাবা বিদেহ ।  
তাহাদেব পুরুষখ্যাতি হ'ব নাই কিন্তু দেহেব দোষ অববারণ কবিয়া দেহধাবণে বিবাগযুক্ত, তাহাবা  
সেই বৈবাগ্যেব দাবা এবং সেই বৈরাগ্যমূলক সমাধিব দাবা সমস্ত করণেব কার্য রোধ-করেন ।  
কার্যভাবে করণশক্তিসকল ব্যস্ত থাকিতে পারে না, তজ্জন্ত তাহারা ( করণসকলেব উপাদান-কাবণ )  
প্রকৃতিতে লীন হয় এবং তাহাদেব স্ব স্ব অধিষ্ঠান-ভূত স্থূল বা সূক্ষ্মদেহের সহিত সংযুক্ত হয় না ।  
যথা উক্ত হইবাছে “বৈবাগ্য হইতে প্রকৃতিলয় হ'ব” ( নাংখ্যাকাবিকা ) । এইরূপে ইহাদেবও নির্বীজ  
সমাধি হ'ব, কিন্তু তাহা কেবল বৈবাগ্য-সংস্কার হইতে জাত বলিবা সেই ( সঞ্চিত ) সংস্কারেব বলক্ষণ  
হইলে সেই সমাধিরও ভঙ্গ হয় । পুরুষখ্যাতি-ব্যতীত সংস্কারের লক্ষ্য প্রণাশ বা প্রলয় হয় না,  
চিন্তেব উপরিষ্ট পদার্থ পুরুষতত্ত্ব অধিগত না হওযাতে ( কারণ উপরিষ্ট পদার্থকে লক্ষ্য করিবা  
ভবেই চিন্ত প্রলীন হইতে পাঁবে তজ্জন্ত ) তখন যে বৈবাগ্য-সংস্কার থাকে তাহাব বলক্ষণ হইলে  
পুনর্বা তাহা ( চিন্ত ) উষিত হ'ব, যথা উক্ত হইবাছে ‘প্রকৃতিলীনদেব যন্মেব ত্রায় ( চিন্তের ) উত্থান  
হ'ব’ ( নাংখ্যসূত্র ) ।

রূপসমাধেষ্ণ তেষাং বিবেকহীনত্বাৎ সাধিকারং চিত্তং প্রকৃতৌ লীয়তে, লীনঞ্চ তিষ্ঠতি  
 যাবৎ তদ্বৈরাগ্যাহেতুকনিবোধসংস্কারস্ত বলক্ষয়ম্। বিদেহপ্রকৃতিসন্নানাং নিরোধো ভব-  
 প্রত্যয়ঃ—ভবতি জায়তে অনেনেতি ভবো জন্মহেতবঃ ক্লেশমূল্যঃ সংস্কারাঃ, উক্তক্লাম্বাভিঃ  
 “বিবেকখ্যাতিহীনস্ত সংস্কারবশতসো ভবঃ। অশবীবি শবীবি বা গ্নবি জন্ম যতো  
 ভবেদिति”। জন্ম কিল মবণাস্তং, বৈদেহাদেববিপ্লুতিদর্শনাৎ তজ্জন্ম এব। জন্ম তু  
 অবিভ্রামূল্যং সংস্কারাদ্ ভবতি। বিদেহাদীন্যং তন্তজ্জন্ম বিবেকহীন্যং সূক্ষ্মান্ধিতামূল্যাদ্  
 বৈরাগ্যসংস্কারাৎ সংঘটতে যথা ক্লেশমূল্যং কর্মশরাদ্ দেহবতাং জন্ম। বিদেহপ্রকৃতিসন্ন  
 মহাসম্বাঃ, তে হি পুনবাবর্তনে মহর্ষিসম্পাদা ভূষা প্রোচ্ছবন্তি। এতেন ভাষ্যং ব্যাখ্যাতম্।

বিদেহানামিতি। অসংস্কারমাত্রোপযোগেন—অন্ত বৈবাগ্যসংস্কারস্ত উপযোগেন—  
 জায়তুলোন। চিত্তেনেতি চিত্তস্তাপ্রতিপ্রসবকং সূচয়তি। কৈবল্যপদমিবাহুভবতীতি।  
 বিদেহপ্রকৃতিসন্নস্ত মোক্ষপদে বর্তন্তে ইতি ন লোকমধ্যে দ্রষ্টা ইতি ভাষ্যং তে হি ন  
 লোকিনো ভূতাত্ত্বভিমানিনো দেবাঃ, নাপি ভূতাদিধ্যায়িনো দেবাঃ। তেষাং হি চিত্তম-  
 ব্যক্ততাপ্রাপ্তং যথা কেবলিনাম্। অসংস্কারবিপাকং—যেষাং বৈরাগ্যসংস্কারস্ত বিপাক-  
 ভূতমবজ্জিন্নকালং যাবদ্ লীনচিত্তভাঙ্গপং যদবস্থানং তথাজাতীয়কম্ অতিবাহয়ন্তি।  
 তথেষতি স্মৃগমম্।

যেমন বিদেহদেবতাদেব হব প্রকৃতিলীনদেবও উক্ত হব, ইহা বুঝিতে হইবে। বাহাবা পুরুষ-  
 খ্যাতিহীন কিন্তু আশিষ্টসংজ্ঞারাজ (নিবিচাৰ-ধ্যানগ আশিষ্টবোধ এইরূপ) যে গ্রহীতা তাহাতে  
 বিবাগযুক্ত, কেবল দেহদ্বায়ে নহে, সেই বৈবাগ্য এবং তদ্ব্যবস্থাপ সমাধি হইতে তাঁহাদেব বিবেকহীন  
 অতএব সাধিকার অর্থাৎ বিবেকে প্রবর্তনাব সংস্কারযুক্ত, চিত্ত প্রকৃতিতে লীন হব তাঁহাবা প্রকৃতিলীন।  
 লীন হইবাও তাঁহাদেব চিত্ত থাকে—যতকাল পর্যন্ত সেই বৈবাগ্যযুক্তক নিবোধ-সংস্কারেব বলক্ষয়  
 না হব। বিদেহ-প্রকৃতিলীনদেব যে নিবোধ তাহা ভবযুক্তক। বাহাব কলে পুনবাব জন্ম হব  
 তাহাকে ভব বলে, ভব অর্থে জন্মেব কাৰণ ক্লেশযুক্তক সংস্কার। যথা আমাদেব দ্বাবা উক্ত হইবাছে  
 “বিবেকখ্যাতিহীন চিত্তেব সংস্কারই ভব, বাহা হইতে অশবীবী অথবা শবীবযুক্ত গ্নব বা মবণশীল জন্ম  
 হয়” (যোগকাবিকা)। জন্মদ্বায়েই যবণে পবিসমাপ্তি, বিদেহাদি অবস্থাবও নাশ দেখা যাব বলিয়া  
 তাহাদেবও জন্ম বলা হয়। অবিভ্রামূলক সংস্কার হইতেই জন্ম হয়। ক্লেশযুক্ত কর্মশব হইতে  
 যেমন সাধাবণ দেহীদেব জন্ম হয়, তেমনই বিদেহাদিও তন্ত জন্ম অর্থাৎ সেই সেই অবস্থাপ্রাপ্তি  
 বিবেকহীন সূক্ষ্ম অস্তিত্বাক্লেশযুক্তক বৈবাগ্য-সংস্কার হইতে সংঘটিত হব। বিদেহ-প্রকৃতিলীনেবা  
 মহাসম্ব বা মহাপুরুষ, তাঁহাবা পুনবাবর্তনকালে সহতী ঋতি বা যোগস্ত এইশ-সম্পন্ন হইবা প্রোচ্ছত  
 হন। ইহাব দ্বাবা ভাষ্যং ব্যাখ্যাত হইল।

অ-সংস্কারমাত্রো উপযোগদ্বাবা অর্থে নিজ নিজ যে বৈবাগ্য-সংস্কার তাহাব উপযোগ বা  
 আশ্রয়ল্যেব দ্বাবা। “চিত্তেন” এই-শব্দেব উল্লেখেব দ্বাবা চিত্তেব অপ্রতিপ্রসব বা সর্বকালীন প্রলয়েব  
 অভাব, সূচিত হইতেছে অর্থাৎ তাঁহাদেব চিত্ত লীন হইলেও তাহাতে পুনবাব ব্যক্ত হইবাব সংস্কার

২০। অঙ্কাবীৰ্ঘস্বভিসমাধিপ্রজ্ঞা ইত্যুপায়ৈভ্যঃ কৈবল্যার্থিনাং যোগিনাম্ অসম্প্র-  
জ্ঞাতো নির্বীজো ভবতি । ননু বিদেহাদীনামপি অঙ্কাবীৰ্ঘাদীনি বিজ্ঞেস্তে স্ম অথ কোহত্র  
যোগিনাং বিশেষ ইত্যত আহ অঙ্কধানস্ত বিবেকার্থিন ইতি । তস্মাৎ অঙ্কত্র বিবেক-  
বিষয়ে চেতসঃ সম্প্রসাদঃ—অভিকচিমতী বুদ্ধিঃ । অভিরুচিরূপায়াঃ অঙ্কায় বীৰ্ঘ প্রযত্নঃ,  
ততঃ স্মৃতিঃ—সদা সমনস্কতা উপতিষ্ঠতে । স্মৃত্যুপস্থানে—স্মৃতৌ উপস্থিতায়াম্ অনা-  
কুলম্—অবিলোমঃ চিত্তং সমাধীরতে—অষ্টাঙ্গযোগবদ্ ভবতি । সমাধেঃ প্রজ্ঞাবিবেকঃ—  
প্রজ্ঞায় বিবেকঃ—বৈনিষ্ট্যং বিশদতা, উৎকর্ষ ইতি যাবদ্ উপাবর্ততে—সমুপজায়ত  
ইত্যর্থঃ । প্রজ্ঞাপ্রকর্ষণে যথাবদ্ বস্তু—তদ্বানীত্যর্থঃ জানাতি । তদভ্যাসাদ্—ব্যুত্থান-  
সংস্কারনাশে উৎপন্নৈ চ পরবৈরাগ্যে অসম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধিৰ্ভবতীতি ।

২১। ত ইতি । স্পষ্টং ভাষ্যম্ । তীত্রসংবেগানাম্—তীত্রঃ সংবেগঃ—শীতলাভায়  
নিরন্তরানুষ্ঠানে ইচ্ছাপ্রাবল্যং যেষাম্ তেষাম্ সমাধিলাভঃ কৈবল্যক আসন্নং ভবতি ।

ধাকে । তাঁহা বা কৈবল্যবৎ ( ঠিক কৈবল্য নহে ) অথবা অল্পভব জ্ঞানেন । বিদেহ-প্রকৃতিজ্ঞানেন বা  
লোকপদে ( লোকবৎ পদে ) অবস্থিত, তজ্জন্ত তাঁহারা কোনও ( হুম বা হুম্ব ) লোকেব অল্পভূক্ত  
নহেন, ভাষ্যে ( ৩২৬ ) এইরূপ উক্ত হইয়াছে বলিবা তাঁহা বা লোকহিত ভূতাদি-অভিমানী দেবতা  
( তাঁহা বা ভূতভেদে সমাধি করিয়া তাহাতেই নীলচিত্ত হইবা তত্ত্বং বিবাহীশবীবী হইয়াছেন ) নহেন  
বা ভূতাদিধারী দেবতাও নহেন । তাঁহাদের চিত্ত অব্যক্ততা প্রাপ্ত হয়, যেমন কৈবল্যপ্রাপ্তদেব হয়  
( তবে কৈবলীদেব মত শাস্ত্রিক নহে ) । তাঁহারা স্বসংস্কারবিশাক্ অর্থাৎ নিজ নিজ বৈবাগ্য-  
সংস্কারেব কলরূপ অবস্থির বা নিশিষ্ট কালব্যবৎ নীলচিত্ত হইবা যে অবস্থিত, উৎকর্ষ অবস্থা  
অতিবাহিত করেন অর্থাৎ ত্যাগ করেন ।

২০। অঙ্ক, বীৰ্ঘ, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা এই সকল উপায়েব দ্বাৰা কৈবল্যালিঙ্গু যোগীদেব  
অসম্প্রজ্ঞাত নির্বীজ সমাধি হয় । বিদেহাদিগণ যখন অঙ্কাবীৰ্ঘাদি থাকে তখন ইহাতে ( কৈবল্য-  
ভাগীদেব ) বিশেষত্ব কি ? তদুত্তরে ( ভাষ্যকাব ) বলিতেছেন, “অঙ্কান্ বিবেকার্থিব বীৰ্ঘ হয়” ।  
তজ্জন্ত এখানে অঙ্ক অর্থে বিবেকবিষয়ে ( যেকোনও বিষয়ে নহে ), চিত্তের সম্প্রসাদ বা অভিরুচিযুক্ত  
বুদ্ধি । অভিরুচিরূপ অঙ্ক হইতে বীৰ্ঘ বা সাধনে প্রযত্ন হয়, তাহা হইতে স্মৃতি বা সদা সমনস্কতা  
( বাহা প্রমাদরূপ অমনস্কতার বিমোহী ) উপস্থিত হয় । এরূপ স্মৃত্যুপস্থান হইলে অর্থাৎ স্মৃতি সদাই  
উপস্থিত থাকিলে বা জ্ঞা হইলে, চিত্ত অনাকুল বা অচঞ্চল হইবা সমাধিত হয় অর্থাৎ অষ্টাঙ্গ যোগ-  
ক্রমে সমাধিত হয় । সমাধি হইতে প্রজ্ঞার বিবেক বা বৈনিষ্ট্য অর্থাৎ নির্মলতা বা উৎকর্ষ  
উপাৰ্জিত বা উৎপন্ন হয় । প্রজ্ঞাব প্রকর্ষ হইলে যথাবৎ বস্তুব অর্থাৎ তত্ত্বসকলেব জ্ঞান হয় ।  
তাহার অভ্যাস হইতে ব্যুত্থান-সংস্কারেব নাশ হইলে এবং পরবৈবাগ্য উৎপন্ন হইলে অসম্প্রজ্ঞাত  
সমাধি হয় ।

২১। তীত্রসংবেগীদেব অর্থাৎ তীত্রসংবেগ বা শীত্র সমাধিনিষ্পন্নার্থ নিবন্ধব সাধনেচ্ছাব প্রাবল্য  
বাঁহাদের, তাদৃশ সাধকদের সমাধিনিধি এবং কৈবল্যলাভ আসন্ন হয় ।

২২। যুহুতীত্র ইতি। স্নগমং ভাষ্যম্। অধিমাংসোপায়ঃ—অধিকপ্রমাণকোপায়ঃ, তদ্ যথা সমাধিসাধনোপায়েষু অবিচলা শ্ৰদ্ধেত্যাদিঃ।

২৩। কিমিতি। এতস্মাদ্—এহীত্‌গ্রহণগ্রাহ্যাদাং সম্প্রজ্ঞানলাভায় তীত্র-সংবেগাদেব আসন্নতমঃ সমাধিৰ্ভবতি ন বেতি। ঈশ্বরপ্রাণিধানাদ্ বাপি স ভবতি। প্রাণিধানাদিতি। সর্বকর্মাৰ্পণপূৰ্ব্ণ ভাবনাকৰণং প্রাণিধানং, ন তু কৰ্মাৰ্পণমাত্রম্। তচ্চ ভক্তিবিশেষস্তস্মাদ্ ভক্তিবিশেষাদ্ হৃদি ব্রহ্মপুরে ব্যোমি প্রতিষ্ঠিতম্ আত্মনি ঈশ্ববসত্ত্বম্ অনুভবতঃ পরমপ্রেমাস্পাদে তস্মিন্ নিবেদিতাত্মনো নিশ্চিতস্ত যোগিনঃ সর্দৈবাবস্থানমিয়ং সমাধিসাধিনী ভক্তিঃ। তাদৃশভক্ত্যা আবজিতঃ—অভিমুখীকৃত ঈশ্ববস্তং যোগিনমমু-গৃহ্নাতি অভিধানমাত্রেন—ইচ্ছামাত্রেন নাত্তেন ব্যাপারেণেত্যর্থঃ। কল্পপ্রলয়মহা-প্রলয়েষু সংসারিণঃ পুঙ্খান্ উক্‌বিশ্বামীতি বাক্যাদ্ ঈশ্ববঃ প্রলয়কাল এব নির্মাণচিত্তেন অভিধানং করৌতীতি গম্যতে। অন্তদা সপ্তশতাব্দাণো হিরণ্যগর্তস্তব অভিধানং লভ্যম্। কিঞ্চ ঈশ্বর্যভিধানালাভেহপি তৎপ্রাণিধানাদেবাসন্নতমঃ সমাধিলাভো ভবতি। সমাহিতপুঙ্খং প্রাবর্তিতা ভাবনা শীঘ্রং সমাধিসমানয়েদिति। উক্তঞ্চ সূত্রকৃত্য “ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোহপ্যন্তবায়্যভাবচ্চ” ইতি।

২২। অধিমাংসোপায় অর্থে অধিকপ্রমাণক বা সার ও স্বার্থ উপায়, তাহা যথা—সমাধিসাধনের কেবল উপায় তাহাতে অচলা ব্রহ্ম ইত্যাদি।

২৩। এই সকল হইতে অর্থাৎ এহীত্‌, গ্রহণ ও গ্রাহ্য বিষয়ে সন্তজ্ঞানের অভ যে তীত্র সংবেগ তাহা হইতেই কি সমাধি আসন্নতম হয় অথবা আব কোনও উপায় আছে? (উক্ত—) ঈশ্বব-প্রাণিধান হইতেও তাহা হয়। ঈশ্ববে সর্বকর্ম অর্পণপূর্বক তাঁহার ভাবনারূপ যে সাধন তাহাই প্রাণিধান, ইহা কেবল তাঁহাতে কর্মার্পণমাত্র নহে। ইহা এক প্রকাব ভক্তি, সেই ভক্তি-বিশেষ হইতে যখনই আকাশকল্প ব্রহ্মপুর্বে অর্থাৎ আত্মমধ্যে প্রতিষ্ঠিত ঈশ্বব-সত্তাব অনুভবপূর্বক সেই পবন প্রেমাস্পাদে আত্মসমর্পণ বা আত্মত্বকে সম্পূর্ণরূপে নিবেদন কবিয়া নিশ্চিত (‘অন্ত কোনও বৃত্তিশূন্য’) যোগীব যে সদ্ধা তদ্বাবে অবস্থান, তাহাই এই প্রকাব সমাধি-নিশ্চরকাবিনী ভক্তি। তাদৃশ ভক্তিব দ্বাৰা আবজিত বা অভিমুখীকৃত ঈশ্বব সেই যোগীকে অভিধানমাত্রের দ্বাৰা অর্থাৎ (আহুত্ব্য কবাব জন্ত) ইচ্ছামাত্রের দ্বাৰা; অন্ত কোনও ব্যাপার বা হুঁজ উপাবেব দ্বাৰা নহে, অহুত্বহীত কবেন। “কল্পপ্রলয়ে এবং মহাপ্রলয়ে সংসারী পুঙ্খদেব উদ্ধাব কবিব” (ভাষ্য) এই বাক্যেব দ্বাৰা বুঝাব যে ঈশ্বব প্রলয়কালেই নির্মাণচিত্ত আশ্রয় কবিয়া অভিধান কবেন। অন্তসময়ে সপ্তশ ব্রহ্ম যে হিষ্যগর্ত তাঁহাবই অভিধান লাভ কবা যাইতে পাৰে। কিঞ্চ ঈশ্ববেব অভিধানলাভ না হইলেও তাঁহাব প্রাণিধান হইতেও অর্থাৎ প্রাণিধানকৰণ কর্ম হইতেই, সমাধিলাভ আসন্নতম হয় কাণেব সমাহিত পুঙ্খবেব দিকে নিযোজিত ভাবনা শীঘ্র সমাধি সাধিত কবে। যথা সূত্রকাবাবেব দ্বাৰা উক্ত হইয়াছে (১২২) “তাঁহা হইতে অর্থাৎ ঈশ্বব-প্রাণিধান হইতে প্রত্যক্‌ চেতনেব অধিগম হয় এবং অন্তবায়সকলের অভাব হয়।”

২৪। অথেন্তি। নহু পঞ্চবংশতিভব্যাশ্চেব বিশ্বস্ত নিমিত্তোপাদানং কারণং, তত্র প্রধানং মূলমুপাদানং পুরুষস্ত মূলং নিমিত্তম্। যৎ কিঞ্চিদ্ বিজ্ঞতে চিন্তনীয়ঞ্চ যদ্ ভবেৎ তৎ সর্বং প্রধানপুরুষান্বকমিতি সাংখ্যযোগনয়ঃ। ঈশ্বরস্ত ন প্রধানং নাপি পুরুষমাত্র ইত্যন্তঃ স কঃ ? স হি ঐশচিন্তব্যপাদিষ্টো মুক্তপুরুষবিশেষো বস্ত চিন্ত্য সর্দৈব মুক্তম্ ইত্যন্ত্য প্রধানপুরুষব্যতিরিক্ততা। তস্য লক্ষণমাহ সুত্রকারঃ ক্লেশেতি। অবিজ্ঞাতি। অবিজ্ঞাদয়ঃ পঞ্চক্লেশাঃ—দুঃখকবাণি বিপর্ষয়জ্ঞানানি, কর্মমাণি—ধর্মাধর্মসংস্কাররূপাণি, জাত্যাবৃত্তোৎপাদ্যঃ কর্মবিপাকঃ, উদভুগুণাঃ—বিপাকাহুরূপা বাসনা আশয়াঃ, তদ্ যথা জ্ঞতিবাসনা আবৃত্তবাসনা সুখদুঃখবাসনা চেতি। তে চ ননসি বর্তমানাঃ পুরুষে সাক্ষিণি ব্যপদিষ্টান্তে—উপচর্ষন্তে। স হি পুরুষস্তৎফলস্ত—উপচারফলস্ত বৃত্তিবোধকপস্য ভোক্তা—বোদ্ধা। দৃষ্টান্তমাহ যথেন্তি। যো হীতি। অনেন ভোগেন—ক্লেশমূলকর্মফলস্য ভোক্তৃত্বাবেনেত্যর্থঃ, যঃ অপরাহৃষ্টঃ—অব্যপদিষ্টঃ কিন্তু বিজ্ঞামূলনির্মাণচিন্তেন কদাচিৎ পরাহৃষ্টঃ স পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।

২৪। পঞ্চবংশতি ভব্যই বিশ্বের নিমিত্ত এবং উপাদান-কারণ, তন্মধ্যে প্রকৃতি বা প্রধানই মূল উপাদান-কারণ এবং পুরুষ মূল নিমিত্ত-কারণ। বাহ্য কিছু আছে এবং বাহ্য কিছু চিন্তা করা হান তাহা সমস্তই প্রধান ও পুরুষ হইতে উৎপন্ন, ইহাই সাংখ্য-বোদের মত \*। ঈশ্বর প্রধানও নহেন এবং পুরুষ-তত্ত্বমাত্রও নহেন, অতএব তিনি কে ? (উত্তর—) তিনি অব্যর্থ ইচ্ছারূপ ঐশ চিন্তেব দ্বারা বিশেষিত অর্থাৎ ঐশ্বরবৃত্ত চিন্তবান মুক্তপুরুষ-বিশেষ, বাহ্য চিত্ত নহাই মুক্ত (ঐশ্বরবৃত্ত চিত্তও যিনি নদাট ইচ্ছামাত্রে লব কবিত্তে পাবেন), ইহাই তাঁহাব প্রধান-পুরুষরূপ তত্ত্বমাত্র হইতে জ্ঞিত। (ঐশ্বরবৃত্ত এক চিন্তেব দ্বারা তাঁহাকে লক্ষিত করার, প্রধান ও পুরুষ এই তত্ত্বমাত্র হইতে পৃথক্ কবিবা, উভয়-তত্ত্বমাত্র তাঁহাব এক ব্যক্তিত্ব স্থাপিত হইল)। সুত্রকার তাঁহার লক্ষণ বলিতেছেন, যথা, ‘ক্লেশ-কর্ম—’ ইত্যাদি। অবিজ্ঞাদিরা পঞ্চ ক্লেশ বা দুঃখকব বিপর্ষয় জ্ঞান। কর্ম অর্থে ধর্মাধর্ম কর্মেব সংজ্ঞাব; জ্ঞতি, আবু এবং ভোগ ইহাবা কর্মবিপাক বা কর্ণেব বল, তদুদভুগুণ অর্থাৎ সেই কর্মবিপাকের অন্তরূপ সংজ্ঞাব-বরূপ বাসনাই আশয়, তাহাবা যথা, জ্ঞতিবাসনা, আবৃত্তবাসনা এবং সুখদুঃখরূপ ভোগবাসনা। তাহাবা নানোরূপ অন্তঃকরণে বর্তমান থাকিলেও তৎসাক্ষি-স্বরূপ (=নিবিকাব জ্ঞাতা) পুরুষে ব্যপদিষ্ট বা আবোপিত হয়। পুরুষ সেই বসেব অর্থাৎ চিত্তবৃত্তিব বোধরূপ (‘বৃত্তিও পুরুষেব দ্বাবা জ্ঞাত হইতেছে’ এই প্রকার বৃত্তিও যে বোধ, তদ্রূপ) জ্ঞাত্তে যে বৃত্তিব উপচার তাহাব বসেব ভোক্তা বা জ্ঞাতা। দৃষ্টান্ত বলিতেছেন। এই ভোগের দ্বাবা অর্থাৎ

\* যে উপাদানে কোনও বস্তু নির্মিত তাহাটী তাহার উপাদান-কারণ এবং যে নিমিত্তেব দ্বাবা বিশেষ আকারে সেই উপাদানের সংস্থানস্বয় ঘটে তাহাই তাহার নিমিত্ত-কারণ। যেমন বটের উপাদান-কারণ বৃত্তিকা, তাহার নিমিত্ত-কারণ বৃক্ষকার। দ্বাবাব বৃক্ষকারের তোলনি উপাদান-কারণ পঞ্চভূত এবং নিমিত্ত-কারণ তাহার অন্তঃকরণাদি। পুনশ্চ তাহার অন্তঃকরণাদির উপাদান-কারণ স্রিষ্টা বা প্রকৃতি এবং নিমিত্ত-কারণ পুরুষ। এইরূপে নবত আশ্রয় ও বাহ্য বস্তু পরস্পরে নির্মিত কতিল মূল উপাদান যে প্রকৃতি এবং মূল নিমিত্ত যে পুরুষ তাহা পাওয়া যায়।

তন্তু বৈশিষ্ট্যং বিরূপোতি কৈবল্যমিতি । ত্রীণি বন্ধনানি—প্রাকৃতিকং বৈকৃতিকং দাক্ষিণবন্ধনঞ্চৈতি । প্রাকৃতিকং বন্ধনং প্রকৃতিলয়ানাং, বৈকৃতিকং বিদেহলয়ানাং স্ত্রেবাঞ্চ ভূততন্মাত্রাদিধ্যায়িনাং, দাক্ষিণবন্ধনং দাক্ষিণাদিনিপাত্তকর্মকৃত্যাম্ । পূর্বা বন্ধকোটিঃ—পূর্ব-বন্ধকোপো মোক্ষপ্রাপ্তঃ । উক্তবা বন্ধকোটিঃ সম্ভাব্যতে—সম্ভব ইতি জ্ঞায়তে । স হি সदैব মুক্তঃ সদৈবৈশ্ববঃ । অত্রায়ং ত্রায়ঃ—বহুনাং জাতিবনাতিঃ মূলকাবপানাং নিত্যত্বাৎ, তন্মাত্র বন্ধজাতীয়কং তথা চ মুক্তজাতীয়কং চিত্তমনাদি, যন্ত অনাদিমুক্তচিহ্নেন ব্যপদিষ্টঃ পুরুষবিশেষঃ স ঈশ্ববঃ । অতঃ স সদৈব মুক্তঃ সদৈব ঈশ্বব ইতি । নশনেন অসংখ্যাতা এব নিত্যমুক্তপুরুষাঃ সম্ভাব্যন্ত ইতি । সত্যম্ । কিং তু তত্র সর্ববাং জ্ঞেয়াং তথা চ মুক্তচিন্তানামেককপত্বপ্রসঙ্গাদ্ নাস্তি পৃথগ্যপদেশোপায়ঃ, অতো মোক্ষতত্ত্বকোপো নিত্য-মুক্ত ঈশ্বর একত্বকপেণ উপাসনীয় এবৈতি ত্রায়া বিচারণা । য ইতি । প্রকৃষ্টসম্বো-পাদানাত্—প্রকৃষ্টং সার্বজ্ঞায়ুক্তং সম্বৎ—যুক্তিঃ, তন্তু উপাদানাত্—তত্ত্বপশু উপাধেবোঁগাদ্ ঈশ্ববন্ত বোহসৌ শাস্তিকঃ, নিত্যঃ উৎকর্ষঃ স কিং সনিমিত্তঃ—সপ্রমাণকঃ, আহোহিদ্ নির্নিমিত্ত ইতি । প্রত্যুত্তবমাহ তন্তেতি । ঈশ্বরন্ত সম্বোৎকর্ষন্ত শাস্ত্রং—মোক্ষবিজ্ঞা এব নিমিত্তং—প্রমাণম্, মোক্ষবিজ্ঞা পুনঃ অধিগত মোক্ষধর্মেন সিদ্ধচিন্তেনৈব দেশনীয় । অথভেদত্র “অবিং প্রমুতং কপিলং যন্তমগ্রে জ্ঞানৈবিত্তি” ইতি । এতযোরিতি । এবমনাদি—প্রবর্তিত্তাং সর্গপবম্পরায়াম্ ঈশ্বরসম্বো—ঈশ্ববচিন্তে বর্তমানয়োঃ শাস্ত্রোৎ-কর্ষবোঃ—শাসনীয়মোক্ষবিজ্ঞায়ান্তথা বিবেককপস্তোৎকর্ষন্ত চেতি দরোরনাদিসম্বন্ধঃ । বিনিগময়তি এতন্মাদিতি ।

ক্লেশমূলক কর্মকলেব ভোক্তৃস্বব সহিত যিনি অণবানুই বা সম্পর্কহীন, কিন্তু বিভামূলক নির্মাণচিন্তেব বাবা কখনও কখনও যিনি সংস্পৃষ্ট হন, সেই পুরুষবিশেষই ঈশ্বব ।

তাঁহাব বিশেষত্ব বলিতেছেন । বন্ধন তিন প্রকাব, যথা—প্রাকৃতিক, বৈকৃতিক এবং দাক্ষিণ । প্রকৃতিলীনস্বব প্রাকৃতিক বন্ধন, বিদেহলীন এবং অস্ত্র ভূত-তন্মাত্রাদিধ্যায়ীস্বব বৈকৃতিক বন্ধন এবং দাক্ষিণ-নিপাত্ত যাগযজ্ঞাদি কর্মকাবীস্বব দাক্ষিণ বন্ধন । পূর্বা বন্ধকোটি অর্থে পূর্বব বন্ধ অবস্থান্ধপ-মোক্ষাবস্থাব এক সীমা । উক্তবা বন্ধকোটি সম্ভাবিত হইতে পাবে অর্থাৎ প্রকৃতিলীনস্বব কৈবল্যবৎ অবস্থা অল্পভবপূর্বক পুনবাব বন্ধ হওরা যে সম্ভব তাহা জানা বাইতেছে । কিন্তু তিনি সর্দাই মুক্ত, সর্দাই ঈশ্বব । এ বিষয়ে যুক্তিপ্রাণালী যথা—বন্ধব জাতি (সর্বজাতীয় বন্ধ) অনাদি কাল হইতে আছে, যেহেতু মূল কাবধসকল নিত্য (অর্থাৎ ত্রিগুণকপ মূল উপাদান নিত্য বলিবা) তাহা হইতে বতপ্রকাব বিভিন্ন জাতীয় বন্ধ উৎপন্ন হইতে পাবে তাঁহাবাও অনাদিবর্তমান, তজ্জন বন্ধজাতীয় চিত্তও যেমন অনাদি, মুক্তজাতীয় চিত্তও তেমনি অনাদি । অনাদিমুক্ত চিত্তেব বাবা যাপদিষ্ট বা বিশেষিত অর্থাৎ ঐকপ চিত্তযুক্ত যে পুরুষবিশেষ তিনিই ঈশ্বব, তজ্জন তিনি সর্দাই মুক্ত, সর্দাই ঈশ্বব । কিন্তু এই ত্রায অমুসায়ে ত অসংখ্য নিত্যমুক্ত পুরুষেব অস্তিত্ব সম্ভব হইতেছে ? তাহা সত্য । কিন্তু ইহাতে সমস্ত জটাব এবং মুক্তচিন্তস্বব একরূপত্ব প্রদত্ব হয় বলিবা অর্থাৎ তাঁহাসেব এক বলিতে হয়



তচ্চেতি। অস্ত্য প্রয়োগো যথা, অস্তি সাতিশযম্ ঐশ্বর্যং, সাতিশযম্ দর্শনাদ্ ঐশ্বর্যস্ত্য। যন্মিন্ পুরুষে সাতিশযস্ত্য ঐশ্বর্যস্ত্য কাষ্ঠাপ্রাপ্তিঃ স এব ঐশ্বরঃ সাম্যাতিশয়-নিমূক্তৈশ্বর্যবান্। তৎসমানং তদধিকঞ্চ ঐশ্বর্যং নাস্তি কস্তচিৎ। ন চেতি। এতদুক্তং ভবতি। সন্তি বহব ঐশ্বর্যবস্ত্যঃ পুরুষাঃ, ঐশ্বর্যবোহপি তাদৃশঃ পুরুষাঃ কিং তু তত্তুল্যে তদধিকে বা ঐশ্বর্যে বিভ্রমানে তস্ত্য ঐশ্বর্যবৎসিদ্ধির্ন স্ত্যাদ্, অতো নিবতিশয়ত্বাৎ সাম্যাতি-শযশ্চাৎ যস্ত্য ঐশ্বর্যং স পুরুষবিশেষ এব ঐশ্বর্যগদবাচ্য ইতি বয়ং ক্রমঃ। প্রাকাম্য-বিঘাতাদ্ উনঙ্ক—প্রাকাম্যম্—অহতেচ্ছতা তস্ত্য বিঘাতাদ্ অবরত্বম্।

বলিয়া, তাঁহাদিগকে পৃথক্ৰূপে লক্ষিত কবিবাব কোনও উপায় নাই\*। অতএব মোক্ষতত্ত্বের প্রতীকরূপে নিত্যমুক্ত ঈশ্বর এক-রূপে অর্থাৎ ‘তিনি এক’ এইরূপে উপাস্ত—এই দর্শনই ত্যাব্য (ক্লেশ-কর্ম-বিপাকালয়েব দ্বাবা অপবাসুট এইরূপ অবস্থা যে আছে তাহাই মোক্ষতত্ত্ব বা মোক্ষের স্বরূপ, বাহ্য যোগীয়েব আদর্শভূত)। প্রকৃষ্টলঙ্ঘ্যোপাদানহেতু অর্থাৎ প্রকৃষ্ট বা সর্বজ্ঞতাবৃত্তে যে সম্ব বা বুদ্ধি তাহাব উপাদান হইতে অর্থাৎ তদ্রূপ উপাদিষ বা বুদ্ধির যোগ হইতে, ঈশ্ববেব যে এই শাস্তিতক বা নিত্য উৎকর্ষ বা জ্ঞানৈশ্বর্য, তাহা কি সনিমিত্ত অর্থাৎ তাহাব কি প্রমাণ আছে, অথবা নির্নিয়মিত বা প্রমাণহীন? ইহাব প্রত্যাভব দিতেছেন। ঐশ্বর্যিক চিত্তের উৎকর্ষের নিমিত্ত বা প্রমাণ পাত্ত বা মোক্ষবিজ্ঞা। মোক্ষবিজ্ঞা পুনশ্চ মোক্ষার্থ বাহ্যয়েব দ্বাবা অধিগত হইবাছে তদ্রূপ সিদ্ধিচিন্ত যোগীয়েব দ্বাবা উপদিষ্ট হইবাব যোগ্য। এ বিষয়ে স্ততি যথা, “যিনি কপিলধর্মিকে সর্বাগ্রে জ্ঞানার্থয়েব দ্বাবা পূর্ণ কবিয়া পাঠাইয়াছিলেন”। (যেতাস্তব)। এইরূপে অনাদিকাল হইতে প্রবাহিত সর্গেব বা সৃষ্টিব পবম্পবাক্রমে ঈশ্বরবলদে অর্থাৎ ঐশ্বর্যিক চিত্তে বর্তমান শাস্ত্রেব এবং উৎকর্ষের অর্থাৎ উপদিষ্ট মোক্ষবিজ্ঞা এবং বিবেকরূপ উৎকর্ষ এই উভয়েব অনাদি সম্বন্ধ। উপসংহাব বা সিদ্ধান্ত কবিতেছেন যে ঈশ্বর সলাই মুক্ত।

এই ত্যাবেব প্রয়োগ যথা—সাতিশয ঐশ্বর্য আছে কাবণ ঐশ্বর্য বা জ্ঞান সাতিশয বা ক্রমোৎকর্ষ-মুক্ত দেখা যায় (১১২৫ সূত্র), যে পুরুষে সাতিশয উৎকর্ষের পবাকাষ্ঠাপ্রাপ্তি ঘটমাছে তিনিই ঈশ্বর অর্থাৎ যে জ্ঞানৈশ্বর্যের সাম্য (সমান) এবং অতিশয (তদপেক্ষা অধিক) নাই তদ্রূপ ঐশ্বর্যমুক্ত। তাঁহাব সমান বা অধিক ঐশ্বর্য আব কাহাবও নাই। ইহাব দ্বাবা বলা হইল যে ঐশ্বর্যবান্ বহু পুরুষ

\* কাবণ এইয়েব কোনও ভেদ কবা বাইতে পারে না, সব স্রষ্টাই সর্বভক্ষ্য। চিত্তের দ্বারা ব্যপসিষ্ট কবিয়াই এক স্রষ্টা হইতে অন্ত স্রষ্টাব পার্থক্য লক্ষিত কবা হব। অন্তএব বাঁহাবা অনাদিমুক্ত-চিন্তাক্ষিত (স্বভাবা বাঁহাসেব চিন্তকে ভেদ কবাব উপায় নাই), তাঁহাব পৃথক্ পৃথক্ রূপে লক্ষিত হইবাব যোগ্য নহেন, স্বভাবা তাঁহাসেব সংখ্যাও বক্তব্য হইতে পারে না।

জৈগৃপিক সব বস্তব দ্রাব চিত্তেব ব্যক্ত অবস্থাও যেমন আছে তেমনি অব্যক্ত অবস্থাও আছে। অব্যক্ত অর্থে বাঁহা ব্যক্ত নহে কিন্তু ব্যক্ত হওবাব যোগ্য এবং তাহাও বস্তব একটা অবস্থা, উহা শূন্য বা অভাব নহে। দীন অর্থেও কারণে দীন হইবা অর্থাৎ অনভিব্যক্তরূপে থাকা, যেমন, একখণ্ড কক্সাতে তাপশক্তি দীনভাবে থাকে এবং ব্যক্ত হওবাব যোগ্যতা থাকাব তাহা অভাব বা শূন্য নহে। অবাদিবস্ত পূর্বের চিত্ত যেমন অনাদি ক্রেশমুক্ত তেমনি অনাদিমুক্ত পুরুষের চিত্ত অনাদি ক্রেশমুক্ত, তাই তিনি অনাদিমুক্ত। সেই ঐশ্বর্যমুক্ত চিত্ত যকি কক্সাতে ব্যক্ত হব তাহা হইলে ক্রেশ-কর্মবিবোদী বিবেকমুক্ত হইবাই অর্থাৎ নির্গাণ্ডিতরূপেই ব্যক্ত হইবে (‘শঙ্কানিরান’ ১০—স্রষ্টব্য)।

২৫। কিঞ্চিৎ ঈশ্বরসিদ্ধৌ অল্পমানপ্রমাণমাহ। যত্র সাত্তিশয়ং সর্বজ্ঞবীজং নিবতিশয়ত্বং প্রাপ্তং স এব ঈশ্বরঃ। যদিতি অল্পমিতি বিবৃণোতি। অতীতানাগত-প্রত্যুৎপন্নানাম্ অতীতদ্বিবিষয়াণাং প্রত্যেকং সমুচ্চয়েন চ—একস্ত বহুনাঞ্চৈত্যর্থঃ, যদিদম্ অল্পং বা বহু বা গ্রহণং দৃষ্টান্তে তৎ সর্বজ্ঞবীজং—সার্বজ্ঞ্যস্ত অল্পমাপকম্। এতদৃ বিবৰ্ধমানং যত্র চিত্তে নিবতিশয়ত্বং প্রাপ্তং তচ্চিন্তবান্ পুরুষঃ সর্বজ্ঞঃ। অস্ত ত্রায়স্ত প্রযোগমাহ অস্তীতি। সসীমানাং পদার্থানাম্ উপাদানং চেদমেবং তদা তে অসংখ্যাঃ স্মাঃ। তাদৃশা মেয়পদার্থাঃ ক্রমশো বিবৰ্ধমানাঃ সাত্তিশয়া ইতি উচ্যন্তে। অমেয়োপাদানকানাং সাত্তিশয়ানাং পদার্থানাং বিবৰ্ধমানতা নিরবধিঃ স্মাৎ, তদৃ নিবববিশ্ববৃহৎমেব নিবতিশয়ত্বম্। যথা অমেয়দোষোপাদানকা বিতস্তি-হস্ত-ব্যাং-কোশ-গব্যুতি-যোজনাদয়ঃ পৰিমাণক্রমা বিবৰ্ধমানা অসংখ্যযোজনরূপং নিবতিশয়বৃহৎ প্রাপ্নুযুঃ। জ্ঞানশক্তয় আকর্মেমানবহিতাঃ সাত্তিশয়া দৃষ্টান্তে। তাসাঞ্চ উপাদানম্ অমেয়ং প্রধানং, তস্মাৎ সাত্তিশয়ান্তা নিবতি-শয়ত্বং প্রাপ্নুযুঃ। যত্র চেতসি জ্ঞানশক্তৌনিবতিশয়ত্বং তচ্চিন্তবান্ সর্বজ্ঞপুরুষ ঈশ্বর ইত্যল্পমানসিদ্ধিঃ।

আছেন, ঈশ্বরও তাদৃশ এক পুরুষ। কিন্তু তাঁহাব তুল্য বা তদুপেক্ষা অধিক ঈশ্বর বিস্তারিত থাকিলে তাঁহাব ঈশ্বর-সিদ্ধি হব না (তাদৃশ কোনও পুরুষকে তাই ঈশ্বর বলা যাইতে পারে না), কিন্তু নিবতিশয়ত্বহেতু বাহাব ঈশ্বর সামান্যতিশয়ত্ব সেই পুরুষবিশেষই ঈশ্বরপদবাচ্য, ইহা আমিবা বলি। প্রাকায়-বিবাদহেতু উনয় অর্থাৎ প্রাকায় বা অব্যব ইচ্ছা-শক্তি, তাহাব বাবা ঘটিলে অতাপেক্ষা বীনতা হইবে (যদি একাধিক তুল্যার্থবৃত্ত ঈশ্বর করিত হব)।

২৬। ঈশ্বর-সিদ্ধি-বিষয়ে অল্পমান প্রমাণ বলিতেছেন। বাহাতে সাত্তিশয় সর্বজ্ঞ-বীজ নিবতিশয়তা প্রাপ্ত হইয়াছে তিনিই ঈশ্বর। এবিষয়ে অল্পমান বা হুক্তি বিবৃত কবিত্তেছেন। অতীত, অনাগত এবং বর্তমান অতীতদ্বিবিষয়কলেব যে প্রত্যেক এবং সমুচ্চরূপে অর্থাৎ এক বা বহুব সমষ্টিরূপে কোনও প্রাণীতে যে অল্প এবং কোনও প্রাণীতে অধিকরূপে গ্রহণ বা জ্ঞানন দেখা যায় (এরূপ অতীতদ্বিবিষয়ক জ্ঞান কোনও জীবের মধ্যে অল্প, কোনও জীবের মধ্যে অধিক ইত্যাকার যে তাবতম্ আছে) তাহাই সর্বজ্ঞ বীজ বা সার্বজ্ঞ্যেব অল্পমাপক (তাহাকে অল্পমান কবায়)। ইহা ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়া যে চিত্তে নিবতিশয়তা প্রাপ্ত হইয়াছে সেই চিন্তবৃত্ত পুরুষ সর্বজ্ঞ এবং তিনিই ঈশ্বর। এই জ্ঞানের প্রয়োগ বলিতেছেন। সসীম পদার্থসকলের উপাদান যদি অমেয় হয়, তবে সেই সসীম পদার্থসকল অসংখ্য হইবে। ক্রমশঃ-বিবৰ্ধমান তাদৃশ মেয় পদার্থসকলকে সাত্তিশয় বলা হয়। অমেয় উপাদানে নিমিত্ত সাত্তিশয় পদার্থসকলের বিবৰ্ধমানতা অসীম হইবে অর্থাৎ কোথাও যাইবা অসীমতা প্রাপ্ত হইবে, সেই নিববধি বৃহৎই নিবতিশয়ত্ব। যেমন অমেয় দেশেব উপাদান-স্বরূপ বিত্তি (বিস্ত), হস্ত, ব্যাং (বাঁও, চাবি হাত), কোশ (৮০০০ হস্ত), গব্যুতি (ছই কোশ), যোজন (৪ কোশ) আদি পৰিমাণক্রমসকল ক্রমশঃ বর্ধিত হইবা অসংখ্য যোজনরূপ নিবতিশয় বৃহৎ প্রাপ্ত হয়। ক্রম হইতে নানব পর্বত সকলেব মধ্যে অবস্থিত সাত্তিশয় (অতিশয়বৃত্ত

স চ ভগবান্ পৰমেশ্বৰো জগদ্ব্যাপাবলিপ্তঃ, নিত্যমুক্তত্বাৎ । মুক্তপুরুষস্ত জগৎ-  
সৰ্জনম্ অনুপপন্নং শাস্ত্রব্যাক্যোপকৰ্ণ জগৎসৰ্জনপালনাদিকার্যম্ অক্ষব্রহ্মণো হিব্যা-  
গৰ্ভস্ত ॥ অন্নভেদেহ “হিব্যাগৰ্ভঃ সমবর্ততাং তুতস্ত জাতঃ পতিবেক আসীদ” ইতি ।  
“ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্ভূত্ব বিশ্বস্ত কৰ্তা ভুবনস্ত গোপ্তা” ইতি চ । ন হি জগতঃ স্রষ্টা  
ব্রহ্মা মুক্তপুরুষস্তস্তাপি মুক্তিস্ববণাৎ । উক্তক “ব্রহ্মণা সহ তে সৰ্বে সস্ত্রাণ্ডে প্রতিসম্ভবে ।  
পবস্তান্তে কৃতান্তানঃ এবিশন্তি পরং পদম্” ইতি । সৰ্ববিৎ সৰ্বাধিষ্ঠাতা জগদন্তবাস্তা  
ব্রহ্মবিষ্ণুকল্পস্বকপো ভগবান্ হিব্যাগৰ্ভঃ । স হি পূৰ্বসৰ্গে সান্মিতসমাহিসিদ্ধেৰিহ সৰ্গে  
সৰ্বজ্ঞঃ সৰ্বাধিষ্ঠাতা ভূষা প্রোদুতঃ । তন্ত ঐশংস্কাবাদেব সৃষ্টিঃ প্রবর্ততে । স্বৰ্ঘভেদেহ  
“হিব্যাগৰ্ভো ভগবানেব বুদ্ধিবিতি স্মৃতঃ । মহানিতি চ যোগেষ্ণু বিবিধিবিতি চাপ্যুত ॥  
মুতং নৈকান্নকং যেন কৃৎস্নং ত্রৈলোক্যমাশ্রিতা । তথৈব বিশ্বরূপদ্ব্যবিশ্বরূপ ইতি শ্রুতঃ ॥”  
ইতি । বিবেকবল্যাদ্ যদা স পরং পদং এবিশতি তদা ব্রহ্মাণ্ডস্ত লয় ইত্যেব ঐতিহ্য-  
সাংখ্যযোগানাম্ সমীচীনো বাছ্যন্তঃ ।

বা ভ্রমবিবৰ্ধমান) জ্ঞানশক্তি দেখা যায় । তাহাযেব উপাহারন অসীম প্রকৃতি । তজ্জন্ত সেই  
শাস্ত্রিয় জ্ঞানশক্তি কোথাও বাইরা নিবতিশবতা প্রাপ্ত হইবাছে । যে চিত্তে জ্ঞানশক্তিয এই  
নিবতিশবৎ-প্রাপ্তি ঘটরাছে, সেই চিত্তমুক্ত যে সৰ্বজ্ঞ পুরুষ তিনিই ঈশব, এইরূপে অহমানেব  
ধাবা ঈশব-সিদ্ধি হয় ।

সেই ভগবান্ পৰমেশ্বৰ জগদ্ব্যাপাবেব সহিত নিলিপ্ত, কাৰণ তিনি নিত্য মুক্ত । মুক্ত পুরুষদেব  
ধাবা জগৎ-সৃষ্টি মুক্তিবিকল্প এবা শাস্ত্রেবও বিবোদী । জগৎ-সৃষ্টি ও পালনাদি (‘জগৎ এইরূপে  
থাকুক’—হিব্যাগৰ্ভদেবেব এইরূপ সংকল্পই জগৎ-পালন) অক্ষব্রহ্ম হিব্যাগৰ্ভদেবেব কাৰ্য । এ  
বিষয়ে শ্রুতি বধা, “হিব্যাগৰ্ভঃ প্রথমে প্রোদুতঃ হইবাছিলেন এবা তিনি জাত হইবা বিধেব একমাত্র  
পতি হইবাছিলেন”, “দেবতাদেব মধ্যে ব্রহ্মা ( হিব্যাগৰ্ভেবই অস্ত নাম ) প্রথমে উৎপন্ন হইবাছিলেন,  
তিনি বিধেব কৰ্তা এবা ভুবনেব পালবিতা” । জগতেব স্রষ্টা ব্রহ্মা মুক্ত পুরুষ নহেন, কাৰণ, পবে  
তাঁহাব মুক্তি হয় এই কথা স্মৃতিতে আছে । এ বিষয়ে উক্ত হইবাছে, “ব্রহ্মাব সহিত তাঁহাবা সকলে  
( ব্রহ্মলোকঃ স্বৰ্গ-বিশেষেবা ) প্রলয়কালে কল্পপ্রলয়েব অন্তে ( মহাকল্লাভে ) কৃতান্তা হইবা পৰম পদ  
কৈবল্য লাভ কবেন” । সৰ্ববিৎ, সৰ্বাধিষ্ঠাতা ( সৰ্বব্যাপী ), জগতেব অন্তবাস্তা অর্থাৎ বাঁহাব  
অন্তঃকবেণে জগৎ প্রতিষ্ঠিত সেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব-স্বরূপ ভগবান্ হিব্যাগৰ্ভ । তিনি পূৰ্বসৃষ্টিতে  
সান্মিত সমাধিতে সিদ্ধ হইবাছিলেন, তাঁহাব ক্ষণে ইহ সৃষ্টিতে সৰ্বজ্ঞ ও সৰ্বাধিষ্ঠাতা হইবা প্রোদুত  
হইবাছেন । তাঁহাব ঐশ সংস্কাব হইতে সৃষ্টি প্রবর্তিত হইবাছে । এ বিষয়ে স্মৃতি বধা, “এই ভগবান্  
হিব্যাগৰ্ভঃ বুদ্ধি বা বৃত্তিতত্ত্বদ্ব্যাবী বলিষা স্মৃত হন এবা যোগসম্প্রদায়ে মহান্ ও বিবিধি নামে উক্ত হন ।  
এই অনেকাঙ্গক সমগ্র ত্রৈলোক্যকে তিনি আশ্রাতে বা স্বীয় অন্তঃকবেণে ধাবণ কবিষা রহিবাছেন,  
আব, বিশ্ব তাঁহাব রূপ বলিষা শ্রুতিতে তিনি বিশ্বরূপ নামে আখ্যাত হন” ( মহাভাবত ) । বিবেক-  
জ্ঞান লাভ কবিষা তিনি স্বধন পৰম পদ কৈবল্য লাভ কবেন, তখন ব্রহ্মাণ্ডেব লয় হয়, ইহাই শ্রুতি-  
স্মৃতি-সাংখ্যযোগদিব সমীচীন সিদ্ধান্ত ।

সাম্যজ্ঞেতি। সাম্যজ্ঞমারোপসংহারে—ঈদৃশেশ্বরঃ অন্তীতি সাম্যজ্ঞাননিশ্চয় জনয়িত্বা কৃতোপকল্পঃ—নিবৃত্তম্ অল্পমানম্। ন তদ্ বিশেষপ্রতিপত্তৌ—বিণেয়জ্ঞানজননে সমর্থমিতি হেতোঃ ঈশ্ববস্ত সংজ্ঞাদিবিশেষ-প্রতিপত্তিঃ—প্রণবাদিসংজ্ঞায়াঃ প্রণিধানো-  
পায়স্ত চেত্যাदीনাং জ্ঞানং শাস্ত্রতঃ পর্যবেক্ষা শিক্ষণীয়া ইত্যর্থঃ। তজ্জ্ঞেতি। ঈশ্ববস্ত  
আত্মাঃপ্রহ্লাভাবেহপি—ষোপকারায় প্রবর্তনাভাবেহপি ভূতানুগ্রহঃ প্রয়োজনম্—ভৎ-  
কর্মণঃ প্রয়োজকম্। তস্য নিত্যমুক্তস্য ভগবতঃ কিং কার্ণং জ্ঞায্যং তদাহ। তস্য নিত্য-  
মুক্তস্য নিত্যকালং যাবদ্ জগচ্ছন্ননসংহাবাদিকার্যং ন জ্ঞায়েন সঙ্গতম্। ঈশ্ববাণ্যং কার্যং  
জ্ঞানধর্মোপদেশেন সংসারিণাং পুঙ্খানাম্ উদ্ধরণম্। ভূতোপঘাতহীনং পবনপদপ্রাপণং  
কার্যং কাকনিকস্য সর্বজস্য ভবিতুমর্হতীতি। ঈশ্বরস্তথা চ সগুণেশ্বরো ভগবান্ হিবণ্য-  
পর্ভঃ সূর্যকালে স্বাস্ত্যন্তবহ্নয় প্রলয়কালে জনিত্তমাপেন নির্মাণচিহ্নেন ভূতানুগ্রহং  
করোতীতি যোগানান্ মতম্।

অধিগতকৈবল্যস্যাপি যোগিনো নির্মাণচিহ্নাবিষ্ঠানং কুর্ন্তো যেশনাবিশয়ে পঞ্চ-  
শিখাচর্চিস্য বচনং প্রমাণয়তি, তথেন্তি। আদিবিশ্বান্ ভগবান্ পরমহিঃ কপিলো নির্মাণ-  
চিহ্নং—নষ্টে সংস্কারে যোগিনাং চিহ্নং ন স্মরমেব ব্যুত্তিষ্ঠতি কিং তু স্বেচ্ছাপরিণতয়া

সাম্যজ্ঞান উপসংহারে অর্থাৎ 'এই এই লক্ষণবৃত্ত ঈশ্বব আছেন'—এই সাম্যজ্ঞ নিশ্চয়জ্ঞান  
(অতিশয়জ্ঞের) উৎপাদন কবিয়া অল্পমান প্রমাণেব উপকল্প বা নিবৃত্তি হব অর্থাৎ অল্পমানের দ্বাৰা  
অল্পমানের অতিশয়ি সাম্যজ্ঞ ধর্মবই জ্ঞান হইতে পারে। তাহা (অল্পমান) বিশেষেব প্রতিপত্তি  
কবাইতে অর্থাৎ বিশেষজ্ঞান উৎপাদন কবিতে সমর্থ নহে, তজ্জ্ঞ ঈশ্ববেব সংজ্ঞা আদি লক্ষ্যে  
বিশেষজ্ঞান, স্বপ্ন, প্রণবাদি সংজ্ঞা এবং প্রণিধানের উপায় ইত্যাদি লক্ষ্যবই জ্ঞান, শাস্ত্রসাহায্যে  
অবেক্ষণীয় বা শিক্ষণীয়। ঈশ্ববেব আত্মানুগ্রহেব বা ষোপকারেব আবশ্যকতা না থাকিলেও অর্থাৎ  
নিজেব কোনও উপকারেব (স্বার্থসিদ্ধির) জন্য প্রবর্তনাব প্রয়োজন না থাকিলেও, প্রাণীদেব প্রতি  
অনুগ্রহই প্রয়োজন অর্থাৎ তাহাই তাঁহাব কর্ণেব প্রয়োজক। সেই নিত্যমুক্ত ভগবানেব কোন কার্য  
'সঙ্গত তাহা বলিতেছেন। সেই নিত্যমুক্ত ঈশ্ববেব নিত্যকাল যাবৎ জগত্তেব সৃষ্টি-সংহাবাদি কার্য  
জ্ঞানস্বত্ব নহে (যুক্তিতে বাধে)। জ্ঞান-ধর্মোপদেশে দ্বাৰা সংসারী জীবদেব উদ্ধাব কবাই পবনপদ-  
শালীদেব একমাত্র কবণীয় কার্য হইতে পারে। প্রাণিসীডনবজিত পবনপদপ্রাপক কার্যই কাকনিক  
লব্ধ ঈশ্ববেব পক্ষে সমুচিত। নিষ্ঠূর্ণ ঈশ্বব এবং সগুণ ঈশ্বব ভগবান্ হিবণ্যপর্ভঃ সৃষ্টিকালে আত্মহ  
অবস্থায় থাকিবা প্রলয়কালে উৎপন্ন নির্মাণচিহ্নেব দ্বাৰা ভূতানুগ্রহ কবিয়া থাকেন, ইহা যোগ-  
লভ্যদ্বাৰেব মত।

সাহায্যেব দ্বাৰা কৈবল্য অধিগত হইবাছে এইরূপ যোগীদেবো নির্মাণচিহ্ন আশ্রয় কবিয়া  
উপদেশপ্রদান-বিষয় পঞ্চশিখাচর্চিবে বচনই প্রমাণ কবিত্বেছে। আদিবিশ্বান্ ভগবান্ পরমহিঃ কপিল  
নির্মাণচিহ্নে অধিষ্ঠানপূর্বক অর্থাৎ সংস্কার নষ্ট হইলে যোগীদেব চিত্ত স্মরণ উদ্ভিত হব না, কিন্তু স্বেচ্ছাব  
পরিণত (বিকাবিত) অন্ত্রিতাব দ্বাৰা যোগীবা ভূতানুগ্রহেব জন্য যে চিত্ত নির্মাণ কবেন, তাদৃশ

অস্থিত্য। যোগিনিস্চিভ্জ নির্মিত্তে ভূতানুগ্রহায়, তাদৃশং নির্মাণচিন্তমধিষ্ঠায় জিজ্ঞাস-  
মানায় আশ্রয়ে কাক্ষ্যং তন্ম—সাংখ্যযোগবিজ্ঞাং প্রোবাচ। এবম্ ঈশ্বরো নিত্য-  
মুক্তোহপি নির্মাণচিন্তমধিষ্ঠায় তদেকশরণান্ অশ্রুতিপন্নবিবেকান্ যোগিনো বিবেকো-  
পদেশেন নিঃশ্রেয়সং প্রাপয়তীতি সর্বমবদাতম্। ঈশ্বর এক এব ব্রহ্মাদয়ো দেবা  
অসংখ্যাতাঃ, ব্রহ্মাণ্ডানামসংখ্যেয়বাং। উক্তঞ্চ “কোটিকোটিযুতানীশে চাণ্ডানি কথিতানি  
তু। তত্র তত্র চতুর্ভুক্তা ব্রহ্মাণো হবযো ভবাঃ। অসংখ্যাতাস্ত কক্ষাখ্যা অসংখ্যাতাঃ  
পিতামহাঃ। হরয়শ্চাপ্যসংখ্যাতা এক এব মহেশ্বর” ইতি।

২৬। পূর্ব ইতি। পূর্বে গুরবো হিরণ্যগর্ভাদয়ঃ কালেনাবচ্ছেদ্যন্তে ন নিত্যমুক্তা  
ইত্যর্থঃ। যথেন্তি। যথা এতৎসর্গস্যাদৌ ঈশ্বরস্য প্রকর্ষগত্যা—প্রকর্ষস্য মোক্ষস্য গতিঃ  
অবগতিঃ তয়া, ঈশ্বরঃ সিদ্ধস্তথা অভিক্রান্তসর্গেবু অপি স সিদ্ধঃ। আদিশব্দেন অনাগত-  
সর্গেহপি তৎসিদ্ধিরিতি প্রত্যোতব্যা।

২৭। তস্যোতি। ঈশ্বরস্য বাচকঃ—নাম প্রণবঃ ওঙ্কার ইতি সূত্রার্থঃ। কিম্  
ইতি। সন্তি পদার্থী যে সাংকেতিকবাচকপদমন্তরেনাপি বুধ্যন্তে। যথা নীলঃ পীতো

নির্মাণচিত্ত আশ্রয় কবিয়া জিজ্ঞাসমান আহরি ঋষিকে করুণাপূর্বক তন্ন বা সাংখ্যযোগ-বিজ্ঞা বলিয়া-  
ছিলেন। এইরূপে ঈশ্বর নিত্যমুক্ত হইলেও নির্মাণচিত্তে অধিষ্ঠিত হইয়া তাঁহাবই শব্দগত ( তৎ-  
প্রণিবানে সমাহিতচিত্ত ) বিবেকখ্যাতিহীন বোগদর্শকে বিবেকের উপদেশ দিয়া নিঃশ্রেয় বা কৈবল্য,  
লাভ কবাইয়া যেন ( তদজিগ্ৰুহ কবাইয়া যেন )। ইহাব দ্বাৰা সমস্ত স্পষ্ট কবিয়া বলা হইল। ঈশ্বর  
এক, কিন্তু ব্রহ্মাদি দেবতা অসংখ্য, কারণ, ব্রহ্মাণ্ডসকল অসংখ্য। উক্ত হইয়াছে যথা, “হে ঈশে।  
( দেবি ! ) কোটি কোটি, অসুত অসুত, ব্রহ্মাণ্ড আছে বলিয়া কথিত হয়, তাহাব প্রত্যেকটিতেই  
চতুর্মুখ ব্রহ্মা, হবি এবং ভব বা হব আছে। কল্প অসংখ্য, পিতামহ ব্রহ্মা অসংখ্য, হবিও অসংখ্য,  
কিন্তু মহেশ্বর অর্থাৎ অনাদিমুক্ত ঈশ্বর এক” ( লিঙ্গপুৰাণ )।

২৬। পূর্বের অর্থাৎ অতীতকালেব হিব্যগর্ভাদি মোক্ষণোপদেশো গুরুগণ কালেব দ্বারা  
নীমাবদ্ধ অর্থাৎ তাঁহাবা নিত্যমুক্ত নহেন। যেমন এই স্থষ্টির আদিতে ঈশ্বরের প্রকর্ষগতিব দ্বাৰা  
অর্থাৎ প্রকর্ষ বা মোক্ষ, তাহাব যে গতি বা অবগতি তদ্বাৰা অর্থাৎ মোক্ষ-বিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা,  
ঈশ্বর সিদ্ধ হয় ( মোক্ষতত্ত্ব অনাদি বলিলে যেমন তদুপদেশো মূল এক অনাদিমুক্ত পুরুষের সত্তা স্বীকৃত  
হয় ) তদ্বং বিগত সৃষ্টিতেও ঐরূপে ঈশ্বরসত্তা সিদ্ধ হয়। ‘আদি’ শব্দের দ্বাৰা অনাগত স্থষ্টিতেও  
এইরূপেই সিদ্ধ হইবে—ইহা বুঝিতে হইবে।

২৭। ঈশ্বরের বাচক অর্থাৎ নাম প্রণব বা ওঙ্কার ইহাই সূত্রের অর্থ। এইরূপ পদার্থ আছে  
যাহা সাংকেতিক বাচক-পদব্যতীতও বিজ্ঞাত হয়, যেমন নীল, পীত, গো ইত্যাদি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের  
দ্বাৰাই ইহাদের সাক্ষ্য জ্ঞান হইতে পাবে, শব্দ বা ভাবাব আবশ্যকতা নাই। কোনও কোনও পদার্থ  
তাহা নহে, তাহাবা কেবল বাচক পদের দ্বাৰাই অবগত হইবাব যোগ্য, যেমন—‘পিতা-পুত্র’ ইত্যাদি  
সম্বন্ধবাচী পদার্থের জ্ঞান যাহা ইন্দ্রিয়দ্বারা নহে। ‘বাহার দ্বাৰা পুত্র উপাধিত হয় তিনি, পিতা’—

গৌবিত্যাদয়ঃ। কেচিৎ পদার্থা ন তথা। তে হি বাচকৈঃ পদৈরেবাবগম্যন্তে যথা পিতা পুত্র ইত্যাদয়ঃ। যেনোৎপাদিতঃ পুত্রঃ স পিতৃতি বাকার্থঃ পিতৃশব্দেন সংকেতীকৃতস্তৎসংকেতং বিনা ন পিতৃপদার্থস্য অবগতিঃ। অত্র হি বাচ্যবাচকসম্বন্ধঃ প্রদীপ-প্রকাশবদবস্থিতঃ, যথা প্রদীপপ্রকাশৌ অবিনাভাবিনৌ তথা পিত্রাদিশব্দভদর্থৌ। এবং স্থিত এব বাচ্যেন সহ বাচকস্য সম্বন্ধঃ।

ঈশ্বব-বাচকপ্রণবশব্দস্তমর্থম্ অভিনয়তি—প্রকাশয়তি। এতচ্ছব্দং ভবতি। যঃ ক্লেশাদিভিন্নপদ্যুপাধৌ নিত্যমুক্তঃ কাকশিকঃ স ঈশ্বব ইত্যাদিবর্ধো ন বাচকশব্দং বিনা বোদ্ধব্যঃ, অতঃ কেনচিৎ বাচকেন সহ তদ্ব্যচ্যাস্য সম্বন্ধঃ অবিনাভাবিচ্ছিন্নতাস্থিত এব। সংকেতীকৃতেন প্রশবেন বাচকেন তদর্থস্য অবজ্ঞাতনম্।, সর্গান্তরেহপি ঈদৃশো বাচ্য-বাচকশব্দ্যপেক্ষঃ সংকেতঃ ক্রিয়তে নাস্তথা। তদ্বৈপরীত্যস্য অচিস্তনীয়বাদিতি। এবং সম্প্রতিপত্তেঃ—সদৃশব্যবহাবপবম্পরায়ঃ প্রবাহরূপেণ নিত্যস্বাদ্ নিত্যঃ শব্দার্থসম্বন্ধঃ—কেনচিৎ শব্দেন সহ কস্যচিৎ অর্থস্য সম্বন্ধ ইতি আগমিনঃ প্রতিজ্ঞানভেদে—আতিষ্ঠন্তে।

২৮। বিজ্ঞাত ইতি। বিজ্ঞাতবাচ্যবাচকস্য—প্রণবস্বরূপেন সহ স্য সার্বজ্ঞাদি-গুণযুক্তস্য ঈশ্বরস্য স্মৃতিকপতিষ্ঠতে স এব বিজ্ঞাতবাচ্যবাচকো যোগী, তস্য তজ্ঞপঃ

এই বাক্যার্থ পিতৃ-পুত্রের দ্বারা সংকেতীকৃত হইয়াছে, সেই সংকেত ব্যতীত পিতৃপদার্থের অবগতি হইতে পারে না। এখানে বাচ্যবাচক-সম্বন্ধ প্রদীপ-প্রকাশবৎ অবস্থিত। যেমন প্রদীপ এবং তাহার প্রকাশগুণ অবিনাভাবী তদ্রূপ পিতৃ-পুত্র শব্দ এবং তাহার অর্থ অবিনাভাবী (বাচক শব্দ ব্যতীত পিতা-পুত্র আদি সম্বন্ধ-পদার্থ বৃষ্টিবাব উপায় নাই, কিন্তু দৃষ্টবান 'ঐ বৃক্ষ'—এখানে বৃক্ষশব্দ বাচক শব্দ ব্যবহাব না কবিলেও বৃক্ষজ্ঞানসেব কোনও বাধা হয় না)। এইরূপে বাচ্যেব সহিত বাচকের সম্বন্ধ অবস্থিত আছে বা তাহার আবশ্যকতা আছে।

ঈশ্বব-বাচক প্রণবশব্দ তাহার অর্থকে অভিনয় করে বা প্রকাশিত করে। ইহাতে বলা হইল যে—যিনি ক্লেশাদি ব দ্বারা অপবাসুটে, নিত্যমুক্ত এবং কারুণিক, তিনিই ঈশ্বব—এই অর্থ বাচকশব্দ ব্যতীত বুদ্ধ হইবাব যোগ্য নহে। অতএব এইরূপ কোনও বাচ্যেব সহিত তাহার বাচকেব সম্বন্ধ অবিনাভাবী বলিয়া তাহা নিত্য অবস্থিত বা আছে। সংকেতীকৃত প্রণবরূপ বাচকেব দ্বারা ঈশ্বব-পদেব অর্থ অন্তবে প্রকাশিত হয়। অত্র স্মৃতিভেদে এইরূপ বাচ্য-বাচক-শব্দ-সাপেক্ষ সংকেত কৃত হইয়াছে, অত্র কোনও প্রকাবে নহে, যেহেতু তাহার বিপরীত অত্র কিছু চিন্তনীয় নহে (কাবণ, তদ্ব্যতীত ইঞ্জিবেব অগোচর বিষয়েব জ্ঞান হইতে পারে না)। এইরূপে সম্প্রতিপত্তি ব দ্বারা অর্থায় সদৃশ ব্যবহাব-পবম্পবাব দ্বারা (অপ্রত্যক্ষ বিষয় শব্দেব দ্বারা ববাববই সংকেতীকৃত হইয়া আসিতেছে বলিবা) প্রবাহরূপে নিত্যস্বাদ্ (বিকাবশীল রূপে নিত্য বলিবা) এই শব্দার্থ-সম্বন্ধ (যেমন 'ঈশ্বব'-শব্দ এবং ঈশ্ববপদেব অর্থ) অর্থায় কোনও শব্দেব সহিত কোনও অর্থেব যে সম্বন্ধ, তাহা নিত্য—ইহা আগমীদেব মত।

২৮। বাচ্যবাচকত্ব দ্বাহার নিকট বিজ্ঞাত অর্থায় প্রণবশব্দগম্যত্র দ্বাহাব নিকট সার্বজ্ঞাদিগুণযুক্ত ঈশ্ববেব স্মৃতি উপস্থিত হয়, তিনিই বিজ্ঞাত-বাচ্যবাচক যোগী, সেই যোগী ব দ্বারা যে তাহার জপ

প্রণবজপঃ, তদৰ্থভাবনঞ্চ ঈশ্বরপ্রণিধানং চিন্তাহিতিকরম্ । প্রণবস্যোতি স্মৃগমম্ । তথেষতি ।  
 স্বাধ্যায়াৎ—নিবস্তবপ্রণবজপাদ্ বোগম্ ঐকাগ্র্যম্ আসীত—সম্পাদয়েদিত্যর্থঃ ।  
 বোগাৎ—ঐকাগ্র্যলক্ষণা অন্তর্দৃষ্ট্যা স্মৃগস্য অর্থস্য অধিগমাৎ স্বাধ্যায়ম্ আমনেৎ—  
 অভ্যাসেৎ, তমর্থং লক্ষ্যকৃত্য জঞ্জপূকো ভবেদিত্যর্থঃ । এবং স্বাধ্যায়যোগসম্পত্ত্যা—  
 স্বাধ্যায়েন যোগোৎকর্ষস্য যোগেন চ স্বাধ্যায়োৎকর্ষস্য সম্পাদনম্ ইত্যনেনোপায়েন,  
 পবনাস্তা প্রকাশতে ।

২৯। কিঞ্চেতি । কিঞ্চ ঈশ্বরপ্রণিধানাদস্ত বোগিনঃ প্রত্যক্চেতনাদধিগমঃ  
 সম্ভবান্নাভাবশ্চ ভবতি । প্রত্যক্—প্রতিব্যক্তিগতঃ, চেতনঃ—চেতন্তম্, আত্মগতস্য  
 ত্রুষ্ট্চেতন্তস্য অধিগমঃ—উপলব্ধিভবতি বোগান্তবায়াতাবশ্চ ভবতি । কথং স্বরূপ-  
 দর্শনং—প্রত্যক্চেতনাদধিগমস্তদাহ যথেষতি । যথা এব ঈশ্বরঃ শুদ্ধঃ—শুণাতীতঃ, প্রসন্নঃ  
 —অবিচ্ছাদিহীনঃ, কেবলঃ—কৈবল্য্য প্রাপ্তঃ, অরূপসর্গঃ—কর্মবিপাকহীনঃ, তথা  
 অন্ননপি আত্মবুদ্ধেঃ প্রতিসংবেদী যঃ পুরুষ ইত্যেবং সূক্তপুরুষপ্রণিধানাদ্ নিষ্ঠুর্গন্ধা-  
 চৈতন্তস্যাদিগমো ভবতি ।

অর্থাৎ প্রণবের জপ এবং তাহার অর্থভাবন, তাহাই চিন্তের হিতিকর ঈশ্বর-প্রণিধানরূপ সাধন ।  
 স্বাধ্যায় হইতে অর্থাৎ নিবস্তব প্রণব জপ হইতে বোগ বা চিন্তের ঐকাগ্র্য সম্পাদন কবিবে, বোগ বা  
 চিন্তের একাগ্রতা হইতে লক্ষ্য অন্তর্দৃষ্টিব দ্বাৰা হস্ত অর্থেব অধিগমপূর্বক স্বাধ্যায়েব উৎকর্ষ বা অভ্যাস  
 কবিবে অর্থাৎ সেই হস্তভব অর্থেব প্রতি লক্ষ্য রাখিবা পুনঃ পুনঃ ধ্যানশীল হইবে । এইরূপে স্বাধ্যায়  
 ও বোগ-সম্পত্তিব দ্বাৰা অর্থাৎ স্বাধ্যায়েব দ্বাৰা যোগেব এবং বোগেব দ্বাৰা স্বাধ্যায়েব উৎকর্ষ  
 সম্পাদনরূপ এই উপায়েব দ্বারা পবনাস্তা প্রকাশিত হন অর্থাৎ নাথকেব আত্মজ্ঞান লাভ হয় ।

২৯। কিঞ্চ ঈশ্বর-প্রণিধান হইতে এই বোগীব প্রত্যক্চেতনের অধিগম হয় এবং অন্তবায়-  
 সকলেব অভাব হয় । প্রত্যক্ অর্থে প্রতিব্যক্তিগত, তজ্জপ যে চেতন বা চৈতন্ত তাহাই প্রত্যক্-  
 চৈতন্ত । প্রণিধানেব দ্বাৰা আত্মগত অর্থাৎ আত্মভাবকে বিশ্লেষ কবিলে বাহ্যকে পাওবা দ্বায় সেই  
 ত্রুষ্ট্চেতন্তেব অধিগম বা উপলব্ধি হয় এবং যোগের অন্তবায়সকলেবও অভাব হয় । কিরূপে বোগীব  
 স্বরূপদর্শন বা প্রত্যক্-চেতনাদিগম হয় ?—তাহা বলিতেছেন । যেমন ঈশ্বর শুদ্ধ বা শুণাতীত,  
 প্রসন্ন বা অবিচ্ছাদিসহীন, কেবল অর্থাৎ কৈবল্য্যপ্রাপ্ত, অরূপসর্গ বা ( উপলব্ধিরূপ- ) কর্মবিপাকহীন,  
 এই আত্মবুদ্ধিব প্রতিসংবেদী পুরুষও তজ্জপ, এইরূপে সূক্তপুরুষেব প্রণিধান হইতে নিষ্ঠুর্গ  
 চৈতন্তেব অধিগম হয় ।\*

\* জগৎস্রষ্টা প্রকৃষ্ণাতিক্রম্যেপ্রচিন্তমূলক বা সত্ত্বম ঈশ্বর বলে এবং অনাদিসমূলক চিন্তকে নিষ্ঠুর্গ ঈশ্বর বলা হয় । নিষ্ঠুর্গ  
 ইত্যেব লক্ষণে ১২৫ শ্লোকে এবং তাহাব ভাষ্যে নির্দল চিন্তের উল্লেখ কবিবা তাহাকে সর্বজ্ঞ অর্থাৎ প্রচিন্তমূলক বলা হইবাছে ।  
 আবার এই শ্লোকে ও ভাষ্যে তিনি বুদ্ধিব প্রতিসংবেদী জিজ্ঞাসাতীত পুরুষতুল্য আখ্যাত হইবাছেন, এ বিবরণ নিম্নোক্তরূপে সমাধেয় ।

ইনি অনাদিকাল বায়ং চিন্তেব অনবীন কিন্তু প্রতি সৃষ্টিব প্রলয়ে ঈশ্বরতামূলক নির্দীপচিন্ত আশ্রয় করেন । এই দৃষ্টিতে  
 তিনি 'পৃথগবিশেষ', তিনি পৃথগতত্ত্ব নহেন যেহেতু ঈশ্বর বলিদেই তাহাব জ্ঞানৈক্যমূলক চিন্ত আসিবা পাড়ে । নির্দীপচিন্ত যে

৩০। অর্থোতি স্মরণমভারয়তি। নব ইতি। খাত্তুঃ—বাতপিত্তাদিঃ, রসঃ—  
আহারপরিপাকজাতরসঃ, করণানি—চক্ষুরাদীনী এষাং বৈষম্যং—বৈকণ্যং ব্যাধিঃ।  
অকর্মণ্যতা—ভ্রমণাৎ। উভয়কোটিস্পৃক্ ইদং বা অনো বা ইতুভয়প্রাপ্তিস্পর্শি।  
গুরুদ্বাং—জাভ্যাং, নিজাতভ্রাদিতামসাবস্থায় বা কারচিন্তয়োঃ সাধনে অপ্রবৃত্তিঃ।  
বিষয়সম্প্রয়োগাচ্চ। গর্ধঃ—বিষয়সংস্কারপা তৃষ্ণা। ভ্রান্তিদর্শনং—তত্ত্বানাম্ অভ্রুপ-  
প্রতিষ্ঠং জ্ঞানম্। সমাধিতুমিঃ—প্রথমকল্পিকো মধুমতী প্রজ্ঞাজ্যোতিঃ অতিক্রান্ত-  
ভাবনীরশেচতি চতস্রঃ অবস্থাঃ।

৩১। দ্বুঃখমিতি। স্মরণম্। অভিহতাঃ—অভিঘাতপ্রাপ্তাঃ। উপঘাতায়—  
নিরাশায।

৩২। অর্থোতি। চিন্তনিরোধেন সহ বিক্ষেপা নিরুদ্ধা ভবন্তি। অভ্যাস-  
বৈরাগ্যাভ্যায় নিরোধঃ সাধ্যঃ। তয়োরাভ্যাসস্য বিবয়ম্ উপসংহরন্—সংক্ষিপন্ ইদমাহ  
—ঈশ্বরপ্রশিধানাদীনোং সর্বপ্রকাব্যভ্যাসানাম্ সাধারণবিষয়ং সারভূতং সমাসত আহ তদ্বিতি

৩০। হৃদয়ের অবতারণা কবিভেদেহন। খাত্তু অর্থে বাত-পিত্তাদি, রস অর্থে আহার্যপরিপাক-  
জাত রস, কবচকল অর্থে চক্ষুবাণি—ইহায়েব যে বৈষম্য বা বৈরূপ্য তাহাই ব্যাধি। অকর্মণ্যতা  
অর্থে বাহা চক্ৰজতা হইতে উৎপন্ন (উপযুক্ত কর্মে না গিয়া অন্য কর্মে চিন্তেব বিচলনশীলতা)। উভয়  
কোটি (সীমা)—স্পৃক্ (সংস্পর্শী) বিজ্ঞান যেমন, 'ইহা অথবা উহা' এইরূপ উভয় সীমা-স্পর্শী যে  
জ্ঞান তাহাই গুণ্য। গুরুদ্বয় অর্থে জড়তাবশতঃ, নিজাতভ্রাদি তাকস অবস্থাব কাষ ও চিন্তেব যে  
সাধনে নিশ্চেষ্টতা তাহাই আলতমূলক গুরুত্ব। বিষয়-সম্প্রয়োগাচ্চ। গর্ধ—বিষয়ে সংলগ্ন হইবা  
ধাক্কাকল্প চিন্তেব যে তৃষ্ণা বা আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ অবৈবাগ্য। ভ্রান্তিদর্শন অর্থে তত্ত্বসম্বন্ধে অববার্থ  
বা বিপর্যস্ত জ্ঞান। সমাধিতুমি অর্থে প্রথমকল্পিক, মধুমতী, প্রজ্ঞাজ্যোতি ও অতিক্রান্তভাবনীর—  
সমাধিব এই চারি প্রকাব্য ক্রমোচ্চ অবস্থা।

৩১। অভিহত হইলে অর্থাৎ অভিঘাত বা বাধা-প্রাপ্তি ঘটিলে। উপঘাতেব জন্ত বা বাধা  
নিরাস কবিবাব জন্ত (যে চেষ্টা তাহাই দ্বুঃখ)।

৩২। চিন্তেব নিবোধের সহিত বিক্ষেপকলও নিরুদ্ধ হয়। অভ্যাস এবং বৈবাগ্যেব বাবা  
নিরোধ সাধনীয়। তন্মধ্যে অভ্যাসেব বিবসেব উপসংহায কবিবা অর্থাৎ সাব সংকলন কবিবা ইহা  
বলিতেছেন। ঈশ্বর-প্রশিধান আদি সর্বপ্রকাব্য অভ্যাসেব যে সাধাবণ ও সাবভূত বিবব তাহা এই  
হৃদয়েব বাবা সংক্ষেপেব বলিতেছেন। বিক্ষেপেব প্রতিবেদেব জন্ত যে একতত্ত্বালখন অর্থাৎ যে অবস্থাব

বসের কাবণ নহে তাহা ৪৩ সূত্র ও ভাষ্য হইতে জানা যায়। এই কারণে তিনি চিন্তের অনবীন বা সমাসূত্র নির্ভণ। এতলে  
বিশেষ কবিবা লক্ষণীয় যে 'অনাসিদ্ধ', 'স্বষ্টিব প্রলম্ব' (স্বতরাং জীব আদি ভৌতিক সব কিছুই প্রলম্ব) প্রভৃতি কালান্তর্গত  
নহে। সর্বজ্ঞেব নিকটও অতীতানাগত জ্ঞেব নাই, তাঁহার কাছে সবই বর্তমান। ভাবাব ঐ সব অবস্থা বিবৃত করিতে হইলে  
তাহা কালান্ত্রিত হইবা বিকল্পিত (১৮ সূত্র) হয় বলে ভাবার দিক হইতে কিছু অসঙ্গতি অনিবর্ধ্য। স্বতন্তরা প্রজ্ঞায় (১৪৮  
সূত্র) সাধক ভাবা অতিক্রম করিলে ঐ বোধ কাটিয়া যায়। ('শব্দানিরাস' ১০। ভট্টব্য)।



সূত্রের। বিক্ষেপপ্রতিষেধার্থম্ একতত্ত্বালম্বনং—যস্মিন্ ধ্যানে যোগবিষয় একতত্ত্বালম্বকঃ চিত্তঞ্চ নানেকভাবেষু চ বিচরণশ্চভাবকং তাদৃশং চিত্তম্ অভ্যাসেৎ। ঈশ্বরপ্রাপ্তিধানে আদৌ চিত্তমনেকবিষয়েষু বিচরতি, যথা যঃ ক্লেশাদিবহিতো যঃ সর্বজ্ঞো যঃ সর্বব্যাপীত্যাदि-ভাবেষু সঞ্চরণং ন একতত্ত্বালম্বনতা চেতসঃ, অভ্যাসবলাৎ তন্ সর্বান্ সমালম্ব্য যদা একস্বরূপযোগ্যালম্বনং চিত্তং ক্রিয়তে তদা তাদৃশাদ্ অভ্যাসাৎ কার্যেন্দ্রিয়শৈথর্যং স্টিপ্রং প্রবর্ততে ততশ্চ বিক্ষেপা দূরীভবন্তি। একতত্ত্বালম্বনার অহম্ভাবঃ শ্রেষ্ঠো বিষয়ঃ। ঈশ্বরপ্রাপ্তিধানেইপি আত্মানম্ ঈশ্বরম্ কৃৎস্না ঈশ্বরবদহমিতি ধ্যাসেৎ। উক্তঞ্চ “একং ব্রহ্মময়ং ধ্যাসেৎ সর্বং বিশ্বে চরাচরম্। চরাচরবিভাগঞ্চ ত্যজেন্দ্রহমিতি শ্রবণং” ইতি। সর্বেষু অভ্যাসেষু একতত্ত্বালম্বনম্ চেতনোহিত্যাসঃ শ্রেষ্ঠঃ।

চিত্তমেকাগ্রং কার্যমিত্যুপদেশো ন তু যোগানামেব কিন্তু কণিকবাদিনোহপি চিত্তম্ নিবোধায় তত্শ্রুত্যায়ায়ুপদেশস্তি তেভ্যস্ত দৃষ্ট্যা চিত্তম্ একাগ্রং নিবৰ্ধকং বাঙমাত্রমিত্যুপপাদয়তি। অতোহস্ম তদুপস্থাসো নাপ্রাপ্তত ইতি। কণিকবাদিনাং নয়ে চিত্তং প্রত্যর্থনিযন্ত—প্রাত্যেকমর্থে উদ্ভূতং সমাপ্তঞ্চ ন কিঞ্চিদ্ বস্তু এককণিকচিত্তাৎ কণাস্তরভাবিনি চিত্তে গচ্ছতি। তচ্চ প্রত্যয়মাত্রং—তেবাং নয়ে সংস্কারা অপি প্রত্যয়াঃ,

যোগবিষয় একতত্ত্ব-স্বরূপ, সূত্রবাং চিত্ত অনেক পদার্থে বিচরণ-শ্চভাবযুক্ত নহে, তাদৃশ এক-বিষয়ক চিত্তের অভ্যাস করিবে। ঈশ্বর-প্রাপ্তিধানে প্রথমে চিত্ত অনেক বিষয়ে বিচরণ কবে, যেমন, যিনি ক্লেশাদিবহিত, যিনি সর্বজ্ঞ, যিনি সর্বব্যাপী, ইত্যাদি নানা ভাবে যে বিচরণশীলতা তাহা চিত্তেব একতত্ত্বালম্বনতা নহে। অভ্যাসবলেই সেই বিভিন্ন ভাবকে বা বিষয়কে একত্র সমাহার্য করিয়া বধন একতত্ত্ব-স্বরূপ যোগ বিষয়কে চিত্ত আলম্বন কবে, তখন তাদৃশ অভ্যাস হইতে কার্যেন্দ্রিয়ের স্বৈর অতি শীঘ্র প্রবর্তিত হয় এবং তাহা হইতেই বিক্ষেপসকল দূরীভূত হয়। একতত্ত্বালম্বনার্থ ‘আমি মাত্র’ ভাব শ্রেষ্ঠ বিষয়। ঈশ্বর-প্রাপ্তিধানেও নিজেকে ঈশ্বরম্ ভাবিয়া ‘আমি ঈশ্বরম্’—এইরূপ ধ্যান করিবে। যথা উক্ত হইয়াছে, “হে বিশ্বে, সমস্ত চরাচরকে অর্থাৎ হুঁ ও হুঁহু লোককে, এক ব্রহ্মময় জানিয়া ধ্যান করিবে। তাহাব পূর্ব ‘আমি’ এই মাত্র ভাব স্মৃতিতে রাখিয়া চরাচর বিভাগকেও ত্যাগ করিবে” (লিঙ্গ পুৰাণ)। সমস্ত অভ্যাসের মধ্যে একতত্ত্বালম্বনযুক্ত চিত্তেব অভ্যাসই শ্রেষ্ঠ।

চিত্তকে একাগ্র করিবার উপদেশ যে কেবল যোগস্বতাবলবীদেবই তাহা নহে। সনিকবাদীরাও (বৌদ্ধবিশেষ) চিত্তনিবোধ করিবার অল্প চিত্তকে একাগ্র বা একালম্বনযুক্ত করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। তাঁহাদের দৃষ্টিতে চিত্তেব একাগ্র্য যে নিরর্থক বাঙমাত্র তাহা স্মৃতির দ্বারা স্থাপিত করিতেছেন। অতএব এখানে ঐ বিষয়ের উপস্থাপন অপ্রাসঙ্গিক নহে। সনিকবাদীদের মতে চিত্ত প্রত্যর্থনিযত অর্থাৎ প্রাত্যেক অর্থে বা বিষয়ে তাহা উদ্ভূত হয় এবং লীন হয়। চিত্ত এককণিক বলিয়া অর্থাৎ একচিত্তেব সত্তা এককণিমাত্র ব্যাপিবা থাকে বলিয়া কোনও বস্তু অর্থাৎ সর্বচিত্তবৃত্তিতে অধিত কোনও এক ভাবপদার্থ পবনপেব চিত্তে যায় না। সেই চিত্ত প্রত্যয়মাত্র অর্থাৎ তাঁহাদের মতে সংস্কারসকলও প্রত্যয়, প্রত্যয়ের অতিরিক্ত অল্প কিছু (অল্পহৃত্য বস্তু) নাই, কাবণ, তদ্ব্যতীত

নাস্তি প্রত্যয়াতিবিভক্ত কিকিৎ, শূত্রোপাদানদ্বাং। তথা চ তেষাং চিত্তং ক্ৰণিকং—  
প্রত্যেকং ক্ৰণমাত্রব্যাপি নিবন্ধদ্বাং, ক্ৰণক্রমেণ উদীয়মানানি চিত্তানি পৃথক্। পূর্বক্ৰণিকং  
চিত্তমুত্তবস্ত প্রত্যয়কপং নিমিত্তকাবণম্ পূর্বস্ত অভ্যন্তনাশরূপে নিরোধে উত্তরং শূত্রা-  
দেবোৎপত্ততে। উক্তক “সৰ্বে সংস্কারা অনিত্যা উৎপাদব্যয়ধর্মিণঃ। উৎপত্ত চ নিকধ্যান্তে  
তেষাং ব্যাপশমঃ সূত্রঃ” ইতি।

তন্ত্ৰেতি। এতন্ময়ে সর্বমেব চিত্তমেকাগ্রং স্তাৎ, নিরর্থ্য স্তাৎ তেষাং বিক্ষিপ্তং চিত্ত-  
মিত্যুক্তিঃ ক্ৰণিকে প্রত্যেকং চিত্তে একস্তৈবাব্যস্ত। বর্তমানদ্বাং। যদীতি। সর্বতঃ  
প্রত্যাহৃত্য একস্মিন্ অর্থে সমাধানমেব একাগ্রতেতি চোৎ বদতি ভবান্ তদা চিত্তং  
প্রত্যর্থনিবৃত্তমিতি ভবহুজ্জির্বাধিতা ভবেৎ। বোহপীতি। উদীয়মানান্য প্রত্যয়ান্য  
সমানরূপতা এবং একাগ্র্যমিত্যপি ভবতাং দৃষ্টির্ন স্তায়া। স্মরণং ভাস্ম্যম্। তস্মাদিতি।  
চিত্তমেকম্ অনেকার্থমবস্থিতম্ ইতি দর্শনমেব স্তায়াম্। একম্—প্রবাহকপেণ সর্বেষু  
প্রত্যয়েষু অস্থিতমেকং বস্তু; অনেকার্থং—ন প্রত্যর্থম্ অবস্থিতম্—অস্মিতাশ্রয়ধর্মিকপেণ  
স্থিতমিত্যর্থঃ। ক্ৰণিকমতে স্মৃতিভোগরোবপি বিপ্লবঃ স্তাদিত্যাহ যদীতি। একেন চিত্তেন  
অনবিতাঃ—অসম্বন্ধাঃ স্বভাবভিন্নাঃ—ভিন্নসত্তাভাঃ প্রত্যবা যদি জায়েবন্ তদা অসম্বন্ধান্য

চিত্ত শূত্ররূপ উপাদানে নির্মিত। তদ্যতীত তাঁহাদের মতে চিত্ত কণিক অর্থাৎ প্রত্যেক চিত্ত কণমাত্র-  
ব্যাপী, কাবণ, তাহা নিবন্ধ ( বিভিন্ন প্রত্যয়সকলে অহুহ্যত কোনও এক অববি-বস্তু নাই ) বলিয়া  
প্রতিক্ষে উদীয়মান চিত্তসকল অভ্যন্ত পৃথক্। পূর্বক্ৰণে উদিত চিত্ত পবক্ষণে উদিত চিত্তেব প্রত্যয়রূপ  
নিমিত্তকাবণ, অতএব পূর্ব চিত্তেব অভ্যন্ত-নাশরূপ নিবোধ হওয়ার পর্বোৎপন্ন চিত্ত শূত্র হইতে উদ্ভূত  
হয়। এবিধের ( বোধ শাস্ত্রে ) উক্ত হইয়াছে, যথা—“সমস্ত সংস্কার ( বোধ ব্যতীত সমস্ত লক্ষিত  
আধ্যাত্মিক ভাব ) অনিত্য, তাহারা উৎপন্ন হইয়া নিরুদ্ধ বা নাশপ্রাপ্ত হয়। তাহাদের যে উপশম  
অর্থাৎ উদয় ও নাশ হওয়ার বিবান, তাহাই সূত্র বা নির্বাণ”। ( বৌদ্ধমতে প্রত্যয় অর্থে কারণ,  
প্রতীত্য অর্থে কার্য )।

এই মতে সমস্ত চিত্তই একাগ্র হইবে, তাঁহাদের বিলিপ্তচিত্তরূপ উক্তি নিবর্ধক অর্থাৎ বিলিপ্ত  
চিত্ত বলিয়া কিছু থাকে না, কাবণ, কণব্যাপী প্রত্যেক চিত্তে একই বিষয় বর্তমান থাকে। আপনি  
যদি বলেন যে, নানা বিষয় হইতে চিত্তকে প্রত্যাহার কবিয়া একই অর্থে সমাধান কবাই একাগ্রতা,  
তাহা হইলে ‘চিত্ত প্রত্যর্থ-নিবৃত্ত’ ( = চিত্ত প্রতি অর্থে বা বিষয়ে উৎপন্ন ও সমাপ্ত ) আপনাদের এই  
উক্তি বাধিত হয়। উদীয়মান বিভিন্ন প্রত্যয়সকলেব একাকাবতাই একাগ্র্য—আপনাদের এইরূপ  
দৃষ্টিও স্তায়া নহে ( ইহাও পূর্ববৎ বাধিত হয় )। অতএব চিত্ত এক এবং তাহা অনেক বিষয়ে  
অবস্থিত অর্থাৎ অনেক বিষয় আলম্বন কবিয়া একই চিত্তেব নানা বৃত্তি উৎপন্ন হয় এই দর্শনই স্তায়া।  
‘এক’ শব্দের অর্থ—প্রবাহরূপে সমস্ত প্রত্যয়ে অস্থিত বা গাঁথা এক বস্তু, তাহা অনেকার্থ, প্রত্যর্থ  
নহে। ‘অবস্থিত’ অর্থে অস্মিতারূপ যে ধর্মী তক্রপে অবস্থিত অর্থাৎ চিত্তেব ‘আসি’-রূপ অংশ সমস্ত  
বৃত্তিতেই অহুহ্যত। ক্ৰণিকমতে স্মৃতি এবং ভোগেবও সমস্তন ব্যাখ্যান হয় না, তাই বলিজেছেন।

পূর্বপূর্বপ্রত্যয়ানুভবান্নাং স্মৃতিঃ কথং সঙ্গচ্ছতে কর্মকলভোগো বা কথমিতি। কথঞ্চিং সমাধীয়মানমপি এতদ্ গোময়পাশসীমন্তায়মপি আক্ষিপতি—গোময়ং গব্যং পায়সমপি গব্যম্ অভো গোময়মেব পায়সমিতি স্মার্য্যভাসমপি অভিক্রামতি।

প্রত্যভিহ্রাসসঙ্গত্যাপি ক্ষণিকমতম্ অনাস্থেয়মিত্যাহ কিঞ্চতি। প্রতিক্ষণিকস্ত চিত্তস্য ভিন্নত্বে সতি স্বাভাভবাপহুবঃ প্রাপ্নোতি—স্বাভবম্ অগচ্ছতীত্যর্থঃ। অহুভূতং সর্বৈঃ যৎ সর্বৈরাং বিভিন্নানামপি প্রত্যয়ানাং প্রতীতি অহমিতি একঃ প্রত্যয়ঃ। যদিতি অব্যয়ং য ইত্যর্থঃ। যোহহমজ্ঞানং সোহহং স্পৃশামীত্যনুভবরূপমত্র প্রত্যক্ষং প্রমাণম্। অপি চ সোহহমপ্রত্যয়ঃ প্রত্যয়িনি—চেতসি অভেদেন—অবিভাজ্যৈ-কত্বেন পূর্বাহমপ্রত্যয়েন সহ অভিন্নোহহম্ ইত্যাত্মকত্বেন উপতিষ্ঠতে।

একেতি। অয়ম্ অভোদ্যাত্মা—অভিন্নবরূপঃ অহমিতিপ্রত্যয় একপ্রত্যয়বিষয়ঃ—একচিত্তবিষয় ইত্যনুভূতং। যদি বহুভিন্নচিত্তস্ত স বিষয়স্তদা ন তস্য সামান্তস্য এক-চিত্তস্যাত্মকঃ সঙ্গতেত এবমনুভবাপলাপঃ। ক্ষণিকবাদিনাং নাস্ত্যত্র কিঞ্চিং প্রমাণং তে হি প্রদীপোপমাবলেন ইদং স্থাপয়িতুম্ ইচ্ছন্তি। ন হি দৃষ্টান্ত উপমাংসঃ প্রমাণং নাজপি

যদি এক চিত্তেব বাবা অনন্বিত বা অসংযুক্ত এবং স্বভাবজ্ঞি বা পৃথক্ গত্যুক্ত প্রত্যয়সকল উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে পবনস্বয়ং সম্বন্ধহীন যে পূর্ব পূর্ব প্রত্যয়েব অহুভবসকল, তাহাব স্মৃতিব কিরূপে সঙ্গতি হয়, অর্থাৎ কোনরূপে সম্বন্ধহীন বিভিন্ন পূর্ব পূর্ব প্রত্যয়সকলের স্মৃতি বর্তমান চিত্তে কিরূপে হইতে পারে? কর্মকল-ভোগই বা কিরূপে হইবে? (কাবণ, এক চিত্তেব কর্মফলেব ভোগ অত্র চিত্তেব বাবা হইতে পারে না)। কোনরূপে ইহাব সমাধান কবিলেও ইহা 'গোময়-পায়সীয়' ভায়কেও অতিক্রম কবে, যেমন গোময়ও গব্য বা গোমাত, পায়সও (গোমুগু) গব্য বা গোমতি, অতএব যাহা গোময় তাহাই পায়স—এইরূপ ভায়-দোষকেও অস্বত্ত্বভাব অতিক্রম কবে।

প্রত্যভিহ্রাস (পূর্বজাত কোন বস্তুকে পুনশ্চ 'ইহা সেই বস্তু' বলিবা জানার) অসঙ্গতি হয় বলিয়াও ক্ষণিকমত আছে হয় না, তাই বলিতেছেন, প্রতিক্ষণিক চিত্ত বিভিন্ন হইলে নিজেব আত্মাহুভবেব অগচ্ছ বা অপলাপ হয় অর্থাৎ বিভিন্ন বৃত্তিব অহুভাবসিদ্ধি 'আমি' এক, এইরূপ আত্মাহুভবেব অপলাপিত কবে। সকলের বাবাই অহুভূত হয় যে, সমস্ত বিভিন্ন প্রত্যয়ের প্রতীতি 'আমি' এই প্রত্যয় একই। (ভাস্ত্রে) 'ক'-ইহা অব্যয় শব্দ, 'যং' অর্থে 'যে'। যে 'আমি' দেখিবাছিলাম, সেই 'আমিই' স্পর্শ কবিতোছি—এই অহুভব এ বিষয়ে প্রত্যেক প্রমাণ। কিঞ্চ সেই অহুপ্রত্যয় প্রত্যয়ীতে বা চিত্তে, অভেদে বা অবিভাজ্য একরূপে অর্থাৎ পূর্বেব আমিষ-প্রত্যয়ের সহিত পবেব 'আমি' অভিন্ন—এইরূপে বিজ্ঞাত হয়।

এই অভোদ্যাত্মা বা অভিন্ন এক-স্বরূপ 'আমি' এই প্রত্যয় বা জ্ঞান একপ্রত্যয়েব বা একচিত্তেবই বিষয় এইরূপ অহুভূত হয়। যদি তাহা বহু ভিন্ন ভিন্ন চিত্তেব বিষয় হইত, তাহা হইলে তাহাব অর্থাৎ আমিষ-প্রত্যয়েব (বহু বিষয়জ্ঞানের মধ্যে) সামান্ত বা সাধারণ যে এক চিত্ত তাহাব আলম্বন-স্বরূপ হইতে পারিত না, (প্রত্যেক চিত্ত বিভিন্ন হইলে তাহাব অন্তর্গত 'আমিষ'ও বিভিন্ন হইত) এইরূপে

প্রদীপো দৃষ্টান্তঃ বিষমবাৎ । তদ্ব্যতীতঃ প্রতিক্ষণং হি প্রদীপশিখাবাং দহমানং তৈলং ভিন্নং  
তথাপি সা একেতি প্রতীয়তে । তদ্বৎ উৎপাদনিরোধধর্মকাণাং চিন্তানাং প্রবাহ এক  
ইব প্রতীয়তে । নৈব কৃত্বম্ । প্রদীপশিখায়াঃ পৃথগ্ জ্বালন্তো দৃষ্টান্তি অত্র কো নাম  
চিহ্নৈককস্য জ্বালন্তো দৃষ্টা । ন হি প্রদীপশিখা প্রতিক্ষণং শূন্যাদেবোৎপত্ততে কিং তু  
দহমানাং তৈলাদেব বাস্তবাং কারণাং । তথা চিন্তরূপাং প্রত্যয়িন এব প্রত্যয়ধর্মী  
উৎপত্তন্তে তে চ সর্বে একচিন্তাধারাঃ । একমহম্ ইতি সাক্ষাদবুদ্ধ্যতে তচ্চ প্রত্যক্ষ  
প্রমাণম্ । ন তদপলাপঃ শক্যঃ কত্বম্ উপমাদৃষ্টান্তাদিভিরিতি । উপসংহরতি তদ্বাদিতি ।

৩০। বস্যেতি । উক্তস্য চিন্তস্য যোগশাস্ত্রেণ স্থিতার্থং যদ্ ইদং পবিকর্ম—  
পরিষ্কৃত্যঃ নির্দিষ্টতে তৎ কথম্ ? অস্যোক্তরং মৈত্র্যাদীতি সূত্রম্ । সূত্রবিবরণা মৈত্রী,  
সুখবিবরণা ককলা, পুণ্যবিবরণা মুদিতা, অপুণ্যবিবরণা উপেক্ষা । যেষাম্ অমৈত্র্যাদয়ঃ  
চিন্তাবিকল্পকা আসাং ভাবনয়া তেষাং চিন্তাপ্রসাদঃ স্যাৎ ততঃ স্থিতিলাভঃ । স্থিত্যপায়  
এবাত্র প্রস্তুত ইতি দৃষ্টব্যম্ । তত্রৈতি । সূত্রসম্পন্নেষু সর্বপ্রাণিষু অপকারিষুপি মৈত্রী  
ভাবয়েৎ—অমিত্রস্য সূত্রে জ্ঞাতে যথা সূত্রী ভবেত্তথা ভাবয়েৎ, মাংসর্বোধাদীন

তদ্ব্যতীতঃ প্রতিক্ষণং হি প্রদীপশিখাবাং দহমানং তৈলং ভিন্নং  
তথাপি সা একেতি প্রতীয়তে । তদ্বৎ উৎপাদনিরোধধর্মকাণাং চিন্তানাং প্রবাহ এক  
ইব প্রতীয়তে । নৈব কৃত্বম্ । প্রদীপশিখায়াঃ পৃথগ্ জ্বালন্তো দৃষ্টান্তি অত্র কো নাম  
চিহ্নৈককস্য জ্বালন্তো দৃষ্টা । ন হি প্রদীপশিখা প্রতিক্ষণং শূন্যাদেবোৎপত্ততে কিং তু  
দহমানাং তৈলাদেব বাস্তবাং কারণাং । তথা চিন্তরূপাং প্রত্যয়িন এব প্রত্যয়ধর্মী  
উৎপত্তন্তে তে চ সর্বে একচিন্তাধারাঃ । একমহম্ ইতি সাক্ষাদবুদ্ধ্যতে তচ্চ প্রত্যক্ষ  
প্রমাণম্ । ন তদপলাপঃ শক্যঃ কত্বম্ উপমাদৃষ্টান্তাদিভিরিতি । উপসংহরতি তদ্বাদিতি ।

৩০। বস্যেতি । উক্তস্য চিন্তস্য যোগশাস্ত্রেণ স্থিতার্থং যদ্ ইদং পবিকর্ম—  
পরিষ্কৃত্যঃ নির্দিষ্টতে তৎ কথম্ ? অস্যোক্তরং মৈত্র্যাদীতি সূত্রম্ । সূত্রবিবরণা মৈত্রী,  
সুখবিবরণা ককলা, পুণ্যবিবরণা মুদিতা, অপুণ্যবিবরণা উপেক্ষা । যেষাম্ অমৈত্র্যাদয়ঃ  
চিন্তাবিকল্পকা আসাং ভাবনয়া তেষাং চিন্তাপ্রসাদঃ স্যাৎ ততঃ স্থিতিলাভঃ । স্থিত্যপায়  
এবাত্র প্রস্তুত ইতি দৃষ্টব্যম্ । তত্রৈতি । সূত্রসম্পন্নেষু সর্বপ্রাণিষু অপকারিষুপি মৈত্রী  
ভাবয়েৎ—অমিত্রস্য সূত্রে জ্ঞাতে যথা সূত্রী ভবেত্তথা ভাবয়েৎ, মাংসর্বোধাদীন

তদ্ব্যতীতঃ প্রতিক্ষণং হি প্রদীপশিখাবাং দহমানং তৈলং ভিন্নং  
তথাপি সা একেতি প্রতীয়তে । তদ্বৎ উৎপাদনিরোধধর্মকাণাং চিন্তানাং প্রবাহ এক  
ইব প্রতীয়তে । নৈব কৃত্বম্ । প্রদীপশিখায়াঃ পৃথগ্ জ্বালন্তো দৃষ্টান্তি অত্র কো নাম  
চিহ্নৈককস্য জ্বালন্তো দৃষ্টা । ন হি প্রদীপশিখা প্রতিক্ষণং শূন্যাদেবোৎপত্ততে কিং তু  
দহমানাং তৈলাদেব বাস্তবাং কারণাং । তথা চিন্তরূপাং প্রত্যয়িন এব প্রত্যয়ধর্মী  
উৎপত্তন্তে তে চ সর্বে একচিন্তাধারাঃ । একমহম্ ইতি সাক্ষাদবুদ্ধ্যতে তচ্চ প্রত্যক্ষ  
প্রমাণম্ । ন তদপলাপঃ শক্যঃ কত্বম্ উপমাদৃষ্টান্তাদিভিরিতি । উপসংহরতি তদ্বাদিতি ।

৩০। উক্ত অর্থান্ পূর্বে স্থাপিত, যোগশাস্ত্রমতে চিন্তেব যে পরিষ্কর্ম অর্থান্ নির্মল কবিতার  
প্রণালী নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা কিরূপ ? তাহার উত্তর—‘মৈত্রীককলা...’ এই সূত্র । সূত্র-বিবক  
অর্থান্ সূত্রবৃত্ত ব্যক্তি যে ভাবনার বিষয় তাহা মৈত্রী, সুখ-বিবক ককলা, পুণ্য-বিবক মুদিতা এবং  
অপুণ্য-বিবক উপেক্ষা । ইহাদের চিন্তে অমৈত্র্যাদি বিকল্পসকল আছে, এই প্রকার মৈত্র্যাদি-  
ভাবনার দ্বারা তাহাদের চিন্তেব প্রশস্ততা বা নির্মলতা হয়, তাহা হইতে চিন্তেব স্থিতিলাভ হয় ।  
চিন্তাহিতির বা একাগ্রভূমিকালান্তেব উপায় বলাই এখানে প্রাসঙ্গিক, তাহা দৃষ্টব্য । সূত্রসম্পন্ন  
সর্বপ্রাণী প্রভি, এমন কি তাহাবা অপকারী হইলেও, মৈত্রী ভাবনা কবিলে অর্থান্ নিজ মিত্রেব সূত্র  
হইলে যেরূপ সূত্রী হও তরূপ ভাবনা কবিলে । মাংসর্ব বা পরস্পরাতরতা এবং দ্বৈতাদি যদি উপস্থিত

চেতুঃপতিষ্ঠেবন্ মৈত্রীভাবনয়া তদুৎপাটিয়েৎ । সর্বেষু হৃৎখিভেষু অমিত্রমিত্রেষু ককণাং ভাবয়েৎ—তেষাং হৃৎখে উপজাত তান্ প্রতি অল্পকম্পাং ভাবয়েৎ, ন চ পৈত্তজ্ঞং নিরূপ-  
হর্ষাদীন বা । সমানতজ্ঞান্ অসমানতজ্ঞান্ বা পুণ্যকৃতঃ প্রতি মুদিতাং ভাবয়েৎ । সর্বেষাং  
পবজোহহীনং পুণ্যচরণং দৃষ্ট্বা, ঋষা, শ্রুত্বা বা প্রমুদিতো ভবেদ্ যথা স্ববর্গীষাণাম্ ।  
পাপকৃত্যাম্ আচরণম্ উপেক্ষেত ন বিদ্বিষ্টাং নানুমোদয়েদिति । এবমিতি । অস্ত যোগিন  
এবং ভাবয়তঃ শুক্লো ধর্মঃ—অবিমিশ্রং পুণ্যং জ্ঞাযতে বাহ্যোপকরণসাধোন ধর্মেণ  
ভূতপাষাতাদিদোষাঃ সজ্জাব্যস্তে মৈত্র্যাদিনা চ অবদাতং পুণ্যমেব । প্রকৃতমুণ-  
সংহবন্যাহ তত ইতি । আভিভাবনাভিশ্চিত্তপ্রসাদস্তুত একাগ্রাভুমিক্রপা স্থিতিবিত্তি ।

৩৪। স্থিত্তেপকপায়াস্তবন্যাহ প্রচ্ছদনেতি । ব্যাচষ্টে কোষ্ঠ্যন্তেতি । কোষ্ঠগতস্ত  
বায়োঃ প্রযত্নবিশেষাৎ—প্রশাসপ্রযত্নেন সহ যথা চিত্তং ধারণীয়ে দেশে তিষ্ঠেৎ তাদৃশ-  
প্রযত্নাদ্ বমনং প্রচ্ছদনং, ততঃ বিধাবণং—যথাশক্তি কিয়ৎকালং যাবদ্ বায়োবগ্রহণং  
তৎপ্রযত্নেন সহ চিত্তস্তাপি ধাবণীয়ে দেশে স্থাপনমন্তচিত্তাপবিহারশ্চ । -ততঃ পুনর্যোগ-  
গতচিত্তস্তিষ্ঠন বায়ুং লীলয়া আচম্য পুনঃ প্রচ্ছদনমিত্যাস্য নিরন্তবাব্যাসেন চিত্তম্ একাগ্র-  
ভুমিকং কুর্বাৎ ।

হয, তবে তাহা মৈত্রী ভাবনায় দ্বাবা উৎপাটিত কবিবে । সমস্ত হৃৎখী ব্যক্তিতে, শব্দ-মিডনির্দেশে,  
ককণা ভাবনা কবিবে, তাহাদেব হৃৎখ উপজাত হইলে তাহাদেব প্রতি অল্পকম্পা ভাবনা কবিবে,  
ক্রুবতা বা নিরূপ হর্ষ প্রকাশ কবিবে না । সম অথবা ভিন্ন সভাবলী পুণ্যচরণীলমেব প্রতি মুদিতা  
ভাবনা কবিবে । সকলেব পবোপভাতহীন পুণ্যচরণ দেখিবা, অনিয়া বা স্বপন করিবা প্রমুদিত  
হইবে, যেমন স্ববর্গীষ অর্থাৎ স্বলক্ষ্যদেব লোকদেব প্রতি কবিতা থাক, তজ্জপ । ( বাহ্যদিগকে  
উপদেশ দিবা কোনও স্থলেব সজ্জাবনা নাই এবং বাহ্যদেব আপাতত কোন হৃৎখভোগও নাই  
এইরূপ ) পাপকাবীদেব আচরণ উপেক্ষা কবিবে, বিদেষ কিংবা অনুমোদন কবিবে না অর্থাৎ  
পাপীদেব পাপ আচরণটাই উপেক্ষণীয়, তাহাদেব পাপজনিত হৃৎখ স্বরণ কবিলে তাহাবা ককণাব  
পাছ হইবে । এইরূপ ভাবনাব ফলে যোগীব স্তব্ধ হর্ষ অর্থাৎ অবিমিশ্র বিত্তক পুণ্য সজ্জাত হয় । বাহ  
উপকরণেব দ্বাবা নিশাদানীয ধর্ষাচরণেব ফলে প্রাপিগীডনাদি দোষ বটিবাব সজ্জাবনা থাকে, কিন্তু  
মৈত্র্যাদিব দ্বাবা অবদাত বা নির্যল পুণ্য হয অর্থাৎ বাহ্যসাধন-নিবশেক বলিবা তজ্জাবা কেবল বিত্তক  
পুণ্যই আচবিত হয । প্রকৃত বা প্রাসঙ্গিক যে চিত্তেব স্থিতিসাধন-বিষয়, তাহাব উপসংহাব কবিতা  
বলিতেছেন, এই ভাবনাসকলেব দ্বাবা চিত্তেব প্রশস্ততা হয এবং তাহা হইতে একাগ্রভুমিক্রপ  
স্থিতি হয ।

৩৪। স্থিতিব অন্ত উপায় বলিতেছেন । ব্যাখ্যা কবিতেছেন যথা, কোষ্ঠগত অভ্যন্তবহ বায়ু  
প্রযত্নবিশেষপূর্বক অর্থাৎ প্রশাসেব প্রযত্নবিশেষসহ বাহাতে চিত্ত ধাবণীয দেশরূপ আলম্বনে স্থিত  
থাকে তাদৃশ প্রযত্নপূর্বক যে বায়ুকে ত্যাগ কবা, তাহা প্রচ্ছদন । তাহাব পব বিধারণ অর্থাৎ  
যথাশক্তি কিয়ৎকাল ধাবৎ বায়ুকে গ্রহণ না কবা এবং সেই প্রযত্নেব সঙ্গে সঙ্গে চিত্তকে ধাবণীয দেশে

৩৫। স্থিতৈরুপায়াস্তরং বিষয়বতীতি। প্রবৃত্তিঃ প্রকৃষ্টা বৃত্তিঃ। নাসিকাগ্র ইতি। যোগিজ্ঞানপ্রসিদ্ধেয়ং বিষয়বতী প্রবৃত্তিঃ। তাঃ প্রবৃত্তয়ো নাসাগ্রাদৌ চিত্তধারণাং প্রাভূত্ববৃত্তি। দিব্যসংবিৎ—দিব্যবিষয়কো হ্লাদযুক্তঃ অন্তর্বোধঃ। এতা ইতি। কেবাফি-  
দমিকারিণাম্ এতাঃ প্রবৃত্তয় উৎপন্নান্তিস্থিতিং নিষ্পাদয়েযুঃ। হ্লাদকরে বিষয়ে  
নিধ্যাসায়াঃ স্বত এব প্রবর্তনাং। এতাঃ সংশয়ং বিষমস্তি—নির্দহস্তি হিন্দন্তীত্যর্থঃ।  
সমাধিপ্রজ্ঞায়াশ্চ তাঃ পূর্বাভাসাঃ। এতেনেতি। চন্দ্রাদিযপি বিষয়বতী প্রবৃত্তিকংপত্ততে  
তত্র তত্র চিত্তধাবণাং। যত্নপীতি। যাবৎ কন্দিৎ একদেশো যোগস্য ন স্বকরণবেত্তঃ—  
সাক্ষাৎকৃতো ভবতি তাবৎ সর্বং পরোক্ষমিবা ভবতি। তন্মাদিতি। উপোদ্বলনং—  
দৃটীকরণম্। অনিয়তান্ন ইতি। অনিয়তান্ন—অব্যবহিতান্ন বৃত্তিবু সতীষু বদা দিব্য-  
গন্ধাদিপ্রবৃত্তয় উৎপন্নান্তদা তাসাম্ উৎপত্তৌ তথা চ তদ্বিষয়ায়াং বশীকারসংজ্ঞায়াং  
জাতায়াং—গন্ধাদিবিষয়েষু বশীকারবৈরাগ্যে জাতে চিত্তং সমর্থং। স্যাৎ তন্ত তস্যার্থস্য—  
গন্ধাদিবিষয়স্য প্রত্যক্ষীকরণাৎ—সম্প্রজ্ঞানায় ইতি, তথা চ সতি অস্যা যোগিনঃ  
কৈবল্যাভিযুগাঃ প্রজ্ঞাবীৰ্ণস্বত্টিসনাধয়ঃ অপ্রতিবন্ধেন—অপ্রত্যাহা ইত্যর্থঃ, ভবিষ্যন্তীতি।

সংসার কবিতা রাখা এক অল্প চিন্তা পবিত্র্যাপ কবা। তাহাৰ পব পুনৰায় চিত্তকে যোৰ-বিষয়গত  
কবিতা অবস্থানপূৰ্বক বায়ুকে ইচ্ছামত আচমন বা পূৰণ কবিতা পুনৰায় প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশিত্যাপ—  
এইকপ নিবন্ধৰ অভ্যালেব দাবা চিত্তকে একাগ্ৰভূমিক কবিবে।

৩৫। চিত্তস্থিতির অল্প উপায বিষয়বতী প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তি অৰ্থে প্রকৃষ্টা বৃত্তি। যোগীদেব  
মধ্যে প্রসিদ্ধ এই সাধনেব নাম বিষয়বতী প্রবৃত্তি। সেই প্রবৃত্তিসকল নাসাগ্রাদিতে চিত্তধাবণ  
হইতে প্রাভূত্ব হব। দিব্যসংবিৎ অৰ্থে দিব্য-বিষয়ক হ্লাদযুক্ত বা আনন্দযুক্ত অন্তর্বোধ। কোন  
কোন অধিকাৰীৰ ঐ প্রবৃত্তিসকল উৎপন্ন হইবা চিত্তেব স্থিতিসম্পাদন কবে, কাৰণ, হ্লাদকৰ বিষয়ে  
ধ্যাত্তেজা স্বতঃই প্রবর্তিত হব। ঐ প্রবৃত্তিসকল সংশয়কে বিধ্বনন বা দহন অৰ্থাৎ ছিন্ন করে।  
সমাধিপ্রজ্ঞাব তাহাৰ পূর্বাভাস-স্বরূপ। চন্দ্রাদিতেও সেই সেই বিষয়ে চিত্তধাবণা হইতে বিষয়বতী  
প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়। যতদিন না যোগেব কোনও এক অংশ স্বকৰণবেত্ত বা সাক্ষাৎকৃত হব তাবৎ  
সমন্তই (পারোক্ষ স্পষ্ট বিষয়সকল) পৰোক্ষবৎ বা কাল্পনিকের মত মনে হব। উপোদ্বলন অৰ্থে  
দৃটীকরণ বা বহুতুল কবা। অনিয়ত অৰ্থে অব্যবহিত, বৃত্তিসকল যখন অব্যবহিত থাকে তখন যদি  
দিব্য গন্ধাদি প্রবৃত্তিসকল উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে (সেই উৎপত্তিব ফলে) এবং তদ্বিষয়ে যদি  
বশীকার উৎপন্ন হয় অৰ্থাৎ গন্ধাদিবিষয়ে বশীকৃতভাবাপ সজ্ঞা বা বৈরাগ্য উৎপন্ন হইলে, চিত্ত সেই  
সেই গন্ধাদি-বিষয়েব প্রত্যক্ষীকরণে অৰ্থাৎ তত্ত্ব বিষয়ে সম্প্রজ্ঞানলাভে সমর্থ হয়। তাহা হইলে,  
সেই যোগীৰ কৈবল্যাভিযুগ প্রজ্ঞাবীৰ্ণস্বত্টিসনাধি প্রতৃতি অপ্রতিবন্ধকৰূপে অৰ্থাৎ বাধাবদ্ধিত হইবা  
উৎপন্ন হইবে। এবিষয়ে শাস্ত্র কথা, “জ্যোতিষ্মতী, স্পৰ্শবতী, বসবতী এবং পদ্ববতী এই চাবি  
প্রকাৰ প্রবৃত্তি। এই কয়টি যোগ-প্রবৃত্তিব যদি কোনও একটি উৎপন্ন হয়, তবে তাহাকে যোগবিৎ  
যোগীবা প্রবৃত্ত-যোগ বলিবা থাকেন”।

অত্রৈব শাস্ত্রম্ “জ্যোতিষ্মতী স্পর্শবতী তথা রসবতী পুরা । গন্ধবতাপরা প্রোক্তা চতুঃশ্রুত প্রবৃত্তয়ঃ ॥ আসাং যোগপ্রবৃত্তীনাম্ যথেকাপি প্রবর্ততে । প্রবৃত্তযোগং তং প্রাহুর্বোগিনো যোগচিন্তকাঃ ॥” ইতি ।

৩৬। বিশোকেতি । বিশোকা—ব্রহ্মানন্দোজ্যেষ্ঠাং শোকহঃখহীনী, জ্যোতিষ্মতী—জ্যোতির্ময়বোধগ্রচুরা । হৃদয়েতি । হৃদয়গুণরীকে—হৃৎপ্রদেশেষু ধ্যানগম্যে বোধস্থানে ন তু মাংসাদিময়ে, ধারয়তো যোগিনো বুদ্ধিসংবিৎ—ব্যবসায়মাত্রপ্রধানঃ অন্তর্বোধো জ্ঞানব্যাপারস্য স্মৃতিরূপো জায়তে, তৎস্বরূপং ভাস্বরং—প্রকাশশীলম্, আকাশকল্পম্—আকাশবদ্ নিরাবরণমবাসম্ ইতি যাবৎ । তত্র স্থিতিবৈশারণ্যং—স্বচ্ছস্থিতিপ্রবাহান তু তদুপলক্ষিতমাত্রাৎ, প্রকৃষ্টা বৃত্তির্জায়তে, সা চ প্রবৃত্তিঃ প্রথমং তাবৎ সূর্যেন্দ্রগ্রহমণিপ্রভাকল্পাকাংষেণ বিকল্পতে । দিগবয়বহীনং গ্রহকল্পং বুদ্ধিসংবিৎ, ন চ সূর্য্যহাৎ তৎ তাদৃশস্বরূপেণ প্রথমমুপলভ্যতে । তজ্জ্ঞানেন সহ চ জ্যোতির্বিদ্যাগুণধারণাপি সম্প্রযুক্তা বর্ততে । তস্মাৎ সূর্যাদেঃ প্রভা তস্য বৈকল্পিকং রূপং—কাল্পনিকং নানাসং, ন স্বকপম্ ।

৩৬। বিশোকা অর্থে ব্রহ্মানন্দেব উল্লেখ্যাত শোকহঃখহীনী অবস্থা । জ্যোতিষ্মতী অর্থে জ্যোতির্ময় বোধেব আধিক্যযুক্ত । হৃদয়গুণবীক অর্থাৎ হৃদয়-প্রদেশেষু, ধ্যানের দ্বারা উপলব্ধি কবাব যোগ্য যে বোধস্থান, মাংসাদিযব শবীবাৎ নহে, তথায ধাবণাপবাসং যোগীব বুদ্ধিসংবিৎ হয় অর্থাৎ জানন-মাত্রের প্রাধান্তযুক্ত ( বাহাতে জ্ঞের বিষয়েব অপ্রাধান্ত ) জাননরূপ জিহাব স্মৃতিরূপ অন্তর্বোধ উপন্ন হয় । তাহাব স্বক ভাসব বা প্রকাশশীল, আকাশকল্প অর্থাৎ আকাশবৎ নিবাবরণ বা অবাস । তাহাতে স্থিতিব বৈশারণ্য হইতে অর্থাৎ স্বচ্ছ বা বস্তুসব দ্বাবা অনাবিল স্থিতিব অবিকল্পিত প্রবাহ হইতে, কেবল তাহাব ( সাময়িক ) উপলক্ষিতমাত্র হইতে নহে, প্রকৃষ্টা বা উৎকৃষ্টা মনোবৃত্তি উপন্ন হয় । সেই প্রবৃত্তি প্রথমে সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ বা মণিব প্রভাকল্প আকাংষেণ বিকল্পিত কবা হয় ( এক্লপ কোনও এক জ্যোতিকে অবলম্বন কবিবা সাধিত হয় ) । বুদ্ধিসংবিৎ দৈমিক অবয়বহীন ( বিস্তারহীন ) গ্রহ বা জানামাত্র-স্বরূপ । স্বচ্ছহৃৎহেতু তাহা প্রথমেই তাদৃশ ( বেশব্যাপ্তিহীন ) রূপে উপলব্ধ হয় না । জ্যোতি, ব্যাপ্তি আদি ধাবণা ( আলম্বনরূপে ) সেই ধ্যানেব সহিত সম্প্রযুক্ত হইয়াই হয় । তজ্জ্ঞান সূর্যাদি প্রভা তাহাব বৈকল্পিক রূপ বা কাল্পনিক বিভিন্ন আকাং, উহা তাহাব স্বার্থ স্বরূপ নহে ।

তাহাব পব, অস্মিতাতে বা অস্মিতা-মাত্রে সমাপন্ন চিত্ত নিমত্তবৎ মহাসমুদ্রেব জায় হয়, কাবণ, তখন বিতর্ক বা চিন্তাভালরূপ তবহীন হওয়াতে চিত্ত অসংকুচিত বা অসংকীর্ণ বৃত্তিবিশিষ্ট হয় ( আমি শবীবী, দুঃখী, সুখী ইত্যাদি বোধই আদিমাত্রের লক্ষণীর্ণতা ) । তজ্জ্ঞান অস্মিতাতে সমাপন্ন চিত্ত শান্ত বা নিশ্চলবৎ এবং অনন্ত বা অবাস অর্থাৎ সীমাব জানহীন—স্বচ্ছ দেশব্যাপ্ত নহে, এবং সূর্যেব প্রভা আদি বৈকল্পিক রূপহীন ‘আমি-মাত্র’-বোধরূপ হয়, অর্থাৎ বৈকল্পিক রূপবজিত হইয়া অস্মিতাব স্ব-স্বরূপে স্থিতি হয় । ইহাই স্বরূপাস্মিতাব উপলব্ধি । পঞ্চশিখাচার্যেব সূত্রেব দ্বাবা ইহা

তথা—ততঃ পবমিত্যর্থঃ, অস্মিত্যাম্—অস্মিত্যাম্‌য়ে সমাপন্নং চিত্তং নিস্তবঙ্গমহো-  
দধিকল্পঃ—বিতর্কতবঙ্গবহিতহাদ্ অসংকুচিতবৃত্তিমদ্বাং, অতঃ শাস্তম্, অনন্তম্—অবাধং  
সীমাস্তানহীনং ন তু বৃহদ্ব্যাপ্তম্, অস্মিত্যাম্‌য়ে—সূর্যপ্রভাদি-বৈকল্পিক-ভাবহীন-  
মহদ্ব্যাপ্তকপম্ ভবতি। এষা স্বকপাস্মিত্যায় উপলব্ধিঃ। পক্ষশিখাচার্ষস্ত সূত্রেণ এতৎ  
স্বস্বীকবোধি ভমিতি। তম্ অণুমাত্রম্—অণুবদ্ ব্যাপ্তিহীনমভেদম্ আত্মানং—  
মহদাত্মানম্। অহংবোধস্ত তত্র অহংকৃতিকপায়াঃ সংকুচিতবৃত্তেবতাবাং তস্ত মহদিত্তি-  
সংজ্ঞা ন তু বৃহদ্ব্যাপ্তাং। অহংবৃত্ত—নানাহংকৃতিহীনেন কপাদিবিসয়হীনেন চ অন্তবতমেন  
বেদনেনোপলভ্য, অস্মীতি এবম্—অস্মীতিমাত্রম্ অন্তবিকারহীনং তাবৎ সম্প্রজ্ঞানীত  
ইতি। এতচ্চ সাস্মিতসম্প্রজ্ঞানস্ত লক্ষণম্।

এবেতি। অত এষা বিশোকা দ্বয়ী একা বিষয়বতী প্রভাদিভির্বিকল্পিতাস্মিত্যাকপা  
অন্তা চ অস্মিত্যাম্‌য়ে—ব্যাপ্তি-প্রভাদি-প্রোক্তভাবহীনা অণুবৎ সূক্ষ্মা অভেদ্যা গ্রহণমাত্র-  
কপা সাস্মিতা তদ্বিব্যাপ্ত ইত্যর্থঃ। তে উভে জ্যোতিষ্মতী ইত্যুচ্যেতে যোগিভিঃ সাত্ত্বিক-  
প্রকাশপ্রাতুর্বাং। তন্না চ জ্যোতিষ্মত্যা প্রবৃত্ত্যা কেবাঙ্কি অধিকাংশং চিত্তস্থিতি-  
ভবতীতি।

৩৭। বীতরাগেতি। রাগহীনং চিত্তমবধার্য তদালম্বনোপবক্তং যোগিনশ্চিত্তম্  
একাগ্রভূমিক ভবতি।

স্মৃষ্ট কবিতেনেহ। সেই অণুরাজ বা অণুবৎ ব্যাপ্তিহীন, অবিভাজ্য আত্মাকে বা মহদাত্মাকে।  
'অস্মি-মাত্র'-বোধকে বাহ্য সংকুচিত বা সীমাবদ্ধ কবে, সেই অহংকাবের তখন অভাব হয় বলিয়া,  
সেই অস্মিতাকে মহৎ বলা হয়, তাহাব পাবিষয়িক বৃহৎসত্ত্ব নহে। তাহাকে অল্পবেদনপূর্বক  
অর্থাৎ নানা প্রকাব অহংকাবহীন ('অস্মি এইরূপ, ঐরূপ' ইত্যাদি বোধহীন) এবং কপাদি আলম্বন-  
হীন অন্তবতম অহংভবের দ্বাবা উপলব্ধি কবিবা কেবল অস্মীতি বা অস্মীতি-মাত্র অর্থাৎ অন্ত বাহ্য-  
বিকারহীন অস্মি বা 'অস্মি'—এইরূপ সম্প্রজ্ঞান হয়। ইহা সাস্মিত সম্প্রজ্ঞাতের লক্ষণ।

অতএব এই বিশোকা দুই প্রকাব, এক বিষয়বতী—বাহ্য প্রভা, জ্যোতিঃ আদির দ্বাবা  
বিকল্পিত অস্মিতাকপ, আন অন্ত—অস্মিতা-মাত্র অর্থাৎ ব্যাপ্তি, প্রভা-আদি প্রোক্তভাবহীন অণুবৎ  
সূক্ষ্ম বা অবিভাজ্য গ্রহণ-মাত্র বা জ্ঞান-মাত্র রূপ যে অস্মিতা, তদ্বিব্যাপ্ত। তাহাবা উভয়ই জ্যোতিষ্মতী  
ইহা যোগীবা বলিবা থাকেন, কাবণ, উভয়েতেই সাত্ত্বিক প্রকাশের বা বোধের প্রায়ান্ত আছে। সেই  
জ্যোতিষ্মতী প্রবৃত্তির দ্বাবা কোন কোন অধিকারীবা চিত্তের স্থিতি হয় অর্থাৎ একাগ্রভূমিকা লিঙ্ক  
হয়।

৩৭। বাগহীন চিত্ত কিরূপ তাহাব অবধাৰণ কবিবা অর্থাৎ নিজে অহংভব করিবা, সেই  
আলম্বন-মাত্র উপবক্ত যোগীর চিত্তও একাগ্রভূমিক হয়।



৩৮। স্বপ্নেতি। স্বপ্নজ্ঞানালয়নম্—অন্তঃপ্রজ্ঞা বহীকল্প স্বপ্নে জ্ঞানং ভবতি ভাবিতস্বর্ভব্যবিষয়কম্। তাদৃশকল্পিতবিষয়ালয়নং চিন্তং কুর্বাৎ, তদভ্যাসাচ্চ কেবাঞ্চিং স্থিতির্ভবতি। তথা নিজাজ্ঞানালয়নেহপি। নিজা—স্বসৃষ্টিঃ স্বপ্নহীন। নান্তঃপ্রজ্ঞা ন বহিঃপ্রজ্ঞা তত্র অক্ষুটং জ্ঞানম্। তদবলয়নচিন্তাভ্যাসাদপি কেবাঞ্চিং স্থিতিঃ।

৩৯। যদিতি। ঈশ্ববাদীনি যানি আলয়নানি উক্তানি ততোহুত্বং যৎ কন্তুচিদভি-  
মতং যোগমুদিশ্চ তস্তাপি ধ্যানাৎ স্থিতিঃ। এবং স্থিতিং লব্ধ্বা পশ্চাদ্ অন্তত্ব তৎ-  
বিষয় ইত্যর্থঃ স্থিতিং লভতে। তেষু স্থিতিবেব সম্প্রজ্ঞাতো বোগো নাত্তত্র ইতি  
বিবেচ্যম্। সম্প্রজ্ঞাতসিদ্ধৌ এব অসম্প্রজ্ঞাতো নাত্তথা।

৪০। স্থিতেশ্চবমোৎকর্ষমাহ। অন্ত স্থিতিপ্রাপ্তস্ত চিন্তস্ত পবমাংস্তঃ পবম-  
মহত্বাস্তচ্চ যদা অব্যাহতপ্রচারস্তদা বশীকারঃ—সম্যগধীনত্বাদ্ অভ্যাসসমাপ্তিবিভার্থ  
ইতি সূত্রার্থঃ। সূক্ষ্ম ইতি। পবমাংস্তঃ—পবমাণুঃ তস্মাত্ৰ যস্তাবয়বঃ অভেদান্তঃ-  
পর্বন্তম্। স্থূলে—সূক্ষ্মপ্রতিপক্ষে মহত্বে ন তু স্থৌল্যযুক্তে দ্রব্যে। পবমমহত্বম্ অনন্তা-  
শ্রিতাকপমাস্তরং ব্রহ্মাণ্ডাদিকপং বাহ্যম্। উভয়ং কোটিম্—উভয়ং প্রাপ্তম্। অপ্রতি-

৩৮। স্বপ্নজ্ঞানালয়ন অর্থাৎ স্বপ্নে যেমন অন্তঃপ্রজ্ঞা বা ভিতরে ভিতরে বোধযুক্ত কিন্তু বাহ্য-  
বোধহীন ভাবিতস্বর্ভব্য বা কল্পিত-বিষয়ক জ্ঞান ইব অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থাব কল্পিত বিষয়েবই বৈকল্প  
প্রত্যক্ষবৎ জ্ঞান হয়, এই ধ্যানে চিন্তকে তাদৃশ কল্পিত-বিষয়ালয়নযুক্ত কবিবে। একপ অভ্যাস  
হইতেও কাহাবও চিন্তেব স্থিতি হয়। নিজাজ্ঞানালয়নেও তাহা হয়, নিজা অর্থে স্বসৃষ্টি, তাহা  
স্বপ্নহীন। তখন ভিতরেও ক্ষুটজ্ঞান থাকে না, বাহ্যেবও প্রক্ষুটজ্ঞান থাকে না, কেবল অক্ষুট  
বোধমাত্র থাকে, তদ্রূপ আলয়নযুক্ত চিন্তেব অভ্যাসেব ফলে কাহারও, অর্থাৎ যে অবিকারীৰ পক্ষে  
ইহা অক্ষুট তাহাব, চিন্তেব স্থিতি হইতে পাবে। (স্বপ্নেও নিজাব অভ্যাসপ্রযুক্ত বাহ্য বিষয়জ্ঞান  
অক্ষুট হয়, কিন্তু সমাপ্তিতে স্ববশভাবে যেচ্ছাষ বাহ্যজ্ঞানকে অক্ষুট কবিয়া আন্তব ধ্যেব ভাবকে  
প্রক্ষুট কবা হয়)।

৩৯। ঈশ্ববাদি বৈকল আলয়ন উক্ত হইবাছে, তাহা হইতে পৃথক্ অন্ত কোনও ধ্যেব বিষয়  
যদি কাহাবও অভিমত বা অক্ষুট হয়, তবে চিন্তকে যোগযুক্ত কবিবাব উদ্দেশ্যে সেই আলয়নে ধ্যান  
কবিলেও চিন্তাশ্রুতি হইতে পাবে। একপে স্বাভাবিকি বিষয়ে প্রথমে স্থিতিলাভ কবিয়া পবে অন্তত্ব  
অর্থাৎ তত্ত্ববিষয়ে চিন্ত স্থিতিলাভ কবে। কোনও তত্ত্ববিষয়ে স্থিতিই সম্প্রজ্ঞাত বোগ—অন্ত কোনও  
অতাত্তিক আলয়নে নহে, ইহা বিবেচ্য। সম্প্রজ্ঞাত সিদ্ধ হইলে তবেই অসম্প্রজ্ঞাত সমাপ্তি হইতে  
পাবে, অত্র কোনও উপায়ে নহে।

৪০। স্থিতিব চবম উৎকর্ষ বলিতেছেন। ইহাব অর্থাৎ স্থিতিপ্রাপ্ত চিন্তেব, যখন পবমাণু হইতে  
পবমমহত্ব পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ে আলয়নযোগ্যতা অব্যাহত বা বাধাহীন ভাবে অনাবাসে হয়, তখন  
তাহাব বশীকার হয় অর্থাৎ চিন্ত তখন সম্পূর্ণ বশীভূত হয় বলিয়া অভ্যাসের সমাপ্তি হয়, ইহাই সূত্রেব  
অর্থ। পরমাণু-অন্ত—পবমাণু বা তস্মাত্ৰ, অর্থাৎ যাহার অববয়ের বিভাগ করা যায় না, সেট পর্যন্ত।

ঘাতঃ—অব্যাহতপ্রসাবঃ। তদिति। সবীজাভ্যাসস্ত অত্র পরিসমাপ্তিঃ পরিষ্কাৰ-  
কার্যজ্ঞাতাবাৎ। বক্ষ্যমাণাঘাঃ সমাপত্তেर्विवर्ष एव ऐहीङ्ग्रहणग्राह्याणां महान् भावः  
अर्गुर्भावश्चेति समापत्तिश्चरूपमाह।

৪১। অথেনি। অথ লক্ষ্যস্থিতিকস্ত—একাগ্রভূমিকস্ত চেতসঃ কিংস্বকপা—  
কিংপ্রকৃতিকা কিংবিষয়া বা সমাপত্তিবিতি তদ্ব্যচ্যতে। ক্রীণবৃত্তেঃ—একাগ্রভূমিকস্ত  
চিস্তস্ত। অভিজাতস্ত—স্বচ্ছস্ত মণেবিব। ऐहीङ्ग्रहणग्राह्याणि समापत्तेर्विवर्षाः। তৎস্ব-  
তদগ্ধনতা তস্তাঃ সামান্তং স্বরূপম্। গ্রাহাদিবিষয়েষু সदैব বা স্থিততা তদ্বিবর্ষৈশ্চ বা  
উপবৃত্ততা যথা স্বচ্ছস্ত মণেঃ বজ্রকেন উপবাগঃ না এব সমাপত্তিঃ সম্প্রজাতস্ত যোগস্তা-  
পরপর্যায় ইতি সূত্রার্থঃ।

কীণেনি। একাগ্র্যসংস্কারপ্রচরাৎ প্রত্যন্তমিতপ্রত্যয়স্ত যোরাদন্তপ্রত্যয়ৈর্হীনস্ত।  
তথেনি। গ্রাহালম্বনং দ্বিধা, ভূতস্বক্ষ—তন্মাত্রাণি, তথা স্থলং—পঞ্চমহাভূতানি। স্থল-

স্থলে অর্থাৎ সূত্রেব বিপবীত মহত্বে, স্থলভায়ুক্ত জ্ঞেয় নহে। পবনমহত্ব অর্থে অনন্ত অন্তিতারূপ  
আন্তব এবং ব্রহ্মাণ্ডাক্রিপ বাহু পদার্থ\*। বিবর্ষেব এই উভব কোটি অর্থাৎ ক্ষুদ্র ও বৃহৎরূপ দুই  
নীমা। অপ্রতিঘাত অর্থে বাহাব প্রসাব অব্যাহত অর্থাৎ সবই বাহাব আলম্বনীভূত হইবাব যোগ্য।  
সবীজ অভ্যাসেব এস্থলে পরিসমাপ্তি হব, কাবণ, তাহার পব চিন্তকে নির্মল কবাব আব আবশ্রুততা  
ধাকে না। (এই পবিকর্ম সবীজ লম্বন্ধেই বলা হইবাছে, কিন্তু ইহাতেও নির্বীজরূপ পবিকর্মেব  
অপেকা আছে বুঝিতে হইবে)। ऐहीङ्ग्रहणग्राह्य বিষয়েব মহান হইতে অণুভাব পর্বন্ত (বৃহৎ ও  
ক্ষুদ্র) সমস্তই বক্ষ্যমাণ সমাপত্তিব বিবর্ষ (তাহা নিভ হইলেই চিন্তেব বন্ধীকাব হয়), তজ্জন্ত  
অতঃপব সমাপত্তিব স্বরূপ বলিতেছেন।

৪১। অনন্তব লক্ষ্যস্থিতিক বা একাগ্রভূমিক চিন্তেব স্বরূপ কি অর্থাৎ সেই চিন্তেব কি প্রকৃতিব  
এবং কোন্ বিষয়ক সমাপত্তি হব তাহা বলিতেছেন। ক্রীণবৃত্তিব অর্থাৎ একাগ্রভূমিক চিন্তেব।  
অভিজাত মণিব জ্ঞাব অর্থাৎ স্বচ্ছ মণিব জ্ঞাব। ऐहीতা, গ্রহণ এবং গ্রাহ ইহাবা সমাপত্তিব  
আলম্বনেব বিষয়। তৎস্বতদগ্ধনতা অর্থে আলম্বনীভূত বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে চিন্তেব স্থিতি এবং তদ্বাবা  
চিন্ত উপবৃত্তিত হওয়া, ইহা যাবতীষ সমাপত্তিবই সাধাবণ লক্ষণ। গ্রাহাদি বিষয়ে যে মহা চিন্তেব  
স্থিতি এবং সেই সেই বিষয়েব দ্বাবা যে চিন্তেব উপবৃত্ততা, যেমন বজ্রক জ্ঞেয়ব দ্বাবা স্বচ্ছ মণিব  
উপবাগপ্রাপ্তি, তাহাই চিন্তেব সমাপত্তি। ইহা সম্প্রজাত বোণেবই অপব পর্যায় বা নাম—ইহাই  
সূত্রেব অর্থ।

একাগ্র্য-সংস্কারেব প্রচবেহু প্রত্যন্তমিত-প্রত্যয়েব অর্থাৎ যোষ বিবর্ষ হইতে পৃথক্ অন্ত  
প্রত্যয়হীন স্তববাং একাগ্র চিন্তেব। গ্রাহরূপ আলম্বন দুই প্রকাব, যথা, স্বক্ষ ভূত বা তন্মাত্র এবং

\* এস্থলে পবনমহত্ব অর্থে ক্ষুদ্র, উদ্রাব ন্যে স্থল ভূত অন্তর্গত কথিলে স্থল ভূতকট ইহং সমস্ত বুঝাইবে, তাহান ক্ষুদ্র  
অংশ নহে।

তদ্বাস্তর্গতো বিশ্বভেদো ঘটপটাদি-ভৌতিকবত্বনীত্যর্থঃ। গ্রহণালম্বনং—গ্রহণং কবণং তদালম্বনম্। ন তু ইন্দ্রিয়াণাং গোলকা গ্রহণবিষয়াস্তে হি স্থূলভূতাস্তর্গতা। এব। ইন্দ্রিয়শক্তয় এব গ্রহণম্। তচ্চ রূপাদিবিষয়াণাং গ্রহণব্যাপাব ইন্দ্রিয়ার্থিষ্ঠানেষু চিত্ত-ধাবণাহুপলব্ধ্যম্। গ্রহীতা—পুরুষাকাবা বুদ্ধিঃ মহান্ আত্মা বা। স চ অস্মীতিমাত্র-বোধোপ্সাত্ত্ব-কর্তৃত্ব-ধর্তৃত্ব-বুদ্ধেবাত্ময়ো মূলং সর্বচিত্তব্যাপাবস্ত। ঐষ্ট-পুরুষসাকপ্যাং স গ্রহীতৃপুরুষ ইত্যাচ্যতে।

৪২। সমাপত্তেঃ সামান্যলক্ষণযুক্তা তদ্বিশেষমাহ। বিষয়প্রকৃতিভেদাৎ সমাপত্তয়-শ্চতুর্বিধাঃ তদ্ যথা সবিভক্তা নির্বিভক্তা সবিচাৰা নির্বিচাৰা চেতি। সবিভক্ত্যা লক্ষণমাহ তদ্রেতি। স্থূলবিষয়েতি অধ্যাহার্যং সবিচাবনির্বিচাববোধঃ সূক্ষ্মবিষয়ত্বাৎ। ব্যাচষ্টে তদ্ যথেন্তি। গোবিতিশব্দঃ বর্ণগ্রাহ্যো বাগিন্দ্রিয়স্থিতঃ, গোবিতি অর্থঃ সর্বেন্দ্রিয়গ্রাহ্যো গোষ্ঠাদৌ স্থিতঃ, গোবিতিজ্ঞানং চেতসি স্থিতম্ ইতি বিভক্তানামপি—পৃথগ্ভূতানামপি অবিভাগেন—সংকীর্ণৈকরূপেণ গ্রহণং বিকল্পজ্ঞানাস্বকং দৃষ্টতে। বিভজ্যমানা ইতি। তাদৃশস্ত সংকীর্ণবিষয়স্ত ধর্মা বিভজ্যমানাঃ—বিবিচ্যমানা অস্তে শব্দধর্মাঃ—বর্ণাঙ্কক্বাদি-রূপাঃ, অস্তে অর্থ ধর্মাঃ—কাঠিজ্ঞানম্, অস্তে বিজ্ঞানধর্মাঃ—দিগবয়বহীনবাদয় ইতি

স্থূল পঞ্চ মহাত্ম। স্থূল ভবৈব অন্তর্গত বিশ্বভেদ বা অনাখ্য প্রকাব বিভিজ্ঞতা আছে, যথা—ঘট, পট আদি ভৌতিক বস্তু। (সমাপত্তি মধ্যতঃ তৎ-বিষয়ক হইলেও প্রথমে ঘটপটাদি ভৌতিককে আলম্বন কবিতা পবে তাহাব রূপ-মাত্র, শব্দ-মাত্র ইত্যাদি তৎবে অবহিত হইতে হয়)। গ্রহণালম্বন—এস্থলে গ্রহণ অর্থে কবণশক্তি, তদালম্বনযুক্ত চিত্ত। ইন্দ্রিবেব গোলক বা পাঞ্চভৌতিক দৈহিক সংস্থান-বিশেষ গ্রহণেব অন্তর্গত নহে, কাবণ, তাহাব স্থূল ভূতবে ধাবা নিম্নিত বলিয়া তদন্তর্গত। অন্তঃকবণং দর্শন-শক্তি, জবণ-শক্তি আদি ইন্দ্রিয়শক্তিবাই গ্রহণ ( তাহাব বাহু অধিষ্ঠান স্থূল ইন্দ্রিয়-সকল)। গ্রহণ অর্থে রূপাদি বিষয়েব গ্রহণরূপ ব্যাপাব এবং তাহা ইন্দ্রিয়শক্তিব বাহু অধিষ্ঠানে চিত্ত-ধাবণা হইতে উপলব্ধ হয়। গ্রহীতা অর্থে পুরুষাকাবা বুদ্ধি বা মহান্ আত্মা। তাহা অস্মীতি-মাত্র বোধস্বরূপ এবং তাহা জ্ঞাতৃত্ব, কর্তৃত্ব এবং ( সংস্কাররূপ ) ধর্তৃত্বরূপ বুদ্ধিব আশ্রয় এবং সমস্ত চিত্ত-ব্যাপাবেব মূল। অর্থাৎ মহান্কে আশ্রয় কবিতাই ঐ বুদ্ধিসকল উদ্ভূত হয়। ঐষ্ট-পুরুষেব সহিত সাক্ষ্যপ (‘আমি জ্ঞাতা বা গ্রহীতা’ এই রূপে ) আছে বলিয়া গ্রহীতাকে গ্রহীতৃপুরুষ বলা হয়।

৪২। সমাপত্তিব সাধাবণ লক্ষণ বলিবা তাহাব বিশেষ বিববণ বলিতেছেন। আলম্বনেব বিষয় এবং প্রকৃতি এই উভয়ভেদে সমাপত্তি চতুর্বিধ, তাহা যথা—সবিভক্তা, নির্বিভক্তা, সবিচাৰা ও নির্বিচাৰা। সবিভক্তাব লক্ষণ বলিতেছেন, যথা—(সবিভক্তা) ‘স্থূল-বিষয়ক’—ইহা সূত্রে উহ আছে, কাবণ, সবিচাৰা ও নির্বিচাৰা যে সূক্ষ্ম-বিষয়ক, তাহা পবে বলা হইবাহে ( অতএব সবিভক্তা ও নির্বিভক্তা স্থূল-বিষয়ক)। এ বিষয়টি ব্যাখ্যা কবিতেছেন। ‘গো’ এই শব্দ কর্ণগ্রাহ এবং বাগিন্দ্রিয়ে স্থিত গো-শব্দেব বাহা বিষয় তাহা পাঞ্চভৌতিক বলিবা চক্ষুবাগি সর্বেন্দ্রিয়গ্রাহ এবং তাহা বাহিবে গোষ্ঠ ( গো-শালা )-আদিতে স্থিত, এবং গো-রূপ বিষয়েব বাহা জ্ঞান তাহা চিত্তে অবহিত,

এতেষাং বিভক্তঃ পঙ্খাঃ—স্বকপাবধাবণমার্গঃ। তত্রৈতি। তত্র—শকার্খজ্ঞানানাম্ ভিন্নানাম্  
অন্তোহিত্রং যত্র মিশ্রণং তাদৃশে সবিকল্পে বিষয়ে সমাপন্নস্ত যোগিনো যো গবাত্তর্ঘ্যঃ স্থূল-  
ভূতবিষয় ইত্যর্থঃ, সমাধিজাতাযাং প্রজ্ঞাযাং সমাকৃৎ স চেৎ শকার্খজ্ঞানবিকল্পানুবিকঃ—  
ভাষাসহায় উপাবর্ততে তদা সা সংকীর্ণা সমাপত্তিঃ সবিতর্কেভ্যুচ্যতে।

গো-শব্দস্তাস্তি বাক্যবৃত্তিঃ তত্ত্বথা গো-শব্দঃ গো-বাচ্যঃ অর্থঃ গোজ্ঞানৈক্যকমেব  
ইতি। অলীকস্তাপি তাদৃশস্ত-গোশব্দানুপাতিনো জ্ঞানস্ত বিষয়স্ত অস্তি ব্যবহার্হতা।  
তত্ত্বস্তদ্বিকল্প ইতি বিবেচ্যম্। উদাহরণেনৈতৎ স্পষ্টীকিয়তে। ভূতানি স্থূলগ্রাহ্য  
ভৌতিকেষু সমাধানাং ভেদাং শব্দস্পর্শাদিমযত্বস্ত সাক্ষাৎকাবো ভূততত্ত্বপ্রজ্ঞা, কথিতম-  
ন্যাভিঃ “শব্দস্পর্শাকপবসাক গন্ধ ইভ্যেব বাহ্যে বসু ধর্মমাত্রম্” ইতি। একাগ্রভূমিকে  
চিত্তে সা প্রজ্ঞা সঠেব উপতিষ্ঠতে ন তস্তা বিলম্বো যথা বিক্লিপভূমিকস্ত চেতসঃ  
প্রজ্ঞাযাঃ। তৎপ্রজ্ঞাসমাপন্নস্ত চিত্তস্ত প্রথমং তাবদ্ বাগল্লাবদ্ধা চিন্তা উপাবর্ততে

এইরূপে শব্দ, অর্থ এবং জ্ঞান বিভক্ত বা পৃথক্ হইলেও তাহাদেব অবিভক্তরূপে অর্থাৎ সংকীর্ণ বা  
একত্র মিশ্রিত কবিবা বিকল্পজ্ঞানেব দ্বাৰা একরূপে গৃহীত হয়, ইহা দেখা যায়।

তাদৃশ সংকীর্ণ বা একজ্ঞীভূত বিষয়েব ধর্মসকল বিভাগ কবিবা বা পৃথক্ কবিবা দেখিলে দুৰ্গা  
যাব যে, বাহা ণকার্মিধর্মক বর্ণাদি-রূপ তাহা পৃথক্, কাঠিভাদি বাহা বাহুবস্তুব ধর্ম তাহা পৃথক্ এবং  
দৈশিক অবববহীন বা ব্যাপ্তিহীন চিত্তহ বিজ্ঞান ধর্ম তদুভয় হইতে পৃথক্, অতএব উহাদেব বিভিন্ন  
পঞ্চ অর্থাৎ তাহাদেব প্রত্যেকেব স্বরূপ উপলব্ধি কবিবাব উপায় পৃথক্। তাহাতে অর্থাৎ বিভিন্ন শব্দ,  
অর্থ ও জ্ঞানেব যেখানে পূর্বস্বাবেব মিশ্রণ তাদৃশ বিকল্পযুক্ত বিষয়ে, সমাপন্নচিত্ত যোগীব যে গবাদি  
অর্থাৎ স্থূলভূতরূপ আলম্বনীভূত বিষয়, তাহা যখন সমাধিজাত প্রজ্ঞাতে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাহা  
যদি শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানেব একত্বরূপ বিকল্পযুক্ত হয় অর্থাৎ যদি ভাবাসহায়ে উপস্থিত হয়, তবে সেই  
(বিকল্পেব দ্বাৰা) সংকীর্ণ সমাপত্তিকে সবিতর্কা বলা হয়।

‘গো’ এই শব্দেব বাক্যবৃত্তি বা বাক্যরূপে ব্যবহাব আছে, যেমন (কর্তৃস্থিত) ‘গো’ এই শব্দ,  
গো-শব্দেব বাচ্য বিষয় (গো-শালাতে স্থিত প্রাণি-বিশেষ) এবং তৎসম্বন্ধীয চিত্তস্থিত গো-জ্ঞান  
(ইহাবা পৃথক্ হইলেও একই বলিঙ্গা ব্যবহৃত হয়)। এইরূপ ব্যবহাব অলীক বলিবা জানিলেও  
গো-শব্দেব অনুপাতী জ্ঞানেব যে বিষয় তাহাব ব্যবহার্হতা আছে তাই তাহা বিকল্প, ইহা বুঝিতে  
হইবে (কাবণ, যে পদেব বাস্তব অর্থ নাই কিন্তু ণম্বলাহায্যে ব্যবহার্হতা আছে—তজ্জাত জ্ঞানই  
বিকল্প)।

উদাহরণেব দ্বাৰা সবিতর্কা স্পষ্ট কবা হইতেছে। ভূতসকল স্থূল গ্রাহ্য বিষয়। প্রথমে  
ভৌতিক বিষয়ে চিত্ত সমাধান কবিবা পবে যে তাহাদেব শব্দস্পর্শাদিমযত্ব পৃথক্ পৃথক্ রূপে  
সাক্ষাৎকাব তাহাই ভূততত্ত্বসম্বন্ধীয প্রজ্ঞা, যথা—আমাদেব দ্বাৰা কথিত হইয়াছে, “শব্দ, স্পর্শ, রূপ,  
বস ও গন্ধ—বাস্তবস্তু কেবল এই পঞ্চবিধ ধর্মমাত্র অর্থাৎ ইহাদেব সন্নিমিত্রম্” (তত্ত্বনিদিধ্যাসন  
গাথা)। একাগ্রভূমিক চিত্তে সেই প্রজ্ঞা সঠাই উপস্থিত বা প্রতিষ্ঠিত থাকে, বিক্লিপভূমিক চিত্তেব

তদ্ যথা ইদং খড়্গতমিদং তেজোভূতম্ । ভৌতিকং বস্ত্র কদলীকাণ্ডবদ্ নিঃসারং ভূত-  
মাত্ৰম্, তৎকৃতাঃ সুখদুঃখমোহা বৈবাগ্যেণ ত্যাজ্যা ইত্যাদিঃ । স্থূলবিষয়য়া ঈদৃশা প্রজ্ঞয়া  
পৰিপূৰ্ণস্ত চৈতস্যো যা তৎসমাপন্নতা সা সৰ্বিতৰ্ক্যেতি ।

৪৩। নিৰ্বিতৰ্ক্যং ব্যাচষ্টে । যদেতি । যদা নামবাক্যরহিতধ্যানাভ্যাসাদ্ বাস্তবো  
খ্যেয়বিষয়ো বাগ্‌বিযুক্তো জ্ঞাযতে তদা শব্দসংকেতস্বত্বপৰিণোদ্যিঃ, ন তদা তৎ প্রত্যক্ষ  
বিজ্ঞানং শব্দানুবিদ্বেন সৰ্বিকল্পেন ঐশ্ৰতানুমানজ্ঞানেন মলিনং ভবতি । তদা অৰ্থঃ সমাধি-  
প্রজ্ঞায়াং নিৰ্বিকল্পেন স্বৰূপমাত্ৰোপাভিষ্ঠতে, তাদৃশস্বৰূপমাত্ৰতয়া এব অবচ্ছিন্নতে—  
বাস্তবং রূপমাত্ৰমেব তদা নির্ভাসতে ন চ কশ্চিদ্ অসংপদার্থতদন্তর্গতো বর্ততে সা হি  
নিৰ্বিতৰ্ক্য সমাপত্তিঃ । তৎ পৰং প্রত্যক্ষ সমাধিজাতত্বাদ্ অন্তপ্রমাণামিত্ৰত্বাৎ । তচ্চ  
তত্ত্বজ্ঞানবিষয়কয়োঃ ঐশ্ৰতানুমানয়োৰ্ব্যঞ্জ—মূলম্, তাদৃশসাক্ষাৎকারবহিঃসৌগতিবেব  
তত্ত্ববিষয়ক-ঐশ্ৰতানুমানো প্রবর্তিতে ইত্যর্থঃ । শব্দসংকেতহীনত্বাদ্ ন চ ঐশ্ৰতানুমান-  
জ্ঞানসহভূতং তদদর্শনম্ । শেষং শ্লোগমম্ ।

প্রজ্ঞাব জ্ঞাব উর্হাব বিগ্ৰব বা ভজ হব না । সেই প্রজ্ঞাব ছাড়া সমাপন্ন চিত্তে প্রথমে বাক্যযুক্ত চিন্তা  
উপস্থিত হয়, যেমন 'ইহা আকাশভূত', 'ইহা তেজোভূত' ইত্যাদি । ভৌতিক বস্ত্র কদলীকাণ্ডবৎ  
নিঃসার, বিকল্পে কবিলে দেখা যায় যে, তাহারা শব্দাদি-ভূতমাত্ৰেব সমষ্টি এবং তদ্ব্যভূত স্বথ, দুঃখ ও  
মোহ বৈবাগ্যেণ ছাড়া ত্যাজ্য, ইত্যাদি প্রকাব জ্ঞান তখন হয় । স্থূল আলম্বনে উপবজ্ঞ ও ঈদৃশ  
ভাবযুক্ত প্রজ্ঞাব ছাড়া পৰিপূৰ্ণ চিত্তেব যে সমাপন্নতা বা ধ্যেব বিববেব ছাড়া সম্যক্ অধিকৃততা,  
তাহাই সৰ্বিতৰ্ক্য সমাপত্তি ।

৪৩। নিৰ্বিতৰ্ক্য সমাপত্তিব ব্যাখ্যান কৰিতেছেন । যখন নাম ও বাক্যহীন ধ্যানাভ্যাসেব  
ছাড়া বাস্তব ( শব্দাদিহীন বলিষা বিকল্পশূন্য, অজ্ঞেব বাস্তব ) ধ্যেব বিবব বাক্যবিযুক্ত হইয়া জ্ঞাত হয়,  
তখন সেই ধ্যান শেষেব ছাড়া সংকেতীকৃত বিকল্পজ্ঞানেব স্তুতি হইতে পৰিস্কৃত হইয়াছে এইরূপ বলা  
যায় । তখনকাব সেই প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান শব্দমব বিকল্পযুক্ত ঐশ্ৰতানুমানজ্ঞানেব ছাড়া মলিন হয় না ।  
তখন ধ্যেব বিবব বিকল্পহীন স্তূতবাঃ স্বৰূপমাত্ৰে ( বিস্কৃত রূপে ) সমাধিপ্রজ্ঞাতে অবস্থিত থাকে ।  
ধ্যেব বিববেব তাদৃশ স্বৰূপমাত্ৰেব ছাড়াই সেই প্রজ্ঞা অবচ্ছিন্ন বা বিশেষিত হয় অৰ্থাৎ বিববেব বাস্তব  
রূপ-মাত্ৰই তখন চিত্তে নির্ভাসিত হয়, কোনও ( শব্দাদি-আশ্রিত ) অসং বা বৈকল্পিক পদার্থ  
তদন্তর্গত হইয়া থাকে না । ইহাই নিৰ্বিতৰ্ক্য সমাপত্তি । তাহা পৰম প্রত্যক্ষ, কাবণ তাহা সমাধি-  
জ্ঞাত বলিষা এবং অনুমান-আগমরূপ অন্ত প্রমাণেব ছাড়া অবিসিন্ন বলিষা এই প্রজ্ঞা তত্ত্ব-বিষয়ক যে  
ঐশ্ৰতানুমান-জ্ঞান তাহাব বীজ বা মূল-স্বরূপ । তাদৃশ সাক্ষাৎকাবান্ বৌগীদেব ছাড়া তত্ত্ব-বিষয়ক  
ঐশ্ৰতানুমান-জ্ঞান প্রবর্তিত হয়, অৰ্থাৎ প্রচলিত স্তব ও অনুস্মিত তত্ত্ব-জ্ঞানেব তাহাই মূল । শব্দরূপ  
সংকেতহীন বলিষা সেই দর্শন বা সম্প্রজ্ঞান ঐশ্ৰতানুমান-জ্ঞাত জ্ঞানেব সহভূত নহে অৰ্থাৎ তাহা  
হইতে জ্ঞাত নহে ।

স্মৃতি। স্মৃতিপরিভ্রমো—বাগ্‌রহিতার্থচিন্তনসামর্থ্যে জ্ঞাত ইত্যর্থঃ, স্বরূপ-  
শূন্তেব—অহং জ্ঞানামীতি প্রজ্ঞাস্বরূপশূন্তা ইব ন তু সম্যক্ তচ্ছূন্তা, অর্থমাত্রনির্ভাসা  
নামাদিহীনযোয়বিষয়মাত্রজ্ঞোত্তরী সমাপত্তিনিবিত্তকী স্থলবিষয়েতি সূত্রার্থঃ। ব্যাচষ্টে  
যেতি। ঐশ্বর্যমানজ্ঞানে শব্দসংকেতসহায়ে ততো বিকল্পানুবিধে। শব্দহীনত্বাদ্  
বিকল্পাদিস্মৃতিঃ শুদ্ধা ভবতি। যদা ন অর্থজ্ঞানকালে তদন্তঃস্মৃতিকপতিষ্ঠতে তদা কেবল-  
গ্রাহ্যোপবক্তা গ্রাহ্যনির্ভাসা ভবতি। গ্রাহ্যমত্র যোয়বিষয়ো ন তু ভূতানি, স্থলগ্রহণস্তাপি  
বিত্তকীভূতত্বাৎ। অং প্রজ্ঞাকপং গ্রহণাশ্রয়কং ত্যক্ত্ৱা ইব অহং জ্ঞানামীতি আত্মস্মৃতি-  
হীনো বিষয়মাত্রাবগাহীত্যর্থঃ। তথা চ ব্যাখ্যাত—সূত্রপাতনিকাবাসম্মতিবিত্তার্থঃ।

তস্তা ইতি। তস্তাঃ—নিবিত্তকীয়া বিষয় একবুদ্ধাপেক্ষমঃ—একবুদ্ধ্যাবস্তকঃ, ন  
নানাপবমাপুংকপঃ স জ্ঞেয়বিষয়ঃ কিন্তু একোহমমিত্যাত্মক ইত্যর্থঃ, অর্থাত্মা—বাহ্যবস্ত-  
কপো ন তু বিজ্ঞানমাত্রঃ, অণুপ্রচরবিশেষাত্মা—অণুনাং শব্দাদিতত্ত্বাত্মাণাম্ অণুশব্দাদি-  
জ্ঞানানামিতি যাবদ্ যঃ প্রচরবিশেষঃ—স্থলপাবদায়কপসমাহারবিশেষঃ, স এব আত্মা  
স্বরূপং বস্ত তাদৃশঃ গবাদির্ঘটাদির্বা লোকঃ—চেতনচেতনলৌকিকবিষয় ইত্যর্থঃ।

স্মৃতি-পবিত্তকি হইলে অর্থাৎ বাক্যব্যতীত বিষয়-চিন্তন বা ধ্যান কবিবাব সামর্থ্য হইলে,  
স্বরূপশূন্তেব জ্ঞায় অর্থাৎ ‘আমি জানিতেছি’ এই প্রকাব প্রজ্ঞা-স্বরূপও বধন না-থাকিব মত হয়,  
যদিও সম্যকরূপে তৎশূন্ত নহে, এবং বিষয়মাত্রনির্ভাসা অর্থাৎ নামাদিহীন যোব বিষয়মাত্রপ্রকাশিকা  
যে সমাপত্তি তাহাই স্থলবিষয়। নিবিত্তকী, ইহাই স্বজ্ঞেব অর্থ। ইহা ব্যাখ্যা কবিতোছেন।  
ঐশ্বর্যমান-জ্ঞান একসংকেত-বুদ্ধিজ্ঞাত বা ভাবাসহায়ক স্মৃতবাং বিকল্পেব দ্বাবা অল্পবিধ বা মিশ্রিত।  
একহীন জ্ঞান হইলে বিকল্পাদি স্মৃতি শুদ্ধ হয় বা বিকল্পহীন জ্ঞান হয়। বধন বিষয়জ্ঞানকালে  
ভবিষ্যৎ অর্থাৎ একসংকেত-বিষয়ক স্মৃতি উঠা বদ্ধ হয়, তখন প্রজ্ঞা কেবল গ্রাহ্যোপবক্তা অর্থাৎ যোয়  
বা গ্রাহ্য বিষয়মাত্র নির্ভাসক হয়। এতলে গ্রাহ্য অর্থে আলম্বনীভূত যোব বিষয়, বাছ ভূত নহে,  
কাবণ, স্থল গ্রহণ বা ইন্দ্রিয়সকলও বিতর্কেব বিষয়। তাহা নিজেব গ্রহণাশ্রয়ক প্রজ্ঞাকপকে যেন  
ত্যাগ কবিয়া অর্থাৎ ‘আমি জানিতেছি’ ইত্যাকাব আত্মস্মৃতিহীনেব জ্ঞান হইবা, স্মৃতবাং কেবল  
যোয়বিষয়মাত্রেব অবগাহী বা তৎসমাপন্ন হয়। ইহা উক্তশেই ব্যাখ্যাত হইবাছে অর্থাৎ আমায়েব  
দ্বাবা সূত্রপাতনিকাব ঐকপেই ব্যাখ্যান কবা হইবাছে।

তাহাব অর্থাৎ নিবিত্তকীব বিষয় একবুদ্ধি-উপেক্ষম বা একবুদ্ধি-আবস্তক অর্থাৎ সেই জ্ঞেয় বিষয়  
তখন নানা পবমাপুংব সমষ্টিরূপে জ্ঞাত হয় না, পবস্ত ( তাহা বহুব সমষ্টিভূত হইলেও ) ‘ইহা এক’  
এইরূপ বুদ্ধিব আবস্তক বা জনক হয় ( বহুত্বেব বা সমষ্টিব জ্ঞান থাকে না, ‘এক বিষয়ই জানুছি’  
এইরূপ জ্ঞান হইতে থাকে )। তাহা অর্থাত্মা বা বাহ্যবস্তকপ, স্মৃতবাং তাহা ( বৌদ্ধ মতানুযায়ী )  
বাহ্যবস্তহীন কেবল বিজ্ঞানমাত্র নহে। ( সেই নিবিত্তকীব বিষয় ) অণুপ্রচর-বিশেষাত্মক অর্থাৎ  
শব্দাদি তত্ত্বাত্মক অণুসকলেব বা শব্দাদিব সূক্ষ্মতম অবিভাজ্য জ্ঞানেব যে প্রচর-বিশেষ অর্থাৎ  
তাহাদের সূক্ষ্মভূতরূপে পরিণামরূপ যে সমাহার-বিশেষ, তদ্রূপ অণুব সমষ্টি বাহাব আত্মা বা স্বরূপ

স চেতি । স চ ঘটাদিরূপঃ পবনাগুসংস্থানবিশেষো ভূতস্পন্দাণাং—তন্মাত্রাণাং  
সাধাবণো ধর্মঃ—প্রত্যেকং তন্মাত্রাণাং ধর্মস্তত্র সাধারণ একীভূতঃ, এবং কাবণেভ্য-  
স্তন্মাত্রৈভ্যস্তস্ত কার্যস্ত বিশেষস্ত কথঞ্চিদ্ অভেদঃ । কিঞ্চ আত্মভূতঃ—তন্মাত্রধর্মশব্দাদেব-  
গতঃ শব্দাদিয়ান্ এব ন চ অন্তর্ধর্মবান্ । এবমপি কাবণাদভেদঃ । ফলেন ব্যক্তেন  
অনুমিতঃ—ব্যক্তং কলং—জব্যাপাং জ্ঞানং তদ্যবহাবশ্চ তাভ্যাম্ অনুমিতঃ । অণু-  
প্রচয়োহপি অণুভ্যো ভিন্নোহয়ং ঘট ইতীদং স ব্যক্তো ঘটব্যবহাবঃ অনুমাপরতীত্যর্থঃ ।  
এবং স্বকাবণাভেদঃ । কিঞ্চ স স্বব্যঞ্জকাজ্ঞনঃ—স্বব্যঞ্জনহেতুনা নিমিত্তেন অভিযুক্তঃ ।  
এবমুভূতঃ সংস্থানবিশেষঃ প্রাহুর্ভবতি তিবোভবতি চ ধর্মাস্তবোধয়ে—অন্তেন নিমিত্তেন  
সংস্থানস্ত অন্তথাভাবো ভবতি । স এব তিবোভাবো নাভাবঃ । স এব সংস্থানবিশেষ-  
রূপো ধর্মঃ অবয়বীতি উচ্যতে । অতো বোহসৌ একঃ—একত্ববুদ্ধিনিষ্ঠঃ, মহান্—  
বৃহদ্ বা, অগীরান্—সূক্ষ্মো বা, স্পর্শবান্—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যঃ শব্দাদিধর্মাজ্ঞয় ইতি বাবং ।  
ক্রিয়াধর্মকঃ—জলধাবণাদিক্রিয়াধর্মকঃ, অনিত্যঃ—আগমাপায়ী চ সোহবয়বীতি  
ব্যবহ্রিয়তে । অনেকেন্দ্রিয়গ্রাহ্যং ব্যবহার্যত্বম্ ।

সেই গো-ঘটাদি লৌকিক বিষয় অর্থাৎ চেতন এবং অচেতন লৌকিক বিষয় । ( নির্বিভক্ত্যব বাহ্য  
আনন্দেনেব বিবব তাহা অণুব সমষ্টি-বিশেষ বাস্তব বাস্তব গদ্যার্থ, বৈদ্যনিক বৌদ্ধদের নির্বৃত্তক মনোময়  
বিজ্ঞানমাত্র নহে এবং তাহাবা প্রত্যেকে গৃহক্ নস্তাবুক ) ।

সেই ঘটাদিরূপ পবনাগুব যে সংস্থান-বিশেষ, তাহা স্বক ভূত যে তন্মাত্রজনক তাহাদের সাধাবণ  
বা সকলেরই একরূপে পবিত্র ধর্ম, অর্থাৎ প্রত্যেক তন্মাত্রের ধর্ম তথ্য সাধারণ বা একীভূত  
( তদ্যবহাব পঞ্চ তন্মাত্রের প্রত্যেকের যে ভেদ তাহা গৃহক্ লক্ষিত হব না ) । এইরূপে তন্মাত্ররূপ  
কাবণ হইতে তাহাব ( ভূতভৌতিক ) কার্যকপ বিশেষের কথঞ্চিৎ অভেদ । ( 'কথঞ্চিৎ অভেদ'  
বলা হইবাছে—যেহেতু কার্য কাবণেরই আত্মভূত, অভাব কার্যের সহিত কারণের ভেদ আছে,  
সাদৃশ্যও আছে ) । কিঞ্চ তাহা আত্মভূত অর্থাৎ নিজের মত, যেমন বাহ্য শব্দাদি-তন্মাত্রের অল্পগত  
বা তাহাবই সমষ্টিরূপ পবিত্রাভূত তাহা ( শূল ) শব্দাদিয়ান্ হইবে, অন্তর্ধর্মবান্ ( যেমন অ-  
শব্দাদিয়ান্ ) হইবে না, এইরূপে ও কাবণ হইতে কার্যের অভেদ । ( সেই পরমানুব সংস্থান ) ব্যক্ত  
ফলেন দ্বাবা অনুমিত হব, অর্থাৎ ব্যক্ত বন বা দব্যব জ্ঞান এবং তাহাব যে তদ্ব্যবহাব ব্যবহাব  
তদ্বাবাই অনুমিত হব । ভূত-ভৌতিকাদিরা অণুব সমাহার হইলেও তাহারা অণু হইতে বিভিন্ন  
'এক ঘট'—এইরূপে সেই ব্যক্ত ঘটরূপ ব্যবহাব উহাব বৈনিষ্ঠ্য অনুমিত কবাব ( বাহার ফল ইহা  
বতকডালি অণু—এইরূপ মনে না হইবা, ইহা 'এক ঘট' এইরূপ জ্ঞান ও ব্যবহার হয় ) । এইরূপে  
স্বকাবণ হইতে কথঞ্চিৎ ভেদ । কিঞ্চ তাহা স্বব্যঞ্জকাজ্ঞন অর্থাৎ নিজের ব্যক্ত হইবাব হেতুরূপ  
নিমিত্তের দ্বাবা অঙ্কিত বা অভিযুক্ত হব । এইরূপ ( তন্মাত্রের ) সংস্থান-বিশেষ উৎপন্ন হব এবং লব  
হব, তাহা ধর্মাস্তবোধের দ্বাবা হব অর্থাৎ অন্ত নিমিত্তের দ্বারা অন্ত ধর্মের বধন উৎপন্ন হয় তখন পূর্ব  
সংস্থানেব অন্তথাভাব লব হয় । তাহাকেই তিবোভাব বলা হইবাছে, অভাব তাহা অভাব নহে ।

অত্র বৈনাশিকানাং যুক্ততাং দর্শয়তি যন্তোতি । যন্ত নম্বে স স্তূল্যবিকাবরূপঃ প্রচল-  
বিশেষঃ অবস্তকঃ—শূন্যমূলকো ধর্মস্বরূপাত্মকঃ, তন্ত প্রচলন্ত শূন্য বাস্তব কারণম্—  
ভূতাদিকার্য্যিণাং তন্মাত্রাদিরূপং কারণম্ অবিকল্পন্ত—বিকল্পহীনন্ত সমাধে: নির্বিতর্ক-  
নির্বিচাৰ্য্যোহিত্যর্থঃ, অত্র তু শূন্যবিষয়া নির্বিচাৰ্য্যাবিসংকীর্ণা, অল্পপলভ্যম্—সাক্ষাৎকাৰ্য্য-  
যোগ্যম্ । তন্ত নম্বে প্রায়েণ সর্বং মিথ্যাভ্জানমিতি এতদ্ আধাৰ্য্যং । কথম্? অবয়বি-  
নামভাবাৎ । তৎ সমাধিঞ্জ জ্ঞানমজ্জপপ্রতিষ্ঠম্—অনবয়বিনি অবয়বপ্রতিষ্ঠম্ অতো  
মিথ্যাভ্জানং ভবেৎ । এবং প্রায়েণ সর্বমেব মিথ্যাভ্জানঞ্চ প্রাপ্নুয়াৎ । তদা চেতি ।  
এবং সর্বস্মিন্ মিথ্যাচ্চে প্রাপ্তে ভবদীয় সম্যগ্দর্শনং কিং স্ত্যাহ? বিষয়াভাবজ্ঞানাভাব  
এব সম্যগ্দর্শনমিতি ভবদ্বয়ে স্তাদিত্যর্থঃ । বদ্ বদ্ উপলভ্যতে তৎ তদ্ অবয়ববিষয়ে  
আজ্ঞাতং—সমায়ুক্তম্ অতো নাস্তি ভবৎসম্মতঃ অনবয়বী বিষয়ো যো নির্বিভক্কায়া বিবয়ঃ  
স্ত্যাহ । তন্মাদস্তি নির্বিভক্কায়া বিবয়ঃ অবয়ববি বস্ত্বৎ সত্যজ্ঞানন্ত বিবয় ইতি ।

এই পৰমায়ুয সংস্থানবিশেষরূপ ধর্মকে অর্থাৎ অপরূপ বর্নাই হইতে উৎপন্ন হুল ব্যক্তভাবেকে অবয়বী  
বলে । অতএব এই যে এক অর্থাৎ একরূপে জ্ঞাত মহান বা ব্রহ্ম, জগীবাণ বা ক্রুত, স্পর্শবাণ বা  
ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অর্থাৎ শব্দাদি নানা ধর্মের আশ্রয়ভূত, ক্রিয়া-ধর্মক বা (ঘর্টেব গুণকে) জলধাবণ আদি  
ক্রিয়ারূপ ধর্মযুক্ত, অনিত্য বা উৎপত্তি-লয়-শীল বস্তু, তাহা অবয়বিরূপে বা ধর্মরূপে ব্যবহৃত হয় ।  
একই কালে একাধিক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হওয়াব যোগ্যতাকে ব্যবহাবযোগ্য বলি হয় ৷

এতদ্বিষয়ে বৈনাশিক বৌদ্ধমতেব অর্থাৎ ধাহাবা বাস্তব-মূল ব্রব্যেব অস্তিত্ব স্বীকার কবেন না,  
তাঁহাদেব মতেব অযুক্ততা দেখাইতেছেন । ধাহাদেব মতে সেই হুল বিকাবরূপ সংস্থান-বিশেষ  
অবস্তক অর্থাৎ শূন্যমূলক ও কেবলমাত্র ধর্ম বা জ্ঞাবমান ভাবেব সমগ্রমাত্র, তাঁহাদেব মতে সেই  
প্রচলবে (অ-সমাহাবেব) শূন্য ও বাস্তব বা সং কাবণ অর্থাৎ ভূতভৌতিকাদি কার্বেব তন্মাত্রাদিরূপ  
কাবণ, অবিকল্পেব অর্থাৎ বিকল্পহীন নির্বিভক্কা-নির্বিচাৰ্য্যাব দ্বাৰা—এখানে স্বল্প-বিষয়া নির্বিচাৰ্য্যাব  
কথাই বলিযাছেন—অল্পপলভ্য বা সাক্ষাৎকাৰ্য্যেব অযোগ্য অর্থাৎ ঐ মতে নির্বিভক্কা-নির্বিচাৰ্য্যাব  
সমাপ্তি বলিযা কিছু থাকে না । অতএব তাঁহাদেব মতে প্রাচ সবই মিথ্যা জ্ঞান হইযা পড়ে ।  
কেন? (তদন্তবে বলিতেছেন যে) কোনও অবয়বী না থাকায় । সেই সমাধিঞ্জ জ্ঞান অজ্জপ-  
প্রতিষ্ঠ অর্থাৎ অবয়বিশূন্য বিষয়ে অবয়ব-প্রতিষ্ঠ, অতএব মিথ্যা জ্ঞান হইবে (বদি মূলে কোনও  
জ্ঞেয় বস্তু না থাকে অথচ জ্ঞান হয় তবে তাহা অবস্তক মিথ্যা জ্ঞান হইবে) । এইরূপে প্রায় সমস্তই  
মিথ্যা জ্ঞান হইযা পড়ে । ঐ কাবশে সমস্তই মিথ্যাচ্চ প্রাপ্ত হওয়াব আপনাদেব মতে সম্যক্ দর্শন

\* তৌতিক বস্তব জ্ঞান একই কালে একাধিক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হয় (অলাভ্যক্সবৎ), যেমন দেখা, স্পর্শ কবা, শ্রাণ লওয়া  
ইত্যাদি একই কালে বেন যুগপৎ হয়, তাহাই ব্যবহার্য্যক । ইহাতে চিত্ত কোনও একমাত্র ভবেব দ্বারা পূর্ণ থাকে না বলিযা ইহা  
অত্যাধিক স্থল জ্ঞান । সমাধিকালে যে কেবলমাত্র রূপ অর্থাৎ কেবল স্পর্শ ইত্যাকার একই জ্ঞান চিত্ত পূর্ণ থাকে তাহাই  
তাখিক জ্ঞান । অত্যাধিক ব্যবহাবেব মনেই প্রধানতঃ স্বল্পজ্ঞানোদেব হয় ।



সত্যপদার্থোহিত্ৰ বিচার্যঃ। বাগ্‌বিষয়স্তথা জ্ঞানবিষয়শ্চেদং যথার্থস্তদা তদ্‌ বাক্যং জ্ঞানঞ্চ সত্যমুচ্যতে। দ্বিবিধং সত্যং ব্যাবহাবিকবিষয়কং ব্যবহাবসত্যং য়োক্ষবিষয়কঞ্চ পৰমার্থসত্যমিতি। তদ্ব্যয়ং চাপি আপেক্ষিকানাংপেক্ষিকভেদেন দ্বিধা। কাঞ্চিদবস্থাপেক্ষা যজ্ঞজ্ঞানমুৎপত্তিতে তদবস্থাপেক্ষং তজ্ঞজ্ঞানং তদ্‌ভাষণঞ্চ আপেক্ষিকং সত্যম্, অস্মাভিৰ্থিতোক্তম্ “অতিদূরাং পয়োদবদদ্বাদশাসংঘাতঃ। লক্ষ্যতেহত্ৰিঃ সদা ভিন্নং সামীপ্যাচ্ছৰ্কবাময়” ইতি। অল্লাধিকদূৰাবস্থানম্ আপেক্ষ্য পৰ্বতজ্ঞানং তজ্ঞজ্ঞানভাষণঞ্চ সত্যমেব। কবণোৎকৰ্ষম্ আপেক্ষ্য জাতং জ্ঞানম্ উৎকৃষ্টসত্যজ্ঞানম্। তত্রাপি তদ্ব্যয়ং জ্ঞানং চবয়সত্যজ্ঞানম্। সমাধৌ কবণানাং চরমস্থৈৰ্যং স্বচ্ছতা চ তত একাগ্ৰভূমিক-সমাধিজ্ঞা প্রজ্ঞা চবমোৎকৰ্ষসম্পন্ন। এবং সবিতৰ্কনিৰ্বিতৰ্কসমাধৌ তদালম্বনবিষয়ন্ত চরমা শূলবিষয়া সত্যপ্রজ্ঞা। সবিতাবনিৰ্বিতাবসমাধৌ চ শূলবিষয়া সত্যপ্রজ্ঞা। সা চ যোগিভিঃ ঋতন্তবোত অভিধীয়তে। তত্র তদ্বিষয়কাণি আপেক্ষিকসত্যানি পৰমার্থস্ত উপায়ভূতানীতি অভ্যন্তানি পৰমার্থসত্যমুচ্যতে। পৰমার্থসত্যেযু যজ্ঞপেয়ভূতং স কুটস্থো

কি হইবে? বিষয়ের অভাবে জানেব অভাবই আপনাদেব মতে সম্যক্‌ জ্ঞান হইবা পড়ে। যাহা কিছু উপলব্ধ হয় তাহা সবই অব্যবস্থিতির দ্বারা আশ্রিত বা তৎসম্ভব, অতএব আপনাদেব সম্মত এমন কোনও অনবধী বিষয় নাই যাহা নিবিতৰ্কীয় আলম্বন হইতে পারে। অতএব নিবিতৰ্কীয় বিষয় অব্যবস্থিতি বস্তু (বাস্তব বিষয়) আছে তাহাই সত্যজ্ঞানেব বিষয় অর্থাৎ সমাধিজাত সত্যজ্ঞান আছে বলিলে সেই জানেব বিষয়েবও অতিশয় স্বীকার কবিতে হইবে।

এখানে সত্য পদার্থ বিচার্য। বাক্যেব এবং জানেব বিষয় বহিঃ যথার্থ হব তবে সেই বাক্যকে ও জ্ঞানকে সত্য বলা যায়। সত্য দ্বিবিধ, ব্যাবহাবিক বিষয়-সম্বন্ধীয় ব্যবহাব-সত্য এবং য়োক্ষ-বিষয়ক পৰমার্থ-সত্য। এই দুই প্রকাব সত্য পুনরাব আপেক্ষিক ও অনাপেক্ষিক ভেদে দুই প্রকাব। কোনও অবস্থাকে আপেক্ষা কবিয়া যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই অবস্থাপেক্ষ্য সেই জ্ঞান এবং সেই জানেব ভাষণ আপেক্ষিক সত্য, যথা—আমাদেব দ্বারা উক্ত হইবাছে, “বহুদূর হইতে পৰ্বত মেঘেব দ্বাৰ মনে হয়, নিকট হইতে তাহা প্রত্যবেব সমষ্টিকূপে অর্থাৎ অল্প প্রকাবে দৃষ্ট হয়, আবার নিকট হইতে আবার তাহা কল্পবেব সমষ্টি বলিয়া মনে হয়” (‘যোগযুক্তি’)। অল্প বা অধিক দূৰে অবস্থিতিকে আপেক্ষা কবিয়া পৰ্বতের যখন যে প্রকাব জ্ঞান হয়, তখন সেই জ্ঞান এবং তজ্জপ কখনই (আপেক্ষিক) সত্য। উৎকৃষ্ট ইন্দ্রিয়কে অর্থাৎ জ্ঞানশক্তি ও তাহাব অধিষ্ঠানকে আপেক্ষা কবিয়া যে জ্ঞান হয় তাহা উৎকৃষ্ট সত্যজ্ঞান। তাহাব মধ্যে আবার তদ্ব-সম্বন্ধীয় যে জ্ঞান তাহা চবয় সত্যজ্ঞান। সমাধিতে কবণসকলেব চবয় স্থৈৰ্য এবং নিৰ্বলতা হয় তদ্ব্যয় একাগ্ৰভূমিতে জাত সমাধি হইতে যে প্রজ্ঞা হয় তাহা চবয় উৎকৰ্ষসম্পন্ন। এইকূপে সবিতৰ্ক-নিবিতৰ্ক সমাধিতে তাহাব আলম্বনীভূত শূল বিষয়েব চবয় সত্য প্রজ্ঞা হয়, আর সবিতাব-নিবিতাব সমাধিতে শূলবিষয়-সম্বন্ধীয় চবয় সত্য প্রজ্ঞা হয়। যোগীদেব দ্বারা তাহা ঋতন্তব প্রজ্ঞা বলিয়া অভিহিত হয়। তন্মধ্যে তদ্ব-বিষয়ক আপেক্ষিক সত্যসকল পৰমার্থেব উপায়-স্বৰূপ বলিয়া তাহাদেব পারমার্থিক সত্য বলা হয়। পৰমার্থ-সত্যেব

ব্রহ্মা পুরুষস্তস্মাৎ তদ্বিষয়কং জ্ঞানম্ অনাপেক্ষিকং নিত্যবস্তুবিষয়কং কূটস্থসত্যজ্ঞানম্ । তেন চ কৌটস্থ্যাদিগমঃ কৈবল্যং বা ভবতীতি । নিত্যবস্তুবিষয়কং সত্যম্ অনাপেক্ষিকম্ । তচ্চাপি দ্বিধা পরিণামিনিত্যবস্তুবিষয়কং ত্রৈলোক্যং তথা অপরিণামিনিত্যবস্তুবিষয়কং কূটস্থবস্তুবিষয়কং বেতি ।

৪৪। সূক্ষ্মবিষয়ে সবিচাবিনির্বিচাবে ব্যাচষ্টে তদ্ব্রৈতি । তত্র ভূতশুদ্ধিষু অভিব্যক্ত-  
ধর্মকেশু—সাক্ষাদ্ গৃহ্যমাণেষু ন চ আগমাত্মমানবিষয়েষু । দেশকালনিমিত্তানুভবা-  
বচ্ছিন্নেষু—দেশ উপর্যধ আদিঃ, তাদৃশদেশব্যাখ্যং, নীলগীতাদিঘোষং গৃহীত্বা তৎকারণং  
তন্মাত্রং তত্রোপলভ্যতে অতো দেশানুভবাবচ্ছিন্নঃ । ন হি পবমাণোঃ স্মৃতা দেশব্যাপ্তি-  
প্রতীতিঃ তন্মাত্রং তজ্জ্ঞানে অস্মৃতা উপর্যধঃপার্শ্বানুভবসম্প্রযুক্তততি বিবেচ্যম্ । কালঃ—  
বর্তমানাদিঃ, ত্রিকালানুভবেষু বর্তমানমাত্রানুভবাবচ্ছিন্নঃ সবিচাবঃ । নিমিত্তানুভবা-  
বচ্ছিন্নঃ—নিমিত্তম্ উদ্ঘাটকং কারণম্, তন্ম যথা রূপতন্মাত্রজ্ঞানম্ নিমিত্তং তেজোভূত-  
সাক্ষাৎকারপূর্বকং তেজঃকারণানুসঙ্গিতসোঃ সবিচাবং ধ্যানম্, এতন্নিমিত্তমাপেক্ষম্ । এবং  
দেশকালনিমিত্তানুভবাবচ্ছিন্নেষু সূক্ষ্মবিষয়েষু শব্দসহায়া বা সমাপত্তির্জায়তে সা  
সবিচাবা । তদ্ব্রৈতি । তদ্ব্যাপি—নির্বিভক্তবদ্ অত্র সবিচাবেহপি একবুদ্ধিনির্গ্রাহ্যম্—  
একমিদম্ অল্পভূয়মানং রূপতন্মাত্রমিত্যাদিরূপম্, উদিতধর্মবিশিষ্টম্—অতীতানাগতানাং

মধ্যে বাহ্য উপেষভূত বা লক্ষ্য তাহা কূটস্থ বা অবিকারী ব্রহ্মা পুরুষ, তজ্জ্ঞাত তদ্বিষয়ক জ্ঞান অনাপেক্ষিক  
( বাহ্যব অতিথিব জ্ঞাত অজ কিছুব অপেক্ষা নাই ) নিত্য-বস্তু-সম্বন্ধীয় কূটস্থ সত্যজ্ঞান ( অর্থাৎ  
কূটস্থ-বিষয়ক সত্যজ্ঞান, কাবণ জ্ঞান কূটস্থ হইতে পাবে না, জানেব বিষব পুরুষই কূটস্থ ) । তাহা  
হইতেই কূটস্থ বিষয়েব অধিগম বা কৈবল্য লাভ হয় ।

নিত্যবস্তু-বিষয়ক যে সত্যজ্ঞান তাহা অনাপেক্ষিক, তাহাও দুই প্রকার, যথা—পরিণামি-  
নিত্যবস্তু-বিষয়ক ( পরিণামশীল হইলেও বাহ্যব ভাস্কিক বিনাশ নাই তদ্বিষয়ক ) বা ত্রিগুণ-সম্বন্ধীয়,  
এবং অপরিণামি-নিত্য বা কূটস্থ-বস্তু-বিষয়ক ( ব্রহ্ম-সম্বন্ধীয় ) ।

৪৪। সূক্ষ্ম-বিষয়ক সবিচাবা ও নিবিচাবা সমাপত্তির ব্যাখ্যান কবিতেন্নে । তন্মধ্যে  
অভিব্যক্তধর্মক অর্থাৎ ইঞ্জিয়েব দ্বাৰা বাহ্য সাক্ষাৎ গৃহ্যমান, অল্পমান ও আগমেব বিষব নহে, তাদৃশ  
সূক্ষ্মভূতকালে যে দেশ, কাল ও নিমিত্তেব অল্পভবেব দ্বাৰা অবচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ সমাপত্তি তাহা  
সবিচাবা । দেশ অর্থে ঊর্ধ্ব, অধঃ আদি, তাদৃশ দেশব্যাখ্য নীলগীতাদি ঘোষ বিষয়কে গ্রহণ কবিয়া  
তৎকারণং যে তন্মাত্র তাহাব উপলব্ধি হয়, সূক্তবাং সেই জ্ঞান দেশরূপ অল্পভবেব দ্বাৰা অবচ্ছিন্ন ।  
পবমাণুব স্মৃতা দেশব্যাপ্তিব জ্ঞান হয় না, তজ্জ্ঞাত তাহাব জ্ঞানে ঊর্ধ্ব, অধঃ, পার্শ্ব আদিব অল্পভব  
অস্মৃতরূপে সংযুক্ত থাকে, ইহা বিবেচ্য । কাল—যেমন বর্তমান, অতীত ইত্যাদি, ত্রিকালরূপ  
অল্পভবেব মধ্যে সবিচাবা কেবল বর্তমানেব অল্পভবেব দ্বাৰা অবচ্ছিন্ন । নিমিত্তানুভবেব দ্বাৰা  
অবচ্ছিন্নতা অর্থাৎ নিমিত্ত বা ঘোষ বিষয়জ্ঞানেব বাহ্য উদ্যোতক কাবণ, যেমন রূপতন্মাত্রজ্ঞানেব  
নিমিত্ত তেজোভূত সাক্ষাৎকার কবিয়া তেজোভূতবেব কাবণ কি, তদ্বিষয়ে অল্পসঙ্গিত্ব হইয়া যে

ধৰ্মাণাম্ অনবগাহীত্যর্থঃ । ভূতস্মৃৎস্বং—গ্রাহ্যং তন্মাত্রম্ অস্মিতাদয়ো গ্রহণতদ্ব্যাপ্তগীত্যর্থঃ । আলম্বনীভূতং সমাধিপ্রজ্ঞাবাম্ উপতিষ্ঠতে । যেতি । বা পুনঃ সৰ্বথা—সম্যগনবচ্ছিন্না । সৰ্বত ইত্যাদিভিঃ ত্ৰিভির্দৈলৈঃ সৰ্বথা শব্দো ব্যাখ্যাতঃ । সৰ্বত ইতি দেশানুভবানবচ্ছিন্নত্বং, শাস্তোদিত্যাব্যাপদেশধৰ্মানবচ্ছিন্নত্ব ইতি বিষয়স্ত কালানুভবানবচ্ছিন্নত্বং, সৰ্বধৰ্মানুপাতিবু সৰ্বধৰ্মাৎকেষু ইতি নিমিত্তানুভবানবচ্ছিন্নত্বম্ । এবংবিধা অবচ্ছেদবহিতা শব্দাদিবিকল্প-হীনা প্রজ্ঞাসমাপন্নতা নির্বিচাৰা সমাপত্তিৰিতি । সমাপত্তিঞ্চয়ম্ উদাহরণেন বিবৃণোতি । এবমিতি সবিচাৰায়া উদাহরণম্ । বিচাৰানুগতসমাধিৰ্না সাক্ষাৎকৃতং ভূতস্মৃৎস্বং এবং-স্বৰূপম্—এতেনৈব স্বৰূপেণ—দেশানুভবমপেক্ষ্য ইত্যর্থঃ । আলম্বনীভূতম্, এবং-সবিতৰ্কবৎ শব্দসাহায়ঃ প্রজ্ঞেয়বিষয়ঃ সমাধিপ্রজ্ঞাম্ উপবল্লভতি সবিচাৰাব্যামিতি শেষঃ ।

নির্বিচাৰস্বৰূপং বিবৃণোতি প্রজ্ঞেতি । সমাধিপ্রজ্ঞা বদা শব্দব্যবহাবজবিকল্পশূণ্ণা স্বৰূপশূণ্ণেব অর্থমাত্রনির্ভাসা ভবতি তদা নির্বিচাৰা ইত্যুচ্যতে । তত্রোতি । কিঞ্চ তত্র মহদ্বস্তবিষয়া—স্থূলভূতেশ্বিয়বিষয়া । সূক্ষ্মবিষয়া—তন্মাত্রাদিবিষয়া । এবম্ উভয়োঃ—নির্বিচৰ্কনির্বিচাবয়োঃ এতয়া নির্বিচৰ্কয়া বিকল্পহানিঃ শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পশূণ্ণতা ব্যাখ্যাতা ।

সবিচাৰ ধ্যান—ইহাই নিমিত্ত-সাপেক্ষতা, এইরূপে দেশ, কাল ও নিমিত্তেব অল্পভবেব দ্বাৰা অবচ্ছিন্ন হইয়া ‘হৃদ্র’ বিষয়ে যে শব্দসহায্য ( শব্দার্থজ্ঞান-বিকল্পবৃক্ষ ) সমাপত্তি উপপন্ন হব তাহা সবিচাৰা । সে-দলেও অর্থাৎ নির্বিচৰ্ক্য ভাব এই সবিচাৰাতেও, একবুদ্ধি-নিগ্রাহ অর্থাৎ ‘এই অল্পভূতমান বর্ণ-তন্মাত্র এক’ ইত্যাদিকণ উদিতবর্ষবিশিষ্ট অর্থাৎ অতীতানাগত ধৰ্মে অবহিত না হইয়া কেবল বর্তমানমাত্র-গ্রাহক, এবং ভূতস্মৃৎস্ব বা তন্মাত্রকণ ‘হৃদ্র’ গ্রাহ্য ও অস্মিতাদি ‘হৃদ্র’ গ্রহণ-তন্মসকলও আলম্বনীভূত হইয়া সমাধিপ্রজ্ঞাব উপস্থিত হইয়া থাকে বা প্রতিষ্ঠিত হব । আৰ, বাহা সৰ্বথা বা সম্যক্ অনবচ্ছিন্না অর্থাৎ দেশ, কাল আদিব দ্বাৰা সংকীৰ্ণ নহে, তাহা নির্বিচাৰা । ‘সৰ্বতঃ’ ইত্যাদি তিন প্রকাৰ বিশেষণেব দ্বাৰা ‘সৰ্বথা’ এর ব্যাখ্যাত হইয়াছে । ‘সৰ্বতঃ’ একে দেশানুভবেব দ্বাৰা অনবচ্ছিন্নতা বুঝাইতেছে, শাস্ত বা অতীত, উদিত বা বর্তমান এবং অব্যাপদেশ বা ভবিষ্যৎ এই তিনেব দ্বাৰা অনবচ্ছিন্ন বলাব ধ্যেব বিষয়েব কালানুভবেব দ্বাৰা অনবচ্ছিন্নতা বুঝাইতেছে ( অতএব তাহাব বিষয় ত্ৰৈকালিক ) এবং ‘সৰ্বধৰ্মানুপাতী ও সৰ্বধৰ্মকণ’ এই শব্দদ্বয়ে নিমিত্তানুভবেব দ্বাৰা অনবচ্ছিন্নতা বুঝাইতেছে । এইরূপ অবচ্ছেদবহিত শব্দাদি-স্মৃতি-বিকল্পহীন প্রজ্ঞাব দ্বাৰা সমাপন্নতা বা পৰিপূর্ণতাই নির্বিচাৰা সমাপত্তি । উদাহরণেব দ্বাৰা সমাপত্তিঞ্চয় বিবৃত কৰিতেছেন । ভাস্কর্য্যকায় সবিচাৰাব উদাহরণ দিতেছেন । বিচাৰানুগত সমাধিব দ্বাৰা সাক্ষাৎকৃত স্মৃৎস্মৃতেব স্বরূপ এই প্রকাৰ অর্থাৎ এই প্রকাৰে দেশাদি-অল্পভবপূৰ্বক তাহা আলম্বনীভূত হব । এইরূপে সবিতৰ্ক্য ভাব সবিচাৰাব শব্দসাহায্যে প্রজ্ঞেব ( ‘হৃদ্র’ ) বিবন সমাধিপ্রজ্ঞাকে উপবল্লিত কৰে ।

নির্বিচাৰাব স্বরূপ বিবৃত কৰিতেছেন, সমাধিপ্রজ্ঞা প্রজ্ঞা যখন শব্দব্যবহাবজনিত বিকল্পহীন হইয়া স্বরূপশূণ্ণেব স্তায় বিষয়-মাত্র-নির্ভাসক হব, তখন তাহাকে নির্বিচাৰা বলা যায় । কিঞ্চ তাহাদেব মধ্যে বিতৰ্কানুগত সমাধি মহৎ বা স্থূল বস্ত-বিষয়ক ( মহদ্রূপং স্থূলরূপং বস্ত মহদ্বস্ত, ‘মহাবস্ত’ নহে )

৪৫। কিং হৃদয়বিষয়কমিত্যাহ। হৃদয়বিষয়কং চ অলিঙ্গপৰ্ববসানম্—অলিঙ্গে  
প্রধানেন হৃদয়বিষয়কং পৰ্ববসিতম্, তদবধি স্থিতমিত্যর্থঃ। ব্যাচষ্টে পার্থবশ্চেতি।  
লিঙ্গমাত্রম্ মহন্তত্বম্ অস্মীতিমাত্রবোধস্বরূপম্, যৎ স্বকারণবোঃ পুস্তকত্যাগলিঙ্গমাত্রম্।  
ন কশ্চাচিৎ স্বকাবণস্ত লিঙ্গমিত্যলিঙ্গম্। তচ্চ মহত উপাদানকাবণং ততস্তৎ হৃদয়তমং  
দৃশ্যম্। অপি চ লিঙ্গস্ত মহতঃ পুরুষোহপি হৃদয়ং কাবণম্ ইতি। স হৃদয়ং কারণম্ ইতি  
সত্যম্, কিংতু নোপাদানরূপেণ হৃদয়ং যতঃ স হেতুঃ—নিমিত্তকাবণং লিঙ্গমাত্রম্,  
তদ্রূপেণৈব হৃদয়তমং নোপাদানরূপেণ। অতঃ প্রধানেন উপাদানস্ত নিবতিশয়ং সৌন্দর্যম্।

৪৬। তা ইতি। বহির্বস্তবীজাঃ—বহির্বস্ত—দ্যোবরূপেণ পৃথগ্ জ্ঞায়মানং বস্ত্ৰ,  
তদেব বীজম্ আলম্বনং যাসাং তাঃ। সূর্যমস্তম্।

৪৭। অন্তঃকোটি। অন্তঃক্যাবরণমলাপেতস্ত—অন্তঃক্যাবরণম্ আবরণমলাং  
তদপেতস্ত, প্রকাশস্বভাবস্ত বুদ্ধিসত্ত্বস্ত বজ্রস্তমোভ্যাং—বাজসতামসসংস্কারবৈঃ ইত্যর্থঃ

অর্থাৎ হৃদয় তুভ্যেহি-বিষয়ক। (এবং বিচাৰাহুগত সমাধি) হৃদয়-বিষয়ক অর্থাৎ তন্মাত্র-অস্মিতাদি-  
বিষয়ক। এইরূপে নির্বিতর্ক্য বস্তুকেই বাবা নির্বিতর্ক্য ও নির্বিচাৰ্য এই উভয়েব বিকল্পহীনত্ব অর্থাৎ  
শব্দার্থ-জ্ঞানেব বিকল্পশূন্যতা ব্যাখ্যাত হইল।

৪৫। হৃদয়-বিষয়ক কি তাহা বলিতেছেন। হৃদয়-বিষয়ক অলিঙ্গ-পৰ্ববসান অর্থাৎ তাহা অলিঙ্গ  
যে প্রধান বা প্রকৃতি তাহাতে শেষ হইয়াছে অর্থাৎ তদবধি স্থিত। হৃদয় ব্যাখ্যা কবিত্তেছেন,  
'লিঙ্গমাত্র' অর্থে মহন্তত্ব, বাহ্য অস্মীতি বা 'আমি' এতাবন্নাম বোধ-স্বরূপ এবং বাহ্য স্বকাবণ পুরুষ  
এবং প্রকৃতিব লিঙ্গমাত্র বা জ্ঞাপক-স্বরূপ, প্রধান বা প্রকৃতিব কোনও কাবণ নাই বলিয়া তাহা  
কোনও স্বকাবণেব লিঙ্গ বা অনুমাণক নহে, তদ্বস্ত্ব তাহাব নাম অলিঙ্গ। তাহা মহান্ আত্মাব  
উপাদান কাবণ, তদ্বস্ত্ব তাহা হৃদয়তম দৃশ্য \*। পুরুষও ত লিঙ্গমাত্র মহতেব হৃদয় কাবণ? (অতএব  
হৃদয়তম বলিতে পুরুষেব উল্লেখ কৰা হইল না কেন? তাহাব উত্তৰ—) পুরুষ মহতেব হৃদয় কাবণ  
ইহা সত্য, কিন্তু তাহা উপাদানরূপে হৃদয়কাবণ নহে, যেহেতু তট্টা পুরুষ লিঙ্গমাত্র মহতেব হেতু বা  
নিমিত্তকাবণ, তদ্রূপেই তাহা হৃদয়তম কাবণ, উপাদানরূপে নহে। অতএব প্রধানেন উপাদানেব  
চরম হৃদয়তা পৰ্ববসিত।

৪৬। বহির্বস্তবীজ অর্থাৎ বহির্বস্ত বা দ্যোবরূপে পৃথগ্ জ্ঞায়মান যে বস্ত (গ্রহীতৃ, গ্রহণ, গ্রাহ  
বিষয়), তাদৃশ বস্ত যাহাব অর্থাৎ যে সমাধিব বীজ বা আলম্বন তাহা, অর্থাৎ সবিতর্কাদি চাবি  
প্রকাব সমাধি।

৪৭। অতঃকিৰূপ আবরণ মল অপেত বা অপগত হইলে অর্থাৎ অর্থেব (বাজনিক মল) ও  
জড়তা (তামস মল)-রূপ জ্ঞানেব (সাধিকতাব) যে আববক মল তাহা নষ্ট হইলে, প্রকাশ-স্বভাব

\* দৃশ্য অর্থে জ্ঞেয়। ইন্দ্রিয়েব সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না হইলেও, হেতু বা কাৰ্য দেবিবা অনুমানেব দ্বাৰা বাহ্য জ্ঞান বা  
তাহাও জ্ঞেয় বা দৃশ্যেব অন্তর্ভুক্ত। তদনুসারে অব্যক্ত প্রকৃতিও দৃশ্য, বিপৰীত হইল দৃশ্যতা প্রাপ্ত হইব বলিখাও তাহা দৃশ্য।

অনভিভূতঃ অতঃ স্বচ্ছঃ—অনাবিলঃ, স্থিতিপ্রবাহঃ—একাগ্রভূমিজাতবাদ্ বৈশাবজ্ঞ-  
মিতার্থঃ। তদেতি। অধ্যাত্মপ্রসাদঃ—অধ্যাত্ম করণং বুদ্ধিবিত্যর্থঃ, তস্মৈ প্রসাদঃ  
পরমর্নৈর্মল্যং ততো ভূতার্থবিষয়ঃ—বথার্থবিষয়ঃ, ক্রমানুবোধী—ক্রমহীনো যুগপৎ  
সর্বভাসকঃ।

৪৮। তস্মিন্নিতি। তস্মিন্—নির্বিচাবস্ত বৈশাবজ্ঞে জাতে সতি যা প্রজ্ঞা জায়তে  
তস্মা ঋতন্তবা ইতি সংজ্ঞা। ঋতম্—সাক্ষাদনুভূতং সত্যং বিতর্কীতি ঋতন্তরা। অর্থ্যা  
—নামানুসঙ্গপার্থযুক্তা। তথ্যেতি। আগমেন—শ্রবণেন, অনুমানেন—উপপত্তিভির্মনেন,  
ধ্যানাভ্যাসরসেন—ধ্যানস্ত অভ্যাসরসেন সংস্কারোপচয়েন, এবং প্রজ্ঞা ত্রিধা প্রকল্পয়ন্  
—সাধয়ন্ উক্তমং যোগং লভত ইতি।

৪৯। প্রভেতি। বিশেষঃ অনন্তবৈচিত্র্যাত্মকঃ, তস্মাৎ স ন শক্যঃ শব্দৈবভিত্তিতম্  
জতঃ শব্দৈঃ সামান্যবিষয়ঃ সংকেতীকৃতঃ। তস্মাৎ শব্দজন্তুমাগমবিজ্ঞানং সামান্য-  
বিষয়কম্ অনুমানমপি তাদৃশম্। তত্র হেতুজ্ঞানাদ্ যদংশস্ত প্রাপ্তিঃ তন্ত্ৰৈবাবগতিঃ,

বুদ্ধিসত্ত্বৈব যে বজ্রন্তম-দ্বাবা অর্থাৎ বাক্য ও তামস সংস্কারেব দ্বাবা অনভিভূত অতএব স্বচ্ছ বা  
অনাবিল স্থিতি প্রবাহ \* অর্থাৎ একাগ্রভূমিজাত বলিবা সাধিকতাব যে অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ, তাহাই  
নির্বিচাবার বৈশাবজ্ঞ। অধ্যাত্মপ্রসাদ অর্থে অধ্যাত্ম কবণ যে বুদ্ধি, তাহাব প্রসাদ বা পবম নির্গলতা।  
তাহা হইতে যে প্রজ্ঞা হয় তাহা ভূতার্থ-বিষয়ক অর্থাৎ বথার্থভূতার্থ- ( সত্য- ) বিষয়ক এবং ক্রমেব  
অননুবোধী বা ক্রমহীন অর্থাৎ সেই জ্ঞান ক্রমণঃ অল্প অল্প কুবিবা হয় না, তাহা যুগপৎ সর্বপ্রকাশক।

৪৮। তাহা হইলে অর্থাৎ নির্বিচাবাব বৈশাবজ্ঞ হইলে, যে প্রজ্ঞা উপন্ন হয় তাহাব নাম  
ঋতন্তবা। ঋতকে বা সাক্ষাদ-অবিগত সত্যকে যাহা ভবণ অর্থাৎ ধারণ কবে তাহা ঋতন্তবা বা  
তাদৃশ সত্যপূর্ণ। তাহা অর্থ্যা বা নামেব অনুসঙ্গ অর্থযুক্ত অর্থাৎ এই ঋতন্তবা প্রজ্ঞা বথার্থই  
সত্যজ্ঞান। আগমেব দ্বারা অর্থাৎ ( আশ্রয় পুরুষেব নিকট ) শুনিবা, অনুমানেব দ্বাবা অর্থাৎ উপপত্তি  
বা বুদ্ধিবে দ্বাবা মনন কবিবা, ধ্যানাভ্যাস-বসেব দ্বাবা অর্থাৎ ধ্যানেব যে অভ্যাস বা পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান  
তাহাতে বল বা সংস্কারজ্ঞ আনন্দ লাভ কবিবা সঞ্চিত সংস্কারেব দ্বারা, এই তিন প্রকায়ে প্রজ্ঞাকে  
প্রকল্পিত বা সাধিত কবিবা উক্তম যোগ বা সর্বশ্রেষ্ঠ সূক্ষ্মবিষয়া সমাধিপ্রজ্ঞা লাভ করা যায়।

৪৯। বিষয়েব যাহা বিশেষ জ্ঞান তাহা অনন্ত বৈচিত্র্যযুক্ত হুতবা তাহা পদেব বা ভাবাব  
দ্বাবা সম্যক্ অভিজিত কবাব যোগ্য নহে, তজ্জন্ত পদেব দ্বাবা সামান্য বা সাধাবণ ( বিশেষেব  
বিপবীত ) বিষয়ই সংকেতীকৃত হয় †। তজ্জন্ত পদ বা ভাবা হইতে উপন্ন আগম-বিজ্ঞান সামান্য-

বহুতা অর্থে নির্গলতাহুত্ব দ্বাবাব ভিতবে দেখা যায়। চিত্তেব স্বচ্ছতা অর্থে তাহাতে কোনও বৃত্তি উঠিলে তাহা  
তখনই লপিত হওযা। চিত্তে কতগুলি বৃত্তি উঠিবা পেল—অথচ তাহা লক্ষ্য না করা একই সেই বৃত্তি যে ‘আমি’ ভুলিতেহি  
তথিহবে কোনও অবগান না থাকাই অস্বচ্ছতা, তাহা চকলতা ও মোহ হইতেই হয়।

† যেমন ‘বুদ্ধ’ এই শব্দ শুনিবা এক সাধাবণ জ্ঞান হয়, কিন্তু অসংখ্য প্রকাব বুদ্ধ হইতে পাবে তাহা প্রত্যক্ষ বাস্তব  
বথামথ বিজ্ঞাত হয় না, অতএব পদেব বা ভাবাব দ্বারা বিষয়েব সাধাবণ জ্ঞানই সম্ভব এবং তদর্থেই তাহা ব্যবহৃত হয়।

তন্মান্ন শক্যা অনন্তবিশেষান্তেনাবগন্তম্, অসংখ্যহেতুজ্ঞানস্তাসম্ভবত্বাৎ, প্রায়েণ চ  
অহুমানস্ত শব্দজ্ঞত্বাৎ । এবম্ অহুমানেন সামান্তমাত্রস্ত উপসংহাবঃ—সামান্তধর্মীশ্রয়-  
বুদ্ধিঃ । ন চেতি । তথা লোকপ্রত্যক্ষেশাপি সূক্ষ্মব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টবস্ত্তো ন গ্রহণং  
দৃশ্যতে । এবম্ অপ্রামাণিকস্ত ঞ্জতাহুমানলোকপ্রত্যক্ষাণীতি ত্রিবিধপ্রমাণৈবপ্রাশস্ত  
বিশেষস্ত—সূক্ষ্মবিশেষরূপস্ত প্রমেয়স্ত অভাবঃ অস্তীতি ন শব্দনীয়ং যতঃ সূক্ষ্মভূতগতো  
বা পুরুষগতঃ—গ্রহীতৃপুরুষগতঃ কবণগত ইতি যাবৎ, স বিশেষঃ সমাধিপ্ৰজ্ঞানির্দ্রাহ্যঃ ।  
তন্মাদিতি উপসংহবতি ।

৫০ । সমাধিপ্ৰজ্ঞানান্তে যোগিনঃ প্রজ্ঞাজাতঃ সংস্কারো জ্ঞাযতে, স চ সংস্কারঃ  
অন্তসংস্কারপ্রতিবন্ধী—বিন্দিগ্ন্যুখানসংস্কারপ্রতিপক্ষঃ । সমাধীতি । প্রজ্ঞামুভবাৎ  
প্রজ্ঞাসংস্কারঃ ততঃ প্রজ্ঞাপ্রত্যয়ঃ, প্রজ্ঞাসংস্কারস্ত বিবর্ধমানতা এব বিক্ষেপসংস্কারস্ত  
তজ্জপ্রত্যায়স্ত চ ক্ষীয়মাণতা তবোবিকল্পত্বাৎ । স্মৃগমমস্তৎ । সংস্কারাতিশয়ঃ—প্রজ্ঞা-

বিবধক, অহুমানও তজ্জন্ত তাদৃশ । অহুয়ানে হেতুব জ্ঞান হইতে যে অংশেব প্রাপ্তি হব অর্থাৎ যে  
অংশেব হেতু পাওয়া যাব তাবজ্ঞাত্বেই জ্ঞান হব । এই কাৰণে অহুয়ানেব দ্বাবা কোনও বস্তব অনন্ত  
বৈশিষ্ট্যেব জ্ঞান হওবাব সম্ভাবনা নাই, কাবণ, অহুমান প্রাষণঃ ণব-সাহাব্যেই হব এবং ণবেব দ্বাবা  
(হেতুং পদার্থেব অনাং বৈশিষ্ট্যেব) অনাং হেতুব জ্ঞান হইতে পাবে না । (যেন ধূম, তাপ,  
আলোক ইত্যাদি নবই অগ্নিজ্ঞানেব নিমিত্ত বা হেতু । ইহাব মধ্যে যে হেতুব বেকপ অর্থাৎ যত্থানি  
প্রাপ্তি ঘটবে, হেতুমান পদার্থেব সেইরূপই বিজ্ঞান হইবে । ণদ্বাযিব দ্বাবা সর্বহেতুব সর্বাং বিজ্ঞাপিত  
হইতে পাবে না, তজ্জন্ত তদ্বাবা হেতুং পদার্থেব বিশেষ জ্ঞান হইতে পাবে না) । এই কাবণে  
অহুয়ানেব দ্বাবা সামান্তরাজ্বেব উপসংহাব হব অর্থাৎ জ্বেব বিবের সাধাবণ ধর্ম (লক্ষণ) অবলম্বন  
কবিয়া জ্ঞান হব ।

(ঞ্জতাহুমানেব দ্বাবা ত বিশেষ জ্ঞান হইতেই পাবে না, কিঞ্চ) সূক্ষ্ম, ব্যবহিত (কোনও  
ব্যবধানেব অন্তবালে স্থিত) ও বিপ্রকৃষ্ট বা দূর্ব বস্তব বিশেষ জ্ঞান লৌকিক প্রত্যক্ষেব দ্বাবাও হয়  
না । এইরূপে অপ্রামাণিক অর্থাৎ শ্রবণ, অহুমান ও লোকপ্রত্যক্ষ এই ত্রিবিধ প্রমাণেব দ্বাবা  
গৃহীত বা বিজ্ঞাত না হইলেও, বিশেষ অর্থাৎ সূক্ষ্মবিশেষরূপ জ্বেব বিষয় যে নাই—এইরূপ ণদ্বা  
নিদ্বাবণ, কাবণ সূক্ষ্মভূতগত এবং পুরুষগত অর্থাৎ গ্রহীতৃপুরুষগত বা কবণগত সেই বিশেষ জ্ঞান,  
সমাধিপ্ৰজ্ঞাব দ্বাবা বিজ্ঞাত হওবাব যোগ্য ।

৫০ । সমাধিপ্ৰজ্ঞা লাভ হইলে—যোগীব প্রজ্ঞাজাত সংস্কার উৎপন্ন হব, সেই সংস্কার  
অন্তসংস্কারেব প্রতিবন্ধী অর্থাৎ তাহা বিন্দিগ্ন্যুখান-সংস্কারেব \* প্রতিপক্ষ । প্রজ্ঞাব অহুভব হইতে  
প্রজ্ঞাব সংস্কার হব, তাহা হইতে পুনঃ প্রজ্ঞারূপ প্রত্যয় হব । এইরূপে প্রজ্ঞাসংস্কারেব বর্ধমানতা এবং

\* বুখান অর্থে চিন্তের উখান, তাহা আশপক্ষি দৃষ্টতে দুই প্রকাব, বিন্দিগ্ন ও একাঙ্গ । নিবোধের তুলনাব একাঙ্গতা  
এবং একাঙ্গতার তুলনাব বিন্দিগ্ন অবস্থাকে বুখান বলা যায় । এখানে বিন্দিগ্নক বুখান বলা হইতছে ।

সংস্কারবাহুল্যম্। প্রজ্ঞয়া হেবতাখ্যাতিঃ তত্তঃ বৈবাগ্যং তত্তঃ কার্ধাবসানম্। চিত্তচেষ্টিতং  
খ্যাতিপৰ্ববসানম্—বিবেকখ্যাতিঃ জ্ঞাতাৰাং ন কিঞ্চিং চেষ্টিতমবশিষ্ট্যতে বিবেকস্ত  
সম্প্রজ্ঞাতস্ত শিবোমৰিণিঃ।

৫১। কিঞ্চাস্ত ভবতি। তস্তাপি নিবোধে—পৰেণ বৈবাগ্যেণ সম্প্রজ্ঞাতকলস্ত  
বিবেকস্তাপি নিবোধে সৰ্বপ্রত্যয়নিবোধাদ্ নির্বীজঃ সমাধিঃ—অসম্প্রজ্ঞাতঃ কৈবল্য-  
ভাগীযো নির্বীজঃ সমাধিবিভার্থ ইতি সূত্রার্থঃ। স নেতি। স নির্বীজো ন তু কেবলং  
সমাধিপ্রজ্ঞাবিরোধী—প্রজ্ঞাকপপ্রত্যয়নিবোধকুৎ, কিন্তু প্রজ্ঞাকৃতানাং সংস্কারাগামপি  
প্রতিবন্ধী—ক্ষয়কৃৎ ভবতি। কস্মাদিতি। নিরোধজঃ সংস্কারঃ—পরবৈবাগ্যাকপনিরোধ-  
প্রযত্নানুভবকৃতঃ সংস্কারঃ সমাধিজ্ঞানং সংস্কারান্—প্রজ্ঞাসংস্কারান্ বাধতে নিম্প্রত্যয়ী-  
করণাৎ। প্রত্যয়জননমেব সংস্কারস্ত কার্যম্, প্রত্যয়ানুভবে সংস্কারস্ত ক্ষয়ঃ প্রত্যেত্যব্যঃ।  
নিবোধস্তাপি অস্তি সংস্কারঃ নিরোধস্ত বিবৰ্ধমানতা-দর্শনাং ভদবগম্যতে। নহু নিবোধো

তদ্বিকল্পকৃত্ত্বং বিবেকসংস্কারঃ ও তৎসংস্কারজ প্রত্যয়েব (দুর্বলতাপ্রযুক্ত) কীৰ্যমাণতা হইতে থাকে।  
সংস্কারাভিশয অর্থাৎ প্রজ্ঞাসংস্কারেব বাহুল্য। প্রজ্ঞাব দ্বাৰা বিবেকে হেবতাখ্যাতি হয়, তাহা হইতে  
বৈবাগ্য, বৈবাগ্য হইতে বাহু কৰ্মেব অবসান হয়। চিত্তেব চেষ্টাসকল খ্যাতিপৰ্ববসান অর্থাৎ  
বিবেকখ্যাতিতে পবিসমাপ্ত, কাৰণ, বিবেকখ্যাতি উপর হইলে চিত্তেব কোনও চেষ্টা বা কার্য অবশিষ্ট  
থাকে না (যেহেতু ভোগাপবগই চিত্ত-চেষ্টাব স্বরূপ, তখন এই উভব পুৰুষাৰ্থই নিম্পন্ন হইয়া যায়)।  
সম্প্রজ্ঞাতেব শিবোমৰিণি বা চৰমোৎকৰ্ণই বিবেকখ্যাতি।

৫১। তাঁহাব অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞানবানেব আব কি হয়, তাহা বলিতেছেন। তাহাবও নিবোধে  
অর্থাৎ পরবৈবাগ্যেব দ্বাৰা সম্প্রজ্ঞাত সমাধিৰ মুখ্য কল যে বিবেকখ্যাতি তাহাবও নিবোধে, চিত্তেব  
সৰ্বপ্রত্যয় নিরুদ্ধ হয় বলিয়া তখন নির্বীজ সমাধি অর্থাৎ অসম্প্রজ্ঞাতকপ কৈবল্যভাগীম যে নির্বীজ  
(ভবপ্রত্যয় নির্বীজে কৈবল্য হয় না) সমাধি তাহা সিদ্ধ হয়—ইহাই স্তম্ভেব অর্থ।

সেই নির্বীজ যে কেবল সমাধিপ্রজ্ঞাব বিবোধী তাহা নহে অর্থাৎ তাহা কেবলমাত্র প্রজ্ঞাকপ  
প্রত্যয়েবই নিবোধকাৰী নহে, পবন্ত প্রজ্ঞাজ্ঞাত সংস্কারকলেবও প্রতিবন্ধী বা নাশকাৰী। নিবোধজ-  
সংস্কার অর্থাৎ পরবৈবাগ্যাকপ সৰ্ববৃত্তি-নিবোধেব যে অভ্যাস তাহাব অল্পভবজ্ঞাত যে সংস্কার, তাহা  
সমাধিজ সংস্কারকে অর্থাৎ প্রজ্ঞাসংস্কারকে বাধিত কৰে, কাৰণ, তাহা চিত্তকে সৰ্বপ্রত্যয়-শূন্য কৰে।  
সংস্কারেব কাৰ্যই প্রত্যয় উপাধান কৰা, কিন্তু তখন নতন কোনও প্রত্যয় উদ্ভিত হয় না বলিয়া  
সংস্কারেবও (কার্ধাভাবে) ক্ষয় হয়, ইহা বুঝিতে হইবে। নিবোধেবও যে সংস্কার হয়, তাহা নিবোধ  
অবস্থাব বৰ্ধমানতা দেখিয়া জানা যায় (কাৰণ, সঞ্চিত সংস্কারেই তাহা সম্ভব)। নিবোধ ত প্রত্যয়  
নহে, অতএব কিৰূপে তাহাব সংস্কার হয়, কাৰণ প্রত্যয় হইতেই সংস্কার উপপন্ন হয়, ইহাই ত নিয়ম ?  
ইহা সত্য। কিন্তু সেশ্বলেও প্রত্যয় হইতেই সংস্কার হয়। নিবোধেব অব্যবহিত পূৰ্বে প্রত্যয়েব  
প্রবাহ বিচ্ছিন্ন হয়, তাহাতে সেই 'ব্যুত্থানপ্রবাহেব বিচ্ছিন্নতা'-রূপ প্রত্যয়েব সংস্কার সম্ভাত হয়  
(এখানে ব্যুত্থান অৰ্থে প্রাধানতঃ একাপ্রত্যাকপ প্রত্যয় বুঝাইতেছে), এবং নিবোধেব ভঞ্জেব অর্থাৎ

ন প্রত্যয়ঃ অভঃ কথং তস্য সংস্কারঃ, প্রত্যয়শ্চৈব সংস্কারজনননিয়মাদিতি । সত্যম্ ।  
ভ্রাপি প্রত্যয়কৃত এব সংস্কারঃ । প্রাগ্ নিবোধঃ প্রত্যয়প্রবাহো ভিত্ত্যে, ততস্তদন্তে-  
কপস্ত প্রত্যয়স্ত সংস্কারো জায়তে । তথা নিবোধভঙ্গকপস্ত প্রত্যয়স্তাপি সংস্কারো  
জাযেত । স প্রত্যয়নিবোধনসংস্কারস্তথা নিবোধভঙ্গসংস্কার এব নিরোধসংস্কারঃ ।

যেন বৈরাগ্যবলেন প্রত্যয়প্রবাহভঙ্গস্তস্য প্রাবল্যাৎ নিবোধসংস্কারস্য বিবৰ্ধ-  
মানতা । সম্প্রজ্ঞাতসংস্কারনাশে নিশ্চিন্ত্যহেন পৰবৈবাগ্যেণ শাস্ততঃ প্রত্যয়প্রবাহভেদঃ  
স্যাৎ তদেব কৈবল্যম্ । প্রত্যয়প্রবাহভঙ্গে যদা অবচ্ছিন্নকালব্যাপী তদা স নিবোধ-  
সংস্কার ইতি বক্তব্যঃ । যদা তু তস্য শাস্ততঃ উপবসন্তদা তৎসংস্কারস্যাপি প্রকাশ ইতি  
বিবেচ্যম্ । ব্যুৎপাদ্যেতি । ব্যুৎপাদ্যস্য—বিক্ষেপস্য নিবোধভঙ্গঃ সমাধিঃ সম্প্রজ্ঞাত-  
সমাধিঃ, তদ্বৈবঃ সহ কৈবল্যাভ্যাগীয়ে নিরোধজৈঃ—নিবোধকৃষ্টিঃ পৰবৈবাগ্যজৈঃ সংস্কারৈঃ

প্রত্যয়েব উদ্ভবেবও সংস্কার হব, অভএব প্রত্যয়নিবোধেব সংস্কার এবং নিবোধেব উদ্ভব অর্থাৎ  
'বিচ্ছিন্ন প্রত্যয়েব উৎপাদন'রূপ প্রত্যয়েবও সংস্কার হয়—এই বিবিধ প্রত্যয়েব সংস্কারই নিবোধ-সংস্কার ।  
( ইহা বস্তুতঃ নিরুদ্ধ অবস্থাং সংস্কার নহে । প্রত্যয়েব লব এবং কিংকাল পবে তাহাব উদ্ভব—  
নিবোধেব এই দুই সীমাবৃত্ত প্রত্যয়েব যে সংস্কার তাহাই নিবোধ-সংস্কার, এবং ঐ দুই সীমাব  
ব্যবধানেব বুদ্ধিই নিবোধেব বুদ্ধি ) ।

যে বৈবাগ্যবলেব দ্বাবা প্রত্যয়প্রবাহেব ভঙ্গ হব তাহাব পত্তিব প্রাবল্য অল্পসাবেই নিবোধ-  
সংস্কারেব বুদ্ধি হইতে থাকে । সম্প্রজ্ঞাতরূপ ব্যুৎপাদন-সংস্কার বিনষ্ট হইলে অবোধ বা নিষিদ্ধব  
পৰবৈবাগ্যেব দ্বাবা যে শাস্ত কালেব জন্ত প্রত্যয়প্রবাহেব বোধ তাহাই কৈবল্য । প্রত্যয়প্রবাহেব  
ভঙ্গ যখন অবচ্ছিন্ন বা নির্দিষ্ট কালব্যাপী হব, তখনই তাহাকে নিবোধ-সংস্কার বলা হব ( পুনশ্চ প্রত্যয়  
উঠে বলিয়া ) । যখন তাহাব শাস্ত উপবস বা বোধ হব তখন তাহাব সংস্কারেবও সম্পূর্ণ নাশ হয়,  
ইহা বিবেচ্য ।

ব্যুৎপাদন বা বিক্ষেপে নিবোধরূপ যে সমাধি অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত সমাধি তজ্জাত সংস্কার এবং  
কৈবল্যাভ্যাগীয মুখ্য যে ( সর্ববৃত্তি ) নিবোধজ সংস্কার অর্থাৎ চিত্তেব নিবোধ-সম্পাদনকারী পৰবৈবাগ্য-  
জাত সংস্কার—এই উভয়জাতীয় সংস্কারেব সহিত চিত্ত, তাহাব অবস্থিত বা নিত্য কাৰণ প্রকৃতিতে  
বিলীন হয় বা পুনরুৎপাদনহীন লব প্রাপ্ত হব অর্থাৎ স্বকাৰণে শাস্ত কালেব জন্ত লীন হইয়া থাকে ।

অধিকাৰ-বিবোধী অর্থাৎ চেষ্টাব পৰিপন্থী বা বিবোধী । সংস্করণ চেষ্টাই চিত্তেব স্থিতিব  
বা ব্যস্ততাৰ হেতু ( অভএব সংস্করণেব বোধেই চিত্তেব প্রলব ) । চিত্ত শাস্ত কালেব জন্ত প্রলীন  
হওয়াব পূর্ব তখন স্বরূপপ্রতিষ্ঠ ( বৃত্তিসারূপেব অভাব ঘটাব ), শুদ্ধ, গুণাভীত ও মুক্ত অর্থাৎ  
( দুঃখাদি চিত্তেব জাতকরূপ উপচাব না থাকাব ) আবোপিত দুঃখহীন হন—এইরূপ বলা যায়  
অর্থাৎ আমাদের দৃষ্টিতে এইরূপ বলিতে হয় ( যদিও পূর্বব সর্দাই ঐ ঐ লক্ষণযুক্ত, ভ্রাপি তিনি  
'বুদ্ধিব জ্ঞাতা' এই দৃষ্টিতে যে যে লক্ষণ তাঁহাতে আবোপিত হইত, তখন আব তাহা স্বয়ংহাবেব  
অবকাশ থাকে না ) ।



চিন্তং অস্যাম্ অবস্থিতায়াং—নিত্যায়াং প্রকৃতৌ প্রবিলীযতে—পুনরুত্থানহীনং জয়ং  
প্রাপ্নোতি। তস্মাদিতি। অধিকারবিবোধিনঃ—চেষ্টাপবিপশ্বিনঃ। চেষ্টিতমেব চিন্তস্য  
স্থিতিহেতু। চিন্তস্য শাস্তবিনিবৰ্ত্তনাং পুরুষঃ স্বরূপপ্রতিষ্ঠঃ, শুদ্ধঃ—শুণাতীতঃ,  
মুক্তঃ—হৃৎখোপচাবহীন ইত্যুচ্যতে ইতি।

পাদেহ্মিন্ সমাহিতচিন্তস্য যোগশুভংসাধনসামান্যঞ্চ উক্তম্, সমাধিদৃশা চ কৈবল্য-  
মুপপাদিতমিতি।

ইতি সাংখ্যযোগাচার্য-শ্রীহবিহবানন্দাবণ্য-কৃত্যায়ং বৈয়াসিক-শ্রীপাতঞ্জল-  
সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যস্য টীকায়াম্ ভাষ্যত্যাং প্রথমঃ পাদঃ।

এই পাদে সমাহিত চিন্তেব যে যোগ অর্থাৎ চিন্তাধারাব সমাহিত, তাঁহাব যোগ কিরূপ ও  
তাঁহাব কব প্রকাব ভেদ ইত্যাদি এবং তাঁহাব যে সাধাবণ সাধন ( বিশেষভাবে নহে ), তাহা উক্ত  
হইয়াছে এবং সমাধিব দৃষ্টিতে কৈবল্যও যুক্তিব দ্বাৰা স্থাপিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ ধৰ্ম্মমেষ আৰণ্যেৰ দ্বাৰা অনুদিত  
প্রথম পাদ সমাপ্ত

## দ্বিতীয় পাদঃ

১। উদ্ভিষ্টঃ সমাহিত ইতি। মনঃপ্রধানসাধনানি তথা অভ্যাসেন বৈরাগ্যেণ চ সিদ্ধন্ত সমাধেরবাস্তবভেদান্তংকলভূতং কৈবল্যক্ষেতি যোগঃ প্রথমে পাদে উদ্ভিষ্টঃ। কথং ব্যুৎথিতেতি। ব্যুৎথিতস্ত—নিবস্তুরধ্যানাত্যাস-বৈরাগ্যাত্যাবনাহসমর্থস্ত চেতসঃ কথং—কৈর্যোগান্নকুলক্রিয়াচরণৈর্যোগঃ সম্ভবেদিতি। অনাদীতি। কর্ম—কর্মফলাহু-ভবঃ, ক্লেশঃ—দুঃখমূলমজ্জানম্, তাভ্যাং জাভা অনাদিবাসনা—স্মৃতিফলসংস্কাবকপা তয়া চিত্রা, তথা বিষয়জালসম্প্রযুক্তা অন্তর্জিঃ—যোগান্তরায়ভূতং বজ্রস্তমোমলমিত্যর্থঃ। অযোথনাভিহতঃ পাবাণ ইব সাহস্তুচ্ছিত্তপসা বিরলাবযবা ভবতীতি। তপস্ত চিত্তপ্রসাদ-করণাম্ আসনপ্রাণায়ামোপোষণাদীনাম্ ক্লেশমহনং সূখভ্যাগম্। কায়সংযমস্তপঃ, বাক্-সংযমঃ স্বাধ্যায়ঃ, ঈশ্বৰপ্রাণিধানন্ত নানসঃ সংযম ইতি। এভির্বাছকর্মবিরতঃ শাস্তো দাস্ত উপরতততিতিক্ষুর্হা সমাধ্যাত্যাসসমর্থো ভবেৎ। কর্মবিরভয়ে যোগমুদ্রিশ্চ কর্মা-চরণং ক্রিয়াযোগঃ। স চ কষ্টকেন কষ্টকোদ্ধাববদ্ যোগান্নভূতেন কর্মণা যোগপ্রতি-পক্ষকর্মণাম্ উন্নয়নম্।

১। মনঃপ্রধান অর্থাৎ বাহ্যে বাহ্যে ক্রিয়া কর, এইরূপ লামনসকল এবং অভ্যাস ও বৈরাগ্যেণ দ্বাৰা সাধিত যে সমাধি ও তাহাব অন্তর্গত যে সকল বিভাগ এবং তাহাব কলরূপ যে কৈবল্য— এইসব যোগেব বিষয় প্রথম পাদে বিবৃত হইবাছে। ব্যুৎথিত চিত্তেব অর্থাৎ যে চিত্ত নিবস্তব ধ্যানাত্যাস ও বৈরাগ্যাত্যাবনা কবিত্তে অসমর্থ ( অস্থিৰতাবশতঃ ), তাহাব পক্ষে কিল্পে অর্থাৎ যোগান্নকুল কোন্ কোন্ কর্মাচরণেব দ্বাৰা যোগলিঙ্গি হইতে পাৰে,—তাহা বলিতেছেন। কর্ম অর্থে এখানে কর্মফলের ভোগকণ অলভব। ক্লেশ অর্থে দুঃখেব বাহা মূল এইরূপ অজ্ঞান। এই উভয়বিধ অলভব হইতে জাত, স্মৃতিমাত্র বাহাব কল তাদৃশ সংস্কাবকণ অনাদি যে বাসনা, তদ্বাৰা চিজিত এবং বিষয়জালসংযুক্ত অন্তর্জি অর্থাৎ যোগেব অন্তবাস-স্বরূপ বজ্রস্তমোমল, সেই অন্তর্জি সৌহ-মুদ্রসেব দ্বাৰা অভিহত পাযাণেব জাব, তপস্তাব দ্বাৰা চূর্ণ বা ক্ষীণ হইবা যায়। চিত্তেব প্রসাদকব অর্থাৎ স্থিৰতা-সম্পাদক যে আসন, প্রাণায়াম ও উপবাস আদির জজ কষ্টমহন এবং ( শাবীবিক ) সূখভ্যাগ—তাহাই তপস্তা। তপস্তা অর্থে ( প্রধানভঃ ) শাবীব সংযম, স্বাধ্যায় অর্থে বাক্-সংযম এবং ঈশ্বৰ-প্রাণিধান নানস তপস্তা। ইহাদেব আচরণেব ফলে বাহ্যকর্ম হইতে নিবৃত্ত হইবা শাস্ত বা বাহ্যকর্মবিবত, দাস্ত বা সংযতেন্দ্রিয়, উপবত বা বৈরাগ্যবৃত্ত এবং তিতিজ্ঞ বা সদিজ্ঞ হইবা সমাধিৰ অভ্যাস কবিবাব সামর্থ্য হয়।

যোগ বা চিত্তস্থিৰেব উদ্দেশে, কর্মে বিবাগ উৎপাদনার্থ অর্থাৎ বাহ্যকর্ম হইতে ক্রমশঃ নিবৃত্ত হইবার দ্বন্ত যে কর্মীজঠান তাহাব নামই ক্রিয়াযোগ। কষ্টকেব দ্বাৰা যেমন কষ্টকোদ্ধার কবা হয়,

২। ক্রিয়াযোগঃ অতনু অবিচ্ছাদীন ক্ৰেশান্ তনু কৰোতি । ঐতনুকৃতাঃ ক্ৰেশাঃ প্রসংখ্যানরূপেণাগ্নিনা—বিবেকেনেত্যর্থঃ, ভূষ্টবীজকল্পা ভবন্তি । ভূষ্টানি মুদগাদিবীজানি যথা বীজাকাবাণ্যপি ন প্রবোহন্তি তথা বিবেকখ্যাতিমতেতসি স্থিতাঃ সূক্ষ্মাঃ ক্ৰেশাঃ অপ্ৰসবধর্মিণো ভবন্তি ক্ৰেশসন্তানং ন বর্ষয়েয়ুর্বিভার্যঃ । কিং তু তদা বুদ্ধিপুরুষবিবেকখ্যাতিরেব চেতসি প্রবর্তেত । সা চ খ্যাতিরূপা সূক্ষ্মা প্রজ্ঞা ক্ৰেশৈঃ অপবাসুষ্ঠা অনভিভূতা ইত্যর্থঃ, প্রাস্তভূমিং লব্ধা পবিপূর্ণা সতী প্রজ্ঞেন্সম্ভাৰ্হস্মাতাবাং সমাপ্তাধিকাৰা—আরম্ভহীনা লব্ধপর্ববাসানা ইত্যর্থঃ, প্রতিপ্রসবায় কল্লিগ্ৰতে প্রলীনা ভবিষ্যতীত্যর্থঃ । ইক্ষনং দক্ষা যথাগ্নিঃ স্বয়ং লীয়তে সাত্ৰ উপমা । এবং ক্রিয়ারূপাণ্যপি তপআদীনী সর্ববাস্তনিবোধস্ত জ্ঞানসাধ্যস্ত যোগস্ত বহিরঙ্গতাং লভন্তে ।

৩। হুঃখমূলাঃ পবমার্হপ্রতিপক্ষা বিপর্ষয়া এব পঞ্চ ক্ৰেশাঃ । তে স্তম্ভমানাঃ—সংস্কাবপ্রত্যয়রূপেণ তদ্বানা বিবর্ধমানা বেত্যর্থঃ, গুণানাম্ অধিকারম্—কার্যাবস্তগ-

সেইরূপ যোগাঙ্কত্ব বা যোগাঙ্কল্য কর্ণেব দ্বারা যোগেব বিরুদ্ধ কর্মসকলেব উদ্ভূলন কৰা হয় । ( অতএব নিম্নতই কর্ম কবিতে থাকি অথবা যে কর্ণেব ফলে কর্মক্ষম হয় না, তাহা ক্রিয়া-যোগেব লক্ষণ নহে ইহা বুঝিতে হইবে ) ।

২। ক্রিয়া-যোগ অতনু বা তনু অবিচ্ছাদি ক্ৰেশসকলকে তনু বা স্তম্ভ কৰে । ঐ স্তম্ভকৃত ক্ৰেশসকল প্রসংখ্যান বা বিবেকখ্যাতিরূপ অগ্নিৰ দ্বারা দহিবীজবৎ হয় । ভূষ্ট ( ভাজা ) মুদগ ( মুগ ) আদি বীজ যেমন বীজেব জ্বাব আকারবিশিষ্ট হইলেও তাহা হইতে অকুবোদগম হয় না, সেইরূপ বিবেকপ্রতিষ্ঠি চিত্তে স্থিত সূক্ষ্ম ক্ৰেশসকলও অপ্ৰসবধর্মী হয় অর্থাৎ তাহা ক্ৰেশলভ্যানেব বুদ্ধি বা নুতন ক্ৰেশোৎপাদন কৰে না । পবত্ব তখন বুদ্ধি ও পুরুষেব বিবেকখ্যাতিরূপ অগ্নিষ্টা বৃত্তিই চিত্তে প্রবর্তিত হয় ।

সেই খ্যাতিরূপ সূক্ষ্ম প্রজ্ঞা ক্ৰেশেব দ্বারা অপবাসুষ্ঠি অর্থাৎ অনভিভূত হইবা প্রাস্তভূমি বা চবম উৎকর্ষ লাভ কৰাব পবিপূর্ণ বলিবা এবং প্রজ্ঞেব বিষয়েব অভাবে ( কাবণ, তখন পবমার্হ-বিষয়ক জ্ঞাতব্য আব কিছু থাকে না ) সমাপ্তাধিকাৰা বা কার্ধজননেব প্রচেষ্টাহীন হওয়াতে ( কার্ধাভাবে ) অবলান প্রাপ্ত হইবা প্রতিপ্রসব প্রাপ্ত হয় বা প্রলীন হয় ( কাবণ, বৃত্তিরূপ কার্ণেব দ্বাবাই চিত্ত ব্যস্ত থাকে, তাহাব অভাব ঘটিলেই চিত্ত স্বকাবণে লীন হইবে ) । এ বিষয়ে উপমা যথা—অগ্নি যেমন স্বীয় আশ্রয় ইক্ষনকে দহি কবিবা স্বয়ং লীন হয়, তক্ষ ( চিত্ত ভোগাপবর্গরূপ অর্ধ নিপ্পন্ন কবিবা স্বকাবণে লীন হয় ) । ( ক্রিয়ারূপ সাধনও যে যোগাঙ্ক তাহা বলিতেছেন ) এই কাবণে তপ আদিবা ক্রিয়ারূপ সাধন হইলেও, অতএব তাহাবা আধ্যাত্মিক ধ্যানাধিসাধনেব জ্বাব সাক্ষাৎভাবে চিত্তবোধকব না হইলেও, সর্ববৃত্তি-নিবোধকপ জ্ঞানসাধ্য অর্থাৎ আধ্যাত্মিক সাধনলাপেক যে যোগ, তাহাব বহিবঙ্গতা লাভ কৰে অর্থাৎ তাহাব বাহ্য অঙ্গরূপে গণ্য হয় ( অতএব তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ নহে ) ।

৩। হুঃখমূলক এবং পবমার্ণেব বিবোধী বিপর্ষব বৃত্তিসকলই পঞ্চক্ৰেশ অর্থাৎ বিপর্ষব বহ

সামর্থ্যমিত্যর্থঃ জ্ঞেয়ন্তি । অত এব মহাদাদিকপং চিত্তবৃত্তিকপং সংস্ফুটরূপঞ্চ পবিণামম্  
অবস্থাপবন্তি—পবিণামস্ত অবস্থিতেঃ প্রবর্তনায় বা হেতবো ভবন্তীত্যর্থঃ । যথা  
অপত্যার্থ পিত্রোঃ প্রবর্তনং তথা ক্লেশকাবণানাম্ মহাদাদীনামপি কার্যকাবণশ্রোতো-  
রূপেণ উন্নয়নং প্রবর্তনমিত্যর্থঃ । তে চ ক্লেশাঃ পবম্পরসহায় জাত্যামৃত্তোগকপং কর্ম-  
বিপাকম্ অভিনির্ভবন্তি—নির্বর্তয়ন্তীতি ।

৪। চতুর্বিধকল্পিতানাম্—অস্তিতাবাগ্ধেবাভিনিবেশানামিত্যর্থঃ । তত্রৈতি । শক্তিঃ  
ক্রিয়ায়া জননী, তন্মাত্রপ্রতিষ্ঠানং ক্লেশানং প্রস্তুতির্দ্বিতীয়ী তবিত্তক্রিয়াজননী চ দন্ধ-  
বীজোপমা ক্রিয়াজননসামর্থ্যহীনী বক্তা চেতি । আত্মা বিষয়ে প্রাপ্তে বিবৃধ্যতে ন তথা  
অন্ত্যেতি বিবেচ্যম্ । প্রসংখ্যানবক্তঃ—বিবেকখ্যাতিমতঃ । চরমদেহ ইতি । মনঃ-  
প্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াম্ কল্পতো বিবেকমাত্রে চিত্তসমাধানসামর্থ্যাদ্ ন ভক্ত বোগিনঃ পুনঃ  
শরীরধারণং স্তাং ততশ্চরমদেহো—জীবমুক্ত ইতি ।

সত্যমিতি । বিবেকঃ প্রত্যয়বিশেষঃ, প্রত্যয়স্ত জ্ঞেয়দৃশ্য-সংযোগমন্তরেণ ন সম্ভবেৎ,  
তন্মাদ্ বিবেককালেহ্যপ্যস্তি চিন্তোপাদানভূতা অস্মিতা । সা চ বিবেকাদ্ অস্তা

প্রকার থাকিতে পাবে, কিন্তু তন্মধ্যে বাহ্যবা ছঃখঃ এবং পবমার্বেব প্রতিপক্ষ তাহাদিগকেই এই শাস্ত্রে  
ক্লেশরূপে নির্দিষ্ট কবা হইয়াছে । ( আকাশ নীল কেন ?—ভবিষ্যৎ বিপর্যয়ান থাকিলেও কতি  
নাই, কিন্তু অনিত্য বিবক্ষকে নিত্য মনে কবিয়া তাহাতে যে বাগ্ধেবাদিকপ বিপর্যয়বৃত্তি হয় তাহা  
পবিণামে অথবা বর্তমানে ছঃখদায়ক বলিয়া তাহাদিগকে ক্লেশরূপ বিপর্যবেব মধ্যে গণিত কবা  
হইয়াছে ) ।

সেই ক্লেশসকল শুদ্ধমান বা চকল হইবা অর্থাৎ সংস্কার ও প্রত্যয়রূপে বিভূত বা বর্ধিত হইবা  
জ্ঞেব অধিকাবকে বা কার্যজননসামর্থ্যকে হ্রাস্ত কবে অর্থাৎ প্রযুক্তি অস্তিমুখ কবে । অতএব  
তাহা মহাদাদিকপ, চিত্তবৃত্তিকপ এবং সংস্ফুটরূপ বা লক্ষ্যবৃত্তাব প্রবাহকপ জ্ঞেবেব পবিণামকে  
অবস্থাপিত কবে অর্থাৎ পবিণামেব অবস্থিতিব বা প্রবর্তনাব হেতুরূপ হয় । যেমন লক্ষ্যানের জ্ঞাত  
মাতাপিতাব প্রবর্তনা, তেমনি ঐ ক্লেশেব দ্বাবা কার্যকাবণ-প্রবাহরূপে ক্লেশেব কাবণ-রূপ মহাদাদিও  
উন্নয়ন বা প্রবর্তনা দেখা যায় ( মহং হইতে অহংকাব, তাহা হইতে মন, এইরূপ কাবণ-কার্য নিয়মে  
ছঃখমূল প্রপঞ্চেব সৃষ্টি হয় ) । সেই পঞ্চক্লেশ পবম্পব নহযোগী হইবা জাতি, আত্ম ও ভোগরূপ কর্ম-  
ফলকে নির্ভর্তিত বা নিপ্পাদিত কবে ।

৪। চতুর্বিধকপে বিভক্ত ক্লেশেব অর্থাৎ অস্মিতা, বাগ, ঘেষ ও অভিনিবেশ এই চতুর্বিধেব  
( ক্লেজ অবিতা ) । শক্তি হইতেই ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, সেই শক্তিরূপে বা প্রস্তুতভাবে ক্লেশসকলেব যে  
স্থিতি তাহা দুই প্রকাব, এক—তবিত্তং ক্রিয়া উৎপাদনেব হেতুরূপে স্থিতি, আব দ্বিতীয়—দন্ধ-  
বীজোপমা বা ক্রিয়া উৎপন্ন কবিবাব সামর্থ্যহীন বক্তাদ্বয়প্রাপ্তি ( ইহাকে ক্লেশেব পঞ্চমী অবস্থাও  
বলা হয় ) । প্রথমোক্ত ক্লেশ উপযুক্ত বিষয় পাইলে জাগবিত বা ব্যক্ত হয়, শেষোক্ত তাহা হয় না,  
ইহা বিবেচ্য । প্রসংখ্যানবান্ অর্থে বিবেকখ্যাতিমান্ । মনেব, প্রাণেব এবং ইন্দ্রিয়েব অর্থাৎ

সাম্যসাধিকং প্রত্যয়ং ন জনয়তীতি সত্যপি সান্নিভা দক্ষবীজোপমা বীজসামর্থ্যহীন। যথোক্তং “বীজান্নগ্ন্যপদক্ষানি ন বোহস্তুি যথা পুনঃ। জ্ঞানদক্ষৈস্তথা ক্লেশৈর্নান্ধা সম্পত্ততে পুনঃ” ইতি।

প্রতিপক্ষেতি। অগ্নিতারাঃ প্রতিপক্ষ আশ্বনঃ করণব্যতিবিক্ততাভাবনা, রাগস্ত বৈবাগ্যভাবনা, হেবস্ত মৈত্রীভাবনা, অভিনিবেশস্ত চ অজবোহমমরোহমিত্যাদিভাবনা। তপঃস্বাধ্যায়-সহগতয়া প্রতিপক্ষভাবনয়া ক্লেশান্তনবো ভবন্তি। সর্ব ইতি। চতুঃষড়পি অবস্থানু অবস্থিতাঃ ক্লেশাঃ স্নিগ্ধস্তি পুরুষং সম্প্রতি বা উত্তরকালে বেতি ক্লেশবিষয়ত্বং নাতিক্রামন্তি। বিশিষ্টানামিতি। অবস্থাবিশেষাদেব প্রপুণ্ডাদিভেদ ইত্যর্থঃ। অভিন্নবতে—ব্যাগ্ধোতি সর্ব এব অবিভালক্ষণান্তর্গতা ইত্যর্থঃ। যদিতি। অবিভায়া বস্ত অভ্যুপগেণ আকার্যতে—আকার্যিতং ক্রিয়তে, ইতরে চ ক্লেশান্তগ্নিখ্যাজ্ঞানানুগামিন ইতি তে অবিভামনুশেবতে—অবিভামপেক্ষা বর্তন্ত ইত্যর্থঃ। ক্লীয়মাণাম্ অবিভাম্ অমু—ক্লীয়মাণায়াম্ অবিভায়াম্ ইত্যর্থঃ, তে ক্লীয়ন্তে।

শবীবাণি ক্রিয়া বোধ কবিত্বা বিবেকমায়ে চিত্তকে লমাহিত কবিবাব সামর্থ্য থাকে বলিয়া সেই বোগীর পুনবার দেহধাবন হয় না ( কাবণ, পরীরাদি ক্রিয়াব সংকার হইতেই পুনবাব দেহধারণ হয় ), তজ্জন্ম তাঁহাকে চবমদেহ বা জীবন্তুক্ত বলা হয়।

বিবেক একরূপ প্রত্যয়, ব্রহ্ম-দৃষ্টেব সংযোগ ব্যতীত কোনও প্রত্যয় হইতে পাবে না, সেই হেতু বিবেকজ্ঞানকালেও চিত্তেব উপাদানকৃত ব্রহ্ম-দৃষ্টেব একত্বাতিরূপ অগ্নিতা-ক্লেশ থাকে। ( কিছু তখন ব্রহ্ম-দৃষ্টেব ) বিবেক প্রতিষ্ঠিত থাকিতে তাহা অর্থাৎ সেই অগ্নিতা-ক্লেশ, কোনও সাম্যসাধিক অর্থাৎ জন্মমৃত্যু-লিপাদক প্রত্যয় উপাদান কবে না; তজ্জন্ম তখন সেই অগ্নিতা বর্তমান থাকিলেও তাহা দৃষ্টবীজবৎ অল্পবোৎপাদনের সামর্থ্যহীন হইয়া থাকে। বথা উক্ত হইয়াছে—“অগ্নিদগ্ধ বীজেব যেমন পুনবার প্রবোহ হয় না, তৎ জ্ঞানদগ্ধ ক্লেশবীজেব অল্পব উপর হইবা আত্মা পুনঃ ক্লেশসম্পন্ন হন না” ( শান্তিপর্ব ২১১ )।

অগ্নিতা-ক্লেশেব প্রতিপক্ষ—আত্মাকে বুদ্ধি আদি করণ হইতে পৃথক্ ভাবনা করা, বাগের প্রতিপক্ষ—বৈবাগ্য-ভাবনা, ঘেবেব প্রতিপক্ষ—মৈত্রী-ভাবনা, ‘আনি ( আত্মা ) অজব, অমব’—এইরূপ ভাবনা অভিনিবেশেব প্রতিপক্ষ-ভাবনা। তপঃস্বাধ্যায়াদিপূর্বক এই সকল প্রতিপক্ষ-ভাবনাব দ্বাৰা ক্লেশবল ক্ষণ হয়। প্রহৃষ্ট আদি চাবি প্রকাৰে স্থিত ক্লেশ মহত্ত্বকে বর্তমান অথবা ভবিষ্যতে ক্লেশ প্রদান কবে বলিয়া তাহাবা ক্লেশ-বিবরকে অতিক্রম কবে না অর্থাৎ স্পৃষ্ট হউক বা ব্যক্ত হউক তাহাবা স্নিগ্ধ বৃত্তিরূপেই গণিত হয়।

ক্লেশবলের অবশ্যভেদ অহ্বানী তাহাদেব প্রহৃষ্ট আদি ভেদ কবা হইয়াছে। অবিভা উহাদিগকে অভিন্নাধিত বা ব্যাপ্ত কবে অর্থাৎ উহাবা সকলেই অবিভালক্ষণেব অন্তর্গত। অবিভাব দ্বাৰা এক বস্ত ভিন্নরূপে আকারিত হব বা অন্তরূপে জ্ঞাত হয়। অত্র চতুর্বিধ ক্লেশবল সেই দ্বিখা-জ্ঞানেব অহ্বানী বলিয়া তাহাবা অবিভাকেই অল্পসরণ কবে বা পশ্চাতে থাকে অর্থাৎ অবিভাকে

৫। স্থানাদিতি। দেহস্ত বীজমণ্ডি, তথা স্থানং মাতৃকদ্বং, লালাদিমিশ্রভূক্তান্ন-  
পানম্ উপষ্টম্—সংঘাতঃ, বর্মসিঙ্ঘানাদিনিঃশ্রম ইত্যেতৎ সর্বমণ্ডি, কিঞ্চ নিধনাৎ তথা  
আথেবশৌচদ্বাং—পুনঃ পুনঃ শৌচস্ত বিধেয়দ্বাং কায়ঃ অন্তচিবিভ্যর্থঃ। বাগাদন্তচৌ  
শ্চিখ্যাতিঃ হেবাৎস্থে স্থখ্যাতির্থতো হেবজম্ ঈর্ষাদিকং সস্তাপকবমপি অল্পকুলতয়া  
উপনহ্যন্তি হেবিণো জনাঃ।

অস্তিত্বা অনাস্তনি আশ্বখ্যাতিঃ, তথাভিনিবেশাদ্ অনিত্যে নিত্যখ্যাতিঃ।  
বাহেতি। চেতনে—পুত্রপাদিষু, অচেতনে—ধনাদিষু, উপকবণে—ভোগ্যবোধি-  
ত্বার্থঃ, সুখদুঃখভোগাধিষ্ঠানে চ শব্দে, তথা পুরুষীভূতে চ উপকবণে মনসি, ইত্যেতদ্ব  
অনাস্তবোধে আশ্বখ্যাতিঃ—অহং সুখী দুঃখী ইচ্ছাদিমান্ ইত্যাদিঃ আশ্বখ্যাতিঃ।  
ভবেতি পঞ্চশিখাচার্যণোক্তম্। ব্যক্তং—চেতনম্ পুত্রাদি, অব্যক্তম্—অচেতনং গৃহাদি,  
স্বয়ং দ্রব্যম্, আশ্বখেন অহস্তানমতাপ্পদধেনেত্যর্থঃ। স সর্বঃ—তাদৃশঃ সর্বো জনঃ  
অপ্রতিবুদ্ধঃ—যুটঃ।

অপেক্ষা কবিবাই তাহাবা বর্তমান থাকে। তাহাবা কীরূপে অবিত্যাব পশ্চাতে (অনুবর্তন কবে)  
অর্থৎ অবিত্য কব হইতে থাকিলে তাহাবাও কী হব।

৫। দেহেব বাহা বীজ তাহা অন্তি, তাহাব স্থান মাতৃকত, তাহা লালাদি মিশ্রিত হইবা ভুক্ত  
অন্নপানীয়েব উপষ্টম বা সংঘাত, বর্ম, কব প্রভৃতি দেহেব নিঃশ্রম অর্থৎ বর্মকবাদি দেহ হইতে নির্গত  
শ্রম—অতএব ইহাবা সবই অন্তি, কিঞ্চ, নিধন বা মৃত্যু হইলে অন্তি হব বলিবা এবং আথেব-  
শৌচদ্বাহে অর্থৎ পুনঃ পুনঃ শুচি কবিতে হব বলিবা (শুচি কবিলেও শব্দেব পুনশ্চ মলিন হব,  
আবাব শুচি কবিতে হব বলিবা) শব্দেব অন্তি। বাগ হইতে অন্তচিত্ত শুচিখ্যাতি হব, বেব হইতে  
দুঃখে স্থখ্যাতি হব, যেহেতু হেবজ ঈর্ষাদি দুঃখকব হইলেও হেবজ লোকে তাহা অল্পকুল মনে  
কবিবা তাহা সেবন বা পোষণ কবে।

অস্তিত্যাব দ্বাবা অনাস্ত বিধেব আশ্বখ্যাতি হব\* এবং অভিনিবেশেব দ্বাবা অনিত্যে নিত্যখ্যাতি  
হব। চেতনে অর্থৎ পুত্র, পশু আদিতে, অচেতনে বা ধনাদিতে, উপকবণে বা ভোগ্যবিষয়ে, সুখ-  
দুঃখরূপ ভোগেব অধিষ্ঠানভূত শব্দেব এবং পুরুষভূত বা আশ্বরূপে প্রতীকমান উপকবণ যে মন  
(বাহাকে ‘আমি’ বলিবা মনে হব)—এই সকল অনাস্ত বস্তুতে আশ্বখ্যাতি হব অর্থৎ ‘আমি সুখী,  
দুঃখী, ইচ্ছাদিমান্’ এইরূপে তাহাতে মনতা-অহস্তা-যুক্ত আশ্বখ্যাতি হব। পঞ্চশিখাচার্যেব দ্বাবা  
উক্ত হইবাহে—ব্যক্ত বা চেতন যেমন পুত্রাদি, অব্যক্ত বা অচেতন গৃহাদি, এইকপ সন্ধকে বা দ্রব্যকে  
আশ্বরূপে বা অহস্তা-মরতাপ্পদধকপে বাহাবা মনে কবে তাহাবা সকলেই অপ্রতিবুদ্ধ বা যুট।

বস্তু অর্থে বাহাব বাস বা অস্তিত্য আছে, তাহাব সহিত বাহাব সত্ত্ব বা মনানত্ব (ঐক্য)  
তাহাই বস্তু বা বাস্তব অর্থৎ অবিত্য যে অভাব-পদার্থ নহে, ইহা বুঝিতে হইবে, অগ্নিাদিবৎ।

\* উষ্টা ও বুদ্ধি পূর্ব্ব হইলেও তাহারিক একজ্ঞান করা-কপ বিপর্যয়েব নাম অসিত্য-প্রেশ এবং সেই এবজ্ঞানকপ  
নামোপেব কলরূপ যে ‘আমি জ্ঞাতা’-রূপ মূল বুদ্ধি তাহার নামও অসিত্য। অসিত্য শব্দেব এই দুই অর্থ বিবেচ্য।

তত্ত্বা ইতি । বাসোহিত্যাস্তীতি বস্তু, তত্ত্ব সতত্বম্—বস্তুত্ব, ভাবত্ব নাভাবত্ব-  
মিত্যর্থঃ বিজ্ঞেয়ম্ অমিত্রাদিবৎ । ন মিত্রমাত্রমিতি—ন মিত্রমিত্যানির্দিষ্টং কিঞ্চিদ্ দ্রব্য-  
মাত্রমপি ন ইত্যর্থঃ, কিন্তু শব্দেব অমিত্রম্ । তথা অগোপদং—বিস্তৃতো দেশ এব ন  
তদ্ গোপদস্ত অভাবমাত্রং নাপি অন্তদ্ বস্তু ।—এবমবিজ্ঞা ন বিজ্ঞায়া অভাবমাত্রং নাপি  
বস্তুস্তবং কিং তু অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠং মিথ্যাজ্ঞানরূপং বস্তু এবাবিজ্ঞা । সর্বমেব মিথ্যাজ্ঞানং  
বিপর্যয়স্তত্র যে তু বিপর্যয়াঃ সংসৃতিহেতবস্তে অবিজ্ঞেতি বেদিতব্যম্ । ন চাবিজ্ঞা  
অনির্বচনীয়্য কিন্তু অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠং মিথ্যাজ্ঞানমিত্যাস্তা নির্বচনম্ । সা ন প্রমাণং নাপি  
স্মৃতিঃ অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠাৎ । তন্মাৎ সা তদজ্ঞো জ্ঞানভেদ এব । সা চ পূর্বোক্তবৃত্তি-  
প্রবাহরূপত্বাৎ প্রমাণাদিবদ্ বীজবৃক্ষভায়েনানাদিবিতি ।

৬। দৃক্-শক্তিঃ—অবোধঃ স্বতো বোধো বা, দর্শনশক্তিঃ দৃশেঃ স্বাভাসেন স্বাভাস-  
ভূত ইব বোধবোধঃ । জ্ঞাতাহমিত্যত্র প্রত্যয়ে বিস্তৃতো জ্ঞাতা দৃক্ । তত্র চ প্রত্যয়ে  
দৃশ্যভিমানরূপেণ অহংবাচ্যেন প্রত্যয়েন সহ জ্ঞাতুবেকক প্রতীয়তে । স একদ্রপ্রতিভাস  
এবাস্মিতা । তথা অত্যন্তবিভক্তা—অত্যন্তবিভিন্না, অত্যন্তাহংকীর্ণী—অত্যন্তাবিমিশ্রা

যেমন অমিত্র ( শত্রু ) অর্থে ‘মিত্রমাত্র নহে’—এইরূপ বুঝা না অর্থাৎ ‘বাহা মিত্র নহে’ এইরূপ  
অনির্দিষ্ট লক্ষণবৃত্ত ( কাবণ, তাহা যে কি, সে কথা না বলিয়া অনির্দিষ্ট ) কোনও দ্রব্য নহে কিন্তু শত্রু,  
তেমনি—অগোপদ অর্থে বিস্তৃত দেশ-বিশেষ ( গোপদ=অতল স্থান ), তাহা গোপদেয় অভাবমাত্র  
নহে বা অন্ত কোনও বস্তু নহে, সেইরূপ অবিজ্ঞা অর্থে বিজ্ঞাব অভাবমাত্র নহে বা তাহা অন্ত কোনও  
প্রকার বস্তু নহে, কিন্তু অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠ মিথ্যাজ্ঞানরূপ বস্তু বা ভাবপর্যায়ই অবিজ্ঞা । সমস্ত মিথ্যা-  
জ্ঞানই বিপর্যয়, তদ্ব্যয্যে যেসকল বিপর্যয়-জ্ঞান সংসৃতিব কাবণ, তাহারাই অবিজ্ঞা বলিয়া স্থানিবে ।  
এই অবিজ্ঞা অনির্বচনীয় বা লক্ষিত কবাব অযোগ্য পর্যায় নহে, কিন্তু—‘অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠ মিথ্যা-জ্ঞান’  
ইহাই ইহাব নির্বচন বা বাচিক লক্ষণ । তাহা প্রমাণও নহে, স্মৃতিও নহে ; কাবণ, তাহা অতদ্রূপ-  
প্রতিষ্ঠ বা অবধার্ত্ত জ্ঞান, অতএব ঐ হুই হুইতে পৃথক্ ( বিপর্যয় ) জ্ঞান-বিশেষই অবিজ্ঞা । তাহা  
পূর্বোক্তব বৃত্তিব প্রবাহরূপে প্রমাণাদি অতবৃত্তিব জ্ঞাব বীজবৃক্ষ-জ্ঞাবাহুযায়ী অনাদি ( অবিজ্ঞা-প্রত্যয়  
হইতে অবিজ্ঞাব সংস্কার, সেই সংস্কার হইতে পুনঃ অবিজ্ঞা-প্রত্যয় ইত্যাদিক্রমে প্রবাহরূপে প্রমাণাদি  
অন্ত বৃত্তিব জ্ঞাব অবিজ্ঞা অনাদি ) ।

৬। দৃক্-শক্তি বা দ্রষ্টা অবোধ বা স্বতোবোধ অর্থাৎ তাঁহাব প্রকাশেব দ্রষ্ট মন্ত প্রকাশমিত্যব  
অপেক্ষা নাই । দ্রষ্টাব স্বপ্রকাশস্বভাবের দ্বাবা দর্শন-শক্তিও বা বুদ্ধিহ বোধও স্বাভাসেব জ্ঞাব প্রতীত  
হব । ‘আমি জ্ঞাতা’ এই প্রত্যয়ে বাহা বিস্তৃত জ্ঞাতৃত্যব তাহাই দৃক্, এবং ঐ প্রত্যয়ে অভিমানরূপ  
অহংবাচ্য বা ‘আমি’ এই শব্দলক্ষিত দৃষ্ট বা জ্ঞেব প্রত্যয়েব সহিত জ্ঞাতা যে দ্রষ্টা, তাঁহাব যে একত্ব-  
প্রতীতি হয়, সেই অবধার্ত্ত একত্বপ্রতীতিই অস্মিতা । অত্যন্ত বিভক্ত বা বিভিন্ন এবং অত্যন্ত  
অসংকীর্ণ বা অত্যন্ত অবিমিশ্র বা পৃথক্ যে ভোক্তৃ-শক্তি ( দ্রষ্টা ) এবং ভোগ্য-শক্তি ( বুদ্ধি ), অর্থাৎ  
দৃক্-শক্তি এবং দর্শন-শক্তি, তাহাবা অস্মিতার দ্বারা অভিন্ন বা মিশ্রিত একই বলিয়া প্রত্যত হয় ।

ভোক্তাশক্তিঃ ভোগ্যশক্তিঞ্চ দৃগ্দর্শনশক্তি ইত্যর্থঃ, অভিন্না—বিমিশ্রা ইব প্রতীয়তে ।  
তস্মিন্ মিশ্রীভাবে সতি অহং সূখী অহং দুঃখী ইত্যাদযো বিপৰ্য্যস্তাঃ প্রত্যযা জাযেরন্ ।  
ততো ঋষ্টভোগ ইতি কল্পতে । দৃগ্দর্শনশক্ত্যোঃ স্বরূপপ্রতিলম্বে—স্বরূপোপলক্ষ্যো  
সত্যাম্ অস্বীতিপ্রত্যয়গতঃ অখণ্ডৈকরূপো নির্বিকাবঃ স্বাভাসঃ চেতিতা পূৰ্ব্বঃ  
অভিন্নানেনাবোপিতাঃ সর্বাশ্চিপ্রত্যয়রূপাদ্ দৃশ্যাদত্যন্তবিষয় ইতি বিবেকখ্যাতৌ  
জাতায়ামিতার্থঃ । তস্মিন্ সতি অহং সূখীত্যাদিভোগপ্রত্যযা ন জাযেবন্ বিবেকজ্ঞান-  
বিবোধাদিতি । যথা বাগকালে দ্বেষস্তানবকাশঃ । পঞ্চশিখাচার্যোপায়েদমুক্তম্—বুদ্ধিতঃ  
পৰং পূৰ্ব্বং—ঋষ্টাবস্, আকাবঃ—গুণদ্বয়রূপতা, শীলম্—সাক্ষি-স্বরূপমাধ্যাত্ম্যস্বভাবঃ,  
বিজ্ঞা—চিহ্নরূপতা ইত্যাদিলক্ষণৈবিত্ত্বং—বুদ্ধিতঃ অত্যন্তভিন্নম্ অপশ্যন্—ন পশ্যন্,  
অবিবেকী জনো বুদ্ধিরেব আশ্বেতি মতিং কুৰ্বাদিতি ।

৭। সুখেতি । সুখাভিজ্ঞস্ত সুখাশ্বরূপঃ সুখসংস্কারঃ । সুখাশ্বরূপ-  
পূৰ্ব্বিকা অমূল্যপ্রবৃত্তিরূপা চিন্তাবস্থা বাগঃ । তৎপৰ্য্যাবাঃ গৰ্ভভূষণা লোভ ইতি । গৰ্ভঃ—  
অভিকাজ্ঞা । অমূল্যমানা ইলাকপা বা প্রবৃত্তিঃ সা ভূষণা । লোভঃ—লোলুপতা,  
উদরপূৰ্ব্ব ভুক্ত্যাপি লোভাৎ পুনর্ভুক্ত্যে ।

সেই এক-স্বভাবরূপ সংকীর্ণতা হইতে ‘আমি সূখী’, ‘আমি দুঃখী’ ইত্যাদি বিপৰ্য্যস্ত প্রত্যয়বল উৎপন্ন  
হয় । তাহা হইতেই ঋষ্টাব ভোগ কল্পিত হয় বা লোকে ঐরূপ মনে কবে ; ( বুদ্ধিই ভোগভূত  
প্রত্যয়বল ঋষ্টাতে উপচলিত হওয়ার ঋষ্টাবই ভোগ বলিয়া মনে কবে ) । দৃক-দর্শন-শক্তির  
স্বরূপেব প্রতিলক্ষি বা উপলক্ষি হইলে অর্থাৎ, ‘আমি’ এই প্রত্যয়েব অন্তর্গত অখণ্ড-একরূপ নির্বিকাব,  
সংপ্রকাশ ও চৈতন্য-স্বরূপ পূৰ্ব্ব, অভিন্নানেন বাবা আবোপিত মনস্ত অসিপ্রত্যয়বল ( ‘আমি এইরূপ,  
ঐরূপ’ ইত্যাকার ) দৃশ্যভাব হইতে অত্যন্ত বিকল্পধর্মক—এইরূপ বিবেক বা পরস্পরেব ভিন্নতাব্যাপ্তি  
হইলে, ‘আমি সূখী, দুঃখী’, ইত্যাদি ভোগ বা অবিবেক প্রত্যয়বল উৎপন্ন হইতে পাবে না, কাবণ,  
তাহা বিবেকজ্ঞানেব বিবোধী, যেমন, বাগকালে তদ্বিকল্প দ্বেষবুদ্ধি উৎপন্ন হয় না । পঞ্চশিখাচার্যেব  
যাবা এবিধেব উক্ত হইযাছে, যথা—বুদ্ধি হইতে পৰ অর্থাৎ পূৰ্ব্ব, পূৰ্ব্ব বা ঋষ্টাকে আকাব বা  
সদাবিত্ত্বি ( গুণময়-বহিতত), শীল বা সাক্ষি-স্বরূপ মাধ্যাত্ম্য- ( নির্বিকাব ঐষ্ট- ) স্বভাব, বিজ্ঞা বা  
চিহ্নরূপতা ইত্যাদি লক্ষণেব যাবা বিভক্ত অর্থাৎ বুদ্ধি হইতে অত্যন্ত পূৰ্ব্ব, না জানিতে পাবিয়া  
অবিবেকী ব্যক্তি বুদ্ধিকেই আত্মা মনে কবে ।

৭। সুখভোগ হইলে সুখেব বাসনারূপ সংস্কার হয় । সেই সুখরূপ আশ্ববেব বা বাসনাব  
অমূল্যবর্ণপূৰ্ব্বক তদমূল্য প্রবৃত্তিরূপ যে ( তদভিমুখে লৌলীভূত ) চিন্তাবস্থা, তাহাই বাগ । তাহাব  
পৰ্য্যাব বা সংজ্ঞাত্তেদ যথা—গৰ্ভ, ভূষণা ও লোভ । গৰ্ভ অর্থে আকাঙ্ক্ষা, বিবয়েব অভাব সর্বাধা বোধ  
কবিয়া তাহা পাণ্ডবাব ইচ্ছারূপ প্রবৃত্তিই ভূষণা, লোভ অর্থে লোলুপতা, বাহাব বশে লোকে উদরপূৰ্ব্ব  
ভোজন ববিবাও পুনবায় ভোজনে প্রবৃত্ত হয় । ( অমূল্য অর্থে সংস্কারেব বৃত্তি । সুখাত্মশরী-  
সুখসংস্কারেব স্মৃতিযুক্ত, তজপ যে চিন্তাবস্থা তাহাই বাগ ) ।



৮। হুংখতি। হুংখানুস্রবণাদ্ হুংখস্ত হুংখসাধনস্ত চ প্রাধাণ্য বা প্রবৃদ্ধিঃ স  
 দ্বেষঃ। তৎপৰ্য্যায়ঃ প্রতিষেধো জিহাংসা ক্রোধো মন্যুবিতি। প্রতিষেধাৎ প্রাপ্তস্ত  
 হুংখস্ত প্রতিহস্তমিচ্ছা প্রতিষঃ। জিহাংসা—হস্তমিচ্ছা। মন্যুঃ—বন্ধুগ্লো মানসো দ্বেষঃ  
 ক্রোধস্ত পূৰ্বাবস্থা বা।

৯। সৰ্বস্বেতি। আত্মাশীঃ—আত্মপ্রার্থনা নিত্য। অব্যভিচারিণীত্যাঃ। মা ন  
 ভুবন্, কিন্তু ভূয়াসমিত্যাশীঃ সদা সৰ্বপ্রাণিষু দৰ্শনাৎ সা নিত্যোতি। কৃত ইয়ন্ আত্মাশী-  
 জ্ঞাতা তদাহ নেতি। ইয়ন্ আত্মাশীঃ অনুস্মৃতিৰূপা, স্মৃতিস্ত সংস্কারাজ্জায়তে, সংস্কারঃ  
 পুনরনুভবাজ্জায়তে। মা ন ভুবন্ ভূয়াসমিত্যাশিঃ অনুস্মৃতিসৰ্বণকাল এব ভবতীতি  
 -এতন্না পূৰ্বজন্মানুভবঃ—পূৰ্বজন্মানি মরণানুভব ইত্যর্থঃ উপেয়তে। স্ববসবাহীতি,  
 স্বসংস্কারেণ বহনশীলঃ স্বাভাবিক ইব। জাতমাত্রস্তাপি অভিনিবেশদৰ্শনাৎ, ন স মরণ-  
 ভয়রূপঃ অভিনিবেশঃ প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণৈঃ সম্ভাবিতঃ—নিষ্পাদিতঃ প্রমিত ইত্যর্থঃ, তন্মাৎ  
 স স্মৃতিবেব ভবিতুমৰ্হতি ইতি। উচ্ছেদদৃষ্টান্তকঃ—উচ্ছেদো মে ভবিষ্যতীতি তন্মা ভুদ্  
 ইতি জ্ঞানাত্মকো মরণত্রাসঃ। এতদ্ব্যভব ভবতি—মরণত্রাসো ন প্রমাণ-প্রমিত-প্রত্যয়ঃ,  
 তন্তঃ সা স্মৃতিঃ, স্মৃতিস্ত পূৰ্বানুভবাজ্জায়তে, তন্মান্ মরণত্রাসঃ পূৰ্বানুভূত ইত্যেব পূৰ্ব-  
 জন্মানুমানম্।

৮। হুংখেব অনুস্রবণ হইতে, হুংখকে এবং হুংখেব লায়নকে অৰ্থাৎ হুংখ বন্ধাবা সংঘটিত হয়  
 তাহাকে বিনষ্ট কবিবাব জ্ঞত যে প্রবৃদ্ধি হয়, তাহা দ্বেষ। তাহাব পৰ্য্যায় বধা—প্রতিষেধ, জিহাংসা,  
 ক্রোধ ও মন্যু। প্রতিষেধ হইতে জাত অৰ্থাৎ অভীষ্টলাভে বাধাপ্রাপ্তিজনিত হুংখেব বিনাশ কবিবাব  
 ইচ্ছাই প্রতিষেধ। হনন কবিবাব যে ইচ্ছা তাহা জিহাংসা। বন্ধুগ্ল মানস-বিষেবেব নাম মন্যু,  
 তাহা ক্রোধরূপ ব্যক্তভাবেব পূৰ্বাবস্থা।

৯। আত্মাশী বা আত্মসদৃশীবা প্রার্থনা নিত্য। অৰ্থাৎ কোনও জাত প্রাণীতে ইহাব ব্যভিচাব  
 দেখা যায় না। ‘আমাব অভাব যেন না হয়, কিন্তু আমি যেন থাকি’—এই প্রকাব আশী সদা  
 সৰ্বপ্রাণীতে দেখা যায় বলিবা তাহা নিত্য। কোথা হইতে এই আত্মাশী উৎপন্ন হইযাছে? তদ্ব্যভবে  
 বলিতেছেন, এই আত্মাশী অনুস্মৃতি-স্বরূপ, স্মৃতি পুনশ্চ সংস্কার হইতে জন্মায়, সংস্কার আবার পূৰ্বেব  
 অনুভব বা প্রত্যয় হইতেই সন্নাত হয়। ‘আমাব অভাব না হউক, আমি যেন থাকি’—এইরূপ  
 আশীব অনুভূতি মরণকালেই (প্রধানতঃ) হয়—অতএব ইহাব দ্বাবা পূৰ্বজন্মানুভবঃ বা পূৰ্বজন্মে  
 মরণানুভব পাণ্ডা যাইতেছে বা প্রমাণিত হইতেছে। স্ববসবাহী অৰ্থে স্ব-সংস্কারেব দ্বাবা বহনশীল  
 বা স্বাভাবিকেব দ্বাব। জাতমাত্র ভীবেবও অভিনিবেশ-ক্লেণ দেখা যায় বলিবা সেই মরণভয়রূপ  
 অভিনিবেশ সেই জন্মেব প্রত্যক্ষপ্রমাণেব দ্বাবা সম্ভাবিত অৰ্থাৎ নিষ্পাদিত বা প্রমিত নহে (সেই  
 জন্মেব কোনও অভিজ্ঞতাব ফল নহে), অতএব তাহা পূৰ্বজন্মীয় মরণানুভূতিব স্মৃতিরূপই হইবে।

উচ্ছেদদৃষ্টান্তক অৰ্থাৎ আমাব যে উচ্ছেদ বা বিনাশ তাহা যেন না হয়—এইরূপ জ্ঞানাত্মক  
 মরণত্রাস। এতদ্বাব ইহা উক্ত হইল যে, মরণত্রাস প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণেব দ্বাবা ইহ জন্মে প্রমিত কোনও

বিদ্বৎ ইতি। বিদ্বৎ—আগমানুমানবিজ্ঞানবতঃ, ন তু সম্প্রজ্ঞানবতঃ, আগমানু-  
মানাভ্যাং যেন পূৰ্বাপবাস্তো বিজ্ঞাতভাদৃশস্ত বিদ্বৎ। অনাদিঃ পূৰ্বাণঃ স্বয়ম্ভুঃ পুৰুষ  
ইতি পূৰ্বাস্তবিজ্ঞানম্; “বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহীত নিবোধপরায়ণি” তথা  
দেহাস্তবপ্রাপ্তিবিভোবঃ পুৰুষস্ত অমরত্ববিজ্ঞানমেব অপবাস্তবিজ্ঞানম্। ষৈঃ ঋতানু-  
মানাভ্যাম্ এতন্নিশ্চিতং ভাদৃশানাং বিদ্বদামপি তথাক্রমঃ—তথাপ্রসিক্তঃ ভয়রূপঃ ক্লেশো-  
ভিনিবেশঃ। ঋতানুমানপ্রজ্ঞাত্যামেব ন ক্রীয়ন্তে ক্লেশান্তস্মাৎ সমানা ক্লেশবাসনা  
ভাদৃশবিদ্বদামবিদ্বদাক্ৰেতি। সম্প্রজ্ঞানবতাং ক্রীণক্লেশানাং যোগিনাং ক্রীণা ভবেদ-  
অভিনিবেশক্লেশবাসনেতি। আগন্তেহত্র “আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন”  
ইতি।

১০। প্রতিপ্রসবঃ—প্রসবাদ্ বিরুদ্ধঃ প্রলয়ঃ পুনরুৎপত্তিহীনলয় ইত্যর্থঃ। স্মৃতী-  
ভূতা বিবেকখ্যাতিমুক্তিস্তোপাদানকণা ইত্যর্থঃ ক্লেশাঃ, তেন প্রতিপ্রসবেন হেয়াঃ  
ত্যাগ্যা ইতি স্মৃতিঃ। ত ইতি। জ্ঞানেচ্ছাদিকপং চিন্তকাৰ্যং পবিসমাপ্যতে বিবেকেন।

প্রত্যয় নহে অতএব তাহা স্মৃতি। স্মৃতি আদ্য পূৰ্বেব অল্পভব হইতেই উৎপন্ন হইতে পারে, এইরূপে  
পূৰ্বাভূত বর্ণজ্ঞান হইতে পূৰ্বজ্ঞান অহমিত হয়।

বিদ্বান্ ব্যক্তিব অৰ্থাৎ আগম ও অহমানজাত জ্ঞানসম্পন্ন বিদ্বানেবই এই অভিনিবেশ, কিন্তু  
সম্প্রজ্ঞানবান্ বিদ্বানেব নহে। আগম এবং অহমানের দ্বারা পূৰ্বাপবাস্তবের অৰ্থাৎ এই দেহধারণের  
পূৰ্বেব এবং পবেব অবস্থাব জ্ঞান বাহাব হইয়াছে ভাদৃশ বিজ্ঞানসম্পন্ন। যিনি পুৰুষ তিনি অনাদি  
পূৰ্বাণ (যাহা নিত্য) ও স্বয়ম্ভু (অতএব পূৰ্বেও আদি ছিল) এইরূপ জ্ঞানই পূৰ্বাস্তবিজ্ঞান।  
“লোকে যেমন জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ কবিয়া অল্প নূতন বস্ত্র গ্রহণ কবে” (গীতা) তদ্রূপ (মৃত্যুব পৰ)  
জীবের দেহাস্তবপ্রাপ্তি হয়—এইরূপে পুৰুষের অমরত্ব-সম্বন্ধীয় জ্ঞানই অপবাস্ত বিজ্ঞান অৰ্থাৎ পবে  
যাহা হইবে তৎসম্বন্ধীয় বিজ্ঞান। কেবল ঋতানুমানের দ্বারা বাহ্যের এইরূপ জ্ঞান হইয়াছে  
সেইরূপ বিদ্বান্‌দের মধ্যেও (সাধারণ লোকেব ত কথাই নাই) স্মৃত বা প্রসিক্ত এই ভয়রূপ (প্রধানতঃ  
মৃত্যুভয়) ক্লেশই অভিনিবেশ। কেবল ঋতানুমানজাত প্রজ্ঞাব দ্বাবাই ক্লেশ ক্রীণ হয় না, স্মৃতবা  
ঐকপ বিদ্বানেব এবং অবিদ্বানেব ক্লেশবাসনা সমান। সম্প্রজ্ঞানবান্ ক্রীণক্লেশ বোগীদেব অভিনিবেশকপ  
ক্লেশেব বাসনা ক্রীণ হয়, শ্রুতি কথা—“ব্রহ্মেব আনন্দ যিনি উপলব্ধি কবিয়াছেন, তিনি কিছু হইতে  
ভীত হন না” (তৈত্তিৰীয়)।

১০। প্রতিপ্রসব অর্থে প্রসবের বিপরীত যে প্রলয় বা পুনরুৎপত্তিহীন লয়। স্মৃতীভূত,  
বিবেকখ্যাতিমুক্ত চিন্তেব উপাদানমাত্রকপে হিত ক্লেশ প্রতিপ্রসবের বা প্রলয়ের দ্বারা হেথ বা ত্যাগ্য,  
ইহাই সূত্রের অর্থ। (চিত্ত থাকিলেই ব্রহ্ম-দৃষ্ট-সংযোগকপ অস্তিতা-ক্লেশ থাকিবে। ব্রহ্ম-দৃষ্টেব  
বিবেকখ্যাতিমুক্ত চিন্তে অস্তিতাব সূক্ষ্মতম অবস্থা, কাৰণ তাহাতে সংযোগের বিপরীত বিবেকেবই  
সংস্থাব সক্ষিত হইতে থাকে। সেই হয় অস্তিতাই তখনকাব চিন্তের কাৰণকপ হয় ক্লেশ, চিত্তপ্রলয়  
হইলে তাহাব নাশ হয়)।

অত্যন্ত সমাপ্তাধিকাবস্থা চিত্তস্ত ক্লেশা দৃষ্টবীজকলা ভবন্তি। ততঃ পুনঃ পবেণ বৈরাগ্যেণ বিবেকস্তাপি নিবোধঃ কার্যঃ। তদা অত্যন্তবৃত্তিনিবোধাৎ ক্লেশানামভ্যন্ত-প্রহাণং ভবতীত্যর্থঃ।

১১। স্থলা ইতি। জাত্যাযুর্ভোগমূল্য ক্লেশাবস্থা স্থলা। নিধূতহে—অপনীয়তে। স্বল্পেতি। স্বল্পাঃ প্রতাপিকা নাশোপায়ী যাসাং তা অবস্থাঃ। সূক্ষ্মাঃ ক্লেশবৃত্তয়ো মহা-প্রতাপিকাঃ চিত্তপ্রলয়হেতবাঃ। চিত্তপ্রলয়স্ত পর্ববৈরাগ্যমন্তবেণ ন ভবতি। পর্ববৈরাগ্যঞ্চ নিগুণপুরুষখ্যাতেবেব উপপত্ততে। তচ্চ সমাগ্দর্শনং সুচূর্ণভম্, উক্তঞ্চ “যততামপি সিদ্ধানং কশ্চিদাং বেত্তি তত্ত্বত” ইতি। কেচিৎ লপন্তি শূন্তমাস্মেতি, যথোক্তং “শূন্ত-মাধ্যাত্মিকং পশ্চৎ পশ্চৎ শূন্তং বহির্গতম্। ন বিজ্ঞতে সোহপি কশ্চিদ্ যো ভাবয়তি শূন্ততাম্” ইতি। কেচিচ্চ চিদানন্দময় আস্মেতি, কেচিৎ চিন্ময়ঃ সর্বজ্ঞঃ সর্বেশ্বর আস্মেতি। ন তে সমাগ্দর্শিনঃ, শূন্তানন্দময়স্ব-সর্বজ্ঞস্বাদয়ো দৃশ্যধর্ম্যঃ, ন তে ব্রহ্মঃ নিগুণস্ত ঔপনিষদপুরুষস্ত লক্ষণানি। সুচূর্ণভেন সমাগ্দর্শনেন অসম্প্রজ্ঞাতেন চ যোগেন সূক্ষ্ম-ক্লেশানাং প্রহাণং ভভন্তে মহাপ্রতাপিকা ইতি।

১২। জাত্যাযুর্ভোগহেতবঃ সংস্কারা আশয়াঃ। কর্ম—চিন্তেস্ত্রিয়প্রাণানাং ব্যাপারঃ। তদনুভবজাতা য়ে সংস্কারাঃ পুনরভিব্যক্তাঃ সন্তঃ স্বানুগুণাঃ চেষ্টা জনয়েন্ন

জ্ঞানেচ্ছাদিকপ চিত্তকার্য বিবেকেব দ্বাবা পবিসমাণ হব, ইত্যবাং তদ্বারা সমাপ্তাধিকাব চিত্তেব (চিত্তচেষ্টা নিবৃত্ত হওযাৰ) ক্লেশলংকাবলকল দৃষ্টবীজবৎ হয়। তাহাব পবে পর্ববৈরাগ্যেব দ্বাবা বিবেকেবও নিরোধ কবণীব। তখন সর্ববৃত্তিব অত্যন্ত নিবোধ হয় বলিবা ক্লেশকলেব সম্যক্ নাশ হয়।

১১। জাতি, আয়ু ও ভোগরূপ বিপাকেব মূল যে ক্লেশাবস্থা তাহা স্থল। নিধূত হয় অৰ্থে অপনীয় হব। স্বল্পপ্রতাপিক বা বাহা সহজে নাশ হব, ক্লেশেব তরুণ অবস্থা অৰ্থাৎ বাহা অপেক্ষাকৃত সহজে নাশযোগ্য তাহাই স্বল্পপ্রতাপিক। সূক্ষ্ম ক্লেশবৃত্তিসকল মহাপ্রতাপিক বা প্রবল ঞ্জ, যেহেতু তাহাবা চিত্তেব প্রলয়েব দ্বাবা ত্যাক্ত। পর্ববৈরাগ্যব্যতীত চিত্তেব প্রলয় হয় না। পর্ববৈরাগ্যও নিগুণ পুরুষখ্যাতি হইতেই উপন্ন হয়। সেই সম্যক্ দর্শন বা প্রজ্ঞান সুচূর্ণভ, যথা উক্ত হইযাছে, “সাত্বেন বহুশীল সিদ্ধদেব মধ্যেও কদাচিৎ কেহ আমাকে তত্ত্বতঃ অৰ্থাৎ স্বরূপতঃ জানিতে পাবেন” (গীতা)। কেহ কেহ (শূন্তবাদীবা) মনে কবেন যে, আত্মা শূন্ত, যথা উক্ত হইযাছে, “আধ্যাত্মিক ও বাহ্য ভাবকে শূন্ত দেখিবে (অতএব এই মতে শূন্ত এক দৃষ্টপদার্থ হইল), যে এই শূন্ত ভাবনা কবে সেও নাই বা শূন্ত”। কেহ বলেন, চিদানন্দময় আত্মা, কেহ বলেন, আত্মা চিন্ময়, সর্বজ্ঞ, সর্বেশ্বৰ। ইহাবা কেহই সমাগ্দর্শী নহেন। কাবণ, শূন্তত্ব, আনন্দময়ত্ব, সর্বজ্ঞত্ব আদি সমস্তই দৃশ্য ধর্ম, তাহাবা নিগুণ ব্রহ্ম বা ঔপনিষদ পুরুষেব লক্ষণ নহে (আনন্দময়ত্ব ও সর্বজ্ঞত্ব সাধিকভাবে পবাঁকাঠারূপ মহন্তাষেবই লক্ষণ)। সুচূর্ণভ সম্যক্ দর্শনেব দ্বাবা এবং অসম্প্রজ্ঞাত যোগেব দ্বাবাই সূক্ষ্ম ক্লেশকলেব প্রনাশ হয় বলিবা তাহাবা মহাপ্রতাপিক।

তথা চ চেষ্টাসহভাবীনি শবীবেল্লিষস্বল্পঃখাদীন আবির্ভাবেষুঃ স এব কর্মাশয়ঃ। কর্মাশয়ঃ পুণ্যাপুণ্যকণঃ। পুণ্যাপুণ্যে কামক্রোধাদিত্যো জায়তে। কামাদ্ যজ্ঞাদিকং ধর্মং পবগীড়াদিকঞ্চাধর্মং চবন্তি। তথা লোভাৎ ক্রোধান্ মোহাচ্চাপি। অবিভ্যাসামস্তরে বহুধা বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতমন্ত্ৰা যে কর্মিণস্তেষাং মোহয়ুলো ধর্মঃ অধর্মশ্চেতি।

স ইতি। কর্মাশযো দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ। যজ্ঞানি উপচিতঃ কর্মাশয়স্তত্রৈব জন্মনি স চেদ্ বিপকো ভবেৎ তদা দৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ। অন্তর্নিহ্ন জন্মনি বেদনীয়ঃ অদৃষ্ট-জন্মবেদনীয়ঃ। এতলোকদাহবপে আহ ভদ্রেতি, স্তমসম্। সত্ত্ব এব অচিবাৎসেবত্যর্থঃ। নন্দীশ্বরো নহুযশ্চাত্ত বখাক্রমং দৃষ্টান্তঃ। তদ্রেতি। নাবকাশ্যমুপভোগদেহানাং নিবয়-দুঃখভাঙ্গাং সন্ধানাং নাস্তি দৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ কর্মাশযো যতন্তে প্রাগ্ভবীযকর্মণঃ ফলমেব তুচ্ছতে, মনঃপ্রধানত্বাৎ তন্মিকায়ত্ত। যথা স্বপ্নে স্মৃতিক্রমে নাস্তি পৌকবকর্মায়-প্রচলন্তথা প্রেতানাং সন্ধানামিতি। নহু কস্মাহন্ত্য নারকাশ্যমিতি? সন্তি তু দিব্যদেহা অপি প্রেতাঃ সন্ধ্যাঃ তেহপি উপভোগদেহাঃ কস্মান্তে নোক্তা ইতি উচ্যতে—দিব্যসদেহু যে উপভোগপ্রধানদেহান্তেষামপি স্বল্পো দৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ কর্মাশয়ঃ। তত্র যে ধ্যানবল-

১২। জাতি, আবু ও ভোগের বাহা হেতু সেই সংস্কারকলই আশব বা কর্মাশয়। চিত্ত, ইন্দ্রিয় ও প্রাণের যে ক্রিয়া তাহাই কর্ম। সেই কর্মের অহুভবজাত বেসকল সংস্কার পুনর্বার অভিযুক্ত হইয়া নিজেব অরূপ চেষ্টা উৎপাদন করে এবং চেষ্টাব সহভাবী (উপকবণরূপ) শবীব ও ইন্দ্রিয় এবং ফলবরূপ দুঃখ-দুঃখাদি নির্বাচিত করে তাহাবাই কর্মাশয়। কর্মাশয় দুঃখ-দুঃখ-ফলাহ্লাবে পুণ্য এবং অপুণ্যকণ। পুণ্য এবং অপুণ্য কামক্রোধাদি হইতে উৎপন্ন হয়। কামনাপ্রযুক্ত যজ্ঞাদি ধর্ম কর্ম এবং পবগীড়নাদি অধর্ম কর্ম লোকে আচরণ করে, সেইরূপ লোভ, ক্রোধ এবং মোহপূর্বকও লোকে ঐরূপ কর্ম করে। বাহাবা অবিভাব মধ্যে বহুরূপে বর্তমান এবং নিজেকে ধীব এবং পণ্ডিত বলিধা মনে করে, সেইরূপ কর্মীদের ( নিবৃত্তি-বিবোধী ) ধর্ম এবং অধর্ম কর্ম হয়।

সেই কর্মাশয় দৃষ্ট ও অদৃষ্টজন্মবেদনীয়। যে কর্মাশয় যে জন্মে সঞ্চিত, যদি সেই জন্মেই তাহা বিপাকপ্রাপ্ত বা ফলীভূত হয় তবে তাহাকে দৃষ্টজন্মবেদনীয় বলে, আর তাহা অজ্ঞ জন্মে বিপক হইলে অদৃষ্টজন্মবেদনীয় বলে। ইহাদেব উদাহরণ বলিতেছেন, সত্ত্বই অর্থাৎ অচিবাৎ বা অবিলম্বে। নন্দীশ্বর এবং নহু ইহাবা বখাক্রমে ঐ দুই প্রকাব কর্মাশয়েব দৃষ্টান্ত। নাবকীয়েব অর্থাৎ উপভোগদেহী নিবয়দুঃখভোগী জীবদেব দৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্মাশয় হয় না, যেহেতু তাহাবা নাবক শবীবে কেবল পূর্বকৃত কর্মের ফলই ভোগ করে, কাবণ সেইজাতীয় শবীবসমূহ মনঃপ্রধান ( ভজ্ঞ মনঃপ্রধান কর্মসংস্কারসকলেবই তথায় স্মৃতিক্রমে প্রাধাত )। যেমন স্মৃতিক্রমে স্বপ্নে বৃত্তন পুঙ্কবাবরূপ কর্মাশয় সঞ্চিত হয় না, সেইরূপ প্রেতদেবও তাহা হয় না। ( বাহাবা ইহলোক হইতে প্রাধান কবিবাছে তাহাবাই প্রেত )। এবিষয়ে কেবল নাবকীয় প্রেতদেব উদাহরণ দেওয়া হইল কেন? কাবণ, দৈবদেহধাবী প্রেতশবীবীদেবও ত উপভোগশবীবী বলা হয়, তাহাবা উদাহরণ মধ্যে গণিত হইল না কেন? তদন্তরে বলিতেছেন—দৈবদেহীদেব সম্বো বাহাদেব উপভোগ-প্রধান দেহ তাহাদেব অজ্ঞ

সম্পন্ন। বশিনঃ অস্তি তেবাং দৃষ্টজ্ঞানবেদনীয়ঃ কর্মাশয়ঃ, যতস্তে দিব্যদেহেনৈব নিম্পন্ন-  
কৃত্যঃ পবং পদং বিশন্তি। যথোক্তং “ব্রহ্মণা সহ তে সর্বে সস্ত্রাণ্ডে প্রাতিসঞ্চবে।  
পবস্তাস্তে কৃত্যাত্মানঃ প্রবিশন্তি পবং পদম্” ইতি। পুনর্জন্মাতাবাং ক্লীণক্লেশানাং নাস্তি  
অদৃষ্টজ্ঞানবেদনীয়ঃ কর্মাশয়ঃ, তস্মিন্নেব জ্ঞানি তেবাং সংস্কারকরঃ স্তাদিতি।

১৩। জ্ঞাতিবায়ুর্ভোগ ইতি ত্রিবিধো বিপাকঃ—কলং কর্মাশয়স্ত। জাতিঃ—দেহঃ,  
আয়ুঃ—দেহস্থিতিকালঃ, ভোগঃ—স্বং দুঃখং মোহশ্চ। দেহমাশ্রিত্য আয়ুর্ভোগৌ সম্ভবতঃ।  
অভিমানং বিনা ন দেহধাবণং তথা বাগাদিং বিনা স্তুখাদি ন সম্ভবেদ্ অতঃ অশ্রিতা-  
বাগাদিক্লেশমূল এব কর্মাশয়ো জাত্যাদেঃ কাবণম্। তস্মাচ্ছক্তং সংস্ কৃত্য ইতি। স্তুগমম্।  
তুর্বাণনকাঃ—সতুবাঃ।

কেচিদিতিষ্ঠন্তে একং কর্ম একস্ত জ্ঞানঃ কাবণম্, অস্তে বদন্তি একং পশুহননাদি-  
কর্ম অনেক জ্ঞান নির্বর্তয়ন্তীতি। ইত্যাদীন্ জ্ঞান্ অসমীচীনান্ পক্ষান্ নিরস্ত সমীচীনং  
সিদ্ধান্তমাহ তস্মাচ্ছক্তয়েতি। বহুনি কর্মাণি মিলিত্বা একমেব জ্ঞান নির্বর্তয়ন্তীতি সিদ্ধান্ত  
এব শ্রাব্যঃ। যতো নাস্তি কিঞ্চিদেকং কর্ম যেন দেহধাবণং স্তাৎ। দেহভূতাকং বহবঃ  
স্তুখদুঃখভোগা নৈকস্মাৎ কর্মণঃ সংঘটেনন্ ইতি। কথং কর্মাশয়প্রচরন্তদাহ তস্মাদিতি।

।.

দৃষ্টজ্ঞানবেদনীয় কর্মাশয় হইতে পাবে। তস্মাৎ ঐহাবা ধ্যানবলসম্পন্ন বশী বোগী অর্থাৎ ঐহাদেব  
চিত্ত বশীকৃত, তাঁহাদেব দৃষ্টজ্ঞানবেদনীয় কর্মাশয় হয়, কাবণ, তাঁহাবা দৈবদেহেই নিম্পন্নকৃত্য হইয়া  
অর্থাৎ অপবর্গকণ অবশিষ্ট কৃত্য বা কর্তব্য শেষ কবিয়া পবম পদ কৈবল্য লাভ কবেন। এবিধে উক্ত  
হইয়াছে যথা, “প্রলম্বকালে ব্রহ্মাব সহিত তাঁহাবা কল্লান্তে কৃত্যাত্মা বা নিম্পন্নকৃত্য হইবা পবমপদ লাভ  
কবেন”। পুনর্জন্ম হয় না বলিয়া ক্লীণক্লেশ বোগীদেব অদৃষ্টজ্ঞানবেদনীয় কর্মাশয় নাই, কাবণ, সেই  
জন্মেই (হৃদয়বীবেই) তাঁহাদের লংস্কারনাশ হয়।

১৩। জাতি, আয়ু ও ভোগ ইহাবা ত্রিবিধ বিপাক বা কর্মাশয়ের ফল। জাতি অর্থে দেহ,  
আয়ু অর্থে দেহের স্থিতিকাল এবং ভোগ—স্বং, দুঃখ ও মোহরূপ। দেহকে আশ্রয় কবিয়া আয়ু  
এবং ভোগ সম্ভাবিত হয়। দেহাশ্রয়বোধকণ অভিমানব্যতীত দেহধাবণ হইতে পাবে না, ভেসনি  
বাগাদিব্যতীত স্তুখাদি হয় না, অতএব অশ্রিতাবাগাদি ক্লেশমূলক কর্মাশয়ই জাত্যাদিবা কাবণ।  
তস্মাচ্ছ (ভাগ্যকাব) বলিষাছেন, “ক্লেশকল মূলে থাকিলেই কর্মাশয়ের ফল দেখা দেব”। তুর্বাণনক  
অর্থে ভুবেব বাবা আবৃত।

কেহ কেহ মনে কবেন একটি কর্মই এক জন্মের কাবণ, অস্তে বলেন, পশুহননাদি এক কর্মই  
অনেক জন্ম নিপাদন কবে। এইরূপ তিন প্রকাব অসমীচীন বাদ নিবাস কবিয়া বাহা সমীচীন  
সিদ্ধান্ত তাহা বলিতেছেন। বহু কর্ম একজ্ঞ মিলিত হইবা একটি জ্ঞান নিম্পন্ন করে—এই সিদ্ধান্তই  
শ্রাব্য। কাবণ, এমন একটিমাত্র কোনও কর্ম হইতে পাবে না বাহাব ফলে দেহধাবণ ঘটতে পাবে।  
দেহধাবিগণেব নানাবিধ স্বং-দুঃখভোগ কেবল একটি মাত্র কর্মেব ছাবা সংঘটিত হইতে পাবে না  
(নানা প্রকাব কর্মেব মিলিত ফলেই তাহা সম্ভব)। কিরূপে কর্মাশয় সঙ্কিত হয় তাহা বলিতেছেন।

প্রায়ণঃ—মৰণম্ । প্রচয়ঃ—সঞ্চয়ঃ । বিচিত্রঃ—সৰ্বকৰণানাং নানাবিধচেষ্টানাং সংস্কাৰাঙ্ক-  
কৰ্মাদতীৰ বিচিত্রঃ । তীব্রানুভবান্ধাতঃ পুনঃ পুনঃ কৃতভ্যঃ কৰ্মভ্যো বা জাতঃ সংস্কাৰঃ  
প্রধানঃ, ততোহত উপসৰ্জনঃ অনূধ্য ইত্যর্থঃ, তত্তজ্জপেণ অবস্থিতঃ সঞ্জিত ইত্যর্থঃ ।

প্রায়ণেন—লিঙ্গস্তু স্থলদেহত্যাগরূপেণ মৰণেন অভিযুক্তঃ । প্রায়ণকালে যস্মিন্  
ক্ষণে ক্লীর্ণোদ্ভিষ্ময়বৃত্তি সৎ সংস্কাৰাধারং চিত্তং আধিষ্ঠানাদ্ বিমুক্তং ভবতি তস্মিন্নেব ক্ষণে  
আজীবনকৃতানাং সৰ্বেষাং কৰ্মণাং সংস্কাররূপেণাবস্থিতানাং স্মৃতয়ঃ অজ্ঞভবভাবে চেতসি  
উজ্জ্বলন্তি । চেতসোহধিষ্ঠানভূতভ্যো মৰ্মস্থানেভ্যো বিচ্ছিন্নভবনকপাদ্বৈক্যাদ্ এব যুগপৎ  
সৰ্বস্মৃতিসমুদ্ভবঃ স্তাদ্ দেহসংস্কৰণশ্চ অজ্ঞভূতভ্যো চেতসীতি । উক্তঞ্চ “শরীরং ত্যজতে  
অজ্ঞস্থিতমানেষু মৰ্মসু” ইতি । তদা কপাবচ্ছিন্নে কালে সৰ্বাসাং স্মৃতীনাং বঃ সমুদয়ঃ স  
এব একপ্রযুক্তকেন—একপ্রযুক্তেন মিলিষ্য উৎথানম্ । সংযুক্তিতঃ—পিণ্ডীভূত একঘন ইব ।  
স্থলদেহত্যাগানন্তবম্ এবম্ভূতং কৰ্মাশয়াদেকং দিব্যং বা নাবকং বা জ্ঞম্ ভবতি । স হি  
উপভোগদেহো মনঃপ্রধানহাৎ স্বপ্নবৎ । জ্ঞায়তেহয়ং “স হি স্বপ্নো ভূতমং লোকমতি-  
ক্রামতি মৃত্যো রূপাণী” ইতি । ন হি তস্মিন্ প্রেতনিকাযে স্থলদেহাবস্তুকঃ কৰ্মাশযো  
বিপচ্যেত নাপি তাদৃশকৰ্মাশয়প্রচয়ো ভবেৎ । তত্র চ চেতোমাত্রাধীনানাং পূৰ্বকৰ্মণাং

প্রায়ণ অর্থে মৃত্যু । প্রচয় অর্থে সঞ্চয় । বিচিত্র অর্থাৎ সমস্ত কৰণকলেব যে নানাবিধ চেষ্টা তাহাব  
সংস্কাৰ-সঞ্চয় বলিবা কৰ্মাশয় অতীৰ বিচিত্র । তীব্র অনুভব হইতে জাত বা পুনঃ পুনঃ কৃত কৰ্ম  
হইতে নজাত সংস্কাৰই প্রধান, তত্ত্বলনাব অন্ত কৰ্মেব সংস্কাৰ উপসৰ্জন বা পোণ । সেই সেই রূপে  
অৰ্থাৎ প্রধান ও গৌণরূপে কৰ্মাশয় অবস্থিত বা সঞ্জিত থাকে ।

প্রায়ণেব বাবা অর্থাৎ লিঙ্গশবীববেব\* স্থলদেহত্যাগরূপে মৃত্যুবা বাবা কৰ্মাশয়কল অভিযুক্ত  
হব । মৃত্যুকালে বধন ক্লীর্ণোদ্ভিষ্ময়বৃত্তিক হইবা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ামিতে যে চিত্তেব তদাত্মক বৃত্তি তাহা  
ক্লীর্ণ হইবা, সংস্কাৰাধার চিত্ত নিজেব অধিষ্ঠান বা দেহ হইতে বিমুক্ত হব, ঠিক সেই ক্ষণে (জীবন ও  
মৃত্যুর সন্ধিহলে) সংস্কাবরূপে অবস্থিত আজীবনকৃত সমস্ত কৰ্মেব স্মৃতি অজ্ঞভবভাব (দৈহিক সম্পর্ক  
ক্লীণতম হওয়াতে অতীৰ প্রকাশশীল) চিত্তে উথিত হব । চিত্তেব অধিষ্ঠানভূত দৈহিক মৰ্মস্থান  
হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া-রূপ উল্লেখকব কলে দেহ-সংস্কৰণশ্চ অজ্ঞ চিত্তে যুগপৎ সমস্ত (আজীবনকৃত  
কৰ্মেব) স্মৃতি উৎপন্ন হব অর্থাৎ দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া-রূপ উল্লেখকই সমস্ত স্মৃতিব উৎপাতক  
কাবণ । যথা উক্ত হইবাছে, “মৰ্মসকল ছিন্ন হইলে অজ্ঞ শবীবত্যাগ কবিবা থাকে” (মহাভাবত) ।  
তখন মাত্র একক্ষণকপ কালে সমস্ত স্মৃতিব যে পবিত্ররূপে উৎপন্ন তাহাই একপ্রযুক্তকে বা একপ্রযুক্ত  
মিলিত হইবা উৎথান । সংযুক্তিত অর্থে পিণ্ডীভূত একঘন বা অবিলেব জ্ঞাব । স্থলদেহ ত্যাগ  
কবা পব ঐকপ পিণ্ডীভূত কৰ্মাশয় হইতে এক দৈব বা নাবক জন্ম হব । তাহাই উপভোগদেহ,

\* কৰ্মসকলেব পত্নিকপ অবস্থা অর্থাৎ অস্ত্রকণ ও অন্ত ইন্দ্রিয়-পত্নিসকল, তাহা দেহান্তব-গ্রহণ বরিবা সম্বৃত হব,  
তাহায়েব নাম লিঙ্গশরীর ।

কলভূতঃ সূখদুঃখভোগস্তদ্বাসনাপ্রচয়শ্চ স্ত্রাৎ । যথা স্বপ্নে মনঃপ্রধানে চিত্তক্রিয়া চ তদন্তবঃ সূখদুঃখভোগশ্চ, তদ্বৎ । তদনন্তবম্ অবশিষ্টাৎ স্থূলদেহাবস্তুকাৎ কৰ্মাশয়াৎ স্থূল-কৰ্মদেহধাবণং স্ত্রাৎ । স্থূলসূক্ষ্মদেহানামাযুঃ, তথা আয়ুৰ্হি সূখদুঃখমোহভোগশ্চ তৎকৰ্মা-শযাদেব ভবতি । স্থূলজ্ঞানি অত্যাংকটৈঃ পুণ্যপাপৈঃ দৃষ্টজন্মবেদনীয়ো আয়ুর্ভোগৌ অপি স্ত্রাতাম্ । এবমুত্তব-জন্মাবস্তুকস্ত কৰ্মাশয়স্ত তৎপূৰ্ব্বস্থূলজ্ঞানি নিৰ্বৰ্তনদ্বাদেকভবিকঃ কৰ্মাশয় ইত্যুৎসৰ্গেহিহুজ্জাতঃ । একো ভবঃ—জন্ম একভবঃ, একভবে নিপন্নঃ সঞ্চিতো বা একভবিকঃ ।

তত্রাদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ কৰ্মাশয় এব জিবিপাকঃ, দৃষ্টজন্মবেদনীয়ো ন তথা । কস্মাস্ত-দাহ দৃষ্টেতি । দৃষ্টজন্মকৃতস্ত কৰ্মণঃ চেত্তজ্ঞানি বিপাকস্তদা জাতিকপো বিপাকো ন স্ত্রাৎ তস্মাস্তস্ত আয়ুৰূপো ভোগকপো বা একো বিপাক আয়ুর্ভোগকপো বা দ্বৌ বিপাকৌ ভবেভাম্ । একবিপাকস্ত দৃষ্টান্তো নহবঃ, দ্বিবিপাকস্ত চ নন্দীশ্বরঃ । নহবনন্দীশ্বরয়োৰ্ণ জন্মকপো বিপাকো জাতঃ । নহবস্ত চ দিব্যাযুৰপি ন নষ্টঃ কিন্তু তস্মিন্নাযুৰ্হি সৰ্পত্বপ্রাপ্তি-জন্তো দুঃখভোগ এব সজ্জাতঃ । নন্দীশবস্ত পুনঃ দিব্যো আয়ুর্ভোগৌ জাতৌ ।

কাৰণ, তাহা স্বপ্নবৎ মনঃপ্রধান ( পুরুষকারহীন ) । এ সম্বন্ধে শ্রুতি যথা, “তিনি স্বপ্ন হইয়া—অর্থাৎ স্বপ্নবৎ অবস্থান, ইহলোকে ‘ও সূত্রার কপকে ( বোগাদিবৃদ্ধ হইবা মৃত হইলাম—এইরূপে মৃতভব মৃত হইবা ) অতিক্রমণ কবেন বা প্রস্থান কবেন” ( বৃহদাবগ্যক ) ।

যে কৰ্মাশয়েব কলে স্থূল দেহধাবণ ঘটে, তাহা সেই প্রেত অবস্থাব বিপাকপ্রাপ্ত হব না বা তাদৃশ অর্থাৎ স্থূল দেহোপযোগী কোনও নূতন কৰ্মাশয় সঙ্কিতও হব না । তথাব চিত্তব্রাজাধীন বা মনঃপ্রধান পূৰ্বকৰ্মসকলেব অর্থাৎ বাগ-ধেবাদি বাহা মনেই প্রধানভঃ আচবিত হইবাহে তাদৃশ কৰ্মেব, বলভূত তপ-দুঃখভোগ এবং তদন্তব বাসনার সঞ্চয় হব । দেবন মনঃপ্রধান স্বপ্নে চিত্তের ক্রিয়া ও তজ্জাত সূখ-দুঃখেব ভোগ হব, তজ্জপ । তদনন্তব অর্থাৎ মনঃপ্রধান কৰ্মেব বলভোগেব পব, স্থূলদেহকপে ব্যক্ত হওবাব বোগ্য অবশিষ্ট শবীর-প্রধান কৰ্মাশয় হইতে স্থূল কৰ্মদেহ ধারণ হব । স্থূল ও সূক্ষ্মদেহেব আয়ু এবং সেই আয়ুৰূপে সূখ, দুঃখ ও মোহের ভোগ—সেই স্থূলদেহেব কৰ্মাশয় হইতেই তব । স্থূলজন্মে আচবিত অত্যাংকট বা অতিভীর পুণ্য বা পাপ কৰ্মের দ্বাবা দৃষ্টজন্মবেদনীয় আয়ু এবং ভোগকপ বলও হইতে পাবে ( বহিঃ সাধাবণতঃ আয়ু ও বিশেষতঃ জাতি-কপ কৰ্মাশয় অদৃষ্টজন্মবেদনীয় ) । এইকপে পবল্লম্নানিষাদক কৰ্মাশয় তৎপূৰ্বের স্থূল জন্মে সঙ্কিত হওবাব কৰ্মাশয় একভবিক—এই ( সাধাবণ ) নিবম অহুজ্জাত বা নির্দেশিত হইবাহে । একট ভব বা ভগ্ন—একভব, তাহাতে বাহা নিপন্ন বা সঙ্কিত তাহা একভবিক ।

তন্মধ্যে অদৃষ্টজন্মবেদনীয় হইলেই কৰ্মাশয় জিবিপাক হইতে পাবে, কিন্তু দৃষ্টজন্মবেদনীয় তাহা নহে । কেন ? তাহা বলিতেছেন, দৃষ্টজন্মে কৃত কৰ্মেব বহি তজ্জন্মেই বিপাক হব তাহা হইলে জাতিকপ বিপাক হইতে পাবে না ( কাৰণ, জাতিবিপাক অর্থে অল্প জাতিতে পবিত্রিতি, তাহা একই জন্মে নিরূপে হইবে ? ), তজ্জন্ম জাতিব আয়ুৰূপ অথবা ভোগকপ অথবা আয়ু এবং ভোগ এই দুই

কর্মাশয় একভবিকো বাসনা তু অনেকভবপূর্বিকা। চিন্তমানাদিপ্রবর্তমানং, তস্মাদ্ভ্যস্ত জাতীয়ভোগা অসংখ্যাঃ। ততশ্চ চিন্তস্ত ক্লেশকর্মাদিসংস্কারা অসংখ্যাভাঃ। ক্লেশাশ্চ কর্মবিপাকাশ্চ ক্লেশকর্মবিপাকাঃ তেষামনুভবকপাদ্ নিমিত্তাং জাতাঃ স্মৃতিফলা বাসনাঃ। ক্লেশকর্মবিপাকৌ চ ইভবেতরসংহারৌ তস্মাৎ প্রাধান্যং কর্মবিপাকানুভব-জ্ঞানদ্বৈপি বাসনানাং তা হি ক্লেশৈঃ পবামৃষ্টাঃ সত্যঃ অপি প্রচীযন্তে। ভাতির্বাসনাভি-রনাদিকালং যাবৎ সংমুচ্ছিতম্—একলোলীভূতম্ একঘনং ভূত্বা প্রবর্তমানমিত্যর্থঃ, চিন্তং চিত্তীকৃতমিষ সর্বতঃ প্রেক্ষিভিবাততং মন্ত্রজ্ঞানমিষ। উৎসর্গাঃ সাপবাদান্ততঃ কর্মাশয় একভবিক ইত্যুৎসর্গস্তাপি সন্নি অপবাদাঃ। তান্ বক্তৃমুপক্রমতে বস্তু ইতি। নিযতঃ—অবাধিতঃ নিমিত্তান্তবেণাসংকুচিত ইতি যাবদ্ বিপাকো বস্তু স নিযতবিপাকঃ কর্মাশয়ঃ। কর্মাশয়শ্চেন্নিযতবিপাকস্তথা দৃষ্টজ্ঞানবেদনীয়ঃ স্তাৎ তদৈব স সমাগেকভবিকঃ স্তাৎ। অস্তথা একভবিকস্তাপবাদঃ। কথং তদ্বশ্যতি, য ইতি। কৃতস্ত অবিপকস্ত নাশ ইত্যস্ত উদাহরণং ক্ষময়া ক্রোধসংস্কারনাশঃ। দ্বিতীয়া গতিঃ বলবতা প্রধানকর্মণা সহ আবাপগমনম্ একত্র কলীভাব ইত্যর্থঃ দুর্বলস্ত কর্মণঃ। যান্ত্রপ্রায়ে ক্ষেত্রে যাত্তেন সহোগমুদগাদিবৎ। তৃতীয়া গতিঃ নিযতবিপাকেন প্রধানকর্মণা অভিন্নতঃ, ততশ্চ বিপাককালানাতাং চিবমবস্থানম্। এতাস্মিন্শ্রো গভীকদাহরণেঃ জ্ঞোতবতি, তদ্রেতি।

প্রকাবই বিপাক হইতে পারে। একবিপাক-কর্মাশয়েব দৃষ্টান্ত নহবেব অজসবৎপ্রাপ্তি, দ্বিবিপাকেব উদাহরণ নন্দীশব (তিনি সেহান্তব গ্রহণ না কবিবাই স-এবীবে বর্গে গিবাছিলেন—এইরূপ আখ্যায়িকা)। নহব এবং নন্দীশবেব (বৃত্ত হইবার পর) জন্ম অর্থাৎ জাতিরূপ নূতন বিপাক হব নাই। নহবেব দ্বিবি আনুও নষ্ট হব নাই, কিন্তু সেই আনুতেই সর্পদ্ব্যাপ্তি-জনিত দুঃখভোগ লগ্নাত হইয়াছিল। (বৃত্ত হইবা সর্প-জন্ম গ্রহণ না কবায় তাঁহাব সর্পদ্ব্যাপ্তিকে জাতিরূপ বিপাকেব অন্তর্গত কবা হব নাই, এবং সেই আনুতেই ঐ সর্পদ্ব্যাপ্তি-জনিত দুঃখভোগ হইয়াছিল বলিয়া আনুকপ নূতন বিপাকও হব নাই)। নন্দীশবেব দ্বিবি আনু এবং ভোগ উভব প্রকাব (দৃষ্টজ্ঞান-বেদনীয়) বিপাক হইয়াছিল।

কর্মাশয় একভবিক কিন্তু বাসনা অনেক-ভবিক অর্থাৎ অনেক জন্মে সঞ্চিত। চিত্ত অনাদি কাল হইতে প্রবর্তিত হইবাছে স্তবতাং তাহাব জাতি, আনু ও ভোগরূপ বিপাক অসংখ্য হইবাছে বৃদ্ধিতে হইবে। অতএব চিন্তেব ক্লেশকর্মাদিষ সংস্কারও অসংখ্য, ক্লেশ এবং কর্মবিপাক ও ইহাদেব অল্পভবরূপ নিমিত্ত হইতে বাসনারূপ সংস্কার হব, বাহাব ফল তদ্ব্যবস্থাপ স্মৃতিযাঃ। ক্লেশ এবং কর্মবিপাক ইহাবা পবম্পবসহাবব, তজ্জন্ত বাসনাসকল প্রধানন্তঃ কর্মবিপাকেব অল্পভব হইতে লগ্নাত হইলেও তাহাবা ক্লেশেব সহিত সংশ্লিষ্ট হইবাই সঞ্চিত থাকে। সেই বাসনাসকলেব দ্বাবা অনাদি কাল হইতে সংমুচ্ছিত অর্থাৎ একলোলীভূত (এক-প্রযত্নে মিলিত) বা একঘন (সম্প্রসিদ্ধ) হইবা প্রবর্তমান হওয়াতে চিত্ত যেন তদ্বাবা চিজিত হইবা প্রদ্বিসকলেব দ্বাবা পবিব্যাপ্ত মন্ত্রজ্ঞালেব জ্ঞান। (বাসনা সযন্ধে 'কর্মপ্রকরণ' ও ৪৮৮ টীকা প্রট্য)।



যথান্নাযঃ। হে হ ইতি। পুঙ্খাণাং কর্ম হে হে—দ্বিবিধং পাণং পুণ্যক্ষেতি। তত্র  
পাপকস্ত্র একো বাশিঃ, তদন্তঃ পুণ্যকৃতঃ স্ত্রকর্মণ একো রাশিঃ পাপকমুপহস্তু। তৎ—  
তন্নাং স্ত্রকৃতানি কর্মণি কর্তুর্ম ইচ্ছত্ব ইচ্ছ ইত্যর্থঃ, ছান্দননায়নেনপদম্। ইহৈব  
কর্ম ইহলোক এব পুঙ্খকাবভূমিরিতি তে—ভুভাং কবয়ো—ক্রান্তপ্রজ্ঞা বেদযন্তে  
দর্শয়ন্তীতি। হে হে ইতি অত্যাসৌ বহুপুঙ্খাণাং বিচিত্রকর্মবাশি-সূচনার্থঃ।

দ্বিতীয়গতেকদাহরণং যত্রোতি। উক্তং পঞ্চশিখাচার্যেণ—অকুশলমিশ্রপুণ্যকারিণঃ  
অয়ং প্রত্যবমর্ষঃ। মম অকুশলঃ স্বল্পঃ সঙ্ঘবঃ—পুণ্যেন সংকীর্ত্তো বহুপুণ্যমিশ্র ইত্যর্থঃ,  
সপরিহাবঃ—প্রায়শ্চিত্তাদিনা, সপ্রত্যবমর্ষঃ—অচ্যুশোচনীয় ইত্যর্থঃ, মম চৃয়িষ্টকুশলস্ত  
অপকর্ষাৎ—অভিভবায় ন অলম্ অসমর্থ ইত্যর্থঃ, যতো মে বহু অত্যাং কুশলং কর্ম অস্তি  
যত্র—যেন সহৈত্যাৎ অয়ম্ অকুশলঃ আবাং গত্যঃ—বিপদঃ স্বর্গেহপি অপকর্মম্না  
কবিত্তীতি।

সমস্ত নিম্নেবই অপবাদ বা ব্যতিক্রম আছে বলিয়া—‘কর্মাশ্র একভবিক’ এই নিম্নেবও  
অপবাদ আছে, তাহাই বলিবার উপক্রম করিতেছেন। নিমত্ত বা অবশিষ্ট অর্থাৎ অত্যা নোন  
নিমিত্তেব দ্বাবা অসংকুচিত বাহাব বিপাদ তাহাই নিমত্ত-বিপাদ কর্মাশ্র (অত্যা কোনও প্রদল না  
বিরুদ্ধ কর্মেব দ্বাবা বাহা পবিবর্তিত বা গতিত হব না, হুতবাং বাহা সম্পূর্ণরূপে বলীভূত হব, তাহাই  
নিমত্ত-বিপাদ কর্মাশ্র)। কর্মাশ্র নিমত্ত-বিপাদ এবং দৃষ্টজ্ঞানবেদনীয় হইলে তবই তাহা সম্যক্  
একভবিক হইতে পাবে, যন্তথা একভবিকঅনিম্নেব অপবাদ হয়। কেন, তাহা দেখাইতেছেন।  
কৃত অবিপাক কর্মেব নাশ হব, তাহাব উদাহরণ যথা—কর্মাব দ্বাবা ক্রোধানস্বাবেব নাশ। দ্বিতীয়  
গতি—বলবান্ প্রধান কর্মেব সহিত আবাপগমন অর্থাৎ তৎসহ দুর্বল কর্মেব (মিশ্রিত হইয়া) একত্ব  
বলীভূত হওয়া। শান্তপ্রধান-ক্ষেত্রে ধাত্বেব সহিত উষ্ট (বপন-কৃত) নৃদ্ধাদিদং (ধাত্বক্ষেত্রে বেদন  
কমেবটি মৃগ থাকিলে তাহা ধাত্বেব সহিত মিলিয়া বাব, পৃথক লক্ষিত হয় না এবং ক্ষেত্রে  
ধাত্বক্ষেত্রেই বলা হব, তদ্বৎ)। তৃতীয়া গতি—নিমত্ত-বিপাক প্রধান কর্মেব তাবা অভিকৃত হওয়া,  
তাহাতে বিপাকের কালাভাবহেতু (ঐ প্রধান কর্মেব বলভোগ মাগে হইবে বলিয়া তদ্রূপ  
কর্মেব—) দীর্ঘবাল অবিপাকবস্থান অবস্থান। এই তিন প্রকার বিপাকের গতি উদাহরণেব দ্বারা  
স্পষ্ট কবিত্তেছেন। প্রাচীন শাস্ত্র হইতে উদাহরণ দিতেছেন, যথা—পূর্ববেব কর্ম তুই প্রকার অর্থাৎ  
মহত্তগণেব পাপ ও পুণ্যরূপ দ্বিবিধ কর্ম। তন্মধ্যে পাপেব এক রাশি, তদ্যতিবিক্ত পুণ্যলোক  
স্ত্রকর্মেব এক বাশি (তাহাব আদিব্য থাকিলে) তাহা ঐ পাপকর্মেব রাশিকে নাশ ববে। হুতবাং  
হুত বা পুণ্যকর্ম কবিত্তে উচ্ছা কর। বৈদিক ব্যবহারে ‘ইচ্ছত্ব’ আয়নেনপদ উদাহারে। ইহলোকট  
কর্মভূমি বা পুঙ্খকাবেব স্থান (পবলোকে ভোগই প্রধান)। ইহা ভোমাদেব নিকট কবিতা অর্থাৎ  
প্রজাপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিব্যাপিত কবিবাজেন। বহুপুঙ্খবেব বিচিত্র কর্মবাশি-সূচনার্থ ‘হে’ শব্দের অভ্যাস  
অর্থাৎ দুইবার প্রয়োগ হইয়াছে।

দ্বিতীয় গতির উদাহরণ যথা—পঞ্চশিখাচার্যের দ্বারা উক্ত হইয়াছে। অকুশলমিশ্রিত (অ-ক-শ)

তৃতীয়াং গতিং ব্যাচষ্টে কথমিতি । যে তু অদৃষ্টজ্ঞানবেদনীয়া নিয়তবিপাকাঃ কৰ্ম-  
সংস্কারাজ্ঞেয়ামেব মবণং সমানং—সাধাবণং সৰ্বেষাং তাদৃশসংস্কাৰাণামেকং মবণমেবেত্যর্থঃ,  
অভিব্যক্তিকাবণম্ । ন তু অদৃষ্টজ্ঞানবেদনীযঃ অনিযতবিপাক ইত্যেবংজাতীযকস্ত কৰ্ম-  
সংস্কারস্তেতি । যতঃ স সংস্কারো নশ্চেদ্ বা আবাণং বা গচ্ছেদ্ অথো বা চিবম-  
পুণ্যাসীত—সঙ্কিতস্তিষ্ঠেদ্ বাবল্ল সৰূপং কিঞ্চিৎ কৰ্ম তং সংস্কাৰং বিপাকান্তিমুখং  
কৰোতি । সমানম্ অভিব্যক্তকমস্ত নিমিত্তং—নিমিত্তকৃতং কৰ্মেত্যশ্বযঃ । কুত্র দেশে  
কস্মিন্ কালে কৈৰী নিমিত্তৈঃ কিঞ্চন কৰ্ম বিপক্য ভবেৎ তদ্বিশেষাবধাবণং দুঃসাধ্যং  
যোগজপ্রজ্ঞাপেক্ষাৎ । কৰ্মাশয় একভবিক ইত্যুৎসর্গো য আচাৰ্যৈঃ প্রতিজ্ঞাতো ন স  
উক্তেভ্যাঃ অপবাদেভ্যো নিবর্তেত যত উৎসর্গাঃ সাপবাদা ইতি ।

১৪। ত ইতি । পুণ্যং—যমনিবমদয়াদানানি, তদ্ধেতুকা জ্ঞানায়ুর্ভোগাঃ সুখফলাঃ—  
অম্লকুলবেদনীয়া ভবন্তি । সুখান্নভোগান্নায়ুর্বা প্রার্থনীয়ে ভবত ইত্যর্থঃ । তদ্বি-

পুণ্যকাৰীমেব এই প্রকাৰ অছচিন্তন হয়—আমাব বে অকুশল কৰ্ম তাহা বল বা নানান্ত, লক্ষ্য বা  
পুণ্যাব সহিত সংকীর্ণ অৰ্থাৎ বহুপুণ্যমিশ্রিত, সপবিহাব বা প্রাশ্চিত্তাদিহ বাবা পবিহাব কবাব  
যোগ্য, নশ্চেত্যবমৰ্ঘ অৰ্থাৎ বহুল্লখেব মধ্যে থাকিলেও বাহাব জন্ম অহ্মশোচনা কবিতে হইবে, তাদৃশ  
(ঐ ঐক্লপ অকুশল) কৰ্ম আমাব বহু কুশল কৰ্মকে অপকৰ্ণ বা অভিব্যক্ত কবিতে অসমৰ্থ, কাবণ,  
আমাব অন্ত বহু কুশল কৰ্ম আছে বাহাব সহিত এই (নানান্ত) অকুশল কৰ্ম আবাণপত হইবা অৰ্থাৎ  
পুণ্যাব সহিত একত্ৰ মিলিত হইবাব পৰ, বিপাক প্রাপ্ত হইবা স্বৰ্গেও আমাব অল্পই অপকৰ্ণ কবাবে  
অৰ্থাৎ যদিও তাহাব স্বৰ্গেও অল্পসবণ কবাবে তথাপি সেখানে অল্পই মুখ যিবে ।

তৃতীয়া গতি ব্যাখ্যা কবিভেদেন । যেসকল অদৃষ্টজ্ঞানবেদনীয নিযত-বিপাক-কৰ্মসংস্কাৰ (অৰ্থাৎ  
যাহা পবজন্মে কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে ফলীভূত হইবে), এক যত্নাই তাহামেব সমান বা সাধাবণ  
অভিব্যক্তিকাবণ অৰ্থাৎ তাদৃশ সমস্ত সংস্কাৰ যত্নরূপ এক সাধাবণ কাবণেব বাবাই অভিব্যক্ত হয় ।  
কিন্তু যাহা অদৃষ্টজ্ঞানবেদনীয অনিযত-বিপাকরূপ কৰ্মসংস্কাৰ তাহাব পক্ষে এ নিয়ম নহে । কাবণ,  
সেই সংস্কাৰ নাশপ্রাপ্ত হইতে পাবে, আবাণপত (প্রধান-কৰ্মেব সহিত) হইতে পাবে, অথবা দীৰ্ঘকাল  
অভিভূত হইবা সঙ্কিত থাকিতে পাবে—যতদিন-না তৎসদৃশ অন্য কোনও (প্রবল) কৰ্ম সেই  
সংস্কাৰকে বিপাকান্তিমুখ কবাবে । (সমান বা একট অভিব্যক্তকৰণ নিমিত্ত বা নিমিত্তভূত কৰ্ম—  
ইহাই ভাষ্যেব অর্থ) । কোন্ দেশে, কোন্ কালে, কোন্ নিমিত্তেব বাবা কোন্ কৰ্ম বিপাকপ্রাপ্ত  
হইবে, তদ্বিষয়ক বিশেষ জ্ঞানলাভ দুঃসাধ্য, কাবণ, তাহা যোগজপ্রজ্ঞা-সাপেক্ষ ।

কৰ্মাশয় একভবিক এই উৎসর্গ বা নিয়ম যাহা আচাৰ্য্যমেব বাবা প্রতিজ্ঞাত বা স্থাপিত হইবাছে,  
তাহা উক্তরূপ অপবাদেব বাবা নিবসিত হইবাব নহে, কাবণ, প্রত্যেক উৎসর্গই অপবাদবৃদ্ধ অৰ্থাৎ  
অপবাদ বা ব্যতিক্রম থাকিলেও যুল বে উৎসর্গ বা সাধাবণ নিয়ম তাহা নিবসিত হয় না ।

১৪। পুণ্য অৰ্থাৎ যম-নিয়ম-কৰ্মা-দান, তন্মূলক যে জন্ম, আয়ু ও ভোগ তাহা সুখকব হয়  
এবং অম্লকুলবেদনীয বা অভীষ্ট হয় । ভোগ যদি সুখকব হয় তাহা হইলে জন্ম এবং আয়ু প্রার্থনীয়

পবিত্র অপুণ্যত্বকাঃ। অহুক্লাম্বসুখমপি বিবেকিভির্যোগিভির্ভূঃগপক্ষে নিঃক্ষিপ্যতে বক্ষ্যমাণেন হেতুনা।

১৫। সর্বশ্রেষ্ঠি। বাগেণ অহুবিদ্ধঃ—সম্প্রযুক্তঃ, চেতনানি—পুত্রাদীনি, অচেতনানি—গৃহাদীনি, সাধনানি—উপকরণানি ভেষামধীনঃ সুখানুভবঃ। তথা দ্বেব-মোহজোহপি অস্তি কর্মাশয় ইত্যেবং রাগদ্বেষমোহজো মানসঃ কর্মাশয় ইতি অস্মাভি-কল্পম্। ততঃ শারীরঃ অপি কর্মাশয়ো ভবতি। যতো ভূতানি—প্রাণিনঃ অনুপহতা—ন উপহত্যা, অস্মাকম্ উপভোগো ন সম্ভবতি, তস্মাৎ কায়িককর্মজাতঃ শারীরঃ কর্মা-শয়োহপি উৎপত্তত উপভোগবতস্ত। বাগাদি-মনোভাবমাত্রাজ্জাতো মানসঃ কর্মাশয়ঃ, তথা মিলিতেন মানসেন শারীরেণ চ কর্মণা নিষ্পন্নঃ শারীরঃ কর্মাশয়ঃ।

বিষয়েতি। এতৎপাদস্ত পঞ্চমসুত্রভাষ্যে বিষয়সুখমবিত্তেত্যুক্তম্ অস্মাভিরিতার্থঃ। যেতি। ন কেবলং বিষয়সুখমেব সুখং কিং তু অস্তি নিবন্ত্যং পাবমার্থিকং সুখং যদ্ ভোগেহু ইচ্ছিয়াণাং তৃপ্তেবৈতৃক্ষ্যাজ্জাতায়া উপশান্তিঃ—অপ্রবর্তনাযাঃ, জায়তে। দ্বঃখঞ্চ লৌল্যাৎ বা অল্পশান্তিস্তদ্রূপম্। কিং তু নেদং পারমার্থিকং সুখং ভোগাভ্যাসাৎ

হয়। উহাব বিপবীত কর্ম অপুণ্যমূলক। বিবেকীয নিকট অহুক্লাম্বক স্বখঃ—বক্ষ্যমাণ কাবণে (যাহা পবেষ সূত্রে উক্ত হইয়াছে) দুঃখেব মধ্যে গণিত হয়।

১৫। বাগেব দ্বারা অহুবিদ্ধ বা বাগযুক্ত বে চেতন যেমন পুত্রাদি, অচেতন যথা গৃহাদি, এইরূপ বে সাধন বা ভোগেব উপকরণকল—সুখানুভব ইহাদেব সকলেব অধীন। তেমানি (বাগেব দ্বাব) দ্বেব ও মোহ হইতে জাত কর্মাশয়ও আছে। এইরূপ বাগ, দ্বেব ও মোহজ মানসিক কর্মাশয় বে আছে, ইহা পূর্বে আমাদেব দ্বাবা উক্ত হইয়াছে। তাহা হইতে শারীর কর্মাশয়ও হয়, কাবণ, অল্প জীবকে অল্পপনাত করিয়া—অর্থাৎ তাহাদেব উপবাত (পীড়ন বা স্বার্থহানি) না কবিয়া—আমাদেব বিষবভোগ হইতে পাবে না, তজ্জন্ত উপভোগরত ব্যক্তিদেব কায়িক কর্ম হইতে শারীর কর্মাশয়ও উৎপন্ন হয়। বাগ-দ্বেষাদি মনোভাবমাত্র হইতে নজাত মানস কর্মাশয় এবং মানস ও শারীর (উভয়েব মিলিত) কর্ম হইতে শারীর কর্মাশয় হয় (বা শরীর-প্রধান কর্মাশয় হয়, কাবণ, মনোনিবাপেক শুদ্ধ শারীর কর্মাশয় হওয়া সম্ভব নহে)।

এই পাদেব পঞ্চম সূত্রেব ভাষ্যে আমাদেব দ্বাবা বিষবসুখকে অবিভা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বিষয়ভোগজনিত সুখই যে একমাত্র সুখ, তাহা নহে; নির্দোষ পাবমার্থিক সুখও আছে—যাহা ভোগ্য বস্তুতে তৃপ্তি হওয়াব বলে তাহাতে বৈতৃক্য হইলে ইচ্ছিবলকলেব বে উপশান্তি বা ভোগ্যবস্তুতে আলোলুপতাছেতু বে তৃপ্তি, তাহা হইতে উৎপন্ন হয়। আব, বিষবে লৌল্যাছেতু বে ইচ্ছিদেব অল্পশান্তি তাহাই দুঃখ। কিন্তু এই পাবমার্থিক সুখ ভোগাভ্যাসেব দ্বাবা লভ্য নহে। এই অংশের অল্প প্রকাব ব্যাখ্যা যথা—ভোগে ইচ্ছিবলকলেব তৃপ্তি বা তর্পণ এবং তজ্জাত বে সাময়িক উপশান্তি তাহাই সর্বপ্রকাব সুখেব লক্ষণ, তাহাব যাহা বিপবীত তাহাই দুঃখ। ভোগাভ্যাসেব ফলে বাগ এবং ইচ্ছিবলকলেব পটুতা বা বিষবেব দিকে লৌল্য বিবৰ্ধিত হয় বা অল্পক্ষণ তাহাদেব

লভ্যমিত্যাহ ন চেতি । যদা সৰ্বস্বস্ত লক্ষণং ভোগেষু ইন্দ্রিয়াণাং তৃপ্তিঃ তৰ্পণং, তচ্ছা  
 যা সাময়িকী উপশান্তিঃ সা । হুংখং তদ্বিপৰীতমিতি । যত ইতি । ভোগাভ্যাসমহু  
 বাগান্তথা ইন্দ্রিয়াণাং কৌশলং—বিষয়লোলতা বিবৰ্ষন্তে—অনুক্ষণং বিবৰ্ষিতা ভবন্তি ।  
 স ইতি । বিষয়ানুবাসিতঃ—বিষয়েষু প্রবৰ্ত্তনকারিণ্যা বাগাদিবাসনয়া বাসিতঃ—  
 সমাপন্নঃ ।

এবেতি । বিবেকিনঃ বস্ত্রান্নানো বোগিনঃ ভোগস্বশ্চেৎ পরিণামহুংখতাং  
 বিচিন্ত্য সুখসম্পন্না অপি ভোগস্বখং প্রতিকূলমেব মন্তন্তে । এবং বাগকালে সত্যপি  
 সুখানুভবে পশ্চাৎ পরিণামহুংখতা । যেষকালে তু তাপঃ অনুভূয়তে । পবিস্পন্দতে—  
 চেষ্টতে । তাপানুভবাং পবানুগ্রহপীড়ে ততশ্চ ধৰ্মাধৰ্মো । কিঞ্চ যেষমুলোহপি স  
 ধৰ্মাধৰ্মকৰ্মাশয়ো লোভমোহসম্প্রযুক্ত এব উৎপজ্যতে । এবং তাপাদ্ আদাবন্তে চ  
 হুংখসম্ভূতিঃ ।

এবমিতি । এবং কৰ্মভ্যো জাতে সুখাবহে হুংখাবহে বা বিপাকে তত্ত্বাসনাঃ  
 প্রচীরন্তে, বাসনায়াঃ পুনঃ কৰ্মাশয়প্রচয় ইতি । ইভবং যিতি । ইভবম্—অযোগিনং  
 প্রতিপত্তারং তাপা অনুভবন্তে ইত্যমরঃ । কিছুতং প্রতিপত্তাবং—যেন স্বকৰ্মণা উপকৃতম্  
 —উপার্জিতং হুংখং, তথা চ হুংখম্ উপান্তম্ উপান্তং ত্যজন্তং, ত্যজ্যং ত্যক্তম্ উপাদদানং

পুষ্টিসাধনং হয় । বিবেকবান্ বাবা অনুবাসিত অর্থাৎ বিবেকবান্ দিকে প্রবর্তনকারী বাগাদি-বাসনাব  
 দ্বাৰা বালিত বা লম্বাপন্ন বা আচ্ছন্ন চিত্ত হুংখে মগ্ন হয় ।

বিবেকীবা বা সংযতচিত্ত যোগীবা ভোগস্বখের এই পরিণামহুংখতা চিত্ত কবিবা স্বকলম্পন্ন  
 থাকিলেও ভোগস্বখকে প্রতিকূলান্বক বা অনিষ্টকর বলিয়া ননে কবেন । এইরূপে বাগকালে সুখানুভব  
 থাকিলেও পবে পরিণামহুংখ আছে অর্থাৎ তাহা পরিণামে হুংখপ্রব হয় । যেষকালে তাপহুংখ  
 তখনই অনুভূত হয় । পবিস্পন্দন কবে অর্থে চেষ্টা কবে । তাপানুভব হইতে ( তাপ বা হুংখ দুই  
 কবাব জন্য আবশ্যকানুসারী ) লোকে পবে অনুগ্রহ কবে অথবা পীড়ন কবে, তাহা হইতে যথাক্রমে  
 ধৰ্ম ও অধৰ্ম কৰ্ম আচৰিত হয় । কিঞ্চ যেষমূলক হইলেও সেই ধৰ্মাধৰ্ম কৰ্মাশয় লোভমোহসম্প্রযুক্ত  
 হইয়াই উৎপন্ন হয় । এইরূপে তাপ হইতে প্রথমে ও শেষে উভয় কালেই হুংখের দ্বাৰা চলিতে  
 থাকে ।

এইরূপে কৰ্ম হইতে সুখাবহ বা হুংখাবহ বল উৎপন্ন হইতে থাকিলে সেই-সেইরূপ বাসনাও  
 সঞ্চিত হইতে থাকে । বাসনাকে আশ্রয় কবিবা পুনশ্চ কৰ্মাশয় সঞ্চিত হয় । ইতবকে বা অপব  
 অযোগী প্রতিপত্তাকে ( সাধাবণ হুংখবেদক ব্যক্তিকে ) তাপহুংখ অনুভবিত বা আচ্ছন্ন কবিবা  
 বাখে—ইহাই ভাস্ত্রের অবস্থা । কিরূপ প্রতিপত্তাকে আচ্ছন্ন কবিবা বাখে তাহা বলিতেছেন—যে  
 স্বকৰ্মের দ্বাৰা হুংখ উপার্জন ( উপকৃত অর্থে উপার্জিত ) কবে এবং পুনঃ পুনঃ হুংখ প্রাপ্ত হইবা ত্যাগ  
 কবে ও পুনঃ পুনঃ ( সাময়িক ) ত্যাগ কবিবা আবার সেই হুংখকে প্রগ্রহ কবে ( ভক্ষণ কৰ্মাচরণ-  
 দ্বাৰা )—সেইরূপ প্রতিপত্তাকে । আব, অনাদি বাসনাব দ্বাৰা বিচ্ছিন্ন যে চিত্ত তাহাতে বর্তমান

তাদৃশং প্রতিপত্তারম্। তথা চ অনাদিনাসনাবিচ্ছিন্না চিত্তবৃত্তা—চিত্তস্থিতয়া ইত্যর্থঃ  
অবিচ্ছিন্না সমস্ততেহনুবিদ্ধা প্রতিপত্তাবম্। অপি চ হাতব্য এন—দেহাদৌ ধনাদৌ চ  
যৌ অহংকারমমকাবৌ তথোবনুপাতিনম্—অনুগতম্ ততশ্চ জাতং জাতং—পুনঃ পুনঃ  
জায়মানমিত্যর্থঃ প্রতিপত্তারম্ আখ্যাত্ৰিকাদয়ঃ ত্রিগুণাশ্চাপা অনুল্লবন্ত ইতি।

ন কেবলং হুংখম্ ঔপাধিকম্ অপি তু বস্তুস্বাভাবাদপি হুংখবশ্চাস্তাবীতি আহ  
শ্রুণেতি। গুণানাং যা বৃত্তয়ঃ স্মৃৎহুংখমোহাস্তেবাং বিরোধাদ্—অভিভাব্যাভিভাবক-  
স্বাভাবাচ্চাপি বিবেকিনঃ সর্বমেব হুংখম্। কথং তদাহ প্রাচ্যেতি। প্রকাশ-ক্রিয়া-স্থিতি-  
স্বভাবা বুদ্ধিক্রমেণ পৰিণতাত্মনো গুণা ইতরেতর-সহায়াঃ স্মৃৎ হুংখং মূঢ়ং বা প্রত্যয়  
জনয়ন্তি। তস্যাং সৰ্বে স্মৃখাদিপ্রত্যয়াঃ ত্রিগুণাশ্চানঃ, তথা চ গুণরস্তুঃ চলত্বাৎ সৰ্বপ্রধানং  
স্মৃখচিত্তং পরিণম্যমানং বজ্রঃপ্রধানং হুংখচিত্তং ভবতীতি হুংখবশ্চাস্তাবি, যথোক্তং  
'স্মৃখজ্ঞানন্তবং হুংখম্' ইতি। এতদেব ব্যাচষ্টে রূপেতি। ধৰ্মাদয়ঃ অষ্টৌ বুদ্ধেঃ রূপাণি  
স্মৃখহুংখমোহাশ্চ বুদ্ধেবৃত্তয়ঃ। তত্র কিঞ্চিদতিশয়ি বুদ্ধিরূপং বুদ্ধিবৃত্তির্বা বিরুদ্ধেন  
অন্তেন বুদ্ধেঃ রূপেণ বৃত্ত্যা বা অভিভূষতে। এতস্মাদেব ধৰ্মরূপস্তা যমনিরনস্ত স্মৃখরূপস্ত  
বা প্রত্যয়স্তা নাস্তি একতানতা। কিঞ্চ ধৰ্মস্মৃখাদয়ঃ অধৰ্মহুংখাদিভিঃ বিরুদ্ধাভিঃ বুদ্ধেঃ  
কপবৃত্তিভিঃ সংভিচ্ছন্তে। সামান্ত্রানীতি। তথা চ সামান্ত্রানি—অপ্রবলানি বৃত্তিরূপাণি  
তু অতিশযৈঃ—সমুদাচরন্তিঃ—বৃত্তিকৰ্ণৈঃ সহ প্রবর্তন্তে—বৃত্তিং লভন্তে। স্মৃথেন সহ  
উপসর্জনীভূতং হুংখমপি প্রবর্তত ইত্যর্থঃ।

(এ স্থলে চিত্তবৃত্তি অর্থে চিত্তস্থিত) অবিভাব দ্বারা সাহারা সর্বদিকে স্নহবিদ্ধ বা প্রোত, তাদৃশ  
প্রতিপত্তারা হুংখের দ্বারা আশ্রয়িত হয়। কিঞ্চ, হাতব্য বা ত্যাক্ষ্য দেহাদিতে ও ধনাদিতে যে  
অহংকা ও মমতা তাহাব অহংপাতী বা অহংগত অর্থাৎ তৎপূর্বক আচরণশীল এবং ততস্ত্য পুনঃ পুনঃ  
জায়মান বা জন্মগ্রহণশীল যে প্রতিপত্তা তাহাকে আখ্যাত্ৰিকাদি তিন প্রকার হুংখ আশ্রিত বা  
অভিভূত কবে।

হুংখ কেবল যে ঔপাধিক অর্থাৎ বিযবেব দ্বারা চিত্তের উপবন্ধন হইতেই হয় তাহা নহে, পরন্তু  
বস্তব স্বভাব হইতেও অর্থাৎ চিত্তের ও সর্ববস্তব উপাদানের স্বভাব হইতেও হুংখ অবশ্যস্তানী, তাই  
বলিতেছেন, গুণসকলের যে স্মৃখহুংখমোহকণ বৃত্তি, তাহাদেব পরস্পরেব বিরোধ হইতে এমং তাহাদেব  
অভিভাব্য-অভিভাবক-স্বভাবহেতু অর্থাৎ পরস্পরেব দ্বারা অভিভূত হওয়ার এমং পরস্পরকে  
অভিভূত কবাব স্বভাবহেতু বিবেকীৰ নিকট ত্রিগুণাত্মক সমস্তই হুংখময়। কেন, তাহা বলিতেছেন।  
বুদ্ধিরূপে পৰিণত প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি-স্বভাবক যে ত্রিগুণ তাহাবা পরস্পর-সহানক হইয়া। স্মৃখকর  
অথবা হুংখকর অথবা মোহকর প্রত্যয় উৎপাদন কবে। ততস্ত্য স্মৃখাদি সমস্ত প্রত্যয়ই ত্রিগুণাত্মক।  
আব, গুণবৃত্তিসকলের অস্থির স্বভাবহেতু সৰ্বপ্রধান স্মৃখ-চিত্ত বিকাব প্রাপ্ত হইয়া বজ্রঃপ্রধান হুংখ-  
চিত্তে পৰিণত হয় বলিয়া হুংখ অবশ্যস্তানী। যথা উক্ত হইয়াছে, 'স্মৃথেন পর হুংখ এবং হুংখেব পূর্ব  
স্মৃখ হয়...' ইত্যাদি। এবিষয় ব্যাখ্যা করিতেছেন, ধৰ্মাদি আটটি (ধৰ্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য,

এবমিতি উপসংহতি । সুখঞ্চ সত্ত্বপ্রধানং ন তদ্ বজ্রন্তমোভ্যাং বিযুক্তং সর্বেষাং প্রাকৃতভাবানাং ত্রিগুণাত্মকত্বাৎ । এবং বস্ত্ত-স্বভাবাদপি হুংখমোহবিযুক্তং তাত্যাং বা অপ্রসিয়মাণং সুখং নাস্তীতি বিবেকিনঃ সর্বমেব হুংখমিতি সম্প্রজ্ঞা জায়তে । তদিতি । মহতো দুঃখসমূহস্ত অবিজ্ঞা প্রভববীজম্—উৎপত্তেবীজম্ । শেখমতিবোহিতম্ ।

তদ্ব্রোতি । হাতুঃ গ্রহীতুঃ স্বরূপম্—প্রকৃতং রূপং চিহ্নপদ্বিত্যর্থঃ, ন উপাদেয়ং—ন বুদ্ধাদীনাম্ উপাদানত্বেন গ্রাহ্যম্ । নাপি স্বপ্রকাশো ব্রহ্মা সম্যক্ হেয়ঃ—অপলাপ্যঃ, বুদ্ধাদিসর্গায় ব্রহ্মসত্ত্বায়া নিমিত্ততা ন ত্যাজ্যা ইত্যর্থঃ । ন হি স্বপ্রকাশব্রহ্মরূপদর্শনং বিনা আত্মভাবোহস্মীতিকরণঃ প্রবর্তেত । তন্মাদ্ ব্রহ্মনির্বিকাবনিমিত্ততা অল্পপাদান-

অবগ, অজ্ঞান, অবেবাগ্য, অর্নৈবগ, বুদ্ধিব রূপ, হুং-হুং-মোহ ইহাং বুদ্ধিব বৃত্তি । তন্মধ্যে বুদ্ধিব কোনও রূপে বা বৃত্তিব আভিপ্রাণ্য বসিলে তাহা অস্ত ভবিষ্যবীত বুদ্ধিব রূপ বা বৃত্তিব দ্বাৰা অভিভূত হয় বা তাহাদেব সেই আভিপ্রাণ্য মন্যত্ব হব । একত্ব ধৰ্মরূপ বসনিয়মানিব বা হুংরূপ প্রত্যবেব একত্বতান নাহি \* । আব ধৰ্ম-হুং-আদি অবগ-হুং-আদিকপ বিপবীত বুদ্ধিব রূপ ও বৃত্তিব দ্বাৰা সংভিন্ন অৰ্থাৎ নষ্ট বা অভিভূত হয় । সামান্ত বা অপ্রবল বৃত্তি ও রূপসকল আভিপ্রাণ্য বা সমুদাতাবমুক্ত অৰ্থাৎ ব্যক্ত বা প্রবল বৃত্তি ও রূপসকলেব সহিত প্রবর্তিত হয় অৰ্থাৎ বৃত্তিতা লাভ কবে বা অভিভ্যক্ত হয় । হুংবেব সহিত উপসর্জনীকৃতভাবে হিত দুঃখও একপে প্রবর্তিত হয় । ( নিম্ন এবং ভিন্ন উভয়েই ৩।১৩ সূত্রেব টীকাব এই উক্তত্ব সূত্রটিকে পঞ্চশিখেব বলিবাছেন কিন্তু ‘বুদ্ধিদীপিকা’ ইহা বাধগণ্যব সূত্র বলা হইষাছে ) ।

উপসংহাব কবিবা বলিতেছেন । হুং সত্ত্বপ্রধান কিন্তু তাহা বজ্রন্তম হইতে বিযুক্ত নহে, কাবণ, সমস্ত প্রাকৃত ভাবপদার্থ ত্রিগুণাত্মক, এইরূপে বস্তব মৌলিক স্বভাবেব হিক্ হইতেও হুংখমোহ হইতে সম্পূর্ণ বিযুক্ত অথবা তদ্বাৰা প্রাপ্ত হইবে না, এইরূপ দ্বাবিহুং নাই বলিবা বিবেকীব নিকট সমস্তই অৰ্থাৎ সমস্ত ভোগ্য পদার্থই হুংখম—এইরূপ সম্প্রজ্ঞান হব । মহৎ হুং-সমুদাতাবেব প্রভববীজ বা উৎপত্তিব কাবণ অবিজ্ঞা ।

হাতাব (গ্রহাণকর্তৃখেব সাকীব) বা ব্রহ্মাব বাহা স্বরূপ বা প্রকৃতরূপ অৰ্থাৎ চিহ্নপদ্ব তাহা উপাদেয় নহে অৰ্থাৎ বুদ্ধাদিবি উপাদানরূপে গ্রহণযোগ্য নহে । স্ব-প্রকাশ ব্রহ্মা সম্যক্ হেয় বা অপলাপ্যও নহে, অৰ্থাৎ বুদ্ধাদিবি স্বষ্টি-বিষয়ে ব্রহ্ম-সত্তাব নিমিত্তকাবধকপে বে আবশ্যকতা তাহা ত্যাজ্য নহে, কাবণ, স্বপ্রকাশ ব্রহ্মাব উপদর্শনব্যতীত বুদ্ধি আদি আত্মভাব প্রবর্তিত হইতে পাবে না । তজ্জন্ত ব্রহ্মাব নিবিকাব-নিমিত্ততা এবং উপাদান-কাবণকপে অগ্রাহ্যতা—এই দুই দৃষ্টই গ্রহণীয়, অৰ্থাৎ তিনি বুদ্ধাদিবি নিবিকাব নিমিত্ত-কাবণ, কিন্তু তাহাদেব বিকাবপৌল উপাদান-কাবণ নহেন—এই সিদ্ধান্তই যথার্থ । তাহাই সম্যক্-দর্শনরূপ পাশতবাদ অৰ্থাৎ নিবিকাব পাশত ব্রহ্মা আত্মভাবেব মূল নিমিত্ত-কাবণ—এই বাধ । ব্রহ্মাব অপলাপেব নাম উচ্ছদবাদ, তাহাও শেখ, কাবণ, নিজেব

৪. বুদ্ধি ত্রিগুণাত্মক বলিবা তাহাব স্বভাবই পবিশাশ্বল, তজ্জন্ত অবিহিন্ন ধৰ্মাচরণ কবিবা পাশত হুংমুক্ত বুদ্ধি লাভ করা সম্ভবপর নহে, বুদ্ধিব নিবেদনেই পাশতী শান্তি সম্ভব ।

কাৰণতা চ গ্রাহ্য। স এব সম্যগ্‌দর্শনরূপঃ শাশ্বতবাদঃ—নির্বিকারঃ শাশ্বতো জষ্টা  
আত্মভাবস্ত মূলং নিমিত্তমিতি বাদ ইত্যর্থঃ। জষ্টবপলাপ উচ্ছেদবাদঃ। তদ্বাদস্ত হেযো  
যতঃ সেন স্বস্ত উচ্ছেদকপো মোক্ষো ন জ্ঞায়েন সঙ্গতঃ। জষ্টকপাদানবাদে তু তস্ত  
বিকাবশীলতাকপো হেতুবাদঃ—উপাদানকারণতাবাদ ইত্যর্থঃ, সোহপি হেয ইতি দিক্।

১৬। তদিতি। হেয-হেযহেতু-হান-হানোপায়া ইত্যেতচ্ছাষ্টিং চতুর্ব্যহ্ম। তত্র  
হেযং ভাবন্ নিরূপয়তি। স্তগমম্। ননু সৌকুমার্যম্ অধিকতবহুঃস্বায ভবতীতি অঙ্গিপাত্র-  
কল্পবাস্তানাম্ যোগিনাম্ কিম্ ক্লেশঃ পৃথগ্‌জনেভ্যো ভূযিষ্ঠ ইতি শঙ্কা ব্যর্থ্য। দৃশ্যতে  
তু লোকে আযতিচিন্তাহীনো মূঢ়া অশেষদুঃখভাজো ভবন্তি, প্রেক্ষাবস্তঃ পুনরনাগতং  
বিধাস্তমানা বহুসৌখ্যভাজো ভবন্তীতি। তথৈব অনাগতদুঃখস্ত প্রতিকাবেচ্ছবো  
যোগিনো দুঃখস্তান্তং গচ্ছন্তীতি।

১৭। তস্মাদিতি। হেয়স্ত দুঃখস্ত কাৰণং জষ্ট-দৃশ্যবোঃ সংযোগঃ। যতঃ  
অপ্রকাশেন জষ্টা সহ সংযোগাদ্ বুদ্ধিস্থমচেতনং দৃশ্যং দুঃখং বৃত্তিতাং লভতে। জষ্টেতি।  
জষ্টা বুদ্ধেঃ—আত্মবুদ্ধেঃ অস্মীতিভাষন্তেত্যর্থঃ প্রতिसংবেদী—প্রতিবেত্তা। কবণাদিজড়-  
ভাববৃত্তেঃ অচেতনাস্ববিজ্ঞানান্যে যেন অপ্রকাশেন প্রতिसংবেদো মামহং জানামীতি  
অপ্রকাশবদ্ ভূয়ত ইতি স এব বুদ্ধিপ্রতिसংবেদী স চ পুরুষঃ।

যাবা নিজেব উচ্ছেদকপ ( নিজেকে শূন্য কবা কপ ) মোক্ষ জ্ঞানবদত নহে অর্থাৎ তাহা হইতে পাবে  
না। জষ্টাব উপাদানবাদে ( জষ্টা বুদ্ধ্যাদিব উপাদান-কাৰণ এই বাদে ) তাঁহাব বিকাবশীলতাকপ  
হেতুবাদ অর্থাৎ তিনি বিকাবী উপাদান-কাৰণ—এই সিদ্ধান্ত আলিয়া পড়ে ( কাৰণ, যাবা উপাদান  
তাহাই বিকাবী ) অতএব তাহাও হেয,—এই দৃষ্টিতে ইহা ব্রূষিতে হইবে।

১৬। হেয-হেযহেতু-হান-হানোপায়া এইরূপে এই পাঁচ চতুর্ব্যহ বা চাবি প্রকারে সজ্জিত।  
তন্মধ্যে হেয কি, তাহা নিরূপিত কবিতেনেহন। বদি বলা বাব বে, ( দুঃখব উপলব্ধি-বিষয়ে )  
সৌকুমার্য ( সামান্য দুঃখ উল্লেখিত হওয়া ) ত অধিকতব দুঃখভোগেব হেতু, স্তববাং নেত্রগোলকেব  
জ্ঞায ( কোমল স্পর্শসহ ) চিত্তবৃত্ত যোগীয়েব স্বেপোশলকি অস্ত্র অবোঙ্গী অপেক্ষা অধিক তীব্র হইবে  
না কি ? এই শঙ্কা ব্যর্থ। দেখা যায় বে, তবিস্তাং-চিন্তাবজিত মূঢ় ব্যক্তিব অশেষ দুঃখভাগী হয়,  
কিন্তু দৃবদৃষ্টি-সম্পন্ন ব্যক্তিব অনাগতদুঃখব প্রতিনিধান কবিতে থাকেন বলিয়া অধিকতব স্তবভাগী  
হন। অতএব অনাগত দুঃখব প্রতিকাব-কবণেচ্ছা যোগীবা দুঃখব পাবে বাইবা থাকেন।

১৭। হেয বে দুঃখ তাহাব কাৰণ জষ্টা এবং দৃশ্যব সংযোগ, যেহেতু অপ্রকাশ জষ্টাব সহিত  
সংযোগ হইতে বুদ্ধিঃ ( মূলভঃ ) অচেতন ও দৃশ্য বে দুঃখ তাহা বৃত্তিতা বা জ্ঞাততা লাভ কবে  
( দুঃখরূপ চিত্তব বিকাব-বিশেষ 'আমাব দুঃখ'তে পবিণত হব )। জষ্টা বুদ্ধিব বা আত্ম-বুদ্ধিব অর্থাৎ  
'আমি'-মাত্র ভাবেব প্রতিসংবেদী বা প্রতिसংবেত্তা। কবণাদি জড়ভাববৃত্ত অচেতনরূপ বিজ্ঞান্য  
বে অপ্রকাশ প্রতিসংবেত্তাব বাবা 'আমি আমাকে জানিতেছি' এইরূপে অপ্রকাশবৎ হয়, তিনিই  
বুদ্ধিব প্রতিসংবেদী, তিনিই পুরুষ।

দৃশ্য ইতি। বুদ্ধিসম্বোধাপকতাঃ সম্ভাষাত্রে আশ্রয়ি বুদ্ধৌ উপাকাটা অভিমানেন উপানীতা ইত্যর্থঃ ভোগরূপা বিবেকরূপাশ্চ ধৰ্মা দৃশ্যঃ। তদিতি। সন্নিধিমাভ্যোপকারি—পব্ৰস্পবাসংকীৰ্ণমপি সন্নিধিকৰ্মাদেব যদ্রূপকবোধি। ন চাত্র সান্নিধ্যং দৈশিকং ত্রুদৈশ-  
তীতদ্বাং। দেশস্ত দৃশ্যঃ অতঃ স ত্রুদৈশবিবৰ্ণনঃ অভ্যন্তবিভিন্নঃ। ক্ষয়ভেদে অনগু-  
অনুস্বম্-অদীৰ্ঘম্-অবাহম্-অনন্তবসিত্যাদি। তাদৃশেন ত্রুদৈশ সহ দৈশিকসংযোগো  
মুটেবেব কল্যাতে নাভিযুক্তৈঃ। সান্নিধ্যস্ত একপ্রত্যয়গতম্বেব যদনুভূতযতে জ্ঞাতাহমিতি-  
প্রত্যয়ে। এককণ এব জ্ঞাতুজ্ঞেয়জ্ঞ চ বা সংকীৰ্ণা উপলব্ধিদেব সান্নিধ্যং, স এব  
সংযোগঃ।

প্রকাশ-প্রকাশকত্বাদৃ দৃশ্য-ত্রুদৈশঃ স্বাভাসিকপঃ সম্বন্ধঃ। দৃশ্যং স্ব স্বকীয়মৈশ্বৰ্য্য  
ত্রুদৈশ চ স্বামীতি। অনুভূতযতে চ বোধাহং মম বুদ্ধিরিতি। অনুভবোতি। ত্রুদৈশব-  
বিবৰ্ণনঃ—জ্ঞাতাহমিতি অনুভাব্যতা প্রকাশতা বেত্যাৰ্থঃ তথা চ কার্যবিবৰ্ণনঃ—কর্তাহমিতি  
কার্যসাক্ষিতা ইত্যেবং দ্বিধা বিবৰ্ণনতাপন্নং দৃশ্যম্ অন্তঃস্বরূপেণ—পৌকবভাসা চেতনা-

বুদ্ধিসম্বোধাপকতা অর্থাৎ সম্ভাষাত্র-রূপ বা 'আমি'-মাত্র-লক্ষণাত্মক বুদ্ধিতে উপাকৃত বা আবোপিত  
অর্থাৎ অভিমানেব ঘাৰা উপানীত, ভোগরূপ ও বিবেকরূপ ধর্মই দৃশ্য। সন্নিধিমাভ্যোপকারী অর্থাৎ  
পব্ৰস্পব বিভিন্ন হইলেও সান্নিধ্যার্থেতু যাহা উপকাব কবে (উপ অর্থে নিকট) বা নিকটস্থ হইয়া  
কার্য কবে। এই সান্নিধ্য দৈশিক নহে, কাবণ, ত্রুদৈশ দেশাতীত। দেশ দৃশ্য বা জ্ঞেব পদার্থ, অতএব  
তাহা বিবৰ্ণী (বিবৰ্ণেব জ্ঞাতা) ত্রুদৈশ হইতে অভ্যন্ত বিভিন্ন। এবিবেব স্রুতিতে আছে, "তিনি অনু  
বা হ্রব বা দীর্ঘ নহেন, তিনি বাহ বা আস্তব নহেন" ইত্যাদি। তাদৃশ ত্রুদৈশ সহিত দৈশিক লয়োগ  
যুত ব্যক্তিদেব দ্বাবাই কল্পিত হব, পণ্ডিত বিজ্ঞদেব দ্বাবা নহে। 'আমি জ্ঞাতা' এই প্রত্যয়ে যে ত্রুদৈশ  
ও বুদ্ধিব একপ্রত্যয়গতম্বেব অনুভূত হব, তাহাই তাহাদেব সান্নিধ্য। এককণে যে জ্ঞাতাব বা ত্রুদৈশেব  
এবং জ্ঞেবেব বা বুদ্ধিরূপ 'আমি'সেব অগুণক উপলব্ধি তাহাই এই সান্নিধ্য এবং তাহাই তাহাদেব  
লয়োগ।

প্রকাশ-প্রকাশকত্বাহেতু দৃশ্য ও ত্রুদৈশ স্ব-স্বামিরূপ সম্বন্ধ। দৃশ্য স্ব বা লক্ষ্য এবং ত্রুদৈশ তাহাব  
স্বামী। এইরূপ অনুভূতিও হব যে, 'আমি বোধ্য' 'আমাব বুদ্ধি' ইত্যাদি (১৫ ত্রুদৈশ)। 'ত্রুদৈশ  
অনুভবেব বিবৰ্ণ' অর্থে 'আমি জ্ঞাতা'-রূপ বুদ্ধিব অনুভাব্যতা বা প্রকাশতা এবং তাহাব 'কার্যবিবৰ্ণ'  
অর্থে 'আমি কর্তা'-রূপ কর্তৃবুদ্ধিব সাক্ষিতা—(পূর্ববেব) এই দুই একাব বিবৰ্ণতাপ্রাপ্ত দৃশ্য বুদ্ধি  
অন্তঃস্বরূপে অর্থাৎ পৌকবচেতনতাব দ্বাবা চেতনবৎ হওয়া বা পূর্ববেব উপমায (পূর্ববেব সহিত  
সাদৃশ্যহেতু) প্রতিলক্ষাত্মক বা প্রতিভাসমান হব অর্থাৎ তৎকলেই তাহাব সত্তা বা অস্তিত্ব। ('আমি  
জ্ঞাতা'-রূপ বুদ্ধি বখন ত্রুদৈশ দ্বাবা প্রকাশিত হব, তখন তাহাকে ত্রুদৈশ অনুভব-বিবৰ্ণতা বলা বাব।  
এবং বখন 'আমি কর্তা'-রূপ বুদ্ধি তদ্বাবা প্রকাশিত হব, তখন তাহাকে ত্রুদৈশ কর্ম-বিবৰ্ণতা বলা হব,  
তক্রূপ দীর্ঘ-বিবৰ্ণতা। ঐ ঐ বুদ্ধি ত্রুদৈশ অবতালেব-দ্বাবাই সচেতনবৎ ও ব্যক্ত হব, জ্ঞান ও সত্তা  
অবিনাভাবী বলিযা এক্রূপে একাণ হওয়াই তাহাদেব সত্তা, নচেৎ তাহা অজ্ঞাত হইত)।



বহুবল্যং পুরুষস্তোপময়েত্যর্থঃ প্রাতিলঙ্কাঙ্কং—প্রাতিভাসমানং লব্ধসম্ভাবিত্যর্থঃ । স্বতন্ত্রমিতি । দৃশ্যং ত্রিগুণস্বরূপেণ স্বতন্ত্রং তথা চ পদার্থত্বাৎ—পুরুষোপদর্শনবশাদ্ বুদ্ধ্যাদিক্রূপেণ পবিতৃত্বাৎ পবতন্ত্রং—দ্রষ্টৃত্বম্ । অর্থো—ভোগাপবর্গেণ, তাভ্যাং বুদ্ধ্যাদেববৃত্তিতা । তৌ চ পুরুষোপদর্শনসাপেক্ষৌ । তস্মাদ্ বুদ্ধ্যাদিদৃশ্যং পরার্থম্ । যথা গবাদয়ঃ স্বতন্ত্রা অপি মনুজাধীনস্থান্ মনুজতন্ত্রাঃ ।

তয়োবিভিতি । হুঃখং দৃশ্যমচেতনম্ । তচ্চ দ্রষ্টা সহ সংযোগমন্তবেণ ন জ্ঞাতং স্তাৎ । তস্মাদ্দৃশদর্শনশক্ত্যোঃ সংযোগ এব হেয়ন্ত হুঃখস্ত কাবণম্ । সংযোগস্ত অনাদিঃ বীজ-বৃক্ষবৎ । বিবেকেন বিযোগদর্শনাদ্ অবিবেকঃ সংযোগস্ত কাবণম্ । অবিবেকঃ পুনবনাদি-স্তস্মাদ্ হেয়ন্ত হুঃখস্ত হেতুভূতঃ সংযোগোহপি অনাদিবিভিতি । তথোক্তি । তদিত্যত্র পক্ষশিখাচার্য সূত্রম্ । তৎসংযোগস্ত—দ্রষ্টা সহ বুদ্ধেঃ সংযোগস্ত হেতুববিবেকাখ্যঃ, তস্ত বিবর্জনাৎ হুঃখপ্রাভীকারম্ । উদাহরণেন ফোটয়তি । স্তুগমম্ । অত্রাপীতি । অত্রোপি—পদমার্শপক্ষেহপি কণ্টককূপস্ত তাপকস্ত বজসঃ অমুভবযুক্তপাদতলবৎ প্রকাশ-শীলং সৎ তপ্যং, কস্মাৎ তপিক্রিয়ায়াঃ কর্মস্থত্বাদ্ বিকারযোগ্যদ্রব্যস্থাদিত্যর্থঃ ।

ত্রিগুণ-স্বরূপে দৃশ্য স্বতন্ত্র বা স্বাধীন অর্থাৎ দৃষ্টেব ত্রিগুণস্বরূপ মৌলিক অবস্থা দ্রষ্টৃনিবপেক্ষ, আবার পরার্থস্বত্বের অর্থাৎ পুরুষেব উপদর্শনের দ্বাবাই বুদ্ধ্যাদিক্রূপে তাহাব পবিণাম চণ্ডা লভ্যব বলিয়া তাহা পবতন্ত্র অর্থাৎ পব যে দ্রষ্টা তাহাব অধীন । ভোগাপবর্গরূপ যে দুই অর্থ, তাহা হইতেই বুদ্ধি-আদির বৃত্তিতা বা বর্তমানতা, তাহাবা পুরুষদর্শনসাপেক্ষ । তচ্ছব বুদ্ধ্যাদি সমস্ত দৃশ্য পদার্থই পদার্থ অর্থাৎ পব যে দ্রষ্টা তাহাব অর্থ বা বিষয়, যেমন গবাদিবা স্বতন্ত্র হইলেও অর্থাৎ তাহাদেব জন্মাদি অকর্মবলাশ্রিত হইলেও, মনুজাধীন বলিয়া মনুজতন্ত্র ।

হুঃখরূপ চিত্তবৃত্তি দৃশ্য ও অচেতন, তাহা দ্রষ্টাব সহিত সংযোগব্যতীত জ্ঞাত হইতে পারে না । তচ্ছব দৃশ্য-দর্শন-শক্তিব সংযোগই হেব যে হুঃখ তাহাব কাবণ । সংযোগ বীজবৃক্ষের শ্রাব অনাদি । বিবেকেব দ্বাবা তাহাদেব বিযোগ হব দেখা যায়, তচ্ছব তদ্বিপবীত অবিবেকই সংযোগেব কারণ । অবিবেক পুনঃ অনাদি, তচ্ছব হেয় হুঃখেব হেতুভূত সংযোগও অনাদি । ( বর্তমান অবিবেক-প্রত্যয় পূর্ব অবিবেক-সংস্কারেব ফলে উৎপন্ন, পূর্বেব অবিবেক আবার তচ্ছবাতীত পূর্ব পূর্ব সংস্কার হইতে উৎপন্ন, এইরূপে বীজবৃক্ষভাবে অবিবেকরূপ অবিশ্রা এবং তাহাব কল-স্বরূপ সংযোগ অনাদি ) ।

এ বিষয়ে পক্ষশিখাচার্যেব সূত্র যথা—সেই সংযোগেব অর্থাৎ দ্রষ্টার সহিত বুদ্ধিব সংযোগেব হেতু যে অবিবেক, তাহাব বিবর্জন বা ত্য্যগ হইতে হুঃখেব প্রাভীকাব হব, কিরূপে হব তাহা উদাহরণেব দ্বাবা স্পষ্ট কবিত্তেছেন । এহলেও অর্থাৎ পরমার্শপক্ষেও কণ্টকরূপ হুঃখদায়ক বজ্রোপশ্রব নিকট অমুভবগুণযুক্ত পাদতলরূপ প্রকাশশীল সম্ভরণ তপ্য ( তাপগ্রহণের যোগ্য ) । কেন ? তাহাব উত্তর—তপিক্রিয়া বা তাপদানরূপ যে ক্রিয়াশীলতা, তাহা কর্মস্থ অর্থাৎ বিকারশীল জ্যোই থাকি সম্ভব বলিয়া । ( সম্ভরণ প্রকাশশীল বলিয়া তাহাতে তাপরূপ ক্রিয়া অমুভূত বা প্রকাশিত হব এবং রজোগুণ ক্রিয়াশীল বলিয়া তাহা সম্বন্ধে তাপযুক্ত অর্থাৎ উত্তীর্ণ করে, অতএব ক্রিয়াব

সম্বন্ধে কৰ্মণ্যেব তপিক্রিয়া সম্ভবেন নিষ্ক্রিয়ে দৃষ্টবি। যতো দৃষ্টা দৰ্শিতবিষয়ঃ সৰ্ববিষয়স্ত প্রকাশকস্ততঃ সন পরিণমতে। বোধাদকস্ত চাক্ষল্যাং তদ্ভাসকো বিশ্বভূতঃ সূৰ্যো বিকশ ইব প্রতিভাসতে ন চ তেন সূৰ্যস্ত বাস্তবং বৈকল্যাং তথা সূৰ্যহঃখয়োভাসকঃ পূৰ্বঃ সূৰ্যী হৃৎগী বেতি প্রতীযত ইতি। তদাকাবানুবোধী—বুদ্ধিবৎ প্রতীয়মান ইত্যর্থঃ।

১৮। দৃষ্টেতি সূত্রমবতাবযতি। প্রকাশশীলমিতি। পৌৰুষ্যচৈতন্ত্ৰেন চৈতনাবল্-ভবনং প্রকাশস্তদেব শীলং স্বভাবো যন্ত তদুচ্যং সম্বন্ধঃ। চিত্তেন্দ্রিয়েষু যঃ সামান্যবোধ-কপো ভাবো গ্রাহ্যে বস্তুনি চ যঃ প্রকাশ্যমর্থঃ, স এব প্রকাশঃ। অবস্থাস্তবতাপ্রাপ্তিঃ ক্রিয়া তচ্ছীলং বজসঃ। প্রকাশক্রিয়বো কদাবস্থা স্থিতিঃ, তচ্ছীলং তমসঃ। এত ইতি। এতে সম্বাদযো গুণাঃ পূৰ্বকস্ত বন্ধনরজ্জ্ব ইত্যর্থঃ। সম্বাদীনি জব্যাপি, ন তানি জব্যাক্ষয়া গুণাঃ, তেভ্যো ব্যতিবিক্তস্ত গুণিনঃ অভাবাদ্ ইতি বেদিতব্যম্। তে গুণাঃ পবম্পরো-পরন্তপ্রবিভাগাঃ—সম্বাদীনাং সাধ্বিক-রাজসাদি-প্রবিভাগাঃ পরম্পরোপরন্তাঃ। সাধ্বিকো ভাবো রজস্তমোভ্যামনুবজিতঃ, তথা রাজসাত্ত্ব্যমসান্দ ভাবাঃ। তে চ গুণা দৃষ্টী সহ সংযোগবিষোগধর্মণাঃ। তথা চ ইতরেতরেষাম্ উপাশ্রয়েণ সহাবযতেত্যর্থঃ, উপাঞ্জিতা মূর্তয়ঃ—ভূতেন্দ্রিয়াদি জব্যাপি যৈস্তে। গুণাঃ পরম্পরসহায়া এব ভূতেন্দ্রিয়কপেণ পরিণমন্তে। তে চ নিত্যং পবম্পবাল্লাঙ্গিনঃ অবিনাভাবিসাহচর্যাৎ। তথা সম্ভোহপি

অল্পভব বধ্যং হব সেই— সম্বন্ধপ কৰ্মেই বা বিকাববোধ্য গণ্ধেই তপিক্রিয়া সম্ভব, নিষ্ক্রিয় দৃষ্টাদ তাহা সম্ভব নহে। বেছেতু দৃষ্টা দৰ্শিত-বিষয় অর্থাৎ বুদ্ধিব দ্বাৰা উপস্থাপিত সৰ্ববিষয়েব ( নদা লয়ান ভাবে ) প্রকাশক, সূত্ৰবাং তাহাব পরিণাম হব না। যেমন জলেব চাক্ষল্য-হেতু তাহাব ভাসক বা প্রকাশক বিশ্বভূত সূৰ্য বিকশেব জাব ( তাহা গোলাকাব হইলেও অন্তরূপে, হিব হইলেও অবিবেক জাব ) প্রতিভাসিত হব, কিন্তু তাহাতে যেমন সূৰ্যেব বাস্তব বৈকল্য হয় না, তদ্রূপ সূৰ্য-দুগ্ধেব ভাসক পূৰ্ব্ব সূৰ্যী বা হৃৎগী-রূপে প্রতীত হন ( কিন্তু তাহাতে তাহাব বৈকল্য হয় না )। তদাকাবানু-বোধী অর্থে বুদ্ধিব সত্ত প্রতীয়মান।

১৮। সূত্রেব অবতাবণা কবিতেনেচন। পূৰ্ববেব চৈতন্ত্ৰেব দ্বাৰা চৈতনাসূক্ত হওবাই প্রকাশ, তাহা হাবাব শীল বা স্বভাব সেই জব্যাই সম্বন্ধ। চিত্তেন্দ্রিয়ে যে সামান্য (সাধাবণ) বোধরূপ ভাব এবং গ্রাহ্য বস্তুতে হাবা প্রকাশ বা জ্ঞাত হইবাব বোধাত্মকপ ধর্ম তাহাই প্রকাশ। ( প্রকাশ টিক জ্ঞান নহে, কোনও একটি জ্ঞানেব সয্যে যে ক্রিয়া ও জড়তা আছে, তদ্ব্যতীত যে ভাব থাকে তাহাই বস্তুতঃ প্রকাশ )। ক্রিয়া অর্থে অবস্থাস্তবতাপ্রাপ্তি, তাহা বজোজ্ঞেব শীল বা স্বভাব। প্রকাশ ও ক্রিয়াব বোধ অবস্থা স্থিতি, তাহা ভসোজ্ঞেব স্বভাব। এই সম্বাদিবা গুণ অর্থাৎ পূৰ্ববেব বন্ধন-বজ্জ-স্বরূপ। সম্বাদিবা জব্য, তাহাবা কোনও জব্যাক্ষিত গুণ বা ধর্ম নহে, কাবণ, তদ্ব্যতীত আব গুণী কিছুই নাই—ইহা বুঝিতে হইবে ( কাবণ, মূল বস্তুকে ধর্ম বলিলে ধর্মী কি হইবে ? )। সেই গুণসকল পবম্পবোপবন্ত-প্রবিভাগ অর্থাৎ সম্বাদিগুণেব সাধ্বিক-বাহনিকাদি প্রবিভাগসকল পবম্পবেব দ্বাৰা উপবন্ত। সাধ্বিক ভাব বজন্ত্ৰেব দ্বাৰা অল্পবজিত, বাজস এবং তামস ভাবও তদ্রূপ, অর্থাৎ প্রত্যেকে

তেষাং শক্তিপ্রবিভাগঃ অসংভিন্নঃ—অসংকীর্ণঃ যতঃ সৎস্ব প্রকাশশক্তির্নি ক্রিয়াস্থিতিভ্যাং সংভিত্তে, প্রকাশক্রিয়াস্থিত্যঃ অঙ্গাজিহ্মোহপি প্রত্যেকং পৃথগ্‌বিধা ইত্যর্থঃ। যথা শ্বেতবক্তকৃষ্ণবর্ণময্যাং বজ্জৌ শ্বেতাদীনি সূত্রাণি পৃথগ্‌ বর্তন্তে তদং।

তুল্যোতি। অসংখ্যসার্বিকভাবানাম্ উপাদানভূতা প্রকাশশক্তিস্তেবাং তুল্যজাতীয়া, তেষাঞ্চ অতুল্যজাতীয়শক্তী ক্রিয়াস্থিতি, এবং বাহ্যসতামসযোৰ্ভাবযোঃ। অসংকীর্ণা অপি তাঃ সন্তুষ্টকারিণ্যঃ ত্রিগুণশক্তয়ঃ পবম্পবম্ অল্পপতন্তি সহকারিবিরূপেণ বর্তন্ত ইত্যর্থঃ, গুণকার্যধাং তুল্যজাতীয়াশ্চ অতুল্যজাতীয়াশ্চ বাঃ শক্তয়ঃ প্রকাশক্রিয়াস্থিত্যস্তাং যে অণেবা ভেদান্তেষামল্পপাতিনো গুণাঃ সহকারিণঃ সমন্বিতা ভূত্বাহসমন্বিতা ভূত্বা বেত্যর্থঃ। এতদ্বক্তং ভবতি। গুণানাম্ শক্তিপ্রবিভাগা অসংকীর্ণা অপি শক্যভাবোৎপাদনবিষয়ে তে সৰ্বে সন্তুষ্টকারিণঃ। প্রধানবেলাবাং—কন্তুচিৎগুণস্ত প্রাধান্ত্যকালে স কার্য-জননোদ্যুতঃ ইত্যবযোঃ প্রধান গুণযোঃ পৃষ্ঠত এব বর্ততে। অতন্তে গুণাঃ স্বপ্রাধান্ত্য-বেলায়াম্ উপদর্শিতসন্নিধানাঃ—উপদর্শিতং স্বাল্পভাবেন ব্যাপিতং সন্নিধানং—নিবৃত্তবাবস্থানং যৈতথ্যাবিধাঃ। গুণস্ব ইতি। গুণস্ব—অপ্রাধান্ত্যেহপি চ ব্যাপাবমাশ্রয়ে—সহকারিতয়া প্রধানগুণ ইত্যবযোবস্তিত্বম্ অল্পমীয়তে; সৎস্বকার্যেবু বোধেবু অপ্রধানযো রজস্তমসোঃ সত্তা বোধান্তর্গতক্রিয়াজাভ্যাত্ম্যম্ অল্পমীয়ত ইত্যর্থঃ।

অন্ত দুই গুণের দ্বারা উপবর্তিত। পুনশ্চ ঐ গুণসকল ঐষ্টাব সহিত সংযোগ-বিশোগধর্মক অর্থাৎ উপদর্শনের কলে ঐষ্টাব সহিত তাহাদের সংযোগ ও তদভাবে ঐষ্টাব সহিত বিশোগ হওয়াব যোগ্য এবং পবম্পবের উপাশ্রয়েব বা সহাবভাবে দ্বারা ভূতেজ্রিবরূপ হৃতি উপাধ্বিত বা নির্মিত কবে। গুণসকল পবম্পব-সহায়ক হইয়া ভূতেজ্রিবরূপে পবিণত হয়। তাহাদের সাহচর্য অবিনাশাবী বলিয়া তাহাবা নিত্য অঙ্গাদ্বিতাবে অর্থাৎ সৎস্বের অঙ্গ বজ-তম, বজ্র অঙ্গ সৎস্ব-তম ইত্যাদিক্রমে অবস্থিত। কিন্তু ঐরূপে থাকিলেও তাহাদের প্রত্যেকেব (বধাক্রমে প্রকাশ-ক্রিয়া-স্থিতিরূপ) শক্তি-প্রবিভাগ অসংভিন্ন বা পৃথক্, কাবণ, সৎস্বের প্রকাশশক্তি ক্রিয়া-স্থিতিব দ্বারা সংভিন্ন হইবাব যোগ্য নহে, অর্থাৎ প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি অঙ্গাদ্বিতাবে থাকিলেও প্রত্যেকে পৃথক্‌রূপেই থাকে (তাহাদের প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি শক্তিব কোনও হানি হয় না), যেমন যেত, লোহিত ও কৃষ্ণবর্ণময় (তিনি তাবয়ুক্ত এক) বজ্জুতে শ্বেত-লোহিতাদি ব্রজ সন্নিহিত থাকিলেও পৃথক্‌ থাকে, তদং।

অসংখ্য প্রকাব সার্বিক ভাবেব উপাদানভূত যে প্রকাশশক্তি তাহা তাহাদের তুল্যজাতীয়, ক্রিয়া-স্থিতি তাহাদের অতুল্যজাতীয় শক্তি (যেমন, যে-সব পদার্থে প্রকাশের আধিক্য তাহা সৎস্বগুণেব তুল্যজাতীয় এবং বজ্রতম তাহাব অতুল্যজাতীয়)। বাহ্যস ও তামস ভাব সৎস্বকেও ঐরূপ নিয়ম। ত্রিগুণশক্তি অসংকীর্ণ বা প্রত্যেকে পৃথক্‌ হইলেও তাহাবা (কার্য উৎপন্ন কবিবাব কালে) একত্রিত হইয়া পবম্পবকে অল্পপতন কবে বা সহকারিরূপে থাকে। গুণ-কার্য (ব্যক্তভাব)-সকলের তুল্যজাতীয় এবং অতুল্যজাতীয় যে প্রকাশ-ক্রিয়া-স্থিতিরূপ শক্তিসকল, তাহাদের যে অসংখ্য প্রকাব ভেদ, সেই ভেদসকলে অর্থাৎ তাহাদের উৎপাদন-বিষয়ে, গুণসকল অল্পপাতী বা সহকারী, তদন্তে

পুৰবেতি। পুৰুষার্থতা—পুৰুষসাক্ষিতা ইত্যর্থঃ। কার্ঘ্যসমর্থ্যাপি গুণাঃ পুৰুষ-  
সাক্ষিতাং বিনা মহাদামিকাধাণি ন নির্বর্তয়ন্তি, তস্মাৎ পুৰুষসাক্ষিতয়া তে প্রযুক্তসামর্থ্যাঃ  
—অধিকারবন্তঃ। তে চ জ্ঞেয়া সহ অলিগ্ণা অপি তৎসারিধ্যাদেব উপকাৰিণঃ অবস্থাস্ত-  
মণিবৎ। প্রত্যয়েতি। প্রত্যয়ঃ—অস্ত উদ্ধৃতবৃত্তিতায়াঃ কাৰণম্, তদভাবে একতমস্ত  
উদ্ধৃতবৃত্তিকস্ত বৃত্তিমন্ত বর্তমানাঃ—অন্তবর্তনশীলাঃ। এবংশীলা দৃশ্যা গুণাঃ প্রধানশব্দ-  
বাচ্যা ভবন্তীতি।

গুণানাং কার্যকপেণ ব্যবস্থিতিমাহ তদिति। গুণপ্রবর্তনস্ত প্রয়োজনমাহ তদ্বিতি।  
ভোগাৎ অপবর্গাৎ বা গুণানাং প্রবৃত্তিঃ, নিৰ্পন্নবোন্ম তবোন্ত্যেবাম্ অব্যক্ততাকপা  
নিবৃত্তিঃ। তত্রৈতি। ভোগ ইষ্টানিষ্টগুণস্বরূপাবধাবণম্ ‘অহং সুখী অহং দুঃখী’ ইতি গুণ-  
কার্যস্বরূপত্বাবধাবণম্। তত্র ভোগে জ্ঞেয়া সহ সুখদুঃখবুদ্ধেববিভাগাপত্তিঃ—সংকীর্ণতা  
অবিবেকো বেতি। অহং সুখী অহং দুঃখীত্যাত্মবুদ্ধেবপি যো জ্ঞেয়া স ভোক্তা। তস্ম  
ভোক্তাঃ স্বরূপাবধারণ—গুণেভ্যঃ পৃথক্ত্বাবধারণং বিবেকখ্যাতিরিত্যর্থঃ অপবর্গঃ।  
অপবৃত্ত্যাতে মূঢ়্যতে ত্যজ্যতে গুণাধিকারঃ অনেনেতি অপবর্গঃ। বিবেকাবিবেককপয়োঃ  
জ্ঞানয়োবতিবিক্তমন্তজ্ঞানং নাস্তীত্যত্র পঞ্চশিখাচার্বেণোক্তম্ অয়মিতি। অয়ং মূঢ়ো  
জনঃ ত্রিষু গুণেষু কর্তৃষু সংসৃ জ্ঞান্যাপেক্ষয়া চতুর্থে অকর্তৃবি, গুণকার্যকপায়া আত্মবুদ্ধেঃ  
তুল্যাভুল্যজাতীয়ে, উক্তঞ্চাত্র “স বুদ্ধেঃ ন সন্ধপো নাত্যন্তং বিকপ” ইতি, গুণজিবাংকপ-

সমানজাতীয গুণ সমন্বিত হইয়া সহকারী হয় এবং অতুল্য বা অসমানজাতীয গুণ গৌণভাবে বা  
তাঁহাব পশ্চাতে থাকিয়া সহকারী হয় অর্থাৎ কোনও এক সাত্বিক দ্রব্যে সমগুণ তাঁহাব সাত্বিক  
উপাদানের সহিত মিলিয়া সহকারী হয় এবং ক্রিষা-হিতিক্রম অতুল্য গুণ শেষে পশ্চাতে থাকিয়া  
সহকারী হয়। ইহাতে এই বুঝান হইল যে, প্রত্যেক গুণেব প্রকাশ্যি শক্তি-প্রবিভাগ অনাকীর্ণ বা  
পৃথক হইলেও কার্য উপাদানের কালে তাঁহাবা মিলিত হইয়াই কার্য কবে।

প্রধানবোলায় অর্থে কোনও এক অপ্রধান গুণেব প্রাধান্য-কাল উপস্থিত হইলে তাহা কার্যোন্মুখ  
হইয়া অল্প দুই প্রধান গুণেব (অপব দুইটিব মধ্যে যেটি প্রধান হইয়া আছে তাঁহাব) পশ্চাতে  
অবস্থিত হয় অর্থাৎ সেইটিকে অভিহৃত কবিয়া ব্যক্ত হইবাব জন্য উন্মুখ হয় (যেমন, তমোগুণ যখন  
প্রধান হইবে তখন তাহা সত্ত্ব বা বদ্ধ বাহাই প্রধান থাকুক, তাহাকে অভিহৃত কবিবাব জন্য  
অব্যবহিতভাবে ঠিক পশ্চাতে থাকিবে)। অতএব ঐ গুণসকল স্ব স্ব প্রাধান্যকালে উপদর্শিত-  
সন্নিধান হয় অর্থাৎ উপদর্শিত বা নিজেব অহুতাবেব (সামর্থ্যেব) দ্বাবা ব্যাপিত-সন্নিধান বা  
নিবস্তবাবস্থান বন্ধাবা, তাদৃশ হয় অর্থাৎ প্রধান হইবাব সমব আসিলে সেই অপ্রধান গুণ যে ব্যক্ত  
হওবাব শক্তিযুক্ত হইবা ঠিক পশ্চাতে আছে তাহা জানা যায়। গুণস্ব-অবস্থাব বা অপ্রাধান্য-কালে  
তাহা ব্যাপ্যবমাত্রেব দ্বাবা অর্থাৎ সহকাৰিভাবে থাক-হেতু, প্রধান গুণেব সহিত অল্প দুই গুণেবও  
অস্তিত্ব অহুমিত হয়, যেমন সমগুণেব কার্য বে বোধ তাহাতে অপ্রধান বদ্ধ ও তব-গুণেব যে সত্তা  
তাহা বোধেব অন্তর্গত ক্রিয়া ও জড়তাব দ্বাবা অহুমিত হয়।

বৃত্তিসান্ধিগি পুরুষে উপনীতমানান্—বুদ্ধ্যা সমপর্যমাণান্ সর্বভাবান্ স্নহজ্জ্বাখাদীনীত্যর্থঃ  
উপপন্নান্—সাংসিকিকান্ স্বাভাবিকান্ ইবেতি অনুপপন্নান্—স্বভাবান্ ততোহিহাদ্ মহদান্নান্  
পরং দর্শনং জ্ঞমাত্রম্ অস্তীতি ন শঙ্কতে ন জানাতি, ভোগমেব জানাতি নাপবর্গম্ ।

তাবিতি । ব্যপদিষ্টোহে—অধ্যাবোপিতৌ ভবতঃ । অবসায়ঃ—সমাপ্তিঃ । স্নগম-  
মন্তঃ । এতেনেতি । গ্রহণং—স্বরূপমাত্রেন বাহ্যান্তব-বিষয়জ্ঞানম্ । ধাবণং—গৃহীত-  
বিষয়স্ত চেষ্টাসি স্থিতিঃ । উহনং—ধৃতবিষয়স্ত উত্থাপনং স্বাবণং বা । অপোহঃ—স্বাবণা-  
কটবিষয়েষু ক্রিয়তামপনয়নম্ । তত্ত্বজ্ঞানম্—উহাপোহপূর্বকং নামজাত্যাতিভিঃ সহ পদার্থ-  
বিজ্ঞানম্ । অভিনিবেশঃ—তত্ত্বজ্ঞানানন্তরং হেযোগাদেযচ্চনিচয়পূর্বকং প্রবর্তনং নিবর্তনং  
বা । এতে বুদ্ধিভেদা এব, অতো বুদ্ধৌ বর্তমানাঃ পুরুষে চেষ্টে অধ্যাবোপিতসম্ভাবাঃ—  
অধ্যাবোপিতঃ উপচবিতঃ সম্ভাবাঃ—অস্তিত্বং যেষাং তে । পুরুষো হি তৎকলস্ত—  
অধ্যারোপকলস্ত বৃত্তিবোধস্ত ভোক্তা—বোদ্ধা ইতি ।

পুরুষার্থতা অর্থে পুরুষ-সাক্ষিতা ( তাহাই পুরুষের সহিত ভোগাশ্বর্ষের সম্বন্ধ ) । গুণসকল  
কার্য কথিতে সমর্থ হইলেও পুরুষ-সাক্ষিত্য ব্যতীত অর্থাৎ পুরুষের উপদর্শন বিনা মহাদাক্ষর্য কার্য বা  
ব্যক্তভাব নিশ্চয় হইতে পারে না, তজ্জন্ত পুরুষ-সাক্ষিত্য বা গুণসকল প্রযুক্ত-সামর্থ্য বা  
অধিকারবৃত্ত হই অর্থাৎ কার্যজননে সমর্থ হয় । তাহা বা দ্রষ্টার সহিত লিপ্ত না হইবাও তৎসামর্থ্য  
হইতে উপকাব কবে ( বিষয়সকল উপস্থাপিত কবে ) যেমন অবস্থান্ত্র মণিব দ্বারা নিকটস্থ লৌহ  
আকর্ষিত হয় ।

প্রত্যয় অর্থে কোনও এক গুণীয় বৃত্তির উদ্ভবের কাবণ, সেই কাবণ না থাকিলে, ( যেমন  
সমুৎপত্তের উদ্ভবের বা ব্যক্তভাবের কাবণ না থাকিলে, তাহা ) উদ্ভূত-বৃত্তিক ( বাহ্যের বৃত্তি বা কার্য  
উদ্ভূত হইয়াছে ) অত্র কোনও এক গুণের ( বহু বা তম গুণের ) বৃত্তির অন্তর্বর্তমান বা পশ্চাতে  
সহকারিত্বপূর্ণে স্থিতিশীল । এইরূপ স্বভাবযুক্ত দৃশ্য জিগুণের নাম প্রেমান ।

গুণসকলের ( ব্যক্ত ) কার্যরূপে অবস্থিতি সম্বন্ধে বলিতেছেন । গুণের প্রবর্তনাব আবশ্যকতা  
বলিতেছেন । ভোগের জন্ত অথবা অপবর্গের জন্ত গুণের প্রবৃত্তি বা চেষ্টা হয়, তাহা নিশ্চয় হইলে  
অব্যক্ততা-প্রাপ্তিরূপে নিবৃত্তি হয় । ভোগ অর্থে ইষ্ট বা অনিষ্ট রূপে গুণ-স্বরূপের অবধারণ বা উপলব্ধি,  
যথা—‘আমি স্থী’ বা ‘আমি দুঃখী’ এই রূপে গুণ-কার্য-স্বরূপের অবধারণ হয় । তন্মধ্যে ভোগে দ্রষ্টার  
সহিত স্নহ বা দুঃখরূপ বুদ্ধির অবিভাগপ্রাপ্তি বা সংকীর্ণতা ( একত্বত্বাতি ) হয়, তাহাই অবিবেক ।  
‘আমি স্থী, আমি দুঃখী’ এইরূপ স্নহ-দুঃখের জ্ঞাতা আত্মবুদ্ধিরও যিনি দ্রষ্টা ( ইহা বা বাহ্যের দ্বারা  
প্রকাশিত হয় ) তিনিই ভোক্তা । সেই ভোক্তার স্বরূপের অবধারণ অর্থাৎ জিগুণ হইতে তাহাব  
পৃথক্-অবধারণ বা বিবেকত্বাতিই অপবর্গ । অপবর্জিত বা পবিত্রত্ব হই গুণাধিকার ( গুণের কার্যকর  
পরিণামশীলতা ) যাহাব দ্বারা তাহাই অপবর্গ । বিবেক বা অপবর্গ এবং অবিবেক বা ভোগরূপ জ্ঞানের  
অতিবিক্ত অত্র আব কোনও জ্ঞান নাই । এ বিষয়ে পঞ্চশিখাচার্যের দ্বারা উক্ত হইয়াছে, যথা—  
তিনগুণ কর্তা হইলেও, মুক্তব্যক্তিত্বা সেই জ্ঞানের অতিবিক্ত চতুর্থ অবর্তীতে বা নিষ্ক্রিয় পুরুষে, যিনি

১৯। দৃশ্যেতি। স্বৰূপং—কার্ঘ্যস্বরূপং, ভেদঃ—কার্ঘ্যভেদঃ। তত্রৈতি। তদ্ব্যাজ-  
পঞ্চকম্ অশ্লিতা চেতি বট পদার্থা অবিশেষা ইত্যশ্লিন্ শাস্ত্রে পৰিভাষিতাঃ। তথা চ  
জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি কর্মেন্দ্রিয়াণি সংকল্পকং মনঃ পঞ্চভূতানি চেতি বোদ্ধশ বিশেষাঃ। এত  
ইতি। এতে বড়্ অবিশেষাঃ পৰিণামাঃ সত্তামাত্রস্ত আত্মনঃ—অস্মীতিজ্ঞানমাত্রস্ত  
ইত্যর্থঃ সত্তাজ্ঞানবোববিনাভাবিহাদ্ আত্মসত্তামাত্র আত্মবোধমাত্রশ্চেতি পদদ্বয়ং  
সমার্থকম্। তাদৃশশাস্ত্রভাবো মহান্—অভিমানেন্ননিয়ত ইত্যর্থঃ। অহমেবমহমেব-  
মিত্যভিমানেবাত্মভাবঃ সংকোচমাপত্ততে অস্মীতিপ্রত্যয়মাত্রো তদভাবাৎ স মহান্  
অবাধিতস্বভাবঃ সংকোচহীন ইতি। তস্ম মহত আত্মনঃ বড়্ অবিশেষ-পরিণামাঃ।  
মহতঃ অহংকারঃ অহংকারাৎ পঞ্চভূতস্বাত্ম্যগীতি ক্রমেণেতি।

গুণ-কার্ঘ্যকপ আত্মবুদ্ধি সহিত কতক তুল্য এবং কতক অতুল্যাত্মীয়, (বস্তুম্ভে ভাস্ত্রে) উক্ত  
হইয়াছে যে, তিনি অর্থাৎ পুরুষ বুদ্ধি স্বরূপও নহেন আত্মা অত্যন্ত বিকণ্ড নহেন, সেই গুণক্রিয়াস্বরূপ  
বুদ্ধি স্বাক্ষী পুরুষ, উপনীতমান বা বুদ্ধি স্বাক্ষী উপস্থাপিত, সর্বভাবেক অর্থাৎ স্ব-হৃৎখানিকে  
সান্নিধ্যিক বা স্বয়ংলিঙ্গ স্বাভাবিকের মত মনে কবিয়া, (তাহাদের নিমিত্তকাবণ-স্বরূপ) তাহা হইতে  
পুরুষ অর্থাৎ মহাত্ম্যাব উপবিষ্ট যে এক দর্শন বা জ্ঞ-মাত্র পুরুষ আছেন, তদ্বিষয়ে পুঙ্খ কবে না বা  
জানে না, ভোগকেই জানে অপবর্গকে জানে না।

ব্যপদ্বিষ্ট হয় অর্থাৎ আবোপিত হয়। অবসার অর্থে সমাপ্তি। এহণ অর্থে বাহ্য বা আন্তর  
বিষয়ে স্বরূপমাত্রের জ্ঞান অর্থাৎ সাক্ষাৎভাবে জানা। দাবণ অর্থে চিত্তে গৃহীত বিষয়ে স্বস্থিতি  
(বিদ্যুত কবিয়া বাখা)। উহন অর্থে বিদ্যুত বিষয়ে উপাশন বা মনন। অপোহ পৃথক অর্থ  
স্ববর্ণাকৃত বিষয় হইতে কতকগুলিকে অপসারণ করা (বাছিয়া লওয়া)। তদ্ব্যজ্ঞান অর্থে উহ-অপোহ-  
করণান্তর পূর্বে জ্ঞাত নাম-আদি-আদিব দহিত সংযোগ কবিয়া জ্ঞেয় পদার্থের বিজ্ঞান। অভিনিবেশে  
অর্থ উদ্ব্যজ্ঞান হওয়া পব হেব-উপায়ে নিশ্চয় কবিয়া অর্থাৎ কর্তব্য-অকর্তব্য নিশ্চয় কবিয়া তদ্বিষয়ে  
প্রবর্তন বা নিবর্তন। ইহা বা বুদ্ধিবই বিভিন্ন প্রকার ভেদ, অতএব বুদ্ধিতেই বর্তমান থাকিয়া ইহা বা  
পুরুষে অধ্যাবোপিত সত্তাব অর্থাৎ অধ্যাবোপিত বা উপচবিত হওয়া ফলেই তাহাদের অস্তিত্ব—  
তাদৃশ হয়। অর্থাৎ উক্ত নানাবিধ বৃত্তি বুদ্ধিতে বর্তমান থাকিলেও পুরুষের উপদর্শনেব ফলেই তাহাদের  
অস্তিত্ব বা ব্যক্ততা নিশ্চয় হয়। পুরুষ সেই ফলেব অর্থাৎ অধ্যাবোপণেব বা উপচাবেব ফল যে  
বৃত্তিবোধ, তাহাব ভোক্তা বা জ্ঞাতা হন।

২০। স্বরূপ অর্থে কার্ঘ্যরূপে পৰিণত দ্রুতের স্বরূপ (মৌলিক স্বরূপ নহে)। ভেদ অর্থে তাহাব  
কার্ঘ্যে ভেদ। পঞ্চ তন্মাত্র এবং অশ্লিতা এই ছয় পদার্থ এই শাস্ত্রে অবিশেষনামে পৰিভাষিত বা  
নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয়, সংকল্পক মন এবং পঞ্চভূত ইহা বা বোদ্ধশ  
বিশেষ। এই ছয় অবিশেষ সত্তামাত্র-আত্মাব বা অস্মীতিমাত্র-জ্ঞানেব পৰিণাম। সত্তা এবং জ্ঞান  
অবিনাভাবী বলিয়া আত্মসত্তামাত্র এবং আত্মবোধমাত্র এই পদদ্বয় একার্থক। তাদৃশ আত্মভাবই  
মহান্ আত্মা, ইহাকে যে মহান্ বলা হয় তাহাব কাবণ ইহা অভিমানেব স্বাক্ষী অনিয়ত বা  
অসংকুচিত, 'আমি এইরূপ', 'আমি ঐরূপ' ইত্যাকার ('আমি জ্ঞাতা', 'আমি: কর্তা', 'আমি ধর্তা')

বদিত। যদ্ অবিণেযেভাঃ পবং—পূর্বোৎপন্নং তল্লিঙ্গমাত্রং—স্বকারণযোঃ পুণ্ড্রধানযোল্লিঙ্গমাত্রং জ্ঞাপকমিত্যর্থঃ, মহন্তত্বম্। জট্টঃ লিঙ্গং চেতনঞ্চ গ্রহীতৃক বা, প্রধানস্ত লিঙ্গং ত্রিগুণা আত্মখ্যাতিবিত্তি। স্বর্ঘতে হি “অলিঙ্গাং প্রকৃতিং স্বাহল্লিঙ্গৈ-  
রহুমিমীমহে। তথৈব পৌরুষং লিঙ্গমহুমানাদি মজ্জতে” ইতি। লিঙ্গমাত্রো মহান্  
আত্মা যথোক্তলিঙ্গমাত্রস্বভাবঃ। তস্মিন্ মহদাত্মনি অবস্থায়—সূক্ষ্মরূপেণ অহংকাবাদয়ঃ  
কাবণসংসৃষ্টা অবস্থায়, ততঃ পবং তে অবিণেববিশেষকপাং বিবুদ্ধিকার্তা—চবমাং  
বিবুদ্ধিম্ অন্তভবন্তি—প্রাপ্তবন্তীত্যর্থঃ। প্রতिसংসৃজ্যমানাঃ—বিলোমপরিণামক্রমেণ চ  
জীয়মানা মহদাত্মনি অবস্থায়—মহন্তত্বকপতাং প্রাপ্য অব্যক্ততাং প্রতিবন্তীতি।

এই ভাবত্বকপ) অভিমানের দ্বাবাই আত্মভাব সংকুচিত হয়, কিন্তু অস্মীতিমাত্র-প্রত্যয়ে ঐ সংকীর্ণতা  
নাই বলিয়া সেই মহান্ আত্মা অব্যক্ত-স্বভাব বা কোনওরূপ সংকীর্ণতাহীন। সেই মহান্ আত্মা  
হয় অবিণেব-পরিণাম হয়, যথা—মহান্ হইতে অহংকাব, অহংকাব হইতে পঞ্চ তন্মাত্র, এইরূপ ক্রমে।

যাহা হয় অবিণেবে উপবিষ্ট বা পূর্বোৎপন্ন, তাহা লিঙ্গমাত্র অর্থাৎ স্বকারণ পুরুষ ও প্রকৃতিব  
লিঙ্গমাত্র বা জ্ঞাপক এবং সেই পরার্থই মহন্তত্ব। জট্টাব লিঙ্গ বা লক্ষণ চেতনত্ব বা গ্রহীতৃক, প্রধানব  
লিঙ্গ ত্রিগুণাত্মিকা আত্মখ্যাতি বা বিকারণীল আশ্রিত্যবোধ। এবিষয়ে স্মৃতি যথা, “প্রকৃতিকে অলিঙ্গ  
বলা হয় এবং তাহা মহন্তত্বকপ লিঙ্গ বা অহুয়্যাপকেব দ্বাবাই অহুমিত হইয়া থাকে, ততঃ পুরুষ বা  
জট্টাও মহন্তত্বকপ লিঙ্গেব দ্বাবা অহুমিত হন” (মহাভাবত)। তন্মাত্র লিঙ্গমাত্র মহান্ আত্মা পূর্বোক্ত  
লিঙ্গমাত্র-স্বভাব অর্থাৎ মহন্তত্ব জট্টাব গ্রহীতৃকপ লক্ষণ এবং অহংকাব প্রাকৃত লক্ষণ পাণ্ডবা বায়  
বলিয়া তাহা (মহং) পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়েবই লিঙ্গমাত্র। সেই মহাশাস্ত্রাব অবস্থিতিপূর্বক অর্থাৎ  
সূক্ষ্মরূপে কাবণেব লহিত সংলগ্ন হইয়া অবস্থান কবতঃ, অহংকাবাবিবা অবিণেব ও বিশেষরূপে\*  
বিবুদ্ধিকার্তা অর্থাৎ চবম বুদ্ধি অন্তভব কবে বা প্রাপ্ত হয় (মহং হইতে ক্রমাবস্থাবে ঐ সকলেব সৃষ্টি  
হয়)। আবার প্রতিসংসৃজ্যমান হইয়া অর্থাৎ সৃজনেব বিপবীভক্রেম বা কার্য হইতে কাবণে পরিণত  
(জীয়মান) হইয়া মহদাত্মাব অবস্থান কবতঃ অর্থাৎ মহন্তত্বকপতা প্রাপ্ত হইয়া, পবে অব্যক্তভারপ  
প্রলব প্রাপ্ত হয়।

\* বিশেষ অর্থে পঙ্কজত, পঙ্ক কসেলিয, পঙ্ক জ্ঞানেল্লিয ও মন। বোডল সখ্যাব বিমুক্ত হইলেও ইহাদেব অন্তর্বিভাগ  
বা বিশেষ অসংখ্যপ্রকাব। যেমন নানা প্রকাব বদ বা স্পর্শ, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের অসংখ্যপ্রকাব বিষয়-গ্রন্থ ও চালন, মসেরও  
নানাবিধ জ্ঞান, স্টো আদি অশেষ বৃত্তিব দ্বাবা ভেদ—এই বোডল বুল তত্বেব প্রত্যেকেবই উক্ত প্রকাব অনসংখ্য বৈশিষ্ট্য আছে  
ও ইহাবা স্তম্ব কিছুব সানান্ত নহে বলিয়া ইহাদেব নাম বিশেষ।

এই বিশেষত্ব কেবল উপাদানেব সস্থানভেদেই হয়, সূক্ষ্মদৃষ্টিতে এই ভেদ অন্তর্হিত হয়। যেমন কপপবাসুখ সনষ্টজ্ঞানেব  
কনেই লাল-নাল আদি ভেদজ্ঞান হয়, কিন্তু সেই অবিভাজ্য পববাসুতে বা কপতন্মাত্রো লাল-নাল ভেদ নাই, তন্মাত্র প্রত্যেক  
তন্মাত্র বৈশিষ্ট্যহীন (বা স্বপনাত্র, শব্দনাত্র, ইত্যাদি) এক-স্বরূপ, তাই তাহাদিকে অবিণেব বলা হয়। তেমনি ইন্দ্রিয় ও মনের  
নানাঞ্চ কেবল একই আশ্রিত্যেব বা অশ্রিতাকপ অভিমানেব নানা বিকারেব ফল, তন্মাত্র ইহাদেব উপাদান অশ্রিতা অবিণেব  
এক-স্বরূপ। এখানে অশ্রিতা অর্থে অহংকাব, মূল অশ্রিতা বা অস্মীতিমাত্র নহে, তাহাকে অবিণেব হইতে পৃথক করিয়া  
লিঙ্গমাত্র নাজ্ঞা বেগুণা হইয়াছে।

গুণানামব্যক্ততারাঃ কিং স্বরূপং তদাহ 'বদিতি। নিঃসঙ্গাসত্ত্ব—নিষ্কাস্তা সত্তা  
 অসত্তা চ যস্মাৎ তৎ। সত্তা—পুরুষার্থক্রিয়াভিব্যক্ততাতা, অসত্তা—পুরুষার্থক্রিয়াহীনতা।  
 মহাদাদিবৎসত্তাহীনহেপি হুলিঙ্গে ভ্রোগ্যতারা ভাবাৎ তত্ত্ব নাসত্তা। নিঃসঙ্গসৎ—  
 তত্ত্ব সৎ—মহাদাদিবদ্ অল্পভবযোগ্যো ভাবঃ, নাপি অসৎ—শক্তিরূপস্থান্ ন অবিভক্তমানঃ  
 পদার্থঃ। নিয়মদ্—ভাবপদার্থবিশেষঃ। অব্যক্তঃ—সর্বব্যক্তিহীনম্। অলিঙ্গং—  
 নিকারগত্বাৎ তৎ কশ্চিৎ স্বকারণস্ত লিঙ্গম্ অল্পমাপকম্। এষ ইতি। এষ মহানাত্মা  
 তেবাং বিশেষাবিশেষাণাং লিঙ্গমাত্রঃ পরিণামঃ, অব্যক্ততা চ অলিঙ্গপরিণামঃ।  
 অলিঙ্গোক্তি। অলিঙ্গাবস্থাবস্থিতানাম্ গুণানাম্ সত্তাবিশয়ে ন পুরুষার্থো হেতুঃ—কারণম্।  
 যতঃ অলিঙ্গাবস্থায় স্থিতানাম্ গুণানাম্ আদৌ—উৎপত্তিবিশয়ে ন পুরুষার্থতা কারণম্।  
 ততজ্ঞতা অব্যক্তাবস্থায় ন পুরুষার্থঃ কারণম্ পুরুষার্থতা বুদ্ধিভেদ এষ, বুদ্ধিস্ত গুণপুরুষ-  
 সংযোগজ্ঞাতা, অতো ন পুরুষার্থতা গুণকাবণম্। পুরুষার্থতাহকৃতত্বাদ্ অসৌ  
 অলিঙ্গাবস্থা নিত্য। ত্রযাণাং গুণানাম্ বা বিশেষাবিশেষলিঙ্গমাত্রো অবস্থান্তানাম্ আদৌ  
 উৎপত্তৌ ইত্যর্থঃ পুরুষার্থতা কারণম্। সা চ পুরুষার্থতা হেতুর্নিমিত্তকাবণং বিশেষা-  
 দীনাম্, তস্মাদ্ হেতুপ্রভবান্তে বিশেষাদয়ঃ অনিত্যা ইতি।

গুণসকলের অব্যক্ততাব স্বরূপ কি ?—তাহা বলিতেছেন। নিঃসঙ্গাসত্ত্ব অর্থে বাহ্য হইতে সত্তা  
 এবং অসত্তা নিষ্কান্ত বা বিমুক্ত হইয়াছে, তাহা। সত্তা অর্থে পুরুষার্থতারূপ (ভোগ্যাপবর্গরূপ)  
 ক্রিয়াব দ্বারা (তাহাব অস্তিত্বে) অল্পভূততা, অসত্তা অর্থে পুরুষার্থরূপ ক্রিয়াহীনতা। মহাদাদিব  
 দ্বায় সত্তা বা ব্যক্ততা না থাকিলেও তাহাদিগকে ব্যক্ত কবিবাব যোগ্যতা আছে বলিয়া অলিঙ্গ  
 প্রকৃতি অব্যক্ত হইলেও অসত্তা নহে অর্থাৎ তাহা যে নাই—এইরূপ নহে। নিঃসঙ্গসৎ অর্থে যাহা সৎ  
 বা মহাদাদিব দ্বায় প্রত্যেক অল্পভবযোগ্য পদার্থ নহে, আবার, মহাদাদির শক্তিরূপে তাহা থাকে বলিয়া  
 তাহা অবিভক্তমান পদার্থও নহে। নিমসদ্ অর্থে ভাবপদার্থ-বিশেষ। অব্যক্ত অর্থে সর্বপ্রকাব  
 ব্যক্ততাহীন, তাহা অলিঙ্গ অর্থাৎ নিকাবণত্ব-হেতু বা কোনও কাবণ হইতে উৎপন্ন নহে বলিয়া, তাহা  
 নিজের কোনও কাবণের লিঙ্গ বা অল্পমাপক নহে। এই মহান্ আত্মা সেই বিশেষ এবং অবিশেষ-  
 সকলের লিঙ্গমাত্র-পরিণাম এবং অব্যক্ততা তাহাদের অলিঙ্গ-পরিণাম (বিলোমক্রমে)।

অলিঙ্গাবস্থাব স্থিত গুণসকলের সত্তাবিশয়ে পুরুষার্থতা হেতু বা কাবণ নহে অর্থাৎ পুরুষার্থ-  
 নিবপেক্ষ হইয়া তাহাবা ভববস্থান থাকে। যেহেতু অলিঙ্গাবস্থাব অবস্থিত গুণসকলের আদিত্তে বা  
 উৎপত্তিবিশয়ে পুরুষার্থতা কাবণ নহে, তজ্জ্ঞ তাহাদের অব্যক্তাবস্থার কাবণ পুরুষার্থ নহে। পুরুষার্থতা  
 বা ভোগ্যাপবর্গতা এক এক প্রকাব বুদ্ধি, বুদ্ধি জিগুপ ও পুরুষেব ন্যম্যাপজ্ঞাত, হৃতবাং পুরুষার্থতা  
 জিগুপেব কাবণ হইতে পাবে না (বিবেকরূপ পুরুষার্থতা হইতে জিগুপেব অব্যক্ততা সঙ্গত হয় না,  
 বিবেক নিশার হইলে অর্থাৎ ব্যক্ততাব কাবণেব অভাব ঘটিলে পব জিগুপ অন্তই অব্যক্তাবস্থাব দ্বায়)।  
 পুরুষার্থকৃত নহে বলিয়া এই অলিঙ্গাবস্থা নিত্য। তিনগুণেব যে বিশেষ, অবিশেষ ও লিঙ্গমাত্র অবস্থা,  
 তাহাদের আদিত্তে বা উৎপত্তিবিশয়ে পুরুষার্থতা কারণ। সেই পুরুষার্থতা বিশেষাদির হেতু বা



গুণা ইতি । সৰ্বধৰ্ম্মানুপাতিন ইতি হেতুগৰ্ভবিশেষণমিদম্ । মহাদাদিসৰ্বব্যক্তীনাং মূলস্বভাবাদ্ গুণাঃ সৰ্বধৰ্ম্মানুপাতিনঃ, তস্মাৎ তে ন প্রত্যস্তম্ অযন্তে—লয়ং গচ্ছন্তি ন চ উপজায়ন্তে । অতীতানাগতাভিস্তথা ব্যায়াগমবতীভিঃ—ক্ষয়োদয়বতীভিঃ তথা চ গুণায়িনিবীভিঃ—প্রকাশক্ৰিয়াস্থিতিমতীভিঃ মহাদাদিব্যক্তিভিঃ গুণা উপজনাপায়ধৰ্ম্মকা ইব—লয়োদয়শীলা ইব প্রত্যবভাসন্তে । দৃষ্টান্তমাহ যথোক্তি । যথা দেবদত্তস্ত দ্বিজাণাং—দুৰ্গতস্ত তস্ত গবামেব মবণান্ ন তু স্বৰূপহানাং তথা গুণানামপি উদয়বায়ৌ । সমঃ সমাধিঃ সজ্জতিবিত্যৰ্থঃ । লিঙ্গোক্তি । লিঙ্গমাত্মলিঙ্গস্ত—প্রধানস্ত প্রত্যাসন্নম্—অব্যবহিতকাৰ্যম্ । তত্র প্রধানেন তল্লিঙ্গমাত্মং—সংস্কৃষ্টম্ অবিভক্তং সং বিবিচ্যতে—পৃথগ্ ভবতি, ক্রমস্ত অনতিবৃত্তেঃ—বস্তুস্বাভাবাদ্ যথা ভবিতব্যং তদ্ অনতিক্রমাদ্, যথাযোগাক্রমত এব উৎপত্তত ইত্যৰ্থঃ । এবঞ্চ পরিণামক্রমনিয়তা অবিশেষবিশেষভাবা উৎপত্তন্তে । তথা চোক্তমিতি । পূবস্তাদ্—এতৎসুত্রভাষ্যস্ত আদৌ । নেতি । বিশেষেভ্যাঃ পরং—তদ্বৎপন্নং তদ্বাস্তবং ন দৃশ্যতে ততস্তেভ্যাং নাস্তি তদ্বাস্তবপরিণামঃ । সন্তি চ তেভ্যাং ধৰ্ম্মলক্ষণাবস্থাপরিণামাঃ প্রভৃতাখ্যাঃ । ন হি ভৌতিকত্বেবোচ্চ বদ্ভৰ্জ্জনীলপীতা-দেৱত্বাখ্যং দৃশ্যতে তস্মাত্তানি ন ভূতেভ্যস্তদ্বাস্তবানীতি ।

নিমিত্তকাৰণ, তজ্জন্ত হেতু হইতে উৎপন্ন যে বিশেষ-অবিশেষ আদি গুণপরিণাম তাহাবা অনিত্য (কোনও একই ভাবে থাকে না) ।

সৰ্বধৰ্ম্মানুপাতী এই বিশেষণ হেতুগৰ্ভ অৰ্থাৎ ইহাব ব্যবহাবে হেতু বা কাৰণ বুঝাইতেছে । মহাদাদি সমস্ত ব্যক্ত পদার্থেব মূল স্বভাব বা স্বৰূপ বলিয়া গুণসকল সৰ্বধৰ্ম্মানুপাতী বা সৰ্ব ব্যক্ত পদার্থে উপাদানরূপে অদ্বৈত । তজ্জন্ত তাহাবা প্রত্যস্তমিত বা লবপ্রাপ্ত হয় না অৰ্থাৎ সৰ্বব্যবস্থায় থাকে বলিয়া ত্ৰিগুণ লব হয় না এবং তাহা নূতন কবিশা উৎপন্নও হয় না । অতীত ও অনাগত ভাবে স্থিত এবং ব্যায়াগমবৃত্ত বা ক্ষয়োদয়শীল এবং গুণায়নী বা প্রকাশক্ৰিয়াস্থিতিযুক্ত মহাদাদি ব্যক্ত-ভাবসকলেব দ্বাবা ত্ৰিগুণও উপজনাপায়-ধৰ্ম্মযুক্তেব জ্ঞায় বা লবোধবশীলরূপে অবতালিত হয় । দৃষ্টান্ত বলিতেছেন, যেমন, দেবদত্তেব দ্বিজতা বা দুৰ্গতস্ত তাহাব গোসকলেব মৃত্যু হইতেই উৎপন্ন, দেবদত্তেব স্বৰূপহানি (যেমন বোগাদি)-বশতঃ নহে, তজ্জন্ত গুণসকলেব উদয় এবং লব-বিষয়েও ঐক্লপ সমাধান বা সজ্জতি কর্তব্য অৰ্থাৎ স্বৰূপতঃ গুণসকলেব উৎপত্তি বা নশ নাই, গুণকাৰ্ধরূপ ব্যক্তপদার্থসকলেবই সংস্থানভেদরূপ উদয়-লব হইতে গুণেবও লবোদয় বক্তব্য হয় ।

অলিঙ্গ প্রধানেন প্রত্যাসন্ন বা অব্যবহিত কাৰ্য লিঙ্গমাত্র । তন্মধ্যে প্রধানেন সেই লিঙ্গমাত্র সংস্কৃষ্ট বা অবিভক্ত (লীনভাবে) থাকিবা বিবিক্ত বা পৃথক্ হইবা ব্যক্ত হয়, তাহা ক্রমকে অনতিক্রম কবিশাই হয় অৰ্থাৎ বস্তুব স্বভাব-অনুযায়ী যাহা বেকশ ক্রমে উৎপন্ন হওবাব যোগ্য, তাহাকে অভিক্রম না কবিশা যথাযথক্রমেই উৎপন্ন হয় (যেমন বুদ্ধি হইতে অহংকাব, অহংকাব হইতে মন—ইত্যাদিক্রমেই যথাযথক্রম) । এইরূপে পরিণামক্রমেব দ্বারা নিষত হইবা অবিশেষ ও বিশেষ ভাবসকল উৎপন্ন হয় ।

২০। দৃশ্যিতি। বিশেষণৈঃ—স্বরূপভৌতিকৈঃ লয়োদয়শীলৈঃ ধর্মৈরপরাযুটী দৃক-  
শক্তিঃ—জ্ঞ-মাত্রঃ অন্তর্বোধনিবপেক্ষঃ স্ববোধমাত্র এব জ্ঞেয় পূক্ষমঃ। স চ বুদ্ধেঃ—আত্ম-  
বুদ্ধের স্মৃতিমাত্রবিজ্ঞানস্ত প্রতিসংবেদী—প্রতিসংবেদনহেতুঃ। যথা দর্পণঃ প্রতিবিম্ব-  
হেতুস্তথা অস্মীতিবোধস্ত উত্তরকণ্ঠে মামহং জ্ঞানামীত্যাত্মকো যঃ প্রতিবোধস্তস্ত হেতুত্বতঃ  
পূর্ণঃ স্ববোধ এব প্রতিসংবেদিশব্দেন লক্ষ্যতে। জ্ঞেয়ঃ প্রত্যয়ানুপপাদ্যে ন সাক্ষিয়েন  
বুদ্ধির্লক্ষ্যস্তাক্য তস্মাদ্ জ্ঞেয় বুদ্ধের্বিকপোহপি নাত্যন্তং বিকপঃ, বুদ্ধিবৎ প্রতীয়মানত্বাৎ  
কিঞ্চিৎ সাক্যপ্যম্, অপরিণামিষাদেবৈকপ্যম্, ইত্যাহ নেতি। জ্ঞাতাজ্ঞাতবিষয়ত্বাদ্ বুদ্ধিঃ  
পরিণামিনী। গো-বিষয়ত্বাকাবা গোজ্ঞানরূপা বুদ্ধিঃ নষ্টগোজ্ঞান্য ঘটাকাবা ঘটজ্ঞানরূপা  
অতঃ অ-গোজ্ঞানরূপা ভবতীতি দৃষ্টান্তে এবং জ্ঞাতাজ্ঞাতবিষয়ক ততশ্চ পরিণামিম্বম্।

পূর্বত্যাং অর্থাৎ এই যজ্ঞেব ভাত্রেব আদিত্যে উক্ত হইয়াছে। বিপণ্যেব পূর্ব আৰ তদুৎপন্ন  
তদাত্তব দেখা যায় না বলিবা তাহাদেব আৰ অন্ত কোনও তত্ত্বরূপ পৰিণাম নাই। বিশেষসকলেব  
প্রভূত বা ভৌতিক নামক ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থা পৰিণাম আছে। ভৌতিক দ্রব্যে বজ্র-ঋষভ, নীল-  
পীত আদিব অন্তর্থাৎ দেখা যায় না, তজ্জন্ত তাহাবা ভূত হইতে পৃথক্ তত্ত্ব নহে, কিন্তু তাহাবা  
উহাদেবই লক্ষ্যমাত্র। ( শব্দেজিবেব সাহায্যে, স্ব-লক্ষণে ও একই কালে পঞ্চভূতেব, যে মিলিত জ্ঞান  
তাহাই ভৌতিকেব লক্ষণ—যেমন সাধাবল লৌকিক ব্যবহাবে ঘটভেদে। কোনও এক ইন্দ্রিয়েব  
একই একই ভূতকে পৃথক্ কবিবা সমাধিব দ্বাবা যে জ্ঞান হয়, তাহাই ভূতসম্বন্ধে ভাষিক জ্ঞান।  
ভৌতিক পদার্থে একস্পর্শাধিব নানা প্রকার সম্বন্ধ থাকিলেও, প্ৰত্যহি পঞ্চ ভূতব্যতীত তাহাতে  
কোনও বৌলিক নূতন লক্ষণ নাই, তজ্জন্ত তাহা পৃথক্ তত্ত্বেব অন্তর্গত নহে। Thornton ম্যাট্রীকেব  
যে লক্ষণ দেন তাহাও ঠিক সাংখ্যেব ভৌতিকেব লক্ষণ, যথা, "That which under suitable  
circumstances is able to excite several of our sense-organs at the same time, is  
called matter."—Physiography)।

২০। বিশেষণেব দ্বাবা অর্থাৎ স্বরূপজ্ঞাপক লয়োদয়শীল ধর্মেব দ্বাবা, অপরাযুটী বা অসম্পূর্ণ  
( যাহা কোনও বিকাবশীল লক্ষণেব দ্বাবা বিশেষিত হইবাব যোগ্য নহে ) এইরূপ যে দৃক-শক্তি বা  
জ্ঞ-মাত্র অর্থাৎ যাহা অন্তর্বোধ-নিবপেক্ষ বা অন্ত কোনও জ্ঞাতাব দ্বাবা বিজ্ঞেয় নহে তত্ত্বত্বাৎ  
স্ববোধমাত্র, তিনিই জ্ঞেয় পূক্ষমঃ। তিনি বুদ্ধিব অর্থাৎ আদিত্য-বুদ্ধিব বা অস্মীতিমাত্র-বিজ্ঞানেব  
প্রতিসংবেদী বা প্রতিসংবেদনেব কাবল। যেমন দর্পণ প্রতিবিম্বেব হেতু, তজ্জপ অস্মীতি বা 'আমি'  
এই বোধেব পবক্ষণে যে 'আমি আমাকে জানিতেছি' এইরূপ প্রতিবোধ বা প্রতিকলিত বোধ হয়,  
তাহাব কাবল-স্বরূপ পূর্ণ স্ববোধপদার্থই প্রতিসংবেদী শব্দেব দ্বাবা লক্ষিত হইতেছে। জ্ঞেয়  
প্রত্যয়ানুপপাদ্যাব ( প্রত্যয়েব বা বুদ্ধিবৃত্তি উপপাদ্যেব ) বা সাক্ষিতাব দ্বাবা বুদ্ধি লক্ষ্যস্তাক্য অর্থাৎ  
তৎফলেই বুদ্ধিব বর্তমানতা ( শব্দবাচ্যার্থ ও বলেন, জ্ঞেয়ব্যতীত সবই হতবল হইয়া যায় ), তজ্জন্ত জ্ঞেয়  
বুদ্ধিব বিকপ হইলেও সম্পূর্ণ বিকপ নহেন, বুদ্ধিব স্বত প্রতীয়মান হুত্মন্তে বুদ্ধি সহিত তাহাব।

সদেতি । পুরুষবিষয়া আত্মবুদ্ধিঃ সদাজ্ঞাতব্ধতাবা যতঃ অজ্ঞাতাত্মবুদ্ধিন্ কল্পনীয়।  
কিঞ্চ স্বস্তা ভাসকং পৌকবপ্রকাশং বিবিভ্য উৎপন্ন। বুদ্ধিঃ সর্দৈব জ্ঞাতাহ্নিতিকপা ন  
তদ্বিপরীতা। পুরুষস্ত বিববভূতা বুদ্ধিস্তথা চ স্বস্তাঃ প্রকাশকং পুরুষং বিবিভ্য উৎপন্ন।  
পুরুষবিষয়া বুদ্ধিবভেদেনৈব অত্র ব্যবহৃত্তেতি বেদিভব্যম্। সর্দৈব পুরুষাজ্ঞাতা-  
হমেতদ্ব্যত্রপ্রাপ্তেঃ পুরুষঃ অপরিণামী জ্ঞস্বকপঃ। জ্ঞয়তে চ “ন হি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতে-  
বিপরিণোপো বিজ্ঞত” ইতি ।

কন্মাদিতি । বুদ্ধিস্তথা যা চ ভবতি পুরুষবিষয়ঃ তাদৃশী বুদ্ধির্গৃহীতাহৃহীতা—  
জ্ঞেয়োগে জ্ঞাতা পুনস্তদ্ব্যযোগেহ্যজ্ঞাতা ন জ্ঞাং সর্দৈব পুরুষদৃষ্টা জ্ঞাতা বা জ্ঞাতিতার্থঃ,  
ইতি হেতোঃ পুরুষস্ত সদাজ্ঞাতবিষয়কং সিদ্ধম্। কদাচিত্তজ্ঞাতাহং কদাচিদজ্ঞাতা ইতি  
চেদ্ আত্মবুদ্ধিরভবিয়াং তদা তৎপ্রকাশকোহপি কদাচিত্তজ্ঞঃ কদাচিদ্ অজ্ঞ ইত্যেব

কিঞ্চিৎ সাকপ্য আছে এবং অপরিণামী-আমি কাযে বুদ্ধি হইতে ঐষ্টব বৈরপ্যা, তজ্জন্ম বলিতেছেন,  
তিনি বুদ্ধি সঙ্গপও নহেন ।

বুদ্ধিব বিবব জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত হব বলিবা বুদ্ধি পবিণামী । গো-বিববাকাবা গো-জ্ঞানরূপ।  
বুদ্ধি পুনবাব নষ্ট-গো-জ্ঞানা হইবা ঘটাকাবা ঘটজ্ঞানরূপা, অতএব অ-গোজ্ঞানরূপা, হয় দেখা যায় ।  
অর্থাৎ বুদ্ধিতে এক জ্ঞান নষ্ট হইবা তৎপবিবর্তে অত্র জ্ঞানেব বে উদ্ভূত হয় তাহা দেখা যায়, তজ্জন্ম  
বুদ্ধি জ্ঞাতাজ্ঞাত-বিষয়ক এবং পবিণামী ।

পুরুষ-বিষয়া বে আত্মবুদ্ধি তাহা সদাজ্ঞাত-ব্ধতাব, বেহেতু অজ্ঞাত আত্মবুদ্ধি অর্থাৎ ‘আমি  
আমাকে জ্ঞানি না’ বা ‘আমি নাই’ এইরূপ বুদ্ধি কল্পনীয় নহে ( কাবব, ‘আমি নাই’ ঠহা ‘আমি’ই  
কল্পনা কবিবে ) । আব নিজেব ভালক বা জ্ঞাপক বে পৌকব প্রকাশ তাহাকে বিবব কবিবা উৎপন্ন  
বুদ্ধি নদাই ‘আমি জ্ঞাতা’ এইরূপ, তাহা তব্বিপবীত ‘আমি অজ্ঞাতা’ এইরূপ হইতে পাবে না ।  
পুরুষেব বিববভূত বুদ্ধি এবং তাহাব ( বুদ্ধিব ) নিজেব প্রকাশক বে পুরুষ, তাহাকে বিবব কবিবা  
উৎপন্ন পুরুষ-বিববা বুদ্ধি—বুদ্ধিব এই দুই লক্ষণ এখানে অভেদ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা ঐষ্টবা ।  
পুরুষ হইতে ( সংযোগেব বলে ) ‘আমি জ্ঞাতা’ এতাবজ্ঞাজ্ঞ ভাব নদাই পাওরা যায় বলিয়া পুরুষ  
অপবিণামী জ-স্বরূপ অর্থাৎ বতলব বুদ্ধিরূপ বিষয় থাকিবে ততলব তাহা বিজ্ঞাত হইবে \* । প্রতিতেও  
আছে, “বিজ্ঞাতাব বিজ্ঞাতৃত্ব-ব্ধতাবেব কখনও অপলাপ হয় না ।”

৯ ভাবার পিক্ হইতে জ্ঞাতা বা ঐষ্টা অপেকা জ-দ্বিত্ব, দুই-দ্বিত্ব শব্দ বিস্তৃত্তব । জ্ঞাতা বলিলে বিববের জ্ঞাতরূপ  
এক ক্রিয়া ঐষ্টতে আয়োগিত হব ; জ বা দুই-দ্বিত্ব আখ্যায় তাহা হয় না । বীহার অবিষ্টানেব বলে ত্রিংশাদিক বুদ্ধি  
বিষয়প্রাদিকা হয়, তিনিই ঐষ্ট পুরুষ । স্বত্বেব বিববের সাদ্যং জ্ঞাতা বুদ্ধি । চিববাসের অপেক্ষাতেই বুদ্ধিতে হুতি ও  
ক্রিয়ার সহযোগে জ্ঞাতৃত্বেব বিকাশ । ঐষ্ট পুরুষ স্বচিনিবপেক বৃত্তগা অনাগেদিক স্বপ্রকাশ । চৈতন্য অর্থে অচনিরূপে  
জ্ঞাতৃত্ব, কিন্তু প্রকাশ অর্থে অচেনের চৈতন্যব হজ্ঞা এবং বিববস্বপ প্রকাশিত হজ্ঞা । জ্ঞেয় বিষয় না থাকিলে প্রকাশ  
ব্যক্ততা থাকিতে পারে না । কিন্তু চৈতন্য সহাই অজনিরূপেও স্পষ্টিষ্ট । ঐষ্টবযোগেই বুদ্ধির প্রকাশ, তাহা হইতে পূর্ব  
করিয়া ঐষ্টকে স্বপ্রকাশ বলা হয় । ( জাম্বলী, ৪২০ পাবটীবা ঐষ্টবা ) ।

পরিণামী অভ্যন্তর। নহু নিবোধকালে বুঝি গৃহীত ভবতি ব্যুৎপাদে চ ভবতি অতো ভবতু আত্মা জ্ঞাতা চ অজ্ঞাতা চেতি শব্দানিঃসার। কস্মারিবোধে বুদ্ধেবপি অভাবান্নাস্তি তস্মাৎ গ্রহণম্। এবং গৃহীতান্নবুদ্ধিরজ্ঞাতা ইতি ন সিধ্যৎ।

বুদ্ধিপুরুষযৌবৈক্যপো যুক্ত্যন্তরমাহ কিঞ্চিৎ। জ্ঞানেচ্ছাকৃতিসংস্কারাদীনাং সংহতাকাবিকোৎপন্নঃ স্মৃতিবিস্তৃপ্তঃ পৰ্য্যায়ঃ পৰ্য্যায়কস্ত বিজ্ঞাতুপকপদর্শনাদ্ একপ্রযত্নেন মিলিত্বা ভোগাপবর্গকার্যকারিণ্যঃ। বিজ্ঞাতুপকবস্ত্ব স্বার্থঃ—ন কস্তচিদর্থঃ, দ্রষ্টারমাজ্জিত্য ভোগাপবর্গে চবিত্তো ভবত ইতি দর্শনাৎ। তথৈতি। তথা সর্বথাং প্রকাশক্রিয়ান্ধিত্য-অভাবানাম্ অর্থানাম্ অধ্যবসায়কত্বাৎ—অর্থাকারপরিণতা সত্যী নিশ্চয়করণাদিত্যর্থঃ বুদ্ধিজিগৃষা ততশ্চ-অচেতনা দৃষ্টা। পুরুষস্ত গুণানাম্ উপদ্রষ্টা অবোধকপ ইত্যতঃ পুরুষো ন বুদ্ধ্যৈ সক্রমঃ অস্তিত্বা। নাপি অত্যন্তং বিকলো যতঃ স শুদ্ধোহপি পরিণামিচ্ছাদিশূন্যোহপি প্রত্যাহারপশ্চৎ, বোধঃ—বুদ্ধিবিকারং প্রত্যয়ঃ—জ্ঞানবৃত্তিম্ অল্পপশ্চতি—উপদ্রষ্টা সন্ প্রকাশয়তি ততো বুদ্ধ্যাক্ত ইব প্রত্যাবর্তনমতে—প্রাতিবর্তে। ঐয়তেহত্র “হা সুপর্ণা সমুজ্জা সখ্যা সমানং ব্রহ্মং পরিব্রজ্যতে। তযোব্রহ্মঃ পিঙ্গলং স্বাদ্বিত্তি অনশ্চনু অস্তো অভিচাক্ষ্মীতি ॥” অন্ত্যর্থো যথা, অবিজ্ঞাতভেদেন অস্মিতাক্রেশেন তৌ সুপর্ণৌ পক্ষিণৌ বুদ্ধিপুরুষৌ সমানম্ একমেব ব্রহ্মং শবীৰম্ পরিব্রজ্যতে

বুদ্ধি বাহ্য পুরুষ-বিষয়ক অর্থাৎ পুরুষ-বিষয়া বে বুদ্ধি, তাহা গৃহীত-অগৃহীত অর্থাৎ দ্রষ্টাব সংযোগে জ্ঞাত পুনশ্চ দ্রষ্টাব সহিত সংযোগ হইলেও অজ্ঞাত এইরূপ কখনও হয় না, তাহা নদাই দ্রষ্ট-পুরুষেব স্বাভা উপদ্রষ্ট হইলে জ্ঞাতই হয়, এই কারণে পুরুষেব নদাজ্ঞাত-বিষয়ক নিশ্চ হইল। যদি আত্মবুদ্ধি কখনও জ্ঞাত কখনও বা অজ্ঞাত হইত, তাহা হইলে তাহাব বাহ্য প্রকাশক তাহা কখনও জ্ঞ কখনও বা অ-জ্ঞ এইরূপে পরিণামী হইত। (শব্দা যথা) নিবোধকালে বুদ্ধি ত প্রকাশিত হয় না, ব্যুৎপাদকালেই (ব্যুৎপাদকালেই) প্রকাশিত হয়, অতএব আত্মা ত জ্ঞাতা ও অজ্ঞাতা (অতএব পরিণামী) হইল—এই শব্দা নিঃসার, কাবণ, নিবোধকালে বুদ্ধিব অভাব বা লয় হয় বলিয়াই তাহাব গ্রহণ হয় না। এইরূপে ‘গৃহীত আত্মবুদ্ধি অজ্ঞাত’ ইহা কখনও নিশ্চ হয় না, অর্থাৎ আত্মবুদ্ধি গৃহীত হইবে অথচ তাহা অজ্ঞাত হইবে তাহা কখনও হইতে পারে না, (‘আমি আছি’ অথচ ‘আমাকে আমি জানি না’—ইহা অসম্ভব। বুদ্ধিকে অপেক্ষা কবিরাই আত্মাকে জ্ঞাতা বলা হয়, বতক্ষণ বুদ্ধি থাকিবে ততক্ষণ দ্রষ্টাব জ্ঞাতুযেব অপলাপ হইবে না, সূতবাং তিনি নদা জ্ঞাত। বুদ্ধি না থাকিলে অজ্ঞ কথ্য)।

বুদ্ধি এবং পুরুষেব বৈকল্য বা বিসদৃশতা-বিষয়ে অজ্ঞ বুদ্ধি দিতেছেন। জ্ঞান, ইচ্ছা, কৃতি (যদ্বাং ইচ্ছা হৈকিক কর্মে পরিণত হয়), স-স্বাব ইত্যাদি সংহতাকাবিস্ত হইতে (একযোগে মিলিত চেষ্টাব ফলে) উপর স্ব-স্ব-আদি বুদ্ধিবৃত্তিসকল পৰ্য্যায় অর্থাৎ বুদ্ধি হইতে পব কোনও এক বিজ্ঞাতাব উপদর্শনেব ফলে একপ্রযত্নে মিলিত হইবা ভোগাপবর্গরূপ কার্যকারী হয়। বিজ্ঞাতা পুরুষ স্বার্থ, তাহা অজ্ঞ কাহাবও অর্থ (প্রয়োজনান্বিত বা বিষয় হইবাব যোগ্য) নহে, কাবণ, দ্রষ্টাকে

আলিঙ্গিতো তিষ্ঠতঃ অতঃ তৌ সমুজ্জৌ সংযুক্তৌ যথোক্তং ‘দৃগ্দর্শনশক্ত্যোরেকাত্মভে-  
বান্মিতা’, তথা চ ‘বৃত্তিসাক্ষ্যমিত্যবত্ৰ’। তথাঃ বুদ্ধির্হি স্বাহু বিচিত্রং শুভাশুভকর্মফলং  
ভুঙক্তে। অতঃ বুদ্ধিপ্রতিসংবেদী সাক্ষিস্বরূপঃ প্রত্যক্চেতনঃ পুরুষঃ অনন্তং অভিচাক্ষীতি  
পশুতি ফলভোগকপশু বুদ্ধিবিকারশ্চ নির্বিকাবজ্জ্বলপেণ তিষ্ঠতি। বহুবুদ্ধিপ্রতিসংবেদ-  
বহু-পুরুষান্তিমপি অত্র শ্রুতৌ বিজ্ঞাপিতম্। যথা বাজ্ঞা সহ সম্যক্কাং কশ্চিৎ পুরুষো  
বাজপুরুষো ভবতি তথা পুরুষোপদর্শনাৎ লব্ধসত্ত্বা বুদ্ধিবপি পৌকবেদী ভবতীতি বুদ্ধিঃ  
কথঞ্চিং পুরুষসদৃশী, অল্পভূষতে চ দ্রষ্টাহং জ্ঞাতাহমিত্যাदि। এবমচেতনাপি বুদ্ধিঃ মামহ  
জ্ঞানামীতি অধ্যবস্তুতি ততঃ স্ববোধস্বরূপঃ পুরুষ ইব প্রতীয়তে। তথা চোক্তং পঞ্চ-  
শিখাচার্ণেণ। অপরিণামিনী হি ভোক্তৃশক্তিঃ—ভোক্তা স্ত্বখদুঃখভোগভূতবুদ্ধেদ্রষ্টা  
ইত্যর্থঃ, ততঃ অপ্ৰতিসংক্রমা বুদ্ধেবপাদানবাপেণ প্রতিসংক্রমশূন্য—প্রতিসংক্রমশূন্য  
ইত্যর্থঃ। পরিণামিনি অর্থে—বুদ্ধিবৃত্তৌ প্রতিসংক্রান্তা ইব তদ্বৃন্তি—বুদ্ধিবৃত্তিম্  
অল্পপততি—তস্তা অল্পকপেব প্রতীয়ত ইত্যর্থঃ। এবং পুরুষশ্চ বুদ্ধিসাক্ষ্যম্। বুদ্ধেঃ  
পুরুষসাক্ষ্যমাহ। তস্তাশ্চ বুদ্ধিবৃত্তেঃ প্রাপ্তচৈতন্ত্যোগগ্রহকপায়াঃ—প্রাপ্তঃ চৈতন্ত্যোগ-  
গ্রহঃ চিদবভাসঃ প্রাপ্তচৈতন্ত্যোগগ্রহঃ, তদেব স্বরূপং বস্তাঃ তস্তাঃ, অচেতনাপি চেতনা-  
বতীত-প্রতিভাসমানা যা বুদ্ধিবৃত্তিস্তস্তা ইত্যর্থঃ। অল্পকাবমাত্রতয়া—নীলমণিব্যবহিতশ্চ

আশ্রয় কবিষাই ভোগাপবর্ণ আচবিত হইতে দেখা যায় (সুতবাং ভোগাপবর্ণ দ্রষ্টাব প্রযোজক  
হইতে পাবে না)।

তথা প্রকাশ-দ্বিধা-বিত্তি-বভাবযুক্ত সনত্ত বিষয়েব অধ্যবসাক্ষরহেতু অর্থাৎ উপবন্ধিত হওয়াব  
ঐ ঐ ভাবযুক্ত বিষয়াকায়ে পবিতত বা দৃশ্যরূপে আকাবিত হইয়া নিশ্চয়জ্ঞান (প্রকাশাদি-হেতু)  
বা বিষয়েব, সত্তাব জ্ঞান কবায বলিবা বুদ্ধি দ্রিষ্টবা, তজ্জ্ঞাত তাহা অচেতন ও দৃষ্ট। পুরুষ গুণসকলেব  
উপদ্রষ্টা ও স্ববোধকপ, তজ্জ্ঞাত পুরুষ বুদ্ধিব সদৃশ নহেন।

পুরুষ বুদ্ধি হইতে অত্যন্ত বিরূপও নহেন, যেহেতু তিনি শুদ্ধ হইলেও অর্থাৎ পবিণামিষ-আদি  
বুদ্ধিব লক্ষণ তাঁহাতে না থাকিলেও তিনি প্রত্যবাহুপশ্চ অর্থাৎ বৌদ্ধ বা বুদ্ধিব বিকাবকপ প্রত্যবকে  
বা জ্ঞান-বৃত্তিকে অল্পপত্তনা কবেন বা তাহাব উপদ্রষ্টা হইয়া প্রকাশিত কবেন, তজ্জ্ঞাত দ্রষ্টা বুদ্ধিব  
অল্পকপ বলিবা প্রত্যবভাসিত বা প্রতীত হন। এবিষয়ে শ্রুতি ষা, ‘যা স্পর্শা...’ ইহাব অর্থ—  
“সুন্দব পক্ষযুক্ত দুইটি পক্ষী অর্থাৎ বুদ্ধি ও পুরুষ, অস্তিতাক্ষেপকপ অবিতার ছাবা সমুজ্জ বা সংযুক্ত,  
যথা উক্ত হইবাছে—‘দৃক্-শক্তি বা পুরুষ এবং দর্শন-শক্তি বা বুদ্ধি ইহাদেব একত্বজ্ঞানই অশ্মিতা’  
(যোগশূত্র ২।৬), পুনশ্চ ‘(ব্যুত্থান অবস্থাব) বুদ্ধিবৃত্তিব সহিত পুরুষেব সাক্ষ্য প্রতীতি হব’  
(যোগশূত্র ১।৪)। তাহাব উভয়ে শবীবকপ একই বুদ্ধকে আশ্রয় করিবা বহিবাছে তন্মধ্যে বুদ্ধিই  
স্বাহু পিঙ্গল বা বিচিত্র শুভাশুভ কর্মফল ভোগ কবে এবং অস্ত্রটি অর্থাৎ বুদ্ধিব প্রতিসংবেদী সাক্ষি-স্বরূপ  
প্রত্যক্চেতন যে পুরুষ, তিনি ঐ ফলভোগ না কবিষা নানা ফলভোগরূপ বুদ্ধিবিকাবেব নির্বিকাব  
উপদ্রষ্টা হইয়া অবস্থান কবেন। প্রতীজীব্য বহু বুদ্ধিব প্রতিসংবেদী বহু পুরুষেব অস্তিত্বও এই

তৎপ্রকাশকসূর্যাদেয়তা নীলিমা তথা বুদ্ধিবল্লকাবমাত্রতা প্রকাশকতা ইত্যর্থঃ, তথা বুদ্ধিবৃত্ত্যবিশিষ্টা—চিন্তবৃত্তিভিঃ সহ অবিশিষ্টা অভিন্না ইব জ্ঞানবৃত্তিঃ—চিন্ত্যবিত্যাখ্যায়তে অবিবেকিভিবিতি । জ্ঞানশব্দো জ্ঞমাত্রবাচী, চিত্তিশক্তিবাব্র জ্ঞানবৃত্তিঃ । যদ্বা চিত্তিশক্ত্যা সহ অবিশিষ্টা বুদ্ধিবৃত্তিরেব জ্ঞানবৃত্তিবিভ্যাখ্যায়তে ।

প্রতিভে খ্যাপিত হইয়াছে । ( উভয়ে সমুদ্র হইলেও একজন হুই-হুই হব, অল্পটি কেবল হুখ-দুহুখের নির্বিকার-জ্যাকরণে দ্বিত, ইহাই তাহাদের বৈরূপ্য ) ।<sup>১</sup> যেমন, বাজার সহিত সমস্ত থাকতে কোনও পুরুষকে বাস্তবপূৰ্ব্ব বলা যায়, তদ্রূপ পুরুষের উপলক্ষ্যনেব ফলে উৎপন্ন বুদ্ধি পৌরুষেব হয়, তজ্জাত বুদ্ধি কক্ষিৎ পুরুষসদৃশ । এইরূপ অল্পভূতও হয় যে, ‘আমি (= বুদ্ধি) ব্রহ্ম’, ‘আমি জ্ঞাতা’ ইত্যাদি, সেইজন্ত বুদ্ধি অচেতন হইলেও ‘আমি আমাকে জানিতেছি’ এইরূপ অধ্যক্যাব কবে বা জানে এবং তজ্জাত তাহা স্ববোধ-রূপ পুরুষেব মত প্রতীত হয় = ।

এ বিষয়ে পঞ্চশিখাচার্যের দ্বাৰা উক্ত হইয়াছে—ভোক্তৃশক্তি বা ব্রহ্মপুরুষ অপরিণামী । ভোক্তা অর্থে হুখ, হুখ আমি ভোগভূত বুদ্ধির নির্বিকার ব্রহ্ম, তজ্জাত চিত্তিশক্তি অপ্রতিসংক্রমা বা বুদ্ধির উপাদানরূপে প্রতিসংক্রাম্যত্বা অর্থাৎ প্রতিসংক্রান্ত হইয়া তদ্রূপে পণিণত হন না । তিনি পণিণায়নীল বিষয়ে বা বুদ্ধিবৃত্তিতে, যেন পণিণত হইয়া তাহাব বৃত্তিকে বা বুদ্ধিবৃত্তিকে অল্পপতন কবেন অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তির অল্পরূপ প্রতীত হন । এইরূপে বুদ্ধির সহিত পুরুষেব শাব্দ্য । আবাব পুরুষেব সহিত বুদ্ধির সাদৃশ্যও দেখাইতেছেন । সেই প্রাপ্ত-চৈতন্ত-উপগ্রহরূপ অর্থাৎ প্রাপ্ত হইয়াছে চৈতন্ত্যোগ্রহ বা চিন্তভাস ( স্বপ্রকাশকেব ছায়া ) বাহা, তাহাই প্রাপ্তচৈতন্ত্যোগ্রহ,—উহা বাহাব স্বরূপ অর্থাৎ অচেতন হইলেও চৈতন্ত্যেব ভাব প্রতীকমানা যে বুদ্ধিবৃত্তি, তাহাব অল্পকাবমাত্রতাব ফলে অর্থাৎ নীলমণিব দ্বাৰা ব্যবহিত হইলে যেমন তৎপ্রকাশক সূর্যাদিবি নীলিমা, তদ্রূপ বুদ্ধিব অল্পকাবমাত্রতা বা প্রকাশকতা, তৎফলে বুদ্ধিবৃত্তি হইতে ব্রহ্মাব অবিশিষ্টতা অর্থাৎ চিন্তবৃত্তি হইতে জ্ঞানবৃত্তি বা চৈতন্ত্যরূপ চিন্তবৃত্তি অবিশিষ্ট বা অভিন্নবৎ ( ব্রহ্ম ও বুদ্ধি যেন একই )—ইহা অবিবেকীয়েব দ্বাৰা আখ্যাত বা কথিত হয় । এখানে জ্ঞান-গুণ জ্ঞ-মাত্র-বাচক এবং জ্ঞান-বৃত্তি অর্থে চিত্তিশক্তি । অথবা চিত্তিশক্তিব সহিত অবিশিষ্টা বুদ্ধিবৃত্তিকেই জ্ঞানবৃত্তি বলা হয় । ( নীলমণিব দ্বাৰা ব্যবহিত হওযাব ফলে প্রকাশগুণযুক্ত আলোক এবং মণিব অপ্রকাশ নীলিমা বিলিয়া যেমন নীল আলোক হয়, তদ্রূপ ‘আমি’-লক্ষণাত্মক জ্ঞাতঃ অপ্রকাশ বুদ্ধিবৃত্তিব দ্বাৰা ব্রহ্ম ব্যবহিত হওযাব ‘আমি ব্রহ্ম’ এইরূপ জ্ঞান হয় অর্থাৎ দেশকালাতীত ব্রহ্ম ‘আমি’-মাত্রে নিবদ্ধবৎ হইয়া—যাহাতে মনে হয় তিনি আমাব ভিতবেই আছেন, সর্বকালে আছেন, ইত্যামি—সংকীৰ্ণবৎ হন এবং ব্রহ্মকেব অবভাসে জড় আমিদের বা আমিষবুদ্ধিব প্রকাশ হয় বা তাহা সচেতনবৎ হয় ) ।

<sup>১</sup> বুদ্ধিতে যে ‘আমি আমাকে জানিতেছি’ বলিয়া জ্ঞান হয়, তাহাতে ‘আমি’ এবং ‘আমাকে’ ইহারা পৃথক্ গণ্য । ইহাতে পূর্বকণিক অতীত ‘আমি’-বোমকে বর্তমান ‘আমি’ বিবব কবিতা লাসে । কিন্তু ব্রহ্মেব স্প্রবাক্ষনক্সে যে ‘আমি আমাকে জানা’ তাহাতে ‘আমি’ এবং ‘আমাকে’ ইহারা একই গদ্যার্থে বৈকল্পিক জ্ঞেব, অর্থাৎ জ্ঞ-মাত্রেব বা জানামাত্রেব জ্ঞানব্র-একণ বলিতে হয় ।

২১। পুরুষস্ত ভোগাপবর্গকপার্শ্বমন্তরেণ নাস্তি দৃশ্যস্ত অস্ত্যং সাক্ষাৎজ্ঞায়মানং  
কপং কার্যং বা তস্মাৎ পুরুষার্থে এব দৃশ্যস্তাত্মা—স্বরূপমিতি সূত্রার্থঃ। ভোগকপেণ  
বিবেককপেণ বা গুণা দৃশ্যা ভবন্তীত্যর্থঃ। দৃশীতি। কর্মকপতাং—ভোগাপবর্গরূপতাম্।  
তদ্বিতি। তৎস্বরূপম্—দৃশ্যস্বরূপং ভোগাপবর্গকপা বুদ্ধিরিত্যর্থঃ, পরস্বরূপেণ—বিজ্ঞাতৃ-  
স্বরূপেণ প্রতিলক্ষ্যকম্—লক্ষনস্তাকম্। এতদ্ব্যক্তং ভবতি। সূত্রদ্ব্যর্থবোধঃ অহং সূত্রী  
অহং দ্ব্যর্থীত্যাশঙ্কাকারেণ আত্মবুদ্ধিগতেন ত্রুটী এব প্রতিসংবেদ্যে তৎপ্রতিসংবেদনাক্রমে  
তেষাং জ্ঞানং সম্ভা বা। ততস্তে পরকপেণ লক্ষনস্তাকা বিজ্ঞাতা বা। চবিত্তে ভোগা-  
পবর্গার্থে চিত্তবৃত্তীনাং নিবোধায় ভোগাপবর্গকপা বৃত্তয়ঃ পৌরুষভাসা প্রকাশিতা  
ভবন্তি। নহু তদা সতীনাং বৃত্তীনাং কিমত্যন্তনাশ ইত্যেতন্ত উত্তরমাহ। স্বরূপহানাং—  
সূত্রদ্ব্যর্থাদি-প্রমাণাদি-মহাদি-স্বরূপনাশাং তে ভাবা নশ্যন্তি ন চ বিনশ্যন্তি ন  
তেষামত্যন্তনাশঃ। তে চ তদা গুণস্বরূপেণ তিষ্ঠন্তি গুণাশ্চ অষ্টৌবক্তৃত্যর্থ পুরুষৈঃ  
দৃশ্যন্ত ইতি।

২২। কৃতার্থমিতি। একং পুরুষমিত্যনেন পুরুষবহুত্বমতির্ভেদে। নাশঃ পুরুষার্থ-  
হীনা অব্যক্তাবস্থা। যোগপদিকস্ত বহুজ্ঞানস্ত একো দ্রষ্টেতি মতং সর্বোপলব্ধব-

২১। পুরুষেব ভোগাপবর্গরূপ অর্থব্যতীত দৃষ্টের আদি অস্ত্য কোনও সাক্ষাৎ জ্ঞায়মান রূপ বা  
ব্যক্তভাব নাই (দৃষ্টেব অব্যক্তভাব) অল্পমানেব দ্বাবা জ্ঞায়মান)। তজ্জন্ম পুরুষার্থই দৃষ্টের আত্মা  
বা স্বরূপ—ইহাই হুজার্থ, অর্থাৎ গুণলবল হব ভোগরূপে অথবা বিবেক বা অপবর্গরূপে দৃশ্য বা বিজ্ঞাত  
হব। কর্ত্ত্বরূপতা অর্থে দ্রষ্টাব ভোগাপবর্গকপ দৃশ্যতা।

তৎ-স্বরূপ অর্থে দৃশ্য-স্বরূপ বা ভোগাপবর্গকপ বুদ্ধি, তাহা পর-স্বরূপেব দ্বাবা অর্থাৎ তদ্ব্যকপ  
বিজ্ঞাতৃ-স্বরূপের দ্বাবাই, প্রতিলক্ষ্যক বা লক্ষনস্তাক; অর্থাৎ তদ্ব্যবাই অভিব্যক্ত হইবা তাহাঁব  
বর্ত্তমানতা। ইহাতে বলা হইল যে, হুখ-দ্ব্যর্থ বোধনকল 'আমি হুখী', 'আমি হুখী' ইত্যাদি আকারে  
আত্মবুদ্ধিগত (আমিহু-বুদ্ধিব মধ্যে বাহা লক্ষ) দ্রষ্টাব দ্বাবাই প্রতিলক্ষ্যবিদিত হব এবং সেই প্রতি-  
সংবেদনেব বলেই তাহাদেব জ্ঞান বা অস্তিত্ব (হুখ-দ্ব্যর্থরূপে আকারিত বুদ্ধি দ্রষ্টাব প্রতিলক্ষ্যবেদনের  
বলে ঐ ঐ প্রকার জ্ঞানরূপে ব্যক্ত হব)। তজ্জন্ম তাহাবা পব রূপেব (দ্রষ্টাব) দ্বারা লক্ষনস্তাক এবং  
তদ্ব্যবাই বিজ্ঞাত হব অর্থাৎ বিজ্ঞাতৃহু তাহাদেব নিজস্ব স্বভাব ধর্ম নহে।

ভোগাপবর্গকপ অর্থ চবিত্ত বা নিশ্পন্ন হইলে চিত্তবৃত্তিকলেব নিবোধ হওয়ায় ভোগাপবর্গরূপ  
বৃত্তিসকল আদি পুরুষেব অবতালেব দ্বাবা প্রকাশিত হব না। সৎ-স্বরূপে অর্থাৎ ভাবপদার্থরূপে  
অবস্থিত বৃত্তিসকলেব তখন কি অভ্যন্ত নাশ হব? তদ্ব্যব বলিতেছেন যে, স্বরূপহানি হওয়াতে  
অর্থাৎ হুখ-দ্ব্যর্থাদি, প্রমাণাদি এবং মহাদিকপ স্বরূপের (ব্যক্তভাবের) নাশ হয় বলিবা সেই  
ভাবরূপ বৃত্তিসকলও নাশপ্রাপ্ত হব বলা বাস্তব বটে, কিন্তু তাহাদেব অভ্যন্ত নাশ বা সত্তাব অভাব হয়  
না, কারণ, তখন তাহাবা (মহাদিবা) তাহাদেব কাবণ শুণ-স্বরূপে লীন হইয়া থাকে এবং গুণলবল  
অন্ত অকৃত্যর্থ পুরুষের দ্বারা দৃষ্ট হয়।

বিকল্পবাদ্ অচিন্তনীয়ং যুক্তিহীনবাদ্ অনায়েয়ম্ । অল্পভূযতে চ সর্বৈঃ বর্তমানস্ত এক-  
জ্ঞানস্ত এক এব জ্ঞেয়ত্বম্ । অতঃ প্রবর্ততেহং যুক্তঃ প্রবাদঃ যদ্ একদা বহুক্ষেত্রেষু  
বর্তমানানাং বহুজ্ঞানানাং বহবো জ্ঞাতাব ইতি । “পুরুষ এবদং সর্বম্” ইতি । “একস্তথা  
সর্বভূতান্তবান্ধা কপং কপং প্রতিরূপো বহিচ্চ” ইত্যাদি ঋত্বীনামান্ধা পুরুষশ্চ ন দ্রষ্ট-  
মাত্রবাচী কিংতু প্রজ্ঞাপতিবাচী । অয়তেহপি “ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সমুভূব বিশ্বস্ত  
কর্তা ভুবনস্ত গোপ্তা” ইতি । তথা স্মৃতিশ্চ “স সর্গকালে চ কবোতি সর্গং সংহাবকালে  
চ তদস্তি ভূয়ঃ । সংস্রত্য সর্বং নিজেদেহসংস্থং কৃষ্ণান্দ্র শেতে জগদন্তবান্ধা” ইতি ।  
ব্রহ্মাণ্ডস্ত অন্তরান্ধভূতো দেব এক ইতি বাদঃ সাংখ্যসম্মতঃ ঋতিস্মৃতিপ্রতিপাদিতশ্চেতি  
দিক্ । অজ্ঞামেকামিত্যাদিঋত্বৌ অপি পুরুষস্ত বহুত্বমুক্তম্ ।

কুশলমিতি । সুগমম্ । অভ্যুদয়ম্ । অকুশলানাং দৃশ্যদর্শনং স্যাৎ তচ্চ সংযোগ-  
মস্তবেণ ন স্যাৎ অতঃ, তথা চ দৃশ্যদর্শনশক্ত্যোঃ—দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ কাবণহীনবোনির্ভাষ্যং স  
সংযোগঃ অনাদিঃ । অনাদিঃ সনিসিদ্ধা ভাবাঃ প্রবাহকপেণৈব অনাদয়ঃ স্ম্যঃ বীজবৃক্ষবৎ ।  
দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ সংযোগোহপি অবিভ্যানিমিস্তকত্বাৎ প্রবাহকপেণানাদিন চৈকব্যক্তিকানাদিঃ ।  
দৃশ্যতে চ পরিণামিত্তা বুদ্ধেস্তৈকপেণ লয়োদয়শীলতা । যদা সা লীনা তদা বিযোগো  
যদা বিপর্যয়সংস্কারবশাচ্চ পুনরুদিতা তদা সংযোগঃ । এবং বীজবৃক্ষবদ্ অনেক-

২২ । ‘এক পুরুষেব প্রতি’—ইত্যাদিব দ্বাবা পুরুষবহুত্ব উপস্থাপিত কবিত্তেছেন । নাশ অর্থে  
পুরুষার্থহীন অব্যক্তাবস্থা । যুগপৎ বহুজ্ঞানেব ব্রহ্ম এক—এই ব্রত সকলের অল্পভূতবেব বিরুদ্ধ বলিয়া  
অচিন্তনীয় এবং যুক্তিহীন বলিয়া অনায়েব বা অগ্রাহ্য । সকলের দ্বাবাই অল্পভূত হব যে, বর্তমান  
এক জ্ঞানেব ব্রহ্ম একই, অতএব ইহা হইতে এই যুক্তিবৃত্ত প্রবাদ বা বার্থ লিঙ্ক প্রবর্তিত হব যে,  
একক্ষেপে বহু ক্ষেত্রে বা বহু চিত্তে বর্তমান বহু প্রাণীব বহুজ্ঞানেব বহুজ্ঞাতাই থাকিবে । “পুরুষই এই  
সমস্ত”, “সর্বভূতবেব অন্তবান্ধা একই, তিনি নানা প্রকাষে প্রতিরূপে এবং বাহিবেও আছেন” ইত্যাদি  
ঋতিতে যে আত্মা এবং পুরুষেব উল্লেখ আছে, তাহা ব্রহ্মমাত্রবাচী নহে, কিন্তু প্রজ্ঞাপতিবাচক  
( ব্রহ্মা ) । ঋতিতেও আছে, “দেবতাদেব মধ্যো প্রথমে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তিনি বিশেষ কর্তা  
এবং ভুবনেব পালয়িতা” ( হৃণক ) । স্মৃতিতেও আছে, “তিনি সর্গকালে এই বিশ্ব সৃষ্টি কবেন  
এবং প্রলয়কালে পুনঃ তাহা নিজেতেই সংস্রত কবেন । এইরূপে এই বিশ্বকে সংস্রব কবিয়া  
নিজদেহে লীন কবতঃ জগতেব সেই অন্তবান্ধা ( ব্রহ্মা বা নাভাবশ ) কাবণসলিলে শয়ান থাকেন”  
( মহাতাবত ) । ব্রহ্মাণেব অন্তবান্ধভূত দেবতা অর্থাৎ বাহাব অন্তঃকরণ এই ব্রহ্মাণেব কাবণ, তিনি  
একই,—এই বাদ সাংখ্যসম্মত এবং ঋতি-স্মৃতিব দ্বারা প্রতিপাদিত, এই দৃষ্টতে ইহা বুদ্ধিতে হইবে ।  
‘অজ্ঞামেকাম্’ ইত্যাদি ঋতিতেও পুরুষেব বহুত্ব উক্ত হইয়াছে ।

অকুশল পুরুষেবই দৃশ্যদর্শন হইতে থাকে । তাহাও সংযোগব্যতীত হইতে পাবে না তচ্ছন্দ  
এবং কাবণহীন দৃশ্যদর্শন-শক্তিব অর্থাৎ ব্রহ্মাব এবং দৃশ্যেব নিত্যজ্ঞহেতু সেই সংযোগও অনাদি ।  
অনাদি কিন্তু সনিসিদ্ধ ( বাহা নিসিদ্ধ হইতে জাত )-পদার্থ, প্রবাহকপেই অনাদি হইবা থাকে,



ব্যক্তিকস্য সংযোগস্য অনাদিপ্রবাহঃ । বিভাকপনিমিত্তাদ্ অবিত্তানাংশে আত্যস্তিক্যে  
বিরোগ ইচ্ছাপবিত্তাৎ প্রতিপাদিতঃ । তথা চোক্তং পঞ্চশিখাচার্যেণ ধর্মিণামিতি । ধর্মিণাং  
—সম্বাদিশৃণুণাং মূলধর্মিণাং পবিণামিনিত্যানাং কুটস্থনিষ্ঠ্যঃ ক্ষেত্রজৈঃ পুরুষৈঃ সহ  
অনাদিসংযোগাদ্ ধর্ম-মাত্রাণাং—সর্বৈবাং মহদাদীনাং ত্রুটী সহ সংযোগঃ অনাদিঃ ।  
অনাদিবপি সংযোগো ন নিত্যঃ প্রবাহকপত্নান্ নিমিত্তজন্তুহ্মাচ্চ । সংযোগস্ত সন্থদ্ব্যচকঃ  
পদার্থঃ, তস্মাস্তস্য অভাবো বিরোগরূপঃ স্যাৎ সংযোগকারণস্য নাশে সতি । ভাবন্যৈবা-  
ভাবঃ সংকার্যবাদবিকল্পঃ, ন সন্থদ্ব্যপদার্থস্যোতি অবগন্তব্যম্ ।

২৩। সংযোগেতি । স্বকপস্ত—অসামান্যবিশেষস্ত অস্তিত্বংসরা—অভিধানেচ্ছয়া ।  
পুরুষ ইতি । পুরুষোপদর্শনান্ মহত্ত্বানান্ ব্যক্তং তথা চ পুরুষনিবরা বুদ্ধিঃ—জ্ঞাতাহং  
ভোক্তাহম্ ইত্যাত্মাকাবা উৎপত্তে । ততঃ পুরুষঃ স্বামী বুদ্ধিচ্চ স্বমিতি । দর্শনার্থং  
সংযুক্তঃ দর্শনকলকঃ সংযোগ ইত্যর্থঃ । তচ্চ দর্শনং দ্বিবিধং ভোগঃ অপবর্গশ্চেতি । দর্শন-  
কার্যেতি । দর্শনকার্যাবসানঃ সংযোগঃ—বিবেকেন দর্শনস্ত পবিসমাপ্ত্যা সংযোগস্তাপি  
অবসানং স্ত্যাহ । তস্মাদ্ বিবেকদর্শনং বিযোগস্ত কাবদম্ । নাত্রেতি । অদর্শনপ্রতিদ্বন্দ্বিনা

বীজবৃক্ষবৎ । ত্রুটী এবং দৃষ্টেব সংযোগও অবিত্তারূপ নিমিত্ত হইতে উৎপন্ন বলিয়া প্রবাহরূপে বা  
লম্বোদয়রূপে ধাবাক্রমে অনাদি, তাহা সদা একব্যক্তিব বা অভদ্র একই ভাবে ধাবাক্রমে বৃট্ট অনাদি  
নহে । দেখাও যায় যে, পবিণামী বুদ্ধিব বৃত্তিক্রমে লম্বোদয়-শীলতা আছে । যখন তাহা লীন হয়  
তখন বিবেগ, যখন বিপর্যয়সংস্কার (অন্যস্বৈ আত্মখ্যাতিরূপে অস্মিতাব লক্ষ্যাব) -নশে পুনরুদিত  
হয়, তখনই সংযোগ । এইরূপে বীজবৃক্ষের জ্যৈষ অনেকব্যক্তিক সংযোগের প্রবাহ অনাদি । বিভা  
বা ধর্মার্থ-জ্ঞানরূপ নিমিত্ত হইতে অবিত্তা নষ্ট হইলে আত্যস্তিক্য বা সর্বকালীন বিবেগ হয় (সংযোগেব  
নাশ হয়), তাহা পবে প্রতিপাদিত হইবে । পঞ্চশিখাচার্যের দ্বারা এবিধে উক্ত হইয়াছে—  
ধর্মাসকলের অর্থাৎ পবিণামি-নিত্য মূলধর্মী সত্যদি স্তম্ভসকলের, বৃট্ট বা অবিকারি-নিত্য ক্ষেত্র  
(অন্তঃকরণাদি ক্ষেত্রের জ্ঞাতা) পুরুষের সহিত অনাদি সংযোগ আছে বলিয়া ধর্মমাত্র মহাদি-  
সকলেরও ত্রুটী সহিত যে সংযোগ তাহা অনাদি । সংযোগ অনাদি হইলেও তাহা যে নিত্য বা  
সদাস্থায়ী হইবেই—এইরূপ নিয়ম নহে, কারণ, তাহা প্রবাহ বা লম্বোদয়রূপেই অনাদি এবং নিমিত্ত  
হইতে উৎপন্ন । সংযোগ এক সন্থদ্ব্যচক পদার্থ, তজ্জাত তাহাব বিবেগরূপ অভাব হইতে পাবে ।  
সংযোগেব বাহা কাবণ তাহাব নাশ হইলেই বিবেগ হইবে । কোনও ভাব-পদার্থের অভাব চণ্ডাই  
সংকার্যবাদেব বিরুদ্ধ, সন্থদ্ব্য-পদার্থেব নহে, ইহা বুঝিতে হইবে । (ত্রুটী ও দৃষ্টের সন্থদ্ব্য লক্ষ্য কবিরাই  
সংযোগ-পদার্থ বিকল্পিত হয়, অভদ্রব ত্রুটী ও দৃষ্টই বস্তুতঃ ভাব-পদার্থ, সংযোগরূপ তৃতীয় পদার্থ  
মনঃকল্পিত মাত্র । দৃষ্টেব যখন স্বকাবণে লবকণ অব্যক্ততাপ্রাপ্তি ঘটে, তখন আর সংযোগ-কল্পনাব  
কোন অবকাশই থাকে না, তাহাই সংযোগেব 'অভাব') ।

২৩। সংযোগের স্বরূপ অর্থাৎ বাহা সাধাবণ লক্ষণ নহে—এইরূপ বিশেষ লক্ষণেব অস্তিত্বংসার  
বা বুঝাইবার ইচ্ছাব ইহাব অবতারণা কবিতোছেন ।

দৰ্শনেনাদৰ্শনং নাশ্রুতে তত্চিন্তনবৃত্তিনিরোধন্ততো মোক্ষ ইত্যভো ন দৰ্শনং মোক্ষস্ত  
অব্যবহিতং কাৰণং যদা ন উপাদানকাৰণম্। দৰ্শনস্তাপি নাশে মোক্ষসম্ভবাৎ। কিং তু  
তন্নিবৰ্ত্তকত্বাদ্ দৰ্শনং ব্যবহিতকাৰণং কৈবল্যস্ত।

কিঞ্চেতি। কিং লক্ষণকমদৰ্শনম্ ইত্যত্র শাস্ত্রগতান্ অষ্টৌ বিকল্পান্ উত্থাপ্য  
নিকপয়তি। (১) কিং গুণানাম্ অধিকাৰঃ—কাৰ্য্যবস্তুগম্যমর্থ্যম্ অদৰ্শনম্? নেদম-  
দৰ্শনস্ত সম্যগ্ লক্ষণম্। যদা গুণকাৰ্য্যং বিজ্ঞতে তদা অদৰ্শনমপি বিজ্ঞতে এতাবন্মাত্রমত্র  
সাধার্থ্যম্। নেদমদৰ্শনং সম্যগ্ লক্ষয়তি। যাবদ্ধাহস্তাবল্লব ইত্যুক্তিৰ্বধা ন সম্যগ্  
জবলক্ষণং তত্বং। (২) আহোশ্চিদিত্তি ভিত্তীয় বিকল্পমাহ। দৃশ্যরূপস্ত যামিনো  
যো দর্শিতবিষয়স্ত—দর্শিতঃ শব্দাদিকাপো বিবেকরূপস্ত বিবয়ো যেন চিন্তেন তাদৃশস্ত  
প্রধানচিন্তস্ত অপবর্গরূপস্ত অমুৎপাদঃ। বিবেকস্ত অমুৎপাদ এব অদর্শনমিত্যর্থঃ।  
তচ্চি অস্মিন্ চিন্তে ভোগ্যপবর্গরূপে দৃশ্যে বিজ্ঞমানেষপি ন দর্শনং নোপলদ্ধিবপবর্গ-  
স্তেত্যর্থঃ। ইদমপি ন সম্যগ্ লক্ষণম্। যথা স্বাত্ম্যস্তাব এব জব ইতি জবলক্ষণং  
ন সম্যক্ সমীচীনম্। (৩) কিমিতি। গুণানাম্ অর্থবস্তা অদর্শনমিতি তৃতীয়ো  
বিকল্পঃ। অত্র বদার্থত্বমস্ত অনাগতরূপোবস্থানং স্বস্যা কাৰণে ত্রৈগুণ্যে তদেবাদৰ্শনম্।  
ইদমপি ন সম্যগ্ লক্ষণমদৰ্শনস্য। গুণানামর্থবত্ত্বং তথাহদৰ্শনঞ্চ অবিনাশাবীতি বাক্য

পূৰ্ণবেব উপদৰ্শনেব কলেই (প্রতিব্যক্তিগত) মহত্ত্ব সকলের ব্যক্ততা, এবং তাহা হইতেই  
'আমি জ্ঞাতা', 'আমি ভোক্তা' ইত্যাদিপ্রকার পূৰ্ণবিবরা বৃত্তি উৎপন্ন হয়। তজ্জন্য পূৰ্ণ 'দ্বামী'  
এবং বৃত্তি 'দ্ব'-স্বরূপ (পূৰ্ণবেব নিজেব বিষয়-স্বরূপ। ১৪)। 'দর্শনার্থং সংযুক্ত' অর্থে দর্শন যাহাব  
ফল তাহাই সংযোগ (দর্শন অর্থে সর্বপ্রকার জ্ঞান)। সেই দর্শন বিবিধ—ভোগ এবং অপবর্গ।

সংযোগ দর্শন-কাৰ্য্যকান—বিবেকেব দ্বাবা দর্শনকাৰ্যেব পবিনমাস্তি হইলে সংযোগেবও অবলান  
হয় অর্থাৎ যাবৎ দর্শন তাবৎ সংযোগ, তজ্জন্য বিবেক-দর্শনই বিযোগেব কাৰণ। অদর্শনেব বিবোধী  
যে দর্শন তদ্বাবাই অদর্শন বিনষ্ট হয়, তাহা হইতেই চিন্তবৃত্তিবি নিবোধ হইয়া মোক্ষ হয়। অতএব  
বিবেকরূপ দর্শন মোক্ষেব অব্যবহিত বা সাক্ষাৎ কাৰণ নহে অথবা তাহাব উপাদান-কাৰণও নহে,  
যেহেতু দর্শনেবও নাশ হইলে তবেই মোক্ষ হওরা সম্ভব। কিন্তু মোক্ষকে নির্বাচিত বা সম্পাদিত  
কবে বলিবা তাহা কৈবল্যেব ব্যবহিত বা সৌগ কাৰণ (বিবেকরূপ দর্শনেব ফলে অদর্শনেব নাশ হয়,  
তাহাতে বিবেকেবও অনবকাশ হটে এবং শাস্ত্র চিন্তসহ দর্শন ও অদর্শন উভয়ই নয় হয়। তাহাই  
চিন্তেব মোক্ষ বা ঐষ্টার কৈবল্য)।

এই অদর্শনেব লক্ষণ কি? তাহাব বীমাঃসার্থ পাশ্চগত অষ্টপ্রকাৰ বিকল্প বা বিভিন্ন মত  
উত্থাপন কবিবা তাহা নিরূপিত কবিতেনেছন।

(১) গুণসকলের যে অধিকাৰ বা ব্যাপাব (পবিনত হইবা কাৰ্য্য) কবিবাব সামর্থ্য বা  
কর্মপ্রবণতা তাহাই কি অদর্শন? ইহা অদর্শনেব সম্যক্ লক্ষণ নহে। বতর্শিন ত্রিগুণেব কাৰ্য্য  
ধাকিবে ততদিন অদর্শনও থাকিবে, ইহাতে এতাবন্মাত্রই নহা। ইহা অদর্শনকে সম্যক্ লক্ষিত

যথার্থমপি ন তত্ত্বলক্ষণমাত্রমেব সম্যগ্লক্ষণম্। যদ্ ব্যাপকং ভক্তপরিমিত্যত্র ব্যাপ্তে কপস্য চ অবিনাভাবিত্বেহপি ন তৎকথনাদেব কপং লক্ষিতং ভবেদिति। (৪) অথেতি। অবিজ্ঞা প্রতিজ্ঞাং প্রলয়ে চ স্বচিন্তেন—স্বাধাবতুতচিন্তস্য প্রত্যয়েন সহ নিকট—সংস্কারকপেণ স্থিতা, স্বচিন্তস্য—সাবিত্তপ্রত্যয়স্য উৎপত্তিবীজমিতি চতুর্থো বিবল্ল এব সমীচীনঃ, সনিমিত্তস্য সংযোগস্য চ সম্যগবধারণসমর্থঃ। (৫) পঞ্চমং বিকল্পমাহ কিমিতি। স্থিতিসংস্কারকপেণ বা গতিসংস্কারস্যাভিব্যক্তিঃ সস্যাং সত্যাং পরিণামপ্রবাহঃ প্রবর্ততে অদর্শনঞ্চ দৃশ্যতে তদেবাদর্শনম্। অদ্রেদং শাস্ত্রবচনম্ উদাহবন্তি এতদ্বাদিনঃ প্রধানমিত্যাदि। প্রধীয়তে জন্ততে মহাদিবিচারসমূহঃ অনেনেতি প্রধানম্। প্রধানং চেৎ স্থিত্যা বর্তমানম্—অব্যক্ত-কপেণাবস্থানস্বভাবং স্তাৎ—অভবিত্ত্বং, তদা বিকার-করণাদ্ অপ্রধানং স্তাৎমূলকারণং ন অভবিত্ত্বং। তথা গত্যা এব বর্তমানং—বিকারাবস্থায়ঃ সর্দেব বর্তমানস্বভাবকং চেদ্ অভবিত্ত্বং তদা বিকারনিত্যত্বাদ্ অপ্রধানম্ অভবিত্ত্বং। তস্মাদ্ উত্তরথা স্থিত্যা গত্যা চেত্যর্থঃ প্রধানস্ত প্রবৃত্তিঃ, ততশ্চ প্রধান-ব্যবহাং মূলকাবগন্তব্যবহাং লভতে নাস্তথা। অন্তদৃ যদ্ যদ্ বস্ত্ত কারণকপেণ কল্পিতং ভবতি তত্র তত্র এব সমানঃ চর্চঃ—বিচার ইতি। অগ্নিন্ বিকল্পে মূলকাবগন্ত স্বভাব-মাত্রমেবোক্তং ন চ তস্মাত্রকথনং ব্যবহিতকার্বন্ত সংযোগস্ত স্বরূপং লক্ষ্যেদिति। যথা

কবে না। যতক্ষণ দেহেব উভাপ থাকিবে ততক্ষণ জর—ইহা যেমন জবেব সম্পূর্ণ লক্ষণ নহে, ততক্ষণ।

(২) দ্বিতীয় বিকল্প বলিতেছেন। দৃশিকপ স্বামীব যে দর্শিতবিষয়রূপ বা ধর্মাদিকপ (ভোগ) এবং বিবেককপ (অপবর্গকপ) বিষয় যে চিন্তেব দ্বাবা দর্শিত হব—সেই অপবর্গগাধক প্রধানচিন্তেব যে অল্পপাদ বা বিবেকেব যে অল্পপত্তি তাহাই অদর্শন। অর্থাৎ ভোগাপবর্গকপ দৃশ্য নিজেব চিন্তে শক্তিরূপে বর্তমান থাকা সত্ত্বেও তদুভবেব যে দর্শন না হওয়া বা অপবর্গের উপলব্ধি না হওয়া, তাহাই অদর্শন। ইহাও সম্যক্ লক্ষণ নহে। স্বাস্ত্যেব (স্বভাব) অভাবই জব—জবেব এইরূপ লক্ষণ যেমন সমীচীন নহে, তৎ।

(৩) তৃতীয় বিকল্প কথা—গুণসকলেব অর্থবস্তাই অর্থাৎ শক্তিরূপে বা অলঙ্ঘিতভাবে হিত ভোগাপবর্গযোগ্যতাই অদর্শন। ইহাতে ভোগাপবর্গকপ অর্থবেব যে অনাগতরূপে স্বকাবগ জিওগ-স্বরূপে অবস্থান বা ব্যক্ত না হওয়া, তাহাকেই অদর্শন বলা হইতেছে (ভোগাপবর্গকপে ব্যক্ত হওয়াকল্প মূল বিকাব-স্বভাবকেই অদর্শন বলিতেছেন)। অদর্শনেব এই লক্ষণও যথার্থ নহে। গুণসকলেব অর্থবস্ত্ত এবং অদর্শন অবিনাভাবী—এই বাক্য যথার্থ হইলেও তাহাব উল্লেখমাত্রকেই অদর্শনেব সম্যক্ লক্ষণ বলা বাব না। যেমন, বাহা ব্যাপক তাহাই রূপ, এললে ব্যাপ্তিব সহিত রূপেব অবিনাভাবী সম্বন্ধ থাকিলেও ব্যাপ্তি বলিলেই যেমন রূপেব লক্ষণ কবা হয় না, ততক্ষণ।

(৪) অবিজ্ঞা প্রতিজ্ঞে এবং স্বপ্তিব প্রলম্বকালে স্বচিন্তের সহিত অর্থাৎ নিজের আধাবতুত চিন্তের প্রত্যয়েব সহিত নিকট (অবিজ্ঞা-সংস্কারেব নিবোধ বস্ত্ত্য নহে) ইহাব অর্থাৎ সংস্কারপে

বিকারশীলারা যুক্তিকার্য্যঃ পৰিণামবিশেষো ঘট ইতি ন চৈতদ্ ঘটজব্যস্ত সম্যগ্  
বিবরণম্। (৬) ঘটং বিকল্পমাহ দর্শনেতি। একে বদন্তি দর্শনশক্তিবাদদর্শনম্।  
তে হি প্রধানস্তাশ্চাখ্যাপনার্থ্য প্রবৃত্তিরিত্যানয়া ঞ্চন্ত্য স্বপক্ষং প্রতিপোবন্তি। ঞ্চন্তৌ  
অপি উক্তঃ প্রধানস্ত আশ্চাখ্যাপনার্থ্য প্রবৃত্তিবিভ্যাকৃতম্। খ্যাপনং দর্শনং তদর্থ্য  
চৈদ্ অদর্শনরূপা প্রবৃত্তিঃ তদা প্রবৃত্তেঃ শক্তিরূপাবস্থেব প্রবৃত্তিসামর্থ্যমেব বা অদর্শন-  
মিত্যোবাং নয়ঃ। অগ্নিন্ লক্ষণেহপি পূর্বদোষপ্রসঙ্গঃ, আতপাঙ্কাতঃ শস্তং তত্ত্বলমিত্যুক্তি-  
র্ন তত্ত্বলস্ত সম্যগ্‌বোধায় ভবতি। অদর্শনং চিত্তধর্মঃ তস্ত ব্যবহিতমূলকারণস্ত প্রধানস্ত

ধাক্ষিণ্য পুনর্বাধ ঘটন্তেব বা অবিভাবুক্ত প্রত্যক্ষেব উৎপত্তিব বীজকৃত হয—এই চতুর্থ বিকল্পই  
সন্ন্যাসীন, ইহা সন্ধ্যাপন সংযোগকে সম্যক বুঝাইতে সমর্থ। (এক অবিভাপ্রত্যয় লব হইয়া তাহাব  
সংস্কার হইতে পুনশ্চ আব এক অবিভাপ্রত্যয় উৎপন্ন হইতেছে—এই প্রকাবে ঐ—দৃষ্ট সংযোগেব ও  
তাহাব কাৰণ অবিভাব অনাদি প্রবাহ চলিযা আসিতেছে। ইহাই অদর্শনেব প্রকৃত লক্ষণ)।

(৫) পঞ্চম বিকল্প বলিতেছেন। স্থিতিসংস্কারেব অর্থ্য্য জিগণেব অব্যক্তরূপে স্থিতিব ক্ষয়  
হইযা বে গতিসংস্কারেব অর্থ্য্য পৰিণামরূপে ব্যক্তভাবে অভিব্যক্তি, বাহাব কলে পৰিণামপ্রবাহ  
প্রবর্তিত বা উদ্ঘাটিত হয এবং অদর্শনও দৃষ্ট বা ব্যক্ত হয (কাৰণ, অদর্শনও একপ্রকাব প্রত্যয়),  
তাহাই অদর্শন। এই বাণীয়া ভবিনে এই পান্ন-বচন উদ্ধৃত কবেন। প্রহিত বা উৎপাদিত হয  
মহাদিবিকাবলমূহ বাহাব ধাবা তাহাই প্রধান বা প্রকৃতি। প্রধান যদি স্থিতিতেই বর্তমান থাকিত  
অর্থ্য্য সন্ধ্যা অব্যক্তরূপে অবস্থান কবাব স্বভাবযুক্ত হইত, তাহা হইলে মহাদিবিকাবেব সৃষ্টি না  
কবায় তাহা অপ্রধান হইত, অর্থ্য্য (ব্যক্ত কিছু না থাকাব) সর্ব ব্যক্তভাবেব মূল উপাদান কাবণরূপে  
গণিত হইত না। যদি তাহা কেবল গতিতেই বর্তমান থাকিত অর্থ্য্য সন্ধ্যা বিকাব বা ব্যক্ত অবস্থায়  
ধাক্ষিণ্য স্বভাবযুক্ত হইত, তাহা হইলেও বিকাবনিত্যত্বহেতু অর্থ্য্য মূলকাবণ প্রকৃতিরূপে না থাকিয়া  
নিত্য বিকাবরূপে থাকাব স্ত, তাহা অপ্রধান হইত। তজ্জন্ত উভযথা অর্থ্য্য অব্যক্তরূপ স্থিতিতে  
এবং বিকাবরূপ গতিতে প্রধানেব প্রবৃত্তি দেখা যায় বলিয়া অতএব উভয় প্রকাব স্বভাবই তাহাতে  
বর্তমান বলিযা, তাহা প্রধানরূপে বা মূলকাবণরূপে ব্যবহাব লাভ কবে বা তজ্জন্ত গণিত হয, নচেৎ  
হইত না। স্ত্র স্বে-সকল বস্ত কোনও ব্যক্ত কার্যেব কাবণরূপে কল্পিত বা গণিত হয তত্ত্বং বিষয়েও  
এই নিয়ম প্রযোজ্য।

এই বিকল্পে মূলকাবণেব স্বভাবমাত্র বলা হইযাছে, তাবমাত্র বলাতেই উহা হইতে ব্যবহিত  
(যাহা ঠিক পববর্তী নহে, এইরূপ) বে সংযোগরূপ কার্য তাহাব স্বরূপেব লক্ষণ কবা হয না। যেমন,  
বিকাবশীল যুক্তিকাব পৰিণাম-বিশেষই ঘট, ইহাতেই ঘটরূপ ব্যব্যব সম্যক্ বিবরণ কবা হয না,  
তত্বং।

(৬) ঘট বিকল্প বলিতেছেন। এক বাণীবা বলেন, দর্শন-শক্তিই অদর্শন (এখানে দর্শন অর্থে  
বিষয়জ্ঞান) “আশ্চাখ্যাপনার্থ্য বা নিম্নেকে ব্যক্ত কবিযাব স্ত্রই প্রধানের প্রবৃত্তি বা চেষ্টা”—এই  
প্রতিব ধাবা তাহাব স্বপক্ষ সমর্থন কবেন। ইহায়েব অভিপ্রাব এই বে, প্রতিতেও আছে,  
“আশ্চাখ্যাপনেব স্ত্র প্রধানের প্রবৃত্তি”। খ্যাপন অর্থে (বিষয়-) দর্শন, অদর্শনরূপ প্রবৃত্তি যদি

প্রবৃত্তিস্বভাবকথনমেব নানবস্তাং তল্লক্ষণম্। (৭) সপ্তমং বিকল্পমাহ উভয়ন্তেতি।  
উভয়ন্ত—ঐষ্টদৃশ্যন্ত ৮ ধর্মঃ অদর্শনমিত্যেকো আতিষ্ঠন্তে। তত্র—তন্মতে ইদম্—  
অদর্শনং তৈবেবং সঙ্গতং ক্রিয়তে, তদ্ব্যথা দর্শনং—জ্ঞানং ঐষ্টদৃশ্যসাপেক্ষং তন্মাত্রে তদ-  
দর্শনং তন্ত্বেদঃ অদর্শনঞ্চাপি তল্লভয়ন্ত ধর্ম ইতি। ঐষ্টদৃশ্যাপেক্ষমদর্শনম্ ইত্যুক্তির্ধর্থার্থাপি  
ন তু তাদৃশা দৃশা অদর্শনং ব্যাকর্তব্যম্। (৮) অষ্টমং বিকল্পমাহ দর্শনেতি। কেচিদ-  
বদন্তি বিবেকব্যতিবিক্তং যদদর্শনজ্ঞানং শব্দাদিরূপং তদেবাদর্শনম্। জ্ঞানকালে ঐষ্ট-  
দৃশ্যয়োঃ সংযোগস্তাবশ্যন্তাবিক্লেপি ইন্দ্রিয়াদৌ অভিমানরূপস্ত বিপর্যয়স্ত ফলমেব  
শব্দাদিজ্ঞানং তন্মাত্র তজ্জ্ঞানং সংযোগহেতবদর্শনস্ত স্বরূপং ভবিষ্যদহীতীতি।

তজ্জ্ঞানই হয়, তবে প্রধান-প্রবৃত্তির শক্তিরূপ অবস্থাই বা প্রবৃত্তিসামর্থ্যই (প্রবৃত্ত হইয়া প্রপঞ্চোৎ-  
পাদনশীলতাই) অদর্শন—ইহা এই বাদীদেব মত। অদর্শনেব এই লক্ষণেও পূর্ব দোষ আলিয়া  
পড়ে। সূর্যকিরণ-সাহায্যে উৎপন্ন গুহাই তত্ত্বজ্ঞ—ইহাব দ্বাৰা তত্ত্বমেব সম্যক্ বোধ হয় না। অদর্শন  
জিহ্নেব এক প্রকাব ধর্ম, তাহাব ব্যবহিত (ঠিক পূর্ববর্তী কাবণেব ব্যবধানে স্থিত) মূল কাবণ যে  
প্রধান তাহাব প্রবৃত্তিস্বভাবেব উল্লেখমাত্র অদর্শনেব স্পষ্ট লক্ষণ নহে।

(৭) সপ্তম বিকল্প বলিতেছেন, ঐষ্টা এবং দৃষ্ট এই উভয়েব ধর্ম অদর্শন—ইহা এক বাদীবা  
বলেন। তাহাতে অর্থাৎ ঐ মতে এই অদর্শন তাহাদেব দ্বাৰা এইরূপে সঙ্গতিকৃত বা স্থাপিত হয়—  
দর্শন বা জ্ঞান ঐষ্ট-দৃষ্ট-সাপেক্ষ বলিয়া তাহা এবং তাহাব অদ অদর্শন (ইহাও এক প্রকাব জ্ঞান)  
তদ্ব্যবহেব (ঐষ্ট-দৃষ্টেব) ধর্ম। অদর্শন ঐষ্ট-দৃষ্ট-সাপেক্ষ, এই উক্তি স্বার্থ হইলেও (কাবণ, অদর্শনও  
একরূপ প্রত্যয় এবং তাহা ঐষ্ট-দৃষ্টেব সংযোগে উৎপন্ন ইহা স্বার্থ হইলেও) এইরূপ দৃষ্টিতে অদর্শনেব  
ব্যাখ্যান করা কর্তব্য নহে। (যেমন সন্তান পিতৃমাতৃ-সাপেক্ষ—ইহা স্বার্থ হইলেও, পিতা-মাতাব  
সহিত সৰ্ব্বত্র স্থাপিত কবিলেই বা পিতামাতাব লক্ষণ কবিলেই সন্তানেব স্বার্থ লক্ষণ করা হয়  
না, তৎসং)।

(৮) অষ্টম বিকল্প বলিতেছেন। কেহ কেহ বলেন যে, বিবেকজ্ঞানব্যতিবিক্ত যে শব্দাদিরূপ  
দর্শনজ্ঞান তাহাই অদর্শন। জ্ঞানকালে ঐষ্ট-দৃষ্টেব সংযোগ অবশ্যস্তাবী হইলেও ইন্দ্রিয়াদিতে  
অভিমানরূপ বিপর্যয়েব ফলই শব্দাদিজ্ঞান, তজ্জ্ঞান জ্ঞান, সংযোগেব হেতু যে অদর্শন তাহাব কাবণ  
হইতে পারে না। (এস্থলে অদর্শনেব ফলেব দ্বাৰাই অদর্শনেব লক্ষণ করা হইবাছে। যাহা সেবন  
কবিলে মৃত্যু ঘটে তাহাই বিধ—ইহাতে স্বেকপ বিধেব সাক্ষ্যং লক্ষণ বলা হইল না, তৎসং)।

এই বিকল্পসকলেব মধ্যে দ্বিতীয় বিকল্পই অভাবমাত্র-লক্ষণাত্মক, তজ্জ্ঞান তাহাই প্রসঙ্গ-  
প্রতিষেধ অর্থাৎ কেবল নিষেধ-জ্ঞাপক লক্ষণ গ্রহণ কবিতা ব্যাখ্যাত হইবাছে। অন্তর্ভুক্তি পশুর্দান বা  
অন্ত এক ভাবরূপ অর্থ গ্রহণপূর্বক লক্ষণ করা হইবাছে (অভাব অর্থে সম্পূর্ণ অভাবও হয় অথবা অন্ত  
এক ভাব এইরূপও হয়), ইহা বিবেচ্য। ইহাবা সাংখ্যশাস্ত্রগত বিকল্প বা মতভেদ। তন্মধ্যে অর্থাৎ  
অদর্শন-বিষয়ে সর্বপক্ষসেব সহিত যে গুণসংযোগ তাহা এই বহুপ্রকাব বিকল্পেব সাধাবণ বিষয় বা  
লক্ষণ—ভায়েব এইরূপ অর্থ কবিতা বুঝিতে হইবে।

এষ বিকল্পে দ্বিতীয় এব অভাবমাত্রস্তস্যাং স এব প্রসঙ্গ্যপ্রতিষেধং গৃহীত্বা  
ব্যাকৃতঃ, ইতবে তু পৰ্য্যদাং গৃহীত্বেনি বিবেচ্যম্। ইত্যেত ইতি। এতে সাংখ্যাশ্লগতা  
বিকল্পাঃ—মতভেদাঃ। তত্র—অদর্শনবিষয়ে, সর্বপুঙ্খাণাং গুণসংযোগে এতদ্ বিকল্প-  
বহুত্বং সাধাবৎ-বিষয়মিত্যবয়বঃ। এতচ্ছব্দং ভবতি। পুঙ্খৈঃ সহ গুণসংযোগ ইতি  
যথার্থং সামান্ত্রবিষয়ং প্রকল্প্য সর্বেষু বিকল্পেষু ‘অদর্শনম্’ অভিহিতম্। ন চ তেনৈব  
হেয়হেতু অদর্শনং সমাগ্ নিকপিতং স্তাদ্ যাদৃশান্নিকপণাদ্ হুংখহানোপাযো নিকপিতো  
ভবেৎ। তচ্চ প্রত্যেকং পুঙ্খং সহ তদ্বৃদ্ধেঃ সংযোগস্ত হেতুনিকপণাদেব সাধ্যম্।  
চতুর্থে বিকল্পে তথৈবাদর্শনং লক্ষিতমিতি।

২৪। যজ্জিতি। যন্ত প্রত্যক্চেতনস্ত—প্রতীপম্ আত্মবিপবীতম্ অনাত্মভাবম্  
অকৃতি বিজ্ঞানাভীতি প্রত্যক্ যজা প্রতি প্রতি বুদ্ধিম্ অকৃতি অল্পগুণভীতি প্রত্যক্,  
তদ্রূপচেতনস্ত, প্রত্যেকং পুঙ্খস্তৈত্যর্থো যঃ স্ব-স্বরূপবুদ্ধিসংযোগস্ত হেতুবিজ্ঞা।

ইহাতে এই উক্ত হইল যে, পুঙ্খের সহিত গুণের সংযোগ এই স্বার্থ এবং সামান্য ( সর্বলক্ষণেই  
বর্তমান ) বিষয় গ্রহণ কবিয়া সমস্ত বিকল্পেই অদর্শন অভিহিত বা লক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু কেবল  
তদ্ব্যবহি হেয়েহেতু ( হুংখকাবণ ) অদর্শন এইরূপভাবে নিকপিত হয় না যদ্বা হুংখহানের উপায়  
নিকপিত হইতে পাবে অর্থাৎ হুংখহান কবিয়াব জন্ত যেকণ স্পষ্ট ও কার্যকর লক্ষণের প্রয়োজন তদ্রূপ  
লক্ষণ করা চাই। প্রত্যেক পুঙ্খের সহিত বুদ্ধির সংযোগের কাবণ নিকপিত হইলেই হুংখহান সাধিত  
হইতে পাবে। চতুর্থ বিকল্পে ঐ প্রকারেই অদর্শন লক্ষিত করা হইয়াছে।

২৪। প্রতীপকে বা আত্মবিপবীত অনাত্মভাবকে যিনি জানেন অথবা প্রতিবুদ্ধিকে যিনি  
অল্পগুণনা করেন ( ‘অকৃতি’ ) তিনি প্রত্যক্—তদ্রূপ প্রত্যক্ চৈতন্তের সহিত বা প্রত্যেক পুঙ্খের  
সহিত তাহাব স্ব-স্বরূপ বুদ্ধির ( ১৪ ক্রটব্য ) যে সংযোগ দেখা যায়, তাহাব কাবণ অবিজ্ঞা। অবিজ্ঞা  
অর্থে এখানে বিপর্যয়জ্ঞানের বাসনা যাহা ব্রাহ্মজ্ঞান-প্রবণতামূলক চিত্তপ্রকৃতিরূপ\*, তাদৃশ বাসনাদিকল  
বিপর্যত প্রত্যয়েব মূল হেতু, তজ্জন্ত ( উপযুক্ত কর্মাশর থাকিলে ) তাহাব তাহাদেব অল্পরূপ প্রত্যয়  
অর্থাৎ অবিজ্ঞামূলক বিপর্যয়বৃত্তি উৎপাদন করে। তাহা হইতে প্রতিকণ বুদ্ধি ও পুঙ্খের সংযোগ  
প্রতিষ্ঠিত হয়, যেহেতু বিপর্যয়-জ্ঞান-বাসনা-সম্বন্ধিত বুদ্ধি পুঙ্খখ্যাতিরূপ কার্যনিষ্ঠা বা কার্যবাসন  
প্রাপ্ত হয় না ( পুঙ্খখ্যাতিরূপ অপবর্গ হইলেই বিপর্যয়ের স্তব্ধতা বুদ্ধিকার্যের অবসান হয়, কিন্তু

\* চিত্তের অবিজ্ঞাপ্রবণতা বিরূপ তাহা শিথিল উল্লঙ্ঘন মুক্তা বাহিবে। অনেক সময়ে দেখা যায় যে, বয়স্কদের বহুদূর  
ও উপকারিতা সহসা সামান্য কাবণে একদিনেব অনলীষ্ট ব্যবহারে শক্ততা পরিণত হয়। সাধারণ নিয়মে দীর্ঘকালব্যাপী  
ঘনিষ্ঠতা বিপর্যয় হইতে দীর্ঘকালই লাগাব কথা, কিন্তু কালে তাহা হয় না। ইহাব কাবণ অদ্য চিত্তের অবিজ্ঞাপ্রবণতা,  
বিঘিষ্ট ভাবের দিকে তাহা যত সহজে আকৃষ্ট হয়, ক্ষেত্রীর দিকে সেইরূপ হয় না। অবিজ্ঞাবিরোধী বিভাভ্যাসের দ্বারা, অর্থাৎ  
আধ্যাত্মিক সাধনে সমন ও সাধিকতার অভায়ে ইহাব বিপর্যয় ভাব দেখা দেয়। তখন সাধিক প্রদত্ততাব আভিমুখাই  
সাক্ষর সহজ অবস্থা হইয়া ‘সত্রী-মুদিতাই’ তাহাব রূপত যতাবে পরিণত হইতে থাকিবে, তাহাব বলে চিত্তের শান্তিমূলক  
সম্প্রদায় বিধূত হইবে না। ইহাষ্ট সাধকচিত্তের বিভাপ্রবণতা।

অবিজ্ঞাত্ৰ বিপৰ্যয়জ্ঞানবাসনা, অভ্যুৎপাদ্যাত্মপ্রবণচিন্তাপ্রকৃতিকপা তাদৃশ্য এব বাসনা বিপৰ্যয়ত্ৰ্যত্যয়স্ত যুলহেতবঃ, ততস্তা এব স্বামুকপান্ প্রত্যবান্ জনঘেরন্। ততঃ প্রতিক্রমং বুদ্ধিপুঙ্কবসংযোগঃ প্রবর্তেত, যতো বিপৰ্যয়জ্ঞানবাসনাবাসিতা বুদ্ধির্ন পুঙ্ক-খ্যাতিক্রমাং কাৰ্যনিষ্ঠাং—কাৰ্যবাসনাং প্রাপ্নুযাং। পুঙ্কখ্যাতিভৌ সত্যং পরবৈরাগ্যেণ নিকন্ধা বুদ্ধির্ন পুনরাবর্ততে।

অত্রৈতি। কশ্চিচ্ছপহাসক এতৎ বক্তৃকোপাখ্যানেন উদ্ঘাটিয়তি। সুগমম্। তত্রৈতি। আচার্যদেশীয়ঃ—আচার্যকল্পঃ বস্তি বুদ্ধিনিবৃত্তিঃ জ্ঞাননিবৃত্তিরেব মোক্ষো ন চ জ্ঞানস্ত বিজ্ঞানমাত্তেত্যাঃ। যতঃ অদর্শনাদ্ বুদ্ধিপ্রযুক্তিততঃ অদর্শনকাবণাভাবাদ্—অদর্শনরূপং কাবণং তস্ত অভাবাদ্ বুদ্ধিনিবৃত্তিঃ। অদর্শনং বদ্ধকাবণং—দৃশ্যসংযোগ-কাবণং তচ্চ দর্শনাদ্ বিবেকান্ নিবর্ততে। যথাগ্নিঃ স্বাত্মং দধ্বা স্বয়মেব নশ্বতি তথা দর্শনম্ অদর্শনং বিনাশ্চ স্বয়মেব নিবর্ততে। উপসংহরতি তত্রৈতি। তত্র—মোক্ষবিষয়ে, যা চিন্তস্ত নিবৃত্তিঃ স এব মোক্ষঃ। অতোহস্ত উপহাসকস্য অস্থানে—অযুক্ত এব মতিবিজ্ঞম ইতি।

২৫। সূত্রমবতাবয়তি হেয়মিতি। তস্যোতি। অদর্শনস্যাভাবঃ—দর্শনেন নাশঃ সত্যজ্ঞানস্যৈব অনিশ্চয়মাণতা, ততঃ সংযোগস্যপি অভাবঃ—অভ্যুৎপাদ্যাত্মাভাবঃ সাত্তিকঃ

অবিবেকরূপ বিপৰ্যয় থাকিতে তাহা হয় না)। পুঙ্কখ্যাতি হইলেই পরবৈরাগ্যেব দ্বাবা নিরুদ্ধ বুদ্ধি আব গুনবাবর্তন কবে না ( তাহাতেই বিপৰ্যয়েব কাৰ্যবাসনা হয়)।

কোনও উপহাসক ইহা বক্তৃকোপাখ্যানের দ্বাবা উদ্ঘাটিত কবিজেছেন। আচার্যদেশীয় বা আচার্যস্থানীয় কেহ বলেন যে, বুদ্ধিনিবৃত্তি বা জ্ঞানের নিবৃত্তিই মোক্ষ, জ্ঞানের বিজ্ঞানমাত্তা মোক্ষ নহে, যেহেতু অদর্শনের ফলেই বুদ্ধি প্রযুক্তি, অতএব অদর্শনকাবণের অভাবে অর্থাৎ অদর্শনরূপ যে বুদ্ধি-প্রযুক্তি কাবণ, তাহাব অভাব ঘটিলে বুদ্ধিরও নিবৃত্তি হইবে। অদর্শনই বদ্ধেব কাবণ বা দৃশ্যেব সহিত সংযোগেব হেতু, তাহা দর্শন বা বিবেকেব দ্বাবা বিনষ্ট হয়। অগ্নি বেগন নিজেব আশ্রয়ভূত ইন্ধনকে দধ্ব কবিয়া নিজেও নাশপ্রাপ্ত হয়, তজ্জপ দর্শন অদর্শনকে বিনষ্ট কবিয়া স্বয়ং নিবর্তিত হয়। উপসংহাব কবিতেছেন, তাহাতে অর্থাৎ মোক্ষ-বিষয়ে, চিন্তেব যে নিবৃত্তি তাহাই মোক্ষ, অতএব চিন্তা যে সাধ্যাংরূপে মোক্ষ সম্পাদন কবে তাহা নহে, চিন্তেব প্রলয়ই মোক্ষ। সূত্রবাং এই উপহাসকেব একরূপ মতিলয় অস্থান অর্থাৎ লক্ষ্যভ্রষ্ট বা অব্যক্ত হইয়াছে।

২৫। সূত্রেব অবতাবণা কবিতেছেন। অদর্শনের অভাব অর্থাৎ দর্শনের দ্বাবা তাহাব নাশ এবং সত্যজ্ঞানবৈই যে কেবল অনিশ্চয়মাণতা ( উপগম হইতে থাকা ), তাহা হইতে সংযোগেবও অভাব হয় অর্থাৎ অভ্যুৎপাদ্যাত্মাভাব বা সর্বকালের জ্ঞান সংযোগ হয়, পুনবাব আব কখনও সংযোগ হয় না। পুঙ্কবেব সহিত বুদ্ধিৰ অসংকীর্ণ ভাব হয় অর্থাৎ মহাদ্বিৰ অব্যক্ততা-প্রাপ্তি হয়। তাহা হইতে দ্রষ্টাব দৈবল্যা অর্থাৎ প্রবলতা বা দৈত্বহীনতা হয় ( বুদ্ধিকে লক্ষ্য কবিয়া দ্রষ্টাকে যে অক্ষেবল বা দৈত্ব বলা হইত, তাহা তখন বক্তব্য হয় না )।

অসংযোগো ন পুনঃ সংযোগ ইত্যর্থঃ। পুঙ্খস্য বুদ্ধা সহ অমিশ্রীভাবঃ—মহাদাদেব-  
ব্যক্ততাপ্রাপ্তিবিত্যর্থঃ। ততশ্চ দৃশেঃ কৈবল্যং—কৈবল্যত্বাৎ দ্বৈতহীনত। স্পষ্টমন্ত্ৰং।

২৬। অথেনি হানোপাষমাহ। সঙ্কেতি। অশ্রীতিপ্রত্যয়মাত্রঃ বুদ্ধিসম্বন্ধিগম্য  
ততোহস্তস্তস্যাপি সাক্ষী পুঙ্খ ইত্যেতন্মাত্রাহত্বত্বিবেকখ্যাতিঃ। চেতনস্তদ্ব্যবহাৎ তদা  
তদ্বিবেকস্য প্রখ্যাতিঃ। সা তু খ্যাতিঃ অনিবৃত্তমিত্যাজ্ঞানা—অহংবুদ্ধি-সম্বন্ধবুদ্ধ্যশ্রীতি-  
বুদ্ধিক্রপেভ্যো বিপৰ্যন্তপ্রত্যয়েভ্য ইত্যর্থঃ প্রবর্তে। যদা বিপৰ্যয়-সংস্কারক্ৰমাদ্ মিথ্যাজ্ঞানং  
বদ্যপ্রসবং ভবতি—বিপৰ্যয়প্রত্যয়ান্ ন প্রসূত ইত্যর্থঃ, তথা চ পৰস্যঃ বশীকাব-  
সংজ্ঞায়—বৈবাগ্যস্য পবাবস্থায়ামিত্যর্থঃ বর্তমানস্য যোগিনস্তদা বিবেকখ্যাতিবিশিষ্টা  
ভবতি। সা তু হুংহানস্য প্রাপ্ত্যুপায়ঃ। শেষমতিবোধিতম্।

২৭। তস্যোতীতি। তস্য সপ্তমা প্রাপ্তভূমিঃ—প্রাপ্তা ভূময়ো বস্যাঃ সা।  
প্রজ্ঞেতি। প্রত্যুমিতখ্যাতে—উপলব্ধবিবেকস্য যোগিনঃ প্রত্যয়ান্নরঃ তাদৃশং যোগিনং  
পবাবস্থাতীত্যর্থঃ। প্রজ্ঞেভাবাদ্ যদা প্রজ্ঞা পবিসমাগ্ণা ভবতি তদা সা প্রাপ্তভূমি-  
প্রজ্ঞেভ্যুচ্যতে। সা চ চিত্তস্যাহত্বদ্বিক্রপাববণমলাপগমাদ্ অবিবেকপ্রত্যয়ান্নরপাদে  
সতি চ, বিষয়ভেদাদ্ বিবেকিনঃ সপ্তপ্রকাবা ভবতি। তদ্বশা (১) পবিজ্ঞাতমিতি।  
হেয়স্য সন্মগ্ জ্ঞানাং তদ্বিবচাঃ প্রজ্ঞায় নিবৃত্তিবিত্যেতদ্রূপখ্যাতিঃ। (২)  
ক্ষীণেতি। ক্ষেতব্যতাবিষয়াঃ প্রজ্ঞা বা নিবৃত্তিস্তস্যা উপলব্ধিঃ। (৩) সাক্ষাদিতি।

২৮। হানো উপাষ বলিতেছেন। অশ্রীতি-প্রত্যয়-বরপ বুদ্ধিসম্বন্ধে অবিগম্য কবিয়া তাহা  
হইতে পুঙ্খ, তাহাবও সাক্ষী পুঙ্খ—কৈবল্যমাত্র ইহা অল্পভব কবিত্তে থাকাই বিবেকখ্যাতি।  
চিন্তেব বিবেকমধ্যহেতু তখন সেই বিবেকেব প্রখ্যাতি হয় (অন্ত বৃত্তিকে অভিব্যক্ত কবিয়া তাহাই  
প্রধানরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়)। সেই খ্যাতি অনিবৃত্ত-মিত্যাজ্ঞান হইলে অর্থাৎ অহং-বুদ্ধি, মনস-বুদ্ধি,  
আমিমাাত্র-বুদ্ধি এতদ্রূপ-বিপৰ্যন্ত (অবিবেক) প্রত্যয়সকল নিবৃত্ত না হইলে, তাহাদেব ঘা বা বিবেক  
বিধূত হয়। যখন বিপৰ্যন্ত-সংস্কারসকলের নাশ হইতে মিথ্যাজ্ঞান বদ্যপ্রসব হয় অর্থাৎ তাহা হইতে  
যখন বিপৰ্যন্ত প্রত্যয়সকল আর প্রসূত বা উৎপন্ন না হয়, এবং পব যে বশীকাব অবস্থা তাহাতে, অর্থাৎ  
চিন্তেব বশীকৃতভারূপ বৈবাগ্যেব পব বা চবস অবস্থাব, যখন যোগী অবস্থান করেন, তখন তাহাব  
বিবেকখ্যাতি অবিশ্রব হই। তাহা হুংহানোব বা কৈবল্যপ্রাপ্তিব উপাষ।

২৭। তাহাব অর্থাৎ বিবেকী যোগীব সপ্ত প্রকাব প্রাপ্তভূমি প্রজ্ঞা হয়, অর্থাৎ যে প্রজ্ঞাব ভূমি  
জ্যেব বিষয়েব শেষ সীমা পৰ্যন্ত বিস্তৃত (স্বতবাঃ পূর্ণ) তাদৃশ প্রজ্ঞা হয়। প্রত্যুমিত-খ্যাতিব  
অর্থাৎ যে যোগীব বিবেক উদিত বা উপলব্ধ হইবাছে তাহাব সপক্ষে এই আশ্রয় বা পান্নাহাশ্রয়  
প্রযোজ্য অর্থাৎ তাদৃশ যোগীকে ইহা লক্ষ্য কবিত্তেছে। প্রজ্ঞেব বিবয়েব অভাবে যখন প্রজ্ঞা  
পবিসমাগ্ণ হয় অর্থাৎ তদ্বিবক আব স্থানিবাব কিছু অবশিষ্ট থাকে না, তখন তাহাকে প্রাপ্তভূমি  
প্রজ্ঞা বলা হয়। চিন্তেব অভাবরূপ আববণমল অপগত হইলে বা অবিবেক-প্রত্যয়েব অল্পপাদ  
বাটিলে (আব উৎপন্ন না হইলে), বিবেকীব সেই প্রজ্ঞা বিষয়ভেদে সপ্ত প্রকাব হয়। তাহা যথা—



নিবোধাধিগমাৎ পবগতিবিষয়াযাঃ প্রজ্ঞায়াঃ সমাপ্তিঃ । ( ৪ ) ভাবিতো—নিষ্পাদিতো বিবেকখ্যাতিরূপো হানোপায়ঃ । ন পুনর্ভাবনীয়ম্ অন্তদন্তীতি প্রজ্ঞায়াঃ প্রাপ্ততা । এষা চতুর্ভূমী কার্ধা—প্রযত্ননিষ্পাত্তা বিমুক্তিঃ । কার্ধবিমুক্তিবিতি পাঠে তু কার্ধাৎ প্রযত্নাদ্ বিমুক্তিবিত্যর্থঃ ।

ত্ৰয়ী চিত্তবিমুক্তিঃ । চিত্তাৎ—প্রত্যয়সংস্কাররূপাদ্ বিমুক্তিঃ, আভিঃ প্রজ্ঞাভিঃ চিত্তস্য প্রতিপ্রসব ইত্যর্থঃ । এতা অপ্রযত্নসাধ্যাঃ কার্ধবিমুক্তিসিদ্ধৌ স্বয়মেব উৎপত্তস্তে । ( ৫ ) তত্র আত্মায়াঃ স্বরূপং বুদ্ধিশ্চবিভাষিকায়া—মদীয়া বুদ্ধিনিষ্পন্নার্থেতি উপলব্ধিঃ । ( ৬ ) দ্বিতীয়াং চিত্তবিমুক্তিপ্ৰজ্ঞামাহ গুণা ইতি । বুদ্ধেগুণাঃ—স্বখাত্মাঃ স্বকাষণে—বুদ্ধৌ প্রলম্বাভিমুখাঃ তেন—কাষণেন চিত্তেন সহ অন্তঃ গচ্ছন্তি । অন্তাঃ প্রাপ্তভূমিতামাহ ন চৈবামিতি । প্রয়োজনাত্মাবাদ্ বুদ্ধ্যা মে প্রয়োজনং নাস্তীতি পববৈরাগ্যেণ খ্যাতেবিত্যর্থঃ । অন্তাঃ প্রলীযমানা মে বুদ্ধির্ন পুনরুদেতীতি খ্যাতিঃ স্মাৎ । ( ৭ ) তৃতীয়ামাহ এতস্তামিতি । সপ্তম্যাং প্রাপ্তপ্রজ্ঞায়াং পুরুষো গুণসহস্রাতীতাদিশ্চভাব ইতীদৃশখ্যাতিরম্ভিতং ভবতি । ততঃ পবতবস্ত প্রজ্ঞেবস্তাত্মাবাদ্ অন্তাঃ প্রাপ্ততা । ঋতিশ্চাত্ত্র “পুরুষায় পবং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পবা গতিঃ” ইতি । এতামিতি । পুরুষঃ—যোগী কুশলঃ—জীবমুক্ত ইত্যখ্যায়তে । তদা জীবন্তেব বিদ্বান্ মুক্তো ভবতি । চঃখেনা-পবায়ুষ্ঠো মুক্ত ইত্যুচ্যতে । শাশ্বতী চঃখপ্রহাণিবস্ত যোগিনঃ কবামলকবদ্ আয়ুক্তা

(১) হেয পদার্থেব সম্যক্ জ্ঞান হওযায তদ্বিবক প্রজ্ঞাব নিবৃত্তিরূপ খ্যাতি । (২) ক্ষেত্ৰব্যতা-বিষক ( যাহা কব কবিত্তে হইবে তৎসম্বন্ধীয় ) প্রজ্ঞাব যে নিবৃত্তি, তাহাব উপলব্ধি । (৩) নিবোধেব অধিগম হইতে পবা গতি বা মোক্ষ-বিষক প্রজ্ঞাব সমাপ্তি । (৪) বিবেকখ্যাতিরূপ হানোপায় ভাবিত বা অধিগত হইযাহে, অতএব পুনবায অন্ত ভাবনীয় কিছু নাই—এইরূপে তদ্বিবক প্রজ্ঞাব প্রাপ্ততা বা পবিসমাপ্তি । এই চাবি একাব ‘কার্ধ’ অর্থাৎ প্রযত্নসাধ্য বিমুক্তি । ‘কার্ধ-বিমুক্তি’-রূপ পাঠান্তবেও কার্ধ হইতে বা প্রযত্ন হইতে বিমুক্তি এইরূপ অর্থ হইবে ।

চিত্তবিমুক্তি তিন একাব । চিত্ত হইতে বা প্রত্যয়সংস্কাররূপ চিত্ত হইতে বিমুক্তি, অর্থাৎ এই ( নিয়কষিত ) প্রজ্ঞাব দ্বাবা চিত্তেব প্রতিপ্রসব বা প্রলম্ব হয় । ইহাবা নূতন প্রযত্নেব বা চেষ্টাব দ্বাবা সাধ্য নহে, পূর্বোক্ত কার্ধবিমুক্তি সিদ্ধ হইলে ইহাবা স্বয়ং উৎপন্ন হয় । (৫) তন্মধ্যে প্রথমেব স্বরূপ যথা—‘আমাব বুদ্ধি চবিভাষিকায়া’ বা ‘আমাব ভোগাপবগরূপ অর্থ নিষ্পন্ন হইযাহে’—এইরূপ উপলব্ধি । (৬) দ্বিতীয় চিত্তবিমুক্তি-প্রজ্ঞা বলিতেছেন । বুদ্ধিব গুণ যে স্বখাদি ( স্বখ, চঃখ, মোহ ) তাহাবা স্বকাষণে বা বুদ্ধিতেই প্রলম্বাভিমুখ হইবা তাহাব সহিত অর্থাৎ তাহাদেব কাষণ চিত্তেব সহিত অন্তগত বা প্রলীন হইতেছে—ইত্যাকাব অন্তত্ব্তি । ইহাব প্রাপ্তভূমিতা বলিতেছেন । প্রয়োজনেব অভাবে অর্থাৎ ‘বুদ্ধিব দ্বাবা আব আমাব প্রয়োজন নাই’—পববৈবাগ্যেব দ্বাবা এইরূপ খ্যাতি হইলে ‘আমাব প্রলীযমান বুদ্ধিব আব পুনরুদয় হইবে না’—এইরূপ খ্যাতি হয় । (৭) তৃতীয় চিত্তবিমুক্তি বলিতেছেন । সপ্তম প্রাপ্তপ্রজ্ঞাতে, পুরুষ গুণসহস্রাতীত-আদি স্বভাবমুক্ত—চৈত্ব্যকার

ভবতি তথা লীলবা চ হুঃখাতীতামবস্থায়াম্ অবস্থানসামর্থ্যান্ নামো দুঃখেন স্পৃশ্ততে  
অতো জীবন্নপি মুক্তো ভবতি । উক্তঞ্চ “যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন শুক্লপাণি বিচাল্যতে”  
ইতি । চিন্তস্ত প্রতিপ্রসবে পুনরুত্থানহীনে প্রলয়ে মুক্তঃ কুশলঃ—বিদেহমুক্তো ভবতি  
গুণাতীতত্বাৎ—ত্রিগুণসম্বন্ধাতাবাদিতি ।

২৮। হানস্তোপায়ো বা বিবেকখ্যাতিঃ সা সিদ্ধা ভবতীতি উক্তা । ন চ সিদ্ধি-  
রন্তবেণ সাধনম্ । অতস্তৎ সাধনম্ অভিধান্ততে । স্মৃগমম্ । ক্ষয়ক্রমাহুবোধিনী—ক্রমশঃ  
ক্ষীণমাণায়াম্ অশুদ্ধো ক্রমশঃচ বিবৰ্ধমানা জ্ঞানস্য দীপ্তিৰ্ভবতীত্যর্থঃ । যোগান্তেতি ।  
যৈকপাদাননির্মিতৈঃ কশ্চিৎ পদার্থো জাত ইতি জ্ঞায়তে তানি তস্ত কাবণানি । তন্ম  
কাবণং নবধা । তত্র উৎপত্তিকাবণম্ উপাদানাত্ম্যম্ অন্ততঃ সৰ্বং নিমিত্তকাবণম্ । তত্রোতি ।  
বিজ্ঞানস্ত উপাদানং মনঃ । মন এব পরিণতং বিজ্ঞানমুৎপাদয়তীতি । অভিব্যক্তিঃ—  
উদ্ঘাটকেন প্রকাশঃ আলোকঃ রূপজ্ঞানঞ্চ অভিব্যক্তিকারণং জব্যাপাৎ প্রতিষিক্তরূপ-  
জ্ঞানন্তেতি শেষঃ । বিকারকারণং—বিকাৰঃ নাত্র ধৰ্মাস্তরোদয়মাত্রঃ কিং তু ইষ্টঃ  
অনিষ্টো বা প্রকটবিকাৰঃ । প্রত্যয়কারণং—হেতুকপম্ অমুদ্যাপকং কাবণম্ । অন্তেষেতি ।  
অন্তঃপ্রত্যয়স্ত সাধকানি নিমিত্তানি অন্তঃকাবণম্ । তথৈব বৃত্তিকাবণম্ । উদাহরণৈঃ  
স্পষ্টমন্তঃ ।

পুরুষ-সম্বন্ধীয খ্যাতিমুক্ত চিত্ত হয় । তাহাব পব আব প্রজ্ঞেব কিছু না থাকাতে তথায় প্রজ্ঞাব  
প্রাপ্ততা । প্রতিও বলেন, “পুরুষ হইতে পব আব কিছু নাই, তাহাই স্রেষ্ঠ এবং পবম গতি” ।  
তদবস্থাব সেই পুরুষ বা যোগী কুশল বা জীবমুক্ত এইরূপ আখ্যাত হন । তখন সেই বিদ্বান্ (ব্রহ্মবিৎ)  
জীবিত অর্থাৎ দেহদ্বাষণ কবিয়া থাকিলেও তাঁহাকে মুক্ত বলা হয় । দুঃখের দ্বাবা যিনি সম্পৃক্ত  
নহেন, তিনিই মুক্ত বলিয়া কথিত হন । এই যোগীব নিকট পাশত কালের অন্ত সর্বদুঃখের নাশ  
কবহিত আগলকবৎ সম্যক্ আশত হয় বলিয়া এবং ইচ্ছামাত্রের দুঃখের অতীত অবস্থায় গমন কবিবাব  
সামর্থ্য হয় বলিয়া, তিনি দুঃখের দ্বাবা স্পৃষ্ট হন না, অন্তএব তিনি জীবিত থাকিলেও মুক্ত । (সেই  
অবস্থানসম্বন্ধে গীতায় এইরূপ) উক্ত হইয়াছে, “যে অবস্থায় থাকিলে প্রবল দুঃখের দ্বাবাও যোগী  
বিচলিত হন না” । চিন্তের প্রতিপ্রসবে বা পুনরুত্থানহীন লব হইলে তখন তাঁহাকে মুক্ত কুশল বা  
বিদেহমুক্ত বলা হয়, কাবণ, তখন তিনি গুণাতীত হন অর্থাৎ ত্রিগুণের সহিত সম্বন্ধেব অভাব হয় ।

২৮। হানেষ উপায় যে বিবেকখ্যাতি তাহা সিদ্ধ হয় বলা হইয়াছে অর্থাৎ তাহা একরূপ সিদ্ধি,  
কিন্তু সাধনব্যতীত সিদ্ধি হয় না, তন্মন্ত সেই সাধন কি তাহা অভিহিত হইতেছে । জানেব দীপ্তি  
ক্ষয়ক্রমাহুবোধিনী অর্থাৎ অন্তর্দ্ধি বেরূপক্রমে ক্ষীণমান হইতে থাকে, তদ্রূপ জ্ঞানদীপ্তি বধিত হইতে  
থাকে । যে উপাদান ও নিমিত্ত হইতে কোনও পদার্থ উৎপন্ন হয় বলিয়া জানা যায়, তাহাবা সেই  
পদার্থেব কাবণ । সেই কাবণ নথ প্রকাব হইতে পারে । তন্মধ্যে উৎপত্তিকাবণেব নাম উপাদান,  
আব অন্তোবা সব নিমিত্তকাবণ । বিজ্ঞানেব উপাদান মন । মনই পরিণত হইবা বিজ্ঞান উৎপন্ন  
কবে । অভিব্যক্তিকাবণ, যথা—উদ্ঘাটকেব দ্বাবা প্রকাশরূপ আলোক এবং রূপ-জ্ঞান, এই দুই

২৯। যমাদীনি অষ্টৌ যোগাঙ্গানি অবধাবয়তি তত্রৈতি । অঙ্গসমষ্টিবেব অঙ্গী । ন চ অঙ্গৈভ্যাঃ পৃথগ্ অঙ্গী অস্তি । যমাদীনাং সৰ্বেষাং চিত্তস্থৈৰ্থকবৎ চিত্তনিরোধকপশু যোগশ্চ তানি অঙ্গানি । তত্রাপ্যস্তি অন্তবজ্জবহিবজ্জরূপো ভেদ ইতি । যথা পঞ্চাঙ্গশ্চ প্রাণশ্চ আশ্বমজ্জং প্রাণসংজ্ঞয়া অভিহিতং তথা যোগাখ্যস্ত সমাধেবগি চবমাজ্জং সমাধি-  
শব্দেন সংজ্ঞিতমিতি । উক্তঞ্চ মোক্ষধৰ্মে “বেদেব চাষ্টগুণিনং যোগমাহুৰ্নীৰ্ণণ” ইতি ।

৩০। তত্রৈতি । সৰ্বথা—কায়েন মনসা বাচা, সৰ্বদা—প্রাণাত্মাদিসংকট-  
কালেহণীত্যর্থঃ । স্থাববজ্জমাদিসৰ্বপ্রাণিণাম্ অনভিলোহঃ, গীড়নবুদ্ধিরাহিত্যম্ ইত্যেব  
যোগাঙ্গভূতা অহিংসা । উত্তবে চ যমনিয়মাস্তঙ্গুলাঃ—সা অহিংসা স্মলং যেষাং তে,  
তৎসিদ্ধিপবত্তয়া—তস্মা অহিংসায়। যা সিদ্ধিপবত্তা তস্মা সিদ্ধিপবত্তেন হেতুনা ইত্যর্থঃ,  
তৎপ্রতিপাদনায়—অহিংসানিষ্পত্তয়ে, প্রতিপাত্তন্তে—গৃহ্যন্তে, তদবদাতকবণায় এব—  
অহিংসায়। নির্মলীকবণায় এব উপাদীয়ন্তে যোগিভিবিতি শেষঃ । তথা চোক্তং স  
ইতি । ব্রহ্মবিদ্ যথা যথা বহুনি ব্রতানি সমাদিৎসতে—সমাদাতুমিচ্ছতি তথা তথা  
প্রমাদকৃতেভ্যঃ—ক্রোধলোভমোহকৃতেভ্যো হিংসানিদানেভ্যঃ—কৰ্মভ্যো নিবৰ্ত্তমানঃ সন্  
তামেবাহিংসাম্ অবদাতকপাং—নিৰ্মলাং কবোতীতি ।

বিষয় জ্ঞানসকলের স্বকীয় বিশিষ্ট রূপজ্ঞানেব অভিযুক্তিকারণ, যেহেতু তদ্ব্যবহী জ্ঞেয়ব বশ অভিযুক্ত  
হয় । বিকাবকাবণ—বিকাব অৰ্থে এখানে ধৰ্মান্তবোধবমাজ নহে, কিন্তু ইষ্ট বা অনিষ্টকণে  
ব্যক্তবিকাবেব কাবণ অৰ্থাৎ ভাল বা মন্দরূপে বিষয়েব যে পৰিণাম হয়, তাহা । প্রত্যবকাবণ—  
হেতুরূপ অজ্ঞাপক কাবণ বা লক্ষণেব দ্বাবা অজ্ঞমেব পদার্থেব জ্ঞান হওয়া । কোনও বস্তুকে অজ্ঞকণে  
জ্ঞান বা বুঝা—রূপ অজ্ঞজ্ঞান যেসকল নিমিত্তেব দ্বাবা হয়, সে-হলে সেই সকল নিমিত্তই তাহাব  
অজ্ঞত্ব-কাবণ । ধৃতি-কাবণও ঐকপ ( বাহা কোনও কিছুকে ধাবণ কবে তাহাই তাহাব ধৃতি-কাবণ,  
যেমন ইন্দ্রিয়সকলেব ধৃতি-কাবণ শবীৰ ) । উদাহবণেব দ্বাবা অজ্ঞ অংগ স্পষ্ট কবা হইযাছে ।

২৯। যমাদি অষ্ট যোগাঙ্গ অবধাবিত কবিত্তেছেন । অঙ্গসকলেব বাহা সমষ্টি, তাহাকেই অঙ্গী  
বলা হয় । অঙ্গ হইতে পৃথক্ অঙ্গী বলিয়া কিছু নাই । যম-নিয়মাদি সবই ( অষ্টাঙ্গই ) চিত্তস্থৈৰ্থকব  
বলিবা তাহাবা চিত্তনিবোধরূপ লক্ষণযুক্ত যোগেব অঙ্গ বলিবা পৰিগণিত । তন্মধ্যেও অন্তবজ্জ-বহিবজ্জ  
এইরূপ ভেদ আছে । যেমন, প্রাণাপান আদি পঞ্চাঙ্গ প্রাণেব প্রথমাজ্জেব নামও প্রাণ, তেমনি  
যোগরূপ সমাধিবও বাহা চবম প্রধান অঙ্গ, তাহাব নাম সমাধি ( যোগেব প্রতিশব্দও সমাধি, আবাব  
অষ্টাঙ্গযোগেব চবম অঙ্গেব নামও সমাধি ) । যথা মোক্ষধৰ্মে ( মহাভাবতে ) উক্ত হইযাছে, “বেদে  
মনীৰীৰ্য যোগকে অষ্ট প্রকাব বলেন।”

৩০। সৰ্বথা অৰ্থাৎ সৰ্ব প্রকাবে, যেমন কাষেব দ্বাবা, মনেব দ্বাবা এবং বাক্যেব দ্বাবা, সৰ্বদা  
অৰ্থাৎ সৰ্বকালে, যেমন, প্রাণহানিকব সংকটকালেও স্থাবব ( উদ্ভিদ ) ও জব্বম ( সচল জীব ) আদি  
সৰ্বপ্রাণীদেব প্রতিবে অনভিলোহ অৰ্থাৎ তাহাদিগকে গীড়ন কবিবাব সংকল্পভ্যাগ, তাহাই  
যোগাঙ্গভূত অহিংসা । পবেব ( অহিংসাব পবে বাহা উক্ত হইযাছে ) যম-নিয়মসকল তন্মূলক বা

সত্যমিতি। যথার্থে বাঞ্ছনসে—প্রমাণপ্রমিতবিষয়ানামেব মনসা উপাদানং নাপ্রমিতস্তেতি যথার্থং মনঃ। যন্ননসি স্থিতং তস্মৈ এবাভিধানং নাস্ত্যেতি যথার্থা বাক্। পবত্রেতি। পবত্র স্ববোধসংক্রান্তয়ে বা বাক্ প্রযুক্ত্যতে সা বাগ্ যদি বক্তিতা—বক্তনায় প্রযুক্তা, ভ্রান্তা—ভ্রান্তিজননায় সত্যাক্ষাদনায় প্রযুক্তা, তথা প্রতিপত্তিবদ্ধা—অস্পষ্টার্থ-পদৈক্যমানদ্বাং স্ববোধাক্ষাদিকা ন স্তাৎ তদা সত্যং ভবেদ্ নাস্তথা। মনসি ভাবিক-সত্যাদানং মনোভাবস্ত চ স্বজ্ঞা স্পষ্টয়া প্রতিবোধসমর্থবা চ বাচা ভাষণং সত্যসাধন-মিত্যর্থঃ। এবেতি। কিঞ্চ এষা যথার্থা অপি বাগ্ ন পবোপঘাতায় প্রযোক্তব্য। স্বর্যতে চ “সত্যং ক্রবাৎ প্রিয়ং ক্রবান্ন ক্রবাৎ সত্যমপ্রিয়ম্। প্রিয়ঞ্চ নানুতং ক্রবাদেব ধর্মঃ সনাতন” ইতি।

হিংসাদুৰ্বিতং সত্যং পুণ্যাভাসমেব। তেন পুণ্যপ্রতিকরণে—পুণ্যকং প্রতীয়-মানেন সত্যেন কষ্টতমঃ—কষ্টবহুলং নিবয়্য প্রাপ্নুয্যৎ। কষ্টতমমিতি পাঠান্তবম্। স্তেবমিতি। ন হি চৌর্ধবিবতিমাত্রম্ অন্তেরং কিন্তু অগ্রহণীয়বিষয়ে অস্পৃহাকরণং তৎ। ব্রহ্মচর্যমিতি। গুণ্তানি—বক্তিতানি সংযতানি চক্ষুবাদীন্দ্রিয়াণি যেন তাদৃশস্ত স্ববণ-কীৰ্ত্তনাদিরহিতস্ত হমিন উপাস্থেদ্রিয়সংযমে ব্রহ্মচর্যম্। বিবরণামিতি। অর্জুনরক্ষণাদিবু-দোবঃ—দৃঃং তদর্শনাদ্ দেহবক্ষ্যতিবিস্তস্ত বিবয়স্ত অস্বীকরণম্ অপবিগ্রহঃ। স্বর্যতে চ “প্রাণবায়িকমাত্রঃ স্যাদ্” ইতি।

সেই অহিংসামূলক। তৎসিদ্ধিশরভাহেতু অর্থাৎ সেই অহিংসাব যে প্রতিষ্ঠা বা নিষিদ্ধি, তাহা লক্ষ্যাদনার্থ অর্থাৎ অহিংসাসিদ্ধিব কাবণরূপে এবং তাহাকে সহ্যকরণে নিশ্চয় কবাব জ্ঞত উহাবা (অহিংসা ব্যতীত অন্ত বস-নিবয়সকল) প্রতিপাদিত বা গৃহীত হয় এবং তাহাকে অবহাত কবিবাব জ্ঞত অর্থাৎ অহিংসাকেই নির্মল কবিবাব জ্ঞত তাহাবা যোগীদেব দ্বাবা গৃহীত বা আচবিত হয়। এ বিষয়ে উক্ত হইবাছে, সেই ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্ যে যে রূপে বহু প্রকাব ব্রভেব অচুঠান কবিতে ইচ্ছা কবেন, সেই সেই রূপ আচবণেব দ্বাবা প্রবাহকৃত অর্থাৎ কোষ, লোভ অথবা মোহকৃত, হিংসাদিশিষ্টাচ্ছ কৰ্ম হইতে নিবৃত্ত হইবা সেই অহিংসাকেই অবহাত বা নির্মল কবেন (অহিংসা সর্বমূল, তিনি অন্ত যে যে ব্রত পালন কবেন, তদ্বাবা সেই সেই রূপে অহিংসাকেই নির্মল কবা হয়)।

বাক্য এবং মন যথার্থ-বিষয়ক হওয়াই সত্য। প্রমাণেব দ্বাবা প্রমিত অর্থাৎ প্রত্যক্ষ-অনুমানাদিব দ্বাবা সিদ্ধ যথার্থ বিষয়সকলই যখন মনেব দ্বাবা গৃহীত হয়, কোন অপ্রমাণিত বিষয় নহে, তখনই মন যথার্থ-বিষয়ক হয়। বাহা মনে স্থিত, তাহাবই মাত্র কখন, তদব্যতীত অন্ত কোনও প্রকাব ভাষণ না কবিলে তব্বেই বাক্যকে যথার্থ বা সত্য বলা বাব। অপবকে নিজেব মনেব ভাব প্রকাশার্থ বা জ্ঞাপনার্থ যে বাক্য প্রযুক্ত হয়, তাহা যদি বক্তিত অর্থাৎ বক্তনা কবিবাব জ্ঞত, যদি ভ্রান্ত অর্থাৎ ভ্রান্তি উৎপাদনার্থ বা সত্যকে আচ্ছাদন কবিবাব জ্ঞত, অথবা প্রতিপত্তিবদ্ধ অর্থাৎ অস্পষ্ট ও অপ্রাচলিত পদেব দ্বাবা কবিত হওবাব নিজেব মনোভাবেব আচ্ছাদক—এই সমস্ত লক্ষণযুক্ত না হয় তাহা হইলে সেই বাক্যকে সত্য বলা বাব, অন্তথা নহে। অন্তবে ভাবিক সত্যকে আহিত করা

৩১। তেজিতি। যমানুষ্ঠানস্য বিশেষমাহ। সার্বভৌমা যমা মহাব্রতমিত্যুচ্যতে।  
সুগমম্। সমযঃ—নিয়মঃ। অবিদিতব্যভিচারঃ—অনলনশৃঙ্খাঃ।

৩২। নিয়মান্ ব্যাচষ্টে ভব্রেতি। মেধ্যাভ্যবহবণাদি—মেধ্যানাং পবিত্রাণাং  
পশুবিতপ্তিবিজ্ঞিতানাং অভ্যবহবণম্—আহাবঃ। আদিশকেন অমেধ্যসংসর্গ-বিবর্জনমপি  
গ্রাহ্যম্। বাহ্যার্শোচাদপি চিত্তমালিন্যম্ অতো বাহ্যং শৌচমপি বিহিতম্। চিত্তমলানাং—  
মদমানমাৎসর্বেষাংসুয়াহমুদিতাদীনান্ কালনম্। সন্তোষঃ সন্নিহিতসাধনাং—প্রাপ্তবিষয়াৎ  
অধিকস্য অল্পপাদিসা—তুষ্টিমূল্য গ্রহণেচ্ছাশূন্যতা। উক্তঞ্চ “সর্বতঃ সম্পদন্তস্য সন্তুষ্টিঃ  
যস্য মানসম্। উপানদগৃঢ়পাদস্য নল্প চর্মান্তুভৈব ভুঃ” ইতি। তপঃ—দ্বন্দ্বজন্তুঃখসহনম্।  
স্থানাং—নিশ্চলাবস্থানম্, তজ্জ্যাসনজঞ্চ যদ্ দুঃখং তস্য সহনম্। কঠমৌনং—সর্ব-  
বিজ্ঞপ্তিত্যাগঃ, আকারমৌনং—বাগ্বিজ্ঞপ্তিত্যাগঃ। দৈশ্ববপ্রাধিধানম্—দৈশ্বরে সর্ব-  
কর্মপাণং—কর্মফলাভিসন্ধিশূন্যতা।

এবং সবল, স্পষ্ট এবং পবেব বোধগম্য হওয়াব যোগ্য বাক্যেব দ্বাবা মনোভাব প্রকাশ কবাই  
সত্যসাধন। কিঞ্চ এইরূপে বাক্ যথার্থ হইলেও পবকে কঠ দিবাব জন্ত বেন প্রযুক্ত না হয়। এ  
বিষয়ে স্মৃতি যথা, “সত্য বলিবে, প্রিয় বলিবে, অপ্ৰিয় বাক্য সত্য হইলেও বলিবে না, মিথ্যা প্রিয়  
হইলেও বলিবে না—ইহাই সনাতন ধর্ম” (মহু)।

হিংসাদোষে দুষ্ট সত্য পুণ্যেব আভাস বা ছদ্মবেশ মাজ, সেই পুণ্য-প্রতিরূপ বা পুণ্যরূপে  
প্রতীকমান সত্যেব দ্বাবা কষ্টময তম বা কষ্টবহুল নবকপ্রাপ্তি ঘটে (অহিংসাদিষ সহিত নামজন্তুযুক্ত  
সত্যই যোগ্যকৃত্ত সত্য)। চৌর্যরূপ বাহ্যকর্ম হইতে বিবর্তিমাজই অত্যন্ত নহে, কিন্তু বাহ্য লঙ্ঘ্যাব  
অধিকাব নাই তাহা গ্রহণ কবিবাব স্পৃহা ত্যাগ কবাই (চিত্ত হইতে তদ্বিষয়ক সংকল্পেব যুলোৎপাটনই)  
অত্যন্তেব বন্ধন। গুপ্ত অর্থাৎ স্ববন্ধিত বা সংবত হইয়াছে চক্ৰবাতি ইজ্জিবলকল বাহ্যাব দ্বাবা, তাদৃশ  
সংযমীব যে (কাম-বিষয়ক) স্ববন্ধ-কখনাদি ত্যাগ কবিয়া উপযেজ্জিয়েব সংযম, তাহাই ব্রহ্মচর্য।  
বিষয়েব অর্জনবন্ধগাদিতে অর্থাৎ অর্জন, বন্ধন, কব, সঙ্গ ও হিংসা—বিষয়-সম্পর্কিত এই পঞ্চবিধ দোষ  
বা, দুঃখ দেখিয়া হেতবন্ধাব জন্ত মাজ বাহ্য আবশ্যক তদতিবিক্ত বিষয়েব যে অস্বীকার বা অগ্রহণ,  
তাহাই অপবিগ্রহ। এ বিষয়ে স্মৃতি যথা, “প্রাণমাজিক-মাজ হইবে” অর্থাৎ জীবনধাবণেব উপযোগী  
জব্যমাজ গ্রহণ কবিবে (মহাভাবত)।

৩১। অহিংসাদি যমসকলেব অমুষ্ঠানেব বিশেষ লক্ষণ বলিতেছেন। যমসকল সার্বভৌম  
হইলে অর্থাৎ কোনও কায়ে তাহা সংকীর্ণ না হইলে, তবে তাহাদিগকে মহাব্রত বলা যায়। সময  
অর্থে কর্তব্যেব নিয়ম (সমাজে সাধাবণেব পক্ষে বাহ্য নিয়ম বলিবা প্রচলিত, যেমন, যুক্ত কবা  
ক্ষজিবেব পক্ষে কর্তব্যরূপ নিয়ম)। অবিদিতব্যভিচার্য অর্থাৎ অনলনশৃঙ্খ বা স্বাধায নিয়মপালন।

৩২। নিয়মসকল বলিতেছেন। মেধ্য অভ্যবহবণাদি অর্থে মেধ্য বা পবিত্র আহাব অর্থাৎ  
যাহা পশুবিত (বাসী) ও পুতি (পচা) নহে, তাদৃশ ভক্ষ্যেব অভ্যবহবণ বা আহাব। ‘আদি’ শব্দেব  
‘দ্বায়া ঐ সমস্ত অমেধ্য বস্তুব সংসর্গ ত্যাগও উক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। বাক্ বস্তুব সংসর্গহাত

সদ্ব্যস্তকলস্য নিকামস্য যোগিনো লক্ষণমাহ । শর্যোভি—সর্বাবস্থাবস্থিতো যোগী  
 স্বস্থঃ—আত্মস্থতিমান্, পবিক্ৰীণবিতৰ্কজালঃ—চিন্তাজালহীনঃ, সংসাববীজস্য—অবিচ্ছা-  
 মূলকর্মণঃ কথং—নিবৃত্তিম্ ঈক্ষমাণঃ—ক্লীরমাণং সংস্কারকর্ম ঈক্ষমাণ ইত্যর্থঃ, নিত্য-  
 মুক্তঃ—সদা নিকামতানিসংকল্পতাজনিতান্ধতৃপ্তিবৃক্তঃ, অতঃ অমৃতভোগভাগী—অমৃতস্য  
 আশ্রয়ঃ প্রত্যক্চেতনস্য অধিগমাৎ প্রমাদবহিতাচ্চ অমৃতভোগভাগী স্যাৎ ।

৩৩ । বক্ষ্যমাণৈবিতৰ্কৈর্ধন্য অহিংসাদ্ব্যো বাধিতা ভবেযুস্তদা প্রতিপক্ষভাবনয়া  
 বিভর্কীন্ নিবাবয়েৎ । যুগ্মং ভাষ্যম্ । তুল্যঃ স্ববৃন্তেন—কুত্বচবিভেন তুল্যচরিতোহহম্,  
 স্বা ইব বাস্তাবলেহী—উদ্বীর্ণস্য ভক্ষকঃ । তপসো বিভর্কঃ সৌকুমার্যে, স্বাধ্যায়স্য বৃথা  
 বাধ্যম্, ঈশ্ববপ্রাণধানস্য অনীশ্বরশূণ্যশূণ্যকথচাবিত্রভাবনা ।

অভ্যুচিতা হইতেও চিত্তের মনিনতা হয়, তজ্জাত বাহু পৌচ বিহিত হইয়াছে । চিত্তমলকলেব অর্থাৎ  
 মদ (মত্ততা), মান (অহংকাৰ), মাৎসৰ্য (পবিত্রীকৃতবতা) ঈর্ষা, অহং (অন্তরে গুণে  
 দোষাবোপাশ), অমুদিতা ইত্যাদি দোষলকলেব কালন কবা আধ্যাত্মিক শৌচ । সন্তোষ অর্থে  
 সন্নিহিত সাধনের বা প্রাপ্তবিষয়ের অধিক লাভেব বে অল্পপাদিংশা অর্থাৎ তুট্ট হইবা অধিক গ্রহণেব  
 অনিচ্ছা । যথা উক্ত হইযাচে, “বাহাব মন সন্তটে তাঁহাব সর্বজই সম্পদ, যেমন, বাহাব পানবয়  
 পান্ধুকাত্ত তাঁহাব নিকট সমস্ত পৃথিবী চৰ্চাবৃত্তেব জাব” । তপঃ অর্থে শীত-উষ্ণ, ক্লেশ-শিথিল আদি  
 যন্তজাত দুঃখসহন । হান অর্থে নিশ্চলভাবে অবস্থান, তজ্জাত এবং আনন কবাব মন্ত বে দুঃখ তাহাব  
 সহন । কাঠমোন অর্থে সর্বপ্রকাৰে মনোভাবের বিজ্ঞাপন ত্যাগ (আকাব-ইচ্ছিতেব দ্বাবাও নহে),  
 আকাবমোন অর্থে বাক্যেব দ্বাবা মনোভাব জ্ঞাপন না কবা (আকাব-ইচ্ছিতেব দ্বাবা কবা) ।  
 ঈশ্বব-প্রাণধান অর্থে ঈশ্ববে সর্বকর্ম অর্পণ কবা বা কর্মকললাভেব আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ কবা । অর্থাৎ  
 সর্বাবস্থায় ইষ্ট স্বৰূপ বাথিলে তন্ত্ৰ কর্মে ও তাহাব কলে বে নিম্পৃহতা দেখা দেয়, তাহাই সর্বকর্মার্পণ,  
 এবিধব পবেই বিবৃত হইতেছে ।

কর্মকলত্যাগী নিকাম যোগীব লক্ষণ বলিতেছেন । সর্বাবস্থাব অবস্থিত যোগী স্বস্থ বা আত্ম-  
 স্থতিযুক্ত, পবিক্ৰীণ-বিতৰ্কজাল বা চিন্তাজালহীন, সংসাববীজেব বা অবিচ্ছায়ুলক কর্মকলেব ক্ষয় বা  
 নিবৃত্তি, ঈক্ষমাণ অর্থাৎ সংস্কারসহ কর্মেব ক্ষয় হইতেছে ইহা দেখিতে দেখিতে, নিত্যমুক্ত বা সদা  
 নিকামতা ও নিঃসংকল্পতাজনিত আশ্রয়তৃপ্তিবৃক্ত, হইবা অমৃতভোগভাগী হন অর্থাৎ অমৃত বা অমব বে  
 আশ্রা বা প্রত্যক্ চেতন, তাঁহাব উপলব্ধি হওয়াতে এবং প্রমাদহীন হওয়াতে তিনি অমৃতভোগেব বা  
 শান্তিব ভাগী হইবা থাকেন ।

৩৩ । বক্ষ্যমাণ বিতর্ককলেব দ্বাবা যখন অহিংসাদি বাধিত হইবে অর্থাৎ অহিংসাদিব বিপবীত  
 চিন্তা যখন মনে উঠিবে, তখন তাহাব প্রতিপক্ষ ভাবনাব দ্বাবা সেই বিতর্ককল নিবাবিত কবিবে-  
 (উদাহরণ যথা) আমি স্ববৃত্তিব তুল্য অর্থাৎ কুত্ব-চবিভেব গ্রাব চবিভজুক্ত, কুত্বেব গ্রাব বাস্তাবলেহী  
 বা উদ্বীর্ণ বসিতামেব ভক্ষক, অর্থাৎ তদ্বৎ পবিত্যক্ত আচরণেব পুনঃপ্রহণকাবী । তপস্তাব বিতর্ক বা  
 প্রতিষম্বক—সৌকুমার্য বা সাধনের কল্প বটনতনে অসামর্থ্য । স্বাধ্যায়ের বিতর্ক—বৃথাব্যাক্য কথন ;

৩৪। বিতর্কান্ ব্যাচষ্টে তত্রৈতি। স্মরণম্। সা পুনরিত্তি। নিয়মো যথা ক্রিয়াকাণাং সংযুগে হিংসেতি। বিকল্পো যথা পিতৃণাং ভৃত্যর্থং শূকবৎ গববৎ বাহ্মণীশং বা আলভেতেতি। সমুচ্চয়ো যথা একাহে স্থাবরজঙ্গমবলিঃ। তথা চেতি। বধ্যস্ত বন্ধনাদিনা বীৰ্যং—কাষচেষ্টাম্ আক্ষিপতি—অভিতাবযতি। ততঃ—তত্র, বীৰ্য্যক্ষেপাদ্ অস্ত—দাতকস্ত চেতনং—কবণকপম্, অচেতনং—শবীবকপম্, উপকবণং—ভোগসাধনং ক্ৰীণবীৰ্যং ভবতি। জীবিতস্ত প্রাণানাং ব্যাপবোপাণাং—বিযোগকরণাং প্রতিক্ষণং জীবিতাত্ম্যে—মুমূর্ষীত্বববস্থায়াং, বর্তমানো মবণম্ ইচ্ছন্নপি দ্বেষবিপাকস্ত নিয়ত-বিপাকস্তাবন্ধহাং—দ্বৈষভোগস্ত অন্তকুলং যৎ কর্ম তদ্ বিপাকস্তাবন্ধহাং কষ্টময়স্ত আয়ুৰো বেদনীয়ত্বং নিয়তং স্তাৎ, তন্মাদেব উচ্ছসিত্তি—ন প্রাণান্ জহাতি। যদীতি। কথঞ্চিং পুণ্যাং পশ্চাদাচবিত্তয়া অহিংসরৈত্যর্থঃ হিংসা অপগতা—অভিভূতা ভবেৎ তদা স্ত্বথপ্রাপ্তৌ অপি অন্মায়ুর্ভবেৎ। এবং বিতর্কণাম্ অমুগতম্—অমুগচ্ছন্তম্ অমুম্—অনিষ্টং বিপাকং ভাবয়ন্ ন বিতর্কেযু—হিংসাদিষু মনঃ প্রণিধবীত। হেয়াঃ—ত্যাগ্যা বিতর্কাঃ।

দ্বৈষ-প্রণিধানের বিতর্ক—অনীষবস্তগমুক্ত বা হীন পুরুষের চবিত্ত ভাবনা কবা ( তর্কেব বা বুদ্ধিমুক্ত বিচাবেব বাহা বিপবীত তাহাই বিতর্ক )।

৩৪। বিতর্কসকল ব্যাখ্যা কবিত্তেছেন। নিয়ম যথা—ক্রিয়াদেব বুদ্ধে হিংসা অর্থাৎ বুদ্ধ কবাই ক্রিয়াদেব ধর্ম—এই প্রচলিত নিয়ম আশ্রয় কবিবা আচবিত হিংসা। বিকল্প যথা—পিতৃলোকদেব ভৃত্তিব জ্ঞাত শূকব, গবব ( নীল পাই ) অথবা বুদ্ধ ছাগ বলি ( ইহাব কোনও একটা হনন কবা )। সমুচ্চয় যথা—একদিনেই স্থাবর-জঙ্গম বলি। বধ্য প্রাণীকে বন্ধনান্নিঃ ছাবা তাহাব বীৰ্য বা কাষচেষ্টা ( শাবীবিক স্বাধীনতা ) অভিভূত কবা হয়, তাহাতে সেই বীৰ্যহরণ কবাব কলে ঐ দাতকের আন্তর ও বাহ ইন্দ্রিয়কপ চেতন ও অচেতন অর্থাৎ শবীবকপ উপকবণসকল বা ভোগসাধনের কবণসকল ক্রীণবীৰ্য বা দুর্বল হয়। বধ্যেব জীবনের বা প্রাণেব ব্যাপবোপাণ বা নাশ কবাব কলে দাতক প্রতিক্ষণ প্রাণহানিকব অর্থাৎ মুমূর্ষ অবস্থায় থাকিয়া মবণ আকাজ্জা কবিবাও, দ্বৈষরূপ বিপাক বা কর্মকল নিয়ত-বিপাকরূপে আবদ্ধ হওয়া হেতু ( সম্পূর্ণরূপে ফলীভূত হইবে বলিবা ) অর্থাৎ দ্বৈষভোগ কবিবাব অমুগত যে কর্ম তাহাব বিপাক কলোগ্রহ হওয়াতে, তাহাব কষ্টময় আয়ুব ফলভোগ নিয়ত হয় অর্থাৎ মবণ আকাজ্জা কবিলেও মৃত্যু না ঘটিবা তাহাব কষ্টজনক তীব্র কর্মায়ব সম্পূর্ণরূপেই ফলীভূত হয়, তজ্জন্য সে কোনও রূপে উচ্ছসন কবে অর্থাৎ কোনও প্রকাবে স্বাস-প্রশ্বাস কবিবা বাঁচিবা থাকে, ( সম্পূর্ণ ফলভোগ না হওয়া পর্যন্ত ) প্রাণত্যাগ কবে না। কিঞ্চিৎ পুণ্যেব কলে অর্থাৎ গবে আচবিত অহিংসায়ুলক কর্মেব কলে, হিংসায়ুলক কর্ম কিংবা পবিমান অপগত বা অভিভূত হইবা স্ত্বথপ্রাপ্তি ঘটিলেও অন্মায়ু হয়। ঐক্কপে বিতর্কসকলেব অমুগত অর্থাৎ তাহাদেব অমুসরণশীল ঐসকল অনিষ্ট দ্বৈষময় কলের বিবব স্বরণ কবিবা হিংসাদি বিতর্কসকলে মন দিবে না। ঐকপে অত্যাচ্য বিতর্কসকলও হেয বা ত্যাগ্যা।

৩৫। যদেতি। অগ্রসবধর্মণো বিতর্ক। ইতি শেষঃ। তদা অহিংসাদীনাম্ প্রতিষ্ঠেতি। অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং—হিংসাসংস্কারনাশাৎ তৎপ্রত্যয়স্ত সম্যক্ নাশে ইত্যর্থঃ। তৎসম্মিথো—সাম্মিথ্যাদ্ যোগিনঃ সংকল্পপ্রভাবানুভাবিতাঃ সর্বৈ প্রাণিনো বৈরভাবং ত্যজন্তীত্যর্থঃ।

৩৬। ধার্মিক ইতি। সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়য়া—কর্মাচরণেন যৎ স্বর্গগমনাদি-ফলং লভ্যতে, যোগিনো বাচ। এব শ্রোতুর্মনসি সমুদিতসংস্কারাৎ তৎসিদ্ধিঃ। ততঃ ‘ধার্মিকো ভূয়াঃ’ ইত্যশীর্ষচনাদ্ অভিতুতাহর্মমতিঃ ধার্মিকো ভবতীতি যোগিনো বাচঃ অমোঘত্বম্।

৩৭। সর্বেতি। সর্বান্নু দিক্সু ভ্রমতো যোগিনঃ সকাশে চেতনাচেতনানি বহ্নানি—জাতৌ জাতৌ উৎকৃষ্টবহ্নি উপতিষ্ঠন্তে উপস্থাপ্যন্তে চ।

৩৮। যন্তেতি। ব্রহ্মচর্যপ্রতিষ্ঠাজাতবীৰ্ণলাভাৎ তদ্বীৰ্ণম্ অপ্রতিস্থানু গুণান্—প্রতিষ্ঠাতবহিতা জ্ঞানাদিশক্তিঃ উৎকর্ষযতি, তথা উদাহ্যনাদিভিঃ জ্ঞানসিদ্ধৌ যোগী বিনেষেযু—শিষ্টেষু জ্ঞানম্ আধাতু—স্বদয়জগৎ কাবয়িতুং সমর্থো ভবতীতি।

৩৫। বিতর্কসকল অগ্রসবধর্ম হইলে বা উপপন্ন হইবার শক্তিহীন হইলে, তখন অহিংসাদি-প্রতিষ্ঠা হইবাছে বলা যায়। অহিংসাপ্রতিষ্ঠা হইলে অর্থাৎ হিংসামূলক সংস্কারনাশে তাহাব প্রত্যবেগও সম্যক্ নাশ হইলে, তাহাব সন্নিবিষ্টে অর্থাৎ সাম্মিথ্যেহেতু, যোগীব সংকল্পপ্রভাবে ভাবিত হইয়া সমস্ত জীব বৈবভাব ত্যাগ কবে। ( হিংসা-সংস্কারেব নাশ অর্থে দ্বন্দ্ববীজবং হইবা থাক। )।

৩৬। সত্যপ্রতিষ্ঠা হইলে ক্রিয়াব দ্বাবা বা কর্মাচরণেব দ্বাবা যে স্বর্গগমনাদি ফললাভ হয়, যোগীব বাক্যেব দ্বাবা শ্রোতাব মনে তদ্বিবক ( অভিতুত ) সংস্কার সমুদিত হইবা, তাহা সিদ্ধ হয়। তাহাব ফলে ‘ধার্মিক হও’ এইরূপ আশীর্বাদ হইতে অধর্মপ্রবৃতি অভিতুত হইবা লোকে ধার্মিক হয়। এইরূপে যোগীব বাক্যেব অমোঘত্ব বা সকলস্থ সিদ্ধ হয়। ( শ্রোতাব মনে যে-পরিমাণ অভিতুত ধর্মসংস্কার আছে, তাহাই মাত্র যোগীব প্রভাবে উদ্ঘাটিত হইবে কিন্তু অভ্যাসেব দ্বাবা তাহাকে বধিত না কবিলে কোনও দ্বারী ফল হইবে না )।

৩৭। অন্তেবপ্রতিষ্ঠ যোগী সর্বদিকে সম্মত কবিলে, তাহাব নিকট চেতন ও অচেতন বহ্নসকল অর্থাৎ প্রত্যেক জাতিব মধ্যে বাহা বাহা উৎকৃষ্ট বহ্ন সেই সকলেব উপস্থান হয়, তন্মধ্যে বাহা চেতন বহ্ন তাহাবা স্বয় উপস্থিত হয় এবং বাহা অচেতন বহ্ন তাহাবা অন্তেব দ্বাবা উপস্থাপিত বা প্রদত্ত হয়।

৩৮। ব্রহ্মচর্যপ্রতিষ্ঠা হইতে সত্তাত বীৰ্ণ ( চৈতন্য বলবিশেষ )-লাভ হইলে সেই বীৰ্ণ অপ্রতি-প্তগনসকলকে অর্থাৎ বাধাহীন জ্ঞান, ক্রিয়া ও শক্তিকে উৎকর্ষযুক্ত ববে এবং উহ বা প্রতিভা ( স্বয় জ্ঞানলাভ কবা ), অধ্যয়ন ( অধ্যয়নদ্বাবা তত্ত্বসম্বন্ধী জ্ঞানলাভ ) ইত্যাদি-ব দ্বাবা জ্ঞান-সিদ্ধ যোগী বিনেষেযু বা শিষ্টেব অন্তেব জ্ঞান আহিত কবিতে বা দ্বন্দ্বদ্বন্দ্ব কবাটীয়া দিতে সমর্থ হন।



৩৯। অস্তেতি। দেহেন সহ সম্বন্ধো জন্ম, তস্য কথন্তা—কিম্প্রকারতা। অপরিগ্রহস্থৈর্ধে—তাত্ত্ববাহুপরিগ্রহস্ত যোগিনো দেহোহপি হেয়ঃ পবিগ্রহ ইত্যাহুভব-  
স্থৈর্ধে জন্মকথন্তাবোধো ভবতি। তৎস্বরূপং কোহহমাসমিত্যাদি। এবমিতি। পূর্বাস্ত-  
পবাস্তমধ্যম্—অতীতভবিষ্যবর্তমানেষু আত্মভাবজিজ্ঞাসা—আত্মভাবে—অহস্তাববিষয়ে  
শবীরসম্বন্ধবিষয় ইত্যর্থঃ যা জিজ্ঞাসা তত্র স্বরূপজ্ঞানং ভবতীত্যর্থঃ।

৪০। শৌচাদিতি বাহুশৌচকলম্। স্বশরীরে জুগুপ্সায়াং জাতায়াং তস্ত  
শৌচমাবভমাণো যতিঃ কায়স্ত অবজ্ঞদর্শী—দোষদর্শী কায়ানভিষঙ্গী—কায়বাগহীনো  
ভবতি। কিঞ্চেতি। জিহাসুস্ত্যাগেচ্ছুঃ স্বকায়শুদ্ধিম্ অদৃষ্টা কথম্ অত্যন্তম্ এব  
অগ্রযতৈঃ—মলিনৈঃ জুগুপ্সিতভর্তমৈবিত্যর্থঃ পবকারৈঃ সহ সংসৃজ্যেত—সংসর্গম্  
ইচ্ছেদিত্যর্থঃ।

৪১। আভ্যস্তবশৌচকলমাহ সঙ্ঘেতি। শুচেবিতি। শুচেঃ—মদমানের্ষাদীনাম্  
আকালনকৃতঃ সঙ্ঘশুদ্ধিঃ—বিক্ষেপকমলহীনতা অন্তর্নিষ্ঠতা চ, ততঃ সৌমনস্তং মানসং  
সৌখ্যম্ আত্মপ্রীতিবিত্যর্থঃ, সৌমনস্তযুক্তস্ত ঐকাগ্র্যং স্নকবং, ততঃ—বুদ্ধিহৈর্ধে মন-  
আদীন্দ্রিয়জয়ঃ, ততো নির্মলস্ত বুদ্ধিসম্বৃত্ত আত্মদর্শনে—পুরুষস্বরূপাবধারণে যোগ্যতা  
ভবতি।

৩৯। দেহেন সহিত সম্বন্ধ হওয়াই জন্ম, তাহাব কথন্তা অর্থাৎ তাহা কি প্রকারে হইবাছে  
ইত্যাদি—বিষয়ক জিজ্ঞাসা। অপরিগ্রহস্থৈর্ধে হইলে অর্থাৎ (অনাবশ্যক) বাহুপবিগ্রহ যে যোগী  
পবিত্র্যাপ কবিবাছেন, তাহাব চিন্তে—যদেহে হেব বা পবিগ্রহ-স্বরূপ এই প্রকার অল্পভব প্রতিষ্ঠিত  
হইলে, তাহাব জন্ম-কথন্তাব জ্ঞান হব। সেই জ্ঞানের স্বরূপ, যথা—‘আমি কে ছিলাম’ ইত্যাদি।  
পূর্বাস্ত, পবাস্ত এবং মধ্য অর্থাৎ অতীত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান কালে। আত্মভাবজিজ্ঞাসা  
অর্থাৎ ‘আমি’ এই ভাবসম্বন্ধে বা শবীর-সম্বন্ধীয় বিষয়ে যেসকল জিজ্ঞাসা হইতে পারে, তাহাব  
স্বরূপজ্ঞান বা নীমাংসা হব।

৪০। বাহু শৌচেব কল বলিতেছেন। স্বশরীরে যুগা উৎপন্ন হইলে, সেই শৌচ-আচরণশীল  
যতি তাহাব শরীরেব অবস্ত বা দোষদর্শী হইবা দেহে অনভিষঙ্গী বা আসক্তিশূন্য হন। জিহাসু বা  
ত্যাগেচ্ছু সাধক কোনওরূপে নিজেব শরীরেব শুদ্ধি হব না দেখিবা (অন্তি পদার্থেব দ্বাবা নিমিত্ত  
বলিবা), কিরূপে অত্যন্ত অগ্রযত বা মলিন অর্থাৎ যুগ্যতম পবশরীরেব সহিত সংসৃষ্ট হইবেন বা  
সংসর্গ কবিতে ইচ্ছা কবিবেন?

৪১। আভ্যস্তব শৌচেব কল বলিতেছেন। শুচি ব্যক্তিব অর্থাৎ মদ-মান-র্ষা আদি মলিনতা  
যিনি প্রকালন কবিবাছেন তাহাব, সম্বেন বা চিন্তেব শুদ্ধি বা বিক্ষেপরূপ মলহীনতা হব এবং নিজেব  
ভিতরেই নিব্বিষ্ট থাকাব সম্বতা হব। তাহা হইতে সৌমনস্ত বা মানসিক স্নহ বা আত্মপ্রসাদ হব  
এবং ঐরূপ সৌমনস্তযুক্ত সাধকের চিন্তেব ঐকাগ্র্যসাধন সহজসাধ্য হব। তাহাতে বুদ্ধিব স্বৈর্ধ হইবা

৪২। তথ্যেতি সন্তোষফলং ব্যাচষ্টে। কামস্বখং—কাম্যবিষয়প্রাপ্তিজনিভং যৎ  
স্বখম্।

৪৩। নির্বর্ত্যমানমিতি। তপঃসিদ্ধিকুলং ব্যাচষ্টে। নির্বর্ত্যমানম্—নিষ্পাণ্ডমানম্।  
আবরণমলম্—সিদ্ধপ্রকৃতেবাপূৰ্ণশ্চ প্রতিবন্ধকত্বাৎ যে শাবীরধর্মান্তেষাং বশ্ততাকপং  
মলম্। সামান্যতঃ সত্যব্রহ্মচর্যাদীনী অপি তপঃ। অত্র চ যোগানুকূলং দ্বন্দ্বসহনমেব  
তপঃশব্দেন সংজ্ঞিতম্।

৪৪। দেবা ইতি। স্বাধ্যাযশীলশ্চ—নিবস্তবং ভাবনামুক্তজ্ঞপশীলশ্চ। সম্প্রযোগঃ—  
সম্পর্কঃ গোচর ইত্যর্থঃ।

৪৫। দৈববৈতি। দৈবপারিতসর্বভাবশ্চ—তৎপ্রশিধানপরশ্চ সুখেনৈব সমাধি-  
সিদ্ধিঃ। যথা সমাধিসিদ্ধ্যা সম্প্রজ্ঞানলাভো ভবতি। অহিংসাদিশীলসম্পন্ন এব দৈব-  
প্রশিধানসমর্থো ভবতি নান্যথা। অহিংসাদিপ্রতিষ্ঠায়াং বাঃ সিদ্ধযন্তান্তপোজা মন্ত্রজ্ঞাচ।  
প্রকৃতিবৈশিষ্ট্যাৎ কেবাঞ্চিদ অহিংসাদিযু কিস্বিং সাধনম্ অত্যনুকূলং ভবতি। তস্মা চ  
সম্যগমুষ্ঠানং তৎপ্রতিষ্ঠাকাজ্ঞা সিদ্ধিরাবির্ভবতি। যে তু সামান্যতঃ এব মমনিয়মামুষ্ঠানং  
সংরক্ষন্তঃ সমাধিসিদ্ধয়ে প্রযতন্তে তেষাং তাঃ সিদ্ধয়ো নাবির্ভবন্তীতি জ্ঞেয়ম্।

মন আদি ইন্দ্রিয়জব হয়। পুনঃ তাহা হইতে নির্মল বুদ্ধিসদেব আত্মদর্শন-বিষয়ে বা পুরুষেব স্বরূপ  
উপলব্ধি কবাব যোগ্যতা হয় ( উন্নততব মূখ্য সাধনে নিবিষ্ট হইবাব অধিকার হয় )।

৪২। সন্তোষেব ফল ব্যাখ্যা কবিভেছেন। কামস্বখ অর্থে কাম্য বিষয়েব প্রাপ্তিজনিভ  
যে স্বখ।

৪৩। তপস্ত্রাসিদ্ধিব ফল ব্যাখ্যা কবিভেছেন। নির্বর্ত্যমান অর্থে নিষ্পাদিত হইতে থাকা।  
আবরণমল অর্থে সিদ্ধপ্রকৃতিব ( অগ্নিসাদি সিদ্ধিব যে প্রকৃতি, তাহাব ) আপূর্ণেব বা অল্পপ্রবেশেব  
বাহ্য-স্বরূপ যে তৎপ্রতিফল শাবীর ধর্ম, তাহাব বশীভূত হওয়ারূপ মল ( যাহা থাকিলে সিদ্ধ প্রকৃতি  
প্রকটিত হইতে পাবে না )। সাধাবগতঃ নত্য-ব্রহ্মচর্য-আদি তপস্ত্রা বলিযা কথিত হয়, এখানে  
যোগেব অল্পকূল দ্বন্দ্বসহনাদিকেই বিশেষ কবিবা তপঃ নাম দেওয়া হইয়াছে।

৪৪। স্বাধ্যাযশীলেব অর্থাৎ নিবস্তব মন্ত্রার্থেব ভাবনামুক্ত যে জপ, তৎপরাবধেব। ( ইষ্টদেবতায  
সহিত ) সম্প্রযোগ বা সম্পর্ক হয় ও তাঁহাবা গোচরীভূত হন।

৪৫। বাহাব দ্বাবা দৈববে সর্বভাব অর্পিত অর্থাৎ দৈব-প্রশিধান-পরাবধ যে বোগী, তাঁহাব  
সহজেই সমাধিসিদ্ধি হয়—যেকপ সমাধিসিদ্ধিব দ্বাবা সম্প্রজ্ঞান লাভ সম্ভব। অহিংসাদি শীলসম্পন্ন  
হইলে তবেই ( প্রকৃষ্টরূপে ) দৈব-প্রশিধান কবিবাব সামর্থ্য হয়, নচেৎ নহে। অহিংসাদি প্রতিষ্ঠিত  
হইলে মেনকল সিদ্ধি হয় তাহাবা ভগোজ এবং মন্ত্রজ্ঞ সিদ্ধিব অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতিবৈশিষ্ট্যেব ফলে  
পূর্ব সংকাবহেতু কাহাবও অহিংসাদি সাধনসকলেব মধ্যে কোনও এক সাধন অতীব অল্পকূল হয় এবং  
তাহাব নম্যক্ অমুষ্ঠান হইতে তৎপ্রতিষ্ঠাকাজ্ঞা সিদ্ধি আবর্ভূত হয়। বাহাবা সামান্যতঃ ( মোটামুটি )

অহিংসাসত্যাদয়ঃ তপ এব। শ্রুতিশাস্ত্র “তথাহিংসা পবং তপ” ইতি, “নাস্তি সত্যসং তপ” ইতি, “ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ শাবীর তপ উচ্যতে” ইতি। তন্মাৎ তজ্জাঃ সিদ্ধয়ন্তপোজ্ঞা এব। জপরূপস্বাধ্যায়ান্নজ্ঞা সিদ্ধিঃ। শাস্ত্রস্ত সনাসিতস্ত ঈশ্বরস্ত প্রণিধানাদ্ ধাবণাধ্যানোৎকর্ষঃ ততশ্চ প্রণিধানং সনাসিং ভাবয়েৎ। অহিংসাদয়ঃ সর্বে ক্লিষ্টকর্মণঃ প্রতনুকরণায় অল্পষ্ঠেয়াঃ। যথা একস্মাদপি ছিত্রাৎ পূর্ণঘটো বাহিনীনো ভবতি তথা অহিংসাদিশীলানাম্ একভ্রমস্ত্যপি সন্তোদাদ্ ইতরে যমনিয়মা নির্বার্য ভবন্তীতি। উক্তঞ্চ “ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ ক্ষমা শৌচ তপো দমঃ। সন্তোষঃ সত্যমাস্তিক্যং ব্রতাদানি বিশেষতঃ। একেনাপ্যথ হীনেন ব্রতমন্ত তু লুপ্যতে” ইতি।

৪৬। উক্তা ইতি। পদ্মাসনাদি যদা হ্রিবমুখং—হিরং মুখং মুখাবহঞ্চ যথা-মুখমিত্যর্থঃ ভবতি তদা যোগাঙ্গমাসনং ভবতি।

৪৭। ভবতীতি। প্রযত্নোপবমাৎ—পদ্মাসনাদিগতঃ ত্রিকল্পতস্থাপনপ্রযত্নাদ্ অস্ত-প্রযত্নশৈথিল্যং বুধ্যদিত্যর্থঃ। যুতবৎস্থিতিবেব প্রযত্নশৈথিল্যং, অনন্তে—পরমমহত্বে বা সনাপন্নো ভবেদ্ আসনসিদ্ধয়ে।

~ যমনিয়ম পালন কবিতা সনাসিনিচ্চিব জ্ঞাই বিশেষরূপে চেষ্টিত হন তাঁহাদের ভিতর উক্ত সিদ্ধিসকল আবির্ভূত হয় না, ইহা দৃষ্টব্য।

অহিংসা-সত্যাদি তপস্তার অন্তর্গত, এবিধবে ব্রুতি যথা—“অহিংসাই পরম তপস্তা”, “সন্তোষ সনান তপ নাই”, “ব্রহ্মচর্য এবং অহিংসাকে শাবীর তপ বলে” (শান্তিপর্ব) ইত্যাদি। তজ্জাত সিদ্ধিসকল সেইসকল তপোভসিদ্ধি। জপরূপ স্বাধ্যায় হইতে যন্ত্রজসিদ্ধি হব। শাস্ত্র সনাসিতস্ত ঈশববেব প্রণিধান হইতে ধাবণা-ধ্যানেবও উৎকর্ষ হয়, প্রণিধান তন্ত্রস্ত সনাসিতকে ভাবিত করে। অহিংসাদি সবই ক্লেশহীনক কর্মসকলকে বীণ কবিবাব জ্ঞাত অল্পষ্ঠেয়। যেমন পূর্ণ ঘটে একটি মাত্র ছিত্র থাকিলেও তাহা জলমুখ হয়, তক্রূপ অহিংসাদি শীলসকলের একটি যাত্রেবও ভদ্র হইলে অতগুলিও হীনবার্য হইবে। এবিধবে উক্ত হইবাছে, যথা—“ব্রহ্মচর্য, অহিংসা, ক্ষমা, শৌচ, তপঃ, দমঃ, সন্তোষ, সত্য, আস্তিক্য (ধর্ম্যে দৃঢ়বৃত্তি)—ইহার। বিশেষ করিয়া ব্রতের অঙ্গ এবং ইহাদের কোনও একটিব হানি হইলে আচরণকারীর ব্রতরূপ নিয়ম ভঙ্গ হইয়া থাকে।”

৪৬। পদ্মাসনাদি যখন হ্রিবমুখ হয় অর্থাৎ হ্রিব এবং মুখাবহ বা স্বাক্ষল্যমুখ হয়, তখন তাহা যোগাঙ্গভূত আসনে পবিণত হয়।

৪৭। প্রযত্নোপবম হইতে অর্থাৎ (ইহাব স্বাবা বুধ্যাইতেছে যে) পদ্মাসনাদিতে অবস্থিত বোধী ত্রিকল্পত-স্থাপনার্থ (বন্ধ, ক্রীবা ও যন্তব উন্নত বাধাব জ্ঞাত) বে প্রবহ বা চেষ্টা আবহ্রত্ তল্যতীত অত্র প্রযত্নের শিথিলতা করিবে (তাহাতে আসনসিদ্ধি হব)। যুতবৎ অবস্থিতিই (যেন দেহেব সনাসিত সম্পর্কহীন আলগাভাব) প্রবহের শিথিলতা। আসনসিদ্ধির জ্ঞাত অনন্তে অর্থাৎ পরম মহত্বরূপ অনন্তে (যেন অনন্ত স্বাক্ষা ব্যাপিবা আছি এইরূপে) চিত্তকে সনাপন্ন করিবে।

৪৮। আসনসিদ্ধিকলমাহ তত ইতি। শবীবস্ত্ব হৈর্বাধ্ অভিত্তত্পর্শাদিবোধো যোগী ন ত্রাক শীতোষ্ণকুপিপাসাদিষ্মৈবভিভূয়তে।

৪৯। সতীতি। স্নগমং ভাষ্যম্। স্বাসপ্রশ্বাসপ্রযত্নেন সহ যৎ চিত্তবন্ধনং তদেব যোগাঙ্গং প্রাণায়ামঃ, যোগস্ত চিত্তবৃত্তিনিবোধম্বন্ধপদাদিতি বেদিতব্যম্।

৫০। যত্রেতি। প্রাশ্বাসপূর্বকঃ—চিত্তাধানপ্রযত্নসহিতবেচনপূর্বকো গত্যভাবঃ—যো বাযোর্বাহিবেব ধাবণং তথা বায়ুধাবণপ্রযত্নেন সহ চিত্তস্তাপি বন্ধঃ স বাহুবৃত্তিঃ প্রাণায়ামঃ। নায়ং বেচনমাত্রঃ কিন্তু বেচকাস্তিনিবোধঃ। উক্তঞ্চ “নিক্রাম্য নাসাবিববাদ-শেষং প্রাণং বহিঃ শূচ্তমিবানিলেন। নিক্রম্য সন্তীর্ণতি কঙ্কবায়ুঃ স বেচকো নাম মহানিরোধঃ” ইতি। যত্র স্বাসপূর্বকঃ—পূর্ববৎ প্রযত্নবিশেষাৎ পূরণপূর্বকো গত্যভাবঃ—বারোরন্তর্ধারণং চিত্তস্তাপি বন্ধঃ স আভ্যন্তরবৃত্তিঃ প্রাণায়ামঃ। পূরকাস্তপ্রাণরোধো ন পূরণমাত্রঃ যথোক্তং “বাহে স্থিতং জাপপুটেন বায়ুমাকুল্য তে নৈব শনৈঃ সমস্তাৎ। নাড়ীশ্চ সর্বাঃ পবিপূর্বযেদ্ যঃ স পূর্বকো নাম মহানিরোধঃ” ইতি। পূর্ববিধা নিকঙ্কবায়ুর্ভূত্বা-বস্থানমেবায়ং পূরক ইত্যর্থঃ।

যত্র রেচনপূরণ-প্রযত্নমকঙ্ক বায়ুবেচনে অনবেক্ষ্য যথাবস্থিতবায়ো সঙ্কল্প বিধাবণ-প্রযত্নাৎ স্বাসপ্রশ্বাসগত্যভাবঃ তথা চ চিত্তস্ত বায়ুধাবণপ্রযত্নেন সহ ধ্যেয়বিষয়ে বন্ধঃ স

৪৮। আসনসিদ্ধির কল বজিতেছেন, শবীবের হৈর্ষের কলে বাঁহাব শব্দপর্শাদি বোধ অভিত্তত্ব হইয়াছে তাদৃশ যোগী ঈত-উষ্ণ, কুৎ-পিপাসা ইত্যাদি বন্ধকাত কষ্টের দ্বাৰা গহনা অভিত্তত্ব হন না।

৪৯। স্বাস-প্রশ্বাসের সহিত যে চিত্তকে ব্যোমবিষয়ে স্থাপিত করা তাহাই যোগাদভূত প্রাণায়াম। কাবণ, চিত্তবৃত্তির নিবোধই যোগের পদ্ধতি, ইহা বুঝিতে হইবে (অতএব যোগাদভূত যে প্রাণায়াম তাহা চিত্তহৈর্ষকবৎ হওয়া চাই)।

৫০। প্রাশ্বাসপূর্বক অর্থাৎ চিত্তস্থির কবিবাব প্রযত্নসহ বেচনপূর্বক যে পতিব অভাব অর্থাৎ বায়ুকে বাহিবেই ধাবণ এবং বায়ুকে বাহিবে ধাবণ কবিবাব প্রযত্নের সহিত চিত্তকে যে স্থিতির বা ধ্যেয়বিষয়ে সংলগ্ন রাখা, তাহা বাহুবৃত্তি প্রাণায়াম। ইহা বেচনমাত্র নহে, কিন্তু বেচনপূর্বক যে নিবোধ অর্থাৎ বেচন কবিয়া যে আব শ্বাসগ্রহণ না করা, তাহা। এ বিষয়ে উক্ত হইয়াছে—“সমস্ত বায়ুকে নাসা-বিবব দ্বাৰা বাহিবে নির্গত কবিয়া কোষ্ঠকে বায়ুশূন্যের মত কবিয়া নিবোধ করা এবং তদ্রূপে কঙ্কবায়ু হইয়া যে অবস্থান, তাহা বেচক নামক মহানিবোধ”।

বাহাতে শ্বাসপূর্বক অর্থাৎ পূর্বোক্ত প্রযত্ন-বিশেষসহ পূরণপূর্বক যে গত্যভাব অর্থাৎ বায়ুকে ভিতরে ধাবণ করা এবং চিত্তকেও বোধ করাও চোঁ করা হয়, তাহা আভ্যন্তরবৃত্তি-প্রাণায়াম। পূরকান্ত যে প্রাণবোধ তাহা পূরণমাত্র নহে। যথা উক্ত হইয়াছে—“নাসিকার দ্বাৰা বাহে স্থিত বায়ুকে আকর্ষণ কবিয়া তদ্বাৰা সর্ব দিকে সমস্ত নাড়ীকে যে দীর্ঘে দীর্ঘে পূরণ করা, তাহা পূরক নামক মহানিবোধ”। পূরণপূর্বক কঙ্কবায়ু হইয়া যে অবস্থান তাহাই এই পূরক।

এব তৃতীয়ঃ স্তম্ভবৃত্তিঃ প্রাণায়ামঃ । অত্র স্তম্ভবৃত্তৌ সর্বতঃ পরিমিত্যন্তপ্রোপলভ্যস্তম্ভজলবদ্  
বায়ুঃ সর্বশরীবে, বিশেষতঃ প্রত্যঙ্গেষু, সংকোচমাপজ্ঞত ইত্যমুভূয়তে । ন চাযং বেচক-  
পূবকসহকারী কুস্তকঃ । উক্তঞ্চ “ন বেচকো নৈব চ পূবকোহত্র নাসাপুটে সংস্থিতমেব  
বায়ুম্ । স্ননিশ্চলং ধাবয়েত ক্রমেণ কুস্তাখ্যমেতৎ প্রবদন্তি তজ্জজ্ঞা” ইতি । জয় ইতি ।  
দেশেন কালেন সংখ্যা চ পবিতৃষ্টী বাহ্যাত্মবস্তস্তম্ভবৃত্তিপ্রাণায়ামা দীর্ঘাঃ সূক্ষ্মাশ্চ  
ভবন্তি । দেশেন পবিতৃষ্টিৰ্থা ইযান্ অস্ত বিযয়ঃ—ইয়ংপরিমাণদেশব্যবহিতং ভূলং ন  
প্রাশ্বাসবায়ুশ্চালয়তি সূক্ষ্মীভূতত্বাদিতি । দেহাভ্যন্তরদেশেহপি স্পর্শবিশেষাত্মভবে দেশ-  
পবিতর্দর্শনম্ । কালপবিতৃষ্টিৰ্থা ইযতঃ কালান্ বাবদ্ ধারয়িতব্য ইতি । সংখ্যাপবিতৃষ্টিৰ্থা  
এতাবদ্বিভিঃ শ্বাসপ্রশ্বাসৈঃ—তদবচ্ছিন্নকালেনেত্যর্থঃ প্রথম উদ্ঘাতঃ, এতাবদ্বিভিত্তীয়  
ইত্যাদিঃ । শ্বাসায় প্রাশ্বাসায় চ য উদ্ব্বেগঃ স উদ্ঘাতঃ । উক্তঞ্চ “নীচো দ্বাদশমাত্রস্ত  
সকৃদ্ উদ্ঘাতঃ দৈবিতঃ । মধ্যবস্ত দ্বিকৃদঘাতঃ চতুর্বিংশতিমাত্রকঃ । মুখ্যস্ত যন্তিকৃদঘাতঃ  
ষট্‌ত্রিংশমাত্র উচ্যতে” ইতি । শ্বাসপ্রশ্বাসাবচ্ছিন্নকালো মাত্রা । দ্বাদশমাত্রকঃ প্রাণায়ামঃ  
প্রথম উদ্ঘাতো মত্তঃ । অভ্যাসেন নিগৃহীতস্ত—বশীকৃতস্ত প্রথমোদ্ঘাতস্ত এতাবদ্বি-  
শ্বাসপ্রশ্বাসৈঃ—তদবচ্ছিন্নকালব্যাপীত্যর্থঃ দ্বিতীয়ঃ চতুর্বিংশতিমাত্রক উদ্ঘাতো মধ্যঃ ।  
এবং তৃতীয় উদ্ঘাতস্তত্রিঃ ষট্‌ত্রিংশমাত্রকঃ । স ইতি । স প্রাণায়াম এবমভ্যন্তো

বেশলে বেচনপূর্ণেব প্রবয় না কবিতা অর্থাৎ বেচনপূর্ণবিষয়ে কোন চেষ্টা বা লক্ষ্য না বাখিয়া,  
শ্বাস-প্রশ্বাস বেক্রমে অবস্থিত আছে—তদবস্থাতেই হঠাৎ বিধাবগরূপ প্রবলপূর্বক যে শ্বাস-প্রশ্বাসেব  
গতভাব বা বোধ এবং বায়ুধাবণেব প্রবলবে সহিত ধোমবিষয়ে চিন্তকে যে সংলগ্ন বাধা তাহাই  
তৃতীয় স্তম্ভবৃত্তি নামক প্রাণায়াম । উক্তপুত্র প্রত্যবে স্তম্ভ জল যেমন সর্বদিক্ হইতে শুক্ হব, এই  
স্তম্ভবৃত্তিতেও তজ্জপ সর্বশরীবে হইতে, বিশেষ কবিধা শরীবেব প্রত্যঙ্গ হইতে, বায়ু সংকুচিত হইয়া  
আগিতেছে এইরূপ অমুভূত হব । ইহা বেচনপূর্ণেব সহকারী যে কুস্তক তাহা নহে, বধা উক্ত  
হইবাছে—“ইহাতে বেচক বা পূবক নাই, নাসাপুটে বায়ু বেক্রম সংস্থিত আছে—তাহাকে সেইরূপ  
স্ননিশ্চল ভাবে যে ধাবণ কবা তাহাকেই প্রাণায়ামজ্ঞেবা কুস্ত বলিবা থাকেন” ।

বাহ্য, আভ্যন্তব এক স্তম্ভবৃত্তি-প্রাণায়াম দেশ, কাল এবং সংখ্যাব দ্বাবা পবিতৃষ্ট হইলে দীর্ঘ  
এবং সূক্ষ্ম হব । দেশপূর্বক পবিতৃষ্টি যথা—“এই পূর্বস্ত ইহাব বিযয় অর্থাৎ এই পরিমাণ দেশব্যবহিত  
ভুলাকেও প্রাশ্বাসবায়ু বিচলিত কবে না”—সূক্ষ্মীভূত হওবাতে । দেহেব আভ্যন্তবদেশেও স্পর্শ-  
বিশেষেব যে অমুভব তাহাও দেশপবিতর্দর্শন । কালপবিতৃষ্টি যথা—এতক্ষণ বাবৎ বায়ু ধাবণ  
কবিতে হইবে । সংখ্যাপবিতৃষ্টি যথা—এতগুলি শ্বাস-প্রশ্বাসে অর্থাৎ তম্ব্যাপী কালে, প্রথম উদ্ঘাত,  
এতগুলিতে দ্বিতীয় উদ্ঘাত ইত্যাদি । শ্বাসেব বা প্রাশ্বাসেব জন্ম যে উদ্ব্বেগ তাহাব নাম উদ্ঘাত ।  
যথা উক্ত হইবাছে, “সর্বনিম্নে দ্বাদশ মাত্রা যে উদ্ঘাত তাহাকে সকৃদ্ বা প্রথম (অল্পকালব্যাপী)  
উদ্ঘাত বলে, মধ্যম দ্বিকৃদঘাত চতুর্বিংশতি মাত্রাবুক্ত । মুখ্য দ্বিকৃদঘাত ষট্‌ত্রিংশ মাত্রাবুক্ত, এইরূপ  
কথিত হব” । বেকাল ব্যাপিয়া সাধারণতঃ শ্বাস ও প্রাশ্বাস হব, তাহাকে মাত্রা বলে । দ্বাদশ

দীর্ঘঃ—দীর্ঘকালব্যাপী, তথা সূক্ষ্মঃ—সূক্ষ্মাধিতথ্যং স্বাসপ্রশ্বাসযোঃ সূক্ষ্মতয়া সূক্ষ্ম ইতি । সংখ্যাপরিদৃষ্টিঃ স্বাসপ্রশ্বাসসংখ্যাভিঃ কালপরিদৃষ্টিবেবেতি দ্রষ্টব্যম্ ।

৫১। দেশেতি চতুর্থং প্রাণায়ামং ব্যাচষ্টে । দেশকালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টৌ বাহু-বিষয়ঃ—বাহুবৃত্তিঃ প্রাণায়ামঃ, আক্ষিপ্তঃ—অভ্যাসেন দীর্ঘসূক্ষ্মভূতবাদ্ দেশাভ্যালোচন-ত্যাগ আক্ষেপস্তথা কৃত ইত্যর্থঃ, তথা আভ্যন্তরবৃত্তিঃ প্রাণায়ামোহপি আক্ষিপ্তঃ । উভয়থা—বাহুতঃ আভ্যন্তরবৃত্ত্যভ্যন্তরথা দীর্ঘসূক্ষ্মীভূতঃ তৎপূর্বকঃ—দীর্ঘসূক্ষ্মতাপূর্বকো ভূমিজবাদ্—দীর্ঘসূক্ষ্মীভবনস্ত ভূমিজয়াং ক্রমেণ—ক্রমতঃ ন তু তৃতীয়স্তত্ত্ববৃত্তিবদ্ অহাব, উভযোঃ বাহ্যভ্যন্তরয়োঃ গত্যভাবঃ স্তত্ত্ববৃত্তিবিশেষরূপস্তত্বত্বঃ প্রাণায়াম ইতি শেষঃ । তৃতীয়চতুর্থযোৰ্ভেদং বিব্রুণোতি । সূক্ষ্মং প্রথমংশব্যাখ্যানেন চ ব্যাখ্যান্তম্ ।

৫২। প্রাণায়ামস্ত যোগানুকূলং কলমাহ তত ইতি । ব্যাচষ্টে প্রাণায়ামান্ ইতি । বিবেকজ্ঞানরূপস্ত প্রকাশস্ত আবরণমলং—ক্লেশমূলং কর্ম । প্রাণায়ামেন-প্রাণানাম্

সাদ্ভাব্যত্বং যে প্রাণায়াম তাহা প্রথম উদ্ভাবত । অভ্যাসেব দ্বাবা নির্বৃত্তী বা বন্ধীভূত যে প্রথমোদ্ভাবত, তাহা পুনরায় এতগুলি স্বাস-প্রশ্বাসেব দ্বাবা অর্থাৎ তদবচ্ছিন্ন কালব্যাপী হইলে, দ্বিতীয় চতুর্বিংশতি-মাত্রক উদ্ভাবতে পরিণত হয়, ইহা মধ্য । সেইকশ বটজিৎ৭৭ সাদ্ভাব্যত্ব তৃতীয় উদ্ভাবত তীত্র । সেই প্রাণায়াম এইরূপে অভ্যস্ত হইলে তাহা দীর্ঘ বা দীর্ঘকালব্যাপী এবং সূক্ষ্ম হয় অর্থাৎ বৎসরকালে নাশিত হইলে স্বাস-প্রশ্বাসেব সূক্ষ্মতা বা কীর্ণতাবেতুই তাহা সূক্ষ্ম হয় । সংখ্যাপরিদৃষ্টি অর্থে স্বাস-প্রশ্বাসেব সংখ্যাব দ্বাবা কালপরিদৃষ্টি ইহা দ্রষ্টব্য, অর্থাৎ ঐকশ সংখ্যাব সাহায্যে কালেব পরিমাপপূর্বক প্রাণায়াম ।

৫১। চতুর্থ প্রাণায়াম ব্যাখ্যা কবিত্তেছেন । দেশ, কাল ও সংখ্যাব দ্বাবা পরিদৃষ্ট বাহু বিষয় বা বাহুবৃত্তি-প্রাণায়াম আক্ষিপ্ত হয় । অভ্যাসেব দ্বাবা দীর্ঘসূক্ষ্ম হইলে দেশাধি-আলোচনকে অতিক্রম কবিবা তাহাদেব যে ত্যাগ বা অতিক্রমণ তাহাই আক্ষেপ, তৎপূর্বক কৃত হওবাবে আক্ষিপ্ত বলে । তক্রপ আভ্যন্তরবৃত্তি-প্রাণায়ামও ( দেশাধি-আলোচনপূর্বক তাহা অতিক্রম কবিবা ) আক্ষিপ্ত বা অতিক্রান্ত হয় । উভয়থা অর্থাৎ বাহু এবং আভ্যন্তর উভয়তাই দীর্ঘ এবং সূক্ষ্মীভূত হইলে, তৎপূর্বক অর্থাৎ দীর্ঘসূক্ষ্মতাপূর্বক ভূমি-জন্ম হইতে—বে-ভূমিতে বা অবস্থাতে প্রাণায়াম দীর্ঘসূক্ষ্ম হয় তাহা আবিস্ত কবিলে—ক্রমশঃ, তৃতীয় স্তত্ত্ববৃত্তিবৎ সহসা নহে, উভয়েব অর্থাৎ বাহ্যভ্যন্তর উভয়েব যে গত্যভাব তাহাই স্তত্ত্ববৃত্তি-বিশেষরূপ চতুর্থ প্রাণায়াম । তৃতীয় ও চতুর্থ ইষ্ট প্রকাশ স্তত্ত্ববৃত্তিব ভেদ বিব্রুত কবিত্তেছেন । প্রথমংশেব ব্যাখ্যানের দ্বাবা শেষ অংশও ব্যাখ্যাত হইল ।

৫২। প্রাণায়ামেব যোগানুকূল ফল বলিত্তেছেন ( তাহাব অন্ত কলও থাকিতে পাবে, তাহাব সহিত যোগেব সাদ্ভাব্য সম্বন্ধ নাই ) । বিবেকজ্ঞানরূপ প্রকাশেব আবরণমল অর্থে ক্লেশমূলক কর্ম । প্রাণায়ামেব দ্বাবা স্বাস-প্রশ্বাসেব সহিত পঞ্চ প্রাণশক্তিবৎ হৈর্ষ ইহবা মেহেবও হৈর্ষ হয়, তাহা হইতে কর্মেব নিবৃত্তি হয় । তন্নিবৃত্তি হইতে তাহাব ( চাক্ষুশ্যেব ) সংস্কারেবও ফল বা দৌর্বল্য হইবা

স্বৈর্যাদ্ দেহস্থাপি স্বৈর্যং ততশ্চ কর্মনিবৃত্তিঃ তন্নিবৃত্তৌ তৎসংস্কারাণামপি ক্ষয়ঃ—  
দৌর্বল্যম্ । ততো জ্ঞানশ্চ দীপ্তিঃ । পূর্বাচার্যসম্মতিমাহ যদিতি । মহামোহমযেন—  
অবিজ্ঞা তন্মূলকর্মণা চ আবোপিতেন অযথাখ্যাতিরূপেণ ইন্দ্রজালে প্রকাশশীলং—  
যথার্থখ্যাতিস্বভাবকং সম্বন্ধম্—বুদ্ধিসম্বন্ধম্ আবৃত্য ভদেব সম্বন্ধম্ অকার্ষে—সংস্কারিতহেতুভূত-  
কার্ষে নিমুক্তক্লে । তদন্তেতি স্পষ্টম্ । স্বর্ঘতে চ “দহন্তে শ্রায়মানানাম্ ধাতুনাম্ হি যথা  
মলাঃ । তথেন্দ্রিরাণাম্ দহন্তে দোষাঃ প্রাণশ্চ নিগ্রহাদি” ইতি । তথেন্দি ভুগমম্ ।

৫৩। কিঞ্চ ধারণাশ্চ হৃদাদৌ চিন্তবন্ধনকারিণীষু যোগ্যতা সামর্থ্যং মনসো  
ভবতীতি প্রাণাবামাভ্যাসাদেব ।

৫৪। স্ব ইতি । খান্য স্ববিষয়ে সম্প্রয়োগাভাবঃ—চিন্তাহুকারসামর্থ্যাদ্ বিষয়-  
সংযোগাভাবঃ, তন্নিম্ন সতি তদা চিন্ত্যকপালুকাববন্তীষ ইন্দ্রিয়াণি ভবন্তি স এব  
প্রত্যাহাবঃ । তদা চিন্তে নিকটে ইন্দ্রিয়াণ্যপি নিকটজানি—বিষয়জ্ঞানহীনানি ভবন্তি ।  
অপি চ চিন্তে যদ্ অন্তর্গততে রূপং বা শব্দং বা স্পর্শাদি বা চক্ষুঃশ্রোত্রাদীনি অপি তস্মৈ  
তস্মৈ দর্শনশ্রবণাদিমন্তীষ ভবন্তি । দৃষ্টান্তমাহ যথেন্দি ।

৫৫। প্রত্যাহাবকলমাহ তত ইতি । শব্দাদীতি । কেবাঞ্চিন্ মতে শব্দাদিষু—  
বিষয়েষু অব্যাসনমেব ইন্দ্রিয়জয়ঃ । ব্যাসনং—সক্তিঃ—আসক্তিঃ রাগঃ, তেন শ্রেয়সঃ—

জ্ঞানের দীপ্তি বা বিকাশ হয় ( কাবণ, অস্থিভাউ জ্ঞানেব মলিনতা ) । এ বিষয়ে প্রাচীন আচার্যেব  
মত বলিতেছেন, মহামোহময বে অবিজ্ঞা এবং তন্মূলক কর্ম, তদ্বা বা আবোপিত, অযথাখ্যাতিরূপ  
ইন্দ্রজালের দ্বা বা প্রকাশশীল বা যথার্থ খ্যাতিস্বভাববৃত্ত সম্বন্ধে অর্থ্যং বুদ্ধিসম্বন্ধে আবৃত্ত কবিতা  
তাহাকে অকার্ষে বা সংস্কারে ( জন্মবৃত্তাব প্রবাহের ) হেতুভূত কার্ষে নিমুক্ত করে । নুতি যথা—  
“দহমান ধাতুনকলেব মলকল বেকশ দহ হইবা বাব, প্রাণাবামরূপ প্রাণসংযম হইতে তক্রূপ ইন্দ্রি-  
সকলেব মলিনতা দুব শুষ্ক” ( নহু ) ।

৫৩। কিঞ্চ প্রাণাবামাভ্যাস হইতে ধাবাণাদিতে অর্থ্যং বাহাতে জ্ঞদ্যাদি প্রদেখে চিত্র মঙ্গল  
ধাকে তাহাতে, মনেব যোগ্যতা বা সামর্থ্য হব ।

৫৪। প্রত্যাহাবে ইন্দ্রিয়সকলেব স্ব স্ব বিষয়ে সম্প্রয়োগের অভাব হব অর্থ্যং চিত্রকে অমুসরণ  
কবিবাব সামর্থ্যতেতু বিবরের সহিত ইন্দ্রিবেব সংযোগেব অভাব হয় । তাহা হইলে, ইন্দ্রিয়সকল চিত্রের  
রূপালুকাব-স্বভাবক হয় অর্থ্যং চিত্রে বন্ধন যে ভাব থাকে ইন্দ্রিয়সকলও যেন তন্মরূপ হয়, তাহাই  
প্রত্যাহাব । তখন চিত্র নিকট হইলে ইন্দ্রিয়সকলও নিকট হয় বা বিবজ্ঞানহীন হয় । কিঞ্চ চিত্র  
তখন যাহা ভিতরে ভিতরে মনে কবে, যেমন রূপ বা শব্দ বা স্পর্শ—চক্ষুঃশ্রোত্রাদিও সেই সেই  
বিষয়েব দর্শন-শ্রবণবান্ হব ।

৫৫। প্রত্যাহাবেব কল বলিতেছেন । কাহাবও কাহাবও মতে শব্দাদি-বিষয়ে সলিগু না  
হওবাই ইন্দ্রিয়জব । ব্যাসন অর্থে সক্তি বা আসক্তি অর্থ্যং বাগ, তদ্বারা শ্রেব বা কুশল হইতে চিত্রকে  
বিস্তৃপ্ত কবিতা বেলে । অপবে বলেন, অবিকল বা শাস্ত্রবিহিত যে প্রতিপত্তি বা বিষয়ভোগ তাহাই ;

কুশলাদ্ ব্যস্তভে—ক্ষিপ্যত ইতি । অন্তে বদন্তি অবিকল্পা—শাস্ত্রবিহিতা প্রতিপত্তিঃ—  
বিষয়ভোগা শ্রায়া ইতি স এব ইন্দ্রিয়জয় ইত্যর্থঃ । ইতবে বদন্তি খেচ্ছয়া শকাদি-  
সম্প্রযোগঃ শকাদিভোগ ইত্যর্থঃ, এব ইন্দ্রিয়জয়ঃ । অপবমিন্দ্রিয়জয়মাহ রাগেতি ।  
চিৎতৈকাগ্রাদ্ অপ্রতিপত্তিঃ—ইন্দ্রিয়জ্ঞানবোধ এব ইন্দ্রিয়জয় ইতি ভগবতো জৈগীষ্যাত্মা-  
ভিন্নতম্ । এষা এব পবমা বশ্ততা অন্তেষু চ প্রচ্ছন্নলৌল্যং বিদ্বত ইতি ।

ইতি সাংখ্যযোগাচার্হ-শ্রীহবিহবানন্দাবণ্য-কৃতায়াম্ বৈয়াসিক-শ্রীপাতঞ্জল-  
সাংখ্যপ্রবচন-ভাষ্যস্ত টীকায়াং ভাষ্যত্যাং দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ।

জ্ঞায্য অর্থাৎ তাহাই ইন্দ্রিয়জয় । আবার অন্তে বলেন, খেচ্ছায (অবশীভূতভাবে) যে শকাদি-  
লভ্যযোগ বা শকাদিবিষয়ভোগ, তাহাই ইন্দ্রিয়জয় । অশয ইন্দ্রিয়জয় (বাহ্য বর্থাৎ) বলিতেছেন ।  
চিৎতৈব একাগ্র্যেব কলে যে অপ্রতিপত্তি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ্ঞানবোধ, তাহাই ইন্দ্রিয়জয়, ইহা ভগবান্  
জৈগীষ্যব্যেব অভিন্নত । ইহাই পবমা বশ্ততা । অন্তর্ভুক্তিতে প্রচ্ছন্নভাবে ভোগে লৌপতা আছে ।

শ্রীমদ্ ধর্ম্মসেঘ আরণ্যের দ্বারা অনূদিত

দ্বিতীয় পাদ সমাপ্ত



## তৃতীয়ঃ পাদঃ

১। দেশেতি। বাহ্যে আধ্যাত্মিকে বা দেশে যশ্চিন্তবন্ধঃ—চেতসঃ সমাহ্বাপনং সা ধারণা। নাভিচক্রাদিঃ আধ্যাত্মিকো দেশঃ, তত্র সাক্ষাদ্ অনুভবেন চিন্তবন্ধঃ। বাহ্যে তু দেশে বৃত্তিধাবণে বন্ধঃ—তদ্বিষয়য়া বৃত্ত্যা চিন্তং বধ্যতে।

২। তস্মিন্মিতি। তস্মিন্ বাবণায়ন্তে দেশে ধ্যেয়ালম্বনস্ত প্রত্যয়স্ত—বৃত্তেৰ্ধা একতানতা—তৈলধাবাবদ্ একতানপ্রবাহঃ প্রত্যয়ান্তবেণ অপবায়ুষ্টঃ—অন্তয়া বৃত্ত্যা অসংমিশ্রঃ প্রবাহঃ তদ্ ধ্যানম্। একৈব বৃত্তিকদিতা ইত্যহুভূতিবেকতানতা।

৩। ধ্যানমিতি। ধ্যানমেব যদা ধ্যেয়াকাবনির্ভাসং ধ্যেয়জ্ঞানাদমজ্ঞানহীনং প্রত্যয়ান্বকেন স্বরূপেণ শূন্যমিব—ধ্যৈয়বিষয়স্ত প্রথ্যাভৌ তদ্বিষয় এবাস্তি নাশ্চদ্ গ্রহণাদি কিঞ্চিদিতীৰ ধ্যেয়স্বভাবাবেশাদ্ ভবতি তদা তদ্ব্যানং সমাধিবিত্যাচ্যতে। বিন্দুস্ত-গ্রহীতৃগ্রহণ-ভাবে যদা ধ্যানতি তন্ত তদা সমাধিবিত্যর্থঃ। পারিত্যগিকোহয়ং সমাধিশব্দো ধ্যেয়বিষয়ে চিন্ত্যৈর্হেৰ্যস্ত কাঠীবাচকঃ। যত্র কচন এব সম্যাক্ সমাধানাদ্ অস্তবৃত্তিনিরোধ এব সামান্যতঃ সমাধিঃ। সমাধিকপমিদং চিন্ত্যৈর্হেৰ্যং লব্ধ্বা গ্রহীতৃগ্রহণ-

১। বাহ্য বা আধ্যাত্মিক কোনও দেশে বা স্থানে যে চিন্তবন্ধ অর্থাৎ চিন্তকে সংহিত কবিয়া রাখা, তাহাই ধাবণা। নাভিচক্র (নাভিহ সর্ষহান)-আদি আধ্যাত্মিক দেশ, তথ্য সাঙ্ক্য অনুভবে ধাবা চিন্তবন্ধ কবা যাব এবং দেহেব বাহ্যে দেশে যেমন যুতি-আদিতে, বৃত্তিমায়েব ধাবা চিন্ত বন্ধ হয় অর্থাৎ তদ্বিষয়ক বৃত্তি ধাবা চিন্তকে তাহাতে বন্ধ বা সংহিত করা হয়।

২। বাহাতে ধাবণা রূত হইবাছে সেই দেশে, ধ্যেয়বিষয়ক আলম্বনযুক্ত প্রত্যয়েব বা বৃত্তিবে যে একতানতা বা তৈলধাবাবৎ অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ, অতএব অন্ত প্রত্যয়েব ধাবা অপবায়ুষ্ট অর্থাৎ ধ্যেয়াতিবিল্ল অন্ত বৃত্তিবে ধাবা অসংমিশ্র—এইরূপ যে প্রবাহ, তাহাই ধ্যান। একতানতা অর্থে একবৃত্তিই যেন উদিত বহিবাছে এইরূপ অহুভূতি।

৩। ধ্যান যখন ধ্যেয়বস্তবে স্বরূপমাত্র-নির্ভাসক হয় অর্থাৎ ধ্যেয়বস্তবে জ্ঞান ব্যতীত অন্ত-জ্ঞানহীন হয় এবং নিজেব প্রত্যয়ান্বক যে স্বরূপ, তৎস্বরূবেব স্তায় হয় অর্থাৎ স্রোত বিধয়েব প্রথ্যাতি হওয়াতে তাহাব স্বভাবেব ধাবা আবিষ্ট হইয়া চিন্তে যখন কেবল সেই বিষয়মাত্রই থাকে, অন্ত ('আমি জানিতেছি'—এইরূপ বোধাত্মক) গ্রহণাদিবে বোধ যখন না-ধাকাব গত হয়, তখন সেই ধ্যানকে সমাধি বলা যাব। গ্রহীতা বা 'আমি' এক গ্রহণ বা 'ধ্যান কবিতোছি' এইরূপ ধ্যান-ধ্যান-ভাবেব বিন্দুতি হইবা কেবল ধ্যেয়-বিষয়মায়ে সমাপন্ন হইবা যখন ধ্যান হয় তখন তাহাকে সমাধি বলে।

গ্রাহ্যবিষয়কং সম্প্রজ্ঞানং সাধয়েৎ। তস্মিন্ সিদ্ধে সম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধিৰ্ভবতি। ততঃ সম্প্রজ্ঞানস্তাপি নিবোধাৎ সৰ্ববৃত্তিনিবোধরূপঃ অসম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধিঃ। যত্র কুত্রচিৎ সম্যক্ চিত্তস্থৈৰ্যং তথা চ সম্প্রজ্ঞাতরূপং চিত্তস্থৈৰ্যম্ অসম্প্রজ্ঞাতরূপঃ অত্যন্তচিত্তিনিবোধশ্চেতি সৰ্ব এব সমাধয় ইতি।

৪। একেতি। একবিষয়াণি একবিষয়ে ক্রিয়মাণানি ত্রীণি সাধনানি সংযম ইত্যাচ্যতে। নহু সমাধৌ ধাবণাধ্যানবোধসম্বর্ত্তাঃ তন্মাত্রং সমাধিবৈব সংযমঃ, ত্রয়াণাং সমুল্লেক্ষো ব্যর্থ ইতি শঙ্কা এবমপনেয়া। ধ্যেয়বিষয়স্ত সৰ্বতঃ পুনঃ পুনঃ ক্রিয়মাণানি ধারণাদীন সংযম ইতি পরিভাষিতঃ অতো নান্নং সমাধিমাত্রার্থকঃ।

৫। তস্মেতি। আলোকঃ—প্রজ্ঞালোকস্ত উৎকর্ষ ইত্যর্থঃ। 'বিশাবলীভবতি—স্বচ্ছীভবতি। জ্ঞানশব্দেচ্চবমস্থৈৰ্যং সম্যক্ চ ব্যোমনিষ্ঠ্যং প্রজ্ঞালোকঃ সংযমাদ্ ভবতি।

এই সমাধি-শব্দ পাবিত্যধিক, ধ্যেয়বিষয়ে চিত্তস্থৈৰ্যেব পৰ্বাকারকণ বিশেষ অৰ্থে ইহা ব্যবহৃত। যেকোনও বিষয়ে চিত্তেব সম্যক্ স্থিতিতাব ফলে যে তদন্ত বৃত্তির নিবোধ, তাহাই সমাধিব সাধাবল-লক্ষণ। এই প্রকাৰে সমাধিকণ চিত্তস্থৈৰ্য লাভ কৰিবা এইত, প্রেণ ও প্রাঙ্ক বিষয়েব সম্প্রজ্ঞান সাধিত কৰিতে হয়। এইরূপে সাধিত হইলে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়। তাহাব পূৰ্ব সেই সম্প্রজ্ঞানেবও নিবোধ কৰিলে সৰ্ববৃত্তিনিবোধরূপ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়। যেকোনও বিষয়ে চিত্তস্থৈৰ্য, সম্প্রজ্ঞাতরূপ তত্ত্ববিষয়ে চিত্তস্থৈৰ্য এবং অসম্প্রজ্ঞাতরূপ সৰ্বচিত্ত-বৃত্তিনিবোধ—এই তিনেবই নাম সমাধি।

৪। এক-বিষয়ক বা এক বিষয়ে ক্রিয়মাণ ঐ তিন সাধনকে সংযম বলে। সমাধিতেই ত ধাবণা-ধ্যান অন্তর্ভুক্ত আছে, অতএব সমাধিই সংযম, ঐ তিনেব উল্লেখ ব্যর্থ—এই শঙ্কা এইরূপে অপনেয়, যথা—ধ্যেয়বিষয়েব সৰ্বদিক্ হইতে পুনঃ পুনঃ ক্রিয়মাণ যে ধাবণা-ধ্যান-সমাধি তাহাই সংযম-নামে পরিভাষিত হইবাছে। অতএব তাহাব অৰ্থ সমাধিমাত্র নহে।

৫। আলোক অৰ্থে প্রজ্ঞাকণ আলোকেব উৎকর্ষ। বিশাবল হব অৰ্থে স্বচ্ছ বা নিৰ্মল হব। জ্ঞানশক্তিব চবমস্থৈৰ্য হওযাব এবং ধ্যেয়বিষয়ে সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত থাকাহেতু সংযম হইতে প্রজ্ঞাব আলোক বা উৎকর্ষ হয়।

(এই পাঠে প্রধানতঃ বোজ্ঞ বিভূতিব কথা বলা হইবাছে, তৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয় প্রণিষেয। যোগেব দ্বাবা অলৌকিক শক্তি ও জ্ঞান হয়। কিরূপে তাহা হয়, তাহাব যুক্তিমুক্ত দার্শনিক বিবরণ এই পাঠে আছে। স্বপ্নে ভবিষ্যৎ জ্ঞান, ব্যবহিত বর্ণন-শ্রবণাদি, 'মিডিব'—বিশেষেব দ্বাবা বিনাসস্পর্শে ইষ্টকাহি ভাববান্ ক্রব্যেব চালন, পৰচিত্তজ্ঞতা ইত্যাদি ঘটনা সাধাবণ। তাহা ঘটাবাব অবশ্য কাৰণ আছে। সেই কাৰণ কি, তাহাব দার্শনিক ব্যাখ্যান বিভূতিপাদেব অন্ততব প্রতিপাদ্য বিষয়। কিঞ্চ ঈশব সৰ্বশক্তিয়ান্ সৰ্বজ্ঞ ইহা সৰ্ববাদীবা বলেন। সৰ্বজ্ঞ চিত্তেব স্বরূপ কি এবং সৰ্বশক্তিযতী ইচ্ছাবই, বা স্বরূপ কি, তাহা ঐ সব তথ্যেব দ্বাবা স্পষ্ট বুঝানতে ঈশবেব স্বরূপজ্ঞান ইহাব দ্বারা প্রস্তুত হয়। 'মন ও ইচ্ছা সৰ্বপুরুষেব একত্বাতীত। মনেব মলিনতাব অথবা শুদ্ধতায়

৬। তস্মেতি ব্যাচষ্টে। অজিতাধবভূমিঃ—অনাযত্ননিম্নভূমিঃ যোগী। তদ্বিতি।  
তদভাবাৎ—প্রান্তভূমিষু সংযমাতাবাৎ কৃত্তস্তস্ত যোগিনঃ প্রজ্ঞোৎকর্ষঃ ? স্নগমমগ্নঃ।

৭। তদ্বিতি। স্নগমং ভাষ্যম্।

৮। তদপীতি। তদভাবে ভাবাৎ—ধাবণাদিসবীজাত্যাসস্ত; অভাবে—নিবৃত্তৌ  
নির্বীজস্ত প্রাহুর্ভাবাৎ। পরবৈবাগ্যমেব তস্তাস্তবঙ্গমুক্তম্।

৯। অথেতি পরিণামান্ ব্যাচষ্টে। অথ নিবোধচিত্তক্ষণেষু—নিবোধচিত্তং—  
প্রত্যয়শৃঙ্খলং চিত্তং, তদা শৃঙ্খলিব ভবতি চিত্তং পরিণামস্চ তস্ত ন লক্ষ্যতে। তদবস্থান-  
ক্ষেত্রেপি চিত্তস্ত পরিণামঃ স্তাৎ। গুণবৃক্ষস্ত—গুণকার্ষস্ত চলদ্বাৎ—পরিণামশীলদ্বাৎ।  
কথং তদাহ ব্যাখ্যানেতি। ব্যাখ্যানসংস্কারাঃ—প্রত্যয়রূপেণ চেতস উত্থানং ব্যাখ্যানং  
বিকল্পৈষ্টকাগ্রাবস্থা ইতি যাবৎ। অত্র হি সম্প্রজ্ঞাতকরণং ব্যাখ্যানম্। তস্ত সংস্কারাঃ  
চিত্তধর্মাঃ চিত্তস্ত সংস্কারপ্রত্যয়ধর্মকদ্বাৎ। ন তে প্রত্যয়াস্বকাঃ—প্রত্যয়স্বকণা ইতি  
হেতোঃ প্রত্যয়নিবোধে তে সংস্কারা ন নিকট্ভাঃ—নষ্টাঃ। নিবোধসংস্কারাঃ—নিবোধজ-  
সংস্কারাঃ পরবৈবাগ্যরূপ-নিবোধপ্রযত্নসংস্কারা ইত্যর্থঃ অপি চিত্তধর্মাঃ। তয়োঃ—ব্যাখ্যান-  
সংস্কারানিরোধসংস্কারবয়োঃ অভিন্নবপ্রাহুর্ভাবকণঃ অন্ত্যথাভাবশ্চিত্তস্ত নিবোধপরিণামঃ—  
নিরোধবুদ্ধিরূপঃ পরিণামঃ। স চ নিবোধক্ষণচিত্তাধ্বয়ঃ, তদা নিবোধক্ষণং—নিবোধ এব

কেহ অনীশ্বব, কেহ ঈশ্বব। সেই মলিনতা সমাধিব দ্বাবা ক্রিশে নষ্ট হয় তাহা সম্যক্ দেখান  
হইয়াছে। পবন, সর্ববাহীরা মোক্ষকে ঈশ্ববেব তুল্যাবস্থা বলিয়া স্বীকার করেন, ঈশ্ববসংস্থা, ব্রহ্মসংস্থা,  
ব্রহ্মস্বপ্রাপ্তি আদির তাহাই অর্থ। তাহাতে বন্ধনীবাব চিত্তভঙ্গিতে যে ঈশ্ববতা বা বিদ্যুতি আসে,  
তাহা স্বীকার করা হয়। তজ্জন্য অর্ধ, বৌদ্ধ, জৈন আদি সর্ব দর্শনেই যোগজ বিদ্যুতিব কথা  
স্বীকৃত আছে। এতদ্বর্ণনে তাহাই দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তিব দ্বাবা প্রমাণিত হইয়াছে)।

৬। অজিত-অধবভূমি অর্থে যে-যোগীব যোগেব নিম্নভূমি আশ্রিত হইয়া নাই। তাহাব  
অভাব হইলে অর্থাৎ প্রান্তভূমিতে সংযমের অভাব হইলে, কিরূপে যোগীব প্রজ্ঞাব উৎকর্ষ হইবে ?  
(অর্থাৎ তাহা হয় না)।

৭। 'তদ্বিতি'। ভাষ্য স্নগম।

৮। তদভাবে ভাব বলিয়া অর্থাৎ ধাবণাদি সবীজ লম্বাধিব অভ্যাসেব অভাব হইলে বা তাহা  
অভিজ্ঞান হইয়া নিবৃত্ত হইলে তবেই নির্বীক্ষেব প্রাহুর্ভাব হয় বলিয়া, পরবৈবাগ্যেব অভ্যাসই  
নির্বীক্ষেব অন্তরঙ্গ সাধন বলিয়া উক্ত হয়।

৯। পরিণামসকল ব্যাখ্যা করিতেছেন। নিবোধচিত্তক্ষণে অর্থাৎ নিরোধ বা প্রত্যয়হীন  
চিত্তরূপ ক্ষণে বা অভেদ অবসরে, তখন চিত্ত শৃঙ্খল হয় এবং তাহাব পরিণাম লক্ষিত হয় না। কিন্তু  
সেইরূপে (সেই প্রত্যয়শৃঙ্খল অবস্থাব) অবস্থানকালেও চিত্তেব পরিণাম-বোগ্যতা থাকে—গুণবৃত্তেব বা  
গুণকার্ষের চলন বা পরিণামশীলত্ব-হেতু, (প্রত্যয়হীন হইলেও তাহা সংস্কাররূপ অবস্থা। কিন্তু বাহ্য  
জিগ্ঞাসাক্ষ, তাহা পরিণামশীল স্তববাৎ সে অবস্থাতেও চিত্তেব পরিণাম হইতে থাকে বুঝিতে হইবে)।

ক্ষণঃ—অবসবস্তদান্বকং চিত্তং স নিবোধপরিণামঃ অৰ্হেতি—অনুগচ্ছতি। তাদৃশ-  
চিত্তস্যৈব ধর্মিণঃ স পরিণাম ইত্যর্থঃ। নিরোধে প্রত্যয়ানুভাবাৎ সংস্কারধর্মণামেবাত্র  
পরিণাম একস্য ধর্মিণশ্চিন্ত্যেতি দিক্।

১০। নিবোধেতি। নিবোধসংস্কারস্ত অভ্যাসপাটিবন্—অভ্যাসেন তদাধানম্  
ইত্যর্থঃ, তদ্ অপেক্ষা জ্ঞাতা প্রশান্তবাহিতা চিত্তস্ত ভবতি। প্রশান্তবাহিতা—প্রশান্ত-  
রূপেণ প্রত্যয়হীনভয়া বাহিতা প্রবহণশীলতা। নিবোধসংস্কারবোপচয়াং সা ভবতীত্যর্থঃ।

১১। সর্বার্থতা—যুগপদিব সর্বৈশ্বর্যেষু বিষয়গ্রহণায় শক্যরশীলতা। একাগ্রতা  
—একবিষয়তা। অনবোধধর্ময়োঃ ক্ষয়োদয়রূপঃ পরিণামঃ সমাধিপরিণামঃ। তদिति। ইদং  
চিত্তম্ অপারোপজননবোঃ ক্ষয়োদয়শীলযোঃ, স্বানুভূতযোঃ—স্বকীয়যোঃ ধর্মযোঃ—  
সর্বার্থতৈকাগ্রতবোবহুগতং তুহা সমাধীযতে—তদ্ব্যপরিণামস্ত অনুগামী সম্প্রজ্ঞাত-  
সমাধিবিত্যর্থঃ। অত্র প্রত্যয়ধর্মণাং সংস্কারধর্মণাঞ্চ অন্তর্জাতাব্যঃ। সর্বার্থতাহীনসমাধি-  
অভাবেন সমাধিপ্রজ্ঞয়া চ চিত্তস্তাভিসংস্কারঃ সম্প্রজ্ঞাতাভ্যঃ সমাধিপরিণাম ইতি দিক্।

কেন, তাহা বলিতেছেন। ব্যুৎপাদ-সংস্কারসকল—ব্যুৎপাদ অর্থে প্রত্যয়রূপে চিত্তেব যে উৎপাদ, অতএব  
বিশিষ্ট এবং একাগ্রতা উভয়েই ব্যুৎপাদ, এখানে সম্প্রজ্ঞাতরূপ একাগ্র ব্যুৎপাদই বুঝাইতেছে, তাহাব  
সংস্কাররূপ চিত্তধর্ম—কাবণ, চিত্তেব ছুই ধর্ম, সংস্কার এবং প্রত্যয়। তাহাবা অর্থাৎ সেই ব্যুৎপাদ-  
সংস্কারসকল প্রত্যয়ান্বক বা প্রত্যয়-স্বরূপ নহে, তৎকর্ত্ত প্রত্যয়েব নিবোধে সেই সংস্কারসকল নিরুদ্ধ  
বা নাশপ্রাপ্ত হয় না। নিবোধ-সংস্কার বা নিবোধেব অভ্যাসেব যে সংস্কার অর্থাৎ পূর্ববৈষাম্যরূপ  
নিবোধেব প্রবেশেব যে সংস্কার, তাহাও চিত্তেব ধর্ম। ঐ উভয়েব অর্থাৎ ব্যুৎপাদ ও নিবোধ-সংস্কারেব  
যে যথাক্রমে অভিভব ও প্রাচুর্যবাক্য অন্তর্ভুক্ত, তাহাই চিত্তেব নিবোধ-পরিণাম বা নিরোধেব  
বুদ্ধিরূপ পরিণাম। তাহা নিবোধবাক্যরূপ চিত্তাববী, অর্থাৎ তখন নিবোধবাক্য বা নিবোধবাক্য যে ক্ষণ  
বা অন্তর্ভেদহীন অবসব ( শূন্যবৎ প্রত্যয়হীন অবস্থা ) তদান্বক যে চিত্ত, তাহাতেই সেই নিবোধ-  
পরিণাম অধিত থাকে বা তাহাব অনুগত হয় অর্থাৎ তাদৃশ ( প্রত্যয়হীন শূন্যবৎ ) চিত্তরূপ ধর্মবৈ ঐ  
পরিণাম হয়। অধিত হয় অর্থে অনুগত হয়। নিবোধাববস্থা প্রত্যয়েব অভাব হয় বলিয়া তথায  
একই চিত্তরূপ ধর্মব কেবল সংস্কারধর্ম সকলেবই পরিণাম হয়, এই প্রকাবে ইহা বোধ্য।

১০। নিবোধ-সংস্কারেব অভ্যাসেব পটুতা অর্থাৎ অভ্যাসেব দ্বাবা সেই সংস্কারেব যে শক্য,  
তাহাকে অপেক্ষা কবিয়া জাত অর্থাৎ সেই সংস্কারেব প্রচাব হইতেই, চিত্তেব প্রশান্তবাহিতা হয়।  
প্রশান্তবাহিতা অর্থে প্রশান্ত বা প্রত্যয়হীনরূপে বাহিতা বা নিবোধিত বহনশীলতা বা দীর্ঘকালধাবৎ  
হিতি। অভ্যাসেব যলে নিবোধ-সংস্কারেব শক্য হইলেই তাহা হয়।

১১। সর্বার্থতা অর্থে বিষয়গ্রহণেব ক্ষম সমস্ত ইন্দ্রিয়ে চিত্তেব যে যুগপতেব জ্ঞাব বিচরণশীলতা।  
একাগ্রতা অর্থে একবিষয় অবলম্বন কবিয়া চিত্তেব তাহাতে স্থিতি। চিত্তেব এই দুই ধর্মেব যে  
যথাক্রমে ক্ষম ও উদয়রূপ পরিণাম, তাহাই চিত্তেব সমাধি-পরিণাম। এই চিত্ত, অপাং-উপভ্রমশীল  
বা ল্যোদয়শীল এবং স্বানুভূত বা স্বকীয় ধর্মজ্ঞেব অর্থাৎ সর্বার্থতাব ও একাগ্রতাব অনুগত হইবা

১২। তত ইতি। ততঃ—তদা সমাধিকালে পুনরন্তো যঃ পবিণামঃ তল্লক্ষণমাহ। শান্তোদিতো—অতীতবর্তমানো তুল্যপ্রত্যয়ৌ—তুল্যৌ চ তৌ প্রত্যয়ৌ চেতি। এতদ্ব্যক্ত ভবতি। সমাধিকালে পূর্বোক্তবকালতাবিনৌ প্রত্যয়ৌ সদৃশৌ ভবতঃ। অয়ং চিন্তস্ত ধর্মিণ একাগ্রতাপবিণামঃ—বিসদৃশপ্রত্যয়োৎপাদধর্মস্ত ক্ষয়ঃ সদৃশপ্রত্যয়োৎপাদধর্মস্ত উপক্ষয় ইত্যয়ং চিন্তস্তান্ত্রাখ্যাতাবঃ। অগ্নিন্ প্রত্যয়ধর্মাপ্যামেব অন্ত্রাখ্যাতাবঃ। তদ্বাদৌ যদ্ বিসদৃশপ্রত্যয়ানান্ সদৃশীকরণং তাদৃশ একাগ্রতাপবিণামরূপঃ সমাধিভবতি। ততঃ সমাধিসংস্কারাধানান্ সর্বার্থতাকপা যে প্রত্যয়সংস্কারান্তে ক্ষীয়ন্ত একাগ্রতাকপাশ্চ প্রত্যয়সংস্কারা- বর্ধন্তে। ততঃ পুনানিবোধ-প্রতিলন্তে নিবোধসংস্কারঃ প্রচীযতে ব্যুত্থান- সংস্কারাঃ ক্ষীয়ন্তে। এবং চিন্তস্ত পরিণামঃ।

সমাধিত হয বা ঐক্য সর্বার্থতাব ক্ষয় ও একাগ্রতাব উৎকরণ ধর্ম-পবিণামেব অল্পগামিহই সম্প্রজাত সমাধি। ইহাতে চিন্তেব প্রত্যয়ধর্মেব এবং সংস্কারধর্মেব অন্ত্রাখ্যাতাব বা পবিণাম হয। সর্বার্থতা- হীনরূপ সমাধিস্থতাবেব দ্বাবা এবং সমাধিজাত প্রজ্ঞাব দ্বাবা চিন্তেব যে অভিসংস্কার অর্থাৎ সেই সংস্কারেব দ্বাবা যে সংস্কৃত (সংস্কারবৃত্ত) হওবা, তাহাই সম্প্রজাত নামক সমাধি-পরিণাম অর্থাৎ সম্প্রজাত সমাধিতে চিন্তেব ঐক্য পরিণাম হইতে থাকে, এই দৃষ্টিতে ইহা বুঝিতে হইবে। (ইহাতে চিন্তেব সর্বিবিষয়ে বিচরণশীলতাকপ ধর্মেব বা তাদৃশ প্রত্যয় ও সংস্কারেব অভিব্যব এবং একাগ্রতাকপ প্রত্যয় ও সংস্কারেব প্রাচুর্য বা বুদ্ধিরূপ পবিণাম হইতে থাকে)।

১২। তখন অর্থাৎ সমাধিকালে আব অল্প যে পবিণাম হয, তাহার লক্ষণ বলিতেছেন। শান্তোদিত বা অতীত এবং বর্তমান প্রত্যয় তুল্য হয় অর্থাৎ যে-প্রত্যয় অতীত এবং তাহাব পূর্ব যে-প্রত্যয় উদিত—ইহাবা একাকার হইতে থাকে। ইহার দ্বারা এই বলা হইল যে, সমাধিকালে পূর্বেব এবং পূর্বেব প্রত্যয় সদৃশ হয়। চিত্তরূপ ধর্মীব ইহা একাগ্রতা-পবিণাম অর্থাৎ বিসদৃশ প্রত্যয়োৎপাদন-ধর্মেব ক্ষয় এবং সদৃশ প্রত্যয়োৎপাদনশীলতাব উদয় বা বৃদ্ধি—চিন্তেব এইরূপ অন্ত্রাখ্যাতাব বা পরিণাম তখন হইতে থাকে। ইহাতে (প্রধানতঃ) চিন্তেব প্রত্যয়ধর্মলকলেরই অন্ত্রাখ্য বা পরিণাম হইতে থাকে।

এই তিন পবিণামেব মধ্যে বোগাভ্যাসেব প্রথমে যে বিসদৃশ প্রত্যয়সকলকে একাকার কবা হয, তাহাতে তাদৃশ একাগ্রতা-পবিণামরূপ সমাধি হয। তাহার পর সমাধি-সংস্কারেব ক্ষয় হওবাতে সর্বার্থতারূপ যে প্রত্যয় এবং সংস্কার, তাহাবা ক্ষীণ হয় এবং একাগ্রতাকপ প্রত্যয় ও তাহার সংস্কার বর্ধিত হয়। তাহাব পর নিবোধ-সমাধিকালে নিবোধ-সংস্কার সঞ্চিত হয়, এবং প্রত্যয়েব উৎকরণ ব্যুত্থান-সংস্কারসকল ক্ষীণ হয়—এইরূপে চিন্তেব পরিণাম হয়। (চিত্ত প্রত্যয় ও সংস্কার-সাম্রাজ্য। প্রথমে একাগ্রতা-পবিণামে প্রধানতঃ চিন্তেব প্রত্যয়ের সদৃশ পবিণাম হইতে থাকে। দ্বিতীয় সমাধি-পবিণামে চিন্তেব প্রত্যয় ও সংস্কার উভয়েবই একাগ্রতাভিমুখ পরিণাম হইতে থাকে। তাহাব ফলে চিন্তেব সর্বার্থতা-স্বভাবের পবিবর্তন হইয়া তাহা একাগ্রভূমিক হয়। তৃতীয় নিবোধ-পরিণামে চিত্ত প্রত্যয়হীন হয় ও তখন কেবল সংস্কারেব ক্ষয়রূপ পবিণাম হইতে থাকে; তাহাব বলে সংস্কারেবও

১৩। পরিণামস্ত ব্যবহারভেদাৎ ত্রিবিধঃ ধর্মলক্ষণাবস্থা ইতি। যথা চিত্তস্ত পরিণামস্তথা ভূতেজ্রিবাণামপি। তত্র ধর্মপরিণামঃ—ধর্মণাম্ অস্তথাৎ, লক্ষণপরিণামঃ—লক্ষণং কালঃ, অতীতানাগতবর্তমানকালৈর্লক্ষিত্বা যদ্ ভেদেন মননম্। অবস্থা-পরিণামঃ—নবত্বাদিরবস্থাভেদঃ, বত্র ধর্মলক্ষণভেদযোর্বিবক্ষ্য নাস্তি। এষু ধর্মপরিণাম এব বাস্তবো লক্ষণাবস্থাপরিণামো চ কালনিকো। নিরোধঃ গৃহীত্বা লক্ষণপরিণামম্ উদাহরতি। নিরোধঃ ত্রিলক্ষণঃ—ত্রিভিবৎভিঃ—অতীতাদিকালেভেদমুক্তঃ। অনাগতো নিরোধঃ অনাগতলক্ষণম্ অর্থানং প্রথমং হিবা ধর্মম্ অনতিক্রান্তঃ—প্রাপ্ত্ব যো নিবোধঃ অনাগতো ধর্ম আসীৎ স এব বর্তমানধর্মো ভূত ইত্যর্থঃ। যত্রাস্ত স্বরূপেণ—ব্যাগ্রিয়-মাণবিশেষস্বরূপেণ অভিযুক্তিঃ। নেতি। অনাগতো নিরোধরূপো ধর্মো বর্তমানভূতঃ, অতীতো ভবিষ্যতীতি ত্রিলক্ষণাবিবৃক্তঃ। নিরোধকালে তু ব্যাখ্যানমতীতম্। এষঃ—অতীতম্ অস্যা—ধর্মস্য তৃতীযোহধ্বা। অতঃ পবং পুনর্ব্যাখ্যানমিত্যন্তঃ ভাষ্যমতি-বোহিতম্। উপসম্পত্তমানং—জ্ঞায়মানম্।

তথেষ্ঠি। নিবোধক্ষেণে বর্তমান এব নিবোধধর্মো বলবান্ ইত্যত্র নাস্তি অর্থভেদস্য ধর্মাত্ত্বস্য চ বিবক্ষা কিন্তু কাঞ্চিদবস্থাম্ অপেক্ষ্য ভেদবচনং কৃতম্ ভবতি। ঈদৃশো ভেদঃ অবস্থাপরিণামঃ। তত্র ভূতেজ্রিবাধিধর্মিণো নীলগীতাদ্বাদিধর্মৈঃ পরিণমস্তে।

নাং হওয়ায় অর্থাৎ তাহাৰ প্রত্যযোপাদানশীলতা নষ্ট হওয়াৰ, চিত্তেৰ লব্ধক্ বোধ হইয়া উঠাৰ কৈবল্য হয়। এইক্ষেপে পরিণামেৰ দৃষ্টিতে কৈবল্য লাগিত ও প্রতিপাদিত হয়)।

১৩। ব্যবহারেব ভেদ হইতে (স্বরূপতঃ নহে) পরিণাম ত্রিবিধ, যথা—ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থা-পরিণাম। যেমন চিত্তেব পরিণামভেদ, সেইরূপ ভূতেজ্রিবেও আছে। উন্নয়ো ধর্মের বা জ্ঞাত ভাবেব যে অস্তথাৎ, তাহা ধর্ম-পরিণাম। লক্ষণ-পরিণাম যথা—লক্ষণ অর্থে জিকাল, অতীত, অনাগত এবং বর্তমান এই ত্রিকালেব দ্বাবা লক্ষিত কবিয়া ভেদপূর্বক যে মনন (এ ভেদ কেবল মনেব দ্বাবাই কৃত, বস্তুতঃ নহে), তাহা। অবস্থা-পরিণাম যথা—নবত্ব, পুৰাতনত্ব আদি (জীৰ্ণতাদি লক্ষ্য না কবিয়া) যে অবস্থাভেদ, যেহলে ধর্ম বা লক্ষণভেদেব বিবক্ষা নাই তথাব যে ঐক্য কল্পিত পরিণাম, তাহাই অবস্থা-পরিণাম। ইহায়েব মধ্যে ধর্ম-পরিণামই বাস্তব আব লক্ষণ এবং অবস্থা-পরিণাম কালনিক। নিবোধকে গ্রহণ কবিয়া লক্ষণ-পরিণামেব উদাহরণ দিতেছেন। নিবোধ ত্রিলক্ষণক অর্থাৎ তিন অধ্বা বা অতীতাদি ত্রিকালকপ ভেদমুক্ত। অনাগত যে নিবোধ তাহা অনাগতলক্ষণযুক্ত কালকে প্রথমে ত্যাগ কবিয়া, কিন্তু ধর্মকে অতিক্রম না কবিয়া অর্থাৎ পূর্বে যে নিবোধ অনাগতভাবে ছিল তাহাই বর্তমানধর্মক হইয়া (অতএব সেই একই নিবোধরূপ অবস্থাতে থাকিযাই) যেথায় অর্থাৎ বর্তমানে, তাহাব স্বরূপে বা ব্যাপাবশীল বিশেষরূপে (কাবণ, বর্তমানেই বিশেষজ্ঞান হয় এবং ব্যাপাব বা জিন্সা লক্ষিত হয়) অভিযুক্তি হয়। অনাগত নিবোধরূপ ধর্ম বর্তমান হইল, তাহাই আবাব অতীত হইবে বলিয়া তাহা অতীতাদি ত্রিলক্ষণ হইতে বিযুক্ত নহে অর্থাৎ একই ধর্মের সহিত ক্রমশঃ ত্রিকালেব যোগ হইতেছে। নিবোধকালে ব্যাখ্যান অবস্থা অতীত—

১২। তত ইতি। ততঃ—তদা সমাধিকালে পুনরন্তো যঃ পরিণামঃ তল্লক্ষণমাহ। শাস্তোদিতো—অতীতবর্তমানো ভূত্যাশ্রত্যয়ৌ—ভুলো চ তৌ শ্রত্যয়ৌ চেতি। এতদ্ব্যন্তর ভবতি। সমাধিকালে পূর্বোক্তকালভাবিনৌ শ্রত্যয়ৌ সদৃশৌ ভবতঃ। অয়ং চিত্তস্ত ধর্মিণ একাগ্রতাপবিণামঃ—বিসদৃশশ্রত্যয়োংপাদধর্মস্ত ক্ষয়ঃ সদৃশশ্রত্যয়োংপাদধর্মস্ত উপজন ইত্যয়ং চিত্তস্তাত্ত্বথাভাবঃ। অগ্নিন্ শ্রত্যয়ধর্মণামেব অন্ত্রথাভাবঃ। তদ্রাদৌ যদ্বিঃ বিসদৃশশ্রত্যয়ানাং সদৃশীকরণং তাদৃশ একাগ্রতাপবিণামরূপঃ সমাধির্ভবতি। ততঃ সমাধিসংস্কারাধানাং সর্বার্থতাকপা যে শ্রত্যয়সংস্কারান্তে ক্রীয়ন্ত একাগ্রতাকপাশ্চ শ্রত্যয়সংস্কারা- বর্ধন্তে। ততঃ পূর্নানিবোধ-প্রতিলভ্তে নিবোধসংস্কারঃ প্রচীযতে ব্যুত্থান-সংস্কারাঃ ক্রীয়ন্তে। এবং চিত্তস্ত পবিণামঃ।

সমাধিত হব বা একপ সর্বার্থতাৰ ক্ষয় ও একাগ্রতাৰ উদয়ৰূপ ধর্ম-পবিণামেৰ অন্তঃসামিষ্যই স্পষ্টজ্ঞাত সমাধি। ইহাতে চিত্তেৰ শ্রত্যয়ধৰ্মেৰ এবং সংস্কাৰধৰ্মেৰ অন্ত্রথাভাব বা পবিণাম হব। সর্বার্থতা-হীনৰূপ সমাধিব্যবহাৰেৰ দ্বাৰা এবং সমাধিজাত প্রজ্ঞাব দ্বাৰা চিত্তেৰ যে অভিসংস্কাৰ অৰ্থাৎ সেই সংস্কাৰেৰ দ্বাৰা যে সংস্কৃত (সংস্কাৰবৃত্ত) হওয়া, তাহাই স্পষ্টজ্ঞাত নামক সমাধি-পবিণাম অৰ্থাৎ স্পষ্টজ্ঞাত সমাধিতে চিত্তেৰ একপ পবিণাম হইতে থাকে, এই দৃষ্টিতে ইহা বুঝিতে হইবে। (ইহাতে চিত্তেৰ সর্ববিষয়ে বিচরণশীলতাকপ ধৰ্মেৰ বা তাদৃশ শ্রত্যয় ও সংস্কাৰেৰ অভিব্যবহাৰ এবং একাগ্রতাকপ শ্রত্যয় ও সংস্কাৰেৰ প্রাচুৰ্য্য বা বৃদ্ধিরূপ পবিণাম হইতে থাকে)।

১২। তখন অৰ্থাৎ সমাধিকালে আৰ অন্ত্র যে পবিণাম হব, তাহাৰ লক্ষণ বলিতেছেন। শাস্তোদিত বা অতীত এবং বর্তমান শ্রত্যয় ভূত্যা হব অৰ্থাৎ যে-শ্রত্যয় অতীত এবং তাহাৰ পব যে-শ্রত্যয় উদিত—ইহাৰা একাকার হইতে থাকে। ইহাৰ দ্বাৰা এই বলা হইল যে, সমাধিকালে পূর্বেৰ এবং পবেৰ শ্রত্যয় সদৃশ হব। চিত্তকপ ধর্মীৰ ইহা একাগ্রতা-পবিণাম অৰ্থাৎ বিসদৃশ শ্রত্যয়োংপাদন-ধৰ্মেৰ ক্ষয় এবং সদৃশ শ্রত্যয়োংপাদনশীলতাৰ উদয় বা বৃদ্ধি—চিত্তেৰ এইরূপ অন্ত্রথাভাব বা পবিণাম তখন হইতে থাকে। ইহাতে (প্রধানতঃ) চিত্তেৰ শ্রত্যয়ধর্মসকলেবই অন্ত্রথা বা পবিণাম হইতে থাকে।

এই তিন পবিণামেৰ মধ্যে যোগাভ্যাসেৰ প্রথমে যে বিসদৃশ শ্রত্যয়নকলকে একাকার কবা হয়, তাহাতে তাদৃশ একাগ্রতা-পবিণামরূপ সমাধি হব। তাহাৰ পব সমাধি-সংস্কাৰেৰ লক্ষ্য হওয়াতে সর্বার্থতাকপ যে শ্রত্যয় এবং সংস্কাৰ, তাহাৰা ক্রীণ হব এবং একাগ্রতাকপ শ্রত্যয় ও তাহাৰ সংস্কাৰ বর্ধিত হব। তাহাৰ পব নিবোধ-সমাধিকালে নিবোধ-সংস্কাৰ সঞ্চিত হব, এবং শ্রত্যয়েৰ উদয়রূপ ব্যুত্থান-সংস্কাৰসকল ক্রীণ হব—এইরূপে চিত্তেৰ পবিণাম হব। (চিত্ত শ্রত্যয় ও সংস্কাৰ-আন্তর। প্রথমে একাগ্রতা-পবিণামে প্রধানতঃ চিত্তেৰ শ্রত্যয়েৰ সদৃশ পবিণাম হইতে থাকে। দ্বিতীয় সমাধি-পবিণামে চিত্তেৰ শ্রত্যয় ও সংস্কাৰ উভয়েবই একাগ্রতাভিসমুখ পবিণাম হইতে থাকে। তাহাৰ ফলে চিত্তেৰ সর্বার্থতা-স্বভাবেৰ পবিত্বজন হইয়া তাহা একাগ্রভূমিক হব। তৃতীয় নিবোধ-পবিণামে চিত্ত শ্রত্যয়হীন হব ও তখন কেবল সংস্কাৰেৰ ক্ষয়রূপ পবিণাম হইতে থাকে; তাহাৰ ফলে সংস্কাৰেবও

১৩। পরিণামস্ত ব্যবহারভেদাৎ ত্রিবিধঃ ধর্মলক্ষণাবস্থা ইতি। যথা চিত্তস্ত পরিণামস্তথা ভূতেশ্চিরাণামপি। তত্র ধর্মপরিণামঃ—ধর্মাণাম্ অন্ত্যখ্যং, লক্ষণপরিণামঃ—লক্ষণং কালঃ, অতীতানাগতবর্তমানকালৈর্লক্ষিত্বা বদ্ ভেদেন মননম্। অবস্থা-পরিণামঃ—নবত্বাদিববস্থাভেদঃ, যত্র ধর্মলক্ষণভেদবোধ্যবিবক্ষা নাশ্চি। এবু ধর্মপরিণাম এব বাস্তবো। লক্ষণাবস্থাপরিণামো চ কালনিকো। নিবোধঃ গৃহীত্বা লক্ষণপরিণামম্ উদাহবতি। নিবোধঃ ত্রিলক্ষণঃ—ত্রিভিরক্ষণভিঃ—অতীতাদিকালভেদৈর্যুক্তঃ। অনাগতো নিবোধঃ অনাগতলক্ষণম্ অধ্বানং প্রথমং হিহা ধর্মম্ অনতিক্রান্তঃ—প্রাগ্ যো নিবোধঃ অনাগতো ধর্ম আসীৎ স এব বর্তমানধর্মো কৃত ইত্যর্থঃ। যত্রাস্ত স্বরূপেণ—ব্যাগ্রিয়-মাণবিশেষবস্তুপেণ অভিব্যক্তিঃ। নেতি। অনাগতো নিবোধকালো ধর্মো বর্তমানভূতঃ, অতীতো ভবিষ্যতীতি ত্রিলক্ষণাবিযুক্তঃ। নিবোধকালে চু ব্যাখ্যানমতীতম্। এবং—অতীতম্ অস্যা—ধর্মস্য ভূতীষোহিহা। অতঃ পরং পুনর্ব্যাখ্যানমিত্যন্তঃ ভাষ্যমতি-বোহিতম্। উপসম্পত্তমানং—জাযমানম্।

অর্থোক্তি। নিবোধক্ষেণে বর্তমান এব নিবোধধর্মো বলবান্ ইত্যত্র নাশ্চি অধ্বভেদস্য ধর্মাস্তদস্য চ বিবক্ষা কিন্তু কাক্ষিলবস্থাম্ অপেক্ষ্য ভেদবচনং কৃতম্ ভবতি। ঈদৃশো ভেদঃ অবস্থাপরিণামঃ। তত্র ভূতেশ্চিরাদিধর্মিণো নীলগীতাক্ষাদিধর্মৈঃ পরিণমন্তে।

নাশ হওয়ায় অর্থাৎ তাহা প্রত্যবোধ্যমানশীলতা নষ্ট হওয়ায়, চিত্তেব লব্ধ্যক্ বোধ হইবা দৃষ্টাব কৈবল্য হব। এইরূপে পরিণামেব দৃষ্টিতে কৈবল্য সান্বিত ও প্রতিপাদিত হব)।

১৩। ব্যবহারেব ভেদ হইতে (স্বরূপভেদঃ নহে) পরিণাম ত্রিবিধ, যথা—ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থা-পরিণাম। যেমন চিত্তেব পরিণামভেদ, সেইরূপ ভূতেশ্চিরাৎও আছে। তন্মধ্যে ধর্মের বা জ্ঞাত ভাবেব যে অন্ত্যখ্য, তাহা ধর্ম-পরিণাম। লক্ষণ-পরিণাম যথা—লক্ষণ অর্থে ত্রিকাল, অতীত, অনাগত এবং বর্তমান এই ত্রিকালেব যাবা লক্ষিত কবিয়া ভেদপূর্বক যে মনন (এ ভেদ কেবল মনেব যাবাই কৃত, বস্তুভেদঃ নহে), তাহা। অবস্থা-পরিণাম যথা—নবত্ব, পুরাতনত্ব আদি (জীর্ণতাদি লক্ষ্য না কবিয়া) যে অবস্থাভেদ, যেখানে ধর্ম বা লক্ষণভেদের বিবক্ষা নাই তথাব যে ঈদৃশ কল্পিত পরিণাম, তাহাই অবস্থা-পরিণাম। ইহাদের মধ্যে ধর্ম-পরিণামই বাস্তব আব লক্ষণ এবং অবস্থা-পরিণাম কালনিক। নিবোধকে গ্রহণ কবিয়া লক্ষণ-পরিণামেব উদাহরণ দিতেছেন। নিবোধ ত্রিলক্ষণক অর্থাৎ তিন অধ্বা বা অতীতাদি ত্রিকালরূপ ভেদযুক্ত। অনাগত যে নিবোধ তাহা অনাগতলক্ষণযুক্ত কালকে প্রথমে ত্যাগ কবিয়া, কিন্তু ধর্মকে অতিক্রম না কবিয়া অর্থাৎ পূর্বে যে নিবোধ অনাগতভাবে ছিল তাহাই বর্তমানধর্মক হইবা (অতএব সেই একই নিবোধরূপ অবস্থাতে থাকিয়াই) যেখা অর্থাৎ বর্তমানে, তাহাব স্বরূপে বা ব্যাপ্যাবশীল বিশেষরূপে (কাবণ, বর্তমানেই বিশেষজ্ঞান হব এবং ব্যাপ্যাব বা ক্রিয়া লক্ষিত হব) অভিব্যক্তি হব। অনাগত নিবোধরূপ ধর্ম বর্তমান হইল, তাহাই আবাব অতীত হইবে বলিবা তাহা অতীতাদি ত্রিলক্ষণ হইতে বিযুক্ত নহে অর্থাৎ একই ধর্মের সহিত ক্রমশঃ ত্রিকালেব বোণ হইতেছে। নিবোধকালে ব্যাখ্যান অবস্থা অতীত—



নীলাদিধৰ্মাঃ পুনরতীতাদিলক্ষণৈঃ পৰিণতা ইতি মন্ত্ৰস্তে। বলবানয়ং বৰ্তমানঃ, দুৰ্বলোহ্ময়মতীত ইত্যেবংলক্ষণানি অবস্থাভিভিন্নানীতি ব্যবহিরস্তে। এবমিতি। গুণ-বৃত্তম্—মহাদাদিগুণবিকাৰঃ, সৰ্গৈব পরিণামি। গুণবৃত্তস্য চলন্তে হেতুগুণস্বাভাব্যম্। ক্রিয়াশীলং বজ ইত্যনেন ভবতু উক্তম্। ক্রিয়াকৰ্ণা প্রবৃত্তির্দৃশ্যসাম্প্রভমো মূলস্বভাবঃ।

এতেনেতি। ধর্মধর্মিভেদভিন্নেষু ভূতেজিয়েষু উক্তজিবিধঃ পরিণামো ব্যবহার-প্রতিপন্নঃ, পৰমার্থতন্ত—বথার্থত এক এব ধর্মপরিণামঃ অস্তি, অত্রো কাল্লনিকো ইত্যর্থঃ। কথং তদাহ। ধর্মঃ—জ্ঞাতগুণঃ, ধর্মী—জ্ঞাতগুণানামাশ্রয়ঃ। কাবণস্য ধর্মঃ কার্ণস্য ধর্মী। অতো ধর্মো ধর্মীস্বকপমাত্রঃ—ঘটাদিধর্মীস্তদ্ধর্মীম্বৎস্বকপা এব ইত্যর্থঃ। ধর্মিণো বিক্রিয়া—পরিণামঃ ধর্মদ্বাৰা—ধর্মাস্তবোদয়দ্বারা প্রপঞ্চ্যতে—ব্যজ্যতে। তত্রৈতি। ধর্মিনি ত্রিষু অক্ষয় বর্তমানস্য ধর্মস্য ভাবান্তথাবম্—অবস্থান্তত্বং ভবতি ন জব্যান্তথাবম্—ধর্মীকপ এব ধর্মঃ অতীতো অনাগতো বা বর্তমানো বা ভবতীত্যর্থঃ। যথা সুবর্ণভাজনস্য ভিক্ষা অজ্ঞথাক্রিয়মানস্য—মুদগরাদিনা ভিক্ষা কুণ্ডলাদিকপেণোক্তথা-ক্রিয়মানস্য, ভাবান্তথাবম্—সংস্থানান্তথাবম্ ধর্মাস্তবোদয়েনেত্যর্থো ভবতি ন সুবর্ণজব্যস্য অজ্ঞথাম্।

এই অতীতস্থ ইহাব অর্থ্যং এই ধর্মের তৃতীয় অক্ষা (পঞ্চ বা অবস্থা)। তাহাব পব পুনবায় স্থাখান ইত্যাদি। ভাস্ত্রের শেষ অংশ স্পষ্ট। উপসম্পত্তমান অর্থে জাবমান।

নিবোধকালে বর্তমান যে নিবোধ-ধর্ম তাহাই বলবান (তাহাবই বর্তমানতাকপ প্রাধান্ত)। এইরূপ বলিতে হয়, তজ্জন্ত তথাব কালভেদেব অথবা ধর্মের অজ্ঞাতাব বিবক্ষা নাই, কিন্তু কোনও অবস্থাব অপেক্ষাতেই একপ ভেদ কবা হয় (যেমন পূর্বের নিবোধ ও বর্তমান নিবোধ, ইত্যাদি) ঈদৃশ ভেদই অবস্থা-পরিণাম। তন্মধ্যে ভূতেজিবাধি ধর্মীলকল (ভূতের পক্ষে) নীল-পীত আদি এবং (ইজ্রিদের পক্ষে) অন্ধতা আদি ধর্মের দ্বাৰা পরিণত হয়। নীলাদি ধর্ম পুনবায় অতীতাদি লক্ষণেব দ্বাৰা পরিণত হইতেছে এইরূপ মনে কবা হয়, বাহা বর্তমান তাহা বলবান বা প্রধান, বাহা অতীত তাহা দুর্বল, এইরূপে লক্ষণ-পরিণামসকল পুনন্ত অবস্থাব দ্বাৰা ভিন্ন কবিয়া ব্যবহৃত হয়। গুণবৃত্ত অর্থে মহাদাদি গুণবিকাৰ, তাহাবা সর্গাই পরিণামশীল। গুণবৃত্তেব পরিণামশীলতাব কাবণ গুণেবই স্বভাব। বজোগুণ ক্রিয়াশীল এই লক্ষণেব দ্বাৰাই উহা উক্ত হইবাছে, অর্থাৎ ক্রিয়াকপ প্রবৃত্তি দ্বস্তেব অন্ততম মূল স্বভাব (স্থতবাং জিগুণান্নক মহাদাদিও বিকাবশীল হইবে)।

ধর্ম-ধর্মীকপ ভেদেব দ্বাৰা বিভক্ত ভূতেজিয়ে উক্ত জিবিধ পরিণাম ব্যবহার-অবস্থাব প্রতিপন্ন হয় বা ব্যবহার্যতা লাভ কবে, কিন্তু পৰমার্থতঃ বা বথার্থতঃ একমাত্র ধর্ম-পরিণামই আছে, অন্ত দুই পরিণাম কাল্লনিক। কেন, তাহা বলিতেছেন। ধর্ম অর্থে জ্ঞাতগুণ (বদ্বাৰা কোনও বস্ত বিজ্ঞাত হয়) এবং ধর্মী অর্থে জ্ঞাতগুণসকলেব বা ধর্মের আশ্রয় বা আধাব। কাবণেব বাহা ধর্ম কার্ণেব (কাবণোৎপাদেব) তাহা ধর্মী (যেমন যুক্তিকাকপ কাবণেব ঘটত্ব ধর্ম, সেই ঘট আবাব তাহাব চূর্ণধরূপ কার্ণেব ধর্মী)। অতএব বাহা ধর্ম তাহা ধর্মীব স্বরূপমাত্র অর্থাৎ ঘটাদি সমস্ত ধর্মের

অপব আহ ইতি । ধৰ্মেভ্যঃ অনভ্যধিকো—অনতিরিক্তঃ অভিন্ন ইত্যর্থঃ ধৰ্মী, পূৰ্বতত্ত্বস্য—পূৰ্বস্য প্রত্যয়রূপস্য ধৰ্মিপত্তদানতিক্রমাৎ—স্বভাবানতিক্রমাৎ । যো ভবতাং ধৰ্মী সোহস্মাকং প্রত্যয়ধৰ্মঃ, যন্ত ভবতাং ধৰ্মঃ সোহস্মাকং প্রতীত্যধৰ্মঃ অতঃ সৰ্বং ধৰ্ম এবেতি একান্তাভেদবাদিনাং মতম্ । তে চ বদন্তি যদি ধৰ্মী ধৰ্মেভ্যো ভিন্নঃ স্যাৎ তদা স কুটস্থঃ স্যাদ্ যতো ধৰ্মী এব পবিশমস্তে তর্হি তেভু সামান্যতঃ অনুগতো ধৰ্মী পরিণাম-হীনঃ স্যাদিতি । এতদ্ বিবৃণোতি পূৰ্বেতি । পূৰ্বাপবাস্থাভেদম্—ধৰ্মাত্ত্বরূপম্, অল্পপতিতঃ অল্পপাতিমাত্রঃ সন্ ভবতাং ধৰ্মী কোটস্থো—নিবিকাবনিত্যত্বেন, বিপবি-বর্তেত—পরিণামস্বরূপং হি কুটস্থরূপেণ পবিবর্তেত, যদি স ধৰ্মী অস্বীয়—সর্বধৰ্মানুগত একঃ স্তাৎ । উত্তবমাহ অসমদোষঃ—এবা শক্য নিঃসারা, কস্মাদ্ ? একান্তানুপগমাদ্—একান্তনিত্যং দৃশ্যজ্ঞব্যমিতিবাদস্য অননুপগমাদ্—অস্মদ্বতে অস্বীকাৰাৎ । তদেতদিতি । অস্মদ্বতে দৃশ্যজ্ঞব্যং পবিণামিনিত্যং ন কুটস্থনিত্যম্ । তদেতৎ ত্রৈলোক্যং—সর্বো ব্যস্ত-ভাবো, ব্যস্তেঃ—ব্যস্তাবস্থায়াঃ, অপৈতি—অপগচ্ছতি জীযত ইতি বাবৎ । কন্ত্ৰচিদ্ ব্যস্তভাবস্ত একস্বরূপেণ নিত্যপ্রতিষেধাৎ । অপেতং—লীনম অপ্যস্তি কন্ত্ৰচিদ্

সমাহবই বৃত্তিকাকপ ধৰ্মী । ধৰ্মীসকলেব বিক্রিয়া বা পবিণাম ধৰ্মধাবা অৰ্থাৎ বিভিন্ন ধৰ্মেব অৰ্ভিযুক্তিব দ্বাবা (এবং লক্ষণ ও অবস্থাব দ্বাবাও) প্রপঞ্চিত বা উৎপাটিত হয় । ধৰ্মীতে বৰ্তমান যে ধৰ্ম, তাহা তিন অক্ষাতে অৰ্থাৎ তিন কালেব দ্বাবা লক্ষিত হইবা, ভাবান্তথাষ বা অবস্থান্তবতা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ত্রব্যাক্ষণে (মূল উপাধানরূপে) তাহাব অন্তথা হয় না অৰ্থাৎ ধৰ্মরূপে ব্যবস্থিত ধৰ্মই অতীত বা অনাগত বা বৰ্তমান হয় । যেমন, জ্বৰ্ণ-নির্মিত পাঞ্জকে ভাদিবা অন্তরূপ কবিলে অৰ্থাৎ মূদ্রব আদিব দ্বাবা ভাদিবা তাহাকে কুণ্ডলাদি অন্তরূপে পবিণত কবিলে, ধৰ্মান্তবোধযহেতু তাহাব ভাবান্তথাষ অৰ্থাৎ জ্বৰ্ণেব অববৎসংহাসেব অন্তথাষ রাজ হয়, জ্বৰ্ণেযেব অন্তথা হয় না ।

অপবে (বৌদ্ধবিশেষেবা) বলেন যে, ধৰ্ম হইতে ধৰ্মী অনভ্যধিক অৰ্থাৎ অপৃথক বা অভিন্ন, যেহেতু তাহা পূৰ্বে কাবর্ণরূপ ধৰ্মীব তত্ত্বকে বা স্বভাবকে অভিন্ন কবে না অৰ্থাৎ তাত্ত্বিক পবিণাম হয় না । (বৌদ্ধবিশেষেব উক্তি—) আপনাদেব মতে বাহা ধৰ্মী আমাদেব মতে তাহা প্রত্যয় বা কাবর্ণরূপ ধৰ্ম, বাহা আপনাদেব মতে ধৰ্ম তাহা আমাদেব মতে প্রতীত্য বা কাবর্ণরূপ ধৰ্ম, অতএব সমস্তই ধৰ্মমাত্র, ইহা ধৰ্ম-ধৰ্মি-সম্বন্ধে একান্ত অভেদবাদীদেব মত (ইহাদেব মতে ধৰ্ম ও ধৰ্মী একই) । তাহাবা বলেন, যদি ধৰ্মী ধৰ্ম হইতে ভিন্ন হয়, তাহা হইলে তাহা কুটস্থ হইবে, যেহেতু ধৰ্মসকলই পবিণত হয়, তাহাদেব মতে সামান্যভাবে অৰ্থাৎ সৰ্বধৰ্মেব মতে সাধাবণভাবে, অল্পহ্যত যে ধৰ্মী, তাহা পবিণামহীনই (অতএব কুটস্থ) হইবে । ইহা (পুনশ্চ) বিবৃত কবিত্তেছেন । পূৰ্বেব এবং পৰেব যে অবহাভেদ অৰ্থাৎ ধৰ্মেব অন্তরূপ অবহাভেদ, তাহাব অল্পপতিত বা অন্তপাতিমাত্র হইবা আপনাদেব ধৰ্মী কোটস্থরূপে অৰ্থাৎ নিবিকাব-নিত্যরূপে বিশবিবর্তন কবিবে বা পবিণাম-স্বরূপ ত্যাগ কবিবা কুটস্থরূপে থাকিবে (দুবিবা আশিরা কুটস্থতে গৌলিবে)—যদি সেই ধৰ্মী অস্বীয়

বিনাশপ্রতিষেধাদ্—অত্যন্তনাশাশীকাবাং। সংসর্গাৎ—কারণাবিবিক্তরূপেণাবস্থানাং চ  
অন্ত সূক্ষ্মতা ততশ্চ অনুপলক্ষির্নাত্যন্তনাশাদিতি।

লক্ষণেতি। ভবিষ্যবাগো বর্তমানো ভূত্বা অতীতো ভবতীতি ত্রাধ্ব্যযোগরূপঃ  
পরিণামভেদো বাচ্যো ভবতি। এতদেব ক্ষোভযতি যথেষতি। অত্রৈতি। এতৎ পরে এবং  
দৃশ্যস্তি, সর্বস্ত একদা সর্বলক্ষণযোগে অধ্বসঙ্কবঃ—ত্রিকালসঙ্কবঃ প্রাপ্নোতীতি। অন্ত  
পরিহাবো যথা, বাগ্‌কালে দ্বেষোহপি বিত্ততে উভয়য়োর্বর্তমানদ্বৈপি ন সঙ্কবঃ।  
তদানন্তিব্যক্তো দ্বেষো ভবিষ্যো ভূতো বেতি বাচ্যো ভবতি। এবং ব্যবহাবসিদ্ধিরেব  
লক্ষণপরিণামঃ।

ধর্মাণাং ধর্মস্ব—বিকাবলীলগুণস্বমিত্যর্থঃ, অপ্রসাধ্যম্—অসাধনীয়ং প্রাক্ সাধিত-  
ত্বাদিত্যর্থঃ। সতি চ—সিদ্ধে ধর্মস্ব লক্ষণভেদোহপি বাচ্যো ভবতি অত্থা ব্যবহারা-  
সিদ্ধেঃ। যতো ন বর্তমানকাল এবান্ত ধর্মস্ত ধর্মস্ব, ক্রোধকালে বাগস্ত অবর্তমানদ্বৈপি  
চিৎত্ব ভবিষ্যরাগধর্মকমিতি বাচ্য ভবতীত্যর্থঃ। কস্তচিদ্ ধর্মস্ত সমুদাচাবাং—ব্যক্তি-  
ভাবাং তদ্ব্যবস্থান্ অয়ং ধর্মীতি বাচ্যো ভবতি নাথুনা অন্তর্ধর্মবান্ ইতি চ। এবং ক্রোধ-  
কালে ক্রোধধর্মবৎ চিৎত্ব ন রাগধর্মকমিতি উচ্যতে। ন চ ভদ্‌ বচনাং চিৎত্ব ভবিষ্য-  
বাগধর্মহীনমিত্যুক্তং ভবতীত্যর্থঃ। কিঞ্চৈতি। অতীতানাগতো অধ্বানো অবর্তমানো,

অর্থাৎ সর্বধর্মে অল্পগত বা একই হয় ( অর্থাৎ যদি কেবল ধর্মবই পরিণাম হয়, তাহাতে অল্পহৃত  
ধর্মী পবিণাম না হয়, তবে ত ধর্মী কৃটস্থ হইবা দাঁড়াইল )। এই শব্দাব উক্তব যথা—ইহা অদ্যেব  
অর্থাৎ আমাদেব মতেব দোষ নাই, এই শব্দা নিঃসাৰ। কেন, তাহা বলিতেছেন। আমাদেব  
মতে একান্ত-নিত্যভাবে অত্থাপনম বা স্থাপন কবা হয় নাই বলিয়া—অর্থাৎ দৃশ্যব্য একান্ত  
( অপরিণামিকপে ) নিত্য এইরূপ বাদেব অনত্থাপনম হেতু বা আমাদেব মতে তাহা স্বীকাৰ  
কবা হয় না বলিয়া আমাদেব মতে দৃশ্যব্য পরিণামি-নিত্য, তাহা কৃটস্থ-নিত্য নহে। এই  
জৈলোক্য বা সমস্ত ব্যক্ত ভাব, ব্যক্তি হইতে অর্থাৎ ব্যক্ত অবস্থা হইতে অপগত হয় বা লীন হয়,  
কাৰণ, কোনও এক ব্যক্তভাবেব নিত্য এক-স্বরূপে থাকি নিবিদ্ধ ( পরিণামলীলস্বহেতু )। অপেত  
বা লীন হইয়াও তাহা স্বকাৰণে থাকে, কাৰণ কোনও বস্তুব বিনাশ প্রতিবিদ্ধ অর্থাৎ কোনও ভাব  
পদার্থেব অত্যন্ত নাশ বা সম্পূর্ণ অভাব আমাদেব মতে স্বীকৃত নহে। সংসর্গহেতু অর্থাৎ কাৰণেব  
সহিত অপৃথক্‌ ভাবে বা লীন হইবা থাকে বলিয়া, ইহাব ( অতীত ও অনাগত ধর্মেব ) সূক্ষ্মতা এবং  
তচ্ছত্বই তাহাব উপলব্ধি হয় না, তাহাব অত্যন্ত নাশ হয় বলিয়া নহে। ( ধর্ম-পরিণামেব স্বাবা  
মূল ধর্মী প্রবাহরূপে পরিণাম হইবা চলিতেছে, অতএব তাহা পরিণামি-নিত্য, কৃটস্থ বা নির্বিকাব  
নিত্য নহে )।

অনাগত বাগধর্ম বর্তমান হইবা পুনঃ তাহা অতীত হয় এইরূপ দেখা যাব বলিয়া ত্রিকালযোগ-  
পূর্বক-পরিণামভেদ ব্যবহাবতঃ বক্তব্য হয়, তাহাই পরিষ্কৃত কবিয়া বলিতেছেন। অপবে ইহাতে  
এইরূপে দোষ দেন যে, সর্ববস্তুতে একই সময়ে সর্বলক্ষণ যোগ হয় বলিয়া অধ্বসঙ্কব হইবে অর্থাৎ একই

অতীতশ্চ বভূবান্ অনাগতশ্চ ব্যজ্যঃ। এবং ত্রয়াণাং ভেদঃ, তত্ত্বেন্দ্রিয় চ বাচকত্বেন  
অতীতাদিশকা ব্যবহৃত্বেন্নে অতো যুগপদ্ একজ্ঞাং ব্যক্তৌ তেষাং সম্ভব ইত্যুক্তির্বিবক্ষা।

স্ববাস্তবকাঙ্ক্ষনো ধর্মঃ অনাগতজ্ঞ হি হি বর্তমানজ্ঞ প্রাপ্নোতি ততঃ অতীতো ভবতীতি  
ক্রম এব অগ্নিন্ লক্ষণপরিণামবচনে অধ্যাহার্যঃ অস্তীত্যর্থঃ। উক্তঞ্চ পঞ্চশিখাচারণে  
কপেতি। প্রাপ্নোতি। অতিশয়িনাং সমুদাচরতাং রূপাদীনাম্ বর্তমানলক্ষণজ্ঞ,  
তদ্বিকল্পনাক্ষ অতীতাদিলক্ষণজ্ঞমিত্যস্মাদ্ অসম্ভবঞ্চ সিদ্ধমিত্যর্থঃ। নেতি। ন ধর্মী  
দ্রোক্ষা—যৎ জ্ঞব্যং ধর্মীতি মজ্ঞতে ন তৎ দ্রোক্ষ, যে ধর্মীতে তু দ্রোক্ষানঃ, তে লক্ষিতাঃ  
অভিব্যক্তা বর্তমানাঃ, অলক্ষিতাঃ—অবর্তমানা অনভিব্যক্তাঃ। তাস্মান্—অভিব্যক্তি-  
মনভিব্যক্তিং বা অবস্থানং প্রাপ্নুঃ বন্তঃ অজ্ঞত্বেন—অতীতাদিলক্ষণেন প্রতিনির্দিষ্টত্বেন্নে,  
তত্ত্বদবস্থাস্তরতো ন দ্রব্যাস্তবতঃ।

অবস্থেতি। পরোক্তং দোষম্ উপাশ্রয়তি। অধ্বনো ব্যাপাৰেণ—বর্তমানাদধ-  
লক্ষিতস্ত অজ্ঞস্ত ধর্মস্ত ব্যাপাৰেণ যদা ব্যবহিত্য কশ্চিদ্ ধর্মঃ অব্যাপাৰং ন করোতি তদা  
অনাগতঃ, তদ্ব্যবধানবহিতো যদা ব্যাপ্তির্যতে তদা বর্তমানঃ, যদা কৃৎ নিবৃত্তস্তদা অতীত  
ইতি প্রাপ্তে শব্দকো বক্তি ভবন্যে এবং ধর্মধর্মিলক্ষণাবস্থানাং সদা সম্বাৎ তেষাং নিত্যতা  
আয়াগাৎ ততশ্চ চিতিবৎ কৌটম্ভ্যম্ ইতি। অস্ত পবিত্রাবঃ। নাসৌ দোষঃ কস্মাৎ,  
নিত্যত্বমেব কৌটম্ভ্যমিতি ন বয়ং সঙ্গিবামহে। অস্মদ্বয়ে নিত্যত্বমেব ন কৌটম্ভ্যম্।

বস্তুরে অতীত-অনাগত-বর্তমান লক্ষণযুক্ত বলিলে অতীতাদি ত্রিকালেষু ভেদ কবা বাইবে না। ইহার  
ধণ্ডন কথা—বাগকালে যেরূপ সূক্ষ্মাবস্থায় হস্তভাবে থাকে, উভয়ে বর্তমান থাকিলেও তাহাদের সাদৃশ্য  
হয় না, তখন অনভিব্যক্ত যেরূপ অনাগত অথবা অতীতরূপে আছে ইহা বলা হয়, (অর্থাৎ বিভিন্ন ধর্মের  
অতীতাদিরূপে অতিথি স্বীকার কবিলেও তাহাদের যে সাদৃশ্য হয় না তাহা বুঝান হইল)। এইরূপে  
কালভেদপূর্বক যে ব্যবহার-নিষ্কি তাহাই লক্ষণ-পরিণাম।

ধর্মলকলেব যে ধর্ম বা বিকাশশীলভাবে জীবমান হওয়াব স্বভাব, তাহা অপ্রসাধ্য অর্থাৎ সাধিত  
কবা অনাবশ্যক, কাবণ, পূর্বেই তাহা সাধিত কবা হইয়াছে। তাহা হইলে অর্থাৎ ধর্মী হইতে ধর্মের  
পৃথক্ এবং তাহাব পরিণাম সিদ্ধ হইলে, ত্রিকালেষু স্বাভাবিক লক্ষণভেদও বক্তব্য হয় নাচেৎ ব্যবহার  
সিদ্ধ হয় না, যেহেতু কেবল বর্তমানকালেই ধর্মের ধর্ম বক্তব্য হয় না (বর্তমান উদিত ধর্মই ধর্মত্বের  
একমাত্র লক্ষণ নহে, অতীত অনাগত ধর্মের বিষয়ও বলিতে হয়)। যেমন ক্রোধকালে বাগধর্ম  
অবর্তমান হইলেও, চিত্ত অনাগত বাগধর্মযুক্ত—ইহা বলিতে হয়। কোনও এক ধর্মের (যেমন ঘটন-  
ধর্মের) সমুদাচাৰ বা ব্যক্তভাব দেখিয়া সেই ধর্মযুক্ত পদার্থকে (ব্রহ্মিকাকে) 'ইহা ধর্মী' (ঘটন  
ধর্মী) এইরূপ বলা হয়, আচর্য বলা হয় যে, 'এখন ইহা অস্ত ধর্মবান্ (চূর্ণধর্মবান্) নহে'। এইরূপে  
ক্রোধকালে চিত্ত ক্রোধ-ধর্মযুক্ত, তাহা বাগধর্মক নহে—এই প্রকাৰ বলা হয়, তাহাতে চিত্তকে  
অনাগত বাগধর্মহীন বলা হইল না। অতীত এবং অনাগত অক্ষা বা কাল অবর্তমান, যাহা অতীত  
তাহা ব্যক্ত হইয়া গিয়াছে, যাহা অনাগত তাহা ব্যক্ত হইবে, এইরূপে ত্রিকালেষু ভেদ হয় এবং সেই

নিত্যতা সদা সন্তা । তাদৃশমপি জ্বাং পবিণমতে যথা ত্রৈগুণ্যম্ । গুণিনিত্যাত্বেপি—  
 গুণমপেক্ষ্য গুণিনো নিত্যাত্বেপি—অবিনাশিত্বেপি গুণানাং—ধর্মণাং বিমর্দবৈচিত্র্যাং—  
 বিমর্দাং লঘোদয়কপবিকাবশীলত্বাং বৈচিত্র্যম্—আনন্ত্যম্ অনন্তপরিণামঃ অকোটন্ত্যম্  
 ইত্যর্থঃ ইত্যম্বাকমভূপগমঃ । তস্মাদ্ নিত্যাত্বেপি অকোটন্ত্যং গুণিগুণানাম্ ।

গুণিস্থ প্রধানমেব নিত্যং কিন্তু পরিণামস্বভাবকম্ ইতরেষু কার্যমপেক্ষ্য কারণস্থ  
 নিত্যম্ অবিনাশিত্বং বা । উদাহরণেইতৎ স্কোরয়তি যথোক্তি । যথা সংস্থানম্—  
 আকাশাদিভূতাত্মকং সংস্থানম্ আদিমৎ—পরোৎপন্নং ধর্মমাত্রং বিনাশি শব্দাদীনাং—তৎ-  
 কাবণানাং শব্দাদিতম্মাত্রাণাম্, অবিনাশিনাম্—স্বকার্যাদি ভূতানি অপেক্ষ্য অবিনাশিনাং,  
 তথা লিঙ্গমাত্রং সহস্রত্বম্ আদিমদ্ বিনাশি ধর্মমাত্রং স্বকাবণানাম্ অবিনাশিনাং সদ্ধাদি-  
 গুণানাম্ । সদ্ধাদিগুণানাম্ অবিনাশিত্বং সম্যগেব নিকারণত্বাৎ । ন তেবামস্তি কারণং  
 যদপেক্ষয়া তে বিনাশিনঃ স্যুঃ । তস্মিন্ মহাদিভবো বিকারসংজ্ঞে । তাত্ত্বিকমুদাহরণ-  
 মুক্ত্য । সৌকিকমুদাহরণমাহ । তদ্রোতি । স্মৃগমম্ । ঘটো নবপুরাণতাং—নবপুরাণতাখ্যং  
 বৈকল্পিকং কালজ্ঞানজন্মম্ অবস্থানং, ন তু অত্র কশ্চিদ্ ধর্মভেদো বিবক্ষিতঃ অস্তি,  
 অল্পভবন—ন হি বস্তুতো ঘটো বৈকল্পিকং তমবস্থান্তেভদম্ অল্পভবতি কিন্তু ঘটজঃ কশ্চিৎ  
 পুরুষ এব তম্ অল্পভবন যন্ততে নবোহয়ং ঘটঃ পুরাণোহয়মিত্যাदि । ঘটস্ত জীর্ণতাদয়ো  
 নাত্র বিবক্ষিতান্তে হি ধর্মপরিণামান্তর্গতা ইতি বিবেচ্যম্ ।

ভেদ বলিবার জন্য অতীতাদি শব্দ ব্যবহৃত হয় । অতএব স্মৃগমং একই ব্যক্তিতে ( ব্যক্তভাবে )  
 তাহাদেব সম্ভাবনা অর্থাৎ একই ব্যক্তভাবে অতীত, অনাগত ও বর্তমানের একজ সম্ভাবনারূপ যে  
 উক্তি, তাহা বিরুদ্ধ ( অর্থাৎ আমাদের কথায় এইরূপ আসে না, অনর্থক আপনাবা ইহা ধরিয়। লইয়া  
 এই শব্দা কবিত্তেছেন ) ।

ব্যবহৃতকালজ্ঞান অর্থে স্বকীয় ব্যক্তক নিমিত্তেব দ্বারা অভিব্যক্ত হয় এইরূপ যে ধর্ম, তাহা অনাগতত্ব  
 ( যেমন স্মৃতিকাতে অনাগতভাবে যে ঘটত্ব-ধর্ম আছে—এইরূপ ভবিষ্যদ্ব্যক্তিকত্ব ) ত্যাগ কবিত্তা  
 বর্তমানত্ব ( দৃশ্যমান ঘটত্ব ) প্রাপ্ত হয়, তাহাব পূর্ব তাহা অতীত হয়, এই প্রকারক্রম লক্ষণ-পরিণামরূপ  
 বচনে অধ্যাহার্য বা উক্ত থাকে অর্থাৎ লক্ষণ-পরিণাম যখন বলিতে হয়, তখন ঐরূপ লক্ষণ করিয়াই  
 বলা হয় । ( অনাগত ঘটত্ব-ধর্ম বর্তমান হইবা পুনঃ অতীত হইল—ইহাই ঘটত্ব-ধর্মের লক্ষণ-  
 পরিণাম । এস্থলে এক ঘটত্ব-ধর্মই ত্রিকালযোগে পৃথক্ লক্ষিত করা হইতেছে । বৃত্তিকাব্য বটত্ব-  
 পরিণাম এস্থলে বিবক্ষিত নহে, তাহা ধর্ম-পরিণামের অন্তর্গত ) ।

পঞ্চশিখাচার্যের দ্বারা এবিষয়ে বাহা উক্ত হইয়াছে তাহা পূর্বে ( ২।১৫ সূত্রের টীকায় ) ব্যাখ্যাত  
 হইয়াছে । অতিশয়ী ধর্মলব্ধের অর্থাৎ নম্রদৃঢ়াববৃত্ত বা ব্যক্ত রূপাদি ধর্মলব্ধেরই বর্তমান-লক্ষণত্ব ।  
 বাহার। তাদৃশ বর্তমানত্বের বিরুদ্ধ, তাহার। অতীত ও অনাগত । ঐতিহ্য অতীতাদি লক্ষণের  
 ( ব্যবহারদৃষ্টিতে ) অসঙ্গতত্ব বা পৃথক্ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লিখিত হয় । ধর্মী জ্ঞান নহে অর্থাৎ যে দ্রব্যকে  
 ধর্মী বলা হয়, তাহা জ্ঞান নহে বা ত্রিকালরূপ লক্ষণের দ্বারা পৃথক্ কবিত্তা লক্ষিত হইবার যোগ্য

ধর্মিণ ইতি। অবস্থা—দেশকালভেদেন অবস্থান ন চ অবস্থাপরিণামঃ। অতঃ  
কস্মচ্চিহ্নমত্র বর্তমানতা কস্মচ্চিদবর্তমানতা বা কালিকাবস্থানভেদ এব। এবং ব্যক্তা-  
ব্যক্তস্থোলাসৌন্দর্য্য-ব্যবহিতাব্যবহিত-সম্বন্ধবিপ্রকৃষ্টাঃ সর্ব্বৈ পবিণামকণা ভেদা অবস্থান-  
ভেদ এবতি বক্তব্যম্। অতশ্চ অবস্থানভেদকণ এক এব পবিণামো ধর্মাদিভেদেনোপ-  
দর্শিতঃ। এবমিতি। উদাহরণান্তরেহপি সমানো বিচারঃ। এত ইতি। পূর্ব্বোক্তমুখাপন

নহে, বাহ্যবা ধর্ম তাহাবাই তিন অথবা বা কাল-যুক্ত। তাহাবা হয় লক্ষিত অর্থাৎ অভিযুক্ত বা  
বর্তমান, অথবা অলক্ষিত অর্থাৎ অবর্তমান বা অনভিযুক্ত (অতীত অথবা অনাগতরূপে)। ধর্মলব্ধ  
সেই সেই অর্থাৎ অভিযুক্ত অথবা অনভিযুক্ত-রূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইবা, অন্তর্ভব বা বা অতীতাদি  
লক্ষণেব দ্বা বা পবনবেব যে ভিন্নতা তাহা হইতে (কিছ তাহা অন্ত ব্রব্য হইবা বাব, এইরূপ নহে  
বলিবা) অতীতাদিকপ অবস্থান্তবতা বা তাহাবা প্রতিনিষিদ্ধ বা পৃথকরূপে লক্ষিত হয়  
(বট বটই থাকে অথচ তাহা অতীতাদিকালরূপ অবস্থাব যোগেই পৃথকরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহাব  
উপাদানের পবিণাম ঐক্যপন্থে লক্ষণীব নহে)।

পবেব দ্বা কথিত দ্বো উৎপাদিত কথিতেছেন। অথবা ব্যাপাবেব দ্বা অর্থাৎ বর্তমান  
কাললক্ষিত অন্ত ধর্মের (যেমন উদিত বাগমর্মের) ব্যাপাবেব দ্বা ব্যবহৃত বা অবচ্ছিন্ন কোনও ধর্ম  
(যেমন বাগকালে ক্রোধধর্ম) যখন ব্যাপাব না কবে, তখন তাহা (ক্রোধ) অনাগত। সেই ব্যবধান  
(বাগরূপ ব্যবধান) বহিত হইরা যখন তাহা ব্যাপাব কবে (ক্রোধ যখন ব্যক্ত হয়) তখন তাহা  
বর্তমান এবং যখন তাহা ব্যাপাব শেষ কবিবা নিবৃত্ত হয় তখন তাহা অতীত, এইরূপ দেখা যায়  
বলিবা শব্দাকাবী বলিতেছেন যে, আপনাদের মতে এই প্রকাবে—ধর্ম, ধর্মী, লক্ষণ এবং অবস্থাব  
সহাই অবস্থিতি অর্থাৎ তাহাবা সহাই (জিকালের কোনও এক কালে) থাকে বলিবা তাহাদের  
নিত্যতা আসিয়া পড়ে, অতএব চিতিব ভায় তাহাবা কুটহ হইরা পড়িতেছে। এই শব্দাব পবিহাব  
যথা—ইহাতে দোষ নাই, কাবণ, নিত্যত্বমাত্রই যে কৌটস্থ তাহা আমবা বলি না, আমাদের মতে  
নিত্যত্বই কৌটস্থ নহে। নিত্যতা অর্থে সদা সত্তা বা থাকা, তদুপ ভাবে স্থিত নিত্য ব্রব্যেবও  
পবিণাম হইতে পাবে, যেমন, জিগ্মশু। গুণি-নিত্যত্বেও অর্থাৎ গুণেব (কার্যেব) অপেক্ষায় বা তুলনায়  
গুণীব (কাবণেব) নিত্য বা অবিনাশিত্ব হইলেও গুণসকলের বা ধর্মসকলের বিরুদ্ধবৈচিত্র্যহেতু  
অর্থাৎ বিমর্দ বা লম্বোদয়রূপ বিকাবশীলত্বহেতু ধর্মসকলের বৈচিত্র্য অর্থাৎ তাহাদের আনন্ত্য বা অনন্ত  
পরিণাম হয়, হুতবা তাহাবা কুটহ নহে, ইহাই আমাদের লিঙ্ক। তজ্জ্ঞ গুণী এবং গুণ নিত্য  
হইলেও তাহাবা কুটহ বা অবিকাশি-নিত্য নহে।

গুণীব বা কাবণেব মধ্যে প্রধান বা প্রকৃতি (অনাপেক্ষিক) নিত্য, কিছ তাহা পবিণামশীল,  
অন্তসকলেব মধ্যে কার্যেব তুলনায় কাবণেব নিত্য বা আপেক্ষিক অবিনাশিত্ব। উদাহরণেব দ্বা  
ইহা পবিস্কৃত কথিতেছেন। যেমন এই সংস্থান বা আকাশাদি ভূতরূপ সংস্থান-বিশেব অসিমন অর্থাৎ  
পবে উৎপন্ন, অতএব অসিযুক্ত, ধর্মমাত্র এবং বিনাশী, (কাহাব তুলনায়, তত্ত্বগুণে বলিতেছেন যে)  
শব্দাদিব তুলনায়, অতএব আকাশাদি ভূতের কাবণ যে শব্দাদি তমাত্র, তাহাবা অবিনাশী, অর্থাৎ  
তাহাদের কার্যরূপ স্থলভূতের তুলনাতেই তাহাবা অবিনাশী। তজ্জ লিঙ্কমাত্র যে সহস্র তাহাও

উপসংহবতি। অবস্থিতস্ত—ন চ শূন্যতাপ্রাপ্তস্ত জব্যস্ত পূর্বধর্মনিবৃত্তৌ ধর্মাস্তরোদয ইতি সামান্যং পরিণামলক্ষণম্। স চ পবিণামো ন ধর্মিস্বকপম্ অভিক্রামতি কিন্তু ধর্ম্যাশ্রয়ো ধর্ম্যভুগত এব ব্যবহ্রিষতে। এবং ধর্ম্যভুগতো ধর্ম্যাত্মারূপ এক এব পরিণামঃ সর্বান্ অমূ—ধর্মলক্ষণাবস্থাকপান্ বিশেষান্—পরিণামভেদান্ অভিপ্লবতে। ব্যাখ্যোভী-  
তার্থঃ।

১৪। যোগ্যতেতি। ধর্মিণো যোগ্যতাবচ্ছিন্না—যোগ্যতা—প্রকাশযোগ্যতা  
ক্রিয়াযোগ্যতা স্থিতিযোগ্যতা চেতি, এতাবচ্ছিন্নৈর্যোগ্যতাভিঃ অবচ্ছিন্না—তদ্বদ যোগ্য-

স্বকাষণ অবিনাশী সদ্ধাদি গুণেব তুলনাব আদিসং, বিনাশী এবং ধর্মমাত্র। সদ্ধাদিগুণেব যে অবিনাশিত্ব, তাহাই যথার্থ (আপেক্ষিক নহে) যেহেতু তাহাদেব আব কাষণ নাই। তাহাদেব এমন কোনও কাষণ নাই যাহাব তুলনাব তাহাবা বিনাশী হইবে। তজ্জন্ত সেট সদ্ধাদি জব্যকে বিকাব বা বিকৃতি বলা হয়।

তাত্ত্বিক উদাহরণ বলিষা লৌকিক উদাহরণ বলিতেছেন। ঘট নবতা ও পূর্ণাংগতা অর্থাৎ নব-পূর্ণাংগতা নামক যে বৈকল্পিক ও কালজ্ঞান ইহাতে জ্ঞাত অবস্থানভেদ তাহা। এখানে জীর্ণতাাদিরূপ কোন ধর্মভেদেব বিবক্ষা নাই। অল্পভবপূর্বক অর্থে বুঝিতে হইবে যে, বস্তুতঃ ঘট তাহাব নিজেব সেই বৈকল্পিক অবস্থানভেদে অল্পভব কবে না, কিন্তু ঘটজ্ঞানসম্পন্ন কোনও পুরুষই তাহা অল্পভব কবিয়া মনে কবে 'এই ঘট নব', 'ইহা পূর্ণাংগ' ইত্যাদি। এখানে ঘটের জীর্ণতাাদিব কোনও বিবক্ষা নাট, কাষণ তাহাবা ধর্মপরিণামেব অন্তর্গত—ইহা বিবেচ্য।

(সর্বপ্রকাব পরিণামেব সাধাবণ লক্ষণ বলিতেছেন) অবস্থা অর্থে দেশকালভেদে অবস্থান, ইহা অবস্থা-পরিণাম নহে। অতএব কোনও ধর্মেব বর্তমানতা এবং কোনও ধর্মেব (অতীতানাগতের) অবর্তমানতা যে বলা হয়, তাহা কালিক অবস্থানভেদ মাত্র। এই প্রকাবে ব্যক্ত-অব্যক্ত, স্থূল-সূক্ষ্ম, দ্যবহিত-অদ্যবহিত, ত্রিকটবর্তী-দ্বুববর্তী ইত্যাদি সর্বপ্রকাব পরিণামরূপ যে ভেদ তাহা এক এক প্রকাব অবস্থানভেদ, ইহাই বস্তুব্য। অতএব অবস্থানভেদরূপ এক পরিণামট ধর্মাদিভেদে উপদর্শিত হইযাছে। অন্য উদাহরণেও এইরূপ বিচাব প্রযোজ্য।

পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত উপাধিত কবিষা উপসংহাব কবিতেছেন। অবস্থিত অর্থাৎ বাহ্য (শূন্যবাদীদেব) শূন্যতা-প্রাপ্ত নহে, কিন্তু বাহ্যব সত্তা স্থাপিত, তাদৃশ জব্যেব (ধর্মী) পূর্ব ধর্ম নিবৃত্ত হইলে পব যে অন্য ধর্মেব উদয় তাহা সামান্যতঃ পরিণামেব লক্ষণ, অর্থাৎ সর্ব পরিণামেবই উহা সাধাবণ লক্ষণ। সেই যে পরিণাম তাহা ধর্মী স্বরূপকে অভিক্রম কবে না, কিন্তু ধর্মীকে আশ্রয় কবিয়া তাহাব অল্পগত হইযাই ব্যবহৃত হয়—অর্থাৎ ধর্মী বস্তুতঃ একই থাকে, তাহাব ধর্মেবই পরিণাম হইতে থাকে। এইরূপে ধর্মীতে অল্পগত ধর্মেব অন্তরূপ একই পরিণাম ঐ সকলকে অর্থাৎ ধর্ম, লক্ষণ ও অবস্থারূপ বিশেষকে বা ত্রিবিধ পরিণামকে অভিপ্লব বা ব্যাখ্য কবে, (সবই ঐ এক পরিণাম-লক্ষণেব অন্তর্গত)।

১৪। ধর্মীসকলেব যে যোগ্যতাবচ্ছিন্ন শক্তি তাহাই তাহাব ধর্ম। যোগ্যতা, যথা—প্রকাশ-যোগ্যতা, ক্রিয়া-যোগ্যতা ও স্থিতি-যোগ্যতা, এই কয় প্রকাবে জ্ঞাত হওবাব যোগ্যতাব দাবা বাহ্য

তামাত্রস্ত বা প্রাতিষিকী বিশিষ্টা শক্তিরিত্যর্থঃ স এব ধর্মঃ । তস্ত চ ধর্মস্ত যথাযোগ্য-  
ফলপ্রসবভেদাৎ সম্ভাবঃ—পূর্বপবাস্তিৎস্বম্ অল্পমানপ্রমাণেন জ্ঞায়তে । একস্ত চ ধর্মিণঃ  
অন্তঃ অন্তশ্চ—বহুঃ অসংখ্যাতা ইতি যাবদ্ ধর্মঃ পরিদৃশ্যতে । অত্রৈদমূহনীয়ং পদার্থনিষ্ঠো  
জ্ঞাতভাবো ধর্মঃ । ধর্মেণৈব পদার্থী জ্ঞায়ন্তে । অতো ধর্মঃ প্রমাণাদিসর্ববৃত্তিবিষয়াঃ ।  
তে চ মূলতন্ত্রিবিধাঃ প্রকাশধর্ম্যাঃ ক্রিয়াধর্ম্যাঃ স্থিতিধর্ম্যাস্চেতি । তে পুনস্তিতয়া—  
বাস্তবশ্চ আবোপিতাশ্চ তথা অবাস্তববৈকল্লিকাস্চেতি । সর্ব্বে এতে পুনর্লক্ষণভেদাৎ  
শাস্তা বা উদিতা বা অব্যাপদেশ্যে বেতি বিভজ্যন্তে । তত্র কতিচিদ্ ধর্মী উদিতা মন্ত্যন্তে  
শাস্তাব্যপদেশ্যশ্চ অসংখ্যাতা ইতি ।

তত্রোতি । বর্তমানধর্মী ব্যাপারকৃতঃ । অতীতানাগতা ধর্মী ধর্মিণি সামান্ত্রেন—  
অভিন্নভাবেন সমধাগতাঃ—অন্তর্গতাঃ । তদা তে ধর্মিষকপমাত্রেন তিষ্ঠন্তি । যথা ঘট-  
ধর্মে উদিতে পিণ্ডকূর্ণবাদবো যুৎস্বরূপেণৈব তিষ্ঠন্তি । তত্র ত্রয় ইতি । সুগমম্ ।  
তদिति । তৎ—তন্মাৎ । অথেতি । অব্যাপদেশ্যে ধর্মী অসংখ্যাতাঃ । তৈঃ সর্ববজ্ঞানং  
সর্বসম্ভবযোগ্যতা । অদ্রোস্তব পূর্বাচার্যৈঃ । জলভূম্যোঃ পরিণামভূতং রসাদিবৈধ্বক্যং—  
বিচিত্রবসাদিধ্বক্যং স্থাববেষু—উদ্ভিজ্জু দৃষ্টং তথা স্থাববাধাং বিচিত্রপরিণামো জজম-

অবজিন্ন অর্থাৎ ঐ প্রকাব প্রকাশাদিরূপে জ্ঞাত হওয়াব যোগ্যতাব বাহা প্রাতিষিক বা প্রত্যেকের  
নিম্নর শক্তি তাহাকে ধর্ম বলে । ( ধর্মী প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি এই ত্রিবিধ ধর্মের অসংখ্য প্রকাব  
ভেদে বিজ্ঞাত হব । যেমন, নীলধ্ব-ধর্ম, তাহা ধর্মীতে থাকে এবং অতীত, অনাগত ও বর্তমান  
সর্বকালেই নীলরূপে জ্ঞাত হওয়াব যোগ্য, ধর্মীত তাদৃশ যে বিশিষ্ট যোগ্যতা তাহাই ধর্ম ) । সেই  
ধর্মের যথাযোগ্য ফলোৎপাদনের ভেদ হইতেই তাহাব সম্ভাব অর্থাৎ পূর্বে ছিল এবং গবেও যে থাকিবে  
তাহা অল্পমান-প্রমাণেব দাবা জ্ঞাত হওয়া যাব । একই ধর্মীত অন্ত-অন্ত অর্থাৎ বহু বা অসংখ্য ধর্ম  
দেখা যাব । এখানে এবিষয় উহনীত ( উত্থাপিত কবিবা চিন্তনীয় ) যে, কোনও পদার্থে অবস্থিত  
যে জ্ঞাত ভাব তাহাই তাহাব ধর্ম । ধর্মের দাবাই পদার্থ জ্ঞাত হব, অতএব ধর্মসকল প্রমাণাদি  
সর্ববৃত্তিবি বিষয়, তাহাবা মূলতঃ তিন প্রকাব, যথা—প্রকাশ-ধর্ম, ক্রিয়া-ধর্ম ও স্থিতি-ধর্ম । তাহাবা  
প্রত্যেকে আবার তিন ভাগে বিভাজ্য, যথা—বাস্তব, আবোপিত এবং বৈকল্লিকরূপে অবাস্তব । এই  
সমস্তই আবার লক্ষণভেদে অল্পধাবী শাস্ত, উদিত এবং অব্যাপদেশ্যরূপে বিভক্ত হয় । উল্লখে ধর্মের  
কতকগুলিকে উদিত ( বর্তমান ) বলিয়া মনে হব এবং শাস্ত ও অব্যাপদেশ্য ধর্ম অসংখ্য ( কাবধ,  
প্রত্যেক দ্রব্যের অসংখ্য পরিণাম হইবা গিবাছে এবং ভবিষ্যতেও অসংখ্য পরিণাম হওয়াব যোগ্যতা  
আছে ) ।

বর্তমান ধর্মসকল ব্যাপারকাবী ( ব্যক্ত ), অতীত ও অনাগত ধর্মসকল ধর্মীতে সামান্ত্র অর্থাৎ  
অভিন্নভাবে সমধাগত বা তাহাব অন্তর্গত হইবা ( মিশাইবা ) থাকে, তবন তাহাবা ধর্মিষরূপে থাকে,  
যেমন ঘটধর্ম উদিত হইলে, পিণ্ডর, কূর্ণর আদি ধর্মসকল মৃত্তিকা-ধ্বক্যেই থাকে । তৎ অর্থে উক্ত ।  
অব্যাপদেশ্য ধর্মসকল অসংখ্য, তাহা হইতে সর্ববসম্ভব সর্বরূপে সম্ভবযোগ্যতা হব ( যেহেতু অসংখ্যেব



প্রাণিষু—উদ্ভিদভূক্ষু। জলমানাম্ অপি তথা স্থাবরপরিণামঃ। এবং জাত্যাহুচ্ছেদেন—  
জলভূম্যাদিজাতেরহুচ্ছেদেন, ধর্মিক্রপেণ জলাদিজাতের্ধব্ বর্তমানক্ তেন ইত্যর্থঃ, সর্বং  
সর্বাশ্বকমিতি।

দেশেতি। সর্বশ্চ সর্বাশ্বকচ্ছেপি ন হি সর্বপরিণামঃ অকস্মাদ্ ভবতি স তু দেশাদি-  
নিয়মিতো ভবতি। দেশকালাকারনিমিত্তাপবদ্ধাদ্—অযোগ্যদেশাদিপ্রতিবন্ধকান্ সমান-  
কালম্—একদা আশ্রনাং—ভাবানাম্ অভিব্যক্তিঃ। দেশকালাপবদ্ধঃ—নৈকস্মিন্দে-  
শে নীলপীতবোধর্ময়োঃ যুগপদভিব্যক্তিঃ। আকাবাপবদ্ধঃ—ন হি চতুরশ্রমুদ্রয়া ত্রিকোণ-  
লাঙ্ঘনম্। নিমিত্তম্—অন্তদ্ উদ্ভবকাবণং যথা অভ্যাসাদেব চিত্তস্থিতিবিভ্যাদি, অভ্যাস-  
রূপনিমিত্তাপবদ্ধাদ্ ন চিত্তস্ত স্থিতিঃ স্ত্রাৎ। অভিব্যক্তেঃ প্রতিবন্ধভূতাদ্ অযোগ্য-  
দেশাদেবপগমাদেব অভিব্যক্তিঃ নাকস্মাৎ।

য ইতি। যঃ পদার্থ এতেন্ উক্তলক্ষণেন্ অভিব্যক্তানভিব্যক্তেন্ ধর্মেণ্ অল্পপাতী—  
তাদৃশাঃ সর্বে ধর্ম্য যমিষ্ঠা ইতি বুধ্যতে স সামান্ত্যবিশেষায়া—সামান্ত্যকপেণ স্থিতা  
অভীতানাগতা ধর্ম্যাঃ, বিশেষকপেণাভিব্যক্তা বর্তমানধর্ম্যাঃ তদাত্মা—তৎস্বকপঃ, অদ্বয়ী—  
বহুধর্ম্যাপামাশ্রয়কপেণ ব্যবহ্রিয়মাণঃ পদার্থো ধর্মী। বস্ত তু ইতি। একতদ্ব্যভাস ইতি  
সূত্রব্যাখ্যানে যৎ কৃতং বৈনাশিকদর্শনখণ্ডনং তৎ সংক্ষেপতো বক্তি। অুগমম্।

মধ্যে সবই পড়িবে), যথা পূর্বাচার্যেব দ্বাবা উক্ত হইয়াছে—জল ও ভূমি পবিণামভূত বা বিকৃত  
হইবা পবিণত যে বসাদিবেধরূপ্য অর্থাৎ বিচিন্ন বা অসংখ্য প্রকাব যে রস-গন্ধ-আদি-স্বরূপ, তাহা  
হাবব বস্ততে বা উদ্ভিদে দেখা যায়, সেইরূপ হাবব বস্তব বিচিন্ন পবিণাম জলর প্রাণীতে বা উদ্ভিদ-  
ভোজীতে দেখা যায়। জলর প্রাণীসেবও তেমনি হাবব-পবিণান হব। এইরূপে জাত্যাহুচ্ছেদপূর্বক  
বা জলভূমি আদি জাতিব নাশ না হইবাও অর্থাৎ জলক, ভূমিক আদি ধর্মসকল ধর্মিক্রপে বর্তমান  
থাকে বলিবা, সমস্তই সর্বাশ্বক অর্থাৎ সর্ব বস্তই সর্ব বস্ততে পবিণত হইতে পাবে।

সর্ব বস্তব সর্বাশ্বক সিদ্ধ হইলেও সর্বপ্রকাব পবিণাম যে অকস্মাদ্ বা কাবণব্যতিবেকে উৎপন্ন  
হয় তাহা নহে; তাহাবা দেশাধিব দ্বাবা নিবমিত হইবাই হব। দেশ, কাল, আকাব ও নিমিত্তেব  
দ্বাবা অপবদ্ধ বা অধীন হইবাই তাহা হব, অর্থাৎ অযোগ্য ( কোনও বিশেষ পবিণামকে ব্যক্ত কবিবাব  
পক্ষে বাহা অযোগ্য ) দেশাদিরূপ প্রতিবন্ধকহেতু সমানকালে বা একই সময়ে নিজেদেব অর্থাৎ  
অনাগতরূপে হিত ভাবসকলেব অভিব্যক্তি হব না। দেশ এবং কালেব দ্বাবা অপবদ্ধ ( বাধিত  
হওয়া )—যেমন, একই বস্ততে একই কালে নীল এবং পীত ধর্মেব অভিব্যক্তি হব না। আকাবেব  
দ্বাবা অপবদ্ধ, যেমন, চতুর্শোণ মূত্রাব দ্বাবা ত্রিকোণাকৃতি ছাপ হইতে পাবে না। নিমিত্ত অর্থে অন্ত  
কিছুব উদ্ভবেব নিমিত্ত, যেমন, অভ্যাসরূপ নিমিত্তেব দ্বাবাই চিত্ত স্থিব হব, অভ্যাসরূপ নিমিত্তেব  
অপবদ্ধ বা বাধা ঘটিলে চিত্তেব স্থিতি হব না। অভিব্যক্ত হইবাব প্রতিবন্ধভূত বা বিরুদ্ধ বলিবা  
যাহা অযোগ্য এইরূপ দেশাদি-কাবণেব অপগম হইলেই বখাযোগ্য ধর্মেব অভিব্যক্তি হব, অকস্মাদ্ বা  
নিষ্কারণে হইতে পানে না।

বৈনাশিকনযে ভোগাভাবঃ শ্রুত্যাভাবঃ তথা চ যোহহমজ্ঞানং সোহহং স্পৃশ্যামীতি প্রত্য-  
ভিজ্ঞানসঙ্গতিবিতি প্রসজ্যেত। তস্মাৎ স্থিতঃ—অস্তি অস্বরী ধর্মী যো ধর্মীভ্যাক্তম্  
অভ্যুপগতঃ—যো ধর্মেষু একরূপেণ স্থিতো যন্ত চ ধর্মঃ অন্তর্যাক্ষ প্রায়োগীতি অন্তঃ-  
মানঃ প্রত্যভিজ্ঞাযতে। তস্মাৎ প্রোক্তং বিধং ধর্মমাত্রং প্রতীতিমাত্রং নিরসয়ং—শূন্যমূলক-  
মিত্যর্থঃ।

১৫। একস্তুতি। একস্তু ধর্মিণ একস্মিন্ এব লণ এক এব পবিণাম ইতি  
প্রসঙ্গে—প্রাপ্তে ইত্যর্থঃ পবিণামাত্মকস্ত গোচরীভূতস্ত কাবণং ক্ষণিকাত্মকমঃ। য ইতি  
ক্রমলক্ষণমাহ। কস্তচিদ্ ধর্মস্ত সমনন্তবধর্মঃ—অব্যবহিতপববর্তী ধর্মঃ, পূর্বস্ত ক্রম  
ইত্যর্থঃ, যথা পিওক্তস্ত ধর্মপরিণামক্রমস্তৎপশ্যাত্তাবী বটধর্মঃ। তথাবস্তুতি। ন চ  
যটস্ত পুরাণতাত্র জীর্ণতা। জীর্ণতা হি ধর্মপরিণামঃ। একধর্মলক্ষণাক্রান্তস্ত যটস্ত  
উৎপত্তিকালমপেক্ষ্য ভেদবিবক্ষয়া উচ্যতে অভিনবোহং পূবাণোহবমিতি। যটস্ত  
দোষান্তবাবস্থানমপি অবস্থাপরিণামঃ। উদাহরণমিদং যটকপাম্ একামুদিতধর্মসমষ্টিং  
গৃহীত্বা উক্তম্। তত্র বর্তমান-লক্ষণক-যটকধর্মস্ত নাস্তি ধর্মাস্তবৎ নাস্তি চ লক্ষণাত্মকং,  
তথাপি চ যঃ পবিণামো বক্তব্যো ভবতি সোহবস্থাপবিণাম ইতি দিক্। ধর্মিকপেণ মতস্ত  
যটধর্মিণঃ পবিণামো যত্র বক্তব্যো ভবেৎ তত্র বিবর্ততাজীর্ণতাদয়োহপি ধর্মপরিণামঃ স্তাৎ।

যে পদার্থ এই সকলের অর্থাৎ পূর্বোক্ত লক্ষণযুক্ত অভিযুক্ত ও অনভিযুক্ত ধর্মের অল্পপাতী,  
অর্থাৎ তাদৃশ ধর্মলক্ষণ বাহাতে নিষ্ঠিত বা সংস্থিত বলিয়া জ্ঞাত হব, সেই নামাত্ম ও বিশেষ-আত্মক  
অর্থাৎ নামাত্মকপে ( কাবণে লীন হইবা ) স্থিত যে অতীতানাগত ধর্ম ও বিশেষকপে অভিযুক্ত যে  
বর্তমান ধর্ম—তদাত্মক বা তৎকপ, এবং অস্বরী বা বহুধর্মের আশ্রয়কপে বাহা ব্যবহৃত হব সেই  
পদার্থই ধর্মী। একত্বাত্ম্যাস হ্রস্বেব ব্যাখ্যানে ( ১।৩২ ) বৈনাশিকমতে ভোগেব অভাব, স্থিতিব অভাব এবং ‘যে-আমি  
দেখিয়াছিলাম সেই আমিই স্পর্শ করিতেছি’—এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞানও সঙ্গতি হব না। তদন্ত  
( একজাতীয় বহুপদার্থে অন্তর্ভুক্ত ) এমন এক অস্বরী ধর্মী অবস্থিত বা আছে বাহা মূলতঃ একই  
ধর্মীকি কেবল ধর্মের অন্তর্যাক্ষ অভ্যুপগত হইবা বা প্রাপ্ত হইবা অর্থাৎ বাহা বহু ধর্মের মধ্যে একই  
উপাদানরূপে অবস্থিত এবং বাহাব ধর্মসকলই অন্তর্যাক্ষ প্রাপ্ত হব—এইরূপে অন্তর্ভূতমান হইবা  
প্রত্যভিজ্ঞাত হব ( বাহাব পবিণাম হইতে থাকিলেও ইহা সেই এক বস্তুই পবিণাম’ এইরূপ বোধ  
হয় )। অতএব এই বিশ্ব যে কেবল ধর্মমাত্র বা প্রতীতিমাত্র ( বিজ্ঞাবমান ধর্মের সমষ্টিমাত্র ) অথবা  
নিরসয় বা ধর্মিকপ মূল-হীন তাহা নহে।

১৫। এক ধর্মী ব এককপে একই পবিণাম হব এই প্রসঙ্গ হব বলিয়া অর্থাৎ এইরূপ নিয়ম  
পাওয়া যায় বলিবা, গোচরীভূত পবিণামেব অন্তর্যাক্ষ কাবণ লক্ষণ্যাপী অন্তর্যাক্ষ প্রবাহরূপ ক্রম  
( লক্ষণ্যাপী হ্রস্ব পবিণাম বাহা লৌকিক দৃষ্টিতে গৃহীত হব না, তাহাব সমষ্টিই প্রত্যক্ষীভূত মূল  
পবিণামেব কাবণ )। ক্রমেব লক্ষণ বলিতেছেন। কোনও ধর্মের বাহা সমনন্তব ধর্ম বা অব্যবহিত

সা চেতি। সা চ পুবাণতা—তৎকালাবচ্ছিন্নাঃ সৰ্বে অবস্থা-পরিণামা ইত্যর্থঃ  
ক্ষণপৰম্পরাহুপাতিনা—ক্ষণপৰম্পরাহুগামিনা ক্রমেণ—ক্ষণব্যাপিপরিণতিক্রমেণেত্যর্থঃ  
অভিব্যক্ত্যমানা পবাং ব্যক্তিং—‘জিবার্বিকোহয় ঘট’ ইত্যাদিক্রমেণ লোকগোচরত্বমিত্যর্থ  
আপত্তত ইতি। ধৰ্মলক্ষণাভ্যাং বিশিষ্টঃ—ধৰ্মলক্ষণভেদবিবক্ষাহসঙ্কেপি তদন্তো বদ  
অবস্থাপেক্ষয়া ভেদবচনং স তৃতীয়ঃ অয়ং পরিণামঃ।

ত এত ইতি। এতে ক্রমা ধৰ্মধৰ্মিভেদে সতি প্রতিলক্ষণরূপাঃ—স্থায়েনাহু-  
চিন্তনীয়ঃ। কথং তদ্ব্যখ্যাতপ্রায়ম্। ধৰ্মোহপি ধৰ্মী ভবত্যন্তধৰ্মাপেক্ষয়া, যথা ঘটো  
ধৰ্মী জীর্ণতাদয়ন্তস্ত ধৰ্মাঃ, যদ্ ধৰ্মী পিণ্ডঘটতাদয়ন্তস্ত ধৰ্মাঃ, ভূতধৰ্মা ধৰ্মিণস্তেবাং  
ভৌতিকানি ধৰ্মাঃ, তন্মাত্রধৰ্মা ধৰ্মিণঃ ভূতানি তেবাং ধৰ্মাঃ, অভিমানো ধৰ্মী  
তন্মাত্রেষ্ট্রিয়ানি তন্ত ধৰ্মাঃ, লিঙ্গমাত্রা ধৰ্মি অহংকারন্তস্ত ধৰ্মঃ, প্রাধানং ধৰ্মি লিঙ্গং তন্ত  
ধৰ্মঃ। ন চ দ্বৈগুণ্যং কস্মচিক্কমঃ। অতঃ পরনার্থতো মূলধৰ্মিণি প্রধানে ধৰ্মধৰ্মিণোঃ  
অভেদোপচারঃ—একত্বপ্রতীতিঃ। তদ্ব্যপেক্ষা—অভেদোপচারদ্ব্যপেক্ষা সঃ—মূলধৰ্মী  
এবাভিধীয়তে ধৰ্ম ইতি। তদা অয়ং ক্রমঃ একত্বেন—পরিণামক্রমেণ এব প্রত্যবভাসতে।  
গুণানামভিভাব্যভিভাবকরূপা তদা একা বিক্রিয়া বস্তব্য ভবতীত্যর্থঃ।

পববর্তী ধৰ্ম, তাহাই ঐ পূর্ব ধর্মের ক্রম। যেমন পিণ্ডেব পববর্তী যে ঘট ধর্ম তাহাই তাহাব  
( পিণ্ডের ) ঘটরূপ ধর্ম-পরিণামক্রম। অবস্থা-পরিণাম যথা—ঘটের পুবাণতা অর্থে জীর্ণতা নহে,  
কাষণ, জীর্ণতা বলিলে ধর্ম-পরিণাম বুঝায়। একই ধর্মরূপ লক্ষণযুক্ত ঘটের উৎপত্তিকাল লক্ষ্য কবিয়া  
তাহাব ভেদ বলিতে হইলে ( পার্থক্য-স্থাপনের ক্ষমতা ) বলা হয় ‘ইহা নূতন, ইহা পুৰাতন’। ঘটের  
দোষাত্মকে অবস্থানও ( তাহার ধর্ম বা লক্ষণ-পরিণাম না হইলেও ) অবস্থা-পরিণাম ( যেমন ‘এই স্থানের  
ঘট’ এবং ‘ঐ স্থানের ঘট’ এইরূপে ভেদ-স্থাপন )। ঘটরূপ একই উদ্ভিত বা বর্তমান ধর্মলক্ষণকে  
লক্ষ্য কবিয়াই এই উদাহরণ উক্ত হইয়াছে। এই উদাহরণে বর্তমান-লক্ষণক ঘট ধর্মের ধর্মাস্তরতা  
বা লক্ষণান্তরতা নাই, তথাপি যে পরিণাম বস্তব্য হয় তাহাষ্ট অবস্থা-পরিণাম, ইহা এইরূপে বুঝিতে  
হইবে। ধর্মিরূপে গৃহীত ঘটধর্মী বস্তু ঐ ঘটকেই ধর্মিরূপে গ্রহণ কবিয়া তাহাব পরিণাম যথাব  
বস্তব্য হয় সেখানে বিবর্ততা, জীর্ণতা-আদিও ধর্ম-পরিণাম হইবে ( ঘটধর্মী তাহা ধর্ম-পরিণাম )।

সেই পুবাণতা ( বাহা কেবল কাল-লক্ষিত, একেজ্রে জীর্ণতা বস্তব্য নহে ) অর্থাৎ তৎকালাবচ্ছিন্ন  
সমস্ত অবস্থা-পরিণাম, তাহা ক্ষণেব পাবম্পর্কেব অল্পপাতী বা পব পব ক্ষণেব অল্পগামী ক্রমেব ঘা বা  
ক্ষণব্যাপি-পরিণামরূপ ক্রমেব ঘা বা অভিব্যক্ত হইয়া চবর ব্যক্ততা লাভ করে, যথা—‘এই ঘট  
জিবার্বিক’ ইত্যাদিরূপে নাট্যব লোকের গোচরীভূত হয়। অর্থাৎ তিন বৎসরেব পুবাণ ঘট  
বলিলে তিন বৎসরে ঘটগুলি ক্ষণ আছে ততক্ষণিক পুবাণ বলা হয়। ধর্ম ও লক্ষণ হইতে পৃথক্  
অর্থাৎ ধর্ম ও লক্ষণরূপ ভেদের বিবক্ষা না থাকিলেও তাহা হইতে পৃথক্ কেবল অবস্থা-সাপেক্ষ কোনও  
বস্তুর যে ভেদ লক্ষিত কবা হয়, তাহাই এই তৃতীয় ( অবস্থা- ) পরিণাম। ( বহু ক্ষণেব অল্পভবকে

চিন্তাশ্ৰেতি । চিন্তাশ্ৰেতি—দ্বিবিধা ধৰ্মাঃ পবিত্ৰতাঃ—অনুভূতমানাঃ প্রমাণাদি-  
প্রত্যয়কপাঃ, অপবিত্ৰতাঃ—বস্তুমাত্মান্বকাঃ সংস্কাররূপেণ স্থিতিব্জভাবাঃ তৎকার্ষণ  
লিঙ্গেন তৎসত্ত্বানুযীযতে । তে যথা নিবোধঃ—সংস্কারশেষঃ, ধৰ্মঃ—ধৰ্মাধৰ্মকৰ্মাশয়ঃ,  
সংস্কারঃ—বাসনাকপাঃ, পৰিণামঃ—অসংবিদিতবিক্ৰিয়া, জীবনম্—চিন্তন প্রাণপ্রবেশা ।  
শ্রীয়েতে চ “মনোকৃতেনায়াত্মশিষ্ণুরীবে” ইতি । চেষ্টা—অবিদিতা ক্ৰিয়া, শক্তিঃ—  
ক্ৰিয়াজননী ইতি এতে সপ্ত দৰ্শনবজ্জিতাশ্চিন্তধৰ্মাঃ ।

১৬। অত ইতি । অতঃ—অতঃপবম্ উপাত্তসর্বসাধনশ্চ—সংযমসিদ্ধশ্চ বৃত্তং-  
সিতার্থপ্রতিপত্তয়ে জিজ্ঞাসিতবিষয়বোধায় সংযমশ্চ বিষয় উপপক্ষিপাতে—উপদিষ্টত

সমষ্টিভূত কবিতা আমাংসে যে কালজান হয়, সেই কালজান-সহযোগে, জীর্ণতাহি লক্ষ্য না করিয়া  
আমবা কোনও বস্তুকে যে ‘প্ৰবাতন’ বা ‘নব’ বলি তাহা অবহা-পৰিণাম ) ।

এই ক্রমলব্ধ ধৰ্ম ও ধৰ্মীৰ ডেব থাকিলে তবেই প্রতিপক্ষ-বস্তু হইতে পাবে অর্থাৎ তবেই  
জ্ঞাতঃ অচিন্তনীয় হয় । কেন, তাহা বহুঃ ব্যাখ্যাত হইয়াছে । কোনও এক ধৰ্মও অত  
ধৰ্মেব ভুলনায় ধৰ্মরূপে গণিত হয় । যেমন ঘট এক ধৰ্মী, জীর্ণতাহি তাহাব ধৰ্ম । বৃত্তিকা ধৰ্মী—  
পিণ্ড-বটতাহি তাহাব ধৰ্ম । ভূতধৰ্মরূপ ধৰ্মীসকলেব (আকাশাদি ভূতব) ভৌতিকবা ধৰ্ম ।  
তন্মাত্রধৰ্মসকল ধৰ্মী, ভূতলকল তাহাদেব ধৰ্ম । অভিমান ধৰ্মী, তন্মাত্র ও ইন্দ্রিয়সকল তাহাব ধৰ্ম ।  
লিঙ্গমাত্ররূপ ধৰ্মীৰ অহংকাব ধৰ্ম । প্রধান বা প্রকৃতি ধৰ্মী—লিঙ্গমাত্র তাহাব ধৰ্ম । জিগুণ কাহাবও  
ধৰ্ম নহে, অতএব পৰমার্থদৃষ্টিতে মূলধৰ্মী প্রধানে ধৰ্ম এবং ধৰ্মীৰ অভেদ-উপচাব হয় বা একত্ব-  
প্রতীতি হয় । তদ্বাবা অর্থাৎ অভেদোপচাবহেতু তাহা অর্থাৎ মূলধৰ্মী ধৰ্ম বলিবাও অভিহিত হয় ।  
তখন এই ক্রম একরূপে বা কেবল পৰিণামেব ক্রমরূপে জ্ঞাত হয় অর্থাৎ তখন গুণসকলেব অভিভাব্য-  
অভিভাবক-রূপ এক পৰিণামই বস্তুত হয় ( তখন জিগুণেব অন্তর্গত ক্ৰিয়ামাত্র থাকে এইরূপ বলিতে  
হয়, কিন্তু ‘জটাব’ উপদর্শনেব অভাবহেতু গুণবৈবধ্য না হওয়ায় সেই ক্ৰিয়াব কার্ণরূপ কোনও ব্যক্ত  
পৰিণাম দৃষ্ট হইবে না । ইহাকেই অব্যক্ত অবহা বলে ) ।

চিন্তেব দুই প্রকাব ধৰ্ম, যথা—পবিত্ৰতা বা প্রমাণাদি প্রত্যয়রূপে অনুভূতমান এবং অপবিত্ৰতা বা  
বস্তুমাত্র-বস্তু ( বাহাব সত্ত্বামাংসেব জ্ঞান অনুমানেব দ্বাবা হয়, কিন্তু বিশেষ জ্ঞান বা প্রত্যক্ষ হয় না,  
তরূপ ) সংস্কাররূপে স্থিতিব্জভাবযুক্ত, তাহাব কার্ণরূপ অনুমাপকেব দ্বাবা তাহাব সত্ত্বা অনুস্মিত হয় ।  
অপবিত্ৰতা ধৰ্ম, যথা—নিবোধ বা সংস্কারশেষ অবহা । ধৰ্ম—( এখানে ) ধৰ্মাধৰ্মরূপ কৰ্মাশয় । সংস্কার—  
বাসনারূপ সংস্কার । পৰিণাম—অবিদিতভাবে যে পৰিণাম হয় ( চিন্তে এবং শব্দবাহিত, যেমন,  
জাগ্রতেব পব নিদ্রা ) । জীবন—চিন্ত হইতে প্রাণেব মূলে যে প্রেরণারূপ শক্তি ( বাহ্যেব কলে  
শব্দবাহাব হয় ), এবিধয়ে শক্তি বধা—“মনেব কার্ণেব বাবাই প্রাণ এই শব্দেব আসিয়া থাকে”  
( প্রের ) । চেষ্টা বা অবিদিতভাবে ক্ৰিয়া ( মনেব অলক্ষিত ক্ৰিয়া ) । শক্তি, অর্থাৎ যাহা হইতে  
ক্ৰিয়া উৎপন্ন হয়, চিন্তেব সেই শক্তি ( যেমন পুঙ্খকাবৈব শক্তি ) । এই সপ্ত প্রকাব চিন্তেব ধৰ্ম  
দৰ্শনবজ্জিত বা সাক্ষাৎ পবিত্ৰতা হইবাব অযোগ্য ।

ইত্যর্থঃ। ধর্মেতি। ক্ষণব্যাপী পবিণাম এব সূক্ষ্মতমো বিশেষো বিষয়স্ত। সংযমেন তন্ত্ৰ তৎক্রমস্ত চ সাক্ষাৎকবণাং সর্বভাবানাং নিমিত্তোপাদানং সাক্ষাৎকৃতং ভবতি ততশ্চ অতীতানাগতজ্ঞানম্। ধাবণেতি। তেন—সংযমেন পবিণামত্রয়ং সাক্ষাৎ-ক্রিয়মাণং—সর্বতো বিষয়স্ত ক্রমশঃ ধারণাং প্রযোজ্য ততো ধ্যাত্বে ততঃ সমাহিতো ভূষা সাক্ষাৎ কুৰ্বাৎ। এবং ক্রিয়মাণে তেষু—বিষয়েষু অতীতানাগতং জ্ঞানং সম্পাদয়তি।

১৭। শব্দার্থপ্রত্যয়ানাম্ ইতবেতবাধ্যাসাং সঙ্কবঃ—যো বাচকঃ শব্দঃ স এবার্থঃ তন্ এব চ জ্ঞানমিতি সংকীর্ণতা, তৎপ্রবিভাগসংযমাৎ—প্রত্যেকং বিভজ্য সংযমাৎ সর্ব-ভূতানাং কতজ্ঞানম্—উচ্চাবিতশব্দার্থজ্ঞানং ভবেদিতি সূত্রার্থঃ। তত্রৈতি ব্যাচষ্টে। তত্র—এতদ্বিষয়ে বাগিঞ্জিয়ং বর্ণাঙ্কশব্দোক্তারণকপকার্ধবৎ। শ্রোত্রবিষয়ঃ ধ্বনিমাত্রঃ, ন তু তদর্থঃ। পদং বর্ণাঙ্কং বদ্ অর্থাভিধানং যথা গোঘটাদিঃ, তন্ নাদানুসংহাববুদ্ধি-নির্গ্রাহ্যম্—নাদানাম্ উচ্চাবিতবর্ণানাম্ অনুসংহারবুদ্ধিঃ—একধাপাদনবুদ্ধিঃ তয়া নির্গ্রাহ্যং, বর্ণান্ একতঃ কৃষা বুদ্ধ্যা পদং গৃহত ইত্যর্থঃ। বর্ণা ইতি। একসময়াহ-সম্ভবিদ্বাৎ—পূর্বোত্তরকালক্রমেণ উচ্চার্যমাণত্বাদ্ ন চৈকসময়ভাবিনো বর্ণাঃ। ততস্তে পরস্পরনিরন্তরগ্রহাঙ্গানঃ—পরস্পরাসংকীর্ণাঃ তৎসমাহারকণং পদম্ অসংস্পৃশ্য—অনুপস্থাপ্য অনির্মাৱ ইত্যর্থ আবির্ভূতান্তিরোভূতাশ্চ ভবন্তঃ প্রত্যেকম্ অপদকপা উচ্যন্তে।

১৬। অতঃপব সর্বসাধনপ্রাপ্ত অর্থাৎ সংযমসিদ্ধ যোগীব বুদ্ধিসিদ্ধ বিষয়েব প্রতিপত্তিব জন্ম বা জ্ঞাতব্য বিষয়েব উপলব্ধিব জন্ম, সংযমেব বিষয়েব অবতাবণা বা উপদেশ কবা হইতেছে। ক্ষণব্যাপী যে পবিণাম তাহাই বিষয়েব সূক্ষ্মতম বিশেষ। সংযমেব দ্বাৰা সেই পবিণামেব এবং তাহাব ক্রমেব সাক্ষাৎ কবিলে সমস্ত ভাবপদার্থেব নিমিত্ত এবং উপাদান সাক্ষাৎকৃত হব, তাহা হইতে অতীত এবং অনাগতেব জ্ঞান হব (জ্ঞাতব্য বিষয়েব পবিণামেব ক্রমে সংযম কবিলে সেই বিষয়েব যেসকল পবিণাম অতীত হইবাছে এক বাহা অনাগত ৰূপে আছে তাহাব জ্ঞান হইবে)। তাহাব দ্বাৰা অর্থাৎ সংযমেব দ্বাৰা, পবিণামত্রয় সাক্ষাৎ কবিতে থাকিলে, অর্থাৎ যথাক্রমে বিষয়েব সর্বমিকে ধাবণা প্রয়োগ কবিবা তাহাব পব ধ্যান কবিতে হব পবে সন্নাহিত হইবা সেই বিষয়েব সাক্ষাৎকাব কবিতে হব—এইৰূপ কবিতে থাকিলে, সেই বিষয়েব অতীতানাগত জ্ঞান হইবে।

১৭। শব্দ, অৰ্ধ এবং প্রত্যয়েব পবস্পৰেব উপব অধ্যাস বা আবোপ হইতে ইহাদেব সাক্ষৰ্ধ হব অর্থাৎ যাহা বাচক শব্দ তাহাই যেন অৰ্ধ, আবাব তাহাই জ্ঞান, এইৰূপে তাহাদেব সংকীর্ণতা বা অভিন্নতা প্রতীত হব। তাহাব প্রবিভাগে সংযম হইতে অর্থাৎ শব্দার্থ জ্ঞানেব প্রত্যেককে গৃধ্ কবিবা সংযম কবিলে সর্বভূতেব কৃতজ্ঞান হব অর্থাৎ সর্বপ্রাণীব উচ্চাবিত শব্দেব যে বিষয় (যদ্যৰ্থে শব্দ উচ্চাবিত) তাহাব জ্ঞান হব, ইহাই সূত্রার্থ। ব্যাখ্যান কবিতেছেন। তাহাতে অর্থাৎ শব্দার্থজ্ঞানৰূপ এই বিষয়ে বর্ণ-স্বরূপ যে শব্দ, বাগিঞ্জিয় তাহাব উচ্চাবণৰূপ কাৰ্য্যবুদ্ধ অর্থাৎ শব্দোচ্চাবণমাত্রই বাগিঞ্জিয়েব কাৰ্য্য। শ্রোত্রেব বিষয় ধ্বনিমাত্র গ্রহণ, কিন্তু ধ্বনিব যাহা অৰ্ধ তাহা তাহাব বিষয় নহে।

বর্ণ ইতি। একৈকঃ বর্ণঃ প্রত্যেকং বর্ণ পদান্না—পদানাম্ উপাদানভূতঃ সৰ্বাভিধানশক্তিপ্রতিভাঃ—সৰ্বাভিধানশক্তিঃ প্রতিভা সঞ্চিতা যস্মিন্ সং—সৰ্বাভিধানশক্তি-সম্পন্নঃ, সহযোগিবর্ণান্তরপ্রতিসম্বন্ধী ভূত্বা বৈধ্বক্যম্ ইবাণ্নঃ—অসংখ্যপদকপঞ্চম্ ইব আপন্নঃ, পূৰ্বোত্তবকপবিশেষণাবস্থাপিত ইত্যেবংকপা বহবো বর্ণাঃ ক্রমাভিরোধিনঃ—পূৰ্বোত্তবক্রমসাপেক্ষাঃ অৰ্থসংকেতেনাবচ্ছিন্নাঃ—সংকেতীকৃতার্থমাত্রবাচকাঃ, ইয়ন্ত এতে—এতৎসংখ্যকাঃ, সৰ্বাভিধানসমৰ্থা অপি, গকবাদিবর্ণাঃ, তন্নির্মিতং গৌরিত্তি পদং সংকেতীকৃতং সাম্প্রদায়িকম্ অৰ্থং ভোক্তব্যম্ভীতি। তদেতেবাং বর্ণানাম্ অৰ্থসংকেতেনাবচ্ছিন্নানাম্ উপসংগতম্ একীকৃতম্ বিনি-ক্রমা যেষাং তাদৃশানাং য একো বুদ্ধিনিৰ্ভাসঃ—বুদ্ধৌ একত্বাতিশয়ং পদং, তচ্চ বাচ্যন্ত বাচকং কৃৎসংকেতভ্যতে।

তদেকমিতি। গৌরিত্তি একঃ ফোট ইতি। একবুদ্ধিবিষয়ত্বাৎ পদম্ একম্, তচ্চ একপ্রয়োগোপিতম্ অভাগম্ অক্রমম্ অবৰ্ণং—ক্রমশঃ উচ্চাৰণাণাং বর্ণানাম্ অৰ্থোগপদিকত্বাদ্, বোদ্ধং—বুদ্ধিনিৰ্মাণম্, অন্ত্যবৰ্ণস্ত—শেষোচ্চাৰিতস্ত বৰ্ণস্ত প্রত্যয়-

পদ—বর্ণ-স্বরূপ ( উচ্চাৰিত বর্ণের সমষ্টি ) বাহ্য বিষয়জ্ঞাপক সংকেত, যেমন শো-বটাদি, এবং তাহা নামের অহুসংহাবরূপ বুদ্ধি বা বা প্রাঙ্ অৰ্থাৎ নামের বা উচ্চাৰিত বর্ণসকলের যে অহুসংহাব-বুদ্ধি বা একজ্ঞ অবস্থাপনকাৰিণী ( সমবেতকাৰিণী ) বুদ্ধি, তদ্বা বা নিপ্রাঙ্ অৰ্থাৎ বর্ণসকল পৃথক্ উচ্চাৰিত হইতে থাকিলেও তাহাদিগকে একজ্ঞ কৰিয়া বুদ্ধি বা বা পদ বচিৎ ও বুদ্ধ হব\* একই সময়ে সম্ভূত হইবাব যোগ্য নহে বলিয়া অৰ্থাৎ পূৰ্বাপব কালক্রমে উচ্চাৰিত হয় বলিয়া বর্ণসকল একসময়োৎপন্ন নহে। তজ্জন্ত তাহা বা পদপব নিবল্লপ্রহ-স্বরূপ অৰ্থাৎ পবস্পব-নিবপেক বা অসংকীৰ্ণ এবং তাহাদেব একজ্ঞ-সমাধাবরূপ যে পদ, তাহাকে সংস্পর্শ বা উপস্থাপিত না কৰিয়া অৰ্থাৎ তাহা বা পৃথক্ বলিয়া বর্ণের সমষ্টিরূপ পদ নির্মাণ না কৰিয়া, আবির্ভূত ও জিবোহিত হওয়া-হেতু বর্ণসকল প্রত্যেকে অ-পদস্বরূপ বলিয়া উক্ত হয় ( কাবণ তাহা বা বস্তুজঃ প্রত্যেকে পৃথক্, বুদ্ধি বা বা সমষ্টিভূত হইলেই পদ হয় )।

এক একটি অৰ্থাৎ প্রত্যেকটি, বর্ণ পদান্নক অৰ্থাৎ পদের উপাদান-স্বরূপ, তাহা বা সৰ্বাভিধান-শক্তি-প্রতিভা অৰ্থাৎ সৰ্ব বিষয়কে অভিহিত বা বিজ্ঞাপিত কৰিবাব যে শক্তি তাহা বাহাতে প্রতিভ বা সঞ্চিত আছে তক্রপ, স্তববাং সৰ্ববিষয়কে বিজ্ঞাপিত কৰিবাব শক্তিসম্পন্ন ( বে-কোনও অৰ্থেব সংকেতরূপ ব্যবহৃত হইতে পাৰে )। তাহা বা সহযোগী অন্তবর্ণের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইবা বৈধ্বক্যবৎ হয় অৰ্থাৎ যেন অসংখ্য পদরূপতা প্রাপ্ত হয় এবং পূৰ্বোত্তবরূপ বিশেষক্রমে অবস্থাপিত—এইরূপ যে বহুসংখ্যক বর্ণ তাহা বা ক্রমাভিরোধী বা পূৰ্বোত্তব ক্রম ( একেব পব অন্ত একটা এইরূপ ক্রম )-

\* 'ব' এবং 'ট' ইহারা প্রত্যেকে পৃথক্ উচ্চাৰিত পৃথক্ বর্ণ। উহাদের উচ্চাবণ সমাপ্ত হইলে বুদ্ধি বা বা উহাদের একজ্ঞ কৰিয়া 'বট' এই পদরূপে গৃহীত ও বুদ্ধ হয়—ইহাই বর্ণ ও পদের সম্বন্ধ। 'জলাধার পাত্র' অৰ্থে উহা সংকেত কৰিলে তাহাও বুদ্ধ হয়।

ব্যাপ্যাবেধ শ্রুতৌ উপস্থাপিতম্। তচ্চ পদং পবত্র প্রতিপাদয়িষ্যমা—প্রজ্ঞাপনেচ্ছয়া  
বক্তৃভিবর্ণেবেবাভি-স্বীয়মার্টনৈঃ জ্ঞায়মার্টনৈঃ শ্রোতৃভিরনাদিবাগ্যবহারবাসনামুবিদ্ধয়া  
লোকবুদ্ধ্যা সিদ্ধবৎ—স্বার্থপ্রত্যয়া একবৎ সম্প্রতিপত্ত্যা—ব্যবহারপরম্পরয়া প্রতীযতে।  
তস্ম—পদস্ত পদানামিত্যর্থঃ সংকেতবুদ্ধেঃ প্রবিভাগঃ—ভেদঃ তদ্ যথা এতাবতাং বর্ণনাম্  
এবজ্ঞাতীয়কঃ অনুসংহাবঃ—সমাহাবঃ একস্ত সংকেতীকৃতস্ত অর্থস্ত বাচক ইতি।

সংকেতস্ত পদপদার্থয়োঃ ইতবেতবাধ্যাসকপঃ শ্রুত্যান্নকঃ—শ্রুতৌ আত্ম স্বরূপং  
বস্ত তাদৃশঃ, তৎশ্রুতিস্বরূপঃ। তদ্ যথা—যোহং শব্দঃ সোহমমর্থঃ যোহং স শব্দ ইতি।  
স এষাং প্রবিভাগজ্ঞঃ—প্রবিভাগেণ একৈকস্মিন্ সমাধানসমর্থঃ, স সর্ববিৎ—সর্বাণি  
কৃতানি যদর্থেনোক্তাবিতানি তদর্থবিৎ।

সর্বেতি। বাক্যশক্তিঃ—বাক্যাং—ক্রিয়াকারকসম্বন্ধবোধকঃ পদপ্রয়োগঃ তচ্ছক্তিঃ,  
উদাহরণং বৃদ্ধ ইতি। ন সত্তাং পদার্থৌ ব্যভিচরতি—অন্তক্রিয়াভাবেহপি সম্বন্ধক্রিয়য়া  
সহ অভিধীয়মানঃ পদার্থৌ যোজ্যো ভবেৎ। তথা হি অসাধনা—কারকহীনা ক্রিয়া  
নাতি। তথা চ পচতীতি উক্তে সর্বকাবকাশ্যম্ আক্ষেপঃ—অযাহাবঃ স্তাং। অপি চ  
তজ্জ নিয়মার্থঃ—অন্তব্যাবর্তনার্থঃ অনুবাদঃ—পুনঃ কথনং, কর্তব্যঃ। কেবামমুবাদস্তদাহ

পাপেক্ষ এবং অর্থ সংকেতবে দ্বাবা অবচ্ছিন্ন বা যে অর্থে তাহাবা সংকেতীকৃত কেবল তাহাব মাত্র  
বাচক। এই এতসংখ্যক বর্ণ (যেমন 'গৌঃ' বলিলে ভিন্ন বর্ণ), তাহাবা সর্বাভিধানসমর্থ হইলেও  
অর্থাৎ যেকোনও বিষয়ে নামরূপে সংকেতীকৃত হওবার যোগ্য হইলেও, 'গ'-কাবাধি বর্ণসকল (গ,  
ঔ,ঃ) তন্নির্দিষ্ট 'গৌঃ' এই পদ কেবল তদ্বারা সংকেতীকৃত নামাধিবৃক্ত (গৌরব গলকলমাদি  
বা গৌরব বাহা বিশেষ লক্ষণ তদ্রূপ) গো-রূপ নির্দিষ্ট বিষয়কেই প্রকাশ কবে বা বুঝায়। তদ্ব্যত  
কোনও বিশেষ অর্থ-সংকেতবে দ্বাবা অবচ্ছিন্ন (কেবল সেই অর্থমাত্র-আপক) এবং উপসংস্কৃত বা  
(বুদ্ধিব দ্বারা) একীকৃত ধ্বনিক্রম বাহাদেব, তাদৃশ বর্ণসকলের যে একবুদ্ধিনির্ভাস বা বুদ্ধিতে  
একত্বাতি অর্থাৎ বুদ্ধিব দ্বাবা সেই (উচ্চারিত ও শব্দাত্মক) বিভিন্ন বর্ণের যে একজ একার্থে  
সমাহাব, তাহাই পদ, এবং তাহা বাচ্যবিষয়ে বাচক (নাম) করিয়া সংকেতীকৃত হয়।

'গৌঃ' ইহা এক ফোঁট অর্থাৎ পূর্ব পূর্ব বর্ণের অল্পভবজাত অখণ্ডবৎ এক পদরূপ শব্দ (তাহা  
কেবল বর্ণাত্মক বা ধ্বনিব সমষ্টিমাত্র নহে; এইরূপ যে বর্ণ-সমাহাররূপ বুদ্ধিনির্দিষ্ট পদ তাহা—)  
একবুদ্ধিব বিষয় বলিয়া পদ এক-স্বরূপ, তাহা এক-প্রশ্নে উৎপাদিত অর্থাৎ পৃথক পৃথক বর্ণের জ্ঞান  
পৃথকরূপে মনে উঠে না কিন্তু এক-প্রশ্নেই মনে উঠে, স্তব্ধতা তাহা বর্ণবিভাগহীন, অজম (পূর্বাপব  
বর্ণের ক্রমাত্মক নহে) ও অবর্ণ (যে বর্ণের দ্বাবা ফোঁট হয় সে বর্ণ তাহাতে থাকে না) অর্থাৎ ক্রমে  
ক্রমে উচ্চাৰ্যমাণ বর্ণসকল এককালভাবী হইতে পাবে না বলিয়া পদাহুশাস্তী বর্ণসকলের যোগপদিকত্ব  
নাই (অর্থাৎ যুগপৎ বা একইকালে তাহারা উৎপন্ন হয় না স্তব্ধতা ফোঁটরূপ পদ অবর্ণ), আব  
তাহাবা বৌদ্ধ বা বুদ্ধিব দ্বাবা নির্দিষ্ট, এবং অন্ত্যবর্ণের বা পদের শেষে উচ্চাৰিত বর্ণের প্রত্যয়-  
ব্যাপ্যাবেধ দ্বাবা বা জ্ঞানেব দ্বাবা, স্বভিতে উপস্থাপিত হব (পদের প্রথম বর্ণ হইতে শেষ বর্ণ পর্যন্ত

কৰ্ত্ত্বকৰ্মকৰণানং চৈত্ৰায়িত্তুলানামিতি । পচতীত্যত্র চৈত্ৰঃ অগ্নিনা ততুলান্ পচতীতি কারকপদক্রিয়াপদসমস্তা বাক্যশক্তিস্ত্রাস্তীত্যর্থঃ । দৃষ্টমিতি । বশ্চন্দঃ অখীত ইতি বাক্যার্থে শ্রোত্রিয়পদবচনम् । তথা প্রাণান্ ধাবয়তীত্যর্থো জীবতি । তদ্ব্রোতি । বাক্যে— বাক্যার্থে পদার্থাভিব্যক্তিঃ—পদার্থোহপি অভিব্যক্তো ভবতি অতো বোধসৌকর্য্যার্থং পদং এবিভজ্য ব্যাখ্যায়म् । অস্তথা, ভবতি—তিষ্ঠতি পূজ্যে চেতি, অর্থঃ—ঘোটকঃ গমনম- কার্য্যশ্চেতি, অজ্ঞাপয়ঃ—ছাগীহৃৎ তথা চ জয়ং কাবিত্বান্ স্বমিত্যাदिद्व्यर्थकपदैषु नामाख्यातसारूप्याং—नाम—विशेषव्यविशेषणपदानि, आख्यातं—क्रियापदानि ।

উচ্চারণ সমাপ্ত হইলে পৰ সমস্ত বর্ণের যে বুদ্ধিকৃত একীভূত স্বতি হয় তাহাই পদের স্বরূপ ) । পবকে প্রতিপাদিত বা জ্ঞাপিত কবিবাব ইচ্ছার বক্তাব দ্বাৰা সেই পদ বর্ণের সাহায্যে অভিহিত হইয়া এবং শ্রোতাব দ্বাৰা শ্রুত হইয়া অনাধিকাল হইতে বাক্যব্যবহাবেব বাসনারূপ সংস্কারেব দ্বাৰা অল্পবিত্ত বা মুক্ত যে লোকবুদ্ধি উৎকর্ষক সিদ্ধবৎ অর্থাৎ এক, অর্থ ও প্রত্যয় যেন একই এইরূপ ( বিকল্প জ্ঞান ) সম্ভূতিপত্তি বা সদৃশ ( একইকৰ্ণ ) ব্যবহার-পৰম্পৰাব দ্বাৰা প্রভীত হয় ( পূর্বেও যেমন সকলে একাৰ্থ জ্ঞানকে সংকীর্ণ কবিয়া ব্যবহার কবিয়াছেন তাঁহাযেব নিকট আরবাও সেইরূপ শিথিবাছি, পবে অল্পেয়াও সেইরূপ শিথিবে ) । সেই পদের বা বিভিন্ন পদসকলেব, সংকেতবুদ্ধিব দ্বাৰা প্রবিভাগ বা ভেদ কবা হয় । তাহা যথা, এই বর্ণসকলেব ( যেমন 'ন', 'ত', 'ঃ' ) যে এই জাতীয় অল্পসংহাব বা সমষ্টি ( 'গৌ'-রূপ ) তাহা এক পদ, তাহা সংকেতীকৃত কোনও এক অৰ্থেব ( বাহ্যে স্থিত গো-রূপ প্রাণীৰ ) বাচক ।

সংকেত—পদ এবং পদের যে অর্থ এই উভয়েব পৰম্পৰেব উপব অব্যাসকণ স্বত্বাত্মক, অর্থাৎ সেইরূপ স্বতিভেদে বাহাব আত্মা বা স্বরূপ নিষ্ঠিত, তাদৃশ স্বতি-স্বরূপ ( কোনও এক পদের দ্বাৰা কোনও অর্থ অভিহিত হয়, উভয়েব একত্বজ্ঞানরূপ স্বতিই সংকেতেব স্বরূপ ) । তাহা যথা—যাহা শব্দ ( শব্দাশ্রিত বাচিক পদ ) তাহাই অর্থ, বাহা অর্থ তাহাই পদ ( এই সংকীর্ণতাই পদ এবং অৰ্থেব একত্বস্বতি ) । যিনি ইহাব প্রবিভাগজ্ঞ অর্থাৎ এক, অর্থ এবং জ্ঞানকে প্রবিভাগ কবিয়া পৃথক্ এক একটিতে চিন্তাসামান কবিত্তে সমর্থ, তিনি সর্ববিং অর্থাৎ সমস্ত উচ্চাবিত পদ যে যে বিষয়কে সংকেত কয়িয়া উচ্চাবিত, সেই অৰ্থেব জ্ঞাতা হইতে পাবেন ।

বাক্যশক্তি অর্থে ক্রিয়া ও কাবকেব সম্বন্ধ বুঝাইবাব জন্য যে পদপ্রয়োগ বা পদের ব্যবহার তাহাব শক্তি, উদাহরণ যথা—'বৃক্ষ' । পদার্থ কখনও 'সত্তা' ব্যতীত ব্যবহৃত হয় না ( সত্তা অর্থে 'আছে' বা 'ধাকা' ) অর্থাৎ অস্ত ক্রিয়াব অভাবেও অভিধীয়মান পদার্থ সম্বন্ধ-ক্রিয়াব ( 'ধাকা' বা 'আছে'ব ) সহিত যোগ্য হয় ( ক্রিয়াব উল্লেখ না কবিয়া শুধু 'বৃক্ষ' বলিলেও তাহাব সহিত 'সত্তা'-পদার্থেব যোগ হইবেই । শুধু 'বৃক্ষ' বলিলেও 'বৃক্ষ আছে' এইরূপ বুঝাব ) । কৃষ্ণ অসাধনা বা কাবকহীনা কোনও ক্রিয়া নাই অর্থাৎ ক্রিয়াব উল্লেখ কবিলেই যদ্দ্বাৰা তাহা কৃত তাহাও উক্ত হইবে । তেমনি 'পচতি' ( = পাক কবিত্তেছে ) বলিলে সমস্ত কাবকেব আক্ষেপ থাকে বা তাহা উহ থাকে । কৃষ্ণ তথাব নিয়মার্থ বা অস্ত হইতে পৃথক্ কবণার্থ, অল্পবাব বা ( বিশেষ-জ্ঞাপক লক্ষণেব ) পুনঃ কখন আবস্তক হয় । কাহাব অল্পবাব কবা আবস্তক ?—তদ্বৎসবে বলিতেছেন যে,



তেষামিতি । ক্রিয়ার্থঃ—সাধ্যরূপঃ অর্থঃ, কারকার্থঃ সিদ্ধরূপঃ অর্থঃ । তদর্থঃ—সৌহর্থঃ শ্বেতবর্ণ ইতি । ক্রিয়াকাবকাস্তা—ক্রিয়ারূপঃ কারকরূপশ্চেতি উভয়থা ব্যবহার্যঃ । প্রত্যয়োহপি তথাবিধঃ, যতঃ সৌহর্যম্ ইত্যভিসম্বন্ধাদ্ একাকারঃ—অর্থ-প্রত্যয়োরেকাকাবতা সংকেতেন প্রতীয়তে । বস্তুিতি । স শ্বেতোহর্থঃ স্বাভিরবস্থাভি-বিক্রিয়মাণো ন শব্দসহগতঃ—শব্দসংকীর্ণো, নাপি প্রত্যয়সহগতঃ । এবং শব্দার্থপ্রত্যয়া নেতবেতরসংকীর্ণাঃ শব্দো বাগ্নিশ্চিয়ে বর্ততে গবাচ্ছার্থো গোষ্ঠাদৌ বর্ততে প্রত্যয়শ্চ মনসীতি অসংকীর্ণত্বম্ । অন্ত্যেতি । অর্থসংকেতঃ পরিস্কৃত্য উচ্চারিতঃ চ শব্দ-মাত্রামালম্ব্য তত্র চ সংযমঃ কৃষ্টা যেনাথেন অন্বভূতা শব্দ উচ্চারিতস্তদর্থবভূৎসুরোগী তমর্থং জানাতীতি ।

কর্তা, কৰণ এবং কর্ণের অর্থ্যং 'চৈত্বে', 'অগ্নি' এবং 'তত্বুলে'র অল্পবাদ বা সমুল্লেক্ষ আবশ্যক । 'পততি' (পাক কবিতোছে)—রূপ এক ক্রিয়াপদদ্বয় বলিলেও তাহাব অর্থ 'চৈত্বে (বা বৈকেহ) অগ্নিব দ্বারা তত্বুল পাক কবিতোছে'; অতএব কাবকপদেব ও ক্রিয়াপদেব সমষ্টিরূপ বাক্য-শক্তি উহাতে আছে । (বাক্য=বাহ্য কাবক ও ক্রিয়া-বৃত্ত । যেমন, 'ঘট'—এক পদ, 'ঘট আছে'—ইহা এক বাক্য) । 'যে ছন্দঃ বা বেদ অধ্যয়ন কবে'—এই বাক্যেব অর্থ নহেবা 'শ্রোত্রিয়' এই পদ রচিত হইয়াছে, তদ্রূপ 'প্রাণধাবণ কবিতোছে'—এই অর্থে 'জীবতি' পদ হইয়াছে । অতএব বাক্যে বা বাক্যার্থে পদার্থাভি-ব্যক্তি হয় বা পদেব অর্থ্যেবও অভিব্যক্তি হয় (কাবক ও ক্রিয়াবৃত্ত বাক্য ব্যবহার না করিয়াও শুধু এক পদেই ঐ কাবক ও ক্রিয়াপদ উহ থাকিতে পাবে) । অতএব লহজে বুঝিবার ক্ষমতা পদকে প্রবিভাগ কবিবা ব্যাখ্যা কবা উচিত, নচেৎ 'ভবতি' এই পদ—বাহাব অর্থ 'আছে' এবং 'পূজ্যে', 'অশ্বঃ'—বাহাব অর্থ 'বোটক' এবং 'গমন কবিবাহিলে', 'অজ্ঞাপনঃ' বাহার অর্থ 'ছাগীদ্রুহ' এবং 'জয় কবাইবাহিলে',—ইত্যাদি স্বার্থবৃত্ত পদে নাম এবং আখ্যাতেব সাক্ষ্যহেতু (নাম—যেমন বিশেষ্য বিশেষণ পদ, আখ্যাত অর্থে ক্রিয়াপদ) অর্থ্যং কবিত ঐ ঐ উদাহরণে ক্রিয়া এবং কাবকরূপ ভিন্নার্থক পদেব সাদৃশ্যহেতু, পূর্বোক্ত অল্পবাদ (বিশ্লেষণ) না কবিলে তাহাবা অবোধ্য হইবে ।

ক্রিয়ার্থ বা সাধ্যরূপ (সাদ্বিত কবা বা ক্রিয়ারূপ) অর্থ এবং কারকার্থ বা সিদ্ধরূপ অর্থ (বাহাতে ক্রিয়া বুঝার না) । তদর্থ অর্থ্যং সেই বিষয়, উদাহরণ যথা—'শ্বেতবর্ণ', তাহা ক্রিয়াকারকাস্তা অর্থ্যং তাহা ক্রিয়ারূপে এবং কাবকরূপে উভয় প্রকাবেই ব্যবহার্য হইতে পাবে । এই 'শ্বেত'—রূপ অর্থ্যেব বাহা প্রত্যয় তাহাও তদ্রূপ বা ক্রিয়াকাবকরূপ, কাবক, 'তাহাই এই' বা বাহা বাহুর্ষ 'শ্বেত'—রূপ অর্থ তাহাই বুদ্ধি প্রত্যয়—এই প্রকাব সম্বন্ধবৃত্ত বলিবা উভবে একাকার অর্থ্যং ঐরূপ ন্যকোতপূর্বক বিবেক এবং প্রত্যয়েব একাকারতা প্রতীত হয় । সেই 'শ্বেত' বিষয় (বাহা বাহিরে অবস্থিত) তাহা নিদ্রেব অবস্থাব দ্বাবাই (মনিমতা-জীর্ণতাদির দ্বাবা) বিক্রিয়মাণ হয় বলিবা তাহা শব্দ-সহগত বা শব্দেব সহিত মিশ্রিত (শব্দাস্বক) নহে এক প্রত্যয় বাহা চিত্ত থাকে, তৎসহগতও নহে (কাবক, উভবেব পরিণাম পবম্পর-নিরপেক্ষ) ।

এইরূপে দেখা গেল যে, শব্দ, অর্থ এবং প্রত্যয় পবম্পর নকীর্ণ নহে অর্থ্যং তাহারা পৃথক্

১৮। হুয় ইতি। স্মৃতিব্রহ্মহেতবঃ—ক্লিষ্টাং স্মৃতিং বা জনয়ন্তি তাদৃশো বাসনাঃ সুখাদিবিপাকানুভবজ্ঞাতাঃ। জাত্যাযুর্ভোগবিপাকহেতবো ধর্মাধর্মকণাঃ সংস্কারাঃ। পূর্বভবান্তিসংস্কৃতাঃ—পূর্বজন্মানি অভিসংস্কৃতাঃ প্রচিভা ইত্যর্থঃ। তে পবিণামাদি-চিন্ত-ধর্মবদ্ অপবিদুষ্টাশ্চিন্তধর্মীঃ। সংস্কারসাম্যাকাবস্ত দেশকালনিমিত্তানুভবসহগতঃ। ততঃ কশ্মিন্ দেশে কালে চ কিত্তিমিস্তকো জাত ইত্যবগম্যতে। নিমিত্তং—প্রাগ্ভবীয়া দেহেন্দ্রিয়াদবো বৈনিমিত্তৈর্ভোগাদিঃ সিদ্ধাঃ।

অত্রোতি। মহাসর্গেণ—মহাকল্পেণ বিবেকজ্ঞ জ্ঞানং—ভাবকং সর্ববিষয়ং সর্বখা-বিষয়ম্ অক্রমং বিবেকস্ত বাহুসিদ্ধিকপম্। তদুৎপত্তবঃ—নির্মাণতদুৎপত্তবঃ। ভব্যাহং—ব্রহ্মসত্ত্বমোমলহীনতয়া স্বচ্ছচিত্তহাং। প্রাধানবশিত্বং—প্রকৃতিজয়ঃ। ত্রিগুণশ্চ প্রত্যয়ঃ—সদ্বাদিকঃ অপি সূক্ষ্মকণপ্রত্যয়ত্রিগুণঃ। হুংখস্বকপঃ—হুংখাত্ত্বকঃ, তৃকাত্ত্বকঃ—তৃকাবজ্জুঃ।

অবস্থিত। এক বাগ্নিধিযে থাকে, তাহাব পবাদি অর্থ বা বিষয় থাকে গোষ্ঠ আদিত্তে, এবং প্রত্যয় চিত্তে থাকে, অতএব তাহাবা অসংকীর্ণ। এইরূপ অর্থসংকেত পবিত্রাণ কবিবা উচ্চাবিত শব্দ-মাত্রকে আলম্বন কবিবা তাহাতে সংঘের কবিলে যে-অর্থকে মনে কবিবা প্রাণীয়েব যাবা সেই এক উচ্চাবিত হইয়াছে, সেই অর্থ-জিজ্ঞাসু যোগী তদ্ব্যর্থকে জানিতে পাবেন। (অহু=প্রাণ)।

১৮। স্মৃতিব্রহ্ম-হেতু অর্থাৎ বাহাবা ক্লিষ্টা স্মৃতি উৎপাদনেব হেতু-রূপ হুয়, তাদৃশ বাসনা-সকল হুং, হুংখ এবং মোহরূপ বিপাকেব অনুভবজ্ঞাত। জাতি, আহু এবং ভোগরূপ বিপাকেব হেতুত্ব ধর্মাধর্ম-কর্ণাণমকপ সংস্কার, তাহাব পূর্বভবান্তিসংস্কৃত অর্থাৎ পূর্বজন্মে অভিসংস্কৃত বা সঞ্চিত এবং পবিণামাদি চিন্তধর্মের জ্ঞান অপবিদুষ্ট চিন্তধর্ম (৩।১৫)। সংস্কারসাম্যাকাব দেশ, কাল ও নিমিত্তেব অনুভব-সহগত। কোন্ দেশে, কোন্ কালে এবং কি নিমিত্ত হইতে সংস্কার সঞ্চার হইয়াছে, তাহা সেই অনুভব হইতে জানা যায়। নিমিত্ত অর্থে পূর্বজন্মজ দেহেন্দ্রিয়াদিকপ নিমিত্ত, যদ্বাবা সেই সংস্কারমূলক ভোগাদি সাধিত হইয়াছে।

মহাসর্গে অর্থাৎ মহাকল্পে। বিবেকজ্ঞান—যাহা ভাবক বা অপ্রতিভোখ (পবোপদিষ্ট নহে), সর্ববিষয়ক এবং সর্বখা (সর্বকালিক)-বিষয়ক ও অক্রম বা যুগপৎ এবং যাহা বিবেকখ্যাতিব বাহু সিদ্ধি-রূপ। তদুৎপত্ত অর্থে নির্মাণদেহধাবী। ভব্যাহং-হেতু অর্থাৎ ব্রহ্মসত্ত্বমোমলহীন বলিবা স্বচ্ছচিত্তযুক্ত। প্রাধানবশিত্ব অর্থে প্রকৃতিজয় (যাহাতে সমস্ত প্রাকৃত পদার্থেব উপব বশিত্ব হুয়)। প্রত্যয় ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ সংঘেব আধিকায়ুক্ত হইলেও সূক্ষ্মকণ প্রত্যয় ত্রিগুণ (কাবণ, প্রত্যয়মাত্রই ত্রিগুণাত্মক)। হুংখ-স্বকপ বা হুংখাত্মক। তৃকাত্ত্ব বা তৃকাবজ্জু। তৃক বা আকাক্ষারূপ বন্ধনজাত হুংখ-সম্প্রাপেব অপগম হইলে প্রদন্ন বা নির্মল, অব্যব বা প্রতিঘাতবহিত, সর্বাঙ্গুল বা সকলেব অনুকূল অথবা সর্ব অবস্থাতেই যাহা অনুকূল, এমন যে সন্তোষ-হুং উৎপন্ন হুয়, তাহা কাম্য বস্তব-প্রাপ্তিজনিত সূখেব তুলনাতে অল্পতম (যদিও কৈবল্যেব তুলনায় তাহা হুংই, কাবণ, তাহাও এক প্রকাব প্রত্যয়, অতএব পবিণামশীল। অশান্ত অবস্থা হুংখহল, তাই তাহা আয়াদেব অতীষ্ট নহে, কৈবল্য বা শান্তি হুংখশূন্য বলিয়া আয়াদেব পরম অতীষ্ট। কৈবল্য বা শান্তি যখন সিদ্ধ হইতে থাকে তখন সেই

তৃণাবন্ধনজাতদ্রুৎ-সন্তোষাপাগমাত্ম প্রসন্ন—নির্মলম্ অবাধং প্রতিঘাতবহিতং সর্বাঙ্ক-  
কুলং—সর্ববাস্তবমুকুলং যদ্বা সর্বাবস্থাষ্মকুলমিদং সন্তোষসুখমতুত্তমং কামসুখাপেক্ষা  
ইত্যর্থঃ ।

১৯। প্রত্যয় ইতি । প্রত্যয়ে—বক্তৃদ্বিষ্টাদিচিন্ত্যমাত্রে সংঘনাৎ, পরচিন্ত্যাত্রস্ত  
জ্ঞানম্ ।

২০। বক্তৃমিতি । স্মৃগমম্ ।

২১। কারকপ ইতি । গ্রাহ্য—গ্রহণযোগ্য শক্তিঃ ভাং প্রতিবন্ধাতি—স্তম্ভাতি ।  
চক্ষুঃপ্রকাশশাস্ত্রযোগে—চক্ষুঃগতপ্রকাশনশক্ত্যা সহ অসংযোগে অন্তর্ধানম্—অদৃশ্যতা ।

২২। আয়ুবিতি । আয়ুর্বিপাকম্—আয়ুর্কোপ বিপাকো বস্ত্র ভৎ কর্ণ দ্বিবিধম্ ।  
সোপক্রমং—কলোপক্রমযুক্তম্ । দৃষ্টান্তমাহ । যথা আর্দ্রং বস্ত্রং বিস্তারিতং স্বল্পেন  
কালেন শুক্লং—অমুকুলাবস্থাপ্রাপ্তৌ শুক্লতারুপং ফলমচিবেণ আবদ্ধং ভবেৎ তথা যৎ  
কর্ম বিপাকোন্মুখং তদেব সোপক্রমং তদ্বিপবীতং নিকপক্রমম্ । দৃষ্টান্তান্তবদাহ যথা  
চাণ্ডিবিতি । কন্দে—তৃণশুল্লে, মুক্তঃ—শুভ্রঃ, দ্বৈপীয়সা কালেন—অচিবেণ । তৃণবাসৌ—  
আর্দ্রে তৃণবাসৌ । ঐকভবিকম্—অব্যবহিতপূর্বজন্মনি সঞ্চিতম্ । আয়ুক্রমম্—আয়ু-  
ক্রমবিপাককরম্ । অবিষ্টেভ্য ইতি । ঘোবৎ—শব্দম্ । পিহিতকর্ণঃ—অঙ্গুল্যাদিনা  
রুদ্ধকর্ণঃ । নেত্রে অবষ্টক্কে—অঙ্গুল্যাদিনা সম্পীড়িতে নেত্রে । অপরাহুঃ—মুহ্যঃ ।

অভীষ্টানিচ্ছ-জনিত বে নিবৃদ্ধি-দ্রুৎ হয়, তাহাবই নাম শাস্তিদ্রুৎ । শাস্তির সহিত সেই দ্রুৎও বর্ধিত  
হয়, অতএব পুনরা শাস্তিই অব্যবহিত পূর্বাবস্থা চৈতিক দ্রুৎবে বা ব্রহ্মানন্দেব পরা কাঠা । কিন্তু চিন্ত  
পরিণামশীল বলিবা যোগীবা কৈবল্যের দ্রুত তাহাও ত্যাগ করেন । কিঞ্চ যখন সম্পূর্ণ শাস্তি হয়,  
তখন তাহা চৈতিক দ্রুৎ-দ্রুৎবেব অতীত সুত্তরাং ব্রহ্মানন্দেবও অতীত অবস্থা । )

১৯। প্রত্যয়ে অর্থাৎ রাগ বা ঘেব-যুক্ত চিন্ত্যমাত্রে, নংঘন হইতে পবচিন্তের জ্ঞান হয় ।

২০। 'বক্তৃমিতি' । ভাস্ত্র স্মৃগম ।

২১। গ্রাহ অর্থে গৃহীত বা দৃষ্ট হইবাব বোগ্য যে শক্তি বা গুণ । তাহাকে প্রতিবন্ধ বা স্তম্ভিত  
করে । চক্ষুঃ প্রকাশের অন্ত্রযোগে অর্থাৎ চক্ষুঃস্থিত দর্শন-শক্তির সহিত অসংযোগে, অন্তর্ধান বা  
অদৃশ্যতা সিদ্ধ হয় ।

২২। আয়ুর্বিপাক অর্থাৎ আয়ুর্কপ বিপাক বাহার, তক্রপ কর্ণ দ্বিবিধ । সোপক্রম বা বাহা  
কলীভূত হইবাব উপক্রমযুক্ত, তাহাব দৃষ্টান্ত বলিতেছেন । যেমন আর্দ্র বস্ত্র বিস্তারিত করিয়া দিলে  
অল্পকালেই শুকায় অর্থাৎ অমুকুলাবস্থা প্রাপ্ত হইলে শুক্লতারুপ ফল অচিবেই ব্যক্ত হয়, তক্রপ যে কর্ণ  
বিপাকোন্মুখ তাহাই সোপক্রম । বাহা তদ্বিপবীত অর্থাৎ বাহা বিলম্বে কলীভূত হইবে, তাহা  
নিকপক্রম । অত্র দৃষ্টান্ত বলিতেছেন । কন্দে—তৃণশুল্লে । মুক্তঃ—শুভ্রঃ । দ্বৈপীয়সালে—রুদ্ধকালে ।  
তৃণরাশিতে—আর্দ্র তৃণরাশিতে । ঐকভবিক—অব্যবহিত পূর্ব দ্রুৎ সঞ্চিত । আয়ুক্রম—আয়ুক্রম  
বিপাককর । ঘোবৎ—শব্দ । পিহিতকর্ণ অর্থাৎ অঙ্গুলী আদির দ্বারা রুদ্ধকর্ণ বাহাব । অবষ্টক্কে—

২৩। মৈত্রীতি, স্পষ্টম্। ভাবনাত ইতি। মৈত্র্যাদিভাবনাতঃ—তন্ত্ৰান্তাবেষু স্বকপশূশ্রমিব তন্ত্ৰান্তাবনির্ভাসং ধ্যানং যদা ভবেৎ তদা তত্র সমাধিঃ। স এব তত্র সংযমঃ। ততো মৈত্র্যাদিবলানি অবদ্যাবীৰ্যাণি—অব্যর্থবীৰ্যাণি জায়ন্তে স্বচেতসি অমৈত্র্যাদীনৌৎপত্তন্তে পঠৈবপি মিত্রাদিভাবেন চ যোগী বিশ্বস্ততে।

২৪। হস্তিবল ইতি। সুগমম্।

২৫। জ্যোতিষতীতি। আলোকঃ—অব্যর্থঃ প্রকাশভাবঃ, যেন সর্বৈন্দ্রিয়শক্তয়ো গোলকনিবপেক্ষা বিষয়গতা ইব তুষ্ণা বিষয়ং গৃহ্ণন্তি।

২৬। তদিত্তি। তৎপ্রস্তাবঃ—ভুবনবিশ্বাসঃ। অবীচঃ প্রভৃতি—অবীচিঃ নিম্ন-তমো নিবযঃ, তত উৰ্বমিত্যর্থঃ। ভূতীযো মাহেঞ্জলোকঃ স্বর্লোকেষু প্রথমঃ। তত্রোতি। ঘনঃ—সংহতঃ পার্থিবধাতুঃ। স্বকর্মোপার্জিত ছঃখবেদনং যেষামস্তি তে, দীর্ঘম্ আয়ুঃ আক্ষিপ্য—সংগৃহ্য। কুরগুণকং—স্ববর্ণবর্ণপুষ্পবিশেষঃ। দ্বিসহস্রায়ামাঃ—দ্বিসহস্রযোজন-বিস্তারঃ। মাল্যবৎসীমানো দেশা ভজাধনামকাঃ। তদর্ধেন ব্যুৎ—পঞ্চাশদ্ব্যোজন-সহস্রেন সূমেকং সংবেষ্ট্য স্থিতম্। স্প্রতিষ্ঠিতসংস্থানং—স্বসন্নিবিষ্টম্, অগুণমধ্যে—ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে ব্যুৎ—অসংকীর্ণভাবেন স্থিতম্। সর্বেষু দীপেষু পুণ্যাস্থানো দেবমল্লভ্যাঃ—দেবাত্তথা দেবৎ প্রাপ্তা মল্লভ্যাঃ প্রতিবসন্তীতি অতো দীপাঃ পরলোকবিশেষা ন চ ত ইহলোক ইত্যবগন্তব্যম্ অত্রাহপুণ্যাস্থানমপি বাসনশনাৎ। দেবনিকায়াঃ—দেবযোনিয়ঃ। বৃন্দারকাঃ—পূজ্যাঃ।

হইলে বা অল্পলি আদিব দ্বাৰা নেত্র পীড়িত হইলে (টিপিলে)। অপবাস্ত—বৃত্ত (আবু এক অন্ত জন্ম, অপব অন্ত বৃত্ত)।

২৩। মৈত্রী যুক্তি আদিব ভাবনা হইতে সেই সেই ভাবে স্বকপশূশ্রমিব সেই যোগ্যভাবমাজ-নির্ভাসক ধ্যান যখন হয়, তখন তাহাতে সমাধি হয়। তাহাই তাহাতে সংযম। তাহা হইতে মৈত্রী আদি বল অবদ্যাবীৰ্য বা অব্যর্থ বীৰ্য (অব্যর্থ) হইবা উৎপন্ন হয়, তাহাব ফলে নিজেব চিন্তে আব কখনও অমৈত্রী আদি উৎপন্ন হয় না এবং মিত্রাদিভাবেন দ্বাৰা যোগী অপবেবও বিশ্বাস্ত হন, অর্থাৎ নকলে তাঁহাকে মিত্র মনে কৰিবা বিবাস কবে।

২৪। 'হস্তিবল ইতি'। ভাস্ত সুগম।

২৫। আলোক অর্থে জানেব অব্যর্থ প্রকাশভাব, বদ্যাব নর্ব ইন্দ্রিয়শক্তি তাহাদেব অধিষ্ঠানত্বত (পৈথিক অধিষ্ঠানকপ) গোলক-নিবপেক্ষ হইবা, যেন জ্ঞেয় বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত হইবা, বিষয় গ্রহণ কবে।

২৬। তাহাব প্রস্তাব অর্থাৎ ভুবনেব বিস্তাস বা বিস্তৃতি (বেগুণে ভুবন বিস্তৃত হইবা আছে)। অবীচি হইতে অর্থাৎ অবীচি বা নিরন্তর যে নিবযলোক তাহাব, উর্ধ্ব। ভূতীয মাহেঞ্জলোক, তাহা স্বর্গলোকেব মধ্যে প্রথম। ঘন বা সংহত পার্থিব ধাতু। স্বকর্মের দ্বাৰা উপার্জিত ছঃখভোগ বাহাদেব হয়, তাদৃশ প্রাপীবা দীর্ঘ আয়ু আক্ষেপ কৰিবা অর্থাৎ স্বকর্মের দ্বাৰা লাভ কৰিবা তথ্য থাকে। কুরগুণক—স্ববর্ণবর্ণ পুষ্পবিশেষ। দ্বিসহস্র আশা অর্থাৎ দ্বিসহস্র যোজন বাহাদেব বিস্তৃতি। মাল্যবৎ

কামভোগিনঃ—কাম্যবিষয়ভোগিনঃ। ঔপপাদিকদেহাঃ—পিতবো বিনা এষাং দেহোৎপত্তির্ভবতি। স্বসংস্কারেণ সূক্ষ্মাবস্থং ভৌতিকং গৃহীত্বা তে শবীবন্ম উৎপাদয়ন্তি। ভূতেন্দ্রিয়প্রকৃতিবশিনঃ—ভূতেন্দ্রিয়ভ্রমাত্মবশিনঃ। ধ্যানাহাৰাঃ—ধ্যানমাত্ৰোপজীবিনো ন কামভোগিনঃ। উৰ্দ্ধ্বং সত্যলোকস্তোত্যর্থঃ জ্ঞানমেবাম্ অপ্রতিহতম্, অধবভূমিষু—নিম্নস্থজ্ঞানাদিলোকেষু। অকৃতভবনস্তাঙ্গাঃ স্বপ্রতিষ্ঠাঃ—নিবাধাৰাঃ দেহাভিমানান্তিক্রমণাং। বিদেহপ্রকৃতিলায়া নিৰ্বীজসমাধ্যমিগম্য লোকমধ্যে প্রতিষ্ঠিত্তি। চিত্তং তেষাং তাবৎকালং প্রধানে লীনং তিষ্ঠতি অতো ন বাহ্যসংজ্ঞা তেষাং স্তাং। সূর্যদ্বাবে—সূর্যমুদ্বাবে।

২৭। চন্দ্রে—চন্দ্রদ্বাবে। উক্তক “তানুযুলে চ চন্দ্রমা” ইতি। চন্দ্রবাদিবাছ-  
শ্রিয়ান্বিতানেষু সংযমাদ্ ইন্দ্রিয়োৎকর্ষন্তত আলোকিতবস্ত্তজ্ঞানম্। ন চ সূর্যদ্বাবৎ  
আলোকেন বিজ্ঞানম্।

পূৰ্বত বাহাব লীমা এইকপ দেশসকল, বাহাদেব নাম ভদ্রাঃ। তাহাব অৰ্ধেকের দাবা ব্যুহিত অৰ্থাৎ পঞ্চাশ লক্ষ বোজন বিস্তারযুক্ত ও স্বদেহকে বেটন কবিয়া স্থিত। স্বপ্রতিষ্ঠিত-সংস্থান বা স্থগ্নমিষ্ট। অণুমধ্যে বা ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে ব্যুত অৰ্থাৎ পূৰ্বকল্পে বধ্যবধ্যভাবে স্থিত। সৰ্ব বীপে বা দেশে পুণ্যাত্মা দেব-মহুত্বসকল অৰ্থাৎ দেব ( = দেবোনি ) এবং বর্গগত মহুত্বসকল বাল কবে, অতএব বীপসকল হুত্ব পরলোক-বিশেষ, ইহাবা যে হুত্ব মবলোক নহে তাহা বুঝিতে হইবে, কাৰণ, এই মবলোকে অপুণ্যবানোবাও বাল কবে দেখা যায়। দেবনিকাব অৰ্ধে দেবোনি-বিশেষ, দেবত্বপ্রাপ্ত মহুত্ব নহে ( নিকাব অৰ্ধে লহু )। বুদ্ধাবক অৰ্ধে পুজ্য।

কামভোগীবা অৰ্থাৎ কাম্যবিষয়ভোগীরা। ঔপপাদিকদেহ অৰ্থাৎ পিতামাতা ব্যতীত ইহাদেব দেহোৎপত্তি হয়, তাহাবা স্বলংকাবাব বা স্বকর্মের সংস্কারের দাবা হুত্ব ভৌতিক উপাদান গ্রহণপূর্বক নিজ শবীব উৎপাদন কবে। ভূতেন্দ্রিয়-প্রকৃতিবশী—ভূতেন্দ্রিয় এবং তাহাদেব কারণ-ভ্রমাত্ম বাহাদেব বশীভূত। ধ্যানাহাবী—ধ্যানমাত্ৰই বাহাদেব উপজীবিকা, অতএব বাহারা কাম্যবিষয়ভোগী নহেন। উৰ্দ্ধ—সত্যলোক, তথাকাব জ্ঞান ইহাদেব ( তপোলোকস্থদেব ) অপ্রতিহত এবং অধবভূমিতে বা নিম্নস্থ জন-বাদি লোকেও তাঁহাদেব জ্ঞান অনাবৃত। অকৃতভবনস্তাঙ্গ বা ভবনশূন্য ও স্বপ্রতিষ্ঠ বা ভৌতিক আধাবশূন্য, কাৰণ, তাঁহাবা হুত্ব দেহাভিমান ( বাহাব জন্ত হুত্ব আধার বা থাকার স্থান আবশ্যক ) অতিক্রম কবিয়াছেন। বিদেহ-প্রকৃতিলায়েরা নিৰ্বীজ সমাধি অধিগম কবেন বলিয়া তাঁহাবা এই সকল লোকমধ্যে অবস্থিত নহেন, তাঁহাদেব চিত্ত তাবৎকাল অৰ্থাৎ বাৰং তাঁহারা বিদেহ-প্রকৃতিলায় অবস্থায় থাকেন ততকাল, প্রধানে লীন হইবা থাকে; তজ্জন্ত তাঁহাদেব বাহ্য সংজ্ঞা বা বিষয়সম্পর্ক থাকে না। সূর্যদ্বাবে—সূর্যমুদ্বাবে।

২৭। চন্দ্রে—চন্দ্রদ্বাবে। উক্ত হইবাছে যথা, “তানুযুলে চন্দ্রমা বা চন্দ্রদ্বার” (যেরও সংহিতা)। চন্দ্রবাদি বাহ ইন্দ্রিযেব অবস্থানে অৰ্থাৎ গতিক্ষেব যে অংশে তাহাদেব হুত্ব তথাব, সংযম হইতে

২৮। ঋবে—কশ্মিংশ্চিন্শ্চলতারকে। উৰ্ব্ববিমানেষু—আকাশে জ্যোতিষ্ক-  
বাহনে বা।

২৯। কাষয়ুহঃ—কাষবাতুনাং বিভ্রাসঃ।

৩০। তন্তুঃ—ধনুত্বপাদকং কণ্ঠাগ্রস্থং বিতানিততন্তুকপং বাগিঞ্জিয়ান্সম্। কণ্ঠঃ—  
শ্বাসনাড্যা উৰ্ব্বভাগঃ, কূপস্তদধঃ।

৩১। শ্বিবপদং—কাষহর্ষজনিতং চিন্তাহর্ষং জ্ঞানরূপসিদ্ধীনামন্তর্গতত্বাৎ। যথা  
সর্পো গোধা বা স্থাগুবন্নিচলশবীষঃ স্বেচ্ছয়া তিষ্ঠতি তথা যোগী অপি নিশ্চলতিষ্ঠন্  
অঙ্গমেজয়ত্মসহভাবিনা চিন্তাহর্ষেণ নাভিভূত ইত্যর্থঃ।

৩২। শিবঃকপালে অন্তস্থিত্ত্বম্—আকাশবদনাবরণং, প্রত্যক্ষবৎ—শুভ্র জ্যোতিঃ।  
সিদ্ধিঃ—দেবযোনিবিশেষঃ।

৩৩। প্রাতিভঃ—ঋপ্রতিভোঃ নান্নতো লক্ষমিত্যর্থঃ। তচ্চ বিবেকজসার্বজ্যন্ত  
পূর্বরূপং, যথা সূর্যোদয়াৎ প্রাক্ সূর্যস্ত প্রভা।

৩৪। যদিতি। অগ্নিন্ জন্ময়ে ব্রহ্মণুরে যদ্ দহবম্ অন্তঃস্থবিবং ক্ষুদ্রং পুণ্ডরীকং,  
জ্ঞানো যদ্ বেদ্যং, তত্র বিজ্ঞানং—চিন্তম্। তস্মিন্ সংযমাৎ চিন্তস্ত সংবিদু—জ্ঞানকরং  
জ্ঞানম্। ন হি বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানং সাক্ষাদ্ গ্রোহ্যং ভবেৎ তর্হি গ্রহণশ্চতের্বদবস্থায়ান্  
প্রাধাত্ত্বং সৈব চিন্তাসংবিৎ।

ইঞ্জিয়েব উৎকর্ষ হয়। তদ্বাবা (বাহ আলোকে) আলোকিত বস্তু জ্ঞান হয়। হর্ষবাবেব নাহাযো  
জ্ঞানেব ত্রায় তাহা আলোক-বিজ্ঞান নহে বা নিজেবই আলোকে জানা নহে।

২৮। ঋবে অর্থাৎ কোনও নিশ্চল ভাবকাষ। উৰ্ব্ববিমানে—শূন্য বা জ্যোতিক-ভাবকামিব  
বাহনে (সংযম কবিরা তাহাদেব গতিবিধি জানিবে)।

২৯। কাষয়ুহঃ—কাষবাতুব বিভ্রাস বা দৈহিক উপাধানেব সংযান।

৩০। তন্তুঃ—ধনি-উৎপাদক ও কণ্ঠেব আগ্রে স্থিত, বিস্তৃত তন্তুব ত্রায় বাগিঞ্জিয়েব অঙ্গ। কণ্ঠ  
অর্থে শ্বাসনাডীব উৰ্ব্ব ভাগ, তাহাব নিয়ে কণ্ঠরূপ।

৩১। শ্বিবপদ অর্থাৎ কাষহর্ষজনিত চিন্তেব হর্ষ, কাষণ, ইহাবা জ্ঞানরূপা সিদ্ধিব অন্তর্গত  
(অতএব চৈতন্য সিদ্ধিই ইহাব প্রধান লক্ষণ হইবে)। যেমন সর্প বা গোধা (গো-সাপ) স্বেচ্ছাব  
শবীষকে স্থাপুব ত্রায় (খুঁটাব মত) নিশ্চল কবিবা থাকে, তদ্রূপ যোগীও স্ব-শবীষকে নিশ্চল  
কবিবা অদেব চাক্ষু্যেব সহভাবী চিন্তেব যে অর্হর্ষ, তদ্বাবা অভিভূত হন না।

৩২। শিবঃকপালে বা মস্তকে (খুলিব মস্ত্যে) যে অন্তস্থিত্ত্ব বা আকাশেব ত্রায় অনাবরণ  
উজ্জল ও শুভ্র জ্যোতি, তথাব সন্ময় কবিলে সিদ্ধ অর্থাৎ দেবযোনি (যোগসিদ্ধ নহেন)-বিশেষদেব  
দর্শন হয়।

৩৩। প্রাতিভ অর্থে ঋপ্রতিভোঃ বাহা অন্তেব নিকট হইতে লক্ষ নহে। তাহা বিবেকজ-  
সার্বজ্যেব পূর্বরূপ, যেমন, সূর্যোদয়েব পূর্বে-সূর্যেব প্রভা দেখা দেব, তদ্রূপ।

৩৫। বুদ্ধিসম্বন্ধিতি। বুদ্ধিসম্বন্ধ—বিস্তৃতা জ্ঞানশক্তিবিচার্যঃ। প্রখ্যাণীলং—প্রকাশনস্বভাবকং, সা চ প্রখ্যা বিক্ষেপাবরণাভ্যাং বিমূৰ্ছা নোৎকর্ষমাপত্ততে। সমান-সম্বোধননিবন্ধনে—সমানং সম্বোধননিবন্ধনম্—অবিনাভাবিসম্বন্ধ যয়োস্তে, তদবিনাভাবিনী রজস্কমসী বশীকৃত্য অভিভূত চৰমোৎকর্ষপ্রাপ্তং, সঙ্কপুঙ্খান্নতাপ্রত্যয়েন—বিবেকপ্রখ্যা-রূপেণ পবিণক্তং ভবতি চিত্তসম্বন্ধিতি শেষঃ। পবিণামিনো বিবেকচিন্তাদ্ অপবিণামী চিতিমাত্ররূপঃ পুঙ্খঃ অত্যন্তবিধর্ম্য ইত্যেতয়োবভাস্তাসংকীর্ণয়োঃ—অত্যন্তবিভিন্নয়োঃ প্রত্যয়বিশেষঃ অভিন্নতাপ্রত্যয়ঃ, বিজ্ঞাতাহমিত্যেকপ্রত্যয়ান্তর্গততা, স ভোগঃ পুঙ্খস্ত ভোক্তুঃ। দর্শিতবিষয়দ্বাদেব পুঙ্খবেহয়ং ভোগোপচাব ইত্যর্থঃ। ভোগরূপঃপ্রত্যয়ঃ পরার্থবাদ্ ভোক্তুর্বর্ষদ্বাদ্ দৃশ্যঃ। যন্ত তস্মাদ্বিশিষ্টচিতিমাত্ররূপঃ অস্তো ঋষ্টা, তদ্বিষয়ঃ পৌঙ্কষেয়ঃ প্রত্যয়ঃ—পুঙ্খস্বভাবখ্যাতিমতী চিত্তবৃত্তিঃ, তত্র সংযমাৎ—তস্মাৎ সমাধানাৎ পুঙ্খবিষয়া চরমা প্রজ্ঞা জায়তে।

ন চ ঋষ্টা বুদ্ধেঃ সাক্ষাদ্বিষয়ঃ স্তাদ্ রূপবসাদিবৎ, কিন্তু আত্মবুদ্ধিঃ সাক্ষাৎকৃত্য ততোহস্ত্য এবং স্বভাবঃ পুঙ্খ ইত্যেবং পুঙ্খস্বভাববিষয়া চরমা প্রজ্ঞা বিজ্ঞাতা তদবস্থায়াম্

৩৬। এই জ্ঞানরূপ ব্রহ্মপুং বে দৃশ্য অর্থাৎ দ্রব্যে দ্বিস্বভূত, স্কুল, পুণ্ডরীক বা পদ্মেব স্তাব, ব্রহ্মেব বেষ্ম বা আবাল আছে (আমিষ্যবোধেব অধিষ্ঠান-রূপ) তাহাই বিজ্ঞানেব বা চিত্তেব নিলয়। তাহাতে সংযম হইতে, চিত্তেব সংকিৎ হয় বা চিত্তসম্বন্ধীয় আনন্দযুক্ত অন্তর্বোধ হয়।

এক বিজ্ঞানেব দ্বাবা অস্ত বিজ্ঞান সাক্ষাৎভাবে গৃহীত হইবাব যোগ্য নহে, তজ্জন্ত এহম-স্বভিৎ বে অবস্থাব প্রাধান্ত তাহাই চিত্তসংবিৎ অর্থাৎ গ্রাহ্য বিষয়েব দিকে লক্ষ্য না কবিবা বিষয়েব জ্ঞাত্ত্বরূপ আমিষ্যবোধ, দ্বাবা পূর্বে অদ্বভূত কিন্তু বর্তমানে স্ততিভূত, সেই প্রকাশবহল এহমস্বভিৎ প্রবাহই চিত্তসংবিৎ।

৩৭। বুদ্ধিসম্ব বা বিস্তৃতা জ্ঞানশক্তি (জ্ঞানেব মূল জ্ঞানশক্তি) প্রখ্যাণীল অর্থাৎ প্রকাশন-স্বভাবযুক্ত। সেই প্রকাশরূপ প্রখ্যা, বাজসিক বিক্ষেপ বা অর্হেব এবং তামসিক আবরণমলেব সহিত সংযুক্ত থাকিলে, বিকাশপ্রাপ্ত হয় না। সমানসম্বোধননিবন্ধন অর্থাৎ সমান বা একইরূপ সম্বোধননিবন্ধন বা সঙ্কেব সহিত অবিনাভাবী সত্তা বাহাদেব, সেই (সঙ্কেব) অবিনাভাবী বজ ও তত্রকে বশীকৃত বা অভিভূত কবিবা চিত্তসম্বন্ধন চৰমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়, তখন তাহা বুদ্ধিসম্ব ও পুঙ্খবেব ভিন্নতাক্রপ প্রত্যয়ে বা বিবেকখ্যাতিরূপে পবিণক্ত হয়। পবিণামী বিবেকরূপ প্রত্যয় হইতে অপবিণামী চিতিমাত্ররূপ পুঙ্খ অত্যন্ত বিরুদ্ধ ধর্মযুক্ত, অতএব অত্যন্ত অসংকীর্ণ বা অত্যন্ত বিভিন্ন ঐ বুদ্ধি ও পুঙ্খবেব যে অবিশেষ প্রত্যয় বা অভিন্ন জ্ঞান, বাহাব ফলে ‘আসি জ্ঞাতা’ এই একই প্রত্যয়ে উভয়েব অন্তর্গততা হয়, তাহাই ভোক্তা পুঙ্খবেব ভোগ। দর্শিত-বিষয়সম্বন্ধেতু অর্থাৎ পুঙ্খবেব নিকট বুদ্ধিৎ দ্বাবা উপহাসিত বিষয়সকল দর্শিত হয় বলিবা অর্থাৎ ঐরূপ সম্পর্ক আছে বলিবা, পুঙ্খবেব ভোগেব এই উপচাব বা আবোধ হয়। ভোগরূপ প্রত্যয় পরার্থ বলিবা বা তাহা ভোক্তাব অর্থ বলিবা, তাহা দৃশ্য। দ্বাবা সেই দৃশ্য হইতে পুঙ্খ চিতিমাত্ররূপ, ভিন্ন এবং ঋষ্টা, তদ্বিষয়ক বে পৌঙ্কষেব প্রত্যয় অর্থাৎ

প্রকাশ্যতে। অত্রোক্তং শ্রুতৌ বিজ্ঞাতাবমিত্যাदि। এতচ্ছব্ধং ভবতি, যন্ত স্বভূতঃ অর্থঃ অস্তি স চ স্বার্থঃ স্বামী স্বকণঃ পুরুষঃ। পুরুষাকাবদ্বাদ্ এহীতাপি স্বার্থ ইব প্রতীযতে। তাদৃশঃ স্বার্থো এহীতৌ হি সংযমন্ত বিবধঃ। এহীত্ববুদ্ধিবপি যন্ত স্বভূতা স হি সম্যক স্বার্থঃ স্বামী ত্রুত্বপুরুষঃ।

৩৬। প্রাতিভাদিতি। শ্রাবণাচ্ছা যোগিজ্ঞানপ্রসিদ্ধা আখ্যাঃ। ভাষ্যেণ নিগদ-  
ব্যাখ্যাতম্। এতাঃ সিদ্ধিযো নিত্যং—ভূমিবিবিন্নয়োগমন্তবেণাপীত্যর্থঃ প্রাচুর্তবন্তি।

৩৭। ত ইতি। তদদর্শনপ্রত্যয়নিকৃৎ—সমাহিতচেতসো যৎ পুরুষদর্শনং তন্ত  
প্রত্যয়নিকৃৎ—প্রতিপক্ষদ্বাং।

৩৮। লৌলীতি। জ্ঞানরূপাঃ সিদ্ধীঃ উক্তা ক্রিয়াকৃপা আহ। লৌলীভূতন্ত—  
চকলন্ত যত্রকচনগামিনো মনসঃ কর্মশযবশাৎ—মনসঃ স্বাদভূতাৎ সংস্কাবাৎ শবীব-  
ধারণাদিকার্যং মনসো বশ্ততা। তৎকর্মণঃ সাতত্যাৎ শবীবে চিত্তন্ত বদ্ধঃ—প্রতিষ্ঠা

পুরুষেব স্বভাবসম্বন্ধীয় খ্যাতিবুদ্ধিঃ যে চিত্তবুদ্ধিঃ, তাহাতে সংযম কবিলে অর্থাৎ কেবল ঐ খ্যাতিমাত্রো  
চিন্তনসাধন হইতে, পুরুষ-বিষয়ক চবমপ্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়।

ত্রুত্ব রূপবসাদিব দ্বায বুদ্ধিব সাক্ষাৎ বিষয় নহেন, কিন্তু অস্মীতিবুদ্ধি সাক্ষাৎ কবিয়া তাহা  
হইতে পৃথক্, 'এই এই স্বভাবযুক্ত পুরুষ আছেন' পুরুষেব স্বভাব-বিষয়ক যে ইত্যাকার চবম প্রজ্ঞা  
তাহা বিজ্ঞাতাব বা ত্রুত্ব দ্বায সেই অবস্থায় প্রকাশিত হয়। এবিষয়ে অর্থাৎ ত্রুত্ব যে বুদ্ধিব সাক্ষাৎ  
বিষয় নহেন তৎসম্বন্ধে, প্রতিতে উক্ত হইয়াছে, যথা—'বিজ্ঞাতাকে আবার কিলেব দ্বায জানিবে ?'  
ইহাতে এই বলা হইল যে, ঐহাব স্বভূত বা নিজস্ব অর্থ আছে, তিনিই স্বার্থ (অর্থযুক্ত) স্বামী এবং  
স্ব-রূপ পুরুষ। বুদ্ধি পুরুষাকাবা বলিয়া বা 'আমি জ্ঞাতা' এইরূপে জাত্বদেব গহিত একাকার  
প্রত্যয়ান্বক বলিয়া, এহীতৌ (বুদ্ধিও) স্বার্থেব মত প্রতীত হয়, তাদৃশ যে স্বার্থএহীতৌ (বা  
এহীত্ববুদ্ধি) তাহাই এই সংযমেব বিষয়। এই এহীত্বরূপ বুদ্ধিও ঐহাব স্ব-ভূত বা ঐহাব দ্বায  
উপদ্রষ্ট, তিনিই প্রকৃত স্বার্থ এবং তিনিই স্বামী বা ত্রুত্বপুরুষ।

৩৬। শ্রাবণাদি অর্থাৎ দ্বিয শব্দ-শ্রাবণাদি সিদ্ধি, এই নামসকল যোগীদেব মধ্যে প্রসিদ্ধ।  
ইহা সব ভাষ্যে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই সিদ্ধিসকল নিতাই অর্থাৎ তৎকৃত্য চিন্তেব বিশেষভূমিতে  
পৃথক্ সংযম না কবিলেও তখন স্বভব ই উৎপন্ন হয়।

৩৭। সেই দর্শনেব প্রত্যয়নিক বলিয়া অর্থাৎ সমাহিত চিন্তেব যে পুরুষ-দর্শন তাহাব  
প্রত্যয়নিকৃৎহেতু বা বিরুদ্ধ বলিয়া সিদ্ধিসকল উপসর্গ-স্বরূপ।

৩৮। জ্ঞানরূপ সিদ্ধিসকল বলিয়া ক্রিয়াকৃপ সিদ্ধিসকল বলিতেছেন। লৌলীভূত অর্থাৎ  
চকল বা ইতত্ততোবিচরণশীল মনেব কর্মশযবশতঃ অর্থাৎ মনেব নিজেব অদ্বভূত সংস্কাব হইতে যে  
শবীবধাবণাদি কর্ম ঘটে, তাহাই মনেব কর্মশযবশীভূততা, সেইরূপ কর্মেব নিববচ্ছিন্নতাহেতু শবীবে  
মনেব বদ্ধ বা প্রতিষ্ঠা হয়। তাহাব অন্ত কোথাও (শবীবেব বাহিরে) গতি থাকে না, অর্থাৎ  
দেহান্ধাবোধে ও দেহেব চালনে মন পূর্ববলিত থাকে। সমাধিব দ্বায শবীব স্থানিকল হটলে এবং



নাস্ত্র গতিঃ। সমাধিনা সূনিশ্চলে শবীবে রুদ্ধে চ প্রাণাদৌ শরীৰধাবণাদেঃ কৰ্মাশয়-  
মূল্যায় মনঃক্রিয়ায়া অভাবাৎ শৈথিল্যং জায়তে শরীরেণ সহ মনসো বন্ধস্ত। প্রচাব-  
সংবেদনং—নাড়ীমার্গেষু চেতসো যঃ প্রচাবঃ, তস্ত সাক্ষাদনুভবঃ সমাধিবলাদেব ভবতি।  
পবনশবীবে নিষ্কিপ্তং চিত্তম্ ইন্দ্রিয়ানি অল্পগচ্ছন্তি, মক্ষিকা ইব মধুকবপ্রধানম্।

৩৯। সমস্ত ইতি। উৰ্দ্ধস্রোত উদানঃ। তস্ত উৰ্দ্ধ গম্বাবাকপস্ত সংযমেন জয়াৎ  
লঘু ভবতি শবীবং ততো জলপঙ্ককণ্টকাদিষু অসঙ্গঃ—কণ্টকাভ্যুপবিস্তৃত্বাদিবং।  
উৎক্রান্তিঃ—স্বেচ্ছয়া অর্চিবাদিমার্গেষু উৎক্রান্তির্ভবতি প্রায়ণকালে। এবং তাম্  
উৎক্রান্তিঃ বশিষ্টেন প্রতিপত্ত্বতে—লভত ইত্যর্থঃ।

৪০। জিতেতি। সমানঃ—সমনয়নকাবিলী প্রাণশক্তিঃ। সঃ অশিতপীতাজাতম্  
আহার্যং শবীবেদন পবিগময়তি। উক্তঞ্চ “সমং নয়তি গাত্ৰাণি সমানো নাম নাকৃত”  
ইতি। তজ্জয়াং ভেজসঃ—ছটায় উপস্থানম্—উত্তম্ভনম্ উত্তেজনম্, ততশ্চ প্রজল্লব  
লক্ষ্যতে যোগী।

৪১। সর্বেতি। সর্বশ্রোত্রাণাম্ আকাশং—শব্দগুণকং নিরাবরণং বাহ্যদ্রব্যং  
প্রতিষ্ঠা—কর্ণেইন্দ্রিয়শক্তিরূপেণ পবিগতয়া অগ্নিতয়া ব্যাহিতম্ আকাশভূতমেব শ্রোত্রং

প্রাণাদিব ক্রিয়া বন্ধ হইলে, শবীবধারণ আদি কৰ্মাশয়মূলক মানস ক্রিয়াব অভাবে শবীবেস সহিত  
মনের বন্ধনের শৈথিল্য হয়। প্রচারসংবেদন অর্থে নাড়ীপথে চিত্তের যে প্রচার বা লক্ষ্য হয়,  
সমাধিবলেব দাবাহি (তদ্বৎকর্ষেব বলে) তাহাব সাক্ষ্যং অল্পভব হয়। পবনশবীবে নিমিপ্ত বা সমাধিষ্ট  
চিত্তকে ইন্দ্রিয়সকল অল্পগমন কবে অর্থাৎ সেখানেই ইন্দ্রিযেব বৃত্তি হয়, যেমন, মক্ষিকা মধুকব-প্রধানকে  
অল্পগমন কবে।

৩৯। বাহা উৰ্দ্ধস্রোত (দেহ হইতে বহির্গত অভিমুখে প্রবহমান) তাহা উদান। সংযমেব  
দাবা সেই উৰ্দ্ধগামিনী ধাবাকপ বোমেব জয় হইতে অর্থাৎ তাহা যাবতীকৃত হইলে শরীর লঘু হয়,  
তাহাব বলে জল-পঙ্ক-কণ্টকাদিতে অঙ্গ হয় অর্থাৎ কণ্টকাদিব উপবিষ্ট তুলা আদিব দ্বায় লঘুতা-  
বশতঃ উহাদেব সহিত সঙ্গ হয় না।

উৎক্রান্তি অর্থে স্মৃত্বাকালে স্বেচ্ছাব যে অর্চিবাদিমার্গে উৎক্রান্তি বা উৰ্দ্ধগতি হয়, এইরূপে  
তাদৃশ উৎক্রান্তি যোগীর বশীকৃত হয় অর্থাৎ ঐরূপ বিভূতি লাভ হয়।

৪০। সমান অর্থে সমনয়নকাবিলী প্রাণশক্তি। তাহা তুত, পীত ও আব্রাত আহার্যকে  
শবীরূপে পরিণামিত কবে। বধা উক্ত হইবাছে, “সমান-নামক নাকৃত বা শক্তি আহার্য দ্রব্যকে  
শবীরূপে লয়নয়ন কবে”। (যোগার্ণব)। তাহার জয় হইতে তেজ্জেব বা ছটাব উপস্থান অর্থাৎ  
উত্তম্ভন বা উত্তেজন হয়, তাহার বলে যোগী প্রজল্লিতেব দ্বায় লম্বিত হয়।

৪১। সমস্ত শ্রোত্রেব আকাশ-প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ নিরাবরণ বাহ্য দ্রব্য যে আকাশ তাহা সমস্ত  
শ্রোত্রেব প্রতিষ্ঠা। কর্ণেইন্দ্রিয়শক্তিরূপে পরিণত অগ্নিতাব দাবা ব্যাহিত বা বিশেষরূপে লম্বিত  
আকাশভূতই শ্রোত্র (পঞ্চভূতেব মধ্যে বাহা শব্দগুণক আকাশ, তাহাই অগ্নিতাব দ্বারা গন্ধগ্রাহক

তন্মাদাকাশপ্রতিষ্ঠাং শ্রোত্রেন্দ্রিয়ম্। সর্বশব্দানামপি আকাশং প্রতিষ্ঠা। এতৎ পক্ষ-  
শিখাচার্যস্ত সূত্রেণ প্রমাণবত্তি, ভুল্যোতি। ভুল্যদেশশ্রবণানং—ভুল্যদেশে আকাশে  
প্রতিষ্ঠিতানি শ্রবণানি যেষাং তাদৃশাং সর্বেষাং প্রাণিনাম্, একদেশশ্রুতিত্বম্—আকাশস্ত  
একদেশাবচ্ছিন্নশ্রুতিত্বং ভবতীতি। আকাশপ্রতিষ্ঠাকর্ণেচ্ছিন্নাণাং সর্বেষাং কর্ণেচ্ছিন্নম্  
আকাশৈকদেশবর্তীত্যর্থঃ। তদেতদাকাশস্ত লিঙ্গং—স্বরূপম্ অনাববণম্—অবোধ্যমানতা  
অবকাশসকপঞ্চম্ ইতি যাবদ্ উক্তম্। তথা অমূর্তস্ত—অসংহতস্ত অনাববণদর্শনাৎ—  
সর্বত্রাবস্থানযোগ্যতাদর্শনাদ্ বিজ্ঞম্—সর্বগতত্বমপি আকাশস্ত প্রখ্যাতম্। মূর্তস্তেতি  
পাঠঃ অসমীচীনঃ। শ্রোত্রাকাশবোঃ সম্বন্ধে—অভিমানাভিমেষরূপে সংযমাৎ কর্ণো-  
পাদানবশিষ্টং ততশ্চ দিব্যশ্রুতিঃ—সূক্ষ্মাণাং দিব্যশব্দানং গ্রহণসামর্থ্যম্। ন চ তদ্ব্য-  
গ্রাহকং দিব্যশ্রুতিত্বম্। দিব্যবিষয়স্তাপি সূক্ষ্মত্বমোহ-জনকত্বাৎ।

৪২। যত্রেতি। তেন—অবকাশদানেন কায়াকাশয়োঃ প্রাপ্তিঃ—ব্যাপনরূপঃ  
সম্বন্ধঃ। দেহব্যাপিনা অনাহতনাদম্যানদ্বাবেণ তৎসম্বন্ধে কৃতসংযমঃ শব্দগুণকাকাশবদ্

শ্রবণেন্দ্রিয়ে পবিত্র), উক্তস্ত শ্রবণেন্দ্রিয় আকাশপ্রতিষ্ঠা। সমস্ত পক্ষেষণ্ড প্রতিষ্ঠা আকাশ অর্থাৎ  
তাহাতেই সংস্থিত। ইহা পক্ষশিখাচার্যের সূত্রেণ দ্বাৰা প্রমাণিত কবিত্তেছেন।

ভুল্যদেশ-শ্রবণরূপ ব্যক্তিসেব অর্থাৎ সকলের নিকটই সরানরূপ অবস্থিত বা গ্রাহ্য দেশ যে  
আকাশ, তাহাতে প্রতিষ্ঠিত শ্রবণেন্দ্রিয়সকল যাহাদেব, তাদৃশ সমস্ত প্রাণী, একদেশশ্রুতিত্ব বা  
আকাশেব একদেশে অবচ্ছিন্ন শ্রুতিত্ব (শ্রবণেন্দ্রিয়) হব অর্থাৎ (পক্ষগুণক) আকাশপ্রতিষ্ঠা  
(পক্ষগ্রাহক) কর্ণেন্দ্রিয়যুক্ত সমস্ত প্রাণীক কর্ণেন্দ্রিয় ও শ্রুতিজ্ঞান বিভিন্ন হইলেও তাহাদেব শ্রবণেন্দ্রিয়  
আকাশরূপ এক মাধাবণ তৃতকে আশ্রয় কবিবাই হব।\* এই আকাশেব লিঙ্গ বা স্বরূপ অনাববণ  
বা অবোধ্যমানতা অর্থাৎ তাহা অস্ত কিছুব দ্বাৰা বাধিত বা অবচ্ছিন্ন হব না, অতএব তাহা অবকাশসদৃশ  
বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এবং অমূর্ত বা অসংহত (যাহা কঠিন বা জমাট নহে) দ্রব্যেব অনাববণত্ব  
দেখা যাব বলিয়া অর্থাৎ সর্বত্রই অবস্থানযোগ্যতা দেখা যাব বলিয়া আকাশেব বিজ্ঞ বা সর্বগতত্ব  
স্থাপিত হইল। ভাস্ত্রেব ‘মূর্ত্ত’ এই পাঠান্তব অসমীচীন।

শ্রোত্রাকাশেব যে সম্বন্ধ, তাহাতে অর্থাৎ তাহাদেব অভিমান-অভিমেষরূপ সম্বন্ধে (শ্রোত্র  
= গ্রহণরূপ অভিমান, আকাশ = গ্রাহকরূপ অভিমেয) সংযম হইতে কৰ্ণেব যে উপাদান তাহাব বশিত  
হব এবং তৎকালে দিব্যশ্রুতি হব বা সূক্ষ্ম দিব্য শব্দসকলেব গ্রহণযোগ্যতা হব। শব্দ-তন্মাত্রাজেব গ্রাহকত্ব  
(শ্রবণজ্ঞান) দিব্যশ্রুতিত্ব নহে, কাবণ, দিব্য বিবৰেবণ্ড সূক্ষ্ম-ত্বমোহ-জনকত্ব দেখা যাব (অনিশেব  
তন্মাত্রাজ্ঞানে তাহা থাকে না)।

৪২। তাহাব দ্বাৰা অর্থাৎ অবকাশদানেহেতু বা আকাশরূপ শব্দগুণক অবকাশ (মূর্ত্ত নহে)  
ব্যাপিনা থাকে বলিয়া, কাষ ও আকাশেব প্রাপ্তি বা ব্যাপনরূপ সম্বন্ধ আছে (শবীৰ বলিলেই তাহা

\* প্রবর্ণপতি অনিতাকে আশ্রয় কবিয়া থাকে, কিন্তু তাহার কর্ণেন্দ্রিয়রূপ যে বাহ্য অবিষ্টান তাহা শব্দগুণক সর্বসাধারণ  
জ্ঞাপনভূতেরই বৃহদনিশেব এবং তাহাও অনিতাব দ্বাৰাই বৃহিত হয়।

অনাবরণভাভিমানং ততশ্চ লবুত্বমপ্রতিহতগতিত্বঞ্চ । লবুত্বলাদিবু অপি সমাপত্তিঃ লব্ধা  
লবুত্ববতীতি ।

৪৩। শবীবাদিতি । শবীবাদ্ বহিবস্মীতি ভাবনা মনসো বহিবৃত্তিঃ । তত্র  
শরীর ইব বহিবস্তুনি অস্মিতাপ্রতিষ্ঠাভাবঃ, তাদৃশী বহিবৃত্তিঃ কল্পিতা বা অকল্পিতা বা  
ভবতি । সমাধিবলাদ্ যদা শবীবাং বিহায় মনো ধ্যানমানে বহিবর্ধিষ্ঠানে বৃত্তিঃ লভ্যতে  
তদা অকল্পিতা বহিবৃত্তির্মহাবিদেহাখ্যা । ততঃ প্রকাশাবরণক্ষয়ঃ—শাবীবাভিমানা-  
পনোদনাং ক্লেশকর্মবিপাকা ইত্যোতৎ ত্রয়ং বুদ্ধিসম্বন্ধ আবরণমলং ক্ষীয়তে ।

৪৪। তত্রৈতি । পার্থিবাভ্যঃ শব্দাদয়ঃ—পার্থিবাঃ শব্দস্পর্শাদয়ঃ, আপ্যাঃ শব্দ-  
স্পর্শাদয় ইত্যোক্তাঃ । বিশেষাঃ—অশেষবৈচিত্র্যাসম্পন্নানি ভৌতিকদ্রব্যগীতার্থঃ, আকাব-  
কাঠিন্ত্যতাবল্যাদিধর্মযুক্তাঃ স্কুলশব্দেন পবিভাবিতাঃ । দ্বিতীয়মিতি । অসামান্য—  
প্রাতিষিকম্ । যুতিঃ—সংহতত্বম্ । স্নেহঃ—তাবল্যং, প্রণামী—বহনশীলত্বং সদাহ-  
স্বৈর্যম্ ইতি বাবৎ । সর্বভোগতিঃ—সর্বগতত্বং শব্দগুণস্ত সর্বভেদকত্বাৎ । অস্ত্য সামান্যস্ত  
শব্দাদয়ঃ—পার্থিবানিশব্দস্পর্শরূপবসগত্বা বিশেষাঃ ।

কোনও কাঁক বা শব্দগুণক অবকাশ ব্যাপিবা আছে বলিতে হইবে, অতএব উভয়েব মধ্যে ব্যাপ্য-  
ব্যাপকরূপ সম্বন্ধ আছে) । দেহব্যাপী অনাহত নামেব ধ্যানেব দ্বাৰা সেই সম্বন্ধে সংঘম কবিলে  
শব্দগুণক আকাশবৎ অনাবরণরূপ অভিমান হয় বা নিজেকে তরুণ বলিয়া মনে হয় । তাহা হইতে  
লবুত্ব বা অবাধগমনত্ব সিদ্ধ হয় । লবু-ত্বলা আদিতোও সমাপত্তি কবিবা বোণী লবু হইতে পাবেন ।  
( শুধু সম্বন্ধরূপ মনঃকল্পিত পদার্থে সংঘম হয় না, সংঘমেব বিষয় বাস্তব ভাব-পদার্থ হওয়া চাই । এখানে  
'সংঘমে সংঘম' অর্থে দেহ যেন অনাবরণ বা কাঁক এবং শব্দময় জিহবাব দ্বাৰা-স্বকপ—এইরূপ বোধ  
আশ্রয় কবিবা ধ্যানই কাষাকামেব সংঘম । একে যেমন দৈনিক ব্যাখ্যিবোধেব অক্ষুটতা, এই সংঘমেও  
তরুণ হয় ) ।

৪৩। 'আমি শবীব হইতে বাহিবে আছি'—ইত্যাকাব ভাবনা মনেব বহিবৃত্তি । শবীবে  
যেমন আমিশ্চভাব আছে, তরুণ এত সাধনে বহিবৃত্তিতেও অস্মিতা-প্রতিষ্ঠাব ভাব হয়, তাদৃশ বহিবৃত্তি  
কল্পিত অথবা অকল্পিত হয় । সমাধিবলে শবীব বা শবীবাভিমান ত্যাগ কবিবা মন যখন ধ্যেব বাহ  
অধিষ্ঠানে বৃত্তিলাভ কবে, তখন তাহা মহাবিদেহ নামক অকল্পিত বহিবৃত্তি । তাহা হইতে বুদ্ধিব  
প্রকাশেব আবরণ ক্ষীণ হয়, কাষণ তখন দেহাভিমান নষ্ট হয় এবং তাহাতে ক্লেশ, কর্ম ও বিপাক-রূপ  
বুদ্ধিসম্বন্ধেব তিন আবরণ মলও ক্ষীণ হয় ।

৪৪। পৃথিব্যাধি ত্বতেব শব্দাদি অর্থাৎ পার্থিব বা সাধাবণ কঠিন বস্তুব ঞস্পর্শাদি গুণসকল  
এবং আশ্য বস্তুবও যে শব্দস্পর্শাদি, ইহাবা সব বিশেষ অর্থাৎ অশেষ বৈচিত্র্যাসম্পন্ন সর্বপ্রকাব ভৌতিক  
দ্রব্য, তাহাবা বিশেষ বিশেষ আকাব, কাঠিন্ত্য, তাবল্য আদি ধর্মযুক্ত এবং তাহাবাই এখানে 'দৃ, ল'  
শব্দেব দ্বাৰা পবিভাবিত । স্নসামান্য অর্থে বাহা প্রত্যেকেব নিজস্ব । যুতি—সংহতত্ব ( কঠিন জমাট  
ভাব ) । স্নেহ—উষলতা । প্রণামী—সঙ্করণশীলতা বা সধা অহৈর্ষ । সর্বভোগতি—সর্বজই শব্দেব

তথেষ্ঠি । তথা চোক্তং পূর্বাচাৰ্ঘ্যৈঃ একজাতিসমবিত্তানাং—ভূতজ্জাতিসমবিত্তানাং  
যদ্বা মূর্ত্যাদিজাতিসমবিত্তানাম্ এবাং পৃথিব্যাদীনাম্ ধৰ্ম্মমাত্ৰেণ—শব্দাদিনা ব্যাবৃতিঃ—  
বৈশিষ্ট্যং জাতিভেদস্তথা বদ্ভুজ্ৰ্বভাদিনা অবাস্তবভেদশ্চ । অত্র সামান্যবিশেষসমুদায়ঃ—  
সামান্যং ধৰ্ম্মী, বিশেষো ধৰ্ম্মাস্তেবাং সমুদায়ো দ্রব্যম্ । দ্বিষ্টঃ প্রকাবদ্বয়েন স্থিতো হি  
সমূহঃ । প্রত্যন্তমিতভেদা অবয়বা যন্ত সঃ, তাদৃশাবয়বন্ত অল্পগতঃ । শব্দেন উপাত্তঃ—  
প্রাপ্তঃ জ্ঞাপিত ইত্যর্থঃ ভেদো যেবামবয়বানাং তাদৃশাবয়বান্নগতঃ । স পুনরিত্তি ।  
যুতসিদ্ধাঃ—অন্তরালবৃত্তা অবয়বা যন্ত স যুতসিদ্ধাবয়বঃ । নিবন্তরলাবয়বঃ অযুত-  
সিদ্ধাবয়বঃ । এতন্ মূর্ত্যাদি ভূতানাং দ্বিতীয়ং রূপং যন্ত তাত্ত্বিকী পরিভাষা স্বকপমিতি ।

অথেষ্ঠি । তৃতীয়ং স্পন্দরূপং তদ্ব্যাক্রম্ । তন্ত একঃ অবয়বঃ পরমাণুঃ—পরমাণুরেব  
তদ্ব্যাক্রম একশ্চবমোহবয়বঃ । পরমস্পন্দস্থানং পরমাণোরবয়বভেদো ন বিবেক্তব্যঃ, ততশ্চ  
যথা কালিকধাতাক্রমেণ শব্দজ্ঞানং তদ্ব্যাক্রমামি তথা কণধারাক্রমেণ জ্ঞানম্ । তচ্চ

অবহান-যোগ্যতা, কাবণ, শব্দগুণ সর্ববস্তুরূপে ভেদ কবে ( ভিতব দিয়া বাইতে গাবে, ভূতবাং অপেক্ষাকৃত  
নিবাবরণ ) । শব্দাদি অর্থাৎ প্রথমোক্ত পাণ্ডিব শব্দ-স্পর্শ-রূপ-বস-গন্ধ ইহাবা, বৃত্তি আদি সামান্য  
লক্ষণেব বিশেষ বলিবা কথিত হয় ।

তথা পূর্বাচাৰ্ঘ্যেব বাবা উক্ত হইয়াছে—একজাতি-সমবিত্তদেব অর্থাৎ স্ব-অভূতরূপ এক জাতিব  
অন্তর্গত অথবা বৃত্তি আদি জাতিবৃত্ত এই পৃথিব্যাধিব বা ক্রিতিভূত আধিব, ধৰ্ম্মমাত্ৰেব বাবা অর্থাৎ  
শব্দাদিব বাবা ব্যাবৃতি বা বিশেষবস্ত্র স্থাপিত হয়, যেমন, জাতিব বাবা তাহাদেব ভেদ কবা হন এবং  
বদ্ভুজ-ঋবড, নীলপীতাদি লক্ষণেব বাবা তাহাদেব অন্তর্বিভাগও কবা হব । এহলে সামান্য এবং  
বিশেষেব বাবা লক্ষ্যাব অর্থাৎ সামান্য বে ধৰ্ম্মী বা কাবণ-ধর্ম এবং বিশেষলক্ষণযুক্ত বে কার্ণ-ধর্ম  
তাহাদেব বাবা সমষ্টি, তাহাই দ্রব্য ।

এই সমূহ দ্বিষ্ট বা দুই প্রকাবে অবস্থিত (১) প্রত্যন্তমিত বা অলক্ষ্যীভূত হইয়াছে ভেদ বা  
অবয়ব বাহাব, তাদৃশ অবয়বেব অল্পগত অর্থাৎ বাহাব অবববভেদ বিবক্ষিত হয় না ( যেমন 'এক  
শবীব' ) । (২) যেসকল অবববেব ভেদ শব্দেব বাবা উপাত্ত বা জ্ঞাপিত হয়, তাদৃশ অবববেব  
অল্পগত । ( যেমন, 'পণ্ড-পক্ষী'-রূপ সমুদায় বা সমূহ । এখানে সমূহ 'এক' হইলেও তাহাব একাংশ  
পণ্ড অপবাংশ পক্ষী, তাহাবা কোনও এক বস্তব অববব নহে, কিন্তু পৃথক্ । কেবল শব্দেব বাবাই  
তাহারা একীকৃত ) । বাহাব অবববসকল অন্তবালবৃত্ত, তাহা যুতসিদ্ধাববব ( যেমন পৃথক্ পৃথক্  
বুদ্ধেব সমষ্টি 'এক বন' ) । আব, বাহাব অবববসকল অন্তবালহীন বা সধক্ষবৃত্ত, তাহা অযুত-সিদ্ধাববব  
( যেমন, শাখা-প্রশাখায়ুক্ত 'এক বৃক্ষ' ) । এই বৃত্তি আদি অর্থাৎ ক্রিতি-ভূতব বৃত্তি বা কঠিনতা,  
অপ-ভূতব স্নেহ বা তবলতা ইত্যাদি লক্ষণ ভূতসকলেব দ্বিতীয় রূপ, বাহা 'স্বরূপ' নামে এই শাস্ত্রে  
পরিভাষিত হইয়াছে ।

ভূতসকলেব তৃতীয় স্বরূপ তদ্ব্যাক্রম । তাহাব পববাসুরূপ এক অববব অর্থাৎ পবমাণুই তদ্ব্যাক্রমেব  
এক চবব বা অবিতাভ্য অববব । পববস্বস্ত্র বলিবা পবমাণুব অবববেব ভেদ পৃথক্ কবাব যোগ্য নহে

সামান্ত্রবিশেষাশ্রকং—সামান্ত্র—শব্দাদিমাাত্রং বিশেষাঃ—যড়্জাদয়ঃ তদাশ্রকং—তৎ-  
শ্রকপং তৎকাবণমিত্যর্থঃ। অথ ভূতানামিতি। কার্ঘ্যস্বভাবানুপাতিনঃ স্বকার্ঘ্যাণাং  
ভূতানাং প্রকাশাদিস্বভাবানাম্ অনুপাতিনঃ—অনুগুণশীলসম্পন্নঃ, কাবণস্বভাবস্ত কার্ঘ্যে  
অনুবর্তমানবাৎ।

অর্থৈষামিতি। ভোগাপবর্গার্থতা গুণেষু অযয়িনী—ত্রিগুণনিষ্ঠৈত্যর্থঃ, গুণাঃ পুনঃ  
তন্মাত্রভূতভৌতিকেষু অযয়িন ইতি হেতোস্তৎ সর্বম্ অর্থবৎ—ভোগাপবর্গয়োঃ সাধনম্।  
তেনিতি। ইদানীচ্ছুতেষু—শেবোৎপন্নেষু মহাভূতেষু তেষাঞ্চ পঞ্চরূপেষু সংযমাৎ স্বরূপ-  
দর্শনং—তস্ত তস্ত রূপস্তোপলব্ধিঃ, তেষাং ভূতানাং জয়ন্ত অগ্নিমানিদলক্ষণঃ। ভূত-  
প্রকৃতয়ঃ—ভূতানি তৎপ্রকৃতয়স্তন্মাত্রাণি চেতি।

৪৫। তদ্ব্রুতি। স্মরণম্। তেষামিতি। প্রভবাপ্যব্যুহানাম্—উৎপত্তিলয়-  
সন্নিবেশানাম্ ঈষ্টে নিয়মনায় প্রভবতি। যথা সংকল্প ইতি। সংকল্পিতরূপেণ ভূত-  
প্রকৃতীনাম্ অবস্থাপনসামর্থ্যং চিরং বা স্বল্পকালং বা। ন চেতি। শক্তোহপি—শক্তি-

তজ্জন্ত যেমন কালিক ধাবাক্রমে অর্থাৎ পব পব কালক্রমে জাবমানরূপে (দৈনিক ভাব ক্ষুণ্ণ নহে এইরূপ)  
শব্দভূতের জ্ঞান হয়, তজ্জন্ত তন্মাত্রেরও জ্ঞান স্বপ্নধারাক্রমে বা স্বপ্নব্যাপী যে জ্ঞান তাহার ধাবাক্রমে হয়  
(দৈনিক্যবিভাবে নহে)। তাহা সামান্ত্র-বিশেষাশ্রক অর্থাৎ সামান্ত্র বা শব্দাদিমাাত্র এবং বিশেষ বা  
যড়্জাদি-রূপ তাহাব যে বৈশিষ্ট্য তদাশ্রক বা তৎশ্রকপ অর্থাৎ তাহাদেব বাহা কাবণ তাহাই তন্মাত্র।  
কার্ঘ্যস্বভাবানুপাতী অর্থাৎ তন্মাত্রের কার্ঘ্য বা তদ্বৎপন্ন যে ভূতসকল, তাহাদেব যে প্রকাশাদি  
স্বভাব তাহাদেব অনুপাতী বা অনুপক স্বভাবযুক্ত, যেহেতু কার্ঘ্যে কাবণেব স্বভাব অবস্থিত থাকে।

ভোগাপবর্গযোগ্যতা গুণে অস্থিত থাকে অর্থাৎ তাহা ত্রিগুণে অবস্থিত। গুণসকল আবাব  
তন্মাত্র, ভূত এবং ভৌতিকে অস্থিত বা তত্ত্বরূপে হিত, এই কাবণে তাহাবা সবই অর্থবৎ বা  
ভোগাপবর্গরূপ পুরুষার্থেব সাধক। ইদানীং-ভূতে অর্থাৎ সর্বশেষে উৎপন্ন মহাভূতসকলে (স্থূল  
ভূতে) এবং তাহাদেব স্থূল, স্বরূপ ইত্যাদি পঞ্চরূপে সংযম হইতে তাহাদেব স্বরূপদর্শন (প্রত্যেকের  
নিজ নিজ যথার্থ রূপেব উপলব্ধি) হয় এবং অগ্নিমানি-সিদ্ধিরূপ ভূতজয় বা তাহাদেব উপব বশীভূততা  
হয়। ভূতপ্রকৃতিসকল অর্থে ভূতসকল এবং তাহাদেব প্রকৃতি বা কাবণ তন্মাত্রসকল।

৪৫। সেই বৌদ্ধি প্রভব এবং অধ্যাক্ষরূপ ব্যুহেব উপব—(ভূত এবং ভৌতিক পদার্থেব)  
উৎপত্তি, লয় ও সংস্থানবিশেষেব উপব, অর্থাৎ তাহাদিগকে অভীষ্টরূপে নিষমিত কবিবাব, ক্ষমতা হয়।  
যথেষ্ট সংকল্পিতরূপে ভূত এবং তাহাদেব প্রকৃতিকে (তন্মাত্রকে) অবস্থাপন কবিবাব সামর্থ্য হয়—  
দীর্ঘকাল বা স্বল্পকাল যাবৎ। শক্ত বা ক্ষমতাসম্পন্ন হইলেও সেই সিদ্ধিযোগী পদার্থেব বিপর্যাস কবেন  
না অর্থাৎ লোকসকলের এবং লোকবাসীদেব অবস্থাপনেব বা স্থাবরভাবে অবস্থিতিব বিপর্যাস কবেন  
না—যোগিসিদ্ধেব তাহা কবিবাব অবকাশ নাই বলিয়াই কবেন না। কেন, তাহা বলিতেছেন। অস্ত  
যত্রকাম্যাকাবী (যিনি ভূত ও তৎকাবণ তন্মাত্রকে ইচ্ছাসত্ত সংস্থিত কবিতে পাবেন) পূর্বসিদ্ধ,  
ভগবান্, অগতেব পাতা হিবপ্যগর্তেব ভবাভূতে অর্থাৎ দৃষ্টমান বিব যেভাবে আছে সেই ভাবেই

সম্পন্নোহপি ন চ পদার্থবিপর্দাসং লোকলোক্যব্যবস্থাপনং কৰোতি—তৎকরণাবকাশঃ সিদ্ধান্তত্র নান্তীতি ন কৰোতি, কস্মাদ্ অন্তস্ত পূর্বসিদ্ধস্ত যত্রকামাবসায়িনো ভগবতো জগতাং পাতুর্হিরণ্যগৰ্ভস্ত তথাভূতেষু—দৃশ্যমানব্যবস্থাপনেষু সংকল্পাৎ । যথা শক্তোহপি কচ্ছিত্রাজ্ঞা পববাষ্ট্রে ন কিঞ্চিং কৰোতি ভক্ষং । ভক্ষর্মেতি । স্নগমম্ । আকাশেহপি আবৃতকায় ইত্যন্তার্থঃ সিদ্ধানামপি অদৃশ্যতা ।

৪৬। বহুসংহননং—বহুবদ্ দৃঢ়সংহতিঃ । কাষস্ত সম্যগভেদত্বমিত্যর্থঃ ।

৪৭। সামান্ত্যেতি । তেষু শব্দাদিষু ইন্দ্রিয়াণাং বৃত্তিঃ—আলোচনপ্রক্রিয়া নাম-জাত্যাদিবিজ্ঞানবিপ্রযুক্তা শব্দাঙ্কেকৈকবিষয়াকারমাত্রেণ পবিণম্যমানতা ইতি বাবদ্ গ্রহণম্ । প্রত্যক্ষবিজ্ঞানস্ত যুলদ্বাদ্ ন তদালোচনং জ্ঞানং সামান্ত্যাকারমাত্রম্ অপি চ ইন্দ্রিয়েণ সামান্ত্যবিষয়মাত্রগ্রহণং সতি বিশেষবিষয়ঃ কথং মনসা অমুব্যবসীয়েত, দৃশ্যতে তু বিশেষ-বিষয়স্তাপি স্মরণকল্পনাদিকম্ । স্বরূপমিতি । প্রকাশাত্মনো বুদ্ধিসম্বস্ত সংস্থানভেদশ্চ ইন্দ্রিয়রূপম্ একং জব্যং জাতম্ । তদিন্দ্রিয়জব্যস্ত সামান্ত্যবিশেষয়োঃ—প্রকাশসামান্ত্যস্ত কর্ণাদিকপ বিশেষব্যাহনস্ত চ সমূহরূপং নিবস্তবালাবববৎ । ইন্দ্রিয়গতা যা প্রকাশশীলতা যা চ শব্দস্পর্শাত্মকাবেঃ পবিণতা শব্দাত্মালোচনজ্ঞানাকারা ভবতি তৎকারণভূতঃ প্রকাশশূণ্যস্ত কর্ণাদিকপ একৈকঃ সংস্থিতিভেদ এব ইন্দ্রিয়াণাং স্বরূপম্ ।

ধাকুক—এইরূপ সংকল্প আছে বলিবা (পূর্ব হইতেই লম্বতুল্য একজনের সংকল্পেব প্রভাবের দ্বাৰা ব্যাপ্ত বলিবা, অস্ত্রের তদ্বিষয়ে কর্তৃত্বের অবকাশ নাই) । যেমন শক্তি থাকিলেও কোনও বাজা পববাজ্যে কিছু কর্তৃত্ব কবেম না, তক্রূপ । আকাশেও আবৃতকায়, ইহাব অর্থ সিদ্ধান্তাক স্বর্গবাসী নব্বদেব নিকটও অদৃশ্যতাক্রূপ সিদ্ধি হয় ।

৪৬। বহুসংহনন—বহুবেব (হীবেব) জ্ঞাব শবীবেব দৃঢ় সংহতি বা সম্পূর্ণরূপে শবীবেব অভেদত্বতা ।

৪৭। সেই পদার্থিতে ইন্দ্রিয়কলেব যে বৃত্তি বা নাম-জ্ঞাতি আদি বিজ্ঞানহীন আলোচনরূপ জ্ঞান বা শব্দাদি এক একটি বিষয়াকাররূপে ইন্দ্রিয়েব যে পবিণামশীলতা- তাহাই গ্রহণ । প্রত্যক্ষ-বিজ্ঞানেব যুল বলিবা সেই আলোচন-জ্ঞান (অহমানাদিবি জ্ঞাব) সামান্ত্যাকারমাত্র নহে, কিঞ্চ যদি ইন্দ্রিয়দ্বাৰা কেবল বিষয়েব সামান্ত্য বা সাধাবণ জ্ঞানমাত্রই গৃহীত হইত, তবে তাহাব বিশেষ জ্ঞান কিরূপে মনেব দ্বাৰা অমুব্যবসিত বা অমুচিন্তিত হইত ? দেখাও যায় যে, বিশেষ বিষয়েবও শ্রবণ-কল্পনাদি হয় (অতএব বৃত্তিতে হইবে যে, তাহা নিশ্চয়ই ইন্দ্রিয়েব দ্বাৰা বিশেষরূপে সাক্ষ্যভাবে গৃহীত হইয়া থাকে) ।

\* একই কালে একই ইন্দ্রিয়েব দ্বারা যে জ্ঞান হয় তাহাই আলোচন-জ্ঞান । যেমন চন্দ্রর দ্বাৰা সূর্যেব রক্তবর্ণদেব জ্ঞান । ইহা কোমলতা দুগ্ধ আদি যুল লাল ফল—ইত্যাকার জ্ঞান সর্বত্রিয়েব দ্বাৰা অর্থাৎ তৎসম্বন্ধীয পূর্বাভূত বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গত দ্ব্যতিব সহযোগে উপন্ন হয় ।

ভেবাং তৃতীয় রূপম্ অস্মিতা, ভস্মাঃ সামান্যোপাদানভূতান্না ইন্দ্রিয়ানি বিশেষাঃ । ব্যবসায়াত্মকা ন ব্যবসয়েপ্রাত্মকান্দিগুণা যেষাং প্রকাশক্রিয়ান্স্থিতিকৃপাঃ স্বভাবা জ্ঞানচেষ্টাসংস্কাররূপেণ ইন্দ্রিয়েষু অস্মিতান্তদ্বিদ্ভিন্নানামস্ময়িত্বকৰণম্ । পঞ্চমং রূপম্ ইন্দ্রিয়েষু বদ্ গুণানুগতং—গুণানুবর্তমানং পুরুষার্থবদ্ভবম্ । পঞ্চস্থিতি । ইন্দ্রিয়জয়ঃ— বাহ্যান্তবেদ্বিদ্ভিন্নানামভৌটাকাৰেণ পৰিণমনসামর্থ্যম্ ।

৪৮। কায়স্তেতি । মনোবৎ জবঃ—গতিবেগঃ মনোজবঃ তদ্বদ্ গতিশীলজব মনোজবিত্বম্ । বিদেহানান্—শরীর-নিরপেক্ষাণাম্ ইন্দ্রিয়ানাম্ অভিপ্রোতে দেশে কালে বিষয়ে চ বৃত্তিলাভঃ—জ্ঞানচেষ্টাদিকরণসামর্থ্যং বিকরণভাবঃ, বিদেহানানামপি ইন্দ্রিয়ানাং

প্রকাশাত্মক বুদ্ধিসত্ত্বের সংস্থানভেদেই ইন্দ্রিয়রূপে জাত এক জব্য । সেই ইন্দ্রিয়রূপ জব্য ( পূর্বোক্ত ) সামান্য-বিশেষের অর্থাৎ প্রকাশরূপ সামান্ত্রিক বা সাধাবণ লক্ষণের এবং কর্ণাদিরূপ বিশেষ-ব্যুৎপন্ন ( ইন্দ্রিয়রূপে পবিত্রত সংস্থান-বিশেষের ) নিবৃত্তবাল-অবয়ববৃত্ত 'নমুহ ( সামান্য এবং বিশেষ এই উভয়ের সমষ্টিভূত, অমৃতসিদ্ধাবয়বী ) । ইন্দ্রিয়গত যে ( বুদ্ধিসত্ত্বের ) প্রকাশশীলতা, বাহ্য ঐক্যস্পর্শাদি আকারে পবিত্রত হইয়া আলোচন-জ্ঞানাকাবা হব, তাহাব কাবণ-স্বরূপ, প্রকাশগুণের যে কর্ণাদিরূপ এক একটি সংস্থানভেদ, তাহাই ইন্দ্রিবেব স্বরূপ । ( বুদ্ধিসত্ত্বের বিতৃক জ্ঞানরূপ প্রকাশগুণ ইন্দ্রিয়াগত ঐক্যস্পর্শাদিরূপ বিভিন্ন আকারে আকাবিত হইয়া তত্ত্ব জ্ঞানাকাব হব অর্থাৎ বাহ্য জ্ঞাননমাত্র ছিল, তাহা তখন শব্দজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান ইত্যাদিতে পবিত্রত হব । এই শব্দাদিজ্ঞানের বাহ্য কাবণ সেই বুদ্ধিসত্ত্বেরই সংস্থানভেদরূপ যে এক এক পবিণাম তাহাই ইন্দ্রিয় । ইন্দ্রিবেব এইরূপ লক্ষণই তাহাব 'স্বরূপ' । এখানে ইন্দ্রিয় অর্থে ইন্দ্রিয়শক্তি ) ।

তাহারের তৃতীয় রূপ অস্মিতা । সামান্য বা সাধাবণরূপে সকলের উপাদানভূত সেই অস্মিতাব বিশেষ-নামক পবিণামই ইন্দ্রিয়সকল । চতুর্থ রূপ, বধা—বাহ্য ব্যবসায়াত্মক বা প্রহণাত্মক কিন্তু ব্যবসয়ের বা প্রাহ-স্বরূপ নহে, এইরূপ যে জিগুণ বা জিগুণাত্মক পদার্থ, বাহ্যাব প্রকাশ-ক্রিয়া-স্থিতিকৃপ স্বভাব জ্ঞান, চেষ্টা ও সংস্কাররূপে ইন্দ্রিয়সকলে অস্মিত বা অল্পহ্যাত থাকে তাহা ইন্দ্রিয়সকলের অবয়বরূপ । পঞ্চম রূপ, বধা—ইন্দ্রিয়সকলে যে গুণানুগত অর্থাৎ গুণের অনুবর্তমান বা অন্তর্নিহিত ভোগাপবর্গরূপ পুরুষার্থবদ্ভব অর্থাৎ জিগুণাত্মক প্রত্যেক দৃষ্টপদার্থের ভোগাপবর্গ-বোগ্যত্বই, তাহার অবয়ব-নামক পঞ্চম রূপ । ইন্দ্রিয়জব অর্থে বাহ্য ও আন্তর ইন্দ্রিয়সকলকে অভীষ্টরূপে পবিত্রত কবিবাব সামর্থ্য ।

৪৮। মনোজব অর্থে মনের মত জব বা গতিবেগ, ভব্রুপ গতিশীলতাই মনোজবিত্ব ( মনের মত গতিলাভরূপ সিদ্ধি ) । বিদেহ অর্থাৎ শরীরনিবপেক্ষ হইয়া, ইন্দ্রিয়সকলের অভিপ্রোতে দেশে, কালে এবং বিষয়ে যে বৃত্তিলাভ বা জ্ঞানচেষ্টাদি কবিবাব সামর্থ্য তাহাই বিকরণভাব অর্থাৎ দৈহিক ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠান হইতে বিযুক্ত হইয়াও ইন্দ্রিয়শক্তিসকলের কাৰ্য করাব শক্তিৰূপ সিদ্ধি ।

অষ্ট প্রকৃতি ( পঞ্চ ভস্মাজ, অহংকাব, মহতত্ব ও মূলা প্রকৃতি ) এবং বোধণ বিকার ( পঞ্চভূত, পঞ্চ কর্মেজিব, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও সংকল্পক মন ) ইহাদের জবকে প্রধানজব বলে । ঐ তিন প্রকাব

কবণতাব ইত্যর্থঃ। অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ বোডশ বিকাবা ইত্যেভেবার জয়ঃ প্রধানজয়ঃ।  
মধুপ্রাতীকসংজ্ঞা এতাস্তিস্রঃ সিদ্ধয়ঃ। করণপঞ্চক-রূপজয়াং—পঞ্চানাং কবণানাং  
গ্রহণাদিকপপঞ্চকজয়াদিত্যর্থঃ।

৪৯। জ্ঞানক্রিয়াকপাঃ সিদ্ধীকল্পঃ। সর্বাভিপ্লাবিনীং বিবেকজসিদ্ধিমাংসং সঙ্কেতি।  
ব্যচাষ্টে নিধুঁতেতি। পবে বৈশাবন্তে—বজ্রস্তমোলহীনে স্বচ্ছে স্থিতিপ্রবাহে জাতে।  
বশীকাববৈবাগ্যাদ্ বিষয়প্রবৃত্তিহীনং চেতো বিবেকখ্যাতিমাত্রপ্রতিষ্ঠং ভবতি ততঃ  
সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃজ্ঞ, সর্বোপাদানভূতা গ্রহণগ্রাহকপাঃ সদ্ধাদিগুণাঃ ক্ষেত্রজ্ঞ স্বামিনঃ প্রতি  
জ্ঞেশব-দৃশ্যাত্মকত্বেন—সর্ববিষয়গ্রহণশক্তিক্রমেণ তদগ্রাহকপেণ চ উপতিষ্ঠন্তে। তদা  
সর্বভূতস্বমাদ্বানং যোগী পশ্যতি। সর্বজ্ঞাতৃহমিতি। অক্রমোপাধিকার—যুগপৎস্থপস্থিতম্।  
বিবেকজসংজ্ঞা সার্বজ্ঞাসিদ্ধিঃ। এষা যোগপ্রসিদ্ধা বিশোকানারী সিদ্ধিঃ।

৫০। বিবেকস্তাবাস্তবসিদ্ধিমুক্তঃ। মুখ্যং সিদ্ধিমাংসং, তদ্বিতি। তদ্বৈবাগ্যে—  
বিবেকজসার্বজ্ঞ্যে সর্বাধিষ্ঠাতৃষে চ বৈরাগ্যে জাতে। যদেতি। যদা অস্ত যোগিন  
এবং—বিবেকেহপি হেযত্যাতিভবতি। ক্রেশকর্মকমে—বিবেকজ্ঞানস্ত বিজ্ঞানকপস্ত  
প্রতিষ্ঠায়া অবিত্তাদিক্রেশানাং তদ্ব্যলককর্মণাঞ্চ দক্ষবীজভাবজ্ঞ জ্ঞয়ঃ, তেবার জ্ঞানাত  
অবিপ্লবা বিবেকখ্যাতিভবতি। ততো বিবেকেহপি হেয ইতি পরং বৈরাগ্যমুৎপত্ততে।

সিদ্ধি নাম মধুপ্রাতীক। কবণেব পঞ্চ কপেব জয় হইতে অর্থাৎ কবণেব গ্রহণ, স্বরূপ ইত্যাদি ( ৩।৪৭ )  
পঞ্চ কপেব জয় হইতে ঐ সিদ্ধি উৎপন্ন হয়।

৪৯। জ্ঞান ও জ্ঞিয়াকপ সিদ্ধি বা বিতৃতিসকল-বলিবা সর্বব্যাপিকা অর্থাৎ সমস্তসিদ্ধি যাহাব  
অন্তর্গত, এইরূপ যে বিবেকজসিদ্ধি তাহা বলিতেছেন—যুঁকিব পবম বৈশাবন্ত হইলে অর্থাৎ বজ্রস্তমো-  
লহীন হইয়া স্বচ্ছ বা নির্মল প্রকাশময় স্থিতির প্রবাহ বা নিববজ্জিন্নতা হইলে এবং বশীকাব-  
বৈবাগ্যকেতু বিষয়ে প্রবৃত্তিহীন চিত্ত বিবেকখ্যাতিমাত্র প্রভিষ্ঠিত হওবাতে তখন সর্ব ভাবপদার্থেব  
উপব অধিষ্ঠাতৃত্ব হয়, তাহাতে সর্ববস্তব উপাদান-স্বরূপ গ্রহণ ও গ্রাহকপ সদ্ধাদিগুণসকল ক্ষেত্রজ্ঞ  
(ক্ষেত্র বা শরীর-জন্তু:কবণাদি, তাহাব যিনি জ্ঞাতা) স্বামী পুরুষেব নিকট অশেষ দৃশ্যকপে বা  
সর্ববিষয় গ্রহণশক্তিকপে এবং সেই গ্রহণেব গ্রাহবস্তরূপে উপস্থিত হয় অর্থাৎ উহাবা সবই তাহাব নিকট  
বিজ্ঞাত হয়। তখন যোগী নিজেকে সর্বভূতত্ব দেখেন। অক্রমে উপাকৃত অর্থে যুগপৎ উপস্থিত।  
বিবেকজ-নামক এই সার্বজ্ঞ্যসিদ্ধি, ইহা যোগশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ বিশোকানারী সিদ্ধি। (সার্বজ্ঞ্য অর্থে  
জ্ঞানশক্তি বা বাহ্য অপগত হওবার কলে অভীষ্ট বিষয় যুগপৎ বিজ্ঞাত হওবা। তবে জ্ঞেয় বিষয় অনন্ত  
বলিবা 'সর্ব' বিষয়েব জ্ঞান, বা বিষয়ভাবে জ্ঞানেব পবিসমাপ্তি, কখনও হইবে না। সর্বজ্ঞ পুরুষ তাহা  
জানিবা তদ্বিষয়ে প্রচেষ্টাও করেন না)।

৫০। বিবেকেব যাহা গোপ সিদ্ধি তাহা বলিবা, যাহা মুখ্য সিদ্ধি তাহা বলিতেছেন—তাহাতেও  
বৈবাগ্য হইতে অর্থাৎ বিবেকজ সার্বজ্ঞ্য-সিদ্ধিতে এবং সর্ব ভাবপদার্থের উপব অধিষ্ঠাতৃত্বরূপ সিদ্ধিতেও



অথ দক্ষবীজকল্পাঃ ক্লেশাঃ পরেণ বৈবাগ্যেণ সহ চিত্তেন প্রলীনা ভবন্তি । ততঃ পুরুষঃ পুনস্তাপত্রয়ং ন ভুঞ্জতে—তাপান্নকচিত্তবৃত্তেরা গ্রাহীত্ববুদ্ধিস্ত্যক্তাঃ প্রতিসংবেদী ন ভবতীত্যর্থঃ । শেষমতিবোহিতম্ । চিতিশক্তিবোহিতম্ । এব-শব্দেন শাশ্বতীং স্বরূপ-প্রতিষ্ঠাং ত্রোক্তয়তি ।

৫১। তত্রৈতি । প্রবৃত্তমাত্রজ্যোতিঃ—সংযমজ্ঞা প্রজ্ঞা প্রবৃত্তা এব ন বশীভূতা যন্ত সঃ । সর্বেষ্মিতি । ভূতেশ্রিয়জ্ঞাদিষু ভাবিতেষু কৃতরক্ষাবন্ধঃ—নিষ্পাদিতত্বাৎ কর্তব্যতাহীনঃ, ভাবনীয়েষু—বিবেকাদিষু যৎ কর্তব্যমস্তি তৎসাধনভাবনাবান্ । চতুর্থ ইতি । চিত্তপ্রতিসর্গঃ—চিত্তস্ত প্রলয় একোহবশিষ্টোহর্থঃ সাধ্য ইতি শেষঃ । তত্রৈতি । স্থানৈঃ—স্বর্গলোকস্ত প্রশংসাদিভিঃ । তন্ত যোগপ্রদীপস্ত তৃষ্ণাসমুত্তা বিষয়বায়বঃ প্রতিপক্ষাঃ—নির্বাণকৃত ইত্যর্থঃ । কৃপণজনঃ—কৃপাহীনঃ । ছিত্রাস্তবপ্রেক্ষী—ছিত্রকপঃ অন্তরঃ অবকাশস্তদগ্বেষকঃ, নিত্যং যত্নোপচর্যঃ—যত্নেন প্রতিকার্ভ এবভূতঃ প্রমাদো লক্ষবিবরঃ—লক্ষপ্রবেশঃ ক্লেশান্ উদ্ভুজয়িত্বাতি—প্রবলীকবোতি । শেষং ভুগমম্ ।

৫২। বিবেকজ্ঞানস্ত উপাযাস্তরমাহ । ক্ষণেতি । ক্ষণে তৎক্রমে চ—পূর্বোক্তব-রূপপ্রবাহে চ সংযমাৎ সূক্ষ্মতমপরিণামসাক্ষাৎকারঃ স্যাৎ ততশ্চাপি উক্তং বিবেকজ্ঞান

বৈবাগ্য হইলে । যখন এই বোগীব এইরূপ অর্থাৎ বিবেকেও, হেবতাত্য্যতি হয়, তখন ক্লেণ-কর্মকমে অর্থাৎ বিভারূপ (অবিভাবিবোহী) বিবেকজ্ঞানেব প্রতিষ্ঠা হইতে অবিভাহি ক্লেণসকলেব এবং তদ্ব্যক্ত কর্মসকলেব দক্ষবীজ-ভাবকপ ক্ষয় অর্থাৎ অবিভাপ্রত্যয়কপ অকুবোৎপাদনেব শক্তিহীন হয় । তাহাদেব একপ ক্ষয় হইতে অবিচ্ছিন্ন বিবেকত্যাতি হয় । তাহা হইতে ‘বিবেকও হেব’ এইরূপ পর্ববৈবাগ্য উপর হয়, তখনস্তব দক্ষবীজবৎ ক্লেণসকল পর্ববৈবাগ্যেব দ্বাবা চিত্তেব সহিত প্রলীন হয় । তখন পুরুষ আব তাপত্রয় ভোগ করেন না, অর্থাৎ ত্রিবিধ দুঃখকপে আকাবিত চিত্তবৃত্তিব জাতকপ যে বুদ্ধি, পুরুষ তাহাব প্রতিসংবেদী হন না (অভএব দুঃখেব উপচাবেব অভাব হয়) । ভাত্রে ‘এব’ শব্দেব দ্বাবা চিতিশক্তিব শাশ্বতকালেব জ্ঞাত স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বুঝাইযাছেন ।

৫১। প্রবৃত্তমাত্রজ্যোতি অর্থাৎ সংযমজ্ঞাত প্রজ্ঞা বাহাব কেবলমাত্র প্রবৃত্ত হইযাহে, কিন্তু সত্যক বশীভূত হয় নাই । ভূত এব ইন্দ্রিয়জ্ঞ-আদি ভাবিত বিষয়ে কৃতবক্ষাবন্ধ অর্থাৎ ঐ ঐ বিষয়ে বাহা কর্তব্য তাহা সম্পূর্ণকপে নিষ্পাদিত হওযায় তদ্বিষয়ে আব কর্তব্যতা তখন থাকে না । ভাবনীয বিষয়ে বা বিবেকাদি সাধনে বাহা কর্তব্য অবশিষ্ট আছে তাহাবই সাধন ও ভাবন-শীল । চিত্তপ্রতিসর্গ বা চিত্তেব প্রলয়কপ এক অবশিষ্ট অর্থেই তখন সাধনীয । স্বর্গ আদি স্থানেব দ্বাবা অর্থাৎ স্বর্গলোকেব প্রশংসাদি দ্বাবা । তৃষ্ণা বা কামনা-সমুত্ত বিষয়কপ বাসু সেই যোগপ্রদীপেব প্রতিপক্ষ বা নির্বাণ-কাবক । কৃপণ জন—কৃপাব যোগ জন বা দ্বাব পাভ । ছিত্রাস্তবপ্রেক্ষী অর্থাৎ (বিবেকেব মধ্যে অবিবেক-) ছিত্ররূপ যে অন্তর বা অবকাশ তাহাব অন্তঃস্থিত্ব । নিত্য যত্নোপচর্য বা সর্বদাই যত্নেব সহিত বাহাব প্রতিকার কবিতে হয়—এইরূপ যে প্রবাহ তাহা লক্ষবিবর হইবা অর্থাৎ ছিত্রদ্বারা প্রবেশ লাভ কবিত্বা, ক্লেণসকলকে উদ্ভুজিত কবে বা প্রবল কবিত্বা তোলে ।

জ্ঞানম্ অপবপ্রসংখ্যাননামকং সার্বজ্ঞ্যম্ ভবতীতি সূত্রার্থঃ। যথেন্তি। যথা অপকর্ষ-  
পৰ্যন্তং দ্রব্যং—সুক্ষ্মতমং রূপাদিভব্যং পরমাণুস্তথা কালস্ত পরমাণুঃ ক্ষণঃ। যাবতেতি।  
পবমাণোঃ দেশাবস্থানস্ত অস্তথাভাবো যাবতা কালেন ভবতি স এব বা ক্ষণঃ।  
বিক্রিয়ায়া অধিকবর্ণমেব কালঃ। পবমাণোর্দেশাবস্থানভেদস্ত সুক্ষ্মতমা বিক্রিয়া,  
তদধিকরণং তস্যাং কালস্ত অণুববয়বঃ ক্ষণসংজ্ঞকঃ। তৎপ্রবাহাবিচ্ছেদস্ত—নিরন্তরঃ  
ক্ষণপ্রবাহঃ ক্রমঃ ক্ষণানাম্।

কালজ্ঞানভঙ্গ্য বিবৃণোতি ক্ষণতৎক্রমবোবিত্তি। বস্তুসমাহাবঃ—যথা ঘটাদিবস্তুনাং  
সমাহাবে সৰ্বাণি বস্তুনি বর্তমানানীতি লভ্যস্তে ন তথা ক্ষণসমাহাবে, অতীতানাগত-  
ক্ষণানামবর্তমানত্বাৎ। তস্যাৎ মুহূর্ত্তাহোবাজ্ঞাদয়ঃ ক্ষণসমাহাবো বুদ্ধিনির্মাণঃ—শব্দ-  
জ্ঞানানুপাতী বৈকল্পিক এব পদার্থো ন বাস্তবঃ। ব্যাখিতদৃগুপ্তির্লোকিতৈঃ স কালো  
বস্তুস্বরূপ ইব ব্যবহৃত্ত্বতে মন্ততে চ। ক্ষণস্ত বস্তুপতিতঃ—বস্তুনঃ অধিকবর্ণং ন তু  
কিঞ্চিদ্বস্তু, বস্তুরূপেণ কল্পিতস্ত অবস্থানোহপি অধিকরণং ক্ষণঃ। ক্রমাবলম্বী—ক্রমকপেণ  
আলম্ব্যতে গৃহ্যত ইত্যর্থঃ, যতঃ ক্রমঃ ক্ষণানন্তর্য্যাক্ষা—নিরন্তরক্ষণজ্ঞানরূপঃ, ততস্তৎ  
ক্ষণনৈরন্তর্য্যং কালবিনো যোগিনঃ কাল ইতি বদন্তি।

৫২। বিবেকজ্ঞ জ্ঞান বা সার্বজ্ঞ্য-সিদ্ধিব অন্ত উপাধি বলিতেছেন। ক্ষণ এবং তাহাব ক্রমে  
অর্থাৎ ক্ষণের পূর্ব ও উত্তর-রূপ পবম্পবাব যে প্রবাহ, তাহাতে নবম হইতে সুক্ষ্মতম পবিণামেব  
সাক্ষাৎকাব হব, তাহা হইতেও পূর্বোক্ত বিবেকজ্ঞ জ্ঞান বা অপব-প্রসংখ্যান নামক সার্বজ্ঞ্য হব ইহাই  
সূত্রেব অর্থ। ঘেরন অপকর্ষ পৰ্যন্ত দ্রব্যকে অর্থাৎ সুক্ষ্মতম রূপাধি দ্রব্যকে পবমাণু বলে, তেমনি  
কালেব যাহা পবমাণু তাহা ক্ষণ। অথবা পবমাণুব দেশাবস্থানেব অস্তথাভাব যে কালে হব তাহাই  
ক্ষণ। পবিণামেব অধিকবর্ণই কাল +। পবমাণুব দেশাবস্থানেব এক ভেদই সুক্ষ্মতম (জ্ঞেয়)  
পবিণাম বা অবস্থান্তবতা, সেই সুক্ষ্মতম একটি পবিণামেব অধিকবর্ণও তজ্জ্ঞ কালেব সুক্ষ্মতম  
অণু-স্বরূপ অববব, তাহাবই নাম ক্ষণ। (সুক্ষ্মতম পবমাণুব এক পবিণাম যে কালে ঘটে তাহা  
স্বতবাব কালেবও সুক্ষ্মতম অংশ, কাবণ, পবিণাম লইবাই কালেব অভিকল্পনা হব। সেই সুক্ষ্মতম  
কাবই ক্ষণ)। তাহাব প্রবাহেব যে বিচ্ছেদ বা ক্ষণেব যে নিবন্তব প্রবাহ তাহাই ক্ষণকালেব ক্রম।

\* অধিকবর্ণ অর্থে তাহাতে কিছু থাকে। বাস্তব অধিকরণ এবং কল্পিত অধিকরণ এই দুই রকম অধিকবর্ণ হইতে পারে।  
ঘটাদি বাস্তব অধিকরণ এবং দিব ও কাল কল্পিত অধিকরণ বা ভাবাব ধাবা কৃত বস্তুস্বত্ব অধিকবর্ণসম। ক্রিয়াব অধিকবর্ণ  
কালসাক্ষাৎ অর্থাৎ ক্রিয়াপ্রবাহের জ্ঞান হইলে তাহা যখন ভাবাব ধাবা বলিতে হয় তখন সেই প্রবাহ পূর্বোক্ত-কালব্যাপী এইকণ  
ব্যাক্যে ধারাব বলিতে হব।

কাল এক প্রকাব শব্দানুপাতী বিজ্ঞান (empty concept), তাহা ভাবাব ব্যতীত হব না। বাঁহার কালজ্ঞান (ভাবাহুত  
কাল নামক পদার্থেব conception) নাই তিনি কেবল পবমাণুব অবস্থান্তবরূপ বিকাব দেখিবা যাইবেন। ভাবাজ্ঞানমুক্ত  
'ছিল' ও 'থাকিব' এই দুই বচাব অর্থবোধ বা কালজ্ঞান হইবে না। 'ছিল' ও 'থাকিব' এবং তাহাব সঙ্গিত অবিসৃক্ত  
'গোচর'ও জ্ঞান (অর্থাৎ কালজ্ঞান) হইবে না, কেবল বস্তুই জ্ঞান হইবে।

ন চেতি । ক্ষণানাং কথং নাস্তি বস্তুসমাহাবস্তদ্বশ্যতি । য ইতি । যে ভূত-  
ভাবিনঃ ক্ষণান্তে পৰিণামান্বিতাঃ—পৰিণামৈঃ সহ অস্থিতা বৈকল্পিকপদার্থা ন চ বাস্তব-  
পদার্থা ইতি ব্যাখ্যেয়াঃ—মন্তব্যাঃ । ভস্মাদিতি । ভস্মাদেক এব ক্ষণো বর্তমানঃ—  
বর্তমানাত্ম্যঃ কাল ইত্যর্থঃ । তেনেতি । তেন একেন—বর্তমানক্ষণেন কুৎস্না লোকঃ—  
মহাদাদিব্যক্তবস্তু পৰিণামম্ অনুভবতি । তৎক্ষণোপাক্রান্তাঃ—বর্তমানৈকক্ষণাদিকরণকাঃ  
ঋষী ধর্মাঃ—সর্বস্ত সর্বে অতীতানাগভবর্তমানা ধর্মাঃ, অতীতানাগতানাং ধর্মাণামপি  
সূক্ষ্মকপেণ বর্তমানত্বাৎ । উপসংহবতি তথোবিত্তি । ক্ষণতৎক্রময়োঃ—ক্ষণব্যাপিপরিণামস্ত  
সাক্ষাৎকাবঃ তথা চ তৎক্রমসাক্ষাৎকাবঃ । পৰিণামস্ত ক্রিষ্ট্রকাবঃ প্রবাহঃ ক্রম-  
সাক্ষাৎকাবাৎ তদবিগমঃ । বিবেকজ্ঞং জ্ঞানং বক্ষ্যমাণলক্ষণকম্ ।

কালজ্ঞানেব অর্থাৎ কাল-নামক বিকল্পজ্ঞানেব তত্ত্ব বিবৃত কবিতেছেন । ‘বস্তুসমাহাব’—এই  
পদের দ্বারা বুঝাইতেছে যে, ঘটাদি বস্তুসকলের সমাহাবে বা একত্ৰাবস্থানে ঐ সমস্ত বস্তু যেমন  
( পাশাপাশি ) একত্ৰ বর্তমান বলিয়া মনে হয়, ক্ষণেব সমাহাবে তাহা হয় না, কাবণ, অতীত ও  
অনাগত ক্ষণসকল অবর্তমান । তৎকর্ত্ত মুহূর্ত্ত, অহোবাক্ত ইত্যাদি ক্ষণেব যে সমাহাব তাহা বুদ্ধিনির্মাণ  
অর্থাৎ পৃথক পৃথক ক্ষণসকলের বাস্তব সমাহাব না থাকিলেও বুদ্ধি দ্বারা তাহাদিগকে সমষ্টিভূত করা  
হয়, অত্ৰত্যং মুহূর্ত্ত আদি কালভেদ শব্দজ্ঞানানুপাতী বৈকল্পিক পদার্থ, বাস্তব নহে ।

ব্যুৎপিত অর্থাৎ সাধাবণ লৌকিক দৃষ্টিতে সেই কাল বস্তুরূপে ব্যবহৃত এবং মৃত না বুদ্ধ হয় । ক্ষণ  
বস্তু-পতিত বা বস্তুব অধিকরণ বলিয়া মনে হয় কিন্তু তাহা নিজে বস্তু নহে অর্থাৎ বস্তু ক্ষণকণ কালে  
আছে বলিয়া মনে হইলেও ক্ষণ বলিয়া কোনও বস্তু নাই । বস্তুরূপে কল্পিত অবস্থবৎ অধিকরণ ক্ষণ  
( যেমন ‘শূন্য বা অভাব আছে’ অর্থাৎ বর্তমান কালে আছে এইরূপ বলা হয় ) । ক্রমাবলম্বী অর্থে  
ক্রমরূপে বাহা আলম্বিত বা গৃহীত হয়, যেহেতু ক্রম ক্ষণেবই আনন্তর্য-স্বরূপ অর্থাৎ নিবৃত্তব বা  
অবিচ্ছিন্ন ক্ষণজ্ঞানেব ধাৰা-স্বরূপ, তৎকর্ত্ত সেই ক্ষণেব নৈবস্তুত্বকে কালবিদ্যেবা অর্থাৎ কালসম্বন্ধে যথার্থ  
জ্ঞানযুক্ত যোগীবা, কাল বলেন ( তাঁহাবা কালকে বস্তু বলেন না, ক্ষণ-জ্ঞানেব বা সূক্ষ্মতম পৰিণাম-  
জ্ঞানেব ধাৰা-স্বরূপ বলেন ) ।

ক্ষণসকলের বাস্তব সমাহাব কেন নাই তাহা দেখাইতেছেন । যেসকল ক্ষণ অতীত এবং  
অনাগত, তাহাবা পৰিণামান্বিত অর্থাৎ ধর্মলক্ষণাদি পৰিণামেব সহিত অস্থিত বা ( ভাবাব দ্বারা )  
যোজিত বৈকল্পিক পদার্থ, তাহাবা বাস্তব নহে—এইরূপে ইহা ব্যাখ্যেয় বা বোধ্য । সেই হেতু  
একটি মাত্র ক্ষণই বর্তমান, অর্থাৎ বর্তমান কাল বলিয়া আশ্রয় বাহা মনে কবি তাহা একই ক্ষণ ।  
সেই এক বর্তমান ক্ষণে ( কাবণ, সবই বর্তমান এবং তাহা এক ক্ষণেই বর্তমান ) সমস্ত লোক বা  
মহাদাদি ব্যক্ত বস্তু পৰিণাম অনুভব কবে ( পৰিণত হয় ) । সেই ক্ষণে উপাক্রান্ত বা বর্তমান একক্ষণরূপ  
অধিকরণযুক্তই এই ধর্মসকল অর্থাৎ সর্ব বস্তুব অতীত, অনাগত ও বর্তমান ধর্মসকল সেই এক বর্তমান  
ক্ষণকে আশ্রয় কবিত্যই অবস্থিত, কাবণ, অতীত ও অনাগত ধর্মসকলও সূক্ষ্মরূপে বর্তমান । উপসংহাব  
কবিতেছেন । ক্ষণ-সংক্রমের সংঘম হইতে ক্ষণব্যাপী পৰিণামেব এবং তাহাব ক্রমেব সাক্ষাৎকাব হয়,

৫৩। তস্মেতি। বিবেকজ্ঞানস্ত বিষয়বিশেষঃ—বিষয়স্য বিশেষ উপপত্তস্তে। জাত্যাদীনাম্ ভেদকধৰ্মাণাম্ যত্র সাম্যং তদ্বিবোধপি বিবেকজ্ঞানেন বিবিচ্যত ইতি সূত্রার্থঃ। তুল্যোয়োরিতি। যত্র গো-জাতীয়া গোঃ দৃষ্টা অথুনা তত্র বড়বেতি জাত্যা ভেদঃ। লক্ষণৈবত্বজ্ঞাত্যাদিসাম্যোহপি তদ্ব্যবহার্যং কালাক্রান্তি। ইদমিতি। ইদং পূৰ্বং—পূৰ্বদেশস্থমিতিার্থঃ। যদেতি। উপাবর্ত্যতে—উপস্থাপ্যত ইতিার্থঃ। লৌকিকানাং প্রবিভাগানুপপত্তিঃ—অবিবেকঃ। তৎ চ বিবেকজ্ঞানম্ অসন্দিগ্ধেন বিবেকজ্ঞতত্ত্বজ্ঞানেন ভবিতব্যম্। কথমিতি। পূৰ্বামলকসহক্ৰণো দেশঃ—যস্মিন্ ক্রণে পূৰ্বামলকং যদেদ্যে আসীৎ তদেদ্যেহিতি যত্র ক্রণ আসীৎ তৎক্রণব্যাপিপরিণামযুক্তং তদামলকম্। এব-মুত্তরামলকম্। ততস্তে যদেদ্যেহিতিভাষ্যে এবং ভয়াবস্থমিতি। পারমার্থিক-মুদাহরণং পরমাপোরিতি। দ্বয়োঃ পরমাপোরপি পূৰ্বোক্তরীত্যা ভেদসাক্ষাৎকারো যোগীশ্বরস্ত ভবতি।

অর্থাৎ পৰিণামেব কিংপ এবাহ হইতেছে—ক্রমসাক্ষাৎকারেব বা তাহাব অধিগম হব। বিবেকজ্ঞান পৰে কথিত লক্ষণযুক্ত।

৫৩। বিবেকজ্ঞানেব যে বিষয়-বিশেষ বা তদ্ব্যবহারেব যে বিশেষ লক্ষণ তাহা উপস্থাপিত হইতেছে। জ্ঞাতি আদি ভেদক ধৰ্মেব (যদ্বারা বস্তুদেব পার্থক্য হব) যে স্থলে সাম্য বা একাকারতা সেই লক্ষণাকার বিষয়ও বিবেকজ্ঞানেব দ্বাৰা বিবিচ্য বা পৃথক্ কৰিয়া জানা যায়, ইহাই সূত্রের অর্থ। ‘যেসম্মে গো-জাতীয় গো দেখিয়াছি, তথাব অথুনা বড়বা (ঘোটকী) দেখিতেছি’—ইহা জ্ঞাতিব দ্বাৰা ভেদ। জ্ঞাতি এক হইলেও লক্ষণেব দ্বাৰা ভেদ কৰা হব, উদাহরণ যথা—(একই গো-জাতীয় প্রাণীব মধ্যে) ‘ইহা কালাক্রান্ত গো’। ‘ইহা পূৰ্ব’ অর্থাৎ পূৰ্ব দেশস্থিত (হুই তুল্য আমলকেব দেশেব দ্বাৰা অবচ্ছিন্নতা)। উপাবর্তিত হব বা উপস্থাপিত হয়। লৌকিক (বোগজ প্রজাহীন) ব্যক্তিদেব ঐক্লপ প্রবিভাগেব জ্ঞান হয় না অর্থাৎ তাহাদেব নিকট অপৃথক্ বলিয়া মনে হয়। একাকার প্রতীকমান বিভিন্ন বস্তুব সেই পৃথক্ জ্ঞান অসন্দিগ্ধ বা সত্যক্ বিতৃপ্ত বিবেকজ্ঞতত্ত্বজ্ঞানেব দ্বাৰা হইতে পাৰে। পূৰ্ব আমলকেব সহক্রণেব অর্থাৎ যে ক্রণে পূৰ্বেব আমলক যে দেশে ছিল, সেই দেশেব সহিত যে ক্রণ বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ সেই দেশাবস্থানজ্ঞানেব সহিত যে কালেব বা ক্রণেব জ্ঞান হইয়াছিল, সেই আমলক সেই ক্রণব্যাপী পৰিণামযুক্ত। উত্তর বা পৰেব আমলকও ঐক্লপ অর্থাৎ তাহাও যে ক্রণে যে দেশে ছিল, সেই ক্রণব্যাপী পৰিণামযুক্ত। তাহা হইতে তাহাবা নিজ নিজ দেশ এবং ক্রণ-সম্পৃক্ত পৰিণামেব অনুভবেব দ্বাৰা বিভক্ত, এইক্লপ তাহাদেব পার্থক্য আছে। পারমার্থিক উদাহরণ যথা—ঐক্লপ একাকার হুই পৰমাণুবও পূৰ্বোক্ত। প্রমাতে ভেদজ্ঞান, যোগীশ্বরেব অর্থাৎ সিদ্ধযোগীব হইবা থাকে।

এমন কোন কোনও অন্ত্য বা চবম অর্থাৎ ইচ্ছিদেব অগোচর হুই বিশেষ বা ভেদক গুণ আছে যাহা হুই বস্তুব ভেদজ্ঞান ক্রমাব—ইহা বাহাদেব (বৈশেষিক) মত, তন্মতেও দেশ ও লক্ষণ-ভেদ এবং হুতি, ব্যবধি ও জ্ঞাতি-ভেদই তাহাদেব অন্ততাব কারণ। হুতি—প্রত্যেক বস্তুব নিজস্ব গুণ (যেমন,

অপর ইতি । সন্তি কেচিদন্ত্যাঃ—অগোচরাঃ সূক্ষ্মা ইত্যর্থঃ বিশেষাঃ—ভেদকণ্ঠা যে ভেদজ্ঞানং জনয়ন্তীতি যেষাং মতং তত্রাপি দেশলক্ষণভেদস্তথা চ মূর্তিব্যবধিজ্ঞাতি-ভেদঃ অন্তঃসেতুঃ । মূর্তিঃ—বস্তুনাং প্রাতিষিকা গুণাঃ, ব্যবধিঃ—অবচ্ছিন্নদেশকাল-ব্যাপকতা, জ্ঞাতিঃ—বহুব্যক্তীনাং সাধাবণধর্মবাচী বাচকঃ । যতো জ্ঞাত্যাদিভেদো লোকবুদ্ধিগম্যঃ অত উক্তং ক্ষণভেদস্ত যোগিবুদ্ধিগম্য এবতি । বিকারেষু এব ভেদো ন তু সর্বমুলে প্রধানঃ । তত্রাচার্যো বার্ষগণ্যো বক্তি মূর্তিব্যবধিজ্ঞাতিভেদানাম্ অভাবাদ্ নাস্তি বস্তুনাং মূল্যাবস্থায়াং প্রধান ইত্যর্থঃ পৃথক্ত্বম্ ।

৫৪-১ ভাবকমিতি । প্রতিভা—উহঃ স্ববুদ্ধ্যুৎকর্ষাদ্ উহিহা সিদ্ধিমিত্যর্থঃ, ততঃ অনৌপদেশিকম্ । পর্যায়ৈঃ—অবাস্তবভেদৈঃ । একক্ষণোপাকটং—যুগপৎ সর্বং সর্বথা গৃহীতম্ । সর্বমেব বর্তমানং নাস্ত্যস্ত কিঞ্চিদতীতমনাগতং বেতি । তাবকাত্ম্যমেতদ্ বিবেকজ্ঞ জ্ঞানং পবিপূর্ণং—নাতঃপরং জ্ঞানোৎকর্ষঃ সাধ্য ইত্যর্থঃ । অস্ত অংশো যোগ-প্রদীপঃ—জ্ঞানদীপ্তিমান্ সম্প্রজ্ঞাতঃ । মধুমতীং ভূমি—শ্বতস্ত্ববাং প্রজ্ঞাম্ উপাদায় ততঃ প্রভৃতি যাবদস্ত পরিসমাপ্তিঃ প্রান্তভূমিবিবেকরূপা তাবদ্ যোগপ্রদীপ ইত্যর্থঃ ।

যট্টে বটম্ ইত্যাদি), ব্যবধি—প্রত্যেক বস্তু যে অবচ্ছিন্ন বা নির্দিষ্ট দেশকালব্যাপকতা ( দেশ-ব্যাপকতা বা আকাব যেমন, দীর্ঘ বতুল ইত্যাদি আকাব, কালব্যাপকতা যেমন, পক্ষম বর্ষাব ইত্যাদি) । জ্ঞাতি—বহু ব্যক্তিব বা ব্যক্তভাবের যে সাধাবণ ধর্মবাচক নাম, যেমন মহত্ত্ব, পাষণ ইত্যাদি । জ্ঞাত্যাদি ভেদ সাধাবণ লোকবুদ্ধিগম্য বলিবা ( স্মৃতম্ ) ক্ষণভেদ কেবল যোগিবুদ্ধিগম্য এইরূপ উক্ত হইয়াছে ।

মহাদ্বি-বিকাবেই এইরূপ ভেদ আছে, সর্ব বস্তু মূল যে প্রধান, তাহাতে কোনও ভেদ নাই ( কাবণ, ব্যক্তভাব স্বাবাই ইতবব্যবচ্ছিন্ন ভেদজ্ঞান হয়, অব্যক্তে তাহা কল্পনীয় নহে ) । এ বিষয়ে বার্ষগণ্য আচার্য বলেন যে ( মূলে ) মূর্তি, ব্যবধি এবং জ্ঞাতিভেদকণ্ঠ ভিন্নতা নাই বলিবা ব্যক্ত বস্তু মূল অবস্থা যে প্রকৃতি, তাহাতে ঐরূপ কোনও পৃথক্ নাই ( তাহা অব্যক্তভাবক চরম অবিশেষ ) ।

৫৪ । প্রতিভা অর্থে উহ অর্থাৎ স্ববুদ্ধি উৎকর্ষেব ফলে তাহা হইতে উদ্ধৃত হইয়া যে জ্ঞান সিদ্ধ হয়, অতএব যাহা কাহাবও উপদেশ হইতে লব্ধ নহে । পর্যায়ের সহিত অর্থাৎ জ্ঞেয় বিষয়ের অন্তর্গত সমস্ত বিশেষের সহিত জ্ঞান হয় । একক্ষণে উপাকট—বুদ্ধিতে যুগপৎ সমুখিত, সর্ব বস্তুকে সর্বথা বা ত্রৈকালিক সুরিণে যে জানিতে পাবা যায় । তাহাব নিকট অর্থাৎ সেই তাবক-জ্ঞানের পক্ষে, নবই বর্তমান, অতীত বা অনাগত কিছু থাকে না ( কাবণ, অতীত বিষয়ের জ্ঞান ভোকে ভোকে না হইবা যুগপতেব মত হয় ) । তাবক নামক এই বিবেকজ্ঞ জ্ঞান পবিপূর্ণ যেহেতু তাহার পব আব জ্ঞানের অধিকতর উৎকর্ষ সাধনীয় কিছু নাই । ইহাব অংশ যোগপ্রদীপ বা জ্ঞানদীপ্তিমূল সম্প্রজ্ঞাত অর্থাৎ যোগপ্রদীপেব উৎকর্ষই তাবক-জ্ঞান । মধুমতীভূমি বা শ্বতস্ত্ববা প্রজ্ঞাকে প্রথমে গ্রহণ কবতঃ তাহা হইতে আবস্ত কবিবা যতদিন পর্যন্ত প্রান্তভূমি-বিবেকরূপে প্রজ্ঞাব পরিসমাপ্তি না হয় তাবৎ তাহাকে যোগপ্রদীপ বলে ।

৫৫। সম্ভেতি। বুদ্ধিসত্ত্বস্ত শুদ্ধৌ পুরুষসাম্যে চ, তথা পুরুষস্ত উপচরিতভোগা-  
ভাবরূপশুদ্ধৌ স্বসাম্যে চ কৈবল্যমিতি সূত্রার্থঃ, যদেতি ব্যাচষ্টে। বিবেকেনাধিকৃতং  
দক্ষক্লেশবীজং বুদ্ধিসত্ত্বং পুরুষস্ত সৰূপত্ব-পুরুষবচ্ শুদ্ধং গুণমলবহিতমিব ভবতীতি সত্ত্বস্ত  
শুদ্ধিসাম্যম্। তদা পুরুষস্ত শুদ্ধস্ত গৌণী শুদ্ধিঃ, উপচারহীনতা বৃত্তিসাক্ষ্যাপ্যপ্রতীতি-  
স্তথা স্তেন সহ চ সাম্যম্। এতস্তামবস্থায় কৈবল্যং ভবতি ঈশ্বরবস্ত—সকলযোগৈশ্বর্যবস্ত  
বা অনীশ্বরবস্ত বা। সম্যগ্ধিবক্তানাং জ্ঞানবোগিনাম্ ঐশ্বর্যবাহিনীনাং বিভূত্যাশ্রয়কালেশপি  
কৈবল্যং ভবতীত্যর্থঃ। ন হীতি। দক্ষক্লেশবীজস্ত জ্ঞানে—জ্ঞানস্ত পরিপূর্ণতায়াং ন  
কাচিদ্ অপেক্ষা স্তাৎ।

সম্ভেতি। সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারেণ—সত্ত্বশুদ্ধিলক্ষণকম্ অন্তদ্ যৎ ফলং জ্ঞানৈশ্বর্যরূপং  
তদেব উপক্রান্তম্—উক্তমিত্যর্থঃ। পৰমার্থতত্ত্ব—মোক্শদৃশা তু বিবেকজ্ঞানাদ্ অবিবেক-  
রূপা অবিত্তা নিবর্ততে, তন্নিসৃক্তো ন সন্তি পুনঃ ক্লেশাঃ—ক্লেশসম্ভক্তিঃ ছিন্না ভবতীত্যর্থঃ।  
তদ্বিতি। তৎ পুরুষস্ত কৈবল্যং—কৈবল্যভাবঃ, দৃশ্যানাং বিলম্বাদ্ অষ্টঃ কৈবল্যবহনম্।  
তদা পুরুষঃ স্বরূপমাত্রজ্যোতিঃ—অপ্রকাশঃ অমলঃ কৈবল্যীতি বক্তব্যঃ, তথাভূতোহপি  
তদা তথৈব বাচ্যো ভবতি বৃত্তিসাক্ষ্যাপ্যপ্রতীতেবভাবাদিত্যেতি।

ইতি সাংখ্যযোগাচার্য-শ্রীহরিহরানন্দাবলম্ব্য-কৃত্যায় বৈয়াসিক-শ্রীপাতঞ্জলসাংখ্য-  
প্রবচনভাষ্যস্ত টীকারাং ভাষ্যত্যাং তৃতীয়ঃ পাদঃ।

৫৫। বুদ্ধিসত্ত্বের শুদ্ধি হইলে ও পুরুষের সহিত তাহাব সার্য হইলে, এবং পুরুষের পক্ষে—  
তাঁহাতে উপচরিত যে ভোগ, তাহাব অভাবরূপ শুদ্ধি ও তাঁহাব নিজেব সহিত সার্য বা বরূপ-প্রতিষ্ঠা  
হইলে অর্থাৎ বৃত্তিসাক্ষ্যেব অভাব হইলে কৈবল্য হয়, ইহাই সূত্রেব অর্থ। ব্যাখ্যা কবিতোছেন।  
বিবেকেব দ্বাবা পূর্ণ, অতএব দক্ষ-ক্লেশবীজ বুদ্ধিসত্ত্ব পুরুষেব সৰূপ বা সদৃশ হয়, কাবণ, তখন পুরুষ-  
খ্যাতিব দ্বাবা বুদ্ধি সন্মাপ্ত থাকাব তাহা পুরুষেব স্তাব শুদ্ধ বা গুণমলবহিতেব স্তাব হয় (যদিও বস্তুতঃ  
গুণাতীত নহে)। ইহাই বুদ্ধিসত্ত্বের শুদ্ধি এবং পুরুষেব সহিত সার্য। তখন সন্ম বিদ্যন্ত পুরুষেব  
যে শুদ্ধি বলা হয়, তাহা গৌণ বা আবোপিত শুদ্ধি অর্থাৎ তাঁহাতে ভোগেব উপচাবহীনতা এবং  
বুদ্ধিবৃত্তিেব সহিত সাক্ষ্যেব অপ্রতীতি হয় এবং তাহাই তাঁহাব নিজেব সহিত সার্য। এই অবস্থাব  
ঈশ্বরেব অর্থাৎ যোগৈশ্বর্য বাহাব লাভ হইযাছে তাঁহাব, অথবা যিনি অনীশ্বর বা বাহাব বিভূতীলাভ  
হয় নাই, এই উভয়েবই কৈবল্য হয়। স্যাক্ বিবাসযুক্ত এবং ঐশ্বর্ষে বা যোগেন বিভূতিতে লিপ্সাহীন  
জ্ঞানযোগীয়েব বিভূতি অপ্রকাশিত হইলেও এই অবস্থাব কৈবল্য হয়। দক্ষ-ক্লেশবীজ যোগীজ্ঞানেব  
অন্ত অর্থাৎ জ্ঞানেব পরিপূর্ণতা-প্রাপ্তিেব অন্ত, অত্ কিছুব অপেক্ষা থাকে না।

সূত্রে সম্ভেতি বলাতে সম্ভভক্তিসম্বন্ধযুক্ত অন্ত্যায় যে জ্ঞানৈশ্বর্যরূপ ফল বা জ্ঞানরূপা সিদ্ধিসকল  
হয়, তাহাও উপক্রান্ত হইযাছে বা উক্ত হইযাছে বুঝিতে হইবে। পৰমার্থতঃ অর্থাৎ মোক্ষদৃষ্টিতে  
বিবেকজ্ঞানেব দ্বাবা অবিবেকরূপ অবিত্তা বা বিপৰ্যন্ত জ্ঞান নিবসিত হয়, তাহা নিবৃত্ত হইলে পুনর্বার  
আব ক্লেশ থাকে না অর্থাৎ ক্লেশেব সম্ভান বা বিরুদ্ধিরূপ প্রবাহ বিচ্ছিন্ন হয়। তাহাই পুরুষেব কৈবল্য

বা কেবলীভাব অর্থাৎ দৃশ্যের প্রলব্ধ হওয়ার উপদর্শনহীন দৃষ্টাব কেবল বা একক অবস্থান। তখন পুরুষ স্বরূপমাত্র-জ্যোতি বা স্বপ্রকাশ, অমল বা ত্রিগুণরূপ মলহীন ও কেবল হন—এইরূপ বক্তব্য হয়। তিনি সাদা তরুণ হইলেও তখনই একরূপ বক্তব্য হয় অর্থাৎ তখনই ব্যবহাবদৃষ্টিতে ঐ লক্ষণ তাঁহাতে প্রয়োগ করা যায়, যেহেতু চিন্তাবৃত্তির সহিত যে সাক্ষ্যপ্রতীতি (বাহ্যিক কালে পুরুষকে অ-কেবল মনে হইত) তাহার তখন অভাব ঘটে।

শ্রীমদ্ ধর্মশেষ আরণ্যের দ্বারা অনুদিত

তৃতীয় পাদ সমাপ্ত

## চতুর্থ পাদঃ

১। পাদেহস্মিন্ যোগস্তাং মুখ্যং ফলং কৈবল্যং ব্যুৎপাদিতম্ । কৈবল্যরূপাং সিদ্ধি-  
ব্যাচিখ্যাস্থবাদৌ সিদ্ধিভেদং দর্শয়তি । কারচিন্তেন্দ্রিয়ানাং অতীষ্ট উৎকর্ষঃ সিদ্ধিঃ । সা  
চ সিদ্ধিঃ জন্মজানিঃ পঞ্চবিধা । দেহান্তবিতা—কর্মবিশেষাদ্ অন্তঃস্মিন্ জন্মনি প্রাচ্ছত্ব-  
দেহবৈশিষ্ট্যজাতা জন্মনা সিদ্ধিঃ । যথা কেবাঞ্চিদ্ বিনাপি দৃষ্টসাধনং শবীবপ্রকৃতি-  
বিশেষাং পবচিস্তজ্ঞতাদিঃ দ্বাচ্ছবণদর্শনাদিবা প্রাচ্ছত্ববতি । তথা ঔষধাদিভিঃ মন্ত্রৈস্তপসা  
চ কেবাঞ্চিঃ সিদ্ধিঃ । সংযমজাঃ সিদ্ধयो ব্যাখ্যাভাস্তাশ্চ সিদ্ধিবু অবস্থাবীৰ্যাঃ ।

২। তত্রৈতি । তত্র সিদ্ধৌ, কায়েন্দ্রিয়ানাং অন্তজাতীয়ঃ পবিণামো দৃশ্যতে । স  
চ জাতান্তবপবিণামঃ প্রকৃত্যাপূর্বাদেব ভবতি । প্রকৃতিঃ—কায়েন্দ্রিয়ানাং প্রত্যেকজাত্য-  
বচ্ছিন্নং যদ্ বৈশিষ্ট্যং তস্তা মূলীভূতা শক্তির্বা তত্তৎকায়েন্দ্রিয়ানাংমভিব্যক্তিঃ । তাশ্চ দ্বিধা

১। এই পাদে যোগের মুখ্যফল যে কৈবল্য, তাহা প্রতিপাদিত হইতেছে । কৈবল্যরূপ সিদ্ধি  
ব্যাখ্যা কবিরাব অভিপ্রায়ে প্রথমে সিদ্ধিব নানা প্রকাব ভেদ দেখাইতেছেন । কায, চিত্ত এবং  
ইন্দ্রিয়সকলের যে অতীষ্ট উৎকর্ষ, তাহাই সিদ্ধি ( চেষ্টাপূর্বক যে উৎকর্ষ নামিত কবা যাব তাহাই সিদ্ধি,  
পক্ষীদেব স্বাভাবিক আকাশগমনাদি সিদ্ধি নহে ) । সেই সিদ্ধি জন্মজানিভেদে পঞ্চবিধ । দেহান্তবিত—  
কর্মবিশেষেব দ্বাবা অন্ত ভবিত্বং জন্মে দৈহিক বৈশিষ্ট্যেব ফলে যাবা প্রাচ্ছত্ব হব তাহাই জন্মহেতু  
সিদ্ধি, যেমন, কাহাবও ইহজগ্গীয় সাধনব্যতীত শবীবেব প্রকৃতিবৈশিষ্ট্য হইতে পবচিস্তজ্ঞতাদি অথবা  
দুব হইতে জ্ঞবণ-দর্শনাদিকণ সিদ্ধি প্রাচ্ছত্ব হব ( কর্মবিশেষে বৈশিষ্ট্যাদি বাসনাব অভিব্যক্তি  
হওয়াতে তদরূপ সিদ্ধি হইতে পারে ) । তবং ঔষধাধির দ্বাবা, মন্ত্র অপেব দ্বাবা এবং তপস্তাব দ্বাবা  
( বাহা তত্তজ্ঞানহীন, কেবল সিদ্ধিলাভেব অন্ত অহুষ্ঠিত ) কাহাবও ( কবণ-প্রকৃতিব পবিবর্তন ঘটয়া )  
সিদ্ধি, হব । সংযম হইতে ফেলকল সিদ্ধি হব তাহা পূর্বে ব্যাখ্যাত হইবাছে, সিদ্ধিব মধ্যে তাহাবা  
নিজ্বেদ সন্মাক্ আযত এবং অবস্থাবীৰ্য বা অব্যবশক্তিবুক্ত ।

২। তাহাতে অর্থাৎ সিদ্ধিতে কায়েন্দ্রিয়েব অন্তজাতীয় পবিণাম হব ইহা দেখা যায় । সেই  
ভিন্নজাতিরূপ পবিণাম প্রকৃতিব আপূবণ হইতেই হব । প্রকৃতি অর্থে কায়েন্দ্রিয়েব যে প্রত্যেক  
জাত্যবচ্ছিন্ন অর্থাৎ প্রত্যেক জাতিব যে প্রাতিষিক বৈশিষ্ট্য তাহাব মূলীভূত শক্তি, বাহাব দ্বাবা সেই  
সেই জাতীয় ( বিশিষ্ট ) কায়েন্দ্রিয়েব অভিব্যক্তি হব । সেই প্রকৃতিসকল দুই প্রকাব—কর্ণাশয়েব দ্বাবা  
যুক্ত হওয়াব যোগ্য পূর্বাহুত বাসনারূপ প্রকৃতি এবং অনহুতপূর্ব বা অব্যপদেশ্ত ( বাহাব বৈশিষ্ট্য  
পূর্বে যুক্ত হব নাই ) । ভ্রম্যে দৈব, নাবক, মানব ইত্যাদি বিপাকেব অহুভব হইতে জাত বাসনারূপ  
প্রকৃতিসকল পূর্বে অহুত । বাহা ধ্যানত সিদ্ধপ্রকৃতি তাহা অনহুতপূর্ব, তাহা অহুত্বমান বিক্ষেপের



প্রকৃতয়ঃ কৰ্মাশয়ব্যক্ত্যা অমুভূতপূৰ্বা বাসনাকপাঃ, তথানমুভূতপূৰ্বা অব্যাপদেশাশ্চ ।  
দৈবাদিবিপাকানুভবজাতা বাসনাকপা প্রকৃতিরমুভূতপূৰ্বা । ধ্যানজসিদ্ধপ্রকৃতিস্ত অনমু-  
ভূতপূৰ্বা, অমুভূতমানস্ত বিক্ষেপস্ত প্রাহণকপাদ্ নিমিত্তাং সা অভিব্যক্তা ভবতি ।  
আপূৰ্বঃ—অমুপ্রবেশঃ ।

অপূৰ্বেতি । অপূৰ্বাবয়বানুপ্রবেশাং—যথা মানুবপ্রকৃতিকে চক্ষুৰি দৈবপ্রকৃতিক-  
চক্ষুঃসংস্কাররূপস্ত অপূৰ্বাবয়বস্ত অমুপ্রবেশাদ্ মানবচক্ষুঃ দৈবং ব্যবহিতদর্শনপ্রকৃতিকং  
ভবতি । এবং কায়েপ্রিয়প্রকৃতয়ঃ স্ব স্ব বিকারং—স্বাধিষ্ঠানং কায়ে করণঞ্চ আপূৰ্ণেণ  
অমুগৃহ্মন্তি—অমুগৃহ্য অভিব্যঞ্জয়ন্তি । ধৰ্মাদিনিমিত্তমপেক্ষ্য এব বক্ষ্যমাণবীত্যা তৎ  
কুৰ্বন্তি ।

৩ । ন হীতি । ধৰ্মাদিনিমিত্তং ন প্রকৃতিং কার্বাস্তবজননায় প্রয়োজয়তি বিকারস্থ-  
ত্বাং । শ্লোপযোগিনিমিত্তাং স্বানুপ্রবেশস্ত অনিগিস্তভূতা গুণান্তিরোভবন্তি ততঃ প্রকৃতিঃ  
স্বয়মেব অমুপ্রবিশতি । যথা ব্যবহিতদর্শনং দিব্যচক্ষুঃপ্রকৃতিধর্মঃ তৎপ্রকৃতির্ন মানুবচক্ষুঃ-

প্রাহণ বা নাশরূপ নিমিত্ত হইতে অভিব্যক্ত হয় ( তচ্ছব ইহাতে কোনও বাসনারূপ প্রকৃতির  
উপাদানের আবশ্যকতা নাই, কেবল বিক্ষেপেব বা বাধাব প্রাহণ হইতে তাহা ব্যক্ত হয় ) । আপূৰ্ণ  
অর্থে অমুপ্রবেশ ।

অপূৰ্ব অবশ্যেব অমুপ্রবেশ হইতে অর্থাৎ যেমন মানবপ্রকৃতিক চক্ষুতে দৈবপ্রকৃতিক চক্ষুর  
সংস্কাররূপ অপূৰ্বাবয়বের ( বাহ্য বর্তমান কায়েপ্রিয়ের মত নহে, কিন্তু পূর্বে অভিব্যক্তমান শরীরানু-  
রূপ ) অমুপ্রবেশ হইতে মানবপ্রকৃতিক চক্ষু ব্যবহিত ( ব্যবধানের অন্তর্ভুক্ত ) বস্তব দর্শনশক্তিযুক্ত  
দৈব চক্ষুতে পরিণত হয় । এইরূপে কায়েপ্রিয়েব প্রকৃতিসকল নিজেব নিজেব বিকারকে অর্থাৎ স্ব স্ব  
অধিষ্ঠানভূত শরীর এবং ইন্দ্রিয়ধিষ্ঠানকে, আপূৰ্ণপূর্বক অমুগৃহীত কবে অর্থাৎ তদন্তর্গত হইয়া  
অমুগ্রহণপূর্বক ( উপাদান করিয়া ) তাহাদিগকে ব্যক্ত করায় । ধৰ্মাদি নিমিত্তকে অপেক্ষা করিয়াই  
বক্ষ্যমাণ উপায়ে প্রকৃতিসকল অমুপ্রবেশ কবে ( কারণব্যতীবেকে নহে ) ।

৩ । ধৰ্মাদি নিমিত্তসকল অস্ত কার্ব ( যেমন অস্ত জাতি ) উৎপাদনার্থ সেই জাতির প্রকৃতিকে  
প্রযোজিত কবে না, কেন না, তাহাব বিকায়ে অবস্থিত অর্থাৎ ধৰ্মাদি কার্বরূপ বিকারে অবস্থিত  
বলিয়া তাহাব তাহাদের প্রকৃতিকে প্রযোজিত করিতে পাবে না, যেহেতু কার্ব কখনও কাবকে  
প্রযোজিত করিতে পাবে না । নিজের ব্যক্ত হইবার উপযোগী নিমিত্তেব বাবা অভিব্যক্তমান প্রকৃতির  
অমুপ্রবেশের পক্ষে বাহ্য অনিমিত্তভূত বা বাধক, সেই ভিন্ন জাতীয় গুণসকল যখন ভিব্যাহিত হয়,  
তখন প্রকৃতি স্বয়ং অমুপ্রবেশ কবে । যেমন ব্যবহিত বস্তকে দর্শন করাব শক্তি দিব্য চক্ষুঃপ্রকৃতিব  
ধর্ম, সেই প্রকৃতি মানব নেত্ররূপ কার্ব হইতে উৎপন্ন হইতে পাবে না । মানব ( এবং দৈবপ্রকৃতি-  
বিরুদ্ধ অজ্ঞাত ) চক্ষু কার্ব নিরুদ্ধ হইলে তাহা স্বয়ং চক্ষুশক্তিতে অমুপ্রবিষ্ট হইয়া দিব্যদৃষ্টিযুক্ত চক্ষু  
নিষ্পাদিত করে । এয়লে দৃষ্টান্ত যথা—তাহা হইতে বর্ণভেদ বা আবরণভেদ হয়, স্নেহভিকের জ্ঞান ।  
তাহা হইতে অর্থাৎ নিমিত্ত হইতে বর্ণভেদ হয় বা প্রকৃতির অমুপ্রবেশের বাহ্য অধিকার, তাহার

কার্বাদ্ উৎপাদনীযা । সান্ন্যচক্ষুঃকার্বনিবোধে সা স্বয়মেব চক্ষুঃশক্তিমহুপ্রবিশ্য দিব্য-  
দৃষ্টিমচক্ষুরাবির্ভাবয়তি । দৃষ্টান্তোহত্র ‘ববণভেদস্ত ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ’—ততঃ—নিমিত্তাদ্  
বরণভেদঃ—অল্পপ্রবেশস্ত অন্তরায়াপনোদনং, ক্ষেত্রিকাণাম্ আলিভেদবৎ । যথেন্তি ।  
অপাম্ পূরণাৎ—জলপূৰ্ণাৎ । পিঙ্গাবয়িযুঃ—প্লাবনেচ্ছুঃ । তথেন্তি । ধর্মঃ—স্বপ্রবর্তনস্ত  
নিমিত্তভূতো ধর্মঃ । স্পষ্টমন্তঃ ।

৪। যদেন্তি । অগ্নিতামাত্রাদ্—অগ্রলীনস্ত দক্ষক্ৰেশবীজস্ত চেতসো বিক্ষেপ-  
সংস্কারপ্রত্যয়ক্ষয়ে চিত্তকার্যং স্তগ্ভূতং ভবতি অভ্যস্ত অগ্নিতামাত্রস্ত প্রখ্যাতত্বাদ্ অগ্নিতা-  
মাত্রোণাবস্থানং ভবতি, তদগ্নিতামাত্রাৎ—অবিবেকরূপচিত্তকার্যহীনায়। এবাগ্নিতায়।  
ইত্যর্থঃ । তদা সংস্কারবশান্ ন চিত্তস্ত ইন্দ্রিয়াদিপ্রবর্তনরূপং স্বাবসিকসুখানম্ । যোগী  
তু পরানুগ্রহার্থায় তদগ্নিতামাত্রং দক্ষবীজকল্পম্ উপাদায় স্বেচ্ছয়া একমনেকং বা চিত্তং  
কারয় নির্মিমীতে । স্তগমং ভাগ্যম্ । স্বেচ্ছযান্ত উখানং নিরোধন্ত ততো ন নির্মাণচিত্তং  
বন্ধহেতুঃ ।

৫। বহুনাশিত্তি । বহুচিত্তানাম্ প্রবৃত্তিভেদেহপি সর্বথাং যথাপ্রবৃত্তি-প্রয়োজকম্  
একং প্রধানচিত্তং নির্মিমীতে, তচ্চিত্তং যুগপদিব তদদভূতেষু অপ্রধানচিত্তেষু সঞ্চরৎ  
তানি স্বধ্ববিষয়েষু প্রবর্তয়তি । যথা মনো জ্ঞানেশ্বর্যকর্মেশ্বর্যপ্রাপ্তেষু যুগপদিব সঞ্চরৎ  
তান্ প্রয়োজয়তি তদ্বৎ ।

অপনোদনং হয, যেবন ক্ষেত্রিকবৎ দ্বাবা আলিভেদ । অপাম্পূৰ্ণাৎ—জলেব দ্বাবা পূৰ্ণ কবিবাব জজ্ঞ ।  
পিঙ্গাবয়িযুঃ—জলেব দ্বাবা নিয়ক্ৰেজ প্লাবিত কবিত্তে ইচ্ছুক । ধর্ম—নিজেকে প্রবর্তিত কবিবাব  
কাবণরূপ ধর্ম ।

(ক্ষেত্রিক বা চাবী যেবন উচ্চভূমিব আলিভেদে কবিবা জলেব প্রবাহেব বাধামাত্র দূব কবিয়া  
দেয তাহাতেই জল অযং নিয়ভূমিতে আলি, তজ্জপ দৈবাদি-প্রকৃতিক কবণাধিব বাহা বাধা, তাহা  
উপযুক্ত কৰ্মেব দ্বাবা নিবাকৃত হইলেই দৈবাদি-বাগনারূপ প্রকৃতি অযং স্বভিক্রমে অভিযাক্ত হইয়া  
সেই সেই শক্তিব অধিষ্ঠানরূপ কবণাধি নিষ্পাদিত কবিবে) ।

৪। অগ্নিতামাত্র হইতে অর্থাৎ অগ্রলীন কিন্তু দক্ষক্ৰেশবীজরূপ চিত্তেব বিক্ষেপ-সংস্কার ও  
প্রত্যয় কীপ হইলে চিত্তকার্য অত্যন্ত বা অলক্ষ্যবৎ হইবা যাব, তাহাতে অগ্নিতামাত্রেব প্রখ্যাতত্বাব  
হওয়াতে অগ্নিতামাত্রেরই অবস্থান হয । সেই অগ্নিতামাত্র হইতে, বা অবিবেকরূপ ও অবিবেকমূল  
চিত্তকার্যহীন বিবেকোপাদানভূত শুদ্ধ অগ্নিতাকে উপাদান কবিবা যোগী চিত্ত নির্মাণ কবেন । তখন  
সংস্কারবশতঃ চিত্তেব ইন্দ্রিয়াদি-চালনরূপ স্বাবসিক বা স্বতঃ উখান আব হয না । যোগী পবকে  
অনুগ্রহ কবিবাব জজ্ঞ সেই দক্ষবীজবৎ অগ্নিতামাত্রকে উপাদানরূপে গ্রহণ কবিবা স্বেচ্ছাব (সংস্কারেব  
বন্ধীভূত না হইবা) এক বা অনেক চিত্ত এবং শবীব নির্মাণ কবেন । এই নির্মাণচিত্তেব উখান এবং  
নিবোধ স্বেচ্ছাব হয, তজ্জন্ত নির্মাণচিত্ত বন্ধেব হেতু নহে ।

৫। বহু নির্মাণচিত্তেব প্রবৃত্তি বিভিন্ন হইলেও প্রবৃত্তি অহুদাবী তাহােব প্রয়োজক এক  
প্রধান চিত্ত যোগী নির্মাণ কবেন । সেই চিত্ত যুগপতেব তাম তাহাব অদভূত অপ্রধান চিত্তনকলে

৬। পক্ষেতি । নির্মাণচিত্তমত্র সিদ্ধচিত্তম্ । ধ্যানজং—সমাধিজং সিদ্ধচিত্তম্, অনাশয়ং—তস্মা নাস্তি আশয়ঃ, তস্মাৎ তৎপ্রকৃতিঃ যন্তা অনুপ্রবেশাৎ সমাধিসিদ্ধিরভিব্যক্তিঃ ন সাহস্তুভূতপূর্বা বাসনাকপা । কৈবল্যাভাগীম-সমাধেরননুভূতপূর্ববাদ্ ন তন্নিবর্তনকরী প্রকৃতিঃ সংস্কারকপা । অব্যপদেশপ্রকৃतेৱনুপ্রবেশাদেব সমাধিসিদ্ধিঃ সমাদিভিনিবৃত্তেষু তৎপ্রত্যনৌকধৰ্মেষু ।

৭। চতুষ্পাদিতি । চতুষ্পাদা খলু ইয়ং কর্মণাং জাতিঃ । শুক্লকৃষ্ণা জাতিঃ বহিঃসান্ননসাধ্যা সা হি পুণ্যাপুণ্যমিশ্রা, বাহুকর্মণি পবগীড়ারা অবশ্রম্ভাবিহাৎ । সংশ্রাসিনাং—ত্যক্তকামানাং, ক্লীণক্লেশানাং—বিবেকবতাং, চরমদেহানাং—জীবমুক্তানাম্ । বিবেকমনস্কাবগুর্বে ভেবাং কর্মাচরণং ততো বিবেকমূল এব সংস্কারপ্রচয়ো নাবিচ্ছামূল ইতি । তদ্রোতি । তত্র—কর্মজাতিবু যোগিনঃ কর্ম অন্তরাকৃষ্ণম্—অন্তরং কর্ম ফলসংশ্রাসাং—বাহুসুখকরফলাকাক্ষাহীনহাং তথা চ অকৃষ্ণম্ অমুপাদানাং—পাপস্ত্র অকবণাদিত্যর্থঃ যমনিয়মশীলতা এব কৃষ্ণকর্মবিবতিঃ । ইতরেবাম্ অন্তঃ ত্রিবিধং কর্ম ।

৮। তত ইতি । জাত্যানুভৌপানাং কর্মবিপাকানাং সংস্কারা বাসনাঃ । যথা গৌণবীৰগতানাং সর্বেরাং বিশেষণামনুভূতিজাভাঃ সংস্কারা অসংখ্যগৌজাত্যানুভবনির্বর্তিতা

সঞ্চরণ কবিবা তাহাদিগকে স্ব স্ব বিষয়ে প্রবর্তিত কবে । যন যেমন জানেন্স্রিয়, কর্মেন্স্রিয় এব প্রাণে যুগপতেব স্তায় সঞ্চরণ কবতঃ তাহাদিগকে স্ব স্ব বিষয়ে নিবোজিত কবে, তৎসৎ ।

৬। এখানে নির্মাণচিত্ত অর্থে সিদ্ধ-চিত্ত । ধ্যানজ অর্থে সমাধি হইতে নিপন্ন সিদ্ধ-চিত্ত, তাহা অনাশয় অর্থাৎ তাহাব আশয় বা বাসনাকপ সংস্কার হয় না (অতএব তাহা বাসনা হইতে জাতও নহে) । তচ্ছত্র তাহাব বাহা প্রকৃতি, বাহাব অনুপ্রবেশ হইতে সমাধিজ সিদ্ধ-চিত্তেব অভিব্যক্তি হয়, তাহা পূর্বাভূত কোনও বাসনাকপ নহে । সমাধিসিদ্ধের পুনর্ভঙ্গ হয় না স্তববাং কৈবল্যাভাগীয যে সমাধি তাহা পূর্বে কখনও অন্তভূত হয় নাই, তচ্ছত্র তাহাব নিবর্তনকাবী বে প্রবর্তিত তাহা পূর্বাভূত বাসনাকপ কোনও সংস্কার নহে । অব্যপদেশ বা কাবণে লীনভাবে অলপ্যরূপে স্থিত প্রকৃতিব অনুপ্রবেশ হইতেই সমাধিসিদ্ধি হয়, যমনিয়মাদি সাধনেব দ্বাবা তাহাব বিরুদ্ধ ধর্মের নিবৃত্তি হইলেই তাহা হয় (উছা বে নিমিত্তব্যতীত হয়, তাহা নহে) ।

৭। এই কর্মেব জাতিবিভাগ চাবি প্রকার । তন্মধ্যে শুক্লকৃষ্ণজাতীয কর্ম বহিঃসাধনেব বা বাহুকর্মেব দ্বাবা সাধিত হয় বলিবা তাহা পুণ্য এবং অপুণ্য-মিশ্রিত, কাবণ, বাহুকর্মে পবগীড়ন অবশ্রম্ভাবী । সন্ন্যাসীদেব—কামনাত্যাগীদেব । ক্লীণক্লেশ বা দৃষ্টক্লেশবীজ বিবেকীদেব । চবমহেহীদেব—জীবমুক্তদেব (এই দেহখাবণই ষাঁহাদের চবম বা শেষ), তাঁহারা বিবেকমনস্ক হইবা বা সদা বিবেকযুক্তচিত্ত হইবা কর্ম কবেন বলিবা তাঁহাদের বিবেকমূলক সংস্কারই সঞ্চিত হইতে থাকে, অবিচ্ছামূলক সংস্কার সঞ্চিত হয় না । উক্ত চতুর্বিধ কর্মজাতিব মধ্যে যোগীদেব কর্ম অন্তরাকৃষ্ণ । কর্ম-ফলভ্যাগহেতু বা (বাহুসুখকর) ফললাভেব কামনাহীন বলিবা, তাঁহাদের কর্ম অন্তর এবং অমুপাদান-হেতু অর্থাৎ পাপকর্মের অমুপাদান বা অকবণ হেতু তাহা অকৃষ্ণ । যমনিয়ম-পালনশীলতাই কৃষ্ণকর্মভ্যাগ । অন্ত সকলের কর্ম শুক্লাদি ত্রিবিধ ।

গোজাতিবাসনা। এবং স্বৰূপবাসনা আয়ুর্বাসনা চেতি। বাসনয়া স্বানুকূপা স্মৃতিঃ। বাসনাভিব্যক্তিস্ত স্বানুগুণেন—স্বানুকূপেণ কর্মশযেন ভবতি। বাসনাং গৃহীত্ব কর্মশযো বিপাকাবন্তী ভবতীতি। নিগদব্যাখ্যাভ্য ভাষ্যম্। কর্মবিপাকম্ অনুষংবতে—কর্মবিপাকস্ত অনুষংবিতঃ, কর্মবিপাকমপেক্ষমাণা বাসনাস্তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। চর্চঃ—বিচারঃ।

৯। জাতীতি। ন হি দূবদেশে বহুপূর্বকালেহনুভূতস্ত বিষয়স্ত স্মৃতিস্তাবতা কালেন উত্তিষ্ঠতি কিন্তু নিমিত্তযোগে তৎক্ষণমেব আবির্ভবতি দেশকালজাতিব্যবধানেন—সীতি স্মৃত্যর্থঃ। বুধদংশেতি। বুধদংশবিপাকোদয়ঃ—মার্জাবজাতিরূপস্ত বিপাকস্ত উদয়ঃ, স্বযজ্ঞকেন কর্মশযেন অভিব্যক্তো ভবতি। সং—বিপাকঃ। পূর্বমার্জাবদেহরূপ-বিপাকানুভবজ্ জাতাস্তৎসংস্কাররূপা বা বাসনাস্তা উপাদায় জাগ্ ব্যাজ্যতে মার্জাব-জাতিবিপাককৃদ্ মার্জাবকর্মশযঃ, ব্যবধানান্ন তস্ত চিরেণাভিব্যক্তিঃ, বাসনাভিব্যক্তেঃ স্মৃতিরূপেণ। কর্মশযবৃদ্ধিলাভবশাৎ—কর্মশযস্ত বিপাকরূপো বৃদ্ধিলাভঃ তদ্বশাৎ তল্লিমিত্তেনেত্যর্থঃ। নিমিত্তনৈমিত্তিকতাবানুচ্ছেদাৎ—কর্মশযো নিমিত্তং, বাসনাস্মৃতি-নৈমিত্তিকং যত্না বাসনা নিমিত্তং তৎস্মৃতির্নৈমিত্তিকং, তদ্বাবস্ত্ব অনুচ্ছেদাৎ—বর্তমানত্বাৎ। আনন্তর্যম্—নিরন্তরবালতা।

৮। জাতি, আবু এবং ভোগরূপ কর্মবিপাকেব বা তরুণ ফলভোগেব যে সংস্কার, তাহাবাই বাসনা। যেমন গো-শবীবগত পদশব্দাদি সমস্ত বৈশিষ্ট্যেব অননুভূতিজাত যে সংস্কার, তাহা অসংখ্যবাব গো-জন্মেব অন্তর্ভব হইতে নিশাদিত, তাহাই গোজাতীয বাসনা। স্বপ্ন-দুঃখরূপ ভোগবাসনা এবং আয়ুর্বাসনাও ঐরূপ পূর্বানুভূতিজাত। বাসনা হইতে তাহাব অন্তরূপ স্মৃতি হব। বাসনাভিব্যক্তিও তাহাব নিজেব অনুগুণ বা অনুরূপ কর্মশযেব দ্বাবা হব। বাসনাকে গ্রহণ বা আশ্রয় কবিয়া কর্মশয ফলোন্মুখ হব\*। তাত্ত্বে সকল কথা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কর্মবিপাককে অনুষংবন কবে—ইহাব অর্থ কর্মবিপাকেব অনুষংবী বা অনুরূপ হব অর্থাৎ কর্মবিপাককে অপেক্ষা কবিয়াই বাসনাসকল থাকে, নচেৎ তাহাবা ব্যক্ত হইতে পাবে না ( কাবণ কর্মশযেই তদনুরূপ বাসনারূপ স্মৃতিব উদ্ভাটক )। চর্চ অর্থে বিচার।

৯। দূব দেশে এবং বহুপূর্বকালে অননুভূত বিষয়েব স্মৃতি উদ্ভিত হইতে ততকাল লাগে না, কিন্তু উদ্ভাটক নিমিত্তেব সহিত সংযোগ ঘটিলে, দেশ, কাল এবং জাতিরূপ ব্যবধান থাকিলেও সেই কণেই তাহা আবির্ভূত হব—ইহাই স্মৃতিেব অর্থ। বুধদংশ-বিপাকেব উদয় অর্থাৎ মার্জাবজাতিরূপ বিপাকেব অভিব্যক্তি, তাহা স্বযজ্ঞকেব বা নিজেব অভিব্যক্তিব কাবণরূপ কর্মশযেব দ্বাবা অভিব্যক্ত হব। তাহা অর্থাৎ সেই বিপাক, পূর্বেব মার্জাবদেহ-বাবণরূপ বিপাকেব অন্তর্ভব হইতে জাত তাহাব

“ যেমন প্রত্যেক কণাচেষ্টার সন্সার হব তেমনি তাহাব জাতি, আবু এবং ভোগরূপ বিপাকেব যে অসংখ্য-প্রকার প্রকৃতি তাহারও সন্সার হয় বা আছে—তাহাই বাসনা, বদ্যাবা আকারপ্রাপ্ত হইয়া কর্মশয ফলোন্মুখ বা ব্যক্ত হয়। কর্ম অনাদি বসিবা বাসনাও অনাদি, মূলতঃ অসংখ্য প্রকার। অতএব প্রত্যেক কর্মশযেবই অনুরূপ বাসনা সৃজিত আছে জানিতে হইবে।

১০। তাসামিতি । মা ন ভূবন্—অভূবন্ কিন্তু ভূরাসন্ ইতি আশিষো নিত্যত্বাৎ—সর্বদা সর্বত্রাব্যভিচারঃ । সর্বেষু জ্ঞাতেষু জ্ঞায়মানেষু দর্শনাজ্ জনিয়মাণেষুপি সা স্তাদ্ এবং সর্বকালেষু সর্বপ্রাণিনামাশীঃ উপেয়তে । সা চ আশীর্ন স্বাভাবিকী মবণহুঃখানু-স্মৃতিনিমিত্তত্বাৎ । স্মৃতিঃ সংস্কাবাজ্ জায়তে সংস্কাবঃ পুনরনুভবঃ । তস্যাং সর্বৈঃ প্রাণিভিবহুভূতং মরণহুঃখম্ । ইদানীমিব সর্বদা চেৎ সর্বৈর্মবণহুঃখমহুভূতং তর্হি সর্বেষাম্ আশিষো মূলভূতা বাসনা অনাদিবিতি । ন চেতি । ন চ স্বাভাবিকং বস্তু নিমিত্ত-মুপাদেষে—নিমিত্তাভুৎপত্তত ইত্যর্থঃ, যথা কারুন্ম কপং স্বাভাবিকং কায়ে বিজ্ঞমানে ন তহুৎপত্ততে । অহুৎপন্নঃ সহোৎপন্নসহভাবী বা ধর্মরূপো ভাব এব স্বভাবঃ ।

বটেতি । মতাস্তবমুপ্তত্ততে । ঘটপ্রাসাদাদিমধ্যস্থঃ প্রদীপো যথা ঘটপ্রাসাদ-পরিমাণঃ সংকোচবিকালী চ তথা চিত্তমপি গৃহ্যমাণপুত্তিকা-হস্ত্যাশিশরীরাপরিমাণম্ । তথা চ সতি চিত্তস্ত অন্তরাভাবঃ—পূর্বোক্তবশবীরগ্রহণরোর্থদ্ব অন্তবা তত্র ভাবঃ আতিবাহিক-ভাব ইত্যর্থঃ, সংসারশ্চ যুক্তঃ—সঙ্গচ্ছত ইতি ভেদাৎ নয়ঃ । নায়ং সমীচীনঃ, চিত্তং ন

সংস্কাররূপ যে বাসনা সঙ্কিত ছিল, তাহা আশ্রয় কবিয়া অতি শীঘ্রই মার্জাবজ্জাতিরূপ যে বিপাক, তাহাব নিপন্নকাবী মার্জাবকর্মাশয় ব্যক্ত হয় । পূর্বব মার্জাব-অগ্নেব পব বহুপ্রকাব জাতি-গ্রহণ, বহুকাল ইত্যাদি ব্যবধান থাকিলেও তাহাব অভিব্যক্তি হইতে বিলম্ব হয় না, কাবণ, বাসনাভিব্যক্তি স্মৃতিব-স্বরূপ ( তাহা অবগম্যাজ্জ্যেই ব্যক্ত হয় ) ।

কর্মাশয়েব বৃত্তিলাভবশতঃ অর্থাৎ কর্মাশয়েব যে বিপাকরূপ বৃত্তিলাভ বা ব্যক্ততা, তদ্বশে বা তন্নিমিত্তেব বাবা স্মৃতি ও সংস্কাব ব্যক্ত হয় । ( অত্র অর্থ বাবা, কর্মাশয়েব বাবা বৃত্তিলাভবশতঃ অর্থাৎ উৎকৃষ্ট হইয়া স্মৃতি ও সংস্কাব ব্যক্ত হয় ) । নিমিত্ত এবং নৈমিত্তিক ভাবেব অহুচ্ছেদহেতু অর্থাৎ কর্মাশয়রূপ নিমিত্ত এবং বাসনাব স্মৃতিরূপ নৈমিত্তিক ( নিমিত্তজাত ), অথবা ব্যুৎসানরূপ নিমিত্ত এবং তাহাব স্মৃতিরূপ নৈমিত্তিক, তাহাদেব ( নিমিত্ত-নৈমিত্তিকেব ) সত্তাব অহুচ্ছেদহেতু অর্থাৎ তাহাবা থাকে বলিবা ( তদ্বশেই বটে বলিয়া ) কর্মাশয় এবং বাসনাব আনন্তর্ঘ বা অন্তরালহীনতা । ( কর্মাশয় এবং তদ্ব্যবস্থাপ্ত স্মৃতিমূলক বাসনা নিমিত্ত-নৈমিত্তিক সম্বন্ধযুক্ত বলিবা তাহাদেব অভিব্যক্তি এক সময়েই হয় । তদ্ব্যবস্থাপ্তত্ববশেব সময়ে অন্তবাল থাকা সম্ভব নহে ) ।

১০। ‘আমাব অভাব না হউক ( আমাব না-থাকা না-হউক ) কিন্তু যেন আমি থাকি’—এই প্রকাব আশীব ( প্রার্থনাব ) নিত্যস্বহেতু অর্থাৎ সর্বকালে এবং সর্বত্র কোথাও ইহাব ব্যতিচাব দেখা যায় না বলিবা বাসনা অনাদি । বাহারা পূর্বে জন্মাইবাছে এবং বাহাবা জায়মান ( বর্তমানে জন্মাইতেছে ) এইকণ সমস্ত প্রাণীদেব সম্বন্ধে উহা দেখা যাব বলিবা বাহাবা ভবিষ্যতে জন্মাইতে থাকিবে, তাহাদেব সম্বন্ধেও যে ঐ প্রকাব আশী থাকিবে তাহা অস্বপ্নেব, অতএব সর্বকালে সর্বপ্রাণীতেই আশীব অস্তিত্বরূপ নিয়ম পাওয়া বাইতেছে । সেই আশী স্বাভাবিক বা নিজাবগণ নহে, যেহেতু তাহা মবণহুঃখেব অহুস্মৃতিরূপ নিমিত্ত হইতে হয় ইহা দেখা যাব । স্মৃতি সংস্কাব হইতে উৎপন্ন হয়, সংস্কাব পুনশ্চ অহুভব হইতে জাত, তদ্ব্যবস্থাপ্ত সমস্ত প্রাণীবই মবণহুঃখ পূর্বাভূত ইহা প্রমাণিত হইল । ইদানীং

দিগধিকরণকং বস্ত্র কালমাত্রব্যাপিক্রিয়াকরণম্। ন হি অমৃতং চিত্তং হস্তাদিভিঃ  
পরিমেষং তস্মাৎ তস্মাৎ দীর্ঘত্বত্ববাদীনি ন কল্পনীয়ানি। দিগবয়ববহিতত্বাৎ চিত্তং বিত্ব—  
সর্বভাবৈঃ সহ সম্বন্ধবৎ। ন চ বিত্বজ্ঞং সর্বদেশব্যাপিঞ্চ ব্যবসায়করণক্ষেতমঃ। তস্মাৎ  
বৃত্তিরেব সংকেচবিকাশিনীতি যোগাচার্যমতম্। যথা দৃষ্টিঃ তিলে স্তস্তা তিলং গৃহ্মতি  
সা চ আকাশে স্তস্তা মহাস্তমাকাশং গৃহ্মতি, ন তেন দৃষ্টিশক্তেঃ ক্ষুদ্রং বা মহদ্ বা  
পরিমাণাত্মকং ভবেৎ তথা চিত্তমপি বিবেকজ্ঞানপ্রাপ্তং সর্বজ্ঞং সর্বসম্বন্ধি বিত্ব ভবতি  
তজ্ঞাপি মলিনং সংকুচিতবৃত্তি অল্পজ্ঞং ভবতি।

যেমন সকলের মরণস্থঃ দেখা যাইতেছে, তজ্ঞপ সর্বকালে সর্বপ্রাণীৰ মরণস্থঃস্থতব সিদ্ধ হইলে আশীৰ  
মূলভূত যে বাসনা তাহাও অনাটিকাল হইতে আছে বলিতে হইবে। স্বাভাবিক বস্ত্র কখনও  
নিমিত্তকে গ্রহণ কবে না অর্থাৎ তাহা নিমিত্ত হইতে উৎপন্ন হয় না। যেমন শবীবের রূপ স্বাভাবিক,  
কায় বিজ্ঞান থাকিলে তাহাৰ রূপ পবে উৎপন্ন হয় না। বাহা উৎপন্ন হয় না (ব্যবববই আছে)  
অথবা বাহা কোনও বস্তব সঙ্গে সঙ্গেই উৎপন্ন হয় ও সহজাবিরূপে থাকে—এইরূপ যে ধর্মরূপ ভাব,  
তাহাকেই স্বভাব বলে।

ভাবতাব এই প্রসঙ্গে অস্ত্র এক মত উপস্থাপিত কবিতেনে। বট-প্রাণাদিদিব মধ্যম প্রাণীপ  
(দীপালোক) যেমন বট বা প্রাণাদ-পবিসিত এবং আধাব-অহ্মাবাী নংকেচবিকাশী, তজ্ঞপ চিত্তও  
পুত্রিকা (পিঁপড়া), হস্তী-শাদি যখন বেক্রপ শবীব গ্রহণ কবে, সেই পবিনাণ আকাবযুক্ত হয়।  
এরূপ হয় বলিবাঁই চিত্তেব অন্তবাতাব বা পূর্বোক্তব দুই মূল শবীবগ্রহণেব মধ্য যে অন্তব বা ব্যবধান  
সেই কালে যে ভাব অর্থাৎ আতিবাহিক মেহরূপ অবস্থা তাহা, এবং সংসাৰ বা জন্মান্তবপ্রাপ্তিরূপ  
সংসবণও যুক্ত হয়, বা সঙ্গত হয়—ইহা তাঁহাণেব মত। (ইহাণেব মতে চিত্ত বিত্ব বা সর্ববস্তব সহিত  
সম্বন্ধযুক্ত হইলে এক শবীব হইতে অস্ত্র শবীবধাবণ যুক্তিযুক্ত হয় না, কিন্তু চিত্ত যদি কেবল  
অধিষ্ঠানমাত্রব্যাপী হয়, তবেই এক শবীব ত্যাগ কবিতা অস্ত্র শবীবধাবণ এবং তত্বতবেব মধ্যবর্তী  
কালে হৃদয়েহধাবণ ইত্যাদি সঙ্গত হয়)। এই মত সন্নীচীন নহে। চিত্ত দেশাশ্রিত বস্ত্র নহে,  
কাবণ, তাহা কালমাত্রব্যাপি-ক্রিয়াকরণ। চিত্ত অমৃত (অদেশাশ্রিত) বলিবা তাহা হস্তাদি  
মাপকেব বাবা পবিসেব নহে, তজ্ঞপ চিত্তেব দীর্ঘত্ব-ত্বত্ব আদি কল্পনীয় নহে। দৈনিক অবববহীন  
বলিতা চিত্ত বিত্ব বা সর্ব ভাবপদার্থেব সহিত সম্বন্ধযুক্ত (তবে বৃত্তিগাহায্যে বাহাব সহিত যখন সম্বন্ধ  
ঘটে, সেই বস্তবই জ্ঞান প্রকটিত হয়)। এখানে বিত্ব অর্থে সর্বদেশব্যাপিস্থ নহে, কাবণ, চিত্ত ব্যবনায  
বা গ্রহণরূপ (বাহা দেশব্যাপক তাহা বাহ্যবস্ত্ররূপে গ্রাহ্য), চিত্তেব বৃত্তিই নংকেচবিকাশিনী অর্থাৎ  
আলম্বন অহ্মাবাী ক্ষুদ্র বা বৃহৎ রূপে প্রভীত হয়—ইহাই যোগাচার্যেব মত। যেমন চক্ষুৰ দৃষ্টি যদি  
তিলে স্তস্ত হয় তবে তাহা তিলকে গ্রহণ কবে এবং তাহা আকাশে স্তস্ত হইলে মহান আকাশকে  
গ্রহণ কবে, তাহাতে যেমন দৃষ্টিগতিস্থ ক্ষুদ্র বা মহৎ এইরূপ কোনও পবিসাণেব অন্তভা হয় না, তজ্ঞপ  
চিত্তও বিবেকজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে সর্বজ্ঞ বা সর্ববস্তব সহিত সম্বন্ধযুক্ত ও বিত্ব হয়, সেই চিত্ত আবাব  
যখন মলিন হয়, তখন সংকুচিতবৃত্তিযুক্ত ও অল্পজ্ঞ হয় (অতএব বিত্বই চিত্তেব বরূপ, তাহাব বৃত্তিই  
অবস্থাহ্রসাবে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ বস্ত-বিবধা হইবা তদাকাবা হয়)।

তন্মতে। তচ্চ চিত্তং নিমিত্তমপেক্ষ্য বৃত্তিমদ্ ভবতি। শ্রদ্ধাবীৰ্যশ্রুতিসমাধিপ্রজ্ঞা ইত্যাদ্যাঙ্গিকং মনোমাত্রাধীনং নিমিত্তম্। উক্তং সাংখ্যাচার্যৈঃ, য ইতি। মৈত্রীকরণ-মুদিতোপেক্ষাকপা যে শ্যায়িনাং বিহাৰাঃ—চৰ্ঘা ইত্যর্থঃ, তে বাহুসাধননিবহুগ্রহাশ্রানাঃ—বাহুসাধননিবপেক্ষাঃ তে চ প্রকৃষ্ট—শুভ্রং ধৰ্মম্ অভিনির্বর্তয়ন্তি—নিষ্পাদয়ন্তি। অর্থতেহত্র “সৰ্বধৰ্মান্ পবিত্র্যন্ত্য মোক্ষধৰ্মং সমাশ্রয়েৎ। সৰ্বে ধৰ্মাঃ সদোৰাঃ শূন্যঃ পুনৰাবৃত্তিকারকঃ” ইতি। শুক্রাচার্য্যভিসম্পাতাং পাংশুবর্ষণে দণ্ডকাবণ্যং শূন্যমভূৎ।

১১। হেতুবিতি। ধৰ্মাদিহেতুভিৰ্বাসনাঃ সংগৃহীতাঃ—উপচীষমানাস্তিষ্ঠন্তি ন বিলীয়ন্তে। স্নেগমম্। ফলং বাসনানাং শ্রুতিঃ। যং বাসনাস্থিতিক্রপং প্রত্যুৎপাদকম্ আশ্রিত্য বস্তু ধৰ্মাদেঃ প্রত্যুৎপন্নতা—বর্তমানতা, শ্রুতিক্রপং তৎ ফলং বাসনানাম্। শ্রুত্বন্তবস্ত সত এব ব্যক্ততা নাসত উপজনঃ। এবং শ্রুতিক্রপকলাদ্ বাসনাসংগ্রহঃ। আলম্বনং বাসনানাং বিষয়াঃ। শব্দাদিবিষয়াভিমুখা এব বাসনা ব্যজ্যন্তে। এবং হেত্বাদিভিৰ্বাসনাসংগ্রহঃ তদভাবে চ বাসনানামভাবঃ।

সেই চিত্ত নিমিত্ত বা হেতুকে অপেক্ষা কৰিবা অৰ্থাৎ নিমিত্তেব অল্পক্লপ বৃত্তিযুক্ত হব। শ্রদ্ধা, বীৰ্য, শ্রুতি, সমাধি, প্রজ্ঞা ইহাবা মনোমাত্রাব অধীন বলিবা আধ্যাত্মিক নিমিত্ত। সাংখ্যাচার্য্যদেব দ্বাবা উক্ত হইবাছে, যথা—মৈত্রী, করণা, মুদিতা ও উপেক্ষাক্রপ যে ধ্যাবীদেব বিহাব বা (অল্পক্ল) চৰ্ঘা, তাহাবা বাহুসাধনেব নিবহুগ্রহাশ্রক অৰ্থাৎ কোনও বাহু উপকরণেব উপব নির্ভব কবে না (শান্তব সাধন-বকপ) এবং তাহাবা প্রকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট যে শুভ্র শাস্তিক ধৰ্ম তাহা নির্বর্তিত বা নিষ্পাদিত কবে। এবিষয়ে শ্রুতি যথা—“সৰ্ব ধৰ্ম জাগ কবিবা মোক্ষ ধৰ্ম আশ্রব কবিবে, কাবণ, অল্প সমস্ত ধৰ্ম নদোব এবং তাহাতে পুনৰ্জন্ম হব” (বাজবল্য)। শুক্রাচার্যেব অভিপাণেব ফলে পাংশু বা ভস্ম-বৰ্ষণেব দ্বাবা দণ্ডকাবণ্য প্রাপিশূন্ত হইবাছিল।

১১। ধৰ্মাদি হেতুব দ্বাবা বাসনাসকল সংগৃহীত বা সঞ্চিত হইবা উদবশীলভাবে থাকে, তাহাবা সম্পূৰ্ণ লয়প্রাপ্ত হব না। বাসনাব বল শ্রুতি। বে বাসনাক্রপ উৎপাদক কাবণকে আশ্রব কবিবা তৎফল যে ধৰ্মাধৰ্ম বা স্বধ-দুঃখক্লপ ভাব তাহাব উৎপত্তি বা শ্রবণ হব, তাহাই বাসনাব শ্রুতিক্রপ বল। শ্রুতিব যে উদ্ভব হব, তাহা সৎ বা অবস্থিত বস্ত হইতেই হব, কাবণ, অসৎ হইতে কিছু উৎপন্ন হইতে পাবে না অৰ্থাৎ শ্রুতি হইলেই তদাকাবা বাসনা আহিত ছিল বৃত্তিতে হইবে। এইকপে শ্রুতিক্রপ ফল হইতে বাসনাব সংগ্রহ বা সঞ্চিতভাবে অবস্থান ঘটে। বিষবসকলই বাসনাব আলম্বন। শব্দাদি বিষয়াভিমুখ হইবাই জাত্যাযুৰ্ভোগকপে বাসনাসকল ব্যক্ত হব। এইকপে হেতু-কলাদিব দ্বাবা বাসনা সংগৃহীত থাকে এবং তাহাদেব অভাব ঘটিলে বাসনাবও অভাব ঘটিবে অৰ্থাৎ তাহা শ্রুতিক্রপে কখনও ব্যক্ত হইবে না।

(ভাস্কৰাব এখানে ধৰ্ম-অধৰ্ম, স্বধ-দুঃখ ও তদুৎপন্ন বাস-দেব এই পবম্পবমাপেক বৃত্তিকে ছব অব বা শলাকামুক্ত অবিচ্ছিন্নিত সংসাবচক্র বলিবাছেন। ইহাতে ধৰ্ম থাকিলেও তাহা প্রবৃত্তিমূলক বলিবা এই চক্রে প্রথিত জীব আবহমান কাল জন্ম-মৃত্যুব আবর্তনে বিপবিবৰ্তিত হইতেছে। ইহাতে

১২। নেতি। দ্রব্যেণ সম্ভবন্ত্যঃ—সত্যো বাসনাঃ। নিবর্তিত্যন্তে—অভাবং প্রাপ্ত্যুঃ। অভাবক্স অবর্তমানক্স অতীতানাগতেন ব্যবহার ইতি যাবৎ। অতীতানা-গতলক্ষণকং বস্ত্ত স্বরূপতঃ—স্ববিশেষরূপতঃ অস্তি, অক্ষভেদাৎ কাললক্ষণভেদাদ্ ধৰ্মাণাং কারণসংসৃষ্টকপেণ বর্তমানানামেব তথা ব্যবহার ইতি সুত্রার্থঃ। ভবিষ্যদিত্তি। নির্বিষয়ং জ্ঞানং ন ভবেদিত্তি সৰ্বজ্ঞানস্ত বিষয়ো বিপ্লতে। তস্মাদতীতানাগতসাম্প্রাংকাবস্থাপি অস্তি বিশেষবিষয়ঃ। তদ্বিসয়স্ত অগোচরত্বাৎ লৌকিকৈবক্ষভেদেন লক্ষিত্বা ব্যবহৃত্যতে।

দেহাশ্রবোধ বা অনায়ে আন্তজ্ঞানরূপ অস্থিতা ক্লেশকে ক্ষব কবাব চেষ্টা অর্থাৎ নিবৃত্তি নাই। আধ্যাত্মিক লক্ষ্যজ্ঞে কর্ম ধর্মাপ্রতি হইলেও তাহা প্রবৃত্তি, তাহাতে সাময়িক মুখ হইতে পাবে কিন্তু বাগযুক্ত বাহ্যস্থে বামাপ্রাপ্তি ও তৎকালে যেম এবং দেহবাবণ এবং তাহাযুক্তিক জাগতিক বিপবিণামেব অধীনতা অবশুস্তাবী, তাহাতে নৈতিক অধোগতিও হইতে পাবে। মনকে অন্তর্মুখ কবাব উপায়কপে আচরিত যে ধর্ম অর্থাৎ কর্মকে ক্ষব কবাব জ্ঞত যে কর্ম, তাহাব নাই নিবৃত্তিধর্ম, তাহাতে মন ক্রমণঃ বাহ্য বিষয় হইতে এবং দেহাভিমান হইতে উপবত হইবা গাতিপ্রাপক বিবেকান্তিমুখ হইবে এবং তাহাই সংসাৰ-চক্ৰ হইতে বিমুক্তিব সাধক মোক্ষধর্ম। এইরূপ কর্মই ৪।৭ হুত্রোক্ত অশুভানুষ্ঠান)।

১২। দ্রব্যকপে সত্ব বা অবস্থিত বলিবা বাসনাসকল সং বা ভাব পদার্থ। নিবর্তিত হইবে অর্থাৎ অভাবপ্রাপ্ত হইবে। অভাব অর্থে বাহা বর্তমান নহে কিন্তু অতীত ও অনাগতরূপে যে স্থিতি তাহা লক্ষ্য কবিবা ব্যবহার কবা। অতীতানাগতলক্ষণযুক্ত বস্ত্ত স্বরূপতঃ অর্থাৎ তাহাব নিজ নিজ বিশেষরূপে লীন ভাবে আছে। অক্ষভেদে বা কালরূপ লক্ষণভেদেব দ্বাবা, কাবণেব সহিত সংসৃষ্টকপে বা লীন ভাবে স্থিত বা বর্তমান ধর্মসকলকে ঐরূপে অর্থাৎ অতীত-অনাগতরূপে ব্যবহার কবা হয়—ইহাই হুত্রের অর্থ।

নিবিষয় বা জ্ঞেয়বস্ত্তহীন জ্ঞান হব না বলিবা সর্বজ্ঞানেবই বিষয় আছে, তজ্জ্ঞত অতীত-অনাগত সাম্প্রাংকাবেবও বিশেষ বিষয় আছে (অতীতানাগত ভাবে)। সেই বিষয় ইন্দ্ৰিয়েব অগোচর বলিবা লৌকিক বা সাধাবণ ব্যক্তিদেব দ্বাবা কালভেদপূর্বক বা অতীত-অনাগত লক্ষণ-পূর্বক ব্যবহৃত হয় (কোনও বস্ত্ত অপ্রত্যক হইলেই তাহাব ত্রৈকালিক অভাব বলা হয় না, অতীত-অনাগতরূপেই তাহাব অস্তিত্ব লক্ষিত হয়)।

কর্মের উৎপিন্স ফল অর্থাৎ কর্ম হইতে পাবে উৎপন্ন হইবে এইরূপ যে ফল। সেই কর্মফল যদি নিরূপাধ্য বা অসং হইত তাহা হইলে তত্বক্ষেপে কুশলেব বা বোদ্ধপ্রাপক কর্মেব অহুষ্ঠান (সেই ফলেচ্ছ ব্যক্তিব পক্ষে) বৃক্তিমুক্ত হইত না। সিদ্ধ বা বর্তমান বে নিমিত্ত তাহা নৈমিত্তিকেব (নিমিত্তজাত পদার্থেব) বিশেষানুগ্রহণ কবে অর্থাৎ অভিযান্ত্রিক বিশেষ অবস্থা প্রাপিত কবে (বর্তমান সং যে নিমিত্ত তাহা, অনাগত কিন্তু সং নৈমিত্তিকেই অনভিযান্ত্র অবস্থা হইতে ব্যক্ত বা বিশেষিত কবে, কোনও অসৎকে সং কবে না)। ধর্মসকল প্রত্যবস্থিত অর্থাৎ প্রত্যেক ধর্ম যথাযথরূপে অবস্থিত (অতীত হউক বা অনাগত হউক তাহাব সবই বধাব্যভাবে তত্ত্ব অবস্থাব 'আছে')। তন্মধ্যে বাহা বর্তমান ধর্ম তাহা ব্যক্তিবিশেষপ্রাপ্ত অর্থাৎ ধর্মী হইতে বিশিষ্ট যে ব্যক্ততা (বদ্বাব তাহাব বিজ্ঞাত) তৎসম্পন্ন হইবা তাহা দ্রব্যতঃ বা জ্ঞানমানরূপ অবস্থাব আছে অর্থাৎ



কিঞ্চিতি। কর্মণ উপপৎসু ফলম্—উৎপৎসুমানং ফলমিত্যর্থঃ, যদি নিকপাখ্যম্—অসৎ তদা তদুদ্দেশেন কুশলস্ফাভুষ্ঠানং ন যুক্তং ভবেৎ। সিদ্ধং—বর্তমানং নিমিত্তং নৈমিত্তিকস্ত বিশেষানুগ্রহণম্ অভিব্যক্তিরূপবিশেষবাবস্থাপ্রাপণং কুরুতে। ধর্মীতি। ধর্মীঃ প্রত্যবস্থিতাঃ—প্রত্যেকং ধর্মী অবস্থিতাঃ। বর্তমানং ব্যক্তিবিশেষাপন্নং—ধর্মিণো বিশিষ্টা যা ব্যক্তিস্তৎসম্পন্নং জ্ব্যভঃ—গৃহমাণস্বরূপতোহস্তি তথা অতীতম্ অনাগতং বা জ্ব্যভং ন ব্যক্তিবিশেষাপন্নম্। একস্ত বর্তমানাধ্বনঃ সময়ে। ধর্মিসমধাগতো—ধর্মিণি সংসৃষ্টৌ। নাইভূষা—সম্বাদেবেত্যর্থঃ ভাবঃ ত্রয়ানামধ্বন্যাং নাইসম্বাদিত্যর্থঃ।

১৩। ত ইতি। সূক্ষ্মাধ্বানঃ—অতীতানাগতানাং বোভশবিকারধর্মীণাং সূক্ষ্ম-অকপাণি বড়বিশেষাঃ তন্মাত্রান্নিত্যরূপাঃ। সাংখ্যাশাস্ত্রানুশাসনম্ বষ্টিতন্ত্রানুশাসনম্ অত্র গুণানামিতি। পরমং বপম্—মূলরূপম্ অব্যক্তাবস্থা ন দৃষ্টিপথম্ অচ্ছতি—গচ্ছতি। ব্যক্তং দৃষ্টিপথং প্রাপ্তং যদ্ গুণরূপং তন্মাত্রেব সূতুচ্ছকং মায়য়া প্রদর্শিতং প্রপঞ্চং যথা তুচ্ছং তথ্যেতি।

১৪। যদেতি। সর্বো—ত্রয় ইত্যর্থঃ, গুণাঃ। কথং ত্রেবাং পরিণামে একম্ ব্যবহাবঃ? পরম্পরানুজ্ঞেয়ং পরিণামজননস্বভাবাং পরিণামভূতানাং বভূনাং তত্ত্বম্

ধর্মী হইতে বিশিষ্ট লক্ষণযুক্ত হইবাই বর্তমান ধর্মের ব্যক্ত অবস্থা, কিন্তু অতীত ও অনাগত জ্ব্যভ তরুণ বিশিষ্ট লক্ষণযুক্ত হইয়া অবস্থিত নহে। কোনও একটির অর্থাৎ বাহ্য বর্তমানরূপে ব্যক্ত, তাহার উৎসকালে অজ্ঞেয়া ধর্মিসমধাগত অর্থাৎ ধর্মীতে সংসৃষ্ট বা বীন হইয়া অবস্থান কবে (ধর্মী হইতে বিসৃষ্টই ব্যক্ততা)। অভাব হইয়া নহে অর্থাৎ সংবদ্ধ হইতেই জিকালের অস্তিত্ব লিঙ্গ হয়, অসত্তা হইতে নহে। (তিনি অক্ষার দ্বারা ললিত হইলেও বস্তু অবস্থা কোথাও হয় না বলিয়া অনাগত সত্তা হইতে বর্তমানত্ব এবং বর্তমানের অতীত সত্তা—ইহাব মধ্যে সত্তাব বলিয়া কিছু নাই)।

১৩। সূক্ষ্মাত্মক অর্থে অতীত ও অনাগত ভাবে স্থিত বোভশ বিকাররূপ ধর্মের দুই কারণ পঞ্চতন্মাত্র ও অস্তিত্ব এই দুই অবিশেষ। সাংখ্যাশাস্ত্রেব বা বার্ষগণ্যকৃত বষ্টিতন্ত্রেব এবিধে অল্পশাসন যথা—পরমরূপ বা মূলরূপ যে অব্যক্তাবস্থা, তাহা দৃষ্টিপথ প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ সাংখ্যাকাব্যযোগ্য নহে। গুণজন্মেব বাহ্য ব্যক্ত বা দৃষ্টিপথপ্রাপ্ত রূপ তাহা মায়ার দ্বারা অতি তুচ্ছ অর্থাৎ মায়ার বা ইন্দ্রজালের দ্বারা প্রদর্শিত প্রপঞ্চ বা নানা বিবব বেদন তুচ্ছ বা অলীক তরুণ।

১৪। সর্বগুণ অর্থাৎ তিন গুণ। গুণসকল জিসংখ্যক হইলেও তাহাদের পরিণামে একম্ ব্যবহাব কেন হয় অর্থাৎ জিগুণনির্মিত বস্তু জিগুণবস্তু তিন মনে না হইয়া এক বলিয়া মনে হয় কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—তাহারা পবম্পর অদ্বাদ্বিভাবে (অবিচ্ছিন্নভাবে) থাকিয়া পবিত্র হওয়াব স্বভাবযুক্ত বলিয়া পবিত্রাভূত বস্তু তৎ এক বা তাহা এক বস্তু, এইরূপ ব্যবহার হয় \*।

\* বস্তুর উপাদানভূত জিগুণের পরিণাম ধর্মিলে বলিতে হইবে সর্বই পরিণত হইয়া কড়তায় গেল এবং অড়তাই পরিণত হইয়া নহে বা জ্ঞাতভাবে গেল, এইরূপ তাহাদের একযোগে নিমিত্ত পরিণাম হয় বলিয়া পরিণামভূত জিগুণদ্বয় বস্তুর তদ নামই এক।

একম্ ইতি ব্যবহারঃ। প্রথ্যেতি। গ্রহণাত্মকোপাদানভূতানাম্। শব্দাদীনামিতি। শব্দাদীনাম্—প্রত্যেকং শব্দাদিতন্মাত্রাণাম্। তত্র যুতিসমান-জাতীয়ানাম্—পৃথিবীত্বসজাতীয়ানাম্ একঃ পৰিণামঃ তন্মাত্রাবয়বঃ—গন্ধতন্মাত্রাকোপো গন্ধপৰমাণুঃ। গন্ধতন্মাত্রম্ অবয়বো বস্তু তাদৃশাবয়বঃ পৃথিবীপৰমাণুঃ—ভূতরূপস্ত পৃথিবীত্বস্ত গন্ধতন্মাত্রাজাতা অপবো যেষাং সমষ্টিঃ ক্রিতিকৃতত্বম্। তাত্ত্বিকক্রিতি-ভূতান্ নাম তেষাং গন্ধধর্মকাণামেকঃ পৰিণামো ভৌতিকী সংহতা পৃথিবী তথা চ গোবর্ধকঃ পর্বত ইত্যেবমাদিঃ। অস্ত্রেষামপি ভূতানাম্ স্নেহাদিধর্মীন্ উপাদায়—গৃহীত্বা অনেকেবাং ধর্মভূতং সামান্যম্—একত্বমিত্যর্থঃ। তথা চ একবিকারারম্ভ এবং সমাধেয়ঃ—উপ-পাদনীয়ঃ। যথা রসপবমাণু নাম একো বিকারো বসলক্ষণম্ অব্যুতং তন্ত চ স্নেহধর্মকং পানীয়ম্ জলমিত্যাदि।

নাস্তীতি। বিজ্ঞানবিসহচরঃ—বিজ্ঞানবিসংযুক্তঃ। বস্তুস্বরূপম্ অপহৃত্ব তে—অপলপন্তি। জ্ঞানেতি। বস্তু ন পৰমার্থতোহস্তুতি তে বদন্তি, তেষাং তদ্বচনাদেব বস্তু স্ব-মাহাছ্যেন প্রতাপতিষ্ঠেত। পরমার্থস্ত বাহুবৈরাগ্যাং সিধ্যতিতি সর্বসম্মতিঃ। বাহুবস্তু চেয়াস্তি তর্হি কথং তত্র বৈরাগ্যং কার্যম্। তস্মেৎ অভ্যুপপ্রতিষ্ঠং তদ্রূপান্তি কিকিদ্ বস্তু বস্তু তন্ অভ্যুপগম, এবং বস্তু স্বমাহাছ্যেন প্রতাপতিষ্ঠেত। কিন্তু ন স্বল্প-

গ্রহণাত্মক অর্থে গ্রহণ বা কণতত্ত্ব উপাদান-স্বরূপ। শব্দাদি অর্থাৎ প্রত্যেক শব্দাদি-তন্মাত্রায়েব। তাহাদেব মধ্যে বাহাবা যুতিসমানজাতীয় বা কাঠিত্ত্বগুণযুক্ত ক্রিতিকৃতেব সহিত একজাতীয়, তাহাদের যে এক পৰিণাম তাহা সেইমাত্র অববয়বজ্ঞ অর্থাৎ গন্ধতন্মাত্র-অববয়বযুক্ত গন্ধধর্মাত্মক গন্ধপৰমাণু (কাবণ ক্রিতিকৃতেব গুণ গন্ধ)। সেই গন্ধতন্মাত্রাই বাহাব অববব বা উপাদান তাহাই পৃথিবী-পৰমাণু বা ভূতত্বরূপ পৃথিবী (ক্রিতিকৃতেব) গন্ধতন্মাত্রাজাতা যে অণুসকল, তাহাদের সমষ্টিই ক্রিতিকৃতত্ব। গন্ধধর্মক তাত্ত্বিক ক্রিতিকৃতেব অণুসকলেবই জ্বল পৰিণাম এই ভৌতিক কাঠিত্ত্ব-গুণযুক্ত জ্বল ব্যাবহাবিক পৃথিবী, গো, বৃক্ষ, পর্বত ইত্যাদি। অন্ত্যাত্ম ভূতলকলেবও স্নেহ (ভবলতা), ঔষ্য (রূপ) ইত্যাদি ধর্ম উপাদান বা গ্রহণ কবিত্ব সেই উপাদানভূত বস্তু অনেকেব ধর্মযুক্ত হইলেও তাহা সামান্য, অর্থাৎ তাহা বহুলক্ষণযুক্ত হইলেও এক বলিয়াই গৃহীত হয়, আব তাহাদেব একরূপেই পৰিণাম হয়—এইরূপে ইহা সমাধেয় বা যুক্তিব দ্বারা স্থাপনীয়। উদাহরণ যথা, বসপবমাণুসকলেব এক পৰিণাম বসলক্ষণযুক্ত অণু-ভূত (জ্বলভূত), গুনন্ত তাহার পৰিণাম (ভৌতিক) স্নেহধর্মযুক্ত পানীয় জল ইত্যাদি।

বিজ্ঞানবিসহচরঃ—বিজ্ঞান হইতে বিযুক্ত। (বৈদ্যনিক বোধেবা) বস্তু-স্বরূপকে অপহৃত বা অপলপিত কবেন। তাঁহারা বলেন যে, পরমার্থতঃ বস্তু নাই (তাহা চিন্তেবই পবিকল্পনামাত্র)। কিন্তু তাহাদেব ঐ উক্তি হইতেই বস্তু স্বমাহাছ্যে (অন্ত যুক্তি ব্যতীত) প্রতাপনিত হয়, কাবণ বাহু বস্তুতে বৈরাগ্য হইতেই পৰমার্থ সিদ্ধ হয়—ইহা সকলেবই সম্মত। কিন্তু বাহুবস্তুই যদি না থাকে তবে কিরূপে তাহাতে বৈরাগ্য কবণীয়? তাহা যদি অভ্যুপপ্রতিষ্ঠ অর্থাৎ বৈরাগ্যে গোচরীভূত

বিষয়: চিত্তমাত্রাদেবোৎপত্ততে পূর্বানুভূতকপাদিবিষয়াণামেব তদা বল্লনং স্মরণঞ্চ।  
 শব্দানুভবস্ত ইন্দ্রিয়দ্যবেণোপস্থিতবাহুবল্লভ এব নির্বর্ততে। ন হি অনুবাক্ত্য রূপ-  
 জ্ঞানাত্মকঃ স্পন্দো ভবতি। তস্মাদ্ বিষয়জ্ঞানং ন চিত্তমাত্রাধীনং কিন্তু চিত্তব্যতিরিক্ত-  
 বাহুবল্লভপবাগাৎ চেতসি তদুৎপত্ততে। বৈনাশিকানাং প্রমাণাত্মকং—বাক্যাত্মকসহায়ং  
 বিকল্পজ্ঞানমেব প্রমাণম্, অতঃ কথং তে স্বেচ্ছয়বচনাঃ স্মৃতিতি।

১৫। কৃত ইতি। বস্তু জ্ঞানপরিবল্লনামাত্রম্ ইত্যেবংবাদী বৈনাশিকঃ প্রষ্টব্যঃ  
 কস্য হু চিত্তস্ত তৎ পবিকল্পনম্। ন কস্যাপ্তিতি বক্তব্যম্। যতো বস্তুসাম্যে চিত্তভেদাৎ  
 তয়োর্বস্তুজ্ঞানয়োর্বিশিষ্টতঃ—অত্যন্তভিন্নঃ পস্থাঃ—মার্গঃ অবস্থিতিরিত্যর্থঃ। সুগমং ভাগ্যম্।  
 সাংখ্যাপক্ষ ইতি। বাহুবল্লভ ত্রিগুণং গুণবৃত্তস্ত চলন্যং স্বপথৈস্তেবাং পবিণামো ন চ  
 কস্তাচিং বল্লনয়া। ধর্মাদিনিমিত্তসাপেক্ষং বস্তু চিষ্টেরভিসংবধ্যতে—বিষয়ীক্রিয়তে।  
 উৎপত্তমানস্ত সুখাদিপ্রত্যয়স্ত ধর্মাদিনিমিত্তং তেন তেনাস্থনা—ধর্মাৎ সুখমিত্যাদিনা  
 স্কল্পপেণ হেতুর্ভবতীতি।

হইতেছে তাহা হইতে অজ্ঞরূপ হয়, তাহা হইলেও বলিতে হইবে যে বাহ্যে এমন কোনও বস্তু আছে,  
 দৃষ্টমান বিশ্ব যাহাবই অজ্ঞরূপ বা বিপর্কিত রূপ। এই প্রকারে বস্তুব সত্তা স্ববাহ্য্যোই উপস্থিত  
 হয়।

( যদি কেহ বস্তুকে স্বপ্নবৎ মনেব কল্পনাগ্রহত বলেন, তাহার নিবাস—) কিঞ্চ স্পন্দেব বিষয়  
 কেবল চিত্ত হইতেই উৎপন্ন হয় না, পূর্বানুভূত কপাদি বিষয়েবই স্পন্দে কল্পন ও স্মরণ হয়। ইন্দ্রিয়দ্যব  
 দ্বিবা আগত বাহুবল্লভ হইতেই শব্দাদি-অনুভব নিম্পন্ন হয়, জ্ঞানাত্ম ব্যক্তিব রূপ-জ্ঞানাত্মক স্পন্দ কখনও  
 হয় না। তজ্জন্ম বিষয়জ্ঞান কেবল চিত্তমাত্রের অধীন নহে, কিন্তু চিত্ত হইতে পৃথক্ বাহুবল্লভ  
 উপবাগ হইতে তাহা চিত্তে উৎপন্ন হয়। বৈনাশিক যৌক্ত্যেব, প্রমাণেব সহিত সঙ্ঘটনীন কেবল  
 বাক্যমাত্রসহায়ক বিকল্পজ্ঞানই একমাত্র ‘প্রমাণ’, অতএব তাহাবা কিরূপে স্বেচ্ছয়বচন হইবেন অর্থাৎ  
 তাহাদের ঐ বচন কিরূপে স্বেচ্ছয় হইতে পারে ?

১৫। ( জ্ঞেয় ) বস্তু কেবল জ্ঞানের বা চিত্তেব পবিকল্পনামাত্র—এইরূপ প্রতাবলী বৌদ্ধ  
 বৈনাশিকদের এই প্রশ্ন করা যাইতে পারে যে ‘বস্তু ভবে কাহাব চিত্তেব পবিকল্পনা ?’ তদুত্তরে  
 বলিতে হইবে যে ‘কাহাবও নহে’। বস্তু এক হইলেও তদগ্রাহক চিত্তেব ভেদ হয় বলিবা অর্থাৎ  
 একই বস্তু আশ্রয় কবিষা বিভিন্ন ব্যক্তিব বিভিন্ন জ্ঞান হয় বলিবা, তাহাদের অর্থাৎ বস্তুব এবং  
 জ্ঞানেব, বিভক্ত বা অভ্যন্ত পৃথক্ পস্থা বা মার্গ অর্থাৎ অবস্থিতি ( উভয়েব পৃথক্ সত্তা )।

সাংখ্যাপক্ষে বাহুবল্লভ ত্রিগুণাত্মক এবং গুণবৃত্ত। জ্ঞানেব মৌলিক স্বভাব নিকাবশীলতা, তজ্জন্ম  
 ( স্বভাবই ত্রিরূপ বলিবা ) স্বপথেই অর্থাৎ অন্তনিবপেক্ষভাবেই তাহাদের পবিণাম হয়, কাহাবও  
 কল্পনাকৃত নহে। ধর্মাদি-নিমিত্ত-সাপেক্ষ অর্থাৎ ধর্মাদিকে নিমিত্ত কবিষা উৎপন্ন বস্তু চিত্তেব দ্বারা  
 অভিসম্বন্ধ হয় বা বিষয়ীকৃত হয়। ( ধর্মাদি কিরূপে নিমিত্ত হয় তাহা বলিতেছেন—) উৎপত্তমান

১৬। কেচিদিতি। সাধাবণক বাধমানাঃ—বস্তু বহুনাং চিন্তানাং সাধাবণো বিষয় ইত্যেতৎ সম্যগ্‌দর্শনং বাধমানাঃ। জ্ঞানসহকৃৎ বস্তুরূপোহিহিততঃ পূর্বোত্তরবক্ষণেষু স নাস্তীতি। নৈতদ্ব্যাহ্যাম্। বস্তুন একচিন্তিতত্বেষু সতি যদা তদ্বস্তু ন তেন চিন্তেন প্রমীয়েত তদা তৎ কিং জ্ঞাৎ। চৈত্রচিন্তাপ্রমিতোহর্থঃ চৈত্রেণ যদা ন প্রমীয়েত তদা মৈত্রাদিভিরপি তজ্জ জ্ঞাত্যেত অতো ন বস্তু কস্তচিচ্চিন্তিতত্বমিত্যর্থঃ। একেতি। ব্যাঘ্রে—অজ্ঞাতং গতে। তেন চিন্তেন অপরাহুটম্—অনালোচিতমিত্যর্থঃ। যে চেতি। যে চাক্ষু বস্তুনোহিহুপস্থিতাঃ—অগৃহমাণা ভাগান্তে ন শূন্যাঃ। তস্মাৎ স্বতন্ত্রোহর্থঃ সাধারণঃ, চিন্তানি চ অর্থভ্যঃ পৃথক্ প্রতিলোক্য প্রবর্তন্তে ইত্যেতদ্ অত্র সম্যগ্‌দর্শনম্। তথোবিত্তি। তয়োঃ—অর্থচিন্তয়োঃ সম্বন্ধাৎ—উপরাগাদ্ বা উপলব্ধিঃ—বিষয়জ্ঞানং স এব পুরুষস্ত জট্টভোগঃ—ইষ্টানিষ্টবিষয়জ্ঞানম্।

১৭। গ্রাহ্যগ্রহণয়োঃ স্বতন্ত্রক সংস্থাপ্য তয়োঃ সম্বন্ধং বিবরণোতি ভদিত্তি, সূত্রেণ। স্বতন্ত্রেণ বিষয়েণ চিন্তন্ত উপবাস্ততঃ চিন্তন্ত বিষয়জ্ঞানম্। অল্পপাণে তু অজ্ঞাততঃ। অস্বকাস্তেতি। ইঞ্জিয়দ্বাৰা চিন্তাধিষ্ঠানগতা বিষয়ান্ চিন্তমানাক্তন্ত উপরঞ্জয়ন্তি—স্বাকাবতয়া

হুখাদি প্রত্যয়েব পক্ষে ধর্মাদি নিমিত্তলবন সেই সেই রূপে হেতু-স্বরূপ হব, অর্থাৎ ধর্মরূপ প্রত্যয় হইতে হুখ-প্রত্যয়, অর্থক হইতে হুখ-প্রত্যয় ইত্যাদিরূপে হেতু হব।

১৬। সাধাবণককে বাধিত কবিতা অর্থাৎ বস্তু বা মূল উপাধান বহুচিন্তেব সাধাবণ বিষয় এই বর্ধার দর্শনকে বাধিত বা অপলাপিত কবিতা। বস্তুরূপ বিষয় জ্ঞানসহকৃ বা জ্ঞানের সহিতই তাহাব উদ্ভব, অভএব তাহা। পূর্ব ও পব কসে নাই (অনাপত ও অভীতকালে, যে সময়ে বস্তু জ্ঞান হব না তখন তাহা থাকে না)—উহাদেব (বৈশাশিকদেব) এইমত জ্ঞান্য নহে। বস্তুব উপাদ বা জ্ঞান কোনও একচিন্তেব তত্ত্ব বা অধীন হইলে, যখন সেই বস্তু সেই চিন্তেব দ্বাৰা লাক্ষ্য গৃহীত না হয় তখন তাহা কি হইবে? চৈত্রেণ দ্বাৰা প্রত্যক্ষীকৃত বিষয় যখন পবে তাহাব দ্বাৰা প্রমিত না হয় তখন মৈত্রাদি অপবেব দ্বাৰা তাহা জ্ঞাত হব। অভএব বস্তু কাহাবও চিন্তেব তত্ত্ব নহে, অর্থাৎ তাহা কাহাবও চিন্তেব পবিকল্পনামাত্র নহে (পবস্ত তাহা চিত্ত হইতে পৃথক্ এবং সকলেব দ্বাৰাই গৃহীত হওবাব যোগ্য)।

চিত্ত ব্যগ্র হইলে বা অন্তমনক হইলে সেই চিন্তেব দ্বাৰা অপরাহুট অর্থাৎ অনালোচিত বা অগৃহীত বিষয় কি হইবে? বস্তুব যে অল্পপস্থিত বা অগৃহমাণ অংশ তাহাবও অস্তিত্ব থাকিত না (যদি বস্তুকে চিন্তেব পবিকল্পনামাত্র বলা হব), তজ্জ্ঞাত অর্থ বা জ্ঞেব বাহু বিষয় স্বতন্ত্র ও সাধাবণ বা সকলেবই গ্রাহ্য, সেই বিষয় হইতে চিত্ত পৃথক্ এবং তাহা প্রত্যেক পুরুষে পৃথক্‌রূপে প্রবর্তিত বা নিষ্টিত আছে—ইহাই এবিষয়ে সম্যক্‌দর্শন। (বাহু জ্ঞেব বস্তু সর্বসাধাবণেব গ্রাহ্যরূপে স্বতন্ত্র এবং তদগ্রাহক চিত্ত প্রত্যেক পুরুষে নিষ্টিত পৃথক্)।

তাহাদেব অর্থাৎ বিষয় এবং চিন্তেব, সম্বন্ধবশতঃ অর্থাৎ বিষয়েব দ্বাৰা চিন্তেব উপবাগ হইতে, যে উপলব্ধি বা বিষয়জ্ঞান হব তাহাই পুরুষেব বা জট্টাব ভোগ বা ইষ্ট ও অনিষ্টরূপে বিষয়জ্ঞান।

পরিণময়স্বীত্যর্থঃ। উপরাগাপেক্ষং চিত্তং বিষয়াকাং ভবতি ন ভবতি বা। অতো জ্ঞানাত্মকং প্রাপ্যমাণং চিত্তং পবিণামীতি অনুভূয়তে। জ্ঞাতাজ্ঞাতদ্বয়রূপদ্বয়—জ্ঞানান্তবত-প্রাপ্যমাণেতস ইত্যর্থঃ।

১৮। চিত্তস্ত পবিণামিত্বমনুভবগম্য পুরুষস্ত তু যেনানুমানপ্রমাণেনাপবিণামিত্বং সিধ্যৎ তদাহ সদেতি। ব্যাচষ্টে যদীতি। যদি চিত্তবৎ তৎপ্রভুঃ—তদ্ জ্ঞেয় পুরুষঃ পবিণমেত—কদাচিদ্ জ্ঞেয় কদাচিদজ্ঞেয় বা অভবিদ্যৎ তদা বৃত্তয়ো জ্ঞাতবৃত্তয়ো বা অজ্ঞাত-বৃত্তয়ো বা অভবিদ্যন্ত। নহি জ্ঞানং নাম অদ্বৈতদৃষ্টং অজ্ঞাতঃ পদার্থঃ কল্পনযোগ্যঃ। জ্ঞাতভেদ-বৃত্তিতা দ্বৈতপ্রকাশিতা বা। জ্ঞেয় জ্ঞাতানাং বৃত্তীনাম জ্ঞাতদ্বয়ভাবস্ত অব্যভিচারায় তাঙ্গা জ্ঞেয় সত্বেব জ্ঞেয় ততঃ অপবিণামী। এতদুক্তং ভবতি। পুরুষেণ সহ যোগাদ্ বৃত্তয়ো জ্ঞাতা ভবন্তীতি দৃষ্টতে। পুরুষযোগেহপি যদি বর্তমানা বৃত্তিরদৃষ্টা অভবিদ্যৎ তদা পুরুষঃ কদাচিদ্ জ্ঞেয় কদাচিৎ অজ্ঞেয় ইতি পবিণামী অভবিদ্যদिति।

১৭। গ্রাহ বস্তব ও গ্রহণের বা চিত্তের স্বতন্ত্র স্বাপিত কবিবা তাহাদেব সন্দেহ কি তাহা এই সূত্রেব দ্বাবা বিবৃত কবিতেন। স্বতন্ত্র বিষয়ের দ্বাবা চিত্তের উপবাগ হয়, তাহা হইতেই চিত্তের বিষয়জ্ঞান হয়, উপবাগ না হইলে চিত্তে কোনও জ্ঞান হয় না। ইন্দ্রিয়ের দ্বাবা চিত্তাধিষ্ঠানগত বা চিত্তের অধিষ্ঠান যে সত্ত্বিক তথায় উপস্থাপিত বিষয়সকল চিত্তকে আকর্ষিত কবিবা তাহাকে উপবন্ধিত কবে বা নিষ্ক নিষ্ক আকাবে পবিণত কবে। বিষয়জ্ঞানের জন্য বিষয়ের উপবাগ-সাপেক্ষ চিত্ত, উপবাগে অথবা অনুপবাগে যথাক্রমে বিষয়াকাং হয় বা হয় না। এই জন্য জ্ঞানান্তবতারূপ পবিণাময়ক চিত্ত পবিণামী বলিবা অনুভূত হয়। জ্ঞাতাজ্ঞাত-দ্বয় বলিবা অর্থাৎ কোনও এক বিষয়ের দ্বাবা উপবন্ধিত হইলে জ্ঞাত নচেৎ তাহা অজ্ঞাত, এইরূপে জ্ঞানান্তবতারূপ পবিণামপ্রাপ্তি হয় বলিয়া চিত্ত পবিণামী।

১৮। চিত্তের পবিণামশীলতা অনুভবের দ্বাবাই জানা যায়, পুরুষের অপবিণামিত্ব যে অনুমান প্রমাণের দ্বাবা জানা যায় তাহা ব্যাখ্যা কবিতেন। যদি চিত্তের দ্বারা তাহাব প্রভু অর্থাৎ তাহাব জ্ঞেয় পুরুষ, তিনি পরিণত হইতেন অর্থাৎ কখনও জ্ঞেয় কখনও বা অজ্ঞেয় হইতেন তাহা হইলে চিত্তের বৃত্তিসকল কখনও জ্ঞাতবৃত্তি কখনও বা অজ্ঞাতবৃত্তি হইত। কিন্তু জ্ঞেয় দ্বাবা অদৃষ্ট, সূতবাং অজ্ঞাত, জ্ঞান-নামক কোনও পদার্থ কল্পনায যোগ্য নহে। জ্ঞাততা বা বুদ্ধতাই চিত্তের বৃত্তি বা জ্ঞেয় দ্বাবা প্রকাশিত হওয়া। জ্ঞেয় দ্বাবা বিজ্ঞাত বৃত্তিসকলের জ্ঞাতদ্বয়ভাবের কখনও ব্যভিচার বা ব্যতিক্রম দেখা যায় না বলিবা সেই বৃত্তিসকলের যিনি জ্ঞেয় তিনি সদাই জ্ঞেয় সূতবাং অপবিণামী। ইহাব দ্বারা এই বুঝান হইল যে, পুরুষের সহিত সংযোগের কলেই যে চিত্তবৃত্তিসকল জ্ঞাত হয় তাহা দেখা যায়। পুরুষ-সংযোগ সত্ত্বেও যদি কোনও বর্তমান বৃত্তি অদৃষ্ট সূতবাং অজ্ঞাত হইত তাহা হইলে পুরুষ কখনও জ্ঞেয় কখনও বা অজ্ঞেয় বা পবিণামী হইতেন (কিন্তু তাহা হয় না সূতবাং তিনি অপবিণামী ও সদা জ্ঞাত)।

১৯। স্মাদিতি শব্দে। যথেন্তি ব্যাচষ্টে। স্বাভাসং—স্বপ্রকাশম্। প্রত্যেত্যব্যাং—জ্ঞাতব্যম্। ন চাশ্লিবিতি। স্বপ্রকাশবস্তুন উদাহরণং নাস্তি দৃশ্যবর্ণে যতো দৃশ্যম্বেব জ্ঞাতব্যং পরপ্রকাশকং ন স্বাভাসম্। ততোহগ্নিনির্ভা দৃষ্টান্তঃ—স্বাভাসস্তোদাহরণম্। শব্দাদিবদ্ অগ্নেঃ রূপধর্মঃ—অগ্নিনির্ভো বা ঘটাপতিতো বা চক্ষুৰ্ভা এব প্রকাশ্যতে, ন হি অগ্নিনির্ভকং তেজোবর্মভূতম্ আত্মস্বরূপমপ্রকাশং প্রকাশয়তি। রূপজ্ঞানাত্মকঃ প্রকাশঃ প্রকাশপ্রকাশকযোগাদেব প্রকাশতে শব্দস্পর্শাদিবৎ। ন চ অগ্নিদৃষ্টান্তে অগ্নেঃ স্বরূপেণ সহ সংযোগঃ—সম্বন্ধঃ নাস্তি। অগ্নিস্বরূপং স্বপ্রকাশং বা অপ্রকাশং বেতি নানেন দৃষ্টান্তেন অবশ্যোভ্যতে। অগ্নের্ভেদঃ প্রকাশো ধর্ম এবাচ্চ লভ্যতে ন চ কশ্চিৎ স্বাভাসধর্ম ইতি। কিঞ্চিতি। ন কন্তচিদ্ গ্রাহ ইতি স্বাভাসশব্দস্তার্থঃ। স্বাস্ত্র-প্রতিষ্ঠমাক্ষাং ন পরপ্রতিষ্ঠমিত্যাদিবৎ।

১৯। এবিষয়ে শব্দা উপাধান কবিবা ব্যাখ্যা কবিভেদেন। স্বাভাস অর্থে স্বপ্রকাশ (যাহাকে জানিতে অস্ত্র জ্ঞাতব্য আবশ্যক হয় না)। প্রত্যেত্যব্য অর্থে জ্ঞাতব্য। দৃষ্টজাতীয় পদার্থের মধ্যে স্বপ্রকাশ বস্তুব কোনও উদাহরণ নাই, যেহেতু দৃশ্য অর্থেই জ্ঞাতব্য পদার্থের বাবা প্রকাশিত হওয়া জ্ঞাতব্য স্বাভাসম্ নহে। অতএব এখানে অগ্নি দৃষ্টান্ত হইতে গায়ে না, অর্থাৎ তাহা স্বাভাসের উদাহরণ নহে। শব্দাদিব ভাব অগ্নিবে রূপধর্ম তাহা অগ্নিতেই থাকুক অথবা ঘটাদিতে আপতিত বা প্রতিফলিত হউক তাহা চক্ষুৰ্ভা বাবাই প্রকাশিত হয়। অগ্নিতে সংঘটিত যে রূপধর্ম তাহা তেজো-ধর্মরূপ (বা আলোকরূপ), তাহা অগ্নিবে আত্ম-স্বরূপ অপ্রকাশকে প্রকাশিত করে না। রূপজ্ঞানাত্মক যে প্রকাশ তাহা প্রকাশ-প্রকাশকেব যোগেই, অর্থাৎ দৃষ্ট হওয়াব যোগ্য কোনও পদার্থ এবং ধর্ম-শক্তি এই উভয়ের সংযোগ হইতে প্রকাশিত হয়, যেমন শব্দস্পর্শাদি হইবা থাকে। অগ্নিদৃষ্টান্তে অগ্নিবে স্বরূপেব সহিত কোনও সংযোগ বা সম্বন্ধ নাই। অগ্নিবে বাহা স্বরূপ তাহা স্বপ্রকাশ অথবা অপ্রকাশ তাহা এই দৃষ্টান্তেব বাবা জ্ঞাপিত হয় না। অগ্নিবে যে ভেদ ও প্রকাশ ধর্ম তাহাই শাস্ত্র এই দৃষ্টান্তে পাওয়া যাইতেছে, কোন স্বাভাস ধর্ম নহে \*। অস্ত্র কাহাবও বাবা বাহা গ্রাহ বা জ্ঞেয় নহে—ইহাই স্বাভাস শব্দের অর্থ। ‘স্বাস্ত্রপ্রতিষ্ঠ আকাশ’ অর্থে যেমন পবপ্রতিষ্ঠ নহে, তদ্রূপ, অর্থাৎ স্বাভাস শব্দের অর্থ—বাহাব জ্ঞানেব অস্ত্র পদার্থ অপেক্ষা নাই।

\* নূর, অগ্নি প্রভৃতি জ্ঞানেব উপমাৰূপে ব্যবহৃত হইলেও বস্তুতঃ তাহার পদার্থি অপেক্ষা জ্ঞানপদার্থের অবিকতর নিকটবর্তী নহে। শব্দ-স্পর্শ-কণাদি সর্বই এবজাতীয়, তাহার সর্বই জ্ঞানেব জ্ঞেয় বিষয়। পদার্থি অপেক্ষা আলোকেব প্রতিফলন ভাঙ্গরণ গৃহীত হয় বলিয়া সাধারণতঃ তেজোময় সূর্য্যাদিকে জ্ঞানেব সহিত উপমা দেখা হয়। উপমা ও দৃষ্টান্ত ভিন্ন পদার্থ। উপমাদের সহিত উপমেয়ের মাত্র আংশিক সাদৃশ্য। যুক্তিবে দ্বারা আসে স্বরূপ স্থাপিত কবিবা পদ উপমা ব্যবহার্য, তাহাতে যুক্তিবা কিছু স্থিতি হয়। কিন্তু উদাহরণের সহিত বোধ্য পদার্থের বস্তুতঃ এক্য থাকে। অতএব ‘জ্ঞান পদার্থের দ্বারা প্রকাশক’ কেবল এই উপমাতে বিদ্যুৎ প্রদর্শিত হয় না। জ্ঞানেব উদাহরণ নিতে হইলে এক চিত্তবৃত্তি উল্লেখ কবিত হইবে, বাহিবে তাহার কোনও উদাহরণ থাকিতে গায়ে না। জ্ঞান জাহুজ্ঞেয়-সাপেক্ষ, চিত্ত অভিনিবর্ণক স্বপ্রকাশ। স্বপ্রকাশ আত্মর উদাহরণ বাহিরে বা ভিতরে কোথাও নাই, এটা নিজেই নিজেব উদাহরণ। পূর্ববাক্যাবা বুঝি তাহাব উদাহরণেব মত উপমা। অনেকই প্রাচীনদের সূর্য্যাদি উল্লেখ উপমাতে উদাহরণরূপ গ্রহণ কবিবা অনেক গুলে ভ্রান্ত হইত।

অতশ্চিহ্নং স্বাভাসমিতি সিদ্ধান্তে সন্ধানাং স্বানুভবো বাধ্যতে। কথং তদাহ। স্ববুদ্ধিপ্রচাব-প্রতিসংবেদনাং—অচিন্ত্যবাণীবস্ত্ব অনুভবাদ্ অনুব্যবসাযাদিতি যাবৎ, সন্ধানাং—প্রাণিনাং প্রবৃত্তিদৃশ্যতে। ক্রুদ্ধোহহমিত্যাदि অচিন্ত্য প্রহণম্। ততশ্চিহ্নং কশ্চিচ্ছিৎ প্রহীতুগ্রাহমিতি সিদ্ধম্। গ্রাহ্যং বস্ত্ত জড়ত্বাৎ ন স্বাভাসমিত্যর্থঃ।

২০। একেতি। কিঞ্চ চিন্ত্য স্বাভাসমিত্যুক্তে তদুভযাভাসং স্ত্রাৎ। স্বাভাসে বিষয়াভাসে চ সতি চিন্তে তস্ত স্বরূপস্ত বিষয়স্ত চাবধাবণম্ একক্কেণ স্ত্রাৎ কিস্ত তন্ন

অতএব 'চিত্ত স্বাভাস' এই সিদ্ধান্তে প্রাণীদেব নিজের অল্পভব বাধিত হয়। কেন, তাহা বলিতেছেন। স্ববুদ্ধি-প্রচাবেব প্রতিসংবেদন হয় বলিয়া অর্থাৎ অচিন্ত্যক্রিয়াব পুনরল্পভব বা অনুব্যবসায হয় বলিয়া, লক্ষ্যকালেব অর্থাৎ প্রাণীদেব প্রবৃত্তি বা তন্মূলক চিন্তাকার্য হয় তাহা দেখা যায়। উদাহরণ যথা—'আমি ক্রুদ্ধ' ইত্যাদিক্রমে অচিন্ত্যেব গ্রহণ বা বোধ হয় বলিয়া (আমাব চিত্ত কি অবস্থায় যিত, তাহাও পুনশ্চ আমি জানিতে পাবি বলিয়া) চিন্ত অস্ত্র কোনও গ্রহীতাব গ্রাহ্য ইহা সিদ্ধ হইল। গ্রাহ্য বস্ত্ত যাজ্জই জড় বা জ্ঞেয়—অতএব চিত্ত স্বাভাস নহে।

২০। কিঞ্চ চিন্তকে স্বাভাস বলিলে তাহা স্বাভাস ও বিষয়াভাস উভযাভাসই হয়, চিত্ত স্বাভাস ও বিষয়াভাস দুই-ই হইলে চিন্তেব স্বরূপেব এবং বিষয়েব অবধাবণ একই ক্কেণ হইত, কিন্তু তাহা হয় না। যে চিন্ত-ব্যাপাবেব ভাবা চিন্তেব স্বরূপেব অবধাবণ হয় তাহাব ভাবাই বিষয়েব অবধাবণ হয় না। শব্দেব জ্ঞান এবং 'আমি শব্দ জানিতেছি' এইরূপ অল্পভব বাহা জ্ঞাতৃ-বিষয়ক, তাহা অনুব্যবসাযাত্মক বলিয়া একই ক্কেণ হইতে পাবে না। অতএব চিত্ত বিষয়াভাসই, তাহা স্বাভাস নহে \*। স্ব-পবকপ অর্থে চিন্তরূপ এবং বিষয়রূপ (এই উভয়েব একক্কেণ জ্ঞান হওয়া) যুক্তিযুক্ত নহে, কাবণ তাহা নিজের অল্পভবেব বিরুদ্ধ।

\* যেমন স্বপ্রতিষ্ঠ আকাশ অর্থে উহা পবপ্রতিষ্ঠ নহে, সেইরূপ স্বাভাস শব্দেব অর্থ 'বাহ্য পব-প্রকাশ নহে' এইরূপ। এইরূপ নিবেদ্যচক হইলেই তাহা বৈকল্পিক শব্দ বা তাহাব বিষয় নাই। কিন্তু যে-পদার্থকে ই শব্দ লক্ষ্য কবে তাহা 'শূন্ত' নহে। 'মোড়াব শরীৰ' এহলে যেমন মোড়া সংপদার্থ কিন্তু ই বাক্যার্থটি বৈকল্পিক, সেইরূপ।

ভাবা দৃশ্যবস্ত্তর ধর্ম লইবাই কবা হয় তাই ঐষ্টাকে লক্ষিত কবিত হইলে দৃশ্য পদার্থ বিবাই কবিত হয়। কিন্তু ঐষ্টা দৃশ্য নহে বলিয়া দৃশ্য-ধর্ম সব নিবেদ্য করিয়া তাহাব লক্ষণ কবিত হয়। সেই নিবেদ্যেব ভাবাই বৈকল্পিক ভাবা, তাহা যাহাকে লক্ষ্য কবে তাহা বৈকল্পিক নহে। যাহাকে আশ্রবা মাধ্যবশ্তঃ 'জানা' বলি তাহা সর্বহলেই 'জ্ঞেয়কে জানা' এবং জ্ঞেয় সেই-সবহলেই পৃথক্ বস্ত্ত, সেইরূপ ভাবা ভাবুপ অর্থেই বচিত হইয়াছে। অতএব ঐষ্টাকে ঐষ্টপ ভাবাব লক্ষিত কবিত হইলে জ্ঞেয়ধর্ম নিবেদ্য করিবাই কবিত হইবে। অর্থাৎ সেহলে 'বাহ্য জ্ঞেয় তাহাই জ্ঞাতা' এইরূপ বিকল্পার্থক পদার্থধ্ব্যকে একার্থক বলিয়া ভাবণ কবিত হইবে। এইরূপ ভাবাব বাস্তব অর্থ না থাকতে উহা বিরুদ্ধ। কিন্তু ঐ লক্ষণেব বাহ্য লক্ষ্য বস্ত্ত তাহা বিরুদ্ধ নহে।

আশ্রয়ভাবেব বিশেষ কবিতা এইরূপ পদার্থ আসে বাহ্য প্রকাশ। প্রকাশ বলিলেই পবপ্রকাশ হইবে এবং তাহাতে 'পব'ও আসিবে 'প্রকাশ'ও আসিবে। সেই 'পব'কে লক্ষিত কবিত হইলে তাহাকে 'প্রকাশক' বলিত হইবে। 'যে প্রকাশ কবে সে প্রকাশক' এইরূপ লক্ষণ এহলে ঠিক নহে, 'বাহ্য বাহ্য প্রকাশিত হয় তাহাই প্রকাশক' এহলে এইরূপ বলিত হইবে। 'প্রকাশক' শব্দেব এইরূপ অর্থ বৈকল্পিক নহে।

ভবতি। যেন ব্যাপাবেণ চিন্তকপন্ত অবধারণং ন তেন বিষয়স্তাবধাবণম্। শব্দজ্ঞানস্ত তথা চ শব্দমহং জানামীত্যনুভবন্ত জ্ঞাতৃবিষয়কন্ত অল্পব্যবসায়াদ্বকন্ত নৈকক্ষণে সম্ভবঃ। ততো বিষয়াভাসমেব চিন্তা ন আভাসম্। নেতি। স্ব-পবকপং—চিন্তকপং বিষয়কপঞ্চ ন যুক্তং, স্বানুভববিকল্পহাৎ। কণিকবাদিনশ্চিন্তং স্বপ্নস্থানি। তস্মাৎ তন্ময়ে কাবকক্রিয়া-ভূতিকপা জ্ঞাতৃত্ত্বজ্ঞেয়া একক্ষণভাবিনস্ততশ্চ একক্ষণ এব তদ্রূপাণাং জ্ঞানং ভবেদिति। তচ্চানুভূতিবিকল্পমিতি অনাহেবং তদ্ব্যতম্।

২১। স্তাদিতি। স্তাদিতি, সতিঃ—সম্মতিঃ, মা ভুং চিন্তং স্বাভাসমিত্যর্থঃ। তথাপি অবসানিকক্ষ—স্বভাবতো নিকঙ্ক—লীনং চিন্তং সমনস্তবভূতেন চিন্তান্তবেণ গৃহ্যতে ন চিহ্নপেণ জ্ঞেয়ং। ইতি পুনঃ শব্দকো বদেৎ। তচ্ছব্দা চিন্তান্তবেতি স্মৃজেণ নিরসিতা। অথেতি। ন হি ভবিষ্যচিন্তেন বর্তমানচিন্তস্ত সাক্ষাদ্ আভাসনং যুক্তং তস্মাৎ চিন্তস্ত চিন্তান্তবদ্ব্যত্রে বর্তমানস্তব অসংখ্যচিন্তস্ত সত্তা কর্তনীয়া স্তাৎ। বুদ্ধিবুদ্ধিঃ—বুদ্ধির্প্রাণিকা বুদ্ধিঃ। অতিপ্রসঙ্গঃ—অনবস্থা। ততশ্চ স্মৃতিসঙ্করঃ—স্মৃতীনাম্ ব্যামিঞ্জী-ভাবঃ। পূর্বচিন্তকপাৎ প্রত্যয়াদ্ উক্তবপ্রতীত্যচিন্তোৎপাদ ইত্যেবাং সিদ্ধান্তঃ। চিন্তং যদি পূর্বচিন্তস্ত জ্ঞেয়ং স্তাৎ তদা তদসংখ্যাতপূর্বচিন্তগতস্মৃতীনামপি যুগপদ্ জ্ঞেয়ং স্তাৎ, এবং স্মৃতিসঙ্করঃ।

( চিন্তা যে বিষয়াভাস তাহা লিঙ্গ, তাহাকে স্বাভাস বলিলে তাহা স্বাভাস ও বিষয়াভাস এই দুই-ই হইবে। তাহাতে একই ক্ষণে স্বাভাসস্বের বা জ্ঞাতৃস্বের বোধ এবং জ্ঞেব বিষয়ের বোধ দুই বোধই হইবে, কিন্তু তাহা হয় না। জ্ঞেব বোধই হয় আত্মবোধ পূর্বে অল্পব্যবসায়ের দ্বারা হয়। অল্পব্যবসায়ের দ্বারা হওয়াতে তাহা জ্ঞেবই বোধ, কারণ অল্পব্যবসায়কালে পূর্বেই জ্ঞান হয় অতএব তাহা জ্ঞেবই বোধ, সাক্ষাৎ জ্ঞাতাব নহে। অল্পব্যবসায় স্বাভাস নহে এবং স্বাভাসস্বের উদাহরণ নহে )।

কণিকবাদীদেব মতে চিন্তা কণহাবী, তন্মাত্র তন্মতে কাবক-ক্রিয়া-ভূতিকপ জ্ঞাতা, জ্ঞান এবং জ্ঞেব এক ক্ষণেই উৎপন্ন হয় অতএব ঐ তিনেব জ্ঞান একক্ষণেই হয়, কিন্তু অল্পভূতি-বিকল্প বলিয়া এই মত আহেব নহে।

২১। ইহাতে আমাদের সম্মতি আছে অর্থাৎ চিন্তা যে স্বাভাস নহে তাহা মানিয়া নিলাম। কিন্তু লবন-নিরুদ্ধ অর্থাৎ (উৎপন্ন হইয়া) ‘লীন হওয়া’-রূপ স্বভাববৃত্ত চিন্তা তাহাব সমনস্তবভূত, বা ঠিক পবক্ষণে উদ্ভিত, অথ চিন্তেব দ্বাবা গৃহীত বা জ্ঞাত হয়, চিহ্নপ জ্ঞেব দ্বাবা নহে—শব্দাকাবী যদি পুনশ্চ এইরূপ বলেন তবে সেই শব্দা এই স্মৃজেব দ্বাবা নিবসিত হইতেছে।

তবিশ্রুৎ চিন্তেব দ্বাবা বর্তমান চিন্তেব সাক্ষাৎ আভাসন বুদ্ধিবৃত্ত নহে, অতএব চিত্ত যদি চিন্তান্তবেব দৃষ্ট হয় তাহা হইলে বর্তমান অসংখ্য চিন্তেব সত্তা ( বাহ্য স্পন্দেব, তাহা ) কর্তা কবিতে হইবে ( অতীত বুদ্ধিকে বর্তমান বুদ্ধি বিষয় কবাকে আভাসন বলে না, যেমন ভবিষ্যৎ আলোকেব দ্বাবা বর্তমান দর্শন আভাসিত হয় না—লৌকিক )। বুদ্ধিবুদ্ধি অর্থে একবুদ্ধি বা জ্ঞানের প্রাণিকা



ইত্যেবমিতি । এবং ঋত্বপুরুষমপলপন্তির্বৈনাশিকৈঃ সর্বম্—ইদং শ্রায়সঙ্গতং দর্শনমিত্যর্থঃ আকুলীকৃতং—বিপৰ্যন্তম্ । যত্র কচন—আলয়বিজ্ঞানরূপে বিজ্ঞানস্বক্ষে বা নৈবসংজ্ঞানাহসংজ্ঞায়তনরূপে সংজ্ঞাস্বক্ষে বা সংজ্ঞাবেদয়িতা ইত্যাত্মে বেদনাস্বক্ষে বা । কেচিদিতি । কেচিৎ শুদ্ধসন্তানবাদিনঃ সত্ত্বমাত্রং—দেহিসম্বৎ পবিকল্প্য তৎ সত্ত্বমভ্যুপগম্য বদন্তি সন্তি কশ্চিৎ সত্ত্বো য এতান্ সাংসাংসিকান্ পঞ্চ স্বক্ষান্—বিজ্ঞান-সংজ্ঞা-বেদনা-সংস্কার-রূপ-সমূহান্ নিঃক্ষিপ্য—পরিত্যজ্য অত্যান্ শুদ্ধস্বক্ষান্ পরিগৃহ্ণাতি । শূন্যরূপস্ত অভ্যুপগতস্ত নির্বাণস্ত তদৃষ্ট্যা অসঙ্গতিমূলভ্য ততস্তে পুনশ্চয়ন্তি । তথেন্তি । তথা অপবে শূন্যবাদিনঃ স্বক্ষানান্ শাশ্বতোপশমায় শুণ্ডোবন্তিকে তদর্থং ব্রহ্মচর্যাবগম্য মহতীং প্রভিজ্ঞাং কুবন্তে । যদর্থং সা প্রভিজ্ঞা কৃত্য তস্ত—স্বস্ত সত্ত্বমপি অপলপন্তি । প্রবাদাঃ—প্রকৃষ্টা বাদাঃ, বাদঃ—স্বপক্ষস্থাপনাত্মকো শ্রায়ঃ ।

২২। কথমিতি । কথং সাংখ্যাঃ স্বশব্দেন ভোক্তাবং পুরুষমুপযন্তি—উপ-পাদয়ন্তীতি উত্তরং চিৎবেবিত শূত্রম্ । অপ্ৰতিসংক্রমারশ্চিত্তেঃ—চৈতন্যস্ত তদাকাবা-

অন্ত বুদ্ধি বা জ্ঞান । অতিপ্রসঙ্গ অর্থে অনবস্থা বা বুদ্ধিব অসংখ্যত্ব কল্পনারূপ যুক্তিব দোষ । ঐ অনবস্থা বা একই কালে অসংখ্য পূর্ব পূর্ব জ্ঞানের জ্ঞাতা একবুদ্ধি—এইরূপ হইলে স্মৃতিসম্বৎ হইবে ( তাহাতে কোনও বিশেষ স্মৃতিকে পৃথক্ করিয়া জ্ঞানাব উপায় থাকিবে না ) । পূর্ব চিত্তরূপ প্রত্যয় ( = কাণৎ বা নিমিত্ত ) হইতে পদেব প্রতীত্য ( = কার্য ) চিত্তেব উৎপত্তি হব—ইহাই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত । বর্তমান চিত্ত যদি পূর্ব পূর্ব চিত্তেব দ্রষ্টা হব তাহা হইলে তাহা অসংখ্য পূর্ব-চিত্তগত স্মৃতিরও যুগপৎ দ্রষ্টা হইবে ( সংস্কার ও প্রত্যয় এক হইবা যাইবে )—এইরূপ স্মৃতিসম্বৎ হইবে, কোনও স্মৃতিব বৈশিষ্ট্য থাকিবে না ।

এইরূপে ঋত্বপুরুষেব অপলাপকাব্যী বৈনাশিকদেব দ্বাবা সমস্তই অর্থাৎ এই সব শ্রায়সঙ্গত দর্শন আকুলীকৃত বা বিপৰ্যন্ত হইয়াছে । যে-কোনও স্থানে অর্থাৎ দ্রষ্টা ব্যতীত যে-কোনও বস্তুতে, যেমন আলয়-বিজ্ঞানরূপ বা আনন্দ-বিজ্ঞানরূপ বিজ্ঞানস্বক্ষে অথবা নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞাবতনরূপ সংজ্ঞাস্বক্ষে অথবা সংজ্ঞাবেদয়িতা নামক বেদনাস্বক্ষে ঋত্বৎ কল্পনা কবেন । কোনও কোনও শুদ্ধসন্তানবাদী বৌদ্ধ সত্ত্বমাত্র বা দেহিসম্বৎ কল্পনা কবিবা অর্থাৎ শাস্ত্রসাহায্যে দেহযুক্ত এক সত্ত্ব বা পুরুষেব অস্তিত্ব স্থাপনা কবিবা, বলেন যে, কোনও এক মহাসত্ত্ব আছেন যিনি এই সাংসাংসিক পঞ্চ স্বক্ষ, যথা—বিজ্ঞান বা চিত্তবৃত্তি, সংজ্ঞা বা আলোচন নামক প্রাথমিক জ্ঞান, বেদনা বা হৃৎ-হৃৎ-স্নোহেব বোধ, সংস্কার বা ঐ সকল ব্যতীত অন্ত দেশব আধ্যাত্মিক ভাব, এবং রূপ বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্বরূপশািন্—এই যে কয় স্বক্ষ বা পদার্থসমূহ, তাহা নিষ্কেশ বা পবিত্র্যাপ করিবা অস্ত শুদ্ধ স্বক্ষ পবিত্রগ্রহ কবেন । কিন্তু তদৃষ্টিতে তাঁহাদের স্বীকৃত শূন্যরূপ নির্বাণেব অসঙ্গতি হব দেখিবা পুনর্বার তাহা হইতেও ভীত হন । তদ্ব্যতীত অপব শূন্যবাদীবা ঐ স্বক্ষসকলেব শাশ্বতী উপশান্তিব নিমিত্ত শুণ্ডর নিকট ভ্রম্যন্ত ব্রহ্মচর্য আচরণেব মহা প্রভিজ্ঞা কবিবা যত্নদশে সেই প্রভিজ্ঞা কৃত তাহাবই অর্থাৎ নিদেব সত্তাবই অপলাপ কবেন । প্রবাদ অর্থে প্রকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট বাদ, বাদ অর্থে স্বপক্ষস্থাপনাব দ্রষ্ট শ্রায়সঙ্গত কথা ।

পঙ্তো—বুধ্যাকাবাপঙ্তো তদনুপাতিত্বাং ন তু প্রতিসংকাবাং স্ববুদ্ধে—অস্মীতিবুদ্ধেঃ সংবেদনম্—প্রতিসংবেদনম্ ইতি সূত্রার্থঃ। অপরিণামিনীতি প্রাধায়াখ্যাতম্।

তথ্যেতি। বস্ত্রাং গুহায়াং গুহাহিতং গম্ভবের্ণং স্বাশ্বতং ব্রহ্ম চিত্রপম্ আহিতং ন সা গুহা পাতালং গিবিবিবরম্ অন্ধকাবাং ন বা উদয়ীনাং বুদ্ধ্যঃ কিন্তু সা অবিশিষ্টা—চিদিব প্রতীক্ষমানা বুদ্ধিবুদ্ধিরেবেতি কবাবো বেদযন্তে—দর্শবস্তীতি।

২৩। অত ইতি। অতশ্চ এতদ্ অভ্যাপগম্যভে—স্বীক্ৰিয়তে। চিত্তং সর্বার্থম্। জ্ঞেয়পরস্তং—জ্ঞাতাহমিত্যাম্বিকা বুদ্ধিবাব জ্ঞেয়পবস্তং চিত্তম্। তথা চ দৃষ্টোপবস্ত্বাং চিত্তং সর্বার্থম্। মন ইতি। মন্তব্যেন অর্থেন—শব্দান্তর্ধেন। অপি চ মনঃ স্বয়ং বিবরয়্যৎ—প্রকাশ্যদ্বাদ্ বিবরিণা পুঙ্খণ আশ্বীয়বা বৃত্ত্যা—স্বকীয়সা চিত্রপয়া বৃত্ত্যা অভিসম্বন্ধম্ একপ্রত্যয়গতব্ধকপসামিধ্যাং। ন হি স্বকপপুঙ্খশ্চিন্তস্ত বিবয়ঃ কিন্তু চিত্তং স্বস্ত হেতুভূতদ্বাদ্ অভিসম্বন্ধং বুদ্ধিসম্বন্ধং জ্ঞেয়ারং প্রতীত্বকপধেন এব বিবরীকবোভীতি অসক্দ্ দর্শিতম্। অতশ্চিত্তং জ্ঞেয়দৃশ্যনির্ভাসম্। শব্দান্তাকাবমচেতনং বিবরায়্যকং তথা জ্ঞাতাহমিতি অবিবরায়্যকং—বিবরীসম্বন্ধং চেতনাকারকপাতি সর্বার্থম্। তদিত্তি। চিত্তসাকপোণ—পুঙ্খবস্ত চিত্তসাকপোণ ভ্রান্তাঃ।

২২। সাংখ্যাবা কিকণে ‘ব’-পশ্বেব দ্বাবা ভোক্তা পুঙ্খকে উপগর অর্থাৎ বুদ্ধিব দ্বাবা দ্বাপিত কবেন? তাহাব উত্তব এই হুজ। অমজ প্রতিসংকাবস্ত্রা বা স্বপ্রতিষ্ঠ চিতিব অর্থাৎ চৈতন্ত্যব তদাকাবাপত্তি বা বুদ্ধিব আকাবপ্রাপ্তি হইলে—বুদ্ধিব প্রতিসংবেদনরূপ অনুপাতিত্বাব দ্বাবা (অনুপতন অর্থে পকাতে অবস্থান), বুদ্ধিতে প্রতিসংকাবিত না হইবা—স্ববুদ্ধিব অর্থাৎ ‘আমি’ এই বুদ্ধিব লংঘন বা প্রতিসংবেদন হব। হুজ্বেব ইহাই অর্থ। ‘অপরিণামিনী’ ইত্যাদি হুজ পূর্বে (২২০ টীকাব) ব্যাখ্যাত হইবাছে।

যে গুহাতে গুহাহিত, গম্ভবব স্বাশ্বত চিত্রপ ব্রহ্ম আহিত আছেন (বা বাহাব দ্বাবা তিনি আবৃত বলিবা প্রতীত হন) সেই গুহা—পাতাল বা গিবিবিব বা অন্ধকাব এইকপ কোনও হান অথবা মনুজগর্ভও নহে কিন্তু তাহা অবিশিষ্টা অর্থাৎ চিত্র বা ব্রষ্টাব দ্বাব প্রতীকমান বা ‘আমি জ্ঞাতা’ এই লক্ষণযুক্ত, বুদ্ধিবুদ্ধি—ইহা কবিবা অর্থাৎ বিদ্বান্ জ্ঞানীবা স্থাপিত কবেন। অর্থাৎ পুঙ্খাকাবা বুদ্ধিতেই পুঙ্খ নিহিত আছেন।

(পশ্বেব হুজ্বেই আছে যে জ্ঞাতা ব্রষ্টাব দ্বাবা এবং জ্বেব দৃশ্বেব দ্বাবা উপবত্তিত হওবাব যোগ্যতা থাকায় চিত্র বা বুদ্ধি সর্বার্থ। নিরহ দৃশ্যবর্গ হইতে উপবত হইবা বুদ্ধি বধন ‘আমি জ্ঞাতা’ বা সোহ্ম ভাবে স্থিতি কবে, তখন সেই পুঙ্খাকাবা বুদ্ধিতেই ব্রষ্টাব বা শাবত ব্রজ্বেব সন্ধান পাওবা যাব। সেই কথাই ভাত্তোদ্ধত এই সূত্রাটীন গভীবার্ক লোকটিতে লক্ষ্যবরূপে ব্যক্ত হইবাছে।)

২৩। অতএব ইহা অভ্যাপগত বা বীকৃত হইল যে, চিত্র সর্বার্থ অর্থাৎ সর্ব বস্তকেই অর্থ বা বিবব কবিতে সমর্থ। তাহা ব্রষ্টাতেও উপবক্ত হব, ‘আমি জ্ঞাতা’ ইত্যাকাব বুদ্ধিই ব্রষ্টাব দ্বাব উপবক্ত চিত্র, পুনঃ তাহা দৃশ্বেব দ্বাবও উপবক্ত হব বলিবা চিত্র সর্বার্থ বা সর্ব বস্তকে বিবব কল্পিতে

কস্মাদিতি। বিজ্ঞানবাদিনাং আন্তিবীজং সর্বকপখ্যাপকং চিন্তমস্তি। সমাধিবপি তেষামস্তি। সমাধৌ চ প্রতিবিশীভূতঃ—আগন্তক ইত্যর্থঃ প্রজ্ঞেয়ঃ—গ্রাহ্যেইর্থঃ সমাহিতচিন্তাশালননীভূতঃ। স চেদর্থঃ চিন্তমাত্রঃ স্তাৎ তদা প্রজ্ঞেব প্রজ্ঞাকপম্ অবধার্যেত ইতি কিঞ্চিৎ স্বাভাসং বস্তু অভ্যুপগম্যব্যং ভবতীত্যর্থঃ। চিন্তন্ত ন স্বাভাসং ততোহস্তি স্বাভাসঃ পুরুষঃ, যেন চেতসি প্রতিবিশীভূতঃ অর্থঃ অবধার্যেতে—প্রকাশ্যে ইত্যর্থঃ। এবমিতি। গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহকপচিন্তভেদাৎ—গ্রহীতৃস্বরূপস্ত গ্রহণস্বরূপস্ত গ্রাহকস্বরূপস্ত চেতি চিন্তভেদাৎ—জ্ঞানভেদাৎ, এতৎ ত্রয়মপি যে প্রেক্ষাবস্তো জাতিতঃ বস্তুত ইত্যর্থঃ প্রবিভক্তস্তে তে সম্যগদর্শিনঃ, তৈঃ পুরুষোহধিগতঃ সম্যক্শ্রবণমনাভ্যানিত্যার্থঃ।

২৪। কৃত ইতি। কৃতঃ পুরুষস্ত চিত্তাৎ পৃথক্ত্বং সিধ্যৎ তদ্ব্যক্তিমাহ। তচ্চিন্তম্ অসংখ্যেয়বাসনাভিবিচিত্রমপি ন তেন স্বার্থেন ভবিতব্যম্। সংহত্যাকারিত্বাৎ তৎ পবার্থং

সমর্থ। গম্যব্য অর্থের দ্বারা অর্থীৎ শব্দাদি অর্থের দ্বারা। কিন্তু মন নিজেই বিষয় বা প্রবাস্ত বলিয়া বিষয়ী পুরুষের সহিত আত্মীয় বৃত্তির দ্বারা অর্থীৎ স্বকীয় চিত্তরূপের দ্বারা যে বৃত্তি উদ্ভাবা, 'আমি জ্ঞাতা' ইত্যাদি একপ্রত্যয়ের অন্তর্গতস্বরূপ সাম্ব্যাহেতু অভিসংহত বা সম্পর্কযুক্ত। স্বরূপ-পুরুষ সাক্ষাৎভাবে চিন্তেব বিষয় নহেন কিন্তু ঐষ্টা চিন্তেব (নিমিত্ত) কাবণ বলিয়া চিন্ত ঐষ্টাব সহিত সম্বন্ধযুক্ত ও তাহা বৃত্তির সহিত সমানাকাব ঐষ্টাকে অর্থীৎ পুরুষাকাবা বুদ্ধিকে গ্রহীত্বরূপে বিষয় বা আলম্বন কবে ইহা ভূবোভূষঃ প্রদর্শিত হইয়াছে। তজ্জন্ত চিত্ত ঐষ্ট-দৃষ্ট-নির্ভাসক। তাহা শব্দাদি বিষয়রূপ অচেতন-বিষয়স্বরূপ এবং 'আমি জ্ঞাতা'-রূপ অবিসবাস্যক অর্থীৎ বিষয়ের যিনি বিরুদ্ধ বা জ্ঞাতা তৎসদৃশ, ও চেতন আকাব-যুক্ত বলিয়া অর্থীৎ বস্তুতঃ অচেতন হইলেও চেতনরূপে প্রতিভাত হয় বলিয়া, চিত্ত সর্বার্থ। চিন্তেব সহিত সাক্ষ্য-হেতু অর্থীৎ পুরুষেব চিন্তসাক্ষ্য-হেতু দ্রাস্ত অর্থীৎ অজ্ঞানীবা চিন্তকেই পুরুষ মনে করিয়া ভ্রান্ত।

বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদীদের মতে আন্তিবীজ, সর্বকপ-নির্ভাসক চিন্তমাত্রই আছে (বাহ্য বিষয় নাই)। তাঁহাদের মতে সমাধিও আছে। সমাধিতে প্রতিবিশীভূত অর্থীৎ বাহ্য চিন্তোৎপন্ন নহে কিন্তু আগন্তক, সেই প্রজ্ঞেব বা গ্রাহ্য বিষয় সমাহিত চিন্তেব আলম্বনীভূত হয় (সমাধি থাকিলে তাহার আলম্বন-স্বরূপ পৃথক বিষয়ও থাকিবে)। কিন্তু সেই অর্থ বা বিষয় যদি কেবল চিন্তমাত্র হইত তাহা হইলে প্রজ্ঞাই প্রজ্ঞাকপকে অবধাবণ কবিবে, ইহাতে কোনও এক স্বাভাস বস্তু আদিবা পড়ে (কাবণ একই কালে নিজেকে নিজে জানাই স্বাভাসেব লক্ষণ)। কিন্তু চিন্ত স্বাভাস নহে অতএব তদ্ব্যতিবিক্ত এক স্বাভাস পুরুষ আছেন বহুবা চিন্তে প্রতিবিশীভূত বিষয় অপগারিত বা প্রকাশিত হয়। গ্রহীতৃ-গ্রহণ-গ্রাহকপ চিন্তভেদ আছে বলিয়া অর্থীৎ গ্রহীতৃ-স্বরূপ (গ্রহীত্বরূপ বুদ্ধি এবং ঐষ্টা উভবই ইহাব অন্তর্গত), গ্রহণ-স্বরূপ এবং গ্রাহ্য-স্বরূপ (ঐ ঐ আলম্বনে উপবক্ত) চিন্তভেদ বা বিভিন্ন জ্ঞান আছে বলিয়া, বাহাবা চিত্তকে এই তিন প্রকাবে জানেন এবং জাতিতঃ অর্থীৎ চিত্তকে ঐ ঐ বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত বস্তুরূপে, জানেন তাঁহারা ই বার্থদর্শী এবং তাঁহাদের দ্বাবাই পুরুষ অধিগত হন বা স্বার্থাৎ শ্রবণ-মননের দ্বাবা বিজ্ঞাত হন।

তন্মাদ্ অস্তি কশ্চিং পবো বিবয়ী যন্ত তচ্চিস্তং বিবয় ইতি। তদেতদিত্তি। পরস্ত ভোগাপবর্গার্থং—পরস্ত চিন্তাতিরিক্তস্ত চেতনস্ত ঋত্বকপদর্শনেন চিত্তস্ত ভোগাপবর্গকপ-  
ব্যাপাবঃ সিধ্যতি, সংহত্যা কাৰিষ্যৎ—নানাগ্ৰসাধ্যত্বাৎ চিত্তকাৰ্য্যস্ত। যদা বহুনি অচেতনানি  
সাধনানি একপ্রযত্নেন মিলিত্বা সচেতনবৎ কাৰ্য্যং কুৰ্বন্তি তদা তদ্ব্যতিবিক্তস্তৎপ্রয়োজকঃ  
কশ্চিং চেতনঃ পদার্থঃ স্ত্রাং। কৰ্ম্মাশয়বাসমাপ্রমাণাদীন বহুনি সাধনানি মিলিত্বা  
সুখাদিপ্রত্যয়ং নিৰ্ব্বর্তয়ন্তি। কস্তচিদেকস্ত চেতনস্ত ভোক্তৃবৰ্ধিষ্ঠানাদেব তানি তৎ  
কুৰ্য্যঃ।

যশ্চেতি। অৰ্থবান্—উপদৰ্শনবান্। পবঃ—অস্তঃ চিন্তাৎ। সামান্যমাত্মম্—অহং-  
শব্দবাচ্যানাং কৃষিকপ্রত্যয়ানাং সাধাবর্ণনামাত্মম্। স্বরূপেণ উদাহরেৎ—ভোক্তৃত্বি  
নান্না প্রদৰ্শয়েৎ। যন্তসৌ পরো বিশেষঃ—ভাবঃ, নামাদিবিষয়োগেহপি যন্ত সস্তা  
অল্পভূততে, তাদৃশচিন্তাতিবিক্তঃ সংপদার্থঃ। ন স সংহত্যকারী স হি পুরুষঃ।  
বৈনাশিকা বিজ্ঞানাদিক্কান্তগতং সামান্যমাত্মং যদ্ বদেদ্যুক্তং সংহত্যাগ্নি স্ত্রাং পঞ্চ-  
ক্কান্তগতত্বাৎ।

২৪। চিত্ত হইতে পুরুষের পার্থক্য কিরূপে সিদ্ধ হয়—তাহার যুক্তি বলিতেছেন। সেই চিত্ত  
অন্যথা বাসনার দ্বারা বিচ্ছিন্ন (এক মহান্ পদার্থ) হইলেও তাহা স্বার্থ হইতে পাবে না অর্থাৎ  
চিত্তের ব্যাপাব যে চিত্তেবই জন্ম তাহা হইতে পাবে না, কাবণ তাহা সংহত্যা কাৰী বলিয়া পদার্থ।  
তজ্জন্ত তদ্ব্যতিবিক্ত অপব কোনও এক বিষয়ী বা জ্ঞেয় আছেন ইহাৰ বিবয় বা দৃষ্ট সেই চিত্ত।  
পবেব ভোগাপবর্গার্থ অর্থাৎ পবেব বা চিত্তেব অতিবিক্ত চেতন জ্ঞেয় উপদর্শনেব দ্বারা চিত্তেব  
ভোগাপবর্গকপ ব্যাপাব সিদ্ধ হয়, যেহেতু চিত্ত সংহত্যা কাৰী অর্থাৎ চিত্তকাৰ্য্য নানা অঙ্গের দ্বারা  
সাধনীয় (প্রত্যা, প্রবৃত্তি, বাসনা, কৰ্ম্মাশয় ইত্যাদিই চিত্তেব অঙ্গ)। যখন বহু অচেতন সাধন  
(=যদ্বা বা কৰ্ম্ম সাধিত হয়) এক চেষ্টায় মিলিত হইয়া সচেতনবৎ কাৰ্য্য কবে তখন তাহাদেব  
প্রয়োজক বা প্রবর্তনাব হেতুস্বরূপ তদ্ব্যতিবিক্ত কোনও এক চেতন পদার্থ থাকিবে ইহাই নিয়ম।  
কৰ্ম্মাশয়, বাসনা প্রমাণাদি বৃত্তি ইত্যাদি বহু সাধন একত্র মিলিয়া (সমঞ্জসভাবে) সুখাদি প্রত্যয়  
নিপাদিত কবে, অতএব তাহাৰ কোনও এক চেতন ভোক্তাব অধিষ্ঠানবশতই উহা কবে (ইহা  
বুঝিতে হইবে)।

অৰ্থবান্—উপদৰ্শনবান্ (ভোগাপবর্গকপ অধিতাকে বা চাণ্ড্যাকে যিনি প্রকাশ করেন, অতএব  
ইহাৰ উপদর্শনেব ফলেই চিত্তব্যাপাব হয়)। পব অর্থে চিত্ত হইতে পব বা পৃথক্। সামান্যমাত্ম  
অর্থে (এহলে) ‘আমি’ এই শব্দের দ্বারা লক্ষিত কৃষিক প্রত্যয়সকলের সাধাবর্ণ নামমাত্ম। স্বরূপে  
উদাহৃত হয় অর্থাৎ ‘ভোক্তা’ এই নামে প্রদর্শিত হয়। এই যে পবম বিশেষ অর্থাৎ বিশেষ ভাব-  
পদার্থ, নামাদিবিচ্ছিন্ন হইলেও তাহাৰ অস্তিত্ব অল্পভূত হয় তাহাই চিত্তাতিবিক্ত নং পদার্থ, তাহা  
সংহত্যা কাৰী নহে (অবিভাজ্য এক বলিয়া), এবং তিনিই পুরুষ। বৈনাশিকেবা বিজ্ঞানাদি স্বদেব  
অন্তর্গত সামান্য-লক্ষণযুক্ত যাহা কিছু বলিবেন অর্থাৎ উদীয়মান ও লীয়মান বহু বিজ্ঞানেব ‘আমি’

২৫। চিত্তাং পুরুষস্ত অস্ত্রতাং সংস্থাপ্য অধুনা কৈবল্যাভ্যাগীয়াং চিত্তং বিবৃণোতি সূত্রকাব্যঃ। বিশেষেতি। অইদৃশ্যয়োর্ভেদরূপো যো বিশেষবস্তদর্শন আত্মভাবভাবনা বক্ষ্যমাণা বিনিবর্তেতেতি সূত্রার্থঃ। যথেষতি। বিশেষবদর্শনবীজং—বিবেকদর্শনবীজং—পূর্বপূর্বজন্মসু শ্রবণমননাদিভিষক্তিসংস্কৃতম্। স্বাভাবিকী—স্বরসভঃ, দৃষ্টাভ্যাসং বিনাপী-  
ত্যাং: আত্মভাবভাবনা প্রবর্ততে। উক্তমাচার্যেঃ। স্বভাবম্—আত্মভাবম্ আত্মসাক্ষাৎকার-  
বিষয়মিতি যাবৎ, যুক্ত্য—ভ্যক্ত্য, দোষাৎ—পূর্বসংস্কারদোষাৎ, যেহাং পূর্বপক্ষে—  
সংসৃতিহেতুভূতে কর্মণি কচির্ভবতি, নির্ণয়ে—তদ্বনির্ণয়ে চ অকচির্ভবতীতি। আত্মভাব-  
ভাবনানিবৃত্তে: স্বরূপমাহ পুরুষস্থিতি।

২৬। তদেতি। তদা কৈবল্যপৰ্যন্তগামিনি বিবেকমার্গে নিম্নমার্গগজলবৎ চিত্তং প্রবহতি। বিবেকজ্ঞাননিম্নং—প্রবলবিবেকজ্ঞানবদিত্যর্থঃ।

২৭। তচ্ছিত্ত্রেষু—বিবেকাস্তবালেষু। অস্মীতি—অহমহমিতি। স্মগমমস্ত্যৎ।

এই নামাত্ম বা জ্ঞতিবাচক সাধাবণ নাম দিয়া যে নামাত্মমাত্র বস্তুই উল্লেখ করেন তাহা পঞ্চদশের অন্তর্গতস্বহেতু অর্থাৎ চিত্তাদি-স্বরূপ বলিবা তাহা নহত্যকাবী পদার্থ হইবে (স্বতবাং তাহাদের উপরে এক দ্রষ্টা বা ভোক্তা স্বীকার হইবে)।

২৫। চিত্ত হইতে পুরুষের ভিন্নতা স্থাপিত করিয়া সূত্রকার অধুনা কৈবল্যাভ্যাগীর বা কৈবল্যের মুখ্য সাধক, চিত্তের বিবরণ দিতেছেন। দ্রষ্টা ও দৃষ্টের ভেদরূপ যে বিশেষ সেই বিশেষদর্শনের বক্ষ্যমাণ আত্মভাবভাবনা নিবসিত হব ইহাই সূত্রের অর্থ। বিশেষদর্শন-বীজ অর্থে বিবেকদর্শন-বীজ, বাহা পূর্ব পূর্ব জন্মে শ্রবণ-মননাদি ব সঙ্কিত-সংস্কার-সম্পন্ন। তাঁহাব ঐ বীজ স্বাভাবিক বা স্বতঃজাত অর্থাৎ দৃষ্টজন্মীয় অভ্যাসব্যতীত প্রবর্তিত হয়। (বাহাতে ঐ কৈবল্য-বীজ আছে তাঁহাব আত্মভাবভাবনা প্রবর্তিত হয়, বাহাব বিশেষদর্শন নিম্ন হইয়াছে তাঁহার উহা নিবর্তিত হয়)।

আচার্যদেব স্বাবা এবিধের উক্ত হইয়াছে যথা, স্বভাব অর্থাৎ আত্মভাব বা আত্মসাক্ষাৎকাররূপ বিষয় ত্যাগ কবিয়া, দোষবশতঃ অর্থাৎ পূর্বের বিরুদ্ধ সংস্কারের দোষবশতঃ বাহাদের পূর্বপক্ষে অর্থাৎ জন্মমৃত্যুরূপ সংসৃতিমূলক কর্মে (ভোগে বা অবিবেকমূলক কর্মে) রুচি হয়, তাহাদের নির্ণয়বিষয়ে বা তদ্বনির্ণয়ে অকচি হয়। আত্মভাবভাবনার নিবৃত্তির স্বরূপ বলিতেছেন অর্থাৎ উহা নিবৃত্ত হইলে কিরূপ অবস্থা হয় তাহা বলিতেছেন—পুরুষ স্তব্ধ, চিত্তস্বর্থেব হ্যদা, অপবাস্তু ইত্যাদি।

২৬। তখন কৈবল্য পর্যন্ত গামী অর্থাৎ তদবধি বিদ্বত বিবেকমার্গে অযোগ্যামী জলপ্রবাহবৎ স্বতঃই চিত্ত প্রবাহিত হয়। বিবেকজ্ঞান-নিম্ন বা প্রবল বিবেকজ্ঞান-সম্পন্ন। (জলের গতি যেমন নিম্নাতিমুখে স্বতঃই প্রবল হয় তদ্রূপ চিত্ত তখন কৈবল্যাভিনির্মুখেই প্রবাহিত হয়। বিবেকজ্ঞান অর্থে বিবেকসজ্জাত প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান বা বিবেকস্বাভি, ৩।৫৪ স্রোক্ত পাণ্ডিত্যবিক অর্থ নহে)।

২৭। তচ্ছিত্ত্রে অর্থাৎ বিবেকের অন্তবালে, (যখন বিবেকের দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়, তখন) অস্মীতি বা 'আমি, আমি' এইরূপ বোধ হয় (বাহা বিবেকবিবোধী অস্মিতা-রূপেই বন)।

২৮। এষাম্—অবিবেকপ্রত্যয়ানাং পূর্ববদ্ অভ্যাসবৈবাগ্যাভ্যামিত্যর্থঃ হানম্ ইত্যুক্তম্। ন প্রত্যয়প্রসূত্বমিতি—বিবেকপ্রত্যয়েনাধিকৃতত্বাৎ প্রত্যয়াস্তবস্ত নাবকাশঃ। জ্ঞানসংস্কারাঃ—বিবেকসংস্কারাঃ, চিত্তাধিকারসমাধিঃ—সর্বসংস্কারবান্ধবজ্ঞানশ্রমণঃ চিত্তস্ত প্রতীক্ৰমবদ্ অন্তর্গতভেদে—তাবৎকালং স্থাস্তস্তচ্চিত্তেন সহ প্রবিলীয়ন্ত ইত্যর্থঃ, তন্মাৎ তেষাং হানং ন চিন্তনীয়মিতি।

২৯। প্রসংখ্যানে—বিবেকজসিদ্ধৌ অপি অকুসীদস্ত—কুংসিতং সীদতি অগ্নিন্ ইতি কুসীদৌ বাগন্তজ্জহিতস্ত বিরক্তস্ত, অতো বাহুসংস্কারবান্ধবঃ সর্বথা বিবেকখ্যাতিঃ। তদ্রূপো যঃ সমাধিঃ স ধর্মমেষ ইত্যাখ্যাত্যেতে যোগিভিঃ। কৈবল্যধর্মং স বর্ষতি, বর্ষালকং বারীষ ধর্মমেবাদ্ অপ্রযত্নলভ্যং কৈবল্যং ভবতীতি সূত্রার্থঃ। যদায়মিতি। স্তূগমং ভাগ্যম্। জ্ঞায়তেহত্র “যথোদকন্দুর্গে বৃষ্টং পর্বতেষু বিধাবতি। এবং ধর্মান্ পৃথক্ পশ্চন্ তানেনান্ন-বিধাবতি ॥ যথোদকং শুক্রে শুক্লমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি। এবং যুনের্বিজানন্ত আত্মা ভবতি গৌতম” ইতি। অন্ত্যর্থঃ, যথা তুর্গমে পর্বতশিখরে বৃষ্টমুদকং পর্বতগাত্রেষু বিধাবতি এবং ধর্মান্—বুদ্ধিধর্মান্ পুরুষভঃ পৃথক্ পশ্চন্ তান্ এব অন্নবিধাবতি, বুদ্ধি-

২৮। ইহাদেব—অবিবেক প্রত্যয়কলমেব, পূর্ববৎ অর্থাৎ অভ্যাস-বৈবাগ্যেব বাবা অন্ত বৃত্তিবৎ হান বা নাশ কবা কর্তব্য ইহা উক্ত হইয়াছে। প্রত্যয়-প্রসূত্বং হব না অর্থাৎ বিবেকপ্রত্যয়েব বাবা চিত্ত অধিকৃত বা পূর্ণ থাকে বলিয়া তখন অন্ত প্রত্যয়েব উদ্ভিত হইবার অবকাশ থাকে না। জ্ঞান-সংস্কার—বিবেকেব সংস্কার। তাহা বা চিত্তেব অধিকার সমাপ্তিকে অর্থাৎ সর্বসংস্কারবান্ধবেব কলে অবশ্যস্তাবী চিত্তলবকে, অন্তর্গতন কবে বা তাবৎ কাল পর্যন্ত থাকিবা চিত্তেব সহিত তাহা বা প্রলীন হব। তজ্জাত তাহাদেব নাশ চিন্তনীয় নহে অর্থাৎ সেজন্য পৃথকভাবে কবণীয় কিছু নাই।

২৯। প্রসংখ্যানেও অর্থাৎ বিবেকজ সিদ্ধিতেও অকুসীদেব—কুংসিতরূপে সংলগ্ন থাকে যাহাতে তাহাই কুসীদ বা বাগ, তদ্রূপ আসক্তিহীন বিবাগযুক্ত সাধকেব চিত্ত, বাহুবিষয়ে সংস্কারহীন হওয়াব তাঁহাব সর্বকালস্থায়ী বিবেকখ্যাতি হয়। ঐরূপ বিবেকখ্যাতিযুক্ত যে সমাধি তাহাই ধর্মমেষ-সমাধি নামে যোগীদেব দ্বারা আখ্যাত হব। তাহা কৈবল্য ধর্ম বর্ষণ কবে। কর্ণালক বাবিব ভায়, ধর্মমেষ সমাধি লাভ হইলে আব অধিক প্রবৃত্ত ব্যতীতও (অনাবাসেই) কৈবল্য লাভ হব, ইহাই সূত্রেব অর্থ।

এবিষয়ে স্মৃতি যথা, “যথোদকন্দুর্গে - গৌতম” (কঠ)। অর্থাৎ যেমন তুর্গম পর্বতশিখরে বৃষ্ট জল প্রবাহিত হইয়া পর্বতগাত্রেব আপ্রাবিত কবে, তদ্রূপ ধর্মসকলকে—অর্থাৎ বুদ্ধিব বৃত্তিসকলকে, বিবেকজ্ঞানেব দ্বারা প্রষ্টা-পুরুষ হইতে ভিন্ন জানিলে সেই জ্ঞান বুদ্ধিধর্মসকলকে আপ্রাবিত কবে। অর্থাৎ বুদ্ধিশিখরে বিবেক-বাবিগাতে বিবেকরূপ জলপ্রাবনেব দ্বারা বুদ্ধিধর্মসকল আপ্রাবিত হব বা তাহা বা বিবেকময় হইয়া যাব। আব, যেমন জল শুষ্ক ও নির্মল হইলে তাহাতে বৃষ্ট বাবিত শুষ্ক জলই হয় তদ্রূপ বিবেকজ্ঞানসম্পন্ন মূনিব আত্মা বা বুদ্ধি বিবেকজ্ঞানে সমাহিত থাকে বলিয়া বিতুষ্ট কেই পূর্ণ হব।

শিখরে বিবেকানুভূতিজাতো বিবেকৌঘো বুদ্ধিধর্মান্ আগ্নাবযতীত্যর্থঃ । যথা চ শুদ্ধে  
প্রসঙ্গে উদকে বৃষ্টমৃদকং শুদ্ধোদকভামাপত্ততে তথা বিজ্ঞানতো বিবেকবতো মূনেবাঙ্গা—  
অস্তবান্ধা শুদ্ধো বিবেকোপায়াতিভো ভবতি বিবেকমাত্রে সমাধানাদিতি ।

৩০। তদिति । সমূলকাষ কথিতাঃ—সমূলোৎপাটিতাঃ । জীবন্মেব বিদ্বান্  
বিমুক্তঃ—দুঃখত্রযাতীতো ভবতি । বিবেকপ্রত্যয়-প্রতিষ্ঠায়া দুঃখপ্রত্যয়া ন উৎপত্তেরন্  
অতো বিমুক্তো দেহবানপি । ন চ তস্মৈ বিমুক্তস্ত পুনরাবৃত্তিঃ, সমাধেঃ ক্লীণবিপর্যয়স্ত  
বিবেকপ্রতিষ্ঠস্ত জন্মাসম্ভবাৎ । দেহেন্দ্রিয়াভিমানবশাদেব জাতিসুদভাবান্ন পুনরাবৃত্তিঃ ।  
উক্তঞ্চ “বিনিম্পরসমাধিস্ত মুক্তিং তত্রৈব জন্মনি । প্রান্নোতি যোগী যোগাশ্লিদন্ধকর্ম-  
চয়োহচিরাদ্ ॥” ইতি ।

৩১। তদা সর্বািববণমলাপগমাজ্ জ্ঞানস্ত আনন্ত্য ভবতি ততশ্চ জ্ঞেয়মগ্ন  
ভবতি । সর্বেবিতি । চিত্তসম্বৎ প্রকাশস্বভাবকম্ । তচ্চ সর্বং প্রকাশয়েদ্ অসতি  
বাধকে, বাধকশ্চ চিত্ততমঃ । আবরণশীলং চিত্ততমো যদা বজ্রসা ক্রিয়াস্বভাবেন  
অপসার্ষতে তদা উদ্ঘাটিতং সম্বৎ প্রকাশয়তি, তদেব জ্ঞানম্ । অতন্তমসঃ সমূলমুত্তম  
অপগমাৎ কার্য্যভাবে বজ্রসৌহৃদি স্বরূপীভাবাৎ সম্বৎ নিরাবরণং ভূষা সর্বং সম্যক্  
প্রকাশয়েদিতি জ্ঞানস্ত আনন্ত্যম্ । যত্নেনমিতি । অত্র—পবমজ্ঞানলাভাৎ পুনর্জাতের-  
সম্ভববিষয়ে বক্ষ্যমাণায়াঃ শ্রুতবর্থঃ প্রয়োজ্যঃ । তদযথা অন্ধো মণিম্ অবিধ্যৎ—বেধনং

৩০। ক্লেশসকল তখন সমূলকাষ কথিত হয় বা সমূলে উৎপাটিত হয় । তদবস্থায় জীবিত  
ধাকা সম্বৎ সেই বিদ্বান্ বা ব্রহ্মবিৎ বিমুক্ত হন অর্থাৎ দুঃখত্রয়ের অতীত হন । বিবেকপ্রত্যয়  
প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে অবিবেকমূলক দুঃখকব প্রত্যয়সকল আব উৎপন্ন হয় না, তজ্জন্ম তখন তিনি  
দেহবান্ হইলেও তাঁহাকে মুক্ত বলা হয় । সেইরূপ মুক্তপুরুষের পুনর্জন্ম হয় না, কাবণ সমাধির দ্বারা  
বাহ্যের বিপর্যয়বৃত্তিসকল ক্লীণ বা দৃষ্টবীজবৎ হইবাছে এবং বাহ্যেতে বিবেক প্রতিষ্ঠিত হইবাছে তাঁহাব  
পুনরায় জন্ম হওয়া সম্ভব নহে । দেহেন্দ্রিয়াদিতে অভিমান ( বা তাহাতে আত্মবোধ )-বশেই জন্ম  
হয় এবং তাহাব অভাব ঘটিলে পুনরাবর্তন হয় না । এবিষয়ে উক্ত হইবাছে, যথা—“যোগাশ্লি বদা  
সমুদায় কর্ম অচিরাৎ দন্ধ হওয়ায় সমাধি-নিম্পর যোগী সেই জগ্নেই মুক্তি লাভ করেন” ।

৩১। তখন ( বুদ্ধিস্থেব ) সমস্ত আবরণমূল অপগত হওয়াতে জ্ঞানের আনন্ত্য হয়, তজ্জন্ম  
জ্ঞেয় বিষয় অগ্ন বলিরা অবভাত হয় । চিত্তসম্বৎ অর্থাৎ চিত্তের সাত্বিক অংশ বা প্রকাশশীল ভাব,  
সেই প্রকাশের কোনও বাধক বা আবধক না থাকায় তাহা সমস্ত ( অভীষ্ট বিষয় ) প্রকাশিত কবে ।  
চিত্ত-তমঃ—অর্থাৎ চিত্তের তম-অংশই চিত্ত-সম্বৎ বাধক । জ্ঞানের আবরণশীল চিত্ত-তম যখন  
ক্রিয়াস্বভাব বজ্র দ্বারা অপসারিত হয় তখন তামসাবরণ হইতে উদ্ঘাটিত সম্বৎ প্রকাশিত হয়, তাহাই  
জ্ঞানের স্বরূপ । অভাব সম্বৎ মূল-স্বরূপ তমব অপগম হইলে এবং বজ্রোৎপাদ কার্য্যভাববশতঃ  
ক্লীণ হওয়ায় সম্বৎ নিরাবরণ হইবা সর্ব বস্তুকে অর্থাৎ অভীষ্ট যে বস্তুব সহিত বুদ্ধির সংযোগ ঘটবে  
তাহাকে, সম্যক্ৰূপে প্রকাশিত কবে, তজ্জন্ম তখন জ্ঞানের আনন্ত্য হয় ।

সচ্ছিত্ৰং কৃতবান্, অনঙ্গুলিঃ কশ্চিৎ তান্ সগীন্ আববৎ—ঐথিতবান্, অগ্ৰীবস্তং মণিহারং  
প্রত্যমুঞ্চৎ—অগ্নিনদ্ধবান্ কঠে, অজিহ্বস্তুম্ অভ্যপূজবৎ—স্তুতবান্। ইমাঃ ক্রিয়া যথা  
অসম্ভবাস্তথা বিবেকিনো জ্ঞাতিরিত্যর্থঃ।

৩২। তত্ত্বেন্টি। ততঃ—ধৰ্মমেষোদয়াৎ চবিভার্থানাং গুণানাং—গুণবৃত্তীনাং  
বুদ্ধাদীনাং পরিণামক্রমঃ সমাপ্তো ভবতি তৎ কুশলং পুৰুষং প্রতীত্যর্থঃ।

৩৩। অথেন্টি। ক্ষণপ্রতিযোগী—ক্ষণাবসবব্যাপীত্যর্থঃ। প্রত্যেকং ক্ষণ-  
প্রতিযোগিনঃ পরিণামস্ত অবিরলপ্রবাহঃ ক্রম ইত্যর্থঃ। স চ অপবাস্তনিগ্রাহঃ—  
অপরাস্তেন গৃহ্যতে। নবস্ত বজ্রস্ত পুরাণতা অপবাস্ত, তেন তজ্জপবিণামক্রমো গ্রাহঃ।  
তথা গুণবৃত্তীনাং বুদ্ধাদীনাং পরিণামক্রমস্ত অপবাস্তো বুদ্ধেঃ প্রতিপ্রসবঃ। আ প্র-  
প্রসবাদ্ বুদ্ধাদীনাং পবিণামক্রমো নিগ্রাহঃ—তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। ক্ষণেন্টি। ক্ষণানন্তর্য্যায়া  
—ক্ষণব্যাপিনাং পরিণামানাং নৈবন্তর্যমিব ক্রম ইত্যর্থঃ। অননুভূতক্রমক্ষণা—অননু-  
ভূতঃ—অলঙ্কঃ ক্রমো যৈঃ ক্ষণৈস্তাদৃশাঃ ক্ষণা যন্তা। নির্বর্তকাঃ সা অননুভূতক্রমক্ষণা,  
তাদৃশী পুরাণতা নাস্তি। ক্রমতঃ পবিণামানুভবাদেব পুরাণতা ভবতীত্যর্থঃ।

এই অবস্থায় পবমজ্ঞান লাভ হয় বলিয়া যোগীৰ পুনৰ্জন্মেব অসম্ভবত্ব-সম্বন্ধে বক্ষ্যমাণ ঐতিব অর্থ  
প্রোক্তো। তাহা যথা—অল্প মণিকে যেমন বা সচ্ছিত্র কবিবাছিল, কোনও অনুলীহীন ব্যক্তি সেই  
মণিসকলকে ঐথিত কবিবাছিল, গ্ৰীবাহীন ব্যক্তি সেই মণিহাব কঠে পবিধান কবিবাছিল এবং  
কোনও জিহ্বাহীন তাহাকে অভিপূজিত বা স্তুতি কবিবাছিল—ইত্যাদি ক্রিয়াসকল যেমন অসম্ভব  
তেননি বিবেকী যোগীৰ পুনৰ্জন্মও অসম্ভব।

৩২। তাহা হইতে অর্থাৎ ধৰ্মমেষ-সমাধিব উদয় হইতে, চবিভার্থ গুণসকলেব অর্থাৎ  
ভোগাশবর্গরূপ অর্থ বাহাদেব আচবিত বা নিশ্পন্ন হইয়াছে এইরূপ যে বুদ্ধি আদি গুণবৃত্তি তাহাদেব,  
পবিণামক্রম বা কার্যব্যাপাবরূপ পবিণাম-প্রবাহ, সেই কুশল পুরুষেব নিবট সমাপ্ত হয়।

৩৩। ক্ষণ-প্রতিযোগী অর্থাৎ ক্ষণরূপ অবসবকে (ঐককে) বাহা আশ্রব কবিবা থাকে।  
প্রত্যেক ক্ষণব্যাপী পবিণামেব যে অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ তাহাই ক্রম। তাহা অপবাস্তেব দ্বাবা নিগ্রাহ  
অর্থাৎ কোনও এক পবিণামেব অবলান হইলে পব তখনই বুদ্ধিবাব যোগ্য। নব বস্ত্বেব যে পুরাণতা  
তাহাই তাহাব অপবাস্ত, তাহাব দ্বাবাই সেই বস্ত্বেব পবিণামক্রম (ক্রমিক হ্রস্ব পবিণাম) বুঝা যায়।  
তজ্জপ বুদ্ধি, অহংকাব আদি গুণ-বৃত্তিসকলেব প্রলয়ই তাহাদেব পবিণামক্রমেব অপব অস্ত বা নীমা।  
অর্থাৎ তাহাই তাহাদেব অন্যদি পবিণাম-প্রবাহেব নীমা। বুদ্ধি আদিব প্রলয় পৰ্বন্ত তাহাদেব  
পবিণামক্রম নিগ্রাহ হয় অর্থাৎ সেই পৰ্বন্ত তাহাবা থাকে। ক্ষণেব আনন্তর্য-আত্মক অর্থাৎ  
ক্ষণব্যাপী পবিণামসকলেব অবিচ্ছিন্ন প্রবাহই বাহাব বরূপ তাহাকেই ক্রম বলা হয়।\*

\* কোনও বস্তব লক্ষ্য স্থল পবিণাম বেণিলে লনা যায় যে তাহা অলস বা দুরতাবে অবস্থাস্থবতাকপ ক্রিয়াপ্রবাহেব  
নমষ্টি। লক্ষ্য পবিণামেব অদভূত দৃষ্টন্তম অবিভাণ্য যে ক্রিয়া তাহাব আনন্তর্য বা অবিবল প্রবাহই ক্রম, এবং সেই ক্রিয়া যে  
কাল ব্যাপিবা ঘট্টে সেই দৃষ্টন্তম কালই পব।



অপবাস্ত্বস্ত কস্তাশ্চিদ্ বিবক্ষিতাবস্থায়্যাপরাস্তো যথা নবভাষাঃ পুৰাণতা ব্যক্ত-  
তাযাশ্চাব্যক্ততা ইত্যাত্মা। তত্র অনিত্যানাং ভাবানাং প্রতিপ্রসবকপোহিপবাস্তোহস্তি  
যত্র ক্রমো লক্ষণপৰ্যবসানঃ। ন চ তথা নিত্যানাম্। নিত্যানাং তু ভাবানাং কাম্বিদ-  
বস্থামপেক্ষ্য পৰিণামাপরাস্তো বক্তব্যঃ। নিত্যপদার্থানামপ্যস্তি পরিণামক্রম ইত্যাহ  
নিত্যেষ্ণু ইতি। প্রকৃতে বা কাল্লনিকো বা ক্রমঃ অস্তীত্যর্থঃ। কূটস্থনিত্যতা—  
নিৰ্বিকারনিত্যতা। পৰিণামিনিত্যতা—নিত্যং বিক্রিয়মাণতা। বিকারস্থতাবাক্ষ  
নিষ্কাষণানাং গুণানাং পৰিণামনিত্যতা। কূটস্থপদার্থোহপি তস্মৈ তিষ্ঠতি স্থাস্ততীতি  
বক্তব্যং ভবতি ততস্তস্তাপি পরিণামো বাচ্যঃ। কিন্তু স পরিণামো বৈকল্পিকঃ। তস্মাৎ  
সাম্প্রতিকমিদং নিত্যতালক্ষণং যদ্ যস্মিন্ পৰিণাম্যমানে তৎ—স্বভাবো ন বিহন্ততে—  
অন্তথা ভবতি তল্লিত্যমিতি। গুণস্ত পুরুষস্ত চোভযস্ত তদ্ব্যনভিধাতাৎ—তদ্ব্যব্যভি-  
চাবান্নিত্যত্বম্।

যে ক্ষণে কোনও ক্রমবাহী পৰিণাম অচ্যুত বা লঙ্ঘন নাই, সেইরূপ অণ যে পুৰাণতাব  
নিৰ্বর্তক বা সাধক তাহাই অনচ্যুতক্রম-লক্ষণ। এইরূপ (ক্রমহীন) কোনও পুৰাণতা হইতে পাবে  
না, ক্রমে ক্রমে পৰিণাম প্রাপ্ত হইবাই পুৰাণতা হয় (অক্রমে নহে)।

অপবাস্ত্ব অর্থে কোনও বিবক্ষিত বা নির্দিষ্ট অবস্থাব অপব বা শেষ অন্ত, যেমন নবভাব পুৰাণতা,  
ব্যস্তাবস্থাব অব্যস্ততা ইত্যাদি। তন্মধ্যে অনিত্য বস্তুসকলের প্রলয়রূপ অপবাস্ত্ব বা অবসান  
আছে—যেখানে ক্রমের পৰিসমাপ্তি। কিন্তু নিত্য (পৰিণামি)- বস্তুব তাহা হয় না। নিত্য  
ভাবপদার্থসকলের কোন এক ঋণ অবস্থাকে অপেক্ষা কৰিয়া বা লক্ষ্য কৰিয়া পৰিণামের অপবাস্ত্ব  
বক্তব্য হয়। নিত্য পদার্থেরও পৰিণাম-ক্রম আছে তাহা বলিতেছেন। প্রকৃত এবং কাল্পনিক  
দুইবিধ ক্রম আছে। কূটস্থ-নিত্যতা অর্থে নিৰ্বিকার পৰিণামহীন নিত্যতা। পরিণামি-নিত্যতা  
অর্থে নিত্য বিকাবশীলতা বা বিকাবশীলরূপে নিত্য অবস্থিতি। নিষ্কাষণ (স্থতবাং নিত্য) গুণসকলের  
বিকাৰ-স্বভাব আছে বলিয়া তাহাদের পৰিণাম-নিত্যতা। কূটস্থ পদার্থ সম্বন্ধেও (ব্যবহাৰতঃ)  
'ছিল', 'আছে' ও 'থাকিবে' এইরূপ উক্ত হয় বলিয়া তাহাতে তাহাব পৰিণামও বক্তব্য হয়, কিন্তু  
এই পৰিণাম বৈকল্পিক (কাৰণ, বাহাব পৰিণাম নাই তাহাতে কাল প্রয়োগ কৰিয়া যে পৰিণামের  
জ্ঞান হয়, তাহা চিত্তেবই বিকল্পনা)। তজ্জগৎ ভায়ে নিত্যতাব এই লক্ষণ যথার্থই উক্ত হইয়াছে যে,  
পৰিণাম্যমান হইলেও অর্থাৎ বিকাব প্রাপ্ত হইতে থাকিলেও, বাহাব তত্ত্ব বা মৌলিক স্বভাব নষ্ট বা  
অন্তথাপ্রাপ্ত হয় না, তাহাই নিত্য। গুণ এবং পুরুষ উভয়েবই তত্ত্বের অনভিধাত বা অব্যভিচাব হেতু  
অর্থাৎ তাহাদের তত্ত্বের অন্তথাভাব সম্ভব নহে বলিয়া তাহাবা নিত্য (জিগ্মশেব যেকপ পৰিণামই  
হউক তাহাদের প্রকাশ-ক্রিয়া-স্থিতিকপ গুণত্বের কোনও বিপরীস কল্পনীয় নহে)।

ক্রম লক্ষণপৰ্যবসান অর্থাৎ তাহাব অবসানপ্রাপ্তি হয়, প্রতিপ্রসবে বা বুদ্ধি আদিব প্রলয়ে—ইহা  
উহু আছে। (কিন্তু জিগ্মশে ক্রম) অলক্ষণপৰ্যবসান—প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি স্বভাবের নিত্যত্বহেতু  
অর্থাৎ এই স্বভাবের কখনও লয় হয় না বলিয়া তাহাব পৰিসমাপ্তি নাই। কূটস্থ নিত্য বস্তু অনন্তকাল  
পৰ্যন্ত থাকিবে—এইরূপ বক্তব্য হয় বলিয়া অলক্ষ্য স্বপ্নক্রমে তাহাব থাকারূপ ক্রিয়া বা পরিণাম

তজ্জৈতি । ক্রমঃ লক্ষণার্থবসানঃ—প্রতিপ্রসবে ইতি শেষঃ । অলক্ষণার্থবসানঃ—  
প্রকাশক্ৰিয়াস্থিতিস্বভাবানাং নিত্যত্বাৎ । কূটস্থনিত্যোদ্ধতি । অনন্তকালং যাবৎ  
স্থাত্তীতি বক্তব্যত্বাদ্ অসংখ্যক্রমক্রমেণ স্থিতিক্ৰিয়াক্রপ-পরিণামো ব্যুখিতদর্শনৈর্মুক্তব্যো  
ভবতি । কিঞ্চ শব্দপৃষ্ঠেন—শব্দানুপাতিনা বিকল্পজ্ঞানেন । অন্তীতি শব্দানুপাতিনা  
বিকল্পেন অস্তিক্ৰিয়ামুপাদায় তৎক্ৰিয়াবান্ স পূৰ্ব্ব ইতি তত্র স পরিণামো বিকল্পিত  
ইত্যর্থঃ । এবং বাহ্যাত্মাদ্ বিকল্পিতপরিণামাদ্ ন চ পূৰ্ব্বস্ত কৌটম্যহানিবিত্যর্থঃ ।

অথেনতি । লীলমানস্ত উভয়মানস্ত চ সংসারস্ত জ্ঞপেযু তত্তদবস্থায়াম্ বর্তমানস্ত  
ক্রমসমাপ্তিৰ্ভবেৎ ন বেতি প্রশ্নস্ত উত্তরম্ অবচনীয়েমতি । সূগমম্ । কুশলন্তেতি ।  
কুশলস্ত সংসারক্রমসমাপ্তিরস্তি নেতরস্ত ইত্যেকং ব্যাকৃত্যায় প্রশ্নো বচনীঃ, অতঃ অত্র  
একতরস্ত অবধাবণং—কুশলস্য সমাপ্তিরিত্যবধাবণম্ অদোষঃ ন দোষাৎ ইত্যর্থঃ ।  
অসংখ্যত্বাদ্ দেহিনাং সংসারস্য অন্তবস্তা অন্তীতি বা নান্তীতি বা প্রশ্নঃ অন্তাধ্যো যথা

হইতে থাকে, ইহা স্থূল দৃষ্টি-সংশয় লোকেবা মনে কবে অর্থাৎ তাহা বা একপে কূটম পদার্থে কালমিক  
পরিণাম আধোণ কবে । কিঞ্চ শব্দপৃষ্ঠেন দ্বাৰা অর্থাৎ শব্দমাজ্জই বাহাব পৃষ্ঠ বা নির্ভর, তজ্জপ  
শব্দানুপাতী বিকল্পজ্ঞানেব দ্বাৰা ( একপ ক্ৰিয়া কল্পিত হয় ) । শব্দানুপাতী বিকল্পেব দ্বাৰা ‘অস্তি’-  
ক্ৰিয়া প্রশ্ন কৰ্ত্তব্য অর্থাৎ ‘আছে’ বা ‘ থাকামাজ্জ’-কপ ক্ৰিয়াহীনতাকেই ক্ৰিয়া বা বাস্তব পরিণাম মনে  
কৰিবা, পূৰ্ব্বকে তৎক্ৰিয়াবান্ মনে কবে, উক্ত কাৰণে এই পরিণাম-জ্ঞান বৈকল্পিক । এইরূপ  
বাঙমাজ্জ হুতবাং বিকল্পিত পরিণাম হইতে পূৰ্ব্ববেব কৌটম্য-হানি হয় না ।

জিগ্ৰহণপ্ৰ একজিহতে লীলমান এক তাহা হইতেই উভয়মান অবধাব হিত সংসাৰেব, বা লব ও  
জ্জপিব প্রবাহেব, ক্রম-সমাপ্তি হইবে, কি হইবে না ?—এই প্রশ্নেব উত্তৰ অবচনীৰ অর্থাৎ কোনও  
এক পদেব উত্তৰ নাই । কুশল বা বিবেকখ্যাতিমান পূৰ্ব্ববেব নিকট সংসাৰক্রমেব সমাপ্তি আছে,  
অন্তেব নাই, এইকপে বিপ্লব কৰিবা এই প্রশ্নেব উত্তৰ বলিতে হইবে । অন্তএব এত্বে ( উত্তৰ প্রকাৰ  
উত্তৰেব ) কোনও একটিব অবধাবণ যথা, কুশল পূৰ্ব্ববেব সংসাৰ-ক্রমেব সমাপ্তি আছে—এইরূপ  
অবধাবণ বা মীমাংসা অদোষ অর্থাৎ দোষেব নহে । দেহীবা অসংখ্য বলিয়া, সংসাৰেব শেষ আছে,  
কি নাই ?—এই প্রশ্ন ভাবাহুত নহে । যেমন অসংখ্য কদেব সমষ্টিৰূপ কালেব, অথবা অপৰিমেয  
দেশেব অন্ত আছে, কি নাই ?—এই প্রকাৰ প্রশ্ন অন্তাধ্য বলিবা অবচনীৰ বা যথার্থ উত্তৰ দেওয়াব  
যোগ্য নহে ( কোনও পদার্থকে অনন্ত সংজ্ঞা দিবা পুনশ্চ তাহাব অন্তসংযকীয় প্রশ্ন কৰাই অন্তাধ্য ) ।  
তজ্জপ অসংখ্য সংসারীদেব নিঃশেষতা কল্পনা এবং তথিবক প্রশ্ন অন্তাধ্য । অসংখ্য পদার্থ হইতে  
অসংখ্যক্রমে বিয়োগ কৰিতে থাকিলেও মহা অসংখ্য পদার্থই অবশিষ্ট থাকিবে । যথা উক্ত হইয়াছে,  
“যেমন ইদানীং তেননি সৰ্বকালেই সংসারী পূৰ্ব্ববেব অত্যন্ত উচ্ছিন্ন হইবে না” ( সাংখ্যসূত্র ) ।  
ঐতিহ্য আছে, “পূৰ্ণ বা অসংখ্য পদার্থ হইতে পূৰ্ণ বিয়োগ কৰিলেও পূৰ্ণই অবশিষ্ট থাকে” ।  
স্মৃতিতেও আছে, “সৰ্বথা অসংখ্য বিধান্ বা কুশল পূৰ্ব্বম্ মুক্ত হইতে থাকিলেও, ব্রহ্মাণ্ড এবং জীবলোক  
অসংখ্য বলিবা তাহা কখনও শূন্য হইবে না” ।

অসংখ্যকণাশ্লকস্য কালস্য, যথা বা অপরিমেয়স্য দেশস্য অস্তোহস্তি ন বেতি প্রশ্নঃ  
অন্যায়াদ্ অবচনীযন্তথাঃসংখ্যানাং সংসারিণাং নিঃশেষতাকল্পনং তদ্বিষয়কচ্চ প্রশ্নঃ  
অন্যায়ঃ। অসংখ্যেযেভ্যঃ পদার্থেভ্যঃ অসংখ্যশো বিবোগে কুত্বেপি সর্দৈবাসংখ্যাঃ  
পদার্থাস্তিষ্ঠেযুঃ। উক্তঞ্চ “ইদানীমিব সর্বত্র নাত্যন্তোচ্ছেদ” ইতি। জ্ঞায়তে চ “পূর্ণস্য  
পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্টতে”। স্বর্ঘতে চ “অতএব হি বিদ্বৎসু মূঢ়্যমানেষু সর্বদা।  
ব্রহ্মাণ্ডজীবলোকানামনন্তবাদশূন্যতা” ইতি।

৩৪। গুণেতি। কৃতকৃত্যানাং গুণানাং—গুণকার্য্যণাং প্রতিপ্রসবঃ—স্বকাবণে  
শাস্ততঃ প্রলয়ঃ কৈবল্যম্। কৃতেনি। কার্য্যকাবণাশ্রয়ানাং গুণানাম্—মহাদিপ্রকৃতি-  
বিকৃতীনাং ত্রিগুণোপাদানানাম্। স্বরূপপ্রতিষ্ঠাপি চিতিশক্তিঃ বুদ্ধিসহজাং সর্দৈভা  
বুদ্ধিপ্রতিষ্ঠেব প্রতিভাসতে, বুদ্ধিপ্রতিপ্রসবাদ্ যদাহৈতৈকা কেবলা বেতি বাচ্যা ভবতি ন  
পুনর্বুদ্ধ্যুৎপাদকেবলেতি চ বাচ্যা স্যাৎ তদা কৈবল্যং পুরুষস্যেতি।

সুপ্রসন্নপদাং টীকাং ভাস্বতীং শ্রদ্ধয়াম্লতঃ।

হবিহবতিশ্চক্রে সাংখ্যপ্রবচনশ্চ হি॥

ইতি সাংখ্যযোগাচার্য-শ্রীহবিহবানন্দাবণ্য-কৃত্যায়ং বৈয়াসিক-শ্রীপাতঞ্জল-

সাংখ্য-প্রবচন-ভাষ্যস্য টীকায়াং ভাস্বত্যাং চতুর্থঃ পাদঃ।

৩৪। কৃতকৃত্য গুণসকলেব অর্থাৎ ভোগ্যপবর্গ নিম্নর হইবাছে এইরূপ বুদ্ধি আদি গুণকার্য-  
সকলেব, যে প্রতিপ্রসব অর্থাৎ শাস্ত কালেব জন্ম স্বকাবণ প্রকৃতিতে যে প্রলয় তাহাই কৈবল্য।  
কার্য্যকাবণাশ্রয় গুণসকলেব অর্থাৎ ত্রিগুণরূপ উপাদান হইতে কাবণ-কার্য্যরূপে উৎপন্ন মহাদি  
প্রকৃতি-বিকৃতিসকলেব। চিতিশক্তি সদা স্বরূপপ্রতিষ্ঠ হইলেও বুদ্ধিব নহিত লংঘোগহেতু সর্দৈভ বা  
অকেবল অর্থাৎ বুদ্ধিসহ তিনি আছেন এইরূপ প্রতিভাসিত হন, বুদ্ধিব প্রলয় ঘটিলে তখন  
চিতিশক্তি অদৈত বা কৈবল্যপ্রাপ্ত এইরূপে বাচ্য বা বক্তব্য হন (বুদ্ধিব বর্তমানতা এবং প্রলয় এই  
দুই অবস্থাকে লক্ষ্য কবিবাই চিতিব অকেবলতা এবং কৈবল্য নাম ধেওবা হয়)। পুনর্য্য বুদ্ধিব  
উত্থানেব সম্ভাবনা বিদূষিত হওয়াব তাঁহাকে যখন আব অকেবল বলাব সম্ভাবনা না থাকে তখনই  
পুরুষেব কৈবল্য বলা হয়।

প্রদ্বাপ্লত হ্রদে শ্রীহবিহব যতি সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যেব ভৃঙ্গপট-পদ্যসম্বিত এই ‘ভাস্বতী’ টীকা  
বচনা কবিবাছেন।

শ্রীমদ্ ধর্ম্মমেঘ আরণ্যের দ্বারা অনুদিত

চতুর্থ পাদ সমাপ্ত

ভাস্বতী সমাপ্ত

માર્ગશીર્ષક



## সাংখ্যতত্ত্বালোকঃ

( প্রথম মুদ্রণ : ১৯০৩ )

### বিষয়সূচী

বিষয়	প্রকরণ	বিষয়	প্রকরণ
মহালাচরণ		সংকল্পন-কল্পন-কৃতি-বিকল্পন-চিন্তাচেষ্টা	৩৫
পূর্ববতত্ত্ব	১-৮	স্থায়ী অবস্থাবৃত্তি	৩৬-৩৭
প্রধানতত্ত্ব	৯	চিন্ত্যব্যবসায়	৪০
গ্রহীতা, ব্যাবহারিক	১০	জ্ঞানেন্দ্রিয়	৪১-৪২
গুণেব বৈষম্য	১১-১২	কর্মেন্দ্রিয়	৪৩
ভোগ্যপদার্থ ও জৈগুণ্য	১৩	গন্ধ গ্রাণ	৪৪-৫১
মহত্ত্ব	১৪-১৬	বাক্যকরণে গুণসমিবেশ	৫২
অহংকাব	১৭	বিষয়	৫৩
মন	১৮	বোধ্যক-জিহ্বাক-আভ্যর্থ্য	৫৪-৫৫
অন্তঃকরণ	১৯	ত্বতত্ত্ব	৫৬-৫৭
জ্ঞানাদিব স্বরূপ	২০	আকাশাদিতে গুণসমিবেশ	৫৮
জিগুণেব পবিণারৈকত্ব	২১	তন্মাত্রতত্ত্ব	৫৯-৬১
জ্ঞানাদিতে গুণসমিবেশ	২২-২৫	বৈবাক্যভিমান	৬২-৬৩
চিন্তা	২৬	দিক্ ও কালেব স্বরূপ	৬৩
প্রাধ্যাদিব গন্ধভোগ	২৭	ভৌতিকেব স্বরূপ	৬৪
চিন্তেন্দ্রিয়েব গন্ধকারণ	২৭	সর্গ ও প্রতিসর্গ	৬৫-৬৬
প্রমাণ	২৮	বৈবাক্যভিমান হইতে সর্গ	৬৭-৬৮
অহুমান ও আগ্রহ	২৯	কাঠিন্দ্রাদিব মূলতত্ত্ব	৬৯
প্রত্যক্ষজ্ঞানেব লক্ষণ	৩০	ভৌতিক সর্গ	৭০
স্থিতি	৩১	লোক	৭১
প্রবৃত্তিবিজ্ঞান	৩২	প্রজাপতি হিবল্যগর্ভ	৭২
বিকল্প, দিক্ ও কাল	৩৩	প্রাণীব উৎপত্তি, পুংস্রীভেদ	৭২
বিপর্ষব	৩৪		

## উপক্রমণিকা

বাহ্যিক সংস্কৃত শব্দের দ্বারা দার্শনিক বিষয় চিন্তা করেন, তাঁহাদের এই পুস্তকই পদার্থ বুঝা কঠিন হইবে না। কিন্তু আমাদের পাঠকবর্গের মধ্যে বাহ্যিক ইংবাজী শব্দের দ্বারা ভাল বুঝেন তাঁহাদের জন্য এই স্থলে আমরা প্রধান প্রধান পদার্থ ইংবাজী প্রণালীতে বুঝাইয়া দেখাইব। গুণত্রয় সাংখ্যের সর্বাঙ্গের গুণ পদার্থ। তাহাদের স্বরূপসম্বন্ধে পাঠকের মনে ক্ষুণ্ণরূপে ধারণা না হইলে সাংখ্যশাস্ত্রে প্রবেশলাভ করা দুষ্কর হইবে, অতএব তাহাই প্রথমে ধরা বাউক। কোনপ্রকার জিন্মা না হইলে আমাদের কিছুই বোধগম্য হয় না। শব্দাদি সমস্ত এক এক প্রকার জিন্মা, তাহা হইতে আমাদের চিত্তে একপ্রকার জিন্মা হয়, তাহাতেই আমাদের বোধ হয়। এক অবস্থায় পব আত্ম এক অবস্থায় বাওরার নাম জিন্মা, এই লক্ষণে বাহ্য ও আন্তর্য সব জিন্মাই পড়িবে। Prof. Bigelow তাঁহার Popular Astronomy-তে বলিয়াছেন যে, Force, Mass, Surface, Electricity, Magnetism প্রভৃতি সমস্ত "are apprehended only during instantaneous transfer of energy." তিনি আরও বলেন, "Energy is the great unknown entity, and its existence is recognised only during its state of change." বোণভাষ্যকার ইহাকে বলেন, 'বজ্রা উদ্ঘাটিতঃ' (৪।৩১)। বজ্র বা জিন্মাশীলতাব দ্বারা উদ্ঘাটিত হইলে আমাদের বোধ হয়। পার্থক্য প্রথমতঃ 'জড়পদার্থ'কে 'unknown entity' বিবেচনা করিয়া তাহাও সম্বন্ধে সমস্ত 'পূর্বসংস্কার' ত্যাগ করতঃ বিচার কবিত্তে প্রবৃত্ত হউন। প্রথমতঃ সর্ববোধের হেতুত্ব বাহ্য ও আন্তর্য এক জিন্মাশীলতা পাওয়া গেল। উহাই সাংখ্যের বজ্র। ইংবাজীতে উহাকে mutative principle বলা হইতে পারে। সমস্ত জিন্মার একটি পূর্ব ও পর স্থিতিশীল ভাব থাকে, তাহাকে retentive বা potential state বলে। বোধের শেষ জিন্মা মজ্জিক্ত, স্তব্ধতা মজ্জিক্ত (বা জড়পদার্থ) বোধহেতু জিন্মার potential state বা স্থিতিশীল ভাব পাওয়া গেল, উহাই সাংখ্যের তমঃ (সাংখ্য-মতে মজ্জিক্ত ও মন মূলতঃ একজাতীয় অর্থাৎ জৈবগণিক)। স্তব্ধতা তমকে static বা retentive principle বলা উচিত। সেই মজ্জিক্তমাক বিশেষ প্রকারের potential energy বা static principle-এর যখন পরিণাম বা transference of energy বা change হয়, তখনই আমাদের বোধ হয়। অতএব retentiveness এবং mutation নামক অবস্থার শেষ ফল বোধ বা sentient state। জড়তা জিন্মার দ্বারা উল্লিখিত বা উদ্ঘাটিত হইলে পব এই যে বুদ্ধভাব হয়, তাহাই সাংখ্যের প্রকাশশীল মন। তাহাকে sentient principle বলা হইতে পারে। অতএব যাহাকে 'জড়' পদার্থ বা দৃঢ়ভাব বলা যায়, তাহাতে আমরা sentient, mutative ও retentive এই তিন প্রকার principle বা তত্ত্ব পাইলাম। অজ্ঞ অল্পবুদ্ধকণ সত্ত্ব, বজ্র ও তমকে good, indifferent, bad প্রভৃতি শব্দে অল্পবাদ করাতে শাস্ত্রের ইংবাজী অল্পবাদসকল হাস্যাস্পদ হয়। বিষয় ও ইন্দ্রিয়াদি সমস্তই এই তিন তত্ত্ব পাওয়া যায়। বসাব্যবহাৰ element-এর ভাষা উহা সাংখ্যের মূল অনাব্যবহাৰীয় element। ঐ বিভাগ অতীত মূল এবং উহা খাটাইবা সমস্ত অনাব্যবহাৰ বিচার করিলে এইরূপ

স্থলব সঙ্গতি হয় যে, তাহা দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়। সঙ্ক, বজ্র ও তমঃ অবিচ্ছেদ্যে মিলিত। কাবণ, যাহা potential বা static state-এ থাকে, তাহাই mutative state-এ (kinetic বলিলে গতি বা বাহ্যক্রিয়া মাত্র বুঝায়, কালব্যাপী মানসক্রিয়া বুঝায় না, তাই mutative শব্দ প্রযোজ্য) আনিবা sentient state-এ যায়। Potential state দুই প্রকার—সলিড ও অলিড বা differentiable ও indifferentiable। যাহা absolute object (বা তিন ভাগ মাত্র ব্যতীত অন্তরূপে indifferentiable object) তাহাই সাংখ্যীয় অব্যক্তা প্রকৃতি। উহা ব নামান্তর অব্যক্ত বা indiscrete potential entity, তাহা ব ব্যক্তাবস্থা হইলে তাহা তিন প্রকারে উপলব্ধ হয়, যথা—sentient, mutable ও static বা retentive। পাঁচাত্তরণ mutable ও static এই দুই অবস্থা বুঝেন, কিন্তু সাংখ্যরণ septient অবস্থাও ধরেন। বিষয় বা knowable পদার্থ বিচার্য কবিবা দেখিলে দেখা যায় যে, তন্মধ্যে শব্দ, রূপ ও গন্ধ প্রধান জ্ঞেয় বিষয়। শব্দে জ্ঞেয়তা বা (perceivability রূপ) sentient principle প্রধান, রূপে mutative principle প্রধান এবং গন্ধে retentive principle প্রধান। স্পর্শ, গন্ধ ও রূপের মধ্যস্থ, এবং বস, রূপ ও গন্ধের মধ্যস্থ। যেমন লাল, হরিদ্রা ও নীল এই তিন বর্ণ প্রধান এবং সবুজ ও কমলাব বঃ মধ্যস্থ এবং মিলনজাত, তদ্রূপ। কষণশক্তিবিভাগে দেখা যায় যে, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের sentient principle প্রধান, কর্মেন্দ্রিয়ের mutative principle প্রধান এবং প্রাণের retentive principle প্রধান। কাবণ, শব্দীয় বস্তুতে প্রাণিষেব potential energy, যেহেতু আয়ুপেষ্ঠাগিব বিশ্লেষণ বা mutation হইলে, বোধ-চেষ্টাদি হয়। চিন্তা-বিচারে দেখা যায় প্রখ্যা, প্রবৃত্তি ও হিতি বা cognition, conation ও retention প্রধান এবং তাহাবা যথাক্রমে সঙ্ক, বজ্র ও তমঃ-প্রধান বৃত্তি। প্রখ্যাব মধ্য, প্রমাণ=প্রত্যক্ষ বা perception, অহুমান বা inference এবং আগম বা transference বা transferred cognition। স্মৃতি=recollection। প্রবৃত্তিবিজ্ঞান=চেষ্টাসমূহের অহুতব, ইহা conative, mutoesthetic ও automatic activity-ব বিজ্ঞান বা চৈতন্যিক জ্ঞান বা presentation ও representation। বিকল্প=বস্তুবিকল্প, ক্রিয়াবিকল্প ও অভাববিকল্প, positive, predicative ও negative terms হইতে যে অবস্থাবিষয়ক চিন্ত্যাব বা vague ideation হয় তাহাই ঐ তিন ('Conception on the strength of concepts representing nothing'—Garveth Read-এব এই লক্ষণ ঠিক সাংখ্যেব বিকল্পকে লক্ষিত করে)। চিন্তেব যে স্বভাব হইতে প্রমাণ বিপর্যন্ত হয় তাহাই বিপর্যন্ত বা defective cognition। প্রবৃত্তিব মধ্য সংকল্প=volition, কল্পন=imagination, কৃতি=conation of one's physical self, বিকল্পন=wandering, as in doubt ও বিপর্যন্ত চেষ্টা=misdirected wandering, হিতি=retention। জ্ঞানেব imprint সকলই হিতি।

স্থানাদিতেও ঐরূপ দেখা যায়। যে ঘটনাব 'স্টুটবোধ' বৈশী কিন্তু বোধজনক ক্রিয়া বা stimulation বৈশী নহে অর্থাৎ অসহজ নহে তাহাতে স্থগ হয়। Overstimulation বা ক্রিয়াভাব বৈশী থাকিলে তাহাতে স্থগ হয়। মনে কব শাবীর পীড়া বা pain, শবীবের যে general sensibility আছে, তাহা কোন আগন্তক কাবণে (যেমন পেশীব মধ্য ure acid অথবা microbe) overstimulated হইলে অর্থাৎ nerves of general sensibility সকলের অতিক্রিয়া বা অসহজ ক্রিয়া হইলে পীড়া হয়। সহজ stimulation পাইলে স্থগ হয়। তদ্রূপ স্থগে সত্ত বা sentient principle প্রধান এবং mutative principle কম। আবি দ্রুত্রে mutative principle প্রধান এবং তদ্রূপনাগ



sentient principle কম। তমঃ বা retentive insentient বা static principle বেশী যে অবস্থায় তাহাব নাম মোহ বা insentience।

মূলান্তঃকরণের মধ্যে বুদ্ধি বা মহৎ = pure I-sense। তাহাতে অবশ্য sentient principle বা সত্ত্ব সর্বাংশেকা অধিক। তৎপরে অহংকার = faculty which identifies Self with non-self—mutative ego or I-sense, জ্ঞান প্রকৃতপক্ষে জ্ঞাতা আমিতি বা গ্রহীতাব এক প্রকাষ ছাপ, যাহাতে জ্ঞাতা ‘অনাত্মেব জ্ঞাতা’ হয়। এই অনাত্মেব ছাপ আত্মাতে বা অন্তরে লগণা afferent impulse নামক অন্তঃপ্রোত ক্রিয়াশীলতাব মূল। ইহা হইতে ‘আমি জ্ঞাতা’ এইরূপ অভিমান হয়। ‘আমি কর্তা’ এইরূপ অভিমানে আত্মতাব কোন potential অনাত্মতাবকে (যেমন ক্রিয়াসংস্কার, muscle প্রভৃতিকে) উত্তিক্ত করবে, তাহাই efferent impulse—এর মূল। তৎকল্প অহংকারে রক্তঃ অধিক। হৃদযাথ্য মন—অশেষ-সংস্কারাবাধ অর্থাৎ general conservator বা reservoir of all energies, অপবাণব লব্ধ জৈব শক্তি বনোনায়ক সার্বাত্ম শক্তিব বিশেষ। লব্ধ চিত্তক্রিয়া আবাব বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, তাহাবাও তিন জাতীয়, যথা—সম্ভাবনাব বা reception, অলম্ব্যবসায় বা reflection এবং রুদ্ধব্যবসায় বা retentive action। অনাত্মতাব দুই প্রকাষ; গ্রহণ (subjective) এবং গ্রাহ্য (objective)। তন্মধ্যে গ্রহণে তিন গুণ হইতে প্রখ্যা (sensitivity), প্রবৃত্তি (activity) ও স্থিতি (retentiveness) হয় এবং গ্রাহ্যে বোধ্যত্ব (perceptibility), ক্রিয়াত্ব (mutability) ও জড়ত্ব (inertia) হয়।

যখন পূর্বোক্ত সত্ত্ব, বজঃ ও তমঃ সাম্য বা equilibrium হয়, তখন কোন জ্ঞানক্রিয়াহি থাকিতে পাবে না, সুতরাং তখন ব্যক্ত-জ্ঞাত্বতাব থাকে না, তখন জ্ঞাতা নিজেকেই নিজে জানেন বা স্বয়ং হন। তাদৃশ ‘নিজেকেই নিজে জানা’ তাব বা pure Self বা metempiric consciousness সাংখ্যেব পুরুষ। প্রকৃতি ও পুরুষ আব বিদ্বেশ-যোগ্য নহে বলিয়া তাহাবা নিকাষণ, অনাদিলিঙ্গ পদার্থ বা self-existent। স্বাভাব্যে এই প্রণালীয স্বাবা বিস্তৃতভাবে বুঝান গেল না, কিন্তু ইহাতেই চিন্তাশীল পাঠকের গুণজবসম্বন্ধে স্মৃতি ধাবণা হইবে, আশা করা যায়। বসাবনের element সকলের স্বাবা অল্পপ্রণালীতে স্বরূপ বাসাবনিক ত্রব্যেব তত্ত্ব বুঝান হয়, সেইরূপ সত্ত্ব, বজঃ ও তমঃ এই গুণ-ত্রয়েব স্বাবাও যাবতীয অনাত্ম পদার্থ বুঝান যাইতে পাবে। যথা—পুরুষ + স৩ + র১ + ত১ = বুদ্ধি, পু + স১ + ব৩ + ত১ = অহংকাব ইত্যাদি। অন্তঃকরণজবকে base স্বরূপ লইয়া ইন্দ্রিয়সকলকেও এক্ষেপে বুঝান যাইতে পাবে।

অনাদিলিঙ্গ পুস্ত্রকৃতির সংযোগজাত আমবাও (করণযুক্ত) অনাদিবর্তমান,—

“নিত্যাত্তেতানি সৌন্দর্য্যে হীজিবাণি তু নর্ষশঃ।

তেষাং ভূতৈকশচবঃ সৃষ্টিকালে বিবীযতে ॥”

অনাদিবর্তমান হইলেও বজঃ বা ক্রিয়াশীল ভাবেব স্বাবা প্রতিনিষত আমাদেব কবণসকল পবিবর্তিত হইবা যাইতেছে। কর্মেব স্বাবা আমাদেব সেই পবিণাম আবস্ত কবিবাব সামর্থ্য আছে, তাহা কবিবা যদি আমবা সত্ত্বকে বাড়াই, তবে ভজ্জযাবী সুখলাভ কবিতে পাবি। আব, যাহাব স্বথেষ জন্ত সকল চেষ্টা, সেই সর্বাংশেকা গ্রিষতম ‘আত্মতাব’কে যদি উপলব্ধি কবিতে পারি, তবে তদ্বারা চিত্তনিরোধ করিয়া বাহ্যনিবপেক্ষ শান্তী শান্তি লাভ কবিতে পাবিব।

ওঁ নমঃ পবনৰ্ষয়ে

সাংখ্যতত্ত্বালোকঃ

যথা কলাবশিষ্টোহপি শশী রাজত্বাপন্নতঃ। তারকাদখিলাং সম্যক্ প্রোজ্জলচ্চ তমোহিপহঃ ॥  
কালরাহস্যমাক্রান্তমপি তদ্বদ্ বিভাতি যৎ। সৰ্বতীৰ্থেষু শাস্ত্ৰস্ত বক্তাবৎ কপিলং হুমঃ ॥  
তত্থানি কুসুমানীব খীবখীমধুভৃদুদম্। দধন্তি পবিশোভন্তে সাংখ্যাবামে হি কাপিলে ॥  
বিভক্তিস্থুক্তিশীলজিগুৎস্বদ্রোণ যো ময়। তদ্ব্যংগনহাবোহয়ং প্রথিতঃ সংযতান্বনা ॥  
ললামকং স এবাস্ত বীৰ্ষশীলস্ত যোগিনঃ। মহামোহং বিজ্ঞেতুং যঃ প্রস্থিতো যোগবদ্বনি ॥  
মাল্যজ্ঞপ্তপ্রালা হি শোভাসংবুদ্ধিহেতবঃ। মল্লান্তাবাস্তবা ভেদা বেষন্ত তেবাং তথা গতিঃ ॥

অসংবেদ্যশ্চকুরাদিকরণৈরস্বপ্নপদার্থঃ। সৌহৰ্ধঃ অস্মীতি ভাবেনৈবাববুধ্যতে।  
তাদৃগান্বনৈবাআবোধঃ স্বপ্রকাশস্ত লিঙ্গম্। স্বপ্রকাশো বৈবয়িক-প্রকাশশ্চেতি দ্বিবিধঃ  
প্রকাশঃ। তত্র প্রকাশকযোগাৎ সিদ্ধো বৈবয়িকপ্রকাশো বুদ্ধিসমাহ্বয়ো জ্ঞাতাজ্ঞাত-  
বিষয়ঃ। স্বপ্রকাশস্ত স্বতঃসিদ্ধপ্রকাশঃ সদাজ্ঞাতবিষয়ো বুদ্ধেবপি প্রকাশকত্বাদ্ যথা-  
হুশ্চেতনাবদিব লিঙ্গমিতি ॥ ১ ॥

যেনন তমোনাকশ পশবৎ বাহুগ্রত হইবা কলামাত্র অবশিষ্ট থাকিলেও সমস্ত ভাবকা অপেক্ষা  
সম্যক্ প্রোজ্জলরূপে বিভাতি হন, সেইরূপ কালবাহব দ্বাবা সমাকান্ত হইবাও যে শাস্ত্র অল্প সৰ্ব-  
শাস্ত্রাপেক্ষা বিশিষ্টরূপে প্রভাসিত হইতেছে, সেই সাংখ্যশাস্ত্রের বক্তা কপিল ঋষিকে স্তুতি কবি।

দীৰ্ঘগণের চিত্তকণ নবুৎসবের আনন্দবিধানপূর্বক তদ্বৎ কুহুমসকল কপিলবিকৃত সাংখ্যাত্মানে  
পবিশোভিত হইতেছে।

সংযোগবিভাগশীল জিগুৎস্বদ্রোণ দ্বাবা ( সত্ব, রজঃ ও তমঃ-গুণকণ সূত্রে, পক্ষে তিনভাবযুক্ত সূত্রে )  
আমি সংযতান্বা হইবা এই তদ্ব্যংগনহাব প্রথিত কবিযাছি।

মহামোহ অব কবিতে যে বীৰ্ষশীল যোগী যোগপথে বাজা কবিযাছেন, তাঁহাব ইহা ললামক বা  
মত্তকল্পবণ মাল্যস্বরূপ হউক।

মাল্যেতে বিস্তৃত নবপল্লবসকল ( পুশ্যহাবেব ) গোঁড়া বৃদ্ধি কবে। তদ্বৎসকলের মধ্যে আমাব  
দ্বাবা যে অবাস্তব ( অন্তঃগাতী ) ভেদসকল বিস্তৃত হইবাছে, তাহাদেবও সেইরূপ গতি হউক, অর্থাৎ  
তাহাবাও তদ্ব্যংগনহাবেব গোঁড়া বৃদ্ধি করুক।

অস্বং বা 'আমি' পদেব বাহা প্রকৃত অর্থ, তাহা চতুর্বাচি কবণবর্গের দ্বাবা জানা যায় না।  
সেই অর্থ 'আমি' এইপ্রকার আস্তব ভাবেব দ্বাবা অবগত হওবা যাব। তাদৃশ নিজেকে নিজে

ব্যুত্থানে চিত্তস্ত ক্রিপ্রপরিণামিচ্ছাচ্ছাভোগতস্ববিবিশ্বস্ত স্বরূপাঃপ্রহরণং ন চ স্ব-  
প্রকাশোপলব্ধিঃ। একোহহং জ্ঞাতাহং কর্তাহং স্মৃতমহমস্বাস্মিত্যাदि-প্রত্যবসর্গাদ্  
ব্যুত্থানে চাশ্চাবগমঃ। নিরোধসমাধিবলাদ্বিলীনে কবণবর্গে যস্মিন্ননাস্মভানশূন্তে স্বচৈতন্ত্রে-  
হবস্থানন্তবতি তৎ পুরুষতত্ত্বম্। একাস্মপ্রত্যয়সারহাৎ সর্ববৈতভানশূন্তহাচ্চ স্বচৈতন্ত্রম-  
বিমিশ্রমেকবসম্। অবিমিশ্রহাদ্ অপরিণামিনী চিং ॥ ২ ॥

দ্বিবিধঃ শূন্য পরিণামঃ, ঔপাদানিকো লাক্ষণিকশ্চেতি। যত্রৈকাধিকোপাদান-  
সংযোগস্তস্মৈবোপাদানিকপরিণামসম্ভবঃ। যত্রৈকমেবোপাদানং ন তন্তোপাদানিক-  
পরিণামঃ, যথা কনককুণ্ডলাৎ কঙ্কণপরিণামে নাস্ত্যোপাদানপরিণামঃ, তত্র চ লাক্ষণিক-  
পরিণামঃ, স হি দেশকালাবস্থানভেদঃ। জব্যাপাৎ জব্যাবয়বানার বা দেশাবস্থানভেদা-  
দাকারাদিভেদাখ্যঃ পবিণামস্তথা কালাবস্থানভেদশ্চ লাক্ষণিকঃ ॥ ৩ ॥

জানার ভাবই স্বপ্রকাশের লক্ষণ। প্রকাশ দ্বিবিধ, স্বপ্রকাশ ও বৈবয়িক প্রকাশ। তন্মধ্যে বুদ্ধিনামক  
বৈবয়িক প্রকাশ, যাহা অন্ত প্রকাশকবোপে নিহিত হইয়া, তাহা জ্ঞাতাজ্ঞাত-বিষয়, আব, যাহা স্বপ্রকাশ  
বা অন্ত-নিবপেক প্রকাশ তাহা সদাজ্ঞাত-বিষয় (যোগ দ. ২।২০ জঃ), যেহেতু তাহা প্রকাশশীল  
বুদ্ধিও সদাপ্রকাশক। যথা উক্ত হইয়াছে, “বুদ্ধি পৌরুষ-চৈতন্ত্রের লক্ষণে চৈতন্যেব জ্ঞান হয়”  
(নাথ্যকাবিকা) ॥ ১ ॥

ব্যুত্থানে বা বিকোপাবস্থায় চিত্তের ক্রিপ্রপরিণাম হইতে থাকে বলিয়া স্বপ্রকাশভাবের উপলব্ধি  
হয় না; যেমন চকল বা তবদ্রব্য জলে স্ববিবিশ্বের স্বরূপ লক্ষিত হইয়া না, তদ্রূপ। অর্থাৎ এক বৃত্তি  
পন্ন আব এক বৃত্তি অতি দ্রুত উঠিতে থাকে বলিয়া অবধানবৃত্তি তাহাতেই পর্ববলিত থাকে,  
আত্মপ্রকাশভিমুখে যাইতে পাবে না এবং স্বপ্রকাশভাবের উপলব্ধি হইতে পাবে না। ব্যুত্থানাবস্থায়  
‘আমি এক’, ‘আমি জ্ঞাতা’, ‘আমি কর্তা’, ‘আমি স্মৃতে নিমিত্ত ছিলাম’ এইরূপ প্রত্যবসর্গের বা  
স্মরণবশে বাবা আত্মপ্রত্যয় হয় অর্থাৎ সমস্ত প্রত্যয়ের মধ্যেই যে ‘আমি’ বর্তমান তাহা জানা  
যায়। নিরোধসমাধিবলে কবণবর্গ বিলীন হইলে, যে অনাস্মভানশূন্ত স্বচৈতন্ত্রভাবে অবস্থান হয়  
তাহাই পুরুষতত্ত্ব। কেবল একমাত্র আত্মপ্রত্যয়-গম্যস্বহেতু অর্থাৎ কেবল আত্মস্ববোধে ডিভবেই  
উাহাকে জানা সম্ভব বলিয়া, এবং সর্বপ্রকার বৈতবস্তুত্ব ভান (বা অনাস্মজ্ঞান) -শূন্তস্বহেতু, সেই  
স্বচৈতন্ত্র অবিমিশ্র একবসবরূপ বা অবিতাত্ম্য এক-ভাববরূপ। অবিমিশ্র বা বহু ভাবের সংযোগ  
নহে বলিয়া স্বচৈতন্ত্র অপবিণায়ী ॥ ২ ॥

(কেন?—তাহা কথিত হইজেছে) পবিণাম দ্বিবিধ—ঔপাদানিক ও লাক্ষণিক। যাহাতে  
একাধিক উপাদানের সংযোগ থাকে, তাহাব ঔপাদানিক পবিণাম বা উপাদানের ভিন্নতা হয়। আব,  
যাহাব উপাদান একমাত্র, তাহাব ঔপাদানিক পবিণাম হয় না, যেমন কনককুণ্ডল হইতে কঙ্কণ-  
পবিণাম হইলে কোনও উপাদানিক পবিণাম হয় না, উপাদান স্বর্ণ একই থাকে। সেইরূপে লাক্ষণিক  
পবিণাম হয়। লাক্ষণিক পবিণাম দৈনিক ও কালিক অবস্থানভেদে। জব্য বা জব্যের অবয়বসকল  
পূর্বাৱস্থিতস্থান হইতে ভিন্ন স্থানে স্থিতি কবিলে আকাৱাদিভেদ-নামক যে পবিণাম হয়, তাহা

অসংযোগজ্ঞানং স্বচৈতন্ত্ৰম্ নাভ্যোপাদানিকপরিণামঃ। অসীমত্বাচ্চ নাস্তি  
লাক্ষণিকপরিণামো গত্যাকাবাদিধর্মভেদকপঃ। অদ্বৈতভানান্নকত্বাৎ স্বচৈতন্ত্ৰমসীমম্  
যথাহ্ণঃ “চিতিশক্তিবিপণিমিনী শুদ্ধা চানন্তা চ” ইতি। অপরিণামিত্বাৎ কালেনাব্যাপদেশঃ  
পুরুষঃ, বোধস্বরূপত্বাচ্চ নাসৌ দেশব্যাপী। দেশব্যাপিক বাহ্যধর্মো ন ত্বধ্যাত্মধর্মঃ।  
দেশোপলব্ধ্যর্থার্থাঃ সাবয়বাঃ, চিতিশক্তির্নিববয়বা। “ভূব আশা অজামন্ত” ইতি ঋত-  
দিগ্জ্ঞানন্ত ভূতজ্ঞানান্নকত্বং প্রতীয়তে। ন চিদ্ভাভাবেনাবস্থিতস্তাহমনন্তদেশং ব্যাপ্যা-  
স্মীতি প্রত্যয়ঃ সম্ভবেৎ। যতোইদৈতবোধাত্মকে ভানে কুতো দেশকপদ্বৈতভানাবকাশঃ?  
তথা চ ঋতিঃ “একৈববাহুজ্ঞেব্যমেতদগ্রময়ং ব্রহ্ম”। বিরজঃ পর আকাশাদজ আত্মা  
মহান্ ব্রহ্মঃ” ॥ ইতি।

তন্মাত্রা পুরুষ একঃ সর্বপ্রাণিসাধারণঃ সর্বদেশব্যাপী চেতি সিদ্ধান্তঃ পরমার্থদৃশি  
ব্যর্থো ভ্রাবেন চাসঙ্গতঃ। তত্র দেশোপলব্ধ্যকাপোহপারমার্থিকত্বদোষঃ প্রসজ্যতে। ত্রায্যো  
হি শাস্ত্রব্রহ্মবাদিনাং সাংখ্যানাং পুরুষবহুব্বাদঃ ॥ ৪ ॥

লাক্ষণিক। সেইরূপ কালাবহান-ভেদে (নব ও পূর্ণাংশ বলিয়া) যে পৰিণামভেদ ব্যবহৃত হয়, তাহাও  
লাক্ষণিক ॥ ৩ ॥

অসংযোগজ্ঞ বসিবা স্বচৈতন্ত্ৰম্ উপাদানিক পৰিণাম নাই, আব, অসীমত্বহেতু গতি ও  
আকাবাদি ধর্ম-ভেদ-রূপ লাক্ষণিক পৰিণাম স্বচৈতন্ত্ৰম্ নাই। (গতিও লাক্ষণিক পৰিণাম, কাবণ,  
তাহাতে পূর্বশেষ হইতে দেশান্তরে স্থিতি হইতে থাকে)। অদ্বৈতভান-স্বরূপ বসিবা স্বচৈতন্ত্ৰ অসীম  
(একাধিক পদার্থের জ্ঞানকালে সেই জ্ঞেয় বিষয় সসীম বসিবা প্রতীত হয়, স্বচৈতন্ত্ৰভাবে  
অবস্থানকালে যখন আত্মাতিবিক্ত কোন পদার্থের বোধ থাকিতে পাবে না, তখন সেই আত্মবোধ  
কিসেব ঘা বা সীমাবদ্ধ হইবে ?)। এ বিষয়ে (যোগভাস্ত্রে) উক্ত হইয়াছে, “চিতিশক্তি অপৰিণামিনী,  
শুদ্ধা ও অনন্তা”।

উক্ত দ্বিবিধপৰিণামশূন্য বসিবা পুরুষ কালের-ঘা বা অব্যাপ্ত অর্থাৎ কালের দ্বারা লক্ষিত  
কবাব যোগ্য নহে। আব, বোধ-স্বরূপ বসিবা তাহা দেশব্যাপী নহে\*। কাবণ দেশব্যাপিত্ব  
বাহ্যপদার্থের ধর্ম, অধ্যাত্মভাবে ধর্ম নহে (স্বত্বাং তাহা আত্মপদার্থে থাকিতেই পাবে না)। কিঞ্চ  
দেশোপলব্ধ পদার্থাত্মাই লাবব, চিতিশক্তি নিবববা। ঋতিতে (ঙ্ক ১০।৭২) আছে “ভূ বা ভূত  
হইতে দিক্ উৎপন্ন হইয়াছে”, অর্থাৎ দিক্ বা দেশজ্ঞান যে ভূতজ্ঞানের অঙ্গগামী তাহা জ্ঞান যায়।

\* পরিণাম্যমান অন্তঃকরণস্থিতি ঘা বা কালের জ্ঞান হয়। এইকো এক বৃত্তি আছে, পরকণ আর এক বৃত্তি উটল,  
পরকণ আব এক, এইরূপ কণকলের আনন্তর্যক কাব, চিত্তপরিণামেব দ্বারা (সেই পরিণাম বস্তু হইতে পাবে, বা বাহ্যকৃত  
হইতেও পাবে) অনুভূত হয়। আত্মাবোধের কোন পরিণাম নাই বলিয়া তাহা কালব্যাপসত্ত্ব নহে।

রূপাদি বাহ্য বিষয়ই সেশালিত বা বিভাবাদিযুক্ত। ইচ্ছা-কোবাদি আন্তর ভাব তালূ নহে, অর্থাৎ তাহাদের দৈর্ঘ্যপ্রস্থাদি  
পৰিণাম নাই। আন্তরভাবানুসরণ করিয়া আত্মাবগণ হয় বলিয়া আত্মবোধ দৈর্ঘ্যাবিধিপৰিণামশূন্য।

বহুত্ব সসীমকমিত্যৎসর্গো নিবপবাদো দেশাশ্রিতে বাহুপদার্থে। অদেশাশ্রিতে  
জ্ঞপদার্থে তত্বৎসর্গস্থাপবাদঃ। জ্ঞপদার্থশ্চোত্তরোত্তরকালভাবিভিঃ পবিণামৈঃ সসীমো  
ভবতি। অপরিশামিত্বাদ্ভেততানশূন্যত্বাচ্চ পৌরুষবোধস্ত ব্যবচ্ছেদকহেতুভাবঃ ॥ ৫ ॥

এতদ্বাদেতৎ সিধ্যতি। স্বরূপতো দেশব্যাপিত্বাভাবাদ্, ব্যবহারদৃশি চ ব্যাপীত্বাভা-  
প্রাচ্ছবদেশাশ্রয়দোষপ্রসঙ্গাৎ, তথা চ বহুত্বংপি জ্ঞপদার্থস্ত সসীমত্বদোষাভাবাৎ  
সর্বতন্ত্বল্যো বহুপুরুষ ইতি যুক্তঃ প্রবাদঃ পুরুষস্ত জ্ঞমাত্রাদিতি। ঞ্জতিশ্চাত্র  
“অজ্ঞামেকাং লোহিতপুরুষকাং বহুবিঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সন্ধপাঃ। অজ্ঞো হেহো  
জুষমাণোহিহুশেতে জহাত্যোনান্ ভুক্তভোগামজোহন্তঃ” ইতি ॥ ৬ ॥

চিন্মাত্রভাবে অবস্থিত হইলে ‘আমি অনন্তরূপে ব্যাপিবা আছি’ এইরূপ বোধ হইতে পারে না।  
কাবণ, অধৈতবোধাত্মক পৌরুষ-বোধে দেশরূপ বৈততান বিরূপে সম্ভব হইতে পারে\*? ঞ্জতি  
(বৃহদ্রবণ্যক) যথা, “এই অগ্রমব বা অগ্রমেব (ইন্দ্রিবাভীত), এবং বা অপবিণামী আত্মাকে একথা  
অর্থাৎ ‘তাহা এক’ এইরূপে, অন্তর্যেষ্য। অজ বা অজ-হীন, মহান্ ও এবং আত্মা নিবজ এবং আকাশ  
হইতে পব বা অতীত অর্থাৎ অদেশাশ্রিত।” অতএব পুরুষ এক, সর্বপ্রাণীতে ব্যাপ্ত, স্তবৎ  
সর্বদেশব্যাপী, এই সিদ্ধান্ত পবমার্গ-দৃষ্টিতে ব্যর্থ ও অজ্ঞাত। কাবণ, তাহা হইলে দেশব্যাপিস্বরূপ  
অপরিমিতক-দোষ আসে। অতএব শাস্ত্রব্রহ্মবাদী সাংখ্যগণেব পুরুষবহুত্ববাদ জ্ঞাত ॥ ৪ ॥

(বলিতে পার, বহু বস্তু থাকিলে তাহাবা সকলেই সসীম হইবে, স্তবৎ বহু পুরুষ থাকিলে  
তাহাবা প্রত্যেকে কখনও অসীম হইতে পারে না। তাহাব উত্তর যথা—) ‘বহু হইলে সসীম হইবে’  
এই নিয়ম দেশাশ্রিত বাহুপদার্থেব পক্ষে সর্বথা বাটে (কাবণ, বাহুপদার্থ দেখিয়াই ঐ নিয়ম হয়)।  
দেশাশ্রয়শূন্য জ্ঞ বা জ্ঞান-স্বরূপ পদার্থে ঐ নিয়মেব অপলাপ হয়, জ্ঞপদার্থ উত্তরোত্তরকালজাত  
পবিণামেব দ্বাবা সসীম হয় (বাহুপদার্থ যেমন ভিন্ন ভিন্ন স্থানে থাকিতে সসীম হয়, বোধপদার্থ  
অদেশাশ্রিত বলিবা সেকপ হয় না, তাহা ভিন্ন ভিন্ন কালে অবস্থিত হইলে বা এক জ্ঞানের পব আব  
এক, তৎপবে আর এক, এইরূপ ক্রমশঃ পরিণম্যমান হইয়া উদ্ভিত হইলে সেই এক একটি  
জ্ঞানকে সসীম বলা যায়। তাদৃশ) পরিণাম নাই বলিয়া, এবং বৈততানশূন্যত্বহেতু (‘আমি ও উহা’  
এই বোধশূন্যত্বহেতু), পৌরুষ-বোধে সীমাকাবক কোন হেতু নাই ॥ ৫ ॥

ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত হয় যে—স্বরূপভঃ বা কৈবল্যাভাবে পুরুষেব দেশব্যাপিত্ব নাই বলিয়া  
(কাবণ, বোধপদার্থ অদেশাশ্রিত), আব ব্যাপী বলিলে ব্যবহার-দৃষ্টিতে পুরুষে রূপাদিব জ্ঞাত

\* সাধারণতঃ লোকে মনে করে, আত্মবোধের সময়ে আমি সমস্ত আকাশ ব্যাপিবা আছি, এইরূপ বোধ হয়। কিন্তু  
প্রকৃতপক্ষে ‘আকাশ ব্যাপিবা থাকা’ রূপবোধি বাহুপদার্থেব বর্ণ। বাহুব্যবহারমুদ্র ব্যাপ্তিগ্ন আত্মাকে তাদৃশ করনা করে।  
রূপাদি বিবৎ ভাগ কবিবা বর্ণন কোন আন্তরভাবে চিন্তাবধান কবিবাব সামর্থ্য হয়, তখন অদেশাশ্রিত বা পরিমাপশূন্য ভাবে  
উপলব্ধি হয়। মহত্ত্ব-সাক্ষাৎকারেব সমস্ত পর্বন্ত বাহুপদার্থনিবন্ধন ‘অনন্ত-ব্যাপ্তিভাব’ ও তন্মজ্জিত সার্বজ্ঞ্য থাকে। কৈবল্যাভাবে  
দেশব্যাপ্তিভাব থাকিতে পারে না।

নহু “একমেবাদ্বিতীয়ম্” ইত্যাদিশ্রুতিদ্বাঙ্গান একসংখ্যকত্বমেবাদ্বিতীয়মিতি চেষ্ট, তাস্মু আত্মনি হৈতভানশূন্যক পুরুষাণামেকজাতিপবন্থ বোক্তব্য ন সংশ্যকত্বম্। তথা চ সূত্রম্ “নাঐতৎশ্রুতিবিবোধো জাতিপবন্থাৎ” ইতি। “একো ব্যাপী” ইত্যাদিশ্রুতিদ্বীপবোধো-পাখিকজ্ঞানানঃ প্রশংসা উপাসনার্থ্যমেবোক্তা। ন তাঃ শ্রুতয় আত্মনঃ স্বকপাবধাবপগরাঃ। যথাহুঃ “মুক্তজ্ঞানঃ প্রশংসা ছ্যাপাসা বা সিদ্ধান্ত” ইতি। ঈশ্বববিলক্ষণস্ত পুরুষতত্ত্বস্ত স্বকপাবধাবপগরাঃ শ্রুতিৰ্থা “অদৃষ্টমব্যবহার্ভমপ্রাচ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যাপদেশমেকোজ্ঞ-প্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদৈত্ব চতুর্থং মত্তন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়” ইতি। তথা চ “বি মে কণী পতমতো বি চক্ষুর্বাদ জ্যোতির্হৃদয় আহিতং বৎ। বি মে মনশ্চবতি দূব আধীঃ কিংবিদ্যক্যামি কিমু নু মনিত্তে।” ইতি। ‘অনন্তরমবাহুত্বম্’ ইতি চ। অত আত্মানো বিস্তারাদিসর্বপ্রাচ্যধর্মশূন্যতা বহুতা চ সিদ্ধা ॥ ৭ ॥

ব্যুখিতায়াং নিরুদ্ধায়াং বা চিত্তাবস্থায়াম্ পুরুষ এককপেণাবতিষ্ঠতে। ইন্দ্রিয়গৃহীতা বিষয়জ্ঞানহেতুক্রিয়া পুরুষসন্নিধৌ বুদ্ধৌ প্রাকাশ্তপর্ষবসানং লভতে। ভেদবিকারা-

দেশাশ্রয়দোষেব প্রসঙ্গ হব বলিবা,\* আব বহু হইলেও জ-গদ্বার্যেব নসীমত্ব হব না বলিবা, ‘সর্বথা তুল্যা বহু পুরুষ বিস্তমান আছে’ এই প্রবাদ বা হুসিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত, যেহেতু পুরুষ জ্ঞ-বাজ। এবিববে শ্রুতি (দেতাশ্রুতব) যথা—“নিজেব লমানরূপা বহু প্রজা-স্বত্বনকাবিনী (প্রজা ও প্রকৃতি উভয়ই ত্রৈগুণ্যগুণে নরূপ) বজা-স্বত্ব-ভমোমবীণা অজা বা অনাদি এক প্রকৃতিকে কোনও এক অজ বা অনাদি (অহুপজ্ঞ বা প্রতিনয়বদী) পুরুষ ভোগ কবিবা অহুশবন কবেন অর্থাৎ প্রকৃতিজাত ব্রহ্মদি-গুণেব প্রাকারূপ উপদর্শন কবেন (“পুরুষঃ প্রকৃতিহো হি ভূক্তে প্রকৃতিজান্ ভগান্।” গীতা)। আব, অজ কোনও পুরুষ ভোগ বা উপদর্শন শেষ কবিবা অর্থাৎ অপবর্গ-লাভে, তাহাকে (প্রকৃতিকে) ভোগ কবেন” ॥ ৬ ॥

যদি বল ‘একমেবাদ্বিতীয়ম্’ প্রভৃতি শ্রুতিতে আত্মাব এক-সংখ্যকত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা নহে। সেই নব শ্রুতিতে আত্মাতে বৈতভানশূন্যত্ব অথবা পুরুষসকলেব একজাতিপবন্থ (সর্বভঃ তুল্যতা) উক্ত হইয়াছে, এক-সংখ্যকত্ব উক্ত হব নাই। সাংখ্যসূত্র যথা—“অঐত শ্রুতিব লহিত বিবোধ নাই, যেহেতু তাহাতে পুরুষসকলেব একজাতিপবন্থ উক্ত হইয়াছে।” ‘এক ব্যাপী’ ইত্যাদি শ্রুতিতে যে একত্ব ও সর্বদেশব্যাপিত্ব আত্ম-স্বরূপ বলিবা উক্ত হইয়াছে, তাহা ঈশ্বববোধোপাখিক আত্মাব উপাসনার্থ্য প্রশংসা-স্বরূপে উক্ত হইয়াছে। সেই নব শ্রুতি আত্মাব স্বরূপনির্ববপবা নহে (ঐশ্বব-

\* বেশ বা বিভারজ্ঞান এবং রূপাদিবিবজ্ঞান অবিনাভাবী। রূপাদিবিব সহিত ব্যাখিজন এবং ব্যাখিবিব বা প্রদাবজ্ঞানেব সহিত রূপাদিবিব জ্ঞান অবজ্ঞাবী। রূপাদি ভোগ করিলে প্রদাবজ্ঞান থাকে না।

† লোহিত, গুর ও বৃক অর্থে রক্ত, সত্ব ও তমঃ। স্মৃতি যথা—“তমসা ভাবসান্ ভাবান্ বিবিধান্ প্রতিলভতে। রক্তসা ব্রহ্মস্যাচৈব সাধিকান্ সফলজবান্। গুরলোহিতব্রহ্মানি রূপাণ্যেতানি ত্রীণি ভু। সর্বাণ্যেতানি রূপাদি যানীহ প্রাচ্যমানি বৈ।” সৌবর্গ, ৩০২ ধঃ।

বিজ্রিয়াদিহিতো, নাস্তি তয়োঃ পুরুষভঙ্গাসাদনোপায়ঃ, যথাহঃ “কলমবিশিষ্টঃ পৌকষ্ময়-  
শ্চিত্তবৃত্তিবোধ” ইতি। যথা বিভিন্নে বর্তিতৈলে দীপশিখামাসাষ্টককঃ প্রাপ্নুতঃ  
তথেষ্মিন্নেষু ভিন্নকপেণাবস্থিতা বিষয়া বুদ্ধৌ নির্বিশেষং প্রাকান্তপৰ্বসানল্পপ-  
মৈক্যাম্প্নুয়ঃ। জ্ঞেয়স্ত জ্ঞাতাহমিত্যান্ববুদ্ধিরেব প্রাকান্তপৰ্বসানং সৰ্ববিষয়জ্ঞান-  
সাধাবণম্। তত্র জ্ঞী সহ বুদ্ধেববিশিষ্টপ্রত্যয়ঃ। তৎ প্রত্যয়ং বিষয়া নাভিক্রামন্তি।  
তন্ময়ং পুরুষস্ত সাক্ষিঃ স্তব্ধ বৌদ্ধবিষয়স্ত চ নির্বিশেষদৃশ্যমিতি সম্বন্ধঃ সিদ্ধঃ ॥ ৮ ॥

প্রশংসাপরা হাজ। বস্তুতঃ আশ্চর্য্য ঈশ্বরভবের অতিবিক্ত বলিবা প্রীতিতে কথিত হইয়াছে)।  
সাংখ্যসূত্র যথা—“(তাদৃশী প্রীতি) মুক্তাশ্রাব প্রশংসা বা সিদ্ধয়েব উপাসনপরা”\*। ঈশ্বরতাবজিত  
বা নিষ্ঠূর্ণ পুরুষতত্ত্বের স্বরূপাবধাবণবা প্রীতি যথা—“বিনি অদৃষ্ট (বুদ্ধীজ্রিয়াতীত), অব্যবহার্য  
(কর্মজ্রিয়াতীত), অগ্রাহ, অলক্ষ্য, অচিন্ত্য, অব্যাপদেশ (দৈনিক ও কালিক ব্যাপদেশশূন্য),  
একমাত্র আত্মপ্রত্যয়গম্য, প্রাপক্যেব বা ব্যক্তভাবেব অতীত, শান্ত, শিব, অর্থেত, চতুর্ধ (বিশ্ব, বৈশ্বানর  
ও প্রাজ বা ঈশ্বরতত্ত্ব এই তিনের, অথবা জাগ্রৎ-স্বপ্ন-হৃদয়স্থিত অতীত) বলিবা লমত হন, তিনিই  
আত্মা বলিয়া বিজ্ঞেয়”। অন্তপ্রীতি (স্বর্ষেধ) যথা—“জ্ঞয়ে যে জ্যোতি আহিত বহিরাহে, আমার  
কর্ণ ও চক্ষু (বা জ্ঞানেজ্রিয়গণ) তাঁহার বিপরীত, অর্থাৎ তাঁহাকে জানিতে পাবে না। আমার মন  
বিষয়প্রবণ হইবা তাঁহার বিপরীত দিকে দূরে বিচরণ করে, অভ্যেব তদ্বিষয়ে কি বা বলিব, আর কি  
বা মনে করিব?” (ইহার অন্তরূপ ব্যাখ্যাও আছে)। ‘পুরুষ আভবও নহেন বাহও নহেন’ ইত্যাদি  
প্রীতি। অভ্যেব আত্মার বা পুরুষতত্ত্বের বিস্তারি সর্বপ্রকার প্রাচ্যবশূন্যতা এবং বহতা সিদ্ধ  
হইল ॥ ১ ॥

(পুরুষতত্ত্ব আবও স্বরূপে বিচাবিত হইতেছে) ব্যুখিত কিংবা নিরুদ্ধ এই উভয় ভিত্তা-  
বহাতেই পুরুষ একভাবে অবস্থান করেন (মমে হইতে পাবে, নিবোধাবহাতেই পুরুষ অপরিণামী  
থাকিতে পাবেন, কিন্তু বিক্ষেপাবহাব পরিণামী হইবেন। তাহা নহে, কারণ) ইজ্রিয়বাহিত যে  
ক্রিয়া বা উল্লেখ বিবয়জ্ঞান উৎপাদন করে, তাহা পুরুষের সান্নিধ্যে বা বুদ্ধিতে বাইরা প্রাকান্তপৰ্বসান  
লাভ করে, অর্থাৎ বুদ্ধিতে পৌছিলাই ঐজ্রিয়িক উল্লেখ জ্ঞানরূপে প্রকাশিত হইয়া শেষ হয়। ভেদ  
ও বিকার কণণবর্গে সংস্থিত, তাহাদের পুরুষতত্ত্ব পৌছিবার উপায় নাই†। যথা উক্ত হইয়াছে,

\* সাংখ্যসম্মত অনাবিন্দু, লসণ্যাপাববর্ষ ঈশ্বরেব বা সৌকর্য্যের অথবা সান্নিহ সমাবিসিদ্ধ মহাদান্দ্যাকাবলপাবরণ,  
প্রভ্রাতন্যী, সর্বজ্ঞ-সর্বভাবাবিষ্টাত্ত্ব-মুক্ত, ব্রহ্মলোকহ সত্ত্ব ঈশ্বরের উপাসনার্য্য ব্যাপিচাবি ঐবর্ষ যোগ কবিবা প্রীতি প্রশংসা  
কবিবাহেন। তাদৃশ ঈশ্বরোপাসনা আন্ত সমাবিপ্রব বলিবা সাংখ্যশাস্ত্রে কথিত আছে, যথা—“সমাবিসিদ্ধিরাবপ্রশিধানাৎ”  
(বোধসূত্র)।

† বুদ্ধিতত্ত্ব বাইরা বিবব প্রকাশিত হব, বা যেখানে বিবব প্রকাশিত হব তাহাই বুদ্ধিতত্ত্ব, সেই পর্বতই বিকার বা  
পরিণাম থাকে। তব্ভিভিন্ন স্বচৈতন্ত বুদ্ধিরও প্রকাশক, তাহাতে বৈবরিক চাক্ষু্য বাইতে পাবে না। বুদ্ধিতে পরিণাম  
থাকিলেও তাহা এককণ, অর্থাৎ অপ্রকাশিতক প্রকাশ করার প্রবাহ-স্বরূপ। বাহা বুদ্ধিসান্নিধ্যে বাব তাহাই প্রকাশিত হব।  
সেই ‘বাহ’ তাহা বুদ্ধিতে থাকে না, তাহারা ইজ্রিয়াথিতে থাকে। সন কব, হন্ত সলী বিদ্ধ হইল, যথিত সেই পীড়া নভিফে  
বাঁইবা প্রকাশিত হব (কাল, হন্ত ও যথিফেব সান্নবিক সয়েবাপ স্থির করিলে পীড়ার বোধ রহিত হব), কিন্তু যথিফেব বা

নিরোধসমাখ্যাত্যাসাচ্চিত্তেন্দ্রিয়াণাং প্রবিলয়েৎস্বপ্রত্যয়গতস্ত বোধস্ত স্বচৈতন্ত-  
ভাবেন নির্বিপ্লবাবস্থানদর্শনাস্তদেবাস্বপ্রত্যয়স্বাবিকারি নিমিস্তম্। তদা লীনানি  
চিত্তেন্দ্রিয়াণ্যব্যক্তভাবেনাবতিষ্ঠন্তে। সোহব্যক্তভাবঃ প্রকৃতিঃ, যথাহঃ “অব্যক্তং  
ক্ষেত্রলিঙ্গস্থং গুণানাম্ প্রভবাণ্যয়ম্। সদা পশ্চাদ্যহং লীনং বিজ্ঞানানি শৃণোমি চ ॥”  
ইতি। তথা চ “গুণানাম্ পবমং কুণং ন দৃষ্টিপথমুচ্ছতি” ইতি।

“নাশঃ কারণলয়” ইতি নিবমাচ্চিত্তেন্দ্রিয়াণাঞ্চ তন্ত্যামব্যক্তাবস্থায়াং বিলয়দর্শনাদ-  
ব্যক্তং ত্রিগুণস্তেবাং মূলকারণম্। সবিপ্লবে নিরোধে লীনানাম্ চিত্তাদীনাম্ পুনর্যব্যক্ত-  
তাগুণদর্শনাস্তদৃশি সংস্করণমব্যক্তম্, নাসতঃ সজ্জায়ত ইতি নিয়মাৎ। পবমার্থে চ সিদ্ধে

“কল অবিশিষ্ট পৌরুষেয চিত্তবৃত্তিব বোধ,” (১।৭ হুজ) অর্থাৎ কল বা মানস ব্যাপ্যাবেব শেষ,  
চিত্তবৃত্তিসকলের সহিত পুরুষেব বিশেষশূদ্র বোধ বা পুরুষেব সহিত একাত্মবৎ প্রকাশাবলা। যেমন  
বর্তি ও তৈল বিভিন্ন হইলেও দীপনিখায় বাইবা একত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ইন্দ্রিয়সকলে ভিন্নরূপে  
অবস্থিত বিষয়সকল, বুদ্ধিতে নির্বিশেষ প্রাকাত্তপর্বলানরূপ (‘আমি জ্ঞেবে জাত’) ইদৃশ পুরুষেব  
সহিত যে নির্বিশেষে জ্ঞানরূপ অবলান বা পবিশান, ভরূপ) একত্ব প্রাপ্ত হয়। ‘আমি জ্ঞেব বিষবেব  
জাত’ এইরূপ আনিদ্ব-বুদ্ধিই প্রাকাত্তপর্বলান এবং তাহা সমস্ত বিষয়জ্ঞানেই সাধাবণ অর্থাৎ সমস্ত  
বিষয়জ্ঞানেব মূলে ‘আমি জাত’ এই ভাব আছে। তাহাতে স্রষ্টাব সহিত বুদ্ধিব অভিন্ন জ্ঞান হয়।  
কিঞ্চ বিষয়সকল সেই আনিদ্ব-প্রত্যয়েব উপবে বাইতে পারে না (তাহাব উপবে বিষবী)। অতএব  
পুরুষেব সাক্ষিভূত্ব এবং বোধবিষয়েব (জাতাহং-বুদ্ধিব) নির্বিশেষ বৃত্তত্বরূপ লবদ্ধ লিঙ্গ হইল ॥ ৮ ॥

নিবোধলমাখিব অভ্যান হইতে (যোগসূত্র ১।১৮) চিত্তেন্দ্রি প্রবিলীন হইলে অস্ব-প্রত্যয়গত  
বোধ, অর্থাৎ ‘আমি’ এই প্রত্যয়েব বাহ্য স্বপ্রকাশরূপ মূল তাহা, স্বচৈতন্তভাবে নির্বিপ্লব বা অভয়রূপে  
অবস্থান কবে বলিয়া, স্বচৈতন্তই অস্ব-প্রত্যয়েব অবিকারী নিমিস্তম্। তখন চিত্তেন্দ্রিয়গণ লীন  
হইবা অব্যক্তভাবে থাকে। সেই অব্যক্ত ভাবেব নাম প্রকৃতিভিত্ত্ব। যথা উক্ত হইয়াছে (অখমেতদর্প),  
“ক্ষেত্রেব বা উপাখিব চবম, গুণসকলেব প্রভব ও লয়-রূপ অব্যক্তকে আমি সর্বদা লীন বলিয়া দেখি,

বুদ্ধিহাসে পীড়া হয় না, হতেই পীড়া হয়। সেইরূপ চন্দ্র, বর্ষ ইত্যাদিতে কপাখিচ্ছায়েব ভেব উপলব্ধি হয়, সতিবহ বুদ্ধিতে বা  
প্রকাশের মূল-হাসে তাহা উপলব্ধ হয় না। নানাপ্রকৃতিব বৃত্তিতেব বুদ্ধির নিম্নত্ব কবণবর্ধেই অবস্থিত। আনিদ্বকণ স্বরূপবুদ্ধিতে  
‘আমি জাত’ এইরূপ একজাতীয় প্রকাশশীল বৃত্তিসকলই উঠে। সগাই আনিদ্ববুদ্ধির প্রতিমাবেদী বলিয়া পুরুষ পরিণামী হন  
না। কিঞ্চ বিষয়জ্ঞানকল্যেব শেবাধস্থা বিবক্ষবোধকণ প্রকাশ, সেই প্রকাশ বুদ্ধিতেই শেষ হয়, স্বতন্ত্র পুরুষে তাহা বাইতে  
পারে না। দীপ, আলোক ও আলোকিত প্রত্যয় উপমা (গার্ক মনে রাখিবেন ইহা উপাহরণ নহে, উপমানাহ) এখানে দেওয়া  
বাইতে পারে। দীপ পুরুষসদৃশ, আলোক বুদ্ধিসদৃশ ও নীলপীতাদি ত্রয়া বিবক্ষকণ।

\* অস্ব-প্রত্যয়ে বা বুদ্ধিতে স্রষ্টার প্রতিমাবেদিত্ব থাকতে তাহা (অস্ব-প্রত্যয়) বিকণ স্রষ্টা বা ব্যাবহারিক প্রহীতা  
(অত্র ইহা উক্ত হইয়াছে), করণবর্ণ বিলীন হইলে “স্রষ্টাব স্বরূপে অবস্থান হব” (যোগসূত্র ১।৩), তাহাই স্বরূপপ্রহীতা। “পুরুষ  
বুদ্ধিব সত্ব (সদৃশ) নহে এবং অত্যন্ত বিকণও নহে” (যোগভাষ্য ২।২০)। বুদ্ধির পুরুষসাদৃশ্য অথবা স্রষ্টার বৃত্তিসাদৃশ্যই  
ব্যাবহারিক প্রহীতা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অস্ব-প্রত্যয়ের সবে পুরুষও অন্তর্ভুক্ত থাকেন। তিনি তাহার প্রতিমাবেদিকণ  
বর্তমান আছেন।



চিহ্নপেণাবস্থানকালেহব্যক্ততানভিক্রান্তেবসজ্ঞপেব প্রকৃতিঃ, যথাহঃ “নিঃসঙ্গাসক্তঃ  
নিঃসদসং নিরসদব্যক্তম্” ইতি । তস্মাৎ তদ্বদৃশি ভাবকপেণাব্যক্তং বিচার্যম্ । প্রধান-  
বিষয়াঃ স্ত্রুতয়ো যথা “ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পৰা হৃদ্যা অৰ্থেভ্যাম্ পরং মনঃ । মনসস্ত পৰা  
বুদ্ধিবুদ্ধৈরাশ্মা মহান্ পবঃ । মহতঃ পবমব্যক্তমব্যক্তাং পুরুষঃ পবঃ ॥” ইতি । মহতঃ  
পরস্তাব্যক্তস্ত স্বরূপং যথাহ স্ত্রুতিঃ “অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাবসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ ।  
অনান্তনন্তং মহতঃ পবং ক্রবং নিচায্য ভং যত্নামুখাং প্রমুচ্যতে ॥” ইতি । তথা চ “তদ্বদং  
তর্হ্যব্যাকৃতমাসীদ” ইতি । “তস্মৈ বা ইদমগ্রে আসীৎ ভং পরেণেবিতং বিষমম্  
প্রয়াতি” ইতি চ । পবেণ পুরুষার্থেনেত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

ব্যুত্থানে সক্রিয়ৈষু চিত্তেন্দ্রিয়ৈবু অগ্নিমূলস্ত জ্ঞেয়ৌ বিকাবভাবঃ প্রতীযতে স তস্ত  
বিকাপো ব্যাবহাবিকো গ্রহীতা । উক্তঞ্চ “সা চাত্মনা গ্রহীত্বা সহ বুদ্ধিবেকাগ্নিকা

জানি ও জবণ কবি” । পুনশ্চ “গুণসকলেব পবম্ কপ কখনও দৃষ্টিপথ প্রাপ্ত হব না, অর্থাৎ লীনাবস্থাই  
চবম্ কপ” (যোগভাষ্য) ।

“নাশ অর্থে স্বকাবশে লীন হইয়া থাকা” (সাংখ্যসূত্র) এই নিষমে এবং অব্যক্তে চিত্তেন্দ্রিয়াদিব  
বিলম্ব দেখা যায় বলিয়া অব্যক্ত ত্রিগুণই চিত্তেন্দ্রিয়াদিব মূল কারণ । সবিলম্ব নিবোধে, অর্থাৎ  
যে নিবোধ সন্নাহি ভ্রম হব তাহাতে, লীন বা অব্যক্তাবস্থা হইতে চিত্তেন্দ্রিয়াদিব পুনশ্চ ব্যক্ততাপ্রাপ্তি  
দৃষ্ট হব বলিয়া তদ্বদৃষ্টিতে অব্যক্তকে সৎ-স্বরূপ বলিতে হইবে, কাবণ, অসৎ হইতে সৎ উৎপন্ন হইতে  
পাবে না । আব চিত্তাদিব প্রলব হইলে জ্ঞাতব সন্না চিত্তাজি-স্বরূপে অবস্থান হব, হ্রতবাং পবমার্থ-সিদ্ধি  
হইলে চিত্তাদি কখনও অব্যক্ততা অতিক্রম কবে না, তজ্জন্ম পুনশ্চ ব্যক্তরূপে গ্রাহ্য না হওয়াতে  
অব্যক্তকে অসত্তেব সত বলা বাইতে পাবে । যথা উক্ত হইয়াছে, “অব্যক্ত সত্তা ও অন্ততাপ্ত, সদস্য  
নহে, এবং অসৎ নহে,” অর্থাৎ পবমার্থ-দৃষ্টিব দ্বাবা বুদ্ধি চবিতার্থ হইলে সৎ (অহুতাব্য) নহে, এবং  
তদ্বদৃষ্টিতে অসৎ নহে । অতএব তদ্বদৃষ্টিতে অব্যক্ত ভাবরূপে বিচার্য \* । ২।১২ (৬) ব্রহ্মব্য ।

প্রধান-বিষয়ক স্ত্রুতি (কঠ) যথা—“অর্থসকল ইন্দ্রিয়েব পব, মন অর্থেব পবম্, মনেব পব বুদ্ধি,  
বুদ্ধিব পব মহান্ আশ্মা, মহতেব পব অব্যক্ত, অব্যক্তেব পব পুরুষ” । মহতেব পবম্ অব্যক্ত পদার্থেব  
স্বরূপ সেই স্ত্রুতিই (কঠ) অগ্রে বলিবাছেন, যথা—“অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যম, অবসং, নিত্য,  
অগন্ধ, অনাদি, অনন্ত, এবং (অক্ষয়), মহতেব পর পদার্থকে জানিবা যত্নামুখ হইতে মুক্ত হব, অর্থাৎ  
পুরুষ-সাক্ষাৎকাব-লাভ হব” (ইহাব অর্থ আত্মপক্ষেও ব্যবহৃত হব) । অন্ত স্ত্রুতি (বৃহদাবগ্যক)  
যথা—“এই সমস্ত অব্যক্ত ছিল” । “অগ্রে ভবঃ ছিল, তাহা পবেব দ্বাবা ইবিত বা উপদর্শিত, হইয়া  
বিষমম্ প্রাপ্ত হব” । (মৈত্রায়ণী) । পবেব দ্বাবা অর্থাৎ পুরুষার্থেব দ্বাবা ॥ ১০ ॥

ব্যুত্থানদর্শায যখন চিত্তেন্দ্রিয় সক্রিয় হব, তখন ‘আমিষ’ ভাবেব মূল জ্ঞাতব যে সক্রিয় বা  
পরিণামী ভাব প্রতীত হব, তাহা জ্ঞাতব বিরূপ, ব্যাবহাবিক গ্রহীতা । যথা উক্ত হইয়াছে (তত্ত্বৈব-

\* এই বিষয় অনেক ধারণা কবিতে না পারিবা তদ্বদৃষ্টিতে প্রকৃতিকে অসঙ্গ বুলিবা বাস্তবতা প্রকাশ কবে ।

সংবিদিতি তস্মাৎ প্রহীতরক্তভাবাদ্ ভবতি প্রহীত্ববিষয়ঃ সপ্তপ্রজাত” ইতি, সাংখ্যতেতর্য্যঃ। যেন বুদ্ধান্তর্ভূতেন প্রহীতভাবেন ব্যবহাৰাঃ ক্রিয়ন্তে স ব্যাবহারিকো প্রহীতা ॥ ১০ ॥

বিক্রিয়মাণাং প্রত্যয়ঃ ত্রয়াণাং ভাবানাং সমাহারঃ। তে যথা, অস্মীত্যেতদন্তর্গতঃ প্রকাশশীলো ভাবঃ, তস্ম চ বিকাবহেতুঃ ক্রিয়াশীলো ভাবঃ, প্রকাশভাবরকঃ স্থিতিশীল-ভাবশ্চেতি। ইমে ত্রয়ো মূলভাবাঃ সত্ত্বরজস্তমস্রাজ্ঞাঃ সর্বব্যাং বিকাবাণাং মৌলিকাঃ। তত্র প্রকাশশীলং সত্ত্বং, ক্রিয়াশীলং বজ্জং, স্থিতিশীলঞ্চ তম ইতি। কৈবল্যাবস্থায় বৈকাবিকপ্রকাশাত্মকপ্রাশ্যশূন্য পৰবৈবাগ্যেণ প্রবৃত্তিশূন্য সর্বসংস্কাবহীননিরোধাৎ স্থিতিশূন্যকাস্তঃকরণং প্রকৃতিশীনন্তবতি। অব্যক্তবাদমুঃ সত্ত্বরজস্তমস্রাজ্ঞিকাঃ প্রাখ্যা-প্রবৃত্তিস্থিতয়ঃ সমব্রমাণন্তন্তে। তস্মাদাহঃ “সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ” ইতি ॥ ১১ ॥

১১৭) “সেই অস্মিতা, প্রহীতা আত্মার সহিত বুদ্ধির একাত্মবোধ। তাহাব ময্যে (অস্মিতাব ময্যে) প্রহীতাব অন্তর্ভাব হওয়াতে তদ্বিবরক সমাধি প্রহীত্ব-বিবরক সপ্তপ্রজাত” অর্থঃ সাংখ্যত সমাধি। বুদ্ধির অন্তর্ভূত যে প্রহীতভাবে যাবা জাত্বাধি বা ‘আমি জাত’ ইত্যাকাব ব্যবহার হয়, তাহাই ব্যাবহারিক প্রহীতা ॥ ১০ ॥

বিক্রিয়মাণ অস্ত্র-প্রত্যয় তিন প্রকাব ভাবেব সমাহার, অর্থঃ তাহা বিশ্লেষ কবিলে তিন প্রকাব মূলভাব পাওবা যায়। তাহাবা যথা ‘আমি’ এই প্রকাব প্রত্যয়েব অন্তর্গত প্রকাশশীল ভাব, তাহাব পরিণামকাবক ক্রিয়াশীলভাব এবং প্রকাশেব আবরক স্থিতিশীল ভাব এই তিন প্রকাব মূল ভাবেব নাম সত্ত্ব, বজ্জ ও তমঃ। তাহাবা সর্ববিকাবেব মৌলিক রূপ। তন্ত্রয়ে বাহা প্রকাশশীল তাহা সত্ত্ব, বাহা ক্রিয়াশীল তাহা বজ্জ, এবং বাহা স্থিতিশীল তাহা তমঃ। বৈকাবিক প্রকাশাত্মক বা বিকাবেব বলবরূপ যে প্রাখ্যা তদবহিত, পৰবৈবাগ্যেব বাবা সংকল্পাধিক্য প্রবৃত্তিশূন্য এবং শাস্তিক নিবোধেহেতু সংকাবকস্থিতিশূন্য, কৈবল্যাবস্থায় এই জিভাবশূন্য হওয়াতে অন্তঃকরণ প্রকৃতিতে শীন হয়। প্রকৃতি অব্যক্ত বলিবা সত্ত্ব, বজ্জ ও তমোক্তাশ্রয়ক এই প্রাখ্যা (সর্ব বিবরবোধ), প্রবৃত্তি এবং স্থিতি (সংস্কাব) তথাব (অব্যক্ততাকণ) সমতা প্রাপ্ত হয়। তজ্জন্ত বলিয়াছেন (সাংখ্যহ্রদ) “সত্ত্ব, বজ্জ ও তমোক্তেব সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ” ॥ ১১ ॥

\* অন্তঃকরণেব যে সামবজ্জ বা উপায়প্রত্যয় প্রলীনভাব, তাহাই কৈবল্যগম। অন্তঃকরণ মূলকাল প্রকৃতিতে শীন হয়। প্রকৃতি সত্ত্ব, বজ্জ ও তমোক্তেব সাম্যাবস্থা। অন্তঃকরণ অন্তঃকরণগত সত্ত্ব, বজ্জ ও তমোক্ত সাম্য কবিলে পারিলে তব অন্তঃকরণ শীন হইবে। তজ্জন্ত সাংখ্যিক, বালস ও ভাস্তব বুদ্ধিব সাম্য করা প্রয়োজন। বিবেকখ্যাতি, পরবৈবাগ্য ও নিবোধ সমাধি এই তিন ভাবেব বাবা তপনাসা হয়। কাবণ, উহারা তিন সম বা এবং, যথা—“জানন্তেব পবা কাঠা বৈবাগ্যম্” (যোগভাস্ত ১১৬), তজ্জন্ত বিবেকখ্যাতিকণ চবমজান ও চববৈবাগ্যা একই হইল, আব চববৈবাগ্যে “বিবযোগশমে চিত্ত নিরুদ্ধ থাকিবে। তজ্জন্ত প্রকাশশীল সাংখ্যিক বিবেকখ্যাতি, বিবামপ্রবজ্জ-কলঙ্কণ বালস পরবৈবাগ্য এবং তন্ত্জন্ত লনাব তাদস নিবোধ সমাধি বসন্তঃ একই হইল। এই প্রকার তপনাসো অন্তঃকরণ প্রকৃতিতে শীন হয়।

ব্যক্তাবস্থায়ঃ চিত্তেন্দ্রিয়েষু গুণানাং বৈষম্যম্ । একত্ৰৈকশ্চ প্রাধান্যমন্ত্যায়োশ্চো-  
পসর্জনীভাবঃ । তে হি গুণা নিত্যসহচরাঃ জ্ঞাতব্যন্ত্যোঃ প্রত্যেকং বর্তমানঃ, যথাহুঃ  
“গুণাঃ পরস্পরোপবক্তপ্রবিভাগাঃ সংযোগবিভাগধর্মণ ইত্যন্তবোপাশ্রয়েণোপার্জিত-  
মূর্তয়” ইতি । তথা চ “অন্ত্যোক্তমিথুনাঃ সর্বে সর্বে সর্বত্রগামিন” ইতি । সর্বত্র ত্ৰৈগুণ্য-  
সম্ভাবেহপি ঐকৈকশ্চৈব গুণশ্চ প্রধানভাবাং সাধ্বিকো রাজসস্তমসশ্চেতি ব্যবহাৰঃ ।  
তথা চোক্তং “গুণপ্রধানভাবকৃত্ত্বং বিশেষ” ইতি । তথা চ “সর্বমিদং গুণানাং  
সন্নিবেশবিশেষমাত্রম্” ইতি ॥ ১২ ॥

ভোগাপবর্গৌ দ্বাবেবার্থৌ পুরুষশ্চ । পৌকষেয়মস্মিপ্রত্যয়মাশ্রিত্য দ্বাবেতাবর্থা-  
বচরিত্তৌ ভবতঃ । যথাহ “উক্তেইনিষ্টগুণস্বরূপাবধাবণমবিভাগাপন্নং ভোগঃ ভোক্তাঃ  
স্বরূপাবধাবণমপবর্গ ইতি দ্ব্যবেতিবিক্তমন্ত্যদর্শনং নাস্তি” ইতি । পুরুষার্ধাচরণাস্বরূপাদৃ  
ব্যক্তাবস্থায়ঃ পুরুষশ্চ ত্ৰা নিমিত্তকাবণম্ । অব্যক্তং ব্যক্তভাবস্তোপাদানং তস্মৈব  
ব্যক্তত্বপরিণতিদর্শনাং, যথাহ “লিঙ্গস্তাৱয়িকারণং পুরুষো ন ভবতি হেতুস্ত ভবতীতি ।  
অতঃ প্রধানেন সৌম্যং নিবতিশয়ং ব্যাখ্যাতম্” ইতি । বিকারজাতশ্চ নিমিত্তাৱয়িনো-  
দ্বয়োঃ কাবণয়োনিমিত্তং পুরুষঃ স্বচৈতন্ত্যস্বরূপঃ সদা বুদ্ধঃ, প্রধানস্তুচেতনমব্যক্তস্বরূপম্ ।  
বিকৃত্কাবণদ্বয়সম্ভাবাদৃ ব্যক্তাবস্থায়ঃ ব্যক্তভাবেষু ত্রয় এব ভাবা উপলভ্যন্তে । তে  
যথা—পুরুষাভিমুখশ্চেতনাবস্কাবঃ, অব্যক্তাভিমুখ আব্রিতভাবস্তথা চ তন্নোঃ সম্বন্ধ-

ব্যক্তাবস্থা চিত্তেন্দ্রিয়াদিতে গুণেব বৈষম্য অর্থাৎ এক ব্যক্তভাবে কোনও এক গুণেব প্রাধান্য  
এবং অত্র গুণস্বয়ং প্রপ্রধানভাবে থাকে । সেই গুণসকল নিত্যসহচর এবং জ্ঞাতি ও ব্যক্তিব প্রত্যেকে  
বর্তমান থাকে । যথা উক্ত হইয়াছে, “গুণসকল পরস্পরোপবক্ত-প্রবিভাগ, সংযোগবিভাগধর্মী,  
পরস্পরেব আশ্রয়ে পরস্পর যুতি বা মহামায়িকপ ব্যক্তিতা লাভ কবে” ( যোগভাস্ত্র ) । অত্রজ যথা—  
“গুণসকল অন্ত্যোক্তমিথুনা এবং সকলেই সর্বত্র বা সকল দ্রব্যে অবস্থিত ।” সকল বস্তুতে গুণত্রয় বর্তমান  
থাকিলেও, এক এক গুণেব প্রাধান্যহেতু সাধ্বিক, রাজস ও তামস এইরূপ ব্যবহাৰ হয় । যোগভাস্ত্র  
( ২।১৫ ) যথা “গুণপ্রধানভাব হইতে সাধ্বিকাদি বিশেষ হয়”, অর্থাৎ নত্বেব আধিক্য থাকিলে তাকে  
সাধ্বিক বলা যায়, ইত্যাদি । অত্রজ ( যোগভাস্ত্রে ৪।১৩ ) উক্ত হইয়াছে “এই সমস্তই গুণসকলেব  
সন্নিবেশ-বিশেষ বা সংস্থানভেদমাত্র” ॥ ১২ ॥

পুরুষেব ভোগ ও অপবর্গ-রূপ দুই অর্থ বা বিবব । পৌকষেব অস্মৎ-প্রত্যয় আশ্রন কবিদা  
এই দুই অর্থ আচবিত হয় । যথা উক্ত হইয়াছে, “তন্নাম্যে ইষ্ট ও অনিষ্ট গুণেব স্বরূপাবধাবণ  
—যাাতে গুণত্বিহ সহিত পুরুষেব একতাপত্তি হয়—তাহা ভোগ, এবং ভোক্তাব স্বরূপাবধাবণ  
অপবর্গ ; এই দুইয়েব অতিরিক্ত অত্র দর্শন নাই” ( যোগভাস্ত্র ২।১৮ ) । ভোগাপবর্গরূপ পুরুষাৰ্থেব  
আচবণেব ফলেই ব্যক্তাবস্থা, তন্ত্ৰজ পুরুষ ব্যক্তাবস্থােব নিমিত্ত-কাবণ । আব অব্যক্তা প্রকৃতি  
ব্যক্তভাবসকলেব উপাদান-কাবণ, যেহেতু তাহাবই ব্যক্তভাবপ পরিণতি দৃষ্ট হয় । যথা উক্ত  
হইয়াছে, “লিঙ্গেব বা বুদ্ধিব উপাদান-কাবণ পুরুষ নহেন, কিন্তু তিনি তাহাব হেতু বা নিমিত্ত-কাবণ ।

ভূতশৃঙ্খলভাবো যেনায়ুতঃ প্রকাশ্যভিমুখঃ ক্রিয়তে প্রকাশিতশ্চ ভাব আববণাভিমুখঃ ক্রিয়ত ইতি । তে হি যথাক্রমে প্রকাশশীলাঃ সাদ্বিকাঃ স্থিতিশীলাস্ত্রাসমাঃ ক্রিয়াশীলাশ্চ রাজস্যা ভাবা ইতি ॥ ১৩ ॥

ব্যক্তাবস্থাযামাত্রা ব্যক্তিবস্মীতিবোধমাত্রাশ্রকো মহান্, যমাস্রিত্য সৰ্বে জ্ঞান-চেষ্টাদয়ঃ সিধ্যন্তি । কৈবল্যাবস্থায়াঃ প্রখ্যাপ্রবৃত্তিস্থিত্যভাবাৎ নাস্তি ব্যক্তসদ্বন্ধিনো মহতঃ সন্দাবাবকাশঃ । স এব মহান্ ব্যাবহাবিকো প্রহীতা । ব্যক্তাবস্থায়ামস্মীতি-প্রত্যয়মাত্রমভিমুখীকৃত্য সমাহিতে চিন্তে যস্মিন্নাস্তবভাববেহবস্থানং ভবতি স এব মহান্ । সবিকাবপ্রকাশশীলো মহানাত্মা, পুরুষস্ত অবিকাবী চিত্তপঃ ॥ ১৪ ॥

বুদ্ধিশ্চ লিঙ্গসাত্রাধেতি মহতঃ সংজ্ঞাভেদঃ । কচিচ্চ স্বকাংপেণাগৃহীতো মহান্ কবণকার্য কুৰ্বন্ বুদ্ধিবিভাভিধীযতে, যথোক্তম্ “বুদ্ধিবধ্যবসামেন জ্ঞানেন চ মহান্তথা”

এইজন্য প্রকৃতিতেই ব্যক্তভাবের চবমস্বকতা ব্যাখ্যাত হইয়াছে\* ( যোগভাস্ত ১৪৫ ) । বিকাবজাত ব্যক্তভাবনকলের নিমিত্ত এবং উপাদানকণ কাবণরূপের মধ্যে নিমিত্ত পুরুষ স্বচৈতন্তরূপে সঙ্গা ব্যক্ত বা সঙ্গা বুদ্ধ এবং প্রধান অচেতন ও অব্যক্ত-স্বকণ । ব্যক্তাবস্থা এই বিকল্প কাবণরূপ থাকতে ব্যক্তভাবে তিন প্রকাব ভাব উপনক হয় । তাহাবা যথা (১য়) পুরুষাভিমুখ চেতনাব্য ভাব, (২য়) অব্যক্তাভিমুখ আববিত ভাব, (৩য়) ঐ দুই ভাবের সযক্কত চক্ল ভাব—যাহা আবৃত্ত ভাবকে প্রকাশাভিমুখ কবে এবং প্রকাশিত ভাবকে আববণের বা স্থিতির অভিমুখ কবে । তাহাবাই যথাক্রমে প্রকাশশীল সত্ত্ব, স্থিতিশীল তমঃ ও ক্রিয়াশীল রজঃ এই ত্রিগুণমূলক ত্রিবিধ ভাব ॥ ১৩ ॥

ব্যক্তাবস্থায় আদি ব্যক্তি ‘আমি’ এইরূপ বোধ-সম্বন্ধীয় মহান্, যাহাকে আশ্রয় কবিয়া সমস্ত জ্ঞান-চেষ্টাদি সিদ্ধ হয় । কৈবল্যাবস্থাতে প্রখ্যা, প্রবৃত্তি ও স্থিতির অভাবে ব্যক্তভাবের সযক্ককাবক মহত্ত্বের তখন অবস্থিতি থাকিতে পাবে না । সেই মহান্ই ব্যাবহাবিক প্রহীতা । ব্যক্তাবস্থায় ‘আমি’ এইরূপ প্রত্যয়মাত্রের অভিমুখে চিন্ত সমাহিত হইলে যে আস্তবভাববিপেবে অবস্থান হয়, তাহাই মহত্ত্বকণ । মহানাত্মা সবিকাব প্রকাশশীল, আব পুরুষ অবিকাবী চিত্তপঃ ॥ ১৪ ॥

বুদ্ধি ও লিঙ্গমাত্র মহত্ত্বের সংজ্ঞাভেদ । কোথাও বুদ্ধি ও মহান্ ভিন্ন কবিয়া উক্ত হইয়াছে, সেইস্থলে মহান্ যখন স্বকণে গৃহীত না হইয়া কবণকার্য কবে, তখন তাহা বুদ্ধিনামে অভিহিত

\* ‘অচেতন প্রধান জগৎকে স্বতন্ত্র বর্ত্তা’ এইরূপ সিদ্ধান্ত সাংখ্যীয় বলিমা বাঁহাবা সাংখ্যগকে বোব দেন, তাহাদের ইহা ঐহব । সাংখ্যসূত্রে সুল বর্ত্তা বোব নাই । কারণ, কর্ত্তব্যভাব সৌলিক নহে, উহা চিক্কত-সমবায়গাজ । প্রধান কর্ত্তা নহে, কিন্তু একমাত্র সুল উপাদান । উপাদান হইলেও প্রধান জরথিকারের পক্ষে সমর্থ নহে । জরথিকারের তন্ত্র পৌকস্বচৈতন্তরূপ নিবিস্তের অগেকা আছে । পুরুষসাক্ষি বা চিবভাস্ত বা অচেতনকে চেতনগত করা না হইলে স্ববনও গুণববনা হইতে পারে না । চিবভাস্ত হইতেই অর্থাচরণ বা জগৎস্রি হয় ।

† ইহাকে সান্দিভ সনাবি জেন । সাংখ্যীয় তত্ত্বদল কেবল অসুমেধ নহে, তাহারা সাক্ষ্যবর্ধ । যোগশাস্ত্রে তত্ত্বসাক্ষ্যকাবের উপায় ও স্বকণ বর্ধিত আছে, তাহা অসুমেদ কবিলে বসন্তের স্বক্য যগার্ককণ নিশ্চিত হয় । বুদ্ধ্যগ্গারের নিহেব ভিতব তত্ত্বদল বিকণ আছে তাহা চিন্তা কবা উচিত ।

ইতি ॥ জ্ঞানেনাস্মীতিপ্রত্যয়াবধানেনেত্যর্থঃ, যথাহ “তমপুমান্‌জ্ঞানমহুবিজ্ঞানস্মীতি  
এবং তাবৎ সম্প্রজানীতে” ইতি, অণুমাত্রং সূক্ষ্মম্। মহত্ত্বং সাক্ষাৎকুর্বতো যোগিন  
এবংবিধা সংবিৎ সম্প্রজায়ত ইতি ভাবঃ। সৰ্বে প্রত্যয়া বুদ্ধিবিভ্যভিধীযন্তে মহানাত্মা  
পুনরাশ্রয়বিষয়া শুদ্ধা বুদ্ধিবিভি বিবেচ্যম্ ॥ ১৫ ॥

পুরুষাভিমুখত্বাদ্ বুদ্ধিসম্বন্ধিপ্রকাশশীলং সাত্বিকম্, যথাহঃ “দ্রব্যমাত্রমভূৎ সৎ  
পুরুষস্তেতি নিশ্চয়” ইতি। তথা চ “অব্যক্তাং সৎসৃজিত্তমমৃতত্বাৎ কল্পতে। সৎত্বাৎ  
পরতরং নাত্তং প্রশংসন্তীহ পণ্ডিতাঃ। অল্পমানাদ্বিজ্ঞানীমঃ পুরুষং সৎসংশ্রয়ম্”  
ইতি ॥ ১৬ ॥

অস্ত মহদাত্মনো যঃ ক্রিয়ানীলো ভাবো যেনানাত্মভাবেন সহাস্তসম্বন্ধঃ প্রজায়তে  
সোহহংকাৰঃ। সোহমহংকাৰোহভিমানাত্মকো মমতাহন্তয়োর্মূলং, ক্রিয়ানীলত্বাদ্ভা-  
জসিকঃ। স্মর্যতে চ “অহং কর্তেতি চাপ্যাত্মো গুণস্তত্র চতুর্দশঃ। মমায়মিতি যেনায়  
মস্ততে ন মমেতি চ” ॥ ইতি ॥ ১৭ ॥

হইয়াছে\*। যথা উক্ত হইয়াছে (অশ্রমেতপঃ), “বুদ্ধিকে অধ্যবসায়-লক্ষণে (অধ্যবসায়—অধিকৃত  
বিষয়ে অবসায় বা প্রকাশ হওয়া-রূপ অবসান) দ্বাৰা এবং মহানকে জ্ঞানের দ্বাৰা বিবেকব্যা”  
(মহাভাবত)। এখানে জ্ঞান অর্থে ‘আমি’ এইরূপ প্রত্যয়দ্বাৰা, তাহাব অবস্থানের দ্বাৰা মহান  
লাকাৎকৃত হন। যথা উক্ত হইয়াছে, “সেই অণুমান আত্মাকে অহংবেদনপূর্বক কেবল ‘আমি’ এইরূপে  
সম্প্রজাত হওয়া দ্বাৰা”, (যোগভাষ্য, পঞ্চশিখার্চার্য-বচন)। অণুমান অর্থে সূক্ষ্ম। মহত্ত্ব-সাক্ষাৎকারী  
যোগী বৈষ্ণব ঐক্য প্রাপ্তি হয়। সমস্ত প্রত্যয়ই বুদ্ধি, আৰ আশ্রয়বিষয়া শুদ্ধা বুদ্ধিই মহান, ইহা বিবেচ্য।  
(ইহাতে এই বুদ্ধিতে হইবে—যেখানে বুদ্ধি ও মহান পৃথক্ উক্ত হইয়াছে, তথাই একই অশ্রম-  
প্রত্যয়াশ্রম মহান স্বরূপভাবে লাক্ষাৎকৃত হইলে মহান, এবং যখন জ্ঞানরূপ কবণকার্য কবে, তখন  
বুদ্ধি) ॥ ১৫ ॥

পুরুষাভিমুখ বলিয়া বুদ্ধিসম্বন্ধি অতি প্রকাশশীল, সাত্বিক। যথা উক্ত হইয়াছে, “বুদ্ধিসম্ব পুরুষেব  
দ্রব্যমাত্র বা পুরুষাভিভূত ভাব ইহা নিশ্চয় হব” (মহাভাবত)। অস্তম্ভ (অশ্রমেতপঃ) যথা “অব্যক্ত  
হইতে বুদ্ধিসম্ব উদ্ভিক্ত হয় ও তাহা অন্তত বলিয়া জানা যায়। বুদ্ধিসম্ব হইতে শ্রেষ্ঠ (বিকাবেব মধ্যে)  
অন্ত কিছু নাই বলিয়া পণ্ডিতেরা প্রশংসা করেন। অল্পমান হইতে জানা যায় যে, পুরুষ সৎসংশ্রয় বা  
বুদ্ধিতে উপহিত” ॥ ১৬ ॥

সেই মহদাত্মার যে ক্রিয়ানীল ভাব, তাহাব দ্বারা অনাত্ম ভাবেব সহিত আত্মসম্বন্ধ হয়, তাহাব  
নাম অহংকার। সেই অহংকাৰ অতিমান-স্বরূপ, তাহা মমতাব (‘ইহা আমাব’ এইরূপ ভাব)

\* একই জাতৃস্বতাব বধন সার্বজ্ঞের জ্ঞাতা হয় তখন বহু, এবং বধন অজ্ঞানের জ্ঞাতা তখন বুদ্ধি। মহাত্মনে  
সার্বজ্ঞতাহেতু তাহাকে বিত্ত্ব বলা হইয়াছে, অতি যথা “মহাত্মং বিত্ত্বানাত্মনঃ” (‘তত্ত্বসাক্ষাৎকারে’ মহত্ত্ববসাক্ষাৎকারে ঐষ্টব্য)।  
‘আমি’—মাত্র বুদ্ধিই মহান্।

যেনানাশ্চাভাবা আশ্রনা সহ বিবৃতান্তিষ্ঠন্তি ভদেব স্থিতিশীলং হৃদযাখ্যং মনঃ।  
তদ্ধি তামসমন্তঃকবণাঙ্গম্। প্রখ্যাপ্রবৃত্তিস্থিত্য ইতি ত্রয়ানামন্তঃকবণধর্মাণাং মধ্যে যৎ  
স্থিতিধর্মাস্রযভূতং ভগ্ননঃ। “তথাশেষবসংস্কারাব্যবহাৎ” ইতি সূত্রেহপি তৃতীয়ান্তঃকবণস্ত  
মনসঃ স্থিতিশীলম্ভূতম্। নেদং পবিভাবিতং মনঃ ষষ্ঠমাত্মন্তবমিগ্রিয়ম্। অন্তঃকবণেষু  
সাম্বিকবাজসৌ বুদ্ধ্যহংকারৌ তত্র চ যৎ তামসং ভগ্নন ইতি দ্রষ্টব্যম্॥ ১৮ ॥

মহদহংকাবমনাসি সর্বকবণমূলমন্তঃকবণম্। পুরুষার্থাচরণক্রিয়ায়াঃ সাধকতম-  
ছাত্তানি করণমিত্যভিধীয়ন্তে। এবাং পবিণামভূতাঃ সর্বা অপ্যাত্মশক্ত্যঃ কবণম্।  
মহদাদয়ো বক্ষ্যমাণবাহকবণপুরুষবোর্মধ্যস্থভূতবাদন্তঃকবণমিত্যভিধীয়ন্তে॥ ১৯ ॥

আশ্রবাহেন হেতুনা বোদ্ধচেতনতয়া উজ্জেকৈ যন্তহুজ্জেকস্ত প্রকাশভাবস্তদেব  
প্রোকাশপর্ববসানং প্রখ্যাশ্বকপম্। যো বা প্রকাশশীলস্ত বুদ্ধিসম্বস্ত বিষয়ভূত উজ্জেক-  
স্তদেব জ্ঞানম্। অভিনানেনৈবাসাবুজ্জেকোহস্মৎপ্রকাশমাপত্ততে। স চাভিমান আশ্রনাশ্র-

এবং অহংকাব (‘আমি এইরূপ’ এবস্ত্রকাব প্রত্যয়, অর্থাৎ আমি দ্রষ্টা, শ্রোতা ইত্যাদি) মূল।  
ইহা জিহ্মাবহলম্ভেতু বাজসিক। এ বিষয়ে স্মৃতি (শাস্তিপর্ব) যথা—“আমি কর্তা বা অহংকাব  
নামক তাহাব চতুর্দশ গুণ। তাহাব দ্বাবা ‘ইহা আমাব বা ইহা আমাব না’ এইরূপ মনন হয় ॥”  
(মহাভাবত এখানে কবণবর্ষেব মধ্যে অহংকাবকে বিশেষ দৃষ্টিতে চতুর্দশ গুণ বলিবাছেন) ॥ ১৭ ॥

যে শক্তিয দ্বাবা অনাত্মভাবলকল আশ্রভাবেব সহিত বিবৃত হইবা অবস্থান কবে, তাহাই জ্ঞাব  
নামক স্থিতিশীল মনঃ\*। তাহা তামস অন্তঃকবণাঙ্গ। প্রখ্যা, প্রবৃত্তি ও হিতি-কণ তিন মূল  
অন্তঃকবণ-ধর্মেব মধ্যে যাহা চিতিধর্মেব আশ্রয তাহাই মন। “অশেষবসংস্কারাব্যবহেতু মন  
বাহেন্নিয়েব প্রদান”, এই সাংখ্যসূত্রেও তৃতীয়ান্তঃকবণ মনেব স্থিতিশীলম্ভ উক্ত হইবাছে। এই  
পবিভাবিত মন ষষ্ঠ আভ্যন্তব ইগ্রিয় নহে। অন্তঃকবণেব মধ্যে যাহা সাম্বিক তাহা বুদ্ধি, যাহা বাজস  
তাহা অহংকাব, আষ যাহা তামল তাহাই মন, ইহা দ্রষ্টব্য ॥ ১৮ ॥

মহৎ, অহংকাব ও মন ইহাবা সর্বকবণেব মূল অন্তঃকবণং। পুরুষার্থাচরণ-ক্রিয়া ইহাদেব  
দ্বাবা সম্যক্ নিপাঙ্গ হব তাই ইহাবা কবণ বলিবা অভিহিত হয়। ইহাদেব পবিণামভূত অত্র সমস্ত  
আশ্রাশক্তিবাও কবণ। মহদাদিবা বক্ষ্যমাণ বাহকবণেব এবং পুরুষেব মধ্যস্থভূততাহেতু অন্তঃকবণ  
বলিবা অভিহিত হব ॥ ১৯ ॥

(একণে প্রখ্যা, প্রবৃত্তি ও হিতি এই তিন মূল অন্তঃকবণ-ধর্মেব পরূপ উক্ত হইভেছে)।  
আশ্রবাহ কোন কাবণেব দ্বাবা বুদ্ধি চেতনতা উজ্জিক্ত হইবা যে প্রকাশভাব হব, তাহাই প্রোকাশ-  
পর্ববসান বা জ্ঞানেব পরূপভব। অথবা এইরূপও বলা বাইভে পাবে যে, প্রকাশশীল বুদ্ধিসম্বস্ত যে

\* মন শব্দ অনেক অর্থে প্রযুক্ত হয়, পাঠক এই প্রকরণে বেবন পবিভাবিত সর্বত্র এইহ প্রব কবিবেন। বুদ্ধি সাম্বিক, মহৎ  
বাজস এবং অন্তঃকবণেব মধ্যে যাহা তামস অঙ্গ তাহাই ললণাধ মন। সাংখ্যপাত্রে মন আভ্যন্তর ইগ্রিয় বলিবা সাংখ্যভঃ  
গৃহীত হব, তাহা মনঃ মনঃ। তথাগীত রুদ্রাধ্য মন ও জ্ঞানগ্রন্থিকণ মন—বহুশব্দেব দ্বাবা বৃত্তাব। পবে দ্রষ্টব্য।

নোৰ্ভাবযোঃ সম্বন্ধোপায়ঃ । অভিমানান্দৌ প্রত্যয়ৌ সম্ববভঃ, অহস্তা মমতা চেতি ।  
 ধনাদৌ মমতা, শবীরেস্ত্রিয়েবু চাহস্তা । যথা নষ্টে মমতাস্পদে ধনেহহমুচ্চাতিভো  
 ভবামীতি প্রত্যয়ঃ, তথা চাহস্তাস্পদে ইস্ত্রিয়ে শব্বাদিবাহুক্ৰিয়যোজিত্তে সতি উক্তিক্ত-  
 স্তদৃগতভিমানঃ প্রকাশশীলমস্বস্তাবগুজিত্তং কবোতি । প্রকাশশীলভাবস্তোদ্রেকফলমেব  
 জ্ঞানম্ । যথাভিমানেনানাস্তাবস্তাব আত্মসন্নিবৌ নীযতে তথাঅস্তাবোহপি অনাস্তাবত্বেন  
 সহ সম্বধ্যতে । অভিমানেনানাস্তাবস্তাব স্বাত্মীকরণং প্রবৃত্তিস্বরূপম্ । তথা চ তস্ম  
 স্বাত্মীকৃতভাবস্তব সংস্কৃষ্টভাবস্থানং স্থিতিস্বরূপম্ ॥ ২০ ॥

উক্তং গুণানার নিত্যসাহচর্যম্ । তে সর্বত্রৈব পবস্পবমজ্ঞাদিগ্ধেন বর্তন্তে । তস্মাচ্চি-  
 গুণাশ্চকমন্তঃকবপাদ্রযমপি অন্তোত্তব্যভিভক্তং পবিণমতে । বত্রৈকং তত্রৈব ত্রীণি,  
 একস্মিন্নুক্তে ইতবাবধ্যাহার্যৌ ॥ ২১ ॥

জ্ঞানে স্থিতিক্রিয়াভ্যাং প্রকাশগুণস্তাধিক্যাজ্ঞানং সাত্ত্বিকম্ । চেষ্টায়ামূত্রেকত্বৈব  
 প্রাধান্যং ততঃ সা বাজসী । স্থিত্যাং যোহপরিদৃষ্টো ভাবঃ স আববিতস্বরূপঃ, ততঃ  
 স্থিতিস্তামসী । জ্ঞানচেষ্টাস্থিতয়ঃ প্রথ্যাপ্রবৃত্তিসংস্কাবা বেতি ত্রয়ঃ সম্ববজন্তমো-  
 গুণাধ্বয়িনো মূলভাবা বক্ষ্যমাণাঃ প্রমাণাদিবৃত্তয়ো যেষাং ভেদাঃ ॥ ২২ ॥

বিষমভূত উত্রেক তাহাই জ্ঞান । ক্রিয়াশীল অভিমানের দ্বারা সেই উত্রেক সম্বপ্রকাশে পৌছাব ।  
 সেই অভিমান আত্ম ও অনাত্ম-ভাবেব সম্বন্ধোপায় । অভিমান হইতে দুই প্রকাব প্রত্যয় উদ্ভূত হয়—  
 অহস্তা ও মমতা । ধনাদিতে মমতা ও শবীরেস্ত্রিয়ে অহস্তা । যেমন মমতাস্পদে ধন নষ্ট হইলে ‘আমি  
 উচ্চাটিত হই’ এইকপ বোম হব, সেইকপ অহস্তাস্পদে ইস্ত্রিব, শব্বাদি বাহুক্রিয়াব দ্বারা উক্তিক্ত হইলে  
 সেই ইস্ত্রিবগত অভিমান উক্তিক্ত হইয়া প্রকাশশীল অস্বস্তাবকে উক্তিক্ত কবে । প্রকাশশীল পদার্থেব  
 উত্রেক হইলেই তাহাব বলে প্রকাশস্বভাব ভাব বা জ্ঞান হয় । যেমন অভিমানের দ্বারা অনাত্মভাব  
 আত্মসান্নিধ্যে নীত হব, সেইরূপ আত্মভাবও অনাত্মভাবেব লহিত সম্ব হব । অভিমানের দ্বারা  
 অনাত্মভাবেব স্বাত্মীকরণই প্রবৃত্তিব বা চেষ্টার স্বরূপ । হাব, সেই স্বাত্মীকৃতভাবেব অবিভাগাপর  
 বা লীন হইবা অন্তঃকবণে অবস্থান কবাই স্থিতির স্বরূপ ॥ ২০ ॥

গুণসকলেব নিত্য-সাহচর্য উক্ত হইবাছে । তাহাব সর্বত্র পবস্পব অজ্ঞাদিগ্ধে বর্তমান থাকে ।  
 তস্মচ্চ ত্রিগুণাত্মক অন্তঃকবণেব অজ্ঞত্ব ( বুদ্ধি, অহংকাব ও মন ) পবস্পব মিলিত হইয়া পবিণত  
 হয় । যাবাব এক, তথাব তিন ; এক উক্ত হইলে অপব দুই উক্ত থাকে অর্থাৎ প্রত্যেক অন্তঃকবণ-  
 পবিণামেই বুদ্ধি, অহং ও মন এই তিন থাকে বুদ্ধিতে হইবে ॥ ২১ ॥

জ্ঞানে স্থিতি ও ক্রিয়া অপেক্ষা প্রকাশপ্রণের আধিক্যবশতঃ জ্ঞান সাত্ত্বিক । চেষ্টাতে উত্রেকেব  
 আধিক্যবশতঃ তাহা রাজসী । হাব, স্থিতিতে বে অপরিদৃষ্ট ভাব, তাহা আববিত-স্বরূপা, তস্মচ্চ  
 স্থিতি তামসী । জ্ঞান, চেষ্টা ও স্থিতি, বা প্রথ্যা, প্রবৃত্তি ও স্থিতি—সম্ব, বজঃ ও তমোগুণাধ্বমাবী  
 তিন মূলভাব ; বক্ষ্যমাণ প্রমাণাদি-বৃত্তিরা উহাদেবই ভেদ ॥ ২২ ॥

চিত্তেন্দ্রিয়রূপেণ পবিণতাস্ত্বঃকবণমস্মিতেত্যাখ্যায়তে, যথাহুঃ “দৃগ্দর্শনশক্ত্যো-  
রেকাস্মত্তেবাস্মিতা” ইতি । আত্মনা সহ করণশক্তেঃ অভিমানকৃতৈকাস্মকতাস্মিতেত্যর্থঃ ।  
তথৈবাহং শ্রোতাং দ্রষ্টেতাদিকবণাস্ত্রপ্রত্যয়সম্ভবঃ । তথা চাহুঃ “বর্ষ্ঠচ্চাবিশেষোহস্মিতা-  
মাত্র ইতি, এতে সত্ত্বামাত্রস্তাত্মনো মহতঃ স্বভবিশেষপবিণামা” ইতি । সোহং যঃ বর্ষ্ঠোহ-  
বিশেষঃ চিত্তাদিকবণোপাদানমিত্যবগম্যম্ । অথ তে চ “অথ যো বেদেদং শৃণ্বানীতি  
স আত্মা শ্রবণায় শ্রোত্রম্” ইতি ॥ ২৩ ॥

অস্মিতায়াঃ ক্লিষ্টাক্লিষ্টাখ্যো দ্বিবিধঃ পবিণামপ্রবাহো জাত্যন্তবপবিণামকারী ।  
অক্লিষ্টঃ প্রকাশাভিমুখ উৎস্রোতো বিভ্রাপবিণামঃ, আবরণাভিমুখোহর্বাঙ্কশ্রোতচ্চাবিছা-  
পবিণামঃ ক্লিষ্টঃ । যত্রাস্তবপ্রকাশগুণস্তোৎসবর্ষঃ সাত্ত্বিককবণপ্রকৃত্যাপুরূচ স বিভ্রা-  
পবিণামঃ । যত্র চানাস্তবাবেন সহ সম্বন্ধঃ পুঙ্খলো ভবতি সৌহবিছাপবিণামঃ, যথাহুঃ  
“অর্বাঙ্কশ্রোতস ইভ্যেতে মগ্নাস্তমসি তামসা” ইতি । তমসি অবিছায়াসিত্যর্থঃ । অবিছায়া  
উৎকৃষ্টে প্রকাশক্রিষে কথ্যমানে ভবতঃ ॥ ২৪ ॥

চিত্ত ও ইন্দ্রিয়-রূপে পবিণত অন্তঃকবণকে অস্মিতা বলা যায়, অর্থাৎ চিত্তেন্দ্রিয়ের উপাদানরূপ  
অন্তঃকবণই অস্মিতা । যথা, উক্ত হইবাছে—“দৃক-শক্তি ও দর্শন-শক্তি য়ে একাস্মিতা, তাহা  
অস্মিতা” (বোগদ্বন্দ্ব ২।৩) । অর্থাৎ আত্মাব সহিত কবণ-শক্তি য়ে অভিমানকৃত একাস্মিতা, তাহাই  
অস্মিতা । তাহাব দ্বাবাই ‘আমি শ্রোতা’, ‘আমি দ্রষ্টা’ ইত্যাদিপ্রকার কবণের সহিত একাস্মিতা-  
প্রত্যয় হয় । তথা উক্ত হইবাছে, (বোগদ্বন্দ্ব ২।২) “বর্ষ্ঠ অবিশেষ (প্রকৃতি-বিকৃতি) অস্মিতামাত্র,  
ইহাবা (অপর পক্ষ সহ) সত্ত্বামাত্র মহাত্মাব ছয় অবিশেষ পবিণাম”, সেই অস্মিতায়া বর্ষ্ঠ অবিশেষই  
চিত্তেন্দ্রিয়াদির উপাদান বলিবা জ্ঞাডব্য । ঋতি (ছানোগ্য) যথা, “বিনি অল্পভব কবেন য়ে, আমি  
ইহা শ্রবণ কবি, তিনিই অস্মিতাকূপ আত্মা, তিনিই শ্রবণের জন্য শ্রোত্ররূপে পবিণত হন” ॥ ২৩ ॥

অস্মিতাব জাত্যন্তব-পবিণামকারী ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট নামক দুই প্রকার পবিণাম-প্রবাহ আছে ।  
অর্থাৎ চিত্তেন্দ্রিয়ের সদাই পবিণম্যমান হইতেছে, সেই পবিণাম হইতে তাহাদের প্রকৃতিব ভেদ  
হইবা যায় । (সেই প্রকৃতিব বা জাতিব ভেদ দুই প্রকার—) বাহা প্রকাশাভিমুখ উৎস্রোত ও  
বিছা-পবিণাম, তাহা অক্লিষ্ট এবং বাহা আবরণাভিমুখ নিয়মোত ও অবিছা-পবিণাম তাহা ক্লিষ্ট ।  
বাহাতে আন্তর প্রকাশগুণের উৎকর্ষ এবং তজ্জনিত সাত্ত্বিক কবণ-প্রকৃতিব আপূরণ হয়, তাহাই  
অক্লিষ্ট বিভ্রা-পবিণাম । আব বাহাতে অনাস্ত্র ভাবেব সহিত সম্বন্ধ পুঙ্খল (গুষ্ঠ) হয়, তাহাই ক্লিষ্ট  
অবিছা-পবিণাম । যথা, উক্ত হইবাছে, “এই তম-তে মগ্ন তামসেবা অধঃশ্রোত” । তম-তে অর্থাৎ  
অবিছাতে । অবিছাব দ্বাবা উৎকর্ষবৃদ্ধ প্রকাশ ও ক্রিযা কথ্যমান হয় ॥ ২৪ ॥

\* একটু অনুগমন করিলেই দেখা যাইবে যে, বোগদ্বন্দ্বোক্ত অবিচার সহিত অজ্ঞাত অবিজ্ঞান বস্তুত পার্থক্য নাই ।  
তদাকার লগ্ন সাধনের দিক্ হইতে, আব এখানকার লগ্ন্য অবিছা-পবিণাম । অস্মিতা ও অভিমান শব্দ প্রায়ই নির্বিপরে  
ব্যবহৃত হয়, তাহাও পাঠক স্মরণ রাখিবেন । অবিছা—বিসর্গিত জ্ঞান । বিছা—স্বার্থ জ্ঞান । অনাস্ত্রে আত্মখ্যাতি অবিছা,  
আর বিছা আত্মা ও অনাস্ত্রাব পূর্ণস্থখ্যাতি । অবিজ্ঞান দ্বাবা অনুলোব পবিণাব, বিজ্ঞান দ্বাবা প্রতিলোব পবিণাব ।



অবিবরীভূতবাহুসম্পর্কাদন্তঃকরণস্ত ত্রিগুণাহুসাবী ত্রিবিধো বাহুকরণপরিণামঃ  
প্রজায়তে “রূপবাগাদভূচ্ছূ” রিত্যাদিবত্র স্মৃতিঃ। বাহুকরণানি যথা, প্রকাশপ্রধান  
জ্ঞানেন্দ্রিয়ং ক্রিয়াপ্রধানং কর্মেন্দ্রিয়ং স্থিতিপ্রধানাঃ প্রাণাশ্চেতি। পঞ্চ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়া-  
দানি ॥ ২৫ ॥

বাহুকরণাণিতবিষয়যোগাদন্তঃকরণস্ত যঃ পৰিণামবৃত্তয়ো জায়ন্তে তাসাং সমষ্টি-  
শ্চিত্তম্। তদ্ধি বাহ্যাপিতবিষয়োপজীবী চিত্তং নিয়োগকর্তৃহাং প্রধানং বাহ্যানাং ভূপবং  
প্রকৃতীনাম্। দ্বিতরী চিত্তবৃত্তিঃ শক্তিবৃত্তিববস্থাবৃত্তিশ্চেতি। যথা চিত্তাদয়ঃ ক্রিয়ন্তে  
স শক্তিবৃত্তিঃ। বোধচেষ্টা স্থিতিসহগতচিত্তাবস্থানবিশেষবোধবস্থাবৃত্তিঃ।

অন্তঃকরণস্ত প্রত্যয়সংস্কারবর্ম। তত্র প্রথাপ্রবৃত্তী প্রত্যয়াঃ, তে চিত্তস্ত বৃত্তয়ঃ।  
স্থিতিস্ত সংস্কারা য়ে হৃদযাখ্যমনসো বিষয়াঃ। উক্তঞ্চ “যতো নির্ধাতি বিষয়ো যস্মিন্শৈব  
বিলীয়তে। হৃদয়ং তদ্বিজানীয়ান্ মনসঃ স্থিতিকারণম্” ইতি ॥ ২৬ ॥

পঞ্চতয়ঃ প্রত্যেকং প্রথাপ্রবৃত্তিস্থিতয়ঃ। তত্র প্রথারূপস্ত চিত্তসত্ত্বস্ত বিজ্ঞানাত্মাঃ  
পঞ্চ বৃত্তয়ঃ প্রমাণ-স্মৃতি-প্রবৃত্তিবিজ্ঞান-বিকল্প-বিপর্ষয়া ইতি। প্রবৃত্তিকপস্ত সংকল্পক-

অবিবরীভূত\* বাহুসম্পর্ক হইতে অন্তঃকরণের ত্রিগুণাহুসাবী ত্রিবিধ বাহুকরণপরিণতি হয়।  
“রূপবাগ হইতে চক্ষু হইয়াছে” ইত্যাদি স্মৃতি এবিষয়ের লক্ষ্যক। বাহুকরণ যথা—প্রকাশপ্রধান  
জ্ঞানেন্দ্রিয়, ক্রিয়াপ্রধান কর্মেন্দ্রিয় ও স্থিতিপ্রধান প্রাণ। জ্ঞানেন্দ্রিয়াদি সব পঞ্চ পঞ্চ ॥ ২৫ ॥

বাহুকরণাণিত-বিষয়যোগে অন্তঃকরণের যে আত্যন্তব পৰিণামবৃত্তিসকল উৎপন্ন হয়, তাহাদের  
লক্ষ্যই নাম চিত্ত। বাহুকরণাণিত-বিষয়োপজীবী সেই চিত্ত, বাহ্যেন্দ্রিয়গণের পৰিচালনকর্তা  
বলিয়া তাহাদের প্রধান। যেমন প্রজাগণের মধ্যে রাজা প্রধান। চিত্তরূপ বৃত্তিগণ দ্বিবিধ, শক্তিবৃত্তি  
ও অবস্থাবৃত্তি। বাহ্যব বাহ্য চিত্তাদি কবা বাহ্য, তাহা শক্তিবৃত্তি, আব বোধ, চেষ্টা ও স্থিতিব  
সহগত চিত্তের অবস্থানভাব-বিশেষ অবস্থাবৃত্তি।

অন্তঃকরণ প্রত্যয় ও সংস্কার-ধর্মক। তন্মধ্যে প্রথা ও প্রবৃত্তি প্রত্যয়ের অন্তর্গত এবং তাহা  
চিত্তের বৃত্তি। আব স্থিতিই সংস্কার, বাহ্য হৃদযাখ্য মনের বিষয়, যথা উক্ত হইয়াছে, “যাহা হইতে  
বিষয় নির্গত হয় এবং বাহাতে পুনঃ বিলীন হয়, তাহাকেই মনের স্থিতি-কাৰণ হৃদয় বলিয়া  
জানিবে” ॥ ২৬ ॥

প্রথা, প্রবৃত্তি ও স্থিতি ইহা বা প্রত্যেকে পঞ্চ প্রকাব, তন্মধ্যে চিত্তসত্ত্বের প্রথারূপ অংশের  
পাঁচটি বিজ্ঞানাখ্য বৃত্তি, যথা—প্রমাণ, স্মৃতি, প্রবৃত্তি-বিজ্ঞান, বিকল্প ও বিপর্ষ্য। সংকল্পক মনের  
প্রবৃত্তিকপ পাঁচটি বৃত্তি, যথা—সংকল্প, কল্পনা, কৃত্তি, বিকল্পন এবং বিপর্ষন্তচেষ্টা। সংস্কারাধাব

\* বাহুকরণের অভিব্যক্তির পূর্ব বিষয় গৃহীত হয়, ততবাং যে আত্মবাহুত্বাবের সহিত আশ্রিতে অন্তিতাব সংযোগ হইয়া  
ইন্দ্রিয়াদিকপে অভিব্যক্তি হয়, তাহাই অবিবরীভূত বাহু পদার্থ। উহা ভূতানির্দারক বিবাহ পুরুষের অভিদান। প্রথমে  
উদ্যাক্রপ উহা গ্রাহ হইয়া ইন্দ্রিয়শক্তিসকলকে সংগৃহীত বা ব্যক্ত করে। তাহাই অর্থাৎ তন্ময়ের দ্বারা সংগৃহীত করণশক্তি-  
সকল লিঙ্গ-শবীর নামে অভিজিত হয়।

মনসো বৃত্তয়ঃ সংকল্প-কল্পন-কৃতি-বিকল্পন-বিপর্যস্তচেষ্টা ইতি । স্থিতিকপস্ত সংস্কাবাধারস্ত  
হৃদযাখ্যমনসঃ সংস্কারকপধার্যবিষয়াঃ প্রমাণসংস্কাব-স্বুতিসংস্কাব-প্রবৃত্তিবিজ্ঞানসংস্কাব-  
বিকল্পসংস্কার-বিপর্যাসসংস্কাবা ইতি ।

অথ কথং পঞ্চ ভেদাশ্চিহ্নস্ত সন্তবন্তীতি উচ্যতে । ত্র্যঙ্গমন্তঃকবণম্ । তস্ত পরম্পর-  
বিকল্পে সাত্ত্বিকতামসকোটি । তন্মাদন্তঃকবণং পবিণম্যমানং পঞ্চধা পবিণামনিষ্ঠাং  
প্রাপ্নোতি । তত্রাঙ্গপরিণাম আত্মজবৃদ্ধেরনুগতঃ প্রকাশাধিকঃ, মধ্যজ্জন্মান-প্রধানঃ  
ক্রিয়াধিকঃ, অন্ত্যশ্চ মনোহনুগতঃ স্থিতিপ্রধানঃ । আসাং পবিণামনিষ্ঠানাং মধ্যে যে  
পরিণামনিষ্ঠে বর্তেবাভাম্ । তযোরেকা আত্মমধ্যবোঃ সঙ্কল্পভূতা, অস্তা চ মধ্যাত্ম্যবোঃ  
সঙ্কল্পভূতা । এবং ত্র্যঙ্গহৃৎতোঃ পবিণম্যমানাদন্তঃকবণাং পঞ্চবিধাঃ পরিণতশক্তয়ঃ  
সন্তবন্তীতি । ততস্ত চিত্তশক্তের্বাহকরণশক্তীনাঞ্চ পঞ্চ পঞ্চ ভেদা অভবন্ ॥ ২৭ ॥

প্রমাণাদীনি বিজ্ঞানানি । বিজ্ঞানং নাম চৈতসিকং জ্ঞানং মনআদীশ্রিয়েরা-  
লোচনানন্তবং সমবেত-জ্ঞান-শক্তিভির্বং সম্ভাব্যতে । অনধিগততত্ত্ববোধঃ প্রমা । প্রমায়াঃ  
করণং প্রমাণম্ । চিত্তবৃত্তিষু প্রমাণং প্রকাশাধিক্যাং সাত্ত্বিকম্ । প্রত্যক্ষাহুমানাগমাঃ  
প্রমাণানি । জ্ঞানেশ্রিয়প্রাণাধিক্যা যষ্টৈশ্চৈত্বিকো বোধস্তৎ প্রত্যক্ষম্ । জ্ঞানেশ্রিয়-  
মাত্রাণালোচনাখ্যং জ্ঞানং সিধ্যতি । উক্তঞ্চ “অস্তি হ্যালোচনং জ্ঞানং প্রথমং

হৃদযাখ্যমনেব স্থিতিকপ পঞ্চ ধার্যবিষয়, যথা—প্রমাণ-সংস্কাব, স্বুতিব সংস্কাব, প্রবৃত্তিবিজ্ঞানেব সংস্কাব,  
বিকল্পবিজ্ঞানেব সংস্কাব এবং বিপর্যস্তবিজ্ঞানেব সংস্কাব ।

চিত্তেব কল্পণে পঞ্চবৃত্তি হব, তাহা উক্ত হইতেছে । অন্তঃকবণেব তিন অঙ্গ । সেই ত্র্যঙ্গ  
অন্তঃকবণেব সাত্ত্বিক ও তামস কোটি পরম্পর বিকল্প । তন্মন্ত পবিণম্যমান অন্তঃকবণ পঞ্চধা  
পবিণামনিষ্ঠা প্রাপ্ত হব । তন্মধ্যে আত্মপবিণাম, আত্মজ যে বৃত্তি তাহাব অহংগত, প্রকাশাধিক ,  
মধ্য পবিণাম অভিমান-প্রধান, ক্রিয়াধিক , আব অন্ত্যপবিণাম মনেব অহংগত, স্থিতিপ্রধান । এই  
তিন পবিণাম-নিষ্ঠাব মধ্যে আবও দুই পবিণাম-নিষ্ঠা থাকিবে, তন্মধ্যে একটি আত্ম ও মধ্যেব  
সঙ্কল্পভূত এবং অস্তাটি মধ্য ও অন্ত্যেব সঙ্কল্পভূত । এইকপে ত্র্যঙ্গহৃৎত পবিণম্যমান অন্তঃকবণ হইতে  
পঞ্চবিধ পবিণতশক্তি উৎপন্ন হয় । সেইঅস্ত চিত্তশক্তি এবং জিবিধ বাহকবণশক্তিব পঞ্চ পঞ্চ ভেদ  
হইযাছে ॥ ২৭ ॥

প্রমাণাদি বিজ্ঞান । যে চৈতসিক ( ঐশ্রিয়িক নহে ) জ্ঞান, মন আদি আত্মব ও বাহ ইশ্রিয়ের  
আলোচন ( অথো দ্রষ্টব্য )-জ্ঞানেব পব সমবেত জ্ঞানশক্তিব ( প্রমাণত্বত্যাধিবি ) দাবা উৎপাদিত হব,  
তাহাই বিজ্ঞান । পূর্বে অনধিগত যে তত্ত্ব-বিষয়ক বোধ ( যথার্থ বোধ ) তাহা প্রমা । প্রমা যদ্বাবা  
সিধ্যিত হব, তাহা প্রমাণ । চিত্তবৃত্তিসকলেব মধ্যে প্রমাণ প্রকাশাধিক্যাহেতু সাত্ত্বিক । প্রমাণ  
তিন প্রকাব—প্রত্যক্ষ, অহুমান ও আগম । জ্ঞানেশ্রিয়-প্রাণালীব ( সংকল্পক মনঃ ইহাব অন্তর্ভূক্ত )  
দাবা যে চৈত্বিক বোধ, তাহা প্রত্যক্ষ । কেবল জ্ঞানেশ্রিয়েব দাবা আলোচন-নামক জ্ঞান নিষ্ক হব ।  
যথা উক্ত হইযাছে, “প্রথমে নির্বিকল্পক আলোচনজ্ঞান হব । তাহা বানক বা মুক ব্যক্তিব বা

নিৰ্বিকল্পকম্। বালয়ুকাদিবিজ্ঞানসদৃশং মুক্তবস্তুজম্ ॥ ততঃ পরং পুনর্বস্তু ধৰ্মৈর্জাত্যা-  
ভিৰ্যয়া। বুদ্ধাবসীয়েতে সা হি প্রত্যক্ষত্বেন সম্ভৱা ॥ ইতি। আলোচনং হি  
একেনৈবেদ্রিয়েণৈকদা গৃহমাণবিষয়খ্যাত্যাক্ষকম্। তদনন্তরভূতং জাতিধৰ্মাদিবিশিষ্টং  
জ্ঞানং চৈতনিকপ্রত্যক্ষম্। যথা বুদ্ধদৰ্শনে অঙ্কা হবিষ্বৰ্ণাকাবিশেষমাত্রং গৃহতে,  
উত্তরক্ষেণে চ ছায়াপ্রদছাদিগুণাঘিতো ত্রয়োধবুদ্ধোহয়মিতি যদ্বিজ্ঞানং ভবতি তদেব  
চৈতনিকপ্রত্যক্ষমিতি ॥ ২৮ ॥

অসহভাবি-সহভাবি-সম্বন্ধগ্রহণ-পূর্বকমপ্রত্যক্ষ-পদার্থজ্ঞানমমুমানম্। আশ্রয়বচনা-  
শ্লেীত্বার্থেইবিচাবিসিদ্ধো নিশ্চয়ঃ স আগমঃ। যদ্বাক্যবাহিতশক্তিবিশেষাদভিভূতবিচাবস্ত  
শ্রোতৃস্তদ্বাক্যার্থনিশ্চয়ো ভবতি স তস্মৈ শ্রোতৃবাণ্ডঃ। পাঠজনিশ্চয়ো নাগমপ্রমাণম্।  
অমুমানজঃ শব্দার্থস্বরূপজো বা তত্র নিশ্চয়ঃ। আগমপ্রমাণে তু স্ববোধসংক্রান্তিকামস্ত  
শ্রোতৃবিচাবাভিব্যক্তকৃত্যমিতো বক্তুঃ শ্রোতৃশ্চ সাধকত্বেন সম্ভাব্যোহহাৰ্যঃ। যথাহ

মোহকববস্তুজাত জ্ঞানেব সদৃশ। পবে জাত্যাধি-ধৰ্মেব দ্বাবা বস্তু যে বুদ্ধিকর্তৃক নিশ্চিত হয়, তাহাই  
প্রত্যক্ষ”। একই ইন্দ্রিয়েব দ্বাবা এক সময়ে গৃহমাণ বিষয়েব প্রকাশকণ জ্ঞানই আলোচন-জ্ঞান।  
তদনন্তর জাতিধৰ্মাদিবিশিষ্ট জ্ঞানই চৈতনিক প্রত্যক্ষ। যেমন, বুদ্ধের দর্শনজ্ঞানে চক্ৰেব দ্বাবা হবিষ্ব  
আকাবিশেষমাত্র গৃহীত হয়, শব্দক্ষেণেই যে ‘ইহা ছায়াপ্রদছাদিগুণবৃত্ত বটবৃক’ এইকণ জ্ঞান হয়,  
তাহা চৈতনিক প্রত্যক্ষ” ॥ ২৮ ॥

অসহভাবী (অসম্বন্ধে সত্ত্ব ও সত্ত্বে অসম্বন্ধ) এবং সহভাবী (সম্বন্ধে সত্ত্ব ও অসম্বন্ধে অসম্বন্ধ)-রূপ  
সম্বন্ধ-জ্ঞানপূর্বক অপ্রত্যক্ষ পদার্থ নিশ্চয় কৰা অমুমান। আশ্রয়বস্তুব বচন হইতে শ্রোতাৰ যে  
অবিচাবিসিদ্ধ নিশ্চয় হয়, তাহাব নাম আগম। বাহ্যাব বাক্যবাহিত শক্তিবিশেষে শ্রোতাৰ বিচাব-

\* আলোচন-জ্ঞানক sensation এবং প্রত্যক্ষক perception এইকণ বলা বাইতে পাবে। বস্তুতঃ ইহাভী  
প্রতিশেষেব দ্বাবা ঠিক আলোচন-প্রত্যক্ষাদি পদার্থ বোধ্য নহে। জ্ঞানসকল এইকণে হয়—প্রথম ইন্দ্রিয়েব দ্বাবা অল্পে অল্পে বা  
ক্রমশঃ আলোচন বা sensation হয় এবং তাহাবা একীভূত হইবা বস্ত আলোচন বা co-ordinated sensation হয়।  
যেমন ‘বাম’-শব্দ-প্রবণ বা বুদ্ধদৰ্শন। প্রথমে ‘ব’ শব্দ পবে ‘আ’ পবে ধ’ এই সকলেব প্রবণকণ sensation হইতে থাকে।  
পবে উহাবা একীভূত হয়। ইহাকে perception বলা হয় এবং আমায়েব আলোচনেব লক্ষণে পড়ে। গৃহমাণ আলোচন বা  
sensation-গুলি একীভূত হওবাব পৰ পূৰ্ণগৃহীত ও সংস্কারকণে হিত ‘বাম’-শব্দেব অর্থজ্ঞানেব সহিত উহা একীভূত হয়।  
উহা আমায়েব প্রত্যক্ষ-বিজ্ঞান এবং এক প্রকাৰ conception। গৃহমাণ ও পূৰ্ণগৃহীত বিষয়েব একীকরণ-পূৰ্বক জ্ঞানই  
প্রত্যক্ষ-বিজ্ঞান।

আবাব এক প্রকাৰ বিজ্ঞান আছে বাহ্যাব নাম ‘তদ্বিজ্ঞান’—যোগদর্শন ২।১৮ (৭) ঐষ্টব্য। উহা পূৰ্ণগৃহীত বিষয়মাত্র  
নইবাই দানসিক বিজ্ঞান। ইহাও conception-বিশেষ। বৌদ্ধত্বে ইহা স্নেহাবিজ্ঞান। গৃহমাণ আলোচন, তাহাব  
একীকরণ, তাহার সহিত পূৰ্ণগৃহীত নাম-জাত্যাধিক ও একীকরণ-পূৰ্বক বিজ্ঞানই প্রত্যক্ষ-বিজ্ঞান। বুদ্ধদৰ্শনে চক্ৰ ক্ষণে ক্ষণে  
অভ্যাসমাত্র গ্রহণ কবে। পবে চিত্ত উহা সব (এ sensation-সকল) একীভূত কবে, পবে পূৰ্ণজাত নাম ও জাতি  
(conception-বিশেষ) প্রভৃতির সহিত একীভূত কৰিবা চিত্ত জানে ইহা ‘বটবৃক’। ইহাই আমায়েব প্রত্যক্ষ। ইহাতে  
sensation, perception ও conception তিনই আছে। তদ্বিজ্ঞানকণ conception—যেমন ‘ইহা সত্য’ ‘ইহা সার্থ’  
ইত্যাদি কেবল পূৰ্ণগৃহীত বিষয় নইবাই হয়।

“আপ্তেন দৃষ্টোহুমিতো বার্থঃ পবত্র স্ববোধসংক্রান্তেষ শব্দেনোপদিষ্টতে শব্দাতদর্থ-  
বিষয়া বৃত্তিঃ শ্রোতৃবাগম” ইতি । তস্মাৎ প্রত্যক্ষানুমানবিলক্ষণং প্রমাণাঃ কবণম্  
আগম ইতি সিদ্ধম্ ॥ ২১ ॥

প্রত্যক্ষজং বিশেষজ্ঞানম্ । মূর্তিগৃহ্মাণব্যবধিধর্মযুক্তশ্চ বিশেষঃ । ঘটাদীনাম্  
স্ববিশেষশব্দস্পর্শরূপাদয়ো মূর্তিঃ । ব্যবধিবাক্যাবঃ । অনুমানাগমাত্মাং সামান্যজ্ঞানম্,  
তদ্ধি সত্ত্বামাত্রনিশ্চয়ঃ । জ্ঞাতমূর্ত্যাদিধর্মৈঃ সা সত্ত্বা বিশিষ্টতে ॥ ৩০ ॥

অনুভূতবিষয়াসম্প্রামোবঃ স্মৃতিঃ । তত্র পূর্বানুভূতস্তা সংস্কাররূপেণাবস্থিতস্ত  
বিষয়স্তানুভূতিঃ । স্মৃতেষুপি বিষয়ানুসারতন্ত্রবো ভেদাঃ, তদ্ যথা বিজ্ঞানস্মৃতিঃ প্রবৃত্তি-  
স্মৃতির্নিজাদিকল্পভাবস্মৃতিবিত্তি । প্রমাণভুলনবা প্রকাশান্নবাৎ স্মৃতে: দ্বিতীয়ে সাত্ত্বিক-  
রাজসবর্গেহস্তর্ভাবঃ ॥ ৩১ ॥

শক্তি অভিভূত হইবা সেই বাক্যেব অর্থনিশ্চয় হয়, সেই পুরুষ সেই শ্রোতােব আপ্ত । পাঠজন-নিশ্চয়েব  
নাম আগম নহে, তাহাতে অনুমানজাত অথবা শব্দার্থ স্ববর্ণজাত নিশ্চয় হয় । আগম প্রমাণেব এই  
দুই সাধক থাকি চাই, যথা—(১) নিজবোধ শ্রোতাতে সংজ্ঞাত হউক—এইরূপ ইচ্ছাকাবী ও  
শ্রোতােব বিচােবভিভবকবীশক্তিশালী বক্তা এবং (২) শ্রোতা । যথা উক্ত হইবাছে, “আপ্ত  
পুরুষেব দ্বাবা দৃষ্ট বা অনুমিত যে বিষয়, সেই বিষয় অপর ব্যক্তিতে স্ববোধসংক্রান্তিেব জ্ঞত আপ্ত বক্তা  
শব্দেব দ্বাবা উপদেশ কবিলে সেই উপদিষ্ট শব্দ হইতে শ্রোতােব যে সেই শব্দার্থ-বিষয়ক বোধ হয়,  
তাহা আগম” (যোগভাস্য ১।৭) । তজ্জন্ত প্রত্যক্ষ ও অনুমান হইতে পৃথক আগম যে একপ্রকােব  
প্রমােব কবণ তাহা সিদ্ধ হইল ॥ ২২ ॥

প্রত্যক্ষজ জ্ঞান বিশেষজ্ঞান । মূর্তি ও গৃহ্মাণ-ব্যবধি-ধর্ম-যুক্ত জ্ঞানই বিশেষ । ঘটাদি  
বাক্যেব যে বিশেষপ্রকােব শব্দ-স্পর্শ-রূপাদি ৩য় (যাহা কেবলমাত্র প্রত্যক্ষেব দ্বাবাই ভেদ কবিতা  
জানা যায়) তাহােব নাম মূর্তি । ব্যবধি অর্থে আকােব (প্রত্যক্ষকালীন বৈরূপ আকােব গৃহীত হয়,  
তাহাই গৃহ্মাণ ব্যবধি) । অনুমান ও আগম হইতে সামান্য জ্ঞান হয় (যেহেতু তাহাবা শব্দজ্ঞত ।  
শব্দ দিয়া চিন্তা কবা যায় বলিবা চিন্তাপূর্বক অনুমানও শব্দজ্ঞত । শব্দেব দ্বাবা কখনও সমস্ত বিশেষ  
প্রকাশ কবা যায় না । ননে কব, একখণ্ড ইটেব ভেলা, তাহােব বার্থ আকােব যদি বর্ণনা কবিত্তে  
যাও, তবে শতসহস্র শব্দেব দ্বাবাও পাবিবে না । তেমনি যে কখনও ইটেব বর্ণ দেখে নাই, তাহাকে  
শব্দেব দ্বাবা ঠিক ইটেব বর্ণ জানাইতে পাবিবে না । তজ্জন্ত শব্দজাত জ্ঞান সামান্যজ্ঞান ও প্রত্যক্ষ  
জ্ঞান বিশেষজ্ঞান । সামান্যজ্ঞানে পূর্বেব অজ্ঞাত কোন মূর্তিেব জ্ঞান হয় না ) । সামান্যজ্ঞানে কেবল  
সত্ত্বামাত্র-নিশ্চয় হয় । সেই সত্ত্বা পূর্বজাত মূর্ত্যাদি-ধর্মেব দ্বাবা বিশিষ্ট হয় ॥ ৩০ ॥

অনুভূত বিষয়েব যে অসম্প্রমোষ অর্থাৎ তাবসাক্ষেবই গ্রহণ বা পুনরানুভূতি (নুতনেব অগ্রহণ)  
তাহাই স্মৃতি । স্মৃতিতে পূর্বানুভূত, সংস্কাররূপে অবস্থিত বিষয়েব অহুত্বি হয় । বিষয়ানুসারে  
স্মৃতিেবও জিত্তেদ, যথা—বিজ্ঞানস্মৃতি, প্রবৃত্তিস্মৃতি ও নিজাদিকল্পভাব-স্মৃতি । প্রমাণেব ভুলনাব  
প্রকাশেব অল্পত্বহেতু স্মৃতি সাত্ত্বিক-বাক্সবর্গান্তর্গত দ্বিতীয় বিজ্ঞানমূর্তি ॥ ৩১ ॥

তৃতীয়া বিজ্ঞানবৃত্তিঃ প্রবৃত্তি-বিজ্ঞানম্, তচ্চ জ্ঞানবৃত্তিষু রাজসম্। তদ্বেন্দা যথা, সংকল্পাদিনানসচেষ্টানাং বিজ্ঞানং কৃতিজ্ঞাত-কর্মণাং বিজ্ঞানং তথা প্রাণাদেৱপরিদৃষ্টেষ্ঠা-নামক্ষুটবিজ্ঞানক্ষেতি ত্রীণি চেতসি অল্পভূয়মানানাং ভাবানাং বিজ্ঞানানি ॥ ৩২ ॥

চতুর্থবৃত্তিবিকল্পস্তল্লক্ষণং যথাহ “শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্তো বিকল্প” ইতি। “বস্তু-শূন্তস্বেহপি শব্দজ্ঞানমাহাঙ্গানিবন্ধনো ব্যবহাবো দৃশ্যত” ইতি চ। বাস্তবার্থশূন্যবাক্যস্ত যজ্ঞজ্ঞানং তদনুপাতিনী যা চিত্তপরিণতির্জায়তে সা বিকল্পঃ। ভাষায়াং বিকল্পবৃত্তেকপ-কাংবিভা। ত্রিবিধো বিকল্পো যথা, বস্তুবিকল্পঃ ক্রিয়াবিকল্পস্তথা চাভাববিকল্পঃ। আত্মস্রোদাহরণং যথা, ‘চৈতন্যং পুরুষস্ত স্বরূপম্’ ইতি ‘বাহোঃ শিব’ ইতি চ। অত্র বস্তুনোবেকস্বেহপি ব্যবহারার্থং তয়োর্ভেদবচনং বৈকল্পিকম্। অকর্তা যত্র ব্যবহারসিদ্ধার্থং কর্তৃবদ্ ব্যবহ্রিয়তে স ক্রিয়াবিকল্পঃ যথা, ‘তিষ্ঠতি বাণঃ’, ঠা গতিনিবৃত্তাবিতি ধাত্বর্থঃ। গতিনিবৃত্তিক্রিয়ায়াঃ কর্তৃকপেণ বাণো ব্যবহ্রিয়তে, বস্তুতস্ত বাণে নাস্তি তৎক্রিয়াকর্তৃব-মিতি। অভাবার্থপদাঞ্জিতা চিন্ত্যবৃত্তিবভাববিকল্পঃ, যথা, “অমুৎপত্তিধর্ম্যা পুরুষ ইতি। উৎপত্তিধর্ম্যভাবমাত্রমবগম্যাতে ন পুরুষাধর্মী ধর্মস্তস্মাদ্ বিকল্পিতঃ স ধর্মস্তেন চাস্তি ব্যবহার” ইতি।

প্রবৃত্তিব বিজ্ঞান তৃতীয়া বিজ্ঞানবৃত্তি। জ্ঞানবৃত্তিব মধ্যে তাহা বাজল। তাহাব তিন প্রকাব বিভাগ, যথা—সংকল্পাদি সমস্ত মানসচেষ্টাব বিজ্ঞান, কৃতিজ্ঞাত কর্মসকলেব ( কৃতিব বিবহ পবে জটব্য ) বিজ্ঞান ও বাহাদেব অপরিদৃষ্টাবে স্বভঃ চেষ্টা হইতে থাকে সেই প্রাণাদিৱ অক্ষুট বিজ্ঞান। এই সব অল্পভূয়মান ভাবেব বিজ্ঞানই প্রবৃত্তিবিজ্ঞান ॥ ৩২ ॥

চতুর্থ-বৃত্তি বিকল্প। তাহাব লক্ষণ যথা উক্ত হইয়াছে ( যোগসূত্র ১।২ ), “শব্দজ্ঞানেব অনুপাতী বস্তুশূন্যবৃত্তি বিকল্প”। “বাস্তব বিবহ না থাকিলেও শব্দজ্ঞানমাহাঙ্গানিবন্ধন ব্যবহাব বিকল্প হইতে হয়”। বাস্তবার্থশূন্য বাক্যেব যে জ্ঞান তাহাব অনুপাতী যে চিত্তপরিণতি হয় তাহাই বিকল্প। ভাষাতে বিকল্পবৃত্তিব অনেক উপকাংবিভা আছে ( যেহেতু ঐক্লপ বাস্তবার্থশূন্য অনেক বাক্যেব দাবা আমরা লবিবহ বৃত্তি ও বুঝাইয়া থাকি )। বিকল্প ত্রিবিধ, যথা—বস্তুবিকল্প, ক্রিয়াবিকল্প ও অভাব-বিকল্প। আত্মেব উদাহরণ যথা, ‘চৈতন্য পুরুষেব স্বরূপ’, ‘বাহুব শিব’। এই সকল হলে বস্তুস্বযেব একতা থাকিলেও যে ভেদ কবিয়া বলা হয় তাহা বৈকল্পিক। অকর্তা যে-হলে ব্যবহাবসিদ্ধিৱ দ্বস্ত কর্তাব দ্বায় ব্যবহৃত হয়, তাহা ক্রিয়াবিকল্প। যেমন ‘বাণঃ তিষ্ঠতি’, বা ‘বাণ যাইতেছে না’, যা ধাতুব অর্থ গতিনিবৃত্তি, তৎক্রিয়াৱ কর্তৃপে বাণ ব্যবহৃত হয়, বস্তুতঃ কিন্তু বাণে কোন গতি-নিবৃত্তিব অল্পকূল কর্তৃব নাই। অভাবার্থ যে সব পদ ও বাক্য, তদাঞ্জিত চিন্ত্যবৃত্তি অভাববিকল্প, যেমন ( যোগভাস্ত্র ) “পুরুষ উৎপত্তি-ধর্ম-শূন্য। এহলে পুরুষাধর্মী কোন ধর্মেব জ্ঞান হয় না, কেবল উৎপত্তিধর্মেব অভাবমাত্র জ্ঞান বাব, সেজন্য ঐ ধর্ম বিকল্পিত এবং বিকল্পেব দাবাই উহাব ব্যবহাব হয়”। ( শূন্যতা অবাস্তব পদার্থ, তাহাব দাবা কোন ভাবপদার্থেব স্বরূপেব উপলব্ধি হয় না, তজ্জন্ত ঐ বাক্যাঞ্জিত চিন্ত্যবৃত্তিব বাস্তব-বিবহতা নাই )।

বৈকল্পিকো নিত্যব্যবহার্যো দিকালো। যথাহ “স ঋষয় কালো বস্তুশূন্তো বুদ্ধি-  
নির্মাণঃ শব্দজ্ঞানানুপাতী লৌকিকানাং ব্যুৎপত্তির্দর্শনানাং বস্তুস্বরূপ ইবাবতাসত” ইতি।  
ভূতভাবিনো কালো শব্দমাত্রো অবর্তমানপদার্থো। তথা চ কপাদিধর্মশূন্তো ন কশ্চিদ-  
বকাশার্থো বাহুঃ প্রমেযো ভাবপদার্থোহবশিত্যভেদে, কপাদিশূন্তস্ত বাহুস্তাকল্পনীয়হাং।  
তস্যাং সাংখ্যনামে দিকালো বৈকল্পিকত্বেন সম্বর্ত্তো। অবাস্তবত্বেহপি বৈকল্পিকবিষয়স্ত  
সিদ্ধবদসৌ ব্যবহ্রিয়তে। বক্ষ্যমাণবিপর্ষয়বৃত্তিতুলনয়া প্রকাশাদিক্যাদ্ বিকল্পস্ত চতুর্থে  
রাজসতামসবর্গেহস্তর্ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥

পঞ্চমী বিজ্ঞানবৃত্তিঃ বিপর্ষয়ঃ। স চ মিথ্যাজ্ঞানমতজ্ঞপপ্রতিষ্ঠম্, প্রমাণবিকল্পহাং  
তামসবর্গীয ইতি। তস্তাপি বিষয়ানুসাবে ভেদঃ পূর্ববৎ। অনাস্মিন চিত্তেন্দ্রিয়-  
শরীবেষু আত্মখ্যাতিবেব মূলবিপর্ষয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

প্রবৃত্তিষু আত্মঃ সংকল্পঃ সাক্ষিকো জ্ঞানসম্নিকৃষ্টহাং, উক্তক “জ্ঞানজ্ঞাতা ভবেদিক্ষা  
ইচ্ছাজ্ঞাতা কৃতির্ভবেৎ। কৃতিজ্ঞাতা ভবেচ্চেষ্টা চেষ্টাজ্ঞাতা ক্রিয়া ভবেৎ” ইতি।

চেতস্তত্ত্বভাব্যমান-ক্রিয়ান্নামস্মিতাপ্রবোগঃ সংকল্পস্বরূপম্, যথা, গমিত্যামীত্যত্র  
গমনক্রিয়া অনাগত, তদনুভাবপূর্বকং তদ্বৎ আত্মনো ভাবনং সংকল্পস্বরূপম্। গমিত্যাম্যনা-  
গতগমনক্রিয়াবান্ ভবিত্যামীত্যর্থঃ। ক্রিয়ানুসৃত্য সহাস্রসংখ্যকোহভিমানকৃতঃ।

নিত্য ব্যবহার্য দিক্ ও কাল বৈকল্পিক। যথা উক্ত হইয়াছে (বোগভাষ্য ৩৫২), “সেই কাল  
বস্তুশূন্ত, বুদ্ধিনির্মিত, শব্দজ্ঞানানুপাতী, ব্যুৎপত্তির্দর্শন লৌকিকগণেবই নিকট তাহা বস্তুস্বরূপে  
অবভানিত হয়”। ভূত ও ভাবী কাল কেবল শব্দমাত্র স্তব্ধাব অবর্তমান পদার্থ (বর্তমান কালেবও  
অল্পভাব ইয়ত্তা নাই)। সেইরূপ কপাদিধর্মশূন্ত কবিলে অবকাশনামক কোন বাহু প্রত্যক্ষবোগ্য  
ভাবপদার্থ অবশিষ্ট থাকে না, কাবণ রূপাদিশূন্ত বাহুপদার্থ চিন্ত্য নহে। সেইজন্য সাংখ্যশাস্ত্রে  
দিক্ ও কাল বৈকল্পিক বলিয়া সম্বত হইয়াছে। বৈকল্পিক বিষয় অবাস্তব হইলেও তাহা সিদ্ধবৎ  
ব্যবহৃত হয়। বক্ষ্যমাণ বিপর্ষয়বৃত্তি তুলনায় প্রকাশাদিক্য-হেতু বিকল্প চতুর্থ রাজস-তামসবর্গে  
স্থাপিতব্য ॥ ৩৩ ॥

পঞ্চমী বিজ্ঞানবৃত্তিঃ বিপর্ষয়ঃ। তাহা অস্বাভূত মিথ্যাজ্ঞান-স্বরূপ এবং প্রমাণেব বিরুদ্ধ বলিয়া  
তামসবর্গান্তর্গত। পূর্ববৎ বিষয়ানুসাবে তাহাও তিন প্রকার বিভাগে বিভাজ্য। অনাস্ম চিত্তে,  
ইন্দ্রিয়ে ও শরীরে (ইহাবাই তিন বিভাগ) যে আত্মখ্যাতি তাহাই মূল বিপর্ষয় ॥ ৩৪ ॥

প্রবৃত্তিবে মধ্যে সংকল্পই প্রথম। তাহা জ্ঞানসম্নিকৃষ্ট বলিয়া সাক্ষিক, যথা উক্ত হইয়াছে—“জ্ঞান  
হইতে ইচ্ছা হয়, ইচ্ছা হইতে কৃতি উৎপন্ন হয়। কৃতি হইতে চেষ্টা এবং চেষ্টা হইতে ক্রিয়া হয়।”

চিত্তে অস্বভূত (কল্পিত বা স্মৃত) যে ক্রিয়া তাহাতে অভিভা (অভিমান)-প্রবোগ সংস্লেষ  
স্বরূপ। যেমন ‘বাইব’ এই সংকল্পে গমনক্রিয়া অনাগত, তাহাব অননুভাবপূর্বক নিডেকে তদনুসঙ্গপে  
ভাবনই (হওন) সংস্লেষেব স্বরূপ, অর্থাৎ ‘বাইব’ বা অনাগত-গমনক্রিয়াবান্ হইব। ক্রিয়াব  
অনুশ্রুতিবে সহিত যে আত্মসংসদ্ব তাহা অভিমানকৃত।

কল্পনং দ্বিতীয়ং সাত্ত্বিকবাজসম্। যা চিত্তচেষ্টা আহিত-বিষয়ানিতরেতরেহা-  
বোপ্যতি তৎ কল্পনম্। যথাহৃদষ্টহিমগিবিকল্পনম্, চিত্তাহিত-পর্বত-তুহিনাভ্যুদতিপূৰ্ণকম্।  
পৰ্বতাগ্রে তুহিনীবোপ্য হিমাজিঃ কল্পাতে, যথোক্তং “নামজাত্যাদিবোজনাম্বিকা  
কল্পনা”।

তৃতীয়া প্রবৃত্তিঃ কৃতিঃ বাজসী। ইচ্ছাজন্তয়া যয়া চিত্তচেষ্টবা প্রাণেন্দ্রিবেষু  
চিত্তাবধানং ক্রিয়তে সা কৃতিঃ। সা তি প্রাণেন্দ্রিয়াণাং কার্যমূল্য মনশ্চেষ্টা। ন হি  
গমিত্র্যামীতি মনোবধমাত্রেনৈব গমনং ভবতি। তৎসংকল্পানন্তরং যযা চিত্তচেষ্টবা  
অবধানদ্বারেণ পাদৌ চলৌ ক্রিয়তে সৈব কৃতিঃ ক্রিয়তে চ “মনো কৃতেনায়াভ্যম্বিধরীরে”  
ইতি। উক্তঞ্চ “পরিণামোহথ জীবনম্। চেষ্টা শক্তিচ্চ চিত্তস্য ধর্মা দর্শনবাক্তিতা” ইতি।

বিকল্পনং চতুর্থী প্রবৃত্তিচ্চিত্তস্য রাজসতামসবর্ণীয়া। তচ্চ সংশয়রূপমনেককোটিষু  
মুখা ধাবনং চিত্তস্য। কালাদি-বৈকল্পিক-বিষয়-ব্যবহরণঞ্চাপি যত্র বিকল্পবদবস্তববিষয়-  
মুখবীকৃত্য চিত্তং চেষ্টতে তদপি বিকল্পনম্। উক্তঞ্চ “সংশয় উভয়কোটিস্পৃগবিজ্ঞানং  
স্তাদিদমেব নৈব স্তাদ্” ইতি। শক্তি বা নাস্তি বেতি, কার্যমিদং ন বা কার্যনিত্যাদীনি  
বিকল্পনানি।

কল্পনং দ্বিতীয়া প্রবৃত্তিঃ—তাহা সাত্ত্বিক-বাজস। যে চিত্তচেষ্টা আহিত বিবসকলকে পবম্পবেব  
উপব আবেপিত কবে, তাহা কল্পন। (সংকল্প ও কল্পন ইহাদেব পবম্পবেব বোগে কল্পিত-সংকল্প  
ও সংকল্পিত-কল্পনা হব। যথ ও তৎসদৃশ অবস্থায় স্বভঃকল্পন বা ভাবিত-স্বভব্য চেষ্টা হয়) কল্পনেব  
উদাহরণ যথা, অদৃষ্ট ‘চিরগিবি-কল্পনা’, চিত্তস্থিত পর্বত ও তুহিনেব অহুঃপ্রতিপূৰ্ণ পর্বতাগ্রে তুহিন  
আবেপিত কবিতা হিমাজি কল্পনা করা হব। যথা উক্ত হইবাছে, “(প্রত্যক্ষেব লহিত) নান-  
জাত্যাদি-বোজনাই কল্পনাব স্বরূপ” (সাংখ্যসংহতঃ)।

কৃতিনামক মনেব তৃতীয়া প্রবৃত্তি বাজস। ইচ্ছা হইতে জাত যে চিত্তচেষ্টাব লগা প্রাণকর্মে-  
ন্দ্রিাদিতে চিত্তাবধান কবা বাব তাহাব নাম কৃতি। তাহা প্রাণেব ও কর্মেন্দ্রিয়েব কার্যেব মূলভূত  
মনশ্চেষ্টা। শুধু ‘বাইব’ এইরূপ মনোবধেব দ্বাবাই গমন হব না। সেইরূপ সংকল্পেব পব বে-  
চিত্তচেষ্টাব দ্বাবা অবধানপূৰ্ণক পাদম্ব নচস হব তাহাই কৃতি। এ বিষয়ে শ্রুতি যথা, “মনেব কৃতবে  
(কৃতিবে) বা কার্যেব দ্বাবা প্রাণ শবীবে আউলে” (প্রশ্ন)। যোগভাষ্যে যথা, “পরিণাম, জীবন বা  
প্রাণ, চেষ্টা ও শক্তি উভ্যাদিবা চিত্তেব দর্শনবাক্তিত ধর্ম”। (ইন্দ্রিয় ও প্রাণেব যে প্রবৃত্তি তাহাব  
উপব যে মানসচেষ্টার আধিপত্য তাহাই কৃতি)।

চিত্তেব চতুর্থী প্রবৃত্তি বিকল্পন, ইহা বাজস-তামসবর্ণীয চেষ্টা। সংশয়রূপ যে চেষ্টায় চিত্ত যথা  
অনেক কোটিতে (দিকে) ধাবন কবে তাহা বিকল্পনেব উদাহরণ। কালাদি বৈকল্পিক বিষয়েব  
ব্যবহরণও বিকল্পন। বিকল্পেব বিষয় শব্দজ্ঞানমাত্র অবস্থ; তদ্রূপ বিকল্পিত বিষয়েব অভিমুখে যে  
চিত্তেব চেষ্টা তাহাও বিকল্পন-চেষ্টা। যথা যোগভাষ্যে উক্ত হইবাছে, “সংশয় উভয়-কোটিস্পৃগা  
বিজ্ঞান, ইহা এইরূপ হইবে কি ঐরূপ হইবে” এষম্ভাব। আছে কি নাই, কর্তব্য কি অকর্তব্য

অতঃপশ্যতিষ্ঠা য়া চিন্ত্যেষ্ঠা স্বপ্নাদিষু ভবতি সা বিপর্যস্তেষ্ঠা চিন্ত্য তামসী পঞ্চমী প্রবৃত্তিরিতি । উক্তঞ্চ “নেয়ং ( স্বপ্নকালীনা ভাবিতশ্চৰ্তব্য্য ) শ্রুতিরপি তু বিপর্যয়স্তল্লক্ষণোপপন্নত্বাৎ, শ্রুত্যাভাসতয়া তু স্বভিক্ত” ইতি ।

চেষ্টায়ামভিমানোজ্ঞেকস্তাবকটপ্রবাহঃ । যতোহসাবন্তঃ প্রজায়তে ততস্ত বহিঃ কর্মেষ্মিন্নাদাবাগচ্ছতি । বোধে চান্তঃপ্রবাহাভিমানোজ্ঞেকো বৈষয়িকবস্তুনো বাহুহ্বাৎ ।

সংস্কারাধাবস্তু হৃদযাখ্যমনসঃ অন্তঃপাশ্চিস্তধর্ম্যঃ সংস্কাররূপা হিতিঃ । স্থিতিরু প্রমাণসংস্কারাঃ সাত্ত্বিকাঃ, শ্রুতীনাং সংস্কারাঃ সাত্ত্বিকবাজসাঃ, রাজসাঃ প্রবৃত্তিসংস্কারাঃ, রাজসতামসা বিকল্পসংস্কারাঃ, তথা তামসা বিপর্যাসংস্কারা ইতি ॥ ৩৫ ॥

সুখাশ্চ নবধা চিন্ত্যতাবস্থাভূতয়ঃ সর্ববৃত্তিসাধারণ্যঃ । উক্তঞ্চ “সর্বশৈচত্যা বৃত্তয়ঃ সুখদুঃখমোহান্নিকা” ইতি । তাসাং জিহ্না বোধগতান্তিশ্চেষ্টাগতান্তিশ্চ ধার্বগতাঃ ।

ইত্যাদি চেষ্টাই বিকল্পন । ( দিক্-কালরূপ অকল্পনীয় অবকাশমাত্র কল্পনেব চেষ্টাই বৈকল্পিক বিষয়-  
ব্যবহরণ, যথা—যেখানে শব্দাদি গুণ নাই তাহা অবকাশ, মানসক্রিয়া বাহাতে হয় তাহা  
কালাবকাশ ইত্যাদিরূপে অকল্পনীয় পার্থক্যমাত্র কল্পনেব চেষ্টা বিকল্পন ) ।

অলৌকিকপ্রতিষ্ঠা যে চিন্ত্যেষ্ঠা স্বপ্নাদিতে হব তাহাই চিন্তেব পঞ্চমী তামসী প্রবৃত্তি বা  
বিপর্যস্ত চেষ্টা ( জাগ্রদবহাতেও বিপর্যস্ত চেষ্টা হব কিন্তু অগ্নেই তাহাব প্রাধান্ত ) । এ বিষয়ে উক্ত  
হইয়াছে ( তত্বত্বে. ১।১১ ) যথা, “স্বপ্নকালীন যে এই ভাবিতশ্চৰ্তব্য্য ( কল্পিত ) বৃত্তি হব তাহা শ্রুতি  
নহে কিন্তু বিপর্যয়, যেহেতু উহা বিপর্যয়-লক্ষণে পড়ে । তথাপি উহা ( শ্রুত্যাভাসহেতু অর্থাৎ শ্রুতিব  
সহিত উহাব সাদৃশ্য আছে বলিবা, উহাকে শ্রুতিই বলা হয় ” । ( স্বপ্নকালে যে অলৌকিক অযথাভূত-  
ক্রিয়াভিমানপ্রতিষ্ঠা চিন্ত্যেষ্ঠা হব, জাগ্রৎকালে বাহা অনেক সময়ে ধাবণাও কবা যাব না, তাদৃশ  
চিন্ত্যেষ্ঠাই বিপর্যস্ত চেষ্টা ) ।

চেষ্টাতে আভিমানিক উদ্বেকেব নির বা বাহ্যভিষ্ম প্রবাহ হব । যেহেতু অগ্নে উহা অন্তবে  
জন্মে তৎপবে বাহিবে কর্মেষ্মিন্নাদিতে আসে । বোধে অভিমানোজ্ঞেক অন্তঃপ্রবাহ, কাষণ বোধোজ্ঞেক-  
জনক বিষয় বাহ্যে অবস্থিত থাকে ।

সংস্কারাধাব হৃদযাখ্য মনেব অন্তঃপাশ্চিস্তধর্ম্যই সংস্কাররূপা হিতি । স্থিতিসকলেব মধ্যে প্রমাণেব  
সংস্কার সাত্ত্বিক, শ্রুতিসকলেব সংস্কার সাত্ত্বিক-বাজস, প্রবৃত্তিসকলেব সংস্কার বাজস, বিকল্পেব  
সংস্কার বাজস-তামস ও বিপর্যেব সংস্কারসকল তামস হিতি ।

( এই সকলই প্রখ্যা, প্রবৃত্তি ও স্থিতি-বর্মেব পঞ্চ পঞ্চ ভেদ । সংস্কার ও প্রবৃত্তিসকলেব  
প্রত্যেককে বিজ্ঞানবৃত্তিমেব ত্র্যাব বিভাগ কবিবা দেখান বাইতে পাবে ) ॥ ৩৫ ॥

সুখাদি নয় প্রকাব চিন্তেব অবস্থাবৃত্তি, তাহাবা প্রমাণাদি সর্ববৃত্তি-সাধাবণ, যথা উক্ত  
হইয়াছে, “এই-সমস্ত বৃত্তি ( প্রমাণাদি ) সুখ, দুঃখ ও মোহ-আশ্রক” ( যোগভাস্ত ১।১১ ) । তাহাদেব  
মধ্যে তিনটি বোধগত, তিনটি চেষ্টাগত ও তিনটি ধার্বগত । শ্রুতিবৃত্তিব ত্র্যাব অবস্থাবৃত্তিব হাবা  
চিন্তেব জ্ঞানাদি-কার্য সিদ্ধ হব না । জ্ঞানাদি-কার্যকালে চিন্তেব যে যে ভাবে অবস্থান হব, তাহাব



শক্তিবৃত্তিবদবস্থাবৃত্তিভিশ্চিন্তস্ত ন জ্ঞানাদিক্রিয়াসিদ্ধিঃ । জ্ঞানাদিক্রিয়াকালে চিন্তস্ত  
যদ্ যদ্ ভাবেনাবস্থানন্তবতি তা এবাবস্থাবৃত্তয়ঃ । করণগতত্বাৎ সৰ্বা এতা অল্পভূয়ন্তে  
অথবা অল্পভবেন প্রত্যয়ত্বমাপদন্তে ॥ ৩৬ ॥

তত্র সূখদুঃখমোহাঃ সন্ধরজন্তমঃপ্রধানা বোধগতা অবস্থাবৃত্তয়ঃ । সৰ্বে বোধাঃ  
সুখাবহা বা দুঃখাবহা বা মোহাবহাঃ সমুৎপজন্তে । অল্পকুলবিষয়কৃতোদ্রেকাৎ সূখং,  
প্রতিকূলবিষয়াক্রমং দুঃখম্ । মোহঃ পুনঃ সূখস্ত দুঃখস্ত বাতিভোগাৎ সূখদুঃখবিবেক-  
শূন্যোহিনিষ্টো জড়ভাবঃ, যথা ভয়ে । উক্তঞ্চ “অথ যোগোহিসংযুক্তং কায়ে মনসি বা  
ভবেৎ । অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং তমন্তহুপধারয়েৎ ॥” ইতি । তথা চ “তত্র বিজ্ঞানসংযুক্তা  
ত্রিবিধা চেতনা ব্রুবা । সূখদুঃখেতি বাসান্ধবদুঃখামসুখেতি চ” ইতি । ব্রুবা অবস্থিতা  
ইত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

বাগদেবাভিনিবেশাশ্চেষ্টাগতাবস্থাবৃত্তয়জ্ঞিগুণানুসারিণ্যঃ । রক্তং দ্বিষ্টং বাভিনিবিষ্টং  
হি চিন্ত্য চেষ্টেতে । সূখানুশয়ী বাগঃ, দুঃখানুশয়ী দেবঃ, স্বরসবাহিনী তথা মূঢ়া চেষ্টা-  
বস্থাভিনিবেশঃ । ন মরণত্ৰাসমাজময়মভিনিবেশঃ । আরসিক্যাঃ প্রাণাদিবৃত্তিকপায়া

নাম অবস্থাবৃত্তি । অবস্থাবৃত্তিকল করণগত ভাব বলিবা অর্থাৎ কবণের অবস্থা-বিশেষ বলিবা  
উহাবা অল্পভূত হয অথবা অল্পভববৃত্তিব দাবা উহাবা প্রত্যয়-স্বরূপ হয ॥ ৩৬ ॥

তাহাব মধ্যে সূখ, দুঃখ ও মোহ যথাক্রমে সন্ধ, বজ্র ও তমঃ-প্রধান বোধগত অবস্থাবৃত্তি ।  
সমস্ত বোধই হয সূখাবহ অথবা দুঃখাবহ অথবা মোহাবহ হইবা উৎপন্ন হয । অল্পকুলবিষয়কৃত  
উদ্রেক হইতে সূখ ও প্রতিকূল বিষয় হইতে দুঃখ হয । আব সূখ বা দুঃখের অভিভোগে সূখদুঃখ-  
ভেদশূন্য অথচ অনিষ্ট যে জড়ভাব হয, তাহা মোহ, যেমন ভবকালে হয । এ বিষয়ে উক্ত হইয়াছে,  
“পরীবে বা মনে যে অপ্রতর্ক্য, অবিজ্ঞেয় ( সাক্ষাৎভাবে জ্ঞেয় নহে ) ও মোহযুক্ত অবস্থা হয তাহাই  
তম বলিবা জানিবে” ( শান্তিপর্ব ) । পুনশ্চ, “তন্ময়ো বিজ্ঞানবৎসংযুক্ত জিবিধ ব্রুবা চেতনা বা বেদনা  
আছে, তাহাবা সূখ, দুঃখ এবং অজুঃখসূখ” ( শান্তিপর্ব ) । ব্রুবা অর্থে অবস্থিতা বা অবস্থাক্রপা ॥ ৩৭ ॥

বাগ, দেব ও অভিনিবেশ যথাক্রমে সন্ধ, বজ্র ও তমোগুণ-প্রধান চেষ্টাগত অবস্থাবৃত্তি । বাগ-  
যুক্ত, অথবা দ্বিষ্ট, অথবা অভিনিবিষ্ট হইবা চিন্তা চেষ্টা কবে । সূখানুশ্রুতিপূর্বক যে চেষ্টা হয, তাহাই  
বক্ত চেষ্টা । সেইরূপ দুঃখানুশ্রুতী দেব । আব, যে চেষ্টাবস্থা স্বরসবাহিনী বা স্বাভাবিকের মত,  
সেই মূঢ়ভাবে সমাবক চেষ্টাবস্থা অভিনিবেশ । মরণত্ৰাসমাজ এই অভিনিবেশের স্বরূপ নহে ।  
প্রাণাদিবৃত্তিরূপ স্বাবসিক অভিনিবিষ্টচেষ্টাব নাশাশঙ্কাই মরণজ্ঞানসেব স্বরূপ । অন্ত যে সমস্ত ভব ও  
বিকল্পাদি অবস্থা বাহাতে সূখদুঃখশূন্য স্বতঃ চিন্তাচেষ্টন হয, তাহাও অভিনিবেশ \* ॥ ৩৮ ॥

\* অভিনিবেশ-ব্যাখ্যাকালে বোগভাস্যকব মরণত্ৰাস-ব্যাখ্যা কবতে অভিনিবেশকে লোকে মরণত্ৰাসই মনে কবে ।  
কিন্তু ভাস্যকব ক্রেশ-স্বরূপ অভিনিবেশের সুখাশ্রয়ের ব্যাখ্যা কবিবাহেন, স্বরূপ-ব্যাখ্যা কবন নাই, তাহাব স্বরূপ সূত্রানুসারে  
বিভূতভাবে ব্যাখ্যাত হইতে পাবে । বিশেষতঃ বোগের অভিনিবেশ একটী ক্রেশ বা পর্ববার্হ-সামন-সম্বন্ধীয পর্বার্হ । এখানে  
মন্তব্যরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । শাস্ত্রে অভিনিবেশ এক অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয় ।

অভিনিবৃষ্টচেষ্টায়া নাশাশঙ্কৈব মৰণভবাত্মিকৈতি । অন্তঃ সৰ্বং ভবং তথা ক্ৰিপ্তাত্তবস্থা  
যত্র সুখদুঃখশূন্যং স্বতচ্চিত্তচেষ্টেনং স এবাভিনিবেশঃ ॥ ৩৮ ॥

জাগ্রৎস্বপ্নমুত্তর্যমো ধার্যগতাবস্থাবৃত্তমঃ । ধার্যং শবীৰং, তৎসম্পর্কাদ্ধার্যগতাবস্থা-  
বৃত্তযশ্চিদ্ভূতম্ । জাগ্রৎস্বপ্না সাহিকী, স্বপ্নাবস্থা বাজসী, নিদ্রাবস্থা তামসী । তথা চ  
শাস্ত্রম্ “সত্যজাগবৎ বিজ্ঞানজ্ঞানস্বপ্নাদিশেৎ । প্রস্থাপনং তু তমসা তুবীৰং ত্রিষু  
সমুত্তমম্ ॥” ইতি । জাগবে চিত্তেন্দ্রিয়ার্থিষ্ঠানাস্তজড়ানি চেষ্টন্তে । জ্ঞান্যমাপন্নম্  
জ্ঞানেন্দ্রিয়কর্মেন্দ্রিবেষু তদনিবৃত্তম্ অল্পব্যবসায়ার্থিষ্ঠানস্ত যদা চেষ্টা তদবস্থা স্বপ্নঃ ।  
যথোক্তম্ “ইন্দ্রিয়ানাং ব্যাপরমে মনোহব্যাপবত্তং যদি । সেবতে বিষয়ানেন তং বিজ্ঞাৎ  
স্বপ্নদর্শনম্ ॥” ইতি । উৎস্বপ্নে তু অজ্ঞাত্য কর্মেন্দ্রিয়ার্থিষ্ঠানানাম্ । সুবুপ্তিলক্ষণং যথাহ  
“অভাবপ্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তিনিদ্রা” ইতি । তদা চিত্তেন্দ্রিয়ার্থিষ্ঠানানাং সম্যগ্জড়ত্বম্ ।  
উক্তঞ্চ “সুবুপ্তিকালে সকলে বিলীনে তমোহভিভূতঃ সুখকপমেতি” ॥ ইতি । গুণা-  
নামভিভাব্যভিভাবকস্বভাবাদবস্থাবৃত্তানামস্বৈর্হ্যমাবর্তনকৈতি ॥ ৩৯ ॥

ত্রিবিধশ্চিদ্ভবব্যবসায়ঃ সদ্যব্যবসায়োহল্পব্যবসায়োহপবিদৃষ্টব্যবসায়শ্চেতি । বতিপয়-  
শক্তিঃ অধিকৃত্যকদেব যচ্চিদ্ভবেতিতং স ব্যবসায়ঃ । সদ্যব্যবসায়ো গ্রহণমল্পব্যবসায়-  
শ্চিদ্ভবমপবিদৃষ্টব্যবসায়ো ধাবণম্ । জ্ঞানেন্দ্রিয়াদীনতিকৃত্য বর্তমানবিষয়ো ব্যবসায়ঃ

জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুবুপ্তি ধার্যগত অবস্থাবৃত্তি । ধার্য শবীৰ, তাহাব সম্পর্কে চিত্তেব ধার্যগত  
অবস্থাবৃত্তি হব । জাগ্রৎস্বপ্না সাহিকী, স্বপ্নাবস্থা বাজসী ও নিদ্রাবস্থা তামসী । শাস্ত্র যথা, “সদ্য  
হইতে জাগবৎ, বজ্রোদা বা স্বপ্ন ও তমোজ্ঞপেব দাবা সুবুপ্তি হব, জানিবে । তুবীৰ অবস্থা তিনেতে  
সদা বিজ্ঞান ।” জাগবণে চিত্ত ও ইন্দ্রিযেব অধিষ্ঠানসকল অজড়তাবে চেষ্টা কবে । জ্ঞানেন্দ্রিয ও  
কর্মেন্দ্রিয জড়তা-প্রাপ্ত হইলে; তাহাদেব দাবা অনিবৃত্ত যে অল্পব্যবসায়েব অধিষ্ঠান (অর্থ্যাং চিদ্ভবান)।  
তাহাব যে চেষ্টা সেই অবস্থাব নাম স্বপ্ন । শাস্ত্র যথা—“ইন্দ্রিয়গ্ৰণেব উপবব হইলে অল্পপন্নত মন যে  
বিষব সেবন কবে, তাহাই স্বপ্নদর্শন জানিবে” (সৌকর্ম্য) । উৎস্বপ্ন অবস্থাব (যুস্মিমে চলা-ফেবা  
কবা) কর্মেন্দ্রিযাধিষ্ঠানসকলেব অজড়তা থাকে । সুবুপ্তিলক্ষণ যথা, “জাগ্রৎ ও স্বপ্নেব অভাবকারণ  
যে তম, তদবলম্বনা বৃত্তি নিদ্রা ।” সেই সময়ে চিত্ত ও ইন্দ্রিযেব (জ্ঞানেন্দ্রিযেব ও কর্মেন্দ্রিযেব)  
অধিষ্ঠানেব সম্যক্ জড়তা হব, যথা উক্ত হইবাছে, “সুবুপ্তিকালে সমস্ত বিলীন হইলে, তমোহভিভূত  
সুখকপতা প্রাপ্ত হব ।” (কৈবল্য উপ) । গুণসকলেব অভিভাব্যভিভাবক-স্বভাব-হেতু অবস্থাবৃত্তি-  
সকলেব অস্থিযতা এবং যথাক্রমে আবর্তন হব ॥ ৩৯ ॥

চিত্তেব ব্যবসায় তিন প্রকাব—সদ্যব্যবসায়, অল্পব্যবসায় ও অপবিদৃষ্টব্যবসায় । কতকগুলি শক্তিকে  
অধিকাব কবিযা যেন একই সময়ে যে চিত্তচেষ্টা হব তাহাব নাম ব্যবসায় । সদ্যব্যবসায় = গ্রহণ,  
অল্পব্যবসায় = চিন্তন ও অপবিদৃষ্টব্যবসায় = ধাবণ । জ্ঞানেন্দ্রিয়াদিকে অধিকাব কবিযা যে বর্তমান-  
বিষয়ক ব্যবসায় হব তাহাই সদ্যব্যবসায় । অল্পব্যবসায় স্মৃতিবিষয়েব আলোড়নাত্মক, এবং তাহা অতীত  
ও অনাগত-বিষয়ক । যে অবস্থিত ব্যবসায়েব দাবা নিদ্রাদিতে ও চিত্তেব পবিণাম হব, আব তাহাব

সদাখ্যঃ । অতীতানাগতবিষয়োহুব্যবসায়ঃ শ্রুতবিষয়ালোড়নাস্বকশ্চ । যেন চাবেষ্ট-  
মানেন ব্যবসায়েন নিজ্জাদাবপি সদা চিস্তপরিণামো জায়তে সংস্কাবাশ্চ যেনানুজীবন্তি  
সোহপরিদৃষ্টব্যবসায়ঃ, যথাহ “নিবোধধর্মসংস্কারাঃ পবিণামোহথ জীবনম্ । চেষ্টা শক্তি-  
চিস্তস্ত ধর্ম দর্শনবর্জিতাঃ ॥” ইতি । নিবোধঃ সমাধিবিশেষঃ, ধর্মঃ পুণ্যাপুণ্যে, সংস্কারা  
বাসনাকপা আহিতভাবাঃ, পবিণামোহপবিদৃষ্টব্যবসায়ঃ, জীবনং প্রাণাঃ কার্যকাবণযোর-  
ভেদবিবক্ষয়া জীবনং স্বকাবণশ্রান্ত্যকবণস্ত ধর্মত্বেনোক্তং, চেষ্টা অবধানকপা, শক্তিশেষ্টা-  
জননী সর্বশক্ত্যান্বকং তৃতীয়াঙ্কঃকবণং মন ইতি ভাবঃ । ইত্যেতে সর্বৈ ভাবান্ত্যমসা  
ইতি জ্ঞেয়াঃ ॥ ৪০ ॥

ব্যাকৃতমাত্মান্তরকবণম্, বাহ্যকরণান্ত্রধুনোচ্যন্তে । তেষু বর্ণকৃচ্ছদ্বসনানাসা ইতি  
জ্ঞানেশ্রিয়াণি । এতানি প্রাণালীভূতানি প্রত্যক্ষবৃত্তেঃ । ক্রিয়ান্মনো বাহ্যবিষয়স্ত  
সম্পর্কাত্মজিক্রিয়ামিশ্রিয়ান্মিত্যায়ং তৎসম্বন্ধিনা প্রকাশশীলেনামিশ্রপ্রত্যয়ান্মকেন  
গ্রহীত্বা যো বিষয়প্রকাশঃ ক্রিয়তে তদিশ্রিয়জং জ্ঞানম্ । তস্মাদ্ বুদ্ধীশ্রিয়ং গ্রাহকং  
বাহকঞ্চ ক্রিয়ান্মনো জ্ঞেয়বিষয়স্ত ॥ ৪১ ॥

শব্দগ্রাহকং শ্রোত্রম্ । শীতোক্ষমাত্রগ্রাহকং স্বগুবৃত্তিজ্ঞানেশ্রিয়ং স্বগাখ্যম্ । স্বচি  
শীতোক্ষবোধস্তথা তেজসাখ্যঃ অতোহপি বোধো বিস্ততে, যথায়ঃ “তেজস্চ বিজ্ঞোতিয়িত-  
ব্যঞ্চ” ইতি । তত্র তেজসাখ্যঃ স্বক্শোপল্লববোধো ন স্ত্যং স্বগাখ্যজ্ঞানেশ্রিয়কার্যম্,

যাবা সংস্কারকল অহুজীবিত থাকে, তাহা অপবিদৃষ্টব্যবসায় । যথা উক্ত হইয়াছে, “নিবোধ, ধর্ম,  
সংস্কার, পবিণায়, জীবন, চেষ্টা ও শক্তি, ইহাবা চিন্তেব দর্শনবর্জিত ধর্ম ।” নিবোধ—সমাধি-বিশেষ;  
ধর্ম—পুণ্য ও অপুণ্য; সংস্কার—বাসনাকপ আহিত ভাব, পবিণায়—অপবিদৃষ্ট ব্যবসায়; জীবন—  
প্রাণ, কার্য ও কাবণেব অভেদবিবক্ষায় প্রাণ স্বকারণ অন্তঃকবণেব ধর্ম বলিবা উক্ত হইয়াছে; চেষ্টা—  
অবধানকপা, শক্তি—চেষ্টাব জননী, অর্থাৎ সর্ব-শক্ত্যান্বক সংস্কারাবাধাব তৃতীয়াঙ্কঃকবণ মন । এই  
সমস্ত ভাবই তামস, ইহা জ্ঞাতব্য ( ৩১৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য ) ॥ ৪০ ॥

আভ্যন্তর কবণ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এক্ষণে বাহ্য কবণ উক্ত হইতেছে । বাহ্যকবণেব মধ্যে  
কর্ণ, স্বক, চক্ষু, বসনা ও নাসা, এই পঞ্চ জ্ঞানেশ্রিয়ম্ । ইহাবা প্রত্যক্ষবৃত্তিবে প্রাণালীভূত ।  
ক্রিয়ান্বক যে বাহ্যবিষয়, তাহাব সম্পর্কে ইন্দ্রিয়গণেব আশ্রয়িত অশ্রিতা উজ্জ্বল হইলে, সেই অশ্রিতাব  
সহিত সযুক্ত ‘আমি’-প্রত্যয়ান্বক প্রকাশশীল গ্রহীতাব দাবা যে বিষয়প্রকাশ, তাহাই ইন্দ্রিয় জ্ঞান ।  
তজ্জন্ত বুদ্ধীশ্রিয় বা জ্ঞানেশ্রিয় ক্রিয়া-স্বরূপ জ্ঞেয়বিষয়েব গ্রাহক ও বাহক হইল ॥ ৪১ ॥

শব্দগ্রাহক ইন্দ্রিয় শ্রোত্র । শীত ও উষ্ণতাব গ্রাহক স্বকৃষ্ণিত বে জ্ঞানেশ্রিয়, তাহা স্বক ।  
স্বগিস্মিবে শীতোক্ষ-বোধ এবং তেজ-নামক অন্তপ্রকাব বোধও আছে । এবিষয়ে শাস্ত্র যথা—“বাহ্য  
তেজ বা শীতোক্ষব্যতীত স্বকৃষ্ণিত অন্ত বোধ, তাহাব বে বিজ্ঞোতিয়িতব্য বা প্রকাশ্য বিবব” (প্রদ্ব  
উপ. ৪।৮) । তন্মধ্যে স্বকৃষ্ণিত তেজ-নামক উপল্লববোধ স্বক-নামক জ্ঞানেশ্রিয়-কার্য নহে, কাবণ  
শীতোক্ষ এবং আল্পবোধ ( কঠিন-কোমল-রূপ স্পর্শবোধ ) বিসদৃশ । উপল্লববোধ কর্ণেশ্রিয়ে

শীতাদেবান্লেববোধস্ত চ বিসদৃশত্বাৎ। উপল্লেখবোধস্ত কর্মেদ্বিগ্রহাণানং সাধ্বিকবোধাংশঃ। শব্দরূপবৎ শীতোকজ্জানসিদ্ধির্ন তথা আল্লেখবোধসিদ্ধিঃ। রূপগ্রাহকং চক্ষুঃ, বসগ্রাহকং বসনেদ্বিগ্রহঃ, নাসা চ গন্ধগ্রাহিনী। শ্রোত্রে ইতবতুলনয়া গ্রহণস্ত পৌঞ্চল্যমবাহতত্বঞ্চ ততস্তৎ সাধ্বিকম্। একান্তাপাদেব্যাহতত্বদর্শনাদ্ব্যগ্নিগ্রহঃ সাধ্বিকবাজসম্। অগ্নিবয়াদপি রূপস্ত ব্যাহতিযোগ্যত্বদর্শনাৎ তথা চ তস্তাপ্তসংকাবাজসং চক্ষুঃ। বস্ত্রং তবলিতং সজ্জসনেদ্বিগ্রহঃ ভাবয়তি, তন্তাবনাবিশেষোদ্রেকাদ্রসজ্জানসিদ্ধিঃ, সূক্ষ্মকণব্যতিবজ্জাদ্ গন্ধজ্জানোদ্রেকঃ। বসগন্ধো আভ্রবাদাবৃতৌ। তত্র সূক্ষ্মতবতাবনাবিশেষসাধ্যবাজসনা বাজসতামসী। নাসা পুনস্তামসীতি। জ্ঞানেদ্বিগ্রহবিষয়ঃ প্রাকান্তমিত্যাখ্যাতো ॥ ৪২ ॥

বাক্যপাণিপাদপাণুপস্থাঃ কর্মেদ্বিগ্রহাণ। তেবাং সামান্তবিষয়ঃ স্বেচ্ছচালনম্। প্রত্যক্ষানং সমঞ্জসচালনেব কার্যবিষয়সিদ্ধিঃ। ধন্যুৎপাদনং বাক্যার্থম্। শিল্পশক্তির্বিদ্যা-বিধিষ্ঠিতা স পাণিঃ। ব্যবহার্হজ্রব্যাপাং তদবয়বানাং বাতীষ্টদেশস্থাপনং শিল্পম্। গমন-ক্রিয়াশক্তির্বিদ্যা-বিধিষ্ঠিতা তৎ পদম্। মলয়ুৎসর্গঃ পানুকার্যম্। জননব্যাপাং উপস্থকার্যম্, জ্ঞাতে চ “তস্তানন্দো বতিঃ প্রজাতিঃ।” বীজসেকপ্রসবো জননব্যাপাবো। সর্বেষু চালনবিষয়সাম্যাদ্ একস্ত কর্মেদ্বিগ্রহস্ত কার্যবিষয়ঃ অন্তেনাপি সিধ্যতি। বত্র যৎকার্য-স্তোৎকর্ষস্তদেব তদ্বিগ্রহম্। উরসি স্বাসযন্ত্রস্ত স্বেচ্ছাবীনাংশে তন্ত্ব চ জিহ্বেষ্ঠাদৌ চ বাগ্নিগ্রহস্থানম্। “জিহ্বাবা অধস্তান্ত্ব” বিদ্যুপদেশাৎ তন্ত্বঃ কণ্ঠাএছো ধন্যুৎপাদকঃ।

ও গ্রাহেব সাধ্বিক বোধাংশঃ। শব্দ ও রূপেব ভাব শীতোক-জ্ঞান সিদ্ধ হব, কিন্তু আল্লেখবোধ সেন্নপে হব না। রূপেব গ্রাহক-ইন্দ্রিয় চক্ষু, বসগ্রাহক বসনা, আব, নাসা গন্ধগ্রাহক। কর্ণেব ছাবা অণব সকলেব তুলনায় পুঙ্কল বা নিপুণরূপে বিষয়গ্রহণ হব; আব, শব্দগ্রহণ নবাপেক্ষা অব্যাহত, তজ্জ্ঞ শ্রোত্র সাধ্বিক। শব্দাপেক্ষা তাপাদি-জ্ঞানেব ব্যাহতি-যোগ্যতা বা বাধ্যপ্রাপ্তি দেখা বাব বলিয়া স্বকৃ সাধ্বিক-বাজস। অগ্নিবয় অপেক্ষা রূপেব ব্যাহতত্ব দেখা বাব বলিবা, এবং রূপেব আভ্রসংকাবিত্ব-হেতু অতিক্রিয়াশীল বলিবা, চক্ষু বাজস। বস্ত্র জ্রব্য তবলিত হইবা বসনেদ্বিগ্রহে ভাবিত কবে, সেই (বাসায়নিক) ভাবনা-বিগ্ৰেবেব ছাবা রূত উদ্রেক হইতে বসজ্ঞান সিদ্ধ হব। সূক্ষ্মকণার নম্পর্কে গন্ধজ্জানোদ্রেক সিদ্ধ হব। আভ্রজ্রব হইতে বস ও গন্ধ আবৃত, উন্নয়ো সূক্ষ্মতব-ভাবনা-বিশেষ-সাধ্য-হেতু বসনা বাজস-তামস, আব নাসা তামস। জ্ঞানেদ্বিগ্রহসকলেব বিষয়েব নাম প্রাকান্ত (এসব বিষয়ে ‘সাংখ্যীয় প্রাণতত্ত্ব’ জ্রব্য) ॥ ৪২ ॥

বাক্য, পাণি, পাদ, পানু ও উপস্থ কর্মেদ্বিগ্রহ। স্বেচ্ছাবুলক চালন তাহাদেব সামান্ত কার্য-বিষয়। প্রত্যক্ষসকলেব সমঞ্জস চালনেব ছাবা কার্যবিষয় সিদ্ধ হব। ধনি উৎপাদন কবা বাক্য-কার্য। যেখানে শিল্পশক্তি অধিষ্ঠিত, তাহাব নাম পাণিগ্রহ, ব্যবহার্হ জ্রব্যসকলকে বা তাহাদেব অবয়ব-সকলকে অতীষ্টদেশে স্থাপন কবাব নাম শিল্প, অর্থাৎ হস্তেব কার্যকে বিশেষ কবিবা দেখিলে দেখা বাব যে, তাহা বাহ্যজ্রব্যকে অতীষ্টদেশে স্থাপন রাজ। গমন-ক্রিয়ায় পক্তি যেখানে অধিষ্ঠিত, তাহাব নাম পদ। মল ও যুৎসর্গ উৎসর্গ কবা পানু-ইন্দ্রিয়েব কার্য। জননব্যাপাং উপস্থেব কার্য, ধ্রুতি

করবদনচক্ষাদৌ পাণিস্থানম্। পদপক্ষাদৌ পাদেদ্রিযস্থানম্। বস্ত্যাদৌ পায়স্থান, জননেদ্রিযে চোপস্থবৃত্তিঃ। বাক্যার্থস্ত সৃক্ষস্বাভূৎকর্ষচবাক্ সাঙ্খিকী। ততঃ স্ত্রোলাং সাঙ্খিকবাজসস্ত পাণেঃ কার্যস্ত। পদে ক্রিযাবা আধিক্যমতিস্ত্রোলায়ক্চেতি পদং বাজসম্। রাজসতামসঃ পায়ুঃ। উপস্থচ তামসঃ। সর্বেষু কর্মেদ্রিযেষথাল্পেববোধাখ্যঃ প্রকাশ-  
গুণস্তেষাং চালনরূপমুখ্যকার্যস্তোপসর্জনীভূতো বর্ততে। তস্ত চাল্পেষবোধস্ত বাগিদ্রিযে অত্যাৎকর্ষঃ, যৎসহায়া সৃক্ষা বাক্যক্রিয়া সিধ্যতি। ইতবেষু চ তদোষস্ত ক্রমশঃ অল্লান্ধ-  
মিতি। কর্মেদ্রিযকার্যবিষয়া স্মৃতির্বিধা “হস্তৌ কর্মেদ্রিযং জ্ঞেয়মথ পাদৌ গতীদ্রিযম্।  
প্রজনানন্দয়োঃ শোকো নিসর্গে পায়ুবিদ্রিযম্” ইতি। তথা চ “বিসর্গশিল্পগত্যুক্তিঃ কর্ম  
তেষাং হি কথ্যতে ॥” ইতি ॥ ৪৩ ॥

তৃতীয় বাহ্যকবণং প্রাণাঃ। “জীবস্ত কবণাত্মাহুঃ প্রাণান্ হি তাংস্ত সর্বশঃ।  
যস্মাস্তদ্বশগা এতে দৃষ্টান্তে সর্বজন্তু ॥” ইতি সৌজায়ণশ্রুতৌ প্রাণানাং জীবকরণ-  
যুক্তম্। প্রাণা দেহাস্ত্রকর্ষার্থবিষয়চেন বাহ্যং ভৌতিকং ব্যবহরন্তি তস্মাৎ প্রাণা বাহ্য-

যথা—“আনন্দযুক্ত প্রজননই উপহেব কার্য”। বীজ-সেক ও প্রসব জননব্যাপাব \*। চালনরূপ  
বিষয়সকল সমস্ত কর্মেদ্রিযে সাধাবণ বলিয়া এক কর্মেদ্রিযেব কার্য অস্তেব ঘাবাও সিদ্ধ হয়, যেমন  
হস্তেব ঘাবা গমন ইত্যাদি। তাহা হইলেও যেখানে বাহাব কার্যের উৎকর্ষ তাহাই সেই ইদ্রিয।  
বদে, খানযত্রেব যেচ্ছাবীনাংশে, তদন্তে এবং জিহ্বা-গুঠাদিতে বাগিদ্রিয-স্থান, “জিহ্বাব অমোদে  
তদন্ত” (বোগভাস্ত্র ৩৩০) এই উপদেশ হইতে জানা যাব তদু কঠাগ্রহ স্বহৃদ্যংপাদক যন্ত। কব,  
বদন ও চক্ষু-আদিতে পানীদ্রিযস্থান। পদ ও পক্ষাদিতে পাদেদ্রিযস্থান। বস্তি প্রভৃতিতে পায়ুস্থান।  
আব জননেদ্রিযে উপস্থবৃত্তি। বাক্যকার্যেব সৃক্ষতমতা ও উৎকর্ষহেতু বাক্ সাঙ্খিক। তদগেদ্ব  
পাণিকার্যেব স্ত্রোলায়েতু পাণি সাঙ্খিক-বাজস। পাদে ক্রিযাব আধিক্য ও অতি-স্ত্রোলা, অতএব  
পাদ বাজস। পায়ু বাজস-তামস, আব উপস্থ-তামস। সমস্ত কর্মেদ্রিযে আল্পেব-বোধকণ প্রকাশ-  
গুণ আছে, তাহা তাহায়েব চালনরূপ মুখ্য কার্যেব সহাব। বাগিদ্রিযে (জিহ্বাকঠাদিতে) সেই  
আল্পেববোধেব অত্যাৎকর্ষ আছে (কাবণ বাক্ সাঙ্খিক), তাহাব সাহায্যে সৃক্ষ বাক্যোচ্চাবক ক্রিয়া  
সিদ্ধ হয়। অন্তান্ত কর্মেদ্রিযে সেই বোধেব ক্রমশঃ অল্লান্ধ। কর্মেদ্রিযেব কার্যবিষয়া স্মৃতি যথা—  
“কর্মেদ্রিয হস্ত, পদ গতীদ্রিয, আনন্দযুক্ত প্রজনন উপহকার্য, মলনিগ্ধাবণ পায়ুব কার্য” (সাঙ্খিপর্ব)।  
গুনশ্চ, “বিসর্গ (মল, যুক্ত ও দেহবীজ-বহিঃকণ), শিল্প, গতি ও উক্তি কর্মেদ্রিযেব কার্য-বলিয়া  
কথিত হয়” (বিষ্ণুপুবাণ) ॥ ৪৩ ॥

প্রাণসকল তৃতীয় প্রকাবেব বাহ্যকবণ। “প্রাণসকল জীবেব কবণ, যেহেতু সর্বপ্রাণী তাহাব  
বশগ দেখা যাব”, এই সৌজায়ণশ্রুতিতে প্রাণেব জীবকবণ উক্ত হইয়াছে। প্রাণ দেহাস্ত্রকর্ষার্থবিষয়-  
রূপে বাহ্যব্রব্যকে (জ্ঞানেদ্রিযেব ও কর্মেদ্রিযেব স্ত্রাব) ব্যবহাব কবে, তজ্জন্ত প্রাণ বাহ্যকবণ।  
(প্রাণ বলিতেছেন) “আমি আপনাকে পক্ষা বিভাগ কবিযা অবষ্টমন্ত বা সংগ্রহণপূর্বক এই শবী

\* এই উভব কার্যই যেচ্ছানুলক। প্রসবকার্য মানব অপেক্ষা নিবৃষ্ট প্রাণীতে সম্পূর্ণ যেচ্ছাবীন দেখা যাব।

করণম্। “অহমৈবৈভং পঞ্চাঙ্গানং প্রবিভজ্যতদ্ বাণসবষ্টভ্য বিধারয়ামি” ইতি, “প্রাণশ্চ বিধারয়িতব্যঞ্চ” ইতি ঋতিভ্যাং দেহবাবণং প্রাণানং সামান্যকার্যমিত্যবগম্যতে। নির্মাণবর্ধনপোষণানীতোবাং ধারণকার্হেহত্বর্ভাবঃ। তথা চ স্মৃতিঃ “তথা মাংসঞ্চ মেদশ্চ স্নায়স্থানি চ পোষতি। কথমেতানি সর্বাণি শরীরানি শরীরণাম্। বর্ধন্তে বর্ধমানস্ত বর্ধতে চ কথং বলম্।” ইতি। পোষণং শরীরনির্মাণং বর্ধনক্ষেতি ত্রয়ং মূলং প্রাণকার্য-নিত্যর্থঃ। পোষণাদীনামনুকূলক্রিয়া অপি প্রাণকার্যমিতি স্বেষম্, যথা স্বাসাদি। চিত্তেন্দ্রিয়বৎ সন্তি প্রাণানামপি পঞ্চ ভেদাঃ। তে যথা প্রাণোদানব্যানাপানসমানা ইতি। তাত্য এব পঞ্চভ্যঃ শক্তিভ্যো দেহবাবণসিদ্ধিঃ ॥ ৪৪ ॥

তত্র বাহ্যোদ্ভববোধাবিষ্ঠানধাবণং প্রাণকার্যম্। “চক্ষুঃশ্রোত্রে মূখনাসিকাত্যাং প্রাণঃ স্বয়ং প্রাতিষ্ঠতে”, “হ্রেনং চাক্ষুং প্রাণমন্নগৃহ্নানঃ” ইত্যাদিভ্যশ্চ ঋতিভ্যাং, তথা চ “মনোবুদ্ধিবহংকাবো ভুতানি বিষয়াশ্চ সঃ। এবং যিহ স সর্বত্র প্রাণেন পবিচালাতে ॥” ইত্যাদিস্মৃতিভ্যশ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াদিগতবাহ্যোদ্ভববিষয়বিজ্ঞানপ্রোতঃসু প্রাণবৃত্তিবিভাব-গম্যতে। চর্চাবঃ খলু বাহ্যোদ্ভববোধঃ তে যথা চৈত্তিকপ্রমাণং, বুদ্ধীন্দ্রিয়সাধ্যালোচনং জ্ঞানং, কর্মেন্দ্রিয়হোপল্লববোধঃ, তথা আজিহীর্ষীবোধ ইতি। বাতপেগাবরূপস্তাহার্যস্ত জৈবিত্যাং ত্রিবিধ আজিহীর্ষীবোধঃ, স্বাসেচ্ছাবোধঃ পিপাসা চ দুঃখা চেতি। আহার্যস্ত বাহ্যবাদাজিহীর্ষীবোধো বাহ্যোদ্ভবঃ। তত্র স্বাসেচ্ছাদিবোধাবিষ্ঠানে প্রাণস্ত মুখ্যবৃত্তিঃ,

ধাবণ কথিবা বহিরাঙ্কি, “প্রাণ এবং বিধাবণরূপ তাহাব কার্যবিষয়” ইত্যাদি ( প্রঃ ) ঋতিব দ্বাবা দেহবাবণ কবা প্রাণসকলেব সামান্য বা সাধাবণ কার্য বলিবা জ্ঞান বাব। নির্মাণ, বর্ধন ও পোষণ, এই তিন কার্যেব নাম ধাবণ। স্মৃতি বধা, “কিরূপে স্বাস, অস্থি, স্নায়ু ও মেদ পোষণ কবে, দেহীদেব এই শরীর কিরূপে বধিত ও নিমিত্ত হয়, এবং বর্ধমান প্রাণীব শরীর ও বল কিরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ?” অর্থাৎ প্রাণেব দ্বাবাই হব ( মহাভাবত )। ফলতঃ পোষণ, নির্মাণ ও বর্ধন এই তিনটি প্রাণেব মূল সাধাবণ কার্য হইল। আব পোষণাদিবি অনুকূলক্রিয়াও প্রাণকার্য বলিবা জাতব্য, যেমন স্বাসাদি। চিত্তেন্দ্রিয়বৎ প্রাণেবও পঞ্চ ভেদ আছে, তাহা বধা—প্রাণ, উদান, ব্যান, অপান ও সমান। সেই পঞ্চ শক্তি হইতেই দেহবাবণ সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ সমগ্র দেহবাবণ-ক্রিয়া এই পঞ্চ ভাগে বিভক্ত ॥ ৪৪ ॥

প্রাণসকলেব মধ্যে আত্ম প্রাণেব লক্ষণ বধা বাহ্যোদ্ভব বে সমস্ত বোধ, তাহাদেব বে অধিষ্ঠান, তাহা ধাবণ কবা আত্ম প্রাণেব কার্য, “চক্ষুঃ শ্রোত্র মূখ নাসিকাতে প্রাণ স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত আছে”, “( মূখ উদিত হইবা ) চাক্ষুং প্রাণকে ( রূপজ্ঞানাত্মক ) অনুগ্রহ কবে” ( প্রঃ ) ইত্যাদি ঋতি হইতে, এবং “মন, বুদ্ধি, অহংকাব, ভুত ও বিষয়দকল প্রাণেব দ্বাবা সর্বত্র পবিচালিত হয়” ( পাণ্ডিগর্ধ ) ইত্যাদি স্মৃতি হইতে, জ্ঞানেন্দ্রিয়াদিগত বাহ্যোদ্ভব বিষয়েব যে বিজ্ঞান, তাহাব প্রোতঃ বা মার্গসকলে প্রাণেব স্থান, ইহা জ্ঞান বাব। বাহ্যোদ্ভববোধ চারি প্রকাব, বধা—(১) চৈত্তিকপ্রমাণ, (২) বুদ্ধীন্দ্রিয়-সাধ্য আলোচনবোধ, (৩) কর্মেন্দ্রিয় উপলব্ধবোধ, (৪) আজিহীর্ষী ( আহবগেচ্ছা )-বোধ। আজি-হীর্ষীবোধ পুনশ্চ ত্রিবিধ, বধা—স্বাসেচ্ছাবোধ, পিপাসা ও দুঃখা, ইহাদেব জৈবিত্যেব কাষণ এই যে,

যথান্যায়ঃ “প্রাণো হৃদয়ম্”, “হৃদি প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতঃ”, “প্রাণঃ অস্তা” ইত্যাদয়ঃ। উক্তঞ্চ “আন্তর্যাসিকবোধমধ্যে হৃদয়ম্ নাভিমধ্যগে। প্রাণালয় ইতি প্রোক্তঃ।” ইতি। নাভি-মধ্যগে ক্ষুব্ধবোধাধিষ্ঠান ইত্যর্থঃ। চিত্তেন্দ্রিয়শক্তিবশগঃ প্রাণস্তেবাং বাহ্যোন্তববোধ-ধিষ্ঠানানাং বিধবতে ॥ ৪৫ ॥

শাবীরখাতুগতবোধাধিষ্ঠানধাবণমুদানকার্ঘ্যম্। “পুণ্যেন পুণ্যং লোকং নয়তি, পাপেন পাপম্” ইতি শ্রুতে: “উদানজযাজ্ঞলপঙ্ককটকাদিহৃদয়জ উৎক্রান্তিস্ত” ইতি যোগ-পুত্রোক্ত “উদান উৎক্রান্তিহেতুঃ” ইতি বচনান্ন অপনীয়মানাহুদানান্নরূপব্যাপাবশেষ ইতি প্রাপ্তম্। মরণকালে আদৌ বাহুবোধচেষ্টানিবৃত্তিঃ। উক্তঞ্চ “মরণকালে ক্লীণেন্দ্রিয়বৃত্তিঃ সন্ মুখ্যয়া প্রাণবৃত্ত্যেবাবতিষ্ঠতে।” তদা শাবীর-খাতুগতবোধ এবাবশিষ্টভূতে, যন্ত ভাগশঃ শবীবাঙ্গভাগান্ বৃত্তিঃ। তস্মাহুদানঃ শাবীর-খাতুগতবোধঃ। স্বর্ঘতে চ “শবীরং ত্যজতে জন্তুশ্চিহ্নমানেন্ মর্মস্” ইতি। মর্মস্ শাবীর-খাতুগতবোধাধিষ্ঠানেষিত্যর্থঃ। “অর্থেকবোধক্ উদানঃ” ইত্যাদিশ্রুতিভাঃ “স্বয়ং চোক্ষগামিনী” ইতি, “জ্ঞাননাভী ভবেদেবি বোগিনাং সিদ্ধিদায়িনী” চেতি শাস্ত্রাভ্যামুৎপ্রোক্তাশ্চিহ্নাং স্বয়ংনাভ্যাং মেকদণ্ডমধ্যগতায়ামান্তববোধস্ত মুখ্যপ্রোতোভূতায়ামুদানস্ত মুখ্য বৃত্তিঃ, সর্বত্র চ

আহার্য জিবিষ, যথা—বাত, পেব ও অন্ন। আব আহার্য বাহু বলিবা আজিহীর্ষাবোধ বাহ্যোন্তব-বোধ। (উপবিউক্ত চতুবিধ বাহ্যোন্তববোধেব অধিষ্ঠানেব মধ্য) ঝালেচ্ছা-গিপালা-কুধা-রূপ আজিহীর্ষাবোধেব অধিষ্ঠানে প্রাণেব মুখ্যবৃত্তি (অত্র জগৌণবৃত্তি)। শ্রুতি যথা, “প্রাণ হৃদয়”, “হৃদয়ে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত”, “প্রাণ আহাবকর্তা” ইত্যাদি। অত্র উক্ত হইবাছে, “মুখ-নাসিকাব মধ্য, হৃদয়মধ্যে ও নাভিমধ্যে প্রাণেব আলয় (যোগার্ব)।” নাভিমধ্যে অর্থাৎ কুধাবোধেব স্থানে। চিত্ত এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় শক্তিব বশগ হইয়া প্রাণ তাহাদেব বাহ্যোন্তব-বোধাধিষ্ঠানানাং ধাবণ কবে ॥ ৪৫ ॥

শাবীর-খাতুগতবোধাধিষ্ঠানকে ধাবণ কবা উদানেব কার্ঘ্য। “পুণ্যেব দ্বাবা পুণ্যলোকে, পাপেব দ্বাবা পাপলোকে উদান নয়ন কবে”, এই শ্রুতি হইতে, আব “উদানজযে জল-পঙ্ক-কটকাদিবিষ সহিত অলঙ্গ অর্থাৎ পবীৰ লঘু হব, এবং ইচ্ছাবৃত্ত্য-কর্মতা হব”, এই যোগসূত্র হইতে, এবং “উদান শবীরভ্যাগেব হেতুঃ”, এই শাস্ত্রবাক্য হইতে জানা গেল যে অপনীয়মান উদানেব দ্বাবা মরণব্যাপাব শেষ হয়। মরণকালে অত্র বাহুজ্ঞান ও চেষ্টাব নিবৃত্তি হব। যথা উক্ত হইবাছে, “মরণকালে ইন্দ্রিয়বৃত্তি ক্লীণ হইয়া মুখ্য প্রাণবৃত্তি লইয়া অবস্থান কবে” (এন্ উপ. পাঙ্কবভাষ্য) তখন (বাহু-জ্ঞানেব ও কর্মেব নিবৃত্তি হইলে) শাবীর-খাতুগত বোধই অবশিষ্ট থাকে, যাহা ক্রমশঃ শবীবাঙ্গলকল ভ্যাগ কবিলে বৃত্ত্য হব। অতএব উদান শাবীর-খাতুগত বোধ হইল। স্মৃতি যথা, “মর্মলকল ছিহ্নমান হইলে স্তম্ভ শবীর ভ্যাগ কবে” (অম্ববেধপর্ব)। মর্ম অর্থাৎ শাবীর-খাতুগত-বোধাধিষ্ঠান। “তাহাদেব (নাভী) মধ্য একেব দ্বাবা উদান উৎপন্ন হব” ইত্যাদি শ্রুতি হইতে, এবং “স্বয়ং চোক্ষগামিনী”, “স্বয়ং জ্ঞাননাভী, তাহা বোগীদেব সিদ্ধিদায়িনী” এই সকল শাস্ত্রবাক্য হইতে,

সামান্যবৃত্তিরিতি । উক্তঞ্চ “তদৈক্যবোধকঃ সন্মদানো বায়ুপাদতলমস্তকবৃত্তিঃ” ইতি । চিত্তেজ্জিশ্রয়শক্তিবশগা উদানশক্তিস্তেবাং বাতুগতবোধার্থিষ্ঠানানাং বিধবতে ॥ ৪৬ ॥

চালনশক্ত্যর্থিষ্ঠানধাবণং ব্যানকার্ঘ্যম্ । “অতো যাত্তাত্তানি বীৰ্যবন্তি কৰ্ম্মাণি যথা-  
গ্নেৰ্মহনমাজেঃ সরণং দৃচ্চা বহুব আবমনম্” ইতি, “বো ব্যানঃ সা বাক্” ইত্যাদিশ্রুতিভাঃ  
যেচ্ছচালনশক্ত্যর্থিষ্ঠানধারণং ব্যানকার্ঘ্যমিতি গম্যতে । “অত্রৈদেবকশতং নাভীনাং  
তাসাং শতং শতমেকৈকস্তাং দ্বাসগুণতিৰ্ভাসগুণতিঃ প্রেতিশাখানাভীসহস্রাণি ভবন্ত্যানু  
ব্যানশ্চবতি” ইতি শ্রুতেঃ হ্রদবাৎ প্রস্থিতানু নাভীযু ব্যানবৃত্তিবিভ্যাপি চ গম্যতে । তা হি  
হ্রদানু নাভ্যো বসবজ্ঞানদীন সঞ্চালয়ন্তি । তথা চ শ্রুতিঃ “প্রস্থিতা হ্রদয়াং সর্বাশ্তির্ব-  
গুর্ধ্বমথস্তথা । বহন্ত্যন্নবসান্নাভ্যো দশপ্রাণপ্রচোদিতাঃ ॥” ইতি । অতঃ যেচ্ছসঞ্চালকে  
অন্তঃসঞ্চালকে চ শবীবাংশে ব্যানবৃত্তিবিতি সিদ্ধম্ । এতবোবন্ত্যে চ তস্ত মুখ্যবৃত্তিঃ ।  
ইতবকবণশক্তিবশগেন ব্যানেন উদ্রত্য-সঞ্চালক্যাংশো বিধ্রিয়ত ইতি ॥ ৪৭ ॥

মলাপনঘনশক্ত্যর্থিষ্ঠানধাবণমপানকার্ঘ্যম্ । “নিবোজসার্ন নির্গমনং মলানাঞ্চ পৃথক্  
পৃথগ্” ইতি শ্রুতেবোজোহীনানাং সর্ববাতুগতমলানাং পৃথক্বণমেবাপানকার্ঘ্যম্ । ন তু

যেকদণ্ডেব মধ্যগত উৰ্দ্ধশ্রোতখিনী ত্বয়ুহা নাভী, বাহা আন্তববোধেব মুখ্যশ্রোতঃ, তাহাতে উদানেব  
মুখ্যবৃত্তি, আব সর্বত্র সামান্যবৃত্তি, যথা উক্ত হইয়াছে, “উৰ্দ্ধগত উদান অগাধতল-মস্তকবৃত্তি”  
( প্রম্লোপনিষদ্ ভাষ্য ) । চিত্ত ও ইজ্জিশ্রয়শক্তি বশগ হইবা উদান তাহাদেব বাতুগত-বোধার্থিষ্ঠানানাং  
বিধাবণ কবে ॥ ৪৬ ॥

চালনশক্তি বহা অর্থিষ্ঠান, তাহা ধাবণ কবা ব্যানেব কার্ঘ্য । “অমিউৎপাদনার্থ অবগিকাঠ  
যৰ্ঘণ, লক্ষ্য হানে ধাবন, দৃচ্চাষব আবমন প্রভৃতি যে সকল অস্ত্র বীৰ্যবৎ কার্ঘ্য তাহাবা ব্যানেব,” “বাহা  
ব্যান, তাহা বাসিজিব” ইত্যাদি শ্রুতি ( ছান্দোগ্য ) হইতে যেচ্ছচালন শক্তি বহা অর্থিষ্ঠান তাহা  
ধাবণ কবা ব্যানেব কার্ঘ্য বলিয়া জানা যায় । “হ্রদযে ১০১ নাভী আছে, তাহাদেব প্রত্যেকেব  
৭২০০০ প্রেতিশাখা নাভী আছে, তাহাতে ব্যান সঞ্চালন কবে” এই শ্রুতি বহা, হ্রদ বহইতে প্রস্থিত  
নাভীসকলেও ব্যানেব হান বলিয়া জানা যায় । সেই হ্রদযুলা নাভীসকল বসবজ্ঞানদিকে সঞ্চালিত  
কবে, শ্রুতি যথা—“প্রাণসকল হ্রদ বহইতে বজ্রভাবে, উৰ্দ্ধ ও অধোদিকে প্রস্থিত হইয়াছে ।  
নাভীগণ দশ-প্রাণ-প্রেতিত হইবা অদ্রেব রসসকল বহন কবে ।” এই হেতু যেচ্ছসঞ্চালক এবং  
অন্তঃসঞ্চালক এই উভয় শবীবাংশেই ব্যানেব হান, ইহা সিদ্ধ হইল । এতন্মধ্যে শেষেভেই বা  
অন্তঃসঞ্চালক শবীবাংশেই ব্যানেব মুখ্যবৃত্তি । অন্তান্ত কবণশক্তি বশগ হইবা ব্যান তাহাদেব  
সঞ্চালক অথ বিধাবণ কবে ( পৌৰাণিক দশপ্রাণ যথা, প্রাণ-উদান-ব্যান-অপান-সমান, তম্যাতীত  
নাগ-কূর্ম-কুকব বা কুকল-দেবদত্ত-ধনঞ্জয় ) ॥ ৪৭ ॥

মলাপনঘন-শক্তি অর্থিষ্ঠান ধাবণ কবা অপানেব কার্ঘ্য । “নিবোজ ( মৃতবৎ ভ্যক্ত ) মন-  
সকলেব পৃথক্ পৃথক্ নির্গমন কবা” ( মহাভাবত ) । এই শ্রুতি হইতে সর্ববাতুগত ভীঘনহীন মলকে  
পৃথক্ কবাই অপানেব কার্ঘ্য । বিদ্যুজ্যোৎসর্গ অপানেব কার্ঘ্য নহে, কাবণ তাহাবা পান্যুদানক



বিগ্নদ্রোণসর্গজ্ঞৎকার্যং তস্ম পায়ুর্কার্যদ্বাং । “পায়ুপস্থেহপানম্” ইতি ঋতে: মূত্রাদিমল-  
পৃথক্কাবকে শবীবাংশে পায়ুদৌ তস্ম মুখ্যা বৃত্তিঃ, সর্বগাত্রেবু চ সামান্তবৃত্তিরিতি ॥ ৪৮ ॥

দেহোপাদাননির্মাণশক্ত্যধিষ্ঠানধাবৎ সমানকার্যম্ । তথা চ ঋতি: “এষ  
হ্রোতকৃতমন্নং সমং নয়তি তস্মাদেতা: সপ্তার্চিবো ভবন্তি” ইতি, “যদুচ্ছাসনিখাসাবেতা-  
বাহুতী সমং নয়তীতি স সমান” ইতি চ । অভজিবিধাহার্যস্ত দেহোপাদানত্বেন পরিণমনং  
সমানকার্যমিতি সিদ্ধম্ । উক্তঞ্চ “পীতং ভক্ষিতমাত্রাতং বস্ত্রপিত্তককানিলাং । সমং  
নয়তি গাত্রাণি সমানো নাম মাকতঃ ॥” ইতি । “মধ্যে তু সমান” ইতি ঋতেনাভি-  
দেশস্তু আমাশয়পকাশাদৌ মুখ্যা সমানবৃত্তিঃ ; সর্বগাত্রেবু চ তস্ম সামান্তবৃত্তিবিতি ।  
যথোক্তং যোগার্গবে “সর্বগাত্রে ব্যবস্থিত” ইতি ॥ ৪৯ ॥

বাহ্যোদ্ভববোধাদিষ্ঠানং ধাতুগতবোধাদিষ্ঠানং চালকশক্ত্যধিষ্ঠানং মলাপনয়নশক্ত্য-  
ধিষ্ঠানং দেহোপাদাননির্মাণশক্ত্যধিষ্ঠানক্বেতি পঞ্চৈতেষামধিষ্ঠানানাং সংঘাতঃ শরীরম্ ।  
এভ্যোহতিবিভক্ত: নাস্ত্যন্তঃ শবীবাংশ: । প্রকাশাদিক্যাং প্রাণ: সাত্বিক:, আবৃত্তভরদ্বাদ্ধ-  
দান: সাত্ত্বিকবাজস:, ক্রিয়াধিক্যাদ্ ব্যানো বাজস:, অপানো বাজসতামস:, স্থিত্যধিক্যং  
সমানশ্চ তামস: ॥ ৫০ ॥

জ্ঞানেন্দ্রিয়কর্মেন্দ্রিয়বৎ প্রাণা অপ্যগ্নিতাস্থকা:, ঋতিশ্চাত্র “আত্মন এষ প্রাণো  
জায়ত” ইতি । অপবিণামিদ্ধাক্ষিলাত্মন: অত্র আত্মনোহগ্নিতায়ী ইত্যর্থ: । “সদ্বাং  
সমানো ব্যানশ্চ ইতি যজ্ঞবিদো বিচু: । প্রাণাপানাবাজ্যভাগৌ তযোর্মধ্যে হৃত্যশন: ॥”

কর্মেন্দ্রিবেষে বেচ্ছামূলক কার্য । “পায়ু ও উপরে অপান” এই ঋতি হইতে জ্ঞান বায়, মূত্রাদি-মল-  
পৃথক্কাবক পায়ু আদি শবীবাংশে অপানব মুখ্যবৃত্তি এবং সর্বশবীবে তাহাব সামান্তবৃত্তি ॥ ৪৮ ॥

দেহেব উপাদান (বস-বস্ত-গ্রাসাদি) নির্মাণ কবিবাব যে শক্তি, তাহাব বাহা অধিষ্ঠান, তাহা  
ধাবণ কবা সমানেব কার্য । ঋতি (ঋশ্ব) বধা—“এই সমান হত অন্নকে সমনবন কবে, তাহাতে  
অন্ন সপ্তার্চি হয় ।” অত্র ঋতি বধা—“উচ্ছাল ও নিখাসরূপ এই দুই আহুতিকে যে সমনবন কবে,  
সে সমান ।” অতএব জিহ্বিহ আহার্যকে (বায়ু, পেব ও অন্নকে) দেহোপাদানরূপে পবিণত কবাই  
সমানেব কার্য ইহা সিদ্ধ হইল । বধা উক্ত হইবাছে, “পীত, ভুক্ত ও আত্মাত আহাবকে বস্ত্র, পিত্ত,  
কক ও বায়ু হইতে (শবীবরূপে) সমনবন কবা সমান বায়ু ব কার্য” (যোগার্গবে) । “মধ্যে সমান”,  
এই ঋতি হইতে জ্ঞান বায়, নাস্তিদেশস্থ আমাশয় ও পকাশবাহিত্তে সনানেব মুখ্যবৃত্তি, আব সর্বজ  
তাহাব সামান্তবৃত্তি । বধা যোগার্গবে উক্ত হইবাছে, “সমান সর্বগাত্রে ব্যবস্থিত” ॥ ৪৯ ॥

বাহ্যোদ্ভব-বোধেব অধিষ্ঠান, ধাতুগত-বোধেব অধিষ্ঠান, চালক-শক্তিব অধিষ্ঠান, মলাপনয়ন-  
শক্তিব অধিষ্ঠান, আব দেহোপাদাননির্মাণ-শক্তিব অধিষ্ঠান, এই পঞ্চ অধিষ্ঠানেব সম্বাত ঐবীব ।  
ইহাদেব অতিরিক্ত আব শবীবাংশ নাই । প্রাণসকলেব মধ্যে আত্ম প্রাণে প্রকাশাদিক্য-হেতু তাহা  
সাত্বিক, তাহা হইতে আবৃত্তভব-হেতু উদান সাত্ত্বিক-বাজস, ক্রিয়াধিক্য-হেতু ব্যান বাজস,  
অপান বাজস-তামস, আব স্থিত্যধিক্য-হেতু সমান তামস ॥ ৫০ ॥

ইতি স্মৃতেৱপ্যন্তঃকৰণাৎ প্রাণোৎপত্তিঃ সিদ্ধা । তথা চ সাংখ্যানুশিষ্টিঃ “সামান্যকরণ-  
বৃত্তিঃ প্রাণাত্মা বায়বঃ পঞ্চ” ইতি । অন্তঃকৰণত্ৰয়াণাং প্রাণো বৃত্তিঃ পরিণাম ইতি  
ভাবঃ ॥ ৫১ ॥

বাহ্যকরণবিচারে জ্ঞানেন্দ্রিয়েষু প্রকাশগুণত্বাদিক্যং ক্রিয়াস্থিত্যোচ্চাপ্রাধান্যং, ততঃ  
সাত্ত্বিকং জ্ঞানেন্দ্রিয়ম্ । কর্মেন্দ্রিয়েষু ক্রিয়াগুণস্ত প্রাধান্যং প্রকাশস্থিত্যোরন্নতা, ততঃ  
রাজসং কর্মেন্দ্রিয়ম্ । প্রাণেষু চ স্থিতিগুণস্ত প্রাধান্যং প্রকাশগুণস্তানুকূটতা তথা  
স্বেচ্ছাননধীনত্বাৎ কর্মেন্দ্রিবেভ্যঃ ক্রিয়াগুণস্তাপ্যপকর্ষস্তস্মাৎ প্রাণান্ত্যমসাঃ ॥ ৫২ ॥

তন্মাত্রাসংগৃহীতানি আবুদ্ধি-সমানান্তানি করণানি । বাহ্যজ্ঞাপিত্যন্তোবাং বিষয়াঃ ।  
এহণেন গ্রাহ্যে যথা ব্যবহৃত্যন্তে স বিষবঃ । গ্রাহ্যগ্রহণবোধ্যতিবঙ্গকলং বিষবঃ । জ্ঞাত্রে  
চ “এতা দশৈব ভূতমাত্রা অগ্নিপ্রজ্ঞা দশপ্রজ্ঞামাত্রা অগ্নিত্বং, বহি ভূতমাত্রা ন স্মার্ন  
প্রজ্ঞামাত্রাঃ স্মার্নবাহা প্রজ্ঞামাত্রা ন স্মার্ন ভূতমাত্রাঃ স্মাঃ ।” গ্রাহ্যে বিষবদ্বারেন গৃহ্যতে  
তন্মাদ্ বিষবঃ সম্পর্ককলোহপি বাহ্যজ্ঞাপিত ইবাবভাসতে । যথা শব্দবিষয়ঃ গ্রাহ্যজ্ঞাপিত  
ইব প্রতীয়তে, বস্তুতন্ত নাস্তি গ্রাহ্যত্বে শব্দঃ, তত্র ঘাতজ্ঞাত্রে বেপথুরেবাস্তি । বিষয়া

জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিবেব ভাব প্রাণও অগ্নিতাত্মক । এ বিষয়ে প্রশ্ন প্রতি যথা—“আত্মা  
হইতে এই প্রাণ প্রজ্ঞাত হব”, অর্থাৎ আত্মা হইতে বাহ্য হইবে, তাহা অভিজ্ঞাতাত্মক হইবে ।  
চিদাত্মা অবিকারী, অতএব যে-আত্মা হইতে প্রাণ উৎপন্ন হব তাহা অহংকারকণ বিকারী আত্মা ।  
“যজ্ঞবিদেবো বলেন, বুদ্ধিসত্ত্ব হইতে সমান, ব্যান এবং আত্মভাপ ( স্বত )-রূপ প্রাণ ও অপান এবং  
তাহাদেব মধ্যস্থ হতাশনকণ উদান উৎপন্ন হব” ( অথমেধপর্ব ) । এই স্মৃতিব বাবাও অন্তঃকরণ  
হইতে প্রাণেব উৎপত্তি সিদ্ধ হব । সাংখ্যীয উপদেশ যথা—“অন্তঃকরণজন্মেব সামান্যবৃত্তি প্রাণাদি  
পঞ্চ বায়ু” অর্থাৎ অন্তঃকরণজন্মেব এক প্রকাব ‘বৃত্তি’ বা পরিণামই প্রাণ ॥ ৫১ ॥

( এক্ষণে জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও প্রাণ, এই তিন প্রকাব বাহ্যকরণেব একত্র ভুলনা হইতেছে )  
বাহ্যকরণেব মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রিয়ে প্রকাশগুণেব আধিক্য এবং ক্রিয়া ও স্থিতিগুণেব অপ্রাধান্য, তজ্জন্ম  
জ্ঞানেন্দ্রিয় সাত্ত্বিক । কর্মেন্দ্রিয়ে ক্রিয়াগুণেব প্রাধান্য, প্রকাশ ও স্থিতিব অন্নতা তজ্জন্ম কর্মেন্দ্রিয়  
বায়ব । প্রাণসকলে স্থিতিগুণেব প্রাধান্য, প্রকাশগুণেব অনুকূটতা, আক বেচ্ছাব অনধীন বলিদ্বা  
কর্মেন্দ্রিযাপেক্ষা ক্রিয়াগুণেব অপকর্ষ, তজ্জন্ম প্রাণ তায়স ॥ ৫২ ॥

তন্মাত্রাবৈ চাবা সংগৃহীত বৃত্তি হইতে সমান পঞ্চস্ত সমস্ত শক্তিই কৰণ । তাহাদেব বিষয়  
বাহ্যজ্ঞব্যাপ্তিত । গ্রহণশক্তিব চাবা গ্রাহ্য বৈরূপে ব্যবহৃত হব, তাহাই বিষয় । ( বাহ্যবিষয়  
ত্রিবিধ, জ্ঞানেন্দ্রিয়েব বিষয় প্রকাশ, কর্মেন্দ্রিয়েব বিষয় কার্য ও প্রাণেব বিষয় ধার্য ) । বিষয় গ্রাহ্য ও  
গ্রহণেব সম্পর্কফল । প্রতি যথা—“একাপি দশটি ভূতমাত্রা প্রজ্ঞা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহকে অধিকার  
কবিধা অবস্থান কবে বলিয়া ‘অগ্নিপ্রজ্ঞা’ নামে অভিহিত হব, এবং দশটি প্রজ্ঞামাত্রা বা বিজ্ঞান,  
অর্থাৎ বাগাদি ইন্দ্রিয়ভূত বিষয়সমূহকে আশ্রয় কবিধা অবস্থান কবে বলিয়া ‘অগ্নিত্ব’ নামে কবিত  
হয় । যদি শব্দাদি বিষয় না থাকে, তবে বাগাদি ইন্দ্রিয়ও থাকিবে না, পক্ষান্তরে বাগাদি ইন্দ্রিয় না

গ্রাহ্যজ্ঞিতধর্মরূপেণ গ্রাহ্যশ্চ ধর্মাজ্ঞয়রূপেণ ব্যবহ্রিয়ন্তে তস্মাৎপ্রাপ্তিঃ গ্রাহ্যস্ত বাস্তবমূল-  
অরূপসাক্ষাৎকারোপায়ঃ । গোপেনাহুমানাদিনা তৎস্বরূপমবগম্যতে । বিষয়ান্ত সাক্ষাৎ-  
কৃতস্বরূপাঃ । কবণপ্রসাদবিশেষাদ্ বিষয়শ্চৈব সূক্ষ্মাবস্থা সাক্ষাৎক্রিয়তে যোগিভিন্ন মূল-  
গ্রাহ্যমিতি ॥ ৫৩ ॥

বাহ্যধর্মাজ্ঞয়ো গ্রাহ্যোহুনা বিচার্যতে । বোধ্যন্ত ক্রিয়াস্ব জাভ্যধ্বৈতি গ্রাহ্যধর্মঃ ।  
তত্র সবিশেষাঃ শব্দস্পর্শরূপবসগন্ধা ইতি পঞ্চ প্রকাশ্যধর্মঃ, অস্ত্রে চ বোধ্যবিষয়া  
গ্রাহ্যজ্ঞিতবোধ্যত্বধর্মঃ । দেশান্তরগতিবাহ্যস্ত ক্রিয়াস্বধর্মলক্ষণম্ । কর্মেদ্বিত্বৈঃ শরীরং  
সঞ্চাল্য তথা প্রকাশ্যবিষয়পরিণতিং দেশান্তরগতিত্বাবলোক্য ক্রিয়াস্বধর্মো উপলভ্যন্তে ।  
ক্রিয়াবোধকা জাভ্যধর্মঃ । শরীরবাধ্যং বুদ্ধ্য তথা জাভ্যাপগম্যাক্ষকে শবীরচালনে  
কর্মশক্তিব্যয়ক্ বুদ্ধ্য, তথা চ প্রকাশ্যবিষয়াববণমবলোক্য জাভ্যধর্মো অবগম্যন্তে ।  
কঠিনতা-তবলতা-বায়বীষতা-বস্মিতাদয়ঃ জাভ্যমূলা বোধাঃ ॥ ৫৪ ॥

ধাকিলে শব্দাদি বিষয়ও ধাকিলে না ।" (কৌবীতকী) । গ্রাহ্য বস্তু বিষয়রূপে গৃহীত হয়, তজ্জন্ম  
(গ্রাহ্য-গ্রাহণের) স্পর্শকল হইলেও বিষয় বাহ্যজ্ঞিতের দ্বাৰা প্রতীত হয় । যেমন শব্দবিষয় গ্রাহ্যজ্ঞিত  
ধর্মরূপে প্রতীত হয় ; বস্তুতঃ কিন্তু গ্রাহ্যজ্ঞ্যে শব্দ নাই, তাহাতে আবাত-জন্ম কাম্পনমাত্র আছে ।  
বিষয়লব্ধ যেমন গ্রাহ্যজ্ঞিত, গ্রাহ্যও তেমনি শব্দাদিবিষয়রূপ জ্ঞেয় ধর্মেব জ্ঞানরূপে ব্যবহৃত হয় ।  
তজ্জন্ম বিষয়েব বাস্তব-মূল সাক্ষাৎকাবের উপায় নাই, অহুমানাদি গোপ হেতুব দ্বাৰা তাহার সেই  
মূল-স্বরূপ জানা যায় । বিষয় স্বয়ং সাক্ষাৎকৃত-স্বরূপ । করণের নৈর্মল্য-বিশেষ অর্থাৎ সমাদি  
হইতে বিষয়েবই সূক্ষ্মাবস্থা (তুতত্নাজ্ঞরূপ) সাক্ষাৎকৃত হয়, গ্রাহ্যমূলের সাক্ষাৎকাব বাহ্যরূপে হয়  
না (কিন্তু গ্রহণরূপে হয়) ॥ ৫৩ ॥

বাহ্যধর্মেব জ্ঞান-স্বরূপ গ্রাহ্য অহুনা বিচারিত হইতেছে । বোধ্যস্ব, ক্রিয়াস্ব ও জাভ্য ইহাবা  
গ্রাহ্যধর্ম, অর্থাৎ সমস্ত গ্রাহ্যধর্ম মূলতঃ এই ত্রিবিধ । তন্মধ্যে স্বগতবৈচিত্র্যেব সহিত শব্দ, স্পর্শ, রূপ,  
রস ও গন্ধ এই পঞ্চ প্রকাশ্যধর্ম এবং অন্ত বোধ্যবিষয় গ্রাহ্যজ্ঞিত বোধ্যত্বধর্ম অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রি়ের  
দ্বাৰা এবং কর্মেন্দ্রি় ও প্রাণগত অহুভবশক্তিৰ দ্বাৰা বাহ্য বোধগম্য হয়, তাহাই বোধ্যত্বধর্ম ।  
দেশান্তরগতি বাহ্যেব ক্রিয়াস্বধর্মের লক্ষণ । ক্রিয়াস্বধর্ম তিন প্রকাৰে উপলব্ধ হয়, যথা—  
(১) কর্মেন্দ্রি়েব বা স্বকীয় চালনশক্তিব দ্বাৰা (ইহাতে শরীরে গতিব অহুভব হয়), (২) প্রকাশ্য-  
বিষয় বা শব্দাদিব পরিণাম দেখিবা জানা যায় যে, তাহার ক্রিয়াস্ব, (৩) বাহ্য জ্ঞ্যেব দেশান্তর-  
গতি দেখিবাও ক্রিয়াস্বধর্ম জানা যায় । ক্রিয়াব বোধক ধর্মেব নাম জাভ্যধর্ম । জাভ্যধর্মও তিন  
প্রকাৰে বোধগম্য হয়, যথা—(১) শবীরের বাধ্য বোধ কবিয়া, অর্থাৎ শবীরে গতিশীল জ্ঞ্যেব বাধ্য  
পাইবা বোধ অথবা গতিশীল শবীরেব কোন জ্ঞ্যেব দ্বাৰা বোধ, এই ক্রিয়াবোধ বুদ্ধ্য, (২) শরীর-  
চালন জাভ্যের অপগম-স্বরূপ, তাহাতে কর্মশক্তি ব্যয় হয় ইহা অহুভব করিয়া (ইহাতে শবীরেব  
জাভ্যমাত্র বোধগম্য হয়) ; এবং (৩) প্রকাশ্যবিষয় যে শব্দাদি, তাহার আবরণ গোচর কবিয়া, অর্থাৎ

প্রত্যেকং বাহ্যজ্ঞেয়ং বোধ্যত্বক্রিয়াজ্ঞাত্যধর্ম্যাং কতিপয়বিশেষধর্ম্য বর্তন্তে ।  
তাদৃশি ত্রিবিশেষধর্ম্যাশ্চয়জ্ঞব্যাণি ভৌতিকমিত্যুচ্যতে, যথা ঘটপটধাতুপাশাণাদয়ঃ ।  
ক্রিয়াজ্ঞাত্যভাবোপিবোধ্যত্বাৎ তথোর্বোধ্যত্বধর্মে উপসর্জনীতাবঃ । দ্বিবিধো হি বাহ্য-  
বোধ্যত্বধর্মঃ, প্রকাশ্যবিষয়ো বাহ্যোন্তবানুভাব্যবিষয়শ্চেতি । তত্র প্রকাশ্যধর্ম্যাণামেব  
বাহ্যত্ববিধিবিস্তাবযুক্তো বাহ্যবস্তুপ্রতীতিরূপঃ । বাহ্যজ্ঞত্বক্বেপি নানুভাব্যবিষয়স্ত  
সুখকরত্বাদেবাহ্যত্ববিধিঃ । তন্মাত্রং সর্ববোধ্যত্বক্রিয়াজ্ঞাত্যধর্মেষু পূর্বোবর্তিনঃ প্রকাশ্য-  
ধর্ম্যাঃ । তান্ পূর্বজ্ঞাত্যন্তে উপলভ্যন্তে । তন্মাত্রং প্রকাশ্যধর্ম্যানুসাবত এব স্তুলবিষয়ান্  
সুক্ষ্মবিষয়েষু বিভজ্য সাক্ষাৎকবণীয়ম্ । প্রত্যক্ষবিষয়াণাং প্রকাশ্যধর্ম্যাণাং শব্দস্পর্শরূপ-  
রসগন্ধা ইতি পঞ্চ ভেদাঃ । তন্মাত্রং পঞ্চ এব তত্ত্বধর্ম্যাশ্চাণি সাক্ষাৎকাব্যযোগ্যানি  
ভৌতিকোপাদানানি তুত্যাখ্যজ্ঞব্যাণি । ক্রিয়াজ্ঞাত্যে পবিণামকল্পতাকপাত্যাং সামান্ততো  
ভূতেষু সমধাগতে ॥ ৫৫ ॥

আকাশবায়ুতেজোহপঞ্জিতযো ভূতানি । তত্র শব্দময়ং জড়পবিণামিজ্যমাকাশম্ ।  
তথা স্পর্শাদিময়া যথাক্রমং বায়ুদয়ঃ । প্রকাশ্যধর্ম্যূলবিভাগস্থায় ভূতানি হস্তাদিভিঃ

ব্যবধান-দুবতাদিব দ্বাণা জ্ঞানবোধ বোধ কবিবা । কঠিনতা, তবলতা, বায়বীয়তা, বস্কিতা প্রভৃতি  
বোধলকল জাত্যধর্ম্যূলক ॥ ৫৬ ॥

প্রত্যেক বাহ্যজ্ঞেয়ং বোধ্যত্ব, ক্রিয়াত্ব ও জাত্যধর্ম্যেব কতিপয় বিশেষ ধর্ম বর্তমান থাকে ।  
সেইরূপ ত্রিবিশেষ-ধর্ম্যাশ্চয় জ্ঞ্যকে ভৌতিক জ্ঞ্য বলে । যেমন ঘট, পট, ধাতু, পাশাণ প্রভৃতি ।  
( ত্রিবিশেষ ধর্ম্যে উদাহরণ যথা—যদি একটি ভৌতিক জ্ঞ্য, উহাতে স্ববিশেষ হরিত্রাবর্ণরূপ বোধ্যত্ব-  
ধর্ম্যেব বিশেষ ধর্ম আছে, সেইরূপ স্ববিশেষ গন্ধাদিও আছে । ভাব বা পৃথিবীর অভিমুখে গমনরূপ  
বিশেষ ক্রিয়াধর্ম এবং অজ্ঞাত বিশেষ ক্রিয়াও আছে । সেইরূপ বিশেষ-প্রকারেব কঠিনতা এবং  
অজ্ঞাত বিশেষপ্রকার জাত্যধর্ম আছে । এইরূপে সমস্ত ভৌতিক জ্ঞ্যই বিশেষ বিশেষ কতকগুলি  
বোধ্যত্ব, ক্রিয়াত্ব ও জাত্যধর্ম্যেব আশ্রয় ) ।

ক্রিয়াত্ব ও জাত্যধর্ম্যও বোধ্য ( নচেৎ কিরূপে গোচর হইবে ? ) । সেইজন্ত বোধ্যত্বধর্ম্যেই  
তাহাদেব উপসর্জনতাব অর্থাৎ তাহাবা গৌণভাবে থাকে । সেই বাহ্য বোধ্যত্বধর্ম্য দ্বিবিধ, প্রকাশ্য-  
বিষয় ( শব্দ-স্পর্শাদি ) এবং বাহ্যোন্তব অল্পভবেব বিধব । তন্মধ্যে প্রকাশ্যধর্ম্য সকলেবই বাহ্যবস্তু-  
প্রতীতিরূপ বিস্তারযুক্ত বাহ্যব্যাপ্তি আছে । বাহ্যজ্ঞত্ব হইলেও অল্পভাব্য বিষয়েব ( সুখকরত্বাদি )  
বাহ্যব্যাপ্তি সৃষ্টি নহে । তজ্জন্ত সমস্ত বোধ্যত্ব, ক্রিয়াত্ব ও জাত্যধর্ম্যেব মধ্যে পূর্বোবর্তী প্রকাশ্যধর্ম্য ।  
প্রকাশ্য ধর্ম্যসকলকে অগ্রবর্তী কবিবা অল্প সব ধর্ম উপলব্ধ হয় । তজ্জন্ত প্রকাশ্যধর্ম্যানুসাবেই বাহ্যত্ব  
স্থূল বিষয়কে সুক্ষ্ম বিষয়ে বিভাগ কবিবা সাক্ষাৎকাব্য কবা কর্তব্য । প্রত্যক্ষবিষয় যে প্রকাশ্য ধর্ম্য-  
সকল তাহাদেব শব্দ, স্পর্শ, রূপ, বস ও গন্ধ-নামক পঞ্চ ভেদ আছে । তজ্জন্ত সেই পঞ্চ প্রকার ধর্ম্যেব  
আশ্রয়-স্বরূপ সাক্ষাৎকাব্যযোগ্য ভৌতিকেব স্থলীভূত পঞ্চ প্রকার জ্ঞ্য আছে, তাহাদেব নাম  
ভূততত্ত্ব । ক্রিয়াত্ব ও জাত্যধর্ম্য, পবিণাম ও বোধকল্পে ভূতেতে নামান্তভাবে অল্পগত আছে ॥ ৫৭ ॥

পৃথকরূপীয়ানি। হস্তাদিভির্বিভক্তস্ত ভৌতিকস্ত ভৌতিকান্তবেষু অভ্যাহুসাবী বিভাগঃ  
স্তাৎ। নিকদ্ধাপবেষু একৈকেন জ্ঞানেদ্বিয়েণ ভূতানি পৃথগুপলভ্যন্তে। বিভক্তীমুগত-  
সমার্থো নিকদ্ধেষু হুগাদিষু অনিকদ্ধেন শ্রোত্রমাত্রেন যদ্বাহুং শব্দময়ং বস্তুস্তীতি প্রত্যক্ষী-  
ক্রিয়তে তদাকাশশব্দপম্। এতেন বায়ুদীনামপি স্বরূপমুক্তম্। কেচিদ্ধদন্তি ন সন্তি  
শব্দান্তেকৈকগুণাশ্রয়াণি পৃথগুভূতানি জব্যাপি, হস্তাদিভিঃ পৃথকুভূতানাং তাদৃশামলা-  
ভাদিতি। লৌকিকানামৰ্বাগুদৃশাং পক্ষে তৎ সত্যং, ন তু যোগিনাং সমাধিবলযুক্তানামিতি  
ব্যাখ্যাতম্। তৈঃ পুনরিদমুচ্যতে, একস্তৈব জড়বাহুজবন্ত ক্রিয়াভেদাঃ শব্দাদয়ঃ, কিং  
পঞ্চদ্রব্যকল্পেনেতি। তত্রৈদং বস্তুব্যম্, শব্দাদীনাম্ ক্রিয়াজগত্বাং ন চ শব্দাদিমূলস্ত  
বাহুজবন্ত যন্ত ক্রিয়াভ্যঃ শব্দাদয় উৎপত্তন্তে তস্তান্তি প্রত্যক্ষযোগ্যতা। বাহুস্তাহুমেয়ম-  
প্রত্যক্ষযোগ্যং মূলমগ্নিতাস্তকমুপবিষ্টাং প্রতিপাদয়িত্বামঃ। বাহুমূলয়া অন্তা অগ্নিতায়াঃ  
পরিণামভেদা এব শব্দাদীনামাশ্রয়জব্যাপি। গ্রাহদৃশি গ্রাহভূতপ্রকাশক্রিয়াস্থিত্যাত্মকং

আকাশ, বায়ু, তেজ, অণু ও ক্রিতি এই পাঁচটি পঞ্চভূতের নাম (সাধারণ জল, বাতাস, মাটি নহে)। ভ্রম্যে শব্দময় জড় পরিণামী দ্রব্য আকাশের লক্ষণ। সেইরূপ স্পর্শাদিময় জড় পরিণামী দ্রব্যসকল স্বাক্ষম্ বায়ু, তেজ ইত্যাদি। প্রকাশ (প্রত্যক্ষ) ধর্মমূলক বিভাগ বলিয়া ভূতসকল হস্তাদি বা বা পৃথককরণেব যোগ্য নহে। হস্তাদি (অর্থাৎ হস্ত ও তৎসহায় স্বস্তাদি) দ্বারা বিভাগ করিলে ভৌতিক দ্রব্যেব অণব আব এক ভৌতিকে অভ্যাহুসাবী বিভাগ হয়। (মনে কব, লিন্দুবকে পাবহ ও গন্ধকে বিভাগ কবিলে, তাহা ভৌতিকে ভৌতিকে বিভাগ কবা হইল, তদ্বাস্তবে বিভাগ হইল না। তবে ভূতসকল কিরূপে পৃথকভাবে উপলব্ধ হয়?—) অণব সমস্ত জ্ঞানেদ্বি নিকদ্ধ কবিয়া কেবল একটিমাত্র অনিরুদ্ধ-জ্ঞানেদ্বিয়েব দ্বাৰা এক একটি ভূত উপলব্ধ হয়। বিভক্তীমুগত সমাধিতে হুগাদি নিকদ্ধ কবিয়া কেবল একমাত্র অনিরুদ্ধ জ্ঞানেদ্বিয়েব দ্বাৰা যে বাহু ‘শব্দময় বস্তু আছে’ বলিয়া প্রত্যক্ষ হয়, তাহাই আকাশের স্বরূপ (‘তত্ত্বনাক্যংকাব’ দ্রষ্টব্য)। ইহার দ্বাৰা বায়ু, তেজ প্রভৃতি স্বরূপও এই প্রকাৰে বলিয়া বুঝিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন, শব্দাদি এক একটি গুণেব আশ্রয়-স্বরূপ পঞ্চ পৃথক্ দ্রব্য নাই, কাবণ হস্তাদি বা বা পৃথক্ কবিয়া তাদৃশ দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মূলদৃষ্টি লৌকিক পুরুষেব পক্ষে তাহা সত্য, কিন্তু সমাধিবলযুক্ত যোগীদের পক্ষে তাহা সত্য নহে, ইহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে, অর্থাৎ হস্তাদি দ্বাৰা পৃথক্ কবণযোগ্য না হইলেও যোগীবা সমাধিহেতুবে এই পাঁচটি ভাব পৃথক্ কবিয়া উপলব্ধি কবিতে পাবেন। তাহা বা পুনর্বা বলেন, একই জড় বাহু-দ্রব্যের ক্রিয়া-ভেদই শব্দস্পর্শাদি, অভএব পঞ্চ দ্রব্য কল্পনা কবিয়া লাভ কি? তাহাদেব শব্দাব উত্তর এই—শব্দাদি ক্রিয়াজাত, অভএব শব্দাদি মূল যে বাহুদ্রব্য, বাহাব ক্রিয়া হইতে শব্দাদি জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাব প্রত্যক্ষযোগ্যতা নাই। বাহুেব অপ্রত্যক্ষযোগ্য কিন্তু অহমেব অগ্নিতা-স্বরূপ মূল আমবা পবে প্রতিপাদিত কবিব। সেই অগ্নিতা-স্বরূপ বাহুমূলেব পরিণাম-ভেদই শব্দাদি আশ্রয়দ্রব্য। গ্রাহদৃষ্টিতে দেখিলে বলিতে হইবে যে গ্রাহভূত প্রকাশ-ক্রিয়া-স্থিত্যাত্মক দ্রব্যই শব্দকপাদি বাহুমূল। মূলদ্রব্যেব অবশেষেচ্ছ পণ্ডিতদেব দ্বাৰা তদ্ব্যতীত

জব্যমেব শব্দকপাদেবীহ্ম মূলম্ ইতি বক্তব্যম্ । নাহদ্বয় কিঞ্চিদ্ বক্তব্যং স্তাং মূলং  
গবেষযতা প্রেক্ষাবতা । তন্ত্ৰেব মূলজব্যস্ত প্রকাশগুণস্ত ভেদঃ স্থলস্থলশব্দাদয়ঃ । তথা  
ক্রিয়াস্থিত্যোৰ্ভেদাঃ শব্দাদিসংগতাঃ ক্রিয়াজ্ঞান্যাবোৰিষেবাঃ । যেষামস্মিতান্নকং বাহু-  
মূলমননুমতং তেবাং শব্দাত্মশ্রয়জব্যং সৰ্ব্বথাইপ্রমেয়ং স্তাং । অপ্রমেয়জব্যমেকমনেকং  
বেতি ন বিচার্যম্ । কিঞ্চ প্রত্যক্ষধৰ্ম্মানুসাবত এব ভূতবিভাগঃ । সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মমপি  
বাহুভাবং সাক্ষাৎকুৰ্বতঃ পঞ্চধেব বাহ্যোপলব্ধিঃ স্তাং ॥ ৫৬ ॥

যথা লৌকিকৈকজ্জিবেশধৰ্ম্মাশ্রয়ানি ভৌতিকজব্যানি সত্তীতি নিশ্চীযতে, তথা  
যোগিভিরপি ভূততত্ত্বং সাক্ষাৎকুৰ্বন্তিঃ শব্দাচ্চৈককধৰ্ম্মাশ্রয়িণো বাহুভাবা-নিশ্চীযন্তে ।  
যথা বা লৌকিকৈর্হাটককপকাদিষু ভৌতিকানি বিভজ্য শিল্পাদৌ প্রযজ্যন্তে, তথা  
যোগিভিৰপি সৰ্বভৌতিকেষু শব্দমযাদীনি ভূতাত্মানি পঞ্চজব্যানি সাক্ষাৎকুৰ্বন্তিক্রিকাল-  
দৰ্শনাদৌ তানি প্রযজ্যন্তে । ভূতলক্ষণং যথাহ “শব্দলক্ষণমাকাশং বায়ুস্ত স্পর্শলক্ষণঃ ।  
জ্যোতিৰ্বাং লক্ষণং কপমাপশ্চ রসলক্ষণাঃ । ধাবিণী সৰ্বভূতানাম্ পৃথিবী গন্ধলক্ষণা ॥”  
ইতি ॥ ৫৭ ॥

ষাভমম্বনাদিজ্ঞাত্যং ক্রিয়ান্নকঃ শব্দাদয় ইতি প্রাগ্‌ব্যাব্যাহাতম্ । তত্র শব্দগুণস্তা-  
ব্যাহততা বিধ্বতঃ প্রসারিতা তথেষতবভুলনযা চ পুঙ্কলগ্রাহ্যতা, ততঃ শব্দাশ্রয়মাকাশং

এবিধমে অন্য কিছু বক্তব্য হইতে পাবে না (গ্রাহ্য প্রকাশক্রিয়াবিভিৰ অন্য দিক্‌ গ্রহণকপ অসিতা) ।  
সেই বাহুমূল দ্রব্যেব প্রকাশগুণেব ভেদ হইতেই নানাবিধ শব্দরূপাধি হয় । সেইরূপ তাহাব ক্রিয়া  
ও স্থিতিধৰ্মেব ভেদই শব্দাদিসংগত নানাবিধ ক্রিয়া ও গুণত। বাহাবা অস্মিতান্নক বাহুমূল  
ঈক্যব কবেন না, তাঁহাদেব পক্ষে শব্দাদিৰ আশ্রয়জব্য সৰ্ব্বথাই অপ্রমেয় হইবে । সেই অপ্রমেয় দ্রব্য  
এক কি অনেক, তাহা বিচার্য নহে, অর্থাৎ তাঁহাবা নিশ্চয় কবিয়া বলিতে পাবেন না যে, সেই  
বাহুমূল দ্রব্য একই হইবে, পঞ্চ হইবে না । কিঞ্চ প্রত্যক্ষীভূতধৰ্ম্মানুসাবে ভূতবিভাগ কবা হয় ।  
সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বাহুজব্য-সাক্ষাৎকাবকালেও পঞ্চ একাবেই বাহুধেব উপলব্ধি হয়, অর্থাৎ যতকণ বাহুজ্ঞান  
ধাকে, ততক্ষণ তাহা পঞ্চ ভাবেই প্রত্যক্ষ হয়, এক বলিয়া কখনও হয় না, তজ্জাত ভূতরূপ  
প্রত্যক্ষতঃ পঞ্চ বলাই সঙ্গত ॥ ৫৬ ॥

যেমন লৌকিকগণ বোধ্যত্মাধি তিন প্রকাব ধৰ্মেব কতকগুলি বিশেষ ধৰ্মেব আশ্রয়-স্বরূপ ভৌতিক  
পদার্থ আছে বলিয়া প্রত্যক্ষ নিশ্চয় কবে, সেইরূপ যোগিগণ ভূততত্ত্ব-সাক্ষাৎকাবকালে শব্দাদি এক  
একপ্রকাব ধৰ্মেব আশ্রয়ভূত বাহুভাব প্রত্যক্ষনিশ্চয় কবেন । আব যেমন লৌকিকগণ স্বর্ণ-  
বোণাদিতে ভৌতিক পদার্থ বিভাগ কবিয়া শিল্পাদিতে প্রয়োগ কবে, সেইরূপ যোগিগণও ভৌতিকেব  
ভিত্তব শব্দাদি এক এক গুণময ভূতানামক পঞ্চ ভিন্ন দ্রব্য সাক্ষাৎ কবিয়া তাহা ক্রিকালদৰ্শনাদিতে  
প্রয়োগ কবেন (‘তথ্যসাক্ষাৎকাব’ চ দ্রষ্টব্য) । ভূতলক্ষণ স্মৃতিতে (অশ্বমেধপৰ্ব) এইরূপ উক্ত  
হইয়াছে, “আকাশ শব্দলক্ষণ, বায়ু স্পর্শলক্ষণ, তেজ রূপলক্ষণ, অপ সলক্ষণ এবং সৰ্ব ভূতেব ধাবিণী  
পৃথিবী গন্ধলক্ষণা” ॥ ৫৭ ॥

সাত্বিকম্। তাপাদেঃ শব্দাদপ্রসার্যতাদর্শনাদ্ বায়ুঃ সাত্বিকরাজসঃ। উত্তুভয়াভ্যাং ক্লিপস্ত  
ব্যাহততবঃ প্রসাবঃ তথাহি চিন্ত্যাস্তসঞ্চাবাচ্চ তস্ত ক্রিয়াধিক্যং, ততস্তেজো বাজসম্। রসো  
গন্ধাৎ সূক্ষ্মক্রিয়াস্ককস্তস্মাদ্ অবৃত্তং রাজসতামসম্। স্থূলক্রিয়াস্ককস্মাদ্ গন্ধস্ত ক্রিতিভূতং  
তামসম্। স্বর্ঘতে চ “অন্তোস্তব্যতিবক্তাচ্চ ত্রিগুণাঃ পঞ্চ ধাতবঃ” ইতি। পঞ্চ ধাতবঃ  
পঞ্চঃ ভূতানীত্যর্থঃ ॥ ৫৮ ॥

ষড়্জ্বৰ্ভ-নীলগীত-মধুবান্নাদয়ঃ শব্দাদিগুণানাং বিশেষাঃ। সৌম্যাদ্ যত্র ষড়্জাদয়ো  
ভেদাঃ প্রত্যাস্তমিতা ভবন্তি, তদবিশেষবশাদিভাবাশ্রয়ং বাহুজব্যাং ভস্মাত্রম্। স্থূলস্ত সূক্ষ্ম-  
সংঘাতজন্মদ্বাং তন্মাত্রং ভূতকারণম্। ভূতবৎ তন্মাত্রমপি প্রত্যক্ষতত্ত্বং, নানুময়মাত্রম্।  
প্রত্যক্ষণে যৎ তত্ত্বমুপলভ্যতে তৎ প্রত্যক্ষতত্ত্বম্। উক্তমিত্ত্রিয়াণাং বিষয়াস্ককক্রিয়া-  
বাহকত্বম্। সমাধিনা হৈর্ঘ্যকাষ্ঠাশ্রাণ্ডেবু ইন্দ্রিয়েবু তেবাং বিষয়াস্কচাক্ষুণ্যগ্রাহকতাহভাবে  
চ প্রত্যাস্তময়তে বিষয়জ্ঞানম্। প্রাগস্তগমনাদভিহিরযেজ্রিবপ্রণালিকবা গৃহমাণাতি-  
সূক্ষ্মবৈষয়িকোজ্জেকো যদ্বাহুজ্ঞানমুৎপাদযতি তৎক্ষণপ্রতিযোগিনী ক্রিয়াপরিণতিৰ্বা  
তন্মাত্রস্বরূপম্। তদাতিহৈর্ঘ্যাদিত্ত্রিয়াণাং স্থূলক্রিয়াস্ককানাং বিশেষবিসয়্যাঃ সূক্ষ্ময়া একয়ৈব

১. ধাত-মধুনাদি-জাত বলিয়া শব্দাদি ক্রিয়াস্কক, ইহা পূর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তন্মধ্যে শব্দ-  
গুণের অব্যাহততা, চতুর্ধিকে প্রসার, এবং অগ্নব স্ককলেব তুলনায় অধিকতম গ্রাহ্যতা (‘নাংখ্যীব  
প্রাণতত্ব’ দ্রষ্টব্য) দেখা যায়, তজ্জন্য ঐকান্ত্য আকাশ সাত্বিক। শব্দাণেকা তাপাদির অপ্রসার্যতা  
দেখা যায় বলিয়া বায়ু সাত্বিক-বাজস। তদুভয় হইতে রূপেব প্রসাব আবিও বাধনযোগ্য (অর্থাৎ  
শব্দ ও তাপ বাহাব দ্বাবা বাধিত হব না, রূপ তাহাব দ্বারা বাধিত হব) এবং তাহা অচিন্ত্যরূপে  
জ্ঞতলক্ষ্যাবা বা ক্রিয়াধিক বলিয়া তেজ বাজস। গন্ধ হইতে বস সূক্ষ্মক্রিয়াস্কক তজ্জন্য অগ্ন-রাজস-  
তামস। আবি, গন্ধেব সূক্ষ্মক্রিয়াস্ককহেতু ক্রিতিভূত তামস। এ বিষয়ে স্মৃতি যথা—“তিন গুণ  
পবন্যব মিলিত হইবা পঞ্চধাতু উৎপাদন কবে” (অশমেধপৰ্ব)। পঞ্চধাতু অর্থে পঞ্চভূত ॥ ৫৮ ॥

ষড়্জ, জ্বৰ্ভ, নীল, গীত, মধু, ব, অন্ন প্রভৃতি শব্দাদি গুণস্ককলেব বিশেষ। সূক্ষ্মতাবশতঃ  
যেখানে ষড়্জাদি-ভেদ একীভূত হইয়া যায়, সেই অবিশেষ ঐকান্ত্যমাত্রেব আশ্রয়ভূত বাহুজব্যা  
তন্মাত্র। সূক্ষ্মস্কক সূক্ষ্মেব সঙ্ঘাত-জন্ম বা সমষ্টিব ফল বলিয়া তন্মাত্র সূক্ষ্মভূতবে কাণব। ভূতবে  
জ্ঞাব তন্মাত্রও প্রত্যক্ষতত্ত্ব, অল্পসেয়মাত্র নহে। প্রত্যক্ষেব দ্বাবা বাহাব তত্ত্ব উপলব্ধ হব, তাহা  
প্রত্যক্ষতত্ত্ব। ইন্দ্রিয়গণ যে বিষয়াস্কক ক্রিয়াব গ্রাহক, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। সমাধিদ্বাবা  
ইন্দ্রিয়স্কক সম্পূর্ণরূপে স্থিব হইলে ও তাহাদেব দ্বাবা বৈষয়িক চাক্ষুণ্য গৃহীত হইবাব যোগ্যতা  
লোপ পাইলে বিষয়জ্ঞান প্রত্যাস্তমিত হয়। বিষয়জ্ঞান বিলুপ্ত হইবাব অব্যবহিত পূর্বে অতিস্থিব  
ইন্দ্রিয়রূপ প্রণালীব দ্বাবা অতি সূক্ষ্ম বৈষয়িক ক্রিয়া গৃহীত হইবা তাহা যে বাহুজ্ঞান উৎপাদন কবে,  
অথবা সেই ক্ষণব্যাপী ক্রিয়াজনিত যে পরিণাম, তাহাই তন্মাত্রেব স্বরূপ। তখন ইন্দ্রিয়গণেব  
অতিহৈর্ঘ্যেতু সূক্ষ্মচাক্ষুণ্যাস্কক বিশেষবিসয়গণ, একইমাত্র সূক্ষ্মপ্রকাবে গৃহীত হব, তজ্জন্য তন্মাত্রগণকে  
অবিশেষ বলা যায়। যথা উক্ত হইয়াছে (বিকল্পব্যাধ), “সেই সেই গুণেব মধ্যে তাহা-মাত্র বলিয়া

দিশা গৃহ্যন্তে । তস্মাৎ তন্মাত্রাণি অবিশেষা ইত্যুচ্যতে । যথোক্তম্ “তস্মিংস্তস্মিংস্ত  
তন্মাত্রাস্তেন তন্মাত্রতা-শ্রুতা । ন শাস্তা নাপি বোবাস্তে ন মৃচাশ্চাবিশেষণাঃ ॥” ইতি ।  
বিশেষাঃ বড্জাদয়স্তদ্রহিতা অবিশেষা ইত্যর্থঃ । যথোক্তম্ “বিশেষাঃ বড্জগাঙ্কারাদয়ঃ  
শীতোক্তাদয়ঃ নীলগীতাদয়ঃ কষায়মধুবাদয়ঃ সুবভ্যাদয়ঃ” ইতি । বিশেষবহিতত্বাত্তানি  
শাস্তাদিশ্রুতানি । শাস্তঃ সুখকবঃ, বোবো দুঃখকবঃ, মৃচো মোহকব ইতি । বাহ্যস্ত  
নীলগীতাদিবিশেষবস্তুভ্য এব সুখাদিকবৎ, তদ্রহিতস্তাবিশেষবৈশ্বকরসস্ত তন্মাত্রস্ত নাস্তি  
সুখাদিকবৃত্তমিতি । তন্মাত্রাণি যথা—শব্দতন্মাত্রাৎ স্পর্শতন্মাত্রাৎ রূপতন্মাত্রাৎ বসতন্মাত্রাৎ  
গন্ধতন্মাত্রামিতি । তানি যথাক্রমমাকাশাদীনাম্ কারণানি । শব্দাদিগুণানাম্ যাতি-  
সুন্দ্যাবস্থা তদাশ্রয়ং ত্রব্যমেব তন্মাত্রম্ । যথোক্তং ভাস্বাচার্যেণ বাসনাভ্যন্ত্রে “গুণ-  
তৈবাস্তিসুস্মকপেণাবস্থানং তন্মাত্রশব্দেনোচ্যতে” ইতি । তথা চ “শব্দাদিবিশেষাণাম্  
হি ক্ষোভাত্মনাম্ যদেকমক্ষোভাত্মকং প্রাগ্ভাবি সামান্ত্যমবিশেষাত্মকং তচ্ছব্দতন্মাত্রম্  
এবং গন্ধাস্তেহপি বাচ্যম্” ইত্যভিনবগুপ্তঃ । সুস্মগুণাশ্রয়স্ত রূপক্রমেন গৃহ্যমাণস্ত  
সুস্মৈকোহবয়বঃ পবমানুঃ । ভূতবৎ তন্মাত্রাণ্যপি জ্ঞানেন্দ্রিয়মাত্রপ্রাধান্যমিহ । নিকন্ধে-  
পরেদ্বৈকেনৈব জ্ঞানেন্দ্রিযেণ বিচাবাহুগতসমাধিচ্ছিন্নেণ গৃহ্যমাণানি তানি পৃথগুপ-  
লভ্যন্তে ॥ ৫৯ ॥

(অর্থাৎ একমাত্র, স্পর্শমাত্র ইত্যাদি বলিয়া) তন্মাত্র নাম হইয়াছে । তাহাবা পাঁচ, বোব অথবা  
মৃচ নহে কিন্তু অবিশেষ, অর্থাৎ বগড-ডেহ বা বিশেষ বহিত, বিশেষ অর্থে বড্জাদি । যথা উক্ত  
হইয়াছে, “বিশেষ বড্জগাঙ্কারাদি, শীতোক্তাদি, নীলগীতাদি, কষায়মধুবাদি, সুবভ্যাদি” । বিশেষ-  
বহিতত্বহেতু তাহা পাঁচাদিভাবশূন্য । পাঁচ সুখকব, বোব দুঃখকব, মৃচ মোহকব । বাহ্যত্ববৎ  
নীলগীতাদি বিশেষ গুণ হইতে স্ববদুঃখাদিকরত্ব হয়, নীলাদি-বিশেষ-বহিত একবল তন্মাত্র, তচ্ছব্দ  
তাহা সুখাদিকর নহে । তন্মাত্রগণ যথা—একতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, বসতন্মাত্র ও  
গন্ধতন্মাত্র । তাহাবা যথাক্রমে আকাশাদিহৃৎলভূতব কাবণ । একাদি গুণসকলের যে অতিসুন্দ্যাবস্থা,  
তাহাব আশ্রয়ত্বই তন্মাত্র । ভাস্বরাচার্য-কর্তৃক বাসনাভ্যন্ত্রে বেকপ উক্ত হইয়াছে, “গুণেব অতি  
সুস্মরূপে অবস্থানই তন্মাত্র একেব ঘাবা উক্ত হইয়াছে” । “ক্ষোভাত্মক বা হৃৎ, ও নৈশিষ্ট্যমুক্ত  
শব্দাদিব যাবা অক্ষোভাত্মক হুতবঃ অবিশেষ এবং (কাবণরূপ) প্রাগ্ভাবী ও তাহাদেব  
(উপাদান-বকপ) নামাত্ত তাহাই যথাক্রমে এক-স্পর্শাদিব তন্মাত্র । গন্ধাদিবিশেষেও ইহা বক্তব্য”  
ইহা অভিনবগুপ্ত বলেন । তাহুণ হৃদ-গুণাশ্রয় স্বপক্ষে গৃহ্যমাণ ত্রব্যেব হৃদ একাবয়বই পবমানু ।  
ভূতবং চাব তন্মাত্রগণও জ্ঞানেন্দ্রিযেব চাবা গ্রাহ । চাবিটি জ্ঞানেন্দ্রিয নিরুক্ত কবিবা একটিমাত্র  
অনিরুক্ত জ্ঞানেন্দ্রিযকে বিচাবাহুগত সমাধিব চাবা ছিব কবিবা গ্রহণ কবিলে তন্মাত্রগণ পৃথক্ পৃথক্  
উপলব্ধ হয় ॥ ৫৯ ॥

তন্মাত্র হইতে পব হৃদ বাহ্যভাব আব প্রত্যক্ষযোগ্য নহে । ভূত ও তন্মাত্রেব বরূপ-প্রত্যক্ষ  
কি প্রকার তাহা যোগে বিবৃত হইয়াছে । তন্মাত্রেব কাবণ-পদার্থ বাহ্যরূপে প্রত্যক্ষভূত হয় না,



তন্মাত্রৈভ্যঃ পবঃ স্মৃষ্টো বাহ্যো ভাবে ন প্রত্যক্ষযোগ্যঃ । ভূততন্মাত্রয়োঃ স্বরূপ-  
প্রত্যক্ষং যোগে বিবৃতম্ । তন্মাত্রাকারণং ন বাহ্যত্বেন প্রত্যক্ষীভবতি । তত্ত্ব অনুমানেন  
নিশ্চীয়েতে । যোগিনাং পরমপ্রত্যক্ষপূর্বকং হি তদনুমানম্ । তন্মাত্রসাক্ষাৎকারে বিষয়স্ত  
সূক্ষ্মচাক্ষুর্গাঢ়কক্ষমহুভূতং, তত ইন্দ্রিয়ানামপি অভিমানাস্বকক্ষমূলভ্যতে । তস্ত  
চাভিমানস্ত গ্রাহকৃতোদ্রেকাজ্জ্ঞানম্ । যদভিমানং চালয়তি তদভিমানসম্ভাতীয়  
স্মাদিতি । তন্মাত্র গ্রাহ্যমভিমানাস্বকমিত্যনয়া দিশা গ্রাহ্যমূলগ্রহণয়োঃ সম্ভাতীয়  
নিশ্চীয়েতে । কিং চ বিষয়মূলং বস্তু ক্রিয়াশীলম্ । বাহ্যক্রিয়া দেশান্তরগতিঃ । দেশজ্ঞানক  
শব্দাদেববিনাভাবি । গ্রাহ্যমূলে শব্দাদেবভাবাৎ ন ভ্রত দেশব্যাপিনী ক্রিয়া কল্পনীয়া ।  
তন্মাত্র বিষয়মূলবস্তুনঃ ক্রিয়া অদেশব্যাপিনী । তাদৃশী চ ক্রিয়া অভিমানশ্চেব ।  
তন্মাত্রাভিমানরূপং বাহ্যমূলমিতি ॥ ৬০ ॥

সতঃ বিষয়াজয়জব্যস্ত বাহ্যমূলস্ত গত্যন্তবাস্তববাদপি অভিমানাস্বকত্বাভিকল্পনং  
যুক্তম্ । সদবুদ্ধিঃ প্রত্যক্ষে ভাবে গৃহমাণধর্মৈর্বিশিষ্টা সম্প্রজায়তে, অপ্রত্যক্ষে চ ভাবে  
পূর্বজ্ঞাতধর্মৈর্বিশিষ্টা উৎপত্ততে, নাহিবিশিষ্টা সদবুদ্ধিঃ স্থাতুমুৎসহতে । অত্যাধ্যক্ষস্ত  
বাহ্যমূলস্ত সত্তা স্বমাহাছ্যেনৈবোপতিষ্ঠতে, সা চ সদবুদ্ধিঃ কৈবেব ধর্মৈর্বিশিষ্টাভিকল্পনীয়া

তাহা অল্পমানের দ্বারা নিশ্চিত হয় । যোগীদের পবমপ্রত্যক্ষপূর্বক সেই অল্পমান হয় । তন্মাত্র-  
সাক্ষাৎকারকালে বিষয়ের স্বক্ষ-চাক্ষুর্গাঢ়তাব উপলব্ধি হয় (সমাধিব দ্বারা ইন্দ্রিয়শক্তিকে সম্পূর্ণ  
হিব কবিলে বিষয়জ্ঞান লোপ হয়, কিন্তু হৈথকে কিঞ্চিৎ ব্রথ কবিলে তন্মাত্রজ্ঞান হয় ; এইরূপ অল্পভব  
কবিয়া বিষয়ের চাক্ষুর্গাঢ়ত্ব অহুভূত হয়), আব, তন্মাত্র-সাক্ষাৎকারের পর ইন্দ্রিয়গণও যে  
অভিমানাস্বক, তাহাব উপলব্ধি হয় । সেই অভিমানের গ্রাহকৃত উদ্রেক হইতে বিষয়-জ্ঞান হয় ।  
বাহা অভিমানকে চালিত কবে, তাহা অভিমান-সম্ভাতীয় হইবে অর্থাৎ কালিক ক্রিয়াযুক্ত এক মনই  
এক মনকে ভাবিত কবিতে পারিবে । তজ্জন্ত গ্রাহ্য বিষয় অভিমানাস্বক । এই প্রকাবে গ্রাহ্য-মূল এবং  
তাহাব গ্রাহক এই উভয়ই যে একজাতীয় বা অভিমানাস্বক, তাহা বোধগম্য পবমপ্রত্যক্ষপূর্বক অল্পমান  
কবেন (লৌকিকগণের পবমপ্রত্যক্ষ না থাকিলেও ঐ প্রকাবের যুক্তির দ্বারা নিশ্চয় হয়) । কিঞ্চ  
বিষয়মূল ত্রব্য যে ক্রিয়াযুক্ত তাহা সিদ্ধ (কাবণ-বিষয়-জ্ঞান ইন্দ্রিযের ক্রিয়াস্বক) । বাহ্য ক্রিয়া  
দেশান্তব-প্রাপ্তি । দেশজ্ঞান কিন্তু শব্দান্ধিমানের সহভাবী । বাহ্যমূলে শব্দাদি না থাকায় তাহাব  
ক্রিয়া ‘দেশান্তব-গতি’ এইরূপ কল্পনা যুক্তিযুক্ত নহে, স্তববাং বাহ্যমূলের ক্রিয়া অদেশান্ত্রিত ।  
অদেশান্ত্রিত ক্রিয়া অন্তঃকবণেবই হয়, স্তববাং বাহ্যমূল ত্রব্য অস্মিত-স্বক ॥ ৬০ ॥

সং, বিষয়াজয় বাহ্যমূল ত্রব্যকে গত্যন্তবাস্তববেও অভিমানাস্বক বলিবা ধাবণা কবা যুক্তিযুক্ত,  
অর্থাৎ তাহা ‘আছে’ বলিবা জানা যায়, কিন্তু অভিমান-স্বক ব্যতীত অন্য কোনরূপে তাহা কল্পনা  
কবা যুক্ত হয় না । তাহাব কাবণ এই—প্রত্যক্ষ ত্রব্যে গৃহমাণ শব্দাদিধর্মের দ্বারা বিশিষ্ট হইয়া  
তাহাতে সদবুদ্ধি উৎপন্ন হয়, (যেমন, ‘কৃষ্ণবর্ণ শব্দকারী সেব আছে’) । আব তাহা অপ্রত্যক্ষ অর্থাৎ  
অল্পমান ও আগমেব দ্বারা নিশ্চয় বিষয়ে পূর্বজ্ঞাত ধর্মের দ্বারা বিশিষ্ট হইয়া উৎপন্ন হয় (যেমন,

স্তাৎ ? ন রূপাদিধৰ্মাস্তত্র কল্পনীয়াঃ, বাহ্যমূলে তদভাবাৎ । তস্মাদ্ গত্যন্তবাস্তবাস্তব-  
দ্রব্যধৰ্মা এব তত্র কল্পনীয়াঃ । যতঃ বাহ্যস্ত রূপাদেবাস্তবস্ত চাভিমানাদেবতিরিক্তো  
বস্তুধৰ্মো নাস্মাভিজ্ঞায়তে । সৰ্ব্বাৎপ্রত্যক্ষজ্ঞেয়পদার্থসত্তা বাহ্যৈৰ্বাস্তবৈৰ্ধৰ্মৈবেব বিশিষ্টা  
কল্পনীয়া ॥ ৬১ ॥

অতঃ সিদ্ধং বাহ্যমূলস্তাভিমানাস্তকত্বম্ । যস্ত তদভিমানঃ স বিবাহি পুরুষ  
ইত্যভিধীয়তে । অস্বস্তুলনয়া তস্ত নিরতিশয়মহত্বম্ । তথা চ শাস্ত্রম্ “তস্মাদ্  
বিবাহজ্ঞাত বিরাজো অবিপুরুষ” ইতি । অত্ৰাচ্চ “যদা প্রবুদ্ধো ভগবান্ প্রবুদ্ধমখিলং  
জগৎ । তস্মিন্ সুপ্তে জগৎ সুপ্তঃ তদবক্ চরাচরম্ ॥” ইতি । প্রবুদ্ধো যোগৈশ্বৰ্যমহত্ববান্  
সুপ্তো নিকচ্ছতি ইত্যর্থঃ ।

সুপ্তিজাগবাত্যাং চেজ্জগতো লয়াভিব্যক্তী, তদা তবোরাশ্রয়ভূতং বিরাজপুরুষ-  
স্তাস্ত্রঃকবণমেব জগদাস্তকমিতি সিদ্ধম্ ॥ ৬২ ॥

দ্বব ধূমদণ্ডেব নীচে ‘অগ্নি আছে’ । এইরূপ সন্দেহিত্তে পূর্বজাত যে ধৰ্মসমষ্টি, তাহার দ্বাবা বিশিষ্ট  
হইয়া সে ধূম অগ্নিরূপ সন্দেহিত্ত উৎপন্ন হয় ) । সন্দেহিত্তি কখনও অবিশিষ্টা হইয়া উৎপন্ন হইতে পারে না  
( অর্থাৎ শুধু ‘আছে’ এইরূপ জ্ঞান হয় না, ‘কিছু আছে’ এইরূপই হয়, ‘আছে’ বলিলে তাহাব নদে  
‘কিছু’ও কল্পনীয় ) । অপ্রত্যক্ষ যে বাহ্যমূল ( উদ্রাজেব কাবণ ), তাহাব সত্তা বরাহাছোই উপস্থিত  
হয়, অর্থাৎ আমাব ইন্দ্রিয়কে তাহা উল্লিখিত কবিত্তেছে, সেইরূপ কিছু অবস্তই বর্তমান আছে । সেই  
সন্দেহিত্তিকে কোন্ ধৰ্মলকলেব দ্বাবা বিশিষ্ট কবিবা ধাবণা কবা উচিত ? রূপাদি ধৰ্ম তাহাতে কল্পনীয়  
নহে, কাবণ বাহ্যমূলে তাহা নাই । তজ্জাত গত্যন্তবাস্তবে তাহাকে আস্তব জ্যেব সধৰ্মক বলিবা  
ধাবণা কবা উচিত, কাবণ বাহ্য রূপাদি এবং আস্তব অভিন্নানাদিব অভিবিক্ত বস্তুধৰ্ম আব আমবা  
জানি না । সমস্ত অপ্রত্যক্ষ জ্ঞেয় পদার্থেব সত্তা হয় আস্তব অর্থবা বাহ্য, এই উত্তবপ্রকাব ধৰ্মেব  
একজাতীয় ধৰ্মেব দ্বাবা বিশিষ্ট কবিবা কল্পনীয় ( তদ্বাথে বখন বাহ্যমূলে রূপাদি ধৰ্ম নাই ইহা নিশ্চয়,  
তখন তাহাকে আস্তব ধৰ্মযুক্ত বলিবা ধাবণা কবাই যুক্তিযুক্ত ) ॥ ৬১ ॥

এই সকল হেতুবশতঃ বাহ্যমূলেব অভিন্নানাস্তকত্ব সিদ্ধ হইল । যে পুরুষেব সেই অভিন্নান,  
তাঁহাব নাম বিরাজি পুরুষ । আমাদেব তুলনাব তাঁহাব নিবতিশয় মহত্ব । ঐতি ( ঋগ্বেদ ) যথা—  
“তাঁহা হইতে বিবাহি উৎপন্ন হইয়াছিল, বিবাহেব উপরে অক্ষব পুরুষ ।” অত্ৰ শাস্ত্র যথা—“যখন  
ভগবান্ প্রবুদ্ধ হন, তখন অখিল জগৎ প্রবুদ্ধ হয়, আব যখন তিনি সুপ্ত হন তখন সমস্ত জগৎ সুপ্ত হয়,  
এই চবাচব তদ্ব্যবস্থা ।” প্রবুদ্ধ অর্থে যোগৈশ্বৰ্য-অহুত্ববকালেব অবস্থা । সুপ্ত অর্থে চিত্তনিবোধে  
যোগনিদ্রাগত । সুপ্তি এবং জাগরণ হইতে যদি জগতেব লব ও অভিব্যক্তি হয়, তাহা হইলে সেই  
দুই ব্যাপাবেব আশ্রয়ভূত বিবাহি পুরুষেব আস্ত্রকরণ বা অস্ত্রিতাই জগদাস্তক, ইহা  
সিদ্ধ হইল ॥ ৬২ ॥

এই জগৎ কোনও পুরুষ-বিশেষের ইচ্ছা-সম্বৃত—এই মতেও জগতেব অভিন্নানাস্তকত্ব সিদ্ধ  
হইবে । তাহার কারণ এই—ইচ্ছা যে অন্তঃকরণধৰ্ম, তাহা পূর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । তাহা যদি

পুরুষবিশেষস্বেচ্ছাসমুত্তমিদং জগদিত্যভ্যুপগমেহপি জগতঃ অভিমানাত্মকং স্ত্রাং। ইচ্ছায়া অন্তঃকরণবৃত্তিতা প্রাখ্যাখ্যাভা, সা চেজ্জগত একমেব কারণং তদা জগন্মূলতঃ অন্তঃকরণাত্মকং স্ত্রাদিতি। গ্রাহ্যাত্মকো বৈবাজ্জাভিমানো ভূতাদিরিতি আখ্যায়তে। গ্রহণে যঃ প্রকাশধর্মো গ্রাহ্যতাপন্নায়ামস্মিতায়াং স বোধ্যত্বধর্মত্বেন ভাসতে। তথা গ্রহণে যঃ প্রবৃত্তিধর্মো গ্রাহ্যে তৎ ক্রিয়াত্বম্। গ্রহণে চ বদাবরণং গ্রাহ্যে তজ্জাত্যম্। গ্রাহ্যরূপেণ বৈবাজ্জাভিমানেন বিষয়াত্মক্রিয়াশীলেন সমুজ্জিক্সায়ামস্মদস্মিতায়াং গ্রহণ-গ্রাহ্যভাবা অভিব্যক্ত্যন্তে। গ্রহণভাবস্তাধিকরণং কালঃ, গ্রাহ্যভাবস্ত দিক্। পরিণাম-জ্ঞানস্ত্যাং কালাবকাশয়োবনস্ততা প্রতীয়তে। অভ্যঃ সমুক্রিয়াধিকরণভূতৌ দিক্‌কালৌ অপবিমেয়ৌ। গ্রহণাত্মিকায়া অস্মিতায়া য়াঃ পঞ্চা পবিতর্যো গ্রাহ্যতাপন্নাত্মা এব পঞ্চভূতত্মাত্মরূপা বাহ্যভাবাঃ। যথা গ্রহণে গুণবিভাগস্তথৈব গ্রাহ্যে ॥ ৬৩ ॥

জগতের একমাত্র কাণ হল (নিমিত্ত ও উপাদান), তবে জগৎ মূলতঃ অন্তঃকরণাত্মক হইবে। গ্রাহ্যেব আত্মভূত বৈবাজ্জাভিমানকে ভূতাদি বলে। গ্রহণের দিকে বাহ্য প্রকাশধর্ম, অস্মিতা বাহ্যবস্তুরূপে গ্রাহ্যতাপন্ন হইলে তাহা বোধ্যত্বধর্মরূপে প্রতিভানিত হয়। সেইরূপ, গ্রহণে বাহ্য প্রবৃত্তি বা চেষ্টাধর্ম, গ্রাহ্যে তাহা ক্রিয়াত্বধর্ম। আর গ্রহণে বাহ্য আবরণ (সংস্কাররূপে থাকে), গ্রাহ্যে তাহা জ্ঞাত্য। বিবাহী পুরুষের গ্রাহ্যরূপ বিষয়াত্মক সক্রিয় অস্মিতাব দ্বারা আমাদের অস্মিতা ক্রিয়াশীল হইলে গ্রাহ্য ও গ্রহণ অভিব্যক্ত হয় (বিরূপে অভিমানচাক্ষুর্যের মধ্যে বাহ্য প্রকাশধর্মিক, তাহা হইতে বোধ্যত্বধর্মপ্রতীতি হয়; সেইরূপ ক্রিয়াধর্মিক ও আবরণধর্মিক চাক্ষুর্য হইতে ক্রিয়াত্ব ও জ্ঞাত্য ধর্মের প্রতীতি হয়। ফলে, বিবাহের ভূত-ভৌতিক জ্ঞানের দ্বারা ভাবিত হইয়া অন্তর্দৃষ্টিও ভূত-ভৌতিক জ্ঞান হয়)। গ্রহণভাবেব অধিকরণ কাল, এবং গ্রাহ্যভাবেব অধিকরণ দিক্। পরিণামেব অনন্ততাহেতু অর্থাৎ এতপরিমাণ পবিত্র হইবে, আব হইতে পাবে না, এইরূপ নিষয় বা সংকোচক হেতু না থাকাতে, দিক্ ও কালের অনন্ততাব প্রতীতি হয়। তজ্জাত্য সমুক্রিয়াব বা 'আত্মে'—এই ক্রিয়া-পদেব, অধিকরণ দিক্ ও কাল অপবিমেয়। গ্রহণাত্মিকা অস্মিতার যে পঞ্চা পবিত্রিতি, গ্রাহ্যতাপন্ন হইবা সেই পঞ্চপ্রকাব পবিত্রিতি ভূত ও তন্মাত্র-রূপ বাহ্যভাব হয়। যেমন গ্রহণে গুণেব বিভাগ, তেমনি গ্রাহ্যেও সমু, বদ ও ভবোব গুণ-বিভাগ ॥ ৬৩ ॥

ভূত হইতে ভৌতিক তত্ত্বাস্তব নহে অর্থাৎ ভূতেরও যেমন নীলগীতাদি গুণ, ভৌতিকেরও তজ্জগৎ। প্রকাশ, কার্য এবং ধর্ম ধর্মের সংকীর্ণ গ্রহণই ভৌতিকের স্বরূপ\*। স্থূলেন্দ্রিয়েব চাক্ষুর্যাহেতু

\* সাধারণ চিত্তেব চাক্ষুর্যাহেতু বস্তুবিদ্যে শব্দাদি বিদ্যে যথায় বস্তুপদেব জ্ঞাত্য বৃত্তি হয়, তাহাই ভৌতিক ব্রহ্ম। ভূত ও বস্তুবিদ্যে ভৌতিকের ইহাই প্রত্যেক, গুণের কোন পার্থক্য নাই। যট প্রকৃত প্রত্যয়ে কতকগুলি বিশেষ শব্দাদি-ধর্মের সমষ্টি, বিহ সেই ধর্মসকল যট-জ্ঞান-কালে চিত্ত-চাক্ষুর্যাহেতু সংকীর্ণ ভাবে উদ্ভিত হয়। তাহাই যট-নারক ভৌতিক। যিবি চিত্তের দ্বারা যটের কপাদি ধর্ম পৃথক্ উপলব্ধি কবিত্তে থাকিলে যটরূপ ভৌতিক ভাব অগতঃ হইবা তথায় ভেদ-স্বাদি ভূতের প্রতীতি হয়। সাধারণ যট-জ্ঞান নানা ইন্দ্রিয়ের বিকসেব সমাহার-স্বরূপ। চিত্তেব দ্বারা সেই সমাহার হয়। যটের রূপনাম বা শব্দস্পর্শাদিনাম পৃথক্ উপলব্ধি কবিবার সার্বভ্য হইলে সেই সমাহার বা সংকীর্ণ জ্ঞান বিলিষ্ট হইবা বাহ। তখন তাহা কেবল কপাদি তৎকপে বিজ্ঞাত হয়।

ন ভূতাং তত্ত্বান্তবং ভৌতিকম্। প্রকাশ্যকার্ধব্যর্থমাণাং সংকীর্ণগ্রহণমেব  
ভৌতিকস্বরূপম্, চাক্ষুৰ্য্যং স্থলেদ্রিয়ম্ তথা গ্রহণম্। শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধা ইতি পঞ্চ  
প্রকাশ্যবিষয়া বাক্যশিল্পগম্যসর্জ্যজ্ঞানানীতি পঞ্চ কার্ধবিষয়াঃ, তথা চ বাহ্যোন্তববোধা-  
ধিষ্ঠানং ধাতুগতবোধাদিষ্ঠানং চালনশক্ত্যধিষ্ঠানম্ অপনয়নশক্ত্যধিষ্ঠানং সমনয়নশক্ত্য-  
ধিষ্ঠানক্ষেতি পঞ্চ ধার্মবিষয়াঃ, যেষাং সংঘাতঃ শবীবমিতি ॥ ৬৪ ॥

ব্যাখ্যাতানি তত্ত্বানি। লোকানাং সর্গপ্রতিসর্গাবুচ্যতে। অনাদী প্রধানপুরুষৌ  
উপাদাননিমিত্তভূতৌ কবণানাম্। বিদ্যমানে কাবণে প্রতিবন্ধাভাবে চ কার্ধ্যতাপি  
বিদ্যমানতা স্ফাদিতিনিয়মাং কবণান্তনাদীনি। যথাহঃ “ধর্ম্মিণামনাদিসংযোগাকর্ম-  
মাত্রাণামপ্যনাদিঃ সংযোগঃ” ইতি। তথা চ “অনাদিবর্ধকৃতঃ সংযোগঃ” ইতি। তথা চ  
গৌপনশ্রুতিঃ “নিত্যং মনোহনাদিহাৎ, ন জ্ঞমনাঃ পুমান্তিষ্ঠতি” ইতি। অস্তা শ্রুতিশ্চাত্র  
“সোহনাদিনা পুণ্যেন পাণেন চাহুবন্ধঃ পবেণ নিমুক্ত আনন্ত্যায় কল্পত” ইতি।  
এবং জাতীয়কশাস্ত্রশতেভ্যোহপি পুরুষস্তানাদিকবণবস্তা সিধ্যতি। তন্মাত্রাসংগৃহীতানি  
করণানি লিঙ্গশবীবমিত্যুচ্যতে। লিঙ্গশবীবাপামসংখ্যদ্বন্দ্বনাদসংখ্যাভাঃ ক্ষেত্রজ্ঞাঃ।  
কন্মাদসংখ্যানি লিঙ্গশবীরাণি, স্বোপাদানস্তামেবম্বাদিতি। অপবিমেবস্তোপাদানস্ত  
পরিমিতকার্ধ্যাশংখ্যানি স্ত্যঃ। গুণসন্নিবেশভেদানামানন্ত্যাদসংখ্যাভাঃ কবণপ্রকৃতয়ঃ।

সেইরূপ গ্রহণ হয়। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, এই পঞ্চ প্রকাশ্যবিষয়। বাক্য, শিল্প, গম্য,  
লজ্য ও জ্ঞাত এই পঞ্চ কার্ধ্যবিষয়। আব বাহ্যোন্তববোধ, ধাতুগতবোধ, চালনশক্তি, অপনয়নশক্তি ও  
সমনয়নশক্তি, এই পঞ্চ শক্তির অধিষ্ঠানই ধার্মবিষয়। তাহাদেব সজ্ঞাতই শবীব ॥ ৬৪ ॥

তৎসকল ব্যাখ্যাত হইল। এক্ষণে লোকসকলেব সর্গ ও প্রতিসর্গ কথিত হইতেছে।  
(ইহাব বিশেষজ্ঞান অল্পমেব নহে বলিবা শাস্ত্র হইতে যুক্তিবৃদ্ধ সিদ্ধান্ত কথিত হইতেছে)। অনাদি  
পুরুষ ও প্রধান কবণসকলেব নিমিত্ত ও উপাদানভূত। কাবণ বিদ্যমান থাকিলে এবং কোন প্রতিবন্ধক  
না থাকিলে কার্ধ্যও বিদ্যমান থাকিবে, এই নিয়মহেতু কবণসকলও অনাদি। (যখন পুরুষ ও প্রধান  
কবণসকলেব কেবলমাত্র কাবণ, এবং তাহাবা যখন অনাদি-বিদ্যমান আছে, আব কার্যোৎপত্তিব  
প্রতিবন্ধক-রূপ তৃতীয় পদার্থ যখন বর্তমান নাই, তখন তাহাদেব কার্ধ্যসকলও অনাদি-বর্তমান  
বলিতে হইবে)। যথা উক্ত হইবাছে—“ধর্ম্মসকলেব অনাদি-সংযোগহেতু ধর্ম্মসকলেবও অনাদি-  
সংযোগ দেখা যায়”। “পুত্ৰকৃতিব অনাদি অর্থ ঘটিত সংযোগ” (বোগভাষ্য), গৌপনশ্রুতি যথা—  
“মন নিত্য, অনাদিহেতু পুরুষ (জীব) কখনও অমনা থাকেন না”। অত্র শ্রুতি যথা—“অনাদি  
পুণ্য ও পাণেব দাবা অল্পবন্ধ সেই পুরুষ পবমজ্ঞানেব দাবা নিমুক্ত হইবা অনন্তকাল থাকেন”  
(মাধ্বভাষ্য)। ইত্যাদি শত শত শাস্ত্র হইতে পুরুষেব অনাদি-কবণবস্তা সিদ্ধ হয়। তন্মাত্রাদেব দাবা  
সংগৃহীত কবণসকলকে লিঙ্গ-শবীব বলা যায়। লিঙ্গ-শবীবসকল অসংখ্য বলিবা মেহীবাও অসংখ্য।  
কেন লিঙ্গ-শবীবসকল অসংখ্য?—তাহাদেব উপাদান অমেব বলিবা। অপবিমেব উপাদানেব  
পরিমিত কার্ধ্যসকল অসংখ্য হইবে (কাবণ, পবিমিতেব সমগ্র পবিমিত হয়, অপবিমিত হয় না।

অতঃ অসংখ্যাঃ জীববোনয়ঃ । উপাদানস্ত্র্যামেয়দ্ব্যজীবিনিবাসা লোকা অপ্যনস্তান্তথা চানন্তবৈচিত্র্যাদিত্যঃ । যথোক্তম্ “তে চাপ্যন্তং ন পশ্যন্তি নভসঃ প্রথিতৌজসঃ । দুর্গমহাদনস্তদাদিতি মে বিদ্ধি মানদ” । অতন্তে হ্রসংখ্যেয়াঃ ক্ষেত্রজাঃ কদাচিল্লীনকবণাঃ কদাচিৎ ব্যক্তকরণ বাহসংখ্যা বোনীঃ আপত্তমানা বা ত্যজন্তো বাহসংখ্যেযু লোকেষু বর্তন্তে ॥ ৬৫ ॥

দ্বিবিধঃ করণলয়ঃ, সাধিতঃ সাংসিদ্ধিকশ্চ । তত্র যোগেন সাধিতো লিঙ্গশবীরলয়ঃ, গ্রাহ্যতাবলয়ান্ন সাংসিদ্ধিকঃ । গ্রাহ্যভাবে কবণকার্য্যভাবে, কার্য্যভাবে ক্রিয়ান্নান কবণানাম্ লয় ইতি নিয়মাদ্ গ্রাহ্যলয়ে লয়ঃ কবণশক্তীনাম্ । যথাহ “চিত্রং যথা-  
জয়মুতে স্বাধাদিত্যো বিনা যথাচ্ছায়া । তদ্বাদিনা বিশেষৈর্ন তিষ্ঠতি নিবাসশ্রয় লিঙ্গম্” ইতি । লীনে গ্রাহ্যে কবণানি লীনানি তিষ্ঠন্তি । ন চ তেবামত্যন্তনাশঃ, নাতাবো বিচ্ছতে সত ইতি নিয়মাৎ । গ্রাহ্যভিব্যক্তৌ তানি পুনরভিব্যক্ত্যন্তে, ক্রান্তিশ্চাত্ৰ “তেহবিনষ্টা নিবিশন্তি, অবিনষ্টা এব উৎপদন্ত” ইতি ; “ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূষা ভূষা প্রলীয়ত” ইতি চাত্ৰ স্মৃতিঃ ॥ ৬৬ ॥

এই অপবিমিত বিধেব উপাদান যে গ্রামান তাহা অপবিমিত ) । জগৎব সন্নিবেশভেদ অনন্তপ্রকাবেব হইতে পারে, তজ্জন্ত কবণকলেব প্রকৃতিও অনন্ত, হ্রতবাং জীবেব জাতিও অনন্তপ্রকাবেব । আব উপাদানেব অমেয়ত্বেতু জীবিনিবাস লোকসকল অসংখ্য এবং অনন্ত বৈচিত্র্য-সম্পন্ন । শাস্ত্রে আছে—“হে মানদ ( মানদাতা ), ইহা জানিও যে দুর্গমত্ব ও অনন্তত্বেতু দেবতাবাও এই নভো-মণ্ডলেব অন্ত উপলব্ধি কবিতো পাবেন না” ( বহ্যতাবত ) । অতএব সেই অসংখ্য জীবসকল কখনও লীনকবণ, কখনও বা ব্যক্তকরণ হইবা অসংখ্য বোনিতে উৎপন্ন হইবা অথবা তাহা ত্যাগ কবিবা অসংখ্য লোকেতে বর্তমান আছে ॥ ৬৫ ॥

বুদ্ধাদি-কবণলয় দ্বিবিধ, সাধিত বা উপায়-প্রত্যয় এবং সাংসিদ্ধিক । তন্মধ্যে যোগেব দ্বাবা লিঙ্গ-শবীবে সাধিত-লয় হয়, আব গ্রাহ্যদ্রব্য লয় হইলে যে লিঙ্গদেহলয় হয়, তাহা সাংসিদ্ধিক । গ্রাহ্যেব অভাবে কবণেব কার্য্যতাব হয়, আর কার্য্যভাবে ক্রিয়ান্নরূপ কবণেব লয় হয়, এই নিয়মে গ্রাহ্যভাবে কবণশক্তিসকলেব লয় হয় । যথা উক্ত হইযাছে—“চিত্র যেমন আশ্রয় ব্যতিরেকে, অথবা ছায়া যেমন স্বাধাদি ব্যক্তিবকে, থাকিতে পাবে না, সেইরূপ বিশেষ বা ভাবশবীব বিনা লিঙ্গ নিবাসশ্রয় হইবা থাকিতে পাবে না” ( সাংখ্যকাবিকা ) । গ্রাহ্য লীন হইলে কবণসকল লীনভাবে বর্তমান থাকে, তাহাদেব অভ্যন্ত নাশ হয় না, কাবণ, বিচ্ছিন্ন পদার্থেব অভাব অসম্ভব । গ্রাহ্যেব অভিব্যক্তি হইলে তাহাবা পুনর্য্য অভিব্যক্ত হয় । এবিধেব শ্রুতি যথা—“তাহাবা ( জীবগণ ) অবিনষ্ট হইবা লীন হয়, এবং অবিনষ্ট থাকিবা উৎপন্ন হয়” ( কাব্যবণ ) । স্মৃতি যথা—“ভূতসকল যথাক্রমে উৎপন্ন ও বিলীন হইতে থাকে” ( গীতা ) ॥ ৬৬ ॥

জগৎবেব বৈরাজ্যভিমানান্বকত্ব উক্ত হইযাছে । স্মৃতিগ্রন্থাৎ যথা—“ভূতকর্তা সর্বভূতেশ্চ আশ্র-  
স্বরূপ মহাশক্তিসম্পন্ন ব্রহ্মা ( বিরাট্ ব্রহ্মা ) অভিমান বলিয়া খ্যাত । তাঁহাতেই পঞ্চভূত অবস্থিত ।

উক্তঃ জগতো বৈবাজ্জাভিমানান্বকম্ । স্মৃতিবজ্জ যথা “অভিমান ইতি খ্যাতঃ সর্ব-  
ভূতাত্ত্বভূতবৎ । ব্রহ্মা বৈ স মহাতেজা য এতে পঞ্চ ধাতবঃ । শৈলান্তস্তাস্থিস্থিঃ স্তান্ত  
মেদো মাংসঞ্চ মেদিনী ” ইতি । মেদমাংসে সংঘাতাভিমান ইত্যর্থঃ । তদন্তঃকরণস্ত  
চ নিবোধানিবোধাত্যাং স্মৃতিজাগবাত্যাং বা জগতঃ লয়াভিব্যক্তী । স্মৃষ্টৌ জড়তা  
ক্রিয়াশূন্যতা বা ভবতি । বিষয়াণাং ক্রিয়ান্বকবাক্ষ্যভ্যাপনে গ্রাহ্যমূল বৈবাজ্জাভিमानে  
বিষয়া লীয়ন্তে । ততোহন্বদাদীনাংপি লিঙ্গলয়ঃ । জাগবে চ ক্রিয়াশীলে বৈবাজ্জাভিमानে  
বিষয়া অভিব্যক্তান্তে । ততঃ সজাতীরবাত্তৈর্ভাবিতান্বদাদীনাং করণানি ব্যক্ততামা-  
পত্যন্তে, যথা স্মৃষ্টঃ পুরুষচাল্যমান উল্লিঙ্গো ভবতি । স্বমূলস্ত বৈচিত্র্যাং শব্দাদীনাং  
বৈচিত্র্যম্ । অর্থাৎ চ “অহংকারেণাহরতে গুণানিমান্ ভূতাদিরেবং স্বজতে স ভূতকৃৎ ।  
বৈকাবিকঃ সর্বমিদং বিচেষ্টতে স্বতেজসা বজ্জয়তে জগন্তথা ।” ইতি । স ভূতকৃৎভূতাদি-  
বৈকাবিকোহহংকাবঃ অভিমানেন ইমান্ শব্দাদিগুণানাহবতে বিচেষ্টতে চ বিচেষ্টমানঃ  
জগদিদং স্বতেজসা বজ্জয়তে বিষবানারোপয়তীত্যর্থঃ ॥ ৬৭ ॥

স্মৃষ্টৌ যোগনিজাযাং নিজিষে বৈবাজ্জাভিमानে ভদ্রগতাপ্রবেক্রিয়াস্বানো যেহশেষ-  
বিশেষান্তৎপ্রতিষ্ঠবিষয়া নিষ্ঠৈলদীপবং লীয়ন্তে । তদাহপ্রতর্ক্য স্তিমিতং বাহুজবতি ।  
যথাহ “পূবা স্তিমিতমাকালশমনস্তমচলোপমম্ । নষ্টচন্দ্রার্কপবনং প্রসুপ্তমিষ সম্বভৌ ॥”  
ইতি । পূর্বাস্তিসংকাবভাবিতা স্মৃষ্টভূতকরণা গ্রাহ্যতাপন্ন আদৌ কাবগসলিলাখ্য

পর্বতসকল তাঁহার অহি-স্বরূপ এবং মেদিনী তাঁহার মেদ-মাংস-স্বরূপ, অর্থাৎ তাঁহার সংঘাতাভিমানই  
সংহত পদার্থ” (মহাভাবত) । সেই অন্তঃকরণেব স্মৃষ্টি বা নিবোধরূপ যোগনিজা ও জাগরণ বা  
চিন্তেব ব্যক্ততা হইতে জগতেব লব ও অভিব্যক্তি হয় । বোধে জাড্য বা ক্রিয়াশূন্যতা হয় । বিষয়-  
সকল ক্রিয়ান্বক বলিয়া তাহাধেব মূল বৈবাজ্জাভিমান জাড্যাপন্ন হইলে বিষয়সকলও লীন হয় । তাহা  
হইতে অন্বদাদিও কবণসকল লীন হয় । আন, জাগ্রদবস্থা বা অন্তঃকরণেব অবোধে বৈবাজ্জাভিমান  
ক্রিয়াপন্ন হইলে বিষয়গণ অভিব্যক্ত হয়, তখন সজাতীবদ্ধহেতু বিষয়ান্বক ক্রিয়াব দ্বাৰা ভাবিত হইবা  
আমাদেব কবণসকলও অভিব্যক্ত হয়, যেমন স্মৃষ্ট পুরুষ চাল্যমান হইলে জাগবিত হয় তদ্রূপ । স্বমূল  
বৈবাজ্জান্ধিতাব বৈচিত্র্য হইতে শব্দাদিবি বিচিহ্নতা হয় । এবিষয়ে শাস্ত্রপ্রমাণ যথা—“ভূতকৃৎ ভূতাদি  
অহংকাবরূপ অভিমানেব দ্বাৰা বিপেবরূপে চেষ্টা কবে ও শব্দাদি ভূতগুণসকল স্বজন কবে এবং নিজেব  
তেজেব দ্বাৰা জগৎ অল্পবলিত কবে, অর্থাৎ এই জগতেব ব্রব্য, শব্দাদিগুণ এবং ক্রিয়া, লমতই ভূতাদি-  
নামক বৈবাজ্জাভিমানেব ক্রিয়াব উপব প্রতিষ্ঠিত” (অবশেষপর্ব) ॥ ৬৭ ॥

যোগনিজাকালে জাড্যহেতু বৈবাজ্জাভিমান নিজিষে হইলে, সেই অস্দিভাগত অপেষপ্রকাব  
ক্রিয়ান্বক বে অপেষপ্রকাব বিশেষ, তাহাতে প্রতিষ্ঠিত বিষয়সকল নিষ্ঠৈল দীপেব মত লীন হয় ।  
তখন বাহু স্তিমিত ও অপ্রতর্ক্য বা অলক্ষ্য হয় । যথা উক্ত হইবাছে, “পূবাকালে আকাশ স্তিমিত,  
অনন্ত, অচলবং, চন্দ্রস্বর্ণপবনশূন্য প্রসুপ্তেব মত হইবাছিল” । তখন পূর্বেকাব তন্মাজ্জ-জ্ঞানেব সংদ্বাব

তন্মাত্রসর্গমুৎপাদয়তি । তথা চ স্মৃতিঃ “ততঃ সলিলমুৎপন্নং তমসীবাপরং তম” ইতি ।  
ততঃ প্রাপ্তকৃষ্টিমিতাবস্থানানন্তবমিত্যর্থঃ ॥ ৬৮ ॥

বিবাজ্রপুরুষাণাং স্থূলক্রিয়াশালিনোহভিমানাদ্গ্ৰাহ্যতাপন্নং কঠিনতা-কোমলতা-  
স্নিগ্ধতা-বায়বীয়তা-বশ্মিতাদি-ধর্মাজ্জয়জ্যবাক্ষকো ভৌতিকসর্গ আবির্ভবতি । তত্র  
কঠিনতাহিতিকদ্ধতা ক্রিয়াযাঃ । বিপরীতক্রিয়ৈব ক্রিয়াবোধদর্শনাং কঠিনে জ্বো  
স্বগতকদ্ধক্রিয়াহুমীয়তে । বশ্মিতা চ অত্যকদ্ধতা ক্রিয়াযাঃ, ন চ তত্র জড়তাভাবঃ,  
যোগিনাং বশ্মিষু বিহাবসম্ভবাং । যথাহ “ততস্তূর্ণনাভিতস্তমাত্রৈ বিহৃত্য বশ্মিষু  
বিহরতি” ইতি । কোমলতাভা অল্লান্নকদ্ধক্রিয়াস্বিকাঃ । বৈবাজ্রাভিমানস্ত প্রজাপতেব-  
শ্চোষাঞ্চ ভূতেস্ত্রিয়চিন্তকানাং দেবানামভিমান ইত্যবগম্যম্ । তদভিমানস্ত বৈচিত্র্যাদ্  
গ্রাহ্যে কাঠিন্যাদিভেদঃ । ভূতাভ্যাস্ত তদভিমানস্ত ক্রিয়াবিশেষো গ্রাহ্যস্ত ব্যবধিজ্ঞান-  
মূলম্ । তদভিমানস্ত গ্রহণাত্মকস্ত যোগপদিকমিব পবিণামবাহুল্যং গ্রাহ্যতাপন্নং  
বিস্তাববোধমাবোপয়তি, তস্ত চ পবিণামপ্রবাহবিশেষো গ্রাহ্যভূতো দেশান্তবগতি-  
ভবতি ॥ ৬৯ ॥

হইতে হৃদভূতের কল্পনা গ্রাহ্যতাপন্ন হইয়া বাহু কাবণসলিলরূপ তন্মাত্র-সর্গ প্রথমে উৎপাদন করে  
স্মৃতি যথা—“তৎপবে তমেব ভিতব বিতীষ তমেব ত্র্যয সলিল উৎপন্নং হইল ।” ‘তৎপবে’ অর্থে .  
প্রাপ্তকৃষ্টি মিত অবস্থানব পবে ॥ ৬৮ ॥

বিবাহু পুরুষকলেব ( প্রজাপতি ও অন্তান্ত অভিমানী দেবতাদের ) স্থূল ক্রিয়াশালী অভিমান  
গ্রাহ্যতাপন্ন হইয়া কঠিনতা, কোমলতা, তবলতা, বায়বীয়তা, বশ্মিতা প্রভৃতি ধর্মের আশ্রয়জ্যব-স্বকপ  
ভৌতিক সর্গ আবির্ভূত হয় । তন্মধ্যে কঠিনতা ক্রিয়াব অতিক্রম্য ভাব । বিপরীত ক্রিয়াধারা একটি  
ক্রিয়া রুদ্ধ হয়, এই নিয়মবশতঃ ( এবং কঠিন জ্বোষ দ্বারা অধিক পরিমাণে গতিক্রিয়া রুদ্ধ হয় দেখা  
যায় বলিয়া ), কঠিন জ্বোষ স্বগত রুদ্ধক্রিয়া আছে, ইহা অস্বমিত হয় । বশ্মিতা বাহুক্রিয়াব অতিমাত্র  
অকদ্ধতা । তাহাতে যে জড়তাভাব অভাব আছে এইরূপ নহে, যেহেতু যোগীরা বশ্মি অবলম্বন করিয়া  
বিহাব করেন, যথা উক্ত হইয়াছে, “তাহাব পব উর্গনাভেব তস্তমাত্রৈ বিচরণ কবিষা শেষে বশ্মিতে  
বিহাব করেন” ( যোগভাস্ত্র ৩।৪২ ) । কাঠিন্যাপেক্ষা কোমলতাধি অল্লান্ন রুদ্ধক্রিয়াত্মক জাড্য-সম্পন্ন ।  
বৈবাজ্রাভিমান অর্থাৎ প্রজাপতি ও অন্তান্ত ভূতেস্ত্রিয়চিন্তক দেবতাদের যে অভিমান, সেই অভিমানেব  
বৈচিত্র্য হইতে গ্রাহ্যে কাঠিন্যাদি ভেদ হয় । ভূতাদি-নামক সেই অভিমানের যে ক্রিয়াবিশেষ  
তাহাই গ্রাহ্যেব ব্যবধি ( আকাব ) জানেব মূল । আব, গ্রহণাত্মক সেই অভিমানের যে এককালীন-  
ঘটাব মত বহু পবিণাম তাহা গ্রাহ্যতাপ্রাপ্ত হইয়া বিস্তাব-জ্ঞান আবোপিত করে এবং তাহাব বিশেষ  
প্রকাব পবিণামপ্রবাহ গ্রাহ্যভূত হইয়া বাহ্যেব দেশান্তব গতি-বোধ জন্মায় ॥ ৬৯ ॥

স্থূলোৎপত্তিবিষয়ে সাংখ্যসম্মত স্মৃতি যথা—“পূর্বাকালে অর্থাৎ সৃষ্টিব প্রথমে চক্ষার্কপবনশূন্য  
তিমিত আকাশ অনন্ত, অচল ও প্রহুপ্তবৎ হইয়াছিল \* । তৎপবে তমেব ভিতব আব এক তমেব মত

\* সেই সময়েব বাহ্যতাবেব কোন কল্পনা হইতে পারে না, এই বিবরণ হইতে বিবন্ধ-বুদ্ধিদ্বারা উঠে ।

স্থূলোৎপত্তৌ সাংখ্যান্মতা স্মৃতিৰ্থা “পুবা স্তিমিতমাকাশমনন্তমচলোপমম্। নষ্ট-  
চন্দ্রাৰ্পবনং প্রমুগুমিব সম্বভৌ ॥ ততঃ সলিলমুৎপন্নং তমসীবাণবং তমঃ। তস্মাচ্চ  
সলিলোৎপাদীভাদ্ভদ্রতিষ্ঠত মাকতঃ ॥ যথা ভাজনমচ্ছিন্নং নিঃশব্দমিব লক্ষ্যতে। তচ্চাস্তসা  
পূৰ্বমাণং সশব্দং কুৰুতেহনিলঃ ॥ তথা সলিলসংকল্পে নভসোহন্তে নিবন্তবে। ভিষ্মাৰ্ণব-  
তলং বায়ুঃ সমুৎপত্ততি ঘোষবান্ ॥ তস্মিন্ বায়ুসুসংঘর্ষে দীপ্ততেজা মহাবলঃ। প্রোহর-  
ভূদ্বর্ষশিখঃ কৃত্বা নিস্তিমিবং নভঃ ॥ অগ্নিঃ পবনসংযুক্তঃ ঋং সমাস্পিপতে জলম্।  
সোহগ্নির্মাকতসংযোগাদ্ ঘনত্বমুৎপত্ততে ॥ তস্ত্র্যাকাশং নিপততঃ স্নেহস্তিষ্ঠতি যোহপরঃ।  
স সংঘাতত্বমাপনো ভূমিঞ্চমভুগচ্ছতি ॥ বসানানং সর্বগন্ধানং স্নেহানং প্রাণিনাং তথা।  
ভূমিৰ্যোনবিহ জ্ঞেয়া যন্তাং সর্বং প্রসূযতে” ইতি।

নিবন্তবালস্ত কাবশসলিলস্ত হৌল্যপৰিণামে পৰিচ্ছিন্নভৌতিকদ্রব্যপ্রাকীর্ণ ব্রহ্মাণ্ডং  
বভূব। তদা স্থূলসূক্ষ্মবায়ুকৃতাস্তবালং জ্যোতিঃপিণ্ডমবং জগদাসীৎ। ঘনত্বমাপত্তমানে  
সংহতাং হৌল্যাত্মকাদ্ দ্রব্যং সূক্ষ্মত্বাণি বায়বীযজ্ঞব্যাণি পৃথগ্ভবভূবুঃ, তস্মাদাহ ‘ভিষা’  
ইতি। ঘনত্বাপ্তজনিতসংঘর্ষাচ্চ উক্তাপোদ্ভবো যেনোদ্ভূতানি স্থূলভৌতিকানি জ্যোতিঃ-  
পিণ্ডাকাবাণি বভূবুঃ, তত আহ ‘তস্মিন্ বায়ুসুসংঘর্ষে’ ইতি। অথ তেভ্যং জ্যোতিঃ-  
পিণ্ডানাং খে বিচবতাং মধ্যে কেচিদ্ বায়ুযোগতঃ নিস্তাপত্তমাপত্তমানাঃ স্নেহত্বমথ

সলিল উৎপন্ন হইল। সেই সলিলেব উৎপীড় হইতে মাকত উৎপন্ন হইল। যেমন কোন ছিদ্রহীন  
পাত্র প্রথমে নিঃশব্দ বলিয়া মনে হয়, কিন্তু পবে তাহা জলেব ঘাৰা পূৰ্ণ কবিতে গেলে তন্ন্যাহ বায়ু  
লশবে বদ্যুদাকাৰে নিৰ্গত হয়, সেইকপ সেই সর্বব্যাপী নিবন্তবাল সলিলবাশিব মধ্য হইতে বায়ু  
সমুৎপন্ন হইল। সেই বায়ু ও সলিলেব সঙ্গৰ্ষ হইতে দীপ্ততেজা মহাবল অগ্নি আকাশকে নিস্তিমিব  
কবিতা প্রোহৃত হইল। সেই অগ্নি, পবন-সংযুক্ত হইবা স্নলকে আকাশে সমাস্পিত কবে। মাকত-  
সংযোগে সেই অগ্নি ঘনত্ব প্রাপ্ত হয়। সেই ঘনত্বপ্রাপ্ত অগ্নিব যে স্নেহাংগ থাকে, তাহা সজ্জাতত্ব  
প্রাপ্ত হইবা শেবে ভূমিঞ্চ প্রাপ্ত হয়। ভূমি সমস্ত গন্ধ, বস, প্রাণী ও স্নেহেব আশ্রয়, তাহাতে সমস্ত  
প্রসূত হয়” (শান্তিপৰ্ব)।

নিবন্তবাল বা এৰবল কাবশসলিলেব হৌল্যপৰিণাম হইলে পৰিচ্ছিন্ন-ভৌতিক দ্রব্যসমাকীর্ণ  
এই ব্রহ্মাণ্ড হইযাছিল। তখন স্থূল এবং সূক্ষ্ম (নভঃস্থিত সূক্ষ্ম জড়দ্রব্য) বায়ুৰ ঘাৰা রূত অন্তবাল-  
যুক্ত ব্রহ্মাণ্ড জ্যোতিঃপিণ্ডমব হইযাছিল। যখন ঘনত্ব প্রাপ্ত হইতে লাগিল, তখন কাঠিষ্ঠাদি-স্থূল-  
ধর্মযুক্ত পাবাণাদি দ্রব্য হইতে সূক্ষ্মতব বায়বীয দ্রব্যসকল পৃথক্ হইতে লাগিল। সেইভক্ত বলিমাছেন,  
“জলবাশিব মধ্য হইতে বায়ু সমুৎপন্ন হইল”। আব ঘনত্ব-প্রাপ্তিজন্য সঙ্গৰ্ষ হইতে উক্তাপ উদ্ভূত হয়,  
যাহাব ঘাৰা উত্তপ্ত হইবা স্থূল ভৌতিক দ্রব্যসকল জ্যোতিঃপিণ্ডাকাব হইযাছিল। তচ্ছন্ত বলিমাছেন,  
‘সেই বায়ু ও জলেব সঙ্গৰ্ষে দীপ্ততেজা’ ইত্যাদি। অনন্তব আকাশে বিচবণকাবী সেই জ্যোতিঃ-  
পিণ্ডেব মধ্যে কতকগুলি বায়ুযোগে নিস্তাপত্ত প্রাপ্ত হইবা তবলতা এবং তৎপবে কঠিনতা প্রাপ্ত হয়।  
আব কেহ কেহ বৃত্ত্যহেতু (বা অন্ত কাবণে) অন্ত্যাপি জ্যোতিঃপিণ্ডরূপে বর্তমান আছে। যথা উক্ত



সংঘাতত্বমাপত্তন্তে, কেচিচ্চ বৃহৎ স্বয়ংপ্রভজ্যোতিষ্ককপেণাতাপি বর্তন্তে। উক্তঞ্চ  
“উপবিষ্টোপবিষ্টান্ প্রজ্জলন্তি: স্বয়ংপ্রভৈ:। নিক্কমত্তলোকাগমপ্রমেয়ং সুবৈরপি ॥”  
ইতি। তন্মাত্ৰাহ: “সোহগ্নিমাকতসংযোগাদ্” ইতি ॥ ৭০ ॥

যদ্ গ্রহণদৃশি বিবাজ: স্থলজ্ঞানং গ্রাহদৃশি সা যথোক্তা স্থললোক-সৃষ্টি:।  
“পাদোহস্ত বিধা ভূতানি ত্রিপাদস্তায়ুজ দিবি” ইতি ঋতেন্দৃশ্রুতানা লোকা: পাদমাত্রং,  
ভুব:স্ববাদয়: সূক্ষ্মাশ্চ লোকাত্রিপাদ:। তেষু শ্রেষ্ঠো মহত্তমশ্চ সত্যলোক:। স চ  
বৈরাজমহদাস্ত্রপ্রতিষ্ঠিত:। গ্রহণদৃশি সর্বা গ্রহণক্রিয়া মহদাস্ত্রনি নিবদ্ধাস্ততো গ্রাহদৃশি  
সত্যলোকাত্যন্তরে নিবদ্ধা: সর্বে স্থলসূক্ষ্মলোকা:। গ্রহণে তামসাভিমান: স্থিতিহেতু:,  
গ্রাহে তদভিমানপ্রতিষ্ঠা সঙ্ঘর্ষণাখ্যা তামসী শক্তিলোকধাবণহেতু:। উক্তঞ্চ “মধ্যে  
সমস্তাদগুস্ত ভূগোলো ব্যোমি তিষ্ঠতি। বিভাগ: পবমান শক্তিং ব্রহ্মণো ধারণাস্থিকাম্”  
ইতি। তথা চ “দ্রষ্টৃদৃশ্যয়ো: সঙ্ঘর্ষণমহমিত্যভিমানলক্ষণম্” ইতি। অনয়া সঙ্ঘর্ষণাখ্য-  
ধাবণশক্ত্যা সত্যলোকাত্যন্তবে নিবদ্ধা: স্থললোকা বিচরন্তি বর্তন্তে চ। ঋতিশ্রুতায়  
“সমাববর্তি পৃথিবী সমু সূর্য: সমু বিশ্বমিদং জগৎ” ইতি ॥ ৭১ ॥

হইবাছে, “এই আকাশ উপরুপবি প্রজ্জলিত স্বয়ংপ্রভ জ্যোতিকনিচবেব ঘাবা নিক্ক, ইহা সুবগণেবও  
অপ্রভব্য”। তজ্জন্ম বলিবাছেন, ‘সেই অগ্নি পবনসংযোগে’ ইত্যাদি \* ॥ ৭০ ॥

গ্রহণ-দৃষ্টিতে বাহা বিবাহ পুরুষেব স্থলজ্ঞান গ্রাহ-দৃষ্টিতে তাহা পূর্বোক্ত স্থললোক-সৃষ্টি। “এই  
বিশ্ব ও ভূতসকল তাঁহাব চতুর্থাংশ নান্ন এবং অমৃত দিব্যালোক ত্রিচতুর্থাংশ”—এই ঋতি হইতে  
জানা যায় যে, দৃশ্যমান লোকসকল চতুর্থাংশ এবং ভুব:স্ববাদি লোকসকল অবশিষ্ট ত্রিপাদ। তাহাদেব  
(দিব্যালোকেব) মধ্যে মহত্তম ও শ্রেষ্ঠ লোকেব নাম সত্যলোক। তাহা বিবাহ পুরুষেব বুদ্ধিতযে  
প্রতিষ্ঠিত (কাবণ বুদ্ধিতত্ব-সাক্ষাৎকাবীবা সত্যলোকে প্রতিষ্ঠিত থাকেন)। গ্রহণ-দৃষ্টিতে দেখা যায়,  
সমস্ত গ্রহণক্রিয়া বুদ্ধিতযে নিবদ্ধ, অর্থাৎ তাহাই মূল আশ্রয়, তজ্জন্ম গ্রাহ-দৃষ্টিতে সমস্ত স্থল ও সূক্ষ্ম  
লোকসকল নিশ্চল সত্যলোকাত্যন্তবে নিবদ্ধ। গ্রহণে তামসাভিমানই স্থিতিব হেতু, তজ্জন্ম গ্রাহ-  
দৃষ্টিতে বিবাহ পুরুষেব তামসাভিমানে প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘর্ষণ-নামক তামসী ধাবণশক্তি লোকধাবণেব হেতু।

- \* ইহা লোকলোক-রূপ ভৌতিক সর্গ, ইহাতে ‘আকাশাদ্ বায়ু বায়োত্তেজঃ’ ইত্যাদিক্রমে ভূতাত্ত্বপত্তি বিবেচনা কবিত  
হইবে। ঐকগ ক্রমেব প্রাথম স্বর্ণা—শব্দ রূপনাস্তক, তাহাব শেবাবস্থা তাপ, তাপ অবিক হইলে রূপোৎপাদন কবে, রূপ  
(তাপ-সহ) জলাদি বাসাবনিক সিলন উৎপাদন কবে। কিছু সূর্যালোক সমস্ত ব্যস্তবেব উৎপাদনিত। সেই বাসাবনিক  
ক্রিয়া বসজ্ঞান উৎপাদন কবে, এবং বাসাবনিক শ্রব্য গন্ধজ্ঞান উৎপাদন কবে। অন্ত কথায, শব্দক্রিয়া বন্ধ হইলে তাপ হয়,  
তাপ বন্ধ বা পুষ্টিভূত হইলে রূপ হয়। রূপ বা আলোক বন্ধ হইলে বস হয় (এইজন্ত উদ্ভিদকে বন্ধ সূর্যালোক বলা বাইতে  
পাবে)। বস বা বাসাবনিক শ্রব্য নাসাস্তকেব স্বাবা বন্ধ হইলে গন্ধ হয়। উক্ত ত শাস্ত্র হইতেও এইরূপ ক্রম দেখা যায়,  
যথা—প্রথমে কাবণসলিল হইতে সর্বব্যাপী প্রবল শব্দ, তৎপরে স্পর্শ বা তাপ-লক্ষণ বায়ু, তৎপরে তেজ, তৎপরে ঘেহ বা  
প্রস্তরাপি বাসাবনিক ক্রব্যের তরল অবস্থা, পূবে তাহাব সম্ভাবিত অবস্থা, বাহা অমল্য ব্যবহার্য গন্ধাদিবা আশ্রয়। তবেব দিক্  
চইতে—সদ্বিমান সইতে গন্ধ জন্মান, এবং গন্ধ জন্মাত হইতে গন্ধ ভূত।

ভূতাদেবীরাজোহিভিব্যক্তৌ সত্যাম্ প্রজাপতিঃ হিবণ্যগর্ভ আবিবাসীৎ । ঐশ্বতে চ  
 “তন্মাদ্বিবাডজ্যাত্ত বিবাজৌ অবি পুরুষ” ইতি । স এষ ভগবান্ প্রজাপতিঃ  
 হিবণ্যগর্ভঃ পূর্বসিদ্ধঃ সর্গেহস্মিন্ সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃৎ সর্বজ্ঞাতৃৎ-সংস্কাৰেণ সহাভিব্যক্তৌ  
 বভূব । ঐশ্বতে চ “হিবণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্ত জাতঃ পতিবেব আসীৎ । স দাধাব  
 পৃথিবীং জামুতেমাং কশৈ দেবাব হবিষা বিধেম ॥” ইতি । সর্বজ্ঞাতৃৎ-সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃৎ-  
 সংস্কাৰমাহাত্ম্যেনোদ্ধৃতেশু সপ্রজলোকেষু স সর্বজ্ঞোহধীশৌ ভূত্বা বর্ততে । তস্ত সর্বজ্ঞাতৃৎ-  
 স্বভাবৌ হিবণ্যগর্ভস্বরূপং সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃৎস্বভাবস্ত বিবাজস্বরূপম্ । পূর্বে খলু সর্গে  
 সপ্রজলোকেষু তস্ত ঈশিত্বাভিমানাং তচ্ছক্ত্যা সর্গেহস্মিন্ প্রজাতিঃ সহ লোকা  
 জায়েবন্ । তথা চ শূত্রং “স হি সর্ববিং সর্বকর্তা” ইতি, “ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা” ইতি  
 চ । শাস্ত্রতাঃ সংসাবিণৌ জীবাঃ খবাদৌ বক্ষ্যমাণ-প্রণালিকয়া তদৈশ্বর্যমাহাত্ম্যাদ্  
 দেহিনৌ ভূত্বা আবিবাসন্ । ততো বীজব্রহ্মভায়েন প্রাণিনাং সন্তানঃ । ভগবান্ হিবণ্য-  
 গর্ভঃ সাম্প্রতিমহাসমাসিনিস্কৌ যদা যোগনিজোজিত আশ্রহোহপি ঐশ্বর্যমল্পভবতি তদা  
 ব্রহ্মাণ্ডস্ত ব্যক্তির্যদা পুনঃ আশ্রয়েব তিষ্ঠন্ নিবোধসমাদিমধিগচ্ছতি তদা যোগনিজাগত

যথা উক্ত হইয়াছে, “ব্রহ্মাণ্ডেব মধ্যে ভূগোল ভ্রম্বেব পৰম ধারণশক্তিৰ দ্বাৰা বিদ্রুত হইবা আকাশে  
 অবস্থান কৰিতেছে”, অন্তৰ্ভ যথা—“ঐষ্টা ও দৃষ্টেব সৰ্ব্বৰূপ—‘আমি’ এইৰূপ অভিমান-লক্ষণ ।” এই  
 সৰ্ব্বৰূপ বা শেব-নাগ বা অনন্ত-নাথক তামস ধারণশক্তিৰ দ্বাৰা স্বয়ং সত্যলোকাক্ষয়ৰে নিবদ্ধ হইয়া  
 স্থূললোকসকল বর্তমান আছে ও বিচরণ কৰিতেছে । এবিষয়ে শ্রুতি যথা—“পৃথিবী সম্যক্ আবৰ্ত্তন  
 কৰিতেছে, উৰা বা দিবস, সূৰ্য এক সমস্ত জগৎও আবৰ্ত্তন কৰিতেছে” (বজ্রবেদ) । (‘সাংখ্যেব  
 ঈশ্বৰ’ প্রবৰণে ‘লোকসংস্থান’ ঈষ্টব্য) ॥ ৭১ ॥

ভূতাদি বিবাটেব অভিযুক্তি হইলে প্রজাপতি ভগবান্ হিবণ্যগর্ভ আবিভূত হইবাছিলেন ।  
 শ্রুতি যথা—“তাহা হইতে বিবাই প্রজাত হইবাছিলেন, বিবাটেব পথি বা উপবিহ হিবণ্যগর্ভ” ( ঋগ্  
 যজ্ঞ ) । সেই পূর্বসিদ্ধ ভগবান্ প্রজাপতি হিবণ্যগর্ভ + যখন ইহ সর্গে আবিভূত হন তখন স্বকীয়  
 প্রাক্তন সর্বজ্ঞাতৃৎ ও সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃৎস্বরূপ ঐশ্বরিক সংস্কাৰেব সহিত অভিযুক্ত হন । এবিষয়ে শ্রুতি  
 যথা—“হিবণ্যগর্ভ পূর্বে বিজ্ঞমান ছিলেন, এই সর্গেব আদিতে তিনি জাত বা অভিযুক্ত হইবা বিশ্বেব  
 একমাত্র পতি হইবাছিলেন, তিনি জ্বাপপৃথিবীকে ধারণ কৰিবা আছেন । সেই ‘ক’ নামক দেবতাকে  
 আমবা হবিষ দ্বাৰা অর্চনা কৰি” ( ঋগ্ যজ্ঞ ) । তাহাব সর্বজ্ঞাতৃৎ ও সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃৎ সংস্কাৰেব  
 মাহাত্ম্যে সমুদ্ভূত প্রাণিসমৃদ্ধিত লোকসকলে তিনি সর্বজ্ঞ সর্বাধীশ হইবা অবিযাভমান আছেন ।  
 তাহাব সর্বজ্ঞাতৃৎস্বভাব হিবণ্যগর্ভ-স্বরূপ এবং সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃৎস্বভাব বিবাজ-স্বরূপ । পূর্বসর্গে  
 সপ্রজলোকে তাহাব ঈশিত্ব অভিমান থাকাতে সেই অভিমানশক্তিৰ বশে এই সর্গে প্রজাব সহিত

\* বৈদিক যুগেব এই সৰ্বকৰ হিবণ্যগর্ভসৰ্বই উক্তবালে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবরূপে পুৰ্ণিত হন । “নমো হি-পার্শ্বায়  
 ব্রহ্মণে ব্রহ্মরূপিনে” ইত্যাদি কণ্বিণেত্বে স্বয়ং ত্বেত্বে ঈষ্টব্য ।

ইত্যভিধীয়তে। তদা চ ব্রহ্মাণ্ডং বিলীয়ত ইতি। এবং প্রজ্ঞাপতেবৈবর্ষবশাৎ স্থূল-  
সূক্ষ্মলোকসর্গানন্তরং ধার্যবিষয়প্রাপ্তৌ লীনকরণা জীবা ব্যক্তকরণাঃ সূক্ষ্মবীজকণাঃ  
প্রাচুর্ভবুঃ। কর্মশয়বৈচিত্র্যাদৈবমানুষবর্তিগুপ্তিৎপ্রকৃত্যাপূর্বৈবিচিত্রকরণৈঃ সমন্বিতান্তে  
সূক্ষ্মবীজজীবা অভিব্যাজিষত। তেজসংখ্যেযু বীজজীবেষু যে বোপপাদিকদেহবীজা  
ভূততন্মাত্রাভিমানিদেবতাভা জীবান্তে স্বতঃ প্রাচুর্ভবন্তি স্ম। অথ উদ্ভিজ্জদেহবীজা  
জীবা শবীরাণি পবিজগৃহুঃ। স্মৃতিশ্চাত্রেয়ং ভবতি “ভিত্ত্বা তু পৃথিবীং যানি জায়ন্তে

লোকসকল জন্মাইবে। (কাণ এই অব্যর্থ ঐশ্বরিক সংস্কারের মধ্যে ‘সর্ব’ ভাব থাকিবে, এবং  
ঈশিত্বভাবও থাকিবে, ঈশিত্বভাবমানের অভিব্যক্তির সহিত তাহাব অধিষ্ঠানভূত সর্বজগৎও  
অভিব্যক্ত হইবে)। সাংখ্যগ্রন্থ বলেন, “তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বকর্তা”, “ঈদৃশ ঈশ্বরসিদ্ধি অশ্বন্যমতেও লিখ”।  
শাস্ত্রত সংসারী জীবসকল (হাহাবা প্রলয়ে লীনকরণ হইয়া বিস্তারিত ছিল) স্বকাম্যং প্রণালীতে  
তাঁহাব ঐশ্বর্যেব সাহায্যে দেহী হইয়া আবির্ভূত হইয়াছিল (অর্থাৎ সূক্ষ্মবীজ-জীবসকলের দেহ-  
ধাবণের উপযোগী নিমিত্তসকল তাঁহাব ঐশ সংস্কারবশে ঘটতে, তাহাব দেহধাবণ করিতে সমর্থ  
হইয়াছিল) তৎপরে বীজবৃক্ষভায়ে প্রাণীসেব সন্তান চলিতেছে।

সাম্প্রতি-নামক মহাসাময়িক ভগবান্ হিবর্গ্যগর্ভ যখন যোগনিদ্রা হইতে উখিত হইয়া মহদাত্ম  
থাকিয়াও ঐশ্বর্য অল্পভব কবেন তখন ব্রহ্মাণ্ডেব ব্যক্তি হয়, আব যখন কল্পান্তে নিবোধ লমায়িব হাবা  
স্বল্পকণমাত্রে স্থিত বা কৈবল্যপ্রাপ্ত হন, তখন যোগনিদ্রাগত হইযাছেন বলা যায়। তখন ব্রহ্মাও  
লীন হয়। \* এইরূপে প্রজ্ঞাপতিব ঐশ্বর্যবলে স্থূল ও সূক্ষ্ম লোকসকলের অভিব্যক্তিব পব ধার্যবিষয়-

\* এ বিষয় বিশদ করিয়া বলা যাইতেছে। সিদ্ধ যোগীবা সার্বজ্ঞ্য ও সর্বপত্তিসত্তা লাভ কবেন। তখন তাঁহারা  
“সর্বভূতহমাচ্ছানং সর্বভূতানি চান্ননি” (গীতা) দেখেন। কিন্তু এই ব্রহ্মাও পূর্বসিদ্ধেব ঈশিত্বভাবীন বলিয়া সর্বজ্ঞ  
সিদ্ধসেব ইহাতে ঐশ্বর্যক্তি প্রবেশ করা ঘটে না। তাঁহাবা, এক বাজাব বাজ্যে অস্ত বাজাব ভাব, শক্তি প্রবেশ না করিয়াই  
এই ব্রহ্মাও থাকেন। প্রলয়েব পব ঐকণ সিদ্ধপুরুষণ (হাহাবা কৈবল্য লাভ কবেন নাই, কিন্তু জ্ঞানেব ও শক্তিব উৎকর্ষ  
লাভ করিয়া ভূগু আছেন, স্তবযা হাঁহাসেব চিত্ত শাস্তকালেব জন্ত অব্যক্ত অবস্থাব বাব নাই) ব্যক্ত হইলে পূর্বাঙ্গিত সেই  
জ্ঞান ও শক্তিব উৎকর্ষসম্পন্ন চিত্তেব সহিত প্রাচুর্ভূত হইবেন। সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্ত চিত্ত ব্যক্ত হইলে সেই চিত্তেব বিষয় যে ‘সর্ব’  
বা লোকালোক, তাহাও স্তবযা ব্যক্ত হইবে। অর্থাৎ তাদৃশ পুরুষেব সাক্ষরনই এই ব্রহ্মাও। লোকালোক ব্যক্ত হইলে অস্ত  
অসিদ্ধ প্রাণিগণ বাহাসেব যেকণ সন্ধ্যাব ছিল তদনুসরণ হইবা ব্যক্ত হইবে এবং দেহধাবণেব জন্ত উদ্বিগ্ন হইবে। পিতৃবীজ  
যাতীত স্থূল দেহধাবণ হয় না, স্তবযা আদিব স্থূল শবীরাণা তাঁহাব ঐশীশক্তিব সাহায্যে দেহধাবণ করিয়াছিল। পবে য য  
কর্মবশে প্রাণীসেব সন্তান চলিতেছে।

ভোগ ও অপবর্গকণ পুরুষার্থই প্রাণীসেব কর্ম, তাহা প্রাণীসেব স্বাধীন, অস্ত্রের বশে তাহা হইবাব নহে, অতএব দেহান্ত  
করিয়াই প্রাণীবা তাহাব আচরণ করিতে থাকে। ইহা জগতেব শাস্ত্র স্বভাব বলিয়া এবং সর্বজীবের অসুস্থল বলিয়া সিদ্ধসেব  
ঐশীশক্তিও ঐকণ সন্ধ্যাব্যক্ত হয়। অর্থাৎ পূর্বসর্গে যেকণ য য কর্মকাণী দেহীব দ্বারা পূর্ণ জগতে সিদ্ধসেব ঐশভাবের সন্ধ্যাব  
ছিল, এই সর্গেও তদনুসরণ সন্ধ্যাব ব্যক্ত হইবা য য কর্মকাণী প্রাণীসেব দ্বারা পূর্ণ লোকসকল অভিনির্বির্ভিত কবে। প্রাণীবা  
পূর্ব পূর্ব সর্গবদ স্বকর্মে স্বজ্জ্বেষ ভোগ কবে, কেহ বা অপবর্গ প্রাপ্ত হয়।

এই হিবর্গ্যগর্ভদেবই সন্তা ব্রহ্ম বা আক্ষব। কোন কোন মতে হিবর্গ্যগর্ভ ও বিব্যাট একেবই ভাবান্তব। অন্তমতে উভয়ে  
পৃথক পৃথক।

কালপর্যবাং । উত্তিষ্ঠানি চ তান্নাহুত্বানি দ্বিজসত্তমাঃ ॥” ইতি । তথা চ “উত্তিষ্ঠা  
জন্তবো যদ্ধচ্ শুক্লজীবীবা যথা যথা । অনিমিত্তাং সন্তবন্তি ॥” ইতি । অথান্নে প্রাণিনঃ  
সমজায়ন্ত । প্রাণিষু যেহৃৎববকরণাস্থথা চাতিপ্রবলাহববকরণান্তেষেকাষতনস্থিতা  
জননীশক্তিৰ্ভবতি । হৃৎববকরণপ্রাণিষু প্রাণশক্তেবপ্রাবল্যাদ্বিধা বিভক্তা জননী-  
শক্তিৰ্ভবতে । তস্মাৎ জ্ঞীপুণ্ডেদ ইতি ॥ ৭২ ॥

ইতি সাংখ্যযোগাচার্হ-শ্রীমদ্ হরিহবানন্দাবণ্য-বিরচিতঃ সাংখ্যতত্ত্বালোকঃ সমাপ্তঃ ।

প্রাণ হওয়াতে লীনকরণ জীবসকল ব্যক্তকরণ হইবা প্রথমে সূক্ষ্মবীজরূপ ( দেহগ্রহণেব পূর্বাঘা )  
হইয়া প্রাহুত্ব হইল । সেই সূক্ষ্মবীজ-জীবসকল কৰ্মাশয়েব বৈচিত্র্য-হেতু দেব, মাহুদ, তিৰিক্ ও  
উদ্ভিদ জাতীয় প্রাণীব করণপ্রকৃতিব ঘাবা আপুৰিত ( সূতবাং বিচিত্র-করণ-বীজযুক্ত ) হইবা অভিযুক্ত  
হইয়াছিল । সেই অসংখ্য বীজজীবেব মধ্যে বাহাবা ঔপশাদিক-মেহবীজ ( পিতামাতাব সংযোগ  
ব্যতিবেকে বাহাবা হঠাৎ প্রাহুত্ব হব তাহাবা ঔপশাদিক জীব, যেমন ভূতভ্রাজ্জাদিব অভিমানী  
দেবতা প্রভৃতি ), সেই জীবসকল যতঃ প্রাহুত্ব হইয়াছিল । কালক্রমে গৃথিব্যাধি লোকসকল  
উপযোগী হইলে উত্তিষ্ঠ-মেহেব বীজত্ব জীবসকল শবীব পবিগ্রহ কবিয়াছিল । এ বিঘয়ে স্মৃতি  
যথা—“বাহাবা কালপর্যাবে গৃথিবী ভেদ কবিবা উখিত হব, হে দ্বিজসত্তমগণ । সেই প্রাণিগণেব নাম  
উদ্ভিদ ।” অত্ৰা যথা—“উত্তিষ্ঠগণ, শুক্লজীবগণ যেমন অকাবণে জন্মায় ইত্যাদি” ( অর্থাৎ অকস্মাৎ যে  
প্রাণী প্রাহুত্ব হব এ মতও প্রাচীনকালে ছিল ) । অনন্তব অত্র প্রাণিগণ উৎপন্ন হইয়াছিল ।  
প্রাণীসকলেব মধ্যে বাহাদেব ববকরণ বা সাদ্বিক দিকেব করণ অসুট এবং অববকরণ বা তামল  
দিকেব করণ প্রবল, তাহাদেব জননীশক্তি একমেহস্থিতা । আব বাহাদেব ববকরণসকল সূট  
তাহাদেব প্রাণশক্তিব অপ্রাবল্যাহেতু জননীশক্তি বিধা বিভক্ত হইয়া অবস্থান কবে । তাহা হইতে  
জ্ঞী ও পুন্ডভেদ হব ( ‘প্রাণতত্ত্ব’ একবণে ‘প্রাণীব উৎপত্তি’ দ্রষ্টব্য ) ॥ ৭২ ॥

ইতি সাংখ্যযোগাচার্হ-শ্রীমদ্ হবিহবানন্দ আবণ্য-কৃত সাংখ্যতত্ত্বালোকঃ সমাপ্তঃ ।

## বররত্নমালা

( প্রথম মুদ্রণ ১৯০৩ )

অথ মুমুক্শুণামুপাদেষেষু পদার্থেষু কতমা বিবিষ্ঠা রত্নভূতা ইতি ? উচ্যতে ।  
আগমেষু শ্রুতিঃ । শ্রুতিষু—“যচ্ছেদ্বা বাঞ্ছনসী প্রোক্তস্তদ্ব যচ্ছেজ্জ্ঞান আত্মনি । জ্ঞান-  
মাত্মনি মহতি নিযচ্ছেৎ তদ্ব যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি” ইতি সাধনপক্ষে ।

“আহাবশ্যকৌ সত্বশুদ্ধিঃ, সত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ, স্মৃতিগন্তে সর্বগ্রহীনাং বিশ্রামোক্ষঃ”  
ইতি সাধনযুক্তিপক্ষে । তত্বপক্ষে তু—

ইন্দ্রিযেভ্যঃ পবা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ ।

মনসস্ত পবা বুদ্ধিবুদ্ধেবাত্মা মহান্ পরঃ ॥

মহতঃ পবমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পবঃ ।

পুরুষান্ন পবং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ॥ ইতি ।

মুমুক্শুণেব উপাদেষ পদার্থেব মধ্যে কোনগুলি বিবিষ্ঠ বা শ্রেষ্ঠ বস্তু-বস্তুপ, তাহা বলা হইতেছে ।

আগমসকলের মধ্যে শ্রুতি শ্রেষ্ঠ । সাধন-বিষয়ক শ্রুতি মধ্যে এই শ্রুতি শ্রেষ্ঠ—“প্রোক্ত ব্যক্তি  
বাক্যকে ( অর্থাৎ সংকল্পেব ভাবকে ) মনে উপসংহত কবিবেন, মনকে\* জ্ঞানরূপ আত্মাতে অর্থাৎ  
‘জ্ঞাতাহম্’ এই স্মৃতিপ্রবাহে উপসংহত কবিবেন । সেই জ্ঞানাত্মাকে মহান্ আত্মা বা অসীতিমাত্র  
উপসংহত কবিবেন এবং অসীতিমাত্রকে শান্ত আত্মা অর্থাৎ উপাধি শান্ত বা বিলীন হইলে যে  
স্বরূপ আত্মা থাকেন, তদভিমুখে উপসংহত কবিবেন ।” সাধনেব যুক্তি-বিষয়ে ( কল্পে সাধন  
কথিতে হইবে তদ্বিষয়ে ) এই শ্রুতি শ্রেষ্ঠ—আহাবশ্যকি\* অর্থাৎ ইন্দ্রিযেব ধ্রুবা প্রমত্তভাবে বিষয়-

\* সকল ত্যাগ করিলে মন স্বয়ং উপসংহত হইয়া জ্ঞান-আত্মা য় বায় । মহাত্মবত বলেন, “তথৈবাপোহ সংকল্পান্ মনো  
হ্যাত্মনি ধাবয়েৎ ।” এ বিষয়ে যোগসাধাবলীতে শব্দবাচ্য অতি হ্রস্ব কথা বলিয়াছেন । তাহা বধা—“প্রমত্তমকল-  
পরম্পরাগাং সংচ্ছেদেন সন্তত-সাবধানঃ ।” “পশ্চন্নুসীদীনদৃশা প্রপঞ্চং সংকল্পমুদ্বৃণ্ব সাবধানঃ ।” অর্থাৎ সাবধান বা মন  
স্মৃতিমান হইবা বীর্ঘদহকারে সংকল্পপন্থাবকে ছিন্ন করন্ত প্রপঞ্চ বিবাসপূর্বক সংকল্পেব মূর্কে উপাটিত কর ।

† বৌদ্ধ যোগিগণ ইহাকে আহাবে প্রতিকূল-সংজ্ঞা বলেন । উক্ততে আত্মা চতুর্বিধ—কবলিদ্ধার বা অন্ন, স্পর্শ বা  
ঐন্দ্রিয়িক বিষয়, মনসক্ষেতনা বা কর্ম এক বিজ্ঞান । কবলিদ্ধার আহাসকে পুঞ্জের সাংসক্তকণবৎ বোধ কবিবে । স্পর্শকে  
চর্মহীনগাত্র-স্পষ্ট বেদনাবৎ দেখিবে । মনসক্ষেতনাকে অগ্নিবহ হান বা তুন্দুলেব মত দেখিবে এবং বিজ্ঞানকে বিদ্বৎপণেব মত  
দেখিবে । এইকণ দেখাব নাম আহাবে প্রতিকূল-সংজ্ঞা । এইকণ দেখিতে শিক্ষা কবিলে সাধকগণেব যে প্রভূত কল্যাণ  
সাধিত হয়, তাহা বলা বাহুল্য ।

মহাত্মবত বলেন, “বর্ণা\* ব্ধ চতুর্বা জিহ্বা নাসিকা চৈব পঞ্চমী । বর্ণনীয়েন্দ্রিয়োক্তানি ধাবাপ্যাহাব-সিদ্ধয়ে ।” অর্থাৎ  
ইন্দ্রিযেব ধাবা বিষয়গ্রহণই আহাব ।

সিদ্ধেশু আদিবিদ্বান্ পরমর্ষিঃ কপিলঃ । দর্শনেশু সাংখ্যম্ । সাংখ্যগ্রন্থেশু যোগ-  
দর্শনম্ । মহাত্মভাব-সাংখ্যেশু শাক্যমুনিঃ । বীজেশু ভৃগুঃ সৌহর্মমিতি চ । মন্ত্রেশু  
“ও তত্ত্বিকোঃ পবনঃ পদম্” ইত্যাদিঃ । ধর্ম্যাগাখান্ “শ্যাসনস্কাহিথ পথি ব্রজন্ বা স্বহঃ  
পরিগ্ৰীণবিভক্তজালঃ । সংসাববীজক্ষমীক্ষমাণঃ স্তান্নিত্যমুক্তোহমৃতভোগভাগী” ইতি ॥  
আখ্যায়িকান্ মোক্ষধর্মপর্বান্ ।

গ্রন্থে ভাগ কবিলে সত্ত্বজি বা চিত্তপ্রসাদ হব, সত্ত্বজি হইতে ক্রবা স্মৃতি বা একাগ্রত্মিকা হব ।  
স্মৃতি লাভ হইলে সত্ত্ব অবিশ্রান্ত হইতে বিনুষ্টি হব ।

ভব-বিষয়ক শ্রুতিব মথ্যে ইহা শ্রেষ্ঠ—অর্থ বা বিষয়সকল ইন্দ্রিয় হইতে পব (কাবণ বিষয়েব  
বিষয় ইন্দ্রিয়প্রাণীব বাবা গ্রন্থে ইব বটে, কিন্তু বস্ত্তঃ তাহা মনে প্রকাশিত হব) । অর্থ হইতে  
মন পব । মন (সংকল্পক) হইতে বুদ্ধি বা (জানাত্মা) অহংকাব পব । বুদ্ধি (জাতাত্ম বা  
অহংবুদ্ধি-কপা) হইতে মহান্ আত্মা পব । মহান্ আত্মা বা মহত্ত্ব (সমাধিগ্রাহ্য অস্মীতিমাত্রবোধ)  
হইতে অব্যক্ত পব (কাবণ, মহত্ত্ব জীন হইবা অব্যক্ততা প্রাপ্ত হব) । অব্যক্ত বা প্রকৃতি (ব্রহ্মপতঃ  
সমস্ত অনাত্ম পদার্থেব নীনভাব) হইতে পুরুষ পব । পুরুষ হইতে কিছু পব নাই । তাহাই  
চবমা পতি ।

সিদ্ধেশু মথ্যে আদিবিদ্বান্ পরমর্ষিঃ কপিলঃ শ্রেষ্ঠ । দর্শনেশু মথ্যে সাংখ্য শ্রেষ্ঠ । সাংখ্য-গ্রন্থেব  
মথ্যে যোগদর্শন । মহাত্মভাব সাংখ্যেব মথ্যে শাক্যমুনিঃ । বীজেশু মথ্যে ভৃগুঃ ও সৌহর্ম ।  
মন্ত্রেশু মথ্যে “ও তত্ত্বিকোঃ পবনঃ পদম্” ইত্যাদিঃ । ধর্ম্যাগাখান্ “শ্যাসনস্কাহিথ পথি ব্রজন্ বা স্বহঃ  
পরিগ্ৰীণবিভক্তজালঃ । সংসাববীজক্ষমীক্ষমাণঃ স্তান্নিত্যমুক্তোহমৃতভোগভাগী” ইতি ॥

৭ গ্রন্থে এই পৃথিবীতে বাহা হইতে নিষ্ঠূর্ণ মোক্ষপর্ব বা সাংখ্যযোগ প্রবর্তিত হব, তিনিই কপিল । তাঁহার পূর্বে আব  
কেহ সন্যাস উপদেশ দিলেন না । তিনিই স্বীয় পূর্বজন্মের সংসারবলে ইহলীলে পবন পা সান্যাস করিয়া উপদেশ করেন ।  
মতান্তরে সান্যাস ত্রিগুণসত্ত্বেরই (বৈদিকযুগে ত্রিগুণ জগতের অব্যবহকে বা সত্ত্ব ইবরকে ত্রিগুণসত্ত্ব নামে জানিতেন)  
তাঁহাকে যোগধর্মের আলোক দেন । স্মৃতি আছে, “ত্বমিৎ প্রহৃতঃ কপিলঃ বতম্বে জ্ঞানবিন্ভক্তি” ইত্যাদি । স্মৃতি বলেন,  
“ত্রিগুণসত্ত্ব যোগসত্ত্ব ব্রহ্ম নাত্তঃ পুবাভবঃ” । সত্ত্ববস্ত্তঃ এই বস্ত্তের লইয়া ত্রিগুণের ভাবতে সাংখ্য ও যোগ নামে দুই সন্তোষ  
হয় । কিন্তু উভয়েই আদি কপিল । জনক-ব্যাক্যব্যক্তি উপনিষদের ত্রিগুণ সবসেই ত্রিগুণের পথে এবং কপিল-প্রবর্তিত  
সাংখ্যযোগের বাবা গাবধর্মী ছিলেন, ইহা মহাত্মভাব হইতে জানা বাব । বলাবাত্মা যে ইহাব সন্থিত পৌরাণিক আখ্যায়িকার  
সংববংশ-ধর্মসংকারী কপিলেব বোনও সত্ত্ব নাই এবং ভাসবসেই (৯৮১২-১৩) তাহা স্মৃতি বলা আছে, বলা (উকপেব  
পরাধিকার বলিতেছেন) “ন মাধ্বাসো মুনিকোপভক্তিভা সূপত্রপুত্রা ইতি সত্ত্বাসনি । কপা ভসো বোধমম বিভাগ্যতে  
তগুণবিজ্ঞানি যে বসো ভূবঃ” । বস্ত্তেরিতা সাংখ্যসমী দৃঢ়ত বৌদ্ধা মুসুত্তরতে দ্রুতবদ্য । ভবাব্যক্ ত্রুতাপঃ বিপশিতঃ  
পরাস্তত্ত্বত কপা পুত্রসত্ত্বঃ” । অর্থাৎ, সত্ত্ববস্ত্তের পুত্রপ কপিল মুনি কোপায়িতে বস্ত্ত হইবাহে—এই বাদ মথার্থ নহে ।  
কাবণ, পৃথিবীব মুলি যেমন আকাশে স্থিতি কব না সেইরূপ সত্ত্ববস্ত্তের, অগুণবিজ্ঞানীব পুত্রপ ভসোভাব বস্ত্তনীব নহে ।  
মুতাপুত্রপ দ্রুত ভবাব্যক-উত্তরপকারী ও মুসুত্তর অবলম্বনীয় সাংখ্যকপ দ্রুত নৌকাব মিনি যাত্রা এবং মিনি পবদায়ত ও সর্বজ  
সেই কপিল মুনি অস্ত্রকপ (ক্রোচকপ) বুদ্ধি বিকশে সত্ত্ব ? (অর্থাৎ উহা অসত্ত্ব বস্ত্তন) ।

† শাক্যমুনিব ভক্তব (অভাব বানান ও ব্রহ্মক বাদমূল) সাংখ্য ও যোগী ছিলেন । সাংখ্যের যোগ্যমী পও  
শাক্যমুনি সন্যাস প্রাপ্ত ববিবাহে । অতএব তিনি সাংখ্যদ্বাশী ছিলেন, তদ্বিধেব সন্থিত নহি ।

সাধনালম্বনেষু আত্মা, “প্রণবো ধনুঃ শবো হ্যাত্মা” ইতি শ্রুত্বাদিষ্টঃ। মোক্ষোপায়েষু শ্রদ্ধাবীৰ্যস্বতিনমাধিপ্ৰজ্ঞাঃ। বাহুধ্যেয়েষু মুক্তপুরুষঃ। আধ্যাত্মিক-ध्येয়েষু বোধঃ। মিশ্রাধ্যানেষু আত্মস্থ-মুক্তপুরুষাণাম্। স্থূলবদ্ধনস্ত প্রমাদস্ত প্রহাণায় স্মৃতিঃ। সূক্ষ্ম-বদ্ধনকপায়া অস্মিতায়া নিরোধোপায়েষু বিবেকঃ। তপঃসু প্রাণায়ামঃ। ঐক্যাগ্ৰ্য-সাধনেষু স্মৃতিঃ। স্মৃত্যা লক্ষণেষু দৃষ্টভাবঃ স্মরাণি স্মরিত্বসহকৃতিষ্ঠানীতি। ধার্ষবিষয়-স্মৃতি-সাধনেষু শিখিলপ্রবৃত্তশবীরস্ত প্রাণক্রিয়ানুভবস্মৃতিঃ। কার্ষবিষয়স্মৃতিসাধনেষু বাগবোধস্ত বোধস্মৃতিঃ। জ্ঞেয়বিষয়-স্মৃতিসাধনেষু নাদবোধস্মৃতিঃ হৃদি-জ্যোতির্বোধ-স্মৃতিশ্চ। আত্মব্যবসায়িকস্মৃতিসাধনেষু অতীতানাগতচিন্তানিরোধানুভব-স্মৃতিঃ। সা হি সংকল্পকল্পনপূর্বকৃত্যাদিস্মরণনিবোধাত্মিকা। স্মৃতিসাধনস্থানেষু মূৰ্ধজ্যোতিষি পশ্চাদ্-ভাগে যৎ।

সুখেষু শাস্তিসুখম্। বাহুসুখেষু সন্তোষজ্ঞঃ যৎ। সূৰ্যসাধনেষু বৈরাগ্যম্। বৈরাগ্য-সাধনেষু নিরিন্দ্রতাজ্ঞানিতো যো ভাববিশেষঃ চিত্তেন্দ্রিয়স্ত, তৎ-স্মৃতিপ্রবাহভাবনম্। বৈবাগ্যসহায়েষু সন্তোষো হেরতত্ত্বজ্ঞানঞ্চ। সন্তোষসাধনেষু ইষ্টপ্রাপ্তৌ যন্তষ্টনৈশ্চিন্ত্য-

ব্যাপনশীল সেবেব, পবন পদ জ্ঞানী বেদবিদগণ নহা দিবসনে স্মৃতিমান্ হইয়া অবলোকন করেন। চতুর্বিব আভ্যন্তর-সূৰ্যেব মত ব্যাপ্ত। বিপত্তবঃ=উত্তম ভক্তিপৰ্যায়ণ (বিমুক্তবঃ=মহ্যাহীন)। “শয্যাব বা আসনে স্থিত বা পথে চলিতে চলিতে আত্মহ এবং কীৰ্ত্তি-চিন্তাদ্বন্দ্ব হইয়া সংসার-বীজের ক্ষয় দর্শন কবিতো কবিতো নিত্য মুক্ত বা তুষ্ট ও অমৃতভোগভাগী হইবে”, যোগভাস্ত্র এই বৈরাগিকী গাথা মোক্ষধর্মে বীৰ্যপ্রদায়িনী গাথাব মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আত্মাবিকার মধ্যে মহাভারতের মোক্ষধর্মপর্বায় শ্রেষ্ঠ, কাবল, উহাতে কেবল বিভক্ত মোক্ষধর্মনীতি ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

সাধনের আলম্বনের মধ্যে আত্মভাব শ্রেষ্ঠ। ‘প্রণব ধনুঃ, শর আত্মা, ব্রহ্ম তাহার লক্ষ্য’, ইত্যাদি শ্রুতিতে এই আত্মভাব উপদিষ্ট হইয়াছে। মোক্ষের উপায়েব মধ্যে শ্রদ্ধা, বীৰ্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা। বাহু যোগ পদার্থের মধ্যে (অভিকল্পনা পূর্বক) মুক্তপুরুষ। আধ্যাত্মিক ধ্যেয়ের মধ্যে বোধ। মিশ্র (বাহু ও আধ্যাত্মিক) ধ্যানের মধ্যে আত্মহ (সামান্য জ্ঞানে স্থিত) মুক্তপুরুষের ধ্যান শ্রেষ্ঠ। বদ্ধনের মধ্যে স্থূল বদ্ধন যে প্রমাদ, তাহার নাশের জন্য স্মৃতি-সাধন শ্রেষ্ঠ। সূক্ষ্ম বদ্ধন যে অস্মিতা, তাহার নিবোধের উপায়েব মধ্যে বিবেক এবং তপস্ভাব মধ্যে প্রাণায়াম শ্রেষ্ঠ। ঐক্যাগ্ৰ্য বা একাগ্রভূমিকার সাধনের মধ্যে স্মৃতি-সাধন শ্রেষ্ঠ। স্মৃতিব লক্ষণের মধ্যে এই লক্ষণ শ্রেষ্ঠ—‘স্মৃতি (করণ ব্যাপাবেব) ক্রীড়া’ এই ভাব স্মরণ করা এবং তাহা যে স্বপ্ন কবিতো তাহাও স্বপ্ন কবিতো থাকিব ও থাকিতেছি, এতাদৃশ ভাবই স্মৃতি। শিখিলপ্রবৃত্ত শবীরেব যে প্রাণক্রিয়া, তাহার বোধেব স্মৃতি শরীর-বিষয়ক স্মৃতি-সাধনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কর্মজিহের বিষয়সম্বন্ধীয় স্মৃতি-সাধনের মধ্যে উচ্চাচিত ও অল্পচ্চাচিত বাক্যেব যে নিরোধ, তদ্বিষয়ক স্মৃতি শ্রেষ্ঠ। জ্ঞেয়-বিষয়ক স্মৃতি-সাধনের মধ্যে অনাহত নাদের বোধস্মৃতি এবং জ্ঞানহ জ্যোতির বোধস্মৃতি প্রধান। অতীত ও অনাগত চিন্তাব যে নিবোধ তাহার যে অনুভব, তদ্বিষয়ক স্মৃতি আত্মব্যবসায়িক স্মৃতি-সাধনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাহা

ভাবস্তস্ত স্মৃত্য ভাবনম্ । দমেষু বাগ্‌দমঃ । বাক্যে তদ্ব্যবসায়কং যৎ । কামদমনো-  
পায়েষু গুণেষু সন্ কাম্যবিষয়ান্ববণম্ । লোভদমনোপায়েষু ভুক্তঃ সন্ অধিতা-  
সংকোচঃ । শাবীৰ্যৈর্হৈর্বেষু চক্ষুঃস্বৈৰ্হম্ ।

ধাবণায় চিত্তবন্ধনীম্ আধ্যাত্মিকদেশঃ স্বাসপ্রশাসনৌ চ । আধ্যাত্মিকদেশে  
জদযাদ্ আত্মকবন্ধন জ্যোতির্মযো বোধব্যাপ্তৌ যঃ । স্বাসপ্রশাসনযোর্বদীর্ঘঃ স্মৃষ্ণঃ প্রযত্ন-  
বিশেষপূর্বকং রেচনং সহজতঃ পূৰণঞ্চ । প্রাণায়ামপ্রযত্নেব-সর্বকরণানাং স্থিবশূন্যবদ্ধাবস্ত  
স্মারকানি বেচন-পূৰণ-বিধাবণানি । স্বীপ্রসাদায় যুক্তজ্ঞানার্জনম্ । জ্ঞানেষু কার্যকরং  
যৎ । জ্ঞানার্জনোপায়েষু শ্রদ্ধাসহিতা জিজ্ঞাসা । জ্ঞানার্জনপ্রতিপক্ষপ্রাণায় মানস্তদ্ধতাজ-  
গৌরবত্যাগঃ । জ্ঞানেষু যৌ স্বার্থ-লক্ষণস্ত সাধকঃ । লক্ষণেষু যা প্রস্তুতধারণায়া  
ভাবিনী সৌক্তিঃ । জ্ঞাপ্রয়োগেষু জট্টবিকাবিদ্ধসাধনম্ । তত্রাপি মহদাঘাতিগম-  
পূর্বকো বিবেকখ্যাতিপর্ববসিতো বিচারঃ ।

সংকল্প, কল্পন ও পূর্বকৃত্যাদি ( পূর্ব কর্ম ) স্ববর্ণেব নিবোধ-স্বরূপ । শিবঃ জ্যোতিব পশ্চাত্ত্রদেশ  
স্মৃতি-সাধন-স্থানেব ময্যে শ্রেষ্ঠ \* ।

জ্ঞেবে ময্যে শান্তিঃ শ্রেষ্ঠ । বাহ-বিষয়ক জ্ঞেবে ময্যে সন্তোষজ জ্ঞ । জ্ঞেবসাধনেব ময্যে  
যৌগ্য । মনকে ইচ্ছাপূজ কবিতো শিখিবা তখন চিত্তেব ও ইচ্ছিয়েব যে ভাব-বিশেষ অল্পভূত হয়,  
স্মৃতিব দ্বাৰা তাদৃশ ভাবপ্রবাহকে মনোময্যে উপস্থিত রাখা বৈবাগ্যসাধনেব ময্যে প্রধান । বৈবাগ্যেব  
সহাবেব ময্যে সন্তোষ এক হেবতদেব জ্ঞান ( অনাগত দুঃখই হেব, তাহাব তত্ত্ব অর্থঃ দুঃখেব কাবণ,  
দুঃখেব প্রহাণ ও দুঃখপ্রহাণেব উপায় ) শ্রেষ্ঠ । ইষ্টপ্রাপ্তি হইলে যে ভূট নিশ্চিভভাব অল্পভূত হয়,  
তাহাব স্মৃতিপ্রবাহ ধাবণা কবা সন্তোষ-সাধনেব ময্যে প্রধান । দমেষ ময্যে বাগ্‌দম । বাক্যেব ময্যে  
তদ্ব্যবসায়ক বাক্য । ইচ্ছিয়গপকে বিষয়-ভোগ হইতে নিবৃত্ত রাখিবা কাম্য বিষয়কে স্ববণ না কবা  
কামদমনোপায়েব ময্যে শ্রেষ্ঠ । লোভদমনোপায়েব ময্যে ভূট হইবা অভাব সংকোচ কবা শ্রেষ্ঠ ।  
শাবীৰ্যৈর্হৈর্বেব ময্যে চক্ষুঃ স্বৈৰ শ্রেষ্ঠ ।

ধাবণাব দ্বাৰা চিত্তবন্ধন কবিবাব জন্ত আধ্যাত্মিকদেশ এবং শাস ও প্রশাস শ্রেষ্ঠ । আধ্যাত্মিক  
দেশেব ময্যে—জদয হইতে ব্রহ্মবন্ধ পর্বত জ্যোতির্ময় বোধব্যাপ্ত দেশ শ্রেষ্ঠ । স্বীর্ষ, স্মৃষ্ণ, প্রযত্ন-  
বিশেষসাধ্য বেচন এবং সহজতঃ পূৰণ—ইহাই স্বাস-প্রশাসনেব ময্যে শ্রেষ্ঠ । সমস্ত কবণেব স্থিব, শূন্য  
ভাবকে যাহা স্ববণ কবাইবা দেব ( অর্থাৎ স্মৃতি আনয়ন কবে ) তাদৃশ বেচন, পূৰণ ও বিধাবণ নামক  
প্রযত্ন প্রাণায়ামপ্রযত্নেব ময্যে শ্রেষ্ঠ । স্বীপজিব প্রশস্ততাব জন্ত যুক্তি-যুক্ত জ্ঞানার্জন, জ্ঞানেব ময্যে  
কার্যকর জ্ঞান, এবং জ্ঞানার্জনেব উপায়েব ময্যে শ্রদ্ধা-সহিতা জিজ্ঞাসা শ্রেষ্ঠ । জ্ঞানার্জনেব প্রতিপক্ষ-

\* কোন এক জ্ঞান হইলে তাহাব যে সন্তোষ হয়, সেই সন্তোষবশে তাহা স্ববর্ণত ভাবকগ পূনরহৃত হয় । তাদৃশ  
অল্পভবই স্মৃতি । সাধনেব জন্ত চিত্ত, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও প্রাণ বা শবীৰ এই সকলব ইন্দ্রিয়ক অল্পভব স্মৃতি-সাধনেব  
নিষয় ।



বাহ্যত্ববোধপদার্থবোধেষু দিকালয়োর্মূলবোধঃ অনাদিসত্তাবোধশ্চ । বিকল্পেষু সবিভক্তাক্ষৌ যঃ । কল্পনাসু যোযকল্পনা । যোযকল্পনাসু সূক্ষ্মতবা শুদ্ধতবাত্মকল্পনা য়া । সংকল্পেষু সংকল্পং জ্ঞানীত্যাশ্রকো যঃ । তত্ত্বাধিগমায় ধ্যানম্ । সূক্ষ্মতবতাবোধিগমহেতুসু সবিচাবং ধ্যানম্ । জ্ঞানদীপ্তিকবেষু যোগিনঃ স্বজ্ঞানদোষপ্ৰেক্ষণং সর্বজ্ঞে পুরুষে নির্ভবশ্চ ।

জ্ঞলকায়তত্ত্ববোধেষু প্রযত্নশৈথিল্যে সিদ্ধে অসংহতঃ প্রাণক্রিয়াপুঞ্জঃ কায়প্রদেশ ইত্যধিগমঃ । সূক্ষ্মকায়তত্ত্ববোধেষু মহদাস্ত্রপ্রাণাধিষ্ঠানভূতোহণুর্বা অনন্তো বা বোধাকাশঃ । সূক্ষ্মতমানু স্থিতিসু নিবোধভূমিঃ । ঈশ্বরধ্যানালম্বনেষু হার্গাকাশঃ । সত্যসাধনেষু ঋজুচিত্তস্ত স্বল্পভাবিতা । আর্জবসাধনেষু নিবীহস্ত অদ্বৈচ্চিন্তা ।

পদার্থবহানি গৃহাণ যোগিন্ বিজ্ঞানুধাক্ষেহি সমুদ্রতানি ।

ত্রৈলোক্যবাজ্য্যচ্চ পবং পদং যৎ প্রাপ্তাসি ভূষা বববহ্মলালী ॥

ইতি সাংখ্যযোগাচার্য-শ্রীমদ্ হবিহবানন্দাবল্যগ্রথিতা বববহ্মলালী সমাপ্তা ।

নাশেব জন্ম অভিমান, শুদ্ধতা ( নিজেব শুদ্ধত্ব-বুদ্ধিহেতু-অবিনেবতা ) ও আশ্রয়কত্ববোধ ত্যাগ কবা শ্রেষ্ঠ কল্প । জ্ঞাবেব মধ্যে বাহা পদার্থেব বার্থা লক্ষণ সন্নিবিষ্ট কবে, তাহা শ্রেষ্ঠ । লক্ষণেব মধ্যে বাহা মনে প্রস্ফুট ধাবণা উপাদান কবে, তাদৃশ উক্তি শ্রেষ্ঠ । জ্ঞাবপ্রয়োগ ও বিচাবেব মধ্যে বাহা জ্ঞাব অবিকাবিত্ব সিদ্ধ কবে তাহা শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ স্বত্বত্বগ্ধে পীড়মান আত্মা কিরূপে স্বত্বত্বত্বাতীত তাহা যে বিচাবপূর্বক সিদ্ধ হব, তাহাই শ্রেষ্ঠ বিচাব, মহত্ত্ব সাক্ষ্যকাবপূর্বক যে বিচাবেব বিবেক-ত্বাতীতে পর্যবসান হব, তাদৃশ সমাধিনির্মল বিচাবই ( অর্থাৎ সবিচাব সন্তজ্ঞাত ) বিচাবেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ ।

দিক্ ( অবকাশ, আকাশ ত্ব নহে ) ও কালেব মূল বুঝা এবং অনাদিসত্তা কিরূপে সম্ভব, তাহা বুঝা বাহ্যত্ববোধ্য পদার্থ বুঝাব মধ্যে শ্রেষ্ঠ । বিকল্পেব মধ্যে সবিভক্ত সমাধিব অদ্বত্ব বিকল্প শ্রেষ্ঠ । কল্পনাব মধ্যে যোয কল্পনা । যোযকল্পনাব মধ্যে আপনাকে সূক্ষ্মতব ও শুদ্ধতব কল্পনা কবা শ্রেষ্ঠ ( 'মূক্ষ্মচতুষ্ক'—কাপিলার্শ্রমীব স্তোত্রসংগ্রহে জ্ঞেয় ) । সংকল্পকে ত্যাগ কবিলাম এই সংকল্প—সংকল্পেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ । তত্ত্বাধিগমেব জন্ম ধ্যান শ্রেষ্ঠ । উত্তবোত্তব সূক্ষ্মতাব সাক্ষ্যকাবেব জন্ম সবিচাব ধ্যান শ্রেষ্ঠ । জ্ঞানেব দীপ্তিকব উপাবেব মধ্যে যোগযুক্ত হইবা নিজেব জ্ঞান-দোষ-চিন্তন ও সর্বজ্ঞ পুরুষে নির্ভব কবা শ্রেষ্ঠ কল্প ।

প্রযত্নশৈথিল্যেব দ্বাবা শবীব সম্যক্ স্থিব শ্রবণং হইলে, কায়প্রদেশ অকঠিন, প্রাণ-ক্রিয়াপুঞ্জ-স্বরূপ, এইরূপ সাক্ষ্যকাব সূক্ষ্মশবীব-তত্ত্ব-বোধেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ । মহাশ্রাব যে প্রাণ ( 'সর্বত্বত্ব-মাআনং সর্বভূতানি চাত্মনি' এই ভাবযুক্ত যে শবীব, তাহাকে বিধাবণ কবে যে প্রাণ )—যাহা প্রাণেব সূক্ষ্মতম অবস্থা—তাহাব অধিষ্ঠানভূত যে অণু বা অনন্ত বোধাকাশ, তাহাই সূক্ষ্মকায়তত্ত্ব-বোধেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ ( কেবল 'অস্থি' ব্রাহ্ম বলিয়া সেই বোধাকাশ অণু এবং তত্ত্বাবা সর্বজ্ঞ হব বলিয়া তাহা অনন্ত ) । সূক্ষ্মতম স্থিতিব মধ্যে নিবোধভূমি ( যোগদর্শনোক্ত ) শ্রেষ্ঠ ( প্রকৃতিবোধি সূক্ষ্মতম স্থিতিও আছে, কিন্তু তন্মধ্যে অসম্প্রজাত সমাধিই শ্রেষ্ঠ ) । ঈশ্বর-ধ্যানেব যে যে আলম্বন আছে, তন্মধ্যে স্বদ্ব্যাকাশ

শ্রেষ্ঠ। সত্য-সাধনের মধ্যে ঋদ্ধি চিত্ত হইয়া স্বল্পভাষণ শ্রেষ্ঠ। আৰ্জব বা সৰলতা সাধনের অন্য নিবীহ বা নিস্পৃহ হইয়া অদ্বৈত চিন্তা করা শ্রেষ্ঠ।

হে যোগিন্! মোক্ষবিভারূপ স্বাধিক্তি হইতে যাহা সমুদ্ভূত, সেই পদার্থবদ্বনকন গ্রহণ কব। ববববববব হইয়া ত্রৈলোক্যবাস্য অপেক্ষাও যাহা পবন পদ, তাহা প্রাপ্ত হইবে।

ববববববব সমাপ্ত

## তত্ত্বসাক্ষাৎকার

( প্রথম মুদ্রণ ১৯০৩ )

১। সাংখ্যীয় তত্ত্বসকল কিরূপে সাক্ষাৎকৃত বা উপলব্ধ হয়, তাহা এই প্রকরণেব প্রতিপাদ্য বিষয়। চিন্তকে কোন এক অভীষ্ট বিষয়ে ধাবণ করাব নাম ধাবণ। পুনঃ পুনঃ ধাবণ কবিত্তে কবিত্তে চিন্তেব এইরূপ স্বভাব হয় যে, তখন এক বৃত্তি একতানভাবে উদ্ভিত হয়। সাধাবণ অবস্থায় এক ক্ষণে যে বৃত্তি উঠে পর ক্ষণে তাহা হইতে ভিন্ন আব এক বৃত্তি উঠে, এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তিবে প্রবাহ চলে। ধাবণা-অবস্থায় স্বপনাময়ী বৃত্তিসকলেব প্রবাহ চলে বটে, কিন্তু সেই বৃত্তিগুলি একরূপ, পূর্বক্ষণে যে বৃত্তি, পরক্ষণে ঠিক তরূপ আব এক বৃত্তি। ধ্যানাবস্থায় একই বৃত্তি বহুদৃশময়ী বলিয়া প্রতীত হয়, তাহাব নাম একতানতা। বিন্দু বিন্দু জলেব ধাবাব জাব ধাবণা, আব তৈল বা মধু ধাবাব জাব ধ্যান। ইহাব ভিতব অসম্ভব কিছুই নাই, সকলেই অভ্যাস কবিলে বুঝিতে পাবেন। প্রথমে অতি অল্প সময়বেব জন্ত চিন্ত একতান হয়, কিন্তু পুনঃ পুনঃ যদি অভ্যাস কবা যায়, তবে ক্রমশঃ অধিকাবধিক কাল চিন্তকে একতান বা অভীষ্ট একমাত্র ভাবে নিবিষ্ট রাখা যায়। ইহা মনতত্ত্বেব প্রসিদ্ধ নিয়ম। যত অধিক কাল চিন্ত একতান হয়, ততই তাহা ( একতানতা ) প্রগাঢ় হয়, অর্থাৎ অল্প সকল বিষয়েব বিস্মৃতি হইয়া কেবল ধ্যেব বিষয় জাজল্যমানরূপে অবভাত হইতে থাকে। অভ্যাস-বৃদ্ধি হইতে সেই একতানতা যখন এত প্রগাঢ় হয় যে, শব্দীবাধি-সহ নিজেকেও বিস্মৃত হইয়া সেই জাজল্যমান ধ্যেব বিষয়েই যেন তন্ময় হইয়া যাওয়া যায়, তখন সেই অবস্থাকে সমাধি বলা যায়। হ্রস্ব চিত্ত পাঠক ইহাতে কিছুই অস্বস্ততা দেখিতে পাইবেন না। এই সমাধিসিদ্ধি অতীব দুষ্কর, কদাচিৎ কোন মনুষ্য ইহাতে সিদ্ধ হন, কারণ সর্বপ্রকার বিষয়-কামনাসূক্ষ্মতা এবং অসাধাবণ ধীশক্তি ও প্রযত্ন সমাধিসিদ্ধিবে পক্ষে প্রয়োজন। বাহ্য বা আভ্যন্তর যে-কোন ভাবে সমাধি-বলে অল্পভব-গোচর কবিয়া রাখাব নাম সাক্ষাৎকার, ইহা পাঠক স্বয়ং বাখিবেন। তবে পুরুষ ও প্রকৃতি সাক্ষাৎকাব একবকম উপলব্ধি, তাহা ঠিক অল্পভবগোচর বাখিবা সাক্ষাৎকাব নহে, তাহাতে অল্পভব-বৃত্তিবে বোধেব উপলব্ধি কবিত্তে হয়।

২। সমাধিবে সময়ে ধ্যেবাতিবিস্তৃত সর্ববিষয়েব সম্যক্ বিস্মৃতিহেতু সমস্ত শাবীবে ভাবেবও বিস্মৃতি হয়, তজ্জন্য শবীবে জড়বৎ হইয়া অবস্থান কবে। এই হেতু শবীবেব প্রযত্নসূক্ষ্মতা ( আসন-প্রাণায়ামাদিবে ধাবা ) সমাধিসিদ্ধিবে জন্ত একান্ত আবশ্যক। শবীবে সর্বপ্রকারে জড়বৎ হইলে, শবীবে শক্তি বা কবণসকল শবীবে-নিবপেক্ষ হইয়া কার্য কবিত্তে সমর্থ হয়। সাধাবণ আবিষ্ট দৃশ্যদর্শন বা ক্রোধান্ধতা, অবস্থাব দেখা যায় যে, আবশ্যক ব্যক্তিবে শক্তি-বিশেষেব ধাবা আবিষ্ট ব্যক্তিবে চক্ষুবাধি ইন্দ্রিয় জড়বৎ হইলে, দর্শনাধি-শক্তি হ্রাসপ্রিয়-নিরূপেক্ষ হইয়া বিষয় গ্রহণ কবে। সমাধিসিদ্ধি হইলে যে সেই শবীবে হইতে স্বতন্ত্রভাবে সম্যক্রূপে সিদ্ধ ব্যক্তিবে স্বাধৃত হইবে এবং তৎফল-স্বরূপ অলৌকিক প্রত্যক্ষ যে অব্যতিচাবী হইবে, তাহা আব অধিক না বলিলেও বুঝা যাইবে। সাধাবণ

অবস্থায় কোন হয় বিবব বৃত্তিতে গেলে আমবা মনকে হিব কবি, 'স্বস্ত্র' দ্রব্য দেখিতে গেলে সেইরূপ চক্ষু হিব কবি, তজ্জন্ত সন্ধান-নামক চবম হিবতা যখন হয়, তখন সেই হিব চিত্তেব দ্বাৰ। জ্ঞেয় বিষয়েব চবম জ্ঞান হয়। তজ্জন্ত যোগসহজকাব বলিযাছেন—“তজ্জবায় প্রজ্ঞালোকঃ”। শুধু যে রূপাদি বাহ্য বিষয়ে চিত্ত আহিত কবিযা বাখা যায়, তাহা নহে, চিত্তেব যে-কোন ভাব বা (কবণকপ) যে-কোন আধ্যাত্মিক বিষয়ও, অভীষ্ট কাল পৰ্যন্ত একভাবে অন্তঃসংগোচব কবিযা বাখা যায়। তাহাতে সেই বিবব অস্ত সকল হইতে পৃথক্ কবিযা নম্যাকৰণে প্রজ্ঞাত হওয়া যায়। এইরূপে মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদিবি তত্ত্ব বিজ্ঞাত হওয়া যায়। ইন্দ্রিয়াদিবি তত্ত্ব বিজ্ঞাত হইলে, মূল হইতে তাহাদেব প্রকৃতিব পবিসৰ্তন কবিযা তাহাদেব চবমোৎকৰ্ষ কবা যায়। তাহাতে ক্রমশঃ সৰ্বজ্ঞতাও লাভ হয়।

৩। এক্ষণে সন্ধান-বলে কিরূপে তত্ত্বসকলেব সাক্ষ্যকাব হয়, দেখা যাউক, যেমন, ভূত-সাক্ষ্যকাব। মনে কব, তেজোভূত সাক্ষ্য কবিত্তে হইবে। কোন একটি প্রবেশ রূপ (যেমন একটি ফুলেব লালকণে) দর্শন-শক্তি নিবিষ্ট কবিত্তে হয়। সাধাবণ অবস্থায় চিত্ত কণে কণে পবিসৰ্ত হইয়া যায়, তজ্জন্ত সেই লাল কণে চক্ষু থাকিলেও হয়ত পাঁচ মিনিটে পাঁচ শত বৃত্তি চিত্তে উঠিবে। তাহাতে কণেব সঙ্গ সঙ্গ ফুলেব অস্ত জ্ঞপেবও জ্ঞান সংকীর্ণ হইয়া উঠিবে। যাহাতে এইরূপ সংকীর্ণভাবে বহু ধর্ম একত্র জানা যায়, তাহাকে ভৌতিক দ্রব্য বলে। কিন্তু সন্ধান-বলে কেবলমাত্র সেই লাল কণে চিত্ত নিবিষ্ট কবিলে ঐশ্বর্য্যি সমস্ত ধর্ম বিন্ধত হইয়া কেবলমাত্র জগতে লালরূপ আছে, এইরূপ প্রত্যক্ষ হইবে। ফুল অর্থাৎ তত্ত্বভূত বহু ধর্মের সংকীর্ণ জ্ঞান তখন থাকিবে না, অর্থাৎ ভৌতিক জ্ঞান বাইয়া তেজোভূততত্ত্ব-সাক্ষ্যকাব হইবে। শব্দসাক্ষ্যকাবকালে বাহ্যে ধাবাবাহিক শব্দ পাওয়া যায় না বলিযা অনাহত নাদ নামক শব্দকে প্রথমতঃ বিবব কবিত্তে হয়। বাহ্য শব্দেব দ্বাৰা কৰ্ষ যখন উদ্ভিক্ত না হয়, তখন ঐবাবে স্বগতজিবাযুলক যে বহুপ্রকার ধ্বনি হিবচিত্তে গুলিলে শুনা যায়, তাহাকে অনাহত নাদ বলে। অবশ্য সন্ধান-সিদ্ধ হইলে আব ধাবাবাহিক বাহ্য বিষয়েব প্রবেশন হয় না, তখন অশ্রমাজ যে-বিবব গোচব হয়, তদ্বাক্ষ্য চিত্তবৃত্তিকে হিব নিশ্চল বাখিযা তাহাতে সন্ধানিত হওয়া যায়, যেমন, অনেক লোক একথাব আলোকেব দিকে চাহিলে, চক্ষু বুজিয়াও কিছুক্ষণ আলোক দেখিতে পাব, তজ্জপ। বায়ু, অপু ও কিত্তি এই ভূত-সকলও এইপ্রকারে সাক্ষ্যকৃত হয়। যখন যেটা সাক্ষ্য কবা যায়, তখন বাহ্যজগৎ তন্নব বলিযা প্রতীত হইতে থাকে। সাধাবণ বা ভৌতিক জ্ঞান অশেকা তাহা উৎকৃষ্ট; কেননা সাধাবণ জ্ঞান অস্থি চিত্তেব, আব, তাহা হিব চিত্তেব। সাধাবণ জ্ঞানে এক ধর্ম অশ্রমাজ জ্ঞানগোচব থাকে, আব, উহাতে তাহা দীর্ঘকাল অতিফুটরূপে জ্ঞানগোচব থাকে।

৪। তৎপবে তন্মাত্র সাক্ষ্য কবিত্তে হয়, তাহাব প্রশানী লিখিত হইতেছে। মনে কব, রূপ-তন্মাত্র সাক্ষ্য কবিত্তে হইবে। এক স্বস্ত্র দ্রব্যও যদি হিবচিত্তে দেখা যায়, এবং অস্ত সকল পদার্থ ছাডিয়া কেবলমাত্র তাহাই যদি জ্ঞানে ভাসমান থাকে, তবে তাহা জগদ্ব্যাপী (অর্থাৎ field of vision-পূর্ণ) বলিযা বোধ হইবে, কাবণ, তখন অস্ত কোন পদার্থেব জ্ঞান থাকে না। মেস্‌মেসাইজ কবিবাব সময়ে আবেশত ব্যক্তি যখন আবেশকেব চক্ষুব দিকে চাহিযা থাকে তখন বতই সে মুদ হয় ততই সে আবেশকেব চক্ষু বস্ত দেখে, সেবে অতিমুদ্র হইলে প্রারণ: সেই চক্ষু যেন জগদ্ব্যাপী বলিযা বোধ কবে। সন্ধানিতও তজ্জপ। মনে কব, একটি সবিবাব চিত্ত হিব কবা গেল। প্রথমতঃ তাহাব আদ্রক

(ঈশ্বর কৃষ্ণ) রূপময় তেজোভূত সাক্ষাৎকৃত হইবে। তখন অভিস্ফুটরূপে এবং ভগ্নধাতু বলিয়া সেই সর্বপেব রূপ জানে ভাসমান হইবে। পবে পুনশ্চ চিত্তকে অধিকতর স্থিৰ কবিয়া সেই ব্যাপী রূপে ক্ষুদ্র একাংশমাত্রে দর্শন-শক্তিকে পূর্ববসিত কবিত্তে হইবে। তাহাতে সেই একাংশ পূর্ববৎ ব্যাপক-রূপে অবভাত হইবে। এই প্রক্রিয়া যত বাব কবা বাইবে, ততই দর্শন-শক্তি অধিকতর স্থিৰ হইতে থাকিবে। স্থিৰতা সম্যক হইলে অর্থাৎ কিছুমাত্রও চাক্ষু্য না থাকিলে, দর্শনজ্ঞান বিলুপ্ত হয়। কেননা, রূপ ক্রিয়াস্বক, সেই ক্রিয়া দর্শন-শক্তিকে ক্রিয়াবতী করিলে তবে রূপজ্ঞান হয়, আব, হৈর্ধ-হেতু দর্শন-শক্তি যদি ‘স্বস্মাতিস্বস্ম’ ক্রিয়াব দ্বাৰাও ক্রিয়াবতী হইতে না পাবে, তবে কিরূপে দর্শন-জ্ঞান হইবে? স্মৃতিব বা স্মরণীয় নিদ্রাব সময়ে ইন্দ্রিয়গণ জড় হওবাতে, এইজন্য বিবযজ্ঞান বিলুপ্ত হয়। সম্যকিভূত স্মৈৰেব দ্বাৰা বিবযজ্ঞান বিলুপ্ত হইবার অব্যবহিত পূর্বে বখন ইন্দ্রিয়েব অতিমাত্র ‘স্বস্ম চাক্ষু্য-বাহকতা বা গ্রাহকতা থাকে, তৎকালীন যে বাহুজ্ঞান হয়, তাহাই তন্মাত্র। পূর্বোক্ত প্রণালীতে রূপজ্ঞান বিলুপ্ত হইবার পূর্বে অতিস্থিৰ দর্শন-শক্তিব দ্বাৰা যে সেই সর্বপূর্ণপেব স্বস্মভাব গৃহীত হইবে, তাহাই রূপতন্মাত্র-সাক্ষাৎকার। সাধাবণ আলোককে এইরূপে দেখিতে গেলে প্রথমেই নীলাদি সপ্ত বা ততোধিক দ্রষ্টব্য বস্তুতে বিভক্ত হইবে। পবে নীল-পীতাদিৰ আব ভেদ থাকিবে না, কারণ, তখন অতিহৈর্ধহেতু নীল-পীতাদি-রূত সমস্ত উল্লেখ এক ও স্বস্মভাবে গৃহীত হইবে। নীল-পীতাদিৰ মধ্যে বাহাতে অধিক ক্রিয়াভাব আছে, তাহা অধিকদগ্ধব্যাপী তন্মাত্রজ্ঞান উৎপাদন কবিবে মাত্র, কিন্তু সমস্ত হইতে সেই এক প্রকাৰেব জ্ঞান হইবে। স্বস্মক্রিয়াব সম্যক্যাব স্থূলক্রিয়া; তন্মাত্র তন্মাত্র নীল-পীতাদি-ধর্মাত্মব স্থূলভূতব কারণ। আব, নীল-পীতাদি-শূন্য বলিয়া তন্মাত্রেব নাম অবিশেষ। শব্দাদি-তন্মাত্রও একরূপে সাক্ষাৎকৃত হয়। রূপাদিগণেব সেই স্বস্মাবস্থাই সাংখ্যীয় পদমাপু। তন্মাত্রজ্ঞানে দৈশিক বিস্তারজ্ঞান তত থাকে না, কেবল কালিক দ্বাৰাজমে জ্ঞান হইতে থাকে।

৫। তন্মাত্রের পব ইন্দ্রিয়তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার হয়। ভূততত্ত্ব-সাক্ষাৎ করিরা পবে কৌশলক্রমে ইন্দ্রিয়গণকে অধিকতর স্থিৰ কবিলে যেমন তন্মাত্রতত্ত্বসাক্ষাৎ হয়, তেমন তন্মাত্রজ্ঞানসাক্ষাৎকালে ইন্দ্রিয়গণকে স্পর্শ করিলে, তন্মাত্রেব স্থূলভাব বা ভূততত্ত্ব পুনশ্চ গৃহমাণ হয়। তন্মাত্রজ্ঞানসাক্ষাৎকাব-কালীন যে অন্তরাত্ম বাহুগ্রাহী ইন্দ্রিয়চাক্ষু্য থাকে, তাহাও স্থিৰ কবিয়া গ্রহণে নিবিষ্ট কবিলে বাহুজ্ঞান বিলুপ্ত হয়। বখন বাহুজ্ঞান বিলোপ করিবার ও ইন্দ্রিয়াভিমান স্পর্শ কবিয়া তন্মাত্র ও ভূতবিজ্ঞান উদ্বিত করিবার কুশলতা হয়, তখন ইন্দ্রিয়তত্ত্বসাক্ষাৎ কবিবার সামর্থ্য জন্মে।

ভূত-তন্মাত্রতত্ত্ব সাক্ষাৎ করিলে স্থূল-ব্যবহাব-শূন্য লৌকিকগণের দ্বাব গো-বট-পাৰ্শ্বাণদিগুণ স্রাস্তিজ্ঞান থাকে না, তখন বাহুজগৎ কেবল গ্রাহ্যমাত্রযোগ্য সর্ববিশেষশূন্য বলিয়া অবভাত হয়। বাহ্যেব সেই গ্রাহ্যতা ইন্দ্রিয়েব চাক্ষু্য বলিয়া বিজ্ঞাত হয়। তখন চিত্তকে অন্তর্মুখ বা আভিহিতামুখ করিলে, বিবযজ্ঞান যে প্রকাশশীল ‘আমিষে’ব উপর প্রতিষ্ঠিত এবং আমিষেব সহিত নক্ষ-ইন্দ্রি-স্থিতা অন্ত্রিতা চাল্যমানা হইবা যে বিবযজ্ঞান উৎপাদন কবে, তাহা প্রস্ফুটরূপে বিজ্ঞানাক্রম হয়। ইন্দ্রিয়াদি বখন সম্যক্ ক্রিয়াশূন্য হয়, তখন তাহা হইতে অভিমান উঠিবা বাব; সম্যক্ হৈর্ধ বা ক্রিয়াশূন্য বাখিবার প্রবৃত্ত স্পর্শ কবিলেই ইন্দ্রিয়াভিমান ও তৎসঙ্গে বাহুজ্ঞান আসে, ইহা দ্ব্যয়গণ বখন অজ্ঞব করিতে পাবেন, তখন ইন্দ্রিয়গণ যে অভিমানাস্বক এবং জ্ঞান যে অভিমানের চাক্ষু্য-বিশেষ তাহা সাক্ষাৎ প্রজ্ঞাত হন। ইন্দ্রিয়তত্ত্ব সাক্ষাৎ কবিবা তাহা অধ্যয়ন করিলে সমস্ত ইন্দ্রিয় যে

আমিষ-প্রতিষ্ঠিত ও অভিমানাত্মক হুতবাং একরূপ, আব, শব্দস্পর্শাদি-ভেদ যে কেবল অভিমানের চাক্ষু-ভেদমাত্র, তাহা বিজ্ঞাত হওয়া বাধ্য। এই সর্বৈশ্বর্য-সাধাবণ অভিমানের নাম যষ্ঠ অবিশেষ বা অস্মিতা। কৰ্মৈশ্বর্য এবং প্রাণও যে অস্মিতাত্মক, তাহাও ঐ প্রাণানীতে সাক্ষাৎকৃত হয়। অর্থাৎ (সমাধি-কালে) শবীরকে ভ্রমণ কবিলে তাহা হইতে অভিমান উঠিয়া বায় এবং ভ্রমতা স্তম্ভ কবিলে অভিমান আসে, ইহা অভ্যন্তরে সাক্ষাৎ অল্পভব কবিলে কৰ্মৈশ্বর্যের ও প্রাণের অস্মিতাত্মক বিজ্ঞাত হওয়া বায়। ইন্দ্রিয়তত্ত্ব-সাক্ষাৎকাবানু সমাধিব নাম সানন্দ; তাহাতে অতীব আনন্দ লাভ হয়। কাবণ, প্রকাশশীল নিবাধাস তাব আনন্দের সহচরী। কর্ণ-বাক-প্রাণাদি সমস্ত কবণগণ অস্মিতাব এক এক প্রকার বিশেষ বিশেষ ব্যুহন বলিয়া সাক্ষাৎকাব হয়, তাহাই প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়তত্ত্ব। যখন তাহাতে ক্লেশভাবশতঃ সকলের মধ্যে সামান্য এক অস্মিতাব অবধারণ হয়, তখন তাহা ইন্দ্রিয়ের কাবণ অন্তঃকরণের সাক্ষাৎকাব। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, সমাধি-বলে যেমন বাহ্যবিষয়জ্ঞান হিব বাধিয়া বোধ কবা বাধ, সেইরূপ যে-কোন আস্তব ভাবও হিব বাধা বায়। ইন্দ্রিয়তত্ত্বের পব যে আস্তব ভাব, তাহা হিব বাধাই অন্তঃকবণ-সাক্ষাৎকাব। ইহা বিবেচ্য, কাবণ, যনে হইতে পাবে অন্তঃকবণের দ্বাৰা কিরূপে অন্তঃকবণ-সাক্ষাৎকাব হইতে পাবে? সংকল্পআদিকে বোধ কবিয়া ইন্দ্রিয়-কাবণ সক্রিয় অস্মিতাব অবহিত হওয়াই অহংতত্ত্ব-সাক্ষাৎকান। তাহাব উপবিহ ভাবই বুদ্ধিতত্ত্ব, তাহা জ্ঞাতা, কৰ্তা ও ধৰ্তা-রূপ। অহংকাবের মূল অস্মীতিমাত্র স্বরূপ, বিষয়ব্যবহাবেব মূল ঐ ঐহীতমাত্র যে আশ্রিত তাহাই বুদ্ধিতত্ত্ব। সংকল্পআদি বোধ হওয়াতে যনতত্ত্বও সাক্ষাৎকৃত হয়। কেবলমাত্র ‘আমি’-এইরূপ প্রত্যয়ানুসন্ধান কবিলে বুদ্ধিতত্ত্ব বাওবা বায়। ব্যাসোক্ত পঞ্চশিখাচার্যের বচন যথা—“সেই অনুমাত্র (ব্যাপ্তিহীন) আত্মাকে অহুচিন্তন কবিয়া কেবল ‘আমি’ এইরূপে সন্তজ্ঞাত হওয়া বায়।” (১।৩৬)। ইন্দ্রিয়তত্ত্ব সাক্ষাৎ হইলে অহুতত্ত্ব হয় যে, আমিষের সহিত ইন্দ্রিয়গণ অভিমানের দ্বাৰা সন্ধ। ইন্দ্রিয়গত চাক্ষু হইতে প্রতিনিবত জ্ঞান হইতেছে, অর্থাৎ ‘আমি’কে প্রতিনিবত জ্ঞাতা কবিত্তেছে। জ্ঞেয় হইতে অবধানকে উঠাইবা সেই জ্ঞাতৃত্ব সমাহিত কবিলেই বুদ্ধিতত্ত্ব বা মহত্তত্ত্ব সাক্ষাৎকৃত হয়। তত্ত্ব জ্ঞাতবৃত্তাব অতীব প্রকাশশীল, তাহা ইন্দ্রিয়াদিহ সর্ব-প্রকাশের মূল, হুতবাং সেইভাবে সমাহিত হইবা তাহা আয়ত্ত কবিত পাবিলে জ্ঞাতৃত্বপ্রত্যয়েব অবধি থাকে না। সাধাবণ অবস্থায় যেমন জ্ঞান সংকীর্ণ ইন্দ্রিয়গণমাত্র অবলম্বন কবিয়া উদ্ধৃত হয়, সে অবস্থায় তাহা হয় না। তজ্জন ভগবান্ পতঞ্জলি বলিয়াছেন, “তখন সমস্ত আববক মূল অপগত হইবা জ্ঞানের অনন্ততা হয় বলিয়া জ্ঞেয় অল্পবং হইবা বাব” (৪।৩১ হ্রস্ব) অর্থাৎ সাধাবণ অবস্থায় যেমন জ্ঞেয় অসীম এবং জ্ঞান অল্পবং প্রতীত হয়, তখন তাহাব বিপরীত হয়। এই মহত্তত্ত্ব-সাক্ষাৎ-কানের স্বরূপ সম্যকরূপে না জানিলে সাংখ্যীয় অনেক স্তম্ভ বিষয়ের স্বার্থস্ব জ্ঞান হইতে পাবে না। মহাদ্বাদ্বা যদিও আমিষভাবরূপ, তথাপি সেই আমিষ ‘ঐহীতা’ অর্থাৎ জ্ঞেয়ভাবেব আভাসের দ্বাৰা অহুবিদ্য। তাহা বৈতভানুশৃঙ্গ-বোধ্যাত্মক নহে। সেইস্বত্ব মহাদ্বাদ্ব-সাক্ষাৎকাবে সর্বব্যাপিভাব থাকিতে পাবে, যেহেতু উহা সার্বজ্ঞ্যের সহিত অবিনাভাবী। ভাস্কর্যাব বেদব্যাস তাহাব এইরূপ স্বরূপ বর্ণন কবিয়াছেন, যথা—“ভাব, আকাশকল্প, নিস্তব্ধ মহার্ঘবং শাস্ত, অনন্ত, অস্মিতামাত্র” (১।৩৬)। এই মহাদ্বাদ্ব-সাক্ষাৎকাবিগণ সন্তপ ঈশববং হন, প্রজাপতি ত্রিব্যাগর্তনামা লোকাতীণ এইরূপ। বৈদিক সর্বোচ্চ লোকের নাম সত্যলোক, মহাদ্বাদ্ব-সাক্ষাৎকাবিগণ তথায় প্রতিষ্ঠিত হইবা থাকেন। অনাত্মসম্পর্কীয় সর্বাবস্থাব মধ্যে ইহাতে পবমানন্দ লাভ হয়, তাই ইহাব নাম বিশোক।

সাম্বিত সমাধিও ইহাকে বলে। সমাধিজ্ঞ পৰিপূৰ্ণ সাক্ষাৎকাৰেব পূৰ্বে, এই মহদাশ্ৰুতাবে ধাবণ ও ধ্যান প্ৰবৰ্ত্তিত কৰিলে, সেই পৰিমাণ আনন্দেব পূৰ্বাভাস পাওৱা যায়।

প্ৰশ্ন হইতে পাবে, যখন শৰীৰাদি ৱহিয়াছে তখন শৰীৰাদিব অভিমানও ব্যক্ত বহিষাছে, অতএব শৰীৰাদি সঙ্ঘেও মহদাশ্ৰুতাকে কিৰূপে উপলব্ধি কৰা যায়, আৰু, অভিমান সম্যক্ ত্যক্ত হইলে আশিষ্যও লীন হইবে, তখনই বা কিৰূপে মহদাশ্ৰুত উপলব্ধি হইবে? উত্তৰে বক্তব্য—শৰীৰাদিব অভিমানসঙ্ঘেও যদি সেই অভিমানকে অভিজুত কৰিবা অৰ্থাৎ সেইদিকে অবহিত না হইবা অশ্মিতাব দিকে অবহিত হওবা বাৰ তাহা হইলেই অশ্মিতাব উপলব্ধি হয়, যেমন চকুতে সামান্যভাবে অভিমান থাকিলেও যদি কৰ্ণে অবহিত হওবা বাৰ, তাহা হইলে কপজ্ঞান না হইবা শব্দজ্ঞান হইতে থাকে, সেইৰূপ।

৬। মহদাশ্ৰুতাবও পৰিণামী, যেহেতু তাহাও অহংকাৰ বা সাধাবণ আশিষ্যৰূপে পৰিণত হয়। অৰ্থাৎ তদাত্মক প্ৰকাশ অনাত্মতাবকৃত উদ্ভেক্ৰেব দ্বাৰা অল্পবিস্ত, স্তবতঃ পৰিণামী। ব্যুৎপাদে সেই পৰিণাম অতীত স্থল বা যেন বৃগ্গণং অনেকাত্মক। সমাধিদ্বাৰা মহদাশ্ৰুত সাক্ষাৎ কৰিলে, সেই পৰিণাম স্মৃতিতত্ত্ব হইলেও বৰ্ত্তমান থাকে, অভাব হয় না। সেই পৰিণামেব দ্বাৰা স্বপ্ৰকাশে বা আশ্ৰয়েতনাথ পৰিচ্ছেদ আৰোপিত হয়। যখন বোগী স্বাশ্ৰুতাবে স্তম্ভাহিত হইয়া ইন্দ্ৰিয়াদি-সম্পৰ্ক-জ্ঞাত, সার্বজ্ঞা-খ্যাতিহেতু উদ্ভেক্ৰেও সম্যক্ৰূপে নিৰুদ্ধ কৰেন, তখন অনাত্মজ্ঞানশূন্য, স্তবতঃ অপৰিচ্ছিন্ন, অতএব অপৰিণামী, যে স্বাশ্ৰয়েতনাথ অবস্থান হয়, তাহাই পুৰুষতত্ত্ব এবং তাহাব অহুত্বতিই অৰ্থাৎ বিবেকেব দ্বাৰা অপৰিণামী পুৰুষতত্ত্ব জানিবা এবং তাহা লক্ষ্য কৰিয়া পৰবৈবাগ্য-পূৰ্বক চিন্তনমেব অহুত্বতিই ('পৰবৈবাগ্যপূৰ্বক চিন্তকে বন্ধ কৰিবাছিলোম, অতএব ঐষ্টাব স্বকপাবত্ৰান হইবাছিল'—পৰে এইৰূপ স্মরণই, কাৰণ পুৰুষ সাক্ষাৎ জ্ঞেয় নহেন) পুৰুষ-সাক্ষাৎকাৰ বা তাহাব চৰম জ্ঞান। আৰু, তাদৃশ নিৰুদ্ধভাবে হিতিই পুৰুষতত্ত্বৰ উপলব্ধি। অপৰিণামী স্বপ্ৰকাশ, আৰু পৰিণামী বুদ্ধিৰূপ বৈষয়িক প্ৰকাশ, এই উভয়েব সমাধিজনিত ভেদ-জ্ঞানেব নাম বিবেক-খ্যাতি, উহা বিস্তৃত লক্ষণবৃত্তি বা জ্ঞানেব চৰম। সৰ্বপ্ৰকাৰ অনাত্মলম্পৰ্কে নিৰুদ্ধ কৰাব নাম পৰবৈবাগ্য, উহা চেষ্টা বা বজোপবৃত্তিব চৰম, এবং কৰণবৰ্গেব সম্যক্ নিবোধভাবে অবস্থানেব নাম নিবোধ সমাধি, উহা হিতি বা ভমোগণবৃত্তিব চৰম। ঐ ভিনেব বাৱাই গুণসাম্য নিষ্ক হয়। সেই গুণসাম্যলক্ষিত অব্যক্তাবস্থাকে স্মৃতিৰূপী সাংখ্যগণ অনাত্মতাবেব মূল উপাদান বা প্ৰকৃতি বলেন। কৰণবৰ্গকে প্ৰলীন কৰা বা দৃষ্ট পৰ্য্যক্ৰে না-জানাব অহুত্বতিই, অৰ্থাৎ নিঃশেষ দৃষ্ট বন্ধ ছিল একপ বৃত্তিই, প্ৰকৃতিতত্ত্ব-সাক্ষাৎকাৰ। অতএব পুৰুষ ও প্ৰকৃতি-সাক্ষাৎকাৰ অবিনাভাবী হইল। প্ৰকৃতি অথবা পুৰুষ গুণমাণভাবে সাক্ষাৎ কৰিবাব যোগ্য নহে, ঐ ঐৰূপে তাহাবা উপলব্ধ হয়। এখানে সাক্ষাৎকাৰ অৰ্থে উপলব্ধি ('তত্ত্বপ্ৰকৰণ' §১ ঐষ্টব্য)। অহুত্বকে যখন পুনৰায় ব্যবহাৰ কৰা হয় তখন তাহা পুনঃ স্বৰণ কৰিয়াই কৰা হয় তাই তাহা অহুত্বতি। বাবণামূলক চিন্তা (conceptual thought) যখন আসিবে তখন অহুত্বপূৰ্বক হইবে। এখন কেবল বাহ্য কাৰণ হইতে অহুমান কৰা হয়, তখন একটা অহুত্ব কৰিবা তাহা হইতে পুনঃ অহুমান কৰা হয়, কাজেই সেই অহুত্বত তথ্য (datum) কখনও বিপৰ্য্যক্ত হইবাব নহে। সাধাবণ অহুমান হইতে তখনকাৰ অহুমানেব এই ভেদ।

“গুণানাং পৰমং ৰূপং ন দৃষ্টিপথমুচ্ছতি। যন্তুঃ দৃষ্টিপথং প্ৰাপ্তং ভ্ৰাম্যেব ব্ৰতুচ্ছকম্॥” যোগ-

ভাষ্কৰ্য্য এই সাংখ্যসিদ্ধান্ত, এবং “অব্যক্তং ক্ষেত্ৰলিঙ্গং গুণানাং প্রভবাগম্যম্। সমা পশ্চাৎসং-  
লীনং বিজ্ঞানমি শৃণোমি চ।” ইত্যাদি সাংখ্যস্মৃতি হইতে জানা যায় যে, প্রকৃতিৰ অব্যক্তাবস্থা  
সাংখ্যাকাংক্যযোগ্য নহে। প্রকৃতি-সাংখ্যাকাংক্য অৰ্থে জ্ঞান ও বৈবাগ্যেৰ দ্বাৰা কবণ ও বিষয় লয় কবিয়া  
কেবলী হওবা। অতএব সাংখ্যবিকৰণ সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি-সাংখ্যাকাংক্যেৰ ভিন্ন অৰ্থ কবিয়া সাংখ্যপক্ষে  
যে দোষাবোপ কৰেন, তাহা সৰ্বথা ভিত্তিশূন্য।

৭। অন্তঃকবণেৰ লীনাবস্থা হইলেই যে কৈবল্য-মুক্তি হয়, তাহা নহে। অন্য অবস্থাতেও  
অন্তঃকবণ লীন হইতে পাৰে। তন্মধ্যে সাংখ্যিক লয়েৰ কাৰণ ‘সাংখ্যাত্ত্বালোক’ ৬৬ প্ৰকবণে  
উক্ত হইযাছে। তদ্ব্যতীত প্রকৃতিৰ ও বিদেহ-নামক অবস্থাতেও ঐক্য হয়। ঐহাৰা সান্মিত  
সমাধি-লিঙ্গ এবং মহাদ্বাৰাকেই চৰম তত্ত্ব বলিয়া নিশ্চয় কবিয়া সেই আনন্দময় আশ্ৰিতাবে পৰ্বসিদ্ধি-  
বুদ্ধি, তাঁহাৰা পৰে তাহাতে এবং বিবৰে বিকাবকণ দোষ দেখিবা বৈবাগ্য কৰিলে বৰন অনাস্থ-বিষয়  
সম্যক্ লীন হয়, তখন প্ৰলীনাভঃকবণজয় হইবা কৈবল্যবৰ্ণন্যৰ থাকেন। কাবণ, অনাস্থ-বিষয়কৃত  
স্বপ্নতম উদ্বেক না থাকিলে মহত্তেৰ অভিব্যক্তি থাকিতে পাৰে না, পুনঃসৰ্গকালে তাঁহাৰা পূৰ্বকপে  
অভিব্যক্ত হন, তাঁহাৰাই প্রকৃতিলীন। বুদ্ধি ও পূৰ্বকপেৰ বিবেকখ্যাতি না থাকাতাই তাঁহাদেৰ  
পুনৰুত্থান হয়। কৈবল্য-মুক্তিতে বিবেকখ্যাতিপূৰ্বক লয় হয় বলিয়া আব পুনৰুত্থান হয় না। যেমন  
তুলাশক্তিৰ দ্বাৰা বিশদীভ দিকে আকৃষ্ট দ্ৰব্য ছিৰ থাকে সেইকপ এই ক্ষেত্ৰে চিত্তেৰ উত্থান বহিত  
হইবা যায়। বস্তুতঃ বিবেকখ্যাতি ও পৰ্ববৈবাগ্যেৰ দ্বাৰা চিত্তেৰ উত্থান বোধ কৰিতে কৰিতে  
নিবোধ বখন চিত্তেৰ স্বভাব বা ভূমিকা হইবা ঐহাৰ সেই অবস্থাব নামই কৈবল্য-মুক্তি বা শাস্ত্ৰতী  
শাস্তি। সাধাবণ লোকে ঐহাৰ উৎকৰ্ষেৰ সৰ্ব মোটেই অবধাবণ কৰিতে পাৰে না। তাহাদেৰ  
ভাবা উচিত যে, সৰ্বজ্ঞাতৃত্ব ও সৰ্বভাবাবিষ্টাত্বকৰণ ঐশ্বৰ্য হইতেও উহা ইষ্ট অবস্থা। বিদেহগণও পূৰ্বোক্ত  
প্রকৃতিলীনেৰ স্তাব পুনৰায় উখিত হন। ঐহাৰা ইন্দ্ৰিয়তত্ত্ব পৰ্বভ সাংখ্য কবিবা পৰীৰ ও ইন্দ্ৰিয়কে  
বোধ কবতঃ বিদেহ অবস্থাব ঘাইতে পাৰেন, তাঁহাৰা বিষয়ে ও দেহেন্দ্ৰিয়ে বৈবাগ্যপূৰ্বক যে নিরুদ্ধ  
অবস্থা লাভ কৰেন তাহাৰ নাম বিদেহ। প্ৰলয়ে সাধাবণ অনিচ্ছ জীবগণেৰ, নিদ্ৰাব স্তাব মোহপূৰ্বক  
কবণলয় হয়। এইকপ লয় ঠিক কৈবল্যেৰ বিপৰীত। পুনঃসৰ্গকালে বিদেহ ও প্রকৃতি-লীনগণ  
সকলেই উচ্চ লোকে অভিব্যক্ত হন। সমাধিসিদ্ধিহেতু (কাবণ সমাধি-বলেই পৰীৰ-নিবপেক্ষ  
হওয়া যায়) তাঁহাদেৰ আব এই জড় নিৰ্যোক গ্ৰহণ কৰিতে হয় না। তাঁহাৰা জন্মশঃ বিবেকখ্যাতি  
ও ঐশ্বৰ্যবিবাগ লাভ কবিবা মুক্ত হন। বিদেহ ও প্রকৃতি-লীন হইবাৰ উপযোগী সমাধিবৃক্তগণেৰ  
মধ্যে ঐহাৰা ইন্দ্ৰিয়গণকে বৈবাগ্যেৰ দ্বাৰা একেবাৰে ছিৰ কবিবা বাহুবিশয়জ্ঞান বিলুপ্ত কৰেন  
তাঁহাৰা সৰ্গকালেই কৈবল্যবৰ্ণ অবস্থা লাভ কৰেন, কিন্তু সম্যক্ দৰ্শনাভাবে তাঁহাদেৰও পুনৰুত্থান হয়।

৮। ভূত-তন্মাজ-সাংখ্যাকাংক্য হইতে মুমুক্ষুগণেৰ বাহ বিষয়েৰ মাণিকতা এতদ্বাকীভূত হয়,  
কাবণ, তদ্বাৰা বাহ বিষয় হইতে স্বপ্ন, জুৰ ও মোহ অপনীত হয়। বাহেৰ দিকে ভূত-তন্মাজ-  
সাংখ্যাকাংক্য হইতে জিকালজ্ঞান প্ৰভূতি হয়। প্ৰথমেই অনেকে আপত্তি কৰিবেন, মাত্ৰবেৰ পক্ষে কি  
জিকালজ্ঞান সম্ভব? চিত্তেৰ যে জিকালজ্ঞতা সম্ভব তাহা মহজেই নিশ্চয় হইতে পাৰে। শতকবা  
আলী জন লোকেবই জীবনে কোন না কোন স্বপ্ন আকৰ্ষৰূপে মিলিবা যায়। ঐহাদেৰ না মিলিষাছে,  
তাঁহাৰা বিখণ্ড বহুদেৰ নিকট ভিজ্ঞাস কৰিলে উহা নিশ্চয় কৰিতে পাৰিবেন। এ বিদয়েৰ প্ৰমাণ  
[অনেক পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। অনেকে কাবণ নিৰ্দেশ কৰিতে পাৰে না বলিয়া অনেক বখাৰ্ণ



ঘটনায় অবিশ্বাস করে। শুধু যে ঋদ্ধাবস্থায় ভবিষ্যদ্বটনা কখন কখন প্রত্যক্ষ হয় তাহা নহে, জাগ্রদাবস্থায়ও উহা হইতে পারে।

কোন ঘটনাই নিষ্কাষণে হয় না; উচ্ছন্ন প্রাথমিক স্বীকার কবিত্তে হইবে, মানব-চিন্তন-অবস্থায় বিশেষে ভবিষ্যৎ জ্ঞানবায় ক্ষমতা আছে। ভগবান্ পতঞ্জলি এই বিষয়ে যুক্তি দ্বারা বাহ্য বুঝাইয়াছেন, তাহা আমরা সংক্ষেপে পর্যালোচনা করিব। “পরিণামসময়ে সংযম করিলে বা সমাহিত হইলে অতীতানাগতজ্ঞান হয়” (যোগসূত্র ৩।১৬)। ত্রিবিধ পরিণামের বিষয় উত্থাপন না করিয়া, প্রধান ধর্ম-পরিণাম লইয়া বিচার করিলেই আমাদের কার্যসিদ্ধি হইবে। প্রত্যেক দ্রব্যের এক ধর্মের পূর্বে যে আবে এক ধর্ম উদ্ভূত হয়, তাহাকে ধর্ম-পরিণাম বলে। সকল দ্রব্যেই জ্ঞাত বা অজ্ঞাত-রূপে নিবৃত্ত পরিণাম হইতেছে। যেমন একটি বৃহৎ দ্রব্য হস্ত অবস্থায় সমষ্টি, সেইরূপ দীর্ঘকালব্যাপী পরিণাম হস্তকালব্যাপী পরিণামের সমষ্টি। তাদৃশ হস্ততম কালের নাম দশ। যেমন তন্মাত্র অপেক্ষা হস্ততম পোচব হয় না, সেইরূপ দশ অপেক্ষা হস্তকাল বা ক্রিয়ামুকরণ জ্ঞাত হওয়া যায় না। তন্মাত্র-সাক্ষাৎকার-বলে বস্তু অল্প সময়ে একবার তন্মাত্রের জ্ঞান হয় তাহাই দশ। অথবা তন্মাত্ররূপ হস্তক্রিয়া হইতে বেকালে একটিমাত্র চিত্ত-পরিণাম \* হয়, তাহাই দশ। অন্য কথা—“যাবত বা সময়েন চলিতঃ পৰমাণুঃ পূর্বদেশং জ্ঞাতুন্তবদেশমুপলম্পত্তে স কালঃ দশঃ” (৩।৫২ যোগভাষ্য)। তাদৃশ হস্তকালে যে একটি পরিণাম হয়, তাহাদের সমষ্টিই হস্ত পরিণামরূপে আমাদের পোচব হয়। ধর্মসকল প্ররতপক্ষে ক্রিয়ামাত্র, একবাক্য ক্রিয়ায় পূর্বে অল্পকম ক্রিয়া হইলেই ধর্ম-পরিণাম হয়। প্রতিপক্ষে সেইরূপ ক্রিয়া দ্রব্যকে পরিবর্তিত কবিত্তেছে। হস্তদণ্ডাবলম্বী ক্রিয়ায় আনন্দধর্ম সাক্ষাৎ কবিত্তে পাবিলে তাহাদের সমষ্টি কল্প হয়, তাহাও প্রজ্ঞাত হওয়া যায়। এ বিষয়ের এক উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। মনে কব, একখণ্ড উজ্জল লৌহ, তাহা কিছুকাল পবে কিছু পরিবর্তন হইবে, তাহা সাক্ষাৎ কবিত্তে হইবে। সমাধিবলে সেই লৌহের হস্ত আকার (অর্থাৎ হস্তদৃষ্টিতে তাহা মস্ত উজ্জল হইলেও, হস্তদৃষ্টিতে তাহা বেক্ষণ দেখাইবে, তাহা) সাক্ষাৎ কবিত্তে হইবে। তখন জল-বায়ুর সংযোগে ঘা বা পূর্বোক্ত এক এক ক্ষণে যে ক্রিয়া হইতেছে, তাহা সাক্ষাৎ কবিত্তে হইবে। পবে কতক দশ ব্যাপিবা সেই ক্রিয়াপ্রবাহের প্রকৃতি সাক্ষাৎ বিজ্ঞাত হইবা একটি বিশেষ কালে অর্থাৎ কতকগুলি নির্দিষ্ট পরিণাম একত্রিত হইলে কিছু হইবে তাহা অল্পধাবন কবিলে, মানস-চিত্তে তাহা স্পষ্ট দেখা যাইবে। এইরূপে ছুই দিনে বা দশ বৎসর পবে সেই লৌহে কি পরিণাম হইবে, তাহা বিজ্ঞাত হওয়া যায়। ইহা একটি সহজ ভবিষ্যৎ-জ্ঞানের উদাহরণ।

\* চিত্তের পরিণাম যে কত দ্রুত হইতে পারে, তাহা মৃত্যুকালীন সমস্ত জীবনের ঘটনা অধ্যয়নেই মনে উঠতে বুঝা যায়। ১৮৯৯ সালের British Medical Journal-এ পাঠক দেখিবেন, Admiral Beaufort প্রকৃতি কবেক ব্যক্তি ২০ মিনিটের জন্ত জলে ডুবিয়া বৃত্তবৎ হইলে উজ্জলিত হয়, এ ২০ মিনিটের অধ্যয়নের মধ্যেই তাহাদের জীবনের সমস্ত ঘটনা বেন যুগপৎ জ্ঞান-পোচব হয়। ইহাতে বুঝা যাইবে, চিত্ত কত দ্রুত ক্রিয়াপীল হইতে পারে; অথবা কত অল্পকালে চিত্তের এক একটি বিবেকব্য পরিণাম হইতে পারে।

আলোক-জ্ঞানে প্রতি সেকেন্ডে বহুকোটিবার চক্ষু কম্পিত হয় এবং তন্মাত্র ততবার চিত্তে ক্রিয়া হয়। সমাধিহীনভাবে সেই অভ্যন্তরকালব্যাপী এক এক ক্রিয়াও সাক্ষাৎ হইতে পারে। হস্তদৃষ্টিতে তাৎপেক্ষা অনেক অধিক কালব্যাপী ক্রিয়া গৃহীত হয়। হস্ততম স্বরূপ তাহাই। উজ্জল আলোক এক সেকেন্ডের আশ্রিত্যে ভাবে একতম কালমাত্র দৃষ্টি হইলেও পোচব হয় বলিয়া কথিত হয়, তবে চক্ষুর দৃষ্টি সেকেন্ড কাল দ্বারা থাকিবা-পরে নীল হয়।

মনে কব, দশ বৎসর পাবে সেই লৌহখণ্ড লইয়া একজন লোক ছবি নির্মাণ করিবে। বর্তমানে তাহা জানিতে হইলে বাহ্যতঃ-সাংক্যাকাবের সঙ্গে পবচিন্তেব পবিণামও সাংক্য কবিত্তে হইবে। বাহ্যজ্যেব ত্রায় চিন্তও প্রতিনিয়ত পবিণত হইয়া বাইতেছে। এক একটি চিন্ত-পবিণামেব নাম বৃত্তি। বৃত্তিব মধ্যে যাহা সমুদ্রিত বা প্রবলক্রিয়াবতী হব তাহাই আমাদেব অল্পভব-গোচর হব, আব যাহা সূক্ষ্মক্রিয়াবতী, তাহা চিন্তে অলক্ষিতভাবে বিদ্যত হইয়া থাকে। সাধাবণ পবচিন্তজ (thought-reader) ব্যক্তিবা প্রায়ই তোমাব জীবনেব এমন অতীত ঘটনা বলিবে যে, হব ত তোমাব তাহা মনে নাই এবং তুমি মনে যাহা না ভাবিতেছ এইরূপ ঘটনাও অনেক বলিয়া দিবে। ইহাতে অতীত-বৃত্তিসকল যে সূক্ষ্মরূপে ক্রিয়াবতী হইয়া (কাব ক্রিয়া-ব্যতীত বৃত্তি অল্পজীবিত থাকিত্তে পাবে না) চিন্তে থাকে তাহা প্রমাণিত হয়। সমাদি-বলে জ্ঞানশক্তি অব্যাহত হইলে পবচিন্তেব সমস্ত অতীতাদি ভাব বিজ্ঞাত হওযা যাব। যেমন চক্ষু কতকপবিণাম দৃষ্টকে যুগপৎ দেখিতে পাব, অধিক পাব না, সমাদি-নিরল জ্ঞানেব জেব পদার্থেব সেকপ সংকীর্ণ পবিমিত বিস্তাব নাই, তদ্বাবা যেন যুগপৎ জগৎস্থ বাবতীয় লোকেব চিত্ত বিজ্ঞাত হওযা যাইতে পাবে। বাহ্যজ্যেব যেমন বর্তমান ধর্মেব সূক্ষ্মাবস্থা সম্যক বিজ্ঞাত হইয়া ভবিষ্যৎধর্মেব জ্ঞান হব, সেইরূপ চিন্তেবও বর্তমান ধর্ম বিজ্ঞাত হইয়া তাহাব অবস্তান্তাবী পবিণাম-পবশ্পবা-ক্রমে ভবিষ্যৎ যে-কোন ধর্ম বিজ্ঞাত হওযা যাব।

এখন এই কথটি নিম্ন পাটাইয়া দেখিলে পূর্বোক্ত উদাহরণ বুঝা যাইবে। মনে কব, সেই লৌহখণ্ড লইয়া দশ বৎসর পাবে এক ব্যক্তি ছবি গড়িবে। সাংক্যাকাবেরজুকে সেই ভবিষ্যদ্বটনাকে বর্তমানে সাংক্য কবিত্তে গেলে সর্বথা ও সর্বতঃ ব্যাতিমৎ প্রজ্ঞাচক্ষু যাবা সেই লৌহেব পবিণামক্রম এবং দশবর্ষব্যাপী সম্পর্কিত মানবেব চিত্তপবিণাম-ক্রম সাংক্য কবিত্তে চাইবে। তদ্বধ্যে দেশ, কাল ও নিমিত্ত ব্যাপদেশে বাহাব সহিত সেই লৌহখণ্ডেব সম্বন্ধ প্রতিলগ্ন হইবে, তাহাকে লক্ষ্য কবিলেই সেই লৌহখণ্ডেব ছবিকা-পবিণাম-দৃষ্ট চিন্তপটে উদিত হইবে।

পূর্বে দেখান হইয়াছে জড়তা অপগত হইলে চিন্তে অকল্পনীব্যবগে বৃত্তিপ্রবাহ উঠিতে পাবে। আব, অন্তঃকরণেব দিক্ হইতে দেশব্যাপ্তি না থাকাতে সর্বজ্যেব সহিত অন্তঃকরণেব সম্বন্ধ বহিযাছে। যেমন সৌবজগতে প্রত্যেক ধূলিকণা হইতে বৃহৎ গ্রহ পর্যন্ত সমস্ত পবশ্পব সম্বন্ধ, সেইরূপ। সেট সম্বন্ধসহ জড়তা জ্ঞানশক্তিব অমেব বেগে পবিণাম হইতে বা জ্ঞান হইতে থাকে। এদিকে স্বপ্নব্যাপী পবিণামেব বিশেষেব সাংক্যজ্ঞানেব শক্তি থাকাতে তদবলম্বন কবিয়াই ঐ অভিপ্ৰকাশশীল চিন্তেব পবিণাম বা জ্ঞান হইতে থাকে। তাহাতে ঐ জ্ঞান সম্যক লববিবধক হব। এককণেব পবিণাম লটয়া চিন্তে যে জ্ঞান চইল তৎকালে পবকণেব বাহ্য পবিণামেব (বাহ্য দৃষ্টিতে তাহা না ঘটিলেও) অবিকল অন্তরূপ চিত্তপবিণাম বা জ্ঞান হইবে। ঐকপে অমেযবেগে চিন্তে জ্ঞানেব উৎপাদ হইতে থাকিবে এবং সেই জ্ঞান যথার্থ হইবে বা বাহ্য বিশ্ববেব সঙ্গিত সম্বন্ধ ঘটিলে যেকপ চটত স্টেটকপট হইবে। অমেযবেগে জ্ঞান উঠাতে তাহা যুগপতেব মত বোধ হইবে এবং তাহাব সমগ্রেব ও অংশেব (whole and part-এব) জ্ঞান যেন যুগপতেব জাব হইবে। তাহাতে জানা বাটবে যে, কোন অংশ কত পবিণামেব বলীত্বত বা কোন কালে হইয়াছে অর্থাৎ কোন কালেব সঙ্গিত সম্বন্ধ। ঈদৃশ জড়তা জ্ঞানশক্তিব বিষয় সূক্ষ্মতম এক পবিণামও তব আবাব অমেযবৎ বহু পবিণামও তব। সাধাবণ জ্ঞান সেরূপ না হইয়া স্থূলত্ব-নামক কতক নির্দিষ্ট পবিণাম-বিবধক হব। স্বপ্নে যেমন চিত্ত বাহ্যেব যাবা অনিয়ত হওয়াতে সাংস্কাবিক কাবণকার্যবেগে বেগে কল্পনাসকল বা ভাবিতস্বত্ব্য বিষয়সকল

উদ্ভাবিত কবিতা থাকে, ত্রিকালজ্ঞানেও কতকপরিমাণে সেইরূপেই বৃত্তি হয়। কিন্তু তখন অল্পজ্ঞানশক্তির দ্বারা মহশ্ মহশ্ গুণ বেগে উঠা হইবে এবং তখন কেবল সংস্কারকল্পিত কাবণকার্যবশেই হইবে না, পবন্থ যথাস্থিত কাবণকার্যবশেই হইবে। বর্তমান শব্দেব সমস্ত নিমিত্ত সম্যক্ জানিলে পরক্ষণেব নিমিত্তসকলেবও যথাস্থিত জ্ঞান বা তাহাব যথাস্থিত স্বকৃতি চিত্তে উঠিবে। এইরূপ বৃত্তিব বা মানস-প্রত্যক্ষের স্রোত অমিত বেগে চলে। জড়ভাবে দেখিলে যাহা বহুকাল লাগিড তাহা ক্ষণমাত্রেরেই তখন দেখা যায়। প্রত্যেক জ্ঞানেব বিবব থাকে এবং সাক্ষাৎ জ্ঞানেব বিবব বর্তমান বলিযাই বোধ হয়। সেইহেতু ঐসকল জ্ঞানেব বিববও বর্তমান বলিযা বোধ হইবে। তজ্জন্ম তাহা সাধাবণ দৃষ্টিতে কল্পনা-বিশেষ সনে হইলেও তাহাকে পবমপ্রত্যক্ষ বলিতে হইবে।

এইরূপ কাবণকার্যেব একমাত্র পথেই সমস্ত ঘটে। কেহ কেহ মনে কবেন, যখন ভবিষ্যতেব জ্ঞান হয় তখন তাহা আছে বা তাহা 'বীধা পথ' ও তাহাতে সকলকে যাইতেই হইবে। তাহাদেব দ্বিজ্ঞাত, আরযা অদৃষ্ট ও পুরুষকাবপূর্বক যান্ত্রিকেরেই একমাত্র পথ বলিলাম, তাহাকে যদি 'বীধা' পথ বল তবে 'অবীধা' পথ কি আছে বা হঠাতে পাবে তাহা বল। সমস্ত কাবণ ও তাহাব গতিপ্রোক্ত সম্যক্ না জানিলে ভবিষ্যৎ জ্ঞানেও ভুল হইতে পাবে (কতক মেলে এইরূপ স্বপ্ন তাহাব উদাহরণ) ইত্যাদি স্বপ্ন বাধিতে হইবে। কিন্তু আমি যেচ্ছাম কবি বা না কবি বল যজিবেই যজিবে এইরূপ শঙ্কাবও মূল নাই। প্রবল প্রাক্তন কর্ম থাকিলে তাহা সম্ভব-ঘটে, কিন্তু যেচ্ছামাধ্য কর্মসম্বন্ধে সেকপ নড়ে। যেচ্ছামাধ্য কর্মে পুরুষকাব বা যেচ্ছা না কবিলে তাহাব ভাগ্যে তৎফলপ্রাপ্তি বে নাই এবং তাহাই যে 'বীধা আছে' ইহা সাধাবণ লোকেও বুঝিতে পাবে। প্রাক্তন ক্রোধাদিবি সংস্কার পুরুষকাবেব দ্বারা নষ্ট হয়। দৈবজ্ঞেবাও বলেন পুরুষকাব-বিশেষেব দ্বারা দৈব কুল নষ্ট হয়। অতএব অনিষ্টকব প্রাক্তনকে দৃষ্টপুরুষকাবেব দ্বারা নশ্ব করিতে কবিতা চলাই একমাত্র পথ—যদি ইষ্টসিদ্ধি কেহ চাহে ('শঙ্কানিবাল' §১২ দ্রষ্টব্য)।

ইহা দার্শনিক-শিক্ষাপূত্র সাধাবণ পাঠকের নিকট স্বপ্নবৎ বোধ হইবে, কিন্তু ইহা ব্যতীত চিত্তেব ভবিষ্যৎ জ্ঞানেব আব যুক্তিসূত্র উপায়-ব্যাখ্যা নাই। নিজা সাধিকাদি-ভেদে তিন প্রকাব (১)১০ হজ্জ যোগদান্দ্রে বিভূত বিববণ দ্রষ্টব্য); তন্মধ্যে সাধিক নিজাব সময়ে অল্প কালেব জ্ঞাত চিত্ত কখন কখন স্বচ্ছ হয়। স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ দ্রব্যেব জ্ঞাব সমাধিব ও নিজাব ভেদ। তমোগুণবৃত্তি নিজা অস্বচ্ছ ঘটে, কিন্তু সমাধিব জ্ঞাব স্থিতি, আব জ্ঞাত স্বচ্ছ হইলেও অস্থিতি। অস্থিতি ও অস্বচ্ছতা-হেতু জ্ঞাত ও নিজাবদ্ব্যব মহাদান্দ্রাবেব যাহা প্রকাত-বিষয় তাহা প্রকাশিত হয় না। তবে সাধিক নিজায় কৃতি অল্প সময়ের জ্ঞাত (এক বা দুই চিত্তবৃত্তি উঠিতে যে-সময় লাগে, ততক্ষণ যাবৎ) স্বচ্ছ, স্থিতি ও প্রকাশশীল ভাব আসিতে পাবে। সেই চিত্তদ্বারা সেই কালেই ভবিষ্যৎ জ্ঞান হয়। পূর্বেরে ব্রহ্মান হইযাছে যে, চিত্তেব এক স্থলবৃত্তি হইতে যে-সময় লাগে, সেই সময় কোটি কোটি স্মৃতিবিবরণী বৃত্তি উঠিতে পাবে। স্থলস্বভাব-হেতু ভবিষ্যজ্ঞানেব পূর্বোক্ত ক্রম সাধাবণ চিত্ত দ্বাবণা কবিতা পাবে না, শেষ দৃষ্টটাই গোচর কবিতা পাবে। এইরূপে স্বপ্নকালে কখনও কখনও ভবিষ্যজ্ঞান হয়, এবং সমস্ত ভবিষ্যজ্ঞানই এই উপায়ে হয়।

২। অতীতজ্ঞানেব জ্ঞাত ও ঐ প্রকাব নির্বল চিত্তেব প্রয়োজন। বিত্তমান দ্রব্যের অভাব এবং অবিত্তমান দ্রব্যেব ভাব হয় না, এই নিয়ম প্রত্যেক অবজ্ঞেতা ব্যক্তিই বুঝিতে পারেন। ভবিষ্যদ্ব্যর্থ যেমন বর্তমানের অবস্থা-বিশেষ তেমনি বর্তমান ধর্ম ও অতীতেব অবস্থা-বিশেষ। যেমন বর্তমানেব পব

পৰ অৰ্থাৎ সাক্ষাৎ কবিলে ভবিষ্যৎকে উদ্ভিদ্ধৰূপে জানা যায়, সেইরূপ বর্তমানের পূর্ব পূর্ব পৰিণাম-ক্রম সাক্ষাৎ কবিলে অতীতে উপনীত হওয়া যায়। ভগবান্ পতঞ্জলি বলিষাছেন, “বস্তুতঃ অতীত ও ভবিষ্যৎ বিদ্যমান আছে, কেবল ধর্মসকলের কালভেদে ঐক্য ব্যবহাব হয়” (৪।১২ সূত্র)। সাধারণ অবস্থায় আমরা যেন হৃদয় প্রবেশে লক্ষ্যে গর্যমান জীবের জ্ঞান ধর্মকে দেখি। আব একটি হৃদয় দৃষ্টান্তের দ্বারা ইহা বিশদ হইতে পারে। নদীতীরে উপবিষ্ট ব্যক্তি যেমন একটি তরঙ্গ দেখিয়া তাহাতে আকৃষ্টদৃষ্টি হইবা থাকে, সেইরূপ আমরাও ‘বর্তমান’-নামক এক স্থল-ক্রিয়া-ভবনের দ্বারা আকৃষ্টদৃষ্টি হইবা বহিষাছি তাহাতে আমাদের চিত্তে তৎসদৃশী এক ‘বর্তমান’ স্থল বৃত্তি উদ্ভিত বহিষাছে। সেই ভবনের গতিতে যেমন জলের গতি হয় না, তেমনি অতীত ও ভবিষ্যৎ বর্তমানই আছে, যায় নাই। স্থলের দ্বারা অনাকৃষ্টদৃষ্টি যোগিসংগত অভ্যবহিত বা হৃদয় উভয় পার্থক্য (অতীতানাগত) বিজ্ঞাত হন। তৎকাল চরমজ্ঞানে অতীতানাগত-মোহ অনেক বিদূষিত হইবা যায়। আমরা এমন অনেক ঘটনা জানি, যাহাতে কেহ কেহ দূরত্ব আত্মীয়ের মৃত্যু স্বপ্নে জ্ঞাত হইষাছেন (ঘটনা অতীত হইলে)। তাহা পূর্বাঙ্ক প্রণালীতে প্রত্যক্ষ হয়। জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, ঐক্য ঘটনায় কিছু পবেই যে নিম্নিত ব্যক্তির সাত্বিক নিদ্রা হইবে, তাহাব সম্ভাবনা কি? ইহা বৃত্তিতে হইলে আবও কয়েকটা নিময় বুঝা উচিত। আমাদের ভালবাসাব পাঞ্জের সহিত বা বাহাকে চিন্তা কবা যায়, তাহাব সহিত একটা সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। উহাকে দূরসংযোগ (enrapport বা telepathy) বলে। ইহাতেই দূরত্ব পুঞ্জ কষ্টে পড়িলে অথবা ক্লান্ত হইলে মাতাব মৌর্খনত্ব অথবা নিদ্রাতে অক্ৰমণ্ডিত হয়। বেহেতু কোনপ্রকার সম্বন্ধ ব্যতীত জ্ঞানোদ্রেক কল্পনীয় নহে, অতএব বলিতে হইবে নিম্নাকালে যখন অজ্ঞাত অতীত ঘটনা বর্ণনাব প্রত্যক্ষ হয়, তখন ঐ সম্বন্ধের দ্বারা উদ্ভিক্ত হইবা নিদ্রাতে জড়তা বাইবা সাত্বিকতা আসে। নিজেব মঙ্গলামঙ্গলের জন্তও উদ্ভিক্ত হইবা কখনও কখনও সাত্বিক স্বপ্ন হয়। ঐহাবা ঐহরূপ ঘটনা নিঃসংশয়ে জানিতে চান, তাহাবা ঐই বিষয়ক প্রায় পাঠ কবিবেন।

বাহু বস্তুসমূহে বৈজ্ঞানিকেরা যেমন বলেন যে, কোনও জব্বা যদি জড়তাব (inertia-ব) দ্বারা বাধিত না হয় তবে তাহা বিন্দুমাত্র গতি প্রাপ্ত হইলেও তৎকাল (in no time) অনন্ত দূর দেশে চলিষা যাইবে, তেমনি প্রকাশশীল বৃত্তিতত্ত্ব যদি তামসিক স্থিতিশীলতাব দ্বারা নিষমিত না হয় তবে তাহা সর্ব বিষয় ও সর্বথা বিবদ অক্রমে প্রকাশ কবিবে। বাহু বস্তুব জ্ঞান বৃত্তিতত্ত্বেরও সম্পূর্ণ স্থিতিহীনতা অর্থাৎ তমোবিযুক্ততা হইবাব সম্ভাবনা নাই তবে উহা যতই ক্ষীণ হইবে ততই অক্রমবৎ সর্ব বিষয়কে প্রকাশ কবিবে। ভবিষ্যৎ-বিষয়ক স্বপ্নে ঐক্যে বৃত্তিতত্ত্বের কবিক স্বচ্ছতাব ফলে অক্রমবৎ ভবিষ্যতের জ্ঞান হয়, সাধাবণ চিত্তে শেষ চিত্তটাই কেবল স্বপ্নের থাকে।

১০। ত্রিকাল-জ্ঞানের কথায় কয়েকটি সমস্যা আসিষা পড়ে। তাহা অনেকব মাথা ঘূরাইষা দেয়। ‘যদি ভবিষ্যতে আমি কি হইব তাহা স্থিৰ আছে, তবে আমাব কোন কর্মের জন্ত আমি দায়ী নহি’ ঐহরূপ ধাঁধা অনেকব হয়। অবশ্য সাংখ্যদেব নিকট ইহা ধাঁধা নহে। ঐহাবা ঐহবকে নিজের সৃষ্টিকর্তা এবং ভবিষ্যৎ-বিধাতা বলেন তাহাদেব পক্ষে ইহা গোলোকধাঁধা বটে। তাহাবা ভবিষ্যৎ স্থিৰ নাই ঐহরূপ বলিতেও পাবেন না, কাবণ, তাহা হইলে তাহাদেব ঐহব অসর্বজ্ঞ (ভবিষ্যৎ জ্ঞানাতাবে) হন। প্রায় সমস্ত আৰ্যশাস্ত্রের উহা মত নহে, তাহাদেব মতে জীব সৃষ্ট নহে কিন্তু অনাদি, এবং অনাদিকর্মের জীবনের সমস্ত ঘটনা বটে। ইহাতে ঐ ধাঁধা অনেক কাটে বটে, কিন্তু ঐহাবা ঐহবকে কর্মফলবিধাতা ও করুণাময় বলেন, তাহাদেব আপন দূর হয় না। কাবণ, যে জীব দুঃসহ

নবক-মল্লণা ভোগ কবিভেছে, সে বলিবে, 'সর্বজ্ঞ ঈশ্বর বহু পূর্ব হইতেই যদি জানিতেন যে, আমি এই কষ্ট ভোগ কবিব, তবে এতদিন কণামাত্র করুণাব ছাড়া খাঁস সর্ব-শক্তি-প্রয়োগে কিছুই প্রতিবিধান কবিলেন না কেন?' এতদ্ব্যতীত করুণাদাতা ঈশ্বরকে হয় অশক্ত, নয় করুণাশূন্য বলিতে হয়। শঙ্করাচার্য এই দোষ এইরূপে খণ্ডন কবিবাব প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি বলেন, 'ঈশ্বর মেঘের মত, মেঘ যেমন সর্বত্র সমভাবে বর্ষণ করে, ঈশ্বরও তেমনি যে যেমন কর্ম কবিযাচ্ছে, তাহাকে তেমনি ফল দেন। তাহা না কবিবা, যে ভাল কবিযাচ্ছে, তাহাকে মন্দ ফল দিলে অথবা যে মন্দ কবিযাচ্ছে, তাহাকে ভাল ফল দিলে তাঁহাব 'বৈষম্য-দোষ হইত।' ইহা হইতেও করুণাময়ত্ব সিদ্ধ হয় না, কাবণ, যে ভাল কবিযাচ্ছে, তাহার ভাল করিলে করুণা বলা যায় না, বরঞ্চ ভাল কবিবাব সামর্থ্য থাকিলেও যদি কাহাবও ভাল না কবা যায়, তবে নিরুপায় বলিতে হইবে। অতএব 'হব নিরুপায়, নব সামর্থ্যহীন' এ দোষ খণ্ডিত হইল না। তবে ঐ সিদ্ধান্ত হইতে ঈশ্বর যে ভাল ও মন্দ উভয়েব পক্ষপাতবৃত্ত, তাহা উক্ত হইবাছে। কিন্তু তাহাতে কর্মই প্রভু হইল, ঈশ্বর কর্মফলদানের ভৃত্য হইলেন। যিনি খতম ইচ্ছাযারা করুণা-প্রণামিত হইবা দ্বন্দ্বীয় কষ্ট দুব না কবিলেন, তিনি কিরূপে করুণাময় প্রভু হইবেন? অতএব কর্মফল-বিধাতা ঈশ্বর-স্বীকাৰেও উক্ত ধাঁধা স্মেটে না। সাংখ্যগণেব ঈশ্বর কর্মফলদাতা নহেন, "নেত্বাধিষ্ঠিতে ফল-নিপত্তি, কর্মণা তৎসিদ্ধে" (সাংখ্যসূত্র)। তিনি মুক্ত পুরুষবিশেষ। তাঁহাব সার্বজ্ঞ্য ও সর্বশক্তি থাকিলেও নিস্ত্রবোজনতা-বিষায তিনি নিষ্ক্রিয়। কাবণ-কার্য-পৰম্পরার অগন্তেব সমস্ত ঘটিতেছে। পুঞ্জরুতি মূলকাবণ, তাহাদেব সংযোগ হইতে অনাদি সংসার চলিতেছে। যেমন হাত-কাটা-রূপ কর্ম কবিলে তাহাব দ্বন্দ্বরূপ-ফল-ভোগ বব, তেমনি সমুদ্রাব ঘটনাই কর্ম ও সংসারেব বিপাক হইতে হইতেছে। সেই বিপাকের অস্ত্র তোমাব আত্মগত কাবণই যথেষ্ট, পুরুষান্তবেব সাহায্যেব প্রয়োজন নাই। তোমাব বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ, সমস্তই কাবণ-কার্য-পৰম্পরার ফল। এই কাবণ-কার্য-পৰম্পরার জানই জিকালজ্ঞান। সাধাবণ অবস্থার আরবা কারণেব অত্যন্তমাত্র জানি বলিবা কার্য সম্যক জানিতে পাৰি না। সমাধিসিদ্ধিতে তাহার বিপরীত হয়। ইচ্ছা, পুরুষকাব, সমস্তই সেই কার্য-কাবণেব অন্তর্গত।

চিন্তের বিজ্ঞান-প্রক্রিয়া ও সংকল্পন-প্রক্রিয়া পৃথক্। একে অন্তঃশ্রোত অম্বিতা, অন্ত্রে বহিঃশ্রোত অম্বিতা। একে বাহ্যস্থ বিষয় গ্রহণ কবিতে থাকা, অন্ত্রে গ্রহণ ত্যাগ কবিত্তা অন্তঃস্থ বিষয় লইবা চেষ্টা করা। জিকালজ্ঞানেব যে অবস্থার কাবণ-কার্য-পৰম্পরার মধ্যে নিস্ত্রেব পুরুষকাব বা সংকল্পন একটি কাবণ হয় তখন সেই অবস্থার উপনীত হইবা বিজ্ঞান-প্রক্রিয়া অগত্যা স্থগিত রাখিবা সংকল্পন-প্রক্রিয়া কবিতে হয়, স্তম্ভবাং তখন জিকালজ্ঞানরূপ বিজ্ঞান সেই অবস্থার স্থগিত থাকে।

প্রাপ্তক ধাঁধাসকল হইতে সাংখ্যগণেব কর্তব্যমোহ বা সিদ্ধান্তহানিব সম্ভাবনা মোটেই নাই। তাঁহাব ভূত-ভবিষ্যতেব কাবণ-কার্যতা জানিবা, হয় সংস্ফুটমূলক কর্মে নিরুপদ্রব হইবা নৈকর্ম্যসিদ্ধি লাভ কবেন, না হয় গীতোক্ত নীতি অল্পযাযী অতীতানাগত ঘটনায় অনাসক্ত হন।

আব একটি ধাঁধা এই, এক ব্যক্তি কোন জিকালজ্ঞকে ঠকাইবার দ্রষ্ট জিজ্ঞাসা কবিল, 'বল দেখি, আমি গৃহে প্রবেশ কবিব কি না?' তাহাব ইচ্ছা, জিকালজ্ঞ বাহা বলিবে, তাহাব বিপরীত করিবে। সেই ক্ষেত্রে জিকালজ্ঞ কিরূপে ঘটনা-স্থিতি করিবা বলিবেন? জিকালজ্ঞ কার্য-কাবণ-পৰম্পরা প্রত্যক্ষ কবিবা জানিলেন যে, তাহাকে তাহা জ্ঞাত করাইলে সেই কাবণ-বশে সে তাহাব

বিপৰীত কবিয়ে, অতএব ত্ৰিকালজ্ঞকে সেহুে ঘটনা না বলিবা বলিতে হইবে যে, 'আমি যাহা বলিব, তাহাৰ বিপৰীত কবিয়ে'। সেহুে যে ত্ৰিকালজ্ঞ ঘটনা বলিতে পাৰিবেন না, তাহাৰ কাৰণ এই যে, সেই কাৰ্য-কাৰণেৰে শেষ কাৰণ ত্ৰিকালজ্ঞেৰ নিজ কৰ্ম অৰ্থাৎ 'ৰাবে' কি 'ধাবে না' এইৰূপ বলা। যে কৰ্ম আমি কবিতে পাৰি অথবা ইচ্ছা কৰিলে না কবিতে পাৰি, তাহা কবিব কি না, ইহা কাৰ্য-কাৰণ-জ্ঞান-সম্বৃত ভবিষ্য জ্ঞানেৰ বিষয় নহে, অবশ্য নিষেধ পক্ষে। অতএব উপবোধ্ত হলে ঘটনা যখন বেচ্ছকৰ্মেৰ উপৰ নিৰ্ভৰ কৰিতেছে, তখন তাহা ভবিষ্যদ্বৰূপে জ্ঞেয় নহে। অৰ্থাৎ 'আমি ( পাঁচ মিনিট পৰে ) হাত তুলিব কি না' এইৰূপ কৰ্ম ভবিষ্যৎ জ্ঞেয় বিষয় নহ, কিন্তু বৰ্তমানে হিবকৰ্তব্য বিষয়, অবশ্য নিষেধ আছে। সুতৰাং যে ঘটনা নিজকৰ্মেৰ উপৰ নিৰ্ভৰ কৰে, সে হলে সেই যাক্তিব আছে ঐ প্ৰকাৰে ত্ৰিকালজ্ঞানেৰ নিষেধ ব্যত্যয় হয়। তজ্জন্ত বেচ্ছসাধ্য কৈবল্য-মোক্ষ কোন পুৰুষেৰ নিষেধ আছে ভবিষ্যদ্বৰূপে প্ৰমিত হইতে পাৰে না, অন্ত পুৰুষ অবশ্য নিষয় কবিতে পাৰে। ভাব-কাৰণ হইতে ভাবকাৰ্য হইবে, তজ্জন্ত কাৰ্য-কাৰণ-পৰম্পৰা-ক্ৰমে অতীত সাক্ষাৎ কবিতে যাইবা যোগিগণ কখনও সংসাৰেৰ অভাব অবস্থাৰ অথবা আৰ্থিতে হাইতে পাবেন না, তজ্জন্ত সংসাৰ অনাদি। সাধাৰণ দৃষ্টিতেও 'নাগতো বিস্ততে ভাবঃ' এই নিয়মযুক্ত বৃত্তিতে সংসাৰেৰ অনাদিস্ব প্ৰমিত হয়।

১১। সমাধিলিঙ্গিব দাবা জ্ঞান যেমন অব্যাহত হয়, ক্ৰিয়াশক্তিও সেইৰূপ অব্যাহত হয়। সাধাৰণ অবস্থায় দেখা যায়, তুমি ইচ্ছা কৰিলে আৰ অমনি তোমাৰ হাত উঠিল। ইহা যদি হিব-মিত্তে পৰীলোচনা কৰ তাহা হইলে আশ্চৰ্য হইবে যে, ইচ্ছা কিলে তোমাৰ তিন সেৰ ভাৰী হাতকে তুলিল। একটু হৃদয়ৰূপে দেখিলে জানিতে পাৰা যায় যে, হৃদয় উত্তোলক যন্ত্ৰেৰ মৰ্মদেশে থাকিবা ইচ্ছা কোন অজ্ঞাতপ্ৰকাৰে হাতকে তোলে। বাহাদেব জড়তত্ত্বজ্ঞান ভাববত্বাদি সাধাৰণ-ধৰ্ম-যুক্ত মাজ অথবা অজ্ঞেয়, তাহাদেব নিকট ইহা অসাধ্য সম্ভা। আনবা সাংখ্য-সিদ্ধান্তে দেখাইযাছি যে, ইচ্ছা যে জাতীয়, বাহ 'জড়'ও সেই জাতীয়। ('সাংখ্যতত্ত্বালোক' ৬০ প্ৰকৰণ)। একই প্ৰকাৰ প্ৰত্যেক একাট ভাব প্ৰহণ ও একাট প্ৰাহ। কঠিন কোমল প্ৰভৃতি সমস্ত জড়ধৰ্ম এক এক প্ৰকাৰ বোধমাজ, বোধগণ আৰিষেব এক এক প্ৰকাৰ বাহকত উত্ৰেক মাজ, অতএব বাহে এক প্ৰকাৰ উজ্জিত অভিমান আছে, যাহা আমাৰ অভিমানকে উজ্জিত কৰে। সুতৰাং সেই বাহ অভিমান-প্ৰত্যেক ভিন্ন ভিন্ন প্ৰকাৰ উত্ৰেক হইতে কঠিন-কোমলাদি ধৰ্ম উদ্ভূত হয়। বাহ বা ভূতাদি অভিমানেৰ বৈচিত্ৰ্যই নানা প্ৰকাৰ বাহধৰ্মেৰ স্বৰূপ \*। আমাদেব কৰণশক্তিরূপ অভিমান সম্ভাভীষ-হেতু সেই বাহ বৈবাজ্যভিমানেৰ ক্ৰিয়াৰ সহিত মিলিত বা প্ৰজাপতি ঈশবেৰ ঐশ মনেৰ দাবা

\* পৰমাণুৰাশিৰ পৰীলোচনা কৰিলে ইহা স্পষ্ট হইবে। সাংখ্যীয় পৰমাণু ব্যতীত দুই প্ৰকাৰ পৰমাণু দ্বাৰা দাৰ্শনিকগণ জগতৰ বুঝাইা থাকেন। তন্মধ্যে প্ৰথম প্ৰকাৰেৰ পৰমাণু লক্ষণ যথা—'জড়বোৰেৰ অবিভাজ্য স্বয়ং অংশ পৰমাণু।' বৈশেষিকগণ, প্ৰাচীন গ্ৰীকগণ ও কতকজন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক এইপ্ৰকাৰেৰ পৰমাণু কল্পনা কৰিবা যিহাৰেব। অবিভাজ্য অংশ বা জ্যামিতিৰ বিন্দু অকল্পনীৰ পাৰ্শ্ব। সেইৰূপ তাক পৰমাণুৰ দ্বাৰা শূন্য বা অবকাশও অকল্পনীয়। বিভাজ্যত্ব ও বিভাজ্যশীল এৰা ক্ষুদ্ৰতা প্ৰাপ্ত হইবা যে কেন বা কিলে অবিভাজ্য ও বিভাজ্যশূন্য হইবে, তাহাৰও কোন যুক্তি নাই। আৰ এই বিভাজ্যেৰ দ্বাৰা পাণ্ডিত্য ঘটনা ব্যাখ্যানেৰও অনেক কষ্টপতা দেখা দেব। বস্তুতঃ এইক পৰমাণু বিকল্পমাজ, ভবেৰ বিভাজ্যশীলতা দেখিবা ইহা কল্পিত হইযাছে। বিভাজ্যেৰ সীমা-নিৰ্দেশ কৰিবাৰ কোনও হেতু নাই, কাৰণ, মহাশেৰ যেমন সীমা কল্পনী নহে, সুহতাৰে তজ্জ। ( বাসাবিৰমেৰ পৰমাণু গ্ৰীক অবিভাজ্য এৰা নহে, ইহা নিশ্চিত হৃদয় অংশ যাত )।

ভাবিত হইবা ও অসংস্কারবশে ইন্দ্রিয়রূপে ব্যবহৃত হইবা বিষয় গ্রহণ করিতেছে। শরীরেন্দ্রিয়রূপে ব্যুহিত অভিন্নানচাক্ষুৰ্য্য দ্বিবিধ—গ্রাহক ও প্রবর্তক। যাহা গ্রাহক, তাহা বাহ্য চাক্ষুৰ্য্যেব দ্বাৰা অভিহিত হইবা বোধ উপাদান কবে, এবং যাহা প্রবর্তক, তাহা নিম্নতই সেই বাহ্য চাক্ষুৰ্য্য উপসংক্রান্ত বা মিলিত হইতেছে। সেই মিলিত বা উপসংক্রান্ত অবস্থাই ধারক অভিন্নান। সাধাবণ অবস্থায় আমাদের শরীরেন্দ্রিয়সম্বন্ধ অভিন্নান সংকীর্ণ এক ভাবে বাহ্যেব সহিত মিলিত। অর্থাৎ আমাদের শরীরকে ধাবণ, চালন ও শরীর-সম্বন্ধিত বিষয়েব গ্রহণ, এই কৰ প্রকারেব সংকীর্ণ ভাবমাজেই অবস্থিত। মেসমেবিতম্, ক্লেয়ার্ডফাঙ্ক, পৰচিন্ত্তজ্ঞতা (thought-reading)-নামক ক্ষুদ্র সিদ্ধিতে অগবেষ শরীর স্বেচ্ছাপূৰ্ব্বক চালন ও অসাধাবণরূপে বিষয়েব গ্রহণ প্রভৃতি হয়। মহাভাবতের বিপুলোপাখ্যানে আছে, বিপুল স্বীয় গুরুপত্নীকে আবিষ্ট কবিত্তা তাঁহাব মূখ দিয়া নিজ কথা বলাইয়াছিলেন। পূর্বে দেখান হইয়াছে, সমাধি-বলে ইন্দ্রিয়-শক্তিসকলকে সম্পূর্ণরূপে স্থূল-শরীর-নিবশেষে কৰা যায় এবং যথেষ্ট নিমোজিত কৰা যায়। এখন যেমন কেবলবাহ্য শরীরেব চালক বস্তুকে চালন করিতে পাৰা যায়, তখন সমস্ত জীব্যকেই সেইরূপে চালিত কৰা যাইবে। এই সিদ্ধি বাহ্য সত্ত্বকে প্রধানতঃ দুই প্রকার—ভূতবিশিষ্ট ও তন্মাত্রাবিশিষ্ট। নীল-পীতাদি ভূতগণেব উপব আধিপত্য—বস্তুবা ত্রয়েব আকাবাধি ও কাঠিষ্ঠাদি ধর্ম পবিবর্তিত কৰা যায়, তাহা মহাভূতবিশিষ্ট এবং ভৌতিকবিশিষ্ট। আব, যাহাব দ্বাৰা নীলকে পীত বা পীতকে বস্তু ইত্যাদিরূপে পবিবর্তন কৰা যায়, তাহা তন্মাত্রাবিশিষ্ট। অলৌকিক শক্তিব চবম প্রকৃতিবিশিষ্ট, তন্মাত্রা ভূত ও ইন্দ্রিয়কে যথেষ্টরূপ-প্রকৃতিক কবিত্তা নির্মাণ কৰা যায়। এক্ষণে একটা উদাহরণ প্রদর্শন কৰা যাউক। যোগসম্বন্ধে আছে, (সমাধিৰ দ্বাৰা) উদ্যান জয় কবিলে শরীর লম্বু হয়। গ্রন্থমধ্যে ও ‘লাংঘীয় প্রাণতত্ত্ব’ প্রদর্শিত হইয়াছে যে, উদ্যান শরীরেব ধাতুমধ্যস্থ বোধজনক শক্তি-বিশেষ। বোধসকল শরীরেব সর্বস্থান হইতে

সাংখ্যীয় পদমান্থর দ্বাৰা স্থূল জীব্যের বা substratum-এব স্বরূপ নীৰাসিত হয়। সাংখ্যীয়-পদমান্থ পদাবিশিষ্টের দৃষ্টান্ত-দ্বন্দ্ব ভাব। শব্দাদি ক্রিয়াকরক ‘সাংখ্যাত্ত্বালোক’ es প্রকরণে উল্লেখ্য, হতব্যাং সেই পদমান্থ দ্বন্দ্ব-ক্রিয়া-স্বরূপ হইল। বস্তুব পৰ্বত দ্বন্দ্ব ক্রিয়া কোশল-বিশেষেব দ্বাৰা গোচরীকৃত হয়, তাহাই সাংখ্যীয় পদমান্থ বা তন্মাত্র। পাশ্চাত্য অণুও দ্বন্দ্ব-ক্রিয়া-বিশেষ, হতব্যাং উভব বাদেব স্থূলতঃ পার্থক্য নাই। সাংখ্যীয় দৃষ্টি অনুসারে তন্মাত্ররূপ ক্রিয়াব আধাব অন্তঃকরণ জ্ঞাত। এতদ্ব্যতীত জগত্বেব আব দৃষ্টিভুক্ত নীমাসো নাই। এ বিষয়ে Plato বলেন, “The ether is the mother and reservoir of visible creation—an invincible and formless eidos, most difficult of comprehension and partaking somehow of the nature of mind.” Julian Huxley বলেন, “There is only one fundamental substance which possesses not only material properties but also properties for which the word ‘mental’ is the nearest approach.” ‘বস, বাস্তি, ‘বাস্তি, পাণব’, বে স্থূলতঃ পুঙ্খ-নিপেষণে অন্তঃকরণাত্মক, তাহা অনেকেই বুঝিতে অনিচ্ছুক। তাঁহাবা যদি ঐশ্বর্যবাপী হন, অর্থাৎ ঐশ্বর ইচ্ছামাত্রাবা এই জগৎ পট্ট কবিত্তাহেন—এইরূপ বিবেচনা কবন, তবে তাঁহাবা নিজেদের কথা একটু তলাইয়া বুঝিলে আব গোচর হইবে না। ইচ্ছা বলিলে তৎসঙ্গে কল্পনা-স্বত্বাদি আসিবে, অর্থাৎ অন্তঃকরণ আসিবে। সেই অন্তঃকরণ (ঐশ্বরেব) জগত্বেব নিমিত্ত ও উপাদান উভয় কাৰণ বলিতে হইবে, কাৰণ তাহা কেবল নিমিত্ত হইলে উপাদান কোথা হইতে আসিবে? হতব্যাং জগৎকে অন্তঃকরণাত্মক সিদ্ধান্ত কৰা ব্যতীত আর প্ৰত্যন্তব নাই। যাবাবাদ অবলম্বন কবিত্তা ইচ্ছা বিবেচনা কবিলে এইরূপ হইবে—ঐশ্বর সকল কবিত্তা বহিত্তাহেন যে, সমস্ত জীব এই অন্তঃকরণ লাভ দেবুক, তাহাতে সেই ঐশ্বর সকলের দ্বাৰা আবিষ্ট হইবা আমাদের চিত্ত এই জগৎবাস্তি দেখিতেছে। ইচ্ছাতেও ঐশ্বর সকলের বা চিত্তেব সহিত আমাদের চিত্তেব নিবৃত্ত সংযোগ এবং আমাদের বাহ্যজ্ঞানকণ চৈতন্য ক্রিয়া ঐশ্বর চিত্তেব ক্রিয়া-জনিত বলিয়া স্বীকার কবিতে হইবে।

উদ্ধৃত হইয়া উর্ধ্বোক্ত বোধ-স্থানে যাইতেছে। অতএব উমান ধ্যান কবিত্তে হইলে সর্ব-  
শব্দবৎ অস্তঃস্থল হইতে এক ধাবা উর্ধ্বোক্ত যাইতেছে, এইরূপ বোধ কবিত্তে হয়। সর্বশব্দব্যাপী  
সেই উর্ধ্বাধা-ভাবনাতে সমাহিত হইলে অভিমান-শক্তি শব্দ-ধাতুতে উপসংক্রান্ত হইয়া তাহাঙ্গ  
(পূর্ব প্রকৃতি অভিত্ত কবিয়া) প্রকৃতি-পরিবর্তন কবিয়া শব্দকে উমানশীল-প্রকৃতিক বা লঘু  
কবে। অর্থাৎ শব্দ-ধাতু পৃথিবীর অভিমুখে গমনরূপ যে ক্রিয়া আছে, উর্ধ্বাভিমুখ-ক্রিয়াশীল  
‘অভিমান’ উপসংক্রান্তি দ্বারা তাহা অভিত্ত ও অবিনীকৃত হয়, তাহাতেই শব্দ লঘু হয়।

অগতঃ সমস্ত ধর্মই আলৌকিক জ্ঞান ও শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সনাতন ধর্মের ত কথাই নাই।  
বৌদ্ধধর্মের প্রসাধনও আলৌকিক শক্তি-প্রদর্শনে সাধিত হইয়াছিল। জটিল-কান্তপ, বিখ্যাত-বাজা  
প্রভৃতির পরিবর্তন আলৌকিক শক্তি-প্রদর্শন কবিয়া সাধিত হইয়াছিল। খুটান-মুসলমানদিগের ধর্মের  
প্রবর্তকগণও আলৌকিক শক্তি-প্রদর্শন কবিয়া অল্পচর সংগ্রহ কবিয়াছেন। তবে বিশেষ বিশেষ  
আলৌকিক ক্ষমতা বা সিদ্ধি নানা প্রকারে হইতে পারে। সব সিদ্ধিই সমাধি সিদ্ধি নহে, নিম্ন  
তবেব সিদ্ধিও আছে এবং তাহাতেও লোকসংগ্রহ হইতে পারে। (বোগদর্শন ৪।১ ও ৪।৫ টীকা  
দ্রষ্টব্য)।



## তত্ত্বসাধনের বিশ্লেষ ও সমবায়

বিলোম ও অনুলোম প্রণালীর যুক্তি—সাংখ্যতত্ত্বালোক গ্রন্থে এবং অন্তর্গত তত্ত্বসকল প্রতিপাদিত হইয়াছে। তাহাতে বিশ্লেষ ও সমবায়-প্রণালীর যুক্তি (analytical and synthetic methods) একত্র মিলাইয়া উপপাদিত হইয়াছে। পাঠকগণের বোধসৌকর্য্যার্থ এখানে সংক্ষেপে পৃথগ্‌রূপে ঐ দুই প্রণালীর দ্বাৰা তত্ত্বসকল উপপন্ন কবিয়া দেখান যাইতেছে। এক প্রণালীতে কার্য হইতে কাৰণ সিদ্ধ কবিত্তে হব, অন্তর্গত সিদ্ধ কাৰণ হইতে কিরূপে কার্য হব তাহা সাধন কবিত্তে হব।

১। বিলোম বা বিশ্লেষ-প্রণালী—হাত, পাবাণ, জল, বাতাস প্রভৃতির নাম ভৌতিক দ্রব্য। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, বস ও গন্ধ, এই পাঁচটি গুণপুংসব আমবা ভৌতিক দ্রব্য জাত হই। যদিচ ক্রিয়া ও জাড্য নামক অশব্দ দুই প্রকাবের ধর্ম ভৌতিক দ্রব্যে পাওয়া যায়, তথাপি তাহাবা শব্দাদি ধর্মের অন্তর্গত ভাবেই বুদ্ধ হব। শব্দাদি ধর্মের নাম প্রকাশ্য ধর্ম, তাহাবা পঞ্চ প্রকাব—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, বস ও গন্ধ। অতএব শব্দাদি পঞ্চ ধর্ম বাহ্য প্রকাশ্য-ধর্মের মধ্যে মুখ্য, অপণ্ড সমস্ত তাহাদের বিশেষবীভূত। সেই শব্দাদি পঞ্চ ধর্মের আশ্রয়ীভূত পঞ্চ প্রকাব দ্রব্যের বা বাহ্যসত্তাব নাম পঞ্চভূত। শব্দযুক্ত সত্তাব নাম আকাশভূত, স্পর্শযুক্ত সত্তাব নাম বায়ুভূত, রূপযুক্ত সত্তা তেজোভূত, বসযুক্ত সত্তা অব্‌ভূত ও গন্ধযুক্ত সত্তা ক্রিত্তভূত। ইহাবা জৈবদ্ব-ধর্ম-মূলক বিভাগ বলিবা কেবল জ্ঞানেন্দ্রিয়মাত্র-গ্রাহ্য, কর্মেন্দ্রিয়াদি ব ব্যবহার্য নহে। অর্থাৎ ভূতসকল পৃথক পৃথক রূপে ভাঙজাত কবিবা ব্যবহার্য কবিবা বোণ্য নহে। তাহা হইলে ভূততত্ত্ব-সাংখ্য-কাবের জ্ঞান সমাধিব উপদেশ থাকিত না। কেবল এক একটিমাত্র জ্ঞানেন্দ্রিযের দ্বাৰা জানিলে বাহ্য জগৎ যে-ভাবে জানা যায়, তাহাই ভূততত্ত্ব (‘সাংখ্যতত্ত্বালোক’ ৫৬ প্রঃ ও ‘তত্ত্বসাংখ্যকাব’ ৫৩ দ্রষ্টব্য)।

২। পঞ্চভূতের গুণ শব্দাদি প্রত্যেকে নানাবিধ। বিচিত্র বিচিত্র শব্দাদি ব নাম বিশেষ। শব্দাদি গুণসকল ক্রিয়াত্মক, অতএব বিশেষ বিশেষ শব্দাদি বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াত্মক। ক্রিযাব যে স্ফুটাবস্থা শব্দাদিগুণের বিশেষসকল অপগত হইবা একাকাব হব, অর্থাৎ বজ্‌জ্বল, লীতোক, নীলগীত আদি ভেদ অপগত হইবা কেবল একাবস্থব স্ফুট শব্দমাত্র, স্পর্শমাত্র, রূপমাত্র ইত্যাদি ভাব প্রাপ্ত হব, তাহাব নাম অবিশেষ শব্দাদি গুণ। সেই অবিশেষ গুণের আশ্রয়ীভূত বাহ্যদ্রব্যসকলের নাম তন্মাত্র। ভূতের দ্বায তন্মাত্রও পঞ্চ, যথা—শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, বসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র। স্ফুটের সমষ্টি মূল, তন্মাত্র তন্মাত্র মূলভূতের কাবণ। তন্মাত্রগণ অতিস্থি ব ইন্দ্রিযের দ্বাৰা পৃথগ্‌ভাবে উপলব্ধ হব (‘তত্ত্বসাংখ্যকাব’ §৪ দ্রষ্টব্য)।

শব্দাদি গুণসকলের নাম বিবব। বাহ্যসম্পর্কে ইন্দ্রিযের জ্ঞান ও ক্রিযাব নাম বিবব (‘সাংখ্য-তত্ত্বালোক’ ৫৩ প্রকবণ দ্রষ্টব্য)। বাহ্যক্রিযা বিববজ্ঞানের হেতুমাত্র। তন্মাত্র বাহ্যে শব্দাদি ধর্ম আবোপিত বলিতে হইবে। বাহ্যে ক্রিয়ামাত্র আছে, সেই ক্রিয়া ও শব্দাদি জ্ঞান অতিমাত্র বিভিন্ন, ক্রিযা ধাবণা কবিলে তাহাব সহিত দ্রব্য (বাহ্যাব ক্রিযা) ধাবণাও অবশ্যস্বাভাবী। সেই বাহ্য

দ্রব্য, যাহাব কিয়া হইতে শব্দাদি গুণ উৎপন্ন হয়, তাহা কিরূপে বিভাব্য হইতে পাবে? যখন রূপাদি বিষয় বাহ্য-ক্রিয়া-স্বত্বক ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া-স্বরূপ, তখন সেই বাহ্যমূল-দ্রব্যে রূপাদি ধর্ম আবেশ কবিয়া ধাবণা করা নিতান্তই অসম্ভব। আব, রূপাদি-ধর্মশূন্য কোন বাহ্যদ্রব্য কল্পনীয় হইতে পাবে না। অতএব আপাততঃ বাহ্যক্রিয়ার আশ্রয়ীভূত পদার্থকে অজ্ঞেব বা অকল্পনীয় বলিতে হইবে। পবে উহাব স্বরূপ নিরূপণীয়।

৩। যাহাব দ্বাবা আমবা বাহ্যদ্রব্য ব্যবহাব করি, তাহাব নাম বাহ্যকরণ। তাহাবা ত্রিবিধ—জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও প্রাণ। জ্ঞানেন্দ্রিযেব দ্বাবা জ্ঞেবরূপে, কর্মেন্দ্রিযেব দ্বাবা কার্যরূপে ও প্রাণ-সকলেব দ্বাবা ধার্মরূপে বাহ্যদ্রব্য ব্যবহৃত হয়। জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ—কর্ণ, দৃষ্, চক্ষু, বসনা ও নাশ। কর্মেন্দ্রিয় পঞ্চ—হাস, পানি, শাব, পাবু ও উপহ। প্রাণও পঞ্চ, যথা—প্রাণ, উদান, ব্যান, অপান ও সমান। জ্ঞানেন্দ্রিযেব পদার্থি বিষয়েব নাম জ্ঞেব-বিষয়। কার্যাদি বিষয়েব নাম কার্য-বিষয়। বাহ্যোদ্ভব-বোধধিক্তানাদি পঞ্চ শব্দাবাংশগণ প্রাণেব ধার্ম-বিষয় (‘সাংখ্যতত্ত্বালোক’ § ৫০-৫১ শ্লোক)।

৪। বাহ্যকরণ ব্যতীত আবও এক প্রকাব করণ পাওবা যাব, তাহা বাহ্যের সহিত সাক্ষাৎ-ভাবে সম্বন্ধ নহে। তাহা অন্তত্ববে থাকিবা প্রধানতঃ বাহ্য-করণাপিত বিষব ব্যবহাব কবে, যেমন চিন্তা, উহা অন্তবেই কৃত হয়, কিন্তু বাহ্য-করণাপিত পো-খটাদি বিষব মইবাই কৃত হয়। বাহ্য-বিষব-ব্যবহাবকাবী সেই আভব করণেব নাম চিন্ত। চিন্ত নিযতই পবিশত হইয়া যাইতেছে। সেই এক একটী চিন্ত-পরিণামেব নাম বৃত্তি। অতএব চিন্ত বৃত্তিসকলেব সমষ্টি-স্বরূপ হইল। চিন্তের বৃত্তিসকল দুই প্রকাব, শক্তি-বৃত্তি ও অবহা-বৃত্তি। যাহাব দ্বাবা কিয়া হয়, তাহাব নাম শক্তি-বৃত্তি; আব কিযাকালে যে ভাবে চিন্তেব অবহান হয়, তাহাব নাম অবহা-বৃত্তি। প্রাথমিক জেদাত্মনাবে পঞ্চ প্রকাব মূল শক্তি-বৃত্তি আছে (‘তাহাদের ভেদ ও লক্ষণ ‘সাংখ্যতত্ত্বালোক’ § ২৫-৩৫ শ্লোক)। অপব সমস্ত বৃত্তিই তাহাদেব অন্তর্গত। তাহাবা যথা—প্রমাণ, বৃত্তি, প্রবৃত্তিবিজ্ঞান, বিকল্প ও বিপর্যয় এই পঞ্চ বিজ্ঞানরূপ প্রাণ্য; সংকল্প, কল্পন, কৃতি, বিকল্পন ও বিপর্যন্তরো এই পঞ্চ প্রবৃত্তিভেদ, প্রমাণাদি পঞ্চবিধ সংস্কার, যাহাবা স্থিতিব ভেদ। অবহা-বৃত্তি, যথা—জ্ঞপ, হৃৎ, মোহ, বাগ্ন, য়েব, অভিনিবেশ; আশ্রয়, স্বপ্ন, নিদ্রা (‘সাংখ্যতত্ত্বালোক’ § ৩৬-৩৮ শ্লোক)।

৫। চিন্ত ও সমস্ত বাহ্য-করণেব মধ্যে প্রাণ্য, প্রবৃত্তি ও স্থিতি অথবা বোধ, কিয়া ও বৃত্তি (ধাবণবৃত্তি) সাধারণরূপে প্রাপ্ত হওয়া যাব। যে-কোন করণবৃত্তি অথবা চিন্তবৃত্তি দেখ, তাহাতে একবকম-না-একবকম বোধ, কিয়া ও বৃত্তি পাইবে। অতএব ভিন্ন ভিন্ন করণ ও চিন্তবৃত্তিসকল সেই প্রকাশ, কিয়া ও স্থিতিব ভিন্ন ভিন্ন প্রকাব সন্নিবেশ-মাত্র হইল। বোধ, কিয়া ও বৃত্তিশক্তিই চিন্তাদি সমস্ত করণেব মূল হইল। সেই মূল শক্তিদ্রব্যেব বাহা শক্ত, তাহাব নাম মূলান্তঃকরণ। অন্তঃকরণেব ঐ তিন বৃত্তিয মধ্যে আমিত্বভাব সাধারণ, অর্থাৎ ‘আমি বোঝ’, ‘আমি কর্তা’ ও ‘আমি ধর্তা’। অতএব অন্তঃকরণেবই এক অঙ্গ হইল আমিকূপ বৃত্তি বা বুদ্ধিতত্ত্ব। দ্বিতীয়তঃ, বোধন, চেষ্টন ও ধাবণরূপ কিয়া-বিশেষ না হইলে বোধাদি হইতে পাবে না। আত্মসম্পর্কীয় সেই কিযাব নামই আত্মংকার। তাহা হইতে ‘আমি অমূকেব বোধক, কাবক বা ধাবক’-রূপ অন্তঃকরণ-পরিণাম হইতে থাকে। সেই পরিণাম ত্রিবিধ—এক অবুদ্ধ ভাবে বুদ্ধ কবা, আব, এক বুদ্ধ ভাবে অবুদ্ধ কবা। তৃতীয়তঃ, আমিত্ব-সংলগ্ন এক আববিত্তঃভাব থাকে, যাহা কিযার দ্বারা উন্মিত হইলে বোধ উদ্ভূত হয়, তাহা বোধজনক কিযার

শক্তিরূপ পূর্বাবস্থা। বুদ্ধতাবও অতীত হইলে পুনশ্চ সেই আববিত অবস্থায় যাব, অর্থাৎ সেই আত্মসংলগ্ন জড়্যই বোধবৃত্তিকে অভিভূত করিয়া থাকে। বৃত্তিসকলেব এই উদ্ভব ও লব-স্থান-স্বরূপ এই আত্মসংলগ্ন, জড়্যপ্রধান বা স্থিতিশীল ভাবেব নাম হৃদস্মাখ্য মন বা তৃতীয়ান্তঃকরণ। অতএব বুদ্ধি, অহংকাব ও মন সমস্ত কবণেব মূল স্বরূপ হইল। ( বোধাদিবি স্বরূপ 'সাংখ্যতত্ত্বালোক' § ২০ এবং বুদ্ধাদিবি স্বরূপ § ১৬-১৮ দ্রষ্টব্য )। বোধ, চেষ্টা ও ধৃতি পৃথক হইলেও পরস্পাবেব সাহায্য-সাপেক্ষ। চেষ্টা ও ধৃতি সহায় না থাকিলে বোধ হয় না। চেষ্টা ও ধৃতিব পক্ষেও সেইরূপ। তজ্জন্ত বুদ্ধি বা 'আদি' বলিলে তাহাতে ক্রিয়া ও স্থিতিভাব অন্তর্গত থাকে। অহংকাব এবং মনেও সেইরূপ অপব দুই ভাব অন্তর্গত থাকে। তন্মধ্যে বোম প্রকাশজ্ঞেব ( বোধহেতু জ্ঞেব নাম প্রকাশজ্ঞ ) আধিক্য থাকে এবং অপব দুইবেব অন্ততা থাকে। সেইরূপ অহংকাব ও কবণ-চেষ্টাতে ক্রিয়াজ্ঞেব আধিক্য এবং মনে বা কবণ-ধৃতিতে স্থিতিজ্ঞেব আধিক্য থাকে। অতএব প্রকাশশীল ভাব, ক্রিয়াশীল ভাব ও স্থিতিশীল ভাব বুদ্ধাদি সমস্ত কবণেব মূল হইল। প্রকাশশীল ভাবেব নাম সত্ত্ব, ক্রিয়াশীল সত্ত্বঃ ও স্থিতিশীল তমঃ। বুদ্ধাদি সবই অল্লাধিক পবিমাণে সন্নিবিষ্ট বা সংযুক্ত সত্ত্ব-রজস্তমোগুণেব এক এক প্রকাব সন্নিবিষ্ট হইল ( সত্ত্ব-বিবরণ, 'সাংখ্যতত্ত্বালোক' § ১১।১২ দ্রষ্টব্য )। এইরূপে কবণবর্গ বিশ্লেষ করিয়া সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন মূলভাব প্রাপ্ত হওয়া গেল। কবণবর্গেব মধ্যে বাহাতে বাহা প্রকাশ আছে তাহা সত্ত্বগুণ হইতে আসে, বাহাতে বাহা ক্রিয়া আছে তাহা রজ হইতে হয় এবং তম হইতে কবণগুণ ধাবণশক্তি আসে। প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি ব্যতীত বুদ্ধি হইতে প্রাণ পূর্বস্ত সমস্ত কবণ-শক্তিতে আব কিছুই পাওয়া যায় না। ( যোগদর্শন ২।১৮-১৯ দ্রষ্টব্য )।

৬। অন্তঃকবণেব বৃত্তিসকল দেশব্যাপী নহে, তাহাবা কালব্যাপী। ইচ্ছা-জ্ঞোদাদিবি মৈত্র্য-প্রমাদি নাই, তাহাবা কতককাল ব্যাপিষা চিন্তে থাকে মাত্র। বাহ্যক্রিয়া যেমন দেশান্তব-প্রাপ্যমাণতা, আন্তব-ক্রিয়া সেইরূপ কালান্তব-প্রাপ্যমাণতা, অর্থাৎ অন্তঃকবণেব ক্রিয়াকালে বৃত্তিসকল পব পব কালে অবস্থিত হয়, পব পব দেশে নহে, অতএব কালব্যাপী ক্রিয়া অন্তঃকরণেব ধর্ম হইল, দেশব্যাপী ক্রিয়া বাহ্যক্রয়েব ধর্ম হইল।

আমবা পূর্বে দেখাইয়াছি যে, বাহ্যক্রব্য ( ভূত ও তন্মাত্র ) বিশ্লেষ করিয়া রূপ-বসাদি-শূন্য এক মূলধাব পদার্থেব ক্রিয়ামাত্র পাই, যে ক্রিয়া ইন্দ্রিয়গণকে উদ্ভিক্ত কবিলে রূপবসাদি জ্ঞান হয়। রূপ-বসাদি ব্যতীত বিস্তাবজ্ঞান থাকিতে পাবে না, বিস্তাব ও রূপাদি-জ্ঞান অবিনাশাবী, অর্থাৎ একটি থাকিলে আঁব একটি থাকিবে, একটি না থাকিলে আঁব একটি থাকিবে না। বাহ্যক্রয়েব মূলভাব রূপবসাদিশূন্য, স্তবাব বিস্তাবশূন্য, কিন্তু তাহা ক্রিয়াশীল। অতএব বাহ্যমূল-ক্রব্য বিস্তাবশূন্য অথচ ক্রিয়াযুক্ত পদার্থ হইল। উপবে সিদ্ধ হইয়াছে যে, অন্তঃকবণ-ক্রয়েই বিস্তাবশূন্য ক্রিয়া সম্ভব হয়। অতএব বাহ্যেব মূলভাব অন্তঃকরণ-জাতীয পদার্থ হইল। সেই বাহ্য জগতেব মূলধাব অন্তঃকবণ যে পুরুষেব, তাঁহাব নাম বিরাট পুরুষ।

ইন্দ্রিয়বপে পবিণত অন্তঃকবণেব ক্রিয়া হইতে জ্ঞান হয়। শব্দাদি বাহ্যক্রিয়াব দ্বাবা ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া উদ্ভিক্ত হয়। সত্ত্বাতীয বস্তুই পবস্পাবেব উপব ক্রিয়া কবিতে পাবে, তজ্জন্তও বাহ্যমূল অন্তঃকবণজাতীয হইল। মন দেশব্যাপ্তিহীন পদার্থ, তাহাব ক্রিয়া কালধাবা-ক্রমে হইষা যাইতেছে। সেই মন যে স্ব-বাহ্যক্রিয়াব দ্বাবা উদ্ভিক্ত হয় এবং তাহাতেই যে বিষয়জ্ঞান হয় তাহা প্রমাণসিক্ত। সেই মনোবাহ্য ক্রিয়াব দ্বাবা মনকে ভাবিত হইতে হইলে, ভাবক ক্রিয়াও মনেব ক্রিয়াব স্তায়

দেশব্যাপ্তিহীন ক্রিয়াযুক্ত হওয়া চাই। নচেৎ দেশব্যাপ্তিহীন মনের উপর দেশাশ্রিত বাহ্যক্রিয়া কল্পে মিলিত হইবে তাহা ধাবণাযোগ্য নহে। পবন দেশ ও এক প্রকাষ জ্ঞান বা মনের সহিত বাহ্যে মিলনের ফল, সুতরাং মনের সহিত মনোবাহ্য জীব্যে মিলনকল্পনার দেশব্যাপ্তি জীব্যে সহিত মনের মিলন কল্পনা কবা সম্যক্ অসম্ভবত কল্পনা। এক মন যে আব এক মনের উপর ক্রিয়া কবিত্তে পাবে তাহা ঐক্স্জালিকের উদাহরণে প্রসিদ্ধ আছে। ঐক্স্জালিক যাহা মনে কবে তাহাব পবিত্র তাহাই দেখিতে শুনিতে পায়। সেইরূপ প্রজাপতি ভগবানের ঐশ মনের দ্বারা ভাবিত হইয়া অসম্ভাবিত মন স্ব-সংস্কারবশে এই ভূত-ভৌতিক প্রকরণে ইক্স্জাল দেখিতেছে।

গ্রাহ্য ভৌতিক জীব্যে মূল যখন বিস্তারহীন অন্তঃকরণ-জীব্য, তখন গ্রাহ্য পদার্থ প্রকৃতপক্ষে বড় বা ছোট নহে। বড় বা ছোট এইরূপ পরিমাপ বস্তুতঃ পরিণামেব সংখ্যাব উপর স্থাপিত। অলাভচক্রেব স্তায় যুগপৎবেব সত্ত কতকগুলি পরিণাম ( ক্রপাদিবি ক্রিয়া-বস্তু ) যদি গৃহীত হয় তবেই বিস্তার ( বড়-ছোট ) জ্ঞান হয়। কিন্তু প্রত্যেক জীব্য ( তাহা পবমাপুই হউক বা পবম মন্থই হউক ) অসংখ্য পরিণাম হইতে পাবে, সুতরাং পবমাপু ও ব্রহ্মাণ্ডেব পরিণাম বস্তুতঃ অভিন্ন। কাবণ অমের ভাবেব অংকারসাবে পদার্থ  $\times$  অসংখ্য = অসংখ্য, আব এক  $\times$  অসংখ্য = অসংখ্য, সুতরাং এইরূপে দুই-ই এক। দৃষ্টি-ভেদ অল্পসাবে দেখিলে ব্রহ্মাণ্ডকে পবমাপুং এবং পবমাপুকে ব্রহ্মাণ্ডং দেখা যাইবে। কাল সঙ্কেত সেইরূপ, আমায়েব যাহা এক কল্প কাহাবও নিকট ( বাহাব এক কল্পেব অক্ষয়ে জ্ঞান হয় ) তাহা দূরমাত্র।

অন্তঃকরণ ত্রিগুণাত্মক, অতএব বাহ্যজীব্য ( যাহা মূলতঃ গ্রাহ্যতাপর বৈবাজ্ঞাতঃকরণেব উপব বিবর্তিত ) এবং আন্তব ভাবসকল, সমস্তই মূলতঃ ত্রিগুণাত্মক বলিয়া সিদ্ধ হইল।

৭। ব্যাখ্যাসিতে গুণসকলেব বৈষয় বা ন্যূনাধিকরূপে সংযোগ প্রদর্শিত হইয়াছে। বোধ অর্থে ক্রিয়াব দ্বারা অন্তঃকরণেব জাভ্য বা স্থিতিব অভিভব কবিয়া প্রকাশেব প্রাচুর্ভাব। চেষ্টা অর্থে জাভ্য ও প্রকাশেব অভিভবে ক্রিয়াব প্রাচুর্ভাব। আব, বৃত্তি অর্থে প্রকাশ ও ক্রিয়াব অভিভবে জডভাব প্রাচুর্ভাব। অতএব সর্বপ্রকাষ কবণবৃত্তিতে এক গুণেব প্রকর্ষ ও অগব দ্বয়েব অবকর্ষ দেখা যায়, এই গুণ-বৈষয়্যাবস্থা নাম ব্যক্তাবস্থা। যখন প্রকাশ, ক্রিয়া ও জাভ্য তুল্যবল হয়, তখন কোন বৃত্তি থাকিতে পাবে না, কাবণ, বৃত্তিবা বৈষয়্যাত্মক। কিন্তু তুল্যবল জডভাব দ্বারা ক্রিয়া নিবৃত্ত হইলে কবণ-চেষ্টা এবং তজ্জনিত বোধবৃত্তিও থাকিতে পাবে না। অতএব গুণত্রয় তুল্যবল বা সম হইলে কবণবৃত্তিসকল থাকে না, অথবা কবণবৃত্তিসকল না থাকিলে গুণত্রয় সাম্য প্রাপ্ত হয়। বৃত্তিবে অভাবে কবণসকল বিলীন হয়, কাবণ, ক্রিয়াব সাম্য বোধ হইলে তাহাব অব্যক্ত-শক্তিরূপে অবস্থা হয়। প্রাণ ও গ্রাহ্যেব মূল-স্বরূপ যে অন্তঃকরণ তাহাব এই অব্যক্তাবস্থাব নাম প্রকৃতি। গুণেব সাম্য ও তদাত্মক অন্তঃকরণ-লব দুই প্রকাষে হয় (১) নিবোধ সন্নিবি-লে ও (২) গ্রাহ্য-লয়ে। ভাবপদার্থেব অভাব অন্ত্যায় বলিবা এই অব্যক্ত প্রকৃতি অভাব-স্বরূপ নহে। অতএব বাহ্য ও অধ্যাত্ম ভাবেব অব্যক্তরূপ চবন সূক্ষ্ম অবস্থা সিদ্ধ হইল।

৮। ক্রিয়াব উদ্ভবের পূর্বাঘ্যার ও লগাব্যার নাম ক্রিয়া-শক্তি অর্থাৎ শক্তি লক্ষ্য হইলে তাহা ক্রিয়া হয়, অথবা ক্রিয়ায় অভিভূত হইয়া থাকার নাম শক্তি। শক্তি ক্রিয়াবস্থা হইলেই তাহা বৃদ্ধ হয় অর্থাৎ সন্নিবিভব জন ( বোধ ও সত্তা অবিনাশাব্য )। বৃদ্ধ সত্তার নাম জীব্য। অতএব জীব্য, ক্রিয়া ও শক্তি, সান্বিত্য, বালসিকতা ও তামসিতার বাবস্থাত্তেব নাম হইল। শক্তি বিবিধ অবস্থা-উদ্ভাবস্থা ও অব্যক্তাবস্থা। ব্যক্ত উদ্ভব অবস্থা, বেনন সত্তার আদি, আর সাম্য

৮। পূর্বে ব্যক্তভাবে মধ্যে আনিহিত্য যে প্রধান, তাহা উপপাদিত হইয়াছে। অতঃপর প্রতিনিবত যে পর পর বোধবৃত্তিসকল উদ্ভিভেছে, তাহাদেখ নকলেব সহিত এক-স্বরূপ বোদ্ধপ্রত্যয় সম্বিত থাকে। কারণ, বোদ্ধা 'আনিহ' ব্যতীত বিষয়বোধ অনন্তব। বোদ্ধহত্যাবের মধ্যে দুই প্রকার বোধ পাওয়া যায়; এক অনান্নবোধ, আর এক আন্ববোধ। অনান্নবোধের জিবার দ্বারা উদ্ভিক্ত হইয়া বৃত্তিপ্রবাহরূপ যে পবিত্রমায়ান-বোধ বা জ্ঞানবৃত্তি হয়, তাহা অনান্নবোধ। আর অনান্নজিয়ার সহিত সংযোগ না থাকিলেও (ঋণদান্যে) যে স্বরংবোধ থাকে তাহাই যন্ত্রকান বা চৈতন্য বা চিত্তিশক্তি বা চিত্ত। যদি বল বৈবদিক বোধ-নিবৃত্তি হইলে যে স্বান্নবোধ থাকিলে, তাহার প্রমাণ কি? তাহার প্রমাণ এই—বিষয় জিয়ারাশ্রয়, সেই জিয়ার বোধবৃত্তিব বা প্রকাশের হেতু হইলেও বোধের উপাদান নহে, কারণ, জিয়ার অর্থে এক অবস্থার পর আর এক অবস্থা, তাহা কিরূপে বোধের উপাদান হইবে? জিয়ার দ্বারা বোধের পরিচ্ছিন্ন বৃত্তি হয়, সেই বোধকলও জাত্যপ্রকান্ত, যেমন 'আমি জানের জাত'—এইরূপ। এইরূপ পরিচ্ছিন্ন বোধবৃত্তিসকলের দ্বারা বোদ্ধা সেই অপরিচ্ছিন্ন স্ববোধই পুরুষতত্ত্ব।

দুই প্রকার প্রক্রিয়ায় দ্বারা করণ হইতে সাধারণ অদ্ব্যপ্রত্যয়ের ব্যতিরিক্ততা নিষ্ক হয়;

অব্যক্ত শক্তি, বেদন ওপদান্য। সলিল শক্তি তানসিক ভাব, ইহাই তদোপ ও প্রকৃতির ভেদ। অতএব ননত অনান্নভায়ে (এছ ও এপ্রকরণ) যে অব্যক্ত শক্তিরূপ অবস্থা তাহাই অব্যক্ত প্রকৃতি। (শক্তিদ্বয়ে 'পারিত্যাসিক পদার্থ' জ্ঞেয়)। কৈল্যে ওপদান্য কিরূপে যত তাহা নিম্ন তালিকার দ্বারা বাইবে। তখন সব রত ও তন-ওপ নবন হয়, ততএব:—

স্ব	= হত	= তন	= ওপদান্য।
।	।	।	।
বিসেকখ্যাতি	= পরবৈরাগ্য	= নিরোধ	= ওপবৃত্তিদান্য।
।	।	।	।
দ্ব্যনুত	= চাংনুত	= দোহনুত	= দাতি।
।	।	।	।
জাংনুত	= কদনুত	= নিহানুত	= জুরী

এই ননত পদার্থই নন বা একটির উদয়ে অপর নকলই সৃচিত হয়; অর্থাৎ নকলই অবিনাশ্য। ইহাতে অত্যন্ত সিন্দাপুত বা অব্যক্ত-শক্তি অবস্থার দ্বার।

নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তের দ্বারা স্যাপ্যের-তন-বিভাগ-প্রণালী স্বন্দররূপে বুঝা বাইবে। নন কর একটি পুরু সৃচিত্রিত হয়। তাহার তন এইরূপ বিশেষণের, দ্বা—প্রথমতঃ তাহাতে যে দান্যবিশিষ্ট চিত্র প্রসিদ্ধ, তাহা সূত্রঃ কল, পুপ, প্রবাল, পর ও লতা পরণ; তদন্যে কতকগুলিতে কুসবর্ণের আবিষ্ক, কতকগুলিতে রক্তের, কতক যেতের আবিষ্ক। সেইরূপ আনয়ের স্বতন্ত্রকার শক্তি আছে, তাহা প্রাণে বাহু হইতে বিভাগ করিয়া দেখিলে দেখিতে পাই, তাহার তিন প্রকার; জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও প্রাণ—প্রকাশনিক, ক্রিয়ানিক ও স্থিতিনিক। আবার দেখি তাহার কল্যাবির স্তর প্রত্যেক পঞ্চ পঞ্চ প্রকার। বস্তুর কলপুপাদিকে বিভাগ করিয়া দেখিলে দেখি যে, তাহার কতকগুলি পুত্রের (টানা ও পড়ন) বিশেষবিশেষপ্রকার সম্বন্ধভেদ মাত্র। পুরুষলিক বিভাগ করিলে দেখা যায়, তাহার কতক বৈদ্যে বৈদ্য, কতক বৈদ্যে বৈদ্য ও কতক বৈদ্যে বৈদ্য। পুনত তাহার আবার তিন তার; সেই তিন তার আবার তিন বর্ণের—বেত, রক্ত ও কুল। ভবের দিকে দেখিলে দেখা যায়, বাহু করণগণ সেইরূপ অন্তঃকরণের বিশেষ বিশেষ পরিণাম বা সম্বন্ধভেদ মাত্র। অন্তঃকরণের আবার বৃত্তি সম্বাদিক, অহা রক্তাধিক এবং নন তদানবিক। কিছু বৃত্তি, অহা ও নন এটি ছিল বেত, রক্ত ও কুল এই নূন জিয়ারী পুত্রের ভাস, নূনতঃ নন, রক্ত ও তন বহির্দাছে। বেত, রক্ত ও কুল হইবে নন সেই চিত্র-বিচিত্র বস্তুর নূন উপাদান, সেইরূপ পুত্রেরও ননত করণের নূন উপাদান।

(১) একতন্ত্রতা, (২) বহুব্যাপদেশ। প্রথম কথা—‘আমি জ্ঞাতা’, ‘আমি কর্তা’, ‘আমি ধর্তা’, এইরূপ আমিভাব সর্বপ্রকার বোধ্যবৃত্তি, কার্যবৃত্তি ও ধার্যবৃত্তিতে সম্বিত থাকে। বৃত্তিসকল অতীত হয়, কিন্তু আমিভ সদাই বর্তমান। বৃত্তিব লগ্নে ভাববী অন্তর্ভাবেব কিছুই ব্যাঘাত হয় না। অতএব যখন কোন একটি বৃত্তিব লগ্নে আমিভেব ব্যুৎপত্তি দেখা যায় না, তখন সকলেব লগ্নেও আমিভেব লগ্ন হইবে না, অর্থাৎ তখন আমাব ব্যুৎপত্তিকতা থাকিবে না, লীনবৃত্তিক ‘আমি’ থাকিবে। এইরূপে ভূত-ভবদ-ভবিষ্যৎ সর্ববৃত্তিতে আমিভেব অর্থ দেখা যায় বলিযা আমিভলক্ষ্য দ্রব্য সর্ববৃত্তি-ব্যুৎপত্তিক হইল। দ্বিতীয় বহুব্যাপদেশ, কথা—যে পদার্থে সমতা বা ‘আমাব’ এইরূপ প্রত্যয় হয়, তাহা ‘আমি’ নহি, কাবণ, সমত্বভাবে সম্যক্যমান হই প্রত্যয় সত্তা অর্থাৎ। তজ্জন্ত আমাব সহিত সমত্ব-জ্ঞানে ‘আমি’ ও ‘আমাব’ অর্থাৎ ‘আমি’-ব্যুৎপত্তিক আব এক সমতাংশ দ্রব্য থাকে। এই নিয়ম প্রবেশ কবিযা দেখিলে দেখা যায় যে, দর্শন, জ্ঞান, চিন্তন প্রভৃতি সমস্ত কবণশক্তি, বাহ্যতে ‘আমাব শক্তি’ এইরূপ প্রত্যয় হয়, তাহা ‘আমি’-স্বরূপ নয়, আমাব চক্ৰ, আমাব কর্ণ ইত্যাদি সমত্বভাবে থাকাতাই চক্ৰাদি কবণ হইতে পারে। কোনও অসমত্ব ভাব ‘আমাব’ কার্ণেব কবণ হইতে পারে না, তজ্জন্ত কবণ হইতেও সমত্বভাবে সিদ্ধ হয় এবং সমত্ব-ভাবেব জন্ত কবণসকল যে ‘আমি’ হইতে ব্যুৎপত্তিক তাহা সিদ্ধ হইল। আমিভেব প্রকৃত চেতন যুলই পুরুষ, তাহা হইতেই আমিভে ঐ শব্দ আসে অর্থাৎ ‘আমি’ সর্বোচ্চ কবণ হইলেও ‘আমি’ কবণ-ব্যুৎপত্তিক এইরূপ অস্বত্ব হই (‘পুরুষ বা আত্মা’ § ২)।

এখানে সংশয় হইতে পারে যে,—পূর্বক্লেব ‘পাদ-পৃষ্ঠাদি’, এই স্থলে পাদপৃষ্ঠাদিব সহিত যদিও পূর্বক্লেব সমত্বভাবে বহিরাছে, তথাপি পূর্বক্লেব পাদ-পৃষ্ঠাদিব অতিবিক্ত পদার্থ নহে, পাদ-পৃষ্ঠাদিব নামে পূর্বক্লেবও নাশ হয়, সেইরূপ সমত্ব থাকিলেও কবণেব অতিবিক্ত কোনও ‘আমি’-ভাব না হইতে পারে। এই সংশয় নিসার, কাবণ, ‘পাদেব পা ও পৃষ্ঠ’ এইরূপ সমত্ব বৈকল্পিক, বাস্তব নহে। যেনন আমাদেব ‘আমি’ এবং ‘আমাব চক্ৰ’ এইরূপ প্রত্যয় হয়, পাদেব সেইরূপ প্রত্যয় হয় না। পাদেব যদি ‘আমি পাদ’ ‘আমাব পা ও পৃষ্ঠ’ এইরূপ প্রত্যয় হইত এবং সেই পা ও পৃষ্ঠেব অভাবে যদি পাদেব আমিভ-নাশ হইত, তাহা হইলে পূর্ব নিয়ম বাধিত হইত। কাল্পনিক উদাহরণে দ্বারা প্রমিত নিয়মেব অপব্যয় হইতে পারে না। এইরূপে বিতন্ম অংশ-প্রত্যয় কবণসকলেব অতিবিক্ত, ছত্তব্যং করণের লগ্নে তাহাব সত্তাহানি হয় না, ইহা সিদ্ধ হইল। সর্ব কবণেব লগ্নে আমিভেব বাহা থাকে তাহাই স্টা।

এতদপেকা সাধনের দিক্ হইতে পুরুষ সিদ্ধ কবিযা বুঝা সবল ও হুনিচ্চর-কাবক। চিন্তেব সৈব হইলে যেকোন আন্তর অথবা বাহ্য বোধ অবলম্বন কবিযা থাকা যায়। তখন লাল কপ অবলম্বন কবিযা ধ্যান করিলে কেবলমাত্র জ্ঞান্যমান লাল রূপ ভগ্নতে আছে বলিয়া প্রতীতি হইতে থাকে। সেইরূপ অন্তবে অন্তবে বিশেষরূপে দ্বিবিচিন্তেব দ্বারা বিচাৰ কবিযা ‘আমিভ’-প্রত্যয়মাত্র অবলম্বন কবিযা সমাহিত হইলে কেবল যে জ্ঞান্যমান ‘আমিভ’-প্রত্যয়মাত্র থাকিবে, তাহাই পৌরুষ (পুরুষ নহেন) প্রত্যয়। বলিতে পার না, তখন কিছুই থাকিবে না, কারণ, স্মৃতিবলম্বন কবিযা ধ্যান প্রবর্তিত হয় নাই, আমিভাবলম্বন কবিযাই কবা হইয়াছিল। চিত্ত কথঞ্চিৎ দ্বিবি কবিতো শিথিয়া এইরূপ ভাবনা কবিলে ইহা নিশ্চয় হয়। পৌরুষ প্রত্যয়েব বাহা যুল তাহাই যে পুরুষ ইহা অনেক স্থলে দেখান হইয়াছে।

মনে হইতে পারে, একই বোধ বাহ্যজ্ঞান-কালে পরিচ্ছিন্ন হয় ও বাহ্যজ্ঞানরহিত হইলে অপরিচ্ছিন্ন হয়, অতএব স্বাস্থ্যবোধ ক্ষুদ্র ও পবিণারী হইল। নিয়মিক হইতে চিত্তিশক্তিকে দেখিতে গেলে ঐক্লপ (অর্থাৎ বৃত্তিসাক্ষ্য) দেখা যায় বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। বৃত্তিরূপ বোধ ও স্বাস্থ্যবোধ স্বতন্ত্র ভাব। স্বাস্থ্যবোধ বা নিজেকেই নিজে জানা কখনও পূর্ব-প্রকাশিত জানা হইতে পারে না, বা পর-প্রকাশিত ভাব কখনও নিজেকে জানা হইতে পারে না। অতএব স্বাস্থ্যবোধ বা পুরুষ এবং বৃত্তিবোধ বা বৃত্তি একরূপে প্রতীয়মান বিভিন্ন পদার্থ (পুরুষতত্ত্বের বিশেষ বিবরণ ‘পুরুষ বা আত্মা’ প্রকরণে দ্রষ্টব্য)। এইরূপে বাহ্য ও আন্তর্য সমস্ত পদার্থ বিজ্ঞেয় করিয়া দুই চরম পদার্থে উপনীত হওয়া যায়; এক—পুরুষ, যাহা আশ্রিতের প্রকৃত স্বরূপ, আর এক—প্রকৃতি বা অনাস্থ্যভাবের চরম স্বরূপ। প্রকৃতি বা জিগ্মস পুনরুৎপন্ন বিজ্ঞেয়যোগ্য নহে, এবং স্বাস্থ্যবোধও বিজ্ঞেয়যোগ্য নহে, অতএব তাহাদের আর কোন কাণ্ড নাই। যাহার কারণ নাই, তাহা অনাদি ও নিত্য বর্তমান পদার্থ। বিজ্ঞেয়-প্রণালীর দ্বারা এইরূপে দুই নিকারণ নিত্য পদার্থ সর্বভাবের মূল-স্বরূপ বলিয়া লিখ হইল।

৯। অনুভূতি বা সমবায় প্রণালী—অতঃপর সমবায় প্রণালীর দ্বারা অর্থাৎ পূর্বোপপন্ন পুরুষ ও প্রকৃতি হইতে কিরূপে সমস্ত আন্তর্য ও বাহ্য ভাব উৎপন্ন হয়, তাহা বিচারিত হইতেছে। প্রত্যেক ব্যক্তিতে বা জীবে প্রকৃতি ও পুরুষের সংযুক্ত ভাব দেখা যায়, কাণ্ড, তদ্ব্যতীত জীবন্ত হইতে পারে না। পুরুষ ও প্রকৃতি (ক্ৰান্ত ও দৃষ্ট) অনাদি-বিস্তারন পদার্থ বলিয়া সেই সংযোগভাবও অনাদি। পুরুষখ্যাতিপূর্বক স্বাস্থ্যবোধভাবে অবস্থান কবিলে সংযোগোৎপন্ন কণাদি বিলীন হয়। আর কণাপন্ন ব্যক্তভাবে ক্রিয়াশীল থাকিলে (অর্থাৎ সংযোগাবস্থায়) পুরুষের বৃত্তিসাক্ষ্য প্রতীতি হয়। পুরুষখ্যাতি হইলে সংযোগের অভাব এবং পুরুষের অখ্যাতি অর্থাৎ বৃত্তিসাক্ষ্যরূপ অখ্যাখ্যাতি থাকিলে সংযোগ ও তৎক্রিয়া দেখা যায় বলিয়া সেই পুরুষের অখ্যাখ্যাতি বা বিপরীতজ্ঞান বা অবিজ্ঞান সংযোগের হেতু বলিতে হইবে। সংযোগ যেমন অনাদি, সেইরূপ অবিজ্ঞানও \* অনাদি। সংযোগ অনাদি বলিয়া উচ্ছিন্নিত জীবভাব (কম্বী উপসর্গের সহিত) অনাদি। \* ধর্মসকলের অনাদি-সংযোগ-হেতু ধর্মসকলেরও অনাদি-সংযোগ আছে, পঞ্চশিখাচার্য এ বিষয়ে এই বৃত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন (যোগদর্শন ২।২২)। অতএব অনাদিকণকালের মন ও উৎপত্তি কেবল অভিভব ও প্রাদুর্ভাব মাত্র। কাণ্ডের প্রতিতে আছে—“অবিনষ্টা নিবিশন্তি অবিনষ্টা এব উৎপদ্যন্তে”। স্বতি যথা—“ত্বা ত্বা প্রলীয়তে” ইত্যাদি (গীতা)।

১০। ব্যক্তবস্থার পুরুষ ও প্রকৃতিরূপ দুই কাণ্ড। এক অবিকারী † নিমিত্তকাণ্ড, আর এক বিকারী উপাদানকাণ্ড। এই বিরুদ্ধ কারণদ্বয় থাকিতে ব্যক্তভাবে জৈবিত্য দেখা যায়,

\* অবিদ্যা অর্থে অধ্যাক্ষান, জ্ঞানভাব নহে। জ্ঞানসকল বৃত্তি-স্বরূপ, অতএব অধ্যাক্ষানবৃত্তি-সমূহের নাম অবিদ্যা হইল। অন্ধকরণে বৈশ্য অবিদ্যা আছে, সেইরূপ বিদ্যা বা স্বরূপখ্যাতির বীজও আছে। স্বাস্থ্যবোধ অবিদ্যার প্রাণশ-হেতু স্বরূপখ্যাতিভাব অতি অসূচ্য। দুই বৃত্তির অন্তর্গত অবস্থার স্বরূপস্থিতি হয়, কিন্তু অবিদ্যার প্রাণশো বৃত্তিসকল এত দ্রুত উঠিতে থাকে যে অন্তর্গত অসম্ভব হয়।

† পুরুষার্ধের দ্বারাই পুরুষ ব্যক্তবস্থার নিমিত্তকাণ্ড হয়। পুরুষার্ধ কি, তাহা উক্তরূপে বুঝা আবশ্যক। সাংখ্যমতে—“পুরুষাধিষ্ঠিতা প্রকৃতিঃ প্রবর্ততে।” এই পুরুষাধিষ্ঠান হইতে যে প্রেমা (উপদ্রষ্ট হওয়া-স্বপ্ন ব্যক্ততা, অত কোন প্রেমা নহে) পাইয়া প্রকৃতি প্রবর্তিত হয় তাহাই পুরুষার্ধ। পুরুষার্ধ দুই প্রকার, ভোগ ও অপবর্গ, এই উভয়ের তোতা পুরুষ।

যথা—পুরুষের প্রতিকল্প স্বপ্নাকাশবৎ ভাব, অব্যক্তের মত আববিত ভাব এবং উভয়সংকারী ক্রিয়াশীল ভাব ('সাংখ্যতত্ত্বালোক' ১৩ শ্লোক)। এক্ষণে প্রাথমিক ব্যক্তি কি হইবে তাহা দেখা যাক। অব্যক্ত অনাস্থ্যভাব স্বপ্নাকাশ চৈতন্যের সহিত যুক্ত হইলে অবশ্য প্রকাশিত বা ব্যক্ত হইবে। অনাস্থ্য-ভাব ব্যক্ত হওয়া অর্থে তাহাব বোধ হওয়া অর্থাৎ চেতনাবৎ হওয়া, অস্বপ্নচৈতন্য সেই বোধের অবিকারী হেতু, স্তব্ধতা অনাস্থ্যবোধ তাহাতে আবোপিত হয় নাই। ইহাতে 'আমি' (বোদ্ধা-কর্তাদিযুক্ত) এইরূপ ভাব অর্থাৎ বুদ্ধি হয়। কার্যই কাৰণেব লিঙ্গ, অতএব বুদ্ধিতেও স্বকীয় হেতু-উপাদান উভয়ের লিঙ্গ থাকিবে, ভ্রাম্যে—সৌন্দর্য চৈতন্যরূপ হেতু যে জ্ঞাতা তাহাব গ্রাহীত্ব-রূপ লিঙ্গ তাহাতে পাওয়া যায় এবং বাহ্যবোধ বা 'অনাস্থ্যের বুদ্ধ্যভাব'-রূপ অব্যক্তের লিঙ্গও তাহাতে পাওয়া যায়। আমি লিঙ্গ বলিয়া বুদ্ধির নাম লিঙ্গ বা লিঙ্গমাত্র। আব বোধ, এবং সত্তা অবিদ্যাত্মক বা অবিব্যক্তব্য বলিয়া তাহাব নাম সত্তামাত্র আত্মা বা সত্ত্ব। আত্মবোধে অনাস্থ্য-বোধেব আবোপেব নাম উপচাব। চৈতন্যেব দ্বিক হইতে ইহা বুঝাইলে ইহাকে চিচ্ছাবা বা চিদাভাস বলে।\* বাহ্যবোধ স্বপ্নাকাশ আমিরে যাইবা শেষ হয়। কিন্তু শেষ আমির স্বাভাব্য-স্বরূপ, স্তব্ধতা তখন অনাস্থ্যবোধেব লব্ধ হয় তচ্ছক্ত অনাস্থ্যবোধ চকল বা পৰিণামী। অর্থাৎ অনাস্থ্যবোধ বৃত্তি-স্বরূপে বা পৰিচ্ছিন্নভাবে উঠে, স্বাভাব্যচৈতন্যের জ্ঞাব তাহা অপৰিণামী প্রকাশ নহে। এই পৰিণাম বা ক্রিয়াভাব হইতে আমিরেব উপব নানা ভাবেব উপচাব হইতে থাকে। 'আমি ক-এব বোদ্ধা ছিলাম, ক-এব বোদ্ধা হইলাম', অর্থাৎ পূর্বে একরূপ ছিলাম, পবে আব একরূপ হইলাম, এইরূপ অভিমান হয়। এই অভিমানভাবেব নাম অহংকার। ইহাব দ্বাবা প্রতিনিষত 'আমি এইরূপ একরূপ' ইত্যাদি অনাস্থ্যভাবেব সহিত সৰ্বদেব প্রতীতি হয়। বোধবৃত্তি উভয়েব পব লীন বা অভিজুত হয়।

"পূর্ববোধিত ভোক্তাভাব্য কৈবল্যার্থ প্রযুক্তত" (সাংখ্যকাবিকা)। পূর্ববোধিত এই হই হেতু বিচার করিলে এ বিষয় স্পষ্ট হইবে। আমি চিত্তেন্দ্রিয় লীন করিলে 'কেবল আমি' হই। সেই চিত্তাব লয়ের শেষ বল 'আমাব' কৈবল্য, সে ফল চিত্তান্তিতে অর্পণ না, কাৰণ তাহাবা লীন হয়। তাহা 'কেবল আকিরে' বাটবা গর্ভবসিত হয়। অতএব "ন হি তৎকলন্ত ভোক্তা" (১৯৪ যোগভাষ্য)। পূর্ববোধেব সৌন্দর্যেব ভোক্তা স্বীকার না করিলে কে তাহাব ভোক্তা হইবে? বুঝাবি হইতে পারে না, কাৰণ তাহাবা লীন হয়। বুঝাবি লবই বর্ধন সৌন্দর্য, তখন নিজেব লয়েব মূল্যহেতু বুঝাবি হইতে পারে না। স্তব্ধতা কৈবল্যেব জন্ত প্রযুক্তি (এবং সেই কাৰণে ভোগেব জন্ত প্রযুক্তি) মূল্যহেতু পূর্ববোধ। পূর্ববোধেব ভোক্তা (বিজ্ঞাতা) না বলিলে কাহাব সৌন্দর্য—তাহাবও কিছু ব্যবস্থা থাকে না, বুদ্ধি সাধনাবি সব বুঝা হয়। তচ্ছক্ত বুদ্ধ্যাবস্থাব পূর্ববোধেব স্তব্ধতা এবং কৈবল্যাবস্থাব পাবতী শান্তিভ ভোক্তা স্বীকার না করিলে দার্শনিক দৃষ্টিতে বাতুলতা হয়।

এ বিষয়েব বাহ্য উদাহরণ না থাকাতে উক্ত উপন্যাব (উদাহরণ নহে) দ্বাবা বুঝান হয়, যিনি উপলব্ধি কৰিতে চান, তাঁহাকে নিজেব ভিতব দেখা উচিত। যনে স্ব, আমি সমস্ত বাহ্যজ্ঞানবৃত্তি বোধ কবিলাম। বৃত্তিবোধ হইলে অদ্বৈত-স্বরূপেব দৃশ্য হয় না, কাৰণ কোমল স্রব্য নিজেই নিজেব দৃশ্যক হইতে পারে না, তচ্ছক্ত তখন আমি কর্তৃত্বাবিস্তৃত হই। এই ভাবেব দৃশ্য কবিত কবিত তবে উপলব্ধি হয়। বিপরীত আর এক প্রকারেব উপন্যাব দ্বারা বুঝান যায়, যথা—ভাবাবলম্বিক বা 'সমসীব তটস্রাব'। এই উপন্যাব ত্রেব লইবা কেহ কেহ অনর্থক সোল বলেন। তাঁহায়েব উপন্য ও উদাহরণেব ত্রেব বুঝা উচিত।

† ইহাই বৃত্তির স্যেকাচ-বিকাশিতেন মূল স্বাক। বাস্তব স্পন্দও মূলতঃ অন্তর্যকণায়ক বলিয়া সমস্ত বাস্তবদ্রব্যও স্যেকাচ-বিকাশী (pulsative)। শব্দ তাপাবি সমস্তই ঐক্য ক্রিয়াস্বক। বিক সমস্ত বাস্তব দ্রব্য বা পৃথিকে স্যেকাচ-বিকাশী প্রমাণ করা যায়। একতান ক্রিয়া নাও থাকে অসম্ভব। এক বস্তুকেব দ্বিগি যাহাব পতি এতদান বলিয়া বোধ হয়, তাহাও বাস্তবিক একতান নহে, তাহা পক্ষান্তর 'শূন্য'কে (vacuum) অভ্যন্তর বহির্ভুক্ত বহির্ভুক্ত বাইতহে। ক্রিয়াপ পবে সর্বত্র প্রতিক্রিয়া (reaction) দেখা যায়, তাহাবও মূলবাহ্য ইহাই। আনন্দ বাহ্যবে একতান ক্রিয়া বলি তাহাতে স্যেকাচ ভাব



অভিভব অর্থে অভাব নহে, তাহাব হুস্ত অলক্ষ্যভাবে থাকে, কাবণ, ভাবপদার্থের অভাব হইতে পারে না। প্রত্যেক বোধবৃত্তি 'অবুদ্ধকে বুদ্ধ কবা'-রূপ উত্থেক বা ক্রিয়া-সাধ্য। ক্রিয়াব নাশ হয় না, তবে যখন জাড্য অপেক্ষাকৃত প্রবল হয়, তখন সেই প্রবল জডতাকে অতিক্রম করিতে না পারিয়া স্বকীয় উদ্ভাটাব ভাব হাবাব, অর্থাৎ অলক্ষ্যভাবে থাকে, নষ্ট হয় না\*। বোধবৃত্তি আমিত্বে উপর ছাপ-স্বরূপ, অতএব অভিভূত হইবা তাহা সেইরূপ আমিত্ব-সংলগ্নভাবে হুস্তরূপে থাকে। বোধের পূর্বে জডতাব বা আববণেব অপগমরূপ যেমন এক ক্রিয়া হয়, বোধবৃত্তিব পবেও তাহাব জডতাকর্তৃক অভিভবরূপ এক ক্রিয়া হয়। অতএব আমিত্বে যে ক্রিয়া বা পৰিণামভাব পাওয়া যায়, তাহা দুই প্রকাব, এক অপ্ৰকাশিতকে প্রকাশ কবা, আব, 'এক প্রকাশিতকে অপ্ৰকাশ কবা। বোধ ও ক্রিয়াব সহিত তমোগুণপ্রভাত জডতা বা আববণভাবও আমিত্বেব সহিত সংলগ্ন থাকিবে। তাহা উদ্বিক্ত হইবা প্রকাশিত হয় ও তাহাতে প্রকাশিত ভাব অভিভূত হয়, তাহা অনাস্থভাবের দ্বিত্যেহু নোদ্বব-স্বরূপ। তাহাই আমিত্বসংলগ্ন দ্বিতীলভাব, অনাস্থে আদ্বখ্যাতি তাহাতেই প্রতিষ্ঠিত। এই আমিত্বলগ্ন দ্বিতীল ভাবেব নাম জদন্ত বা মন বা তৃতীয় অন্তঃকবণ। এইরূপে আত্মা ও অব্যক্তের সংযোগে বুদ্ধি, অহংকাব ও মন উৎপন্ন হয়। ইহাবা সব লহত অর্থাৎ দুই অসংহত পদার্থের সংযোগ-জাত। ইহাবাই পৰিণামজন্মে অজ্ঞ সমস্ত কবণরূপে উৎপন্ন হয়। বুদ্ধি, অহং ও মনকে দ্রব্য, ক্রিয়া ও শক্তি-ভাবে দেখিতে গেলে, মন (উমুখ) শক্তি-স্বরূপ, যেহেতু তাহা ক্রিয়ার পূর্ব ও পব অবস্থা, অহং গ্রহণক্রিয়া-স্বরূপ, এবং বুদ্ধি দ্রব্য-স্বরূপ, কাবণ, আমিত্ব সর্বাপেক্ষা লং বা দ্বিব। তাহাকে পুরুষেব দ্রব্য বলা হয় ("দ্রব্যমাজ্ঞমভুং লক্ষ্যং পুরুষত্বেতি নিশ্চব:") যেহেতু আমিত্ব স্বাশ্চ্যৈতন্তেব প্রতিচ্ছায়া-স্বরূপ।

একগণে ঐ তিন মূল কবণ হইতে, কিকপে অপব করণ হয় দেখা যাক। অন্তঃকবণজয় দ্বিগুণাত্মক বলিবা গুণজন্মেব জাব তাহাবা পবম্পব সঙ্গা মিলিত এবং পবম্পবেব সঙ্গাব। অজ্ঞ দুইয়ের সঙ্গাতা ব্যতীত কাহাবও কার্য হয় না। মূল কাবণজয় সংযুক্ত বলিবা তাহাদের প্রতিবিদ্ব-স্বরূপ কার্যলকলও মিলিত হইবা ক্রিয়া কবে। এইজন্ত প্রত্যেক কবণেই গুণজয় পাওয়া যাইবে। কিন্তু সর্বজ দ্বিগুণ থাকিলেও কোম একটি গুণেব আধিক্যাহুসাবে সাত্বিক, বাজস ও তামস আখ্যা হয়। ('সাত্যাতদ্বালোক' § ১২ দ্রষ্টব্য)।

১১। অতঃপব অন্তঃকবণজয় হইতে বাহ্যেজিয়গণ কিকপে হয় দেখা যাক। অন্তঃকবণ উপাদান হইলেও বিবষেব মূলীভূত যে বাহ্যক্রিয়া তাহা তাহাদের নিমিত্ত-কাবণ। বাহ্যক্রিযাব লহায়তাব জ্ঞেয়, কার্য ও দার্ব বিবব, জুতবাং জানেজিব, কর্মেজিব ও প্রাণ উৎপন্ন হয়। অন্তঃকবণেব

অলক্ষ্য হাড্র। "নিতাদা হুস্ত ভুতানি ভবন্তি ন ভবন্তি চ। কালেনালক্ষ্যবেগেন হুস্তহাজ্ঞে দৃষ্টতে।" অর্থাৎ সর্বদাই বস্তব পৰিণামক্রমসকল কালেব দ্বাবা অর্থাৎ কালেতে, অলক্ষ্যবেগে একবাব উৎপন্ন হইতেছে ও একবাব লব পাইতেছে, হুস্তরহেতু তাহা লক্ষ্য হয় না। ক্রিয়ালক পদার্থ এইরূপ একবাব হইতেছে ও একবাব নিভিত্তে বা স্পদার্থী ক্রিয়ার দ্বারা-স্বরূপ।

এতদিনে বৈজ্ঞানিকেরাও এই তত্ত্ব আবিষ্কার কবিাজেন, ইহাকে Quantum Theory বলা হয়। "A rough conception of the Quantum is that energy in action is not continuous but in definite little jumps."

\* যেমন একটি বজ্র দুই বিপরীত সমবল্লি দ্বাবা আকৃষ্ট হইলে কোন ব্যক্ত ক্রিয়া দেখা যায় না, তদ্রূপ। অব্যক্তাবস্থা যে অভাব নহে, কিন্তু এরূপ হুস্ত অনুসারে ক্রিয়া-শক্তি-স্বরূপ, তাহারও ইহা দৃষ্টান্ত।

মনোরূপ জড়তা বাহ্যক্রিয়াব দ্বাৰা উদ্ভিক্ত হয়। আত্মলব্ধ জড়তাব উল্লেখ বা অভিমানে 'আমিহে'ই শেষ বা পূৰ্ববসিত বা অধ্যবসিত হয়, তাহাই বোধবৃত্তি। প্রতিদিনতই অন্তঃকৰণ বাহ্যক্রিয়াব দ্বাৰা উদ্ভিক্ত হইতেছে। সেই বাহ্য ও আন্তৰ ক্রিয়াব বাহা সন্ধিস্থল তাহাই বাহ্যকৰণ; অন্তঃকৰণ তাহাবা বাহ্য ক্রিয়াব প্রাধিক-স্বৰূপ অন্তঃকৰণ-পৰিণাম হইল। প্রথা, প্রবৃত্তি ও হিত অন্তঃকৰণেব তিন মূল বৃত্তি আছে, তন্মত অন্তঃকৰণত্ব বা অস্মিতাব বাহ্যকৰণ-পৰিণামও ত্রিবিধ হয়, যথা—প্রথা-প্রধান বা জানেক্রিয়, প্রবৃত্তিপ্রধান বা কৰ্মেক্রিয় এক হিতপ্রধান বা প্রাণ। হিতপ্রধান অস্মিতা বাহ্যক্রিয়াকে ধাবণ কৰে, অৰ্থাৎ নিজে তদনুকূলে ক্রিয়াবতী হইবা পৰিণত হয়, তাহাই স্বরূপতঃ দেহ বা ধৰ্ম বিবয় বা কৰণাধিষ্ঠান। 'আমি শরীর' এইরূপ অভিমানই হিতপ্রধান এবং তাহাই দেহ-ধাবণেব মূল। প্রবৃত্তিপ্রধান অস্মিতা সেই বৃত্ত ক্রিয়াকে উত্তৰিত কৰে, তাহাই কাৰ্যবিবয় এবং সেই ক্রিয়াপ্রধান অস্মিতাব অহুগত যে বৃত্ততাব, তাহাই কৰ্মেক্রিয়। আৰ, প্রথাপ্রধান অস্মিতা যে (বাহ্যোদ্ভিক্তকৰণতঃ) বৃত্ত ক্রিয়াকে প্রকাশ কৰে, তাহাই জ্ঞেয় বিবয় এবং তদনুকূল বৃত্ত তাহাই জ্ঞানেক্রিয়। অহুগতবৃত্ত অন্তঃকৰণেব দুই বিকল্প অহু আছে প্রকাশ ও আবরণকৰণ, আৰ এক অহু তাহাদেব মধ্যস্থত বা মিলনহেতু। অন্তঃকৰণেব স্বৰূপ পৰিণাম হয়, তখন তাহাব তিন অহুেব অহুৰূপ তিন পৰিণাম হইবে, আৰ, সেই তিন পৰিণামেব দুই অন্তৰালে আন্তঃস্বা ও মধ্য-অন্তঃস্বা সন্ধিস্থত দুই পৰিণাম হইবে। দুই বিকল্প ভাব হইতে বেনন তিন, সেইরূপ তিন হইতে পঞ্চ, এই হেতু অন্তঃকৰণেব বাহ্যকৰণৰূপ পঞ্চ পৰিণামনিষ্ঠা হয়। বাহ্যকৰণ ত্রিবিধ, অন্তঃকৰণ সৰ্বত্ব পঞ্চসন্ধিবিধ কৰণব্যক্তি হয়। শব্দাধ্য-ক্রিয়ানস্পৃক্ত অস্মিতাব যে পৰিণামনিষ্ঠা হয়, তাহাব নাম কৰ্ম। এইরূপ অপবাপব প্রকাশধর্মমূলক তাত্ত্বিক ক্রিয়াব সহিত নস্পৃক্ত অস্মিতাব যে অপব চাবি পৰিণামনিষ্ঠা হয়, তাহাবাই দৃগাদি অপব চাবি জানেক্রিয়। জানেক্রিয়সকল প্রথাবৃত্তিৰ অহুগত বা প্রকাশ-প্রধান। প্রাণস্কৃত বৃত্তক্রিয়া যে অস্মিতা-পৰিণামেব দ্বাৰা স্বাধীনত হইবা উত্তৰিত হওবায় ধ্বনি উৎপাদন কৰে, সেই পৰিণাম-নিষ্ঠাব নাম বাসিক্রিয়; অপবাপব কৰ্মেক্রিয়েবও এইরূপ। কৰ্মেক্রিয় ক্রিয়াপ্রধান, তাহাতে বোধ অপ্রধান। -সেই বোধ (উপলব্ধি) বৃত্তক্রিয়াব বিবয়কে বা কৰ্মজিবিব বিবয়কে প্রতিদিনত অহুগতবেব গোটব কৰে, তাহাতে অস্মিতা-পৰিণাম-প্রবাহ অন্তৰ হইতে বাহ্যে আসে।

বাহ্যক্রিয়াব মধ্যে বাহা বোধোৎপাদক, তাহাব সহিত নস্পৃক্ত হইবা অস্মিতা যে প্রতিদিনত তাদৃশী ক্রিয়াবতী হইতে থাকে, তাহাই বোমেব অধিষ্ঠান-ধাবক প্রাণনশক্তি। তদ্বাধ্য বাহা বাহ্যোদ্ভব বোধেব অধিষ্ঠানকে ধাবণ কৰে তাহা প্রাণ, ও বাহা ধাতুগত বোধাধিষ্ঠান ধাবণ কৰে তাহা উদান। বাহা স্বতঃ কাৰ্যেব হেতুত্ব সেই শবীবাংশকে বহ্নিত কবিবা ধাবণ কৰে তাদৃশ অভিমানেই ব্যান। অপান ও সমান সৌকরূপ স্বাক্ষমে মলাপনবনকাৰী ও মলনবনকাৰী শবীবাংশেব স্বাক্ষিকৰণেব হেতুত্ব বখাযোগ্য সংস্কারযুক্ত অস্মিতাব পৰিণাম। এই পঞ্চপ্রাণ পুনৰায় জানেক্রিয়, কৰ্মেক্রিয় ও অন্তঃকৰণ শক্তিৰ অধিষ্ঠানে তাহাদেব স্বল্পনিৰ্মাণে সহায়তা কৰে।

এইরূপে বাহ্যক্রিয়া-সম্পর্কে পৰিণত হইবা অস্মিতা বাহ্যকৰণ-স্বৰূপ হয়।

১২। অতঃপৰ অস্মিতা হইতে চিন্তা নামক আভ্যন্তৰ কৰণ ক্রিপণে হয়, দেখা যাক। বাহ্যকৰণেব কোন ব্যাপাৰ বা বিবয় হইলে তাহা বুদ্ধ হয়, কাৰণ বোধ সৰ্বকৰণেই অন্তঃকৰণ পৰিমাণে আছে। সেই বুদ্ধতাব অন্তঃকৰণেব বৃত্তিবৃত্তিৰ দ্বাৰা বিবৃত হইবে, কাৰণ, ধারণ কৰাই হিতবৃত্তিৰ

কার্য। সেই সর্বাধিক (কবণেব ও বিষয়েব ধাবক) স্থিতিবৃত্তিব বা তামস অস্মিতাব (মনেব) বাহ্যাপিত বিষয়-ধাবণকণ যে পৰিণাম হয়, তাহাই চৈতনিক গুতিবৃত্তি। পূৰ্বস্থত ভাবেব অল্পভব-সহযোগে বাহ্যভাব (গৃহ্যমাণ অথবা গ্রহীত্ৰ্যমাণ)-নিশ্চব-কাৰিকা-অস্মিতাপৰিণামেব নাম পঞ্চবিধ জ্ঞান-বৃত্তি (‘সাংখ্যতত্ত্বালোক’ § ২)। পূৰ্বানুভবযোগে প্রকাশ-কাৰ্য্যাদি বিষয়েব সহিত আত্মসম্বন্ধকাৰিণী যে অস্মিতা, যাহাতে শক্তি সক্রিয় হয়, তাহাই পঞ্চবিধ চেষ্টাবৃত্তি (‘সাংখ্যতত্ত্বালোক’ § ৩৫)। ইহাও পূৰ্বস্থত (যেমন সংকল্পে ও বন্ধনায) এবং জনিত্ৰ্যমাণ (যেমন কৃতিচেষ্টাব) এই উভববিধ-বিষয়-ব্যবহাবকাৰী। গৃহ্যমাণ (যাহা বৰ্তমানে গৃহীত হইতেছে), গৃহীত ও গ্রহীত্ৰ্যমাণ (যাহা অতীতে গৃহীত হইয়াছে ও যাহা ভবিষ্যতে গৃহীত হইবে) এবং অগৃহ্যমাণ (যাহা সাক্ষাৎভাবে গৃহীত হয় না, যেমন সংস্কাব), এইপ্রকাৰে বিষয় ত্ৰিবিধ বলিবা চিন্তেব ক্ৰিয়া বা ব্যবসায় মূলতঃ ত্ৰিবিধ, যথা—সদ্যবসায় বা বৰ্তমান-বিষয়ক, অদ্যব্যবসায় বা অতীতানাগত-বিষয়ক এবং অপবিদুষ্টব্যবসায়। প্রথম = গ্রহণ, দ্বিতীয় = চিন্তন, তৃতীয় = ধাবণ।

১৩। প্রমাণাদি বৃত্তিসকলেব বিষয় ত্ৰিবিধ, যথা—বোধ্য, প্রবর্তনীয় ও ধার্য। সেই বিষয়-ব্যাপাব-কালে চিন্তে যে-জ্ঞপেব প্রাচুৰ্য্য হয়, তজ্জাবায়িত চিন্তাই অবস্থাবৃত্তি বা জ্ঞপবৃত্তি। ক্ৰিয়া ও জ্ঞপতাব অল্পতা এবং প্রকাশেব আধিক্য সাক্ষিকতাব লক্ষণ। অতএব যে-বিষয়-ব্যাপাব স্বল্পক্ৰিয়া বা স্বল্পাবাসনায অথচ খুব ক্ষুণ্ণ, তাহাই সাক্ষিক হইবে, এইরূপ বিষয়-ব্যাপাব হইলেই সূক্ষ্ম হয়, অল্পকুল বেদনায তাহাই অৰ্থ। সেইরূপ বাজস বা ক্ৰিয়াবহুল বিষয়-ব্যাপাবে চিত্ত অবস্থিত হইলে দুঃখ বা প্রতিকূল বেদনা হয়। আব, যে-বিষয়-ব্যাপাব অনাবাস-সাধ্য কিন্তু বাহাতে বোধ অক্ষুণ্ণ, তাহা সূক্ষ-দুঃখ-বিবেক-শূন্য মোহাবস্থা। এক্ষণে উদাহরণ দিবা ইহা দেখা যাক। মনে কব, তোমায পৃষ্ঠে কেহ হাত বুলাইতেছে, প্রথমতঃ তাহাতে বেশ সূক্ষবোধ হইতে লাগিল; কিন্তু তাহা যদি অনেককণ ধৰিবা একভাবে কবা হয়, তখন স্বল্পণা হইতে থাকে। অৰ্থাৎ প্রথমতঃ বোধ-ব্যাপাবে (শেষের তুলনায) ক্ৰিয়া যখন অল্প ছিল, তখনকাব ক্ষুণ্ণ-বোধ সূক্ষময ছিল। সেই ক্ৰিয়াব বৃত্তিতে অৰ্থাৎ বোধ-ব্যাপাব যখন বহুল-ক্ৰিয়া-যুক্ত হইল, তখন দুঃখময বেদনা হইতে লাগিল। পবে আবও হাত বুলাইতে থাকিলে স্বল্পণা অত্যধিক হইবা শেষে নিসাদ হইবা আব স্বল্পণা অল্পভবেবও শক্তি থাকিবে না। তখন সেই বোধ-ব্যাপাবে গ্রহণক্ৰিয়াধিক্য হইবে ও তজ্জনিত সূখ বা দুঃখেব অল্পভব থাকিবে না, (এজন্য অতিপীডাব শেষে আব দুঃখবোব থাকে না)। সেই ক্ৰিয়াধিক্য-শূন্য ও ক্ষুণ্ণতা-শূন্য (সূক্ষ-দুঃখেব তুলনায) বোধাবস্থাব নাম মোহ। এই জ্ঞপ বলা হয়, সূক্ষ হইতে সূখ, বজ হইতে দুঃখ এবং তম হইতে মোহ। সাধাবণ বিষয়-ব্যাপাবে (সাধাবণ বিষয়-গ্রহণে), সূখ, দুঃখ ও মোহ অক্ষুণ্ণভাবে থাকে (যেমন সাধাবণ খাওয়া শোবা ইত্যাদিতে)। যখন অসাধাবণ অর্থ সিদ্ধি বা মিষ্টান্নাদি-সংযোগ হয়, তখনই আমবা সূখ হইল বলি। সেইরূপ স্বার্থেব সম্যক ব্যাঘাতে বা শবীবেব স্বভাবতঃ (অল্লোকেব-সাধ্য) যে অল্পভব আছে, তাহাব বোগোখ-অত্যাশ্রেকজনিত পীডাপ্ৰাপ্তিতে আমবা দুঃখ হইল বলি, এবং অতি-দুঃখেব শঙ্কাভাত ভবে অথবা গুরুতম-শাবীব-পীডাব বোধ-চেষ্টা লোপ হইলে আমবা মোহ হইয়াছে বলি। সূখাদি বোধেবই এক একপ্রকাব অবস্থা বলিবা তাহাদেব নাম বোধগত অবস্থাবৃত্তি। সূখ ইষ্ট বলিবা তদনুশ্ৰুতিপূৰ্বক তজ্জাতে চেষ্টা কবি, সেইরূপ দুঃখ অনিষ্ট বলিবা তদ্বিকঙ্কে চেষ্টা কবি, আব, সূক্ষ হইবা অস্বাধীনতাবে চেষ্টা কবি। এই ত্ৰিবিধ চেষ্টাবস্থাব নাম রাগ, দ্বেষ ও অভিিনিবেশ। এতদ্ব্যতীত আব এক প্রকাবের চিন্তাবস্থা হয়, তাহাদেব নাম

জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও নিদ্রা। জাগ্রৎকালে প্রতিনিষত চিত্তে বাহ্যকবণক্স বোধবৃত্তি হইতেছে। যদিচ আমাদের অঙ্গসকল যুগ্ম এবং তাহাদের এক একটিতে পৰ্যায়ক্রমে ব্যাপাব হয়, কিন্তু চিত্তে নিষতই ব্যাপাব চলিবাছে। শুধেব অভিভাব্য-অভিভাবক-বভাবে এই গ্রহণ-ব্যাপাবেবও অভিভব হয়, তখন ইন্দ্রিয়ভিমুখ অবধানবৃত্তি (বাহ্য গ্রহণেব মূল) অভিভূত হইয়া যায়। ইহা হইয়া কেবল চিন্তন-ব্যাপাব থাকিলে তাহাকে স্বপ্নাবস্থা বলে। পবে চিন্তন-ক্রিয়াও সমস্ত ক্ষুদ্র হইলে তাহাকে নিদ্রাবস্থা বলে। জাগ্রৎবস্থাব সমস্ত কবণাধিষ্ঠানই অজড থাকিবা চেষ্টা কবে। স্বপ্নাবস্থাব জ্ঞানেক্সিষ এবং কতক পবিমাণে কর্মেক্সিষও জড হয় এবং অবধানবৃত্তিৰ অতিবিক্ত যে সকল চিন্তাধিষ্ঠান, তাহাবা সক্রিয় থাকে, হুয়ুপ্তিকালে তাহাবাও জডতা পায়। সেই জাড্যাবলম্বী বৃত্তিৰ নামই নিদ্রা। নিদ্রাকালেও এক প্রকাব অক্ষুট বোধ থাকে, বাহাতে পবে 'আমি নিদ্রিত ছিলাম' এইরূপ স্মৃতি হয়, কাবণ, অল্পভব ব্যতীত স্মৃতি সম্ভব নহে। জ্ঞানেক্সিষাধিৰ স্তাব প্রাণেব ঐক্সপ দীর্ঘকালব্যাপী নিদ্রা নাই, বাহা আছে, তাহা তামসত্ববিধাব আনাদেব গোচর হয় না। এক নাদায় এককালে খাসবায়ু প্রবাহিত হয় দেখিবা জানা যায় যে, শবীবেব বার ও দক্ষিণ অঙ্গদ্বয় পৰ্যায়ক্রমে কাৰ্য কবে। সেইজন্ত সনানাদিৰ অধিষ্ঠানভূত অংশসকল কতককণ কাৰ্য কবে ও কতককণ স্থিৰ বা জড থাকে। হুংপিও ও খাসযন্ত্ৰেব সেই জডতা অল্পকালস্থাবী, অর্থাৎ কতককালেব জন্ত ক্রিয়া ও পবে কক্ষিক জডতা—প্রতিনিষত পৰ্যায়ক্রমে চলে। প্রাণন-ক্রিয়া তামস বা জ্ঞান ও ইচ্ছা-নিবপেক বলিবা নিদ্রাকালে জ্ঞান ও ইচ্ছা ক্ষুদ্র হইলেও উহাব কাৰ্যেব ব্যাঘাত হয় না। আদ্যিম গুণসকলেব অভিভাব্য-অভিভাবক-বভাব হইতেই শবীবাধিৰ প্রত্যেক ক্রিয়াই সংকোচবিকানী। চিত্তেব সংকোচ-বিকাপ (বৃত্তিকপ) অতিজন্ত, স্মৃতবাং জডতাক্সত হুংলেক্সিষেব সংকোচ-বিকাপ-ক্রিয়াব সহিত তাহা অসমঞ্জস। কতকগুলি চিত্তক্রিয়া সম্পাদন কবিতে কবিতে হুংলেক্সিষেব স্নাক্তিৰ বা অভিভবেব প্রয়োজন হয়, কিন্তু চিত্তেব হয় না। তখন চিত্ত হুংলেক্সিষেব একাংগ ত্যাগ কবিবা অত্যাংশেব দাবা কাৰ্য সম্পাদন কবায়। এই নিমিত্তেব দাবা উক্সিক্ত হইবা ইন্দ্রিয়সকল যুগ্ম যুগ্ম কবিবা উৎপন্ন হইবাছে। চিত্তেব সেই ক্রতক্রিয়া যুগ্মাধিষ্ঠানসকলেব দাবা কতককণ হুংসম্পন্ন হইলেও, চিত্তাধিষ্ঠান-দাবণকাবিনী হুংলাভিমানিনী প্রাণনশক্তি স্নাক্ত বা অভিভূত হইবা পড়ে, তাহাতেই স্বপ্ন ও নিদ্রা হয়। এইজন্ত বাহাবা বিবদ-জ্ঞানপ্রবাহ ক্ষুদ্র কবিবা চিত্ত স্থিৰ কবিতে থাকেন, তাহাদের ক্রমশঃ স্নাক্ত পবিবাণ নিদ্রাব প্রয়োজন হয়, অথবা মোটেই হয় না।

১৪। বুদ্ধি হইতে সনান পর্বন্ত সমস্ত কবণশক্তিৰ নাম লিঙ্গশরীর। এই পঞ্জিসকল তন্মাত্রেব দাবা সংগৃহীত বলিবা তন্মাত্রও লিঙ্গেব অন্তর্গত। তন্মাত্র গ্রাহেব ও গ্রহণেব সন্ধিহল অর্থাৎ গ্রহণ অদেশাজিত এবং হুংলগ্রাহ দেশাজিত, তন্মাত্র উহাদের মধ্যস্থ। স্মৃতবাং সর্বপ্রথমে গ্রহণেব সহিত তন্মাত্রেব সংযোগ হইবে। তাই লিঙ্গশরীর তন্মাত্রেব দাবা সংগৃহীত বা বৃত্তিময় বলা হয়। অর্থাৎ বাহ্যকবণসকলেব মূল অবস্থা তন্মাত্রিক ক্রিয়া-যোগে উপচিত হইবা পবে হুংলভাব দাবণ কবে। তাহাদের অভিব্যক্তিৰ জন্ত বৈবক্ষিক উল্লেখেব আবশ্যক। বৈবক্ষিক উল্লেখেব অভাবে তাহাদের ক্রিয়া থাকে না; ক্রিয়া না থাকিলে শক্তি অলক্ষ্য বা লীনভাব দাবণ কবে। তজ্জন্ত বিষয়েব সহিত সংযোগ লিঙ্গশরীরেব অভিব্যক্তিৰ জন্ত আহাৰ্ধ-নিমিত্ত। লিঙ্গশরীরেব অধিষ্ঠানভূত বৈবক্ষিক বা ভৌতিক শবীবেব নাম ভাব বা বিশেষ শবীৰ। ভাবশরীর হুংল বা পাণ্ডিৰ এবং পাণ্ডালৌকিক এই উভয়বিধ হইতে পাবে। সাংখ্যকাবিকাৰ আছে, "চিৎসং বধ্যাশ্রয়তে স্বাধাধিভ্যো বিনা যথাক্ষায়া।

তদ্ব্যধিনা বিশেষৈর্ন তিষ্ঠতি নিরাক্ষয়ং নিদ্রম্ ।” অর্থাৎ চিত্ত যেমন গুটি ব্যক্তিব্যকে অথবা ছায়া যেমন স্থাপু (খুঁটা) আদি ব্যক্তিব্যকে থাকিতে পাবে না, সেইরূপ বিশেষ (ভাঙ্গাজিক বা ভৌতিক অধিষ্ঠান) বিনা নিদ্র থাকিতে পারে না। অতএব কবণশক্তির অভিব্যক্তির জন্য বৈষয়িক ক্রিয়ায় যোগ থাকা চাই। আমাদের পঞ্চবিধ জ্ঞানেরিষ সেই বাহ্য বৈষয়িক ক্রিয়াকে পঞ্চভাবে গ্রহণ করে। তন্মধ্যে কর্ণ সর্বাণেকা অব্যাহত ক্রিয়া গ্রহণ করে, অপরেরা ক্রমশঃ অধিকারিক জড়তাক্রান্ত ক্রিয়া গ্রহণ করে। এ বিষয় গ্রন্থমধ্যে সবিশেষ প্রদর্শিত হইয়াছে। পূর্বেই প্রমাণিত হইয়াছে যে, বাহ্যমূল বিবাহটনামক পুরুষবিশেষের অস্থিতাপ্রতিষ্ঠিত, তাহাব ভেদভাবেই পঞ্চ তন্মাত্র ও ভূতের স্বরূপতত্ত্ব, ইহাও গ্রন্থমধ্যে প্রদর্শিত হইয়াছে। এইরূপে প্রকৃতি-পুরুষ হইতে সমস্ত তত্ত্ব উদ্ভূত হয়। কোন বিষয়ের প্রকৃত মননের জন্ত বিশেষ ও সমবায় এই উভয় প্রণালীর যুক্তির দ্বারা বুঝিতে হয়। এইরূপ মননের পর নির্দিষ্টাঙ্গন করিলে তবে ভঙ্গসাক্ষাৎকার হইবা কৃতকৃত্যতা বা ত্রিতাপ হইতে একান্ততঃ ৭ অত্যন্ততঃ মুক্তি হয়।

## তত্ত্বপ্রকরণ

১। তত্ত্ব কাহাকে বলে? ভাব পদার্থবিশেষ সাধাবণতম উপাদান ও মূল নিমিত্তই সাংখ্যেব তত্ত্ব। ইহাবা বাস্তব পদার্থ, অতএব জ্ঞানশক্তিব কোন-না-কোন অবস্থায় তত্ত্বসকল যে সাক্ষাৎ জ্ঞাত অথবা উপলব্ধ হইতে পারে, ইহাই সাংখ্যেব সিদ্ধান্ত। সাক্ষাৎ জ্ঞানা অথবা অচিন্ত্য তত্ত্বেব জ্ঞাত অচিন্ত্য অবস্থাপ্রাপ্তিই উপলব্ধি। উপলব্ধিও তিন প্রকাৰ। উপলব্ধি অৰ্থে প্রাপ্তি (realisation)। প্রাপ্ত বিবৰেব সাক্ষাৎ জ্ঞানই উপলব্ধি। এহণেব এক এহীতাব সাক্ষাৎ জ্ঞানে হিতিও উপলব্ধি। বাহা চিন্তেব অতীত সেই প্রকৃতি-পুরুষেব উপলব্ধি অন্তরূপ, তাহা এমন অবস্থায় যাওরা যেখানে অস্ত কিছুই থাকিবে না, কেবল তাহাই থাকিবে। সেইজন্ত চিন্তবৃত্তি নিবোধ কবিত্তা উহাসেব উপলব্ধি কবিত্তে হব। সূতৰাং উল্লিখিত লক্ষণ অৰ্থাৎ উপলব্ধিবোধ্যতা, সাংখ্যায় তত্ত্বসম্বন্ধে অনপলপ্য। কলে বে সকল নিমিত্তকাৰণ, উপাদানকাৰণ ও কাৰ্য কেবল কথামাত্র বা অভাব পদার্থ, তাহাবা সাংখ্যমতে তত্ত্বমধ্যে পৰিগণিত হইতে পারে না।

তত্ত্বজ্ঞানিকে তিন শ্ৰেণীতে বিভক্ত কৰা হাব, যথা—সাধাবণতম কাৰ্য, সাধাবণতম উপাদান ও মূল নিমিত্ত। দৃঢ় ও ইন্দ্রিয়গণ সাধাবণতম কাৰ্য; মহৎ, অহংকাৰ ও পুরুষত্মাজ সাধাবণতম উপাদানও বটে এবং সাধাবণতম কাৰ্যও বটে। প্রকৃতি সৰ্বসাধাবণ মূল উপাদান এবং পুরুষগণ মূল নিমিত্ত।

দৃঢ়তত্ত্বগুলি সাধাবণ ইন্দ্রিয়শক্তিব অপেক্ষাকৃত স্থিৰ অবস্থায় সাক্ষাৎকৃত হব। এই হৈৰ্বে সন্ধ্য হৈৰ্বে না হইলেও ইহা লাভ কৰিতে হইলে বিবৰ হইতে বিবৰান্তৰে ইন্দ্রিয়েব যে অভ্যস্ত ক্রিাপ্রাপ্তি আছে তাহাকে সংযত কৰিতে হব। তন্মাত্রতত্ত্ব ইন্দ্রিয়শক্তিব অধিকতৰ স্থিৰ অৰ্থাৎ অতিস্থিৰ অবস্থায় হাবা সাক্ষাৎকৃত হয়।

ইন্দ্রিয়তত্ত্ব সাক্ষাৎ কবিত্তে হইলে যোগোক্ত কৌশলে বাহুজ্ঞান বিলুপ্ত কবিত্তে হয়। এইরূপে চিন্তকে অন্তর্মুখ কবিলে, তন্মাত্র-সাক্ষাৎকাৰেও যে হৈবং বাহুজ্ঞান থাকে তাহাও লোপ পায়।

অহংকাৰ ও মহৎ (বুদ্ধিতত্ত্ব) ধ্যান-বিশেষেব হাবা সাক্ষাৎকৃত হব। প্রকৃতি ও পুরুষতত্ত্ব লিঙ্গেব বা কাৰ্বেব হাবা জ্ঞাত হইলেও স্বরূপতঃ অচিন্ত্য, অতএব চিন্তনিবোধরূপ অচিন্ত্য অবস্থাপ্রাপ্তিই তাহাসেব উপলব্ধি।

সূতৰাং প্রতিপন্ন হইল যে, সাংখ্যেব কোন ভজ্বেবই নির্বাণ কেবল অজ্ঞান বা উপপত্তিৰ উপব নির্ভব কৰে না। ব্যাবহাৰিক জীবনে তাহাবা মহজে উপলব্ধ হব না বটে, কিন্তু জ্ঞাত বিজ্ঞানেব সূক্ষ্ম বস্তুগুলিও ঐরূপে উপলব্ধ হব না। বৈজ্ঞানিক তাহাসেব পৰিজ্ঞানেব জ্ঞাত বিশেষ অবস্থায় সৃষ্টি কৰেন। সাংখ্যও তাহাই কৰেন। প্রাজ্ঞসেব মধ্যে এই যে, সাংখ্যেব পৰীক্ষা চৈতনিক পৰীক্ষাণাবে হয়। এই পৰীক্ষা সকলেই কবিত্তে পাবেন, তবে যোগ্যতা আবশ্যক, আব, বিশেষ সাধনাব ফলেই এ যোগ্যতা লাভ কৰা হাব। বৈজ্ঞানিক পৰীক্ষাতেও চেষ্টালভ্য যোগ্যতাব অপেক্ষা আছে। অতএব তত্ত্ব-নির্বাণে সাংখ্যেব ও বিজ্ঞানেব প্রণালী প্রায় একই এবং এ প্রণালী অবলম্বন কবিলে

সংশয়বৎ অবশ্য থাকে না। কিন্তু পদ্ধতি এক হইলেও বিজ্ঞান, বস্তুজগৎকে চৰম বিশ্লেষণে পূৰ্বেই কান্ত হইবাছে। নাথ্য এই চৰম বিশ্লেষণেব ফলে যে পদ্ধতিগতি ভাব-পদার্থ পাইয়াছেন তাহাটিকেই তত্ত্ব বলে।

২। ভূততত্ত্ব। বাহ্য জগৎ আমবা জানেন্দিবগত, কৰ্মেন্দিবগত ও শবীবগত বোধেব বা প্রকাশগুণেব ( “প্রকাশক্রিয়াহিতিশীলং ভূতেন্দিবান্নকং ভোগাপবর্গার্থং দৃষ্টম্”—যোগসূত্র। অতএব সমস্ত ইন্দ্রিয়েই প্রকাশ, ক্রিয়া ও হিতিশীল আছে) দ্বাৰা জানি। জানেন্দিবগত প্রকাশেব দ্বাৰা প্রধানতঃ শব্দস্পর্শাদি পাঁচ ধর্ম জানি, কৰ্মেন্দিবগত প্রকাশগুণেব দ্বাৰা বাহ্যেব চলনধৰ্মেব জান প্রধানতঃ হয, এবং শবীব বা প্রাণগত প্রকাশেব দ্বাৰা কাঠিন্দিহি জাড্যধৰ্মেব জান প্রধানতঃ হয। অতএব বাহ্যেব জ্ঞেয় ধর্মসকল তিন ভাগে বিভাজ্য, যথা—প্রকাশ, কার্য বা হার্য ও জাড্য। প্রকাশধর্ম বাহ্য জানেন্দিবেব বিষয় তাহাৰা যথা—শব্দ, স্পর্শ বা তাপ, রূপ, বস ও গন্ধ। সেইরূপ কৰ্মেন্দিবেব প্রকাশ জ্ঞেয়-নামক দ্বাচ বোধ। আমাৰেব দ্বকে তাপবোধ ব্যতীত যে স্পর্শবোধ আছে তাহাব নাম ‘তেজঃ’ আব তাহাব বিষয় ‘বিত্তোতযিতব্য’—“তেজস্ক বিত্তোতযিতব্যঃ”—ঐতি। তেজ অর্থে শীতোক ব্যতীত অস্ত দ্বাচ বোধ, ইহা ভাব্যকাব বলেন। ঐ স্পর্শবোধই জিহ্বা, পাণিতল প্রভৃতি কৰ্মেন্দিয়ে দ্বিত স্পর্শ-বোধ। প্রাণেব প্রকাশ নানাকপ সজ্জাত, স্বাদ্য ও অস্বাদ্য-বোধ।

৩। জানেন্দিবেব সহায়ক যে চালনযন্ত্র আছে, তদ্বাৰা আমাৰেব রূপাদি বিষয়েব চলনেব জান হয। যেমন একটি আলোক এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গেল—এই চলনজ্ঞান চক্ষুঃ চালন-যন্ত্ৰেব সাহায্যেই হয। সেইরূপ কৰ্মেন্দিবেব চলননিপাত্ত বাক্য, শিল্প, গমনাদি বিষয় হইতে বাহ্যেব কার্যধৰ্মেব জান হয। প্রাণেব দ্বাৰাও সেইরূপ বাহ্যেব চালনধৰ্মেব কিছু জান হয, যথা—কাঠিন্দি অত্যন্ত অচাল্য, কোমলতা তপেক্ষা চাল্য বা ভেদ ইত্যাদি।

৪। জানেন্দিবগত যে জড়তা আছে তদ্বাৰা শব্দাদিপ্রকাশধৰ্মেব আববণতা ও অনাববণতারূপ জাড্যধৰ্মেব জান হয। শব্দ-তাপ-রূপাদি প্রবল ক্রিয়াকে আমবা ক্ষুটরূপে জানি আব অপ্রবল ক্রিয়াকে আবৃত্ততবকপে জানি, ইহাই শব্দাদি বিষয়েব জাড্যেব উদাহরণ। জানেব ও ক্রিয়াৰ বোধক ধর্মই যে জড়তা তাহা স্ববণ ব্যথিতে হইবে। কার্যবিষয়েব জড়তা সেইরূপ কৰ্মেন্দিবেব শক্তিব্যয় হইতে বুঝি। প্রাণেব দ্বাৰাই জড়তা ভালরূপে বুঝি। বাহ্য শবীব ও প্রাণ-যন্ত্ৰকে বাহ্য দেব সেই বাহ্যেব তাবতম্ অল্পসাবেই কঠিন, তবল প্রভৃতি পদার্থ বুঝি।

৫। সমস্ত ইন্দ্রিয়েবই নিয়ত কার্য হইতেছে এবং তাহাব অল্পভূতিব সংস্কাৰও জমিতেছে। সেই সংস্কাৰ হইতে স্বতিপূর্বক অহ্মানেব দ্বাৰা আমবা সংকীর্ণভাবে সাধাবণতঃ বাহ্য বিষয় জানি, পাণ্ডব দেখিলেই তাহা কঠিন মনে করি। অবশ্য কাঠিন্দি চক্ষুপ্রাঙ্ক নহে, পূর্বে ঐরূপ দ্রব্য যে কঠিন তাহা ছুঁইয়া জানিয়াছি, তাহা হইতে অব্যবহিত অহ্মানেব দ্বাৰা উহা কঠিন মনে কবি। পাণ্ডব নামও চক্ষুেব বিষয় নহে, স্ববণেব দ্বাৰা উহাবও জান হয।

৬। অতএব সাধাবণতঃ বা ব্যবহাৰতঃ আমবা প্রকাশ, কার্য ও হার্য ধর্মকে মিশাইয়া বাহ্য-জগৎ জানি। এইরূপ জানাব বাহ্য জ্ঞেয় দ্রব্য তাহার নাম ভৌতিক বা প্রভৃত।

৭। ঐরূপ ভৌতিক দ্রব্য নহি। তাহাব মূল কি তাহা যদি বিচার কবিতো যাই তবে ‘অণু’ পরিমাণের ঐ দ্বিবিধ ধর্মযুক্ত একদ্রব্যে আমবা উপনীত হইতে পাৰি। সেই অণু-পরিমাণ যে কত

তাহা বলাব উপায় নাই বলিবা উহা ঐ দৃষ্টিতে অনবস্থা-দোষযুক্ত। দ্বিতীয় দোষ, সেই অণুকে কল্পনা (উহা কল্পিত বা hypothetical) কবিত্তে গেলে তাহাতে কোন-না-কোন রূপাদিশুণ, জিনাশুণ ও জাড্যশুণ কল্পনা কবিত্তেই হইবে। উহাতে রূপাদি-ধর্মের মূল কি তাহা জানা যাইবে না, কেবল পৰিমাণের ক্ষুদ্রতাই মাত্র কল্পিত হইবে।

৮। সাংখ্যের প্রণালী অন্তরূপ। ঐ দোষের ভিত্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ঐক্য কাল্পনিক পরমাণুবাদ সাংখ্য গ্রহণ করেন না। সাংখ্যকে বাল্বেব অকাল্পনিক মূলত্রয়োব প্রমিতি কবিত্তে হইবে বলিবা সাংখ্য অন্তরূপে বাহু জগৎ বিশ্লেষ করেন।

৯। শব্দের মূল সাক্ষ্য কবিত্তে হইলে প্রথমতঃ শব্দশূন্যমাত্রের রূপাদি-জ্ঞানশূন্য হইয়া চিত্তকে সম্যক্ হিব কবিত্তে হইবে। তাহাতে বাহু জগৎ শব্দমবমাত্র বোধ হইবে। স্তব্ধতা তাহাই আকাশভূত। বায়ু-প্রভৃতিও সেইরূপ। অতএব “শব্দলক্ষণমাকার্যং বায়ুস্ত স্পর্শ-লক্ষণঃ। জ্যোতির্বাঃ স্পর্শ-লক্ষণং রূপম্ আপ্যস্ত বসনলক্ষণাঃ। ধাবিণী সর্বভূতানাম্ পৃথিবী পঞ্চলক্ষণা।” (মহাভারত)। এইরূপ ভূতলক্ষণই গ্রাহ এবং ইহাও প্রকৃত ভূতভব। ভূতভব সমাধিব দ্বারা সাক্ষ্য কবিত্তে হয়। অতঃপূর্ব ভুলিবা এক বিষয়ে চিন্তেব স্থিতিই সমাধি। অতএব রূপাদি ভুলিবা শব্দমাত্র চিন্তেব স্থিতি আকাশ-ভূতের সাক্ষ্যকাব হইবে। ইহাতেও ভূতের প্রকৃত লক্ষণ বুঝা যাইবে।

১০। নৈষাধিকৈবা বলেন, “কদ্বশগোলকাকাবশবাবজ্ঞো হি সম্ভবেৎ \* \* \* বীচিন্তানদৃষ্টান্তঃ কিঞ্চিৎ সান্যাহুদ্যাহতঃ। ন তু বেদাদিসামর্থ্যং পশ্যানামন্ত্যাপানিব।” (ছাষমঞ্জরী ৩য় অঃ) অর্থাৎ কদ্বশগোলকাকাব বা কদ্বশ-কেশবের জ্ঞাব শব্দ সর্বদিকে গতিশীল, বীচিন্তানবের সহিত কিছু সাম্য থাকতে তাহাও এ বিষয়ে উদাহৃত হয়। জলের বেরূপ বেগসংজ্ঞাব আছে শব্দের সেইরূপ নাই\*। আলোকের গতিও নৈষাধিকৈবা অচিন্ত্য বলেন। উহা এবং লহর তাপও যে কদ্বশ-কেশবের জ্ঞাব বিসিগিত হয় তাহা প্রত্যক্ষতঃ জানা যায়।

১১। প্রাকান্ত, জিনাশ ও জাড্য ধর্ম দ্বারা জ্ঞানেত্রিয, কর্মেত্রিয ও প্রাণের দ্বারা যথাক্রমে জানা যায়, তাহাদের সমাহাবপূর্বক যে বাহুজ্ঞান তাহা প্রকৃত, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। উহাব কাঠিত্ত, তাবল্য আদি অবস্থা অল্পসাবে একরূপ ভূত-বিভাগ হয়। মাত্র শব্দজ্ঞানেব সহিত অনাববণ বা ঈক বা অবাবধ জ্ঞান হয়, ঈতোষজ্ঞান বক্লিষ্ট বায়ু হইতে হয়, রূপ উকৃত-বিশেষের লভাবী, বসজ্ঞান ভবলিত ত্রয়োব দ্বারা হয় এবং গন্ধজ্ঞান হৃদচূর্নের অভিব্যতে হয়। এইজন্ত অনাববণত, প্রণামিষ (বায়বীয় ত্র্যব অত্যন্ত প্রণারী বা চকল), উকৃত, তবলহ ও সংহতত এই পঞ্চধর্মে বিশেষিত কবিবা সংমেষে দ্বাবা বাহুত্র্যব আনত কবাব জন্ত ঐক্য ভূত গৃহীত হয়। উহাকে যোগ-শাস্ত্রে (৩৪৪) ‘স্বরূপভূত’ বলে ও বৈদ্যান্তিকৈবা পকীকৃত মহাভূত বলেন।

১২। তন্মাত্রভক্ত। ভৌতিক ত্রয়োব মূল কি তাহা অল্পসজ্ঞান কবিত্তে বাইবা প্রাচীন ও আধুনিক সর্ববাদীবা পরমাণুবাদ গ্রহণ কবিত্তে বাধ্য হন। সাধাবণতঃ পূবাকালে পরমাণু কাঠিত্ত-

\* ইহা যথার্থ কথা। বেগ-সজ্ঞাব (momentum) বীচিন্তবস্ত্রের গতিব (wave motion-এব) নাই। শব্দরূপাদি দ্বাবাণা ভক্তরূপে বিকৃত হয়, তাহাবা একরূপ বাহক ত্র্যোব একরূপ বেগেই বিসিগিত হয়, উক্তবস্ত্রের গতিতে সেই বেগের হ্রাসবৃদ্ধি হয় না—কিন্ত তবস্ত্রের উজ্জ্বলতা ইত্যাদি পরিবর্তিত হয় নাই। এবটা ক্লেগারী ষাডাটগ “সিট” দিলে বা তোদাব দিকে বেগে আসিতে আসিতে “সিট” দিলে ভুলি একই সময় তাহা স্নিগিতে গাইবে, কেবল “সিট”র হ্রবেব ভাবনত্যা হইবে।



যুক্ত কৃত্র দানা বলিবা কল্পনা কবা হইত এবং প্রাচীনেবা তাদৃশ উপপত্তিবাদেব বা খিণ্ববী দাবা বাহু জগতেব যুল নির্ণয় কবিতো চেষ্টা কবিযাছেন। অধুনা পবমাণু ইলেকট্রন, প্রোটন আদির সমষ্টি বলিবা পরিগণিত হইয়াছে। কিন্তু যে পবমাণুব জিহবার শব্দরূপাদি জ্ঞান হব তাহা শব্দাধি-হীন হইবে, সূতবাং তাদৃশ দ্রব্য বাহুরূপে অজ্ঞেব হইবে। বিশেষতঃ পবমাণুর পবিমাণ অবিতাদ্য মনে কবা গ্ৰাব্য কল্পনা নহে। কেহ উহাতে পবিমাণেব বীজ আছে মনে কবেন, কেহ (বৌদ্ধ) উহাকে নিরংশ বলেন, অনেকে উহাদেব নিত্য বলেন। বিদ্যাং যে বস্তুতঃ কি তাহা না জানাতে আধুনিক পবমাণুবাদও অজ্ঞেববাদ বিশেষ।

সাংখ্যেব মত অন্তরূপ, কাবণ, সাংখ্যীয় তত্ত্বসকল খিণ্বী বা উপপত্তিবাদ নহে কিন্তু অমুচ্যমান ভাব পদার্থ বা positive fact। শব্দাদি সবই প্রকাশ, জিয়া ও স্থিতি-আত্মক, ইহা প্রত্যক্ষ বিষয়। জিয়া স্বভাবতঃ স্থিতিব বা দ্রুততাব দাবা নিয়মিত হওবাতো নভদরূপে হব (বলতঃ উদ্রতা ব্যতীত জিয়া কল্পনীয় হব না)। অতএব যে জিয়াব দাবা শব্দাদি হব তাহা সভদ বা তবদরূপ। সেই তবদিত জিয়াব দাবা ইজিয়াতিবাত হইলেই বা “রজসা উদ্ভাটিতম্” (যোগভাষ্য ৪।৩১) হইলে জ্ঞান হয়। কিন্তু ঐ জিয়া এত দ্রুত হয় যে, সাধাবণ ইজিয়েব দারা আমবা প্রত্যেকটি ধ্বিতে পাবি না কিন্তু অনেকগুলি একসঙ্গে অনবচ্ছিন্নভাবে গ্রহণ করি, উহাই “অণুপ্রচলবিশেবায়া” (১।৪৩ ভাষ্য) হুল জব্যেব স্বরূপ। কিন্তু এক একটি জিয়াজন্ত অভিবাত হইতে জানেব অণু অংশ উৎপন্ন হইবে, শব্দাদি-জ্ঞানেব তাদৃশ অণু অংশই তন্মাত্র।

১৩। তন্মাত্র অর্থে ‘সেইমাত্র’ অর্থাৎ শব্দমাত্র, স্পর্শমাত্র, ইত্যাদি, অতএব উহা পূর্বোক্ত পবমাণুব দ্রাব্য অজ্ঞেব বা অজ্ঞাত দ্রব্য নহে কিন্তু জ্ঞেব বা জ্ঞাত শব্দাদিজ্ঞেবেব অণু অংশমাত্র, “গুণতৈবাবিতহস্বরূপেণাবহানং তন্মাত্রশব্দেনোচ্যতে” (ভাষ্যব্যাচাৰ্য)। তাদৃশ দৃশ্য জ্ঞানেব প্রচল হইতে যখন যজ্ঞাদি বা নীল-পীতাদি বিশেব বা হুল জ্ঞেবেব জ্ঞান হয়, তখন অপ্রচলিত সেই দৃশ্য-জ্ঞানে নীলাদি বিশেষ থাকিবে না, তাই তন্মাত্রেব নাম অবিশেব। অজ্ঞ কারণেও উহাকে অবিশেব বলা বাইতে পাবে। নীল-পীতাদি বিশেষজ্ঞান আমাদেব জ্ঞ, জ্ঞেং ও মোহরূপ বেদনাব সহভাবী, অতএব তন্মাত্রজ্ঞানে জ্ঞাদি বিশেব (শব্দ, বোর ও যুত ভাব লহ বাহুজ্ঞান) থাকিবে না।\* (‘সাংখ্যতত্ত্বালোক’ § ৫০)।

১৪। শব্দাদি বিষয় জিয়াত্মক। জিয়া কাল ব্যাপিবা হয় সূতবাং শব্দাদি জ্ঞান কাল ব্যাপিবা হব। শব্দ সম্বন্ধে ইহা স্পষ্ট অসুভব হব যে, পূর্বক্ষণেব শব্দ লব হয় ও পবক্ষণেব শব্দ গৃহীত হব। তাপ ও রূপ জ্ঞান প্রকৃতপক্ষে সেই প্রকাবেই হব, বহিত ভ্রান্তি হব যে, উহা একইরূপ বহিয়াছে। বস্তুতপক্ষে প্রতিক্ষণে রূপাদি জিয়া বিসর্পিত হইবা চক্ষুবাটিকে সজিব করিতেছে ও প্রবাহরূপে তাহাব জ্ঞান চলিতেছে। তন্মাত্র বাহুজ্ঞানেব ক্ষুদ্রতম অংশ বলিবা তাহা কালিক ধাবাক্রমে (শব্দেব দ্রাব্য) গৃহীত হইবে এবং তাহাতে বিভাব বা দেশব্যাপিহ অভিজুত হইবে।

\* প্রাচীন কাল হইতে পদবগ্ৰাহীবা মনে করেন যে, সাংখ্যমতে বাস্তবত্ব লক্ষ্য, জ্ঞেং ও মোহ-আত্মক। ইহা অতীব ভ্রান্ত ধারণা। জ্ঞাদি জিগণেব নীল বা স্পর্শ নহে কিন্তু উহাব জ্ঞেবেব বুদ্ধি বা পঞ্জিগণবিশেব। উহারা বিজ্ঞান বা চিন্তাগতির সহভাবী মনোভাব এবং বাগ্জ্যেবাণিব অপেক্ষাব হব (যোগভাষ্য ২।২৮ ভ্রষ্টব্য)। কোন বাস্তব বস্তুত রূপ থাকিলে তাহার বিজ্ঞান চব্দসম্বল হইবা হব ইত্যাদি, ইহাই সাংখ্যমত। প্রকাশ, জিয়া ও স্থিতিই জ্ঞানের সত্যত্ব; তাহাবাই বাহু ও আভ্যন্তর সমতল্য বস্তুত লভ্য এবং জ্ঞান যে সত্য ইহাই প্রসিদ্ধ সাংখ্যমত।

“নিভায়া হ্যপ তুতানি ভবন্তি ন ভবন্তি চ।” অৰ্থাৎ বাহুবন্তৰ পৰিণামজিহবা বা ভজ্ঞানিত জ্ঞান সৰ্বদাই হইতেছে ও যাইতেছে বা সম্ভৱৰূপে চলিতেছে, এই শাস্ত্ৰবাক্য স্বৰণ বাৰিতে হইবে।

১৫। স্বল্প পঞ্চাদি-জ্ঞানেৰ মূল ভগ্নাজ্ঞান নামক জ্ঞান। পঞ্চ ভগ্নাজ্ঞানৰ নানাধৰ্ম্মত জ্ঞানেৰ মূল হইবে আনন্দ-নামক এক জ্ঞান, অতএব সেই আনন্দজ্ঞান বা অহংকাৰ বা জ্ঞানাত্মাই প্ৰশস্তিত জ্ঞানেৰ মূল। উহাৰই অৰ্থাৎ ভূতৰূপে বিকৃত অহংকাৰেবই নাম ভূতাদি। কিঞ্চ পঞ্চাদিজ্ঞান শুধু আমাদেব আনন্দ হইতে-উৎপন্ন হয় না, ভজ্ঞান বাহু উল্লেখও চাই। যে বাহু উল্লেখ আমাদেব শব্দাদি জ্ঞান হয় অৰ্থাৎ যাহাব দ্বাৰা ভাবিত হইবা আমাদেব অন্তঃকৰণে পঞ্চাদিজ্ঞান হয় সেই বাহু উল্লেখ অত এক সৰ্বব্যাপী বা সৰ্বসম্বল আনন্দেব বা ভূতাদি ব্ৰহ্মাৰ পঞ্চাদিজ্ঞান হইবে। তাহাই সৰ্বসাধাৰণ ভূতাদি। প্ৰত্যেক প্ৰাণীৰ পঞ্চাদিজ্ঞানেৰ উপাদান তাহাদেব প্ৰত্যেক ভূতাদি অৰ্থাৎ প্ৰত্যেক ব্যক্তিৰ পঞ্চাদি জ্ঞানেৰ উপাদানভূত তাহাব নিজেৰ ভূতাদি অভিমান।

যাহা গ্ৰহণ তাহা তৈজস ও বাহা গ্ৰাহ তাহা ভূতাদি অভিমান। বিৰাটেৰ ভূতাদি তাঁহাৰও পঞ্চাদিজ্ঞানে পৰিণত অভিমান। সেই পঞ্চাদিজ্ঞানে আমাদেব পঞ্চাদি জ্ঞান হয়। আমাদেব পঞ্চাদি জ্ঞানেৰ উপাদান আমাদেব অভিমান, বিৰাটেৰও সেইৰূপ। বিৰাটেৰ উহা ভূতাদি হইলে আমাদেবও উহা ভূতাদি।

১৬। ইন্দ্ৰিয়তত্ত্ব। পঞ্চজ্ঞানেশ্বৰ, পঞ্চকৰ্ম্মেশ্বৰ ও সৰ্বসাধাৰণ প্ৰাণ এই তিন প্ৰকাৰ, বা জ্ঞানেশ্বৰ ও কৰ্ম্মেশ্বৰ ধৰিলে দুই প্ৰকাৰ বাহ্যেশ্বৰ সাধাৰণতঃ পণিত হয়। মন অন্তৰিখিব, তাহা ঐ জিবিধ বাহ্যেশ্বৰেৰ অধীন। মনঃসংযোগে প্ৰবণাদি জ্ঞান, কৰ্ম ও প্ৰাণসাধন, (প্ৰাণঃ) “মনো ব্ৰতেনাব্যাত্মিন্ পৰীবে”—(শ্ৰুতি), এই জিবিধ বাহ্যেশ্বৰেৰ ব্যাপাৰ সিদ্ধ হয়। মনেৰ জ্ঞান-অংশেৰ বা বুদ্ধিৰ অধীন বলিবা জ্ঞানেশ্বৰেৰ অপৰ নাম বুদ্ধীশ্বৰ। সেইৰূপ কৰ্ম্মেশ্বৰ মনেৰ বেছ অংশেৰ অধীন ও প্ৰাণ মনেৰ অপবিদ্যুত চেষ্টাৰ অধীন। বাহ্যেশ্বৰেৰ দ্বাৰা জ্ঞেয়েৰ গ্ৰহণ ও চালন ব্যতীত আভ্যন্তৰ বিষয়েৰ গ্ৰহণ এবং চালনও মনেৰ কাৰ্য। অৰ্থাৎ সংকল্পন, কল্পন প্ৰভৃতি আভ্যন্তৰ কাৰ্য এবং মনেৰ মধ্যে যে সব ভাব আছে অথবা ঘটে তাহাৰও জ্ঞান মনেৰ কাৰ্য। মূলতঃ কল্পনাদি বাহু জ্ঞান, বচনগমনাদি ও প্ৰাণসাধনৰূপ বাহু কৰ্ম, বাহুকৰ্মেৰও জ্ঞান, আৰ ‘আমি আছি’, ‘আমি কৰি’, সংকল্প আছে, কল্পনা আছে ইত্যাদি আভ্যন্তৰ ভাবেৰ জ্ঞান এবং সংকল্পন, কল্পন আদি রূপ আভ্যন্তৰ কৰ্ম, এই সমস্তই মনেৰ কাৰ্য। যেমন চক্ৰবাদি ইন্দ্ৰিয় জ্ঞানেৰ দাব-স্বৰূপ (যদ্বাৰা জ্ঞেয় গৃহীত হয়) সেইৰূপ অন্তৰেৰ ভাবনকলেব জ্ঞানেৰ যে আভ্যন্তৰ দাব তাহাই মনঃ পৰন্ত যাহা কেবল মানসিক চেষ্টা (যেমন কল্পন, উছনাদি) এবং তাদৃশ জিহাবও যাহা অন্তৰেৰ কৰণ তাহাও মন।

জিহাব যাহা সাধকতম তাহাই কৰণ, অৰ্থাৎ যাহাব দ্বাৰা জ্ঞানাদি প্ৰধানতঃ সাধিত হয় তাহাই কৰণ। উক্ত জিবিধ বাহ্যেশ্বৰ এবং অন্তৰিখিব মন আমিত্বেৰ কৰণ। আমি ইন্দ্ৰিয়েৰ দ্বাৰা জ্ঞানি, কৰি ইত্যাদি অতুত্বিত উহাব প্ৰমাণ। বিজ্ঞাতা পুৰুষেৰ তুলনায় আমিও নিজেও কৰণ। যেতেও আমিত্বেৰ দ্বাৰা ঐষ্টপুৰুষেৰ সন্নিধিতে আমিও অৰং নীত হইবা জ্ঞাত হয়, ‘আমি যামাকে জানি’ এই অতুত্বিত উহাব প্ৰমাণ। ইহাব এক ‘আমি’ চেষ্টাৰ মত এবং অস্ত ‘আমি’ দৃষ্ট। উক্ত বাহু কৰণ চাভা জিবিধ অন্তঃকৰণ আছে, তাহাবা যথা—চিহ্ন, অহংকাৰ ও মহান্ আত্মা। মনস্ত কৰণশক্তিৰ নাম লিঙ্গ।

১৭। চিত্ত ও মন অনেক স্থলে একার্থে ব্যবহৃত হয়। পৃথক্ কবিবা বুঝিলে বুঝিতে হইবে যে, চিত্তেব হই অংগ—এক মনোরূপ অন্তরীক্ষিত অংগ, আব অস্ত্রটি বিজ্ঞানরূপ বা চিত্তবৃত্তিকপ অংশ। ইন্দ্রিয়-প্রণালীর দ্বাৰা যে জ্ঞান হয় তাহা মিলাইয়া মিশাইবা যে উচ্চ জ্ঞান হয় তাহাই বিজ্ঞান। বিজ্ঞানে নাম, জ্ঞাতি, ধর্ম-ধর্মী, হেতু-উপাদেয় প্রভৃতি জ্ঞান থাকে। নাম ও জ্ঞাতি অবশ্য সাধারণতঃ শব্দপূর্বক বিজ্ঞাত হয়, কিন্তু কাল-বোবাদের অস্ত্র সংকেতে উহাব কতক হইতে পারে। ভাষা বা তাহাব সমতুল্য সংকেতেব দ্বাবাই ভাষাবিহ্ন মনুস্তেব প্রধানতঃ উত্তম বিজ্ঞান হয়। ভাষাব অভাবেও পদদেব ও এডমুকদেব বিজ্ঞান হয়, তবে তাহা উচ্চ শ্রেণীর বিজ্ঞান নহে।

১৮। বিজ্ঞানেব এবং অন্তান্ত বোধেব অপব নাম প্রত্যয় বা পবিত্রত্ব ভাব, জ্ঞেয় ও কার্য বিষয় সবই পবিত্রত্ব ভাব। উহা ছাড়া চিত্তেব অপবিত্রত্ব ভাব বা সংস্কার-নামক ধর্মও আছে। অতএব চিত্তকে প্রত্যয় ও সংস্কার-ধর্মক বলা হয় (অতএব ব্যাবহারিক সমগ্র অস্ত্রকবণই চিত্ত)।

চিত্তেব যেক্ষণ বাহ বিষয় আছে লেক্ষণ আন্তর বিষয়ও আছে। আমি বা ‘আমি আছি’ এইরূপ যে জ্ঞান হয় তাহা আন্তর বিষয়-জ্ঞানেব উদাহরণ \*। এই সাধারণ আমিত্বজ্ঞানেব বাহা বিষয় তাহাব নাম অহংকাব বা সাধারণ ‘আমি, আমি’ ভাব। ‘আমি এইরূপ’ ‘আমি ঐরূপ’ বা ‘আমি এই এই যুক্ত’ এতাদৃশ ‘আমি, আমার’-ভাবই (I-sense) বা অভিমানই অহংকাব। অস্ত্র কথায় আমি জ্ঞাতা, আমি কর্তা, আমি ধর্তা, এইরূপ জ্ঞান, কর্ম এবং ধাবণেবও উপবিহ্ন যে আমিত্বজ্ঞাব দ্বাহাতে ঐ সব নিবদ্ধ তাহাই অহংকাব এবং তাহা নিম্নহ্ন সর্বকবণশক্তিব উপাদান—বে কবণশক্তিব দ্বাবা টল্লিখা-খিষ্টানসকল বস্তুরূপে উপচিত্ত হয়।

১৯। মহান্ আত্মা। আমি জ্ঞাতা, কর্তা, ধর্তা—এইরূপ অভিমানেব বে পূর্বভাব বা উহাব যে মূল শুদ্ধ ‘আমি’-ভাব তাহাব নাম মহত্ত্ব বা মহান্ আত্মা। অস্মীতিমাত্র বা শুদ্ধ আমিমাত্র আত্মা বা অহং-ভাবই মহান্ আত্মা। চিত্ত বধন স্বমূল এই শুদ্ধ অহংভাবেব অন্তরবেদনপূর্বক জ্ঞাতৃত্ব, কর্তৃত্ব প্রভৃতি ভুলিবা কেবল উহাতে অবহিত হয় তখনই মহত্তেব বিজ্ঞান হয়। বধা, শবীবেব যে জ্ঞাননাডী আছে—যদ্বাবা তদ্বাবাহ বিষয়েব জ্ঞান হয়—তাহাতে কিছু বিকাব ঘটিলে যেমন সেই জ্ঞাননাডী নিজ-মধ্যস্থ সেই বিকাবকেও জানিতে পারে, সেইরূপ চিত্ত বাহ বিষয়ও জানে এবং অগত ভাবও (বাহা তাহাব বৃত্তিত্বত এবং উপাদানত্বত অর্থাৎ মহৎ, অহংকাব) জানে।

২০। ত্রিগুণ। ভূত, তত্ত্বা, ইন্দ্রিয়, চিত্ত, অহং ও মহৎ এই ভেইশটি তত্ত্বেব বিষয় বিবৃত্ত হইল। ইহাবা নাক্যং অল্পভবযোগ্য ভাবপদার্থ। ইহাদেব উপাদান কি, ইহাবা কিলে নিমিত্ত—এখন এই প্রশ্ন হইবে। নানাবিধ অহংকাব বা নানা ব্য়ুপাঞ্জ হেথিবা যে উপায়ে স্থিাব কবি যে, ইহাদেব উপাদান স্বপ্ন বা বৃত্তিকা, ঠিক সেইরূপ উপায়ে এখানেও চলিতে হইবে। ইহাব উত্তর প্রাচীন ও আধুনিক অনেক দার্শনিক দ্বিাব চেষ্টা কবিয়াছেন কিন্তু অধিকাংশ বাদী উহা অজ্ঞেয়

\* হৃদপিণ্ড বস্ত্র ঢালাব এবং সেই বস্ত্রেব দ্বাবা নিজেও পুষ্ট হয় এবং গোবর্ণের তাকতম্ব অন্তর্ভাব কবে। সেইরূপ প্রত্যেক জৈব বস্ত্র স্বকার্যেব দ্বাবা নিজে নিজে চল ও পুষ্ট হয় এবং অস্ত্র বস্ত্রকেও ঢালাব। এইরূপ নিজেব দ্বাবা নিজেকে জানা, গতা ও গোবণ কবা (self determination) জৈব বস্তুসমূহেব লক্ষণ এবং অজৈব হইতে বিশেষত্ব। জৈব বস্ত্র চিত্তও সেইরূপ স্বগতভাব জানে এবং স্বকর্মেব দ্বাবা নিজহ্ন বজায় বাখে। ইহা উত্তররূপে বুঝিবা অগব বাধিতে হইবে, ইহাব মূল কাবন বা হেতু এক স্বপ্রকাশ পদার্থ। স্বপ্রকাশ উষ্টা বা ‘নিজেকেই নিজে জানা’ এইরূপ এক বস্ত্র জীবদেব মূল হেতু বলিয়া জীবদেব সেইরূপ। জীবদেব উপাদান বস্ত্র বলিবা জীবদেব দৃষ্টত্বও আছে।

বলিষাছেন (কোন কোন ঈশ্বৰকাৰণবাদী ঈশ্বৰকে অজ্ঞেয় বলাতে উাহাঁবাও প্ৰকৃতপক্ষে অজ্ঞেয়-বাদী)। অধিকন্তু অনেকে নিজেৰ বুদ্ধিৰ উপমাৰ উহা মানবেৰ পক্ষে অজ্ঞেয় বলেন। প্ৰাণালী-বিশেষে চলিলে এই বিষয় অজ্ঞেয় হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু সাংখ্যেৰ প্ৰাণালী অন্তৰূপ, তাহাতে জ্ঞেয়ত্বেৰ চৰম সীমাৰ বাওঁৰা যাৰ এবং জ্ঞানী যাৰ যে তাহাৰ পৰ আৰ জ্ঞেয় নাই। শব্দ অজ্ঞেয় আছে বলিলে সত্যক্ অজ্ঞেয় বলা হয় না, কাৰণ কিছু জ্ঞেয় হইলৈই তবে তাহাকে ‘আছে’ বলি। যাহা সত্যক্ অজ্ঞেয় তাহাকে ‘আছে’ বলা অসম্ভৱ। অতএব ঐক্লপ হলে (‘অজ্ঞেয় আছে’ বলিলে) ‘কিছু জানি কিন্তু সব জানি না’ ইহা বলা হয় নাজ।

২১। এখন সাংখ্যেৰ প্ৰাণালীতে দেখা যাক এই তেইশ তত্বেৰ মূল উপাদান কি? যহান হইতে দূত পৰ্যন্ত সমস্তেৰ মন্যে বিকাৰ বা অবস্থান্তৰতা দেখা যায়, অতএব কিবা তাহাদেৰ সকলেৰ মূল বা স্বভাব। কিবা হইলে তাহা প্ৰকাশিত হয়; যেমন বাহু জিন্মাৰ ইন্দ্ৰিয়াদি সকলি হইয়া পৰমাণুৰূপে প্ৰকাশিত বা জ্ঞাত হয়, অতএব প্ৰকাশ বা বুদ্ধ হওয়া তাহাদেৰ আৰ এক স্বভাব। কিবা একতানে হয় না কিন্তু ভেদে ভেদে হয়, বস্তুতঃ ভেদ হওয়া ও উদ্ভূত হওয়াই জিয়া। অতএব জিয়া ধাবণাও অতীত। এখন বুজিতে হইবে এই ভাড়াটা কি? বলিতে হইবে জিয়াৰ বিৰুদ্ধ জড়তাই জিয়াৰ ভেদ, সূতবাং এই জড়তা বা স্থিতি প্ৰকাশ ও জিয়াৰ অবিনাশ্যবী ভাব। অতএব প্ৰকাশ, জিয়া ও স্থিতি এই তিনি স্বভাব বাহু ও আন্তৰ সৰ্ব বস্তুতে সাধাৰণ স্বভাব, উহাৰা পৰম্পৰ অবিনাশ্যবী। এক থাকিলে তিনিই থাকিবে। যেমন স্বৰ্ণৰূপ-স্বভাব দেখিবা নানা অলংকাৰেৰ উপাদান স্বৰ্ণৰ বলিষা নিশ্চয় হয়, সেইৰূপে এই তিনি স্বভাব দেখিবা আন্তৰ ও বাহু সব জ্বাই এই তিনি স্বভাবেৰ বস্তুৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত জানা যায়। এই তিনি স্বভাবেৰ বা তিনি দ্ৰব্যেৰ নাম সত্ত্ব, ৰজ ও তম, ইহাদেৰ জিগুপও বলা যায়। প্ৰকৃতি বা উপাদান এবং প্ৰধান বা সৰ্বধাবক কাৰণ ইহাৰ নামান্তৰ। শুণ অৰ্থে প্ৰধানো ধৰ্ম নহে কিন্তু ৰজ্জু। যেন উহাৰা পুৰুষেৰ বন্ধন-ৰজ্জু। এই অৰ্থ প্ৰশ্নৰূপে রাখিতে হইবে; নচেৎ সাংখ্য বুঝা যাইবে না। (“নদ্ব্যতীনি জ্যোতিৰ্ভিঃ প্ৰকাশিতাঃ” বিজ্ঞানভিছু, সাংখ্যপ্ৰবচন ভাষ্য)। যদি প্ৰশ্ন কৰ এই প্ৰকাশ, জিয়া ও স্থিতি স্বভাবেৰ কাৰণ কি? ‘কাৰণ কি’ এইৰূপ প্ৰশ্ন কবিলে এইৰূপ বুঝাইবে যে, তুমি জান যে উহা এক সময় ছিল না কিন্তু উহাৰ কাৰণ ছিল। উহাৰা কৰে ছিল না তাহা যদি বলিতে পাৰ তবেই তোমাৰ প্ৰশ্ন সার্থক হইবে, আৰ তাহা যদি না পাৰ তবে ঐক্লপ প্ৰশ্নই কবিতে পাৰিবে না। অতএব উহাৰা কৰে ছিল না তাহা স্বধন বলিতে বা ধাবণা কবিতে পাৰ না তখন বলিতে হইবে এই প্ৰকাশ, জিয়া ও স্থিতি নিষ্কাৰণ বা নিত্য।

২২। শকা হইতে পাৰে যে, প্ৰকাশ, জিয়া ও স্থিতি সামান্য (generalisation), অতএব সামান্যৰূপে উহা নিত্য হইতে পাৰে কিন্তু বিশেষ বিশেষ জিয়া বাহা বস্তুতঃ দেখা যায় তাহা নিত্য নহে। একথা সত্য। কিন্তু উহা বস্তুহীন সামান্যমাত্র নহে (তাহা হইলে উহা অসম্ভব হইত); কিন্তু বিশেষেৰই সাধাৰণ নাম, সূতবাং উহা সামান্য-বিশেষ-সমাধাৰ—(যাহাকে সাংখ্যেৰা ‘স্বৰ্য’ বলেন। ৩ঃ৪ ভাষ্য), সূতবাং তত্ৰূপ অৰ্থে নিত্য। সাত্ৰব এক সামান্য শব্দ, উহা চৈত্ৰ-সৈত্ৰাদি অসংখ্য ব্যক্তিৰ সাধাৰণ নাম। সাত্ৰব বৰাবৰ আছে বলিলে, চৈত্ৰাদি ব্যক্তিৰা বৰাবৰ আছে এইৰূপই প্ৰকৃত অৰ্থ বুঝা (‘অসংখ্য’ শব্দৰ্থ অসংখ্য বিকল্প, কিন্তু বাহা অসংখ্য তাহা বিকল্প নহে)। বলিতে পাৰ চৈত্ৰ সৈত্ৰ ছাড়া সাত্ৰব নাই। সত্য, কিন্তু চৈত্ৰ সৈত্ৰ সাত্ৰব ছাড়া আৰ কিছু নহে একথাও

সম্যক্ সত্য, এইরূপ সামান্ত্র শব্দ ব্যতীত আমাদের ভাষা হয় না। যাহা সামান্ত্রমাত্র (mere abstraction) অথবা নিষেধমাত্র, তাদৃশ অবস্তবাতী পক্ষই বিকল্পমাত্র ও অবাস্তব, যেমন সত্তা, ইহা চব্বস সামান্ত্র, স্তব্ধতা ইহাব ভেদ কবা অসম্ভব। আব ইহাব অর্থ 'সত্তেব ভাব' বা 'ভাবেব ভাব'। 'সত্তা আছে' মানে 'ধাকা আছে'। এইরূপ সামান্ত্রই অবস্তব, নচেৎ বহু বস্তব সাধাবণ নাম কবা সামান্ত্রমাত্রের উল্লেখ নহে। যেমন বলিতে পাব ঘট, ইট, ডেলা আদি ছাড়া মাটি নাই, তেমনি বলিতে পাব মাটি ছাড়া ঘট, ইট, ডেলা আদি নাই। সেইরূপ ঋণ ঋণ ক্রিয়াও আছে ইহা যেমন জ্ঞাত্য কথা, তেমনি 'ক্রিয়া আছে যাহাব ভেদ ঋণ ঋণ ক্রিয়া' ইহাও সম্যক্ জ্ঞায়সদত বাক্য। এইরূপেই প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতিমাত্র আছে বলা হয়।

২৩। ক্রিয়া ভঙ্গ হইলে কোথাব বাব ?—তাহা স্বল্প ক্রিয়াক্রমে বাব, তাহা হইতে পুনঃ ক্রিয়া হয়। এইরূপ কাবণ-কার্য দৃষ্টিতেও উহাবা নিভ্য, কাবণ "নাসতো বিজ্ঞতে ভাবো নাভাবো বিজ্ঞতে সত্যঃ" (শ্লোকা)। (যাহাবা পাস্চাত্য Conservation of energy-বাদ বুঝেন তাঁহাদের পক্ষে ইহা বুঝা কঠিন হইবে না)।

২৪। ত্রিগুণ ধর্ম নহে। ধর্ম অর্থে কোন দ্রব্যের একাংশের জ্ঞান। যেমন মাটি ধর্মী তাহাব গোলাকাবদ্ব সাক্ষাৎ দেখিবা বলি ইহা গোলবদ্বধর্মযুক্ত একতাল মাটি। যে অংশ সাক্ষাৎ জ্ঞান না কিন্তু ছিল ও থাকিবে মনে কবিতো পাবি তাহাদের অতীত ও অনাগত ধর্ম বলা হয়। প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি সর্বকালেই প্রকাশ, ক্রিয়া, স্থিতিক্রমে বুদ্ধ হইবাব যোগ্য বলিবা উহাতে অতীতানাগত ভেদ নাই, স্তব্ধতা উহাবা ধর্ম নহে। উহাতে ধর্ম ও ধর্মী-দৃষ্টির অভেদোপচাব হয়। ধর্ম বৈকল্পিক ও বাস্তব হইতে পাবে। অনন্তত্ব, অনাদিত্ব-আদি বৈকল্পিক অবাস্তব ধর্ম অবস্তব প্রকৃতিতে আবোপ হইতে পাবে। তাহাব ভাবার্থ এই যে, অনন্তত্ব-সাদিত্বরূপে প্রকৃতিকে বুঝিতে হইবে না।

২৫। ত্রিগুণ ভূতেশ্বরে কিরূপে আছে, ত্রিগুণাত্মসাবে কিরূপে উহাদের জাতি ও ব্যক্তি বিভাগ কবিতো হয় তাহা 'সাংখ্যতত্ত্বালোকে' ও অত্রাজ সবিশেষ দ্রষ্টব্য।" প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি যে উপপত্তিব জন্ত ধবিয়া লওয়া (hypothetical) পদার্থ নহে, তাহা পাঠক বুঝিতে পারিবেন। প্রকাশাদি যে আছে তাহা অল্পহুমান তথ্য কিন্তু খিণ্ডবী বা বাঙমাত্র উপপত্তি নহে। খিণ্ডবী বা উপপত্তি-বাদ বা অপপ্রতিষ্ঠিত তর্ক বদলাইয়া যায কিন্তু তথ্য (fact) বদলায় না।

২৬। এইরূপে সাংখ্য সব দৃষ্ট দ্রব্যের মূল উপাদান-কাবণ নির্ণয় কবেন। উহা যে কারণ নহে এবং মূল কাবণ নহে এবং উহাবও যে মূল আছে ইহা এ পর্যন্ত কেহ দার্শনিক উপায়ে দেখান নাই। দেখাইবাবও সম্ভাবনা নাই, কাবণ আকাশবৃহস্পতি, পশুপদ সহজে কল্পনা কবিতো পাব কিন্তু প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি এই তিনের মধ্যে পড়ে না এইরূপ কিছু কল্পনাও কবিতো পারিবে না। এক শ্রেণীর লোক আছে যাহাবা মনে কবে পঞ্চভূত ছাড়া আবও ভূত থাকিতে পাবে। অবস্তব আমাদের এই বিশ্লেষে তাহাব অসম্ভবতা বলা হয় নাই কিন্তু উহাব উল্লেখ কবা সম্পূর্ণ নিম্প্রয়োজন। আমরা বর্তমান ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা যাহা জ্ঞান তাহাকেই পঞ্চভূত বলি, ইন্দ্রিয় অন্তবকম এবং অজ্ঞ সংখ্যক হইলে ভূতবিভাগও যে তদন্তরূপ হইবে তাহা উক্ত আছে। আব এক শ্রেণীর অপরিপকমতি লোক আছে, তাহাবা চব্বস বিশ্লেষ বুকে না। তাহাবা মনে কবে ত্রিগুণ ছাড়া আবও উপাদান থাকিতে পাবে। এই যে 'আবও' কথাটি, ইহা কিসেব বিশেষণ? অবস্তব বলিতে হইবে 'আবও দ্রব্য' থাকিতে পাবে। 'দ্রব্য' মানে কি? বলিতে হইবে যাহা গুলেব দাবা জ্ঞান তাহাই দ্রব্য। সেই

‘আবও’ দ্রব্য এমন কোন স্বভাবের যা বা জানিবে যদ্বা সেই ‘আবও’ দ্রব্যকে কল্পনা করিবে ? প্রকাশ, কিবা ও স্থিতি ছাড়া আর কোন মূল স্বভাব আছে যদ্বা তাহা তত্ত্বতঃ ‘আবও’ মূল উপাদান দ্রব্য কল্পনা করিবে ? বলিতে হইবে তাহা জানি না। বাহ্যব কিছুই জান না, এমন কি ধাবণা করিতেও পাব না তাহাব নাম অলক্ষণ বা শূন্য। অতএব এইরূপ পঙ্কাব অর্থ হইবে জিগ্ণ ছাড়া আব শূন্য আছে বা কিছু নাই। যখন উহা ছাড়া কিছু জানিবে তখন তাহাব বিষয় বলিও। প্রকাশ, কিবা ও স্থিতি চব্ব বিশেষ বলিবা তত্ত্ববিক্ত মৌলিক দ্রব্য থাকাব সম্ভাব্যতাও নাই। নিকাবণ দ্রব্য ববাবব আছে ও থাকিবে ইহা ভাবভঃ নিশ্চয়। বাহ্য কিছু বিশেষ আছে তাহা যখন জিগ্ণরূপ উপাদানে নিমিত্ত ইহা প্রত্যক্ষতঃ দেখা যায়, তখন আব অতিবিক্ত কি দ্রব্য পাইবে বাহ্যব অস্ত উপাদান কল্পনা করিবে ? গীতাও বলেন, “ন তদন্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ। সত্ত্বং প্রকৃতিজম্ভ্যং বদেভিঃ স্ত্রাক্রিতিভ্যৈঃ।” অর্থাৎ পৃথিবী, অন্তরীক বা দেবতাদেব মধ্যে এইরূপ কোন বস্ত (প্রাণী ও অপ্ৰাণী) নাই বাহ্য সন্ধানি গুণের অতীত বা তন্মধ্যে পড়ে না।

পুরুষ বহু কিন্তু প্রকৃতি এক, কাবণ প্রকৃতি সামান্য বা সর্বপুরুষের সাধাবণ দৃষ্ট, “সামান্যম-চেতনম্ প্রসবধর্মি” (সাংখ্যকারিকা), রূপবদাদি সমস্ত জাতাবই সাধাবণ গ্রাহ্য। অন্তঃকবণ প্রতিপুরুষের হইলেও গ্রাহ্যের সঙ্গে মিলিত, অতএব গ্রাহ্য ও গ্রহণ সবই ব্রহ্মাব কাছে সামান্য জিগ্ণাশক দ্রব্য। তাহাদেব ভেদ করিতে হইলে একই জলে তব্বভেদেব ভ্রায় কল্পনা করিতে হইবে, মৌলিক বহু জিগ্ণ কল্পনা কবাব হেতু নাই তন্মত্ জিগ্ণাশ প্রকৃতি এক। (‘পুরুষের বহুত্ব ও প্রকৃতির একত্ব’ প্রকবণ ব্রটব্য)।

২৭। পুরুষ। পঞ্চবিংশতিতম তত্ত্ব বে পুরুষ তাহা ‘পুরুষ বা আত্মা’ প্রকবণে সন্নিহিত হইয়াছে; এখানে সাধাবণভাবে আবশ্যকীয় বিষয় বলা বাইতেছে। জিগ্ণ, দৃষ্ট বা জড বা পবপ্রকাশ্য। জ্ঞাত্য ও কিবা বে অপ্রকাশ নহে কিন্তু প্রকাশ্য তাহা স্পষ্টই বোধগম্য হইবে। প্রকাশও তদ্রূপ। প্রকাশ অর্থে জ্ঞান, যথা—শব্দাদিজ্ঞান, আমিবজ্ঞান, ইচ্ছাদিব জ্ঞান ইত্যাদি। শব্দাদিজ্ঞান অপ্রকাশ নহে কিন্তু প্রকাশ্য-প্রকাশক যোগে প্রকাশ। অহুতবও হব বে জানাব মূল আমিষে আছে, শব্দাদিতে নাই, ‘আমি শব্দ জানি’ এইরূপই অহুত্বিত হব। ইচ্ছা, ভয়-আদিব জ্ঞানও সেইরূপ অর্থাৎ উহাবা জ্ঞেয়, কিন্তু জ্ঞাত্য নহে, তবে জ্ঞাত্য কে ? অহুতব হয় ‘আমি জ্ঞাত্য’। কিন্তু ‘আমি’ব সর্বাংশ জ্ঞাত্য নহে, অনেক জ্ঞেয় পদার্থেও অভিমান আছে এবং তাহাদেব নহিবাই ‘আমি’ জ্ঞান হব। জ্ঞেয় ও জ্ঞাত্য বে পৃথক্ তাহাও আমাদেব মৌলিক অহুত্বিত, তদহুত্বাবেই ঐ পদব্বয় ব্যবহৃত হয়। উহাদেব এক বলিলে বে তাহা বলিবে তাহাকেই একত্ব প্রমাণ করিতে হইবে। তাহা যখন কেহ প্রমাণ কবে নাই তখন সাক্ষ্যপ্রমাণ নহিবাই চলিতে হইবে। তাহাতে কি নিশ্চয় হব ? নিশ্চয় হব বে আমিষে জ্ঞাত্য ও জ্ঞেয় দুই বিরুদ্ধ ভাবেব সমাহাব আছে। তন্মধ্যে বাহ্য সম্পূর্ণ জ্ঞাত্য বা জ্ঞানেব মূল তাহাই পুরুষ বা আত্মা।

২৮। পুরুষ সম্পূর্ণ জ্ঞাত্য অর্থাৎ জ্ঞাত্য ব্যতীত আব কিছু নহেন বলিবা জ্ঞেয় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, অতএব পুরুষ প্রকাশ, কিবা ও স্থিতিব বিরুদ্ধ-স্বভাবের পদার্থ। অর্থাৎ তাহাব প্রকাশ প্রকাশ্য-প্রকাশক-যোগে প্রকাশ নহে কিন্তু অপ্রকাশ, তাহাতে কিবা বা নিকাব নাই, হুতবাব নিবিকাব, এবং স্থিতি বা জডতা বা আববণতাব বা আববিত অংশ তাহাতে নাই।

২০। কোনও বাদী শঙ্কা করেন, বাহা জানি তাহা দৃশ্য, পুরুষ দৃশ্য নহে অতএব তাহা জানি না, সম্পূর্ণরূপে বাহা জানি না তাহা শূন্য, অতএব দৃশ্য ছাড়া সব শূন্য। এখানে জ্ঞায়দ্যেব এইরূপ—‘দৃশ্য’ বলিলেই ‘দ্রষ্টা’কে বলা হয়, কাবশ দ্রষ্টা ব্যতীত দৃশ্য বাচ্য নহে। দৃশ্যও যেমন জানি দ্রষ্টাকেও সেইরূপ জানি। পবন্ত জানে কে? ‘জানি’ বলিলে জ্ঞাতাও উহা থাকে। এখন শঙ্কা হইবে, যদি জ্ঞাতাকে জানি তবে জ্ঞাতাও জ্ঞেয়, কারণ বাহা জানি তাহাই জ্ঞেয়। ইহা নত্যা বটে কিন্তু সম্পূর্ণ বা কেবল জ্ঞাতাকে ‘সাক্ষাৎ’ জানি না। ‘আমি আমাকে জানি’—ইহা জ্ঞাতাকে জানাব উদাহরণ, ইহা শুদ্ধ জ্ঞাতাকে সাক্ষাৎ জানা নহে, কিন্তু জ্ঞাতাব দ্বারা প্রকাশিত জ্ঞেয়কে বা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়কে এক করিয়া জানা। ঐতিহ্য বলেন—আত্মা একান্তপ্রত্যয়সাধ। বেদান্তীবাও বলেন—প্রত্যয়াত্মা একান্ত অবিব্যক নহেন কিন্তু অস্ব-প্রত্যয়েব বিবর (শব্দ)। এইরূপেই জ্ঞাতা আছে তাহা জানি। ‘জ্ঞাতা আছে’ ইহা জানা এবং জ্ঞাতাকে ‘সাক্ষাৎ সম্পূর্ণ’ জানা যে ভিন্ন কথা তাহা শ্রবণ বাধিতে হইবে। আশও শ্রবণ বাধিতে হইবে যে জ্ঞেয় দুই প্রকার—সাক্ষাৎ ও অহ্মসেব। তন্মধ্যে সম্পূর্ণ জ্ঞাতা সাক্ষাৎ জ্ঞেয় নহে। ‘আমি আমাকে জানি’ এই অহ্মভবে উহা অসম্পূর্ণভাবে বা জ্ঞেয়মিশ্রভাবে সাক্ষাৎ উপলব্ধ হয় এবং তৎপরে অহ্মত্বানেন দ্বারা লক্ষিত কবিয়া জ্ঞাত হয়। দ্রষ্টা অহ্মসেবরূপে জ্ঞেয় হইতে দোষ নাই, সেই অহ্মত্ব উপবে প্রদর্শিত হইয়াছে। আনিত্ববোধে লকাবণ এ অসম্যক্ (conditioned) দ্রষ্টৃৎ ও দৃশ্যৎ দেখিয়া তাহাদেব নিকাষণ সম্পূর্ণ (absolute—‘সম্পূর্ণতা’মাত্র অর্থেই এই এক বুঝিতে হইবে) মূল আছে এইরূপ অহ্মত্বানেন বেন অনপলাপ্য তাহা জ্ঞায়দ্যেব ব্যক্তি-মাজেই স্বীকার কবিনেন। দ্রষ্টা অর্থে বাহা সর্বথা দৃশ্য নহে কিন্তু সম্পূর্ণ দ্রষ্টা, দৃশ্যও তদ্রূপ। অপূর্ণ থাকিলে যে সম্পূর্ণ আছে তাহাব ব্যতিক্রম চিন্তা কবা জ্ঞায়দ্যেব স্বীকৃত ব্যক্তিব পক্ষে অসাধ্য, ইহা বলা বাহুল্য।

৩০। প্রকৃতি ও পুরুষ দেশকালাতীত। দেশ ও কাল দুই অর্থে ব্যবহৃত হব—এক বাস্তব ও অন্য অর্থ বৈকল্পিক। দেশ যেখানে অবকাশ বা দিক্ অর্থে ব্যবহৃত হব সেখানে তাহা অবস্ত বা শূন্য। শূন্য ব্যাপিবা সব আছে, এইরূপ কথাও চলিত আছে। আব দেশ অর্থে যেখানে প্রদেশ বা অবয়ব সেখানে তাহা বাস্তব। সেখানে লম্বা, চওড়া, মোটা এইরূপ অবয়ব বা বাহু পরিমাণ বুঝায়। কালও সেইরূপ। যেখানে উহা আধাবমাত্র বা অধিকরণমাত্র বুঝায় সেখানে উহা অবস্ত বা অবসরমাত্র। আব যেখানে ক্রিয়াপরম্পরা বুঝায় (বেদন প্রহাসিব গতি) সেখানে উহা যথার্থ বস্ত। ছিল, আছে, থাকিবে—ইহা বাস্তব-অর্থশূন্য কথা মাত্র, আব অবস্থান্তবতা বাস্তবিক পদার্থ।

৩১। অমুক দ্রব্য ‘শূন্য ব্যাপিবা আছে’ এই কথাব অর্থ কি হইবে? ইহাব অর্থ হইবে যে, উহা কিছু ব্যাপিবা নাই—নিজে নিজেই আছে। যেখানে দেশ ও কাল অর্থে বস্ত বুঝায় অর্থাৎ লম্বা, চওড়া, মোটা এবং ক্রিয়াপরম্পরা বুঝায় সেইখানেই ‘কোনও বস্ত দেশকালান্তর্গত’ এইরূপ বলিলে এক বাস্তব অর্থ বুঝায়।

৩২। লম্বা, চওড়া, মোটা—এইরূপ দেশব্যাপ্তি বাহুজ্ঞেয় দ্রব্যের শ্রবণ বা পঞ্চাদিব সহভাবী। আব স্থানান্তবে গমনকণ বাহুক্রিয়াও উহাদেব সহভাবী। অন্তবেব বস্ত বা জ্ঞান, ইচ্ছা আদি লম্বা, চওড়া, মোটা বা ইতস্ততঃ গমনশীল নহে বলিবা আন্তব বস্ত দেশব্যাপ্তি বলিবা কল্পা নহে। সেখানেও ক্রিয়া বা অবস্থান্তবতা আছে কিন্তু তাহা কেবল কালব্যাপ্তি ক্রিয়া। কাল অর্থে যেখানে পর পব

ক্রিয়া বুঝায় (এত কালে এত দেশ অতিক্রম করিল—এইরূপ) সেখানে বাহু বস্তুর ক্রিয়া দেশ ও কাল উভয় সংশ্লিষ্ট, আব আস্তব ক্রিয়া কেবল কালসংশ্লিষ্ট।

৩৩। অতএব দেশ ও কাল একপ্রকার অবাস্তব ও বৈকল্পিক জ্ঞান এবং একপ্রকার বাস্তব জ্ঞান—এই দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। জ্ঞানের জ্ঞাতা থাকে এক জ্ঞানের উপাদান বা বাহ্যিক দ্বারা জ্ঞান নিমিত্ত তাহাও থাকে। জ্ঞানের জ্ঞাতা যখন জ্ঞান হইতে পৃথক্ তখন তাহাকে জ্ঞানের (স্বত্বাৎ দেশ ও কাল জ্ঞানের) আধেয় কল্পনা কবা অজ্ঞাত্য। জ্ঞানের উপাদান ত্রিগুণকেও সেই জ্ঞানের আধেয় কল্পনা না করিয়া বসং জ্ঞানকেই ত্রিগুণের আধেয় কল্পনা কবা সম্যক্ জ্ঞাত্য। এই জ্ঞত পুরুষ ও প্রকৃতি দেশকালাতীত, অর্থাৎ তাহাদের লব্ধা, চণ্ডা, মোটা বা অনন্তদেশব্যাপী এইরূপ ধাবণা করিলে নিতান্ত ভ্রান্ত ধাবণা কবা হইবে। আব পুরুষ যখন নিবিকার তখন তাহাকে ক্রিয়াপবম্পারূপ যে কাল, ভৎসংশ্লিষ্ট ধাবণা কবাও নিতান্ত ভ্রান্তি। এক ধর্মের পূর্ব অস্ত্র ধর্মের উদয়, তৎপরে অন্ত—এইরূপ ধর্মের লবোধবই বিকার পদের অর্থ। পুরুষের তাহা নাই বলিয়া তাহা দ্বিতীয় প্রকার ক্রিয়াপবম্পারূপ কালেরও অতীত।

পবস্ত ত্রিগুণ সম্বন্ধেও ঐক্য ক্রিয়াপবম্পারূপ কালান্তর্গতত ধাবণা কবা অজ্ঞাত্য। মনে হইতে পারে, ত্রিগুণের মধ্যে বস্তু ভো ক্রিয়াশীল, অতএব বস্তু ক্রিয়াপবম্পারূপ কালের অন্তর্গত হইবে না কেন? বস্তু ক্রিয়াশীল অর্থে ক্রিয়া-স্বভাব ছাড়া ‘বস্তু’-তে আব কোন ধর্ম নাই। স্বত্বাৎ তাহা বিকারমাত্র, কিন্তু স্বং বিকারী নহে। ক্রিয়া ছাড়া বস্তু-ব অন্ত্র ধর্ম নাই, তাহা কেবল অপবিচ্ছিন্ন ক্রিয়া। বাহ্য এককালে একরূপ ছিল, অন্তকালে অন্তরূপ বলিয়া জানা যায় তাহাই বিকারী। বাহ্য হইতে সমস্ত বিকার ঘটে স্বত্বাৎ বাহ্য সমস্ত পবিচ্ছিন্ন বিকারের কারণ তাহাকে অপবিচ্ছিন্ন ক্রিয়া বলিয়া ধাবণা করিতে হইবে। পবিচ্ছিন্ন ক্রিয়ার বা বিকারের সহিত ‘বাহ্য’ (ব্যক্ত বস্তু) বিকৃত হয় তাদৃশ পবিচ্ছিন্ন দ্রব্যের ধাবণা থাকে এবং সেই দ্রব্যকেই বিকারী বলা হয়। অতীত, অনাগত ও বর্তমান সমস্ত পবিচ্ছিন্ন ক্রিয়ার বাহ্য মূল তাহাকেই অপবিচ্ছিন্ন ক্রিয়া বলাতে তাহাকে অতীতাদি কালের অন্তর্গত বলিয়া ধাবণা করিতে হইবে না। ফলে ভাড়া ও উঠা নিত্যস্বভাব বলিয়া নিতাই। ভাড়া ও উঠা আছে, অতএব বাহ্য ভাড়ে ও উঠে তাহাদের মত উহা কালান্তর্গত নহে। তেমনি ভয় ও সখ্য অপবিচ্ছিন্ন স্থিতি ও প্রকাশ। অপবিচ্ছিন্ন অর্থে সমস্ত পবিচ্ছিন্ন ভাবে লাব্যবগতম উপাদান। পবিচ্ছিন্ন দৃষ্টিতে মহাদ্বাদি গুণকার্যকল ধর্মধর্মিক্রমে (পরে দ্রষ্টব্য) কালান্তর্গত, কিন্তু মূল কাবণ বলিয়া এবং উহাতে ধর্মধর্মীয় অভ্যেদোপচায হয় বলিয়া ত্রিগুণ কালাতীত।

৩৪। ব্যাপী ও দেশকালাতীত কাহাকে বলে। অনন্ত দেশ ও অনন্ত কাল ব্যাপিয়া থাকে দেশকালাতীত নহে, পবস্ত তাহা বা অনন্ত দেশকালব্যাপী পদার্থ। ব্যাপী পদের বিবিধ অর্থ হয়—(১) দেশকাল ব্যাপী ও (২) কাবণ-রূপে বহু বারের অন্তর্য্যাত অথবা নিমিত্তরূপে অল্পপাতী। প্রথম অর্থে পুরুষ ও প্রকৃতি ব্যাপী নহে, দ্বিতীয় অর্থে ব্যাপী বলিতে দোষ নাই। দেশাতীত বৃত্তিতে হইলে অনন্ত, অদ্বয়, অদীর্ঘ, অস্থূল, অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ ইত্যাদি ঐক্যকল লক্ষণে বৃত্তিতে হইবে। পুরুষ ও প্রকৃতি তাদৃশ পদার্থ। বাহ্য একমাত্র স্বভাব বা নিত্যধর্ম কোন কালে পবিবর্তিত হয় না তাহাই কালাতীত বলিয়া বৃত্তিতে হয়, পুরুষ ও প্রকৃতি তাদৃশ পদার্থ। মহাদ্বাদি বিকারের ধর্মকল অনিত্য, তাই তাহা বা কালাতীত নহে।

৩৫। ‘আছে, ছিল, থাকিবে’ এইরূপ পদ দিয়া জামবা সমস্ত বস্তুকে ও অবস্তুকে কালান্তর্গত



বলিয়া বিকল্প কবিতে পাবি, কিন্তু এইরূপ বাক্য বিকল্প বলিয়া বা প্রকৃত অর্থশূন্য বলিয়া উহাৰ দ্বারা বস্তুৰ কালান্তৰ্গতত্ব বুঝাব না। নিত্য বস্তু ‘ছিল, আছে ও থাকিব’ ইহা বলা হয় বটে, কিন্তু তাহাৰ মানে কি ? তাহাৰ মানে অতীতকালে বৰ্তমান, বৰ্তমানে বৰ্তমান ও ভবিষ্যতে বৰ্তমান অৰ্থাৎ ‘আছে’ ছাড়া আৰু কিছুই নহে। অনিত্য বস্তুকে ‘আছে, ছিল, থাকিব’ বলিলে তাহাৰ ধৰ্মেৰে ভিবোভাব ও আবিৰ্ভাবৰূপ বিকাৰ বুঝাৰ। নিত্য বস্তুৰ ঐক্য কিছূ বুঝাব না বলিয়া সেইবলে ঐক্য বাক্য নিবৰ্থক। অতীত ও অনাগত কাল অবৰ্তমান পদার্থ বা নাই। বৰ্তমান কালও কত পৰিমাণ তাহাৰ অল্পতাব ইয়তা নাই বলিয়া তাহাও নাই। “বৰ্তমান: কিবান্ কাল এক এব দ্বন্দ্বতঃ।” অৰ্থাৎ বৰ্তমান কাল কত ? বলিতে হইবে, তাহা এক স্বপ্ন মাত্ৰ। কিন্তু সেই স্বপ্ন কত পৰিমাণ তাহা নিৰ্ধাৰ্য নহে। তাহা সূক্ষ্মতাব পৰাকাটা বা কলতঃ নাই। তেমনি “বৰ্তমানক্ষণো দীৰ্ঘ ইতি বালিশভাবিতম্। বৰ্তমানক্ষণৈশ্চকো ন দীৰ্ঘত্বং প্রাপত্ততে।” অৰ্থাৎ বৰ্তমান স্বপ্ন দীৰ্ঘ হয় না, তাহা দীৰ্ঘ হয় ঐক্যৰূপ কথা অজ্ঞেবাই বলে (যোগসূত্র ৩৫২)।

৩৬। এই হেতু অৰ্থাৎ অবিকল্পৰূপ কাল বিকল্পমাত্ৰ বলিয়া ‘আছে, ছিল, থাকিব’ বলিলে কোন বস্তু প্রকৃত প্রস্তাবে কালান্তৰ্গত হয় না। এইরূপে পুরুষ ও প্রকৃতি বিকল্পিত ও অবিকল্পিত নব অৰ্থেই দেশকালাতীত অৰ্থাৎ যদি বল যে নিত্য ও অমেন হইলে দেশকালাতীত হয় তবে উহাৰা দেশকালাতীত, আর যদি বল দৈনিক অবববহীন ও অবিকারী বলিয়া দেশকালাতীত তবেও তাই। আৰু জিকালেব সন্দে ও অবকাশেব সন্দে যোগ বৈকল্পিক বলিয়া ঐদিকেও অৰ্থাৎ ‘আছে, ছিল, থাকিব’ বলিয়া কালান্তৰ্গত কৰিলেও, বস্তুতঃ দেশকালাতীত।

৩৭। পুরুষ ও প্রকৃতি ধৰ্ম-ধৰ্মি-দৃষ্টিৰ অতীত। ত্ৰব্যকে আয়বা ধৰ্মেব দ্বাবা লক্ষিত কৰিয়া জানি। যতটা বৰ্তমানে জানি তাহা বৰ্তমান বা ব্যক্ত ধৰ্ম, বাহা পূৰ্বে ব্যক্ত হইয়াছিল তাহা অতীত ধৰ্ম এবং বাহা পবে ব্যক্ত হইবে তাহা অনাগত ধৰ্ম। ত্ৰব্যেব জাত, জায়মান ও জায়িত্যমাণ ভাবই ধৰ্ম। ঐ জিবিধ ধৰ্মেব সমষ্টিই ধৰ্মিস্ৰব্য। স্বভাব একরকম ধৰ্ম বটে, কিন্তু নিত্য স্বভাবে ধৰ্ম বলা বার্থ্য। কোন ত্ৰব্যেব সছোংগৰ ও সহায়ী ধৰ্মই স্বভাব (ভাষ্যতী ৪১০)। অনিত্য ত্ৰব্যেব স্বভাবৰূপ ধৰ্ম সেই ত্ৰব্যেব উদ্ভবে উদ্ভূত এবং নাশে বিনষ্ট হয়। ত্ৰব্যেব স্থিতিকালে বাহা নষ্ট ও উদ্ভূত হয় তাহা স্বভাব-নাশক ধৰ্ম নহে কিন্তু সাধাবণ ধৰ্ম। অনিত্য বস্তুৰ অনিত্য স্বভাব ও নিত্য বস্তুৰ নিত্য বা অস্থায়ণ স্বভাব থাকে। ধৰ্ম-ধৰ্মি-দৃষ্টিতে দেখিলে বস্তুৰ কতক জায়মান এবং কতক (অতীতানাগত ধৰ্ম) অজায়মান বা সূক্ষ্মৰূপে থাকে, বাহা পূৰ্বে জাত হইয়াছিল বা পবে জায়মান হইবে। ঐক্য অতীতাদি ধৰ্মবৃত্ত বস্তুকেই বিকাৰী বস্তু বা ধৰ্মিবস্তু বলা হয়। বিকাৰিষেব তাহাই লক্ষণ।

নিত্য স্বপ্রকাশত্ব ব্যতীত অজ্ঞ বাস্তব ধৰ্ম বা দ্ব্যবোধনশীল ভাব না থাকাতে পুরুষ ধৰ্ম বা ধৰ্মী এই দৃষ্টিব অতীত। ‘চৈতন্য পুরুষেব ধৰ্ম’ এই বাক্য তাই বিকল্পেব উদাহৰণ, কারণ চৈতন্যই পুরুষ (“নিশ্চ’গছান চিত্তধী” নাংখ্যসূত্র)।

৩৮। সত্ত্ব, রজ এবং তমও সেইরূপ সাধারণ ধৰ্ম-ধৰ্মি-দৃষ্টিব অতীত, ইহা পূৰ্বে দেখান হইয়াছে। প্রকাশ-স্বভাব নিত্য বলিয়া এবং ঐক্য কোন অনিত্য স্বভাবেব বা ধৰ্মেব দ্বাবা লক্ষিত হয় না বলিয়া সত্ত্ব ধৰ্ম-সমষ্টিৰূপ ধৰ্মী নহে। প্রকাশ-স্বভাব ছাড়া জাত ও জায়িত্যমাণ কোনও ধৰ্মেব দ্বাবা লক্ষণীয় নহে বলিয়া সত্ত্ব ও প্রকাশ একই, এবং প্রকাশেব ধৰ্মী সত্ত্ব, এইরূপ বস্তুত্ব নহে। রজ এবং তমও

সেইরূপ। তবে মূল উপাদান-কাবণ বলিয়া গুণজন্মকে সমস্তে ধর্মী বলা যাইতে পারে। কোন বস্তু স্বকারণে ধর্মী ও স্বকাবণে ধর্মী। ত্রিগুণ নিষ্কারণ বলিয়া তাহাব কোনও ধর্মী নাই। তাহাব ধর্মী নাই বলিয়া তাহা কিছুবও ধর্ম নহে। ব্যক্ত ও অব্যক্ত অবস্থাব তাহাবা মূল ধর্মী, এইরূপ রাজ বক্তব্য। সাধারণ ধর্ম-ধর্মীভাব লেখানে নাই, সেখানে ধর্মধর্মী এক।

৩২। প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ। সংযোগ প্রকৃতি-পুরুষেবও বলা হব আবার বুদ্ধি-পুরুষেব বা মন-পুরুষেবও বলা হয়, ইহাব নামান্তর এইরূপ—

বুদ্ধি বখন সংযোগেব স্কল তখন প্রকৃতি-পুরুষেব সংযোগই মৌলিক সংযোগ বলিতে হইবে। শান্বে উপব ইট বহিয়াছে তাহাতে বলা হব শানে ও ইটে সংযোগ কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইটের ডলাব (surface-এব) সহিতই সংযোগ। তেমনি বুদ্ধিব সহিত সংযোগ বলিলে বুদ্ধিব একসীমাব (surface-এব) সহিত বা বুদ্ধিব উপবিষ্ট প্রকৃতিব সহিত সংযোগ বুঝাব।

দৃশ্য অর্থে বাহ্য দৃষ্ট হইয়াছে ও হইতে পারে। প্রকৃতি বুদ্ধিরূপে দৃশ্য হব বলিয়া দৃশ্য, আব, দৃশ্য হইলে বুদ্ধি হয় স্তববাং দুই কথাই বলা চলে।

প্রকৃতি ও পুরুষ দেশকালাতীত পদার্থ, তাহাদেব প্রকৃত সংযোগ নাই (বিবিক্ত বলিয়া), স্তববাং দৈশিক ও কালিক সংযোগ ভাষাব কল্পনীব নহে। ঐ দৃষ্টিতে কেবল প্রকৃতি ও পুরুষ যে দেশকালাতীত ও পৃথক সত্তা এইরূপ বক্তব্য, সংযোগ বক্তব্যই নহে, স্তববাং ঐ দৃষ্টিতে দৈশিক কি কালিক এইবপ প্রশ্ন উঠিতে পারে না। বুদ্ধিব সহিত সংযোগ কিন্তু কালিক সংযোগ, কাবণ, বুদ্ধি কালিক সত্তা এবং পুরুষকে বুদ্ধি কালিক সত্তা মনে কবে। তবে উহা পূর্বাশব স্বপেব সান্নিধ্যজনিত সংযোগ নহে, কিন্তু একই ক্ষণে উভয়েব অবিকল্পিতাকণ সান্নিধ্য ও সংযোগ। বুদ্ধিব সহিত সংযোগ বলিলে কিন্তু প্রকৃতির সহিত সংযোগই বলা হব, সেখানেও প্রকৃতিকে কালিক সত্তা ধরিয়া লওয়া হব।

অতএব সংযোগ যে দৈশিক নহে ইহাই প্রধানতঃ দ্রষ্টব্য, এবং উহা যে একপ্রভাবগতরূপ কালিক বা এক-স্মাধিকবণক তাহাই দ্রষ্টব্য ও বক্তব্য। (২।১৭ স্ত্রোব টীকা দ্রষ্টব্য)।

৪০। পুরুষ ও প্রকৃতির অভিকল্পনা। পুরুষ ও প্রকৃতি দেশকালাতীত বলিয়া তাহাদেব অভিকল্পনা কবিতে হইলে এইরূপ কবিতে হইবে। (অভিকল্পনাব অর্থ ৪।৩৪ টীকায় দ্রষ্টব্য)। তাহাবা ‘অগোবগীবান্’ এবং ‘মহতো মহীবান্’। ‘অণু হইতে অণু’ অর্থে দৈশিক অবববহীন। আব সহয বলিলে ঐরূপ স্থলে দেশব্যাপী মহান্ বুঝাইবে না কিন্তু অসংখ্য পবিণাম-যোগ্যতা এবং তাহাদেব দ্রষ্টব্য বুঝাইবে, তাহাই অণু হইতে অণু পমার্বেব মহান্ হইতে সহয। ঐহ অনন্ত বিতৃত ও অনন্ত-দেশকালব্যাপী বিবেব মূল ভাবকে অভিকল্পনা কবিতে হইলে বভ বা ছোট নহে এইরূপ অসংখ্য দ্রষ্টা এবং তাদৃশ কিন্তু সর্বসামান্য এক দৃশ্য স্বেচ্ছিত সহকাবে অভিকল্পনা কবিতে হইবে। ব্যাপ্তি বা বিস্তাব কল্পনা কবিলে অস্ত্রাধ্য চিন্তা হইবে। ত্রিগুণাত্মক সেই সামান্য দৃশ্য অসংখ্য বিকাবযোগ্য, সেই সব বিকাব দ্রষ্টাদেব দ্বাবা দৃষ্ট হইতেছে। দৃশ্য এক বলিয়া অসংখ্য দ্রষ্টাব দ্বাবা দৃষ্ট অসংখ্য বিকাব পবম্পব সহয। সেইজন্য দ্রষ্টাব প্রত্যক-স্বরূপ হইলেও উপদৃষ্ট জানবৃত্তিসকলেব সাধারণ (empiric) জ্ঞাত-স্বরূপ হওয়াতে পবম্পব বিজ্ঞাত হন। অর্থাৎ ‘আমি’ ছাড়া যে অস্ত্র ‘আমি’ আছে তাহাব জ্ঞান হইয়া আমিত্বদেব দ্রষ্টাবও জ্ঞান হয়। জ্ঞান ভদ্রশীল, স্তববাং ক্ষণে ক্ষণে ভদ্র হয়, কিন্তু সব দ্রষ্টাব দৃষ্ট জ্ঞানরূপ বিকার একই ক্ষণে ভদ্র হওয়া সম্ভব নহে। তাই এক ব্যক্ত জ্ঞান (অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের

জ্ঞান) অত্র অব্যক্তীভূত জ্ঞানকে ব্যক্ত কবে—যদি তাদৃশ সংস্কার থাকে। বিবেকজ্ঞানেব দ্বাবা ব্রষ্টা বিবিক্ত হইলে বা চিন্তবৃত্তি নিরোধ হইলে আর অব্যক্তীভূত জ্ঞান (নিরুদ্ধ আশিষাদি) ব্যক্ত হব না, তাহাই পুরুষের কৈবল্য।

৪১। কাল পরিণামের জ্ঞানমাত্র, আব পবিণাম অসংখ্য হইতে পাবে তাই কাল অনন্ত বিদ্বত বলিয়া কল্পিত হব। বস্তুতঃ স্বপ্নব্যাপী পবিণামই আছে; তাহাব বিকল্পিত সমাহাবই অনন্ত কাল। স্বপ্ন ব্যাপ্তিহীন; স্বভবাং মূল কাবণও তাদৃশরূপে অভিকল্পনীয়। দিক্‌ও সেইরূপ অণুপবিণামের সমাহার বলিয়া কল্পিত হব। অণুব জ্ঞান বিস্তাবহীন কিন্তু স্বপ্নে স্বপ্নে জাবমান অণুজ্ঞানেব যে বিকল্প-সংস্কারেব দ্বাবা সমাহাব তাহাই অনন্ত বিদ্বত দিক্ বা বাহ্য জ্ঞান। অণুরূপে ক্রমে ক্রমে দেখিলে দেশজ্ঞান বাহ্য বিস্তাবহীন কালজ্ঞানে পরিণত হইবে। কালের অণু বা স্বপ্নও ব্যাপ্তিহীন জ্ঞান, স্বভবাং জ্ঞানের মূল পরমার্থস্ব দেশকাল-ব্যাপ্তিহীন বলিয়া অভিকল্পনীয়।

যতদিন সাধাবণ জ্ঞান আছে ততদিন দ্বিভূত্বেব মত আমাদেব দেশকালাতীত পরমার্থকেও দেশকালান্তর্গত বলিয়া চিন্তা কবিতে হইবে। কিন্তু স্বপ্ন দার্শনিক দৃষ্টিতে বা পরমার্থ-দৃষ্টিতে উহা অজ্ঞাত্য জ্ঞানিয়া চিন্তবৃত্তিনিবোধরূপ পরমার্থ-লিদ্ধি করিতে হইবে। পরমার্থ-দৃষ্টিব সহাবে পরমার্থ-লিদ্ধি হইলে সমস্ত জ্ঞান্দিব সহিত বিজ্ঞান নিরুদ্ধ হইবে, তখন যে পদে স্থিতি হইবে তাহাই ঐক্যত দেশকালাতীত।

## পঞ্চভূত প্রকৃত কি

(প্রথম মুদ্রণ ইং ১৯১০)

১। কিছুদিন পূর্বে পঞ্চভূতের নাম ভুলিলে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ উপহাস করিতেন। তাঁহাদের ভত ঘোষ ছিল না, কাবণ সাধাবণ পণ্ডিতগণ এবং অপ্রাচীন গ্রন্থকাবগণ প্রাচীন গ্রন্থে মাটি, পেষ জল, আগুন প্রভৃতি বর্ণিতেন। এ বিষয়ে অপ্রাচীন ব্যাখ্যাকাবগণ প্রধান ঘোষী, তাঁহাদের ভূতলক্ষণ পাঠ করিলে, দেখক যে মাটিজলাদিব গুণ বর্ণনা করিতেছেন, তাহা সুপাঠ্যই অল্পভূত হয়। নব্য তাত্ত্বিকদের বুদ্ধি কোন কোন দিকে উৎকর্ষ লাভ করিলেও তাঁহাদের অনেক বাহ্য বিষয়েব জ্ঞান যে অল্প ছিল, তাহা প্রসিদ্ধই আছে। বৈশেষিক দর্শনের ব্যাখ্যাব আকাশ নীল কেন, তাহাব বিচার আছে। তাহাতে কেহ বলিলেন, চক্ষু বহু দূরে গমনহেতু প্রভাবত্ব হইয়া চক্ষু বস্তু নীলবর্ণ কনীনিকায় জয় হয়, তাহাতেই আকাশ নীল ঘোষ হয়। ইহাতে আপত্তি হইল, তবে বাহ্যদের চক্ষু পিকল তাহাবা তো আকাশকে পিকল দেখিলে। অভ্যব উহা ত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্ত হইল কি না—হৃদয়ের পূর্বত্ব ইন্দ্রনীল হবির প্রভাব আকাশ নীলবর্ণ দেখায। বাহ্য হউক, ভুলেব ছাত্রগণও জল, মাটি প্রভৃতি ভূতগণকে লঘোগ্রহ পদার্থ দেখাইয়া শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণকে বিশেষত্ব করিতে পাবে।

২। কেহ কেহ বলেন, জ্বায়েব কঠিন, তবল, আগ্নেয় (igneous), বায়বীয় এবং ঐষিবীয় অবস্থাই যথাক্রমে কিত্যাদি পঞ্চভূত। অল্প কেহ আবও উক্ত কবির্য বলেন যে, বাহ্য কঠিন তাহা কিত্তি, বাহ্য তবল তাহা অণু, বাহ্য বায়বীয় (gaseous) তাহা ভেজ, বায়ুই ঐষাব, এবং আকাশ নবোদ্ভাবিত ঐষাব অশেষাও স্বকৃত্তর পদার্থবিশেষ। বাহ্য কঠিন তাহাই মাজ যে কিত্তি, তাহা বলিলে কিত্ত শাস্ত্রলজ্জতি হয় না \*। গর্ভোপনিষদে (ইহা অপ্রাচীন ও অপ্রামাণিক বক্তৃ গ্রন্থ) আছে বটে যে, “অগ্নিন্ পঞ্চাঙ্গকে শবীবে যং কঠিনং সা পৃথিবী, যজ্জ্বলং তা আগ্নঃ, যজ্জ্বলং তত্তেজঃ, যং লক্ষণতি স বায়ুঃ, যজ্জ্বলং তৎ আকাশম্”। কিন্তু উহা শবীবেব উপাধানলব্ধীয় উক্তি। শব্, ল্পর্শ, রূপ, বল ও গন্ধ আকাশাদি ভূতের যথাক্রমে যে এই সর্ববাসিন্য়ত পঞ্চ গুণ আছে, তাহাবা উপরে উক্ত মতের গোবক হয় না। মাজ কঠিন পদার্থেব গুণ গন্ধ নহে, তবল এবং বায়বীয় জ্বায়েব গন্ধগুণ দেখা যায়। সেইরূপ তবল জ্বায়ায়াজেব গুণ বল নহে, বা উক্ত জ্বায়ায়াজেব গুণ রূপ নহে। উক্ত

\* বক্তব্য কিত্তিাদি গুণ কেবল ভাগের তারতম্যবর্তিত অবস্থানাজ। উহাতে জ্বায়েব কিছু তাত্ত্বিক ভেব হয় না। অন্যরা ভাবি তল যতাবতঃ তবল ও পৈত্য কঠিন হয়, কিন্তু গ্রীষ্মাভের লোকেরা (বাহ্যদের বরক গলাইদা জল করিতে হয়) ভাবিতে পারে তল যতাবতঃ কঠিন, তাপযায়ে তবল হয়। বক্তব্য কিত্তিাদি অবস্থা দার্শনিকদের ভূতবিভায়েব লজ্জ বেরণ তত গ্রাহ্য হয় না, বাসান্নিকদেরও সেইরূপ গ্রাহ্য হয় না।

Tylden বলেন—Elements might be divided into solids, liquids and gases but such an arrangement being based only upon accidental physical conditions would obviously be useless for all scientific purposes. (Chemical Philosophy, p. 148)

না হইলেও অনেক চক্ষুগ্রীহ দ্রব্য আছে। আলোক ও তাপ সব সময় সহজাবী নহে। পরন্তু পক্ষীকরণ ব্যাখ্যা কবিবাব সময় কঠিন-তবলাদি-বাদীদেব কিছু বিপদে পড়িতে হইবে।

শব্দলক্ষণমাকালং বায়ুস্ত স্পর্শলক্ষণঃ।

জ্যোতিষাং লক্ষণং রূপম্ আপ্যন্ত বসনলক্ষণাঃ।

ধাবিণী সর্বভূতানাং পৃথিবী গন্ধলক্ষণা।

এই ভাবত-বাক্যেব দ্বারা এবং অন্যান্য বহু শ্রুতি-স্মৃতিব দ্বারা আকাশাদি ভূতের গুণ যে শব্দাদি, তাহা প্রসিদ্ধ আছে। আব এইরূপও উক্ত হইয়াছে যে, ক্রিতির শব্দাদি গন্ধ গুণ, অশেব বসাদি চাবি গুণ, তেজ্জেব রূপাদি তিন গুণ, বায়ুব গুণ স্পর্শ ও শব্দ এবং আকাশেব গুণ শব্দমাত্র। ভূতের এই দুই প্রকার লক্ষণ পাওয়া যায়। ইহাব মধ্যে শেবোক্ত মতেই বোধ হয় কোন কোন লেখক সাধারণ মারি-জলাদিকে লক্ষ্য কবিয়াছেন।

কঠিন-তবলাদি বাহ্য দ্রব্যেব অবস্থাপককে কোন গতিকে মিনাইয়া দিবাব চেষ্টা কবিলেও, তাহার উপযুক্ত শাস্ত্রীয় ভূতলক্ষণেব সহিত কিছুতেই মিলে না। তবল পদার্থমাত্রই যদি অব্যত হয়, তাহা হইলে তাহাব গুণ কেবলমাত্র বল হইবে, অথবা তাহাব বসাদি চারিগুণযুক্ত হইবে, কিন্তু তাহাদের স্মৃতি বা অস্মৃতি গুণগুণই দেখা যায়। অতএব কাঠিষ্ঠাদিমাত্রই যে গুণভূতের লক্ষণ তাহা কখনই আদ্য শাস্ত্রকারদেব অভিপ্রেত নহে। তবে কাঠিষ্ঠাদি সহিত গুণভূতের যে সন্ধ আছে, তাহা পরে বিবৃত হইবে।

৩। গুণভূতের স্বরূপ-তত্ত্ব নির্দাশন কবিত্তে হইলে কি প্রাণী অল্পসাবে ভূতবিভাগ কবা হইয়াছে, তাহা প্রথমে জানা আবশ্যক। গুণভূত বিধেব উপাদানভূত তত্ত্বসকলেব প্রথম স্তর। লম্বাধি-বিশেষেব দ্বারা সেই ভূততত্ত্ব সাক্ষাৎকৃত হয়। সেই লম্বাধি হস্ত বিচাব কবিলে তবে গুণভূতের প্রকৃত তত্ত্ব জানা বাইবে। ভূততত্ত্ব সাক্ষাৎ কবিলে, তাহার কাবণ তত্ত্বাত্তত্ত্ব সাক্ষাৎ কবা যায়। এইরূপে ক্রমশঃ বিশেষ মূল তত্ত্বেব সাক্ষাৎ হয়। অতএব তত্ত্বজ্ঞানেব অদ্বত গুণভূতের সহিত শিল্পী ও বাসায়নিকেব 'ভূত' মিনাইতে যাওয়া নিতান্ত অজ্ঞতা। বড়ই তাপ এবং তডিং-বল প্রয়োগ কব না কেন, কখনই রূপবসাদি কাবণপদার্থে দ্রব্যকে বিশ্লেষ কবিত্তে পাবিবে না, বিশিষ্ট দ্রব্য লম্বাই গুণগুণযুক্ত দ্রব্যেব অন্তর্গত হইবে। কিঞ্চ তত্ত্ববিভাগ বিশেষ মূলতত্ত্ব-জ্ঞানেব অদ্বত। অতএব বাসায়নিকেব 'ভূতের' সহিত তাত্ত্বিক 'ভূতের' সন্ধ নাই, বাসায়নিক ভূত শিল্পাদিভ জ্ঞত প্রয়োজন, আব তাত্ত্বিক ভূত তত্ত্বজ্ঞানেব জ্ঞত প্রয়োজন, তদ্বাবা রূপবসাদিও কারণ কি, তাহা সাক্ষাৎ করা যায়।

৪। ভূতসকলের প্রকৃত লক্ষণ যথা, আকাশ—শব্দময় জড় পরিণামী দ্রব্য, তরুণ বায়ু, তেজ, জল ও ক্রিতি যথাক্রমে স্পর্শময়, রূপময়, বসময় ও গন্ধময় জড় পরিণামী দ্রব্য। জড়ত্ব ও পরিণামি শব্দাদি সহচর বৃত্তিতে হইবে, বাহ্য লক্ষণ শব্দস্পর্শাদি গুণগুণময় \*। সেই এক এক গুণের যাহা

\* সর্বপ্রকার বাহ্য দ্রব্যেই গুণগুণ আছে; তবে ঐ গুণসকল কোনও দ্রব্যে স্মৃতি এবং কোন দ্রব্যে অস্মৃতি। অনেক মনে কবনে যে, কঠিন, তরল ও বায়বীয় দ্রব্যেই গুণগুণ আছে ইধিবীয় দ্রব্যে নাই, কিন্তু বাস্তবিক ভাৱা নহে। শব্দ বর্ণন নির্দিষ্ট সময়েব নির্দিষ্ট সংখ্যক বস্পনমাত্র, তবল তাহা ইধানেও অবশ্য সম্ভব হইবে। ইধার কল্পনা কবিলে তাহাতে শব্দের মূলভূত কল্পনও অবশ্য কল্পনীয় হইবে। আমবা বায়ুমূত্রে নিযজিত থাকাতে আমদেব কর্প হুল বায়বীয় কল্পনই মনে প্রাপ্ত কবিত্তে পারে। কোন স্থান বায়ুভূত কবিত্তে থাকিলে যে তাহাতে শব্দ কবিত্তে থাকে, তাহার কাবণ বায়ুর বিরলতাহে

গুণী, তাহাই হৃত। হৃতবিভাগ জানেন্মিষেব গ্রাহ্য, কর্মেন্মিষেব নহে, অর্থাৎ এক 'ভাঁড়' আকাশহৃত অথবা বায়ুহৃত পৃথক্ কবিবা ব্যবহার করিবার অযোগ্য। তাহা বা যেখানে পৃথক্ভাবে উপলব্ধ হয় তাহা বুঝিবার জন্য হৃততত্ত্ব-সাক্ষ্যকাব্যেব স্বরূপ এবং প্রণালী জানা আবশ্যক। ('তত্ত্বসাক্ষ্যকাব্য' দ্রষ্টব্য)।

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, সমাধিব দ্বারা কোন বিষয় বিজ্ঞাত হওয়াব নাম 'সাক্ষ্যকাব্য' বা 'চৈব জ্ঞান'; অতএব রূপ-বিবক্ষক সমাধি কবিলে, তাহাকে 'ভেদভুক্ত-সাক্ষ্যকাব্য' বলা যাইবে। হৃতবাং ভেদোক্তেব প্রকৃত স্বরূপ 'কণময়' বাহ্য নস্তা হইল। অন্ত্যস্ত হৃত নহেও ঐক্য।

৫। এইরূপে ইন্দ্ৰিয়ের কৌশলেব দ্বারা হৃতসকল পৃথক্ পৃথক্ কবিবা বিজ্ঞাত হইতে হয়। হৃতবিব দ্বারা ভাস্কর্য্য হৃতপণ পৃথক্ কবিবােব যোগ্য নহে। হৃতবিব দ্বারা ব্যবহার্য্য তাহাব নাম ভৌতিক। বৈদ্যভিত্তিকপণেব পৃথক্ হৃত মহাহৃত হইবা কতকাংশে তুল্য। ভৌতিক দ্রব্যে ক্রিয়া ও অভ্যাস নহে শব্দাদি পঞ্চগুণ সর্কারীভাবে বিলিত।

কঠিন-তবলাদি অথবা শীতোষ্ণেব জ্ঞান আশেখিক। উত্তাপ ও চাপেব ভাবতমাই কঠিনতাদিবা কাব্য। অনেক কঠিন দ্রব্য হাইড্রুলিক প্রেসেব চাপে তবলেব জ্ঞান ব্যবহার্য্য কবে, সেইজন্য বৃহৎ তুবাব-কূপেব নির ভাগও তবলেব জ্ঞান ব্যবহার্য্য কবে। বাহ্য সামান্য উত্তাপে অথবা চাপে আকাব পরিবর্তন কবে না তাহাকেই আমবা কঠিন বলি; আবহা আকাব পরিবর্তন কবে তাহাকে তবলাদি বলি, শব্দীবাশেখা অধিক তাপ হইলে যেমন উষ্ণ এবং কম তাপ হইলে যেমন শীত বলি, কিন্তু উভয়েব মধ্যে যেমন ভাস্কর্য্য প্রভেদ নাই, কঠিন-তবলাদিব পক্ষেও তদ্রূপ।

৬। যদিও হৃততত্ত্ব স্বরূপতঃ কেবল জ্ঞানেন্মিষ-গ্রাহ্য, তথাপি ভৌতিক-ভাবে গৃহীত হইলে ('হৃতজ্ঞান' নামক যোগোক্ত পঞ্চমে ভৌতিকভাবে গৃহীত হয়), কাঠিন্য-ভাবল্যাদিব সহিত কিছু নহে থাকে। গন্ধজ্ঞানের স্বরূপ এই যে—নালাব গন্ধগ্রাহী অংশে স্নেহ দ্রব্যের স্ফুটনশেব বিলম্ব। যদিও নালাব গ্রাহক্যাংশ ভরলব্ধ্যে অবলিভ থাকে ও স্নেহ কণা তাহাতে নিবল্লিভ হইবা যায়, কিন্তু সামান্য উপঘাতজনিত ক্রিয়াবাতীত তথায় অন্য কোন বাসাবনিক ক্রিয়া হয় না বা সামান্যই হয় ('প্রাণতত্ত্ব' দ্রষ্টব্য) কিন্তু বলজ্ঞানেব সময় প্রত্যেক বস্তু দ্রব্যই তবলিত হইবা বাসনযন্ত্রে বাসাবনিক

শব্দভরলব্ধ উচ্চাচতা (amplitude) ক্রিয়া বাজরা। তাহা বিকল বাহুতে প্রবণ-যোগ্য কম্পন উৎপাদন করিতে হইলে শব্দোৎপাদক দ্রব্যেরও বৃহৎ বৃহৎ কম্পন আবশ্যক। Radiophone বা Telephotophone-নামক যন্ত্রের দ্বারা প্রকারান্তরে আলোক-বিস্তার কম্পনে শব্দ ব্রত হয়। তাহাতে সূত্র সূত্র আলোক ও তড়িৎ তরঙ্গসকলকে কৌশলে শব্দভরলব্ধ পরিণামিত করা হয়। এখন ইহা সামান্য ব্যাপার হইয়াছে।

অনেক প্রকার বায়বীয় দ্রব্যও বহুতাহেতু সামান্যতঃ নমনশীল হয় না। তাহারা বর্ণীকৃত হইলে (যেমন তরলিত বায়ু) বা উত্তপ্ত হইলে 'স্ট্র-কম্পন' হয়। বস্তুতঃ সামান্য বায়ু আলোক-বোধক বলিয়া তাহারও এক প্রকার রূপ (দর্শন-যোগ্যতা) আছে, যেমন মদল প্রেরে বায়ু। সেইরূপ বহু প্রকার বায়বীয় দ্রব্যের বায়ু-বস্তুও 'স্ট্র' জানা যায়। তবে কতগুলি বায়বীয় দ্রব্যের বায়ু-বস্তু আনাদের ইন্দ্ৰিয়ের প্রকৃতি অনুসারে 'স্ট্র' নহে, যেমন সামান্য বাতাস। নিবস্তর সম্পর্কেই উহার বিশেষ গন্ধ অনুভূত হয় না, যেমন নিবস্তর তীর পদ বোধ করিলে কিছুকাল পরে তাহার আর বোধ হয় না, সেইরূপ।

লিখিতে সামান্যনিক ক্রিয়া উৎপাদন করা যখন বস্তুজ্ঞানের হেতু এবং বাসাতে হস্ত কণা সম্বোধন যখন পঞ্চজ্ঞানেব হেতু, তখন সমস্ত বাহ্য দ্রব্যে গন্ধ ও রস-যোগ্যতা অনুভূত হইতে পারে। তবে আনাদের ইন্দ্ৰিয়ের গ্রহণ কবিবা সামান্য সর্বক্ষেত্রে না থাকিতে পারে। অতএব বাহ্য দ্রব্যসকলের সমস্তই পৃথক্ভাবে পঞ্চগুণগামী হইল। হৃতবাং কেবল শব্দময় দ্রব্য বা 'শব্দময়' দ্রব্য বা 'কণাদি' দ্রব্য পৃথক্ ভাওঁকত করিয়া ব্যবহার্য্য করিবার সম্ভাবনা নাই।

ক্রিয়া উৎপাদন করে। কঠিনকণোচিত্ত-উপঘাত-সাধ্য বলিয়া প্রায়শঃ কঠিন দ্রব্যেই গন্ধ গ্রাহ্য। সেইরূপ তবলিত দ্রব্যই বস্ত্র হব বলিয়া প্রায়শঃ তবলেই বসগুণ অশ্বেত্ত। আব উক্ততা বহুশঃ আলোকের উদ্ভাবক বলিয়া অত্যুৎকৃষ্ট দ্রব্যেই রূপ অশ্বেত্ত। নীতোকরূপ স্পর্শগুণ প্রণামিষ বা চলনে অশ্বেত্ত এবং সর্বতোমুখি বা অনাবৃত্ততাবেই বিশ্বভ্যঃ-প্রসারী শব্দগুণ অশ্বেত্ত। ভূতজ্বী যোগিগণ দ্রব্যের ঐ সকল গুণের দ্বারা ভৌতিক দ্রব্যকে আয়ত্ত করেন। এইরূপে কাঠিষ্ঠাদি বস্তু সহিত কিছু সম্বন্ধ থাকতেই সাধারণ লোকে মাটি-মুলাদিকেই ভূতভগ্ন মনে করে।

৭। কোন কোন ব্যক্তি মনে করিবেন ‘শব্দাদিরূপ’ পঞ্চবিধ ক্রিয়াকেই ভূত বলা হইল, পাচ রসের ‘জড় পদার্থ’ বা ‘ম্যাটাৰ’ কোথায়? তাহাদিগকে জিজ্ঞাস্য ‘ম্যাটাৰ’ কি? যদি বল, বাহ্যিক ভাব আছে, তাহাই ‘ম্যাটাৰ’, কিন্তু ভাবও ‘পৃথিবীর দিকে গতি’-নামক ক্রিয়া। যদি বল, বাহ্য আশ্রয় ইন্দ্রিয়ের উপর ক্রিয়া করে (acts simultaneously upon our senses) তাহাই ‘জড় দ্রব্য’; কিন্তু কাহাৰ ক্রিয়া হয়? ক্রিয়াৰ পূর্বে তাহা কিরূপ? অবশ্যই বলিতে হইবে, তাহা অচিন্তনীয়। অতএব এই অচিন্তনীয় পদার্থ এক কি পাঁচ তাহা বক্তব্য নহে।

৮। বাহ্য দ্রব্য, বাহ্যিক গুণ শব্দাদি, তাহা স্বরূপতঃ যে কি তাহা এইরূপে বুঝিতে হইবে। পূর্বে দেখান হইয়াছে যে ভূতসকল শব্দাদি-গুণক, ক্রিয়া বা পরিণাম-ধর্মক ও কাঠিষ্ঠাদি জড়াদর্শক দ্রব্য। ভূতসকল ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠানরূপে ও ইন্দ্রিয়-বাহ্যে আছে। ইন্দ্রিয়বাহ্য ভৌতিক ক্রিয়া হইতে অথবা ইন্দ্রিয়ের স্বগত ক্রিয়া হইতে ইন্দ্রিয়-মধ্যে শব্দাদি জ্ঞান, শব্দাদির পরিণাম জ্ঞান ও জড়ের জ্ঞান হয় এবং ঐ দ্বিবিধ ভাব অবিনাশাবী, স্থতরাং জ্ঞান, ক্রিয়া ও জড় অবিনাশাবী। অতএব গ্রাহকৃত প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি-স্বভাবের দ্রব্যই সামান্যতঃ সূত্র ও সূত্রভূত হইল। ম্যাটাৰ বা জড় পদার্থ বলিলে তাহার যদি কিছু অর্থ থাকে তবে বলিতে হইবে ম্যাটাৰ প্রকাশ, কার্য ও ধর্ম-গুণক দ্রব্য, ইহা ছাড়া অন্য অর্থ হইতে পারে না। ‘অজ্ঞেয়’ বলিলেও ঐ তিন জ্ঞেয় ভাবকে অভিজ্ঞান করিতে পারিবে না, এবং উহা ছাড়া আব কিছু জ্ঞেয় কথনও পাইবে না। অতএব গ্রাহকৃত প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি-স্বভাবের দ্রব্যই যে সূত্র ও সূত্রভূত ইহা সম্যক্ দর্শন। প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতির এক দিক্ গ্রাহ্য এবং অন্য দিক্ গ্রহণ। গ্রহণের দিকে ভূতভগ্নাদ্রব্যের কাবচক ধর্মী অস্তিতা \* আব গ্রাহকের দিকে দেখিলে প্রকাশাদি-স্বভাবের গ্রাহ্য দ্রব্যই ভূত ও ভগ্নাদ্রব্যের বাহ্যমূল। জড়-বিশেষের দ্বারা নিয়মিত ক্রিয়া-বিশেষ হইতে উদ্ভাটিত প্রকাশই শব্দাদিজ্ঞান।

প্রকাশ হইতে প্রকাশ, ক্রিয়া হইতে ক্রিয়া এবং জড় হইতে জড় হয় এবং তাহাৰা পৰস্পরকে প্রকাশিত অথবা উদ্ভাটিত অথবা নিয়মিত করে, এ বিষয়ে ইহাই সত্য ও সম্যক্ দর্শন। ইহা ছাড়া অন্য কিছু বলিলে অসম্যক্ কথা বা জ্ঞেয়কে অজ্ঞেয় বলা-রূপ ও অবস্তব্যকে বস্তব্য কবা-রূপ অযুক্ততা আসিবে।

৯। শব্দরূপাদি বাহ্য দ্রব্যের ‘ক্রিয়া’ এইরূপ বলিলেও সেই দ্রব্যের একটা ধাবণা করা অপরিহার্য হইবে, কিন্তু কোন গুণের দ্বারা তাহাৰা ধাবণা করিবে? কঠিন-তবলাদি জড়তা-ধর্মক কোন দ্রব্য বলিলে সেই দ্রব্যকেও শব্দরূপাদিসমূহ এইরূপ ভাবে ধাবণা করিতে হইবে। এইরূপে শুধু ক্রিয়া বা

\* আমাদের শব্দাদিজ্ঞান আমাদের মনের পরিণাম, স্থতরাং তাহা আমাদের অস্তিতানুলক, আর শব্দাদি জ্ঞানের যে বাহ্য হেতু আছে তাহাও বিরাট পুরুষের শব্দাদি জ্ঞান বা অভিনান। অতএব ভূতাদি পদার্থই দিকেই অভিনান।  
২১৯ (৫)

তথু শব্দ-রূপাদি বা তথু তাবল্য-বাববীয়তাদি-অভ্যুতাব ধাবণা হয় না বলিয়া উহাবা ( ক্রিয়াধর্ম, শব্দাধর্ম ও জাভ্যধর্ম ) অত্রোক্তাভ্য। উহাদের মূল অবেষণ কবিত্তে হইলে স্তব্যাং ঐ ত্রিবিধ ধর্মক অব্যবহী মূল অবেষ্ট হইবে। তাহা গ্রাঙ্-ভূত প্রকাশ-ক্রিয়া-স্থিতি ছাড়া আব কিছু বলার উপায় নাই। সেই সর্বসামান্য প্রকাশেব ভেদ নানা শব্দাদিজ্ঞান ও শব্দতরাজাদিজ্ঞান। সেইরূপ সেই সামান্য ক্রিয়াব ভেদে শব্দরূপাদি ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ উদ্ঘাটিত হয় ও তাবৃশ স্থিতিব ভেদ হইতে কাঠিগাদি নানাবিধ অভ্যতা হয়।

অভ্যএব প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতিই ত্রব্য, বাহ্যাব বিশেষ বিশেষ অবস্থা শব্দাদিজ্ঞান বা ক্রিয়া বা কাঠিগাদি জাত্য। ঐই সাংখ্যীয় ভূত-বিভাগে বে কোন কাল্পনিক বা ‘থবে লঙবা’ ( hypothetical ) বা ‘অভ্যেব’ মূল স্বীকাব কবিত্তে হয় না তাহা ত্রষ্টব্য।



## মস্তিষ্ক ও স্বতন্ত্র জীব

১। মন, বুদ্ধি, আনন্দ প্রভৃতি আন্তর্য ভাবসকলকে বাহ্যিক কেবল মস্তিষ্কের ক্রিয়ামাত্র বলেন, বাহ্যিকের মতে মস্তিষ্ক বা শরীর হইতে পৃথক স্বতন্ত্র জীবের সত্তা নাই, তাহাদের পক্ষ কতদূর সঙ্গত এবং সমগ্র আন্তর্যিক ক্রিয়াকে বুঝাইতে সমর্থ কি না, তাহা এই প্রকরণে বিচার্য। তৎক্ষণ্য প্রাথমিক মস্তিষ্কবাদীদের সিদ্ধান্ত উপনিবন্ধ করা যাইতেছে।

সমস্ত শারীরিক ক্রিয়ার মূলশক্তি আয়ুর্বাভূতে (nerve-এ) অধিষ্ঠিত। আয়ুসকল দুই প্রকার, কোষরূপ (cells) ও তন্তুরূপ। তন্মধ্যে কোষসকলই স্নায়বিক শক্তির মূল অধিষ্ঠান, তন্তুসকল কোষোদ্ভূত ক্রিয়ার পরিচালক যন্ত্র। কসেরিকা মজ্জা (spinal cord) ও মস্তিষ্ক সমগ্র আয়ুর্মাণ্ডলকে কেন্দ্র-স্বরূপ (central nervous system)। এই প্রবন্ধে চিন্তা লইয়াই বিচার সাধিত হইবে বলিয়া অন্যান্য শারীরিক শক্তির অধিষ্ঠান ত্যাগ করিয়া চিন্তার অধিষ্ঠান-স্বরূপ মস্তিষ্কের বর্ণনা-প্রয়োজনীয় বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

মস্তিষ্ক প্রধানতঃ স্নায়ুতন্তু ও স্নায়ুকোষের সমষ্টি। মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষসকল দুই ভাগে বিভক্ত, এক ভাগ মস্তিষ্কের নিম্নে অবস্থিত (basal ganglia) এবং আর এক ভাগ বাহিরেব চতুর্দিকে খোলায় মস্তিষ্ক (cortical cells)। স্নায়ুতন্তুসকলের ক্রিয়া দুই প্রকার, অন্তঃপ্রেরণ ও বহিঃপ্রেরণ (afferent ও efferent)। অন্তঃপ্রেরণ স্নায়ুসকল বোধবাহী, আর বহিঃপ্রেরণ স্নায়ুগুণ ইচ্ছা বা ক্রিয়াবাহী। সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় হইতে অন্তঃপ্রেরণ স্নায়ুসকল প্রথমে মস্তিষ্কের নিম্নস্থ কোষতবে মিলিয়াছে, পবে তাহা হইতে স্নায়ুতন্তু পুনঃ উপবেব কোষতবে গিয়াছে। ইচ্ছাবাহী স্নায়ুতন্তুসকল সেইরূপ উপবেব কোষতবে হইতে আনিয়া নিম্নেব কোন (স্থলবিশেষে একাধিক) কোষতবে মিলিয়া পবে চালকযন্ত্রে গিয়াছে। বুদ্ধির, বানবাহি প্রাণীর শিরঃকণাল খুলিয়া মস্তিষ্কের উপরিস্থ কোষতবে বৈজ্ঞানিক উদ্বেক-বিশেষ প্রদান করিলে হস্তাধিক ক্রিয়া হব দেখিয়া, এবং মহত্ত্বের ক্ষমতা মস্তিষ্কের ক্রিয়া দেখিয়া, উক্ত কোষতবকে জ্ঞান-কোষের প্রধান কেন্দ্র বলিয়া জানা যায়। ('প্রাণতত্ত্ব' ২য় চিত্র দ্রষ্টব্য)।

মস্তিষ্কের উপরিস্থ কোষতবে চিন্তাহীন এবং নিম্নেব কোষতবে আলোচন জ্ঞান ও অসমঞ্জস (inco-ordinated বা co-ordinated-এব পূর্বেব) ক্রিয়ার কেন্দ্র। শুধু জ্ঞানেন্দ্রিয়ার দ্বারা যে নাম-স্মৃতি-স্মরণশক্তি জ্ঞান হব, তাহাই আলোচন জ্ঞান (sensation)। মনে কব ভূমি এক পুং দেখিতেছ, চক্ষুর দ্বারা ভূমি কেবল তাহার লাল রূপ ও আকারমাত্র জানিতে পাঁব; তাহাই আলোচন জ্ঞান। পবে 'ইহা গোলাপ ফুল' এইরূপ যে জ্ঞান হব, তাহার নাম প্রত্যক্ষ প্রমাণ (perception)। ঐরূপ অনুমানও এক প্রকার প্রমাণ। প্রমাণ (perception ও apperception), চেষ্টা (—সংকল্প বা conation + কল্পনা বা imagination + অবধান বা attention), বৃত্তি (retention) প্রভৃতিব নাম চিত্ত। এক একটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ণেন্দ্রিয় হইতে প্রাপ্ত বিষয়সমূহকে অভ্যন্তরে মিলাইয়া মিশাইয়া ব্যবহার করাই চিন্তার স্বরূপ হইল, চিন্তার এবং আলোচন জ্ঞানের স্থান প্রকিয়া-বিশেষের দ্বারা জানা।

যা। যদি মস্তিষ্কের উভয় স্তরের দ্ব্যধিক সংযোগ (intracerebral fibres) বিচ্ছিন্ন হয়, অথবা উপরেব কোষের অপসৃত কবা যায়, তবে এক প্রকার রূপবোধের জ্ঞান হয় বটে, কিন্তু তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ (apperception) হয় না। সেইজন্য এক প্রকার aphasia বা অবাক্যবোধ-বোগে রোগী কথা শুনিতে পার, কিন্তু বুঝিতে পারে না। M Foster বলেন—, "We may speak of two kinds of centres of vision, the primary or lower visual centre—and the secondary or higher visual centre supplied by the cortex of the occipital region of the cerebrum" (Physiology, Vol. iii, p. 1168)। মস্তিষ্কের উপরিব কোষের বা চিত্তস্থান নামা অংশ (areas) বিভক্ত। এক এক অংশ এক এক ইন্দ্রিয়ের বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নিম্ন-রূপ। উচ্চ প্রাণিতে সেই অংশ (area)-সকল পরস্পর অন্যত অংশে দ্বারা ব্যবহৃত। "The several areas are more sharply defined and what is important to note, the respective areas tend to be separated from each other..." (Foster's Physiology, Vol. iii, p. 1128)।

২। যখন মস্তিষ্কে বৈজ্ঞানিক শক্তিপ্রয়োগে হস্তপদাদি চলে এবং রূপাদি আনোয়ক দৃষ্ট হয়, তখন তাহাতে অভ্যর্থনা কলন যে, আমাদের সন্থ আনিব মস্তিষ্কে অভ্যর্থনাসম্পন্ন ক্রিয়ামাত্র, মস্তিষ্কে অতিবিস্তৃত স্বতন্ত্র জীব নাই। এই বাহ যে অপসৃত, তাহা আমবা নিজে দেখাইতেছি।

(১ম) মস্তিষ্কে বৈজ্ঞানিক শক্তি প্রয়োগে হস্তপদাদি সঞ্চালিত হয় দেখিবা এই মাত্র জ্ঞান যায যে, স্নায়ুকোষে কোনরূপ উত্তেজনা (impulse) হওয়া প্রযোজন; তদ্বৎ-শক্তির দ্বারা তাহা ঘটে, কিন্তু ইচ্ছা-শক্তির দ্বারাও কোষে সেই উত্তেজনা উদ্ভূত হয়। স্নায়ুকোষে তদ্বৎপ্রয়োগে হস্ত উঠে বটে, কিন্তু ইচ্ছা না উঠিতে পারে। কোন কোন উচ্চ শ্রেণীর বানবেব শিবকপালে হস্ত ছিন্ন কবিয়া তদ্ব্য দিয়া তাড়িত উত্তেজনা প্রদান কবিলে, বানবেব হস্ত তাহা অজ্ঞাতভাবে উঠে। বানব আশ্চর্য্যবিত হইয়া যায়, কেন হস্ত উঠিতেছে, তাহা শিব কবিত্তে পারে না।

কিঞ্চ একাধ-বিশেষের আবিষ্ট অস্বভাব, বাহির প্রভৃতিতে এবং মেসমেবাইজ কবিয়া negative hallucination \* উৎপাদন কবিলে (এক কথা suggestion-দ্বারা) আবিষ্ট ব্যক্তির আত্ম-বাহিরাদি আনিতে পারে। ইন্দ্রিয়াদি কোন বিকার অবস্ত এক কথায় হয় না, কিন্তু তাহা না হইলেও মানসিক দাবণাবশতঃ আবিষ্ট ব্যক্তি রূপাদি বাহ্য উত্তেজ (stimulation) পাইলেও তাহা তদ্বৎ মানসিক ভাব জন্মায় না। মনে কব, এক ব্যক্তিকে আবিষ্ট কবিবা বলিলে, 'তুমি এই ভাস দেখিতে পাইবে না', তাহাতে তালেব যে শিষ্ট তখন তাহা দিকে থাকিবে, সে সেই শিষ্ট-মাত্র দেখিতে পাইবে না, অস্ত শিষ্ট দেখিতে পাইবে। তাহা হাতে ভাস দিয়া ঘূবাইতে বল, সে ঘূবাইতে ঘূবাইতে একবা দেখিতে পাইবে, একবা দেখিতে পাইবে না। এইরূপ হলে আলোকিত উত্তেজ থাকিলেও কেবল মানসিক দাবণাবশতঃ দৃষ্টি ঘটে না। স্বতঃপ্রবর্তন-শক্তি যে কেবল দার্শনিক স্নায়ুগত নহে, কিন্তু তদ্ব্যবসায় স্বতন্ত্র মনোগত, তাহা স্বীকার হইবা পড়ে। অন্তঃপ্রবর্তন শক্তি সত্যক্ষেপে এই যুক্তি প্রযোজ্য।

\* আবিষ্ট ব্যক্তি আবেশের আকার যখন বিভ্রান্ত প্রত্যক্ষানিতে পারে না, তখন তাহাকে negative hallucination বলে, আর যখন অবিক্রান্ত কোন শব্দকথা আনিতে পাকে তখন তাহাকে positive hallucination বলে।

(২য়) জড়বাদীদের সিদ্ধান্তে মস্তিষ্কে যে অংশে ক্রিয়া হয়, তন্নিবন্ধিত অঙ্গাদি সক্রিয় হয়। মনে কর, হস্ত চালনা কবিবার সময়ে মস্তিষ্কেব এক অংশ সক্রিয় হইতেছে, পূর্বক্ৰমে পদ চালনা কবিবার ইচ্ছা কবিলে পদনিষামক অংশে ক্রিয়া হইবে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, মস্তিক (মস্তিক কেন, সমস্ত শরীরই) পৃথক পৃথক কোষসমষ্টি, এক্ষণে বিচার্য এই যে, হস্ত চালনাব কেন্দ্র হইতে পদকেন্দ্রেব কোষে কিরূপে ক্রিয়া হয়? যদি বল, ক্রিয়া পরিচালিত হইয়া যায়, তাহা হইলে ব্যবহৃত অংশসকলেও ক্রিয়া হইবে, (যেমন দুই অংশে দুই electrode দিলে ব্যবহৃত অংশসকলও সক্রিয় হইয়া গবীবে epileptic fit-এর মত ক্রিয়া উৎপাদন কবে), কিন্তু সেইরূপ ক্রিয়া দেখা যায় না।

যদি বল, এক অংশেব ক্রিয়া ধামিবা বাইবা ভিন্ন অংশে নূতন ক্রিয়া উদ্ভূত হয়, তাহাতে শব্দা আসিবে এক কোষেব ক্রিয়া নিবৃত্ত হইবা বিনা হেতুতে অথবা সংক্রমণে কিরূপে অল্প এক কোষে ক্রিয়া হইবে? যদি বল, সর্বত্র যে অক্ষুট বোম আছে তৎপূর্বক এক কোষ হইতে ভিন্নক্রিয়াকারী আব এক কোষে ক্রিয়া সংক্রমিত হয়। তাহাতে এক কোষেব ক্রিয়া নিবৃত্ত কবিবা দূবহ আব এক কোষেব ক্রিয়া উত্তীর্ণিত কবিতো পাবে—এইরূপ সর্বকোষব্যাপী এক উগবিহিত শক্তি (অর্থাৎ জীবের) সত্তা স্বীকার কবা ব্যতীত কিছুতেই সম্বলিত হয় না। যেমন টাইপ-রাইটার যন্ত্রেব key-board হইতে স্বতন্ত্র হাতরূপ শক্তি থাকতে যথাভীষ্ট লিখন-ক্রিয়া সিদ্ধ হয়, তক্রূপ।

কোন কোন ক্ষেত্রে (যেমন ডেকেব) স্রুপিগুকে শবীব হইতে বিচ্ছিন্ন কবিবাও তাহাব ক্রিয়া চালান যায় এই উদাহরণে কেহ কেহ স্বতন্ত্র জীবের অস্তিত্ব স্বীকার কবিন না। এ বিষয়ের মীমাংসা 'প্রাগতর্থে' ঐষ্টব্য।

(৩য়) স্মৃতিবোধ কেবল মস্তিষ্কেব ক্রিয়াবাহেব দ্বাবা কোনক্রমেই সম্বলিত হয় না। কোন এক জ্ঞান যদি মস্তিষ্কেব ক্রিয়া বা আণবিক প্রচলনমাত্র হয় তবে সম্বন্ধে তাদৃশ এক ক্রিয়াব পুনরুৎপত্তি হওয়া স্মৃতিবোধেব স্বরূপ হইবে। কিন্তু কি হেতুতে কালান্তবে বর্তমানের অল্পরূপ এক ক্রিয়া উঠিবে তাহা কেহই নির্দেশ কবিতো পাবেন না। যে হেতু হইতে বর্তমানে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, তাহা না থাকিলেও ভবিষ্যতে তদ্রূপ ক্রিয়া উৎপন্ন হইবাব উদাহরণ সমগ্র বাহু অভ্রঙ্গতে কোথাও দেখা যায় না, কিন্তু স্মৃতিতে তাহা হয়। যদি বল অক্ষুটিত (undeveloped) কটোগ্রামেব মত উহা মস্তিকে থাকে, পবে চেষ্টা-বিশেষেব দ্বাবা উদ্ভূত হয়, তাহাতে দ্বিজ্ঞান—সেই অক্ষুট চিত্র থাকে কোথাব? অবশ্য বলিতে হইবে মস্তিষ্কেব স্রাব্যকোষে। তাহাতে দ্বিজ্ঞান হইবে—প্রত্যেক জ্ঞানেব চিত্র কি পৃথক পৃথক কোষে থাকে অথবা একই কোষে বহু বহু চিত্র স্রুত থাকে? তদন্তবে যদি বল পৃথক পৃথক কোষে থাকে, তাহাতে এত স্রাব্যকোষ কল্পনা কবিতো হয় যে, তাহা বস্তুতঃ থাকিবাব সম্ভাবনা নাই। কিন্তু তাহাতে নিত্য নূতন বহু বহু কোষেব উৎপাদন এবং বাহাব পবমায়ু অধিক তাহাব মস্তিষ্কেব কোষবহুলতা প্রভৃতি নানা দোষ আসে।

আর যদি বল একই কোষে বহু বহু স্মৃতিচিত্র নিহিত থাকে, তাহাতে অনেক দোষ হয়। মস্তিষ্কেব ক্রিয়া অর্থে, জড়বাদ প্রসঙ্গাবে, আণবিক চলন বা ইতস্ততঃ স্থান পরিবর্তন বলিতে হইবে, প্রত্যেক জ্ঞান যদি তাহাই হয়, তবে এক কোষে (বা কোষপুঞ্জ) ঐরূপ বহু বহু আণবিক ক্রিয়া হইতে থাকিলে তাহাব ঐরূপ সাংস্কর্ষ সংঘটিত হইবে যে, কোন এক জ্ঞানেব স্মৃতি একেবাবেই হ্রস্ব হইবা পড়িবে। একটুকটোগ্রামেব উপর যদি অনবরত বহু চিত্র ফেলা (exposure দেওয়া) যায় তবে তাহাব ফল যাহা হয় ইহাবও তক্রূপ পরিণাম হইবে।

এই প্রশ্ন পৃথক ও স্বতন্ত্র মনে শ্রুতি উপচিত থাকে, এবং স্বপ্ন-কালে তাদৃশ অভৌতিক-বস্তু মনে বাবা প্রেরিত হইয়া তাহাব যন্ত্রভূত মস্তিষ্কে অল্পরূপে ক্রিয়া উৎপাদন করে, এই মত স্বীকার ব্যতীত গত্যন্তর থাকে না।

(৪র্থ) শ্রুতি হইতে মস্তিষ্কের পৃথকতাব আবও বিশেষ প্রমাণ আছে। মস্তিষ্কবিকৃতি ও শ্রুতি-বিকৃতি যে সমস্ত নহে, তাহা বোমবিশেষ পৰ্যবেক্ষণ কবিসাও প্রমিত হইতে পাৰে। Amnesia বা শ্রুতিনাশ বোগে কখন কখন জীবনের কোন এক ব্যবস্থিত কালের শ্রুতি লোপ হইতে দেখা যায়। নিম্নে তাহাব এক উদাহরণ দেওয়া হইতেছে। Myer's Human Personality গ্রন্থে ১ম খণ্ড ১৩০ পৃ. সবিশেষ লেখা। মাদাম ডি নারী একটি স্ত্রীলোককে কোন ছুট লোক দিখা কবিসা তাহাব দামী মবিসা দিখাছে বলিয়া জ্ঞান দেখায়। তবে ও শোকে তাহাব এইকণ জ্ঞান মনঃপীড়া হইয়াছিল যে, তৎকালে তাহাব শ্রুতিব বিকৃতি সম্ভবিত হব। সে সেই ঘটনাব ছব সন্ধ্যাহ পূৰ্ব পৰ্যন্ত কোন ঘটনা স্মরণ কবিতে পাবিত না, কিন্তু সেই ঘটনাব ছব সন্ধ্যাহে পূৰ্বে বাহা অল্পজ্ঞান কবিসাছিল তাহা সমস্ত স্মরণ কবিতে পাবিত। অর্থাৎ ২৮শে আগষ্ট তারিখে তাহাব মনঃপীড়া হটে, কিন্তু সে ১৪ই জুলাই তারিখ পৰ্যন্ত কিছুই স্মরণ কবিতে পাবিত না, ১৪ই জুলাইয়েব পূৰ্বকাব ঘটনা স্মরণ কবিতে পাবিত। ইহা 'জন্মবাসেব' দাবা কিল্পে মীমাংসিত হইতে পাৰে? ওক পীড়ান তাহাব মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া সেই ঘটনাব পৰ হইতে তাহাব শ্রুতি যে বিকৃত হইতে পাৰে, ইহা কোন ক্রমে জন্মবাসেব দাবা বুঝা যায়, কিন্তু ছব সন্ধ্যাহ পূৰ্বকাব পৰ্যন্ত শ্রুতি কেন লোপ হইবে, এবং তৎপূৰ্বকাব শ্রুতিই বা কেন থাকিবে? এই পূৰ্বশ্রুতি মস্তিষ্কে কোন্ কোবে উদিত হয়? বৰ্তমান-বিবয়ক শ্রুতি মাদামেব উদিত কবিসাব সামর্থ্য নাই তাহাবা অতীত-বিবয়ক শ্রুতি কিল্পে উদিত কবিলে? যদি বল, মস্তিষ্কেব পৃথক অবিকৃত অংশে সেই পূৰ্ব শ্রুতি আছে, তাহা হইলে বলিতে হইবে, এক এক কালে মস্তিষ্কেব এক এক অংশে শ্রুতি উপচিত হয়, তাহাতে প্রতিকূলভাবে এক এক অভিনব কোষপুঞ্জ শ্রুতি সঞ্চিত হইয়া বাইতেছে বলিতে হইবে। কিন্তু তাহা যে অসম্ভব তাহা পূৰ্বেই প্রমাণিত হইয়াছে।

ইহাতে লিখ হব—এ বোগ চিন্তেব, শুধু মস্তিষ্কেব নহে। চিন্তেব সত্তা কালিক, দৈনিক নহে। মনোবৃত্তি ও মানসক্রিয়া অদেবব্যাপী অর্থাৎ চিত্ত কখন পৰ কণ ব্যাপিসা আছে, তাহাব দৈর্ঘ্য, প্রায় ও ঘোলা নাই। সেই কালব্যাপী চিন্তেব কতক-কালিক সত্তা উক্তবোনে বিপৰ্যন্ত হইয়াছিল, তাহাতে ঘটনাব পূৰ্ববর্তী কতক সময় পৰ্যন্ত শ্রুতি বিকৃত হওয়া সম্ভব হয়। উক্ত বোগ hypnotic suggestion বা মনোদত্ত সূত্র-বিশেষেব দাবা ক্রমাৎ আবোধ্য হইতেছিল। এতদ্বাযা জানা গেল, চিত্ত ও মস্তিষ্কেব ক্রিয়া-অসঙ্গ, স্মরণ উভয়ে পৃথক।

(৫ম) পৰচিত্তজ্ঞতা (thought-reading) এখন আব 'অতিপ্রাকৃতিক' (supernatural) ঘটনা বা অসম্ভব ঘটনা বলিয়া কেহ (নিতান্ত অজ্ঞ ব্যতীত) মনে করে না। বিংশ শতাব্দীৰ মনোবিজ্ঞানেব পাঠ্যককে উহা শিক্ষাসভ্য-স্বৰূপে গ্রহণ কবিসা বিচাৰ কবিতে হব। 'জন্মবাদ' অল্পদাবে উহাব ব্যাখ্যা কবিলে বলিতে হইবে যে, চিন্তাব সময় মস্তিষ্কে তাপ, তড়িৎ প্রভৃতি জাতীয় কোনরূপ ক্রিয়া চতুর্দিকে বিকীর্ণ হয়, তাহাতে প্রকৃতি-বিশেষেব মস্তিষ্ক তাহা গৃহীত হয়। কিন্তু পৰচিত্তজ্ঞতাব বৰ্তমান চিন্তাব জ্ঞান অনেক সময় অতীত চিন্তাও গৃহীত হয়। এমনকি, যে ঘটনা কেহ বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে, বা বাহা অতি পূৰ্বে ঘটয়াছে, বাহা কাহাবও চিন্তা কবিসাব সম্ভাবনা নাই, কেবল তাদৃশ ঘটনাই অনেক সময় পৰচিত্তজ্ঞ ব্যক্তি জানিতে পাৰে।

চিন্তাব সময়ে যে মস্তিষ্কে তড়িৎ আদির স্রাব ক্রিয়া বিকার্য হয়, তাহা অব্যাকার্য নহে, এবং তদ্বাচ্য যে অপর মস্তিষ্কে অমুকপ ক্রিয়া ও তৎপূর্বক চৈতন্যিক ভাব উৎপন্ন হইতে পারে, তাহাও অব্যাকার্য নহে; কিন্তু উক্ত রূপ অতীত চিন্তাব জ্ঞান মস্তিষ্কে মস্তিষ্কে মিলনের দ্বাৰা সংঘটিত হওয়া সম্ভবপৰ নহে। মস্তিষ্কেব অতিবিক্ত কালব্যাপী চিন্তে চিন্তে মিলন (enrappor) হইবা ঐক্লপ চিন্তনক্ষিত অনষ্ট বিষয়েব জ্ঞান হয়, এই ব্যাখ্যাই যুক্তিযুক্ত।

(৬ষ্ঠ) অলৌকিক দর্শন (clairvoyance) -# প্রবণাদিব সত্তা অধুনা বৈজ্ঞানিক জগতে ক্রমশঃ স্বীকৃত হইতেছে, উহা কিরূপে ঘটে তাহা জড়বাদীৰ বুঝাইবার সামর্থ্য নাই। তাঁহারা অনেক সময়ে বুঝাইতে না পারিবা, সত্য ঘটনাকে অলৌক বলিবা উড়াইবা দ্বিবাৰ চেষ্টা কবেন, উহাও এক প্রকাৰ দুষণীৰ অভাবিবা। স্কুল চকুৰ নির্ণায়তত্ব ও ক্রিয়াতত্ব দেখিবা দর্শনজ্ঞানেব যে স্বরূপ নির্ণায়ত হয় তাহাব কিছুই অলৌকিক দৃষ্টিতে পাওবা যায় না।

কেহ কেহ হস্ত বলিবে X-rays-এব মত স্পন্দ কোন প্রকাৰ বস্ত্র একবাৰে মস্তিষ্কেব দর্শন-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইবা ঐক্লপ অলৌকিক দৃষ্টি উৎপাদন কবে। কিন্তু ইহাও সন্দত নহে, ক্রেয়ারভাবাল বিশেষতঃ travelling clairvoyance অবস্থাব জ্ঞাতা বৈ-প্রকাৰ দৃষ্টি অল্পভব কবে তাহা ঠিক চকুঃ স্বাবুজ্ঞালেব বা retinal দৃষ্টিব অমুকপ। Retinal দৃষ্টিই field of vision এবং অত্র, পশ্চাৎ ও পার্শ্ব-রূপ দর্শনভেদেব কাবণ, ক্রেয়াবভাবাল অবস্থাতেও জ্ঞাতা ঠিক সেইরূপ সাধাবণ দৃষ্টিব মত বোধ কবে। অলৌকিক প্রবণাদিতেও এইরূপ। ইহা হইতে জানা যায় চকুবািব গোলক হইতে ইন্দ্রিয়শক্তি অতিরিক্ত ও স্বতন্ত্র।

(৭ম) স্বপ্ন, crystal-gazing এবং তজ্জাতীৰ 'নথ-দর্শন' 'জল-দর্শন' প্রভৃতিতে কোন কোন সময়ে ভবিষ্যৎ জ্ঞান হইতে দেখা যায়। Psychological Research Society এইরূপ অনেক ঘটনা সংগ্রহ কবিযাছেন, বাহাতে স্বপ্ন ভবিষ্যতে ঠিক মিলিবা সিযাছে। Human Personality গ্রন্থেব দ্বিতীয় খণ্ড ২১২ পৃষ্ঠাব Prof. Thoulet-এব ঐক্লপ স্বপ্নবিবরণ লেখিবা। Matter and motion দ্বিবা ঐক্লপ ভবিষ্যৎ জ্ঞান কেহই সিদ্ধ করিতে পাবেন না, তজ্জন্ত স্বতন্ত্র উপাদানে নিখিত চিন্ত স্বীকার্য হইবা পড়ে। আরও স্বীকার্য হয় যে, অবস্থাবিশেষে চিন্তেব অলৌকিক জ্ঞানেব সামর্থ্য আছে।

(৮ম) শরীরেব উৎপত্তি বিচার কবিযা দেখিলেও, শরীরেব উপবিহিত এক শক্তি আছে, তাহা স্বীকাৰ কবা সমধিক সম্ভব হয়। শাবীববিত্তা (Anatomy) ও প্রাণবিত্তা (Biology) অল্পনাৰে শবীব যে কোষসমষ্টি (স্নায়ু, পেশী, বক্ত সমস্তই কোষসমষ্টি) এবং আদৌ জীবীজ ও পুংবীজেষ মিলনীভূত এক কোষ হইতে বিভাগক্রমে (karyokinesis ক্রমে) বহু হইবা উৎপন্ন হইযাছে, তাহা জানা যায়। এই নানায়জবৃত্ত পরীব প্রথমে একাট ক্ষুদ্র কোষ-স্বরূপ ছিল, তাহা বিভক্ত হইবা দুই হয়, সেই দুই পুনঃ চারি হয়; এইরূপে কোটি কোটি কোষ উৎপন্ন হইবা এই শবীব হইযাছে। কিন্তু

\* Clairvoyance-এব সহিত thought-transference-এব অনেক সময় গোল হয়। বাহা উপস্থিত বা সন্ময় ক্ষে জ্ঞানে না, তাদৃশ বিষয় দেখাই clairvoyance। একাট চাকা ঘড়িৰ escapement অংশ খুলিবা দব দিলে, তাহার বাঁটা ঘুরিবা কোথায় থামিবে তাহার ঠিক নাই। তাদৃশ বক্তিতে কটা বাস্তব্যাছে তাহা বলা (অবস্তা স্থল চকুতে না দেখিযা) প্রকৃত clairvoyance। আমরা দেখিবাছি একজন আবিষ্ট ব্যক্তি সনের কশা, এমনকি থামেব দগ্ধ লিখিত বিধর (লেখক তথায় উপস্থিত ছিল) বলিবা দিল। কিন্তু আমরা উক্তরূপ এক বক্তিতে কত বাস্তব্যাছে বিজ্ঞাসা করাতে, তাহা বলিতে পারিল না। প্রকৃত clairvoyance কিছু দুৰ্ঘট।

কোবসকল শুধু বিভক্ত হইবা বহু হইলেই শরীর হয় না, সেই কোবসকল বিশেষপ্রকারে ব্যাহিত হইলে তবে শরীর হয়। প্রথমে দেখা যায়, কোবসকল ত্রিধা সজ্জিত (epiblast, mesoblast and hypoblast) হয়। তাহাই জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও প্রাণের অধিষ্ঠানের মূল। তাহা বা আবার ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে সজ্জিত হইবা, পিত্ত্বাত্মীয় শরীরের উপযোগী বস্তুরূপে (viscera রূপে) ব্যাহিত হইতে থাকে। এই যে মূল হইতেই বিশেষপ্রকারে ব্যাহিত হওয়া, ইহাও শক্তি কোথাও থাকে? যদি বল প্রত্যেক কোষে ঐ শক্তি থাকে, তাহা হইলে কোষকে সূক্ষ্ম বলিতে হয়, কাবণ, ভবিষ্যতে যাহা কশেরুকা, মস্তিষ্ক বা মস্তিষ্ক অথবা ঈর্ষ বা বাতাসের কোষ্ঠ হইবে তৎক্ষণ মূল হইতে শত সহস্র কোষের একযোগে সজ্জীভূত হওয়া ক্ষুদ্র প্রজাতি ব্যতীত-কিন্তু ঘটিতে পারে? সেইজন্য বলিতে হয়, সেই কোবসকলের উপবিহিত এক শক্তি আছে, যে শক্তির বলে তাহা বা যথায়োক্তভাবে ব্যাহিত হইবা থাকে। এইরূপ এক উপবিহিত শক্তি বা মস্তিষ্ক জীব স্বীকার করা সম্ভব জ্ঞাতব্য। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, "Life is directive force upon matter"; এই directive force-কে 'মস্তিষ্ক জীব' অর্থ করা ব্যতীত গতাস্তব নাই। Sir Oliver Lodge অমূল্য এবিবরে বলেন, "there was an individual organising power which put the matter together and here was our machine made of matter, a beautiful machine wonderfully designed and constructed unconsciously by us; but that was not the individual, the soul of the thing any more than the canvas and pigments are the soul of the picture".

(২২) দার্শনিক (metaphysical) দৃষ্টিতে দেখিলেও 'জড়বাদ' কোন ভিত্তি থাকে না। 'জড়বাদ' হইতে কেবল পদার্থ ও তাহা ইত্যদ্য: স্থান-পরিবর্তন বাস্তব পাওয়া যায়। ইচ্ছা, প্রেম বোধ প্রভৃতি চিত্তবৃত্তি এবং 'ইত্যদ্য: প্রচলন' যে কত ভিন্ন পদার্থ, তাহা সহজেই বোধ হয়। 'ইত্যদ্য: প্রচলন' কিন্তু 'ইচ্ছা-প্রেমাদি' হয়, তাহাও ক্রম বতদিন না 'জড়বাদী' দেখাইতে পারিলে, ততদিন তাহাও বাক্য বালপ্রাপ্য-অজ্ঞাত। যদি কেহ বাল্যের মধ্যে কয়েকটা টাকা দেখিয়া নিম্নোক্ত কবে যে বাল্যই টাকার অসম্বিতা, তাহাও পক্ষ সেরূপ অজ্ঞাত 'জড়বাদী' উক্ত পক্ষও সেইরূপ।

৩। 'জড়বাদী' বলেন—"The universe is composed of atoms, there is no room for Ghosts", ইহাতে বোধ হয় যেন 'এটম' হস্তামলকের দ্বারা কতই প্রবিজ্ঞাত পদার্থ। শব্দপাদি যখন এটমের প্রচলন, তখন স্থিতি বা স্বরূপ অনুতে শব্দপাদি নাই। শব্দশূন্য, খেতরুকাধিকপশু বা আলোক ও অন্ধকার-শূন্য, তাপ ও শৈত্য-শূন্য, বস্তুশূন্য ও পদার্থশূন্য বাস্তব্য ধাবণা করা সম্ভব অসম্ভব। কাবণ, বাস্তব্য ঐ পক্ষ প্রকারে গুণের দ্বাৰাই গৃহীত হয়, অতএব যে-পদার্থের প্রচলন হইতে শব্দস্বর্ণ-রূপাদি গুণ উৎপন্ন হয়, তাহা অবিলম্বে পদার্থ।

এখন যদি বল পদার্থ হইতে চৈতন্য উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সত্যসত্যে যাহা নিক হইবে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

পদার্থ = অবিলম্বে পদার্থ।

যদি বল পদার্থ হইতে চৈতন্য হয়, তাহা হইলে হইবে—অবিলম্বে জ্ঞান হইতে চৈতন্য হয়। কিন্তু কাবণ কার্যের সম্বন্ধ হইবে। অতএব সেই 'অবিলম্বে জ্ঞান' চৈতন্য-সম্বন্ধ হইবে। এইরূপে জড়বাদে মূল নিত্যই অসম্ভব দেখা যায়।

৪। যুবোপে স্বতন্ত্র জীব সম্বন্ধে যে মত আন্তিকদের মধ্যে প্রচলিত আছে, তাহা অস্বুট ও অস্বুক্ত (খৃষ্টানেরা বলেন God is the great mystery of the Bible এবং বৃত্ত্যব পব যে God-এব নিকটই Soul থাকে, তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের বিশেষ কিছু ধারণা কবিবার উপায় নাই) একদ্র তথাকাব বিচাৰণীল লোকদের ঐ মত ত্যাগ কবিয়া, হব 'জড়বাদী' হইতে হয়, অথবা 'অজ্ঞেববাদী' হইতে হয়। কিন্তু অস্বদর্শনে জীবব স্বরূপ ও কাৰ্য সম্বন্ধে যে গবেষণা ও সিদ্ধান্ত আছে তাহা স্বতন্ত্র জীবের সত্তা যুক্তিসম্মতাবে বুঝাইতে সম্যক সমর্থ। 'আত্মাকে' ঈশব স্রজন কবিলেন, আব তাহা অনন্ত কাল থাকিবে, এইরূপ অদার্শনিক ও অযৌক্তিক মতব ধাবা কিছুই গীমাংসিত হয় না। আত্মাদের দর্শনেব মতে জীব স্ট পদার্থ নহে। জড়বাদিগণ যে-কাবণে জড় পবমাণুকে অনাদি-বিদ্যমান ও অক্ষয়সনীয় (indestructible) বলেন ঠিক সেই কাবণেই জীব অনাদি ও অক্ষয়সনীয়। জড় পবমাণু হইতে যে বোধশদার্থ উৎপন্ন হয় তাহাব যখন বিন্দুযাজ ও প্রমাণ নাই তখন বোধ ও জড় পৃথক বস্তু বলাই চায়সম্ভব। যেমন, জড়ব্রহ্মেব ধর্মসকল ক্রমাধ্বয়ে উদিত হইবা বাইতেছে দেখিবা এবং তাহার পূর্ব ও পবেব অভাব কল্পনা কবা যায় না বলিবা তাহা অনাদি ও অনন্ত সত্তা-স্বরূপে স্বীকৃত হয়, সেইকপ মন ও তদ্রূপ ইন্দ্রিয়শক্তিসকলেব ধর্মাস্তব দেখিতে পাই কিন্তু অভাব কল্পনা কবিতে পারি না। অভাব কল্পনা কবিতে না পারিলেও তাহাব লয় বা স্বকাবণে অব্যক্তভাবে কল্পনা কবা যায়। 'আত্মবা' বোধ ও অবোধেব সমষ্টিভূত বলিবা অবোধেব কাবণাঙ্গুল্যান কবিবা এক অব্যক্ত, দৃশ্য, চব্দ, সত্তা পাই, এবং বোধেব মূল উৎস-স্বরূপ এক স্ববোধরূপ পদার্থ পাই। ইহাবাই মাংখেব প্রকৃতি ও পুরুষ। বিজ্ঞেব কবিবা এই কাবণস্বয়েব আব অজ কাবণ পাওবা যায় না বলিবা ইহাদিগকে অসংযোগজ স্তুতবা স্বতঃ বা অনাদি-বর্তমান পদার্থ বলা যায়। এই কাবণস্বয় 'অনাদি-বর্তমান বলিবা তাহাদেব সংযোগভূত জীবও অনাদি-বর্তমান। কাৰ্যব্রহ্মেব বিকাবশীলতাহেতু, জীবেব চিন্তাদিশক্তিব ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম ক্রমাধ্বয়ে উদিত হইবা বাইতেছে। যখন যে-প্রকৃতিব শক্তি উদিত থাকে তখন তদ্বাচা ব্যাহিত জড় ব্রহ্মই শবীবরূপে উদ্ভূত হয়। সেই শবীব শব্দাদি ভৌতিক গুণেব স্থূলতা ও হৃদ্বতা \* অল্পসাবে নানাবিধ হইতে পারে, বৃত্ত্যব পব যে পারলৌকিক শবীব হয় তাহা ঐরূপ অতি হৃদ্ব ভৌতিক শবীব ইত্যাদি প্রকাব দার্শনিক উৎসর্গসকল প্রয়োগ কবিবা দেখিলে প্রতীচ্য বিজ্ঞানেব আবিস্কৃত নত্যসকল স্বতন্ত্র জীবের অস্তিত্বেব বিবোধী না হইবা বরং তাহা স্প্রমাণিত ও সম্যক বোধগম্য কবে।

৫। কিছু অজ্ঞেব ম্যাটাচ এবং গতি (motion) এই দুই পদার্থে বিখকে বিভাগ কবা অতি জ্ঞাদার্শনিক বিভাগ। ম্যাটাচবেব আবোশিত শব্দস্পর্শাদি গুণসকল বস্তুতঃ মানসিক ধর্ম। মন না থাকিলে শব্দাদি থাকে না, ম্যাটাচবও জ্ঞেয় হয় না। বাহ্যকে জড় পদার্থ বল বস্তুতঃ তাহা মনেব জ্ঞেয় পদার্থযাজ। জ্ঞেয় পদার্থেব ধাবা জ্ঞান নিমিত্ত এইরূপ বলা নিতান্ত অস্বুক্ত। জ্ঞাতা, জ্ঞানকবণ ও জ্ঞেয় এই তিন ভাব না থাকিলে ম্যাটাচ ও গতি কিছুই জ্ঞেব হয় না। জ্ঞেয় পদার্থকে

\* যখন নির্দিষ্ট কালের নির্দিষ্ট স্খ্যক কম্পন (period of vibration) এবং কম্পনের উচ্চাবচতা (amplitude) শব্দাদির স্বরূপ তখন amplitude অন্ন হইবা কত যে হৃদ্ব-শব্দকণাদি হইতে পারে, তাহার ইয়ত্তা নাই। পবিনাচের দহব ও সূত্রতা অসীম, কাণ সীমা নির্দেশ কবিবাব কোন যুক্তি নাই। সেই হেতু amplitude 'সুস্বাদপি হৃদ্ব' ও 'মহভোমপি দহ' হইতে পারে।

জানেন কাবণ বলিলে বস্তুতঃপক্ষে মনের অংশকেই মনের কাবণ বলা হয়। তজ্জন্ম গ্রহীতা, গ্রহণ ও গ্রাহ্য বা জ্ঞাতা, জ্ঞানকবণ ও জ্ঞেয় এইকণ বিভাগই প্রকৃত দার্শনিক বিভাগ। সাংখ্যশাস্ত্রে বিবেক সেইরূপ বৈজ্ঞানিক বিভাগই দৃষ্ট হয়।

---



## পুরুষ বা আত্মা

(প্রথম মুদ্রণ ইং ১৯০৮)

১। সংজ্ঞা। আত্মা বা আমি শব্দের দ্বারা সাধারণতঃ শরীরাদি আয়াদের সমস্তই বুঝান, কিন্তু যোগ-শাস্ত্রের পবিত্রাচার কেবল বিস্তৃত বা সর্বোচ্চ আত্মতাবকে মাত্র বুঝায়। পুরুষ শব্দও ঐ প্রকার অর্থযুক্ত।

২। অহং শব্দ শুদ্ধ ও মিশ্র এই উভয় প্রকার আত্মতাববাচী।

শব্দা—অহং শব্দ তো শরীরাদি মিশ্র আত্মতাববাচিরূপে ব্যবহৃত হইতে অসম্ভব হয়, অতএব উহা কেবল মিশ্র আত্মতাববাচী। উহাকে শুদ্ধাত্মতাববাচী কিরূপে বলা যায়?

উত্তর—অহং শব্দ নিম্নলিখিত অর্থে বা ভাবে ব্যবহৃত হয়।

(ক) অনধ্যাত্মভূত বাহ্য পদার্থের আভিমানিকভাবে; যথা—‘আমি ধনী’, ‘আদি দরিদ্র’ ইত্যাদি।

(খ) শরীরাত্মিমানভাবে; যথা—‘আমি কৃশ’, ‘আমি গৌর’ ইত্যাদি শারীর অবস্থার আভিমানমূলকভাবে।

শরীর বস্তুতঃ ইন্দ্রিয়সমষ্টি। জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও গ্রাণীব বস্ত্র নহিবাই শরীর (চিন্তাবস্তুও শরীরের বস্ত্র একাংশ), হুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে ‘আমি হস্তগত-চক্ষুরাদি-সত্তাবান্’ এইরূপ আভিমান-ভাবেই শরীরাত্মিমান-ভাবে অহং শব্দের প্রয়োগহল।

(গ) মানসাত্মিমান-ভাবে; যথা—‘আমি বুদ্ধিমান’, ‘আমি চিন্তাকাবী’ ইত্যাদি। শব্দ হইতে পারে—ইহা শুদ্ধ মানস আভিমান নহে; ইহাতে শরীরাত্মিমান-ভাবেও অন্তর্গত কবিদা ‘আমি’ বলা হয়। নৃত্য বটে, এতাদৃশ ক্ষেত্রে কখন কখন শরীরাত্মিমানকে অন্তর্গত কবি হয়, কিন্তু অনেক স্থলে শরীর তাহার অন্তর্গত না হইতেও পারে, যেমন বপ্নাবস্থায় আশ্রিত ভাব; বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয়গণ রুদ্ধ থাকিলেও ‘চক্ষুরাদিসত্তাবান্ আমি’ এইরূপ প্রত্যয় হয়, তাহা ‘চক্ষুরাদিসত্তাবান্’ ভাবের সংস্কার হইতে হয়। সংস্কার মনে থাকে, হুতবাং তখন মানসাত্মিমান-ভাবেই ‘আমি’-শব্দ প্রযুক্ত হয়।

(ঘ) মনঃশূন্যভাবে। অর্থাৎ চিন্তাদি ব্যক্ত-মানসকিয়ামূক্ত-ভাবে; যথা—‘আমি স্তব্ধে হৃদযুগ্ম ছিলাম্’ (হৃদযুগ্ম = বপ্নহীন নিদ্রা) এইরূপ জ্ঞানে কতকটা মনঃশূন্যভাবে আশ্রিত-প্রয়োগ হয়। প্রত্যেক বৃত্তির উদয় ও লব দেখা যাব, তাহাতে আমবা করনা কবিত্তে পারি সর্ববৃত্তির লয় কবিয়া আমি থাকিব। ইহাই মনঃশূন্যভাবে আশ্রিতপ্রয়োগের উদাহরণ। কিন্তু নাস্তিকরা যে বলে ‘দরিদ্রা গেলে আমি থাকিব না’ তাহাও উহাও উদাহরণ।

‘আমি থাকিব না’ এইরূপ বলিলেও মনঃশূন্যভাবে অহং শব্দ প্রয়োগ কবি হয়। কেন—তাহা আলোচিত হইতেছে।

অভাব অৰ্থে আমবা কেবল অবস্থান্তৰ বা অবস্থানভেদ বুঝি। 'ঐ স্থানে ঘটাতাব' অৰ্থে ঘট অত্ৰ স্থানে অবস্থান কৰিতেছে বা ঘট নামে অৱবলমৰি ভাৰিবা অত্ৰ স্থানে অত্ৰভাবে অবস্থান, কৰিতেছে। "ভাবান্তৰমভাবো হি কথ্যচিহ্ন ব্যপেক্ষা" অৰ্থাৎ, বস্তুতঃ একেব অভাব অৰ্থে অন্তৰ্ভে ভাব। বাহাদেব অবস্থান্তৰ হয়, তাহাদেব শব্দেই অভাব-শব্দ প্ৰযুক্ত হইতে পাৰে। আন্তৰ্ভ এবং বাহ্য সূত্ৰত পৰ্য্যবেক্ষি এইৰূপ 'ভাবান্তৰ' অৰ্থেই অভাব-শব্দ প্ৰযুক্ত হয়।

কিঞ্চ ক্ৰিয়াকৰণ বে চিত্তবৃত্তি তৎসম্বন্ধীয় অভাব অৰ্থে কালিক অবস্থান-ভেদ।, 'ক্ৰোধকালে বাগাতাব' অৰ্থে বাগ অতীত বা অনাগত কালে আছে। - এইৰূপে আমবা চিত্তবৃত্তিব অভাব বা 'না থাক'া' বুঝি, নচেৎ ভাব পৰ্য্যবেক্ষণ সম্পূৰ্ণ অভাব কল্পনাৰও যোগ্য নহে।

কিঞ্চ যেমন বৰ্তমান বা জ্ঞানমান ঘণ্টেৰ তৎকালে ও তৎস্থানে অভাব ধাবণা কৰিতে পাৰিবা না, সেইৰূপ প্ৰত্যেক চিন্তাৰ 'আমি' থাকে বলিয়া আমিৰ অভাবও কখনও ধাবণা কৰিতে পাৰিবা না। অতএব 'আমি থাকিব না' অৰ্থে আমাব চিত্তবৃত্তিৰ 'অভাব'মাত্ৰ কল্পনা কৰি, অৰ্থাৎ 'আমি থাকিব না' অৰ্থে চিত্তবৃত্তিপূৰ্ণ আমি হইব। কাৰণ, আমাব অন্তৰ্গত চিত্তবৃত্তিসমূহেৰেই 'অভাব' আমবা ধাবণা কৰিতে পাৰি, কিঞ্চ 'আমি'ৰ সম্পূৰ্ণ অভাব ধাবণা কৰিতে পাৰিবা না। যখন 'আমি'ৰ সম্পূৰ্ণ অভাব ধাবণাৰ অযোগ্য তখন 'আমি থাকিব না' এইৰূপ বাক্য স্বাৰ্থতঃ নিবৰ্ণক। তবে মনোবৃত্তিৰ লব ধাবণাৰ যোগ্য হতবাক্য 'আমি থাকিব না' অৰ্থে 'মনোবৃত্তিপূৰ্ণ আমি থাকিব', এইৰূপ ভাবাৰ্থই কেবলমাত্ৰ সঙ্গত হইতে পাৰে।

( ৬ ) 'আমি জ্ঞাতা' এইৰূপ অৰ্থও অহং শব্দেৰ প্ৰয়োগ হয়। জ্ঞাতা অৰ্থে বাহা জ্ঞেয় নহে।

৩। অতএব বাহ্যভিমান, শাৰীৰ্য্যভিমান, মানসভিমান, মনশ্চৈতন্য, ও জ্ঞাতৃত্ব এই পঞ্চ ভাবে আমবা অহং শব্দ প্ৰয়োগ কৰি। এতদ্ব্যতীত বাহ্য ত্ৰব্য এবং শৰীৰ্য্য হইতে ভিন্ন মানসভিমান-ভাবে তখন স্পষ্টতঃ আমি শব্দ প্ৰযুক্ত হয় তখন প্ৰায় সকলেই আমি পৰ্য্যবেক্ষক মানস ভাববিশেষবাচি-ৰূপে ব্যবহাৰ কৰে, অতএব ইহাই মূল্য আমি বা অহং শব্দেৰ মূল্যৰ্থ।

৪। আমি কিসে নিৰ্মিত? অহং শব্দেৰ বাচ্য পৰ্য্যবেক্ষণমূহেৰ মধ্য ইন্দ্ৰিয়াদিৰ গোলক বে স্পষ্টতঃ ভৌতিক তাহা দেখা যায়, মনোবও অধিষ্ঠান মন্তিক, অতএব আমি কিসে নিৰ্মিত, এই প্ৰশ্ন প্ৰথমেই লোকাবৃত্তেব ( লভবাধীৰ ) উপপত্তি ( theory ) প্ৰস্তাৱে সমাধানৰ চেষ্টা কৰে। যথা—  
লোকাবৃত্ত বলে আমিৰ সমস্তই ভূতনিৰ্মিত। ভূতৰ সংযোগ-বিশেষ ও জিহ্বা-বিশেষ হইতে 'আমি'ৰ সমস্তই উৎপন্ন হয়।

প্ৰাচীন মূলপ্ৰশ্ন লোকাবৃত্ত বলিত, "যখন ভৌতিক স্তৰ হইতে মস্ততা-মানস মানস গুণ উৎপন্ন হয়, তখন, 'আমি'ৰ সমস্তই ভৌতিক।" ইহাৰ উত্তৰে উল্টাইবা বলা বাইতে পাৰে, "যখন ভৌতিক স্তৰ হইতে মানসিক মস্ততা হয়, তখন ভূতই মনোময়।" বস্তুতঃ মনোব কাৰণ ভূত—কি ভূতৰ কাৰণ মন, তাহা লোকাবৃত্তেৰ স্থিৰ কৰিবাব উপায় নাই। কিঞ্চ স্তৰাৰ দ্বাৰা মনোব কিছুই উৎপন্ন হয় না, মনোব যন্ত্ৰী। তদ্বাৰা চক্কল হওবাত মন কিছু চক্কল হয় মাত্ৰ। যেমন স্তৰীবিদ্ধ কবিলে পীড় ( overstimulation ) হয় দেখিবা কেহ স্তৰীকে মনোব কাৰণ বলে না, তত্ৰূপ।

অপেক্ষাকৃত হৃদয়প্ৰজ্ঞ আধুনিক লোকাবৃত্ত এইৰূপ মূল উপমা ছাডিয়া মন্তিক্ৰেব-সত্ত্ব গবেষণাপূৰ্বক সমাধাৰ কৰিবা বলেন—যখন মন্তিক ব্যতীত মনোব সত্তা উপলব্ধ হয় না, তখন মন অৰ্থাৎ 'আমি'ৰ প্ৰকৃত অংশ মন্তিক্ৰেব ক্ৰিয়ামাত্ৰ।

লোকায়তকে কিজাস্ত—মতিঞ্চ কি ?

লোক।। Nerve-cell এবং nerve-fibre-এর সমষ্টি।—তাহাবা কি ?

লোক।। Lecithin, protoid প্রভৃতি দ্রব্যনির্মিত।—Lecithin আদি কি ?

লোক।। Carbon, hydrogen, nitrogen আদি দ্রব্যের সংযোগ-বিশেষ।—Carbon আদি কি ?

লোক।। বিশেষ বিশেষ শব্দ-স্পর্শাদি-গুণবিশিষ্ট দ্রব্য।—শব্দাদি কি ?

লোক।। ম্যাটারিয়ার প্রচলন-বিশেষ।—ম্যাটারিয়ার কি ?

লোক।। বাহ্য দ্রব্য ব্যাপিবা থাকে ও বাহ্য প্রচলনে শব্দাদি হয়।—দেখ্যাপী দ্রব্য বাহ্য প্রচলনে শব্দাদি হয়, তাহা কি ?

লোক।। ( অগত্যা ) তাহা অজ্ঞেয়।

অতএব লোকায়ত-মতেব পবিণামে মতিঞ্চের কারণ প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞেয় ম্যাটারিয়ার-নামক দ্রব্য এবং তাহাবাই ক্রিয়া মন ( অর্থাৎ আমি ), এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়।

ম্যাটারিয়ার ক্রিয়া অর্থে স্থানপরিবর্তন বা ইত্যন্ততঃ গমন। ইত্যন্ততঃ গমন হইতে কিরূপে ইচ্ছা, প্রেম, বোধ আদি হয়, তাহা লোকায়ত। বলিতে পার।

লোক।। না।—কল্পনা করিতে পার।

লোক।। তাহাও পারি না।

অতএব লোকায়ত-মতে অজ্ঞেয় কাবণপদার্থ ও তাহার অজ্ঞেয় অকল্পনীয় প্রক্রিয়ার ( process-এর ) দ্বারা মন নির্মিত। সুতরাং লোকায়তের উপপত্তিবাদ ( theory ) ‘আমি কিসে নির্মিত’ তাহা বুঝাইতে সক্ষম নহে।

লোকায়তের প্রথম হইতেই বলা উচিত ‘আমি উহা জানি না’। লোকায়ত হইতে বলিবে—মূল কাবণ অজ্ঞেয় হইলেও, আমি ম্যাটারিয়ার জ্ঞাত ভাবকেই কারণ বলিবাছি।

ম্যাটারিয়ার জ্ঞাত ভাব শব্দাদি, কিন্তু তাহাও মনসাপেক্ষ অর্থাৎ তাহার মনোভাব বা মনের অভ্য। শুধু ম্যাটারিয়ার ক্রিয়া ( ইত্যন্ততঃ চলন ) কল্পনীয় বটে কিন্তু ইত্যন্ততঃ চলন ও নীল-রূপ পৃথক পদার্থ। অতএব ম্যাটারিয়ার জ্ঞাত ভাবকে মনের কাবণ বলিলে, মনের অভ্য-বিশেষকেই মনের কাবণের অন্তর্গত কবা হয়।

আর, যখন ক্রিয়া ( বা স্পন্দন-বিশেষ ) এবং নীলজ্ঞান ইহাদের জন্মক-ব্রহ্ম ভাবের প্রক্রিয়া ( process ) জানি না, তখন ‘ম্যাটারিয়ার ক্রিয়াই মন’ এইরূপ বলা অসম্ভব জ্ঞান ( jumping into a conclusion )।

ঈদৃশ সিদ্ধান্ত নিরসন উদাহরণের জ্ঞান অন্ত্যায় :—একটি লোক পশ্চিমে বাইতেছে, কাশী পশ্চিমে; অতএব ঐ লোক কাশী বাইতেছে। আর, লোকায়ত ঐ সিদ্ধান্তে নির্ভব কবিত্তা যে বলে, ‘মতিঞ্চের সহিত মনের উৎপত্তি’, ‘মতিঞ্চের ধ্বংসে মনের ধ্বংস’, তাহাও সুতরাং আশ্চর্য নহে। মনের কাবণই যখন বস্তুগত্যা অজ্ঞেয় তখন তাহাব উৎপত্তি ও লয়ের বিষয়ও অজ্ঞেয় বলাই যুক্তিযুক্ত। নাশ অর্থে কারণে লয়, কারণ না জানিলে নাশ বলনা করা অসম্ভব। কাবণ না জানিলে নাশকে অগোচর অবস্থা বলাই যুক্ত। অর্থাৎ যে দ্রব্য হইতে বাহ্য-উৎপত্তি তাহাভেই তাহাব লয় হয়; দ্রব্য অজ্ঞেয় হইলে, উৎপত্তি ও লয়কে কেবল গোচর ও অগোচর ‘ভাব’ বলা উচিত, ধ্বংস-অভাবাদি

শব্দ তদ্বিষয়ে প্রবোদ্ধা নহে। ফলজ্ঞ বন্ধন তাহা না দেখিতে পাই তখন তাহা থাকে না, এইরূপ বলা অসম্ভাব্য।

প্রত্যুত, অজ্ঞেয় ম্যাটার হইতে মন উদ্ভূত, এইরূপ বলিলে ভাবানুসাবে ম্যাটার আৰু অজ্ঞেয় থাকে না। যেহেতু সর্বজ্ঞই কাবণ কার্যের সর্বক এবং মন বোধ-ইচ্ছাদ্বিরূপ, অজ্ঞএব তাহাব কাবণও বোধজাতীয়। ম্যাটার মনেব কাবণ হইলে ম্যাটারও বোধজাতীয় বলিতে হইবে, স্তবৎ এইরূপ সিদ্ধান্তই জ্ঞায্য হয়।

৫। লোকায়ত অপেক্ষা ধর্মবাদী (phenomenalist-এব) পক্ষ অবিকতব মুক্ত। তদ্ব্যতঃ, মনেব ও ম্যাটারেব জ্ঞান-জনকতা সম্বন্ধ বন্ধন অপ্রমেন তখন উভয়কে স্বতন্ত্র সত্তা বলিবা স্বীকাব কবা জ্ঞায্য। আধুনিক ধর্মবাদী আমিত্তকে কতকগুলি বিজ্ঞিময়্য ধর্ম-বস্তু স্বীকাব কবেন। আমিত্তকে নতিক্ষেব সহজাবী ও সহবিলয়ী বলা যায় কি না তাহা বক্তব্য নহে। উহা হইতেও পাবে, নাও হইতে পাবে, এইরূপ চিন্তাই তাঁহাদেব দৃষ্টি অন্নসাবে জ্ঞায্য হইবে।

প্রকৃত ধর্মবাদে ম্যাটার \* ণব বস্তুতঃ কতকগুলি জ্ঞাতধর্মবাচী, আৰু আমিত্ত-নামক ধর্মসমূহেব মূলে কি আছে, তাহাবা কাহাব ধর্ম, সে বিবব অজ্ঞেয়। 'মূল অজ্ঞেয়' এইরূপ বলিলে কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ অজ্ঞেয় হয় না, তাহাব অর্থ—জ্ঞায়মান ধর্মেব মূল আছে, কিন্তু তাহাব বিশেব জ্ঞেয় নহে। মূলেব অতিতা ও মানসজ্ঞিষাব হেতুতা জ্ঞেয়, কিন্তু তৎসম্বন্ধে অপব কোন বিবব জ্ঞেয় নহে। পবন্তু জিবা দেখিলে তাহাব শক্তিরূপ অব্যক্ত অবস্থা কল্পনা না কবিলে গত্যন্তব নাই। তাহা না হইলে সম্পূর্ণ অজ্ঞাব হইতে জিবা উৎপন্ন হয়, এইরূপ অস্বস্ত চিন্তা কবিত্তে হয়। অজ্ঞএব ধর্মবাদী অজ্ঞেয় শব্দেব অর্থ—ধাবণাব অযোগ্য। তাঁহাবা যে সম্পূর্ণ (জ্ঞাবেব ভাবাব—distributed) অজ্ঞেয় বলেন, তাহা ভ্রম। আৰু জ্ঞায়মান মানস-ধর্মসমূহেব মধ্যেও দুইটি ভেদ আছে, স্বল্প বিজ্ঞেব কবিষা সেই ভিন্ন পদার্থসম্বন্ধেব স্বরূপ বেক্ষেপে নির্ণীত হয় তাহা পবে বক্তব্য।

৬। প্রাচীন ধর্মবাদী (বৌদ্ধ) ম্যাটারেব পবিবর্তে 'রূপধর্ম' এই সংজ্ঞা সূক্ষ্মজিসহকাবে ব্যবহাব কবেন। তদ্ব্যতঃ 'আমি'—কতকগুলি অধ্যাত্মভূত রূপধর্ম + সংজ্ঞাধর্ম + সংকাবধর্ম + বেদনা-ধর্ম + বিজ্ঞানধর্ম। তদ্ব্যতঃ সংজ্ঞাদি চাবি অরূপ ধর্মই মুখ্যতঃ 'আমি'পদবাচ্য। এই ধর্মসকল প্রতিক্ষেপে উদীয়মান ও লীযমান হইবা প্রবাহ বা সন্তানভাবে চলিত্তেছে।

সেই ধর্মসন্তানেব কোনটি অন্ত কোনটির প্রত্যব বা হেতু। বেদন, অবিত্তা হইতে তৃষ্ণা; তৃষ্ণা হইতে স্পর্শ ইত্যাদি। সম্প্রদায়-প্রবর্তকসেব সেই ধর্মসন্তানেব নিবোধ অল্পভূত থাকাত্তে এই মতে ধর্মসমূহেব নিবোধ বা উপশমও স্বীকৃত আছে। ধর্মেব উপশম হইলে শূন্য হয়, স্তবৎ ধর্ম মূলতঃ শূন্য। ধর্মসকলেব সন্তান যে এক সময়ে আবস্তু হইবাছে, তাহা বলা যায় না; কাবৎ, এই ধর্মসমূহ ব্যতীত 'আবন্তেব হেতু' নামক কোন হেতু পাওয়া যায় না, অতএব ধর্মসন্তান অনাদি। তদ্ব্যতঃ এই ধর্মসন্তানই 'আমি'।

\* বস্তুতঃ ম্যাটার শব্দ জামিতির কিছু ভায় কাননিক পদার্থ, উহার ব্যতব লক্ষ্য নাই। অদর্শনর জড় পদার্থ ও ম্যাটার পৃথক পদার্থ। জড় অর্থে যাহা চৈতন্য বা জ্ঞা নহে, কিন্তু যাহা দৃঢ়।

যাহার জিবা হইতে শব্দ-স্পর্শ-কাদি হয় তাহা ম্যাটার, এইরূপ লক্ষণে ম্যাটার থাকার অযোগ্য পদার্থ হয়। তাহার বিশেব জ্ঞাতব্য নহে, কিন্তু তাহাকে বিশেষিত বন্ধনা করা সম্পূর্ণ অজ্ঞাব।

ধর্মসকল উদীয়মান ও নীষমান পৃথক্ সত্তা ; হ্রতবাং 'আমি' পৃথক্ পৃথক্ ধর্মপ্রবাহেব সাধাবণ নামমাত্র হইবে। আব 'প্রদীপস্তেব নির্বাণং বিমোক্ষস্তত্ তাবিনঃ'। অর্থাৎ প্রদীপেব নির্বাণের জ্বাৎ সেই ধর্মসত্তান বধন শূন্ত হব, তখন 'আমি' বস্তুতঃ শূন্ত অর্থাৎ আত্মাই অনাত্মা।

শব্দা—প্রত্যজিগ্মার দ্বারা যে 'আমি' এক বলিয়া অহুভূত হব, তাহা কিরূপে সম্ভব ? কাবণ, প্রকৃতপক্ষে তোমাব মতে 'আমি' বহুব সাধাবণ নামমাত্র।

বৈনাশিক ধর্মবাদী তদুত্তরে বলেন 'আমি' এক প্রকাব জ্ঞানিমাত্র।

শব্দক—জ্ঞানি সর্বত্রই এক পদার্থকে অন্তরূপে জ্ঞান, জ্ঞানিবে অন্ত উদাহরণ নাই। অতএব আমিষ-জ্ঞান যদি জ্ঞানি হব, তবে তাহা কোন্ পদার্থকে কোন্ পদার্থ জ্ঞান হইবে ? অনাত্মা ও আত্মা থাকিলে তবেই পবম্পবের উপব জ্ঞানি হইতে পারে। অতএব বৈনাশিকের দৃষ্টিতে অগত্য সন্ম্যক্ জ্ঞানে 'আমি বহু' এইরূপ সন্ম্যক্ জ্ঞান হওয়া উচিত। \*

কিন্তু আমি বহু, এইরূপ অহুভব অসম্ভব। তাহা কিরূপে সম্ভব, তাহাও কেহ বলিতে পারে না। কাবণ, সম্ভাই আমি এক, এইরূপ অহুভব হব। তবে কল্পনা করিতে পাব, আমি বহু, কিন্তু তাহাতে কল্পক 'আমি' এক থাকিবে। আব, তাহা হইলে সন্ম্যক্ জ্ঞান কল্পনামাত্র হইবে। কিঞ্চিৎ যদি বল—আমি যখন বস্তুতঃ শূন্ত তখন আমিকে সত্তা ভাবাই জ্ঞানি, 'আমি শূন্ত' ইহাই প্রকৃত জ্ঞান।

তাহাও বলা সম্ভব নহে ; কাবণ, ধর্মসকলই তোমার মতে সত্তা, সেই সত্তাব নামই 'আমি' বলিয়া ব্যবহৃত হব হ্রতবাং 'আমি সত্তা' ইহাই সন্ম্যক্ জ্ঞান এবং 'আমি শূন্ত' ইহাই জ্ঞানিজ্ঞান। অতএব বাহারী বলেন, 'আমি শূন্ত' ইহাই বস্তুার্থ জ্ঞান তাহায়েব পক্ষ নিতান্ত অযুক্ত। এতদ্ব্যতীত অন্য হইতে সং হওয়া এবং সত্তেব অন্য হওয়ারূপ অন্ত্য্য চিন্তা এই বাদেব সহাব বলিয়া এই বাদ জ্ঞাত্য নহে। আব, ধর্মসত্তানেব নিবোধ হইবে কেন তাহাবও ইহাবা নিজেদের আগম ব্যতীত অত্ কোন যুক্তি দিতে পাবেন না।

৭। লোকাবত ও ধর্মবাদী ব্যতীত আত্মবাদীবাও 'আমি কিসে নির্মিত' এই প্রশ্নেব উত্তব দেন। আত্মবাদীয়েব অনেক ভেদ আছে। কেবলমাত্র আশু বচন ও শাস্ত্রানুসাবে অনেক আত্মবাদী উহাব উত্তব দেন, তাহা ত্যাগ কবিয়া যুক্ততম আত্মবাদীব (সাংখ্যেব) উত্তব স্তম্ভ হইতেছে।

সাংখ্য বলেন—সূখ্য বা মানস 'আমি'কে বিশ্লেষ কবিয়া ছুই পদার্থ পাওয়া যায়—দ্রষ্টা ও দৃশ্য বা জ্ঞাতা ও জ্ঞেব। 'আমি নীল জানিতেছি' এই প্রত্যক্ষেব মধ্যে আমি জ্ঞাতা বা দ্রষ্টা এবং নীল জ্ঞেব বা দৃশ্য। দৃশ্যভাবকেই বিশ্লেষ করিয়া জিবিষ ভাব পাওয়া যায়—প্রথ্যা বা জ্ঞান, প্রযুক্তি বা চোঁতাভাব, যিতি বা বৃত্তিভাব। প্রথ্যা বা প্রকাশনীয় ভাবেব উদাহরণ ইন্দিরজ জ্ঞান, সূখাদি বোধ এবং একপ জ্ঞানেব পুনর্জ্ঞান (মনে মনে উত্তোলন বা উত্থানপূর্বক)। নীল, পীত আদি জ্ঞেয় মনোভাবসকল অর্থাৎ জ্ঞানসকল যে আমি নহি, তাহা অহুভব বা মানস প্রত্যক্ষেব দ্বারা প্রমিত হব। এইরূপে জ্ঞান যায যে, জ্ঞানরূপ দৃশ্য আমি নহি।

\* অথবা 'আমি উৎপন্ন ও লয় প্রাপ্ত ইহীশাব এবং আমি পূর্বকলিক আমিষ সহিত অসংক' ইহাই সন্ম্যক্ জ্ঞান হইবে। আশার উৎপত্তি ও লয়েব দ্রষ্টা 'আমি' হইতে পাবে না ; কারণ উৎপন্ন ও হিত অবস্থাই 'আমি'। উৎপত্তি ও লয় অহুসেব অর্থাৎ অহুমানপূর্বক কল্পনা কবা, হ্রতবাং তাদৃশ কল্পনাই তাহা হইলে সন্ম্যক্ জ্ঞান হব।

ইচ্ছা, চেষ্টা আদি বৃত্তি ক্রিয়াশীল দৃশ্য। ‘আমি ইচ্ছা কবি’ আৰ, ‘আমি ইচ্ছা নহি’, ইহাও স্পষ্ট অস্বত্ব হ’ব, অতএব চেষ্টাকৰণ দৃশ্যও আমি নহি। বস্তুতঃ ক্রিয়াশীল দৃশ্যও বোঝেৰ বিষয় বলিয়াই দৃশ্য। ধৃতিৰূপ দৃশ্য, জ্ঞান ও ক্রিয়াৰ শক্তিরূপ \* অবস্থা অৰ্থাৎ যাবতীয় কৰণেৰ শক্তি-ৰূপ অবস্থাই স্থিতি বা সংস্কাৰ। ইহাতেই দৃঢ় আমিৰপ্রতীতি হ’ব।

কিন্তু যখন নীলজ্ঞান আমি নহি, তখন নীলজ্ঞানেৰ শক্তি-অবস্থা অৰ্থাৎ যে শক্তিরূপ অবস্থা পৰিণত হইবা নীল জ্ঞান হ’ব, তাহাও ‘আমি’ হইব না, ক্রিয়াৰ শক্তি-অবস্থা সম্বন্ধেও ঐ নিয়ম। প্রত্যুত শক্তিসমূহকে ‘আমাৰ’ বলিয়া অস্বত্ব হ’ব। বাহা ‘আমাৰ’—তাহা ‘আমি’ নহি, কাৰণ, ‘আমি’ৰ স্বাক্ষৰার্থ হইলেই তাহাতে ‘আমাৰ’ এইরূপ ভাব অস্বত্ব হ’ব। স্তব্ধতাৰ আমাৰ শক্তি বলিয়া যে দৰ্শনাদি শক্তি অস্বত্ব হ’ব, তাহা আমি নহি।

এইরূপে দেখা গেল যে, জ্ঞান, চেষ্টা ও ধৃতি-ৰূপ যাবতীয় দৃশ্য + ‘ঐষ্টা আমি’ হইতে পূৰ্বক পদার্থ।

৮। শব্দা হইতে পাবে—‘শিলাপুঞ্জের শবীৰ’ এখানে বঙ্গীয়াক্ষেপ হইলেও যেমন উভয় পদার্থ এক, আমি এবং আমাৰ শক্তিও সেইরূপ।

উঃ। শিলাপুঞ্জ (নোডা) ও তাহাৰ শবীৰ বস্তুতঃ একই দ্রব্য, কিন্তু অভিন্নকে ভিন্নরূপে কল্পনা কৰিয়া বলিতেছে ‘শিলাপুঞ্জের শবীৰ’। আৰ সেই কাল্পনিক উদাহৰণ দ্বিা অস্বত্বত বিষয়কে খণ্ডিত কৰিতে বাইতেছে। যদি প্রমাণ কৰিতে পাবিতে দে, শিলাপুঞ্জের ‘আমি শিলাপুঞ্জ’ ও ‘আমাৰ শবীৰ’ এইরূপ অস্বত্ব হ’ব, এবং তাহাৰ শবীৰনাশে তাহাৰ ‘আমি’বও নাশ হয়, তবে তোমাৰ পক্ষ যুক্ত হইত।

এইরূপে দেখা যায়, ধৃতিরূপ দৃশ্যও আমি নহে। কৰণশক্তিব সত্তা অস্বত্বরূপে সঙ্গা অস্বত্বত হয় বলিয়া স্থিতিশীল শক্তিসমূহও অস্বত্ববেৰ বিষয় বা দৃশ্য।

অতএব সিদ্ধ হইল যে, মূলতঃ ‘আমি’ যাবতীয় জ্ঞান, ক্রিয়া এবং বৃত্তি বা সংস্কাৰ (জ্ঞান ও ক্রিয়াৰ আৰ্হিত ভাব) হইতে ব্যতিবিক্ত ঐষ্টা, স্তব্ধতাৰ তাহাই একত্ব আমি-পদব্যাচ্য পদার্থ।

শব্দা হইতে পাবে, যখন, ‘আমি আছি’ ইহাও একপ্রকাৰ জ্ঞেয় বিষয়, তখন ‘আমি’ও দৃশ্য। ইহাতে জিজ্ঞাস্ত—আমি কাহাৰ দৃশ্য? উত্তৰ হইবে—পূৰ্ব অহং, উত্তৰ অহং-প্রত্যয়েৰ দৃশ্য। পূৰ্বোক্ত কণিকাবাদ আশ্রয় কৰিাই এই উত্তৰ হইবে, কাৰণ তন্মতে পূৰ্ব এবং উত্তৰ প্রত্যয় বিভিন্ন। উত্তৰ ও পূৰ্ব ‘অহং’কে অভিন্ন স্বীকাৰ কৰিলে এই শব্দা হইতে পাবে না।

\* শক্তি ক্রিয়াৰ পূৰ্বাবস্থা। ক্রিয়াৰ বাহা কাৰণ, তাহাই শক্তি। অজ্ঞকৰণাদি যাবতীয় কৰণেৰ যে ক্রিয়া হয় সেই ক্রিয়াৰ বাহা শক্তি সেই শক্তিসমূহই বৃত্তি বা স্থিতিরূপ, দৃশ্য। বস্তুতঃ এক এক দ্বাতীয় বৃত্ত ভাবই এক এক কৰণ। পাশ্চাত্যেৰ মতে শাস্ত্রপেশী আদিই সৰ্ব শাস্ত্রবশিষ্টাৰ শক্তি (energy)। প্রত্যেক দৈব ক্রিয়াতে শাস্ত্রপেশী আদিৰ অংশিক নিদ্রা ও স্তব্ধহতাবী শক্তি উদ্যোচন হয়। সাংখ্যপক্ষে শাস্ত্রপেশী আদি প্রাণ-নামক সৰ্বকৰণত শক্তিৰ বাহা বিহৃত ভাবনাত। বাহাৰ বাহা বায়ু, শৈলী প্রভৃতি নির্মিত, গুঠি ও বৰ্হিত হয়, তাহা অবস্ত শাস্ত্র প্রভৃতিৰ অতিবিক্ত শক্তি। শক্তি দৰ্শকে ‘শাস্ত্র-আদিক পদার্থ’ ঐষ্টবা।

† বলা বাহা অত্যন্তরূপে সন্নত বৃত্তিই ঐ তিন তাক্তিৰ অন্তৰ্গত। ঐ তিন চাৰিতত পক্ষে না, এইরূপ বৃত্তি নাই, স্তব্ধতাৰ সন্নত বৃত্তিই দৃশ্য।

কিন্তু ইহাতে জিজ্ঞাস্য পূর্বপ্রত্যয় লব হইলে উত্তবপ্রত্যয় হয়, অতএব নীল অহং কিরূপে দৃষ্ট হইবে? ফলতঃ ‘আমি আছি’ ইহা এক অল্পভবন ভাবা, যখন উহা বলি তখন সে অল্পভব থাকে না। যেমন ইচ্ছা করিয়া পবে ‘আমি ইচ্ছা কবিষাছিলাম’ এইরূপ বাক্যে বাবা প্রকাশ কবি, উহাও সেইরূপ।

২। বস্তুতঃ ‘অহং’ এই শব্দময় নাম এবং তদ্বর্ধ সম্পূর্ণ পৃথক্। অন্তান্ত হলেব ত্রায় পৃথক্ শব্দ ও পৃথক্ অর্থকে একেব ত্রায় বিকল্প কবিষা ‘আমি আছি’ এইরূপ কল্পনা কবি। সেই চিন্তা প্রকৃত ‘আমি’-নামক বোধ নহে বলিষা তাহাও দৃষ্টেব অন্তর্গত \*, হুতবাং তাহা দৃষ্ট হইলেও ক্ষতি নাই। সেই চিন্তাব ফলে এইরূপ ত্রায় নিশ্চয় হয় যে—প্রকৃত আমি পদার্থ ত্রষ্টা, অন্ত সমস্ত দৃষ্ট \*। ইদৃশ চিন্তা না কবাই অন্তাধ্য চিন্তা।

ত্রষ্টা ও দৃষ্টেব সত্তা সমকালিক হওয়া চাই। নীলজ্ঞান ও নীলবিজ্ঞাতা এককালেই থাকে। ‘আমি’ মাত্র যদি অন্ত আদিব দৃষ্ট হয়, তবে এককালে দুই ‘আমি’ থাকা চাই। কিন্তু তাহা সম্ভবপর নহে †।

পুনঃ শব্দা হইতে পাবে, যখন বলি—‘আমি ত্রষ্টা’ তখন এক দৃষ্টকেস্রকেই লক্ষ্য কবিষা ‘আমি’ শব্দ প্রয়োগ কবি। কখনও দৃষ্টাতীত পদার্থ সাক্ষাৎ কবিষা ‘আমি’ শব্দ প্রয়োগ কবি না। অতএব আমি প্রকৃতপক্ষে দৃষ্টেব একতম কেন্দ্র।

উত্তর—সত্য বটে সাধারণ অবস্থায় আমবা একতম দৃষ্টকেস্রকে লক্ষ্য কবিষা ‘অহং’ শব্দ প্রয়োগ কবি। কিন্তু এই প্রবেশ যে অন্তাধ্য বা ভ্রান্তি, তাহাই পূর্বোক্ত যুক্তিব দ্বারা সিদ্ধ হইবাছে। দৃষ্ট ধরিষাই যুক্তিব দ্বারা সিদ্ধ হয়—‘আমি’ দৃষ্ট নহে। যেমন ‘পরিষাণ অনন্ত’ ইহা যুক্তচিন্তা, কিন্তু অনন্তের চিন্তা অন্ত পদার্থেব দ্বাবাই (ন + অন্ত) কবিত্তে হয়, উহাও সেইরূপ। কিন্তু দৃষ্টাতীত ভাব উপলব্ধি কবিষাও ‘আমি’ শব্দেব প্রবেশ হইতে পাবে, তবিষব পরে বস্তু্য।

১০। একপ্রকার বাদী আছে, তাহাদের প্রতীতিবাদী আখ্যা দেওয়া বাইতে পাবে। তন্মতে সমস্তই প্রতীতি। শব্দ-স্পর্শাদি আন্তর ও বাহ্য সমস্ত পদার্থই আমাদের প্রতীতি। প্রতীতি মনেব ধর্ম; যন আমিরের অন্তর্গত, হুতবাং আমিই জগৎ। আমা ছাড়া আর কিছুই নাই, সবই আমাব স্রষ্টি, এই বাদ প্রাচীন কাল হইতে আছে। অথুনা কেহ কেহ উহা বাযাবাদের ভিত্তি কবিত্তে চেষ্টা কবেন। তাঁহাবা বলেন, প্রতীতিসমূহেব মধ্যে এক অংশ ‘জ্ঞেয় আমি’ ও অন্ত অংশ ‘জ্ঞাতা আমি’। উত্তব আমিই এক। অতএব সোহিহ্ম বা জীবই ব্রহ্ম।

প্রতীতিবাদের ত্রায় অংশ সাংখ্যসমত বটে, কিন্তু উহার দ্বারা সোহিহ্ম প্রমাণ-কবিত্তে বাওয়া সম্পূর্ণ অন্তাধ্য। সাংখ্যমতে করণসকল আভিমানিক। জ্ঞানসকল করণেব পরিণামবিশেষ, হুতবাং

\* ‘আমি আছি’, ‘আমি জানিতেছি’ ইত্যাদি ভাব দুস্তেব চরম বা বৃদ্ধি। ‘আমি আছি তাহা আমি জানি’ ইদৃশ প্রত্যয়ের দ্বিতীয় আমিই ত্রষ্টার লিঙ্গ।

† অর্থাৎ ‘আমি আছি, তাহা আমি জানি’ এইরূপ চিন্তাকে বিশ্লেষ কবিলে, ত্রষ্টা ও দৃষ্ট নামক দুই ভাব স্তারান্বিত হইব। কিন্তু হুতবাং তাহা পূর্বে প্রদর্শিত হইবাছে।

‡ বলিতে পার—স্বার্থ বিষয় দৃষ্ট, কিন্তু তাহা তো স্মরণকালে থাকে না। ইহা ঠিক নহে। স্বার্থ বিষয় বস্তুতঃ সংসার বা অসুভূত বিঘনেব ছাপ, তাহা চিন্তে বর্তমানই থাকে।

তাহাবাও আভিমানিক অৰ্থাৎ আনন্দেৰ বিকাৰ-বিশেষ। কিন্তু প্ৰতীতিসমূহেৰে মধ্যে এক ঠাট্টা বা বিজ্ঞতা এবং অল্প কিছু দৃষ্টি থাকে, তাহাবা ভিন্ন বলিয়াই প্ৰতীতি হয়, তৎকাল তাহাবা পৃথক্। জেয় 'আমি' ও জ্ঞাতা 'আমি' কেন যে এক, তাহাব কোন প্ৰমাণ নাই। এক 'আমি' নামেৰ সাদৃশ্য ধৰিয়া উভয়েকে এক বলা সম্পূৰ্ণ অন্তৰ্য্য। আমও টক, আমডাও টক, তাই আম=আমডা—এই যুক্ত্যভাসেৰে গ্ৰাম উহা অস্বস্ত। ভিন্নৰূপে অল্পকৃতমান ঠাট্টা ও দৃষ্টি কেন এক—আব এক হইলেও তাহাদেৰ ভিন্নবৎ প্ৰতীতিৰ কাৰণ কি, তাহা না দেখোনতে উক্ত বাদ সাবশূন্য।

১১। ঠাট্টা ও দৃষ্টেৰ ভেদ সাংখ্যগণ অন্তান্ত যুক্তিৰ দ্বাৰাও প্ৰমাণিত কৰেন। সেই যুক্তিগুলি সাংখ্যকাবিকাৰ্য্য সংগৃহীত হইবাছে, যথা.—সংঘাতপৰ্য্যবৰ্ত্তাং জিণ্ডগামিবিপৰ্য্যবৰ্ত্তাং যিষ্ঠানাং। পুৰুষোহিহি ভৌতদ্বাৰাং কৈবল্যার্থ্য প্ৰবৃত্তেক। ('সৰল সাংখ্যবোণ' প্ৰহ ঠাট্টব্য)। অৰ্থাৎ সংঘাতেৰে পৰ্য্যবৰ্ত্তহেতু, জিণ্ডগামি দৃষ্ট বৰ্মেৰ সহিত বিসদৃশতা-হেতু, অৰ্থিষ্ঠান-হেতু, ভৌতদ্ব-হেতু এবং কৈবল্যেৰ অল্প প্ৰবৃত্তি-হেতু, স্বতন্ত্ৰ পুৰুষ আছে।

এই যুক্তিগুলি পৰস্পৰ সংযুক্ত। একটিৰ দ্বাৰা অজ্ঞতুলিও স্থচিত হয়। তন্মধ্যে প্ৰথম যুক্তি 'সংঘাতপৰ্য্যবৰ্ত্তাং', অৰ্থাৎ বাহাবা সংঘত, তাহাবা পৰ্য্যবৰ্ত্ত। সাক্ অন্তঃকৰণ সংহত; স্তব্ধতাং তাহা পৰ্য্যবৰ্ত্ত। যিনি সেই পৰ, স্বদৰ্শে অন্তঃকৰণাদি সংহত হইবা আছে, তিনিই পুৰুষ। ইহা বিশদ কবিয়া দেখান যাইতেছে।

সৰ্বত্ৰই এই নিয়ম দেখা যায় যে, কতকগুলি পৰ্য্যবৰ্ত্তি যদি মিলিত হয়, তবে তাহাবা কোন উপবিহিত বা অতিৰিক্ত প্ৰযোজক শক্তিৰ দ্বাৰা মিলিত হয়, আব সেই মিলনেৰে কল সেই প্ৰযোজকেৰে প্ৰযোজন (প্ৰ + যোজন) সিদ্ধি।

প্ৰযোজন বিবিধ হইতে পাবে, এক চেতন-পৰ্য্যবৰ্ত্তী ও অল্প অচেতন-পৰ্য্যবৰ্ত্তী। সংকল্পপূৰ্বক প্ৰযোজন প্ৰথম, চৌষক শক্তি আদিৰ প্ৰযোজন দ্বিতীয়। কিন্তু উভয়েতেই এক উপবিহিত শক্তিৰ দ্বাৰা সংঘটন অথবা বিস্ফেৰণ পাণ্ডবা যায়।

বাসেৰ সংকল্পপূৰ্বক হস্তাদি শক্তিৰ দ্বাৰা ইষ্টক-কাঠাদি সংগ্ৰহ কবিয়া গৃহ নিৰ্মাণ কৰা হয়। ইষ্টকাদি উপবিহিত এক শক্তিৰ দ্বাৰা প্ৰযোজিত হইবা মিলিত হয়, সেই মিলনেৰে কল (গৃহবাস) ইষ্টকাদি পায় না, তাহা সেই প্ৰযোজক শক্তিৰ প্ৰযোজন সিদ্ধি অৰ্থাৎ সংকল্পসিদ্ধি।

চুই চুৰক নিকটবৰ্ত্তী হইলে মিলিত হয়। ব্যাপী এক চৌষক শক্তি আছে, বন্ধাবা প্ৰযোজিত হইবা চুই চুৰকখণ্ড মিলিত হয়, সেই মিলনেৰে কল উভববিধ চৌষক শক্তিৰ (positive and negative-এৰ) মিলনজাত সাম্যৰূপ প্ৰযোজনসিদ্ধি।

মহত্বেৰা মিলিত হইবা ভাববহন কবিলে, সেই ভাবই বাহিত হয়, মহত্বেৰা বাহিত হয় না। সেম্বলে ভাবেৰ বহন-অৰ্থেতে মহত্বেৰা সংহতাকারী। সেইৰূপ বোধ কাৰবাৰ কবিলে লাভ নামক বহন মিলনজনিত কল মহাজনেৰা পায়, প্ৰযোজিত কৰ্মচাৰীবা পায় না।

এইৰূপে দেখা যায় যে, কতকগুলি পৰ্য্যবৰ্ত্তি যদি মিলিত হইবা কাৰ্য কৰে, তবে তাহাৰা এক অতিবিল্ল শক্তিৰ দ্বাৰা প্ৰযোজিত হইবা মিলিত হয় এবং সেই মিলনেৰে কল সেই প্ৰযোজক প্ৰযোজনসিদ্ধি।

আমাদেৰ চিত্ত (এবং সমস্ত কৰণ) সংহতাকারী। একটি জ্ঞানবৃত্তি ধৰ, দেখিলে তাহা নানা চিন্তাদেৰ মিলন কল। জ্ঞান হইল 'ইহা বুদ্ধ', তাহাতে চতুঃশক্তি এবং স্মৃতি, সংস্কাৰ, বাক্



প্রভৃতি শক্তিসকল এক প্রয়োজনে প্রযোজিত বা মিলিত হইয়া ঐক্য জ্ঞান উপাদান করে। চেষ্টা দ্বিত্বিতও ঐক্য নিয়ম। সেই চিত্তাঙ্গসকলের মিলনেরে হেতু তদুপবিস্থিত এক শ্রেষ্ঠ-শক্তি। ইহাবই নাম চিত্তিশক্তি বা পুরুষ। আব সেই মিলনেরে বল যে জ্ঞানাদি, তাহা পুরুষের জ্ঞাত্বাদিমুগ্ধ অর্থসিদ্ধি। এইরূপে বলা যাইতে পারে, স্বথ স্বথের জন্ত (অর্থে) নহে, কিন্তু স্বথের অমুভাবয়িতাব অর্থে। অর্থাৎ, চক্ষুবাণীজ্ঞানের সাধক অংশসকল বুদ্ধ জ্ঞানে না, কাবণ, বুদ্ধ-জ্ঞান তাহাদের কাহারও এক অংশের কার্য নহে, কিন্তু মিলিত কার্যের বল। কিন্তু তাহাদের অতিবিস্তৃত এক জ্ঞাতাব ঘাবাই বুদ্ধ জ্ঞান। হয বা শাস্ত্রীয় ভাবাব ‘পৌরুষেবচ্চিত্তবৃত্তিবোধঃ’ হয়। (যোগভাস্য ১।৭)।

এইরূপে চিন্তের সংহত্যকাবিক্ষেপে চিন্তের অতিরিক্ত এক চেতনবিতা পুরুষ সিদ্ধ হয়।

১২। দ্বিতীয় বৃত্তি ‘জিগুপসাবিগর্ভবাৎ’। ইহাব সংক্ষিপ্ত তাৎপৰ্য এই—দৃষ্টি জিগুপ অর্থাৎ তাহাব এক অংশ তামস বা অপ্রকাশিত, এক অংশ বাজস বা পবিশর্যমান এক এক অংশ সাত্বিক বা প্রকাশিত। কিন্তু শ্রেষ্ঠা জিগুপ হইতে পারে না, কাবণ তাহা সদাই শ্রেষ্ঠা বলিবা তাহাব কোন অপ্রকাশিত অংশ নাই বা তাহাব পবিশার্য নাই এবং তাহা কোনও প্রকাশকেরে ঘাবা প্রকাশিত নহে। দৃষ্টি থাকিলে তাহাব বিপবীত-গুণসম্পন্ন শ্রেষ্ঠাও থাকিবে।

এইরূপে শ্রেষ্ঠা এক দ্বৈতেরে স্বাভাবিক ভেদ আছে বলিবা শ্রেষ্ঠ-পুরুষ দৃষ্টি হইতে পৃথক্।

১৩। তৃতীয় ‘অবিষ্ঠানাত্’। দৃষ্টি অন্তঃকরণে অচেতন; চিত্তপ পুরুষের অবিষ্ঠানেই তাহা চেতনেরে মত হয়। মনে কর—বীণাব ধ্বনি, তাহা একদিকে ক্রিবা বা ইতত্ততঃ প্রচলন। চিত্তপ পুরুষের অবিষ্ঠানহেতু তাহা ‘আমি মধুর শব্দ জ্ঞানিলাম’ এইরূপে বিজ্ঞাত হয়। জ্ঞানসকল হইতে চেষ্টা ও দ্বিত্বিত হয় অর্থাৎ শরীব, প্রাণ, মন আদি চেতনেরে অবিষ্ঠানহেতুই স্ব বা ব্যাপাবে আকৃত থাকিবা ভোগাপবর্গ সাধন করে, এইজন্য শ্রুতি বলেন ‘প্রাণস্ত প্রাণঃ’ ইত্যাদি। যেমন সূর্যের আলোকে আমবা দেখিতে পাই, ক্রিয়াশক্তি পাই ও প্রাণধাবণের উপাদান অন্ন পাই, সেইরূপ পুরুষের অবিষ্ঠানেই চিন্তেরে প্রাণা, প্রবৃত্তি ও দ্বিত্বিত সাধিত হয়। পুরুষেরে ঘাবা অবিষ্ঠিত হওরাতেই জিগুপসামিথিত আমাদেরে এই জ্ঞেব উপাদিসকল ব্যক্তরূপে সত্তাবান্ বিধিযাছে।

১৪। চতুর্থ বৃত্তি ‘ভোক্তৃভাবাত্’। ভোক্তা=ভোগকর্তা। যোগতাস্ত্রে ভোগেরে এইরূপ লক্ষণ আছে যথা—‘দৃষ্টোপলব্ধিভোগঃ’, ইষ্টানিষ্টগুণস্বরূপাব্যাবণং ভোগঃ’। এষ্ট দুই লক্ষণ মিলাইলে এইরূপ হয়—ইষ্ট ও অনিষ্ট স্বরূপে দৃষ্টের উপলব্ধিই ভোগ। ইষ্ট অর্থে ইচ্ছাব অমুত্বল বা ইচ্ছাব বিবয়, ইষ্টেরে দিকে কবণেরে প্রবৃত্তি হয় এবং অনিষ্টেরে বিপবীতে করণেরে প্রবৃত্তি হয়। স্বতবাং ভোগ অর্থে কবণেরে প্রবৃত্তি উপলব্ধি হইল \*।

\* পুরুষ সাধনতে সাধ্যতাবে জ্ঞাতা, ভোক্তা ও অবিষ্ঠাতা, কিন্তু সাধ্যতাবে কর্তা ও বর্তা নহেন। কারণ পুরুষ জ্ঞান-স্বরূপ। তাহার নিকট সমস্তই জ্ঞাত বা দৃষ্ট। কার্য এক ধারণও তাহাব দৃষ্টি। স্বতরাং তাহাব নিকট সাধ্যতাবে কার্য ও ধার্য নাই। তদন্ত পুরুষ—

জ্ঞানের প্রকাশিতা বা প্রতিপবেদী জ্ঞাতা।

প্রবৃত্তির প্রকাশিতা বা জেজ্ঞাতা।

দ্বিত্বির প্রকাশিতা বা অবিষ্ঠাতা।

অতএব তিনি জ্ঞানেই সাধ্যতাবে জ্ঞাতা, কিন্তু প্রবৃত্তি ও দ্বিত্বিত সহিত জ্ঞাত্বেরে ধারা সম্বন্ধ। তদ্বাযে প্রবৃত্তির সহিত সম্বন্ধ-ভাবেব নাম ভোক্তৃৎ এবং দ্বিত্বিত সহিত সম্বন্ধ-ভাবেব নাম অবিষ্ঠাতৃৎ। বৃত্তির উপরে এক শ্রেষ্ঠা থাকতে জ্ঞান সমস্তপ-ভাবে জ্ঞাত হয় তাহাই জ্ঞাতৃৎ, প্রবৃত্তি সমস্তপভাবে সিদ্ধ হয় তাহা ভোক্তৃৎ ও সন্তার বা ধার্য বিবয় সমস্তপভাবে দৃষ্ট হয়

অতএব ভোক্তা অর্থে প্রযুক্তি উপলব্ধিকারী। নানা কল্পবস্তুর দ্বারা ইষ্টানিষ্টে উপলব্ধি করণে, কেন্দ্রস্থত এক চেতন অমৃতাবস্থিতাব সত্তা অবিনাশবানী। আব ইষ্টানিষ্ট অববাবগণপূর্বক নানাকবদ্যেব একদিকে সমস্তভাবে প্রযুক্তির জ্ঞাত উপলব্ধিত সাধাবণ এক চেতনিতাব সত্তা স্বীকার্য হব, অতএব ভোক্তৃত্বাবেন জ্ঞাত চিত্তেব প্রযুক্তিব মূলহেতু-স্বরূপ অতিবিক্ত এক চিত্তপ সত্তা স্বীকার্য হব।

১৫। পঞ্চম বৃত্তি 'কৈবল্যার্থ প্রবৃত্তেঃ'। কৈবল্য চিত্তবৃত্তিব সম্যক্ (অর্থাৎ নিঃশেষ ও সর্বকালীন) নিবোধ। বহি চিত্তেব অতিবিক্ত এক চেতনিতা না থাকিত, তবে চিত্তবৃত্তিব সম্যক্ নিবোধে প্রযুক্তি হইতে পাবিত না। যাহাকে 'আমি' বলি, তাহাব একাংশ (অবিকৃত্যংশ) চিত্তাতিবিক্ত সত্তা বলিয়াই আমি চিত্তবৃত্তি বোধ কবিতা শাস্ত্রবৃত্তিরূপ 'আমি' হইবাব অত প্রবৃত্ত হই।

অনন্ত যাহাব কৈবল্যেব কিছুই বুঝে না, বা যাহাযেব মতে চিত্তবৃত্তিনিবোধ নাই, তাহাযেব নিকট এই বৃত্তি কার্যকরী নহে। এই প্রকবে কৈবল্য বুঝান প্রাধানিক হইবে। 'যোগশাস্ত্রে চিত্তবৃত্তি, তাহাব নিবোধ এক নিবোধের উপায় কৈলানিক ভাষ্য পদ্যাব প্রদর্শিত হইবাছে। তাহার অমুক্ততা বা অসম্ববতা ভাষ্য প্রধাব প্রদর্শন কবা এ পর্বন্ত কাহাবও সাধ্য হব নাই। তাহা কেহ কবিলে তবে এই বৃত্তিব সাববতাব লাভব হইবে।

১৬। পূর্বোক্ত বিচাব হইতে 'আমি কিলে নিমিত্ত' এই প্রস্তেব উক্তব এইরূপ হব—সাধারণতঃ যাহাকে 'আমি' বলি, তাহা ঐষ্টা ও দূত্রেব দ্বাবা নিমিত্ত, অর্থাৎ এই দুই পদার্থকে এক কবিতা 'আমি' নাম বিই। কিন্তু ঐষ্টা ও দূত বন্ধ সম্পূর্ণ পৃথক্ ভাব—আমি দূত্রেব ঐষ্টা, এইরূপ প্রত্যাব বন্ধন হব—তখন 'আমি'ব অন্তর্গত বে সম্পূর্ণ চেতন ভাব তাহাই ঐষ্টা। ঐষ্টা ও দূত্রেব একত্বখ্যাতির বা 'প্রত্যাবাধিপেয়েব' নাম অবিতা বা অনায়ে আত্মখ্যাতি।

১৭। 'আমি'র স্বরূপ। ঐষ্টাব স্বরূপ নির্ণয় কবিত হইলে প্রধানতঃ দূত-বর্ধেব প্রতিবেদ কবিতা কবিত হব। কাবণ, আমাদেব ব্যবহার্য সমুদই দূত, আব ঐষ্টা দূত হইতে পৃথক্, হৃতবাব দূতবর্ধনকলেব প্রতিবেদ কবিতাই ঐষ্টাব স্বরূপ অববাবণ কবিত হব।

কিন্তু কেবল নিবেদবাচক শব্দ দ্বিবা কোন পদার্থেব লক্ষণ কবিলে তাহা অতাব পদার্থ হব। অশব্দ, অরূপ, অবল ইত্যাদি কেবল শব্দ শব্দ নিবেদবাচী শব্দেব দ্বাবা কোন ভাব পদার্থ লক্ষিত হব না। নিবেদবাচী শব্দিত ভাববাচী শব্দও থাক। চাই। সেই ভাববাচী শব্দও আমাব দূত হইতে পাই। কাবণ ঐষ্টা দূত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ হইলেও সম্পূর্ণ বিসদৃশ নহেন, "ন বুদ্ধে লক্ষণো নাভ্যন্তর বিরূপ ইতি" (যোগভাস্য ২২০)।

ঐষ্টাব ও দূত্রেব 'অতি' এই পদার্থ বিববে সাদৃশ্য আছে। ঐষ্টাও অতি, দূতও অতি। ঐতি বলেন, "অতীতি ভ্রাতোহন্তজ্ঞ কথন্তদুপলভ্যতে" (কঠ)।

তাহাই অবিত্যক। পীতায় আছে, "পুঙ্খঃ স্বপ্নরূপান্য মোক্ষয়ে হেতুগততঃ"। আধুনিক বৈবাক্তিকেরা ভোক্তাযেব তাৎপর্ঘ্য না বুঝিবা প্রাচীন দ্বৈতদ্বৈতের বাক্যে মোহ দ্বিবা থাকেন।

মূল, ঐষ্টা=আত্মবুদ্ধিব প্রতিসংবোধী, বিজ্ঞাতা—অবানি বুদ্ধিব প্রতিসংবোধী, ভোক্তা=ইষ্টানিষ্ট বুদ্ধিব প্রতিসংবোধী ও পরিদ্রষ্টা=দ্বৈতবিববেব প্রতিসংবোধী।

অপ্রতিষ্ঠ হন ইত্যাকার বোধও বুদ্ধিপ্রতিষ্ঠ, তদ্বাবাও পুরুষের অবস্থান্তর হয় না ; কারণ অ-অপ্রতিষ্ঠ যখন নিখ্যা, তখন অপ্রতিষ্ঠীভূততাও ভ্রান্তি ( বৈদ্যান্তিকের ভাষায় সন্বাদী ভ্রম )। বস্তুতঃ অপ্রতিষ্ঠ পুরুষকে অপ্রতিষ্ঠ বলিয়া জানাই বিজ্ঞ। ইহাই যোগদর্শনোক্ত পুরুষ-সিদ্ধির চূর্ণক।

এতাবত পুরুষের স্বরূপলক্ষণ বিচারিত হইল। এতদ্ব্যতীত নিষেধবাচী পদের দ্বাবাও ঐষ্টাব লক্ষণ কার্য। একমাত্র অ-দৃশ বা নিগুণ পদদ্বয়ের অন্ততবেব দ্বারা সমস্তেব নিষেধ বুঝায়। অ-দৃশ অর্থে দৃশ নহে। দৃশ ত্রিগুণ, হৃতবাং ঐষ্টা নিগুণ। গুণ অর্থে যেখানে ধর্ম সেখানেও পুরুষ নিগুণ অর্থাৎ তিনি ধর্ম-ধর্মি-দৃষ্টেব অতীত ( 'তত্ত্বপ্রকরণ' ঐষ্টব্য )। তাই সাংখ্যসূত্রে আছে—“নিগুণং নাম চিকর্ম্য” অর্থাৎ ‘পুরুষেব ধর্ম চৈতন্ত’ এইরূপ বাক্য ঠিক নহে, কিন্তু পুরুষই চিৎ।

এই অ-দৃশ বা নিগুণ পদার্থকে ঐতি বিশেষ কবিয়া দেখাইব। ‘অয়না’, ‘অচক্ষু’, ‘অপানিপাদ’, ‘অগ্রাণ’ ইত্যাদি পদের দ্বারা অন্তঃকরণ, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও প্রাণ-রূপ দৃশ পদার্থ ( কবণবর্গ ) হইতে পৃথক্ দৃশিত হইয়াছে। আব অচিন্ত্য ( যনের অগ্রাহ ), অদৃষ্ট ( জ্ঞানেন্দ্রিয়েব অগ্রাহ ), অব্যবহার্য ( কর্মেন্দ্রিয় ও প্রাণের অবিবর ) ইত্যাদি পদের দ্বারা ( করণেব ) বিষয়রূপ দৃশ হইতে পৃথক্ দৃশিত হইয়াছে। এই জন্ত চিৎ অব্যাপদেশ বা দেশ ও কালের দ্বারা ব্যাপদেশ করিবার যোগ্য পদার্থ নহে। অর্থাৎ তাহা ছোট, বড়, মোটা, পাতলা বা সর্বদেশব্যাপী ভাব নহে এবং কালব্যাপী ভাবও নহে। সর্বব্যাপী আদি শব্দ বাহিরের দিক্ হইতে বলা যায়, কিন্তু বস্তুতঃ তাহাতে সর্বও নাই, ব্যাপিশব্দও নাই। ‘অনন্ত’ ও ‘নিত্য’ শব্দেব দ্বারা দেশকালাতীততা বুঝান হয় ( 'তত্ত্বপ্রকরণ' ঐষ্টব্য )। অনন্ত ও নিত্য শব্দ দ্বিবিধ অর্থে প্রযুক্ত হয়। যথা—পারিণামিক ও কৌটম্ব্য। যাহাব অন্ত জানিতে জানিতে শেষ পাওয়া যায় না, বা যাহাব অন্তবেবা সদাই স্রুদুবে চলিয়া যায়, অর্থাৎ বাহাকে বতই জানি না কেন কখনও জানিয়া শেষ করিবার সম্ভাবনা নাই, তাহা পারিণামিক অনন্ততা, যেমন দেশ অনন্ত ইত্যাদি। তেমনি বাহা একরূপ না একরূপ অবস্থায় সদাই থাকে ও থাকিবে তাহাবও নিত্যতা পারিণামিক, যেমন জিহ্বণেব নিত্যতা।

দৈশিক বা কালিক পবিচ্ছেদেব বাহাতে ব্যাপদেশ বা আবোপযোগ্যতা নাই, অন্ত পদার্থ বা পবিণাম পদার্থেব গন্ধমাত্রও থাকিলে বাহাতে স্থিতির সম্ভাবনা নাই, যে যে ভাবে পবিচ্ছেদ আসে, যাহা তত্ত্বভাবেব বিদ্বৎ, তাহাই কূটস্থ অনন্ত ও কূটস্থ নিত্য। চিৎ দেশ ও কালেব দ্বারা অব্যাপদ্বিষ্ট ; এহলে অব্যাপদ্বিষ্ট পদেব ক্ষেত্র অর্থ—যেভাবে দৈশিক ও কালিক পবিচ্ছেদ থাকে তাহা ‘ছাড়িলে’ চিত্রপে স্থিতি বা চিত্তের উপলব্ধি হয়। ফলকথা, দৃশসম্বন্ধীয় অনন্ততা ও নিত্যতা হইতে ভিন্ন পদার্থেব নাম কূটস্থ অনন্ততা ও কূটস্থ নিত্যতা। পরিচ্ছেদেব অত্যন্তাভাব কূটস্থ অনন্ততা। “আসীনঃ দ্বং ব্রজতি” ইত্যাদি ঐতিতে চৈতন্তের দেশব্যাপিশব্দ নিষিদ্ধ হইয়াছে। ( যোগদর্শনেব ৪।৩০ সূত্রে নিত্যতার বিষয় ঐষ্টব্য )। দূর ও নিকট দেশব্যাপী-পদার্থ-সম্বন্ধীয় ভাব। স্তভরাং যাহাতে দূর ও নিকট নাই তাহা দেশাতীত ভাব। সমস্ত দৃশ ‘স-কল’ বা সাবয়ব অর্থাৎ অংশেব সমষ্টি, ভজ্জন্ত চিৎ নিরল বা নিববব।

১২। চিৎসম্বন্ধীয় কতকগুলি বিশেষণ-পদার্থ আবও উভয়রূপে পবীক্ষণীয়। চিৎ সর্বদেশ ও সর্বকালব্যাপী এইরূপ পদের অর্থে যদি বুঝ যে চিত্তেব আধার দেশ ও কাল, তাহা হইলে চৈতন্ত বুঝা হইবে না, কিন্তু চৈতন্ত-নামক জ্ঞাপদার্থ-বিশেষ বুঝা হইবে। দেশ ও কাল ক্ষেত্র পদার্থ লক্ষ্যীয় ভাববিশেষ। তাহাদিগকে তাহাদেরই জ্ঞাতার অধিকরণ মনে কবা অত্যায্যতার পবাকার।

লৌকিক মোহে মুগ্ধবৃত্তি শব্দ। হয 'চৈতন্য যদি অনন্ত হয, তবে সর্বস্থানে থাকিবে, সর্বস্থানে না থাকিলে তাহা শাস্ত হইবা বাইবে।'

চৈতন্যকে জ্ঞেয় বা অজ্ঞ গদ্যার্থ করনা কবিবাই একরূপ শব্দ। হয। চৈতন্য জ্ঞাত। জ্ঞাতাব অনন্ততা কিরূপ, তাহা বুঝিতে হইলে এইরূপে বুঝিতে হয় :-আমি যদি আত্মা ছাড়া কোন বিষয় না জানি (জানন-শক্তিকে বোধ কবিয়া), তাহা হইলে কেবল 'আত্মাকেই আত্মাব জানা'-মাত্র থাকিবে অর্থাৎ জ্ঞ-মাত্র থাকিবে। জানাব সীমা হয কিরূপে? —কতক জানা ও কতক অজানা থাকিলে। কিন্তু যাহা কেবল জানা-মাত্র তাহাব সীমাকাবক হেতু কিছু নাই, সেই অজ্ঞ চিৎ অনন্ত। জ্ঞাতা সর্বব্যাপী বলিলে এইরূপ বুঝাইবে না যে জ্ঞাতা সর্ব জ্ঞেয়ব সম্বন্ধ আছে, কাবণ জ্ঞেয় ভাবেব সম্বন্ধে কুত্ৰাপি জ্ঞাতা লভ্য নহেন, আব জ্ঞাতাতেও জ্ঞেয় লভ্য নহে। জ্ঞাতাব বস্তুপ অবধাবণ কবিলে তৎসহ এইরূপ 'সর্বও' প্রতীতি হইবে না যে, সর্বে জ্ঞাতা ব্যাপিবা থাকিবে। অতএব জ্ঞাতাকে সর্বব্যাপী বলিলে, সেস্থলে সর্বব্যাপিবেব অর্থ সমস্ত দৃষ্টেব বা বৃত্তি পবিণামেব জ্ঞাতা। বস্তুতঃ যদি সর্বব্যাপী বলা যায় তবে তাহা জ্ঞাতাব গৌণ বিশেষণ হইতে পাবে, মুখ্য বিশেষণ নহে।

চিৎ সর্বদেশকালব্যাপী নহে, কিন্তু ঈশব তাদৃশ। চিৎ ও ঈশব-এক নহে কাবণ চিৎ (পুরুষ) ও ঐশবিক উপাধিব সমষ্টিব নাম ঈশব। অতএব ঈশব মায়ী, কিন্তু চিৎ সায়ী নহে। যপ্রকাশ চিতে থিখা মায়াব বা ইচ্ছাব অবকাশ নাই। 'অবর্টনবর্টনগদ্যবদী' হইলেও বাবা নিগুণ চৈতন্তের গুণ বা শক্তি নহে।

ঈশব মুক্ত পুরুষ, স্তুতবাং চিন্নাক্রমে হিত, তাই মহিমাকীর্তনকালে প্রতি তাঁহাকে চিন্নাজ, নিগুণ (জিগ্গেব সহিত অসম্বন্ধ) ইত্যাদি বলিযাছেন। আব ঐশবিক উপাধিকে সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত কবিযাছেন। অনেক ঈশ্বররূপে স্তুত ঈশবকে চিন্নাজ আত্মাব সহিত অভিন্ন মনে কবিয়া আত্মপদার্থকে বিগর্ভত কবেন। আত্মশব্দে প্রতিতে অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহা শবণ বাখা কর্তব্য। লক্ষণ ও বিবকা দেখিযা আত্মাব অর্থ হিব কবা উচিত।

২০। পবিশেষে চিত্তের একত্ব-নিষেধ কার্য। চেতন 'আমি' সেমন বস্তুতঃ চিঞ্জপ, সেইরূপ অজ্ঞ ব্যক্তিব 'আমি'ও চিঞ্জপ, ইহা প্রমের সত্য। কিন্তু সেই ছুই চিঞ্জপ আমি যে এক, তাহাব কোন প্রমাণ নাই। ব্যবহাব দশায় বোধ হয় না যে 'আমি' এবং অজ্ঞ 'আমি' এক, আব পাবম্যাথিক দশাতেও তাহা হইবাব লভাবনা নাই। কাবণ তৎকালে কেবল 'আমিকেই জানিতে হয়' অজ্ঞ আমিকে জানা ছাডিতে হইবে। স্তুতবাং অজ্ঞ সব 'আমি'তে আমি নিশিবা এক হইলাম বা সেইরূপ 'এক' আছি, এইরূপ জ্ঞান অসম্ভব। তন্মত্ৰ চিত্তকে এক-সংখ্যক বলিযাব কোন হেতু নাই \*।

\* আত্মাব একত্ব বুঝাইবাব জন্ত বৈদ্যান্তিকের দৃষ্টান্তরূপে ব্যবহৃত একটি গ্রিয উপমা আছে। তাহা যথা—'ঘটেব ঘারা অবচ্ছিন্ন হইয়া একই আকাশ বহবং প্রতীত হয, সেইরূপ বহু উপাধিযোগে একই আত্মা বহবং প্রতীত হন'। যদিও ইহা উপমাভাব, কিন্তু তাঁহাদের ঘারা ইহা প্রমাণ-স্বরূপই ব্যবহৃত হয়।

যাহা বুঝাইবাব জন্ত এই দৃষ্টান্ত তাহা কিন্তু ইহার ঘারা বুঝিবার নহে। ইহা এক কাল্পনিক দৃষ্টান্ত। ইহাতে কল্পনা করা হইযাছে যে, আকাশ নামে এমন পদার্থ আছে যাহা ঘটের অভ্যন্তরে বাহিরে ও অববদনমধ্যে একরূপে রহিযাছে এবং সেই আকাশ ও ঘটাববৎ একস্থানে থাকিলে পদার্থরূপে বাধা ঘেব না। কিন্তু বস্তুতঃ তাদৃশ আকাশ কাল্পনিক, পদার্থজন আকাশকৃত ঘটের ঘারা কতক ব্যক্তি হয, কাবল সেখা বাব যে শব্দ ঘটাদি ক্রমেব ঘাবা বস্তু হয়। আকাশেব উপাধি ভূমি দেখিতেহ কিন্তু আত্মাব উপাধি দেখে কে?

‘বহু পদার্থ থাকিলে সকলেই সান্ত্ব হইবে, স্তম্ভরাং বহু চিৎ থাকিলে সকলেই সান্ত্ব হইবে, চিৎ অনন্ত হইবে না’—এই বুদ্ধিব্যক্তিবে চিত্তকে এক বলা সঙ্গত, ইহা অনেকের মনে আসে। কিন্তু ইহাও দেশব্যাপিত্বরূপ জ্ঞেয় ধর্ম আশ্রয় কবিয়া বিচার। দেশব্যাপী পদার্থ এইরূপ বটে, কিন্তু জ্ঞাতা বহু হইলে, সকলে সান্ত্ব হইবে, এইরূপ নিষয় নাই (‘সাংখ্যভাষ্যলোক’ § ৫)। জ্ঞাতাব অনন্তত্ব যেজন্য তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে, তাহাব ব্যতিক্রম হইলেই জ্ঞাতা সান্ত্ব হইবে, বহু হইলে নহে। পাঁচ জন লোক চন্দ্র দেখিলে কি প্রত্যেকে চন্দ্রের পঞ্চমাংশ দেখিবে? দর্শন-জ্ঞান পঞ্চ সংখ্যক হইলেও তাহা যেমন বহুদেব তন্ম সান্ত্ব হয় না, জ্ঞাতাও তদ্রূপ। স্বরূপজ্ঞাতা স্ববোধমাত্র, তাই তাহা অনন্ত। বহু অনন্ত স্ববোধ থাকিতে পাবে, পবম্পবেব সহিত তাহাদেব কিছু সম্বন্ধ নাই।

২১। উপসংহাবে ত্রুটী আত্মাব লক্ষণসকল একত্র সম্বন্ধিত কবিয়া দেখান হইতেছে :—

(১) তাবার্থ পদেব দ্বাবা স্বরূপ লক্ষণ—

ত্রুটী দৃশিমাত্রঃ স্ফোহপি প্রত্যয়ানুপপত্তঃ। (যোগসূত্র)।

বুদ্ধো প্রতिसংবেদী। (ভাস্কর)।

সাক্ষী, চেতা (ঐচ্ছান্ত)।

(২) নিষেধার্থ পদেব দ্বাবা লক্ষণ = অ-দৃশ্য বা নিষ্পত্ত।

(ক) কবণসাধর্মা-নিষেধ—ঐচ্ছান্ত।	{ অন্তঃকবণ-সাধর্ম্যহীন = অনন্য। জ্ঞানেজিয় " = অচন্দ্র, অকর্ণ ইত্যাদি। কর্মেজিয় " = অপাপিগাদি ইত্যাদি। প্রাণ " = অপ্ৰাণ।
(খ) বিষয়সাধর্ম্য-নিষেধ—	
অন্তঃকবণেব (সাক্ষাৎ) অবিসয় = অচিন্ত্য।	
জ্ঞানেজিবিবিষয় = অদৃষ্ট, অশব্দ, অস্পর্শ ইত্যাদি।	
কর্মেজিবিবিষয় = অব্যবহার্য ইত্যাদি।	
প্রাণাবিসয় = অব্যবহার্য ইত্যাদি।	

(গ) বিষয় ও কবণেব অন্তান্ত সাধর্ম্য নিষেধ—

দেশকালব্যাপিস্বহীন = অব্যাপক্বেদ।

অবযবহীন = নিববযব, নিষ্কল।

মাযাদি দ্বৈত পদার্থেব সম্পর্কহীন = নিঃসঙ্গ, শুদ্ধ।

ঐশ্বর্যহীন = ‘ন প্রজ্ঞানধন’ ইত্যাদি।

জিগ্মাহীন = অপ্রতিসংক্রম, নিষ্ক্রিয়।

পরিণামানন্ত্যহীন = কৃচ্ছানন্ত।

বুদ্ধি-স্বহীন = অব্যয়, অবিনাশী ইত্যাদি।

ফলতঃ ঐ আকাশ দি (space)-নামক বৈকল্পিক (অবাস্তব) পদার্থকে লক্ষ্য কবিয়াই ব্যবহৃত হয়।

‘দি ঐ ঐষ্টক হইতে তৎপরিণাম অবকাশ লগ্না যায়, তবে ঐষ্টক থাকিতে পারে না, অতএব ঐ ঐষ্টকই অবকাশ বা স্থান’—এতাদৃশ হাতের দস্ত উল্লেখ্য উপন্যাস দুইদিকে কারণনিব পদার্থ স্বীকার কবিয়া প্রমাণের ভিত্তি কবাব চেষ্টা নাই।

(৮) এক্ষেপ প্রাণাভাবে ও সাবস্বাদি দোষ আসে বলিয়া = অনেক।

২২। প্রাচীন কাল হইতে অনেক বাদী অনেক মূক্তি উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন, তাহারা সকলেই নিজ নিজ চরম পদার্থকে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গিয়াছেন। সাংখ্যবাদের বলেন, “পুরুষের পবং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পবা গতিঃ” (শ্রুতি)। ইহাব বিশিষ্ট কাব্য আছে।

যিনিই বাহা উদ্ভাবন করুন না কেন, তাহা স্রষ্টা অথবা দৃষ্টের অন্তর্গত হইবে। স্রষ্টা হইতে পব কিছু হইতে পারে না তাহা বলা বাহুল্য। বাহা বা পুরুষ অপেক্ষা উচ্চ পদার্থ আছে বলে তাহাদেব, স্রষ্টা অপেক্ষা উচ্চ পদার্থ যে হইতে পারে তাহা দেখান আবশ্যক। ‘অনন্ত হইতে বড়’ বলা যেমন প্রলাপমাত্র, স্রষ্টা হইতে পব পদার্থ বলাও তত্রপ।

## পুরুষের বহুত্ব এবং প্রকৃতির একত্ব

১। প্রথমতঃ দ্রষ্টব্য 'এক' ও 'বহু' কয় বকম অর্থে আমবা ব্যবহার কবি বা বুঝি। 'এক' এই শব্দের অর্থ এই এইরূপ হয়.—(১) অবিভাজ্য নিববয়ন এক। (২) সমষ্টিভূত বা বিভাজ্য এক। (৩) বহু সাধারণ নাম বা জাতি। (৪) অনেক অঙ্গের অঙ্গী-রূপ এক।

প্রথম 'এক' পদার্থের উদাহরণ কেবল অঙ্গ পদার্থ বা 'আমি'। আমি অবিভাজ্য এক (individual) বলিয়াই অস্বীকৃত হয়। 'আমি বহু' বা আমি বহু 'আমি'ব সমষ্টি এইরূপ কখনও অস্বীকৃত বা কল্পিত হইতে পারে না বা ধারণা অসম্ভব \*। বহু দ্রব্যে আমি অভিমান করিবা 'আমি অমুক, অনুক' বলিতে পাবি কিন্তু সেই সব দ্রব্যেও অভিন্নতা আমি একই থাকে। তাহাতে জানা যায় যে আগ্নেয়ত্ব মধ্যে এমন এক ভাব অন্তর্গত আছে যাহা অবিভাজ্য এক, স্বত্বাৎ যাহা নিববয়ন বা অঙ্গবৎ সমষ্টি নহে। ইহাকে অখণ্ড বা অখণ্ডক বল একও বলে। আমিদ্রব্য এইরূপ এক কেন্দ্র আছে যাহা এতাদৃশ অবিভাজ্য এক। অল্প কোন ব্যক্ত দৃষ্ট ভাব এইরূপ 'এক' নহে। পার্থক্য অনান্য দ্রব্যে একপ অবিভাজ্য এক আধিক্য কবিত্তে গেলেই ইহা বুঝিতে পারিবেন। এইরূপ 'এক' অবিকারী ও প্রত্যক্ষ হইবে। কাণ যাহাব ভিত্ত একাধিক ভাব নাই তাহা একাধিকভাবে জ্ঞাত অর্থাৎ বিকৃত হইতে পারে না।

প্রত্যেক পদার্থ উত্তমরূপে বুঝা আবশ্যক। আমাদের মধ্যে যে অবিভাজ্য নিজস্ববোধ (personality) আছে তাহাই বা তাহার মূলই প্রত্যক্ষ বা অ-সামান্য। যাহা সামান্য বা বহু মধ্যে সাধারণ, বা বহু বিবর্ষীয় বিষয় নহে তাহাই অ-সামান্য বা প্রত্যক্ষ। 'আমি নিজে' এইরূপ যে বাক্য বলি তাহা যাহা অস্বত্ব কবিবা বলি তাহাই প্রত্যক্ষের অস্বত্ব। এই বোধের মূল কেন্দ্রব নামই প্রত্যক্ষ চেতন বা প্রত্যাপত্তা। তাহা নিজস্ববোধ ব্যতীত অল্প কিছু বোধ নহে, স্বত্বাৎ তাহা অবিভাজ্য এক।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকারের এক-এ অনেক পদার্থ অন্তর্গত থাকে। যেমন, এক ছুপ অনেক বালুকাব সমষ্টিমাত্র, মহত্ত্ব, গো আদি একবচনান্ত শব্দ অনেক ব্যক্তিব সাধারণ নামমাত্র।

চতুর্থ প্রকারের অঙ্গী 'এক'। অঙ্গ দুই প্রকার, স্বাভাবিক বা অবিভাজ্যীয় অঙ্গ এবং অবয়ব বা আগন্তক অঙ্গ (যাহা অবয়বন কবিবা বা মিলিত হইবা 'এক' দ্রব্য হয়)। তন্মধ্যে শেখোভাট সমষ্টিভূত একেব অন্তর্গত। আব, অবিভাজ্যীয় অঙ্গের অঙ্গী যে 'এক' তাহার অঙ্গভেদ থাকিলেও

\* গ্রীক দার্শনিক Plutarch এই একের স্বরূপ বিবরণ দিয়াছেন, যথা :—I mean not in the aggregate sense, as we say one army, or one body of men composed of many individuals, but that which exists distinctly must necessarily be one, the very idea of Being implies individuality. One is that which is simple Being, free from mixture and composition. To be one, therefore, in this sense, is consistent only with a nature entire in its first principle and incapable of alteration or decay.—*Life of Plutarch*, by J. & W. Langhorne,

অসংখ্যক বিবোধ্য নহে বলিয়া তাহাই প্রকৃত চতুর্থ প্রকাষে অধী এক। কোন এক বাহু প্রত্যেক অনেক ভাগে বা অবয়বে বিভক্ত কবিতা পাব কিন্তু দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও হোলো হইতে বিমুক্ত কবিতা পায় না। ত্র্যয় প্রকৃতি এইরূপ অধী এক। তাহাৰ অসংখ্য অবিনাশ্যবী হইলেও জিহ্মহেতু তাহাতে নানাবিধ বীজ আছে।

২। এই চতুর্থ 'এক' পদার্থ যদি একাধিক সংখ্যক থাকে তবেই তাহাঙ্গিকে অনেক বলা যায়। উপর্যুক্ত বিভাগ অনুসারে অবিনাশ্য 'এক' পদার্থ যদি অনেক সংখ্যক থাকে তবে তাহাদেব অনেক বলা যায়, যেমন জড়বাদীদেব 'অবিনাশ্য' অসংখ্য পৰমাণু। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকাষে 'এক' পদার্থও এক্ষণে বহু হইতে পারে।

৩। পুঙ্খ বা বিজ্ঞাতা যে আছেন ও অবিকারী চিত্তপ-সত্তা তাহা বহুদলে ভাষাসিদ্ধ কবিরা প্রতিপাদিত হইয়াছে। এখানে তাহাৰ সংখ্যাব বিবৰ বিচার্য।

আমরা অল্পভব কবি যে অনেক আমাৰ মতো ঙ্গা বা জাতা আছে, তাহাৰা যে সব এক এ কথাব বিন্দুমাত্র প্রমাণ নাই, তাই বলি সঙ্গব্যাহ জাতাব ভাব বহু জাতা আছে। জাতাবা সর্বভক্তল্য হুতবাং তাহাদেব একজাতীয় বস্তু বলিতে পাৰ কিন্তু একসংখ্যক বলাব হেতু নাই। যদি শব্দ কব একই জাতা বহু বৃত্তিৰ ঙ্গা, তাহাতে জিজ্ঞাত—এইরূপ শব্দ কব কোন্ বৃত্তিতে? ইহাতে যদি বল 'অসংখ্যক বলিবা গিয়াছে—ঙ্গা একসংখ্যক' তবে তাহা দার্শনিক বিচারে স্থান পাইবাব যোগ্য নহে। উহা অসংখ্যকদেব বিবৰ। আব যদি বল যে এইরূপ তো সম্ভব হইতে পারে। ইহা গ্রাহ্য শব্দা বটে, কিন্তু তোমাকে দেখাইতে হইবে যে ইহা কেন সম্ভব, দুই চাৰিটা উপমা (বাহা উদাহরণ নহে) দিলেই চলিবে না। পৰন্তু ঐ মত যে অসম্ভব তাহা আমাদেব অল্পভবসিদ্ধ। আমাৰা অল্পভব কবি যে আমি এক কালে একই জানেব জাতা, যুগপৎ আমি বহুজ্ঞানেব জাতা এইরূপ কখনও অল্পভব হয় না। আমি এক কালে নীলও জানছি পীতও জানছি, মুক্তাও জানছি জগৎও জানছি—এইরূপ অল্পভব অসম্ভব ও অল্পভূতিবিকৃত হুতবাং অচিন্তনীয় বাঙমাজ। অতএব ঐ শব্দাব অবকাশ নাই।

৪। যদি বল আমাৰা বস্তু ভেদ কবি সব দেশকাল দ্বিবা ভেদ কবি, দেশকালাতীত ঙ্গাদেব কি দ্বিবা ভেদ কবি? ইহা নিতান্ত অযুক্ত কথা কাৰণ দৈনিক প্রত্যেক দেশ দ্বিবা এবং কালিক প্রত্যেক কাল দ্বিবা ভেদ কবি, যদি তাহাদেব ভেদক গুণ থাকে। দেশকালাতীত প্রত্যেকেব যে দেশকাল দ্বিবা ভেদ কবিতা হইবে তাহা তোমাকে কে বলিল? ব্যাবহাৰিক পদার্থ সব দেশকালাতীত, তাই কি দেশকালাতীত বস্তু নাই? যদি থাকে তবে তাহাকে দেশভেদে ভিন্ন বা কালভেদে ভিন্ন এইরূপ অযুক্ত কথা বলিতে বাইবে কেন? দেশকালাতীত হইলেই যে তাহাৰা একসংখ্যক হইবে তাহা ধৰিবা লও কেন? উহাৰ বিন্দুমাত্র যুক্তি নাই। মন দেশাতীত প্রত্য, তাই বলিবা কি বহুসংখ্যক মন নাই? কালাতীত অর্থে বিকাবহীন, বিকাবহীন হইলেই যে একসংখ্যক হইবে তাহা তোমাকে কে বলিল? উহা বলাব কিছুমাত্র যুক্তি নাই। হুতবাং দেশকালাতীতদেব সহিত সংখ্যাব একত্ব-বহুদেব কিছুই সম্ভব নাই। প্রমাণহীন ধৰিবা-লগ্না কথাব উপবেই ঐ শব্দা নির্ভব কবে। ঙ্গা অল্পদেশব্যাপী বা সর্বদেশব্যাপী এইরূপ কল্পনা কবিলে যে চিত্তপ ঙ্গাকে কল্পনা কবা হয় না, কিন্তু এক জড় প্রত্য কল্পনা কবা হয় তাহা স্মরণ বাধিতে হইবে।

তবে কোন্ ভেদক গুণের দ্বাৰা ঙ্গাদেব ভেদ স্থাপন কবিতা হইবে, সব ঙ্গাই তো সর্বভক্তল্য ?—



দ্রষ্টাদেব প্রত্যক্ বা নিজস্ব স্বভাবের দ্বাবাই তাহাদেব ভেদে হাপ্য। দ্রষ্টাবা স্বভাবতঃ প্রত্যক্ বা এক অবিভাজ্য নিজবোধ-স্বরূপ। নিজ অর্থে বাহ্য অস্ত্র সব হইতে সম্পূর্ণরূপে বিবিক্ত এইরূপ 'জ্ঞ'-মাত্র দ্রব্য। যে বোধে অন্তের জ্ঞান নাই তাহাটী প্রত্যক্ চেতন বা নিজবোধমাত্র, তাহা ছোট বড় নহে এবং বিকাবী নহে। প্রত্যেক ব্যক্তিতে এইরূপ স্বভাবের এক কেন্দ্র পাই বলিয়া এবং সেই সব নিজবোধ যে একসংখ্য তাহাব বিন্দুমাত্রও যুক্তি নাই বলিয়া দ্রষ্টাবা পৃথক্ এবং অসংখ্য, তাহাদেব ভেদে স্বত্বাং স্বাভাবিক। তথাপি যদি তাহাদেব একসংখ্য বল তবে তোমাকেই দেখাইতে হইবে যে তাহাদেব অভেদক গুণ কি? গুণ-গুণিদৃষ্টিব অতীত দ্রষ্টাদেব গুণ দেখাইতে যাওয়া অতীব অদ্বায়ত, স্বভাব দেখাইতেও পাব না কাবণ দ্রষ্টাব স্বভাবই প্রত্যক্।

প্রত্যেক বুদ্ধিব দ্রষ্টাবা এক হইয়া বায় এইরূপ যদি দেখাইতে পাবিতে তবে বলিতে পাবিতে দ্রষ্টাবা এক। কিন্তু তাহাবও সম্ভাবনা নাই কাবণ দ্রষ্টাব বহুত্ব ও একত্ব উভয় মতেই সমস্ত অনাস্বাদ্য ছাড়িয়া নিজবোধমাত্রের স্থিতিই মোক্ষ। অতএব কখনও এইরূপ বোধ হইবে না যে, জ্ঞাতা আমি অস্ত্র সব জ্ঞাতা হইয়া গেলাম।

৫। বহু হইলে তাহাবা সসীম হইবে এই স্থূল আশক্তি 'সাংখ্যতত্ত্বালোক' ৫-৬ প্রকরণে নিবসিত হইয়াছে এবং 'জ্ঞানাদিব্যবহাতঃ পুরুষবহুত্বম্' এইরূপ বাক্যেও প্রকৃত অর্থ 'জ্ঞানমবগণকরণানাং প্রতিনিয়মানাং...' এই কবিকাব ব্যাখ্যায় 'সবল সাংখ্যযোগে' বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এখানে তাহা সংক্ষেপে বলা হইল।

'জ্ঞানাদিব্যবহাতঃ পুরুষবহুত্বম্' এই সাংখ্যসূত্রেব পতীব তাৎপৰ্য না বুঝিয়া সাধাবণ লোকে মনে করে যে, পুরুষেব বহন জ্ঞানাদি হয় না, তখন ইহাব দাবা কিরূপে পুরুষবহুত্ব সিদ্ধ হয়? অবশ্য সাংখ্যাচার্যেবা এই স্থূল আশক্তি উত্তমরূপেই জানিতেন। এখানে পুরুষেব জ্ঞান বক্তব্য নহে কিন্তু তিনি জ্ঞয়েব জ্ঞাতা ইহাই বক্তব্য, কাবণ পুরুষ জ্ঞাতা বা দ্রষ্টা ইহা সাংখ্যসিদ্ধান্ত, স্বত্বাং পুরুষেব জ্ঞান বলিলে 'জ্ঞয়েব জ্ঞাতা' এইরূপ হইবে। একই রূপে বহু জ্ঞানাদিব জ্ঞাতা হইলে সেই জ্ঞাতা বহু হইবেন, স্বত্বাং এক পুরুষ বলিলে একদা বহু দ্রষ্টৃদেব সমষ্টিভূত এক পুরুষ হইবেন এবং তাদৃশ পুরুষ তাহা হইলে যে স্বগতভেদযুক্ত হইবেন তাহা বলা বাহুল্য।

'জ্ঞাতা আমি' এইরূপ বুদ্ধিব অবিভাজ্য একত্ব ও প্রত্যক্-স্বভাব অল্পত্ব কবিয়া তদ্ব্যবহৃত প্রকৃত চেতন জ্ঞাতাব সম্পূর্ণ নিজবোধরূপ স্বভাব জানা বায় এবং দেখান হইয়াছে যে যুগপৎ বহু জ্ঞানেব একই জ্ঞাতা থাকি অনন্তভাবে, অচিন্ত্য ও অকল্পনীয় বাক্য। প্রকৃতি এক এবং সামান্য (অগ্রে দ্রষ্টব্য), অতএব বহু আমিহ বুদ্ধি বাহ্য দেখা যাব তাহাব কাবণ কি? বহুত্ব কাবণ বহু হইবে, স্বত্বাং এক বিভাজ্য প্রকৃতিব বহু বিভাগেব কাবণ বহু পুরুষ বা দ্রষ্টা হইবেন।

৬। পবমার্থেব বা জিতাপমুক্তিব স্তম্ভ দর্শন বা যুক্তিযুক্ত মনন চাই। তাহার আলোকে সাধন কবিয়া পবমার্থ-সিদ্ধি ('ন সিদ্ধিঃ সাধনং বিনা') হইলে বাক্য মন নিবৃত্ত বা নিরুদ্ধ হয় স্বত্বাং তখন পবমার্থ-দৃষ্টি থাকে না। অতএব পবমার্থ-সিদ্ধিতে একত্ব-বহুত্ব আদি বুদ্ধি ও তাহাব ভাবা থাকে না, ভাবা দিয়া বলিতে হইলেই এক বা অনেক বলিতেই হইবে, এতলে বহু বলাই যে যুক্তিযুক্ত তাহাই দেখান হইল।

অজ্ঞালোকে পবমার্থ-সিদ্ধিব ও পবমার্থ-দৃষ্টিব ভেদ না বুঝিয়া একে অন্তের বিপর্যাস কবতঃ গোল করে। পবমার্থ-সিদ্ধিতে বাহ্য হইবে পরমার্থ-দৃষ্টিতেই তাহা আনিবা কেলে। চৈত্র বখন

মৌল্যসাধন কবিবোৰে তখন তাঁহাকে মৈত্ৰাৰ্থি 'অন্ত সব অনাত্ম পদাৰ্থ বিকৃত হইবা কেবল নিজবোধ-  
মাজে বাইতে হইবে।' চৈত্ৰ এইৰূপ ধ্যান কবিবোৰে না যে আমি মৈত্ৰেব 'আমি' হইবা সেলাম, কাৰণ  
অন্ত আমিষ অহমেশ্বৰমাজে, কিন্তু সাক্ষাৎ জ্ঞেয় নহে হৃতবাং তাহা য়েব নহে। 'সৰ্বভূতস্বমাত্মানং  
সৰ্বভূতানি চাত্মনি' এইৰূপ ভাব মৌল্যবাহু নহে কিন্তু সপ্তম ঐশ্বৰ্যবৃত্ত ভাববিশেষ। কাৰণ উহাতে  
উপাধি থাকে, সৰ্ব-নামক অনাত্মবোধও থাকে, বিকৃত নিজবোধমাজে থাকে না। 'আমি শবীৰ  
ব্যাপিৰা বহিবাছি' ইহা যেমন সাবিত্ত উপাধি, 'আমি ব্ৰহ্মাণ্ড ব্যাপিৰা বহিবাছি' ইহাও সেইৰূপ।  
অসংখ্য ব্যক্তি মনে কবিতো পাৰে, 'আমি ব্ৰহ্মাণ্ড ব্যাপিৰা বহিবাছি' তাহাতে তাহাদেব সকলেব  
'আমি' বে এক হইবা বাইবে তাহা অসম্ভব কল্পনা মাজে। এইৰূপ উপাধিযুক্ত বহু 'আমি'ই বা জটাই  
তখন থাকিব। তুমি যদি মনে কব বাম-ভামাধিৰ ভিতৰ আমি আছি তবে তাহাদেব 'আমি'  
ভোমাব আমি হইবে না। অতএব স্বভাবতঃ ভিন্ন জটাইবা নিতাই বহু, তাহাদেব সংখ্যাব একত্ব  
সৰ্বথা অপ্ৰমোদ। এক সায়াবাদী ছাড়া সমস্ত দাৰ্শনিকবা ইহা স্বীকাৰ কৰেন এবং এই মত  
প্ৰতিব অবিচল মনে কৰেন।

অবশ্য, পদমাৰ্গ-সিদ্ধিতে কোন মুক্ত পুৰুষ অন্ত বহু মুক্ত পুৰুষেব সত্তা উপলব্ধি কবিবে না বটে  
(কাৰণ সাংখ্যমতে সেই অসংখ্য কেবল শুদ্ধ, বুদ্ধ, চিত্তমাজে, বাক্যমানেব অতীত) তবে ব্যবহাৰ-দৃষ্টিতে  
যে বহুত্বেব বিশেষ কাৰণ আছে এবং বহু না বলিলে যে বিশেষ দোষ হয়, তাহা 'সাংখ্যভাস্ক্যলোক' § ৩  
প্ৰকবণেও প্ৰদৰ্শিত হইমাজে। কেহ বলিবেন প্ৰতিই প্ৰমাণ। কিন্তু প্ৰত্যৰ্থ যে সাংখ্যপক্ষেও  
সুসঙ্গত, তাহা 'প্ৰতিসাব' এবং 'সাংখ্যভাস্ক্যলোক' § ৭ জটব্য। অনেকে 'বহু অনাদি সত্তা' অসম্ভব  
বলিবা বিবেচনা কৰেন, কিন্তু কেন অসম্ভব তাহাব কোন যুক্তি দেখাইতে পাবেন না। কেহ কেহ  
উপমা সেন যে, 'এক হৰ্ষ যেমন বহু জলে প্ৰতিবিম্বিত হয়, এক পুৰুষও তজ্জপ'। ইহা উপমা মাজে,  
হৃতবাং প্ৰমাণ নহে। হৰ্ষেব উপমা সাংখ্যবাও বহুত্ব-বিষয়ে সেন। তাঁহাবা বলেন, যেমন  
হৰ্ষমণ্ডল বহুবলি, অথচ একৰূপে প্ৰতীকমান, পুৰুষগণও তজ্জপ। হৰ্ষ একৰূপে প্ৰতীত হইলেও  
বহুত্বঃ বহু বিবেব লমবেশমাজে। প্ৰত্যেক স্থান হইতে সেই এক এক বিব দেখা বাব। আব  
প্ৰত্যেক স্থান হইতে এক একটি দৰ্শন দিয়া যদি এক স্থানে সমস্ত হৰ্ষপ্ৰতিবিম্বকে উপদৃপিব ফেলা  
যায়, তাহা হইলে তথাব এক হৰ্ষ (ভূপদীপ্তিৰূপ) হইবে। অতএব হৰ্ষকে একজ লমাবিট বহু বহু  
একৰূপ বিবলমটি বলা বাইতে পাৰে, পুৰুষও তজ্জপ। অনেকেব পক্ষে উপমা-ব্যতীত বুঝিবাব  
আব উপায় নাই বটে, কিন্তু তাঁহাবা হস্তৰূপে তত্ত্ব অবগত হইতে চান তাহূণ পাঠকগণেব প্ৰতি  
অহুবোধ তাঁহাবা সেন এই প্ৰকাৰ হস্ত বিবেব বাহু উপমাকে প্ৰমাণ-বৰূপ না জামিবা ও তাহা  
ভাগ কবিবা সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি কবিতো চেষ্টা কৰেন। আবও এক বিব জটব্য। লম্যগদৰ্শনেব  
পক্ষে অৰ্থাৎ মৌল্যসাধনেব পক্ষে পুৰুষেব বহুত্ববা বা একত্ববা ইহাব মধ্যে যে কোন বাইই তুল্য  
উপযোগী। উহাব কোনটিতে মোক্ষে কোন ক্ষতি হয় না, কাৰণ মৌল্যসাধনে কেবল নিজেকে  
'চিত্তমাজে' বলিবা জানিতে হয় এবং গব বা সমস্ত অনাত্মেব জ্ঞান ছাডিতে হয়। উভয় মতেই প্ৰত্যেক  
জীব 'চিত্তমাজে ও শুদ্ধ', হৃতবাং মৌল্যবিষয়ে কোন ব্যাঘাত হয় না। কিন্তু জ্ঞপ-তত্ত্ব বুঝিবাব জন্ত  
পুৰুষবহুত্ববাদ সমৰিক ভাষ।

৭। প্ৰকৃতি এক হইলেও জ্যাক। সম্ব, বহু ও তম এই তিন অঙ্গ থাকিতে বহু উপদৰ্শনে  
তাহাব অসংখ্য বিভাগ হইতে পাৰে। বহু ও তমেব দাবা সম্বেব অসংখ্য প্ৰকাৰ অভিব, সেইৰূপ

সব ও তমের ঘাণা বজ্র অসংখ্য প্রকার অভিব্যব, তরুণ রজ ও সঙ্কেত ঘারা তমের অসংখ্য প্রকাণ্ড অভিব্যব হইতে পাবে, অতএব প্রকৃতি বিভাজ্য। কিন্তু এই বিভাগেব লক্ষ্য অসংখ্য হেতু চাই—সাম্যাবস্থ দ্বিগুণেব অহেতুতে বিভাগ হইতে পাবে না। সেই হেতুই পুরুষ। তাহাতে অবিভাজ্য পুরুষ হয় বহু হেতু সমষ্টি হইবেন, না হয় বহু অবিভাজ্য-এক হইবেন। অবিভাজ্য পদার্থ কখনও সমষ্টিভূত হইতে পাবে না, অতএব পুরুষ বহু।

প্রধানের একত্ব কিরূপে জানা যায় ? —সব, বজ ও তম এই তিন গুণের ঘাণা বাহ্য ও আস্তব সমস্ত ভাবপদার্থ নির্মিত, তাই বলিতে হইবে গুণত্রয়াস্রক এক প্রকৃতি এই সমস্তের উপাদান।

৮। প্রসঙ্গ হইতে পাবে বহু বুদ্ধি উপাদান একজাতীয় হইতে পাবে কিন্তু সত্ত্ব, রজ ও তম-রূপ পৃথক্ পৃথক্ বহু প্রকৃতিসকল সেই বহু বুদ্ধি আদিব যে কাবণ নহে তাহা কিরূপে জানা যাইবে ? তত্বত্বে বক্তব্য যে ‘একজাতীয়’ ব্রহ্ম যদি মিলিত থাকে তবে তাহাদের একই বলিতে হইবে, ভিন্ন বলিবে কিরূপে ? তাহা বলাব উদাহরণ নাই। সমস্ত বুদ্ধি উপাদানভূত জৈগুণ্য (বাহাদেব কথায় পৃথক্ বলিতেছে) তাহারা যে সব সৰ্ব্বক তাহা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। দেখা যাব যে, সাধাবণ বা সর্বসামান্য গ্রাহ্য বিষয়ের সহিত সব বুদ্ধি সৰ্ব্বক, অতএব বহু ব্রহ্মাব ঘাণা সামান্যভাবে গৃহীত গ্রাহ্যের সহিত প্রতিপৌরুষিক গ্রহণের বা করণের উপাদানভূত জৈগুণ্য সৰ্ব্বকই রহিয়াছে, অসৰ্ব্বক নহে। তাই বলিতে হইবে যে, প্রত্যেকের উপাদানভূত জৈগুণ্য এক সর্বসামান্য জৈগুণ্যবই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশিত ভাব। যদি অঙ্গসকল সৰ্ব্বক থাকে তবেই সেই জিনিসকে এক বলা যায়, এখানেও সেইজন্য প্রকৃতিকে এক বলা হয়।

প্রতিপৌরুষিক বুদ্ধিসকল, বাহ্যাবা অন্ত হইতে বিবিজ্ঞ, তাহাদের প্ৰবক্ষ্যের বিজ্ঞপ্তি অর্থাৎ মনোভাবেব আদান-প্রদান হইতে গেলে এমন সাধাবণ বিষয় চাই যাহা সব বুদ্ধিবই গ্রাহ্য হুতবাং সব বুদ্ধি সহিত মিলিত। গ্রাহ্য ব্রহ্মই সেই মেলন-হেতু। এইরূপে সমস্ত জৈগুণ্যিক ব্রহ্ম সৰ্ব্বক বলিয়া তাহাদের কাবণভূত জৈগুণ্য বা প্রকৃতি এক।

৯। আবণ্ড শব্দ হইতে পাবে যে, প্রত্যেক বুদ্ধি ববাবব আছে ও থাকিবে, অতএব উপাদানভূত জৈগুণ্যসহ তাহাবা ববাববই পৃথক্ হইবে। ইহা অস্পষ্ট কথা। প্রত্যেক বুদ্ধি একভাবেই ববাবব অবস্থিত কবে না; তাহারা প্রতিমুহূর্তে নীন হইতেছে ও উঠিতেছে। নয় পাওয়া অর্থে ন্যমপরিমাণ দ্বিগুণরূপ অবস্থায় যাওয়া, অতএব প্রত্যেক বুদ্ধি ববাবব অভদ্র একইরূপে আছে এইরূপ ধরিয়া লওয়া ভ্রান্ত্য নহে হুতবাং ঐ শব্দা নিসার। প্রত্যেক বুদ্ধি প্রতিক্ষেপে সাম্যপ্রাপ্ত দ্বিগুণ হইতে ব্যক্ত হইতেছে, এইরূপভাবে বা সত্ত্ব প্রবাহরূপে তাহারা ববাবব আছে—ইহাই প্রকৃত কথা এবং ইহাতে ঐ শব্দাব অবকাশ থাকে না। প্রত্যেক বিষয়ের দৃষ্টান্ত লইয়া বলা যাইতে পাবে যে একই সমুদ্রে বহু বায়ুবেগরূপ ভবজ-উৎপাদক হেতুঘ ঘারা যেমন বহু তরঙ্গ হয়, সেইরূপ বহু পৌরুষেব উপদর্শনরূপ হেতুঘ ঘাণা একই দ্বিগুণ সমুদ্রে বহু বুদ্ধিরূপ ভবজ হয়। অপ্রত্যক্ষ অল্পমের বিষয়ের দৃষ্টান্ত দিলে বলা যায় যে, যেমন একস্থান হইতে স্তোকে স্তোকে ধুম উঠিতেছে দেখিলে অল্পমান কবিয়া বলি যে, একই অপ্রত্যক্ষ অগ্নি হইতে ঐ বহু ধুম-স্তোক উঠিতেছে, সেইরূপ অব্যাক্তীভূত একই দ্বিগুণ হইতে বহু বুদ্ধিরূপ ব্যক্তি বা (ভিন্ন ভিন্ন দ্বিগুণ-সমষ্টিরূপ) স্তোকসকল প্রতি মুহূর্তে উঠিতেছে।

ব্যক্তভাবসকল উপলক্ষিযোগ্য, উপলক্ষি হইলেই তাহার পৃথক্ ব্যক্তিব উপলব্ধ হয়। উপলব্ধ

হওয়া ও ব্যক্তিভেদে অবিনাভাবী। যে অব্যক্তীকৃত অল্পলক্ষ জিগ্মশু হইতে প্ৰতিক্ষেপে বুদ্ধিগুণ ব্যক্তিসকল উঠিতেছে তাহাব ভিতৰে পৃথক্ কল্পনা কৰাব কোন হেতু নাই। তাহা তদতিবিক্ত পুৰুষৰূপ হেতুবশেই পৃথক্ ব্যক্তিক্ৰমে উঠে বলিয়া তাহাতে বিভাগযোগ্যতামাত্র অৰ্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ দৃষ্টক্ৰমে উপলব্ধ হওয়াৰ যোগ্যতামাত্র, অহ্মান কৰা যায়, কিন্তু তাহা বিভক্ত হইয়া বহিয়াছে এইরূপ কল্পনা কৰা ভ্ৰাম্যসম্ভব নহে।

অবগণ ব্যক্তিহে হইবে যে, প্ৰকৃতি বা অব্যক্ত জিগ্মশু দেশাতীত পদাৰ্থ, স্তূতবাং তাহাতে পৃথক্ অবয়ব কল্পনা কৰিলে তাহা দৈশিক অবয়বৰূপে কল্পনীয় নহে। কিন্তু তাহা কালাতীত পদাৰ্থ, অতএব তাহাতে কালিক অবয়বও কল্পনীয় নহে। দৈশিক ও কালিক অবয়ব যাহাতে কল্পনীয় নহে এইরূপ অৰ্থচ যাহা সাধাবণ (বহু ব্ৰষ্টাব) বিষয়ীকৃত হইবাব যোগ্য পদাৰ্থ তাহাকে 'এক' বলিতে হইবে।

এক ব্ৰষ্টা 'ধানিক' প্ৰকৃতিকে উপদৰ্শন কৰিতেছেন, অন্ত এক ব্ৰষ্টা প্ৰকৃতিৰ আৰ এক অংশকে উপদৰ্শন কৰিতেছেন—এইরূপ কল্পনা কৰিতে গেলে প্ৰকৃতিৰ বৰ্ণাৰ্থ ধাবণা কৰা হইবে না, দেশকালান্তৰ্গত পদাৰ্থেবই কল্পনা কৰা হইবে ('শঙ্কানিবাস' § ৮ ব্ৰষ্টব্য)।

## শান্তি-সন্তব

অধ্যাত্মযোগসম্বন্ধীয় পারমার্থিক রূপক

( প্রথম মুদ্রণ ইং ১৯০৬ )

নিত্য কাল হইতে সত্ৰাই পুরুষদেব স্বপ্নে অবিবাক্যমান আছেন। সেই পুৰী অনন্ত স্বয়ংপ্রকাশ বোধ-জ্যোতিতে পবিপূৰ্বিত, তন্মিষে এইরূপ ভবন কবা বাস যে, “তথাব স্বৰ্গ-চক্ৰ বা তাবকা প্রকাশ পায় না, তথাব বিদ্যাও প্রভাহীন, অতএব অগ্নির আর কথা কি? তথাকাব প্রকাশ আশ্রয় কবিতা বিশ্ব প্রকাশমান হয়” \*। অনাত্মপ্রদেশে বুদ্ধি নামে যে প্রোক্তজ্ঞ অবিভ্যক্তা আছে, পুরুষদেবের পুৰী তাহাবও উপবিহিত।

বুদ্ধি-অবিভ্যক্তার নিম্নে অহংকার-ক্ষেত্রে অনাদি কাল হইতে চিত্তনগরী স্থাপিত আছে। উহা কালনদীর তীবে স্থিত। কালনদী নিবত অনাগতেব দিক্ হইতে অতীতেব দিকে প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে।

চিত্তনগরে অভিন্নান-কুল-সমুত্তা ইচ্ছাদেবী অধীশ্বরী। ইচ্ছাদেবী চিবনবীনা। যদিও উক্ত-কুলের ‘বিচাব’ নামে তাঁহাব প্রধান মন্ত্রী আছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অধুনা বিচাবেব কিছুই ক্ষমতা নাই। কাবণ, অবিভ্যক্তা-নারী এক নিশাচরী আত্মজ ‘প্রমাদ’কে এইরূপ মোহনসাজে সাজাইয়া চিত্তনগরে প্রবেশ কবাইয়া দিয়াছে যে, প্রাণ সকলেই তাহাব বশীভূত হইয়া গিয়াছে। সে মস্তিষ্কব বিচাবেক মোহময়ী প্রমোদ-মন্দিরা পান কবাইয়া এইরূপ মুগ্ধ কবিতা ফেলিয়াছে যে, বিচাব তাহাব সমস্ত কুকাৰ্য্যই অধুনা সম্মতি দেন। আব স্বভাবতঃ চক্ৰলা ইচ্ছাদেবী প্রমোদেব কুমন্ত্রণাব এইরূপ উজ্জ্বলা হইয়াছেন যে, চিত্তরাজ্যে মহা বিপ্লবের আশঙ্কা অধুনা প্রকটিত হইতেছে। প্রমোদেব মন্ত্রণায় ইচ্ছা নিগতই স্বীয় ‘ইন্দিব’ নামে হৃদাস্ত অম্লচবগণেব দ্বাৰা বিষয়-প্রত্যাগণকে বড়ই নিস্পীড়ন কবিতো আবস্ত কবিতাচেন। ধর্মতঃ প্রমোদেব নিকট ‘স্বপ্ন’ নামে যে কব প্রোণ্য † ইচ্ছাব তাহাতে আব মন উঠে না, বাগও কুলায় না। কাবণ, প্রমোদ তাহাব অনেক স্বপ্ন-বাস্তব হবণ কবিতা স্বীয় অম্লচব কাম, ক্রোধ ও লোভকে দেয়। তাহাবা মাৎসৰ্য-শৌণ্ডিকেব নিকট হইতে মত্ত ক্রমেই উহা উড়াইয়া দেয়।

শেষে এমন হইয়া উঠিল যে, বিষয়-প্রজ্ঞাবা আব স্বপ্ন-বাস্তব যোগাইতে অক্ষম হইল। ইন্দিয়গণ তপাপি উৎপীড়ন কবিতো থাকাতো তাহাবা দুঃখ-শব মারিতা ইন্দিয়দিগকে জর্জরিত কবিতো লাগিল ও ইচ্ছা-বাস্তবকে ‘প্রবৃত্তি-বাস্তবী’ নামে গালি দিতে লাগিল। বস্তুতই ইচ্ছা প্রমোদ-বাস্তবেব সাহচৰ্য্যে বাস্তবীয় মত হইয়া গিয়াছিলেন, কিছুতেই আব তাঁহাব স্খ্যাব পাণ্ডি হয় না। এতদিন

\* ন তত্র যুগো ভাতি ন চক্ৰতাবকং নো বিজ্ঞাতো ভাণ্ডি কুতোঽন্যং অগ্নিঃ। তসেব ভাস্তবস্তুভাতি নরঃ তস্ত ভাসা মর্যদিতা বিভাতি। (শ্রুতি)।

† ধর্মাত্মভবন।

হয়ত ইচ্ছাদেবী প্রমাদ-বাক্সকে আত্মসমর্পণ কবিতেন, কিন্তু কেবল স্বীয় উচ্চ শৌর্যের কুলেব সন্নিধানের অল্পবোধে তাহা পাবেন নাই।

যাহা হউক, পবিত্রেণে এইরূপ সম্বন্ধ আলিলা যে, ইন্দ্রিয়-অনুচরণণ আব ইচ্ছাদেবীর কথা শুনে না, তাহাবা অশঙ্ক হইয়া আব বিষয়সেব মধ্যে স্তব্ধ-আহবণে বাইতে চাহে না। স্তব্ধতাঃ ইচ্ছাকে প্রতিকাবে অসমর্থী ও মন্থ্যতে ক্লিষ্টমানা হইয়া কালযাপন কবিতো হইল। তিনি মহাই 'অনীশা' নামে অন্ধকার-গৃহে শোকে স্তম্ভমানা হইয়া থাকিতেন \*। বাহু বিষয়গণ বাহু হস্ত ও আস্তব বিষয়গণ আধ্যাত্মিক ছুৎকরণ শব নিবত চিত্তনগবে বর্ণন কবিতো লাগিল।

এদিকে প্রমাদেবও বিষয়-স্থলকণ ধন্যগ্নন বস্ত হস্তবায প্রতিপত্তি কবিয়া গেল। সে অনেক চেষ্টায় কামেব ও লোভেব দাবা বৃদ্ধ এবং ক্রোধেব দাবা উগ্রা মহিবা প্রেথগপূর্বক অশঙ্ক ইন্দ্রিয়গণকে মত্ত কবিয়া বিষয়-মধ্যে প্রেথন কবিল, কিন্তু পত্তিহীন প্রমত্ত বোদ্ধাবা প্রবল শক্তব সহিত কতকণ বৃদ্ধ কবিতো পাবে ? ইন্দ্রিয়গণ ছুৎকরণে জর্জবীকৃত হইয়া আর্তনাদ কবিতো কবিতো কিবিয়া আলিলা।

সেই আর্তনাদে বিচাবেব মোহভঙ্গ হইল। বিশেষতঃ প্রমাদও আব অধুনা স্তব্ধতায়ে বিচাব-মস্ত্রীকে প্রমোদ-মদিবা বোগাইতে পাবে না। বিচাব প্রবুদ্ধ হইয়া ইচ্ছাদেবীকে প্রমাদেব লগ্নে বধার্থ কথা বলিলেন, তাহাতে ইচ্ছা ক্লান্ত হইয়া প্রমাদকে অভিশব জ্ঞংগনা কবিলেন, বলিলেন—“বে দুবৃত্ত বাক্স! তোব জন্তই আমার এই ছুৎকা, তুই আমার বাক্স হইতে দূব হ”। এইরূপে চাবিদিক্ হইতে ক্লিষ্ট হস্তবাতে প্রমাদেব বাক্সকরণ বাহিব হইয়া পড়িল। মাথা-নিগুণা অবিতা-নিশাচবী—বধা-বস্তকে অধা কবা যাহাব প্রধান ব্যবসায—সেও আব প্রমাদেব বাক্সকরণ চাকিতে লম্বাক লম্বক হইল না। প্রমাদেব বাক্সকরণ দেখিবা ইচ্ছাদেবী আবও বিবস্ত হইলেন।

প্রমাদেব অত্মাখান দেখিবা বিচাবেব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ‘তত্ত্ব-বিচাব’, স্বীয় ভাৰী প্রজা, পুত্র বিবেক ও অল্পব প্রজা, স্তুতি, বৈবাগ্য প্রভৃতিব সহিত অতি লগ্নগণনে বাস কবিতোছিলেন। চিত্ত-বাজ্যেব দুর্দশা উপস্থিত হইলে, তত্ত্ব-বিচাব আলিলা স্বীয় অল্পব বিচাব-মস্ত্রীকে অনেক তত্ত্ব-কথা শুনাইলেন। পবে প্রস্তাব কবিলেন যে, “ইচ্ছাদেবী চঞ্চলা হইলেও স্বভাবতঃ দুঃশীলা নহেন। সন্ন্যাসে চালাইলে তিনি সহজেই যাইতে পাবেন, আমার পুত্র বিবেক অতি হিববুদ্ধি, তাহাব সহিত যদি ইচ্ছাদেবীকে পবিগীতা কবিতো পাব তবেই চিত্তবাজ্যেব লম্বাতি বৃদ্ধি হইবে। বিশেষতঃ আমি আমারেব হিতৈষী পুৰোহিত অভ্যাসেব নিকট হইতে জানিয়াছি যে, আমারেব কুলে ‘শক্তি’ নারী কস্তা উদ্ধুতা হইবে। তাহাবই বাজ্যকালে অবিতা-নিশাচবী লবাক্বে নিহত হইবে। অতএব তুমি ইচ্ছাদেবীকে লম্বতা কব।” বিচাব অনীশাগৃহে শোককাতবা ইচ্ছাব লহিত লাক্ষ্য কবিয়া বহু প্রকায়ে প্রবোধ দিয়া ঐ প্রস্তাবে লম্বতা কবাইলেন। ঐ লব্বায়ে চিত্ত-বাজ্যেব বিগ্নব অনেক পবিমাণে শান্ত হইল, তবে মধ্যে মধ্যে প্রমাদেব অল্পচবেবা অলকিতে আলিলা উপলব্ব কবিত। আব, বিবেকসেব ইচ্ছাদেবীর আচরণেব জন্ত বে লব নিম্ন স্তম্ভিব কবিয়া দিবাছিলেন ইচ্ছা তাহাব আচরণ না কবাতো মধ্যে মধ্যে মহা গোল উপস্থিত হইত। প্রমাদ ছদ্মবেশে আলিলা বিবেকেব কুল ও ঐশ্বর লগ্নে নানা নিন্দা কবিয়া বিবাহ লম্বা ভাক্কাইয়া দিবাব চেষ্টা কবিত। কখনও বলিত যে, “বিবেক ‘মৃত’ কুলে উৎপন্ন, তোমাকে অভাব-দেশে লইবা কষ্ট দিবে।” কখনও বলিত, “তুমি স্বাধীনতা হাবাইয়া কিরূপে জড়বৎ থাকিবে ?”

লনীশা শেচতি স্তম্ভানঃ (অতি)।

ইহাতে বিচাৰ ইচ্ছাদেবীকে প্ৰবোধ দিয়া স্বৰ্গ কবিতা যোগ-দুৰ্গে লইয়া রাখিলেন। তথাপি প্ৰমাদেব সহজে প্ৰবেশ কৰিবাব সামৰ্থ্য ছিল না, কাৰণ, তথায় প্ৰতিহাৰিক্ৰমে স্মৃতি সদাই জাগৰিতা বা সাবধানতা থাকিবা ইচ্ছাদেবীকে বন্ধা কৰিত। পাছে নিশাচৰী অবিভা সাত্ৰুৱে আসিবা যোগ-দুৰ্গ আক্ৰমণ কৰে তজ্জন্ত বীৰ্য ও বৈবাগ্য সশস্ত্ৰভাবে প্ৰহৰীৰ কাৰ্য কৰিতে লাগিলেন। বীৰ্য জ্ঞানসিহন্তে প্ৰমাদকে ভাঙা কবিতেন, আৰ, বৈবাগ্য 'সংস্কাৰ' নামে যে আবৰ্জনা লোষ্ট্ৰ ছিল তাহা শত্ৰুৰ অভিমুখে ত্যাগ কৰিতে লাগিলেন। প্ৰাণাধায় তথা হইতে হংকাৰ কবিতা প্ৰমাদকে ভয় দেখাইতে লাগিলেন। বান্ধপুৰুষ ইন্দ্ৰিয়গণেৰ নেতৃত্ব প্ৰত্যাহাবেৰ উপৰ অৰ্পিত হইল। তাহাবা পূৰ্বকাৰ অবাধ্যতা ত্যাগ কৰিবা প্ৰত্যাহাবেৰ সম্যক বশীভূত হইল \*।

শ্ৰদ্ধা জননীৰ চ্ৰাব কল্যাণী হইবা যোগ-দুৰ্গেৰ লকলকে আহাবদানে লজ্জাবিত রাখিলেন। সমুদ্ৰমগ্ননকালে মোহিনী বেক্স দিবোকলগণকে জ্বাৰদানে হতুণ্ড কৰিয়াছিলেন শ্ৰদ্ধাও সেইকণ নতায়ত্ত দিয়া লকলকে হতুণ্ড কৰিতে লাগিলেন †।

দ্বাধ্যায় প্ৰণব-ভেবী বান্ধাইবা লকলকে সজাগ কৰিবা দিতে থাকিতেন। অতএব যোগ-দুৰ্গ স্বশীলা ইচ্ছাদেবী বিষয়-প্ৰজ্ঞাদেব আৰ অপ্ৰিয়া বহিলেন না, তাহাবা বান্ধীৰ ধৰ্মতঃ প্ৰাণ্য সংযমস্ব-নামক কব প্ৰধান কৰিতে এবং ভক্তিসহকাৰে তাঁহাকে 'নিবৃত্তিদেবী' নাম দিয়া পূজা কৰিতে লাগিল। আমবাও অতঃপৰ ঐ নামেই তাঁহাকে অভিহিত কৰিব।

ইহাতেও প্ৰমাণ-নিশাচৰ ক্ষান্ত ছিল না, সে ইচ্ছাদেবীকে যোগ-দুৰ্গ হইতে বাহিৰে আনিবাব চেষ্টা কৰিতে লাগিল। সে সাধুবশে ইচ্ছাদেবীৰ সহিত সাক্ষাৎ কৰিবা 'স্বৰ্গ' নামে মোহকৰ বাপেৰ দ্বাৰা তাঁহাকে মুক্ত কৰিবা বলিল, "দেবি, আপনি ধন্তভাগ্যা। যেহেতু আপনি অচিৰাৎ বিবেকদেবেৰ সহিত পৰিণীতা হইবেন। আপনায় এই যোগ-দুৰ্গেৰ মত স্বৰ্গকিত দুৰ্গ বিধে আৰ কোষায় ? এখানকাৰ যিনি অধীশ্বৰী তিনি সৰ্বাপেক্ষা শক্তিমতী ; আৰ, আপনাব স্বৰ্গ তত্ত্ব-বিচাৰ অপেক্ষা জ্ঞানী আৰ কে আছে ? অন্তান্ত চিন্তনগবেৰ অধীশ্বৰী আপনাব যে সব সিজ-বাণী আছেন, তাঁহাদেৰ নিকট আপনাব এই মহিমা প্ৰচাৰ হওবা উচিত। তাহাতে আপনাব কিছু লাভ না হইতে পাবে কিন্তু তাঁহাদেৰ মহা উপকাৰ হইবে ; অতএব আপনি যদি তাঁহাদেৰ দেখা দিয়া সব বুঝাইবা তাঁহাদেৰ শ্ৰেয়োমাৰ্গ প্ৰদৰ্শন কৰেন, তাহা হইলে বড়ই উত্তম হব।"

ছদ্মবেশী প্ৰমাদেব কুমন্ত্ৰণায় ইচ্ছাদেবী স্মৰে ক্ষীতা হইবা যোগ-দুৰ্গ হইতে বহিৰ্গত হইতে উত্তত হইলেন, কাহাবও কথা শুনিলেন না। শেষে তত্ত্ব-বিচাৰ আসিবা এইকণে প্ৰবোধ দিলেন, "বৎসে নিবৃত্তিদেবি ! কেন তুমি যোগ-দুৰ্গ ত্যাগ কৰিবা বাহিৰে বাহিতেছ ? এখনও তুমি বিবেকেৰ সহিত পৰিণীতা হও নাই। এখন যদি তুমি বাহিৰে যাও তবে পুনৰ প্ৰমাণ-নিশাচৰেৰ কবলে পতিতা হইবে। সেই সাধুবশে আসিবা তোমাকে এই কুমন্ত্ৰণা দিযাছে। দেখ, ঐ বালনদীতে যে মৃত্যু নামে সূত্ৰ ও প্ৰলম নামে বৃহৎ বস্তা আছে, চিন্তনগৰ তাহাতে মধ্যে মধ্যে নিমগ্ন

\* ততঃ পন্দা বন্ততল্লিখাণান্, (যোগেশ্বৰ)।

† শ্ৰং নতায় ধীযতে অস্তান্, ইতি শ্ৰদ্ধা (বাস্ত নিকল)। "গা (শ্ৰদ্ধা) হি জননীৰ কল্যাণী যোগিনঃ পাতি" (যোগসূত্ৰ)।

‡ হ্যস্মাগনিবন্তঃ সমুদ্ৰমগ্নবৰ্গ পুনৰনুষ্টিপ্ৰসঙ্গাৎ (যোগেশ্বৰ)।

§ নাতি নাৎসলম্ জ্ঞানম্ নাতি যোগসম্ বলম্ (মহাভাৰত)।

হওয়াতে এবং প্রমোদেব সাহসে তুমি কতই দুঃখ পাইয়াছ। এখন যদি বাহিবে 'প্রচাব' করিতে যাও তাহা হইলে কেবল 'সম্প্রদায়' নামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্ণক্ষেত্র স্বজন কবিয়া আসিবে। আব, বিবেকেব সহিত পবিত্রতা হইবা কৃতকৃত্যতা লাভ কবিবা যদি নির্মাণ-চিন্তা-নির্মিত উত্তম প্রকায়কে আবোহণ-পূর্বক পবিত্রাঙ্গীতি প্রচাব কর তবেই বার্থ্য ভক্তির সহিত ঐশ ও স্তব হইবে।"

ইহাতে ইচ্ছাদেবীর চৈতন্যোদয় হইল, তিনি আব বাহিবে হইলেন না। পরে বিবাহেব দিন উপস্থিত হইল, সেই দিনেব নাম 'সাধন', তাহা অতি কষ্টবাপ্য গ্রীষ্মেব দিন। বিবাহেব দিনে উপোষিত থাকিতে হয়, কিন্তু চক্ষু ইচ্ছা তত বড় দীর্ঘ দিন উপবাস কবিত্তে বড়ই গোল উঠাইতে লাগিলেন। তাহাতে পুৰোহিত 'অভ্যাস' কিছু জ্ঞান-পদার্থ জল, ভক্তি-হৃদ ও সন্তোষ-বল ('সন্তোষানুভবসুখলাভঃ') তাঁহাকে বাইতে দিলেন। নিবৃত্তিদেবী তাহাতেই গভীরতা ও ক্ষুণ্ণতমতী হইবা বহিলেন।

পরে সাধন-দিবসেব অবসানে বধন 'জ্ঞান-দীপ্তি' \* নামক চন্দ্রিকা উৎকলা শান্তিদেবী জিহামা আসিল তখন বিবেকদেব 'তীক্ষ্ণ সংবেগ' নামে ঘোটকে আবোহণ কবিবা উপস্থিত হইলেন। 'অনাহত' ঐচ্ছিকনি কবিলেন ও পরে নান্দরূপে পত্নীত্ব ভালে বাস্তব বাস্তবহিতে লাগিলেন। পুৰোহিত অভ্যাস তখন বিবেকদেবেব সহিত ইচ্ছাদেবীর মিলন ঘটাইবা দিলেন।

ইহাব পর, ইচ্ছা বা নিবৃত্তিদেবী শিববুদ্ধি স্বল্পদর্শী বিবেকেব সম্যক্ অল্পবর্তিনী হইবা চলিতে লাগিলেন ও স্বীয় চাক্ষু্য ক্রমশঃ ত্যাগ কবিত্তে লাগিলেন। তখন বিবেক বাহা শিব কবিত্তেন, ইচ্ছা তাহাই সম্পাদন কবিত্তেন। ক্রমে তাঁহাদেব শান্তিদেবী কভা জমিল। তাহাব স্বমুখ মুখচ্ছবি দেখিবা নিবৃত্তিদেবী সমস্ত দুঃখ হুচিবা গেল। নিত্য ও পবন স্বখেব বাহা উৎস তাহা নিবৃত্তিদেবী ক্রোড় শান্তিবে মুখেই দেখিতে লাগিলেন। পূর্বে তাঁহাব স্বপ্ন পবানী ছিল, কিন্তু এখন কবতলগত হইল। নিবৃত্তিদেবী বধন শান্তিবে মুখ দেখেন তখনই একেবাবে আনন্দহা বা ও কৃতকৃত্য হইবা বান, এবং তাঁহাব জীবনতন্ত্রী যেন বিস্তৃত হইবা যায়।

শান্তিবে উদ্ভবে অবিভাকুল একেবাবে ত্রিমাণ হইবা গেল, এবং শেবচেষ্টাধরূপ 'লব' (১:১৩), 'অনবস্থিত' প্রভৃতি প্রধান প্রধান অন্তর্ভাষকে শৈশবেই শান্তিবে প্রাণনাশেব চেষ্টাব পাঠাইতে লাগিল। তৎপ-বিচাব উহা জাত হইবা নিবৃত্তিদেবী শান্তিকে লইবা নিবোধ-দুর্গে বাইতে বিবেককে বলিলেন এবং অবিভা-নিশাচরীকে সম্যক্ স্বনেব উপাধিও বলিবা দিলেন। নিবোধ-দুর্গ যোগ-দুর্গেবই কেন্দ্রস্থত, উহা বুদ্ধি অধিত্যকাব অপ্রভাষে ঠ স্থিত। সম্প্রজাত-লোপান দিয়া মধুমতী, প্রজ্ঞাভ্যোতি প্রভৃতি চন্দ্র পাব হইবা তথায় উঠিতে হয়। নিবোধ-দুর্গেব চতুর্দিকে বিশোক-জ্যোতিমতী নামে বিস্তৃত মাঠ আছে। তাহা পাব হইবা অবিভাকুলেব পক্ষে দুর্গ আক্রমণ কবা সলাধ্য নহে।

অতঃপর নিবৃত্তি প্রাণ-প্রতিমা তনবা শান্তিকে লইবা নিবোধ-দুর্গে প্রবেশভাবে বহিলেন। স্বীয় স্বামীব হস্তে পরবৈপাধ্য নামে ব্রহ্মাণ্ড ভূমিবা দিয়া বলিলেন, "এতদ্বাৰা সেই শান্তিবিদেবী নিশাচরী অবিভাকে সবারূপে হনন করুন।" অবিভা-নিশাচরী আলোক মোটেই লঙ্ঘ কবিত্তে পাবে

\* যোগানুষ্ঠানানুষ্ঠানকল্পে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাত্তে (যোগসূত্র)।

† যুক্ততে যোগায়া যুক্তা স্বল্পা স্বল্পবর্জিত (কতি)।



না ; তজ্জন্য বিবেকদেব 'বিবেক-খ্যাতি' নামে এক অপূৰ্ণ দীপ নিৰ্মাণ কৰিলেন । উহা পুৰুষ-পুৰীষ বিমল জ্যোতি প্ৰতিকলিত কৰিবা অব্যাহত আলোকে সমস্তই আলোকিত কৰিতে সমৰ্থ । বিবেকদেব সেই খ্যাতি-আলোক-সহকাৰে পৰবৈবাগ্য-ব্ৰহ্মাৰ অবিজ্ঞা-নিশাচৰীৰ দ্বিকে নিৰ্বেশ কৰাতে সে সাহচৰে 'অব্যক্ত-কুহবে' লুকাইবা গেল, আৰু তাহাৰ বাহিৰে আশিৰাব সামৰ্থ্য বহিল না ।

অতঃপৰ শাস্তি প্ৰবৰ্ধিতা ( নিবৃত্তবা ) হইলেন । তখন তাঁহাকেই বাঁহ্যৰ একাধিপত্য দিয়া বিবেক ও নিবৃত্তি চিৰ বিশ্ৰাম লইবাৰ মানস কৰিলেন । তাঁহাৰা মনে কৰিলেন যে, আমবা স্বীয় শৰীৰেৰ দ্বাৰা অব্যক্ত-কুহবেৰ মুখ চিৰন্ধ কৰিবা উপবত্ত হইব । কিন্তু নিবৃত্তিৰ বে মিত্ৰ-বাণীদেব নিকট স্বীয় প্ৰাণ-প্ৰতিমা তনবাৰ মহামহিমা প্ৰচাবেৰ বাসনা ছিল তাহা একবাৰ জাগৰুক হওযাতে, তিনি বিবেকেৰ অচুমতি লইবা, একবাৰ বিবে 'শাস্তি-গীতি' গাহিতে মনহ কৰিলেন । তখন বিবেক একবাৰ খ্যাতি-দীপকে দ্বিৎ ঢাকিলেন । কাৰণ, সেই উজ্জল আলোকে তাঁহাদিগকে জগত্তেব কেহই দেখিতে সক্ষম নহেন । খ্যাতি-আলোক দ্বিৎ আবৃত হইলে অবিজ্ঞা অমনি অব্যক্ত-কুহব হইতে অশ্মিতা-মুক্তিকায় \* আবৃত হইবা উখিত হইল । তৎক্ষণাৎ নিবৃত্তিদেবী তদুপৰি নিৰ্মাণ-চিত্তৰূপ গৃহ নিৰ্মাণ কৰিবা তন্মধ্যে প্ৰজ্ঞানামে মহামণ্ড স্থাপন কৰিবা তাহাৰ উপব হইতে 'উপনিবদ' নামে শাস্তি-গীতি গাহিলেন ; জগৎ মুক্ত হইবা শুনিল । সেই গীতাবসানে নিবৃত্তিদেবী সম্যক্ কৃত-কৃত্য হইবা শাস্ত-উপবাসেৰ কামনায সেই মঞ্চমধ্যস্থ অবিজ্ঞাব মন্তকে পৰবৈবাগ্য-নামক ব্ৰহ্মাৰ মাৰিলেন । তাহাতে অবিজ্ঞা পুনশ্চ শাস্তকালেব জন্ম অব্যক্ত-কুহবে বিলীন হইল । নিবৃত্তিদেবী ও বিবেকদেব সেই কুহবেৰ মুখ নিজেদেব শৰীৰেৰ দ্বাৰা বন্ধ কৰিবা চিৰ উপবাস লাভ কৰিলেন ।

শাস্তিদেবী অনাস্বদেবেৰ 'প্ৰান্ত-ভূমিতে' † অধিৰাজ্যমাণা থাকিবা পুৰুষদেবেকে 'শাস্তশাস্তি-মুখ' উপঢৌকন দিলেন । তখন দুঃখেৰ উপচাব একান্ততঃ ও অভ্যন্ততঃ নিবলিত হইবা শাস্ত পৰমেষ্ঠ শাস্তিৰূপই পুৰুষেৰ দ্বাৰা উপদৃষ্ট হইবা চিত্তবান্ধ প্ৰশান্ত হইল ।

- ও শাস্তি: শাস্তি: শাস্তি: ।

\* নিৰ্মাণ-চিত্তাভ্যাসপ্ৰাপ্তি ( বোগমুক্ত ) ।

† তত্ত্ব সমুদা প্ৰান্তভূমি: প্ৰজ্ঞা ( বোগমুক্ত ) ।

## সাংখ্যের ঈশ্বর

(প্রথম মুদ্রণ, ইং ১৯০৩)

১। সনাতন আৰ্য ধৰ্মেব মতে, জীব অষ্ট এবং অনাদি কাল হইতে বিজ্ঞান হুতবাং আশাসেব আশ্রমবকে কেহ সৃষ্টি কবেন নাই। আস্তব ও বাহু জগৎবে উপাদান যে প্রকৃতি তাহাও অষ্ট, অনাদি-বর্তমান পদার্থ। আশ্রমতব পৰ্বত বাহা দেখা শুনা যায় তাহা সবই স্রষ্টা পুরুষ ও দৃষ্ট প্রকৃতিব বাবা নিমিত্ত।

ঈশ্বৰ আছেন ইহা আমবা শুনিয়া ও অল্পমান কবিয়া আনি। অল্পমান সম্যক না কবিতে পাবিলে অর্থাৎ সন্দেহ অল্পমানেব উপব নির্ভব কবিয়া নিশ্চব কবিলে তাহাকে 'বিশ্বাস' কবা বলা যায়। ঈশ্বৰ কেন আছেন জিজ্ঞাসা কবিলে সব সোকই কবেকটা হুঁকি দিবে ও পবে নিরুত্তব হইলেও তাহা 'বিশ্বাস কবি' বলিবে। শুনিবা ও অল্পমান কবিয়া কোন বিষয় নিশ্চব কবিলে সে বিষয়টি অপ্রত্যক বলিয়া, তাহা মনে কল্পনা কবিয়াই ধাৰণা কবিতে হব। কল্পনা কবিতে হইলে পূর্বজাত বিষয় লইয়াই কবিতে হব। অতএব ঈশ্বৰ কল্পনা কবিলে পূর্বজাত বিষয় লইয়াই আমবা কল্পনা কবি। কৰ্তা বলিলে হাত, পা আদিব বা মন, ইচ্ছা আদিব বাবা যিনি কবেন এইরূপ কল্পনা ব্যতীত গতাস্তব নাই। অতএব ঈশ্বৰ কল্পনা কবিলে তাঁহাব হাত, পা কল্পনা না কবিলেও মন, হুঁকি আদি কল্পনা কবিতে হইবেই হইবে। লোকে 'অনির্বচনীয', 'অচিন্তনীয' প্রভৃতি নানা কথা বলিলেও বস্ততঃ মন-হুঁকি দিয়াই ঈশ্বৰ সম্বন্ধে কল্পনা কবিয়া থাকে। 'যিনি সর্বজ্ঞ', 'ইচ্ছামায়ে যিনি সব কবিতে পাবেন' ইত্যাদি কথাই (বাহা সর্ববাহীবা বলিবা থাকেন) উহাব প্রমাণ। মন, হুঁকি আদি কি তাহা দার্শনিক বিশ্লেষ কবিয়া বহুসলে দেখান হইয়াছে—উহাবা স্রষ্টাব ও দৃষ্টেব বা জাতাব ও জ্ঞেয়েব বা পুরুষ-প্রকৃতিব বাবা নিমিত্ত। অতএব ঈশ্বৰ কল্পনা কবিলে (তাহা শুনিয়াই কব, বা বিশ্বাস কবিয়াই কব, বা অল্পমান কবিয়াই কব) তাহা ঐ দুই মূল তত্ত্ব দিয়া কল্পনা কবা ছাড়া আব গতাস্তব নাই।

উক্ত পুরুষ বা আত্মাই পবা গতি, ইহা বেদাদি শাস্ত্রেব সিদ্ধান্ত। এই সব বিষয়ে সাংখ্য-দর্শনেব সহিত ঔপনিষদ সিদ্ধান্ত অবিকল এক। বেগদর্শন ১১২৫ (২) ব্রহ্ম্য। মূল উপাদান প্রকৃতি যে নিভা, তাহা শিষ্ট হইলেও এই ব্রহ্মাও বচনাব অন্ত কোন মহাপুরুষেব নংকল্প আবস্তক, ইহাও সাংখ্যাদি সর্বশাস্ত্রেব সিদ্ধান্ত। সেই মহাপুরুষেব বৈদিক নাম হিব্যপগৰ্ভ। তিনি সর্বাধীপ ও সর্বজ্ঞ হইয়া প্রকাশ হইবাছিলেন, ইহা ঋগ্বেদে দৃষ্ট হব, যথা—“হিব্যপগৰ্ভঃ সমবর্ততাত্রে ভূতত জাতঃ পতিবেক আনীং। ন দাযাব পৃথিবীং জাম্বেতাং কঠে দেবাব হবিবা বিমেষ।” উপনিষদে বলেন, “ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সমকুব বিবস্ত কৰ্তা ভুবনস্ত শোভা”, “তথাক্কাং সমবতীহ বিশ্বম্” (মুণ্ডক), “ন (আত্মা) ঈশ্বক লোকান্ হ সৃজা” (ঐতরেয়) ইত্যাদি। এই হিব্যপগৰ্ভ বা ব্রহ্মা বা অক্ষব ব্রহ্মই বেদ, পূবাণ আদিব মতে বিশ্বেব স্রষ্টা (স্রষ্টা অর্থে creator নহে, বচনিতা) ও অবীষব। পূবাণও বলেন, “শক্তবা যস্ত দেবস্ত ব্রহ্মবিস্তুশিবাগ্নিকাঃ।” “সর্গহিত্যন্তকাযিনীং

প্রসংখ্যুপনিষদ্বিকান্। স সংখ্যাং বাতি ভগবান্ এক এব পদেধরঃ\*। সাংখ্যেবও অবিকল ঐ মত। “স তি সর্ববিং সর্বকর্তা”, “ঈদৃশেশ্ববসিকিঃ সিদ্ধা”—এই সাংখ্যদ্রষ্টব্যে উহাই উক্ত হইয়াছে (ইহাদেব অর্থ পদে দ্রষ্টব্য)। পদন্তু ক্ষতিতে হিবণ্যগর্ভনথকে “ভূতন্ত জাতঃ পতিবেক সার্য্যং” এইরূপ উক্তি থাকাতে সাংখ্য সগুণ ব্রহ্মকে জ্ঞান-ঈশ্বর বলেন। তিনি পূর্বনগে নার্দজ্যাদি নিকিবুত ছিলেন, সেই ঐশ সংস্থাবে এই নগে সর্বাধীশ হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন এবং তাঁহাবই ভূতাদি-নামক অভিধানে এই ভৌতিক জগৎ প্রতিষ্ঠিত; ইহাও পুৰাণ, সাংখ্য আদি সর্বশাস্ত্রেব মত। ঈশ্বর কেনে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, এই প্রশ্নের ইহাই একমাত্র যুক্তিবৃত্ত উত্তর। ইহা পদে সার্য্যও বিশদ করিয়া দেখান হইয়াছে। হিবণ্যগর্ভ, ব্রহ্মা, অক্ষর আত্মা, ব্রহ্ম প্রভৃতি নামে তিনি বেদে কথিত হইয়াছেন, ঈশ্বর শব্দ প্রাচীন বেদসংহিতাব ও দশখানি উপনিষদে সাধারণ অর্থে পাওয়া যায় না, কেবল অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন বেদান্ততবে দেখা যায়। স্তুতবাং প্রাচীন সাংখ্যশাস্ত্রে পুরুষকে বা আত্মাকে ‘পরমা গতি’ বলা হইয়াছে এবং হিবণ্যগর্ভ যে ব্রহ্মাণ্ডেব বসন্তিতা, এইরূপ সিদ্ধান্ত আছে। হিবণ্যগর্ভ সগুণ বা সত্ত্বগুণগ্রন্থান-উপাধিবৃত্ত পুরুষবিশেষ, তিনি মূক্ত পুরুষ নহেন, কিন্তু কল্পান্তে বিবেকজ্ঞান আশ্রয় করিয়া মূক্ত হন (“ব্রহ্মণা সহ তে নর্বে লক্ষ্যাস্থে প্রতিসংগবে। পরস্তাস্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পরম্।” নীলকণ্ঠ, শাস্তিপর্ব ২৭৯৪২), এই সিদ্ধান্তও সাংখ্যাদি আর্ষশাস্ত্র-সমূহেব সম্মত। তিনি মূক্ত পুরুষ না হইলেও তাঁহার মাহাত্ম্য সাধারণ মানব কল্পনা করিতে পাবে না। বহু ঈশ্বর সম্বন্ধে মাহুৎ বতদূব বৃত্ত কল্পনা করিতে পাবে তাহা সমস্তও ঐ অক্ষর ব্রহ্মেব মাহাত্ম্যেব মন্যক বোধক হব না। (যোগদর্শন ১২২ সূত্রের টীকাব সাংখ্যাহমত সগুণ ব্রহ্মের উপাসনাব বিষয় দ্রষ্টব্য)।

২। সগুণ ঈশ্বর ব্যতীত সাংখ্যযোগে নিগুণ বা অনাদিমুক্ত জগত্যাপাববর্জ ঈশ্বর সম্মত আছেন। নিগুণ শব্দ দুই অর্থে প্রযুক্ত হব, (১) তিন গুণেব (স্বধ, ক্রোধ ও মোহেব) অবনীভূত, প্রত্যেক মূক্তপুরুষই এই হেতু নিগুণ; আর (২) বাহাতে গুণজর নাই, এইরূপ স্বচৈতন্যও নিগুণ। এ বিষয় পদে বিবৃত হইয়াছে।

উল্লিখিত মত সাংখ্যাদি সমস্ত আর্ষশাস্ত্রের প্রকৃত মত। প্রাচীন কালে ঈশ্বরবাদ ও নিরীশ্বর-বাদ ছিল না\*। তখন ব্রহ্ম-শব্দেব ঘরাই এই ভগতেব মূল কারণ অভিহিত হইত। তজ্জন্ত তখনকার বাদীবা ব্রহ্মবাদী নামে কথিত হইতেন, সাংখ্যদের নাম ছিল শাস্ত্র-ব্রহ্মবাদী, কারণ, তাঁহাবা শাস্ত্র আত্মা বা শাস্ত্রোপাধিক আত্মা বা নিগুণ ব্রহ্মকে পরা গতি বলিতেন। নিগুণ চিত্রপ আত্মাই শাস্ত্র ব্রহ্ম। যোগভাস্ত্রে বখা—“ওহা বস্তাং নিহিতং ব্রহ্ম শাস্ত্রতঃ, বৃক্ষিত্তিমবিশিষ্টাং কবণো

\* অনেক মনে করেন যে ‘নিরীশ্বর’ নামে ‘নাস্তিক’, ইহা ভ্রান্তি। শাস্ত্রবাদেরো নাস্তিক শব্দ দুই অর্থে ব্যবহার করল, (১) ‘নাস্তি পরলোক’ বাদ্যের মত তাহার, যেন চার্বাকরা। (২) বেদের প্রাণবাং বাহ্যার স্বীকার করে না, এতদর্থে চৈন, বুদ্ধান আদি পরলোকবাদীরাও নাস্তিক। বাহাতে ঈশ্বর পর্য্যব নাই তাহা নিরীশ্বর। নিগুণ ব্রহ্ম বা পুরুষ-প্রতিশাস্ত্র-শাস্ত্র এবং সর্বমীনাং বাহাতে বাদ্য, অস্তি ও সর্ব এই তিন শ্রেণীর জটিনাদের প্রত্যেকন আছে, তাহাদাও নিরীশ্বর। সাংখ্যদি হেতু নর্বেক আধিক দর্শন এবং সৈন্যগ পরলোক-বেবতাদি স্বীকার করিলেও তাহাদের দর্শনকেও এইরূপ নাস্তিক বর্জন বলা হয়। পাদিমির টীকাকার কৈটব বলেন “(পরলোকঃ) অস্তীত্যন্ত নস্তি আস্তিক্য, নাস্তীত্যন্ত নস্তি নাস্তিক্য”। মহানাস্তিক্যর টীকা (৩১৪০) হুঙ্ক ভট্ট বলেন, “নাস্তিকবৃত্তিঃ নাস্তি পরলোকঃ ইত্যেকং ব্রহ্মিঃ প্রবর্তনং বস্ত”। সাংখ্য C পাতঙ্গল নিগুণ ব্রহ্ম এক ঈশ্বর হই—এই প্রতিপাদক।

বেদমন্তে।” কিন্তু পৰবৰ্তী কালে ঈশ্বৰ ও মূৰ্ত্ত-ঈশ্বৰ এবং চিত্তৰূপ আত্মা এই ত্ৰিবিধকে এক অভিন্ন কবিতা অনেক বাণী নানা শব্দা উত্থাপিত কৰিবাছেন।

৩। শব্দবাচ্য উপনিষদ্ভাষ্যে চাৰি প্ৰকাৰ ব্ৰহ্ম স্বীকাৰ কৰিয়াছেন, যথা—(১) নিৰূপাধিক পুৰুষ, (২) নিত্যসৰ্বোপাধিক ঈশ্বৰ, (৩) অক্ষৰ ব্ৰহ্ম (কাৰণৰূপ) ও (৪) ব্ৰহ্মাণ্ডশৰীৰ বিরাট ব্ৰহ্ম। কিন্তু তন্মতে ইহাবা নব এক কিনা, ইহাদেব সম্বন্ধই বা কি, তাহা স্পষ্ট কবিতা উক্ত হয় নাই। তবে অদ্বৈতবাদ নাম অল্পশাবে ইহাদেব এক বলিতে হইবে। ঈদৃশ মত অৰ্থাৎ একজন মূৰ্ত্ত (এবং বহুও বটে) পুৰুষ নিত্যকাল হইতে এই দুঃখবহুল লগাব সৃষ্টি কৰিতেছেন এবং প্ৰাণীদেব সুখদুঃখ বিধান কৰিতেছেন, এই প্ৰকাৰ মত (যাহা প্ৰকৃত অৰ্বশাস্ত্ৰেব বিৰুদ্ধমত) উদ্ভাবিত হইবাব পৰ সাংখ্যাচাৰ্যেবা তাহাব খণ্ডন কবিতা গিয়াছেন। প্ৰচলিত সাংখ্যদৰ্শনেব কয়েকটি সূত্ৰে এই নিত্যত অমূৰ্ত্ত মতেব খণ্ডন দেখা যায়। উক্ত মতে যে দোষ আসে, তাহা সাংখ্যসূত্ৰে এইৰূপে প্ৰদৰ্শিত হইবাছে এবং তাদৃশ অমূৰ্ত্ত ঈশ্বৰবাদ নিবাকৃত হইবাছে। পূৰ্বোক্ত সাংখ্যসূত্ৰে এইৰূপ অনাদিমূৰ্ত্ত অবচ জগতেব স্ৰষ্টা ঈশ্বৰ যে অসিদ্ধ তাহা উক্ত হইবাছে। কাৰণ—“মূৰ্ত্তবহুয়োবভ্যভাবাত্যাব তৎসিদ্ধিঃ” (১।২০) অৰ্থাৎ জগতেব স্ৰষ্টা ঈশ্বৰ মূৰ্ত্ত কি বহু? যদি বল মূৰ্ত্ত, তবে তাঁহাব জ্ঞান, কাৰ্যেব ইচ্ছা, প্ৰবৃত্ত ইত্যাদি থাকিবে না (কাৰণ, মূৰ্ত্তপুৰুষেবা চিত্ত নিবোধ কৰেন), তুতৰাং স্ৰষ্টৃৎ, পাতৃৎ ও লংহৰ্জৎ তাঁহাতে কল্পনা কৰা ‘গোল চৌকা’, ‘লীল’ অনন্ত’ আদিব ভাষ অযুক্ততম কল্পনা। আৰ যদি তাঁহাকে বহু পুৰুষ বল, তবে অনাদি কাল হইতে তাঁহাব ঐশ্বৰ্য্যযোগ সম্ভবপৰ নহে। বিশেষতঃ জগতেব কাৰণ প্ৰকৃতি ও পুৰুষ নিত্য। ঐশ্বৰ্যলশ্চ পুৰুষগণ কেবল প্ৰকৃতিবশিষ্টৰূপ সিদ্ধিৰ বাবা পূৰ্বসিদ্ধ উপাধান লইবা বচনা কৰিতে পাবেন, কিন্তু উপাধান উদ্ভাবন কৰিতে পাবেন না। (সৃষ্টি অৰ্থে কাৰণ হইতে কাৰ্যেব পুৰুষ হওবা)—প্ৰাচীন হিন্দু শাস্ত্ৰেব ইহাই মত, যথা—“হিবণ্যগৰ্ভঃ সমবৰ্ত্ততাগ্ৰে কৃত্ত জাতঃ পতিবেক আনীৎ” (ঋগ্বেদ) অৰ্থাৎ পূৰ্বে হিবণ্যগৰ্ভ ছিলেন, তিনি জাত হইবা বিবেব একমাজ পতি হইলেন। পূৰ্ব কল্পেব সিদ্ধ (ব্ৰহ্মেব একপদ নিম্নে সন্নিহিত সমাধিতে সিদ্ধ) হিবণ্যগৰ্ভ (বাঁহাব গৰ্ভ বা অন্তৰ হিৰণ্যমৰ বা মহাদাক্তজানময়) এই কল্পে সজ্জাত হইবা বিবেব একমাজ অদীশ্বৰ হইয়াছেন, এই স্ৰৌত মত ও সাংখ্যমত অবিকল এক। স্ৰুতিতে যে হিবণ্যগৰ্ভ বা জন্ত-ঈশ্বৰেব কথা বলা হইবাছে তাহা সাংখ্যসমত কি না? এতদ্বত্তেব সাংখ্যসূত্ৰকাৰ বলিয়াছেন, “ন হি সৰ্ববিৎ সৰ্বকৰ্তা” (৩।৫৬) অৰ্থাৎ তিনি সৰ্ববিৎ ও সৰ্বকৰ্তা। “ঈদৃশেশ্বৰসিদ্ধিঃ সিদ্ধা” (৩।৫৫) অৰ্থাৎ ঐ প্ৰকাৰ ঈশ্বৰসিদ্ধি আমাদেব মতে সিদ্ধ। ইনিই সপ্তম ঈশ্বৰ। সাংখ্য-ভাস্কৰকাৰ বলেন, “নিত্যেশ্বৰত্ৰ বিবাদান্দৰথাৎ” অৰ্থাৎ একজন মূৰ্ত্তপুৰুষ নিত্যকাল হইতে কেবল এই জগজ্জপ ভাদ্ৰাগতা-নামক খেলা (লীলা) কৰিতেছেন এইৰূপ অযুক্ততম মতই সাংখ্যেব অমত।

৪। পূৰ্বোক্ত অনাদিমূৰ্ত্ত, জগদ্যাপাবৰ্জ ঈশ্বৰ সাংখ্য ও যোগ এই উভয় শাস্ত্ৰ-সমত। কাৰণ, সাংখ্য তাদৃশ ঈশ্বৰ নিবান কৰেন নাই। পবন্ত উক্তবিষ অনাদিমূৰ্ত্ত পুৰুষেব সত্তা স্বীকাৰ কৰা সাংখ্যীয় সিদ্ধান্তেব অবশ্যভাবী বিশিগমনা (corollary)। এ বিষয় লইবা পল্লবগ্ৰাহী ব্যক্তিগণই (সাংখ্যেব বিৰুদ্ধ মতাবলম্বী) ‘সেশ্বৰ সাংখ্য’ ও ‘নিবীশ্বৰ সাংখ্য’ এইৰূপে বোপেব ও সাংখ্যেব ভেদ কৰেন, গীতাকাৰ তাদৃশ মতাবলম্বীদেব স্বৰ্ণ সংজ্ঞায সংজ্ঞিত কৰিয়াছেন, যথা—“সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ভালাঃ প্ৰবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ”, “একঃ সাংখ্যক যোগক য় পণ্ডিতঃ স পণ্ডিতঃ”। অৰ্থাৎ মুখ্ৰ’বাই

সাংখ্যকে ও যোগকে পৃথক্ বলিয়া থাকে, পণ্ডিতেরা তাহা বলেন না। বাহ্যাব সাংখ্যকে ও যোগকে এতই দেখেন তাঁহাবাই স্বার্থদর্শী। কেহ কেহ “ঈশবাসিন্দেঃ” এই সূত্রটিমাত্র শিখিয়া সাংখ্যকে নিবীশ্বর বলিয়া অবাচীনতা প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহাদেব ঐ সঙ্গে পূর্বোক্ত “স হি সর্ববিৎ সর্বকর্তা”, “ঈশদেবস্বসিন্ধিঃ সিদ্ধা” এই দুই সূত্রও শেখা উচিত। সাংখ্যেব স্রাব প্রাচীন দৃশ উপনিষদেও নিবীশ্বর, কাবণ, সাংখ্যেব স্রাব তাহাতে পুরুষ বা আত্মাকেই পবা গতি বলা হইয়াছে, ঈশ্বর শব্দেব ঐ অর্থে উল্লেখ নাট, ‘সর্বেশ্বর’ শব্দ আছে বটে কিন্তু তাহাব অর্থ সর্বপ্রভু। পূর্বে বলা হইয়াছে ঈশ্ববাদি সমস্ত পদার্থ, বাহ্য মানব কল্পনা কবিবাছে ও কবিত্তে পাবে, তাহাতে প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই তত্ত্ব ব্যাপ্ত। তত্ত্বজ্ঞ সাংখ্যগণ প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই তত্ত্বকেই মূল বলেন। ঈশ্বর ধারণা কবিত্তে হইলে তাঁহাব আনন্দ, জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি প্রকৃতি ধারণা কবিত্তে হয়। ঐ সকল বস্তু প্রকৃতি ও পুরুষ বা দৃশ ও স্রাব এই দুই পদার্থেব দ্বাবা নির্মিত। আত্মসত্ত্ব পর্বন্ত অর্থাৎ ঈশ্বর হইতে সূত্রতম দেহী পর্বন্ত সমস্ততেই প্রকৃতি ও পুরুষ ব্যতিবিক্ত আব কিছু কল্পনা করাব সামর্থ্য কাহাবও থাকিত্তে পাবে না। (ন তত্ত্বন্তি পৃথিব্যাং বা দ্বিবি দেবেষু বা পুনঃ। সত্ত্বং প্রকৃতির্জৈমুক্তং যদেভিঃ স্রাজ্জিভির্গুণৈঃ ॥ গীতা ১৮।৪০)।

ঈশ্বর আমাদেব স্বজন কবিবাছেন ও আহাব দিত্তেছেন ইত্যাদি বালোচিত কল্পনা যদি প্রকৃত সিদ্ধান্ত হয়, তবে তাদৃশ ঈশ্বরেব প্রতি ভক্তি, কৃতজ্ঞতা আদি কিছুই হওয়া উচিত নহে। কাবণ, এই দুঃখবহুল সংসারে কষ্টে জীবন ধারণ কবিবাব জন্ত যিনি মহত্ত্বকে স্বজন কবিবাছেন তাঁহাব প্রতি কিংশে শ্রদ্ধা ভক্তি হইবে? যোগিগণেব সত্তে ঈশ্বর দুঃখময় সংসারে জীবনেব স্রষ্টা নহেন, কিন্তু তাঁহাকে ধ্যান কবিলে প্রাণীবা তাঁহাব স্রাব জিবিখ দুঃখ হইতে মুক্ত হয়, স্রবাব ঈশ্বর ঈশ্বরই অকপট শ্রদ্ধা-ভক্তিব পাঞ্জ হইতে পাবেন।

৫। ভগবান্ হিবণ্যগর্ত বা অক্ষব ব্রহ্মেব সহিত আমাদেব সম্বন্ধ কি, তাহা ‘সাংখ্যতত্ত্বালোকে’ব ৭২ প্রকরণে উক্ত হইয়াছে। ভগবান্ হিবণ্যগর্ত সর্বভাবাধিষ্টাত্ত্বরূপ ঐশ সংস্কারসহ আবির্ভূত হইলে, (“স্বর্বাচর্যমৌ ধাতা যথা পূর্বমকল্পৎ”—ঋগ্বেদ) তাঁহাব প্রকৃতিবিশিষ্টরূপ ঐশ্বরেব দ্বারা ভৌতিক জগৎ ব্যক্ত হইয়াছিল। তাহাতে অসংখ্যবিব নানাবিধ সংস্কারযুক্ত মন দ্বাৰ্ধ বিবষ পাইবা ব্যক্ত হইয়াছিল। মন মনেব উপবই কাৰ্য কবে। ঈশ্বরেব মন আমাদেব মনকে ভাবিত্ত কবাত্তে, আমবা এই জগদ্রূপ ইন্দ্রজাল (কাবণ জগৎ অভিমান বা ঐশ মনোমাত্র হইলেও তাহাকে মাটি-পাথবাদিরূপে দেখা ইন্দ্রজালেব মতো) দেখিত্তেছি। এই দৃষ্টিতেই “ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাম্ স্রদেশেহজুঁন তিষ্ঠতি। ভ্রামণম্ সর্বভূতানি স্রাজ্জিভানি দ্বাববা ॥” গীতাব এই শ্লোক সঙ্গত হয়।

ঐশ সংকল্পে ভাবিত্ত হইবা আমবা এই জগৎ দেখিত্তেছি, ইহা মাত্র ঐ শ্লোকেব তাৎপর্ঘ। মচেং উহাতে যে কেহ কেহ বুঝেন যে ঈশ্বর আমাদিগকে হাতে ধবিবা পাপপুণ্য কবাইতেছেন, তাহা নিভান্ত অসাব ও অব্যক্ত। শাস্ত্রোপদেশ দুই দিক্ হইতে কৃত হয়—তত্ত্বেব দিক্ হইতে ও সাধনেব দিক্ হইতে। সাধনেব দিক্ হইতে স্ততি, মাহাত্ম্য-কীর্তনাদি বাহ্য কৃত হয় তাহাব ভাবা স্রব হওয়াতে তত্ত্বেব সহিত ঠিক সর্বমলে মিলে না। উপরূক্ত (‘ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাম্’) শ্লোকেব তত্ত্বেব দিক্ হইতে কিংশ সঙ্গতি হয় তাহা উপবে দেখান হইয়াছে। সাধনেব দিক্ হইতে উহাকে প্রয়োগ কনিবা, সাধক যদি তাঁহাব অন্তবহ অনাগত ঈশ্বরতাকে স্বদেবে চিন্তা কবিবা, নিজেব মধ্যে ঈশ্বর-প্রকৃতিব আপুণ্য কবিত্তে চেষ্টা কবেন এবং বাবতীয় কৰ্মেব অভিমান-শূন্যতা ভাবনা

কবেন, তবে কতই মূল হ'ব। যেমন বাজা ছুঁনি দিলে প্রজা তাহাতে নিছ ইচ্ছামুশাবে চাষবাস কৰিয়া আপনাব অৰ্থ সাধন কৰে, সেইরূপ ঈশ্বৰেব সংকল্পে স্থিত এই জগতে আমবা স্ব স্ব প্ৰবৃত্তি অনুসাবে ভোগেব অথবা অপবৰ্গেব সাধন কৰিতেছি এবং স্বাভাবিক নিয়মে কৃতকৰ্মেব ফলভোগ কৰিয়া বাইতেছি। প্ৰতি কৰ্মে, প্ৰতি ঘটনাৰ ঈশ্বৰেব ব্যাপ্ততা থাকে। (যাহা অজ্ঞ ব্যক্তিব্যক্তি কল্পনা কৰে) নিতান্ত অযুক্ত কল্পনা। আমাদেব ক্ষুদ্ৰ স্বাৰ্থসিদ্ধি, ক্ষুদ্ৰ বিবাহ ও বিসবাহ বিষয়ে ঈশ্বৰকে লিপ্ত মনে কৰা বালকতা মাজ, এবং তাঁহাব অসীম সাহায্য না বুজা মাজ, কিঞ্চি কৰ্মবাহ্য যাহা আৰ্হ ও বৌদ্ধ দৰ্শনেৰ ভিত্তি তৎসময়ে অজ্ঞতা।

ফলন্তঃ যতই আমাদেব জ্ঞানবুদ্ধি হ'ব ততই আমবা জগদ্ব্যাপাবে কোন পুরুষেব ক্ৰিয়াশীলতা দেখিতে পাই না। কেবল প্ৰাকৃতিক নিয়ম (ঐশ সংকল্পেব বাবা বিশ্বচৰনাও প্ৰাকৃতিক নিয়ম) দেখিতে পাই। সাংখ্যগণ বিশ্বেব মূল পৰ্বন্ত সমস্ত নিয়ম আবিষ্কাৰ কৰাতে কৰামূলকত্ব এই বিশ্বকে কেবল কাৰ্যকাৰণপৰম্পৰা দেখেন, কোথাও না বুঝিয়া ঈশ্বৰেচ্ছাব উপব চাপাইবা তাঁহাদিগকে উদ্ধাব পাইতে হ'ব না। লোকে যেখানে নিজেব বুদ্ধিতে কুলাইবা উঠিতে না পাবে সেইখানে ঈশ্বৰেচ্ছা বলিবা কাটাইবা দেখ, উহা অজ্ঞতাবই তুল্যাব্যক। শীতাও বলেন, “ন কৰ্তৃত্বং ন কৰ্ম্মাণি লোকস্ত স্ফুৰতি প্ৰকৃঃ। ন কৰ্ম্মকল-সংযোগঃ স্বভাবস্ত প্ৰবৰ্ত্ততে।” অৰ্থাৎ প্ৰভু বা ঈশ্বৰ আমাদিগকে কৰ্তা কৰিয়া সৃষ্টি কবেন না, কৰ্মও তিনি সৃষ্টি কবেন না, অথবা কৰ্মেব কলও তিনি দেন না। স্বভাবতই ইহা ন'ব হইবা থাকে \*।

ক্ৰোধ, প্ৰতিহিংসা, অক্ষৰা প্ৰভৃতি বাহা সাধাবণ বহুত্বেব পকে দোব বলিবা গণিত হয় তাহাও অজ্ঞ লোকেবা ঈশ্বৰে আবেশ কৰিয়া থাকে।

লোকে মনে কৰে, ঈশ্বৰ আমাদেব কত উপকাৰ কৰিবাব উদ্দেশ্যে এই নদী স্ফজন কৰিবাছেন, কিন্তু পৰ্বতৰ জল প্ৰবাহিত হইবা যখন নদীতে পবিত্ৰ হয় তখন বে সকল প্ৰাণীবা প্ৰাণ হাবাইবাছিল তাহাবা নিশ্চয়ই বলিবাছিল ‘কোন্ অস্থব আমাদিগকে এই বিবৰ দুঃখ দিতেছে’। যাহা হউক, এইরূপে সাংখ্যযোগিগণ ঈশ্বৰেব স্বৰূপতত্ত্ব সম্বন্ধিত বুদ্ধি-বলে অবধাবণ কৰিবা বাহু সমস্ত ত্যাগ কৰিবা তাঁহাতেই অনন্তচেতা হইবা পবৰা সিদ্ধি লাভ কবেন। সৰ্ব-দোষবাহিত, সৰ্বজ্ঞ ও সৰ্বশক্তিমান—এইরূপ বিশুদ্ধ ঐশ্বৰিক আদৰ্শই মুমুক্ষুদেব উপান্ত ঈশ্বৰেব আদৰ্শ। নিৰ্গুণ (গুণত্ৰয়েব অবশীভূত) ঐশ্বৰিক আদৰ্শেব বিবৰ সাধাবণে তত বুঝে না। আমাদেব এই ব্ৰহ্মাণ্ডেব অধীশ্বৰ সত্ত্ব বা সত্ত্বগুণময় ঈশ্বৰকেই সাধাবণতঃ ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, শিব, গণ্ধী আদি নামে কতক কতক বুঝিবা লোকে উপালনা কৰে।

৬। শতপথ ব্ৰাহ্মণে এই প্ৰজাপতি হিবণ্যগৰ্ভ ভগবানেবই সংজ্ঞা, কৰ্ম্মাদি অবতাব হইয়াছিল, এইরূপ বৰ্ণিত আছে। স্তবগা পুৰাণে জিন্নৰূপে ব্যাখ্যাত হইলেও ক্ৰতিন এক প্ৰজাপতিই পৌৰাণিক

\* আধুনিক বিজ্ঞানেও জগতেব মূল কাৰণ যে এক বিদ্যম তাহা স্বীকৃত হইতেছে, Sir A. Eddington বলেন—  
The idea of a universal Mind or Logos would be, I think, a fairly plausible inference from the present state of scientific theory, at least it is in harmony with it. But if so, all that our inquiry justifies us in asserting is a purely colourless pantheism. ... To put the conclusion crudely—the stuff of the world is mind-stuff ('The Nature of the Physical World')। পেন্‌কে দিহাতে সেই বিদ্যমকে আমাদেব ইষ্টানিষ্টে নির্দিষ্টই স্বীকাৰ কৰা হইল।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব। বরাহ ও কূর্ম বিষ্ণুর অবতাব বলিবা প্রসিদ্ধ, কিন্তু শতপথ ব্রাহ্মণে আছে “যং কূর্মো নাম এতদ্বা কৃণং কৃতা প্রজাপতিঃ প্রজ্ঞা অমৃদ্বং।” অর্থাৎ প্রজাপতি কূর্মরূপ ধারণ করিয়া প্রজা বা সন্তান সৃজন করিলেন। তৈত্তিরীয় সংহিতা বলা, “আপো বা ইদমগ্রে সলিলমাসীৎ। তন্নি প্রজাপতিঃ বায়ুতুচ্চাতবং \* \* \* তাং বরাহো ভূত্বাহবৎ।” অর্থাৎ এই জগৎ প্রথমে সলিলরূপে ছিল, প্রজাপতি তাহাতে বায়ুরূপে বিচরণ করিলেন। ববাহরূপ ধারণ করিয়া আহবণ বা উদ্ধার করিলেন। কূর্মাদি রূপকমাাত্র। শ্রুতিতে আছে, “ন চ কূর্মোহিসৌ ন আদিত্যঃ” (শতপথ ব্রাহ্মণ)। অর্থাৎ কাবণ-সলিল হইতে জগদ্রিকাশেব সময়ে ভগ্নাভ্যে যে আদিত্যগণ বা পৃথক পৃথক জ্যোতিষ্কগণ হইয়াছিল, তাহাই কূর্ম। ববাহও তৎকালভব শক্তিবিশেষ। সম্ভবতঃ যে আভ্যন্তরীণ শক্তিবশে পৃথীপৃষ্ঠ উচ্চনীচতা প্রাপ্ত হব তাহাই ববাহ। স্নিহ-তাপনীতেও ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের একত্ব উক্ত হইয়াছে। রানাবশে আছে, “ততঃ সমভবৎ ব্রহ্মা স্বরভূর্দৈবতৈঃ সহ। ন বরাহস্ততো ভূত্বা” ইত্যাদি। লিঙ্গপুবাণেও আছে ব্রহ্মাই নরাধিপ, তিনি বরাহরূপে পৃথী উদ্ধার করিয়াছিলেন। নলতঃ সত্যলোকহিত হিবণ্যগর্ভপুরুষই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব। তিনিই নাংগ্যানিক জ্ঞান-ঈশ্বর এবং তাঁহাবই এই ব্রহ্মাণ্ডে অধিষ্ঠাতৃ।

৭। সৃষ্টি ও স্রষ্টা-সম্বন্ধে নবলেন স্রষ্টা ধারণা থাকা উচিত। এবিষয়ে গ্রন্থের বহুস্থলে উহা যুক্তিসহ বলা হইয়াছে, এখানে সংক্ষেপে তাহা উক্ত হইতেছে। এই দৃষ্টমান ব্রহ্মাও এক নির্দিষ্ট সময়ে উৎপন্ন হইয়াছে এবং পূর্বে পূর্বেও এইরূপ পঞ্চভূতময় ও আদিপূর্ণ ব্রহ্মাও ছিল। “ভূত্বা ভূতা বিলীয়ন্তে”—গীতা। পঞ্চভূত যে আমাদের একবকম মনোভাব বা জ্ঞান এবং মন ছাড়া যে আব ‘ভব’ পদার্থ (matter) কিছু নাই তাহাও দেখান হইয়াছে। (‘পঞ্চভূত প্রকৃত কি’ দ্রষ্টব্য)।

কোন বাহ্যজ্ঞান হইতে গেলে আমাদের মনোবাহ এক উদ্রেক চাই, তাহা অসম্ভবমান তথ্য। সেই উদ্রেক হইতে আমাদের সকলের শব্দাদি জ্ঞান হয়। সেই উদ্রেক কি?—বলিতে হইবে অল্প এক মনের শব্দাদি জ্ঞান, বাহ্য বা ভাবা আমাদের মন ভাবিত হইয়া শব্দাদি জ্ঞানে। সেই সর্বসাধারণ, সর্বমনের উপর কার্যকাৰী মন বাহ্য, তিনিই ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা বা হিবণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা বা সত্ত্ব ব্রহ্ম। তাঁহাব মনের শব্দাদিজ্ঞান কোথা হইতে আসিল?—যখন অনাদি কাল হইতে শব্দাদি বর্তমান বহিয়াছে তখন বলিতে হইবে যে, পূর্ব সৃষ্টিতে তাঁহাব শব্দাদিজ্ঞান ছিল, যেসকল আমাদের এখন হইতেছে। এবং পূর্ব সৃষ্টিতে যিনি স্রষ্টা ছিলেন তাঁহার শব্দাদিজ্ঞানও তৎপূর্ব স্রষ্টা হইতে লব্ধ শব্দাদিজ্ঞান হইতে আগত। যেসকলও যে এই নত তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। আব, “সর্ব ও চন্দ্রদ্যে পূর্বের নত ইহ সর্বের বাতা কল্পিত কবিবাহেন।” পূর্বোক্ত এই নব শ্রুতিবাক্য এই মতেব পোষক।

৮। হিবণ্যগর্ভের এক নাম পূর্বনিক (যোগদর্শন, ৩।৪৫ সূত্র দ্রষ্টব্য)। তিনি পূর্বসর্গে ‘আমি হিবণ্যগর্ভ’ (সর্বব্যাপী, সর্বজ)—এইরূপে পবমেশবোপাসনা কবিতা লিখ হইয়াছিলেন (‘বেন পূর্বজ্ঞানি হিবণ্যগর্ভোহমস্মীতি \* \* \* পবমেশবোপাসনা কৃত্য \* \* \* হিবণ্যগর্ভরূপতয়া প্রাতুহৃতঃ’।—মহাসংহিতাব চীকার কৃষ্ণক ভট্ট)। হিবণ্যগর্ভ বিশেষ ধর্মী অতএব তাঁহার উপাসনা হইবে ‘আমি সর্বভূতর ও সর্বাধিষ্ঠাতা’—এইরূপ ধ্যান। ভদ্রাবা কি হইবে?—ইহাতে তাঁহাব ‘সর্ব’ বা এই সপ্রভ স্রষ্টাও বা ভূতভৌতিক সমস্ত তাঁহাব মনে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে এবং তিনি সেই সকলের ধর্মী এবং সকলের মনের উপবে আধিপত্যসম্পন্ন এইরূপ অব্যর্থ ধ্যানমূল হইবেন। ইহাব

ফলে তাঁহাব মনেৰ ভাবনাৰ দ্বাৰা ভাবিত হইবা দেবমহত্মাদি ব্যবহাৰজন্য পাইবে এবং স্বসংস্কাৰাভাৱে দেহধাৰণ কৰিবা কৰ্ম কৰিতে থাকিবে। অতএব হিবণ্যগৰ্ভে সৃষ্টি স্বাভাৱিক বা ঐশ সংস্কাৰ-মূলক (যথা, মীত্ৰকাৰিকাবা—“দেবস্তেব বভাবোহমম্ আশ্ৰকামস্ত কা স্পৃহা”), ইহা কোন উদ্দেশ্যে নহে।

সৰ্গপৰম্পৰা অনাদি হইলেও কিৰূপে এই বৰ্তমান ব্ৰহ্মাণ্ড অভিযুক্ত হইল তাহাৰ যুক্তিসংগত ও শাস্ত্ৰীয় বিবৰণ দেওবা বাইতেছে \*। স্মৃতিতে (মহাভাৰতে) আছে—“সৰ্বতঃ পানিগান্ তৎ সৰ্বতোহক্শিণিবোমুখম্। সৰ্বতঃ স্ৰতিমল্লোকে সৰ্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।” “হিবণ্যগৰ্ভে ভগবান্ এষ বুদ্ধিৰিতি স্মৃতঃ। মহানিতি চ বোগেষু বিবিধিৰিতি চাপ্যজ্ঞঃ। সাংখ্যে চ পঠ্যতে পাত্ৰে নামভি-ৰহধাশ্বকঃ। বিচিহ্নকপো বিখাত্মা একাক্ষৰ ইতি স্মৃতঃ।” অৰ্থাৎ “সৰ্বজ তাঁহাব পানিগান্, সৰ্বজ অক্শি, শিব ও মুখ, সৰ্বজ তাঁহাব স্ৰতি, তিনি সৰ্বতঃ আবৰণ কৰিবা আছেন।” “ইনিই ভগবান্ হিবণ্যগৰ্ভ, বুদ্ধি (বুদ্ধিতত্ত্ব লাক্ষ্যংকাৰী), মহান্ (মহত্তত্ত্ব বা মহান্ আত্মাৰ লাক্ষ্যংকাৰী), বিবিধি, অজ ইত্যাদি বহুনামে সাংখ্য ও বোগশাস্ত্ৰে পঠিত হন। তিনি বিচিহ্নকপ, বিখাত্মা (অৰ্থাৎ বিশ্ব তাঁহাব ইচ্ছাদিগুণ অভিমানে হিত), একাক্ষৰ (অক্ষৰ ব্ৰহ্ম) এইৰূপে স্মৃতিতে উক্ত হন।”

যেহেতু হিবণ্যগৰ্ভ পূৰ্বে ছিলেন আৰ (ইহ সৰ্গে) জাত হইবা বিশেষ একমাত্র পতি হইযাছিলেন, অতএব হিবণ্যগৰ্ভৰূপ অবস্থাও একটী জন্ম এবং তাহাতেও জাতি, আৰু ও ভোগগুণ জিবিধ কৰ্মকল আছে। পূৰ্বসৃষ্টিতে বাহাৰা সান্নিহত সন্মানিলিহ হইবা ‘আমি সৰ্বভূতত্ব’ এবং ‘সৰ্বভূত আমাতে প্ৰতিষ্ঠিত’ এইৰূপ সংস্কাৰ লইবা যান তাঁহাৰা প্ৰলম্বেৰ পৰ এৰূপ জ্ঞান লইবা আবিৰ্ভূত হন। জ্ঞান বলিলেই লিঙ্গ বা কৰণশক্তি বুঝাৰ। লিঙ্গ বা কৰণশক্তিসকল বিশেষ বা দেহৰূপ আশ্ৰয় ব্যতীত থাকিতে পাবে না, “ন তিষ্ঠতি নিবাল্লমং লিঙ্গম্” (৪১ সংখ্যক সাংখ্যকাৰিকা ব্ৰহ্মব।)। অতএব হিবণ্যগৰ্ভদেবেৰও বিশেষ বা শৰীৰ থাকিবে। তবে তাঁহাৰ হুঁশশৰীৰগ্ৰহণেৰ সংস্কাৰ না থাকাতে সাধাৰণ প্ৰাণীৰ জাতি হুঁশশৰীৰগ্ৰহণ বা স্কন্ধ দেবতাসেৰ নতো লাক্ষ্যৰ শৰীৰগ্ৰহণ হয় না, কিন্তু অশ্ৰিতামাত্ৰেৰ অধিষ্ঠান-স্বৰূপ সৰ্বভূতত্ব, সৰ্বব্যাপী, সলীমবৎ বুদ্ধিশৰীৰ হয় ও তাহাতে অব্যাহত দিব্যদৰ্শনশ্ৰবণাদি (সাধাৰণ চক্ৰবাসিৰ নতো নহে অৰ্থাৎ পূৰ্বোক্ত ‘সৰ্বতোহক্শিণিবোমুখম্’ ইত্যাদিগুণ) কৰণশক্তি ইচ্ছামাত্ৰেই বিকাশেৰ উপযোগী হইবা থাকে এবং তৎসহ সৰ্বব্যাপিৰ ও সৰ্বভাবাধিষ্ঠাত্ত্বেনেৰ জ্ঞাত উপযোগী প্ৰাণেৰও বিকাশ থাকে। ইহাই সত্ত্ব ব্ৰহ্মভাব, কাৰণ, চহাতে সৰ্বব্যাপিৰ থাকে। এ বিষয়ে মহাভাৰতে উক্ত হইবাছে, “সৰ্বভূতেষু চাত্মানং সৰ্বভূতানি চাত্মনি। যদা পশ্চতি সূতাত্মা ব্ৰহ্ম লম্পভতে তদা।” চীকাৰাৰ নীলকণ্ঠও বলেন, “লম্পভাতে সোপাধিকাৰহাৰাং সৰ্বভূতেষাশ্চানন্ অহুহুত্বং পশ্চতি, অহম্ এবেদং সৰ্বৌহনীতীত্যহুভবতীত্যৰ্থঃ।” আমি সৰ্বভূতত্ব এইৰূপ জ্ঞান হইতে এবং পূৰ্বাৰ্জিত যোগজ সৰ্বজ্ঞ্য ও অব্যৰ্থশক্তিবলে সেই চিন্তেৰ বিষয় যে সৰ্ব বা লোকালোক তাহাৰ প্ৰাথমিক বিকাশ হয়। তাহাই অশ্ৰিতামৰ শৰীৰ। হিবণ্যগৰ্ভেৰ অগৰ আখ্যা পূৰ্বলিঙ্গ, অতএব যোগৰূপ কৰ্মেৰ দ্বাৰা নিম্পন্ন ঐশ সংস্কাৰ তাঁহাৰ থাকে স্মৃতবাং তিনিও কৰ্মবৃত্ত, সেই কৰ্ম এই ব্ৰহ্মাণ্ডেৰ অভিব্যক্তিকপ কৰ্ম।

২। যেসকল প্ৰাণীৰ শৰীৰধাৰণেৰ সংস্কাৰ আছে তাহাসেৰ লিঙ্গ বা কৰণশক্তিসকল

\* এই অংশ ঐহকাৰেৰ অগ্ৰাণ্ত ৱচনা হইতে প্ৰধানজ্ঞ সংগৃহীত।



প্রলম্বদানে গ্রাহ্যভাবে নীন হইবা থাকিলেও উপযুক্ত শবীরগ্রহণেব ভ্রাতৃ উন্মুখ থাকে। সাম্বিত  
সুদানিসিদ্ধি হিব্যগর্ভেব পূর্ণোক্ত ‘নর্বস্তুতস্থ্যাস্থানম্’ এইরূপ সংস্কার ব্যক্ত হইলে তদ্বাচ্য ভাবিত  
হইবা ঐ সকল প্রাণীরও অদ্বিতা এবং অন্তিতাবোধেব অধিষ্ঠানরূপ রূপেও ব্যক্ত হয়।

অদ্বিতারূপ সূক্ষ্মভাবেব অধিষ্ঠান বলিয়া এই ব্যক্ততাও অতি সূক্ষ্ম। বাঁহাদেব ঐরূপ  
অদ্বিতানাত্রে অবস্থান কবিবাব সংস্কার আছে তাঁহা বা ব্রহ্মাণ্ডেব নবোচ্চ লোকে বা ব্রহ্মলোকে  
অভিযুক্ত হন। আব বেসকল সূত্রেব ঐরূপ ভাবে থাকিবাব সংস্কার নাই, তাঁহারা স্ব স্ব সংস্কার  
অনুসারে বোধোপযোগী লোকে নামিয়া আসেন।

এ বিষয়ে বৃহদাব্যাক্যে আছে—“ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ তদাস্থানমেব অবদ্ অহং ব্রহ্মান্নীতি  
তদ্ব্যং স এব তদভবৎ তথর্বাণাং তথা মনুষ্যগাম্” \* \* \* অর্থাৎ “ব্রহ্ম ও এই জগৎ অগ্র  
(পূর্বসৃষ্টিতে) ছিল, ব্রহ্ম (হিব্যগর্ভ) নিজেকে (ব্রহ্মাস্বজ্ঞানলাভে) জানিয়াছিলেন বা জানিডেন  
‘আমি ব্রহ্ম’, তাহাতেই তিনি ব্রহ্মরূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। আব তাহাতে দেবতাদেব মধ্যে  
যিনি ঐতিবুদ্ধ (বেকশে প্রাচুর্ভূত হইবেন সেইরূপ) হইয়াছিলেন তিনি সেইরূপ অর্থাৎ ভূত-  
তন্মাত্রাদিব অধিমানী দেবতা হইয়াছিলেন (দেবশবীর ধারণ কবিয়াছিলেন), সেইরূপে ঋষিবা এবং  
মনুষ্যগোবাও হইয়াছিলেন।” এই ঋতিতে হিব্যগর্ভব্রহ্মেব পূর্বেকাব ঐশ্বর্যসংস্কারেব স্বভাবে যে এই  
ভগৎ ও প্রজা হইবাছে তাহা বিবৃত হইবাছে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা গেল যেমন সাধাবণ দেব-মনুষ্যগোবা  
কর্মসংস্কারবশে শবীরধারণ কবিবা কর্ম কবিতোছে অক্ষব ব্রহ্মেবও (Demiurge-এবও) সেইরূপ ঐশ  
সংস্কারেব দ্বাৰা ব্রহ্মাও সৃষ্ট হইবাছে। তাহাতে অস্ত্র প্রাণীবা শবীরধারণ কবিবা ও আবাস পাইয়া  
ভোগাপবর্গনাধনরূপ কর্ম কবিতোছে। যেমন শক্তিব ভাবডম্বে এখানে বাজ্র, বড ও ছোট  
বাজ্রপুরুষ এবং প্রজাচা আছে সেইরূপ ব্রহ্মাওবাচ্যেব বাজ্রা অক্ষবব্রহ্ম, ভূত, তন্মাত্র ও ইন্দ্রিয়-  
শক্তিদ্বয়ী মহাসত্তগণ বাজ্রপুরুষ এবং অস্ত্রে প্রজা। এইরূপে কর্মবাদের ঈশ্বর কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি  
কবিবাছেন? ঈদৃশ প্রশ্নেব অবকাশই হয় না। ঈশ্বর কোনও উদ্দেশ্যে সৃষ্টি কবেন নাই। “সত্তামায়েণ  
দেবেন তথা চেবং জগজ্জনিঃ” অর্থাৎ দেবেব সত্তামায়েই (ঐশ সংস্কারে) এই জগৎ জন্মাইবাছে।

১০। কোন একটি মহাদাদিক্রমেব উৎপত্তি ধবিবাও গ্রাহ্যেব উৎপত্তি নির্দেশিত কবা যায়।  
তটাব দ্বাৰা দৃষ্ট ত্রিগুণেব উপলক্ষন-কল কি হইবে?—সম্বন্ধেব প্রকাশেব দ্বাৰা ‘আমি মাত্র’ এইরূপ  
প্রকাশ হইবে। ব্রহ্মাণ্ডেব ক্রিয়াব দ্বাৰা তাহা ভাবিয়া হিতিতে বাইবে। অর্থাৎ ‘আমি’ব ভাঙ্গা বা  
অহংকাব হইবে (বেহেতু অহংকাব আমিব ভিন্নতা ভাব) এবং সেই ভাব বৃত্ত হওবাই সংস্কারাবাব  
মন। ইচ্ছা সত্ত্ব, অহং এবং মনেব বিভিন্ন একটি মূল ভাব। ঐরূপ আমিত্ব-সংস্কার প্রতিষ্ঠিত হইলে  
আনিডেব কালিক সত্তা বা অববাব অস্তভূত হইবে। তাহাতেই ‘আমি এতকাল ব্যাপিয়া আছি’  
এটরূপ সাধাবণ মনোভাব হয়। কিন্তু ইহাতে দৈনিক অববাবযুক্ত কোন ভাব আনিবে না কাবণ  
ইচ্ছা সম্পূর্ণ গ্রহণ। সংস্কারাবাব মন হইলেই অন্তঃকরণেব মিলিত ইচ্ছা-ক্রিয়াদিব ও বিজ্ঞানেব  
যোগ্যতা হইবে। কিন্তু ঈশব মানসক্রিয়াব স্তম্ভ গ্রহণ হইতে বাছ কোন এক গ্রাহ্য বস্তুব আনয়ক।  
গ্রাহ্যেব জ্ঞান ক্রিপে হইতে পারে—ইচ্ছা অতুচ্ছমান সত্য যে, গ্রহণেব বাছ কোন ক্রিয়াব দ্বাৰা  
আনাদেব গ্রাহ্য-জ্ঞান উভূত হয়। সেই ক্রিয়া যে অস্ত্র এক মন ছাড়া আব কিছু হইতে পারে না,  
তাচ অস্ত্র দেখান হইবাছে। কিন্তু সেই মন অস্ত্রাদিব মনেব উপর কার্য কবিবাব বা অস্ত্রাদিব  
মনকে নিচ্ছাবে ভাবিত কবিবাব শক্তিসম্পন্ন হইবে। ব্যবহাবতঃও দেখা যায় যে, ঐন্দ্রজালিকের

মন বহু মনকে স্বীয়ভাবে ভাবিত্ত কবি। মনোভাবকে বাহ্য বিষয়রূপে প্রদর্শন কবাম। যে মহামন বিশ্ব স্বর্গদেহী মনকে ভাবিত্ত কবি। জগৎপ্রপ ইন্দ্রজাল দেখাইতেছেন, সেই মহামনোজ্ঞ পুরুষ সগুণ ব্রহ্ম। তাঁহাবই সর্বসামান্য গ্রাহ্যরূপ (শব্দস্পর্শাদিক্রমে বাহ্য সর্ব প্রাণীর গ্রাহ্য, এইরূপ) মনোভাব যাহা প্রকৃতিবিশিষ্টেব শক্তি বা বাবা ও সর্বভাবাধিষ্ঠাত্ত্বেষ বাবা গ্রাহ্যরূপে তাঁহাব চিত্তে উপস্থিত হয়, তাহাই গ্রাহ্যের মূল বা তাহা হইতে গ্রাহ্য উৎপন্ন হয়।

১১। হিবধ্যগর্ভেব আবির্ভাবেব কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। পরে, বাহ্যাব পূর্বসর্গে তন্মাত্র সাক্ষাৎকাব কবিয়াছিলেন তাঁহাবা তন্মাত্রাভিমাত্রী দেবতা হইবা পঞ্চতন্মাত্রকে ব্যক্ত কবেন। বাহ্যাব সূতন্ত্র সাক্ষাৎ কবিয়া তূতাভিমাত্রী হইয়াছিলেন তাঁহাবা জন্ম ব্রহ্ম এবং তাহাদেব গতি ও পরিণতি আদির বিশেষ সহ (অর্থাৎ physical objects এবং physical laws সহ) পঞ্চস্পর্শাদি পঞ্চমহাত্মতম লোককে প্রকাশ কবেন। ঐ সঙ্কল দেবতা বা উপপাদিক জীব বা স্বয়ং শরীর গ্রহণ কবিয়া উৎপন্ন হন। এইরূপে তাহাদেব নিরন্তর তন্মাত্র উপপাদিক প্রাণীরাও বধ্যাপন্যোগী লোকসমূহে অভিব্যক্ত হন। পরে কোনও প্রজাপতির ইচ্ছাতে অথবা সূক্ষ্মশরীরধারণের উপযোগী কোন নিমিত্ত পাইবা সূক্ষ্মশরীরী জীবগণ অভিব্যক্ত হয়। এইরূপে বিশ্বজন্য সেই অক্ষরব্রহ্মেব তূতাধি অভিমান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং তিনি সেই অভিমানকে প্রলীন কবিলে ইহাও লব পাইবে। এ বিষয়ে স্মৃতি কথা—

“স সর্গকালে চ কবোতি সর্গং সংহাবকালে চ তদ্ভক্তি কৃত্বা।

সমস্ত্য সর্বং নিজমেহসংসং কৃত্বান্মু শেতে জগৎস্ববান্ধা।” (মহাভাবত)

অর্থ কথা, তিনি স্রষ্টিকালে স্রষ্টি কবেন ও সংহাবকালে তাহা পুনঃ প্রাণ কবেন অর্থাৎ কৈবল্য-পদে গেলে তাঁহার অস্তিত্ব ব্যক্ত না থাকিতে সপ্রজ্ঞ জগৎ লীন হয়। সংহবপূর্বক নিজমেহ (নিজ অস্তিত্ববর্ণন) -সংস্ক কবিবা জগতেব অন্তবান্ধা (বাহ্যাব অন্তঃকবণে জগৎ দ্বিত) অপে, অর্থাৎ জল যেমন একাকাব স্বগতভেদহীন সেইরূপ একাকাব স্বগতভেদহীন অব্যক্তে, এমন কবেন বা জগতেব উপস্থানতূত তাঁহাব অন্তঃকবণকে লীন কবিবা কৈবল্যপদে বান। এইরূপে দেখা গেল ব্রহ্ম বা স্রষ্টা দীপ্ত হইতে সাধারণ প্রাণী পর্যন্ত সকলে কর্মবশে জাত হইবা কর্ম কবেন, কর্মেব স্বাভাবিক নিয়মেই উহা লব হয়। শক্তিবিশিষ্টেব অসংখ্য ভাবতম্য থাকিতে পাবে, তন্মাত্রা অসংখ্য কর্মক্ষেত্র বা আবাসলোক হইতে পাবে। তন্মধ্যে অক্ষরব্রহ্ম ও ব্রহ্মপ্রাণ (‘ব্রহ্মেব সন্ ক্রম্যাপ্যতি’) যোগীরা বিশ্বাবাস হইবেন।

নিরোক্ত স্রুতিতেও স্বাভাবিক স্রষ্টিব কথাই বলা হইয়াছে —

“স্বর্ধোর্ণনাভিঃ স্রজতে গৃহুতে চ কথা পৃথিব্যাসৌবধ্যঃ সম্ভবতি।

কথা সতঃ পুরুষাং কেশলোমানি তথাক্ষবাঃ সম্ভবতীহ বিশ্বম্।” (মণ্ডক)

অর্থাৎ উর্ণনাভি যেমন স্রজ স্রষ্টি কবে ও গ্রহণ কবে, পৃথিবী হইতে বেকপ ওষধিসকল উৎপন্ন হয়, জীবিত ব্যক্তিব বেকপ কেশ লোম হয়, অক্ষব হইতেও সেইরূপ এই বিশ্ব উৎপন্ন হয়।

প্রথম উপমা বলা হইয়াছে যে, স্রষ্টাব ভিত্তব হইতে স্রজ্য বিবেব সর্জন হয় (তাঁহা হইতে evolved হয়) বা তাহা বহির্গত হয় অর্থাৎ তাঁহাব মনোগত সর্বজ্ঞ ঐশ সংস্কাব হইতে—স্বাহাতে সর্ব

বা ব্রহ্মাও অধ্যায়ভাৱে আছে—উদ্ধৃত হয় এবং তাহাতেই বাব বা লীন হয়। ইহাতে পুরুষদাতৃহীন স্বাভাবিক সৃষ্টিৰ কথা স্পষ্ট বলা হইল।

“বদা হৃদীপ্তাং পাববাহিন্ধুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে নরুপাঃ।

তথাক্ষবান্ বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ প্রজাবন্তে তত্র চৈবাপিবন্তি ॥” (মুক্তক)

এখানেও বলা চইতেছে যে, প্রদীপ্ত অগ্নি হইতে বিম্বুলিঙ্গনকল যেমন বাহির হয়, তেমনি অক্ষর ব্রহ্ম হইতে প্রগল্বেষ সৃষ্টি হয় ও তাঁহাতে লব হয়। ইহাতেও স্বাভাবিক নিয়মে সৃষ্টিৰ কথা বলা হইয়াছে।

এই অনন্তবৎ প্রতীকমান ব্রহ্মাও মনোব ভাব বলিবা সেমিক্ হইতে পৰিমাণহীন, অন্তএব অনন্ত্য হিবগ্যগৰ্ভ থাকিতে পারেন এবং তাহা থাকিলেও এক মনোব অগন্তের সহিত অন্ত মনোব অগন্তের কোন সংঘৰ্ষ নাই। আব, আমবা এক সৃষ্টির প্রসঙ্গে অন্ত এক মনোব ব্রহ্মাও প্রাচুর্ভূত হইবই হইব—যদি এই সাংসারিক সংস্কাৰ থাকে। যেমন আমবা সংস্কাৰবশে কৰ্ম কবি তেমনি হিবগ্যগৰ্ভও ঐশ সংস্কাৰে সৰ্বাধীশ “বিশ্বস্ত কৰ্ত্তা ভূবনস্ত গোপ্তা” হন এবং বাহ্যৰ দ্বাৰা আমাদেব শাস্ত্রভী শাস্তি হয় সেই জ্ঞানধৰ্ম প্রকাশ কৰাতে কাৰুণিক ঈশব বলিবা উপাস্ত হন।

অন্তএব ‘হিবগ্যগৰ্ভদেব কেন লোক সৃষ্টি কবিবাছেন’ ইত্যাদি শঙ্কাৰ কোন অবকাশই নাট [বোধগর্ভন ১২০ (২) স্তব্ধ্য]।

আমাদিগেব মূল কাৰণ প্রকৃতি ও পুরুষ নিত্য হইলেও, আমাদেব শরীৰধাৰণ ও কৰ্মাচৰণেব স্তম্ভ এই লোক আবস্তক, উহা এবং আদিম প্রাণিশৰীৰ সেই অক্ষর পুরুষেব সংকল্পজাত বলিবা তাঁহাকে ভগভেব ও প্রাণীৰ স্রষ্টা বা পিতামহ বলা যায়।

নগুণ ব্রহ্মেব উপাঙ্গনাৰ দ্বাবাই নিগুণ ব্রহ্মে বাইতে হয়। তিনি (নগুণ ব্রহ্ম) অমদ্যাদিৰ ভুলনাৰ নিবতিশয় জ্ঞানলম্পৰ, সৰ্বব্যাপী, পৰমানন্দে সদাহিত, বিবেকরূপ বিজ্ঞান, আত্মাতে বা বুদ্ধিতে পৰমান্মাকে লক্ষ্যকাৰী ও সৰ্বভগভেব আশ্রয়-স্বরূপ মহাপুরুষ।

১২। অতঃপৰ নিগুণ ঈশবেব প্রাণিবান ও পুরুষত্ব সম্বন্ধে বলা হইতেছে।

যোগসিদ্ধিৰ অন্ততম প্রধান উপাঙ্গ ঈশব-প্রাণিবান। প্রথমে ঈশবেব প্রাণিবানযোগ স্বরূপ ও তাহার অস্তিত্ব নির্ণয় হওয়া আবস্তক। “ইদানীদিব নৰ্বজ নাত্যস্তোচ্ছেদঃ”—সাংখ্যসূত্রে। অন্তএব বহুপুরুষ যেমন অনাদিকাল হইতে আছে, সেইরূপ অনাদিকাল হইতে মুক্ত পুরুষও আছে। মুক্ত পুরুষ বলিলেই চিত্ত কল্পনা কৰিবা তাহার সহিত অসংস্কৃতা কল্পনা বা ধাবণা বা চিন্তা কৰিতে হইবে, নাচেৎ শুধু পুরুষত্বেব অভিকল্পনা কৰা হইবে, মুক্ত পুরুষেব অভিকল্পনা কৰা হইবে না। মুক্ত পুরুষেব চিত্ত কিরূপ হইবে? তাহা সৰ্বজ্ঞতা-নিষ্ঠ চিত্ত হইবে। কাৰণ, মুক্তিৰ আগে সৰ্বজ্ঞতা-নিষ্ঠ অবস্থাদ্বাৰা, আব সেই সার্বজ্ঞ্য নিবতিশয় হইবে। সার্বজ্ঞ্য হইতে হইলেই ক্লেশাদি-চিন্তমন-শূচ্য হইবে। সুতবাং সেই চিত্ত ক্লেশ, কৰ্ম, বিপাক ও আশন এই নব মালিন্তশূচ্য বা অনাদিকাল হইতে ইহাদেব চাবা অপবাস্তৱ (অসম্পর্কিত) এইরূপ অভিকল্পনাৰ দ্বাবা প্রাণিবান কৰিতে হইবে এবং তাদৃশ, চিন্তাষ্ট নারনেব পক্ষে প্রয়োজন। অবিজ্ঞাদি চিন্তা স্রিতি হইলে নিজেব চিন্তাৰ অবিজ্ঞাদি ধাবণা কৰিবা চিন্তা কৰিতে হইবে এবং নিজেব সেই অবিজ্ঞাদি বিজ্ঞাদিৰ দ্বাবা নিবৃত্ত এইরূপ কল্পনা কৰিবা ঈশবেকেও তাদৃশরূপে অভিকল্পনা কৰিবা প্রাণিবান কৰিতে হইবে। তাহাতে শেবে

“বৰ্ণেবেশ্বৰঃ পুৰুষঃ স্তম্ভঃ প্ৰপন্নঃ কেবলোহুগ্ৰশৰ্মন্তথাবশশি বৃদ্ধে প্ৰতিসংযেহী যঃ পুৰুষ ইত্যেবমধি-  
গচ্ছতি” (যোগভাস্য ১।২০) এইৰূপে ঈশ্বৰ-প্ৰাধিধানেন কল হব। ইহা ঈশ্বৰেব অতি বৃহৎ, তৎপ্ৰাধিধান  
ও তাহাব ফল সম্বন্ধে অসম্বিদ্ধ বুদ্ধিসিদ্ধি এবং বাতাবিক সিদ্ধান্ত।

কল্পপ্ৰলয় ও মহাপ্ৰলয় কালে নিৰ্মাণচিত্ত অবলম্বন কৰিবা জ্ঞানধৰ্ম প্ৰকাশধাৰা ঈশ্বৰেব  
পুৰুষবিশেষত্ব কল্পনা কৰা—এই বাদও বোপসমুদ্রায়ে ছিল। “জ্ঞানধৰ্মোপদেশেন কল্প-প্ৰলয়-  
মহাপ্ৰলয়েষু সংসাৰিণঃ পুৰুষাত্মকবিত্ৰাৰীতি” (যোগভাস্য ১।২৫)। এই বাদে শঙ্কা হইতে পাবে  
যে, এক ব্যক্তিৰ পক্ষে অনাদিকাল হইতে সংখ্যাভীতবাব নিৰ্মাণচিত্ত উৎপাদিত কৰিবা কাৰ্য কৰা  
কিৰূপে সম্ভব হইতে পাবে? উত্তবে বক্তব্য, স্বেচ্ছাপূৰ্বক কেহ যদি ইহা কৰেন তাহা হইলে ইহা  
অসম্ভব নহে। পবিত্ৰ অনাদিমুক্ত পুৰুষ বহু এইৰূপ ধাবণা কৰা শক্য নহে। কাৰণ, যেন্ত পুৰুষ  
চিত্তেব ধাৰা ধাবণা কৰিতে হইবে তাহা অনাদিমুক্তহেতু ও ক্লেশ-কৰ্মশূন্যহেতু সৰ্বথা তুল্য। আৰ,  
ইহাও সম্ভব, অনাদি কাল হইতে মোক্ষবিজ্ঞা প্ৰচলিত আছে এবং মোক্ষবিজ্ঞা প্ৰকাশেব জন্ত  
কোন মুক্ত পুৰুষেবও তাহা কৰা অবশ্যজ্ঞাবী। অতএব ‘অনাদিকাল হইতে মুক্ত পুৰুষেব ধাৰা  
মোক্ষবিজ্ঞা প্ৰচলিত আছে’ প্ৰত্যবজ্ঞাত প্ৰতিজ্ঞা ত্ৰাণ্য, সেহেতু অনাদিমুক্ত পুৰুষেব বৈশিষ্ট্যকাৰক  
ভেদ অচিন্তনীয়। (অধিক যোগদৰ্শনেব টীকাৰ ব্ৰটব্য)।

পুৰুষতত্ত্ব অৰ্থে বিশেষণেব ধাৰা অস্পষ্ট চিত্তিশক্তি বা চৈতন্ত (যোগভাস্য)। তাহা লক্ষিত  
কৰিতে মুক্ত বহু আদি বিশেষণেব প্ৰয়োজন নাই। মুক্ত বহু আদি বিশেষণে বিশেষিত কৰিলে তাহা  
পুৰুষবিশেষ হইবা যাইবে।

ঈশ্বৰ পুৰুষবিশেষ। বহু পুৰুষবিশেষণ সাধাৰণ দেহী, যিনি অনাদিমুক্ত পুৰুষবিশেষ তিনি  
ঈশ্বৰ। মুক্ত পুৰুষেব মধ্যে বিশেষ আছে—সাদিমুক্ত ও অনাদিমুক্ত। সাদিমুক্তেব পূৰ্ব উপাধি  
ধাৰা বিশিষ্ট কৰিবা লক্ষিত কৰা যাইতে পাবে। অনাদিমুক্ত পুৰুষ এক না হইবা বহু হইতে  
পাবেন—এই শঙ্কা সৰ্ব প্ৰকাৰে নিঃসাৰ। বহু হইলেও যে কল, এক হইলেও সাধকেব পক্ষে সেই  
ফল। আৰ মুক্তপুৰুষকে পূৰ্ব বক্তচিত্তেব ধাৰা ভেদ কৰিতে হয়। নচেৎ দুই মুক্তপুৰুষকে ভেদ  
কৰাৰ কোন উপায় নাই। তজ্জন্ত অনাদিমুক্ত পুৰুষ এক-স্বৰূপ। পুৰুষতত্ত্বকে অনাদিমুক্ত বলিলে  
দোষ হয়, কাৰণ, ঐক্য বিশেষণ পুৰুষতত্ত্ব প্ৰয়োগ কৰিবাৰ কিছুমাত্ৰ অবকাশ নাই। মুক্ত বহু আদি  
বিশেষণ পদ ত্যাগ কৰিয়াই পুৰুষতত্ত্ব লক্ষিত কৰিতে হয়। কিন্তু পুৰুষবিশেষ ঈশ্বৰকে লক্ষিত  
কৰিতে হইলে ‘মুক্ত’ এই পৰ্যায়ৰ অভিকল্পনা অবশ্যজ্ঞাবী। মুক্ত বলিলে মুক্ত চিত্ত বা দুঃখহীন  
চিত্ত বা অবিজ্ঞানি ক্লেশ-কৰ্মহীন চিত্ত এইৰূপ বুঝাইবে এবং ঐক্যে অভিকল্পনা কৰিতে হইবে।  
ঐক্য অভিকল্পনাই সাধনেব জন্ত বা ঈশ্বৰ-প্ৰাধিধানেন জন্ত প্ৰয়োজন।

১০। ‘জীব অনাদি’ এইৰূপ বলিলে কি বুঝায়? যতকাল চিন্তা কৰিতে পাৰি বা পাৰিব  
তাদৃশ সৰ্বকালেই জীব-নামক পুৰুষবিশেষণ একটা-না-একটা উপাধি লইবা থাকে—এইৰূপ  
বুঝাইবে বা চিন্তা কৰিতে হইবে। সেইৰূপ ঈশ্বৰকে অনাদিমুক্ত বলিলে তাদৃশ ঈশ্বৰ সৰ্বদাই  
চিন্তাদি উপাধিমুক্ত পুৰুষবিশেষ এইৰূপ মাত্ৰ বিশেষণে বিশেষিত কৰিবা অভিকল্পনা কৰিতে হইবে  
(যাহা সাধনেব জন্ত প্ৰয়োজন)। মুক্ত উপাধিৰ অনাদিমুক্তহেতু পূৰ্ববন্ধ-কোটি কল্পনীয় হইবে না।  
কাৰণ, সেইৰূপ কল্পনা কৰিলে অনাদিমুক্ত এই অভিকল্পনাৰ বিৰুদ্ধ কৰা বলিতে হইবে। যেন্ত  
অনাদিমুক্ত পুৰুষ আছে তেননি অনাদিমুক্ত পুৰুষও আছে। এই অনাদিমুক্ত পুৰুষ এক বলিয়াই

অভিভিন্নান, কাবণ, তাঁহাকে কেবল অনাদিমুক্ত এই মাত্র বিশেষণে বিশেষিত করা সত্য, স্তব্ধতাং তাঁহাতে ভেদ বস্তুনা অস্বাভা। বস্তুতঃ অনাদি বলিলে বলা হয় বাহ্য আদি কল্পনীয় নহে। অনাদিমুক্ত বলিলে ব্রহ্মাইবে বাহ্যাব পূর্ববন্ধন কল্পনীয় নহে।

মুক্ত বলিলেই যে পূর্ববন্ধন কল্পনীয় হইবে এইরূপ কথা নাই। অনাদিমুক্ত বলিলে অভিকল্পনা কবিত্তে হইবে যে, ক্রেশকর্মাদি বাহ্যতে বর্তমানে যেমন নাই তেমনি অতীত কোন কালেও ছিল না। মুক্ত শব্দের অর্থ দুই রকম হয়, যথা—(১) বন্ধন হইতে মুক্ত এবং (২) যে চিত্ত ক্রেশকর্মাধিশূন্য। প্রথম অর্থে বন্ধনকারী উপাধিব জ্ঞান থাকিবে, দ্বিতীয় অর্থে তাহা থাকিবে না। অতএব অনাদিমুক্ত ঈশ্বরকে সর্বদাই ক্রেশকর্মাধিশূন্য এইরূপ ভাবে বা অভিকল্পনা কবিয়া প্রনিধান কবিত্তে হইবে।

### লোকসংস্থান

পাত্রমতে আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডেব স্তাব অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড বর্তমান আছে। সাংখ্যতত্ত্বালোকে উক্ত হইয়াছে যে, সত্যলোক ব্রহ্মাণ্ডেব মূল্যশয-স্বরূপ বিবাহী পুরুষেব বুদ্ধিপ্রতিষ্ঠিত। এইজন্ত বুদ্ধিতত্ত্বসাক্ষ্যকাবিগণ সত্যলোকে অধিষ্ঠিত থাকেন। বুদ্ধি যেমন সর্বকবণের আধাব, সত্যলোক সেইরূপ সর্বলোকেব আধাব। বাহ্যদৃষ্টিতে দেখা যায়, চন্দ্র পৃথিবীতে নিবদ্ধ, পৃথিবী সূর্যে নিবদ্ধ (সূর্য যে পৃথিব্যাদিব ধাবক তাহা যজুর্বেদ ২০।২৩, ঐতবেব ব্রাহ্মণ ২, প্রভৃতি ঋতিব দ্বাবা জানা যায়)। যে শক্তিয দ্বাবা গ্রহভাবকাদি বিদ্রুত বহিষাছে, তাহাব নাম শেবনাগ বা অনন্ত। নাগ বন্ধনবজ্জ্বল রূপকমাত্র, যেমন নাগপাশ।

“নমোহস্ত সর্পেভ্যো যে কে চ পৃথিবীমহু। যে চান্দবীক্ষে যে দিবি” (নীলরত্ন উপনিষৎ) ইত্যাদি ঋতিতেও সর্প কি, তাহা জানা যায়। শেবনাগ সেইরূপ ব্রহ্মেব ধাবণশক্তি বলিবা উক্ত হইয়াছে। “মণিভ্রাজ-কণালহস-বিদ্রুত-বিশস্তবমণ্ডলানন্তাব নাগবাজাব নমঃ” অনন্তেব এই নমস্কাব হইতেও তাঁহাব স্বরূপ উপলব্ধ হয়। বস্তুতঃ তাঁহাব সহস্র সহস্র কণাব যে ভ্রাজ মণিসকল বহিষাছে, তাহাই পূর্বোক্ত স্বয়ংপ্রভ জ্যোতিষ্কনিচব, বাহাব দ্বাবা এই আকাশ পূর্ণ। নৃসিংহতাপনী ঋতিতে আছে, নৃকেশবী অর্থাৎ প্রজাপতি হিবধ্যগর্ভ স্ত্রীবোদার্গবে বা সত্যলোকে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ভাগ্যকাব বলিয়াছেন, “বোগিবদাসীনঃ শেষভোগমন্তকপবিত্রতম।” অতএব সত্যলোকোক্ত কবিবা যে শক্তি এই সকল ধাবণ কবিবা বহিষাছে তাহাই অনন্ত। সত্যলোক হইতে ভবদ্বায়িত ক্রিয়া নিগত প্রবাহিত হইবা সর্বলোক বিদ্রুত কবিবা বাধিষাছে, এইজন্ত সর্প তাহাব স্তম্ভব রূপক। বাহা হউক, সত্যলোকেব নিম্নশ্রেণীতে বধ্যাক্রমে ভগঃ, জন, মহঃ, স্বঃ, ভুবঃ ও ভূঃ। শুধু পৃথিবীটা ভূলোক নহে, এতৎসংলগ্ন এক মহান স্তম্ভলোকও ভূলোক এবং ঐ জাতীয অন্তান্ত লোকও ভূলোক। দিব্যালোক বিব্যাটেব সাত্ত্বিকাত্মানে এবং স্থূললোক বায়ুসাত্ত্বিকাত্মানে প্রতিষ্ঠিত, আব তামসাত্মিকানে নিবনলোক প্রতিষ্ঠিত। পৃথিব্যাদিব অভ্যন্তবে অথবা যেখানে জড়তা অধিক, তথাব অন্ধতামিশ্রাদি নিবনলোক \*।

শবী ও গবীয নবদ্বীয ভাবেব প্রাবল্য থাকিলে নিবনলোনি হয়। তাহাতে প্রেতশবীয স্তম্ভবৎ বোধ হয়, কিন্তু হৃদয়েতু পাণ্ডিব ধাতুর দ্বাবা বাধিত বা হইগা পৃথিবীয অভ্যন্তরে নিরাক্ষিত বা পতিত হইতে থাকে।

পৃথিবীয অভ্যন্তরে যে একপ্রকাব হৃদয় নিম্নলোক আছে বলিবা উক্ত হয়, তাহা অস্বত্ব নহে। ধর্মকর্মেব লগ্ন শবী ও

বস্তুতঃ এই ব্রহ্মাণ্ডেব সর্বব্যাপী যে অতি হৃদয়তম স্থলভাব তাহাই সত্যলোক, তন্নিবাস দেবগণেব নিকট তন্মাত্র অশব্দ সমস্ত লোকই অনাবৃত। তদ্বপেক্ষা স্থূলতব ব্যাপী লোক তপঃ। অজ্ঞাত লোকও সেইরূপ। নিম্ন-লোক-নিবাসিগণেব উচ্চলোক আবৃত থাকে এবং তত্তদ্বপেক্ষা নিম্নলোকগণ অনাবৃত থাকে। আমাদের এই দৃষ্টমান গ্রহ-তাবকাধি ও তাহায়েব বান্দ্যাদিগূর্ণ স্থূললোক অতিস্থূল বৈবাজ্ঞাভিমানে অর্থাৎ ভূতাত্ত্বিকানে প্রতিষ্ঠিত। আমাদের ইন্দ্রিয়গণ তদ্বহুকণ স্থূলক্রিয়াক্ষক বলিবা আমাদের হৃদয়লোকসকল অগোচর থাকে। যে অবস্থায় জড়তা অধিক তাহাই নিবব লোকেব অধিষ্ঠান। নিম্নে দেবগণ ইন্দ্রিয়েব স্বাভিলিখিত তর্পণ প্রাপ্তে স্থখী, আব উচ্চ দেবগণ ধ্যানাহাব-পবায়ণ এবং তাঁহাবা অতি মহৎ আধ্যাত্মিক স্থখে স্থখী। (৩২৬ শ্লোকেব টীকা দ্রষ্টব্য)।

তদ্ব্যবহীয অভিমানেব বিরোধি-কর্ষ এক অমর্ষেব লক্ষণ সেই অভিমানেব বর্ষক কর্ত। তাহা হইতে প্রেতশবীরেব দ্ববদ্য, ইন্দ্রিয়েব বদ্ধতায এবং অত্যধিক অপূর্ণতীব কামনাযপক্ক মানসিক চাঞ্চল্যাত্মকিত মহান্ বিবায় আসে।

## যোগ কি ও কি নহে

এই দর্শনের দৃষ্টিতে যোগের লক্ষণ সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। অভ্যাস ও বৈবাগ্যপূর্বক চিত্তবৃত্তি নিবোধন কবাই প্রকৃত অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপক যোগ। চিত্তবৃত্তির নিবোধন অর্থে একটি মাত্র জ্ঞানকে মনে উদ্ভিত রাখিয়া অল্প সকলের নিবোধন (সম্প্রজ্ঞাত), অথবা সর্ব ব্যাবহারিক জ্ঞানের (নিদ্রা-জ্ঞানেরও) নিবোধন (অসম্প্রজ্ঞাত)। অভ্যাস অর্থে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা কবা। অতএব পুনঃ পুনঃ চেষ্টা বা চিচ্ছা কবিয়া যে বেচ্ছাধীন চিত্তবৃত্তিনিবোধ তাহাটী যোগ হইল। চেষ্টা না কবিয়া বা দ্বন্দ্ব বা চিচ্ছাব অনাধীনরূপে যদি কখন কখন চিত্তের তত্ত্বভাব হয় তাহা স্মৃতবাং যোগ নহে। দেখাও যায় যে, কোন কোন লোকের অকস্মাৎ চিত্তের তত্ত্বভাব আসে। তাহা বা মনে কবে 'ঐ সময়ে আমার কোন জ্ঞান ছিল না', 'শারীরিক লক্ষণে, যথা সোম্বা হইয়া বলিষাও অস্বাভাবিক নিদ্রাব মতো শ্বাস-প্রশ্বাস হওয়া প্রভৃতি হইতে বুঝা যায় যে তাহা নিদ্রাব মতো অবস্থা। অতএব উক্ত লক্ষণে উহা যোগ নহে। তাহা ছাড়া বৃচ্ছা, সংজ্ঞাহীন আভ্যুত্থান (catalepsy), দ্বিষ্টবিধা প্রভৃতিতেও ঐরূপ তত্ত্বভাব হয়। আবার কাহানও কাহাবও স্বভাবতঃ অস্বাভাবিক দিন বস্ত্র-চলাচল বন্ধ কবাব এবং নিবাহাবে থাকার পক্ষিও থাকে, তাহাও যোগ নহে। আলিন-মুদ্রাদি দ্বারা প্রাণকে প্রকাববিশেষে বন্ধ কবিয়া অস্বাভাবিক দিন বাখাও প্রকৃত যোগ নহে, কাবশ তাদৃশ ব্যক্তিদেব অভীষ্ট কোনও একটি মাত্র বিষয়ে বেচ্ছাপূর্বক চিত্ত স্থি কবাব দ্ব্যবসায় দেখা যায় না।

একটি মাত্র জ্ঞান রাখিয়া অল্প জ্ঞান বন্ধ কবা রূপ যোগের তাবতম্য আছে। যখন একতান-ভাবে কিছুকাল একই জ্ঞানবৃত্তি স্থি রাখা যাইতে পারে তখন তাহাকে ধ্যানরূপ যোগান্ত বলে, আর যখন সেই একতানতা এতদূর প্রগাঢ় হয় যে অপব সমস্ত তুলিবা, এমনকি নিজেকেও তুলিবা, কেবল ধ্যেয়বিষয়ে চিত্ত স্থি রাখিতে পাবা যায় তখন বেচ্ছাধীন তাদৃশ হৈর্ষকে সমাধি বলা যায়। সমাধি এই লক্ষণ সম্যকরূপে বুঝিতে হইবে। অল্প লোকে অনেক বকম তত্ত্ব ভাবকে বা আবিষ্ট ভাবকে বা বাহ্যজ্ঞানশূন্য ভাবকে কিংবা তাদৃশ অল্প কোনও ভাবকে যে সমাধি মনে কবে তাহাব সহিত যোগের কোনও সম্বন্ধ নাই।

সমাধিও বিবগভমে অনেক বকম আছে, যথা—রূপ-বসাদি গ্রাহ্য বিষয় লইয়া সমাধি, অহংকাবাদি গ্রহণ-বিষয় লইয়া সমাধি, আমিত্বমাত্র গ্রহীত্ব-বিষয় লইয়া সমাধি। এই সকলের নাম সর্বাঙ্গ সমাধি। সর্বাঙ্গ সমাধির সর্বোচ্চ ভাব অস্তিত্বমাত্র বা আমিত্বমাত্র সমাহিত হওয়া। অবশ্য প্রথমে ধ্যেয় বিষয়ের ধাবণা অভ্যাস কবিতে হয়, পবে তাহা ধ্যানে পবিশিত হইয়া সেই ধ্যানভ্যাস কবিতে কবিতে যখন প্রগাঢ়তম ধ্যান হয় তখনই সেই বিষয়ে সমাধি হয়, যেমন, আমিত্ব-মাত্র সমাধি কবিতে হইলে প্রথমে বিচারেব ও মানসিক প্রক্রিয়া-বিশেষেব দ্বারা আমিত্বের ধাবণা কবিতে হয়, পবে তাহা একতান কবিয়া ধ্যান কবিতে হয়, তৎপবে তাহা প্রগাঢ় হইলে আমিত্ববোধ-মাত্র সমাহিত হওয়া যায়। তখন কেবল আমিত্বরূপ বোধমাত্রই নির্ভাসিত থাকে, শরীরাদিব ঐহিকতম পীড়িতেও যোগী বিচলিত হন না ("বশিন্ স্থিতো ন হুহখন স্করুণাপি বিচাল্যতে"—

গীতা)। অবশ্য ইহা দীর্ঘকাল, নিবন্ধন, স্বার্থ জ্ঞানপূর্বক এবং প্রত্যাশাপূর্বক অভ্যাসসাপেক্ষ এবং বাহ্য সমস্ত বিষয়ে বৈবাগ্য না হইলে ইহা সাধ্য নহে। সমাধি-শক্তি চিত্তে আবিস্কৃত হইলে গ্রাহ্য, গ্রহণ ও গ্রহীতা ইহাদেব যে কোনও বিষয়ে সমাহিত হওয়া যায়। কিন্তু অভ্যাসের সময়ে সাধকেবা, বাহ্যতে শীঘ্র আনন্দ লাভ হয়—এইরূপ বিষয় লইয়াই ধ্যান কবিত্তে বিজ্ঞ উপদেষ্টাব দ্বারা আদিষ্ট হন, কাবণ, শব্দ-রূপাদি গ্রাহ্য বিষয়ে ধ্যান কবিবা শীঘ্র আনন্দ লাভ হয় না এবং হৃদয় গ্রহীতা আদি বিষয়েব উপলব্ধিও হুব হইবা পড়ে।

সাধন কবিত্তে কবিত্তে বা কাহাবও কাহাবও স্বতঃই (কবি চৈনিগনেবও হইত) অস্বাধিক আনন্দ লাভ হয় বা ‘আমি ব্যাপী’ ইত্যাদি অনেক প্রকাব অল্পভূতি হইবা থাকে। সাধকসেব সাধনেব ফলস্বরূপ একপ কিছু অল্পভূতি হইলে তাহা লইবা ধাবণা কবা বাইতে পাবে এবং দীর্ঘকালে তাহা ধ্যানে পবিষত হইতে পাবে। আব, বাহাদেব স্বতঃই কদাচিৎ একপ কোনও অল্পভূতি আসে, ইচ্ছা কবিবা আনিত্তে পাবে না, তাহাদেব উহাতে বিশেষ কিছু ফল হয় না। আব, একপ ভাব আসিলেই যে ধাবণা-ধ্যান-সমাধি হইবাছে তাহাও নহে, কাবণ একপ আনন্দ, ব্যাপিষ ইত্যাদি ভাব আসিলে পবেও ঐ প্রকৃতিব চিত্তে বৃত্তিপ্রবাহ চলিত্তে থাকে এক-বৃত্তিত্তা হয় না, অতএব উহা যোগেব লক্ষণে পড়ে না। উহা অল্পভূতি-বিশেষ হইতে পাবে এবং সেই অল্পভূতি লইবা ধাবণা কবিলে তবেই যোগাভ্যাস হইতে পাবে।

সমাধিসিদ্ধ হইলে জানেব ও ইচ্ছাশক্তিব সম্যক উৎকর্ষ হয়, বাহাব তাহা নাই তাহাব স্মৃত্তাব সমাধিসিদ্ধি নাই বুঝিত্তে হইবে। মনে হইতে পাবে যে, কোনও সমাধিসিদ্ধ যোগী যদি জানেব ইচ্ছা অথবা শক্তি-প্রয়োগেব ইচ্ছা না কবেন তাহা হইলে তাঁহাব জানশক্তিব উৎকর্ষ না দেখিলেও তিনিও তো সমাধিসিদ্ধ হইতে পাবেন—সত্য, কিন্তু জানেব ও শক্তিব বহুহলে প্রয়োগ কবিত্তে যাইবা বাহাবা অকৃতকার্য হইতেছে দেখা যায় তাহাবা নিজেদেব সমাধিসিদ্ধ বলিলে মিথ্যা অথবা ভ্রান্ত কবা বলে বুঝিত্তে হইবে।

যোগেব ফল ত্রিবিধ হুখেব নিবৃত্তি। সম্যকরূপে চিত্ত স্থি কবিবা বাহ্যভিমান, পৰীবাভিমান ও ইন্দ্রিযাভিমান হইতে ইচ্ছামাত্রই উপবে উঠিত্তে পাবিলে তবেই হুখেব উপবে উঠা যায়। অতএব একপে চিত্তস্থি কবিবা হৃদয়তর বিষয়ে না বাইতে পাবিলে এবং ‘মাত্রাস্পর্শ’ (ইন্দ্রিযাভিমান) ত্যাগ কবিত্তে না পাবিলে হুখাতীত অবস্থাব বাইতে পাবা যায় না। অতএব বাহাবা ইচ্ছামাত্র একপ অবস্থাব বাইতে না পাবে অথচ নিজেদেব জীবন্তুজাদি বলে তাহাদেব কথা মিথ্যা অথবা ভ্রান্ত। দ্বিষ্টবিদ্যা আদি প্রকৃতিবও কখন কখন স্পর্শাদি বোধ থাকে না, কিন্তু তাহা বে বোগলক্ষণ নহে তাহা পূর্বে বলা হইবাছে।

প্রকৃত যোগ হুই প্রকাব, সম্প্রজাত ও অসম্প্রজাত। পূর্বোক্ত লক্ষণে সমাধিসিদ্ধ না হইলে সম্প্রজাত বা অসম্প্রজাত কোনও যোগই হইতে পাবে না। সম্প্রজাত যোগেব অন্ত চিত্তেব একাগ্র-ভূমিকা দ্বকাব। সর্বা গ্রহীতা আদিব ধ্যান, দৈব-প্রদান, বিশোকা প্রভৃতিব ধ্যান কবিবা যখন চিত্ত অনাবাসে এক বিষয়ে বাধা বাইতে পাবে, আব অন্ত ভাব আসে না, সেইরূপ চিত্তাবস্থাব নাম একাগ্রভূমি। বিক্লিপ্ত ভূমিকায সময়ে সময়ে চিত্ত স্থি হইলেও অন্ত সময়ে অবশ হইবা মন কাৰ্য কবে, স্মৃত্তাব এইরূপ বিক্লিপ্ত ভূমিতে সার্বিক সমাধি কবিত্তে পাবিলেও শাস্ত্রী চিত্তশাস্তি হয় না, তজ্জন্ত একাগ্রভূমিকা আবশ্যক। একাগ্রভূমিক চিত্তে যদি সমাধি হয় এবং সেই সমাধির



যাবা পূর্ণ প্রজ্ঞা হয় তখন সেই প্রজ্ঞা চিত্তে সর্বদাই থাকিবে বা বসিবা যাইবে। তাহাকে সমাপত্তি বলে। এইরূপে সমাপন্ন হইবার শক্তিনাভ হইলে পবে যদি সর্বোচ্চ ব্যবহারিক আশ্রয়ভাব যে গ্রহীতা বা মহান্ আত্মা তাহাব উপলব্ধি কবিয়া তাহাতে সমাপন্ন হওয়া যাব তবেই ব্যবহারভঙ্গভাব সর্বোচ্চ অবস্থায় উপনীত হইতে পাবা যাব। তৎপবে বিবেকজ্ঞানপূর্বক পরবৈবাগ্যবলে যখন সে ভাবকেও বোধ কবা যাব তখন চিত্তেন্দ্ৰিযেব সম্যক্ শাস্তি হয় এবং কেবল পবমগুৰুৰ থাকেন। তাহাই যোগেব পবম ফল শাস্তি বা কৈবল্যমোক্ষ।

চিত্তেব সাত্বিক, বায়স ও তামস এই ত্ৰিবিধ অবস্থা হইতে পাবে। স্মৃতবাং বায়স চাক্ষল্য কমিলেই যে তাহা সাত্বিক হইবে তাহা নহে, উহা তামসও হইতে পাবে। শুদ্ধতা ঐক্য চাক্ষল্যহীন কিন্তু তামস অবস্থা। কেবল বৃত্তিবোধই যোগ নহে, কথিত গ্রাহ-গ্রহণ-গ্রহীতা আদি কোনও তত্ত্বে ইচ্ছাপূর্বক স্থিতি কবতঃ যে বৃত্তিবোধ তাহাই যোগ। শুদ্ধতাৰ ইচ্ছাপূর্বক চিত্ত কোনও তত্ত্বে স্থিতি কবে না। ক্লোবোফৰ্ষ আদিব ফলেও চিত্তেব ক্লবৎ ভাব হয় কিন্তু তাহাকে লোকে অজ্ঞান অবস্থাই বলে। হিষ্টবিষা শুদ্ধতাৰ আদিও (ইহা সব হানস যোগবিশেষ) ঐ জাতীয়। ইহাবা অবশ ও ব্ৰড অবস্থা, আব, যোগ অবশ ও পূর্ণ চেতন অবস্থা। বায়দৃষ্টিতে উভযেব কতক সাদৃশ্য আছে বলিবা লোকে বিভ্রান্ত হয়, কিন্তু উভযেব চিত্তাবস্থা ও পৰিণাম অন্ধকাৰ ও আলোকেব ত্ৰায় বিভিন্ন ও বিপৰীত।

---

## শাক্তর দর্শন ও সাংখ্য

( প্রথম সূত্র ইং ১৯০৯ )

পুৰাকালে ঋষিগণেব হুমুহু ঋষিগণ সাংখ্য ও বোগেব ছাৰা ঐশ্বৰ্য মনন কৰিতেন। বস্তুতঃ সাংখ্যই মোক্ষদৰ্শন, 'সাংখ্য বৈ মোক্ষদৰ্শনম্' ইহা মহাভাৰতে এদিক্ত আছে, অপেক্ষাকৃত অল্পদিন হইল আচাৰ্য্যেব পঞ্চব বৌদ্ধাধি হতেব ছাৰা হীনশ্ৰুত আৰ্য্যধৰ্মেব সংস্কাৰ কৰিয়া গিয়াছেন। তিনি সাংখ্যবোগেব সহিত অনেকাংশে বিৰুদ্ধ এক অভিনব দৰ্শন সৃজন কৰিয়া গিয়াছেন। তাঁহাব পৰমগুৰু গৌতমাহ আচাৰ্য্য ও সাংখ্যেব ভাঙ লিখিয়া গিয়াছেন এবং সাংখ্যকে মোক্ষদৰ্শনৰূপে দ্বাভ কৰিয়া শিক্ৰদেব তাহাব অধ্যাপনা কৰিয়া গিয়াছেন, কিন্তু পঞ্চব সাংখ্যেব বিৰূপ। অসাধাৰণ বেধা ও ব্যাখ্যাক্ৰমণতাৰ ছাৰা তিনি তৎকালীন পণ্ডিতগণেব নেতা হইবাহিলেন, নবোপনি আগমেব দোহাই তাঁহাব যতপ্ৰচাবেব প্ৰধান সহায় ছিল \*।

পঞ্চব ব্যাখ্যানকৌশলেব ছাৰা ঐতিব বে সব ব্যাখ্যা কৰিবাহেন তাহাই সন্ম্যাগ্ৰদৰ্শন আব, পৰমবি কণিল, পতঞ্জলি প্ৰভৃতিব মোক্ষদৰ্শন অসন্ম্যাগ্ৰ দৰ্শন ইহা প্ৰতিপন্ন কৰিবাব অনেক চেষ্টা তাঁহাব দৰ্শনে আছে। কিন্তু তাঁহাব বাগাভবব তেদ কৰিয়া দেখিলে বেধা বয় বে তিনিই ঐতিব প্ৰকৃত তাৎপৰ্য্য বুঝেন নাই, পবন্ত উক্ত ঋষিগণ ভ্ৰান্ত নহেন। বস্তুতঃ বোগভাত্ৰেব তথ্যবাদ অযত্কাৰ পতীব নিদাৰ-স্বৰূপ, আব, সীমালক্ৰেব অৰ্ববাদ (পৰোক বক্তাব দ্যোকেব অৰ্ব এইৰূপ কি ঐক্লপ—ইত্যাকাৰ বাদ) কাংত্ৰজনিব স্বৰূপ, ঐ তথ্যবাদ জাঙ্নদ বৰ্ণ-স্বৰূপ আব ঐক্লপ অৰ্ববাদ স্বৰ্ণমাত্ৰিক-স্বৰূপ।

\* দৰ্শনশাস্ত্ৰ বা ভাসৰকথা ত্ৰিবিধ হব বখা—বায়, জল ও বিতঙা। বাব—বপক হাণন, জল—বপক হাণন ও পৰপক বণ্ডন এবং বিতঙা—কেবল পৰপক বণ্ডন। কোনও বাদ হাণন কৰিতে বেলে এই তিন প্ৰকাৰ কখাই আবত্ৰকতা হব। সব দাৰ্শনিককেই ইহা কৰিতে হইরাছে। বিতঙা—পৰুৰ্জ জেব, জল—সুৰ্জ অধিকাৰ এবং বাব—স্বাভা হাণন।

বেদান্তায়া বে সব বিতঙা কৰিয়া সাংখ্য বণ্ডন কৰিতে চাহেন এই প্ৰকল্প তাহাই নিদাৰ কৰা হইরাছে। অত্ৰ বাব ও জলেব বাবা সাংখ্যপক বহুত হাণন কৰা হইবাহে। বপকহাণন ও পৰপকবিৰ্জ ইহায়া বৰ্ণেব প্ৰধান দুই অঙ্গ, ইহা পণ্ডিতয়েব মধ্যে এদিক্ত আছে কিন্তু অনেক অজ্ঞানিকিত ব্যক্তি ইহা না বুঝিয়া অখা গোল কৰে। দাৰ্শনিকয়েব বলিতে হব, "মুক্তিযুক্তসুখায়েব বচন্য বালকাণি। অশ্ৰেণেবমুক্তন্ত অসুখন্ত পমুক্তমব।" অতএব কোনও দাৰ্শনিক বতবড় বলিবাই এদিক্তি দাভ কল্পন-না-কেন অত্ৰ দাৰ্শনিকেরা তাঁহাব ভাসৰেব বেধাইতে ভ্ৰষ্ট কৰেন নাই, এই প্ৰকল্প পাঠকালে পাঠক ইহা স্মৰণ বাবিয়েব।

পঞ্চবাচ্য তাত্বিকবিগকে বৃহদাবণ্যক ভাত্ৰে ২১ (২০) বলিগাহেন, "অহো অমুদানকৌপম্য দাৰ্শিতসমুহসুদৈতাত্বিক-বলীবর্ধে" (অহো, পুঙ্খপুঙ্খহীন তাত্বিক বলীবর্ধ কৰ্ছক কি মুক্তিকৌশলই প্ৰাৰ্শিত হইবাহে।)। বাসামুদেবতাও বসেন, "সাবাবাণো মহাপিণ্ডঃ" (যামুনভোক্তা), জলভক্ত ঞ্চাব-সম্বীতে প্ৰতিপক্ৰমেব "বে সূত" বলিয়া সন্ময়ন কৰিবাহেন। ঈদুণ বাকে কেহ ব্যাপত্তি কৰিতে গাবেন বাটে, কিন্তু এই প্ৰকল্পস্থিত ভাসৰকথাতে আপত্তি কৰিলে নিচুবই ভাসবে অমৰ্ধা কৰা হইবে। অৰ্ববাদ (ইহাব অৰ্ব এইক্লপ ও এইক্লপ নহে ইত্যাদি বিচাব) অপ্ৰতিষ্ট হইবা থাকে অতএব তাহা নইবা বিবাদ কৰা বৰ্য্য। অত্ৰ ভাসবেব দোহাই পৰীকাৰ্ধ বিজ ব্যক্তিদিকে আমন্ত্ৰ কৰা বাহিহে।

যাহা হউক, উভয় দর্শন সমালোচনাপূর্বক বিচার কবিলেই ইহা প্রতিপন্ন হইবে। প্রথমতঃ আমবা সাংখ্যমত উপগ্ৰস্ত কবিতেছি। সাংখ্যমতে ভগ্নতবে মূল কাবণ দুই—

(১) চিত্রপ ঞ্ঠা পুরুষ। (২) ত্রিগুণাত্মিকা দৃষ্টা প্রকৃতি।

পুরুষ নিমিত্তকাবণ, আব প্রকৃতি উপাদান বা অবধিকাবণ। পুরুষেব দ্বাবা উপদৃষ্টা প্রকৃতি অশেষ প্রকাৰে বিকাবপ্রাপ্ত হয়, সেই বিকাবসমূহেব মধ্যে এই তত্ত্বগুলি সাধাবণ, যথা—

(৩) মহান্ আত্মা বা বুদ্ধিতত্ত্ব, ইহা ‘আমি’ এইরূপ প্রত্যয়মাত্র।

(৪) অহং, ইহা অভিমানমাত্র। (৫) চিত্ত, ইহাব ধর্ম প্রত্যয় ও সংস্কাব স্বরূপ।

অহংতত্ত্বেব বিকাব-অবস্থাব নাম চিত্ত, তাহাব মূল ধর্ম-বিভাগ যথা—প্রথ্যা বা জ্ঞান, প্রবৃত্তি বা চেষ্টা এবং স্থিতি বা ধাবণ। প্রাচীন শাস্ত্রে চিত্ত প্রাবই ‘বিজ্ঞান’ অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রথ্যা ও প্রবৃত্তি = প্রত্যাব, এবং স্থিতি = সংস্কাব। ধাবতীয চিত্তা বা পর্যালোচনা সমস্তই চিত্তেব দ্বাবা নিম্পন্ন হয়, চিত্ত ছাড়া পর্যালোচনাদি হইতে পাৰে না। (মনও অনেক স্থলে চিত্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়)।

তদ্ব্যতীত (৬) জ্ঞানেক্সিয়তত্ত্ব, (৭) কর্মেক্সিয়তত্ত্ব, (৮) তন্মাত্রতত্ত্ব ও (৯) ভূততত্ত্ব এই তত্ত্বসকল আছে, তত্ত্বসকলেব দ্বাবাই বিশ্বে নিমিত্ত। যাহা কিছু কল্পনা বা ধাবণা কবিবাব অথবা বৃথিবাব যোগ্য তাহাবা সমস্তই এই তত্ত্বসকলেব দ্বাবা বচিত। এই তত্ত্বসকলেব সমস্তেব ব্যাভিচাব কোনও পদার্থে দেখিতে পাইবে না। ঐতি বলেন—

“ইদ্রিষেভ্যঃ পবা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পবঃ মনঃ। মনসন্ত পবা বুদ্ধিবুদ্ধেবান্জা মহান্ পবঃ ॥

মহতঃ পবমব্যক্তমব্যক্তাং পুরুষঃ পবঃ। পুরুষান্ পবঃ কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পবা গতিঃ ॥” সাংখ্যেব সহিত এই তত্ত্বপ্রতিপাদিকা ঐতি সম্পূর্ণ একমত। গীতাও বলেন, “ন তদ্বত্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ। সৎ প্রকৃতিত্রৈমূর্ত্তং যদেভিঃ শ্রাজ্জিভিগুণৈঃ ॥”

অতএব সাংখ্যদৃষ্টিতে বিশ্বেব মূলভূত উপাদান ও নিমিত্তকাবণ ঈশ্বব নহেন। ঈশ্ববকল্পনা কবিলে অন্তঃকরণযুক্ত পুরুষবিশেষ কল্পনা কবা অবশ্যজ্ঞাবী। স্তবাব ঈশ্বব প্রকৃতি ও পুরুষেব মিশ্রণ-বিশেষ হইবেন। বস্তবতঃ কিমি হইতে ঈশ্বব পূর্বত সমস্তই প্রকৃতি ও পুরুষেব মিশ্রণ, তজ্জন্ম সাংখ্যেবা তত্ত্বদৃষ্টিতে ঈশ্ববকে মূলকাবণ বলেন না, প্রকৃতি ও পুরুষকেই বলেন। ঈশ্বব শব্দেব অর্থই প্রকৃতিযুক্ত পুরুষবিশেষ, ঐতি যথা—“মাবান্ত প্রকৃতিঃ বিভায়ায়িনন্ত মহেশ্ববম্” (শ্বেতাশ্বতব)। মৌলিক উপাদান ও নিমিত্ত না হইলেও প্রজাপতি ঈশ্বব যে ভগ্নতবে বচযিতা তাহা সাংখ্য (এবং সমস্ত আর্ষশাস্ত্র) বলেন।

ধর্ম, জ্ঞান, বৈবাগ্য ও ঐশ্বর্য এবং অধর্ম, অজ্ঞান, অবৈবাগ্য ও অঐশ্বর্য এই বুদ্ধিধর্মসমূহেব ন্যূনাতিবেক অহুনাৰে পুরুষসকল অশেষভেদসম্পন্ন। বিবেকখ্যাতিব দ্বাবা অবিভা নিবস্ত হইলে তাদৃশ পুরুষকে মূল বলা বায। মূল পুরুষেব মধ্যে যিনি অনাদিমুক্ত স্তবাব বাহাব উপাধি নিবতিশমজ্ঞানসম্পন্ন, তাহাকে ঈশ্বব বলা বায। তিনি ভগ্নদ্বাপাববর্জ, কাবণ, মুক্ত পুরুষ এই নিঃসাব ভগ্নদ্বাপাব লইবা ব্যাপৃত আছেন এইরূপ মনে কবা সম্পূর্ণ অজ্ঞাব।

বিবেকখ্যাতিহীন বিস্ত্র সমাধি-বিশেষেব দ্বাবা সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিসম্পন্ন এইরূপ পুরুষও সাংখ্য-নমত। সাংখ্য তাহাদেব চত্বঃঈশ্বব বলেন, “স হি সর্ববিৎ সর্বকর্তা” “ঈদ্রুশেখবসিদ্ধিঃ সিদ্ধা” এই সাংখ্যসূত্রেয়ণে ঐরূপ প্রজাপতি দ্বিবাগর্ভ বা নাবাবণ-নামক ব্রহ্মাণ্ডাধিপতি ঈশ্বব স্বীকৃত আছে।

“হিবণ্যগৰ্ভঃ সমবর্ততাগ্রে কৃত্তস্ত জাতঃ পতিবেক আনীং” ইত্যাদি ঋক্স উক্ত সাংখ্যীয় বাক্তান্তেব সম্যক্ পোষক। তদ্ব্যতীত সমস্ত সৃষ্টি-পুৰাণাদি শাস্ত্রও (শক্ৰব-মতাপ্রম কবিত্বা যে সব পুৰাণাদি বিচিৎ হইয়াছে তাহা অবশ্য ধৰ্তব্য নহে) ঐ মতাবলম্বী। যেমন অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড, তেমনি অসংখ্য প্রজাপতি হিবণ্যগৰ্ভও আছেন, যম নামক দেবতা স্বৰ্গ ও নিবসেব নিয়ন্তা, ইহে দেবতাসেব বাজা ইত্যাদি আৰ্শশাস্ত্রোক্ত মতসমূহেব সহিত সাংখ্যেব কোন বিবোধ নাই ববং উহাবা সাংখ্যেব সম্যক্ পোষক।

অতএব সাংখ্যমতে ভবদৃষ্টিতে তৰুসকল জগতেব মূল উপাদান ও নিমিত্ত। ঈশ্বৰাদি সমস্তই সেই উপাদানে ও নিমিত্তে নিৰ্মিত। শুক-চৈতন্ত্ৰেব নাম আত্মা বা পুরুষ, ঈশ্বৰ নহে। তিনি জগতেব স্রষ্টা, পাতা ও কর্মফলদাতা নহেন, কিন্তু হিবণ্যগৰ্ভ, যম প্রভৃতি দেবগণ জগৎকার্যে ব্যাপৃত।

উপনিষদেব ‘জক্ষব’ পুরুষই সাংখ্যেব হিবণ্যগৰ্ভ নামক জন্ত-ঈশ্বৰ। তাঁহাব অভিমানে ব্রহ্মাণ্ড ব্যবহিত বলিয়া তিনি ব্রহ্মাণ্ডেব আত্মা। “দ্বিবি ব্রহ্মণ্ডেব হেব ব্যোমি আত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ” ইত্যাদি শ্রুতিব ব্রহ্মলোকহ আত্মাই এই ব্রহ্মলোকহ জন্ত-ঈশ্বৰ। আৰ, শ্রুতিব “জক্ষবাং পবতঃ পবাঃ”, “অপ্রাণো হুমনাঃ জজঃ”, তুবীব আত্মাই সাংখ্যেব নিষ্ঠাৰ্ণ পুরুষ। এই সকল বিবয় শ্ববণপূৰ্বক সাংখ্যগকে শ্রুতিসকল ব্যাখ্যাৎ হব এবং জলদত ব্যাখ্যাও হয়। (কাপিল মঠ প্রকাশিত ‘শ্রুতিদাব’ গ্রন্থে)।

অতঃপব শাক্তব মত উপভূত হইতেছে। ভয়তে নিত্য, শুক, বুদ্ধ, মূক্তবভাব, সৰ্বজ্ঞ, সৰ্বশক্তিমান ব্রহ্ম জগতেব কাবণ, তিনি ঈশ্বা বা পৰ্বালোচনা কবিত্বা জগৎ সৃজন কবেন। অষ্ট তাঁহাব লীলা, তিনি কেন স্রষ্ট কবেন তাহা বুঝিবাব উপায় নাই, যেহেতু তাহা নিছ মহামিমেবও ঘূৰ্বোধ্য।

“ব্রহ্ম বিকণ। বিজ্ঞা ও অবিজ্ঞা-বিবব-ভেদে বিকণতা হব, ভয়মে অবিজ্ঞাবহায় ব্রহ্মেব উপাশ্রু-উপালক-লক্ষণ সৰ্ব ব্যবহাব হয়” (শাবীবক ভাস্ক, ১১১১১ হ)।

ব্রহ্মই একমাত্র আত্মা অৰ্থাৎ সৰ্ব প্রাণীব আত্মা। “আত্মা এক হইলেও চিত্তোপাধি-বিশেষেব ভাবভয়ে আত্মাব কৃষ্ণ নিত্য এক-স্বরূপেব উক্তবোক্তব প্রকৃষ্টরূপে আবিষ্কাবেব ভাবভয় হয়।” (১১১১ হ)।

অধুনাতন মাধাবাদিগণ ঈশ্বৰকে মাযোপহিত চৈতন্ত এবং জীবকে অবিজ্ঞোপহিত চৈতন্ত বলিয়া ব্যাখ্যা কবেন।

পবমাআ ব্রহ্ম বা ঈশ্বৰ প্রচুব আনন্দ-স্বরূপ বা আনন্দময়, সংসারী জীব আনন্দময় নহে। (অখচ শক্ৰব তৈত্তিরীয় ভাস্ত্রে বলিরাছেন যে, সৰ্বশ্রেষ্ঠ যে ব্রহ্মানন্দ তাহা নিরূপাধিক পুরুষেব নহে, কিন্তু প্রজাপতি হিবণ্যগৰ্ভেব)। ঈশ্বৰ ভোক্তাব অৰ্থাৎ জীবেব আত্মা (“আত্মা স ভোক্তা-বিত্যপবে”)। ঈশ্বৰ মহাসাধ (মহামাধাবী)। যেমন ঐশ্বৰ্যালিক ইন্দ্ৰজাল বিজ্ঞাব দাবা অসং পদাৰ্থকে সংস্করণে প্রদর্শন কবে, ঈশ্ববও তদ্রূপ মাধাব দাবা এই জগত্ৰপ ইন্দ্ৰজাল প্রদর্শন কবিতোছেন, যথা ভাস্ত্রে “পবসেবাব অবিজ্ঞা-কল্পিত-পবীব, কৰ্তা, ভোক্তা ও বিজ্ঞানরূপ আত্মা হইতে ভিন্ন। যেমন সূত্রেব দাবা আকাশে আবোহণকাবী ঋজচর্মক্ মাধাবী এবং স্তুমিষ্ট মাধাবী (ঐশ্বৰ্যালিক) ভিন্ন, সেইরূপ।”

“জীব ঘটরূপ উপাধিপবিচ্ছিন্ন, ঈশ্বব অল্পাধি-পবিচ্ছিন্ন আকাশেব স্রাব।”



(উপাধান) কি ইহা জিজ্ঞাসা কৰাতে, একজন বলিল 'পাট এৰা তুলা', আৰু একজন বলিল 'সূতা'। প্ৰথম বাৱী বেকপ বৈতবাদী, নাংখ্য দেইকপ বৈতবাদী, আৰু শাখাবাদী শোণোক্তেব স্তাৰ অদৈতবাদী। এই গৃহ কিসেব ছাৰা নিৰ্মিত—এউ প্ৰশ্নেব উত্তৰে একজন বলিল 'উহা মাটি, পাখৰ ও কাঠেব ছাৰা নিৰ্মিত', আৰু একজন 'অদৈতবাদী' বলিল 'উহা 'পদাৰ্থেব' ছাৰা নিৰ্মিত। এই 'পদাৰ্থবাদী'ব স্তাৰ একৰ অদৈতবাদী \*।

৩। বস্তুত: বেদান্তীবা নাংখ্যীয় ভাৱদৃষ্টি ভাল কবিবা না বুজিবাই নাংখ্যেব উপৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কবিবা থাকেন। সৰ্বজ্ঞ সৰ্বশক্তিমান পুৰুষবিণেব এই ব্ৰহ্মাণ্ড বচনা কবিবাছেন তাহা নাংখ্যেব অমত নহে। কিন্তু সেই ঈশ্বৰ কতকগুলি তত্ত্বব সন্নি। অৰ্থ, ইন্দ্ৰিয়, মন, অহং ও মহং, ইহাসেব ছাৰা ঈশ্বৰ কল্পনা কৰা ব্যতীত পভাস্তব নাই। মহতেব কাৰণ অব্যক্ত আৰু চিহ্নপ পুৰুষ, অতএব এই দুইটি মূলতত্ত্ব ঈশ্বৰেবও নিৰ্মিতোপাধানভূত হইল। অৰ্থাৎ, সৰ্বজ্ঞ সৰ্বশক্তিমান ঈশ্বৰ কল্পনা কবিলে তাহাব মনোব্যুৎপাদি কল্পনা কৰিডেই হইবে। বুজিব কাৰণ অব্যক্ত ও পুৰুষ, হুতবাঃ ঈশ্বৰ অব্যক্ত ও পুৰুষেব ছাৰা নিৰ্মিত। ঐতিও অগতেব সঠাৰ বুজি স্বীকাৰ কৰেন, 'বহু ভ্ৰাম' ইত্যাদি তাহাব প্ৰমাণ।

৪। নাংখ্যসম্বন্ধে একৰ যাহা যাহা আপত্তি কবিবাছেন তাহা'এবং তাহাব অন্ত্যাত্মতা অন্তঃপৰ প্ৰদৰ্শিত হইতেছে।

একৰ বলেন, "নাংখ্যেবা পবিনিষ্টিত বা সিদ্ধ বস্তুকে প্ৰমাণাস্তবগম্য মনে কৰেন।" কিন্তু আগমনিদ্ধ বস্তুকে অহুমাননিদ্ধ কৰাতে কিছুই দোষ নাই। একৰও তাহাই কবিবাছেন, তবে তিনি মূল পৰ্বন্ত অহুমান প্ৰমাণ বোজনা কবিতো পাবেন নাই, নাংখ্যেবা তাহা কবিবাছেন। নাংখ্যসম্বন্ধে তিনি প্ৰমাণ—প্ৰত্যক্ষ, অহুমান ও আগম। প্ৰত্যক্ষ ও অহুমানেব ছাৰা যাহা সিদ্ধ না হয় তাহা আগমেব ছাৰা সিদ্ধ হয়। আত্মসাক্ষ্যকাৰী ঋষিগণ নিজেসেব উপলব্ধ পদাৰ্থ যে স্তাৰ লক্ষণেব ছাৰা উপদেশ কবিবাছেন, তাহাব লিখিব স্তাৰসমূহই নাংখ্যদৰ্শন। উপনিষদেব যাজ্ঞবল্ক্য, অজাতশত্ৰু প্ৰভৃতি ব্ৰহ্মৰি ও বাজৰিবাও ঐক্ৰমে বুজিব ছাৰা আত্মাৰ বকপ শিক্ষাৰ্থীৰ কাছে বিবৃত কবিবাছেন, নাংখ্যও অবিকল তদুপ, অতএব শব্দেব উক্ত দোবোম্বে নিঃসাৰ। বস্তুত: নাংখ্যেবা প্ৰবণ, মনন ও নিৰ্মিত্যগন বাৰ্গেব ছাৰাই বাইবা থাকেন। 'নাংখ্যেবা আগম মানেন না, একৰেব তাহা বিলক্ষণতা' ইহা সত্য নহে। বস্তুত: বিবাদ দৰ্শন এবং ঐতিৰ দৰ্শন-বুজক অৰ্থ লইবা, শব্দৰ যাহা বুজিবাইছেন ও ব্যাখ্যা কবিতো চাহেন তাহাই ঠিক, আৰু নাংখ্যেব বুৰা ও ব্যাখ্যা ঠিক নহে ইহা প্ৰতিপন্ন কবিবাব অস্তই একৰ শাসি বাশি তৰ্কেব অবতাবণা কবিবাছেন। নাংখ্যেবাও তাহাব উত্তৰ দিবা থাকেন। অতএব দৰ্শন লইবাই বিবাদ। ঐতিকে নিষৰ কবিবাব অধিকাৰ কাহাবও

\* অদৈতবাৰ সম্বন্ধে অগন্ত ভট্ট বলেন, "বদি তাৰৰ অদৈতসিদ্ধো প্ৰমাণমতি অৰ্থ তৰেব দ্বিতীয়মিতি নাহিযেতম্। অথ নাতি প্ৰমাণ তথাপি নতবাৰ্গযতকপ্ৰাৰ্থাবিকাৰাঃ সিদ্ধা অভাবাদিতি। স্বাৰ্থবাচোখবিকল্প-মূলম অদৈতবাঃ পবিত্ৰতা তম্ভাৰ। উপনবতমেব পদাৰ্থভেদ: প্ৰত্যক্ষনিজাৰমমমানান্"। (স্তাৰাশ্ৰবী আঃ ১)। অৰ্থাৎ বদি অদৈতসিদ্ধি বিবৰে প্ৰমাণ থাকে তাহা হইলে সেউ প্ৰমাণই দ্বিতীয় বস্তু অন্তৰেব অদৈতসিদ্ধি হইতে পাবে না। আৰু বদি বল প্ৰমাণ নাই তাহা হইলে নিতাইই অদৈত অসিদ্ধ, কাৰন, অপ্ৰামাণিক বিবৰব সিদ্ধি নাই। অতএব স্বাৰ্থবাচনিত অলীক কল্পনামূলক অদৈতবাৰ ভাৱ কবিবা এই প্ৰত্যক্ষ, অনুমানীও আগম-সিদ্ধ পদাৰ্থ-ভেদ-প্ৰমাণ কৰন। (নতবাৰ্গ—অতন্তই নাহ)।

নাষ্ট। ( ঙ্গলঙের কন্‌নাবভেট্টিব ও নিবাবেল দলে বিবাদ থাকিলেও কেহই বাজব্রোহী নহে অথবা বাচ্য কাহাবও নিজস্ব নহে )।

৭দ্বব বলেন, তর্ক অপ্রতিষ্ঠ, তত্বাবা যুল ভ্রগংকাবণ নির্ণব কবিতে বাওবা উচিত নহে। কাবণ, তুমি বাহা তর্কেব ছাবা হিব কবিলে অধিকভব তর্ককুশল ব্যক্তি তাহা বিপর্যস্ত কবিতে পাবে, এইরূপে কখনও কিছু হিব হইবাব উপায় নাই। ইহা সত্য হইলে সেই কাবণেই শঙ্কবেব তর্কেব ছাবা ঐত্যর্থ নির্ণব কবিতে বাওবা অন্ত্যাব হইবাছে। তাঁহা অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাঁহাব তর্কজাল ছিন্ন ববিয়া ঐতিব অন্তরূপ ব্যাখ্যা কবিতে পাবেন। অতএব ঐতিব ব্যাখ্যাও অপ্রতিষ্ঠ। ফলতঃ বামাতুল্লাহি অনেকেই ‘x x দর্শন অল্পসাবে ভিন্ন ভিন্ন রূপে ঐত্যর্থ নির্ণব কবিয়া গিয়াছেন, অতএব শঙ্কব বাহা বুঝিবাছিলেন তাহা লইবা চূপ কবিয়া থাক। উচিত ছিল। সাংখ্যেব যুক্তিব সত্বত্ব দিতে না পাবিবা শঙ্কব একস্থানে ( ২।১।৬ ) অজ্ঞেববাদেব আলস্য গ্রহণ কবিবাছিলেন, তিনি বলিবাছেন, “অচিন্ত্য্যঃ ঋণু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোগযেৎ। প্রকৃতিভ্যঃ পবং যচ্চ তদচিন্ত্য্যস্ত লক্ষণম্ ॥” \* অতএব ভ্রগংকাবণ বাহা সিদ্ধাবিবও ছর্বাধ্য, ভবিষ্যে তর্কযোজন। কবা উচিত নহে, তাহা আগমেব বাবাই গম্য। তাহা চইলে কিন্তু কথা হইতেছে কোন্ আগম কাহাব ব্যাখ্যা সমেত গ্রাহ্য? সাংখ্যে প্রাচীনতম ঋষিদেব দর্শন অতএব তাহাই গ্রাহ্য, শঙ্কবেব ব্যাখ্যা হুতবাং হেব। বস্তুতঃ সাংখ্যেবা অচিন্ত্য্যভাবকে তর্কযুক্ত কবিতে যান না। অচিন্ত্য্য পদার্থ আছে, এই সত্তা-সামান্য সর্বথা চিন্ত্য, সাংখ্যেবা সেই সত্তাট অগ্ন্যানেব ছাবা হিব কবেন, আব বাহা অচিন্ত্য্য তাহাও তর্কেব ছাবা হিব কবেন, যেমন প্রকৃতি ও পুরুবেব স্বরূপ। পুরুবেব স্বরূপ অচিন্ত্য্য কিন্তু তিনি আছেন ইহা চিন্ত্য। অতুমান প্রমাণেব ছাবা সাংখ্যেবা এইরূপ সামান্যব্রাহ্মেব উপলহাব কবিবা আগমেব মনন কবেন। উহা মণিকাঞ্চনযোগেব স্নায় উপাদেব, শঙ্কব তাহা সম্পূর্ণ পাবেন নাই বলিবা তাহা হেব নহে।

পবস্ত ‘ঈদব ভ্রগংকাবণ’ ইহা চিন্ত্য বিবব, তাহা সত্য কি মিথ্যা তাহা তর্কেব ছাবা পবীক্ষণীয়। কিন্তু সাংখ্যেব পুরুব, যোক ও বহুদাদি-তত্ত্ববিববক তর্কপূর্ণ মননসকলেব যুল আগম, তত্ত্বদর্শনী মহাবিগণ উহাব ভ্রবণ ও যুক্তিমব মনন উভবই উপদেশ কবিবাছেন। সাধাবণ মনীষী ব্যক্তিব তর্ক অপ্রতিষ্ঠ, কিন্তু পাবদর্শী কপিলাদি ঋষিদেব উপদিশি তর্ক অপ্রতিষ্ঠ নহে। পবোক বক্তাব বাক্যেব অর্থাবিকারক তর্ক ( বা interpretation ) বাহা শঙ্কব কবিবাছেন তাহা সর্বথা অপ্রতিষ্ঠ, সাংখ্যেব তর্ক জ্যামিতিব তর্কেব স্নায় স্প্রতিষ্ঠিত।

৫। ৭দব বলেন, “সাংখ্যেবা জিগুণ, অচেতন, প্রধানকে জগত্তের কাবণ মনে কবেন।” ইহা কতক সত্য, যেহেতু সাংখ্যমতে জিগুণ উপাদানকাবণ, তদ্ব্যতীত চেতন পুরুব নিমিত্তকাবণ। কিন্তু

\* শব্দেব উক্তত এই প্রামাণ্য সোক হইতে সাংখ্যেব বহু পুরুব এবং অষ্ট প্রকৃতি সিদ্ধ বব। ‘প্রকৃতিভ্যঃ’ ( =প্রকৃতিগণ হইতে ) সম্যতে এযান অষ্ট প্রকৃতি বুঝাইবাছে, আব তাহাদেব ‘পবং’ বস্ত পুরুব। বধা প্রতি—“বহুতঃ পদমব্যক্তবব্যাক্তং পদমঃ পবঃ”, আব ‘অচিন্ত্য্যঃ’ ‘ভাব্যঃ’ এইরূপ বহুবচন পাবাতে বহুপুরুব সিদ্ধ হইল। নিভর্ণ পুরুবই প্রকৃতি হইতে ‘পবং’। সম্পদ ইদং প্রকৃতি হইতে পব নহন। প্রতি বলেন, “নামিনন্ত মহেশবন্”, পঞ্চদশী বলেন, “নাবাখ্যাযাঃ কানবেনোর্থদর্শা নীদবদান্ভাঃ।”

‘প্রকৃতিগণ’ অর্থাৎ অব্যক্ত মহাদাদি অষ্ট প্রকৃতি, অতএব ‘অব্যক্ত, বহব আদি নাই’ শঙ্কবেব এই উক্তি তাঁহাব নিজের নবাবে শাস্ত হইতেই খণ্ডিত হইল।

শঙ্কর যে বলেন, “সাংখ্যোবা প্রধানকে সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান মনে করেন” ইহা সত্য নহে। শঙ্করকে কোনও সাংখ্য উহা বলিরাহিলেন, কি শঙ্করের উহা কল্পিত, তাহা হিব নাই, কিন্তু সাংখ্যের যে উহা মত নহে তাহা নিশ্চয়। সাংখ্যমতে উপাধিযুক্ত পুরুষই সর্বজ্ঞ বা অল্পজ্ঞ হইতে পারে। কোনও তত্ত্ব ‘সর্বজ্ঞ’ বা ‘অল্পজ্ঞ’ হইতে পারে না। জ্ঞান ও শক্তি প্রধান-পুরুষের সংযোগজাত গদ্যার্থ হুতবাং উহা প্রধান-তত্ত্বের ব্যবচ্ছেদক গুণ হইতে পারে না, জ্ঞানমাত্রই বিবষভঙ্গ ও কবণভঙ্গ সাপেক্ষ। সত্ত্ব, রজ ও তম গুণের সাম্যাবস্থা প্রধান, তাহা সর্বজ্ঞ নহে। সত্য বটে, জ্ঞানে সত্ত্বগুণ প্রধান এবং বজ্রতম সহকারী কিন্তু তাহাতেও প্রধান সর্বজ্ঞ হইবে না।

অতএব শঙ্কর যে বলেন সাংখ্যমতে ‘অচেতন প্রধান স্বতঃ সর্বজ্ঞ’ তাহা অলীক। হুতবাং শঙ্কর ঐ মতের খণ্ডনবিষয়ে যে সব যুক্তি দিয়াছেন তাহা বহুবাহুবল লক্ষ্যকিয়া হইয়াছে। তাহাতে শঙ্কর প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন বটে কিন্তু সাংখ্যের কিছুই ক্ষতি হয় নাই।

সোপাধিক পুরুষবিধেই সর্বজ্ঞ হইতে পাবেন। সাংখ্য হিব্যগর্ভ নামক তাদৃশ পুরুষকে ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা বলেন, ঐতি তাঁহাবই প্রথম সাংখ্যকবিরাহেন \*। তদ্বদৃষ্টিতে দেখিলে সোপাধিক পুরুষমাত্রই যে চিৎ ও প্রাণের সংযোগ তাহা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।

৬। শঙ্কর সর্বজ্ঞের এইরূপ অর্থ করেন, “ব্রহ্ম হি সর্ববিষয়ভাসনকরং জ্ঞানং নিত্যমস্তি সৌহসর্বজ্ঞ ইতি বিশ্রুতিষিদ্ধম্।” (১।১।৫)। ইহা সত্য। কিন্তু তাহা হইলে নিত্য জ্ঞান ও নিত্য জ্ঞেয় বিবষ স্বীকার করিতে হয়। নিত্য স্রষ্টা ও নিত্য দৃষ্ট বাবা যদি ‘অবিষয়বাদ’ হয় তবে বৈষয়বাদ কি হইবে ?

৭। ঈশ্বর সোপাধিক (প্রাকৃত-উপাধিযুক্ত), যেহেতু কবণ ব্যতীত জ্ঞান ও শক্তি থাকি লিদ্ধ হয় না, ইহা সাংখ্যোবা বলেন। শঙ্কর তাহাব উত্তরে কোনও যুক্তি দিতে পাবেন নাই, কেবল বদ্বৃষ্টিব অল্পযাবী ব্যাখ্যাসহ প্রতিব দোহাই দিয়াছেন।

“ন তত্ত্ব কার্ণি কবণক বিজ্ঞতে \* \* \* স্বাভাবিকী জ্ঞানবলকিয়া চ। অপাশিপাদো জ্বনো গ্রহীতা পুত্রত্যাচক্ঃ স শূন্যোভ্যকর্কঃ স বেত্তি বেজ্ঞঃ ন চ তত্ৰাতি বেত্তা তবাহবদ্র্যং পুরুষং মহাত্তম্।” শঙ্কর মনে করেন যে, এই দুই প্রতিভে ‘শবীবাধি (কবণ)-নিবশেক্ষ অনাববণ জ্ঞান আছে’ তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য ঐ প্রতিভ অর্থ তাহা নহে (‘কারণ সাংখ্যপক্ষে উহাব অস্ত যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা হয়)। কিন্তু শঙ্করের ব্যাখ্যা যথার্থ কি সাংখ্যদের ব্যাখ্যা প্রকৃত তাহা কে বলিবে ? ঐ প্রতিভ সাংখ্যযোগ অল্পসাবে ব্যাখ্যা কবিলে উহাব সন্দেহ ও সন্দেহ অর্থ প্রকটিত হয় এবং শঙ্কর মতের দাঁড়াইবার স্থান থাকে না। বোগীবা বলেন, ঈশ্বর “সর্দৈব মুক্তঃ সর্দৈববন্ধঃ” (যোগভাস্ত্র), অতএব তাঁহাব জ্ঞান-বল-কিয়া বা ঐশ্বর স্বাভাবিক, অর্থাৎ আগন্তুক নহে। বাহাবা বোগ-সিদ্ধি কবিবা অলৌকিক জ্ঞান, বল ও কিয়া লাভ করেন, তাঁহাদের ঐশ্বর আগন্তুক। উহাব এইরূপ অর্থও হয় যে, চৈতন্যের ভিতব জ্ঞান, বল ও কিয়া নাই, উহাবা অর্থাৎ সত্ত্ব, তম ও রজ স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক।

\* স্রষ্টিতে প্রশাসনিক অনেক আশ্রয়িত জন থাকে। ঈশ্বরের প্রতিপত্তা প্রতিভেও সেইরূপ আছে। শঙ্কর তৎ-সমূহকে তত্ত্বরূপ মনে কবিবা অনেক ভ্রান্তব স্তজন কবিরাহেন।



আব 'তাহাব কাৰ্ব ও কবণ নাই' এই অংশেৰ বৰাবৰ্ণক অৰ্থ গ্ৰহণ কৰিলে শব্দবেব জগৎকৰ্তা ঈশ্বৰই নিবন্ত হয়। বস্তুতঃ এই অংশ যোগোক্ত সৰ্বজ্ঞ অথচ নিষ্ক্ৰিয়, মুক্ত পুৰুষবিশেষ-ৰূপ ঈশ্বৰ সম্বন্ধে অধিকতৰ যুক্ত হয়। মুক্ত পুৰুষেবা কাৰ্ব ও কবণেব বশ নহেন স্তূতবাঃ ঈশ্বৰও সেকপ নহেন।

শব্দবেব মতে কাৰ্ব অৰ্থে শবীৰ, আৰ কবণ ইন্দ্ৰিয়। তাহা হইলেও সাংখ্যপন্থেব দ্বতি নাই; কাবণ, সিদ্ধপুৰুষেবা শবীৰ ও ইন্দ্ৰিয় লইয়া বসিবা থাকেন না, তাহাবা নিৰ্মাণচিত্ত দিবা ঐশ্বৰ্য প্ৰকাশ কৰেন, ঐশ্বৰ্য প্ৰকাশ কৰিবা সেই নিৰ্মাণচিত্ত সহবণ কৰেন, ইহা যোগশাস্ত্ৰে প্ৰসিদ্ধ আছে। সেই নিৰ্মাণচিত্ত অন্তিতাব দ্বাবা হয়—“নিৰ্মাণচিত্তান্ত্ৰিত্তামাত্ৰাং” (যোগসূত্ৰ)।

ঈশ্বৰ তো দুবেব কথা, সিদ্ধ যোগীবাও হতপদাশ্ৰিত্ব দ্বাবা ঐশ্বৰ্য প্ৰকাশ কৰেন না। তাহাবা উক্ত নিৰ্মাণচিত্তেব দ্বাবাই কাৰ্ব কৰেন, অতএব দেহেজিৰ ঈশ্বৰেব না থাকিলেও তিনি নিৰ্মাণচিত্তেব দ্বাৰা ঐশ্বৰ্য প্ৰকাশ কৰেন। সৰ্বকবণ-ব্যক্তিবকেও তিনি ‘কবণকাৰ্ব’ কৰেন এইকপ অসদত ব্যাখ্যা কখনই গ্ৰাহ্য নহে, বস্তুতঃ জ্ঞান, ক্ৰিয়া ও বল অৰ্থেই কবণধৰ্ম।

দ্বিতীয় শ্ৰতিব অৰ্থ এই—তিনি অপাণিপাদ হইলেও বেগবান্ ও গ্ৰহীতা, অচক্ষু হইলেও তিনি দেখেন, অকৰ্ণ হইলেও তিনি শ্ৰবণ কৰেন। তিনি বেত্তকে জানেন, তাহাব কেহ বেত্তা নাই। তাহাকেই অগ্ৰ্য মহান্ পুৰুষ বলা হইবাছে।

শব্দব নিষ্ঠাৰ পুৰুষ, সদামুক্ত ঈশ্বৰ ও প্ৰথমজ পূৰ্বসিদ্ধ হিবণ্যগৰ্ভ এই তিনকে ‘আত্মা’ নামেব সাদৃশ্যহেতু এক মনে কৰিবা সেই দৰ্শন (বা theory) অল্পসাবে শ্ৰতিব্যাখ্যা কৰিবাছেন (‘সাংখ্যেৰ ঈশ্বৰ’ § ৩)। বস্তুতঃ ঐ শ্ৰতিব লক্ষ্য ঈশ্বৰ নহেন, কিন্তু নিষ্ঠাৰ পুৰুষ। পুৰুষ ব্ৰষ্টা বা বেত্তা, অতএব তাহাব আব কে বেত্তা হইবে? তজ্জন্য তাহাব বেত্তা নাই, তিনি আত্মাব (বুদ্ধিব) আত্মা; অৰ্থাৎ বুদ্ধিতে উপাকাচ বিষবসকলেব সাক্ষী, অতএব বুদ্ধিৰ বিষবসকল (গয়ন-শ্ৰবণ-দৰ্শনাদি) পুৰুষেব সাক্ষিদেব দ্বাবাই জ্ঞাত হয়। ব্ৰষ্টা প্ৰত্যবাহুগন্ত, তাই জ্ঞান ও কাৰ্বসকল বিজ্ঞাত হয়, নচেৎ তাহাবা অচেতন অব্যক্ত-স্বৰূপ; অতএব পুৰুষই উপদৰ্শনেব দ্বাবা জ্ঞান ও কাৰ্বেব ব্যক্ততাব হেতু, তাই তিনি অপাণিপাদ হইলেও জ্বন ও গ্ৰহীতা; অচক্ষু হইলেও ব্ৰষ্টা ইত্যাদি।

অতএব উক্ত শ্ৰতিজ্ব কবণব্যক্তিবকে জানোংপত্তিব উপদেশ কৰেন নাই। যোগসিদ্ধদেৰ কচিং হুল শবীৰ ও হুল ইন্দ্ৰিয় ব্যক্ত না থাকিলেও সূত্ৰ কবণেৰ দ্বাবা জানোংপত্তি হয়। জ্ঞাতা, জ্ঞানকবণ ও জ্ঞেয় এই তিন জ্ঞানসাধন পদাৰ্থ ক্ৰতিয়েকে জ্ঞান-পদাৰ্থ বুঝিবাৰ বা ধাবণা কৰিবার যোগ্য নহে, স্তূতবাঃ কবণ-শূন্ত-জ্ঞানশালী কোন পদাৰ্থ বলিলে তাহা বুঝিবাৰ পদাৰ্থ হইবে না, কিন্তু অসম্ভব প্ৰলাপমাত্ৰ হইবে। ‘সলীম অনন্ত’ যেমন অনন্তক প্ৰলাপ শব্দবেব কবণশূন্ত-জ্ঞানশালী ঈশ্বৰও তজ্জপ।\*

অবিভাযুক্ত পুৰুষেব স্পষ্ট জ্ঞান শবীৰাদি-কবণেব দ্বাবা হয়, আব বিভাযুক্ত পুৰুষেব অস্পষ্ট জ্ঞানও কবণেব দ্বাৰা হয়। ঈশ্বৰ হইতে কিমি পৰ্বন্ত সমস্তেৰই জানোংপত্তিবিববে এই নিয়ম। অতএব শব্দবেব সৰ্বজ্ঞ ঈশ্বৰ অসংহত পদাৰ্থ নহেন কিন্তু পুৰুষ ও প্ৰকৃতি-স্বৰূপ সাংখ্যীয় হুল তদ্বদয়েব

\* কেহ কেহ বলিবেন, সাস্থবেব ক্ষুদ্র বুদ্ধিৰ দ্বাবা ঈশ্বৰ কিলে নিৰ্মিত তাহা স্থিৰ কৰিতে বাস্তব বুটতা নাই। ইহা সত্য হইলে বাহাবা ক্ষুদ্র বুদ্ধিৰ দ্বাবা ‘ঈশ্বৰ’ পদাৰ্থ উচ্চাৰিত কৰিবাছে তাহাৰাই সূত্ৰেৰ একশেৰ। ঈশ্বৰও মানবেৰ ‘উচ্চাৰিত’ পদাৰ্থ-বিশেষ। সকল সম্ভাবাই নিজেদেৰ ধাবণামুখাৰী ঈশ্বৰ কল্পনা কৰেন।

সংঘাত-বিশেষ হইলেন। ঈশ্বরের আত্মা অসংহত চিত্তশ পুরুষতত্ত্ব এবং ঈশ্বর স্বাক্ষার ঐশ্বর্য প্রকাশ কবেন সেই ঐশ্বরিক অন্তঃকরণ মূলতঃ প্রকৃতিভেদের অন্তর্গত।

৮। শঙ্কর বলেন (১১১৫ শ্লোকের ভাষ্যে), “সংসারী জীবেরই শরীরাদি অংশেরা কথিয়া জ্ঞানোৎপত্তি হয়, ঈশ্বরের স্বেচ্ছা হয় না।” আবার তিনিই বলেন, ঈশ্বর ছাড়া অন্য সংসারী নাই। এই বিরুদ্ধ কথাব মীমাংসা শঙ্কর এইরূপে করেন—“সত্য বটে ঈশ্বর হইতে অন্য সংসারী কেহ নাই, তথাপি মেহাদিসংঘাতরূপ উপাদিসংযোগ (সম্বন্ধ) আত্মার অভ্যন্তর, যেমন ঘট, শরীর, গিৰি-প্রহাদির সহিত আকাশের সম্বন্ধ এবং ভজ্ঞনিত ‘ঘট-ছিন্ন’ ‘কবক-ছিন্ন’ প্রভৃতি মিথ্যা শব্দপ্রত্যয়-ব্যবহার লোকে দৃষ্ট হয়, সেইরূপ এখানে মেহাদিসংঘাতোপাদির সম্বন্ধজনিত অবিবেক হইতে ঈশ্বর ও সংসারীরূপ মিথ্যা ভেদবৃত্তি উৎপন্ন হয়।” ইহা শাক্তব দর্শনের অন্ততম তত্ত্ব-স্বরূপ। ইহাতে যে যে শঙ্কা হয় তাহাব উত্তর কিন্তু মায়াবাদীরা দিতে পারেন না। ইহাতে শঙ্কা হইবে—উপাদিসম্বন্ধ সংসারিষ্যেব কাণব ইহা স্বীকার, কিন্তু সংযোগ হইলে দুই বস্তু প্রয়োজন। এক অধিতীয় ব্রহ্মই যদি আছেন তবে উপাদি আসিবে কোথা হইতে? শঙ্কর বলেন, “কিছু হি নব্বঃ।”

ঘটও আছে আকাশও আছে, তাই উপাদিসম্বন্ধ হয়; কিন্তু ঈশ্বরের মেহাদি উপাদি আসে কোথা হইতে? তিনি কি জীলারূপতঃ ‘অনাদি’ উপাদি ‘হৃদয়’ কথিয়াছেন? লোকে অজানবশতঃ ঘটচ্ছিন্ন কবকচ্ছিন্ন বলে, কিন্তু ঈশ্বরের উপাদিসম্বন্ধ হইলে কে অজানবশতঃ সংসারী বলে ও মেহে? উপাদিসংযোগ ও জ্ঞানিত একই কথা। যখন অজ্ঞান ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই নাই তখন ঐ জ্ঞানিত কাহাব ও কেন হয় তাহাই প্রশ্ন। শঙ্কর উহাব কিছুই উত্তর দিতে পারেন নাই।

আবার শঙ্কর বলেন, অব্যাস অনাদি। দুই পদার্থ থাকিলেই সর্বত্র অব্যাস হইতে পারে। শঙ্করও বলেন, মেহাদি উপাদি ও ঈশ্বর এই দুই পদার্থেরই অব্যাস হয়, সুতরাং এই দুই পদার্থই অনাদি সত্তা। অর্থাৎ, অনাদিকাল হইতে ঈশ্বরও আছেন উপাদিও আছে, কখনও এইরূপ ছিল না যে, কেবল ঈশ্বর ছিলেন। সুতরাং অমৈতবাদ নিঃসার বাচাবস্তব মাত্র, মৈতবাদই সত্য। মায়াবাদীরা বলিবেন, উপাদি ঈশ্বরে অনির্বচনীয়ভাবে থাকে। কিন্তু অনির্বচনীয়ভাবেই থাকুক বা নির্বচনীয়ভাবেই থাকুক, ব্যাক্ততভাবেই থাকুক বা অব্যাক্ততভাবেই থাকুক, তাহা যে থাকে বা আছে তাহা বলিতেই হইবে।

সাংখ্যেরা সেইরূপই অর্থাৎ প্রশ্নক যে আছে (ব্যাক্ত বা অব্যাক্তভাবে) এইরূপই বলেন, তাহাই প্রকৃতি। অতএব এ সম্বন্ধে সাংখ্যের অসমত কোন কথা বলিবার উপায় নাই। বস্তুতঃ সাংখ্যের সর্বব্যাপী ভাবদর্শন অতিক্রম করা মানববুদ্ধি সাধ্যাতত্ত্ব নহে। অভাববি অপ্রত্যক্ষ সম্বন্ধে যে যাহা বলিয়াছে, আর মানব-মনের দ্বারা যাহা ভবিষ্যে বলা যাইতে পারে, তাহা সমস্তই নিক্ষেপের আদিবিস্তার পরমধি কপিলের সর্বব্যাপী ভাবদর্শনের অন্তর্গত হইবে, “ন তদ্বিত্তি পুণিধ্যাং” ইত্যাদি গীতার বচন স্মর্তব্য।

২। উপমা এবং উদাহরণের ভেদ অনেকেরই তত বুঝেন না। ‘ঘটাকাশ’ ও ‘মহাকাশ’ মায়াবাদীরা উপমা-স্বরূপে ব্যবহার কবেন না কিন্তু উদাহরণ-স্বরূপে কবেন। উপমা প্রমাণ নহে, উদাহরণ দ্বারা বুঝিবার ‘কথঞ্চিং সাহায্য হয় মাত্র। উদাহরণ হইতে উৎসর্গ বা নিষয় সিদ্ধ হয়, তাহা যুক্তিব হেতুস্বরূপ অঙ্গ হয়। (‘ভাষ্যতী’ ৪১২ পাণ্ডটীকা দ্রষ্টব্য)।

‘আত্মা আকাশবৎ’ এইরূপ উপমা শাস্ত্রে আছে, কিন্তু উহা উপমাৰূপে ব্যবহার না কথিয়া

মায়াবাদীরা উহাকে উদাহরণরূপে ব্যবহার করেন। তাঁহারা বলেন, আকাশের ঘটকৃত উপাধি হয়, কিন্তু তাহাতে আকাশ লিপ্ত বা স্বরূপচ্যুত হয় না। ইহাতে এই নিবন্ধ সিদ্ধ হয় যে, পদার্থ-বিশেষের উপাধি বা স্বরূপচ্যুতি হয় না। পদার্থাত্মাও সেই জাতীয় পদার্থ, অতএব উপাধি বা স্বরূপচ্যুতি হয় না।

যখন মায়াবাদী আচার্য বলেন 'উপাধিবোধে পদার্থাত্মার স্বরূপহানি হয় না', তখন যদি বৃত্তান্ত ভিজ্ঞান করেন 'তাহা কিরূপে সম্ভব', আচার্য তদুত্তরে ঘটাকাশ ও মহাকাশ উদাহৃত করিয়া উহা সিদ্ধ কবিয়া দিয়া থাকেন। শব্দকেও তাহার দর্শনের ন্যস্তিহানে আকাশপদার্থকে গ্রহণ কবিত্তে হইয়াছে। ঘটাকাশ ও মহাকাশ পদার্থ না থাকিলে মায়াবাদ থাকিত কি না সম্ভেদ।

বলা বাহুল্য উদাহরণ বাস্তব হওয়া চাই। কিন্তু মায়াবাদীর আকাশরূপ উদাহরণ বাস্তব পদার্থ নহে, উহা বৈকল্পিক পদার্থ, অর্থাৎ তাহা শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্য পদার্থ-বিশেষ। আকাশ নামক যে ভূত, যাহার গুণ শব্দ, তাহা ঐ 'ঘটাকাশের' আকাশ নহে, কারণ, ঘটের মধ্যে শব্দ করিলে তাহা অনেক পৰিমাণে ঘটের দ্বারা রুদ্ধ হয়, অতএব ঘটমধ্যস্থ শব্দগুণক আকাশভূত বস্তুতঃই ঘটের দ্বারা সংচ্ছিন্ন হয়, তাহা বা মায়াবাদীর ব্রহ্মের নির্লিপ্ততা ও অপরিচ্ছিন্নতাব্যবস্থা সিদ্ধ হইবার নহে।

আব এক বৈকল্পিক আকাশ আছে, তাহার অপব সংজ্ঞা অবকাশ ও দিক। তাহা পঞ্চভূতের নিবেশমাছ। নিবেশ বা অভাব পদার্থ শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্য পদার্থ। মায়াবাদীর আকাশও এই বৈকল্পিক আকাশ।

বিশেষ উল্লেখঃ যেখানে দেখিবে সেইখানেই পঞ্চভূত। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ইহাদের একতম গুণ নাই এইরূপ স্থান নাই। পৃথ্বী ও অন্তরীক্ষ বায়ু-আলোকাদিতে পূর্ণ। ঘটের মধ্যেও বায়ু-আলোকাদি পাক্‌ভৌতিক পদার্থে পূর্ণ থাকে, অভৌতিক আকাশ কুড়াপি থাকে না। বস্তুতঃ শব্দাদি-গুণ-বিবৃদ্ধ স্থান করনা কবাও অসাধ্য। তবে বলিতে পার 'কোন স্থানে যদি শব্দস্পর্শরূপাদি না থাকে, সেই স্থানকে আকাশ বলি' তাহা লক্ষ্য হইবে শব্দাদিশূন্য স্থান। কিন্তু শব্দাদিশূন্য স্থান ধারণাযোগ্য নহে; ইত্যথা তাদৃশ আকাশকে শব্দাদিশূন্য বিকল্পনীয় পদার্থ বলিতে হইবে, অর্থাৎ নাম আছে বস্তু নাই এইরূপ পদার্থ। অতএব ঐ বাস্তব আকাশের গুণকে উদাহরণ-স্বরূপ কবিয়া কিছু প্রমাণ কবিত্তে যাইলে সেই প্রমাণের মূল বিকল্পমাত্র হইবে।

'ঘটরূপ উপাধি বা আকাশ পবিচ্ছিন্ন বা লিপ্ত হয় না' এইরূপ বলিলে অর্থ হইবে ঘটোপাধি বা আকাশ নামে বিকল্পনীয় অবস্থা লিপ্ত বা পবিচ্ছিন্ন হয় না। অতএব এতদ্ব্যতীত যুক্তির দ্বারা আত্মার অপবিচ্ছিন্নতা অবধারণ কবা কিরূপ তাহা পাঠক বিচার করুন।\*

ঐ বৈকল্পিক আকাশকে শব্দ অধ্যাসবাদেরও নাস্তি-স্বরূপ কবিয়াছেন। ভ্রাত্তের প্রাপ্তিতে যে অদ্বৈতদৃষ্টির অনুধাবনী অধ্যাসবাদ শব্দ বিবৃত কবিয়াছেন, তাহার যুক্তিগুলি সংক্ষেপে এইরূপ :—

\* কাল্পনিক পদার্থ উপমা-স্বরূপ ব্যবহৃত হওয়া যোগ্য নাই। একরূপ ব্যবহার কবিয়া আরবা ভূমি ভূমি দুইবিধ বিষয়ে কথকিৎ ধারণা কবি। কাল্পনিক আকাশও তদ্রূপ শব্দ ব্যবহৃত হয়, উহাকে উদাহরণ-স্বরূপ লইয়া যুক্তি ভিত্তি করা যোগ্য নহে। 'আত্মা আকাশের' ইহা অর্থ—আকাশ যেমন স্বরূপাদি নিবেশপদার্থ আত্মাও তবৎ কপাদিহীন। উপমার একাংশ গ্রাহ্য, অতএব কাল্পনিক আকাশের ঐ অংশমাত্র গ্রাহ্য, 'চন্দ্রমুখ' মতো।

- (ক) যুগ্মপ্ৰত্যয়েৰ পোচৰ বিষয় এবং অস্বপ্ৰত্যয়েৰ পোচৰ বিষয়ী অভ্যন্ত বিভিন্ন পদাৰ্থ।  
 (খ) স্তব্ধতা বিষয় ও বিষয়ীৰ ধৰ্ম অস্বকাৰ ও আলোকৈব দ্ৰাৱ বিৰুদ্ধ।  
 (গ) অতএব বিষয়ীতে বিষয়-ধৰ্মেৰ এবং বিষয়ে বিষয়ীৰ ধৰ্মেৰ যে অধ্যাস হয় তাহা যে মিথ্যা, ইহা যুক্তিযুক্ত।

(ঘ) ঐ অধ্যাস নৈসৰ্গিক। পূৰ্বদৃষ্ট পদাৰ্থেৰ অস্ত পদাৰ্থেৰে অবতাস, তাদৃশ স্বত্বিকপ পদাৰ্থই অধ্যাস। অৰ্থাৎ পূৰ্বদৃষ্ট পদাৰ্থ স্ববপাৱত হইবা অস্ত পদাৰ্থেৰে আবোপিত হইলে সেবেৰ পদাৰ্থ যে পূৰ্ব পদাৰ্থ বলিবা অবতাস হয় সেই ভাষ্টিই অধ্যাস।

আত্মায় অনাত্মায় অধ্যাসেৰ নাম অবিভা।

- (ঙ) অধ্যাস হইলে দুই পদাৰ্থেৰ কোনটিৰ অগুনাৱ ও ব্যতিচাৰ বা অস্তথাভাব হয় না।  
 (চ) শব্দা হইতে পাবে যে, ‘পুৰোহিতবহিত বা প্ৰত্যাক বিষয়েই নৰ্ৱজ অধ্যাস হইতে দেখা যায়, অবিষয় প্ৰত্যাপাত্মাতে কিৰূপে অধ্যাস হইবে?’

(ছ) উত্তবে বস্তুবা যে, বিষয়ী আত্মা নিভান্ত অবিষয় নহে, তাহা অস্বপ্ৰত্যয়েৰ বিষয়ৰূপে অপৰোক্ষ বা লাক্ষাৰূপ হয়। তৎকেতু চিহ্নাত্মায় অধ্যাস হইতে পাবে।

(জ) কিঞ্চ ঐইৰূপ নিষয় নাই যে কেবল প্ৰত্যাক বিষয়েই অধ্যাস হইবে, অপ্ৰত্যাক আকাশেও অজ্ঞেবা তলমলিনতা অধ্যাস কৰে।

(ক) হইতে (ছ) পৰ্বন্ত সমস্ত বিষয় মাংখ্যসমস্ত। শব্দৰ তাহাতে নূতন কিছুই বলেন নাই। কিন্তু তদ্বাৰা অৰ্হেতবাহ কোন কৰ্মেই সিদ্ধ হয় না। দুই পদাৰ্থ ব্যতীত কখনও অধ্যাস কল্পিত হইতেও পাবে না। চিহ্নাত্মা অস্বপ্ৰত্যয়েৰ বিষয়, অতএব অস্বপ্ৰত্যায়, চিহ্নাত্মা ও যুগ্মপ্ৰত্যায় অনাৱিকাল হইতে স্বতঃসিদ্ধ থাকিলে তৰে পৰম্পৰেৰ উপৰ নৈসৰ্গিক অধ্যাস হইতে পাবে।

আব অস্বপ্ৰত্যায়ও এক প্ৰকাৰ অধ্যাস, তাহা চিহ্নাত্মাৰ উপৰ জিগ্ৰশেৰ অধ্যাস, অতএব ঐই অস্বপ্ৰত্যায় বা বুদ্ধিতত্ত্ব সিদ্ধ কবিবাব জন্ত চিহ্নাত্মা বা ব্ৰহ্মা এবং দৃষ্ট প্ৰধান স্বীকাৰ কৰা ব্যতীত গতাস্তব নাই।

তাহা ব্যতীত উহা বুদ্ধিবাব উপায় নাই, উহা ছাড়া বাহাবা ঐ বিষয় বুদ্ধিতে যান তাঁহাদেৰ মনে ঐ বিষয় লক্ষ্যে অক্ষুট, অক্ষুট ধাবণা হয়, আব তাঁহাবা উহা বুঝাইতে গেলে অক্ষুট প্ৰলাপ বলেন, অথবা বলেন উহা অনিৰ্বচনীয়া। অৰ্হেতবাহ উহাতে সিদ্ধ হয় না বলিবাঐ শব্দৰ (জ) চিহ্নিত যুক্তি দিবাছেন। ঐ যুক্তিহ উদাহৰণ ‘অপ্ৰত্যাক আকাশ’ পদাৰ্থ। পূৰ্বে দেখান হইযাছে অপ্ৰত্যাক আকাশ \* অবাস্তব বৈকল্পিক পদাৰ্থ, স্তব্ধতা তাহাই অৰ্হেতবাহেৰ নাতি-স্বৰূপ হইল।

আব ইহাও সত্য নহে যে, অপ্ৰত্যাক আকাশে তলমলিনতাৰ অধ্যাস হয়। যে আকাশে বা অন্তবীকে (sky-তে) তলমলিনতাৰ অধ্যাস হয় তাহা তেজোভূতাহিৰ বাবা পূৰ্ণ, তেজ্বেবই গুণ নীলিমা। অন্তবীক হইতে আগত নীলবস্মি চকুতে প্ৰবিষ্ট হইবা নীলজ্ঞান উৎপাদন কৰে, অতএব উহা অধ্যাস নহে, অন্তবীকৰ নীলৰূপেৰ দৰ্শনমাত্ৰ। আব অন্তবীকে অস্ত কোনৰূপ অধ্যাস হইলেও (যেমন গৰ্ৱনগৰ) তাহা অপ্ৰত্যাক কোন পদাৰ্থে হয় না, কিন্তু তত্ত্ব প্ৰত্যাক তেজোভূতেই হইবা

\* আকাশত অপ্ৰত্যাক নহে তাহা শব্দজৰেৰ বাবা প্ৰত্যাক হয়, যেমন বপজৰেৰ বাবা তেজোভূত প্ৰত্যাক হয়, তদ্রূপ।

থাকে \*। সূতবাং কেবলমাত্র ‘অর্ধত শুদ্ধ চৈতন্য’-রূপ পদার্থের বাবা অধ্যাসবাদ সঙ্গত কবিবাব সম্ভাবনা নাই। বলা বাহুল্য অধ্যাসবাদ দর্শন-বিশেষ; তাহা যুক্তিযুক্ত হওয়া চাই; তাহাকে অনির্বচনীয় বলিলে চলিবে না।

১০। আবও কতকগুলি শাবীরক হজ্জকে শঙ্কর প্রধান-কাবণ-বাদের প্রতিফলভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহাদের পৰীক্ষা কবা বাইতেছে।

শঙ্করের এক যুক্তি ‘ঋতিতে আত্মা জগৎকাবণ বলিয়া উপলব্ধি হইবাছে অতএব প্রধান জগতের কাবণ নহে।’ সাংখ্যেবাও কেবলমাত্র প্রধানকে জগতের কাবণ বলেন না, আত্মা ও প্রধানকেই জগৎকাবণ বলেন। সাংখ্যের আত্মা শুদ্ধচৈতন্যমাত্র, কিন্তু শঙ্করের আত্মা ঈশ্বর ও চৈতন্য দুই, শঙ্করের তাদৃশ আত্মাই জগতের কাবণ। ঈশ্বর যে প্রকৃতি ও পুরুষ এই তত্ত্বব্যাখ্যক পদার্থ তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইবাছে, সূতবাং শঙ্কর সাংখ্যের কথাই বুঝিবা বলিবাছেন অথবা অত্যাধিক দৃষ্টিতে বলিবাছেন। কিন্তু যে আত্মা জগতের স্রষ্টা তাহা শুদ্ধচৈতন্যমাত্র নহেন, কিন্তু বিশ্বপতি হিবণ্যগর্তই যে সেই আত্মা তাহা সাংখ্যসম্মত। হিবণ্যগর্তসেবও ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা নামে অভিহিত হন। আব যে আত্মা হইতে প্রাণ-মন আদি উৎপন্ন হয় তাহাও শুদ্ধচৈতন্যমাত্র নহে, কিন্তু তাহা মহান্ আত্মা বা বুদ্ধিতত্ত্ব।

শঙ্করমতে শুদ্ধচৈতন্যরূপ আত্মা হইতে অনির্বচনীয় (‘অনির্বচনীয়’ নহে কিন্তু অবচনীয়) প্রাণালীকমে প্রাণ-মন আদি উৎপন্ন হয়। সাংখ্য তাদৃশ বতকে অসম্বন্ধ-প্রলাপ বলেন, কাবণ, পূর্বক্ষেপে বাহাকে ‘অবিকারী এক’ পদার্থ বলিলা, পবক্ষণে তাহাব বহু বিকাবের কথা বলিলে ‘অসম্বন্ধ-প্রলাপ ব্যতীত কি হইবে ?’

ঋতিতে আছে পুরুষ বখন নিজা বাব (‘বপিত্তি’) তখন ‘বয়গীতো ভবতীতি’, ‘ব’ অর্থে আত্মা, অতএব জীব স্মৃষ্টিকালে আত্মার বাব সূতবাং আত্মাই সর্বকাবণ। ইহা শঙ্করের এক যুক্তি।

‘ব’ শব্দের অর্থ আত্মা বটে, কিন্তু শুদ্ধচৈতন্যরূপ আত্মা নহে, ব্যাবহারিক আত্মা। নিজা চিত্তবৃত্তি-বিশেষ। নিজাকালে জীব জীবই থাকে, কেবল শুদ্ধচৈতন্যরূপে স্থিত হয় না। নিজা তামসবৃত্তি, তমোগুণের প্রাবল্যে চিত্তের সঞ্চাব বন্ধ হইলে তাহাকে নিজাবৃত্তি বলা যায়। ঋতিতে আছে, “স্মৃষ্টিকালে সকলে বিলীনে তমোহিত্তৃত্ত্বঃ স্থবরশমেতি” (‘কেবল্য উপনিবহ’।) স্মৃতিও বলেন, “সম্বাদ্ভাগবৎ বিভ্রাজনসা স্বপ্নাদিশেৎ। প্রাণাপনং তু তমসা ভূবীর জিম্বু সত্ততম্।” (যোগবার্তিকে উদ্ধৃত)। ভগবান্ পতঞ্জলি বলিয়াছেন, “অভাবপ্রত্যাবালম্বনা বৃত্তিসিদ্ধা।” যোগভাস্ত্রকাবও নিজাব তমঃপ্রাধান্য ও জিহ্বাশাস্ত্রকর সত্যক বুঝাইয়াছেন।

কৌবীতকী ঋতিতে আছে, নিজাকালে মন আদিবা প্রাণরূপ আত্মার একীভাবাপন্ন হইয়া থাকে। ফলতঃ বিষয়াভিসুখে ইন্দ্ৰিয় ও মনের সঞ্চাব বন্ধ হইবা, নিজেতে বা অন্তঃকবণে থাকাই

\* বাচস্পতি নিজ ভলমলিনতার অন্তরণ ব্যাখ্যা করেন, তিনি বলেন, “কথ্যিৎ পাথিবচ্ছাবাং ত্রাসতামাবোণঃ কথ্যিৎ তৈকসং শুক্লমারোগ্যঃ, \* \* নির্বগ্নস্তি। তত্রাপি পূর্বদৃষ্ট তৈকসত্ত্ব বা তাকসত্ত্ব বা হুগত পুরুষ বভশি স্মৃষ্টিকপোহবতাস ইতি” (‘তামতী’।)

তাহা বাহাই হটক অব্যাস কিন্তু প্রত্যক্ষ অববীক্ষেই হয়। অন্তবীক্ষেব যে রূপ দেখা যায় তাহা তত্ত্বতা তেজোভূতব গুণ, আব তাহাতে বস্তুিত কোনও রূপ (hallucination) যেবিদেও তাহা প্রত্যক্ষ ভবাই অব্যাস হয়, অপ্রত্যক্ষ আকাশে হয় না।

‘সমপীতো ভবতীতি’ শ্রুতিব প্রকৃত অর্থ। নচেৎ নিদ্রারূপ বোব তামসবৃত্তিব সমুদাচাবকালে পুরুষের কৈবল্যেব ভাব স্বরূপস্থিতি বলা অসম্ভব করনা, তাহা হইলে সমাধি ও আত্মজ্ঞান সবই ব্যর্থ হয়।

নিদ্রাতে যে চিত্তেব লব হয় তাহা সাংখ্যেবা স্বীকার করেন না। কোবীতকী শ্রুতিতেও আছে, চিত্ত তখন পূবীভৎনাভীতে (অন্ধ্রে) থাকে, নব হয় না। লব হইলে জাগ্রৎ ও স্বপ্নেব লব হয়। অতএব ‘স্বপ্নকালে চিত্ত স্ব-শব্দবাচ্য প্রধানে লব হয় না কিন্তু চেতন আত্মাব লব হয়’ শব্দেব এই আপত্তি ও সিদ্ধান্ত উভয়ই অলীক। চেতন আত্মা অর্থে চেতনাবৃত্ত অস্তঃকরণ হইলে উহা কথঞ্চিৎ সাংখ্যসম্মত হয়। “প্রাজ্ঞেনাশ্বনা সম্পবিষজ্ঞো ন বাহুং কিঞ্চন বেদ নান্তবম্” (বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ৪।৩।২১) এই শ্রুতিব অর্থ যথা—নিদ্রাকালে প্রাজ্ঞ বা প্রকৃষ্টরূপে অজ্ঞ (নৈম অজ্ঞকায়ে ক্ষুদ্রদৃষ্টিব দ্বাব) আত্মভাবেব দ্বাবা পবিদন্ত হইবা বাহু বা আন্তব কিছুব জ্ঞান হয় না। এই প্রাজ্ঞ আত্মা শ্রুত্যান্বোক্ত তসোহিভিত্তূত নিদ্রা অবস্থা।

১১। শাক্তব মতে আত্মা বিদ্বপ—বিদ্যাবহ এবং অবিদ্যাবহ। সাংখ্যমতেও পুরুষ মুক্ত ও বদ্ধ বিদ্বপ। সেই দ্বৈক্য উপচাবিক, বাতবিক নহে। অস্তঃকরণহ বিদ্যা-অবিদ্যাব অপেক্ষাতেই পুরুষকে মুক্ত ও বদ্ধ বা স্বহ ও অস্বহ বলা যায়। সাধাবান্বেব সহিত ঐ বিবয়ে প্রভেদ এই যে, সাধাবানী বলেন, পুরুষ বিদ্যাবহতাব অর্থাৎ নিষ্ঠূর্ণ পুরুষ ও ঐশ্ববতা এক অভিন্ন, সাংখ্য বলেন, তাহা নহে, বিদ্যা অস্তঃকরণধর্ম, ঐশ্ববতাও অস্তঃকরণধর্ম।

‘অবিদ্যা কাহাব’ এ প্রশ্নেব উত্তব সাধাবানীবা দিতে পাবেন না। পঞ্চম সীতাব জ্যোতিশ অধ্যাবেব তৃতীয় স্লোকেব ভাঙ্গে কৃট তর্কেব দ্বাবা উহা উভাইবা দিবাব চেষ্টা কবিয়াছেন। প্রদ্রোস্তবরূপে শব্দব তথায় তর্ক কবিয়াছেন। এহলে তাহা অনুদিত কবিবা দেখান যাইতেছে।

“সেই অবিদ্যা কাহাব?—যাহাব দেখা যায় তাহাব। কাহাব অবিদ্যা দেখা যায়? এতদ্বত্তবে বলি ‘কাহাব অবিদ্যা’ এই প্রশ্ন নিবর্ধক। কেন নিবর্ধক? যদি অবিদ্যাকে দেখা যায় তবে অবিদ্যাবান্কেও দেখা যাইবে। অতএব যাহাব অবিদ্যা তাহাকে দেখা গেলে বুঝা ঐকপ প্রশ্ন যুক্ত নহে। যেমন গো এবং গো-স্বামীকে দেখা গেলে ‘কাহাব গো’ ঐকপ প্রশ্ন যুক্ত হয় না, তৎসং।

“তোমাব ঐ দৃষ্টান্ত বিবদ, কাবণ গো এবং গো-স্বামী উভয়েই ‘প্রত্যক্ষ’, তাই সে হলে ঐকপ প্রশ্ন যুক্ত হয় না। কিন্তু অবিদ্যা এবং অবিদ্যাবান্ অপ্রত্যক্ষ, তাই ঐ প্রশ্ন যুক্ত।

“অপ্রত্যক্ষ অবিদ্যাবান্বেব সহিত অবিদ্যানস্বক জানিবা তোমাব কি হইবে? অনর্থহেতু বলিয়া তাহা আমাব পবিহর্তব্য হইবে। (এহলে যদি শঙ্কাকাবী উত্তব দিতেন যে সাধাবান্বেব যে অযুক্ত বর্ণন তাহা প্রশংসা কবাই আমাব প্রযোজন, তাহা হইলে পঞ্চকে আব অগ্রসব হইতে হইত না। অবিদ্যা বা অজ্ঞান বলিলে অজ্ঞানী যে কে তাহাও বলা আবশ্যক, কিন্তু সাধাবান্বেব তাহা নাই—আছেন একমাত্র জ্ঞানী বিদ্যাবহ ব্রহ্ম বা ঐশ্বব)।

“যাহাব অবিদ্যা সেই তাহাব পবিহাব কবিবে—অবিদ্যাকে এবং অবিদ্যাবান্ বলিয়া মিথ্যেকে জান?—হী জানি, কিন্তু প্রত্যক্ষেব দ্বাবা জানি না।

“অহমান্বেব দ্বাবা যদি জান তবে সযুক্তগ্রহণ কিরূপে হইবাছে? তুমি জ্ঞাতা আব অবিদ্যা জ্ঞেয়ভূতা, অতএব সেইকালে তোমাব ও অবিদ্যাব সযুক্তগ্রহণ (জানা) শকা নহে। অবিদ্যা বিবয়রূপে জ্ঞাতাব উপযুক্ত (সম্বন্ধীভূত) হয় বলিয়া জ্ঞাতার এবং অবিদ্যাব সযুক্ত জানাব দ্বন্দ্ব

অল্প জ্ঞাতাব আবশ্যক। তাহাতে অসংখ্য জ্ঞাতা কল্পনা কবিতো হয় বা অনবস্থা ঘোষ হয়।” ইত্যাদি।

অতএব শব্দেব মতে কে অবিত্তাবান্ তাহা প্রত্যক্ষ বা অনুমানেব দ্বাৰা জানিবাব উপায় নাই। শ্রুতিতেও নাই যে ‘অবিত্তা কাহাব’, অন্ততঃ শব্দ তাদৃশ শ্রুতিপ্রমাণ দ্বিতে পাবেন নাই। সুতবাং শব্দেব মতে ‘অবিত্তা কাহাব’ তাহা সৰ্বথা অপ্রমেয়।

জ্ঞানেব সহিত বাহাব অবিনাশাবিসম্বন্ধ সেই জ্ঞাতা। ‘আমি বিবব জানি’ এইরূপ অনুভব বিস্তেব কবিবাই জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় বা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়-রূপ সম্বন্ধতাবদা লক্ষ হয়। তাহা অনুমান হইতে পারে, কিন্তু সেই অনুমানেব জন্ম অসংখ্য জ্ঞাতা কল্পনা কবাব প্রয়োজন নাই। বৰ্তমান জ্ঞাতা পূৰ্বানুভবকে বিস্তেব কবিবা ঐক্য আত্মমানিক নিশ্চয় কবে। ‘আমাব ইচ্ছা আছে’, ‘আমি ইচ্ছা কবি’ ইত্যাদিও যেকণে জানি ‘আমাব অবিত্তা বা মিথ্যা জ্ঞান আছে’ তাহাও সেইরূপে জানি।

সেই ‘আমি’ কে ?—আমি জ্ঞাতা। এ বিববে সাংখ্য ও শব্দব একমত। সাংখ্যমতে জ্ঞাতা চিত্তপমাত্র, তাহা বিজ্ঞা ও অবিজ্ঞা উভয়েবই সমান জ্ঞাতা। জ্ঞাতা যে অবিকাবী তদ্বিষয়েও শব্দব ও সাংখ্যেব মত এক। অবিত্তাবৃত্তিক অন্তঃকবণেব জ্ঞাতা সংসাবী, আব বিজ্ঞানিবৃত্ত অন্তঃকবণেব জ্ঞাতা মুক্ত, চিত্তপ জ্ঞাতাব তাহাতে বিকাব নাই। ঐক্যে ‘অবিত্তা কাহাব’ তাহা সাংখ্যমতে সুসঙ্গত হয়, অৰ্থাৎ জ্ঞান যেমন আমাব সেইরূপ অজ্ঞান বা অবিত্তাও আমাব বা জ্ঞাতাব।

শব্দব জ্ঞাতা ‘আমি’কে শুদ্ধ চিত্তপ বলেন না, কিন্তু সৰ্বজ্ঞ সৰ্বশক্তিমান্ ঐশ্বৰ্য বলেন। তাই তন্মতে ‘অবিত্তা কাহাব’ তাহা সঙ্গত হয় না। ঐশ্বৰ্য অৰ্থে বিজ্ঞাবহ পুরুষ, তিনি যুগপৎ কিকণে বিজ্ঞাবহ ও অবিজ্ঞাবহ হইবেন, তাহা শব্দব বুঝাইতে পারেন নাই। ঐশ্বৰ্য অন্তঃকবণ-ধৰ্ম; আমাব অন্তবে ঐশ্বৰ্য নাই তাই আমি অনীশ্বৰ, আমাব সার্বজন্য নাই তাই আমি অল্লজ। শব্দেব মতে আমি যুগপৎ ঐশ্বৰ্য-অনীশ্বৰ, সৰ্বজ্ঞ-অল্লজ এইরূপ বৈষম্য আলে বলিবা তাহা অসম্ভাব্য। সাংখ্যমতে পুরুষেব অন্তব শুদ্ধ হইলে তবে সে ঐশ্বৰ্য হয়, বৰ্তমানে তাহাব ঐশ্বৰ্যতা অনাগতভাবে আছে। সেইহেতু ভাবেব দ্বাৰা সেই অনাগত ঐশ্বৰ্যতাকে অভিমুখ কবিতো হয়।

আত্মাব সাংখ্য্য সম্বন্ধে সাংখ্য ও মায়াবাদেব ভেদ আছে। সাংখ্যমতে আত্মা বহু, শব্দবমতে আত্মা এক। এ বিববে সাংখ্যেব যুক্ততা ‘পুরুষেব বহুত্ব এবং প্রকৃতিব একত্ব’ এবং ‘পুরুষ বা আত্মা’ এই প্রকরণদ্বয়ে স্ৰষ্টব্য, এখানে সেই সমস্ত বিচাবেব পুনরুল্লেখ কবা হইল না।

১২। প্রাচীন ও অপ্ৰাচীন মায়াবাদীৰ দুৰ্গ ‘অনিৰ্বচনীয’ শব্দ। মাযাকে তাঁহাবা অনিৰ্বচনীয বলেন, কিন্তু সৰ্বস্থলে অনিৰ্বচনীয বলেন না; বখন ঐশ্ব উঠে, মায়া ও ব্রহ্ম দুই পদার্থ জগৎকাবণ হইলে কিকণে অদ্বৈতসিদ্ধি হয়, অথবা মায়াযুক্ত শুদ্ধচৈতন্য কিকণে এক অদ্বিতীয় ভেদশূন্য পদার্থ হয়, তখনই মাযাকে অনিৰ্বচাচ্য বলেন, নচেৎ মাযাব ছবি ছবি নিৰ্বচন কবেন। অথচন-থটন-পটাবনী, ভূগাণি লবাবনী, ব্রহ্মাণ্ডাণি গবাবনী ইত্যাদি অনেক নিৰ্বচন হয়, কেবল অদ্বৈতবাদ টিকাইবাব সময় অনিৰ্বচাচ্য হইবা যায়।

যাহা হউক, অনিৰ্বচনীয শব্দেব অৰ্থ পবীক্ষা কবিলে প্রতাপন্ন হইবে কোন্ কোন্ স্থলে তাহা প্রযোজ্য। নিকৃতি বা নিৰ্বচন অৰ্থে বিশেষগুণবাচক শব্দোজ্জেশ, যদ্বারা নিরূপ্যমান পদার্থ অল্প পদার্থ হইতে বিলক্ষণরূপে বোধগম্য হয়। কোন বিষয় না জানিলে তাহা ঠিক কবিয়া না বলিতে পাবাব নাম অনিৰ্বচনীয।

সত্তা-পৰ্য্যায় কখনও অনিৰ্বচনীয় হইতে পাবে না, কাৰণ তাহা চৰম সাক্ষ্য, তাহাই নিৰ্বচন, তাহাব অধিক নিৰ্বচনের প্রয়োজন নাই। অসূক দ্রব্য আছে কি না ইহাব উত্তবে অনিৰ্বচনীয় বলিলে ব্যর্থ কথা বলা হইবে, অথবা, তাহাব কলিতার্থ হইবে—‘আছে কি না তাহা জানি না।’ ছত্ৰবাঃ মায়া আছে কি না তত্ত্বত্তবে বলিতে হইবে ‘আছে’। আধুনিক মায়াবাদী প্রাৰ্থই বিচাৰকালে বলেন ‘মায়া নেহি হ্যাব’।

যে প্রস্তাব উক্ত ‘হা’ বা ‘না’ তাহাব উত্তবে ‘অনিৰ্বাচ্য’ বলিলে বুঝাইবে ‘হা কি না, তাহা ঠিক বলিতে পাৰি না।’ চৈতন্ত ও মায়া কি এক, অথবা তাহাবা বিভিন্ন—এই প্রশ্নবৎ উত্তবে ‘অনিৰ্বচনীয়’ বলিলে বুঝাইবে ‘এক কি না অথবা ভিন্ন কি না তাহা জানি না’। কিন্তু তৎকৈতত্তবে ও মায়াব বৈকল্প লক্ষণ কবা হব তাহাতে এক বলিবাব উপাব নাই, অগত্যা তাহাদিগকে বিভিন্ন বলিতে হইবে। মায়া নামক ইন্দ্রজাল ও তৎকৈতত্তকে এক বলা বুদ্ধিৰ বিপৰ্যব মাত্র।

অতএব বলিতে হইবে মায়া আছে ও তাহা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন পদার্থ। অনিৰ্বচনীয় বলিয়া উহাব উত্তব বিলে চলিবে না।

‘অনিৰ্বচনীয়’ ও ‘মিথ্যা’ শব্দবৎ অর্থ অনিৰ্বাচ্য কবা হব বাবা, ‘সদস্যমানিৰ্বাচ্য মিথ্যাভূতা সনাতনী’ অর্থাৎ বাহাকে সৎও বলিতে পাৰি না অসৎও বলিতে পাৰি না—মায়া এতৰূপ মিথ্যা ও সনাতনী। বজ্জতে সৰ্পভাষি হইলে যেমন, তাহাতে সৰ্প পূৰ্বও ছিল না, বর্তমানও নাই, ভবিষ্যতেও থাকিবে না, অথচ যেমন ‘সৰ্প নাই’ এইরূপও বলা বাব না অর্থাৎ সৰ্প আছে বা নাই তাহা ঠিক বা নিৰ্বচন কৰিবা বলা বাব না তাহাই অনিৰ্বচনীয় বা মিথ্যা।

মিথ্যা শব্দেব অর্থ এককে অস্ত জ্ঞান, বজ্জকে সৰ্পজ্ঞান মিথ্যা। অতএব মিথ্যা অর্থে দুই বাস্তব পদার্থেব বানসিক আবোপ-বিশেব হইল—এই নিৰ্বচনই মিথ্যা শব্দেব নিৰ্বচন। ইহাতে অনিৰ্বচনীয় কি আছে ?

এহলে মায়াব অর্থ পৰ্যালোচনা কবা যাক। মায়াবণ মায়া অর্থে ইন্দ্রজালিক (ইন্দ্রজাল দেখাইবাব শক্তিসম্পন্ন পুংস্ব) বাহা দেখাব অর্থাৎ ইন্দ্রজালমাত্র মায়া, যে শক্তিৰ বাবা ইন্দ্রজাল দেখান বাব তাহা মায়া নহে। শব্দবও ভাষ্যে মায়াব অর্থ একরূপই কৰিবাছেন। জগদ্রূপ ইন্দ্রজালই, ব্রহ্মেব মায়া।\* ব্রহ্ম সেই ইন্দ্রজাল দেখাইবাব শক্তিসম্পন্ন। ইন্দ্রজালকে ইন্দ্রজালিক

\* শব্দেব প্রকৃত সত্ত জগৎটাই মায়া, জগতের কাণ মায়া নহে যেহেতু শব্দ জগৎকে ইবৎ-প্রকৃতিক বলেন, আর ইন্দ্রজালের উদাহরণ মিথ্যা মায়া শব্দেব অর্থও বুঝাইবাছেন।

অতি কিন্তু মায়াকে প্রকৃতি বা জগৎ কারণ বলেন, বাবা—‘মায়াস্ত প্রকৃতিং বিভাৎ’। আব এক কথা, মায়াবাসেব মায়া শব্দ প্রাচীন দশ উপনিষদে পাওবা বাব না বলিলেই হব। মশের যথিভূত যেতাতত্তবে কেমন কয়েক স্থানে মায়া শব্দ ব্যবহৃত হইবাছে, উহাব অর্থ মায়াবাবীয় মায়াব অর্থেব সহিত এক না হইতেও পাবে।

“আমি চ চৈতন্ত্যভিভিক্ত সৰ্বভূতাত্তমসক্ বেন প্রাশেণ মাখনীক তং সৎ অসৎ বা ? আভে ভেমেব সৰ্বমিথ্যাশ্ববাং, অন্তো অসতোহপার্যদাযকরে অসত্য প্রাশেণ সৰ্বসত্যমসি সিদ্ধাভু।” (ব্রহ্মবৈবে কিজানামৃত ভাষ্য ১১১৪) অর্থাৎ চৈতন্ত্যভিভিক্ত অস্ত সব অসৎ ইহা যে প্রাশেণ বাবা সিদ্ধ হব সেই প্রাশটি সৎ কি অসৎ ? যদি বল সৎ, তাহা হইলে ব্রহ্ম ছাড়া অস্ত সব বস্তবই মিথ্যা সিদ্ধ হব না (কাণ তাহাতে ব্রহ্ম এবং প্রাশ অন্ততঃ এই দুটো পদার্থ সৎ হব)। আর যদি বল ঐ প্রাশও অসৎ, তাহা হইলে অসৎ প্রমাণেব বাবাও সত্যার্থ সিদ্ধ হব বলিতে হইবে। অতএব অসৎ প্রাশেব দ্বারা সৰ্বসত্য সিদ্ধ হইতেও বাধা নাই। অর্থাৎ প্রাশই বখন মিথ্যা তখন ‘ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা’ বা ‘ব্রহ্ম সত্য ও জগৎ সত্য’ এই দুই নবই তুল্যমূল্য। যলে প্রাশকে অসৎ বা বাই বলিলে ব্রহ্মেব অস্তি সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন নাই বলিতে হইবে।



হইতে অতিরিক্ত কিছু সংপদার্থ বলা যায় না, এবং ঐশ্বর্যালিকের অন্তর্গত পদার্থও বলা যায় না, কারণ তাহা ঐশ্বর্যালিকেব বাহ্যরূপে প্রতীত হয়। ভক্তান্ত্র মায়াবী হইতে মায়াব ভেদ অনির্বচনীয়। ব্রহ্ম এবং জগৎ ইশ্বরজ্ঞানও ঐক তদ্রূপ, ব্রহ্ম হইতে জগৎ-নামক মায়া ভিন্ন, কি অভিন্ন তাহা অনির্বচনীয়, অতএব এক ব্রহ্মই নির্বচনীয় সত্তা। ইহাই শাস্ত্রের দর্শনের মাব মর্ম।

সাংখ্যের দর্শন অন্তরূপ। মায়াবী ব্রহ্মকে জগৎকে স্রষ্টা বলিতে সাংখ্যের আপত্তি নাই, কিন্তু ‘মায়াবী ব্রহ্ম’ এক তত্ত্ব নহে। ঐশ্বর্যালিক যে শক্তির দ্বারা মায়া দেখান, তাহা তাহার কবণের শক্তি। করণ ব্যতীত কার্য হয় না, ব্রহ্মও সেইরূপ স্বীয় অন্তঃকরণের শক্তির দ্বারা জগৎরূপ মায়া দেখান। ঐশ্বর্যালিক মনুষ্য যেমন ইন্দ্রিয়মনোবৃত্ত ‘আত্মা’, ব্রহ্মও তদ্রূপ ব্রহ্মকবণবৃত্ত ‘আত্মা’। শ্রুতিও ব্রহ্মেব করণপূর্বক জগৎসৃষ্টিব বিষয় বলেন। ‘বহু ত্ৰায় প্রজাবেশ’ (ছান্দোগ্য ৬২) ইত্যাদি শ্রুতিতে অহংকাবপূর্বক পর্যালোচনা বা অন্তঃকবণকার্য স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে, হুতবাং ব্রহ্ম অন্তঃকরণবৃত্ত পুরুষবিশেষ। অন্তঃকবণ প্রাকৃত পদার্থ, হুতবাং জগৎকেব মূল কাবণ হইল—প্রকৃতি ও উপদ্রষ্টা পুরুষ।

আবও বক্তব্য এই যে, মায়াবী মায়া দেখে না, কিন্তু অন্ত ভ্রান্ত পুরুষ মায়া দেখে। স্বয়ং যদি কেহ মায়া দেখে, তবে সে ভ্রান্ত বলিয়া কথিত হয়, অনেক লোকে যেমন মনোভাবকে বাহিরেব সত্তাজ্ঞানে ভ্রান্ত হয়, তদ্রূপ। ব্রহ্মেব দ্বারা প্রদর্শিত মায়াব স্রষ্টা কে? ব্রহ্মই এবং স্রষ্টা হইলে তিনি ভ্রান্ত। অতএব ব্রহ্ম ছাড়া অন্ত ভ্রান্ত স্রষ্টা পুরুষ আছে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে, অর্থাৎ সাংখ্যের পুরুষবহুত্ববাদ গ্রহণ ব্যতীত গতান্তব নাই।

মায়া মিথ্যা বটে, কিন্তু তাহা স্বখন আছে তখন অসৎ নহে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, মিথ্যা অর্থে ‘এককে আর এক জানা’, মায়া তদ্রূপে মিথ্যা।

ঐশ্বর্যালিক স্রষ্টা ধবিয়া আকাশে গেল, তথাব যুদ্ধ কবিয়া ছিন্নশরীবে ভূপতিত হইল, পদে সঞ্জীবিত হইল, ইত্যাদি ভাবমতীবা বাকী অতি প্রাচীন, এবং ভাবভবের নিম্নব। শঙ্করও ইহাব উদাহরণ দিয়াছেন (কিন্তু আজকাল উহা আছে কি না বলা যায় না)।

যাহা হউক, উহা হয় বিকূপে তাহা বিচার্য। ঐশ্বর্যালিক মনে মনে ঐ সব চিন্তা কবে, তাহাব চিন্তাকূপে (thought-transference) নামক শক্তিবিশেষেব দ্বারা কতক দূর পর্যন্ত সমস্ত দর্শকেব মনে একূপ চিন্তা উঠে, তাহাবা সেই চিন্তাকে বাহ্যভাব মনে করিয়া ভ্রান্ত হয়। (প্রাচীন উৎকর্ষপ্রাপ্ত ঐ ইশ্বরজ্ঞানবিভা অধুনা লুপ্তপ্রাব হইলেও সেনসেরিয়জন্ম দ্বাবাও একূপে অনেক ইশ্বরজ্ঞান দেখান যায়)।

অতএব ইশ্বরজ্ঞানেব মধ্যে মনোভাব বাহ্যে আছে বলিয়া যে জ্ঞান হয়, তাহাই ভ্রান্তি বা মিথ্যা, কিন্তু মনে যে একূপ ভাব হয় এবং তাহাব উৎপাদক এক ভাব যে মায়াবীর মনে হয়, তাহা মিথ্যা নহে, কিন্তু সত্য। ব্রহ্ম-মায়াসম্বন্ধেও সেইরূপ। বস্তুতঃ ইচ্ছার দ্বারা ই মায়া দেখান যায়, তাই মায়াকে ব্রহ্মেব ইচ্ছাও বলা হয়, কিন্তু ইচ্ছা অসৎ পদার্থ নহে।

আপত্তি হইতে পারে, ব্রহ্মেব মায়া অলৌকিক, আর মায়াবীর মায়া লৌকিক। ভ্রান্তি বিষয়ে তাহাদেব সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু ভ্রান্তির দর্শকবিষয়ে তাহাদেব সাদৃশ্য নাই। ব্রহ্ম-মায়া দেখিবার দর্শক কে তাহা অনির্বচনীয়; শ্রুতি বলেন ‘এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম আছে’ অতএব আর ভ্রান্ত কেহ দর্শক নাই। তবে কি ব্রহ্ম স্বমায়াব দর্শক? না না তাহাও নহে। উহা অনির্বচনীয়। অনির্বচনীয়!!

ইহাই মায়াবাদের দ্বন্দ্ব, ব্রাহ্মজ্ঞান স্বীকার কবিলে, কিন্তু ব্রাহ্মজ্ঞানের জ্ঞাত স্বীকার কবিলে না। জ্ঞাতহীন জ্ঞান, কৰণহীন কার্য, ব্রাহ্মযুক্ত অজ্ঞাত ব্রহ্ম, অনেক অবিভীষ সভা, ইত্যাদি 'সত্য'-সকল স্বীকার না কবিলে মায়াবাদ নামক 'অনিৰ্বচনীয়' দৰ্শনের দ্বাৰা প্রভাবিত ব্যাখ্যা সঙ্গত হয় না।

মায়া যদি জ্ঞাতহীন ব্রাহ্মজ্ঞান হয়, তবে তাহাব উদাহরণ দেখান চাই, অর্থাৎ দেখান চাই যে, জ্ঞাতহীন জ্ঞান হইতে পারে। নচেৎ তাহা দ্বন্দ্ব বা 'সলীল অনন্তের' দ্বাৰা বাস্তব হইবে।

১৩। মায়াবাদের ব্রহ্ম বা আত্মা আনন্দময় অর্থাৎ প্রচুর-আনন্দ-স্বভাব, কিন্তু সাংখ্যের পুরুষ আনন্দময় নহেন, পবিত্র চিত্ত। ভোক্তব্য বোধ্যস্বভাব বৃত্তিতে শব্দেব এই বৃত্ত বৈকল্যে খণ্ডন কবিলে, তাহা অসম্ভব। এখানে অসম্ভব কবিলে মিলান।

"বেদান্তবাহিনী, বাহ্য বা আত্মা চিদানন্দময়ই মোক্ষ মনে করেন, তাহাদের পক্ষ যুক্ত নহে। যেহেতু আনন্দ স্বরূপ, স্বয়ং সর্বদা সংবেদমানতাব দ্বাৰা প্রতীভাসিত হয়, আব সংবেদমানতাব সংবেদন ব্যতীবেক উৎপন্ন হয় না, অতএব সংবেদ ও সংবেদন এই দুই তত্ত্ব স্বীকার (অন্যুপপন্ন) কবিলে হয় বলিয়া অসম্ভবতাহানি ঘটে।

"যদি বল 'আত্মা স্বতন্ত্র'— তবে তাহাও যুক্ত হয় না, কারণ তাহাতে সংবেদরূপ আত্ম-নিরূপণ দ্বাৰেব অধ্যাস কবিলে আত্মস্বরূপের নিৰ্ভরন কবা হয়। সংবেদন ও সংবেদ কখনও এক হইতে পারে না।

"কিঞ্চ অসম্ভবতাহানীবা কর্মাত্মা ও পদমায়া-ভেদে বিবিধ আত্মা স্বীকার করেন, তাহাতে বৈকল্যে কর্মাত্মাব স্বতন্ত্রতাবোধ হয়, পদমায়াও যদি সেইরূপ হয়, তবে পদমায়াব অবিভা-স্বভাব ও পদমায়াব বটে, আব পদমায়াব সাক্ষ্যভোক্তৃত্ব (স্বতন্ত্র কর্তৃত্ব) নাই, কিন্তু বুদ্ধিধর্ম দ্বাৰা উপলব্ধিত বিবয়ই তাহাব ভোক্তৃত্ব এইরূপ স্বীকার কবিলে আমাদের দৰ্শনেই তাহাদের (বেদান্তীদের) অসম্ভবেষ হয়।

"কিঞ্চ কর্মাত্মাব অবিভা-স্বভাবহেতু শাস্ত্রেব অধিকারী কে? নিত্যযুক্তহেতু পদমায়া অধিকারী নহেন, আব অবিভাহেতু কর্মাত্মাও শাস্ত্রাধিকারী হইতে পারে না। অতএব সকল শাস্ত্রেব বৈরর্থ্যপ্রসঙ্গ হয়। আব জগৎবেব অবিভাধর্ম স্বীকার কবিলে 'কাহাব অবিভা' তাহা বিচার্য। উহা পদমায়া নহে, কারণ তিনি নিত্যযুক্ত ও বিভাবরূপ, আব কর্মাত্মাও নিঃস্বভাবহেতু পদবিভা-রূপ বলিয়া কিরূপে তাহাব অবিভাসম্বন্ধ হইতে পারে?

"বেদান্তীবা বলেন, তাহাই অবিভা বাহা বিচাবাসহ। বাহা বিচাবেব দ্বাৰা নিমকসম্পৃষ্ট নীহাবেব মতো বিলম্বপ্রাপ্ত হয়, তাহাই অবিভা। ইহাও সত্য নহে। যে বস্তু কিছু কার্য কবে, তাহা কিছু হইতে ভিন্ন ও কিছু হইতে অভিন্ন এইরূপ অবস্থা বলিতে হইবে। সংসারলক্ষণ প্রপঞ্চরূপ কার্যেব কর্ম অবিভা, এইরূপ অবস্থাই স্বীকার কবিলে হইবে, তাহা হইলেও যদি অবিভা অনিৰ্বাচ্য হয়, তবে কোন বস্তুই বাচ্য ঘটে না। ব্রহ্মও অবাচ্য হয়।" বাস্তবিকতাব বৃত্তি প্রাপ্ত হয়।

সাংখ্যমতে নিষ্ঠুর পুরুষ আনন্দময় নহেন কিন্তু সত্ত্ব বা অতিমাত্র সত্ত্বগুণপ্রধান মহাদ্বাত্মাবই আনন্দময়, তাহাব নাম বিশালা জ্যোতির্মতী। তদ্বাবে সত্য অধিষ্ঠিত হইলে সর্বব্যাপী, সর্বত্র ও সর্ববিধাতা হওয়া-রূপ ঐশ্বর্য লাভ হয়, শব্দ ইহাকে নিষ্ঠুর ব্রহ্মের সহিত এক মনে কবিলে

গিয়াছেন। উক্ত প্রকাব মহাদ্বাভাব লক্ষ্য কবিরাই স্বতি বলেন, “সর্বভূতেষু চাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি। সমং পশুশ্রাদ্ধাজী স্বৰাজ্যমধিগচ্ছতি।” ইহা মঙ্গল ভাব, ইহাব উপবে নিগূর্ণ ব্রহ্মভাব বধা—“সোপাধিনিরূপাধিচ্ছ বোধ্য ব্রহ্মবিদ্যুতে। সোপাধিকচ্ছ সৰ্বাত্মা নিরূপাখ্যোহিচ্ছপাধিকঃ।” (নীলকণ্ঠত শান্তিপর্ব ৩৮২১)।

নচেন চিত্ত্যাজ দৃষ্টিতে ‘সর্ব’ও থাকে না, ‘ভূত’ও ভাবনা কবিতে হয় না। সমস্ত প্রপঞ্চ ত্যাগ কবিত্ব আত্মপ্রত্যয়লক্ষ্য চিতি শক্তিতে অবস্থান কবিতে হয়।

শঙ্কর বৃহদাৰণ্যকভাষ্যে ‘বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম’ (৩।২।২৮) এই শ্রুতিব ব্যাখ্যায় বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত কবিয়াছেন যে, আনন্দ সংবেদ্য হইলেও ব্রহ্মানন্দ সংবেদ্য নহে। তাহা “প্রসন্নঃ শিবম-তুলন্যাবাসঃ নিত্যভূতমেকরসম্”—এইরূপ অসংবেদ্য আনন্দ, এবং ব্রহ্মই সেই আনন্দ-স্বরূপ। আবাব তৈত্তিরীযভাষ্যে সর্বোচ্চ আনন্দ যে ব্রহ্মানন্দ তাহাকে হিবর্ণ্যগর্ভের আনন্দ বলিয়াছেন। অতএব ‘অসংবেদ্য আনন্দ’ অলীক পদার্থ, বিজ্ঞানযুক্ত হিবর্ণ্যগর্ভের আনন্দই বস্তু পদার্থ এবং সাংখ্যসম্মত। বলা বাহুল্য ‘প্রসন্নঃ’ ‘শিবঃ’ ইত্যাদি চিন্তেই ধর্ম।

১৪। শঙ্কর বলেন, ‘মহাদ্বাদি’ নাই, বস্তু ইন্দ্রিয়ার্থেব জ্ঞাব তাহাবা অলীক (২।১।২)। ‘মহাদ্বাদি নাই কেন’ ভদ্রন্তবে শঙ্কর বলেন, লোকে ও বেদে অপ্রসিদ্ধ বলিয়া। ইহা উচ্চৈঃস্ববজ্ঞাব মাজ। বস্তুতঃ মহাদ্বাদি বেদেও আছে লোকেও আছে। শঙ্কর তাহা ব্যাখ্যা কবিত্বা উভাইয়া দিবার চেষ্টা কবিয়াছেন। অথচ শঙ্কর নিজেই তৈত্তিরীয উপনিষদের ‘মহঃ পূজ্যম্’ ইহাব ভাষ্যে “মহ ইতি মহত্ত্বম্ প্রথমম্ ‘মহ’ স্বকম্ প্রথমম্” ইতি শ্রুতান্তবাৎ।...সর্ববিজ্ঞানানাং চ মহত্ত্বম্ কাবণম্” ইত্যাদি ব্যাখ্যাব দ্বাবা মহত্ত্বম্ যে শ্রুতিসম্মত তাহা প্রতিষ্ঠিত কবিয়াছেন। স্রীতা ৭।৪ শ্লোকের ভাষ্যে তিনি নিজেই বলিয়াছেন, ‘মনসঃ কাবণম্ অহংকাবঃ গৃহ্যতে। বুদ্ধিবিভ্যাহংকাবকাবণং মহত্ত্বম্’। ইহাই তো সাংখ্যী তত্ত্ব। বস্তুতঃ মহদ্বাদিবা প্রমের পদার্থ এবং যোগীদেব ধ্যেয় বিষয়; তাহা যোগশাস্ত্রকাব ঋষিগণ সম্যকরূপে প্রদর্শন কবিত্বা গিয়াছেন। ইন্দ্রিয় ও অর্থ আছে, তাহা শঙ্কর স্বীকাব কবেন। প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, স্বতি ও নিজা এই কয় বৃত্তিস্বরূপ চিন্তাও অস্বীকাব কবিত্বা উপায় নাই। অবশিষ্ট অহংকাব ও বুদ্ধিতত্ত্ব। শঙ্করের মহদ্বাদি অর্থে স্মৃতবাৎ ঐ দুই তত্ত্ব হইতেছে। অহং অতিমান-স্বরূপ, তাহাও প্রসিদ্ধ পদার্থ। বুদ্ধিতত্ত্ব বা মহত্ত্বম্ অস্বীতিপ্রত্যয়মাজ, ইহা অধ্যবসারের স্বরূপাবস্থা, ইহাকে ‘অস্মিতামাজ’ও বলা যায়। ইহা সমাপত্তিব বিষয়, বধা যোগভাষ্যে ‘তথা অস্মিতায়াং সমাপত্তঃ চিন্তা নিত্যবদমহোদধিকল্পঃ শান্তমন্ডমগ্নিতামাজ ভবতি’। অতএব শঙ্করের ভাবাব বলি, মহদ্বাদি যে আছে এবং যোগীদেব ধ্যেয় হয় তাহা ‘যোগবিদো বিদুঃ’। অযোগবিদেব \* বাক্য এ বিষয়ে প্রমাণ হইতে পারে না। আব শ্রুতিও অবশ্য মহদ্বাদির কথা বলিয়াছেন। কিন্তু শঙ্কর তাহা ব্যাখ্যা কবিত্বা উভাইয়া দিতে চান। শ্রুতি আছে :

\* শঙ্কর নিজেই ২।৪৪ যোগসূত্র উক্ত কবিত্বা বলিয়াছেন (শাবীক ভাষ্য ১।৩৩) “যোগোহিণ্যধিমাচৈবৈর্বপ্রাপ্তিকলকঃ সর্বলোণা ন শক্যতে সাহসমাজ্ঞেণ প্রত্যাখ্যাতুম্। অলিচ্ছ যোগমাহাঙ্গম্ প্রত্যাখ্যাপযতি।...ঋষীগামসি যন্ত্রপ্রাক্ষণদর্শিনাঃ সামর্থ্যা নামহীয়েন সামর্থ্যেনোপদ্যুঃ যুক্তম্”। অর্থাৎ, যোগের দ্বাবা অসিদ্ধিদি ঐকল্যন্ত হয় এই শাস্ত্রোপদেশ দ্রবণে রাখিতা কেবল সাহস বা হঠকাকিত্যপূর্বক যোগের প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব নহে। অতিও যোগের রাহাঙ্গ্যাপ্যাপন কবিত্বা থাকেন।...বেদমন্ত্রপ্রাক্ষণ-ভ্রষ্টা ঋষিদেব শক্তির সহিত আদ্যেব শক্তিব ভুলনা হইতে পারে না। অতএব ভাহার পক্ষে যোগের প্রবর্তয়িতা কপিল-গণশিখাধি ঋষির বাক্য প্রত্যাখ্যান কবিত্বা সাহস করা যুক্ত হয় নাই।

“ইন্দ্ৰিয়ৈভাঃ পৰা স্বৰ্ণা অৰ্ঘ্যৈভ্যশ্চ পৰং মনঃ । মনসন্ত পৰা বুদ্ধিৰ্ভবোজ্ঞা মহান্ পৰঃ ।

মহতঃ পৰমব্যক্তন্ অব্যক্তাং পুরুষঃ পৰঃ ॥”

“বহুদেহান্ধনসী প্রাক্ততৎ বহুদেহজ্ঞান আশ্বনি ।

জ্ঞানমাশ্বনি মহতি নিবহেৎ তৎ বহুদেহজ্ঞান আশ্বনি ॥”

শঙ্কৰ বলেন, এখানে মহান্ আত্মা অৰ্থে সাংখ্যেৰ মহত্ত্ব নহে কিন্তু “তাহা প্ৰথমজ হিবণ্যগৰ্ভেৰ বুদ্ধি, সেই বুদ্ধি সৰ্ব বুদ্ধিৰ প্ৰতিষ্ঠা”।

বস্তুতঃ এই ঋতি প্ৰত্যেক প্ৰাণীৰ ( অৰ্থাৎ আশ্বেশ্বিন্নয়নোবৃত্ত ভোক্তাৰ ) ভিতৰ বে বে তত্ত্ব আছে তাহাই প্ৰত্যাশন কৰিবাছেন। অৰ্থ, ইন্দ্ৰিয়, মন, বুদ্ধি ও আত্মা সৰ্বপ্ৰাণিসাধাৰণ, তাহা বলিতে বলিতে এই ঋতি হঠাৎ কেন হিবণ্যগৰ্ভেৰ বুদ্ধিৰ কথা বখ্যালে বলিলেন তাহা শঙ্কৰই জানেন। মহাভাৰতৰ টীকাৰ ( শান্তিপৰ্ব ২০ঃ১০ ) নীলকণ্ঠ এই ঋতি উদ্ধৃত কৰিবা তাহাৰ ব্যাখ্যাৰ ‘মহতি নিবহেৎ’ ইহাৰ অৰ্থে ‘অদ্বীভ্যোভাবয়াদ্ৰোণ অবজিষ্ঠেত’ লিখিয়া সৰ্বত ব্যাখ্যাই কৰিবাছেন, হিবণ্যগৰ্ভেৰ বুদ্ধিৰ অবতাবণা কৰেন নাই। ‘বহুদেহজ্ঞ’ ইত্যাদি ঋতিও বোণনাখন-বিষয়ক, তাহা প্ৰাণিসাধেবই প্ৰতি প্ৰযোজ্য, অতএব তদ্ব্যয় ‘মহাভাৰত’ও অবশ্য প্ৰাণীৰ আত্মা-নিশেৰ হইবে, হিবণ্যগৰ্ভেৰ বুদ্ধি হওবা কোন ক্ৰমেই সম্ভবপৰ নহে \*। মহান্ আত্মাৰ অন্ত অৰ্থও শঙ্কৰ বলেন। ‘দৃষ্টতে বধ্যয়া বুজ্যা’ এই ঋতিৰ অধ্যাবুদ্ধিই মহান্ আত্মা, ইহাও ভাঙি। বিবেকখ্যাতিই অধ্যাবুদ্ধি। তজ্জ্বা পুরুষ-বৰুণেৰ উপলব্ধি হয়। তাহাই পৰা ব্ৰিত্তা ও বুদ্ধিৰ উৎকৃষ্ট বুদ্ধিবিশেষ, কিন্তু তাহা বুদ্ধিব্ৰব্যমাজ নহে। মহান্ আত্মাৰ আৰম্ভ এক প্ৰকাৰ অৰ্থ হইতে পাবে তাহাও শঙ্কৰ বলেন ‘আত্মানঃ বহিঃকি’ ইত্যাদি ঋতিৰ বধী আত্মাই মহান্ আত্মা এবং তিনিই ভোক্তা। পৰম পুরুষ ছাড়া ভোক্তা আৰ কিছু নাই ইহা আনবা নিজে দেখাইতেছি, অতএব বধী আৰ কেহই নহেন স্বয়ং পুরুষই বধী। আৰ পুরুষতত্ত্বেৰ নিয়ম ব্যক্ত বুদ্ধিতত্ত্বই মহান্ আত্মা। এইরূপে অন্ধকাৰে জ্বলি মাৰাব জ্বাব লকলৈ য য় মহতৰ পোষক ব্যাখ্যা কৰিতে পাবেন ( ব্ৰহ্মসূত্ৰেৰ তাদৃশ বহু ব্যাখ্যাও প্ৰচলিত আছে ), কিন্তু এই ঋতি বে সাংখ্যীৰ তত্ত্বেৰ লহিত অবিকল এক তাহা নিৰপেক্ষ ব্যক্তিমাধেই স্বীকাৰ কৰিবেন। ঋতি অবশ্য মহান্ আত্মা শব্দ এক অৰ্থেই ব্যবহাৰ কৰিবাছেন। শঙ্কৰ বহুবিধ অৰ্থ কবাতো স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, তিনি উহাৰ অৰ্থ বুঝেন নাই বা গঠিক জানিতেন না।

এতদ্ব্যভীত প্ৰত্যাহতৰ ঋতিতে ( ১ঃ৪৫ ) সাংখ্যেৰ সনত্ত পদাৰ্থ, যথা জিগ্ৰণ বা প্ৰধান, প্ৰত্যয়সৰ্গ প্ৰভৃতি সবই কথিত হইবাছে এবং তাহাৰ ভাঙেও এই সব পদাৰ্থেৰ উল্লেখ আছে। শাবীৰক ভাঙে “অজ্ঞানেকাঃ দোহিতপ্ৰকল্পণাঃ বহীঃ প্ৰজ্ঞাঃ স্বেৰবানান্ সৰুপাঃ । অজ্ঞো হোেকা জুবাপোহিহুগেতে জহাত্যোনান্ জুজুতোগান্ভোহুগাঃ ॥” ( ১ঃ৪৬-১০ ) এই ঋতিৰ অৰ্থে শঙ্কৰ অজ্ঞ মানে ছাগ ও অজ্ঞা মানে ছাগী কৰিয়া অষ্টৈকবাদ স্থাপন কৰাব চেষ্টা কৰিবাছেন। অজ্ঞ ঋতিতে

\* সাংখ্যমোপগমে দ্বিষ্টপৰ্জ অসিত্যৰ সৰাগন্ন পুৰুষবিশেষ। তন্মতে সৰ্বজ্ঞ সৰ্বাধীতা ইহ্মা তিনি সৰ্গাধিতে প্ৰাধুৰ্ব্বত্ব হন। যে যোগীয়া সান্নিত সমাধি পৰিবিমল্ল কৰিতে পাবেন তাহাৰাও হিবণ্যগৰ্ভেৰ সালোক্য-সাক্ষ্য-সান্ধি প্ৰাপ্ত হন। ব্ৰহ্মনোকে অবস্থিত থাকিয়া বস্তুতে বিবেকখ্যাতি লাভ কৰিয়া হিবণ্যগৰ্ভেৰ সহিত যুক্ত হন। ইহা আৰ্য শাস্ত্ৰসমূহেৰ মত। শঙ্কৰ ঐ নামসকল ঘাইবা ভিন্ন মত স্থজন কৰিবা গিয়াছেন।

আছে, তেজ, অপ্ ও অন্ন লোহিত, স্ক্ল ও ক্লক বর্ণেব, তাহা এ স্থানে পাঠাইয়া পূর্বপ্রচলিত ঋত্বার্থ বিপর্যস্ত কবাব প্রবাস পাইয়াছেন। কিন্তু ঐ বেতাখতব উপনিষদেই অনেক স্থলে 'অজ' ও 'অজা' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। সেই সেই স্থলেব ভাষ্যে উহা প্রকৃতি ও পুরুষ বলিয়া ব্যাখ্যা কবা হইয়াছে। যথা "জ্ঞানো দ্যাবজ্যাবীশানীশাবজা হ্যেকা ভোক্তৃভোগার্থযুক্তা।" (১১০)।

এস্থলে 'অজা একা' এই বাক্যেব অর্থ ভাষ্যে বলিয়াছেন, "অজা প্রকৃতির্ন জাযত ইত্যাদিনা।" অত্র যে যে স্থলে 'অজ' শব্দ ঐ উপনিষদে আছে, সব স্থলেই, জন্মহীন অর্থে পুরুষ-প্রকৃতিকে লক্ষ্য কবিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে নিবশেষে বিচারকমাজেই বুঝিবেন, শঙ্করেষ 'অজা অর্থে ছাগী' এইরূপ ব্যাখ্যা নিতান্তই অসঙ্গত। বাচস্পতি মিশ্রও তদ্ব্যবহাৰীতে (২।১৮ ও ২।২২) ঐ ঋতি উক্ত কবিয়া 'অজা' ও 'অজ' শব্দেব প্রকৃতি ও পুরুষ অর্থে যথার্থ ব্যাখ্যাই কবিয়াছেন।

'যচ্ছন্দো বায়মনসী' ইত্যাদি ঋতিতে মহান্ আত্মাকে অব্যক্তে নিয়ত করিতে উপদেশ না থাকাতে—একবাবেই শান্ত আত্মায় নিযত কবিত্তে উপদেশ থাকিতে শঙ্কর বলেন (১।৪।১ শাবীরক ভাষ্যে) যে 'পবপবিকল্পিত অব্যক্ত প্রধান নাই'। ইহাব পূর্বেই তিনি 'অব্যক্তাং পুরুষঃ পবঃ' প্রভৃতি ঋতি উক্ত কবিয়াছেন এবং অত্র সমস্তেব ব্যাখ্যা কবিয়া অব্যক্তেব কিছুই উল্লেখ কবেন নাই। যোগার্থ সম্যক্ না বুঝিলেই ঐরূপ ভ্রান্তি হয়। যোগশাস্ত্রে বিবেককে প্রকৃতি-পুরুষেব বিবেকও বলা হয় এবং বুদ্ধি-পুরুষেব বিবেকও বলা হয়, যথা—“সত্ত্বপুরুষান্ততাত্মাতিমাজ্ঞস্ত...” (৩।৪২ যোগসূত্র)। সাধনেব জন্ত বুদ্ধিতত্ত্বেব বা মহান্ আত্মায় উপলব্ধি কবিয়া ও পবে তাহাকে ত্যাগ কবিয়া স্বরূপে বাইতে হয়, বুদ্ধিকে প্রকৃতিতে নিযত কবিয়া বাইতে হয় না।

যোগভাষ্যকাব ব্যানদেব বলিয়াছেন, “স্বরূপপ্রতিষ্ঠাং সত্ত্বপুরুষান্ততাত্মাতিমাজ্ঞাং ধর্মমেষধ্যানোপগং ভবতি” (১।২)। অতএব বিবেক প্রকৃতি-পুরুষেব বিবেক হইলেও কার্যতঃ বুদ্ধিসম্ব বা মহতত্ত্ব ও পুরুষেব বিবেক। কিন্তু বুদ্ধিও প্রাকৃত পদার্থ। যেমন 'দুই শত ক্রোশ বেলপথ অভিক্রম কবিয়া কান্ধী বাইতে হয়' ইহা সত্য হইলেও 'কান্ধী স্টেশন অভিক্রম কবিয়া কান্ধী বাইতে হয়' এই কথা কার্যকর জ্ঞান, সেইরূপ ঋতিব 'মহান্ আত্মাকে শান্ত আত্মায় নিযত কবাব' উপদেশ কার্যকর যোগেব উপদেশ এবং যোগশাস্ত্রেব সম্যক্ ও গূঢ় বহুত্ব বিষয়ক উপদেশ। বাহিবেব 'অপ্রতিষ্ঠ তর্কেব' দ্বাবা উহা দূর্য্যব গ্লানিস নহে। মহত্তেব পব যখন অব্যক্ত, তখন মহৎ নিযত হইয়া অব্যক্তে বাইবে এবং নিবিকাব পুরুষ কেবল হইবেন।

সুধু উপনিষদে নহে ঋগ্বেদেও সাংখ্যী পুরুষ, প্রকৃতি এবং মহত্ত্ব আদি সাতটি প্রকৃতি-বিকৃতিব উল্লেখ বহিয়াছে, যথা—“সপ্তার্গগতা ভুবনস্ত বেতো বিকোশ্চিষ্ঠিঃ প্রদিশা বিধর্মণি। তে ধীতিভির্মনসা তে বিপশ্চিতঃ পবিভূবঃ পবি ভবন্তি বিম্বতঃ।” (১।১৩৪।৩৬)। সাধন-ভাষ্যাত্মবায়ী ইহাব অর্থ, যথা—সপ্ত যে প্রকৃতি-বিকৃতি অর্থাৎ মহৎ, অহংকাব ও পঞ্চতন্মাজ, ইহাবা ভূবনেব সাব বা কাবপ-স্বরূপ, এবং ইহাবা অর্গগত অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতি এই দুই মূল কাবণেব মধ্যে (পুরুষেব নিবিকাবস্থ হেতু) কেবল অর্ধকাবপ বা উপাদান-কাবপ যে প্রকৃতি তাহাবই ইহাবা গর্ত বা শিশু অর্থাৎ সেই প্রকৃতিবই বিকাব হইতে জাত। ঐ সপ্ত প্রকৃতি-বিকৃতিসকল সর্বব্যাপী বিষ্ণুর বা হিবণ্যগর্ভেব ভগদ্বাবগুরুপ কার্বেব জন্ত সর্বস্থানে বর্তমান বহিয়াছে এবং তাহাবা ধীতি বা যোগজপ্রজ্ঞা ও মন বা সংকল্প ঐ উভয়েব দ্বাবা (অপবর্গেব ও ভোগেব দ্বাবা) বিম্বকে পবিভাবিত কবিতেছে, অতএব তাহারা বিপশ্চিত বা ঐশ চিত্তযুক্ত এবং পরিভূ বা সর্বব্যাপী। সপ্তবিধ প্রকৃতি-বিকৃতি

(প্রকৃতি-বিকৃতত্বঃ সন্ত—সাংখ্যকাবিকা) এক শব্দেব ঐশ সংকল্পই যে ভবৎসৃষ্টিৰ মূল তাহাই ইহাতে বলা হইয়াছে।

১৫। শঙ্কর নিজ মতকে সাংখ্য হইতে ভিন্ন কবিয়া বলেন যে, “ভৌতৈব কেবলং ন কৰ্ত্তেভ্যোকে, আত্মা ন ভোক্তৃবিভ্যপবে।” অর্থাৎ সাংখ্যমতে পুরুষ ভোক্তা আৰু শাস্ত্ৰৰ মতে ভোক্তাব যিনি আত্মা তিনিই সৰ্বশক্তিমান ঈশব-স্বরূপ আত্মা। সাংখ্যেব পুরুষ চিত্তপমাত্র কিন্তু সৰ্বজ্ঞ সৰ্বশক্তিমান নহেন, তাহা পূৰ্বে বহুশঃ উক্ত হইয়াছে। শঙ্কৰেব পুরুষ সৰ্বশক্তিমান আৰ্য্য চিত্তপও বটে, সার্বজ্ঞ্যাদি ও চিত্তপৰ সম্পূৰ্ণ বিকল্প পদার্থ। একটি পৰিণামী ত্ৰিপুটী-ভাবযুক্ত, দৃষ্ট-স্বরূপ, আৰু একটি অপৰিণামী অখণ্ডকবল ঋতু-স্বরূপ, হুতবাং উহাদেব একাত্মকতা স্বীকাৰ কৰা অজ্ঞাত্যতাব পৰ্য্যাক্ষ।

কিঞ্চ শঙ্কৰ সাংখ্যেব ভোক্তা শব্দেব অৰ্থ আদৌ স্বৰূপকৰ কৰিতে পাবেন নাই। নচেৎ ‘ভোক্তাব আত্মা’ এইরূপ শব্দ কখনও প্ৰয়োগ কৰিতেন না। সাংখ্যেব বাহ্য ভোক্তা তাহা সাক্ষিয়াজ হুতবাং তাহাব আত্মা থাকে অসম্ভব, তাহাই আত্মা। (‘পুরুষ বা আত্মা’ § ১৪ ঋতব্য)।

ভোগ অৰ্থে সাংখ্যমতে জ্ঞান বা প্ৰত্যয়-বিশেষ। ভগবান্ বোগহুজ্জকায় বলিয়াছেন, “সদ্বপুরুষদ্বোবত্যন্তাসংকীৰ্ণয়োঃ প্ৰত্যয়াবিশেষো ভোগঃ।” ভাস্কৰ্য্য বলেন, “দৃষ্টভোগপলক্ষিণী ন ভোগঃ” ইষ্টানিষ্টপদকৰণাবধাবণং ভোগঃ।” অতএব ভোগ প্ৰত্যয় বা জ্ঞানবিশেষ হইল, ভোক্তা অৰ্থে সেই জ্ঞানেব জ্ঞাতা বা ঋত। হুতবাং ‘ভোক্তাব আত্মা’ আৰু ‘বিজ্ঞাতাব বিজ্ঞাতা’ বলা অথবা ‘আত্মাব আত্মা’ বলা একই কথা। গীতাও বলেন, “পুরুষঃ স্বখহুত্বানান্য ভোক্তৃষু হেতুৰ্জ্ঞাত্যতঃ”।

সম্ভবতঃ ভোগ অৰ্থে স্বখহুত্বরূপ চিত্তবিকাৰ এবং ভোক্তা অৰ্থে বাহ্য তদ্বাব বিকৃত হয় এইরূপ অৰ্থে মায়াবাদীবা ভোক্তা (জীব) শব্দ ব্যবহাৰ কবেন। ‘আমি হুত্বী’, ‘আমি হুত্বী’ ইত্যাদি লোকব্যবহাৰ প্ৰসিদ্ধ আছে। হুতবাং ‘আমিই ভোক্তা’ (জীব) এইরূপ সিদ্ধান্ত মায়াবাদীৰ দৃষ্টি অল্পসামে হইবে। কিন্তু ‘আমি হুত্বী’ ইত্যাত্মকাব অনন্তপ্ৰত্যয় সাংখ্যেব বুদ্ধি। ‘আমি হুত্বী’ এই অনন্তপ্ৰত্যয়ও যদ্বাব বিজ্ঞাত হয় সেই বিজ্ঞাতাই সাংখ্যেব ভোক্তা। অতএব ‘আমি হুত্বী’ এই জ্ঞান বা ভোগ যে সাক্ষীৰ বাবা বিজ্ঞাত বা দৃষ্ট হয় তাহাই ভোক্তা।

১৬। মায়াবাদীৰ ‘জীব’ যদি সাংখ্যীৰ তদ্বাবলীৰ অতিবিক্ত হয় তবে তাহা অসঙ্গীক পদার্থ। তাঁহাবা জীবাত্মা বুদ্ধি বলিয়া জীবকে কোন কোন স্থলে বুদ্ধি বলেন। ‘পশ্চেদ্বাদ্বানমাদ্বানি’ এত্বে ‘আত্মানি’ শব্দেব অৰ্থ ‘বুদ্ধি’ (শঙ্কৰও ভাস্কৰ্য্য ঐরূপ ব্যাখ্যা কৰিয়াছেন)। পুরুষ বুদ্ধিৰ আত্মা, এইরূপ বলিলে সাংখ্যেব কথাই বলা হয়। কিন্তু বুদ্ধিৰ আত্মা জীব, জীবের আত্মা ঈশব, এইরূপ কথা বলিলে ঐ জীব অসঙ্গীক পদার্থ হইবে। অন্ততঃ সাংখ্যেবা বাহ্যকে বুদ্ধিতত্ত্ব বলেন তাহাব আত্মাই ‘তত্ত চৈতন্ত’, তদ্ব্যয়ে আৰু জীব নামক কোন পদার্থ নাই।

মায়াবাদীৰ জীবের এক লক্ষণ ‘চৈতন্ত্ৰেব প্ৰতিবিম্ব’। উহা স্বরূপলক্ষণ নহে কিন্তু আলোকের উপমামাত্র। সেই চৈতন্ত্ৰ-প্ৰতিবিম্ব সাংখ্যেব বুদ্ধিৰ অন্তৰ্গত হুতবাং জীব বুদ্ধিৰ অতীত কোন পদার্থ নহে।

১৭। ‘এক অবিভীৰ চিত্তপ পুরুষই এই জড় ভগ্নভেব উপাদান ও নিমিত্ত কাৰণ হইতে পাবেন না’ ইহা সাংখ্যেবা বলেন, কাৰণ, বাহ্যকে ভূমি চিহ্নাজ বলিতেছে তাহাকে কিরূপে জড়ব

উপাধান বলিবে? শব্দব ইহাব উত্তর দানের কথা চেষ্টা কবিয়া শেষে অজ্ঞেয়বাদের আশ্রয় লইয়াছেন।

ঐষ্ট্য ও দৃশ্য বা চিত্র ও জড় এই দুই ভাব যে আছে তাহা প্রসিদ্ধ। চিত্র ও জড় তমঃ-প্রকাশেয় জ্ঞান সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ পদার্থ। জগতের কাবল বা 'নিরন্তর পূর্ববর্তী ভাব' যদি অবিকারী, চিত্রাত্মক পদার্থ হয়, তবে সেই চিত্রাত্ম্য হইতে জড় উৎপন্ন হইয়াছে বলিতে হইবে। এক পদার্থ হইতে তাহার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধভাব পদার্থ উৎপন্ন হয়, ইহা বলা জ্ঞানসঙ্গত নহে। বিশেষতঃ কেবল অবিকারী ভাবমাত্র বর্তমান থাকিলে, বিকাবশব্দার্থে ষষ্ঠ উল্লিখার্থের জ্ঞান অসং হইত। তাহাতে বস্তুতে নূপদ্রাব্ধি জ্ঞান দ্রাব্ধিকণ চিত্রবিকারও হইত না, এমনকি, চিত্রও হইত না।

এতদ্ব্যতীত একই বলেন, "এইকণ নিয়ম নহে যে, কোন কারণ হইতে অল্পকণ কার্বই উৎপন্ন হইবে। অর্থাৎ চেতন হইতে চেতন এবং অচেতন হইতে যে অচেতন উৎপন্ন হইবে তাহা নিয়ম নহে, যেহেতু দেখা যায় যে, চেতন শবীর হইতে অচেতন নখ-কেশাদি উৎপন্ন হয়, আবার অচেতন গোময় হইতে বৃশ্চিকাদি উৎপন্ন হয়।"

বিজ্ঞ পাঠক বুঝিতেছেন এই উদাহরণ ভ্রান্তিপূর্ণ। প্রথমতঃ ইহাতে দ্ব্যর্থ শব্দ (ambiguous term) প্রয়োগরূপ জ্ঞানদোষ আছে, তাহাই শব্দবের ঐ যুক্ত্যাভাসেব মূল ভিত্তি। "চেতন শব্দ দ্ব্যর্থক। চেতন শবীর অর্থে 'চেতন্যাবিষ্টিত শবীর'। 'চিত্রাত্ম্য' লোকণ চেতন নহেন, 'চেতন পুরুষ'। অর্থে চিত্রপ পুরুষ। শবীর চেতনাত্মক জড়সংঘাত, চেতনাত্মক \* বলিবা শবীরেব নাম চেতন। আবার, নিগুণ পুরুষ সম্বন্ধে যে চেতন শব্দ ব্যবহৃত হয় তাহা চেতন্য অর্থে। অতএব চেতন শব্দের 'চিত্রপতা' অর্থ ও 'চেতনাত্মক' অর্থ এই অর্থদ্বয় কোশলে বিপর্যস্ত কবিয়া শব্দব ঐ যুক্ত্যাভাসেব সৃজন কবিয়াছেন।

চেতন বা চেতনাত্মক শবীর হইতে উৎপন্ন হইলেও কেশ ও নখরূপ শবীরেব স্রডাংশের সহিত চেতনাব নষক থাকে না, অথবা তাহার শবীরেব চেতনাত্মক জড়ংশ (যেমন বধিত নখ)। ইহা হইতে 'চিত্রপ আত্ম্য হইতে জড় অনাত্ম্য উৎপন্ন হয়' এইকণ-প্রতিজ্ঞাব কিছুই প্রমাণিত হয় না। আবার, অচেতন গোময় হইতে চেতন বৃশ্চিক হয়, ইহাও ঐরূপ জ্ঞানদোষ ও দর্শনদোষ-বৃত্ত। বৃশ্চিকও আমাদেব জ্ঞান এক চেতন অনাদি জীব, তাহাব শবীরই জড়; অতএব জড় হইতে চেতন উৎপন্ন হয় এইকণ সিদ্ধান্ত উহা হইতে হয় না। পবন বৃশ্চিকেব ডিহ হইতেই বৃশ্চিক হয়, গোময়ে বৃশ্চিক ডিহ স্থাপন কবে, শব্দবের ইহাতে দর্শনদোষ। বৈজ্ঞানিকেরা এ পর্বন্ত অপ্রাপ্তি হইতে প্রাণীক উৎপত্তির উদাহরণ পান নাই। তাহা যদি পাণ্ডাও যাব, তবে সিদ্ধ হইবে যে—পিতা ও মাতা ব্যতিবেকেও জীব শবীর গ্রহণ কবিতে পারে। অতএব শব্দব যে নিয়ম কবিতে চান (অচেতন হইতে চেতন হয়) তাহাব সিদ্ধির আশা নাই।

শব্দব পুনক বলেন, "পুরুষে ও গোময়াদিতে যে পার্থিব স্বভাব আছে তাহাই কেশ-নখ

\* "চেতন্য চেতনো ব্যাপ্তি" অথবা 'প্রবৃত্ত' এইকণ অর্থেও চেতন্য শব্দের প্রয়োগ হয়। 'চেতনাত্মক চেতন' নহে বলিয়া, শুদ্ধ চেতন-বস্তু বলিবা পুরুষকে সাংখ্যশাস্ত্রে উপাধিও বলা হয়, যথা বিজ্ঞানবান-বচন—"পুরুষোহবিকৃতায়ৈব স্বনির্ভাসচেতনম্। সন্য কবাতি সান্নিধ্যাৎ উপাধিঃ স্ফাটিকং যথা"। (হেবল্ল-সূত্র ভাষ্যদ্বয়ভট্টারীর টীকায় উক্ত)। পুরুষ অবিকৃতাত্মা, (সান্নিধ্যাৎ) সঃ পুরুষ অচেতনঃ যনঃ স্বনির্ভাসঃ কবোতি যথা উপাধিঃ সান্নিধ্যাৎ স্ফাটিকং কবোতি। (ইহাতে পুরুষকে উপাধিকণ ভুলনা করা হইয়াছে, বাহা প্রায়ই করা হয় না)।

বুদ্ধিকামিত্তে অল্পবর্তমান থাকে, এইরূপ বলিলে আয়বাত্ত (শঙ্করও) বলিব, ব্রহ্মেব যে সত্তাশ্চতাব আছে তাহা আকাশাদিত্তে অল্পবর্তমান দেখা যায়।” (২।১।১০ হ্রস্ব ভাস্ত্র)।

ইহাও প্রকৃত কথা চাকিয়া দেখা \*। শঙ্করের ঐ বাণ্জাল ছিন্ন কবিলে তাঁহাব কথাব অর্থ হইবে ‘ব্রহ্ম সত্তাশ্চতাব বা আছে তাই তৎকারি আকাশাদিত্তে সত্তাশ্চতাব বা আছে’। (ইহাকে ইংৰাজী ভাষে বলে *petitio principii* বা *begging the question*-রূপ স্বভ্যাতাস)। সত্তাশ্চতাব আদি বাণ্জালেব দাবা শঙ্কর উহা স্বজন কবিযাছেন।

মূল আপত্তিই উহা। অর্থাৎ কেবল ব্রহ্ম সত্তাশ্চতাব বা আছে এইরূপ বলিলে অন্তঃস্থ আকাশাদিত্ত সত্তাশ্চতাব হইবে কিরূপে? অবিকারী, অবিভীন্ন, চিত্তরূপ, সত্তাশ্চতাব পদার্থ থাকিলে, বিভীন্ন আব কিছু সত্তাশ্চতাব হইবে না। যখন আবও কিছু (বা অনাশ্চতাব) সত্তাশ্চতাব দেখা যায়, তখন সত্তাশ্চতাব স্কাবণ বিষয় ও সত্তাশ্চতাব বিষয়ী এই দুই পদার্থ আছে অর্থাৎ পূৰ্ব ও প্রকৃতিই অগংকাবণ।

স্ব-যুক্তিব অসাযতা বুঝিবা শেষে শঙ্কর বলিযাছেন যে, অগং-কাবণ ব্রহ্ম সিদ্ধমেবও দুর্বোধ্য, অতএব তাহা তর্কগোচর নহে অর্থাৎ তাহাব সিদ্ধ নাই বলিরা অহমান কবিবাব যোগ্য নহে, তাহা কেবল আগমেব বিষয়, অস্ত্র প্রমাণেব বিষয় নহে।

ইহা সত্য হইলে শঙ্করই প্রমাণ দোষী, কাবণ, শঙ্করই বহুশ: অগং-কাবণকে ‘তর্কেণ যোজ্যেৎ’ কবিযাছেন। এখানে অর্থাৎ ‘দৃষ্টতে তু’ (২।১।১০ হ্রস্ব) এই হ্রস্বে ভাস্ত্রে সাংখ্যেব তর্কাবৈষ্ট ভাস্ত্রিতে তর্কদাবা বখাশক্তি চেষ্টা কবিবা শঙ্কর শেষে ‘ব্রাহ্মা ফল টক’ এই ভাষে আগমৈকপবায়ণ হইযাছেন।

স্বপক্ষে শঙ্কর “নৈবা তর্কেণ প্রতিপাদনেনা” এই প্রতি উদ্ধৃত কবিযাছেন, কিন্তু উহাতে শঙ্করের পক্ষ যেমন সিদ্ধ হইযাছে, সাংখ্যপক্ষও সেইরূপ সিদ্ধ কবে। শুধু স্ববুদ্ধিসাধ্য তর্কেব দাবা ব্রহ্মবিজ্ঞা লাভ হয় না—ইহাও যদি ঐ প্রতিব অর্থ ধবা যায়, তবে সাংখ্য সে বিষয়ে একমত্ত। সাংখ্যরূপ বোদ্ধদর্শন পবসমিয দাবা দৃষ্ট। শঙ্করই ববং স্ববুদ্ধিবলে বহুতর্ক স্বজন কবিবা প্রতি বুঝিতে গিযাছেন। আবও, শঙ্কর স্বপক্ষে স্থিতি দেখান —“অচিন্ত্য: খন্ বো ভাবা ন তাংজর্কেণ যোজ্যেৎ। প্রকৃতিভ্যা: পবং যন্তু তদচিন্ত্যত লক্ষণম্ ॥”

ইহাব বিষয় পূর্বে কিছু বলা হইযাছে। ইহাব সত্তে প্রকৃতিগণ হইতে পব যে পূৰ্ব তাহা অচিন্ত্য। সাংখ্যেবও তাহাই সত্ত। পূৰ্ব-স্বরূপ অচিন্ত্য (তদন্ত তর্কশূন্য নিবোধ সমাধি সিদ্ধ কবিবা সাংখ্যেবা পূৰ্ববে স্থিতি কবেন)। কিন্তু ‘পূৰ্ব আছে’ ইহা অচিন্ত্য নহে, ইহা বুদ্ধিব বিষয়। আব, ‘পূৰ্ব প্রকৃতি হইতে পব’ তাহাও অচিন্ত্য নহে, এবং ‘পূৰ্ব অচিন্ত্য’ ইহাও অচিন্ত্য নহে। এই সব বিষয় সাংখ্যেবা বখাযোগ্য অস্ত্রমানেব দাবা সিদ্ধ কবিবা আগমার্থক বনন কবেন। আব, প্রকৃতি যে অগতেব উপাদান, ঈশবাধি যে প্রকৃতি-পূৰ্ব-তৎবেব অন্তর্গত, এবং যুক্ত পূৰ্ববিশেষ ঈশব যে অগংস্বজন-বিষয়ে লিপ্ত হইতে পাবেন না, সপ্ত ঈশব যে ব্রহ্মাণ্ডেব স্রষ্টা, এই সমস্ত চিন্ত্য বা তর্কীয় বিষয় সাংখ্যেবা যুক্তিব দাবা অববাবণ কবিবা আগমার্থকে স্থপষ্ট কবেন।

\* শঙ্করের কথাতই প্রমাণ হইল যে অচেতন হইতে চেতন হয় না। অতএব ঐ নিবনের উপর শঙ্কর বাহা হাসন কবিত্তিহিলেন তাহা অসিদ্ধ হইল। ‘ব্রহ্মেব সত্তাশ্চতাব’ আদি অস্ত্র কথা।



১৮। নাংখ্য সংকার্ধবাদী, স্বাধাবাদী অসংকার্ধবাদী। পবিণামশীল উপাদান-কাবণেব অবস্থান্তবই কার্ধ। স্থতবাং কার্ধ সং বা উৎপত্তিব পূর্বে কাবণে বিস্তমান থাকে, বোন যোগ্য নিমিত্তেব দ্বাৰা তাহা কার্ধরূপে অভিযুক্ত হয়। এক ভাল বৃত্তিকাব অবববসকল যদি একাব-বিশেষে অবস্থাপিত কৰা যায়, তবেই তাহা ঘট হয়। ঘটব বৃত্তিকাও পূর্বে ছিল, এবং অবববও পূর্বে ছিল। তবে ভিন্ন ভাবে অবস্থিত ছিল। অবস্থান দৈশিক ও কালিক, অতএব বিকাব বা পবিণাম দৈশিক বা কালিক অবস্থানভেদমাজ। ‘অসংহইতে সং হয় না’ এই প্রসিদ্ধ সত্য সংকার্ধ-বাদেব অবিনাভাবী দর্শন।

শঙ্কবেব মত অন্তরূপ। তদ্ব্রতে সং হইতে অসং উৎপন্ন হইতে পাবে।

“নাসতো বিস্ততে ভাবো নাভাবো বিস্ততে সত্যঃ” ইত্যাদি গীতাব দ্বিতীয় অধ্যায়েব প্রসিদ্ধ শ্লোকেব ব্যাখ্যায় শঙ্কব স্বীয় যুক্তিসহকাৰে অসংকার্ধবাদ স্পষ্ট বিবৃত কবিসাচেন, তাঁহাব সেই যুক্তিজাল এইরূপ :—

(ক) সর্বত্র বুদ্ধিব্যোপলব্ধেঃ। সদ্ভূত্ববসদ্ভূত্ববিতি।

অর্থাৎ সর্বত্র ছই বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, সদ্ভূতি ও অসদ্ভূতি।

(খ) যদ্বিব্যা ব্যুদ্ভিৰ্য্যভিচবতি তদসং যদ্বিব্যা ব্যুদ্ভিৰ্ ন ব্যুদ্ভিচবতি তৎ সং।

অর্থাৎ যদ্বিব্যক বুদ্ধিব ব্যুদ্ভিচাব হয় তাহা অসং। আব যদ্বিব্যক বুদ্ধিব ব্যুদ্ভিচাব চব না তাহা সং।

(গ) সামান্যিকবণ্যেন নীলোৎপলবৎ।

অর্থাৎ নীল বর্ণ ও উৎপল বা পদ্ম ইহাদেব যেমন সামান্যিকবণ্য, সেইরূপ ঐ ছই বুদ্ধি একাধিকবণে উৎপন্ন হয়।

(ঘ) সন্ ঘটঃ, সন্ পটঃ, সন্ হস্তীতোবন্।

অর্থ :—সদ্ভূত্বব সামান্যিকবণ্যেব উদাহরণ যথা—ঘট আছে, পট আছে, হস্তী আছে ইত্যাদি।

(ঙ) সর্বত্র তবোবুদ্ধোবদ্বিৰ্য্যভিচবতি। ন তু সদ্ভূতিঃ। তন্মাদ ঘটাদিবুদ্ধি-বিষবোহসন্। অর্থাৎ ঘটাদি নষ্ট হইলে ঘটাদি বুদ্ধিব ব্যুদ্ভিচাব হয়, অতএব ঘটাদি বুদ্ধিব বিষব অসং—(খ) অনুসাবে।

(চ) ন তু সদ্ভূতিবিষবোহব্যুদ্ভিচাবাৎ।

অর্থ :—কিন্তু ঘটে যে সদ্ভূতি আছে তাহাব বিষবেব ব্যুদ্ভিচাব হয় না বলিযাই তাহা সদ্ভূতি।

(ছ) ঘটে বিনটে ঘটবুদ্ধৌ ব্যুদ্ভিচবন্ত্যাং সদ্ভূতিবপি ব্যুদ্ভিচবতীতি চেৎ।

অর্থ :—শঙ্কা হইতে পাবে, ঘট নষ্ট হইলে ঘটই সদ্ভূতিও নষ্ট হয়, অতএব সদ্ভূতিও ব্যুদ্ভিচাবী স্থতবাং অসং।

(জ) ন, পটাদৌ অপি সদ্ভূতিদর্শনাৎ।

অর্থ :—না তাহা নহে; ঘট নষ্ট হইলে সদ্ভূতি পটাদিতে থাকে, কখনও যায় না। বিশেষণ-বিষবা সেই সদ্ভূতি পট হইতেও (বা ঘট হইতেও) যায় না।

(ঝ) সদ্ভূতিবপি নষ্টে ঘটে ন দৃশ্যতে ইতি চেৎ।

অর্থ :—যদি বল নষ্ট ঘটে তো সদ্ভূতি থাকে না অতএব সদ্ভূতিব বিনাশ হয়।

(ঞ) ন, বিশেষণ্যভাবাৎ সদ্ভূতিঃ বিশেষণবিষবা সত্তী বিশেষণ্যভাবে বিশেষণাচুপপত্তৌ কিংবিষবা স্তাৎ।

অর্থ.—না, তাহাও বলিতে পার না। তখন ঘটকণ বিশেষ নষ্ট হওয়াতে সদ্ভূতি বিশেষণ (অতি ইতি)-বিষয়া হইয়া থাকে। বিশেষভাবে বিশেষণের অল্পপত্তি হয় বলিয়া সদ্ভূতি তখন কি বিষয়া হইবে ?

(ট) ন তু পুনঃ সদ্ভূত্ববিষয়াভাবাৎ একাধিকবর্ণক ঘটাদি-বিশেষজ্ঞাভাবেন যুক্তম্ ইতি চেৎ।

অর্থ.—যদি বল যে, ঘটাদি বিশেষের যখন অভাব, তখন সেই অভাবের সহিত সদ্ভূতিব একাধিকবর্ণক যুক্ত হইতে পারে না।

(ঠ) ন, সদিদৃশ্যকামিতি মবীচ্যাদাবস্তভবাতাবেহপি সানানাসিকবণ্য-দর্শনাৎ।

অর্থ.—না, এ আপত্তি গ্রাহ্য নহে, কারণ, অসত্তের সহিত সত্তের একাধিকবর্ণক যুক্ত হইতে পারে। উদাহরণ যথা—মবীচি আদিতে যে ‘এই জল সৎ’ এইরূপ সদ্ভূতি হয়, সেখানে জলের সত্তা না থাকিলেও অসত্তের সহিত সত্তের সানানাসিকবণ্য দেখা যায়।

(ড) এইরূপ সিদ্ধান্ত কথিবা শঙ্কর ঐ শ্লোকের স্বপক্ষীয় অর্থ কথিয়াছেন যে, ‘সত্তের অর্থাৎ ব্রহ্মের অসত্তা নাই এবং অসত্তের বা দেহাদি সত্তা বা বিজ্ঞানতা নাই’।

এই সমস্তের উত্তরে প্রথমেই বক্তব্য যে, শীতাব ঐ শ্লোকে একটি সাধাবণ নিয়ম বলা হইয়াছে। সত্তের অভাব নাই, অসত্তের ভাব নাই, এই সাধাবণ নিয়ম বলিয়া পবে শীতাকার উদাহর বিশেষ হুল নির্দেশ কথিয়াছেন, যথা—“অবিনাশি তু তবিত্তি বেন সর্ববিৎ তত্তম্” ইত্যাদি। কিন্তু শঙ্কর উহা একেবারেই বিশেষ পক্ষে ব্যাখ্যা কথিয়াছেন। উহাতে ‘ব্রহ্মের বিনাশ নাই’ ইত্যাদি কথা থাকাতো লোকে লম্বা শঙ্করের ব্যাখ্যার দ্বারা ধ্বংসিত বা কোণল ভেদ কথিতে পারে না।

‘সত্তের অভাব নাই এবং অসত্তের ভাব নাই’ এই সাধাবণ নিয়ম প্রসিদ্ধ, এবং প্রায় সমস্ত পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য দার্শনিকদের দ্বারা স্বীকৃত। ‘ব্রহ্ম আছে, দেহাদি নাই’ এইরূপ উদাহর অর্থ নহে। যাহাও ব্রহ্মের বিষয় জানে না, তাহাও উহা স্বীকার করে।

অতঃপব শঙ্করের ভুক্তিভুলি পবীক্ষা করা যাক। শঙ্কর সৎ ও অসত্তের যাহা লক্ষণ কথিয়াছেন তাহা মনগড়া, এরূপ লক্ষণ না কবিলে অসৎকার্যবাহি সিদ্ধ হয় না। ‘যে-বিষয়ক বুদ্ধির ব্যভিচার হয়, তাহা অসৎ’ অসত্তের ইহা অর্থ নহে। অসত্তের অর্থ অবিজ্ঞান। যে-বিষয়ক বুদ্ধির ব্যভিচার বা অজ্ঞতা হয়, তাহাও নাম পবিণামী বা বিকারী বিষয়। যাহা বুদ্ধির বিষয় হয় না, তাহাই অসৎ। বুদ্ধির বিষয় হইবার যোগ্যতা এবং বিজ্ঞানতা একই কথা, বুদ্ধির বিষয় হইলেই তাহা বিজ্ঞানরূপে বুদ্ধ হয়। তাহার পবিবর্তন হইতে পারে, কিন্তু অসত্তা হয় না। পবিবর্তন অর্থে অবস্থান্তর মায়, ঘটের নাম অর্থে ঘট-নামক অবয়ব-সমষ্টি পূর্বে বেক্ষণ ভাবে যে-খানে ছিল, সেইরূপ ভাবে অবস্থিত না থাকা। বাতিটা পুড়িয়া নাম হইবা গেল, ইহাব অর্থ তাহা ধূমাসিৰ আকারে পবিণত হইল অর্থাৎ তাহার অণু অবয়বসকলের অবস্থান্তর হইল।

সদ্ভূতি শব্দের অর্থ ‘আছে’ এইরূপ জ্ঞান। ‘আছে’ অর্থে কেবল ধাত্বর্ষরাজ জ্ঞান যায়। তদ্ব্যতীত তাহাব সত্তা নাই অর্থাৎ ‘আছে আছে’ এইরূপ বলা বা ‘সদ্ভূতি আছে’ এইরূপ বলা বিকল্পমায়। আছে কিভাবে অর্থেই আসবা ‘সৎ’ ও ‘সত্তা’ এই শব্দদ্বয়ের দ্বারা বিশেষণ ও বিশেষ্য কল্পনা কথিবা বলি কিন্তু উদাহর বাস্তব অর্থ—‘আছে’। বিশেষণ ও বিশেষ্য কবাতো ‘সদ্বস্ত’ বা ‘সত্তা অতি’ এইরূপ বাক্য ব্যবহার হয় বটে, কিন্তু উদাহর অর্থ যথাক্রমে ‘যাহা থাকে (বস্তু) তাহা

আছে' এবং 'ধাকা (সত্তা) আছে' অর্থাৎ 'আছে' এই শব্দেবই উহা নাস্তব। সং-শব্দকে প্রত্যয়-বিশেষেব দ্বাৰা ভাষাৰ বিশেষ্য কৰিতে পাৰা যাব বলিবা উহা বাস্তব বিশেষ্য নহে।

অতএব ঘটে দুই বুদ্ধি আছে, ঘটবুদ্ধি ও নদ্বুদ্ধি—ইহা বিকল্পমাত্র। ঘটবুদ্ধি আছে তাহা সত্য, কিন্তু নদ্বুদ্ধি আছে তাহাৰ অৰ্থ 'আছে আছে', 'ধাকা আছে' বা 'সত্তা আছে' ইত্যাদি বাক্য 'বাহুব শিব' এইরূপ বাক্যেব জ্ঞান বাস্তব অৰ্থশূন্য বিকল্পমাত্র বা শব্দজ্ঞানাত্মপাতী জ্ঞানমাত্র। বস্তুতঃ শব্দৰ বৈকল্পিক সামান্ত্যেৰ ও বাস্তব বিশেষেব (abstract এবং concrete পদার্থেব) ভেদ কৰিতে পাবেন নাই, উভয়েক বাস্তব পদার্থ ধৰিবা নহৈবা, বাস্তব পদার্থেব সামান্যিকবণ্যাদি ধৰ্মেব বিচাৰেৰ জ্ঞান বিচাৰ কৰিবাছেন।

'নীল উৎপল' এহলে যেকুণ উৎপলেৰ সহিত নীল বৰ্ণেৰ 'সামান্যিকবণ্য, অলঙ্কৃত উৎপলেৰ সহিত যেমন সজ বৰ্ণেৰ সামান্যিকবণ্য, ঘটেব ও সত্তাব সেকুণ বাস্তব সামান্যিকবণ্য নাই। তাহা হইলে বলিতে হইবে 'ঘটে সত্তা আছে' ('উৎপলে নীলিনা আছে' তৰং) অৰ্থাৎ 'ঘটে ধাকা আছে' এইরূপ কাল্পনিক কথা বলা হয় \*।

প্ৰকৃত পক্ষে সত্তা একটি শব্দমূলক (abstract) চিন্তা। শব্দব্যতীত সত্তা পদার্থেব জ্ঞান হয় না। কিন্তু 'ঘট'-রূপ অৰ্থ শব্দব্যতিবেকেও জ্ঞানগোচৰ হয়। তাদৃশ জ্ঞান নিৰ্বিকল্প বা নিৰ্বিতৰ্ক জ্ঞান। তাহাই পদ্যবি-বিকল্পশূন্য চরম সত্যজ্ঞান বলিবা যোগেশ্বৰে প্ৰসিদ্ধ আছে।

অতএব শব্দৰ ঐ তৰ্কোপঠে বাস্তব পদার্থকে এবং শব্দময় চিন্তামাত্রগ্ৰাহ পদার্থকে—যথার্থ গুণকে এবং আবোপিত গুণকে—মনোভাবকে ও বাহ্যভাবকে সমান বা বাহ্যভাবমাত্র বিবেচনা কৰিয়া বিচাৰ কৰিবাছেন। এইরূপে দেখা গেল যে, তাঁহাৰ লক্ষণ এবং হেতু (major premiss) উভয়েই সঙ্গোব। অতএব তদুপরি স্তম্ভ অসংকাৰবাদৰূপ স্তম্ভেবও ভিত্তি নাই।

পদ্য (ট) চিহ্নিত আপত্তিৰ তিনি যে উদাহৰণ দিয়া (এ) খণ্ডন কৰিবাছেন, তাহাও ভ্ৰান্ত উদাহৰণ। মৰীচিকাৰ যে 'সদ্বিদ্যুদ্বব' এইরূপ 'নদ্বুদ্ধি' হয়, তাহা অসত্যেব সহিত সত্যেব সামান্যিকবণ্যেব উদাহৰণ নহে। মৰীচিকায় জলেব দৰ্শন হয় না কিন্তু অল্পমান হয়। তাপজনিত বায়ুৰ বিবলতা ঘটাত্তে সজ্বলে (এবং অজ্বলেও) বোধ হয় যেন বৃক্ষাদিবা ভূতলে প্ৰতিবিম্বিত হইয়াছে। সেই প্ৰতিবিম্ব ঠিক সত্যেব জলে প্ৰতিবিম্বিত বৃক্ষাদিৰ জ্ঞান। তাহা দেখিয়া বা বালুকায় প্ৰতিবিম্বিত (জলগত প্ৰতিবিম্বেৰ জ্ঞান) সূৰ্যালোক দেখিয়া লোকে আত্মমানিক নিশ্চয় কৰে যে, ঐখানে জল আছে। বাপ দেখিয়া বহি অল্পমান কৰাব জ্ঞান উহা এক প্ৰকাৰ ভ্ৰান্ত অল্পমানমাত্র। বস্তুতঃ উহাতে সং পদার্থ বালুকাতে স্তম্ভিত দ্বাৰা পূৰ্বদৃষ্ট জলেব অধ্যাস হয়। জলেৰ স্তম্ভিত ও সং পদার্থ, বালুকাও সং পদার্থ, স্তম্ভিত স্তম্ভেৰ সামান্যিকবণ্য হয়। অতএব সং ও অসত্যেব সামান্যিকবণ্য হয় এইরূপ বলা কেবল বাত্মাত্র। সং অৰ্থে 'বাহা আছে', অসং অৰ্থে 'বাহা নাই', তাহাৰেব সামান্যিকবণ্য অৰ্থে 'ধাকাত্তে নাধাকা আছে' এইরূপ প্ৰলাপমাত্র।

শব্দৰ প্ৰথমে অসং অৰ্থে 'বাহাৰ ব্যতিচাৰ হয়' এইরূপ (অৰ্থাৎ 'বিকারী') কৰিবাছেন, তদ্বলে ঘটপটাদি যে অসং তাহা সিদ্ধ কৰিবাছেন। পৰে অসত্যেব অৰ্থ বদলাইয়া 'অবিচ্ছিন্নমাতা'

\* সামান্য স্তম্ভ ভাষাৰ 'ঘটে সত্তা আছে' ব্যবহাৰ হইত পাবে, কিন্তু তাহাৰ অৰ্থ 'ঘট আছে'। তাহা হইতে ঘট ছাড়া ঘটং সত্তা নামে এক বাহ পদার্থ আছে এইরূপ স্তম্ভ স্থাপন কৰা জ্ঞান নহে। সত্তা পদার্থ ঘটে, কিন্তু ত্ৰয় নহে বা নীলাদিৰ জ্ঞান ব্যতীত গুণ নহে।

কবিযাছেন। তৎপৰে শিক্ষিত কবিযাছেন, দেহাৰ্হি অসং অতএব তাহাৰেব বিত্তমানতা নাই। অতঃপৰ শব্দৰেব যুক্তিভাৱি প্ৰাত্যেকৰে দোষ দেখান বাইভেছে :—

(ক) সৰ্বজ্ঞ শুদু সৰ্ব্বুজি ও অসৰ্ব্বুজি হয় না, 'সৰ্বজ্ঞ'-বুদ্ধিও হয়। 'সৰ্বজ্ঞেব' বা ঘটাদি-বিষয়ক জ্ঞানেব বিষয় বাস্তব, আৰু সত্তা-অসত্তাব জ্ঞান বুদ্ধিনিৰ্মাণ সনোভাবস্বাজ।

(খ) যে-বিষয়া বুদ্ধিৰ ব্যক্তিচাব হয় তাহা অসং নহে কিন্তু বিকাৰী। আৰু বাহাব ব্যক্তিচাব হয় না তাহা সং নহে কিন্তু অবিকাৰী।

(গ, ঘ) নীলোৎপলেব সান্নানামিকৰণ্য বাস্তব। আৰু ঘটেব সহিত সৰ্ব্বুজিৰ ও অসৰ্ব্বুজিৰ সান্নানামিকৰণ্য কাল্পনিক।

(ঙ) ঘট নষ্ট হইলে জ্ঞান হয় যে 'বাহা ঘট ছিল তাহা ধৰ্মৰ হইল' তাহাব নামই ব্যক্তিচাব বা পৰিণাম জ্ঞান, তাহা অসৰ্ব্বুজি নহে। ঘট নষ্ট হইল অৰ্থে—যে দ্ৰব্য ঘট ছিল তাহাব ভাৰাব হইল এইৰূপ কেহ মনে কৰে না। আৰু ঘট প্ৰকৃতপক্ষে সৃষ্টিপ্তেব সংস্থান-বিশেষ অৰ্থাৎ ঘট পদাৰ্থ ব্যাবহাৰিক 'বাচ্যবস্তৱ স্বাজ', বুদ্ধিকাই উহাতে সত্য। ইত্যবং ঘট নাশ হইল অৰ্থে বাচ্যবস্তৱ-স্বাজেব নাশ হইল, কোন বাস্তব পদাৰ্থেব নাশ হইল না, এইৰূপও বলা বাইভে পাবে। বাস্তব পদাৰ্থ বুদ্ধিকাব অবস্থানভেদ হইল স্বাজ।

(চ) সৰ্ব্বুজি অস্তি এই ক্ৰিপাপদেব অৰ্থ জ্ঞান, তাহা ঘটজন্মে নাই, কিন্তু মনে আছে। বাহা বৰ্ণন জ্ঞানমান হয় তাহাতেই অস্তীতি শব্দাৰ্থ আৰম্ভা বোণ কৰি, তাই অস্তিৰ ব্যক্তিচাব নাই। কিন্তু 'অস্তি' এই শব্দেব জ্ঞান না থাকিলেও বিষয়জ্ঞান হইতে পাবে ও হয়। বস্তৱতঃ সৰ্বভাবপদাৰ্থে বোণ হইতে পাবে এমত সান্নানামিকৰণ অসংখ্যভূব অৰ্থবোধই সৰ্ব্বুজি।

(ছ, জ, ঙ) নষ্ট ঘট অৰ্থে শব্দৰ ঘটাবাব কবিযাছেন, কিন্তু তাহা নহে। নষ্ট ঘট অৰ্থে ধৰ্মৰ বা চূৰ্ণৰূপ সং পদাৰ্থ। অতএব শব্দৰেব প্ৰদৰ্শিত আপত্তি ও আপত্তিৰ উত্তৰ উত্তমই অলীক।

(ঞ) বিশেষণ-বিষয়া সৰ্ব্বুজি বাস্বাজ। সৰ্ব্বুজি বা সংশ্লেষ জ্ঞান নিজেই বিশেষণ। তাহা পুনৰ্ণ বিশেষণ-বিষয়া বা অস্তীতি-শব্দাৰ্থ-বিষয়া হইতে পাবে না। তাহা হইলে 'সদৃশি' বা 'ধাক' আছে' এইৰূপ ব্যাৰ্থ কথা বলা হয়।

(ট, ঠ) এই দুই অংশেব বিষয় পূৰ্বেই বলা হইয়াছে।

অসংকাৰ্ধবাদীবা সংকাৰ্ধবাদে আৰু এক আপত্তি কৰেন। তাঁহাবা বলেন, ঘট নষ্ট হইলে ঘটেৰ কিছু থাকে বটে, কিন্তু কিছু একেবাবে নষ্ট হইবা যায়, যেমন 'জলাহবণধ' ধৰ্ম'। ভগ্ন ঘটেব বা ঘটকাৰণ বুদ্ধিকাব 'জলাহবণধ' ভগ্ন তো দেখা বাব না, অতএব অসভেব উৎপাদ ও সভেব অভাব লিখ হয়।

এ যুক্তিতেও কল্পিত প্ৰশ্নেব বিক্ষিপ্ত কথিত হইয়াছে। জলাহবণধ প্ৰকৃত পক্ষে ঘটাবয়ব ও জলাববৰেব সংযোগস্বাজ। কোন ধ্যাবী যদি শব্দাৰ্থ-জ্ঞান-বিকল্প ত্যাগ কৰিবা অলপূৰ্ণ ঘট দেখেন তবে তিনি দেখিবেন যে, ঘটাবয়ব ও জলাববৰেব সংযোগ-বিশেষ বহিৰাছে। ঘট ভাঙ্গিবা দিলে তাহাব অবয়ব স্থানান্তৰে থাকিবে কিন্তু তখনও প্ৰাত্যেক অবয়বেব সহিত জলাববৰেব সংযোগ হইবাৰ যোগ্যতা থাকিবে (সংযোগ অৰ্থে অবিবলভাবে বা একত্ৰ অবস্থান, অথবা অভেদে অবস্থান)। ফলে ঘট ভাঙ্গিলে বাস্তব কোন ভগ্নেব অভাব হইবে না, কেবল অবস্থানভেদ হইবে। অবস্থানভেদকে অভাব বলা বাব না। অসংকাৰ্ধবাদীৰেব উক্ত যুক্তি নিরূপ যুক্ত্যভাসেব জায নিসাব।—

আলোকের সাহায্যে চোব ধবা বাব, অতএব আলোকের 'চোব-ধবাব' গুণ আছে। দেশে চোব না থাকিলে আলোকের ঐ গুণ থাকিবে না, সুতরাং আলোক দ্বাৰা হয়না বাইবে।

(বলা বাহুল্য সংকার্যবাদ আধুনিক বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি। তবে বৈজ্ঞানিক সংকার্যবাদ জড় জগতের Conservation of energy পর্যন্ত উঠিয়াছে, আর সাংখ্যীয় সংকার্যবাদ বাহু ও আস্তব জগতের প্রকৃতি-নামক অমূল মূল কাণ দেখাইয়া তৎপবহিত পুরুষ-নামক কূটস্থ সংপদার্থকে দেখাইয়াছে।)

১৯। সাংখ্যদর্শন যে শ্রুতিবিরুদ্ধ তাহা দেখাইবার চেষ্টা কবিবা পবে পঞ্চম সাংখ্যের যুক্তি-সকলের দ্বাৰা দেখাইবার প্রযান পাইয়াছেন।

সাংখ্যমতে জড় ( চিত্তের বিপরীত ), ত্রিগুণ, চিদ্বিধিত প্রধানই জগতের কাণ। পঞ্চম অনেক স্থলে বিকৃতভাবে সাংখ্য মত উদ্ধৃত কবিয়াছেন ; উদ্ধৃত আমবা তাহা উদ্ধৃত কবিয়া এই প্রবন্ধেব কলেবব বুদ্ধি কবিব না। উপর্যুক্ত মতই প্রকৃত সাংখ্যমত।

পঞ্চম বলেন, যত 'বচনা' নবই চেতনের দ্বাৰা বচিত হইতে দেখা বাব ; বট, গৃহ আদি তাহার উদাহরণ, অতএব 'অচেতন' প্রধান কিরূপে জগতের কাণ হইবে ? ইহা সত্য। সাংখ্য ইহাতে আপত্তি কবেন না, কিন্তু সেই চেতন রচবিত্তনবল, বাঁহাৰা বট, গৃহ, ব্রহ্মাও আদি বচনা কবিয়াছেন, সেই চেতন পুরুষগণ এবং গৃহাদি সৃষ্ট ব্রহ্মনবল যে কি, তাহাই সাংখ্য তত্ত্বদ্বিষ্টে বলেন। তুমি যাহাকে চেতন বচবিভা বলিতেছ অথবা গৃহ বলিতেছ তাহাই ত্রিগুণ, চিদ্বিধিত প্রধান। তাহা চিত্ত-স্বরূপ পুরুষ ও জড়া প্রকৃতির সংযোগ। সুতরাং পঞ্চমের আপত্তি দিনকব-কবল্পষ্ট নীহাবেব মতো বিলম্বপ্রাপ্ত হইল।

শঙ্কর বলেন, 'সাংখ্যেবা পঞ্চাদি বিষয়কে স্থখ, দুঃখ ও মোহেব দ্বাৰা অধিত ( নিমিত ) বলেন'। ইহা সাংখ্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা। সাংখ্যেরা স্থখ-দুঃখ-মোহকে গুণবৃত্তি বলেন, শব্দাদিবা ত্রিগুণাত্মক ইহা সত্য, কিন্তু তাহাৰা স্থখাদি নহে কিন্তু স্থখকব, দুঃখকব ও মোহকব। স্থখাদি জ্ঞান ব্যবসায়রূপ, আর স্থখকবস্থাদি ধর্ম ব্যবসেবরূপ।

এখানে বলা উচিত যে, বচনা চেতন বা চেতনাবৃত্ত পুরুষেই করিতে পাৰে। রচনা এক প্রকাব বিকাব বটে, কিন্তু তদ্ব্যতীত অন্য বিকাবও আছে যাহা চেতন পুরুষে কবে না। পঞ্চম বলেন, চেতন ব্যতীত হুত্ৰাপি বচনা দেখা বাব না। তাহা সত্য। কিন্তু অচেতন ( ব্যা ) ব্যতীত হুত্ৰাপি বচনা দেখা বাব না। অতএব রচনাৰাদে চেতন ঐধব ও অচেতন উপাদান এই দুই সংপদার্থেব দ্বাৰা অধিতহানি ঘটে।

শঙ্কর বলেন, 'রচনার কথা থাক, প্রধানের যে রচনাৰ অন্য প্রবৃত্তি বা সাম্যাবস্থা হইতে প্রচুতি, তাহা অচেতনের পক্ষে কিরূপে সম্ভবে' ? উত্তবে বক্তব্য যে, প্রধানের ক্রিয়াশীলতা আছে বটে, কিন্তু 'রচনাৰ অন্য প্রবৃত্তি' নাই। উহা সোপাধিক পুরুষেই হয়। প্রধান রচনা কবে ( ইচ্ছাপূর্বক ) না, কিন্তু বিকাবশীল বলিয়া বিকৃত হয়। ব্রহ্মাণ্ডেব স্রষ্টাও এক পুরুষাবিধিত প্রধানের বিকাব। বিকাব প্রধানের শীল। বিকাবশীল প্রধান যখন চিত্তপ পুরুষেব দ্বাৰা উপদ্রুত হয় তখনই তাহা অন্তঃকৰণেব প্রবৃত্তিরূপে পবিণত হয়, তাহাৰ অন্তঃকৰণেব প্রবৃত্তিৰাবাই 'রচনা' কৃত হয়। জগতের মৌলিক স্বভাব যখন বিকাবশীলতা তখন তাহার বিকাবশীল কাণ অবশ্য স্বীকাৰ্য।

সাংখ্যেবা ইচ্ছাশূন্য প্রবৃত্তির উদাহরণে স্তনে কীরেব প্রবৃত্তি অথবা জলেব নিম্নাভিমুখে প্রবৃত্তি

কথা বলেন। শঙ্কর তদন্তে বলেন, ‘তাহাও চেতনাধিষ্ঠিত প্রবৃত্তি’। ইহাও কথার মাংগ্য। সাংখ্যোক্ত চেতনাধিষ্ঠান ব্যতীত যে প্রবৃত্তি হব, এইরূপ স্বীকারই কবেন না। এই বিখ্যাত সাংখ্যমতে চেতনপুরুষাধিষ্ঠিত প্রধানেব প্রবৃত্তি, কিন্তু তাহা গৃহাদি-নির্মাণেব জন্ম যেমন ইচ্ছাপূর্বক প্রবৃত্তি, সেইরূপ প্রবৃত্তি নহে। ইচ্ছারূপ প্রবর্তক নিজেই চিহ্নধিষ্ঠিত অচেতনেব প্রবৃত্তি। সর্বত্রই শঙ্কর দ্ব্যর্থক ‘চেতন’ শব্দেব অর্থভেদ না কবিয়া গোল বাধাইয়াছেন।

সাংখ্যোক্ত যে প্রধানেব সাম্য ও বৈষম্য অবস্থা বলেন, তৎসম্বন্ধে শঙ্করেব আপত্তি এই যে, পুরুষ যখন উদাসীন অর্থাৎ প্রবর্তক বা নিবর্তক নহেন, তখন প্রধানেব কদাচিৎ মহাদাক্ষিণ্যে পৰিণাম ও কদাচিৎ সাম্যাবস্থায় স্থিতি এই দুই অবস্থা কিরূপে সম্ভবপন হইতে পারে ?

প্রধানেব সাম্যাবস্থায় অর্থ অন্তঃকরণেব নিবোধ বা লব। তাহাব জন্ম বাহ্য কাৰণেব প্রয়োজন নাই। বিবেকখ্যাতি ও বৈবাগ্য-বিধেয়েব দ্বাবা বিষয়গ্রহণ নিরুদ্ধ হইলে অন্তঃকরণ লীন হয়, তাহাই প্রধানেব সাম্যাবস্থা। প্রধান সর্বদাই ক্ৰটিং গতিতে, ক্ৰটিং স্থিতিতে বর্তমান (যোগদর্শন ২।২৩)। মুক্ত অথবা প্রকৃতিলীন পুরুষেব চিত্ত সাম্যাবস্থাপন্ন, অজ্ঞেব নহে। আৰ, যে বিবাহী পুরুষেব অভিমানে ব্রহ্মাণ্ড (পঞ্চাদি বিষয়) অবস্থিত, সেই অভিমান লীন হইলে (অর্থাৎ প্রলয়ে) পঞ্চাদি লীন হয়, তখনও বিষয়াভাবে লসারী প্রাপ্তি চিত্ত লীন হয়, তাহাও সাম্যাবস্থা। বিষয়েব অভিযুক্তিতে তাদৃশ চিত্তেব পুনঃস্থিতি হয়। একটি প্রভেদেব দ্বাবা যেমন অজ্ঞ প্রভেদ চূর্ণ নবা যাব, সেটরূপ একটি বিকাব্যক্তিও দ্বাবা অজ্ঞ বিকাব্যক্তি লীন হইতে পারে। বিবাহী পুরুষ এক বিকাব্যক্তি, অমদাদিবি বিষয়গ্রহণ তদ্বিনিতক, তাই তদভাবে বিষয়গ্রহণাভাব ও চিত্তলব হয়। অন্তঃকরণ-সম্বন্ধেও একটি অবিকাজন্ম বৃত্তি পববর্তী বৃত্তিও নিমিত্ত। অবিকা নাশ হইলে তৎকাল বৃত্তিপ্রবাহ ছিন্ন হইয়া অন্তঃকরণেব সাম্যাবস্থা হয়। বস্তুতঃ অবিকা অনাদি বৃত্তাবা অন্তঃকরণাদি (মহৎ, অহং, মন ও ইন্দ্রিয়) অনাদি। অতএব এইরূপ কখনও ছিল না যখন শুধু মহৎ ছিল পবে তাহা অহং হইল ইত্যাদি। আত্মতাবকে বিজ্ঞেব কবিলে পব পব মহাদি তত্ত্ব পাওয়া যাব, ইহাই সাংখ্য মত।

অতএব, শঙ্কর বে কল্পনা কবিয়াছেন—আগে প্রধান ছিল পবে তাহা পৰিণত হইয়া মহৎ হইল ইত্যাদি—তাহা ব্রাহ্ম ধাবণ। অনাদি প্রবৃত্তিও ‘আগে’ নাই।

শঙ্কর বলেন, প্রবৃত্তি অচেতনেব হয় সত্য, কিন্তু চেতনাধিষ্ঠিত হইলেই তবে হয়। ‘চেতনাধিষ্ঠিত’ অর্থে শঙ্করেব মতে কোন চেতন পুরুষেব ইচ্ছাব দ্বাবা প্রেবিত। ইহাতে জিজ্ঞাস্য যে ‘ইচ্ছা’ অর্থ অচেতন, তাহা কিসেব দ্বাবা প্রবৃত্ত হয় ? যদি বল, চিত্তেব আত্মাব দ্বাবাই ইচ্ছা-নামক জড় দ্রব্যেব প্রবর্তনা ঘট, তবে সাংখ্যেব কথাই বলা হইল। নচেৎ ‘ইচ্ছাব’ প্রবর্তনাব জন্ম অজ্ঞ ইচ্ছা, তাহাবও প্রবর্তনাব জন্ম অজ্ঞ ইচ্ছা ইত্যাদি অনবস্থা হোষ হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে, প্রকৃতিও ক্রিয়াশীল স্বভাবেব উপদর্শনার্থ প্রবৃত্তি। পুরুষেব তাহাতে উপদর্শনস্বাক্ষেব অপেক্ষা আছে, অজ্ঞ কোন প্রবর্তক কাৰণেব অপেক্ষা নাই ; ইহাই সাংখ্য মত।

সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি-পুরুষেব লংবাগ বুঝাইবাব জন্ম পঙ্ক-অন্ধেব এবং অবস্ফাভ ও লৌহেব উপমা দেন। শঙ্কর তাহাতেও আপত্তি কবেন। আপত্তি কবিতে বাইবা স্বয়ং উপসাব সর্বাংশ গ্রহণরূপ ব্রাহ্মিতে নিপতিত হইয়াছেন। শঙ্কর বলেন, অন্ধেব স্বচ্ছস্থিত পঙ্ক তাহাকে বাক্যাদিবি দ্বাবা প্রবর্তিত করে, উদাসীন পুরুষেব পক্ষে সেক্ষ প্রবর্তক-নিমিত্ত কি হইতে পারে ?

চক্ষুশ্চ গোল হইবে, তাহাতে পশাঙ্ক থাকিবে ইত্যাদি ত্রাব-দোষেব ত্রাব শঙ্করেব আপত্তি

দৃষিত। পক্ষ ও অঙ্কেব উপমা দ্বিবা সাংখ্যেবা অচেতন দৃষ্টেব বিকাৰযোগ্যতা এবং ণ্টাৰ অবিকাৰিষ্ক-স্বভাব বুঝান মাত্ৰ, সেই অংশেই উহা গ্ৰাহ। অবস্থান্ত-সম্বন্ধীৰ উপমাৰ দ্বাৰা সন্নিধিমাৰ্জে উপকাৰিষ্ক বুঝান হয়। একব তাহাতে ‘পৰিৱাৰ্জনাৰ্দিব অপেক্ষা আছে’ ইত্যাদি যে আপত্তি কৰিবাছেন, তাহা বালকতামাত্ৰ। পৰিস্ফুট অল্পস্বাস্থ্যেব কথাই সাংখ্যেবা বলিবাছেন ধৰিতে হইবে।

একপ অসাব আপত্তি তুলিবা একব বলিবাছেন—অচৈতন্ত প্ৰধান ও উদাসীন পুৰুষ, এই দুইবেব সম্বন্ধ বটাইবাৰ জন্ত অতিৰিক্ত কোন সম্বন্ধস্বিতাব অভাবে প্ৰধান-পুৰুষেব সম্বন্ধ সিদ্ধ হয় না।

একবেব উত্থাপিত আপত্তি সত্য হইলে ইহা সত্য হইত। সাংখ্যেবা অস্বাস্থ্যেব জ্ঞাৰ প্ৰধানেব সন্নিধিমাৰ্জে উপকাৰিষ্ক স্বীকাৰ কৰেন। একব তাহাতে বলেন যে, যদি সন্নিধিমাৰ্জেই প্ৰবৃত্তি হয়, তবে প্ৰবৃত্তিৰ নিত্যতা আশিবা পড়িবে অৰ্থাৎ কখনও নিবৃত্তি আশিবে না।

এতদ্বৃত্তবে বস্তুৰূপ—সাংখ্যেবা উপকাৰিষ্ক অৰ্থে কেবল প্ৰবৃত্তি বলেন না, প্ৰবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই উভয়েকেই পুৰুষেব সাম্ব্যজ্ঞিত উপকাৰ বা উপকৰণেব কাৰ্য বলেন। ভোগ ও অপবৰ্গ উভয়ট পুৰুষেব দ্বাৰা উপদৃষ্ট প্ৰধানেব কাৰ্য। প্ৰধানেব যোগ্যতা-বিশেষ পুৰুষেব সহিত সঙ্গ্ৰহেব হেতু। যোগ্যতা দ্বিবিধ, অবিজ্ঞাবস্থা ও বিজ্ঞাবস্থা। অবিজ্ঞাবস্থা প্ৰধান পুৰুষেব সহিত সংযুক্ত হয়। বিজ্ঞাবস্থা প্ৰধান (বিশেষকথ্যাত্মিক অস্তঃকৰণ) পুৰুষ হইতে বিবৃক্ত হইবা অব্যক্তস্বৰূপ হয়।

অতএব শঙ্কৰ যে বলেন ‘যোগ্যতাৰ দ্বাৰা সম্বন্ধ হইলে সদাই সম্বন্ধ থাকিবে, নিৰ্মোহ হইবে না’—তাহা অসাব।

অস্তঃকৰণেব সদাই বিজ্ঞা ও অবিজ্ঞা বা প্ৰমাণ ও বিপৰ্যয় এই দুই ভাব পৰিণয়মান (ক্ৰমোদয়-শালিনী) বৃত্তিকৰূপে বৰ্তমান আছে, নসাবদশায় অবিজ্ঞাৰ প্ৰাবল্যে বিজ্ঞা অলক্ষ্যবৎ হয়। অবিজ্ঞা ক্ৰীণ হইলে বিজ্ঞা অবিদ্যবা হইবা মোক্ষ সাধন কৰে। বস্তুতঃ পুৰুষেব সহিত গুণেব সংযোগ অলাভক্ৰমে জ্ঞাৰ অস্থিৰ বোধ হইলেও তাহা সম্পূৰ্ণ একতান নহে, কাৰণ, বৃত্তিসকল লমোদয়-শালিনী স্বতবাং সংযোগও তত্ৰূপ সবিদ্যব। বৃত্তিৰ লমাবহাই স্বৰূপসিদ্ধি। বিজ্ঞা ও অবিজ্ঞা উভয়েই পুৰুষসাম্ব্যিক। বৃত্তি স্বতবাং সংযোগ ও বিযোগেব অবিকাৰী গৌণ হেতু চৈতন্তেব সাক্ষিত।

শাবীৰক ২২।৮ ও ৯ শ্লোকেৰ ভাষ্যে শঙ্কৰ প্ৰধানেব নামাবস্থা হইতে বৈষম্যাবস্থাব ঘাইয়া মহাদি উৎপাদন কৰাব কোন হেতু না পাইবা, উহা অসঙ্গত মনে কৰিবাছেন। সাম্য ও বৈষম্যেব হেতু পূৰ্বেই উক্ত হইবাছে, অতএব একবেব আপত্তি ছিন্নবুল।

সাংখ্যেবা বলেন—সম্ব তপ্য, বজ তাপক। সম্ব-তপ্যতাৰ দ্বাৰা পুৰুষ অল্পতপ্তেব মতো বোধ হয়। ইহা যোগভাষ্যে (২।১৭) সম্যক্ বিবৃত আছে। শঙ্কৰ ২২।১০ শ্লোকেৰ ভাষ্যে ইহাব দোষাবিকাৰেব বুঝা চেষ্টা কৰিবা শেষে বলিবাছেন, ‘এট তপ্য-তাপক ভাব যদি অবিচ্ছিন্ন হয়, পাবমাৰ্গিক না হব, তবে আমাৰেব পক্ষে কিছু দোষ হয় না’। সাংখ্যেবা তো অবিজ্ঞাকেই ভ্ৰংশবুল বলেন, স্বতরাং শঙ্কৰেব এ সম্বন্ধে বাগ্‌জাল বিস্তাৰ কৰা বুঝা হইবাছে।

সাংখ্যমতে পুৰুষ-প্ৰকৃতিৰ সম্বোগ অবিচ্ছিন্নকপ নিমিত্ত হইতে হয়। তাহাতে শঙ্কৰ বলেন যে, অদৰ্শনকপ অবিজ্ঞাৰ নিত্য স্বীকাৰ কৰাতে, সাংখ্যেব মোক্ষ উৎপন্ন হয় না। কোন একজনৰ অবিজ্ঞা নিত্য ইহা অবশ্য সাংখ্যেব মত নহে, স্বতবাং এট অজ্ঞতায়ুক যুক্তি ছিন্ন হইল। সাংখ্যমতে অবিজ্ঞা বা ভ্ৰান্তি-জ্ঞান নিত্য নহে কিন্তু অনাদি বৃত্তিপৰম্পৰাক্ৰমে প্ৰবহমাণ (শঙ্কৰেব অবিজ্ঞাও অনাদি) ও তাহা বিজ্ঞাৰ দ্বাৰা নাস্ত। সাংখ্যমতে অবিজ্ঞা একজাতীয় বৃত্তিৰ সাৰাবণ নাম, তাদৃশ

বিপর্যয়বৃত্তি প্রত্যেকব্যক্তিগত। এক সর্বব্যাপী অবিজ্ঞা-নামক কোন দ্রব্য নাই। তাদৃশ অবিজ্ঞা মায়াবাদীদের অত্যাগম্য, সাংখ্যেব নহে। এক শাক্তবর্ণন মবিলে যেমন সব শাক্তবর্ণন হবে না, এক ব্যক্তিব অবিজ্ঞা নাশ হইলে সেইরূপ সমাজের অবিজ্ঞা নষ্ট হয় না।

এখানে শব্দ এক কৌশলে বিপক্ষ জ্ঞানের চেষ্টা কবিয়াছেন, তিনি ভাস্ত্রে বলিয়াছেন, “অদর্শনস্ত তমসো নিত্যস্বাত্ম্যপগম্য”। তম শব্দের অর্থ অবিজ্ঞাও হয় তমোগুণও হয়। তমোগুণ নিত্য (কুটম্ব নিত্য নহে) বটে, কিন্তু অবিজ্ঞা নিত্য নহে। সূতবাং অজ্ঞানত্ব হলের জ্ঞান দ্ব্যর্থক পক্ষপ্রয়োগই এখানে শব্দেব লহাষ হইয়াছে।

২২।৬ সূত্রেব ভাস্ত্রে শব্দ সাংখ্যেব পুরুষার্থ লব্ধে আপত্তি কবিয়াছেন। সাংখ্যেবা বলেন প্রধানেব প্রবৃত্তি পুরুষার্থেব জ্ঞাত। তন্মতে ভোগ ও অপবর্গ পুরুষার্থ। বস্তুতঃ শব্দবিবরণভোগ্য এবং অপবর্গ (বা ভোগেব অবলানরূপ বিবেকখ্যাতি) এই দুই প্রকাষ কাৰ্য হাতা অভ্যন্তর্যেব আব কাৰ্য নাই, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। সূতবাং শাক্ত-স্বরূপ পুরুষেব দ্বাবা ভোগ ও অপবর্গ দৃষ্ট হয়, তন্মতে তাহারা ই পুরুষার্থ। ভোগ অনাদি সূতবাং প্রধানেব প্রবৃত্তিব আদি নাই। শব্দেব তৈত্তিবিবস্ত্রান্তে ভোগাপবর্গকে পুরুষার্থ বলিয়াছেন।

এই সাংখ্যমতে শব্দ এইরূপ আপত্তি কবিয়াছেন, ‘প্রধানপ্রবৃত্তিব প্রয়োজন বিবেচ্য। সেই প্রয়োজন কি ভোগ ? বা অপবর্গ ? বা উভয় ?’ সাংখ্যেবা স্পষ্টই উভয়কে পুরুষার্থ বলেন, সূতবাং শব্দেব প্রথম দুই পক্ষ অলীক, অতএব তাহাদেব উত্তম ও অলীক। যদি ভোগ ও অপবর্গ উভয়েব জ্ঞাত প্রবৃত্তি হয় এইরূপ বলা যায়, তবে তাহাতে শব্দ আপত্তি কবেন, “ভোক্তব্যানাং প্রধান-স্বাত্ম্যগামানন্ত্যাদিনির্বোধকপ্রসঙ্গ এব” (২২।৬) অর্থাৎ ভোক্তব্য (ভোগ কবিত্তেই হইবে) প্রধান-স্বরূপ বিবেচ্য আনন্ত্যাহেতু কখনও সোধক হইবে না। এখানেও শব্দবিস্তারের কৌশল আছে। প্রাকৃত ভোগ্য বিবয় অনন্ত হটলেও তাহা যে সমস্তই ‘ভোক্তব্য’ তাহা সাংখ্যেবা বলেন না। সমস্ত বিবয় ভোগ্য বা ভোগযোগ্য বটে, কিন্তু ‘ভোক্তব্য’ নহে। যখন ভোগ ও অপবর্গ দুই অর্থ, তখন দুয়েবই যোগ্যতা প্রাকৃত পদার্থে আছে—“ভোগাপবর্গার্থঃ দুস্তম্” (যোগসূত্র ২।১৮)। বস্তুতঃ সাংখ্যেবা বলেন না যে অনন্ত ভোগ কবিত্তেই হইবে, কিন্তু বলেন যদি কেহ ভোগে বিবায় কবিয়া ভোগ লব্ধ কবে তবে তাহাব অপবর্গ বা সোধকল প্রাপ্তি হয়। ‘ভোক্তব্য’ কথাটাই এখানে শব্দেব লবল, কিন্তু তাহা ‘ভোগ্য’ হইবে।

২০। উপনিষদ্ ভাস্ত্রে অনেক স্থলে শব্দ এই প্রিয় শ্লোকটি উদ্ধৃত কবিয়া মিথ্যা পদার্থেব উদাহরণ দিয়াছেন—“সুগন্ধকাস্তি স্মৃতিঃ স্পৃশ্যকৃত্তমশবঃ। এব বদ্যাহুতো স্মৃতি শশশুদ-বহুর্ভবঃ।” অর্থাৎ স্মৃতিকাব জলে স্নান কবিয়া, আকাশসুহ্মেব সাল্য সন্তকে ধারণপূর্বক শশশুদেব ধর্ম্মবানী এই বদ্যাহুত বাইতেছে।

ইহাব মধ্যে মিথ্যা কি ? সন্ধ, জল, স্নান, আকাশ, স্পৃশ, শশক, শূদ, বহু, বদ্যানাবী ও পুত্র—এই সবই সত্য বা কোথাও না কোথাও বর্তমান বা পূর্বদৃষ্ট ভাব পদার্থ। কেবল একেব উপব অন্তেব আবেপ কবাই সনের কল্পনা-বিশেষ। কল্পনা-শক্তিও ভাব পদার্থ। সূতবাং দেখা বাইতেছে যে উক্ত উদাহরণ ‘সত্য’ কল্পনা-শক্তি দ্বাবা কতকগুলি সংপদার্থকে ব্যবহাব কবা মাত্র। শাক্তব মতে ব্রহ্মই এই জগৎ আবেপিত, সূতবাং বলিতে হইবে, ব্রহ্ম স্বীয় কল্পনা-শক্তি দ্বাবা পূর্বদৃষ্ট আকাশাদি নিখিল প্রপঞ্চ নিজেতেই কল্পনা কবিলেন এবং নিজেই লান্ত হইয়া গেলেন। ইহাতে



শব্দ হইবে অগ্রাণ, অমনা (স্বভবাং কল্পনা-শক্তিশূন্য) বা নিরূপায়িক, অর্থেত, অথও চৈতন্যরূপ, স্বগত-সঙ্ঘাতীয়-বিজ্ঞাতীয় ভেদহীন ব্রহ্ম কিরূপে পূর্বদৃষ্ট অথচ ত্রৈকালিক সত্তাহীন আকাশাদি প্রপঞ্চসকল নিজে কল্পনা কবিয়া স্বয়ং নিত্যবৃত্ত হইয়াও ভ্রান্ত হইয়া দেখিতে লাগিলেন? গোড়পাদাচার্য মাণ্ড্যক্যাবিকাষ বলিষাছেন, “মায়ৈষা তন্ত্র দেবন্ত ববাং মোহিতঃ স্বয়ম্”। শব্দব কিস্ত বলেন, “যথা স্বয়ং প্রসারিততয়া মায়ায়া মায়াবী জিহ্বাপি কালেমুন সংস্পৃশ্যতে অবস্ত্বহাং”। ভ্রান্ত হওয়া কি মায়াব দাবা সংস্পৃষ্ট হওয়া নহে? উভয়েব মধ্যে কাহাব কথা এ বিষয়ে প্রায়?

বৈদ্যাস্তিক মত একটি দার্শনিক মত, তাহাব মূল বিষয়েব উপপত্তি চাই। কিস্ত তাহাব কুজাপি উপপত্তি দেখা যায় না। তদ্বিবষক শব্দার তিন উক্তব পাণ্ডবা যাব (১) অজ্ঞেব, (২) অনির্বচনীয়, (৩) অবচনীয়।

শব্দব বলেন, “মনোবিকল্পনামাজং বৈতমিতি নিবম্”, অতএব বলিতে হইবে তাহাব মতে ব্রহ্মেব মন আছে, কল্পনা-শক্তি আছে, পূর্বস্মৃতি আছে স্বভবাং পূর্বস্মৃতিব বিষব আকাশাদি আছে ইত্যাদি, অর্থাৎ বিজ্ঞাতা, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞেয় পদার্থযুক্ত ব্রহ্ম। এইরূপ জিভেদবৃত্ত ব্রহ্ম বে আছেন তদ্বিবষে সাংখ্যও একমত। কিস্ত উহাতে শব্দা হন যে স্বগতাদি ভেদশূন্য চিত্রপ ব্রহ্মমাজেই বখন আছেন—আব কিছুই বখন নাই—তখন এই অর্থেতবাদ সদত হব কিরূপে? এক অর্থওকরন চৈতন্য থাকিলে বৈতলব্যবহাবেব (তাহা সত্যই হউক বা কাল্পনিকই হউক) অবকাশ কোথাব?

২১। মায়াবাদেব বিশবিধাম দেখাইবা আমবা এই নিবন্ধেব উপসংহার কবিব। ভাবভেব অধঃপতন বখন আবস্ত হইয়াছে, বখন নানা সম্প্রদায়েব নানা আগমে ভাবতীয় ধর্মভ্রগং বিপ্লুত, বখন অধিকাংশ ব্যক্তিব প্রামাণ্যভূত মহাপুরুষেব অভাব হইয়াছিল, বখন সাংখ্য ও যোগ সম্প্রদায় প্রতিনিভাশালী নেতাব অভাবে নিস্প্রতিভ হইবা গিয়াছিল, সেই সমব শব্দর উদ্ভূত হন। ঐতিহ্যপ সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত আগম তিনি গ্রহণ কবিবা, নীয প্রতিনিভাবলে তাহার প্রসাব কবিবা ও প্রামাণ্য স্থাপন কবিবা যান। যদিও সেই সমবে অনেক প্রাচীন ঐতিহ্য লুপ্ত হইয়াছিল এবং ঐতিহ্য বখাশ্রত অর্থ বিপ্লবিত হইয়াছিল এবং শব্দকে নাময়িক কুসংস্কারেব বশবর্তী হইবা ঐতিহ্যব্যাখ্যা কবিতে হইয়াছিল, এবং যদিও শব্দব মায়াবাদকণ অসম্যক দর্শন অল্পসাবে ঐতিহ্যব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন তথাপি তাহাব প্রবর্তিত ধর্মশক্তির বলে ভাবতে শুদ্ধতব ধর্মতাবেব উন্নতি হইয়াছিল ও অধঃপতনপ্রোত কথঞ্চিৎ রুদ্ধ হইয়াছিল। শব্দেব পর অনেক নাথনশীল, ত্যাগবৈবাগ্যসম্পন্ন মহাত্মা ভারতে ভগ্নিয়া গিয়াছেন, কিস্ত কালক্রমে শাস্ত্রব মত অনেকাংশে বিপ্লবিত হইয়াছে। আধুনিক মায়াবাদে সর্বত্র, সর্বশক্ত ব্রহ্ম অপেক্ষা শুদ্ধ চৈতন্যরূপ ব্রহ্মই অধিকতর উপাদেয় হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এক-ভীব-বাদ (তন্মতে এ পর্বন্ত কোন জীবেব মুক্তি হব নাই) প্রভৃতির দ্বারাও মায়াবাদ অধুনা বিপ্লবিত।

প্রাচীন মায়াবাদে মায়া ঈশ্ববেব ইচ্ছা, আধুনিক মায়াবাদে মায়া কতকটা সাংখ্যের প্রভৃতির মতো। যদি বলা যায় যে মায়া ও ব্রহ্ম থাকিলে অর্থেতবাদ কিরূপে সিদ্ধ হব, তদুত্তবে মায়াবাদীবা অধুনা বলেন যে, মায়া মিথ্যা—তাহা ‘নেহি হ্যায়’। মায়াবাদীদেব সম্প্রদায়ে বহুশঃ আয়রা অর্থেত-নিষ্টিব বিচার সন্নিবাছি। সকলেই শেষে উহা অবোধ্য বলে, অর্থাৎ এক অর্থেত চৈতন্য হইতে কিরূপে প্রপঞ্চ হব তাহা স্থি কবিতে না পারিবা শেষে অনির্বচ্য বা ‘ছানি না’ বলে। যদি বলা যায়, ‘মায়া যদি ‘নেহি হ্যায়’ তবে প্রপঞ্চ হইল কিরূপে?’ তাহাতে মায়াবাদীবা বলেন, ‘প্রপঞ্চও নেহি হ্যায়’।

যদি উহাৰা সব 'নেহি হ্যাব' তবে উহাৰেব নাম ও গুণেব বিষয় বল কেন ? তত্ত্বৰে অসম্বদ প্ৰকাশ কৰিবা গোলযোগ কৰে।

আবাব কেহ কেহ ত্ৰিবিধ সত্তা স্বীকাৰ কৰিয়া উহা বুঝাইবাব চেষ্টা কৰেন। সত্তা ত্ৰিবিধ—পাৰমাণিক, ব্যাবহাৰিক ও প্ৰাতিভাসিক। চৈতন্ত্ৰেব পাৰমাণিক সত্তা, জগৎৰেব ব্যাবহাৰিক সত্তা আব স্বপ্নদৃষ্ট বিবেকেব প্ৰাতিভাসিক সত্তা। পৰমাৰ্থ-দৃষ্টিতে ব্যাবহাৰিক সত্তা থাকে না, অতএব এক অদ্বিতীয় ব্ৰহ্মই সং।

অজ্ঞ মায়াবাদীবা ( শিক্ষিতবা নহে ) মিথ্যা শব্দেব অৰ্থ বুজে না, মিথ্যা অৰ্থে অভাব নহে, কিন্তু এক পদাৰ্থকে অন্তৰূপ মনে কৰা। শব্দৰও ভাৱে অধ্যাসকেই মিথ্যা বলিয়াছেন। অতএব প্ৰপঞ্চ মিথ্যা অৰ্থে 'প্ৰপঞ্চ নাই' এইরূপ নহে, কিন্তু প্ৰপঞ্চ বাহা নহে তন্ত্ৰৰূপ প্ৰতীকৰান পৰাৰ্থ। কিন্তু সেইরূপ অধ্যাসেব জন্ত দুই পৰাৰ্থেব প্ৰয়োজন, বাহাতে অধ্যাস হইবে এবং বাহাব গুণ অধ্যাত হইবে। বাহাতে অধ্যাস হয় তাহা বিবৰ্ত উপাদান ব্ৰহ্ম, কিন্তু বাহাব ধৰ্ম অধ্যাত হয় তাহা কি ? স্তব্ধবাস শৈতবাদবাদ্যতীত পতাস্তব নাই।

আব, আধুনিক মায়াবাদীবা যে সত্তাৰ বিভাগ কৰিবা অদ্বৈতসিদ্ধি কৰিতে যান তাহাও ভ্ৰাম্য ও সম্পূৰ্ণ নহে, পূৰ্বেই বলা হইবাছে সত্তা পদাৰ্থ বৈকল্পিক ( বা abstract )। তাহাকে বাস্তব ( বা concrete )-ৰূপে ব্যবহাৰ কৰা ( ঘটাদিবি ভাব 'সত্তা আছে' বস্তুতপক্ষে এইরূপ ব্যবহাৰ কৰা ) অন্ত্যায়। পূৰ্বেই বলা হইবাছে 'বাহব শিবেব' ভ্ৰাম্য 'সত্তা আছে' এইরূপ বাক্য বিকল্পমাত্ৰ। কিঞ্চ সত্তা চৰম সান্নাত, তাহাব ভেদ নাই ও হইতে পাৰে না। সত্তা ত্ৰিবিধ নহে কিন্তু সং পদাৰ্থ ত্ৰিবিধ বলিতে পাৰ। তাহাতে অবস্ত অদ্বৈতবাদেব কিছুই উপকাৰ নাই, কাৰণ সংপদাৰ্থ ত্ৰিবিধ—পাৰমাণিক সংপদাৰ্থ, ব্যাবহাৰিক সংপদাৰ্থ এবং প্ৰাতিভাসিক সংপদাৰ্থ, তাহাতে পৰমাৰ্থ-দৃষ্টিতে ব্যাবহাৰিক পদাৰ্থ থাকে না, সেইরূপ ব্যবহাৰ-দৃষ্টিতে পাৰমাণিক পদাৰ্থ থাকে না, বিশেষতঃ উহা দৃষ্টিভেদ মাত্ৰ। এক দৃষ্টিতে একরূপ দেখিতে পাই, অন্ত দৃষ্টিতে তাহা পাই না বলিবা যে শেবোক্ত পদাৰ্থ নাই, এইরূপ বলা নিতান্ত অন্ত্যায়। সাংখ্যেবাও ব্যাবহাৰিক ও পাৰমাণিক দৃষ্টি স্বীকাৰ কৰেন। তন্মতে ( বিবেকখ্যাতিৰূপ ) বুদ্ধি ও পুৰুষেব ভেদ বুঝাই পাৰমাণিক দৃষ্টি বা অগ্ৰা বুদ্ধি। তদ্বাৰা প্ৰপঞ্চাতীত শুদ্ধ চিন্মাত্ৰ পুৰুষ উপলব্ধ হয়, আব, তখন বাহ-বুদ্ধিৰ নিবোধ হয় বলিবা ব্যাবহাৰিক প্ৰপঞ্চ বুদ্ধিসোচন হয় না। ইহাই এ বিষয়ে ভ্ৰাম্য দৰ্শন, নচেৎ ব্যাবহাৰিক জগৎ নাই এইরূপ বলা আব 'আমি স্বক্যাব পুত্ৰ' এইরূপ বলা একইপ্ৰকাৰ অন্ত্যায়ত। মায়াবাদীবা বলেন, মাৰোপহিত চৈতন্ত্ৰ জগৎ, অবিভোপহিত চৈতন্ত্ৰ জীব, আব সমষ্টিজীব দিব্যগুণৰ্ত, অধ্বা বলেন সমষ্টি বুদ্ধি জগৎবেব ও ব্যষ্টি বুদ্ধি জীববেব।

অবিভা অৰ্থে শব্দৰ বলিয়াছেন যে, আত্মাতে অনাত্মাব ও অনাত্মাতে যে আত্মাব অধ্যাস তাহাই অবিভা। ইহা সাংখ্যেব অবিৰুদ্ধ লক্ষণ। কিন্তু আধুনিক মায়াবাদেব অবিভা ঠিক এইরূপ নহে, তন্মতে জীব স্তব্ধ ও অস্বচ্ছ উপাধিপত চৈতন্ত্ৰ। অতএব অবিভা স্তব্ধ মলিন অন্তঃকৰণ হইল, আব মায়া ব্ৰহ্ম ব্ৰহ্ম অন্তঃকৰণ হইল।

কিঞ্চ অবিভাব বা জীববেব সমষ্টি ও ব্যষ্টি কল্পনা কৰা বহুমন্ত্ৰেব বহুজ্ঞানেব সমষ্টি কল্পনা কৰাব ভ্ৰাম্য নিসোব। মনে কব দশজন মহন্ত আছে, তাহাদেব দশপ্ৰকাৰ জ্ঞান উৎপন্ন হইল। কেহ যদি বলে যে সেই দশবিধ জ্ঞানেব সমষ্টি দশগুণ ব্ৰহ্ম এক 'বহাজ্ঞান', তাহা হইলে সেই 'বহাজ্ঞান' যেকপ

পদার্থ হইবে, সমষ্টি অবিভা বা সমষ্টি জীবও সেইরূপ নিঃসাব পদার্থ। বস্তুতঃ অবিভা অর্থে আমি শরীরী ইত্যাকার ভ্রান্তি, আমি শরীরী এইরূপ ভ্রান্তিজন্যেব 'সমষ্টি' যে কিরূপ, তাহা আধুনিক মায়াবাদীই জানেন।

আধুনিক অনেকানেক মায়াবাদী চৈতন্যকে সর্বব্যাপী (অর্থাৎ অসংখ্য ঘন বোজন) জ্ঞায মনে করেন। এমন কি, তাঁহাবা চৈতন্যের প্রদেশবিভাগও করেন; যেমন স্বর্গই চৈতন্যপ্রদেশ, মর্ত্যই চৈতন্যপ্রদেশ ইত্যাদি ('বেদান্ত পরিভাষা')। সর্বব্যাপী চৈতন্য জ্যোতির্ময়, চৈতন্যে অনির্বচনীয় মায়া আছে, তদ্বারা সমুদ্রে বৈরূপ তবৎ হব সেইরূপ প্রপঞ্চ উৎপন্ন হয়। তবৎ যেমন জলমাত্র, প্রপঞ্চও সেইরূপ চৈতন্যমাত্র। দুই এক জনকে দেখিবাছি, তাহাবা তরঙ্গের দৃষ্টান্ত ঠিক ধারণা করিতে পাবে না, কাবণ তরঙ্গ সমুদ্রের উপরে হয়। যখন চৈতন্য সর্বব্যাপী, তখন জলের অভ্যন্তরস্থ কোন প্রকার তবৎের স্রাব ঐ চৈতন্যতবৎ হইবে বলিবা তাহাবা কথঞ্চিৎ সমাধান কবে। বলা বাহুল্য, ইহা সব চৈতন্য-নামক এক জড় দৃষ্টপদার্থ কল্পনা কবা মাত্র। অসং-প্রত্যয়লক্ষ্য চিৎ পদার্থ ঐরূপ কল্পনাব সম্পূর্ণ বিপরীত।

২২। মায়াবাদের বিরুদ্ধে যে যে আপত্তি উত্থাপিত কবা হইয়াছে, তাহাব প্রধানগুলিব সংক্ষিপ্ত সাব এখানে নিবদ্ধ হইতেছে :—

(১) মায়াবাদে শব্দবাচ্যার্থেব বুদ্ধিব দ্বাবা উদ্ভাবিত দর্শন-বিশেষ, স্মৃতিবাং স্রুতি বা বেদান্ত মায়াবাদীবি নিরূপ নহে। স্রুতি সাধাবণসম্পত্তি, স্রুতিব অর্থ নহিবা ই বিবাদ, অপ্রাচীন মায়াবাদী অপেক্ষা প্রাচীন সাংখ্যেব ব্যাখ্যাই গ্রাহ্য।

(২) অদ্বৈতবাদীবি অদ্বৈত নাম কথামাত্র। সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বর, স্বগত সজাতীয় ও বিজাতীয়-ভেদশূন্য অখণ্ডৈকবস 'এক' পদার্থ নহে। উহা মূলতঃ প্রকৃতি ও পুরুষ-রূপ তত্ত্ববস্তুর মেলন-স্বরূপ। আর, উহা বস্তুতঃ জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়-স্বরূপ বহু ভাবেব সমষ্টি।

(৩) অধ্যান বা ভ্রান্তিজন্যকে ভাবতীর্থ প্রায় সর্ব দার্শনিক সম্প্রদায় (বৌদ্ধাদিও) সংসাবেব মূল বলিয়া স্বীকাব করেন। কিন্তু দুই সংপদার্থ ব্যতীত অধ্যান হইবাব উদাহরণ বিদ্যে নাই অর্থাৎ যাহাতে অধ্যান হয় তাহা এবং যাহাব গুণ অধ্যাত্ত হয় তাহা স্মৃতিব দ্বাবা অধ্যাত্ত হয়। স্মৃতি নিজেই যনোভাব বা সংপদার্থ; আব স্মৃতিব বিবরণও সংপদার্থ। শব্দব বে আকাশেব উদাহরণ দিয়াছেন তাহা অলীক উদাহরণ, স্মৃত্যঃ একাধিক সংপদার্থ জগতেব কাবণ।

(৪) গুণও ঈশ্বর জগৎকাবণ তাহা নত্যা কিন্তু তাহা অত্যন্তিক দৃষ্টি। তত্ত্বদৃষ্টিতে ঈশ্বরও প্রাকৃত উপাধিবুক্ত পুরুষবিশেষ, স্মৃতিবাং তত্ত্বতঃ প্রকৃতি ও নিগুণ পুরুষ জগৎকাবণ। ঈশ্বরও বে প্রাকৃত উপাধিবুক্ত তাহা স্রুতিও বলেন, বলা—“মায়াক্ত প্রকৃতিঃ বিভাং মায়িনক্ মহেশ্বরম্” অর্থাৎ মায়াকে প্রকৃতি বলিবা জানিবে, মহেশ্বর মায়ী বা প্রকৃতিবুক্ত। (“মায়াক্ষায়াঃ কামধেনোর্বার্যদৌ জীবেশ্বরবার্যদৌ”—চিদ্রূপী প ২৩৬, পঞ্চদশী। অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বর উভয়ই মায়াব বৎস। ইহা ভনিলে ঈশ্বরবাদী শব্দব নিশ্চয়ই সাংখ্যমিশ্রিত পঞ্চদশীকে স্বহল হইতে বহিষ্কৃত করিডেন)।

(৫) সর্বজ্ঞ-সর্বশক্তিমান্, মহামায় (মহামায়াবী), নীলাকাবী, জগৎকর্তা, অকর্তা, শুদ্ধ, অখণ্ডৈকবস, সজাতীয় স্বগত-বিজাতীয়-ভেদ-হীন, এক, অবিভীর্ষ, ঈশ্বর, আত্মা, ব্রহ্মই জগৎকাবণ; মায়াবাদীদের এইরূপ উক্তি যোক্তিবিবোধ। বিরুদ্ধ পদার্থেব একাস্রকতা-কখনকণ দোষহেতু উহা অত্যায।

(৬) অৰৈতবাদীদেব অনাদি অচেতন কৰ্ম, অনাদি অবিজ্ঞা, অনাদি অস্বা-প্রত্যয় ও যুগ্ম-প্রত্যয় প্রভৃতি অনাদি চৈতন্যবিভক্ত সং পদার্থ স্বীকাৰ কৰিতে হয়, অতএব অৰৈতবাদ বামাজ।

(৭) অৰৈতবাদেব ধৰ্মন অসং-কাৰ্যবাহ, তাহা সৰ্বথা অজ্ঞাত। সত্ত্বশে জ্ঞানমান পদার্থ কখনও অসং হয় না, তবে তাহা অবস্থান্তৰ প্রাপ্ত হইতে পারে। সত্ত্ব অসং হওয়াব উদাহৰণ নাই। বাম কাম্পিতে ছিল, পৰে গৰাণ গেল, তাহাতে বাম অভাবপ্রাপ্ত হইল বলা যায় না, স্থানান্তবপ্রাপ্ত হইল বলা যায়। বাহ জগত্বেব বাবতীৰ পৰিণাম সেইরূপ (অণু বা মহৎ) অবয়বেব সংস্থানভেদমাজ, মানস-পৰিণামও অক্ষভেদ (কানাবস্থান-ভেদ)-মাজ। অতএব অসংকাৰ্যবাদেব উদাহৰণ নাই বলিয়া উহা অজ্ঞাত।

(৮) ঈশ্বরতা অস্তঃকৰণেব ধৰ্ম, চৈতন্যেব ধৰ্ম নহে। তথাপি মায়াবাদীবা ঈশ্বৰ ও চৈতন্যকে একাত্মক বলেন। আত্মা চিত্তৰূপ বটে, কিন্তু তিনি ঈশ্বৰ নহেন। ঈশ্বৰ নিবতিশব্দ-উৎকৰ্ষ-সম্পন্ন চিত্তসত্ত্ব-যুক্ত পুৰুষবিশেষ, আব জীব বা গ্রহীতা মলিন-অস্তঃকৰণযুক্ত পুৰুষ, অতএব 'জীব ও ঈশ্বৰ এক' মায়াবাদীৰ এইরূপ প্রতিক্রা লাভ ও তাহা বোক্তিবিবোধ। জীব স্বরূপতঃ চিত্তমাত্র এইরূপ সাংখ্যপক্ষই জ্ঞাত। \*

\* অৰৈতসিদ্ধিৰ দুইটি বুদ্ধিৰূপ প্রসিদ্ধ উপমাও পৰীক্ষণীয়। কথা—এক হুৰ্ণ যেদৰ বহু সৰাবহিত জলে প্রতিবিম্বিত হয় তেনেদি একই আত্মা বহু জীবে প্রতিকলিত। কিন্তু ইহাতে বহু অনাদি সবারূপ জীব, পুৰুষ হুৰ্ণ এবং হুৰ্ণ যে বহু মন্দির সমষ্টি হুতরাং বিভাজ্য ইত্যাদি স্বীকৃত হইল। 'এক' বৃষ্টি বহু সবাকে পূৰ্ণ কৰে—ইহাও ঐ জাতীয় কথা। ইহাতে অৰৈত-সিদ্ধিৰ সম্ভাবনা নাই, ইহা সমস্ত ব্রহ্মকে বুদ্ধিবাব উপমা হইতে পারে।

আব এক উপমা—দৃষ্টিৰ দোষে দিচ্ছন্ন ধৰ্মন স্বটে, সে দোষ কাটিয়া গেলে চন্দ্র একই পৰিস্ফুট হয়। ইহাব উত্তবে বলা বাইতে পারে যে, দৃষ্টিৰ দোষে বহু ক্ষেত্রে সন্নিবিষ্টবর্তী অথবা পঞ্চাশবর্তী দুই বজ্জক, যেমন দুই বজ্জকে, এক বলিণা প্রতীত হয়, পৰে দৃষ্টিবিন্যাস কাটিয়া গেলে উহারা পৃথক্ই দৃষ্ট হয়। অতএব বুদ্ধিব্যতীত শুণু এইজাতীয় উপমাৰ অৰৈত ও বৈত দুই-ই সিদ্ধ হইতে পারে অৰ্থাৎ কিছুই সিদ্ধ হয় না।

# সাংখ্যীয় প্রাণতত্ত্ব

(প্রথম মুদ্রণ ১৯০২)

১। প্রাণসম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণের অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। শাস্ত্রকারগণ ও ব্যাখ্যাকাবগণ প্রায় সকলেই প্রাণের কার্য ও স্থানের বিষয় পৰস্পর হইতে ভিন্নরূপে বিবৃত কবিয়া গিয়াছেন, এ বিষয় সকলেই লক্ষ্য কবিয়া থাকিবেন, অতএব বচনাদি উদ্ধৃত কবিয়া দেখান নিম্নবোজন। ইহাতে বোধ হয়, যিনি যতটা বুঝিয়াছিলেন, তিনি তাহা লিপিবদ্ধ কবিয়া গিয়াছেন। মোক্ষমূলর সাহেবও ইহা দেখিয়া একস্থলে বলিয়াছেন যে, আহ্মির উপদেষ্টে গণের প্রাণসম্বন্ধে কি অভিমত তাহা বুঝিবার উপায় নাই। বাহা হটক “প্রত্যক্ষকামানক শাস্ত্রক বিবিধাগমঃ। জ্ঞান স্থবিত্তিঃ কার্যঃ ধর্মশুদ্ধিসমীপতাঃ।” মল্লপ্রোক্ত এই বিধানানুসারে, আমবা এ প্রবন্ধে প্রাণসম্বন্ধে যে শাস্ত্রীয় বচনাবলী আছে তন্মধ্যে বাহা প্রত্যক্ষ ও অল্পমান-সম্মত, তাহা গ্রহণ কবিয়া প্রাণের লক্ষণ ও কার্যাদি নির্ধার কবিত্তে চেষ্টা কবিল। এ বিষয়ে পাশ্চাত্য শারীরবিজ্ঞা (Anatomy) ও প্রাণবিজ্ঞা (Biology) প্রত্যক্ষ-স্বরূপ। আব ঋতিই অবশ্য প্রধান-উপকীৰ্য শাস্ত্রগ্রন্থ। এক্ষণে দেখা যাউক—

২। প্রাণের সাধারণ লক্ষণ কি? প্রশ্ন শ্রুতিতে আছে—“অহমৈবৈতৎ পঞ্চধাত্মানং প্রবিভজ্যাতবাগমবষ্টভ্য বিধাবধামি” ইতি—অর্থাৎ প্রাণ বলিতেছেন যে, আমি আপনাকে পঞ্চধা বিভক্ত কবিয়া অবষ্টভনপূর্বক এই শরীর ধারণ কবিয়া বহিয়াছি। অন্তঃ “প্রাণশ্চ বিধাবযিতব্যঞ্চ” অর্থাৎ প্রাণ এবং বিধাবযিতব্যকপ তাহাব কার্যবিষয়। এই দুই শ্রুতিব দ্বাৰা জানা যায় যে, দেহধারণ-শক্তিৰ নাম প্রাণ। যে শক্তিৰ দ্বাৰা বায়ু জ্বল্য বা আহাৰ্য শরীররূপে পৰিণত হয়, তাহাব নাম প্রাণ। অনেক মনে কবেন ‘প্রাণ একবকর বাতাস’ ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। “ন বায়ুক্ৰিষে পৃথগ্গপদেশাৎ”—এই বেদান্তসূত্রের দ্বাৰা প্রাণ বায়ু নব বলিবা জানা যায়। বায়ুশব্দ শক্তিবাদী, সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যে (২।৩।) আছে, “প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুৎ সঞ্চাবাৎ বায়বো যে প্রসিদ্ধাঃ”—অর্থাৎ প্রাণ-অপানাদি পাঁচটি বায়ুৰ মতো সঞ্চবণ কবে বলিবা বায়ু নামে খ্যাত।

“স্রোতোভির্ধৈৰ্বিজ্ঞানাতি ইন্দ্রিয়ার্থান্ শরীরভূৎ। তৈবেব চ বিজ্ঞানাতি প্রাণান্ আহাব-সম্ভবান্।” (অশ্বমেধপর্ব। ১৭)। এই বাক্যের দ্বাৰাও আহাৰ্য হইতে সমগ্র জ্ঞানবাহী স্রোত নির্মাণ কবা প্রাণসকলের কার্য বলিবা জানা যায়। “বহন্ত্যন্নবসান্নাদ্যো দশপ্রাণপ্রচোদিতাঃ।” (শান্তিপর্ব। ১৮)। প্রাণাদি দশ প্রাণের দ্বাৰা প্রেবিত হইয়া নাড়ীসকল অন্তরে বসসকলকে বহন কবে। ইহাব দ্বাৰা এবং নিয়োদ্ধৃত ভাবতবাক্যের দ্বাৰাও প্রাণসকলের কার্য স্পষ্ট বুঝা যায়।

“ভূতং ভুতমিধং কোষ্ঠে কথমন্নং বিপচ্যতে। কথং বসন্তং ব্রজতি শোণিতভ্যং কথং পুনঃ। তথা মাসকং মেদন্ত স্নায়ুর্হীনি চ শোণতি। কথমেতানি সর্বাণি শরীরানি শরীরিণাম্। বর্ধন্তে বর্ধমানস্ত বর্ধতে চ কথং বলম্। নিবোজসাং নির্গমনং মলানাঞ্চ পৃথক পৃথক্। ক্রুতো বাধঃ নিশ্বাসিতি উচ্ছলিত্যপি বা পুনঃ।” (অশ্বমেধপর্ব। ১৯)।

অর্থাৎ অন্ন ভুক্ত হইয়া ক্রিপণে বসন্ত (lymph) ও পোষিতত্ত্ব প্রাপ্তি হয় এবং ক্রিপণে মাংস, অস্থি, মেদ ও স্নায়ুকে পোষণ করে? আবার এই শরীর ক্রিপণে নির্মিত হয়? বলবৃদ্ধি, বর্ধমান প্রাণীব বৃদ্ধি এবং নির্জীব মনসকলেব গৃথকৃ গৃথকৃ হইয়া নির্গম, আবার বাস ও প্রবাস ক্রিপণে হয়? অর্থাৎ ইহা সমস্তই প্রাণেব দ্বাৰা হয়। এই সকলেব দ্বাৰা প্রাণ যে বাতাস নহে কিন্তু প্রেবণাসিকাবিকা দেহদ্বাৰণ-পক্তি তাহা স্পষ্ট বুঝা গেল।

৩। সেই প্রাণ কোন জাতীয় শক্তি? প্রাণ চক্ষুদ্বাৰিব দ্বাৰা একপ্রকাৰ কবণশক্তি। যাহাব দ্বাৰা কোন কাৰ্য সিদ্ধ হয়, তাহাব নাম কবণ যেমন, ছেদনক্রিয়াব কবণ কুঠাব, সেইহেতু ইন্দ্রিয়গণকে কবণ বলা যায়। কর্ণেব দ্বাৰা শব্দজ্ঞান সিদ্ধ হয়, অতএব উহা জীবেব কবণ, চক্ষু-হস্তাদিবাও সেইরূপ। তদ্বৎ যে পক্তিদ্বাৰা জীবেব দেহদ্বাৰণ সিদ্ধ হয়, তাহাই প্রাণ-নামক কবণশক্তি। এইরূপ কবণ-সম্পদেব প্রাণ কবণশক্তি হইবে। নিরঙ্ক শ্রুতিতেও প্রাণ কবণ বলিবা উক্ত হইয়াছে, যথা—“কবণকঃ প্রাণানামুক্তন—জীবন্ত কবণাত্মাহঃ প্রাণান্ হি তাত্ত্ব সর্বশঃ। বস্মাত্তদ্বশণা এতে দৃশ্যন্তে সর্বদেহিনু। ইতি সৌজ্ঞাণশ্রুতি সন্মুক্তিকঃ জীবকবণঃ প্রতীয়তে” (বাহ্যভাস্ত্র ২।৪।১৫)। অর্থাৎ সৌজ্ঞাণশ্রুতিতে প্রাণেব কবণ উক্ত হইয়াছে, যথা—“সেই প্রাণসকলকে জীবেব কবণ বলিবাছেন, যেহেতু সর্বদেহীতে প্রাণসকল জীবেব বশণ দেখা যায়।” সাংখ্যকাবিকায় আছে, “নামাত্তকবণবৃদ্ধিঃ প্রাণাত্মা বায়বঃ পুরু”—অর্থাৎ পুরুপ্রাণ অন্তঃকবণত্বেব সাধাবণ বৃদ্ধি বা পবিণাম। বিজ্ঞানভিদ্ধ ব্রহ্মব্রহ্মভাস্ত্রে (২।৪।১৬) লিখিবাছেন, “ন (মহান্) চ ক্রিয়াশক্ত্যা প্রাণঃ নিশ্চবশক্ত্যা চ বুদ্ধিত্বোর্মধ্যে প্রথমঃ প্রাণবৃত্তিরূপগতঃ।” মহত্ত্বেব ক্রিয়াবৃদ্ধি (দেহদ্বাৰণবণ) প্রাণ ও নিশ্চববৃদ্ধি বুদ্ধি, তাহাদেব মধ্যে প্রাণবৃদ্ধি প্রথমে উৎপন্ন হয়। এই সব প্রমাণে প্রাণকে অন্তঃকবণেব পবিণামবৃদ্ধি বলিবা জানা যায়। মহাতাবতে আছে, “সম্বাৎ সমানো ব্যানশ্চ ইতি যজ্ঞবিদো বিদুঃ। প্রাণাপানাবাজাত্যগৌ ত্বোর্মধ্যে হতাশনঃ।” (অথমেব পর্ব। ২৪)। অর্থাৎ যজ্ঞবিদেবা বলেন, বুদ্ধিস্তব হইতে সমান ও ব্যান, এবং আত্মভাণকণ প্রাণ ও অপান আব তাহাদেব মধ্য হতাশনরূপ উমান উৎপন্ন হয়। চক্ষুদ্বাৰি অন্তঃকবণেব (অস্তিতাথ্য) পবিণাম, প্রাণও সেইরূপ। শ্রুতিতেও আছে, “আত্মন এব প্রাণঃ প্রজায়তে”—আত্মা হইতে এই প্রাণ প্রজাত হয়। আত্মা হইতে যাহা উৎপন্ন হইবে, তাহা যে আত্মক-সম্পদ বা অভিন্নানাত্মক হইবে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। অভিমান ক্রিপণে সমস্ত কবণশক্তিব উপাদান তাহাব সংক্ষেপে আলোচনা কবা এ স্থলে অপ্ৰাসঙ্গিক হইবে না। কবণেব দুই অংশ, তাহাব শক্তিরূপ অংশ অভিমানাত্মক এবং অস্থিষ্ঠানংগ ভূতাত্মক। আত্মসকাশে বিষয়-নয়ন বা তথা হইতে শক্তি আনবন কবিবাব একমাত্র সাধনই অভিমান। পাকাত্যগণ বিষয়-বিষয়ীৰ মধ্যে যে অল্পস্বার্থ অজ্ঞেব ব্যবধান আছে বলেন, প্রাচীন সাংখ্যগণ অভিমানেব দ্বাৰা সেই ব্যবধানেব উপব আলোকমব নেতু নির্ধাণ কবিবা গিয়াছেন। অভিমানেব দ্বাৰা বিষয় ও বিষয়ী লক্ষ্য। ইন্দ্রিয়াত্মক অভিমান রূপাদি-ক্রিয়াব দ্বাৰা উদ্ভিক্ত হইবা সেই উদ্ভেককে স্বপ্রকাশস্বভাব বিষয়িনকাশে নয়ন কবিলে যে প্রাকাত্তপৰ্ণবসান হয়, তাহাই জ্ঞান। সেইরূপ বিষয়ী হইতে যে আভিন্নানিক ক্রিয়া আসিবা প্রাহিকে স্বাত্মীকৃত কবে, তাহাই কাৰ্য। (বাহ্যদৃষ্ট হইতে afferent ও efferent impulse পর্যালোচনা কবিলে ইহা কতক বুঝা যাইবে)। যাহা হউক, “চক্ষুদ্বাৰিবন্তু তৎসংশ্লিষ্টাদিভ্যঃ”—এই বোদ্ধান্তহজ্জেব দ্বাৰাও জানা যায় যে, প্রাণ চক্ষুদ্বাৰিব দ্বাৰা, যেহেতু তাহাদেব সহিত একত্ব শিষ্ট হইয়াছে। চক্ষুদ্বাৰি জানেন্দ্রিয়েব ও

কর্মেন্দ্রিযেব সহিত কবণক্ৰজাতিতে প্রাণকে পাতিত কৰিৰাব ক্ষমতা আৰণ্ড বলবতী বৃত্তি আছে। সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিযেব ও কর্মেন্দ্রিযেব এক একপ্রকাৰ বস্তু আছে, যদ্বাৰা তাহাদেব কাৰ্য সিদ্ধ হয়। কিন্তু তদ্যতীত আৰণ্ড ফলফল, ক্ৰংশিগু, বক্ৰ, গ্ৰীহা, বৃত্তকোষ প্রভৃতি অনেক বস্তু আছে, বাহাৰা জ্ঞানেন্দ্রিয অথবা কর্মেন্দ্রিয কাহাৰণ্ড নহে। সেই সকল যে কবণশক্তিৰ বস্তু, তাহাই প্রাণ, আৰ তাহাদেব ক্ৰিয়া যে কেবল দেহধাৰণকাৰ্য্যে ব্যাপৃত তাহা স্পষ্টই দেখা যায়।

শুধু জ্ঞেয়বিষয়েব গ্রহণই যে কবণমাত্ৰেব লক্ষণ, তাহা নহে। তাহা হইলে কর্মেন্দ্রিযগণ কবণ হয় না। অতএব যেমন জ্ঞেয় বিষয় আছে, তেমন কাৰ্যবিষয়ও আছে, আৰ তেমনি ধাৰ্যবিষয়ও আছে। সাংখ্যশাস্ত্ৰে প্রকাশ, কাৰ্য ও ধাৰ্যকণ দ্বিবিধ বিষয় উক্ত হইয়াছে। ধাৰ্যবিষয় প্রাণেব। যেমন চক্ষুবাধিকবণেব দ্বাৰা কণাদিবিষয় গৃহীত হয়, তেমনি প্রাণশক্তিৰ দ্বাৰা অদেহত্বত বাহবিষয় দেহত্বতবিষয়ে ব্যাক্তিগ হয়। এ বিষয়ে 'নানা মূনিব নানা মত' বলিবা এত বলিতে হটল। এক্ষণে দেখা যাউক—

৪। প্রাণ কোন্ গুণীয়া কবণশক্তি ? "প্রকাশজিহ্বাহিতিশীলং ভূতেজিয়াত্মকং ভোগাপ-  
বর্গার্থং দৃশ্যম্" (যোগসূত্ৰ) অৰ্থাৎ দৃশ্য ভোগাপবর্গ-হেতু, ভূত ও ঈন্দ্রিয়-আত্মক এবং প্রকাশশীল, জিহ্বাশীল ও হিতিশীল। বাহা প্রকাশশীল তাহা সাত্বিক, বাহা জিহ্বাশীল তাহা বাজসিক; এবং হিতিশীল ভাব তামসিক। সাত্বিকাদি সমস্তই আপেক্ষিক, তিন পদার্থেব তুলনাৰ বাহা অধিক প্রকাশশীল, তাহা সাত্বিক; বাহা অধিক জিহ্বাশীল তাহা বাজসিক এবং বাহা অধিক হিতিশীল তাহা তামসিক। আমবা দেখাইবাছি, প্রাণ, জ্ঞানেন্দ্রিযেব ও কর্মেন্দ্রিযেব স্নায় কবণশক্তি। উহাদেব সহিত প্রাণেব আৰণ্ড সাদৃশ্য আছে, বাহাতে তাহাদেব তিনেব একত্ব তুলনা স্নায় হইবে। জ্ঞানেন্দ্রিযকে ও কর্মেন্দ্রিযকে বাহ কবণ বলা যায়, যেহেতু তাহাৰা বাহ ব্ৰব্যকে বিষয়কণে ব্যবহাৰ কৰে। সেই লক্ষণে প্রাণও বাহকবণ, কাৰণ প্রাণও বাহ আহাৰ্য ব্ৰব্যকে দেহকণ ধাৰ্যবিষয়ে ব্যবহাৰ কৰে। চক্ষুবাধিৰ যেমন পক্ষত্বেব সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, প্রাণেবও তজ্জপ। অতএব জানা গেল যে, জ্ঞানেন্দ্রিয, কর্মেন্দ্রিয ও প্রাণ ইহাৰা সকলেই 'বাহ কবণশক্তি' এই সাধাৰণ স্নাত্তিৰ অন্তৰ্গত। অস্ত্যকবণ এই বাহ কবণক্ৰমেব ও স্নাত্তিৰ মধ্যবৰ্তী, তাহা বাহকবণাপিত বিষয় ব্যবহাৰ কৰে এবং ঐদিকে আত্মচেতন্ত্বেবও অবভাসক। কোন কোন গ্রন্থকাৰ অস্ত্যকবণেব সহিত জ্ঞানেন্দ্রিযেব ও কর্মেন্দ্রিযেব তুলনা কৰিবাছেন। উহা ভিন্নজাতীয়া অশ্বসকল তুলনা কৰিতে যাইবা তৎসঙ্গে হস্তীৰও তুলনা কৰাব স্নায় অস্নায়। বস্তুতঃ প্রাণসম্বন্ধে বস্তু পৰ্যালোচনা না কৰাই উহাৰ কাৰণ। এক্ষণে পূৰ্বোক্ত যোগসূত্ৰাভাসে দেখিব ঐ তিন প্রকাৰ কবণশক্তিৰ মধ্যে কোন্টী কোন্ গুণীয়া। স্পষ্টই দেখা যায়, জ্ঞানেন্দ্রিযে প্রকাশগুণ অধিক, অতএব উহা সাত্বিক। যে-সমস্ত ক্ৰিয়া স্বেচ্ছাৰ অধীন, তাহাৰ জননী-শক্তিই কর্মেন্দ্রিয। কর্মেন্দ্রিযসকলে ক্ৰিয়াব আধিক্য এবং প্রকাশেব \* ও বৃত্তিৰ

\* কর্মেন্দ্রিযে স্পর্শানুভব বা স্নাত্তি-বোধকণ প্রকাশগুণ আছে। (প্রশ্নস্ততিতে আছে, "তেন্দ্রিযমিত্যভিহাৰ্য") ৪৮। ভাষ্যকাৰ বলেন, তেন্দ্রিয অৰ্থে স্নাত্তিবিষয়ভিহাৰ্য প্রকাশবিশিষ্ট যে বস্তু তাহাই এই তেন্দ্রিয। অতএব বস্তু একাধিক জ্ঞানহেতু কবণ আছে। তাহা তাহাদেব চালনকণ নৃত্য কাৰ্যেব সাহাৰ। প্রত্যেক কর্মেন্দ্রিযে অৰ্থাৎ বাসিদ্ৰিযে (জিহ্বা ও প্রভৃতিতে), কবতলে, গমতলে, গায়ত্ৰেব ও উপহাৰে ঐ "স্পর্শানুভব"-স্বপ্নেব "স্নাত্তি" দেখা যায়। উহা "স্পর্শজ্ঞান" বা কণাধ্য জ্ঞানেন্দ্রিয-কাৰ্য হইতে গৃহক। স্নাত্তিকগ্ৰহণ স্নাত্তিবিষয়ে কাৰ্য। তাহা স্নাত্তিৰ পঞ্চজ্ঞানেব ও কণজ্ঞানেব স্নায় দূৰ হইতেও সিদ্ধ হয়। "স্পর্শানুভব" স্নায় তাহাতে আদেবের প্রযোজন হয় না। Physiologist-ৰা বাহাকে sense of

অল্পতা, অতএব কর্মেজিহ্ন বাজসিক। প্রাণেব জিহ্না স্ববসবাহী, যেচ্ছাব অনবীন, স্তভবাং শূট প্রকাশ হইতে বহুদ্ব। তদ্বত প্রকাশ ইতবতুলনায় অতি অশূট, আব তাহাব কার্ধ ধাবণ বা স্থিতি, স্তভবাং প্রাণ তামসিক। যোগভাত্তেও (৩।১৫) প্রাণকে অপবিদুই (তামসিক) অন্তঃকরণ-শক্তি বলা হইয়াছে। অতএব জানা গেল, প্রাণ তামসিক বাহ্যকরণ-শক্তি।

অন্তঃকরণেব বোধ, চেষ্টা ও সংস্কার বা ধৃতিকণ যে জিবিব মূল সাত্বিক, বাজসিক ও তামসিক শক্তি আছে, তদ্বধ্যে বোধবৃত্তিব সহিত জ্ঞানেন্দ্রিয়েব সাক্ষাৎসম্বন্ধ এবং চেষ্টাব ও ধৃতিব সহিত যথাক্রমে কর্মেজিহ্নেব ও প্রাণেব সাক্ষাৎসম্বন্ধ। বোধশক্তি, কার্ধশক্তি ও ধাবণশক্তি, সাত্বিক, বাজস ও তামস, এই মূল জিজাতীয শক্তি সর্বপ্রাণিসাধাবণ \*। পুরুত্ব বা হাইড্রা (hydra)-নামক একটি নিম্নজ্যেগীয জলচর প্রাণীয উদাহরণে উহা বেশ সুা বাইবে। হাইড্রাব শরীর মূলতঃ একটি নল-বন্ধুপ। উহা দুই প্রহ অক্বেব দাবা নিমিত। অন্তঃক (endoderm) এবং বহিঃক (ectoderm) এই উভয়েব মध्ये জিজাতীয কোষ (cell) দেখা যায়। হাইড্রা ভোজনেব জন্ত তাহাব নলরূপ শরীরেব অভ্যন্তরে জল প্রবাহিত কবে। Endoderm-সম্বন্ধীয কোষলম্বদ্বায় সেই জলহ আহারকে সমন্বন (assimilate) কবে, মধ্যজ্যেগীয কোষলকল চালনকর্ম সাধন কবে এবং ectoderm-সম্বন্ধীয কোষলকল তাহাব বাহা কিছু অশূট বোধ আছে তাহা সাধন কবে। অতএব সেই বোধহেতু, কর্মহেতু ও ধাবণহেতু এই জিবিব কণগই হাইড্রাব শরীরত্বত হইল। উক্তপ্রাণীতে ঐ তিন শক্তি অনেক বিকশিত ও জটিল, কিন্তু মূলতঃ সেই জিবিব। গর্ভেব আভ্যাবদ্যাব শরীরোপাদান-কোষলকলেব প্রাথমিক যে জ্যেগীবিভাগ হয়, তাহাও ঐকপ জিবিব, যথা—epiblast, mesoblast ও hypoblast। উহাবাই পরিণত হইয়া যথাক্রমে জ্ঞানেন্দ্রিয, কর্মেজিহ্ন ও প্রাণ ইহাদেব মূখ্য অধিষ্ঠানলকল নির্মাণ কবে। Amœba-নামক এককোষিক জীবেও তিন প্রকাব শক্তি দেখা যায়।

পাঠকগণ মনে বাখিবেন যে, শাস্ত্রেব আদিম উপদেশলকল ধার্মীদেব আলৌকিক প্রত্যক্ষেব ফল। ধ্যানসিদ্ধ পুরুষগণ বাহা বলিবা গিবাছেন সেইসকল ব্যাক্য অবলম্বন কবিবা প্রচলিত শাস্ত্র বচিত হইয়াছে। স্রুতিতে আছে—“ইতি শুভ্রং ধীবাণাং যেনন্তষিচচক্ষিবে” অর্থাৎ ইহা ধীবেদেব নিকট অনিবাছি, বাহাবা আরাধিগকে তাহা বলিবাছেন। সেই প্রাচীন ধীবেদেব উপদেশ যে আলৌকিকদৃষ্টিশূন্য অপ্রাচীন গ্রন্থকাবদেব দাবা লিপিবদ্ধ হইয়া অনেক বিকৃত হইবে তাহা আশ্চর্য নহে। তজ্জন্ত প্রাণসম্বন্ধে সমস্ত বচন সম্বব কবিবাব উপায় নাই। সেসম্বেবাইজ কবিবা clair-

temperature বলেন, কণোপগ্রমণে বাহা সম্যক বিকশিত, তাহাই ত্বগাখ জ্ঞানেন্দ্রিয। আর ভাবাতীত স্তবতাদিতে যে tactile sense আছে, তাহা touch-corpuscles দ্বাব সিদ্ধ হয়, তাহাই “স্পর্শবৃত্তবে” বলিবা জ্ঞাতবা। উহা “স্পর্শজ্ঞান” হইতে ভিন্ন। ক্-বায় তিন প্রকাব বোধ হয়, (১) “স্পর্শজ্ঞান”, (২) “স্পর্শবৃত্তবে” বা আলোকবোধ ও (৩) চাপবোধ বা sense of pressure। শেষট বাস্তবে সহিত সাক্ষাৎভাবে সম্বন্ধ নহে। উহা শরীরবাহুত প্রাণবিশেষের কার্ধবিশেষ। দ্বকে চাপ দিলে তদ্বার আভ্যন্তরিক শরীরগত্ব (issues) ব্যাহত হইয়া উহা উৎপাদন কবে। এ বিষয় সম্যক সুাইতে গেলে প্রবন্ধান্তরের প্রয়োজন হয়।

\* মহাভারতে (অধঃসর্গ ৩০) আছে—“এই তিনটি সেই পুণ্ডিত চিন্তনদীয স্রোত, এই স্রোতলকল জিগ্যাস্বক সংস্কাররূপ তিনটি সাত্ত্বীয় দ্বারা পুন্ড পুন্ড আপ্যারিত এবং সাত্ত্বীযক পুন্ড পুন্ড বর্ধিত হইয়া থাকে।” “জীণি স্রোতাসি দাত্ত্বিন্দ্রাণ্যাত্তে পুন্ড পুন্ড। প্রাণভাষিন ঐযতঃ প্রবর্ততে শুণারিকঃ।”



voyance-নামক অবস্থায় লইয়া গেলে, সাধারণ ব্যক্তিগণেরই অলৌকিক প্রত্যক্ষ হয়। আমবা অনেক পবীকাকবিয়া দেখিয়াছি যে, সেই অবস্থায় কাষ্ঠাদিৰ মধ্য দিয়া বা মণ্ডকেৰ পশ্চাৎ দিয়া স্বৰাবৎ প্রত্যক্ষ হয়। \* অতএব সংযমসিদ্ধ মহাত্মাগণ যে অলৌকিক প্রত্যক্ষের দ্বারা শবীবেব বৃহত্তত্ব (“নাভিচক্রে কাষবৃহজ্জানবু” বোগহুজ্জ) জানিবেন তাহা বিচিহ্ন কি? অলৌকিক দর্শনেব বিবরণ এবং মাইক্রোস্কোপ দিয়া দর্শনেব বিবরণ যে পৃথগ্ৰূপ হইবে তাহা পাঠক মনে বাখিবেন। একজন সংযমসিদ্ধ হস্ততো একটি জ্ঞাননাভীকে—‘বিদ্যাংপাকসমপ্রভা’ বা ‘বৃত্তাত্ত্বপমেয়া’ বা ‘বিদ্যাম্বালাবিলাসা’ মূনিমনসি লসত্তত্বকণা ‘সুহৃদ্বা’ দেখিবেন, আব অণুবীক্ষণ দিয়া হস্ততো তাহা শ্বেততত্ত্বরূপ দেখা যাইবে। অতএব শাস্ত্রোক্ত প্রাণেব বর্থাৎ তত্ত্ব-নিষ্কাষণ কবিতে হইলে ধ্যানীদেব দিক্ হইতেও দেখিতে হইবে ইহা স্ববণ বাধা কর্তব্য।

৫। এক্ষণে প্রাণের অবাস্তর ভেদ বিচার্য। মহাবিগণ যেমন জ্ঞানেন্দ্রিয়কে ও কর্মেন্দ্রিয়কে পাঁচ ভাগে বিভক্ত কবিয়াছেন, প্রাণকেও সেইরূপ পাঁচ ভাগে বিভক্ত কবিয়াছেন। জ্ঞানাদিকবণ-সকলেব পঞ্চদেব বিশেষ কারণ আছে, তাহা ‘সাংখ্যতত্ত্বালোকে’ দ্রষ্টব্য। যে পঞ্চ প্রকাব মূলশক্তি, দ্বাবা দেহদ্বাব স্তম্ভ হব তাহাবাই পঞ্চ প্রাণ। তাহাদেব নাম এই—প্রাণ, উদান, ব্যান, অপান ও সমান। প্রাণসকলেব দ্বাবা সমস্ত দেহ বিবৃত হয়, সুতবাং সর্বশবীবেই সকল প্রাণ বর্তমান থাকিবে। অভ্যকবণ, জ্ঞানেন্দ্রি় ও কর্মেন্দ্রি় এই সকল শক্তিব বশে প্রাণসকল তাহাদেব উপযোগী অধিষ্ঠান নির্মাণ কবিয়া দেব। তদ্ব্যতীত প্রাণাদিবি নিজেব নিজেব বিশেষ বিশেষ অধিষ্ঠান আছে। বসিও একেব অধিষ্ঠানে স্তম্ভেব সহায়তা দেখা যায়, তথাপি বাহাভে বাহাব কার্যেব উৎকর্ষ তাহাই তাহাব মূখ্য অধিষ্ঠান বলিয়া জানিতে হইবে। অতএব আমবা প্রাণসকলেব স্ব স্ব মূখ্য অধিষ্ঠানেব কথাও যেমন বলিব, অভ্যাকবণগত হইয়া তাহাদেব কি কার্য তাহাও বলিব। তন্মধ্যে দেখা যাউক—

৬। আত্ম প্রাণ কি? প্রশ্ন ক্ষতিতে আছে—“চক্ষুঃশ্রোত্রে মূখানাসিকাত্যাং প্রাণঃ স্বয়ং প্রাতিষ্ঠতে” অর্থাৎ চক্ষু, শ্রোত্র, মূখ, নাসিকায় প্রাণ স্বয়ং আছেন। “মনোকৃতেনাযাত্যন্বিহরীবে” মনেব কার্যেব দ্বাবা প্রাণ এই শরীবে আসে।

“মনো বুদ্ধিবহংকাবো ভূতানি বিষমচ সঃ। এবং দ্বিহ ন সর্বজ প্রাণেন পবিচাল্যতে।” (শান্তিপর্ব। ১৮৫) মন, বুদ্ধি, অহংকাব এবং ভূত ও কপাদি বিষয় প্রাণেব দ্বাবা সর্বদেহে পবিচালিত হয়। “হেনং চাক্ষুবং প্রাণমহুগুহানঃ”, অর্থাৎ সর্ব উদ্বিত হইয়া চাক্ষুব প্রাণকে (রূপ-জ্ঞানরূপ) অহুগ্রহ কবে। “প্রাণো মূর্ধনি চারৌ চ বর্তমানো বিচেষ্ঠতে” (মোক্ষধর্ম), প্রাণ মণ্ডকে এবং তজ্জত্য অগ্নিতে বর্তমান থাকিবা চেষ্টা কবে। “প্রাণো হৃদযম্” (ক্ষতি) “হৃদি প্রাণঃ প্রাতিষ্ঠতে”। “প্রাণঃ প্রাশ্বস্তিকঙ্কাসাদিকর্মা” (শাবীবকভাষ্য ২৪।১২)—প্রাণ প্রাক্-বৃত্তি, তাহা বাসাদিকর্মা। এই সমস্ত বচন হইতে নিম্নলিখিত বিষয় জানা যায়, বখা—

\* ইহা পাঠ কবিয়া কেহ কেহ হস্ততা নাসিকা কুচিত কল্পিবন। তাহাদেব নিম্ন উদ্ধৃত বাক্য দ্রষ্টব্য—“However astonishing, it is now proved beyond all rational doubt, that in certain abnormal states of the nervous organism, perceptions are possible through other than the ordinary channels of the senses.”

—Note by Sir William Hamilton in his edition of Dr. Reid's Works.

(১) প্ৰাণ চক্ৰপ্ৰক্ৰিয়া জ্ঞানেন্দ্ৰিয়ে বৰ্ত্তমান আছে ও তাহা বিবৰ্জ্জান-বহন-শ্ৰেণী অধিষ্ঠিত এবং তাহা যন্ত্ৰিৎও বৰ্ত্তমান আছে। (২) প্ৰাণ জ্বলবে থাকে ও তাহা শাসনিকৰ্ম্ম।

এই দুই সিদ্ধান্ত মহা পৰম্পৰাবিবোধী বলিষা মনে হইতে পাবে, কিন্তু হুস্মান্‌সন্ধান কবিলে হুস্মন মায়া দেখা যায়। শাসনিকৰ্ম্ম নিয়ন্ত্ৰকাবে নিশ্চয় হয়। প্ৰশাসনিকৰ্ম্ম হুস্মান্‌সন্ধান বায়ুকোষকল সংক্ৰিতি হয়, তাহাতে তত্ত্ব বোধনাভী \* (sensory nerves) যন্ত্ৰিৎবে অংশবিশেষকে জানাইবা দেখ। তাহাতে নিশ্চয় নহিবাব প্ৰশ্ন হয়। সেইরূপ নিশ্চয়ান্তে বায়ুকোষকলেব ফীতিতে সেই বোধনাভীকল যন্ত্ৰিৎ উদ্বেগ-বিশেষ বহন কবিবা, শাস ফেনিবাব প্ৰশ্ন আনয়ন কবে। অতএব শাসনিকৰ্ম্ম হুস্মান্‌সন্ধান-গত সেই বোধনাভী + তত্ত্ববা চক্ৰবাহি যন্ত্ৰকাবে নাভীতে (বোধবহা) প্ৰাণ-হান, শাসনিকৰ্ম্ম সেই প্ৰকাৰ নাভীতে প্ৰাণবৃত্তি হইবে। তত্ত্ববাহি অতঃপৰ বোধনাভীতেও প্ৰাণহান বলিষা বৃত্তিতে হইবে। অৰ্থাৎ অন্ননাভীৰ যে অক্ৰ তত্ত্ব বা চক্ৰবাহি-বোধকাৰী নাভীতে এবং কৰ্ত্তব্যাদিগত আন্ত্ৰিকবোধক নাভীতেও প্ৰাণালয় বলিষা বৃত্তিতে হইবে। যোগাৰ্থে আছে—“আন্ত্ৰিকবোধকৰ্ম্মে কৰ্ম্মে নাভিমধ্যগে। প্ৰাণালয় ইতি প্ৰোক্তঃ পাৰ্শ্বাভ্যুত্থৈপি কেচন।” অৰ্থাৎ যুগ্ম, নাসিকা, জ্বল, নাভি ও কাহাবও মতে পাৰ্শ্বাভ্যুত্থৈব মধ্যও প্ৰাণেব আলব। এই সকল বোধনাভী বাহু কাৰণে বৃত্ত হয়, যেহেতু কপাধি বোধ্য বিবয়, শাসনিকৰ্ম্ম, পেশ ও অন্ন সমস্তই বাহু। আনান্দেব আৰ্হাৰ্ম্ম জিবিধ—বায়ু, পেশ ও অন্ন। এই তিনেব অভাবে শাসনিকৰ্ম্ম, শিলাসা ও ক্ৰমা হন এবং উহাদেব সম্পৰ্কে ক্ৰমাধিনিবৃত্তি হয়। যুগ্মেব পশ্চাৎ তাগ বা pharynx প্ৰক্ৰিতিৰ অক্ৰ তত্ত্ব হইলে (শবীৰ জলাভাবে) তত্ত্ববোধ হয়, আৰ সেই অক্ৰ তত্ত্ববাহি মিলে তত্ত্ব-শাস্তি হয়, অতএব তত্ত্ব বাচ বোধ হইল। সেইরূপ ক্ৰমা পাকস্থলীৰ যক্ৰে হিত, আৰ্হাৰ্ম্মেব লহিত এই অক্ৰেব সম্পৰ্কে হইলে ক্ৰমা-শাস্তি হয়। অন্ননাভী ও তত্ত্ববাহি প্ৰক্ৰিতি প্ৰত্যবে শবীৰবাহু, আৰ ক্ৰমাভ্যুত্থাৰ্ম্ম বাচ বোধও বাহ্যিক্তব বোধ। এই সমস্ত পৰ্যালোচনা কবিয়া আন্ত্ৰিক প্ৰাণেব এই লক্ষণ হয় “তত্ত্ব বাহ্যিক্তবোধবোধবিষ্ঠানবোধবঃ প্ৰাণকৰ্ম্ম”, অৰ্থাৎ বাহ্যিক্তব বে বোধকল, তাহাদেব বাহা অধিষ্ঠান, তাহা বাবণ (নিৰ্ধাণ, বৰ্ণন ও পোষণ—বাবণশব্দেব এই অৰ্থজয় পাঠক স্বয়ং বাখিবেন) কবা আন্ত্ৰিক প্ৰাণেব কাৰ্য। জ্ঞানেন্দ্ৰিয়েব ও কৰ্ম্মেন্দ্ৰিয়েব বোধাদেশব অতিৰিক্ত, আন্ত্ৰিকব-অক্ৰ গত শাসনিকৰ্ম্ম, ক্ৰমা ও শিলাসা এই সকল বোধেব অধিষ্ঠানই প্ৰাণেব স্বকীয় সূচ্যস্থান। ক্ৰমাধি দেহবোধেব অপবিহাৰ্হাৰ্ম্ম কাৰণ। অতএব তত্ত্ববোধ সমগ্ৰদেহবোধশক্তিৰ একাক হইল। অতঃপৰ—

৭। উদাহৰণ কি ? তাহা বিচাৰ কবা যাউক। “অৰ্থেক্সোৰ্হাৰ্ম্ম উদাহৰণ পুণ্যেব পুণ্য লোকং নয়তি পাণেন পাণমুভাভ্যাসেব মহত্ৰলোকম্।” (প্ৰশ্ন উশনিবদ্ ৩৭), অৰ্থাৎ জ্বল হইতে

\* বাংলা ভাষাৰ বাহ্যিক্ত বাহু বসে, এখানে সেই অৰ্থে নাভী শব্দ ব্যবহৃত হইল। প্ৰক্ৰিতি পুণ্য বৈদ্যক প্ৰশ্নেব দায়ু ইংৰাজী সিন্টি (snew) শব্দেব ভুল্যৰ্ক। বোধবিষ্ঠানত্ৰে নাভী এক nerve অৰ্থেব ব্যবহৃত হয়, যেমন দেহমধ্যম হুস্মান্‌ নাভী বা apical cord ইত্যাদি। নাভী শব্দেব অৰ্থ—কল, বাহ্যিক্তে-কোন পদাৰ্থ (বক্তব্যবাহু বা ভব্যপদাৰ্থ) বাহিত হয়। সে হিসাবে nerve, muscle, artery, vein প্ৰক্ৰিতি সমস্তই নাভী। তত্ত্ববাহু-নাভীও বলা যায় আৰ রক্তবাহু-নাভীও বলা যায়। যথা—“ইক চিত্তবহা নাভী, অববা চিত্তক বহতি। ইক প্ৰাণবিক্ৰমো নাভীভো বিলকপতি” (ভোগবৃত্তি)। যোগিপণ এই বিষয়ে anatomical distinction অজ্ঞই কবিষাছেন, যেহেতু তাহাতে উহাদেব তত্ৰ এবেজন ছিল না।

† “A Sensation, the need of breathing, &c is normally connected with the performance of respiration.”—The Cornhill Magazine, Vol. V, p. 164.

উর্ধ্বগামী স্নায়ু নাড়ী উদানেব স্থান, উদান, মবণকালে পাপেব ঘাবা পাপলোক, পুণ্যেব ঘাবা পুণ্যালোক ও উভয়েব ঘাবা মহত্ত্বলোকে নবন কবে। পুনশ্চ “তেজো হ বাব উদানন্তম্বাহুপশান্ত-তেজাঃ” অর্থাৎ উদানই তেজ বা উদা, যেহেতু স্নাত্যকালে (অর্থাৎ উদানভাগে) পুরুষ উপশান্ততেজা হব। “উদেজ্যতি সর্মানি উদানো নাম মারুতঃ” (যোগার্গব) অর্থাৎ উদান-নামে প্রাণ মর্গসকলকে উদেজিত কবে। “উদানজঘাঙ্কলপঙ্কটকাহিষসৎ উৎক্রান্তিষ্ণ” (যোগসূত্র) অর্থাৎ উদান জঘ কবিলে শবীর লঘু হব ও ইচ্ছা-স্নাত্যব ক্ষমতা হব। “উর্ধ্বাবোহণাছুদানঃ” উর্ধ্বাবোহণ-হেতু উদান। “উদানঃ স্বকণ্ঠতালুর্ধ্বলম্বাথ্যবৃত্তিঃ” (সাংখ্যতত্ত্বকোমুদী) উদান জঘ, কণ্ঠ, তালু, মস্তক ও জমধ্যে থাকে। এই সমস্ত বচন পর্যালোচনা কবিলে উদানসম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়সকল জানা যায় যথা—

(১) উদান স্নায়ু নাড়ীস্থিত শক্তি। (২) উদান উর্ধ্ববাহিনী শক্তি। (৩) উদান শাবীবোম্বাব নিযন্ত। (৪) উদান, স্নাত্যব সাধক অর্থাৎ অপনীয়মান উদানেব দ্বারা মবণব্যাপাব শেষ হব।

প্রথমতঃ, দেখা যাউক, স্নায়ু নাড়ী কোনটি। “সেবোর্গেঘো নাড়ী স্নায়ু” (বটচক্র), অর্থাৎ মেরুদণ্ডেব মধ্যে স্নায়ু। মেরুদণ্ডেব মধ্যে spinal cord বা nerve-নামক নাড়ীসকলেব এক বজ্র দেখা যায়। শাস্ত্রে মেরুদণ্ড নাড়ীসকলেব মধ্যে নাড়ী-বিশেষকে স্নায়ু বলা হইবাছে, যদ্বাবা প্রাণাধারিণ শবীর হইতে প্রাণকে সংব্রত কবিয়া মস্তকনির্গে অবরুদ্ধ করিবা বাথেন। স্নায়ুাব অপব নাম ব্রহ্মনাড়ী—“দীর্ঘাধির্ধ্বপর্বন্ত ব্রহ্মদণ্ডেতি কথ্যতে। তন্ত্রান্তে শুবিবং স্মরণ ব্রহ্মনাড়ীতি স্মৃতিঃ।” (উত্তরপীতা ২ অঃ)। প্রাণাধারমেব অপব নাম স্পর্শযোগ যথা—“কুন্তকাবস্থিতোইভ্যাসঃ স্পর্শযোগঃ প্রকীর্তিতঃ” (লিঙ্গপুরাণ)। উদ্বাভেব সর্বব বখন উপসংব্রত হইবা প্রাণ মস্তকাভিমুখে যায়, তখন স্নায়ুতে একপ্রকাব স্পর্শমুভব উস্থিত হইবা বাইতেছে বলিবা বোধ হব।

“বেনাসৌ পশ্চতে মার্গঃ প্রাণন্তেন হি গচ্ছতি” (অমৃতবিশ্বপনিবদ্) অর্থাৎ মন বা অহুভববৃত্তিবা ঘাবা যে মার্গ দেখা যায়, প্রাণও সেই মার্গে গমন কবে (প্রাণাধারকালে)। ফলতঃ মেরুদণ্ড বোধবহা নাড়ীই স্নায়ু, যদ্বাবা শাবীবধাতুগত বোধ বাহিত হইবা সহস্রারহ (মস্তিষ্ক) বোধস্থানে নীত হব। কশেরুকামজ্জা বা spinal cord-এব মধ্যস্থ যে ধূসব শ্রোত মস্তকস্থ ধূসব স্নায়ুকোষ-লজ্জাভেব সহিত মিলিত, তাহা দিয়া প্রধানতঃ বোধ বাহিত হইবা যায়। “The grey matter which is continuous from spinal cord to the optic thalamus, and through this certain afferent impulses, such as those of pain, travel upwards.”—*Kirke's Physiology*, p. 686.

বস্তুতঃ পীড়াবাহক কোনপ্রকাব ভিন্ন বোধনাড়ী নাই, সাধাবণ বোধনাড়ীসকল অভ্রাব্রিক্ত হইলে পীড়াবোধ হব। “These (nerves of pain) do not appear to be anatomically distinct from the others, but any excessive stimulation of a sensory nerve, whether of the special or general kind, will cause pain.”—*Kirke's Physiology*, p. 161.

শবীরেব প্রাণ সর্বত্রই বেদনাবোধ হইতে পাবে, তাহা তদ্রূপ বোধনাড়ীব অভ্রাব্রেক হব। যেসব বোধনাড়ী শাবীবধাতুগত, তাহাই উদানেব স্থান। এবং মেরুদণ্ডসম্বন্ধে যে অংশে তাহাদেব প্রধান শ্রোত ও উপকেন্দ্র তাহাই স্নায়ু। অত্র কোন কোন উর্ধ্বশ্রোত নাড়ীর নামও স্নায়ু।

দ্বিতীয়তঃ, বোধবহা নাভীশব্দক অন্তঃপ্রসৃত (afferent), যেহেতু বোধ বিষয়কল বাহিব হইতে নীত হইলে তবে অন্তঃকরণে বোধোদ্রেক হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে শবীষ শাস্ত্রোক্ত উষ্ণমূল অশ্বখবৃক্ষ “উষ্ণমূলমধশাখং বৃক্ষাকাং কলেববম্।” (জানসংকলিনী তন্ত্র, ৬৮)। “উষ্ণমূলমধশাখং ধাম্মার্সেণ সর্বগম্।” (উত্তর গীতা, ২।১৮)। তাহাব উষ্ণ হইতে মস্তিষ্কস্থ মূলে বোধবহা নাভীষ বাবা বোধকল বাহিত হইবা বাইতেছে। কিন্তু উদানের ধ্যানের সময়ে সর্বশবীষ হইতে উষ্ণ মস্তকান্তিমুখে এক ধাবা চলিতেছে এইরূপ অল্পভব কবিত্তে হয়। এইজন্য—“হুম্বা চোক্ষগামিনী”। (জানসংকলিনী, ৭৫)। “জাননাভী ভবেদেবি যোগিনাং সিত্তিগামিনী” (জানসংকলিনী ৭৮)। অতএব মেরুদেশেব অভ্যন্তরবহ বোধবাহিলোত হুম্বা নাভী হইল, আব উদানও তদ্রূপ শক্তি হইল।

তৃতীয়তঃ, উদান শাবীবোদ্ধাব সহিত সম্বন্ধ। “প্রিতো মূর্ধানময়িত্ত শবীবং পবিপালয়ন্। প্রাণো মূর্ধনি চার্মো চ বর্ডমানো বিচেষ্টতে।” (স্বোক্তার্থ, ১৮৫ অঃ)। অর্থাৎ অগ্নি মস্তক আশ্রয় কবিবা শবীব পবিপালন কবিতেছে। ইহাতে শাবীবোদ্ধাব মূলস্থান মস্তক বলিবা জানা গেল। পাকাত্য physiologist-পণ্ডিত মস্তিষ্কেব অংশবিশেষকে শাবীবোদ্ধাবনিবসনেব কেন্দ্রস্থান বলিবা নির্দেশ কবেন। আবও বলেন, শবীবগত অল্পভবেব ধাবা উল্লিখিত হইয়া সেই মস্তিকাপং স্বপোগ্যগ্যভাবে শাবীবোদ্ধা নিবসিত কবে। ইহাতেও দেখা গেল, অল্পভবনাভী ও তাহায়েব কেন্দ্রস্থান ময়স্থানে উদান।

চতুর্থতঃ, উদানেব সহিত উৎক্রান্তি বা মরণ-ব্যাপাবেব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। অবস্ত শবীবালমকল ক্রমশঃ তাগ কবিবাই উদান মরণেব সাধক। মরণকালে বিরূপ ধটে, তাহা জানিলে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। “মরণকালে ক্রীণেদ্রিববৃত্তিঃ সন্ মুখ্যা প্রাণবৃত্ত্যাব্যবর্তিত্তে” (প্রাণ উপনিষদ্ ভাস্কর শঙ্করচাৰ্য)। অর্থাৎ মরণকালে ইন্দ্রিববৃত্তি ক্রীণ হইলে বা বাহুজ্ঞান ও চেষ্টাবৃত্তি বহিত হইলে, মুখপ্রাণবৃত্তিতে (অর্থাৎ উদানে, যেহেতু শাস্ত্রে উদানকে উৎক্রান্তিহেতু বলে) অবস্থান হয়। সেই প্রাণবৃত্তি বিরূপ দেখা যাউক। কোন কোন ব্যক্তি বোপাধিকাবে মৃতত্ব হইবা থাকিবা পুনর্জীবিত হইবাছে, ইহা সকলেই শুনিবা থাকিবেন। সেইরূপ একজন প্রসিদ্ধ ও শিক্ষিত ব্যক্তি মরণাহুভবেব কিয়ৎকাল আমবা এছলে বলিব। Society for Psychical Research-নামক প্রসিদ্ধ সমিতিব ধাবা উহা প্রকাশিত হয়। Dr. Wiltse-নামক একজন ধ্যানদারী ভাস্কাবেব উহা ঘটাবাছিল। তিনি অববোণে অর্ধশতাব্দীকাল একেবাবে মৃতত্ব জ্ঞাব হইবাছিলেন, পবে সজীব হন। সেই সময়

\* অর্থাৎ thermotaxic centro বাহ্য opte thalamus-এব দিকট অবস্থিত। উদানএব একটি প্রতিফলিত ক্রিয়া বা reflex action সমস্ত উৎক্রান্তি-প্রাপ্তিতে ইহাব ধাবা শাবীবোদ্ধা নিবসিত হয়। সেই প্রতিফলনমত্রেব এক দিকে শীতল-বোধনাভী ও অত্র দিকে vasomotor প্রভৃতি efferent নাভী। তন্মুখিতোৎক্রান্ত ঘাচবোৱ-উদানএব উদ্রেক জন্মায় না। পরন্তু প্রধানতঃ শাবীব বাত্মর অভ্যন্তরবহিত তাগ, বাহ্য পকিকালিত (conducted) হইবা ধাব অথবা আসে তাহাব বোধ (অর্থাৎ উদানকার্য) উদ্ভবিসনেব হেতু। ঘাচবোব আনাবেব প্রাণলক্ষণেব এক বাত্মগত বোধ আনাবেব উদানলক্ষণেব অন্তর্গত। “\*\* That afferent impulses arising in the skin or elsewhere may, through the central nervous system, ++ and by that means increase or diminish, the amount of heat there generated.”—Kirk’s Physiology, p. 585.

তাঁহাব যে অপূর্ব অল্পভূতি হইয়াছিল, তন্মধ্যে আর্যদেব এই প্রবন্ধে যেটুকু আবশ্যক তাহা উদ্ধৃত কবিতেনি। "After a little time the lateral motion ceased, and along the soles of the feet beginning at the toes, passing rapidly to the heels, I felt and heard, as it seemed, the snapping of innumerable small chords. When this was accomplished I began slowly to retreat from the feet, towards the head, as a rubber chord shortens." অর্থাৎ কিছুক্ষণ পবে সেই পাশাপাশি দোলনভাব থাকিল, পবে পদাঙ্গুলি হইতে আবশ্য কবিতা পদতল দিয়া গোড়ালির দিকে অসংখ্য ক্ষুদ্র তন্তু ছিঁড়িয়া আসিতেছে, ইহা আমি অল্পভব কবিতো লাগিলাম এবং বেন শুনিতে পাইলাম। যখন ইহা শেষ হইল তখন, যেমন একটি ববাবেব বন্ধু সংকুচিত হই, তেমন আমি ধীবে ধীবে মস্তকেব দিকে গুটাইয়া আসিতে লাগিলাম। ইহাতে জানা গেল স্নায়ুকালে জ্ঞান-চেতা বহিত হইবাব পব শাবীরধাতুসকলেব (tissue-ব) সহিত সম্পর্কচ্ছেদরূপ একপ্রকার অল্পভব মস্তকাভিন্নুখে আসে। মহাভাবতেও আছে— "শবীর ত্যক্তে অস্থিস্থিত্যনেনু বর্ষহ। বেদনাভিঃ পবীতান্মা তবিকি বিজগত্তমঃ" (অশ্বমেধপর্ব ১৭)। সেই অল্পভবে লম্বত শাবীর-কর্মসংস্কার মিলিত হইয়া বধ্যাবোগ্য আতিবাহিক শবীর উৎপাদন কবে, তাহাও জ্ঞাতব্য। অতএব সেই শাবীরধাতুগত অল্পভবনাভীজালই উদ্বানের স্থান হইল। আব তাহাব দ্বাবা পুণ্য ও পাশলোকে নমন বা দৈব ও নারক শবীর-সংঘর্ষন হয়।

এই চাবি প্রণালীর বিচারেব দ্বাবা অল্পভবনাভীতে উদ্বানের স্থান নিম্ন হইল স্বতন্ত্রাঃ "শাবীর-ধাতুগতবোধাধিষ্ঠানধাবণমুদানকার্ষন", অর্থাৎ শাবীরধাতুগত যে আভ্যন্তরিক বোধ, তাহাব দ্বাবা অধিষ্ঠান, তাহা ধাবণ কবা উদানকার্ষ। তাহাব দ্বারা সাধাবণ অবস্থাব স্বাস্থ্যরূপ অক্ষুট বোধ হয় \* এবং অসাধাবণ অবস্থাব পীড়াব বোধ হয়। তন্মন্ত উদান 'বর্ষসকলেব উবেজক'। তাহাব মেন্দগত স্নায়ুগতে মুখ্যবৃত্তি, যেহেতু উহাই এক্ষণ অল্পভবেব প্রধান পথ।

প্রাণ ও উদান উভয়ই বোধনাভীহিত। তন্মধ্যে প্রাণ বাহ্যবোধ্যসব্বী এবং উদান শাবীর-ধাতুগতবোধ্যসব্বী। উদানরূপ অক্ষুট আলোকেব দ্বাবা শাবীরকার্ষ নির্বাহিত হয়; এবং আভ্যন্তরীণ ব্যাবাহত উহাই জানাইবা দেব। অতএব উদান লব্ধ দেহধাবণশক্তির, প্রাণেব দ্বাবা, এক অঙ্গ হইল। অতঃপব বিচার কবা বাউক—

৮। ব্যান কি? "অজ্ঞৈতমেকশতঃ নাতীনাং তাসাং পত্য শতমেকৈকতয়া দ্বানশ্চতির্দ্বানশ্চতিঃ প্রতিশাখানাভীলহবাণি ভবন্ত্যস্মি ব্যানচবতি" (প্রাণ উপনিষদ্ ৩৬), অর্থাৎ স্বদেবে ১০১ নাভী আছে, তাহাদেব প্রত্যেকেব ৭২০০০ প্রতিশাখা নাভী আছে, তাহাতে ব্যান চবণ করে। "অতো বাতন্তানি বীর্ষবতি কর্মণি বধ্যাশ্নেবর্ষনমাক্ষে লবণং দৃঢ়ত ধন্থয় আয়মনঃ... তানি কবোতি" (ছান্দোগ্য ১৩।৫), এতন্ত, অন্ত বেলব বীর্ষবৎ কর্ম, যেমন অগ্নি উৎপাদনার্থ কাষ্ঠ বর্ষণ, লক্ষ্যস্থানে ধাবন, দৃঢ়ত্ব

\* "The nerves of general sensibility, that is, of a vague kind of sensation not referable to any of the five special senses; as instances we may take the vague feelings of comfort or discomfort in the interior of the body".—*Kirke's Physiology*, p. 161.

Many sensory nerves doubtless terminate in fine ends among the tissues. *Biology* by G. W. Walls, p. 45. এতদ্ব্যতীত muscular sense-ও উদানেব কার্ষ। "The discovery of sensory nerve-endings in muscle and tendon points in the same direction".—*Kirke's Physiology*, p. 688.

নয়ন, তাহাও ব্যান কবে। “বীৰ্যবৎকৰ্মহেতুত্বাধ্বনিলববীৰবর্তী ব্যান” (বিহঙ্গনোবজিনী), অর্থাৎ বীৰ্যবৎ কর্মহেতু সমস্ত পবীৰবর্তী ব্যান। ইহাতে জানা যায় যে—

(১) ব্যান ক্ষয় হইতে সর্বপবীৰে বিদ্বত নাভীজালে সঞ্চয়ন কবে।

(২) ব্যান সমস্ত বীৰ্যবৎ কর্মযন্ত্রে অবস্থিত।

ঋতুজ্ঞ ক্ষয় হইতে প্রস্থিত নাভীসম্বন্ধে মহাভাবতে এইরূপ আছে—

“প্রস্থিতা ক্ষয়ং সর্বাতির্গুণং সঞ্চয়তা। বহুত্বয়বসান্নাতো দশপ্রাণপ্রচোদিতাঃ॥”

অর্থাৎ ক্ষয় হইতে প্রাণসকল উৎস, অর্থাৎ ও বক্রভাবে প্রস্থিত হইয়াছে, নাভীসকল দশ প্রাণেব দ্বারা প্রেরিত হইয়া অগ্নেব বলসকলকে বহন কবে। অতএব অগ্নেব বলসকলেব বা শোণিতের বাহিনী, জ্বপিগুলা নাভীসকল, বাহাবা ঋতুজ্ঞ লক্ষ্যায়ুলাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা-প্রশাখায় সর্বপবীৰ-ব্যাঙ্গী, সেই নাভীগণে ব্যানেব স্থান। যদিও তাহাতে অল্প প্রাণেব মহাবতা আছে তথাপি তাহাই প্রধানতঃ ব্যানেব অধীন। রক্তবাং ব্যান ধমনীৰ (artery) ও শিবাং (veins) গাজ্রস্থ পেশীস্থিত চালিকাশক্তি হইল। অর্থাৎ অশেচ্ছ পেশীসমূহে (involuntary muscles) এবং তাহাদেব (motor nerves বা) চালক-স্নায়ুতে ব্যানেব স্থান।

আব দ্বিতীয়তঃ, বীৰ্যবৎ কর্মাদি-লক্ষণেব দ্বারা ব্যানেব কর্মক্ষেত্রে বা বেচ্ছচালনযন্ত্রেও অবস্থান স্থচিত হয়। “যঃ ব্যানঃ সা বাত্” (প্রতি), “স্পন্দনত্যাগং বজ্জং” (যোগার্ণব) ইত্যাদি ব্যানসম্বন্ধীয় বচনেব দ্বারাও উহা জানা যায়। অতএব ব্যান voluntary motor nerves and muscles-সকলেও আছে সিক্ত হইল। ঐ দুই সিদ্ধান্ত সমন্বিত কবিলে ব্যানেব এই লক্ষণ হয়—“চালনগন্ত্য-বিষ্ঠানধাবণং ব্যানকার্ণম্”, অর্থাৎ সর্বপ্রকার চালনশক্তিব যে অধিষ্ঠান তাহা ধাবণ (নির্ধাণ, পোষণ ও বর্ধন) কবা ব্যানেব কার্য। চালনকার্য পেশীসংকোচনেব দ্বারা সিক্ত হয়, অতএব “সর্ব-কৃষ্ণনহেতুমাগেয্যু ব্যানবৃত্তিঃ” অর্থাৎ সঙ্কোচনেব হেতুভূত সমস্ত বাগেই (স্নায়ুতে ও পেশীতে) ব্যানেব স্থান। কর্মেষ্মিৎ-শক্তিব বশে ব্যান বেচ্ছচালনযন্ত্র striped muscle ও তাহাদেব nerve নির্মান কবে। আব তাহাব স্বকীয় বা স্নায়ুবৃত্তি কোথাব?—“বিশেষেণ ক্ষয়ং প্রস্থিতাহ্ব বসাদি-বহনাতীযু” অর্থাৎ ক্ষয় হইতে প্রস্থিত বস্তাদিবহা নাভীৰ গাজ্রে ব্যানেব স্নায়ুবৃত্তি। আব তচ্ছত ব্যানকে “হানোপাধানকাবকঃ” (যোগার্ণব) বলা হইয়াছে। অন্ননালীৰ গাজ্র প্রকৃতি যে যে হানে চালনযন্ত্র আছে, তাহাতে ব্যানেব স্থান বৃত্তিতে হইবে। তৎপবে বিচার্ধ—

১। অপান কি? “পানুগ্ছেপানম্” (প্রতি)। পানু ও উপরে অপান।

“নিবোজনাং নির্গমনং মলানাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্” (মহাভাবত)। নির্জীব মলনকলেব পৃথক্ পৃথক্ কবিত্তা নির্গমন কবা। “অপনবত্যানোহমম্”, এই অপান বুদ্ধাদি অপনমন কবে।

“স চ মেদ্রে চ পানৌ চ উরুবজ্জংশজাহ্মু। জলোদয়ে কৃক্যাচ্যাক্ নাভিযুলে চ তিষ্ঠতি॥”

সে (অপান) মেদ্র, পানু, উরু, কুচুকি, জাহ্ম, জল্লা, উদর, গলা ও নাভিযুলে থাকে। ইহাতে জানা যায়—

(১) অপান মল-অপনমনকাবিত্তী শক্তি। (২) পানু ও উপরে অপানেব প্রধান স্থান।

(৩) অস্ত্রান্ত হানেও অপান আছে।

অতএব “মলাপনমনশক্ত্যবিষ্ঠানধাবণমপানকার্ণম্” অর্থাৎ মলাপনমনশক্তিব বাহা অধিষ্ঠান তাহা ধাবণ কবা অপানেব কার্য। অনেক আধুনিক গ্রন্থকাব মলমুদ্রোৎসর্গই অপানেব কার্য

বিবেচনা কবিয়া গিয়াছেন, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে, স্নানাদি ভোগ পান্যনামক কর্মেচ্ছিন্নেব খেচ্ছামূলক কর্ম। শবীর হইতে স্নানকে পৃথক্ কবাই অপানের কার্য, তাহা বহিষ্কৃত কবা তৎকার্য নহে। পান্যপন্থই অপানের মুখস্থান। অন্তরালীষ গাত্রঃ কোষসকল (epithelium) হইতে নিষ্কাশিত স্নান পান্য দ্বাৰা, প্কাবশিষ্ট আহাৰ্বেব সহিত বহিষ্কৃত হয়, এবং মূত্রকোষসন্নিহিত স্নান মেট্রাদির দ্বাৰা বহিষ্কৃত হয়। তদ্ব্যতীত স্নানকোষ অপানের দ্বাৰা পৃথক্কৃত হইবা পাবে ত্যক্ত হয়। সৰ্ব শবীরযন্ত্ৰ সমস্ত নিষ্কাশক কোষে (excretory cells) এবং অন্তঃকবণাধিষ্ঠানের সহিত সযক্ সেই কোষসকলের স্নান্যুতে অপানের স্থান। অবশেষে বিচার—

১০। সমান কি? “এব হেতুতমঃ সন্মঃ নযতি তন্মাদেভাঃ সপ্তাচিবো ভবতি” (প্রশ্ন শ্রুতি)। এই সমান ভুক্ত অন্নকে সন্মনয়ন কবে, তাহা হইতে এই সপ্তশিখা হয়। অর্থাৎ সন্মনয়নীকৃত অন্ন, কণশক্তিকপ অগ্নিব দ্বাৰা পঞ্চ জানেচ্ছিব, স্নান ও বুদ্ধি এই সপ্তপ্রকাৰ শিখাসম্পন্ন হয়, যথা মহাভাবত—“জ্ঞানং জিহ্বা চ চক্ষুশ্চ বুদ্ধিঃ শ্রোত্রীকৈশ্চ পঞ্চমম্। স্নানো বুদ্ধিশ্চ সপ্তৈতে জিহ্বা বৈশ্বানবাচিবঃ”। অথবা সপ্তমাত্মরূপে পৰিণত হয়। “ষট্ছাননিঃশ্বাসাবেতাবাহতী সন্মঃ নযতীতি স সমানঃ” (প্রশ্ন উপনিষৎ ৪।৪)। উচ্ছ্বাস-নিঃশ্বাসরূপ আছতি যে সন্মনয়ন কবে সে সমান।

“সন্মঃ নযতি গাত্রাণি সন্মানো নাম যাক্তঃ \* \* সৰ্বগাত্রে ব্যবস্থিতঃ।” (যোগার্ণব) গাত্র বা সন্মত শবীরবাণকে সমান সন্মনয়ন কবে, তাহা সৰ্বগাত্রে অবস্থিত। “সমানঃ সন্মঃ সৰ্বেষু গাত্রেযু যোহন্নবসারযতি” (শবীরবক্তভাষ্য, ২।৪।১২)। সমান অন্নবসকলকে সৰ্বগাত্রে সন্মনয়ন কবে, অর্থাৎ তাহায়েব উপযোগী উপাদানরূপে পৰিণত কবে। “নাভিদেশঃ পৰিবেষ্ট্য আসন্নস্তান্নবনাং সমানঃ” (ভোজবৃত্তি), নাভিদেশে বেষ্টন কবিয়া সৰ্বস্থানে সন্মনয়ন কবা—হেতু সমান। “সন্মানো স্ত্রাভিসন্ধি-বৃত্তিঃ” (স্নান্যাত্ত্বকৌমুদী)। সন্মান স্নান, নাভি ও সৰ্বসন্ধিতে অবস্থিত। “পীতঃ ভুক্তিতমাত্রাত্ত্ব বক্তপিত্তককানিলাং। সন্মঃ নযতি গাত্রাণি সন্মানো নাম যাক্তঃ।” (যোগার্ণব)।

এতদ্বাৰা নিৰ্ণয় হয় যে—

(১) জিবিষ আহাৰ্কে সন্মনয়ন (assimilate) কবা বা শবীরোপাদানরূপে পৰিণত করা সন্মানের কার্য। (২) স্নান ও নাভি-প্রদেশে তাহার মুখ্যবৃত্তি। (৩) তদ্ব্যতীত সৰ্বগাত্রে তাহার বৃত্তিতা আছে।

বায়ু, পেষ ও অন্নকপ জিবিষ আহাৰের উপাদেব ভাগ সমান গ্রহণ কবিয়া বলবক্তাদিরূপে পৰিণামিত কবে, স্নানবাং সন্মানের প্রধান স্থান নাভিপ্রদেশঃ আমাশয ও প্কাণয় এবং স্নান্যঃ শ্বাসযন্ত্ৰ। অতএব “আহাৰীক্ষেহোপাদাননিৰ্মাণশক্ত্যধিষ্ঠানদাবণঃ সন্মানকার্যম্”। অর্থাৎ আহাৰ হইতে দেহোপাদান-নিৰ্মাণের যে শক্তি, তাহাৰ দ্বাৰা অধিষ্ঠান, তাহা দাবণ কবা সন্মানের কার্য।

অন্তরালীষ গাত্রঃ কোষিক বিল্লীষ (epithelium) মধ্যে কোষ কোষ (cells) আহাৰ হইতে পৰস্পৰাক্রমে শোণিতোপাদান-কার্যে ব্যাপ্ত, তাহাতে, এবং সমস্ত শবীরোপাদানস্রাবক কোষে (secretory cells-এ), আব রস ও রক্তবহা-নাড়ী-গাত্রঃ যেসব কোষ সৰ্ব দাতুকে যথাযোগ্য উপাদান প্রদান করে, সেই সমস্ত কোষে এবং অস্থিমজ্জাদিগত কোষে এবং তন্তুৎকোষের প্রাণকেন্দ্রসম্বন্ধী স্নান্যুতে \* সমান-প্রাণের স্থান।

১১। এক্ষণে শবীবধ্যাবধেব এই পঞ্চশক্তিকে একত্র পর্যালোচনা কৰা হউক। শবীব-ধ্যাতুগত অক্ষুটাহুভবরূপ উদাহৰে সাহায্যে স্থাধিৰোধ্যক প্রাণ আহাৰ্য্য গ্রহণ কৰাৰ। চালক ব্যানেৰ সাহায্যে উহা কুক্ৰিগত হইবা ও সন্ধানৰে দ্বাৰা দেহোপাদানৰূপে পৰিণত হইবা তাহা জ্ঞানৰে দ্বাৰা পৃথক্কৃত মলৰূপে ক্ষয়্যংকে পূৰ্ণ কৰিবাৰ উপযোগী হব। আহাৰ্য্য সন্ধানাধিষ্ঠান কোষবিশেষৰে দ্বাৰা ক্রমশঃ বক্তাদিকৰূপে পৰিণত হইবা পুনৰ্ত চালক ব্যানেৰ দ্বাৰা সৰ্বাঙ্গে পৰিচালিত হব। তাহাতে সন্মত্ত দেহধাতু স্ব স্ব উপাদান প্রাপ্ত হব। এইরূপে পৰম্পৰেৰ সাহায্যে প্রাণশক্তিগণ দেহ ধাবণ কৰিতেছে। শ্ৰুতিৰ আখ্যাযিকাৰ আছে, একদা প্রাণেৰ সহিত অন্তান্ত কৰণসকলেৰ বিবাদ হইবাছিল—কে শ্ৰেষ্ঠ? তাহাতে প্রাণ উৎক্ৰমণ কৰাতে সন্মত্ত কৰণ উৎক্ৰমণ কৰিল। এইরূপে প্রাণেৰ সৰ্বৈজ্জিৰবৃত্তিতা-ধোষণ হইবাছে।

যোগভাঙে (৩৩২) আছে—“সমতেজিৰবৃত্তিঃ প্রাণাধিলক্ষণা জীবনম্”। গৌড়পাদাচাৰ্য্যও কবিচাভাঙে বুঝাইবাছেন যে, প্রাণ-ব্যানাধিৰে বে স্তম্ভন (জিবা বা জিবাযূলক নিঃশব্দ জব্য) তাহা সন্মত্ত ইজিৰেৰ বৃত্তিৰূপ। প্রাপ্তক প্রাণাধিৰ বিবৰণ হইতে ইহা স্পষ্ট বুঝা বাইবে। এখানেও সন্মক্ষেপে বিবৃত হইতেছে।

প্রাণ কৰ্মৈজ্জিৰগত হইবা স্পৰ্শাহুভবাংগ নিৰ্মাণ কৰে। জ্ঞানেজিৰগত হইবা জ্ঞানবাহী নাভ্যাংগ নিৰ্মাণ কৰে এবং অন্তঃকৰণেৰ অধিষ্ঠান নিৰ্মাণ কৰে। উদান সেইরূপ ঐ ঐ কৰণগত হইবা ভক্তদ্বাৰাতুগত অহুভবকৰূপে তাহাদেৰ পোষণাধিৰ লাধক হব। ব্যানও উপাদান চালিত কৰিবা, তাহাদেৰ বৃত্তিৰূপ হব। জ্ঞান এবং সন্মানও ভক্তদ্বাংগত সন্মাননবন ও ভক্তদ্বাংগোপী উপাদান প্রদান কৰিবা তাহাদেৰ বৃত্তিৰ লাধক হব। নিম্ন তালিকাৰ ইহা স্পষ্ট বুঝা বাইবে :—

	প্রাণ	উদান	ব্যান	জ্ঞান	সন্মান
জিবা-লক্ষণ	বাহোন্তব- বোধ্যাধি- ষ্ঠানধাবণ	শাবীবধ্যাতু- গত-বোধ্যা- ধিষ্ঠানধাবণ	চালকশক্তি- যিষ্ঠানধাবণ	সন্মাননবন- শক্ত্যযিষ্ঠান- ধাবণ	দেহোপাদান- নিৰ্মাণ-শক্ত্য- যিষ্ঠানধাবণ
শবীব-মুখ্যবৃত্তি কোথায়?	শাসনয়ত্ন ও স্থাতুকাৰ বোধনাভী আধি	হবুয়ায় মেক- মধ্যস্থ বোধ- নাভী ও তৎ- লক্ষণী নাভীগণ	কপিও ও ধমনী প্রভৃতি	মুক্তকোষ, অন্ননালী প্রভৃতি	সন্মগ্র পাক- যত্ন
কৰ্মৈজ্জিৰ- বশে	স্পৰ্শাহুভব- নাভী ও তদগ্র	বেচ্ছাধীন পেশীগত আভ্যন্তব বোধনাভী	বেচ্ছাধীন পেশী	কৰ্মৈজ্জিৰেৰ সন্মাননবন যত্ন	কৰ্মৈজ্জিৰেৰ উপাদান- নিৰ্মাণ-যত্ন

কৃত মস্তিষ্ক, আৰ জ্ঞানকেন্দ্ৰ মস্তিষ্কেৰ মধ্যস্থ ভাস্কাকোষন্তব বা basal ganglion, আৰ মস্তিষ্কেৰ আৱৰক cortical grey matter চিন্তাহান।



জ্ঞানেন্দ্রিয়- বশে	{	প্রত্যক্ষ জ্ঞান- নাভী, ভৎ- কেন্দ্র ও ভঙ্গ	জ্ঞানেন্দ্রিয়- গত আভ্যন্তর অঙ্গভব-নাভী	জ্ঞানেন্দ্রিয়- চালন-যন্ত্র	জ্ঞানেন্দ্রিয়- মলাপনবন- যন্ত্র	জ্ঞানেন্দ্রিয়- উপাদান- নির্মাণ-যন্ত্র
		চিন্তাযন্ত্রাণ- রূপ মস্তিষ্কাংগ- বিশেষ	চিন্তাযন্ত্রাণ- গত আভ্যন্তর অঙ্গভব-নাভী	চিন্তাযি- ষ্ঠানস্থ চালন-যন্ত্র	চিন্তাযি- ষ্ঠানস্থ মলাপনবন- যন্ত্র	চিন্তাযি- ষ্ঠানস্থ উপাদান- নির্মাণ-যন্ত্র

সর্বপ্রকার দেহধাবন-শক্তি যে এই পঞ্চ মূলশক্তির অন্তর্গত, উহার বহিঃস্থত যে আব শক্তি নাই, তাহা একজন পান্চাত্য বৈজ্ঞানিকের নিরোদ্ধত উক্তি হইতেও বিগর্হীকৃত হইবে :—

"To the conception of the body as an assemblage of molecular thrills—some started by an agent outside the body, by light, heat, sound, touch or the like ; others begun within the body spontaneously as it were, without external cause, thrills which travelling to and fro, mingling with and commuting each other, either end in muscular movements or die within the body—to this conception we must add a chemical one, that of the dead food being continually changed and raised into the living substance and of the living substance continually breaking down into the waste matters of the body, by processes of oxidation and thus supplying the energy needed both for the unseen molecular thrills and the visible muscular movements."

*Encyclopædia Britannica*, 10th Ed., Vol. 19, p. 9.

ইহাব ভাবার্থ এই যে, যদি এই শরীরকে আণবিক ক্রিয়াপ্রবাহের (নাভীস্থিত) সমষ্টি বলিয়া ধারণা করা যায়, তাহা হইলে সেই ক্রিয়াগুলি নিম্ন প্রকারের হইবে :—

(১) কতকগুলি ক্রিয়া—রূপ, তাপ, শব্দ, স্পর্শ বা তরুণ কোন শরীর-বাহ্য কাবকের দ্বারা উদ্ভূত হয়।

(২) অল্প কতকগুলি ক্রিয়া যেন স্বতঃই কোন বাহ্যিকারণ-নিবপেক্ষ হইয়া উদ্ভূত হয়। সেই ক্রিয়াপ্রবাহগুলি শরীরমধ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া, পুষ্পবের সহিত মিশ্রিত হইয়া পুষ্পবকে পরিবর্তিত করিয়া, হয় পৈশিক গতি উৎপাদন করে, না হয় শরীরেই মিলাইয়া যায়। এই ধারণার সহিত বাসায়নিক ক্রিয়ার ধারণাও যোগ করিতে হইবে। তাহাব মধ্যে একটি :—

(৩) জীবিত আহাৰ্য্যকে সর্বদা জীবিত শরীরমধ্যে পরিণত করা, ও অত্রটি—

(৪) জীবিত শরীরমধ্যে সর্বদা শরীরের অব্যবহার্য মলরূপে পরিণত করা। এই রাসায়নিক বিশ্লেষণের দ্বারা অদৃশ্য ক্রিয়ার বা দৃশ্যমান পৈশিক ক্রিয়ার শক্তি উদ্ভূত হয়।

এই চারি প্রকার মূল ক্রিয়া-শক্তির মধ্যে প্রথমটির সহিত আমাদের প্রাণ একলক্ষণাক্রান্ত। দ্বিতীয়টির মধ্যে দুইটি বিভিন্ন শক্তি আছে, একটি অন্তঃপ্রোত, আব একটি বহিঃপ্রোত। তন্মধ্যে

একটি শব্দবিশিষ্ট বাক্য উদাহরণ ও বিভিন্ন চিহ্ন ব্যান। তৃতীয়টি আমাদেব সমান ও চতুর্থটি অপান।

১২। সর্বাঙ্গি গুণসকল যেমন জাতিতে বর্তমান, তেমনি ব্যক্তিতেও বর্তমান, অর্থাৎ গুণাঙ্কনাবে যেমন জাতিবিভাগও হয় তেমনি ব্যক্তিবিভাগও হয়। পূর্বোক্ত বোধ্যবাহুগুণাব্যবহাতে প্রকাশের উৎকর্ষ তাহা সাধিক এবং ক্রিয়া ও হিতির উৎকর্ষভুক্ত ভাব বাহুগুণে বাহুগুণ ও ভাসন। আব গুণসকল সর্বদা মিলিত হইয়া কার্য করে, বাহা সাধিক, তাহাতে সন্তোষ বা প্রকাশগুণের আবিক্যামাত্র, ক্রিয়া-হিতিও তাহাতে অপ্রধানভাবে থাকিবে। বাহুগুণ এবং ভাসন সম্বন্ধেও সেইরূপ। তদন্ত গুণসকল “ইত্যনন্তবাহুগুণোপাধিতত্ত্বঃ” (বোধ্যবাহু ২।১৮)। স্মি তানিকার কথন-ব্যক্তি-সকলেব সাধিকাদি জ্যেষ্ঠবিভাগ স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

### ব্যক্তি-বিভাগ

জাতি বিভাগ	সাংখ্যিক					
	সাংখ্যিক	প্রাণ	বাক	চক্ষু	রসনা	ভাসন
	বাহুগুণ	বাক	পানি	পানি	পানি	উপহ
	ভাসন	প্রাণ	উদান	যান	অপান	সমান
বিজ্ঞানরূপ চিত্তবৃত্তি—	প্রাণ	হৃতি	প্রবৃত্তিবিজ্ঞান	বিকল্প	বিশেষ	

এতদ্ব্যতীত কৰ্ণ সাধিক, যেহেতু কৰ্ণ বস্তু উৎকর্ষরূপে বিবৰ প্রকাশ করে চক্ষুদ্বারা তত নহে। শব্দের দশাধিক প্রাণ (octave) সম্বন্ধে ক্ষত হয়, রূপের এক ব্যতীত নহে। তত্ত্বলম্বায় জ্ঞান সর্বাপেক্ষা আবৃত। রূপক্রিয়া সর্বাপেক্ষা চকল। শব্দজ্ঞান সর্বাপেক্ষা অব্যাহত। তাপ তদপেক্ষা কম, রূপ তদপেক্ষাও কম।

বাগাদিও তদ্রূপ। পূর্বে লিখিত হইয়াছে, কর্মক্রিয়ের বিবর খেচ্ছামূলক কর্ম। সমস্ত কর্মক্রিয় চালিত হইয়া য় য় ক্রিয়া নিশ্চয় করে। বাগিক্রিয়ে সেই চলনক্রিয়ার আবিক্য না থাকিলেও অভ্যন্ত উৎকর্ষ বা সূক্ষ্মতা ও জটিলতা আছে, আব কর্মক্রিয়গত স্পর্শাভবও বাগবিষ্ঠান বিজ্ঞানাদিতে অতি উৎকর্ষ, তাই বাক সাধিক। সেইরূপ চলনক্রিয়া পাদে অভ্যন্ত অধিক কিন্তু সূক্ষ্মজাতীয়, তাই পাদ বাহুগুণ। উপহ উদ্ভবত: আবৃত, তাই ভাসন। পানি ও পান ঐ তিনেব মধ্যবর্তী।

প্রাণবর্গে দেখা যায়, আত্ম প্রাণে ইন্দ্রিয়ভূতাব্য প্রকাশসাধিক্য। যানে ক্রিয়াসাধিক্য। সমানে হিত্যসাধিক্য। উদান ও অপান মধ্যবর্তী। এ বিবর প্রবন্ধ-বাহুগুণ-ভবে সংক্ষেপে বিবৃত হইল কিন্তু ইহাব ভাবা পাঠক বুঝিয়া থাকিবেন যে, প্রাণের তদ্বিনিকশন কবিত্তে হইলে গুণবিভাগপ্রণালী প্রধান সহায়।

আব ঐ তালিকা হইতে একটি সামঞ্জস্য দেখা যাইবে। সাধিকবর্গেব মধ্যে কৰ্ণ, বাক ও প্রাণেব (সামঞ্জস্যগত) অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সেইরূপ সাধিক-বাহুগুণবর্গেব ক্ষেব, পানি ও উদানেব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। পানিতে উদানকার্য ভাবাহুগুণ (sense of pressure) সর্বাধিক এবং সীতোষ্ণ-বোধও (স্বপ্না-জ্ঞানেক্রিয়-কার্য) কম নহে। চক্ষু, রসনাকারী পাদ এবং যানেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

য়ানকে পাদেব জন্তু যত চালক যন্ত্র (শেষী) নির্মাণ কবিত্তে হয তত আব কিছুব জন্তু নহে। আব গমনক্রিয়া চক্ৰব অনেক অধীন। সেইরূপ বসনা, পায়ু (মল-মূত্র নিঃস্রাবক) ও অপান ঘনিষ্ঠ। এবং জ্ঞান, উপহ্ব ও সমানেব \* (দেহবীজনির্মাণকাবী) ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, পশ্চজাতিতে জ্ঞান ও উপহ্বেব সম্বন্ধ স্পষ্ট দেখা যায়।

প্রাণিসকলেব মধ্যে, উচ্ছিন্ন প্রাণসকলেব অতিপ্রাবল্য, যেহেতু তাহাব প্রাণেব দাবা অর্জৈব দ্রব্যকে জৈব দ্রব্যে পরিণত কবে। তাহাতে প্রকাশ ও কার্য-শক্তি অতি অবিকশিত কিন্তু তাহা যে নাই এইরূপ নহে। একটি লতা, যাহাব বাহিয়া উঠা অতি প্রবোজনীয় হইয়াছিল, তাহাব একপার্শ্বে আমরা একটি যষ্টি রাখিয়া দিয়া দেখিয়াছিলাম যে ঐ লতা আন্তে আন্তে ঐ যষ্টিব দিকে সরিয়া আসিতে লাগিল। পবে অতি নিকটবর্তী হইলে আমবা ঐ যষ্টি লতাটিব অপব পার্শ্বে রাখিয়া দিলাম। লতাটি আবও ধানিক সেইদিকে অগ্রসব হইবা পবে যষ্টিব দিকে ফিবিয়া আসিতে লাগিল। ইহাতে লতাব যে এক প্রকাব জ্ঞান ও চেষ্টা আছে, তাহা নিঃসংশয়ে নিশ্চয় হয।

পশ্চজাতিতে কর্মেদ্রিযেব অতিবিকাশ প্রায় দেখা যায়, এবং নিয়ন্ত্রণীব জ্ঞানেদ্রিযেবও (চামসদিকেব, যেমন জ্ঞান) প্রবিকাশ দেখা যায়। আব দেবজাতিতে মন ও জ্ঞানেদ্রিযেব অতিবিকাশ, যথা “উদ্বং সম্বিশালঃ” (মাণ্ড্যহুত্র)।

ঐ তিনজাতীয জীবেব নাম উপভোগশরীরী। তাহাবা যেচ্ছাযুলক কর্মেব দাবা অভ্যন্ত পরিমানে নিজেদেব উন্নতি বা অবনতি কবিত্তে পাবে, এমনকি, পাবে না বলিলেও হয। তাহাবা কেবল অস্বাধীন আবদ্ধ শক্তিব দাবা চেষ্টা বা ক্রিয়াকল ভোগ কবিয়া যায় এবং স্বাভাবিক পরিণাম-ক্রমে, আত্মগত, উৎকর্ষাভিমুখ বা অবকর্ষাভিমুখ বিকাশেব স্বাযোগ্য নিমিত্তবশে উদ্বিত্ত হইয়া তাহাদেব উন্নতি বা অবনতি হয।

মানবেবা কর্মশরীরী, তাহাবা যেচ্ছাব দাবা কর্ম কবিয়া নিজদিগকে অনেক উন্নত বা অবনত করিত্তে পাবে, তজ্জন্ত মানবজাতি অতি পরিণামপ্রবণ। পশুবা মানবসহবাসে কখনও মানবত্ব পায় না; কিন্তু মানব-শিশুর পশুসহবাসে পশুত্বপ্রাপ্তি অবিবল ঘটনা নহে। মানবজাতিতে জ্ঞানেদ্রিয, কর্মেদ্রিয ও প্রাণ তুল্যরূপে বিকশিত—অবশ্য প্রাপ্ত তিন জাতিব তুলনায়।

“রাজসৈতামসৈঃ সৈষ্মুজো মহুগ্রমাপুযাং” (মহাভারত)। অর্থাৎ বাজস, তামল ও শাস্তিক-ভাবযুক্ত হইবা (কোন একটিব আধিক্য না হইয়া) মহুগ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। মহুগ্রত্ব তিন জাতীয় কবণশক্তি তুল্যবল বলিয়া; মহুগ্র কোন একজাতীয় প্রবল কবণেব (পশাদিব স্তায়) সম্যগধীন নয় বলিয়া, মহুগ্রত্ব স্বাধীন কর্মে অবিকার। অতএব—“প্রকাশলক্ষণা দেবা মহুগ্রাঃ কর্মলক্ষণাঃ” (অথশোধপর্ব, ৪৩)।

যদিচ প্রাণশক্তি যেচ্ছায় অনধীন তথাপি প্রাণাবাম-নামক প্রযত্নেব দাবা উহাব প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি আয়ত্ত কবা যায়। আসনের দাবা শাবীর প্রযত্ন স্বধন অতিস্থিবি হয তখন শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ প্রযত্নও স্থিবি কবিয়া, সেই সর্বপ্রযত্ন-শূন্যভাবে (‘শূন্যভাবেব যুক্তীবাং’) অভ্যাসেব দাবা আয়ত্ত কবিলে সমস্ত প্রাণপ্রবৃত্তিকে আয়ত্ত কবা যায়। প্রাণরূপ বন্ধন অভিনিবেশ-নামক ক্রেশেব বা সূতৃত্বভবেব মূল কাবণ,

\* স্ত্র্যাদিনির্মাণ সমানেব কার্য, অপানেব নহে, যেহেতু স্ত্র্যাদি মল নহে। অর্থাৎ উহা secretion, excretion নহে। “সমানব্যানলনিত্তে সাসাত্তে স্ত্র্যশোণিত্তে” (মহাভারত, অশ্বমেব ২৪, অঃ)।

উহাৰ অপৰ নাম অন্ধতামিহ। প্ৰাণাধাৰ-শক্তিৰ দ্বাৰা উহা সম্যক বিদূৰিত হয়। তজ্জন্ত বলিয়াছেন, “জপো ন পৰং প্ৰাণাধাৰাত্ততো বিত্তৰ্হিৰ্হলানাং দীপ্তিক জ্ঞানন্ত” (যোগভাস্ক)।

১৩। প্ৰাণাধাৰ-শক্তিৰ এক অধ্যাত্মধানেৰ প্ৰধান মহাৰ যটচক্ষুৰ্হান। ধাৰীবা সৌম্য-ক্ষেত্ৰ ছাটিকে প্ৰধান মৰ্মস্থান নিৰূপণ কৰিষাছেন, তাহাবাই যটচক্ষ। মেকদণ্ডেৰ বাহিৰে দুই পাশে, বামে ইভা ও দক্ষিণে পিছলা-নাৱী নাভী আছে, উহাবাই দুই পাৰ্শ্বৰ sympathetic chain, আৰ মেকদণ্ডেৰ মধ্যে হুয়ুৱা-নাৱী জ্ঞাননাভী এবং বজ্জাঙ্গিসংজ্ঞ অন্ত নাভীও আছে। মেকমধ্যো ‘কুণ্ডলিনী শক্তি’ নামে শক্তিপ্ৰবাহ নিবন্তৰ অৰ্যোমুখে চলিতেছে। উহাই মেকমজ্জ-প্ৰবাহিত efferent impulse বা বহিঃস্ৰোতঃশক্তিপ্ৰবাহ, বজ্জাবা বহবিত শাৰীৰ ব্যাপাৰ নিশাপ হয়।

ধাৰীনেৰ মতে (এক পাক্কাভাস্তেও) মেকগত নাভী, বাহাৰ উৰ্হাৰ লহাব বা মতিৰূপ হুল, তাহা সমস্ত জীবনী-শক্তিৰ হুল কেন্দ্ৰ। এবিৰ পূৰ্বে (৭ প্ৰকৰণে) উক্ত হইয়াছে। শাস্ত্ৰমতে উৰ্হা-হুল হইতে উত্থিত হইয়া মেকনাভী অসংখ্য শাখা-প্ৰশাখাৰ বিভক্ত হইয়া উৰ্হা-হুল অধ্যশাখ বৃক্ষেৰ ভাৱ হইয়াছে। মেকমধ্যো অনেক ক্ৰিয়াৰ উপকেন্দ্ৰ এবং মতিৰূপে নিৰূহ কোষলগাণ্ডে (basal ganglia) কেন্দ্ৰ এবং উপনিভাপে (cortical cells-এ) চৈতিক কেন্দ্ৰ অবস্থিত। চক্ষ বা পদুমকল কেবল মৰ্মস্থান মাত্ৰ, কিন্তু মাংসাদি নিৰ্মিত পদ্মাকাৰ ব্ৰহ্ম নহে, কেবল ধ্যানসৌকৰ্হাৰ উপযুক্ত আকাৰাদি বৰ্ণিত হইয়াছে। মেকনিৰে হুয়ুৱা নাভীতে যেখানে উপহ-ইন্দ্ৰিয়েৰ উপকেন্দ্ৰ, সেই স্থান হুলাখাৰ-নামক প্ৰথম চক্ৰেৰ কণিকা। এই স্থানকে কেন্দ্ৰ কৰিবা তৎপ্ৰদেশৰ মৰ্মস্থানকে চিত্তা কবতঃ হুলাখাবেৰ ধ্যান কৰিতে হয়। ধ্যানৰ উদ্দেশ্য অধ্যপ্ৰবাহিত সেই কুণ্ডলিনী শক্তিকে লক্ষ্যত কৰিবা উৰ্হাৰ মতিৰূপে লইবা বাইবা শাৰীৰাভিমানপূৰ্হ হইবা পৰমাধ্যান কৰা। তজ্জন্ত চক্ষুৰ্হানকালে উৰ্হাভিমুখ ভাবিয়া চিত্তা কৰিতে হয়। দ্বিতীৰ বাৰ্হিষ্ঠান চক্ৰেৰ কেন্দ্ৰ উহাৰ কিছু উপৰে। নাভিদেশে মেকমধ্যো মণিপূৰ চক্ৰেৰ কেন্দ্ৰ। সেই কেন্দ্ৰে এবং solar plexus বা নাভিদেশৰ মৰ্মস্থান ধ্যান কৰিয়া তৃতীৰ চক্ৰেৰ চিত্তা কৰিতে হয়। হঠাৎ ভব পাইলে নাভিদেশে ও ক্ষম্যে যে প্ৰতিকলিত ক্ৰিয়ামূলক এক প্ৰকাৰ অস্থভব হয়, তাহাই সেই সেই স্থানেৰ মৰ্মস্থান। যেহাৰি বৃত্তিৰ সহিত সেই হাৰ্হ মৰ্মে একপ্ৰকাৰ হুখাহুভব হয়। মেকমধ্যো কেন্দ্ৰ ভাবিয়া সেই ক্ষম্য মৰ্মপ্ৰদেশ ধ্যান কবতঃ চতুৰ্হ অমাহত চক্ৰেৰ ধ্যান কৰিতে হয়। শ্ৰুতি এই স্থানকে হুহব-পুণ্ডৰীক বা ব্ৰহ্মবেণ্ড বলিয়াছেন। মহন্তকৰূপ বিম্বৰ পৰম পদ বা ব্যাপনশীল উপাধিবৃত্ত ব্ৰহ্মাভাব এইস্থানে চিত্তা কৰিলে লিঙ হয়। যোগদৰ্শনেও ইহা উক্ত হইয়াছে ৩।১।১। এখানে ধ্যান কৰিলে ‘বিশোকা জ্যোতিমতী’ প্ৰবৃত্তি-নামক পৰম হুখময় বুদ্ধিভবেৰ সাক্ষ্যকাৰ হয়। মতিৰূপে মন চিত্তলব্ধীয় অন্তৰাধ্যান, হুখপুণ্ডৰীক তেমনি দেহাভিমানৰ মূলকৰূপ আত্মস্থান।

পঞ্চম চক্ৰ কণ্ঠদেশে। তজ্জন্ত হুয়ুৱা এবং তাহাৰ শাখাদিৰ দ্বাৰা যে মৰ্ম বৰ্ণিত হইয়াছে, তাহাই কণ্ঠৰ বিভক্ত চক্ষ। তদুৰ্হে হুয়ুৱা নাভী যেখানে হুল হইবা মতিৰূপে লহিত মিলিত, তাহাকে প্ৰস্থিহান (medulla oblongata) বলে।

“প্ৰস্থিহানঃ ভদেভদ্ব বদনমিতি হুয়ুৱাখ্যানাত্যা লপতি” (যটচক্ষ), অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মবজ্জেৰ নিকট হুয়ুৱাৰ হুখকৰূপ স্থানকে প্ৰস্থিহান বলা যায়। উহাই প্ৰাণকেন্দ্ৰ “তালুম্বে বসেচক্ষঃ \* \* \* চক্ষো প্ৰে জীবিতঃ প্ৰিমে” (জ্ঞানসংকলিনী তন্ত্ৰ)। তদুৰ্হে বিলপপদ, উহা মন বা জ্ঞানস্থান (sensorium)। মতিৰূপে নিৰূহ basal ganglia অৰ্থাৎ corpus striatum ও optic

thalamus \* রূপ প্রধান কেন্দ্রবিন্দু তাহা হইল বলকপে কল্পিত হইয়াছে বলিতে হইবে। তদূর্ধ্বস্থ মস্তিষ্কাংশ সহস্রদল। সমস্ত শবীবের প্রাণন-ক্রিয়া রুদ্ধ কবিয়া স্নায়ুরূপ জ্ঞাননাভী দিয়া অল্পভবকে তুলিয়া আনিয়া সহস্রাবে কেন্দ্রীকৃত কবাই এই প্রণালীর চরম উদ্দেশ্য। পবে সমাধি অভ্যাস কবিয়া পবমান্বনাক্ষাৎকার হয়। উক্ত মর্ষস্থানের চিন্তা এবং স্নায়ুরা নাভীর মধ্যে উর্ধ্ব প্রবহমান শক্তিবাহার অল্পভব কবিত্তে কবিত্তে ইহাতে নৈপুণ্য হয়। বট্টচক্রের দ্বিক দিয়া যে শবীব-তত্ত্বের বিবরণ আছে তাহাতে anatomical বা physiological কোন দোষ নাই বৎ উহাতে ঐ দুই শাস্ত্রের গভীর তত্ত্ব নিহিত আছে। ঐ বিজ্ঞা শাবীর ও মানস স্বাস্থ্য-হেতু পবমকল্যাণকরী। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে স্থিতিচিন্তে ধ্যান কবিলে তাহাতে উৎসুকতা ও মৃচ্ছতা (tune) আসে। ইহা সকলেই অভ্যাস কবিয়া উপলব্ধি কবিত্তে পাবেন।

১৪। এক্ষণে আমবা প্রাণায়মিহোজ্ঞের বিবরণ কিছু বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। জনাতনধর্মাবলম্বী ব্যক্তিমাত্রেবই, তিনি যে আশ্রমেই থাকুন না কেন, প্রাণায়মিহোজ্ঞ কবিবার বিধি আছে। শুদ্ধ জিহ্বা-তৃপ্তি চিন্তা কবিয়া ভোজন না কবিয়া প্রাণসকলের সাত্বিকপ্রবৃত্তি চিন্তা কবিয়া এই প্রাণবজ্ঞ কবিত্তে হয়। কোন অভীষ্টোদ্দেশ্যে কোন শক্তির বাবা কোন দ্রব্যকে পবিণত কবার নাম যজ্ঞ। সাধকগণ ধ্যানকালে প্রাণের যে সাত্বিক (আত্মাভিমুখে সংকুচিত) প্রবৃত্তি অল্পভব কবেন, অল্পসকল প্রাণশক্তিতে আছত হইবা তাদৃশ প্রবৃত্তিকেই পবিপুষ্ট করক, এইরূপ ধ্যানপূর্বক “প্রাণায় বাহা” প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মন্ত্রের বাবা প্রাণাহতি প্রধান কবিয়া থাকেন। জ্ঞাত্য ব্যক্তিগণও যথাশক্তি সেইরূপ কবিলে যে তাহাদের অদ্ধভামিলক্বেশ ক্ষীণ হইবে তাহাতে সংশয় নাই।

প্রাণের বিজ্ঞানের বা সম্যক জ্ঞানের স্বল্প ক্ষতিতে (প্রের) এষ্টরূপ আছে—“উৎপত্তিমায়তিং স্থানং বিভূষ্যকৈব পঞ্চম। অধ্যাক্ষকৈব প্রাণস্ত বিজ্ঞানাত্মতমগ্নুতে।” অর্থাৎ আত্মা হইতে প্রাণের উৎপত্তি, অন্তঃকরণের কার্য-সাধনের জন্ত প্রাণের প্রবৃত্তি, প্রাণের স্থান বা অধিষ্ঠান, প্রাণের বিভূষণ ও প্রাণের অধ্যাত্ম বা আত্মকবণত্ব এই পঞ্চ বিষয় বিজ্ঞাত হইলে অন্বতৎসলাভ হয়। এই ফলক্ষতিতে অর্থবাদের পঞ্চমাজ্ঞও নাই, ইহা জাতব্য।

\* (২) চিত্তে যত্নবিন্যাসে যে কুরুণ পোলাকার স্থানত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাই ইহার।

† “প্রাণস্তের বশে সর্ব জিহ্বিবে বৎ প্রতিষ্ঠিতম্” (প্রম উপনিষৎ) এইরূপ প্রস্তাবিত প্রাণের বিভূষণ প্রতিপাদিত হইয়াছে। অর্থ এই যে, ত্রিসোক বাহা কিছু আছে, তাহাই প্রাণের বশ। ভৌতিক দ্রব্যে নিহিতশক্তিও একপ্রকার প্রাণ। জৈবপ্রাণ-শক্তি সেই ভৌতিক শক্তির সাহায্যেই শরীরোৎপাদন করে, যেহেতু তাপাদির অভাবে শরীরধারণ অসম্ভব। জৈবপ্রাণের সহায় বলিয়া ভৌতিক শক্তিও প্রাণ। তজ্জন্ত প্রাণ কিছু বা ব্যাপ্তি। তির্যক্ভাবিত ও উদ্ভিদভাবিত জন্তে মিলিত—অর্থাৎ এমন অনেক প্রাণী আছে, বাহারি তির্যক্ বা উদ্ভিদ উভয়ই হয়। সেইরূপ উদ্ভিদ এবং ভৌতিক দ্রব্যও জন্তে মিলিত। একপ্রকার পর্করা আছে, বাহাকে সল্লী পর্করা (living crystals) বলা বাহিত পারে। উহাই এ বিষয়ে উদাহরণ। প্রত্যক্ষ্যে সমস্ত জাগতিক পদার্থকে বসি ও প্রাণ বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে অবস্ত প্রাণ গতিপদার্থ এবং বসি দ্রব্যপদার্থ। বিভূ অর্থে প্রধান কবিলেও প্রাণ কিছু, যেহেতু “প্রাণো ভূতানাং স্রোষ্ট” অর্থাৎ সমস্ত কবণশক্তির মধ্যে প্রাণই প্রধান প্রকাশিত হয়। যেহেতু পূর্বে আভাবস্থান প্রাণদ্বারা ই বিকশিত থাকে। তাহা পবিপায়ক্রেমে বীজকৃত, অন্বট, চতুর্বাঙ্গিক যে কবণশক্তি, তখন তাহাদের অধিষ্ঠান নির্মাণ কবিত্তে কবিত্তে কালে পূর্ণাঙ্গ শরীর উৎপাদন করে। অন্তবে প্রাণ স্রোষ্টহেতু বিভূ বা প্রধান।

### পাশ্চাত্য প্রাণবিজ্ঞান সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১৫। প্রাচীন দার্শনিকগণ শরীরধারণের শক্তিকে পাচ প্রকাব মূলভাগে বিভক্ত, কবিয়া গিয়াছেন, তাহাব দাবাই তাঁহাদের কাৰ্য সিদ্ধ হইয়াছিল। সেই শক্তিসকল শরীরে কোন্ কোন্ স্থানে বা অংশে অবস্থিত, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিতে গেলে পাশ্চাত্যগণের শরীরবিজ্ঞা ও প্রাণবিজ্ঞান আশ্রয় লইতে হইবে। আমবা মূল-প্রবন্ধমধ্যে উক্ত পান্ডুলেখের অনেক পাবিভাবিক পদ্যাদি ব্যবহার্য কবিয়াছি। তাহা নাযাবণ পাঠকের চুৰ্বোধ হইতে পাবে। তজ্জন্ত আমবা এখানে পাশ্চাত্য পান্ডুলেখত শরীর ও তাহাব ধাবণ-শক্তিব বিবব সংক্ষেপে বিবৃত কবিব।

অগ্নি, মাংস, শৈলী, স্নায়ু প্রভৃতি যে-সমস্ত দ্রব্যের দাবা শরীর-বস্তু (শরীর প্রকৃত প্রস্তাবে যন্ত্রের সমষ্টিমাত্র)-সকল বিবচিত্ত সেই নির্মাণক দ্রব্যের নাম 'টিস্যু' (tissue), উহাব পবিবৰ্ত্তে আমবা 'ধাতু' শব্দ প্রয়োগ কবিব। আব সেই ধাতুসকল যে জল, বলা প্রভৃতি বাসায়মিক দ্রব্যে নির্মিত, তাহাব নাম উপাদান। টিস্যুকে সাধাবণতঃ বিবান বলা হয়।

সমস্ত দেহধাতু বিশ্লেষ কবিয়া দেখিলে দেখা যায়, তাহাবা একপ্রকাব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের সমষ্টি। ঐ ক্ষুদ্রাংশকে cell অর্থাৎ দেহাণু বা কোষ বলে। বস-বস্তাদি তবল ধাতুতেও যেমন কোষ দেখা যায়, স্নায়ু, অগ্নি, শৈলী আদিও সেই বস্তু কোষবচিত্ত দেখা যায়। কোষসকল অতি ক্ষুদ্র, অপূরীক্ষণের দাবা তাহা দেখিতে হয়। কোষের অধিকাংশ একপ্রকাব স্বচ্ছ উপাদানের দাবা নির্মিত, উহা নিষত চকল, উহাব নাম প্রোটোপ্লাজম্। প্রোটোপ্লাজমের চাকল্য হইতে কোষের আকাব পবিবৰ্ত্তিত হয়, তজ্জ্বাবা বাহাবা গতিশীল কোষ তাহাদের গতি সিদ্ধ হয়। প্রোটোপ্লাজমের ক্রিযাব দাবা উপাসেব দ্রব্য সন্ময়ন (assimilation) হয়, এবং ক্রিযাশ ক্লেদজব্য (katasyses) ত্যক্ত হয়। ঐই সন্ময়ন-ক্রিযা (anabolism), বাহাব দাবা উপাসেব দ্রব্য হইতে কোষদেহ নির্মিত হয়, এবং অশনয়ন-ক্রিযা (katabolism), বাহাব দাবা কোষদেহে স্নিগ্ধ হইবা মলরূপে ত্যক্ত হয়, উভবই প্রাণন-ক্রিযা (metabolism), প্রত্যেক ক্রিযাদাবা কোষদেহের ক্রিয়দংশ স্নিগ্ধ বা বিস্মিষ্ট হইবা যায়। অথবা ক্রিযা বা চেষ্টা দেহোপাদানের বিশ্লেষসমূহ এইরূপ বলাও লভত। কয়েব জন্ত পূবণ, পূবণের জন্ত ক্রিযা, ক্রিযাব জন্ত কথ—এইরূপ চক্রবৎ প্রাণন-ক্রিযা চলিতেছে। উহা একটি কোষের পক্ষে যেমন খাটে, একটি বৃহৎ প্রাণীর পক্ষেও তেরমি খাটে।

সেই কোষাব প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে একস্থান কিছু ঘন দেখা যায়, তাহাব নাম নিউক্লিয়াস্ (nucleus) বা কেন্দ্র। ঐ নিউক্লিয়াসই কোষের মবস্থান, যেহেতু নিউক্লিয়াস হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে কোষ নির্জীব হইবা যায়। নিউক্লিয়াসের মধ্যে আকাব আব একটু বিশিষ্ট অংশ আছে, বাহাব নাম নিউক্লিয়োলস্। এতাদুপ কোষসকলের দাবা সমস্ত দেহধাতু নির্মিত। বচিত্ত ভিন্নধাতু কোষের উপাদান, আকাব ও ক্রিযাব ভেদ দেখা যায়, কিন্তু সমস্ত কোষের ব্যবস্থা ও কাৰ্যপ্রণালী একরূপ। শরীরের কিল্লী প্রভৃতিতে কোষসকল পাশাপাশি ময়ূচক্রেব ভাব অবস্থিত, কোনটা বা ঐরূপ শুবেব দাবা নির্মিত। তন্তুসকলও (স্নায়বিক, শৈলিক বা অন্তপ্রকাব) লম্বীভূত কোষের দাবা নির্মিত। শরীরের সংহত ধাতুসকলে কোষসকল কোষনিয়ন্ত্রিত পদার্থের দাবা লব্ধ, যেমন স্নায়িক কিল্লী মিউসিন (mucin)-নামক নিয়ন্ত্রকের দাবা লব্ধ। তবল ধাতুতে কোষসকল ভাসমান। কোষসংখ্যা নিয়ন্ত্রকাবে বৰ্ধিত হয়—পবিপূষ্ট কোষের নিউক্লিয়াস্ প্রথমে দ্বিা বিভক্ত হয়, পবে তাহাদের

প্রোটোপ্লাজ্‌মের মধ্যভাগ সংকুচিত বা স্ফীণ হইয়া কিংবা হুইয়া বায়। এইরূপে এক কোষ দুই হয়। তন্মধ্যে কোন্টা জনক ও কোন্টা জ্ঞাত তাহা স্থিৰ কবিবাব উপায় নাই, যেহেতু বিভাগের সময় উভয়েই একরূপ।

এইরূপ বিশেষপ্রকাৰেব এককোষযুক্ত প্রাণীৰ নাম এম্ৰিবা (amoeba)। মানবান্দি তাদৃশ এককোষিক (unicellular) নহে, তাহাবা বহুকোষিক (multicellular বা metazoa)। এক আত্মকোষ বিভক্ত হইবা বহুকোষিক শব্দৰ উৎপন্ন হয়। পুংবীজ ও স্ত্রীবীজ এক এক প্রকাৰ কোষ মাজ। পুংবীজ (spermatozoon)-কোষেব প্রোটোপ্লাজ্‌মেব কতক অংশ পুচ্ছাকাৰে অবস্থিত, তাহাব চাঞ্চল্যে উহাব গতি হয়। স্ত্রীবীজকোষ অতি ক্ষুদ্র (প্রায় ১ ইঞ্চ ইঞ্চ) ও গোলাকাৰ। গতিশীল পুংবীজকোষ স্ত্রীবীজকোষেব সহিত মিলিত হইবা একত্বে পৰিণত হয়। সেই একীভূত কোষ বিভাগক্ৰমে বহু কোষে পৰিণত হইতে পাকে। একটি বিষয় এখানে লক্ষ্য কৰা উচিত। সেই বৰ্তমান কোষকলেব উপৰে এক শক্তি বৰ্তমান দেখা যায়, বস্তুবা তাহাবা বিশেষ বিশেষ প্রকাৰে সজ্জিত হইবা বিশেষ বিশেষ শাবীবস্বাতু ও শাবীবস্বজ্বেব নিৰ্মাপক হয়। \* সেই শাবীবস্বাতু (tissue)-সকল মূলতঃ ত্ৰিপ্রকাৰে বিভক্ত হইতে পাৰে। আমবা এহলে কেবল তাহাদেব সংক্ষিপ্ত ও শাৰাবণ বিবৰণ দিব; বিশেষ বিবৰণ দেওবা সম্ভব নয়।

একজাতীয় ধাতু আছে, বাহাবা কেবলমাত্র কোষেব দ্বাবাই নিৰ্মিত বলিলেই হয়। সেই কোষ-সকলেব মধ্যস্থ সংযোজক পদাৰ্থ অতি অল্প। ইহাকে epithelium বলে। মুখ হইতে গুহ পৰ্যন্ত যে নল আছে, তাহাব অক্সি-ইপথেলিয়াম-নামক এপিথেলিয়াম। এই জাতীয় এপিথেলিয়াম বা কোষবহুলধাতুস্থিত একপ্রকাৰেব কোষ দেহোপাদানেব সন্মনবন কৰে ও অপবজাতীয় কোষ অপনমনকাৰ্বে ব্যাপৃত।

আব একপ্রকাৰ ধাতু আছে, বাহাদিগকে connective tissue বা যোজক ধাতু বলা যায়। তাহাদেব দ্বাবা দ্বাদু, পেশী প্রভৃতি সম্ভব হয়। এই ধাতুমধ্যস্থ কোষসংখ্যা অল্প ও তাহাবা বহুপৰিমাণ সংযোজক পদাৰ্থে নিৰ্বিষ্ট। ইহাব উদাহৰণ অস্থি, fibrous tissue, neuroglia-নামক স্নায়ুযোজক ধাতু প্রভৃতি। এই ধাতুস্থ কোষসকল স্বপাৰ্শ্বস্থ সংযোজক পদাৰ্থ নিৰ্মিত কৰে বা তাহা অপনীত কৰে (যেমন অস্থিমধ্যস্থ osteoblast বা অস্থি-নিৰ্মাপক কোষ ও osteoclast বা তদপসাবক কোষ)।

তৃতীয় প্রকাৰেব ধাতু, পেশী (muscle) ও স্নায়ু (nerve)। প্রাণ সমস্ত চেষ্টা পেশীৰ দ্বাবা

\* এই উপবিহিত শব্দই জীব। স্বত্রত বলিয়াছেন, “ক্ষেত্রজাঃ \* \* চেতনাবস্তুঃ শাবতা লোহিতবেতসোঃ সন্নিপাতেষ-ভিগ্যাত্ত”। জীবের সেই সেননিৰ্মাপক শক্তি স্বল্পবীজ্যভাবে থাকে। তদ্বাবা প্রেৰিত বা উজ্জিষ্ট হইবা ভদ্রিষ্টানভূত দেহাঙ্গসকল নিৰ্মিত হইতে থাকে। সেই বীজভূত শক্তিৰ পূৰ্ণ বিকাশবহাৰ অকিঞ্চন বতৰিন না নিৰ্মিত হয়, ততদিন তৎকৰ্তৃক বিকাশভিমুখে প্রেৰিত হইবা দেহকোষসকল ব্যুহিত হইবা বশ্যোপাধ্য দেহবাতু ও দেহবস্ত্ৰ নিৰ্মাণ কৰিতে থাকে। মহাভাবতে আছে, “স জীবঃ সৰ্গপাত্ৰাণি গৰ্ভতাবিষ্ট ভাষণঃ। দ্ব্যভি চেতসা সজঃ প্রাণদানেষবস্থিতঃ” (অথমেব ১৮) অৰ্থাৎ সেই জীব চিন্তের দ্বাবা প্রাণদানে অবস্থান কৰন্ত গৰ্ভেব সমস্ত অজ্ঞে বিভাগক্ৰমে প্রবেশ কৰিবা দাবণ প্রাণন কৰে। আব ঐ উপবিহিত জৈবশক্তি থাকে যে যুক্তিযুক্ত, তাহা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণও স্বীকাৰ কৰেন, “On Physiological grounds some power which operates from above may be reasonably postulated.” *The Brain and its uses. Cornhill Magazine, Vol. V. p. 42*, “শক্তি ও বস্তু জীব” জট্টবা।

নিম্ন হব। পেশী দুই প্রকার—striped বা এডো দাম্বুজ এবং unstriped বা ঐ-দাম্বুজ। সমস্ত বোধ্যুক্ত পেশীই বেচ্ছাদীন (কৃৎপিণ্ড অল্প পেশী সবেবেব ভাব হইলেও বেচ্ছাদীন নহে)। আব অববে পেশী স্বতই চালিত হব। পেশীসকল সংকুচিত হইবা চোটা লম্পাদন কবে। পেশিক তন্তুসকল ক্ষুদ্র ও লম্বাকৃতি-কোষ-নির্মিত।

স্নায়ুধাতু জ্ঞানের এবং দৃশ্য চোটার ও অদৃশ্য ক্রিযাশক্তিব অধিষ্ঠান। পেশিক ক্রিযা বা পূর্বোক্ত কোষবহুল ধাতুব ক্রিযা বা যোজক ধাতুব ক্রিযা—সমস্ত ক্রিযাব স্নায়ুধাতুই মূল অথবা নিযামক। স্নায়ু দুই প্রকার—কোমরুপ ও তন্তুৰুপ। পূর্বেই বলা হইযাছে, স্নায়ুতন্তুসকল লম্বাকৃতি-কোষ-নির্মিত। স্নায়বিক কোষসকল জ্ঞানাদি শক্তিব উদ্ভব-স্থান এবং তন্তুসকল তাহাব বাহকমাত্র, যেমন তডিং-বল্লব cell ও তাব, সেইরুপ। স্নায়ুতন্তুসকলেব ক্রিযা দুই প্রকার—অন্তঃশ্রোত এবং বহিঃশ্রোত, জ্ঞানবাহী স্নায়ু সব অন্তঃশ্রোত এবং চোটারাহী স্নায়ু বহিঃশ্রোত। যেহেতু জ্ঞান ইন্দ্রিয়ধাব হইতে অভ্যন্তবে নীত হব, এবং ইচ্ছা (চোটারেতু) অন্তবে উদ্ভিত হব, পবে বাহিবে হত্যাদিতে আসে। এমন কতকগুলি ক্রিযা আছে বাহাতে কুটজ্ঞান না হইলেও তাহা অন্তঃশ্রোত। সেইরুপ কতকগুলি ক্রিযাতে দৃশ্যমান চোটা না থাকিলেও তাহাবা বহিঃশ্রোত। এই শেষজাতীয স্নায়ু সমন্বনকারী ও অপনবনকারী কোষেব নিযামক। স্তিত্ব ও মেরুবজুই (spinal chord) স্নায়ুসকলেব মূলস্থান। তথা হইতে শাখা-প্রশাখাসকল নির্গত হইবা জ্ঞানেন্দ্রিয, কর্মেন্দ্রিয আদিতে গিযাছে।

পূর্বে বলা হইযাছে, স্নায়ুকোষসকল স্নায়বিক শক্তিব উদ্ভব ও বিনশ স্থান। স্নায়ুকোষসকল তিন প্রধান কেন্দ্র-স্থানে অবস্থিত। স্তিত্বক উপবিভাগ আচ্ছাদিত কবিযা বে ধূলর তব আছে তাহা প্রথম, উহা চিন্তস্থান বা চিন্তাকেন্দ্র। দ্বিতীয় কেন্দ্র স্তিত্বকনিম্নে, ইহাকে basal ganglion বলে, এখান হইতে জ্ঞাননাড়ীপশ উদ্ভূত হইযাছে, ইহাকেই জ্ঞানকেন্দ্র বা sensorium বলা যায়।

তৃতীয় কেন্দ্র মেরুবজুবে অভ্যন্তবে আগাগোড়া লম্বিত কোষস্তব। স্নায়ুকোষেব ও স্নায়ুতন্তুব তিন প্রকার প্রধান মিলন-ব্যবস্থা দেখা যায়। যথা—

১ম। মধ্যে কোষ এবং তাহা দুই প্রকার তন্তুব লম্বিত মিলিত, একটি অন্তঃশ্রোত ও একটি বহিঃশ্রোত।

(১) চিত্রেব ১ এইরুপ। ইহাব দ্বাবা লম্ব প্রতিকলিত ক্রিযা (reflex action) লিঙ্গ হব। প্রতিকলিত ক্রিযাতে একটি অন্তঃশ্রোত ও একটি বহিঃশ্রোত স্নায়বিক ক্রিযাব প্রয়োজন। স্পষ্ট হইলে অল্প লম্বাইবা লম্বা একটি প্রতিকলিত ক্রিযা।



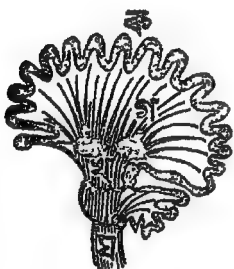
(১) চিত্র  
(Dr. Draper's Physiology হইতে উদ্ধৃত)

২য়। এই প্রকারেতে একটি কেন্দ্রেব লম্বিত আব একটি কেন্দ্র সংযুক্ত থাকে। (১) চিত্রেব ২ এইরুপ। ইহাতে প্রথম কোষে লম্বাগত ক্রিযাব কতক অংশ দ্বিতীয় কেন্দ্রে বাইবা লম্বিত হব। জ্ঞানকেন্দ্র ও চিন্তকেন্দ্রে ইহার উদাহরণ। মনে বব, একটি বৃক্ষ দেখিলে। চক্ষু হইতে কণজ



ক্রিয়া ব্যাহিত হইয়া জ্ঞানস্থানে গেল, তথা হইতে আবার চিন্তাশ্রানে গেল, যাহাতে তুমি চক্ষু বুজিয়াও সেই বুদ্ধ চিন্তা করিতে পাব। মেরুকেন্দ্র ও জ্ঞানকেন্দ্র মিলিয়াও এইরূপ হয়।\*

৩য়। এই মিলন প্রকারে মেরুকেন্দ্র, জ্ঞানকেন্দ্র ও চিন্তাকেন্দ্রেব একত্র মিলন দেখা যায়। ইহাৰ মধ্যস্থ কেন্দ্র দুইটি কবিধা দেখান হইয়াছে, একটি জ্ঞানেব ও একটি চেষ্টাৰ। (১) চিত্রেব ও এইরূপ মিলন। ক চিন্তাকেন্দ্র, খ জ্ঞান ও কর্ণকেন্দ্র, গ মেরুবজ্জ্বলিত উপকেন্দ্র। মস্তিষ্কেব উপবিভাগে চিন্তাকেন্দ্র এবং নিম্নে জ্ঞানকেন্দ্র বলা হইয়াছে, তেমনি দ্বন্দ্ব মস্তিষ্ক (cerebellum) কর্ণেব প্রধানকেন্দ্র এবং গ্রন্থিস্থান বা medulla প্রাণেব প্রধান কেন্দ্র। "It (M. oblongata) contains centres which regulate deglutition, vomiting, the secretion of saliva, sweat etc., respiration, the heart's movements and the vasomotor nerves" (Kirke's physiology, p. 615). অর্থাৎ গ্রন্থিস্থান গেলা, বমন, লাল-বর্মাধিনিগ্রাদন, শ্বাস, ক্রুপিণ্ডেব ক্রিয়া—ইহাদেব এবং ধমনীৰ ও শিৰাৰ স্নায়ুসকলেব কেন্দ্র-স্বরূপ। (২) চিত্রে ইহা বেণ বুঝা যাইবে, ইহা মস্তিষ্কেব পবিলেখ। ক্রুকাংগনকল স্নায়ুকোষেব সংঘাত বা grey matter, বোধানকল আশুতত্ত্ব। ক মস্তিষ্কেব আচ্ছাদক কোষস্তব বা cortical grey matter, খ নিম্নস্থ কোষ-সংঘাত (basal ganglia), একটি corpus striatum ও অন্যটি (পশ্চাৎস্থ) optic



(২) চিত্র

The Brain and its use  
Cornhill Magazine Vol  
V, p 411)

thalamus, গ উভয় কেন্দ্রেব সংযোজক স্নায়ুতন্ত্র (corona radiata-fibres); ঘ গ্রন্থিস্থান বা medulla, ক চিন্তাকেন্দ্র, খ জ্ঞানকেন্দ্র (জ্ঞান-স্নায়ুসকলেব উদ্ভবস্থান)। গ দ্বন্দ্ব মস্তিষ্ক দক্ষিণ পার্শ্বে নিম্নে বর্ণিত বহিঃস্থ। তাহা প্রধানতঃ কর্ণকেন্দ্র। খ প্রাণকেন্দ্র। মস্তিষ্কেব নিম্নস্থ কোষসংঘাতে কতক কতক চেষ্টাকেন্দ্রও অবস্থিত আছে।

মধ্যে কেন্দ্ররূপ ধ্রুব কোষপুঞ্জ এবং বাহিবে অন্তঃশ্রোত ও বহিঃশ্রোত স্নায়ুতন্ত্রব দ্বারা মেরুবজ্জ্ব নিম্নিত। সেই স্নায়ুতন্ত্রসকল শুদ্ধাকারে পৃষ্ঠবংশেব চিত্র দ্বারা নির্গত হইয়া শাৰীৰ যন্ত্রসকলে গিয়াছে। তাহাৰ অভ্যন্তরস্থ ধ্রুববাংগ কোষ এবং কোষযোজক স্নায়ুতন্ত্র (intracental fibres) দ্বারা নিম্নিত।

জ্ঞান ও চেষ্টা ব্যতীত বে সকল স্নায়ু-দ্বারা শরীরযন্ত্রসকলেব ক্রিয়া দত্ত: অথবা অজ্ঞাতভাবে নিম্পন্ন হয় তাহাদেব মূলকেন্দ্র medulla oblongata বলা হইয়াছে। মেরুবজ্জ্ব মস্তিষ্কনিম্নে যে স্থলে হইয়া মিশিয়াছে সেই স্থল ভাগেব নামই মেডালা অবলংগেস্টা, (২) চিত্রে ঘ চিহ্নিত অংগ।

শরীরেব ত্ততঃক্রিয়াৰ তিন প্রকার প্রধান যন্ত্র আছে: (১) আহাৰ্য যন্ত্র; (২) মলাপনয়ন যন্ত্র, (৩) বসবস্ত-সঞ্চালন যন্ত্র। অন্ননালীই (মুখ হইতে গুহ পৰ্যন্ত) প্রধানতঃ আহাৰ্য যন্ত্র। উহাৰ স্বকে যে এপিথেলিয়ম-নামক কোষস্তব আছে, তত্ত্বতঃ কোষসকলেব অধিকাংশেব ক্রিয়াই

\* ইহা পবিলেখন (diagram)। এই চিত্রে বে স্নায়ুকেন্দ্র দেখান হইয়াছে প্রকৃত স্থলে তাহাতে এক কোষ না থাকিয়া বহুকোষ থাকিতে পাবে।

আহার্যকে সমনয়ন কৰা। যকৃতাদি নানাপ্রকার গ্রন্থি (gland)-যুক্ত যন্ত্র, বাহ্যিক অন্ননালীর সহিত সম্বন্ধ, সমনয়ন কৰাই প্রধানতঃ তাহাদের কার্য। বাসবন্ধ ও একপ্রকার আহার্য-যন্ত্র।

মূত্রকোষ ও ঘর্মগ্রন্থিসকল মলাশয়ন যন্ত্রেব প্রধান। উহাদের এপিথেলিয়াম কোষেব প্রধান কার্য দেহক্লেদ অপনয়ন কৰা। এই জাতীয় কোষসকল (excretory) প্রাণশঃ শ্রব্যকে পৰিবৰ্তিত না কৰিবা পৃথক্ কৰে।

সঞ্চালন-যন্ত্রেব মধ্যে হৃৎপিণ্ড প্রধান। তাহাব সঙ্কোচ (systole) এবং প্রসার (diastole) দ্বাৰা ধমনীতে ও শিৰাশাৰ্গে বক্ত সঞ্চালিত হইবা সৰ্ব শৰীৰে যায়। বসনার্গসকল (lymphatic system) শোষিতদ্রব্যেব সহিত সম্বন্ধ। শৰীৰেব প্রত্যেক ধাতু বসেব (lymph) দ্বাৰা পুষ্ট হয়। বস শোষিত হইতে নাড়ীগাজ্ৰে কোষেব দ্বাৰা নিষ্কৰ্মিত হয়। যলবহা নাড়ীৰ গাজ্ৰে কোষসকল দ্রাঘু, পেশী প্রভৃতি সকল ধাতুকে স্ব স্ব উপাদান প্রধান কৰে, আৰাব তাহাদেব ক্লেদ ও বিশেষ প্রকাৰ কোষেব দ্বাৰা বসে ভাঙে হয়। বস হইতে তাহা বস্তুে আলে, পৰে মূত্রাদিকৰে পৃথক্ হয়। অতএব সঞ্চালন-যন্ত্রেব চালনক্রিযাব সহিত সমনয়ন ও অপনয়ন ক্রিযাও হয়। চালনক্রিযা পূৰ্বোক্ত অবেধ পেশীৰ দ্বাৰা সিদ্ধ হয়, এবং সমনয়ন ও অপনয়ন নাড়ীগাজ্ৰে যথোপযথ কোষেব দ্বাৰা সিদ্ধ হয়। আভ্যন্তরিক এই নাড়ীগাজ্ৰে কোষময় ঝিল্লীকে endothelium বলে।

অভঃপব সমস্ত শৰীৰ-ক্রিযা একত্ৰ কৰিবা দেখা যাক। প্রধানতঃ দেখা যায়, শৰীৰেব সৰ্বযন্ত্ৰ একজাতীয় কোষ ও তাহাদেব প্রেৰক দ্রাঘু ও দ্রাঘুকেন্দ্ৰ আছে, যাহাদেব কার্য দেখোপাদান নির্মাণ কৰিবা দেখা। বিতীৰ্ণতঃ, আব একজাতীয় কোষ ও তাহাদেব দ্রাঘু এবং দ্রাঘুকেন্দ্ৰ আছে যাহাদেব কার্য দেখেব ক্লেদ অপনয়ন কৰা। তৃতীৰ্ণতঃ, একজাতীয় সৰ্বকেন্দ্ৰ দ্রাঘু ও তাহাদেব অগ্রা পেশী (পেশীও এক প্রকাৰ কোষ) আছে, যাহাদেব কার্য চালন কৰা, ইহাবা দুই প্রকাৰ—বেচ্ছাধীন ও স্বতঃচালনশীল।

চতুৰ্থতঃ, একপ্রকাৰ সৰ্বকেন্দ্ৰ দ্রাঘু ও তাহাদেব গ্রাহকগ্রা \* আছে, যাহাবা বোধ উৎপাদন কৰে। ইহাও দুই প্রকাৰ—একপ্রকাৰ বোধ আছে, যাহা বাহ্য কোন হেতুতে (ধৰ্ম-স্পৰ্শাদিতে) উদ্ভূত হয়। আর একপ্রকাৰ সাধাবগতঃ অক্ষুৰ্ত বোধ আছে, যাহা শাৰীৰ ধাতু সঞ্চীৰ। তাহার দ্রাঘু সকল শাৰীৰ ধাতুৰ অভ্যন্তৰে নিবিষ্ট (§ ৭ দ্রষ্টব্য)। ইহাব দ্বাৰা পৈশিক ক্লান্তিবোধ, পূৰ্বোক্ত চাপবোধ প্রভৃতি হয়, এবং অত্যন্তিক্ত (overstimulated) হইলে পীড়াবোধ হয়। পূৰ্বোক্ত বাহ্যোত্তৰ বোধেব তিন অঙ্গ :—

১। শব্দ, তাপ, রূপ, বল ও গন্ধ-বোধ (জ্ঞানেন্দ্ৰিয়)।

২। আশ্ৰেববোধ বা tactile sense (কর্মেন্দ্রিয়)।

৩। স্মৃতি, তৃষ্ণা (কষ্ট ও পাকাশবেব আচবোধ), বাসেচ্ছা প্রভৃতি বোধ যাহা দেহধাবগকার্বেব (organic life-এব) সহাব হয়।

অন্ননালী ও বাসবায়ব শাৰ্গ প্রকৃত প্রভাবে শৰীৰেব বাহ্য। তাহাদেব গাজ্ৰে অন্তৰ্ভুক্ত হইতে উদ্ভূত, বাহ্য আহার্য-সঞ্চীৰ বোধও বাহ্যোত্তৰ বলিযা গণিত হইল।

\* চক্ষুবাণিস্ত জ্ঞানবাহক স্নায়ুসকল কেবল জ্ঞানহেতু দ্ৰাঘবিক ক্রিযাবিশেষকে (impulse) বহন কৰে দ্রাঘু ; তাহা উদ্ভাবিত কৰিতে পাৰে না। বাহ্যতে বাহ্য কারণে সেই শিখাবিশেষ উদ্ভূত হয়, তাহাই গ্রাহকগ্রা বা receiving nerve-ending. চক্ষুৰ নেট্রনাব rods and cones ইহাব উপকৰণ।

পঞ্চমভঃ, কতকগুলি স্নায়ুকোষ 'ও' তন্তু আছে, যাহারা চিত্তের অধিষ্ঠান এবং চৈছাদি চিত্ত-ক্রিয়ার বাহক। অত্যন্ত সূক্ষ্ম স্নায়ুকেন্দ্র চিত্তালয়-কোষসকলের সহিত সাদৃশ্য বা পৰস্পর-সদৃশ্যে দৃশ্য। মানসিক দৃষ্টিভাষ পৰিপাক শক্তির গোলযোগ ইহাৰ উদাহরণ।

মজ্জিকোষ আচ্ছাদক কোষসত্ত্ব চিত্তের অধিষ্ঠান। তদ্বিধিত মানস ক্রিয়া পূর্বোক্ত corona radiata স্নায়ুতন্তুর দ্বারা বাহিত হইয়া নিম্নস্থ জ্ঞানকেন্দ্রে (sensorium-এ), কর্নবেল্লে (cerebellum, যাহাৰ অভাবে কর্মসকলের সানুগত্য বা co-ordination থাকে না) 'ও' প্রাণকেন্দ্রে (M. oblongata ও তৎসংলগ্ন স্থান, যেখান হইতে nerves of organic life উঠিয়াছে) আসে। তেমনি ঐ ঐ কেন্দ্রের ক্রিয়াও বাহিত হইয়া তথায় বাৰ।

আরও একটি বিবব জটিল। পূর্বে বলা হইয়াছে, স্নায়ুতন্তুসকল জ্ঞানাদি-ক্রিয়ার বাহকনাম, ক্রিয়ার উদ্ভাবক নহে। কণাদি বাহ্য বিবব গ্রহণ কবিবার জন্য জ্ঞান-স্নায়ুতন্তুসকলের এক এক প্রকার গ্রাহকগ্র (nerve-ending) আছে। তাহা কোথাও কোথায় জ্ঞান, কোথাও বা স্পন্দ তন্তুজালের দ্বারা। তথায় বাহ্য বিববের দ্বারা বোধহেতু স্নায়বিক ক্রিয়াবিশেষ (impulse) উদ্ভূত হইয়া স্নায়ুতন্তু দ্বারা বাহিত হইয়া জ্ঞানস্থানে যায়। সেইরূপ অভ্যন্তরবের চেটাবেল্লে-স্নায়ুকোষেও চেটাবুল ক্রিয়া উদ্ভূত হইয়া চালক স্নায়ুতন্তুদ্বারা বাহিত হইয়া পেশীর ভিতরে আসে। তথায়ও স্নায়ুসকলের বিশেষ একপ্রকার অগ্রভাগ (end plates) দেখা যায়, যদ্বারা স্নায়বিক ক্রিয়া পেশীতে সংক্রান্ত হয়।

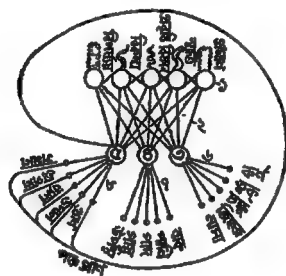
বাহ্যজ্ঞানের পঞ্চ প্রধান প্রণালী জ্ঞানেন্দ্রিয় (কর্ণ, দৃষ্টি, চক্ষু, বসনা ও নাসা)। গন্ধ, স্পীচোজ, রূপ, বস ও গন্ধ তাহাদের বিষয়। তদ্ব্যতীত আন্তরিক প্রাণনভঃ physical action বা প্রান্তরিক ক্রিয়া হইতে হব, রস বাসাবনিক ক্রিয়া (chemical action) এবং গন্ধ স্পন্দ চূর্ণের স্পর্শ বা mechanical action হইতে উদ্ভূত হব। “\* \* the substances acting in some way or other by virtue of their chemical constitution on the endings of the gustatory fibres,” *Foster's Physiology*, p. 1514. “We may assume the sensory impulses are originated by the contact of odoriferous particles with the free endings of the rod cells.” *Ibid.*, p 1504.

আমরা পূর্ব প্রকরণে দর্শনশাস্ত্রোক্ত জ্ঞান, কর্ম প্রভৃতি ইন্দ্রিয়শক্তি ও প্রাণশক্তি (অর্থাৎ animal life and organic life) বিভাগ কবিয়া দেখাইবাছি। সেই প্রবন্ধ হইতে এবং পশ্চাত্তম পবিলেখ (diagram) হইতে উহাদের স্থান ও বিভাগ-জ্ঞান সুস্পষ্ট হইবে।

শরীরের সহতরাত্ত্বিত প্রত্যেক কোষের বা দেহাণুব সহিত প্রাণীর বা জীবের সদৃশ। কোষ-সকলের মর্মস্থান অধিকারপূর্বক জৈবশক্তি তাহাদিগকে জ্ঞানাদির আবতনরূপে সন্নিবেশিত কবে। কোষসকল স্বতন্ত্র প্রাণী, কিন্তু তাহারা দেহীর শক্তিবশে নিক্ত হইয়া দেহ ও দেহকার্য কবে। তাহারা স্বতন্ত্র প্রাণী বলিবা দেহীর সহিত বিযুক্ত হইলেও কোন কোন স্থলে জীবিত থাকিতে পারে। প্রত্যেকজাতীয় কোষ নিজেদেব প্রকৃতি অল্পনায়ে জৈবশক্তির দ্বারা প্রবোজিত হইয়া আপনাব যথায়োগ্য কার্য সাধন কবে। অবশ্য শরীরে স্বতন্ত্র এমন অনেক এককৌবিক প্রাণী আছে, যাহাৰা শরীরী জীবের অধীন নহে। যেমন অল্পস্থ ব্যাক্টেরিয়া (bacteria) প্রভৃতি। সেইজাতীয় কোন কোন প্রাণী শরীরের উপকার সাধন কবে, আর কোন কোন প্রাণী অপকার কবে। তাহাৰা শরীরের অংশ নহে, অভিব্যক্তি।

শবীৰ হইতে বিচ্ছিন্ন স্বংগিওৰ্ণ (যেমন জেকব) চলন প্রকৃতি উপৰি উক্ত কাৰণেই ঘটে। তবে স্বংগিওৰ্ণ যে ক্ৰিষা তাহা বান্ধিক ক্ৰিষা, শুধু কোষেৰ নহে, স্তত্বাং উহাৰ উপবিহ্ন এক নিয়ন্ত্ৰণিত। আবশ্ৰুক। জীবেৰ হাবাই নিয়ন্ত্ৰণ হয়, অতএব কৰ্মবাহ অস্থানে (‘কৰ্মপ্ৰকৰণ’ ঐষ্ট্য) যতদিন জেকব স্বংগিও কুঞ্জিম উপায়ে চালান যাইবে ততদিন জেকব সম্পূৰ্ণ বহুতা ঘটবে না। লগণ ও অন্ত পৌৰক ত্ৰ্যমিশ্ৰিত জল তখন বজ্জৰ কাৰ্য আংশিকভাবে কবে, তদ্বাবাই পেনী আদিব ক্ষয়েৰ কথকিং পূৰণ হইতে থাকে। ফলতঃ তখন জেকব অল্প শক্তি অভিভূত হইয়া যায় এবং কেবল স্বংগিওৰ্ণ চালনশক্তি ব্যক্ত থাকে।

অনেক জন্তু যথা—গৈভো ভেক, hedgehog, marmot প্রভৃতি এবং গ্রীষ্মে শুক পক্ষি মন্ত, কচ্ছপ প্রভৃতি দীর্ঘকাল শাল-প্রাশাস্থ জন্তুগণ হইবা (hibernation অথবা aestivation অবস্থায়) থাকে। সে ক্ষেত্রেও তাহাদের যেহেব স্বরসকল নিশ্চিষ থাকে এবং শরীরেব কোবলকল স্তম্ভিতপ্রাণ হইবা জীবিত থাকে। ইহাতে এবং হঠাৎয়ের শাবা মন্ত্রেব দীর্ঘকাল জন্তুগণ হইবা থাকিব যে বিবদ পাওবা যাব তাহাতেও শরীরেব স্বর এবং কোবলকল উজ্জ্বল অবস্থায় থাকে বসিতে হইবে।



(७) जिव

খেতহান = শাঙ্কিক, কুকহান = তামল ও তবলাবিত বেথা = বাজল। এই নিঃশব্দজন্মেব  
 যথাযোগ্য মিলন কবিযা পঞ্চবিধ চৈতন্যিক ক্রিয়া বা চিত্তেব জ্ঞানবৃত্তি হাশিত হইযাছে। চিত্তেব  
 প্রবৃত্তি ও হিতি বৃত্তিসকলও (‘সাংখ্যতত্ত্বালোক’ দ্রষ্টব্য) একশ বৃথিতে হইবে। উহাদেবও অধিষ্ঠান  
 মস্তিষ্কেব উপবিষ্ট ধূলব অংশ বা cerebral cortex।

(৩) চিত্ৰেৰ ব্যাখ্যা :—১। বিজ্ঞানৰূপ চিত্ৰেৰ অৰ্ধগোল (ৱৰ্টিকেল উপবিহৃ ধূসৰাংশ) এখানে পঞ্চ প্ৰকাৰ চৈতিক ক্ৰিয়া হয়, তাহাবা যথা—(১) প্ৰমাণ, চিত্ৰে ইহা অল্পচাঞ্চল্যবান্ধক তবদ্ব্যবিত-বেধাপুষ্টিত শ্বেতহানেব দ্বাবা প্ৰদৰ্শিত ইহাছে, যেহেতু ইহা সাধিক। (২) স্তুতি সাধিক-বান্ধক, ইহা অধিকতব চাঞ্চল্যবান্ধক তবদ্ব্যবিত-বেধানিবন্ধ শ্বেতহানেব দ্বাবা প্ৰদৰ্শিত। (৩) প্ৰবৃত্তি-বিজ্ঞান বান্ধক, ইহা অত্যধিক চাঞ্চল্যবান্ধক বেধাব দ্বাবা প্ৰদৰ্শিত। (৪) বিকল্প বান্ধক-তামস, কুৰুহান ও বৃহত্তবস্বক্ক বেধাব দ্বাবা প্ৰদৰ্শিত। (৫) বিপৰ্য্য তামস, ইহা কুৰুহান ও অন্তৰ্জাচাঞ্চল্য-বান্ধক বেধাব দ্বাবা প্ৰদৰ্শিত। চিত্তাধিষ্ঠান-স্বাকোষসকল পৰস্পৰ সম্বন্ধ, তাহা শূন্যলাকাৰ বেধাব

দ্বাৰা প্রদর্শিত। চিত্তবৃত্তিসকলের প্রত্যেকের অধিষ্ঠানভূত পৃথক পৃথক স্নায়ুকোষপুঞ্জ না থাকিতে পাবে, তবে পঞ্চবৃত্তিকণ পঞ্চক্রিয়াব উহা অধিষ্ঠান বৃত্তিতে হইবে।

২। চিত্তবহা স্নায়ু (পূর্বেক corona radiata nerves), ইহাবা চিত্তালয় ও গাঃ বা বাক্যক্রমে জ্ঞানকেন্দ্র, কর্মকেন্দ্র ও প্রাণকেন্দ্র এই তিন কেন্দ্রের সহিত সম্বন্ধকাবক। কেন্দ্রত্রয় পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

৬। জ্ঞানকেন্দ্র হইতে পঞ্চ প্রকাব বাহ্যজ্ঞানবাহক (auditory, thermal, optic, gustatory, olfactory) স্নায়ু পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ে গিয়াছে।

৭। কর্মকেন্দ্র হইতে (প্রকৃত স্থলে প্রাণশঃ সেক্ষণ্ডের অভ্যন্তর দিয়া) পঞ্চ কর্মেন্দ্রিযের সম্বন্ধ পেশীতে প্রধানতঃ চালক স্নায়ু গিয়াছে।

৮। ইহাতে প্রাণকেন্দ্র হইতে পঞ্চপ্রাণের মূখ্যস্থানে যে স্নায়ুকল গিয়াছে, তাহা নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইহাবা পঞ্চ প্রকাব। এই পঞ্চ প্রকাব স্নায়ু ও তাহাদের গন্তব্য যন্ত্র বধাঃ—

(১) বাহ্যসম্বন্ধী শরীরধাবাচ্ছক্ল বোধ-স্নায়ুকল অর্থাৎ sensory nerves in the lining of the lungs, pharynx, stomach etc. that respond to outside influence and are connected with organic life.

(২) শরীরধাতুগত-বোধবাহক স্নায়ু অর্থাৎ sensory nerves that end among the tissues and help organic life in various ways.

(৩) স্বতঃসঞ্চালনশীল স্নায়ু ও পেশী অর্থাৎ involuntary motor nerves and plain muscles.

(৪) অপনয়ন-কোষ ও তাহাদের স্নায়ু অর্থাৎ excretory organs and their nerves.

(৫) সননয়ন কোষকল ও তাহাদের স্নায়ু অর্থাৎ secretory cells (in the widest sense) and their nerves.

চিহ্নে কর্মেন্দ্রিযের ও জ্ঞানেন্দ্রিযের প্রধানাংশরাজ দর্শিত হইয়াছে। কর্মেন্দ্রিযগত বোধাংশ ও জ্ঞানেন্দ্রিযগত চেষ্টাংশ জাটিল্যভয়ে প্রদর্শিত হয় নাই।

পঞ্চপ্রাণ হইতে এক একটি বেধা একত্র মিলিত হইবা কর্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও চিত্তাধিষ্ঠান মস্তিষ্কে বেটন কবিত্তা বহিয়াছে। ইহাব দ্বাৰা প্রাণসকল ঐ ঐ শক্তিব বশগ হইবা তাহাদের অধিষ্ঠান নির্মাণ কবে, তাহা দেখান হইয়াছে। এই পঞ্চ প্রকাবের দেহধারণ-শক্তিই প্রাণশক্তি, আব ইহাদের অধিষ্ঠানত্রয়োব দ্বাবাই সমস্ত শরীর বচিতি।

### প্রাণীর উৎপত্তি

মূল বা স্তম্ভ দেহ-গ্রহণের পূর্বে জীব যে ভাবে থাকে, তাহাই স্তম্ভবীজভাব। বৃত্তাব পব স্তম্ভ আতিবাহিক শরীর-গ্রহণের অব্যবহিত পূর্বে যেরূপ অবস্থা হয়, তাহা বৃত্তিলে এ বিষয়ের ধারণা হইতে পাবে। যোগভাস্ত্রে আছে (২১৩), যে এক জীবনে কৃত কর্মের অধিকাংশ সংস্কার পূর্ব-পূর্ব-জন্মাজিত উপযুক্ত কর্মসংস্কারের সহিত মিলিত হইবা ঠিক বৃত্তাকালে 'যেন যুগপৎ এক প্রয়স্রে মিলিত হইবা' উদিত হয়। সেই পিত্তীভূত সংস্কারের নাম কর্মশয়, তাহা হইতে বখোপযুক্ত শরীর-গ্রহণ হয়, অর্থাৎ

কবণসকল বিকশিত হয়। সেই পিণ্ডীভূত সংস্কারভাবই হৃদয়-জীব। হৃদয়-জীব-প্ৰহৰণে সময়ও সেইরূপ হৃদয়-জীব-পূৰ্বাবস্থা হয়। প্ৰেতশব্দবিশেষকল চিন্তাপ্ৰধান, তাহাদেব ভোগকাল জাগৰণ-স্বৰূপ, তজ্জন্ম দেবগণেব একনাম স্বৰূপ। সেই জাগৰণেব পৰ স্তম্ভবৃত্তিৰ পৰ্যায়ক্ৰমে নিম্ন আসে, তখন চিত্তেব জাডাসহ তাহাদেব শব্দও লীন হয়, ( কাৰণ, তাহাদেব শব্দ চিন্তাপ্ৰধান ) নিম্নাব পূৰ্বে তাহাদেবও কৰ্মসংস্কার পিণ্ডীভূত হইবা উদ্ভিত হয়। সেই পিণ্ডীভূত সংস্কার-পূৰ্বক ভস্মাভিভূত, লীনকবণ প্ৰেতশব্দবিশেষ যে ভাবে থাকে তাহাও প্ৰমোক্ত হৃদয়-জীব-ভাব। তাদৃশ ভস্মাভিভূত, হৃদয়-জীবগণ স্বপ্ৰকৃতি-অনুসাবে আকৃষ্ট হইবা যথোপযোগী লোকে যায়। তদ্ব্যাপ্ত পুনশ্চ আকৃষ্ট হইবা প্ৰধান জনকেব স্বপ্নে ( আধ্যাত্মিক মৰ্ঘে ) যায়, পৰে যথোপযোগী ক্ষেত্ৰ ( জনক বা জননীৰ শব্দব্যাংগভূত ) -কৰ্তৃক আকৃষ্ট হইবা তাহাব মৰ্মাসিকাব কবতঃ পূৰ্ণ হৃদয়বিশেষকল বিকশিত হয়। সেই হৃদয়-জীবগণ স্বকীয় বিশাখোপস্থ কৰ্মসংস্কাৰেব বৈচিত্ৰ্যহেতু বিভিন্ন প্ৰকৃতিব, স্তম্ভবাঃ বিভিন্ন-পৰ্যায়-প্ৰহৰণোপযোগী হয়। সৰ্গাদিতে জীবগণ প্ৰথমে উক্ত প্ৰকাৰ হৃদয়-জীবভাবে অভিযুক্ত হয়। পৰে হৃদয় লোকে উপপাদিক শব্দবিশেষ প্ৰাচ্ছদ্য হয়। হৃদয় লোকেব উদ্ভিজ্জাদি প্ৰাণিগণ বহিচ সাধাবণতঃ উপপাদিক নহে, তথাচ আদিম নিমিত্ত ( উপাদানেব প্ৰাচুৰ্য ও তাপাদি-হেতু সকলেব অত্যুপযোগিতা )-হেতু উপপাদিকৰূপে প্ৰাচ্ছদ্য হইতে পাৰে। পৰে আদিম নিমিত্তসকলেব উপযোগিতা হ্ৰাস হইলে তাহাব কেবলমাত্ৰ জনক-স্বৰূপ বীজ হইতে উৎপন্ন হইতে থাকে, কেহ কেহ বা প্ৰতিকূল নিমিত্ত-বশে স্তম্ভ হইবা যায়। ব্ৰহ্মাণ্ডেব আচ্ছদ্য হিৰণ্যগৰ্ভদেবেব বা স্তম্ভ ব্ৰহ্মেব ঐৰ্ষ্যসংস্কাৰ আদিম জীবাভিযুক্তিৰ অন্ততঃ নিমিত্ত।

‘সাংখ্যতত্ত্বালোকে’ উক্ত ( § ৭০ ) হৃদয়বিশেষক সাংখ্যবৃত্তি হইতে পাৰ্শ্ব দেখিবেন যে, পূৰ্বে আৰম্ভ ভাব, পৰে ভাব্য ও পৰে কাৰিত্ৰ প্ৰাপ্ত হইবা ভূলোক হৃদয়-জীব নিৰাশয় হইবা। পাশ্চাত্য ভূবিত্তাবও মত ইহাৰ অনুরূপ। ভূলোকেব প্ৰাণিধাবৰ্ণেব উপযোগিতা হইলে আদিতে উপপাদিক-ক্ৰমক্ৰমে প্ৰাণীসকল প্ৰাচ্ছদ্য হয়। ( এ বিষয়ে ‘কৰ্মভূত’-নামক পুথক প্ৰেছ প্ৰেছ )। পাশ্চাত্যগণেব ( evolution ) অভিযুক্তিাদেব সহিত এ বিষয়ে যে ভেদ ও মত আছে, তাহাব বিচাৰ কৰিবা দেখান বাইতেছে। শাস্ত্ৰমতে যেমন প্ৰাণীৰ জন্ম দুই প্ৰকাৰ অৰ্থাৎ উপপাদিক ও মাতাপিতৃভূত বা প্ৰাণিজ, পাশ্চাত্য মতেও তাহা বীজভূত। প্ৰথমেব নাম abiogenesis ও দ্বিতীয়েব, নাম biogenesis। যদিও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন বৰ্তমানে উপপাদিক জন্ম বা abiogenesis-এব উদাহৰণ পাওবা যায় না, [ অথবা এ মত পৰিৱৰ্তিত হইতেছে। প্ৰকাশক ] তথাপি আদিতে তাহা স্বীকাৰ বলেন। Huxley বলিয়াছেন—“If the hypothesis of evolution is true, living matter must have arisen from non-living matter, for by the hypothesis the condition of the globe was at one time such that living matter could not have existed in it \* \* But living matter once originated, there is no necessity for further origination” প্ৰাণিস্তম্ভব জন্ম বা biogenesis পুনশ্চ দুই প্ৰকাৰ, agamogenesis বা একজনকসত্ত্বব জন্ম এবং gamogenesis বা উভয়জনক ( পুং-স্ত্ৰী )-সত্ত্বব জন্ম। নিম্নলিখিত উদ্ভিজ্জাদি প্ৰাণীতে agamogenesis সাধাবণ নিম্ন এবং উচ্চলিখিত প্ৰাণীতে gamogenesis সাধাবণ নিম্ন বলি মাইতে পাৰে। পাশ্চাত্য অভিযুক্তিাদেব মতে আদিতে উপপাদিক-ক্ৰমক্ৰমে বা এককোষাশ্ৰয়ক বা protozoa শ্ৰেণীৰ প্ৰাণী প্ৰাচ্ছদ্য হইবা কোটি কোটি বৎসৰে বিকাশক্ৰমে মানবজাতি উৎপাদন

কবে। ডাবউইন-প্রবর্তিত এই মতের প্রমাণ-স্বরূপ পণ্ডিতগণ বলেন, পৃথিবীর লুপ্ত ও অলুপ্ত প্রাণিগণের যে ক্রম দেখা যায়, তাহা নিম্ন হইতে উচ্চ পর্যন্ত পর্ব পর্ব অল্লাজ-ভেদ-সম্পন্ন অর্থাৎ সর্বনিম্ন প্রাণী প্রথমে উদ্ভূত হইয়া বাহ্যনিমিত্তবশে কিছু পৰিবর্তিত এক উন্নত জাতিতে উপনীত হয়, এইরূপে ক্রমশঃ সর্বোচ্চ মানবজাতি হইয়াছে। প্রাণিগণের ঐ প্রকাব ক্রম দেখিয়া ঐ বাহ্যগণ ঐ নিম্ন গ্রহণ করেন। শুধু পৃথিবীর স্থিতিকাল লইয়া বিচার কবিলে ঐ বাদ কতক সম্ভব বোধ হয় বটে, কিন্তু দার্শনিকগণ, বাহ্যাব অনাহিসিদ্ধ কার্য-কাৰণ লইয়া বিচার করেন, তাহাদিগকে আরও উচ্চ দিকের বিচার কবিতে হয়। বস্তুতঃ অভ্যব্যক্তিবাদেব এ পৰ্যন্ত স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় নাই, অর্থাৎ একজাতীয় প্রাণী যে বাহ্যনিমিত্তবশে অল্পজাতীয় হইয়াছে, তাহাব স্পষ্ট প্রমাণ এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

বস্তুতঃ প্রাণীর জাতিসকল স্বকাৰণেব অনাহি-সংযোগে অনাহি-বর্তমান পদার্থ। শুণবিকাশের তাবতমাত্রাসাবে প্রাণীসকলের অসংখ্য ভেদ ও ক্রম হয়। শবীবধাবণেব মূল হেতু শবীব নহে, জীবের শবীব-গ্রহণেব মূলবীজ বর্তমান। জৈবকরণই শুণবিকাশেব তাবতমাত্রাসাবে জীবের সমস্তপ্রকাব শবীবগ্রহণ হইতে পাৰে। উচ্চবিকাশেব হেতু থাকিলে, উপভোগশবীবী জীব ('কর্মতত্ত্ব' ঐষ্টব্য) ভোগক্ষমে উচ্চজাতিতে জন্মগ্রহণ কবিসা ক্রমশঃ উন্নত হয়। সেইরূপ শবীব অবনতও হইতে পাৰে। ইহাই কর্মতত্ত্বেব 'অভ্যব্যক্তিবাদ'। একজাতীয় প্রাণীব শবীব পৰিবর্তিত হইয়া অল্পজাতীয় শবীবের উৎপাদন কোন কোন স্থলে সম্ভব হইলেও তাহা সাধাবণ নহে। শুণপাদিকজন্ম-ক্রমে সর্বনিম্নের স্তাৰ উচ্চজাতীয় শবীবও আদিতে প্রাদুর্ভূত হইতে পাৰে। তাহাতে অবশ্য আদৌ উদ্ভিজ্জাতি, পৰে উদ্ভিজ্জীবী ও পৰে আমিবান্ধী জাতিব উদ্ভব স্বীকাৰ। প্রজাপতিব মানস-সম্বন্ধীৰ জন্মও পাত্ৰ এবং যুক্তিসঙ্গত, তদ্বাচ মানবজাতিব আদিম অংগ উৎপন্ন হইয়াছে ইচা পাত্ৰসম্মত। পৃথিবীর প্রাচীন অবস্থায় এইরূপ উপযোগিতা ছিল, বাহাতে সৃষ্টিকারী অজৈব পদার্থ হইতে উদ্ভিজ্জ প্রাণী সম্ভূত হইয়াছিল। তাহা সম্ভবপৰ হইলে, তবীজ গ্রহণ কবিসা নানাজাতীয় উচ্চপ্রাণী যে একদা উদ্ভূত হইতে পাৰে, তাহাও অসম্ভব নহে।

পূর্বেই দেখান হইয়াছে যে, উদ্ভিদে প্রাণেব অতিপ্রাবল্য, পশু জাতিতে নিম্ন জনেন্সিবেব ও কোন কোন কর্মেঞ্জিবেব প্রবল বিকাশ। আবও, উপভোগশবীবী জাতিব এক জন্ম এই যে, তাহাদেব কতকগুলি কৰণেব অতিবিকাশ এবং কতকগুলিৰ মোটেই বিকাশ থাকে না। প্রাণীদেব মধ্যে বাহাদেব প্রাণ ও নিম্নদিকেব কর্মেঞ্জিবেব (জনেন্সিবেব) অতিবিকাশ, তাহাবা একাকীই সম্ভান উৎপাদন কবিতে পাৰে। যেমন gemmiparous, fissiparous প্রভৃতি জাতি। মধুমক্ষিকাব বাজী প্রতি ঘণ্টায় বহু অণু প্রসব কৰে, অভ্রব তাহাব জনেন্সিবি খুব বিকশিত বলিতে হইবে। তজ্জন্ত মধুকব-বাজী পুংবীজ ব্যভিবেকেও সম্ভান উৎপাদন কবিতে পাৰে। এই জননকে parthenogenesis বলে। এইরূপ অনেক নিম্নপ্রাণী আছে, বাহাদেব সম্ভাব কবণশক্তি দেহাবণাদি নিম্নকার্বেই পৰ্ববসিত, তাহাবা একাকী বা সম্ভূত হইয়া উভয় প্রকাৰে সম্ভান উৎপাদন কৰে। উচ্চপ্রাণি-জাতিতে উচ্চ উচ্চ কবণশক্তি অনেক বিকশিত, তাহাদেব সমস্ত শক্তি দেহাবণায়াে পৰ্ববসিত নহে, তজ্জন্ত তাহাবা একাকী সম্ভান উৎপাদন কবিতে পাৰে না, ছুই ব্যক্তিব (জনক-জননী) প্রযোজন হয়।

## সত্য ও তাহার অবধারণ

### অক্ষণাদি

১। পদার্থ বা নিম্ন-সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও বাক্য বস্তু হইলে তাহাকে সত্য বলা যায়। পদার্থ-সম্বন্ধীয় বাক্য, যথা—ঘট আছে, আকাশ নীল, নিম্ন-সম্বন্ধীয় বাক্য, যথা—অগ্নি দহন করে।

বস্তু অর্থে 'বাহ্য জ্ঞাত বা কবিতা রূপে আছে' অথবা 'বাহ্য জ্ঞাত বা কবিতা রূপে হইবা থাকে'। 'সত্য পদার্থ', 'সত্য নিম্ন', 'ইহা সত্য' ইত্যাদি ব্যবহৃত হইতে জানা যায় যে, সত্য-শব্দ গুণবাচী বা বিশেষণ। উদাহরণস্বরূপ 'কবিতার অর্থ বা জ্ঞাতব্যের সমন্বয়ে থাকে' অথবা 'হওয়া' এই গুণ বুঝায়।

যোগাভ্যাস্যক সত্যের এইরূপ লক্ষণ কবিগণের—'সত্যঃ বস্তুার্থে বাস্তবম্' অর্থাৎ মনের বিষয় ও বাক্যের বিষয় (অর্থ) যদি সম্বন্ধিত হয় তবে তাহা সত্য। এই লক্ষণই কিছু ভিন্নভাবে উপরে উক্ত হইয়াছে, কারণ, সত্য-সামান্য ও অভিন্নের সত্য (বা উদ্ভেদ-বিশেষকৃত বস্তু বাক্য) ঠিক এক নহে। প্রমাণসম্বন্ধে জানাই বস্তু জ্ঞান।

বাক্য ও মনকে দৃষ্ট, অস্বপ্নিত অথবা স্মৃত বিষয়ের অস্বপ্নিত বস্তু এবং বস্তু, জ্ঞান ও নিবন্ধ (প্রতিপত্তিবাক্য) বাক্য প্রমাণ না কবাব নাম সত্য-সামান্য। আর প্রস্তুত বিষয় এবং তাহার বস্তু, অভিন্ন কবা অভিন্নের সত্য। প্রমাণের উৎকর্ষ সত্যের উৎকর্ষ হয়।

বস্তুতঃ সত্য পদার্থ সাধারণতঃ শব্দ-চিন্তাসাধ্য এবং তাদৃশ চিন্তার সহিত অবিনাশবী। 'ঘট', 'নীল' প্রভৃতি পদার্থ শব্দ (নাম)-ব্যতীতও মনের দ্বারা চিন্তিত হইতে পারে, কিন্তু 'সত্য বলিতেছি যে অমুক ঘট আছে' বা 'ঘট নাই' এইরূপ সত্য পদার্থই বাক্যব্যতীত (বা তাদৃশ সন্দেহব্যতীত) চিন্তিত হয় না। সত্যের অভিন্নের বিষয় কেবল পদার্থ নহে, কিন্তু জ্ঞান ও বাক্যার্থ—সত্যশব্দ এই দুইবিধ বিশেষণ হইতে পারে।

সত্য পদার্থ বাক্যের চিন্তা বলিয়া সত্য ও বোধ এক নহে। বোধ বাক্যশূন্য হইতে পারে, যোগশাস্ত্রে তাহাকে নির্বিকল্প ও নির্বিচার ধ্যান বলে। কিন্তু বাক্যশূন্য বোধ হইলে, তৎকালে তাহা সত্য বা মিথ্যা পদার্থের (পদের অর্থের) দ্বারা অস্বপ্নিত হইবার বোধ্য হয় না, অর্থাৎ 'ইহা সত্য' এইরূপ ভাব হইলেই বাক্য আসিবে। আর বোধ বা জ্ঞান মিথ্যাও হইতে পারে। বস্তু বোধকেই সত্যজ্ঞান বলা যায়, অর্থাৎ পদার্থ ও নিম্ন-সম্বন্ধীয় বস্তু বোধ ও তাহার ভাবাই সত্য-শব্দবাচী। 'ব্রহ্ম সত্য' ইত্যাদি বাক্য বস্তুতঃ নিবন্ধ, উহার অর্থ 'ব্রহ্ম আছে' বা 'ব্রহ্ম নির্বিকার' এইরূপ কোন বাক্য সত্য। সত্য ও বোধ এক নহে, সত্য বলিলে বোধের গুণ-বিশেষ বুঝায়। অবসার জ্ঞান (এক বস্তুকে অন্ত জ্ঞান)-বিষয়ক বাক্যের অর্থ মিথ্যা। চক্ষু যোগে একজন দৃষ্ট। চক্ষু দেখিল, দেখিয়া বলিল 'চক্ষু দুইটা', ইহা মিথ্যা জ্ঞান। কিন্তু সে যদি বলিত 'দুইটা চক্ষু দেখিতেছি' তবে তাহার বাক্য সত্য হইত। সমস্ত জ্ঞানই গ্রহণ ও গ্রাহ্য লাগে, কিন্তু আয়বা প্রায়ই গ্রহণভিত্তিক লক্ষ্য না কবিয়া গ্রাহ্যবিষয়ক সত্যতা ভাষণ কবি। 'ঘট আছে' ইহা সত্য হইলে 'আমি গ্রহণ ও গ্রাহ্যের অবস্থা-



বিশেষে বট আছে জানিয়াছি' এই বাক্যার্থই প্রকৃতপক্ষে সত্য-শব্দবাচ্য, তাহা সংক্ষেপ কবিবা 'বট আছে' বলা যায়। একাধিক ইন্দ্রিয়ের বিষয়রূপে অধিকাংশ ব্যক্তির দ্বাৰা বাহা প্রত্যক্ষ হব ও বিস্তৃত অনুমানের দ্বাৰা বাহা প্রমাণিত হব তাহাই সাধাবণতঃ অদৃষ্ট প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হব। তাদৃশ প্রমেয় ও তদ্বিবৰক বাক্য সত্যনামে অভিহিত হব।

সত্য ও সত্তা (বা ভাব) এক নহে, কাৰণ, সত্তা ও অসত্তা উভয় পদার্থই সত্যের বিবন হইতে পাবে। 'বট নাই' এইরূপ বাক্যও সত্য হইতে পাবে। 'বাহার অভাব কল্পনা কবিতো পাবি না' তাহার নাম ভাব। ভাব ও সত্য এক পদার্থ নহে। 'বাহাব অন্তথা কল্পনা কবিতো পারি না তাহা সত্য' ইহাও সত্যের সম্যক্ লক্ষণ নহে। বাহাব অন্তথা হব না তাহার নাম অবিকাবী।

সত্যের আৰ এক লক্ষণ আছে, যথা—“বজ্রপেণ বন্ নিশ্চিতং তদ্রূপং ন ব্যভিচবতি তৎ সত্যম্” অর্থাৎ যেক্ষে যাহা নিশ্চিত হইয়াছে সেটক্ৰপে অন্তথাভাব না হইলে তাহা সত্য। ইহাও সত্যের সম্যক্ লক্ষণ নহে। এখানে পদার্থকে সত্য বলা হইয়াছে কিন্তু জ্ঞান অথবা বাক্যই সত্য-বিশেষণের বিশেষ্য হব। কোন দ্রব্যের ব্যভিচাব না হইলে তাহা নিবিকাব হইবে, সত্য হইবে না। একজনকে অস্ত দেখিলাম, পরে ছই বৎসবান্তে তাহাব অন্তথাভাব দেখিলাম, তাহাতে কি বলিব যে সে মিথ্যা? বলিতে পাবি সে পবিশাবী, নিবিকাবতা অর্থে সত্য নহে। “বঙ্গাপেক্ষো বো নিশ্চবন্তং নাপেক্ষোহপি চেৎ স ন ব্যভিচবতি তদা স সত্যনিশ্চবঃ” এইরূপ লক্ষণ হওয়া উচিত।

সাধাবণ মন্থন্ত্ৰবা বাসিন্দ্রিয়ের কাৰ্য বাক্যের দ্বাৰা চিন্তা কবিবা থাকে, কিন্তু যুক অথবা পূজবা তাহা না কবিতো পাবে, তাহাবা অস্ত কৰ্ম্মেন্দ্রিয়ের কাৰ্য এবং কাৰ্যের সংস্কাবপূৰ্বক চিন্তা কবিতো পাবে। সাধাবণ ব্যক্তি যেক্ষ বাক্যের দ্বাৰা সত্য বিবব জ্ঞাপন কবে, যুকবা হস্তাদি চালন কবিবা সেইরূপ জ্ঞাপন কবে। শব্দ যেক্ষ অর্থেব সংকেত, হস্তাদি কাৰ্যও সেইরূপ অর্থেব সংকেত হইতে পাবে। ঐকপ সংকেতের স্মৃতিব দ্বাৰাও তাহাদের চিন্তা হইতে পাবে। 'আছে' এই শব্দ এবং হস্তাদি চালনা-বিশেষ একই ভাব বুঝায়। অতএব বাক্য-কাৰ্যের দ্বাৰা অস্ত কৰ্ম্মেন্দ্রিয়ের কাৰ্যের দ্বাৰাও সত্য বুঝা সম্ভব। 'আছে' এই শব্দের দ্বাৰা আমাদেব যে অর্থবোধ হব, এত-যুকব হস্ত-চালনাব দ্বাৰা সেই অর্থবোধ হব। আমাদেব মনে যেক্ষ পদার্থের সংকেত-সকলের সংস্কাব আছে, এত-যুকব হস্তাদি চালন এবং তাহাব সংকেতরূপ অর্থেব সংস্কাবসকল আছে। অতএব, শব্দব্যতীত সত্য-চিন্তা হব না—ইহা সাপবাদ মুখ্য নিবব বুঝিতে হইবে।

২। যথার্থতা বিবিধ—আপেক্ষিক ও অনাপেক্ষিক, অতএব সত্যও বিবিধ, আপেক্ষিক সত্য ও অনাপেক্ষিক সত্য। ('ভাস্বতী' ১।৪৩ ব্রহ্মব)।

সংজ্ঞা ভেদ

৩। বাহাব অবস্থান্তব তব তদ্বিবৰক সত্য (সত্যের জ্ঞানে) কোনও বিশেষ অবস্থাব অপেক্ষা থাকে বলিবা তাহা আপেক্ষিক সত্য। 'চন্দ্র রূপাব থালার মতো' ইহা এক আপেক্ষিক সত্য। এই সত্যজ্ঞানেব স্তম্ভ দর্শক ও চন্দ্রেব সওয়া লক্ষ কোশ দূবে অবস্থানরূপ অবস্থাব অপেক্ষা আছে। অস্ত অবস্থাব (নিকট বা দূব হইতে বা বস্তাদি দ্বাৰা কিবা অস্ত কোন অবস্থাব) চন্দ্র দেখিলে চন্দ্র অন্তরূপ দৃষ্ট হইবে। তাদৃশ বহুপ্রকাব চন্দ্রজ্ঞানেব কোনটোও অসত্য নহে। ঠিক যেক্ষ অবস্থাব যাহা জ্ঞাত হব, তাহা তাদৃশ অবস্থাব সেইরূপই জ্ঞাত হইবে। অতএব 'চন্দ্র রূপাব থালার মতো', 'চন্দ্র পর্বতমব', 'চন্দ্র পবমানু-সমষ্টি'—ইহাবা সবই সত্য। এইরূপ এক এক প্রকাব জ্ঞানেব

জন্ম এক এক প্রকার অবস্থাপন অপেক্ষা থাকে বলিয়া উহাদের নাম আপেক্ষিক সত্য। আপেক্ষিক সত্যের প্রতিপাদ্য পদার্থ বহুরূপে অর্থাৎ বিকাবঙ্গীলভাবে প্রতীত হয়।

জ্ঞানের অপেক্ষা বিবিধ—(১) বস্তু পৰিণামের (উৎপত্তি আদি) অপেক্ষা এবং (২) জ্ঞানশক্তির অপেক্ষা। সূতবাং উৎপন্ন বস্তুমাত্রই এবং জ্ঞানশক্তির কোন এক বিশেষ অবস্থায় তাহা জ্ঞাত হওয়া যায় তাদৃশ বস্তুমাত্রই আপেক্ষিক সত্যের বিবব।

সাংখ্যীয় সংকারবাদ অল্পসাবে অসত্যের ভাব ও সত্যের অভাব নাই। আব, অতীত, অনাগত ও বর্তমান বস্তু সমস্তই আছে এবং উপযুক্ত অবস্থা ঘটিলে তাহাদের সর্বকালে উপলব্ধি হয়। সূতবাং সাংখ্যীয় দৃষ্টিতে সমস্ত ব্যক্ত (জ্ঞান, চেতা ও শক্তিরূপে ব্যবহার্য) ভাবপদার্থই আপেক্ষিক সত্যরূপে সং বলিয়া ব্যবহার্য হইতে পারে।

৪। আপেক্ষিকতাব নিবেদন কবিয়া যে সত্যের বোধ ও ভাবন হয় তাহা অনাপেক্ষিক সত্য। বিববভেদে অনাপেক্ষিক সত্য বিবিধ—পৰিণামী ও কৃটক।

প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি-নামক নিত্য ও স্থল স্বভাব, বাহ্যাব কোন অবস্থাপনাপেক্ষ নহে, তদ্বিববক সত্য অনাপেক্ষিক পৰিণামী। আব, নির্বিকাব পদার্থ সৰ্বস্বীয় সত্য, বাহ্য বিকাবের (ও বিকাবঙ্গীল জন্মের) সম্যক নিবেদন কবিয়া ভাবন কবিতো হয় তাহা অনাপেক্ষিক কৃটক সত্য। ‘জিগ্ৰণ আছে’ ইহা অনাপেক্ষিক পৰিণামী সত্যের উদাহরণ। আব, ‘নির্ভব আছে’, ‘জট্টা দুশিরা’ ইত্যাদি কৃটক সত্যের উদাহরণ।

সদ্য, বস্তু ও তম ইহাবা নিকাষণ বা কাবনের অপেক্ষাব উৎপন্ন নহে বলিয়া এবং জ্ঞানশক্তির স্বতন্ত্রাব অবস্থা হইতে পারে তাহাব সব অবস্থাতেই প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতির জ্ঞান হইতে পারে বলিয়া (‘প্রলবেও উহাদের সম্যক হয়’ এইরূপ নিশ্চয় ভাব্য বলিবাও) জিগ্ৰণ অনাপেক্ষিক সত্যের বিবব।

৫। অসংখ্য ব্যাক্যকে সত্য বলা যাইতে পারে তজ্জন্ম সত্য অসংখ্য। যদ্বিচ সত্য পদার্থ নহে কিন্তু ব্যাক্যার্থ-বিশেষ, তথাপি পদার্থবাক্যকে সত্য বলিলে বৃত্তিতে হইবে যে, উক্ত ব্যাক্যবৃত্তি অল্পসাবে তাহাকে সত্য বলা হইয়াছে। ‘বট একটি সত্য’ এইরূপ বলিলে ‘বট আছে’ বা তাদৃশ কিছু ব্যাক্যবৃত্তি উক্ত থাকে (অর্থাৎ সেরূপ বিবব সেরূপ ব্যাক্যবৃত্তি উক্ত থাকে)।

### আপেক্ষিক সত্য

৬। যাহাকে ‘বিববের বা জ্ঞানশক্তির অবস্থাবিশেষে সত্য’ এইরূপে নিবৃত্ত কবিয়া বা নিয়ন্ত-ভাব উক্ত কবিয়া সত্য বলা হয় তাহাই আপেক্ষিক সত্য। সমস্ত ব্যাবহারিক জ্ঞেয় পদার্থকে ঐরূপেই সত্য বলা যায়। যেমন ‘রূপ আছে’ ইহা সত্য, কিন্তু চক্ষুমানের নিকটই উহা সত্য, ‘চক্ষু শশযব’ ইহা দূরতাবিশেষে সত্য। ‘মৈত্র স্কুমাৰ’—মৈত্রের বাল্য অবস্থায় তাহা সত্য। অতএব সমস্ত ব্যাবহারিক জ্ঞেয় পদার্থই আপেক্ষিক সত্য। “ইহ পুনর্যবহাববিববনাপেক্ষিকং সত্যম্”—তৈত্তিরীয়াভাস্ম ৬।৩।

জ্ঞেয়ভাবেব অবস্থা বিবিধ, ব্যক্ত ও অব্যক্ত। ব্যবহার্য বোধ্য বা ব্যবহার্য অবস্থা ব্যক্ত, এবং

অল্পমেধ অব্যবহার্য অবস্থা অব্যক্ত, ক্রিয়া ব্যক্ত অবস্থা এবং ঐক্তি অব্যক্ত অবস্থাও উদাহরণ। সমস্ত ব্যাবহারিক জ্ঞেয় পদার্থ বিকাবশীল অর্থাৎ অবস্থান্তবত। প্রাপ্ত হব, তজ্জন্ম তাহা। ভিন্ন ভিন্নরূপে বোধগম্য হব। আব ইন্দ্রিয়ের (জ্ঞানশক্তি) অবস্থাভেদেও তাহা। ভিন্নরূপে বোধগম্য হব, অর্থাৎ স্বগত অবস্থাভেদে অথবা জ্ঞানশক্তির অবস্থাভেদে সমস্ত ব্যবহার্য জ্ঞেয় পদার্থ ভিন্ন ভিন্নরূপে বোধগম্য হব। অতএব তাহাদের সেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কোনটিকে সম্পূর্ণ বা নিবেপেক সত্য বলা যাইতে পারে না। তাহারা (জ্ঞেয় পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন ভাবসকল) অবস্থা-সাপেক্ষ বা আপেক্ষিক সত্যরূপেই ব্যবহার্য।

৭। আপেক্ষিক সত্যের ব্যাপকতার ভাবভঙ্গ্য আছে। অধিকতর ব্যাপী যে অবস্থা, তৎসাপেক্ষ যে সত্য তাহাই অধিকতর ব্যাপী সত্য। উদাহরণ যথা : প্রঃ—পৃথিবীতে কে বাস করিয়া থাকে ? উঃ—চৈত্র-সৈত্র আদি। ইহা সত্য বটে, কিন্তু ‘মহুত, গো, অথ ইত্যাদি পৃথিবীতে বাস করিয়া থাকে’—ইহা অধিকতর ব্যাপী সত্য। আব, ‘প্রাণীবা পৃথিবীতে বাস করিয়া থাকে’ ইহা আবও ব্যাপী সত্য। প্রথম উদাহরণ কেবল বর্তমান ব্যক্তিসমবেত। দ্বিতীয়টি বর্তমান জাতি (স্বত্বাং সর্বব্যক্তি)-সমবেত। তৃতীয় উদাহরণ ভূত, বর্তমান ও ভাবী সমস্ত জাতি (স্বত্বাং নিঃশেষ ব্যক্তি)-সমবেত।

বস্তু-বিষয়ক ব্যাপকতম সত্যসকলের দ্বাৰা জ্ঞেয় পদার্থ বুঝাব নাম তত্ত্বতঃ বা তাত্ত্বিক সত্য। তাহা হইবে বুঝা, তাহাই বোধের উৎকর্ষ। (বৈশেষিকদের সাক্ষ্য বা জ্ঞাতি এবং সাংখ্যের তত্ত্ব এক নহে। কাবণ, জ্ঞাতি অবস্তু-বিষয়কও হইতে পারে কিন্তু সাংখ্যের তত্ত্ব সাক্ষ্য-কাবোপাধ্য ভাবপদার্থ)।

৮। ব্যাবহারিক সমস্ত বস্তু-বিষয়ক সত্যই আপেক্ষিক। বাস্তব ব্যাবহারিক বস্তু তিন প্রকার মূল ধর্ম আছে ; যথা—শব্দাদি প্রকাশ্য ধর্ম, চলনরূপ ক্রিয়াধর্ম এবং কঠিনতা-কোমলতাদিরূপ জ্ঞাত্য ধর্ম। ইন্দ্রিয়ের অবস্থাভেদে ও দেশাবস্থান আদি ভেদে শব্দাদি ভিন্নরূপে প্রতীকমান হব, স্বত্বাং উহাদের কোনও অবস্থাসাপেক্ষ জ্ঞান এবং তাহা ভাবণ অনাপেক্ষিক হইতে পারে না। চলন-ধর্মও সেইরূপ \*। স্থিতি বা জড়তাও (যে স্থানে অব্য বেরূপে আছে, সেইরূপে না থাকাকে বাধা দেয়। কাঠিষ্ঠাদি অবস্থা প্রকৃতশব্দে ঐ ধর্মের অল্পভবযুক্ত নাম) আপেক্ষিক। অসুনিব নিকট কাঁদা কোমল, লৌহেব নিকট আনুল কোমল, হীৰকের নিকট লৌহ কোমল, ইত্যাদি। বায়ু ধুব মুহু, কিন্তু উহা যদি প্রবল গতিমান হয় তবে বজ্রাপেক্ষাও কঠিন হয়, যেমন প্রবল ঝঞ্ঝা।

এইরূপে বাস্তব সমস্ত অবস্থাই সাপেক্ষ বলিয়া তদ্বিষয়ক সত্য আপেক্ষিক। অল্পবেদ ব্যাবহারিক বস্তু মানস ধর্ম, তাহা বা যথা—জ্ঞান, ইচ্ছা আদি চেষ্টা ও সংস্কাররূপ জড়ত। উহা প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি ধর্মের ন্যূনাধিক ভাগে নির্মিত বলিয়া প্রত্যেক জ্ঞান আপেক্ষিক প্রকাশ, প্রত্যেক চেষ্টা আপেক্ষিক ক্রিয়া এবং প্রত্যেক সংস্কার আপেক্ষিক স্থিতি। স্বত্বাং উহাদের কোনটি কোন বিষয়ে অনাপেক্ষিক বলিয়া জ্ঞেয় নহে। এইরূপে অল্পবেদ ও বাস্তব সমস্ত ব্যক্ত বা সকাবণ বস্তু সম্বন্ধীয় সত্যসকল আপেক্ষিক সত্য।

\* গতিসম্বন্ধে ব্যাপক দৃষ্টিতে দেখিলে অনাপেক্ষিক গতি (absolute motion) বলিয়া কিছু নাই। তুনি এখান হইতে ওখানে বাহিবে, কিন্তু সেই সময়ে পৃথিবীর দৈনন্দিন আবর্তন, বার্ষিক আবর্তন, সৌরজগতের গতিতে তোমার যে নানা দিকে কত প্রকার গতি হইল তাহা ইচ্ছা নাই। এইরূপে কোন অব্যবহার্য অনাপেক্ষিক গতি নাই।

প্রাণ সমস্ত উৎসর্গ বা নিয়মই সাপবাদ, তজ্জন্য তত্ত্বাবধাৰণ আপেক্ষিক সত্য। অর্থাৎ সেই সেই অপবাদ ব্যতীত ঐ নিয়ম সত্য। কিন্তু অনাপেক্ষিক সত্য-বিষয়ক নিয়ম নিবপবাদ হইতে পারে, সেজন্য তাহা বা অনাপেক্ষিক সত্য। তবে ঐক্য নিয়ম প্রকৃত প্রস্তাবে বৈকল্পিক। “নাসতো বিজ্ঞতে তানো নাভাবো বিজ্ঞতে সত্যঃ”—এই নিয়মেব অপবাদ নাই, কিন্তু উহাতে অভাব ও অনং পদার্থ গ্রহণ কৰাতে উহা বৈকল্পিক \*।

### অনাপেক্ষিক সত্য

২। যাহা নিষ্কাষণ বা অল্পংগন বা নিত্য, তাহাই অনাপেক্ষিক সত্যেব বিষয়। ব্যাপকতম অবস্থায় বা সর্বাবস্থায় ভাদ্রশ পদার্থ সত্য বলিয়া তাহা কোন বিশেষ অবস্থাব সাপেক্ষ নহে, সেজন্য ভাদ্রশ পদার্থ অনাপেক্ষিক সত্যেব বিষয়। ভাদ্রশ সত্য বিবিধ—(১) অকুটস্থ বা পৰিণামি-নিত্যবস্ত-বিষয়ক এবং (২) কুটস্থ-নিত্যবস্ত-বিষয়ক। ইহা বা অবস্থাবিশেষ-সাপেক্ষ নহে বলিয়া বা ব্যাপকতম অবস্থা-সাপেক্ষ বলিয়া অনাপেক্ষিক সত্য।

১০। যাহা পৰিণামী অথচ নিত্য তাহাই এক অকুটস্থ সত্যেব বিষয়। যেমন—‘পৰিণাম আছে’ ইহা অনাপেক্ষিক অকুটস্থ সত্য, কাৰণ, সৰ্ববিধ আপেক্ষিকতাব বুল মৌলিক নিষ্কাষণ পৰিণাম-স্বভাব। প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতি বা প্রকৃতি নিষ্কাষণ বিজ্ঞিৰমাণ নিত্য বস্ত, তদ্বিষয়ক সত্য সেজন্য অনাপেক্ষিক অকুটস্থ সত্য।

১১। কুটস্থ সত্যেব বিষয় (বিশেষ) অবস্থাজেন্মশ্রু বা অবিকাৰী। অতএব সমস্ত বিকাৰ-বাচক বিশেষণেব নিষেধ কৰিয়া কুটস্থ সত্য উক্ত হয়। আব কুটস্থ সত্যেব বিষয় উপলব্ধি কৰিতে হইলে বিকাৰশীল জ্ঞানশক্তিকে নিবোধ কৰিতে হয় (জ্ঞানশক্তিৰ নিবোধেব নাম এখানে উপলব্ধি অর্থাৎ নিবোধ সমাধিব অধিগম)।

কুটস্থ সত্যেব বিষয় কেবল নিষ্ঠা বা জ্ঞাতা পুরুষ। হৃতবাং পুরুষ-বিষয়ক সত্যসকল কুটস্থ সত্য। পুরুষ বহু হইলেও সকলেই সৰ্বতত্ত্বাত্ম্য, হৃতবাং একই কুটস্থ সত্য-সম্পন্ন সৰ্বপুরুষব্যাপী।

অথবা বাধা উচিত যে, শুধু ‘পুরুষ পদার্থ’ কুটস্থ সত্য নহে, কিন্তু ‘পুরুষ আছেন’ ইত্যাদিরূপ বাক্যার্থই কুটস্থ সত্য। পুরুষেব অস্তিত্ব, শুদ্ধ অধি প্রজ্ঞাব বিষয়, হৃতবাং সত্য, কিন্তু স্বল্প পুরুষ প্রজ্ঞাব বিষয় নহেন, তিনি প্রজ্ঞাতা, বিষয়ী। স্বল্প পুরুষ প্রমেয় নহেন, কিন্তু ‘শুদ্ধ নিত্য পুরুষ আছেন’ ইহা প্রমেয়। প্রমাণের নিবোধেব দ্বাৰা পুরুষে স্থিতি হয়। পুরুষস্থিতি বা স্বল্প পুরুষ এই পদার্থত্ৰায় সত্য-নামক বিশেষণেব বিশেষ নহে। কেবল তদ্বিষয়ক নিষ্ঠা ও বস্তব্য বিষয়ই সত্য হইতে পারে, কাৰণ, সত্য বাক্যার্থ বিশেষ।

\* তেমনি ‘Conservation of energy’-নামক উৎসর্গ নিবপবাদ। “And this is the law of conservation of energy which seems to hold without exception.” (Sir O. Lodge)। কিন্তু ইহা নাম বাহুবস্ত-সাপেক্ষ বলিয়া সেরিকে আপেক্ষিক। প্রকৃতি-স্বপ্ন বাহ ও অন্তরে energy অনাপেক্ষিক বটে।

১২। প্রমাণেব দ্বাবা (প্রত্যক্ষাদিব দ্বাবা) প্রমিত বিষয়ই সত্য বলিয়া অবদাবিত হয়। সমাধি-নিৰ্ঘল প্রমাণই সৰ্বোৎকৃষ্ট—তজ্জন্ম যোগজ প্রজ্ঞা ঋতন্তব্বা বা সত্যপূৰ্ণা।

১৩। গ্রহণ, ধাবণ, উহ, অপোহ ও অভিনিবেশ (যোগদর্শন ২।১৮ হুজ্জ ব্রহ্মব্য) এই পঞ্চ প্রকাব মানস ক্রিযাব দ্বারা প্রমাণ সিদ্ধ হয় ও তৎপূৰ্বক সত্য অবদাবিত হয়। সত্যাবদাবণপূৰ্বক ইষ্টানিষ্ট কর্তব্যাবদাবণ হয়।

১৪। বহুব মধ্যে বাহা সাধারণ ভাব, তদ্বিবষক সত্যেব নাম তাদ্বিক সত্য বা তত্ত্ব। সাংখ্যীস তত্ত্ব জাতিমাজ বা সামান্তমাজ নহে, কারণ, জাতি বৈকল্পিক পদার্থও হয়; যথা, ‘কাল ত্রিজাতীয’। কিন্তু মূল নিরিত্ত এবং সামান্ত উপাদান-স্বরূপ ভাবপদার্থই তত্ত্ব।

তাদ্বিক সত্য অভাদ্বিক অপেক্ষা অবিকতব ব্যাপী অর্থাৎ দীর্ঘতর কাল এবং বৃহত্তব দেশ অথবা অদ্বিক সংখ্যক মানসিক ভাব ব্যাপিযা হিতিশীল। ‘অমুক অমুক বর্ষ আছে’ ইহা অভাদ্বিক সত্য, ‘রূপধর্মক তেজোভূত আছে’ ইহা তত্ত্বলনাব তাদ্বিক সত্য।

### আর্থিক ও পারমার্থিক সত্য

১৫। আমাদেব অর্থসিদ্ধি অল্পসাধে সত্যকে বিভাগ কবিলে আপেক্ষিক অনাপেক্ষিক সব সত্যই পুনঃ বিবিধ হয়, যথা—(১) আর্থিক ও (২) পারমার্থিক। আর্থিক সত্য সাধাবণতঃ ব্যবহার-সত্য নামে অভিহিত হয়। ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গেব সিদ্ধি-বিষয়ে প্রয়োজনীয় সত্য আর্থিক। আর পবমার্থ বা কৈবল্য-মোক্ষেব জন্ম যে সত্য প্রযুক্ত হয়, তাহা পারমার্থিক সত্য।

আর্থিকের মধ্যে অনাপেক্ষিক সত্যেব প্রকৃত প্রয়োজনীয়তা নাই, তবে লোকে ঐসব সত্য জানিয়া অর্থ সিদ্ধি-বিষয়েও প্রয়োগ কবিতে পাযে। পবমার্থেব জন্ম তাদ্বিক সত্যেব এবং অনাপেক্ষিক সত্যেব সম্যক্ প্রয়োজনীয়তা আছে। তবে তাদ্বিক সত্যসকল হিব কবাব জন্ম অভাদ্বিক সত্যসকলের প্রয়োজনীয়তা হইতে পাযে। সেইরূপ অহিংসা-সত্যাদি ধর্ম-নিয়মরূপ শীলসকলেব দ্বাবা আর্থিক অত্ব্যদয়ও হইতে পাযে, তেমনি পবমার্থ-সিদ্ধিও হইতে পাযে, অতএব তত্ত্ব-বিষয়ক সত্যসকল আর্থিক ও পারমার্থিক দুই-ই হইতে পাযে।

### সত্যের উদাহরণ

১৬। অজগুব অবদারিত সত্যসকল উদাহৃত হইতেছে। আপেক্ষিক (ক) বস্ত্তবিষয়ক—  
‘ঘটপটাদি আছে’ (অভাদ্বিক)। ‘বৃত্তিকাদি ঘটাদিব উপাদান’  
আর্থিক বা (তাদ্বিক)। ‘শক্তি আছে’ ইহা অপেক্ষাকৃত অব্যক্তপদার্থ-বিষয়ক  
ব্যাবহারিক সত্য তাদ্বিক সত্য।

(খ) নিয়ম-বিষয়ক—‘অগ্নি ধহন কবে’, ‘জলে পিপাসা বাবণ হয়’ (অভাদ্বিক)। ‘শব্দাদি  
স্পন্দন হইতে হয়’। ‘শক্তি হইতে ক্রিযা হয়’ (তাদ্বিক)।

আধিক্যেব মধ্যে এই কথাটি সাব সত্য :- ঘটগটাদি ও তাহাব অমুক অমুক উপাদান আছে। তাহাবা হুখ ও হুখ প্রদান কবে। তন্মধ্যে হুখগ্রহণ বিষয় হেখ ও হুখ প্রতিকার্ষ এবং হুখগ্রহণ বিষয় উপাদেয় ও হুখ সাধনীয় \*। এই কয়েকটি মূল আধিক্য সত্য অবস্থাবর্ণনাত্মক যানবগণ অর্থ-সাধনে ব্যাপ্ত আছে।

আপেক্ষিক পদার্থ-বিষয়ক। ব্যক্ত :-

(ক) অতাত্ত্বিক - ঘট, পট, বাগ, দেব ইত্যাদি আছে।

(খ) তাত্ত্বিক :-

(১) ঘট, পট, স্বর্ণ, যৌগ্য আদি অসংখ্য বাহু দ্রব্যের (ভৌতিকের) মধ্যে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, ঘস ও গন্ধ এই পঞ্চ ভাব সাধারণ। অভ্যেব তাহাদেব উপাদান পঞ্চলক্ষণ দ্রব্য (আকাশ), স্পর্শ-লক্ষণ দ্রব্য (বায়ু), রূপলক্ষণ দ্রব্য (ভেজ), বললক্ষণ দ্রব্য (অপ) ও গন্ধলক্ষণ দ্রব্য (কিত)। ইহাবা দ্রুতভব। দ্রুতভব-বিষয়ক এই সত্য পারমাধিক্যেব প্রথম সত্য।

(২) শব্দ-স্পর্শাদি গুণেব বাহা অতি হুখ অবস্থা, বাহাতে উপনীত হইলে শব্দাদিবা নানাব্য অপগত হইবা কেবল শব্দরাজ, স্পর্শরাজ, রূপরাজ, বলরাজ ও গন্ধরাজ জ্ঞানগম্য হব অথবা হইবে, তাহাব নাম তন্মাত্র। তন্মাত্র-বিষয়ক সত্য দ্বিতীয় তাত্ত্বিক সত্য।

যতদিন চক্সবাদি থাকিবে, ততদিন এই (দ্রুত ও তন্মাত্ররূপ) বাহু সত্যেব অবস্থাবিত হইবে। চক্সবাদি থাকারূপ ব্যাপী অবস্থাসাপেক্ষ বলিবা এই তত্বদেব বাহেব মধ্যে নর্যাপেক্ষা হাবী বা ব্যাপক বাহু সত্য। অশব্দ সত্ত্ব বাহু সত্য প্রত্যক্ষপেক্ষা নর্যাপেক্ষা অচিবহাবী-অবস্থাসাপেক্ষ, স্তব্ধবাঃ ঐ তত্বদেব প্রতীয়মান প্রোজ-বিষয়ক চতুর্থ সত্য।

(৩) যে সকল শক্তিব দাবা বাহুপদার্থ ব্যবহাব কবা যাব তাহাদেব নাম বাহু-কবর্ণশক্তি। তাহাবা ত্রিবিধ—জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও প্রোণ। জ্ঞানেন্দ্রিয়েব দাবা বাহু বিষয় জ্ঞান। বায়, কর্মেন্দ্রিয়েব দাবা চালন কবা বায় ও প্রোণেব দাবা ধাবণ কবা বায়। ইহা গ্রহণ-বিষয়ক প্রথম সত্য।

(৪) জ্ঞান, ইচ্ছা আদি গুণযুক্ত পদার্থেব নাম অন্তঃকবণ। ‘অন্তঃকবণ আছে’ ইহা গ্রহণ-বিষয়ক দ্বিতীয় সত্য। অন্তঃকবণ বিশ্লেষ করিলে এই ত্রিবিধ মৌলিক পদার্থেব সত্তা সত্য বলিবা নিশ্চিত হব, যথা—মন বা ইচ্ছা-অহুত্ববাদিবা শক্তি, অহংকাব বা অহংবোধ বাহা সত্ত্ব জ্ঞান চোটারিবা উপবে সদ্দা থাকে এবং অহংমাত্র বোধ বা বুদ্ধিভব, বাহা উক্ত বিকৃত আনিষেব মূল বোধ। ইহাদেব বিকৃত বিবরণ অন্তজ দ্রব্য।

পঞ্চস্পর্শাদি-জ্ঞানেব বাহুহেতু বাহাই হউক, বস্তুতঃ তাহাবা অন্তঃকবণেব একপ্রকাব ভাব বা বিকাব-স্বরূপ। ইন্দ্রিয়-শক্তিব দাবা অন্তঃকবণ শব্দাদি গ্রহণ কবে, অভ্যেব ইন্দ্রিয় অন্তঃকবণেব দাব বা বিবদ-স্বরূপ, স্তব্ধবাঃ জ্ঞানরূপ বিষয় ও ইন্দ্রিব বস্তুতঃ অন্তঃকবণেবই বিকাব অর্থাৎ অন্তঃকবণই তাহাদেব উপাদান।

বিষয় ও ইন্দ্রিয় অন্তঃকবণেব অন্তর্গত বলিবা অন্তঃকবণতত্ত্ব তদ্রূপে ব্যাপকতব সত্য।

(৫) অন্তঃকবণেব বৃত্তিসকল মূলতঃ ত্রিবিধ। জ্ঞানবৃত্তি, চোটারি বৃত্তি ও ধাবণবৃত্তি। ইহাব বহিহুত কোন বৃত্তি হইতে পাবে না। জ্ঞানবৃত্তিসকলে প্রকাশ অধিক, তাহাতে ক্রিবা (পরিণাম-

\* হুখ হেখ কিত হুখের সাধন সব সময়ে হেখ হব না এবং হুখ উপাদেয় হইলেও হুখের সাধন সব সময়ে উপাদেয় হব না বলিবা এবং বিপর্দেবপতঃ অর্থলিঙ্গ, যানবেব আপেববিদ হুখ হব।

রূপ) এবং স্থিতি (অক্ষুটতা) অপেক্ষাকৃত অল্প পাওয়া যায়। চেষ্টাবৃত্তিতে ক্রিয়া অধিক এবং প্রকাশ (চেষ্টাব অস্তিত্বরূপ) ও নিবমনরূপ স্থিতি অপেক্ষাকৃত অল্প। ধাবণবৃত্তিতে স্থিতিগুণ প্রধান, এবং প্রকাশ (সংস্কারবেব বোধ) ও অক্ষুট ক্রিয়া (অপবিন্দুত পৰিণাম) অল্পতর। অতএব সৰ্বজাতীয় বৃত্তিতে এক প্রকাশশীল পদার্থ, এক ক্রিয়াশীল পদার্থ এবং এক স্থিতিশীল পদার্থ এই তিন পদার্থ পাওয়া যায়। প্রকাশশীল পদার্থেব নাম সত্ত্ব, ক্রিয়াশীলেব নাম বন্ধ ও স্থিতিশীলেব নাম তম। অতএব সত্ত্ব, বন্ধ এবং তম এই তিন পদার্থ (ত্রিগুণ) অন্তঃকৰণেব (সুতবাং গ্রাহেব ও গ্রহণেব) মূলতত্ত্ব।

ত্রিগুণতত্ত্বই গ্রাহ ও গ্রহণ-বিষয়ক চৰম সত্য। সূত, ইন্দ্রিয় ও মন আদিব উপাদান ত্রিগুণতত্ত্ব নিত্য থাকিবে। সৰ্ব জেব পদার্থেব সামান্য বা মূল অবস্থা বলিয়া অনাপেক্ষিক পৰিণামী ত্রিগুণেব জ্ঞান ব্যাপকতম অবস্থা বা সৰ্বাবস্থা সাপেক্ষ। সুতবাং ত্রিগুণেব অপলাপ কৰ্মনীয় নহে। তজ্জ্ঞাত ত্রিগুণ নিত্য সত্য। নিষ্কাষণ বলিষাও (অৰ্থাৎ কোন কাৰণেব অপেক্ষাৰ উৎপন্ন হব না বলিয়াও) ইহা অনাপেক্ষিক।

ত্রিগুণেব বিবিধ অবস্থা—ব্যক্ত ও অব্যক্ত। অন্তঃকৰণাদি ব্যাবহাৰিক অবস্থা ব্যক্ত। সমস্ত ব্যক্ত পদার্থ বিকাবশীল, বিকাব অৰ্থে একভাবেব লয় ও অগ্ৰভাবেব উৎপত্তি। যাহাব কাৰণ ব্যক্ত তাহাৰ লয় কতক ধাবণাব্যগ্ৰ হব, কিন্তু অন্তঃকৰণ আত্মাদেব ব্যাবহাৰিক ব্যক্তিব চৰমশীমা, সুতবাং বিকাবশীল অন্তঃকৰণেব লয় হইলে তল্লক্ষিত ত্রিগুণেব অবস্থা সম্যক্ অব্যবহাৰ্যতা বা অব্যক্ততা প্রাপ্ত হব। তাহা ত্রিগুণেব সাম্য বলিষাই কেবল বোধ্য। ত্রিগুণেব সাম্য পূৰ্ণৰূপে অব্যক্ত, আপেক্ষিক অব্যক্ত নহে—“গুণানাং পৰমং রূপং ন দৃষ্টপথমুচ্ছতি”।

উপবৃত্ত সত্যসকল পাবৰ্মাধিক পদার্থ-বিষয়ক। পাবৰ্মাধিক নিবম-বিষয়ক সত্যেব মধ্যে এইগুলি প্রধান ও তাত্ত্বিক—১। অনাগত দুঃখ হেব, সমস্ত জেবই অনাগত দুঃখকব। ২। অবিজ্ঞা দুঃখেব মূলহেতু। ৩। অবিজ্ঞাব অভাবে দুঃখেব অভাব হব। ৪। বিবেকখ্যাতিরূপ বিজ্ঞা অবিজ্ঞাকে অভাবকৰণেব উপায়।

অনাপেক্ষিক কৃটস্থ সত্য প্রকৃতপক্ষে কেবল পাবৰ্মাধিক। পবৰ্মাৰ্থ (দুঃখেব সম্যক্ নিবৃত্তি)-লিঙ্গি ও কৃটস্থেব উপলব্ধি একই কথা। কৃটস্থ পদার্থ আছে কিন্তু প্রকৃত কৃটস্থ নিবম নাই (বৈকল্পিক বা নিবেষবাচক ঐকণ নিবম হইতে পারে, বধা—জ্ঞা বিকৃত হন না)। কৃটস্থ পদার্থ-বিষয়ক এই সত্যগুলি প্রধান :—

১। জেবেব বা দৃষ্টেব অতীত জাতপুৰুষ আছেন।

২। তিনি সৰ্ব চিন্তাব সহাই জ্ঞা বলিষা একরূপ বা কৃটস্থ।

৩। তাঁহাব কোনও উপাদান এবং নিবৃত্ত-কাৰণ প্রমেন্ন নহে বলিয়া তাঁহাব উৎপত্তি ও লয় কৰ্মনীয় নহে, সুতবাং তাঁহাব সত্তা অনাপেক্ষিক।

৪। তাঁহাব একজেব প্রমাণ নাই বলিয়া—তাঁহাব সংখ্যাব অবস্থি প্রমিত হব না বলিষা, তাঁহাবা যে অসংখ্য ইহা সত্য।

[নিবম অৰ্থে একই বকসেব ঘটনা বাহা পুনঃ পুনঃ ঘটে, সেজন্ত কৃটস্থ বা নিবিকাব কোনও নিবম হব না]।

## জ্ঞানযোগ \*

### সাধনসংকেত

প্রকৃতি অল্পসামান্য কোন কোন সাধক প্রথম হইতেই গ্রাহবিষয়ে সাধাবলম্বনে বিবর্ত হইয়া কার্ভত: আমিত-অভিমুখে ধ্যানাত্ম্য কবিত্তে আবৃত্ত কবেন, তাঁহাবাই শাস্ত্রোক্ত সাংখ্য বা জ্ঞানযোগী। আব ঙ্গাহাবা তত্ত্বনির্মিত ঙ্গবাবিবিবয়ে চিত্তহৈৰ্ৰ অভ্যাস কবিবা পবে আত্মতত্ত্বে উপনীত হন তাঁহাবাই যোগী—“জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন বোগিনান্” (গীতা)। প্রকৃতপক্ষে প্রাধ সকল সাধকই নিবিশেষে উভব পথ মিলাইবা সাধন কবেন। তন্মধ্যে ঙ্গাহাবা প্রথম দিকেব পক্ষপাতী তাঁহাবাই সাংখ্য ও ঙ্গাহাবা দ্বিতীয় দিকেব অধিক পক্ষপাতী তাঁহাবা যোগী। বহুত: উভয়েব মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য নাই বলিলেই হব, বথা—“এক সাংখ্যক্ বোগক্ য: পত্ততি ন পত্ততি” (গীতা)। সাংখ্যনিষ্ঠগণ আত্মভাবে ধাবণা ও ধ্যান কবিত্তে কবিত্তে ক্রমশ: অভ্যস্তব হইতে প্রবর্তিত হৈৰ্ৰবলে বাহ্যকবণেবও হৈৰ্ৰলাভ কবিবা সমাহিত হন। বোগনিষ্ঠগণ হৈৰ্ৰকে বাধ হইতে প্রবর্তিত কবেন। তত্ত্ব-সাক্ষাৎকাব উভয়েব পক্ষেই সমভূল্য। বোগনিষ্ঠগণ বাধ হইতে পূৰ্বোক্ত তত্ত্বসাক্ষ্য কবিবা যান, আব সাংখ্যগণ আত্মবভাবে সমাহিত হইলে বাহ্যকে বেক্স দেখেন তাহাই স্বধ, দুঃখ ও মোহ-শূন্ত, বাহ্যেব চবম-স্বকপ তন্মাজতম্ব। বাস্তবিক পক্ষে ঐ দুই প্রকাব নিষ্ঠাব মধ্যে কোন বিশেষ ব্যবচ্ছেদ নাই। যিনি যে পথেই যান না কেন, ‘তত্ত্বসাক্ষাৎকাব’-পন্থাকে কাহাবও অভিক্রম কবিবার সম্ভাবনা নাই।

এ স্থলে জ্ঞানযোগেব বিববণ কবা হইতেছে। তত্ত্বসকল প্রবণ-মনন কবিবা নিশ্চব হইলে তাহাদেব সাক্ষাৎকাবেব জ্ঞত সৰ্ববা নিবিধ্যালন বা ধ্যান কবাই জ্ঞানযোগ। “ইন্ড্রিয়েভা: পূরা হুৰ্থা অৰ্বেভ্যত পব: মন:। মনসজ পবা হুভিবুক্ষেবাত্মা মহান্ পব:। মহত: পবসবাত্মজ্ঞ অব্যক্তাং পুরুষ: পব:। পুরুষান্ন পব: ক্বিকিং সা কাঠা সা পবা পতি:।” ঐহী প্রকৃতিতে তত্ত্বসকল উক্ত হইবাছে। সাংখ্যীয় হুভিব ছাবা তাহাব মননপূৰ্বক নিশ্চব কবিলে নিঃসংব জ্ঞান উৎপন্ন হব, তখন তাহাব ধ্যান কবিত্তে হব। তত্ত্বধ্যানেব, বিশেষত: ইন্ড্রিব, মন ও অস্মিতাকপ আধ্যাত্মিক তত্ত্বধ্যানেব, সৰ্বাপেক্ষা হৃদয় ও উত্তম কার্ভকব প্রণালী নিম্ন প্রকৃতিতে প্রদর্শিত হইবাছে।

যচ্ছেদ্ব বাধনদী ( নি ) প্রোজতত্বচ্ছেদ্ব জ্ঞান আত্মনি।

জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিম্বেত্ব তত্ত্বচ্ছেদ্বাস্ত-আত্মনি ॥

অৰ্থাৎ প্রোজ (প্রবণ-মনন-জ্ঞানশালী শূভিমান্) ব্যক্তি যাকাকে মনে সংবত কবিবেন, মনকে জ্ঞান-আত্মায় সংবত কবিবেন, জ্ঞান-আত্মাকে মহদাত্মাব এবং মহদাত্মাকে শান্ত আত্মাব সংবত কবিবেন।

\* ঐহকাব-কৰ্কট লিখিত জামবোগ সঙ্কলিত কবেকখানি পত্র হইতেই প্রণত: সংকলিত। ঐহব-প্রশিধান সন্মুখে প্রথমণে বখাবানে এবং ‘কাপিলাসবীয় তৌকসগ্গেহ’ ভট্টবা।



সর্বদা বাক্যময় যে চিন্তা চলিতেছে তাহাতে জ্ঞাতভাবে বা অজ্ঞাতে বাগ্‌যন্ত্র সক্রিয় হইতেছে। কণ্ঠ, ঘ্রিহা প্রভৃতি অর্থাৎ মস্তকেব ঠিক নিয়ন্ত্রাংগস্থিত অংশই বাগ্‌যন্ত্র। সেই বাক্যনকল সংকল্পেব ভাষা, অর্থাৎ চিন্তে যে সংকল্প-কল্পনাগি উঠে তাহা বাক্য অবলম্বন কবিবাই সাধাবগতঃ উঠে, আব সেই বাক্যেব দ্বাবাই বাগ্‌যন্ত্র স্পন্দিত হইতে থাকে। (স্ব-বধিবদেব আকাব-ইন্দ্রিতমূলক সংকল্প উঠিবে)।

বাগ্‌যন্ত্রকে নিষত কবিতে হইলে মনে মনেও বাক্য বলা বোধ কবিতে হয়। তাহা হইলে তাহা ইন্দ্রিযাধীশ মনে বাইবা বন্ধ হব। অর্থাৎ সংকল্পক ইন্দ্রিয যে মন তাহাতে, ‘আমি সংকল্প কবিব না’ এইরূপ ইচ্ছা কবিবা বাগ্‌যন্ত্রেব স্পন্দন নিবৃত্ত বা বোধ কবাব নামই বাক্যকে মনে নিষত কবা। ‘আমি বাহ্য বিষয় কিছু চাই না, কোনও কৰ্ম কবিতে চাই না, প্রমাদবশতঃ যে বৃথা চিন্তা কবিতেছি তাহা কবিব না’—এইরূপ দৃঢ়সংকল্প কবিলে তবেই বাক্যময় চিন্তাস্রোত বন্ধ হইবে। সংকল্প অর্থে কর্মের মানস, সংকল্পেব বোধ কবিতে হইলে স্থূল সূক্ষ্ম বাক্যকে বোধ কবিতে হইবে, এবং তৎসঙ্গে সমস্ত কর্মেব্রিয হইতে কর্মভানিমন উঠিবা যাওযাতে হতাগি কর্মেব্রিযেব অভ্যুত্থবে প্রবৃত্তগুণ শিখিলভাব বোধ হইবে। এইরূপে বাক্যকে মনে নিষত কবিতে হয়। ইহাতে সমস্ত ইন্দ্রিযেব ধ্যানমূলক বোধও কথিত হইল। জ্ঞানযোগেব ইহা প্রথম সোপান।

বাক্য সম্যক্ (মনে মনে বলাও) বোধ কবিতে পাবিলে তবেই বহুভুতঃ বাক্ মনে বাব। তাহাতে নামর্থ্য না জগিলে অন্ত বাক্য ত্যাগ কবিবা একতান প্রণব (অর্থমাত্রা)-মাত্র মনে মনে উচ্চাবণ কবিবা প্রথম প্রথম সেই ভাব আনিতে হয়। ইহাতে বাক্যেব স্থান চূবাল যেন দ্বিব জডবৎ হয়।

মনকে জ্ঞান-আত্মাব (আত্মা = আশি, জ্ঞান = জানছি) নিষত কবিতে হইবে। জ্ঞান-আত্মা অর্থাৎ ‘আমি আমাকে এবং চিন্তেব মধ্যে যে সমস্ত ক্রিযা হইতেছে তাহা জানিতেছি’—এইরূপ স্মৃতিব প্রবাহ। ইন্দ্রিয়াংগত শব্দাদি বিষয়ও সেই স্মৃতিকে জাগরুক কবিবা দিতে থাকিবে এবং তাহাতেই স্থিতি করিতে হইবে। এইরূপে জ্ঞান-আত্মাতে স্থিতি করাব নামই মনকে জ্ঞান-আত্মাব নিষত কবা। কাবণ বাক্যমূলক সংকল্পেব বোধ হইলে ক্রিযাব অভাবে মন সেই আত্ম-স্মৃতিবই অন্তর্গত হইয়া বাইবে। এ বিষয়ে শাস্ত্র বখা—“তথৈবাপোহ সংকল্পাৎ মনো হ্যাত্মনি ধারয়েৎ” অর্থাৎ সংকল্প হইতে উপবত হইবা বা সংকল্পকে বোধ কবিবা মনকে আত্মাতে (জ্ঞান-আত্মাতে) ধাবণ কবিতে হয়।

যেমন এক ববাবেব দড়িব নীচে ভাব স্ফুলাটিলে দড়ি লম্বা হইবা বাব, এবং ভার বিযুক্ত কবিলে দড়ি গুটাইবা বাব, সেইরূপ বাগ্‌যন্ত্রেব বাক্যকণ ও মনেব সংকল্পরূপ কাৰ্ধ (কাৰ্ধই ভাব-স্বকণ) বন্ধ হইলে বাগ্‌যন্ত্রেব অগ্নিতা গুটাইবা মনে বাব ও মন গুটাইবা জ্ঞান-আত্মাব বাব।

জ্ঞান-আত্মাব স্মৃতি, প্রথম প্রথম একতান মন্ত্রসহাবে উঠাইবা অভ্যাস কবিতে হইবে। পবে তাহাতে স্থিতিলাভ হইলে অশব্দ (উচ্চাবিত বাক্যহীন) চিন্তাব দ্বাবা আত্মবোধকে শ্রবণ কবিবা বাইতে হইবে, সেই বোধেব স্থান জ্যোতির্মব আধ্যাত্মিক দেশ, বাহা মস্তকেব পশ্চাত্তাগে অচুত হয়।

প্রথম প্রথম সমস্ত ইন্দ্রিযেব কেন্দ্র-স্বরূপ আধ্যাত্মিক জ্যোতির্মব (বা অন্তরূপ) দেশ ধ্যানেব আলম্বন হইলেও, ধ্যানকালে কেবল অভ্যন্তবেব দিকে বোধপদার্থকেই লক্ষ্য করিবা অবহিত হইতে হইবে। ইন্দ্রিয়াংগত শব্দাদিবিষয়ে বিক্ষিপ্ত না হইবা তাহাও যেন ঐ আত্মবোধ-শ্রবণেব ন্যকত—এইরূপ দ্বিব কবিবা আত্মবোধমাত্রেব দিকেই অবহিত হইতে হইবে। অগ্নে অগ্নে সমস্ত ইন্দ্রিযেব

কেন্দ্র-স্বরূপ মতিদেব পশ্চাতে প্রদীপকল্প জ্যোতিৰ মধ্যস্থ বোধকে অশব্দ চিন্তাৰ দ্বাৰা অহুভবগোচৰ কৰিবা বাৰিতে হইবে। প্রদীপকল্প অৰ্থে দীপশিখাৰ মতো নহে, কিন্তু প্রদীপেৰ আলো যেমন দূৰকে প্রকাশ কৰে সেইরূপ অভ্যন্তৰস্থ আত্মস্থিতিক জ্ঞানালোকই এই প্রদীপ-স্বরূপ বৃত্তিতে হইবে।

জ্ঞানাত্মাতে নিঃসংকল্পভাবে থাকিলে অস্তিতা হুয়ে নাথিবা আসিতেছে বোধ হয় \*। ক্রমশঃ উহা অভ্যন্ত হইলে ক্লয়ব্যাপী অস্তিতা অবলম্বন কৰিবা এই বোধ উদ্ভিত হইতে থাকিবে। এই বোধে স্থিতি কৰিতে কৰিতে সম্ভবতঃ প্রাবল্যবশত অতীব সুখৰ অস্বিজ্ঞান ক্রমশঃ প্রকটিত হইতে থাকিবে, এবং তৎসহ হার্দজ্যোতিও প্রকটিত ( অৰ্থাৎ বিশুদ্ধ, স্বচ্ছ ও প্রসৃত ) হইতে থাকিবে। ইহাতে সম্যক স্থিতিই বিশোকা জ্যোতিমতী। সেই জ্যোতিৰ্ভবৎ অসীম আত্মবোধই মহাত্মা। তাহাতে স্থিতি কৰিবা পূৰ্বোক্ত জ্ঞান-আত্মাৰ যেবকম আত্ম-স্থিতি কৰিতে হয় সেইরূপ আত্ম-স্থিতিৰ প্রবাহ বাধাই জ্ঞান-আত্মাকে মহাত্মাৰ নিষত কৰা।

মহাত্মা প্রকৃত প্ৰত্যবে দেশব্যাপ্তিহীন হুতবাং অণু, অতএব তাহাৰ অসীমত্ব অৰ্থে বৃহৎ নহে কিন্তু অবাধত্ব, অৰ্থাৎ সেই জ্ঞানেৰ বাধক কোন নীমা না থাক। অদ্বীতিমাত্র মহাত্মাৰ স্বরূপে স্থিতি হইলে অণুযাজ বা দেশব্যাপ্তিহীন বা স্থানস্থানহীন ( কোথাৰ আছে ও কতখানি এইরূপ বোধহীন ) জ্ঞান হয়। তাহাই তাহাৰ স্বরূপ, অনন্ত জ্যোতিৰ্ভব ভাব তাহাৰ বাহু দিক্ বা বাহু অধিষ্ঠানমাত্র। এই বাহুেব দিক্ হইতে ক্রমশঃ অবধান অপসারিত কৰিবা ভিজবেব প্রকৃত অণু-স্বরূপে প্রকটপ্ৰপে স্থিতি কৰিতে হয়।

বিশোকা জ্যোতিমতী ধ্যানে নির্মল হিব শাস্তিক আনন্দ হয়। আনন্দ অনেক বকম আছে। শাস্তিকতাও অনেক বকম আছে। বৈষয়িক আনন্দেও বুক ভৰিবা উঠে। গাধন কৰিতে কৰিতে নানা প্ৰকাৰে আনন্দ লাভ হয়, কিন্তু তাহা সব বিশোকা নহে। নিঃসংকল্পভাবনিত যে আনন্দ ও বাহা হুয় আত্মভাবমাত্রের বা অস্তিতামাত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে, বাহাতে নবম চাঞ্চল্য আত্ম-জ্ঞানমাত্রে ডুবিবা অভিভূত হইবা যায়, যে আনন্দেৰ লাভে হিবতাই মাত্র ভাল লাগে, বাহাকে বাহিবে প্রকাশ কৰাৰ উবেগ আলো না—সেই ক্লয়পূৰ্ণ, হিব, শাস্তিক, বিষয়গ্রহণবিবোধী আনন্দই বিশোকাৰ আনন্দ।

সর্বপ্রকাৰ বেব—বাহাতে ক্লয় দূৰ হয়, সর্বপ্রকাৰ শোক—বাহাতে ক্লয় যেন ভাদিবা যায়, ভবাদি সর্বপ্রকাৰ মলিন ভাব—বাহাতে ক্লয়, যুত ও বিষন্ন হয়, তাহা সবতই এই শাস্তিক বিশোকাৰ আনন্দে অভিভূত হইবা যায় এবং বেদ, পোচা এবং ভবেব ও বিবাদেব বিষয় হইতেও কেবল এই শাস্তিক শ্রীতি হয় এবং ক্লয়বেব সেই পূৰ্ণ নির্মল শাস্তিক শ্রীতি সমস্ত অশ্রীতিকর বিষয়কেও শ্রীতিবলে অবসিক্ত কৰে। লেজন্ত ইহাৰ নাম বিশোকা।

প্রথম অভ্যাসেৰ সব্ব অবস্তা এইরূপ ক্রমে বাক্যকে মনে, মনকে জ্ঞান-আত্মাৰ, জ্ঞান-আত্মাকে মহাত্মাৰ যে নিষত কৰা, তাহা এই ক্রমাহুসাৰেই কৰিতে হইবে। মহাত্মা অধিগত না হইলে, মনকেই জ্ঞান-আত্মাৰ নিষত কৰাৰ অভ্যাস কৰিতে হইবে। জ্ঞান-আত্মা অধিগত না হইলে কেবল সংকল্পহীনতা অভ্যাস কৰিতে হইবে। অভ্যাসেৰ দ্বাৰা মনেব, জ্ঞান-আত্মাৰ ও মহাত্মাৰ উপলব্ধি

\* এই সময়ে অনেকের প্রথম প্রথম ক্লয়ে এককণ্ঠ স্বপ্নৰ উদ্ভব ভাব আসে, যেন বোধ হয় যে, জ্ঞান হইতে দুঃসম্পর্কবোধ উৎপত্তি উদ্ভিভূত। তাহাতে ‘আমি’ ভাবকে বিলাইবা ‘আমি তন্দ্রন হইবা হির শান্ত হইবা রহিরাছি’ এইরূপ চিন্তা বসন্ত ঐ প্ৰকাৰ চাঞ্চল্যহীন হির স্বপ্ন শান্ত আশিষ-বোধে স্থিতি কৰিতে অভ্যাস কৰিতে হইবে।

হইলে একবারে অক্রমেই মহাদ্বার স্থিতি কবা যাইবে, তাহাতে অল্প সকলও সেই মহাদ্বারে নিয়ত হইয়া যাইবে (অধিগত হইলে, অর্থাৎ ধারণার ভিতর আসিয়া যাইলে)।

অপব সকল বাক্য ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র শ্রাবক মন্ত্র (একতান অর্থমাত্রাই উত্তম) মনে মনে উচ্চারণ করিলেও বাক্য মনে নিবত হয়, এবং উহার দ্বারা মনকে এবং জ্ঞান-আত্মাকেও মহাদ্বারে নিয়ত কবা যায়। অভ্যাস দৃঢ় হইলে তবেই সম্যক বাক্যশূন্যভাবে নিবত করা যায়। শ্রাব-প্রধানের প্রবৃত্তি বা ইন্দ্রিয়গত বিষয়ের দ্বারাও আত্ম-স্থিতি উৎপাদিত করিয়া বাক্যহীনভাবে ঐ সমস্ত সাধন হইতে পারে। শব্দাহি জ্ঞান বাহা স্বতঃ আনিয়া ইন্দ্রিবে লাগিতেছে তাহা মনে যাইয়া মহাদ্বার বা গ্রাহ্য উপস্থিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে, মহাদ্বারও দ্রষ্টার দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে, বিষয়-গ্রাহকের এই প্রক্রিয়া সংকল্পশূন্য মনে ভাবনা কবা ও আত্ম-স্থিতি রক্ষা কবাই এই অভ্যাসের লক্ষ্য।

মহাদ্বার-স্বাক্ষতেই যখন ধ্বা স্থিতি হইবে তখন তাহাও দৃষ্টরূপে আনিয়া পরবৈবাগ্যের দ্বারা ত্যাগ করতঃ বরূপ দ্রষ্টা বা শাভোপাধিক আত্মাতে বাওরাই মহাদ্বারকে শান্ত আত্মায় নিবত করা।

পবমানন্দময় জ্ঞানের পবাকার্ষ্যক মহাদ্বারও যে প্রকৃত দ্রষ্টা নহে—নির্বিকারদ্রষ্টা যে মহতত্ত্বও পর, মহাদ্বার যে দ্রষ্টার প্রতিচ্ছায়া, ইহা স্বল্প বিচাববলে নিশ্চয় করিয়া, ‘ন মে, নাহং, নাস্মি’ নিষক্টর এইরূপ বিবেক-অভ্যাসই জ্ঞানযোগের শেষ অভ্যাস। বাহা ‘আমাব’ বলিয়া প্রতিভাত হয় তাহা পুরুষ নহেন, বাহা ‘আমি আমি’ (অহংকার) বলিয়া প্রতিভাত হয় তাহাও পুরুষ নহেন, এবং বাহা অস্মিন্নাম বা মহান্ আত্মা বা ব্যক্ত আত্মভাবেব শেষ এবং বাহা পরা গতি বলিয়া বিবেকহীন দৃষ্টিতে প্রতিভাত (দ্রাভিজ্ঞান) হয় তাহাও পুরুষ নহেন, এইরূপ বিবেক-জ্ঞানের অপবিশেষ (চরন) জ্ঞানময় অভ্যাসের দ্বারাই ক্লেশকর্মের নিবৃত্তি হইয়া কৈবল্য হয়।

প্রাধান্য কবিত্তে হইলে ইহা এইরূপে করিতে হইবে। ‘মে’ বলিয়া বিষয়, ইন্দ্রিয়গত অভিমান ও ক্লেশময় শারীর অভিমান চিন্তা করিতে হইবে। স্বপ্ন হইতে পাবীর্য্যভিমান ও ইন্দ্রিয়ভিমান (বিশেষতঃ বাগ্জিহবগত) উপলব্ধত করিয়া জ্ঞানাত্মা-দ্বানে লইয়া স্থাপিত করিতে হইবে। তথাকার অহং-মাত্র বোধে (বাহাতে সঙ্কত কবার প্রথম থাকিবে) নির্ভব করিয়া বাক্যাদিশূন্যভাবে কেবল বোধ লইয়া স্বতক্ণ নাথ অহংভাবেব (বাহাব স্বরূপ—আমাকে আমি জানছি) চিন্তা করিতে হইবে। অহংভাবে থাকিতে ‘মে’ সনত থাকিবে না, তাহাই ‘ন মে’ কিন্তু অহং। এইরূপ অহংভাবে সাধ্যমত কাল থাকিয়া ‘নাহং’ কিন্তু ‘অস্মি’ বলিয়া জানামাত্র প্রবর্ত্তহীন ‘অস্মি’কে অল্পভব কবিত্তে হইবে। জানামাত্র হওয়ারতে উহাতে ‘অস্মি’ অন্তর্গত থাকিবে এবং প্রবর্ত্তহীন হওয়ারতে উহা অহংভাবেব অতীত হইবে, অতএব উহা ‘নাহং’ চিন্তা। এই অস্মিভাবে বখাসাধ্য কাল থাকিয়া ‘অস্মি’র লয়ের দিকে চিন্তা করিতে হইবে। তাহাতে বাহিরের দিক্ যথা সজব চাকিয়া যাইয়া কেবল ‘অস্মি’ব স্বতিমাত্র থাকিবে। সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়তার দ্বা বা তাহাও যাইলে কেবল দ্রষ্টা পুরুষ থাকিবেন। এইরূপ দ্রষ্টার অভিমুখে চিন্তাই ‘নাস্মি’র চিন্তা। “নচ্ছেৎ বাও মনলী প্রাক্ঃ” ইত্যাদি শ্রুতিতে ঠিক এই সাধন উক্ত হইয়াছে।

এইরূপ সাধনের জন্য বুদ্ধিতত্ত্ব ও অহংকারের ভেদ উত্তমরূপে জ্ঞাতব্য। বুদ্ধিতত্ত্ব বা মহান্ বিশুদ্ধ আদিত্ত্বজ্ঞান বা অস্মিতি-প্রত্যয়, আর অহংকার অভিমান। অভিমান অর্থে অহংভাবেব নানাতাবে সংক্রান্ত হইয়া অস্ভা ও মতাক্রমে পরিণত হওয়া। মততার দ্বারা ‘আমার আমার’ জ্ঞান হয়, অহংতার দ্বারা ‘আমি এইরূপ এরূপ’ ইত্যাকার প্রত্যয় হয়। অহংকারে অভিমানে ‘আমি

দেশব্যাপী' (শবীবাভিমান), 'আমি কৰ্তা' (শাবীৰ কৰ্মেব ও মানস কৰ্মেব), 'আমি জাতা' (জ্ঞেয়েব), এইকণ ভাবসকল থাকে।

আমিষ্যবোধ দেশব্যাপ্তিহীন, কিন্তু তাহা শবীবাধি ধাবণেব অভিমানমুক্ত হইবা দেশব্যাপ্তি বলিয়া বোধ হয়। ইহা এক প্রকাৰ অভিমানেব উদাহৰণ, সেইরূপ, আমিষ্যবোধ শাবীৰ কৰ্মেব ও সংকল্পাধি মানস কৰ্মেব সহিত একীভূত হইবা তত্ত্বভিমानी হব।

সংকল্পবোধ এবং শাবীৰ-কৰ্ম-বোধ কবিতা জানাশ্রাব হিতি কবিলে তখন ইন্দিয়াবীশ জাতাহঃ অভিমান থাকে। এই সব অভিমান না থাকিলে অৰ্থাৎ এই সব ভাব বিস্তৃত হইলে যে শুদ্ধ আমিষ্যবোধ থাকে, বাহা নিজেকেই-নিজে-জানাব মতো, তাহাই অন্তিমাত্ম বুদ্ধিতত্ত্ব। সেই বুদ্ধিতত্ত্ব বা মহানুই 'আত্মবুদ্ধি', কাৰণ তখন অনাত্মবুদ্ধিকণ অভিমানসকল থাকে না বা অভিভূত হইবা থাকে, কেবল আত্মবুদ্ধিই প্রখ্যাত থাকে। যে আত্মা বা ব্রটাকে আত্ম কবিতা সেই আত্মবুদ্ধি হব তাহাই প্রকৃত আত্মা বা পুরুষ।

আবও এক বিষয় ঋটব্য। অভিমানহীন আত্মবুদ্ধিকে মহানু আত্মা বলা হইল। কিন্তু সত্যক অভিমানহীন হইলে আত্মবুদ্ধি তৎক্ষণাৎ অব্যক্তে লীন হইবে। বিশেষ-ক্রমে লয়েব সময়েই মন অহংকাৰে বান্ধ, অহং সত্ত্বতে বাব, ও মহানু অব্যক্তে বাব। কণমাত্রেই উহা সাধিত হব। এইরূপে এই তত্ত্বসকলেব বন্ধনে ধাওবা তৎক্ষণাক্ষণকাব নহে। উহা নিবোধকালে কণমাত্রেই সংঘটিত হয়।

সাক্ষাৎকাৰেব সত্য চিত্ত থাকে এবং চিত্তেব দাবাই সাক্ষাৎকাৰ হব। অন্ত সব অভিমান ছাডিবা (অবস্ত মনেব দ্বারা) কেবল আমিষ্য-জ্ঞানরূপ ভাব লক্ষ্য কবিতে থাকিলে—অন্ত সব ভাব জুলিবা যাইলে—চিত্তেব অন্তঃই ঐ প্রকাৰ অল্পভূতিতে হিতি কবিতে থাকিলে—চিত্তেব যে আমিষ্য-জ্ঞান হব তাহাই সত্ত্বতত্ত্ব সাক্ষাৎকাৰ। এ সময়ে চিত্ত ও তাহাব কাৰ্ব দ্বন্দ্বরূপে ব্যক্ত থাকে কিন্তু কেবলমাত্র বস্তুতত্ত্ব মহাদান্ধাব স্বরূপায়ত্তবেব জিহ্বানাজেই পৰ্ববলিত হব। এইরূপ চিত্তকাৰ্বই মহাদান্ধাব সাক্ষাৎকাৰ। নিবোধেব সত্য সত্য চিত্তকাৰ্ব বন্ধ হব ও কণমাত্রেই বিশেষ-ক্রমে মহাদান্ধি সত্ত্বতত্ত্বই মব হয়। অহংভত্ত্ব সাক্ষাৎকাৰেও এইরূপ চিত্তকাৰ্ব থাকে। সত্যক অহং-বন্ধনে গমন বা অহংকাৰ সাক্ষাৎকাৰ বলিলে মন যে একেবাবেই থাকিবে না এইরূপ বুঝায় না।

বলা বাহুল্য আচাৰ্যেব নিকট এ সব বিষয়েব সাক্ষাৎ উপদেশ না পাইলে প্রস্তুত ধাবণা ও কাৰ্বকব জ্ঞান হয় না।

### ‘আমি আমাকে জানুছি’—এই আমি কে ?

সাধাবণতঃ দেখিতে পাই আমাদেব ভিতৰ ‘নিজেকে নিজে জানা’ বা ‘আমি আমাকে জানুছি’ এইরূপ ভাব আছে। উহাব অৰ্থ কি ?—উহাব অৰ্থ অনেক বকম হইতে পাৰে। বাহাব জ্ঞান শবীবমাত্রই ‘আমি’, সে মনে কবিলে ‘আমি শবীবকে জানুছি’। যে মনকে ‘আমি’ মনে কবে, সে ‘মনকে জানুছি’ মনে কবিলে। যে জানাশ্রাব অহংকে ‘আমি’ মনে কবে বা ভতত্ব উপলব্ধি কবিয়াছে সে তাহাকেই ‘আমি জানুছি’ মনে কবিলে। যে অন্তিমাত্মকে ‘আমি’ বলিয়া উপলব্ধি কবিতে পাবিয়াছে সে তাহাকে ‘আমি’ মনে কবিলে।

ইহাব মধ্যে গ্রাহ্যভাবে বা স্বত্বকে 'আমি' মনে কবিলে তাহাকে সাক্ষ্য জানুছি এইরূপ ভাব আসিতে পারে। কিন্তু গ্রহণ বা গ্রহীতাকে 'আমি' মনে কবিলে অল্পরূপ ভাব হইবে। নীচের অবস্থায় গ্রহণ সাক্ষ্য জ্ঞেয়রূপে উপলভ্য হইতে পারে কিন্তু উহা যখন গ্রহীতরূপে উপনীত হয় তখন স্বরণমাত্রের দাবাই সেই জ্ঞানের প্রবাহ চলে। স্বরণজ্ঞানে পূর্বাভূতিব উদয় হয় স্মৃতিবাং তখন পূর্ব গ্রহীতাকে বর্তমান গ্রহীতা স্বরণ কবে।

ইহা সব আপেক্ষিক 'নিজেকে নিজে জানা', কিন্তু পূর্ণ নহে। এইরূপ ব্যবহারিক জানাব যাহা যুল তাহা কিরূপ জানা হইবে?—তাহা পূর্ণ 'নিজেকে নিজে জানা' হইবে। ব্যবহারিক 'নিজেকে নিজে জানা'তে 'নিজে' ও 'নিজেকে' ভিন্ন কিন্তু একব্য মনে হয়। পূর্ণ স্বপ্রকাশে স্মৃতিবাং তাহা হইবে না, হুই-ই এক হইবে। সাধারণ ভাবা যখন ব্যবহারিক অভূতব্যবস্থার ব্যঞ্জক তখন তাহাতে ঐ পূর্ণ স্বপ্রকাশের বাচক পাওয়া যাইবে না, তাই দার্শনিক দৃষ্টিতে সেখানে বৈকল্পিক পদবিজ্ঞানের দাবা তাহা অভিকল্পনীয় হইবে। অর্থাৎ সেখানে বলিতে হইবে তাহা স্বপ্রকাশ (ইহার ব্যবহারিক উদাহরণ নাই) বা বে 'আমি' সেই 'আমাকে' ও তাহাই 'জানুছি'। জ্ঞানাত্মকোপে ঐরূপ বিকল্প কবিতা বুঝিতে হইবে।

### ধ্যানের বিষয়

১। বিষয় 'আমি'-রূপ জ্ঞানের যাহা জ্ঞাতা তাহা ঐষ্টা বা পুরুষ, তাহা ধ্যানের বিষয় নহে, কেবল স্বরণ বাখিতে হইবে যে তাহা আশিষ্ট-জ্ঞানেরও পশ্চাতে আছে। এই আশিষ্ট-জ্ঞান বিষয়-সম্বন্ধেব অভাবে বোধ হইলে ঐষ্টাব স্বরূপাভাসন বা কৈবল্য হয়।

২। 'আমি আমাকে জানুছি'—এইরূপ ধ্যানই গ্রহীতাব ধ্যান, স্মৃতিবাং ইহা একরকম 'জানুছি'ব জ্ঞাতা হইল। ইহা ঐষ্টাব মতো গ্রহণ, ঐষ্টাব মতো গ্রহণের নামই গ্রহীতা। জানাব দাবাব মধ্যে এই 'আমি'কে স্বরণাক্রম বাখিতে হইবে। এই 'আমি'ও যাহা, ধ্যেয় জ্ঞাতাও তাহা, গ্রহীতাও তাহাই। কর্তা-ধর্তা 'আমি'কে ছাডিয়া নিষ্ক্রিয় প্রকাশক 'আমি'কে স্বরণই গ্রহীতাব বিবেকাত্মিক ধ্যান।

৩। 'আমি জ্ঞাতা' ইহা স্বরণ না কবিতা কেবল 'জানুছি'-স্বরণই গ্রহণের ধ্যান।

৪। গ্রাহ্য-গ্রহণের স্বরণের সময় গ্রহীতাব স্বরণ স্মরণ নহে। গ্রহীতাব ধ্যানেও গ্রাহ্য-গ্রহণ লক্ষ্য কবিতো নাই। এই হুইষেতে প্রথমে গোল হইতে পারে।

৫। 'মন নিঃসংকল্প থাকুক'—ইহা গ্রাহ্যাত্মিক ধ্যান, এ সময়ে গ্রহীতাকে বা 'আমি আমাকে জানুছি' এইরূপ ভাবকে স্বরণ করিতে যাইলে গোল হইবে। এ সময়ে কেবল পুনঃ পুনঃ ঐ নিঃসংকল্প ভাবকেই স্বরণ কবিতো হইবে। সেইরূপ, গ্রহণের ধ্যানের সময় গ্রহণকে ও গ্রহীতাব ধ্যানের সময় গ্রহীতাকে মাত্র স্বরণ কবিতো হইবে।

গ্রাহ্য-ধ্যানে গ্রহীতা ও গ্রহণ থাকিলেও তদ্বিষয়ে লক্ষ্য কবিতো হইবে না। গ্রহীতা-ধ্যানেও জ্যোতি আদি গ্রাহ্য এবং 'জানুছি জানুছি' এইরূপ গ্রহণ থাকিলেও তাহা লক্ষ্য না কবিতা কেবল যিব জ্ঞাতাহং—জ্যোতি আদি হীন, ব্যাপ্তিহীন অহং—এইরূপ ভাব স্বরণ কবিতো হইবে। তবে উপরের ভাব আশ্রয় হইলে নীচের ধ্যানেও সেই ভাবের অভূতাব থাকে।

### অস্মীতিমাত্রের উপলব্ধি

১। অস্মিমায়ে সাধাবণ্ডঃ তিন প্রকাব বৈকল্পিক রূপ থাকে বধা, (১) জ্যোতির্ষ, (২) পঞ্চ বা নাম-ধাম, (৩) কল্প-সঙ্কীর্ণি কেন্দ্রহ স্পর্শ। প্রথমটিতে বিভাববোধ, দ্বিতীয়ে কালব্যাপি-ক্রিয়ারূপ ধাবাবোধ ও তৃতীয়ে কেন্দ্রহতাবোধ। এই তিন প্রকাব বৈকল্পিক বোধেব সহিত অস্মিভাব সংকীর্ণ থাকে। সেই সংকীর্ণতা ইহাতে আশিদ্ধকে তত্ত্ব কবা অতি কঠিন সাধন। সহস্র সহস্র বাব উপহৃত বিচাবসহ বোধরূপ অস্মিমায়েব অভিকল্পনা কবাব চেষ্টা কবিতে কবিতে চুলে চুলে উহাব অধিগম হব।

ঐ তিন বিকল্পকে চিলা দিবা, লক্ষ্য না কবিবা, তুলিবা বা অনবহিত হইবা, অশিব দিকে অবধানেব প্রযত্ন কবিবা নিবোধ কবিতে হইবে, অল্পরূপে তাতান বাইবে না। তন্মত্ৰ অল্পকুল নিয়মে সাধন (১২) একাগ্রতায অভ্যাস কবিতে হইবে। জ্যোতির্ষ বিকল্প হইতে অশিব অল্পকুলতা ও সর্বব্যাপিস্থ ভাব হব, কিন্তু অশিব উহা স্বরূপ নহে। নাম-ধাবাব ধাবা ব্যাপ্তিতাব কমিলেও উহাতে ধাবারূপ ক্রিযা থাকে, উহাও ত্যাগ্য। স্পর্শ-বিকল্পেব ধাবা (অভ্যাস সহজ হইলে আনন্দ, হৃৎবোধ আদি হব, তাহাও ঐ স্পর্শ) কেন্দ্রভাব থাকে, যদিও তত্ৰাবা স্বরূপ, অশব্দ অবহাব অল্পভাব হব। এই তিন ভাব লইবা (যখন বেটা অল্পকুল) উহায়েব জ্ঞাতাব দিকে অবহিত হইবা উপলব্ধিবে চেষ্টা কবিতে হইবে। তিনেবই ঐ দানে একত্ব অর্থাৎ তিনেবই জ্ঞাতা এক। ঐ তিন মিশ্রভাবেও থাকে।

২। নিয়মে সাধনঃ—“শান্তং প্রসন্নক মনোব্রহ্মণঃ” (‘তোজসংগ্রহ’) অর্থাৎ বিতর্কভাগ ছিন্ন কবিবা নির্বাক মনকে দেখিবা যাওয়া। ইহাই একাগ্রত্বমিকাব প্রধান সাধন। পঞ্চাং দিকে অশেষ সংস্কাররূপ পঞ্চ বহিষাচ্ছে—ভাবিতে হইবে। তন্মধ্যে জ্ঞানশক্তি বিচলন কবিবা ভূত ও ভবিষ্যতেব বাপ, যেন অথবা মোহমূলক জ্ঞান (বা সংকল্প-কল্পনাহি, বিতর্ক-স্বরূপ) হইভেছে। তাহা বোধ কবিবা (স্মৃতি, সন্দেহভক্ত ও সাবধানতাব ধাবা অল্প চেষ্টা কবিতে কবিতে) কেবল বর্তমান চিত্তপ্রসার দেখিবা বাইতে হইবে।

সংস্কার সমস্তই আছে ও থাকিবে, তাহাব সম্যক বিনাশ নাই, কেবল তৎপক্ষে জ্ঞানশক্তিব না-চলা, ‘বর্তমান’ শান্ত ভাবমায়েই চলা,—বিতর্ক-সংস্কারেব দ্বন্দ্ব। বস্তু এই একাগ্রতা বাভিবে ততই অশিব প্রস্তুততা বাভিবে ও তাহাতে স্থিতি কবাব সামর্থ্য বাভিবে। সেই জানেব স্থিতি বাখিবা অল্প জ্ঞান ভোলা বা না-আগিতে দেওয়াই উদ্দেশ্য কবিবা চলিতে হইবে।

সংস্কারকমেব অল্প বিতর্কবোধ কবিতে হইলে সেদিকে সাবধানতা যেরূপ আবশ্যক সেইরূপ ‘শান্ত আশি’-বোধে স্থিতি আবশ্যক। ইহাতে জ্ঞানবৃত্তি বাখিলে আশ সংস্কারেব ঘাটে ঘুবিবে না।

৩। আশি নিজেই তুলিবা বিতর্কন কবি—এই ভোলা বা আত্মহাবা ‘আশি’কে যদি ধবা যাইত তবে উহাকে তাতান সহজ হইত, কিন্তু তাহা ধবা বাধ না, কাশন যখন ধবিতে যাই তখন স্মৃতিমান বা বস্তু ‘আশি’ হব, তাহা থাকিভে আত্মহাবা ‘আশি’কে পাইবাব উপায় নাই। তবে আত্মহাবা হইবা যে কার্য বা চিন্তা কবিবাছিলাম—স্বরণ কবিবা তাহা পাওয়া যাইতে পাবে। ‘সেই বকম চিন্তা আশ কবিব না, স্বহ থাকিব’—এই প্রকাব বীর্যেব ধাবা আত্মস্মৃতি বধিত কবিতে হইবে। সর্ব কর্ম ছাড়িয়া যখন ঐ এক কর্ম পাড়াইবে তখনই শান্তি আসন্ন হইবে।

৪। দ্রষ্টাব উপদর্শনে কিরূপে জ্ঞান ও কর্ম হয় তাহা নিম্নেব ভিত্তবে সাক্ষ্য (কথ্য নহে) উপলব্ধি কবিত্তে হইবে। কোনও জ্ঞানকে দেখিয়া দেখিত্তে হইবে তাহাব উপবে দ্রষ্টা। জ্ঞানেব নীচে সংকল্প, সংকল্পেব নীচে কৃতি, কৃতিব নীচে শাবীব কর্ম। এই সব অল্পতব কবিত্তে হইবে। ইহাব এইরূপ অভ্যাস চাই বাহাতে প্রত্যেক কর্মে ঐ ভাব স্মরণ কবিত্তে পাৰি। সেইরূপ জ্ঞানান্নিতেই কর্মক্ষম হয়। দ্রষ্টাব ও কর্মেব মধ্যে ঐ যে মোহ আছে বাহাতে কর্ম স্প্রধান হইবা দ্রষ্টাকে অন্তর্গত কবে ও দ্রষ্টাব ভাবকে ভুলাইবা দেখ তাহা ঐ উপাবে ক্ষীণ কবিত্তে হইবে। অবশ্ত দ্রষ্টাব খ্যাতি হইলে উহা আপনি আসিবে কিন্তু ঐরূপ দ্রষ্টাষেব অল্পত্বিবা দ্বাবা দ্রষ্টাব খ্যাতিব অন্তবাব ক্ষীণ কাটিবা খ্যাতিব আত্মক্যা কবিত্তে। শাস-প্রশাসরূপ কর্মেব দ্বাবা দ্রষ্টাব ঐ স্মরণ একধাবাক্ষমে হয়।

৫। প্রাণাধামে যে হার্দকেষে স্থিতি হয় (শাবীবাত্তিমান ভুটাইবা) সেই অভিমান-কেষে তুলিয়া বা লইবা তাহাকে অস্মীতিমায়ে স্থাপিত কবতঃ তাহাতে নিচলস্থিতিব অভ্যাস কবিত্তে হইবে। অস্মিব বিশুদ্ধতব অল্পত্বিবা না হইলে অগ্রগতি হইবে না, তজ্জন্ম উহাও প্রত্যবেক্ষাব (প্রতি=কিবে, অব=ভিত্তবে, ঈক্ষা=দেখা) দ্বাবা শুদ্ধ কবিত্তে হইবে। প্রত্যবেক্ষাব দ্বাবা প্রবা স্তুতিও আনিতে হইবে।

### সাধনেব জন্ম পুরুষতত্ত্বেব অভিকল্পনা

“দ্বা মনীষা মনসাভিক্ষণ্ডো য এতচ্ বিদ্বন্মুতাস্তে ভবন্তি” (কঠ) এই শ্রুতি-বাক্যোক্ত ভাবেব অল্পীজন কবিলে এ বিষবেব সম্যক জ্ঞবদম হইবে। সাধনেব চবম শুব-সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা গভীষ, জ্ঞবব অখচ সংকিপ্ত বাক্য আব নাই। এই বাক্যেব প্রত্যেকটি শব্দ উত্তমরূপে বুঝা উচিত।

‘দ্বা’ বা দ্বয়ষেব দ্বাবা। দ্বয়ষ অর্থে বক্ষেব অভ্যন্তব প্রদেশ, বজ্রষ বোধ শাবীবিক আমিক্ষেব কেন্দ্র। ‘আমি শবীবে অধিষ্ঠান কবিবা আছি’—এইরূপ শবীবে অধিষ্ঠান-ভাবেব তাহা মূল কেন্দ্রস্থল বখা—‘প্রতিষ্ঠিত্তেহাসে দ্বয়ষঃ সন্নিবায়’ (মুণ্ডক)। ‘আমি অধিষ্ঠাতা’ এইরূপ বোধ অনুসরণ কবিবা সেই বোধে স্থিতিব চেষ্টা কবতঃ বোধ-স্বরূপ অধিষ্ঠাতা আমিক্ষভাবেব উপলব্ধি কবিত্তে হয়।

‘মনীষা’ (‘মনীষ’ শব্দ) ইহাব অর্থ মনীষেব দ্বাবা বা বশীকৃত সমাহিত মনেব দ্বাবা (শব্দব)।

‘মনসা’ অর্থাৎ মনেব দ্বাবা। মনেব কার্য সংকল্পন বা বাক্যময চিন্তন অর্থাৎ সবিচাব ধ্যান-পূর্বক। ‘দ্বা’ পদেব অর্থভূত যে অস্মীতিবোধ তাহা কিছু স্থিভাবে উপলব্ধি কবিত্তে পাৰিলে পবে যে বিচাবেব দ্বাবা তাহাব শুদ্ধি-সাধন কবিত্তে হয় সেই বিবেকরূপ বিচাব বাহাব কার্য তাহাই এই মন। তখন বাক্যহীন স্থি ব মন ছাড়িয়া পুনশ্চ সক্রিয় মনেব বা বিচাবেব দ্বাবা পুরুষসম্বন্ধে শুদ্ধতব, গভীবতব ও হৃদ্যতব ভাবেব উপলব্ধি চেষ্টা কবিত্তে হয়। বলা বাহুল্য মন সম্যক নিরুদ্ধ হইলেই দ্রষ্টাব স্বরূপে স্থিতি হয় বলা বাব। কিন্তু সেই চিন্ত-নিরোধ বিবেকপূর্বক হওয়া চাই। ইহাই শেষ বিচাব বা বিবেক।

‘অমৃত’ অর্থে বাহাব নাশ নাই অর্থাৎ নির্বিকাব পরার্থ। যে সব ভাবেব উদয় ও লয় হয় তাহা অমৃত নহে। দেশকালব্যাপী পরার্থেবই ঐরূপ বিকার সম্ভব। দ্রষ্টা পুরুষ অমৃত বা নির্বিকাব

বলিয়া দেশকালাতীত। এই সব উপায়েৰ দ্বাৰা সাধন কৰিলে ভবেই অমৃত হওয়া যায় বা দ্ৰষ্টাব  
বিকাবিধৰূপ ভাষ্কৰ নিবৃত্তি হইবা তাঁহাব স্বৰূপোপলক্ষিৰূপ কৈবল্য হয় [পুৰুষেৰ অভিকল্পনা  
সম্বন্ধে বোধগদৰ্শন ৪৩৪ (১) এবং ‘তত্ত্ব-প্ৰকবণ’ § ৩২ দ্ৰষ্টব্য]।

অতঃপৰ ইহাব সাধনপ্ৰণালী বলা যাউতেহে। স্বৰূপ আৰিস্বৰূপেৰ বৰিবা প্ৰথম প্ৰথম তাহাতে  
স্থিতি কৰাব চেষ্টা কৰিতে হয়। ‘আমি পৰীবৰ্যাপী বা পৰীবৰেৰ অধিষ্ঠাতা ও পৰীবৰেৰ জ্ঞাতা’  
এইৰূপ অধিষ্ঠাতৃত্ব ও জ্ঞাতৃত্ব ভাব বৰিবা প্ৰথমে উহা আৰম্ভ কৰিতে হয়। কিছু আৰম্ভ হইলে  
আমিষ-সংজ্ঞিত স্বৰূপেৰ স্পৰ্শবোধ যেন বুকু উথলিয়া উঠে (একজন সাধকেৰ ভাষাৰ ‘বুকু ফুলিয়া  
উঠে’) ইহা অধিক প্ৰকাশ কৰিবা বুঝান যায় না। এই পথে চলিলে ইহা অল্পকৃত হইবে ও  
বুঝা যাইবে।

দ্বিতীয় আৰিস্বৰূপেৰ কেন্দ্ৰ মতকেৰ অভ্যন্তৰ, তাহা জানেন্দ্ৰিয়েৰ কেন্দ্ৰ ও মনেৰ দ্বান।  
জানেন্দ্ৰিয়েৰ দ্বাৰা যে শব্দানি-জ্ঞান হয় সেই জানেৰ জ্ঞাতা যে ‘আমি’ তাহাই এই আৰিস্ব। এই  
উচ্চতমৰ ‘আমি’ সংকল্পনেৰও সংকল্পবিতা। সেই অস্মিতাকে উপলব্ধি কৰিতে হইলে মনেৰ  
সংকল্পকে বা মানসিক বাক্যকে জানপূৰ্বক বোধ কৰতঃ (‘যচ্ছৈ বাৎমনসী প্ৰাজ্ঞঃ’—কঠ) ও  
আত্মস্থিতি বক্ষা কৰিবা সাধনেৰ অভ্যাসেৰ দ্বাৰা অতি দীৰ্ঘে দীৰ্ঘে উপলব্ধি কৰিতে হয়। পৰে  
ক্ৰমশঃ এই দুই ভাব অৰ্থাৎ ক্ৰমে উপলব্ধ ও মতকে উপলব্ধ ‘আমি’ বা অস্মিতা এক হইবা যায়, তখন  
মনে হয় যেন মতকেৰ আৰিস্বৰূপেৰ হিষ্টিবোধ নীচে নামিয়া আসে এবং ক্ৰমেৰে একৰূপ স্থিতিবোধ উপবে  
যায়। সে সময়ে আব স্বৰূপ-মতক আৰি অধিষ্ঠানেৰ দিকে লক্ষ্য না কৰিবা কেবল অস্মিতাৰ দিকে  
লক্ষ্য কৰাব অভ্যাস কৰিলে অস্মিতাৰ উপলব্ধি বিভক্ততৰ হইতে থাকে।

অস্মিতাতে স্থিতি কৰিতে হইলে প্ৰথমে ‘আমি-আমি’ বোধকে স্মৰণ কৰাব অভ্যাস কৰিবা  
তাহাকে একতান কৰিতে হয়। স্বেচ্ছা প্ৰণবেৰ শেষ বা অৰ্ধৰাজা ‘স্ব-স্ব-স্ব’কাৰ ভিত্তবে একতান-  
ভাবে উত্থাপিত কৰিবা (উচ্চাৰণ নহে, মনে মনে) তাহাতে খুব দৃঢ়ভাবে স্থিতি কৰিতে হয়। কিছু  
স্বাসবোধ কৰিবা বুকু হইতে সাধা পৰ্বন্ত বোধেৰ সহিত উহাকে মিলাইবা ও দৃঢ়প্ৰযত্নে ধৰিবা বাধিবা  
তাহাতে স্থিতি কৰাব অভ্যাস কৰিতে হইবে। স্বাসপ্ৰহৰণেও এই বোধ যেন একভাবে বহিয়াছে  
এইৰূপ অল্পভব-গোচৰ বাধিতে হইবে। মানসিক প্ৰবৃত্ত এবং আভ্যন্তৰেৰ ঐ শাবীৰিক প্ৰযত্ন একজ  
মিলাইয়া ইহাব সাধন কৰিতে হয়। এই সাধন নৰ্বলময়ে যথা—শয্যাৰ, আসনে অথবা চলিতে  
চলিতে (‘শয্যাসনহোহৰ পথি ব্ৰহ্ম বা’) কৰা যায় এবং সেইকালেই কৰা উচিত। তবে কিছু  
সময় বিশেষ কৰিবা কৰাও সম্ভাব্য, তখন স্থিতি হইবা আসনে বলিয়া কৰা কৰ্তব্য।

বিস্তৃত অস্মিতাও চৰম পদ বা পৰা গতি নহে, কাৰণ উহাৰ ভিত্তবেও বিকাৰেৰ বীজ আছে,  
যদ্বাৰা উহা বিকৃত হইবা সাধাবণ অস্মিতা হয়। ইহা বৃত্তিৰ দ্বাৰা অল্পশীলন কৰিতে থাকাই  
বিকেৰাভ্যাস এবং ইহাৰ দ্বাৰা পুৰুষতত্ত্বেৰ অভিকল্পনা ক্ৰমশঃ উচ্চতৰ হইতে থাকে।

বিসেকৰূপ অগ্ৰা বৃত্তিৰ দ্বাৰা (‘দৃঢ়তে স্বপ্ৰাৰা বুধ্য স্বদ্বা স্বদ্বৰ্শশিতঃ’—কঠ) বিচাৰ  
কৰিতে কৰিতে এমন অবস্থা আসে যেখানে সত্ত্বপ্ৰসাধ বা সত্ত্বতত্ত্বি-হেতু নিৰ্মল পৰমানন্দেৰ অল্পত্ব  
হয়। প্ৰথমে উহা কৰ্ণিক হয়, পৰে অভ্যাসেৰ দ্বাৰা সেই আনন্দ বৰ্ধিত হয়। ইহা প্ৰাপ্ত  
নিম্নতমৰ ‘বুক কোলা’ আনন্দ অপেক্ষা অল্পৰূপ। বলা বাহুল্য, যম ও নিয়মৰূপ (হিংসাদি  
দুঃশীলতা ত্যাগ ও শৌচাদি স্মৃশীলতা গ্ৰহণ) বোধোদয় নিবৃত্তব সন্সকাৰেৰ অভ্যাস কৰিলে তবেই



ধাবণা-ধ্যান-সমাধি-ক্রমে বিবেক নিম্পন্ন হয় ( “যোগাঙ্গাহতানাহ্ অশুদ্ধিক্রমে জ্ঞানদীপ্তিরা-  
বিবেকখ্যাতেঃ”—যোগহত্র )।

সমস্ত বিবেকপনাশের জন্য বৈবাগ্য আবশ্যক। বৈবাগ্য দুই প্রকার। ‘আমি দৃষ্টাদৃষ্ট বিষয় চাই না’ এইরূপ নিসংকল্প-মনোভাব এবং তাহাতে স্থিতি কবাব অভ্যাস। আর, ‘মন বুদ্ধি আদিব দ্বাবা যাহা কিছু হইতে পাবে (সার্বজ্ঞাদি) তাহাও চাই না’ এইরূপ মনে কবিবা যে চিন্তেব বিবাম কবিতে থাকি, তাহা। এই শেষোক্ত বৈবাগ্যেব নাম পববৈবাগ্য। ইহার দ্বাবা চিন্তা লব হইলে তথ্যেই পুরুষতত্ত্বেব সম্যক্ উপলব্ধি বা তাহাতে স্থিতি হয়। সাধকেবা ইহাকে লক্ষ্য কবিবা সাধন কবিতে থাকিলেই সম্যক্ সত্যপথে অগ্রসব হইবা “যজ্ঞ তৎ সত্যান্ত পবনং নিধানম্” (মুণ্ডক) তাহা লাভ কবেন।

### সমনস্কতা বা সম্প্রজ্ঞাত সাধন

চিত্তৈষেৰেব প্রথম ও প্রধান অন্তবাব প্রবাদ, দ্বিতীয় অন্তবাব অপ্ৰত্যাহাব। প্রবাদ কীৰ হইলে প্রত্যাহাবেব জন্য চিন্তা কবিতে হয় না, উহা আপনিই আসে। আত্মবিশুদ্ধ হইয়া চিন্তাস্রোতে ভাসিবা যাওবাই প্রবাদ। কল্পনা ও সংকল্প-পূর্বক অতীত ও অনাগত বিবব লইবা চিন্তা হয়। অতএব অতীত-বিববক স্মৃতিব দ্বাবা ঐ ধ্যেয-বিশুদ্ধিতিকে কীৰ কবাই প্রবাদনাশেব প্রধান সাধন।

স্মৃতির জন্য সমনস্কতা-সাধন আবশ্যক। সমনস্কতা (বৌদ্ধদেব ভাবায় সম্প্রজ্ঞাত) একপ্রকাব চেষ্টা-বৃত্তি, বন্ধাবা অতীত কোন দ্বিব সাধ্বিক ভাবকে বা বিববকে চিন্তে উদ্বিত রাখাব প্রবৃত্ত বা দীর্ঘ কবা হয়। স্মৃতি বলেন, “সমনস্কঃ সঙ্গা শুচিঃ”—(কঠ), “লব্ধত্ত্বৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ। স্মৃতিসম্প্রদে সর্বপ্রদীপানং বিগ্রামোক্” (ছান্দোগ্য) অর্থাৎ সমনস্ক হইবা শুচিতা বা সাধ্বিক ভাব মনের মধ্যে উদ্বিত রাখাব চেষ্টা কবিতে হয়। চিন্তেব শুদ্ধ হইলে স্মৃতি নিশ্চল হব এবং তজ্জপ স্মৃতিলাভ হইলে সমস্ত অবিজ্ঞা-এষি হইতে মুক্তি হয়। সেই অতীত সাধ্বিক ভাব বাহাতে চিন্তা হইতে বিচ্যুত না হয় তজ্জপ মুহূর্হুঃ সাবধানতাই সমনস্কতাব স্বরূপ। এইরূপ চেষ্টা কবিতে করিতে যখন অতীত ভাব নিবাবাসে চিন্তে উদ্বিত থাকে বা ভাসিবা থাকে, তখনই স্মৃতিরূপ বিজ্ঞান-বৃত্তির (বিজ্ঞানেব পুনবিজ্ঞানরূপ) উপস্থান হয়। অতীত বৃত্তি সর্বদা উদ্বিত থাকাই স্মৃতি। স্মৃতি = বিজ্ঞান-বৃত্তি, আব সমনস্কতা = চেষ্টা-বৃত্তি। সাবধানতাকপ সাধনেব কলে স্মৃতির উপস্থান হয়।

‘যোগতারাবলী’তে আছে—“প্রসঙ্গ সংকল্পপবম্পবাধাং সংছেদনে সন্ততসাবধানঃ”, “পশ্চাদ্-দাসীনদৃশা প্রপঞ্চং সংকল্পমুদ্বল্লয় সাবধানঃ” অর্থাৎ অবধানযুক্ত হইবা বলপূর্বক সংকল্পেব পবম্পবাকে বা ধাবাকে সংছেদন কবিবে। উদাসীন-দৃষ্টিতে সমস্ত প্রপঞ্চকে দেখিতে দেখিতে অবধানযুক্ত হইবা সংকল্পকে উদ্বলিত কবিবে। অবহিতভাবে নিবন্ধব প্রবাস বা চেষ্টা যখন নিবাবাস হইবা স্বাভাবিকেব মতো হয় তখনই স্মৃতিব উপস্থান হয়, অথবা ইচ্ছাকৃত (voluntary) অবধান যখন স্বতঃস্ফূর্ত (automatic) জ্ঞানরূপে পবিণত হব তখনই স্মৃতিব উপস্থান হইবাছে বলা হয়। সমনস্কতাব বা সাবধানতার চেষ্টা-স্মৃত অতীত জ্ঞানোদয তখন স্মৃতিকপ নিবাবাস জ্ঞান-বৃত্তিতে সমাপ্ত হয়। সাবধানতাব বা সমনস্কতাব এবং স্মৃতির মধ্যে ইহাই ভেদ।

এ বিষয়ে প্রাথমিক সহজ সাধন এইরূপ—শবীৰটা (শবীৰেব স্থিতিব অন্তৰোধ) কিভাবে আছে, মনটা কিভাবে আছে ইত্যাদি বৰ্তমান বিষয়ে অবধান বাখা এবং অতীত ও অনাগত বিষয়কে সম্পূর্ণরূপে পৰিত্যাগ কৰিয়া বৰ্তমান বিষয়মাত্ৰে মন বাখা এবং বাহাতে কোন অবস্থিত বিষয় মনে না আসে তাহাতে লক্ষ্য বাখা। বাহাব পক্ষে যখন যেকোন স্থিতি সেইরূপ কৰিয়া কৌশলে শ্ৰুতিবন্ধাব অভ্যাস কৰিতে হইবে, যেমন, পথে চলাব সময়ে প্ৰতিপদক্ষেপৰূপে দেহেব ক্ৰিয়াকে প্ৰতিনিয়ত দৃষ্টি কৰিতে থাকা এবং তাহাও আৰাব 'আমি জানুছি' এইরূপ বোধমাত্ৰ উদ্ভিত বাখা। ইহা বাহু-বিষয়ক স্মরণক্ষতাব উদাহৰণ এবং শাবীৰ প্ৰত্যবেক্ষা (= কিবে কিবে ভিতবে দেখা)। সেইরূপ শব্দাদি-বিষয় বাহা আনিতেছে এবং মনে যে সব ভাব আনিতেছে তাহাব প্ৰতি অবধান বাখা অভ্যাস-বিষয়ক স্মরণক্ষতা বা কৰণ-প্ৰত্যবেক্ষা। এই সাধনাতাব বা স্মরণক্ষতাব অভ্যাসেব ফলে মনেব নিঃসংকল্পতা অভ্যন্ত হয়—কাৰণ অতীত ও অনাগত বিষয় লইবাই সংকল্প হয়।

নিঃসংকল্পতা কিছু অল্পকৃত হইলে তখন প্ৰত্যবেক্ষাব দ্বাৰা তাহা মনে বাখিতে হইবে। ইহা মানস প্ৰত্যবেক্ষাব প্ৰথম অবস্থা। জানাত্মা অধিগত হইলে তাহাও প্ৰত্যবেক্ষাব দ্বাৰা শ্ৰুতিগোচৰ বাখিতে হইবে। তদুপৰি বিষয়েও ঐক্য সম্প্রদায়ৰ দ্বাৰা স্থিতি বা প্ৰতি সাধন কৰিতে হইবে। ইহাবা মানস প্ৰত্যবেক্ষাব উপবেব অবস্থা।

এইরূপে মহাদ্বি-বিষয়ে প্ৰতি শ্ৰুতি লাভ কৰিয়া যে প্ৰত্যাহত ধ্যান হয় তাহাই প্ৰকৃত চিত্তত্বৰ্ণ। চিত্তত্বৰ্ণ না থাকিলেও শবীৰেব প্ৰকৃতি-বিশেষেব দ্বাৰা অথবা বলপূৰ্বক প্ৰত্যাহাব হইতে পাৰে। কিন্তু তাহাতে দুই প্ৰকাৰ দোষ হইতে পাৰে। বস্তুবাহাব জ্ঞান অনিয়ত মন বিষয়ব্যাপাব কৰিতে পাৰে অথবা মন তত্ত্বৰ আত্ম-শ্ৰুতিহীন-ভাবেও থাকিতে পাৰে। উহা প্ৰকৃত চিত্তত্বৰ্ণেব অন্তৰ্ভাব। প্ৰজ্ঞা-বীৰ্যেব দ্বাৰা উপযুক্ত উপায়ে মহাদ্বি তত্ত্ব-বিষয়ে প্ৰতি শ্ৰুতি সাধন কৰাই চিত্তনিবোধেব প্ৰকৃত পথ।

সংক্ষেপে এইগুলি মনে বাখিতে হইবে—১। একভাবে স্থিৰ থাকিতে না পাবিলে মনকে বৰ্তমান অনেক বিষয়ে (অতীতানাগত বিষয়ে নহে) মুহুৰ্হুঃ বুঝাইতে হইবে, যেমন, পা হইতে মাথা পৰ্যন্ত শবীৰেব অন্তৰোধে বা সন্নাগত শব্দ বা স্পৰ্শ বা অন্ত বিষয়ে বুঝাইতে হইবে। বাহাদেব অল্পকৃত হইবাছে তাহাবা বাক্স্থানে, মনে ও আত্মভাবে মনকে বুঝাইতে পাবিলে অৰ্থাৎ ঐ সব স্থানে জপেব দ্বাৰা মনকে বাখিতে হইবে। কিন্তু স্মৰণ বাখিতে হইবে যে, একবিষয়েই সম্প্রদায় কৰা প্ৰথম।

২। আত্মবিশ্ৰুতি বা প্ৰমাণ আনিলে সতৰ্কতাপূৰ্বক তাহা ধৰিতে হইবে এবং তাহা 'আব যেন না আসে' এইরূপ সংকল্প কৰিতে হইবে। অতীত ও অনাগত বিষয়েব সংকল্পই ত্যাগ। 'বৰ্তমান বিষয় আনিত থাকিলাম' এইরূপ সংকল্প এই সাধনে প্ৰাৰ্হ। আব এক সংকেত এই যে, আৰাব মনেব ভিতৰ কৰণ অন্ত ভাব আনিল বা তাহা আনিল কি না ইহা দেখিতে থাকা।

৩। প্ৰহীতাব বা আশিষে সম্প্রদায় কৰিলে প্ৰত্যবেক্ষক ও প্ৰত্যবেক্ষা এক মনে হইবে। আশিষ-জ্ঞান এবং তাহাৰ স্মৰণ অবিলম্ব দ্বাৰা চলিবে।

৪। অশ্ৰিতাব অধিগম দুই প্ৰকাৰ (১) শবীৰগত অশ্ৰিতা, (২) উপবেব অশ্ৰিতা। শবীৰগত অশ্ৰিতা—ক্লেশ হইতে মত্তক পৰ্যন্ত যে নাড়ীমার্গ বা মৰ্মস্থান (স্থূয়া) তাহাব অভ্যন্তবহ যে বোধ, বাহা শাবীৰাভিমানেব কেন্দ্ৰকৃত, তাহাই শাবীৰ অশ্ৰিতা। আব, জানাত্মা অধিগম

কবিয়া তদুপবি যে অস্মীতিমাত্রের অল্পভাব তাহাই সর্বোচ্চ অস্মিতামাত্র বা ব্রহ্মাস্মি ভাব। এই উভয় প্রকার অস্মিতাব অবিগম হইলে শাবীর অস্মিতাকে সেই উপবেব অস্মিতাতে মিলাইয়া ‘আমাব সমস্ত আমিষই তাদৃশ ব্রহ্মাস্মিতাব’ এইরূপ অল্পভব কবিত্তে হইবে। ইহা কিছু আযত্ত ও স্বচ্ছ হইলে তখন সমনস্কতাব দ্বাবা উহাই একতান কবিত্তে হইবে। এই সময়ে ভাবিত্তে হইবে যে, মনোগত ও শবীবগত যে চঞ্চল আমিত্ততাব বাহা বিক্বেপ-সংস্কাব হইতে হয়, তাহা যেন এই স্বচ্ছ আমিত্তবোধ-স্বরূপ ব্রহ্মাস্মিতাবকে চাক্ষিযা কলুষিত কবিত্তে না পাবে। এই অবস্থাত্তেও ঐক্লপ সমনস্কতা-সাধন কবিযা উহা বাডাইয়া উহাত্তে স্থিত কবিত্তে হইবে। তাহাই সন্তুজ্ঞানেব বিবোধী সংস্কাবসমূহের ক্ষব করাব প্রকৃষ্ট উপায়।

উদ্বেস্ত বাখিত্তে হইবে যে, আমি ঐক্লপ অস্মীতিমাত্র ব্রহ্মবৎ হইয়া গিযাছি ও হইব, আব তদন্ত মলিন কিছু হইব না। কোন ভবনংকুল বনে চলিত্তে চলিত্তে পশ্চাৎ হইতে স্বাপনাদিব আক্রমণেব ভবে পথিক যেমন সতর্ক থাকে এখানেও সেইরূপ হেম সংস্কাবেব আক্রমণেব ভবে অতিমাত্র সতর্ক হইতে হইবে।

—

## শঙ্কানিৱাস #

১। মুক্তি কাহাৰ ?—বাহাব হুং তাহাবই হুংমুক্তি। ‘আমাব হুং’ ইহা অল্পভব কবি, অতএব আমাবই মুক্তি।

আমিষ বা অহংকাৰ এৰা বুদ্ধি আদি ‘প্রাকৃত বা জড়’, অতএব তাহাদেব মুক্তি হইবে কিৰূপে ? আৰু পুৰুষ ‘মুক্ত-মতাব’ অতএব তাহাবও মুক্তি হইতে পাবে না। —কে বলিল অহং শুধু জড় বা দৃঢ় পদাৰ্থ ? আমি জ্ঞাতা বা জ্ঞা এইৰূপ বোবও তো হয়, অতএব অহং শুধু জড় নহে, কিন্তু চেতনায়ুক্তিত জড়, হতবাং আমি শুধুই জড় এইৰূপ ধৰিবা লওবা তুল। জ্ঞাতা আমি যখন জ্ঞেয় হুংকে প্রকাশ কৰে তখনই হুং-বোধ হয়। চিত্তনিবোধে যখন জ্ঞেয় হুং অব্যক্ত হয় তখন জ্ঞাতার বাবা প্রকাশিত হয় না, তাহাই মুক্তি। প্রকৃতপক্ষে পুৰুষেব মুক্তি বলা হয় না, কিন্তু কৈবল্য বলা হয়, তাহা বুদ্ধ-দৃষ্ট হইয়া কেবল পাণ্ডোপাধিক আত্মা এইৰূপ ভাবে থাক।

‘মুক্তপুৰুষ’ এইৰূপ কথাও তো ব্যবহৃত হয়। তাহাতে হুং হইতে মুক্ত বা পুৰুষেব হুংধনীনতা বুঝায় না কি ? অতএব বলিতে হইবে না কি যে ‘পুৰুষেবই হুং, পুৰুষেবই মুক্তি ?’—উহা বলিলে দোষ নাই, কাৰণ আমবা সম্বন্ধবাচক ‘ব’ পৰা অনেক অৰ্থে ব্যবহাৰ কৰি। ‘ব’ বিভক্তিৰ চতুৰ্থীৰ অৰ্থ, যথা—( ১ ) অলীক অৰ্থ, যেমন—নোডাৰ শৰীৰ, ( ২ ) অৰ্জ ও ধৰ্ম্মাদি, যেমন—শৰীৰেব অৰ্জ, অগ্নিৰ উষ্ণতা, ( ৩ ) অৰ্থ বা বিয়ৰ বা প্রকাশ-কাৰ্যৰূপ বিকাৰাদি অৰ্থে, যেমন—চক্ৰেব বিবৰ রূপ, পদেব কাৰ্ণ গমন, ( ৪ ) নিৰিকাব সাক্ষিহাৰি অৰ্থে, যেমন—ব্রহ্মাৰ দৃষ্ট। এই শেঘোক্ত সাক্ষি অৰ্থে ‘পুৰুষেব হুং’ বলিতে পাৰ, তাহাব অৰ্থ হইবে পুৰুষৰূপ জ্ঞাতাব সহিত মুক্ত হইবা হুংধৰূপ জ্ঞেয় জ্ঞাত হয়, যিঘোণে জ্ঞাত হয় না। “হুং-সংযোগ-বিযোগ-যোগনংজিতম্” ( গীতা )।

আমিষ শুধু জড় নহে, তাহাতে জ্ঞাতাও অন্তৰ্গত থাকে। অন্তৰ্গত সেই জ্ঞাতাব কেবলতার জড়ই ‘কৈবল্যার্থ-প্রবৃত্তিঃ’ হয়, অসম্বন্ধ কোন পদাৰ্থেব জড় নহে। সেজন্ত ‘হুং’ আমি হুংধনীন বুদ্ধচিত্ত কেবল জ্ঞাতা হইব এই বাতাবিক প্রবৃত্তি প্রত্যক্ষ অহুত হয়।

লংক্ষেপতঃ—হুং আছে বলিলেই ‘কাহাব হুং’ ও ‘কাহাৰ মুক্তি’ তাহা বলিতেই হইবে। অল্পভব হয় ‘আমাব’ হুং, হুতরাং ‘আমাবই’ মুক্তি। ‘ব’ বিভক্তি লংযোগ কৰিবা বলিতে পাৰ পুৰুষেব হুং ও পুৰুষেব মুক্তি, অৰ্থবা প্রকৃতিব হুং ও প্রকৃতিব মুক্তি। কিন্তু তাহাব অৰ্থ হইবে হুং পুৰুষেব প্রকাশ, আৰু মুক্তি হুংধেব অদৃষ্টতা। সেইৰূপ, প্রকৃতিব হুং বলিলে তাহাব অৰ্থ হইবে বুদ্ধিৰূপে পৰিণত প্রকৃতিব হুং ( যেমন, মাটিৰ কলনী ), এৰা তাহাৰ বুদ্ধিব স্বকাৰণ প্রকৃতিতে লয়ই মুক্তি।

২। মুক্তপুৰুষদেৱ নিৰ্মাণচিত্ত। শাশ্বতকালেব জড় হুংমুক্তি বা চিত্তবৃত্তি-নিবোধই তো মুক্তি, যদি তাহাই হয় তবে মুক্তপুৰুষেবা উপদেশ কবন কিৰূপে ?—মুক্তিৰ উহা অব্যাপ্ত লক্ষণ,

\* মিছানিত বিঘেব মীমালা সন্দেশেই কৰা হইয়াছে, বিশদভাবে লানিত হইলে প্রথমঘে কথাহানে ঐহ্য।

যোগশাস্ত্রে মুক্তিৰ লক্ষণ এইৰূপ :—বাহাবা য়েচ্ছাষ চিত্তবৃত্তি নিবোধ কবিষা দুঃখেৰ অতীত অবস্থায় বাহিতে পাবেন তাঁহাবাই মুক্ত। তন্মধ্যে বাহাবা শাস্তকালেন জ্ঞান নিবোধেৰ ইচ্ছাব চিত্তবোধ কবেন তাঁহাবা আব পুনৰুখিত হন না; আব, বাহাবা ভূতাহুগ্রহেব জ্ঞান নিৰ্দিষ্ট কাল যাবৎ চিত্তবোধ কবেন তাঁহাবা সেই কালেন পব পুনৰুখিত হইতে পাবেন, কিন্তু ইচ্ছামায়েই দুঃখাতীত অবস্থায় বাহিব পক্তি থাকাতে তাঁহাদিগকেও মুক্ত বলা হব। মুক্ত পুরুষগণ এইৰূপেই ভূতাহুগ্রহ কবেন, তখন তাঁহাবা বে-চিত্তেব দ্বাবা বাজ কবেন সেই চিত্তকে নিৰ্মাণচিত্ত বলে। ‘পুনৰুখিত হইব’ এই সংকল্পেৰ সংস্কাৰ হইতে পুনৰুত্থান হয় এবং পুনৰুখিত সংস্কাৰহীন অস্থিতা হইতে য়েচ্ছাষ যোগীবা য়ে চিত্ত নিৰ্মাণ কবেন তাহাব নাম নিৰ্মাণচিত্ত। য়েচ্ছাব উহাকে শাস্ত কালেন জ্ঞান নিবোধ কৰা বাব বলিষা ঐৰূপ চিত্তবৃত্ত যোগীদিগকেও মুক্ত বলা যায়; কাৰণ, তাঁহাদিগকে দুঃখ স্পৰ্শ কৰিতে পাবে না (যোগদর্শন ৪।৪ নিৰ্মাণচিত্ত ষ্টম্ভ্য)।

সংস্কাৰহীন অস্থিতা কিৰূপ ?—সংস্কাৰ ও প্রত্যয় দুই-ই অস্থিতাব বিকার। সংস্কাৰ হইতে প্রত্যয় হব, প্রত্যয় হইতে পুনৰাব সংস্কাৰ হব। ব্যুত্থান-সংস্কাৰ সৰ হইলে নিবোধ-সংস্কাৰ সম্পূৰ্ণ হয়। সম্পূৰ্ণ নিবোধ-সংস্কাৰ অৰ্থে প্রত্যয়ৰূপে চিত্তেব বিকাৰ না হওৱা, বধন ঐৰূপ, সম্পূৰ্ণতা আৰম্ভ হয় তখন যোগীৰ চিত্ত চবৰ সংস্কাৰহীন অস্থিতাব উপনীত হয়। ইচ্ছা কৰিলে যোগী তখন শাস্ত-কালেন জ্ঞান নিবৃত্ত হইতে পাবেন অথবা ইচ্ছা কৰিলে সেই ইচ্ছামায়েব সংস্কাৰ হইতে নিৰ্দিষ্ট কাল পবে ঐকপ অস্থিতাকে উত্থাপিত কৰিতে পাবেন। যিনি শাস্তকালেন জ্ঞান বোধ কবেন তাঁহাব অস্থিতা গুণসাম্য প্রাপ্ত হব, যিনি তাহা পুনৰুখিত কবেন, তিনি তদ্বাব চিত্ত নিৰ্মাণ কৰিতে পাবেন। ঐৰূপ অস্থিতামাত্র ব্যতীত (নিৰ্মাণচিত্তাভ্যাসিতামাত্রাং—যোগহু ৪।৪) চিত্তেব সংকল্পাদি প্রত্যয় উঠে না বলিষা প্রত্যয়েব মূল য়ে সংস্কাৰ তাহা উহাতে নাই বলিতে হইবে, সেজন্ত উহা সংস্কাৰহীন। পুনৰুত্থানেব সংবন্ধ কবিয়া বুদ্ধ কৰিলে সেই সংস্কাৰামৃত্ত অস্থিতা থাকে।

৩। পুরুষ কি ব্যাপাৰবান্ ? কুলাল ব্যাপাববান্ হইলে ঘট হয়, কুলাল ঘটেৰ নিমিত্ত-কাৰণ। অতএব ব্যক্তভাবসমূহেব নিমিত্ত-কাৰণ পুরুষও ব্যাপাববান্ হওৱা মুক্ত নহে কি ?—না, ব্যাপাববৃত্ত নিমিত্ত আছে বটে, নিৰ্যাপাব নিমিত্তও আছে। একস্থানে আলোক বহিয়াছে, এক দ্ৰব্য স্বীয় ব্যাপাবে তথায় বাহিলে প্রকাশিত হয়, ইহাতে আলোকেব ব্যাপাবেব বিবক্ষা নাই, অদ্য তাহা প্রকাশেৰ নিমিত্ত-কাৰণ। একস্থানে একজন ছিব হইবা বসিবা বহিয়াছে, অন্য একজন তাহাকে দেখিতে গেল, জানীন ব্যক্তি অন্তেৰ বাওঁবাৰ নিমিত্ত-কাৰণ হইলেও ব্যাপাববান্ নহে। পুরুষ নিৰ্যাপাব হইলেও প্রকাশশীল সম্ব ব্যাপাবে ‘আমি জাতা’ এইৰূপ হব, তাহাই ব্যক্তভাৱেৰ মূল।

৪। অনিৰ্বচনীয়, অজ্ঞেয় ও অব্যক্ত। সাংখ্যেৰা বলেন, সাধাৰণদ্বায় প্রকৃতি অব্যক্ত, অন্তেবা মূলকে অজ্ঞেয় বলেন, আব বেদান্তীৰা মাথাকে অনিৰ্বচনীয় বলেন—এই তিনটাই কি এক কথা হইল না ?

না, অব্যক্ত ও অনিৰ্বচনীয় সম্পূৰ্ণ ভিন্নার্থক। অব্যক্ত অৰ্থে হস্তৰূপে থাকা, তাহা ব্যক্তৰূপে জ্ঞেয় নহে বটে, কিন্তু তাহা ‘সমান তিন গুণ’ এইৰূপে জ্ঞেয় ও নিৰ্বচনীয়। অনিৰ্বচনীয় অৰ্থে বাহা ‘আছে কি নাই’ বা ‘সং কি অসং’ বা ‘এইৰূপ কি ঐৰূপ’ এৰূপকাবে নিৰ্বচন না কৰা অৰ্থাৎ ঠিক কৰিবা না বলা। অতএব এই তিন শব্দ সম্পূৰ্ণ পৃথক্ অৰ্থে প্রযুক্ত হয়। একেৰ অৰ্থ ‘আছে’, অন্তেব অৰ্থ ‘আছে কি না ঠিক কৰিবা বলিতে পাৰি না’, আব অজ্ঞেয়-অৰ্থে বাহা জানা যাব না।

নিৰ্বচন অৰ্থে নিশ্চয় কবিৰা বলা। 'সদস্যম্ভ্যামনিৰ্বাচ্য' বাৰা' অৰ্থে বাৰা আছে কি না তাহা নিশ্চয় কবিৰা বলিতে পাৰি না। কোন বস্তুকে সম্পূৰ্ণ অজ্ঞেব বলিলে তাহা 'নাই' এইকপ বলা হয়। 'আছে' বলিলেই তাহাব কিছু-না-কিছু জ্ঞেব এইকপ বলা হয় ইহা স্মৰণ বাখিতে হইবে।

৫। জৈগুণ্যেৰ অংশভেদ নাই। যে জৈগুণ্যেৰ বাৰা কোনও এক উপাধি বা মহাদি নিমিত সেই জৈগুণ্যটুকু কৈবল্যাবস্থাৰ কি হয় ?

ইহাতে জৈগুণ্যেৰ 'ধানিক' বলা হইয়াছে। ধানিক অৰ্থে যদি দেশত: ও কালত: 'অংশ' বুঝিয়া থাক তবে ভুল কবিয়াছ। কিন্তু নিববব বস্তুব অংশ কল্পনীয় নহে। 'ধানিক' বলিতে গেলে দেশত: পৰিচ্ছিন্নতা বুঝায়, অথবা কোন পৰিণামী বস্তুব বা ধৰ্ম্মব বা ধৰ্ম্মেৰ মধ্যে কতক ধৰ্ম্ম বুঝায়। জৈগুণ্য যখন দেশব্যাপী নহে এবং ধৰ্ম্ম-সমাহাব নহে, তখন উহাব 'অংশ' নাই। তাহাব অংশ কল্পনীয় নহে তাহাব 'ধানিক' কল্পনা কবিয়া প্ৰশ্ন কৰাই অসমীচীন। প্ৰকৃতপক্ষে সৰ্ব মানে প্ৰকাশ, বজ মানে জিহা ও তম মানে স্থিতি। ধানিক প্ৰকাশ, জিহা ও স্থিতি সম্বন্ধিগুণ নহে। 'ধানিক' হইলেই তাহা বিকাৰ-বৰ্গে আসে। বিকাৰে নানা ধৰ্ম্ম থাকে বলিয়া তাহাব কিয়দংশ দৃশ্য ও কিয়দংশ অদৃশ্য হইতে পাৰে, কিন্তু বাহাকে ধৰ্ম্ম-ধৰ্ম্মব অতীত বলিতেছ তাহাব 'অংশ' কিৰূপে কল্পনা কবিবে ? সৰ্ব পূৰ্ণ প্ৰকাশ-স্বভাব, তাহা পূৰ্ণবোধপদ্ব হইলে অংহমাজ জ্ঞান বা মহৎ হয়। সেই মহৎ কিৰূপে প্ৰকাশ ? তদপেক্ষা অধিক প্ৰকাশ যদি না থাকে (মহৎ অপেক্ষা প্ৰকাশ-গুণক জ্বা নাই) তবে তাহা বিকাৰী প্ৰকাশেৰ পূৰ্ণতা। অতএব বলিতে হইবে সৰ্ব মহান্ আত্মায় পূৰ্ণ প্ৰকাশ বা পূৰ্ণ সৰ্ব আছে। সেইৰূপ বজ-ব স্বভাব জিহা বা ভজ। ভজ-মাজেৰ ছোট বজ নাই বলিয়া সৰ্ব ভজই পূৰ্ণ ভজ বা পূৰ্ণ বজ। ভজেব কিছু ভেদ নাই কিন্তু বাহা ভজ হয় তাহাবই ভেদ। অতএব সৰ্ব মহতেব ভজ পূৰ্ণ ভজ। স্থিতিতেও সেইৰূপ অৰ্থাৎ পূৰ্ণ ভজেৰ পৰে অথবা পশ্চাতে পূৰ্ণ স্থিতি আছে। এইৰূপে অসংখ্য মহত্তেৰ সৰ্ব, বজ ও তম বা প্ৰকৃতি পূৰ্ণৰূপে আছে। কোনও মহৎ মীন হইলে কি হয় ? তাহাব উপাদানভূত জৈগুণ্যেৰ সাম্য হয়, এতমাজ ভাষ্য কথা বক্তব্য। নচেৎ জৈগুণ্যেৰ অংশ কল্পনা কবিয়া, তাহাব কি হয় তাহা বুজিতে গেলে দৈনিক ও কালিক অবববহীন পদাৰ্থেৰ তাদৃশ অববব কল্পনা কবিয়া বস্তুপুত্ৰেব অবেবণ কৰা হয়। প্ৰকৃতিব বিভাজ্যতা অৰ্থে বহু পুৰুষেব বাৰা উপদ্বষ্ট হইবা বহু মহৎ হওয়া ইহা স্মৰণ বাখিতে হইবে।

প্ৰকাশ, জিহা ও স্থিতি এই তিন স্বভাবমাজকেই তিন গুণ বলা হয়। উহাদেব সাধাবণ অবববভেদ নাই কিন্তু বিকল্পতা থাকাতে পুৰুষোপদৰ্শনমাপেক্ষ ব্যক্তিভেদ আছে। প্ৰকাশ পুৰুষোপদ্বষ্ট হইলে জিহা ও স্থিতিব অভিব্য হয়। পৰস্পৰেব অভিব্য-প্ৰাদুৰ্ভাব হইতে এইৰূপে ব্যক্তিভেদ হয়, ইহাই বক্তব্য। এইৰূপ ব্যক্তি-সকলকে সাধাবণত: অববব বলা বাইতে পাৰে, কিন্তু স্মৰণ বাখিতে হইবে যে, উহা দৈনিক ও কালিক অববব নহে। উহা অভিব্য ও প্ৰাদুৰ্ভাবেৰ তাবতম্য মাজ। অভিব্য ও প্ৰাদুৰ্ভাব প্ৰকৃত অববব নহে।

সংক্ষেপে, সৰ্ব সৰ্ব বা প্ৰকাশ মানে বজ অথবা তম-গুণেব প্ৰাধান্য ও সৰ্বেব অপ্ৰাধান্য। প্ৰাধান্য ও অপ্ৰাধান্য অবববভেদ নহে, স্তববা: 'ধানিক' সম্বাদি গুণ নহিবা এক মহাদিৰূপ উপাধি স্তষ্ট হয় এইৰূপে কল্পনা কৰা অজ্ঞা। একই প্ৰধান বহুপুৰুষেব উপদৰ্শনে বহু বিষয় ব্যক্তিরূপে দৃষ্ট হয়, কোনও এক পুৰুষেব কৈবল্যে তাহাব সেই উপাধিৰূপে বিষয় ভাব উপদ্বষ্ট বা প্ৰকাশিত হয় না— ইহাই এ বিষয়ে ভাষ্য কথা।

৬। স্থির ও নির্বিকার। আত্মাৰূপে মধ্যে সবই বদলাইয়া যাইতেছে, দেখাও কোনটা স্থিৰ ?—স্থিৰ কাহাকে বল ?—যাহা সৰ্বদাই একরূপ তাহাকে স্থিৰ বলি।—তাঁহাৰ নাম তো নির্বিকার, নির্বিকারকে কি স্থিৰ বল ? তাহা হইলে বিকাৰ হইলেও বাহা বৰাবৰ আছে বা নিত্য-বিকাৰ-রূপ তাহাকে কি বল ? তোমাৰ কথা অনুসারে তাহাকেও ‘স্থিৰ বিকাৰ’ বলিতে হইবে, কাৰণ, তাহা সৰ্বদাই কেবলমাত্র বিকাৰরূপ।

বদলাইয়া গেলে বলিতে হইবে ‘কিছু’ বদলাইয়া যায়, সেই কিছুটা অবশ্যই স্থিৰ হইবে, আব বদলানো বা বিকাৰমাত্রও স্থিৰ হইবে। বাহা বিকৃত হব তাহা কি ? বলিতে হইবে তাহা বস্তু বা কোনও সত্তা, সত্তা ও জ্ঞান একই কথা (knowing is being) অতএব জ্ঞান বা ‘জানা’ আছে ইহা স্থিৰ। জ্ঞান বা প্রকাশ থাকিলে তাহাৰ আগে ও পৰে যে অপ্রকাশ আছে তাহাও নিশ্চয়, জিন্মাব পশ্চাতে সেইরূপ জড়তা থাকে। এইরূপে প্রকাশ বা সত্তা, বিকাৰ বা ক্ৰিয়া বা বজ্জ, এবং অপ্রকাশ বা জড়তা বা তম, এই তিন বস্তু আত্মাৰূপে মধ্যে সৰ্বদাই আছে তাহা নিশ্চয়। ইহাৰা সব জ্ঞেয়। জ্ঞেয় থাকিলে জ্ঞাতাও থাকিবে, তাহা আত্মাৰূপে মধ্যে নির্বিকার স্থিৰ সত্তা। নির্বিকার জ্ঞাতা আছে বলিয়াই আত্মাৰূপে অনেক বিকাৰ থাকিলেও ‘সেই আনিই এই’—এইরূপ অবিকাৰিত্বের প্রত্যক্ষিণী হয় এবং আমি ‘অবিভাজ্য এক’ এইরূপ সৰ্বাতন একরূপত্ববোধ হয়। এইরূপে মৌলিক দৃষ্টিতে দেখিলে সত্তা, বজ্জ ও তম-রূপ মূল দৃষ্ট স্থিৰ এবং ব্ৰহ্মও স্থিৰ। ঐ ঐ কাৰণ হইতে উপর কাৰ্য-পদার্থ যাহা আছে তাহাই অস্থিৰ, যেমন কল্পন, হাব আদিতে সোনা বদলায় না কিন্তু আকাৰ বদলায় সেইরূপ।

৭। গুণবৈষম্য। গুণেব বৈষম্য কাহাকে বলি যায় এবং সমান তিনগুণ থাকিলে বিষয়তাব অবকাশ কোথায় ?

গুণবৈষম্য অৰ্থে কোনও এক গুণেব সমুদাচাব বা প্রাধান্তরূপ অবস্থা। গুণত্ৰয়েব স্বভাব হইতেই উহা (এবং সাম্যও) অবশ্যসম্ভাবী। ক্ৰিয়া অৰ্থে স্থিতি হইতে প্রকাশেব দিকে বাওয়া এবং প্রকাশ হইতে স্থিতিব দিকে বাওয়া। তাহাই যখন স্বভাবতঃ হয় তখন বলিতে হইবে যে, বাওয়াব অবস্থাটীয়া ক্ৰিয়াব প্রাধান্ত অৰ্থাৎ তখন ব্ৰহ্মেব স্বাৰা ক্ৰিয়াই প্রধানভাবে প্রকাশিত হয়, আব, যখন প্রকাশরূপ অবস্থা উপনীত হয় তখন বলিতে হইবে সেই অবস্থাটা প্রকাশ-প্রধান অৰ্থাৎ ক্ৰিয়াব ও জড়তাব অভিব্যব বা অলক্ষ্যতা, প্রকাশ হইতে পুনরাব স্থিতিতে বাওয়াব সমবে ক্ৰিয়া-প্রধান। স্থিতিতে উপনীত হইলে ক্ৰিয়া অভিব্যব হইয়া যায় এবং প্রকাশেব ও অত্যক্ষততা হয়। অতএব স্বভাবতাই এইরূপে গুণবৈষম্য অবশ্যসম্ভাবী (পূৰ্ববেব স্বাৰা উপদৃষ্ট হইয়া বৈষম্য হইলেই ব্যক্ততা হয়)।

স্থিতি হইতে প্রকাশে অথবা প্রকাশ হইতে স্থিতিতে বাইতে হইলে এমন একটি অবস্থা আসিবে যেখানে প্রকাশ, ক্ৰিয়া ও স্থিতি তিনই সমান, তাহাই ব্যক্ততাবেব ভজ্জ, সেই ভজ্জটাই গুণসাম্য। যখন সাধনেব কৌশলেব স্বাৰা গুণসাম্য সৰ্বাতন হয় তখন শাস্ত গুণসাম্যরূপ কৈবল্য হইবে।

৮। মূলে এক কি বহু ? দেখা যায় যে, এক মাটি বহু মাটিব জিনিষেব কাৰণ, এক স্বৰ্ণ বহু অলংকাৰেব কাৰণ, সেইরূপ এক ব্ৰহ্ম বহু—ব্ৰহ্মবাদীৰ ব্ৰহ্ম, পৰমাণুবাদীৰ পৰমাণু ভগবেব কাৰণ—এই হেতু মূল কাৰণকে এক বলিব না কেন ?

‘এক’ শব্দ সংস্কেপতঃ ছুই রূপ অৰ্থে ব্যবহৃত হয়—বহুব সমষ্টি-রূপ এক এবং অবিভাজ্য এক। অবিভাজ্য এক হইতে বহু হইতে পাবে না। সমষ্টিভূত এক হইতেই বহু হইতে পাবে। অবিভাজ্য

এক কাবণ হইতে বহু হইয়াছে এইরূপ বলা অচিন্তনীয় চিন্তা ও ষোভিবিবোধ। সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান ব্রহ্ম এবং অনাদি কৰ্ম হইতে প্ৰগল্ভ হইয়াছে এইরূপ বলিলে বহুকে বহু কাবণ বলা হয়। এক অৰ্থশৈল্যবস্তু শুদ্ধ চৈতন্য হইতে বহু কিরূপে হয় দেখাও। শুদ্ধ চৈতন্য ছাড়া আবরণ-বিক্ষেপ-শক্তিমুক্ত অথবা ত্ৰিগুণময়ী মায়া কল্পনা কবিলে বহুকে বহু কাবণ বলা হয়। এক মাটি হইতে বহু বহু পাত্ৰাদি হয় বলিলে বহু অব্যবহাৰ সমষ্টিভূত উপাদান এবং বহু কৃষ্ণকাব অথবা কৃষ্ণকাবের বহু ক্ৰিয়াকৰূপ নিমিত্ত হইতে বহু পাত্ৰাদি হয় এইরূপ বলা হয়। সেইরূপ এক ত্ৰিগুণময়ী প্ৰকৃতি ও বহু পুৰুষেব উপদৰ্শন হইতে প্ৰগল্ভ হইয়াছে এইরূপ বলা ব্যতীত প্ৰত্যক্ষ নাই।

উপসংহাৰে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিচাৰ কবিতা দেখিতে হইবে :—(১) অবিভাজ্য পদাৰ্থ বৰ্তমান থাকিলে তাহা নিত্যকাল একই থাকিবে, কখনও বহু হইবে না। (২) বহু হইতেই বহু পদাৰ্থ উৎপন্ন হইতে পারে। (৩) যে ‘এক’ পদাৰ্থ হইতে বহু পদাৰ্থ উৎপন্ন হয় তাহা বিভাজ্য বা অগতঃভেদযুক্ত অৰ্থাৎ প্ৰকৃতপ্ৰস্তাবে বহুই হইবে। (৪) ঠাহাৰা সমনা ঈশ্বৰ স্বীকাৰ কবেন, তাঁহাদেব মূলতঃ বহু কাবণ-পদাৰ্থ স্বীকাৰ কৰা হয়। (৫) ঠাহাৰা অনন্য চৈতন্যময় আত্মাকে একমাত্র কাবণ স্বীকাৰ কবেন, তাঁহাদেব বলিতে হইবে যে, এই বহুজ্ঞান জ্ঞান, কিন্তু জ্ঞান সিদ্ধ কবিতা বহু তিন প্ৰকাৰ বিভিন্ন সত্তা স্বীকাৰ, যেমন লাভ ব্যক্তি, বস্তু ও পুৰুষ। অতএব একমাত্র অনন্য চৈতন্যময় আত্মাৰ দ্বাৰা কখনই জ্ঞান সিদ্ধ হয় না। (৬) পুৰুষ ও প্ৰকৃতিতে ঈশ্বৰাধিব মূল কাবণ বলিলে সেখানেও বহু অবিভাজ্য পুৰুষ ও এক বিভাজ্য প্ৰকৃতিতে জগত্তেব কাবণ বলা হয়। (পুৰুষেব বহুজ্ঞ অন্তৰ্জ্ঞ সাধিত কৰা হইয়াছে)।

২। সাধনেই সিদ্ধি। অভ্যাস-বৈবাগ্যেব দ্বাৰা যোগসিদ্ধি হয় বটে কিন্তু তদা যাহা ঈশ্বৰ বা মহাপুৰুষেব উপব নিৰ্ভৰ কবিতা থাকিলে বিনা সাধনেই তাঁহাৰা যোগক্ষেম বহন কবেন ও মুক্ত কবিতা দেন, ইহা কি সত্য নহে ?—উত্তবে জিজ্ঞাস্ত, নিৰ্ভৰ কাহাকে বল ? তাঁহাৰ উপব সমস্ত ভাব দিয়া নিজে কিছু চেষ্টা না কৰা যদি নিৰ্ভৰ হয় তবে তাহা কবিতো গেলেই বুঝিতে পাৰিবে যে তাহা কত দুৰ্ব্ব। অনবস্থ আহাৰ-বিহাৰাদি চেষ্টাৰ ব্যাপৃত থাকা অস্ত্ৰে উপব নিৰ্ভৰ নহে, কিন্তু নিজের জন্ত প্ৰকৃত চেষ্টা। সব ব্যাপাৰে নিজে চেষ্টা কৰ আৰ যোগেব বেলা কিছু কবিতো না, অস্ত্ৰে কৰাইবা দিবে। গীতাও বলেন, “ন কৰ্ত্তব্যং ন কৰ্ম্মাণি লোকস্ত হুহুতি প্ৰভুঃ। ন কৰ্ম্মফলসংযোগঃ স্বভাবস্ত প্ৰবৰ্ততে।” (৫:১৪)। প্ৰভু ঈশ্বৰ কৰ্ম্ম হুহু কবেন না আত্মাধিক কৰ্ত্তাও কবেন না এবং কৰ্ম্মেব ফলও দেন না, স্বভাবতঃ এই সব হয়। “অনন্তাশ্চিন্ত্যমন্তো মাং যে জনাঃ পশুপাসতে। তেবাং নিত্যাত্মিকানাং যোগক্ষেমং বহুমাংসম্।” (গীতা ৯:২২)। অৰ্থাৎ যে জনেবা আত্মাকে অনন্তচিন্তে চিন্তা কৰতঃ পশুপাসনা কবেন সেই নিত্য ব্ৰহ্মচৰিত্তি ব্যক্তিদেব যোগক্ষেম আমি বহন কবি। ভগবানে অনন্তচিন্ত ( = অপূৰ্ণভূত—শুদ্ধ ) হইলে এবং নিত্য তাদৃশ থাকিলে তবেই যোগক্ষেম তিনি সিদ্ধ কবেন, কিন্তু তাদৃশ ব্যক্তিব ঈশ্বৰে স্থিতিই যোগক্ষেম এবং তাহা ঐ সাধনেব দ্বাৰা স্বভাবতঃই হয়। অনন্তচিন্ত হওযা যে কত দুৰ্ব্ব ও দীৰ্ঘকালিক সাধনসাধ্য তাহা কবিতো গেলেই বুঝিতে পাৰিবে। “সমস্ত ধৰ্ম ছাড়িয়া একমাত্র আত্মাৰ এৰণ লইলে আমি সৰ্ব পাপ হইতে মুক্ত কবি।” (গীতা ১৮:৬৬)। সব ছাড়িয়া ভগবানে শৰণ লইলে (কত কষ্টে কত কালে তাহা ঘটাৰ সম্ভাবনা, এক মিনিট চেষ্টা কবিলেই বুঝিতে পাৰিবে) স্বভাবতঃই দুঃখমুক্তি হয়। “অনন্তেইব যোগেন মাং দ্যায়ন্ত উপাসতে। তেবাংহং সমুত্তৰী মৃত্যুসংসারনাগরাং।”



(গীতা ১২।৭)। এখানেও সাধনের দ্বাৰা সিদ্ধি বলা হইয়াছে, বিনা সাধনে সিদ্ধি কুড়াপি বলা হয় নাই, সম্ভবও নহে।

যদি বল তাঁহাকে ডাকিলে পৰে তিনি কৃপা কবিয়া মুক্ত কবিয়া দিবেন, তাহা হইলেও সাধন আসে, কাৰণ, ‘ডাকাৰ মতো ডাকা’ মহা সাধনসাধ্য। আৰ যদি বল অৰ্হৈতুকী কৃপাতে তিনি মুক্ত কবিয়া দিবেন (কৃপাযোগ্য হই বা না হই) তবে স্বধন অনাদিকালে তাহা লাভ কৰ নাই তখন অনন্তকাল তাহাৰ জ্ঞান অপেক্ষা কৰিতে হইবে। পবিত্ৰ তাহাতে ভগবানকে খামখেয়ালী কৰ। হয়, এক এই মত সত্য হইলে কুশল কৰ্ম কেহ কৰিবে না। যদি বল যোগ্য হইলেই তিনি কৃপা কৰিবেন তাহা হইলেও সাধন আদিতেছে, কাৰণ, সাধন ব্যতীত কিৰূপে যোগ্য হইবে ?

“মৰ্য্যেব মন আখ্যং যযি বুদ্ধিঃ নিবেশয়। নিবসিত্তসি মৰ্য্যেব অত উদ্ধঃ ন সংশয়ঃ ॥” (গীতা ১২।৮)। ইহাতেও সাধনের দ্বাৰা সম্ভাব্যতাই সিদ্ধি হয় বলা হইল।

১০। চৰম বিশ্লেষ কাহাকে বলে ? পুৰুষ ও জিহ্বা এই তত্ত্বদ্বয়ে বিশ্বকে বিশ্লেষ কৰা যে চৰম বিশ্লেষ বা ultimate analysis এইরূপ বলা হয়, উহা মন্ত্ৰস্ত্ৰেৰ বৰ্ত্তমান জ্ঞানের চৰম হইতে পাবে স্বীকাৰ কৰি, কিন্তু ভবিষ্যতে এইরূপ বুদ্ধিমানে ব্যক্তি হইতে পাবেন বিনি উহা অপেক্ষাও উচ্চতৰ ও সুস্থতৰ বিশ্লেষ কৰিতে পাবিবেন, এ কথা অবশ্যই স্বীকাৰ। বৰ্ণনও যে উহা অপেক্ষা উচ্চ বিশ্লেষ আবিষ্কৃত হইবে না তাহাৰ প্ৰমাণ কি ?

তোমাৰ কথাই তাহাৰ প্ৰমাণ। সব জ্ঞান অপেক্ষা উচ্চ জ্ঞান আবিষ্কৃত হইতে পারে, এইরূপ নিয়ম নাই। অনন্ত অপেক্ষা বড়, অসংখ্য অপেক্ষা অধিক কি কেহ আবিষ্কাৰ কৰিতে পাবিবে ? সত্যেব অভাব নাই, অসত্যেব ভাব হয় না, এই নিয়ম কি কেহ কখনও অপলাপিত কৰিতে পাবিবে ? ইহা যেমন কোন ভবিষ্যৎ বুদ্ধিমানে ব্যক্তি আবিষ্কাৰ কৰিতে পাবিবে না বলিতে হইবে, উহাও সেইরূপ। বুদ্ধি বলিলেই প্ৰকাশ বা সম্বন্ধ আসে, আবিষ্কাৰ বলিলেই জিহ্বা বা ব্ৰহ্মোপ্ত আলিবে, আৰ, জিহ্বা থাকিলেই তাহাৰ পশ্চাতে ও পৰে জড়তা বা তমোগুণ থাকিবে, আৰ আবিষ্কৰ্ত্তা ব্যক্তিও থাকিবে। অতএব তোমাবই কথায তখন সত্ত্ব, বজ্জ ও তম এই তিন গুণ এবং জ্ঞাত। পুৰুষ থাকিবে, তাহাদিগকে এখনও যেমন বিশ্লেষ কৰিতে পাব না তখনও সেইরূপ পাবিবে না। যদি পাবিবাৰ সম্ভাবনা আছে বল, তাহা হইলে দেখাইতে হইবে কিরূপ দ্ৰব্যে বিশ্লেষ কৰা সম্ভবপৰ। যদি তাহা না দেখাইতে পাব অথচ যদি বল অজ্ঞ কিছুতে বিশ্লেষ কৰিতে পাবে, তাহা হইলে সেই ‘অজ্ঞ কিছু’ একটা সত্তা হইবে, সত্তা অৰ্থে জ্ঞান এবং জ্ঞানেব সহভাবী জিহ্বা ও মজ্জতা। অতএব প্ৰকাশ, জিহ্বা ও স্থিতি এই তিন গুণ এবং তাহাদেব ত্ৰষ্টাকে বহুপাি অভিক্ৰম কৰিতে পাবিবে না। যদি বল ‘আমাদেব ভাষা নাই বলিষা আমবা সেই বিষয় বলিতে পাৰি না’ তাহা হইলে তোমাৰ চুপ কৰিয়া থাকাই উচিত। ভাষা নাই অথচ ভাষা প্ৰয়োগ কৰা যে কিরূপ অজ্ঞাৰ আচৰণ তাহা বুঝিা দেখ, অতএব স্বীকাৰ কৰিতেই হইবে যে, পুৰুষ ও প্ৰকৃতি অপেক্ষা বিধেব উচ্চ বিশ্লেষ এ পৰ্যন্ত কেহ কৰিতে পাবেন নাই এবং ভবিষ্যতে কাৰ্য্যও কৰিতে পাৰাৰ সম্ভাবনা নাই।

১১। ভাল ও মন্দ। ঈশ্বৰকে শুধু ভাল বলি কেন ? তিনি ভাল-মন্দ এই দুইতেই তো আছেন। ভাল-মন্দেব মানদণ্ড কি ?

উত্তবে জিজ্ঞাস্ত, ভাল-মন্দ কাহাকে বল ?—বলিতে হইবে আমবা বাহা চাই তাহাই ভাল ; আর বাহা চাই না, তাহাই মন্দ। আমবা সুখ-শান্তি চাই, অতএব সুখ-শান্তি ভাল এবং অসুখ

ও অশান্তি মন্দ। একই দ্রব্য ও আচরণ কাহাবও কাছে ভাল হইতে পারে ও কাহাবও নিকটে মন্দ হইতে পারে, অতএব দ্রব্য ও আচরণেব ভিত্তি ভাল-মন্দ নাই। যে দ্রব্য ও আচরণ হইতে যাহাব স্ব্থ হয় তাহাই তাহাব কাছে ভাল এবং বাহা হইতে দুঃখ হয়, তাহাই তাহাব কাছে মন্দ। আবাব কোনও দ্রব্য ও আচরণ হইতে যদি দুঃখ অপেক্ষা বেশী স্ব্থ হয় তবেই তাহাব কাছে তাহা অধিকতর ভাল এবং বিপরীত হইলে অধিকতর মন্দ। এই ক্ষুদ্র আমবা যে-সব আচরণ ও দ্রব্য হইতে অধিকতর স্ব্থ হয় তাহাকে ভাল আচরণ ও ভাল দ্রব্য বলি, আব, বাহা হইতে অধিকতর দুঃখ হয় তাহাকে মন্দ আচরণ ও মন্দ দ্রব্য বলি। ঈশ্বর সর্বব্যাপী অতএব তিনি ভাল ও মন্দ দুই-ই—এ কথা বলিতে পারি না, কাবন, তোমাব চাওয়া ও না চাওয়া অল্পসামান্যেই ভাল-মন্দ। অসুখ ভাল কি মন্দ তাহা ঠিক নাই, কথাব বলে ‘অধিক অসুখে বিষ হয়’। ঈশ্বর হইতে আমাদের সত্যক স্ব্থ-শান্তি হয় সেজন্য আমবা তাঁহাকে চাই, এবং তজ্জন্যই তাঁহাকে সত্যক ভাল বলি। যদি বল মন্দও তো, তিনি আছেন, তবে তাঁহাকে শুধু ভাল বলি কেন? এতদুত্তরে বক্তব্য—স্ব্থ-শান্তি বাহাদেব নিকট মন্দ, তাহাদেব নিকট ঈশ্বরও মন্দ; ঈশ্বরই সর্বপ্রধান স্ব্থ-শান্তি হেতু। যে তাহা না চায় সে ঈশ্বরকে মন্দ বলিতে পারে, কিন্তু এমন প্রাণী কেহই নাই। অতএব গভীর অজ্ঞানাময় কেহ যুখে যাহাই বলুক, সকলেব নিকট ঈশ্বর সত্যক ভাল। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ভ্রোযেব ভিত্তি ভাল-মন্দ নাই, অতএব সর্বব্যাপী ঈশ্বর সর্ব ভ্রোযেতে আছেন, ‘ভাল-মন্দ’ নাই, তোমাব দৃষ্টি অল্পসামান্যে কেবল ভাল-মন্দ মনে কব। বতদিন তোমাব স্ব্থ-শান্তি চাওয়া আছে, ততদিন ঈশ্বর স্ব্থ-শান্তি হেতু এইরূপ বুঝিলে তাঁহাকে সর্বদিকেই ভাল মনে কবিত্তেই হয়, আব স্ব্থ-শান্তি অতীত হইবা গেলে ভাল বা মন্দ কিছুই থাকিবে না, কেবল ঈশ্বর থাকিবেন এবং ঈশ্বরবৎ তুমি থাকিবে। ভাল ও মন্দ বাগ-বোয়াদি অজ্ঞানমূলক। বতদিন অজ্ঞান ছিল, আছে ও থাকিবে, ততদিন অর্থাৎ অনাধিকার স্বাব, ভাল-মন্দব দৃষ্টি আছে, কেহ উহাব লষ্টা নাই, তন্মধ্যে ভাল আচরণ বা ধর্মকে সত্যক গ্রহণ কবিলে ও মন্দাচরণ ত্যাগ কবিলে আমবা সত্যক স্ব্থ-শান্তি পাই, সেজন্যই আমাদের ধর্মোচরণ কর্তব্য। শান্তিলাভ কবিবা স্ব্থ-দুঃখের উপরে উঠিলে তখন কেবল নির্বিকার পরমাত্ম-স্বরূপেই আমবা থাকিব ও স্ব্থ-দুঃখরূপ অজ্ঞানদৃষ্টি তখন নষ্ট হইবে।

১২। পুরুষকাল কি আছে? পূর্বলংকাব হইতেই যখন সব কর্ম হয় তখন পুরুষকালেব অবকাশ কোথায়?

উত্তরে জিজ্ঞাস্ত ‘সব কর্ম হয়’ মানে কি? যদি বল, কর্ম কবিবাব প্রবৃত্তি হয় তাহা হইতে আমবা কর্ম কবি—তবে বলি প্রবৃত্তি হইলে কি ঠিক পূর্বব মতই কার্য কবি? আব, ইহজীবনেব নূতন ঘটনা দেখিবাও তো প্রবৃত্তি হয় এবং তাহা হইতেও কার্য কবি। অতএব পূর্বলংকাব হইতেই যে সব কার্য হয় অথবা কার্যেব সমস্তটা হয় তাহা ঠিক নহে। কর্মেব অল্পভূতিব লংকাব হয় এবং শ্রুতিব দ্বাৰা সেই অল্পভূতি উঠে। কর্মেব অল্পভূতি বধা, ‘আমি ইচ্ছাপূর্বক হাত নাড়িলাম’—এই বাক্যেব বাহা অর্থ, বাহা শরীবে ও মনে হয়, তাহাব অল্পভব হইতে ঠিক তাদৃশ ভাবেব শ্রবণ হয়। কিন্তু সেই শ্রবণেব ফলেই যে আমবা সব সময়ে হাত নাড়ি তাহা নহে, অন্যান্য জ্ঞানসহায়ে অথবা আগন্তুক ঘটনাব জ্ঞানে বিচারপূর্বক হাত নাড়িতেও পারি, না-ও নাড়িতে পারি। যদি ঐ শ্রবণেব বশেই হাত-নাড়া হয় তবে তাহা ভোগভূত কর্ম। আব, যদি শ্রবণেব পূর্ব বিচারাদি কবিবা হাত নাড়া অথবা না-নাড়া হয়, তবে তাহা পুরুষকালরূপ কর্ম। নিয়মও আছে “জ্ঞানভক্তা ভবেদিচ্ছা”

অর্থাৎ জ্ঞান হইতে ইচ্ছা হয়। ইচ্ছা দুই রকম, স্বাধীন ইচ্ছা এবং পূর্বসংস্কারের জ্ঞানবশে অস্বাধীন ইচ্ছা। অতএব পুরুষকাব যে আছে তাহা একটি সিদ্ধ সত্য।

পূর্ব কর্ম হইতে ঠিক ততখানি যদি পরের কর্ম হয় তাহা হইলে জগতে কিছু বৈচিত্র্য থাকিত না। কিন্তু যখন বৈচিত্র্য দেখা যায় তখন বলিতে হইবে যে, পূর্ব কর্ম ছাড়া আবও কিছু নূতন কাবণ ঘটে বাহাতে নূতন কর্ম হয় ও এই বৈচিত্র্য হয়। বলিতে পার পারিপার্শ্বিক ঘটনারূপ কাবণ হইতে এই বৈচিত্র্য হইতে পারে, কিন্তু তাহাব অর্থ কি?—পারিপার্শ্বিক ঘটনার জ্ঞান হইতে ভাল-মন্দ জ্ঞান হয়, পবে বিচারাদি করিয়া ভালব দিকে প্রবৃত্তি ও মন্দ হইতে নিবৃত্তি ইচ্ছা হয়। তাদুশ ইচ্ছার নামই পুরুষকাব। অতএব পুরুষকার-কৃত এবং পূর্ব-সংস্কারাধীন এই দুই প্রকাব কর্মই আছে।

কোনও এক বিষয়ে পুরুষকার করিলে তাহার অল্পভূতি হয় এবং সেই অল্পভূতির সংস্কার হয়। সেই সংস্কারের দ্বারা ঐ পুরুষকাবের বিবোধী সংস্কার ক্ষীণ হয় তাহাতে সেই বিবয়ক পরবর্তী পুরুষকাব অধিকতর স্বাধীনভাবে ধারণ করে, অর্থাৎ তদ্বাচা সংকলিত বিষয় অধিকতর সিদ্ধ হয়। এইরূপে ক্রমশঃ পুরুষকাব বধিত হইয়া আমাদের অভীষ্টসাধন করে। যেমন, একজননেব সংকল্প দশ ঘণ্টা আলসে বসিব। প্রথম দিন সে দুই ঘণ্টা আলস কবিল, পবে বগার অভ্যাশরূপ পুরুষকার করিতে করিতে সে সংকল্পিত দশ ঘণ্টা সময় একাসনে বসিতে পাবিল, তখন বলিতে হইবে তাহাব পুরুষকাব পূর্ণাপেক্ষা অধিকতর স্বাধীন বা নিজেব অধীন বা সংকল্পাহতরূপ হইয়াছে। পবমার্গ-বিববে পুরুষকাবই প্রধান পুরুষকার। চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ যোগেব দ্বারা পবমার্গ সিদ্ধ হয়, অতএব ইচ্ছাযাজ্জই যখন চিত্ত সম্যক্ রোধ কবা যায়, তখনই পুরুষকার সমাপ্ত হয়।

আবাব যদি এইরূপ শঙ্কা করা যায় যে, ভবিষ্যতেব কোন কোন ঘটনা যখন ঠিক ঠিক জ্ঞানা যায় তখন ভবিষ্যটে অবশ্জ্ঞানবী বা বাধা আছে, স্বাধীন ইচ্ছা বা পুরুষকাব বলিবা কিছু নাই।

এই শঙ্কা হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, ভবিষ্যটে যদি জানা না বাইত তাহা হইলে তাহা বাধা হইত না, অথবা স্বাধীন ইচ্ছাব দ্বাবা কোন ঘটনা ঘটিলে তাহা পূর্ব হইতে বাধা আছে এইরূপ বলা যায় না। কিন্তু ইহাতে স্বতঃই প্রশ্ন উঠিবে স্বাধীন ইচ্ছাব কি কোনও কারণ নাই? উহা যদি নিদাবণে হইত তাহা হইলে ঐ শঙ্কা সঙ্গত হইত। কিন্তু কোনও ঘটনা কারণ ব্যতীত ঘটে না, স্বাধীন ইচ্ছাবও কাবণ আছে—তাহা বিচারাদিপূর্বক হয়। সংস্কারবশে না করিয়া বিচারপূর্বক করাই স্বাধীন ইচ্ছা বা পুরুষকার। সবই কারণ-কার্য-নিয়মেই ঘটে। অবশ্জ্ঞানবী বলিয়া কিছু থাকিলে তাহা যথায়োগ্য কাবণেবই অবশ্জ্ঞানবী বল।

অতি প্রাচীন কাল হইতে পুরুষকাবকে অপলাপ করার বাধ আছে। জ্ঞানগ্যবল-স্থ্রে আছে যে, বুদ্ধেব সময়সাময়িক আত্মীষিক গোশাল বলিতেন, “নখি অভকাবে, নখি পবকাবে, নখি পুবিসকারে, নখি বলং, নখি বাবিরং, নখি পুবিসধামো, নখি পুবিল পবন্ধমো। সবেব নভা, সবেব পাণা, সবেব ভূতা, সবেব জীবা অবসা, অবলা, অবীরিয়া; নিয়ত্তি-সংগতিভাবপরিণতা...” অর্থাৎ আত্মকার পরকার নাই, ( নিজেব দ্বাবা বা পবেব দ্বারা কিছু হয় না ), পুরুষকার নাই, বলবীৰ্য নাই, প্রাণীব ধৈর্যশক্তি ও পরাক্রম নাই। সর্বপ্রাণী, সর্বজীব অবশ, অবল, বীৰ্যহীন এবং নিয়ত্তি ও সংগতি ( হেতুব মিলন ) এই ভাবেব দ্বারা পবিলিত হইয়া চলিতেছে। জৈন পুতক হইতে জানা যায় যে, আজীববদেব ( ইহাদেব মত এখন অজ্ঞই জানা যাব ) সাধন এইরূপ ছিল, যথা—ছব মাস মাসিতে জুইবা থাকিবে,

পবে ছয় মাস কাঠের উপর শুইয়া থাকিবে, পবে ছয় মাস কঙ্কবস্ত্র হানে শুইয়া থাকিবে, ময়লা জল পান কবিবে ইত্যাদি। গোশাল এক কুস্তকাব জ্বালোকের বাতীতে থাকিবা এসব সাধন কবিয়াছিলেন। এখন বিচার্য—কেহ ছয় মাস শুইয়া থাকিলে তাহাব উষ্ণিবাব প্রবৃত্তি হয় কি না, এবং সেই প্রবৃত্তিকে ধৈর্যবীর্যে দাবা ধমন না কবিলে কেহ ছয় মাস বা দীর্ঘকাল শুইয়া থাকিতে পাবে কি না—অতএব ইহাতেই প্রশংসা হয় যে আশাধেব লক্ষিত ঐ পুঙ্খকাব আছে।

কোন কোন ঈশ্বববাদীও নিজেধেব উপপত্তিবাদেব জ্ঞাত জীবেব পুঙ্খকাব স্বীকাব কবেন না। তন্মধ্যে বাহাদেব মতে জীব ও ঈশ্বব অভিন্ন তাঁহাদিগকে বলিতে হইবে যে, ঈশ্ববেব পুঙ্খকাব যদি থাকে (মতঃ ঈশ্ববকে অদৃষ্টেব বশ হইতে হয়) তাহা হইলে জীব ও ঈশ্বব যখন এক তখন জীবেবও পুঙ্খকাব আছে এবং পুঙ্খকাব ছাড়া আব অদৃষ্ট বলিবা কিছু নাই।

আব, বাহাবা জীবশবেব ভেদবাদী এবং ঈশ্ববেব প্রশংসাব ও কুণাব জ্ঞাত প্রার্থনা করেন তাঁহাদেবও ঐ কর্ম পুঙ্খকাব ছাড়া আব কি হইবে? (বাহ্যকাৰণেও কর্ম ও কর্মফল নিয়ন্ত্ৰিত হয়, তবিশয়ে ‘কর্মপ্রকরণ’ দ্রষ্টব্য)।

১৩। ঐশ আত্মগ্রহ কিরূপ? বোমহজে না থাকিলেও বোগভাত্রে (১২৫) আছে যে, অনাদিমুক্ত ঈশ্বব কল্পান্তে সংসারী জীবদেব অত্মগ্রহ কবিবা উদ্ধাব কবেন, অতএব অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল পর্যন্ত তাঁহাব মন ও সংকল্প ছিল এবং থাকিবে ইহা বলিতে হইবে না কি?

অনাদি-অনন্ত কালসমস্তে কোনও প্রশ্ন কবিলে সাবধানে কবিতে হয়, কাবণ চিত্তেব এমন এক অবস্থা আছে যেখানে অতীত-অনাগত কালরূপ বৈকল্পিক জ্ঞান থাকে না, যেখানে সবই বর্তমান, অনাদি-অনন্ত কাল যেখানে একই কল্পমাত্র (৩৫৪)।

মুক্তি অন্তেব নিকট হইতে পাইবাব জিনিষ নহে, নিজেকেই তাহা অর্জন কবিতে হয়। মুক্তি-প্রাপক জ্ঞানই অন্তেব নিকট হইতে প্রাপ্তব্য। যিনি সর্বোৎকর্ষকৃত তাঁহাব নিকট হইতে সর্বোৎকৃষ্ট জ্ঞানই পাওয়া বাইবে—তাহাই বিবেক জ্ঞান (২২৬), বদ্বাবা সর্বজ্ঞেব আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়। আব, যিনি সেই মহাজ্ঞান ধাবণ কবিবাব উপযোগী হইবেন তিনিও অবশ্যই তদ্ব্যবহাৰী চিত্তোৎকর্ষকৃত সাধক হইবেন। অতএব ভাত্তোক্ত ‘সংসারী’ অর্থে কেবলমাত্র বিবেকখ্যাতি বাহাব অবশিষ্ট আছে এইরূপ সাধক। বিবেকেব দাবা চিত্তনিবোধ না হইলে সংসরণ বা জ্ঞান-বৃত্ত হইবেই সেজন্ত ঐ মহাসাধকও সংসারী।

বোগভাত্রেই (১২২) ঈশ্ববেব লক্ষণে তাঁহাকে ‘কেবল’, অর্থাৎ চিত্ত হইতে মুক্ত, পুঙ্খ বলা হইয়াছে। অতএব হ্রস্বকাবাব ও ভাত্তকাবাব অভিন্নত একই। ঈশ্ববাত্মগ্রহ কিরূপে প্রাপ্তব্য তাহা এইরূপে বুঝিতে হইবে। বিবেকখ্যাতিব অব্যবহিত পূর্ব অবস্থাব সাধকেব অক্রম বা ত্রিকাল-জ্ঞান হয় (৩৫২ ও ৩৫৪)। তাঁহাব নিকট অতীতানাগত ভেদ থাকে না, তাঁহাব কাছে সবই বর্তমান। ঐ অবস্থা লাভ কবিলেই সাধক অনাদিকাল হইতে প্রচলিত ঈশ্ববাত্মগ্রহরূপ বিবেকজ্ঞান সাফাৎ বর্তমানরূপেই পাইবেন। একজন রুদ্ধচিত্ত হইয়াছিলেন, পবে চিত্তবৃত্ত হইবা তাঁহাকে জ্ঞান-দান কবিলেন—এইরূপ তাঁহাব মনে হইবে না। মনেব যে স্তবে অতীতানাগতরূপ ভেদজ্ঞান থাকে সেখানেই ঐরূপ ধীধা দেখা দেব। যেমন স্পষ্ট ভবিষ্যৎ জ্ঞান হইলে তাহা অক্রমেই হয়, অন্তর্ভূতী ক্রম লক্ষ্য হয় না ঐ অবস্থাতেও সেইরূপে জ্ঞান হয়।

আবও বুঝিতে হইবে যে, ‘মুক্ত ঈশ্ববে প্রবিধিপব্যায়ণ সম্ভোৎকর্ষকৃত সাধকেব বিবেকজ্ঞান লাভ

‘হটক’ এইরূপ সংকল্পাত্মক ঐশ নিয়ম সর্বকালেই ছিল এবং থাকিবে। যে নিয়ম সর্বকালেই ঘটে তাহা প্রাকৃতিক নিয়মেবই সমতুল্য অর্থাৎ ঐক্য ঈশ্বরপরাধ সাধকের ঐক্য নিয়মে পরিশেষে বিবেকলাভ হইয়া মুক্তি ঘটিবেই, যেমন তত্ত্বাধীশদেব হইয়া থাকে। ১২২ ভাষ্যে সেই কথাই আছে।

যখন জগদন্তবান্ধা হিবণ্যগুৰ্ভদেবের ঐশ সংকল্পে ভাবিত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডস্থ বাবতীষ জীবের চিন্তেব উত্থান হয় তখন প্রথমকালে বাহ্য বিষয় সংক্রান্ত হওয়াতে তাহাবা মোক্ষবৎ নীলচিন্ত অবস্থায় থাকিবে, যথা—“স সর্গকালে চ কবোতি সর্গং সংহাবকালে চ তদন্তি ত্বয়ঃ। সংস্কৃত্য সর্বং নিজদেহসংস্থং কৃৎস্নাশ্চ শেতে জগদন্তবান্ধা ॥” (সহাভাবত শান্তিপর্ব)। কিন্তু বিবেকজ্ঞান না হওয়াতে উহা শাস্ত হইবে না, সেইজন্য অর্থাৎ ঈশ্বরের নিকট বিবেকজ্ঞান-সাধেব অপেক্ষা আছে বলিয়া মুক্ত কালবিক ঈশ্বরের প্রভাবে বিবেকলাভ কবডঃ তাঁহাবা ( অর্থাৎ যে সাধকেরা ঈশ্বরের নিকট হইতে বিবেকলাভ কবিতে পৰ্ববসিতবুক্তি ) তদ্বাবা “প্রবিশন্তি পবং পদম্”।

## কর্মপ্রকরণ

ন কর্তৃত্বং ন কর্মীণি লোকস্ত সৃষ্টি প্রভুঃ ।

ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্ত প্রবর্ততে ॥ শ্রীতা ।

নেমবাধিষ্ঠিতে কলনিশ্চিতিঃ, কর্মণা তৎসিদ্ধেঃ । সাংখ্যসূত্রম্ ।

ফলং কর্মায়ত্তং কিমস্ববগঠৈঃ কিঞ্চ বিধিনা ।

নসত্তং কর্মভ্যো বিধিবপি ন বেভ্যঃ প্রভবতি ॥ পাণ্ডিপতকম্ ।

### অনুক্ৰমণিকা

শবীৰধাৰণ, তাহাৰ হিভিকান, অবস্থান্তৰতা ও যুত্ৰ্য এবং অন্তৰ্ভবণেব সংকল্প-কল্পনা, বাগ-বেষ, স্তূৰ্ণ-দুঃখ প্রভৃতি বিজ্ঞান। যে সৰ্বনা ঘটতেছে তাহা আমবা প্রত্যক্ষতঃ দেখিতে পাই। শুধু ভাগতিক বাহু কাৰণেই যদি ঐ সব ঘটিত তাহা হইলে প্রাকৃত বিজ্ঞানেই সব সীমাংসিত হইতে পাবিত, কিন্তু দেখেব ও অন্তঃকৰণেব পৰিণাম বাহু কাৰণেও যেমন ঘটে আস্তব কাৰণেও তেমন ঘটে ইহা প্রত্যক্ষ অহুতৃত তথ্য। এইসব কাৰণ কৰ প্রকাৰ, তাহাৰা কোথাব কিকূপে থাকে এবং কিকূপেই বা কাৰ্ৰ উৎপাদন কৰে, উহাদেব উপৰ আমাদেব কর্তৃত্ব আছে কি না, থাকিলে তাহা কিকূপে প্রযোজ্য— এই সকল অত্যাৱস্তক প্রশ্নেব সীমাংসাই কর্মতত্ত্বেব প্রতিপাদ্য বিষয়।

শুধু ঘটনাকে জানিলে, কিন্তু ঘটনাৰ কাৰণ না জানিলে তাহাকে নিবন্ধিত কৰা যায় না। অব-বিকাৰ সকলেবই প্রত্যক্ষ অহুতবযোগ্য ঘটনা, কিন্তু তাহাৰ কাৰণ না জানিলে জবেব প্রতিবেশেব ব্যৱস্থা হইতে পারে না। কর্মতত্ত্ব হইতে আমবা আমাদেব শাবীৰ ও আস্তব বিকাৰেব মূল কাৰণেব সন্ধান পাই, নিবন্ধভোগ হইতে নিৰ্বাণলাভ পৰ্যন্ত সবই যে জীবেব কর্মলাপেক তাহাৰও প্রমাণ পাই।

কাৰণ-কাৰ্ৰ-নিষয় যেমন প্রাকৃত বিজ্ঞানেব ভিত্তি, কর্মবিজ্ঞানেব মূলেও যে ঠিক সেই নিষয়, তাহা অকাট্য যুক্তিৰ দ্বাৰা সংস্থাপিত কৰাই কর্মবাদেব বিশেষত্ব। সেৱন্ত ইহাতে অহুবিখাস, নাস্তিকতা অথবা ভাগ্যবাদেব স্থান নাই।

স্ববণ বাধিতে হইবে সব বিজ্ঞানেই যেমন সাধাবণ নিষয় স্থাপিত কৰা হব, কর্মবিজ্ঞানেও তেমন কর্ম ও তাহাৰ বিপাক্ষেব সাধাবণ নিষয়ই বলা হব। জলীৰ বাশ্প হইতে মেঘ হব এবং মেঘ হইতে বৃষ্টি হব—এই সাধাবণ নিষয়ই বিজ্ঞান হইতে প্রাপ্তব্য। কিন্তু ঠিক কোনখানে, কোন্ সময়ে ও কত পৰিমাণ বৰ্ধণ হইবে তাহা বলা অসাধ্য—অৰ্থাৎ সেৱন্ত এত বেশি কাৰণ জানিতে হইবে বাহা জানিতে যাওবা সময়েব অপব্যবহাৰ মাজ। তেমন কর্মতত্ত্বেও সাধাবণ নিষয়ই নির্দেশিত হয়, তবে জীৱনপথে চলিবাৰ জন্ত তদ্বিষয়ে বতৰ্টা জ্ঞান আবশ্যক তাহা আমবা উহা হইতে যথেষ্টই পাইতে পাৰি।

যে মুমুক্শু বদয়ে এই অধ্যাত্ম কর্মবিজ্ঞান হুপ্রতিষ্ঠিত তিনিই যথার্থ আত্মনিবৃত্তা বা উপনিবৃত্তের ভাষায় স্বরাট্, হইবাব উপযোগিতা লাভ করেন।

### ১। লক্ষণ

১। অস্তঃকরণ, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও প্রাণ ইহাদেব যে নিরন্তর ক্রিয়া হইতেছে (জ্ঞান, ইচ্ছা, স্থিতি বা দেহধাবণাদি এই করণক্রিয়া), যাহা হইতে তাহাদের অবসান্ভবতা হয় তাহা কর্ম। এই ক্রিয়া দুই প্রকার—(১) প্রাণী যে চেষ্টা যত্ন ইচ্ছাপূর্বক করে, অথবা কোন করণহস্তি প্রযোচনা করে। (২) যে জিন্দা অবিলম্বিতভাবে হয় অথবা প্রাণী যাহা কোন প্রবল করণের সম্পূর্ণ অধীন হইয়া করে অথবা ইচ্ছাব অনধীন বাহ্য কারণের দ্বারা উদ্ভিক্ত হইয়া প্রাণীর যে করণ-ক্রিয়া হয়। প্রযোচনা কর্ত্ত্ব অর্থে তথাব প্রযুক্তিকে দমন করায় কিছু চেষ্টা থাকে।

২। প্রথমজাতীয় ক্রিয়ার নাম পুরুষকাব। দ্বিতীয়জাতীয় ক্রিয়ার নাম অদৃষ্ট-কল কর্ম বা আবদ্ধ কর্ম এবং বদৃচ্ছা (১০ প্রকঃ দ্রষ্টব্য)। যাহা করিলেও কবিতো পারি, না কবিলেও না করিতে পারি, তাহা পুরুষকাব; আর যে চেষ্টা স্ববনবাহী বা যাহা কবিতোই হইবে তাহাব নাম আরদ্ধ বা অদৃষ্টকল কর্ম। মানবের অনেক মানসিক চেষ্টা পুরুষকাব এবং পশুদের অনেক চেষ্টা আবদ্ধ কর্ম বা ভোগ। সহজ প্রযুক্তিকে অতিক্রম কবিবা যে চেষ্টা তাহাই পুরুষকার।

ইচ্ছাই প্রধান কর্ম। “জ্ঞানব্রজ্ঞা ভবেদিচ্ছা” অর্থাৎ ইচ্ছা হইতে গেলে ইচ্ছার বিষয় এক জ্ঞেয় ভাবের জ্ঞান (স্বরগজ্ঞ জ্ঞান অথবা নূতন জ্ঞান) চাই, সেই যানস বিষয়া (কল্পনা)-যুক্ত ইচ্ছাব নাম লংকল্প। ইচ্ছার দ্বারাও আবার জ্ঞান ও লংকল্প উঠিতে পারে। যত্ন দিকে ইচ্ছার দ্বারাও লম্বত শরীবেদ্রিষেব জিন্দা হয়। উদ্যম্যে জ্ঞানেন্দ্রিষেব সহিত মনঃসংযোগেব নাম অবধান। কর্মেন্দ্রিষেব ও প্রাণেব সহিত মনঃসংযোগেব নাম ক্রুতি। প্রাণেব অপরিস্ফুট চেষ্টাও মনঃসংযোগে হয়, ঐতিও বলেন “মনোক্রতেনাত্মান্নিহিবীবে।”

মনে যতঃ যে চিন্তাপ্রবাহ (জ্ঞানকল্পনাদি) চলিতেছে তাহাও যখন যোগজ ইচ্ছাব দ্বারা বোধ করা যায় তখন বলিতে হইবে উহারাত্ত ইচ্ছামূলক। কোনও ইচ্ছা পুনঃ পুনঃ করিতে করিতে তাহা অস্বাধীন ইচ্ছায় পরিণত হয়। কর্মেন্দ্রিষেব ও প্রাণেব যতঃ চেষ্টাসকলও হঠযোগের দ্বারা ইচ্ছাপূর্বক বোধ করা যায়, অতএব উহার অস্বাধীন চেষ্টা হইলেও মূলতঃ ইচ্ছার অনধীন নহে। এইরূপে ইচ্ছাই প্রধান কর্ম। সেই ইচ্ছা পূর্ব সংস্কারবিশেষে যখন বা যত্থানি আত্মাদের অনধীন হইয়া কার্য করিতে থাকে তখন তাহাই অদৃষ্ট বা ভোগভূত কর্ম। আর, সেই ইচ্ছা যখন অথবা যত্থানি আত্মাদের অধীন হইয়া অর্থাৎ সংস্কারকে অতিক্রম করিয়া কার্য করে, তাহাই পুরুষকাররূপ কর্ম।

ফলতঃ ইচ্ছাই কর্মের উপাদান বা কর্মস্বরূপ, যেমন, যাচি বচাদির উপাদান, সেইরূপ। ইচ্ছা নিয়ত কর্মরূপে পরিবর্তিত হইলেও প্রাণীত্ব জ্ঞান অনাদি কাল হইতে আছে। (‘শঙ্কানিরান’ প্রকরণে § ১২ পুরুষকার দ্রষ্টব্য)।

ভোগ শব্দ দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়; এক—অস্বাধীন চেষ্টাসমূহ, আর—স্বাধ ও হুংতভোগ। পূর্ব সংস্কারের সম্যক অধীন চেষ্টাই ভোগরূপ কর্ম, তাহার নামও কর্ম কিন্তু পুরুষকারই মূখ্য কর্ম বলিয়া

গৃহীত হয়। ভোগরূপ এই জিবাঙ্গকল (কৃশিও প্রভৃতিব জিবা) জাতিনামক আবদ্ধ কর্মফলেব অন্তর্গত, জ্ঞতবাং তাহাবা কর্মফলেব ভোগ-বিশেষেব সহজাবী চেষ্টা।

৩। গুণজন্মেব চলকহেতু ভূত ও কবণ সমস্তই নিয়ত পবিত্র হইবা বাইতেছে, ইহাই পবিত্রমেব মূল কাবণ। কবণসকল গুণজন্মেব বিশেষ বিশেষ সংযোগমাত্র, পবিত্রায় অর্থে সেই সংযোগেব পবিত্রতন। তন্মধ্যে অস্বাধীন স্বাবসিক পবিত্রায়ই ভোগ বা অদৃষ্টকলা চেষ্টা বা পূর্বাধীন আবদ্ধ কর্ম।

দেহধাবণেব বশে যে ইচ্ছাপূর্বক অবশ্যকার্য চেষ্টাসকল কবিত্তে হয়, তাহা এই ভোগভূত আবদ্ধ কর্মেব উদাহরণ। কৃশিগাথিব জিবাং ত্রায় বতঃ, ইচ্ছাব অনধীন, শাবীং জিবাঙ্গকল জাতিরূপ কর্মফলেব অন্তর্গত কর্ম।

৪। পুরুষকাবোব বাবা সেই সাহজিক পবিত্রায় জ্ঞত, নিয়মিত অথবা ভিন্ন পথে চালিত হয়। যেমন আলোক ও অন্ধকাবোব সন্ধিহল নিবিশেষে দ্বিলিত, সেইরূপ পুরুষকাব এবং স্বাবসিক কর্মেবও ময়োব ব্যবধান অনির্গে, তবে উভব পার্থ বিজ্ঞি বটে।

৫। ঐ ঐ কর্ম পুনঃ হই প্রকাব, দৃষ্টজন্মেবদনীং ও অদৃষ্টজন্মেবদনীং। এই বিভাগ ফলেব সমধাছ্যাসী। বাহা বর্তমান জন্মে কৃত এবং বাহাব ফল বর্তমান জন্মে আকট হয়, তাহা দৃষ্টজন্মেবদনীং। বাহাব ফল ভবিষ্যৎ জন্মে আকট হইবে, তাহা অদৃষ্টজন্মেবদনীং, এতাদৃশ কর্ম বর্তমান জন্মেব অথবা পূর্ব জন্মেব হইতে পাবে।

৬। হৃৎ-হৃৎ-রূপ ফলাস্তাবে কর্ম চতুর্থা বিভক্ত, বধা—ভক্ত, কৃক, ভক্ত-কৃক এবং অন্তরা-কৃক। হৃৎফল কর্ম ভক্ত, হৃৎফল কর্ম কৃক, মিলফল কর্ম ভক্ত-কৃক এবং অন্তরা-কৃক কর্ম হৃৎ-হৃৎ-শান্তিফল।

প্রাবন্ধ, জিবাং ও সন্ধিত, এই তিন প্রকাবো কর্ম বিভক্ত হব। বাহাব ফল আবদ্ধ হইবাহে, তাহা প্রাবন্ধ, বাহা বর্তমান জন্মে কৃত হইতেছে তাহা জিবাং এবং বাহাব ফল বর্তমানে আবদ্ধ হব নাই তাহা সন্ধিত।

## ২। কর্মসংস্কার

৭। প্রত্যেক কর্মেব অপ্রভৃতিব ছাপ অন্তঃকবণেব ধাবিণী শক্তিব দ্বাবা বিধৃত হইবা থাকে। কর্মেব এই আহিত অন্নহাব নাম সংস্কার। মনে কব একটি বৃক্ষ দেখিলে, পাবে চক্ষু মুদ্রিয়া সেই বৃক্ষ চিন্তা কবিত্তে লাগিলে, ইহাতে প্রমাণ হয় যে, বৃক্ষ দেখিবাব পব অন্তরে সেই বৃক্ষেব অল্পকণ ভাব বৃত হইবা থাকে। হৃদ্যদিব চেষ্টাবও সেইরূপ আহিত ভাব থাকে। সাধাবণতঃ কর্মেব সংস্কারও কর্ম নামে অভিহিত হয়।

৮। অন্তর্নিহিত এই হৃদ্য ভাবই সংস্কার। সমস্ত অপ্রভৃত বিষয়ই সংস্কারকণে থাকে, তাহাতেই তাহাদেব স্বপন হয়। যদি বল, কোন কোন বিষয়েব স্বপন হয় না দেখা যাব, ইহা ঐ নিয়মেব অপবাদ মাত্র। চিত্তেব বৃত্তিশক্তিব দ্বাবা সমস্ত বিষয়ই বৃত্ত হব, বিন্ধুতিব কাবণ থাকিলে কোন কোন স্থলে সেই বৃত্ত বিষয়েব স্বপন হয় না। বিন্ধুতিব কাবণ যথা—(১) অল্পভবেব অতীততা (২) দীর্ঘকাল (৩) অবস্থান্তব-পবিত্রায় (৪) বোয়েব অনির্ঘলতা (৫) উপলক্ষণাতাব। বিন্ধুতিব



কাৰণ না থাকিলে, অৰ্থাৎ তীব্র অল্পভব, স্বল্প কাল, সদৃশ চিত্তাবস্থা \*, নিৰ্মল বিশেষতঃ সন্যাসি-নিৰ্মল বোধ এবং উপলব্ধি, এই সকলের এক অথবা বহু কাৰণ বিদ্যমান থাকিলে নমস্ত অন্তৰ্নিহিত বিবয়ের স্বৰূপ হইতে পারে (পরে দ্রষ্টব্য)।

২। জীব যেমন অনাদি তেমনি এই সংস্কারও অনাদি। সংস্কার দ্বিবিধ—শুধু স্মৃতিবল বা স্মৃতিহেতু এবং জাতি, আয়ু ও ভোগবল বা জিবিপাক। যে সংস্কারেব দ্বাৰা জাতি, আয়ু ও ভোগেব স্মৃতি কোনও এক বিশেষ আকাৰ প্রাপ্ত হয় অৰ্থাৎ বাহ্যিক দ্বাৰা আকাৰিত হইবা বিশেষ প্রকাৰ জাতি, আয়ু ও ভোগ হয় তাহা স্মৃতিহেতু। আৰ, বাহ্যিক অভিসংস্কৃত কৰণশক্তি-স্বরূপ চইয়া বহু চেষ্টাব কাৰণ-স্বরূপ হয় এবং কৰণবর্গেব প্রকৃতিব অল্লাধিক পৰিবৰ্তন কৰে তাহাই জিবিপাক।

স্মৃতিস্বাত্মকল ঐ সংস্কারেব নাম বাসনা। তাহা জাতি, আয়ু ও ভোগ এই জিবিধ কৰ্মফলেব অল্পভব হইতে হয়। জিবিপাক সংস্কারেব নাম কৰ্মাশব। পুৰুষকাৰ ও ভোগভূত অস্বাধীন কৰ্ম, এই উভয়ই জিবিপাক। (যোগদর্শন ২।১৩ তদ্রৈ দ্রষ্টব্য)।

### ৩। কৰ্মাশয়

১০। কৰ্মশক্তি সনস্ত কৰণেব স্বাভাবিক ধর্ম। পূর্ব কৰ্ম হইতে যে সংস্কার হয় তদ্বাৰা পবেব কৰ্ম কিছু পৰিবৰ্তিত ভাবে হয়, এই সংস্কারবৃত্ত কৰ্মশক্তিই কৰ্মাশব। তাহা জিবিধ—জাতিহেতু, আয়ুহেতু ও ভোগহেতু। যেমন এক মানবশবীৰ, উহাব সনস্ত যন্ত্ৰেব কৰ্ম হইতে শবীৰধাবণ চল। কোন এক জন্মে পূৰ্বাহুৰূপ অথবা নূতন কিছু কৰ্ম কবিলে তদ্বাৰা যে কৰ্মসংস্কার হয় তাহা হইতে পবে তদুৰূপ কৰ্ম হইতে থাকে। অতএব শুধু কৰ্মশক্তি কৰ্মাশব নহে, উহা স্বাভাবিক আছে। প্রত্যেক জন্মে আচৰিত নূতন সংস্কারেব দ্বাৰা অভিসংস্কৃত কৰ্মশক্তিই কৰ্মাশব। ইহাব দৃষ্টান্ত যথা—জল কৰ্মশক্তি, তাহা বাটি, বাট, কলস আদিতে রাখিলে যে তদ্বাৰা হয় সেইরূপ ঘটাকাৰ, কলসাকাৰ জলই কৰ্মাশব। আৰ, বাটি, কলস আদি বাহ্যিক দ্বাৰা জল আকাৰিত হয় তাহা বাসনা।

১১। অনাদিকাল হইতে জয়কাল পৰ্বন্ত প্রচিহ্ন বাসনাব মধ্য, কতকগুলি বাসনাব নহায়ে যে জিবিপাক কৰ্মসংস্কারসকল কোন একটি জন্মেব কাৰণ হয় তাহা সেই জন্মেব কৰ্মাশব। কৰ্মাশব একভবিক অৰ্থাৎ প্রধানতঃ একজন্মে, বিশেষতঃ অব্যবহিত পূর্ব জন্মে, সঞ্চিত। কোন একটি জন্মেব আচৰিত কৰ্মেব সংস্কারসমূহ পূর্ব-পূর্ব-জন্মীৰ সংস্কারাপেক্ষা ক্ষুণ্ণতা-নিবন্ধন প্রধানতঃ প্রায়ই তৎপৰবৰ্তী জন্মেব বীজ-স্বরূপ হয়, ঐ বীজই কৰ্মাশব। কৰ্মাশব একভবিক, ইহা প্রধান নিয়ম। বস্তুতঃ পূর্ব-সঞ্চিত সংস্কারেব কিছু কিছু কৰ্মাশবেব অন্তর্ভূত হয়। যেমন পূর্ব-পূর্ব জন্মীৰ সংস্কার কৰ্মাশব হয়, তেমনি যে জন্ম কৰ্মাশবেব প্রধান জনক, সেই জন্মেবও কিছু কিছু সংস্কার কৰ্মাশবে প্রবেশ কৰে না, তাহা সঞ্চিত থাকিবা বাস।

\* উৎপন্ন বা somnambulist অবস্থাব লোকে যাহা কাজ কৰে পদেব ঐক্লপ অবস্থায় অনেক সন্ময়ে ঠিক সেই রকম কাজ করে। ইহা সদৃশ চিত্তাবস্থার স্মৃতি উদ্ভাব উদাহরণ। হঠাৎ বহু পূর্বের কোন ঘটনার স্মরণ হওয়াও এইরূপ সদৃশ চিত্তাবস্থা হইতে হয়, কারণ, উপলব্ধিগাঢ়ি না থাকিলে কোন হঠাৎ স্মৃতি উদ্ভবে ?

যাহাৰা শৈশবে বৃত্ত হব তাহাৰে পূৰ্ণ বয়সোচিত কৰ্মেৰ সংস্কাৰ কৰ্মাশয়ৰূপে থাকিবা যাব। তাহা স্মৃতবাং পবজ্ঞেৰ বীজভূত কৰ্মাশয় হব। ইহাতেও একভবিকত্ব নিষয়েৰ অপবাদ হব।

১২। কৰ্মাশয় পুণ্য, অপুণ্য ও মিশ্ৰ-জাতীয় বহুসংখ্যক সংস্কাৰেৰ সমষ্টি। সেই বহুসংখ্যক কৰ্মেৰ মध्ये কতকগুলি প্ৰধান ও কতকগুলি অপ্ৰধান বা সহকাৰী। যে বলবান্ কৰ্মাশয় প্ৰথমে ও প্ৰকৃষ্টৰূপে ফলবান্ হব, তাহা প্ৰধান। যে কৰ্মাশয় যীৰ অল্পৰূপ এক প্ৰধান কৰ্মাশয়েৰ সহকাৰি-ৰূপে ফলবান্ হব, তাহা অপ্ৰধান। পুনঃ পুনঃ কৃত কৰ্ম হইতে বা তীৱৰূপে অল্পভূত ভাব হইতেই প্ৰধান কৰ্মাশয় হব, অন্তৰা অপ্ৰধান কৰ্মাশয় হব। বৰ্মাধৰ্ম বলিলে সাধাবণতঃ কৰ্মাশয় বুজািব।

১৩। সমগ্ৰ কৰ্মাশয় স্মৃত্যৰ লমবে প্ৰাচ্ছত্ৰ হব। মৰণেৰ ঠিক অব্যবহিত পূৰ্বে সেই জন্মে আচৰিত কৰ্মেৰ সংস্কাৰসকল চিত্তে বেন যুগপৎ উদ্ভিত হব। তখন প্ৰধান ও অপ্ৰধান সংস্কাৰসকল যথাযোগ্যভাবে সজ্জিত হইয়া উঠে, আৰু পূৰ্ণ পূৰ্ণ জন্মেৰ কোন কোন অল্পৰূপ সংস্কাৰ আনিয়া বোগ দেহ, এবং তন্ময়ৰে কোন কোন বিসদৃশ সংস্কাৰ অভিভূত হইবা থাকে। বহু সংস্কাৰ বেন যুগপৎ এককালে উদ্ভিত হওয়াতে তাহা বেন শিঙীভূত হইবা যাব। সেই শিঙীভূত সংস্কাৰসমষ্টি বা কৰ্মাশয় মৰণেৰ অব্যবহিত পূৰ্বে উদ্ভিত হইবা মৰণ-সাধনপূৰ্বক অল্পৰূপ শবীৰ উৎপাদন কৰে; ইহা একাট জন্ম। এইৰূপে কৰ্মাশয় জন্মেৰ কাৰণ হব।

১৪। মৰণকালে জ্ঞানবুদ্ধি বহিবিষয় হইতে অপস্থত হওয়াতে কেবলমাত্ৰ অন্তৰ্বিষয়বালিনী হইবা থাকে। জ্ঞানশক্তি বিষয়ান্তৰ পৰিত্যাগ কৰিয়া কেবলমাত্ৰ আন্তৰ বিষয়বালিনী হইলে সেই বিষয়েৰ অতি স্মৃতিজ্ঞান হব। স্মৃতবাং মৰণকালে অন্তৰ্বিষয়সকলেৰ স্মৃতি জ্ঞান হব। অন্তৰ্বিষয়েৰ জ্ঞান অৰ্থে সংস্কাৰাহিত বিষয়েৰ অন্তৰ্ভব বা পূৰ্বাচ্ছত্ৰত বিবেচন স্বৰণ। অৰ্থাৎ জীবনকালে জ্ঞানশক্তি দেহাভিমানেৰ দ্বাৰা নিৰ্মমিত থাকে, কিন্তু মৰণেৰ লমবে দেহাভিমানেৰ দ্বাৰা অসংকীৰ্ণ হওয়াতে জ্ঞানশক্তি অতীব বিশদ হয়। সেই বিশদ জ্ঞানশক্তি তখন বাহ্যবিষয়েৰ সহিত সম্পৰ্কশূন্য হওয়াতে তদ্বাৰা অন্তৰ্বিষয়সকল স্মৃতিৰূপে অল্পভূত হব। মৰণকালে আত্মবিনেৰ ঘটনা স্বৰণ হইবাব ইহাই কাৰণ।

মৰণকালে বাহা হয়, ভবিষ্যে বোগভাস্কৰাব বলিবাছেন (২।১৩) “তদ্বাং জন্মপ্ৰাৰ্থণান্তবে কৃতঃ পুণ্যাপুণ্যকৰ্মাশয়প্ৰচয়ঃ প্ৰাৰণাভিযুক্ত একপ্ৰবৃত্তিকেৰ মিলিবা মৰণং প্ৰসাধ্য সমৃদ্ধিত একমেব জন্ম কৰোতি।” প্ৰাচীন এই আৰ্য বাক্যেৰ ঘটনা-প্ৰমাণ De Quincey তাঁহাৰ Confessions of an English Opium Eater গ্ৰন্থে বলিবাছেন যে, তাঁহাৰ এক আত্মীয়া জলে ডুবিয়া উত্তোলিত হন। জলমধ্যে স্মৃতবাং হইলে তাঁহাৰ আত্মীবিনেৰ সৰ্বত্ৰ কাৰ্য অল্পকালেৰ মধ্যে যেন যুগপৎ স্বৰণ হয় (“She saw in a moment her whole life, clothed in its forgotten incidents, not successively but simultaneously”)। Night Side of Nature পুস্তকে Seeress of Prevorst-নামক এক অতি উচ্চৰেব ক্ৰোৰাভ্যাণ্ট, যিনি লোকেৰ স্মৃত্যকালেও সকল লোকেৰ চৈতনিক ঘটনা যথাযথ দেখিতে পাইভেন, তাঁহাৰ দৰ্শনলগ্নে এইকণ লেখা আছে, যথা—“And this renders comprehensible to us what is said by the Seeress of Prevorst, and other somnambules of the highest order, namely, that the instant the soul is freed from the body, it sees its whole earthly career in a single

sign ... and pronounces its own sentence" ( Chap. X ). কর্মভঙ্গে অজ্ঞ খুঁটান দর্শক-গণের উল্লিখ ঘরা উক্ত আৰ্হ বাক্যেব এইরূপ সম্যক্ পোষণ পাঠকেব প্রচেষ্টা। সকলেব মনে বাধা উচিত, তাহারা বাহা কবিতেনে তাহা মৰণকালে যথাযথ উদ্ভিত হইবে, এবং যদি পাশব কর্মেব বাহ্যল্য সেই কর্মাশয়ে থাকে, তবে পশুপ্রকৃতিব আপূরণ হইবা তিনি পবে পশু হইবেন। যদি দেবপ্রকৃতিব উপযোগী কর্মেব বাহ্যল্য থাকে তবে দৈব, এবং নাবক কর্মে নাবক শবীৰ হইবে। অতএব গীতাৰ 'যং যং বাপি' ইত্যাদি উপদেশ স্মরণ কৰিবা 'গদা তস্তাবতাবিতঃ' থাকিতে চেষ্টা কৰা উচিত, যেন মৃত্যুকালে কোন পবনভাব প্রকটকপে উদ্ভিত হয়। শ্রুতিতেও আছে—"তদেব সত্ত্বঃ নহ কর্মগৈতি লিঙ্গং মনো যজ্জ নিবন্ধমশ্রু" ( বৃহদারণ্যক )।

### ৪। বাসনা

১৫। যেমন চেষ্টাকপ কর্ম কবিলে তাহাব সংস্কাৰ হয়, সেইরূপ স্ব্থ-দুঃখ অল্পভব কবিলে তাহাবও সংস্কাৰ হয়, অথবা দেহধারণ কবিলে সেই দেহেব প্রকৃতিব এবং দেহেব আয়ুৰ প্রকৃতিবও সংস্কাৰ হয়—তাহাবাই বাসনা।

১৬। স্ব্থ-দুঃখেব স্মরণ হয়। যে সংস্কাৰ-বিশেষেব দ্বাবা আকাবিত বোধ স্ব্থাকাব বা দুঃখাকাব হয় তাহা তাহাসেব বাসনা। শাবীৰ জিহাসকলেব দ্বাবাও ( অর্থাৎ প্রত্যেক শাবীৰ যন্ত্রেব জিহাসকলেব দ্বাবাও ) বহ্নসকলেব আকৃতি-প্রকৃতিব যে অক্ষুট বোধ হয় তাহা হইতেও সংস্কাৰ হয়। আব, শবীৰধাবধেব যে কাল তদ্যাপী বোধেবও সংস্কাৰ হয়। এই জিবিধ সংস্কাৰই বাসনা।

১৭। বাসনা হইতে কেবল তস্তাবা আকাবিত স্মৃতি উৎপন্ন হয়। সেই স্মৃতিকে আশ্রয় কৰিবা কর্মাল্লষ্ঠান ও কর্মকলাভিব্যক্তি হয়, যেমন, স্ব্থভোগ হইতে স্ব্থবাসনা। তাহা হইতে নূতন কোন স্ব্থ-দ্রব্য উৎপন্ন হয় না, কিন্তু তাহা হইতে নূতন বোধ বাহা হয় তাহা পূর্নানুভূত স্ব্থেব অল্পকপ হয়। সেই স্ব্থস্মৃতি হইতে বাগপূর্বক কর্মাল্লষ্ঠান হয়। আব সেই স্ব্থময় চিত্তপ্রকৃতিকে অবলম্বন কৰিবা নূতন স্ব্থরূপ কর্মকলও অভিযুক্ত হয়। অতএব বাসনা কেবল স্মৃতিকল, তাহা জ্ঞাতি, আয়ু ও ভোগ এই ত্রিকল নাহে।

১৮। বাসনা ত্রিবিধ—ভোগবাসনা, জাতিবাসনা ও আবুঁবাসনা। ভোগবাসনা ত্রিবিধ—স্ব্থবাসনা ও দুঃখবাসনা। স্ব্থ ও দুঃখশূন্য একপ্রকাব বেদনা বা অল্পভব আছে, তাহা ইষ্ট হইলে স্ব্থেব অন্তর্গত ও অনিষ্ট হইলে দুঃখেব অন্তর্গত, যেমন—স্বাস্থ্য ও মোহ। সাধারণ স্ব্থ অবস্থাব ফুট স্ব্থ-দুঃখ-বোধ হয় না, কিন্তু তাহা ইষ্ট। মোহে স্ব্থ-দুঃখ-বোধ না হইলেও তাহা অনিষ্ট। শবীৰেব সমস্ত বিশেষেব বা অপু অংশেব সমাবেশেব যে হাঁচকপ ছাপ তাহাই জাতিবাসনা। প্রত্যেক জাতিতে যে-যেহের যতদিন স্থিতি হইবাছে তাহাব হাঁচকপ ছাপ আয়ুৰ বাসনা। স্ব্থ-দুঃখকপ ভোগবাসনা যথা—স্ব্থ-দুঃখ আসাদেব শবীৰেব ও মনেব বিশেষপ্রকাব ক্রিয়া হইতে হয়, সেই ক্রিয়া যেখানে বাইবা মনোগত যে হাঁচকপ সংস্কাৰে পড়িবা স্ব্থ বা দুঃখকপ বেদনাতে পবিণত হয় বা অল্পভবত্ব প্রাপ্ত হয় তাহাই স্ব্থ-দুঃখ বাসনা। ( ছাপ দুই বকম—হাঁচকপ ছাপ হইতে পাবে এবং সাধারণ ছাপ হইতে পাবে। বাসনা যে হাঁচকপ ছাপ তাহা স্মরণ বাঞ্ছিতে হইবে )।

১৯। জাতিবাসনা স্থূলতঃ পঞ্চবিধ—দৈব, নাসক, মানব, তৈৰ্বক ও ঔদ্ভিদ। ঐ সকল

দেহধাৰণ হইলে সেই দেহেৰ সমস্ত কৰণ-প্ৰকৃতিগত সৰ্বপ্ৰকাৰ বিশেষেৰে যে অস্থল্য হয়, তাহাব সংস্কাৰই জাতিবাসনা।

২০। আয়ুৰ্বাসনা কল্পানু হইতে কৰ্মমাজ শৰীৰধাৰণেৰ অস্থল্যজাত অসংখ্যপ্ৰকাৰ। বাসনা-সকল অনাদি, কাৰণ মন অনাদি, তাহাবা সেই কাৰণে অসংখ্য। স্থলবাং সৰ্বপ্ৰকাৰ জন্মেৰ (অতএব আয়ুৰ এবং ভোগেৰও) বাসনা সদাই সৰ্বব্যক্তিতে বিস্তমান আছে।

২১। বাসনা কৰ্মাশৰেৰ দ্বাৰা উদ্ভূত হয়। সেই উদ্ভূত বাসনাকে আশ্ৰয় কৰিবা তখন কৰ্মাশয় কলবানু হয়। বাসনা যেন হাঁচেৰ মত, আৰু কৰ্মাশয় দ্ৰবদাত্ত্ব মত। বাসনা যেন খাত, আৰু কৰ্মাশয় যেন তাহাতে প্ৰবহমাণ জল।

মনে কব, কোন মানুহ সুকৰ্মৰূপে পণ্ড হইল, পণ্ডশৰীৰেৰ সমস্ত কাৰ্য মানবশৰীৰেৰ দ্বাৰা হইবাব নহে, তাবে প্ৰধান প্ৰধান পাশবিক কৰ্ম মানব কৰিতে পাৰে। তাদূশ কৰ্মেৰ সংস্কাৰ হইতে আত্মগত পণ্ডবাসনা উদ্ভূত হয়। সেই পাশব বাসনাকে আশ্ৰয় কৰিবা পণ্ডজন্ম হয়। নচেৎ মানব-শৰীৰ-ধাৰণেৰ সংস্কাৰ হইতে কদাপি পণ্ডশৰীৰ হওবা সম্ভব নহে। পণ্ডবাসনা থাকাতেই তাহা সম্ভব হয়। (যোগদৰ্শন ৪।৮ টীকা দ্ৰষ্টব্য)।

## ৫। কৰ্মকল

২২। কোন কৰ্মেৰ সংস্কাৰ যদি অলক্ষ্য অবস্থা হইতে লক্ষ্যাবস্থাৰ আৰম্ভ হয়, তজ্জন্ম শৰীৰেৰে বৈশিষ্ট্য হয় এবং শৰীৰাদিতে বাহা ঘটে, তাহাকে সেই কৰ্মেৰ কল বলা যায়, তন্মধ্যে নৃত্তিকল বাসনাৰ দ্বাৰা শব্দবোধ তদ্ব্যক্ৰূপে আকাৰিত হয়, আৰু, জিবিপাক কৰ্মেৰ সংস্কাৰ আকৃত অবস্থায় আসিলে সেই কৰ্মেৰ বৈকল্প প্ৰকৃতি, তদ্ব্যক্ৰূপ জাতি বা দেহ, আয়ু ও ভোগ উৎপাদন কৰে। নৃত্তিহেতু ও জিবিপাক, এই উভয়বিধ সংস্কাৰেৰ মध्ये বাহা দৃষ্টজন্মেই আৰম্ভ হয়, তাহা দৃষ্টজন্মবেদনীয়, আৰু বাহা ভবিষ্য জন্মে আকৃত হইবে, তাহা অদৃষ্টজন্মবেদনীয়। চৰ্মকে অত্যধিক বলিলে কড়া হয়, বা স্বৰ্ণকৰ্মেৰ দ্বাৰা চৰ্মেৰ প্ৰকৃতি পৰিৱৰ্তিত হয়, এতাদূশ কৰ্মকল দৃষ্টজন্মবেদনীয়েৰ উদাহৰণ হইতে পাৰে। আৰু, বৰ্তমান আৰম্ভ কৰ্মকলেৰ দ্বাৰা বাধা-প্ৰাপ্ত হওৱাতে যে কৰ্মেৰ কল ইহজন্মে আকৃত হইতে পাৰে না, তাহা অদৃষ্টজন্মবেদনীয়।

২৩। ইন্দ্ৰিয়শক্তি হইতে ইন্দ্ৰিয় হয়, বোধ হইতে বোধান্তব হয় ও সৰ্বকৰণগত প্ৰাণশক্তি হইতে দেহধাৰণ হয়। কৰ্মেৰ দ্বাৰা সেই উদ্ভূতমান ইন্দ্ৰিয়, বোধ ও শৰীৰ বিভিন্ন আকাৰ-প্ৰকাৰ প্ৰাপ্ত হয় মাজ, মূলতঃ সৃষ্ট হয় না। যেমন এক মেঘৰঙ বায়ুৰ দ্বাৰা মূলতঃ সৃষ্ট হয় না, কিন্তু তাহাব আকাৰ বায়ুৰ দ্বাৰা নিৰ্ভৰ পৰিৱৰ্তিত হয়, কৰ্মৰূপ বায়ুৰ দ্বাৰাও সেইৰূপ জিনিষমান দেহেন্দ্ৰিয়াদিৰ পৰিৱৰ্তন হয় মাজ।

২৪। কৰ্মেৰ ফল বা সংস্কাৰেৰ ব্যক্ততাদ্ৰনিত ঘটন। তিন প্ৰকাৰ—জাতি, আয়ু ও ভোগ। সংস্কাৰ হইতে কৰণসকলেৰে যে যে বিশেষ বিশেষ প্ৰকাৰ বিকাশ হয়, এবং তৎসঙ্গে তদ্বাৰা আকৃতিৰ ও প্ৰকৃতিৰ যে ভেদ হইবা দেহলাভ হয় সেই দেহই জাতিকল। সংস্কাৰেৰ বলাহুনাৰে বা অন্ন (বাহু) কাৰণে যত কাল জাতি ও ভোগ আকৃত থাকে, তাহাব নাম আয়ু। আৰু, সংস্কাৰেৰ প্ৰকৃতি-বিশেষ অন্তৰ্ভাবে যে স্বপ্ন, দ্ৰুশ বা মোহৰূপ বোধ হয়, তাহাব নাম ভোগ।

২৫। পুঙ্খকাব ও ভোগভূত এই উভয়বিধ কর্ম হইতেই কর্মাশব্দ হয়। প্রাণধাবণকর্ম, সাধাবণ অবশ চিন্তা, স্বপ্নাবস্থা চিন্তা এবং স্বপ্নাববীবেব কার্য ভোগভূত কর্মেব উদাহরণ। ঐ সব কর্মেরও কর্মাশব্দ হয় এবং তদ্বাচ্য ঐ সব কর্ম চলিতে থাকে অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থা কর্মাশবে পুনঃ স্বপ্নাবস্থা চলে, স্বপ্ন শবীবেব কর্মাশবে পুনঃ স্বপ্ন শরীবে কর্ম চলে, ইত্যাদি।

## ৬। জাতি বা শরীর

২৬। জাতি বা দেহ প্রধানতঃ শরীরধাবণকণ ভোগভূত অপবিদ্যুৎ কর্ম হইতেই হয়। যদি সেই কর্ম সেই জাতিব সন্নিগুণক হয় তবে সেই জাতীষ দেহ হয়। আব, পুঙ্খকাব অথবা পাবিপাখিক ঘটনার যদি সেই কর্ম অন্তরূপ হয়, তবে তৎসংক্রাবে অন্তরূপ দেহ হয়।

২৭। জাতিব অসংখ্যবশেব এক হেতু এই যে, জীবনিবাস লোকসকল অসংখ্য এবং তাহাদের ভৌতিক প্রকৃতিও ভিন্ন ভিন্ন। সেই অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন লোকসকলে অসংখ্যপ্রকাব প্রাণী থাকাই সম্ভবপর।

জাতি দুইভেদে: দ্বিবিধ, ইহলৌকিক ও পাবলৌকিক। উদ্ভিদ হইতে মানব পর্যন্ত প্রাণিগণ ইহলৌকিক। স্বর্গ ও নিব্ব-বাসিগণ পাবলৌকিক জাতি। পাখিব জাতি তিন প্রকাব, উদ্ভিদজাতি, পশুজাতি ও মানবজাতি। উদ্ভিদজাতিতে তামসিকতাব ও মানবজাতিতে সাত্বিকতাব সন্নিগুণ প্রাচুর্য। পশুজাতি উদ্ভিদ-সদৃশ অবনত যোনি হইতে মানবসদৃশ উন্নত যোনি পর্যন্ত বিস্তৃত।

কোনও জাতীষ জী বা পুঙ্খ-শরীর হওয়া বিশেষ কর্মেব ফল নহে, কারণ, উহা জাতিভেদ নহে। উহা পিতৃবীজের বৈশিষ্ট্য বা পাবিপাখিক সংঘটন হইতে জনিত হয়।

২৮। অন্তঃকরণ ও দ্বিবিধ বাহ্যকরণ-শক্তিব বিকাশেব ভেদাভেদ জাতিভেদ হয়। তন্মধ্যে উদ্ভিদজাতিতে প্রাণশক্তিব সন্নিগুণ প্রাবল্য। পশুজাতিতে কোন কোন কর্মেবিশেষেব ও নিম্নজ্ঞানেশ্বরেব সন্নিগুণ বিকাশ। মহত্বজাতিতে অন্তঃকরণ ও বাহ্যকরণ-শক্তিসকল প্রাণ তুল্য-বিকশিত অর্থাৎ তুল্যবল। পাবলৌকিক জাতিতে অন্তঃকরণেব ও জ্ঞানেশ্বরেব সন্নিগুণ প্রাবল্য।

২৯। কর্মাশমেব দ্বাবা করণ-শক্তিসকল বেরূপ প্রকৃতিব হইয়া বিকাশোন্মুখ হয়, জীব তখন সেইরূপ জাতিতে জন্মগ্রহণ কবে। বিশেষ বিশেষ কর্ম কর্মাশব্দ হইয়া বিশেষ বিশেষ করণশক্তিকে বিশেষ বিশেষ ভাবে বিকাশ কবিবাব হেতু। এইরূপে কর্ম জাত্যান্তবগ্রহণেব হেতু।

অনাদিকাল হইতে আমাদের অন্তঃকরণেব অসংখ্য পবিণাম হইয়াছে, তেমনি তাহাব অসংখ্য অনাগত পবিণাম বা অভিব্যব ধর্মোদয়ের সম্ভাবনা আছে। অর্থাৎ প্রত্যেক অন্তঃকরণেই অসংখ্য প্রকাব করণ-প্রকৃতি বা বাসনা নিহিত আছে। সেই এক এক প্রকাব করণ-প্রকৃতিব আপুণ বা অনুপ্রবেশ হইলে তদনুরূপ জাতিব অভিব্যক্তি হয়। যেমন এক প্রকৃতিবিশিষ্ট অসংখ্য প্রকার যুক্তি নিহিত আছে এবং উপযোগী নিমিত্তেব (অর্থাৎ বাহ্যল্যাম্বেব কর্তৃনেব) দ্বাবা তাহা হইতে যে-কোন যুক্তি অভিব্যক্ত হয়, সেইরূপ উপযোগী কর্মরূপ নিমিত্তবশে আমাদের আত্মগত যে-কোন করণ-প্রকৃতি আপুণিত হইয়া জাতিরূপে অভিব্যক্ত হয়। “জাত্যান্তবপবিণামঃ প্রকৃত্যাপুবাং”, “নিমিত্তমগ্রয়োজকং প্রকৃতীনাং ববণভেদস্ত ততঃ কৈত্রিকবং”—এই পাদেব এই দুই যোগস্বজ সম্ভাব্য ঐক্য। আমাদের মধ্যে অসংখ্য-প্রকাবেব করণ-প্রকৃতি স্বপ্নভাবে বহিষ্যছে, তাহাদের মধ্যে যে-কোন প্রকৃতি উপযুক্ত নিমিত্ত পাইলেই

(প্রত্যক্ষ যুক্তি বা) 'অভিযুক্ত হইতে পারে। প্রত্যক্ষ যুক্তি বৃষ্টান্ত অননুভূত প্রকৃতি (যেমন সমাধিসিক প্রকৃতি বা ঐশ প্রকৃতি) পক্ষে ঠিক খাটে, কিন্তু বাসনাব পক্ষে ঠিক খাটে না। বাসনাব হৃদয় বৃষ্টান্ত এক গ্রন্থ। মনে কব উহাতে সহস্র পৃষ্ঠা আছে, কিন্তু যখন উহা বন্ধ থাকে তখন সমস্ত একত্র শিঙীভূত হইয়া নিবেট দ্রব্য থাকে। আব, যখন উহা কোনও স্থানে খোলা বায় তখন বিচ্ছিন্ন লেখাযুক্ত পৃষ্ঠাব বিবৃত হয়, এ স্থলে খোলা-রূপ ক্রিয়া নিমিত্ত। অসংখ্য বাসনাও ঐরূপ শিঙীভূত (কিন্তু পৃথগ্ভাবে) আছে ও তাহাব কোনও একটি উপযোগী কর্মায়মেব ভাবা বিবৃত হয়। বিবৃত বাসনাতে কর্মায়ম আপু্যিত হইয়া সেই বাসনা বে জাতিতে অনুভূত হইয়াছিল সেই জাতিকে নির্বাহিত কবে। সমাধিসিক প্রকৃতি অননুভূতপূর্ব (যৌগদর্শন ৪৮ সূত্র), তাহা প্রত্যক্ষ বাহুল্যায়-কর্তনেব ভাব ক্রমকর্তন কবিষা সাধিত কবিতে হয়। যৌ-মহত্ত্বাদি প্রকৃতিতে বৈরূপ অসংখ্য বিশেষ আছে উহাতে তাহা নাই। চিত্তেব নির্মলতামাত্রই উহাব বিশেষ, তন্মাত্র উহাব সাধনে উপায়ান নাই, কেবলই চান। অতএব উহা অননুভূতপূর্ব হইলেও অনুভূতমান ভাবেব (ক্লেবেব) হানেব যাবাই উহা সাধিত হইতে পারে, অল্পা পায়ে না।

৩০। যদি কোন এক কর্মায়মেব আধাব-স্বরূপ কবণশক্তিসকল পূর্বজাতিব সহিত এক প্রকৃতিব হয়, তবে জীব সেই জাতিতে পুনরু জন্মগ্রহণ কবে। পশুদেব বে যে ইন্দ্রিয়শক্তি প্রবল, মহত্ত্ব যদি সেই সেই ইন্দ্রিয়শক্তিব অধিক পবিমাণে পবিচালনা কবে, আব পশুদেব বে যে ইন্দ্রিয় অবিকশিত, মানব যদি সেই সেই ইন্দ্রিয়শক্তিব অত্যন্ত পবিমাণে পবিচালনা কবে, তাহা হইলে মানব পশুজাতিতে জন্মগ্রহণ কবে।

যেমন, যদি কোন মানব জননেন্দ্রিয়েব অত্যধিক কর্ম কবে ও আকাঙ্ক্ষা কবে, তবে মানবশরীরেব অসাধ্যতা-নিবন্ধন তাহাব সনোদুঃখ হয়। পবে যুতাকালে জননেন্দ্রি়েব-বিবক প্রবল ভাব উদিত হইবা কর্মায়মকে অনুবজিত কবে, তাহাতে আত্মগত অনুরূপ পাশব বাসনা উদ্ভূত হয়। অর্থাৎ, যে পাশব জাতিতে জননেন্দ্রিয়েব অতিপ্রাবল্য, তাদৃশ প্রকৃতিব আপু্যণ হইবা তদনুরূপ কবণাভিযুক্তি হইবা মানবেব পশুজন্ম হয় (হৃদয়শরীরে ভোগেব পব)।

৩১। হৃদয়শরীর-ভ্যাগেব পব প্রায়শঃ জীব এক হৃদয় উপভোগ-দেহ ধাবণ কবে। তাহাব কাবণ এই—আমাদেব চিত্ত শরীর-নিবপেক হইবা জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালে অনেক চেষ্টা কবে। ঐ সংকল্পনরূপ চেষ্টা এবং শরীরচালনেব চেষ্টা পৃথক্, কাবণ, শরীর নিশ্চেষ্ট থাকিলেও চিত্তচেষ্টা চলিতে থাকে। যুতাকালে ঐ সংকল্পনরূপ চেষ্টা হইতেই সনঃপ্রধান হৃদয়দেহ হয়, কাবণ, সংকল্পন সনঃপ্রধান ক্রিয়া। যুতাকালীন শরীর-নিবপেক মনোর ঐ সংকল্পনস্বভাব হইতে সংকল্পপ্রধান হৃদয়শরীর হয়, যেমন স্বপ্নে যেচ্ছ শরীর ক্রিয়া না থাকিলেও পৃথক্ মানস ক্রিয়া হয়, উহাও তাদৃশ মানস কাৰ্যদেবেব পৃথগ্ভাব।

এই উপভোগ-দেহ দেব ও নাবক-ভেদে দ্বিবিধ। কর্মায়মে যদি সাত্ত্বিক সংস্কারেব প্রাবল্য থাকে, তবে জীব বে সুখময়, হৃদয় ভোগ-দেহ ধাবণ কবে, তাহা দেব, আব ভয়ান্ডণেব প্রাবল্য থাকিলে যে কষ্টময় দেহ ধাবণ কবে, তাহা নাবক। হৃদয়দেবেব ভোগদেবে জীব পুনরায় হৃদয়দেহে জন্মগ্রহণ কবে। সেইকালে সেই হৃদয়দেবেব কর্মায়ম বাহা উপযোগী দেহেদ্বিরূপে অভিযুক্ত হয় তাহাই হৃদয় জন্মেব পূর্বতন 'বীজজীব'।

৩২। দেহসকল ঔপপাদিক ও সাধাবণ-ভেদে দ্বিবিধ। ঔপপাদিক দেহ মাতা-পিতাব

সংযোগ ব্যতীত অকস্মাৎ উৎপন্ন হয়। আব সাধারণ দেহ মাতা-পিতার সংযোগে অথবা একই জনকেব দ্বারা উৎপন্ন হয়। পিতৃদেহেব অংশে 'বীজপ্রাণী' অধিষ্ঠান কবিয়া বসংস্কারবাহকপ দেহ নির্মাণ করে। সাধারণতঃ জন্ম প্রাণীবা পিতৃদেহে হইতে ক্ষুদ্র এক বীজ প্রাপ্ত হয়, আব স্বাবৎ প্রাণীবা তাদৃশ ক্ষুদ্র বীজও পাব এবং বৃহত্তব গর্ভাবাংশও পাইবা দেহ ধারণ করে। বীজ হইতে ও শাখা হইতে উদ্ভিদের প্রজনন এ বিধেব উদাহরণ। উদ্ভিদের আব জন্ম প্রাণীদের কোন কোন জাতি পিতৃদেহেব বৃহৎ অংশ লইবা স্বদেহ নির্মাণ করে, যেমন অজ্রহ নহীলতা (কৈচো), পুরুভুজ (hydra) প্রভৃতি।

৩৩। উদ্ভিদজাতি, পশুজাতি ও পাবলৌকিক জাতি ইহাবা সব উপভোগ-গর্ভাবী-জাতি, মানবজাতি কর্ম-শরীবী-জাতি। উপভোগ-গর্ভাবী-জাতিসকলে অন্তঃকরণ, জ্ঞানেন্দ্রিয়, বর্গেন্দ্রিয় ও প্রাণ—এই শ্রেণী-চতুষ্টয়েব কোন এক বা দুই শ্রেণী অতিবিকশিত অথবা প্রবল থাকে এবং অপর এক বা দুই শ্রেণী অবিকশিত থাকে। অথবা উক্ত শ্রেণীস্ব পঞ্চ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কতকগুলি অতিবিকশিত থাকে এবং অবশিষ্টগুলি অবিকশিত থাকে।

ইহাব এক অপবাদ আছে। পাবলৌকিক জাতিব মধ্যে নমাবিনিদ্র উচ্চশ্রেণীব দেবগণ, ঐহাদেব নমাবি-বল থাকতে পুনর্বাচ জ্বলশরীব-গ্রহণ সম্ভবপব হব না, তাঁহারা অবশিষ্ট চিত্তপবিকর্ম শেষ কবিয়া বিমুক্ত হন বলিবা তাঁহাদিগকে শুধু উপভোগ-গর্ভাবী না বলিরা, ভোগ ও কর্ম (বা পুরুষকাব) উভয়-গর্ভাবী বলা সদত।

৩৪। ঐকপ করণ-বিকাশের অসামঞ্জস্যই জাতিব উপভোগ-গর্ভাবীত্বের কাবণ। যেহেতু কোন শ্রেণীব কতকগুলি ইন্দ্রিয় যদি অত্যাগ্গাপেমা অতি প্রবল হব, তবে জীবের করণ-চেষ্টা সেই প্রবল কবণেব সম্পূর্ণ অধীনভাবে নিষ্পন্ন হব। স্তববাং সেই চেষ্টা ভোগ-হৃত-কর্মদ্বা হইবে। অতএব তাদৃশ অসামঞ্জস্য-করণ-বিকাশ-যুক্ত শরীব উপভোগ-গর্ভাবী হতবে।

৩৫। দেবগণ অর্থাৎ স্বর্বাঙ্গিগণ ও নাবকগণ অন্তঃকরণপ্রধান। শাস্ত্রে আছে, দেবগণেব ইচ্ছাযাচ্ছেই তৎকথাৎ কার্য সিদ্ধ হব, শ্রুতিও আছে, "যজ্ঞাহুকাং চরণং ত্রিনাকে ত্রিদিবে দিবঃ।" অর্থাৎ, তাঁহাবা যদি মনে কবেন এত ক্রোশ দূবে বাইব, অমনি তাঁহাদের স্মৃতিশরীর তথায় উপস্থিত হইবে (যেহেতু তাঁহাদের অন্তঃকরণ—স্মরণ ইচ্ছা—অতি প্রবল)। কিন্তু মানবেব সেরূপ হয় না, তাহাদের ইচ্ছাযাচ্ছেই গমন সিদ্ধ হয় না, কাবণ, তাহাদের গমন-শক্তি ইচ্ছার মত তুল্যবিকশিত বলিবা ইচ্ছাব তত অধীন নহে, দেবতাদের গমন-শক্তি তাঁহাদের প্রবলবিকশিত ইচ্ছার যত অধীন। স্মরণ মানব মনোবোধেব পবও সে কার্য কবা উচিত কি অপ্রচিত, তাহা বিচার কবিয়া প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত হইতে পারে। কিন্তু দেবগণেব মনোবোধ যাচ্ছেই কার্য সিদ্ধ হব বলিবা তাহা হইতে নিবৃত্ত হইবাব ক্ষমতা থাকে না, সেজ্ঞা তাঁহাদের তাদৃশ চেষ্টা পূর্বনিবর্তন্যভাবে ভোগ হতবে, স্বাধীন কর্ম হইবে না। সেহেতু তাঁহাবা উপভোগ-গর্ভাবী। তিবিক্ জাতিদের কাহাবও স্মৃত গমন-শক্তি অতিবিকশিত, কাহাবও জননশক্তি অতিবিকশিত (যেমন পুস্তিকাদির রাজ্ঞী), তজ্জন্ম ঐ প্রবল কবণেব সম্পূর্ণ অধীন হইবা তাহাদের কার্য (অর্থাৎ ভোগ-হৃত কর্ম) হয়, আব তজ্জন্ম তাহাদের স্বাধীন কর্ম অত্যন্ত বা তাহারা উপভোগ-গর্ভাবী। 'দেবগণেব আব নাবকগণও পূর্বেব (ছংগেহেতু) নংসাবেব নম্যক্ অধীন।

৩৬। সর্বশ্রেণী ও শ্রেণীস্ব সকল কবণেব বিকাশেব সামঞ্জস্যহেতু মানবশরীর কর্মশরীর।

মানব-কৰণসকলেব বিকাশেৰ সামঞ্জস্য দৈব ও তৈৰ্ভক্ জাতীয় কৰণ-বিকাশেৰ সহিত তুলনায় জানা যায়। “প্ৰকাশলক্ষণা দেবা মন্ত্ৰাঃ কৰ্মলক্ষণাঃ” (মহাভাবত অধ্যায় ৪০)।

## ৭। আত্ম

৩৭। ভোগনহু হেতুৰূপ কৰ্মফলেব অবস্থিতিকালেব নাম আত্ম। ফলেব কাল যদি আত্ম হইল, তবে উক্ত ফলফেবে উল্লেখ আত্ম উক্ত হইবে, অতএব তাহা স্বতন্ত্ৰ ফলৰূপে গণনা কৰিবাব প্ৰয়োজন কি? ইহাৰ উত্তৰ এই যে, জাতি ও ভোগেৰ অবস্থিতিৰ সমবেব হেতুভূত উপযুক্ত শাৰীৰিক উপাদান জন্মেব সন্দেহ উদ্ভূত হইবাব অবশ্য কাৰণ থাকিবে।

যেমন, কৰ্মবিশেষে মানবজাতি ও তদনুযায়ী স্বখ-দুঃখ ভোগ প্ৰাপ্ত হওবা পেল, কিন্তু সেই জাতি ও ভোগ স্বল্পকাল ও দীৰ্ঘকাল থাকিবাব হেতুভূত স্বল্পজীবী বা চিবজীবী পৰীৰ যে সংস্কাৰ-বিশেষ হইতে হয়, তাহাই আত্ম।

কৰ্মেব দ্বাৰা সংস্কাৰ সঞ্চিত হয়, আৰু সঞ্চিত সংস্কাৰ হইতে কৰ্মফল হয়। তাহাতে জাতিহেতু কৰ্মেব ফল জাতি হইবে এবং ভোগহেতু কৰ্মেব ফল ভোগ-মাত্ৰ হইবে। কিন্তু সেই জাতি ও ভোগ দীৰ্ঘকাল বা স্বল্পকাল থাকিবাব বাহা কাৰণ সেই বিশেষ সংস্কাৰই আত্মৰূপ কৰ্মফলেব হেতু। ইহা জন্মকালেই প্ৰাচুৰ্য্যত হয়।

৩৮। সুন্দৰদেহেব আত্ম স্থলদেহেব আত্ম অপেক্ষা অনেক বেগী হইতে পাৰে। নিদ্ৰাসংস্কাৰেব উদ্ভবই তাহাব গতন। শীত্ৰ জন্মপ্ৰহণেব ইচ্ছাদি থাকিলে শীত্ৰ জন্ম হইতে পাৰে, যেমন নিদ্ৰা আনয়নেব চেষ্টা কৰিলে-অনয়নেও নিদ্ৰা আনয়ন কৰা যায়।

৩৯। জন্মকালে আত্ম প্ৰাচুৰ্য্যতা সাধাবণ উৎসৰ্গ বা নিয়ম। ফলতঃ দৃষ্টজন্মজিত কৰ্মেব দ্বাৰা আত্মও পৰিবৰ্তন হইতে পাৰে। সেইৰূপ জাতিব এবং ভোগেবও ভেদ হইতে পাৰে।

প্ৰাণায়ামাদি কৰ্ম কৰিলে দৃষ্টজন্মবেদনীয় আত্মৰূপক ফল হয়। সেইৰূপ আত্মকৰ্মক কৰ্মেব ফলও ইহজীবনে দেখা যায়। চিবকল্প ব্যক্তিবা দুঃখে পড়িবা অনেক আত্মকৰ্ম কৰে, তাহা ইহজীবনে ফলীভূত হইতে না পাবিলে পৰজীবনে ফলীভূত হয়। বাহ্যবিষয়ে বুদ্ধিমোহ অনেক ফলে চিবকল্পতাৰ কাৰণ।

৪০। অনেক প্ৰাণীৰ একই সময়ে একই ৰূপে মৃত্যু হয় দেখিবা শঙ্কা হয় যে, কিৰূপে এত প্ৰাণীৰ একই প্ৰকাৰ ঘটনাব একই কালে আত্মকল্প ঘটিল। যেমন ভূমিকম্পে হঠাৎ বিশ হাজাৰ বা জাহাজ-ভূবিতে দুই হাজাৰ মৰিল। পবন্ত্ৰ প্ৰলয়কালে (পৃথিবীৰ গুৰু বহু বাৰ বিধ্বস্ত হইবা পূৰ্ব পূৰ্ব যুগে বহু প্ৰাণী একই কালে মৃত হইবাছে) সব প্ৰাণী মৃত হয়।

ইহা বুঝিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়সকল বুঝা আবশ্যক। কৰ্মেব ফল প্ৰবল হইলে তাহা প্ৰাণীকে ঘটনাব, অৰ্থাৎ বাহা বিশাৰুকেব সাধক তাহাব মিকে লইবা যায়, কিন্তু বাহু ঘটনা প্ৰবল হইলে তাহা আমাদেব অপ্ৰবল কৰ্মকে উদ্ভূত কৰিবা বিপক্ কৰায় (বুদ্ধদেব অপবাপৰীৰ কৰ্ম কতকটা এইৰূপ)। আমবা সকলে ব্ৰহ্মাণ্ডবাসী স্তম্ভবাং ব্ৰহ্মাণ্ডেব নিয়মেবও অধীন। আমাদেব কৰ্মও স্তম্ভবাং কতক্ পৰিমাণে ব্ৰহ্মাণ্ডেব নিয়মে নিয়মিত। আমাদেব মন্থো সৰ্বপ্ৰকাৰ পীড়াভোগকে ও সৰ্বপ্ৰকাৰে মৃত্যুকে ঘটাইবাব কাৰণ সৰ্বদা অপ্ৰবলভাবে বৰ্তমান আছে। বিশেষতঃ শৰীৰাদিতে



অস্মিতা, বাগ, ঘেব আদি বহিষাছে, তাহাতে সর্ববিধ দুঃখ ঘটাৰ কারণ সৰ্বদা বৰ্তমান আছে। যেমন পুত্ৰ নিজেৰ কৰ্মেৰ ফলে নষ্টায়ু হইবা মবে, কিন্তু তাহাতে বাগজনিত কৰ্মসংস্কার উৎকৃষ্ট হইবা মাতা-পিতাৰ দুঃখভোগ ঘটায়। এতাদৃশ স্থলে প্রবল বাহু ঘটনায় অপ্রবল কৰ্মকে উৎকৃষ্ট কবিতা তাহাৰ ফল ঘটায়। সেক্ষণ ক্ষেত্ৰেও সুখ-দুঃখ ভোগ স্বকৰ্মেৰ ফলেই হব, কেবল সেই কৰ্ম অপ্রবল বলিবা তাহা স্বতঃ উৎকৃষ্ট হব না, প্রবল বাহু ঘটনাৰ দ্বাৰাই উৎকৃষ্ট হব।

মৃত্যুৰ হেতু বাহু ঘটনা (যেমন ভূকম্পাদি) যদি প্রবল না হব তবেই কৰ্মেৰ নিষত বিপাকে মৃত্যু ঘটায়, আৰু বাহু ঘটনা প্রবল হইলে সেই উপলক্ষ্যেৰ দ্বাৰা অল্পকণ কৰ্ম ব্যক্ত হইবা বিপক হয়। বাহু ঘটনা আমাদেৰ কৰ্মেৰ দ্বাৰা হব না, তাহা প্রবল হইলে আমাদেৰ মধ্যস্থ অপ্রবল কৰ্মকেও উৎকৃষ্ট কবে। আৰু অত্যন্ত প্রবল কৰ্ম থাকিলে তাহা প্রায়িকৈই বাহু ঘটনাৰ (নিজেৰ বিপাকেৰ অল্পকণ) দিকে লইবা যায় বা স্বতঃই বিপক হইবা আয়ুঃক্ষয়াদি ঘটায়।

পুণ্যকাৰ বা জ্ঞানেৰ দ্বাৰা সৰ্বকৰ্ম ক্ষয় হব। ব্ৰহ্মাণ্ডেৰ অধীনতাও সেইকণ তাহাৰ দ্বাৰা অতিক্রম কৰা যায়। সমাধিৰ দ্বাৰা চিন্তা-নিবোধ কৰিলে ব্ৰহ্মাণ্ডেৰই জ্ঞান থাকে না স্তববাং তখন ব্ৰহ্মাণ্ডেৰ অধীনতাও থাকে না, তখন “মায়ামেতাং ভবন্তি তে”।

অনেকে মনে কবে কৰ্মেৰ ফলভোগ হইবা গেলেই কৰ্ম ক্ষয় হইবা গেল, কিন্তু তাহাৰা বুঝে না যে, কৰ্মভোগকালে পুনৰায় অনেক নূতন কৰ্ম হব, তাহাতে কৰ্মাশয় ও বাসনা হইবা পুনৰায় কৰ্মপ্রবাহ চলিতে থাকে। কেবলমাত্র যোগ ও চিত্তেন্দ্ৰিয়েৰ স্বৈৰেৰ দ্বাৰাই কৰ্মক্ষয় সম্পূৰ্ণৰূপে হইতে পারে—“মুক্তি তদ্রৈব জয়নি। প্রাপ্নোতি যোগী যোগায়িত্বকৰ্মচৰ্মোহচিবাং”।

## ৮। ভোগকল

৪১। সুখ ও দুঃখ-ভোগ, কৰ্মসংস্কাৰেৰ ভোগকল। বাহা অভিমত বিষয়েৰ অল্পকণ, সেইকণ ঘটনাৰ সুখবোধ হব, বাহা তাদৃশ বিষয়েৰ প্রতিকূল, তাহা হইতে দুঃখবোধ হব।

সুখই জীবেৰ ইষ্ট, অতএব ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টেৰ অপ্ৰাপ্তি সুখেৰ হেতু। সেইকণ ইষ্টেৰ অপ্ৰাপ্তি এবং অনিষ্টেৰ প্রাপ্তি দুখেৰ হেতু। প্রাপ্তি অৰ্থে সংযোগ। ইষ্টেৰ ও অনিষ্টেৰ প্রাপ্তি দুই প্রকাৰ, (১) সাংসিদ্ধিক (২) অভিব্যক্তিক। বাহা জন্মকাল হইতে আবির্ভূত থাকে, তাহা সাংসিদ্ধিক, আৰু বাহা পৰে অভিযুক্ত হব, তাহা অভিব্যক্তিক।

৪২। উক্ত দ্বিবিধ ইষ্ট ও অনিষ্ট-প্রাপ্তি পুনশ্চ দ্বিবিধ, স্বতঃ ও পৰতঃ। বাহা নিজেৰ বুদ্ধি, বিবেচনা, উত্তম প্রভৃতিৰ বৈশাৰদ্য এবং অবৈশাৰদ্য হইতে হব, তাহা স্বতঃ। বাহা নিজেৰ প্রভৃতিগত ঈশ্বৰতা (যে গুণেৰ দ্বাৰা ইষ্ট বিষয়েৰ প্রাপ্তি ঘটে), নির্যমস্বতা, অহিংস্রতা প্রভৃতিৰ দ্বাৰা,—অথবা অনীশ্বৰতা, মৎসবতা, হিংস্রতা প্রভৃতিৰ দ্বাৰা, অপৰ ব্যক্তিৰ মৈত্ৰী, উপচিকীৰ্ষা প্রভৃতি অথবা ঘেব, অপচিকীৰ্ষা প্রভৃতি উৎপাদন কৰিয়া সজ্জাতিত হব, তাহা পৰতঃ। কোন কোন লোককে সকলেই ভালবাসে আৰু কেহ কেহকে কেহই দেখিতে পাবে না। এইকণ প্রিয় ও অপ্ৰিয় হওবা মৈত্ৰ্যাদি কৰ্মেৰ ফল।

৪৩। ইষ্টপ্রাপ্তিৰ প্রধান হেতু উপযুক্ত শক্তি, অতএব শক্তিৰ বৃদ্ধিতে ইষ্টপ্রাপ্তিৰও বৃদ্ধি, স্তববাং সুখেৰও বৃদ্ধি হয়। শক্তি অৰ্থে সমস্ত কৰণশক্তি, যথা—অঙ্গকৰণশক্তি, জ্ঞানেন্দ্রিয়শক্তি,

কর্মোন্নিয়মশক্তি ও প্রাণশক্তি। শক্তিব বৃদ্ধি অর্থে প্রকৃতি ও পৰিণাম উভয়তঃ উৎকর্ষ, যেমন গৃহেব দৃষ্টিশক্তি তীক্ষ্ণ হইলেও মহত্ত্বের মত উৎকৃষ্ট নহে।

৪৪। কর্মকে কবণ-চেষ্টা বলা হইয়াছে। কবণ-চেষ্টা হইলে তাহাব সংস্কার হয়। চেষ্টা পুনঃ পুনঃ হইলে সেই শক্তি সংস্কার শক্তি-স্বরূপ হইয়া, তাদৃশ চেষ্টাকে কুণলতাব সহিত নিপন্ন কবে, যেমন পুনঃ পুনঃ বর্ণমালা-লিখন-চেষ্টাব সংস্কার শক্তি হইয়া লিখনশক্তি হয়, অর্থাৎ তাহাতে হস্তশক্তি লিখনরূপ অধিক গুণবিশিষ্ট হইয়া পবিত্র হয়। কর্মজনিত এই কবণশক্তিব পৰিণাম সাংখ্যিক, বাজসিক ও তামসিক-ভেদে তিন প্রকাৰ। সাংখ্যিক-পৰিণামকাৰী চেষ্টাব নাম সাংখ্যিক কর্ম, বাজসিক ও তামসিক কর্মও ভক্তরূপ পৰিণামজনক।

৪৫। বাহ্যকবণসকলের নিয়ন্ত্ৰণহেতু অন্তঃকবণ বাহ্যকবণ অপেক্ষা শ্রেষঃ। বাহ্যকবণের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্মেন্দ্রিয় অপেক্ষা ও কর্মেন্দ্রিয় প্রাণ অপেক্ষা শ্রেষঃ।

যে জাতিতে বড় শ্রেষ্ঠ কবণসকলের অধিক বিকাশ, সেই জাতি তত উৎকৃষ্ট। উৎকৃষ্ট জাতিতে উৎকৃষ্ট শক্তিব সংযোগ হয়, সুতরাং তাহাই জীবের সমধিক উৎকৃষ্ট-সুখকর ও অতীষ্ট।

৪৬। প্রত্যেক জাতিতে কবণশক্তি-বিকাশের একটি সীমা আছে। সুতরাং সেই সকল শক্তি সুখসাধনে প্রযুক্ত হইয়া নির্দিষ্ট পৰিমাণে সুখোৎপাদন কবিত্তে পাবে। অতএব যদি সেই নির্দিষ্ট পরিমাণের অতিবিক্ত সুখ ইষ্ট হয়, তবে সেইজাতীয় কবণশক্তিব অত্যধিক চেষ্টাতেও (বা কর্মেব দ্বাৰা) ইষ্টপ্রাপ্তিব সাক্ষাৎ সম্ভাবনা নাই। প্রচলিত প্রবাদও আছে, অতীষ্ট বিষয়েব জ্ঞান অতিবিক্ত কল্পনা কবিত্তে নাই। সাংখ্যিকতাব লক্ষণ “ইষ্টানিষ্টবিযোগানাং কৃতানামবিকখনা” (মহাভাবত) অর্থাৎ ইষ্ট-বিষয়েব বা অনিষ্ট-বিষয়েব বা বিবৃক্ত ও পূর্বকৃত বিষয়েব অবিকল্পনা অর্থাৎ এই সকল বিষয়েব অতিচিন্তাবাহিত্য। এইরূপ অতিচিন্তা বাজসিক ও তাহা ইষ্টপ্রাপ্তিব ব্যাঘাতকাৰী।

আমাদের জীবন প্রধানতঃ আকাঙ্ক্ষা-বহুল। সেই আকাঙ্ক্ষাকে ধ্বন কবিলে সেই সংযম-দ্বাৰা শক্তি শক্তি হইয়া আকাঙ্ক্ষানিহিত কবাব। তজ্জন্ম আমাদের প্রবৃত্তি-বহুল জীবনে সংযম (দানাদিও একপ্রকাৰ সংযম) কামনানিহিতকর বা সুখকর।

৪৭। প্রকাশের ও সত্তাব অল্পগত কর্ম সাংখ্যিক কর্ম। অতএব যে যুক্তকল্পনাবতী ইচ্ছাব প্রাপ্তি ঘটে বা বাহা কলীভূত হয়, তাহা সাংখ্যিক, সেইরূপ যে বিবেচনা স্বার্থ হয়, তাহাও সাংখ্যিক। প্রকাশের অল্পগত অর্থে স্বার্থ-জ্ঞানপূর্বক, সত্তাব অল্পগত অর্থে ইষ্টপ্রাপ্তিব জ্ঞান উপযুক্ত। সমস্ত চেষ্টা-সম্বন্ধে এই নিয়ম। যে ইচ্ছা কল্পনা-বহুল এবং স্বল্পপ্রাপ্তিকবী, তাহা বাজসিক। যে ইচ্ছা অসুখ-কল্পনাবতী, সুতরাং সকল হয় না, তাহা তামসিক। বিবেচনাদি-সম্বন্ধেও সেইরূপ।

৪৮। সুখ ও দুঃখ ত্রিবিধ : (১) সম্ভাব্যবাস্যজাত, (২) অসম্ভাব্যবাস্যজাত, (৩) কল্প-ব্যবসায়জাত। যে সুখ বা দুঃখ প্রত্যক্ষ ও শাবীবাধ্যভব-সংগত, তাহা সম্ভাব্যবাস্যজাত। বাহা অতীতানাগত বিষয়েব চিন্তা-সংগত (শব্দ-আশাদিজনিত) তাহা অসম্ভাব্যবাস্যিক। আৰ বাহা নিদ্রাদি কল্পাবস্থাব অল্পগত এবং অক্ষুণ্ণ ভাবে অস্থত হয়, তাহা কল্পব্যবসায়িক, যেমন সাংখ্যিক নিদ্রাজাত সুখ। সাংখ্যিক সংস্কারজাত স্বচ্ছন্দতাদিও কল্পব্যবসায়িক সুখ। প্রত্যুত সমস্ত বোধই হয় সুখকর, নয় দুঃখকর, নয় মোহকর (মোহও দুঃখের অন্তর্গত)।

৪৯। সম্ভাব্যবাস্যিক সুখ বাহা শাবীব ও ঐন্দ্রিয়িক বোধসংগত, তাহা ঐ ঐ কবণের সাংখ্যিক ক্রিয়া হইতে হয়। স্বল্পগুণ প্রকাশাত্মিক, অতএব যে শাবীরাদি ক্রিয়ার ফল হুব ফুটবোধ অথচ বাহা

অল্পক্রিয়াসাধ্য ও অল্পজ্ঞতাসম্পন্ন, তাহাই সাত্ত্বিক শাবীবাধি কর্ম হইবে। স্বথকব ঘটনা পর্যালোচনা কবিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, উক্ত লক্ষণযুক্ত কর্ম হইতেই আমাদের সমস্ত স্বথ হয়। সকলেই জানেন যে, সহজ ক্রিয়া অর্থাৎ যে ক্রিয়া কবিতে আমাদের অধিক শক্তিশালনা কবিতে না হয়, তাহা হইতেই স্বথ হয়। যে ব্যাপাৰে ক্রিয়া অধিক, অর্থাৎ বাহ্যতে জড়তাব অত্যধিক অভিভব কবিতে হয়, তাদৃশ বাজস, বা জাড্য ও প্রকাশেব অল্পতা-যুক্ত, কৰণ-কাৰ্যের বোধ হইতে দুঃখ হয়। আব যে ক্রিয়াতে জাড্যেব আধিক্য, প্রকাশ ও ক্রিয়াব অল্পতা, তাদৃশ তামস করণ-কাৰ্যেব বোধ হইতে মোহ হয়।

ব্যাবাস কবিলে যতক্ষণ সহজতঃ কবা যায় ততক্ষণ স্বথবোধ হয়, পাবে ক্রিয়ার আধিক্যে কষ্টবোধ হইতে থাকে, তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলে তবে স্বথ হয়। আর অত্যধিক ক্রিয়া কবিলে যে জড়তার আবির্ভাব হয়, তাহা মোহ।

৫০। যেমন জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও নিদ্রা পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হয়, সেইকণ সত্ত্ব, রজ ও তম-গুণেব অপব বৃত্তিসকলও প্রতিনিষত পর্যায়ক্রমে আসে যায়। অর্থাৎ প্রতিনিষত সাত্ত্বিকতা, তৎপবে বাজসিকতা ও তৎপবে তামসিকতা, তৎপবে পুনশ্চ বাজসিকতা ও সাত্ত্বিকতা ইত্যাদিক্রমে আবর্তন হইতেছে। তন্মন্ত কোন সময়ে চিন্তেব প্রসাধাদি, কোন সময়ে বা বিক্ষেপাদি আসে, কথাবও বলে—‘চক্রবৎ পবিবর্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ’। সাত্ত্বিক কর্মেব বহুল আচৰণে সাত্ত্বিকতাব ভোগকাল বাড়াইয়া অধিকতব স্বখলাভ হইতে পাবে। বাজস ও তামস কর্মেবও তদ্রূপ নিষয়। শুধু সন্ধ্যাবসাবিক নহে, আনুসংগিক ও কৃত্তব্যবসাবিক স্বথ-দুঃখেও উপরি-উক্ত নিষয় প্রযোজ্য। সাত্ত্বিকাদি বুদ্ধি নিষনিত চেষ্টাব দ্বাৰা কবিতে হয়, একেবাবে উহা সাধ্য নহে।

৫১। দৃষ্টজন্মবেদনীয় ক্রিয়মাণ কর্ম হইতে সর্বদাই শবীবেন্দ্রিয়েব ক্রিয়াজনিত স্বথ-দুঃখ হয়। পূর্বাঙ্কিত কর্ম হইতেও তাদৃশ স্বথ-দুঃখ হয়; তবে পূর্বসংকাবে হইতে প্রাৰম্ভঃ গৌণ উপায়ে স্বথ-দুঃখ হয়। অর্থাৎ পূর্ব সংকাবে হইতে ঐশ্বর্য (যে পত্তিব দ্বাৰা ইচ্ছাব প্রাপ্তি ঘটে তাহা ঐশ্বর্য) বা অনৈশ্বর্য প্রাবন্ধ (বা উদ্বিগত) হইবা তমূলক ক্রিয়মাণ কর্ম হইতে স্বথ-দুঃখ সন্ধ্যাটিত কবায়।

৫২। কোন ঘটনা হইতে যদি কাহাবও স্বথ ও দুঃখ-বেদনা হয় তবেই তাহাতে কর্মফল ভোগ হইল বলা যায়। কোন বাহু ঘটনাব যদি স্বথ-দুঃখ-বেদনা না ঘটে তবে তাহাতে কর্মফল ভোগ হয় না। মনে কব তোমাকে কেহ গালি দিল, তাহাতে তুমি যদি নিবিকাব থাক তবে তোমাব কর্মফল ভোগ হইল না। গালিদাতাব কুকর্মমাত্র আচবিত হইল। স্বথ-দুঃখেব উপবে উঠিতে পাবিলে এইরূপে কর্মফল বা কর্মফলেব ভোগাভাব হয়। জাতি এবং আয়ুব ফলও এইরূপে অভিক্রম কবা যায়। সমাধিব দ্বাৰা শরীবেন্দ্রি়েব সম্যক্ নিশ্চল কবিতে পাবিলে আব জন্ম হয় না। কাবণ, সম্যক্ নিশ্চলপ্রাপ্ত ব্যক্তি জন্মগ্রহণ কৰিতে পাবে না। এইরূপে জন্ম এবং আয়ু-ফলও অভিক্রম কবা যায়।

## ৯। ধর্মাধর্ম-কর্ম

৫৩। কৃষ্ণ, শুক্ল, শুক্ল-কৃষ্ণ এবং অশুক্লকৃষ্ণ, দুঃখ-স্বথ-কলাহাসাবে কর্ম এই চতুর্থা বিভক্ত কবা হইবাছে। কৃষ্ণ কর্মেব নাম পাপ বা অধর্মকর্ম এবং শুক্লাদি দ্বিবিধ কর্ম সাধাবণতঃ ধর্ম বা পুণ্যকর্ম বলিয়া আখ্যাত হয়।

যাহাব ফল অধিক দুঃখ, তাহা ক্লম্ব কর্ম। যাহাব ফল স্বপ্ন-দুঃখ-মিশ্ৰিত, তাহাব নাম গুৰু-ক্লম্ব ; যেমন হিংসাসাধ্য যজ্ঞাদি। আৰ যাহাব ফল অধিক পৰিমাণে স্বপ্ন, তাহা গুৰু কর্ম। যাহাব ফল স্বপ্ন-দুঃখশূন্য শান্তি, তাহা শুণ্যাদিকাৰবিবোধী, তাহাই অন্তৰ্জ্ঞানক্লম্ব কর্ম।

৫৪। “যাহাব দ্বাবা অভ্যাস ও নিঃশ্ৰেয়স-শক্তি হয়, তাহা ধৰ্ম”, ধৰ্মেৰ এই লক্ষণ গ্ৰাহ। তন্মধ্যে যাদৃশ কৰ্মেৰ দ্বাবা অভ্যাস বা ইহপল্লবলোকেৰ স্বৰ্ণলাভ হয়, তাহা অপব-ধৰ্ম ( গুৰু ও গুৰু-ক্লম্ব ), এবং যাহাব দ্বাবা নিঃশ্ৰেয়স-শক্তি হয়, তাহা পবন-ধৰ্ম ( অন্তৰ্জ্ঞানক্লম্ব )—“অযন্ত পবনো ধৰ্মো যদ্ব যোগেনান্যদৰ্শনম্” ( মহাভাবত )।

৫৫। পঞ্চপৰ্বা অবিজ্ঞা ( অবিজ্ঞা, অস্মিতা বা কৰণে আত্মত্যাগাতি, বাগ, যেষ ও অভিনিবেশ ) সমস্ত দুঃখৰ মূল কাৰণ ( যোগদৰ্শন ব্ৰহ্ম ), অতএব অবিজ্ঞাৰ বিবোধি-কর্ম দুঃখনাশক বা ধৰ্মকর্ম হইবে, আৰ অবিজ্ঞাৰ পোষক কর্ম অধৰ্মকর্ম হইবে।

সমস্ত ধৰ্মসম্প্ৰদায়ৰেৰ প্ৰাশংসনীয় ধৰ্মকর্মসকল বিশ্লেষ কৰিবা দেখিলে দেখা যায় যে, তাহাবা সকলই এই মূল লক্ষণেৰ অন্তৰ্গত। সৰ্বধৰ্মেই এই কৰ প্ৰকাৰ কৰ্মকে প্ৰধানতঃ ধৰ্মকর্ম বলা হয়, যথা—(১) ঈশ্বৰ বা মহাত্মাৰ উপাসনা (২) পবন-ধৰ্মোচন (৩) আত্মসংযম (৪) ক্ৰোধাধিৰ ত্যাগ।

উপাসনাৰ ফল চিত্তবৈৰি ও নৰ্মোৎপাদন। চিত্তবৈৰি=চাকল্য বা বাহুলিকতানাশক=বিষয়গ্ৰহণবিবোধী=আত্মপ্ৰকাশকাৰক=অনাত্মাভিমানৰ (স্বত্বাং অবিজ্ঞাৰ) বিবোধী। নৰ্মোৎপাদন=ঈশ্বৰ বা মহাত্মাকে সদগুণেৰ আধাৰ-স্বৰূপে অহঙ্কৰ চিত্ত। কৰাতে চিত্তাকাৰীতেও সদগুণ বা অবিজ্ঞাবিবোধী গুণ বৰ্দ্ধাৰ। অতএব উপাসনা ধৰ্মোৎপাদক কর্ম হইল। পবন-ধৰ্মোচন=অবিজ্ঞানিত আত্মস্বাধিকতা-ত্যাগ=(১) দান বা ধনগত সমতা-ত্যাগ, স্বত্বাং অবিজ্ঞাবিবোধী ও (২) সেবা বা প্ৰিয়দান, স্বত্বাং অবিজ্ঞাবিবোধী। দানে ও সেবাৰ ক্লিপে স্বপ্ন হয়, তাহা গুৰু ব্ৰহ্ম। আত্মসংযম=বিষয়-ব্যবহাৰবিবোধী স্বত্বাং অবিজ্ঞাবিবোধী। ক্ৰোধাদি অবিজ্ঞা স্বত্বাং তত্ত্ববিবোধী কমা-অহিংসাদি ধৰ্মকর্ম হইল।

এইরূপে সমস্ত ধৰ্মকৰ্মেই ‘অবিজ্ঞাৰ বিবোধি’ লক্ষণ পাওয়া যায়। ভগবান্ সন্ত মূলধৰ্মসকল এইরূপ গণনা কৰিযাছেন, যথা—ব্ৰুতি, ক্ষমা, দয় (বাক্, কাষ ও মনৈৰ দ্বাবা হিংসা না কৰা প্ৰধান দয়), অস্তেব, শৌচ, ইন্দ্ৰিয়নিগ্ৰহ, ধী, বিজ্ঞা, সত্য এবং অক্ৰোধ। এই ধৰ্ম বাহাতে আছে তিনি ধাৰিক এবং ঐ সকল যিনি নিজেতে আনিবাব চেষ্টা কৰেন, তিনি ধৰ্মচাৰী। ধাৰিক বৰ্ত্তমানে স্বপ্নী হন, কিন্তু ধৰ্মচাৰী সৰ্বক্ষেত্ৰে বৰ্ত্তমানে স্বপ্নী হন না। ঈশ্বৰোপাসনা সাক্ষাৎ ধৰ্ম নহে, তবে উহা ধৰ্মসকলকে আত্মৰ কৰিবাব প্ৰকৃষ্ট উপায়, সেজন্য সন্ত উহা গণনা কৰেন নাই। অথবা বিজ্ঞাৰ ভিতৰ উহা উক্ত হইযাছে। যম, নিয়ম, দয়া, দান এই কৰটিও ধৰ্মেৰ লক্ষণ বলিয়া উক্ত হইযাছে (গৌড়পাদ আচাৰ্যেৰ দ্বাবা)।

অহিংসা, সত্য, অস্তেব, ব্ৰহ্মচৰ্য, অপবিগ্ৰহ, শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বৰ-প্ৰিয়দান, দয়া ও দান এই দ্বাদশ প্ৰকাৰ ধৰ্মকর্ম আচৰণে যে ইহপল্লবলোকে স্বপ্নী হওবা যায় তাহা অতি স্পষ্ট। তাই উহাবা ধৰ্ম, এবং উহাদেৰ বিপৰীত কর্ম দুঃখকৰ বলিয়া অধৰ্ম, তদ্বাবা অবিজ্ঞা পৰিপুষ্ট হয়। হিংসা, ক্ৰোধ, বিষয়চিন্তা ইত্যাদি সমস্ত দুঃখকৰ কর্মই ঐ লক্ষণাক্ৰান্ত।

৫৬। তপঃ, ধ্যান, অহিংসা, মৈত্ৰী প্ৰভৃতি যে সমস্ত ধৰ্ম বাহোপকৰণনিবশেষে বা বাহাতে

পাৰেব অণকাবামিৰ অপেক্ষা নাই তাহা শুক্ল কৰ্ম , তাহাৰ ফল অবিমিশ্ৰ হুখ। আৰ যজ্ঞাদি ষে-সমস্ত কৰ্মে পৰাপৰাব অবশ্ৰুতাবী, তাহাতে দুঃখ-ফলও মিশ্ৰিত থাকে। যজ্ঞাদিতে যে সংস্কৰ-দানাদি অদ থাকে তাহা হইতে ধৰ্ম হব।

পাশ্বে সামান্য সামান্য কৰ্মেৰ অসাধাৰণ ফলশ্ৰুতি আছে (যেন 'জিকোটিফুলমুদবেৎ')। তাদৃশ ফল কাৰ্যকাৰণ্যটিত হইতে পাৰে না, তজ্জন্ত কেহ কেহ ঈশ্বৰকে কৰ্মফলদাতা স্বীকাৰ কৰেন। কিন্তু ঐক্লপ ফলশ্ৰুতি অৰ্থবাদমাত্ৰ বলিবা বিজ্ঞগণ গ্ৰহণ কৰেন, কাৰণ, উহা যথার্থ গ্ৰহণ কবিলে সকল শাস্ত্ৰ ব্যৰ্থ হয়। যেন তীৰ্থ-বিশেষে স্নান কবিলে পুনৰ্জন্ম হব না, ইহা যদি অৰ্থবাদ বলিবা না ধবা যায়, তবে ঈশ্বৰনিৰ্দ্ধাৰ ধৰ্ম ব্যৰ্থ হয়। তজ্জন্ত ঐ প্ৰকাৰ ফলশ্ৰুতিৰ উদাহৰণ লইবা ঈশ্বৰেব স্বৰূপনিৰ্ণয় বা কোন তত্ত্ববিচাৰ কৰা যাইতে পাৰে না। (বৈদিক কৰ্মকাণ্ডেৰ ফলশ্ৰুতি-সম্বন্ধে গীতাৰ অভিমত ২।৪২-৪৬ শ্লোকে দ্ৰষ্টব্য)।

৫৭। সস্ত্ৰজ্ঞাত ও অসস্ত্ৰজ্ঞাত যোগ এবং তাহাদেব সাধক কৰ্মসকল অন্তৰ্ভাৱক। তদ্বাৰা সৰ্বাপেক্ষা শ্ৰেষ্ঠ ফল পাশ্চাতী শাস্তি লাভ হব বলিবা তাহাৰ নাম পৰম ধৰ্ম বা কৰ্মেৰ নিৰুত্তি।

শুক্লাদি দ্বিবিধ কৰ্মেৰ সংস্কাৰ কৰণবৰ্গেব পবিশুদ্ধকাৰক, আৰ অন্তৰ্ভাৱক কৰ্মেৰ সংস্কাৰ চিত্তেন্দ্ৰিয়েৰ নিৰুত্তিকাৰক। মুখত্ৰ যোগিপণেব কৰ্মই অন্তৰ্ভাৱক। যোগ দুই প্ৰকাৰ—সস্ত্ৰজ্ঞাত ও অসস্ত্ৰজ্ঞাত। সাধাৰণতঃ চিত্ত দ্বিষ্ট, মুহু ও বিদ্বিষ্ট-ভূমিক। কিন্তু যদি প্ৰতিনিবৃত্ত ('এব্যাসনদোহধ পথি ব্ৰহ্মন বা') এক বিষয়েৰ স্মৰণ অভিাস কৰা যায়, তবে চিত্তেব যে একবিষয়প্ৰবণতা-স্বভাব হয়, তাহাকে একাগ্ৰভূমিকা বলে। বিদ্বিষ্টাদি ভূমিকাতে অজ্ঞান বা লাস্যংকাৰ কৰিয়া যে তত্ত্বজ্ঞান হয়, তাহা চিত্তেৰ বিশেষস্বভাবহেতু সৰ্বকালস্থায়ী হইতে পাৰে না। যখন জ্ঞান উদ্ভিত থাকে তখন জীব জ্ঞানীৰ জ্ঞান আচরণ কৰে, পৰে অজ্ঞানীৰ জ্ঞান আচরণ কৰে। কিন্তু একাগ্ৰভূমিকায় যে তত্ত্বজ্ঞান হয়, তাহা চিত্তে সৰ্বকালস্থায়ী হয়, কাৰণ, তখন চিত্তেব এইক্লপ স্বভাব হয় যে, তাহা বাহা ধৰিবে তাহাতেই অহবহঃ অঙ্গদণ থাকিতে পাবিবে। এইক্লপ ঐব-স্বতি-যুক্ত চিত্তেব তত্ত্বজ্ঞানেব নাম সস্ত্ৰজ্ঞাত যোগ। তাহাই ক্লেমযূলক কৰ্ম-সংস্কাৰ-নাশকাৰী প্ৰজ্ঞা বা 'জ্ঞান' ('জ্ঞানায়িঃ সৰ্ববৰ্গাণি ভগ্নয়াৎ যুক্ততে তথা')। কিৰূপে সেই জ্ঞান অনাদি-কৰ্ম-সংস্কাৰ নাশ কৰে তাহা বলা যাইতেছে। মনে কৰ, তোমাৰ ক্ৰোধেব সংস্কাৰ আছে, সাধাৰণ অবস্থায় তুমি ক্ৰোধ হেৰ বলিবা হুঁলেও, সেই সংস্কাৰবৰ্ণে সময়ে সময়ে ক্ৰোধেব উদয় হয়; কিন্তু একাগ্ৰভূমিকায় যদি তুমি ক্ৰোধ হেৰ 'জ্ঞান' কৰিয়া অক্ৰোধভাবে উপাদেব 'জ্ঞান' কৰ, তবে তাহা তোমাৰ চিত্তে নিবৃত্তই থাকিবে, অথবা ক্ৰোধেৰ হেতু হইলে তাহা তৎক্ষণাৎ স্ববশাক্ত হইবা ক্ৰোধকে আনিতে দিবে না। অতএব ক্ৰোধ যদি কখনও না উঠিতে পাৰে, তবে বলিতে হইবে, সেই প্ৰজ্ঞাৰ বা 'জ্ঞানেব' দ্বাৰা ক্ৰোধ-সংস্কাৰেব ক্ষয় হইল। এইক্লপে সমস্ত দুষ্ট ও অনিষ্ট কৰ্ম-সংস্কাৰ সস্ত্ৰজ্ঞাত যোগেৰ দ্বাৰা নষ্ট হয়। সমস্ত প্ৰকাৰেব সস্ত্ৰজ্ঞাত সংস্কাৰও বিবেকখ্যাতিব দ্বাৰা নষ্ট হইলে নিবোধ সমাধি যখন প্ৰতিনিবৃত্ত চিত্তে উদ্ভিত থাকে, তাহাকে নিবোধভূমিকা বা অসস্ত্ৰজ্ঞাত যোগ বলে। তদ্বাৰা চিত্ত প্ৰলীন হইলে তাহাকে কৈবল্যমুক্তি বলা যায়।

চিত্ত যখন পৰ্যবৰ্যোগেৰ দ্বাৰা সম্যক্ নিৰুদ্ধ বা প্ৰত্যাহীন হয়, তখন তাহাকে নিবোধ সমাধি বলে। একবাৰ নিবোধ হইলেই যে তাহা সৰ্বকালেব জ্ঞাত থাকিবে, তাহা নহে। নিবোধেৰও সংস্কাৰ প্ৰচিহ্ন হইয়া পৰে সদাস্থায়ী বা নিবোধভূমিকা হয়। সস্ত্ৰজ্ঞাত-সিদ্ধগণ যদি একবাৰ নিবোধেৰ দ্বাৰা

প্রবৃত্ত আত্মব্রত উপলব্ধি কবিত্তে পাবেন তবে তাঁহাদিগকে জীবন্ত বলা যায়। “যস্মিন্ কালে স্বমাস্থানং যোগী জানাতি কেবলম্। তস্মাৎ কালং সমাবভ্য জীবন্তুক্তো ভবত্যসৌ।” পবে নিবোধ-ভূমিকা আশ্রিত হইয়া তাঁহাদের বিশেষ-কৈবল্য হয়। স্বধন চিন্তানিবোধ সম্যক্ আশ্রিত হয়, তখন সঙ্কিত কর্মবাসনার দ্বায় ক্রিয়মান কর্মের সংস্কারও আব ফলবান্ হইতে পাবে না। যেমন চক্র ঘূরাইয়া দিলে তাহা কতকক্ষণ নিজবেগে ঘূবে, সেইরূপ যে কর্মের ফল আবদ্ধ হইয়াছে, তাহাও ক্রমশঃ ক্রিয়মান হইয়া শেষ হয়। ইহাকে ‘ভোগের দ্বাৰা কর্মক্ষয়’ বলে। একাগ্রভূমিক ও নিবোধান্তরকারী যোগী-দেবই এইরূপ হয়, সাধারণ মানবের হয় না।

একাগ্রভূমিক চিত্ত হইলেই তবে সম্প্রজ্ঞাত যোগ হয় নচেৎ হয় না। একাগ্রভূমিতে তত্ত্বজ্ঞানসকল সর্বদা উদ্ভিত থাকে। তাদৃশ যোগীর কখনও আত্মবিশুদ্ধিকরণ অজ্ঞান হয় না স্তব্ধা নিদ্রারূপ মহতী আত্মবিশুদ্ধিত উপবে তাঁহা থাকেন। স্বপ্নও আত্মবিশুদ্ধিত অবশ চিত্তা, তাহাও তাঁহাদের হয় না। দেহদ্বাষণ কবিলে কতর সময় শবীষের বিশ্রাম চাই। একাগ্রভূমিক যোগীও একতান আত্মবিশুদ্ধিকরণ স্বপ্ন (যে বিষয়ের সংস্কার প্রবল তাহাই স্বপ্ন হয়) দ্বিবা বাখিা দেহকে বিশ্রাম দেন (বুদ্ধদের ঐরূপ ভাবে ঘটনাখানেক থাকিতেন বলিয়া কথিত হয়) এবং ইচ্ছা কবিলে বিনিদ্র হইয়া অনেক দিন নিবোধ সমাধিতেও থাকিতে পাবেন।

এই কথটি সাধারণতঃ নিয়মের দ্বাৰা কর্মতত্ত্ব উদ্ভিত হইল। স্থানাভাবে বিদ্বত বিচাৰ ও প্রমাণাদি উদ্ধৃত হইল না। কেবল কর্মের দ্বাৰা ক্রমে মানবের জীবনের ঘটনাসকল ঘটে, তাহা এই নিয়ম প্রয়োগ কবিা সাধারণভাবে বুঝিতে পাৰা যাইবে। বিশেষ জ্ঞানের অল্প যোগজ প্রজ্ঞা আবশ্যক।

## ১০। স্বাভাবিক ও নৈমিত্তিক কর্মফল

৫৮। জীব কেন, কর্ম কবে ও ক্রমে তাহা বলীভূত হয় তাহা একটু বিদ্বতভাবে বলা আবশ্যক।

কর্মের ফল বিবিধ—স্বাভাবিক ও নৈমিত্তিক। কবণ-কার্যই কর্ম, তাহাব ফলে জাতি, আয় ও ভোগ হয়। সেই কবণ-কার্য প্রাপ্তি কবে কেন এবং তাহা হয় কেন ?—উহা কবে এবং হয় আধ্যাত্মিক কাৰণে ও বাহ্য কাৰণে। হিতাহিত বিবেচনাপূর্বক এবং স্বগত (কবণগত) সংস্কার হইতে প্রবর্তন-নিবর্তন ও দেহদ্বাষণরূপ কর্মই স্বাভাবিক কর্ম এবং তাহাব ফল স্বাভাবিক কর্মফল। আব, অজ্ঞান-প্রতিকূল বাহ্য ঘটনা এবং পাবিপাশ্বিক অবস্থা হইতে প্রাপ্তি যে কর্ম হয় এবং তাহাব পবিণামে দুঃখ-দুঃখাদি যে ফল হয় তাহাকে আমবা বাহ্য নিমিত্তের ফল মনে কবি বলিয়া উহা বা নৈমিত্তিক কর্মফল। প্রায় সমস্ত কর্মের ফলেই স্বাভাবিক ও নৈমিত্তিক কাৰণ থাকে।

উপবাস্ত নিয়ম উদ্ধাহব দিয়া বুঝান যাইতেছে। যেমন একজনের ক্রোধ হইল, পূর্বসংস্কার হইতে মনেব ভিতব ক্রুদ্ধতা উদ্ভিত হওয়া স্বাভাবিক কর্মফল। তাহাতে সে অপবেব অনিষ্ট কবিল ইহাও স্বাভাবিক কর্মফল, কিন্তু সে অনিষ্ট কবাব ফলে অপবে যে তাহাকে গালি দিল, মাবিল, তাহা নৈমিত্তিক ফল। নৈমিত্তিক ফল বাহ্য হইতে হয় বলিয়া তাহা কর্মের সাধাৎ-ফল নহে এবং উহা অনিয়মিত। সামাজিক নিয়ম হইতেও ঐরূপ নৈমিত্তিক ফল হয়। সামাজিক নিয়ম নানা দেশে ও

নানা কালে নানা প্রকাৰ, যেমন, চুবি কবিলে কাবাগাব, হস্ত-ছেদন প্রভৃতি বিভিন্নরূপ শান্তিৰ বিধান দেখা যায়, সুতৰাং ঐকৰ্ম কৰ্মফল অনিৰূপিত, উহা কৰ্মেৰ স্বাভাবিক ফল নহে। ক্ৰোধবশে এক ব্যক্তিৰ অনিষ্ট কবিলে সে লাঠিও মাৰিতে পাবে, গালিও দিতে পাবে, অস্ত্রঘাৰা হনন কৰিতেও পাবে, ক্ষমাও কৰিতে পাবে। অতএব ইহা স্বগত কৰ্মসংস্কাৰেৰ স্বাভাবিক ফল নহে, কিন্তু বাহ্যসম্ভব অনিৰূপিত ফল। কৰ্মবাদের প্ৰধানতঃ স্বাভাবিক ফলই বিচাৰ্হ। সেই স্বাভাবিক ফলেৰ মূল কৰ্মসংস্কাৰ বা অদৃষ্ট এবং শবীৰেন্দ্ৰিয়েৰ দৃষ্ট ক্ৰিয়া। সংস্কাৰ হইতে যে প্ৰত্যয় উঠে তাহা দেখা যায়। আৰ, সেই প্ৰত্যয় সুখকৰ, দুঃখকৰ বা সুখ-দুঃখেৰ গৌণহেতু, হইয়া থাকে, তাহাও দেখা যায়। দৃষ্টকৰ্মও সেইরূপ তৎকৰণাং ফল দেয় অথবা সংস্কাৰভূত হইবা পৰে ঐকৰ্ম ফল দেব। স্বগত সংস্কাৰ ও দেহেন্দ্ৰিয়াদিৰ ক্ৰিয়া স্বতঃ অথবা বাহ্যকাৰণে উৎপন্ন ও উদ্ভিক্ত হয়। তাহাতে প্ৰাণীৰ জাতি, আয়ু ও সুখ-দুঃখ সংঘটিত হয়। বাহ্যকাৰণে শবীৰেন্দ্ৰিয়েৰ ক্ৰিয়া উৎপন্ন ও উদ্ভিক্ত হওবা অনিৰূপ, তাহাব উপব প্ৰাণীৰ কৰ্ত্তব্য না থাকিতে পাবে, যেমন বাটিকা, ভূমিকম্প, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি। বাটিকা বা বায়ুৰ প্ৰাবল্য হইতে আধাত্মিকৰূপ শাবীৰিক কৰ্ম উদ্ভিত হইবা আমাদিগকে দুঃখ প্ৰদান কৰে।

কথিত হয় কাল, স্বভাব, নিৰ্যতি, যদুচ্ছা ও (আলৌকিকদেব) সঙ্গতি এই সকল হটতেই সব ঘটে। ইহাতে কতক সত্য আছে। তন্মধ্যে কাল অৰ্থে পৰিণামেৰ সংখ্যা, উহা প্ৰকৃত কাৰণ নহে, যেহেতু পৰিণামরূপ কৰ্ম কিসে হয় তাহাই বিচাৰ্হ। স্বভাব হইতে যে কৰ্ম হয় (‘বাহ্যৰ ফল ‘স্বাভাবিক’) তাহা খুব সত্য। বিশ্বকাৰণেৰ অন্ততম মূল স্বভাব বজ্জ বা ক্ৰিয়াশীলতা, প্ৰাণিগত সেই ক্ৰিয়াৰ বিশ্লেষণ কৰিবা দেখানই কৰ্মতত্ত্ব। নিৰ্যতি অৰ্থে অন্তৰ্গত যে সকল হেতুৰ বশীভূত হইবা আমাদিগকে কৰ্ম কৰিতে হয় তাহা, অৰ্থাৎ প্ৰবল সংস্কাৰ। যদুচ্ছা অৰ্থে কৰ্ম কৰাৰ অথবা কৰ্ম হওবাৰ কতকগুলি বাহ্য হেতুৰ স্ব স্ব মাৰ্গে সমাবেশ (chance বা fortuitous assemblage of causes)। সঙ্গতি অৰ্থেও তাহাই। ইহাৰ মধ্যে স্বভাব ও নিৰ্যতি ছাড়া যদুচ্ছা বা সঙ্গতিৰূপ আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক (বাহ্য) নিৰ্মিত হটতে শবীৰেন্দ্ৰিয়ে যে কৰ্ম হইবা থাকে তাহাৰ যে ফল তাহা নৈমিত্তিক কৰ্মফল। নিৰ্যতি ও সঙ্গতি কৰ্মতত্ত্বেৰ ‘অদৃষ্ট’ জাতীয় কাৰণেৰ অন্তৰ্গত (যেহেতু উহাৰা ‘দৃষ্ট’ কৰ্মেৰ স্বাৰা সংঘটিত হয় না)।

৫২। কাৰণ-কাৰ্হ-নিৰ্মমে শবীৰেৰ কৰ্ম হইতে যে জাতি, আয়ু ও ভোগ ঘটে, তাহা বাস্তব ও স্থম্পষ্ট কৰ্মফল। আৰ, বাহ্যকাৰণ হইতে শবীৰেন্দ্ৰিয়েৰ ক্ৰিয়া হইবা যে সেই ক্ৰিয়াৰ ফল হয় তাহাও স্থম্পষ্ট প্ৰমিত সত্য। কোন কোন ক্ষেত্ৰে বাহ্যকাৰণ আমাদেৰ কৰ্মরূপ নিৰ্মিতে আমাদেৰ দেহেন্দ্ৰিয়েৰ উপব ক্ৰিয়া কৰিবা ফল দেয়, তাহাও সত্য নিৰ্মম। কিন্তু সমস্ত বাহ্য ঘটনা যে আমাদেৰ কৰ্মরূপ নিৰ্মিত হইতে সংঘটিত হইবা আমাদিগকে ফল দেয় এবং ফল দিবাৰ ভজ্জই যে তাহাৰা সংঘটিত হয় তাহা কৰ্মবাদের অপব্যবহাৰ। ইহাৰ কোন দাৰ্শনিক ভিত্তি নাই। কৰ্মবাদ বুঝিতে এই মত গ্ৰহণেৰ আবশ্যকতা নাই।

কৰ্মেৰ ‘ফল’ কথাটা গভীৰভাবে না বুঝিলে ভুল হয়। গাছেৰ ফল যেমন স্বগত শক্তি হইতে হয়, সেইরূপ অদৃষ্ট বা পত্তিকৰূপ সংস্কাৰ হইতে বাহা ঘটে তাহাই কৰ্মতত্ত্বেৰ বিপাক নামক পৰিভাষিত ফল। ‘ফল’ অৰ্থে (১) হেতু বা নিৰ্মিত হয়, এবং (২) স্বগত পত্তি হইতে কিছুৰ বিকাশ এইরূপ অৰ্থও হয়, যেমন বৃক্ষেৰ ফল, অদৃষ্ট সংস্কাৰেৰ জাতি, আয়ু ও ভোগ ফল।

একটি আমগাছেৰ গোড়ায় জল দিলে তাহাৰ ‘ফলে’ আম ‘ফলে’। গোড়ায় জল দেওয়ারপ

হেতুতে (প্রথম 'কল' শব্দের অর্থ) আমিগাছেব স্বগত শক্তিতে আর ফলীভূত হয়। এই শব্দোক্ত 'ফলা'ই কর্মের ফলীভাব।

৬০। কর্মের নৈমিত্তিক ফল কেন অনিবন্ধিত তাহা বিশ্লেষ কবিবা দেখান বাইতেছে। সুখ-দুঃখাদি ফল ভোগ করে 'আমি', এই 'আমি'র এক অংশ দেহাঙ্গবোধমূলক শবীব, অন্ত্র অংশ আত্যন্তবিক অন্তঃকরণ। 'আমি বোণা, মোটা' এইরূপও বলিয়া থাকি, আবার, 'আমি বাগ-দেব-যুক্ত, শান্ত-অশান্ত' এইরূপও বোধ করি এবং বলি।

শবীব নির্মাণ করে যথাযোগ্য সংস্কারযুক্ত অন্তঃকরণ, কিন্তু তাহাব উপাদান বাহ্যবস্ত পঞ্চভূত। এই কাবণে অধিষ্ঠাতা মন যেমন শবীবের উপর কর্তৃত্ব কবিবা তাহাকে কথঞ্চিৎ পবিবর্তিত কবিতে পাবে, তেমনই শবীব ভূতনির্মিত বলিবা বাহ্য ভৌতিক পদার্থসকলও উহাব উপর জিয়া কবিবা পবিণত কবিতে সমর্থ, এবং দেহাঙ্গবোধের ফলে এই বাহ্যোদ্ভূত জিয়াও মেহেব অধিষ্ঠাতা অন্তঃকরণকে তদনুযায়ী সক্রিয় কবিবে। সংস্কারগত আচরণের বা চরিত্রের দ্বারা ইহা সম্পূর্ণ নিবন্ধিত নহে বলিবা কর্মের এই নৈমিত্তিক ফলকে অনিবন্ধিত বলা হয়।

এখানে 'অনিবন্ধিত' অর্থে কর্মসংস্কারের দ্বিক্ হইতেই অনিবন্ধিত, অর্থাৎ ইহা স্বগত সংস্কারের সম্যক্ অভিব্যক্তিকণ ফল নহে, কিন্তু যে বাহ্য জিয়া হইতে উহা ঘটে তাহা স্বাধায কাবণ-কার্য নিয়মেই ঘটনা থাকে। জলে নাটী ধুইবা বাওয়াতে পাহাডের একটা পাথর আলগা হইবা থলিবা পড়িল, ইহা স্বাধায নিয়মে ও কাবণেই ঘটিল। কিন্তু একজন ঠিক ঐ সময়ে ঐ পাথরের নীচে বাওয়া সে চাপা পড়িল, এই কল-ভোগ কর্ম-সংস্কারের দ্বিক্ হইতেই অনিবন্ধিত। ঐ আঘাতের ফলে হয়ত তাহাকে আজীবন এযাগত থাকিতে হইতে পাবে এবং ক্রমশঃ চরিত্রেরও পবিবর্তন ঘটতে পাবে। দীর্ঘকালস্থায়ী ছবাবোগ্য ব্যাধিতেও এইরূপ হওয়া সম্ভব। এইরূপ বাহ্য কাবণে যে ফল হয় তাহা অনিবন্ধিত।

যোগাধিদ্ধানিত ভোগও ঐ কাবণে অনেক পবিমাণে অনিবন্ধিত। স্বাঘোর নিয়ম পালন না-কবাতে শবীব বাহা ঘটে তাহা কর্মের স্বাভাবিক ফল, কিন্তু এমন অনেক বোগ আছে বাহা লাক্ষ্যভাবে নিজের আশ্রয়েব বহিষ্ঠূত বাহ্য কাবণে ঘটে। ধর্মিষ্ঠ লোকের শবীবেরও এইরূপে নানাপ্রকাব ব্যাধির সৃষ্টি হইতে পাবে। শবীবমাজ্জই জবাব্যাধিপ্রবণ এবং শবীবসাবণ অস্থিতা-ক্লেশের ফল, অহিংসা-সত্যাদি পালন কবিলেও কোনও শবীবী উহা হইতে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পাইবেন না, তবে লাম্বিক মনোবলযুক্ত ধর্মিষ্ঠ ব্যক্তি সাধাযশের দ্বাষ বিচলিত হইবেন না।

বাহ্য কাবণ হইতে উপক্রমত না হওয়াব জন্য বিচাযপূর্বক যে চেষ্টা তাহাও সতর্কতারূপ একপ্রকাব কর্ম, সেই কর্মে বাহ্য নৈমিত্তিক ফল কতকটা নিবন্ধিত হইতে পাবে। আমবা সর্বদাই অল্পবিত্ত্য তাহা কবিবা থাকি।

৬১। প্রথমক্রমে এখানে কর্মের ফলভাগ ও ফলদান-সম্বন্ধে কিছু বলা বাইতেছে। পূর্বেই বুঝান হইবাছে যে, দুই বকর কাবণে কর্ম ফলীভূত হইতে পাবে—বাহ্য ও অন্তঃকরণ। কেহ অর্ধোগার্জনরূপ কর্মের ফলে বহুলোকেব উপর প্রভুত্ব কবিতে পাবে অথবা ভোগের জন্য পণ্য ক্রয় আদি কবিতে পাবে। এইরূপ যে বাহ্যফল তাহাই ত্যাগ কবা অথবা দান কবা সম্ভব, অর্থাৎ লোকেব নিকট হইতে সেবা, পণ্য ইত্যাদি না লইবাও অর্থ দেওয়া বাইতে পাবে। কিন্তু কর্মের যে আন্তর ফল, যেমন নিঃস্বার্থ অর্থদানের ফলে প্রভুত্ব কবা ও ভোগের লিম্বার ক্ষম, চিত্তের উদারতা,



বিস্তৃতি ইত্যাদি, তাহাব ত্যাগ বা দান সম্ভব নহে। বেশী দানের ফলে উহা বৃদ্ধি পাইতেই থাকিবে। পাগকর্মের ফল যে ত্যাগ বা দান করা যায় না তাহা সকলেই বুঝে, কিন্তু অনেকে মনে কবে পুণ্য কর্মের ফলটা অল্পগ্রহ কবিয়া অত্রকে মিলেই হইল, কিন্তু ইহা কেবল পুণ্যের বাহ্য ফল সম্বন্ধেই সম্ভব। পাণেরও বাহ্য ফল (সামাজিক ও বাস্তবিক শাসন আদি) হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া বা তাহা ফাঁকি দেওয়া সম্ভব, ইহাও অনিষ্মিত।

সমুদ্রে তুফান ভবৎ কাহাবও কর্মের ফলে হয় না, কিন্তু সমুদ্রপৃথের যাজী হওয়া বা না-হওয়া যেমন নিজেব কর্ম, তেমনি বাহ্য-কাবপোভূত নৈমিত্তিক ফল কাহাবও কর্মের দ্বারা নিষ্মিত না হইলেও দেহদাবণ কবিয়া ঐক্লপ 'অনিষ্মত' জগতে আসা বা না-আসা আমাদের স্বকীয় কর্মের উপর নির্ভব কবে। এই দৃষ্টিতে বলা হইতে পারে যে, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক অর্থাৎ বাহ্য ও আন্তর সব ভোগই সাক্ষাৎ ভাবে অথবা গোপভাবে নিজেবই কর্মের ফল এবং তাহা হইতে চিব-নিষ্কৃতিলাভও স্বকর্মেরই ফল, অতি-প্রবল পুণ্যকাবপূর্বক আধ্যাত্মিক সাধনই সেই কর্ম।

### ১১। কর্মফলে নিষ্ময়ের প্রয়োগ

৬২। প্রাচুর্য নিষ্মকলেব প্রয়োগের বিষয়ে আবও অনেক জ্ঞাতব্য আছে। সাধাবপতঃ অনেকে মনে কবেন যে, 'যেমন কর্ম ঠিক সেইরূপ ফল হয়' অর্থাৎ প্রাণনাশ, চূবি আদি কবিলে কর্মকর্তাব প্রাণনাশ, ত্রবচূবি ইত্যাদি ফল ঘটে। তাহা কর্মের স্বাভাবিক নিষ্মযেব ফল নহে। ধর্ম ও অধর্ম-কর্মের প্রত্যেকটিব আচরণ ও ফল-সম্বন্ধে বিচাব কবিতা দেখিলে ইহা বোধগম্য হইবে। অহিংসা, সত্য, অস্তেব, ব্রহ্মচর্য, অপবিগ্রহ, সৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বব-প্রণিধান, দয়া ও দান এই দ্বাদশ প্রকাব কর্ম ধর্মকর্ম। উহাদের বিপবীত কর্ম অধর্মকর্ম, তাহাবা স্বা—হিংসা, মিথ্যা, চৌর্য, অব্রহ্মচর্য, পবিগ্রহ, অশুচিতা, অসন্তোষ, অভগত্যা, অস্বাধ্যায়, অনীশ্ববগুণেব ভাবনা, নির্দয়তা ও কার্পণ্য। এখন প্রত্যেকটিব আচরণ ও ফল কি তাহা দেখা বাউক। প্রথমতঃ অহিংসা ও হিংসা। অহিংসা অর্থে কোন প্রাণিকে পীড়া না দেওয়া। পরকে পীড়া না দেওয়া কোন কর্ম নহে কিন্তু কর্মবিশেষ না কবা। ঐক্লপ না কবাব মূলে যে ভাব থাকে তদ্বাবাই ফল হয়। অহিংসাব মূলে কি থাকে? থাকে অক্রোধ, অলোভ ও অমোহ অর্থাৎ মৈত্রী, সমবেদন, আত্মসংযম প্রভৃতি উন্নতজ্ঞানেব কার্য, তাহাদের ফলই অহিংসাব ফল। মৈত্র্যাদিব আচরণে অহিংসকেব ভিতব ঐ ঐ সঙ্গুণের সংস্কাব হইবে ও তাহাতে পবেব মৈত্র্যাদি তাহাব প্রতি উদ্ভূত হইবা সে শুভফল পাইবে।

৬৩। নিহত, হিংসিত, অপকৃত আদি হওয়াব জন্য ঠিক অস্বক্লপ পূর্ব কর্মই যে একমাত্র কাবণ তাহা নহে। কশোত ত্রেনেব দ্বাবা নিহত হয়, সেখানে কশোত যে পূর্বজন্মে হনন কবিবাছে ঐক্লপ নহে, তাহাব দুর্লভতা ও আত্মবক্ষাব অসামর্থ্যই উহাব প্রধান কাবণ। কাহারও বাতী ডাকাতি হইলে সে যে পূর্বজন্মে ডাকাতি কবিবাছে ঐক্লপ নহে, সেখানে অর্থসংরক্ষ, আত্মবক্ষাব অসামর্থ্য প্রভৃতিই কাবণ। চূবিও অনেক ক্ষেত্রে অসাবধানতা হইতে ঘটে, পূর্বচূবিব ফলে নহে। অনেক 'ভালমাহু' লোক বাহাবা নিজেব পক্ষ ভাল কবিয়া সমর্থন কবিতে পারে না, তাহাবা অনেকস্থলে অন্তেব দ্বাবা অপমানিত ও অসংকৃত হইবা কষ্ট পায়। উক্ত অসামর্থ্যই তাহাব প্রধান কারণ। বুদ্ধদেব বলিযাছেন, "লজ্জাহীন, কাকশূর (ডানপিটে), ধংসী (পরগুণধংসী),

প্ৰকৃতি (দুৰ্ভৱ) ও প্ৰপঞ্চ ব্যক্তিত্বা স্বৰ্গে থাকে, আব হীমুক্ত, অনাসক্ত, জ্ঞানী ব্যক্তিত্বা দুৰ্গে থাকেন" (ধৰ্মপদ ১৮।১০-১১)। এখানে শঙ্কা হইতে পাবে, পাণীবা স্বৰ্গে থাকে আব পুণ্যকাৰীবা দুৰ্গে থাকে কেন? ইহা বুঝিতে হইলে অনেক কথা বুঝিতে হইবে। ধৰ্ম বলিলে ভৎসহ জ্ঞান, ঐশ্বৰ্য এবং বৈবাগ্যও বুঝা। অৰ্থৰ বলিলে সেইৰূপ অজ্ঞান, অনৈশ্বৰ্য ও অবৈবাগ্য বুঝা। ধৰ্ম=অহিংসাদি বাবাটি। জ্ঞান=সত্য বিষয়েব ও সত্য নিষয়েব জ্ঞান। ঐশ্বৰ্য=বাহাতে ইচ্ছাব সিদ্ধি ঘটে এইৰূপ উপযুক্ত শক্তি। বৈবাগ্য=অনাসক্তি। এই সমস্ত হইতে যে স্বৰ্গ হয় তাহা সহজবোধ্য। কিন্তু সমস্ত ব্যক্তিতে উহাব সমস্ত থাকে না। চোবেব শাৰীৰিক বলৰূপ ঐশ্বৰ্য ও চৌৰ্য-বিষয়েব সম্যক জ্ঞান থাকে। গৃহস্থেব দুৰ্বলতাকৰূপ অনৈশ্বৰ্য ও অসাবধানতাকৰূপ অজ্ঞান থাকে, তাই চোব গৃহস্থকে পৰাহৃত্ত কৰিতে পাবে। মনে হিংসা আছে, তাহা যে তাড়াহিবাব চেষ্টা কৰিতেছে সে সেই হিংসাব ফলভোগ কৰিবে, হিংসা কৰ হইয়া গেলে তবে সে স্বৰ্গ হইবে।

ধৰ্মচাৰী ও ধৰ্মস্থ পৃথক্ অবস্থা। যে ধন উপাৰ্জন কৰিতেছে সে, এবং ধনী যেমন ভিন্নাবস্থা—প্ৰথম ধনজনিত স্বৰ্গে স্থায়ী নহে কিন্তু শেষ যেমন স্থায়ী, ভক্তৰূপ। জ্ঞান-ঐশ্বৰ্য্যদি সৰ্বতোমুখী হইতে পাবে। কিন্তু সকলেব সৰ্বদিকে উহাবা উৎকৃষ্টৰূপে থাকে না। বাহাব যেদিকে থাকে সেদিকেই সে ফললাভ কৰে। কাহাবও মানস বল আছে শাৰীৰ বল নাই, কাহাবও একদিকে কোন গুণেব ও প্ৰতিব উৎকৰ্ষ আছে অন্যদিকে নাই। এইজন্য সকলে সৰ্বদিকে স্থায়ী হয় না।

৬৪। উপবে বলা হইবাছে যে, কৰ্মেব নৈমিত্তিক বা বাহ ফলে ধৰ্মচাৰীবা অনেক ফলে স্থায়ী হয় এবং কোন কোন অধ্যাত্মিক দ্ব্যত স্থায়ী হয়, তথাপি 'ধৰ্মেব জয়' এই প্ৰবাদ প্ৰসিদ্ধ আছে, এম্বলে তাহা পৰীক্ষণ। 'ধৰ্মেব জয়' অৰ্থে আধ্যাত্মিক জয় অৰ্থাৎ দুঃখমুক্ত অৰ্থৰূপে বা অবিচাৰে জয়, কিন্তু বাহ অনেক বিষয়ে (স্থূলদৃষ্টিতে) পৰাজয়। ধৰ্মচাৰীব পক্ষে শত্ৰুহনন কৰিবা বাহ্মিক জয় সম্ভব নহে। তিনি পৈতৃক বাহ্ম লাভ কৰিলেও অন্তেবা তাহা অধিকাৰ কৰিতে পাবে, কিন্তু ধৰ্মিষ্ঠ তাহাতে অবিচলিতই থাকিবেন, কাৰণ, ঐশ্বৰ্যলাভ কৰা বা অন্তেব উপব প্ৰভুত্ব কৰা তাহাব আদৰ্শেব প্ৰতিকূল, ঐশ্বৰ্য-ভ্যাগই তাহাব অতীষ্ট। অতএব সাধাবণেব দৃষ্টিতে ঐ বিষয়ে তাহাব পৰাজয় বলিবা মনে হইলেও তিনি বস্তুতঃ অজ্ঞেবই থাকিবেন, কাৰণ, জয় অৰ্থে কাহাবও অতীষ্টেব উপব প্ৰভুত্ব কৰা, এক্ষেত্ৰে তাহা ঘটিতেছে না।

যথায়োগ্য জ্ঞান, প্ৰক্তি, কৰ্তব্যনিষ্ঠা, নিৰ্ভয়তা ইত্যাদি ধৰ্মেব সহিত ভোগলিপ্সা, বশোলিপ্সা, ক্ষুদ্ৰ অথবা ব্যাপক স্বার্থপৰতা (যেমন স্বজাতিব জন্ত অথবা স্বদেশেব জন্ত) ইত্যাদি অধৰ্মেব মিশ্ৰণ থাকিলেই ব্যাবহাৰিক জগতে জয়লাভ হয় এবং জাগতিক ভোগস্বৰূপ ও সামৰিক ভাবে হইতে পাবে, যেমন পূৰ্বোক্ত কাকশূৰেব হয়। কিন্তু ক্ষুদ্ৰধৰ্মেব বাবা ঐকৰূপ জয় সম্ভব নহে, কিন্তু তাহাতে ত্ৰিবিধ দুঃখেব মূল কাৰণেব উপব জয়লাভ হয়, বাহাব ফল শাস্তিক দুঃখনিবৃত্তি এবং বাহা ধাৰ্মিক-অধ্যাত্মিক সকলেবই চৰম অতীষ্ট। অতএব ধৰ্মেবই স্বার্থ জয়।

(কৰ্মভঙ্গ-সম্বন্ধে বাহাবা বিশদৰূপে জানিতে চান তাহায়েব 'কাপিল মঠ' হইতে প্ৰকাশিত 'কৰ্মভঙ্গ' নামক গ্ৰন্থ প্ৰট্য)।

# কাল ও দিক্ বা অবকাশ

## সাংখ্যীয় দৃষ্টি

“স খল্ব্যং কালো বস্তুশ্চৈব বুদ্ধিনিৰ্মাণঃ পঞ্চজ্ঞানাহুপাতী লৌকিকানাং

ব্যুৎথিতদৰ্শনানাং বস্তুবৰূপ ইব অবভাসতে।”—যোগভাষ্য ৩।৫২।

“দিকালো আকাশাদিত্যঃ”—সাংখ্যসূত্র ২।১২।

১। কাল ও দিক্ বা অবকাশ এই দুই পদার্থের বিষয় বিশেষরূপে বিচার্য, কাব্য, এই দুই জইবা অনেক বাদ উঠিত হইয়াছে (যোগবর্জন ৩।৫২ টীকা দ্রষ্টব্য)। কাল ও অবকাশ কাহাকে বলা যায় ? যেখানে কোন বাহ্যবস্তু নাই সেই স্থানমাত্রের নাম অবকাশ—সকলকেই এইরূপে অবকাশের লক্ষণ কবিত্তে হয়। অস্ত্র কথাব, বাহা ব্যাপিবা কোন বাহ্যবস্তু (দ্রব্য ও ক্রিয়া) থাকে ও হয় তাহা অবকাশ। সেইরূপ, বাহা ব্যাপিবা কোন মানস ক্রিয়া হয় তাহা কাল। অবকাশের লক্ষণের মত কালের লক্ষণ কবিত্তে হইলে বলিত্তে হইবে—যে অবসরে কোন মানস ক্রিয়া বা মনোভাব নাই সেই অবসর মাত্রই কাল। বাহ্যবস্তু-সম্বন্ধে যে মনোভাব হয় তদ্বাবাই আমরা বাহ্যবস্তু জানি অর্থাৎ বাহ্যবস্তুব জ্ঞান মনেই হয়। সুতবাং বাহ্যবস্তু, অবকাশ ও কাল এই দুই পদার্থ ব্যাপিবা আছে মনে করি অর্থাৎ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও ঘোলা এই তিন পরিমাণেব সহিত কালাবস্থানকপ চতুর্থ পরিমাণও কল্পনা কবি।

কাল ও দিক্ শব্দ অস্ত্র অর্থেও ব্যবহৃত হয়। সংহাব-শক্তির নাম কাল, যথা—“কালোহস্মি লোকক্ষয়কৃত্বং”। জাগতিক ক্রিয়াসমূহ কালক্রমে প্রলয়েব দিকে চলিত্তেছে বলিবা সংহাবকে কাল, মহাকাল আদি বলা হয়। আবাব উদ্ভব-শক্তিকেও কাল বলা হয়। ‘কালে সব হয়’, এইরূপ বাক্যেব উহাই অর্থ। ঘড়িব কাঁটা নড়া বা সূর্য্যদিব গতিকেও লোকে কাল মনে করে। এই সব কাল ক্রিয়া ও শক্তিকপ ভাবপদার্থ, উহা নৃত্ত নহে।

দেশকেও তেমনি লোকে অবকাশ মনে করে। দ্রব্যেব অব্যবেব লক্ষকবিশেষ দেশ অর্থাৎ দ্রব্যেব ‘এখান-ওখান’ই দেশ। ইহাও ভাব পদার্থ, কারণ, দ্রব্য নইবাই ঐ দেশজ্ঞান হয়। দ্রব্যেব অব্যবেব শূন্য-পদার্থ নহে। লাইব্ নিট্ (Leibnitz) বলেন, “Space is the order of co-existences”। এইরূপ existent space=বিস্তৃত দ্রব্য, শুধু বিস্তাব মাত্র (দ্রব্য ছাড়া) নহে। কালকেও বলেন, “Time is the order of successions”।

মনে কব একজন এক অভ্যক্তাবয়ব স্তহাতে আছে। বাহ কোন ক্রিয়া লক্ষ্য কবার সম্ভাবনা তাহাব নাই। তাহাব কালজ্ঞান কিরূপে হয় ? চিত্তারূপ মানস ক্রিয়ার দ্বাবাই তাহা হয়। স্বপ্নেও এইরূপে একক্ষেণে বহু বস্তুবেব জ্ঞান হয়। মনে এতগুলি চিত্তা উঠিল এইরূপ চিত্তাব সংখ্যাব দ্বাবা কাল অহুত হয়। চিত্তাব সংখ্যা ছাড়া কাল আব কিছু নহে। Silberstein বলেন, “Our consciousness moves along time”।

মনোভাবের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও ঘৌল্য নাই [ "A monad (মন) has no dimensions, one monad does not occupy more or less space than another" ] হুতবাং মনসে বাহ্যৎ দৈর্ঘ্য বিস্তার নাই। অতএব মনসে কেবল কালিক বিস্তারই আছে সেইজন্য বলা হয় কালব্যাপী দ্রব্য মন, অথবা মনোভাব বাহ্য ব্যাপিণী হয় তাহা কাল।

দিক্ ও কালের লক্ষণে যে 'বাহ্য' ব্যাপিণী বলা হইল, সেই 'বাহ্য' কি? অবশ্যই বলিতে হইবে তাহা বাহ্যভাব (বাহ্য দ্রব্য ও ক্রিয়া) নহে এবং মনোভাবও নহে এইরূপ পদার্থ (পদসে অর্থ)। যদি তাহা বাহ্যভাব এবং মনোভাবও না হয় তবে কি হইবে? অবশ্যই বলিতে হইবে তাহা অভাবমাত্র বা শূন্য। অতএব দিক্ ও কাল আছে বলিলে বলা হইবে ঐ ঐ নামের অভাব বা শূন্য আছে। অভাব অর্থে 'বাহ্য নাই', অতএব ঐ কথার অর্থ হইবে 'বাহ্য নাই তাহা আছে'।

দিক্ বা অবকাশ অর্থে শুধু বাহ্য বিস্তার। কিন্তু 'শুধু বিস্তার' কোথায় আছে? বলিতে হইবে কোথাও না, কাবণ, সর্বস্থানেই শব্দ, স্পর্শ, রূপ, বস ও গন্ধগুণক (বস্তু বা আত্মসেব বাহ্যজ্ঞান হয়) জ্যেবৎ বাবা পূর্ণ। ঐ দ্রব্যশূন্য বিস্তার থাকিলে তবে 'শুধু বিস্তার' আছে বলিতে পারিতে। হুতবাং 'শুধু বিস্তার' নাই বা তাহা অভাব পদার্থ। কাল সম্বন্ধেও সেইরূপ। এমন অবসর যদি দেখাইতে পারিতে যখন তোমার কোন মনোভাব হয় না তবে তাহা 'শুধু অবসর' নামক কাল হইত। কিন্তু 'শুধু অবসর'কে জানিতে গেলে সেই জানাক্রম মনোভাব তখন হইবে, হুতবাং 'শুধু অবসর' পাইবে কোথায়?

এইরূপে 'শুধু বিস্তার'ও পাইবার সম্ভাবনা নাই। পবিত্র উহা করনা বা মানস ধারণা (imagery) করাবও সম্ভাবনা নাই। কাবণ, পূর্বাভূত কোন বাহ্যবস্ত্র ব্যতীত বাহ্য শ্রুতি হয় না, শ্রুতি না হইলে বাহ্য করনাও হয় না, কাবণ, করনা অর্থে উত্তোলিত ও সজ্জিত শ্রুতি মাত্র। তেমনি, মনোভাব নাই ইহা করনা কবিত্তে গেলে তখনও সেই করনাক্রম মনোভাব থাকিবে। অতএব মনোভাবহীন অবসর কিরূপে করনা কবিত্তে \*?

২। যদি বল কাল ও দিক্ একরূপ জ্ঞান, জ্ঞান থাকিলে জ্ঞেয় বস্তুও থাকিবে, অতএব দিক্ ও কাল বস্তু। ইহা কতক সত্য। কাল ও দিক্ জ্ঞান বটে, কিন্তু জ্ঞান হইলেই যে তাহা বা বাস্তব বিষয় থাকিবে এইরূপ কথা নাই। জ্ঞান অনেক বকস আছে। সব প্রকার জ্ঞানের বাস্তব বিষয় থাকে না। 'অভাব' এই কথা শুনিয়া এক প্রকার জ্ঞান হয়, কিন্তু অভাব-নামক কোন বস্তু কি

\* Physicistরাও এইরূপ কথা বলেন। তাঁহাদের ব্যবহার্য কাল অস্ত্র কিছু নহে, কেবল পৃথিবীর গতিমাত্র। "Time and space and many other quantities such as number, velocity, position, temperature etc. are not things"—Watson's Physics.

Einsteinও বলেন, "According to the general theory of relativity, the geometrical properties of space are not independent, but they are determined by matter. Thus we can draw conclusions about the geometrical structure of the universe only if we base our considerations on the state of the matter as being something that is known." "In the first place we entirely shun the vague word 'space', of which, we must honestly acknowledge, we cannot form the slightest conception, and we replace it by 'motion relative to a practically rigid body of reference'." অন্তর্যে— "Space without ether is unthinkable."—Relativity, Chap. 3 and 32 ইহারই ইহাদের space, অস্ত্র কিছু ('শূন্য') space নহে। Herbert Spencer বলিলে "Sequence of events" মাত্র বলেন।

আছে? সর্ব বস্তু অব্যবহীত অতীত। অতীত এই শব্দের প্রবণ-জ্ঞান বাস্তব, কিন্তু তাহাব যে অর্থ সম্বন্ধে একরূপ জ্ঞান হয় তাহাও বাস্তব এক মনোভাব। কিন্তু যেমন ঘটা, বাটা আদি বিষয় বাহ্যিক পাও বা ইচ্ছা, যেহেতু আদি বিষয় মনে পাও সেরূপ ‘অতীত’ নামক বিষয় কুজাপি পাইবে না। উহা বিকল্প জ্ঞানের উদাহরণ।

৩। দিক ও কাল এই দুই পদার্থও একরূপ ব্যাপী বিকল্পজ্ঞান মাত্র। সাধারণ বাহ্যিকব্যবহার সহিত বিস্তার-ধর্মের জ্ঞান সহজবোধ্য। বিস্তার-পদার্থকে বিস্তার নাম দিয়া বিস্তারিত হইয়া পাবে কল্পনার পৃথক্ কবিয়া বলি যেখানে বিস্তারমাত্র আছে ও বাহ্যিক নাই তাহাই ‘শূন্য বিস্তার’ বা অবকাশ। এইরূপে অসাধ্যকে সাধ্য মনে কবিয়া, অবিভাজ্যবীকে বিভাজ্য মনে কবিয়া, অকল্পনীয়কে কল্পনীয় মনে কবিয়া ব্যাক্যমাত্রের দ্বারা লক্ষণ কবি যে ‘যেখানে কিছু নাই তাহা অবকাশ’। সুতরাং উহা অবস্তবাতী বিকল্পন বা ঐ অবকাশ বিকল্পজ্ঞান। কালও ঐরূপ। মানস ক্রিয়াব অতীত বিকল্পন কবিয়া মনে কবি যাহা ক্রিয়াহীন অবসরমাত্র তাহাই কাল। ক্রিয়াবিমুক্ত অবসর অকল্পনীয় অসম্ভব পদার্থ। কোনও ক্রিয়া বা জ্ঞান হইতেছে না এইরূপ অবসর ধারণা কবা সম্ভব ও সাধ্য নহে। এইরূপে কাল ও দিক এই দুই পদার্থজ্ঞান শব্দজ্ঞানাত্মপাতী বস্তুশূন্য বিকল্পজ্ঞান হইল। (বিকল্পের বিষয় যোগদর্শন ১।২ দ্রষ্টব্য)।

৪। কাল এবং অবকাশ অতীত পদার্থ হইলেও অনেক স্থলে আমবা উহা ভাবান্তরকপে ব্যবহার কবি। ‘আমাকে একটু বসিবার অবকাশ কবিয়া দাও’ বলিলে ঐ স্থলে ‘অবকাশ’ এক চৌকি আদিকপ ভাব পদার্থ বুঝায়, সম্পূর্ণ অতীত পদার্থ বুঝায় না। ‘একটু অবসর পাইলে’-অর্থেও সেইরূপ বিশেষ কর্মের নিবৃত্তি বুঝায়, সর্বকর্মের নিবৃত্তি বুঝায় না। খালি চৌকি আদি ও ঘড়ির কাঁটা নভা আদি যেখানে অবকাশ ও কালের অর্থ কবা হয় সেখানে উহার ভাব পদার্থ। কাল ও অবকাশ এইরূপ স্বার্থক হয় বলিয়া উহাতে অনেক স্থলবুদ্ধি ব্যক্তির বুদ্ধি বিপর্যস্ত হয়। তাহাবা একবার ভাবার্থক ও একবার অতীতার্থক কাল ও অবকাশ ধরিয়া বিভ্রান্ত হয়।

৫। আমবা ভাবব্যবহারে এই কাল ও অবকাশ-রূপ বিকল্পজ্ঞান সর্বদাই ব্যবহার কবিয়া থাকি। বাস্তব ও অবাস্তব ক্রিয়াপদকে তিন কালের সহিত বোঝ কবিয়া ব্যবহার করি। কালকেও তিন কালে—আছে, ছিল ও থাকিবে এইরূপ ব্যবহার কবি। হানমাত্রও বা অবকাশও একস্থানে বা নবস্থানে আছে বলি। অধিকরণ-কালক এই অবকাশ ও কাল ধরিয়াই কল্পিত হয়। ‘আছে’ বলিলে কোথায় ও কোন্ কালে আছে তাহা বস্তুক হয়। ‘কোথায় ও কোন্ কালে’ এই দুই পদার্থ অতীত অবকাশ পদার্থের দ্বারা বাস্তবও হয় অবাস্তবও হয়। ‘এই দেশে আছে’ বলিলে যখন অতীত অবকাশ পদার্থের সহিত পূর্ণপবতা সম্বন্ধ বুঝায় তখন তাহা বাস্তবজ্ঞান—বিকল্প নহে। ‘এই কালে আছে বা ছিল বা থাকিবে’ বলিলেও সেইরূপ বাস্তব পদার্থের পূর্ণপবতা যদি বস্তুক হয় তবে সেই জ্ঞান বাস্তবজ্ঞান—বিকল্প নহে। যেখানে অবাস্তব অধিকরণ বা অধিকরণমাত্র বস্তুক হয় সেখানেই উহা বিকল্পজ্ঞান। সর্বত্রব্যবহী নিজেতে নিজে আছে কেহ কাহাবও আধার নহে \*। জল ও পান্যের

\* কাল এবং দিকও বাস্তব আধার নহে, বিকল্পিত আধারমাত্র। “Time and space are not containers, nor are they contents, they are variants.”—Dr. W. Carr’s Relativity. অর্থাৎ কাল ও দিক আধারও নহে, আশ্রয়ও নহে, তাহাবা জলের পৃথক্ অবস্থার মাত্র।

সংযোগবিশেষ থাকিলে তাহাকেই আধাব-আধেষসম্বন্ধ বলা যায়। শূন্যরূপ দেশাধাব ও কালাধাবই বিকল্পজ্ঞান। দ্রব্যের পৰিমাণের সহিত ঐ আধাবের পৰিমাণ সমান বলিয়া মনে করা হয়, হুতবাং দ্রব্য থাকিলে উহা নাই বা শূন্য। অর্থাৎ ক-পৰিমাণ দ্রব্য থাকিলে সেখানে যদি ক-পৰিমাণ অবকাশ আছে বল তবে দ্রব্য ছাড়া ক-পৰিমাণ শূন্য আছে বা ক-পৰিমাণ অস্ত কিছু নাই এইরূপ বলা হইবে।

৬। দ্রব্যের পৰিমাণের নাম অবকাশ বা space নহে, তাহা অবশ্যের সংখ্যা মাত্র। দ্রব্যের আকার অবকাশ বা অবসব নহে। আকার অর্থে যেখানে জায়গান দ্রব্য অথবা অস্ত্র দ্রব্য আছে, তাহার সহিত অবকাশের বা কালের সম্পর্ক নাই। আকারের উক্ত প্রথম লক্ষণ গুণের নিবেশ, দ্বিতীয় লক্ষণও তাহাই, কারণ, তাহা অস্ত্র দ্রব্যসম্বন্ধীয় কথা। যে বস্তুসম্বন্ধে তাহা বলা হইতেছে তাহাতে তাহা নাই বলা হইল এবং অস্ত্র দ্রব্যের ঐ স্থানে থাকার নিবেশ করা মাত্র হইল।\*

অবিকল্প-কালক কথিতা ভাবা ব্যবহার কবান্তে অনেক বিকল্প ব্যবহার কবিতে হয়। অতএব ভাবায়ুক্ত জ্ঞান/সবিকল্প জ্ঞান, হুতবাং তাহা মিথ্যামিশ্রিত জ্ঞান। যতদিন ভাবা চিন্তা ততদিন বিকল্প থাকিবেই, নির্বিকল্প জ্ঞান হইলে তবেই সত্যজ্ঞান হয়, তাহাকে স্বতন্ত্রতা প্রজ্ঞা বলে। তাহা কিরূপে হয় যোগশাস্ত্রে তাহা বিবৃত আছে (১৪৮)।

৭। এখানে জানের তত্ত্ব কিছু বলা আবশ্যিক, নচেৎ দিক ও কাল কিরূপ জ্ঞান তাহা বুঝা যাইবে না। আমবা চক্রকর্ণাধিব দাবা বাহু কণাধি বিবর জানি এবং আভ্যন্তর প্রত্যক্ষেন্নিয যে মন, তাহার দাবা মনোভাব যে আছে বা হইতেছে তাহা জানি। কেবলমাত্র এক একটি ইন্দ্রিয়ের দাবা যে

Minkowski বলেন, "Henceforward space in itself and time in itself as independent things must sink into mere shadows"। উক্ত বিজ্ঞানের উক্ত সিদ্ধান্তের খাতিরে এইরূপ নূতন কথিতা বলিতে হইলেও ইহা প্রাচীন দার্শনিক সিদ্ধান্ত। Zeno of Elea যে কয়েকটি paradox বা সমস্যা বলিয়াছেন তাহার মধ্যে একটি এই—যদি সমস্ত দ্রব্য অবকাশে থাকে এইরূপ বল, তবে অবকাশও অবকাশে থাকিবে, তাহাও অস্ত্র অবকাশে থাকিবে এইরূপ অবস্থা আসিবে। (If all that is, is in space, space must be in space and so on ad infinitum)। সাধারণতঃ শূন্যরূপ বিকল্পজ্ঞানের বিষয়কে সংমান করা অসম্ভবতঃ এই সমস্যা দাবা দেখান হইয়াছে।

\* অনুচ্ছেদটি এইরূপে ব্যাখ্যায়—

আকার অর্থে যেখানে ( = যে ক্ষেত্রে ) ( ক ) জায়গান দ্রব্য, অথবা ( খ ) অস্ত্র দ্রব্য আছে, তাহার ( = এই অর্থমুক্ত আকারের ) সহিত অবকাশের বা কালের সম্বন্ধ নাই ( কারণ, আকার কোনও এক দ্রব্য সম্পৃক্ত, কিন্তু অবকাশ তাহা দহে এবং কালজ্ঞান-ভৌতিক পৰিমাণ প্রবাহও আকারে প্রযোজ্য নহে )।

আকারের উক্ত প্রথম ( ক ) লক্ষণ গুণের ( = ধর্মের বা property ) নিবেশ ( যেহেতু ধর্ম বা গুণ বা লক্ষণ দ্রব্যতেই থাকে তাহার আকারে নহে )।

দ্বিতীয় ( খ ) লক্ষণও তাহাই ( অর্থাৎ গুণের বা লক্ষণের নিবেশ ), কারণ তাহা ( = ঐ দ্বিতীয় লক্ষণ ) অস্ত্র দ্রব্যসম্বন্ধীয় কথা। যে বস্তু ( = দ্বিতীয় লক্ষণক 'অস্ত্র দ্রব্য' ) সম্বন্ধে তাহা ( = আকার ) বলা হইতেছে তাহাতে তাহা ( = গুণ বা লক্ষণ ) নাই ( অর্থাৎ এহলেও 'গুণের নিবেশ' ) বলা হইল এক অস্ত্র দ্রব্যের ( = পূর্ণোক্ত 'অস্ত্র দ্রব্য' হইতে পৃথক আবার এক দ্রব্যের ) ঐ স্থানে ( = ঐ আকারে আকাবিত স্থানে ) আকার নিবেশ করা মাত্র হইল ( আকারের কোনও অধ্যবসূচ বা positive লক্ষণ দেখা হইল না )।

আকার—যে জানের দ্বারা কোনও বস্তুকে ভূগর্ভস্থ অস্ত্রাস্ত্র দ্রব্য হইতে পৃথক কথিতা জানা যায় এবং ভূগুণে তাহার দৈনিক পৰিমাণের জ্ঞান হয় তাহাই সেই বস্তুর আকার জ্ঞান। কাল এবং অবকাশ যে স্বাতীয়া বৈকল্পিক পর্যায় আকার সেই স্বাতীয়া নাই হইলেও তাহা আকারমূলক বস্তু হইতে পৃথক অস্ত্র এক বস্তু নহে।

শুধু কোন কণ্ঠে বা শুধু কোন গন্ধে বা শুধু এক মনোভাবের জ্ঞান হয়, তাহাকে আলোচন জ্ঞান (প্রাথমিক percept) বলে। মনে কব নীলরূপ দেখিলে, চক্ষুৰ দ্বাৰা তাহাৰ নীল-নাম ও অন্তৰ্গত দেখিতে পাও না, মাত্ৰ নামজাতিৰ জ্ঞানহীন নীল জ্ঞানই চক্ষুৰ দ্বাৰা হয়। অন্তৰ্গত ইন্দ্রিয়জ্ঞান সম্বন্ধেও ঐকপ। নীল দেখাৰ পৰ উহাৰ নাম নীল, উহা রূপভাৱীৰ ইত্যাদি অন্তৰ্গত ইন্দ্রিয়জ্ঞান অভিকল্পনৰূপ মানস ব্যাপাৰেব (conception-এৰ) দ্বাৰা একত্ৰ কৰিবা জ্ঞান হয় যে উহা নীল-নামক রূপ ইত্যাদি। তাদৃশ জ্ঞানেৰ নাম বিজ্ঞান বা চিত্তবৃত্তি। বিজ্ঞান বিবিধ—এক, সাক্ষাৎ বা প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান (perception and consciousness)\*, আৰ এক, চৈতিক বিজ্ঞান (conception), সাধাৰণ মনুষ্যেৰ শেবোক্ত এই বিজ্ঞান পাৰ পদাৰ্থেব (concept-এৰ) দ্বাৰা হয়। বহিৰদেব এই বিজ্ঞান অচরূপে এৰং স্পষ্ট বকম হইতে পাৰে। পদেব অৰ্থ মাত্ৰই যে পদাৰ্থ তাহা উত্তমরূপে শবণ বাঞ্ছিতে হইবে। চিত্তেব নানা শক্তিৰ দ্বাৰা যে মিলিত জ্ঞান হয় তাহাই বিজ্ঞান। শব্দজ্ঞানহীন বহিৰদেব ইহা কিছু হইতে পাবিলেও নাম-জাতিবাচী ণবযুক্তপদেব সাহায্যে ইহা ভাবাবি মনুষ্যেব প্রকৃষ্টকপে হয়। উদাহৰে দৃষ্ট ও অদৃষ্ট বিবদেব যে বার্থ জ্ঞান হয় তাহাৰ নাম প্রমাণ। ঐকপ বিবদেব অর্থজ্ঞান বা এককে আৰ এক জ্ঞান বিপৰ্যয় বা ভাস্ত জ্ঞান। যখন আমবা জ্ঞানকে ভাস্ত মনে কৰি তখন তাহা ছাতিবা দ্বি আৰ ব্যবহাৰ কৰি না, সেইজন্য সত্যজ্ঞান হইলে আৰ বিপৰ্যয়েব ব্যবহাৰতা থাকে না। আৰ একপ্রকাৰ বিজ্ঞান আছে তাহাৰ নাম বিকল্প, দিক্ ও কাল পদেব অর্থজ্ঞান এই বিকল্পজ্ঞানেব উদাহৰণ। সুভবাঃ ঐ দুই পদাৰ্থ বুঝিতে হইলে বিকল্প-বিজ্ঞান উত্তমরূপে বুঝিতে হইবে। “ণবজ্ঞানাত্মপাতী বস্তুশূন্তো বিকল্পঃ” (বোগদর্শন) অৰ্থাৎ কেবল শব্দ (নাম অথবা বাক্য) আছে কিন্তু তাহাৰ বাস্তব কোন বিবদ নাই এইকপ ণব জ্ঞানবা যে বিজ্ঞান হয়, তাহাৰ নাম বিকল্প। (Carverth Read বলেন, “We have concepts representing nothing which have perhaps been generated by the mere force of grammatical negation.” Logic, p. 806। এইকপ concept হইতে যে empty conception হয় তাহাই এই বিকল্প-বিজ্ঞান।) উদাহৰণ বধা—অভাববাচী ণব জ্ঞানবা যে বিজ্ঞান হয় তাহা বিকল্প। ইহা এক বকম জ্ঞানজ্ঞান বটে কিন্তু সাধাৰণ জ্ঞান-বিজ্ঞানেব মত নহে। সাধাৰণ জ্ঞান-বিজ্ঞানেব উদাহৰণ বস্তুতে স্পৰ্শজ্ঞান, ভুল বুঝিলে উহা আৰ ব্যবহাৰ কৰি না। কিন্তু অভাব কথাটা “কিছু না” হইলেও ভাবাব সৰ্বদা ব্যবহাৰ কৰি ও তদ্বাৰা অনেক তথ্য বুঝি। ফলে বিকল্প-বিজ্ঞান না হইলে ভাবাব্যবহাৰই চলে না।

৮। ইহা উত্তমরূপে বুঝিতে হইলে ভাবাব তত্ত্বও কিছু বুঝা আবশ্যক। শব ও ব্যঞ্জন বৰ্ণেব দ্বাৰা পো, মানুষ আদি পদ বচিত হয়। পদসকল বিবিধ—কাৰকাৰ্য (term) ও ক্ৰিয়ার্থ (verb)†। (বিশেষণসহ) বিশেষ্য পদ কাৰকাৰ্য। তাহা কৰ্তা, কৰ্ম, অধিকৰণ আদি কাৰক বা

\* বাহ্য প্রত্যক্ষ ও অন্তৰ্গত অনুভব দুইই প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান। উহা perception। External perception এৰং internal perception এই বিবিধ প্রত্যক্ষ আছে। ভগ্নবো consciousness-কে internal perception বলে।

† বলা বাহুল্য, সংস্কৃত ব্যাকরণ বুন হইতেই বৈজ্ঞানিক প্রশাঙ্গীতে বচিত, তাই এই গদ্যেৰ নাম ‘ক্ৰিয়া’ রাখা হইয়াছে। পাঁচাত্তা verb শব্দেব ব্যতীৰ্ণত অৰ্থ ‘ক্ৰিয়া’ না হইলেও বস্তুতঃ বৈবাকৰণদেব সৰ্বদা অবৰ্ণ, (transitive ও intransitive) যে বিভাগ কৰিত হয় তাহাতে ক্ৰিয়া ও অক্ৰিয়া বুঝাৰ। অতএব verb-ও অৰ্থতঃ ক্ৰিয়াবাচক শব্দ হইল।

ক্রিয়াবধী বা কোন কর্মের নিশাঙ্গরূপে ব্যবহৃত হয়। ক্রিয়াপদের দ্বারা কাবক কোনরূপে কোন ক্রিয়া ( বা অক্রিয়া ) কবিত্তেছে এইরূপ বুঝায়। কাবকার্থ ও ক্রিয়ার্থ পদ যোগ কবিতা বাক্য হয়, যেমন 'বাম আছে' ইহা বাক্য। তন্মধ্যে 'বাম' কাবক ও 'আছে' ক্রিয়া। এইরূপ বাক্যই আমাদেব ভাবা।

পদসকল ভাবার্থ ও অভাবার্থ হয়। 'অন্ত' ভাবার্থ পদ ও 'অনন্ত' অভাবার্থ, 'আছে' ভাবার্থ, 'নাই' অভাবার্থ। অভাবার্থ পদ নঞ বা 'অ' যোগে কবা হয়। কিন্তু নঞেব অর্থ সর্বস্থলে সম্পূর্ণ অভাব নহে। অজ্ঞান অর্থে জ্ঞানেব অভাব নহে কিন্তু বিপবীত জ্ঞান। 'এখানে ঘটাতাব' ইহাব অর্থ সম্পূর্ণ অভাব নহে, কিন্তু ঐ স্থানে ঘট ছাড়া বায়ু আদি আছে এইরূপ অর্থ উহা থাকে। এইরূপে আমবা অভাব অর্থে অনেক স্থলে অন্ত এক ভাবপদার্থ বুঝি। "ভাবান্তবমভাবো হি কবাচিস্তু ব্যপেক্ষবা"। 'নঞ' অর্থে যেখানে অল্প, মন্দ আদি বস্তুবর্ষ বুঝাব লেখানে নঞ-বস্তু পদ সর্বধর্মেব অভাবার্থ নহে মনে বাখিতে হইবে। যেখানে সর্বধর্মেব নিষেধ বুঝাব লেখানেই নঞ প্রকৃত বা সম্পূর্ণ অভাবার্থক।

সম্পূর্ণ অভাবার্থক পদের বা বাক্যেব দ্বাৰা মনে যে বিজ্ঞান হয় তাহাই বিবল। বুঝিয়া দেখিলে আশ্চর্য হইতে হইবে যে, ভাবাব কত বিকল্পজ্ঞান ব্যবহাব কবিত্তে হয়। 'পর্বত আছে' বলা হইল। 'পর্বত' কর্তৃকাবক, 'আছে' তাহাব ক্রিয়া, কিন্তু পর্বত 'আছে' নামক কিছু ক্রিয়া কবে না। প্রকৃতপক্ষে 'পর্বত জানিত্তেছি বা জানিয়াছি বা জানিতে পাবি' এই কথাতে ঐ অর্থহীন বাক্যেব দ্বাৰা বলা হয়। 'পর্বত বাইজ্ঞে ন' এই বাক্যার্থও অভাববাটী বা বিকল্প। ক্রিয়াকেও কাবকার্থ কবা হয়, যথা—'অতি' এই ক্রিয়াপদকে 'সং' কবা হয়। আবার 'সং' এই বিশেষণকে 'সত্তা' এই বিশেষণপদ কবা হয়। 'সত্তা' অর্থে 'সত্তেব ভাব' বা 'ভাবেব ভাব' এইরূপ বাস্তব অর্থহীন বাক্য, স্তববাং উহাব জ্ঞান বিকল্প। এইরূপ সামান্তমাত্র পদের ( abstract terms )—বাহাব বাস্তব কিছু অর্থ নাই তাহাব জ্ঞানই বিকল্প-বিজ্ঞান। আব সামান্ত পদের ( common terms ) এক অর্থ বাহা ব্যক্তিসমাহাব ( denotation ) তাহা বিকল্প। 'মহত্ত্ব' শব্দ সামান্তার্থ, তাহাব অর্থ মহত্ত্বেব গুণসমূহ বা মানবদ্ব ইহাও হয় এবং অসংখ্য মহত্ত্বও হয়। এই শেবেব অর্থজ্ঞান বিকল্প, কাবণ, অসংখ্য মহত্ত্বেব জ্ঞান সম্ভব নহে। এইরূপে পদার্থ লইবা ভাবা ব্যবহাবে নব্বাই বিকল্প ব্যবহার্য হয়।

৯। আমবা বর্তমান কালকে অতীত ও ভবিষ্যতেব মধ্যস্থ বলিবা মনে কবি। অতীত ও ভবিষ্যৎ যখন অবর্তমান পদার্থ বা নাই তখন তাহাদেব 'মধ্যে' আসিবে কোথা হইতে? অতীত ও অনাগত কাল আছে বলিলে ( তাহা হইলে 'বর্তমান' বলা হইল ) বলিতে হইবে অনাগতেব অব্যবহিত পবেই অতীত। হুইবেব মধ্যে যদি ব্যবধান না থাকে তবে বর্তমান থাকিবে কোথায়? বিশেষতঃ বর্তমান কাল কত পবিমাণ? যদি বল ক্ষণ-পবিমাণ, তাহাতে বস্তুবা—ক্ষণ কত পবিমাণ? উত্তবে বলিতে হইবে অতি ক্ষুদ্র পবিমাণ, এত অল্প যে তাহাব আব বিভাগ কবা যায় না। কিন্তু অবিভাজ্য পবিমাণ নাই ও কল্পনীয় নহে। স্তববাং বলিতে হইবে তাহা অনন্ত হস্ত পবিমাণ। পবিমাণকে যদি অনন্ত হস্ত বলা যায় তবে তাহা শূন্য বা নাই। অভএব বর্তমান, অতীত ও অনাগত কাল নাই। উহা কেবল ঐ ঐ শব্দেব দ্বাৰা বিকল্প-জ্ঞান মাত্র। তাই যোগচাত্তকাব বলেন, "স খববাং কালো বস্তুশ্চো বুদ্ধিনির্মাণঃ শব্দজ্ঞানাহুপাতী লৌকিকানাং ব্যুখিতদর্শনানাং বস্তুধরপ ইব অবভাসতে", ( যোগদর্শনেব ব্যাসভাষ্য, ৩।৫২ ), অর্থাৎ এই কাল বস্তুশূন্য, বুদ্ধিনির্মাণ, শব্দজ্ঞানাহুপাতী, তাহা ব্যুখিত-দৃষ্টি লৌকিক ব্যক্তিদেব নিকট বস্তু-স্বরূপ বলিয়া অবভাসিত হয়।



১০। আমবা কালেব ও অবকাশেব পবিমাণ অনন্ত মনে কবি। ইহাব প্রকৃত অর্থ 'বাহু বস্ত কোন স্থানে নাই' এইরূপ বাক্যেব এবং 'মনোভাব ছিল না ও থাকিবে না' এইরূপ বাক্যেব যাহা অর্থ তাহাব অচিন্তনীয়ত। বাহুজ্ঞান হইতেছে অথচ তাহা একস্পর্শাদি পঞ্চজ্ঞানেব দ্বাবা হইতেছে না, এইরূপ চিন্তা সম্ভব নহে। যতই দূৰ, যতই কাঁক, যতই শূন্য চিন্তা কব না কেন, তাহাতে যে মানস ধ্যেয়ভাব আসিবে তাহাতে আৰ কিছু না থাক এক বকম রূপ (অন্ততঃ অন্ধকাৰ) থাকিবেই থাকিবে, সূতবাং ব্যাপ্তিজ্ঞানও থাকিবে। বাস্তব ধৰ্মেব অভাব তুচ্ছাপি নাই বলিবা অর্থাৎ তাহা অচিন্তনীয় বলিবা বাহুজ্ঞানক দ্রব্যকে অসীম বলি এবং তাহাব সহগতরূপে বিকল্পিত বিভাবমাত্রকে বা অবকাশকেও অসীম বলি। অসীম অর্থে সীমাব অভাব। তন্মধ্যে সীমা চিন্তনীয় পদার্থ আৰ অভাব অচিন্তনীয় পদার্থ। অতএব অসীম পদেব অর্থ এক বিকল্প-জ্ঞান, তাহাব বাস্তব বাহু বিষয় নাই।

এইরূপে কালকেও অনাদি ও অনন্ত বলি। কোন ক্রিয়া বা পৰিবৰ্তন যদি না হইত তাহা হইলে কোন জ্ঞানেবও পৰিবৰ্তন হইত না। তাহাতে, যে সব পদেব দ্বাবা কালেব বিকল্প-জ্ঞান হয় সেই সব পদ থাকিত না। সূতবাং কাল-নামক বিকল্প-জ্ঞানও হইত না কিন্তু ক্রিয়া আছে, এবং যাহা থাকে তাহাব কখনও অভাব হয় না, সূতবাং ক্রিয়াব অভাব চিন্তনীয় নহে। বুদ্ধি বা জ্ঞানশক্তি ক্রিয়া বা পৰিবৰ্তন অর্থে এক এক একটি ঋণ্ড ঋণ্ড জ্ঞান। আৰ জ্ঞান ও সত্তা অবিনাশবাহী, তজ্জন্ম আমাদের চিন্তা কৰিতে ও বলিতে হয় জ্ঞান বা সত্তা পৰিবৰ্তমানভাবে বা অবস্থান্তবতা-প্রাপ্যমাণ-রূপে আছে। অর্থাৎ লংপদার্থ ছিল ও থাকিবে এইরূপ ভাবা ব্যবহাব কৰিয়া চিন্তা কৰিতে হয়। মানস লব্ধেব বা হিব মানস দ্রব্যেব \* এবং মানস ক্রিয়াব অভাব কল্পনীয় হইতে পাবে না বলিবা আমাদের বলিতে হয় ক্রিয়াব দ্বাবা অবস্থান্তবতা-প্রাপ্যমাণ মানস দ্রব্য 'ছিল' ও 'থাকিবে'। ক্রিয়া ও হিব দ্রব্য-সম্বন্ধীয় এই দুই পদেব (ছিল ও থাকিবে) অর্থে পৰিমিত কৰাব হেতু নাই বলিবা (অর্থাৎ কত দিন ছিল ও থাকিবে তাহা নির্ধাৰ নহে বলিবা) বলি কাল অনাদি ও অনন্ত। অন্ত কথাব মনোদ্রব্যেব ও মনঃক্রিয়াব অভাব অচিন্তনীয় বলিবা তাহাব অধিকবণরূপ বৈকল্পিক পদার্থ যে কাল তাহাবও অভাব চিন্তা কৰিতে না পাবিবা বলি কাল অনাদি ও অনন্ত। কলে কাল অভাব-পদার্থ হইলেও তাহাকে বিকল্পেব দ্বাবা এক ভাব-পদার্থৰূপে কল্পনা কবি বলিবা বলি তাহা অল্প ভাব-পদার্থেব দ্বাৰা বৰাবৰ 'ছিল' ও 'থাকিবে'।

১১। যেমন জ্যামিতিব বিন্দু, বেষা আদি পদার্থ বৈকল্পিক, কিন্তু তাহা লইয়া যে বৃত্তি বৰা হয় তাহা স্বার্থ এবং তাহা হইতে স্বেচ্ছাপরিমাণ আদি স্বার্থ ব্যবহাব সিদ্ধ হয়, বৈকল্পিক দিক্ ও কাল-পদার্থেব দ্বাবাও সেইরূপ অনেক স্বার্থ বিবেচন জ্ঞান সিদ্ধ হয়। আমবা উৎপত্তি ও লব সর্বদা দেখি কিন্তু তাহাব পশ্চাতে যে অল্পংপন্ন ভাব আছে বা থাকিবে তাহা দিক্ কালযুক্ত অভিকল্পনাব দ্বাবা বুঝি। শাক পদেব ও বাক্যেব দ্বাবাই পদার্থ-বিজ্ঞানরূপ অভিকল্পনা কবি, সেজন্য তাহাতে বিকল্প মিশ্রিত থাকে। অল্পংপন্ন, নিবিকাব, নিবাধাব, অনাদি, অনন্ত, অমেব প্রভৃতি পদেব অর্থজ্ঞান বৈকল্পিক, কিন্তু তদ্বাবা আমবা সত্য পদার্থসকলেব অভিকল্পনা কবি। অতএব ভাবায়ুক্ত সব সত্যজ্ঞান বিকল্পমিশ্রিত বা ব্যবহাবিক অর্থাৎ তুলনায় সত্য। দিক্ ও কাল যখন শূন্য ও ব্যাখ্যাত তখন তাহাদেব ধৰিবা যে সব সত্য প্রজিজ্ঞাত হয় তাহাবা অগত্যা ব্যবহাবিক সত্য হইবেই।

\* এই পদার্থগুলি স্তর বাধিতে হইবে। পদার্থ=পদেব অর্থদ্বাৰা=ভাব ও অভাব। ভাব=বস্ত=দ্রব্য। দ্রব্য হই প্রকার—হিব দ্রব্য বা সত্তা এবং ক্রিয়া বা প্রবহমাণ সত্তা।

১২। আয়তন নিজেদের অবস্থান পরিমাণ আদি জ্ঞান অত্যাধিক অল্প দ্রব্যের অবস্থান পরিমাণাদি জানি। হুতবাং ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান-মাণেজ্ঞ জ্ঞান ভিন্ন। এক অবস্থান অবস্থিত ব্যক্তির জ্ঞান তাহার নিকট সত্য বোধ হইলেও ভিন্ন অবস্থান অবস্থিত ব্যক্তির নিকট তাহা সত্য না হইতে পারে। তুমি এক জনের পূর্বে অবস্থিত ইহা সত্য আবার আর এক জনের পশ্চিমে অবস্থিত ইহাও সত্য। এইরূপ আপেক্ষিক সত্য নহীয়া ব্যবহার চলিতেছে। দিক ও কাল নহীয়া যে সব সত্যভাষণ করা যায় তাহা এইরূপ ব্যবহার-সত্য। দার্শনিকদের নিকট পবিত্রমান ও অতীতমান সমস্তই আপেক্ষিক সত্য।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, বিস্তার-নামক দ্ব্যর্থ জ্ঞানকে মূল কবিবা দিক ও কাল-পদার্থ স্থাপিত করা হয় হুতবাং বিস্তারজ্ঞানের তথ্য বিচার। ভাব বা বস্তু বা দ্রব্য দুই বকর—(১) স্থিতি সত্তা ও (২) ক্রিয়া বা প্রবাহমান সত্তা। যে সকল দ্রব্যের পরিণাম বা অবস্থান্তরতা লক্ষ্য হয় না তাহা বা স্থিতি সত্তা। জানেন্সিবেব প্রকাশ্য বিবরণ শব্দাদি যদি ঐক্য (অর্থাৎ একই বকর) বোধ হয় তবে তাহাকে স্থিতি সত্তা মনে হয়। গাংকাংগত গোল একগুণও আলোককে স্থিতি সত্তা মনে কবি। সেইরূপ শব্দাদিকেও মনে কবি। কর্মস্রিবেব চালা দ্রব্যকেও ঐক্য স্থিতি সত্তা মনে কবি। চালন কবিত্তে হইলে শক্তিব্যয় কবিত্তে হয়। হুতবাং কর্মস্রিবেব মধ্যে যে বোধ আছে তদ্বাং ঐ শক্তিব্যয় জানিতে পাৰি। কোন দ্রব্যকে চালন কবিত্তে যদি শক্তিব্যয়ের সত্তাবনা থাকে তবে তাহাকে অর্থাৎ চালা দ্রব্যকে স্থিতি সত্তা মনে কবি। প্রাণ বা শবীৰগত যে বোধশক্তি আছে তাহা বা বা যে উপলব্ধি-বোধ হয় (কঠিন তবল আদি জড়দেব) তাদৃশ বোধ দ্রব্যকেও স্থিতি সত্তা মনে কবি। ঐ ত্রিবিধ বোধশক্তি মিলিত কার্য হয় বলিবা ঐ প্রকাশ্য, চালা ও জড়্য গুণ যে দ্রব্য মিলিতভাবে বুদ্ধ হয় তাহাকে উত্তম স্থিতিসত্তা মনে কবি। এই বাহ স্থিতি সত্তা ছাড়া মানসিক স্থিতি সত্তাও আছে। স্বপ্ন, জুং ও মোহ-নামক মনের যে অবস্থাবৃত্তি আছে—বাহা শব্দাদিজ্ঞানের সহিত মিলিত ও অপেক্ষাকৃত স্থিতিভাবে থাকে তাহা দেবও স্থিতি সত্তা মনে কবি। সর্বাপেক্ষা স্থিতি সত্তা আয়িত। আয়িতজ্ঞান (সমস্ত জ্ঞানক্রিয়াদি শক্তি নহীয়া যে আয়িতবোধ) অল্প সর্বজ্ঞানে এক বলিবা বোধ হয় ও তাহা দেব জ্ঞাতা বলিবা বোধ হয়, সেজন্য উহা অতি স্থিতিসত্তা।

দ্বিতীয় জাতীয় দ্রব্য—ক্রিয়া। বাহাতে অবস্থান পরিবর্তনের অতি ক্ষুদ্র জ্ঞান হয় এবং বাহা পরিবর্তন তাহা তত লক্ষ্য হয় না তাহাই ক্রিয়া-দ্রব্য। মূলতঃ বাহ ক্রিয়া দেণ ব্যাপিবা হয় অর্থাৎ 'এক স্থান হইতে অল্প স্থানে প্রাপ্যমাণতাই' বাহ ক্রিয়া। কিন্তু 'এক স্থান হইতে অল্প স্থান' এই স্থানপরিমাণ যদি অলক্ষ্য হয়, তবে একই স্থানে পূর্বে শব্দাদি গুণের নিবৃত্তি হইবা অল্প শব্দাদি গুণ আবির্ভূত হওবাকেও বাহ ক্রিয়া বলি। যেমন এক স্থানে নীল গুণ ছিল পবে লাল হইল, এখানে স্থানপরিবর্তন না হইবা গুণপরিবর্তন হইল। মূলতঃ কিন্তু স্থানপরিবর্তন হইতে উহা ঘটে। সাধারণ ক্রিয়ায় দ্ব্যর্থ শব্দাদির মূলীভূত ক্রিয়া এক বাসায়নিক ক্রিয়াও যে মূলতঃ অদৃশ্য দ্রব্যের 'স্থানপরিবর্তন' তাহা বাহ বিজ্ঞানের প্রসিদ্ধ কথা।

১৩। স্থিতিসত্তা বাহাকে মনে কবি তাহাও অলক্ষ্য ক্রিয়া। গাংকাংগত গোল আলোকও বাহাকে এক স্থিতিসত্তা মনে কব বস্তুতঃ তাহা আলোক-নামক ক্রিয়া। ঐ ক্রিয়া এত দ্রুত ও ক্ষুদ্র যে উহা স্থানপরিবর্তন লক্ষ্য হয় না। শাস্ত্র বলেন, "নিত্যদা হুত ভূতানি ভবন্তি ন ভবন্তি চ। কালেনালক্ষ্যবর্ণেন হুতবাস্তব বৃত্তান্তে।" অর্থাৎ, ওহে (উত্তর)। সর্বদাই সমস্ত দ্রব্যের পরিণামরূপ

শুদ্ধ অংশ অনন্যাবেগে কানের বা ক্রিয়াশক্তির দ্বারা, অথবা অতি ক্ষুদ্রকালে, একবার হইতেছে ও একবার লব পাইতেছে, 'ক্ষুদ্রতম' উহা দৃষ্ট হইবে না। আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও এইরূপ বক্তব্য। কাবণ, রূপাদি দ্রব্য ক্রিয়া বা কম্পন-স্বরূপ। কম্পন অর্থে একবার ক্রিয়ার মান্য ও একবার প্রাণ্য, একবার ধাতু একবার অধাতু। তন্মধ্যে ধাতাব সময়ে ইন্দ্রিয়ার উদ্বেক, পবেই অন্তর্দ্বেক। উদ্বেকে জ্ঞান, অন্তর্দ্বেকে জ্ঞানাত্মক। সুতরাং একবার উৎপন্ন হইতেছে ও একবার লীন হইতেছে। রূপজ্ঞানে এক মুহূর্তে বহু কোটি বাব ঐক্য হওঁতে তাহা লক্ষ্য না হইয়া রূপকে স্থিতিমত্তা মনে হয়। অসীমতরু অর্থাৎ এক জলন্ত অদ্যাবকে দুবাইলে যে চক্রাকার স্থিতিমত্তা দৃষ্ট হইবে তাহাও ঐক্য। কাঠিন্ত, ভাববস্তা আদি যে সব জগৎ দ্বারা দ্রব্যকে স্থিতিমত্তা মনে হয়, তাহাও ক্রিয়া বা গতি-বিশেষ মাত্র, দ্রব্যের আণবিক আকর্ষণ-বিশেষ বা ক্রিয়াবর্ত কাঠিন্ত। ভাববস্তাও পৃথিবীর সহিত মিলনের গতি ইত্যাদি।

এইরূপ দেখা গেল যে, যাহাকে স্থিতিমত্তা মনে কবি তাহাও উদীয়মান ও লীঘমান ক্রিয়াপ্রবাহ। সাধারণ দৃষ্ট ক্রিয়া বা স্থানপরিবর্তন কতকগুলি স্থিতিমত্তার তুলনায় অল্পভব কবি। এই পুস্তকের এই পৃষ্ঠের উপর হইতে নীচ পর্যন্ত কাগজময় দেশ এক স্থিতিমত্তা। তাহাও অব্যবসয়কলও (যত পরিমাণে যত সংখ্যক অবয়ব বিভাগ কব না কেন) স্থিতিমত্তা, তোমার অজ্ঞান ও স্থিতিমত্তা। অজ্ঞানকে পুস্তক-পৃষ্ঠের উপর হইতে নীচে টানিয়া আনিতে যে ক্রিয়া হইল তাহা ঐ সব স্থিতিমত্তার পূর্ণাবয়বের সমযোগ-বিযোগ মাত্র। পূর্ণাবয়ব অবয়বের সমযোগ দ্বিবি দেশব্যাপী ক্রিয়া, আর পূর্ণাবয়ব অণুব্যাপী দ্বিবি ক্রিয়াকে কালব্যাপী ক্রিয়া বলি।

১৪। এইরূপে স্থিতিমত্তার তুলনায় আসন্ন দৃষ্ট ক্রিয়া বৃদ্ধি। কিন্তু ঐ সব স্থিতিমত্তাও যখন ক্রিয়া-বিশেষ, তখন মূল ক্রিয়াকে কিরূপে লক্ষিত কবা যুক্তিযুক্ত? তাহাকে এ স্থান হইতে ঐ স্থানে গতি বলিয়া লক্ষিত কবিতে পার না, কাবণ, 'এ স্থান' এবং 'ঐ স্থান' এই দুই-ই স্থিতিমত্তা। স্থিতিমত্তাও যখন যুগ্মীকৃত ক্রিয়াবই লক্ষ্য কবিতে হইবে তখন তাহা কোনও স্থিতিমত্তার দ্বারা লক্ষিত কবা যুক্ত নহে। অতএব জাগতিক মূল ক্রিয়া যে 'এখানে ঐখানে' গতি নহে ইহা সত্যাক্ষণে বক্তব্য হইবে। তবে তাহা কিরূপ ক্রিয়া? 'এখানে ঐখানে' গতিরূপ ক্রিয়া ছাড়া যদি অন্য ক্রিয়া থাকে তবে তাহা তাহাই হইবে। সেরূপ ক্রিয়াও আছে, তাহা মনের। এই দুই প্রকার ক্রিয়া ছাড়া অন্য ক্রিয়া ব্যবহার-জগতে নাই। সুতরাং দৈনিক ক্রিয়া না হইলে মূল বাহ্যক্রিয়া মানস ক্রিয়া হইবে। মনের ক্রিয়ায় যেরূপ স্থানের জ্ঞান হয় না কিন্তু কালক্রমে পরিবর্তনের জ্ঞান হয়, মূল বাহ্যক্রিয়াকে ও সত্যাক্ষণে সেই জাতীয় ক্রিয়া বলিতে হইবে +।

\* "We have found that electrons are constituents of all atoms and that mass is a property of electrical charge."—Millikan's Electron। তবে বিদ্যমক ও আণবিক অবয়বমূল দ্রব্য বা ক্রিয়া (atomic nature) বলা হয় কিন্তু কিসের ক্রিয়া বা কি দ্রব্য তাহা অজ্ঞেয় বলা হয়।

† কপাধি বাহু পদার্থ যে অন্তঃকরণজাতীয় তাহা সাংখ্যীয় সিদ্ধান্ত। প্রজাপতির অভ্যন্তর-বিশেষই সাংখ্যগতে কপাধি-বিষয়ের বাহুসূত্র। ঈশ্বরের ইচ্ছা হইতে কপাধি হইয়াছে ইহা বাঁহা বা বসেন তাহাতেও ঐ কথা বলা হয়, কাল, ইচ্ছা অভ্যন্তর-বিশেষ। তাহা হইতে বাহ্যবিশ্ব হইলে বিষয়ের উপাদান অভ্যন্তর। Plato বলেন, বাস্তব মূল 'ether is the mother and reservoir of visible creation and partaking somehow of the nature of mind'। আপেক্ষিকতাবাদেও এইরূপ সিদ্ধান্ত আলিঙ্গ্য পড়ে। "But that there exists in nature an impalpable entity

১৫। বাহ্যজ্ঞানের মূলীভূত পদার্থ এইরূপে বিস্তারহীন বলিয়া ভ্রাব অল্পসাবে সিদ্ধ হয়। তবে বিস্তারজ্ঞান আসে কোথা হইতে? প্রাপ্তক অলীচক্রের উদাহরণে দেখা গিয়াছে ক্ষুদ্র এক অদ্বাব-খণ্ডকে এক বৃহৎ চক্ররূপে স্থিতিলাভা বোধ হয়। কেন এইরূপ হয়? উত্তরে বলিতে হইবে একস্থানে একবস্তুর রূপজ্ঞান হইতে গেলে তথায় তাহার এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত থাকি আবশ্যক। কিন্তু যদি তদপেক্ষা কম কাল থাকে তবে চক্ষু তাহাকে সেই স্থানে স্থিত বলিয়া গ্রহণ কবিতো পারে না। তাহাতে পূর্বের ও পর্বের জ্ঞান মিশাইয়া যাইয়া এক চক্রাকার জ্ঞান হয়। ইহাতে সিদ্ধ হয় যে, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিশ্বগ্রহণ কবিতা তাহার জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত যে সময়ে আবশ্যক কোন জ্ঞানহেতু কিবা যদি তদপেক্ষা অল্পকালস্থায়ী কিম্বাসকলের প্রবাহভূত হয়, তবে কাজে কাজেই আমবা সেই খণ্ড খণ্ড প্রবাহাংশভূত কিম্বাকে বিবিক্ত কবিতা জানিতে পারি না, কিন্তু বহু কিম্বাকে একবৎ জানি। এইরূপ বহু বাহ্যজ্ঞানহেতু কিম্বাকে অবিকল্পিতভাবে গ্রহণ কবাই বিস্তারজ্ঞানের স্বরূপ। অলীচক্রের উদাহরণে বিন্দুমাত্র আলোক (স্থিরতা) বৃহৎ চক্রে বিবিক্ত হইবে ও তাহার পশ্চাতেও তুলনা কবাব বাহ্য স্থিতিলাভা থাকে। কিন্তু মূল বাহ্য-বিস্তারজ্ঞানের (বাহ্য বিস্তারজ্ঞানের মূল) জ্ঞান এইরূপ স্থিতিলাভা কিরূপে লাভ্য?

উহা যে লাভ্য নহে তাহা খুব সত্য। মূল বাহ্য জ্ঞেয় দ্রব্যের তুলনামূলক জ্ঞানের জ্ঞান আব এক বাহ্য জ্ঞেয় দ্রব্যকে স্থিতিলাভারূপে গ্রহণ কবাব কল্পনা কবিতো পারি না। অতএব তখন আমিস্বরূপ অভ্যন্তরবৎ স্থিতিলাভাকেই গ্রহণ কবিতা ভজ্জনাৎ মূল বাহ্যবিস্তার জ্ঞেয় হইবে। আমিস্ব সর্বজ্ঞানের জ্ঞাতা, তাহাবই উপসাব সমস্ত জ্ঞাত বা সত্তাবান্ বোধ হয়। আমিস্বের ধর্ম অভিমান বা ‘আমি এইরূপ ঐক্য’ ইত্যাকার বোধ। আমির সহিত (জ্ঞানের দ্বারা) কিছু বোধ হইলে আমি তখন, আব বিবোধ হইলে আমি তখনই এইরূপ বোধ বাহা হয় তাহাই অভিমান। অভিমানের দ্বারা আমিস্ব লক্ষিত হয়। আমিস্ব অভিমানের সমষ্টি। অভিমান ত্রিবিধ—আমি জ্ঞাতা, আমি কর্তা ও আমি (শরীরাধিব) ধর্তা। জ্ঞানই সর্বপ্রধান বলিয়া ‘আমি কর্তা, আমি ধর্তা’ এইভাবেও আমি জ্ঞাতা। জ্ঞান, চেষ্টা ও ধৃতি বা সঙ্কল্প অস্ত্রকরণের এই তিন মৌলিক ভাব। আমাব কিম্বাশক্তি আছে, কিম্বাশক্তির আধার শরীর ও ইন্দ্রিয় আছে, আমাব আধিবিস্ব মনেই ধবা আছে, এই সব বোধের বা অভিমানের নামই ‘ধর্তা আমি’। আমিস্ব বস্তুতঃ মনোভাব হুতবাং বিস্তারহীন। কিন্তু তাহা হইলেও অভিমানের দ্বারা তাহা বিস্তারযুক্ত বা আমি বিস্তৃত এইরূপ জ্ঞানযুক্ত হইতে পারে, কাবণ, বেক্ষ অভিমান কব তুমিও যে সেইরূপ—ঐদৃশ জ্ঞান সর্ববাহী হইয়া থাকে। আমাদের বিস্তারজ্ঞানের মূল অবস্থা শরীরাভিমান। সর্বশরীরব্যাপী যে বোধ আছে তাহাব বোকা আমি হুতবাং আমি শরীরী এইরূপ ধর্তবাভিমান স্থিতিলাভারূপে অবভাত আছে।

১৬। পূর্বে বলা হইবাছে স্থিতিলাভাসকলও অলক্ষ্য কিম্বা। আব কোন বোধ হইলে বোধহেতু কিম্বা চাই, পবঞ্চ সেই কিম্বা বোকা আমিস্ব লাগা চাই। অতএব শরীররূপ স্থিতিলাভা বা which is not matter but which plays a part at least as real and prominent as a necessary implication of the theory.” Relativity by L. Bolton, p 175। বাহ্যজ্ঞানতবে এই অস্পর্শমূল যদি matter না হয় তবে mind হাচা আর কি হইবে? ঐ হই হাচা আর কিছু করণীয় নহে বা নাই।

Julian Huxley বলেন, “There is only one fundamental substance which possesses not only material properties but also properties for which the word ‘mental’ is the nearest approach”।

যাহা অলক্ষ্য ক্রিয়াপুঞ্জ সেই ক্রিয়াসকল বোদ্ধা আশিষে লাগাতে শবীবের বোধ হইতেছে। শবীব বহু ক্ষুদ্র ও বৃহৎ যন্ত্রের সমষ্টি, তাহাবা সমস্তই ক্রিয়া করিতেছে। বোদ্ধা সেই ক্রিয়া গ্রহণ করিতেছে।

কিন্তু জ্ঞানের স্বভাব একক্ষেপে একজ্ঞান হওয়া। যুগপৎ আমি দুই বা বহু জ্ঞানের জ্ঞাত এইরূপ হওয়া অসম্ভব ও অচিন্তনীয় \*। অতএব শবীবরূপ যুগপৎ বহু (বোধহেতু) ক্রিয়াজনিত জ্ঞান কিরূপে হয়? অবশ্যই বলিতে হইবে ক্রমে ক্রমে হয় (শতপত্রভেদেব ত্রায)। কিন্তু তাহা এত দ্রুত হয় যে আমরা তাহা আমাদের অপেক্ষাকৃত দ্রুত পবিদৃষ্ট জ্ঞানশক্তির দ্বারা পৃথক জানিতে পারি না †। আমাদের মনঃক্রিয়া যে পবিদৃষ্ট বা লক্ষ্য (supraliminal) এবং অপবিদৃষ্ট বা অলক্ষ্য (subliminal) তাহা প্রসিদ্ধ আছে। অশেষ জ্ঞান সংস্কার, যাহা বোধের হস্ত অলক্ষ্য অবস্থা ও যাহা আশিষেব সহিত সংশ্লিষ্ট আছে তাহা সব অপবিদৃষ্ট চিন্তাকারী ‡। বোধ অবশ্য বোদ্ধার সহিত সংযোগ ব্যতীত থাকিতে পারে না, অতএব ঐ সংস্কাররূপ হস্ত বোধও বোদ্ধার সহিত সংযোগে বর্তমান আছে। অর্থাৎ অসংখ্য সংস্কাররূপ বিশেষেব দ্বারা অভিসংকৃত বোধরূপ আশিষেব দ্রুত অংশ অলক্ষ্য বেগে বোদ্ধার দ্বারা বৃদ্ধ হইতেছে, তাহাতেই আমাদের অক্ষুট অভিসানজ্ঞান হয় যে আমি সংস্কারবান্ হর্তা। সংস্কারসকল কিরূপ ভাবে আছে তাহাব উদ্ভব দাবণা থাকা আবশ্যক। মন যেহেতু দৈশিক বিত্তাবহীন সেহেতু সংস্কারসকল পাশাপাশি নাই। সংস্কারসকল বধন আছে বা বর্তমান তখন এককক্ষেই সব আছে। পবিদৃষ্ট আশিষজ্ঞানে (চিন্তবৃত্তির সহিত আমি-জ্ঞানে) সব সংস্কার অন্তর্গত আছে। একতাল মাটিতে যদি বহু বহুবাণ খোঁচান যাব সেইরূপ খোঁচযুক্ত মাটির তালের সহিত সংস্কারযুক্ত আশিষেব তুলনা কবিতে পার। মাটিকে তবল ও খোঁচসকলকে অসংখ্য অঞ্চ বিশদ (আকারবান্) কল্পনা কবিলে তুলনা আরও ভাল হইবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আশিষ-নামক 'তাল' কণহাবী এক বিত্তাবহীন বিন্দু। আব তাহাতে স্থিত সংস্কারসকল আশিষেব জ্ঞান-ক্রিয়ারূপে পবিগত হওয়াব সহজ পথমাত্র। পূর্বে অল্পভূতি বটাতে ঐ সহজ পথ হয়, তাহাই সংস্কার। ঐরূপ অশেষ অন্তর্গত-বিশেষযুক্ত এক বিদ্যুৎ বিন্দু কল্পনা কবিলে মনেব উপমা আবও ভাল হয়। বিদ্যুতেব প্রভা মনেব জ্ঞানেব উপমা কল্পিত হইতে পারে। ঐরূপ আশিষ বোদ্ধা পূর্ববেব সংযোগে (আমি বোদ্ধা এইরূপ) প্রকাশিত হইতেছে। আশিষেব-বা অন্তঃকরণেব বৃত্তিসকল একে একে হয়। এক সময়ে দুইটি জ্ঞান হয় না। স্মৃতিবাং সংস্কারসকলও ঐরূপ হয় অর্থাৎ এক সময়ে এক জ্ঞান—এইরূপ ভাবেই সংস্কারেব স্মরণ-জ্ঞান হয়। সেইরূপ সংস্কার-স্মৃতি অসংখ্য হইতে পারে বলিবা তৎকালে স্মরণ কবিতে থাকিলে কখনও স্মরণ কবা হুবাইবে না। তাই কালের যোগে বলিতে হইলে

\* কোনও মনতত্ত্ববিৎ বোধ হয় একই চিন্তে একই কালে একাধিক চিন্তবৃত্তির অস্তিত্ব (two coexistent thoughts in the same subject or knower) স্বীকার করেন না। উহা অসম্ভবত্ববিশিষ্ট।

† যেমন আলোকজ্ঞানে সেকোতে বহু কোটি বাব চক্ষুতে ক্রিয়া হয়, কিন্তু প্রত্যেক ক্রিয়াজনিত যে অণুবোধ হয় তাহা আমরা পৃথক জানিতে পারি না। বহু কোটি ক্রিয়ানির্মিত ধানিক আলোককে হৃদ ইন্দ্রিযেব দ্বারা জানিতে পারি। এইরূপ পবিদৃষ্ট এক জ্ঞানেব স্থিতিকালই আমাদের সাধাৰণ জ্ঞানে অবিস্তাৰ্য্য রূপ বলিবা প্রতীত হয়।

‡ অপবিদৃষ্ট চিন্তাকার্যেব উদাহরণ যথা—প্রাণকার্যেব উপর আশিষতা, সংস্কারেব অক্ষুটবোধ, মিত্তিযমসেব অজ্ঞাত লেখা (automatic writing) প্রভৃতি কার্য। পেদোন্ড অবস্থায় সেই ব্যক্তি হস্ত পরিদৃষ্টভাবে এক বকম কার্য করে আব অপবিদৃষ্টভাবে তাহার দ্বারা অন্ত কার্য (যেন অন্ত এক আশিষ করিতেছে) হয়। এক আশিষেব যুগপৎ বহুজ্ঞান সম্ভব না হওয়াতে ইহাতেও এক বাব পবিদৃষ্ট ভাব এক বাব অপবিদৃষ্ট ভাব এইরূপ বোদ্ধার সহিত সংযোগ অলক্ষ্য বেগে হইতে থাকে তাহাতেই বোধ হয় যেন দুইটি আশিষ যুগপৎ কার্য করিতেছে।

‘আমি অনাদিকাল হইতে আছি’ এইরূপ বলিতে হয়। সেইরূপ আমিও একরূপ না একরূপ ভাবে থাকিবে এই চিন্তা অপরিহার্য বলিয়া। ‘আমি অনন্তকাল থাকিব’ বলিতে হয়। বিজ্ঞাতাব বা ব্রহ্মাব দিক হইতে কাল নাই (কাবণ, তাহা কাল-জ্ঞানেরও জ্ঞাতা) এবং সংস্কারও নয় বর্তমান স্তত্বাব ব্রহ্মাব সহিত সংযোগ বহিষাছে। কিন্তু প্রত্যেকটিব বোধকালে প্ৰবন্ধবাক্যে এক একটি এক ক্ষণে বুদ্ধ হইতেছে এইরূপ হইবে। অসংখ্য সংস্কারসকল প্রত্যেকে পৃথক হইলেও সহত্যকারী এক এক সমষ্টি শক্তিব (দর্শনাদিব) দ্বাৰা নিম্পন্ন বলিয়া অসংখ্য জাতীয় নহে। এক এক জাতীয় সংস্কার এক এক সহত্যকারী মনঃশক্তিব অঙ্গগতভাবে থাকে ও ব্রহ্মাব সহিত সংযুক্ত হইয়া বুদ্ধ হয়। তাদৃশ—সংখ্যশক্তিব সহিত ব্রহ্মাব সংযোগ হইতে (ক্রমে ক্রমে হইলেও) অমেষ কাল লাগে না, মেঘ কালেই হয়। বিদ্যুৎযোগে হওয়াতে যুগপত্তেব মত বোধ হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, যুগপৎ বহুজ্ঞান অর্থাৎ যুগপত্তেব মত বহুজ্ঞান বিস্তারজ্ঞানের স্বরূপ। এক বোদ্ধাব যুগপৎ বহুবোধ অসম্ভব হইলেও পৰিদৃষ্ট জ্ঞানশক্তিব মনঃবেগ ও অপৰিদৃষ্ট জ্ঞানশক্তিব ভ্রমবেগ এই দুই বেগেব পার্থক্য থাকাতে পৰিদৃষ্ট জ্ঞানশক্তিব নিকট বহু অপৰিদৃষ্ট জ্ঞানহেতু জিহবা যুগপত্তেব মত অবিভক্ত জ্ঞান উপাদান কবিবে, তাদৃশ বোধেব নামই শবীবাভিমান বোধ। তাহাতেই আমি শবীবী বা শবীবব্যাপী এই ব্যাপী শবীবগতবোধরূপে হিব সত্তাব বোধ হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে শবীব প্রবহমান সত্তা বা জিহ্বাপুঞ্জ। অলাভচক্রেব জ্ঞায তাহা একপে হিবসত্তারূপ ধাঁধা বা বিপৰ্যব (বা illusion) হয়, যদি অহঙ্ক জ্ঞানশক্তিব দ্বাৰা শবীব-নামক জিহ্বাপুঞ্জের প্রত্যেকটিকে বিবিজ কবিয়া জানা যায় তবে তাহা প্রবহমান ব্যাপ্তিহীন জিহ্বাভক্ত সত্তা বলিযাই অল্পভূত হইবে। যেমন অত্যল্পকালব্যাপী উদ্ঘাটন (exposure) দিয়া অলাভচক্রেব কোটো তুলিলে তাহা চক্ৰাকাব হব না, স্ক্রল অকাবধণেবই কোটো হয়, ইহা ঐ বিষয়ে উপমা। অথবা একটি দ্রুতগামী চক্ৰ বাহাব অবসরকল একাকাব বোধ হয়, তাহাকে স্বপ্ৰভাব আলোকে দেখিলে প্রত্যেক অব স্পষ্ট দেখা যাইবে যেন চক্ৰ হিব আছে।

১৭। এইরূপে জানা গেল আমাদের বিস্তারজ্ঞানের মূল বা মৌলিক অবস্থা শবীব বোধ বা প্রাণন জিহ্বাব বোধ। এই বিস্তারজ্ঞান অতীব অক্ষুট। ইহাতে আকাবজ্ঞান অতি অল্পই থাকে। যদি কেবল শবীবমধ্যে অবহিত হইয়া স্বান্য বা পীডাব বোধ অল্পভব কবিত্ত থাক তাহা হইলে ইহা বোধগম্য হইবে। তখন একটা ব্যাপ্তিবোধ থাকিবে বটে, কিন্তু স্বায়েব বা পীডাব আকাববোধ থাকিবে না। উহা পক্ষ-রূপাদিজ্ঞানের তত লাপেক নহে, কাবণ, শবীবমধ্যস্থ বোধমাত্রই উহাব স্বরূপ। কাহাবও চক্ৰবাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও হস্তপদ না থাকিলেও প্রাণনবোধেব দ্বাৰা তাহাব একপ বিস্তারবোধ হয়। শবীব বাহুব্রব্য হইতে বাধা পাইলে যে বোধ হয় তাহা কাঠিন্দ। তাবতম্য অল্পসাবে তাহা কোমল বাযবীব আমি হয়। উহাবও সহিত এই ব্যাপ্তিবোধ মিলিত হইয়া ব্যাপী বাহুবোধ জন্মায়।

১৮। এই মৌলিক বিস্তারবোধকে অন্তর্গত কবিয়া কর্মেন্দ্রিয়গণেব মধ্যস্থ ব্যাপ্তিবোধ হয় ও তাহাসেব দ্বাৰা শবীব বা শবীবস্থ দ্রব্য চালিত হইয়া বাহু বিস্তারবোধ হয়। তন্মধ্যে গমনেন্দ্রিয়েব দ্বাৰা উত্তমরূপ বাহু বিস্তারবোধ হয় ও হস্তেব দ্বাৰা আকাববোধ অনেকটা হয়। জ্ঞানেন্দ্রিয় না থাকিলে শুধু কর্মেন্দ্রিয়েব দ্বাৰা বাহা হইতে পাবে তাহা সহজেই বোধগম্য হইবে। প্রাণনবোধজনিত স্বগত বিস্তারবোধকে অন্তর্গত কবাত্তে জ্ঞানেন্দ্রিয়েব মধ্যে অক্ষুট বিস্তারবোধ থাকে। তাহাকে তুলনা কবাব হিবসত্তা পাইয়া রূপাদি বিষয় পূর্বাঙ্ক কারণে বিস্তারযুক্ত ভাবে বা বহু রূপজিহ্বা যুগপত্তেব

মত গৃহীত হয়। যেমন গ্রাণ্দের মধ্যে ব্যানেন বা বক্ত-বসনঞ্চালনকাবী প্রাণশক্তির দ্বাৰা সর্বোত্তম শাবীর বিস্তারবোধ হয়, কর্মেন্দ্রিয়ার মধ্যে গমনেন্দ্রিয়ার দ্বাৰা সর্বোত্তম চলনজনিত বিস্তারজ্ঞান হয়, তেমনি জ্ঞানেন্দ্রিয়ার মধ্যে চক্ষুর দ্বাৰা সর্বাপেক্ষা উত্তম বিস্তার ও আকাৰ জ্ঞান হয়। বাগিন্দ্রিয় ও কর্ণের দ্বারা অনেকটা কালিক বিস্তারজ্ঞান হয় (শব্দে দেশব্যাপ্তি অপেক্ষা জ্বিবাঙ্কানের প্রাবল্য আছে বলিয়া)।

বাহু বিস্তারজ্ঞান এইরূপে ধাঁধা বা বিপর্ষয় হইলেও উহা অভাব নহে। উহা একাদিক্রমে ভাবপদার্থের ক্রমভাবী অবস্থাকে সুগপদ্যাবী জানা মাত্র। তাহাই মাত্র উহাতে বিপর্ষয়, নচেৎ অবস্থাজ্ঞান বিপর্ষয় নহে, অভাবও নহে। বিপর্ষয়জ্ঞানেও এক ভাবপদার্থের অধ্যাস অল্প ভাবপদার্থে হয়, সেই অধ্যাসটুকু মিথ্যা, কিন্তু চুই ভাবপদার্থ সত্য। বহুত্বও সং পদার্থ সর্পও সং পদার্থ, একে অস্ত্রের অধ্যাস মিথ্যা। এ ক্ষেত্রেও অবস্থাজ্ঞান সত্যজ্ঞান। সুতরাং বিস্তার বা দেশ অর্থে যেখানে অবস্থাজ্ঞান সেখানে তাহা বাস্তব, অথবা যেখানে উহা বহু অবস্থার উল্লেখ সেখানেও উহা সত্যজ্ঞান, কিন্তু যেখানে উহা ক্রমভাবী জ্ঞানকে সহভাবী বোধ কবায় সেখানে উহা ঐটুকুমাত্র অতল্লপপ্রতিষ্ঠ মিথ্যাজ্ঞান বা এককে অল্প জ্ঞান (যদিও ঐ ‘এক’ ও ‘অল্প’ ভাবপদার্থ)।

১২। কিন্তু যেখানে বিস্তার শব্দের অর্থ শিথিয়া মনে স্বব গ্রাহ্য বস্তু ছাড়া এক বিস্তার আছে, বা গ্রাহ্যবস্তু অভাব করিলে বাহা থাকে তাহাই বিস্তার বা অবকাশ, সেখানে ঐ বিস্তার ‘বৃদ্ধ’ এবং ঐ শব্দ বা বাক্য-জনিত জ্ঞান বিকল্পজ্ঞান। কালসম্বন্ধেও ঠিক ঐরূপ। বাহা জানিতেছি তাহাকেই বর্তমান মনে কবি। বাহা জানিয়াছিলাম ও জানিব তাহাকে স্বাক্ষরে অতীত ও অনাগত মনে কবি। কিন্তু ভাবপদার্থের অভাব নাই এবং অভাবেরও ভাব নাই, সুতরাং বাহাকে অতীতানাগত বলি তাহাও আছে (‘অতীতানাগত-স্বকপতোহিত্তি’—যোগসূত্র) বা বর্তমান \*। ভাবপদার্থলব্ধ অবস্থাসম্বন্ধে বর্তমান থাকে, সুতরাং সবই বর্তমান। বর্তমান থাকিলেও বাহা জানিতেছি না তাহাকে অতীত ও অনাগত কালই মনে কবি, কাবণ, সংকে অসং মনে কবিত্তে পারি না। স্মৃতি ও কল্পনা বাহা ছিলাম ও থাকিব মনে কবিত্তে আশিষ্টকে জিকালব্যাপী হিবলন্তা মনে কবি। বোধ হইতে সংস্কার হব ও সংস্কার হইতে স্মৃতি হব ও স্মৃতি লইয়া কল্পনা হয়। বোধনকল পব পব কালে হব (কাবণ, একই আশিষ্টের কাছে একই ক্ষণে দুইটি বোধ হব না), সুতরাং তল্লজনিত সংস্কারও কালব্যাপী। তবে তাহা হৃদয়কপে থাকিতে অলক্ষ্যবৎ থাকে। যেমন এক শাবিক কম্পন ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া অলক্ষ্য হয় কিন্তু তাহা সেই বিশেষ শব্দেবই হৃদ্যাবস্থা (ঘটাক্ষনিব হৃদ্যাবস্থা ঘটাক্ষনিব মতই হইবে মৃদঙ্গের ঘনিব মত হইবে না) তেমনি যে স্বভাবের বোধ হয়, তাহাব সংস্কার সেইরূপ হয়। সুতরাং কালব্যাপী প্রবহমান সত্তাক্ষেই অলক্ষ্যবদ্যবে সংস্কার আছে। সংস্কার কিন্তু সম্পূর্ণ অলক্ষ্য নহে। শরীরগত অক্ষুট বোধের জায তাহাবও স্মৃতিবোধ সামান্যভাবে আছে। তাহা অলক্ষ্য বলিয়া ‘ছিল’ মনে কবি আব অক্ষুট ভাবে জাগিতেছে বলিয়া ‘আছে’ মনে কবিত্তে হয়। সুতরাং তাহা ‘ছিল’ ও ‘আছে’ এই দুইয়ের মিশ্রণ। কিন্তু সংস্কারের যে স্মৃতিবোধ তাহা বাহু বিস্তারবোধের

\* Maurice Maeterlinck নিজের এক ভবিষ্যৎ স্বপ্ন (বাহা তিন দিন পরে অসম্ভবভাবে সন্নিবেশে নিবিয়া গিয়াছিল) সম্বন্ধে বিচার কবিত্তে বলেন, “We shall before long be convinced by our personal experience that the future already exists in the present, that what we have not yet done, is to some extent accomplished” ইত্যাদি। The Life of Space, p. 126.

তাহা বহু ক্রিয়াব সংকীর্ণ গ্রহণ। কাবণ, পব পব সংঘটিত বোধেব অল্পকণ সংস্কাৰ পৰ পব ভাবেই থাকিবে কিন্তু তাহাদেব যে স্মৃতি উঠিবা পৰিতৃষ্ট বৰ্তমান জ্ঞানেব পশ্চাতে থাকি দিতেছে, তাহাতে বহু সংস্কাৰ (যাহাবা ক্রমণঃ উৎপন্ন স্মৃতিবাং ক্রমিক মনোভাবকণে স্থিত + ) যেন যুগপৎ বা অক্ৰমে বৰ্তমান এইকণ বোধ কবাইবা দিতেছে। এইকণ, যাহাকে 'ছিল' মনে কৰি তাহাকে আৰাব 'আছে' এইকণ মনে কৰিতে হয়। তাহাই অতীত হইতে বৰ্তমান পৰ্যন্ত কালিক বিস্তাৰ। পবস্ত স্মৃতিমূলক স্মৃতিযুক্ত স্বাভাবিক কল্পনাৰ দ্বাৰা আশিষেব অলক্ষ্য ভাবী অবস্থাবও নিশ্চয় হয়। অৰ্থাৎ যাহা হইবে বা 'আমি এক বকমে থাকিব' ইহাও বৰ্তমানে জানি। বৰ্তমানে জানা বা বৰ্তমান বলিয়া জানা অৰ্থে থাকি, অতএব যাহা হইবে তাহাও আছে মনে কৰিবা বৰ্তমান ও ভবিষ্য কালকে সমান্তৰ কৰি। এইকণে লক্ষ্য ও অলক্ষ্য—বস্তুব এই দুই অবস্থা অল্পসামান্য কালভেদ কৰি। যে পুৰুষেব হৃদ ও ভবিষ্য জ্ঞান স্বেচ্ছা তাঁহাব বা ঈশ্ববেব নিকট সবই বৰ্তমান। তজ্জন্ত যোগভাষ্যকাব বলিধাছেন, "বৰ্তমান এককণে বিশ্ব পৰিণাম অল্পভব কৰিতেছে" (৩৭২)। সেই অশেষ বিশ্ব-পৰিণামেব যে যতটুকু গ্রহণ কৰিতেছে সে তাহাকে বৰ্তমান মনে কৰে অল্প অমেব অংশকে অতীতানাগত মনে কৰে। আমাৰ অসংখ্য পৰিণাম হইবাছে + ও অসংখ্য পৰিণাম হইতে পাবে, আশিষ সম্বন্ধে এই স্বাভাবিক নিশ্চয়ই কালিক বিস্তাৰজ্ঞান। দৈনিক বিস্তাৰজ্ঞানে যেকণ অবয়বেব সংখ্যা (মেব বা অমেব) প্ৰকৃত পদাৰ্থ, কালিক বিস্তাৰজ্ঞানেও সেইকণ মানস ঘটনাব সংখ্যা (মেব ও অমেব) প্ৰকৃত পদাৰ্থ। অৰ্থাৎ অসংখ্য পৰিণাম হইবাছে ও হইবে বলিবা 'আমি' (বা যে কোন বস্তু) ছিল ও থাকিবে বলি। এই মানসিক ঘটনা-পৰ্য্যাপকণ বিস্তাৰ প্ৰকৃত পদাৰ্থ। তাহা হইতে বাক্যবিভাগেব দ্বাৰা যে বলি যাহাতে ঐ মানস ঘটনা আছে, থাকিবে, ছিল—তাহাই কাল, এইকণ কাল শূন্য এংক একণ বাক্যক অবাস্তব পদাৰ্থেব জ্ঞান কাল-নামক বিবলজ্ঞান।

২০। অতঃপৰ বাহু গতি কি পদাৰ্থ তাহা বিচাৰি। কোন শিবলভাৰূপ দ্ৰব্যেব এক স্থান হইতে অল্প স্থানে অৰ্থাৎ অল্প এক শিব সত্তাব এক অবয়ব হইতে অল্প অবয়বে সংযোগ হওয়াই গতি।

গতিব তত্ত্ব নৈয়ায়িকেবা এইকণ বলেন, "ব এব দেবদত্তাত্মা তিষ্ঠৎ-প্ৰত্যকগোচৰঃ চলতীতাপি নাবিস্তৌ ন এব প্ৰতিভাসতে। নিবস্তবং চ সংযোগবিভাগ-শ্ৰেণি-দৰ্শনাৎ। সূৰ্য্যাবপি ভবেচ্ছ-চলতীতি মহত্ত্ববৎ। ...অবিবলসম্মূলং-সংযোগবিভাগপ্ৰবন্ধবিষয়ত্মাচলতীতি প্ৰত্যক্যত্ব ন সৰ্বদা তদ্ব্যপাদঃ।" (ভাষ্যমুদ্রবী ২ আঃ)। অৰ্থাৎ নিশ্চলজ্ঞানেব গোচৰ যে দেবদত্ত সেই চলিতেছে—এই জ্ঞানগোচৰ হয়। নিবস্তব সংযোগ ও বিভাগেব (স্থানবিশেষেব সহিত সংযোগ ও বিযোগেব) শ্ৰেণি-দৰ্শন কৰিবা 'চলিতেছে' এইকণ বুদ্ধি হয়। মহত্ত্ববৎ ভূমিতেও এইকণ বুদ্ধি হয়।

\* ইহা কল্পনা কৰা কটন। বহু মনোভাব পাশাপাশি আছে এইকণ দৈনিক জেদ বহুনা কৰা অদুৰ্গ। পব পব হওবাই তাহাদেব অবস্থানভেদ কিন্তু স্বৰ্ণ সব বৰ্তমান বা আছে বল তখন 'পব পব' কলাও অদুৰ্গ। অতএব বলিতে হইবে তাহাৰ বৰ্তমান কিন্তু 'এককণে একটি জেদ' এইকণ ক্রমজন্মকণ ও ক্রমোপশমনকণ বৰ্তমান। যেশাবহিতীহীনতা, বহুতা এংক যুগপৎ বৰ্তমানতা কল্পনা কৰা দুৰ্গব।

† আশিষকে যাহাবা তৌতিক দ্ৰব্য মনে কৰে তাহাদেব পক্ষেও এই কথাব ব্যতিক্রম বাই। তাহাবা মনে কৰে, আমি জুতনিৰ্মিত ও জুতে মিশাইবা বাইব। যে জুতেব পৰিণাম 'আশিষ' সেই জুত অনাশিৰাল হইতে অসংখ্য পৰিণাম পাইবাছে ভবিষ্যতেও পাটবে এইকণ বলিতও তাহাবা ব্যাং হয়। কাজে কাজেই তাহাদেবও বলিতে হইবে 'আমি' পূৰ্বেও এককণ-মা-এককণে ছিলাম পবেও পানিব।



‘চলিতেছে’ এই জ্ঞানের জন্ত অবিরলভাবে সংযোগবিভাগের সমুদ্রাস বা জ্ঞানের স্রবণ হইতে থাকে বলিয়া সব কালে (অর্থাৎ উহা না হইলে অন্য কালে) ‘চলিতেছে’ এই প্রত্যয় হয় না।

প্রথমেই আগন্তি হইতে পাবে অগং বধন মূলতঃ মনঃপদার্থ, আব মন বধন বাহ্যবিস্তারহীন, তখন গতি কিরূপে সম্ভবে। আর বাহ্যিকের দিক্ হইতে দেখিলে বধন বলিতে হয় যে সমস্তই বস্তুপূর্ণ তখনই বা বলি কিরূপে যে এক বস্তু এক স্থান ফাঁক কবিয়া সেই ফাঁক স্থানে বাস। কেহ কেহ মনে করেন জ্যোত্বজের স্রাব বা ক্রিযাবর্ত, তবৎ যেমন চলিয়া বাব, কিন্তু জল যায় না, জ্যোত্ব গতিও সেইরূপ। ইহাতেও কিছু বীয়াসা হয় না, কাবণ, তরঙ্গ হইতে হইলে সংকোচ-প্রসার চাই, তরঙ্গ ফাঁক চাই। শুধু দার্শনিক দৃষ্টিতে যে ফাঁক বা শূন্য নাই এইরূপ নহে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতেও উহা অসিদ্ধ, কাবণ, বিস্তৃত ফাঁকের মধ্য দিয়া জ্যোত্বকল পবঙ্গবেব উপর আকর্ষণাদি ক্রিয়া কবে ইহা কল্পনীয় নহে (অসম্ভব বলিয়া)। এইরূপে সাধারণ ভাবে বুঝিতে গেলে গতি কিরূপে সম্ভব তাহা বুঝা যায় না।

গ্রীক দার্শনিক Zeno কবেকটি মুক্তি দিয়া দেখাইয়াছেন যে গতি অসম্ভব। কথা—‘একমুহুর্তে একজায় যদি একস্থানে থাকে তবে তাহাকে স্থির বলা যায়। এক চলন্ত পব প্রতীমুহুর্তে একস্থানে থাকে, অভএব পব গতিহীন’। ইহা স্মারাত্মক। কোনও জ্যোত্ব পব পব মুহুর্তে যদি ভিন্ন স্থানে থাকে তবে তাহা গতিশীল, পব তাহা থাকে, অভএব পব গতিশীল। ইহাই প্রকৃত স্মার। Zeno-র ‘প্রতি মুহুর্ত’ পব পব মুহুর্ত হইবে। আব এক মুক্তি এই—এক পবকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে হইলে প্রথমে তাহা অর্ধেক দূর বাইবে, পবে তাহাবও অর্ধেক, পবে তাহাবও অর্ধেক এইরূপে অনন্ত অর্ধেক বাইতে হইবে স্তবৎ কখনও যাইতে পারিবে না। একটি সন্নয় পরিমাণকে অসংখ্য ভাগ কবা যায় বলিয়া তাহা সন্নয় (স্তবৎ অনতিক্রম্য) এই স্মারাত্মক ইহাতে আছে। ইহাব মতো এ দেশেও প্রবাদ আছে এক টাকা ধার দিয়া, আট আনা, চার আনা ইত্যাদি অর্ধেকক্রমে যদি শোধ কবিতো চাও তবে কখনও শোধ হইবে না। ইহা সত্য বটে কিন্তু এইরূপক্রমে ধাব শোধ কেহ দেখে না, বাণও যায় না। একিলিস ও কচ্ছপের সমস্তাও এইরূপ। বিস্তারের স্রাব গতি এক ধীবা হইলেও ঐ সত্যটি Zeno যে উপায়ে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা স্মার, বা বুঝাব যোগ্য, নহে।

২১। বাহাবা বলেন নিজের বিজ্ঞান হইতেই আন্তর্বাছ সমস্ত ঘটনা হয়, তাদৃশ বিজ্ঞানবাহীবা বলিবেন স্বপ্নে যেমন একস্থানে থাকিলেও গতিব জ্ঞান হয় সব গতিজ্ঞানই সেইরূপ। ইহাতে আসল কথা বুঝা যায় না, কাবণ, স্বপ্ন স্মৃতি হইতে (গতিজ্ঞানের স্মৃতি হইতে) হয়, স্মৃতি অচুতৃত বিষয়ের সংস্কার হইতে হয়। বিষয়জ্ঞান নিজের বিজ্ঞানমাত্রের দ্বাৰা সাধ্য নহে, তাহাতে স্ববিজ্ঞানবাহ জন্ত উল্লেখ চাই। সেই বাছ উল্লেখের গতি কিরূপে সম্ভব তাহাই বিচার্য। বিস্তারজ্ঞান নিজেব কবণগত বটে তবে তরঙ্গ কবণবাহ এক উল্লেখও স্বীকার্য হয়। গতিব তরঙ্গজ্ঞানের জন্ত সেই উল্লেখের (বাহা বাছ সত্তারূপে প্রতিভাত হয়) তৎসম্যক বিচার্য। আমবা যেমন ইঞ্জিন-মনোযুক্ত মেহী, সেইরূপ অসংখ্য স্রাবব জন্ম মেহী আছে তাহা আমবা জানি। আরও যেখান হইবাছে যে বাহসম্ভা—বাহা দিয়া আমাদের দেখ গঠিত, তাহাও মূলতঃ মন (ইহা ছাড়া দর্শনশাস্ত্রে আব মুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত নাই)। রূপাদি বাহসম্ভা বহু মেহীব সাধাবণ বলিয়া বাহমূল সেই মন বহু মেহীব মনের সহিত মিলিত। আকাব, ইন্দ্রিত আদিব দ্বাৰা সাধারণতঃ এক মনের সহিত অন্য মনের মিলন

হয় কিন্তু ভূতাদি-নামক (বাস্তবস্তাব মূল) মনেব মিলন সেকণ হইতে পাবে না। কাবণ, বাহ্য বাবা আকাব, ইঙ্গিত আদি সংঘটিত হয় সেই শব্দাদি জ্ঞান হইবাব পূর্বেকাব সেই মিলন, যেহেতু সেই মিলনেব ফলে শব্দাদি জ্ঞান হয়। সুতবাং তাহা মনে মনে ভিতব দিক্ হইতে মিলন। ঐশ্বর্যজালিক মনে মনে বিবৰ্ণমান আশ্রয়কাহি বাহা ভাবে পার্শ্ব লোকে তাদৃশ আশ্রয়কাহি দেখিতে পায়, ইহা ভিতব দিক্ হইতে মিলনেব উদাহরণ (যদিচ বাহ্যেব দিক্ হইতে ঐশ্বর্যজালিক ও দর্শকেব কতকটা মিলন থাকে)। যে ভূতাদি মনেব বাবা আমবা এই ভৌতিক ইশ্বরজ্ঞান দেখিতেছি তাহা অব্যর্থ শক্তিযুক্ত। সাধাবণ ঐশ্বর্যজালিকেব শক্তি বাহা দেখিতে পাই তাহাব সেখানে পবম উৎকর্ষ, সুতবাং তাহা অব্যর্থভাবে বহু বহু মনেব উপব ক্রিয়া কবিতে সমর্থ। সেই ভূতাদি মনেব আবণ্ড এক (সাধাবণ মন হইতে) বিশেষত্ব থাকিবে যে তাহা বাহু উল্লেখ ব্যতিবেকে ভূত-ভৌতিক জগৎ কল্পনাব বাবা উদ্ভাবিত কবিতে পাবিবে। অবশ্ত জগৎ কল্যাকপেই সস্তাবানু হইবে। সাধাবণ মনসকলেব এইকণ সংস্কাব আছে যে তাহাবা আলম্বন পাইলে তাহা গ্রহণ কবতঃ শবীয়েজিব ধাবণ ও বিষয়গ্রহণ কবিতে পাবে (ইহা দেখাই যায়)। ভূতাদি মনেব ভূতরূপ জ্ঞানেব (বাহা তাহাব স্বভাই হয়) বাবা ভাবিত সাধাবণ মনসকলে ঐ বাহু উল্লেখকণ আলম্বন পাইবা স্বসংস্কাবে দেহেজিব ধাবণ কবিবা থাকে। আলম্বন সাধাবণ হওবাতে তাহাবা পবম্পব সেই আলম্বনেব বাবা বিজ্ঞপ্তি কবিতে পাবে। ভূতাদি-নামক ঐশ মনেব কল্পনা পূর্বসংস্কাব হইতে হয়, তাহাতে পূর্ববৎ শব্দস্পর্শাদিমুক্ত ও কাঠিন-তবল-বায়বীযাদি ধর্মযুক্ত গতিশীল জগৎ কল্পিত বা সস্তাবিত হয় (‘সাংখ্যেব ঈশব’ শ্রষ্টব্য)। জগৎ যখন মূলভঃ মনোময তখন গতি বপ্বেব বস্ত, অর্থাৎ তাহা বিস্তাবজ্ঞানমূলক পার্শ্ব বস্তুজ্ঞানেব পবিবর্তন-বিশেষ মাত্র হইবে \*। ভূতাদিব তাদৃশ মৌলিক কল্পনেব (পার্শ্ব বস্তুজ্ঞানেব পবিবর্তনশীলতা-কল্পনেব) বাবা ভাবিত সাধাবণ মনসকল গতিমান রূপাদি বস্তু জানে এবং তাহাতে অভিমান কবিবা দেহাদি গঠন কবে ও কাঠিভাবিব অভিমানী হয়। নবাপেকা হুতবেগতাব অভিমানই কাঠিভাভিমান। তাবল্য, বায়বীষ্ম, বশ্মিষ প্রভৃতিব অপেকাকৃত প্রবেগতাব অভিমান। তাপ আলোকাদিব যেকণ সস্তাব ও যেকণ ক্রিয়া, ভূতাদিব রূপ-তাপাদি-কম্পনে মুহূর্তে মুহূর্তে ততবাব পার্শ্ব সত্তাজ্ঞানেব পবিবর্তনজ্ঞানরূপ মানস ক্রিয়া হয়। ‘পার্শ্ব’ বা বিস্তাবজ্ঞানও ভূতাদিব প্রাণাভিমান হইতে হয়, কাবণ, প্রাণ ব্যতীত মন ক্রিয়া কবিতে পাবে না। মনেব অধিষ্ঠান তদঙ্গ প্রাণেব বাবা নিহিত হয়। স্থল শবীব সযন্ধেও যেমন, তস্ম অথবা বিশ্বব্যাপী

\* দার্শনিক যুগেতে মূল বিষয় এইকণ সিদ্ধান্ত ব্যতীত যে গতি নাই তাহা নিমোক্তি হইতেও বুঝা যাইবে —

“We can reduce matter to motion, and what do we know of motion save that it is a complex perception or a mode of thought? ...For of motion we know nothing except that it represents a continuous change of certain perceptions in their relations with those of space and time. Hence one form of thought—our own minds—runs parallel to and is concomitant with another form of thought, perhaps more permanent—though that we cannot say—which we call matter, electricity or ether. And it resolves itself into mind perceiving mind.”—J. B. Burke's *Origin of Life*, p 337 et seq.। আমদেব চিন্তা ছাড়া যে another form of thought-কে স্বীকার কবিত হয তাহাই সাংখ্যেব ভূতাদি অভিমান, তাহা বাহ্যেব তিনিই প্রকাশপতি। Julian Huxley বলেন, “There is only one fundamental substance which possesses not only material properties but also properties for which the word ‘mental’ is the nearest approach”.

বিবাহী শবীবের পক্ষেও সেইরূপ, অসিদ্ধান (স্বত্বাং তৎপ্রাণ) ব্যতীত মনের কার্য কল্পনীয় নহে। এইরূপে গতিব বা স্থান পবিত্রত্বের তত্ত্ব বুঝিতে হইবে।

২২। প্রাণাভিমানই বিশ্বপ্রাণ, যদ্বা বা সমস্ত বিশ্বত হইবা বহিরাছে। প্রাণ-শক্তি বলেন, “প্রাণশ্রেণ্যং বশে সর্বং জিহ্বিবে বং প্রতীষ্টিতম্।” উদ্ভিদ্ধাদি স্বাব্য প্রাণীৰ জ্বাব ধাতুপাষণাদিব প্রাণ আছে। ইহা কেবল বৈদিক মত নহে, পাশ্চাত্যদের মধ্যেও স্বাহাবা মূল চিন্তা কবেন তাঁহাবাও ইহা বলেন। প্রাণী ও অপ্ৰাণীদের ভেদ কোথা তাহাও তাঁহাবা অনির্ণেব বলেন। ধাতুসকলের অবসাদ, শর্করবাক্কন (crystallization) প্রভৃতি হইতেই ঐ বিশ্বপ্রাণ সিদ্ধ হয়।

২৩। যে শক্তিব দ্বাবা সমস্ত বিশ্বত বহিরাছে তাহা স্ফৰ্ণণ-নামক ব্ৰহ্মশক্তি। স্ফৰ্ণণেব লক্ষণ যথা—“জট্টমুগ্ধবোঃ স্ফৰ্ণণম্ অহমিত্যাভিমান-লক্ষণম্” অর্থাৎ গ্রহীতাব ও গ্রাহ্যেব যে আভিমানিক আকর্ষণ তাহাই স্ফৰ্ণণ। বাহ্যেব দিক্ হইতে পৃথিব্যাদিব আকর্ষণশক্তি স্বীকাৰ কৰিতে হয়। ডাক্ষবাচার্য দ্ৰব্যেব পতনকে পৃথিবী ‘স্বপ্ৰক্ৰিয়া স্বাভিমুখ্যাকর্ষণ’ বলেন। পাশ্চাত্য দেশে ও গ্রীক আদিদের মধ্যে কেহ কেহ এই আকর্ষণের কথা বলিবাছেন, কিন্তু নিউটনই উহাব নিয়ম ও সার্বভৌমতা বিবেচন কৰে অনেক তথ্য আবিষ্কাৰ কৰিবাছেন। তন্মতে বিশেষ সমস্ত দ্ৰব্যই নিয়মবিশেষে পবম্পৰকে আকর্ষণ কৰে। কিন্তু এই আকর্ষণশক্তি যে কি তদ্বিবেচন বৈজ্ঞানিকেবা কিছু বলিতে পাৰেন না, পবম্ উহা অজ্ঞেব বলেন। কেন যে বাহ্যেব সমস্ত বস্তু পবম্পৰেব দিকে আকৃষ্ট তাহা বাহ্যেব দিক্ হইতে অসম্ভাব সমস্ত। দার্শনিক শক্তিব দ্বাবা যখন পুরুষবিশেষেব মনই জগতেব মূল বলিবা স্বীকাৰ হয় তখন মাধ্যাকর্ষণেব মূল মনেই আছে। দেখাও যাব অভিমান পদার্থেব দ্বাবা তাহাব জন্মব সঙ্গতি হয়।

প্রাণশক্তি স্থিতি বা ধাবণশীল তামস অভিমান, তাহাব দ্বাবা যেহ বিশ্বত হইবা বহিরাছে। ভূতাদিব যে বিশ্বপ্রাণ সেই শক্তিব দ্বাবাও সেইরূপ বিশ্ব বিশ্বত বহিরাছে। বিশ্বত থাক। অর্থে সমস্ত অববাব এক নিম্নগ্ৰণে নিম্নস্থিত বা আবদ্ধ থাক। অভিমানেব দ্বাবা আমিত্বেব সহিত যে সমস্ত মানস ও শবীবৈশিষ্ট্যেব ক্ৰিযা আবদ্ধ (চক্ৰনাভিতে অববাব মতো) তাহা স্পষ্টই প্রতীকমান হয়। অতএব বিশ্বশুক ব্ৰহ্মশক্তি মূলতঃ প্রজাপতিব ভূতাদিকপ অভিমান, তদ্বাবা সমস্ত ব্ৰহ্মেব আমিত্বে-কেন্দ্রে সমস্ত আবদ্ধ রহিবাছে। বাহ্যেব দিক্ চইতে তাই ব্ৰহ্মাণ্ডেব সমস্ত দ্ৰব্য সম্বন্ধ বোম্ হয়। যেমন মনে কল্পনরূপ বিক্ষেপশক্তিব দ্বাবা সংস্কারাদি মানস বস্তুসকল বিবিদ্ধ হইবা উঠে ও পবে পুনশ্চ আমিত্বে মিশাইবা যাব, বাহ্যেও সেইরূপ বিক্ষেপশক্তিব দ্বাবা দ্ৰব্য পৃথগ্ভূত হয় (যাহা পৃথিব্যাদিব উৎপত্তিব কাৰণ) ও পবে পুনশ্চ মিশাইবা এক হয়। ইহাই সৃষ্টি ও লব। আকর্ষণ ও বিকর্ষণ-নামক বাহ্য গতিও এইরূপে ভূতাদিব মানস ক্ৰিযাব গ্রাহ্যেব দিকেব ভাব।

বৈজ্ঞানিকদের মতে বাহ্যশক্তি (energy) অক্ষয় বটে কিন্তু তাহাব বিল্লেবণ (degradation) হইলে আব তাহা ব্যবহার্য হয় না। উদাহাৰে পবিণত হওবাট বিল্লিষ্ট হওবা বা degradation, তাহা ক্রমশই ঘটিতেছে। যখন সমস্ত একরূপ তাপে পবিণত হইবে, স্ফীতাক্ষর ভেদ থাকিবে না, তখন আব শক্তির ব্যবহার্যতা থাকিবে না বা কোন প্রাণী থাকিবে না, তখন শাস্ত্রোক্ত অপ্রভক্য অবিল্লেব হইবে। কিন্তু পুনশ্চ জগৎ উঠিবে তদ্বিষয়ে মাংখ্যেব উত্তৰ—পুনশ্চ প্রজাপতিব সংকল্প হইতে ব্যক্ততা হইবে।

২৪। বড ও ছোট জ্ঞান আপেক্ষিক। আমাদের নিজেদের তুলনাব বড ও ছোট পরিমাণ দ্বি

কবি। তোমার কাছে যেমন হিমালয় ভূমিও এক জীবাপুৰ্ণ নিকট হিমালয়, তোমার নিকট যেমন এই বিবাহট ব্রহ্মাও ভূমিও এক বোদ্ধাব নিকট সেইরূপ। কাল সম্বন্ধেও এই কথা। বিবাহট পুরুষের নিকট যাহা এক মনোবৃত্তির উদয়লয়েব স্বপ্ন তোমার নিকট তাহা কোটি কোটি কল্প হইতে পারে। শাস্ত্র এইরূপে ব্রহ্মাব দ্বিন-বৎসবাদিব মহা পবিত্রাণ দেখাইয়া এ বিষয়ের সংকীর্ণ ধারণা প্রসার কৰিয়া দিয়াছেন। তোমার শরীর যদি শত গুণ বড় হয় এবং সেই অবস্থায় ভূমি যদি এমন এক বনে নীত হও যেখানেব বৃক্ষাদিবা তোমার পূৰ্বদৃষ্ট বৃক্ষাদি হইতে শতগুণ বৃহৎ, তবে ভূমি কখনও হিব কবিতো পাবিবে না তোমার শরীর শতগুণ বড় হইয়াছে।

কাবণহীন বস্তুই প্রকৃত অনাদি-অনন্ত, নিমিত্তজাত বস্তু তাহা নহে। তাহাবা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় থাকিয়া অনাদি-অনন্ত অর্থাৎ অসংখ্য অবস্থান্তবতা প্রাপ্ত হইয়াছে ও হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে এই সত্যই বস্তুব্য। সমস্তেব বাহা মূল নিমিত্ত ও মূল উপাদান তাহাই কাবণহীন। মূল উপাদান প্রকাশ, জিয়া ও হিতি বা সত্ত্ব, রজ ও তম এবং মূল নিমিত্ত উহাব ত্রী। জিয়া জিয়া হইতেই হয়, অতএব বলিতে হইবে জিয়া ববাবব আছে ও থাকিবে, প্রকাশ ও অজ্ঞতাও তদ্রূপ। প্রকাশেব প্রকাশযিতাও ঐ কাবণে নিত্য। জিয়া নিত্য হইলেও বোনও এক অবচ্ছিন্ন জিয়া নিত্য নহে, স্তম্ভবাং জিয়াদিবা প্রবাহরূপে নিত্য। এইরূপ নিত্যতাব অন্ত নাম পৰিণামি-নিত্যতা। প্রকাশ, জিয়া ও হিতি এইরূপ পৰিণামি-নিত্য। উহাদেব বাহা ত্রী তাহা সত্যই ত্রী বলিয়া পৰিণামী নহে, তাই তাহা কুটস্থ নিত্য বা অপৰিণামি-নিত্য।

ঐষ্টরূপ নিমিত্ত ও প্রকাশ-জিয়া-হিতিকূপ দৃষ্ট উপাদান, ইহাদেব সংযোগ হইতে এই জ্ঞান-চেষ্টা-সংস্কারময় আত্মভাব নিমিত্ত। আত্মভাব বা প্রাণী কতকাল আছে? উত্তবে বলিতে হইবে যতকাল ত্রী ও দৃষ্টেব সংযোগ আছে। কতকাল সংযোগ (‘আমি জ্ঞাতা’ এইভাব) আছে? —যতকাল সংযোগেব কাবণ আছে। সংযোগেব কাবণ কি?—‘আমি ত্রী বা জ্ঞাতা’ এইরূপ ত্রীবা ও দৃষ্টেব একতা-ভ্রান্তিকূপ অবিজ্ঞা (কাবণ, আমি ও ত্রী পৃথক্ এইরূপ অল্পভূতি নিম্ন হইলে আব কোন জ্ঞান থাকিতে পারে না)। ঐ ভ্রান্তিজ্ঞান কতকাল আছে?—অনাদিকাল, যেহেতু এক ভ্রান্তিজ্ঞানেব কাবণ পূৰ্বেব ভ্রান্তিজ্ঞানেব সংস্কার। এইরূপ পূর্ব পূর্ব ভ্রান্তিজ্ঞান প্রবাহরূপে আদিহীন বলিতে হইবে। অর্থাৎ আমার ভ্রান্তিজ্ঞানেব আদি খুঁজিতে খুঁজিতে চলিলে কখনও তাহাব আদিতে যাইতে পাবিব না (অজ্ঞাত অসীমেব জাব)। প্রাণিজেব বা সংস্হতিব কি কখনও শেষ হইবে?—ভ্রান্তিব হেতুভূত যে ঐষ্ট-দৃষ্টেব সংযোগ তাহাব বিবোধী অবিবল বিবেকপ্রজ্ঞাব দ্বাবা ঐ সংযোগ অভাবপ্রাপ্ত হইলেই জীবন্ত শেষ হইবে। বস্তুব অভাব হয় না, অতএব সংযোগেব কিরূপে অভাব হইবে?—সংযোগ বস্তু নহে (ত্রী ও দৃষ্টই বস্তু), তাই তাহাব অভাব হইতে দোষ নাই। প্রাণী কত সংখ্যক?—অসংখ্য। সব প্রাণীবই কি সংস্হতি শেষ হইবে?—এ প্রশ্ন সন্দোষ; কাবণ, ‘সব’ অর্থে অসংখ্য, অতএব প্রশ্নটা হইবে ‘অসংখ্যেব কি শেষ হইবে অর্থাৎ অসংখ্য কি সংখ্য হইবে?’—ইহা তোমার নিজের বিকলোক্তি, কাবণ, বলিবা থাক যে অসংখ্য অর্থে ‘বাহাব শেষ হয় না’। স্তম্ভবাং তোমার প্রশ্নটা হইতেছে—‘বাহাব শেষ হয় না তাহা কি শেষ হইবে?’ কাজেই ইহা বিকলোক্তি। এখানেও ‘সব’ বা অসংখ্য-নামক এক বস্তুহীন বৈকল্পিক পদার্থকে বস্তু ধবাতো প্রশ্ন প্রকৃতার্থহীন হইয়াছে। এ বিষয়ে জাব্য কথা এই—অগণ্য জীবেব মধ্যে বাহাব বিবেকপ্রজ্ঞা হইবে সেই জীবেব সংস্হতি শেষ হইবে।

পৃথিবীর অসিকান্গ লোকে 'আমি অনন্তকাল থাকিব' এইরূপ মনে কবে, কিন্তু 'আমি অনাদিকাল হইতে আছি' এইরূপ সহজে মনে করিতে পাবে না, কিন্তু জ্ঞানান্তববাদীদের ঐরূপ সিদ্ধান্ত। একজন ব্রহ্মবাদীবা একজন সৃষ্টিকর্তা উপর নিঃসন্দেহ স্বপ্ন করার ভাব দিয়া নিশ্চিত হইবার চেষ্টা করেন।

২৫। এক দ্রব্যের কত ভাগ হইতে পাবে তাহাব ইয়ত্তা নাই। ক্ষুদ্র এক দ্রব্যের অতি ক্ষুদ্র অংশ যদি উপযুক্ত জ্ঞানশক্তি দ্বাৰা জানিতে থাকি যাব তবে তাহা ব্রহ্মাণ্ডের মতো বৃহৎ মনে হইবে। তাদৃশ জ্ঞানাব কালরূপ স্বপ্নও বহু বহু হওবাতে তাহা অতি দীর্ঘকাল বলিবা বোধ হইবে। এইরূপে পরিমাণের কিছু স্থিতি নাই, সবই আপেক্ষিক। ইহা বাস্তব বা দ্রব্যের অব্যবহাৰের পরিমাণ। তাহা ছাড়া যে অনাদি, অনন্ত, অসংখ্য আদি বৈকল্পিক পরিমাণ আছে তাহা কেবল ভাবানিৰ্মিত আবাস্তব পদার্থ। এইজন্য অনন্তের অঙ্গসকল সমান্তরূপ হয়, গীমাংস্ত হয় না।  $৩ \times$  অসংখ্য = অসংখ্য, সেইরূপ  $৪ \times$  অসংখ্য = অসংখ্য, অতএব  $৪ = ৩$  এইরূপ বিকল্প ফল হয়। বিকল্প ছাডিবা বাস্তবভাবে দেখিলে কি দেখিবে? দেখিবে এক তিন-হাত কাটিব ও এক চাবি-হাত কাটিব দ্বাৰা যদি মাণিতে থাক তবে বতবিন মাণ না কেন, প্রত্যেক মাণই সান্ত হইবে ও দুইটি মাণ বড় ছোট হইবে। ব্যাকবণেব নঞ্ উপলব্ধি ওখানে জাযাতাল সৃষ্টি কবিবাছে। কোন সংখ্যাকে তত সংখ্যা হইতে বিযোগ কবিলে বা তাহাব সহিত গুণ বা ভাগ বা যোগ করিলে বাহা ফল হয় অনন্ত সম্বন্ধে তাহা খাটে না, কাবণ, উহাতে সব ফলই অনন্ত হইবে। বৈকল্পিক সংখ্যা লইয়া অসাধ্যকে সাধ্য মনে কবিবা ভাষণ কবাতে ঐরূপ বিকল্প ফল হয়। অনন্ত অৰ্থে যাহার অন্ত খুঁজিতে গেলে পাই না, কিন্তু সব সময়েই যে জ্ঞান থাকিবে তাহাব একটা অন্ত থাকে। অসংখ্যও সেইরূপ। স্তবরাং অসংখ্যেব সহিত প্রকৃত বা সাধ্য যোগবিযোগাদি করার সম্ভাবনা নাই। যাহাবা বলে এক হাত জমিতে অসংখ্য অণুভাগ আছে, স্তবরাং অসংখ্য  $\times$  অণুপরিমাণ = অনন্ত পরিমাণ, অতএব তাহা পাব হওয়া সাধ্য নহে, তাহাদিগকে বক্তব্য যে এক পদক্ষেপেও অসংখ্য ভাগ আছে (একিলিন্ ও কল্পণ-সমস্ত)। স্তবরাং অসংখ্যেব দ্বাবাই অসংখ্য কাটিবা পাব হওয়া বাইবে। বৈকল্পিক পদার্থ অবস্ত হইলেও ব্যবহার্য \*। যেমন জ্যানিতির বিন্দু ও বেধা কাল্পনিক হইলেও তদ্বাৰা অনেক যুক্তিযুক্ত বিষয় নিশ্চিত হয়, সেইরূপ অসংখ্য, অনন্ত আদি বৈকল্পিক পদার্থ লইয়া অজ্ঞাদি বিজ্ঞান অনেক যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত হয়। কাল ও অবকাশ সম্বন্ধীয় পরিমাণতত্ত্ব এইরূপে গীমাংস্ত।

পরিমাণতত্ত্ব লইয়া আবও অনেক জটিল প্রশ্ন উঠে। এই বিশ্ব সান্ত কি অনন্ত? ইহাব সাধাবণভাবে উত্তব দিতে হইলে স্বপক্ষে ও বিপক্ষে সমান যুক্তি দেওয়া যায় (Kant-এব বিচাব স্তব্যা)। সংক্ষেপতঃ—আমবা বিশেষ অন্ত কল্পনা করিতে পাবি না বলিয়া বলিতে হয় বিশ্ব অন্তহীন। আবাব বলিতে হয় বত দেখিতে দেখিতে বাইবে তত অন্তই দেখিবে। সর্বদাই যদি অন্ত দেখ তবে বিশ্ব সান্ত, অনন্ত নহে। ভাবাব দ্বাৰা বৈকল্পিক 'অনন্ত' পদ সৃষ্টি কবিরা তাহাব অৰ্থকে এক বাস্তব পদার্থ মনে কবিবা বিচাব করিতে বাওগাতেই এইরূপ স্থলে বিচাব অপ্রতিষ্ঠ হয়।

\* Kant-কেও ব্যবহার্য কবিত হইবাছে 'The eternal present' অৰ্থাৎ ণবস্ত বর্তমান কাল। ইহা বিকল্পজ্ঞানেব ব্যবহার্যতাব উদাহরণ। শান্ত বা eternal অৰ্থে জিকালহাটী। অতএব ইহার অৰ্থ জিকালহাটী 'বর্তমান' বাদ। এইরূপ এই বাক্যের অৰ্থ আবাস্তব হইলেও উহা নস্ত্য নিরূপণেব সস্ত ব্যবহার্য হয়।

যোগভাষ্যকাব এইরূপ স্থলে স্থমীমাংসা কবিবা বিচাৰমোহ দেখাইবাছেন (৪।৩০)। তিনি বলেন, ঐক্য প্রশ্ন ঠিক নহে। ঐক্য প্রশ্ন ব্যাকবণীৰ অৰ্থাৎ ভাষিবা বলিতে হইবে। তুমি ভাত খাও নাই তথাপি যদি কেহ প্রশ্ন কবে ‘কি চাউলেব ভাত খাইবাচ’ তাহাতে যেমন ঐ প্রশ্নেব উত্তৰ হয় না, এস্থলেও সেইরূপ। ‘বিষ অনন্ত কি সান্ত’—এইরূপ প্রশ্নে প্রশ্নকৃতকে জিজ্ঞাস্ত—‘অনন্ত’ মানে কি ? তাহাতে বলিতে হইবে ‘বাহাব অন্ত খুঁজিতে গেলে কখনও ছিব অন্ত পাই না, যত দেখি ততই অন্ত সবিবা যাব (কিন্তু সৰ্বদাই অন্ত থাকে) তাহাই অনন্ত’। সান্ত কাহাকে বল ? সেক্ষেত্রেও বলিতে হইবে—বাহাব অন্ত ববাববই আছে বলিবা জানি তাহাই সান্ত। অন্তএব উভয় পক্ষই এক হইল। প্রকৃত প্রশ্ন হইবে ‘যদি বিবেব অন্ত দেখিতে দেখিতে চলি তবে কি কখনও ছিব অন্ত পাইব ?’ উত্তৰ—না। ‘অনন্ত’ নামক অব্যবহ বৈকল্পিক পদ না জানিবা যদি কেহ প্রত্যক্ষতঃ বিবেব অন্ত খুঁজিতে খুঁজিতে চলে তবে তাহাব ঐক্য কল্পনাহীন বথার্থ অল্পভব হইবে। বাব্যাবহাবেব স্থবিধাব জন্ত আমবা ‘অনন্ত’ আদি অব্যবহ শব্দ বচনা কবিবা ব্যবহাব কবি এবং উহাব ঐক্য স্থলে অপব্যবহাব কবি।

২৬। আবও এক বিষয় উল্লেখ্য। বিবেব সমস্ত অব্য ও জিবা সসীম। অপু, অপু-প্রচয়, পুবিবী, সৌব জগৎ প্রভৃতি সমই সসীম। কিঞ্চি পায়সতে এই পবিদৃষ্টমান বিব বা ব্রহ্মাণ্ডও সসীম। এইরূপ অসংখ্য (গুণিবা শেষ কবাব নহে) ব্রহ্মাণ্ড আছে। আলোকবিব জিবাও সসীম বা ত্তোকে ত্তোকে (by quanta) হয়। ব্রহ্মাণ্ড সসীম হইলে তত্ত্বদ্যব সসীম জিবাও সসীম ও সসীম। একটি সকেত্রে সসীম বিবজগৎ আছে এইরূপ কল্পনা ভাষসম্ভব নহে। মাধ্যাকৰ্ষণেব বিওবি অল্পসাবে দেখিলে ঐক্য সকেত্রে সসীম জগৎ যে অসম্ভব হয় তাহা গণিতজ্ঞেবা দেখান। দৃষ্টমান নাস্কজিক জগৎ যে সসীম তাহাও স্বীকাৰ্হ হয়। পায়সতে এই ভৌতিক জগৎ সসীম এবং ইহা অব্যভেব দাবা আবৃত। ইহা সৰ্বথা ভাষ্য, কাবণ, তাপ-আলোকবি জিবা প্রসাৰিত হইবা অব্যক্ততা প্রাপ্ত হইবে। অন্তএব ব্রহ্মাণ্ডেব বাহা আববণ তাহা শব্দ ও অশব্দ (অল্প শব্দ), তাপ বা অতাপ (অল্প তাপ বা শীত), আলোক বা অন্ধকাব (অল্প কক্ষবর্ণ আলোক) এই সব তাহাতে, কল্পনা না কবিবা (‘অপ্রতর্ক্যবিজ্ঞেয়ম্’, ‘নাসদাসীদ নো সদাসীৎ’ ইত্যাদিরূপ) অব্যক্ত বলিবা দার্শনিক ভাষা সম্ভাব্য কবা হয়। ব্রহ্মাণ্ডেব পবিধিতে গেলে কোনও জানই থাকিবে না এইমাজ বলা সম্ভব, স্তবৎ তখন দিকেবও জান থাকিবে না। অন্তএব সাধাবণতঃ যে কল্পনা আসে ‘তাহাব পব কি’ এবং সেই সঙ্গে দিক বা দেশেব কল্পনাও আসে তাহা ‘ভাষাত্ত্বসাবে কৰ্তব্য নহে’ তথিবেই ইহামাজ বলাই ভাষ্য।

কিন্তু যদি প্রশ্ন হয় ব্রহ্মাণ্ডেব সংখ্যা কত তাহাতেও বলিতে হইবে তাহা গুণিবা শেষ কবা অসাধ্য। তাহাবা কোথাব আছে ? এ প্রশ্নেব উত্তবে বলিতে পাব না পব পব হাসে আছে, কাবণ ব্রহ্মাণ্ডেব পবিধিব পবস্থ স্থান দাবপাযোগ্য নহে। যখন আমাদেব এই ব্রহ্মাণ্ড এক মহামনেব বচনা, তখন ইহা বলা ভাষ্য হইবে যে, অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড অসংখ্য মহামনসকলে আছে। মনসকল দেশব্যাপ্তিহীন বলিবা ‘পাশাপাশি থাকে’ এইরূপ কল্পনা অন্তাধ্য। পান্ডব বলেন অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড আছে, বথা—“কোটি-কোটিযুতানীশে চাণ্ডানি কথিতানি তু। তজ তজ চতুৰ্বন্তা ব্রহ্মাণো হবযো ভবাঃ।” প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ড একটি একটি স্বপদ (unit) জগৎ। তাহা অন্ত এক বৃহত্তব ব্রহ্মাণ্ডেব অপভূত বলিবা ভাষাত্ত্বসারে কল্পনীয নহে। তাহাতে অনবহা-দোবও আসিবা পড়ে।

ইহাব দ্বাৰা দৈনিক ব্যাপ্তি কৰা বলা হইল। কালিক ব্যাপ্তি-সম্বন্ধেও একপ বিচাৰ। যখন মানস ও বাহ্য সমস্ত ক্রিয়াই স্তোকে স্তোকে বা ভাঙ্গিবা ভাঙিব। হব—একতানে হব না, এবং তাদৃশ ক্রিয়াই যখন কাল-পরিমাণেব হেতু, তখন সমস্ত কালব্যাপী পদার্থ উদয়লবণীল। উদয়লবণীল কাল-ব্যাপী পদার্থ কি অনাদি অনন্ত? এই প্রশ্নও দ্বিবাঙ্গী পদার্থেব জ্ঞান সমাধেব। কালব্যাপী পদার্থেব পূৰ্ব পূৰ্ব বা পৰ পৰ অবস্থা দেখিতে থাকিলে কখনও সে জানাব শেষ হইবে না—মাত্র এইকপ সত্যই ভাষণ কৰা বাইতে পাবে। অনাদি অনন্ত যানেই তাহা। নচেৎ অনাদি-অনন্তকে এক বাস্তব নিদিষ্ট পরিমাণ ধৰিয়া চিন্তা কৰিলে পূৰ্ববৎ সমস্তামব অঙ্ক আসিয়া পড়ে (যথা—মাছি সান্তের সমষ্টি মাছি সান্তই হইবে, কিৰূপে অনাদি অনন্ত হইবে)।

যে বস্তু (ব্যবহাৰিক) আছে তাহা কোন না কোন অবস্থায় অনাদি কাল হইতে আছে ও অনন্তকাল থাকিবে ইহা জ্ঞানসম্ভব চিন্তা। এষ্ট তথ্য অল্পনায়ে ম্যাটাৰবাদীবা ম্যাটাৰকে অনাদি-অনন্ত-কাল দ্বাৰী মনে কৰেন। মনকেও সেই কালৰে অনাদি অনন্ত বলা জায।

২৭। দৈনিক ও কালিক দৃষ্য ও নিকটজ্ঞান কিৰূপে হব তাহাও এহলে বিচাৰ। দৃষ্য অৰ্থে ব্যবধান। ব্যবধান অৰ্থে ব্যবধানীভূত অথ পদার্থেব জ্ঞান। কোনও চুইটি ঘটনাৰ মধ্যে অন্য ঘটনাৰ জ্ঞান থাকাই কালিক দৃষ্যতাৰ জ্ঞান। তেমনি চুইটি বাহ্য দ্রব্যেব মধ্যে অথ দ্রব্য থাকিলে বা তাহাৰ জ্ঞান থাকিলে, মনে হব চুই দ্রব্য দেখ-ব্যবহিত। যদি কোনও এক ঘটনামূলক বৃত্তিৰ পৰ ব্যবধানভূত-ঘটনা থাকিলেও তন্মূলক জ্ঞান না হইবা। অর্থাৎ তাহা লক্ষ্যভূত না হইবা, অথ ঘটনা জানা যায় তাহা হইলে সেই চুই ঘটনা অব্যবহিত কালে ঘটিল এইকপ মনে হইবে। তেমনি একস্থানহিত দ্রব্য দেখিবাৰ পৰ ব্যবহিত অন্য দ্রব্য না দেখিয়া, পৰস্থিত দ্রব্য দেখিলে মনে হইবে চুই দ্রব্য অব্যবহিত। সৰ্বত্র ত্রিকালজ্ঞেব পক্ষে ব্যবহিত ঘটনাৰ ও দ্রব্যেব জ্ঞান অজ্ঞমে হব হুতবাং তাঁহাৰ দূৰ-নিকট জ্ঞান থাকিবে না।

২৮। পৰিশেষে কাল ও অবকাশকপ বিপ্লবজ্ঞানেব নিয়ুক্তি বিৰূপে হব তাহা বিচাৰ। যোগ বা চিত্তদ্বৈৰ্বেষ দ্বাৰাই নিৰ্বিকল্প জ্ঞান হব। অভ্যাসেব দ্বাৰা কোন এক বিষয়েব জ্ঞান যদি মনে উদ্ভিত বাধিতে পাঁবা যায় ও অন্য সব ভুলিতে পাঁবা যায় তবে তাদৃশ দ্বৈৰ্বেকে সমাধি বলে। ঐ ধ্যেয় বিষয় বাহিৰেব শব্দাদিও হব, অভ্যন্তৰেব আনন্দাদিও হব। ধ্যান আৰাৰ দ্বিবিধ—‘ভাবাসহিত’ ও ‘ভাবাহীন’, ‘নীল, নীল, নীল’, এইকপ নামেব সহিত নীলৰূপেব যে ধ্যান হব তাহা নবিকল্প। কিন্তু ‘নীল’ নাম ছাডিয়া কেবল নীলৰূপমাত্র বশন জানে ভালো তাদৃশ ভাবাহীন জ্ঞানই, ভাবান্তিত-বিপ্লবজ্ঞানবজিত নিৰ্বিকল্প জ্ঞান। কৰ্তা, কৰ্ম আদি কাৰক ও অভাবাদি পদার্থ—যাহা ভাবাৰ দ্বাৰা বিকল্প কৰা যায়—তাহা হইতে বিযুক্ত হওয়াতে উহা লক্ষ্যং সত্য বা স্বভব জ্ঞান। তখন নীলমাত্রেব জ্ঞান হব, ‘আছে-ছিল-থাকিবে’ বা ‘বৃত্ত ভবিষ্য আছে’ ইত্যাদি কাল ও অবকাশেব বিকল্প থাকিবে না। (Plato বলেন, “The past and future are created species of time which we unconsciously but wrongly transfer to the eternal essence. We say ‘was’ ‘is’ ‘will be’, but the truth is that ‘is’ can alone properly be used”—Timæus. কিন্তু যেখানে ‘ছিল’ ও ‘থাকিবে’ এইকপ ব্যবহাৰ চলে না সেখানে ‘আছে’ ব্যবহাৰও চলে না। মূল ভাব তাই ত্রিকালাতীত, ব্যবহাৰে অবশ্য কাল বোগ কৰিবা বলিতে হব)।

উপযুক্ত কোন মানসভাবে (বেমন আনন্দে) যদি একপ সমাহিত হওয়া যায় তবে বাহ্য বিস্তাৰ

বা দেশজ্ঞান থাকে না কেবল কালিক ধাবাক্রমে জ্ঞান হইতেছে বোধ হয়। সেই কালিক জ্ঞানেবও বাহা জ্ঞাতা তদভিমুখে লক্ষ্য কবিয়া যদি সর্বজ্ঞানকে নিবোধ করা যায়, তবে দিককালাতীত বা দিক ও কালের দ্বারা ব্যপণ্ডিত হইবাব অযোগ্য এইকণ যে পদার্থ তাহাতেই স্থিতি হয়। ইহাই সাংখ্যযোগেব (এবং অন্ত নির্বাণ-মোক্ষবাদীদেব) লক্ষ্য। শ্রুতি বলেন, “কালঃ পচতি ভূতানি সর্বাণ্যেব মহাশ্বনি। যস্মিন্ত পচ্যতে কালো যন্তঃ বেদ স বেদবিৎ” (মৈত্রায়ণ) অর্থাৎ কাল সমস্ত সম্বন্ধে মহান্ আত্মা বা মহত্ত্বরূপ অস্মিমাত্র আত্মবোধে পাক কবে, আব বাহাতে সেই কালও পাক হয় যিনি তাঁহাকে জানেন তিনিই বেদবিৎ। অর্থাৎ মহত্ত্ব পূর্ণত্বই বিকাব তাহাব উপবিহ পুরুষত্ব নির্বিকাব, “যচ্চাত্মং ত্রিকালাতীতম্” (মাণ্ড্য্য শ্রুতি)—এই বস্তুই চবম লক্ষ্য।

---





जम्भोदकोय प्रकरण

श्रीमद् योगी शर्मसेव आनन्द



## ত্ৰিগুণ ও ত্ৰৈগুণিক

ন ভৱন্তি গুণিব্যাং বা হিবি দেবেষু বা পুনঃ ।

সৰ্বং প্ৰকৃতিৰ্ভেদমুত্তং বহেজি ত্ৰিভিভিৰ্ভৈঃ । শ্ৰীতা ১৮৪০

সাংখ্যমতে সাত্ত্বক এবং বাহু সত্ত্ব ব্যক্ত ভাবেৰ দুই কাৰণ—উপাধান ও নিমিত্ত । বাহা হুল নিমিত্ত কাৰণ তাহা চিত্তৰূপ পুৰুষ বা ঈষ্টা, আৰু বাহা হুল উপাধান কাৰণ তাহা চিহ্নিগবীত জ্ঞাতা প্ৰকৃতি বা সত্ত্ব, ৰজ ও তম এই ত্ৰিগুণ । সত্ত্বগুণেৰ লক্ষণ প্ৰকাশ, ৰজোগুণেৰ জিৰা এবং তমোগুণেৰ লক্ষণ হিতি ।

গুণ শব্দেৰ অৰ্থ । উপাধানৰূপ মৌলিক ত্ৰিগুণ বলিয়েই জানিতে হইবে গুণ অৰ্থে বজ্জ । যে বজ্জৰ বাহা ঈষ্টা পুৰুষ হুৎ-হুৎখাৰিতে বজ্জ বলিবা প্ৰতিভাত হন, তাহাই এই হুল উপাধান ত্ৰিগুণ—“হুল” কথাটী যেন শব্দৰ থাকে ( “লব্ধাদীনি ক্ৰিয়াণি ন যৈশেবিকা গুণাঃ” ইত্যাদি—বিজ্ঞানভিহু । আচাৰ্য শঙ্কৰও শ্ৰীতাভাষ্যে এই কথা বলিবাছেন—“সত্ত্বং ৰজস্তম ইত্যেবংনামানসো গুণা ইতি পাবিত্যবিকশৰঃ ন রূপাদিবৎ ক্ৰব্যাক্ৰিভাঃ...কেত্ৰজ্ঞং নিবন্ত্ৰভীৰ্ভাভিলভন্তে ।” ১৪৫ ) । গুণ শব্দেৰ যে অজ্ঞ অৰ্থ যেমন, ধৰ্ম বা লক্ষণ ( property, attribute ) তাহা এখানে প্ৰযোজ্য নহে । ধৰ্ম বা লক্ষণ অৰ্থ বলিয়েই প্ৰেৰ উঠিয়ে কাহাব লক্ষণ ? বাহাকে হুল বলা হইল তাহা ত আৰু বিজ্ঞেয় নহে অজ্ঞএব হুল পদাৰ্থ কাহাবও লক্ষণ হইতে পাবে না, এবং বাহা লক্ষণ বা ধৰ্ম তাহা কখনও হুল বজ্জ হইতে পাবে না । তবে বজ্জ শব্দ ত্ৰিগুণেৰ অৰ্থ বা প্ৰতিশব্দ নহে উহা উপমা, তদ্বাৰা ইহাই বুঝিতে হইবে যে, ত্ৰিগুণ বজ্জবিশেৰ তাহাবা অজ্ঞ কোনও বজ্জৰ ধৰ্ম বা লক্ষণ নহে বেজ্ঞ ত্ৰিগুণ-সমষ্টি প্ৰকৃতিকে অজ্ঞ বলা হয় ( ২/১২ হুজ ) । উপমানেৰ সহিত উপমেয়ৰ ঐ পৰ্বতই লাগুত্ব । ত্ৰিগুণেৰ অৰ্থ সত্ত্ব-ৰজ-তম বাহাবা বখাজমে প্ৰকাশশীল, কিৰাশীল ও হিতিশীল ( ২/১৮ হুজ ) ।

কিহু ঐ মৌলিক দৃষ্টিৰ পৰেই ব্যবহাৰ-দৃষ্টিতে বখন সহজক হইতে আৰম্ভ কৰিবা ত্ৰিগুণেৰ প্ৰযোজ্যভাত সৰ্ব্বত্ৰ ব্যক্ত পদাৰ্থকে সাধ্বিক, ৰাজসিক ও তামসিক-ৰূপ বিশেষণে বিশেষিত কবা হয় তখন গুণ শব্দেৰ অৰ্থ লক্ষণ বা ধৰ্ম ( attribute ), তখন বজ্জ অৰ্থ কৰিলে ভুল বুঝা হইবে । কোনও বজ্জকে সাধ্বিক বলিলে সত্ত্বেৰ বা প্ৰকাশেৰ আধিক্যযুক্ত, ৰাজসিক বলিলে কিৰাৰ আধিক্যযুক্ত ও তামসিক বলিলে হিতিৰ আধিক্যৰূপ লক্ষণযুক্ত বুঝিতে হইবে, ইহাই গুণ-বৈষয় । গুণ শব্দেৰ এই দুই অৰ্থ সৰ্বদা শব্দেৰ বাখা আবশ্যক ।

প্ৰকৃতি বা ত্ৰৈগুণ্য । সত্ত্ব-ৰজ-তম এই তিনি গুণেৰ সমষ্টিভূত নায়ই প্ৰকৃতি, বিশেৰ কবিবা ত্ৰিগুণেৰ নাম অৰ্থাই প্ৰকৃতি-নামে অভিহিত হয় । শ্ৰীতাৰ ৩/২৭ শ্লোকেৰ ভাষ্যে শঙ্কৰাচাৰ্য [সাংখ্যাত লক্ষণেৰই প্ৰতিশব্দনি কবিবা বলিবাছেন “প্ৰকৃতিঃ প্ৰধানং সত্ত্বৰজতমসাম্যাম্যবস্থা” । সাত্ৰ অৰ্থে তিনিই সমবললক্ষণ, বৈষয়্য অৰ্থে কোন একটী গুণেৰ প্ৰাধিক্ৰম এবং অজ্ঞ দুই-এব অভিভব । গুণসাম্যৰূপ প্ৰকৃতি অব্যক্ত অৰ্থাৎ প্ৰত্যক্ষৰূপে জানাব যোগ্য নহে, কিন্তু পুৰুষোপদৰ্শনে

তাহা ব্যক্ততা লাভ কবে বলিবা অব্যক্ত অবস্থাও অল্পমান-প্রমাণেব বাবা জ্ঞেব। অভাব বা অবস্ত হইতে কখনও ভাব বা বস্তু উৎপন্ন হয় না, স্রীতাও সেই কথা বলেন “নাসতো বিজ্ঞতে ভাবঃ” (২।১৬)। এই কাব্যে অব্যক্ত অবস্থাতেও প্রকৃতিব অস্তিত্ব স্বীকার কবিতো হয়।

মূল জিগ্মশু কাহাবও লক্ষণ নহে কিন্তু উহাদের লক্ষণ আছে, সেই লক্ষণগুলি দেখা যেম যখন গুণবৈষম্যেব ফলে তাহাবা জৈগুণিক ব্যক্ত পদার্থে পবিশত হয়। সত্ত্ব-রজ-তমস সেই লক্ষণগুলি যথাক্রমে প্রকাশ-ক্রিয়া-হিত্তিশীলতা এবং তাহাবা যে সমস্ত ব্যক্ত ভাবেব উপাদান তাহা প্রথমেই বলা হইবাছে, এখন দেখা যাক তাহাবা আন্তর ও বাহ্য-বস্তুতে কিরূপে বর্তমান। ‘বস্তু’ অর্থে বাহা ‘অভাব’, ‘অনন্ত’ আদিব স্তাব শুধু ঐকান্তিক বৈকল্পিক পদার্থ নহে। ‘অভাব’, ‘অনন্ত’ আদি ‘পদার্থ’ বটে কিন্তু ‘বস্তু’ নহে।

আন্তর ভাবেব জিগ্মশুত্ব। আমাদেব অন্তঃকরণকে বিশ্লেষ কবিলে প্রত্যক্ষতঃ জানিতে পাবি যে তাহা সংকল্প-কল্পনারূপ অন্তবহু ক্রিয়ার বাবা, অথবা বাহ্যোদ্ভূত ক্রিয়ার বাবা, উদ্ভিক্ত বা ক্রিয়ানীল হওয়াতেই এক একটি জ্ঞানে পবিশত হয়, আবার সেই জ্ঞান পবক্ষণেই অন্ত এক জ্ঞানেব বা বৃত্তিব বাবা অভিজুত হয়, অর্থাৎ কোনও এক জ্ঞানেব আবির্ভাবেও ক্রিয়া এবং তাহাব অভিজুতবেও ক্রিয়া। অন্তএব চিত্তেব তিন অবস্থা পাওয়া বাইতেছে যথা—জ্ঞান (প্রথা) ও ক্রিয়া (প্রবৃত্তি)-রূপ দুই লক্ষিত অবস্থা, এবং জ্ঞানেব অভিজুতভারূপ অলক্ষিত অবস্থা বাহাকে সংস্কাররূপ হিতি বলা হয় এবং বাহা হইতে পবে সেই জ্ঞানেব স্মরণ ও তাহাতে কুশলতা হয়। অন্তরে সর্ববাহি এই প্রকাশ-ক্রিয়া-হিতিব আবর্তন চলিতেছে, মূলরূপেই হটক অথবা স্মরণরূপেই হটক অন্তঃকরণে এই তিনেব আবর্তনেব অন্তর্যথা কখনও হয় না, কাব্য উহাতেই চিত্তেব ব্যক্ততা, নচেৎ চিত্তের অস্তিত্বই বুঝা বাইবে না অর্থাৎ চিত্ত অব্যক্তে লীন হইবে।

দ্রষ্টা পুরুষকে স্বপ্রকাশ বলা হয়, তাহা হইতে সত্ত্বগুণেব প্রকাশেব ভিন্নতা জানা আবশ্যিক। সত্ত্বগুণেব যে প্রকাশ তাহা ক্রিয়ার বা উদ্ভেকেব ফলে প্রকাশ ও তাহা ক্রিয়ার বাবা অভিজুত হওয়ার যোগ্য, এবং সেই প্রকাশও দ্রষ্টার উপদর্শনসাধকে গুণবৈষম্যেব ফল। আর, দ্রষ্টা পুরুষের যে প্রকাশ তাহা নিজে-নিজে-জ্ঞানারূপ অপবিশারী, চিৎস্বরূপ, অন্ত-নিবপেক স্বপ্রকাশ, এবং তাহা ব্যক্তব অথবা অব্যক্তব (প্রকৃতির) অন্তর্গত নহে সূতবাং জিগ্মশাতীত।

জিগ্মশাতীতের লক্ষণ। উপবে উক্ত গুণাতীতেব বা নিগুণ তত্ত্বেব লক্ষণ সযত্নে কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, কাব্য নিগুণ দ্রষ্টাব প্রতিসংবেদনেই জিগ্মশেব ব্যক্ততা, এবং পুরুষকে গুণাতীত বলিলে প্রথমে গুণের বা লক্ষণেব ধারণা আনিবা পবে তাহার নিবেধ করিবাই সেই পুরুষতত্ত্বকে বুঝিতে হয়।

নিগুণ অর্থে বাহার গুণ বা ধর্ম বা লক্ষণ নাই ( “নিগুণত্বাং ন চিহ্না”—সাংখ্যসূত্র ), অভএব ‘নিগুণেব লক্ষণ’ অর্থে বাহাব লক্ষণ নাই তাহাব লক্ষণ। ইহা যেন যোক্তিবিরোধ মনে হইবে। ফলে নিগুণ তত্ত্বেব অববসুধ বাস্তব লক্ষণ হইতেই পাবে না, তাহাব বৈকল্পিক লক্ষণই হইতে পারে। তন্মধ্যে কোন বৈকল্পিক লক্ষণ গ্রাহ্য তাহাই আলোচ্য। মনে বাঞ্ছিতে হইবে লক্ষণ বৈকল্পিক হইলেও মূল পদার্থ বাস্তব হইতে পারে।

নিবেধসুধ লক্ষণ বৈকল্পিক হইলেও তাহার মধ্যে ভেদ আছে। বট কি ? তত্বত্বে যদি বলা যায় ‘বাহা জল নহে, বায়ু নহে, তাহাই বট’, ইহাতে বটবে কোনও বাস্তব ধারণা হইতে পারে না, কারণ

জল-বায়ু আদি অ-ঘট্টেব সংখ্যা অনন্ত। কিন্তু কোনও স্থানকে ‘অন্ধকাব নহে’ বলিলে তাহা নিবেধানক লক্ষণ হইলেও উহাতে ‘আলোকিত স্থান’ এইরূপ বাস্তব ধাবণাই হইবে।

আমাদের আধ্যাত্মিক বত কিছু অল্পতব তাহা নহই, হব কবণগত অথবা তৎপ্রতিসংবেত্তা জ্ঞ-মাত্র চিত্তপ পুৰ্ব্ব। বৃত্তিসাক্ষ্যেব ফলে ( ১৪ হুত্ৰ ) আমাদেব চিত্তবৃত্তিবে অল্পতবও হব, আবাব ত্রুটীৰ অল্পতবও হব ( ৪২৩ হুত্ৰ )। এই কাবণে উপনিষদে উক্ত ‘অশব’, ‘অস্পশ’ ইত্যাদি নিবেধানক পদেব ছাবা কবণগত নিৰ্দিষ্ট সংখ্যক ( এই সংখ্যা অনিৰ্দিষ্ট নহে ) বোধকে নিবেধ কবিলে চিত্তপ জ্ঞ-মাত্রই অবশিষ্ট থাকে হুতবাং তাহাকে প্রায বাস্তব লক্ষণেই বিজ্ঞাত কবা হব। এই জ্ঞাত চিত্তবৃত্তিবে নিবেধ কবিলে যে ত্রুটীৰ স্বৰূপে অবস্থান হব তাহা ধাবণা কবা সম্ভবপব, কাবণ আমাদেব অন্তবে মূলতঃ চিত্তবৃত্তিবে অল্পতব ও চিত্তমাত্র ত্রুটীৰ অল্পতব এই দুই অল্পতবই আছে, একটাব নিবেধ কবিলেই অন্তটা বুঝাইবে।

ঐশাভীত ত্রুটীকে বুঝিাবাব আব একটা মিক আছে। নিশ্চৰ্ণ ত্রুট্টেব অব্যবহিত পূৰ্বাবস্থা পুৰ্ব্বাকাৰাব বৃত্তি ( ২২০ হুত্ৰেব ভায়ে ও টীকাব বিবৃত ), ভাব্যকাব বলিবাছেন যে, ইহা পুৰ্ব্বেব তুল্যা না হইলেও তাহা হইতে অত্যন্ত পৃথক্ নহে ( ‘নাত্যন্তঃ বিকণঃ’ )। এই বৃত্তিবে লক্ষণ বৈকল্পিক নহে, ইহাব বাস্তব লক্ষণ আছে। ত্রুটীৰ প্রতিচ্ছাবা-স্বৰূপ এই পুৰ্ব্বাকাৰাব ঐহীত-বৃত্তিবে সেই বাস্তব লক্ষণ ধবিবা আমবা স্বৰূপ ঐহীতাব বা পুৰ্ব্বেব ধাবণা কবিত্তে পাৰি, ইহা ঠিক বৈকল্পিক নহে।

বাহু পদার্থেব জিগ্মণত্ব। বাহু পদার্থ বলিলে বুঝাইবে পৃথক্ ত্ব বা পৃথ-স্পর্শ-রূপ-বল-গন্ধ এই পঞ্চ প্রকাৰে বিজ্ঞেব ইন্দ্ৰিয়গ্রাহ পদার্থ। অন্তঃকবণেব অবিষ্ঠানত্বত জীবদেহেব উপাদানও ঐ বাহু পদার্থ।

নব বাহুবন্ত অবত্ৰই জ্ঞেব পদার্থ, নচেৎ তাহাদেব অস্তিত্ব জানিতাম না। এই জ্ঞেবযোগ্যতাই বাহুেব প্রকাশলক্ষণক লক্ষণ। আব, স্পষ্টতই দেখা যায় যে বাহুোদ্ধৃত জিহাব ছাবা আমাদেব বধ্যযোগ্য ইন্দ্ৰিয়েব উল্লেখ-বিশেষেব এক এক প্রকাব পৰিধারই শব্দাদি জ্ঞান, অতএব বলিতেই হইবে বাহুবন্তব এক অংশ ( aspect ) জিহাবক, তাহাই তত্ত্বতা বজোণ। জিহাব আহিত ভাবই শক্তি এবং শক্তিরূপ অবস্থাব ব্যক্তীভবনই জিহা, সেই শক্তিরূপ আহিত ভাবই বাহুবন্তব স্থিতরূপ তমোণ।

আন্তর-বাহুেব তুলনামূলক গুণ-লক্ষণ। আন্তব ভাবেব বাহা প্রকাশ ( নব ) তাহা জ্ঞানস্বকণ ( perception বা sentience ), এবং বাহুবন্তব যে প্রকাশ তাহা ( আমাদেব নিকট ) প্রকাশততা বা জ্ঞেবত্ব ( perceivability )। এইরূপে, আন্তব ভাবেব লংকর-কল্পনারূপ ( volitional ) কালিক পৰিধামকীল যে প্রবৃত্তি তাহাই তাহাব বাহুসিকতা এবং বাহুবন্তব দোশাপ্রিত পৰিধাম ( fluxion ) তাহাব বজোণেব নির্দেশক। আব, অন্তবেব বাহা সংকাবকণ বিবৃত তামল অবস্থা ( impression-রূপ latency ) তাহা বাহুবন্ততে জিহাব উৎপাদক শক্তিরূপ স্থিতি ( potentiality )।

আমবা নন্ত ব্যক্ত পদার্থকে বাহু অথবা আন্তব-রূপেই জানি, কিন্তু ঐ দুই জাতীয় পদার্থ নিয়ন্তবে বাহু ও আভ্যন্তর-রূপে পৃথক্ বিবেচিত হইলেও প্রকাশ-জিহা-স্থিতরূপ দ্বৈশ্বপিক উপাদানে উভয়ে যে মিলিত তাহা প্রমাণিত হইল অর্থাৎ আন্তব ভাবও যেমন জিগ্মণাত্মক, বাহু-ভৌতিক বস্তও সেইরূপ।

যদি শব্দা কবা যায় যে হস্ত কোনও স্রষ্টাতে এই পার্থিব পঞ্চ সূত হইতে পৃথক্ কিছু থাকিতে পারে তাহা ত্রিগুণাত্মক না-ও হইতে পারে। এই শব্দার উত্তবে বস্তুব্য যে সেই বস্তু যাহাই হউক না কেন তাহা অবশ্যই জ্ঞাত হইবে, কারণ যাহা কোনক্রমেই জ্ঞাত হওয়াব যোগ্য নহে তাহা নাই। 'জ্ঞাত হওয়া' বলিলেই 'জ্ঞান' বা প্রকাশ এবং তাহাব 'হওয়া'-রূপ ক্রিয়া স্বীকৃত হইল, এবং ক্রিয়াব অন্তিম স্বীকার কবিলে তাহাব শক্তিরূপ স্থিতিভাবও স্বীকৃত হইতেছে কারণ শক্তিব্যতীত ক্রিয়া হয় না, ক্রিয়াব আহিত ভাবই শক্তি বা স্থিতি। অতএব প্রকাশ-ক্রিয়া-স্থিতিব বা ত্রিগুণেব অতিবিক্ত কিছু কল্পনা করাও সম্ভাবনা নাই। এই কারণে গীতা সুস্পষ্টই বলিয়াছেন, "এই পৃথিবীতে অথবা স্বর্গে কিংবা দেবগণেব মধ্যে এমন কোনও জীব অথবা বস্তু নাই যাহা প্রাকৃত ত্রিগুণেব বহিস্কৃত" (১৮৪০)। বাহ্য বস্তু যে অন্তঃকরণমূলক, সূত্রাং সেদৃষ্টিতেও যে তাহা ত্রিগুণাত্মক তাহা পবে বিবৃত হইবে।

ত্রিগুণের বস্তুত্ব। সহসা মনে হইতে পারে যে প্রকাশ-ক্রিয়া-স্থিতি বলিলে তাহা তদ্যতিবিক্ত কোনও বস্তুবই প্রকাশ-ক্রিয়া-স্থিতিশীলতারূপ লক্ষণ বুঝা সূত্রবাং গুণলব্ধ অল্প বস্তুবই লক্ষণ, তাহাবা মূল বস্তু বা বস্তুব উপাদান হইবে কিরূপে ?

মূল দৃষ্টিতেই ঐ প্রশ্ন উঠিবে। যতদিন আত্মার জ্ঞান দেশ-কালের অধীন থাকিবে ততদিন দৈনিক ও কালিক পৰিণামের দ্বারা বস্তুব বিভিন্নতা-বোধ হইবে এবং জেব বিষয়েব হৃদয় উপাদানকে না জানিবা তাহাকে কেবল মূল সমষ্টিরূপে জানিতে থাকিলে জেব বিষয়েব বৈচিত্র্যজ্ঞান হইতে থাকিবে। এই বিভিন্নতারূপ জ্ঞানই জেব বিষয়ের বিভিন্ন লক্ষণ, তাহাতেই লাল-নীল, কঠিন-কোমল, বাগ-বেষ, স্থ-স্থ-ব, ভাল-বন্দ প্রভৃতির দ্বারা অসংখ্য ভেদজ্ঞান হয়। গুণ-গুণী, ধর্ম-ধর্মী, বিশেষ-বিশেষণ ইত্যাদি ভেদের উহাই মূল।

বিচ্যাবপূর্বক বিশ্লেষ কবিলেই বুঝা যাইবে যে, জেব বিষয়কে স্রোকে স্রোকে অথবা ক্ষণে ক্ষণে জানাব ফলেই দেশ-কালের জ্ঞান হয়। আসলে বস্তু হইতে পৃথক দেশ-কাল বলিবা কোনও বাস্তব পদার্থ নাই, উহাবা আত্মার মূল মনোভাবেরই বৈকল্পিক স্রষ্ট। ধ্যানের সময়ে চিত্ত দেশাশ্রিত বাহ্যবস্তু হইতে উপবৃত হইলে পঞ্চভূতের সহিত দৈনিক জ্ঞানও লুপ্ত হইবে। পবে চিত্ত ক্রমশঃ একাগ্র হইবা নিরুদ্ধ হইলে প্রাণ্য-প্রবৃত্তি আদিব পাবস্পর্শ না থাকায় কাল-জ্ঞানেরও বিলোপ হইবে। মূল জ্ঞানের সহিত দেশ-কালের ধাঁধা অতিক্রান্ত হইলে 'লক্ষণ' এবং 'লক্ষিত বস্তু' এইরূপ কোনও ভেদ কবাব অবকাশই থাকিবে না, কারণ পূর্বোক্ত নানা বিভাগের জ্ঞানেই ঐ বিভেদ হইতে পারে। যেমন একখণ্ড প্রস্তবকে দেশকালোপরি ভৌতিক দৃষ্টিতে তাহাব বিশেষ বিশেষ বর্ণ-স্পর্শ-গন্ধ-আকর্ষণাদি নানাপ্রকারে জানাব ফলেই উহাব কোনও একটি লক্ষণ, বা কঠিনতা, অলক্ষিত হইলেও অবশিষ্ট অন্যান্য লক্ষণেব দ্বারা তাহা এক প্রস্তব খণ্ড বলিয়াই বিজ্ঞাত হয়। কঠিনতারূপ লক্ষণ ও তাহা হইতে ভিন্ন প্রস্তবরূপ এক বস্তু—এইরূপ ভেদজ্ঞান থাকাতাই বলা হয় প্রস্তবের এক লক্ষণ বা ধর্ম কঠিনতা। কিন্তু পূর্বোক্ত হৃদয়দৃষ্টিতে বিশ্লেষণেব ফলে যদি এমন এক স্তরে উপস্থিত হওয়া যায় যেখানে অল্প মন লক্ষণ বিলুপ্ত হইয়া কেবল কঠিনতাই অবশিষ্ট, তথাপি লক্ষণ এবং লক্ষিত বস্তু একই হইবে। তখন কঠিনতাই হইবে বস্তু, তাহা অল্প কিছুব লক্ষণ হইবে না। তাই বলা হয় যে আস্তব ও বাহ্য পদার্থেব অবিকার্য মূলে ধর্ম-ধর্মী অভিন্ন এক, তাহা কোনও বিশেষত্ব বিশেষণ বা লক্ষণ নহে। ব্যাসদেব তাই যোগভাষ্যে বলিয়াছেন যে ব্রহ্মা পুরুষ 'বিশেষণাপবাস্তব' (২।২০)।

স্থূল ব্যবহাব-দৃষ্টিতে সত্ত্বের লক্ষণ প্রকাশ, বজ্রব লক্ষণ ক্ৰিয়া ইত্যাদি বলা হয় বটে কিন্তু সূক্ষ্ম মৌলিক দৃষ্টিতে বলিতে হইবে বাহ্য সত্ত্ব তাহাই প্রকাশ ও বাহ্য প্রকাশ তাহাই সত্ত্ব। সেখানে বজ্র বা ক্ৰিয়াই বস্ত, তাহা অল্প কোনও বস্তুব ক্ৰিয়া নহে, তমও তদ্বস্ত।

গুণ-বৈষম্য বা ব্যক্ততা। প্রকৃতি বা দ্বিগুণের দুই অবস্থা, ব্যক্ত ও অব্যক্ত। মৌলিক দৃষ্টিতে অর্থাৎ গুণদ্বয়কণে ঐ ভেদ নাই। সত্ত্ব সদ্যই সত্ত্ব, বজ্র সদ্যই বজ্র, তমও সেইরূপ। তাহাদের সাম্য ও বৈষম্য আত্মদেবই জ্ঞেয়বস্তুর দৃষ্টিতে যথাক্রমে অব্যক্ত ও ব্যক্ত। যেমন, তাপের বৈষম্যের ফলেই আত্মদেব শীতোষ্ণরূপ ভেদজ্ঞান হয়, সদ্য একইরূপ তাপ থাকিলে আত্মদেব নিকট শীতোষ্ণের বিভিন্নতাকণ কোনও স্পর্শবোধ থাকিত না, যদিও সোটের উপর তাপের পরিমাণ ঠিকই থাকিত, ইহাও তদ্বস্ত। সাম্য অবস্থাতে দ্বিগুণ ঠিকই থাকে কেবল তাহাদের ব্যক্ততা থাকে না।

সমস্ত ব্যক্ত বস্তুতে সর্বদাই কোনও এক গুণের প্রাধান্ত এবং অল্প গুণদ্বয়ের অভিব্যবস্থাপন বৈষম্য চলিতেছে, তাহাব ফলেই বস্তুব ব্যক্ততা। শীতাও বলেন, “বজ্রতমস্যাভিভূত সত্ত্ব ভবতি ভাবত। বজ্রঃ সত্ত্বঃ তমস্শ্চৈব তমঃ সত্ত্বঃ বজ্রস্তথা।” (১৪।১০) অর্থাৎ বজ্র ও তমকে অভিভূত কবিত্বা সত্ত্বগুণ ব্যক্ত বা প্রধান হয়, আবার বজ্রোগুণ সত্ত্ব ও তমকে এবং তমোগুণ সত্ত্ব ও বজ্রকে অভিব্যব কবিত্বা ব্যক্ত হয়। বৈষম্যরূপ সাতত্বিক পরিণাম থাকিলেও দ্বিগুণ সদ্যই পবম্পব সহভাবী, তাহাবা কদাপি বিযুক্ত হয় না, গুণদ্বয়ের কখনও ব্যতিক্রম হয় না। বজ্র এবং তম বজ্রিত সত্ত্বকে কখনও পাইবাব সম্ভাবনা নাই, তেমনি সত্ত্ব ও তম বজ্রিত বজ্রও কদাপি প্রাপ্তব্য নহে। সাম্য অবস্থাতেও তাহাবা সহভাবী কিন্তু সমবল হেতু অব্যক্ত।

ঐহ্যপুরুষের উপদর্শনের ফলেই দ্বিগুণের ঐক্য বৈষম্য হয়, ইহা তাহাদের মৌলিক স্বভাব। বাহ্য স্বভাব অর্থাৎ স্বগত ভাব তাহাব কাবণ নাই, বাহ্য আগন্তক তাহাবই কাবণ থাকে। এই উপদর্শনের নামই ঐহ্য-দৃষ্ট সংযোগ এবং ইহা অনাদি।

গুণসাম্য ও তাহার উপাস্থ। পূর্বোক্ত সংযোগে দ্বিগুণের বৈষম্য হওয়া তাহাদের স্বভাব হইলেও এবং সংযোগ অনাদি হইলেও তাহা নিকাষণক নহে। সংযোগের কোনও কাবণ যদি না থাকিত তবে তাহা শুধু অনাদি না হইবা ভবিষ্যতেও অনন্ত হইত, কৈবল্যসাধক বিয়োগ নিবন্ধক হইত। ঐ সংযোগের কাবণ বুদ্ধিরূপ অনাত্মকে আত্মজ্ঞান কবারূপ অবিজ্ঞা এবং তাহাব ফলই দেহী জীব। জীব অনাদি হুতবাং তাহাব অবিজ্ঞাও অনাদি, কাবণ অবিজ্ঞা অর্থে জীবেরই জন্মসাধক একরূপ জ্ঞান জ্ঞান, তদ্ব্যতীত অবিজ্ঞা-নামক কোনও পৃথক পদার্থ নাই। সেই জ্ঞান জ্ঞান দ্বিগুণাত্মক বলিয়া তাহা অপরিণামী নহে। সব জ্ঞানই যেমন বৃত্তি-সংস্কারের প্রবাহ অবিজ্ঞারূপ জ্ঞানও সেইরূপ এবং তাহাব দ্বাস-বুদ্ধিও আছে সেক্ষত তাহাব শাখত প্রশাণও সম্ভবপব। অবিজ্ঞাব নাশ অর্থে তাহাব আশ্রয়ত্ব চিত্তের লব। আত্ম-অনাত্মের (জ্ঞাত ও বুদ্ধি) বিবেক বা পার্থক্য-জ্ঞানরূপ বিজ্ঞাব দ্বাবা অবিজ্ঞা প্রনষ্ট হইলে সংযোগও বিযুক্ত হইবে এবং সংযোগের ফলে যে গুণবৈষম্য হইতেছিল, অর্থাৎ সাধকের অন্তঃকরণ ও তদ্ব্যাপ্তিত মেহের যে অনাদি স্রম-পবম্পবা চলিতেছিল, তাহাব আব সম্ভাবনা থাকিবে না। ইহাই দ্বিগুণের সাম্য বা অব্যক্ত অবস্থা এবং তাহাব অবিভাব্য কল জ্ঞাত পুরুষের কৈবল্য।

দ্বিগুণাত্মিকা প্রকৃতির একত্ব ও সাম্যাত্মত্ব। সাংখ্যকাবিকাব প্রধান বা প্রকৃতিব লক্ষণ দিয়াছেন “সাম্যাত্মচেতনঃ প্রসবধর্মি”—প্রকৃতি সাম্যাত্ম অর্থাৎ বহু জ্ঞাতার দ্বাবা সমান বা সাধারণ



ভাবে ( as common perceptible ) জেন, তাহা অচেতন, এবং বহু ব্যক্ত ভাবে উৎপাদনকারী স্তব্ধতা বিকাবযোগ্য ও বিভাজ্য বা বিভক্ত হওনাব যোগ্য। তবে মূল জিগঞ্জের অংশভেদ কল্পনীয় নহে, কাবণ দেশকালের দ্বাবাই অংশভেদ নবা হব এবং ব্যক্ত বস্তুই দেশকালান্বিত, কিন্তু ব্যক্ত বস্তু উৎপাদন জিগঞ্জাত্মিকা প্রকৃতি দেশকালের অতীত ও অব্যক্ত।

উক্ত লক্ষণে ব্রষ্টা পুঙ্খ হইতে প্রকৃতি পৃথক্। ব্রষ্টা প্রত্যক্ ( ১২২, ২২৪ বোগদর্শন ও ভাষ্য ) বা প্রতিব্যক্তিগত অর্থাৎ প্রতিব্যক্তির নিজস্বরূপেই উপলব্ধিযোগ্য, স্তব্ধতা সামান্যতঃ বিপরীত, উপনিবন্ধও বলেন, “প্রত্যগাত্মানসম্বন্ধ” ( কঠ )। একেব চিন্তকপ ব্রষ্টা অতের দ্বাবা অল্পবিতাই হইতে পারে কিন্তু কদাপি সাক্ষ্য উপলব্ধ হইতে পারে না, এই কাবণে জীব বহু বলিয়া তাহাদেব আত্মা বা ব্রষ্টাও বহু। প্রাকৃত পদার্থ একই কালে বহু জাতাব নিকট জেব হওনাব যোগ্য, শুধু বাহু বস্তু নহে অন্তঃকরণও উক্তপ। তবে যতই আমবা বাহু হইতে আন্তর ভাবেব দিকে অগ্রসব হইতে থাকি ততই তাহাতে প্রত্যক্শব ( individual self-consciousness ) লক্ষণ স্মৃতিতব এবং সামান্যতঃ লক্ষণ অক্ষত হইতে থাকে। বাহু ভৌতিক পদার্থ যেমন সকলেব কাছে সাধারণভাবে ‘সামান্য’-রূপে জেব, একেব মন বহব কাছে ঠিক সেইকপ সামান্য না হইলেও এবেবাবে অপ্রত্যক্ নহে, “প্রত্যক্ষত পবচিত্তজ্ঞানম্”—বোগদর্শন অ১২।

মন নিজেব কাছে যেমন প্রত্যক্শব উপলব্ধি যোগ্য তেমনি সামান্যরূপেও জেব, তাহাব ফলে ‘আমিই মন’ এবং ‘আমাব মন’ এই দুই প্রকাব জ্ঞানই হব। মন পবিবর্তিত হইতে থাকিলেও তাহাব কোনও এক অতীত অবস্থাকে আমবা পবেও ইচ্ছামত বাব বাব পৃথক্ জেবরূপে জ্ঞানিতে পাৰি, ইহাও নিজেব কাছে মনেব সামান্যতঃ। সাধারণ পবচিত্তজ্ঞতা প্রভৃতিও ( thought-reading, thought-transference ইত্যাদি ) চিত্তেব সামান্যতঃ পরিচাবক।

সমস্ত ব্যক্ত পদার্থেব জিগঞ্জকপ একই উৎপাদন, তাহা বহুব নিকট জেব বলিয়া সামান্য, পবস্ত তাহা বিভাজ্য ও বিকাবলীল—এই সব কাবণে জিগঞ্জাত্মিকা প্রকৃতি এক। প্রাকৃত পদার্থ বহু হইলেও প্রকৃতিকে বহু বলা বার্থ; অ-সামান্য, অবিভাজ্য এবং অবিকাবী হইলেই প্রকৃতি বহু হইত।

জৈগঞ্জিকেন্ন প্রত্যক্ভূ। পূর্বেই প্রমাণিত হইবাছে বে প্রকাশ-ক্রিয়া-স্থিতিই বাহুসূল পদার্থ। সেই প্রকাশ-ক্রিয়া-স্থিতিকে আমবা দুই রূপে জ্ঞানি—( ক ) সূল ও দৃশ্য-করণ ( ইন্দ্রিয় ) বা গ্রহণরূপে, এবং ( খ ) কবণবাহু গ্রাহ্যরূপে। অতএব প্রকাশ-ক্রিয়া-স্থিতি লক্ষণযুক্ত বস্তুকে গ্রাহ্যরূপে জ্ঞানাই বাহু পঞ্চভূতরূপে জ্ঞান, এবং পঞ্চভূতকে একই কালে একাধিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কবিবা সূলভাবে জ্ঞানাই ভৌতিক মাটি-পাথবরূপে জ্ঞান।

আব একটু বিশ্লেষ কবিলেই বুঝা বাইবে বে, শব্দাদি পঞ্চভূতেব জ্ঞান প্রকৃতপক্ষে বাহোভূত ক্রিয়াবিশেষেব ফলে আমাদেবট এক এক প্রকাব মনোভাব। শব্দাদি আছে আমাদেব মনে, তদুৎপাদক ক্রিয়াই আছে বাহু বিববে। ক্রিয়া দুই প্রকাব—দেশান্বিত ভৌতিক এবং কালান্বিত মানস। পঞ্চভূতেব জ্ঞানেই দৈনিক জ্ঞান হব, অতএব ভূতজ্ঞানেব পূর্বে দৈনিক ক্রিয়া বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না স্তব্ধতা বে বাহু ক্রিয়া ভূতজ্ঞান উৎপাদন কবে তাহা অবশ্যই কালিক ক্রিয়া হইবে, আব, কালিক ক্রিয়া বলিলেই মনেব ক্রিয়া বুঝিতে হইবে, এই বুদ্ধিতেও বাহু পদার্থের মূল উৎপাদন মানস। মনে প্রত্যক্শব এবং সামান্যতঃ আছে অতএব বাহু পঞ্চভূতেও ঐ দুই লক্ষণ আছে।

ইহা দার্শনিক দৃষ্টি, এই দৃষ্টিতে মূল কাৰণ হইতে স্বাভাৱে মূল ভূত-ভৌতিক উপনীত হইলে জড়বিজ্ঞানেৰ অভিমতও গ্ৰহণ কৰিতে হইবে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইবাছে। আধুনিক পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা-লব্ধ বৈজ্ঞানিক প্ৰমাণেও সিদ্ধান্ত হইবাছে যে, বাহ্য বস্তুৰ মূল এক মনোমুখ পদাৰ্থ।\*

উপনিষৎ বলেন, “অবা ইব বৰ্ণনাভৌ প্ৰাণে সৰ্বং প্ৰতিষ্ঠিতম্...প্ৰাণন্ত্ৰেহং বশে সৰ্বং ত্ৰিদিবে ঘৎ প্ৰতিষ্ঠিতম্” অৰ্থাৎ বস্তুজন্ম নাজিতে অবা বা শলাকামূহ যেন প্ৰতিষ্ঠিত থাকে তেনে নিম্নত ব্যক্ত বস্তুই প্ৰাণকে আশ্ৰয় কৰিবা আছে—ইহলোকেব এবং বৰ্ণলোকেব সমুদয় ব্যক্ত বস্তু প্ৰাণেবই বসীভূত (প্ৰস্থ)। বিশ্ব অন্তঃকৰণমূলক বলিবা সবই বিশ্বপ্ৰাণেব দ্বাৰা অচল্যত। প্ৰত্যেক জীৱদেহেৰ উপাদান কাৰণ প্ৰজাপতিৰ অন্তঃকৰণাত্মক পৰুত্ব বা পূৰ্বোক্ত প্ৰাণত্ব প্ৰকাশ-জিয়া-হিত, এবং প্ৰাণত্ব হওবাৰ মূল কাৰণ ব্ৰহ্ম-দৃষ্ট সংযোগ। বিজ্ঞানেৰ দৃষ্টিতেও জৈব-অজৈবৰূপ ভেদ অন্তৰ্হিতপ্ৰাণ এবং বাহ্য পদাৰ্থও মনোমুখ বলিবা বীৰত্ব, অন্তৰ্হিত প্ৰতিপদ্যিত সাংখ্যীয় দার্শনিক দৃষ্টিৰ সহিত এ বিষয়ে আব কোনও ভেদ থাকিতেছে না। উন্নত জীৱ ভগ্নপেকা নিম্নতৰ জীৱেৰ উপৰ কৰ্ত্তব্য কবতঃ তাহাকে আবশ্যকৰত সজ্জিত কৰিবা অমেহ নিৰ্মাণ কৰে, কিন্তু কোন জীৱই তাহাৰ নিজৰ বৈশিষ্ট্য হাবাৰ না। উন্নত জীৱও তন্নয় জীৱেৰ জীৱত্বকে (যাহা প্ৰত্যক) অল্পমানেৰ দ্বাৰাই জানে, এবং তাহাকে প্ৰত্যক্ষৰূপে জানে ভূত-ভৌতিকৰূপে (যাহা সাংখ্য)—মহামানেৰ দ্বাৰা ভাবিত হওৱাৰ। নিম্ন জীৱও উন্নত জীৱকে ঠিক ঐক্ৰপেই জানে, তাহাৰ বোধশক্তি অস্বাৰী।

\* নোবেল পুৰস্কাৰপ্ৰাপ্ত বৈজ্ঞানিক জৰ্জ গ্ৰাউ কলে—It is good physics and not vague mysticism to consider ‘Consciousness’ as the source of matter.

এডিংটন কলে—Consciousness is not sharply defined, but fades into subconsciousness and beyond that we must postulate something indefinite but yet continuous with our mental nature. Thus I take to be the world stuff.

—The Nature of the Physical World Sir A. Eddington.

প্ৰসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক গ্যামো কলে যে ভাইৰাস পদাৰ্থ জৈব-অজৈবৰ মধ্যোক্তক সত্ত্ব-বস্তু—These virus particles must be considered as ordinary chemical molecules and as living organisms at the same time, thus representing the missing link between living and non-living matter.

—The Riddle of Life. George Gamow.

উক্ত মত অন্তৰ্হিত সন্নিহিত—At the larger protein level the words ‘living’ and ‘non-living’ have lost their conventional meanings. It is difficult even in science to avoid the common solecism of attempting to force new facts into a conception that has no reality as such and it is time for us to realise that our concept of ‘life’ is too crude to be used in relation to the infinitely small.

—Principles of Bacteriology and Immunity Vol I p 1102

জীৱ বাস্তৱ জগতক এক ভট্টাৰ অন্তঃকৰণমূলক অনুমান কৰিতেও অধিক কঠিন হব নাই—This brings us very near to those philosophical systems which regard the Universe as a thought in the mind of its creator.

—The Universe around us. Sir J. Jeans

উক্ত দৃষ্টিতে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, আমরা যেমন পূর্ব সংস্কারানুযায়ী বস্তুমাংসল দেহ নির্মাণ করিয়াছি তেমনি পর্ব্বা (crystal) প্রাণীও তাহাব সংস্কারে পাবাণাদিরূপ দেহ নির্মাণ করিয়াছে, জলীয় অণু তাহার তবল দেহ নির্মাণ করিয়াছে। এইরূপেই বিশেষ বৈচিত্র্য।

অতএব উন্নত প্রাণী এবং পরমাণুর মধ্যে কোনও মৌলিক পার্থক্য নাই, তাহাদেব মধ্যে সামান্যতম যেমন আছে তেমনি প্রত্যেক্ষণ আছে যেহেতু সবই চিৎ-জড় সংযোগে উৎপন্ন।

ত্রৈগুণিক সৃষ্টি ও জীব। বাহু ভৌতিক জগতেব মূল কাবণ যে ত্রিগুণ তাহা বলা হইয়াছে কিন্তু তাহার ব্যক্ততাব কাবণ বলা হয় নাই। শুধু জড় উপাদানেই কিছু সৃষ্ট হয় না, তাহার চেতন নিমিত্ত কাবণও থাকি চাই। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে বিশ্ব মনোমূলক। পঞ্চভূতরূপে বিশ্বের অভিব্যক্তিব চেতন নিমিত্তকাবণ (efficient cause) প্রজাপতির অন্তঃকবণ। বিশ্ববাসী কোনও লোক তাঁহাব চিন্তকে লব করিবা কৈবল্যানুসিদ্ধ হইলেও বাহু জগৎ অন্ত সকলেব নিকট ব্যক্তই থাকিবে—“কৃতার্থ প্রতি নষ্টরপ্যনষ্টে তদন্তসাধাবণম্বা” (বোগমুখ ২২২)।

অন্তঃকবণকেই জীবের নিদ্রা বলা যাইতে পারে। দেহধারণের সংস্কারযুক্ত অন্তঃকবণ নিবা জীব জন্মায় ও পঞ্চভূতের উপাদানে স্বদেহ নির্মাণ করিয়া কর্ম কবিত্তে থাকে। এই পঞ্চভূতের লাক্ষ্য কারণ বিশ্বশ্রষ্টাব অন্তঃকবণ অর্থাৎ বিশ্বাবীপের মনেব দ্বারা জীবের স্বাযোগ্য সংস্কারযুক্ত মন ভাবিত হওয়াব ফলেই জীবের ভৌতিকেব জ্ঞান ও দেহধারণ ঘটে, “স্বাচক্ষ্মমলৌ দাতা স্বা পূর্বমকল্পয়ৎ”—ঋগ্বেদ (‘সামখ্যেব ঈশ্বর’ শ্রব্যা)। যখন কল্পান্তে প্রজাপতি তাঁহার ঐশ চিত্ত সংস্থাপন করিবেন তখন এই জগৎ এবং তদ্ব্যাপ্ত জীবও লীন হইবে। তবে ব্রহ্মাণ্ড অলংখ্য, বদ্ধ জীবগণ বীর সংস্কারানুযায়ী অন্ত ব্রহ্মাণ্ডে জন্মগ্রহণ কবিলে, কখনও বাহু আশ্রয়ের অভাব হইবে না।

প্রাণ্য-প্রবৃত্তি-বহিত ব্যতীত চিত্ত কল্পনীয় নহে, অতএব পঞ্চভূতের অব্যবহিত কাবণকে শ্রষ্টাব অন্তঃকবণ বলিলে সে দৃষ্টিতেও পঞ্চভূত ত্রিগুণাত্মক। ত্রৈগুণিক চিত্তযুক্ত বলিয়া জগৎ-শ্রষ্টা প্রজাপতি হিবণ্যগর্ভদেবকে গুপ্ত ঈশ্বর বা গুপ্ত ব্রহ্ম বলা হয়। যিনি কোনকালে এই চিত্তেব সহিত অগ্নিতা-ক্লেবে দ্বারা সম্পর্কিত নহেন সেই অনাদিমুক্ত ত্রিগুণাতীত পুরুষই নিষ্ঠুর ঈশ্বর।

জড়-চেতনের দৃষ্টিতে ত্রৈগুণিকের ভেদ। জড় ও চেতন পদদ্বয় একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহা লক্ষ্য না করিলে অনেক ক্ষেত্রে আটলতার সৃষ্টি হইতে পারে।

যাহাব পরিদৃষ্ট খেচ্ছ কর্ম দেখা যায় না তাহাকে জড় বলা হয়, যেমন মাটি, পাথর প্রভৃতি। যাহা জ্ঞেয় তাহাকেও জড় বলা হয়। যদি বলা যায় এক জড় প্রাণী ত আমাদের নিকট জ্ঞেয় অতএব সেও কি জড়? উত্তবে বলিতে হইবে তাহার যাহা প্রত্যক্ষরূপে জ্ঞেয় অংশ তাহা মাটি-পাথরের দ্বারাই জড়। তাহার চেতন অংশটা আমরা নিজের চেতনতার (অনুভবেব) উপমায অনুমানের দ্বারাই (সাক্ষ্যভাবে নহে) জ্ঞেয়, এই কাবণে চৈতন্তেব অধিষ্ঠিত পাঞ্চভৌতিক দেহধারী জীবকে আমরা চেতনই বলি।

জীবকে যখন চেতন বলা হয় তখন বস্তুতঃ তাহার অন্তঃকবণকে চেতন বলা হইলেও তাহা চিন্মাত্র শ্রষ্টা নহে। অন্তঃকবণেব এক অংশ যে জ্ঞাতা এবং এক অংশ যে জ্ঞেয় তাহা অনুভূত সত্য, তাই তাহা ঐষ্ট-দৃশ্য সংযোগজাত। অতএব অন্তঃকবণযুক্ত জীব যেমন চিৎস্বরূপ স্বপ্রকাশ ঐষ্ট-স্ব আছে তেমনি দৃশ্য বা জ্ঞেয়রূপ জড়ও আছে। পুরুষাকারা বুঝিও যেমন চিন্মাত্র পূর্ণ শ্রষ্টা নহে তেমনি ব্যক্ত দৃশ্য ব্রহ্মাণ্ডও শ্রষ্টা হইতে সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ জড় দৃশ্যমাত্র নহে, উভয়ই চিৎজড় সংযোগজাত।

তবে চিতিমাত্র জড় পুরুষের সম্পূর্ণ বিপবীত জড় কি ? তাহা জড়ের উপলক্ষ্যহীন ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা অব্যক্ত প্রকৃতি ।

চেতন-অচেতনের লক্ষণে বিভিন্ন দৃষ্টিতে সমগ্র জ্ঞেয় পদার্থের এইরূপ বিভাগ কবা যাইতে পারে—

- ১। চেতনতাব মূল পূর্ণ চিন্নাজ্ঞ-জড় পুরুষ ।
- ২। চিৎ-বিপবীত সম্পূর্ণ জড়-প্রকৃতি বা স্তব্ধসাম্য অবস্থা ।
- ৩। চেতন পবিদৃষ্ট কর্মযুক্ত জীব ।
- ৪। অচেতনরূপ জড়-পবিদৃষ্ট বেচ্ছকর্মহীন পাকভৌতিক পদার্থ (স্থাবর) ।
- ৫। জড়-চেতন সংঘাত-জীব এবং পাকভৌতিক জগৎ, অর্থাৎ মূলা প্রকৃতি ও পুরুষ ব্যতীত অন্তঃকরণাদি সমস্ত ব্যক্ত পদার্থ ইহাও অন্তর্গত । ভৌতিক পদার্থও পূর্বোক্তলক্ষণে সম্পূর্ণ চেতনও নহে এবং সম্পূর্ণ জড়ও নহে, কাবণ চেতন জীবের দ্বাৰা ইহাও চিত্রপ পুরুষ এবং জড় প্রকৃতির সংযোগজাত ।
- ৬। বাহ্য চিন্নাজ্ঞ জড় নহে তাহা জড়-এই লক্ষণে বুদ্ধিতত্ত্বকেও তাহাও জড় উপাধানেব দৃষ্টিতে অনেক স্থলে অচেতন জড় বলা হয় । এই দৃষ্টিভেদে লক্ষ্য না কবিয়া বুদ্ধিকে মাটি-পাথরের মত জড় বুলিলে জীবই জড় হইবে, চেতন বলিয়া কিছু থাকিবে না ।

অতএব দেখা যাইতেছে ‘জড়’ ও ‘চেতন’ শব্দদ্বয়ের কোন নির্দিষ্ট অর্থ নাই, কোথায় কোন দৃষ্টিতে উহা বা প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা লক্ষ্য কবিয়া অর্থ স্থির কবিতে হইবে ।

## সংসার-চক্র ও মোক্ষধর্ম

যোগদর্শনের চতুর্থ পাদ একাদশ সূত্রের ভাষ্যে যে সংসার-চক্রের উল্লেখ আছে তাহা ঐশ্বর্যনিবদ ব্রহ্মবিজ্ঞাব অর্থাৎ মোক্ষধর্মের সার সর্ম। বিষয়টি আধ্যাত্মিকতাব দৃষ্টিতে যেমন হৃদয় ভেমনি গভীরার্থক। ইহাতে লক্ষ্যীয় যে ধর্মকেও অবিজ্ঞানমূলক বলা হইয়াছে। মহাভাবতেও আছে—

যো বৈ ন পাশে নিবতো ন পুণ্যে নার্ধে ন ধর্মে মমুজো ন কামে।

বিমুক্তদোষঃ সন্ন্যাসোক্তিকাক্রনো বিমুচ্যতে দুঃখসুখার্থসিদ্ধেঃ ॥

ইহাতেও সাংসারিক সুখ-দুঃখকণ বন্ধন হইতে মুক্তিসাধনের জন্য পাপের সহিত পুণ্যকে এবং ধর্মকেও ত্যক্তব্যব মধ্যে গণ্য কবিয়াছেন। সাধাবগতঃ ধর্মাচরণেবই উপদেশ পাওয়া যায়, অতএব মোক্ষের আদর্শে কোন্ ধর্ম বা পুণ্য ত্যাগ্য এবং কোন্ ধর্ম পালনীয় তাহাই বিচার্য।

সংসার অর্থে জন্ম-মৃত্যুব পাক্ষপর্ধকণ সংসরণ। জীব জন্মগ্রহণ কবে, শুভাশুভ কর্ম ও তাহাব ফল ভোগ কবিয়া বিগত হয়, আবার কিবিয়া আসে। ব্যাসদেব এই প্রক্রিয়াকে এক আবর্তনশীল চক্রের সহিত উপমিত করিয়া বলিয়াছেন পবম্পরসাপেক্ষ ধর্ম-অধর্ম, সুখ-দুঃখ ও রাগ-দেব এই ছয় অবস্থক চক্র আবর্তিত হইতেছে। ইহাদের নেত্রী অবিজ্ঞা বাহা সর্ব ক্রেশের মূল (যোগদর্শন ৪/১১ সূত্রের চিত্র ব্রষ্টব্য)। অব অর্থে চক্রের শলাকা (spoke) বা পাখি।

ধর্মাসূচনানের ফলে সুখলাভ হয়, সেই সুখাবস্থা পরমার্থ-সাধনের সহায়করূপে শান্তির অভিমুখও হইতে পারে, আবার সেই সুখে মুগ্ধ হইয়া বন্ধনমূলক কর্মও হইতে পারে বাহা ভবিষ্যৎ দুঃখেরই সংগ্রাহক। অধর্মের ফলে লোকে দুঃখ পায়, সেই আঘাতে পুনরায় ধর্মাসূচনায়ী হয় এবং ধর্মাসূচন কবিয়া পূর্বোক্ত সুখও পায়। এ বিষয়ে প্রতিতি পাই—

ইষ্টাপূর্তং মন্তমানা বরিষ্ঠং নাত্যচ্ছ্রয়ো বেদয়ন্তে প্রযুচ্যঃ।

নাকন্ত পূর্তে তে স্কৃততেহস্কৃত্ত্বেনং লোকং হীনতবং বা বিশন্তি ॥ (মুণ্ডক)

যদি বলিলেন, যে-সব মুক্ত ব্যক্তিব্য রাগমজ্জাদি ও বাহ্য সদ্ব্যস্তানকেই উৎকৃষ্ট কর্ম মনে কবে এবং তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কর্ম যে আছে তাহা জানে না তাহাবা ঐ ঐ কর্মের সুখকল ভোগান্তে পুনরায় ইহলোকে অথবা ইহাপেক্ষাও হীনতব লোকে জন্মায়। অতএব জানা গেল যে ধর্ম এক প্রকাব নহে। আধ্যাত্মিকতাহীন প্রবৃত্তিধর্ম (ইষ্টাপূর্ত) এবং তাহা হইতে উৎকৃষ্ট অস্ত্র এক ধর্ম (অন্তচ্ছ্রয়) আছে বাহা জিবিধ ক্রেশের চিবনিবৃত্তিদায়ক মোক্ষধর্ম। সংসার-চক্রের অরম্বরূপ প্রবৃত্তিধর্মে চিত্তেব বহির্বিধিতাবই প্রাধান্য, তাই তাহা ত্যাগ্য। প্রত্যক্ষই দেখা যায় জগতে দশা-দানরূপ ধর্মও যেমন প্রচলিত তেমনি অন্তদিকে জিবাংসা-গৃহুতাও সমভাবে বর্তমান। রামায়ণ-মহাভাবতেব সেই প্রাচীন যুগেও ইহার ব্যতিক্রম ছিল না। আর, মনকে অন্তর্মুখ করিয়া ও নিজেব অন্তবস্থ সংসার-সকল দ্বব কবাব দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যে সদাচরণ তাহাই সংসরণ-নিবারক পূর্বোক্ত শ্রেয়স্বব ধর্ম বা পবমধর্ম—সুতবাং সর্বতোভাবে গ্রহণীয়। “অবদ্য পরমো ধর্মো বদ যোগেনান্ধ-দর্শনম্” (রাঙ্গবদ্য)।

বিচার কবিলেও দেখা যায় যে বাস্তব-দেবও সব এক প্রকার নহে। ভোগানুভব যাহাতে বৃদ্ধি পাইতে থাকে এইরূপ প্রবৃত্তি, আর তদ্বিরুদ্ধ শাস্তিপ্রাপক পন্থার্ষে প্রত্যাক্ষ অনুভব, যাহাতে ঐন্দ্রিয়িক আসক্তি এবং তৎসহ দেহান্ধবোধ শিথিল হয়। প্রথমোক্ত বাস্তবলক আচরণে অন্যত্রে আত্মজ্ঞান, যাহাকে অমিতা-নামক অবিজ্ঞা বলে, তাহা দৃঢ়তরই হইতে থাকে, স্বংক্ষণে “অবিজ্ঞানান্ধ” সংসারব্যাধিগচ্ছতি” (কঠ) অর্থাৎ পুনর্দেহাবণ, জগতেব অধীনতা এবং জিতাপকে বরণ কবা হয়। এই অবিজ্ঞানান্ধই আৰ্ঘ ও বোদ্ধ নির্বাণবাদের লক্ষ্য। যেহেতু দুই ভাগ কবা যায়। যাহাতে বিদেববুদ্ধি তীব্রতর হয় এইরূপ প্রবৃত্তি, এবং যেহেতু মনোবৃত্তিসকল পন্থা দুঃখদায়ক অতএব একান্তই হেয় ইহা অন্তবে উপলব্ধি কবিয়া তাহাতে বিদেব বা বিবান। এ বিষয়ে ‘শাস্তিগামিতা’র শাস্তিহেতবে উক্তি উল্লেখযোগ্য—‘হেবে যেবোহন্ত মে ববন্’ অর্থাৎ হেবেব উপবেই যেন আমাব বিদেব হয়। যেহেতু নিত দুঃখ পাইতে থাকিলেও তাহাকে পোষণ কবিয়া বাধা মনস্তদেব এক প্রহেলিকা যাহা তমোহিভিভূত বুদ্ধিমোহেই ফল। যোগদর্শনেব দ্বিতীয় পাদ পঞ্চম স্তত্রে ‘ভাস্বতী’তে আছে “দেবজ্ঞর্গদীকং সন্তাপকরমণি অহুকুলতবা উপনহন্তি যেবিণো জনাঃ” অর্থাৎ দেবজ্ঞর্গদী দুঃখকব হইলেও বিদেবপবায়ণ লোকে তাহাই অহুকুল মনে কবিয়া অন্তবে পোষণ করে।\*

এই সংসার-চক্র হইতে নিমুক্ত হইবাব উপায় মোক্ষমার্গ সঙ্কে গীতা বলেন “মহুত্যাগাং সহস্রেশু কশিদ্ বততি লিঙ্গম্”। সহস্র সহস্র মহুত্রেব মযে কশাচিৎ কেহ মোক্ষকণ লিঙ্গিলাভেব জন্ম প্রসন্ন কবেন। অতীব বিবল হইলেও স্বার্থ আধ্যাত্মিক সাধনপবায়ণ মহাপুরুষদেব আবির্ভাব হইবা থাকে, ইহাবা এই ব্রহ্মবিজ্ঞাব স্নিগ্ধোজ্জল উদাহরণস্বরূপ। ইহাদেব দাবাই এই লিষ্ট বিহুকুল জগতে সর্বজনকল্যাণকব এই বিজ্ঞা সজীবিত বহিষাছে। ঔহাদেব আদর্শে ও শিক্ষাব অনুপ্রাণিত হইবা যিনি ঔহাদেব অনুচাবী হইবেন তিনিই শান্তিলাভ কবিবেন। ঔহাব আংশিক আচরণে আংশিক ফলই পাওয়া যায়। এই সম্পর্কে স্মর্তব্য যে, একজন স্বকীয় আচরণেব ও উপদেশেব দাবা অত প্রকালকে শাস্তিপন্থেব নির্দেশই দিতে পাবেন এবং দিবা থাকেন, তাহাই মহাত্মানদেব মহাদান, কিন্তু সেই পথ অভিজ্ঞ কবিতে হইবে নিজেকে। এ বিষয়ে গীতাৰ উক্তি—

উকবেদান্ধান্ধানং নান্ধানমবলাদ্যম্।

আইত্রেব হান্ধানো বজ্জবার্হাব বিপুবান্ধনঃ।

অর্থাৎ নিজেব চেষ্টাব দাবাই নিজেকে উদ্ধাব কবিতে হইবে, নিজেকে যেন অধঃপাতিত কবিও না, (স্বকীয়দাবী) নিজেই নিজেব বদ্ধ এবং নিজেই নিজেব পদ্ধ। বুদ্ধদেবেবও ঐ এক কথা “অন্তা হি অন্তনো নাথো কো হি নাথো পবো লিবা” (ধর্মপদ)। তিনি স্পষ্টই বলিলেন—নিজেই নিজেব নাথ বা নিযন্তা, তদ্ব্যতীত অন্ত আব নাথ কে আছে ?

মোক্ষবিজ্ঞাব মূল কথা এই যে, মৈত্রী-করুণা-অহিংসা-সত্য প্রভৃতি মূল মহাত্মাব অবস্ত পালনীয় কিন্তু আত্মহাবা হইবা নহে, তাহাতে যেন দেহান্ধবোধেব শিথিলতাকাবক আধ্যাত্মিকতাব অগ্রব্রণেব থাকে যাহাব পবিলম্বাস্তি নিঃসংশয় আত্মস্বতাকপ শান্ততী শান্তিতে। চিন্তেব এই

\* অধ্যাপক উডওয়ার্থ (Robert Woodworth) ঔহাব ‘Psychology’ নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন, ‘Pugnacious individuals, dogs or men, seem to derive more solid satisfaction from a good fight than from any other amusement.’ অর্থাৎ কুকুর অথবা মানুষ একটা বিবাদ-বিগ্রহেব ব্যাপারে বেরব পবিত্ব্তি পাব তাহা কোন আমোদ-প্রমোদেব অন্তর্ভাণে পায় না।

অন্তর্মুখিতাব অভাবে কৰ্ত্তাকে অখ্যাত কবিবা কর্মটাই যেন প্রখ্যাত না হয় যাহা বিজ্ঞা-বিবোধী  
অবিজ্ঞাব লক্ষণ। নিজেব বাহ্য ও আন্তর্য কর্মেব উপব লক্ষ্য বাখাই চিত্তেব অন্তর্মুখিতা বা  
আত্মাভিমুখিতা, তদ্বিবৰক স্মৃতিসাধনেব অভ্যাসই দেহাত্মাবোবরূপ অবিজ্ঞানাত্মেব প্রকৃষ্ট উপায় এবং  
ইহাকেই স্মৃতি বোগমুক্ত কর্ম বলেন, যাহাব ফলে ক্রমশঃ কর্মক্ষম ইহবা বোগই প্রধান হয় অর্থাৎ  
চিত্ত শান্ত হয়। ছান্দোগ্য উপনিষৎ সংশ্লিষ্ট সবল ভাবাব বলিলেন “সমুত্তমো এবা স্মৃতিঃ  
স্মৃতিশ্চে সর্বগ্রাহীনাং বিশ্রামোক্তঃ” অর্থাৎ চিত্তেব শুদ্ধি হইলে আত্মস্মৃতি নিশ্চল হয় এবং তাহাতে  
সর্ব সংসাববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ হয়। বুদ্ধদেবও আৰ্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে ‘সম্যক্ স্মৃতি’ব প্রাধান্য  
দিয়াছেন। (১২০ হৃদয়ে চীকায় এবং ‘জ্ঞানযোগ’ প্রকরণে এ বিষব বিবৃত আছে।)

অগতে স্বং সকলেই চাব।\* স্বং যদি সর্বজনকার্য হয় তাহা হইলে প্রঃ হইবে কোন স্বং  
শ্রেষ্ঠ? ইহাব একমাত্র উত্তর যে-স্বং সর্বকালস্থায়ী। তাহাই দুঃখেব চিবনিবৃত্তিকরূপ যোগ বা  
শাস্ত্রতী-পাতিস্বং। যথাযথ ভাবাব প্রকাশ কবিতো না পাবিলেও সব জীববেই অন্তর্নিহিত ঐ এক  
কামনা যদিও কর্ম কবে নিজেব প্রবৃত্তিব বশে। দেশকালাতীত যোগাবস্থা সহসা লাভ কবা  
সম্ভবপব না হইলেও তাহাব সাধন আবন্ত কবা এবং সাধনাস্থাবী বল লাভ কবা দুঃসাধ্য নহে।  
পাবমাণিক বিস্তৃত জ্ঞানেব যাবা শক্তিমান্ হইবা পূর্বোক্ত স্মৃতিবন্ধাব অভ্যাশে মনকে অন্তর্মুখ্ বা  
আত্মাভিমুখ বাখিলে সাধকেব চিত্ত যে ক্রমশঃ সাদিক, শান্ত ভাবে স্তম্ভিত হইতে থাকিবে এবং  
অন্যাত্মেব তিনি যে উন্নততব লোকে আবির্ভূত হইবেন বেখানে বাহ্য বাবা অল্পতব, তাহা নিশ্চয়।  
এইরূপেই মুমুক্ সাধকদেব উন্নতগতি হইতে থাকে। উপনিষদাদি শাস্ত্রে এইরূপ বিবরণই পাওয়া  
যায় এবং তাহা সত্যক্ স্মৃতিসিদ্ধি। চিত্তেব এই অন্তর্মুখিতা না থাকিলে অবিজ্ঞাত্র জীববে সংসার-  
চক্রেব চিব আবর্তন অব্যাহতই থাকিবে।

\* বনানী দার্শনিক প্যাস্কাঁল (Blaise Pascal) বলেন, “All desire to be happy, this general rule is  
without exception. Whatever variety there may be in the means employed, there is but one  
end universally pursued. .... This is the sole motive to every action of every person, and even of  
such as most unnaturally become their own executioners.” অর্থাৎ সকলেই সুখী হইতে চায়, এই সাধারণ  
নিয়ম বোন অপব্যব নাই। ঐ মন্ত অবলম্বিত উপাযটা বতই বিভিন্ন প্রকারেব হোক না কেন দার্বজ্ঞানী উদ্বেগটা  
একই। প্রত্যেকের প্রতি বর্ষে মূলে ঐ এক কামনা, এমন কি বাহারা অস্বাভাবিক উপায়ে আত্মঘাতক হয় তাহাদেরও  
উদ্বেগ উদ্যে—সুখী হওয়াই উদ্বেগ।

## বাহ্যমূল

পাঞ্চভৌতিক বাহ্যবস্তু মূল দুই প্রকারে অল্পসংখ্যে—বাহ্যবস্তুকে বিশ্লিষ্ট কবিয়া এবং বাহ্য জিয়োলজিক্স নিজে মনকে বিশ্লেষণ, নিবীক্ষণ কবিয়া। প্রথমটিতে বৈজ্ঞানিকেরা যন্ত্রপাতিব দ্বারা বাহ্যবস্তুকে (যাহাকে পাশ্চাত্যেরা ম্যাটার নাম দেন) অণু হইতে পৰমাণুতে পৰিণত কবিয়া বর্তমানযুগে এমন এক স্তরে উপনীত হইয়াছেন, যেখানে স্পষ্টই অস্বীকৃত হয় যে পৰিশেষে কেবল শক্তি বা এনার্জিয়ার্জই অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা হইতে পৃথক্ শক্তিমাত্র কোন বস্তু বা ম্যাটার বলিয়া কিছু থাকিবে না। ম্যাটারের স্তাব শক্তি বা এনার্জি দ্বৈশীভূত পদার্থ নহে, তাহা কালোজিত অর্থাৎ কালিক ধাবাব পৰিণামশীল। ঐসব কারণে অদ্বৈশীভূত বস্তুমূলকে জ্ঞান-স্বরূপ পদার্থ বলা ব্যতীত গতাস্তব নাই।

এই পদ্ধতিতে পৰমাণু পৰ্যন্তই সাক্ষাৎভাবে জ্ঞেয় হইতে পারে, তৎপরেব অবস্থা চিবমহুমেয়ই থাকিবে। ভৌতিক দেহেজিবেব দ্বারা যেমন হৃতভবেব মূল পৰিদৃষ্ট হইতে পারে না তদ্রূপ মেটিবিখাল বা ম্যাটার নিমিত্ত যন্ত্রেব দ্বারা ম্যাটারেব পৰাবস্থা সাক্ষাৎভাবে বিজ্ঞাত হইবার যোগ্য নহে, তাহা অল্পমেয়ই হইতে পারে। গ্রীক মনীষী প্লেটোব মতেও বাহ্যবস্তু আমাদের যাহা জানা, আমরা তাহাই জানি, উহাব মূল আমাদের প্রত্যক্ষতঃ জানাব উপায় নাই।

দ্বিতীয় উপায়টি আধ্যাত্মিক, তাহা চিত্তস্থিতিকাবক সাধন-সাপেক্ষ এবং যুক্তিসিদ্ধ। ইন্দ্রিয়গত বাহ্যক্রিয়াব দ্বারা উৎপাদিত সক্রিয় অবস্থাবিশেষই যে বাহ্যবস্তুরূপে প্রতিভাত হয় তাহা অধিগম কবিয়া লাভক চিত্তবৈশেষ্য দ্বারা মূল ভৌতিক জ্ঞান হইতে স্বাধিকমে হৃদয়তঃ তদ্রূপ-তৎজ্ঞানে উপনীত হইবেন। তাহা আগতিক বাহ্যজ্ঞান হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার অব্যবহিত পূর্বাধা। একেজ্ঞেও বাহ্যমূল অল্পমেয়ই হইবে, কারণ তদ্রূপ সাক্ষাৎকারেব পূর্ব তাঁহাব বাহ্যবিষয়ক জ্ঞানই থাকিবে না। তবে তদ্রূপ জ্ঞানেব পূর্ব জন্মোচ্চ ব্রহ্মস্বভাবে উপস্থিত হইলে (‘‘জ্ঞানমাস্ত্রনি মহতি নিষচ্ছেৎ’’—কঠ) তখন দেহাস্বাবোবরূপ লংকীর্ণতা অপগত হওবাব অবধি আস্বাবোবের কলে সেই জ্ঞানস্বরূপ পদার্থই যে সর্বমূল ও সর্বশক্তিমাত্র হইতে পারে তাহা সাক্ষাৎভাবেই উপলব্ধ হইবে। গীতাও তদবস্থাব লক্ষণে বলেন ‘‘সর্বভূতহনাস্থানং সর্বভূতানি চাস্তনি’’।

হারবার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ওয়াল্ড (George Wald) ম্যাটারেব মূলক এক জ্ঞানস্বরূপ পদার্থ (consciousness) বলিয়াছেন। আধুনিক বিজ্ঞান বলেন অবিভিন্ন ঘনীভূত শক্তি (concentrated energy)।



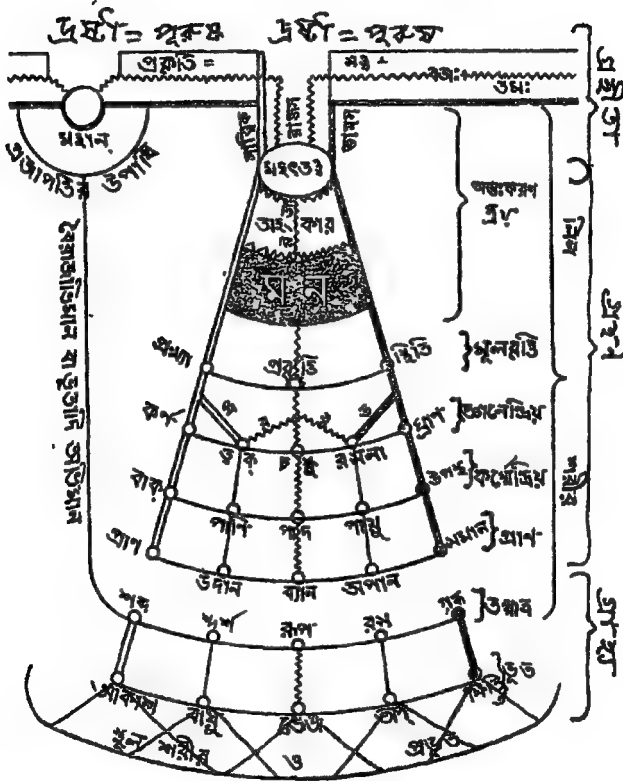


ଅବିଶିଷ୍ଟେ



# তত্ত্বসিঁত

(সাঁখ্যতত্ত্বালোক ও তত্ত্বপ্রকরণ দ্বষ্টব্য)



বেত=সাঁখ্যিক,    তবদাবিত=বাজস,    কুক=ভাসল।

	সাঁখ্যিক	সাঁ-বাঃ	বাজস	বাঃ-তাঃ	ভাসল
প্রথ্যভেদ	প্রমাণ	স্বতি	প্রবৃত্তি বিজ্ঞান	বিকল্প	বিপৰ্যয়
প্রবৃত্তিভেদ	সংকল্প	কল্পন	কৃতি	বিকল্পন	বিপৰ্যন্ত চেষ্টা
স্থিতিভেদ	প্রমাণ সং	স্বতি সং	চেষ্টা সং	বিকল্প সং	বিপৰ্যয় সং

## তাত্ত্বিকিতের ব্যাখ্যা

### (সাংখ্যীয় পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব)

মূল কাবণ—পুরুষ বা ব্রহ্ম (মূল নিমিত্তকাবণ) এবং প্রকৃতি বা দৃশ্য (মূল উপাদানকাবণ)।

দৃশ্যসকল ২৪ তত্ত্বরূপে আছে; তাহা যথা—

পঞ্চ মূল তত্ত্ব—(১) ক্রিতি, (২) অণু, (৩) তেজ, (৪) মক্ষ বা বায়ু, (৫) ব্যোম বা আকাশ। ক্রিতির গুণ গন্ধ। অপের গুণ রস বাহা স্পর্শ বা বাজা জানা বাহ। তেজের গুণ রূপ বাহা চক্ষু বা বাজা জানা বাহ। বায়ুর গুণ শীত ও উষ্ণ স্পর্শ। আকাশের গুণ শব্দ।

পঞ্চ তন্মাত্র—(৬) শব্দতন্মাত্র, (৭) স্পর্শতন্মাত্র, (৮) রূপতন্মাত্র, (৯) বসতন্মাত্র, (১০) গন্ধতন্মাত্র। তন্মাত্রসকল শব্দাদি গুণের অতি হ্রস্ব অবস্থা।

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়—(১১) কর্ণ, (১২) ত্বক্, (১৩) চক্ষু, (১৪) জিহ্বা, (১৫) নাসা।

পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়—(১৬) বাক্, (১৭) পাপি, (১৮) পাদ, (১৯) পায়ু, (২০) উপহ।

ইহাদিগের সহিত পঞ্চ প্রাণও আছে। প্রাণের দ্বারা শরীরধারণ হয় অর্থাৎ শ্বাস, প্রশ্বাস, বস-বক্তাদি চালন ও পরিপাকাদি হয়।

(২১) মন—মনের দ্বারা সংকল্পন বা চিন্তা, ইচ্ছা আদি হয়। (বাহ্য জ্ঞানসাধ্য মন তাহা সংস্কারাধার)।

(২২) অহংকাব—অহংকাবের গুণ অভিমান। ইহা দ্বারা ‘আমি এইরূপ, ঐরূপ’ এই বকম বোধ হয়। অহংকাবের দ্বারা ‘ইহা আমার’ এইরূপ বোধও হয়।

(২৩) বুদ্ধিতত্ত্ব বা মহত্তত্ত্ব—ইহা কেবল ‘আমি’ মাত্র জ্ঞান।

(২৪) প্রকৃতি বা প্রধান—ইহা ব্যক্তজিহ্বাহীন সত্ত্ব, রজ ও তম ছাড়া আব কিছু নহে। অল্প সমস্ত দৃশ্য ইহাতে লভ হয় এবং ইহা সকলের মূল উপাদান কাবণ।

এই চব্বিশ তত্ত্ব এবং নির্বিকাব ব্রহ্ম পুরুষ, মোট ২৫ তত্ত্ব হইল। অন্তঃকরণজন্মের সাধাবণ ধর্ম প্রধা, প্রবৃত্তি ও হিতি। সমস্ত বাহ্য করণের সাধাবণ বৃত্তি পঞ্চপ্রাণ। তন্মাত্র ও ভূতের বাহ্যমূল—প্রদ্বাপতির ভূতাদি-নামক অভিমান। মহত্তত্ত্ব ও তদন্তর্গত ব্রহ্ম পুরুষের নাম প্রবীত। মহত্তত্ত্ব হইতে প্রাণ পর্বন্ত সমস্ত কবণের নাম প্রহণ এবং ভূত ও তন্মাত্র প্রাধ। মহত্তত্ত্ব হইতে তন্মাত্র পর্যন্তের নাম লিঙ্গ-শরীর। প্রকৃত বা ঘট-পটাদি অজৈব দ্রব্য এবং মূল শরীর ইহা বা ভূতনির্মিত বা ভৌতিক। এই পঁচিশ তত্ত্বের দ্বারা সব নির্গিত, ইহাদেব মধ্যে চব্বিশটি বিকাবী দৃশ্য পদার্থকে ত্যাগ কবিয়া নির্বিকাব ব্রহ্ম পুরুষকে উপলব্ধি কবিতে পাবিলেই কৈবল্যমুক্তি হয়।

## পারিভাষিক শব্দার্থ

এই গ্রন্থ পাঠকালীন পাঠকগণ নিম্নলিখিত শব্দার্থগুলি অবগত রাখিবেন।

পদার্থ=পদের অর্থ বা পদের দ্বারা বাহ্যে অভিহিত হয়=ভাব ও অভাব।

ভাব পদার্থ=বস্তু=দ্রব্য ও গুণ।

বস্তু=যাহাব বাস বা অস্তিত্ব আছে।

দ্রব্য=ব্যক্ত ও হৃদয়গণের দ্বারা আশ্রয়। দ্রব্য আশ্রয় হয় এবং বাহ্যেও হয়।

গুণ (সত্তাদি ব্যতিবিক্ত) = ধর্ম = দ্রব্যের বস্তুতাব অর্থাৎ যে যে ভাবে আমবা দ্রব্যকে জানি বা জানিতে পাবি। ব্যক্ত গুণ=বর্তমান। হৃদয়গুণ = অতীত বা বাহ্যে পূর্বে ব্যক্ত ছিল, এবং অনাগত বা বাহ্যে পবে ব্যক্ত হইবে। গুণসকল বাহ্য ও আশ্রয়। মূল বাহ্যগুণ=বোধ্যত্ব, ক্রিয়াত্ব ও জড়ত্ব। মূল আশ্রয় গুণ = প্রাণ্য, প্রবৃত্তি ও ইতি।

বিষয় = বাহ্য কবণের ও অন্তঃকবণের ব্যাপার।

বিষয়সকল = বোধ্য বিষয়, কার্য বিষয় ও ধর্ম বিষয়। বোধ্য বিষয় = বিজ্ঞেয় ও আলোচ্য। কার্য বিষয় = যেহেতু কার্য বিষয় ও স্বতঃ কার্য বিষয়। ধর্ম বিষয় = প্রবীণাদি দ্রব্য এবং শক্তিসকল (কবণ-শক্তি এবং সংস্কার)। বিজ্ঞেয় বিষয় = গৃহমাণ বা প্রত্যক্ষ বিষয় এবং অগৃহমাণ বা অল্পমেয় এবং দ্বার্য কল্প আদি বিষয়। যেহেতু ক্রিয়া-বিষয় = কর্মক্রিয়াদি কার্য। স্বতঃ কার্য বিষয় = প্রাণাদি কার্য। বিষয়সকল বাহ্য ও আশ্রয়ত্ব।

বোধ = 'জ্ঞ'রূপ বা জানামাত্র। জানা জীবিত যথা—বোধে, বিজ্ঞান এবং আলোচন। স্ববোধ = চৈতন্য। চিতি, চিৎ, জ্ঞান, দৃক, স্বপ্রকাশ ইত্যাদি ইহাব নামভেদ। বিজ্ঞান উহনাদি চিত্তক্রিয়া দ্বারা লিঙ্গ-চিত্তহিত যে তত্ত্ববোধ। প্রবীণ বাহ্য বিষয়ের এবং ইচ্ছাদি মানস বিষয়ের নাম, জ্ঞাতি, সংখ্যা আদিব লহিত যে জ্ঞান তাহাই বিজ্ঞান। আলোচন = বাহ্য ও আশ্রয়ত্ব বিষয়ের নাম, জ্ঞাতি আদি হীন যে প্রাথমিক সংজ্ঞামাত্র-বোধ।

কবণ = বুদ্ধি হইতে সমান পর্বন্ত অধ্যাত্ম শক্তিসকল। ইহাবা ভোগ এবং অপবর্গ ক্রিয়ার সাধকতম। কবণের সমষ্টিব নাম লিঙ্গ প্রবীণ।

শক্তি = কোনও বস্তুর কাবণ—বাহ্য দৃষ্ট নহে কিন্তু অল্পমেয়। শক্তি যথা—চিতিশক্তি বা দৃকশক্তি এবং দৃশ্যশক্তি। চিতিশক্তি = নিষ্ক্রিয়। ইহা স্বপ্রকাশ-স্বভাবের দ্বারা আমিস্বরূপ প্রকাশের হেতু। দৃশ্যশক্তি = ক্রিাব যে হৃদয় পূর্ব এবং পবে অবস্থা। আশ্রয় শক্তি = সংস্কার রূপ, বাহ্যাব নাম ক্রয়। বাহ্যশক্তি = বাহ্যক্রিয়ার উদ্ভব দেখিবা তাহাব অল্পমেয় পূর্বের বা পবের অক্রিয় অবস্থা।

ক্রিয়া = শক্তির ব্যক্ত অবস্থা। তাহা বাহ্য ও আশ্রয়। আশ্রয় ক্রিয়া শুধু কাল ব্যাপিবা হয়, বাহ্যক্রিয়া দেশ ও কাল ব্যাপিবা হয়।

## যোগদর্শনের বিষয়সূচী

অঙ্কসকলের অর্থ—প্রথম অঙ্ক পাঁচহুচক ; দ্বিতীয় অঙ্ক হজেব ভাষ্যহুচক এবং তৃতীয় টীকা-হুচক । যেমন ১।৫ ( ৩ )—প্রথম পাদেব পঞ্চম হজেবভাষ্যে তৃতীয় টীকা, তৎসহ ঐ হজেব 'ভাষ্যটী' টীকা এবং তাহাব অল্পবাদও অন্তর্ভব । প্রকরণমালাব বিষয়হুচীপৃথক্ দেওয়া হইয়াছে । সাংখ্যভাষ্য-লোকেব পৃথক্ হুচী ৫৪০ পৃষ্ঠাব অন্তর্ভব ।

ক্র	অনাতোগ	১।১৫(২)
অঙ্গুসীদ	অনাশয ( সিন্ধুচিত্ত )	৪।৬(১)
অক্রম	অনাতত নাহ	১।২৮(১), ৩।১(১), ৩।৪২(১)
অগ্নিষ্ট	অনিত্য	২।৫
অকমেজযদ্ব	অনিয়ত বিপাক	২।১৩(২) বা
অজ্ঞাতবাদ	অনির্বচনীষবাদ	২।৫(২), ৩।১৩(৬), ৩।১৪(১)
অজ্ঞেববাদ	অনুপ্তর্ণবাসিনাভিব্যক্তি	৪।৮
অগ্নিযাদি	অনুব্যক্শাষ	১।৪(৪), ১।৭(৪), ২।১৮(৭),
অতক্রপপ্রতিষ্ঠ		২।২০(২)
অতিপ্রসঙ্গ	অনুভব	১।৭(১)
অতীতানাগভজ্ঞান	অনুমান	১।৭(৬), ১।২৫, ১।৪২
অতীতানাগত ব্যবহাব	অনুশাসন	১।১(২)
অদর্শন	অন্তঃকরণধর্ম	১।২(২), ২।১৮
অদৃষ্টজ্ঞানবেদনীয় কর্ণ	অন্তবদ্ব ( স্পর্শজ্ঞাতের )	৩।৭(১)
অধিকাব	অন্তবাতাব	৪।১০
	অন্তবাব	১।৩০(১)
	অন্তর্ধান	৩।২১(১)
অধিকাবসমাপ্তিব হেতু	অন্ত্যবিশেষ	৩।৫৩
অধিমাত্রোপাষ	অন্ত্যতানবচ্ছেদ	৩।৫৩
অধ্যাক্ষপ্রসাদ	অবয ( ইন্দ্রিয়রূপ )	৩।৪৭(১)
অধভেদ ( ধর্মের )	অবয ( ভূতরূপ )	৩।৪৪(২)
অনন্ত	অবযিকাব	১।৫(৭), ১।৪৫
অনন্ত-সমাপ্তি	অপবাস্তজ্ঞান	৩।২২
অনবস্থিতদ্ব	অপবাস্তনির্গ্রাহ	৪।৩৩(১)
অনায়ে আশ্বখ্যাতি	অপবিগ্রহ	২।৩০(৫)
অনাদিসংযোগ	অপরিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা	২।৩২(১)

বোৰ্গদৰ্শনেৰ বিবৰনহটী

৮৬৫

অপবিধানী চিহ্ন	১২(৭)
অপবিদূষ্ট চিত্তধৰ্ম	৩১৫(২), ৩১৮
অপবৰ্গ	২১৮(৬) (৭), ২১২(২), ২১৩(১), ৪৩২
অপবাদ	২১৩(২)
অপান	৩৩২
অপুণ্য	২১৪(১)
অপোহ	২১৮(৭)
অপ্ৰতিসংক্ৰম	১২(৭), ২১২(৬), ৪২২(১)
অবুত	২১২(২)
অবববী	১৪৩(৫)
অবহা-পৰিণাম	৩১৩(২), ৩১৫(১)
অবহাবৃত্তি ( চিত্তেৰ )	১১১(৫)
অবিজ্ঞা ( ক্ৰেশ )	২১৪, ২১৫(২), ২১৪
অবিজ্ঞা ( সংযোগহেতু )	২১২(৩), ২১৪(১)
অবিন্ধব	২১২(১)
অবিবতি	১৩০(১)
অবিশেষ	২১২(১)(৩)
অবীচি	৩২৬(৩)
অব্যক্ত	২১২(৬)
অব্যপদেশ ধৰ্ম	৩১৪(১)
অভাব	১১(১), ৪২১(২)
অভাব-প্ৰত্যয়	১১০(১)
অভাবিত-দ্বৰ্তব্য	১১১(৩)
অভিকল্পনা	৪৩৪(১)
অভিধান	১২৩(২)
অভিনিবেশ ( ক্ৰেশ )	২১২(১)
" ( চিত্তশক্তি )	২১৮(৭)
অভিযক্তি	৩১৪(২)
অভিযক্তি ( বাসনাৰ )	৪১৮(১)
অভিভাৱ-অভিভাবক ( গুণেৰ )	২১৫(১)
অভ্যাস	১১২(১), ১১৩, ১১৪
অবৃত্তিসিদ্ধাবধৰ	৩৪৪, ৩৪৭
অযোগীদেব কৰ্ম	৪১৭(১)
অগ্নিষ্ট	৩২২

অচিবাধি মাৰ্গ	৩১(১), ৩৩২(১)
অৰ্থ	১৪২, ৩১৭(১)
অৰ্থবহ ( ইন্দ্ৰিয়ৰূপ )	৩৪৭(১)
অৰ্থবহ ( ভূতৰূপ )	৩৪৪(২)
অৰ্থমাজনিৰ্ভাস	১৪৩, ৩৩(১)
অলঙ্কৃতনিকৰ	১৩০(১)
অলিঙ্গ	১৪৫(১), ২১২(১)(৬)
অলঙ্কাৰক ( কৰ্ম )	৪১৭(১)
অন্তৰ্ভি	২১৫(১)
অন্তৰ্ভি	২১২(১)
অষ্ট ঐশ্বৰ্য	৩৪৫
অষ্ট যোগাধ	২১২২
অসংখ্য	২১২(১), ৪৩৩(৪)
অসংকাৰ-বাদ	৩১৩(৬), ৩১৪(১)
অসংকাৰ-বাদ	৩১৩(৬), ৩১৪(১)
অসংজ্ঞাত	১১, ১১২(২), ১১৮, ১২০(৫), ১৫১(২)
অসংজ্ঞাত	১১১(১)
অসংজ্ঞাত	১১৭(৬)
অন্তেষ	২১৩০(৩)
অন্তেষ-প্ৰতিষ্ঠা	২১৩৭(১)
অশ্মিতা ( ইন্দ্ৰিয়ৰূপ )	৩৪৭(১)
অশ্মিতা ( ক্ৰেশ )	২৬(১)
অশ্মিতা ( তৰ )	১১৭(৫), ২১২(৪)
অশ্মিতামাত্র	১১৭, ২১২(৪), ৩২৬, ৪৪(১)
অশ্মিতামাত্র বিণোকা	১৩৬(২)
অহংকাৰ	১৪(৪), ১১৭ (৫-৮), ১৪৫, ২১২(৪), ৩৫৭
অহিংসা	২১৩০(১)
অহিংসা-ফল	২১৩৫(১)

আ

আকাৰমৌন	২১৩২(৩)
আকাশগমন	৩৪২(১)
আকাশভূত	২১২২(২), ৩৪১(১), ৩৪২



আগম	১৭(৭), ১৪২	ঈ	
আত্মানিক	৩১৭(২)	ঈশিত্ব	৩৪৫
আত্মদর্শনযোগ্যতা	২৪১(১)	ঈশ্বর ( নিষ্ঠুর ও সন্তপ )	১২৪, ৩৪৫
আত্মভাবভাবনা	৪২৫	ঈশ্বর-অনুমান	১২৫(১)
আদর্শ ( সিদ্ধি )	৩৩৬	ঈশ্বর-প্রতিধান	১২৩, ১২৮(১), ১২২(২), ২১১, ২৩২(৫), ৩৬(২)
অনন্দ ( সমাধি )	১১৭(৪), ৩২৬	ঈশ্বর-প্রতিধান-কল	১২২(২), ১৩০, ২৪৫(১)
আবট্য-জৈগীব্য সংবাদ	৩১৮	ঈশ্বরপ্রসাদ	৩৬(২)
আবাপগমন	২১৩	ঈশ্বরতা অনাগত	৩৬(১)
আভোগ	১১৫(২), ১১৭	ঈশ্বরে কর্যাপণ	২১১, ২৩৩(৫), ২৪৫
আভ্যন্তরবৃত্তি ( প্রাণাবাস )	২৫০(১), ২৫১	ঈশ্বরের স্বীকৃতিগ্রহ	১২৫(২)
আভ্যন্তর শৌচ	২৩২, ২৪১	ঈশ্বরের বাচক	১২৭(১)
আমিষ কি ?	১৪(৪), ৪২৪(১)		
আয়ু	২১৩(১), ৩২২		
আবল্যবাদ ( বিবর্তবাদ ও পবিণামবাদ )	৩১৩(৬), ৩১৪(১)	উ	
আলম্বন	১১৭(৬)	উচ্ছেদবাদ	২১৫(৪)
আলম্বন ( বাসনাব )	৪১১(১)	উৎকৃষ্টি	৩৩২(১)
আলম্ব বিজ্ঞান	১৩২(২)	উদ্যানজয়	৩৩২(১)
আলম্ব	১৩০(১)	উদ্যাব ক্লেণ	২৪(১)
আলোচন জ্ঞান	১৭(২)	উপবাগাপেক্ষিত্ব	৪১৭(১)
আশয়	১২৪, ৪৬	উপসর্গ ( লবাসির )	৩৩৭(১)
আশী:	২১২, ৪১০(১)	উপসর্জন	১১৭(১)
আশীষ নিত্যত্ব	৪১০(১)	উপাদান কারণ	৩১৩(৬), ৩১৪(১)
আসন	২২২, ২৪৬(১)	উপায়-প্রত্যয়	১২০
আসন-ফল	২৪৮(১)	উপেকা	১৩৩(১), ৩২৩
আসনসিদ্ধি	২৪৭		
আবাদ ( সিদ্ধি )	৩৩৬	উ	
		উহ	২১৮(৭)
ই			
ইডা	৩১(১)		
ইন্দ্রিয়জয় ( সিদ্ধি )	৩৪৭(১)	ঋ	
ইন্দ্রিয়তত্ত্ব	২১২(২)	ঋত	১২(১), ১৪৩(১)
ইন্দ্রিয়সিদ্ধি	২৪৩	ঋতত্ত্ব প্রজ্ঞা	১৪৮(১)
ইন্দ্রিয় ( স্বরূপ )	৩৪৭(১)		
ইন্দ্রিয়েব বহুভা	২৪৫(১)	ঐ	
		একতত্ত্বাত্ম্য	১৩২(১)

একভাবিকত্ব	২।১৩(২), ৩২২	কুশল পুরুষ	২।২৭
একসময়ানবধাবণ ( স্বেচ্ছ-দৃষ্টেয় )	৪।২০(১)	কৃষ্ণতা ও নিত্যতা	৩।১৩(৮)
একাগ্রতা-পরিণাম	৩।১২(১)	কৃষিভাষী	৩।৩১(১)
একাগ্রভূমি	১।১(৫), ৩।১২(১)	কৃত্য	২।২২, ৪।৩২
একাগ্র স্বপ্ন	১।১(৫)	কৃষ্ণকর্ম	৪।৭(১)
একান্তনিত্য	৩।১৩	কৈবল্য	১।৫১, ২।২৫, ৩।৫০(১), ৩।৫৫(১), ৪।৩৪
একেশ্বর-বৈবাগ্য	১।১৫(৩)	কৈবল্য-প্রাপ্ত্যভাব	৪।২৬(১)
		জন্ম	৩।১৫(১), ৩।৫২, ৪।৩৩(১)
		জন্মান্তর	৩।১৫
ক		ক্রিয়া	২।১৮, ৪।১২(১)
কর্তৃক	৩।৩০(১)	ক্রিয়াকলাপবধ	২।৩৬(১)
কক	৩।২২	ক্রিয়ামোগ	১।২২(২), ২।১(১)
কল্পণ	১।৩৩(১)	ক্রিয়ামোগ-কল	২।২(১)
কর্ম	১।২৪, ৩।২২, ৪।৭(১)	ক্রিয়ামূল	২।১৮(১)
কর্ম—অনামি	২।১	ক্রিষ্টা বৃত্তি	১।৫(১) (২)
কর্মভদ্র	২।১২, ২।১৩(২), ৪।৭, ৪।৮, ৪।৯	ক্লেশ	২।৩(১)
কর্মনিবৃত্তি	৪।৩০	ক্লেশ ক্ষেত্র	২।৪
কর্মযোগ	১।২২(২), ২।১	ক্লেশ তৎকরণ	২।২(১)
কর্মবালনা	৪।৮(১)	ক্লেশ ( বিলাক )	২।১৩
কর্মাবধ	২।১২(১), ২।১৩(২), ৩।১৮, ৩।৩৮	ক্লেশকর্মনিবৃত্তি	৪।৩০(১)
কর্মেশ্বর	২।১২(২)	ক্লেশবৃত্তি	২।১১(১)
কলি	১।৩৫(১), ৩।১(১)	কণ	৩।৫২(১)
কাঠি	৩।৪৪, ৪।১২(১)	কণকর্ম	৩।৫২(১)
কাব্যধর্মনিষ্ঠা	৩।৪৫	কণ-প্রতিযোগী	৪।৩৩(১)
কাব্যব্যাখ্যান	৩।২২(১)	কণিকবিজ্ঞানবাদ	১।১৮(৩), ১।৩২(২), ৪।২০(১), ৪।২১(১)
কাব্যরূপ	৩।২১	কিতিভূত	২।১২(২)
কাব্যসম্পদ	৩।৪৫, ৩।৪৬	কিষ্ণভূমি	১।১(৫)
কাব্যসিদ্ধি	২।৪৩	কৃষ্ণপিপাসা-নিবৃত্তি	৩।৩০(১)
কাব্যাকাশ-সম্বন্ধ	৩।৪২(১)		
কাব্যেশ্বরসিদ্ধি	২।৪৩		
কাব্য	২।২৮, ৩।১৪(১)		
কার্যনিবৃত্তি ( প্রজা )	২।২৭		
কাল	৩।৫২(২), ৪।১২(১)	খ	
কাঠমোন	২।৩২(৩)	খোচবী মুদ্রা	২।৫০(১)
কুণ্ডলিনী	৩।১(১)	খ্যাতি	১।৪(২), ২।২৬(১)

গ	চিহ্নসংবিং	অ৩৪(১)	
গতি	২।২৩(৩)	চিহ্নগত	১।২(৩)
গতি বা অবগতি	১।৪২	চিহ্নাধ্ব	৩।২(১)
গায়ত্রী মন্ত্র	২।৫০(১)	চিহ্নেব স্তম্ভা অত্র চিত্র নহে	৪।২১
গুণপৰ্ণ	২।১২	চিহ্নেব ধর্ম	৩।১৫(৩)
গুণবৃত্তি	২।১৫(১)	চিহ্নেব পরিমাণ	৪।১০(২)
গুণবৃত্তি-বিবোধ	২।১৫(১)	চিহ্নেব মূলধর্ম	১।৬(১), ২।১৮(৭)
গুণাত্মা ( ধর্ম )	৪।১৩	চিহ্নেব বসীকাব	১।৪০(১)
গুরু	১।২৬	চিহ্নেব বিভক্ত পদ্বা	৪।১৫(১)
গোময়-পাণসীয জাব	১।৩২(৩)	চিহ্নেব সর্বার্থতা	৪।২৩
গ্রহণ ( ইন্দ্ৰিয়েব রূপ )	৩।৪৭(১)	চিহ্নন প্রজিবা	২।১৮(৭)
গ্রহণ ( চৈতনিক )	২।১৮(৭)		
গ্রহণ সমাপত্তি	১।৪১(২)		
গ্রহীতা	১।১৭(৫), ১।৪১(৩), ২।২০(২)	জয়কণ্ঠা-সমোব	২।৩২(১)
গ্রাহ	১।৪১, ১।১৮(১), ৩।৪৭	জয়জ্জ নিচি	৪।১(১)
		জপ	১।২৮(১), ২।৪৪(১)
		জাতি	২।১৩(১), ৩।৫৩, ৪।১২
		জাত্যন্তব পরিমাণ	৪।২
		জীবন	৩।৩২
		জীবমূল	২।৪(২), ২।২৭(১), ৪।৩০(১)
		জৈসীব্য	২।৫৫, ৩।১৮
		জাতাজাত	৪।১৭(১)
		জানদীপ্তি	২।২৮(১)
		জানপ্রসাদ	১।১৬(৪)
		জানানি	২।৪(১)
		জানানন্ত্য	৪।৩১(১)
		জানেন্দ্রিয়	২।১২(২)
		জ্যোতিষ	৪।৩১(১)
		জনন	৩।৪০(১)
		জ্যোতিষতী	১।৩৬, ৩।২৫, ৩।২৬(১)
		ত	
		তদজ্ঞান	২।১৮(৭)
		তদ্ব্যবস্থা	১।৪১
		তদগ্ৰনভা	১।৪১

## যোগদৰ্শনেৰ বিষয়সূচী

[illegible]

নিত্যতা ও কৃষ্ণতা	১১৩(৭)	পবনা বহুতা (ইহিরের)	২৫৫
নিত্যত্ব	৪৩৩(৩)	পরমার্থ	৩৫৫(২)
নিহা	১১০	পরমার্থ দৃষ্টি ও পরমার্থ সিদ্ধি	১৫(৭),
নিহা—কিষ্টা ও অকিষ্টা	১৫(৬)		৪১৫(২)
নিহাঙ্গ	১১০(১)	পরশরীরাবেশ	৩৩৮(১)
নিহা-জ্ঞান	১১০(১)	পরম্পরোপকৃত্ত প্রবিভাগ	২১৮(২)
নিমিত্ত	৪৩(১), ৪১০(৩)	পবর্ষ-বুঝি	২২০(৩), ৪২৪(১)
নিমিত্ত-বিপাক	২১৩(২)ক, ২৩৫	পরিণাম	৩১৩(১) (২), ৪১২(১), ৪৩৩(৩)
নিয়ম	২৩২	পরিণামকর	৪১৩(১)
নিরতিশত	১২৫(১)	পরিণামকরনমাস্তি	৪৩২(১)
নিরন্তরলোক	৩২৬(৩)	পরিণামকৃত্ত	২১৫(১)
নিরন্তরত্ব	১১(৫)	পরিণামবাদ (আবস্তবাদ ও বিবর্তবাদ)	১৩২(২), ৩১৩(৩)
নিরপেক্ষ কর্ম	৩২২(১)		
নিরোপ (নদাধি)	১২, ১১৮, ১৫১	পরিণামাত্মকত্ব	৩১৫
নিবোধক্ষণ	৩৩(১)	পরিণামিকত্ব	৪১৫(১)
নিবোধ-পরিণাম	৩৩(১)	পরিদৃষ্ট চিত্তধর্ম	৩১৫(২)
নিবোধের সংস্কার	১১৮(১), ১৫১(১)	পূর্বদান	২২৩(৩)
নিবোধের স্বরূপ	১১৮(৩)	পাতাললোক	৩২৬(৩)
নির্বাণচিহ্ন	১২৫(২), ৩১৮, ৪৪(১)	পাশ্চাত্য মত	১৭(৬), ২২(২), ৩১৪(১),
নির্বাচন-বৈশাখ	১৪৭		৩১৫(১), ৩২৬(১), ৩৪০(১), ৪১০(১)
নির্বাচন-নদাপত্তি	১৪১(২), ১৪৪(২) (৩)	সিদ্ধান্ত (নাস্তী)	৩১(১)
নির্বাচন-নদাপত্তি	১৪১(২), ১৪৪, ১৪৪(৩)	সিদ্ধান্ত-স্বাভাৱ	৩১(১)
নির্বাচন-নদাধি	১২, ১১৮(৩), ১৫১(২)	সিদ্ধ	৩২২
		পুণ্য	২১২, ২১৫
		পুণ্য কর্ম	২১৫(১)
প		পুনর্নির্বাচন	৩৫১
পঞ্চশিখ	১৪৫(২)	পুরুষ অপরিণামী	৪১৮
পঞ্চক	৪২১(২)	পুরুষত্বাতি	১১৫(১)
পতঙ্গলি	৩৪৫	পুরুষজ্ঞান	৩১৫(১)
পদ (বাক্য)	৩১৭(২)	পুরুষবহু	১২৪, ২২২(১), ২২৩, ৪১৩
পরিচিহ্নজ্ঞান	৩১২(১)	পুরুষার্থ	২১৮(১), ২২১(১) (২)
পবন প্রদর্শন	১২(৬)	পুরুষোক্তি	১৪১
পবনপ্রাণ	১১৬, ১১৮(১)	পুরুষের নদাভ্যাস	২২০(২), ৪১৮
পবন মত	১৪০(১)	পূর্বজ্ঞান	২২(২)
পবনা	১৪০(১), ৩৫২(১)	পূর্বজ্ঞান	৩১৮(১)

পূর্বসিদ্ধ বা সপ্তম ব্রহ্ম	৩৪৫(১)	প্রত্যাবিশেষ	৩৩৫(১)
পৌরুষ-প্রত্যয়	৩৩৫(১), ৩৫০(১)	প্রত্যাবিক্তানতা	৩২(১)
পৌরুষেয় চিত্তবৃত্তিবোধ	১৭(৪)	প্রত্যাবর্ণ	১১০
প্রকাশপীল	২১৮(১)	প্রত্যাবেক্ষা	১২০(৩)
প্রকাশাবরণ	২৫২(১)	প্রত্যাহাব	২৫৪(১)
প্রকাশাবরণকল্প	৩৪৩(১)	প্রত্যাহাব-কল্প	২৫৫(১)
প্রকৃতি ( কবণেব )	৪২, ৪৩(১)	প্রথমকল্লিক	৩৫১
প্রকৃতি ( জীবত্বতা )	৩৪৪(৩)	প্রধান	২১২(৬), ২২২(১), ২২৩
প্রকৃতি ( মূল )	২১৮(৫), ২১২(৫)	প্রধান অর্থ	৩৪৮(১)
প্রকৃতিব একত্ব	২২২(১)	প্রমা	১৭(১)
প্রকৃতিত্ব	১১২(৩), ১২৪, ৩২৬(৩)	প্রমাণ	১৭(১), ১৮
প্রকৃত্যাপ্রবণ	৪২(১), ৪৩	প্রমাণ—ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট	১৫(৬)
প্রখ্যা	১২(৩)	প্রমাদ	১৩০(১)
প্রচাবলংবেদন	৩৩৮(১)	প্রযুক্ত-শৈথিল্য	২৪৭(১)
প্রচ্ছন্ন	১৩৪(১)	প্রবাহচিত্ত ( বোধদেব )	১৩২(২)
প্রজ্ঞা	১২০(৪)	প্রবিবেক	১১৬(১)
প্রজ্ঞাবিবেক	১২০	প্রবৃত্তি—দুই প্রকার	২১৮(৬)
প্রজ্ঞালোক	৩৫(১)	প্রবৃত্তি—বিষয়বস্তী	১৩৫(১)
প্রণব	১২৭(১)	প্রবৃত্তিভেদ ( নির্মাণচিন্তেব )	৪৫(১)
প্রণব জপ	১২৭(১), ১২৮(১)	প্রবৃত্ত্যালোকস্থান	৩২৫(১)
প্রণিধান	১২৩(১), ২১	প্রবাস	১৩১
প্রতিপক্ষভাবন	২৩৪	প্রশান্তবাহিতা	১১৩(১), ৩১০(১)
প্রতিপ্রসব	২১০(১)	প্রশ্ন—বিবিধ	৪৩৩(৪)
প্রতিপ্রসব ( গুণেব )	৪৩৪(১)	প্রসংখ্যান	১২(৬), ১১৫, ২২(১), ২৪, ২১১, ২১৩, ৪২২(১)
প্রতিযোগী	১৭(১), ৪৩৩(১)	প্রসঙ্গ-প্রতিবেদ	২২৩(৩)
প্রতিসংবেদী	১৭(৫), ২২০	প্রস্থপ্ত ক্লেশ	২৪(১)
প্রতীত্য	৩১৩(৬), ৩১৪(১), ৪২১(১)	প্রস্থতি	২৪(১)
প্রতীত্য-সমুৎপাদ ( বোধদেব )	৩১৩(৬)	প্রাকাম্য	৩৪৫
প্রত্যক-চেতনাবিগম	১২২(১), ২২৪	প্রাণ	২১২(২), ৩৩২
প্রত্যক্ষ	১৭(২), ১৩২	প্রাণাধার	১৩৪, ২৪২(১), ২৫০, ২৫১
প্রত্যভিজ্ঞান	১৩২(২) ঘ, ৩১৪(১)	প্রাণাধার—বৈদিক ও তান্ত্রিক	২৫০(১)
প্রত্যয় ( বৃত্তি )	১৬(১), ৩১৭	প্রাণাধার-কল্প	২৫২(১), ২৫৩(১)
প্রত্যয় ( বোধদেব )	৩১৩(৬), ৩১৪(১), ৪২১(১)	প্রাতিভ-সিদ্ধি	৩৩৬
প্রত্যয়ানুপাত	২২০(৬)	প্রাতিভ-সংসার-কল্প	৩৩৩(১)



[illegible]



ভোগাভ্যাস	২১৫	যোগসিদ্ধির বাখ্যার্থ	১৩০(১)
ভোগ্যশক্তি	২৬	যোগসিদ্ধির লক্ষণ	৩২৬(২)
ভাস্তিদর্শন	১৩০(১)	যোগাঙ্ক	২২২(১)
		যোগাচার্য	৪১০
ম		যোগীদের আহাব	২৫১(১)
মধুপ্রতীকা ( সিদ্ধি )	৩৪৮	যোগীদের কর্ম	৪৭(২)
মধুভূমিক	৩৫১	যোনি মূত্রা	১২৮(১)
মধুমভী	৩৫১, ৩৫৪		
মন ১৬(১), ২১২(২), ২১২(২), ২৫৩, ৪২৩		ন	
মনোজবিন্দু	৩৪৮(১)	ব্রজ	২১৮(১)
মহাচৈতন্য	১২৮(১)	বাগ	২৭(১)
মবণ	২১৩	রুদ্রব্যবসার	২১৮(৭)
মহত্ত্ব ১১৭(৫), ১২০(৫), ২১২(৫)		বেচন ১৩৪(১), ২৫০(১), ২৫১(১)	
মহাবিদেহ ধাবণা	৩৪৩(১)		
মহাব্রত	২৩১(১)	জ	
মহিমা	৩৪৫	লক্ষণ-পরিণাম	৩১৩(২), ৩১৫
মাদক সেবনের ফল	২৩২(১)	জঘিয়া	৩৪৫
মুদিতা	১৩৩(১)	লঘুতা	৩৪২(১)
মুতি	১৭(৩), ৩৫৩(২)	ন	
মূৰ্ছাজ্যোতি	৩৩২(১)	লম্বাযোগ	৩১(১)
মুত্ৰকৃমি	১১(৫)	লিঙ্গ	২১২(১)
মৈত্রী	১৩৩(১), ৪১০	লিঙ্গমাত্র	২১২(১)
মৈত্রীকল	৩২৩	লোকসংহান	৩২৬
মোক্ষকাষণ—যোগ	২২৮(২)		
মোক্ষপ্রবৃত্তি	৪২১(২)	শ	
মোহ	১১১(৫), ২৩৪(১)	শক্তি	৪১২(১)
ম		শব্দ ( উচ্চারিত )	১৪২(১), ১৪৩(১-২), ৩১৭(১-২)
যতমানসংজ্ঞা ( বৈবাগ্য )	১১৫(৩)	শব্দতত্ত্ব	৩৪১(১)
যজ্ঞকামাবসান্নিহ	৩৪৫(১)	শান্তি	৩১২(১), ৩১৪
যথাভিন্নত ধ্যান	১৩২(১)	শান্তিবাদ	২১৫(৪)
যম	২৩০	শিবযোগমার্গ	৩১(১)
যুতসিদ্ধাবয়ব	৩৪৪	জ্ঞানকর্ম	৪৭(১)
যোগ	১১(৪), ১২(১)	জ্ঞানস্তানবান	৩১৪(১), ৪২১
যোগপ্রদীপ	৩৫৪(১)	জ্ঞান ( চিন্তি )	১২(৭)

যোগদর্শনের বিবরণসূচী

৮৭৫

তত্ত্ব ( বুদ্ধি ও পুরুষের )	৩৫৫(১)	সংস্কার-সাকার্যসংস্কার	৩১৮
স্বভাবাব ( বুদ্ধিধর্ম )	৩১৩(৬)	সংস্কার্যাবিস্ত	৪২৪(১)
স্বভাবাদ ১৩২(২), ১৪৩(৪) (৬), ৩১৩(৬),	৪২১(২)	সত্ত্ব ঈশ্বর-প্রতিষ্ঠান	১২২(২)
শৌচ	২৩২(১)	সত্ত্ব ( শকার্য জানেব )	৩১৭(১)
শৌচ-প্রতিষ্ঠা	২৪০(১), ২৪১(১)	সংস্কৃত ( গদ্যার্থেব )	৩১৭(২)(৩)
জ্ঞান	১২০(১)	স্ব ( হানীধর্মের সহিত )	৩৫১
জ্ঞান-মনন-নির্দিষ্টাঙ্গন	১১২(২)	স্ব-ও অনন	৩১৩(৬)
জ্ঞান-সিদ্ধি	৩৩৬	সংস্কার্যাবাদ ১৩২(২), ৩১৩(৬), ৩১৪(১),	৪১১, ৪১২, ৪১৬
জ্ঞান	৩৪১(১)	সত্তা	১৭(৩), ৩১৪(১)
জ্ঞানীকারণ-সদ্ব্য	৩৪১(১)	সত্তারাজ আত্মা	২১২(৫)
স্বাস	১৩১, ২৪৩	স্ব	২১৮(১), ৩৩৫
স্ব		স্ব ( ভগ্নাতা )	২১৭(৪)
স্বীকৃত	৩১৩(৩)	স্বত্ব	২৪১(১)
স্বভাবভন	৩১৩(৬)	স্ব-প্রতিষ্ঠা	৪৩৩(১)
স্ব		সত্তা	২৩০(২)
সংসদ	৩৪(১)	সত্তা-প্রতিষ্ঠা	২৩৬(১)
সংসদ-কল	৩৫(১)	সত্তালোক বা ব্রহ্মলোক	৩১(১)
সংসদ-বিনিয়োগ	৩৬(১)	সদা জ্ঞাতা	২২০(২), ৪১৮(১)
সংসদ ২৬(১), ২১৭(১), ২২০(৫), ২২২,	২২৩, ২২৪, ৩৩৫, ৪২১(২)	সত্তাব	২৩২(২), ৩১৮
সংসদগেব অভাব	২২৫	সত্তাব-কল	২৪২
সংসদগেব হেতু	২২৪	সত্তাবিলাজোপকাবিদ	১৪(৩), ২১৭(১)
সংসদ	১১৭(৫-৮)	সমনস্বতা বা সন্তোষ	১২০(৩)
সংসদগ	১২১(১)	সদ্ব	২৩১(১)
সংসদ	১৩০(১)	সদ্যি ও সন্মাপতি	১৪৩(৩)
সংসাবচক ( স্বভব )	৪১১	সদ্যি-পরিণাম	৩১১(১)
সংসাব ১৫(৬), ১১৮(৩), ১৫০(১),	২১২(১), ৩২(১), ৩১৮	সদ্যি-বিবয়ে জ্ঞান	১৩০(১)
সংসাব ( বুদ্ধ )	১৩২(২)	সদ্যিলক্ষণ	৩৬(১)
সংসাব-স্বংস	২১৫(৩)	সদ্যি উপসর্গ	৩৩৭(১)
সংসাব-প্রতিবন্ধী	১৫০(১)	সমান	৩৩২, ৩৪০
সংসারশেষ	১১৮(১)	সমানময়	৩৪০(১)
		সন্মাপতি	১৪১(২-৩)
		সন্মাপ্তি উদাহরণ	১৪৪(২)
		সন্তোষ বা সমনস্বতা	১২০(৩)
		সন্তোষভেদ	১১৭

সম্প্রজাত যোগ	১।১(১২)	স্বৰ্ঘদাব	৩।২৬(১)
সম্প্রতিপত্তি	১।২৭(২), ৩।১৭(২)	সোপাক্রম কৰ্ম	৩।২২(১)
সম্প্রযোগ	২।৪৪	সৌমনস্ত	২।৪১(১)
সম্যগ্ দর্শন	২।১৫(৪)	সত্ত্ববৃত্তি	২।৫০(১)
সম্বন্ধ	১।৭(৬)	জ্ঞান	১।১০, ১।৩০(১)
সর্বজ্ঞবীজ	১।২৫(১)	জ্ঞান	২।৩২, ২।৪৩
সর্বজ্ঞাতৃত্ব	৩।৪২(১), ৩।৫০(১)	জ্ঞান্যপনিমন্ত্রণ	৩।৫১
সর্বথাবিষয়	৩।৫৪	হিতি	১।১৩(১), ২।২৩(৩)
সর্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব	৩।৪২(১)	হিতিপ্রাপ্ত	১।৪১(১)
সর্বভূতরূতজ্ঞান	৩।১৭	হিতিশীল	২।১৮(১)
সর্বার্থ ( চিত্ত )	৪।২৩(১)	হূল ( ভূতরূপ )	৩।৪৪(১)
সর্বার্থতা	৩।১১(১)	হূলা বৃত্তি ( ক্রেশেব )	২।১১(১)
সবিতাব-সমাপত্তি	১।৪১(১), ১।৪২(১), ৩।২৬	হৈৰ্ষ ( প্রতিষ্ঠা )	২।৩৫(১)
সবিতৰ্ক-সমাপত্তি	১।৪১(১), ১।৪২(১), ১।৪৩(৩), ৩।২৬	ফোটি ( গৰ )	৩।১৭(২)
সবীজ সমাধি	১।৪৬	শব্দ	৩।৫১
সহজাব সহজ	১।৭(৬)	শ্রুতি	১।১১, ১।২০(৩), ২।২(১)
সাকার-নিবাকার-বাদ	১।২৮(১)	শ্রুতি—ক্লিষ্টাক্লিষ্টা	১।৫(৬)
সাধ্য বোধ	৪।১২(১)	শ্রুতি-সম্বন্ধ	৪।২১(১)
সামান্য	১।৭(৩), ১।২৫, ১।৪২, ৩।১৪(২), ৩।৪৪(১), ৩।৪৭(১)	শ্রুতিসাধন	১।২০(৩)
সাম্য ( পদ্ব-পুরুষেব )	৩।৫৫(১)	স্বপ্নজ্ঞান	১।৩৮(১)
সার্বভৌম মহাব্রত	২।৩১(১)	স্ববুদ্ধি-সংবেদন	৪।২২(১)
সিদ্ধদর্শন	৩।৩২(১)	স্ববসবাহী	২।৩(১)
সিদ্ধবোধ	৪।১২(১)	স্বরূপ—ইন্দ্রিয়েব	৩।৪৭(১)
সিদ্ধি-কাষণ	৪।১(১)	স্বরূপ—ভূতেব	৩।৪৪(১)
জ্ঞান	২।৭, ২।১৫(২), ২।১৭(৪)	স্বরূপাবস্থান—পুরুষেব	১।৩
জ্ঞানানুশী	২।৭(১)	স্বলোক	৩।২৬
জয়ুয়া	৩।১(১), ৩।২৬(১), ৩।৩২(১)	স্বশক্তি	২।২৩
হৃদয় ( ধর্ম )	৪।১৩(১)	স্বাধিকৃৎপলা	২।৪০(১)
হৃদয় ( প্রাণায়াম )	২।৫০(১)	স্বাধ্যায়	২।১(১), ২।৩২(৪)
হৃদয় ( ভূতরূপ )	৩।৪৪(২)	স্বাধ্যায়-বল	২।৪৪
হৃদয়ক্লেশ	২।১০(১)	স্বাভান	৪।১২(১)
হৃদয়বিষয়	১।৪৫(২)	স্বাধি-শক্তি	২।২৩
হৃদয়বস্থা ( ক্রেশেব )	২।১০(১)	স্বার্থ	২।২০(৩), ৩।৩৫, ৪।২৪
		স্বার্থসংঘ	৩।৩৫(১)

হ	ক	কৰ-পুণ্ডৰীক	১৩৬(২)
হঠযোগ	১১২(২), ২৫০(১)	হেতু ( বাসনাৰ )	৪১১(১)
হাত্তবৰুণ	২১৫(৩)	হেতু ( সংযোগৰ )	২২৪(১)
হান	২১৫, ২২৫	হেতু ( হেৰেব )	২১৭
হানোপায়	২১৫, ২২৬	হেতুবাৰ	২১৫
হিংসা	২৩৪	হেব	২১৫, ২১৬(১)
হিবণ্যগৰ্ভ	১২৫(২), ১২২(২), ৩৪৫(১)	হেবহেতু	২১৫, ২১৭
হৰষ	১২৮(১), ১৩৬(২), ৩২৬(১), ৩৩৪, ৪১৭(১)		

## প্রকরণমালার বিষয়সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
<b>অ</b>		অবিশেষ	৫৩০, ৬৪০
অক্ষয় পুরুষ বা জন্ম-দৈশ্বব	৬৩৮, ৭০২	অবিবরীভূত বাহু পদার্থ	৫৬৮
অজ্ঞেয়বাদী	৬৬২	অব্যক্ত অবস্থা	৬২৮
অণু—পাশ্চাত্য মত	৬২১, ৬৩২	অভাব	৮২২
অতীত, অনাগত, বর্তমান	৬১৮, ৮২৫	অভিষেক সত্য	৭৬২
অদৃষ্ট বা আবদ্ধ কর্ণ	৮০০	অভিব্যক্তিবাহ	৭৬৭
অদৈতবাদ ও দৈতবাদ	৭১০	অভিমান—ধাবক	৬২২
অধিষ্ঠাতা-পুরুষ	৬৭৩	অভিমানী দেবতা	৫২৮, ৬০৩, ৬২৮
অধ্যাপন	৭১৫, ৭৪০	অলৌকিক শক্তি	৬২২
অনন্ত	৬৭৬, ৮২৬, ৮৩১	অসংকার্যবাহ	৭৩০
অনাপেক্ষিক সত্য	৭৭১, ৭৭৩, ৭৭৬	অসম্প্রজাত যোগ	৮১৪
অনাহত নাদ	৬১১	অস্মিতা	৫৬৭, ৭৮৫
অনির্বচনীয়	৭২০, ৭২০	অস্মিতা—অন্তঃশ্রোত ও বহিঃশ্রোত	৬২০, ৭৬১
অনির্বচনীয়, অজ্ঞেয়, অব্যক্ত	৭২০	অস্মিতাব অধিগম	৭৮৫
অনির্বচনীয় ও মিথ্যা	৭২১	অস্মিতার পরিণাম বিবিধ	৫৬৭
অমুখ্যবশায়	৫৭৭, ৬৩৪, ৮১১	অস্মীতিমাজ্জৈব উপলব্ধি	৭৮১, ৭৮৫
অমুখ্যান	৫৭১	অহংকাব-তত্ত্ব	৫৬৪, ৬২৫, ৬৩১, ৬৪২, ৭৮০
অমূল্যো বা সমবায়—তত্ত্ব	৬৩০	অহং শব্দ কি কি অর্থে প্রযুক্ত হয় ?	৬৬৪
অন্তঃকরণ, মূল	৬২৫	<b>আ</b>	
অন্তঃকরণ-সাক্ষাৎকাব	৬১৩	আগম	৫৭০
অন্তঃকরণের ধর্ম ও বৃত্তি	৫৬৫, ৭৭৫	আজিহীর্ষাবোধ	৫৮১
অন্তঃকরণের স্রোতঃ	৮১১	আজীবিক	৭২৬, ৮১৬
অপবর্গ	৫৬২, ৬৩০, ৭০৭	আত্মা ইন্দিরগ্রাহ্য নহে	৫৫৩
অপবিদৃষ্ট ব্যবসায়	৫৭৭, ৬৩৪	আত্মা—সাক্ষব মতে	৭১৪, ৭১৮, ৭১৯
অপান	৫৮৩, ৭৫১	আত্মাব লক্ষণ	৬৭৮
অবকাশ	৮২০	আনন্দ কাহার ?	৭২৩
অবস্থাস্থিতি	৫৬৮, ৫৭৬, ৬২৫	আপেক্ষিক সত্য	৭৭১
অবিজ্ঞা	৬৩০, ৭২৩, ৭৩২	‘আদি’ কব প্রকাব ?	৭৮১
অবিজ্ঞা কাহাব ?	৭১২		

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
'আমি' কিসে নির্মিত ?	৬৬৫, ৬৬৭, ৬৭০	ঋ	
'আমি' কে ?	৭৮১	করেবে সাংখ্যের তত্ত্ব	৭২৬
আমিহেব কেন্দ্র	৭৮৫		
'আমি'র স্বরূপ	৬৭০	ঐ	
আয়ু	৮০২	'এক' ও 'বহু' কয় প্রকার	৬৮০, ৭২২
আধিক ও পান্যমাধিক সত্য	৭৭৪	একই কালে বহু প্রাণীর মৃত্যু	৮০২
আলোচন জ্ঞান	৫৬২, ৬৫৬	একভাবিক—কর্মান্বয়	৮০২
আত্মের বোধ	৫৭৮, ৬০৮, ৭৪৪		
আত্মবি ঋষি	৬৭৫	ঐ	
আত্মিক	৬২২	'ঐশ' অত্মগ্রহ কিরূপ ?	৭২৭
		ঐশ সম্বন্ধ	৬২৪

ই

ইন্দ্রিয়গণ—অভিমানাত্মক	৫২২, ৬১০
ইন্দ্রিয়তত্ত্ব	৬৪১
ইন্দ্রিয়তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার	৬১২
ইষ্টানিষ্টের প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি	৮১০

ঈ

ঈশ্বর ও জীব	৬০২, ৬২৪
ঈশ্বর কর্মফলদাতা নহেন	৬২০
ঈশ্বর—নিষ্ঠুর	৬২২
ঈশ্বর-প্রতিষ্ঠান	৭০০
ঈশ্বর—সমুদ্র	৬২৩
ঈশ্বর—সাংখ্যের	৬২১
ঈশ্বরে নির্ভরতা কিরূপ ?	৭২৩
ঈশ্বরের লক্ষণ—পাঁচকয় মতে	৭১৩

ঊ

উৎসর্গ ( নিয়ম )—নিবশবাদ ও সাপবাদ	৭৭০
উদ্যান	৫৮২, ৭৪৭
উক্তিভেদে প্রাণের প্রাবল্য	৭৫৬
উপভোগ-দেহ	৭৫৬, ৮০৭
উপমা ও উদাহরণ	৬৩১, ৭১৫
উপলব্ধি	৬১০, ৬৩৭

ঊ

উপপাদ্যিক দেহ	৬০৩, ৬২২, ৭৬৭, ৮০৭
---------------	--------------------

ক

কঠিন-স্ববলানি	৫২৮, ৬৫১, ৬৫২
কশিল ঋষি	৬০৫
করণ	৬৪১
করণ শব্দ—বিবিধ	৫২৬, ৭৮১
করণশক্তি ও তাহার বিকাশ	৮১১
করণের উপাদান	৭৪৩
করণের দুই অংশ	৭৪৩
করণের ব্যক্তি-বিভাগ	৭৫৫
কর্ম—কৃষ্ণ স্তম্ভ আদি	৮১২
কর্মকর	৮১০
কর্মপ্রকরণ	৭২২
কর্মফল	৬২০, ৮০৫, ৮১৫
কর্মফল—নৈমিত্তিক	৮১৫
কর্মফল—স্বাভাবিক	৮১৫
কর্মফলে নিবন্ধের প্রয়োগ	৮১৮
কর্মশক্তি	৮০২
কর্মশরীর	৭৫৬, ৮০৮
কর্মসংস্কার	৮০১

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
কর্মাশয়	৮০২	চিত্ত	৫৬৮, ৬২৫, ৬৩৩, ৬৪২, ৭০৮
কর্মেজিয়	৫৭২, ৬২৫, ৬৩৩, ৬৪১	চিত্ত ও মন	৬৪২
কর্মেব লক্ষণ	৮০০	চিত্তকার্ণ—অপবিদুষ্ট ও পরিদুষ্ট	৬৪২, ৮৩০
কল্পনা	৫৭৪	চিত্তের কৃত পবিণাম	৬১৬, ৬১৭
কাবণসলিল	৫২৮, ৫২৯	চিত্তেব বৃত্তিভেদ	৫৬৮
কাল	৫৭৩, ৬৪৬, ৮২০	চিত্তেব বিজ্ঞান ও সংকল্পন	৬২০
কাল ও দিক বা অবকাশ	৮২০	চিত্তেব ব্যবসায় ত্রিবিধ	৫৭৭
কাল—কর্মকল	৮১৬	চেতন হইতে অচেতন—মায়াবাদে	৭২৮
কালব্যাপী ক্রিয়া অন্তঃকবণ ধর্ম	৬২৬, ৬৪৭	চৈতন্ত অপবিণামী	৫৫৪
কালিক ব্যাপ্তি	৮২৮, ৮৪০	চৈতন্ত সর্বব্যাপী—মায়াবাদে	৭৪০
কুণ্ডলিনী	৭৫৭		
কুটম্ব নিত্য	৬৭৬	জ	
কুটম্ব সত্য	৭৭১	অগ্ন্য অন্তঃকবণাত্মক	৬২১, ৬২৬
কুতি—প্রবৃত্তি	৫৭৩, ৭৮৪	অগ্নতের মূল কারণ—শাস্ত্রব মতে	৭০২
কৈবল্য-মুক্তি	৬১৫	অগ্নতের মূল কাবণ—সাংখ্যমতে	৬২৫, ৭০৮
ক্রিয়া—পবিচ্ছিন্ন ও অপবিচ্ছিন্ন	৬৪৭	অজ্ঞ ও অন্তঃকবণমূলক	৬২১
কণতম্ব ও ত্রিকাল জ্ঞান	৬১৬	অজ্ঞ ও চেতন	৮৫২
গ		অজ্ঞ পদার্থ	৬৫৪, ৬৬৭
গতি	৫৮৬, ৫৯৮, ৭৭২, ৮২৮	অজ্ঞ পদার্থের মূল	৬২১
গুণত্রয়—পাশ্চাত্য প্রণালীতে	৫৫০	অজ্ঞবাহ	৬৬১, ৬৬৫
গুণবৈষম্য	৫৬২, ৭২২	অগ্ন—প্রাণীব	৭৬৭
গুণ শব্দের অর্থ	৬৪৩	অজ্ঞ-ঈশ্বর	৬২২, ৭০২
গুণেব একত্ব পবিণাম	৫৬৬	অবস্ত ভট্ট—অবৈতবাদ খণ্ডন	৭১১
গোশাল—আত্মবিক	৭২৬	জাগ্রৎ, স্বপ্ন, নিদ্রা	৫৭৭, ৬৩৫
গ্রহীতা, গ্রহণ ও গ্রাহ—ধ্যান	৭৮২	জাভ্য ধর্ম—ভূতেব	৬৩৮
গ্রহীতা—ব্যাবহারিক	৫৬০	জাতি বা শবীব	৮০৬
গ্রাহ মূল	৫৮৮, ৬২৬, ৬২৯	জীব—মায়াবাদে	৭২৭
গ্রাহবস্তুব ধর্ম	৫৮৬	জীবের অভিব্যক্তি	৬০২, ৬২৯, ৭৬৬
গ্রাহেব উৎপত্তি	৬২৮	জৈব ও অজৈবের লক্ষণ	৬৪২
চ		জাতা—পুরুষ	৬৭২
চবম বিশেষ কাহাকে বলে ?	৬৪৫, ৭২৪	জাতা সর্বব্যাপী ও অনন্ত কিরূপে ?	৬৭৭
চাল্য ধর্ম—ভূতেব	৬৩৮	জান-আত্মা	৬০৪, ৭৭৮
		জান কিরূপে হয় ?	৫৭০
		জানযোগ	৭৭৭

প্রকবণমানার বিষয়হটী

৮৮১

বিষয়	পৃষ্ঠা
জ্ঞানাদিব স্বকপ	৭২২
জ্ঞানেন্দ্রিয়	৫৭৮, ৬২৫, ৬৩৩, ৬৪১
জ্ঞেয়	৬৪৬
জ্ঞেয় ভাব—ব্যক্ত ও অব্যক্ত	৭৭১
জ্যোতিষতত্ত্ব-সাধন	৭৫৭, ৭৭৩

ত

তত্ত্বজ্ঞান ( বিজ্ঞান )	৫৭০
তত্ত্বপ্রকবণ	৬৩৭
তত্ত্বসাধনকার	৫৮৭, ৬১০
তত্ত্বসাধনেব বিশ্লেষ ও সমবাব	৬২৪
তত্ত্ববিত্ত ও ব্যাখ্যা	৮৬১, ৮৬২
তত্ত্বেব লক্ষণ ও বিভাগ	৬৩৭
তত্ত্বজ্ঞাতত্ত্ব	৫৩০, ৬২৪, ৬৩৩
তত্ত্বজ্ঞ-সাধনকার	৬১২
তত্ত্ব—অপ্রতিষ্ঠ ও সুপ্রতিষ্ঠিত	৭১২
তাত্ত্বিক সত্য	৭৭২
তত্ত্ব—সংশোধন	৫৭৮, ৬৩৮, ৭৪৪
তত্ত্বজ্ঞ-জ্ঞান	৬১৫
তত্ত্বজ্ঞ	৫৫০, ৫৬১, ৬২৬, ৬৪২
তত্ত্বজ্ঞ ও তত্ত্বগুণিক	৮৪৫
তত্ত্বজ্ঞ ধর্ম নহে	৬৪৩, ৬৪৪
তত্ত্বজ্ঞ সর্বমূল উপাদান	৬২৭, ৬৪৫
তত্ত্বজ্ঞেব আবর্তন	৮১২
তত্ত্বজ্ঞেব অংশভেদ নাই	৭২১

দ

দর্শনশাস্ত্রেব জিবিভাগ	৭০৭
দিক্-কালেব স্বকপ	৫৭৩
দিক্ বা অবকাশ	৫৭৩, ৮২০
দুব্ব ও নিকটত্ব—দৈনিক ও কালিক	৮৪০
দুস্তেব মূল	৬৪৪
দেশ	৬৪৬, ৮২০
দেশকালাতীত কি ?	৬৪৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
দেশকালেব নিবৃত্তি	৮৪০
দেশব্যাপ্তি বাহুব্যবহাৰ ধর্ম	৬২৬, ৬৪৬
দেশান্তব গতি	৫২৮
দেশ—ঔপশাধিক ও সাধাবণ	৭৬৭, ৮০৭
দৈব ণবীব	৮০৮
দৈনিক ব্যাপ্তি	৮৪০
দ্রষ্টা ও দৃষ্টেব ভেদ	৬৭১
দ্রষ্টাব উপদর্শনে জ্ঞান ও কর্ম	৭৮৪
দ্রষ্টাব ভেদক গুণ	৬৮১
দ্রষ্টাব লক্ষণ	৬৭৮
দ্রব্য, জিবা ও শক্তি	৬২৭
বৈতবাহ ও অবৈতবাহ	৭১০

ধ

ধর্ম ও স্বভাব	৬৪৮
ধর্ম-ধর্মিদৃষ্টি	৬৪৮
ধর্মবাহী	৬৬৭
ধর্ম—বাহ্যোপকবণ-নিবশেষ	৮১৩
ধর্মধর্ম কর্ম	৮১২
ধর্মের অব কিরূপ ?	৮১৩
ধাতু	৭৫৩
ধাতিক ও ধর্মচাবী	৮১৩
ধ্যানেব বিষয়	৭৮২

ন

‘ন মে নাহং নাশি’ সাধন	৭৮০
নাবক ণবীব	৮০৮
নাশ—কাবশে লয়	৫৬০
নাস্তিক	৬৩২
‘নিজেকে নিজে জানা’ সাধন	৭৮১
নিত্য	৬৭৬
নিবৃত্তি—কর্মফল	৮১৬
নিবীখববাহ	৬৩২
নিগুণ শাস্ত্রেব অর্থ	৬৩২



বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
নিষ্ঠাধেব লক্ষণ বৈকল্পিক	৫৭২, ৬৪৮	প্রকাশ, জিনা, স্থিতি	৫৫০, ৬২৬, ৬৪৩
নৈমিত্তিক—কর্মফল	৮১৫	প্রকাশ ধর্ম—ভূতব	৬৩৩
		প্রকৃতি	৫৫২, ৬২৭, ৬৩০, ৬৪৩
		প্রকৃতি ত্র্যয়	৬৮৩
প		প্রকৃতি—দ্বৈতকালানীত	৬৪৬, ৬৮৫
পঞ্চভূত প্রকৃত কি ?	৬৫১	প্রকৃতি ধর্মধর্মাব অতীত	৬৪৮
পক্ষীকৃত মহাভূত	৬৩৯, ৬৫৩	প্রকৃতি-পুরুষ সংযোগ	৬৪৯
পদার্থ ও ভাব	৮২৬	প্রকৃতিব অভিব্যক্তি	৬৪৯, ৬৮৪
পবিত্রভুক্ততা	৬১৭, ৬২২, ৬৫২	প্রকৃতিব একত্ব	৬৪৫, ৬৮৪, ৭২৩
পবমাণুভুক্ত	৬২১, ৬৩৯	প্রকৃতিলীন	৬১৫
পবমার্থ-লিঙ্গ ও পবমার্থ-দৃষ্টি	৬৫০, ৬৮২	প্রকৃতি-সামান্যকাবে কিরণ ?	৬১৪
পবিণাম—সাক্ষরিক ও উপাধানিক	৫৫৪	প্রখ্যাতিব পঞ্চভেদ	৫৬৮
পবিমাণভুক্ত	৮৩১	প্রখ্যাব স্বরূপ	৫৬৫
পত্তে কর্মেস্ত্রিমেব বিকাশ	৭৫৬	প্রজাপতি হিব্যাগর্ভ	৬০১, ৬২৬
পাবিত্যবিক শব্দার্থ	৮৬৩	প্রতিসংবেদন	৬৭৪
পুং-স্ত্রী ভেদ	৬০৩	প্রতীতিবাদ	৬৭০
পুরুষ—নিবেধবাচী লক্ষণ	৬৭৬	প্রত্য পদেব অর্থ	৬৮০
পুরুষ—বুদ্ধিব প্রতিসংবেদী	৬৭৪	প্রত্যক্ষ	৫৭০, ৫৭১
পুরুষ—ভাববাচী লক্ষণ	৬৭৪	প্রত্যবেক্ষা	৭৮৪, ৭৮৭
পুরুষকাবে	৭২৫, ৮০০	প্রধান বা প্রকৃতি	৫৫২, ৬২৭, ৬৩০
পুরুষকাবে কি আছে ?	৭২৫	প্রভূত	৬৩৮
পুরুষ কি ব্যাপাববান্ ?	৭২০	প্রমাণাদি বিজ্ঞান ও বুদ্ধি	৫৬২, ৬৩৪
পুরুষভুক্ত	৫৫৪, ৬২৮, ৬৩০, ৬৪৫	প্রবৃত্তি	৫৬৬, ৫৭২
পুরুষভক্তেব অভিব্যক্তি ( সাধন )	৭৮৪	প্রবৃত্তিব পঞ্চ বিভাগ	৫৭৩
পুরুষভক্তেব উপলক্ষ	৬১৪	প্রাণ—আত্ম	৫৮১, ৭৪৬
পুরুষ দেশকালানীত	৫৫৫, ৬৪৬	প্রাণ কোন্ জাতীয় শক্তি ?	৭৪৩, ৭৪৪
পুরুষ ধর্মধর্মাব অতীত	৬৪৮	প্রাণন শক্তি	৬৩৩
পুরুষবহুত্ব	৫৫৬, ৬৭৭, ৬৮০, ৬৮২, ৭২৩	প্রাণভক্ত	৭৪২
পুরুষ বা আত্মা	৬৬৪	প্রাণবিজ্ঞা—পাশ্চাত্য	৭৫২
পুরুষ—সংজ্ঞা	৬৬৪	প্রাণাগ্নি হোজ	৭৫৮
পুরুষার্থ	৫৬২, ৬৩০, ৭৩৭	প্রাণীব উৎপত্তি	৬০২, ৭৬৬
পুরুষেব অভিব্যক্তি	৬৪৯, ৭৮৪	প্রাণেব সাধাবণ লক্ষণ	৭৪২
পুরুষেব বহুত্ব ও প্রকৃতিব একত্ব	৬৮০, ৭২৩	প্রাবন্ধ, ক্রিয়মাণ ও সঞ্চিত ( কর্ম )	৮০১
পুরুষেব ভেদ কিরূপে সাধ্য ?	৬৮১	প্রোক্তশব্দেব ভেদ	৭০৩

প্ৰকবণমালাৰ বিষয়সূচী

৮৮৬

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ফলক্ৰান্তি	৮১৪	বৈদ্যনিক ধৰ্মবাহী	৬৬৮
		বৈদ্যগ্য দুই প্ৰকাৰ	১৮৬
		বৈদ্যভাষ্য	৫০৪, ৫০৬, ৬২১
		বৈদ্যভাষ্য	১৪৮
ব		বৈদ্যভাষ্য—চিন্তে	৫৭৭
বদবহুমালা	৬০৪	বৈদ্য	৫৮৩, ৭৫০
বহু হইলৈহে সন্যাস হ'ব না	৫৫৬, ৬৮২	বৈদ্য কাকাক বসে ?	৬৪৭
বীৰ্য পথ (fate)	৬১৮	বৈদ্য	৮৪০
বীৰ্য পথকে নিষেধ কৰা	৭৭৮	বৈদ্যবৈদ্য	৫৬১
বালনা	৮০৪, ৮০৬	বৈদ্য (আত্ম) আনন্দৰ কি না ?	৭২৩
বালকবণ	৬২৫, ৬৪০	বৈদ্য চাৰি প্ৰকাৰ—পাৰ্শ্বৰ মতে	৬০৩, ৭১৪
বালকবণ—প্ৰণালীবাহী বিভাগ	৫৮৫	বৈদ্যবাহী	৬০২
বালকবণ অস্ত্ৰকবণমূলক	৫০২, ৬২৬, ৬৪১, ৬৫৪, ৬০৬	বৈদ্যগুণ অসংখ্য	৬০৬, ৬০৭, ৮০০
বালকবণ ও আত্মৰ ভাব জিগ্ৰহাশ্বক	৬২৭	বৈদ্যগুণ ও প্ৰাণীৰ অভিব্যক্তি	৬০৭, ৭৬৬
বালকবৰ্মেৰ আত্মৰ	৫৮৬		
বালকমূল	৫৮০, ৫০২, ৬২৬, ৬৪৪, ৬৫৪, ৮৫৭		
বিকল্প	৫৭২, ৮৪০		
বিকল্পন	৫৭৫		
বিজ্ঞান—চৈতন্য	৫৬০, ৬৪২		
বিদ্যেদেব	৬১৫		
বিদ্যাবাসী আচাৰ্য	৭২৮		
বিপৰ্যয়	৫৭৩		
বিবেকখ্যাতি	৬১৪		
বিবাহ পুৰুষ	৫০৩, ৬০১, ৬২৬, ৬৫৪, ৭০৫		
বিলোম প্ৰণালী—উদ্যেব	৬২৪		
বিশেষ জ্ঞান	৫৭১		
বিশেষ—ভূত	৬২৪		
বিশোক—সাধন	৭৫৭, ৭৭০		
বিষয়	৫৮৫		
বিজ্ঞান-জ্ঞান	৫০৮, ৮২১, ৮২৭, ৮০১		
বুদ্ধিভেদ (মহত্ত্ব)	৫৬০, ৬২৫, ৬০১, ৭৮০		
বুদ্ধিভিন্ন	৬৪১		
বেদনামোহ	৭৪৮		
বেদান্তেৰ উপপত্তি	৭০৮		

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ম		কৃষ্ণপ্রাণ	৭৬৫
মঙ্গলাচরণ—সাংখ্যভাষ্যলোক	৫৫৩		
মন	৫৬৫, ৬২৬, ৬৩২, ৬৪২, ৭৭৮	ল	
মনঃক্রিয়া—পরিদৃষ্ট ও অগবিদৃষ্ট	৮৩০	লিঙ্গমাজ—মহত্ত্ব	৫৬৩
মন্ত্র জপ	৭৮০, ৭৮৫	লিঙ্গশবীৰ	৫২৬, ৬৩৫
মৰণকালে স্থিতি	৬১৬, ৮০৩	লোকসংস্থান	৬০০, ৭০২
মৰণকালেব অহুত্ব	৭৪২	লোকস্থিতি—হু, ল, হু	৬০১
মৰ্মস্থান	৭৫৭	লোকায়ত্ত মত	৬৬৫
মস্তিষ্ক	৭৬২		
মস্তিষ্ক ও স্বতন্ত্র জীব	৬৫৬	শ	
মহত্ত্ব-সাক্ষাৎকাব	৬১৩, ৭৭২, ৭৮১	শক্তি	৬২৭, ৬৬২
মহান্ আত্মা বা বুদ্ধিতত্ত্ব		শক্তিবৃত্তি	৬২৫
বা মহত্ত্ব	৫৬৩, ৬২৫, ৬৩১, ৬৪২, ৭৮০	শঙ্কানিবাস	৭৮২
মাধ্যমিক ও শাস্ত্রব মত	৭১০	শব্দাদি অস্মিতামূলক	৬২৬, ৬৫৪, ৬২৬
মায়া আছে কি নাই ?	৭২১	শব্দেব মূল	৬৩২
মায়া—মায়াবাদে	৭২১	শবীৰধাবণেব মূল কাবণ	৭৬৮
মায়াব দর্শক কে ?	৭২২	শবীৰেব উৎপত্তি	৬৬০, ৭৬৭
মায়াবাদ—প্রাচীন ও আধুনিক	৭০৮	শবীৰেব লঘুতা	৬২২
মায়াবাদে আপত্তি—সংক্ষেপে	৭৪০	শাক্যমুনি ( বুদ্ধ ) সাংখ্যযোগী	৬০৫
মিথ্যা—মায়াবাদে	৭২১, ৭৩৭, ৭৩২	শাস্ত্রব দর্শন ও সাংখ্য	৭০৭
মুক্তপুরুষদেব নির্মাণচিত্ত	৭৮২	শাস্ত্রব মত—সংক্ষেপে	৭০২
মুক্তি অথোব নিকট পাইবাব নহে	৭২৭	শাস্ত্র ব্রহ্মবাদী—সাংখ্য	৬২২
মুক্তি কাহাব ?	৬৩১, ৭৮২	শাস্ত্র-সম্বন্ধ	৬৮৬
মূলে এক কি বহু	৭২২	শাস্ত্রোপদেশেব দুই দিক্	৬২৪
য		ষ	
যদুচ্ছা	৮০০, ৮১৬	ষট্চক্র	৭৫৭
যোগ কি ও কি নহে	৭০৪		
যোগৈশ্বর্যব নহে শঙ্কর	৭২৪	স	
		সংবাদী ভ্রম	৬৭৬
ন		সংযোগ—বুদ্ধিপুরুষেব	৬৪২, ৬৭৫
নচনা—চেতন ও অচেতন	৭৩৪	সংগম	৫৭৪
নজ ( মূল গুণ ) বিকাবী নহে	৬৪৭	সংসার-চক্র ও যোগৈশ্বর্য	৮৫৪
নাগ, হেব, অভিনিবেশ	৫৭৬, ৬৬৪	সংসার	৮০১, ৮৩০

ঐকবণমালাব বিববহটী

৮৮৫

বিবব	পৃষ্ঠা	বিবব	পৃষ্ঠা
সংস্কাবহীন অস্থিতা	৭২০	সাধবসংকেত—জ্ঞানযোগ	৭৭৭
সঙ্কবণ—শক্তি	৬০১	সাধনেই নিতি	৭২৩
সংকল্প	৫৭৩	স্বথহুংথ ত্রিবিধ	৮১১
সংকল্পকে নিযত কবা	৭৭৮	স্বথহুংথমোহেব লক্ষণ	৬৩৪
সঙ্গতি—কর্মকল	৮১৬	স্বযুক্তিকালে আত্মা	৭১৮
সং ও অসং—সাধাবাধে	৭৩১	স্বযুগা	৭৪৮, ৭৫৭
সংস্কারবাদ	৭৩০, ৭৩৪	স্বক্সমেহ	৮০৭
সংপদার্থ ত্রিবিধ	৭৩২	স্বক্স বীজভাব—কীবেব	৬০৩, ৭৬৬
সত্তা	৭৩২, ৭৩৩, ৮২৭	স্বষ্টি ও ব্রহ্মা	৬০১, ৬২৬
সত্য ও তাহাব অবধাবণ	৭৬৩	স্বষ্টি বাতাবিক	৬২৫, ৬২৮, ৬২৯
সত্য ও নিবির্কাব	৭৭০	স্বী-পুং ভেদ	৬০৩
সত্য ও বোধ	৭৬৩	স্বিব ও নিবির্কাব	৭২২
সত্য ও সত্তা	৭৭০, ৮২৫	স্বিব সত্তা কাহাকে বলে ?	৮২৭
সত্য—স্টুহ	৭৭৩, ৭৭৬	স্বতি	৫৭১, ৬০৬
সত্য—তাত্ত্বিক	৭৭২, ৭৭৪	স্বতি ও মতি	৬৫৩
সত্য—সকল	৭৬৩	স্বতিব উপস্থান	৭৮৬
সত্যলোক	৬০০, ৭০২	স্বতিবোধ	৬৫৮
সত্যেব অবধাবণ	৭৭৪	স্বতি-সাধন	৬০৬, ৭৮৬
সত্যেব উদাহবণ	৭৭৪	স্বপ্রকাশেব আভাস, ইন্ড্রিবে	৬৪২
স্বযুক্তি—শাক্তব মতে	৭৩০	স্বভাব—কর্মকল	৮১৬
স্বযাবলায়	৫৭৭, ৬৩৪, ৮১১	স্বভাব—ধর্ম	৬৪৮
স্বযমত্বতা বা স্পষ্টজ্ঞাত	৭৮৬	স্বরণ-ভূত	৬৩৩
স্বহান ( প্রাণ )	৫৮৪, ৭৫২	স্বাতাবিক কর্মকল	৮১৫
স্বযাপত্তি	৭০৬		
স্বপ্রজ্ঞাত যোগ	৮১৪		
স্বর্গ-প্রতিসর্গ	৫২৫		
স্বর্গজ—শাক্তব ও সাংখ্যমতে	৭১৩		
সাংখ্যীয় প্রাপত্তত্ব	৭৪২		
সাংখ্যেব ঈশব	৬২১		
সাক্ষাৎকাব	৫৮৭, ৬১০, ৬৩৭, ৬৫৩, ৭৮১		

হ

স্বিবণ্যগর্ভ ও বিবাই	৬০০, ৬০১, ৬২৭, ৭০৮, ৭২৫
স্বংগিণ্ডেব জিহা	৬৪২, ৭৬৫
স্বদব বা মন	৫৬৫, ৬২৬, ৬৩২

## যোগদর্শনের বর্ণানুক্রমিক সূত্রসূচী

অ	এতয়েব সবিচাবা নির্বিচাবা চ	
অতীতানাগতং স্বরূপভোহিত্যধ্বভেদাধ্বর্থাণাম্	হৃদ্যবিষয়া ব্যাখ্যাতা	১।৪৪
৪।১২	এতেন তুতেদ্বিষেষু ধর্মলক্ষণাবস্থা-	
অথ যোগাচ্ছাণসনম্	পরিণামা ব্যাখ্যাতা:	৩।১৩
অনিত্যান্তচিচ্ছাণানাস্থস্থ নিত্যান্তচি-		
স্থখানুখ্যাতিবিস্তা	ক	
২।৫	কণ্ঠকূপে ক্ষুৎপিপাসানিবৃত্তি:	৩।৩০
অহুতুতবিষয়ানুপ্রমোহঃ স্থিতি:	কর্মানুষ্ঠানকং যোগিনিগ্রহবিধিমিতবেবাম্	৪।৭
১।১১	কায়কপসংযমাৎ তদ্ব্যগ্রাঙ্কণজিত্তন্তে	
অপবিগ্রহহৈর্ষে অঙ্গকণ্ঠাসংযোহঃ	চক্ষুঃপ্রকাশহিস্রপ্রযোগেহস্তর্ধানম্	৩।২১
২।৩২	কাবাকাশযোঃ সন্থকসংযমাৎ লঘুতুল-	
অবিজ্ঞানিতাবাগ্বেষাভিনিবেশা:	সমাপত্তেচাকাশগমনম্	৩।৪২
পঞ্চ ক্রোশা:	কাবেদ্রিষসিদ্ধিবশ্তুদ্বিধবাৎ তপস:	২।৪৩
২।৩	ক্মনাড্যাং হৈর্ষম্	৩।৩১
অবিজ্ঞা ক্ষেত্রমুত্তবেবাং প্রহুত্ততহ-	কৃতার্থঃ প্রতি নষ্টমপ্যনষ্টঃ তদন্তসাধাবণদ্বাৎ	২।২২
২।৪	ক্রমানুসং পরিণামাত্তে হেতু:	৩।১৫
বিচ্ছিন্নোদ্যাবাণাম্	ক্লেশকর্মবিপাকাপবৈবপবামুট:	
২।৪	পুরুষবিশেষ ঈশ্বব:	১।২৪
অভাবপ্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তিনিগ্রহা	ক্লেশমূল: কর্মশম্মো দৃষ্টাদৃষ্টজ্ঞানবেদনীয়:	২।১২
১।১০	লগতৎক্রমবো: সংযমাদ্ধিবেকজং জ্ঞানম্	৩।৫২
অভ্যাসবৈবাণ্যাত্যাং ভগ্নিবোধ:	লগপ্রতিবোধী পরিণামাপবাস্তনিগ্রাহ:	
১।১২	ক্রম:	৪।৩৩
অন্তেষপ্রতিষ্ঠাবাং সর্ববজ্ঞোপহানম্	ক্ষীপবৃত্তেবভিজ্ঞাতস্তেব মণেগ্রাহীত্বগ্রহণ-	
২।৩৭	গ্রাহেষু তৎস্বতদ্বজ্ঞনভা সমাপত্তি:	১।৪১
অহিংসাপ্রতিষ্ঠাবাং তৎসমিধৌ বৈবত্যাগ:		
২।৩৫		
অহিংসানিত্যাংস্তেষব্রহ্মচর্যাপবিগ্রহা যমা:		
২।৩০		
ঈ		
ঈশ্ববপ্রণিধানাধা		
১।২৩		
উ		
উদানলবাকুলপল্লবকটকাবিদমল		
উৎক্রান্তিচ্ছ		
৩।৩২		
ঋ		
ঋতন্তব তত্র প্রজ্ঞা		
১।৪৮		
ঐ		
একসময়ে চোভয়ানবধাবপম্		
৪।২০		
	গ	
	গ্রহণবরপান্নিত্যাব্যবহৃত্তসংযমাদিগ্রহ-	
	জন্ম:	৩।৪৭



তস্তাপি নিবোধে সর্বনিবোধান্নির্বাছঃ		ন তৎ স্বাভাসং দৃশ্যং	৪।১২
সমাধিঃ	১।৫১	নাভিচক্রে কার্যবুহজ্ঞানম্	৩।২২
তা এব সৰ্বীজঃ সমাধিঃ	১।৪৬	নির্বিচাৰবৈশারদ্যেহধ্যাত্মপ্রসাদঃ	১।৪৭
তাবকঃ সর্ববিষয়ঃ সর্বথাবিষয়মক্ৰমং		নিমিত্তমপ্রবোধকং প্রকৃতীনাং বর্ণণভেদস্ত	
চেতি বিবেকজ্ঞানম্	৩।৫৪	ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ	৪।৩
তাসামনাদিহ্মঃ চাশিষো নিত্যস্বাৎ	৪।১০	নির্মাণচিন্তাত্তনিতামাজাৎ	৪।৪
তীত্ৰসংবেগানামাসন্নঃ	১।২১		
তে প্রতিপ্রসবহেয়াঃ হৃদাঃ	২।১০	প	
তে ব্যক্তস্বপ্না গুণাঙ্গানঃ	৪।১৩	পৰমাপূৰ্ণব্রহ্মস্বাত্তোহস্ত বশীকাবঃ	১।৪০
তে সমাধাবুপসর্গা বুধ্যানে সিন্ধবঃ	৩।৩৭	পৰিণামভাপসংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তি-	
তে হ্লামপবিতাপফলাঃ পুণ্যাপুণ্যহেতুস্বাৎ	২।১৪	বিবোধাত ছঃখমেব সর্বং বিবেকিনঃ	২।১৫
জয়মন্তবদং পূর্বভ্যঃ	৩।৭	পৰিণামজয়সংযমাদতীতানাগতজ্ঞানম্	৩।১৬
জয়মেকজ সংযমঃ	৩।৪	পৰিণামৈকস্বাদ্ বস্ততত্ত্বম্	৪।১৪
		পুরুষার্থপূজানং গুণানং প্রতিপ্রসবঃ	
দ		কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিত্তশক্তিঃ	৪।৩৪
দুঃখদৌৰ্ভেদস্তাদমৈজয়দ্ব্যাসপ্রশাসা		পূর্ববাসমি শুকঃ কালেনামবচ্ছেদাৎ	১।২৬
বিদেপসহজুঃ	১।৩১	প্রকাশজ্জিহ্বাহিতিশীলং ভূতেজিয়াস্বকং	
দুঃখানুশী ঘেষঃ	২।৮	ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যম্	২।১৮
দৃগ্ দর্শনশক্ত্যোবেকাস্তেবাস্থিতা	২।৬	প্রচ্ছন্নবিধাবণাভ্যাং বা প্রাণস্ত	১।৩৪
দৃষ্টান্তবিক্রিয়বিভক্তস্ত বশীকাবসংজ্ঞা		প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি	১।৭
বৈবাগ্যম্	১।১৫	প্রত্যক্ষস্ত পবচিন্তজ্ঞানম্	৩।১২
দেহবন্ধশ্চিত্তস্ত ধাবণা	৩।১	প্রবৃত্তিভেদে প্রবোধকং চিত্তমেক-	
দ্রষ্টা দৃশিমাাত্রঃ স্তবোহপি প্রত্যবাহুপশ্যঃ	২।২০	বনেকেবাস্	৪।৫
দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ সংযোগো হেবহেতুঃ	২।১৭	প্রবৃত্ত্যালোকস্তাসাং হৃদ্যব্যবহিতবিপ্রকৃষ্ট-	
দ্রষ্টৃদৃশ্যোপবক্তং চিত্তং সর্বার্থম্	৪।২৩	জ্ঞানম্	৩।২৫
		প্রমাণবিপর্য়য়বিকল্পনিব্রাত্তবঃ	১।৬
ধ		প্রযজ্ঞশৈথিল্যানন্তসমাপত্তিভ্যাম্	২।৪৭
ধাবণাস্থ চ যোগ্যতা বনসঃ	২।৫৩	প্রসংখ্যানৈহ্যপ্যকুসীদস্ত সর্বাণা বিবেক-	
ধ্যানহেয়াস্তদ্বৃ্ত্তবঃ	২।১১	ধ্যাতের্ধর্মেষবঃ সমাধিঃ	৪।২২
এবে তদুগতিজ্ঞানম্	৩।২৮	প্রাতিভাস্ বা সর্বম্	৩।৩৩
ন		ব	
ন চ তৎ সালদ্রনং তস্তাবিষয়ীভূতস্বাৎ	৩।২০	বন্ধকাবর্ণশৈথিল্যাং প্রচাবসংবেদনাচ্চ	
ন চৈকচিত্তব্রজং বস্ত তদপ্রমাণকং তদা		চিত্তস্ত পবদ্বীবাভেশঃ	৩।৩৮
কিং স্তাৎ	৪।১৬	বলেমু হস্তিবলাদীনি	৩।২৪

বহুদাম্যে চিত্তভেদাভবোবিভক্তঃ পদাঃ	৪।১৫	ভুবনজ্ঞানং হুৰ্বে সংসৰাৎ	৩।২৬
বহিবকল্লিতা বৃত্তিৰ্হাহানিদেহা ততঃ			
প্রকাণাববৎকবঃ	৩।৪৩	ম	
বাহ্যভ্যন্তৰবিষয়াক্ষেপী চতুৰ্থঃ	২।৫১	মূৰ্ছজ্যোতিৰি শিদ্ধদৰ্শনম্	৩।৩২
বাহ্যভ্যন্তৰসত্ত্ববৃত্তিৰ্দেশকালসংখ্যাভিঃ		মুদুৰ্হাধ্যাখিমাংস্যাং ততোহপি বিশেষঃ	১।২২
পৰিদৃষ্টো দ্বীৰ্ঘহুত্ৰঃ	২।৫০	মৈত্ৰীকৰুণামুদিতোপেক্ষাণাং হুত্ৰদুঃখ-	
বিতৰ্কবাহনে প্রতিপক্ষভাবনম্	২।৩৩	পুণ্যাপুণ্যবিষয়াণাং ভাবনাতচ্চিহ্ন-	
বিতৰ্কবিচাৰানন্দাশ্ৰিতাকপাহুগমাৎ		প্রসাধনম্	১।৩৩
সত্ত্বপ্রজাতঃ	১।১৭	মৈত্ৰ্যাদিশু বলানি	৩।২৩
বিতৰ্কী হিংসাহুত্ৰঃ কৃতকাৰিতাহুদোহিতা			
লোভক্ৰোধমোহপূৰ্বকা মুদুৰ্হাধ্যাখিমাংস্যা		য	
দুঃখাজ্ঞানানন্তকলা ইতি প্রতিপক্ষ-			
ভাবনম্	২।৩৪	যথাভিমতযথানান্য	১।৩৯
বিপৰ্য্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানসত্ত্বজ্ঞপ্রতিষ্ঠম্	১।৮	যমনিবৰাশনপ্রাণাধায়প্রত্যাহাবধাধণা-	
বিবেকখ্যাতিবিপ্লবা হানোপায়ঃ	২।২৬	ধ্যানসমাধিবোহিষ্টাবধানি	২।২৯
বিবামপ্রত্যয়াভ্যাসপূৰ্বঃ সংস্কাৰশেষোহুত্ৰঃ		যোগশ্চিন্ত্তবৃত্তিনিবোধঃ	১।২
	১।১৮	যোগাৰ্হাৰ্হটানাহুত্ৰজ্ঞকবে জ্ঞানদীপ্তি-	
বিশেষদৰ্শিন আশ্ৰভাবভাবনাবিনিবৃত্তিঃ	৪।২৫	বাবিবেকখ্যাতেঃ	২।২৮
বিশেষাবিশেষলিঙ্গমাজ্জালিধানি শুণপৰ্ণানি			
	২।১৯	ত্ৰ	
বিশোক বা জ্যোতিষতী	১।৩৬	কপলাবৰ্ণবলবজ্জগৎহননযানি কাবলম্পাৎ	৩।৪৬
বিবববতী বা প্রবৃত্তিকংপন্ন মনসঃ			
স্থিতিনিবৃত্তনী	১।৩৫	শ	
বীতবাগবিষয়ং বা চিত্তম্	১।৩৭	একজ্ঞানাহুপাতী বস্তুভূতা বিকল্পঃ	১।৯
বৃত্তযঃ পঞ্চতযাঃ ক্লিষ্টাহক্লিষ্টাঃ	১।৫	এবাহুজ্ঞানবিকল্পেঃ সংকীৰ্ণা লম্বিতৰ্কা	
বৃত্তিনাক্ষপ্যমিতবজ্জ	১।৪	সমাপত্তিঃ	১।৪২
ব্যাবিষ্ট্যানসংখ্যপ্রমাণালপ্রাবিৰতি-		শঙ্কাৰ্হপ্রত্যয়ানামিতবেতবাধ্যাসাৎ	
জ্ঞান্দিদৰ্শনালকৃত্ত্বনিকৰ্হানবহিতযানি		সত্ত্ববস্তুংপ্রতিভাসংসৰাৎ সৰ্বভূতকৃত-	
চিত্তবিক্ষেপান্তেহুত্ৰবাযাঃ	১।৩০	জ্ঞানম্	৩।১৭
মুখাননিবোধসংস্কাৰবোভিভবপ্রাহুত্ৰবো		শান্তোহিতাব্যপশ্বেষধৰ্মাহুপাতী ধৰ্মী	৩।১৪
নিবোধলক্ষণচিত্তাধমো নিবোধপৰিণামঃ	৩।৯	পৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বৰপ্রবিধাননি	
ব্রহ্মচৰ্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীৰ্ণলাভঃ	২।৩৮	নিষয়াঃ	২।৩২
		পৌচাৎ স্বাদক্ৰুৎজা গৰ্বেবলঃসৰ্গঃ	২।৪০
		প্রজাবীৰ্ণবৃত্তিসমাদিপ্রজাপূৰ্বক	
অমপ্রত্যয়ো বিদেহপ্রকৃত্তিসযানাম্	১।১৯	ইত্তবেযাধ	১।২০



প্রত্যাহারানুপ্রজ্ঞাভ্যাসবিবৰ্ণা		হৃদয়বিবৰ্ণনং চালিঙ্গপৰ্ববসানম্	১।৪৫
বিশেষার্থস্বাং	১।৪২	সোপক্রমঃ নিরুপক্রমঞ্চ কৰ্ম তৎসংযমাদ্	
প্রোক্তাশাখাঃ সম্বন্ধসংযমাদ্ দিব্যং		অপরাভিজ্ঞানমরিত্তেভ্যো বা	৩।২২
প্রোক্তম্	৩।৪১	সংস্কারানাকারকবর্ণাং পূর্বজ্ঞাতিজ্ঞানম্	৩।১৮
স		হাল্ল্যপনিমগ্নপে সঙ্গম্বাকবর্ণাং পুনবনিষ্ট-	
স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্যং কাবাসেবিতো		প্রসঙ্গাং	৩।৫১
দৃঢ়ভূমিঃ	১।১৪	স্থিরস্থবাসনম্	২।৪৬
সতি যুগে তদ্বিপাকো জাত্যাযুর্ভোগাঃ	২।১৩	ভূলম্বরুপহৃদয়স্বার্থবদ্বসংযমাদ্ ভূতব্রহ্মঃ	৩।৪৪
সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াকলাশ্রয়ত্বম্	২।৩৬	স্থিতিপরিভ্রুকৌ বরুপশূদ্রেবার্থমাত্রনির্ভাসা	
সদ্বপুৰুষবোঃ শুদ্ধিদাম্যে কৈবল্যম্	৩।৫৫	নির্বিভক্তা	১।৪৩
সদ্বপুৰুষবোব্যত্যভাসংকীৰ্ণবোঃ প্রত্যহা-		অগ্নিনিজ্ঞানালয়নং বা	১।৩৮
বিশেষো ভোগঃ পদার্থস্বাং স্বার্থসংযমাদ্		অবিবদাসপ্তয়োগে চিত্তস্ত অকপাহুকাব	
পুরুষজ্ঞানম্	৩।৩৫	ইবেজ্জিগ্মাণাং প্রত্যাহাবঃ	২।৫৪
সদ্বপুৰুষাত্তাত্ধ্যাত্মিয়ার্জসর্বভাবা-		অবসবাহী বিদ্ববোহপি তথাক্রোটো-	
ধিষ্ঠাতৃস্বঃ সর্বজাতৃস্বক্	৩।৪২	ইত্তিনিবেশঃ	২।২০
সদ্বজ্ঞানোন্ময়শ্চৈক্যেজ্জিবজ্ঞানাদ্দর্শন-		অযামিশক্ত্যোঃ বরুপোপলব্ধিহেতুঃ	
যোগ্যত্বানি চ	২।৪১	সংযোগঃ	২।২৩
সদা জ্ঞাতাশ্চিহ্নবৃত্তবৃত্তপ্রোক্তোঃ পুরুষাত্তা-		আখ্যায়াদিষ্টদেবতাসম্প্রযোগঃ	২।৪৪
পরিণামিহাং	৪।১৮		
সত্তোবাদবৃত্তমহুখলাভঃ	২।৪২		
সমাধিভাবনার্থঃ ক্লেশভনুকবর্ণার্থক্	২।২		
সমাধিসিদ্ধিবীথবপ্রাণিধানাং	২।৪৫		
সমানজযাজ্ঞানম্	৩।৪০		
সর্বার্থতৈক্যপ্রত্যয়োঃ দ্ববোধমৌ চিত্তস্ত			
সমাধিপরিণামঃ	৩।১১		
হুখাহুখবী বাগঃ	২।৭		

হৃদয়বিবৰ্ণনং চালিঙ্গপৰ্ববসানম্	১।৪৫
সোপক্রমঃ নিরুপক্রমঞ্চ কৰ্ম তৎসংযমাদ্	
অপরাভিজ্ঞানমরিত্তেভ্যো বা	৩।২২
সংস্কারানাকারকবর্ণাং পূর্বজ্ঞাতিজ্ঞানম্	৩।১৮
হাল্ল্যপনিমগ্নপে সঙ্গম্বাকবর্ণাং পুনবনিষ্ট-	
প্রসঙ্গাং	৩।৫১
স্থিরস্থবাসনম্	২।৪৬
ভূলম্বরুপহৃদয়স্বার্থবদ্বসংযমাদ্ ভূতব্রহ্মঃ	৩।৪৪
স্থিতিপরিভ্রুকৌ বরুপশূদ্রেবার্থমাত্রনির্ভাসা	
নির্বিভক্তা	১।৪৩
অগ্নিনিজ্ঞানালয়নং বা	১।৩৮
অবিবদাসপ্তয়োগে চিত্তস্ত অকপাহুকাব	
ইবেজ্জিগ্মাণাং প্রত্যাহাবঃ	২।৫৪
অবসবাহী বিদ্ববোহপি তথাক্রোটো-	
ইত্তিনিবেশঃ	২।২০
অযামিশক্ত্যোঃ বরুপোপলব্ধিহেতুঃ	
সংযোগঃ	২।২৩
আখ্যায়াদিষ্টদেবতাসম্প্রযোগঃ	২।৪৪

হ

হানমেবাং ক্লেশবৃত্তজ্ঞম্	৪।২৮
দ্রময়ে চিত্তসংবিৎ	৩।৩৪
হেতুখলাজ্ঞবালম্বনৈঃ সংগৃহীতকাদেবাম-	
ভাবে তদভাবঃ	৪।১১
হেয়ং হুংখয়নাগতম্	২।১৬

## যোগভাষ্যোক্ত বচনমালা

একমেবদর্শনং খ্যাতিবেদ দর্শনম্ ॥ ১১৪ ॥ ( পঞ্চশিখ )

আদিবিদ্যান্ নির্মাণচিত্তমধিষ্ঠায় কাঞ্চন্যাদ্ ভগবান্ পৰমধিবাহুববে জিজ্ঞাসমানায  
তত্ত্বং প্রোবাচ ॥ ১১২৫ ॥ ( পঞ্চশিখ )

স্বাধ্যায়াদ্ যোগমাসীত যোগাৎ স্বাধ্যায়মারম্ভেৎ ।

স্বাধ্যায়যোগসম্পত্ত্য পৰমাত্মা প্রকাশতে ॥ ১১২৮ ॥ ( বিষ্ণুপূর্বপদ )

তমধুমাঙ্গমাত্মানমহুবিভায়াভ্যেবং ভাবং লভ্ত্বানীতে ॥ ১১৩৬ ॥ ( পঞ্চশিখ )

প্রজ্ঞাপ্রাসাদমাক্রম্যশোভ্যঃ শোচতো জনান্ ।

তুমিষ্ঠানিব শৈলম্ সর্বান্ প্রাজ্ঞোহহুপুত্রতি ॥ ১১৪৭ ॥ ( মহাভাবত, ধর্মপদ )

আগমেনাহুমানেন ধ্যানাত্ম্যাসবসেন চ ।

ত্রিধা প্রকল্পয়ন্ প্রজ্ঞাং লভতে যোগমুক্তমম্ ॥ ১১৪৮ ॥ ( শ্রুতি—বিজ্ঞানভিহু )

স্থানাসীজাহুপুষ্ঠিভ্যামিত্তদ্বান্নিধনাদপি ।

কাষমাদেষমশৌচত্বাং পণ্ডিতা লুপ্তচিঃ বিহুঃ ॥ ২১৫ ॥

( শ্রুতি—বিজ্ঞানভিহু, বৈশাণিকী গাথা—বাচস্পতি মিত্র )

ব্যক্তমব্যক্তং বা লক্ষ্যমাত্মদেনাভিপ্রতীত্য তত্ত লক্ষ্যমহুমনশ্বতি আত্মলক্ষণং মমানঃ,  
তত্ত ব্যাপদমহুশোচতি আত্মব্যাপদং মত্তমানঃ স সর্বোহিপ্রতিবুধঃ ॥ ২১৫ ॥ ( পঞ্চশিখ ) -

বুদ্ধিতঃ পবং পুরুষমাকাবশীলবিভায়াভিভিভক্তমপুত্রন্ কুর্বাভজাত্মবুধিং মোহেন ॥ ২১৬ ॥

( পঞ্চশিখ )

যে যে হ বৈ কর্মণী বেদিভব্যে পাশকন্ডৈকো বাসিঃ পুণ্যকতোহপহতি ।

ভদ্রিচ্ছব কর্মণি হুতানি কতু মিহৈব তে কর্ম কষথো বেদযন্তে ॥ ২১৩ ॥

( শ্রুতি—বিজ্ঞানভিহু, আহায—বাচস্পতি মিত্র )

শ্রাং স্বল্পঃ সঙ্করঃ সপবিহারঃ সপ্রভাবমর্ষঃ কুশলস্ত মাপকর্ষায়ানঃ কমাং, কুশলং হি মে  
বল্লভপ্রতি ব্রহ্মায়মার্বাং গতঃ স্বর্গেহিপি অপকর্ষবল্লং কবিত্ততি ॥ ২১৩ ॥ ( পঞ্চশিখ )

কৃপাতিশয়া বৃত্ত্যতিশযাশ্চ পবম্পবেণ বিরম্যন্তে সামান্তানি ত্তিশেষৈঃ সহ প্রবর্ততে ॥

২১৫, ৩১৩ ॥ ( বার্ষগণ্য, পঞ্চশিখ )

তৎসংযোগহেতুবিবর্জনাং ত্রাদয়মাত্মন্তিকো হুঃপ্রতীকাবঃ ॥ ২১৭ ॥ ( পঞ্চশিখ )

অবন্ত খলু ত্রিষু গুণেষু কর্ণযু অকর্তবি চ পুরুষে তুল্যাতুল্যজাতীয়ে চতুর্থে তৎক্রিয়া-  
সাক্ৰিণি উপনীযমানান্ সর্বভাবানুপপন্নানুপপত্ত্ব দর্শনমবচ্ছতে ॥ ২১৮ ॥ (পঞ্চশিখ)

অপবিণামিনী হি ভোক্তৃশক্তিবপ্রতিসংক্রমা চ পবিণামিত্ত্বার্থে প্রতিসংক্রান্তেব তদ্বৃতি-  
মহুপততি তত্শাস্ত্র প্রাপ্তচেতস্তোপগ্রহরূপায়া বুদ্ধিবৃত্তেবজ্ঞকবাসাজ্ঞতয়া বুদ্ধিবৃত্তাবিশিষ্টা  
হি জ্ঞানবৃত্তিবিভাখ্যাযতে ॥ ২২০, ৪২২ ॥ (পঞ্চশিখ)

ধর্মিণামনামিৎসংযোগাক্ষরমাজ্ঞাপ্যনাদিঃ সংযোগঃ ॥ ২২২ ॥ (পঞ্চশিখ)

প্রধানং স্থিত্যেব বর্তমানং বিকাবাকরণাদপ্রধানং স্ত্রাং, তথা গর্ত্যেব বর্তমানং  
বিকাবনিত্যাদ্যপ্রধানং স্ত্রাৎ উভযা চাস্ত্র প্রবৃত্তিঃ প্রধানব্যবহারং লভতে নাম্মথা,  
কাবপান্ত্রয়েষপি কল্লিতেষেব সমানশ্চর্চঃ ॥ ২২৩ ॥

প্রধানস্ত্রাঅধ্যাপনার্থা প্রবৃত্তিঃ ॥ ২২৩ ॥ (ঐতি—ব্যান)

উৎপত্তিস্থিত্যভিব্যক্তিবিকাবপ্রত্যয়ান্তবঃ ।

বিযোগান্ত্রয়তযঃ কাবণং নবধা স্মৃতম্ ॥ ২২৮ ॥ (সংগ্রহকাবিকা)

ন খব্বয়ং ব্রাহ্মণো যথা বধা ব্রতানি বহুনি সমাধিসংসে তথা তথা প্রমাদবৃত্তভেদ্যো  
হিসানিদানেভ্যো নিবর্তমানস্তামেবাবদ্বাতরূপামহিংসাং কবোতি ॥ ২৩০ ॥

(আগম—বাচস্পতি মিশ্র)

শয্যাসনছোহিৎ পথি ব্রহ্মন্ বা বহুঃ পবিকীর্ণবিতর্কজ্ঞানঃ ।

সংসাংবীজকথমীক্ষমাণঃ স্ত্রামিত্ত্বমুক্তোহিবৃত্তভোগভাগী ॥ ২৩২ ॥

যচ্চ কামমুখং লোকে যচ্চ দ্বিব্যং মহৎ সুখম্ ।

তৃষ্ণাক্ষয়মুখশ্চেত্রে নার্বিতঃ বোভগীঃ কনাম্ ॥ ২৪২ ॥ (বিকৃপুবাৎ, বায়ুপুবাৎ)

মহামোহময়েনেন্দ্রজালেন প্রকাশশীলং সম্ভারবৃত্ত্য তদেবাকার্ষে নিমুঙ্ক্তে ॥ ২৪২ ॥

(পূর্বাচার্ধ—বিজ্ঞানভিদ্ধু, আগমী—বাচস্পতি মিশ্র)

তপো ন পরং প্রাণাযামাং ততো বিভূর্জিহ্বালানাং দীপ্তিশ্চ জ্ঞানস্ত্র ॥ ২৪২ ॥

(আগমী—বাচস্পতি মিশ্র)

চিঠৈতৎকাগ্র্যাদপ্রতিপত্তিবেব ॥ ২৪৫ ॥ (জৈসীব্য)

যোগেন যোগো জ্ঞাতব্যো যোগো যোগাৎ প্রবর্ততে ।

যোহগ্রমন্তন্ত যোগেন স যোগে বমতে চিবম্ ॥ ৩৬ ॥

জলভূম্যোঃ পাবিণামিকং বসাদিষ্টৈবশরুপ্যং স্থাববেষু দৃষ্টং তথা স্থাববাণাং জলমেযু  
জলমানাং স্থাববেষু ॥ ৩১৪ ॥ (পূর্বাচার্ধ—বিজ্ঞানভিদ্ধু)

নিবোধধর্মসংস্কাবাঃ পবিণামোহিৎ জীবনম্ ।

চেষ্টাশক্তিশ্চ চিত্তস্ত ধর্মা দর্শনবজ্জিতাঃ ॥ ৩১৫ ॥ (সংগ্রহকাবিকা)

ব্রাহ্মস্মিত্তিকো লোকঃ প্রোজাপত্যন্ততো মহান্ ।  
 মাহেদ্রশ্চ স্ববিত্তান্তে দ্বিবি তাবা ভুবি প্রজা ॥ ৩২৬ ॥ ( সংগ্রহজ্ঞোক )  
 বিজ্ঞাতাবমবে কেন বিজানীবাৎ ॥ ৩৩৫ ॥ ( বৃহদাবধ্যক উপনিষদ্ )  
 তুল্যদেশপ্রাপনামেকদেশপ্রতিষং সর্বেবাং ভবতি ॥ ৩৪১ ॥ ( পঞ্চশিখ )  
 একজ্ঞাভিনয়দ্বিতানামেবাং ধর্মমাজব্যবৃতিঃ ॥ ৩৪৪ ॥ ( পূর্বাচার্ধ—বিজ্ঞানভিত্তি )  
 অমৃতসিদ্ধাববভেদান্নগতঃ সমূহো জব্যাম্ ॥ ৩৪৪ ॥ ( পতঞ্জলি )  
 মূর্তিব্যবধিজ্ঞাতিভেদাভাবান্নাতি মূলপৃথক্কৃত্বম্ ॥ ৩৫৩ ॥ ( বার্ষগণ্য )  
 যে চৈতে মৈত্রেয়্যাহ্নো ধ্যাযিনাং বিহাবান্তে বাহ্মণ্যননিবল্লপ্রহাঙ্গানঃ প্রকৃষ্টঃ ধর্মমভি-  
 নির্ভরন্তি ॥ ৪১০ ॥ ( আচার্ধ—বাচস্পতি মিশ্র )  
 গুণানাং পবমং রূপং ন দৃষ্টিপথব্রুছতি ।  
 বক্ষু দৃষ্টিপথং প্রাপ্তং তন্মাদেব ব্রুতুচ্ছকম্ ॥ ৪১৩ ॥ ( বষ্টিতন্ত্র—বার্ষগণ্যবচিত )  
 ন পাতালং ন চ বিবং গিবীণাং সৈবান্ধকাং কৃক্ষবো নোদ্ববীনাং ।  
 গুহা বস্ত্রাং নিহিতং ব্রহ্ম শাস্তং বুদ্ধিবৃত্তিমবিশিষ্টাং কববো বেষবন্তে ॥ ৪২২ ॥  
 ( আগম—বিজ্ঞানভিত্তি )  
 স্বভাবং মুক্তাং দোষান্ বেষাং পূর্বপক্ষে ক্ৰচির্ভবতি অক্ৰচিচ্চ নির্ণবে ভবতি ॥ ৪২৫ ॥  
 ( পূর্বাচার্ধ—বিজ্ঞানভিত্তি )  
 অজ্ঞো মণিমবিধ্যৎ তমনমূলিবাবযৎ ।  
 অগ্রীবন্তঃ প্রত্যমুকং তমজিহ্বোহিভ্যপুকযৎ ॥ ৪৩১ ॥ ( তৈত্তিরীয আবণ্যক )

ভাত্তোক্ত বচনগুলির মধ্যে বহুেকটি যে প্রাচীনত্বের প্রবাদবাক্যের ভাব সর্বত্র প্রচলিত ছিল, হয়ত বহুকাল কোনও বিশেষ গ্রন্থে ছিল না, তাহা অসম্ভব, দেখাও বাইতেছে যে কোন কোনটি সামান্য পবিবর্তিত হইয়া একানিক পৌরাণিক গ্রন্থে নিবদ্ধ বহিষাছে। তবাতীত প্রত্যেকটি বচনই যে মূল ব্যাসভাত্তের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহাও নিঃসন্দেহে বলা যায় না। অতএব কেবল উক্ত বচনের উপর নির্ভর করিবা এই ভাত্তরূপার কাশনির্ঘব করিতে বাঙা সঙ্গীতীন নহে।



## ଅନୁସଂହିତା

ପୃଷ୍ଠା	ମଂଜି	ଅବସ୍ଥା	ପଦ
୨୧	୧୧	କାର୍ଯ୍ୟଚାକ୍ଷର	କାର୍ଯ୍ୟ ଚାକ୍ଷର
୬୨	୨	ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୋଦ୍ଧୃତି	ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୋଦ୍ଧୃତି
୬୫	୧	କୈବଲ୍ୟ	କୈବଲ୍ୟ
୧୨	୨	ମହାର୍ଯ୍ୟସଂହତ	ମହାର୍ଯ୍ୟସଂହତ
୧୮୦	୩୦	ଅମାମ	ଅମାମ
୬୭୦	୪	୧୨	୧୨
୬୭୭	୨୭	୩୧୧	୩୧୧



## ঐহিকায়ের অন্ত্যস্ত ঐহিক

১। **সরল সাংখ্যবোধ** (৫ম লং)—বহু সাংখ্যহুজ এবং সরল সাংখ্যকাবিকা অহয় ও সবল বহুহুজবাহ সহ ব্যাখ্যাত। এসদক্ৰমে অধ্যাক্ষ-বিজ্ঞান ও পবমার্থতহু ইহাতে নক্ৰেপে অখচ অস্পষ্টভাবে ধাবাবাহিকক্ৰপে বিবৃত হইবাহে এবং গুহুশিখাদীনাং সাংখ্যসূত্রম্—ভাক্ত ও বহুহুজবাহ সমেত। বোধভাক্তে উক্কৃত সর্বপ্রাচীন দার্শনিক হুজগুলি নংগৃহীত ও ব্যাখ্যাত।  
মূল্য—ট। ৪'০০

২। **যোগকাক্সিকা** (৩য় লং)—সরল যোগহুজ, কাবিকা, অহব, 'সবলা' টীকা ও বাংলায় প্রাক্সল ব্যাখ্যা নবেত। পাতক্সল দর্শন-শিক্ষার্থীক পক্ষে পবম সহাবক।  
মূল্য—ট। ৪'০০

৩। **যোগসোপান** (৪র্থ লং)—সরল পাতক্সল যোগহুজ, হুজ্বেব অহব ও সবল ব্যাখ্যা সহিত। শ্রীমদু ধর্ম্মসেব আবধ্য কৰ্ত্তক নংকলিত। প্রথম শিক্ষার্থীসেব ক্ত।  
মূল্য—ট। ৪'০০

৪। **প্রতিসান্ন** (পবিবহিত ৩য় লং)—বেধ ও উপনিবসেব বহু শ্লোক মূল ও অহব সহ ব্যাখ্যাত হইবাহে, বিক্কৃত কুমিকায উপনিবসেব দার্শনিক তহু সহজবোধ্য কবা হইবাহে।  
মূল্য—ট। ৪'০০

৫। **শিবধ্যান ক্তচাবীক অগুর্ষ ভ্রমণবুদ্ধান্ত** (৬ষ্ঠ লং)—ধর্ম্মবাজ্যেব প্রকৃত আদর্শ, যোগেব গভীক ও হুজ তহু এবং সাধনপ্রণালী ক্তলকপে গক্সল্লে বিবৃত।  
মূল্য—ট। ৪'০০

৬। **ধর্ম্মচর্চা ও মনুসান্ন** (সাহুবাদ)—গনাতন ধর্ম্মনীতিব সাব-সংগ্রহ। শ্লোকগুলি প্রদানত: মহাভাবভেব শাক্তিগর্ষ হইতে নংগৃহীত এবং বিধব অহুবাধী নক্কিত। ক্তলবপ্রাধী উপদেশেব একক্স সমাবেশ। মনুসান্নেব শ্লোক মনুসংহিতা হইতে নক্কিত।  
মূল্য—ট। ২'০০

৭। **ধর্ম্মপদম্** (৪র্থ লং)—শ্রীমদু ভগবদু গৌতম বুদ্ধ ভাবিত মূল পালি, তাহাব নংকৃত শ্লোকে অহুবাদ এবং বহুহুজবাহ ও তৎসহ অভিধর্ম্মসান্ন সমেত অগুর্ষ গ্রহ। ক্তলহু শকাবলী গুথকু পাদটীকায় ব্যাখ্যাত। কুমিকায বৌদ্ধ ও আর্ষ দর্শনেব তুলনামূলক নমালোচনা।  
মূল্য—ট। ২'০০

৮। **শাক্তিসেব-কৃত বোধিচর্চাবতান্ন** (সাহুবাদ নৃতন লং)। বুদ্ধক্সলাভ কবিবাব আচরণ ও সাধন নক্কবীক প্রাচীন গ্রহ। মৈত্রী কক্সণা আদি শীল আচরণ এবং বুদ্ধি-সম্প্রদক্স নক্কদে সাধকোচিত উপদেশ। শৈবাবদ্বৈতবাদ নবেত।  
মূল্য—ট। ৪'০০

৯। **কর্ম্মতহু** (পবিবহিত ২য় লং)—আর্ষ ও বৌদ্ধ দর্শন বে কর্ম্মবাসেব উপব প্রতিষ্ঠিত তাহাব ম্তিসদত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ। কর্ম্ম ও তাহাব পবিধামক্সণ ফল নক্কদে নগুর্ষ ক্তাবাহুমোমিত ব্যাখ্যা। ইহাতে প্রাচীন ও আধুনিক দার্শনিক মত, আধুনিক বৈজ্ঞানিক মত প্রকৃতিব সহিত সাংখ্যীক কর্ম্মবাসেব তুলনা ও সীমাংসা কবা হইবাহে।  
মূল্য—ট। ৪'০০

১০। **নিবন্ধগ্রহাবলী**—সগুর্ষ দার্শনিক নিবন্ধাবলী, সাংখ্যীক প্রক্সোভবমালা, গীতাব নীতি ও মত, পবভক্তিহুজম্ (সাহুবাদ), শিবোক্ত-বোগমুক্তি: (সাহুবাদ) ইত্যাদি বহুবিধ গ্রহেব ও প্রবন্ধেব সংগ্রহ গুতক।  
মূল্য—ট। ৪'০০

প্রাপ্তিস্থান—কাপিল মঠ, পো: রুগুপু, জে: দেওধব, বিহাব।

কলিকাতাব মহেশ লাইব্রেরী ও অন্ত্যস্ত প্রসিদ্ধ গুতকালয়ে।



1. **Samkhya Catechism**—Compiled from the works of Samkhya-yogacharya Srimad Hariharananda Aranya. A lucid exposition of the Samkhya Philosophy. Price—Rs. 5'00.

MARQUESS OF ZETLAND, *Yorks*—" \* \* \* At a first glance the book gives one the impression of being a lucid exposition of the Samkhya system which should make the main principles of that philosophy clear to the Western readers."

Mahamahopadhyaya GANGANATH JHA, *Allahabad University*—"Many thanks for your Samkhya Catechism. It appears to be a most useful compilation. I hope it will find readers and appreciators."

Dr B. L. ATREYA, D. Litt., *Professor of Philosophy, Hindu University, Varanasi*—"I am very grateful to you for your kind gift of the Samkhya Catechism which I have glanced through with great interest and pleasure. It is indeed a manual of great value. Your exposition of the doctrines of Samkhya, one of the most ancient and reputed system of Indian thought, is very clear, exhaustive and convincing. I wish such manuals were available on all the systems of Indian Philosophy. I will recommend it to my B. A. students who have to study the Samkhya system in outlines for their examination."

2. **Samkhya Sutras of Panchasikha and other Ancient Sages**—Text and commentary by Samkhya-yogacharya Srimad Hariharananda Aranya and English translation by Rai Jajneshwar Ghosh Bahadur, Ph. D. Price—Rs. 40'00

Dr. L. D. BARNETT, *British Museum*—"It is a very able and interesting exposition of Samkhya from a modern standpoint and deserves to be widely known."

Dr. M. WINTERNITZ, *Prague, Czechoslovakia*—"It is a very interesting and valuable contribution to the study of Samkhya."

Dr. STEN KONOW, *Acta Orientalia Christiana University*—"It is so seldom that we have access to such good samples of the teaching of living Samkhya teachers like the Swami Hariharananda Aranya. Especially to Europeans, it is important to read such treatises, because we are often apt to look on systems like the Samkhya through European spectacles, and in that way we do not easily reach a full understanding of the problems. Your edition of the Swami's work and your own introduction and translation are, therefore, very welcome."

Dr. BERREIDA' E KEITH, *Edinburgh University*—"I have now had time to read through your introduction. It is a most interesting sketch. \* \* \* I have also read with interest the Sutras as translated and commented upon and have to express my appreciation of the interesting and helpful addition to our knowledge of the Samkhya system."

*Available at Kapil Math, P. O. Madhupur, Dist. Deoghar, Bihar*

## কাপিলার্শ্মীয় পাভঞ্জল যোগদর্শন সম্বন্ধে পণ্ডিতমণ্ডলীর অভিমত

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গোপীনাথ কবিবাজ—“\* \* \* বাংলা ও ইংবাজী ভাষায় যোগভাষ্য ও সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যতগুলি গ্রন্থ ও আলোচনাগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাব কোনটিই ব্যাখ্যাবৈশদ্য, প্রতিপাত্ত বিষয়েব স্পষ্টীকরণ এবং গ্রন্থেব পূর্বাণব সঙ্গতি বঙ্গাপূর্বক শাস্ত্রেব নিগূঢ় বহুস্তেব উদ্ভেদন সম্বন্ধে স্বামীজীব ব্যাখ্যাব সহিত উপমিত হইবাব যোগ্য নহে। \* \* \* বিচাব ও স্বাহুত্বভাব সহিত শাস্ত্রেব সম্বন্ধেব একরূপ দৃষ্টান্ত আজকাল একান্তই দুর্লভ। \* \* \*”

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত অন্নদাচরণ তর্কচূডামনি, অধ্যাপক, সাংখ্য ও যোগ, কান্ধী হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়—“\* \* \* গ্রন্থকাব প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং মোক্ষসাধনে উৎসর্গীকৃত-জীবন, ভাব বৈবাগ্যবান, অসাধাবণ প্রতিভাশালী এবং স্বদীর্ঘকালব্যাপি-সাধনবান, একনিষ্ঠ তত্ত্বদর্শী যোগী বলিয়াই তিনি এইরূপ সাধনসম্বন্ধীয, অজ্ঞাতপূর্বতত্ত্বসুজ্ঞিপূর্ণ, বিশুদ্ধ, গভীয ও অনবদ্য দার্শনিক গ্রন্থ লিখিতে সমর্থ হইবাহেচন। সাংখ্যযোগ সম্বন্ধে একপ গ্রন্থ আব দেখিবাহি বলিয়া মনে হয় না।”

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কচূষণ, প্রাচ্যবিজ্ঞাবিভাগাধ্যক্ষ, কান্ধী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়—“\* \* \* অত্র মহাহুতাবস্ত সঙ্কলবিতুর্গোষ্ঠীবার্ষপ্রকাশনে অনন্তসাধাবণ প্রাবীণ্যমুপলব্ধিতম্। ভাবা চাস্ত্র প্রসাদমাদুর্গোষ্ঠীর্ষ-সমলঙ্কৃত সর্বথা প্রশংসনীয়েব। পাভঞ্জলযোগশাস্ত্রমবগন্তঃ প্রথতমানানাং বঙ্গীযপাঠকানামবঃ গ্রন্থে মহতে খলুপকাবাব প্রভবিস্ত্রাভীতি অত্র নাতি বিপ্রতিপত্তিবিত।”

পণ্ডিত হবিহব শাস্ত্রী, অধ্যাপক কান্ধী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়—“\* \* \* সঙ্কলবিতুর্গোষ্ঠীযগ্ৰন্থানগবিস্ত্রাং প্রাচ্য-প্রতীচ্যদর্শন-নিষ্কাতস্বাচ্চ গ্রন্থোহংযং পণ্ডিতানামপি কিমূত বিজ্ঞাথিনাং নিতবামুপকবিস্ত্রাভীতি মে হুদুচে বিশালঃ সমুৎপত্তমানে বিজ্ঞতে।

\* \* \* দুবধিগমযোগাবণ্যে ব্যাপাবেণানেন ষষ্টাপথনির্মাণমহর্জিতমাবণ্যমহোদধেনেতি ন খলু বিস্তঃ বচঃ। কস্তামপি ভাবাবাং যোগদর্শনশ্রোতাদৃশঃ পবমোপযোগী সন্দর্ভে নাভাপি প্রকাশিত ইতি গ্রন্থস্তাত্ত্বাহুশীলেনৈব স্ববমহুতবিস্ত্রাভি শাস্ত্রবলিকাঃ।”

সাহিত্যদর্শনাচার্য গোবামী দামোদব শাস্ত্রী তর্কবদ্ব ভাববদ্ব, কান্ধী—“\* \* \* কাপিলমঠমধ্যমীনৈঃ পবিত্রাজক-শ্রীমৎস্বামি-হবিহবানন্দাবণ্য-মহোদবৈর্বদভাববা যোগভাস্ত্রমহবদ্বিস্ত্রীকবিস্ত্রিচ বৈশদ্বেন টিল্লনবিস্ত্রিচ প্রকাশিতং নিবদ্বং বহুজ্ঞালোচ্য সমধিগত্য চৈনেনোক্ত-স্বামিনাং গ্রন্থোপপাদনশৈলীং লোকভাষবা দুৰূপপাদববিববাণামপি স্ববগমসাবশিস্ম অনপূর্বাভিবাপি প্রতীচ্যপ্রজ্ঞাবাভিবপূর্বাযমাজী-কৃত্য প্রদর্শিতাভিঃ স্বাহুভবেপজ্ঞ-প্রকাবোপস্তুতিপাবিপাটোনানিতবসাধাবণেন জিজ্ঞাস্তসংশয়মুষ্টিদ্বম-সুজ্ঞিনিকবেণ চ প্রশাস্তমান-মানস্চিন্যং লোকাহুপসুর্বদ্বং নিবদ্বো জগদীষবাহুবস্পবা জযতাদ্বিতি কামযমানো বিবমতি মুধা বিত্তবাবিতি শম্।”

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শিবচন্দ্র সার্বভৌম, ভট্টপন্নী—“পণ্ডিতপ্রববস্ত স্বামিনো গভীববিদ্যাবুদ্ধি-নৈপুণ্যমহুত্বং স্বশ্রীতেন মবা ভাবদ্বিমুচ্যতে গ্রন্থোহংযং যোগজিজ্ঞাস্থনাং পণ্ডিতানামুপকাবিতবাতীব-সমাদবভাজনং ভবিতুমর্হতি।”

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বৈকুণ্ঠনাথ বেদান্তবাচস্পতি, বাজপতি, ত্রিপুরা—“\* \* \* যোগদর্শন (বা যে কোন দর্শন) এমন আকারে এমন প্রকারে কেহই এতদিন প্রকাশ করেন নাই, যোগতত্ত্ব বুঝিতে এ গ্রন্থে যে প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে তাহা বর্তমান কালের সম্পূর্ণ উপযোগী ও অল্পকাল। অধিক কি বলিব অন্ত্রনিবশেষ হইয়াও এ গ্রন্থ আবস্ত কবা বাহিতে পাবে, এমন সন্দেহভাবে ব্যাখ্যাবিশেষনা দি কবা হইয়াছে। এ গ্রন্থেব আদ্যব না কবিবেন এমন পণ্ডিত, জ্ঞানী, যোগী, ভক্ত বা তত্ত্বানুসন্ধিৎসু নাই। যদি থাকেন তিনি হতভাগ্য, তাঁহাব মঙ্গল বহুজন্মে সাধ্য।”

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ—“\* \* \* ইদানীন্তন কালে যে সকল অল্পবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাব মধ্যে অনেক অল্পবাদই শকাব্দবাদ, শকাব্দবাদ দ্বাৰা যুলেব তাৎপর্যবগতিব সম্ভাবনা নাই। পবস্ত আপনাব প্রকাশিত অল্পবাদ লেখপ নহে। ইহা প্রকৃতই অর্থাল্পবাদ; \* \* \* বলা বাহুল্য, আপনাব এই পুস্তক প্রকাশিত হওয়াব দেশেব বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে।”

যোগদর্শনস্থ ‘সাংখ্যতত্ত্বালোক’ পণ্ডিত্য পণ্ডিত কালীবব বেদান্তবাগীশ—“যাহা দেখিলাম তাহাতে বুঝিলাম, গ্রন্থখানি অতি উপাদেয় হইয়াছে। নব্য সম্প্রদায়েব বিশেষ উপকারী হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল। বলিতে কি আমি যে সাংখ্যবদ্বাদ প্রকাশ কবিয়াছি তাহা অপেক্ষা ইহা অনেক উৎকৃষ্ট।”

‘কাল ও দিক্ বা অবকাশ’ নামক পুস্তিকা সম্বন্ধে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—“\* \* \* লেখক স্বয়ং শাস্ত্রীয় ভিত্তিতে দিক্ ও কালের স্বকীয় সিদ্ধান্তকে যেকপ পাণ্ডিত্য ও স্বাভূতব সহিত সুদৃঢ় যুক্তিপবম্পৰ্য্য প্রতিপাদন কবিয়াছেন তাহা পাঠ কবিয়া আমবা যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়াছি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারাব সূক্ষ্মত্ব একে বাংলা ভাষায় যে এই জাতীয় মৌলিক দর্শনগ্রন্থেব উদ্ভব হইতে পাবে পূর্বে তাহা আমাদের ধাবণাব অতীত ছিল। \* \* \* পুস্তিকাখানি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও ইহাব গুণেব ইয়ত্তা নাই।”

ড: সতীশচন্দ্র বাগচী, LL. D., Bar-at-Law, প্রিন্সিপ্যাল, কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ল কলেজ—“পুস্তিকাখানি আকারে ছোট, কিন্তু এত অল্পপবিসব পুস্তকে একপ ছক্কা ব্যাপাবেব এমন সবল ব্যাখ্যা কবা হইয়াছে যাহা ইহাব পূর্বে বাংলা ভাষায় কেহই কবিতো পাবেন নাই। \* \* \* এই পুস্তকেব বহুল প্রচাব বাঞ্ছনীয়।”

YOGA PHILOSOPHY OF PATANJALI (3rd. Ed.)—যোগদর্শনেব ইংৰাজী অল্পবাদ (৪র্থ পাদ পৰ্ব্বত) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য—ট। ১২৫

Dr. LEO M. A. FLEISCHER, M. D. (Prague) [To Cal Univ.]—“I am told that there is a book \* \* \* on Patanjali's Yoga Darshana by Hariharananda Aranya \* \* \* I would like to know whether this book is translated in English. If not, please try to have it translated by a proper man, so that such an important and valuable work can be made use of by all people knowing English \* \* \* I am told by learned people who have studied that book that it is an excellent commen-

tary on Patanjali's Yoga Darshana, far superior to any other book on this subject \* \* \*

Sirdar UMRAOSINGH SHER GIL—"Permit me to say that the Calcutta University has done a very meritorious thing in publishing the monumental work of the Samkhya Yogacharya \* \* \* in Bengali. The revered author does not stand in need of appreciation from any one, but as one who has devoted over fifty years to the study of Yoga Philosophy \* \* \* you will let me say that his work based on a deep contemplation of the subject has far surpassed anything written by the great commentators of olden times \* \* \*

For this reason I would beg to suggest that this great work on Yoga deserves to be translated into the English language through which it can be of use to many scholars \* \* \* all over the world \* \* \*

---